বিশ্বকোষ।

অর্থাৎ

যাবতীয় সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও গ্রাম্য শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি; আরবী, পারস্য, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার চলিত শব্দ ও তাহাদের অর্থ; প্রাচীন ও আধুনিক ধর্ম্মসম্প্রদায় ও তাহাদের মত ও বিশ্বাস; মনুষ্যতত্ত্ব এবং আর্য্য ও অনার্য্য জাতির বৃত্তান্ত; বৈদিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক সর্ব্বজাতীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি-গণের বিবরণ; বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ, তন্ত্র, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দোবিদ্যা, ন্যায়, জ্যোতিষ, অঙ্ক, উদ্ভিদ, রসায়ন, ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, বিজ্ঞান, অ্যালোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী, বৈদ্যক ও হকিমীমতের চিকিৎসাপ্রণালী ও ব্যবস্থা, শিল্প, ইন্দ্রজাল, কৃষিতত্ত্ব, পাকবিদ্যা প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের সারসংগ্রহ অকারাদি বর্ণানুক্রমিক বৃহদভিধান।

একাদশ ভাগ।

পর্ত্তুগীজ—পুলিশ

(১৪ নং তেলিপাড়া লেন, শ্যামপুকুর, বিশ্বকোষ-কার্য্যালয় হইতে)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা

৬ নং ভীম ঘোষের লেন, গ্রেট ইডেন্ প্রেসে
ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানী দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৭ সাল।

বিশ্বকোষ।

একাদশ ভাগ।

পর্ত্তুগীজ, পর্ত্তুগালের খৃষ্টান অধিবাসী। [পর্ত্তুগাল দেখ।] যখন ভারতে ইংরাজ, ফরাসী ও ওলন্দাজগণের নাম মাত্র জানা ছিল না, তৎপূর্ব্বে পর্ত্তুগীজগণ ভারতের উপকূলে বণিকরূপে আসিয়া অসাধারণ রাজশক্তির পরিচয় দিয়াছিল। কত শত পর্ত্তুগীজ ভারতীয় রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া সংসারী হইয়াছিল—তাহারাই সর্ব্বপ্রথম পাশ্চাত্য-সভ্যতা ভারতে অনুপ্রাণিত করিয়া কত ভারতবাসীর মতিগতি ফিরাইয়া দিয়াছিল। তাহাদের প্রভাব দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম উপকূলে আজও পরিলক্ষিত হয়। পর্ত্তুগীজদিগের কঠোর উৎপীড়ন, মোহন প্রলোভন, বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রবল প্রতাপ আজও ভারতবাসী বিস্মৃত হন নাই। তাহাদের সহিত ভারতবাসীর কিরূপে সম্বন্ধ হইয়াছিল, তাহাই বলিব।

পর্ত্তুগীজজাতির উন্নতির মূল পর্ত্তুগীজ-রাজকুমার ডম্ হেনরিক্। [পর্ত্তুগাল দেখ।] তাঁহারই যত্নে ও অর্থানুকূল্যে পর্ত্তুগীজগণ নানাদেশ আবিষ্কার, বাণিজ্য বিস্তার ও বহু রাজ্যাধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। রোমক সাম্রাজ্যধ্বংসের পর য়ুরোপীয় বাণিজ্য অনেকটা পরহস্তগত হয়। এ সময়ে আরবজাতিই ভারতের সহিত য়ুরোপীয় বাণিজ্যের সকল অধিকার লাভ করিয়াছিল। পালেস্তিনের মহাধর্ম্মযুদ্ধের পর স্পেনদেশে মুসলমানের হাতে ভারতীয় অপূর্ব্ব বিলাসী দ্রব্যসমূহের পরিচয় পাইয়া য়ুরোপীয় রাজগণ বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং মণিরত্নাকর ও বিলাসভাণ্ডার ভারতের প্রকৃত সন্ধান পাইবার জন্য অনেকেই ব্যাকুল হইয়াছিলেন। তাহারই ফলে পর্ত্তুগীজ রাজকুমার ডম্ হেনরিক্ ভারতাবিষ্কারে মনোযোগী হন। ১৪১৮-২০ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রথমতঃ পোর্টোসান্টো ও মদিরা দ্বীপ আবিষ্কার করেন। ইহার পর তিনি প্রতিবর্ষে আফ্রিকা-উপকূলে ছোট ছোট জাহাজ পাঠাইতে লাগিলেন। সে সময়ে পোপ খৃষ্টান-জগতের সর্ব্বময় কর্ত্তা। য়ুরোপীয় রাজন্যবর্গ সকলেই তাঁহার নিকট অবনত। কাজেই কুমার হেন্‌রিক তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেন, পোপের আদিষ্ট খৃষ্টানধর্ম্ম প্রচারদ্বারা আবিষ্কৃত জনপদবাসীর অজ্ঞান অন্ধকার দূর করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য, অতএব তাঁহার এই অনুরোধ, তিনি যে সকল নূতন নূতন দেশ আবিষ্কার ও অধিকার করিবেন, তাহা যেন পর্ত্তুগালরাজেরই অধিকারভুক্ত থাকে। পোপ ও তাঁহার সদস্যগণ সকলেই হেন্‌রিকের প্রার্থনা অনুমোদন করিলেন। হেন্‌রিকের ভ্রাতা ও পর্ত্তুগালরাজ্যের অভিভাবক ডম্‌পিদ্রোও তাঁহাকে এই ক্ষমতাপত্র দিলেন যে, এই সমুদ্র-অভিযানে পর্ত্তুগালরাজের যাহা কিছু লাভ হইবে, তাহার পঞ্চমাংশ হেন্‌রিক্ পাইবেন এবং তাঁহার ছাড় ভিন্ন কেহই আর ঐরূপ অভিযানে অগ্রসর হইতে পারিবেন না।

হেন্‌রিক্ কিরূপে বহুরাজ্য আবিষ্কার করেন, তাহাও একটু বলা উচিত। যে দেশের প্রথম সন্ধান হইত, সেই দেশের কএকজন স্ত্রীপুরুষকে লিসবন্ নগরে ধরিয়া আনা হইত। তাঁহাদের সহিত কেহ বন্দীর মত ব্যবহার করিত না। বরং পর্ত্তুগালের স্বাধীন প্রজাগণ অপেক্ষা যথেষ্ট যত্ন আদর করা হইত। তাহাদের ভরণপোষণের জন্য যথেষ্ট ভূসম্পত্তি দেওয়া হইত। তাহারা বিদেশী হইলেও সুন্দরী পর্ত্তুগীজ-রমণীর সহিত বিবাহ দেওয়া হইত। কোন কোন সম্ভ্রান্ত বিধবা মহিলা ঐরূপ বন্দিনীরমণীকে আপনার পোষ্যকন্যারূপে গ্রহণ

করিত। মৃত্যুকালে তাহাকেই সমস্ত সম্পত্তি দিয়া যাইত। এইরূপ আদরে ও যত্নে বিদেশী মোহিত হইত, কখনও জন্মভূমি পরিত্যাগের কষ্ট অনুভব করিত না। তাহারাও অন্য পক্ষে যথাসাধ্য স্ব স্ব জন্মভূমি ও অপরাপর জ্ঞাত স্থানের সন্ধান বলিয়া দিতে কুণ্ঠিত হইত না। এইরূপে তাঁহাদের নিকট সন্ধান লইয়াই ডম হেন্‌রিক নানা অজ্ঞাত প্রদেশ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যদিও হেন্‌রিক্ বহু চেষ্টা করিয়াও ভারত আবিষ্কার করিতে পারেন নাই; কিন্তু তিনি যে বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে পরবর্ত্তীকালে পর্ত্তুগীজগণ ভারত আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ডম্ জোয়াঁও সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবার অল্পকাল পরেই যে দেশে গরমমসলা উৎপন্ন হয় ও প্রেষ্টর-জন বাস করে, সেই সেই দেশ খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য উপযুক্ত লোক প্রেরণ করেন। রাজাদেশে জোয়াঁও পেরেস্-দা-কোবিলহাঁও নামে আরব্যভাষাবিৎ এক পর্ত্তুগীজও ঐ কার্য্যে নিযুক্ত হন। ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে ৭ই মে, তাঁহারা যাত্রা করেন। প্রথমে বার্সিলোনা, পরে নেপল্‌স্ ও রোডস্ হইয়া আলেকসান্দ্রিয়ায় সকলে উপনীত হইলেন। এখানে তাঁহারা কিছুদিন কম্পজ্বর ভুগিয়া কতগুলি তার কিনিয়া বণিকরূপে কায়রো নগরে আসিলেন। এখানে আদেনযাত্রী কতকগুলি আরব (মুর) আসিয়া মিলিত হইল। পরে পর্ত্তুগীজগণ সিনাই পর্ব্বতের পাদদেশে আসিয়া এখানে বণিকগণের নিকট কালিকট (কোলিকোড়্) সহরের বিস্তীর্ণ বাণিজ্যের সন্ধান পাইলেন। এবার তাঁহারা সুয়াকিম্ হইয়া আদেনে গিয়া বিভক্ত হইয়া পড়িলেন। কোবিলহাঁও ভারতবর্ষাভিমুখে ও পৈবা ইথিওপিয়া অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

কোবিল-হাঁও এক আরবী জাহাজে চড়িয়া প্রথমে মলবার উপকূলবর্ত্তী কন্ননূরে উপস্থিত হন। তথায় কিছুদিন থাকিয়া কালিকটে আসিলেন। এখানে রাশি রাশি আদা ও গোলমরিচ উৎপন্ন হয় দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। আরও শুনিলেন, এখানে বিস্তর দারুচিনি ও লবঙ্গ আমদানী হইয়া থাকে। যাহার জন্য পর্ত্তুগীজরাজ এতদিন ধরিয়া অনুসন্ধান করিতেছেন, সেই স্থানের সন্ধান পাইয়া কোবিল-হাঁও হাতে যেন স্বর্গ পাইলেন। তথা হইতে তিনি গোয়ানগরে গমন করেন।

পরে হরমুজ (অরমজ) দ্বীপ দর্শন করিয়া আফ্রিকার উপকূলে বাবেল্-মন্দব্ প্রণালীর ঠিক বাহিরে জৈলা নামক স্থানে এবং তথা হইতে কতকগুলি আরব বণিকের সহিত সোফালা বন্দরে আসিলেন। এখানে আসিয়া শুনিলেন, ইহারই অনতিদূরে ৯০০ মাইল দৈর্ঘ্য একটী দ্বীপ আছে, কাফ্রিরা তাহাকে 'চন্দ্রদ্বীপ' বলে। (এখন মাদাগাস্কর নামে খ্যাত)

কোবিল-হাঁও ভারতীয় বাণিজ্যের সংবাদ জানিয়া পর্ত্তুগালরাজের নিকট সমস্ত লিখিয়া পাঠাইলেন। তৎপরে তিনি নানাস্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অদৃষ্টক্রমে আর তিনি জন্মভূমিতে ফিরিতে পারেন নাই। তিনি একজন হাবসী রমণীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া ৩৩ বর্ষকাল আবিসীনিয়ায় অতিবাহিত করেন এবং এখানেই কালগ্রাসে পতিত হন।

কোবিল-হাঁও যে সময়ে 'গরমমসলা'র দেশ আবিষ্কার করিতে বাহির হন, সেই সময় সুবিখ্যাত কলম্বস্ পর্ত্তুগালরাজের অনুমতিক্রমে ভারতাবিষ্কারে যাত্রা করেন, তিনি ভারতের সন্ধান না পাইয়া, সুবৃহৎ আমেরিকা মহাদ্বীপ আবিষ্কার করিয়া বহুপরে কীর্ত্তি ও যশঃ অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

[আমেরিকা দেখ।]

অপর দিকে বার্থলোমেউ-দি-দিয়াজ (১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে আগষ্টের শেষে) বাহির হইয়া উত্তমাশা অন্তরীপ (Cape of Good hope) আবিষ্কার করেন। তৎপূর্ব্বে কোন য়ুরোপীয় এখানে পদার্পণ করেন নাই। এখানে আসিতে দিয়াজ সদলে অনেক কষ্ট পাইয়াছিলেন, সেই জন্য প্রথমে ইহার নাম হয় 'ঝটিকাঅন্তরীপ' (Cabo Formentosa), পরে পর্ত্তুগালে পৌঁছিয়া পর্ত্তুগালরাজ ২য় জোয়াঁওর নিকট দিয়াজ সংবাদ দিবার সময় ভারতাবিষ্কারের বহুদিনের আশা সফল হইবে ভাবিয়া উহার নাম রাখিলেন 'উত্তমাশা'।

১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে মানুএল্ পর্ত্তুগালের সিংহাসনে বসিয়াই রাজকুমার হেন্‌রিকের ব্রতে ব্রতী হইলেন। তিনি বহুদূরদেশান্তর আবিষ্কার ও বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে বিশেষ মনোযোগ দিলেন। তিনি ২য় জোয়াঁওর সময়ের কতকগুলি কাগজ পত্র হইতে জানিতে পারিলেন যে য়ুরোপের বাণিজ্যকেন্দ্র ভিনিসের ধন ও বাণিজ্যসমৃদ্ধি, সমস্তই ভারতীয় দ্রব্যজাত হইতে। এ সংবাদ পাইয়াই পর্ত্তুগীজরাজ অবিলম্বে তিনখানি বৃহৎ সমুদ্রপোত নির্ম্মাণ করাইলেন এবং তাঁহার নিজ হিসাবরক্ষক এস্তেবাঁও-দা-গামার পুত্র ভাস্কো-দা-গামাকে সকলের অধ্যক্ষ করিয়া পাঠাইলেন।(১) ভাস্কো-দা-গামা সাঁও-গব্রিএল্

(১) এই তিন জাহাজে দুইটী করিয়া মাস্তুল, দুই দফা করিয়া পোতচালনের উপকরণ, গোলা, গুলি, কামান প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণ, প্রভূত পরিমাণে সুপেয় ও সুবাসিত জল, বহুদিন অবিকৃত থাকিতে পারে এরূপ খাদ্যসামগ্রী, রোগীদিগের চিকিৎসার জন্য একটী ঔষধভাণ্ডার, খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য পাদরী ও ধর্ম্মাধ্যক্ষ, পর্ত্তুগাল রাজ্যমধ্যে ও তাহার নিকটবর্ত্তী অপরাপর দেশে যতপ্রকার বাণিজ্যদ্রব্য পাওয়া যায় সেই সকল

নামক জাহাজে যাত্রা করিলেন, সঙ্গে আর দুইখানি বৃহৎ জাহাজ ও দুই শতাধিক সাহসী লোক রহিল। ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চমাসে তিনি মোজাম্বিক সহরে পৌঁছিলেন। এখানে বোম্বাই হইতে আগত দবানে (নামান্তর তেবো) নামে এক আরবী দালালের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, তাঁহার নিকট অনেক সন্ধান জানিতে পারেন। তাঁহারই যত্নে তিনি মোজাম্বিকের শেখের ষড়যন্ত্র হইতে রক্ষা পান।

মোজাম্বিক হইতে কুইলোঁয়া হইয়া ভাস্কো-দা-গামা মোম্বাসায় আসিলেন। এখানকার অধিপতিও ভাস্কো-দা-গামার জাহাজধ্বংসের চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু পর্ত্তুগীজদিগের কৌশলে কিছু করিতে পারেন নাই। দা-গামা উপকূল বাহিয়া এপ্রেল মাসে মেলিন্দ সহরে পৌঁছিলেন। মেলিন্দের রাজা দা-গামার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, দা-গামাও পর্ত্তুগালরাজপ্রদত্ত সুবর্ণখচিত তরবারি, স্বর্ণসূত্রবেষ্টিত লাল সাটিনের বর্ম্ম ও সোণারপাতে বাঁধান বর্ষা উপহার দিয়া মেলিন্দরাজের সম্মান রক্ষা করিলেন। দবানে দা-গামাকে খম্ভাৎ (কাম্বে) যাইতে পরামর্শ দিয়াছিলেন, কিন্তু মেলিন্দপতি তাঁহাকে যুক্তি দেন যে, "তিনি যে উদ্দেশ্যে ভারতে যাইতেছেন, তাহা সমস্তই কালিকটে গেলে পাইতে পারেন।" অনুকূল বায়ুর আশায় দা-গামা তিনমাসকাল তথায় রহিলেন। যাত্রাকালে মেলিন্দপতি দা-গামাকে পথ দেখাইয়া দিবার জন্য, দুইজন বিচক্ষণ কাণ্ডারী সঙ্গে দিলেন, তন্মধ্যে একজন গুজরাতবাসী নাম মালিম্ খাঁ।[২] ২০ দিন যাত্রার পর সমুদ্রবক্ষ হইতে কন্ননূরের পাহাড় তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইল। কালিকটের ৩ ক্রোশ দূরে দা-গামা জাহাজ নঙ্গর করিলেন।

এই সময়ে কালিকট ভারতের সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্যস্থান বলিয়া খ্যাত ছিল। প্রায় ৬০০ বর্ষ হইতে আরবীবণিকগণ এখানে বাণিজ্য করিতেছেন। মিসর তুরস্ক প্রভৃতি নানাস্থানের শত শত বাণিজ্য-পোত এই কালিকট বন্দরে সর্ব্বদাই উপস্থিত থাকিত। মিসরের বণিকগণ মক্কা হইতে নানাদ্রব্য আনিয়া তৎপরিবর্ত্তে এখান হইতে গোলমরিচ ও ভৈষজ্য দ্রব্য লইয়া যাইত। পরে আবার সেই সকল দ্রব্যই য়ুরোপের নানাস্থানে রপ্তানী হইত।

দ্রব্য, য়ুরোপে খৃষ্টান সমাজে ও মুসলমানদিগের মধ্যে যতপ্রকার স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা প্রচলিত, ঐ সমস্ত মুদ্রা, নানাবর্ণের ও নানাপ্রকার সোণা, রেশম ও পশমের বস্ত্র, নানা মণিমাণিক্যাদির অলঙ্কার, মণিমাণিক্য খচিত স্বর্ণের তরবারি ও খড়্গ প্রভৃতি নানা অস্ত্র ছিল। পর্ত্তুগালরাজ ঐ সমস্ত সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন।

(২) পর্ত্তুগীজ গ্রন্থে ইহার নাম Malemo Cana.

এই বাণিজ্য ব্যাপারে আরবগণ মহাধনী হইয়া পড়িয়াছিল।

দা-গামা কালিকটে আসিয়া ঘোষণা করিলেন যে, তাঁহার সঙ্গে বহু জাহাজ ছিল, সেই সকল জাহাজের অন্বেষণে তিনি এদেশে আসিয়া পড়িয়াছেন এবং আপনার লোকদিগকে বলিয়া দিলেন যে, কেহ কোন জিনিস বিক্রয় করিতে আসিলে, সে যে মূল্য চাহিবে, তাহাই যেন তাহাকে দেওয়া হয়। মৎস্য, পক্ষী, ফল প্রভৃতি লইয়া কতকগুলি নৌকা জাহাজের নিকট আসিল। পর্ত্তুগীজগণ যে যাহা চাহিল, সেই মূল্য দিয়া মৎস্যাদি গ্রহণ করিল। বিক্রেতারা এইরূপে আশাতিরিক্ত মূল্য পাইয়া নগরে গিয়া পর্ত্তুগীজগণের অশেষ দয়ার কথা রাষ্ট্র করিয়া দিল। ক্রমে সেই কথা সামরীরাজের কর্ণগোচর হইল। তিনি একজন সম্ভ্রান্ত নায়রকে পর্ত্তুগীজদিগের অভিপ্রায় জানিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। দা-গামার পক্ষ হইতে দবানে আসিয়া রাজসমীপে জাহাজ অন্বেষণের কথা এবং গরম মসলা ও ভৈষজ্য দ্রব্যাদির বাণিজ্যপ্রসঙ্গ উপস্থিত করিল। সামরীরাজ দবানকে বহু পক্ষী ও ফল মূলাদি উপহার দিয়া বিদায় করিলেন ও দা-গামার ইচ্ছামত গোলমরিচ ও ভৈষজ্যাদি সরবরাহ করিতে সম্মত হইলেন।

আরবীয় বণিকগণ এই সংবাদ পাইয়া সকলেই বিচলিত হইল। যাহাতে পর্ত্তুগীজেরা ভারতের উপকূলে কোনরূপে বাণিজ্য করিতে না পারে, তাহার জন্য তাহারা রাজার প্রধান দেওয়ান ও প্রধান গোমস্তার সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিল। বণিকেরা রাজপুরুষদিগকে এই বলিয়া বুঝাইল যে পর্ত্তুগীজেরা বহু দূরদেশ হইতে কেবল বাণিজ্যের অভিপ্রায়ে এখানে আসে নাই; দেশের অবস্থা বুঝিয়া সেই দেশ অধিকার বা লুট করিবার অভিপ্রায়ে আসিয়াছে। এখন রাজার বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। ঐ সকল বণিকেরা যথেষ্ট উৎকোচ দিয়া রাজপুরুষদিগকে হাত করিল।

রাজপুরুষদিগের প্ররোচনায় রাজার মন ফিরিয়া গেল। দবানে রাজার নিকট সংবাদ দিতে গেলে, রাজা কোন উত্তর না দিয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া দিলেন। এ দিকে আরবেরা দা-গামার ধ্বংসের জন্য ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। এই সময় অলঞ্জোপেরেজ নামে সেভিল-নিবাসী এক ব্যক্তি কালিকটে থাকিত, সে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আরবগণের বিশেষ প্রীতিভাজন ছিল। এই ব্যক্তিই স্বদেশবাসী দা-গামাকে রক্ষা করিয়াছিল। ইহার নিকট ভিতরের খবর জানিতে না পারিলে, দা-গামাকে আর দেশে ফিরিতে হইত না। অনেক চেষ্টার পর দা-গামা বাণিজ্য দ্রব্য ক্রয়ের অধিকার পাইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ব্যবসাতেও বিপরীত ফল ফলিল। তিনি নির্দ্দিষ্ট হার অপেক্ষা

অতিরিক্ত মূল্য দিয়া খরিদ করিতে লাগিলেন। তাহাতে রাজপুরুষগণ গিয়া রাজাকে জানাইল যে, 'পর্ত্তুগীজেরা বাণিজ্য আশায় এ দেশে আসে নাই, তাহা হইলে এরূপ অন্যায় মূল্য দিয়া জিনিস খরিদ করিত না। নিশ্চয়ই তাহাদের দুরভিসন্ধি আছে।' রাজা রাজপুরুষগণের কথায় নির্ভর করিলেন না, তিনি দা-গামার নিকট একজন দূত পাঠাইলেন ও তাঁহাকে রাজসভায় দেখা করিতে আদেশ করিলেন। প্রথমে দা-গামা রাজসভায় উপস্থিত হইতে সম্মত হন নাই, শেষে কালিকট-রাজের পক্ষ হইতে তিন জন উচ্চপদস্থ নায়র গিয়া রাজার অভিপ্রায় জানাইলে তিনি আসিতে সম্মত হন।

দা-গামা উৎকৃষ্ট বেশভূষায় ও মহাআড়ম্বরে কালিকটের সভায় উপস্থিত হইলেন। তিনি মেলিন্দের অধিপতিকে যেরূপ নজর দিয়াছিলেন, সামরীরাজকেও সেইরূপ নানাবিধ মূল্যবান্ দ্রব্য নজর দিয়া তাঁহার সন্তোষ বিধান করিলেন। পরদিন কালিকটরাজও বহু সামগ্রী পাঠাইয়া ভাস্কো-দা-গামার সম্মান রক্ষা করেন। আরবীয় বণিকগণ পূর্ব্ব হইতেই কোতোয়ালকে উৎকোচ দিয়া বশীভূত করিয়াছিল। পরদিন কোতোয়াল দা-গামাকে রাজার নিকট লইয়া যাইবার ছলে একটী দূর-পল্লীতে লইয়া গিয়া বন্দী করিল। কেবল রাজার ভয়ে দা-গামার প্রাণসংহার করিতে পারিল না। কোতোয়াল দা-গামাকে জানাইল যে, যদি তাঁহার জাহাজে যত মাল আছে, কুঠীতে নামাইয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহার কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। দা-গামা তাঁহার সহকারী সেতুবলকে জাহাজে পাঠাইয়া তদীয় ভ্রাতাকে সংবাদ দিলেন এবং তাঁহাকে মাল উঠাইতে আদেশ করিলেন। নৌকা বোঝাই হইয়া মাল আসিতে লাগিল, তথাপি দা-গামা মুক্তি পাইলেন না। তাঁহার ভ্রাতা বলিয়া পাঠাইলেন, যদি শীঘ্র তাঁহাকে ছাড়িয়া না দেয়, তাহা হইলে বন্দরে যত জাহাজ ও নৌকা আছে, সমস্ত তিনি ধ্বংস করিয়া ফেলিবেন। কোতোয়াল এ কথা শুনিয়াই রাজাকে জানাইয়া পাঠাইলেন। রাজা অবিলম্বে দা-গামার প্রাণদণ্ডের আদেশ করিলেন। কিন্তু তাঁহার ব্রাহ্মণমন্ত্রী ও কোষাধ্যক্ষের অনুরোধে এ দারুণ আদেশ রহিত হইল। জাহাজ হইতে নিকোলা কোএল্‌হো দুইজন নায়রের সঙ্গে আসিয়া রাজাকে জ্ঞাপন করিল যে, যদি তিনি দা-গামাকে মুক্তিদান না করেন, তাহা হইলে পর্ত্তুগালরাজ বিশ্বাসঘাতকতার জন্য প্রতিশোধ লইতে অগ্রসর হইবেন। রাজা ব্রাহ্মণমন্ত্রিগণের পরামর্শে অবিলম্বে দা-গামাকে মুক্তি দিতে আদেশ করিলেন ও বলিলেন "দুষ্ট ব্যক্তির পরামর্শে এরূপ অন্যায় কার্য্য হইয়াছে, তজ্জন্য তিনি অতিদুঃখিত হইয়াছেন।" ভাস্কো-দা-গামা আর কালবিলম্ব না করিয়া কালিকট পরিত্যাগ করিলেন। ইহাও জানাইয়া গেলেন যে, এক দিন না এক দিন, তিনি দুর্বৃত্ত মুর (আরব)-দিগকে ধ্বংস করিতে আসিবেন।

কন্ননূরের নিকট তাঁহার জাহাজ পৌঁছিলে, তথাকার রাজা তাঁহার যথেষ্ট সম্বর্দ্ধনা করেন ও তাঁহার জাহাজে যত দ্রব্য ধরিতে পারে, তাহারও অধিক গোলমরিচ ও দারু-চিনি পাঠাইয়া দিলেন। কন্ননূররাজ এক সোণার পাতে পত্র লিখিয়া পর্ত্তুগালরাজের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হন। কন্ননূররাজের আতিথেয়তায় দা-গামা বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে ২০এ নবেম্বর তিনি কন্ননূর পরিত্যাগ করেন। গোয়ার সুবাদার পর্ত্তুগীজ জাহাজের সংবাদ পাইয়া ঐ সকল জাহাজ আটক করিয়া আনিবার জন্য তাহার পোতাধ্যক্ষ একজন জুকে সদলে পাঠাইয়া দিলেন। পর্ত্তুগীজ-দিগের হাতে তাহাকে যথেষ্ট নিগ্রহভোগ করিতে হইয়াছিল।

প্রত্যাগমনকালে নানাস্থান দর্শন করিয়া ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দে ১৮ই সেপ্টেম্বর, দা-গামা সদলে লিস্‌বন্ নগরে পৌঁছিলেন। পর্ত্তুগালরাজ তাঁহাকে মহা-সমাদরে গ্রহণপূর্ব্বক বহু উপ-ঢৌকন প্রদান এবং উচ্চ সম্মানে ভূষিত করিলেন।

তৎপরবর্ষে দা-গামার অনুরোধে পেড্রো-অল্‌বরেজ-কেব্রাল কালিকটে বাণিজ্যস্থাপন করিবার জন্য প্রেরিত হইলেন। এ যাত্রায় কেব্রালের সঙ্গে যুদ্ধোপযোগী ১৩ খানি বৃহৎ জাহাজ, প্রভূত যুদ্ধোপকরণ, রাজযোগ্য বহু উপহারদ্রব্য, তৎকালের প্রধান ও বিখ্যাত নাবিকগণ এবং ১২০০ লোক ছিল। তাঁহার দলস্থ প্রধান ব্যক্তিগণের মধ্যে বার্থলমিউ-দি-দিয়াজ, দা-গামার সহযাত্রী নিকোলা কোএলহো ও দোভাষী গাস্পার(১) ছিলেন।

১৫০০ খৃষ্টাব্দে ৯ই মার্চ্চ কেব্রাল জাহাজ ছাড়িলেন। এ যাত্রায় তিনি ব্রেজিল প্রভৃতি কএকটী নূতন স্থান আবিষ্কার করেন। ভারত-উপকূলে উপস্থিত হইবার সময়, কাম্বে (খম্বাৎ) দেশস্থ 'গোগো' নামক বন্দর তাঁহার সর্ব্বপ্রথম নয়নগোচর হয়। তথা হইতে উপকূল ধরিয়া কেব্রাল অঞ্জ-দ্বীপে (Anjediva) আগমন করেন। এখানে মাঝি মাল্লা-দিগকে একটু বিশ্রাম করিতে দিয়া জাহাজগুলির অবস্থা আগাগোড়া পরীক্ষা করিলেন। ৩০এ আগষ্ট তারিখে (লিস্‌বন্ পরিত্যাগের প্রায় ৬ মাস পরে) কালিকট দর্শন পাইলেন। যথাকালে তিনি সামরীরাজের নিকট উপযুক্ত লোক পাঠাইয়া বাণিজ্যস্থাপনের জন্য তাঁহার সাহায্য ও অনুমতি প্রার্থনা

(১) এই গাস্পারই গোয়াধিপের পোতাধ্যক্ষ সেই জু। দা-গামার-হাতে বন্দী হইয়া খৃষ্টানধর্ম্ম গ্রহণ করেন ও তাঁহার নাম হয় গাস্পার্ দা-গামা।

করিলেন। সামরীরাজ সম্মত হইলে উভয় পক্ষ হইতে সন্ধি-পত্র লিখিত হইল। পর্ত্তুগীজেরা মহা-সমারোহে কালিকট-বন্দরে কুঠীনির্ম্মাণ করিল। কাপ্তেন আয়রস্‌-কোরিয়ারও ৭০ জন য়ুরোপীয়ের হস্তে ঐ কুঠীর রক্ষাভার অর্পিত হইল। কাপ্তেনের জীবনের প্রতিভূস্বরূপ সম্ভ্রান্তবণিকবংশীয় দুইজন বণিকপুত্র গিয়া কাপ্তেনের জাহাজে রহিলেন।

পর্ত্তুগীজেরা কুঠী করিলেন বটে, কিন্তু বহুচেষ্টারও প্রথমে মাল পাইলেন না। আরবীবণিক সকলে একত্র হইয়া যাহাতে পর্ত্তুগীজেরা কোনপ্রকারে বাণিজ্য দ্রব্য না পায়, প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিতে লাগিল। কেব্রাল সামরীরাজকে এ বিষয় জানাইলেন, কিন্তু সামরীরাজ কি করা উচিত, তাহা শীঘ্র স্থির করিতে পারিলেন না। কেব্রাল আর কালবিলম্ব না করিয়া (১৭ই ডিসেম্বর) একখানি মাল-বোঝাই আরবী জাহাজ আক্রমণ ও লুট করিলেন। তাহাতে নগরস্থ আরবেরা সকলেই উত্তেজিত হইল ও কুঠীয়ালের বাটী আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিল। এইরূপে উভয় দলে বিষম বিবাদের সূত্রপাত হইল। পর্ত্তুগীজেরা যেখানে যত জাহাজ দেখে, অমনি তাহা লুটিয়া লয় অথবা ধ্বংস করিতে থাকে। আরবেরাও সুবিধা পাইলেই জলপথে পর্ত্তুগীজদিগকে আক্রমণ করিয়া প্রতিশোধ লইয়া প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করে। এই বিবাদে ভিনিসীয়গণ আরবদিগের পক্ষ লইয়াছিল।

কেব্রাল কোচিনে পলাইয়া আসিলেন। কোচিনরাজ (Trimumpura) কেব্রালকে সদলে আশ্রয় দিলেন। কোচিন-রাজ সামরীরাজের ন্যায় সহায়সম্পত্তিশালী না হইলেও তাঁহার উদারতা, নম্রতা, সহৃদয়তা ও সত্যপ্রিয়তায় পর্ত্তুগীজগণ বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন।

কোচিনে অবস্থানকালে কন্ননূর ও কোলম্ব (কুইলন্)-রাজ কেব্রালের নিকট দূত পাঠাইয়াছিলেন ও তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন যে, কোচিনরাজ তাঁহাকে যে হারে গোলমরিচ ও আদা দিবেন, তাঁহারা তদপেক্ষা কম দরে ঐ সকল দ্রব্য দিতে প্রস্তুত আছেন।

১৫০১ খৃষ্টাব্দে ১০ই জানুয়ারী কেব্রাল কোচিন পরিত্যাগ করিতেছিলেন, এমন সময় কোচিনরাজ তাঁহাকে জানাইলেন যে সামরীরাজ তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্ত ১৫০০ লোক সহ এক বহর জাহাজ পাঠাইয়াছেন। তাহারা আক্রমণ করিবার পূর্ব্বেই কেব্রাল তীব্রবেগে তাহাদের পশ্চাদনুসরণ করেন, কিন্তু সমুদ্রমধ্যে ঝড় উঠায় আর যুদ্ধ হয় নাই। কেব্রাল ১৫ই জানুয়ারী তারিখে কন্ননূরে উপস্থিত হইলেন। এখানকার রাজা পর্ত্তুগালরাজের জন্ত বহু উপহার পাঠাইয়া পর্ত্তুগীজদিগের সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইলেন এবং পর্ত্তুগীজদিগকে তাঁহার রাজ্যে স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করিবার ক্ষমতা দিলেন। এখানে আর বিলম্ব না করিয়া পরদিনেই কেব্রাল স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ১৫০১ খৃষ্টাব্দে ২১এ জুলাই কেব্রাল লিস্‌বন্‌নগরে পৌঁছিলেন। তিনি সেই জাহাজ বোঝাই করিয়া প্রভূত পরিমাণে দারুচিনি, আদা, গোলমরিচ, লবঙ্গ, জায়ফল, জয়িত্রী, মৃগনাভি, কস্তুরী, শিলাজতু, লবান, (কুন্দুরু), চীনের বাসন, তেজপাত, মস্তি (Mastic), ধূপ, ধুনা, গন্ধরস, শ্বেত ও রক্তচন্দন, কর্পূর, মুসব্বর, তৃণমণি (Amber), লাক্ষা, মিসরের রক্ষিত শব (Mummy), অহিফেন ও নানাবিধ ভেষজ দ্রব্য আনিয়াছিলেন।

কেব্রাল লিস্‌বনে পৌঁছিবার পূর্ব্বে পর্ত্তুগালরাজ বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁহার প্রেরিত জাহাজগুলির কোন সংবাদ না পাইয়া, ১৫০১ খৃষ্টাব্দে ১০ই এপ্রেল, জোয়াঁও-দা-নোভা নামক এক গালিসীয়কে তাঁহার রণতরীসমূহের অন্বেষণে পাঠাইয়াছিলেন। কেব্রাল কোচিন পরিত্যাগ করিবার পর, দা-নোভা কন্ননূর হইয়া পথে কালিকটের কএকখানি জাহাজ ডুবাইয়া কোচিনে উপস্থিত হন। এখানে আসিয়া শুনিলেন যে রাজা পর্ত্তুগীজদিগের উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। কারণ কেব্রাল বিদায়কালে রাজাকে কিছু না বলিয়া অথচ তাঁহারই লোক লইয়া চলিয়া গিয়াছেন। কেব্রাল যে সকল লোককে কোচিনে ফেলিয়া গিয়াছেন, মুসলমানের হাতে তাহাদের কাহারও রক্ষার সম্ভাবনা ছিল না। তবে রাজা নিতান্ত দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাদের রক্ষার জন্ত নায়রসৈন্ত রক্ষীস্বরূপ নিযুক্ত রাখিয়াছেন। দা-নোভা কালবিলম্ব না করিয়া কন্ননূরে আসিলেন, কিন্তু মুসলমানেরা এক হইয়া কেহই তাহার নিকট মাল খরিদ করিল না। দা-নোভার নিকট নগদ টাকা বেশী না থাকায় তিনিও ইচ্ছামত মাল লইতে পারিলেন না। এ সময়ে উদারহৃদয় কোচিনরাজ প্রায় দেড়হাজার মণ গোলমরিচ, ৫০০ মণ দারুচিনি, ৬৫ মণ আদা ও কএক গাঁইট কাপড়ের জামিন থাকিয়া দা-নোভার মানসম্ভ্রম রক্ষা করিলেন। দা-নোভা যে সমস্ত য়ুরোপীয় দ্রব্যজাত আনিয়াছিলেন, তাহা কন্ননূরে একজন গোমস্তার জিম্মায় রাখিয়া স্বদেশ যাত্রা করেন। তিনি কালিকটের একখানি জাহাজ লুট করিয়া বহুমূল্য মণিমাণিক্যমুক্তাদি পাইয়াছিলেন।

পর্ত্তুগালরাজ বুঝিলেন, আরবদিগের বাণিজ্যপ্রভাব এককালে ধ্বংস করিতে না পারিলে, পর্ত্তুগীজেরা কখনই ভারত উপকূলে মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না। তাই, এবার তিনি ২০ খানি জাহাজ প্রস্তুত করিলেন। ভাস্কো-

দা-গামার অধীনে ১৫ খানি ও তাঁহার আত্মীয় এস্তেবাও দা-গামার অধীনে ৫ খানি চলিল। এবার অন্যবার অপেক্ষা জাহাজে যথেষ্ট যুদ্ধসামগ্রী ও ৮০০ যুদ্ধযোদ্ধা ছিল। কোচিন ও কন্নানূরের রাজদূতও এই সঙ্গে ফিরিলেন। এবার ভাস্কো-

ভাস্কো-দা-গামা।

দা-গামা ঠিক করিলেন, ভারত উপকূলে সকল সময়ের জন্ত বহর উপস্থিত থাকিবে ও ভারতসাগরে লুণ্ঠন দ্বারা যাহা লাভ হইবে, তাহাতেই ঐ সকল জাহাজের খরচ চলিবে। ১৫০২ খৃষ্টাব্দে ২৫এ মার্চ্চ * জাহাজগুলি পর্ত্তুগালরাজের সনন্দ লইয়া যাত্রা করিল।

* মতান্তরে ১০ই ফেব্রুয়ারী।

মোজাম্বিক, মেলিন্দ প্রভৃতি বন্দর হইয়া ভাস্কো-দা-গামা কন্ননূরে আসিয়া নঙ্গর করিলেন। পথে তিনি সামরীরাজের গোমস্তা খোজা কাসিমের ভ্রাতার বহুমালপূর্ণ একখানি জাহাজ দখল করেন।

কন্ননূররাজের সহিত দেখা করিয়া, দা-গামা পর্ত্তুগাল-রাজ-প্রদত্ত উপহার প্রদান করেন। এই রাজাও পর্ত্তুগাল-রাজ-মহিষীর জন্ত বহু হীরামুক্তা প্রদান করিয়াছিলেন।

কন্ননূর, কোচিন ও কোলম্ব ব্যতীত আর কোন স্থানের বণিক উপস্থিত না হইতে পারে, তজ্জন্ত দা-গামা উপকূলের নানাস্থানে জাহাজ পাঠাইয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তৎপরে কালিকটে আসিয়া দেখিলেন যে, বন্দরে একখানিও মুসলমান জাহাজ নাই; পর্ত্তুগীজ-দিগের ভয়ে সকলে পলাইয়াছে। এবার পর্ত্তুগীজেরাও দারুণ অত্যাচার আরম্ভ করিল। রাজা দা-গামার সহিত সন্ধিস্থাপনের জন্ত ব্রাহ্মণ ও কএকজন কর্ম্মচারী পাঠাইলেন, পর্ত্তুগীজেরা তাঁহাদের সকলের নাক কাণ কাটিয়া দিল ও সকলের পা বাঁধিয়া মাথা ও মুখ ঘসড়াইয়া যথেষ্ট অত্যাচার করিল।

ব্রাহ্মণের নিগ্রহ শুনিয়া সামরীরাজ জলিয়া উঠিলেন। মুসলমানেরাও পর্ত্তুগীজের অত্যাচারে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রাজার সহিত পর্ত্তুগীজ ধ্বংসের আয়োজন করিতে লাগিল। এদিকে যেমন সামরীরাজের সহিত বিরোধ গুরুতর হইয়া উঠিতেছিল, অপরদিকে কোচিনের রাজা ও কোলম্বের রাণী আশানুরূপ গরমমসলা সরবরাহ করিয়া সাধ্যমতে দা-গামার সন্তোষবিধান করিতেছিলেন। দা-গামা বাণিজ্যের সুবিধার জন্ত সর্ব্বত্র একটা নির্দ্দিষ্ট দর ও পরিমাণ বাঁধিয়া দিয়াছিলেন।

যতই বাণিজ্যসূত্রে অর্থাগম হইতে লাগিল, ততই পর্ত্তুগীজ-দিগের অত্যাচারও বৃদ্ধি হইতেছিল। মুসলমানেরা ৬ শত বর্ষকাল ধরিয়া বাণিজ্য করিয়া আসিলেও কখন যেরূপ অত্যা-চার করিতে সাহসী হয় নাই, এখন পর্ত্তুগীজেরা তাহার অধিক অত্যাচার আরম্ভ করিল। পর্ত্তুগীজদিগের সহিত এখন আর ইচ্ছা করিয়া কেহ ব্যবসা করিতে চায় না, অনেকে এখন প্রাণভয়ে, মানসম্ভ্রমনাশের ভয়ে ও উৎপীড়নের ভয়ে ব্যবসা চালাইতে বাধ্য হইল। এই সময় অনেক প্রধান প্রধান মুসল-মান বণিক ভারত উপকূল পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইয়া-ছিলেন। ক্রমে পর্ত্তুগীজেরা প্রবাল, তামারপাত, রূপদস্তা, সিন্দূর, কম্বল, পিতলের বাসন, রঙ্গিন কাপড়, ছুরি, লাল পাগড়ী, দর্পণ ও রঙ্গিন্ রেশমের ব্যবসাও একচেটিয়া করিবার আয়োজন করিল।

সামরীরাজ পর্ত্তুগীজ জাহাজের অবস্থা জানিবার জন্ত এক-জন ব্রাহ্মণকে দূতরূপে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া, দা-গামার নিকট পাঠাইলেন। কিন্তু দা-গামা রাজার অভিপ্রায় বুঝিয়া ব্রাহ্মণ-দূতকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা করিয়াছিলেন। নিজ কুকুর দিয়া ব্রাহ্মণের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত ও শেষে তাঁহার নাসিকা ও কর্ণচ্ছেদ করিয়া বিদায় দেন। এরূপ দূতনিগ্রহ সভ্যসমাজে কেহ কখন দেখে নাই।

সামরীরাজের সমুদ্রপোতাধ্যক্ষ খোজা কাসিম অনেকগুলি যুদ্ধ জাহাজ লইয়া পর্ত্তুগীজদিগকে আক্রমণ করিলেন। পর্ত্তু-গীজেরা জলযুদ্ধে সিদ্ধহস্ত। বিশেষতঃ তাহাদের নিকট ভাল ভাল কামান ও গোলাগুলি থাকায়, তাহাদের প্রভাব মুসল-মানেরা সহ্য করিতে পারিল না। ক্রমে ক্রমে মুসলমান রণপোত-গুলি বিধ্বস্ত হইল। এই সময়ে খোজা কাসিমের স্ত্রীপুত্র পরিবার ও অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলমান-মহিলা পর্ত্তুগীজ পোতাধ্যক্ষ ভিসেণ্ট-সোদারের করায়ত্ত হইল। ইহার মধ্যে সোদার সুবর্ণনির্ম্মিত ও বহু মণিমাণিক্যখচিত একটী মহম্মদের প্রতিমালাভ করিয়া-ছিলেন। সোদারের বীরত্ব-দর্শনে প্রীত হইয়া, দা-গামা তাঁহাকে সর্ব্বপ্রধান পোতাধ্যক্ষ করিলেন। জলে বা স্থলে তাঁহার ইচ্ছামত কার্য্য করিবার পূর্ণ অধিকার দিলেন। তাহার ফলে সোদার জলপথে এক প্রকার দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করিল। ভারতবাসী মুসলমানগণের মক্কাতীর্থযাত্রা বন্ধ হইল।

দা-গামা এইরূপে ভারত-উপকূলে পর্ত্তুগীজশক্তি বলবৎ রাখিয়া ১৫০২ খৃষ্টাব্দে ২৮এ ডিসেম্বর স্বদেশযাত্রা করিলেন।

কোচিনরাজ পর্ত্তুগীজদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করেন। এই জন্ত সামরীরাজ কোচিনরাজ্য ধ্বংস করিবার জন্ত বহু সৈন্ত পাঠাইলেন। এই সময়ে পর্ত্তুগীজ অধিনায়ক সোদারও ঘটনাক্রমে কোচিনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এখানকার পর্ত্তুগীজ কুঠীয়াল ফর্ণান্দিজ কোরিয়াও কোচিনরাজকে সাহায্য করি-বার জন্ত সোদারকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্ত এ দিকে তত কর্ণপাত করিলেন না। যে রাজা নিজ বিপদকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া পর্ত্তুগীজদিগের যথাসাধ্য উপকার করিয়াছিলেন, এখন সেই রাজাকে বিপদে ফেলিয়া স্বার্থপর সোদার সমুদ্রে তরী ভাসাইলেন। কিন্তু অবিলম্বে তাঁহার স্বার্থপরতার ফল ফলিল। তিনি কাম্বে উপকূলের নিকট কএকখানি মুসলমান জাহাজ লুট ও দগ্ধ করিয়া কুরিয়া-মুরিয়া দ্বীপে আসিয়া পৌছিলে অকস্মাৎ প্রবলবাত্যায় সহোদর সহ জল-মগ্ন হইলেন। তখন পর্ত্তুগীজ কাপ্তেনগণ আর একজনকে অধ্যক্ষ করিয়া কোচিনরাজকে সাহায্য করিবার জন্ত অগ্রসর হইল, কিন্তু তাহারা পথে কন্ননূরে বিলম্ব করিতে লাগিল।

এদিকে কোচিনরাজ পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক হইয়াছিলেন। এই সময়ে কোচিনরাজের পক্ষীয় অনেক সৈন্য অর্থলোভে প্রভুকে পরিত্যাগ করিয়া সামরীরাজের অধীনে কার্য্য স্বীকার করিয়াছিল। সামরীরাজ ঐ সকল সৈন্য ও নির্ব্বাচিত নায়র-সেনা (মোট ৫০০০০ লোক) লইয়া কোচিনরাজ্য আক্রমণ করিলেন। এই যুদ্ধে কোচিনরাজপুত্র যুবরাজ নারায়ণ প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। পরে কোচিনরাজ স্বয়ং রণস্থলে উপস্থিত হইয়াও শত্রুর গতিরোধ করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি অল্পমাত্র সৈন্য ও তাঁহার আশ্রিত পর্ত্তুগীজদিগকে লইয়া বৈপিম্ দ্বীপে গিয়া আশ্রয় লইলেন। তখনও কিন্তু কন্নূরস্থ পর্ত্তুগীজ-নৌসেনাগণের ভ্রুক্ষেপ নাই। এ দিকে সামরীরাজ কোচিনরাজকে বলিয়া পাঠাইলেন, 'যদি তিনি তাঁহার আশ্রিত পর্ত্তুগীজগণকে আমার নিকট পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে আর আমি কোচিনরাজকে কোন কষ্ট দিব না।' কিন্তু আশ্রিত-বৎসল কোচিনরাজ নিতান্ত বিপদে পড়িয়াও সামরীরাজের কথা রক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, "তাঁহার প্রাণ গেলেও তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারিবেন না।"

যে সময়ে ভারতে পর্ত্তুগীজদিগকে লইয়া এইরূপ গোলযোগ চলিতেছিল; সেই সময়ে পর্ত্তুগালরাজও মুসলমানদিগের সামুদ্রবাণিজ্য ধ্বংস করিবার জন্য তিনজন পোতাধ্যক্ষের অধীনে আবার তিনবারে ৯ খানি জাহাজ পাঠাইলেন। প্রথম দলে আফন্সো-দা-আল্‌বুকার্ক, দ্বিতীয় দলে তাঁহার সম্পর্কীয় ভ্রাতা ফ্রান্সিস্কো-দা-আল্‌বুকার্ক ও ৩য় দলে আণ্টনিও-দা-সালদান্‌হা অধিনায়ক হইলেন। এই তিনটী বহর যথাক্রমে ১৫০৩ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রেল ও ১৪ই এপ্রেল তারিখে লিস্‌বন্ পরিত্যাগ করিয়াছিল।

কন্নূরে আসিয়া আল্‌বুকার্ক কোচিনরাজের বিপদের কথা শুনিলেন। এখানে আর অধিক বিলম্ব না করিয়া তাঁহারা ২রা সেপ্টেম্বর, বৈপিম্ দ্বীপে আসিয়া কোচিনরাজের সহিত মিলিত হইলেন।

কোচিন রক্ষা করিবার জন্য সামরীরাজ যে সকল সৈন্য রাখিয়া গিয়াছিলেন, পর্ত্তুগীজদিগের রণতরী দর্শন করিয়াই তাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। কোচিনরাজ নির্ব্বিবাদে স্বীয় রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। ফ্রান্সিস্কো-দা-আল্‌বুকার্ক পর্ত্তুগালরাজের হইয়া কোচিনরাজের বিশ্বস্ততা ও সরলতার জন্য কৃতজ্ঞতাপ্রকাশপূর্ব্বক ১০০০০ ডুকাট মুদ্রা নজর দিয়া তাঁহার সম্মান রক্ষা করিলেন। কেবল ইহাই নহে, কোচিনের অধীন যে সকল সামন্তরাজ অবাধ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন অথবা সামরীরাজের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন, ফ্রান্সিস্কো তাঁহাদিগের সকলকেই দমন করেন।

২৭এ সেপ্টেম্বর, কোচিননগরে পর্ত্তুগীজদিগের সর্ব্বপ্রথম দুর্গভিত্তি আরম্ভ হইল। এই সময়ে আফন্সো-দা-আল্‌বুকার্ক নিজে কোচিনে উপস্থিত থাকিয়া সত্বর দুর্গ সমাধার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। পর্ত্তুগালরাজের নামানুসারে এই দুর্গের নাম 'ম্যানুএল' হইয়াছিল।

দুর্গ সম্পূর্ণ হইলে পর্ত্তুগীজেরা উচ্চাশায় উন্মত্ত হইয়া ভীমপরাক্রমে কালিকটের নিকটবর্ত্তী নানাস্থান আক্রমণ করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র নিরীহ প্রজা পর্ত্তুগীজদিগের উৎপীড়নে ও নিগ্রহে দেহবিসর্জ্জন করিল। সামরীরাজ আপনার প্রিয় প্রজাদিগের ধনপ্রাণরক্ষার জন্য চারিদিকে বহুসংখ্যক নায়রসৈন্য পাঠাইয়া দিলেন, কিন্তু পর্ত্তুগীজদিগের কূটযুদ্ধে ও তাঁহাদের গুপ্ত অস্ত্রের প্রভাবে অধিকাংশ সৈন্যই সম্মুখীন হইতে পারে নাই। সভ্যজগতে যাহাকে রীতিমত যুদ্ধ চলে, পর্ত্তুগীজেরা সে যুদ্ধনীতি অবলম্বন করে নাই। তাহারা অকস্মাৎ যেখানে গিয়া পড়িত, সেখানে সম্মুখে যাহাকে পাইত, তাহারই প্রাণবধ অথবা যথাসর্ব্বস্ব লুটিয়া ঘরদ্বার পুড়াইয়া দিত। তথায় প্রভূত রাজসৈন্য আসিয়া পড়িলেই তাহারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিত। আবার অল্পসৈন্য হইলে তাহাদের গোলাগুলির সম্মুখে আসিতে কেহ সাহসী হইত না। এইরূপে পর্ত্তুগীজেরা বাণিজ্য করিতে আসিয়া, কেবল মুসলমান বণিকদিগকে নহে, উপকূলবাসী সমস্ত ভারতীয় প্রজাদেরও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল।

সামরীরাজ কোলম্বের শাসনকর্ত্রী ও রাণীকে পুনঃ পুনঃ বলিয়া পাঠাইলেন, পর্ত্তুগীজেরা যেন তাঁহার অধিকার-মধ্যে কুঠী নির্ম্মাণ করিতে না পারে। কিন্তু এখানে মুসলমান অথবা অপর বিদেশী বণিক উপস্থিত না থাকায় পর্ত্তুগীজগণ রাণীকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া আপনাদের কার্য্যোদ্ধার করিল। এখানে পূর্ব্বেই খৃষ্টানগির্জ্জা নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখন বৃহৎ বাণিজ্যকুঠী নির্ম্মিত হইল। দেশীয় লোকদিগকে কাথলিক খৃষ্টীয় মত শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে পর্ত্তুগীজ-পাদ্রী রড্রিগো এখানে আড্ডা করিলেন। পর্ত্তুগীজদিগের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য দুয়ার্ত্তে পাচেকো দলবল সহ জাহাজে রহিলেন।

ফ্রান্সিস্কো-দা-আল্‌বুকার্ক জানুয়ারীর মাঝামাঝি কালিকটে আসিয়া সামরীরাজের সহিত এক সন্ধি করেন, কিন্তু পর্ত্তুগীজেরা কালিকটের একখানি মালবোঝাই নৌকা লুটিয়া লইলে সামরীরাজ সন্ধিভঙ্গ করেন এবং জলে ও স্থলপথে পর্ত্তুগীজদিগের শত্রুতা করিবার জন্য চারিদিকে ঘোষণা দিলেন।

এদিকে ভ্রাতার বিলম্ব দেখিয়া, ২৫এ জানুয়ারী (১৫০৪খৃঃ) আফন্সো-দা-আলবুকার্ক স্বদেশ যাত্রা করেন। তথায় তিনি পর্ত্তুগালরাজের নিকট যথেষ্ট পারিতোষিক ও উচ্চসম্মান লাভ করেন। কিন্তু ফ্রান্সিস্কো-দা-আলবুকার্ক ভারত-উপকূল লুটিয়া যথেষ্ট অর্থসঞ্চয় করিলেও, দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি আর দেশে ফিরিতে পারিলেন না। ৫ই ফেব্রুয়ারী তিনি আপনার তিনখানি জাহাজে মাল-বোঝাই লইয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন; কিন্তু পথিমধ্যে সদলে সমুদ্রগর্ভশায়ী হন।

আল্‌বুকার্কের প্রস্থানের পরেই সামরীরাজ মলবারের অপরাপর রাজা ও সামন্তগণের সহিত একত্র হইয়া কোচিন হইতে পর্ত্তুগীজদিগকে বিদূরিত করিবার আয়োজন করিলেন। প্রায় ৫০০০০ পদাতি, ২৮০ খানি রণতরী ও ৪০০০ নৌযোদ্ধা কোচিনাভিমুখে প্রেরিত হইল। কোচিনরাজ এ সংবাদে বিচলিত হইলেন। পর্ত্তুগীজ অধ্যক্ষ কোচিনরাজকে রাজধানী রক্ষার ভার দিয়া শত্রুর গতিরোধ করিতে অগ্রসর হইলেন। কোচিনরাজ্যে প্রবেশের যে সকল পথ ঘাট ছিল, পাচেকো সেই সকল স্থানে পাহারা রাখিয়া দিলেন। সামরী-রাজের দলবল নানা দিক্‌ হইতে কোচিনরাজ্য আক্রমণ করিল। কিন্তু সৌভাগ্যশালী কোচিনরাজের ও পর্ত্তুগীজদিগের চেষ্টায় শত্রুরা বিশেষ কিছু করিতে পারিল না। কম্বলম্‌ নামক স্থানে পর্ত্তুগীজেরা নিতান্ত বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এখানে শত্রুর আক্রমণে অনেক পর্ত্তুগীজ-রণতরী বিধ্বস্ত ও ছিদ্রযুক্ত হইয়াছিল। পাচেকো পরে অলক্ষিতভাবে আসিয়া বহু আয়াসের পর পর্ত্তুগীজদিগকে রক্ষা করেন। ইহার পর পাচেকো সংবাদ পাইলেন যে, কোচিনবাসী সকল পর্ত্তু-গীজই শত্রুকরে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছে এবং কন্ননুর ও কোলম্বে পর্ত্তুগীজেরা মহাবিপদে পড়িয়াছে। অবিলম্বে পাচেকো কোলম্বে আসিয়া দেখিলেন যে একজন মাত্র পর্ত্তুগীজ প্রাণ হারাইয়াছে। পর্ত্তুগীজ জাহাজ সমস্তই খালি। কিন্তু আরবী পোতগুলিতে গরম মসলা বোঝাই রহিয়াছে। পাচেকো সেই সমস্ত পোতগুলি দখল করিয়া তাহার সমস্ত মাল পর্ত্তুগীজ জাহাজে উঠাইয়া লইলেন এবং এখানে পর্ত্তু-গীজদিগের রক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়া উপকূলে নানাস্থানে বিদেশীয় পোত লুট করিতে চলিলেন।

ঠিক এই সময়ে পর্ত্তুগালরাজ লোপো-সোয়ারেজ্‌-দি-অল্‌-গবারিয়া নামে আর এক পোতাধ্যক্ষকে পাঠাইলেন, তাঁহার অধীনে ১৩ খানি সর্ব্ববৃহৎ জাহাজ ও ১২০০ নৌযোদ্ধা ছিল। অঞ্জদ্বীপের নিকট তাঁহার সহিত সালদান্‌হা ও রাই-লোরেন্সোর দেখা হইল এবং তাঁহাদের নিকট তিনি পাচেকোর পরাক্রম ও সামরীরাজের পরাজয়ের কথা শুনিলেন। তিনি সালদান্‌হা ও লোরেন্সোকে সঙ্গে লইলেন এবং তিনজনে একত্র হইয়া কালিকট বন্দর আক্রমণ করিলেন। তখন সামরীরাজ রাজধানীতে উপস্থিত ছিলেন না, রাজপুরুষগণও শত্রুর আক্রমণ হইতে নগররক্ষার বন্দোবস্ত করিতে পারিল না। পর্ত্তুগীজ জাহাজ হইতে দুইদিন অনবরত গোলা-বৃষ্টি হইতে লাগিল, তাহাতে নগরের অনেক সুবৃহৎ অট্টালিকা ধূলিসাৎ অধিকাংশ বিধ্বস্ত ও প্রায় ৩০০ ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া-ছিল। এখান হইতে পর্ত্তুগীজ পোতাধ্যক্ষগণ ১৯ই সেপ্টেম্বর (১৫০৪ খৃঃ অব্দে) কোচিনে গমন করেন। তথায় আসিয়া কোচিনরাজের নিকট শুনিলেন, সামরীরাজের নবীয়া দরিম্‌ নামে এক প্রধান সেনানায়ক তাঁহার বিশেষ অনিষ্ট করিয়াছেন, এখন তিনি কোরঙ্গনূরে থাকিয়া কোচিন আক্রমণের জন্য বলসঞ্চয় করিতেছেন। সোয়ারেজ কোরঙ্গনূরে গিয়া নবীয়া দরিম্‌কে আক্রমণ করিলেন। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই ক্ষতি হইল। শেষে দরিম্‌ রণে ভঙ্গ দিলেন। তখন পর্ত্তুগীজেরা নগর লুণ্ঠন, য়িহুদী ও মুসলমানদিগের মস্‌জিদ ধ্বংস এবং হিন্দু-দেবালয় ভঙ্গ করিয়া আপনাদের পৈশাচিকবৃত্তি চরিতার্থ করিল। তাহাদের শাণিতকৃপাণে কতশত নিঃসহায় প্রাণ হারাইল।

মুসলমানবণিকদিগের প্রবল প্রতাপ পর্ত্তুগীজদিগের হস্তে ক্রমেই খর্ব্ব হইয়া পড়িল। যে যে বন্দরে মুসলমানেরা বাণিজ্য দ্বারা প্রভূত অর্থ ও প্রভাব উপার্জ্জন করিয়াছিল, ভারত মহাসাগর ও আরবসমুদ্রের তীরবর্ত্তী প্রায় সেই সমস্ত বন্দরে পর্ত্তুগীজেরা স্ব স্ব প্রতাপ বিস্তার করিল। ভীষণ অত্যা-চার, পাশবিক উৎপীড়ন, ঘোরতর কামান গর্জ্জন ও কূটনীতিবলে পর্ত্তুগীজেরা ভারত মহাসাগরে একপ্রকার একাধিপত্য করিতে লাগিলেন। সমুদ্রবাণিজ্যে ক্রমে তাঁহারা প্রাধান্যলাভ করিলেন।

এখন পর্ত্তুগালরাজ সকলদিকে দৃষ্টি ও পর্ত্তুগীজদিগের স্বার্থরক্ষার জন্য ভারতে একজন শাসনকর্ত্তা (Governor) পাঠাইলেন। প্রথমে ত্রিস্তাঁও-দা-কান্‌হা এই উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি অসুস্থ হইয়া পড়ায় ডম ফ্রান্সিস্কো-দা-অল্‌মিদা প্রথম গবর্ণর হইলেন।

পর্ত্তুগীজদিগের প্রথম শাসন।

১৫০৫ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসের শেষভাগে অল্‌মিদা (Almeida) প্রথম অঞ্জদ্বীপে পদার্পণ করেন। এখানে দুর্গ নির্ম্মিত হইল। একজন পর্ত্তুগীজ-সেনানায়ক ও ৮০ জন যোদ্ধা দুর্গরক্ষায় নিযুক্ত রহিল। তথা হইতে অল্‌মিদা হানোবর (Onor) অভিমুখে আসিলেন। তিনি এখানকার সহর ও

বহু প্রোত দগ্ধ করেন। এখানকার নগরাধ্যক্ষ তিমোজা আসিয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন।

পর্ত্তুগালরাজ বহু হীরামুক্তাখচিত স্বর্ণের রাজমুকুট কোচিনরাজের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। গবর্ণর অল্‌মিদা কোচিনে মহাসমারোহে সেই রাজমুকুট অর্পণ করিতে আসিলেন; কিন্তু কোচিনরাজ সিংহাসন পরিত্যাগ করায় তাঁহার উত্তরাধিকারী নাম্বদানের শিরে সেই মুকুট অর্পিত হইল। এই কোচিন নগরেই অল্‌মিদার প্রধান আবাস নির্ম্মিত এবং এই স্থানই ভারতীয় পর্ত্তুগীজদিগের সর্ব্বপ্রথম শাসনকেন্দ্র বলিয়া গণ্য হইল।

পর্ত্তুগীজদিগের প্রভাব ক্রমশঃই বিস্তৃত হইতে দেখিয়া সামরীরাজ মিসরাধিপ সুলতানের সাহায্য লইলেন এবং উভয়ে মিলিয়া বহুসংখ্যক নৌবল সংগ্রহ করিলেন; কিন্তু উৎকোচগ্রাহী মুসলমান-চরমুখে এই সংবাদ পাইয়া পর্ত্তুগীজেরা প্রথমে কায়রো হইতে আগত নৌবল বিপর্য্যস্ত করিলেন; কিন্তু তৎপরেই মুসলমান নৌসেনা গিয়া পর্ত্তুগীজদিগকে তাড়াইয়া অঞ্জদ্বীপ অধিকার করিয়া লইল।

তৎপরে পর্ত্তুগীজ পোতাধ্যক্ষ ডম্ লোরেন্সো প্রথমে চেউল ও পরে দভোল আক্রমণ করেন। শেষোক্ত স্থানে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড করিয়া তিনি কোচিনে ফিরিয়া আসেন।

এই সময়ে পর্ত্তুগীজ নৌদস্যুদিগের হাতে সমুদ্রগর্ভে মলবারের এক প্রধান বণিকপুত্র প্রাণ হারাইয়াছিলেন। এই নিরপরাধ ধনীপুত্রের প্রাণনাশে কন্নরুরাজ সন্ধিভঙ্গ করিয়া পর্ত্তুগীজদিগের ঘোর শত্রু হইলেন। সামরীরাজও ২১টী কামান পাঠাইয়া তাঁহাকে উত্তেজিত করিলেন। কন্নরুপতির প্রায় ৪০ হাজার নায়রসৈন্য একত্র করিয়া জলে ও স্থলপথে ভীমবেগে পর্ত্তুগীজদিগকে আক্রমণ করিল। এই সময়ে লোরেন্সো-দি-ব্রিটো অসমসাহসে অনবরত গোলাবর্ষণ করিয়া সেই প্রভূত শত্রুদিগকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন; কিন্তু সেই বিপুলবাহিনীর প্রবল আক্রমণ আর কতক্ষণ তিনি সহ্য করিবেন। একে একে পর্ত্তুগীজ যোদ্ধৃগণ বহুসংখ্যক শত্রুবিনাশ করিয়া দেহত্যাগ করিতে লাগিল। দি-ব্রিটোর হৃদয়ে জয়লাভের আর আশা রহিল না। এই সময়ে তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে পর্ত্তুগাল হইতে তৃস্তাঁও-দা-কান্‌হা ১১ খানি জাহাজ ও ৩০০ শত নৌযোদ্ধাসহ কন্নরুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই নববলের আক্রমণে নায়রসৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল। কন্নরুরাজ সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। পর্ত্তুগীজেরাও আপনাদের সুবিধা বুঝিয়া কোন আপত্তি করিল না।

পর্ত্তুগীজ-গবর্ণর আসিয়া তৃস্তাঁও-দা-কান্‌হার অভ্যর্থনা করিলেন। দা-কান্‌হা আর কালবিলম্ব না করিয়া পোণানি নামক স্থানে সামরীরাজের অধীন কএকখানি মুসলমান বাণিজ্যপোত ধ্বংস করিয়া ও বিস্তর বাণিজ্যদ্রব্য লুটিয়া লইয়া দেশে ফিরিলেন। (৬ই ডিসেম্বর ১৫০৭)

ইহার পর সুলতানের প্রেরিত ও মীরহোসেন-পরিচালিত নৌযোদ্ধৃগণের সহিত পর্ত্তুগীজদিগের ঘোরতর জলযুদ্ধ ঘটে। এই যুদ্ধে মুসলমানের হস্তে পর্ত্তুগীজ গবর্ণর অল্‌মিদার পুত্র প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। সেই সঙ্গে মুসলমানেরাই সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছিল।

যে সময় তৃস্তাঁও-দা-কান্‌হা লিস্‌বন পরিত্যাগ করেন, সেই সময়ে আফন্সো-দা-আল্‌বুকার্কও ৬ খানি জাহাজের অধিপতি হইয়া প্রেরিত হন। যাত্রাকালে পর্ত্তুগালরাজ ডম মানুএল্ তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন, অল্‌মিদা তিনবর্ষকাল গবর্ণর থাকিবেন, তৎপরে তিনিই রাজপ্রতিনিধি ও গবর্ণর হইবেন। এই উচ্চাশয় হৃদয়ে পোষণ করিয়া আল্‌বুকার্ক প্রথমে ভারতসাগরে প্রবেশ করিয়াই হরমুজ (অর্মজ) দ্বীপ একপ্রকার অধিকার করিয়া তথায় এক স্থায়ী দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। তাঁহার সহগামী কএকজন পোতাধ্যক্ষ অর্মজাধিপতির নিকট উৎকোচ পাইয়া অথবা দুর্গ নির্ম্মাণ অনাবশ্যক মনে করিয়া তাঁহার সহিত বিবাদ করেন, এমন কি শেষে তাহারা আল্‌বুকার্ককে পরিত্যাগ করিয়া পর্ত্তুগীজ-গবর্ণর অল্‌মিদার নিকট আসিয়া তাঁহাদের প্রধান অধ্যক্ষ আল্‌বুকার্কের নামে অনেক অভিযোগ উপস্থিত করিলেন।

উদ্ধত কাপ্তেনগণের কথায় বিশ্বাস করিয়া অল্‌মিদা হরমুজের অধিপতি সৈফউদ্দীন্ ও তথাকার শাসনকর্ত্তা খোজা আতরকে লিখিলেন, "আল্‌বুকার্ক পর্ত্তুগালরাজের বিনা আদেশে আপনাদের সহিত বিরোধ উপস্থিত করিয়া অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। রাজার নামে তিনি যে সকল অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।' খোজা আতর সেই পত্র আল্‌বুকার্ককে দেখাইয়াছিলেন এবং তদ্দৃষ্টে আল্‌বুকার্কও বুঝিয়াছিলেন যে, ভারতে উপস্থিত হইলে তিনি কিরূপ অভ্যর্থনা লাভ করিবেন।

যথাকালে আল্‌বুকার্ক আপনার অপূর্ব্ব অধ্যবসায় গুণে হরমুজে পর্ত্তুগীজ আধিপত্যস্থাপন ও হরমুজাধিপতিকে কর দিতে বাধ্য করিয়া ভারতে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে অল্‌মিদা পুত্রহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য দীউ আক্রমণের আয়োজন করিতেছিলেন। আল্‌বুকার্ক আসিয়াই রাজাদেশ জ্ঞাপন করিয়া পাঠাইলেন ও তাঁহার হস্তে শাসনক্ষমতা অর্পণ করিয়া অল্‌মিদাকে স্বদেশযাত্রা করিতে অনুরোধ করিলেন।

অল্‌মিদা সহসা নিজ উচ্চপদ ছাড়িয়া দিতে চাহিলেন না। বরং সেই দুষ্ট কাপ্তেনগণের কথায় নির্ভর করিয়া তিনি আল্‌বুকার্কের বিরুদ্ধে পর্ত্তুগালরাজের নিকট অভিযোগ করিয়া পাঠাইলেন। আল্‌বুকার্কও সেই সঙ্গে তাহার যথাযথ উত্তর প্রেরণ করিলেন।

এই গোলমালের সময়ও অল্‌মিদা অঞ্জদীপ হইয়া দভোল ও মহিম্‌ আক্রমণ করেন এবং তাঁহার ভারতে আয়ুকাল ফুরাইয়াছে জানিয়া আশাতিরিক্ত ধনরত্ন সংগ্রহ করিয়া লইলেন। এই সময়ে চেউলের অধিপতি নিজাম্‌ উলমুলক্‌ পর্ত্তুগালরাজের অধীনতা স্বীকার করেন।

১৫০৯ খৃষ্টাব্দে ৮ই মার্চ্চ মহা জাঁকজমকে অল্‌মিদা কোচিনে উপস্থিত হইলেন ও যাহাতে আল্‌বুকার্ক্‌ কোনরূপে শাসন-ক্ষমতা গ্রহণ করিতে না পারেন, সেজন্য সেই দুষ্ট কাপ্তেনগণের সহিত ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন।

এদিকে দুই গবর্ণরে বিবাদ দেখিয়া কোচিনরাজও মালরপ্তানী বন্ধ করিলেন। এ সংবাদ পাইয়া অল্‌মিদা আল্‌বুকার্ককে কিছুদিন ক্ষান্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। কোচিনরাজ আল্‌বুকার্কের পক্ষাবলম্বন করিয়া অল্‌মিদার ব্যবহারের কথা জানাইবার জন্য পর্ত্তুগালে দূত পাঠাইতে প্রস্তুত হইলেন; তথাপি অল্‌মিদা আপনার শাসন-কর্ত্তৃত্ব ছাড়িলেন না। এ ছাড়া যাহাতে আল্‌বুকার্কের বন্ধুবিচ্ছেদ ও সুহৃদ্‌ভেদ ঘটে, তাঁহার মানসম্ভ্রম নষ্ট হয়, কোচিনরাজের সহিত আদৌ আলাপ করিতে না পান, নানাদিকে চর লাগাইয়া অল্‌মিদা এরূপ গর্হিত ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। শেষে যখন দেখিলেন যে, আল্‌বুকার্ক কিছুতেই তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন না, তখন সেই উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের নামে এই বলিয়া অভিযোগ করিলেন যে, তিনি পর্ত্তুগীজ গবর্ণর ও তাঁহার অধীনস্থ সমস্ত পর্ত্তুগীজদিগের উচ্ছেদসাধনের জন্য সামরীরাজের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছেন। এই মিথ্যা অভিযোগবলে কন্ননুরদুর্গে আল্‌বুকার্ক বন্দী হইলেন, তাঁহার বাসগৃহাদি অল্‌মিদার আদেশে বিধ্বস্ত হইল; কিন্তু আল্‌বুকার্ককে বেশীদিন আর কষ্টভোগ করিতে হইল না। ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে ২৯এ অক্টোবর, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মার্সাল ডম কার্ণান্দো কৌটিন্‌হো পর্ত্তুগালরাজের আদেশপত্র লইয়া কন্ননুরে আসিলেন। এখানে আসিয়া আল্‌বুকার্ককে বন্দী দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং অবিলম্বে তাঁহাকে মুক্তি দিবার আদেশ করিলেন।

অল্‌মিদা দেখিলেন, আর তাঁহার চালাকি খাটিতেছে না। তিনি ১৫ই নবেম্বর আল্‌বুকার্ককে শাসনভার অর্পণ করিয়া ম্লানমুখে ও ভগ্নহৃদয়ে স্বদেশ যাত্রা করিলেন। যাহারা তাঁহার সহিত আল্‌বুকার্কের বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিল, তাহারাও তাঁহার সঙ্গে জাহাজে উঠিল। সাল্‌দীনা উপসাগরের তীরে নিরীহ অধিবাসীদিগের প্রতি অত্যাচার করায় অল্‌মিদা অধিবাসীর প্রস্তরাঘাতে পঞ্চত্বলাভ করিয়াছিলেন। প্রথম পর্ত্তুগীজ গবর্ণরের ইহাই পরিণাম।

আল্‌বুকার্কের শাসন।

এখন আল্‌বুকার্ক সর্ব্বপ্রধান পোতাধ্যক্ষ (Captain-general.) ও ভারতের শাসনকর্ত্তা হইলেন। এখন তিনি সামরীরাজের পরাক্রম নষ্ট করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। কোচিনপতিও সামরীরাজের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য দুই জন ব্রাহ্মণ চর নিযুক্ত করিলেন। চর আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, রাজা বা তাঁহার অধিকাংশ সৈন্যই রাজধানীতে নাই, কালিকট আক্রমণ করিতে হইলে এখনই প্রকৃত সময়।

ডিসেম্বর মাসের শেষদিবসে ২০০০ পর্ত্তুগীজ ২০ খানি যুদ্ধজাহাজ ও বহুসংখ্যক তরী লইয়া কালিকটে অগ্রসর হইল। আল্‌বুকার্ক ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র প্রধান অধিনায়ক হইয়া চলিলেন।

১৫১০ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা জানুয়ারী, পর্ত্তুগীজগণ কালিকটে অবতরণ করিয়াই মুসলমানব্যূহ ভেদ করিল। আল্‌বুকার্ক সেদিন সৈন্যগণকে বিশ্রাম করিতে আদেশ করেন; কিন্তু তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের তাহা ভাল লাগিল না। তিনি অবিলম্বে সৈন্যচালনা করিয়া রাজবাটী আক্রমণ ও ভস্মসাৎ করিলেন। প্রথমে কেহ বাধা দেয় নাই; কিন্তু রাজবাটী আক্রমণ করিলে ও সেই সংবাদ চারিদিকে পৌঁছিলে পঙ্গপালের মত নায়রসৈন্য আসিয়া পর্ত্তুগীজদিগকে আক্রমণ করিল। আল্‌বুকার্ক নিজে অগ্রগামী সৈন্য ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মার্সাল পার্শ্ব-সৈন্য চালাইতেছিলেন। নায়রেরা প্রথমে পার্শ্বরক্ষিদিগকেই আক্রমণ করিল। পর্ত্তুগীজেরা এ আক্রমণ সহ্য করিতে পারিল না, স্বয়ং মার্সাল ও তাঁহার সহকারী সেই সঙ্গে আরও অনেক প্রধান প্রধান যোদ্ধা প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। আল্‌বুকার্কও দুইটী গুরুতর আঘাত পাইয়াছিলেন, তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া পর্ত্তুগীজেরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়াছিল। তৎকালে ডম আণ্টোনিও ও রাবেল নামে দুই পর্ত্তুগীজ কাপ্তেন সসৈন্যে আসিয়া না পৌঁছিলে বোধ হয় আর একজন পর্ত্তুগীজকেও প্রাণ লইয়া ফিরিতে হইত না।

আল্‌বুকার্ক ক্ষত আরোগ্য হইবামাত্র প্রতিশোধ লইবার জন্য পুনরায় বিপুল আয়োজন করিতে লাগিলেন। সাহায্য

পাইবার আশায় তিনি বিজয়নগরাধিপের (নরসিংহরাজ) নিকট দূত পাঠাইলেন। তিনিও কিছু লাভের আশায় স্থল-পথে পর্ত্তুগীজদিগকে সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন।

আল্‌বুকার্ক অঞ্জদ্বীপে আসিলেন। এখানে আসিয়া তিমোজার মুখে শুনিলেন, রুমী তুর্কেরা গোয়ার প্রবল হইয়াছে। ইহারাই অল্‌মিদার পুত্রকে বিনাশ করিয়াছিল। কায়রোর সুলতান ইহাদের সাহায্যের জন্য অনেক সৈন্য পাঠাইতেছেন। রুমীদিগের মধ্যে উত্তম কারিকর আছে। তাহারা গোয়াতে থাকিয়া পর্ত্তুগীজদিগের মত উৎকৃষ্ট জাহাজ প্রস্তুত করিতেছে। গোয়ার সুবাদার প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এখন গোয়া আক্রমণের বিশেষ সুবিধা আছে।

তিমোজার মুখে গোয়ার অবস্থা শুনিয়া আল্‌বুকার্ক ২৪এ ফেব্রুয়ারী গোয়ায় আসিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ডম আণ্টোনিও কূলে নামিয়া পঞ্জিম্ দুর্গ আক্রমণ করিলেন ও এখানে অস্ত্রশস্ত্রাদি লুটিয়া লইয়া দুর্গে অগ্নিপ্রদান করিয়া জাহাজে চলিয়া আসিলেন। পরদিন নাগরিক প্রজাগণ দুইজন সম্ভ্রান্ত লোক পাঠাইয়া পর্ত্তুগালরাজের আনুগত্য স্বীকার করিল।

৪ঠা মার্চ্চ, আল্‌বুকার্ক সম্পূর্ণরূপে গোয়া অধিকার করিলেন। এখানকার দুর্গে যথেষ্ট যুদ্ধসজ্জা, কামান, গোলা, গুলি, ৪০ খানি জাহাজ বোঝাই বাণিজ্যদ্রব্য, অশ্বশালায় ১৬০টী উৎকৃষ্ট আরবীয় অশ্ব এবং তুর্ক ও রুমীদিগের রমণী ও শিশু-পুত্রাদি ছিল। এ সমস্তই পর্ত্তুগীজ শাসনকর্ত্তার হস্তগত হইল। পরে তিনি বান্দা ও গোন্দাল দুর্গ হইতে তুর্কদিগকে তাড়াইয়া দিয়া ঐ দুর্গ তাঁহার বশবর্ত্তী প্রাচীন হিন্দুরাজবংশকে প্রদান করিলেন।

তিমোজা মনে করিয়াছিলেন, গোয়া অধিকার করিয়া পর্ত্তুগীজেরা তাঁহার নিকট কর লইয়া তাঁহাকেই প্রদান করিবেন, কারণ এসম্বন্ধে অপরাপর কাপ্তেনগণও সম্মত ছিলেন, কিন্তু আল্‌বুকার্ক গোয়ার অবস্থা পরিদর্শন করিয়া এখানেই পর্ত্তুগীজ-ভারতের প্রধান শাসনকেন্দ্র স্থাপন করিতে অভিলাষী হইলেন। তিমোজা যথেষ্ট সম্পত্তি ও পর্ত্তুগীজদিগের নিকট উচ্চসম্মান লাভ করিয়াও তৃপ্ত হইলেন না। তাঁহার অসন্তোষের পরিচয় পাইয়া আল্‌বুকার্ক তাঁহাকে পর্ত্তুগীজ-সভায় আহ্বান করিয়া মুক্ত তরবারি, প্রধান মণ্ডলেশ্বর (Aquazil) উপাধি ও গোয়ার সমুদয় ভূমি (কর ধার্য্য করিয়া) প্রদান করিলেন।

মুসলমান সুবা গোয়ায় আসিয়াই দ্বিগুণ করবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। এখন হিন্দুপ্রজাগণ আল্‌বুকার্কের নিকট জমা হ্রাস করিবার জন্য আবেদন করিলেন। হিন্দুরাজাদিগের সময়ে যে হারে কর আদায় হইত, এখন আল্‌বুকার্ক সেই হারে কর আদায় করিতে আদেশ করিলেন। এই সংবাদ পাইয়া হিন্দু-প্রজাগণ দলে দলে আসিয়া গোয়ায় বাস করিতে লাগিলেন।

গোয়া-প্রদেশ শাসন ও কর আদায় করিবার জন্য পর্ত্তুগীজ-শাসনকর্ত্তার অধীনে এক এক জেলায় এক একজন দেশীয় থানাদার নিযুক্ত হইলেন। প্রজা ও বণিকদিগের সুবিধার জন্য টাঁকশাল স্থাপিত হইল এবং সুবর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রের ক্রুজাদো, দিনার, বিস্তেম ও এস্পারো প্রচলিত হইল *।

আলবুকার্ক শুনিলেন, আদিল শা তাঁহাকে আক্রমণ করিবার বিশেষ আয়োজন করিতেছেন। তিনি গোন্দালের মাণ্ডলিকের নিকট হইতে সংবাদ পাইলেন, শঙ্খেশ্বরের রাজা বালোজী, সুবার সেনাপতি রোশল খাঁ ও করপত্তনরাজ মালিক রব্বাণ এই তিন জনে আদিল শার সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছেন; শীঘ্রই গোয়া আক্রমণ করিবেন। এদিকে আদিল শা আপনার দল-পুষ্টি করিবার জন্য নরসিংহরাজের সাহায্য চাহিলেন। নরসিংহ-রাজ মুসলমানবিদ্বেষী ছিলেন। তিনি আবার বলিয়া পাঠাইলেন, মুসলমানেরা অন্যায়পূর্ব্বক ৪০ বৎসর হইল, তাঁহার অধিকৃত গোয়াপ্রদেশ দখল করিয়াছে, সেই জন্য তিনি বরং পর্ত্তুগীজ-দিগকেই সাহায্য করিবেন। গারসোপার রাজা বীরচোল পর্ত্তুগীজদিগের সহিত যোগদান করিলেন। আল্‌বুকার্ক গোয়া-প্রবেশের সমুদয় পথ ঘাট বিশেষরূপে সুরক্ষিত রাখিলেন।

১লা মে তারিখে, আদিল শার নিকট হইতে দুইজন দূত পর্ত্তুগীজসভায় উপস্থিত হইল। তাঁহাদের মধ্যে একজন পর্ত্তুগীজ ছিল। এই ব্যক্তি পর্ত্তুগাল হইতে অবমানিত হইয়া ভারতে আগমনপূর্ব্বক আদিল শার অধীনে কর্ম্ম স্বীকার করে। এই দূতেরা জানাইল আদিল শা তাঁহার পিতৃঅধিকৃত এই গোয়াপ্রদেশ চাহিয়াছেন এবং ইহার পরিবর্ত্তে তিনি পর্ত্তুগীজদিগের সুবিধাজনক অপর কোন বন্দর প্রদান করিতে সম্মত আছেন। আল্‌বুকার্ক আদিল শার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। দূতদ্বয় বিদায় হইল।

১৭ই মে, গভীর নিশিথে, মুসলমানেরা তিন চারি দলে বিভক্ত হইয়া অগাসিম্ নামক পথ দিয়া গোয়ায় প্রবেশের চেষ্টা করে। প্রথম দল পর্ত্তুগীজের চক্ষে ধূলি দিতে গিয়া প্রায় সকলেই বিনষ্ট হইল; কিন্তু অপর দল নৌকাযোগে তীব্র-বেগে অগাসিমে প্রবেশ করিয়া তিমোজার রক্ষিবৃন্দকে পরাজিত

* ক্রুজাদোর পরিমাণ—১৸৵০, দীনার—এক টাকার কিছু কম, বিস্তেম প্রায় ৵০ এবং এস্পারো প্রায় ৶০। এই সকল মুদ্রার একদিকে খৃষ্টীয় ক্রুশ ও অপরদিকে পর্ত্তুগালরাজ ডম মানুএলের নাম থাকিত।

ও পর্ত্তুগীজনায়ক দুয়ার্তে-দা-সুসাকে সদলে বিনাশ করিল। অপর সকলে গোয়ায় গিয়া রক্ষা পাইল।

এদিকে প্রবেশপথ পাইয়া আদিল শাহ বহু সৈন্যসহ গোয়ায় উপস্থিত হইলেন। আল্‌বুকার্ক বাধ্য হইয়া সদলে দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইলেন; কিন্তু এখানেও তাঁহারা নিরাপদ হইতে পারিলেন না। শীঘ্রই তাঁহারা জাহাজে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিলেন। আদিল শার সৈন্যগণ পর্ত্তুগীজ-জাহাজের উপর অবিশ্রান্ত গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। এদিকে ক্রমে জাহাজের রসদ ফুরাইয়া গেল। একে মুসলমানের গোলায় পর্ত্তুগীজেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে রসদ ফুরাইয়া যাওয়ায় আল্‌বুকার্ক মহা বিপদে পড়িলেন। ২১এ জুলাই তারিখে বহু কষ্টে তাঁহারা জাহাজ ছাড়িয়া দিল; কিন্তু প্রস্থানকালে মুসলমানের গোলায়, বহুলোক ও কএক খানি পোত বিনষ্ট হইয়াছিল।

২৬এ সেপ্টেম্বর আল্‌বুকার্ক কোচিনে উপস্থিত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে পর্ত্তুগাল হইতে আরও অনেকগুলি যুদ্ধজাহাজ ও নৌসেনা আসিয়া পৌছিয়াছিল। এখন আল্‌বুকার্ক সকল জাহাজের অধ্যক্ষ ও প্রধান প্রধান যোদ্ধাদিগকে লইয়া এক মন্ত্রণাসভা আহ্বান করিলেন। আল্‌বুকার্ক পর্ত্তুগীজদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন, 'যদি শীঘ্র আমরা গোয়া অধিকার করিতে না পারি, তাহা হইলে বোধ হয় পর্ত্তুগালরাজের নাম ভারত হইতে শীঘ্র বিলুপ্ত হইবে। শুনিতেছি, আদিল শা, খম্ভাৎ ও কালিকটের রাজা শীঘ্র একত্র হইবে, আবার যদি তুরস্কের সুলতান তাহাদিগকে সৈন্য পাঠাইয়া সাহায্য করেন, তাহা হইলে আর আমাদের আশাভরসা কিছুই থাকিবে না।' কোন কোন পোতাধ্যক্ষ এসময় যুদ্ধ করিতে অসম্মত হন; কিন্তু আল্‌বুকার্ক বলেন, 'যাঁহাদের ইচ্ছা নাই, তাঁহারা পশ্চাতে থাকুন, যাঁহারা পর্ত্তুগীজরাজের মানসম্ভ্রমরক্ষা করিতে প্রস্তুত, তাঁহারা আমার সহিত অগ্রসর হউন।'

পর্ত্তুগীজ রণতরীসমূহ কন্নুরে আসিয়া মিলিত হইল। আল্‌বুকার্ক ২৩ খানি জাহাজ ও প্রায় ২০০০ পর্ত্তুগীজ সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইলেন *। তিনি হনোবরে আসিলে তিমোজী ও গার্সোপার রাজা আসিয়া জানাইলেন, 'আদিল শার অধীনে প্রায় ৪ হাজার তুর্কী, রুমী ও খোরাসানী সৈন্য ও কতকগুলি বাপাঘাটী তীরন্দাজ গোয়া রক্ষা করিতেছে।' গোয়ার নিকট আসিয়া আল্‌বুকার্ক আপনার সৈন্যদিগকে তিন দলে বিভক্ত করিলেন। ২৫এ নবেম্বর তিন দিক্ হইতে তিনদলে গোয়া আক্রমণ করিল। তুর্কেরা প্রথমে পর্ত্তুগীজদিগকে বাধা দিয়াছিল; কিন্তু আল্‌বুকার্ক নিজে যুদ্ধস্থলে নামিয়া সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিয়া তুর্কব্যূহ ভেদ করিলেন। পর্ত্তুগীজেরা উন্মত্তের মত জীবনে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তুর্কসৈন্যের অনুসরণ করিল। উভয় দলে ভীষণ দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলিল। পরে অশ্বারোহী তুর্ক-সৈন্যের আক্রমণে পর্ত্তুগীজেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। অনেক প্রধান সেনানী প্রাণ বিসর্জ্জন করিল। এই সময়ে আল্‌বুকার্ক নিজে উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে সেই রুধির-সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে বহুসংখ্যক পর্ত্তুগীজ আসিয়া ভীমবেগে তুর্ক অশ্বারোহীদিগকে নিপাতিত করিল ও তাহাদের অশ্বে আরোহণ করিয়া ভৈরবরবে মুসলমানদিগকে মর্দ্দন করিতে লাগিল। কএকজন মুসলমান-সেনানায়ক শত্রুহস্তে বিনষ্ট হইল। সেনাপতির মৃত্যুদর্শনে মুসলমানগণ ভীত হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল। আল্‌বুকার্ক গোয়া অধিকার করিলেন। গোয়া অধিকারের পর তিনি ঘোষণা করিলেন, 'যে যাহা লুটিয়া পাইবে, তাহা তাহারই হইবে।' আল্‌বুকার্ক ১০০টী বৃহৎ কামান, বহুবিধ যুদ্ধাস্ত্র, ২০০ অশ্ব ও প্রচুর যুদ্ধোপকরণ লাভ করিয়াছিলেন। লুণ্ঠনশীল পর্ত্তুগীজ-সৈন্যদিগের তাড়নায় কত মুসলমান যে প্রাণ হারাইল, কত মুসলমান-রমণী পর্ত্তুগীজের করায়ত্ত হইল, তাহার ঠিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। হিন্দু ব্রাহ্মণ ও কৃষকদিগের যেন কোন অনিষ্ট না হয়, তজ্জন্য আল্‌বুকার্ক সকলকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন।

আল্‌বুকার্কের যত্নে গোয়ায় পর্ত্তুগীজরাজধানী স্থাপিত হইল। যে সকল পর্ত্তুগীজ এখানে অধিবাসী হইতে চাহিলেন, তাহাদের সহিত বন্দিনী মুসলমান রমণীগণের বিবাহ হইল। রমণী লোভে অনেক পর্ত্তুগীজ সৈনিকই এখানে বিবাহ করিয়া ভারতবাসী হইল এবং তাহাদের কুহকে পড়িয়া অনেক হিন্দু ও মুসলমান পোপের আদিষ্ট খৃষ্টান ধর্ম্মগ্রহণ করিল।

* এখান হইতে ১৫১০ খৃষ্টাব্দে ১৭ই অক্টোবর তারিখে আল্‌বুকার্ক পর্ত্তুগালরাজ ডম মানুএলকে এইরূপে একখানি পত্র লিখিলেন, "গোয়া অধিকার পর্ত্তুগালরাজের প্রধান কর্ত্তব্য। এই গোয়া অধিকারে থাকিলে আমরা এক সময় সহজেই সমস্ত দক্ষিণভারত শাসন করিতে পারিব। আমাদের প্রধান অবলম্বন—যুদ্ধজাহাজ। সেই জাহাজ গোয়ায় প্রস্তুত হয়। এরূপ আর কোথাও হয় না। পর্ত্তুগাল হইতে মিস্ত্রী আনাইয়া এখানে জাহাজ প্রস্তুত করা সহজ নহে। বিশেষতঃ দেখা যায়, য়ুরোপীয় মিস্ত্রীগণ এদেশের উষ্ণ জলবায়ুর গুণে শীঘ্রই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, তাহাদের আর মনুষ্যত্ব থাকে না; কিন্তু গোয়ার দেশীয় মিস্ত্রীগণ চিরকালই সমভাবে ও ঠিক য়ুরোপীয়দিগের মত কর্ম্ম করিয়া থাকে। এই স্থান যদি মুসলমানের অধিকারে থাকে, তাহা হইলে তাহারা অসংখ্য জাহাজ নির্ম্মাণ দ্বারা আমাদের পরাক্রম খর্ব্ব করিবে। যে সমুদ্রবাণিজ্যে আমাদের প্রাধান্য, সেই প্রাধান্য আর থাকিবে না। সুতরাং যেরূপে হউক, গোয়া অধিকার করা পর্ত্তুগালরাজের সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।"

পর্ত্তুগীজরাজ কেবল উচ্চস্বভাব প্রধান প্রধান সৈনিকদিগকেই ভারতীয় মহিলা-বিবাহের অধিকার দিয়াছিলেন। কিন্তু আল্‌বুকার্ক সকল পর্ত্তুগীজেরই আগ্রহ বুঝিয়া কাহারও আবেদন অগ্রাহ্য করিলেন না। তবে এই মাত্র বলিয়া দিলেন যেন তাহারা কোন নীচ জাতির কন্যা বিবাহ না করেন। উচ্চ জাতি ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কন্যা পাইলে বিবাহ করিতে পারিবেন। আল্‌বুকার্ক নিজেও একজন উচ্চবংশীয় মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। সে সময়ের পর্ত্তুগীজ বিবরণ হইতে জানা যায় যে, প্রায় দুই সহস্রের অধিক পর্ত্তুগীজ দেশীয় মহিলাকে বিবাহ করিয়া ও জীবিকানির্ব্বাহের উপযোগী জমি জমা পাইয়া ভারতবাসী হইয়াছিল। ঐ সকল মহিলা খৃষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও তাহাদের সামাজিক আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, জাতি ও বিশ্বাস পরিত্যাগ করে নাই। বরং তাহাদের প্রভাবে পর্ত্তুগীজজাতি ভারতীয় আচার ব্যবহার ও রীতি নীতির অনুকরণ করিতে শিখিয়াছিল।

মুসলমানদিগের উৎপীড়ন-ভয়ে অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দু নিকোবরদ্বীপে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। গোয়ায় পর্ত্তুগীজ অধিকার শুনিয়া আল্‌বুকার্কের অনুমতি লইয়া তাঁহারা দলে দলে এখানে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

এই সময় হনোবরের (Onor) রাজা গোয়ায় দূত পাঠাইয়া পর্ত্তুগীজদিগের সহিত মিত্রতা স্থাপনের প্রস্তাব করেন। কিন্তু আল্‌বুকার্ক তাঁহার সহিত সন্ধি না করিয়া প্রকৃত রাজ্যাধিকারী ও তাঁহার ভ্রাতা মল্‌হররায়ের সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন। মল্‌হররাও কনিষ্ঠের দুরভিসন্ধিতে রাজ্য হারাইয়াছিলেন। এখন গোয়ায় আসিয়া পর্ত্তুগীজ গবর্ণরের নিকট মহাসম্মানলাভ করিলেন এবং বার্ষিক ৩০০০০৲ টাকা কর দিতে স্বীকৃত হওয়ায় সমস্ত গোয়া ইজারা পাইলেন।

গোয়ানগরী উপযুক্তরূপে সুরক্ষিত করিয়া আল্‌বুকার্ক সমৃদ্ধিশালী মলাক্কাদ্বীপ জয়ে অগ্রসর হইলেন। তৎকালে মুসলমান ও গুজরাতী বণিকগণ মলাক্কা, সুমাত্রা ও যবদ্বীপে বাণিজ্যব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন এবং তাহাতে তাঁহারা বিশেষ লাভবান্‌ও হইয়াছিলেন। এখন পর্ত্তুগীজেরা ঐ সকল স্থানে প্রাধান্যস্থাপন নিতান্ত আবশ্যক মনে করিলেন।

মলাক্কা-যাত্রাকালে আল্‌বুকার্ক সিংহল হইয়া গমন করেন, পথে সুমাত্রার পসুম্মারাজ ও যবদ্বীপরাজ তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করেন। মলাক্কারাজ কতকগুলি পর্ত্তুগীজকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিবার জন্য আল্‌বুকার্ক বলিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু মুসলমান ও গুজরাতী বণিকগণের উত্তেজনায় মলাক্কারাজ পর্ত্তুগীজ অধিনায়কের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। আল্‌বুকার্ক মলাক্কা আক্রমণ করিলেন। যবন্‌-সৈন্যগণ অসীম সাহসে যুদ্ধ করিয়াও পর্ত্তুগীজদিগকে হটাইতে পারিল না। পর্ত্তুগীজের গোলায় মুসলমানেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। এবার পর্ত্তুগীজেরা জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া তীব্রবেগে রাজধানী আক্রমণ করিল। মলাক্কারাজ পুত্র ও জামাতার সহিত পলায়ন করিলেন।

এই সময়ে চতুর মলয়-সৈন্যগণ অগ্নিপোতে আসিয়া পর্ত্তুগীজ জাহাজ নষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু পর্ত্তুগীজদিগের সতর্কতায় তাহারা বিশেষ হানি করিতে পারে নাই। তৎকালে কতকগুলি চীনপোত শ্যামদেশে যাইতেছিল, ঐ সকল পোতের অধ্যক্ষদিগের সহিত পর্ত্তুগীজদিগের সদ্ভাব হইয়াছিল। শ্যামরাজের সহিত মিত্রতা স্থাপনের জন্য আল্‌বুকার্ক চীনপোতাধ্যক্ষগণের সহিত দুয়ার্তে ফার্ণান্দিজকে শ্যামরাজ্যে পাঠাইলেন।

মলাক্কা অধিকৃত হইলে আল্‌বুকার্ক নগর লুট করিতে অনুমতি দিলেন, কেবল নয়নশেঠী নামক জনৈক হিন্দুর কোন দ্রব্য স্পর্শ করিতে নিষেধ করিলেন। অবশেষে তিনি এই নয়নশেঠীকেই শাসনকর্ত্তা ও উত্তমরাজকে মুসলমানদিগের সর্দ্দার করিয়া আসিলেন।* মলাক্কাদ্বীপে আল্‌বুকার্ক পর্ত্তুগীজ প্রাধান্য স্থাপন, মুসলমানদিগের মসজিদ ভাঙ্গিয়া তাহারই মালমসলায় দুর্গনির্ম্মাণ ও প্রাচীন মুদ্রার পরিবর্ত্তে পর্ত্তুগীজমুদ্রা প্রচলন করিলেন। তিনি ভারত-প্রত্যাগমনকালে শুনিলেন যে, উত্তমরাজ আলাউদ্দীন প্রভৃতি মুসলমান সর্দ্দারের সহিত পর্ত্তুগীজদিগের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন, সুতরাং আর কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিলেন।

আল্‌বুকার্ক পর্ত্তুগালরাজের নিকট অবিলম্বে মলাক্কাবিজয়ের সংবাদ পাঠাইলেন। পর্ত্তুগালরাজ এ শুভসংবাদ পোপকে জানাইলেন। পোপ এ সংবাদে রোমে মহাসমারোহে উৎসব করিয়াছিলেন।

আল্‌বুকার্কের গোয়া-পরিত্যাগের পরই আদিলশার সেনাপতি পুলাদ্‌ খাঁ গোয়া আক্রমণ করিয়া মলহররাওকে তাড়াইয়া দেন। মলহররাও ও তিমোজা বিজয়নগরে পলাইয়া গিয়া নরসিংহরাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে তাঁহার ভ্রাতার মৃত্যু শুনিয়া বিজয়নগরাধিপের সাহায্যে আবার হনোবরে আসিয়া রাজা হইলেন।

পুলাদ খাঁ বানেস্তরিম্‌ নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিয়া গোয়া দুর্গ অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। সেই

* পর্ত্তুগীজ গ্রন্থে নয়নশেঠী Nina Chatu ও উত্তমরাজ Utemutaraja নামে লিখিত হইয়াছে।

সময় আদিল শা রসুল খাঁ নামক আর একজন সেনাপতিকে গোয়া অধিকার করিতে পাঠান। এই দুই সেনাপতিতে মিল ছিল না। রসুল খাঁ তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে দমন করিবার জন্ম পর্ত্তুগীজদিগের সহিত মিলিত হইলেন।

পুলাদ খাঁ পরাজিত ও পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। এদিকে রসুল খাঁ বানেস্তরিম্ অধিকার করিয়া গোয়ানগরী দেখিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। পর্ত্তুগীজেরা এখন আপনাদিগের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। তখন নগরে ৪০০ মাত্র পর্ত্তুগীজ ছিল। ইহারা প্রাণপণে নগর রক্ষা করিতে লাগিল। জয়ের কোন সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া পর্ত্তুগীজপক্ষীয় অনেকেই রসুল খাঁর সহিত যোগদান করিল।

পর্ত্তুগীজদিগের এই বিপত্তিকালে আলবুকার্ক ভারত উপকূলে উপস্থিত হইলেন (১৫১২খৃষ্টাব্দ জানুয়ারী)। কোচিন, কন্নন্নুর, ভাট্‌কল প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্যের সুবন্দোবস্ত করিয়া অক্টোবর মাসে তিনি গোয়া রক্ষা করিবার জন্ম অগ্রসর হইলেন।

যাহারা পর্ত্তুগীজদিগের বিরুদ্ধে উঠিয়াছিল বা বিপক্ষতাচরণের চেষ্টা করিতেছিল, এখন আলবুকার্কের আগমন সংবাদ পাইয়া অনেকেই ভীত, বিচলিত ও নিরস্ত হইল। কএকবার যুদ্ধের পর রসুল খাঁও পরাজয় স্বীকার করিলেন।

ইহার পর, কাম্বের অধিপতি ও আদিলশার নিকট হইতে দূত আসিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিল। তৎকালে গার্সিয়া-দা-সুসা দভোল অবরোধ করিয়াছিলেন। সন্ধির প্রস্তাব শুনিয়া আলবুকার্ক তাঁহাকে দভোল আক্রমণ করিতে নিষেধ করিলেন।

এদিকে নরসিংহরাজ ও বেজীপুরাধিপের সহিত তিনি মিত্রতা স্থাপন করিলেন। পর্ত্তুগীজ-অধিকার মধ্যে যে সকল আরবী ঘোটক আসিবে, তাহা অপর কাহাকেও না দিয়া বিজয়নগরে পাঠাইতে স্বীকৃত হইয়া তিনি নরসিংহরাজের নিকট হইতে ভাট্‌কলে বাণিজ্যকুঠী স্থাপনের আদেশ লইলেন।

ভারতে যখন আলবুকার্কের যত্নে পর্ত্তুগীজদিগের সৌভাগ্যোদয় হইতেছিল, সেই সময় তাঁহার কএকজন বিপক্ষ পর্ত্তুগালরাজকে বুঝাইতেছিল, 'গোয়া নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর স্থান, সেই স্থানরক্ষার জন্ম বৃথা লোকক্ষয় ও বহু অর্থব্যয় হইতেছে।' পর্ত্তুগালরাজও তাহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া আলবুকার্ককে লিখিলেন, 'গোয়া যেরূপ অস্বাস্থ্যকর স্থান, তাহাতে এই স্থান পরিত্যাগ করাই উচিত।' আলবুকার্কও ইহার যথাযথ উত্তর দিয়া পর্ত্তুগালরাজের মিথ্যা সন্দেহ দূর করিলেন। পর্ত্তুগালরাজের আদেশে আলবুকার্ক (১৫১৩ খৃষ্টাব্দে ৮ই ফেব্রুয়ারী) ১৮০০ পর্ত্তুগীজ এবং ৮৩০ মলবারী ও কর্ণাটী নৌযোদ্ধা লইয়া আরবের প্রধান বন্দর আদেন আক্রমণে চলিলেন।

২৬এ মার্চ্চ, পর্ত্তুগীজসৈন্য তিন দিক্ হইতে আদেন আক্রমণ করিল। আদেনের শাসনকর্ত্তা মীর মীর্জান প্রথমে মিষ্ট কথায় ও উপঢৌকন পাঠাইয়া সন্ধির প্রস্তাব করেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল না হওয়ায় তিনিও সসৈন্যে পর্ত্তুগীজ আক্রমণ ব্যর্থ করিতে অগ্রসর হইলেন। উভয় পক্ষেই গোলাবৃষ্টি চলিল। পর্ত্তুগীজদিগের গোলায় নগরের যথেষ্ট ক্ষতি হইল, কিন্তু এবার পর্ত্তুগীজেরা আদেন-জয়ে সমর্থ হইল না। তথা হইতে আলবুকার্ক সসৈন্যে আরবসমুদ্র মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এখন তাঁহার দুইটী উদ্দেশ্য হইল, ১ম—কায়রোর জমির উর্ব্বরতা নষ্ট করিবার জন্ম পাহাড় কাটিয়া নীলনদের স্রোত পরিবর্ত্তন এবং ২য়—জেরুশালেমের খৃষ্টমন্দির উদ্ধারের জন্ম বহু অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া অকস্মাৎ মদিনা আক্রমণপূর্ব্বক মহম্মদের মূর্ত্তি-আনয়ন। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। আরবসমুদ্রবর্ত্তী কএকটী বন্দরের সন্ধান, কতকগুলি আরবীপোত দহন ও লুণ্ঠন ব্যতীত এ যাত্রায় বিশেষ কোন স্থায়ী কার্য্য সাধিত হয় নাই।

আগষ্ট মাসে আলবুকার্ক দীউদ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন। এখানকার মুসলমান শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মাননা করিলেন। চেউলে আসিয়া আলবুকার্ক শুনিলেন, কতকগুলি মুসলমানজাহাজ মাল লইয়া কালিকট হইতে মক্কায় যাইতেছে। অবিলম্বে লোক পাঠাইয়া ঐ সকল জাহাজ অধিকার করিলেন।

অতঃপর আলবুকার্ক কালিকটে দুর্গ-নির্ম্মাণ করিবার জন্ম উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। এই সময়ে যাহাতে পর্ত্তুগীজদিগের সহিত সামরীরাজের সন্ধি স্থাপিত না হয়, কন্ননূর ও কোচিনের রাজা ভিতরে ভিতরে তাহার চেষ্টা করিতেছিলেন। সামরীরাজ কোন মতে পর্ত্তুগীজদিগকে কালিকট বন্দরের হৃদয়ের উপর দুর্গ নির্ম্মাণের অনুমতি দিলেন না। সামরীরাজের ভ্রাতা গোপনে গোপনে পর্ত্তুগীজদিগের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন। এখন আলবুকার্ক তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন, 'তিনিই কালিকটের রাজা হইবেন। সামরীরাজকে বিষপ্রয়োগ দ্বারা হত্যা করাই তাঁহার কর্ত্তব্য।' রাজভ্রাতা আলবুকার্কের এই ঘৃণিত প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। অল্পদিন পরেই বিষপানে সামরীরাজ কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তাঁহার সহিত কালিকটে হিন্দু ও মুসলমান প্রাধান্য তিরোহিত হইল। ভ্রাতৃহন্তা এখন সিংহাসনে বসিয়া পর্ত্তুগীজদিগকে আহ্বান করিলেন। ধূর্ত্ত পর্ত্তুগীজদিগের বহুদিনের আশা সুসিদ্ধ

হইল। মুসলমানেরা অত্যাচারভয়ে কালিকট ছাড়িয়া পলায়ন করেন, আল্‌বুকার্ক সদলে ভ্রাতৃঘাতী সামরীরাজের সভায় উপস্থিত হইলেন। সামরী পর্ত্তুগীজদিগের ইচ্ছামতই দুর্গনির্ম্মাণের আদেশ করিলেন। সমুদ্রতটে ও বন্দরের মধ্যস্থলে দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্ম্মিত হইল। উপযুক্ত পর্ত্তুগীজসেনাপতি দুর্গরক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। সামরীরাজ সুবর্ণাক্ষরে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন এবং পর্ত্তুগালরাজের নিকট হইতে তাঁহার মিত্রতাজ্ঞাপক পত্র আনিবার জন্য পর্ত্তুগালে একজন রাজদূত পাঠাইলেন। পর্ত্তুগালরাজ সেই দূতের সম্মানরক্ষা করিলেন এবং নিজ হস্তে পত্র লিখিয়া সামরীরাজের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। সম্পদে বিপদে পরস্পরে পরস্পরের সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত রহিলেন।

১৫১৩ খৃষ্টাব্দে ২৪এ ডিসেম্বর পর্ত্তুগীজদিগের সহিত সামরীরাজের যে সন্ধি হয়, তাহাতে এইরূপ লিখিত আছে—

'প্রবাল, রেশমীকাপড়, পারদ, সিন্দুর, তাম্র, সীসক, কুঙ্কুম, ফট্‌কিরি ও পর্ত্তুগাল হইতে আগত অপরাপর বাণিজ্যদ্রব্য পূর্ব্ববৎ বন্দরে ও পর্ত্তুগীজদিগের কুঠীতে বিক্রয় হইতে পারিবে। সামরীরাজও তাঁহার রাজ্যে বহুপ্রকার গরমমসলা ও ভেষজদ্রব্য উৎপন্ন হয়, সমস্তই রপ্তানির জন্য পর্ত্তুগীজদিগকে অর্পণ করিবেন এবং পর্ত্তুগীজেরাও যে সকল দ্রব্য খরিদ করিবেন, রাজাকে তাহার মাশুল দিবেন। আবার ক্রেতাগণ পর্ত্তুগীজদিগের নিকট যাহা খরিদ করিবেন, তাহার মাশুল তাহারাই দিবেন। সামরীরাজের অধিকারমধ্যে হরমুজ, খম্বাৎ, মলাক্কা, সুমাত্রা, সিংহল প্রভৃতি স্থান হইতে যে সকল মুসলমান জাহাজ আসিবে, তাহাদের নিকট উপযুক্ত শুল্ক লওয়া হইবে। কন্নুর ও কোচিন ব্যতীত আর যে কোন স্থানের জাহাজ কালিকটে 'ছাড়' লইতে আসিবে, পর্ত্তুগীজেরা তাহাদিগকে ছাড় দিবে। দেশীয় বা কোন পর্ত্তুগীজ পরস্পরে কোন অত্যাচার করিলে সামরীরাজ দেশীয় ব্যক্তির বিচার এবং পর্ত্তুগীজদুর্গাধ্যক্ষ পর্ত্তুগীজের বিচার করিয়া উপযুক্ত দণ্ডবিধান করিবেন। সামরীরাজের যাহা আয় হইবে, তাহার অর্দ্ধেক রাজা নিজে ও অর্দ্ধেক পর্ত্তুগালরাজ পাইবেন। সামরীরাজের প্রয়োজন হইলে, পর্ত্তুগালরাজ সৈন্যদ্বারা তাঁহার সাহায্য করিবেন। অপর পক্ষে সামরীরাজ সৈন্যদ্বারা সাহায্য করিতে বাধ্য রহিলেন। পর্ত্তুগীজেরা গোলমরিচ বা যে কোন দ্রব্য ক্রয় করিবে, তাহার উচিত মূল্য দিতে বাধ্য হইবে এবং রাজা মুদ্রায় তাহার শুল্ক আদায় লইবেন।'

উক্ত সন্ধির কথা কোচিনরাজ জানিতে পারিলেন। পর্ত্তুগীজেরা বরাবর তাঁহাকে আশা দিয়া রাখিয়াছিলেন যে সুযোগ ও সুবিধা হইলে তাঁহারা সকলে মিলিয়া তাঁহাকেই ভারতের প্রধান রাজা করিবেন। কিন্তু এখন কালিকটের সন্ধিকালে পর্ত্তুগীজ শাসনকর্ত্তা কোচিনরাজকে ঘৃণাক্ষরেও আপনাদের অভিপ্রায় জানিতে দিলেন না। কোচিনরাজ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া পর্ত্তুগালরাজকে ঐ সকল বিষয় জানাইয়া পাঠাইলেন; কিন্তু পর্ত্তুগালরাজ তাঁহার পত্রে মনোযোগ করিলেন না। যে পর্ত্তুগীজদিগের জন্য পূর্ব্বতন কোচিনরাজ আপনার প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, যাহাদের আশ্রয় দিয়া কোচিনরাজ দেশীয় অপরাপর রাজগণের শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, সেই পর্ত্তুগীজ জাতির স্বার্থপরতা দেখিয়া উদারচরিত কোচিনরাজ বিস্মিত ও মর্ম্মাহত হইলেন। আল্‌বুকার্ক প্রতি পত্রে পর্ত্তুগালরাজকে জানাইতে লাগিলেন, "তাঁহার বিপক্ষে রাজসমীপে যে কেহ কোন কথা কহিবে, তাহাকে রাজ্যের ঘোর শত্রু বলিয়া ধারণা করা রাজার প্রধান কর্ত্তব্য।"

কন্নুরে থাকিতে আল্‌বুকার্ক সংবাদ পাইলেন, তুরুষ্ক, মিসর, আরব প্রভৃতি স্থানের অধিপতিগণ পর্ত্তুগীজদিগকে দমন করিবার জন্য বিশেষ আয়োজন করিয়াছেন, ভারতীয় রাজগণকেও উত্তেজিত করিবার জন্য দূত দ্বারা বহু অর্থ পাঠাইতেছেন।

পর্ত্তুগীজেরা আদেন বন্দর আক্রমণ করিবার পর মলবার উপকূলে উৎকৃষ্ট অহিফেন আমদানী বন্ধ হয়। ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে ১লা ডিসেম্বর, আল্‌বুকার্ক এই অহিফেনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে পর্ত্তুগালরাজকে এক পত্র লেখেন,—

"আমি আপনার নিকট সামান্য জিনিসের কথা লিখিতেছি না। যদি আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে আজোর্সের পোস্তের টেঁড়ী পর্ত্তুগালের সর্ব্বত্র চাষ করান কর্ত্তব্য। কারণ পূর্ব্বে এখানে যে মূল্যে অহিফেন পাওয়া যাইত, এখন তাহার আটগুণ দাম দিলেও পাওয়া যাইতেছে না। প্রতিবর্ষে এক জাহাজ আফিম পাঠাইতে পারিলে খরচ বাদ যথেষ্ট লাভ হইতে পারে এবং আপনার অধীন ভারতবাসীরও জীবন রক্ষা হয়। অহিফেন সেবন না করিলে ভারতবাসী বাঁচিবে না।"

১৫১৪ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী, আল্‌বুকার্ক গোয়ায় আসিয়া দেখিলেন, পেগু, শ্যাম প্রভৃতি নানা দূরদেশ হইতে রাজদূত আসিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। পর্ত্তুগালরাজের সহিত মিত্রতা ও মলাক্কা প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য-স্থাপন উদ্দেশ্যে তাঁহাদের আগমন। পর্ত্তুগালরাজকে উপঢৌকন দিবার জন্য তাহারা নানা উপহার সঙ্গে আনিয়াছিলেন। আল্‌বুকার্ক তাঁহাদিগের যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা করিলেন।

অতঃপর দীউ নামক দ্বীপে দুর্গ নির্ম্মাণ মানসে তিনি উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তথাকার অধিপতিকে সন্তুষ্ট করিয়া অনুমতিগ্রহণেচ্ছায় পেরো-কাইমদো ও গণপতি নামে এক গুজরাতী ভাষাজ্ঞ হিন্দুকে দূতরূপে পাঠাইলেন। কাম্বের অধিপতি এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। অনেক চেষ্টাতেও পর্ত্তুগীজেরা দীউ দ্বীপে দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে পারিল না। ইহার পর নরসিংহরাজ ও আদিল্‌শা আল্‌বুকার্কের নিকট দূত পাঠাইলেন। আল্‌বুকার্ক পূর্ব্বে যেমন ভাট্‌কলে কুঠী নির্ম্মাণ করিবার জন্য নরসিংহরাজের খোসামোদ করিয়াছিলেন, এখন আর সে

ভাব দেখাইলেন না। এখন তিনি কহিলেন, 'উপযুক্ত অর্থ পাইলে তিনি নরসিংহরাজের নিকট পর্ত্তুগীজসৈন্ত ও অশ্ব পাঠাইতে পারেন। তবে তিনি নরসিংহরাজের কখন শত্রুতা করিবেন না।' আদিল শার দূতকে বলিলেন যে, আদিল শা যে সকল পর্ত্তুগীজ রাখিয়াছেন, তাহাদের সকলকে যদি গোয়ায় পাঠাইয়া দেন, তবে সন্ধির কথা তুলিবেন। আদিল শা কতকগুলি পর্ত্তুগীজকে গোয়ায় পাঠাইয়া দিলেন। ইহারা আদিল শার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল, এই কারণে আল্‌বুকার্ক ইহাদিগকে দুর্গমধ্যে বন্দী রাখিলেন।

হরমুজের পূর্ব্বতন অধিপতির মৃত্যু হওয়ায়, আর একজন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনি নামে মাত্র শাসনকর্ত্তা, নূরউদ্দীন নামে এক আমীরই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। পর্ত্তুগীজদিগের সহিত তাঁহার সদ্ভাব ছিল না। পর্ত্তুগীজ-পোতাধ্যক্ষ পেরো-দা-আল্‌বুকার্ক অনেক কৌশলে তাহার কূটনীতি হইতে পর্ত্তুগীজস্বার্থরক্ষা করিয়াছিলেন। ক্রমে হরমুজ দ্বীপে নূর-উদ্দীন্ ও তাহার ভ্রাতাই প্রবল হইয়া উঠিল। হরমুজ-অধিপতি ক্রীড়াপুত্তলিকা রহিলেন মাত্র। আমীরদ্বয়ের অসাধারণ ক্ষমতায় অনেক লোকই তাহাদের উপর বিরক্ত হইল। এই সুযোগে পর্ত্তুগীজেরাও হরমুজ দখল করিয়া পর্ত্তুগালরাজের বিজয় বৈজয়ন্তী তুলিবার চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু পোতাধ্যক্ষের ক্ষমতায় কুলাইল না। তিনি জাহাজ লুটিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া আফন্সো-দা-আল্‌বুকার্কের নিকট উপস্থিত হইলেন। ভ্রাতুস্পুত্রের নিকট আদ্যোপান্ত অবগত হইয়া তিনি অবিলম্বে হরমুজমুখে (১৫১৫ খৃষ্টাব্দে ২১এ ফেব্রুয়ারী) যাত্রা করিলেন। এ সময়ে আদিল শার দূত সন্ধির প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত ছিল, কিন্তু এ সম্বন্ধে আর কোন কথা হইল না।

মস্কট সহরে আসিয়া আল্‌বুকার্ক শুনিলেন, হরমুজে ঘোরতর বিদ্রোহ উপস্থিত। নূরউদ্দীনের ভ্রাতৃপুত্র হামিদ দুর্গ ও প্রাসাদ অধিকার করিয়াছে, তাঁহার হাতে হরমুজের অধিপতি ও নূরউদ্দীন্ সপরিবারে বন্দী হইয়াছেন। আল্‌বুকার্ক তাড়াতাড়ি হরমুজে আসিয়া তোপধ্বনি করিয়া আপনার আগমন সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। হামিদ ভীত হইয়া অধিপতি ও নূরউদ্দীন্‌কে ছাড়িয়া দিলেন ও আল্‌বুকার্কের নিকট বহু উপহার দ্রব্যসহ সন্ধির প্রস্তাব করিয়া দূত পাঠাইলেন। পর্ত্তুগীজ-প্রতিনিধি অতি সমাদরে দূতকে জানাইলেন, 'যদি পর্ত্তুগালরাজের বিজয়পতাকা রাজপ্রাসাদের মাথায় তুলিয়া দাও, তাহা হইলে পর্ত্তুগালরাজ সন্ধি করিবেন।' তাহাই হইল, নির্ব্বোধ হামিদ পর্ত্তুগালরাজের পতাকা প্রাসাদচূড়ায় উঠাইয়া দিলেন। সমস্ত পর্ত্তুগীজ জাহাজ হইতে এককালে তোপধ্বনি করিয়া রাজপতাকার সম্মান রক্ষা করিল। হরমুজের অধিবাসিগণ ভাবিল, হরমুজসহর পর্ত্তুগীজদিগের অধিকারভুক্ত হইল। ফলেও তাহাই ঘটিল। ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে ১লা এপ্রেল আল্‌বুকার্ক সদলে জাহাজ হইতে নামিয়া রাজপ্রাসাদ ও দুর্গ অধিকারপূর্ব্বক হামিদকে বিনাশ করিলেন এবং সকল আমীর ওমরাহের সম্মুখে হরমুজের সেই বন্দী নরপতিকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। অতঃপর সেখ ইস্‌মাইলের নিকট হইতে দূত আসিল। আল্‌বুকার্কও তাঁহার সাহায্যে কায়রোর সুলতানকে পরাজয় করিতে পারিবেন ভাবিয়া তিনিও ইস্‌মাইলের সভায় দূত পাঠাইলেন।

হরমুজদ্বীপ পর্ত্তুগীজদিগের সম্পূর্ণ করায়ত্ত হইল। নামে মাত্র রাজা রহিলেন। পর্ত্তুগীজ দুর্গাধ্যক্ষের পরামর্শ ব্যতীত রাজার কার্য্য করিবার ক্ষমতা রহিল না।

এইরূপে হরমুজে পর্ত্তুগীজ অধিকার বিস্তার করিয়া আল্‌বুকার্ক আদেন বন্দর-জয়ের আয়োজন করিতেছিলেন। তৎকালে এসিয়ার মধ্যে কালিকট, হরমুজ ও আদেন এই তিনটীই সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্যক্ষেত্র বলিয়া গণ্য ছিল। প্রথম দুইটীর বাণিজ্য পর্ত্তুগীজদিগের অধিকারে আসিয়াছে, কেবল তৃতীয়টী আসিতে বাকি। এই তৃতীয়টী কোনক্রমে হস্তগত করিতে পারিলে পর্ত্তুগীজজাতি এসিয়ায় বাণিজ্য-জগতের সর্ব্বময়কর্ত্তা হইবেন এবং পর্ত্তুগালরাজও সমস্ত সভ্যজগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিবেন। এবার আল্‌বুকার্ক উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। তিনি ফনসেকা নামক আপন গোমস্তাকে বহু অর্থ দিয়া প্রভূত যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহের জন্ত গোয়ায় পাঠাইলেন এবং নানাস্থানের মুসলমান-রাজগণের নিকট দূত পাঠাইয়া ভয় মৈত্রী দেখাইয়া অনেককেই বশে আনিলেন। কিন্তু এবার সকলদিকে সুবিধা থাকিলেও বিধাতা বাদী হইলেন, আল্‌বুকার্ক অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। দিন দিন তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ২০এ অক্টোবর আপনার আত্মীয় ও প্রধান পোতাধ্যক্ষগণের সম্মুখে তাঁহার ভ্রাতুস্পুত্রকে হরমুজের দুর্গাধ্যক্ষ করিলেন, দুর্গরক্ষার জন্য উপযুক্ত উপদেশ দিলেন এবং হরমুজের পূর্ব্বতন নৃপতি সৈফ্ উদ্দীনের নাবালক পুত্রদ্বয়কে তাঁহার তত্ত্বাবধানে রাখিলেন। তিনি জানিতেন, এরূপ না করিলে বর্ত্তমান হরমুজাধিপ সুবিধা পাইলেই ঐ দুই রাজপুত্রকে বিনাশ করিয়া ফেলিবে। ৮ই নবেম্বর, তিনি হরমুজে শেষ বিদায় লইলেন। ভারতাভিমুখে তাঁহার জাহাজ অগ্রসর হইল।

মস্কটের নিকট কল্‌হাট নামক স্থানে তাঁহার জাহাজ আসিলে নাবিকেরা একখানি মুসলমান রণপোত আক্রমণ করিল। এই

রণপোতে আল্‌বুকার্কের নামে পত্র ছিল। পত্র পড়িয়া আল্‌বুকার্ক বুঝিলেন, 'পর্ত্তুগালরাজ শঠের প্রতারণায় ভুলিয়া তাঁহার স্থানে লোপো সোয়ারেস্‌কে ভারতের শাসনকর্ত্তা ও সর্ব্বপ্রধান পোতাধ্যক্ষ করিয়া পাঠাইয়াছেন। পর্ত্তুগীজবীর পত্রপাঠে মর্ম্মাহত হইয়া বলিয়াছিলেন, "আমি রাজার কাছে, দশের কাছে মন্দ হইলাম। ইহার পূর্ব্বে আমার মৃত্যু ভাল ছিল।"

উক্ত মুসলমান-রণপোতে হরমুজপতির নামে আর এক-খানি পত্র ছিল, তাহাতে এই লেখা থাকে, 'যদি এখনও আল্‌বুকার্ক দুর্গ অধিকার করিয়া না থাকেন, তাহা হইলে যেন এখন কোন ক্রমে ছাড়া না হয়। কারণ আর একজন শাসনকর্ত্তা হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের ইচ্ছা সফল হইবে।' পর্ত্তুগালরাজের নিকট আল্‌বুকার্ক হতমান হইলেও তিনি পর্ত্তুগীজজাতির ভ্রমেও শত্রুতা করিতে চাহিলেন না, সেই পত্র-খানি অবিলম্বে নষ্ট করিলেন ও মুসলমানদিগকে হরমুজে যাইতে ছাড়িয়া দিলেন। এখন আল্‌বুকার্ক কেবল প্রধান কর্ম্মচারীকে নিকটে রাখিয়া ইচ্ছাপত্র প্রস্তুত করিলেন। তাহার প্রথম এইরূপ—

'গোয়ায় আমার যত্নে যে গির্জা নির্ম্মিত হইয়াছে, যেন তন্মধ্যে আমার গোর হয় এবং আমার একখণ্ড অস্থি যেন পর্ত্তুগালে প্রেরিত হয়।'

পরে তিনি সমুদ্রবক্ষে বসিয়া মৃত্যুর দিন নিকট জানিয়া ৬ই ডিসেম্বর, পর্ত্তুগালরাজকে এইরূপ এক পত্র লিখিলেন—

'মহানুভব! এ পত্র নিজ হাতে লিখিতে পারিলাম না, পত্র লিখিতে আর সাধ্য নাই। মৃত্যু অতি নিকট। আমার এখানে এক পুত্র* আছে, আমার যাহা কিছু তাহাকেই দিয়া চলিলাম। আপনার শ্রীপদে ভারতের সর্ব্বপ্রধান স্থান অর্পণ করিয়াছি। আমি যাহা করিয়াছি, তাহা আপনি ভুলিবেন না। আমার জন্ত আমার পুত্রকে মনে রাখিবেন।'

১৫ই ডিসেম্বর শনিবার রাত্রিকালে তাঁহার জাহাজ ধীরে ধীরে তাঁহারই প্রীতিপ্রদ গোয়াবন্দরে উপস্থিত হইল। তাঁহার মুমূর্ষুকাল উপস্থিত জানিয়া গোয়ার সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ (Vicar general) তাঁহার শান্তিবিধানের জন্ত অবিলম্বে জাহাজে আসিলেন। সেই মহাবীর জীবনের শেষ সময়ে আপনার রণবেশ খসাইয়া খৃষ্টান সাধুর পরিচ্ছদে নিজ দেহ ভূষিত করিতে আদেশ করিলেন। ধর্ম্মালাপ করিতে করিতে রবিবার ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে পর্ত্তুগালরাজ্যের এক মহাপুরুষ ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। গোয়ার পর্ত্তুগীজ গির্জ্জায় মহা সমারোহে তাঁহার সমাধি হইল। পর্ত্তুগালরাজ বলিয়া পাঠাইলেন, যে 'যতদিন আল্‌বুকার্কের অস্থি ভারতে থাকিবে, ততদিন পর্ত্তুগীজজাতির ভারতে বিপদ নাই, সুতরাং তাঁহার অস্থি যেন পর্ত্তুগালে পাঠান না হয়*।'

* এই পুত্র এক সম্ভ্রান্ত ভারতমহিলার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

আল্‌বুকার্ক আলেক্‌সান্দরের জীবনী পাঠ করিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনীও সেই মাকিদন মহাবীরের আদর্শে পরিচালিত হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুকালে চারিদিকে পূর্ণশান্তি বিরাজমান ছিল। ভারত উপকূলের সহিত মলাক্কা, সুমাত্রা, সিংহল প্রভৃতির বাণিজ্য নিরাপদে নির্ব্বাহ হইতেছিল।

১৫১৫ খৃষ্টাব্দে ৮ই সেপ্টেম্বর, লোপো সোয়ারেস্ গোয়ায় আসিয়া শাসনভার গ্রহণ করেন। শাসনভার গ্রহণ করিয়াই তিনি পূর্ব্বতন দুর্গাধ্যক্ষ ও কাপ্তেনদিগের স্থানে নূতন নূতন লোক রাখিতে আরম্ভ করিলেন এবং কাহারও সহিত কোন পরামর্শ না করিয়া সকল কার্য্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার কার্য্যগুণে সকলেই তাঁহার উপর বিরক্ত হইলেন। কোচিনে আসিয়া তিনি অনেক অন্যায় কার্য্য করিতে লাগিলেন, তাহাতে কোচিনরাজও তাঁহার উপর হাড়ে হাড়ে চটিলেন। একজন পর্ত্তুগীজ ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, "এখন ভদ্রলোকদের ব্যবহার উল্‌টাইয়া গেল। তাঁহারা বাণিজ্য ছাড়িয়া দিল, এখন তাঁহাদের মানসম্ভ্রম রক্ষার জন্ত ধন রত্ন অপেক্ষা অস্ত্রশস্ত্রই বেশী আদরণীয় হইল। এখন জাহাজের কাপ্তেনেরাই প্রধান বণিক হইয়া পড়িল। সুতরাং মান অপমানে, যশ অপযশে ও আদেশ উপহাসে পরিণত হইল।"

বাস্তবিক এই সময় ধর্ম্মের ভাণ করিয়া পর্ত্তুগীজ-যাজকেরা এবং বাণিজ্যের নামে জাহাজের কাপ্তেনেরা পর্ত্তুগীজ সৈনিক হইতে মাঝিমাল্লা পর্য্যন্ত সকলেই ঘোর অত্যাচার আরম্ভ করিল। পূর্ব্বে পূর্ব্বে পর্ত্তুগীজেরা আসিয়া স্ব স্ব স্বার্থসাধনের জন্ত যে দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছিল, এখনকার অবিচার ও উৎ-পীড়নের তুলনায় তাহা কিছুই নহে।

আরব-সমুদ্রে সুলতানের প্রভাব খর্ব্ব করিয়া পর্ত্তুগীজ-প্রাধান্য স্থাপনার্থ পর্ত্তুগালরাজ লোপো সোয়ারেসকে পাঠাইয়াছিলেন। এখন রাজপ্রতিনিধি (৮ই ফেব্রুয়ারী ১৫১৭ খৃঃ) রাজাদেশ পালন করিবার জন্ত ২৭ খানি জাহাজ, ১২০০ পর্ত্তুগীজ ও ৮০০ মলবারী সৈন্য এবং ৮০০ মলবারী নাবিক লইয়া ধাবিত হইলেন। এ সময় আদেন অনায়াসেই পর্ত্তুগীজদিগের অধিকারভুক্ত হইত, কিন্তু রাজপ্রতিনিধির নির্ব্বুদ্ধিতায় তাহা হইতে পারিল না। পর্ত্তুগীজেরা আদেনে পৌঁছিয়া তোপধ্বনি করিলে,

* কিন্তু ইহার ৫০ বর্ষ পরে (১৫৬৬ খৃষ্টাব্দে ১৯এ মে তারিখে) আল্‌বুকার্কের অন্তিম ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্ত তাঁহার অস্থি লিসবন নগরে আনীত ও মহোৎসব সহকারে নির্দ্দিষ্ট স্থানে রক্ষিত হইয়াছিল।

তথাকার শাসনকর্ত্তা কোনপ্রকারে বাধা না দিয়া দুর্গদ্বার খুলিয়া দিলেন ও পর্ত্তুগালরাজের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। তাঁহার মিষ্ট কথায় তুষ্ট হইয়া লোপো আর কিছু করিলেন না, তাঁহার নিকট সংবাদ লইয়া লোপো সুলতানের জাহাজ ধ্বংস করিবার জন্য আরবসমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হইলেন। কিন্তু অনেক চেষ্টাতেও তিনি সুলতানের কিছুই করিতে পারিলেন না। নানা স্থানে তাঁহার বলক্ষয় হইতে লাগিল, শেষে রসদ অভাবে অনেকে মারা পড়িল। সুবিধা নয় বুঝিয়া তিনি ফিরিলেন, কিন্তু ফিরিবার সময় আর আদেনে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। এবার আদেনের শাসনকর্ত্তা বিশেষরূপে প্রস্তুত ছিলেন; পর্ত্তুগীজদিগের পক্ষে সুবিধা হইবে না ভাবিয়া লোপো ভগ্নমনোরথে আদেন পরিত্যাগ করিলেন। ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে গোয়ায় পৌঁছিলেন, কিন্তু এখানে কালবিলম্ব না করিয়া কোচিনে আসিলেন। ২৫এ সেপ্টেম্বর কোলম্বের রাণী ও তাঁহার অধীন সামন্তরাজগণের সহিত লোপো সন্ধি করিয়া ফেলিলেন, ইহাতে কোলম্বের রাণী সেণ্ট-টমাসের গির্জ্জা পুনর্নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন ও ৫০০০ মণ গোলমরিচ দিতে সম্মত হইলেন।

পর্ত্তুগীজ-প্রতিনিধি যে সময় আরবসমুদ্রে, সেই সময়ে আদিল শাহ গোয়া অধিকার করিবার জন্য অঙ্কুশ খাঁকে পাঠাইয়া দিলেন। লোপো ফিরিয়া আসিয়াই উপকূলবর্ত্তী সমুদয় স্থান দখল করিবার জন্য গোয়ার সৈন্যাধ্যক্ষ গোটেরি-ডি-অন্‌রোকে আদেশ করেন। পর্ত্তুগীজ-সেনাপতি পণ্ডা আক্রমণ করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য না হইয়া শেষে ২০০ সৈন্য নষ্ট করিয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন। ইহার পর আদিল শাহ বহু সৈন্য পাঠাইয়া কএকমাস পর্য্যন্ত গোয়া অবরোধ করেন। তাহাতে গোয়াবাসীর যথেষ্ট দুর্দ্দশা ঘটে। পর্ত্তুগীজেরাও রসদ অভাবে প্রমাদ গণিল, সেই সময়ে কোলম্ব ও চীন হইতে পর্ত্তুগীজ রণতরী আসিয়া গোয়া রক্ষা করিয়াছিল।

ইহার পরে মলাক্কা, পসুম্মা প্রভৃতি দ্বীপেও কএকটী ক্ষুদ্র যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিয়াছিল, কিন্তু পর্ত্তুগীজজাতির অদৃষ্টক্রমে কোন ক্ষতি হয় নাই।

পসুম্মা অভিমুখে অভিযানকালে (১৫১৭ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী) কাপ্তেন টম্ পেরেস্ প্রতিকূল বাতাসে বাঙ্গালায় আসিয়া পড়েন। পর্ত্তুগীজদিগের মধ্যে ইহাই প্রথম বঙ্গে আগমন; কিন্তু এখানে তিনি বড় কিছু করেন নাই, লুটপাট করিয়া কিছু রসদ লইয়া মলাক্কায় চলিয়া যান। শেষে চীনদেশে গিয়া প্রাণ হারাণ।

লোপো সোয়ারেসের বিরুদ্ধে পূর্ব্বেই পর্ত্তুগালরাজের নিকট সংবাদ গিয়াছিল। রাজা তাঁহার উপর সন্দেহ করিয়া ফর্ণাও-দা-আল্‌কা-কেবাকে হিসাব পরিদর্শন করিবার জন্য পাঠাইলেন; কিন্তু তাঁহার সহিত প্রতিনিধির মিল হইল না। এখন পর্ত্তুগীজেরা দুই পক্ষ হইয়া পড়িল এবং তাহাতে শাসনকার্য্যে অনেক বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল। উভয় পক্ষই প্রজার শোণিত শোষণ করিতে লাগিলেন। শেষে আল্‌কাকেবা অপমানিত ও বিরক্ত হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন।

কাপ্তেন জোয়াঁও-দা-সিল্‌বেরা * বাঙ্গালীদের রাজাকে তুষ্ট করিয়া তথায় কুঠীনির্ম্মাণের আদেশ পান। অতঃপর কাম্বের বহুমূল্যবান্ দ্রব্যপূর্ণ দুইখানি পোত অধিকার করিয়া, বাণিজ্য করিবার আশায় তিনি বাঙ্গালায় আসিলেন। তাঁহার জাহাজে একজন বাঙ্গালী যুবক ছিল, যে কাম্বে-পোত লুট করিতে দেখিয়াছিল। তাঁহার মুখে জাহাজ লুটের সংবাদ পাইয়া বাঙ্গালীরা সিল্‌বেরাকে জলদস্যু মনে করিয়াছিল। সুতরাং কেহই তাঁহাকে মাল দিতে ইচ্ছা করিল না। চীনদেশ হইতে জোয়াঁও কোএল্‌হো আসিয়া এখানে সিল্‌বেরার সহিত মিলিত হইলেন। আরাকানরাজ তাহাদিগকে আহ্বান করেন, কিন্তু সেখানেও বাণিজ্যের কোন সুবিধা হইল না। তাঁহারা কলম্বোয় ফিরিয়া আসিলেন। এখানে এবার পাথরের দুর্গ নির্ম্মিত হইল।

অতঃপর শ্যাম, পেগু, বণ্টম্ প্রভৃতি রাজ্যের সহিত সন্ধি করিয়া লোপো বাণিজ্য চালাইতে লাগিলেন। সকল স্থানেই পর্ত্তুগীজদিগের সুবৃহৎ কুঠী নির্ম্মিত হইল। লোপো সোয়ারেসের অদৃষ্টে শুভদিন হইতে না হইতে পর্ত্তুগালরাজ তাঁহার আচরণে অসন্তুষ্ট হইয়া লোপেজ্-দা-সেকুইরাকে ভারতের শাসনকর্ত্তা ও সর্ব্বপ্রধান পোতাধ্যক্ষ করিয়া পাঠাইলেন। ২০এ ডিসেম্বর (১৫১৮ খৃষ্টাব্দে) কোচিনে গিয়া ইনি লোপোর নিকট হইতে শাসনভার গ্রহণ করিলেন। লোপো হতাশহৃদয়ে দেশে ফিরিলেন।

লোপেস্-দা-সেকুইরার শাসন।

পর্ত্তুগীজ গবর্ণর সেকুইরার প্রথম শাসনকালে দীউ ও দভোলে দুর্গ নির্ম্মাণের চেষ্টা হইতেছিল। ভারতে ভাল কামান বা গোলাগুলি পাওয়া যাইত না বলিয়া, যাহাতে ভারতে উৎকৃষ্ট অস্ত্রাদি প্রস্তুত হয়, পর্ত্তুগীজদিগের যত্নে তাহারও আয়োজন হইয়াছিল। এই সময়ে ব্রহ্মদেশের মার্ত্তাবান্ সহরে পর্ত্তুগীজদিগের এক বৃহৎ বাণিজ্যকুঠী নির্ম্মিত হয় এবং এখান হইতে পূর্ব্বভারত ও ব্রহ্মদেশের নানাদ্রব্য য়ুরোপে রপ্তানী হইতে থাকে।

* ইনি লোপো সোয়ারিসের অধীনে একখানি স্বতন্ত্র জাহাজের অধ্যক্ষ হইয়া আসেন।

মালদ্বীপ প্রভৃতি স্থানেও কুঠীনির্ম্মাণের ছলে তাঁহারা দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া ফেলেন। পর্ত্তুগীজদিগকে নৃশংস ডাকাইত ভাবিয়া অধিবাসিগণ কোনরূপ বাধা দেয় নাই।

১৫২০ খৃষ্টাব্দে ১৩ই ফেব্রুয়ারী, রাজপ্রতিনিধি দিওগো-লোপেস্ আদেন ও আরবসমুদ্র-জয়ে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া তাঁহাকে হরমুজের দিকে পলাইয়া আসিতে হইয়াছিল।

যে সময়ে দিওগো-লোপেস্ আদেন অভিমুখে যাত্রা করেন, সেই সময়ে আদিলশাহের সহিত বিজয়নগরাধিপ কৃষ্ণরাজের যুদ্ধ চলিতেছিল। কৃষ্ণরাজ বহুসৈন্য লইয়া তিনমাসকাল "রায়চুড়" অবরোধ করেন। ক্রষ্টোবাম্-ফিগুইরা নামে এক পর্ত্তুগীজ-দুর্গাধ্যক্ষ সসৈন্যে আসিয়া কৃষ্ণরাজের পক্ষ অবলম্বন করেন ও তাঁহার সাহায্যে কৃষ্ণরাজ রায়চুড় অধিকার করিলেন। এই সুযোগে গোয়ার পর্ত্তুগীজ সেনাপতি রাই-দি-মেলো ২৫০ অশ্বারোহী ও ৮০০ কর্ণাটী পাইক লইয়া গোয়ার নিকটস্থ মুসলমানাধিকৃত কতকগুলি স্থান দখল করিয়া লইলেন।

১৫২১ খৃষ্টাব্দে ৯ই ফেব্রুয়ারী সেকুইরা ৩০০০ পর্ত্তুগীজ এবং ৮০০ মলবারী ও কণাড়ী সৈন্য লইয়া দীউ আক্রমণ করেন, কিন্তু এবারও পর্ত্তুগীজেরা দীউ অধিকার করিতে পারিল না।

মৃত আল্‌বুকার্কের ভ্রাতুষ্পুত্র জর্জ-দি-আল্‌বুকার্ক বণ্টং হইয়া মলাক্কাস্ (গরম মসলার) দ্বীপে পর্ত্তুগীজ দুর্গ নির্ম্মাণার্থ প্রেরিত হন। তিনি দেখিলেন, স্পেনিয়ার্ডগণ পূর্ব্ব হইতেই আসিয়া এখানকার রাজার সহিত সন্ধি করিয়া ফেলিয়াছে। অনেক চেষ্টার পর গুজরাতী বণিকদিগের সাহায্যে পর্ত্তুগীজেরা তার্ণেত দ্বীপে দুর্গ নির্ম্মাণের আদেশ পাইলেন। এখানে পর্ত্তুগীজ ও স্পেনিয়ার্ডদিগের স্বার্থ লইয়া পর্ত্তুগালরাজ ও স্পেনরাজের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল।

এই সময়ে কোচিনরাজ প্রতিশোধ লইবার জন্য ৫০০০০ নায়র-সৈন্য লইয়া সামরীরাজকে আক্রমণ করিলেন। পর্ত্তুগীজেরা সামরীরাজের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ থাকিলেও তলে তলে পর্ত্তুগীজসৈন্য পাঠাইয়া কোচিনরাজের সাহায্য করিতে লাগিলেন। সামরীরাজ এবার নিতান্ত বিপদে পড়িতেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা তাঁহার পক্ষ হইলেন ও পর্ত্তুগীজদিগকে আশ্রয় দিয়াছে বলিয়া স্বদেশবাসীকে অভিসম্পাত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অভিসম্পাতভয়ে নায়রসৈন্যেরা সামরীরাজের বিরুদ্ধে কেহ অস্ত্রধারণ করিতে চাহিল না। কোচিনরাজ ভগ্নহৃদয়ে নিজ রাজ্যে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন।

সেকুইরার শাসনকাল ফুরাইল। দেশীয় বণিকেরা সকলেই তাঁহার শাসনে বিরক্ত হইয়াছিলেন। পর্ত্তুগীজশাসনকর্ত্তার ছাড় লইয়া তাহারা পোতসমূহ দূরদেশে পাঠাইতে থাকিলেও সেই ছাড়ে বিশেষ কাজ হইত না। অপর পর্ত্তুগীজ কাপ্তেন সুবিধা পাইলেই তাঁহাদের মাল লুটিয়া লইত। এই কারণ কন্নুর প্রভৃতি নানাস্থান হইতে পর্ত্তুগালরাজের নিকট অভিযোগ উপস্থিত হইল। পর্ত্তুগালরাজ সেকুইরার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া ডম্ দুয়ার্ত্তে-দি-মেনিজেস্‌কে শাসনভার লইতে পাঠাইলেন।

ডম্ দুয়ার্ত্তে ডি মেনিজেস।

১৫২২ খৃষ্টাব্দে ২২এ জানুয়ারী, মেনিজেস্ শাসনভার গ্রহণ করেন। এই সময় হরমুজদ্বীপে মহাগোলযোগ ঘটিয়াছিল। পর্ত্তুগীজ কর্ম্মচারীদিগের দুর্ব্যবহারে দ্বীপের সমস্ত মুসলমান একত্র হইয়া পর্ত্তুগীজদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল। ডম্ দুয়ার্ত্তে প্রথম কএকদল সেনা পাঠাইলেন, পরে নিজে গিয়া হরমুজে সম্পূর্ণ পর্ত্তুগীজ আধিপত্য স্থাপন করিলেন। এবার হরমুজের সমস্ত মুসলমান অধিবাসী নিরস্ত্র হইল, এখন তথাকার মুসলমান-রাজের কএকজন শরীররক্ষক ভিন্ন আর কাহারও অস্ত্রধারণের অধিকার রহিল না।

ঠিক এই সময়ে আদিল শাহ গোয়ার নিকটবর্ত্তী তাঁহার পূর্ব্বাধিকৃত স্থানগুলি পর্ত্তুগীজদিগকে পরাজয় করিয়া পুনরুদ্ধার করিলেন।

এই সময়ে চট্টগ্রামের নিকটবর্ত্তী বঙ্গোপসাগরে পর্ত্তুগীজ দস্যুদিগের উৎপাত আরম্ভ হইয়াছিল। বহু অপরাধী ও নীচ শ্রেণীর পর্ত্তুগীজ পর্ত্তুগীজশাসন এড়াইয়া দূরদেশে পলাইয়া আসে, সেই সকল দুর্বৃত্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া সমুদ্র মধ্যে দস্যুবৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত।

ভারতের পশ্চিম সমুদ্রে পর্ত্তুগীজ শাসনকর্ত্তার লোক জন থাকায় তাহাদের দস্যুবৃত্তির বিশেষ সুবিধা হইত না। কাজেই তাহারা বঙ্গোপসাগরে আপনাদের উপযুক্ত আবাস মনোনীত করিয়াছিল।

এই সময়ে সুমাত্রাদ্বীপে আচিন ও পেদিরের রাজার ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছিল। পেদিরের রাজা পসুন্মায় পলাইয়া আসিয়া পর্ত্তুগীজ-দুর্গাধ্যক্ষের আশ্রয় লন। দুর্গাধ্যক্ষ পেদিররাজের সাহায্য করায় আচিনরাজ বহু বল লইয়া পসুন্মা আক্রমণ করিল। দুর্গাধ্যক্ষ ডম্ আণ্ড্রি সাহায্যের জন্য চট্টগ্রামে লোক পাঠাইলেন। চট্টগ্রাম হইতে সাহায্যার্থ কএকখানি জাহাজ প্রেরিত হইল, কিন্তু পথিমধ্যে পর্ত্তুগীজ জলদস্যুগণ সেই সমস্ত লুটিয়া লয় ও জাহাজের অপর সৈনিকেরা তাহাদের দলে মিশিয়া যায়। এইরূপে পর্ত্তুগীজ দস্যুর সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছিল।

ইতিপূর্ব্বে পর্ত্তুগীজেরা বোর্ণিও দ্বীপ দখল করিবার চেষ্টা করেন, প্রথমে সুবিধা হয় নাই। সেই জন্য জর্জ-দা-আল্‌বুকার্ক সসৈন্যে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি ১৫২৪ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী পর্ত্তুগালরাজকে যে পত্র লেখেন তাহাতে জানা যায়, তৎকালে বোর্ণিও 'কর্পূর দ্বীপ' বলিয়া গণ্য ছিল। এখানে বহু পরিমাণে কর্পূর উৎপন্ন হইত। বঙ্গদেশ, পুলিকাট, বিজয়নগর ও মলবার উপকূলে ঐ কর্পূর রপ্তানী হইত। বোর্ণিও দ্বীপ মুসলমানরাজের অধীন থাকিলেও যে অংশে কর্পূর উৎপন্ন হইত অর্থাৎ কর্পূর দ্বীপ তৎকালে হিন্দুরাজের অধীন ছিল *। তিনি বোর্ণিওরাজের নিকট হইতে কাম্বে ও বঙ্গদেশজাত কাপড় লইয়া তৎপরিবর্ত্তে সমস্ত কর্পূর প্রদান করিতেন।"

ডম্ দুয়ার্ত্তের সময়ের আর কোন বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় না। তাঁহার শাসনে কোন সুফল ফলে নাই। তিনি নিজে অর্থ সঞ্চয় করিতে আসিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার নিকট সুবিচারের আশা দুরাশামাত্র। তিনি বহু অর্থসঞ্চয় করিয়া উদরপূর্ণ করিয়াছিলেন, তাঁহারই আদর্শে অর্থলোভে বহু পর্ত্তুগীজ দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করিয়াছিল। এই কারণে তিনি 'পর্ত্তুগাল কলঙ্ক' নাম পাইয়াছিলেন।

ডম্ ভাস্কো-দা-গামার শাসন।

পর্ত্তুগালরাজ বুঝিলেন, নীচবংশের হস্তে শাসনকার্য্য সুনির্ব্বাহ হইতে পারে না। এবার সেই জন্য তিনি ডম্ ভাস্কো-দা-গামা (Conde-de-Vidigueira)কে আপনার প্রতিনিধিরূপে ভারতে পাঠাইলেন।[১] তাঁহার সঙ্গে তাঁহার দুই পুত্র ডম্ এস্তেবাঁও-দা-গামা[২] ও ডম্-পালো-দা-গামা, এতদ্ভিন্ন পর্ত্তুগালরাজের নিকট সম্পর্কীয় অনেক সম্ভ্রান্তব্যক্তি (মোট ৩০০০ লোক) আসিলেন।

১৫২৪ খৃষ্টাব্দে ২৩এ সেপ্টেম্বর ভাস্কো-দা-গামা তৃতীয়বার গোয়ায় উপস্থিত হইলেন, তাঁহার আগমনে পর্ত্তুগীজ সকলেই উৎসাহিত হইল। ইতিপূর্ব্বে পর্ত্তুগীজ দুর্গাধ্যক্ষ অত্যাচার ও অন্যায়পূর্ব্বক অর্থগ্রহণ দ্বারা সমস্ত গোয়াবাসীর বিরাগভাজন হইয়াছিল, এখন ভাস্কো-দা-গামা সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকেই পদচ্যুত করিয়া ডম্-হেন্‌রিককে সেই পদ দিলেন। কেবল দুর্গাধ্যক্ষকে পদচ্যুত করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না, পর্ত্তুগীজ শাসনাধীন সকল স্থানের দুষ্ট কর্ম্মচারীদিগকে ছাড়াইয়া দিয়া বিশ্বাসী ও বিজ্ঞলোক নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। দুষ্ট সৈনিকেরা দুর্গ হইতে গুপ্তভাবে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ভিন্ন স্থানে গিয়া অর্থোপার্জ্জনের জন্য অত্যাচার করিত, এই কারণে ভাস্কো ঘোষণা করিয়া দিলেন, যাহার নিকট যে কোন অস্ত্র আছে, দুর্গে অবিলম্বে রাখিয়া যাইবে, না দিলে বিশেষ শাস্তিভোগ করিতে হইবে এবং দুর্গাধিপের অনুমতি ভিন্ন কেহ কোন অস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবে না। তিনি শুনিতে পাইলেন যে পর্ত্তুগীজের মধ্যে কেহ কেহ গুপ্তভাবে জাহাজ লইয়া সমুদ্রপথে বিদেশীয়ের সহিত বাণিজ্য করিয়া থাকে, এরূপ গুপ্ত ব্যবসা রোধ করিবার জন্য তিনি আদেশ করিলেন। তাঁহার আদেশ ভিন্ন কোন পর্ত্তুগীজ কোন জাহাজ চালাইতে পারিবে না, জাহাজ চালাইতে হইলে সেই সেই স্থানের পর্ত্তুগীজ কুঠিয়ালের নিকট হইতে তাঁহার স্বাক্ষরিত অনুমতিপত্র গ্রহণ করিতে হইবে। যে কোন লোক এই আদেশ অমান্য করিয়া সমুদ্রযাত্রা করিবে, তাঁহার সেই জাহাজ ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

এ ছাড়া তিনি সমুদ্রে ও স্থলপথে পর্ত্তুগীজ কর্ম্মচারীদিগের কার্য্য লক্ষ্য রাখিবার জন্য গুপ্তচর নিযুক্ত করিলেন। এই সকল বন্দোবস্ত করিয়া অল্পমাত্র অনুচর সঙ্গে লইয়া কন্নর, কোচিন প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করেন। ঐ সকল স্থানে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য মহাধুম হইয়াছিল।

এতদিন পূর্ব্ব-শাসনকর্ত্তা ডম্ দুয়ার্ত্তে হরমুজদ্বীপে অর্থ লুটিতে ছিলেন, নবেম্বর মাসে তিনি নবরাজপ্রতিনিধিকে কার্য্যভার বুঝাইয়া দিবার জন্য কোচিনে আসিলেন। ভাস্কো-দা-গামা তাঁহাকে আর নামিতে দিলেন না, অবিলম্বে 'কাষ্টেলো' নামক জাহাজে বন্দীভাবে তাঁহাকে পর্ত্তুগালে যাইতে আদেশ করিলেন।

প্রথমে ডম্ দুয়ার্ত্তে এ অপমান সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি আপনার ইচ্ছা মত নিজ জাহাজে গমন করিতে প্রস্তুত হইলেন। তাহাতে ভাস্কো অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে শাসন করিবার জন্য গোলাগুলিসহ রণপোত পাঠাইলেন।

এদিকে নানাকার্য্যে ব্যস্ত থাকায় অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমে ভাস্কো-দা-গামা পীড়িত হইয়া পড়িলেন। এ সুযোগে ডম্ দুয়ার্ত্তে তাঁহার পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর করিলেন না। বরং বলিয়া পাঠাইলেন যে দুর্গের মধ্যে গিয়া তিনি আপনার কার্য্য বুঝাইয়া দিয়া স্বাক্ষর করিতে প্রস্তুত আছেন।

* মুসলমানেরা এই রাজাকে 'কাফেররাজ' বলিত, সেই জন্য কোন কোন কোন পর্ত্তুগীজ গ্রন্থে ইনি 'কাফের' নামে অভিহিত।

(১) পূর্ব্বতন পর্ত্তুগীজশাসনকর্ত্তারা আপনাদিগকে Viceroy বা রাজপ্রতিনিধি বলিয়া পরিচিত করিলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে কেহ রাজার নিকট হইতে এ উপাধি পান নাই, ডম্ ভাস্কো দা-গামাই সর্ব্বপ্রথম এই উপাধি লাভ করেন।

(২) ইনি পর্ত্তুগালরাজের পক্ষে সমুদ্রপোতাধ্যক্ষগণের সর্দ্দার ছিলেন।

ডম্ ভাস্কো তাঁহাকে স্থলে অবতরণ করিতে নিষেধ করিলেন। তখন ডম্ দুয়ার্ত্তে রাজপ্রতিনিধির আদেশ না লইয়া আপনার জাহাজ ছাড়িয়া দিলেন।

অলগার্ভ উপকূলে তিনি জাহাজ হইতে অবতরণ করিবামাত্র পর্ত্তুগাল-রাজপুরুষের হস্তে বন্দী হইলেন।

এদিকে ভাস্কো-দা-গামার আয়ুষ্কাল ফুরাইয়া আসিল, যে ভারতাবিষ্কারের জন্য তিনি অতুল যশঃ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, সেই ভারতেই (কোচিনের সেণ্ট আণ্টোনিও নামক খৃষ্টীয় মঠে) মহা সমারোহে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা হইল। তাঁহার মৃত্যুর পর ডম্ হনুরিকের শাসনভার গ্রহণ করিবার কথা, কিন্তু তিনি গোয়ায় না থাকায় লোপো-বাজ-দা সাম্পয়ো শাসনকর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করেন। পরে ডম্ হেন্‌রিক আসিয়া তাঁহার নিকট হইতে শাসনভার গ্রহণ করিলেন। লোপো-বাজ দলবল লইয়া আরবসমুদ্রমুখে চলিলেন। ভাস্কো-দা-গামার পুত্র এস্তেবাঁও-দা-গামা আর কালবিলম্ব না করিয়া লিস্‌বন যাত্রা করিলেন।

ইহার অনতিপরে নায়রেরা কালিকটের পর্ত্তুগীজদুর্গ আক্রমণ করে। প্রতিশোধ লইবার জন্ত ডম্ হেন্‌রিক্ সামরী-রাজের অধীন পোনানি নগর অধিকার করিতে অগ্রসর হন। উভয় পক্ষে জলে ও স্থলে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। শেষে নায়রসৈন্তেরাই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে বাধ্য হইল। পর্ত্তুগীজেরা নগর লুটপাট করিয়া পোড়াইয়া দিল। অতঃপর পর্ত্তুগীজদিগের সহিত কালিকটে আর একটী ঘোরতর যুদ্ধ ঘটে, দুর্গরক্ষা সুবিধাজনক নহে বুঝিয়া পর্ত্তুগীজেরা এখন আপনাদের দুর্গ ধ্বংস করিয়া এখানকার সমস্ত জিনিস উঠাইয়া লইল।

ইহার পর ডম্ হেন্‌রিক দীউ অধিকার করিবার জন্য যথেষ্ট আয়োজন করিয়াছিলেন, কিন্তু পথে বর্ব্বুর আক্রমণ করিতে গিয়া পরাজিত হইলেন। সুতরাং তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। ইহার পর তিনি পীড়িত হইলেন। সেই সঙ্গে ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে ২১শে ফেব্রুয়ারী কন্ননুর নগরে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। তিনি ১৩ মাস মাত্র শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

লোপো-বাজ-দা-সাম্পয়ো।

ডম্ হেন্‌রিকের মৃত্যুর পর পেরো-মস্করেন্‌হাস্ শাসনকর্ত্তা হইবার কথা, কিন্তু এ সময়ে তিনি মলাক্কাদ্বীপে সৈন্য-পরিচালন করিতেছিলেন, তথায় সংবাদ পাঠাইয়া তাঁহাকে আনিতে অনেক সময় চাই। কাজেই লোপো-বাজ-দা-সাম্পয়ো শাসনকর্ত্তা হইলেন। ডম্ হেন্‌রিক্ ফ্রান্সিস্কো-দা-সাকে শাসনভার দিবার কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু কেহ তাঁহার আদেশপত্র বাহির করিতে না পারায় দা-সার অদৃষ্ট ফিরিল না।

লোপো-বাজ গোয়ায় আসিলে ফ্রান্সিস্কো-দা-সা তাঁহাকে শাসনকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিলেন না। শেষে গোয়ার মন্ত্রিসভা লোপো-বাজকেই শাসনকর্ত্তা বলিয়া গ্রহণ করিলেন। লোপো এই উচ্চপদ লাভ করিয়াই মলাক্কাদ্বীপে পেরো-মস্করেন্‌হাস্‌কে সংবাদ পাঠাইলেন। তৎপরে হরমুজ, চেউল প্রভৃতি স্থানে গিয়া পর্ত্তুগীজ-কর্ম্মচারীদিগের গোলযোগ মিটাইয়া আরবসমুদ্রে যাত্রা করিলেন।

এদিকে মস্করেন্‌হাস্ মলাক্কায় ডম্ হেন্‌রিকের মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া আপনি গবর্ণর (শাসনকর্ত্তা) হইলেন ও ইচ্ছামত লোক নিযুক্ত করিতে লাগিলেন।

এই সময় মলাক্কাস্ দ্বীপে বিষম গোলযোগ চলিতেছিল। পর্ত্তুগীজদিগের মধ্যেই দুইটী দল হইয়া পড়িয়াছিল, একদল তিদোর-রাজের সহিত সন্ধি করিতে প্রস্তুত ও আর একদল তাঁহার বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর। সন্ধির পরও, যে সময় দ্বীপবাসী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ রাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময় একদল পর্ত্তুগীজ গিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। পর্ত্তুগীজদিগের এই বিশ্বাসঘাতকতায় নিকটবর্ত্তী দ্বীপবাসী সকলেই পর্ত্তুগীজদিগের উপর নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। এদিকে স্পানিয়ার্ডগণ আসিয়া দ্বীপবাসীদিগের সহিত মিলিত হইয়া পর্ত্তুগীজদিগকে তাড়াইয়া দিল।

১৫২৭ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ দিন মস্করেন্‌হাস্ শাসনভার গ্রহণ করিবার জন্ত কোচিনে নামিলেন। কোচিনের কাপ্তেন ও কোষাধ্যক্ষ আফন্সো-মিজ্ঞিয়া তাঁহাকে অবিলম্বে জাহাজে উঠিতে আদেশ করিলেন। তাঁহার তীক্ষ্ণাস্ত্রমুখে মস্করেন্‌হাসের কএকজন অনুচর আহত হইল। তখন মস্করেন্‌হাস্ বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়া গোয়ায় আসিলেন। এখানে কোথায় তাঁহাকে প্রধান শাসনকর্ত্তা বলিয়া সকলে অভ্যর্থনা করিবে, না তিনি বন্দী হইয়া কন্ননুর-দুর্গে প্রেরিত হইলেন। লোপো-বাজের এই অন্যায় কার্য্যে অধিকাংশ পর্ত্তুগীজ তাঁহার উপর বিরক্ত হইল। কন্ননুরের দুর্গাধিপতি মস্করেন্‌হাস্‌কে ছাড়িয়া দিলেন, চেউলের গবর্ণর ক্রষ্টোবাম্-দা-সুজা ও ভারতসমুদ্রের প্রধান পোতাধ্যক্ষ আণ্টোনিও-দা-মিয়ান্দা মস্করেন্‌হাসের পক্ষ লইলেন। পর্ত্তুগীজদিগের মধ্যে দুই পক্ষের গোলযোগে শাসনকার্য্য বন্ধ রহিল। শেষে সালিসীর উপর ভার হইলে, তাঁহারা লোপো-বাজকেই প্রকৃত শাসনকর্ত্তা বলিয়া মনোনীত করিলেন। অগত্যা মস্করেন্‌হাস্ লিস্‌বনযাত্রা করিলেন।

এখন লোপো-বাজ নানাস্থান জয় ও নানাস্থানে দুর্গ

নির্ম্মাণের আয়োজন করিলেন। মার্টিম্ আফন্সো নামে তাঁহার এক পোতাধ্যক্ষ প্রতিকূলবাত্যায় নাগমলরে আসিয়া পড়েন, এখানে তিনি এক বৃহৎ পোতে উঠিয়া বাঙ্গালায় চাকুরিয়া নামে এক পল্লীতে উপস্থিত হন। এখানে সকলেই বঙ্গাধিপের ক্রীতদাস হইয়া পড়িলেন।

ইহার পর লোপো মলবার-কূলবর্ত্তী পুরকাড় আক্রমণপূর্ব্বক তথাকার সমস্ত অধিবাসীকে অতি ঘৃণিতভাবে বিনাশ করিয়া রাণীকে বন্দী করিলেন।

এই সময় চেউলের শাসনকর্ত্তা নিজাম্ উল্-মুলকের সহিত কাম্বেরাজের যুদ্ধ বাধে। পর্ত্তুগীজেরা কাম্বেরাজকে সাহায্য করিলেও নিজাম্ উল্‌মুলুক জয়লাভ করেন, ইহাতে পর্ত্তুগীজদিগেরও অনেক ক্ষতি হইয়াছিল। বহু চেষ্টার পর পর্ত্তুগীজেরা চেউল অধিকার করিল বটে, কিন্তু তাঁহাদের আশার স্থল দীউ দ্বীপ অধিকার করিতে পারিল না।

লোপো-বাজের দিন ফুরাইয়া আসিল। পর্ত্তুগালরাজ নানা-দা-কান্‌হাকে পাঠাইলেন। ১৫২৯ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে, নানা-দা-কান্‌হা কোচিনে আসিয়া রাজপ্রতিনিধি ও শাসনকর্ত্তা হইলেন। পরে কন্নূরে আসিয়া তিনি লোপো-বাজকে বন্দী করিয়া পর্ত্তুগালে প্রেরণ করিলেন। বন্দী হইবার সময় লোপো-বাজ বলিয়াছিলেন, "নানা-দা-কান্‌হাকে বলিও, আমাকে তিনি যেমন বন্দী করিলেন, আর একজন আসিয়া তাঁহাকেও এইরূপে বন্দী করিবেন।" তদন্তরে নানা বলিয়া পাঠাইলেন, "লোপো-বাজ বন্দী হইবার যোগ্য, কিন্তু আমি যোগ্য নহি।"

লোপো পর্ত্তুগীজ-রাজকোষ হইতে ইচ্ছামত অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার শেষে ঐ দুর্দ্দশা হইল। তাঁহার সময়েই গোয়ায় রীতিমত রাজস্বের বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

ত্রিশখানি গ্রাম লইয়া গোয়া-প্রদেশ গঠিত, তাই পূর্ব্বে এই স্থান 'ত্রিশবাড়ী' বা 'ত্রিশোয়ারী' নামে খ্যাত ছিল। প্রতিগ্রামের রাজস্ব আদায়ের জন্য একএকজন 'গ্রামকার' বা 'গামকর' নিযুক্ত হইয়াছিল। এই গামকরদিগকে প্রতিবর্ষে একবার করিয়া পর্ত্তুগীজ থানাদারের নিকট উপস্থিত হইতে হইত। থানাদার প্রতিগ্রামে কর নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন। গামকরেরা তদনুসারে গ্রামবাসীর নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিত। কর আদায় দিবার জন্য 'গামকর' দায়ী। কর আদায় করিতে না পারিলে তাহার যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া লওয়া হইত।

নানো-দা-কান্‌হার শাসন।

নানো-দা-কান্‌হার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, দীউ দ্বীপ অধিকার। কিন্তু তিনি শীঘ্র আয়োজন করিতে পারিলেন না। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার চেষ্টায় মঙ্গলূরের নিকট ছাত্তিম, সুরাতবন্দর, অগাসি নগর ও সিয়ালুবেট্-দ্বীপ প্রভৃতি স্থান আক্রান্ত, পর্ত্তুগীজদিগের হাতে দগ্ধ ও বিলুণ্ঠিত হইয়াছিল। ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার আদেশে বহুসংখ্যক পর্ত্তুগীজ সৈন্য দীউ অধিকারে গিয়াছিল। এই সময় পর্ত্তুগীজ নৌযোদ্ধৃবর্গ মহুবাদ্বীপ এবং ঘোগোবন্দর, বলেশ্বর, তারাপুর, মহিম্, কেল্‌বা, অগাসি ও সুরাত প্রভৃতি (গুজরাত ও মহারাষ্ট্রের অন্তবর্ত্তী) অনেক স্থান লুণ্ঠন ও অগ্নিকাণ্ড দ্বারা উৎসন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তৎপরে পর্ত্তুগীজেরা চেউলের রাজার অনুমতি লইয়া তথায় এক দুর্ভেদ্য দুর্গ ও কএকটী গির্জ্জা নির্ম্মাণ করে। এই সময় পুনরায় পর্ত্তুগীজেরা পত্তন, মঙ্গলুর প্রভৃতি কএকটী স্থান লুট ও দগ্ধ করিয়াছিল। অতঃপর ১২ খানি যুদ্ধ জাহাজ লইয়া পর্ত্তুগীজেরা দমনদুর্গ ধ্বংস করিতে গিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া বসাঁই হইতে তারাপুর পর্য্যন্ত সমুদয় নগরে অগ্নিপ্রদান করিয়া লোমহর্ষণ কাণ্ড ঘটাইয়াছিল এবং ঠানা, বন্দর, মহিম্ ও বোম্বাই প্রভৃতি স্থান পর্ত্তুগালরাজের অধীনতা স্বীকার করিল ও কর দিতে বাধ্য হইল।

থানাদার ও দুর্গাধ্যক্ষেরা আপনাদের ইচ্ছামত কার্য্য করিতেন, তাহাতে মধ্যে মধ্যে রাজকোষের অপব্যয়, রাজস্ব আদায় হ্রাস, নানা অত্যাচার ও রাজপুরুষগণের উদর পূরণ হইত। এখন নানা-দা-কান্‌হা এই নিয়ম করিলেন, যে দুর্গাধ্যক্ষেরা পর্ত্তুগীজরাজ-প্রতিনিধির নিকট প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইয়া তদনুসারে কার্য্য করিবেন।

অতঃপর মোগলেরা কাম্বে অধিকার করিবার চেষ্টা করে। কাম্বেপতি ভীত হইয়া পর্ত্তুগীজদিগের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন। পর্ত্তুগীজেরাও সুবিধা পাইয়া কাম্বেবক্ষে গিয়া আড্ডা করিল।

১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে ২১এ সেপ্টেম্বর, পোতাধ্যক্ষ মার্টিম্ আফন্সো ও নানা-দা-কান্‌হার প্রধান পরিচারক সিমাঁও ফেরিরার যত্নে দীউ-অধিপতি পর্ত্তুগীজদিগের সহিত সন্ধি করিলেন। পর্ত্তুগীজেরা দীউ-দ্বীপে দুর্গ-নির্ম্মাণের অনুমতি পাইলেন; তাঁহাদের বহুদিনের আশা সফল হইল। এই সময় দিওগো বোটেল্‌হো নামে এক পর্ত্তুগীজ যেরূপ সাহসের পরিচয় দিয়াছিল, তাহা উল্লেখযোগ্য। আমরা মনসার ভাসানে পড়িয়াছি, বেহুলা নখিন্দরকে লইয়া কলার মান্দাসে ভাসিয়া কত মহানদী উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, এখন আমরা দেখিতেছি, একখানি ১১ হাত লম্বা জেলেডিঙ্গি লইয়া বোটেল্‌হো দীউ হইতে

পর্ত্তুগালযাত্রা করিল। ফরাসীদিগকে ভারতের পথ দেখাইতে গিয়াছিল বলিয়া পর্ত্তুগালরাজের নিকট সে অপমানিত হইয়াছিল। এখন রাজার প্রসন্নতা লাভের আশায় কাহাকেও কিছু না বলিয়া গোপনে শুভসংবাদ দিতে চলিল। যাত্রাকালে তাঁহার সঙ্গে কএকজন মাঝিমাল্লা ছিল, কিন্তু সমুদ্র মধ্যে সকলেই বিনষ্ট হইল। একাকী কাণ্ডারীবিহীন হইয়া বোটেলহোঁ সেই ক্ষুদ্র ডিঙ্গি চালাইয়া লিস্‌বননগরে উপস্থিত হইল। পর্ত্তুগালরাজ তাঁহার অসীম সাহসের প্রশংসা করিলেন, কিন্তু তাহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল না।

১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে নানা-দা-কান্‌হা নিজে উপস্থিত থাকিয়া বসাঁই নগরে দুর্গনির্ম্মাণ করিলেন।

এদিকে পর্ত্তুগীজেরা ভারতের পশ্চিমউপকূলে প্রায় সকল প্রধান নগরে পর্ত্তুগালরাজের বিজয়পতাকা উঠাইলেও, পর্ত্তুগাল-রাজ আশানুরূপ অর্থ পাইতেছিলেন না, ভারত-মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রভৃত বাণিজ্য চলিলেও, পর্ত্তুগীজকাপ্তেন ও পর্ত্তু-গীজরাজকর্ম্মচারীরাই তাহার ফলভাগী হইতেছিলেন। এখন নানা-দা-কান্‌হা তাহার প্রতিবিধানে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য মহৎ হইলেও অর্থের লোভ এড়াইতে পারিলেন না।

১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে কাম্বেরাজের মৃত্যু হইলে দিল্লীর মোগল-সম্রাটের শ্যালক মীর মহম্মদ জমান্ ৫০০০ অশ্বারোহী সহ আসিয়া কাম্বে অধিকার করেন এবং অর্থদ্বারা পর্ত্তুগীজ শাসন-কর্ত্তাকে বশীভূত করিয়া গুজরাতের রাজা হইলেন; কিন্তু কাম্বেরাজের ভ্রাতুষ্পুত্র আহ্মদ শীঘ্রই প্রভূতসৈন্য সংগ্রহ করিয়া নবনগর রাজধানী আক্রমণ করিলেন। মহম্মদের পক্ষীয় অনেকে উৎকোচ পাইয়া আহ্মদের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিল, কাজেই মীর মহম্মদ পরাজিত হইয়া বঙ্গদেশে পলা-য়ন করিতে বাধ্য হইলেন। এই সময় পর্ত্তুগীজেরাও বাঙ্গা-লায় বাণিজ্য ও পর্ত্তুগালরাজের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টায় ছিল। ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, মার্টিম্ আফন্সো ও কতকগুলি পর্ত্তুগীজ বাঙ্গালায় বন্দী হইয়াছিল, তাহারা বঙ্গাধিপের হইয়া পাঠান-দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, শেষে খোজা খবাদিমের চেষ্টায় তাহারা মুক্তিলাভ করে। এই খোজা খবাদিম্ পর্ত্তুগীজরাজ-প্রতিনিধিকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, যদি তাঁহাকে হরমুজ-দ্বীপে পাঠাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি চট্টগ্রাম বন্দরে পর্ত্তুগালরাজের পক্ষে দুর্গনির্ম্মাণের অনুমতি লইতে পারেন।

নানা-দা-কান্‌হা খোজার প্রস্তাব অতি আহ্লাদে গ্রহণ করিলেন। অবিলম্বে মার্টিম্ আফন্সোর অধীনে ৫ খানি জাহাজ ২০০ লোক সহ পাঠাইলেন। মার্টিম্ চট্টগ্রামরাজকে দিবার জন্য অনেক উপহার আনিয়াছিলেন। কিন্তু উপহার লওয়া দূরের কথা, চট্টগ্রামপতি আফন্সো ও ১৩ জন সঙ্গীকে বন্দী করিয়া ফেলিলেন। পর্ত্তুগীজরাজপ্রতিনিধি এ সংবাদ পাইবামাত্র আণ্টোনিও-ডি-সিল্‌ভা-মেনেজিসের অধীনে ৩৫০ জন নৌ-সেনা ও ৯ খানি জাহাজ পাঠাইলেম। খোজা খবাদিমের সাহায্যে আণ্টোনিও বন্দীদিগকে মুক্তি দিবার জন্য পর্ত্তুগীজ গবর্ণরের পত্র ও দেয় উপহার প্রেরণ করেন, কিন্তু রাজার নিকট হইতে উত্তর আসিতে বিলম্ব দেখিয়া পর্ত্তুগীজগণ চট্টগ্রাম ও উপকূলবর্ত্তী অন্যান্য অনেক গ্রাম দগ্ধ করিতে লাগিলেন। রাজা এ সংবাদ পাইয়া বন্দীদিগের প্রতি আরও কঠোর ব্যবহার করিতে আদেশ দিলেন। ইহার অল্পপরে সের খাঁ বিদ্রোহী হইয়া পর্ত্তুগীজদিগের সাহায্যে বঙ্গাধিপকে পরাজয় করিলেন। এজন্য রাজা পর্ত্তুগীজ বন্দীদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। সেই সময় হইতে বঙ্গে পর্ত্তুগীজদিগের উৎপাত আরম্ভ হইল।

ইহার পর পর্ত্তুগীজেরা ভারত-মহাসাগরে আরও অনেক-গুলি ক্ষুদ্র দ্বীপ আবিষ্কার করিয়া তথায় খৃষ্টানধর্ম্ম প্রচার ও বাণিজ্যস্থাপন করিলেন। ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে ২৮এ সেপ্টেম্বর, তুরস্কের সুলতান মিসরের শাসনকর্ত্তা সলিমান পাশাকে দীউ অধিকার ও তথা হইতে পর্ত্তুগীজদিগকে তাড়াইয়া দিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। এখানে পর্ত্তুগীজ অধ্যক্ষ ফ্রান্সিস্কো পাচেকোর সহিত সলিমানের ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষে বিস্তর লোক ক্ষয় হইয়াছিল, রুমী, তুর্কী ও পর্ত্তুগীজসেনা এই যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়াছিল। শেষে মুসলমানের গোলায় ছত্রভঙ্গ হইয়া পর্ত্তুগীজ অধ্যক্ষ আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কেবল সিল্‌বেরা নামক পর্ত্তুগীজবীরের অদম্য উৎসাহে সলিমান দুর্গবিজয়ে সমর্থ হইলেন না। এদিকে নানো-দা-কান্‌হা সলিমানকে আক্রমণ করিবার জন্য বহু সৈন্য সংগ্রহ করিতেছিলেন, কিন্তু ডম গার্সিয়া-দা-নোরন্‌হা তাঁহার স্থানে রাজপ্রতিনিধি হইয়া আসায় তাঁহার উদ্যমভঙ্গ হইল। সলিমান্ প্রায় ৩ মাসকাল দীউ অবরোধ করিয়াছিলেন, শেষে খোজা জাফরের কুপরা-মর্শে তিনি অবরোধ উঠাইয়া স্বদেশ যাত্রা করেন।

ডম গার্সিয়া ও জোয়াঁও দা-আল্‌বুকার্ক।

ডম্ গার্সিয়ার সহিত কাষ্টিলনিবাসী জোয়াঁও-দা-আল্-বুকার্ক্ পর্ত্তুগীজ-ভারতের প্রথম বিশপ হইয়া আসিলেন। উত্তমাশা-অন্তরীপ হইতে ভারত পর্য্যন্ত সমুদায়স্থানবাসী খৃষ্টান-দিগের ইনিই প্রধান ধর্ম্মগুরু হইলেন। পর্ত্তুগীজদিগের মধ্যে

খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারের চেষ্টা থাকিলেও এতদিন ধর্ম্মের গোঁড়ামী ছিল না। ধর্ম্মপ্রচার অপেক্ষা বাণিজ্যবিস্তারই তাহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। এখন বিশপের আগমনে ধর্ম্মের গোঁড়ামী আরম্ভ হইল।

গার্সিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই দীউ-রক্ষার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। তিনি দীউ-দুর্গরক্ষার জন্য প্রভূত যুদ্ধোপকরণ ও অনেক যুদ্ধজাহাজ পাঠাইয়া দিলেন। কেহ কেহ বলেন, পর্ত্তুগীজদিগের যুদ্ধায়োজন দেখিয়াই সলিমান স্বদেশযাত্রা করিতে বাধ্য হন।

ডম্ গার্সিয়া সলিমানের প্রস্থান সংবাদ পাইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। পরে তিনি নানাস্থান দর্শন করিয়া ১লা জানুয়ারী (১৫৩৯ খৃঃ অঃ) মহাসমারোহে দীউদ্বীপে অবতরণ করিলেন। এবার সকলেই দুর্গসংস্কারে বিশেষ মনোযোগী হইলেন। পর্ত্তুগীজ ঐতিহাসিকগণ লিখিয়াছেন, অতি শীঘ্র দীউ-দুর্গ সুরক্ষিত করিবার জন্য শাসনকর্ত্তা হইতে সম্ভ্রান্ত পর্ত্তুগীজগণ ও অপরাপর কারিকর সকলেই একত্র সংস্কারকার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন।

ইহার পর তৎকালীন গুজরাতের মুসলমান-সেনাপতি জাফরের সহিত পর্ত্তুগীজদিগের সন্ধি স্থাপিত হইল। তাহাতে স্থির হয় যে, দীউ হইতে যাহা রাজস্ব আদায় হইবে, তাহার অর্দ্ধেক পর্ত্তুগীজপতি ও অর্দ্ধেক সুলতান মাহ্মুদ শাহ পাইবেন।

ইহার অনতিকাল পরে এক ভীষণ ঝটিকা উপস্থিত হয়, তাহাতে অনেক মুসলমান ও পর্ত্তুগীজ-জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছিল। স্বয়ং পর্ত্তুগীজ-গবর্ণর অতি কষ্টে এক ক্ষুদ্র নদী মধ্যে প্রবেশ করিয়া জাহাজসহ রক্ষা পান।

১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে, রাই লোরেঞ্জো-দা-টাবোর বসাঁই নগরের অধিবাসিগণের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করেন, তজ্জন্য খোজা জাফর সসৈন্যে আসিয়া লোরেঞ্জোকে আক্রমণ করেন; কিন্তু চেউলের দুর্গাধ্যক্ষ অবিলম্বে সাহায্য পাঠাইয়া লোরেঞ্জোকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

কাম্বে উপকূলে সর্ব্বত্র পর্ত্তুগীজদিগের অখণ্ড প্রতাপ অবগত হইয়া দেশীয় রাজগণ সকলেই ভীত হইলেন। নিজাম্ উল্-মুল্ক্ ও আদিল শা সন্ধি করিয়া ফেলিলেন। সামরীরাজ চীন কোতয়ালকে * পর্ত্তুগীজদুর্গাধ্যক্ষ মানুএল-দা-ব্রিটোর সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়া দিলেন।

১৫৪০ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে সন্ধি হইয়া গেল। ইহাতে পর্ত্তুগীজদিগের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল, ৩০ বর্ষ মধ্যে (সন্ধি অনুসারে) সামরীরাজের অধীন রাজ্যে কোন নৌকায় পাঁচ দাঁড়ের অধিক দাঁড় থাকিতে পারিত না। পর্ত্তুগীজ দুর্গাধ্যক্ষের ছাড় ব্যতীত কোন নৌকা সাগরে যাইতে পারিত না। মলবার উপকূলে যত গোলমরিচ ও আদা উৎপন্ন হইত, অল্প মূল্যে তৎসমস্তই পর্ত্তুগীজেরা পাইতেন। পর্ত্তুগীজ-রাজপুরুষদিগের চেষ্টায় ভাট্কল ও অঞ্জদ্বীপের নিকট অনেক পর্ত্তুগীজ জল-দস্যু ধরা পড়িল।

নানো-দা কান্হা বেশীদিন আর ভারতসুখ ভোগ করিতে পারিলেন না, ১৯ মাসমাত্র শাসনকর্ত্তৃত্ব করিয়া তিনি (১৫৪০ খৃষ্টাব্দে ৩রা এপ্রেল) মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। এবার মার্টিম্ আফন্সো-দা-সুজা গবর্ণর হইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু এই সময় তিনি পর্ত্তুগালে ছিলেন। কাজেই সকলে ভাস্কো-দা-গামার পুত্র ডম্-এস্তেবাঁও-দা-গামাকে শাসনকর্ত্তা বলিয়া গ্রহণ করিলেন।

ডম্ এস্তেবাঁও দা-গামা।

ডম্ এস্তেবাঁও অতি উচ্চপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি মলাক্কাদ্বীপে প্রভূতসম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি শাসনকর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াই ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, ঐ সম্পত্তি তাহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, উহা রাজসম্পত্তি। তিনি আপনার অর্থে দেশীয় খৃষ্টান যুবকদিগের শিক্ষার জন্য একটী বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

এখন তাঁহার ভ্রাতা ডম্ খৃষ্টোবাঁও কোচিন প্রভৃতি স্থানে রণপোত পরিদর্শনের জন্য প্রেরিত হইলেন। কোচিনের নিকটবর্ত্তী চাইমলের রাজা তাঁহার নিকট পরাজিত হন। অপরাপর শাসনকর্ত্তার মত ডম্ এস্তেবাঁও-দা-গামাও কার্য্যভার গ্রহণ করিবার অনতিপরেই আরবসমুদ্র মধ্যে রণপোত চালাইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে মলাক্কা ও সুমাত্রার নিকটবর্ত্তী অনেক স্থান পর্ত্তুগীজদিগের অধিকারে আইসে। তিনি অনেক তুর্কী-জাহাজ লুট করিয়াছিলেন। এমন কি তুরুস্কের সুলতানের সহিত পর্ত্তুগালরাজের সন্ধি হইবার উপক্রম হইয়াছিল এবং কিরূপে সন্ধিপত্র প্রস্তুত হইবে, পর্ত্তুগালরাজের নিকট হইতে তাহার আদেশ আসিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার কর্ম্মচারীদিগের দৌরাত্ম্যে তুর্কীরা বিরক্ত হওয়ায় আর সন্ধি হইল না।

যথাসময়ে মার্টিম্ আফন্সো-দা-সুসা (১৫৪২ খৃষ্টাব্দে) গবর্ণর হইয়া আসিলেন। যে কেহ গবর্ণর হইয়া আসিতেন, তিনি তাঁহারই পূর্ব্ববর্ত্তী গবর্ণরের দোষ বাহিরের চেষ্টা পাইতেন। কারণ তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে, গবর্ণর হইলেই দুরাচারী হয়, তিনি চারিদিকের লোক সাম্লাইতে পারেন না। তিনি আপনার

* এই সময়ের পর্ত্তুগীজ গ্রন্থ হইতে জানা যায়, তৎকালে সামরীরাজ প্রভৃতি প্রধান হিন্দুরাজাদিগের অধীনে অনেক চীনসৈন্য ও তাঁহাদের রাজ্যে অনেক চীনবণিক ছিল।

পদোচিত মর্য্যাদা ভুলিয়া অন্যায় কার্য্য করিতে পরাঙ্মুখ হন না। মার্টিমের মনেও এই ধারণা ছিল। এমন কি তিনি গোয়া আসিবার সময় দিওগো-সোয়ারেস্ নামে এক জলদস্যুকে বন্দী করেন। এই ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল, কিন্তু সে কোনরূপে পলাইয়া আসিয়া ভারতসমুদ্রে দস্যুবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। ডম্ এস্তেবাঁওর বিরুদ্ধে অনেক দোষের কথা তাহার জানা আছে, নব গবর্ণরকে সমস্ত বলিয়া দিবেন, এইরূপ আশা দেওয়ায় সে মার্টিমের হাতে রক্ষা পাইল। এই দুর্বৃত্তের মিথ্যা কথায় ভুলিয়া মার্টিম্ গোয়ায় পদার্পণ করিয়াই ডম্-এস্তেবাঁওর সহিত মন্দ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। উচ্চহৃদয় এস্তেবাঁও তাহাতে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া অবিলম্বে গবর্ণরের পদ পরিত্যাগপূর্ব্বক মার্টিমের মুখ দর্শন না করিয়া অতি দীনভাবে পর্ত্তুগাল যাত্রা করিলেন। পর্ত্তুগালরাজ ও রাজ্যের প্রধান ব্যক্তি অতি সমাদরে ও সম্মানের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। সকলে ভাবিয়াছিল এস্তেবাঁও মহাধনী হইয়া দেশে ফিরিয়াছেন, কিন্তু শীঘ্রই সকলে জানিতে পারিল, ডম্ এস্তেবাঁও তাঁহার উপার্জ্জনের অধিকাংশই দীন-দুঃখীকে বিতরণ করিয়াছেন; এখন তিনি সামান্য গৃহস্থমাত্র।

মার্টিম্ আফন্সো-দা-সুসার শাসন।

মার্টিম্ আফন্সো শাসনভার গ্রহণ করিয়াই ভারতের বন্দর সমূহে যত জাহাজ আছে, তাহা পূর্ণসজ্জায় প্রস্তুত রাখিতে আদেশ করিলেন এবং পর্ত্তুগীজ সৈনিকদিগের বেতন কমাইয়া দিলেন। ইহাতে সকলেই অসন্তুষ্ট হইল। অনেকেই সৈনিক-বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া তখন ব্যবসায়ে মন দিল। গবর্ণর সৈনিকদিগের অভিপ্রায় অবগত হইয়া, তাহাদিগকে দমন করিবার উদ্দেশে আদেশ করিলেন, "মলাক্কার শুল্কগৃহে বৈদেশিক বণিকদিগের নিকট যে হারে মাশুল লওয়া হইত, তাহাদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য তাহা হ্রাস করা হউক এবং পর্ত্তুগীজ-বণিকদিগের নিকট হইতে তাহার চতুর্গুণ অধিক যেন মাশুল আদায় করা হয়।" বিদেশীয় বণিকদিগের সুবিধা হওয়ায় রাজকোষেও যথেষ্ট শুল্ক আদায় হইতে লাগিল, কিন্তু পর্ত্তু-গীজ-বণিকদিগের নিকট সেরূপ শুল্ক আদায় হইল না, তাঁহারা নানাপ্রকার কূট উপায়ে শুল্কের দায় হইতে রক্ষা পাইতে লাগিলেন। মার্টিম্ পর্ত্তুগীজদিগের এই দুরভিসন্ধি জানিতে পারিয়া নিতান্ত মর্ম্মপীড়িত হইয়াছিলেন।

এই সময়ে গোয়ার নিকটবর্ত্তী স্থানের শাসনকর্ত্তা আসদ খাঁ আদিল শাহকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তাঁহার ভ্রাতা মালু আদিল শাহকে সিংহাসনে বসাইবার চেষ্টা করেন এবং পর্ত্তুগীজ-দিগের সাহায্য করিবার জন্য পর্ত্তুগালরাজকে কোঙ্কণ প্রদেশ ছাড়িয়া দিতে সম্মত হন। পর্ত্তুগীজ-গবর্ণর তাহাতে মালু আদিলের পক্ষ অবলম্বন করেন।

এই সময় আদিল শাহও বলিয়া পাঠাইলেন যে, যদি পর্ত্তুগীজেরা তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করেন ও মালুকে ধরিয়া দেন, তাহা হইলে তিনি পর্ত্তুগালরাজকে সালসেটী ও বারদেশ প্রদান করিবেন। পর্ত্তুগীজদিগের কুপরামর্শে গবর্ণর আদিল শাহের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। সন্ধিপত্র লেখাপড়া হইয়া গেল। আদিল শাহ উক্ত দুইটী স্থান, এ ছাড়া গবর্ণরকে প্রভূত ধনরত্ন (প্রায় ১০ কোটী মুদ্রা) প্রদান করিলেন বটে; কিন্তু পর্ত্তুগীজশাসনকর্ত্তা অর্থ লইয়াও সন্ধি অনুসারে কার্য্য করিলেন না। সর্ব্বসমক্ষে মালুকে গোয়ায় আনিলেন। তাহাতে আদিল শাহ সমস্ত টাকা ফিরাইয়া দিবার জন্য গবর্ণরকে বলিয়া পাঠাইলেন। তিনিও বৃথা ওজর করিয়া বিলম্ব করিতে লাগিলেন।

গবর্ণর মার্টিম্ এরূপ দুই পক্ষ লইবার লোক ছিলেন না। তিনি যাঁহাদের পরামর্শে এই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলেন, সর্ব্বদাই তাহাদিগকে গালাগালি দিতেন। এদিকে তিনি আপনার মহত্ত্ব ও সততা রক্ষা করিবার জন্য বিব্রত হইয়া পড়িলেন। একদিন বলিয়া ফেলিলেন, 'আমার দ্বারা আর শাসনকার্য্য চলিবে না। যদি শীঘ্রই আর একজন গবর্ণর না আসেন, তাহা হইলে আমি যে কোন ব্যক্তিকে পদ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইব।'

ডম্ জোয়াঁও-ডি-কাষ্ট্রার শাসন।

১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে ১লা সেপ্টেম্বর, ডম্ জোয়াঁও-ডি-কাষ্ট্রো পর্ত্তুগাল হইতে শাসনভার লইয়া গোয়ায় উপস্থিত হইলেন। মার্টিম্ আফন্সো যেন নিষ্কৃতিলাভ করিয়া স্বদেশ যাত্রা করিলেন। ডম্ জোয়াঁও গবর্ণর হইয়াই নানাদিকে নূতন নূতন পোতাধ্যক্ষ, দুর্গাধ্যক্ষ ও রাজকর্ম্মচারী পাঠাইতে লাগিলেন।

এই সময় কাম্বের অধিপতি সুলতান মাহ্মুদ অপরাপর মুসলমান রাজগণের সহিত একত্র হইয়া দীউ হইতে পর্ত্তুগীজ প্রভাব লোপ করিবার জন্য বহু সৈন্যসামন্ত লইয়া অগ্রসর হইলেন। তাঁহার সেনাপতি কাজি জাফর ভীমবিক্রমে পর্ত্তুগীজদুর্গ আক্রমণ করিল। উভয়পক্ষেই শত শত ব্যক্তি প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিল। এই যুদ্ধে জাফরও প্রাণ দিয়াছিলেন। তাহার পর রুমী খান্, জাজর খাঁ প্রভৃতি সেনানায়কগণ বহুসংখ্যক কামান ও যোদ্ধা লইয়া প্রাণপণে ৮ মাসকাল দীউ অবরোধ করিল। এক্ষেত্রে পর্ত্তুগীজেরা যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছিল, এরূপ দুর্ঘটনা আর কখন ঘটে নাই। এই সময়ে দুর্গস্থ পর্ত্তু-গীজ-রমণীগণ পর্য্যন্ত শত্রুদমনার্থ অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল।

নানাদিক্ হইতে পর্ত্তুগীজ রণতরী গিয়াও কিছু করিতে পারে নাই। এই মহাযুদ্ধে কত যে পর্ত্তুগীজ প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, পর্ত্তুগীজ ঐতিহাসিকগণ লিখিতে লজ্জিত। তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে শত্রুপক্ষীয় অসংখ্য লোকের পতন ঘোষণা করিয়াছেন! এ যুদ্ধে পর্ত্তুগীজ গবর্ণরের পুত্র প্রাণদান করেন। মুসলমানদিগের সম্পূর্ণ জয়ের সম্ভাবনা ছিল, শেষে পর্ত্তুগীজগণ আত্মরক্ষার কোন উপায় না দেখিয়া যথেষ্ট উৎকোচ ও ভবিষ্যৎ আশা দিয়া বহুসংখ্যক মুসলমান সেনানায়ককে হত্যা করিয়াছিল, তাহারই ফলে মুসলমান সৈন্যগণ পরাজয় স্বীকার করিয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে বাধ্য হইল।

দীউ উদ্ধার ও মুসলমান-পরাজয়ের সংবাদ পাইয়া গোয়ায় মহোৎসব হইল। পর্ত্তুগালের রাণী ক্যাথারিন্ এই যুদ্ধজয়ের সংবাদ পাইয়া বলিয়াছিলেন, "ডি-কাষ্ট্রো খৃষ্টানের মত পরাজয় করিয়াছেন এবং অখৃষ্টানের মত বিজয়ী হইয়াছেন।"

একদিকে গোল না মিটিতে মিটিতে অপরদিকে যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হইল। মালু আদিলশাহকে না পাওয়ায় আলী আদিলশাহ পর্ত্তুগীজদিগকে আক্রমণ করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। পর্ত্তুগীজ-গবর্ণর এ সময় যুদ্ধ করা সুবিধাজনক নয় বুঝিয়া সন্ধি করিয়া ফেলিলেন। এই সন্ধি অনুসারে পর্ত্তুগীজেরা মালু-আদিলশাহকে সপরিবারে বন্দী রাখিতে সম্মত হইলেন ও আলি আদিলশার নিকট হইতে সালসেটী ও বারদেশ লাভ করিলেন। এই সময় সৈন্যদিগকে দিবার জন্য ও দীউদুর্গ সংস্কার জন্য গবর্ণর ২০০০০ পাগোডা (Pagoda) কর্জ্জ চাহিয়া পাঠান। তৎকালে পর্ত্তুগীজ-রাজকোষ নিঃশেষ হইয়াছিল। গবর্ণরের এই প্রস্তাব শুনিয়া গোয়াবাসিনী পর্ত্তুগীজভামিনী দেশীয় মহিলাগণ স্ব স্ব অলঙ্কার দিয়া টাকা সংগৃহীত করিয়াছিলেন। যে সময় গবর্ণর দীউ হইতে গোয়ায় ফিরিয়া আসেন, তৎকালে পুরমহিলাগণ বাতায়ন হইতে গোলাপজল ও পুষ্পবৃষ্টি করিয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন।

ইহার পর আলী আদিলশাহ বুঝিতে পারেন যে, তিনি পর্ত্তুগীজদিগের নিকট প্রতারিত হইয়াছেন। পাছে তিনি পুনরায় পর্ত্তুগীজদিগকে আক্রমণ করিয়া সালসেটি ও বারদেশ উদ্ধার করেন, এই ভয়ে গবর্ণর ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে ১৯এ সেপ্টেম্বর, বিজয়নগররাজের সহিত সন্ধি করিয়া ফেলিলেন। এই সন্ধিতে স্থির হইল, গোয়ায় যে সকল অশ্ব বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইবে, তাহা আর কাহাকেও না দিয়া সমস্ত বিজয়নগরে পাঠান হইবে। এই মাসে ডম জর্জ নামে পর্ত্তুগীজ কাপ্তেন ভরোচ জয় করিলেন।

লিস্বন্‌রাজের সনন্দ লইয়া ১৫৪৮ খৃষ্টাব্দে ২২এ মে, একখানি জাহাজ আসিয়া ভারতে পৌছিল। ঐ রাজসনন্দ অনুসারে ডি-কাষ্ট্রো রাজপ্রতিনিধি হইলেন এবং আর তিন বর্ষ শাসনাধিকার লাভ করিলেন, সেই সঙ্গে তাঁহার বহু টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইল। ডম্ জোয়াঁও যখন এই শুভ সংবাদ পাইলেন, তখন তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত। ১৫৪৮ খৃষ্টাব্দে ৬ই জুন (৪৮শ বর্ষ বয়সে) গোয়ানগরে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছিল।

ডম জোয়াঁও প্রকৃত রাজভক্ত ও রাজ্যের হিতৈষী ছিলেন। তিনি অপর অর্থলোভী পর্ত্তুগীজদিগের মত নিজের কিছু সংস্থান করিয়া যান নাই। এমন কি কোন রাজকীয় পত্রে তিনি সদর্পে লিখিয়াছিলেন, "তিনি আপনার স্বার্থরক্ষা বা ধনবৃদ্ধির জন্য রাজার অথবা সাধারণের এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই।" তিনি অপরাপর পর্ত্তুগীজ শাসনকর্ত্তাদিগের মত অহঙ্কারী ছিলেন না। তিনি গুণের উপযুক্ত সম্মান করিতেন। তৎপরে গার্সিয়া-ডি-সা গবর্ণর হইয়া ভারতে আসিলেন।

গার্সিয়া-ডি-সা।

গার্সিয়া শাসনভার পাইয়াই সাধারণের সন্তোষজনক কার্য্যে মনোযোগ করিলেন। ৬ই আগষ্ট খৃষ্টান ডোমিনিক সম্প্রদায়ের ছয়জন ধর্ম্মগুরু (Dominican father) প্রথম গোয়ায় আসিয়া মঠস্থাপন করিলেন।

১৭ই সেপ্টেম্বর, গার্সিয়া ভাট্‌কলের রাণীর সহিত সন্ধি করেন, তাহাতে স্থির হয় যে, রাণী আপন অধিকার মধ্যে কোন জলদস্যুকে আশ্রয় দিতে পারিবেন না। জলদস্যুরা পর্ত্তুগীজরাজের যাহা ক্ষতি করিতেছে বা করিবে, রাণী তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

গার্সিয়ার শাসনকালে প্রসিদ্ধ খৃষ্টান সাধু জেভিয়ার (St. Xavier) মলাক্কা প্রভৃতি দ্বীপসমূহে খৃষ্টানধর্ম্ম প্রচার দ্বারা বহুলোককে খৃষ্টানধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। এই সময়ে পেগু ও শ্যামরাজের মধ্যে শ্বেতহস্তী লইয়া ঘোরতর যুদ্ধ বাধে। সেখানকার পর্ত্তুগীজগণ পেগুরাজের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল।

১৫৪৯ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসের প্রথমেই গার্সিয়ার শাসনকাল ফুরাইল। ১৩ মাসমাত্র তিনি গবর্ণর ছিলেন।

জর্জ কেব্রাল।

বসাঁইর পূর্ব্বতন দুর্গাধ্যক্ষ জর্জ কেব্রাল এবার গবর্ণর হইয়া আসিলেন। ১৫৪৯ খৃষ্টাব্দে ১১ই আগষ্ট তিনি গোয়ায় আসিয়া শাসনভার গ্রহণ করেন।

ইহার অনতিকাল পরেই, সামরীরাজ ও পিমেন্তার রাজা একত্র হইয়া লক্ষাধিক সৈন্যসহ কোচিন রাজ্য আক্রমণ করেন,

এই যুদ্ধে পিমেন্তার রাজা প্রাণ বিসর্জ্জন করেন, তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য পাঁচ হাজার নায়র প্রাণ উপেক্ষা করিয়া মহাতেজে কোচিন সৈন্য ও পর্ত্তুগীজদিগকে আক্রমণ করিল। ইহাতে উভয়পক্ষে বহুসংখ্যক বীর অকালে কাল-কবলে নিপতিত হইয়াছিল। এই ভীষণ সংবাদ গোয়ায় পৌছিলে, জর্জ কেব্রাল ১০০ খানি যুদ্ধ জাহাজ ও ৪০০০ যোদ্ধা লইয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ক্রোধাগ্নিতে তিরুকুলম্,[১] কুলিত ও পোনানি নগর ভস্মাবশেষে পরিণত হইল। তৎপরে গবর্ণর কোচিনে আসিয়া তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। সহস্র সহস্র নায়রসৈন্য বীরগতি প্রাপ্ত হইল।

মলবারের বহুসামন্ত এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আত্মসমর্পণে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু ঠিক এই সময় ডম্-আফন্সো-ডি নোরোন্‌হা নূতন প্রতিনিধি হইয়া উপস্থিত হইলেন। কেব্রাল্ যে দিন (১৫৫০ খৃষ্টাব্দে, ২৯এ নবেম্বর) সমূলে শত্রুধ্বংসের আয়োজন করিতেছিলেন, সেইদিনই তাঁহাকে সদলে ফিরিবার আদেশ আসিল। এইরূপে দৈবক্রমে সামন্তরাজগণ সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন।

এই সময়ে চারিদিকে শোণিতপাত, অনর্থ অত্যাচার ও পর্ত্তুগীজ শাসনকর্ত্তৃগণের হিংসা দ্বেষ দর্শনে মনক্ষুণ্ণ হইয়া খৃষ্টানসাধু জেভিয়ার পর্ত্তুগালরাজের নিকট শান্তি স্থাপনের অনুরোধ করেন, কিন্তু কে তাঁহার কথায় কর্ণপাত করে?

ডম্ আফন্সো-ডি-নোরোনহাস্।

১৫৫০ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে, ডম আফন্সো নব রাজ-প্রতিনিধি হইয়া কোচিনে পদার্পণ করিলেন। পূর্ব্বে গবর্ণরই সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন, তাঁহাকে আর কাহারও আদেশ অপেক্ষা করিয়া কার্য্য করিতে হইত না। কিন্তু এই নব রাজপ্রতিনিধির সহিত নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইল এবং এই সভার পরামর্শ লইয়া শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে প্রতিনিধি বাধ্য হইলেন।

ডম্ আফন্সো গবর্ণর হইয়াই চারিদিকে নূতন সেনাপতি ও দুর্গাধ্যক্ষ পাঠাইতে লাগিলেন। বসোরার শাসনকর্ত্তা তুর্কী-দিগের অত্যাচারে বিরক্ত হইয়া পর্ত্তুগীজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন। পর্ত্তুগীজ-গবর্ণর তদনুসারে কএকখানি রণতরী পাঠাইলেন।

১৫৫১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার আশ্রয়ে সেণ্টজেভিয়ার খৃষ্টানধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য সিংহলদ্বীপে গমন করেন।

কোচিন ও পিমেন্তারাজের মধ্যে ক্রমেই বিরোধ গুরুতর হইয়া উঠিতেছিল। ডম আফন্সো সসৈন্যে গিয়া কোচিন-রাজের পক্ষ হইয়া পিমেন্তারাজকে পরাজয় করিলেন।

ডম্ পেড্রো-দা-মস্করেন্‌হাস্।

১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে ডম্ পেড্রো-দা-মস্করেন্‌হাস্ রাজপ্রতিনিধি ও শাসনকর্ত্তা হইয়া আসিলেন। তাঁহার সাহায্যে মালু আদিলশাহ বিজাপুরের রাজা বলিয়া ঘোষিত হইলেন। ইহার পরই এই নব রাজপ্রতিনিধি দশমাস মাত্র কর্ত্তৃত্ব করিয়া (১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে ১৬ই জুন) মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাঁহার স্থানে বসাঁইর সেনাপতি ও থানাদার ফ্রান্সিস্কো বারেটো গবর্ণর হইলেন। তাঁহার সময়ে পর্ত্তুগীজেরা কোঙ্কণের রাজস্ব লইবার অধিকার পাইয়াছিল। মালু আদিল শাহ রাজা হইলেন বটে, কিন্তু আলী আদিলশাহ বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। এ সময়ে পর্ত্তুগীজদিগের সাহায্য করা উচিত ছিল, বিজাপুরে পর্ত্তুগীজসেনাধ্যক্ষ ডম্ এণ্টোনিও-ডি-নোরেন্‌হা অবস্থান করিতেছিলেন, যুদ্ধের উপক্রমেই পর্ত্তুগীজ-গবর্ণর তাঁহাকে সরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন।

কিছুদিন পরে সিন্ধুপ্রদেশের আমীর কোন অত্যাচারী রাজাকে দমনার্থ পর্ত্তুগীজদিগের নিকট সাহায্য চান। পর্ত্তুগীজগবর্ণর বহু অর্থের লোভে ১০০ যোদ্ধা সহ পেড্রো-বারেটো রোলিমকে সিন্ধু প্রদেশে পাঠাইয়া দিলেন। পর্ত্তুগীজ সেনাপতি তথায় গিয়া সিন্ধুরাজের যথাসর্ব্বস্ব লুট করিয়া আনিলেন। এত ধনরত্ন পর্ত্তুগীজেরা এসিয়ার মধ্যে আর কোথাও কখন পায় নাই।

ইহার পর চেউল প্রভৃতি নানাস্থান লুট ও বহুশতগ্রামে অগ্নিপ্রদানপূর্ব্বক ধ্বংসসাধন ব্যতীত আর কোন উচ্চ কার্য্য হয় নাই।

বারেটোরও শাসনকাল ফুরাইল। এবার পর্ত্তুগালের সম্রান্তবংশীয় ব্রাগাঞ্জা-ডিউকের ভ্রাতা ডম্ কন্‌ষ্টান্‌টিনো-ডি-ব্রাগাঞ্জা ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে রাজপ্রতিনিধি হইয়া গোয়ায় উপস্থিত হইলেন।

ডম্-কন্‌ষ্টান্টিনো-ডি-ব্রাগাঞ্জার শাসন।

ডম্ কন্‌ষ্টান্টিনো কার্য্যভার লইয়াই ডম্-পায়ে-দা-নোরোন-হাকে কন্ননূরের দুর্গাধ্যক্ষ করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার দুর্ব্যবহার ও অত্যাচারে পর্ত্তুগীজদিগের মিত্র কন্ননূররাজও নিতান্ত বিরক্ত হন এবং পর্ত্তুগীজদিগকে নগরে প্রবেশ করিতে নিষেধ করেন। তাহাতে তাঁহার সহিত পর্ত্তুগীজদিগের যুদ্ধ বাধে (১৫৫৯ খৃষ্টাব্দে)। এই সময়ে পর্ত্তুগীজ-রাজপ্রতিনিধি দমন অধিকার করেন। কিন্তু কন্ননূরে পর্ত্তুগীজেরা কএকটী যুদ্ধে

(১) কালিকট ও কন্ননূরের মধ্যবর্ত্তী প্রাচীন নগর।

পরাজিত হয়। এই সময় কন্ননূরের অধিরাজের উত্তেজনায় মলবারের সমস্ত রাজা পর্ত্তুগীজদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন, শেষে চারিদিক্ হইতে বহুসংখ্যক যুদ্ধজাহাজ আসিয়া মলবারীদিগকে পরাজয় করিলে পর্ত্তুগীজদিগের প্রতিপত্তি রক্ষা হইয়াছিল।

১৫৬০ খৃষ্টাব্দে গোয়ায় সর্ব্বপ্রথম একজন আর্চবিশপ আসিলেন। সেই সঙ্গে য়িহুদীদিগকে দমন ও খৃষ্টান অনাচারীদিগকে শাসন করিবার জন্য একজন দণ্ডবিধাতা (Inquisitor) উপস্থিত হইলেন। ইহাদের আগমনে গোয়ায় গোঁড়া খৃষ্টান ভিন্ন আর সকল সম্প্রদায়ের কপাল পুড়িল। তাহাদের অত্যাচারের কথা পরে বলিব।

উক্ত খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজেরা সিংহলের জাফনাপত্তন অধিকার করিয়া সিংহলরাজের প্রধান উপাস্য বুদ্ধদেবের দন্ত লুটিয়া আনেন। এই পবিত্র দন্ত পাইবার জন্য ব্রহ্মদেশের রাজা পর্ত্তুগীজ রাজনিধিকে প্রায় ত্রিশলক্ষ মুদ্রা দিতে প্রস্তুত ছিলেন, প্রতিনিধি ও তাহার মন্ত্রিবর্গ আরও কিছু পাইবার আশায় ছিলেন। শেষে সকল ধর্ম্মযাজকদিগের পরামর্শে সেই পবিত্র দন্ত জাঁতায় পেষণ করিয়া পোড়াইয়া ভস্ম করা হইল।

১৫৬১ খৃষ্টাব্দে সুরাতসহরে পর্ত্তুগীজদিগের সহিত চেঙ্গিস্ খাঁর ঘোরতর যুদ্ধ হয়, তাহাতে চেঙ্গিস্ খাঁ ২০০০ সৈন্যসহ পরাস্ত হইয়াছিলেন।

ডম্ কন্‌ষ্টানটিনোর কার্য্যে মুগ্ধ হইয়া পর্ত্তুগালরাজ তাহাকে আজীবন রাজপ্রতিনিধি রাখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি নিজেই এই উচ্চপদ পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার স্থানে ডম্ ফ্রান্সিস্কো কুটিন্‌হো ১৫৬১ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে রাজপ্রতিনিধি হইয়া আসিলেন।

ডম্ ফ্রান্সিস্কো কুটিন্‌হো।

কুটিন্‌হো আসিয়াই দেশে কেবল বাণিজ্য দ্রব্য রপ্তানী ও যাহাতে রাজার আয় বৃদ্ধি হয়, তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সময়ে কন্ননূরে বিবাদ মিটে নাই, তখনও মধ্যে মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছিল।

১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে ১৯এ ফেব্রুয়ারী, অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পর মলাক্কার দুর্গাধ্যক্ষ জোয়াঁও-ডি-মেন্দোশা গবর্ণর হইলেন। তৎকালে কন্ননূরে বিবাদ কিছু গুরুতর হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময় এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি পর্ত্তুগীজ-সেনাপতির করে নিহত হয়, তাঁহার বিধবা রমণী পতিশোকে অধীরা হইয়া আর্ত্তনাদে কন্ননূর সহর যেন শোকময় করিয়া তুলিয়াছিল; তাহাতে সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই উত্তেজিত হইয়া পর্ত্তুগীজদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল। ইহাই মলবার যুদ্ধের সূত্রপাত।

জোয়াঁও-ডি-মেন্দোশা ৬ মাস গবর্ণর ছিলেন। তৎপরে ডম্ আণ্টোনিও-ডি-নোরন্‌হা পর্ত্তুগাল হইতে রাজপ্রতিনিধি হইয়া আসিলেন।

ডম্ আণ্টোনিও-ডি-নোরোন্‌হা।

নূতন রাজপ্রতিনিধি আসিয়াই কন্ননূরস্থ পর্ত্তুগীজদিগকে রক্ষা করিবার জন্য অনেকগুলি যুদ্ধজাহাজ পাঠাইলেন। আটমাসকাল যুদ্ধের পর কন্ননূররাজ নিরস্ত হন।

১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সিস্কান্ যাজকগণের চেষ্টায় সাল্‌সেটী দ্বীপের বহুসংখ্যক লোক খৃষ্টানধর্ম্ম গ্রহণ করিতে থাকে। এই সময় কএকজন ধর্ম্মজ্ঞ হিন্দু তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া পর্ত্তুগীজেরা এখানকার সমস্ত দেবালয় ধ্বংস করে। সালসেটের পাহাড়ে যে অপূর্ব্ব সুড়ঙ্গ পথ আছে, যাহা অনেকের বিশ্বাস কাম্বে সহর পর্য্যন্ত গিয়াছে, সেই সুড়ঙ্গ পার হইবার জন্য পাদ্রী আণ্টোনিও দে-পোর্টো কএকজন সঙ্গী লইয়া যাত্রা করিয়াছিলেন; কিন্তু ৭ দিন পর্য্যন্ত ১০।১৫ ক্রোশ গিয়া রসদ অভাব হওয়ায় ফিরিয়া আসেন। প্রাচীন পর্ত্তুগীজ ঐতিহাসিকগণ এই অপূর্ব্ব সুড়ঙ্গ সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন।

ডম্ আণ্টোনিও ৪ বর্ষ শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া লিস্‌বন যাত্রা করেন, পথিমধ্যে ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে ২রা ফেব্রুয়ারী, কালগ্রাসে পতিত হইলেন। ইনি একজন সদ্বিবেচক লোক ছিলেন। তাঁহার নিকট কোন অন্যায় দলীল সহি করাইতে লইয়া গেলে তিনি বলিয়াছিলেন, "যে হস্তে এরূপ বিষয় স্বাক্ষর করা যায়, সেই হস্ত দ্বিখণ্ড করা উচিত।"

ডম্ লুইজ্-ডি-আটাইড্ (Dom Luiz-de-Atayde.)

১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে, ডম্ লুইজ্ (Conde-de-Atougiua) রাজপ্রতিনিধি হইয়া আসিলেন।

১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর, তাঁহার সহিত হনবরের রাজা ও গার্শোপার রাণীর যুদ্ধ বাধে। পর্ত্তুগীজদিগের অন্যায় অত্যাচারই এই যুদ্ধের কারণ। পর্ত্তুগীজদিগের ক্রোধে হনবর হইতে গার্শোপা পর্য্যন্ত বহুসংখ্যক গ্রাম ভস্মীভূত হইল। ক্রমেই পর্ত্তুগীজদিগের আচরণ ভারতবাসীর অসহ্য হইয়া উঠিল। নিজাম্ উল্-মুক্, আদিল শাহ ও সামরীরাজ পর্ত্তুগীজ উচ্ছেদের জন্য একত্র হইলেন।

নিজাম্-উল্-মুক্ চেউল, বসাই ও দমনজয়ের, আদিল শাহ গোয়া, হনবর ও বার্শেলোর জয়ের এবং সামরীরাজ কন্ননূর, মঙ্গলুর, কোচিন ও কালিকম্ আক্রমণের ভার লইলেন।

পর্ত্তুগীজরাজপ্রতিনিধি চরমুখে এই সংবাদ পাইলেন। তিনি প্রথমেই গোয়া রক্ষার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। অনতি-

বিলম্বে আদিল শাহ লক্ষাধিক সৈন্য লইয়া চারিদিক্ হইতে গোয়া আক্রমণ করিলেন। এসময়ে ডম্ লুইজের অসাধারণ উৎসাহে ও কার্য্যকুশলতায় সেই অসংখ্য মুসলমানবাহিনী গোয়া নগরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইল না। আদিল শাহ বহুকাল গোয়া অবরোধ করিলেন। তৎকালে ডম্ লুইজ্ যথেষ্ট উৎকোচ দিয়া গুপ্তচর পাঠাইয়া আদিল শাহের শিবিরের সংবাদ লইতে লাগিলেন। এমন কি আদিল শাহ তাঁহার বেগমের সহিত কি মন্ত্রণা করিতেন, তাহা পর্য্যন্তও তিনি চরমুখে জানিতে পারিতেন। এইরূপ সতর্ক না হইলে এবং শিবিরের সংবাদ না পাইলে, একজন পর্ত্তুগীজকেও তিনি রক্ষা করিতে পারিতেন না এবং তিনি কিছুতেই গোয়ানগরী শত্রুকবল হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইতেন না। যাহা হউক মুসলমানের গোলায় গোয়ানগরী ধ্বংসমুখে পতিত হইল, প্রধান প্রধান অট্টালিকা ক্রমে ভূতলশায়ী হইল, শত শত পর্ত্তুগীজসৈন্য অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়া ভূমিচুম্বন করিল। পর্ত্তুগীজদিগের অনবরত গোলা বর্ষণে সহস্র সহস্র মুসলমান-সৈন্য নিপতিত হইয়াছিল। গোয়ায় যখন এই ব্যাপার, সেই সময় নিজাম্-উল্মুক্ও প্রায় লক্ষ সৈন্য লইয়া প্রথমে চেউল আক্রমণ করিলেন, এখানে পর্ত্তুগীজেরা মুসলমান আক্রমণ সহ্য করিতে পারিল না। সকলেই চেউল দুর্গে আশ্রয় লইল। মুসলমানসৈন্য ভৈরবনিনাদে রণডঙ্কা বাজাইয়া সমস্ত চেউল সহর উৎসন্ন করিল। এসময়ে পর্ত্তুগীজবীরগণ যেরূপ সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিল, তাহা অতিশয় প্রশংসনীয়। তখন গোয়া চারিদিকে অবরুদ্ধ হইলেও ডম্ লুইজ্ চেউল রক্ষার জন্য কএকখানি যুদ্ধজাহাজ ও বহুসংখ্যক সাহসী পর্ত্তুগীজযোদ্ধা পাঠাইয়া দিলেন, সুতরাং জলে ও স্থল পথে উভয়ত্রই মুসলমানদিগকে যুদ্ধ করিতে হইল। পর্ত্তুগীজের গোলা বর্ষণে কতশত মুসলমান যে চেউলের রণভূমে দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই। পর্ত্তুগীজেরাও মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া সেই অসংখ্য সৈন্যসাগরে কতক্ষণ সন্তরণ করিবে? অনেক পর্ত্তুগীজ সেনাপতি ও গণ্যমান্য লোক হত বা আহত হইলেন। পর্ত্তুগীজদিগের বিবাহিত দেশীয় রমণীগণ পতিকে রক্ষা করিবার জন্য যেরূপ সাহস ও উৎসাহের পরিচয় দিয়াছিল, তাহা নিতান্ত শ্লাঘার বিষয়, সন্দেহ নাই। অনেকে যোদ্ধৃবেশে সুসজ্জিত হইয়া মুক্ত কৃপাণ হস্তে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন, কেহ কেহ পতির অনুগামিনী হইয়া ক্ষিপ্র বন্দুক চালাইয়া শত শত মুসলমান নিপাতিত করিয়া পতির সহিত বীরগতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পর্ত্তুগীজদিগের সহায় সম্পত্তি সমুদয় গিয়াছে অথচ তাহাদের মানসম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি রক্ষা করিবার জন্য যেরূপ ঘোরতর সংগ্রাম করিতেছে, তাহা দেখিয়া নিজাম্-উল্মুক্ পর্য্যন্তও বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি স্বচক্ষে স্বপক্ষীয় শত শত সৈন্যকে নিপতিত হইতে দেখিয়া জয়াশা পরিত্যাগ করিলেন, আর কএকদিন যুদ্ধ করিলেই পর্ত্তুগীজেরা দুর্গ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইত, সমস্ত চেউল নিজাম্-উল্-মুল্কের অধীন হইত, কিন্তু তিনি আপনার বেগমের উত্তেজনায় সন্ধি করিয়া ফেলিলেন। দৈবক্রমে পর্ত্তুগীজেরা রক্ষা পাইল।

যেরূপে নিজাম্-উল্-মুল্ক্ সন্ধি করিয়াছিলেন, আদিলশাহও সেই কারণে সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। প্রায় এক বর্ষ অবরোধ, প্রভূত শত্রুক্ষয়, যথেষ্ট অর্থব্যয় ও নিজ বলক্ষয় করিয়াও যখন দেখিলেন যে কিছুতেই পর্ত্তুগীজেরা বশ্যতা স্বীকার করিল না, সুচতুর ও সমরনিপুণ-পর্ত্তুগীজরাজ-প্রতিনিধির চেষ্টায় তাঁহার সকল অভিসন্ধি ব্যর্থ হইল, তখন তিনি অবরোধ উঠাইয়া লইলেন। এইরূপে ভগবানের কৃপায় পর্ত্তুগীজদিগের শুভাদৃষ্টক্রমে গোয়ানগরী রক্ষা পাইল। পরে ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে ১৭ই ডিসেম্বর, পর্ত্তুগীজদিগের সহিত আদিলশাহের সন্ধি হইয়া গেল।

সামরীরাজের এই সময়ে জলপথে আক্রমণ করিবার কথা, কিন্তু তিনি একটু বিলম্ব করিয়া ফেলিলেন। তিনি বিলম্ব না করিলে ও পর্ত্তুগীজদিগের জলপথে সাহায্য বন্ধ হইলে তাঁহাদের যে কি দুর্দ্দশা হইত, তাহা বলা যায় না। সামরীরাজের অভিপ্রায় অন্যরূপ ছিল। তিনি মনে করেন নাই যে, আদিল শাহ শীঘ্রই নিরস্ত হইবেন। এদিকে পর্ত্তুগীজদিগের সহিত তিনি সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। ডম্ লুইজ্ তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়াছিলেন। তিনি সেই মহাবিপদকালেও সন্ধি করিতে সম্মত হইলেন না।

সামরীরাজ ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে, তাঁহার সামুদ্রিক-সেনাপতির অধীনে বহুসংখ্যক যুদ্ধজাহাজ পাঠাইলেন। মলবারী নৌযোদ্ধৃগণ মহা উৎসাহে পর্ত্তুগীজ জাহাজ আক্রমণ করিল। এই সময় মঙ্গলূরের রাণী তথাকার পর্ত্তুগীজদুর্গ অধিকার করিবার জন্য সামরীরাজের সেনাপতির নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। গভীর নিশীথে, সমস্ত মঙ্গলূর যখন নিস্তব্ধ, সেই সময় মলবারীরা মঙ্গলূরের পর্ত্তুগীজ-দুর্গ অধিকার করিবার আয়োজন করিল। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইল না। তিনটী মহাপরাক্রমশালী রাজা একত্র হইয়াও পর্ত্তুগীজদিগকে পরাজয় করিতে পারিল না। পর্ত্তুগীজ রাজপ্রতিনিধির অদ্ভুত সাহস ও যুদ্ধকৌশলে সমস্ত ভারতবাসী বিস্মিত হইল। সমস্ত য়ুরোপ এই জন্য পর্ত্তুগীজ-প্রতিনিধি ডম্ লুইজের প্রশংসা করিয়াছিল।

ডম্ লুইজ্ উচ্চাভিলাষী বা অর্থপিশাচ ছিলেন না। অধিকাংশ গবর্ণর স্বদেশ-প্রত্যাবর্ত্তনকালে বহু ধনরত্নসংগ্রহের চেষ্টায় থাকিতেন, কিন্তু ডম্ লুইজ্ সে দিকে দৃক্পাতও করিতেন না। তিনি যখন স্বদেশযাত্রা করেন, তখন গঙ্গা, সিন্ধু, তাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস্ নদীর জল অতিযত্নে দেশে লইয়া গিয়াছিলেন এবং তাহাই অমূল্য সামগ্রী ভাবিয়া দেশের লোকদিগকে দেখাইতেন।

এসিয়া ও আফ্রিকার অনেক স্থান পর্ত্তুগালরাজের অধীন হওয়ায় শাসনের সুবন্দোবস্তের জন্ত এবার সমুদায় স্থান তিনভাগে বিভক্ত হইল। ১ম—সিংহল হইতে গার্ডাফুই অন্তরীপ পর্য্যন্ত পর্ত্তুগীজ রাজপ্রতিনিধি ও ভারতীয় শাসনকর্ত্তার অধীন, ২য়—গার্ডাফুই ও করিণ্ট অন্তরীপের মধ্যবর্ত্তী সমুদায় স্থান মনমোতাপার শাসনকর্ত্তার অধীন এবং ৩য়—পেগু ও চীনের মধ্যবর্ত্তী সমুদয় স্থান মলাক্কার শাসনকর্ত্তার অধীন হইল।

ডম্ আণ্টোনিও-ডি-নোরোন্হা।

১৫৭১ খৃষ্টাব্দে ৬ই সেপ্টেম্বর ডম্ আণ্টোনিও রাজপ্রতিনিধি হইয়া আসিলেন। তখনও আদিল শাহ সম্পূর্ণ অবরোধ তুলিয়া লন নাই, সুতরাং আদিল শাহ সৈন্য লইয়া চলিয়া গেলে ডম্ আণ্টোনিওই বিজয়-গৌরব লাভ করিলেন।

তখনও সামরীরাজ কালিয়ম্ দুর্গ অবরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু গোয়া হইতে সাহায্য যাইতে বিলম্ব হওয়ায়, পর্ত্তুগীজেরা আর দুর্গ রক্ষা করিতে সমর্থ হইল না। এই দুর্গে বহু পর্ত্তুগীজ রমণী ছিলেন, তাঁহারা মানসম্ভ্রম যাইবার ভয়ে সকলেই আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। অপর প্রধান সেনাগণের ইচ্ছা না থাকিলেও রমণীদিগের কাতরতায় মুগ্ধ হইয়া দুর্গাধ্যক্ষ ডম্ দিওগো-ডি-মেনেজিস্ সামরীরাজকে দুর্গ ছাড়িয়া দিয়া আপনার দলবল লইয়া একখানি জাহাজে চড়িয়া কোচিনে পলাইয়া আসিলেন।

নবরাজপ্রতিনিধি অতি দরিদ্র ছিলেন, এই জন্ত তাঁহার অর্থোপার্জ্জনের বিশেষ চেষ্টা ছিল। এই কারণে তাঁহার সহিত মলাক্কার শাসনকর্ত্তা বারেটোর বিরোধ উপস্থিত হয়। আণ্টোনিও বারেটোর হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক শাসন ক্ষমতা কাড়িয়া লন। তাহাতে বারেটো বিরক্ত হইয়া পর্ত্তুগালরাজের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। তাহাতে বারেটোরই কপাল ফিরিল।

আণ্টোনিও-মোণিজ-বারেটো।

বারেটো পর্ত্তুগালরাজের আদেশে শাসনকর্ত্তা হইলেন। মলাক্কা দ্বীপ হইতে আসিয়া ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে ৯ই সেপ্টেম্বর গোয়ায় শাসনভার গ্রহণ করিলেন। ইহার কএকমাস পরেই সামরীরাজকে দুর্গ ছাড়িয়া দিয়াছিল বলিয়া ডম্ কাষ্ট্রোর প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়।

১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে মলবারের পর্ত্তুগীজ নৌসেনাধ্যক্ষ গৈপাড়, পরাপঙ্গলম্, কাপকোটী, নীলগিরি প্রভৃতি বহুস্থান আক্রমণ, লুণ্ঠন ও অগ্নিপ্রদান করিতে থাকেন। ইহাতে উপকূলবর্ত্তী প্রজাগণের কষ্টের একশেষ হইয়াছিল। এই সময় পর্ত্তুগীজ শাসনকর্ত্তা ভারত মহাসাগরস্থ দ্বীপপুঞ্জের গোলযোগ লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন। সেই কার্য্যেই তাঁহার শাসনকাল অতিবাহিত হয়।

১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে লিস্বন হইতে রাই-লোরেন্সো ডি-টাবোরা রাজপ্রতিনিধি হইয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু মোজাম্বিকে জাহাজ আসিয়া লাগিবার সময় তিনি কালগ্রাসে পতিত হইলেন। এখন কার্য্যের প্রাধান্ত অনুসারে ডম্-দিওগো-ডি-মেনেজিস্ গবর্ণর হইলেন।

ডম্-দিওগো-ডি-মেনেজিস্।

ইনি কার্য্যভার পাইয়াই চারিদিকে রণতরী প্রেরণ করেন। এই সময় দভোলের থানাদার বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক কতকগুলি পর্ত্তুগীজ-রাজপুরুষকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া ঘাতুকের হস্তে সকলের প্রাণনাশ করেন। কেবল ডম্-জেরোনিমো-মস্কারেন্হো মুসলমান থানাদারের নিমন্ত্রণে উপেক্ষা করিয়া রক্ষা পান। দভোলের এই নিদারুণ সংবাদ গোয়ায় পৌছিবামাত্র, গবর্ণর অবিলম্বে অনেকগুলি যুদ্ধজাহাজ ও বহুযোদ্ধা পাঠাইয়া দিলেন।

ডম্ লুইজ ডি-আটাইড।

এই সময়ে ডম্ লুইজ্ পুনরায় রাজপ্রতিনিধি হইয়া গোয়ায় আসিলেন। তিনিও দভোলের দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া থানাদার মালিক তুঘানের মুণ্ড আনিবার জন্ত বহু যুদ্ধজাহাজ পাঠাইলেন। কিন্তু তাহারা থানাদারের সম্মুখীন হইতে পারিল না, থানাদার ৬০০০ সৈন্ত লইয়া উপকূল রক্ষা করিতেছিলেন, এই সময় দুইজন বিখ্যাত মলবারী জলদস্যু আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন। প্রথমে দস্যুদ্বয়ের কৌশলে কএকখানি পর্ত্তুগীজজাহাজ বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল, শেষে বহুসংখ্যক পর্ত্তুগীজ-যুদ্ধজাহাজ আসিয়া থানাদারের পক্ষীয় সমস্ত জাহাজ ধ্বংস ও আরোহীদিগকে অতি ঘৃণিতভাবে বিনাশ করিল।

১৫৮১ খৃষ্টাব্দে লিস্বন হইতে সংবাদ আসিল যে স্পেনরাজ ২য় ফিলিপ পর্ত্তুগালের রাজা হইয়াছেন, সুতরাং এখন সমস্ত পর্ত্তুগীজ তাঁহাকে আপনাদের অধীশ্বর বলিয়া স্বীকার করিলেন।

ডম্ ফ্রান্সিস্কো মস্কারেন্হাস্ নূতন রাজপ্রতিনিধি হইয়া ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন।

* ডম্ ফ্রান্সিস্কো মস্করেন্হাস্ (Count of Santa Cruz)

এ সময়ে জলদস্যুর উৎপাত আরও বৃদ্ধি হইয়াছিল। তাহাদের উৎপাতে উপকূলবাসীর দূরের কথা, কোন সম্ভ্রান্ত পর্ত্তুগীজ নিরাপদে সমুদ্রপথে চলিতে পারিতেন না। ডম্ ফ্রান্সিস্কো এই দস্যুদিগকেই সম্পূর্ণরূপে দমন করিবার চেষ্টা করেন। তৎকালে কালিকটরাজের অধীন ছোট কোলত্তুর নামক স্থানে বহু জলদস্যুর আবাস ছিল। ফ্রান্সিস্কো ফার্ণান্দিজ ১৮ খানি যুদ্ধজাহাজ লইয়া কোলত্তুর আক্রমণ ও দস্যুদিগকে সমূলে ধ্বংস করেন। তৎপরে পর্ত্তুগীজগণ কালিকট ও কন্ননুরের মধ্যবর্ত্তী সমুদয় স্থানে বিষম উৎপাত আরম্ভ করিল। মহারাষ্ট্রগণ যেরূপ চৌথ আদায় করিত, পর্ত্তুগীজেরাও সেইরূপে নগর গ্রাম পোড়াইয়া শত শত ব্যক্তির প্রাণনাশ করিয়া বলপূর্ব্বক কর আদায় করিতে লাগিল।

দমন নগরে এই সময় পর্ত্তুগীজদিগের মধ্যে এক সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয়। তথাকার দুর্গাধ্যক্ষ মার্টিম্-আফন্সো ডি মেলো তাঁহার অধীনস্থ এক পর্ত্তুগীজ সৈন্যকে বন্দী করেন। তাহাতে অপর সকল সৈন্য উত্তেজিত হইয়া ডি-মেলোর কার্য্য পরিত্যাগ করে। এমন কি, সেই সময় যদি সরকোটা* দ্বীপের রামরাজ বিরুদ্ধাচরণ না করিতেন, তাহা হইলে সেই সৈনিকেরা দলপতির প্রাণনাশ করিয়া মোগলদিগের সহিত মিলিত হইত। রামরাজ পর্ত্তুগীজদিগের বন্ধু ছিলেন, মুসলমানেরা দমন অবরোধ করিলে, তিনি সমস্ত পর্ত্তুগীজ রমণীদিগকে আপনার রাজ্যে আনিয়া আশ্রয় দেন; কিন্তু তাহাদের বহুমূল্য অলঙ্কারের উপর রামরাজের লোভ পড়ে। পর্ত্তুগীজ রমণীগণ ফিরিয়া আসিবার সময় রাজার নিকট হইতে সেই সমস্ত অলঙ্কার আর ফিরিয়া পায় নাই, সেই জন্য পর্ত্তুগীজগণ ক্রুদ্ধ হইয়া সরকোটা দ্বীপ আক্রমণ করিল। এই সময় পরস্পরের সাহায্য প্রয়োজন হওয়ায় পর্ত্তুগীজসৈন্যগণও ঔদ্ধত্যপরিত্যাগপূর্ব্বক শত্রুনাশের জন্য পরস্পরে মিলিত হইল। এইরূপে ঐ গোলযোগ থামিয়া যায়; কিন্তু ইহার পর ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে দমনের পর্ত্তুগীজসৈন্যগণ আর একবার গোলযোগ উপস্থিত করে। পর্ত্তুগীজ পোতাধ্যক্ষ ফার্ণাও-ডি-মিরান্দা সুরাত হইতে ফিরিবার সময় একখানি বৃহৎ জাহাজ দখল করেন। তাহার লুটের অংশ লইয়া সৈন্যগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। ফার্ণাও কাহাকেও প্রথমে অংশ দেন নাই। তাহাতে সৈন্যগণ বিদ্রোহী হইয়া দমন নগর আক্রমণ করে। এই অতর্কিত আক্রমণে নগরবাসী সকলেই মহাবিপদগ্রস্ত হইয়াছিল। সেই অবাধ্য সৈন্যগণ শত শত নগরবাসীর প্রাণসংহার ও তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব লুটিয়া লইল এবং পর্ত্তুগীজজয়-পতাকা তুলিয়া ফেলিয়া তাহার স্থানে এক কৃষ্ণপতাকা উড়াইয়া দিল। এ সময় মিরান্দা স্থলে নামিলেই প্রাণ হারাইতেন। অবশেষে তিনি আর রক্ষার উপায় নাই দেখিয়া সৈন্যদিগকে লুটের অংশ সমভাগে বিভাগ করিয়া দিতে সম্মত হইলেন। তাহাতে তাহারা শান্ত হইল।

* সরকোটা দ্বীপ দমন নগরের ৭৷৹ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত।

কাণাড়া উপকূলে বার্শিলোর বন্দর। বহুপূর্ব্বকাল হইতে এই স্থান বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। এখানে অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলমান বণিক বাস করিতেন। ফ্রান্সিস্কো-ডি-মেলো-সাম্পয়ো নামে এখানে একজন দুর্গাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি কেবল অর্থশোষণ ও আমোদ প্রমোদে মন দিয়াছিলেন। একদিন মুসলমান-পর্ব্বোপলক্ষে সুবিধা পাইয়া মুসলমানেরা তাহাকে আক্রমণ করিলেন। পর্ত্তুগীজ অধ্যক্ষ চরমুখে সংবাদ পাইয়া পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত ছিলেন, বিদ্রোহের পূর্ব্বেই তিনি বিদ্রোহি-নায়ককে বিনাশ করেন, তাহাতে মুসলমানেরা নিকটবর্ত্তী তুলুবরাজের আশ্রয় লইল। তুলুবরাজের সাহায্যে ৫০০০ লোক মিলিত হইয়া বার্শিলোর আক্রমণ করিল ও অগ্নি দিয়া নগরের প্রধান প্রধান স্থান পুড়াইয়া দিল। পর্ত্তুগীজপ্রতিনিধি বহুসংখ্যক সৈন্য পাঠাইয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিলেন। এবার পর্ত্তুগীজদিগের ভীষণ অত্যাচারে কাণাড়া-উপকূল প্রায় জনশূন্য হইয়াছিল।

১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে জেসুইট খৃষ্টানেরা পর্ত্তুগীজ-প্রতিনিধির আশ্রয়ে সালসেটী দ্বীপে খৃষ্টানধর্ম্ম প্রচার করিতে যায়। এবারও ধর্ম্মপ্রচার করিতে গিয়া দ্বীপবাসীদিগের সহিত বিবাদ উপস্থিত হয়। অনেক স্বধর্ম্ম-অনুরাগী এই বিবাদে প্রাণ বিসর্জ্জন করিল। জেসুইটেরা বহুসংখ্যক মন্দির ধূলিসাৎ করিয়া সেই স্থানে অনেক গির্জ্জা তুলিয়া দেন।

মালু আদিল শাহ পুত্র পরিবারের সহিত গোয়ায় বন্দী ছিলেন। এখানেই পর্ত্তুগীজদিগের দুর্ব্যবহারে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্র কাফু খাঁ এতদিন গোয়াতে পর্ত্তুগীজদিগের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। ইব্রাহিম্ আদিল শার অত্যাচারে বিরক্ত হইয়া বিজাপুরের প্রজাগণ কাফু খাঁকে রাজা দিবার চেষ্টা করেন। এই সময় আদিল শাহের এক সেনাপতি লড়বা খাঁ পর্ত্তুগীজ অধ্যক্ষ দিওগো-লোপেজ-বরামকে উৎকোচে বশীভূত করিয়া কাফু খাঁকে মুক্ত করিয়া আনেন। কাফু খাঁ মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, তিনিই রাজা হইবেন, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক লড়বা খাঁ আদিল শাহের মনস্তুষ্টির জন্য নিরীহ কাফু খাঁর চক্ষুদ্বয় উৎপাটন করিয়া ফেলিলেন। পর্ত্তুগীজ-রাজপ্রতিনিধি

এই দারুণ সংবাদ পাইয়া উৎকোচগ্রাহী সেনাধ্যক্ষকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন।

এই সময় কোচিনরাজ পর্ত্তুগীজগণের কূটনীতির বশীভূত হইয়া রাজ্যের সমুদয় শুল্ক আদায়ের ভার পর্ত্তুগীজদিগের হস্তে অর্পণ করিলেন। উহাতে কোচিনের সমস্ত প্রজা বিদ্রোহী হইয়া প্রাণপণে স্বাধীনতা রক্ষায় অগ্রসর হইল। এসময়ে বহুসংখ্যক পর্ত্তুগীজ বিনষ্ট হইয়াছিল। কোচিনরাজও মহা বিপদে পড়িয়াছিলেন। শেষে গোয়া হইতে বহু পর্ত্তুগীজ-সৈন্য আসিয়া বিদ্রোহ নিবারণ করে। এই সময় শম্ভোড়ের নায়কও পর্ত্তুগীজদিগের হাতে যথেষ্ট নিগ্রহভোগ করিয়াছিলেন।

ডম্ দুয়ার্ত্তে-ডি-মেনেজিস্।

১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে ডম্ দুয়ার্ত্তে রাজপ্রতিনিধি হইয়া আসিলেন। তিনি প্রথমেই কোচিনের প্রজাদিগকে শান্ত করিতে উদ্যোগী হইলেন। কএকজন সম্ভ্রান্ত নগরবাসীকে শুল্ক আদায়ের তত্ত্বানুসন্ধান করিবার ভার দিলেন। পরে নিজে কোচিনে আসিয়া প্রজাদিগের ইচ্ছা-পূরণ করিলেন।

তিনি গোয়ায় ফিরিয়া আসিয়া দস্যুদলপতি শম্ভোড়ের নায়ককে দমন করিতে অগ্রসর হইলেন। এই সময়ে আদিল শাহ স্থলপথে নায়ককে শাসন করিবার জন্য পণ্ডার সুবাদার রোস্তি খাঁর অধীনে ৪০০০০ সৈন্য পাঠাইলেন। এদিকে তাঁহাদের সুবিধার জন্য পর্ত্তুগীজেরা জলপথে নায়ককে আক্রমণ করিল, দুইদিকের আক্রমণে নায়ক পরাজিত হইল, অধিকাংশ দস্যুপতি গোলার আঘাতে ধরাশায়ী হইল। শেষে নায়ক অনুনয় বিনয় করিয়া উভয় পক্ষের সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন।

ডম্ দুয়ার্ত্তে শাসনকর্ত্তা হইলেও তাঁহার খুল্লতাত-রাই-গন্‌সালভেস্-ডি-কামারাই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। এ সময়ে অনেক কার্য্যই তাঁহার হুকুমে চলিত। তিনি সামরীরাজের অধিকারভুক্ত পোনানি নামক স্থানে দুর্গনির্ম্মাণের ইচ্ছা করিলেন ও তজ্জন্য সামরীরাজকে উপযুক্ত স্থান দেখাইয়া দিবার জন্য বলিয়া পাঠাইলেন। সামরীরাজ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। তিনি পর্ত্তুগীজ-দূতকে বলিয়া দিলেন যে, তাঁহার ব্রাহ্মণেরা ভাল দিন পাইতেছেন না, সেই জন্য তাঁহার যাওয়া হইতেছে না। ধূর্ত্ত পর্ত্তুগীজ-সেনাপতি ব্রাহ্মণদিগকে উৎকোচ দিয়া শীঘ্রই শুভদিন বাহির করিলেন। অগত্যা সামরীরাজ আসিয়া দুর্গোপযোগী স্থান দেখাইয়া দিতে বাধ্য হইলেন। দুর্গ নির্ম্মিত হইল। তাহাতে পর্ত্তুগীজদিগের চারিদিকে লুটপাটের সুবিধা হইল।

১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে ডম্ হিরোম্-কুটিন্‌হো গোয়ায় সর্ব্বোচ্চ আদালত স্থাপনের জন্য রাজাদেশ লইয়া উপস্থিত হইলেন।

এই সময় ইংরাজরাজের পক্ষ হইতে সর্ ফ্রান্সিস্ ড্রেক্ জলপথ আবিষ্কারে নিযুক্ত হন। ভারত হইতে একখানি পর্ত্তুগীজ জাহাজ আজোর্সের নিকট তাঁহার করতলগত হয়। ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ইংরাজ ও অপর বিদেশীয় য়ুরোপীয়-গণের বিশ্বাস ছিল যে, পর্ত্তুগীজদিগের মত নৌযোদ্ধা ও তাহাদের মত যুদ্ধজাহাজ অপর কোন জাতির নাই; কিন্তু ড্রেক্ সাহেব এখন সেই জাহাজখানি লুটিয়া বুঝিলেন যে পর্ত্তুগীজেরা সেরূপ নৌযোদ্ধাও নহে, অথবা তেমন জাহাজও প্রস্তুত করিতে জানে না। তিনি সেই জাহাজে প্রায় ১০ লক্ষ টাকার সামগ্রী পাইয়াছিলেন। তদ্দৃষ্টে ইংরাজগণের ভারতের উপর সর্ব্বপ্রথম লোভ পড়িল। ওলন্দাজেরা সেই জাহাজ লুটের সংবাদ প্রথমেই পাইয়াছিল। এখন তাহারা ভারতে বাণিজ্য করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। সেই সঙ্গে পর্ত্তুগীজদিগেরও পড়তা ফিরিল।

ডম্ দুয়ার্ত্তে মেনেজিসের সময় মলাক্কা দ্বীপ ও সিংহলে পর্ত্তুগীজদিগকে যথেষ্ট কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। এই সময় ঐ সকল দ্বীপের রাজা পর্ত্তুগীজ ধ্বংসের আয়োজন করিয়াছিলেন। বহু যুদ্ধের পর বহু ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পর্ত্তুগীজ প্রতিনিধি সম্ভ্রম রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তৎকালে কোচিনরাজ নানা প্রকারে সাহায্য করিয়া সিংহলের পর্ত্তুগীজদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

১৫৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতীয় বাণিজ্য পর্ত্তুগালরাজের একচেটিয়া ছিল; কিন্তু ঐ বর্ষে এক দল সম্ভ্রান্ত পর্ত্তুগীজ বণিককেও বাণিজ্য করিবার অধিকার দেওয়া হয়, এই দলের নাম Companha Portugueza das Indias Orientas অর্থাৎ পূর্ব্বভারতীয় পর্ত্তুগীজ-সমিতি; কিন্তু সমিতি অধিকদিন স্থায়ী হয় নাই। ইহারা বাণিজ্য করিতে গেলে গোয়াবাসী সকলেই ইহাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া উঠে। রাজপ্রতিনিধিও গোপনে ইহাদের স্বার্থনাশের চেষ্টায় থাকেন। কাজেই অল্পদিন মধ্যে এই সমিতির অস্তিত্ব লোপ পায়।

১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে মে মাসে, ডম্ দুয়ার্ত্তে সিংহল-জয়ের সংবাদ পাইবার পরই কালগ্রাসে পতিত হইলেন। ইহার শাসনকালে সমস্ত ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ পর্ত্তুগালের শাসনে আনিবার চেষ্টা হয়, তাহাতেই ভারতীয় বাণিজ্যলব্ধ অধিকাংশ আয়ই ব্যয়িত হয়।

ডম্ দুয়ার্ত্তের পর মানুএল্-ডি-সুসা কুটিন্‌হো গোয়ার শাসনভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহার শাসনকালে ভারতসমুদ্রে অনেক বাধা বিঘ্ন ঘটিলেও পর্ত্তুগীজদিগের সহিত ভারতবাসীর কোনরূপ সংঘর্ষ হয় নাই।

মথিয়াস্-ডি আল্‌বুকার্ক।

১৫৯০ খৃষ্টাব্দে মথিয়াস্ রাজপ্রতিনিধি হইয়া লিস্‌বন্ হইতে যাত্রা করেন। ১৫৯১ খৃষ্টাব্দে মে মাসে, তিনি গোয়ায় আসিয়া শাসনভার লইলেন। পূর্ব্বে অনুকূল ঋতু না আসিলে কেহ পর্ত্তুগাল হইতে জাহাজ ছাড়িত না; কিন্তু মথিয়াস্‌ই সর্ব্বপ্রথম অসময়ে জাহাজ চালাইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে ভারতে উপস্থিত হন। সিংহলের রাজগণ খৃষ্টানদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, শাসনভার গ্রহণ করিয়াই মথিয়াস্ বহু নৌবল পাঠাইয়া তাহার প্রতিবিধান করিলেন।

১৫৯১ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ জেসুইটদিগের তোষামোদে সামরীরাজ তাঁহার রাজ্যমধ্যে খৃষ্টানদিগকে গির্জ্জা নির্ম্মাণের আদেশ দেন।

১৫৯২ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজদিগের অত্যাচারে সন্বিতজ্ঞ করিয়া মুসলমানেরা চেউল আক্রমণ করিল। ইহাদের সেনাপতি পূর্ব্বে পর্ত্তুগীজদিগের অধীনে কর্ম্ম করিত ও তাহাদের রণকৌশল জানিত। সুতরাং তাহার নির্দ্দেশমত মুসলমানেরা পর্ত্তুগীজদিগকে আক্রমণ করিলে তাহাদের যথেষ্ট ক্ষতি ও সমূহ বিপদ্ উপস্থিত হয়। যাহারা চেউল নগর রক্ষার্থ উপস্থিত ছিল, তাহাদের অধিকাংশই মুসলমানের শাণিত কৃপাণাঘাতে প্রাণ হারাইয়াছিল। শেষে বসাঁই, গোয়া প্রভৃতি নানাস্থান হইতে বহুসংখ্যক পর্ত্তুগীজ যোদ্ধা আসিয়া মুসলমানদিগকে পরাজয় করে। পরাজিত হইয়া মুসলমান সেনাপতি ফরিদ খাঁ ও তাঁহার কন্যা কাথলিক ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। এখন খৃষ্টান হইয়া ফরিদ পর্ত্তুগাল যাত্রা করিলেন।

১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে জোয়াঁও-ডি-সালদানা গোয়ার আর্কবিশপ হইয়া আসিলেন। তিনি রাজপ্রতিনিধির সহিত মিলিত হইয়া খৃষ্টীয়-ধর্ম্ম প্রচারে মনোযোগ দেন। পর্ত্তুগীজ ধর্ম্মপ্রচারকগণও নানাস্থানে আপনাদের ধর্ম্মপ্রচার ও লোকদিগকে ভুলাইয়া আনিবার অভিপ্রায়ে স্থানে স্থানে ছোট খাট দুর্গ নির্ম্মাণ করাইলেন। তন্মধ্যে সোলরের দুর্গই প্রধান। খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকেরা সুবিধা পাইয়া অনেককে ছলে বলে ভুলাইয়া আনিয়া খৃষ্টান করিতে লাগিলেন। তাহাতে অনেক হিন্দু ও মুসলমান মহাবিরক্ত হইয়া কএকজন পাদ্রীকে মারিয়া ফেলে। তাহাতে পর্ত্তুগীজ যোদ্ধৃগণ যাজকদিগের সহ মিলিত হইয়া নগর গ্রাম দগ্ধ করিয়া নিরীহ লোকের প্রতি যে কি অত্যাচার করিয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। পোপের আদেশ ছিল যে, দণ্ডবিধাতৃগণ কেবল স্বধর্ম্মদ্রোহী খৃষ্টানদিগের ও ইহুদীদিগের শাস্তিবিধান করিবেন; কিন্তু গোয়ার আর্কবিশপের অধীনে দণ্ডবিধাতৃগণ (Inquisitors) হিন্দু ও মুসলমানদিগের উপরও ধর্ম্মের নামে উৎপীড়ন আরম্ভ করিল। কেহ কেহ বলেন, ধর্ম্মের নামে এই অনর্থকরী উৎপীড়ন ও অত্যাচারই ভারতীয় পর্ত্তুগীজদিগের অধঃপতনের অন্যতম কারণ।

ডন্ ফ্রান্সিস্কো-দা-গামা।

১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে মে মাসে, ডন ফ্রান্সিস্কো-দা-গামা (Conde-de Vidigueira) রাজপ্রতিনিধি হইয়া আসিলেন; তিনি কিছু বেশী অহঙ্কারী ছিলেন। কাহাকেও ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। সেই জন্য সকলেরই অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। তিনি আপনার অকর্ম্মণ্য আত্মীয়দিগকে উচ্চপদে নিযুক্ত করিয়া নিন্দনীয় হইয়াছিলেন।

ইতিপূর্ব্বে হইতেই ওলন্দাজেরা ভারতে বাণিজ্য করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহাদের পক্ষ হইতে ভারতের অবস্থা ও ভারতীয় বাণিজ্য বিষয় জানিয়া লইবার জন্য লিন্‌সোটেনকে পাঠাইয়া দেন। লিন্‌সোটেন গোয়ার আর্কবিশপের দলে মিশিয়া তাঁহারই জাহাজে ভারতে আগমন করেন। বণিকদিগের পক্ষে কোন দেশ সম্বন্ধে যাহা যাহা জানা আবশ্যক, লিন্‌সোটেন সমস্তই জানিয়া গিয়াছিলেন। ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি দেশে প্রত্যাগমন করেন এবং ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ভ্রমণ ও ভারতের বাণিজ্য-বিষয় লইয়া তিনি একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাহা হইতে ওলন্দাজেরা সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইয়া ভারতউপকূলে উপস্থিত হয়েন। ওলন্দাজের বাণিজ্যচেষ্টা দেখিয়া এই সময়ে স্পেনরাজ ফিলিপও ওলন্দাজদিগের বিষয় সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিতে আদেশ করেন।

ইংরাজেরাও এই সময়ে রাণী এলিজাবেথের আদেশ লইয়া স্বদেশীয় দ্রব্য বিনিময়ে বিদেশীয় মালপত্র আমদানী করিবার চেষ্টা করেন।

১৬০১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ কাপ্তেন লাঙ্কেষ্টার ভারত মহাসাগরে উপস্থিত হইয়া আচিনে বাণিজ্য-কুঠী করিবার প্রথম আদেশ পান। আচিনরাজের উৎসাহে ইংরাজেরা ও তৎপূর্ব্বে ওলন্দাজেরা পর্ত্তুগীজ বাণিজ্যপ্রভাব নষ্ট করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। পর্ত্তুগীজদিগের নানা উৎপীড়নে ও ধর্ম্মের ভাণকারী দণ্ডবিধাতৃগণের (Inquisitors) অতি জঘন্য নিগ্রহে প্রজাসাধারণে পর্ত্তুগীজদিগের উপর মর্ম্মান্তিক বিরক্ত হইয়াছিল। এখন দেশীয় বণিকগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ইংরাজ ও ওলন্দাজের পক্ষ লইলেন। বাণিজ্যের সুবিধা বুঝিয়াই বিলাত হইতে বহু বাণিজ্য-জাহাজ ভারতাভিমুখে আসিতে লাগিল।

এই সময় আর এক দস্যুদলপতি পর্ত্তুগীজদিগের মহাশত্রু

হইয়া উঠে। এই জলদস্যুর নাম খাঁ আলী। প্রথমে সামরীরাজ ইহাকে উৎসাহদান করেন। ক্রমে সে আপন বাহুবলে সামরীরাজের অধীন মলবারের অনেক স্থান অধিকার করিয়া বসিল এবং আপনাকে 'ভারতীয় সমুদ্রের অধিপতি' ও 'মুসলমানধর্ম্মের পুনরুদ্ধারকারী' বলিয়া ঘোষণা করিল। এখন সামরীরাজ দস্যুর মন্দ অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া পর্ত্তুগীজদিগের সহিত মিলিত হইয়া খাঁ আলীর নিপাতনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দুইটী প্রবলশক্তি একত্র হইয়া বহুবার যুদ্ধ করিলেও প্রথমে মুসলমান-দস্যুকে শাসন করিতে সক্ষম হইলেন না। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে, সেই দস্যুপতি "পর্ত্তুগীজধ্বংসী" এই উপাধি গ্রহণ করিল। মহাবিক্রমে যুদ্ধ করিয়া পর্ত্তুগীজদিগকে নিজ অধিকার হইতে তাড়াইয়া দিল। পর্ত্তুগীজেরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল, পরে তাহারা পুনরায় সামরীরাজের সহিত মিলিত হইয়া নানাদিক্ হইতে খাঁ আলীকে আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিল। এবার খাঁ আলীর পক্ষীয় বহুসংখ্যক যোদ্ধা নিহত হইল। খাঁ আলী ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়িল। এখন দস্যুপতি সামরীরাজার নিকট বহু উপহার পাঠাইয়া তাহার ও স্বদলের রক্ষার জন্য নিতান্ত অনুনয় জানাইল। সামরীরাজ দস্যুপতির কথায় কর্ণপাত করিলেন না। নায়রসৈন্য লইয়া তিনিও খাঁ আলীর দুর্গধ্বংসে প্রবৃত্ত হইলেন। আর উপায় নাই দেখিয়া খাঁ আলী আত্মসমর্পণ করিলে, সামরীরাজ তাহার প্রাণরক্ষা করিবেন, এরূপ অভয় দিলেন; কিন্তু পর্ত্তুগীজেরা তাহাকে বন্দী করিয়া রাখিবে বলিয়া গোয়ায় আনিল। এখানে দস্যুপতি রাজদ্রোহ, দস্যুবৃত্তি ও খৃষ্টানদ্রোহিতার অপরাধে সদলে নিহত হইল। পরে, তাহার সাধের দুর্গটীও ধূলিসাৎ করা হইল।

১৬০০ খৃষ্টাব্দে আয়রস্-দা-সালদান্হা ফ্রান্সিস্কোর স্থানে রাজপ্রতিনিধি অভিষিক্ত হইলেন। পূর্ব্ব হইতে সকলে ফ্রান্সিস্কোর উপর বিরক্ত ছিল। এখন নূতন রাজপ্রতিনিধি আসিলে, তাঁহার উৎসাহে পর্ত্তুগীজ-রাজপুরুষগণ ফ্রান্সিস্কো-দা-গামার সহিত অন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন ও বিশেষরূপে তাঁহাকে অপমানিত করিলেন। তাঁহার সমক্ষে সকলে ভাস্কো-দা-গামার প্রতিমূর্ত্তি দগ্ধ করিল। তাঁহার অবৈধ-আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহারা শেষে তাঁহার প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করিতেছিল। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া অনুকূলবায়ুতে জাহাজ চালাইয়া ৫ মাসের মধ্যে পর্ত্তুগাল পৌছিলেন। ফলে তিনি বহু কষ্ট পাইয়া আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ফ্রান্সিস্কোর শাসনকালে ও তাঁহার পরেও বাঙ্গালার সমুদ্রকূলবর্ত্তী স্থানসমূহে পর্ত্তুগীজেরা ভীষণ উৎপাত আরম্ভ করিয়াছিল।

পর্ত্তুগীজদিগের 'আর্মেডা' (Armada) বা রণতরীর নাম শুনিলে বঙ্গবাসী ভীত ও চমকিত হইত। বঙ্গবাসীর নিকট সেই সকল ভয়ানক রণতরী 'হারামদ' বা 'হার্ম্মদ' নামে খ্যাত ছিল।* পর্ত্তুগীজেরাই বাঙ্গালীর নিকট 'ফিরিঙ্গী' ও চট্টগ্রামীর নিকট 'প্রতকীচ্' † নামে খ্যাত ছিল। গঙ্গার মোহানায় অবস্থিত শণদ্বীপ প্রভৃতি অনেক স্থান এই পর্ত্তুগীজদস্যুগণ অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। প্রথমে এ সকল স্থান 'ফিরাঙ্গির দেশ' বলিয়া কথিত হইত। ঐ সকল ফিরাঙ্গিরা সময়ে সময়ে বঙ্গদেশের শান্তিময় পল্লিতে প্রবেশপূর্ব্বক ভীষণ নিগ্রহ দ্বারা হিন্দুসমাজের নানা প্রকারে সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহাদের উৎপাতে কত শত উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণ-সন্তান জাতিকুলমান বিসর্জ্জন দিয়াছে, রাঢ়ীয়-ব্রাহ্মণদিগের প্রাচীন মেলগ্রন্থ হইতে তাহার কতক কতক আভাস পাওয়া যায়।

মগরাজ পর্ত্তুগীজদিগের সাহায্যে ক্রমশঃই দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিলেন। এদিকে পেগুর অধিপতি বঙ্গোপসাগর হইতে প্রশান্তমহাসাগরের তীরবর্ত্তী সমুদয় স্থান আক্রমণ করিয়া বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য স্থাপনে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

আয়রস্-ডি-সালদান্হা।

সালদান্হার শাসনকালে পর্ত্তুগীজেরা আরাকানে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। সাল্ভাডোর-রিবিরো-ডি-সুজা (Salvador Ribeiro de Sousa) নামে এক পর্ত্তুগীজ সৈনিক রোসাঙ্গ (আরাকান)-রাজের অধীনে কার্য্য স্বীকার করে। ক্রমে সে আরাকানী সৈন্যের অধ্যক্ষতা লাভ করিয়াছিল। পরে লিস্‌বন্‌বাসী ফিলিপ্ ডি-ব্রিটো-ই-নিকোটি নামে আর এক ব্যক্তি আসিয়া ডি-সুজার সহিত যোগদান করিলে, তাহাদের প্রভাবে ক্রমে ক্রমে বহু পর্ত্তুগীজ আসিয়া আরাকানে আশ্রয়লাভ করিল। আরাকানরাজ তাহাদের সাহায্যে পেগুর সিংহাসনলাভ করেন, তজ্জন্য তিনি পর্ত্তুগীজদিগকে (রেঙ্গুণ জেলার মধ্যবর্ত্তী) সিরিয়াম্ বা থমলিএং নামক বন্দর প্রদান করেন। পরে নিকোটীর উত্তেজনায় আরাকানরাজ নদীর মুখে এক শুল্কগৃহ (Custom-house) নির্ম্মাণ করাইলেন। বনদলা নামে এক ব্যক্তি তাহার কর্ত্তৃত্ব পাইলেন। তিনি পর্ত্তুগীজদিগের দুরভিসন্ধি জানিতেন, সেই জন্য বেল্‌চিওর নামক একজন খৃষ্টান-যাজক (Dominican friar) ব্যতীত আর কোন পর্ত্তুগীজের প্রবেশ নিষেধ করিয়া দিলেন।

* "ফেরাঙ্গির দেশখান বাহে কর্ণধারে।
রাত্রিদিন বাহে ডিঙ্গা হারামদের ডরে॥ (কবিকঙ্কণের চণ্ডী)

† "কামরিত কাসমানী, চোজুনার মহরাণী,
নানা জাতি আর প্রতকীচ॥" (আলোয়ালের পদ্মাবতী।)

তাহাতে পর্ত্তুগীজেরা সকলেই উত্তেজিত হইল। নেকোটি অপরাপর পর্ত্তুগীজসেনানায়কগণের সহযোগে একদিন হঠাৎ বনদলাকে তাড়াইয়া শুল্কগৃহ দখল করিয়া লইল। পরে দিয়ানের বৌদ্ধমন্দির লুটিয়া তাহারা বিস্তর অর্থ পাইল ও তদ্দ্বারা আপনাদের দলপুষ্টি করিল। আরাকানরাজ প্রথম কার্য্যের জন্য নিকোটির উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু নিকোটি রাজাকে অনেক ভাবী আশায় প্রলুব্ধ করিয়া বরং রাজার আরও প্রিয় হইয়া উঠিলেন, আরাকানরাজ নিকোটির ইচ্ছামত উক্ত শুল্কগৃহ দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত রাখিতে আদেশ করেন।

এখানে দুর্গ নির্ম্মাণ আরম্ভ হইলে, নিকোটি পর্ত্তুগীজ-রাজপ্রতিনিধির অনুগ্রহলাভাশায় সাল্‌ভাডোরের উপর দুর্গরক্ষার ভার দিয়া, গোয়ায় রাজপ্রতিনিধিকে ঐ দুর্গ প্রদান করিতে আসিলেন। পথে নিকোটি কএকজন রাজার সহিত দেখা করেন এবং আশা দেন যদি তাঁহারা পর্ত্তুগীজ রাজপ্রতিনিধির সহিত যোগদান করেন, তাহা হইলে তাঁহারা অনায়াসেই বঙ্গ অথবা পেগু অধিকার করিতে পারিবেন। তাহার মুখে এইরূপ মনোমুগ্ধকর বাক্য শুনিয়া অনেক রাজাই তাহার সহিত গোয়ায় দূত পাঠাইয়াছিলেন।

নিকোটির আরাকান-পরিত্যাগের পরই আরাকানরাজ পর্ত্তুগীজদিগের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন। অবিলম্বে তিনি পর্ত্তুগীজদিগকে তাঁহার রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিবার আদেশ প্রচার করিলেন ও পর্ত্তুগীজ সৈন্যদিগকে দমন করিবার জন্য বনদলার অধীনে ৬০০০ সৈন্য পাঠাইলেন। প্রোমের রাজাও সৈন্য পাঠাইয়া আরাকানরাজের সাহায্য করিলেন। কিন্তু সাল্‌ভাডোর সসৈন্যে দুর্গমধ্য হইতে যেরূপ ক্ষিপ্র গোলাবর্ষণ করিয়াছিল, তাহাতে কেহই তাহার সম্মুখীন হইতে সাহসী হয় নাই। পর্ত্তুগীজেরা রাত্রিকালে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিয়া আরাকানী সৈন্যদিগকে পরাস্ত করিল। এই সময় হইতে সেই দুর্দ্ধর্ষ ও পিশাচরূপ পর্ত্তুগীজেরা আরাকানবাসীর উপর দারুণ অত্যাচার আরম্ভ করে। ক্রমে জলপথে যাত্রা আরও অনর্থকর ও বিপজ্জনক হইয়া উঠিল। বনদলা পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়াও পর্ত্তুগীজদিগের কিছুই করিতে পারিলেন না। শত শত আরাকানী পোত পর্ত্তুগীজদিগের হস্তে বিধ্বস্ত হইল।

১৬০২ খৃষ্টাব্দে সাল্‌ভাডোর রিবেরোঁ সসৈন্যে কামলঙ্কা আক্রমণ করে, তাহাতে জলে ও স্থলপথে কামলঙ্কার যথেষ্ট ক্ষতি হইল। কামলঙ্কারাজ মহাসিংহ ঐ যুদ্ধে নিহত হইলেন। কামলঙ্কারাজ পরাজিত হইলে পেগুর অধিবাসিগণ পর্ত্তুগীজদিগকে মহাভয় ভক্তি করিতে লাগিল। এই সময় তথাকার প্রায় ২০০০ লোক রিবেরোঁর অধীনে কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছিল। এখন রিবেরোঁ কামলঙ্কার সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন।

রড্‌রিগো-আল্‌বরেস্-ডি-সেকুইরা এখন সিরিয়ামের দুর্গাধিপতি হইলেন।

এ দিকে নিকোটি গোয়ায় গিয়া পর্ত্তুগীজরাজপ্রতিনিধির প্রীতিভাজন হইলেন। এমন কি পর্ত্তুগীজপ্রতিনিধি যবদ্বীপীয় রমণীর গর্ভজাত তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্রীর সহিত নিকোটির বিবাহ দিলেন ও তাহাকে 'সিরিয়ামের দুর্গাধ্যক্ষ ও পেগুজয়ের প্রধান সেনাপতি' এই উপাধি প্রদান করিলেন।

নিকোটি সিরিয়ামে ফিরিয়া আসিয়া, এখানে দুর্গ-সংস্কার, গির্জ্জা-স্থাপন ও আরাকানরাজকে বহু উপহার প্রেরণ করিলেন। তৎপরে এই আদেশ প্রচার করিলেন যে, এ দিকে যে কোন বাণিজ্য জাহাজ আসিবে, তাহাকে এই শুল্কগৃহ হইয়া যাইতে হইবে। ইহাতে পর্ত্তুগীজদিগের যথেষ্ট অর্থাগম হইতে লাগিল। এখন আরাকানরাজ ঐ শুল্কগৃহ দখলের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া পর্ত্তুগীজেরা আরাকানী পোত সকল লুট করিতে লাগিল। পেগুরাজপুত্রগণ আরাকানী সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া পর্ত্তুগীজদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু পর্ত্তুগীজদিগের কুটযুদ্ধে তাঁহারা বারম্বার পরাজিত হইয়াছিলেন। আরাকান ও প্রোমরাজ পরাজিত হইলে ব্রহ্মের আর কোন রাজা পর্ত্তুগীজদিগের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন না। এখন পর্ত্তুগীজেরা নিশ্চিন্ত হইয়া প্রভূত অর্থসঞ্চয় করিতে লাগিল। সাল্‌ভাডোর রিবেরোঁ নিকোটির হস্তে শাসনভার অর্পণ করিয়া স্বদেশ যাত্রা করিলেন। এই সময় হইতে আরাকান ও পেগুর মধ্যস্থিত সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী স্থান ও বঙ্গোপসাগরস্থিত অনেক ক্ষুদ্র দ্বীপ 'ফিরাঙ্গির মুলুক' বা 'ফিরিঙ্গির দেশ' বলিয়া গণ্য হইয়াছিল।

১৬০৫ খৃষ্টাব্দে মার্টিম্ আফন্সো-ডি-কাষ্ট্রো রাজপ্রতিনিধি হইয়া আসিলেন। এই সময়ে ওলন্দাজেরা ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। তাঁহারা পর্ত্তুগীজদিগের হস্ত হইতে ভারত মহাসাগরীয় অনেক দ্বীপের বাণিজ্যাধিকার কাড়িয়া লইল। এই কারণে ওলন্দাজগণের সহিত যুদ্ধ বাঁধে।

আফন্সোর মৃত্যু হওয়ায়, তাঁহার স্থানে গোয়ার আর্কবিশপ ডম্ আলেক্সো-ডি-মেনেজিস্ ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ ভারতের শাসনকর্ত্তা হইলেন। ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার স্থানে ডম্ জোয়াঁও পেরিরা ফ্রোজাস্ (Conde-de Feyra) পর্ত্তুগাল হইতে রাজপ্রতিনিধি হইয়া আসিলেন।

ইতিপূর্ব্বে নিকোটি আরাকানরাজের এক পুত্রকে বন্দী রাখিয়াছিলেন। তাঁহার মুক্তির জন্ত আরাকানরাজ অনেক চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নিকোটি এ সম্বন্ধে গোয়ার রাজ-প্রতিনিধির অভিপ্রায় জানিতে চাহেন। প্রতিনিধি কোন প্রকার অর্থ না লইয়া আরাকান-রাজকুমারকে ছাড়িয়া দিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু নিকোটির তাহা ভাল বোধ হইল না। তিনি রাজকুমারের মুক্তির জন্ত ৫ লক্ষ মুদ্রা চাহিয়া বসিলেন। তাহাতে আরাকানরাজ নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইলেন ও তৌঙ্গু-রাজের সহিত মিলিত হইয়া নিকোটিকে আক্রমণ করিলেন। এই যুদ্ধে আরাকানরাজই পরাস্ত হইলেন। প্রতিশোধ লইবার জন্ত আরাকানরাজ বহুসংখ্যক কাথলিক খৃষ্টানগণকে ধরিয়া বন্দী করেন ও তাহাদিকে যথেষ্ট কষ্ট দেন। অবশেষে পুনঃ পুনঃ আক্রমণে বলহীন হইয়া পর্ত্তুগীজেরা সিরিয়াম দুর্গ সমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। জয়দর্পে গর্ব্বিত আরাকানী জাহাজও এই সময় ফিরিয়া আসিতেছিল। কলে-কৌশলে পর্ত্তুগীজেরাই শেষে আরাকানী রণপোত বিধ্বস্ত করিয়া জয়লাভ করিল।

নিকোটির সর্ব্বত্র বিজয়সংবাদে ব্রহ্মদেশের নৃপতিবর্গ তাঁহার সহিত মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হইবার জন্ত উৎসুক হইলেন। এমন কি মার্ত্তাবানরাজ নিকোটির পুত্রের সহিত আপনার কন্তার বিবাহ দিয়া সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন। এই মার্ত্তাবান্-রাজের সাহায্যে নিকোটি প্রোমরাজকে পরাজয় ও বন্দী করেন। তখন প্রোমরাজ পর্ত্তুগালরাজের অধীনতা-পাশে আবদ্ধ ছিলেন, কিন্তু নিকোটি ধর্ম্মের উপর না চাহিয়া আপনার দস্যুবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্ত প্রোমরাজের বিপুল ধনরত্ন অপহরণ করিলেন।

১৬০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গে আর একজন পর্ত্তুগীজের উৎপাত আরম্ভ হইল, তাহার নাম সিবাষ্টিও-গঞ্জালিস্-তিবাও। লিস্‌বনের নিকট এক নগণ্য গ্রামে অজ্ঞাতকুলশীল এক নিম্ন লোকের ঘরে গঞ্জালিস্ জন্মগ্রহণ করে। এই ব্যক্তি কোনরূপে বাঙ্গালা দেশে আসিয়া সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে বিশেষ সুবিধা হইল না দেখিয়া সৈনিকবৃত্তি ছাড়িয়া লবণের ব্যবসা আরম্ভ করে। প্রথমেই সে এক জালিয়া বোটে লবণ লইয়া আরাকানে আসিল, কিন্তু সে সময়ে আরাকান-রাজ পর্ত্তুগীজদিগের উপর ক্রুদ্ধ থাকায় গঞ্জালিস্ অনেক কষ্টে প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। এবার সেও কতকগুলি দুষ্টলোক ও কএকখানি জাহাজ লইয়া আরাকান-উপকূলে দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করিল। এখানে তাহারা লুণ্ঠন দ্বারা যাহা পাইত তাহা বাটিকালিয়ার বন্দরে আনিয়া বিক্রয় করিত। এই দস্যু-দিগের উৎপাতে চট্টগ্রাম, আরাকান ও বাঙ্গালার উপকূলবাসী লোকগণ সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল। শণদ্বীপের রাজা ফতে খাঁ তাহাদিগকে দমন করিবার জন্ত রণপোতে বহু সৈন্ত লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করেন, কিন্তু সেই দুর্বৃত্তগণের নিকট শণদ্বীপরাজ পরাজিত ও বন্দী হন, তাঁহার বহু সৈন্ত পর্ত্তুগীজ-দস্যুর হাতে প্রাণ হারাইল। ফতে খাঁকে পরাজয় করিয়া দস্যুরা গঞ্জালিস্‌কে আপনাদের দলপতি করিলেন।

সিবাষ্টিও গঞ্জালিস্।

বাঙ্গালায় নানাস্থানে যে সকল পর্ত্তুগীজ ছিল, এখন তাহারা আসিয়া গঞ্জালিসের সহিত যোগ দিল। গঞ্জালিস্ এখন শণদ্বীপ অধিকারের চেষ্টা করিতে লাগিল। বাটী-কালিয়ার রাজাও অর্দ্ধেক রাজস্ব পাইবার আশায় পর্ত্তুগীজ-দিগের সহিত কএকখানি রণতরী ও দুই শত অশ্বারোহী পাঠাইয়া দিলেন।

১৬০৯ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে, গঞ্জালিস্ ৪০ খানি জাহাজ ও প্রায় ৪০০ পর্ত্তুগীজ সৈন্ত লইয়া শণদ্বীপ আক্রমণ করিল। ফতে খাঁর ভ্রাতা প্রায় সহস্রাধিক মুসলমানসৈন্ত লইয়া তাঁহাদের পতিরোধ করিলেন। ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া পর্ত্তুগীজেরা শ্রান্ত হইয়া পড়িল, তথাপি দ্বীপ অধিকার হইল না। ক্রমে তাহা-দের রসদ ফুরাইয়া আসিল। এই সময় স্পেনীয় জাহাজের কাপ্তেন গ্যাস্‌পার-ডি-পিনা আসিয়া তাহাদের অনুরোধে রাত্রি-কালে ৫০ জন যোদ্ধাসহ দ্বীপে নামিয়া ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড করিল। তাহাদের গভীর গর্জ্জনে ও অগ্নিবর্ষণে মুসলমানেরা আবার বহু সৈন্ত আসিয়াছে ভাবিয়া ভয়ে যুদ্ধে ক্ষান্ত দিল। অবিলম্বে গঞ্জালিস্ সদলে গিয়া দুর্গ অধিকার করিল।

শণদ্বীপ অধিকার করিয়া গঞ্জালিস্ প্রথমে সকল পর্ত্তুগীজ-কেই কিছু কিছু জমি দিলেন, পরে পুনরায় ঐ জমি কাড়িয়া লন, কিন্তু বাটিকালিয়া-রাজকে রাজস্বের অর্দ্ধেক দেওয়া দূরের কথা, কিছুই না দিয়া সে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে মনস্থ করিল।

গঞ্জালিস্ ক্রমে ধনী হইয়া পড়িল, ১০০০ পর্ত্তুগীজ, ২০০০ দেশী পদাতি, ২০০ অশ্বারোহী, ৮০ খানি জাহাজ ও বহু গোলা-গুলি তাহার করায়ত্ত হইল। এখন তাহারই প্রভাবে বাটি-কালিয়া-রাজের অধীন থবাস্‌পুর ও পাটিলাভাঙ্গা নামক দ্বীপদ্বয় পর্ত্তুগীজ অধিকারভুক্ত হইল। শণদ্বীপে নানাস্থান হইতে বাণিজ্যপোত আসিত, গঞ্জালিস্ এই সকল জাহাজ হইতে বহু শুল্ক আদায় করিত। এইরূপে শীঘ্রই সে সহায় সম্পত্তিতে নিকটবর্ত্তী রাজগণের সমকক্ষ হইয়া উঠিল।

এই সময় আরাকানরাজের সহিত তদীয় ভ্রাতার হস্তী লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহাতে রাজা আপনার ভ্রাতাকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেন। রাজভ্রাতা অনাপরম্ সপরি-

বারে ও ধনরত্নাদি সহ আসিয়া গঞ্জালিসের আশ্রয় লইলেন। গঞ্জালিস্ সুযোগমত তাঁহার ভগিনীকে বিবাহ করে ও গুপ্তভাবে বিষপ্রয়োগে বধসাধন করিয়া তাঁহার সমস্ত ধনসম্পত্তি কাড়িয়া লয়। ইহাতে অনাপরমের বিধবাপত্নী আরাকানরাজের নিকট অভিযোগ করেন। ধূর্ত্ত গঞ্জালিস্ তাঁহার মুখ বন্ধ করিবার জন্ত আপনার ভ্রাতা আণ্টোনিও তিবাওর সহিত তাঁহার বিবাহ দিবার চেষ্টা করে; কিন্তু বিধবা রমণী তাহার নীচপ্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। এদিকে আরাকানরাজ আসিয়া গঞ্জালিস্কে আক্রমণ করিলেন। অবশেষে গঞ্জালিস্ সন্ধি করিতে বাধ্য হইল ও হতভাগিনী বিধবা আরাকানরাজের আশ্রয় পাইল।

পর্ত্তুগীজদিগের ঈদৃশ উপদ্রবে উত্ত্যক্ত হইয়া মোগলেরা এই সময়ে ভুলুয়ারাজ্য আক্রমণের আয়োজন করিতেছিল। গঞ্জালিস্ আরাকানরাজের সহিত মিলিত হইয়া মোগলদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। কথা থাকে, মোগলদিগকে তাড়াইতে পারিলে অর্দ্ধেক ভুলুয়ারাজ্য গঞ্জালিস্ পাইবে। ইহার প্রতিভূস্বরূপ গঞ্জালিস্ আপন ভ্রাতুষ্পুত্র ও শণদ্বীপবাসী কএকজন পর্ত্তুগীজকে আরাকানরাজের নিকট রাখিয়াছিল।

আরাকানরাজ মোগলদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু গঞ্জালিস্ কথামত সাহায্য করিল না। আরাকানরাজ একাকী যুদ্ধ করিয়া পরাস্ত হইলেন ও শেষে চট্টগ্রামদুর্গে পলাইয়া আশ্রয় লইলেন। পরে গঞ্জালিস্ মোগলদিগের সহিত যুদ্ধের ভাণ করিয়া আরাকানী পোতাধ্যক্ষদিগের সহিত মিলিত হইল। একদিন সমস্ত পোতাধ্যক্ষকে আপনার জাহাজে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিল ও তাহাদের অধীনস্থ আরাকানী-পোত ও জাহাজগুলি লুটিয়া লইল। ইহাতেও দুর্বৃত্ত ক্ষান্ত হইল না। তরবারি ও অগ্নিপ্রয়োগে নিরীহ উপকূলবাসীদিগকে অতর্কিতভাবে বিনাশ করিতে লাগিল। ইহার পর গঞ্জালিস্ আরাকানে উপস্থিত হইয়া লোমহর্ষণ-কাণ্ড করিতে প্রবৃত্ত হইল। সুরম্য আরাকান-নগর তাহার দৌরাত্ম্যে হতশ্রী হইল, নানা বিদেশীয় জাহাজ দুরাত্মার হস্তগত হইল। এমন কি আরাকানরাজের স্বর্ণ ও গজদন্তখচিত একখানি অতি বৃহৎ জাহাজ দুরাত্মা নষ্ট করিয়া ফেলিল। এই বিশ্বাসঘাতকতা ও পৈশাচিক অত্যাচারে আরাকানরাজ নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া গঞ্জালিসের ভ্রাতুষ্পুত্রের হৃদয়ে শলাকাবিদ্ধ করিয়া গঞ্জালিস্ যাহাতে দেখিতে পায় এই অভিপ্রায়ে অতি উচ্চস্থানে ঝুলাইয়া দিলেন; কিন্তু তাহা দেখিয়াও নরপিশাচের পাষাণ হৃদয় গলিল না। ভ্রাতুষ্পুত্রের উদ্ধারের চেষ্টা না করিয়া দুর্বৃত্ত শণদ্বীপে চলিয়া আসিল।

এদিকে ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে আণ্ড্-কারভালো-মেন্দোশা পর্ত্তুগীজদিগের শাসনকর্ত্তা হইলেন। তাঁহার অমায়িকতায় ও সরল ব্যবহারে সকলেই তাঁহার অনুরক্ত হইল; কিন্তু বহুদিন আর তাঁহাকে কার্য্য করিতে হইল না। ১লা সেপ্টেম্বর, রাই-লোরেন্জো-ডি-তাবোরা পর্ত্তুগাল হইতে গবর্ণর হইয়া আসিলেন। যখন তাঁহার জাহাজ কিছু দূরে ছিল, তখন মেন্দোশা ওলন্দাজের জাহাজ আসিতেছে ভাবিয়া আক্রমণ করিবার জন্ত প্রস্তুত হইলেন।

এই সময় হইতে পর্ত্তুগীজদিগের গৌরবরবি মেঘাবৃত হইবার উপক্রম হইতেছিল। চেউলে মুসলমান থানাদার ও পর্ত্তুগীজদুর্গাধ্যক্ষের সহিত বিবাদসূত্রে ঘোরতর যুদ্ধ ঘটে। রাষ্ট্র হইল যে, ওলন্দাজেরা মুসলমানদিগের পক্ষ লইয়াছে। উভয়পক্ষের যুদ্ধে এবার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। তাহাতে ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা আণ্টোনিও কাভালো-ডি-মেন্দোশা ও পর্ত্তুগীজসেনানায়ক গঞ্জালো-ডি-আক্র প্রভৃতি প্রাণ হারাইয়াছিলেন।

১৬১১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা বাণিজ্য আশায় সুরাট বন্দরে উপস্থিত হন, কিন্তু পর্ত্তুগীজদিগের চেষ্টায় কেহ জাহাজ হইতে অবতরণ করিতে পারেন নাই। শেষে ১৬১২ খৃষ্টাব্দে ২৯এ নবেম্বর ইংরাজ-পোতাধ্যক্ষ সার্ হেন্‌রি মিড্‌ল্‌টনের সহিত পর্ত্তুগীজদিগের যুদ্ধ বাধিল। কিন্তু এ যুদ্ধে ইংরাজদিগের সুবিধা হয় নাই।

এই সময়ে মলবার উপকূলে ডম্ হেন্‌রিক্-ডি-নোরন্‌হার সহিত বেঙ্কটাপ্পা নায়কের যুদ্ধ বাধে, তাহাতে পর্ত্তুগীজদিগের অনেক ক্ষতি হইয়াছিল।

১৬১৩ খৃষ্টাব্দে পেগু প্রদেশস্থ পর্ত্তুগীজদিগের গ্রহবৈগুণ্য উপস্থিত হইল। নিকোটি তৌঙ্গুরাজের উপর নিদারুণ অত্যাচার করিতেছিলেন। তৌঙ্গুরাজ ব্রহ্মরাজের অধীন একজন সামন্তরাজা। এখন ব্রহ্মরাজ তৌঙ্গুরাজের মানসম্ভ্রম রক্ষার জন্ত বিস্তর সৈন্ত লইয়া পর্ত্তুগীজদিগের সিরিয়াম্ দুর্গ আক্রমণ করিলেন, আরাকানরাজ আসিয়াও তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। নিকোটি এবার দুর্গ রক্ষা করিতে পারিলেন না। ব্রহ্মরাজের হাতে বন্দী ও পরে বিনষ্ট হইলেন। তাঁহার স্ত্রী দাসীরূপে আবা নগরে প্রেরিত হইল।

উক্ত বর্ষের শেষভাগে মোগলেরা প্রথমে সুরাট, পরে চেউল ও বসাঁই হইতে পর্ত্তুগীজদিগকে উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করেন। ইহার পর মরোরা, দমন প্রভৃতি স্থানেও পর্ত্তুগীজদিগের সহিত যুদ্ধ বাধে। কিন্তু এই সকল ক্ষুদ্র যুদ্ধে পর্ত্তুগীজেরাই জয়লাভ করিয়াছিল।

১৬১৪ খৃষ্টাব্দে ২০এ জানুয়ারী, সুরাটে ইংরাজ ও পর্ত্তুগীজে ঘোরতর নৌযুদ্ধ ঘটে। এই যুদ্ধে পর্ত্তুগীজদিগের পরাক্রম অনেকটা হ্রাস হইয়া পড়িল। ইহাতে তথাকার নবাব পর্ত্তুগীজদিগকে অনেকটা ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন।

ইংরাজ ও ওলন্দাজদিগের প্রতিকূলাচরণে ভারতীয় পর্ত্তুগীজ শাসন অনেকটা বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। এ দিকে অর্থের টানাটানি আরম্ভ হইল। পূর্ব্বে গুণ ও মর্য্যাদা অনুসারে কর্ম্ম দেওয়া হইত। এখন লিস্‌বন্ হইতে আদেশ আসিল যে কোন উচ্চপদ খালি হইলে যে বেশী অর্থ দিতে পারিবে, তাঁহাকেই সেই কার্য্য দেওয়া হইবে। ইহাতে নিতান্ত মন্দ ফল ঘটিল।

এখন পর্ত্তুগীজেরা ইংরাজ ও ওলন্দাজদিগকে ভারত হইতে তাড়াইবার অভিপ্রায়ে দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীরের নিকট হিরোম্ খবেরিয়াস্ (Hierome Xaverius) নামক এক জেসুইটকে পাঠাইলেন। তাঁহার যত্নে ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে ৭ই জুন, জাহাঙ্গীরের সহিত পর্ত্তুগীজদিগের সন্ধি স্থাপিত হইল, ইহাতে উভয়পক্ষই স্ব স্ব অধিকার হইতে যে কোন ইংরাজ ও ওলন্দাজকে তাড়াইয়া দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

পূর্ব্বে পর্ত্তুগাল ও স্পেনে একটু বিরোধ ছিল। ভারত-মহাসাগরে ওলন্দাজেরা প্রবল হইলে উভয় রাজ্য এক হইয়া ওলন্দাজ প্রভাব খর্ব্ব করিতে অগ্রসর হইলেন। ভারত সমুদ্রে উভয় দলে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল।

এ দিকে দস্যুপতি সিবাষ্টিও গঞ্জালিস্ শণদ্বীপের একজন স্বাধীন নৃপতি হইয়া উঠিলেন। তিনি গোয়ায় পর্ত্তুগীজরাজ-প্রতিনিধিকে জানাইলেন যে তিনি পর্ত্তুগালরাজের অধীনে থাকিবেন, প্রতিবর্ষে পর্ত্তুগালরাজকে করস্বরূপ এক জাহাজ চাউল পাঠাইবেন। পর্ত্তুগীজ গবর্মেণ্টের নিকটও তিনি সাহায্য চাহিলেন। রাজপ্রতিনিধি তাঁহাকে সাহায্যদান করিতে সম্মত হইলেন। তদনুসারে তিনি ডম্-ফ্রান্সিস্কো-ডি-মেনেজিসের অধীনে ১৪ খানি জালিবোট পাঠাইয়াছিলেন। ডম্-ফ্রান্সিস্কো আরাকান-উপকূলে পৌঁছিয়াই আরাকানরাজকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে কতকগুলি ওলন্দাজ যুদ্ধ জাহাজ আসিয়া পৌঁছিল। কাজেই তিনি আরাকান আক্রমণে সুবিধা পাইলেন না। এ দিকে গঞ্জালিস্ আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হইল। এখন তাহারা উভয়ে আরাকানী জাহাজ আক্রমণ করিল। যুদ্ধ আরম্ভ হইতে না হইতে ওলন্দাজেরা আসিয়া আরাকানীদিগের সহিত যোগদান করিল। যুদ্ধে ডম্ ফ্রান্সিস্কো নিহত হইলেন এবং গঞ্জালিস্‌ও আপনার জাহাজ লইয়া শণদ্বীপে পলাইয়া আসিল। পর্ত্তুগীজ গবর্মেণ্টের সৈন্যগণ গঞ্জালিসের উপর বিরক্ত হইয়া গোয়ায় ফিরিয়া গেল। আরাকানরাজ অনতিপরে বহু সৈন্য লইয়া শণদ্বীপ অধিকার করিলেন। গঞ্জালিস্ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া চট্টগ্রামে পলায়নপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিল।

পরবর্ষে পর্ত্তুগীজেরা শ্যামরাজের নিকট মার্ত্তাবানে দুর্গ-নির্ম্মাণ ও বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার অধিকার পান। ইহাতে ব্রহ্মরাজ ভীত হইয়া পর্ত্তুগীজদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন ও আরাকানরাজের বিরুদ্ধে পর্ত্তুগীজদিগকে সাহায্য করিতে সম্মত হন।

১৬১৭ খৃষ্টাব্দে ডম্ জোয়াঁও কুটিন্‌হো (Conde-de Redondo) লিস্‌বন্ হইতে রাজপ্রতিনিধি হইয়া আসিলেন। এই সময়ে বেঙ্কটনায়ক মলবার উপকূলে পর্ত্তুগীজদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। প্রথম বেঙ্কটনায়কই বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন, শেষে তিনি ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে ১২০০০ কনাড়ী সৈন্য লইয়া পর্ত্তুগীজদিগকে পরাজয় করিলেন। এই যুদ্ধে বহুসংখ্যক পর্ত্তুগীজ নিহত ও বন্দী হইয়াছিল। লুইস্-ডি-ব্রিটো ও ডম্-ফ্রান্সিস্কো-ডি-মিরান্দা নামক দুইজন পর্ত্তুগীজ সেনাধ্যক্ষ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন।

১৬২০ খৃষ্টাব্দে রামনাদের সেতুপতি পর্ত্তুগীজদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন, কিন্তু এই যুদ্ধে তিনিই ক্ষতিগ্রস্ত হন। এই সময় তঞ্জোররাজ পর্ত্তুগীজদিগের অত্যাচার হইতে সিংহলীদিগকে মুক্ত করিবার জন্য ক্ষেম-নায়কের অধীনে ১২০০০ সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন। কএকটী যুদ্ধে জয় হইলেও শেষে পরাজিত হইয়া তঞ্জোরের বড়গা-সৈন্যগণ দেশে ফিরিয়া আসে।

১৬২২ খৃষ্টাব্দে কার্ডিনাঁও-ডি-আল্‌বুকার্কের শাসনকাল ফুরাইল। তিনি অনেক কষ্টে ভারতীয় পর্ত্তুগীজদিগের খ্যাতি প্রতিপত্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; কিন্তু এই সময়ে হরমুজদ্বীপে ইংরাজেরা বাণিজ্যপ্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।

ঐ বর্ষে সেপ্টেম্বর মাসে, ডম্ ফ্রান্সিস্কো-দা-গামা (Conde-de-Vidigueira) পুনরায় রাজপ্রতিনিধি হইয়া আসিলেন। তিনি এখানে দেখিলেন, পর্ত্তুগীজ গবর্মেণ্টের অধিকাংশ আয়ই খৃষ্টান পাদ্রী ও যাজকগণ অধিকার করিয়া বসিয়াছে। এক গোয়াতেই দেখিলেন যে, অপর পর্ত্তুগীজ অধিবাসীর সংখ্যা অপেক্ষা পাদ্রীদিগের সংখ্যা দ্বিগুণ। এদিকে পর্ত্তুগীজপ্রভাব রক্ষার জন্য উপযুক্ত অর্থ ব্যয়িত না হইলেও অধিকাংশ অকর্ম্মণ্য যাজকদিগের পরিতৃপ্তির জন্য বহু অর্থ ব্যয়িত হইতেছিল।

১৬২৩ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে, ইংরাজ ও ওলন্দাজগণ জাহাজে আসিয়া গোয়া অবরোধ করেন। এ সময়ে গোয়ায় এমন পর্ত্তুগীজজাহাজ ছিল না যে, শত্রুদিগের গতিরোধ করে। যাহা হউক পর্ত্তুগীজদিগের সৌভাগ্যক্রমে শত্রুগণ আপনারাই ফিরিয়া গেলেন,- নচেৎ গোয়ার অদৃষ্টে কি হইত বলা যায় না।

ক্রমেই ইংরাজ, ওলন্দাজ ও ফরাসীগণ ভারতীয় বাণিজ্যে প্রাধান্ত লাভ করিল। পর্ত্তুগালরাজ আপনার স্বার্থ নষ্ট হইতেছে দেখিয়া, পর্ত্তুগীজদিগের প্রতিদ্বন্দ্বিগণের উচ্ছেদের জন্ত যে কোন উপায় অবলম্বন করিতে আদেশ করেন।

যে নৌবলে পর্ত্তুগীজগণ এক সময়ে এসিয়ায় প্রাধান্তলাভ করিয়াছিল, পর্ত্তুগীজদিগের শত্রুগণ এখন সেই নৌবলে বলীয়ান্ হইয়া উঠিল। রাজস্ব আদায় কমিয়া আসিল। এমন কি অনেক প্রধান বন্দরে রাজপুরুষেরা ঘুষ লইয়া বিনা শুল্কে মাল রপ্তানী করিতে লাগিল। ধূর্ত্ত রাজস্ব-সংগ্রাহকগণ রাজসরকারে একটা রীতিমত রাজস্ব আদায়ের হিসাব দিত না। এই সকল কর্ম্মচারী আবার পুরুষানুক্রমে কর্ম্ম করিত। কাজেই সকলে রাজার ইষ্টানিষ্টের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া আপনাপন স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত থাকিত। বিশেষতঃ যাহারা য়ুরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ হারাইত, পর্ত্তুগীজ গবর্মেণ্ট কিছুমাত্র না দেখিয়া শুনিয়া তাহাদিগের পুত্রাদিকে সেই পদ প্রদান করিতেন। এমন কি পুত্রাদি না থাকিলেও তাহাদের বিধবা পত্নীরা পর্য্যন্ত পতির পদ লাভ করিতেন।

অনেক পর্ত্তুগীজ ভারতীয়-কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়া ভারতবাসী হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের স্বদেশে ফিরিতে বড় ইচ্ছা হইত না, সুতরাং তাহারা এখানে ধনসম্পত্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করিত। বিশেষতঃ ভাস্কো-দা-গামার কঠোর আদেশানুসারে কোন ব্যক্তি দেশ হইতে আসিবার সময় সঙ্গে স্ত্রীলোক আনিতে পারিতেন না, ঐরূপে স্বামী অথবা প্রণয়ীর সঙ্গে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া আসিলে সেই স্ত্রীলোক গুরুতর দণ্ডভোগ করিত; ইহাতে পর্ত্তুগালের আরও ক্ষতি হইতে লাগিল। পর্ত্তুগীজেরা বিবাহ করিয়া ভারত ও তন্নিকটবর্ত্তী দ্বীপাদিতে বাস করায় ক্রমেই পর্ত্তুগাল মানবশূন্ত হইয়া পড়িতেছিল। সুতরাং পূর্ব্বাদেশ রহিত করিয়া আবার নূতন নিয়ম বিধিবদ্ধ হইল। পর্ত্তুগীজদিগের মতিগতি ফিরাইবার জন্ত ও ভারতীয়-রমণীর প্রণয়াসক্তি পর্ত্তুগীজ হৃদয় হইতে স্থানান্তরিত করিবার অভিপ্রায়ে পর্ত্তুগাল হইতে বর্ষে বর্ষে ভারতাদি নানাস্থানে অনেকানেক অনাথা বালিকা প্রেরিত হইয়াছিল। ইহাদের ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার পর্ত্তুগীজ গবর্মেণ্টের উপর ন্যস্ত ছিল। সেই সকল বালিকার বয়স হইলে পর্ত্তুগীজের সহিত বিবাহ দেওয়া হইত। বিবাহের সময়ে তাহারা পর্ত্তুগীজ-গবর্মেণ্টের নিকট যথেষ্ট যৌতুক পাইত। অনেকস্থলেই যৌতুকের পরিবর্ত্তে উপযুক্ত কর্ম্ম দেওয়া হইত। কিন্তু বালিকা সে কর্ম্ম না করিয়া প্রায় তাহাদের পতিগণ পুত্রাদিক্রমে সেই কার্য্য করিত। এইরূপ বিবাহের যৌতুক স্বরূপ এক ব্যক্তি একবার কোয়ঙ্গনুরের শাসনক্ষমতা পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছিলেন। শেষে বিবাহ আশায় কর্ম্মপ্রার্থীর সংখ্যা এতই বেশী হইয়া পড়িল যে, পদ-প্রদান আরও অসুবিধাজনক বোধ হইতে লাগিল। তখন পর্ত্তুগীজ-গবর্মেণ্ট সেই কার্য্য পুরুষানুক্রমিক না করিয়া তিন বর্ষের জন্ত নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। উক্ত কারণে শাসন-বিশৃঙ্খল ও বহু অর্থ অপব্যয় হইয়াছিল।

এ সময়ে পর্ত্তুগীজ-গবর্মেণ্টের ওলন্দাজ-বিরুদ্ধে আক্রমণোপযোগী যুদ্ধজাহাজ, সৈন্ত অথবা সেরূপ অর্থ ছিল না। যখন কোন বিশেষকার্য্যে টাকার চাঁদা তোলা হইত, তখন প্রায়ই তাহাতে কোন না কোন ব্যক্তিবিশেষের উদরপূর্ত্তি হইত, অথবা সেই সঞ্চিত টাকা অপব্যয় হইয়া যাইত। পর্ত্তুগীজ যাজকের (Clergy) মনোমত ও অপরাপর ধর্ম্মকর্ম্ম-নির্ব্বাহের জন্ত পূর্ব্বে শতকরা এক টাকা করিয়া কর আদায় হইত; কিন্তু ১৬২১ খৃষ্টাব্দে স্থির হইল, যে পর্ত্তুগালের রাজকার্য্যে যাহারা প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে, তাহাদের স্ত্রীপুত্রকেই ঐ টাকা দেওয়া হইবে। অতঃপর ওলন্দাজদিগের গতিরোধার্থ যুদ্ধজাহাজ প্রস্তুত করিবার জন্য কোন কোন বন্দরে শতকরা ২৲ টাকা হিসাবে মাশুল আদায় হইতে লাগিল। এরূপ বাঁধাবাঁধি করিলেও পর্ত্তুগীজ-গবর্মেণ্ট অর্থ-সংস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না। কারণ খৃষ্টান পাদ্রী ও বৈরাগিগণ অধিকাংশই এই অর্থে উদর পূর্ণ করিতেছিলেন এবং প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণ তহবিল ভাঙ্গিয়া অপব্যয় আরম্ভ করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মধ্বজী পর্ত্তুগীজবৈরাগিগণের আতিশয্যে বিরক্ত হইয়া পর্ত্তুগালরাজ অনেকের বৃত্তি বন্ধ করিয়া দিলেন, এমন কি তিনি গির্জ্জা বা মঠ-নির্ম্মাণ এককালে নিষেধ করিলেন।

ইতিপূর্ব্বে পর্ত্তুগীজেরা বাঙ্গালায় কুঠী স্থাপন করিয়া বাণিজ্য চালাইতেছিলেন। বাঙ্গালার অনেক দস্যু আসিয়া ইহাদের সহিত যোগদান করে। দস্যুদিগের সঙ্গে পূর্ব্বে পর্ত্তুগীজেরাও দস্যুতা করিয়া বেড়াইত; ক্রমে উভয়ের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হয়। কিন্তু পর্ত্তুগীজরাজপ্রতিনিধি পর্ত্তুগীজদিগকে বিশেষ সতর্ক করিয়া দেওয়ায়, তাহারা পূর্ব্বদস্যুতা ভুলিয়া হুগলীতে *

* পর্ত্তুগীজেরা হুগলীকে 'গোলীন্' বলিত।

বাণিজ্যকুঠী ও পরে বঙ্গাধিপের অনুমতি লইয়া একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করে। গোয়া হইতে এখানে এক এক জন দুর্গাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইতেন।

শাহ-জহান্ ১৬২১ খৃষ্টাব্দে যখন বাঙ্গালা আক্রমণ করেন, তৎকালে মাইকেল-রড্‌রিগো হুগলীর শাসনকর্ত্তা ছিলেন। শাহ-জহান্ বর্দ্ধমান জয় করিয়াছেন শুনিয়া, হুগলীর পর্ত্তুগীজেরা ভীত হইয়াছিল। তাহারা ভাবিল, শাহজহান্ এবার নিশ্চয় হুগলী আক্রমণ করিবেন। মাইকেল রড্‌রিগো শাহ-জহানের শিবিরে গমনপূর্ব্বক তাঁহার সমক্ষে বহু নজর দিয়া রাজসম্মান রক্ষা করিলেন। মাইকেলের বহু য়ুরোপীয় সৈন্য ও অনেক কামানাদি যুদ্ধসজ্জা ছিল। এই জন্য শাহ-জহান্ তাঁহাকে আপনার দলে আনিতে চেষ্টা করেন। তিনি জানাইয়াছিলেন যে, পর্ত্তুগীজেরা য়ুরোপীয় সৈন্য ও কামানাস্ত্র দিয়া তাঁহার সাহায্য করিলে তিনি উপযুক্ত পুরস্কার দিবেন; কিন্তু পর্ত্তুগীজ-শাসনকর্ত্তা সেরূপ ধাতুর লোক নহেন, শাহ-জহানের পক্ষ লইলে তাঁহাদের স্বার্থহানি ঘটিতে পারে ভাবিয়া রড্রিগো সম্মত হইলেন না। তাহাতে শাহ-জহান্ পর্ত্তুগীজদিগের উপর বিরক্ত হইলেন; কিন্তু এ সময়ে পর্ত্তুগীজদিগের সহিত বিবাদ করা যুক্তিযুক্ত নহে বিবেচনায়, তিনি পর্ত্তুগীজ-শাসনকর্ত্তাকে আর কিছু বলিলেন না।

শাহ-জহান্ কিছু না বলায় পর্ত্তুগীজেরা আরও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিল। তাহাদের উৎপাতে নিম্ন-বঙ্গ অস্থির হইল। ভাগীরথী দিয়া যে সকল জাহাজ বা নৌকা যাইত, প্রত্যেকের নিকট হইতে পর্ত্তুগীজেরা মাশুল আদায় করিতে লাগিল। এই সময় ছেলে-ধরার ভয় হইয়াছিল। পর্ত্তুগীজেরা ছোট ছোট ছেলে ধরিয়া বিভিন্নদেশে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিত। এ ছাড়া ইহারা মধ্যে মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গে গিয়া মগদিগের সহিত মিশিয়া স্থলে ও জলে বড়ই উৎপাত করিত। ইহাদের উৎপাতে কত সহর, কতশত গ্রাম উৎসন্ন হইয়াছে, কতশত বণিকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

কাসিম খাঁ বঙ্গের সুবাদার হইয়া দিল্লীশ্বর শাহ-জহান্‌কে পর্ত্তুগীজদিগের ব্যবহারের কথা লিখিয়া পাঠাইলেন, পূর্ব্ব হইতেই মাইকেল রড্‌রিগোর অবাধ্যতায় সম্রাট্ বিরক্ত ছিলেন, এখন তিনি 'প্রতিমাপূজক ফিরিঙ্গীদিগকে' * রাজ্য হইতে বিদূরিত করিবার আদেশ দিলেন।

১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজগণ নানাস্থানে অপমানিত ও কৃতপাপের প্রতিফল ভোগ করিতে লাগিলেন। এক একটী করিয়া অনেক স্থান তাহাদের হস্তচ্যুত হইতে লাগিল। এই বৎসর দিল্লীশ্বরের আদেশে অসংখ্য মোগলসৈন্য আসিয়া জলপথে ও স্থলপথে চারিদিক্ হইতে হুগলী আক্রমণ করিল। পর্ত্তুগীজগণ অসীমসাহসে মানসম্ভ্রম ও দুর্গরক্ষায় প্রবৃত্ত হইল। ২১এ জুন * হইতে ২৯এ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত (৩ মাস ৮ দিন) শত্রুর ভীষণ আক্রমণ হইতে দুর্গরক্ষা করিয়া শেষে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। গোয়া হইতে সাহায্য প্রত্যাশায় তাহারা এতদিন পর্য্যন্ত যুঝিয়াছিল, কিন্তু আর পারিল না। মোগলদিগের গোলায় বহুসংখ্যক পর্ত্তুগীজ উড়িয়া গেল। অবশিষ্ট পর্ত্তুগীজ আর রক্ষা নাই জানিয়া, স্ত্রীকন্যাগণের সম্ভ্রমরক্ষার জন্য বারুদঘরে অগ্নিপ্রদান করিল, তাহাতে বহুসংখ্যক নরনারী মুহূর্ত্ত মধ্যে কালের অনন্তস্রোতে বিলীন হইয়া গেল। এদিকে মোগলেরা পর্ত্তুগীজদিগের প্রায় ৩০০ পোত বিনষ্ট করিল। দুই খানি জাহাজ অতি কষ্টে শত্রুর হস্ত এড়াইয়া গোয়ায় সেই নিদারুণ সংবাদ দিতে চলিল। তৎকালে বহু পর্ত্তুগীজ স্ত্রী পুরুষ ও বালক বন্দী হইয়া আগ্রায় সম্রাট্ সমীপে আনীত হইল। পর্ত্তুগীজ স্ত্রীলোকগণ মুসলমান অন্তঃপুরে পরিচারিকারূপে গৃহীত হইল। বালকদিগকে ত্বকৃচ্ছেদ করিয়া মুসলমান করা হইল। ধর্ম্মধ্বজিগণ বহু লাঞ্ছনার পর মুক্তি পাইলেন।

হুগলীর বাণিজ্যকেন্দ্র হইতে পর্ত্তুগীজদিগের বহু অর্থ লাভ হইত, এখন বঙ্গের সেই প্রধানস্থান হস্তচ্যুত হওয়ায়, পর্ত্তুগীজেরা হতাশ হইয়া পড়িল। তাহারা উপায়ান্তর না দেখিয়া, এখন বিজয়নগররাজের সহিত সন্ধি করিল। বিজয়নগরপতির সাহায্যে ওলন্দাজদিগকে বিদূরিত করিবার চেষ্টা সেই সঙ্গে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। এদিকে তাহাদের অপর প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসীরা ভারত-উপকূলে আসিয়া উপস্থিত হইল।

এই সময় মোগলেরা দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য বিস্তারে যত্নবান্ হওয়ায়, পর্ত্তুগীজেরা আরও ভীত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা জানিত, দাক্ষিণাত্যে মোগল-আধিপত্য বিস্তৃত হইলে তাহাদিগকে আর ভারতে থাকিতে হইবে না।

এই সময় গোয়ার আর্কবিশপ পর্ত্তুগালরাজকে জানাইয়াছিলেন—"ভারতসমুদ্রে পর্ত্তুগীজদিগের বহু শত্রু আছে বটে, কিন্তু পর্ত্তুগালরাজের প্রজাগণই তাঁহার প্রধানশত্রু।" সেই সময় জেসুইটগণের উৎপাতে কেবল ভারতবাসী নহে, পর্ত্তুগীজ-

* মুসলমানেরা পর্ত্তুগীজদিগকে 'প্রতিমাপূজক ফিরিঙ্গী' বলিত।

* মুসলমান ঐতিহাসিকের মতে ১০৪১ হিজিরা (১৬৩২ খৃষ্টাব্দে) ২রা জেলহজ্জ এই ঘটনার সূত্রপাত। (Stewart's History of Bengal, p. 152.) কিন্তু পর্ত্তুগীজ ঐতিহাসিকের মতে ২১এ জুন। (Danver's Portuguese in India, Vol. II p. 247.)

গবর্মেন্ট পর্য্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পর্ত্তুগালরাজ বর্ষে বর্ষে বহু জাহাজে সহস্র সহস্র পর্ত্তুগীজ সৈন্য পাঠাইতেন, কিন্তু তাহারা ভারতে পদার্পণ করিয়াই, যুদ্ধবৃত্তি পরিত্যাগ করিত, কপট-বৈরাগ্য গ্রহণপূর্ব্বক জেসুইটদিগের দলে মিশিয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিত। সহস্রের মধ্যে তিনশত সৈন্যও পর্ত্তুগীজ-গবর্মেণ্টের সেবায় নিযুক্ত থাকিতে দেখা যাইত না। সুতরাং এরূপ স্বার্থপর লোক লইয়া পর্ত্তুগীজ-গবর্মেন্ট আর কতদিন আপন প্রভুতারক্ষায় সমর্থ হইবেন। এই কারণে পর্ত্তুগালরাজ আদেশ করিয়াছিলেন, যে কোন বিদেশী রাজকীয় কর্ম্মগ্রহণে ইচ্ছুক, তাহাকেই নিযুক্ত করা হইবে এবং পর্ত্তুগীজ সৈনিকদিগের সমান বেতন দেওয়া হইবে।

পেদ্রো-দা-সিল্ভা।

১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে পেদ্রো-দা-সিল্ভা রাজপ্রতিনিধি হইয়া আসিলেন। ইহার সময়ে পর্ত্তুগীজ-রাজ্যের অবস্থা ক্রমে মন্দ হইয়া পড়িতেছিল। সিংহলপতি রাজসিংহ পর্ত্তুগীজদিগকে পরাজয় করিলেন। এ সময়ে পর্ত্তুগীজ-গবর্মেণ্টের বড়ই অর্থ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল। রাজপ্রতিনিধি অর্থের জন্য রাজকীয় উচ্চপদ সকল বিক্রয় করিতে লাগিলেন।

১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে ৫ই অক্টোবর, রাজপ্রতিনিধি পর্ত্তুগালরাজকে জানাইলেন যে, ইংরাজদিগের সহিত ক্রমশঃই শত্রুতা বৃদ্ধি হইতেছে। ইংরাজগণ বেঙ্কটাপ্পানায়ক ও কোন কোন রাজাকে পর্ত্তুগীজদিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছেন। তাঁহারা ব্যবিয়া নামে এক দস্যুর সহিত মিলিয়া ভাট্কলে এক কুঠী স্থাপন করিয়াছেন। যাহা হউক, পর্ত্তুগালরাজ ও ইংলণ্ড-রাজের মধ্যস্থতায় দুই দেশবাসীর শত্রুতা অনেকটা কমিয়া গেল। ইংরাজেরা পর্ত্তুগীজদিগের সহিত কোন রূপে বিচ্ছেদ না হয়, এরূপভাবে বাণিজ্য চালাইতে লাগিলেন।

১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর হইতে ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দ ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ওলন্দাজেরা গোয়া অবরোধ করিয়াছিল। সিংহলে ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে ২৪এ জুন, পেদ্রো-দা-সিল্ভার মৃত্যু হয়। গোয়ার আর্কবিসপ ফ্রান্সিস্কো গবর্ণর হইলেন। তাঁহার সময় মদুরার নায়কের সহিত পর্ত্তুগীজ-গবর্মেণ্টের সন্ধি স্থাপিত হয়।

অক্টোবর মাসে আণ্টোনিও-টেলিস্-ডি-মেনেজিস্ গোয়ার রাজপ্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি একটা সুবন্দোবস্ত করিতে না করিতে জোয়াঁও দা-সিল্ভা-তেলো-ডি-মেনেজিস্ (Conde-de Aviera) পর্ত্তুগাল হইতে রাজপ্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া ভারতে আসিলেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন, সিংহল পর্ত্তুগীজরাজের প্রায় হস্তচ্যুত হইয়াছে, মলাক্কার অবস্থা অতি শোচনীয়, ভারতীয় অন্যান্য স্থান আর পর্ত্তুগীজের অধিকারে থাকে না, দুর্গসমূহ সুরক্ষিত নহে, রাজকোষে অর্থ নাই। সুতরাং তিনি বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এতদিন পর্ত্তুগাল স্পেনরাজের অধিকারে ছিল, এখন আবার পর্ত্তুগাল স্বাধীন হইয়াছে। পর্ত্তুগীজরাজ চারিদিকে গোলমাল মিটাইবার জন্য ১৬৪১ ও ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজ ও ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিয়া ফেলিলেন। ইংরাজেরা সন্ধি রক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু ভারতীয় ওলন্দাজেরা সন্ধির বিষয় অবগত না থাকায়, ভাট্কল, ত্রিন্কমালী, নেগাম্বো, গালী প্রভৃতি স্থান আক্রমণ করিয়াছিল।

১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে ডম্ ফিলিপ্ মস্করেন্হাস্ রাজপ্রতিনিধি হইয়া আসিলেন। এই সময়ে ওলন্দাজেরা গোয়ার কতক বাণিজ্যের অধিকার পাইয়াছিল; কিন্তু পর্ত্তুগীজ গবর্মেণ্ট ইংরাজ ও ওলন্দাজদিগকে দারুচিনি ক্রয় করিতে নিষেধ করেন। কিছুদিন কেবল দারুচিনির ব্যবসা পর্ত্তুগীজদিগের একচেটিয়া রহিল।

১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজেরা সন্ধিভঙ্গ করিল। এই সময় তুতকুড়ির নায়ক পত্তন নায়ক স্থান হইতে ওলন্দাজদিগকে তাড়াইয়া দেন, সেই জন্য ওলন্দাজ-সেনাপতি আসিয়া তুতকুড়ি আক্রমণ করিলেন ও পর্ত্তুগীজদিগের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লইলেন। এই সময় পর্ত্তুগীজ বৈরাগিগণ বিশেষ লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। ক্রমে চারিদিকে পর্ত্তুগীজদিগের সহিত ওলন্দাজের বিবাদ চলিতে লাগিল। বাহুল্য ভয়ে সে সকল কথা লিখিত হইল না। এই সুযোগে আরবেরাও পর্ত্তুগীজদিগকে পারস্য ও আরবসমুদ্রে আক্রমণ করিল। মস্কট, হরমুজ প্রভৃতি নানাস্থানে সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল।

পূর্ব্বে ভারতের পশ্চিম-উপকূলে কোন জাহাজই পর্ত্তুগীজ-গবর্মেণ্টের ছাড় ভিন্ন যাতায়াত করিতে পারিত না, এখন (১৬৫১ খৃষ্টাব্দে) গোলকুণ্ডা, বিজাপুর, মঙ্গলুর প্রভৃতি স্থানের অধিবাসিগণ ছাড় না লইয়া জাহাজ চালাইতে লাগিল। ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে বেদনুর-সর্দ্দার শিবাপ্পা নায়ক সমস্ত কানাড়া-প্রদেশ অধিকার করেন। এই সঙ্গে পর্ত্তুগীজেরা অনেক স্থান হারাইলেন ও অনেক পর্ত্তুগীজ যোদ্ধা প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন।

এই সময় পর্ত্তুগীজদিগের মধ্যেও অন্তর্ব্বিবাদে গোলযোগ বাধিয়াছিল। উচ্চপ্রকৃতি মস্করেন্হাসের শাসন স্বার্থপ্রিয় নীচপ্রকৃতি অধিকাংশ পর্ত্তুগীজের ভাল লাগিল না। ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে ২২এ অক্টোবর, ডম্ ব্রাজ্-ডি-কাস্ট্রো ষড়যন্ত্রিগণের সাহায্যে মস্করেন্হাস্কে পদচ্যুত করিয়া আপনি শাসনভার গ্রহণ করিলেন। একেত পূর্ব্ব হইতেই পর্ত্তুগীজ-অধিকার মধ্যে নানা অশান্তি উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে এখন ঐ ডম্ ব্রাজের

শাসনে আভ্যন্তরিক গোলযোগ আরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পর্ত্তুগীজদিগের মধ্যে সর্ব্বত্রই অশান্তির লক্ষণ দেখা দিয়াছিল।

এই সময় পর্ত্তুগীজ পাদ্রীরাও আবার উঠিয়া পড়িয়া অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী টাবার্ণিয়ার এই সময়ে গোয়ার আসিয়া যেরূপ অখৃষ্টানদিগের নিগ্রহ দেখিয়াছিলেন, তাঁহার ভ্রমণকাহিনীতে সেই সকল অমানুষিক অত্যাচার পাঠ করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। খৃষ্টান করিবার জন্য অথবা যে সকল খৃষ্টান কাথলিক-ধর্ম্ম অমান্য করিত, এরূপ বহুসংখ্যক লোককে নানাপ্রকারে যন্ত্রণা দেওয়া হইত।

১৬৫৪ খৃষ্টাব্দে আদিল শাহ বারদেশ ও গোয়া আক্রমণ করিয়া পর্ত্তুগীজদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। আদিলশাহ মনে করিলে এইবার গোয়া হইতে পর্ত্তুগীজ দিগকে সম্পূর্ণরূপে তাড়াইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি সকল দিক্ না বুঝিয়া না দেখিয়া পর্ত্তুগীজরাজ্য লুটপাট করিয়া চলিয়া আসেন।

১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে ২৩এ আগষ্ট, ডম্ রডুরিগো-সবো-দা-সিলবিরা (Conde-de-Sarzedvo) রাজপ্রতিনিধি হইয়া আসিলেন। তিনি এখানে আসিয়াই সদলে ডম্-ব্রাজকে পদচ্যুত করিলেন।

ডম্ রডুরিগোর শাসনকালে সিংহলদ্বীপে ওলন্দাজ ও পর্ত্তুগীজে মহাসমর চলিয়াছিল। অবশেষে ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে ১২ই মে তারিখে পর্ত্তুগীজেরা ওলন্দাজদিগের নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়। এই অশুভ সংবাদ পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ডম্ রডুরিগোর মৃত্যু ঘটে।

এদিকে ওলন্দাজেরা কলম্বজয়ে উদ্দীপ্ত হইয়া মান্নার উপসাগরবর্ত্তী কএকটী ক্ষুদ্রদ্বীপ, তুতকুড়ি, নাগপত্তন প্রভৃতি নানাবন্দর অধিকার করিয়া পর্ত্তুগীজদিগকে তথা হইতে তাড়াইয়া দিলেন।

১৬৬০ খৃষ্টাব্দে গোয়ার আর্কবিসপের মৃত্যু হয়। কে তাঁহার পদ পাইবে, এ সম্বন্ধে খৃষ্টীয় যাজকদিগের মধ্যে মতভেদ হইয়া গোলযোগ ঘটে। ক্রমে এই বিবাদসূত্রে উভয় দলে যুদ্ধের সূচনা হয়। শেষে দুই দলে গোলাগুলি লইয়া বিবাদ নিষ্পত্তি করিতে অগ্রসর হইলেন। রাজপুরুষগণ বহুকষ্টে শান্তিস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১৬৬১ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজদিগকে বিতাড়িত ও বহুসংখ্যক নায়রসৈন্যকে পরাজিত করিয়া ওলন্দাজেরা কোলম্ব (কুইলন) অধিকার করিলেন। পরবর্ষে কোরঙ্গনুর ও কোচিন ওলন্দাজদিগের অধীন হইল। পর্ত্তুগীজদিগের প্রবল প্রতাপ ক্রমেই নষ্ট হইতেছিল।

১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে আণ্টোনিও-ডি-মেলো-ই-কাষ্ট্রো রাজপ্রতিনিধি হইলেন। ভারতে আসিয়া তিনি পর্ত্তুগীজদিগের নষ্ট-গৌরব উদ্ধারের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন; কিন্তু নির্ব্বাণোন্মুখ অগ্নি প্রজ্বলিত হইল না। ওলন্দাজেরা পর্ত্তুগীজ-দিগের যত্নরক্ষিত কন্নলূর দুর্গটীও অধিকার করিয়া লইলেন।

১৬৬১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডরাজ ২য় চার্লসের সহিত পর্ত্তুগাল-রাজসহোদরা ইন্‌ফাণ্টার বিবাহ হয়। এই সময়ে পর্ত্তুগাল-রাজ ভগিনীপতিকে বোম্বাইদ্বীপ ও বোম্বাইবন্দর যৌতুকস্বরূপ প্রদান করেন। তদনুসারে ইংলণ্ডপতি বোম্বাইদ্বীপে সর্ অব্রাহাম্ সিপ্‌মানকে পাঠাইয়া দেন, কিন্তু ভারতের পর্ত্তুগীজ-রাজপ্রতিনিধি প্রথমেই উক্ত স্থান সহজে ইংরাজদিগকে ছাড়িয়া দিলেন না। অনেক লেখালেখির পর হতাশ-হৃদয়ে ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে ১৮ই ফেব্রুয়ারী, পর্ত্তুগীজপ্রতিনিধি ইংরাজদিগকে বোম্বাইদ্বীপ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। বোম্বাই ছাড়িয়া দিবার সময় কথা থাকে যে, 'ইংরাজেরা পর্ত্তুগীজদিগের সহিত বন্ধুভাবে ব্যবহার করিবেন, এখানকার কোন পর্ত্তুগীজদিগকে কষ্ট দিবেন না, পরস্পরের বিপদে আপদে পরস্পরে সাহায্য করিবেন।' অল্পদিন পরেই ইংরাজেরা এখানকার পর্ত্তুগীজ-বণিকদিগের নিকট মাশুল আদায় করিতে লাগিলেন, তাহাতে পর্ত্তুগীজ-গবর্মেণ্টও ইংরাজের নিকট মাশুল আদায় করিতে ছাড়িলেন না। এ ছাড়া বোম্বাইর নিকটবর্ত্তী অনেক জমি, যাহা ইংরাজরাজ যৌতুকের মধ্যে পান নাই, এখন ইংরাজেরা বল-পূর্ব্বক সেই জমিও দখল করিতে লাগিলেন, ইত্যাদি নানা কারণে ইংরাজদিগের সহিত পর্ত্তুগীজদিগের বিবাদ বাঁধিয়াছিল। এই সময় ইংরাজেরা পর্ত্তুগীজদিগকে নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে গুপ্তভাবে মস্কটের আরবদিগকে গোলা ও বারুদ দিতে লাগি-লেন। অনেক ইংরাজসৈন্য তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া পর্ত্তুগীজদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল।

ভারতের পশ্চিম-উপকূলে যখন উক্ত গোলযোগ চলিতে-ছিল, ভারতের পূর্ব্ব-উপকূলেও তৎকালে পর্ত্তুগীজদিগের সহিত মোগলদিগের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। গোয়া, কোচিন, মলাক্কা প্রভৃতি নানাস্থানের যত অপরাধী, জুয়াচোর এবং যত অধম পর্ত্তুগীজ রোসাঙ্গ (আরাকান) উপকূলে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল, তাহারা ধর্ম্মদ্রোহী, বহুবিবাহকারী, নরঘাতী প্রভৃতি ভীষণ প্রকৃতির লোক বলিয়া পরিচিত ছিল। আরাকানরাজ মোগলদিগের হস্ত হইতে সীমান্তপ্রদেশ রক্ষা করিবার জন্য ঐ সকল দুষ্ট লোককে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং তাহাদের সুখস্বচ্ছন্দের জন্য বহু জমিজমা দান করিয়া-ছিলেন। তাহারা জলে ও স্থলে দস্যুবৃত্তিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিত। সময়ে সময়ে বঙ্গে প্রবেশপূর্ব্বক সমস্ত গ্রাম ও

নগর লুট করিয়া অধিবাসীদিগকে বন্দী করিয়া আনিত। তাহাদের অত্যাচারে পূর্ব্ববঙ্গ ও নিম্নবঙ্গ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছিল। ইহাদের সঙ্গে আরাকানী বা মগেরা আসিয়া লুটপাট করিত, সেই জন্যই নিম্নবঙ্গের বহুস্থান মগের উৎপাতে লোকশূন্য হইয়াছে এবং মগ কর্ত্তৃক জনশূন্য বলিয়া আজও পরিচিত। মগরাজ ঐ সকল দুর্বৃত্ত পর্ত্তুগীজদিগের আশ্রয়দাতা ছিলেন বলিয়া, বঙ্গের মোগল সুবাদার সায়েস্তা খাঁ মগরাজকে দমন করিবার আয়োজন করেন; কিন্তু তিনি জানিতেন যে, মগরাজকে দমন করিতে হইলে, পর্ত্তুগীজদিগের সাহায্য প্রয়োজন। সেই জন্য তিনি চট্টগ্রামবাসী পর্ত্তুগীজ দস্যুদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন, সুবাদার শীঘ্রই চট্টগ্রাম আক্রমণ করিবেন, এখন তিনি তাহাদিগকে তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন। যে তাঁহার সহিত মিলিত হইবে, তিনি তাঁহার বসবাসের জন্য বাঙ্গালায় বিশেষ সুবিধা করিয়া দিবেন; কিন্তু যে তাঁহার কথায় অসম্মত হইবে, তিনি তাহাদিগকে বিশেষ শাস্তি দিবেন। পর্ত্তুগীজেরাও ভাবিল, প্রবল মোগলসৈন্যের বিরুদ্ধে তাহারা আর কতক্ষণ যুঝিবে এবং এখন সুবাদারের আশ্রয় লইলে বাঙ্গালায় তাহাদের অনেক সুবিধা হইতে পারিবে। ক্রমে পর্ত্তুগীজেরা আসিয়া সায়েস্তা খাঁর সহিত মিলিত হইল। তাহাদের সাহায্যে মোগল-সেনাপতি আরাকানীদিগকে পরাজয় করিয়া শণদ্বীপ অধিকার করিলেন। মগেরা নিতান্ত ভীত হইয়া চট্টগ্রামে পলাইয়া গেল; সায়েস্তা খাঁ পর্ত্তুগীজদিগের বাসের জন্য ঢাকার নিকটবর্ত্তী খানিকটা জমি প্রদান করিলেন। সেই স্থান এখন 'ফিরিঙ্গীবাজার' নামে খ্যাত। [চট্টগ্রাম, নোয়াখালি প্রভৃতি শব্দে পর্ত্তুগীজদিগের বাঙ্গালার নিকটবর্ত্তী স্থানে দস্যুতার পরিচয় বিবৃত হইয়াছে। তত্তদ্ শব্দ দ্রষ্টব্য।]

শিবাজির অভ্যুদয়ে যেমন মোগলেরা বিচলিত হইয়াছিলেন, পর্ত্তুগীজেরাও সেইরূপ ভীত হন। ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে দমন নগরে সর্ব্বপ্রথম মরাঠা ও পর্ত্তুগীজদিগের মধ্যে নৌযুদ্ধ ঘটে। মরাঠারা কতকগুলি পর্ত্তুগীজ জাহাজ অধিকার করে। তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য পর্ত্তুগীজেরাও শিবাজির ১২ খানি জাহাজ লুট করিয়া বসাঁই নামক স্থানে পলাইয়া আসে। ইহাতে শিবাজি পর্ত্তুগীজদিগকে ভারত হইতে বিদূরিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

১৬৭২ খৃষ্টাব্দে মোগলদিগের নিকট হইতে কোঙ্কণ অধিকারের পর শিবাজি পর্ত্তুগীজদিগের নিকট হইতে চৌথ ও সরদেশমুখী আদায় করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন। পর্ত্তুগীজেরা কর দিতে বাধ্য হন।

পর্ত্তুগীজ-গবর্মেণ্টের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া পড়িতে ছিল। কিরূপে যে পর্ত্তুগীজগণ আবার লুপ্তগৌরব উদ্ধার করিবেন, পর্ত্তুগীজগবর্ণর তজ্জন্য চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই, কিন্তু রাজকোষে তেমন অর্থ নাই, তেমন লোক বল নাই, অথচ যত বিলাসী অর্থপিশাচ পর্ত্তুগীজ গবর্মেণ্টকে ঘেরিয়া রহিয়াছে, এ অবস্থায় কি হইতে পারে! কিন্তু যেমন নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ একবার প্রভাবিস্তার করিয়া একবারে নির্ব্বাপিত হয়, পর্ত্তুগীজদিগের ভাগ্যে সেই দিন আসিল। ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে ১৫ই ডিসেম্বর কানাড়ার রাজার সহিত পর্ত্তুগীজদিগের সন্ধি স্থাপিত হয়। এই রাজার অর্থানুকূল্যে পর্ত্তুগীজেরা মঙ্গলূরে কুঠী নির্ম্মাণ করিলেন এবং মিরাজ, চান্দোল, ভাট্‌কল ও কল্যাণে কাথলিক গির্জ্জা নির্ম্মাণের অধিকার পাইলেন। ইহার পর ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজেরা অঞ্জদ্বীপ অধিকার করিয়া লইলেন। ইহার পরই শিবাজির পুত্র শম্ভাজি চেউল আক্রমণ করিলেন। মহারাষ্ট্রদিগের অত্যাচার প্রসিদ্ধ হইলেও এই সময়ে পর্ত্তুগীজেরা শত শত ব্রহ্মহত্যা ও মন্দির ধ্বংস করিয়া যেরূপ পৈশাচিক কাণ্ড করিয়াছিল, সভ্যজাতির ইতিহাসে তাহার উপমা নাই। চেউলে সুবিধা হইল না দেখিয়া শম্ভাজি বসাঁই ও দমনের মধ্যবর্ত্তী সমুদায় স্থান আক্রমণ ও ধ্বংস করিলেন। এই সময় পর্ত্তুগীজ-রাজপ্রতিনিধি সন্ধির প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু শম্ভাজি পাঁচ কোটি পাগোডা চাহিয়া বসিলেন।

১৭১২ খৃষ্টাব্দে কানাড়ার রাজা সন্ধিভঙ্গ করেন। তাহাতে ভাস্কো ফর্ণান্দিজ গিয়া বার্শিলোর, কল্যাণপুর, মঙ্গলূর, কোমতা, গোকর্ণ ও মিরাজ আক্রমণ করিয়াছিলেন।

১৭১৭ খৃষ্টাব্দে ৫০০ মহারাষ্ট্র-অশ্বারোহী শালসেটী দ্বীপে গিয়া পর্ত্তুগীজদিগের যথাসর্ব্বস্ব লুটিয়া আনে। ইহার পর বর্ষে দস্যুপতি অঙ্গ্রিয়ার সহিত অঞ্জদ্বীপের নিকট বিবাদ উপস্থিত হয়। এই সময়ে আসিরগড় ও রামনগরের রাজা দমন আক্রমণ করিয়া বহুসংখ্যক গো ও কৃষকদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া যান।

পর্ত্তুগীজ-মরাঠাদিগের বিবাদ ক্রমেই গুরুতর হইয়া উঠিল। কন্দলের সরদেশাই পর্ত্তুগীজদিগের বহু বাণিজ্যপোত লুট ও অধিকার করিলেন। পণ্ডার দুর্গ তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। শেষে পণ্ডারাজ পর্ত্তুগীজদিগের সহিত মিলিত হইয়া দুর্গ উদ্ধার করেন।

১৭২৬ খৃষ্টাব্দে পেশবা কর্ণাটিক আক্রমণ করেন। এই সঙ্গে পর্ত্তুগীজদিগের সহিত কএকটী ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইয়াছিল।

১৭৩০ খৃষ্টাব্দে মরাঠা-সৈন্য বসাঁই অধিকার করিল। বসাঁই-যুদ্ধে বহুসংখ্যক পর্ত্তুগীজ নিহত বা বন্দী হইয়াছিল। ইহারই

পর মহারাষ্ট্রসেনাপতি শালসেটী আক্রমণ করেন, কিন্তু এবার ইংরাজ ও পর্ত্তুগীজেরা একত্র হইয়া যুদ্ধ করায় মহারাষ্ট্র-বল পরাজিত হইয়াছিল।

১৭৩১ খৃষ্টাব্দে ৩রা জুলাই বসাঁই নগরে এক সন্ধিপত্র লিখিত হয়, তাহাতে মহারাষ্ট্রপতি পর্ত্তুগীজদিগের যে সকল স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু এই সন্ধি অনুসারে কোন কার্য্য হয় নাই। ২রা অক্টোবর পর্ত্তুগীজেরা পানিয়ালা গ্রামে মহারাষ্ট্রদিগকে পরাজয় করিলেন। ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে ১৭ই জানুয়ারী উভয়পক্ষের প্রতিনিধি সন্ধির প্রস্তাব লইয়া বোম্বাই নগরে উপস্থিত হন।

১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে ৮ই মে, পর্ত্তুগীজ-সেনাপতি ডম্ লুইজ বোটেল্‌হো দস্যুনায়ক অঙ্গ্রিয়ার গতিরোধ করিবার জন্য বহু যুদ্ধজাহাজ লইয়া বসাঁই নগরে আগমন করেন। ইত্যবসরে শম্ভাজী-অঙ্গ্রিয়া চেউল-দুর্গ অধিকার করিয়া বসিলেন। পর্ত্তুগীজ-সেনাপতি কোলাবার শাসনকর্ত্তার পরামর্শে শম্ভাজিকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু শম্ভাজির পরাক্রমে পর্ত্তুগীজ-সেনাপতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শেষে বোম্বাইএর ইংরাজগবর্ণর অঙ্গ্রিয়া ও পর্ত্তুগীজের বিবাদ মিটাইয়া দেন।

কোলাবার শাসনকর্ত্তা 'অঙ্গ্রিয়ার' সহিত যুদ্ধ করিলে, পর্ত্তুগীজদিগকে কএকটী স্থান দিবেন এরূপ আশা দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা না পাওয়াতে ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজেরা শম্ভাজি অঙ্গ্রিয়ার সহিত যোগ দিয়া তাঁহার ভ্রাতা মান্নাজির বিরুদ্ধে কোলাবা আক্রমণ করিলেন। পেশবা এই সংবাদ পাইয়া মান্নাজির সাহায্যার্থ সৈন্য পাঠাইয়া পর্ত্তুগীজদিগকে পরাজয় করিলেন এবং মান্নাজিকে আশ্রয় দিলেন। এই বর্ষে মহারাষ্ট্রেরা শালসেটী ও টানা দুর্গ অধিকার করিয়াছিল। এই সংবাদে গোয়াবাসী পর্ত্তুগীজগণ একপ্রকার উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিল। তাহারা অবিলম্বে বহু সৈন্য পাঠাইয়া বসাঁই নগরে মহারাষ্ট্রদিগকে আক্রমণ করিল। এথানে মহারাষ্ট্রগণ পর্ত্তুগীজদিগের গতিরোধ করিতে পারিল না, কিন্তু অবিলম্বে তাহারা সোৎসাহে শালসেটী, মনোরা, সেবালা, সবাজ ও আর কএকটী পর্ত্তুগীজ-দুর্গ অধিকার করিয়া ফেলিল।

অতঃপর পেশবা বসাঁই অধিকার করিবার জন্য প্রভূত সৈন্য পাঠাইলেন। এই সময়ে পর্ত্তুগীজেরা মহিম, ত্রিপুর, অসারিম্, কাল্‌মী, সরিদান, দহু, বন্দর প্রভৃতি স্থানের দুর্গগুলি ছাড়িয়া দিয়া, কেবল বসাঁই, দমন, চেউল ও দীউ দুর্গরক্ষায় অগ্রসর হইল।

১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে চিম্নাজি বসাঁই অধিকারের ভার পাইলেন। তাঁহার অধীনে শঙ্করজী কতরাবার, অম্বরগাঁও, নার্গল, দহু ও অবশেষে মহিম অধিকার করিলেন। পর্ত্তুগীজেরা অবনতমস্তকে মহারাষ্ট্রকরে মহিমদুর্গ অর্পণ করিয়া স্ত্রীপুত্র লইয়া বসাঁই নগরে চলিয়া আসিলেন।

মহিম অধিকারের পরেই মহারাষ্ট্র-সেনাপতি কাল্‌মী, সরিদান, ত্রিপুর, অসারিম্ প্রভৃতি পর্ত্তুগীজ দুর্গ দখল করিলেন। ইহার পর ৩০০০ অশ্বারোহী ও ৬০০০ মহারাষ্ট্রসেনা আসিয়া মার্ম্মাগোয়া অবরোধ করিল। গোয়াবাসীর মানসম্ভ্রম রক্ষার জন্য পর্ত্তুগীজ রাজপ্রতিনিধি সন্ধি করিয়া ফেলিলেন। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে ২রা মে সন্ধি হইয়া গেল। স্থির হইল, শালসেটী ও বারদেশের যাহা রাজস্ব আদায় হইবে, তাহার শতকরা ৪০ ভাগ বাজীরাও পাইবেন। পর্ত্তুগীজ গবর্মেণ্ট বাজীরাওকে ৭ লক্ষ টাকা দিতে বাধ্য হইলেন। দমন প্রদেশ ও তাহার দুর্গগুলির বিনিময়ে বাজীরাও বসাঁই পাইলেন।

ইহার পর দস্যুপতি অঙ্গ্রিয়ার উৎপাতে পর্ত্তুগীজেরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। এখন পর্ত্তুগীজ-গবর্মেণ্টের রক্ষার উপযোগী অর্থ সামর্থ্য নাই। কাজেই পর্ত্তুগীজ-গবর্ণর বাজীরাওকে চেউল জেলা প্রদান করিয়া পুনরায় সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। এখন কেবল গোয়া, দমন ও দীউ এই তিনটীমাত্র স্থান পর্ত্তুগীজদিগের অধিকারে থাকিল। বর্ত্তমানকালেও এই তিনটী স্থানে পর্ত্তুগালরাজের আধিপত্য চলিতেছে এবং পর্ত্তুগাল হইতে গবর্ণর-জেনারল আসিয়া এই তিনটী স্থান অদ্যাপি শাসন করিতেছেন।* [গোয়া ও পর্ত্তুগাল দেখ।]

* এই সময় হইতে পরবর্ত্তী পর্ত্তুগীজ শাসনকর্ত্তাদিগের নাম লিখিত হইল ;—

৭৮। ডম্ পিদ্রো মস্করেন্‌হাস্ (Viceroy) ১৭৩২-১৭৪১।
৭৯। ডম্ লুইজ্ ডি মেনেজিস্ (Viceroy) ১৭৪১-১৭৪২।
৮০। ডম্ ফ্রান্সিস্কো ডি ভাস্কোন্‌সেলো; ডম্ লুইজ কেটানো ডি অলমিডা (Governor) ১৭৪২-১৭৪৩।
৮১। ডম্ লোরেন্‌শো ডি নোরোন্‌হা, ডম্ লুইজ্ কেটানো-ডি-অলমিডা (Governor) ১৭৪৩-১৭৪৪।
৮২। ডম্ পিদ্রো মিগুএল ডি অলমিডা-ই-পর্ত্তুগাল (Viceroy) ১৭৪৪-১৭৫০।
৮৩। ফ্রান্সিস্কো ডি আসিস্ (Viceroy) ১৭৫০-১৭৫৪।
৮৪। ডম্ লুইজ মস্করেন্‌হাস্ (Viceroy) ১৭৫৪-১৭৫৬।
৮৫। ডম্ আণ্টোনিও তাভিরা দা নিভা ব্রম দা সিল্‌ভিরা, জোয়াঁও ডি মেস্‌কিটো মটোস্ টিক্‌সিয়া, ফিলিপি ডি ভলদেরিস্ সোটো মেয়র (Commission) ১৭৫৬।
৮৬। মানুএল ডি সাল্‌দান্‌হা ডি আলবুকার্ক (Viceroy) ১৭৫৬-১৭৬৫।

৮৭। ডম্ আণ্টোনিও তাভিরা দা নিত্তা ব্রম দা সিল্ভিরা, জোয়াঁও বাপ্টিষ্টা ভাজ্ পেরিরা; ডম জোয়াঁও জোর্সে ডি-মেলো (Commission) ১৭৬৫-১৭৬৮।

৮৮। ডম্ জোয়াঁও জোর্সে ডি মেলো (Governor) ১৭৬৮-১৭৭৪।

৮৯। ফিলিপি ডি ভল্দারিস্ সোটো মেয়র (Governor) ১৭৭৪।

৯০। ডম জোর্সে পিড্রো দা কামারা (Governor and Captain-General) ১৭৭৪-১৭৭৯।

৯১। ফ্রেডারিকো গিলহায়মি ডি সুজা (Governor and Captain-General) ১৭৭৯-১৭৮৬।

৯২। ফ্রান্সিস্কো-দা কান্হা ই মেনেজিস্ (Governor and Captain-General) ১৭৮৬-১৭৯৪।

৯৩। ফ্রান্সিস্কো আণ্টোনিও-দা-ভিগা কেব্রাল (Governor and Captain-General) ১৭৯৪-১৮০৭।

৯৪। বার্ণার্ডো জোর্সে ডি লোরেনা (Viceroy and Captain-General) ১৮০৭-১৮১৬।

৯৫। ডম্ ডিওগো ডি সুজা (Viceroy and Captain-General) ১৮১৬-১৮২১।

৯৬। মানুএল গডিনহো দা মিরা, জোয়াকিম্ মানুএল্ কোরিয়া দা সিল্ভা ই গামা, মানুএল জোর্সে গোমিস্ লোরিরো, গোন্শালো ডি মগল্হে টিক্সিরা, মানুএল দুয়ার্তে লিটাও (Commission) ১৮২১-১৮২২।

৯৭। ডম্ মানুএল দা-কামারা (Captain-Genaral) ১৮২২-১৮২৪।
ঐ ঐ (Viceroy and Captain-General) ১৮২৪-১৮২৫।

৯৮। ডম্ মানুএল ডি এম্ পল্ডিনো, কাণ্ডিডো জোর্সে মৌরাঁও গার্সেজ্ পাধা, আণ্টোনিও রিবিরো ডি-কার্ভাল্হো (Commission) ১৮২৫-১৮২৭।

৯৯। ডম্ মানুএল্ ডি পর্ত্তুগাল ই কাষ্ট্রো (Governor) ১৮২৭-১৮৩০।
ঐ ঐ (Viceroy) ১৮৩০-১৮৩৫।

১০০। বার্ণার্ডো পেরিজ দা সিল্ভা (Prefect) ১৮৩৫।
অতঃপর (১৮৩৫ হইতে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ মধ্যে) অনেকগুলি প্রাদেশিক সভা (Provincial Committee) গঠিত হয়।

১০১। সিমাও ইন্ফান্টে-ডি লামার্ডা(Governor-General)১৮৩৭-১৮৩৮।

১০২। ডম আণ্টোনিও ফেলিসিয়ানো ডি সাণ্টো রিটা, জোর্সে আণ্টোনিও ভিএরা দা ফন্সেকা, জোর্সে কাসিও ক্রিয়ার ডি লিমা, ডমিঙ্গো জোর্সে মরিয়ানো লুইজ (Council of the Government) ১৮৩৮-১৮৩৯।

১০৩। জোর্সে আণ্টোনিও ভিএরা দা ফন্সেকা (Interim Governor General) ১৮৩৯।

১০৪। মানুএল জোর্সে মেণ্ডিস্ (Governor-General) ১৮৩৯-১৮৪০।

১০৫। জোর্সে আণ্টোনিও ভিএরা দা ফন্সেকা, জোর্সে কাসিও ক্রিয়ার ডি লিমা, আণ্টোনিও জোয়াঁও ডি আথাইদে, ডমিঙ্গো জোর্সে মরিয়ানো লুইজ, জোর্সে দা কোষ্টা কাম্পোস, কেটানো ডি সুজা ভাস্কোন্সেলো (Council of the Government) ১৮৪০।

১০৬। জোর্সে জোয়াকিম্ লোপেজ ডি লিমা (Governor-General) ১৮৪০-৪২।

১০৭। আণ্টোনিও রমল্হো ডি সা, আণ্টোনিও জোর্সে ডি মেলো সোটো মেয়র তেলিজ্, আণ্টোনিও জোয়াঁও ডি অথাইদে, জোর্সে দা কোষ্টা কাম্পোস্, কেটানো ডি সুজা ই ভাস্কোন্সেলো (Council of the Government) ১৮৪২।

১০৮। ফ্রান্সিস্কো জেভিয়ার দা সিল্ভা পেরিরা (Governor-General) ১৮৪২-৪৩।

১০৯। জোয়াকিম্ মৌরাঁও গার্সেজ্ পল্হা (Governor-General) ১৮৪৩-১৮৪৪।

১১০। জোর্সে ফেরিরা পেষ্টানা (Governor-General) ১৮৪৪-১৮৫১।

১১১। জোর্সে জোয়াকিম্ জানুয়ারিও লাপা (Governor-General) ১৮৫১-১৮৫৫।

১১২। ডম্ জোয়াকিম্ ডি সাণ্টা রিটা বোটেলহো, লুইজ্ দা কোষ্টা কাম্পোস্, ফ্রান্সিস্কো জেভিয়ার পেরিজ্ বার্ণার্ডো হেক্টার দা সিল্ভিরা ই লোরেনা, ভিক্টর এনাষ্টাসিও মুরাঁও গার্সেজা পল্হা (Council of the Government) ১৮৫৫।

১১৩। আণ্টোনিও সিজার ডি ভাস্কোন্সেলো কোরিয়া (Governor-General) ১৮৫৫-১৮৬৪।

১১৪। জোর্সে ফেরিরা পেষ্টানা (Governor-General) ১৮৬৪-১৮৭০।

১১৫। জানুয়ারিও কোরিয়া ডি অল্মিডা (Governor-General) ১৮৭০-১৮৭১।

১১৬। জোয়াকিম্ জোর্সে ডি মাকেডো ই কোট্রো (Governor-General) ১৮৭১-৭৫।

১১৭। জোয়াঁও তাবারিজ ডি অল্মিডা (Governor-General) ১৮৭৫-৭৭।

১১৮। ডম্ আয়ার্স ডি অরুএলাস্ ই ভাস্কোন্সেলো, জোয়াঁও কেটানো দা সিল্ভা কাম্পোস্, ফ্রান্সিস্কো জেভিয়ার সোয়ারিস্ দা ভিগা, এডয়ার্ডো অগাষ্টো পিণ্টো বাল্সেমাঁও (Council of the Government) ১৮৭৭।

১১৯। আণ্টোনিও সার্জিও ডি সুজা (Governor-General)১৮৭৭-১৮৭৮।

১২০। ডম্ আয়ার্স ডি অরুএলাস্ ই ভাস্কোন্সেলো, জোয়াঁও কেটানো সিল্ভা কাম্পোস্, ফ্রান্সিস্কো জেভিয়ার সোয়ারিস্ দা ভিগা আণ্টোনিও সার্জিও ডি সুজা, পরে এডুয়ার্ডো অগাষ্টো পিণ্টো-বাল্সিমাও (Council of the Government) ১৮৭৮।

১২১। কেটানো আলেক্সান্দর ডি অলমিডা এ আল্বুকার্ক (Governor-General) ১৮৭৮-১৮৮১।

১২২। কার্লস্ ইউজিনিও কোরিয়া দা সিল্ভা (Governor-General) ১৮৮১-৮৫।

১২৩। ফ্রান্সিস্কো জোয়াকিম্ ফেরিরা-ডি অমরল্ (Governor-General) ১৮৮৫-৮৬।

১২৪। অগাষ্টো সিজার কার্ডোসো ডি কার্ভাল্হো (Governor-General) ১৮৮৬-৮৯।

১২৫। ভাস্কো গীডিস্ ডি কার্ভাল্হো ই মেনেজিস্ (Governor-General) ১৮৮৯-৯১।

১২৬। ফ্রান্সিস্কো মরিয়া দা কান্হা (Governor-General) ১৮৯১-৯২।

১২৭। ফ্রান্সিস্কো টিক্সিরা দা সিল্ভা (Governor-General)১৮৯২-৯৩।

১২৮। রাফেল জাকোম লোপেজ ডি আন্দ্রাদে (Governor-General) ১৮৯৩।

পর্ত্তুগীজরাজ্য ধ্বংস হইবার আরও অনেক কারণ ছিল। বিলাসিতা, অমিতব্যয়িতা, পরশ্রীকাতরতা ও ব্যসনাসক্তি। যে সময়ে ভারতীয় পর্ত্তুগীজগণের সম্মুখে বিপদ উপস্থিত, সে সময়ে পর্ত্তুগীজ রাজপুরুষগণ নেশায় ভরপুর ও বেশ্যা লইয়া উন্মত্ত। সে সময়ের কোন কোন ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, 'পর্ত্তুগীজ-সভায় যথেচ্ছাচারিতা ও বিলাসিতার প্রবল স্রোত বহিতেছিল। এখানেও রাজপুরুষগণ প্রত্যেকে দুই চারিজন দেশীয় বাইজী (নর্ত্তকী) লইয়া আমোদ প্রমোদে নিমগ্ন থাকিতেন, রাজ্যের অবস্থা একবার ভ্রমেও কেহ ভাবিতেন না। যখন আর যুদ্ধ না করিলে চলিত না, তখন সেই লম্পট রাজ-পুরুষগণ সসৈন্যে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া অধস্তন কর্ম্মচারী-দিগকে যুদ্ধে নিযুক্ত করিতেন, কিন্তু আপনারা স্ব স্ব শিবিরে মদ ও বেশ্যা লইয়া পার্থিব জগৎ ভুলিয়া থাকিতেন। এরূপ স্থলে যুদ্ধের পরিণাম যাহা হওয়া উচিত, তাহাই হইত।'

[গোয়া শব্দে ৫৪১ পৃষ্ঠায় এ সম্বন্ধে অপরাপর বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

পর্ত্তৃ (ত্রি) রক্ষাসাধনভূত। "তাঁ অংহসঃ পিপৃহি পর্ত্তৃভিষ্টম্" (ঋক্ ৭।১৬।১০) 'পর্ত্তৃভী রক্ষাসাধনভূতৈঃ' (সায়ণ)

পর্দ্দ, অপানবায়ুর ক্রিয়া, অপানোৎসর্গ। ভ্বাদি, আত্মনে, অক° সেট্। লট্ পর্দ্দতে। লোট্ পর্দ্দতাং। লিট্ পপর্দ্দে। লুট্ অপর্দ্দিষ্ট। সন্ পিপর্দ্দিষতে। যঙ্ পাপর্দ্দ্যতে।

পর্দ্দ (পুং) পৃ-বাহুলকাৎ দ। ১ কেশসমূহ। পর্দ্দ-অপানোৎসর্গে-অচ্। ২ অপানোৎসর্গ, অপান বায়ুর ত্যাগ, চলিত বাতকর্ম্ম, পাঁদ। "হৃদি প্রাণং গুদেহপানং" হৃদয়ে প্রাণবায়ু গুহ্যদেশে অপানবায়ুর আশ্রয় স্থান। অতএব অপানবায়ুর ত্যাগ বলিলে বাতকর্ম্ম বুঝিতে হইবে। ২ কেশগুচ্ছ। ৩ ঘনকেশ।

পর্দ্দন (ক্লী) পর্দ্দ-ল্যুট্। বাতকর্ম্ম, বায়ুনিঃসরণ। (হেম)

পর্প্প, গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্, লট্, পর্প্পতি। লোট্ পর্প্পতু। লিট্ পপর্প্প। লুঙ্ অপর্প্পীৎ। লৃট্ পর্প্পিষ্যতি। লুট্ পর্প্পিতা। সন্ পিপর্প্পিষতি। যঙ্ পাপর্প্প্যতে।

পর্প্প (ক্লী) পৃ-পালনাদৌ নিপাতনাৎ পপ্রত্যয়ে ন গিত্বং (খষ্পশিল্পশষ্পবাষ্পরূপপর্প্পতল্পাঃ। উণ্ ৩২৮) ১ নবতৃণ। ২ গৃহ। ৩ খঞ্জবাহনশকট। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

পর্প্পট (পুং) পর্প্প-অটন্। স্বনামখ্যাত ক্ষুদ্র ক্ষুপ, চলিত ক্ষেৎ-পাপড়া (Oldenlandia biflora) দবন-পাপর হিন্দীভাষা। পর্য্যায়—ত্রিযষ্টি, তিক্ত, চরক, রেণু, তৃষ্ণারি, বরক, অরক, শীত, শীতপ্রিয়, পাংশু, কল্পাঙ্গ, কর্ম্মকণ্টক, কৃশশাখ, প্রগন্ধ, সুতিক্ত, রক্তপুষ্পক, পিত্তারি, কটুপত্র, বক্র। ইহার গুণ—শীতল, তিক্ত, পিত্তশ্লেষ্মা, জ্বর, রক্ত, দাহ, অরুচি, গ্লানি, মদ ও ভ্রমনাশক। (রাজনি°)

ভাবপ্রকাশমতে পিত্ত, অস্র, ভ্রম, তৃষ্ণা ও কফজ্বরনাশক, সংগ্রাহী, শীতল, তিক্ত, লঘু, বাতবর্দ্ধক এবং দাহনাশক। ২ পিষ্টকভেদ। চলিত পাপর। ইহার গুণ লঘু ও রুক্ষ। (রাজব°)

"ধূমসীরচিতা হিঙ্গুহরিদ্রালবণৈর্যুতাঃ।
জীরকস্বর্জ্জিকাভ্যাঞ্চ তন্তুং কৃত্বা চ বেল্লিতাঃ॥
দীপনাঃ পাচনা রুক্ষা গুরবঃ কিঞ্চিদীরিতাঃ।
মৌদ্গাশ্চ তদ্গুণাঃ প্রোক্তা বিশেষাল্লঘবো হিতাঃ॥
চণকস্তু গুণৈর্যুক্তাঃ পর্পটাশ্চণকোদ্ভবাঃ।
স্নেহে ভৃষ্টাস্তু তে সর্ব্বে ভবেয়ুর্মধ্যমা গুণৈঃ॥"

(ভাবপ্র° পূর্ব্বখ° দ্বিতীয় ভাগ)

মাষ কলাইয়ের দাইল জলে ভিজাইয়া উহার তুষ নিষ্কাষিত করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া যন্ত্রে পেষণ করিয়া লইলে তাহাকে ধূমসী কহে। এই ধূমসীর সহিত হিঙ্গু, হরিদ্রা, লবণ, জীরা ও স্বর্জিকা মিলিত করিয়া অতিশয় পাতলা করিয়া রোটী প্রস্তুত করিতে হইবে। পরে ইহাকে আঙ্গারের অগ্নিতে ভাজিয়া লইলে পর্প্পট প্রস্তুত হয়। ইহা অতিশয় মুখরোচক, অগ্নিপ্রদীপক, পাচক, রুক্ষ ও কিঞ্চিৎ গুরু। মুগের দাইল দ্বারা যে পর্প্পট প্রস্তুত হয়, তাহাও ধূমসীকৃত পর্প্পটের ন্যায় গুণযুক্ত। বিশেষ এই যে, মুদ্গকৃত পাঁপর উহা অপেক্ষা লঘু ও হিতজনক। ছোলা দ্বারা যে পর্প্পট প্রস্তুত হয়, তাহা ছোলার ন্যায় গুণযুক্ত। উপরি উক্ত সকলপ্রকার পাঁপরই ঘৃতাদিতে ভাজিয়া লইলে তাহা মধ্যগুণযুক্ত হইয়া থাকে। (ভাবপ্র°)

পর্প্পটক (পুং) পর্প্পট-স্বার্থে কন্। পর্প্পট।

পর্প্পটদ্রুম (পুং) কোঙ্কণদেশপ্রসিদ্ধ কুম্ভীবৃক্ষ। ২ গুগ্গুলু-তরু। (রাজনি°)

পর্প্পটাদি (পুং) ১ কাথৌষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—ক্ষেত-পাপড়া ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। ইহা পিত্তজ্বরের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। যদি ক্ষেতপাপড়া, রক্তচন্দন, বালা ও শুণ্ঠী মিলিত ২ তোলা দিয়া পূর্ব্ববৎ কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করা যায়, তাহা হইলে বিশেষ ফলপ্রদ হয়। (ভৈষজ্যরত্না° জ্বরাধি°)

পর্প্পটী (স্ত্রী) পর্প্পট-ঙীপ্। ১ সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা। উত্তরদেশভব সুগন্ধি দ্রব্য, চলিত পপরী এবং পদ্মাবতী। পর্য্যায়—রঞ্জনী, কৃষ্ণা, জতুকা, জননী, জনী, জতুকৃষ্ণা, সংস্পর্শা, জতুকৃৎ, চক্র-বর্ত্তিনী। ইহার গুণ তুবর, তিক্ত, শিশির, বর্ণকৃৎ, লঘু; বিষ, ব্রণ, কণ্ডু, কফ, পিত্ত, অস্র ও কুষ্ঠনাশক। (ভাবপ্র°)

পর্প্পটীরস (পুং) ঔষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—পারা এক-ভাগ, গন্ধক দুই ভাগ, ভৃঙ্গরাজরসে মর্দ্দন করিয়া পরে তাম্র ও লৌহভস্ম চতুর্থাংশ মিশাইয়া লৌহপাত্রে পাক করিতে হইবে,

যখন ইহা কর্দমবৎ হইবে, সেই সময় গোময়োপরি সংস্থিত কদলীপত্রে পর্পটীবৎ ক্ষেপণ করিয়া পরে চূর্ণ করিয়া নিসিন্দার রসে একদিন, জয়ন্তী, ঘৃতকুমারী, বাসক, ব্রহ্মযষ্টি, ত্রিকটু, ভৃঙ্গরাজ, চিতা ও মুণ্ডিরী প্রত্যেকের রসে বা কাথে সাতদিন ভাবনা দিয়া জলন্ত অঙ্গারের স্বেদ দিবে। ইহার মাত্রা ৪ রতি। অনুপান হরীতকী, শুঁঠ ও শুলঞ্চের কাথ, ইহা শ্লেষ্মজ্বরঘ্ন।

(রসেন্দ্রসারস° জ্বরচি°)

অন্তবিধ—রক্তপিত্তরোগে ক্ষেতপাপড়ার রসে অভ্রভস্ম কিংবা বাসক, দ্রাক্ষা ও হরীতকীর কাথে চিনি অথবা যোগবাহী রস সমুদয় প্রয়োগ করিবে। এইরূপে প্রস্তুত করিলে পর্পটীরস হইয়া থাকে। (রসেন্দ্রসারসং রক্তপিত্তচি°)

পর্পরীক (পুং) পিপর্ত্তীতি পৃ-ইকন্ (ফপূবৃঞাং ষেরুক্ চাভ্যাসস্য। উণ্ ৪।১৯) ১ সূর্য্য। ২ বহ্নি। ৩ জলাশয়।

(সংক্ষিপ্তসার উণা°)

পর্প্প'রীণ (পুং) পৃ-যঙ্লুক্, বাহু° ইনন্। ১ পর্ব্ব, পাব। (শব্দর°) ২ পর্ণবৃন্তরস। ৩ পর্ণশিরা। ৪ পত্রচূর্ণরস। ৫ দ্যূতকম্বল।

পর্পিক (পুং স্ত্রী) পর্পেণ গচ্ছতীতি পর্প-ঠন্। খঞ্জ, খোঁড়া।

(সিদ্ধান্তকৌ°)

পর্পাদি (পুং) পাণিন্যুক্ত শব্দগণভেদ। পর্প, অশ্ব, অশ্বত্থ, রথ, জাল, ন্যাস, ব্যাল। 'তেন চরতি' এই অর্থে পর্পাদিগণের উত্তর ঠন্ হয়। যথা পার্পিক, ইত্যাদি।

পর্ফরীক (ক্লী) স্ফুর-ঈকন্ 'পর্ফরীকাদয়শ্চ' ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। কিসলয়, নবপল্লব।

পর্ব, গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ পর্ব্বতি। লোট্ পপর্ব্ব। সন্ পিপর্ব্বিষতি। যঙ্ পাপর্ব্যতে।

পর্ম্মগুড়ি, নগরভেদ।

পর্ম্মাড়ি (পুং) কর্ণাটরাজপুত্রভেদ। (রাজতর° ৭।৯৩৩)

পর্গুর্য্য (পুং) পরিতো ন গচ্ছন্তি পাপে বাচঃ যস্মাৎ। ইন্দ্রিয় নিয়ন্তা, জিতেন্দ্রিয়।

"ন বৈ তথা চেতনয়া বহিষ্কৃতে হুতাশনে পারমহংস্যপর্য্যগুঃ॥"

(ভাগ° ৪।২১।৪১)

'পারমহংস্যপর্য্যগুঃ পরমহংসানাং জ্ঞাননিষ্ঠানাং গম্যঃ পারমহংস্যঃ পরিতো ন গচ্ছন্তি গাবো বাচঃ যস্মাৎ স পর্য্যগুঃ, ইন্দ্রিয়-নিয়ন্তা, স চাসৌ স চ পারমহংস্যপর্য্যগুঃ।' (শ্রীধরস্বামী)

পর্য্যগ্নি (পুং) যজ্ঞোদ্দেশে উৎসর্গকরণীয় পশুর চতুর্দ্দিকে যে আলোক লইয়া ভ্রমণ করা হয়। "প্রদক্ষিণং পর্য্যগ্নি করোতি পশুম্' (ঐতরেয় ব্রা° ২।৫)

পর্য্যগ্নিকৃত (ত্রি) অগ্নেঃ পরিতঃ কৃতঃ। চারিদিকে অগ্নিবেষ্টন দ্বারা কৃতসংস্কার। "তান্ পর্য্যগ্নিকৃতানুৎসৃজতি" (তাণ্ড্য° ব্রা°)

পর্য্যঙ্ক (পুং) পরিতোঽঙ্ক্যতে ইতি পরি-অক-ঘঞ্। খট্টা, পালঙ্ক। পর্য্যায়—মঞ্চ, মঞ্চক, পল্যঙ্ক, পর্য্যস্তিকা, পরিকর, অবসকৃথিকা। (হেম)

"অথোপবিষ্টং রাজানং পর্য্যঙ্কে জ্বলনপ্রভে।
উপপ্লুতং যথা সোমং রাহুণা রাত্রিসংক্ষয়ে॥" (ভারত ৩.২৪৬।৮)

২ যোগপট্ট, একপ্রকার আসনবিশেষ, যোগী পর্য্যঙ্কবন্ধে আসীন হইয়া যোগসাধন করিয়া থাকেন।

"পর্য্যঙ্কবন্ধস্থিরপূর্ব্বকায়মৃজ্বায়তং সন্নমিতোভয়াংসম্।" (কুমার ৩।৪৫) (মৃচ্ছকটিক ১।১) ৩ বীরাসনভেদ। একপাদ আর এক উরুর উপর সংস্থাপনপূর্ব্বক এক উত্তানিত করতলে অপর কর সংস্থাপন করিয়া স্বীয় অঙ্কগত করিলে তাহাকে পর্য্যঙ্কাসন কহে।

পর্য্যঙ্কপর্ব্বত, নর্ম্মদানদীর উত্তরদিক্‌স্থিত পর্ব্বতভেদ।

(রেবাখণ্ড)

পর্য্যঙ্কপাদিকা (স্ত্রী) পর্য্যঙ্কস্যেব পাদোঽস্যাস্যাঃ, ঠন্ টাপ্ চ। কোলশিম্বী, চলিত শ্বেত আলকুশী। (রাজনি°)

পর্য্যঙ্কবন্ধ (পুং) পর্য্যঙ্কস্য যোগপট্টস্য বন্ধঃ বন্ধনং বন্ধ-ঘঞ্। পর্য্যঙ্কবন্ধন।

পর্য্যঙ্কবন্ধন (ক্লী) পর্য্যঙ্কবৎ যদ্‌বন্ধনং। বস্ত্রাদি দ্বারা পৃষ্ঠজানু ও জঙ্ঘা বন্ধন, কাড় বাধা। "পাদপ্রসারণঞ্চাগ্রে তথা পর্য্যঙ্ক-বন্ধনম্॥" (হরিভক্তিবিলাস)

পর্য্যঙ্ক্য (পুং) অশ্বমেধ যজ্ঞসম্বন্ধীয় প্রথম যূপে বন্ধনীয় পঞ্চদশ সংখ্যক পশুভেদ। "তে বাত্র তে পঞ্চদশপর্য্যঙ্ক্যাঃ" (শত° ব্রা° ১৩।২।২।১) "পর্য্যঙ্ক্যানশ্বে" (কাত্যা° শ্রৌ° ২০।৫।৪) 'কৃষ্ণ-গ্রীবাদয়ঃ বামনান্তাঃ পঞ্চদশ পর্য্যঙ্ক্যসংজ্ঞা ইত্যর্থঃ' (কর্ক)

পর্য্যটন (ক্লী) পরিতোঽটনং ভ্রমণং পরি-অট ভাবে লুট্। পুনঃ পুনঃ গমন। ভ্রমণ, পর্য্যায়—ব্রজ্যা, অটাট্যা।

"ভূমেঃ পর্য্যটনং পুণ্যং তীর্থক্ষেত্রনিষেবণৈঃ।" (ভাগ° ৯।৭।১৮)

পর্য্যনুযুক্ত (ত্রি) জিজ্ঞাসিত, পৃষ্ট। (দিব্যা° ২৩৫।৭)

পর্য্যনুযোগ (পুং) পরিতোঽনুযোগঃ পৃচ্ছা, পরি-অনু-যুজ-ঘঞ্। জিজ্ঞাসা।

পর্য্যনুযোজ্য (ত্রি) পরি-অনু-যু-কর্ম্মণি ণ্যৎ। নিগ্রহোপপত্তি দ্বারা চোদনীয়, প্রেরণীয়।

পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণ (ক্লী) গৌতমোক্ত নিগ্রহস্থান ভেদ। "অনিগ্রহঃ পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণং" (গৌতমসূ°) [নিগ্রহস্থান দেখ।]

পর্য্যন্ত (পুং) পরিতোঽন্তং প্রাদি সমাসঃ, শেষসীমা।

"পর্য্যন্তো লভ্যতে ভূমেঃ সমুদ্রস্য গিরেরপি।
ন কথঞ্চিৎ মহীপস্য চিত্তান্তঃ কেনচিৎ কচিৎ॥"

(পঞ্চতন্ত্র ১।১৪১) ২ সমীপ। (হরিব° ১২২।৫৩) ৩ পার্শ্ব।

"পর্য্যন্তসঞ্চারিতচামরস্ত" (রঘু ১৮।৪৩)

পর্য্যন্তভূ (স্ত্রী) পর্য্যন্তস্থ শেষসীমাযা়াঃ ভূঃ পৃথিবী। নদী, নগর ও পর্ব্বতাদির উপান্তভূমি। পর্য্যায়—পরিসর।

পর্য্যস্তিকা (স্ত্রী) পরিতঃ সর্ব্বতোভাবেন অস্তিকা, গুণাদীনাং নাশিকা। গুণভ্রংশ, গুণনাশ।

পর্য্যন্তীকৃত (ত্রি) সম্পাদিত। কৃতসমাপন। (দিব্যা° ২৭।১৯)

পর্য্যন্য (পুং) পর্জ্জন্য পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ ইন্দ্র। ২ শব্দায়মান মেঘ। ৩ মেঘশব্দ। "অম্ভসা দুন্দুভিনির্ঘোষঃ পর্য্যন্যনিনদোপমঃ।" (গোঃ রামা° ৬।৩১।৩২)

পর্য্যয় (পুং) পরি ক্রমশঃ অয়ো গমনং। ক্রমোল্লঙ্ঘন। পরি শাস্ত্রলোকাচারমর্য্যাদাং পরিত্যজ্য অয়ো গমনমুল্লঙ্ঘনমিত্যর্থঃ। ব্যতিক্রম। শাস্ত্র ও লোক ব্যবহারে প্রাপ্ত অর্থের পরিত্যাগ। পর্য্যায়—অতিপাত, উপাত্যয়, বিপর্য্যয়, অত্যয়, অতিপতন, ব্যত্যয়, অতিক্রম। (শব্দর°)

"অস্মাম্যাচ্ছাদয়ে চাহং যথা কূপং তৃণস্তথা।

অমর্ষং ধারয়ে চোগ্রং প্রতীক্ষন্ কালপর্য্যয়ম্ ॥"(ভা° ১।৪৮।১২)

পর্য্যবজ্ঞ (ত্রি) অপর্য্যাপ্তরূপে উৎপন্ন বা জাত। (দিব্যা° ১২০।৫)

পর্য্যয়ণ (ক্লী) পরিতোঽয়তে গচ্ছত্যনেন পরি-অয়-ল্যুট্। অশ্বসজ্জা, চর্ব্বিত জিন্। (শব্দমালা)

পর্য্যবদাত (ত্রি) ১ উত্তমরূপে পরিচ্ছন্ন। ২ পরিষ্কৃত। ৩ সৌষ্ঠবসম্পন্ন বা জ্ঞানযুক্ত। (দিব্যা° ১০০।৪)

পর্য্যবদাপয়িতৃ (পুং) দাতা, যে বিভাগ করিয়া দেয়। (দিব্যা° ২০২।১৩)

পর্য্যবধারণ (ক্লী) যথাযথনিরূপণ। (বেদান্ত° ১৩৬)

পর্য্যবরোধ (পুং) বাধা। প্রকৃষ্টরূপে আট্কান।

পর্য্যবসান (ক্লী) পরি-অব-সো ভাবে ল্যুট্। ১ তত্ত্বনির্দ্ধারণ। ২ শেষাবধি। ৩ রাগ বা ক্রোধ। (দিব্যা° ১৮৬।৯-১১)

পর্য্যবস্থিত (ত্রি) রাগান্বিত, ক্রোধযুক্ত। (দিব্যা° ১৮৫।২৯)

পর্য্যবসানিক (ত্রি) শেষ অবস্থাপ্রাপ্ত। মুখ্য উদ্দেশ্যে উপনীত। (মহাভা° শান্তিপর্ব্ব)

পর্য্যবসিত (ত্রি) পরি-অব সো কর্ম্মণি ক্ত। ১ পূর্ব্বাপরালোচন দ্বারা অবধারিত অর্থ। ২ নিষ্কৃষ্টার্থ। 'লোকান্তরম্ পর্য্যবসিতম্' এরূপস্থলে 'ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন' এইরূপ অর্থ প্রকাশ করে।

পর্য্যবসায়িন্ (ত্রি) পরি-অব-সো-ণিনি। পর্য্যবসানশীল।

পর্য্যবস্কন্দ (পুং) রথাদি হইতে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক অবতরণ। (মহাভারত ৬।৩৩১৯)

পর্য্যবস্থা (স্ত্রী) পরিতোঽবস্থানং পরি-অব-স্থা-অঙ্ (আতশ্চোপসর্গে। পা ৩।৩।১০৬) বিরোধন। প্রতিপক্ষতা।

পর্য্যবস্থান (ক্লী) পরিতোঽবতিষ্ঠতেঽনেন পরি-অব-স্থা করণে ল্যুট্। ১ বিরোধ। ২ সর্ব্বতোভাবে অবস্থিতি।

পর্য্যবস্থাতৃ (ত্রি) পর্য্যবতিষ্ঠতে ইতি পরি-অব-স্থা-তৃচ্। পর্য্যবস্থানকর্ত্তা, বিরোধী।

"অন্তকঃ পর্য্যবস্থাতা জন্মিনঃ সন্ততাপদঃ।

ইতি ত্যাজ্যে ভবে ভব্যো মুক্তাবুত্তিষ্ঠতে জনঃ॥"

(কিরাত ২১।১৩)

পর্য্যবস্তৃক (ত্রি) পরি-অব-স্তৃ-ক্ত। পরিবৃত।

পর্য্যশ্রু (ত্রি) অশ্রুজলে স্নাত। অশ্রুপূর্ণ। আঁখিজলে পরিপ্লুত। (মহাভারত আদিপর্ব্ব, রাজতর° ৩।২৫১)

পর্য্যসন (ক্লী) পরি-অস-ক্ষেপে ভাবে ল্যুট্। ১ অপসারণ। ২ দূরীকরণ। ৩ পরিতঃ ক্ষেপণ, চতুর্দ্দিকে ক্ষেপণ।

পর্য্যস্ত (ত্রি) পরিতোঽস্যতে ক্ষিপ্তঃ, অস-ক্ষেপে ক্ত। ১ প্রক্ষিপ্ত। ২ হত। (মেদিনী) ৩ সর্ব্বতঃ প্রস্তৃত, বিস্তৃত।

"পর্য্যস্তাং পৃথিবীং কৃৎস্নাং সাশ্বাং সরথকুঞ্জরাং।" (হরিব° ১৫০।২০) ৪ বিক্ষিপ্ত। ৫ প্রসারিত। ৬ দূরীকৃত। ৭ উদ্বর্ত্তিত।

পর্য্যস্তবৎ (ত্রি) পর্য্যস্ত অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য ব। পর্য্যস্তযুক্ত, পর্য্যস্ত অর্থ সম্বন্ধীয়। (ঐত° ব্রা° ৫।১)

পর্য্যস্তাক্ষ (ত্রি) চতুর্দ্দিকে স্তব্ধ দৃষ্টি। 'পর্য্যস্তাক্ষা অপ্রচঙ্কশ' (অথর্ব্ব ৮।৬।১৬) 'পর্য্যস্তাক্ষা ইতস্ততো বিপ্রকীর্ণলোচনাঃ' (সায়ণ)

পর্য্যস্তি (স্ত্রী) পর্য্যস্যতে শরীরং যত্র পরি-অস-ক্ষেপে, আধারে ভাবে বা ক্তিন্। ১ পল্যঙ্ক, পালঙ্ক। ২ দূরীকরণ।

পর্য্যস্তিকা (স্ত্রী) পর্য্যস্তি স্বার্থে কন্, টাপ্। ১ খট্টা, পল্যঙ্ক, পালঙ্ক, খাট্।

পর্য্যাকুল (ত্রি) পরিতঃ আকুলঃ। ১ অতিশয় ব্যাকুল, কাতর। ২ স্খলিতগতি। ৩ অতিব্যস্ত। "শিশুঃ পর্য্যাকুলাশ্চাসন্ রক্ষসা তত্র সংবৃতাঃ॥" (রামা° ৪।৩৯।৯)

পর্য্যাকুলত্ব (ক্লী) পর্য্যাকুল-ভাবে ত্ব। ব্যাকুলতা। ব্যাকুলের ভাব।

পর্য্যাখ্যান (ক্লী) পরি-চক্ষিঙ্-ল্যুট্ (চক্ষিঙঃ খ্যাঞ্। পা ২।৪।৫৪) ইতি খ্যাদেশঃ, বা পরিত আখ্যানং। পরিতঃ কথন, আখ্যান।

পর্য্যাগলৎ (ত্রি) পরি-আ-গল শতৃ। চোঁয়ান, ক্ষরৎ।

"পত্রাস্তপর্য্যাগলদচ্ছবিন্দুঃ" (ভট্টি ২ স°)

পর্য্যাচান্ত (ক্লী) পরিতঃ আচান্তং। একপঙ্‌ক্তিতে থাকলে ভোজন করিতে বসিলে তাহাদের মধ্যে যদি একজন আচমন করে, তাহা হইলে সেই পঙ্‌ক্তিস্থিত অন্নের নাম পর্য্যাচান্ত। এই অন্ন দূষণীয়, ইহা সেবন করিতে নাই অর্থাৎ কতকজনে এক-

পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করিতে বসিয়াছে, তাহাদের মধ্যে যদি একজন উঠিয়া যায়, তাহা হইলে আর আর সকলেরই ঐ অন্ন পরিত্যাগ করা বিধেয়। মনুটীকায় কুল্লূক লিখিয়াছেন—

"উগ্রান্নং সূতিকান্নঞ্চ পর্য্যাচান্তমনির্দ্দিশম্ ॥" (কুল্লূক)

উগ্রান্ন, সূতিকান্ন ও পর্য্যাচান্ত-অন্ন পরিত্যাগ করিবে। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার মুদ্রিত পুস্তকে 'পর্য্যায়ান্ন' এইরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রামাদিক বলিয়া বোধ হয়। কুল্লূকের সহিত এক বাক্যতা করিয়া 'পর্য্যাচান্ত' পাঠই প্রকৃত বলিয়া অনুমিত হয়। "উদক্যাস্পৃষ্টসংঘুষ্টং পর্য্যাচান্তঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।" (যাজ্ঞবল্ক্যস° ১।১৬৭)

পর্য্যাচিত (ত্রি) পরি-আ-চি ক্ত। আচিত। আচিতাদিত্ব হেতু ইহার অন্তোদাত্ততা নহে। (পা ৬।২।১৬৪)

পর্য্যাণ (ক্লী) পরিতো যাতি গচ্ছত্যনেনেতি পরি-যা-ল্যুট্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। অশ্বপল্যয়ন, অশ্বপৃষ্ঠের আসন, জিন।

"আরোহণমশ্ববাজিনাং পর্য্যাণাদিযুতস্য বাজিনঃ।
উপবাহ্যতুরঙ্গমস্য বা কল্যস্তৈব বিপন্নশোভনা ॥"
(বৃহৎসংহিতা ৯৩।৬)

২ অশ্বসজ্জা। (ঐত° ব্রা° ৪।১৭)

পর্য্যাণহন (ক্লী) সোমোহনসি স্থিতঃ, সমন্তাদানহ্যতেঽনেন পরি-আ-নহ করণে ল্যুট্। সোমশকটোপরিগত পটকুটীরূপ তদবন্ধনোপায়পদার্থ। (কাত্যা° শ্রৌত° ৭।৭।২৩০)

পর্য্যাদান (ক্লী) ১ শেষ, সমাধা। ২ ক্ষয়। (দিব্যা° ৪।৩)

পর্য্যাপ্ত (ক্লী) পরি-আপ-ভাবে ক্ত। ১ যথেষ্ট, প্রচুর। ২ তৃপ্তি। ৩ শক্তি। ৪ নিবারণ। (মেদিনী) (ত্রি) ৫ প্রাপ্ত। ৬ শক্তিসম্পন্ন। "পর্য্যাপ্তন্ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতং।" (গীতা ১।১০) 'পর্য্যাপ্তং সমর্থং ভাতি' (স্বামী) ৭ সমর্থ। ৮ প্রাচুর্য্য। ৯ সামর্থ্য। ১০ পরিমিত। (ত্রি) ১১ পর্য্যাপ্তি-সম্বন্ধযুক্ত। ১২ যোগাত্ব।

পর্য্যাপ্তভোগ (ত্রি) ভোগাতিশয্য।

পর্য্যাপ্তি (স্ত্রী) পরি-আপ-ক্তিন্। ১ সম্যক্‌প্রাপ্তি। ২ পরিত্রাণ। ৩ মরণোদ্যতের নিবারণ। (অমরটীকায় ভরত) ৪ প্রকাশ। ৫ প্রাপ্তি। (শব্দর°) ৬ তৃপ্তি।

"নাস্তি ব্যসনিনাং বৎস! ভুবি পর্য্যাপ্তয়ে ধনং।" (কথাসরিৎসা° ২৬।১৯৯) ৭ শক্তি। (কথাসরিৎসা° ২৬।৪৭)

নৈয়ায়িকদিগের মতপ্রসিদ্ধ স্বরূপসম্বন্ধ বিশেষ। এই সম্বন্ধ সকল পদার্থেরই বিশিষ্টবুদ্ধিনিয়ামক। অতএব ইহা পদার্থভেদে নানাপ্রকার। যথা—এই একটী ঘট, এই দুইটী ঘট, ইত্যাদি পর্য্যাপ্তি প্রতীতিসাক্ষিক। (দীধিতি) দ্বিতীয়াব্যুৎপত্তিবাদে গদাধর ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন, পর্য্যাপ্তি দুই প্রকার, অর্দ্ধপর্য্যাপ্তি ও পূর্ণপর্য্যাপ্তি। ইহার মধ্যে যে স্থানে অধিকের নিরাশের জন্য যে পর্য্যাপ্তি নিবেশিত হয়, সেই স্থলে অর্দ্ধ-পর্য্যাপ্তি। যেরূপ 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' ইত্যাদি স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক বহ্নিত্বনিষ্ঠা পর্য্যাপ্তি। ইহাই অর্দ্ধপর্য্যাপ্তি। আর যেস্থলে ন্যূন ধারণের নিমিত্ত যে পর্য্যাপ্তি নিবেশিত হয়, তাহাকে পূর্ণপর্য্যাপ্তি কহে। যথা—'পর্ব্বতো ন মহানসীয়-বহ্নিমান্' পর্ব্বতো বহ্নিমান্, কিন্তু মহানস সম্বন্ধীয় বহ্নি পর্ব্বতে নাই, ইত্যাদি স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকীভূত মহানসীয়ত্ববিশিষ্ট বহ্নিত্বনিষ্ঠা পর্য্যাপ্তি। ইহাই পূর্ণপর্য্যাপ্তি। (দ্বিতীয়া ব্যুৎপত্তিবাদ)

পর্য্যাপ্লাব (পুং) পরি-আ-প্লু-ঘঞ্। ১ অভিপ্লব শব্দার্থ। (তৈত্তি° স° ৭।৫।৭২) ২ পরিত আপ্লাব, চারিদিকে ছয়লাপ।

পর্য্যায় (পুং) পরি-ইন-গতৌ-ঘঞ্ (পরাবনুপাত্যয় ইনঃ। পা ৩।৩।৩৮) ১ পর্য্যয়ণ, ক্রম, পালা।

"পর্য্যায়সেবামুৎসৃজ্য পুষ্পসম্ভারতৎপরাঃ।
উদ্যানপালসামান্যমৃতবস্তমুপাসতে ॥" (কুমার ২।৩৬)

পর্য্যায়—আনুপূর্ব্বী, আবৃত, পরিপাটী, অনুক্রম, আনুপূর্ব্ব্য, আনুপূর্ব্বক, পরিপাটি। (ভরত) ২ প্রকার। ৩ অবসর। (মেদিনী) ৪ নির্ম্মাণ। ৫ দ্রব্যধর্ম্ম। (হেম) ৬ ক্রমধারা একার্থবাচকশব্দকে পর্য্যায় কহে। (বিজয়রক্ষিত) ৭ সম্পর্ক-বিশেষ, যাহার সহিত যাহার সমান কুলভাব, তাহার সহিতই পর্য্যায় হইবে।

"সমানং কুলভাবঞ্চ দানাদানং তথৈব চ।
তয়োর্বংশসমানং হি পর্য্যায়শ্চ প্রচক্ষতে ॥" (কুলদীপিকা)

৮ অর্থালঙ্কারবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"কচিদেকমনেকস্মিন্নেকং চৈকগং ক্রমাৎ।
ভবতি ক্রিয়তে বা চেৎ তদা পর্য্যায় ইষ্যতে ॥"
(সাহিত্যদ° ১০।১০৪)

যে স্থলে ক্রমে অর্থাৎ পর্য্যায়ক্রমে এক অনেকগ বা অনেক একগ হয়, অথবা যদি করা যায়, তাহা হইলে এই পর্য্যায়া-লঙ্কার হইবে। উদাহরণ—

"স্থিতাঃ ক্ষণং পক্ষ্মসু তাড়িতাধরাঃ
পয়োধরোৎসেধনিপাতচূর্ণিতাঃ।
বলীষু তস্যাঃ স্খলিতাঃ প্রপেদিরে
ক্রমেণ নাভিং প্রথমোদবিন্দবঃ ॥"

তাহার নেত্রবারি, প্রথমে ক্ষণকাল পক্ষ্মদেশে, তৎপরে অধরে, তাহা হইতে তাড়িত হইয়া পয়োধরে, তৎপরে বলীতে এবং সর্ব্বশেষে নাভিদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে, এইস্থলে প্রথমে ক্রমানুসারে একবস্তু অনেকগামী হইয়াছে, অর্থাৎ পক্ষ্ম, অধর, পয়োধর, বলী ও নাভি এই সকল স্থানে এক উদবিন্দু পতিত

হইয়াছে, এই জন্ত এই স্থলে পর্য্যায় অলঙ্কার হইল। এবং অনেক বস্তু যদি এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে একস্থানগত হয়, তাহা হইলে সেইস্থলেও এই অলঙ্কার হয়।

"বিচরন্তি বিলাসিন্যো যত্র শ্রোণিভরালসাঃ।
বৃককাকশিবাস্তত্র ধাবন্ত্যরিপুরে তব॥"

তোমার শত্রুনগরে যে স্থলে শত্রুবিলাসিনীগণ বিপুল নিতম্ব ভরে মন্দ মন্দ বিচরণ করিত, সেইস্থলে অধুনা বৃক কাক ও শিবা ধাবিত হইতেছে। এইস্থলে অনেকবস্তু পর্য্যায়ক্রমে এক স্থান গত হইতেছে বলিয়া এই অলঙ্কার হইল। এই অলঙ্কার একের অনেকস্থলে পর্য্যায়ক্রমে হওয়ায় বিশেষ অলঙ্কার হইতে ভিন্ন বলিয়া জানিতে হইবে। (সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

পর্য্যায়কর্ম্ম (পুং) একের পর অপরের অধিষ্ঠান, ক্রমিক পদোন্নতিরূপ একের পর অন্তের বৃদ্ধি।

পর্য্যায়চ্যুত (ত্রি) স্বাধিকার পথ হইতে ভ্রষ্ট। পর্য্যায়ক্রমে যাহার পদোন্নতি হয় নাই।

পর্য্যায়বচন (ক্লী) একার্থপ্রকাশক শব্দ।

পর্য্যায়বাচক (ত্রি) পর্য্যায়ঃ বাচকো যত্র। ১ যাহাতে পর্য্যায় বাচক শব্দ আছে। ২ পর্য্যায় শব্দের বাচক। "বৃহদ্ব্রহ্মচেতি শব্দাঃ পর্য্যায়বাচকাঃ॥" (ভারত শান্তিপর্ব্ব)

পর্য্যায়বৃত্তি (স্ত্রী) একটী ত্যাগ করিয়া ভিন্ন পথাবলম্বনরূপ কার্য্য।

পর্য্যায়শয়ন (ক্লী) পর্য্যায়েণ ক্রমেণ শয়নং। প্রহরিকাদির ক্রমানুসারে শয়ন, যামিক ভটাদির যথাক্রমে শয়ন, রাত্রে যাহারা প্রহরী থাকে, তাহাদের ক্রমানুসারে শয়ন। পর্য্যায়—উপাশয়, বিশায়। (ভরত)।

পর্য্যায়শব্দ (পুং) পর্য্যায়বাচকো শব্দঃ। পর্য্যায়বাচক শব্দ, এক পর্য্যায় শব্দ।

পর্য্যায়শস্ (অব্য) পর্য্যায়-চশস্। সময়ে সময়ে, পর্য্যায়ক্রমে।

পর্য্যায়ান্ন (ক্লী) [পর্য্যাচান্ত দেখ।]

পর্য্যায়িক (ত্রি) সঙ্গীত বা নৃত্যাদির অঙ্গভেদ। (অথর্ব্ব° ১৯।২২।৭)

পর্য্যায়িন্ (ত্রি) চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত বা আগত। "নৈনং ঘ্নন্তি পর্য্যায়িণো" (অথর্ব্ব ৬।৭৬।৪) 'পর্য্যায়িণঃ পরিতঃ আগন্তারঃ' (সায়ণ) ২ পর্য্যায়ানুক্রমে।

"সংবৎসরায় পর্য্যায়িণীং" (শুক্লযজু° ৩০।১৫)।
'পর্য্যায়িণীং পর্য্যায়োঽনুক্রমস্তদ্বতীমনুমজ্জাম্।' (মহীধর)

পর্য্যায়োক্ত (ক্লী) পর্য্যায়েণ উক্তং। ১ ক্রমে উক্ত। ২ অর্থালঙ্কারভেদ।

"পর্য্যায়োক্তং যদা ভঙ্গ্যা গম্যমেবাভিধীয়তে।"(সাহিত্যদ° ১০।৭০৮)

যে স্থলে ভঙ্গী দ্বারা গম্য অর্থাৎ প্রস্তুত পদার্থের অভিধান হয়, সেই স্থানে এই অলঙ্কার হয়। উদাহরণ—

"স্পৃষ্টাস্তা নন্দনে শচ্যাঃ কেশসম্ভোগলালিতাঃ।
সাবজ্ঞং পারিজাতস্ত মঞ্জর্য্যো যস্ত সৈনিকৈঃ॥"

শচীদেবীর কেশ সম্ভোগের জন্ত লালিত পারিজাত কুসুমের মঞ্জরী সকল যাহায় (হয়গ্রীব) সৈনিকেরা অবজ্ঞায় সহিত দলন করিয়াছে। এই শ্লোকে ভঙ্গীতে বলা হইল, রাজা হয়গ্রীব স্বর্গপুরী জয় করিয়াছেন। যাহাতে শচীদেবী যত্নপূর্ব্বক কেশ বিন্যাস করেন, সেই পারিজাত মঞ্জরীর সাবজ্ঞ-দলন কথিত হইল, স্বর্গরাজ্য জয় না করিলে এইরূপ দলন অসম্ভব। ভঙ্গী দ্বারায় গম্য পদার্থের প্রতীয়মান হওয়ায় এই অলঙ্কার হইল। অপর আর একটী উদাহরণ—

"অনেন পর্য্যাসয়তাশ্রুবিন্দূন্ মুক্তাফলস্থূলতমান্ স্তনেষু।
প্রত্যর্পিতাঃ শত্রুবিলাসিনীনামাক্ষেপসূত্রেণ বিনৈব হারাঃ॥"

'অঙ্গনাথ বিপক্ষ রমণীদিগের কণ্ঠহার উন্মোচিত করিয়া তাহাদিগের স্তনযুগলে মুক্তাফলের ন্যায় অতিশয় স্থূলতম অশ্রুবিন্দু অজস্র বিস্তার করিয়া পুনরায় সূত্রবিরহিত হার প্রত্যর্পণ করিয়াছেন।' এই স্থানেও ভঙ্গী দ্বারা গম্য পদার্থের অভিধান হওয়ায় এই অলঙ্কার হইল।

পর্য্যায়িণ্ (ত্রি) পরি-ঋ-ণিনি। ১ পরিত-আর্ত্তিযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। পর্য্যায়িণী পরিত আর্ত্তিমতী, ব্যাধিগ্রস্তাগাভি। "তস্ত দক্ষিণা কৃষ্ণা গৌঃ পরীমূর্ণী পর্য্যায়িণী" (শত° ব্রা° ৫।২।১।১৩)

পর্য্যালী (অব্য) পরি-আ-অল-ঈ উর্য্যাদি। হিংসা। 'পর্য্যালীকৃত্বা হিংসিত্বা' (গণরত্নটীকা)।

পর্য্যালোচন (ক্লী) পরি-আ-লোচ্ ভাবে ল্যুট্। ১ সম্যক্ বিবেচন, অনুশীলন। ২ বিতর্ক।

পর্য্যালোচনা (স্ত্রী) পর্য্যালোচন-টাপ্। ১ সর্ব্বতোভাবে আলোচনা, পুনঃ পুনঃ অনুশীলন। ২ বিতর্ক।

পর্য্যাবর্ত্ত (পুং) পরি-আ-বৃত-ঘঞ্। পুনরায় আবর্ত্তন। সংসারে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ। "সাধবস্বচ্চরণাম্বুজানুসেবাং বিস্তজন্তি ন যত্র পুনরয়ং সংসারপর্য্যাবর্ত্তঃ" (ভাগ° ৬।৯।৩৯)

পর্য্যাবর্ত্তন (ক্লী) পরি-আ-বৃত ল্যুট্। ১ সূর্য্যের পশ্চিমবর্ত্তিনী ছায়ার পূর্ব্বদিক্‌বর্ত্তিরূপে পরিবৃত্তি। "সন্ধিশ্চেৎ সঙ্গবাদূর্দ্ধং প্রাক্ পর্য্যাবর্ত্তনাদ্রবেঃ" (কর্ম্মপ্র°) ২ নরকভেদ। (ভাগ° ৫।২৬।৭)

পর্য্যাবিল (ত্রি) পরিত আবিলঃ। অতিশয় কলুষ, অত্যন্ত ঘোলা। "বভুঃ পিবন্তঃ পরমার্থমৎস্যাঃ
পর্য্যাবিলানীব নবোদকানি॥" (রঘু ৭।৪০)

পর্য্যাস (পুং) পর্য্যস্ততে ইতি পরি-অস-ঘঞ্। ১ পতন। ২ হনন। ৩ পরিবর্ত্ত।

"মহাভূতপ্রমাণঞ্চ লোকালোকস্তথৈব চ।
পর্য্যাসং পরিমাণঞ্চ গতিশ্চন্দ্রার্কয়োরিব॥" (মার্ক°পু° ৫৪।২)

৪ বহিষ্পবমানগত তিন প্রকার তৃচের মধ্যে অন্তিম তৃচ্।

"স্তোত্রীয়ানুরূপৌ তৃচৌ ভবতো বৃষণ্বস্তৃচা ভবন্তি উত্তমঃ পর্য্যাসঃ" (শ্রুতি) (ঐত° ব্রা° ৫।৪।৬)

পর্য্যাসন (ক্লী) পরি-আ-অস্-ল্যুট্। চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ বা ঘূর্ণন। (ভারত ৮।১৪৭৮)

পর্য্যাহার (পুং) পরি-আ-হৃ-ঘঞ্। ১ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নয়ন। ২ বোধ। ৩ কলসী। ৪ থড়ের গাদি দেওয়া। ৫ জোল্।

পর্য্যুক্ষণ (ক্লী) পরিত উক্ষণং। তূষ্ণীভাবে জলাদির চারিদিকে সেচন। শ্রাদ্ধ হোম ও পূজাদিতে এইরূপ পর্য্যুক্ষণ করিতে হয়। ঋগ্বেদীদিগের পর্য্যুক্ষণ তূষ্ণীভাবে অর্থাৎ অমন্ত্রক করিতে হয়। সামবেদীদিগের মন্ত্র বিহিত আছে। "উদক্সংস্থত্রূষ্ণীং পর্য্যুক্ষণং" (আশ্ব° গৃ° ১।৩।১) 'তূষ্ণীং গ্রহণং মন্ত্রবর্জমন্ত্রে ধর্ম্মা অগ্নিহোত্রবৃত্তৌ ভবন্তীত্যেবমর্থং। ত্রিস্ত্রিরেকৈকং পুনঃ পুনরুদকমাদায়াদায়াত্তে চ কর্ম্মণাং পর্য্যুক্ষণং' (নারায়ণ)। সামবেদী পর্য্যুক্ষণ বিষয়ে গোভিল-গৃহ্যসূত্রে এইরূপ মন্ত্র লিখিত আছে, "অগ্নিমুপসমাধায় পরিসমুহ্য দক্ষিণজান্বক্তো দক্ষিণেনাগ্নিং, দেবসবিতঃ প্রসুবেতি প্রদক্ষিণমগ্নিং পর্য্যুক্ষেৎ সকৃৎ ত্রির্বা" (গোভিল)

পর্য্যুত্থান (ক্লী) সম্যক্‌রূপে উত্থান। দণ্ডায়মানত্ব।

পর্য্যুৎসুক (ত্রি) পরিত উৎসুকঃ। ১ উৎকণ্ঠিত, ব্যাকুল। ২ অনুরক্ত। "অয়ি সংপ্রতি দেহি দর্শনং স্মর পর্য্যুৎসুক এব মাধবঃ॥" (কুমারস° ৪।২৮)

পর্য্যুদঞ্চন (ক্লী) পর্য্যুদচ্যতে ইতি পরি-উদ্-অঞ্চ-ল্যুট্ (কৃত্যল্যুটৌ বহুলং। পা ৩।৩।১১৩) ১ ঋণ। ভাবে ল্যুট্। ২ উদ্ধার।

পর্য্যুদয় (অব্য) উদয়স্য সামীপ্যং, সামীপ্যে অব্যয়ীভাবঃ। উদয় সামীপ্য, সূর্য্যোদয় সমীপ। (কাত্যা° শ্রৌ° ৪।৭।২৫)

পর্য্যুদস্ত (ত্রি) পর্য্যুদস্যতে ইতি পরি-উৎ-অস-ক্ত। পর্য্যুদাস-বিশিষ্ট, পর্য্যুদাস নঞর্থ যুক্ত, বিধ্যন্বয়ি ভেদাত্মক নঞর্থযুক্ত। ফল ও প্রত্যবায় শূন্যতাদ্বারা বোধিত নঞের অভেদ প্রতি-যোগী। [পর্য্যুদাস দেখ।] ২ নিবারিত, নিষিদ্ধ। ৩ পরাভূত। ৪ হীনবল।

পর্য্যুদাস (পুং) পরি সর্ব্বতোভাবেন উদাস্যতে বিধির্যত্র, পরি-উৎ-অস-ঘঞ্। নঞ্‌ভেদ। নঞ্ দুই প্রকার, পর্য্যুদাস ও প্রসজ্যপ্রতিষেধ। ফল ও প্রত্যবায় শূন্যতাদ্বারা বারণ। যাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে, অথচ তাহাতে যদি কার্য্য করা যায়, তাহা হইলে সেই কর্ম্মে কার্য্যজন্য ফল ও তজ্জন্য প্রত্যবায় না হইলে, সেই স্থলেই পর্য্যুদাস নঞ্ জানিতে হইবে।

"সামান্যশাস্ত্রপ্রাপ্তনিষেধস্তৈব পর্য্যুদাসাদ্বং।" (শ্রাদ্ধবিবেক)

সামান্যশাস্ত্র কর্তৃক যে স্থলে প্রাপ্তনিষেধ অর্থাৎ নিষিদ্ধ হইবে, তাহারই নাম পর্য্যুদাস।

"প্রাধান্যন্ত বিধের্যত্র প্রতিষেধেঽপ্রধানতা।
পর্য্যুদাসঃ স বিজ্ঞেয়ো যত্রোত্তরপদেন নঞ্॥" (মলমাসতত্ত্ব)

যে স্থলে বিধির প্রাধান্য ও নিষেধের অপ্রাধান্য বুঝায় এবং উত্তরপদে নঞের প্রয়োগ হয় না, অর্থাৎ সমাসান্তপদে নঞের প্রয়োগ হয় না, সেই স্থলেই পর্য্যুদাস নঞ্ হইয়া থাকে। 'রাত্রৌ শ্রাদ্ধং ন কুর্ব্বীত' রাত্রিকালে শ্রাদ্ধ করিবে না, এই স্থানে 'ন' এই নিষেধই পর্য্যুদাস নঞ্। যেহেতু এইস্থলে বিধির প্রাধান্য ও নিষেধের অপ্রাধান্য বুঝাইয়াছে, 'শ্রাদ্ধং কুর্ব্বীত' এই স্থলে ইহাই বিধি, শ্রাদ্ধ করিতেই হইবে, এই বিধির প্রাধান্য হইয়াছে, 'রাত্রৌ ন' ইহা নিষেধ, শ্রাদ্ধ করিবে না, ইহা নহে, তবে রাত্রীতর কালে শ্রাদ্ধ করিবে, এইরূপ বুঝাইয়াছে। শাস্ত্রান্তরে সকল স্থলেই শ্রাদ্ধের বিধান হইয়াছে, এই জন্য শ্রাদ্ধকরণের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অন্বয় হইয়াছে, বিধ্যর্থ-বাচক লিঙ্ প্রত্যয় অর্থাৎ 'কুর্ব্বীত' এই লিঙ্ প্রত্যয় দ্বারাই বিধির প্রাধান্য হইল এবং বিধ্যর্থ বাচক লিঙর্থে নঞর্থের সহিত অন্বয় না হওয়ায় নিষেধের অপ্রাধান্য হইল। অন্যোন্যাভাবে ভেদ, অর্থাৎ করিবে না ইহা না বুঝাইয়া রাত্রিভিন্নকালে করিবে, এই ভেদই নঞের অর্থ হইল। ভেদরূপ নিষেধের সাক্ষাৎ অন্বয় হইয়াছে, বিধ্যর্থবোধক লিঙর্থের অন্বয় হয় নাই। এই জন্যই নিষেধের অপ্রা-ধান্য হইল। এইরূপ স্থলেই পর্য্যুদাস নঞ্ স্থির করিতে হইবে। (মলমাসতত্ত্ব) [প্রসজ্যপ্রতিষেধ দেখ।]

"জুগোপাত্মানমত্রস্তো ভেজে ধর্ম্মমনাতুরঃ।
অগৃধ্নুরাদদে সোঽর্থমসক্তঃ সুখমন্বভূৎ॥"

(রঘু ১ স°। সাহিত্যদ° ৭ পরি° পর্য্যুদাস নঞের উদা°)

পর্য্যুপবেশন (ক্লী) পরিত্যজ্য কর্ম্মান্তরমুপবেশনং। সোমাভিষব প্রভৃতি কর্ম্ম পরিহার দ্বারা উপবেশন মাত্র।

(কাত্যা° শ্রৌ° ৯।৪।১)

পর্য্যুপস্থান (ক্লী) পরি-উপ-স্থা-ল্যুট্। পরিচর্য্যা, সেবা।

"ততঃ শুচিসমাচারাঃ পর্য্যুপস্থানকোবিদাঃ।
স্ত্রীবর্ষবরভূয়িষ্ঠা উপতস্থুর্যথা পুরা॥" (রামা° ২।৬৫।৭)

'পর্য্যুপস্থানং পরিচর্য্যা' (রামানুজ)

পর্য্যুপাসক (ত্রি) পরি-উপ-আস-ণ্বুল্। পর্য্যুপাসনকারী, সেবক।

"ধৃত্যা বলিসমঃ কৃষ্ণে প্রহ্লাদ ইব সদ্‌গ্রহঃ।
আহর্ত্তৈযোঽশ্বমেধানাং বৃদ্ধানাং পর্য্যুপাসকঃ॥" (ভাগ° ১।১২।২৫)

পর্য্যুপাসন (স্ত্রী) পরি-উপ-আস-ল্যুট্। সেবা, সৎকার।

পর্য্যুপাসিতৃ (ত্রি) পরি-উপ-আস-তৃচ্। পর্য্যুপাসক, সেবক, পর্য্যুপাসনাকারক। "সহস্রং যশ্চ দিব্যানাং যুগানাং পর্য্যুপাসিতা।" (ভারত ১২।৭৫৭৫)

পর্য্যুপ্তি (স্ত্রী) পরি-বপ ভাবে ক্তিন্। পরিতো বপন, চতুর্দ্দিকে বপন, চারিদিকে রোয়া।

পর্য্যুষণ (ক্লী) সেবা, পূজা। জৈনদিগের মধ্যে যে সময় তীর্থঙ্করের পূজার প্রশস্তকাল বলিয়া গণ্য, সেই সময়কে তাহারা পর্য্যুষণ পর্ব্ব বলে। এই সময়ে তীর্থঙ্করের পূজা উপলক্ষে মহোৎসব হইয়া থাকে। [জৈন দেখ।]

পর্য্যুষিত (ত্রি) পরিত্যজ্য স্বকালমুষিতম্, বস-ক্ত। ব্যুষ্ট, চলিত বাসি, কালাতিক্রান্তদ্রব্য, গতরাত্রিক দ্রব্য, পূর্ব্বদিবসীয়। দেবতাকে পর্য্যুষিত পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিতে নাই। পর্য্যুষিত পুষ্পে পূজা করিলে তাহা নিষ্ফল হয়।

"অপর্য্যুষিতনিশ্ছিদ্রৈঃ প্রোক্ষিতৈর্জ্জন্তুবর্জ্জিতৈঃ।
স্বীয়ারামোদ্ভবৈর্বাপি পুষ্পৈঃ সংপূজয়েদ্ধরিম্॥" (যোগিনীতন্ত্র)

যে সকল পুষ্প পর্য্যুষিত নহে এবং ছিদ্রশূন্য, জন্তুবর্জ্জিত ও নিজোদ্যানজাত এইরূপ পুষ্পে পূজা করিতে হয়। পর্য্যুষিত পুষ্প মাত্রই যে নিষিদ্ধ তাহা নহে, পূর্ব্বোক্ত বচনের প্রতিপ্রসব আছে, যথা—

"বিল্বপত্রঞ্চ মাঘ্যঞ্চ তমালামলকীদলম্।
কহ্লারতুলসী চৈব পদ্মঞ্চ মুনিপুষ্পকম্॥
এতৎ পর্য্যুষিতং ন স্যাৎ যচ্চান্যৎ কলিকাত্মকম্॥"(যোগিনীতন্ত্র)

বিল্বপত্র, মাঘী পুষ্প, তমাল, আমলকীদল, কহ্লার, তুলসী, পদ্ম ও যাহা কলিকাত্মক কোরক, তাহা পর্য্যুষিত হয় না।

"তুলসীলগ্নপুষ্পাণি পদ্মং গঙ্গোদকং কুশাঃ।
ন পর্য্যুষিতদোষোঽত্র ছিন্নভিন্নং ন দুষ্যতি॥" (স্মৃতি)

তুলসীদল সংলগ্ন পর্য্যুষিত পুষ্প এবং পদ্ম, গঙ্গোদক, কুশ ইহাতে পর্য্যুষিত দোষ নাই অর্থাৎ ইহা পর্য্যুষিত হইলেও দেবতাকে দেওয়া যাইতে পারে।

অন্ন পর্য্যুষিত হইলে তদ্ভক্ষণ নিষিদ্ধ। শাস্ত্রে লিখিত আছে, পর্য্যুষিতান্ন, উচ্ছিষ্টান্ন, শ্বস্পৃষ্ট, পতিতদৃষ্ট, উদক্যাসংস্পৃষ্ট ও পর্য্যাচান্ত অন্ন পরিবর্জ্জন করিবে। পর্য্যুষিত ভোজন তামস ভোজন। * পর্য্যুষিত দ্রব্য ভোজন করিলে যে কেবল ধর্ম্মহানি হয়, তাহা নহে, ইহাতে শরীরও অসুস্থ হয়।

* "তুলসীলগ্নপুষ্পাণি পদ্মং গঙ্গোদকং কুশাঃ।
ন পর্য্যুষিতদোষোঽত্র ছিন্নভিন্নং ন দুষ্যতি॥" (গরুড় পুরাণ)
"ভক্তং পর্য্যুষিতোচ্ছিষ্টং শ্বস্পৃষ্টং পতিতোক্ষিতং।
উদক্যাস্পৃষ্টসংযুক্তং পর্য্যাচান্তঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥" (গরুড় পুরাণ)
"যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।" (গীতা)

পর্য্যুষিতভোজিন্ (ত্রি) পর্য্যুষিতং ব্যুষ্টং ভুঙ্ক্তে ইতি ভুজ-ণিনি। ব্যুষ্টদ্রব্যভোক্তা, যাহারা বাসি ভোজন করে।

পর্য্যূহন (ক্লী) পরি-উহ-ভাবে ল্যুট্। পরিসমূহন, অগ্নির চারিদিকে মার্জ্জন। (কাত্যা° শ্রৌ° ৮।৫)

পর্য্যেতৃ (ত্রি) আক্রমিতা। "ন কিরস্য সংহিত্যা পর্য্যেতা" (ঋক্ ১।২৭।৮) 'পর্য্যেতা আক্রমিতা' (সায়ণ)

পর্য্যেষণ (ক্লী) পরি-ইষ-ল্যুট্। ১ অন্বেষণ। "ব্রাহ্মণেষেব মেধাবী বুদ্ধিপর্য্যেষণঞ্চরেৎ।" (ভারত ৩।২৬।১৮) স্ত্রিয়াং টাপ্। পর্য্যেষণা-অন্বেষণা, তর্কাদিদ্বারা যথাবোধিত ধর্ম্মাদির অন্বেষণ, অন্বেষণ মাত্র। (ভরত)

পর্য্যেষ্টব্য (ত্রি) পরি-ইষ-তব্য। পর্য্যেষণীয়, অন্বেষণযোগ্য। "হীয়মানেন বৈ সন্ধিঃ পর্য্যেষ্টব্যঃ সমেন চ।" (ভারত ৯।২২৯)

পর্য্যেষ্টি (স্ত্রী) পরি-ইষ-ক্তিন্। পর্য্যেষণা। অন্বেষণ।

পর্য্যেহি (ত্রি) পরি-আ-ঈহ-ইন্। সমস্তাৎ চেষ্টাকারক। স্ত্রিয়াং শার্ঙ্গরবাদিত্বাদ্ ঙীন্। (পাণিনি ৪।১।৭৩)

পর্লা-কিমেড়ি (পার্লা-কিমেদি) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গঞ্জাম জেলার অন্তর্গত একটী ভূ-সম্পত্তি, চিকাকোলের নিকট অবস্থিত। অক্ষা° ১৮° ৪৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫° ৪´ পূ°। বহু প্রাচীনকাল হইতে এখানকার রাজউপাধিধারী জমিদারগণ এই সম্পত্তির উপসত্ব ভোগ করিয়া আসিতেছেন। সমস্ত জমিদারির ভূ-পরিমাণ ৭৬৪ বর্গমাইল, তন্মধ্যে ৩৫৪ বর্গ মাইল 'মালীয়া' বা পার্ব্বতীয় বন্যভূমিতে পরিণত। এখানকার নিম্ন ও সমতল জমিতে ৭২৩ খানি ও পার্ব্বতীয় উচ্চভূমিতে ১১৮টী গ্রাম আছে। রাজাকে ৫৩২৭৪০ রাজস্ব হইতে ৮৭৮২০ পেস্‌কশ্ দিতে হয়।

বর্ত্তমান জমিদারবংশ আপনাদিগকে উড়িষ্যার গাঙ্গবংশীয় গজপতিরাজ-বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন। এখানকার পার্ব্বতীয় অংশে ২১ জন 'বিশোই' সামন্ত ও ২৩ জন 'দোরা' সর্দ্দার রাজার অবনতি স্বীকার করেন এবং বশ্যতাসূত্রে সকলেই রাজসম্মানরক্ষার্থ বৎসরে বৎসরে কিছু কিছু কর দিয়া থাকেন।

১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে রাজা নারায়ণ দেবের বিরুদ্ধে ইংরাজরাজ কর্ণেল পিচ্‌কে প্রেরণ করিলেন। জলমূরের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রাজা ইংরাজের বশ্যতা স্বীকার করেন; কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে রাজার সন্ধিভঙ্গে বিরক্ত হইয়া ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ স্বহস্তে এই প্রদেশের শাসনভার লইলেন। পরে পুনরায় ইংরাজানুগ্রহে পূর্ব্বতন রাজবংশীয়ের করে এই রাজ্য প্রদত্ত হয়। রাজাকে দুর্ব্বলপ্রকৃতি দেখিয়া পিণ্ডারিগণ ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে এই প্রদেশ উৎসাদিত করে, পরে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে রাজ্যমধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে ইংরাজরাজ মিঃ থ্যাকারীকে উক্ত

বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত করেন। পুনরায় ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্র-বিপ্লব ঘটিলে জেনারল টেলার সসৈন্যে পর্লাকিমেড়ীতে উপস্থিত হন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে এখানে শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৫৬-৫৭ খৃষ্টাব্দে আবার এখানে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হয়; কিন্তু তাহা অল্পায়াসেই নির্ব্বাপিত হইয়া যায়।

পর্লা-কিমেড়ি হইতে প্রাপ্ত মহারাজ ইন্দ্রবর্ম্মার তাম্রশাসন হইতে জানা যায়, গাঙ্গবংশীয় নরপতিগণ এখানে রাজত্ব করিতেন, সুতরাং রাজা উপাধিধারী জমিদারগণের গাঙ্গবংশের পরিচয় নিতান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হয় না। মহারাজ ইন্দ্রবর্ম্মা ৯১ গাঙ্গবৎসরে এই শাসন দান করেন।

পর্লি, ১ সহ্যাদ্রিপর্ব্বতের একটী শাখা। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩ হাজার ফিট্ উচ্চ।

২ উক্ত পর্ব্বত শাখার উপরে অবস্থিত একটী গ্রাম। সাতারা নগর হইতে ৬ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে সমতল ক্ষেত্র হইতে ১০৪৫ ফিট্ উচ্চ পর্লি দুর্গ নির্ম্মিত *। দুর্গের চতুঃসীমা ১৮২৪ গজ, উত্তরে, দক্ষিণে ও দক্ষিণপশ্চিমে যথাক্রমে, যাবটেশ্বর, সাতারা ও নাক্কা নামক পর্ব্বত শিখর ইহাকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতেছে। দুর্গ প্রবেশের দুইটী মাত্র দ্বার আছে। সাতারা নগর হইতে দুর্গ যাইবার পথে একমাত্র উর্ম্মোড়ি নদী পার হইতে হয়। পর্লি-গ্রাম হইতে উত্তরাভিমুখে দুর্গদ্বারে পৌছিতে যে দুর্গম পথ আছে, তাহা প্রায় ১২০০ গজ লম্বা।

দুর্গাভ্যন্তরে ভগ্নপ্রায় একটী মুসলমান মস্‌জিদ ও তিনটী হিন্দু মন্দির আছে। রামচন্দ্রের উদ্দেশে দত্ত মন্দিরটী দুর্গের মধ্যভাগে। ইহার উত্তরাংশে একটী সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা, উহার জল অতি মিষ্ট। দুর্গ দ্বারের সম্মুখেই একটী ক্ষুদ্র বস্তি, এখানে প্রায় ৬০ ঘর পরবারি জাতির বাস আছে। এতদ্ভিন্ন পর্লি-গ্রামে অধিকাংশ ব্রাহ্মণ ও বাণিয়া (বেনিয়ার) জাতির বাস দেখা যায়। গ্রামবাসীরা কূপ বা উর্ম্মোড়ি নদীর জল পান করে। প্রতি সোমবারে এখানে হাট বসে। ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে শিবাজি নিজ গুরু রামদাস স্বামীকে (১৬০৮-১৬৮১ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন) এই স্থান দান করেন, তদবধি এই আবাস বাটী তাঁহার অতি প্রিয়তর হইয়াছিল। রামদাস সম্বন্ধে সাতারায় নানা অলৌকিক প্রসঙ্গ শুনা যায়। পর্লিগ্রামের মধ্যস্থলে রামদাস মন্দিরের চারিধারে তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর আবাস বাটী। প্রস্তর ও ইষ্টক দিয়া স্বামিজীর শিষ্য আকাবাই ও দিবাকর গোঁসাই যে মন্দির ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মাণ করেন। শিরগাঁওবাসী পরশু-রাম ভাউ ১৮০০ ও ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে উহার জীর্ণ-সংস্কার করিয়া দেন, পরে যাবটেশ্বরনিবাসী বৈজনাথ ভাগবত উহার বারান্দা প্রভৃতি অনেক স্থান নূতন নির্ম্মাণ করিয়াছেন। প্রতি বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে এখানে একটী মেলা বসে।

পর্লিগ্রামের উত্তরপশ্চিমে কিয়দ্দূরে হেমাড়পন্থীদিগের দুইটী পুরাতন মন্দির বিদ্যমান। দুইটী মন্দিরই পূর্ব্বমুখী, উত্তরেরটী অপেক্ষা দক্ষিণেরটী ভগ্নপ্রায় ও প্রাচীন বলিয়া অনুমিত হয়। এই মন্দির ও তন্নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণ্যাদির অবস্থান দেখিলে পর্লি দুর্গকে মুসলমান অধিকারের বহু পূর্ব্বে নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়। ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে শিবাজি-সৈন্য এই স্থান অধিকার করিয়া লয়। ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে মোগলগণ সাতারা অবরোধ করিলে প্রতিনিধি পরশুরাম ত্রিম্বক পর্লি দুর্গ হইতে রসদ যোগাইয়াছিলেন। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে সাতারা মোগল হস্তগত হইলে পর, মোগলেরা পর্লি অবরোধ করে। অতঃপর মহারাষ্ট্রগণ দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। সম্রাট্ আরঙ্গজেব এই দুর্গকে 'নৌরাষ্ট্র' নামে * অভিহিত করেন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে এই স্থান 'নহিস্ দুর্গ' সরকারের সদর-রূপে গণ্য ছিল। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে এইস্থান ইংরাজের অধিকার-ভুক্ত হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ঘোর সিপাহিবিদ্রোহের সময় এখানে দস্যুর উপদ্রব আরম্ভ হয়। পরে পারস্যযুদ্ধ হইতে প্রত্যাগত ইংরাজ-সৈন্য আসিয়া তাহাদিগকে দমন করে।

পর্ব্ব, ১ গতি। ২ পূর্ত্তি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ পর্ব্বতি। লোট পর্ব্বতু। লঙ্ অপর্ব্বৎ। বিধিলিঙ্ পর্ব্বেৎ। লিট্ পর্ব্বিতা। লুঙ্ অপর্ব্বীৎ। ণিচ্ পর্ব্বয়তি। লুঙ্ অপর্ব্বৎ। সন্ পিপর্ব্বিষতি। যঙ্ পাপর্ব্ব্যতে।

পর্ব্বক (ক্লী) পর্ব্বণা গ্রন্থিনা কায়তীতি কৈ-ক, ১ উরুপর্ব্ব। চলিত হাঁটু। (শব্দচ°)

পর্ব্বকার (ত্রি) অপর্ব্ব পর্ব্ব তত্তুল্যাক্রিয়ং করোতি, পর্ব্ব-কৃ-অণ্। ধনলোভাদি দ্বারা অপর্ব্ব দিনে পর্ব্বোক্ত কর্ম্মকারক।

পর্ব্বকারিন্ (ত্রি) পর্ব্ব করোতীতি পর্ব্ব-কৃ-ণিনি। ধনাদি লোভে অপর্ব্বদিনে অমাবস্যাদি পর্ব্বক্রিয়ানির্ব্বর্ত্তক। যিনি অপর্ব্ব দিনে পর্ব্বজন্য ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন।

---

* পর্লি দুর্গের অপর একটী নাম সজ্জনগড় বা সুজনগড়। যখন মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজির গুরু রামদাস স্বামী (১৬২৭-১৬৮০) এখানে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন অনেক মহাপুরুষ আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যান। মহাজন সমাগমে এই দুর্গ সজ্জনগড় নামে অভিহিত হয়। ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে দিল্লীর সম্রাট্ কর্ত্তৃক এই দুর্গ স্থাপিত হইয়াছিল, পরে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে নারোবল্লাল সোমি নামা জনৈক মামলাৎদার কর্ত্তৃক ইহার কতকাংশ পরিবর্দ্ধিত হয়। ইহার দ্বারদেশের উপরে পারস্যভাষায় লিখিত একখানি শিলালিপি আছে। দুর্গের অবস্থা শোচনীয়।

* Elliot's Muhomedan Historian, Vol. VII. p. 367.

"পৃথ্বী মাহিষকর্ষ্টেব পর্ব্বকারী চ যো দ্বিজঃ।" (বিষ্ণুপু° ২ অ°)

পর্ব্বকাল (পুং) পর্ব্বণঃ কালঃ। পর্ব্বসময়, পর্ব্বদিন চন্দ্রের ক্ষয়কাল অমাবস্যা, চতুর্দ্দশী প্রভৃতি।

"পর্ব্বকালেষু পিতৃস্থিতিথিকালেষু দেবতাঃ।" (মার্ক°পু° ১৩।১৪)

পর্ব্বগামিন্ (পুং) পর্ব্বসু চতুর্দ্দশ্যষ্টম্যাদিষু গচ্ছতি স্ত্রিয়মিতি, পর্ব্ব-গম-ণিনি। পর্ব্বদিনে স্ত্রীগামী, যাহারা পর্ব্বদিনে স্ত্রী-সহবাস করে। শাস্ত্রে পর্ব্বদিনে স্ত্রীসম্ভোগ নিষিদ্ধ হইয়াছে। পর্ব্বদিনে স্ত্রীসম্ভোগে নিরয়গামী হইতে হয়। [পর্ব্বন্ দেখ।]

পর্ব্বগুপ্ত (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা। ইনি প্রথমে অমাত্য ছিলেন, পরে কৌশলে রাজসিংহাসন অধিকার করেন। ইনি সাতিশয় পাপাত্মা ছিলেন। ২৪ লৌকিকাব্দে কৃষ্ণা দশমীতে ইনি রাজ্যারোহণ এবং ২৭ লৌকিকাব্দে ভাদ্র কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর দিন পরলোক গমন করেন। (রাজতর° ৫ তরঙ্গ)

[কাশ্মীর শব্দ দেখ।]

পর্ব্বণ (স্ত্রী) পর্ব্ব পূর্ত্তৌ করণে ল্যুট্। ১ পূর্ত্তিকরণ। স্ত্রিয়াং ঙীপ্, পর্ব্বণী, পৌর্ণমাসী, পূর্ণিমা।

"চন্দ্রস্তেবোদয়ে প্রাপ্তে পর্ব্বণ্যাং সরিতাং পতিঃ।"

(হরিব° ১৫৩ অ°)

(পুং) ৩ রাক্ষসভেদ। (ভারত বন প° ২৩৪ অ°)

পর্ব্বণি সঞ্জৌ জাতা অণ্ সংখ্যাপূর্ব্বকত্বাৎ ন বৃদ্ধিঃ ঙীপ্। ৪ সুশ্রুতোক্ত চক্ষুর সন্ধিস্থান গত রোগভেদ। ইহার লক্ষণ— যদি নেত্র সন্ধিস্থলে দাহ ও শূলবিশিষ্ট তাম্রবর্ণ সূক্ষ্ম গোলাকার শোফ হয়, তাঁহা হইলে তাহাকে পর্ব্বণী কহে, ইহা পিত্তজন্য হইয়া থাকে।

"তাম্রা তন্বী দাহশূলোপপন্না রক্তাজ্জ্ঞেয়া পর্ব্বণী বৃত্তশোফা।"

(সুশ্রুত উত্তর° ২ অ°)

পর্ব্বণিকা (স্ত্রী) নেত্রের পর্ব্বগত রোগভেদ। পার্ব্বণী, পর্ব্বণীকা। (সুশ্রুত)

পর্ব্বত (পুং) পর্ব্বতি পূরয়তীতি পর্ব্ব পূরণে অতচ্। (ভৃ-মৃ-দৃশি যজি পর্ব্বীতি। উণ্ ৩।১০০) বা পর্ব্বাণি ভাগাঃ সন্ত্যত্র। পাহাড়, পর্য্যায়—মহীধ্র, শিখরী, ক্ষ্মাভৃৎ, অহার্য্য, ধর, অদ্রি, গোত্র, গিরি, গ্রাবা, অচল, শৈল, শিলোচ্চয়, স্থাবর, সানুমান্, পৃথুশেখর, ধরণীকীলক, কুট্টার, জীমূত, ধাতুভৃৎ, ভূধর, স্থির, কুলীর, কটকী, শৃঙ্গী, নির্ঝরী, অগ, নগ, দন্তী, ধরণীধ্র, ভূভৃৎ, ক্ষিতিভৃৎ, অবনীধর, কুধর, ধরাধর, প্রস্থবান্, বৃক্ষবান্।

(রাজনি°, শব্দর° প্রভৃতি)

কালিকাপুরাণে লিখিত আছে—

পর্ব্বত দুইপ্রকার, একরূপ পাষাণময় স্থাবর, আর একরূপ অন্তর্গত দেহ। স্থাবর মূর্ত্তি পর্ব্বতের অন্তরে স্থিত, ইহা শরীরের পুষ্টি ও তৃপ্তিবিধায়ক। পুরাকালে বিষ্ণু জগৎ স্থিতির জন্য পর্ব্বতদিগকে কামরূপী করেন। পর্ব্বতদিগের এই স্থাবরশরীর বিদীর্ণ হইলে ইহাদের প্রকৃত শরীর সর্ব্বদা দুঃখাকুল হয়।* (কালিকাপু°)

মার্কণ্ডেয়পুরাণে জম্বুদ্বীপের সংস্থানবর্ণনে লিখিত আছে—

পৃথিবী সমুদায়ে শতার্দ্ধ কোটি বিস্তৃত। ইহার মধ্যে জম্বুদ্বীপ বিস্তারে ও দৈর্ঘ্যে একলক্ষ যোজন। হেমবান্ হেমকূট, ঋষভ, মেরু, নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গী এই ৭টী পৃথিবীর বর্ষ-পর্ব্বত। এই বর্ষ-পর্ব্বত সকলের মধ্যস্থলে দুইটী মহাপর্ব্বত আছে, ইহা দুই লক্ষযোজন বিস্তৃত। ইহাদের দক্ষিণে ও উত্তরে যথাক্রমে দুই দুইটী করিয়া যে পর্ব্বত আছে, তাহারা পরস্পর বিস্তারে দশ দশ সহস্রযোজন, ইহাদের উচ্চ্রায় দ্বিসহস্রযোজন।

প্রাচ্যাদি দিক্‌ভাগ সমূহে যথাক্রমে মন্দর, গন্ধমাদন, বিপুল ও সুপার্শ্ব পর্ব্বত প্রতিষ্ঠিত আছে, ইহারা সকলেই কেতুপাদপ-শোভিত। ইহাদের মধ্যে মন্দরের কেতুপাদপ কদম্ব, গন্ধমাদনের জম্বুবৃক্ষ, বিপুলের অশ্বত্থ এবং সুপার্শ্বের কেতুপাদপ বটবৃক্ষ। এই সকল পর্ব্বতের আয়াম পরিমাণ সমুদায়ে একাদশ শত যোজন। পূর্ব্বদিকের পর্ব্বত সকলের নাম জঠর, দেবকূট এবং পরস্পর একত্র সন্নিবদ্ধ আনীল ও নিষধ। নিষধ ও পারিপার্শ্ব এই উভয় পর্ব্বতই মেরুর পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত। কৈলাস ও হিমবান্ এই দুইটী মহাচল মেরুর দক্ষিণ পশ্চিম দিকে অবস্থিত। ইহারা পূর্ব্বপশ্চিমে আয়ত এবং সাগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। শৃঙ্গবান্ ও জারুধি এই দুইটী মেরুর উত্তরদিক্‌স্থিত পর্ব্বত। এই সকল পর্ব্বতকে মর্য্যাদা পর্ব্বত কহে।

ইহা ভিন্ন শীতান্ত, চক্রমুঞ্জ, কুলীর, অশ্ব, কঙ্কবান্, মণিশৈল, বৃষবান্, মহানীল, ভবাচল, সুবিন্দু, মন্দর, বেণু, সুমেঘ, নিমেষ এবং মন্দরের পূর্ব্বে মহাচল, দেবশৈল, ত্রিকূট, শিখরাদ্রি, কলিঙ্গ, পতঙ্গক, রুচক, সানুমান্, তাম্রক, বিশাখবান্, শ্বেতোদর, সমল, বসুধার, রত্নবান্, একশৃঙ্গ, মহাশৈল, গজশৈল, পিশাচক, পঞ্চশৈল, কৈলাস এবং হিমবান্, এই সকল পর্ব্বত মেরুর

* "নদ্যশ্চ পর্ব্বতাঃ সর্ব্বে দ্বিরূপাশ্চ স্বভাবতঃ।
তোয়ং নদীনাং রূপন্তু শরীরমপরন্তথা।
স্থাবরং পর্ব্বতানান্তু রূপং কায়স্তথাপরঃ।
শুক্তীনামথ কম্বূনাং তথৈবান্তর্গতা তনুঃ।
বহিরস্থিস্বরূপস্তু সর্ব্বদৈব প্রবর্ত্ততে।
এবং জলং স্থাবরঞ্চ নদীপর্ব্বতয়োস্তথা।
অন্তর্বসতি কায়স্তু সততং নোপপদ্যতে।
আপ্যায়তে স্থাবরেণ শরীরং পর্ব্বতস্য তু।" (কালিকাপু° ২২ অ°)

দক্ষিণপার্শ্বে অবস্থিত। সুচক্ষু, শিশির, বৈদূর্য্য, পিঙ্গল, পিঞ্জর, ভদ্র, সুরস, কপিল, মধু, অঞ্জন, কুক্কুট, কৃষ্ণ, পাণ্ডুর, সহস্রশিখর, পারিপাত্র, শৃঙ্গবান্ এই সকল পর্ব্বত মেরুর পশ্চিমে ও বিষ্কম্ভপর্ব্বত বহির্দ্দিকে সন্নিবদ্ধ আছে। শঙ্খকূট, ঋষভ, হংসনাভ, কপিলেন্দ্র, নীল, স্বর্ণশৃঙ্গ, শতশৃঙ্গ, পুষ্পক, মেঘপর্ব্বত, বিরজাখ্য, বরাহাদ্রি, ময়ূর ও রুচির, এই সকল পর্ব্বত উত্তরদিকে অবস্থিত।

মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান, ঋক্ষপর্ব্বত, বিন্ধ্য ও পারিপাত্র এই সাতটী কুলপর্ব্বত। এই সকল কুলপর্ব্বতের সমীপে অন্যান্য সহস্র সহস্র পর্ব্বত আছে। তাহাদের সানুসকল বিস্তৃত, উচ্ছ্রিত, বিপুলায়ত ও অতি মনোজ্ঞ। কোলাহল, বৈভ্রাজ, মন্দর, দর্দ্দুর, বাতন্ধন, বৈদ্যুত, মৈনাক, স্বরস, তুঙ্গপ্রস্থ, নাগগিরি, রোচন, পাণ্ডর, পুষ্প, উজ্জয়ন্ত, রৈবত, অর্ব্বুদ, ঋষ্যমূক, গোমন্ত, কূটশৈল, কৃতস্মর, শ্রীপর্ব্বত, ক্রোড় এবং ইহা ভিন্ন অন্যান্য শত শত পর্ব্বত আছে।

(মার্কণ্ডেয়পু° ৫৪-৫৫ অ°)

পর্ব্বত সকলের মধ্যে হিমবান, হেমকূট, নিষধ, নীল, শ্বেত, শৃঙ্গবান্, মহেন্দ্র, মেরু, মাল্যবান্, গন্ধমাদন, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান, ঋক্ষমান্, বিন্ধ্য, পারিপাত্র, কৈলাস, মন্দর, লোকালোক এবং উত্তরমানস এই বিংশতিটী শ্রেষ্ঠ পর্ব্বত।

বরাহপুরাণে লিখিত আছে, যে সকল শ্রেষ্ঠ পর্ব্বত আছে, সেই সকল পর্ব্বত দেবতাদিগের আবাস স্থল। এই সকল পর্ব্বতের মধ্যে শান্ত নামক পর্ব্বতে মহেন্দ্রের ক্রীড়া-ভবন, এই ক্রীড়াভবনে পারিজাতবৃক্ষ বিদ্যমান আছে। তাহার পূর্ব্বদিকে কুঞ্জর নামে পর্ব্বত, তাহার উপরিদেশে দানবগণের আটটী পুর। এইরূপ বজ্রকেতু পর্ব্বতে রাক্ষসদিগের অনেক পুর আছে, মহানীল পর্ব্বতে কিন্নরদিগের পঞ্চদশ সহস্র পুর। এই সকল পুর সুবর্ণনির্ম্মিত। চন্দ্রোদয় পর্ব্বতে নাগদিগের আবাস স্থান। কুঞ্জরপর্ব্বতে পশুপতি নিত্য অবস্থিত আছেন। বসুধার পর্ব্বতে বসুদিগের আবাসভূমি। বসুধার ও রত্নধার এই দুইটী পর্ব্বতে যথাক্রমে ৮ ও ৭টী পুর আছে, এই সকল পুরে অষ্টবসু ও সপ্তর্ষিগণ অবস্থিত আছেন। একশৃঙ্গ নামক পর্ব্বত প্রজাপতি চতুর্বক্ত্র-ব্রহ্মার বাসভূমি। গজপর্ব্বতে ভগবতী মহাভূতগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া অবস্থান করিতেছেন। বসুধার পর্ব্বতে মুনি, সিদ্ধ ও বিদ্যাধরগণ অবস্থান করেন। এই পর্ব্বতে অনেকগুলি পুর আছে, ইহার তোরণ ও প্রাকার অতিবৃহৎ। এইখানে অনেক পর্ব্বত নামে যুদ্ধশালী গন্ধর্ব্বগণ অবস্থান করে, তাহাদের মধ্যে একপিঙ্গলরাজ রাজাধিরাজ। পঞ্চকূটে রাক্ষস, শতশৃঙ্গে দানব ও যক্ষদিগের শতপুর। প্রস্তোদক পর্ব্বতের পশ্চিমদিকে দেব, দানব ও সিদ্ধাদির পুর এবং ইহার মস্তকদেশে বৃহৎ সোমশিলা আছে, তাহাতে প্রতিপর্ব্বে সোম অবতীর্ণ হয়। তাহার উত্তর পার্শ্বে ত্রিকূট পর্ব্বত, এই পর্ব্বতে ব্রহ্মা অবস্থিত আছেন। এই পর্ব্বতের কোনস্থলে বহ্ন্যায়তন আছে, তাহাতে অগ্নিদেব মূর্ত্তিমান হইয়া বিরাজিত আছেন, দেবগণ ইহার উপাসনা করিতেছেন। উত্তরদিকে শৃঙ্গাক্ষপর্ব্বতে দেবতাদিগের আয়তন, ইহার মধ্যে পূর্ব্বদিকে নারায়ণের আয়তন, মধ্যে ব্রহ্মার এবং পশ্চিমদিকে শঙ্করের অবস্থান ভূমি। ইহার উত্তরতীরে জাতুচ্ছ মহাপর্ব্বতে ত্রিংশৎ যোজন মণ্ডল নন্দজ নামে এক সরোবর আছে, এই সরোবরে নাগরাজ অবস্থিত আছেন। এই সকল দেবপর্ব্বত, ইহাদের শিলাপ্রভৃতির বর্ণ হেম, রজত, রত্ন, বৈদূর্য্য ও মনঃশিলাদির ন্যায়। (বরাহপুরাণ)

পূর্ব্বে পর্ব্বতসমূহের পক্ষ ছিল। অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে, পুরাকালে পর্ব্বত সকল বিষ্ণুর মায়ায় সপক্ষ হইয়াছিল। এই পর্ব্বত সকল পক্ষপ্রাপ্ত হইয়া যে যে স্থলে নিবেশিত ছিল, তাহারা সেই সেই স্থল হইতে প্রস্থান করিল। বিধাতা অসুরদিগের স্থান জলার্ণবে নির্দ্দেশ করিয়াছিল; কিন্তু এই সকল পর্ব্বত প্রতীচীদিকে সমুদ্রে নিপতিত হইয়াছিল। ইহাতে দেবতা ও অসুরদিগের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। দেবগণ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া পর্ব্বতদিগের পক্ষচ্ছেদ করেন, কেবল একমাত্র মৈনাক সপক্ষ ছিল। দেবগণ পর্ব্বতদিগের পক্ষচ্ছেদ করিয়া তাহাদিগকে স্বস্থানে সন্নিবেশিত করেন। *

(অগ্নিপু°)

পর্ব্বতে বর্ণনীয় বিষয়—

"শৈলে মেঘৌষধীধাতুবংশকিন্নরনির্ঝরাঃ।
শৃঙ্গপাদগুহারত্ন-বনজীবাদ্যুপত্যকাঃ॥" (কবিকল্পলতা)

পর্ব্বত বর্ণনা করিতে হইলে মেঘ, ওষধি, ধাতু, বংশ, কিন্নর ও নির্ঝর, শৃঙ্গ, পাদ, গুহা, রত্ন, বন, জীবাদি ও উপত্যকা এই সকলের বিষয় বর্ণনা করিতে হয়। [শেষে দেখ।]

---

* "ততোঽদ্রয়ো জাতপক্ষা বিষ্ণোশ্চৈব তু মায়য়া।
প্রস্থিতা মেদিনীং ত্যক্ত্বা যথাপূর্ব্বং নিবেশিতাঃ॥
তৎ স্থানমসুরাণাস্তু ধাত্রাদিষ্টং জলার্ণবে।
প্রতীচ্যাং পর্ব্বতাঃ সর্ব্বে নিমমজ্জুর্যথা গজাঃ॥
ততাসুরেভ্যঃ শংসুস্তে আধিপত্যং সুরাশ্রয়ম্।
তচ্ছ্রুত্বৈবাসুরাঃ সর্ব্বে চক্রুরুদ্যোগমুত্তমং॥"
যুদ্ধজয়ানন্তরং তেষাং পক্ষচ্ছেদো যথা—
"চিচ্ছেদ পবিনা পক্ষান্ সর্ব্বেষাং ভুবি চারিণাং।
একঃ সপক্ষো মৈনাকঃ সুরৈস্তৎসময়ে কৃতঃ॥" (অগ্নিপুরাণ)

মৎস্যপুরাণে কৃত্রিম পর্ব্বতদানের বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়। দশপ্রকার কৃত্রিম পর্ব্বত প্রস্তুত করিয়া ব্রাহ্মণকে যথাবিধি দান করিলে অশেষ পুণ্য সঞ্চয় হয়। ৯ প্রকার পর্ব্বত—

"প্রথমো ধান্যশৈলঃ স্যাদ্দ্বিতীয়ো লবণাচলঃ।
গুড়াচলস্তৃতীয়স্তু চতুর্থো হেমপর্ব্বতঃ॥
পঞ্চমস্তিলশৈলঃ স্যাৎ ষষ্ঠঃ কার্পাসপর্ব্বতঃ।
সপ্তমোঘৃতশৈলশ্চ রত্নশৈলস্তথাষ্টমঃ।
রাজতো নবমস্তদ্বৎ দশমঃ শর্করাচলঃ।
বক্ষ্যে বিধানমেতেষাং যথাবদনুপূর্ব্বশঃ॥" (মৎস্যপু° ৭৭ অ°)

প্রথম ধান্যপর্ব্বত, দ্বিতীয় লবণ, তৃতীয় গুড়াচল, চতুর্থ হেমপর্ব্বত, পঞ্চম তিলাচল, ষষ্ঠ কার্পাসপর্ব্বত, সপ্তম ঘৃতশৈল, অষ্টম রত্নশৈল, নবম রাজতপর্ব্বত এবং দশম গুড়াচল। এই দশপ্রকার কৃত্রিম পর্ব্বত প্রস্তুত করিয়া দান করিতে হয়। ইহার বিধান এইরূপ—অয়ন, বিষুব দিন বা পুণ্যকাল, ব্যতীপাত, দিনক্ষয়, শুক্লতৃতীয়া, গ্রহণ, বিবাহ, উৎসব বা যজ্ঞোপলক্ষে অমাবস্যা বা পূর্ণিমা তিথিতে এবং শুভদিনে ধান্যশৈলাদি যথানিয়মে প্রস্তুত করিয়া দান করিবে। নিম্নলিখিত নিয়মে ধান্যাদিপর্ব্বত প্রস্তুত করিতে হয়। প্রথমে উত্তরমুখে এক-চতুরস্র মণ্ডপ প্রস্তুত করিবে, ঐ স্থান উত্তমরূপে গোময়াদি দ্বারা পরিলিপ্ত করিয়া ভূমিতে কুশ বিছাইয়া ধান্যগিরি করিতে হইলে সহস্র দ্রোণপরিমিত ধান্যদ্বারা করিতে হইবে, ইহাই শ্রেষ্ঠ, পঞ্চশত দ্রোণে মধ্যম এবং তিনশত দ্রোণে করিলে তাহা কনিষ্ঠ ধান্যপর্ব্বত হয়। [ধান্যপর্ব্বত প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।]

লবণ পর্ব্বতের বিধান—যিনি বিধিপূর্ব্বক লবণাচল দান করেন, তিনি অনায়াসে শিবলোকে গমন করেন। ইহার মধ্যে ১৬ দ্রোণ লবণে উত্তম, ৮ দ্রোণে মধ্যম এবং ৪ দ্রোণে কনিষ্ঠ লবণাচল হয়, বিত্তহীন ব্যক্তি এক দ্রোণের ঊর্দ্ধ যাহা পারে, তাহাতেই লবণাচল করিবে। যাহা দ্বারা পর্ব্বত করিবে, তাহার চতুর্থাংশ দ্বারা বিষ্কম্ভ পর্ব্বত করিবে এবং ধান্যপর্ব্বত দানের নিয়মানুসারে আর সকল কার্য্য করিতে হইবে। নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া দান করিবে। দানমন্ত্র—

"সৌভাগ্যরসসম্ভূতো যতোঽয়ং লবণো রসঃ।
তথাত্মকত্বেন চ মাং পাহি পাপান্নগোত্তমঃ॥
যস্মাদন্নরসাঃ সর্ব্বে সোৎকটা লবণং বিনা।
প্রিয়শ্চ শিবয়োর্নিত্যং তস্মাৎ শান্তিপ্রদো ভব॥
বিষ্ণুদেহসমুদ্ভূতো যস্মাদারোগ্যবর্দ্ধনঃ।
তস্মাৎ পর্ব্বতরূপেণ পাহি সংসারসাগরাৎ॥"

এই মন্ত্রে লবণাচল দান করিবে। যথাবিধি এই পর্ব্বত দান করিলে প্রথমে কল্প পরিমাণকাল উমালোকে বাস করিয়া তাহার পর পরাগতি লাভ হইয়া থাকে। [ধান্যাদি যে দশ প্রকার পর্ব্বতদানের বিষয় বলা হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকের বিবরণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।] (মৎস্যপু° ৭৭ অঃ)

২ দেবর্ষিবিশেষ।

"কশ্যপান্নারদশ্চৈব পর্ব্বতোঽরুন্ধতী তথা।" (অগ্নিপু°)

নারদের সহিত পর্ব্বত ঋষির বিশেষ মিত্রতা ছিল, ইনি ঋক্‌সংহিতার ৮।১২।৯, ১০৪ ও ১০৫ ঋকের ঋষি। ৩ মৎস্য-বিশেষ, পাবদা মাছ, ইহার গুণ—বায়ুনাশক, স্নিগ্ধ, বল ও শুক্রকারক। (রাজব°) ৪ বৃক্ষ। ৫ শাকভেদ। (মেদিনী) ৬ সন্ন্যাসিবিশেষ।

"বসেৎ পর্ব্বতমূলেষু প্রৌঢ়ো যো ধ্যানধারণাৎ।
সারাৎসারং বিজানাতি পর্ব্বতঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥"
(প্রাণতোষিণীত° অবধূতপ্র°)

যিনি ধ্যান ও ধারণা অবলম্বন করিয়া পর্ব্বতমূলে অবস্থান করেন, তিনি অচিরে সারাৎসার বস্তু জানিতে পারেন এবং তাহাকে পর্ব্বত কহে। ৭ গন্ধর্ব্বভেদ। (ভারত ১।১৮৭ অঃ)

৮ সন্ধ্যার গর্ভজাত ধর্ম্মের পুত্র দেবভেদ। (মৎস্যপু° ২০৪)

৯ পৌর্ণমাসের পুত্রভেদ। ১০ সম্ভূতির গর্ভজাত মরীচির এক পুত্র। (মার্ক° পুঃ ৫২।১৯) ১১ রাজা পুরূরবার একমন্ত্রী।

॥ * ॥ বহুদূর বিস্তৃত প্রস্তরবহুল অত্যুচ্চ শিখরবিশিষ্ট ভূখণ্ডের নাম পর্ব্বত। সাধারণতঃ পর্ব্বত বলিলে আমরা যাহা বুঝি, হিমালয়, বিন্ধ্য, সহ্যাদ্রি নামেও সেই ভাব আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়। যাহারা কখনও পর্ব্বত দেখেন নাই, তাহাদের পক্ষে পর্ব্বতের অর্থ কেবল উচ্চভূমির ধারণা মাত্র। হিমালয়াদি অত্যুচ্চ গিরিশ্রেণী ব্যতীত আরও যে সমস্ত (পাহাড়) উচ্চস্থান বা দুইটী সমতল ক্ষেত্রের মধ্যে প্রাচীররূপে দণ্ডায়মান আছে, তাহাও পর্ব্বত। কিন্তু পরস্পরের উচ্চতা ও নিম্নতা জানাইবার জন্য পৃথক্ পৃথক্ নামানুসারে সেই বিশেষত্ব লক্ষিত হইয়াছে। পর্ব্বত, গিরিমালা, ক্ষুদ্রপর্ব্বত বা পাহাড় এবং উপল বহুল উচ্চভূমি, যথাক্রমে ইংরাজিতে Mount or Mountain, Mountain-range or chain, hill, hillock and rocks নামে খ্যাত।

পর্ব্বত বলিলেই যে কেবল অজানিত রসমিশ্রিত মৃত্তিকা ব্যতীত আর কিছুই বুঝিতে হইবে না এমন নহে। পর্ব্বত ধন-ধান্যের আকর। পর্ব্বতগহ্বরে নানাবর্ণের প্রস্তর ব্যতীত কত শত স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতুর খনি, হীরক মাণিক্যাদি মূল্যবান্ মণি, কয়লা, হরিতাল, খড়ি প্রভৃতি মৃত্তিকাজাত প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং গণনাতীতকালে মৃত্তিকাপ্রোথিত জীবদেহের প্রস্তরীভূত অস্থিসমূহ (Fossils) পাওয়া যায়। কালে মৃত্তিকা দৃঢ় হইয়া

কঠিন প্রস্তরে পরিণত হইয়াছে। সেই মৃত্তিকানিহিত জীবদেহও ক্রমশঃ মৃত্তিকার সহিত প্রস্তরে রূপান্তরিত দৃষ্ট হইলেও তাহার পূর্ব্বতন আকৃতি ভ্রষ্ট হয় না। ঐ সমস্ত জীব-কঙ্কাল প্রাপ্ত হইলে কালের অনন্তত্ব এবং জগদ্ব্যাপ্তির অসীমত্ব নির্ণীত হয়। যেমন পর্ব্বতমধ্যে নানাজাতীয় পদার্থ বিদ্যমান আছে, তদ্রূপ উপরিভাগও নানা প্রকার জীবজন্তু ও বৃক্ষাদিতে শোভমান।

পর্ব্বতের উপরিদেশে নানাজাতীয় হিংস্র ও শান্তস্বভাব পশু, সরীসৃপাদি, নানাবর্ণে রঞ্জিত পক্ষ্যাদি এবং শাল, তমাল চন্দন প্রভৃতি মূল্যবান্ বৃক্ষ ও ওষধিসমূহ জন্মিতে দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন উপত্যকাদিতে হ্রদাকার জলরাশি মধ্যে মৎস্য এবং উভয় তীরবর্ত্তী সমতলস্তরে (Terraces) নানাশস্যের চাষবাস হইয়া থাকে। পর্ব্বতগাত্র বহিয়া স্রোতস্বিনী সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। কতশত স্রোতঃমালা প্রকৃষ্ট নদীর আকারে নানা দিগ্দেশে প্রবাহিত হইয়া তৎতীরবর্ত্তী ভূমিসমূহ উর্ব্বরা করিতেছে। নদীর প্রবহমাণ মৃৎকণা সকল (Sediments) জলবাধে রুদ্ধ হইয়া সঞ্চিত হইতে থাকে, উহা ক্রমশঃ পলি পড়িয়া 'ব' দ্বীপে পরিণত হয়। নদীস্রোতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বালুকা-কণা জমিয়া যেরূপ মৃত্তিকা, পরে দ্বীপ ও নগরে পর্য্যবসিত হয়, তদ্রূপ অনন্তকালব্যাপী ভূমির অদৃষ্টে কখন কি পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে কে বলিবে। এই সৃষ্টজগতে অণু পরমাণু সকল কালের অনন্তস্রোতে ভাসিমান হইয়া এবং প্রাকৃতিক বিবর্ত্তনে পরিভ্রমিত হইয়া পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন ও রূপান্তর গ্রহণে পরিদর্শক জগৎ-বাসীকে নূতন আলোক প্রদান করিতেছে। কে বলিতে পারে, আজ যাহা সাধারণ সমক্ষে পর্ব্বত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, কল্য তাহা কি ছিল?

পদার্থতত্ত্ববিৎ সকলেই বলিয়া থাকেন, জল জগতের প্রথম সৃষ্ট পদার্থ। য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণও এ কথা স্বীকার করেন। স্রষ্টা প্রথমে জল সৃষ্টি করিলেন, ক্রমে তাহা হইতে মৃত্তিকার উদ্ভব হইল। ইহাতেই পৃথিবীর সৃষ্টি। তেজ হইতে সূর্য্য, সূর্য্য হইতে উত্তাপ, জল হইতে উত্তাপসংযোগে বাষ্প, বাষ্পসমষ্টি হইতে মেঘ, মেঘ গাঢ় হইলে জল। প্রকৃতির আবর্ত্তন ঠিক এইরূপ। পৃথিবী একবার যেরূপ আপনার পথে আপনি ঘুরিলে দিনরাত্র হয় এবং ৩৬৫ দিনে সূর্য্যকে পরিবেষ্টন করিলে বৎসর হয়; তদ্রূপ ঈশ্বরের ইচ্ছার পরিবর্ত্তনে জল, জল পরিবর্ত্তিত হইয়া মাটী ও বাষ্প হয়। অপর দিকে মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উদ্গত জলরাশি কোথাও প্রস্রবণ, কোথাও হ্রদ, কোথাও বা নদীর আকার লইয়া প্রবাহিত হইতেছে। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, জল হইতে মৃত্তিকা উদ্ভূত হইয়াছিল, এখন আবার সেই প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতেছে।

প্রবহমাণ নদী জলের গতি দ্বারা যে পথ কর্ত্তন করে, সেই খাতের উভয় পার্শ্ববর্ত্তী ভূমি জলস্রোতে বিধৌত হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে। নিম্নাভিমুখে গমনশীল এই জল-স্রোত যদি কোমল মৃত্তিকার অভাবে দৃঢ় মৃত্তিকা বা পর্ব্বত-গাত্রে আসিয়া স্পর্শ করে, তাহা হইলে ক্ষণকালের জন্য জলের গতি রুদ্ধ হইয়া পুনরায় বক্রগতিতে আপনার পথ বাহির করিয়া লয়। কিন্তু যখন জল পর্ব্বতগাত্র বাহিয়া গমন করে, তখন দেখা যায়, পর্ব্বতগাত্র ধৌত হইয়া বালুকাকণা জলস্রোতে ভিন্ন স্থানে প্রবাহিত হইয়া স্থিত হয়। ক্রমে ঐ নবানীত বালুকা জল ও মৃত্তিকা সহযোগে দৃঢ়ীভূত হইতে থাকে। জলাঘাতে চূর্ণীকৃত পর্ব্বতগাত্র যেমন বালুকায় পরিণত হয়, সেইরূপ ঐ বালুকারাশিও কালে প্রকৃতি বশতঃ প্রস্তরবৎ কঠিন হইয়া থাকে।

নদীগর্ভে পলি (Silt) পড়িয়া যেমন 'ব' দ্বীপের উৎপত্তি হয়, পৃথিবীর মৃত্তিকার উপরেও তদ্রূপ বৎসরে বৎসরে পলি পড়িয়া এক একটী মৃত্তিকাস্তর (Strata or bed) জন্মাইয়া দেয়। মৃত্তিকাগর্ভে সময়ে সময়ে কোন দৈব বিপর্য্যয়ে নিহিত বনরাজী যেরূপ মৃত্তিকা ও জলাদি সহযোগে দৃঢ় হইয়া 'কয়লায়' রূপান্তরিত হয়, সেইরূপ মৃত্তিকার পলিও কোন অভাবনীয় রসে সিক্ত হইয়া কালে ভিন্নাকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কোন পর্ব্বতের সম্মুখস্থ সমস্ত ভূমি হইতে পার্ব্বতীয় উচ্চভূমি পর্য্যন্ত বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলে জানিতে পারা যায় যে, বিভিন্ন সময়ে নিহিত মৃত্তিকাস্তর ভূগর্ভস্থ আভ্যন্তরিক প্রক্রিয়ানুসারে ক্রমে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর আকারে পরিণত হইতেছে। কারণ পার্ব্বতীয় দেশস্থ সমতল ক্ষেত্রাদি খনন করিলে যতই নিম্নাভিমুখে বালুকামিশ্রিত মৃত্তিকারাশি বাহির হইতে থাকে, ততই বিভিন্ন প্রকার প্রস্তরের স্তর পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এইরূপে স্থানবিশেষে কোথাও বালুপাথর (Sand-stone), কোথাও চূণাপাথর (Limestone), কোথাও দানাদার (Granite), কোথাও বউলমালা, কোথাও শ্লেট (Slate) প্রভৃতি নানাজাতীয় প্রস্তরস্তর পাওয়া যায়। উপরি উক্ত মৃত্তিকাসংযুক্ত অথবা দৃঢ় প্রস্তরময় বালি, বালুপাথর, 'লোম' (Loam) জীব দেহ ও উদ্ভিজ্জাদি জড়িত প্রস্তরীভূত মৃত্তিকা ও বালি, দৃঢ় কর্দ্দম বা চূণা-পাথরকে ভূতত্ত্ববিদ্গণ পার্ব্বতীয় স্তর (Stratified rocks) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল মৃত্তিকানিহিত দৃঢ়-স্তরাকৃতি ভূম্যংশ দেখিলে অনুমান হয়,

যে, কোন সময়ে এই পর্ব্বত-ভূমি জলমধ্যে নিষিক্ত থাকিয়া এবম্ভূত বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছে। বিশেষ পর্য্যালোচনা করিলে আরও জানিতে পারি, যেমন এক স্থানে কর্দ্দমাক্ত জল হইতে মৃৎপলি জমিয়া ক্রমশঃই দৃঢ়ীভূত হইয়া প্রস্তরে (Sedimentary rocks) পরিণত হয়; অন্যান্য স্থানেও তদ্রূপ চটি আঁইসের ন্যায় প্রস্তরখণ্ড (Shales) কোথাও শ্লেট, কোথাও কয়লা, কোথাও বা অভ্রের আকারে রূপান্তরিত হইতে থাকে। অভ্রখনিতে মৃত্তিকার আকার যেরূপ কাচবৎ চাক্‌চিক্যশালী, পাত্‌লা আঁইসের ন্যায়, কঠিন, কাল ও ধূসর-বর্ণযুক্ত হয়, সেইরূপ আঁইসের ন্যায় দৃঢ় মৃত্তিকামাত্রই Crystalline rocks নামে খ্যাত। এরূপ প্রস্তর-স্তরের মধ্যস্থলে জীবদেহের কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু উহার কোন কোন অংশ এরূপ বিকৃত যে, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ আলোচনা করিলে বুঝা যায়, ঐ অংশ এক সময়ে তরল পদার্থ ছিল, কালে রূপান্তরিত হইয়া এতাদৃশ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। ভূতত্ত্বশাস্ত্রে এই জাতীয় প্রস্তর Gneiss নামে অভিহিত। কারণ সহজেই অনুমান করা যায় যে, এক সময় ঐ সকল স্থান স্তরীভূত (Stratified) ছিল; সেই সময় হইতে ক্রমান্বয়ে অগ্নির উত্তাপে অথবা গুরু চাপে ও উত্তপ্ত-জলে (Heated water under great pressure) অনুক্ষণ বিমিশ্রিত থাকিয়া, কোন অজানিত-কারণে উহার অন্তর্নিহিত পদার্থাদি রাসায়নিক ক্রিয়াযোগে অবস্থান্তর (Chemical change) প্রাপ্ত হইয়াছে। পরে তাহা পুনরায় নবভাবে সংগঠিত হইয়া নূতন আকারে দেখা দিয়া থাকে। স্তরীভূত-প্রস্তর কালক্রমে Gneissএ রূপান্তরিত হয় বলিয়া সাধারণতঃ উহা Metamorphic প্রস্তর নামে পরিচিত।

স্তরীভূত (Stratified) ও রূপান্তরিত (Metamorphic) ব্যতীত আরও দুই জাতীয় পর্ব্বতের অস্তিত্ব দেখা যায়। উহা আগ্নেয় (Volcanic) ও দানাদার (Granitic) ভেদে দ্বিবিধ; ইহাদের উৎপত্তিও প্রথমোক্ত পর্ব্বতদ্বয় হইতে স্বতন্ত্র। ইহাদের গঠন স্তরীভূত-প্রস্তরের মত নহে। ইহার প্রস্তর কঠিন ও গুরু, স্থানে স্থানে গহ্বর ও তন্মধ্যে খনিজ পদার্থাদি নিহিত। কোন প্রাচীনকালে ভূগর্ভমধ্য হইতে এই প্রস্তররাশি গলিত তরল পদার্থরূপে (Molten rock) উত্থিত হইয়া হ্রদাদির নিম্নভাগে অথবা সমতলক্ষেত্রে প্রবাহিত হইয়াছিল। পরে শীতলবায়ু বা জলের সংস্রবে ক্রমেই শীতলতা প্রাপ্ত হইয়া উক্ত তরল-ধাতু দৃঢ়ীভূত হইতে থাকে। ইহার উপরে পুনরায় স্তরীভূত-প্রস্তরের ন্যায়, ক্রমে পলি পড়িয়া ক্ষুদ্রাকার পর্ব্বতে পরিণত হইয়াছে। আসনশোল হইতে মুনিয়া-নালা ও রাণীগঞ্জ হইতে বরাকরের মধ্যবর্ত্তী এবং বোম্বাই প্রদেশের স্থানে স্থানে এই জাতীয় প্রস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ এই পর্ব্বতগুলি শাখাপ্রশাখা-ব্যাপী হইয়া থাকে। কোথাও বা মৃত্তিকা মধ্যে নিহিত, কেবল এক আধ-খণ্ড প্রস্তর মস্তক তুলিয়া পর্ব্বতের নিদর্শন দিতেছে, কোথাও বা সেই তরল প্রস্তর উচ্চনিম্ন পর্ব্বতাকারে দাঁড়াইয়া পূর্ব্ব অস্তিত্বের প্রমাণ করিতেছে। এইরূপ পর্ব্বতের উপলখণ্ডগুলি গাত্রসংলগ্ন নহে, পরস্পর স্বতন্ত্র; কেবল গায় গায় ঠেকিয়া আছে মাত্র। কয়লার খনি ও বালু-পাথরের (Sandstone) মধ্যে এই পর্ব্বতশাখা বিস্তারিত থাকায়, উহা বাঁধের (Dyke) কার্য্য করে। বাঁধ বা বৃহৎ প্রাচীররূপী আগ্নেয়-পর্ব্বত ভূ-গর্ভের অন্তরতম স্থান হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে। এখানে নিম্নপ্রদেশে উত্তপ্ত তরল-পার্ব্বতীয় পদার্থ-সহযোগে থাকিয়া যদি বালুপাথরের সংস্পর্শ পায়, তাহা হইলে ঐ বালুপ্রস্তরময় স্থান ঝামার ন্যায় কঠিন ও দুর্ভেদ্য হইয়া যায়। পশ্চিম-ভারতে, নাগপুর হইতে বোম্বাই প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃতস্থানে এই জাতীয় পর্ব্বতের অস্তিত্ব আছে। প্রস্তরের আকার ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ।

এক সময় এখানে আগ্নেয়পর্ব্বত ছিল। যথাকালে উহার ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে। উত্থিত গলিতধাতু ও ভস্ম প্রভৃতি প্রবাহিত হইয়া এক স্থানে জমিয়া গিয়াছে; শেষে সেই জমাট পাহাড়ে পরিণত হইয়াছে। এই জাতীয় পর্ব্বতের আকার সাধারণ পর্ব্বত হইতে স্বতন্ত্র। ইহার গাত্রপার্শ্ব উচ্চ ও দুরারোহ; কিন্তু উপরিতল প্রায়ই চেপ্টা ও সমতল। কোথাও কোথাও পর্ব্বতগাত্র বহুতর বিস্তৃত সিঁড়ির ন্যায় থাকযুক্ত দেখা যায়*। এইরূপ পর্ব্বত সাধারণতঃ Trappean বা rock বা Trap-dyke নামে খ্যাত। এই শ্রেণীর ছাড়া, আগ্নেয়পর্ব্বত হইতে উত্থিত দ্রবপদার্থে সংগঠিত আরও এক জাতীয় পর্ব্বত দেখা যায়; কিন্তু উহা নিষ্প্রয়োজন বোধে লিখিত হইল না। আগ্নেয়পর্ব্বতগুলি স্বভাবতঃই অগ্ন্যুদ্গীরণ করে। এক সময়ে ইতালীর হার্কিলেনিয়াস ও পম্পিয়াই নগর পর্ব্বতোত্থিত তরল-বহ্নিতে বুজিয়া গিয়াছিল। এখন সেই নগর আবিষ্কৃত হইলেও আগ্নেয় পর্ব্বতের মর্য্যাদা সকলের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। তরল অগ্নি মৃত্তিকায় পর্য্যবসিত হইয়াছে, কে বলিতে পারে ফলে উহা প্রস্তরে পরিণত হইত না? যে আগ্নেয় পর্ব্বত এখনও ধূম ও কর্দ্দমাদি উদ্গীরণ করে, তাহাতে জনমানব বাস করিতে পারে না; পক্ষান্তরে অন্যান্য পর্ব্বতে নানা জাতি বাস করিতে দেখা যায়। [আগ্নেয় পর্ব্বত দেখ।]

আগ্নেয়পর্ব্বতঘটিত দ্রবপদার্থে উৎপন্ন পর্ব্বত (Volcanic rocks) যেরূপ, গ্রেণিটিক্ (Granitic rocks) পর্ব্বতও ঠিক

* বোম্বাই প্রদেশের ঘোরঘাটপর্ব্বতমালার আকৃতি এইরূপ।

সেইরূপে উৎপন্ন হয়। ট্রাপিয়ান্ পর্ব্বতমালায় যেরূপ আগ্নেয়-পর্ব্বতজ দ্রবধাতু ভূগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া, পৃথিবীবক্ষে বিস্তারিত হইয়া পর্ব্বতাকার ধারণ করে, গ্রানিটিক্ পর্ব্বতের উৎপত্তি ঠিক তদ্বিপরীত। ইহাতে পার্ব্বতীয় তরলপদার্থসমূহ ভূগর্ভ ভেদ করিয়া মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রবাহিত হইয়া কোন দৃঢ় পর্ব্বতগাত্রে আহত হয়। ক্রমিক ঘাত প্রতিঘাতে, ঐ উষ্ণ জল শীতল হইয়া পর্ব্বতাকারে রূপান্তরিত হইতে থাকে। বহুকাল পরে সমুদ্রের জলে বা নদীপ্রবাহে মৃত্তিকারাশি বিধৌত হইয়া অথবা কোন অভাবনীয়-কারণে উহা নয়নপথে দৃশ্যমান হয়। হিমালয়পর্ব্বতের স্থানে স্থানে এরূপ ঘটিতে দেখা যায়। ইহার বাহ্য আকৃতি, খনিজপদার্থসংযোগ ও আভ্যন্তরিক গঠন ঠিক Metamorphic জাতীয় পর্ব্বতের ন্যায়। ইহাতে কেবলমাত্র খনিজপদার্থের পলি পড়ে না। Gneiss প্রস্তরের স্বভাবজাত আঁইসের ন্যায় ইহা পাত্লা পটীর মত জমিয়া যায়। উহাকে ভূতত্ত্ববিদ্গণ Foliation বলে।

পূর্ব্বোক্ত Stratified বা Sedimentary, Metamorphic, Volcanic ও Granitic পর্ব্বতের মধ্যে সকল গুলিরই বাহ্য আকৃতি প্রায় পরস্পরের অনুরূপ। যে অদ্ভুতপূর্ব্ব ক্রিয়াসংযোগে ধাতুজ-পদার্থসমূহসম্মিলনে দৃঢ়ীভূত হইয়াছে; উহার বিশ্লেষণ ব্যতীত স্বতন্ত্রতা উপলব্ধি করিবার, আর দ্বিতীয় উপায় নাই। প্রথমোক্তটী মৃত্তিকা, কর্দ্দম, বায়ু ও চুণাপাথরের পলি জমিয়া উৎপন্ন। দ্বিতীয়টী ভূগর্ভস্থ উষ্ণজল অথবা উত্তাপের প্রক্রিয়ায় স্তরীভূত প্রস্তর জমিয়া আঁইসের মত পটীর আকারে রূপান্তরিত; কিন্তু Volcanic ও Granitic পর্ব্বতমালা ভূগর্ভমধ্যে কি প্রকারে, কাহার সংযোগে দ্রবপদার্থ শীতল হইয়া উৎপত্তি লাভ করে, তাহা জানিবার উপায় নাই। সমুদ্র অথবা নদীবক্ষে যে সকল পর্ব্বত পলি পড়িয়া জমিয়াছে অথবা স্বাভাবিক উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা আমরা পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারি; ভূগর্ভ-নিহিত তরল প্রস্তররূপ দ্রব পদার্থের রূপান্তর লক্ষ্য করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। প্রধানতঃ, প্রথমোক্ত পর্ব্বতই আমাদের পক্ষে ও জীবেতিহাসের বিশেষ আদরের জিনিস। ইহার মধ্য হইতে বহুকাল পূর্ব্বে প্রোথিত জীবদেহ ও উদ্ভিজ্জাদির প্রস্তরীভূত অস্থি প্রাপ্ত হইয়া জগতের অনেক হিত সাধিত হইয়াছে। ইহাই ভূতত্ত্বে Fossils বা 'প্রস্তরাস্থি' নামে প্রসিদ্ধ। নিহিত প্রস্তরাস্থি (Fossil remains) হইতে জগতের অন্ধকারময় সত্যাদি যুগের ইতিহাস প্রকটিত হইতেছে। যখন দুইটী বিভিন্ন দেশে, কোন স্তরীভূত-প্রস্তরের মধ্যে এক জাতীয় জীবের প্রস্তরাস্থি নিহিত দেখা যায়, তখন স্পষ্টই অনুমান হয় যে, বিভিন্ন স্থানে হইলেও এই স্তরীভূত-প্রস্তর এক সময়ে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। ইহাতে আরও বোধ হয় যে, ঐ নির্দ্দিষ্ট-সময়ে জগতে সেই এক জাতীয় জীব সেই সেই দেশে ব্যাপ্ত ছিল। ঐ পর্ব্বতগুলি এক সময়ে গঠিত (Of same formation) বলিয়া উহার একই রূপ নামকরণ হইয়াছে। যে সময়ে ভারতের আসাম প্রদেশে খাসিয়া পর্ব্বত-মালা গঠিত হয়, ঠিক সেই কালে ইংলণ্ডের কেণ্ট ও সাসেক্স প্রদেশের খড়িময় (Chalk) পর্ব্বত গঠিত হইয়াছিল; এই কারণে ভূতত্ত্ববিদ্গণ এই সময়ে উৎপন্ন পর্ব্বতমালাকে Cretaceous formation বা সেই সময়কে Cretaceous period (খড়িযুগ) নামে অভিহিত করিয়াছেন।* পৃথিবীর যাবতীয় স্থানের ঐরূপ এক এক সময়ের উৎপন্ন পর্ব্বতকে ভূতত্ত্ববিদেরা তাহার সমসাময়িক কালের মধ্যে সমাবেশিত করিয়াছেন।

য়ুরোপীয় ভূতত্ত্ববিদ্গণ বিভিন্নদেশে ভূগর্ভস্থ মৃত্তিকাস্তর ও পর্ব্বতাদির/ভূগর্ভ-মধ্যে গঠনকাল নিরূপণ লইয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, বর্ত্তমান সময় হইতে সর্ব্ব প্রাচীনতম স্তর যাহা অদ্যাপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার একটী তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

Post-Tertiary or Quarternary	১ বর্ত্তমান Alluvium, ২ Pleistocene,	
Tertiary or Cainozoic	৩ Pliocene ৪ Miocene ৫ Oligocene ৬ Eocene	এই যুগে জীবদেহের প্রস্তরাস্থি প্রচুরপরিমাণে পাওয়া যায়।
The Secondary or Mesozoic	৭ Cretaceous, ৮ Jurassic, ৯ Triassic,	
Primary or Prleozoic	১০ Permian or Dyas, ১১ Carboniferous, ১২ Devonian, ১৩ Silurian, ১৪ Cambrian or Primordial Silurian,	
Archian, Azoic or Eozoic	১৫ Fundamental Gneiss.	

আমাদের দেশে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগে যেরূপ বহুকালব্যাপী সময়ের উল্লেখ আছে; ভূতত্ত্বশাস্ত্রেও তদনুরূপ সময়ের উল্লেখ দেখিতে পাই। সেই প্রাচীনতম সময়ে জীবিত জীবদেহাদির প্রস্তরাস্থির অনুশীলনে আমরা জানিতে পারি, সত্য-ত্রেতাদি যুগের বর্ণিত জীবেতিহাস কতক পরিমাণে বিশ্বাস্য এবং উভয়ের মধ্যে বিশেষ সামঞ্জস্য আছে।

ভূতত্ত্বের বিশেষ বিবরণ এখানে লিখিত হইল না। [পৃথিবী ও ভূতত্ত্ব শব্দে তাহার সকল বিষয় দ্রষ্টব্য।]

* লাটিন ভাষায় Cretaceus শব্দের অর্থ Chalk বা খড়ি।

এখন জানা আবশ্যক ভূম্যাদির উচ্চতা ও নিম্নতা কেন হয়? আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই, সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থান সকল অপেক্ষা তদন্তরালবর্ত্তী স্থান উচ্চ। শনদ্বীপ হইতে কলিকাতা উচ্চ, কলিকাতা হইতে কাশী উচ্চ, কাশী হইতে লাহোর ও লাহোর হইতে সিমলা উচ্চ, সিমলা হইতে হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ ধবলাগিরি উচ্চ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ কি? ভূতত্ত্ববিদ্গণ বিশেষ আলোচনা করিয়া ভূগর্ভস্থ উত্তাপকেই উহার একমাত্র কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই অন্তর্নিহিত অগ্নি সময়ে সময়ে এতই তাপযুক্ত ও বেগবান্ হয় যে, তাহা তাপযোগে বিক্ষিপ্ত বা বিতাড়িত হইয়া ভূগর্ভস্থ প্রস্তরময় পদার্থসমূহে (Great Masses of Stony Matters) যাইয়া মিশে, পরে উক্ত পদার্থকে দ্রব করিয়া উর্দ্ধে উত্থিত করায় এবং সেই ধাতুজ দ্রবপদার্থ অবশেষে জমিয়া গিয়া ক্রমে পর্ব্বতে পরিণত হয়। এইরূপে আগ্নেয় পর্ব্বতের সৃষ্টি। আগ্নেয় পর্ব্বতের সাহায্যে যেমন পর্ব্বত বা দেশসমূহ উত্থিত হইয়া জনসাধারণে প্রকাশ পায়; তদ্রূপ কোথাও কোথাও এই আভ্যন্তরিক অগ্নির প্রক্রিয়াবলে দেশ ও নগরাদি ভূগর্ভে শায়িত করিয়া হ্রদ ও জলাশয়াদিতে পরিণত হইতে দেখা যায়। অন্তর্নিহিত অগ্নি বা তাহার উত্তাপস্রোত ভূমিকম্পের একমাত্র কারণ। ভূমিকম্প হইতে কোন স্থান রসাতলে গমন করে, কোন স্থান বা সমতলরেখা হইতে উর্দ্ধে অবস্থিত হইয়া থাকে। এখন দেখা যাউক, পূর্ব্বাপর কোথায় এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে কি না। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ১৬ই জুন যে ভারতব্যাপী ভূমিকম্প হয়, তাহাতে কচ্ছ প্রদেশের সিন্দ্রিগ্রাম ও দুর্গ সিন্ধুগর্ভে ও রণপ্রদেশ সমুদ্র-গর্ভশায়ী হয়; কিন্তু অল্পদিন পরেই আবার রণপ্রদেশের অনতিদূরে অন্য একস্থানে উচ্চ ও বহুদূর বিস্তৃত একটী মৃত্তিকাস্তূপ জমিয়া জলমধ্য হইতে উঠিতে থাকে। উহা এখন 'আল্লাবাঁধ' নামে খ্যাত। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে ভল্‌পারিসো নগর হঠাৎ ৩ ফিট্ উত্থিত হয়। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে সেন্টা-মেরিয়া দ্বীপের অদূরে একটী পর্ব্বতাংশ (Rocky-flat) সমুদ্র-গর্ভ হইতে এরূপ উত্থিত হয় যে, জুয়ারের জল উচ্চে উঠিলেও (High Water Mark) উহা অন্ততঃ পক্ষে ১০ ফিট্ জাগিয়া থাকে। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে লেমাস্ দ্বীপ* (Island of Lemus) হঠাৎ ৮ ফিট্ উচ্চ হইয়া পড়ে। সেদিন ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে জুনমাসের ভূমিকম্পে আসামের শিলং সদরের কতকাংশ জলমগ্ন হইয়া সেই স্থান হ্রদাকারে পরিণত হইয়াছে। সেইরূপ মান্দ্রাজ উপকূলে পুলিকট হ্রদ হইতে সত্রস ও দক্ষিণ আর্কট হইতে তঞ্জাবুর প্রভৃতি নানা স্থানে ভূমির এরূপ উন্নতি সংঘটিত হইয়াছে।

* পাটাগোনিয়ার পশ্চিম উপকূলে।

ভূমিকম্পই যে ভূমির অবনতি ও উন্নতির (Depression and Elevations) একমাত্র কারণ তাহা নহে। ভূম্যাদির হঠাৎ উন্নতি সাধারণে বিস্ময়কর হইলেও, দেশবাসীদিগের অলক্ষ্যে যে সকল ভূমি ধীরে ধীরে উত্থিত হইয়া কএকবর্ষ পরে পূর্ব্বাধিকৃত স্থান অপেক্ষা আকৃতিতে আরও বড় হইয়া পড়ে, তাহাই আশ্চর্য্যের জিনিস। পলিপড়ন ভিন্ন এরূপ ঘটিবার আর সম্ভাবনা নাই।

বেদ ও পুরাণাদি গ্রন্থে হিমালয়াদি ভারতীয় প্রাচীন পর্ব্বতের উল্লেখ আছে। উপরে তাহার কতক লিখিত হইয়াছে। বিভিন্নদেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে কোন কোন পর্ব্বতের মাহাত্ম্য অধিক বলিয়া কল্পিত হয়। ওলিম্পাস্ পর্ব্বতে গ্রীক ও রোমীয় দেবদেবীগণ বিহার করিতেন। সিনাই পর্ব্বতে হিব্রুজাতির ধর্ম্মপ্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া ইন্দ্রের প্রকোপ হইতে ব্রজবাসীদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। কৈলাসে হরগৌরীর বিলাসভবন ও কুবেরের আরামস্থান। মন্দরপর্ব্বতে ইন্দ্রাদিদেবগণ পুষ্পসৌরভ আঘ্রাণে উন্মত্তপ্রায় হইয়া বিচরণ করিতেন। মেরুপর্ব্বতে বৈদিক দেবতা ইন্দ্রের বাসস্থান। সেরবল পর্ব্বতের সন্নিকটে বেদোয়িন্-আরবগণ গমনকালে পাদুকা খুলিয়া সম্মান দেখায়। জবলমুনাদসৎ পর্ব্বতে মোজেসের সহিত জেহোভার কথোপকথন হইয়াছিল বলিয়া আরবীগণ বিশেষ মান্য করিয়া থাকে। আরারাট পর্ব্বতে নোয়ার জাহাজ লাগিয়া ধার্ম্মিকদিগকে রক্ষা করিয়াছিল। জৈনশাস্ত্রে গির্ণর ও পালিটানা, তুলজা (সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত) পার্শ্বনাথ প্রভৃতি পর্ব্বত দেবাধিষ্ঠিত। রাজপুতানার আবু (অর্ব্বুদ) পর্ব্বতও গোরক্ষনাথের মন্দির প্রভৃতির জন্য সাধারণে বিশেষ আদরণীয়।

২ পাণিন্যুক্ত জনপদভেদ (পা° ৪।২।১৪৩ তক্ষশিলাদি ৪।৩।৯৩।) পরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং এই স্থানকে প-ল-ফ-তো বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পঞ্জাবের অন্তর্গত সরকোট জেলার মধ্যে অবস্থিত। (Arch. Sur. Vol. V. p. 107.)

পর্ব্বতকাক (পুং) পর্ব্বতে জাতঃ কাকঃ। দ্রোণকাক, দাঁড়কাক। (হেম) প্রায়ই ইহারা পর্ব্বতে থাকে।

পর্ব্বতচ্যুৎ (ত্রি) পর্ব্বত-চ্যুত-ক্বিপ্। মেঘ সকলের চ্যাবয়িতা, জলক্ষরণকারী, জলদাতা।

"বাতত্বিষো মরুতো পর্ব্বতচ্যুতঃ।" (ঋক্ ৫।৫৪।৩)

'পর্ব্বতচ্যুতঃ পর্ব্বতানাং মেঘানাং বা চ্যাবয়িতারোঽস্ময়া চিন্মুদকদকানাং দাতারঃ।' (সায়ণ)

পর্ব্বতজ (ত্রি) পর্ব্বতাজ্জায়তে যঃ পর্ব্বত-জন-ড। (পঞ্চম্যামজাতৌ। পা ৩।২।৯৮) ১ পর্ব্বতজাতমাত্র, যাহা পর্ব্বতে

জন্মে। স্ত্রিয়াং টাপ্ পর্ব্বতজা, নদী। ২ পার্ব্বতী, গৌরী। ইনি হিমগিরি হইতে জাত বলিয়া ইহার নাম পর্ব্বতজা হইয়াছে।

পর্ব্বততৃণ (ক্লী) পর্ব্বতভবং তৃণং শাকপার্থিববৎ সমাসঃ। তৃণভেদ, হিন্দীনাম সঙ। পর্য্যায়—তৃণাঢ্য, পত্রাঢ্য, মৃগপ্রিয়, ইহার গুণ—বল ও পুষ্টিকর এবং পশুদিগের সর্ব্বদা প্রিয়। (রাজনি°)

পর্ব্বতপতি (পুং) পর্ব্বতানাং পতিঃ ৬তৎ। হিমালয়।

পর্ব্বতমোচা (স্ত্রী) পর্ব্বতোদ্ভবা মোচা, মধ্যপদলো° কর্ম্মধা। গিরিকদলী। (রাজনি°)

পর্ব্বতরাজ (পুং) পর্ব্বতানাং রাজা (রাজাহসখিভ্যষ্টচ্। পা ৫।৪। ৯১) ইতি টচ্। হিমালয়গিরি।

পর্ব্বতরাজপুত্রী (স্ত্রী) পর্ব্বতরাজস্য পুত্রী। দুর্গা। "আরভ্য তস্যাং দশমীঞ্চ যাবৎ প্রপূজয়েৎ পর্ব্বতরাজপুত্রীং॥" (তিথিতত্ত্ব)

পর্ব্বতবাসিন্ (ত্রি) পর্ব্বতে বসতীতি পর্ব্বত-বস-ণিনি। গিরিবাসিমাত্র। যাহারা পর্ব্বতে বাস করে। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। পর্ব্বতবাসিনী। ১ আকাশমাংসী। (রাজনি°) ২ গায়ত্রী।

"উত্তরে শিখরে দেবি ভূম্যাং পর্ব্বতবাসিনি।
ব্রহ্মযোনিসমুৎপন্নে গচ্ছ দেবি যথাসুখং॥"

(যজুর্ব্বেদীয় গায়ত্রীবিসর্জ্জনমন্ত্র)

৩ কালী।

পর্ব্বতাত্মজা (স্ত্রী) পর্ব্বতস্য আত্মজা। দুর্গা।

পর্ব্বতাধারা (স্ত্রী) পর্ব্বত আধারঃ যস্যাঃ। পৃথিবী। (হেম) পুরাণে লিখিত আছে, মহেন্দ্রাদি অষ্টকুলপর্ব্বত পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

পর্ব্বতারি (পুং) পর্ব্বতস্য অরিঃ শক্রঃ ৬তৎ। পর্ব্বতদিগের শক্র, ইন্দ্র, ইন্দ্র পর্ব্বতগণের পক্ষচ্ছেদ করেন, এই জন্য ইন্দ্রকে পর্ব্বতারি কহে।

পর্ব্বতাবৃধ্ (ত্রি) পর্ব্বত-আ বৃধ-ক্বিপ্। পর্ব্বত কর্ত্তৃক বর্দ্ধিত। "ক্ষরন্তঃ পর্ব্বতাবৃধঃ" (ঋক্ ৯।৪৬।১) 'পর্ব্বতাবৃধঃ পর্ব্বতৈরভিষবগ্রাবভির্বৃদ্ধাঃ পর্ব্বতেষু বা জাতাঃ' (সায়ণ)

পর্ব্বতাশয় (পুং) পর্ব্বতে আশেতে ইতি আ-শী শয়নে অচ্। মেঘ। (শব্দচ°)

পর্ব্বতাশ্রয় (পুং) পর্ব্বত আশ্রয়ো বাসস্থানং যস্য। শরভ। (রাজনি°) (ত্রি) ২ পর্ব্বতবাসিমাত্র।

পর্ব্বতাশ্রয়িন্ (ত্রি) পর্ব্বত-আ-শ্রি-ণিনি। পর্ব্বতনিবাসী, যাহারা পর্ব্বতে বাস করে। "পিত্রো ধনধান্যাঢ্যাঃ কোষ্ঠাগারাণি পর্ব্বতাশ্রয়িণঃ।" (বৃহৎস° ১৫।৮)

পর্ব্বতীয় (ত্রি) পর্ব্বতে ভবঃ পর্ব্বত-ছ (বিভাষামনুষ্যে। পা ৪।২।১৪৪) পর্ব্বতসম্বন্ধী, পর্ব্বতভব। মনুষ্য অর্থে পার্ব্বতীয়, চলিত পাহাড়িয়া।

"তত্র জন্যং রঘোর্ঘোরং পার্ব্বতীয়ৈর্গণৈরভূৎ।
নারাচক্ষেপণীয়াশ্ম-নিষ্পেষোৎপতিতানলম্॥" (রঘু ৪।৭৭)

পর্ব্বতেশ্বর (পুং) পর্ব্বতানামীশ্বরঃ। ১ পর্ব্বতরাজ, হিমালয়। ২ মুদ্রারাক্ষসবর্ণিত একজন রাজা। ইহার অপর নাম শৈলেশ্বর। কাশ্মীর, কুলুত ও মল্লজাতির বাসভূমির মধ্যবর্ত্তী হিমালয় তটদেশে ইনি রাজত্ব করিতেন।

পর্ব্বতেষ্ঠা (ত্রি) পর্ব্বতে তিষ্ঠতি স্থা-ক্বিপ্, বেদে ষত্বং। পর্ব্বতে অবস্থিত। "নক্ষদাভং ততুরিং পর্ব্বতেষ্ঠাং" (ঋক্ ৬।২২।২) 'পর্ব্বতেষ্ঠাং পর্ব্বতেষবস্থিতং' (সায়ণ)। লৌকিক প্রয়োগে ষত্ব হইবে না এবং অলুক্‌সমাসান্ত না হইলে পর্ব্বতস্থা এইরূপ পদ হইবে।

পর্ব্বতোদ্ভব (পুং ক্লী) ১ হিঙ্গুল। ২ পারদ। (বৈদ্যকনি°)

পর্ব্বতোদ্ভূত (ক্লী) অভ্রক ধাতু। (বৈদ্যকনি°)

পর্ব্বতোর্ম্মি (পুং) মৎস্যবিশেষ। কোন কোন স্থলে ভূরিপ্রয়োগে পর্ব্বতোর্ম্মি এইরূপ শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা প্রামাদিক। পর্ব্বতোবর্ম্মি এইরূপ পাঠ সাধু।

(শব্দকল্পদ্রুম)

পর্ব্বধি (পুং) পর্ব্বণি অমাবস্যাপূর্ণিমযোঃ হ্রাসবৃদ্ধিং দধাতি পর্ব্ব-ধা-কি। চন্দ্র। (ত্রিকা°)

পর্ব্বন্ (ক্লী) পর্ব্বতীতি পর্ব্ব-গতৌ বাহুলকাৎ কনিন্, বা পিপর্ত্তীতি পৃ-বনিপ্ (স্নামদিপদ্যর্ত্তিপৃকশিভ্যো বনিপ্। উণ্ ৪।১১২) ১ উৎসব। ২ গ্রন্থি। "তথা বালখিল্যা ঋষয়োঽঙ্গুষ্ঠপর্ব্বমাত্রাঃ ষষ্টিসহস্রাণি পুরতঃ সূর্য্যং সুক্তবাকায় নিযুক্তাঃ সংস্তুবন্তি" (ভাগ° ৫।২১।১৭) ৩ প্রস্তাব। ৪ লক্ষণান্তর। ৫ দর্শ ও প্রতিপদের সন্ধি, পূর্ণিমা ও প্রতিপদের সন্ধি।

"অকালজলদাবলী কিরতু নাম মুক্তাবলী-
রপর্ব্বণি বিধুন্তুদস্তুদতু নাম শীতদ্যুতিং॥" (সাহিত্যদর্পণ)

৬ গ্রন্থবিচ্ছেদ, যথা—মহাভারতের অষ্টাদশপর্ব্ব।

"আদিঃ সভাবনবিরাটমথোদ্যমশ্চ
ভীষ্মো গুরুর্রবিজমদ্রকসৌপ্তিকশ্চ।
স্ত্রীপর্ব্ব শান্তিরনুশাসনমশ্বমেধ-
ব্যাসাশ্রমো মুষলযানদিবারোহঃ॥"

(ভারতটীকায় নীলকণ্ঠ)

৭ ক্ষণ। ৮ ভঙ্গী। (রঘু ১৬।৪৬) ৯ পঞ্চপর্ব্ব।

চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি এই ৫ দিনকে পর্ব্ব কহে। এই পর্ব্বদিনে স্ত্রীসহবাস, তৈলমর্দ্দন, ও মৎস্য মাংস ভোজন নিষিদ্ধ। যদি কেহ এই পর্ব্বদিনে এই সকল অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে তাহাদের বিণ্মূত্রভোজন নামক নরকে গতি হইয়া থাকে। পর্ব্বদিনে অহোরাত্রোপবাস,

গঙ্গাদি স্নান, শ্রাদ্ধ, দান, জপ প্রভৃতি পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে।*

১০ দর্শান্ত পূর্ণিমান্তরূপ কাল। "গতৈব্য পর্ব্বনাড়ীনাং" (সূর্য্যসি°) ১১ অংশ, ভাগ। ১২ যজ্ঞাদিতে যে উৎসব হয়, তাহাকে পর্ব্ব কহে। ১৩ সূর্য্য ও চন্দ্রের উপরাগ। ১৪ প্রতিপদ্ ও পঞ্চদশীর অন্তরাল কাল।

'পর্ব্ব ক্লীবং মহে গ্রন্থৌ প্রস্তাবে লক্ষণান্তরে।
দর্শপ্রতিপদোঃ সন্ধৌ বিষুবৎ প্রভৃতিষ্বপি ॥' (মেদিনী)

পর্ব্বপুষ্পী (স্ত্রী) পর্ব্বসু গ্রন্থিষু পুষ্পং যস্যাঃ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। নাগদন্তী। হস্তিশুঁণ্ডী, চলিত হাতিশুঁড়ে। (শব্দচ°)

পর্ব্বপূর্ণতা (স্ত্রী) পর্ব্বণঃ পূর্ণতা। সম্ভার, আয়োজন। উৎসবের উদ্যোগ। একত্রীকরণ, সম্মিলন করা। (ভূরিপ্রয়োগ) ২ উৎসবের পরিপূর্ণতা।

পর্ব্বভেদ (পুং) পর্ব্বণঃ ভেদঃ। পর্ব্ববিশেষ। ২ সন্ধিভঙ্গরোগভেদ। (চক্রদ° জ্বরচি°)

পর্ব্বমূল (ক্লী) চতুর্দ্দশী ও অমাবস্যার মধ্যবর্ত্তী মুহূর্ত্ত ?।

পর্ব্বমূলা (স্ত্রী) পর্ব্বণি পর্ব্বণি মূলং যস্যাঃ। শ্বেতা, শ্বেতদূর্ব্বা।

পর্ব্বযোনি (পুং) পর্ব্বগ্রন্থিরেব যোনিরুৎপত্তিকারণং যস্য। ইক্ষু প্রভৃতি। (হেমচ°)

পর্ব্বরীণ (ক্লী) পর্ণরীণ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ পর্ব্ব। (শব্দর°) (পুং) ২ গর্ব্ব। ৩ মারুত। ৪ পর্ণশিরা। ৫ মৃতক। ৬ দ্যুতকম্বল। ৭ পর্ণচূর্ণরস। (মেদিনী) মেদিনীতে 'পর্ণরীণ' এইরূপও দেখিতে পাওয়া যায়।

পর্ব্বরুহ (পুং) পর্ব্বসু গ্রন্থিষু রোহিতীতি রুহ-ক্বিপ্। দাড়িম। (ত্রিকা°)

পর্ব্ববৎ (ত্রি) পর্ব্ব মতুপ্ মস্য ব। পর্ব্বযুক্ত, পর্ব্ববিশিষ্ট।

পর্ব্ববল্লী (স্ত্রী) পর্ব্বপ্রধানা গ্রন্থিবহুলা বল্লী লতা। মালাদূর্ব্বা। (রাজনি°) দূর্ব্বালতা।

পর্ব্বশস্ (অব্য) পর্ব্বন্ বারার্থে শস্। পর্ব্বে পর্ব্বে, সন্ধিতে সন্ধিতে। "পর্ব্বশশ্চকর্ত্ত গামিবাসিঃ।" (ঋক্ ১০।৭৯।৬)

'পর্ব্বশঃ সন্ধৌ সন্ধৌ বি চকর্ত্ত।' (সায়ণ)

পর্ব্বস (অব্য) প্রতিপর্ব্বে, পর্ব্বে পর্ব্বে।

পর্ব্বসন্ধি (পুং) পর্ব্বণোঃ সন্ধিঃ। প্রতিপৎ ও পঞ্চদশীর অন্তর। অমরটীকায় ভরত লিখিয়াছেন, প্রতিপদ্ ও পঞ্চদশীর অর্থাৎ পূর্ণিমা বা অমাবস্যার যে মধ্যকাল তাহাকে পর্ব্বসন্ধি কহে। অমাবস্যা ও পূর্ণিমার শেষ যে সাড়ে চারিদণ্ড, তাহাকেও পর্ব্বসন্ধি কহে। অথবা যে যে সময় চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রস্ত হন, তাহাকেও পর্ব্বসন্ধি বলা যায়।*

পর্ব্ববন্দর (পুরবন্দর) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড়ের সুরাত বিভাগের অন্তর্গত একটী দেশীয় সামন্তরাজ্য। অক্ষা° ২১° ১৪' হইতে ২১° ৫৮' উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৯° ২৮' হইতে ৭০° পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূমির পরিমাণ ৬৩৬ বর্গমাইল, এখানে সর্ব্বসমেত ১টী প্রধান নগর ও ৮৪টী গ্রাম আছে।

বর্দ্ধাপর্ব্বতের ঢালুদেশ হইতে সমুদ্রতীরবর্ত্তী সমতলক্ষেত্র পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ এই রাজ্যের অন্তর্গত। ভাদর, সোর্ঠি, বর্ত্তু, মিন্সার ও ওজাত প্রভৃতি নদী এখানে প্রবাহিত। সমুদ্র তীরে যে জলায় বৃষ্টির জল জমিয়া থাকে, তাহা 'ঘের' নামে প্রসিদ্ধ। সমুদ্রের লবণাক্ত জল আসিয়া জলায় পড়িলে তৃণ ব্যতীত আর কিছুই জন্মে না, সুমিষ্ট জলপূর্ণ জলায় ধান্য ছোলা প্রভৃতি শস্য জন্মিয়া থাকে। মোধোয়ারার ঘের নামক জলাই এখানকার মধ্যে সুবৃহৎ। 'গঙ্গাজল' নামক সুমিষ্ট জলযুক্ত জলা কিন্দরি খাঁড়ীর সন্নিকটে অবস্থিত। 'পুরন্দর পাথর' নামক এখানকার চুণাপাথর বিশেষ বিখ্যাত। এই প্রস্তর প্রভূত পরিমাণে বোম্বাইয়ে রপ্তানি হয়, কচ্ছ উপসাগরতীরে কচ্ছপ, শামুক প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। পর্ব্বন্দর, মাধবপুর ও মিয়ানী নামক বন্দরই এখানকার প্রধান।

১৮০৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত এখানকার সর্দ্দারগণ সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। বর্ত্তমান সর্দ্দার রাণা শ্রীবিক্রমজিৎ জেঠবা-

* "চতুর্দ্দশ্যষ্টমী চৈব অমাবস্যাথ পূর্ণিমা।
পর্ব্বাণ্যেতানি রাজেন্দ্র রবিসংক্রান্তিরেব চ ॥
স্ত্রীতৈলমাংসসম্ভোগী পর্ব্বস্বেতেষু বৈ পুমান্।
বিণ্মূত্রভোজনং নাম প্রয়াতি নরকং মৃতঃ ॥
নিত্যং ছয়োরয়নয়োর্নিত্যং বিষুবতোর্দ্বয়োঃ।
চন্দ্রার্কয়োর্গ্রহণয়োর্ব্যতীপাতেষু পর্ব্বসু ॥
অহোরাত্রোষিতঃ স্নানং শ্রাদ্ধং দানং তথা জপম্।
যঃ করোতি প্রসন্নাত্মা তস্য তাদক্ষয়ঞ্চ তৎ ॥ (বিষ্ণুপুরাণ)
অনধ্যায়স্তু নাঙ্গেষু নেতিহাসপুরাণয়োঃ।
ন ধর্ম্মশাস্ত্রেষ্বন্যেষু পর্ব্বণ্যেতানি বর্জ্জয়েৎ ॥"
(পরাশরভাষ্যে কূর্ম্মপুরাণং।)
পৈঠীনসিঃ ন পর্ব্বসু তৈলং, ক্ষৌরং মাংসমভ্যুপেয়াৎ,
নামাবস্যায়াং হরিতমপি ছিন্দ্যাৎ।" (তিথ্যাদিতত্ত্ব)

* প্রতিপৎ পঞ্চদশ্যোর্ম্মধ্যং স পর্ব্বসন্ধিঃ। কিংবা স সন্ধিঃ পর্ব্বেত্যন্বয়ঃ। পঞ্চদশীশব্দেন পূর্ণিমামাবাস্যয়োর্দ্বয়োর্গ্রহণং অতএব পৌর্ণমাস্যা অমাবস্যা বা শেষ সার্দ্ধদণ্ডচতুষ্টয়ং প্রতিপদশ্চ প্রথমসার্দ্ধদণ্ডচতুষ্টয়ং পর্ব্বসন্ধিরিতি বৃদ্ধাঃ। পর্ব্বণোঃ সন্ধিঃ পর্ব্বসন্ধিঃ পৃথাতোর্ম্মপি পর্ব্বপূরণে ইত্যস্ত নামীত্যানি বা পর্ব্ব। প্রতিপৎপঞ্চদশ্যোস্তু সন্ধিঃ পর্ব্বার্থ দিক্, কুবিতি স্বামী।
"দর্শপ্রতিপদোঃ সন্ধৌ গ্রন্থিপ্রস্তাবয়োরপি।
পর্ব্বশব্দো হি বিষুবৎ প্রভৃতিষ্বপি দৃশ্যতে।"

বংশীয় রাজপুত। জেঠবাগণ এখানে প্রায় দেড়শত বৎসর কাল রাজত্ব করেন। ইনি ১১টী মানসূচক তোপ পান। ইহার খুনি আসামী বিচারের ক্ষমতা আছে। রাজ্যের যাবতীয় বিচার কার্য্য ইনি স্বয়ং পর্য্যালোচনা করিয়া থাকেন। ইনি ইংরাজরাজ, গাইকোবাড় ও জুনাগড়ের নবাবকে প্রতি বৎসর খাজনা দিয়া থাকেন। ইহার টাকশালে যে রৌপ্যমুদ্রা অঙ্কিত হয়, তাহা কোরি নামে খ্যাত। তাম্রমুদ্রার নাম 'দোক্রা'।*

২ উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর। আরবসাগরের উপকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২১°৩৭´১০´´ এবং দ্রাঘি° ৬৯°৩৮´৩০´´ পূঃ। অধিক হারে শুল্ক আদায় হইলেও এখানে বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি দেখা যায়। মলবার উপকূল, কোঙ্কণ প্রদেশ, সিন্ধু, বেলুচিস্থান, পারস্য উপসাগর, আরব ও আফ্রিকার সহিত এখানকার পণ্যদ্রব্যের বাণিজ্য চলে। নগরের বাটিকাদি প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত। এই রাজ্যের প্রাচীন নাম সুদামাপুরী।

পর্ব্বাণ, বাঙ্গালার ভাগলপুর জেলায় প্রবাহিত একটী নদী। নারীদগড় পরগণা হইতে উত্থিত হইয়া প্রায় ৩ মাইল পথ বহিয়া সিংহেশ্বর নামক স্থানে ধসান নামক নদীতে মিলিত হইয়াছে। এই সঙ্গমস্থানে একটী শিবমন্দির নির্ম্মিত আছে। শিবলিঙ্গের মাথায় দিবার জন্য অনেক লোক এই পবিত্রক্ষেত্রে গঙ্গাজল লইয়া আসে। এখান হইতে উভয় নদী পর্ব্বাণ নামে ৩০ মাইল পথ প্রবাহিত হইয়া শহশাল জলায় পড়িয়া কাটনা নামে ফড়কিয়া পরগণায় প্রবেশ করিয়াছে। পঞ্চাশ মণের নৌকা এই নদীতে গমনাগমন করিতে পারে।

পর্ব্বাণ (পরমান) বোম্বাই দ্বীপের পর্ব্বতবাসী জাতিবিশেষ। ইহারা সকলেই কৃষিজীবী। রমণীদিগের পরিচ্ছদাদি হিন্দুস্থানবাসীর মত। ইহারা বলে, রাজপুতনা হইতে এখানে আসিয়া বাস করিয়াছে।

পর্ব্বাণধারা, কাবুলের অন্তর্গত একটী নদী ও উপত্যকা ভূমি। এখান হইতে হিন্দুকুশ পর্ব্বতের পাদদেশ অতিক্রম করিয়া অনেকগুলি গিরিপথ দৃষ্ট হয়, পর্ব্বাণ গিরিপথে ১২২১ খৃষ্টাব্দে চেঙ্গিজ সসৈন্যে খারিজমের সুলতান জলাল্ উদ্দীন্ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে জেনারল সেলপরিচালিত ইংরাজসৈন্য আফগানরাজ দোস্ত মহম্মদ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। এই যুদ্ধে ইংরাজপক্ষে ৫টী সেনানী হত ও আহত হন।

পর্ব্বাণিয়া, বারাণসীবাসী হিন্দুজাতির শাখাভেদ।

পর্ব্বাবধি (পুং) পর্ব্বণঃ অবধিঃ। পর্ব্বগ্রন্থি। (হারা°)

* ৩২টী দোক্রায় এক কোরি। তিন কোরিতে ১ টাকা=২ শিলিং।

পর্ব্বাস্ফোট (পুং) পর্ব্বণঃ আস্ফোটঃ। অঙ্গুলি পর্ব্বের আস্ফোটন। শাস্ত্রে আঙ্গুল মট্কান নিষিদ্ধ।

"উচ্চৈঃপ্রহসনং কাসং ষ্ঠীবনং কুৎসনং তথা।
জৃম্ভনং গাত্রভঙ্গঞ্চ পর্ব্বস্ফোটঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥" (কামন্দকী ৫।২৩)

পর্ব্বাহ (পুং) পূর্ব্বদিন, উৎসবদিন।

পর্ব্বিত (পুং) পর্ব্বগ্রন্থির্জাতমস্য। পর্ব্বতমৎস্য, চলিত পাব্দামাছ। (শব্দর°)

পর্ব্বেশ (পুং) পর্ব্বণামীশঃ। গ্রহণকালভেদ, অধিপতি বিশেষ, পর্ব্বসময়ের অধিপতি।

"ষণ্মাসোত্তরবৃদ্ধ্যা পর্ব্বেশাঃ সপ্তদেবতাঃ ক্রমশঃ।
ব্রহ্মশশীন্দ্রকুবেরা বরুণাগ্নিযমাশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ॥" (বৃহৎস° ৫।১৯)

ব্রহ্মা, চন্দ্র, কুবের, বরুণ, অগ্নি ও যম এই সাতজন দেবতা, ছয়মাসোত্তর বৃদ্ধি অনুসারে গ্রহণের অধিপতি হইয়া থাকেন, এই জন্য এই সপ্ত দেবতাকে পর্ব্বেশ বলা যায়। যে গ্রহণে ব্রহ্মা অধিপতি হন, সেই সময়ে দ্বিজ ও পশুর বৃদ্ধি, মঙ্গল, আরোগ্য, এবং শস্য সম্পত্তি হইয়া থাকে। চন্দ্রের সময়েও ঐরূপ হয়, কিন্তু পণ্ডিতদিগের পীড়া ও অনাবৃষ্টি হইয়া থাকে। ইন্দ্র যখন পর্ব্বেশ হন, তখন রাজগণের বিরোধ, শারদীয় শস্যের বিনাশ এবং অন্যান্য অমঙ্গল হয়। কুবেরের আধিপত্যকালে ধনীদিগের অর্থনাশ ও দুর্ভিক্ষ হয়। বরুণের সময়ে রাজাদিগের অশুভ এবং অন্যলোকের মঙ্গল ও শস্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অগ্নির আধিপত্যের নাম মিত্র। ঐ সময়ে শস্য, আরোগ্য, অভয় ও সুবৃষ্টি হইয়া থাকে। যম গ্রহণাধিপতি হইলে অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ এবং শস্যহানি হইয়া থাকে। (বৃহৎসংহিতা ৫ অঃ)

পর্শান (ক্লী) পার্শ্বস্থানং পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ পার্শ্বস্থান।

"পর্শানে বিধ্যতং যন্ত নিস্বরং।" (ঋক্ ৭।১০৪।৫)
'পর্শানে পার্শ্বস্থানে' (সায়ণ)

(ত্রি) ২ পীড্যমান।

"জিহতে পর্শানাসো মন্যমানাঃ।" (ঋক্ ৮।৭।৩৪)
'পর্শানা সো পীড্যমানাঃ।' (সায়ণ) ৩ বিমর্ষযোগ্য।

(পুং) ৪ মেঘ। (নিঘণ্টু)

পর্শু´, পরশু নামক পুত্র। "সহস্রং পর্শৌ´ আ দদে" (ঋক্ ৮।৭।৪৬)
'পর্শৌ´ পর্শুনামে পুত্রে' (সায়ণ)

পর্শু´ (পুং) পরং শত্রুং শৃণাতীতি পর-শৃ-কু, সচ ডিৎ (আঙ্ পরয়োঃ খনিশৃভ্যাং ডিচ্চ। উণ্ ১।৩৪) বা স্পৃশতি শত্রূনিতি স্পৃশ-শুন্ ধাতোশ্চ পৃ-আদেশঃ। (স্পৃশেঃ শ্বণ্ শুনৌ পৃ চ। উণ্ ৫।২৭) পরশু।

"ভিন্দিপালান্ মুষ্টীন্‌প্রাসান্ পাষাণাংশ্চ মহোপলান্।
প্রাসান্ পাশাংস্তথা পর্শূন্ কুণ্ডাংশ্চ কুণপাংস্তথা॥" (রামা° ৩।২৮।২৫)

২ মৃগী। "পর্শুর্হনাম মানবী সাকং" (ঋক্ ১০।৮৬।২৩) 'পর্শুঃ পর্শু নাম মৃগী' (সায়ণ) ৩ পার্শ্বাস্থি, পার্শ্বস্থিত অস্থি। "অভিতঃ সপত্নীরিব পর্শবঃ" (ঋক্ ১।১০৫।৮) 'পর্শবঃ পার্শ্বাস্থীনি' (সায়ণ) ৪ আয়ুধজীবিসঙ্ঘভেদ।

পর্শুকা (স্ত্রী) পর্শুরিব প্রতিকৃতিঃ (ইবে প্রতিকৃতৌ। পা ৫।৩।৯৬) ইতি কন্, স্ত্রিয়াং টাপ্। পার্শ্বাস্থি, পাঁজরা।

পর্শুপাণি (পুং) পর্শুঃ পরশুঃ পাণৌ যস্য। ১ গণেশ। ২ পরশুরাম, পরশুরামের হস্তে সর্ব্বদা পরশু থাকিত।

পর্শুময় (ত্রি) পরশুর ন্যায় আকারবিশিষ্ট। (নিরুক্ত)

পর্শুরাম (পুং) পর্শুধারী রামঃ, শাকপার্থিবাদিবৎ সমাসঃ। পরশুরাম, ইনি পরশুর সহিত উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

"ভারাবতরণার্থায় জাতঃ পরশুনা সহ।
সহজঃ পরশুস্তস্য ন জহাতি কদাচন॥" (কালিকাপু° ৭৮ অঃ)

পর্শুল (ত্রি) পর্শুঃ তদাকারমস্থি ততঃ সিধ্মাদিত্বাৎ লচ্। পার্শ্বাস্থিযুক্ত।

পর্শুস্থান, একটী প্রাচীন জনপদ। এখানে যুদ্ধবিদ্যানিপুণ পর্শুজাতির বাস ছিল। (পা ৯।৩।১১৪) চীন-পরিব্রাজক এই স্থানকে ফ-র-স-থ-ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার কতকাংশ বর্ত্তমান কাবুলরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। [পরুষক দেখ।]

পর্শ্বধ (পুং) পরশ্বং দধাতীতি পরশ্ব-ধা-ক, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। কুঠার। (জটাধর)

পর্শ্বাদি (পুং) পর্শুআদি করিয়া পাণিনুক্ত গণভেদ। স্বার্থে পর্শ্বাদি শব্দের উত্তর অণ্ প্রত্যয় হয়। গণ যথা—পর্শু, অসুর, রক্ষস্, বাহ্লীক, বয়স্, বসু, মরুৎ, সত্বৎ, দশার্হ, পিশাচ, অশনি, কার্ষাপণ। (পাণিনি)

পর্ষ, স্নেহ। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ পর্ষতে। লোট্ পর্ষতাং। লঙ্ অপর্ষত। লিট্ পপর্ষে। লুঙ্ অপর্ষিষ্ট। চতুর্ভুজের মতে পর্ষ স্থানে স্পর্ষ হইবে। যথা স্পর্ষতে।

পর্ষ (পুং) নিষ্ঠুর। "থলে ন পর্ষান্ প্রতিহন্মি" (ঋক্ ১০।৪৮।৭) 'পর্শান্ নিষ্ঠুরান্' (সায়ণ)

পর্ষদ্ (স্ত্রী) পরিষীদন্ত্যস্যাং পরি সদ-ক্বিপ্ (সদিরপ্রতেঃ। পা ৮।৩।৬৬) ইতি বাহুলকাৎ ষত্বং, ইকারলোপশ্চ। সভা।

"চত্বারো বেদধর্ম্মজ্ঞাঃ পর্ষত্ত্রৈবিদ্যমেব বা।
সা ব্রূতে যং স ধর্ম্মঃ স্যাদেকো বাধ্যাত্মবিত্তমঃ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য° ১।৯)

ধর্ম্মোপদেশক পণ্ডিতসমাজ।

পর্ষদ্বল (ত্রি) পর্ষদ্ সভা বিদ্যতে যস্য পর্ষদ্ (রজঃ কৃষীতি। পা ৫।২।১১২) ইতি বলচ্। পারিষদ, সভাষদ্।

"ব্রাতীনব্যালদীপ্রাস্ত্রঃ সুত্বনঃ পরিপূজয়ন্।
পর্ষদ্বলান্ মহাব্রহ্মৈরাট নৈকটিকাশ্রমান্॥" (ভট্টি ৪।১২)

পর্ষন্ (ত্রি) পারয়িতব্য বিষয়। "পর্ষিষ্ঠা উং ইতি নঃ পর্ষণ্যতি-দ্বিষঃ" (ঋক্ ১০।১২৬।৩) 'পর্ষণি পারয়িতব্যে বিষয়ে' (সায়ণ)

পর্ষিক (ত্রি) পর্ষঃ পূরণং অস্ত্যর্থে ঠন্। পূরণযুক্ত।

পল, গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ পলতি। লোট্ পলতু। লিট্ পপাল, পেলতুঃ, পেলুঃ। লুঙ্ অপালীৎ। লৃট্ পলিতা। সন্ পিপলিষতি। যঙ্ পাপল্যতে।

পল, রক্ষণে। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ পালয়তি, লোট্ পালয়তু-তাং। লিট্ পালয়াঞ্চকার, চক্রে। লুঙ্ অপীপলৎ-ত। সন্ পিপলিষতে-তি।

পল (ক্লী) পলতীতি পল-অচ্। ১ আমিষ, মাংস। ২ কর্ষ-চতুষ্টয়, চারিতোলা। বৈদ্যকমতে ৮ তোলায় ১ পল। লৌকিকে ৮ রতি দুই মাষা ও তিন তোলায় একপল, ইহার পর্য্যায়—মুষ্টি, প্রকুঞ্চ, চতুর্থিকা, বিল্ব, ষোড়শিকাম্র। (বৈদ্যকপরিভাষা)

"পলন্তু লৌকিকৈর্ম্মানৈঃ সাষ্টরক্তিদ্বিমাষকং।
তোলকত্রিতয়ং জ্ঞেয়ং জ্যোতির্জ্ঞৈঃ স্মৃতিসম্মতং॥"(তিথ্যাদিতত্ত্ব)

৩ জ্যোতিষোক্ত কালভেদ, বিঘটিকা, ঘটিকার ৬০ ভাগের এক ভাগ। ৬০ বিপল। দশটী গুরু অক্ষর উচ্চারণ করিতে যতটুকু সময় লাগে, তাহাই প্রাণ এবং ৬ প্রাণে এক পল হয়। এইরূপ ৬০ পলে একদণ্ড।

"দশগুর্ব্বক্ষরোচ্চারকালঃ প্রাণঃ ষড়াত্মকৈঃ।
তৈঃ পলং স্যাত্তু তৎষষ্ট্যা দণ্ড ইত্যভিধীয়তে॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

(পুং) পলতীতি পল-অচ্। ৪ পলাল। শস্যশূন্য ধানের গাছ, পোয়ালখড়, নাড়া। ধানগাছ কাটিয়া পরে তাহা মলিয়া ধান্য আলাহিদা করিয়া লইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে পল কহে।

"চণ্ডাশ্চ শৌণ্ডাশ্চ মহাশনাশ্চ চৌরাশ্চ দুষ্টাশ্চ পলাশ্চ বর্জ্যাঃ।"
(ভারত ৩।২৩৩।১১)

৫ প্রতারণ। ৬ চলন। ৭ মূর্খ। ৮ তুলা।

"পলং মাংসং পলং মানং পলো মূর্খঃ পলস্তুলা।" (অনেকার্থস°)

পল, ১ম, ইনি ষ্টিফেনের পর ৭৫৭ খৃষ্টাব্দে রোমের পোপপদে নিযুক্ত হন। তাঁহার সহিত লম্বোবার্ডের রাজার বিবাদ বাধে। ৭৬৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

পল, ২য়, ১৪৬৪ খৃষ্টাব্দে ২য় পায়াসের পদে অভিষিক্ত হন। তিনি য়ুরোপীয় খৃষ্টানরাজপুত্রদিগকে তুর্কীর বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ করিতে প্রণোদিত করেন। তুর্কেরা এই সময় ইতালী আক্রমণে উদ্যোগ করিতেছিল। তাঁহার যত্নে ইতালীর বিভিন্ন প্রদেশে শান্তি স্থাপিত হয়। পলই গ্রীক ও রোমীয় ভাষায় লিখিত নাস্তিক-মতবাদের শিক্ষার জন্য রোমনগরে যে বিদ্যালয় প্রতি-ষ্ঠিত ছিল, তাহা উঠাইয়া দেন। উক্ত বিদ্যালয়ের অনেক

সহযোগী কারারুদ্ধ ও নিষ্ঠুররূপে যন্ত্রণাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ১৪৭১ খৃষ্টাব্দে পলের মৃত্যু হয়।

পল, ৩য়, ইহার আসল নাম আলেকসান্দর ফার্ণিজ্। ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে ক্লেমেন্টের পর ইনি পোপসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ইনি ধর্ম্মরাজ্যের বৃদ্ধি আকর্ষণ করিলে ট্রেন্টের সভা আহূত হয়। ইনি দণ্ডবিধাতৃদল স্থাপন, জেসুইট সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা, ৫ম চার্লসের ধর্ম্মাবরোধ উন্মোচন ও ইংলণ্ডরাজ ৮ম হেন্‌রির বিরুদ্ধচারী হইয়া বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়া ছিলেন।

পল, ৪র্থ (জন পিটার কারাফা) ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে অশীতি বর্ষ-বয়সে পোপপদে আসীন হইয়া ইনি রাণী এলিজাবেথের ইংলণ্ড সিংহাসন প্রাপ্তি অস্বীকার করেন এবং বলেন, অবৈধ কন্যা বলিয়া এলিজাবেথ সিংহাসনে অধিকারিণী হইতে পারেন না, কারণ ইংলণ্ড পোপের জায়গীর মাত্র। ১৫৫৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বিধর্ম্মীদিগের বিরুদ্ধে অনুজ্ঞা প্রচার করেন। উক্ত বৎসরে ইহার মৃত্যু হয়।

পল, ৫ম, (কামিলো বর্ঘিজ) ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে একাদশ লিওর মৃত্যু হইলে তিনি পোপপদ প্রাপ্ত হন। ভিনিসের সেনেট সভার সহিত বিবাদ করিয়া তিনি উক্ত সভাকে ধর্ম্মাধিকার চ্যুত বলিয়া ঘোষণা করেন। অতঃপর প্রজাতন্ত্রের বিরোধী হইয়া তিনি সৈন্যসংগ্রহ করিলে ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ ও অন্যান্য রাজগণের মধ্যস্থতায় যুরোপেও শান্তি স্থাপিত হয়। তাঁহারই উদ্যোগে রোমনগর নানাপ্রকার ভাস্কর কার্য্য খোদিত পুত্তলিকা, চিত্রপট ও জলপ্রণালী সুশোভিত হইয়াছিল। তাঁহা হইতেই ইতালির ধনবান্ বার্ঘিজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৬২১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

পল, ১ম, রুষ সম্রাট্, ৩য় পিটারের পুত্র ও রাণী কাথারিণের গর্ভজাত। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি হেসি-ডারম্‌ষ্টাডের ভূম্যধিপতির কন্যা উইলহেল্‌মিনাকে বিবাহ করেন। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে উইলহেল্‌মিনার মৃত্যু হইলে, পল পুনরায় প্রুসিয়ারাজ-পরিবারভুক্ত উটেম্বার্গ রাজপুত্রীকে বিবাহ করেন। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে মাতা ২য় কাথারিণের মৃত্যু হইলে তিনি সম্রাট্‌পদে অভিষিক্ত হন। রাজপদ পাইয়া প্রথম তিনি কস্কিউস্কো, নিমস্‌-বিগ্ প্রভৃতিকে কারামুক্তি দেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি অষ্ট্রিয়া-রাজের সহিত মিলিত হইয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। পরে ইতালী আক্রমণের জন্য সৈন্য পাঠাইয়া পুনরায় তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনেন। অতঃপর স্বরাজ্যবাসী ইংরাজ-দিগের যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইলেন। ক্রমে তিনি আপন প্রজাগণের উপর অত্যাচর আরাম্ভ করিলেন। লর্ড নেলসন কর্ত্তৃক দিনেমার দল কোপেনহেগেনে পরাস্ত হইলে, রাজকর্ম্মচারিগণ সম্রাটের আরচণে চটিয়া উঠিলেন। তাঁহারা জানিতেন সম্রাট্ উক্ত কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। তাঁহারা ষড়যন্ত্র করিয়া নিশীথ সময়ে সম্রাটের গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে সিংহাসন পরিত্যাগের জন্য পত্রে স্বাক্ষর করিতে বলেন। সম্রাট্ তাঁহাদের প্রস্তাবে অস্বীকৃত হইলে পরস্পরে হাতাহাতি চলিতে লাগিল, অবশেষে রাজা হীনবল হইয়া আসিলে তাঁহারা রাজার গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে নগরবাসিগণ বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল। জন্ম ১৭৫৪, মৃত্যু ১৮০১।

পল সেন্ট (মহাত্মা), জেণ্টাইলবাসী খৃষ্ট-প্রেরিত একজন মহাপুরুষ। ইহার পূর্ব্ব নাম ছিল সল। ইনি য়িহূদী পিতামাতার গর্ভজাত, গমলিএলের শিষ্য। ফরাসিস্‌দিগের বিদ্যালয়ে ইনি শিক্ষালাভ করেন। বিশেষ আগ্রহে খৃষ্টধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া ছিলেন। ৩৪ খৃষ্টাব্দে যখন খৃষ্টধর্ম্মের জন্য ষ্টিফেন আত্মোৎসর্গ করেন, তখন পল তথায় উপস্থিত ছিলেন। সান্‌হেড্রিম্ কর্ত্তৃক খৃষ্টান নিগ্রহে ডামাস্কাস্ নগরে প্রেরিত হইলে পথিমধ্যে পল খৃষ্টানদিগের ত্রাণকর্ত্তার সাক্ষাৎ পান। তাঁহার প্রেমে বিহ্বল হইয়া পল তাঁহার শিষ্যরূপে ডামাস্কাস্ নগরে প্রবেশ করেন। এখানকার ধর্ম্মমন্দিরে ইনি মহাত্মা পল নামে গৃহীত হইলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই পল খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারে আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়া 'এপসল' (খৃষ্টভক্ত) আখ্যা লাভ করিলেন। ইহার উন্মাদকর বক্তৃতায় ফেলিক্স কম্পিত হইয়াছিল, আথেন্সবাসী দিওনিসস্ ইহার মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৬৬ খৃষ্টাব্দে রোমনগরে সেণ্ট পলের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল।

২ দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল প্রদেশের অন্তর্গত একটী নগর। সমুদ্রতীর হইতে ১৮ ক্রোশ এবং রাইও জেনিরো হইতে ৯৫ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানে বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি দেখা যায়। গৃহাদি সমস্তই মৃত্তিকানির্ম্মিত।

পলক (পুং) পল স্বার্থে কন্। পল শব্দার্থ (দেশজ) ২ চক্ষের পাতা। ৩ চক্ষের পাতা যে সময়ে পড়ে, তৎপরিমিতকাল।

পলক্যা (স্ত্রী) পলকং মাংসং তদ্বৃদ্ধয়ে হিতং পলক-যৎ, স্ত্রিয়াং টাপ্। পালঙ্ক্যাশাক, চলিত পালম্‌শাক। (রাজনি°)

পলক্ষ (পুং) বলক্ষ, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। ১ শ্বেতবর্ণ। (ত্রি) ২ শ্বেতবর্ণযুক্ত। (শুক্লযজু° ২৪।৪)

পলক্ষার (পুং) পলস্য মাংসস্য ক্ষার ইব উৎপাদকত্বাৎ। শোণিত, রক্ত। মাংস ভক্ষণ করিলে উহা পরিপাক হইয়া রক্ত হয়, এই জন্য পলক্ষার শব্দে রক্ত বুঝায়। (ত্রিকা°)

পলখেরা, মধ্যপ্রদেশের কান্দারা জেলার অন্তর্গত একটী জমিদারী সম্পত্তি। ভূমির পরিমাণ ৩৯ বর্গ মাইল। এখানে

সর্ব্বসমেত ২১টী গ্রাম আছে। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই সম্পত্তি কাম্‌ঠা রাজগণের অধীন হইয়াছে। এখানকার সর্দ্দার ও অধিবাসিগণ কুন্‌বী জাতীয়।

পলগণ্ড (পুং) পলং মাংসং তদ্বৎ গণ্ডতি ভিত্তৌ মৃদাদিনা লিম্পতীতি গণ্ড-অচ্। লেপক, চলিত রাজ্‌মিস্ত্রী (অমর)

পলগুরলপল্লী, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কড়াপা জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। কড়াপা নগর হইতে ১৯॥ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে প্রচুর পাণিভেলা ও বক পক্ষী দেখা যায়। অধিবাসিগণ ইহাদিগের রক্ষণে বিশেষ যত্নবান্।

পলঙ্কট (ত্রি) পলং মাংসং কটতি আকুঞ্চিতং করোতীতি পল-কট বাহুলকাৎ খচ্ মুম্ চ। ভয়শীল, ভীরু। (ত্রিকা°)

পলঙ্কর (পুং) পলং মাংসং করোতীতি পল-কৃ-অচ্ (তৎপুরুষে কৃতীতি। পা ৬।৩।১৪) ইতি দ্বিতীয়ায়াঃ অলুক্। পিত্ত। (ত্রিকা°)

পলঙ্কষ (ত্রি) পলং কষতীতি কষ হিংসায়াং অচ্, ততো দ্বিতীয়াঃ অলুক্। রাক্ষস। (রাজনি°)

পলঙ্কষা(ষী) (স্ত্রী) পলঙ্কষ-টাপ্। ১ গোক্ষুরক। ২ রাস্না। ৩ গুগ্‌গুল। ৪ কিংশুক। ৫ মুণ্ডীরী। ৬ লাক্ষা। (মেদিনী) ৭ ক্ষুদ্র গোক্ষুরক। ৮ মহাশ্রাবণী।

"অজাব্যোশ্চর্ম্মরোমাণি বলাকুষ্ঠং পলঙ্কষা।"

(সুশ্রুত উত্তরত° ৩৯ অঃ)

৯ মক্ষিকা। (রাজনি°)

'পলঙ্কষো যাতুধানে পলঙ্কষী তু কিংশুকে।
গোক্ষুরে গুগ্‌গুলৌ লাক্ষা রাস্না মুণ্ডীরিকাসু চ॥' (হেম)

পলঙ্কষাদি তৈল, ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—গুগ্‌গুল, বচ, হরিতকী, বিছাটীমূল, আকন্দমূল, সর্ষপ, জটামাংসী, ভূতকেশী, ঈষলাঙ্গলা, চোরকাঁচকী, রশুন, আতইচ, দন্তী, কুড়, গৃধ্র প্রভৃতি মাংসাশী পক্ষীর বিষ্ঠা এই সমুদায় কল্ক দ্রব্য মিলিত ১ সের, ছাগমূত্র ১৬ সের, তৈল ৪ সের। এই তৈল মর্দ্দনে অপস্মার নষ্ট হয়।

পলচর, রাজপুতজাতির পুরাণোক্ত উপদেবতা বিশেষ। ইহারা যুদ্ধ বিগ্রহের পর হতাবশিষ্টের রক্তপান ও নৃত্যগীত করে।

পল্‌তা, (ফল্‌তা) বাঙ্গালার ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটী গ্রাম গঙ্গানদীর বামকূলে বারাকপুর হইতে ১ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ৪৭´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ২৪´ পূঃ। পূর্ব্বে এখানে ইংরাজ বাহাদুরের বারুদ ও গোলাগুলির কারখানা ছিল। বর্ত্তমানকালে কলিকাতায় যে কলের জল সরবরাহ হয়, পলতার জলের কারখানা হইতে সেই জল ১৪ মাইল বাহিয়া কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছে।

পল্‌তা, পটোল লতার পত্র। [পটোল দেখ।]

পল্‌টন, (ফরাসী) "peloton" শব্দের অপভ্রংশ। সেনাদল।

পলদ (ত্রি) পলং মাংসং দদাতি সেবনেন দা-ক। সেবন দ্বারা মাংসকারক দ্রব্যভেদ। যাহা ভক্ষণ করিলে মাংসবৃদ্ধি হয়। ২ দেশভেদ। (স্ত্রী) ৩ নগরীভেদ।

পলদ্যাদি (পুং) পলদী আদি করিয়া অণ্ প্রত্যয় নিমিত্ত পাণিন্যুক্ত শব্দগণভেদ। যথা—পলদী, পরিষদ, রোমক, বাহিক, কলকীট, বহুকীট, জলকীট, কমলকীট, কমলকীকর, কমলভিদা, গোষ্ঠী, নৈকতী, পরিখা, শূরসেন, গোমতী, পটচ্চর, উদপান, যকৃল্লোম। (পাণিনি ৪।২।১২০)

পলনাড়, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কৃষ্ণা জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ১০৫৭ বর্গমাইল। এখানে সর্ব্বসমেত ৯৭টী গ্রাম আছে। জেলার পশ্চিমাংশে বিস্তীর্ণ বনরাজী। এখানে শ্বেত মার্ব্বল প্রস্তর বহুল পরিমাণে পাওয়া যায় বলিয়া ইহার নাম পলনাড়* বা পালনাড় হইয়াছে। এখানকার মর্ম্মর প্রস্তরে অমরাবতীর প্রস্তরপ্রতিমূর্ত্তিসমূহ কর্ত্তিত হইয়া থাকে।

ওরঙ্গলের গণপতি রাজগণের সময়ে এখানকার সর্দ্দারগণ যুদ্ধবিগ্রহাদিতে বিশেষ পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া অক্ষয়খ্যাতি লাভ করে। পলনাটী-বিরুলভাগবতম্ নামক বীরচরিতাখ্যানে উক্ত বীরগণের জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। ১২৫৫ ও ১৩০৮ শকে উৎকীর্ণ শিলালিপিতেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে পলনাড়বাসিগণ মহোল্লাসে পর্ত্তুগীজদিগকে পুলিকটে পরাজিত করিয়া কুলিম্ বন্দরে তাড়াইয়া দেয়। এই যুদ্ধে পর্ত্তুগীজদিগের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল।

পলনি (পয়নি, পল্‌নি) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মদুরা জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূমির পরিমাণ ৯১০ বর্গমাইল। এখানে একটী প্রধান নগর ও ১২৫টী গ্রাম আছে।

২ উক্ত উপবিভাগের সদর। অক্ষা° ১০° ২৭´ ২০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৩৩´ ১´´ পূঃ। দিণ্ডিগল হইতে ১৭ ক্রোশ পশ্চিমে ও মদুরা হইতে ৩৪॥ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখানে একটী প্রাচীন দুর্গ আছে। পার্শ্ববর্ত্তী বরাহপর্ব্বতের প্রাচীন শিবমন্দিরের জন্য এইস্থানের মাহাত্ম্য অধিক।

এখানকার দেবমন্দির দক্ষিণভারতে পবিত্র তীর্থক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। মন্দিরটী প্রস্তর নির্ম্মিত। উচ্চ প্রবেশদ্বারের উপরের

* পাল শব্দের অর্থ দুগ্ধ। প্রস্তরগুলি দুগ্ধের ন্যায় সাদা বলিয়া এরূপ নামকরণ হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন 'কুটিরাচ্ছন্ন দেশ' অর্থে পলনাড় নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। তেলগুভাষায় ইহার প্রকৃত নাম পল্লিনাডু বা পলনাডু।

ছাদ ও দেওয়াল নানাপ্রকার কারুকার্য্যে মণ্ডিত। পর্ব্বতের উপরে মন্দিরে উঠিবার জন্ত একটী সিঁড়ি আছে। মান্দ্রাজ ও দূরবর্ত্তী স্থানবাসীরা এই তীর্থে আসিয়া আপনাপন মানসিক সিদ্ধির জন্ত স্বদেশ হইতে দেবতার নিমিত্ত ভাঁড়ে করিয়া দুগ্ধ লইয়া আসে। এত দূরপথে হাটিয়া আসিলেও, ঐ দুগ্ধ নষ্ট হয় না। যাহার দুগ্ধ নষ্ট হয়, তাহার অদৃষ্ট মন্দ। তাহার আর অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না।

স্থলপুরাণে উহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই পবিত্র-তীর্থে উৎসবের সময় বহু লোকসমাগম হইয়া থাকে। এখানে অনেকগুলি প্রাচীন শিলালিপি আছে।

নগরের নামানুসারে পর্ব্বতটীও পলনি নামে খ্যাত। পর্ব্বতের শিখরদেশস্থ শিবমন্দির ব্যতীত তন্নিম্নে একটী বিষ্ণুমন্দির দেখা যায়, উহার গর্ভগৃহের চারিদিকে অনেকগুলি শিলালিপি আছে, তন্মধ্যে কতকগুলিতে সুন্দর পাণ্ড্যদেবের নাম উৎকীর্ণ। এতদ্ভিন্ন পর্ব্বতের পাদমূলে শিবমন্দির ও ভাস্করকার্য্যযুক্ত পুষ্করিণ্যাদি দেখা যায়। পলনি পর্ব্বতের ১ ক্রোশ উত্তরে আদিব্ভ্রম নামক স্থানে তেরুবরণুমুগুড়ি মন্দিরের কারুকার্য্য অতীব সুন্দর। এখানকার মন্দিরস্থ শনি-দেবের মূর্ত্তি নীলবর্ণের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া কাকবাহনে উপবিষ্ট আছেন।

৩ নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতমালা। ইহার অপর নাম বরাহ-গিরি, বড়গিরি ও কন্নন্দেনন। ইহার উত্তরে কোয়ম্বাতোর ও ত্রিচীনপল্লী; পূর্ব্বে মদুরা ও তঞ্জাবুর, দক্ষিণে তিন্নেবল্লী ও ত্রিবা-ঙ্কোড়রাজ্য ও পশ্চিমে পশ্চিম-ঘাট পর্ব্বত। ইহা লম্বে ৫৪ মাইল ও প্রস্থে প্রায় ১৫ মাইল। অঞ্চল লইয়া পলনিগিরিশ্রেণী ভারতে প্রায় ৭৯৮২ বর্গমাইল স্থান অধিকার করিয়াছে। পলনি-পর্ব্বতের পশ্চিমাংশ উচ্চ ও পূর্ব্বাংশ নিম্ন। ইহার সর্ব্বোচ্চ শিখর ৭০০০ ফিট্ এবং নিম্নাংশ ৩০০০ হইতে ৪০০০ ফিট্ উচ্চ। পর্ব্বতের উপরে কয়টী গিরিপথ আছে, তন্মধ্যে পশ্চিমদিকে ত্রিবাঙ্কোড় ও পূর্ব্বে মদুরা যাইবার জন্ত দুইটী রাস্তা দক্ষিণভারতীয় রেলওয়ের অমনায়কন্নুর নামক ষ্টেশনের রাস্তার সহিত সংযুক্ত। পর্ব্বত হইতে ষ্টেশন ২০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানে নানাজাতীয় পশুপক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়।

পর্ব্বতের উপরিভাগে মনাড়ি, কুন্নুবর বা কোরাবর, কর্না-কৎ-বেল্লালর, শেঠী (বণিক) ও পলিয়ার জাতি বাস করে। কোরাবর জাতি পর্ব্বতের আদিম অধিবাসী। প্রায় চারি-শতাব্দী পূর্ব্বে ইহারা কোয়ম্বাতুর হইতে আসিয়া এখানে বাস করিতেছে এবং চাষবাস দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেছে। এখানকার ভূমির ইহারাই প্রধান অধিকারী, ইহারা গোমেষাদি রাখে এবং ইহাদের সাংসারিক অবস্থা অপর সকলের অপেক্ষা সচ্ছল বলিয়া বোধ হয়। ইহাদের বিবাহপ্রথা অতি সুন্দর, বিবাহের সময় জাতীয় সকলেই উপস্থিত থাকে। এই জন্ত বহু অর্থব্যয় হয় বলিয়া, তাহারা পরস্পর বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া রাখে। এইরূপে স্বজাতি মধ্যে তিন চারিটী বিবাহ সম্বন্ধ ধার্য্য করিলে, বিবাহ-উৎসব আরম্ভ হয়। বিবাহে উপস্থিত ব্যক্তি-গণের ভোজনব্যয় নির্ব্বাহের জন্ত প্রত্যেক গৃহস্থকেই কিছু কিছু চাঁদা দিতে হয়। ইহাদের মধ্যে বহুবিবাহ ও পতিপত্নী ত্যাগ-প্রথা প্রচলিত আছে। পশ্চিম কোবারবদিগের মধ্যে একটী নূতন আচার লক্ষিত হয়। যদি কোন ব্যক্তি পুত্র অভাবে আপন সম্পত্তি নিজ কন্তাকে দান করিয়া যায়, তাহা হইলে সেই কন্তা কোন বয়ঃপ্রাপ্ত যুবককে বিবাহ করিতে পারে না, একটী অজাতশ্মশ্রু বালকের সহিত তাহার বিবাহ দেওয়া হয়। অথবা তাহার পিতৃদত্ত বাস্তুবাটীর সহিত তাহার বিবাহ সম্পন্ন হয়। রমণী আপন স্বজাতীয় কোন মনো-মত পুরুষের সংসর্গে পুত্রোৎপাদন করিতে পারে। ঐ বালক শেষে তাহার মাতৃধনে অধিকারী হয়। এতাদৃশ আচার লইয়া অনেক গোলমাল ঘটে, আদালতের নজিরে প্রকাশ, ১০।১১ বর্ষ বালকের ৩।৪ বৎসরের পুত্র বা কন্তা হইতে দেখা গিয়াছে। ইহারা নামে শৈব হইলেও প্রধানতঃ পার্ব্বতীয় দেবতা বল্লাপামের পূজা করে।

কর্ক্কট-বেল্লালরগণ বহুকাল হইতে এখানে বাস করি-তেছে। ইহারা পরিমিতাচারী; কিন্তু মাংসাশী। অহিফেন ও তামাকু সেবনে ইহারা রত। তৈলের পরিবর্ত্তে উহারা গাত্রে ঘৃত মর্দ্দন করে। বেল্লালরদিগের মত তাহারা বস্ত্র ও কর্ণালঙ্কার পরিধান করিতে ভালবাসে। মন্দিরাদিতে ব্রাহ্মণেরা ইহাদের পৌরোহিত্য করিলেও পণ্ডারামগণ ইহাদের শ্রাদ্ধাদি-কর্ম্মে যাজকতা করে। স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে স্বামী স্ত্রীর অনুমতি লইয়া পুনরায় বিবাহ করিতে পারে; কিন্তু অন্ত কোন কারণে প্রথম স্ত্রী সত্বে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে না। ইহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে।

পলনীবাসী শেঠীগণ ধনবান্। অন্তান্ত ব্যক্তির মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহারা মধ্যস্থ হইয়া মিটাইয়া দেয়। পর্ব্বতজাত পণ্যদ্রব্য লইয়া তাহারা বাণিজ্য করিয়া থাকে। পর্ব্বতবাসী-দিগকে আবশ্যকীয় দ্রব্যের জন্তও তাহারা পূর্ব্ব হইতে অর্থ দাদন দিয়া থাকে। [শেঠী দেখ।]

পলিয়ারগণ পলনি-পর্ব্বতের আদিম অধিবাসী। ইহারা একরূপ অসভ্য। কেহ কেহ কোরাবর জাতির নিকট দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ; কিন্তু ইহারা কোরাবর ও অন্তান্ত পার্ব্বতীয়

জাতিকে আপনাদের নিকট নানা বিষয়ে ঋণী রাখিয়াছে। ইহারা পার্ব্বতীয় গাছগাছড়া সকলের গুণ জানে। ঔষধার্থ কাহার কি প্রয়োগ তাহাও জানে। কখন কখন দেবতাদিগকে মন্ত্রদ্বারা বশ করিয়া অথবা জাদুবিদ্যার দ্বারা রোগীর মন মুগ্ধ করিয়া রোগ আরোগ্য করিয়া দেয়। দেবারাধনাকালে ইহারা পৌরোহিত্য করে। স্বভাবতঃই ইহারা বিনয়ী ও নম্র, ব্যাঘ্রাদি শীকারে বিশেষ আগ্রহশীল, শীকার-কার্য্য ইহাদের আমোদ-জনক। ভূতপিশাচাদির পূজাই ইহাদের প্রধান ধর্ম্ম। সকলে একটীমাত্র বিবাহ করিতে পারে। খাদ্যদ্রব্যে ইহাদের বিচার নাই। 'রাগী' নামক বৃক্ষ হইতে ইহারা 'ভোজ' নামক মদ্য প্রস্তুত করে। পর্ব্বতবাসী সকল জাতিই ঐ মদ্য পান করে।

এখানে ধান, রশুন, সরিষা, গম, যব প্রভৃতি নানাদ্রব্যের চাষ থাকিলেও, ক্রমে কফি-চাষের বেশী যত্ন দেখা যাইতেছে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ২০৫৯টী কফিবাগান ছিল। এখন ক্রমশঃই চাষের বৃদ্ধির উপর সাধারণের লক্ষ্য। জলবায়ুর অবস্থা প্রায় নেপালরাজধানী কাঠমাণ্ডুর অনুরূপ। কোড়ইকনল স্বাস্থ-নিবাসে দিন দিন লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। এই স্থাননিবাসের চারিদিক্ বেশ উর্ব্বরা, এখানে সকলপ্রকার বিলাতী শাকসবুজীর চাষ হয়।

পলপ্রিয় (পুং) পলমামিষং প্রিয়ং যস্য। দ্রোণকাক, দাঁড়-কাক। (রাজনি°) (ত্রি) ২ মাংসাশী।

পলভা (স্ত্রী) পলস্য ভা দীপ্তির্যত্র। বিষুবদ্দিনার্দ্ধজা শঙ্কুছায়া, মেষসংক্রমণের অর্ব্বাক ৮।০ দিনে মধ্যাহ্নকালে দ্বাদশাঙ্গুলি পরিমিত শঙ্কুজাতা ছায়া। পর্য্যায়—পলবিভা, বিষুবৎপ্রভা।

"মেষাদিগে সায়নভাগসূর্য্যে দিনার্দ্ধজা ভা পলভা ভবেৎ সা।"
(গ্রহলাঘব)

পলমকোট, (পাউড়য়ক্কোট্টই) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর তিন্নে-বল্লী জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। উক্ত জেলার সদর ও সৈনাবাস। এক সময়ে এই নগর সুদৃঢ় দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত ছিল, এখনও ঐ ধ্বংসাবশিষ্ট দুর্গের অল্প অল্প চিহ্ন লক্ষিত হয়।

পলল (ক্লী) পলতি পল্যতেঽনেন বা পল গতৌ কলচ্ (বৃষা-দিভ্যশ্চিৎ। উণ্ ১।১০৮) ১ মাংস। ২ পঙ্ক। (গৌঃ রামা° ৫।৮৭।২৬) ৩ তিলচূর্ণ।

"পললং মধুরং রুচ্যং পিত্তাপ্রবলপুষ্টিদং।" (রাজনি°)

তিলচূর্ণকে পলল কহে, ইহার গুণ—মধুর, রুচিকর, পিত্ত-বর্দ্ধক, অস্র, বল ও পুষ্টিকারক। ৪ সৈক্ষব তিলচূর্ণ, পিষ্টকভেদ। চলিত তিলকুটা, ইক্ষু বা গুড়ের সহিত মিষ্ট করিয়া লইলে তাহাকে পলল কহে।

"পললস্তু সমাখ্যাতং সৈক্ষবং তিলপিষ্টকং।
পললং মলকৃৎ বৃষ্যং বাতঘ্নং কফপিত্তকৃৎ।
বৃংহণং গুরু বৃষ্যঞ্চ স্নিগ্ধং মূত্রনিবর্ত্তকম্॥" (চক্রদত্ত)

ইক্ষুর চিনি দিয়া তিলের পিষ্টক প্রস্তুত করিলে তাহাকেও পলল কহে। ইহার গুণ—মলকারক, বৃষ্য, বাতনাশক, কফ ও পিত্তবর্দ্ধক, বৃংহণ, গুরু, স্নিগ্ধ ও মূত্রনিবর্ত্তক। ৫ তিল-পুষ্প। (বৈদ্যকনি°)

(পুং) পলং মাংসং লাতীতি লা-ক। ৬ রাক্ষস। ৭ মল। ৮ জম্বাল। ৯ কোমল। ১০ অশ্ম, প্রস্তর। ১১ শব। ১২ ক্ষীর। ১৩ বল।

'তিলপিষ্টে মলে মাংসে জম্বালে কোমলেঽশ্মনি।
শবে ক্ষীরে বলে প্রাজ্ঞাঃ পললং পরিচক্ষতে॥' (অনেকার্থসং)

পললজ্বর (পুং) পললস্য মাংসস্য জ্বর ইব। পিত্ত। (হারাবলী)

পললপ্রিয় (পুং) পললং প্রিয়ং যস্য। দ্রোণকাক। (ত্রি) ২ মাংস-প্রিয়মাত্র। ৩ পলপ্রিয়।

পললাশয় (পুং) পললে আশেতে ইতি শীঙ্ শয়নে অচ্। গণ্ড-রোগ। (শব্দর°) ২ অজীর্ণরোগ। (ত্রিকাণ্ড)

পলব (পুং) পলং পলায়নং বাতি হিনস্তি নাশয়তীতি পল-বা ক। মৎস্যধারণোপায়, চলিত পোলো, পর্য্যায়—প্লব, পঞ্জরাখেট। (ত্রিকাণ্ড) জলাশয়ে জল অল্প হইলে পোলো দিয়া সহজে মৎস্য ধরা যায়।

পলশা, দাক্ষিণাত্যের সাতারাজেলাবাসী ব্রাহ্মণজাতির একটী শাখা। কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণগণ ইহাদিগকে শক্রতা করিয়া মাংস-খাদক বা পলাসিন নামে অভিহিত করেন। কল্যাণের অন্ত-র্ব্বর্ত্তি পল্সবলি গ্রামে বাস হেতু ইহাদের এই নামকরণ হই-য়াছে। ইহারা মরাঠীভাষায় কথা কয়। কর্ম্মঠ, আতিথেয়ী, মিতব্যয়ী ও সুসভ্য। ইহারা পুরোহিত, গণক, চিকিৎসক বা ভিক্ষুক বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। ইহাদের পরিধেয় বস্ত্রাদি দেশস্থদিগের মত। ইহারা যজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয় মাধ্যন্দিন শাখাভুক্ত।

পলশি, দাক্ষিণাত্যের সাতারা জেলার করাড-বিজাপুরের অন্ত-র্গত একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। এখানে অধিত্যকার উপরে কুলদুর্গ নামে একটী প্রাচীনগড় আছে, উহার আয়তন ১১০ একার। গড়ের ৭০০ ফিট্ নিম্নে 'মান' নামক উপত্যকা। দক্ষিণপশ্চিম-দিকে আরও কতকগুলি ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, পনহালবাসী ভোজরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া কোলিরাজ এই সমস্ত গড়খাই ও দুর্গবাটিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

পলবিভা (স্ত্রী) পল ভেদ। [পলভা দেখ।]

পলস্তি (ত্রি) ১ পালিত। ২ দীর্ঘায়ু। দীর্ঘায়ুযুক্ত। (ঋক্ ৩।৫৩।১৬)

পলা (দেশজ) সমুদ্রজ জীবভেদ। ২ রত্নবিশেষ। [প্রবাল দেখ।] ৩ তৈলাদি তরল পদার্থ উত্তোলনের পাত্রবিশেষ।

পলাকাটী (দেশজ) গলদেশের অলঙ্কারভেদ।

পলাগ্নি (পুং) পলস্য মাংসস্য অগ্নিঃ। পিত্তধাতু। (হারাবলী)

পলাগ্র (ক্লী) পলস্য অগ্রং সারাংশঃ। মাংসসারাংশ।

"জ্ঞাতুং হি শক্যং হিমবান্ গিরির্বা পলাগ্রতো বা গুণতোঽথ বাঽপি।" (হরিবংশ)

পলাঙ্গ (পুং) পলং মাংসং তৎপ্রধানং অঙ্গং যস্য। শিশুমার।

পলাণ্ডু (পুং) পলস্য মাংসস্য অণ্ডমিবাচরতীতি (মৃগয়্বাদয়শ্চ। উণ্ ১।৩৮) ইতি কুপ্রত্যয়েন সাধুঃ। মূলবিশেষ। চলিত পিয়াজ (Allium Cepa) পর্য্যায়—সুকন্দক, লোহিতকন্দ, তীক্ষ্ণকন্দ, উষ্ণ, মুখদূষণ, শূদ্রপ্রিয়, কৃমিঘ্ন, দীপন, মুখগন্ধক, বহুপত্র, বিশ্বগন্ধ, রোচন, সুকুন্দক। ইহার গুণ—কটু, বল্য, কফ, পিত্ত ও বমনদোষনাশক। গুরু, বলকর রোচন ও স্নিগ্ধ। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশ মতে—পলাণ্ডু, যবনেষ্ট, দুর্গন্ধ ও মুখদূষক। পিয়াজ ভারতের সর্ব্বত্রই উৎপন্ন হয়। বাঙ্গালায় সাধারণতঃ দুই প্রকার পেয়াজ জন্মে, তাহার মধ্যে বোম্বাই ও জিঞ্জিরাজাত পিয়াজ ক্ষুদ্র ও অপেক্ষাকৃত শ্বেতবর্ণ, কিন্তু যেগুলি 'পাট্‌নাই পেয়াজ' নামে খ্যাত, তাহা পাটনা জেলায় জন্মিয়া থাকে। উহার আকৃতি আলুর ন্যায় বড়। ইহার ভিতরের আঁইসের রঙ্গ সাদা হইলেও, শুকাইলে গাত্রের ছাল লসুনের ন্যায় সাদা না দেখাইয়া বরং অপেক্ষাকৃত পাংশুলোহিতবর্ণ দেখা যায়। ভারতের কোন কোন স্থানে পিয়াজ ও রশুনের নাম পার্থক্য নাই। এক নামে লাল—পেয়াজ ও সাদা—রশুন উভয়কেই বুঝাইয়া থাকে।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে পিয়াজের বিভিন্ন নাম দেখা যায়। বাঙ্গালা—পিয়াজ, পলাণ্ডু; হিন্দি—পিয়াজ্; আরবী—বজল্; পারসী—পীয়াজ্; সিন্ধু ও গুজরাতী—ডুঙ্গরি; বোম্বাই—পিয়াজ, কন্দ; মরাঠী ও কচ্ছ—কান্দা; তামিল—বেল্ল-বেঙ্গায়ম, ইরুল্লি, ইর-বেঙ্গায়ম্; তেলগু—বুল্লিগড্ডলু, নিরুল্লি; কনাড়ি—বেঙ্গায়ম্, নিরুল্লি, কুম্বলি; মলয়—বাবঙ্গ; সিঙ্গাপুর—লূনূ; ইংরাজী Onion, ফরাসী—Oignon এবং জর্ম্মনি—Zwiebel,

কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ এই চারিমাস শীতের সময় পিয়াজের চাষ হয়, সেই পেয়াজের কলির উপর যে পুষ্প জন্মে, তাহাতে বীজ থাকে। ঐ বীজ যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিলে পরবৎসরে সুফল দর্শে। দেশী বীজ অপেক্ষা বিলাতী বীজ বেশী আদরনীয় নহে। বীজ মৃত্তিকা মধ্যে পুতিলে অথবা পিয়াজ পুতিয়া রাখিলে অল্পদিন মধ্যে উহা হইতে শীষ নির্গত হয়, উহাকে পিয়াজের 'কলি' বলে। ইহা রশুনের (লশুন) ন্যায় গুণযুক্ত, বিশেষতঃ মধুররস, মধুর, বিপাক, শীতবীর্য্য, কফকারক, নাতিপিত্তল অর্থাৎ অতিশয় পিত্তবর্দ্ধক নহে, বায়ুনাশক, বলকারক, বীর্য্যবর্দ্ধক এবং গুরু। ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে, পেয়াজ ও রশুন অর্থাৎ লশুন একই গুণযুক্ত। গুণ—মাংস ও শুক্রবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, পাচক, সারক, কটু, মধুররস, কটুবিপাক, তীক্ষ্ণ, ভগ্নসন্ধানকারক, কণ্ঠশোধক, গুরু, পিত্ত ও রক্তবর্দ্ধক, বলকর, বর্ণপ্রসাদক, মেধাজনক, চক্ষুর হিতকর, রসায়ন এবং হৃদ্রোগ, জীর্ণজ্বর, কুক্ষিশূল, বিবন্ধ, গুল্ম, অরুচি, কাস, শোথ, আমদোষ, কুষ্ঠ, অগ্নিমান্দ্য, কৃমি, বায়ু, শ্বাস ও কফনাশক। যাহারা লশুন বা পলাণ্ডু ভোজন করেন, তাহাদের পক্ষে মদ্য, মাংস ও অম্লদ্রব্য হিতজনক। কিন্তু ব্যায়াম, রৌদ্র, ক্রোধ, অত্যন্ত জল, দুগ্ধ ও গুড় পলাণ্ডুসেবী পরিত্যাগ করিবেন। (ভাবপ্রকাশ)

শাস্ত্রে পলাণ্ডু সেবন দ্বিজাতিদিগের বিশেষ নিষিদ্ধ হইয়াছে। যথা—

"পলাণ্ডুং বিট্‌বরাহঞ্চ ছত্রাকং গ্রামকুক্কুটং।
লশুনং গৃঞ্জনং চৈব জগ্ধ্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ॥" (যাজ্ঞ° ১।১৭৬)

পলাণ্ডু, বিট্‌বরাহ, ছত্রাক প্রভৃতি যদি দ্বিজাতিগণ ভক্ষণ করে, তাহা হইলে তাহার চান্দ্রায়ণ করিতে হইবে।

মনুও লিখিয়াছেন—

"লশুনং গৃঞ্জনঞ্চৈব পলাণ্ডুং কবকানি চ।
অভক্ষ্যাণি দ্বিজাতীনামমেধ্যপ্রভবাণি চ॥" (মনু ৫।৫)

লশুন, গৃঞ্জন ও পলাণ্ডু প্রভৃতি দ্বিজাতিদিগের অভক্ষ্য। কুল্লূক এই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন, 'দ্বিজাতীনামভক্ষ্যাণি। দ্বিজাতিগ্রহণং শূদ্রপর্য্যুদাসার্থং।' ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইহাদিগেরই পলাণ্ডু ভক্ষণ বিশেষ নিষিদ্ধ, কিন্তু শূদ্রের পক্ষে নিষিদ্ধ নহে। সকল ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বিজাতিগণের পেয়াজ ও লশুন ভক্ষণ বিশেষরূপে নিষিদ্ধ হইয়াছে। মনুতে আরও লিখিত আছে, দ্বিজ যদি জ্ঞানপূর্ব্বক পলাণ্ডু ভক্ষণ করেন, তাহা হইলে পতিত হইবেন। পলাণ্ডু-ভক্ষক পতিতের প্রায়শ্চিত্ত করিলে বিশুদ্ধ হইবেন।

"পলাণ্ডুং গৃঞ্জনঞ্চৈব মত্যা জগ্ধ্বা পতেৎ দ্বিজঃ।" (মনু ৫।১৯)

পিয়াজ যেরূপ মাংসযোগে রাঁধিয়া খাইতে উত্তম, পিয়াজের কলিও ব্যঞ্জনাদির পক্ষে তদ্রূপ সুস্বাদু। পিয়াজ সকল প্রকার ব্যঞ্জনেই মিষ্ট লাগে; কিন্তু ইহার গন্ধ এরূপ তীব্র যে, গলাধঃকৃত হইলেও গাত্র হইতে গন্ধ বাহির হয়। একদিন পিয়াজ খাইলে পরদিন মলমূত্র হইতেও তাহার গন্ধ পাওয়া যায়।

ফারক্রয় ও ভকেলিন্ (Fourcroy ও Vauquelin)

নামক ডাক্তারদ্বয় পিয়াজ হইতে একপ্রকার তৈলনির্য্যাস বাহির করেন, উহা শীঘ্রই উপিয়া যায়। কিমিয়া-বিদ্যার সাহায্যে তাঁহারা উহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে পান যে, গন্ধক, অণ্ডমধ্যস্থ শুভ্রপদার্থ (Albumen), চিনি (এ চিনি দানা বাঁধে না), আটার স্থায় চট্‌চটেপদার্থ, ফস্ফরিক্ এসিড্ (খাঁটি ও চুণমিশ্রিত), সাইট্রেট্ অফ্ লাইম্ ও লিগ্‌নিন্ পদার্থ রহিয়াছে। মদিরার স্থায় পিয়াজের রসও গাজিয়া উঠে। লশুনের তৈলের মত ইহার তৈলেও আলিল-সালফাইড্ (Allyl-sulphide $(C_3 H_5)_2S$ আছে এবং উভয়েই প্রায় সমগুণবিশিষ্ট।

পিয়াজের মূল বা কন্দ হইতে কটু আস্বাদযুক্ত তৈল পাওয়া যায়, তাহা উত্তেজক বা চেতনাজনক ; মূত্রোৎপাদক ও শ্লেষ্মানিঃসারক ঔষধরূপে প্রযোজ্য। জ্বর, উদরী, শ্লেষ্মা (Catarrh) ও কণ্ঠশ্বাস (Chronic Bronchitis), বায়ুশূল ও রক্তপিত্তরোগে সচরাচর ইহা প্রয়োগ করা হয়। বহিঃ-প্রয়োগেও ইহা চর্ম্মপ্রদাহক এবং পুড়াইয়া দিলে পুল্‌টিসের কার্য্য করে। কবিরাজীমতে ইহা উষ্ণ ও তিক্ত, উদরাধ্মান রোগে বিশেষ উপকারী। ইহার তীব্রগন্ধে সর্পাদি বিষাক্ত সরীসৃপ কাছে আসিতে পারে না। মতান্তরে ইহার গুণ-কামোদ্দীপক ও বায়ুনাশক। কাঁচা খাইলে অধিক পরিমাণ রজোনির্গম ও মূত্রোদ্গম হইয়া থাকে। বৃশ্চিক, বোল্‌তা প্রভৃতির দংশনে পিয়াজ ঘসিয়া রস লাগাইলে জ্বালার উপশম হয়। পিয়াজের ভিতরের কলা বা কোয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করাইলে কর্ণশূল আরোগ্য হয়, কখন কখন পিয়াজ থিত করিয়া তাহার রস গরম করিয়া কর্ণরন্ধ্রে ঢালিয়া দিলে বেদনার উপশম হইয়া থাকে। কন্দ ব্যতীত ইহার বীজ হইতে একপ্রকার নির্ম্মল বর্ণহীন তৈল বাহির করা হয়, উহা নানা ঔষধে প্রযোজ্য। মূর্চ্ছাগত ও গুল্মবায়ু-রোগে (Fainting and hysterical fits) ইহা উগ্রগন্ধ 'স্মেলিং-সল্টের' কার্য্য করে। ইহাতে অন্ত্রস্থ পেশীসমূহের ক্রিয়া বলবান্ রাখে এবং কখনও তাহাকে অবসাদ পাইতে দেয় না। পাণ্ডু-রোগে (নেবা), অর্শ, গুদভ্রংশ ও অলর্করোগে (Hydrophobia) ইহা অধিক ব্যবহৃত হয়। ইহার ব্যবহারে পালাজ্বর নিবারণ করে এবং ক্ষয়কাশরোগে সর্দ্দি দমন রাখে। সামান্ত সর্দ্দিতে পিয়াজের কাথ ও গলক্ষতরোগে ভিনিগারের সহিত ইহা প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে।

পিয়াজের রস ও সরিষার তৈল সমভাবে মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিলে গেঁটেবাত আরোগ্য হয়। নোয়াখালি প্রদেশে বিসূচিকা রোগে পিয়াজের মালা গাঁথিয়া পরাইয়া দেয়, অথবা দ্বারদেশে ঝুলাইয়া রাখে, তাহাদের বিশ্বাস পিয়াজের এরূপ গুণ আছে যাহাতে ওলাউঠা আক্রমণ করিতে পারে না। বাস্তবিক পক্ষে পিয়াজ দুর্গন্ধহারক। বাতাসে দুর্গন্ধজনিত অস্বাস্থ্যকর গুণসমষ্টি ওলাউঠা প্রভৃতি সংক্রামক-রোগের উৎপত্তি-কারণ এবং শরীরের হানিজনক। একমাত্র পিয়াজই ঐরূপ দূষিত বায়ুকে বিশুদ্ধ করিতে সক্ষম। পিয়াজ সেবনে ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়। ভিনিগারের সহিত রাঁধিয়া খাইলে নেবা, প্লীহা ও অজীর্ণরোগে বিশেষ ফল দর্শে। পাগলা কুকুরে কাম্‌ড়াইলে ক্ষতস্থানে উত্তম-রূপে টাট্‌কা পিয়াজের রস মর্দ্দন করিতে হয়। আভ্যন্তরিক প্রয়োগেও শীঘ্র শীঘ্র ক্ষত আরোগ্যের সম্ভাবনা। ডাঃ এল্ কেমিরণ সাহেব লিখিয়াছেন, বাঙ্গালীরা পিয়াজ খায় বলিয়া তাহাদের শীতাদরোগ জন্মে না। পিয়াজের রস ৪ হইতে ৮ আউন্স মাত্রা ২ আউন্স চিনির সহিত মিলাইয়া রক্তক্ষরণশীল অর্শরোগীকে সেবন করাইলে আশু ফল দর্শে। মাত্রা দিনে এক আউন্স। দুইবেলা এক একটী করিয়া দুইটী পিয়াজ, কাল-মরিচের বীজের সহিত সেবন করিলে মেলেরিয়া ঘটিত জ্বর আরোগ্য হয়। মূত্রানুবন্ধ (মূত্রকৃচ্ছ্র) রোগে ইহার কাথবিশেষ উপ-কারী। পিয়াজের মাথা কাটিয়া তাহাতে পোড়া চুণ মাখাইয়া বৃশ্চিকক্ষতস্থানে ঘর্ষণ করিলে জ্বালার আশু উপশম হয়।

ডাক্তার বেরেণের মতে কাঁচা পিয়াজ নিদ্রাকারক। মূর্চ্ছা রোগে ইহার রস উৎকৃষ্ট উত্তেজক ঔষধ। মূর্চ্ছার সময় ঐ রস রোগীর নাসারন্ধ্রে ক্রমাগত মাখাইতে হয়। কোন একটী পাত্রে পিয়াজ কিছুদিন বদ্ধ রাখিয়া, পরে সেই পাত্র ও পিয়াজ গোময়-রক্ষিত জমির নিম্নে চারমাসকাল পুতিয়া রাখিলে, পিয়াজের কামোদ্দীপক-শক্তি বৃদ্ধি হয়। আমাশয়ে বা আমরক্তরোগে পিয়াজ প্রভৃতরূপে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। ১ গ্রেণ অহিফেন পিয়াজের কলার মধ্যে পুরিয়া উত্তপ্ত ছাইসংযুক্ত অগ্নিতে অর্দ্ধসিদ্ধ করিয়া রোগীকে সেবন করাইলে কঠিন আমরক্তের উপশম হয়। তিনটী পিয়াজকন্দ একমুঠা তেঁতুলপাতার সহিত উত্তমরূপে মাড়িয়া খাইতে দিলে বিরেচক ঔষধের কার্য্য করে। পিয়াজ থিত করিয়া উহার টাট্‌কা রস অর্কাঘাত বা সর্দ্দিগর্ম্মিগ্রস্ত রোগীর গাত্রে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিলে সঙ্গে সঙ্গে ফল পাওয়া যায়। উক্ত মর্দ্দনের পক্ষপাতী হইয়া উত্তর-ভারতবাসিগণ গ্রীষ্মকালে আপনাপন পুত্র কন্যাদিগকে উত্তপ্ত বায়ু (লু) হইতে রক্ষা করিবার জন্য গলায় পিয়াজ বাঁধিয়া দেয়। আমা-শয়ে তেজ বৃদ্ধি করিবার জন্য সাধারণতঃ পিয়াজ পুড়াইয়া বালকদিগকে খাইতে দেওয়া হয়।

হিন্দুশাস্ত্রে পিয়াজ অশুদ্ধ, এই জন্য ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুমাত্রেই পিয়াজ স্পর্শ করে না। মুসলমান ও য়ুরোপীয়গণ পিয়াজ ব্যতীত ব্যঞ্জনাদি গ্রহণ করিতে পারে না। নিম্নশ্রেণীর হিন্দু-

গণ ব্যঞ্জনাদি অভাবে অন্ন অথবা রুটীর সহিত কাঁচা পিঁয়াজ খাইয়া থাকে।

সাইবিরিয়া-রাজ্যে একজাতীয় পলাণ্ডু উৎপন্ন হয়, তাহার নাম (Stone leek or rock onion—Allium fistulosum)। সকল সময়ে য়ুরোপে পিঁয়াজ পাওয়া যায় না বলিয়া ব্যঞ্জনাদিতে ইহাই প্রদত্ত হয়। হিমালয় পর্ব্বতজাত পলাণ্ডু (A. leptophyllam) ঘর্ম্মকারক ও সাধারণ পিঁয়াজ অপেক্ষা ঝাল। পরু (A. Porum, আরবী—কিরাথ) নামক পলাণ্ডু পূর্ব্বরাজ্য হইতে য়ুরোপখণ্ডে আনীত হইয়াছিল। ফরোয়ার সময়ে ইজিপ্তবাসিগণ 'পরু' বপণ করিতেন। প্লিনি লিখিত গ্রন্থপাঠে জানা যায়, সম্রাট্ নেরো প্রথমে এই বীজ য়ুরোপ জগতে প্রচার করেন। ওয়েলস্‌বাসিগণ সাক্সনদিগের পরাজয় উপলক্ষে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দ হইতে এই জাতীয় পিঁয়াজের চিহ্ন-ধারণ করিয়া আসিতেছে। জঙ্গলীপিঁয়াজ (A. Rubelium) উত্তরপশ্চিম-হিমালয়খণ্ডে লাহোল পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে জন্মে। ইহার পত্রগুলি সরু। ইহার কন্দ কাঁচা ও রাঁধিয়া খাওয়া যায়। স্থানবিশেষে বরণীপিয়াজ ও চিরিপিয়াজী নামে ইহার আরও দুইটী নাম শুনা যায়। মোজেসের সময় ইজিপ্তে পিঁয়াজের চাষ হইত। হিরোদোতস ৪১৩ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে একখানি শিলালিপির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে লিখিত আছে, 'ইজিপ্তের পিরামিড় নির্ম্মাণকার্য্যে যে সকল মজুর ব্যাপৃত ছিল, তাহারা ৪২৮৮০০ পাউণ্ড মুদ্রার পিঁয়াজ ভক্ষণ করিয়াছিল।'

পলাদ (পুং স্ত্রী°) পলং মাংসং অত্তীতি অদ ভক্ষণে (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১) ইতি অণ্। ১ রাক্ষস। (জটাধর) (ত্রি) ২ মাংসভক্ষক।

পলাতক (দেশজ) যে পলায়ন করিয়াছে।

পলাদন (পুং স্ত্রী) পলং মাংসং অত্তীতি পল-অদ্-ল্যু। রাক্ষস (হেম) (ত্রি) ২ মাংসভক্ষণশীল।

পলান্ন (ক্লী) পলং মাংসং তেন সহ পক্বমন্নম্, মধ্যপদলোপি কর্ম্মধারয়ঃ। মাংসাদিযুক্ত সিদ্ধ অন্ন। চলিত পোলাও, পাকরাজেশ্বরে ইহার পাকপ্রণালী লিখিত আছে। পাকের প্রকার—ছাগমাংস এক শরাব, ঘৃত মাংসের সিকিভাগ, ত্বচ্ ৩ মাষা, লবঙ্গ ৩ মাষা, এলাচ ৩ মাষক, তণ্ডুল ১ শরাব, মরিচ ২ তোলা, তেজপত্র ২ তোলা, কুঙ্কুম ১ মাষা, আদা ২ তোলা, লবণ ৬ তোলা, ধনে ২ তোলা, দ্রাক্ষা ৵৹ শরাব-পাদার্দ্ধ। প্রথমে ছাগমাংস সূক্ষ্মরূপে চূর্ণ করিয়া শুষ্ক প্রলেহ পাক করণের পর অন্য পাত্রে প্রথমে তেজপত্র বিছাইয়া তাহার পর অল্প পরিমাণ অথণ্ড গন্ধদ্রব্য মিশ্রিত করিয়া সাজাইতে হইবে। তণ্ডুল জলধারা অর্দ্ধসিদ্ধ করিয়া তাহার মাড় গালিয়া ফেলিবে এবং ইহাতে অল্পপরিমাণ অথণ্ড গন্ধদ্রব্য মিশাইয়া এই অর্দ্ধসিদ্ধ তণ্ডুল মাংসের উপর সাজাইয়া দিতে হইবে। এইরূপে অল্পে অল্পে ২ বা ৩ বারে সাজাইতে থাকিবে, পরে ইহার উপরিভাগে অবশিষ্ট ঘৃতাদি দিয়া দুই দণ্ড জাল দিলে, ইহা পক্ব হইবে। মাংস যদি না দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার পরিবর্ত্তে মৎস্য ফলমূলাদি দেওয়া যাইতে পারে, গন্ধদ্রব্য দধির সহিত সংযুক্ত করিয়া দিতে হইবে। (পাকরাজেশ্বর)

পলাপ (পুং) পলং মাংসং আপ্যতে প্রাপ্যতে বাহুল্যোন অত্র, পল-আপ্ ঘঞ্। কণ্ঠপাশক। ২ হস্তিকপোল, করিগণ্ড।

পলাপহা (স্ত্রী) নেত্রাঞ্জন। (বৈদ্যকনি°)

পলায়ক (ত্রি) পলায়-ল্যু। পলায়ণকারী।

পলায়ন (ক্লী) পলায্যতে পলায় ভাবে ল্যুট্। ভয়াদিহেতু স্থানান্তর গমন। চলিত পালান। পর্য্যায়—অপমান, সংদাব, দ্রব, বিদ্রব, উপক্রম, সংদ্রাব, উদ্দ্রাব, প্রদ্রাব, নিদ্রাব, উদ্দ্রব, সন্দ্রাব, দ্রাব, শৃগালিকা, অপক্রম, চক্রম। (শব্দর)

"বিম্ন হে শঠ ! পলায়নচ্ছলাৎ স্তম্ভসেতি রুরুধুঃ কচগ্রহৈঃ।"

(রঘু ১৯।৩১)

পলায়মান (ত্রি) পলায়-শানচ্। পলায়নকারী।

পলায়িন্ (ত্রি) পলায়-ণিনি। পলায়ক, পলায়নকারী পলায়নশীল।

পলায়িত (ত্রি) পলায়-ক্ত। পলায়নবিশিষ্ট। পর্য্যায়—নষ্ট, গৃহীতদিক্, তিরোহিত। (হেম)

পলাল (পুং-ক্লী) পলতি শস্যশূন্যত্বং প্রাপ্নোতীতি পল-কালন্ (তমি বিশি বিড়ীতি। উণা° ১।১১৭) বা পলং অলতীতি অল-অণ্। শস্যশূন্য ধান্য-নাল, নিষ্ফলকাণ্ড। চলিত পল।

"প্রোক্ষণাৎ তৃণকাষ্ঠঞ্চ পলালঞ্চৈব শুধ্যতি।" (মনু ৫।১২২)

এই পলাল প্রোক্ষণ দ্বারা বিশুদ্ধ হয়। স্ত্রিয়াং টাপ্। পলালা স্কন্দের মাতৃবিশেষ।

"কাকী চ হলিমা চৈব মালিনী বৃংহিনা তথা
আর্য্যা পলালা বৈমিত্রা সপ্তৈতাঃ শিশুমাতরঃ।"

(ভা° ৩।৩৫।২৫)

পলালজশাক (পুং-ক্লী) পলালজাতশাক, চলিত পোয়াল ছাতু। গুণ—রুক্ষ, পাকে স্বাদুরস। (রাজব° ৩)

পলালদোহদ (পুং) পলালং দোহদং যস্য। আম্রবৃক্ষ।

পলালী (স্ত্রী) মাংসসমূহ।

পলাশ (ক্লী) পলং গতিং কম্পনং অশ্নুতে ব্যাপ্নোতীতি অণ্। ১ পত্র, পাতা।

"বৃহচ্ছাল ইবানূপে শাখাপুষ্পপলাশবান্।" (ভারত ৩।৩৫।২৫)

২ পলাশপুষ্পাদি। (পুং) পলাশানি পর্ণানি সন্ত্যস্য অচ্।

৩ স্বনামখ্যাত পুষ্প বৃক্ষবিশেষ। (Butea frondosa) চলিত পলাশ গাছ।

ইহার পর্য্যায়—কিংশুক, পর্ণ, বাতপোথ, যাজ্ঞিক, ত্রিপর্ণ, রক্তপুষ্প, পূতদ্রু, ব্রহ্মবৃক্ষক, ব্রহ্মোপনেতা, কাষ্ঠদ্রু। ইহার গুণ—কষায়, উষ্ণ ও ক্রিমিদোষ নাশক। ইহার পুষ্পের গুণ—উষ্ণ, কণ্ডূ ও কুষ্ঠনাশক। ইহার বীজগুণ—কণ্ডু, দদ্রু ও ত্বগ্‌দোষ-নাশক। ইহার পুষ্প চারিপ্রকার—রক্ত, পীত, সিত ও নীল।

"রক্তঃ পীতঃ সিতো নীলঃ কুসুমৈস্তু বিভাব্যতে।
কিংশুকৈগু´ণসাম্যোঽপি সিতো বিজ্ঞানতঃ স্মৃতঃ॥" (রাজনি°)

ভাবপ্রকাশ মতে—কিংশুক, পর্ণী, যাজ্ঞিক, রক্তপুষ্পক, ক্ষারশ্রেষ্ঠ, বাতপোথ, ব্রহ্মবৃক্ষ, সমিদ্বর, এই সকল পর্য্যায়ক শব্দ। ইহার গুণ অগ্নিদীপক, শুক্রবর্দ্ধক, সারক, উষ্ণবীর্য্য, ব্রণনাশক, গুল্মঘ্ন, কষায়ও কটু, তিক্তরস, স্নিগ্ধ, গুহ্যজাত রোগ-নাশক, ভগ্ন-সন্ধানকারক, ত্রিদোষ, ক্রিমি, অর্শ ও গ্রহণীনাশক। পলাশপুষ্প—মধুপ, বিপাক, কটু, তিক্ত ও কষায় রস, বায়ু-বর্দ্ধক, ধারক, শীতবীর্য্য, কফ, রক্তপিত্ত, মূত্রকৃচ্ছ্র, পিপাসা, দাহ, বাতরক্ত ও কুষ্ঠনাশক। পলাশ-ফল—লঘু, উষ্ণবীর্য্য, কটু, বিপাক, রূক্ষ, প্রমেহ, অর্শ, ক্রিমি, বায়ু, কফ, কুষ্ঠ, গুল্ম ও উদররোগনাশক। (ভাবপ্র°)

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে—পলাশবৃক্ষ ব্রহ্মের স্বরূপ। ব্রহ্মা পার্ব্বতীর শাপে পলাশবৃক্ষরূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

"অশ্বত্থরূপো ভগবান্ বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ।
রুদ্ররূপো বটস্তদ্বৎ পলাশো ব্রহ্মরূপধৃক্॥
দর্শনস্পর্শসেবাসু তে বৈ পাপহরাঃ স্মৃতাঃ।
দুঃখাপদ্ব্যাধিদুষ্টানাং বিনাশকারিণো ধ্রুবং॥"
(পাদ্মোতর খ° ১৬০ অ°)

এই পলাশবৃক্ষ ব্রহ্মরূপধারী, ইহার দর্শন, স্পর্শ ও সেবা করিলে পাপনাশ হয়। ইহা দুঃখ, আপদ্ ও ব্যাধিযুক্ত ব্যক্তি-দিগের দুঃখাদিনাশক। ব্রহ্মা কি জন্য পলাশ-বৃক্ষরূপী হইয়া-ছিলেন, ঋষিগণ সূতের নিকট এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার উত্তরে সূত বলিয়াছিলেন, একদা হরপার্ব্বতী সুরত ক্রীড়ায় রত ছিলেন, দেবগণ অগ্নিকে তথায় পাঠাইয়া দিয়া তাহার বিঘ্ন উৎপাদন করেন, এইজন্য পার্ব্বতী অতি ক্রুদ্ধা হইয়া শাপ দেন, এই শাপে ব্রহ্মার পলাশ-বৃক্ষরূপে উৎপত্তি।*
(পদ্মপু° উত্তরখ° ১৬০ অ°)

শতপথ ব্রাহ্মণে লিখিত আছে—ব্রহ্মার মাংসে এই বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, এ কারণেএই বৃক্ষ ব্রহ্মার স্বরূপ বলিয়া অভিহিত।*

এই পুষ্পবৃক্ষ (Butea frondosa) ভারতের সর্ব্বস্থানে, ব্রহ্মে এবং উত্তরপশ্চিম হিমালয়দেশ হইতে ঝিলাম নদীতট পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে জন্মিতে দেখা যায়। বৃক্ষগুলি সাধারণতঃ মধ্যমাকৃতির হইয়া থাকে। ইহার কাষ্ঠ বড় পল্‌কা, সহজে ভাঙ্গিয়া বৃক্ষকে নষ্টশ্রী করিয়া ফেলে। এই কারণে কখন কখনও ইহাকে ইংরাজীতে Bastard-teak বলা হয়।

ভারতের সমতলক্ষেত্রে ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়াবৃতদেশে এই বৃক্ষ পুষ্পভারাক্রান্ত হইলে আপনার সুন্দর শোভায় অপরা-পর বৃক্ষকে পরাস্ত করে। প্রস্ফুটিত লোহিত পুষ্পভারাবনত বৃক্ষের উজ্জ্বল প্রভায় সমগ্রদেশ যেন দীপ্তিময় হইয়া উঠে। ভারতবাসিগণ ইহার পত্রত্বগাদির গুণের বিষয় অবগত থাকিলেও, এই বৃক্ষের বিশেষ আদর করে না।

ভারতের নানাস্থানে পলাশবৃক্ষ বা পুষ্পের বিভিন্ন নাম দেখা যায়। ধাক, পলাশ, তেসু-কা-পেড়, কাক্রিয়া, কঙ্কেই ও চিচ্‌রা—হিন্দি; পলাশ—বাঙ্গলা; ছল্‌ছ—বুন্দেলখণ্ড; মুরুৎ—কোল; মুরুপ—সাঁওতাল; পরস বা ফরস—বেহার; পলাশী, বুলচেত্র—নেপাল; লহোকুঙ্গ—লেপ্‌চা; পলাসু—মেচী, পরাসু—উড়িয়া; মুরর—গোণ্ড ও কুর্কু; পলাশ, খাকার, খথদো, খাখরণু-ঝাড়—গুজরাতী; খাকর, পালাস—কচ্ছ; পরস, পলস, ফলাসা-চা-ঝাড়া, কক্রাচা-ঝাড়—মরাঠী; পোরসন, পরস, মুরুক্কন, পুরৈষু, পুরষু, পলাশম্—তামিল; মোত্তুগ, মোহ্‌তু, টেল্লমোদুগু, মোদুগুছেত্তু, পলাষমু, পলাসমু, পালাশমু, কিংশুকমু, মোতুকু পালাশ, মোদগ মহ্লু—তেলগু; মুত্তুগ, থোরাস, মুত্তুগ-মরা, মুত্তুগ গিদা—কণাড়ী; মুরুক্ক-মরম্—মলয়; কিংশুক, পলাশ—সংস্কৃত; দরখতেপলাহ্, পলহ—পারস্য; গসকিএলা বা গসকোয়েলা, কালিয়া—সিঙ্গাপুর; পোক, পাব, পিন্—ব্রহ্ম; ইংরাজী Butiea Gum; Bengal Kino.

* ঋষয়ঃ উচুঃ—"কথং বৃক্ষত্বমাপন্না ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
এতৎকথয় সর্ব্বজ্ঞ সংশয়োঽত্র মহান্ হি নঃ॥"
সূত উবাচ—"পার্ব্বতীশিবয়োর্দেবৈঃ সুরতং কুর্ব্বতোঃ কিল।
অগ্নিং ব্রাহ্মণবেশেন প্রেষ্য বিঘ্নং কৃতং পুরা॥
ততস্তু পার্ব্বতী ক্রুদ্ধা শশাপ ত্রিদিবৌকসঃ।
রেতঃসেকসুখং ভ্রংশাৎ কম্পমানা তদা রুষা॥"
পার্ব্বত্যুবাচ—"ক্রিমিকীটাদয়োঽপ্যেতে জানন্তি সুরতে সুখং।
তস্মাৎ মম সুখভ্রংশাদ্ যূয়ং বৃক্ষত্বমাপ্স্যথ॥"
সূত উবাচ—"এবং সা পার্ব্বতী দেবী অশপৎ ক্রুদ্ধমানসা।
তস্মাদ্‌বৃক্ষত্বমাপন্না ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ॥"
(পদ্মোত্তরখ° ১৬০ অ°)

* "মাংসেভ্য এবাস্য পলাশঃ সমভবৎ। তস্মাৎ স বহুরসো লোহিত মিবহি মাংসং তে নৈবেদং তদ্রূপেণ স মর্দ্ধয়ত্যন্তরে খাদিরা ভবন্তি বাহ্যে পালাশাঃ।" (শত° ব্রা° ১।৩।৪।৪) (শত° ব্রা° ৬।৬।৩।৭)

পলাশবৃক্ষের ত্বক্ কাটিয়া দিলে অথবা স্বভাবতঃই ইহার গাত্রে ছিদ্র হইয়া একপ্রকার আটাবৎ নির্য্যাস বাহির হয়। উহা সাধারণে চুনিয়া-গঁদ বা বেঙ্গল-কিনো, এবং উত্তরপশ্চিম-প্রদেশে কামারকস্, বোম্বাই অঞ্চলে চিনিয়া-গঁদ, পলাশ-কি-গঁদ, কিনিয়া-গঁদ নামে প্রসিদ্ধ। যখন বৃক্ষগাত্র হইতে এই নির্য্যাস বাহির হইতে থাকে, তখন ইহা লালবর্ণের মটরের আকৃতির ন্যায় দেখা যায়। প্রথমে ইহা কাচবৎ স্বচ্ছ থাকে। কিছুদিনের পুরাতন হইলে উহা অস্বচ্ছ ও ক্রমশঃই গাঢ়বর্ণের হইয়া থাকে। অতঃপর আটার গোলদানাগুলি আপনাপনি ভাঙ্গিতে সুরু হয়। ইহা ধারকতাগুণবিশিষ্ট এবং চর্ম্মাদিতে কস্ লাগাইবার জন্য ইহা বিশেষ উপযোগী।

শুষ্ক আটা অল্প চাপে গুঁড়াইয়া যায় এবং জলে ভিজাইয়া উহা পরিষ্কার করিতে হয়। জলে এই গঁদ উত্তমরূপে মিলাইয়া পরে তাহাতে পারসল্ফেট্-অফ্-আইরণ (Persulphate of iron) ঢালিয়া দিলে উহার বর্ণ সবুজ হইয়া যায়। উহাতে কোনরূপ অম্ল দিলে মিশ্রিত জলের বর্ণ কমলানেবুর রঙ্গের মত হয়, কষ্টিক-পটাশযোগে উহার বর্ণ সিন্দূরের মত লাল হয়, অধিক প্রয়োগে ক্রমে ধূসর হইতে রঙ্গ পুনরায় পাত্‌লা হইয়া আইসে। কষ্টিক-সোডা ও এমোনিয়াযোগে ইহার বর্ণান্তর ঘটে। কার্ব-নেট্-অফ-পটাশ ও সোডা দিলে ইহার বর্ণ গাঢ় হয়; কিন্তু কার্পাস, রেশমী বা পশম বস্ত্রে উহার রঙ্গ পাকা হইয়া বসে না। এই গঁদ আলোকে ধরিলে আস্তে আস্তে পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়; কিন্তু কোনরূপ গন্ধ বাহির হয় না। মুখের মধ্যে ধরিলে উহা স্বতঃই নরম হইয়া থাকে; কিন্তু আগুণে তাতাইলে অপেক্ষাকৃত শক্ত ও গুঁড়া হইয়া যায়।

ভারতবর্ষে ও য়ুরোপখণ্ডে ইহার গঁদ ধারকতাগুণযুক্ত ঔষধরূপে প্রয়োগ হইয়া থাকে। বস্ত্রাদি রঙ্গ করিতে ও কস্ দ্বারা চর্ম্ম পরিষ্কার করিতে ইহার ব্যবহার দেখা যায়। নীল (Blue-indigo) খিতাইয়া পরিষ্কার করিতে ইহার অধিক প্রয়োজন হয়। কাগজ প্রস্তুতের উপকরণ মধ্যে ইহা আটারূপে ব্যবহার করিলেও করা যাইতে পারে। চর্ম্মপ্রস্তুত-কালে ইহাতে চর্ম্ম বেশী নরম হয় না, কেবল পাকা রঙ্গ ধরে মাত্র। ইহার পুষ্প হইতে উত্তম ও উজ্জ্বল পীতবর্ণের রঙ্গ প্রস্তুত হয়। চৈত্র ও বৈশাখে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইলে তাহা কুড়াইয়া রৌদ্রে শুকায়, কখন বা সেই শুষ্কপুষ্প গুঁড়া করিয়া রাখে। ঠাণ্ডাজলে ঐ গুঁড়া নিক্ষেপ করিলে অথবা উত্তপ্ত জলে ফুটাইলে উৎকৃষ্ট রঙ্গ বাহির হয়। বিভিন্ন বস্তুর সহযোগে পলাশ হইতে নানাপ্রকার রঙ্গ পাওয়া যায়। শুষ্ক পলাশপুষ্পের রঙ্গে কাপড় রঙ্গ হয়। কখন কখন এলকালি, ফট্‌কিরি, চূণ অথবা সাজিমাটি (Wood-ash) দ্বারা উত্তমরূপে কাপড় সিদ্ধ করিয়া পরে উক্ত দ্রব্যাদি মিশ্রিত পলাশপুষ্পের রঙ্গে তাহা ডুবাইয়া রাখিতে হয়। জলমধ্যে বস্ত্র কিছুকাল সিক্ত হইলে, তাহা তুলিয়া লইয়া ঐ রঙ্গ মিশ্রিত জল অগ্নিতে ফুটাইয়া অর্দ্ধেক মারিতে হইবে। অতঃপর জল ঠাণ্ডা হইলে, তাহাতে কাপড় পুনরায় ডুবাইয়া দিতে হয়। বর্ণের অল্পতা নিবন্ধন জল পুনরায় উত্তপ্ত করিয়া রঙ্গের সামঞ্জস্য নিরূপণ করিয়া লইবে, আবশ্যক মত রঙ্গের জল গাঢ় দৃষ্ট হইলে, উহা নামাইয়া কাপড় ভিজাইয়া লইবে। পলাশপুষ্পের রঙ্গে রঞ্জিত বস্ত্র হিন্দুর আদরের জিনিস। হোলী (দোল) পর্ব্বোপলক্ষে ভারতবাসী হিন্দুগণ পলাশ রঞ্জিত রক্তাভ-হরিদ্রা বর্ণের বস্ত্র পরিধান করিতে ভালবাসে। সাজিমাটি, ফট্‌কিরি প্রভৃতিতে রঙ্গের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে। পলাশপুষ্পে হরসিংহার (Nyctanthes Arbor-tristis), লট্‌কান্ (Bixa Orellana) আল বা আইচ (Morinda Tinctoria), হলুদ (Curcuma longa), বকম্ (Cœsalpinia Sappan), প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ মিশাইলে পলাশপুষ্পের হরিদ্রাবর্ণ বৃদ্ধি করে। গমবেদকং (Plecospermum Spinosum) নামক গাছ পলাশ-রঙ্গে মিশাইয়া রেশম ছুবাইলে উজ্জ্বলতা ও দৃঢ়তা বৃদ্ধি করে। রঙ্গ তরল (ফিকা) করিতে হইলে হরি বা হর (Terminalia chebula), লোধ (Symplocos racemosa) ও থৈকোল (Garcinia pedunculata) প্রভৃতি উদ্ভিদ্ মিশাইলে বর্ণের পার্থক্য লক্ষিত হয়। টাট্‌কা পুষ্পের রসে ফট্‌কিরিমিশ্রিত জল ঢালিয়া দিলে উহা পরিষ্কার হইয়া যায়। পরে ঐ মিশ্রিত রঙ্গ কোন পাত্রে রাখিয়া রৌদ্রের উত্তাপে শুকাইয়া লইলে, উহার বর্ণ 'গাম্বোজ' (Gamboge) অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দাঁড়ায়।

ইহার ফুল হইতে প্রাপ্ত হরিদ্রাবর্ণে একপ্রকার আবির প্রস্তুত হয়। হোলী উৎসবে উহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শৃঙ্গার বীজ ময়দার মত গুঁড়াইয়া তাহাতে গুলেলা রঙ্গ মিশাল দিতে হয়। উহা আবীর নামে খ্যাত। [আবীর দেখ।]

এই বৃক্ষের আঁইসে (Fibres) দড়ি ও কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে। কচি শিকড় হইতে যে সূতার ন্যায় আঁইস পাওয়া যায়, ছোটনাগপুর মধ্যপ্রদেশ, অযোধ্যা, রাজপুতানা ও বোম্বাই প্রভৃতি পার্ব্বত্য-প্রদেশে উহাতে দড়ি প্রস্তুত হয়। উহার কাষ্ঠ হইতে দেশী চন্দনকাষ্ঠ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। পলাশ-পাপ্‌ড়া বা পলাশ-বীজে একপ্রকার স্বচ্ছ ও নির্ম্মল তৈল (কোথাও কোথাও মুদুগ-তৈল নামে খ্যাত।) প্রস্তুত হয়। ঔষধার্থ উহার ব্যবহার দেখা যায়।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ইহার নির্য্যাসে ধারকতা-গুণ

আছে। সুকুমার বালক বালিকা ও কোমল-প্রকৃতি রমণী জাতির পক্ষে ইহা একটী মহৌষধ। উহার গঁদ উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ১০ হইতে ৩০ গ্রেণ অল্পমাত্রা দারুচিনির সহিত সেবনীয়। অল্প অহিফেনযোগে সেবন করিলে উহার আরোগ্য-শক্তি আরও বৃদ্ধি হয়। মুখে জল উঠা (Pyrosis), উদরাময় ও অজীর্ণরোগে ইহার টাট্‌কা-রস বিশেষ উপকারী। ক্ষয়কাশ ও রক্তস্রাব সম্বন্ধীয় রোগে, সাধারণ ক্ষত এবং বহুকালস্থায়ী গলক্ষত রোগেও ইহার সদ্যোনিষিক্ত রসে বিশেষ ফল দর্শে।

কোঙ্কন-দেশে জ্বররোগেও ইহার প্রয়োগ দেখা যায়। শার্ঙ্গ ত্বকের অস্বচ্ছতা (Opacities of the cornea) ও অমুপক্ষ (Pterygium) রোগে চক্রদত্ত সৈন্ধব লবণের (Rock-salt) সহিত ইহার সেবন-ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ইহার বীজ কৃমিনাশক ঔষধরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। কোন কোন চিকিৎসক বলেন, ইহাতে সেণ্টোনাইনের (Santonine) কার্য্য করে। অন্ত্রমধ্যে গোলাকার কৃমি (Lumbrici or round warm) দেখা দিলে, উহা সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে। বীজগুলি প্রথমে জলে ভিজাইয়া রাখিবে। ছোল জলযোগে ফুলিয়া উঠিলে যত্নপূর্ব্বক ছাড়াইয়া উহার শাঁস উত্তমরূপে শুষ্ক করিয়া গুঁড়াইয়া লইবে। তিনদিন ক্রমান্বয়ে দিবসে তিনবার করিয়া বীজচূর্ণ ৫ হইতে ২০ গ্রেণ মাত্রায় সেবন করিবে। পরে ৪র্থ দিবসে কিয়ৎপরিমাণে এরণ্ড-তৈল (Castor-oil) সেবন করিতে হয়। ডাঃ অস্‌বাল্ড (Dr. Oswald) ইহার প্রয়োগে বিশেষ উপকার পাইয়াছেন বলিয়া স্বীকার করেন। ইহা কৃমিরোগে উপকারক, কিন্তু যখন কোন কোন রোগীর পক্ষে ইহার কৃমিনাশক গুণ কার্য্যকর হয় না, তখন মুহুর্মুহুঃ বিরেচন, বমন ও মূত্রকোষের যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইতে থাকে। এই জন্য বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ সাবধানে ইহার ব্যবহার করিয়া থাকেন। শার্ঙ্গধর সংহিতায় ও ভাবপ্রকাশে পলাশ-বীজের উপকারিতা সম্বন্ধে লিখিত আছে। উভয় গ্রন্থকারই ইহার মৃদু বিরেচকত্ব ও কৃমিনাশকত্ব গুণের উল্লেখ করিয়াছেন। নেবুর রসের সহিত ইহার বীজ উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া কোনস্থানে প্রলেপ দিলে চর্ম্মের প্রদাহ বৃদ্ধি করে এবং সেই স্থান ব্লিষ্টারের ন্যায় লাল হইয়া উঠে। ইহার প্রলেপে সকল প্রকার দাদ (Ringworm, Dhobie's itch) আরোগ্য হয়।

পুষ্পের গুণ—ধারক, নির্ম্মলতাকারক, মূত্রবৃদ্ধিকর ও কামোদ্দীপক। ইহার পুল্‌টিস্ দিলে মূত্রস্রাব অথবা রজঃস্রাব হইয়া পেটের ফুলা কমিয়া যায়। গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকদিগের উদরাময় হইলে, ইহার প্রয়োগে উপকার দর্শে। কোষপ্রদাহে বাহিরে প্রলেপ দিলে জ্বালার উপশম হয়। পত্রের গুণ—ধারক, বলকারক ও কামোদ্দীপক। ব্রণ অথবা ঘামাচি জন্য ফোড়ায়, উদরাধ্মান জনিত পেটের বেদনায়,* কৃমি ও অর্শ-রোগে ইহাতে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। আদার সহিত ইহার ছাল বাটিয়া খাইতে দিলে সর্পদংশন জন্য বিষজ্বালা দমিত হয়। ডাঃ সেপার্ড (Dr. T. W. Sheppard) লিখিয়াছেন, অহি-ফেনজাত মর্ফিয়া (Morphia) ধবল করিতে পলাশকাষ্ঠের কয়লার বিশেষ আবশ্যক। অর্শের বলি ও বাগী প্রভৃতি ঘায়ে দেশীয়েরা পলাশপত্রের পুলটীশ লাগাইয়া থাকে। গো-মহিষাদি ইহার পত্র খায়। পলাশপত্রের সার দিলে জমি বেশ উর্ব্বরা হয়। ইহার গাত্রে লাক্ষার চাষ হইয়া থাকে।

বেদাদি গ্রন্থে পলাশ বৃক্ষের কথা লিখিত আছে। নন্দন-কাননস্থ ইন্দ্রাণীর অঙ্গরাগকর পারিজাত পুষ্পই মর্ত্ত্যধামে গন্ধ-হীন পলাশ বলিয়া পরিচিত। সোম (চন্দ্র) পলাশপ্রিয়। ইহার কাষ্ঠ নবগ্রহযাগজন্য হোমাদিতে ব্যবহৃত হয়। পলাশ পুষ্পে দেবাদির পূজা হয় এবং বসন্ত উৎসবে ও হোলিপর্ব্বে সাধারণ পলাশপুষ্পের রঙ্গে বস্ত্রস্তিকাপড় ছুবাইয়া পরিধান করে। বৌদ্ধেরা পলাশ বৃক্ষকে পবিত্র জ্ঞান করিয়া থাকে। ইহার পত্রের তিনটী ফলা কোন কোন স্থানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর নামে কথিত হয় *। ব্রাহ্মণগণের উপনয়ন ক্রিয়ায় পলাশ-দণ্ডের আবশ্যক হয়। প্রাচীন কবিগণ পলাশপুষ্পকে রমণীদিগের উৎকৃষ্ট কর্ণাভরণরূপে বর্ণনা করিয়া পলাশের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। ধাক্‌পলাশের পত্রে আমেদাবাদ জেলায় 'পত্রাবলি' (Plate) ও 'দদিয়া' (Cups) তৈয়ারী হইয়া বিক্রয়ার্থ বাজারে নীত হয়। দরিদ্র লোকের ঘরে অথবা ভোজের সময় এই পত্রাবলী দ্বারা থালা ও বাটীর কার্য্য করে। যত্নে রাখিলে উহা দুই বৎসরকাল থাকে।

৪ পলাশের ফলপুষ্প প্রভৃতি। ৫ শঠী। পলং মাংসমশ্না-তীতি পল-অশ-অণ্। ৬ রাক্ষস, মাংস ভক্ষণ করে বলিয়া রাক্ষস পলাশ নামে অভিহিত। ৭ হরিত। ৮ মগধদেশ। (ত্রি) ৯ হরিদ্বর্ণবিশিষ্ট। ১০ নির্দ্দয়। ১১ শাসন। ১২ পরি-ভাষণ। ১৩ পাশ। ১৪ কিংশুক।

"হরিতে পলাশপত্রে শাসনে পরিভাষণে।" (হেম)

"বৃক্ষপত্রে পলাশং স্যাৎ পলাশোরাক্ষস স্মৃতঃ।

পলাশো হরিতোবর্ণঃ পলাশঃ পাশ উচ্যতে॥" (অনেকার্থ সং)

১৪ ভূমি কুষ্মাণ্ড।

পলাশক (পুং) পলাশ সংজ্ঞায়াং কন্। ১ শঠী। (জটাধর)

* চতুর্ম্মাসমাহাত্ম্যে ইহার পূজাবিধি কল্পিত হইয়াছে।

২ পলাশ বৃক্ষ। (শব্দর°) ৩ লাক্ষা। (রাজনি° ২৩) ৪ কিংশুক।

পলাশিকা, দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত একটী প্রাচীন রাজধানী। কাদম্ববংশীয় নরপতিগণ এথানে রাজত্ব করিতেন। রাজা নৃগেশের আদেশে এথানে একটী সুবৃহৎ জৈনমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। কাদম্বরাজ রবিবর্ম্মা পল্লবরাজ বিষ্ণুগোপবর্ম্মাকে এবং কাঞ্চীপুরাধিপতি চণ্ডদেবকে উন্মূলিত করিয়া পলাশিকায় রাজচ্ছত্র স্থাপিত করেন।

পলাশগন্ধজা (স্ত্রী) বংশলোচনা ভেদ। (বৈদ্যকনি°)

পলাশগাঁও, দাক্ষিণাত্যের বিশাখপত্তন জেলায় নবরঙ্গপুর তালুকের অন্তর্গত একটী গ্রাম। ২ মধ্যপ্রদেশের ভাণ্ডারা জেলার অন্তর্গত একটী ভূসম্পত্তি। পর্ব্বতের উপরে নবাগাও হ্রদের ৭ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত।

পলাশগড়, মধ্যপ্রদেশের চাণ্ডা জেলার অন্তর্গত একটী ভূসম্পত্তি। ভূপরিমাণ ২৭২ বর্গমাইল। এথানে সর্ব্বসমেত ৮৫ থানি গ্রাম আছে। মহারাষ্ট্রগণ চাণ্ডা অধিকার করিয়া এথানকার দুর্গ অধিকার করে। পূর্ব্বে বৈরাগড়ের অনেক গোঁড় রাজপুত্র এথানে সর্দ্দার ছিলেন। এথন ইহা সাইগাঁওর গোঁড়রাজের অধীন।

পলাশচ্ছদন (ক্লী) তমালপত্র। (বৈদ্যকনি°)

পলাশতরুজ (পুং) পলাশতরু জন-ড। কোমল পলাশপল্লব।

পলাশতরুশোণিত (ক্লী) তদ্বৃক্ষনির্যাস, পলাশের আটা।

পলাশদে, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর থান্দেশ জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। এথানে গীর্ণা ও তাপ্তীনদীর সঙ্গমস্থলে কারুকার্য্যযুক্ত রামেশ্বরের মন্দির নির্ম্মিত আছে।

পলাশদেব, পুনাজেলার ভীমানদীতীরবর্ত্তী একটী প্রাচীন গ্রাম। পূর্ব্বে এই স্থান রত্নপুর নামে থ্যাত ছিল। এথানে একটী সুন্দর শিবমন্দির আছে।

পলাশনির্যাস (পুং) পলাশস্য নির্যাসঃ। পলাশের আটা, ইহার গুণ—গ্রাহী, গ্রহণী, মুথজরোগ কাস ও স্বেদোদ্গমনাশক।

"পলাশভবনির্য্যাসো গ্রাহী চ ক্ষপয়েদ্ধ্রুবং।
গ্রহণীং মুথজান্ ব্যাধীন্ কাসান্ স্বেদাদিনির্গমম্ ॥"
(ভৈষজ্যরত্না° নেত্ররো° চি°)

পলাশন (পুং) শারিকা। (ত্রিকাণ্ড)

পলাশপর্ণী (স্ত্রী) পলাশস্য পর্ণমিব পর্ণং যস্যাঃ, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। অশ্বগন্ধা। (রাজনি°)

পলাশবাড়ী, আসামের কামরূপ জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ড গ্রাম। অক্ষা° ২৬°৮′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯১°৪৫′ পূঃ।

পলাশবিহার, বোম্বাই প্রদেশে থান্দেশ জেলার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্ররাজ্য। (দঙ্গরাজ্য দেথ।)

পলাশশাতন (পুং) বৃক্ষপত্র ছেদনের অস্ত্রভেদ। (সি° কৌ°)

পলাশাথ্য (পুং) পলাশস্য আথ্যা ইব আথ্যা যস্য, বা পলাশং পলাশগন্ধমাথ্যাতীতি আ-থ্যা-ক। নাড়ীহিঙ্গু। (রাজনি°)

পলাশাদি (পুং) পলাশ আদি করিয়া পাণিন্যুক্ত শব্দগণ ভেদ। যথা—পলাশ, থদির, শিংশপা, স্পন্দন, পুলাক, করীর, শিরীষ, যবাস ও বিকঙ্কত। বিকারার্থে পলাশাদি শব্দের উত্তর অঞ্ প্রত্যয় হয়। যথা—পলাশস্য বিকারঃ পালাশ, থাদির ইত্যাদি।

পলাশান্তা, পলাশং অন্তে যস্যাঃ, বা পলাশানাং পত্রাণাং অন্তো গন্ধবান্ যস্যাঃ। গন্ধপত্রা। (রাজনি°)

পলাশিন্ (পুং) পলাশং বিদ্যতেঽস্য পলাশ-ইনি। ১ বৃক্ষ। পলং মাংসমশ্নাতীতি অশ-ণিনি। ২ রাক্ষস। ৩ ক্ষীরিবৃক্ষ। (রত্নমা°) ৪ পত্রবিশিষ্ট।

"অঙ্কুরং কৃতবাংস্তত্র ততঃ পর্ণদ্বয়ান্বিতং।
পলাশিনং শাথিনঞ্চ তথা বিটপিনং পুনঃ ॥" (ভারত ১৷৬৩৷১০)

স্ত্রিয়াং ঙীপ্। পলাশিনী। ৫ নদীবিশেষ। এই নদী শুক্তিমৎ পর্ব্বত হইতে উদ্ভূতা হইয়াছে। "ক্বপা পলাশিনী চৈব শুক্তিমৎপ্রভবা স্মৃতাঃ।" (মার্ক° ৫৭৷৩০) ৬ রৈবতক পর্ব্বত নিঃসৃত নদীবিশেষ।

পলাশনি, বোম্বাই প্রদেশের রেবা-কাম্বার শাঞ্চেরা মেবা অন্তর্গত একটী সমৃদ্ধিশালী ক্ষুদ্ররাজ্য।

পলাশিল (ত্রি) পলাশস্যাদূরদেশাদি কাশাদিভ্য ইলঃ, ইতি পলাশ-ইল। পলাশের অসন্নিকৃষ্ট দেশাদি। (পাণিনি ৪৷২৷৮০)

পলাশী (স্ত্রী) পলাশ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। লাক্ষা, লতাবিশেষ পলাশী-লতা, পর্য্যায়—পত্রবল্লী, পর্ণবল্লী, পলাশীকা, সুরপর্ণী, সুপর্ণী, দীর্ঘপত্রী, রসাম্লা, অম্লিকা, অম্লাতকী, কাঞ্জিকা ইহার গুণ—মধুর, অম্ল ও পিত্তবর্দ্ধক। (রাজনি°)

পলাশী, বাঙ্গালার নদীয়া জেলার অন্তর্গত একটী যুদ্ধক্ষেত্র। ভাগীরথী নদীর পূর্ব্বকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৩° ৪৭′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ১৭′৪৫″ পূঃ। ইংরাজ-সেনানী লর্ড ক্লাইব অসীম সাহসে ভর করিয়া বঙ্গেশ্বর সিরাজ উদ্দৌলাকে এই বিথ্যাত যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত করিয়া ইংরাজের গৌরব বৃদ্ধি করেন। এই যুদ্ধ হইতেই বাঙ্গালায় ইংরাজের প্রতিষ্ঠালাভ হইয়াছিল।

যুদ্ধ সময়ে যে আম্রবনে ৩০০০ গাছ ছিল, ক্লাইব যেথানে সসৈন্যে লুক্কায়িত ছিলেন, ১৮০১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে সেই আম্রবন পূর্ণমাত্রায় লক্ষিত হইত। কিন্তু এথন এথানে একটীমাত্র গাছ নদীর বন্যা ও কালের করাল হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। অপরবৃক্ষগুলি ভাগীরথীর বন্যায় উন্মূলিত হইয়া ভাগীরথীগর্ভে শায়িত হয়। এই স্থান এথন জঙ্গলে পরিণত, এক সময়ে ডাকাইত দল এথানে নির্ভয়ে বাস

করিয়া দস্যুবৃত্তি চরিতার্থ করিত। কলিকাতা হইতে কৃষ্ণনগর হইয়া হাঁটাপথে বহরমপুর যাইতে পলাশীর নিকট দিয়া যাইতে হয়।

[সিরাজ উদ্দৌলা, মহারাজ নবকৃষ্ণ, ক্লাইব প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।]

পলাশীয় (ত্রি) পলাশমস্ত্যস্য পলাশ-ছ। (উৎকরাদিভ্যশ্ছঃ। পা ৪।২।৯০) পত্রযুক্ত।

পলি, ১ মৃত্তিকাস্তর। স্রোতোগামী মৃৎকণার স্থিতি-জন্য স্তর।

পলিক (ত্রি) পলং মানমেনাস্যস্য ঠন্। পলপরিমিত দ্রব্য।

"তস্যেত্যুক্তবতো লৌহং পঞ্চাশৎ পলিকং সমং।" (যাজ্ঞ্য° ২।১)

পলিক্নী (স্ত্রী) পলিতমস্যাঃ অস্তীতি 'অর্শ আদিভ্যোঽচ্' ইতি অচ্ 'ছন্দসি ক্নমেকে' ইতি তস্য ক্ন ঙীপ্ চ। ১ বালগর্ভিণী গাভী। (হেমচ°) ২ শ্বেতকেশা, বৃদ্ধা। এই অর্থে বৈদিক প্রয়োগেই পলিক্নী হইবে, লৌকিক প্রয়োগে হইবে না। লৌকিক প্রয়োগে 'পলিতা' এইরূপ পদ হইবে। (শুক্লযজু ৩০।১৫)

পলিগার, জাতিবিশেষ। [পোলিগার দেখ।]

পলিঘ (পুং) পরিহন্যতেঽনেনেতি পরি-হন-অপ্ ঘাদেশশ্চ (পরৌ ঘঃ পা ৮।২।২২) ততো রস্য ল। ১ কাচকলস, কাচঘট। ২ ঘট। ৩ প্রকার, প্রাচীর। ৪ গোপুর। ৫ গোগৃহ। ৬ পরিঘ শব্দার্থ।

"পলিঘঃ কাচকলসে ঘটে প্রাকারগোপুরে।" (মেদিনী)

পলিত (ক্লী) পলি-ভাবে ক্ত, বা ফলনমিতি ফল-ইতচ্, ফস্য পত্বং (ফলেরিতজাদেশ্চ পঃ। উণ ৫।৩৪)। ১ জরাদি দ্বারা কেশাদির শৌক্ল্য, কেশপাক। বৃদ্ধাবস্থাহেতু কেশের শুক্লতা, চুলপাকা।

"গৃহস্থস্তু যদা পশ্যেৎ বলীপলিতমাত্মনঃ।
অপত্যস্যৈব চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ॥" (মনু ৬।২)

গৃহস্থ যে সময় ত্বক্‌শৈথিল্য, কেশধাবল্য এবং পুত্রেরও পুত্র হইয়াছে দেখিবেন, তখন তিনি অরণ্য-আশ্রয় করিবেন। অর্থাৎ পুত্রের উপর সংসারের ভার অর্পণ করিয়া জীবনের অবশিষ্টকাল ধর্ম্মকার্য্যে অতিবাহিত করিবেন।

মাধবনিদানে পলিতের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে।

"ক্রোধশোকশ্রমকৃতঃ শরীরোষ্মা শিরোগতঃ।
পিত্তঞ্চ কেশান্ পচতি পলিতং তেন জায়তে॥" (নিদান)

ক্রোধ, শোক ও শ্রম হেতু দৈহিক অগ্নি এবং পিত্ত শিরোদেশকে আশ্রয় করিয়া কেশের পক্বতা উৎপাদন করে। ভাবপ্রকাশে পলিত চিকিৎসার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে।

পলিত চিকিৎসা—লৌহচূর্ণ ২ তোলা, আমের আঁঠির শাস ১০ তোলা, আমলকী ৪ তোলা, হরীতকী ৪ তোলা এবং বহেড়া এই সকল দ্রব্য একত্রে পেষণ করিয়া লৌহপাত্রে একরাত্রি রাখিতে হইবে। পরে ইহা মস্তকে লেপন করিলে শীঘ্রই কেশ পক্বতা নষ্ট হয়। অন্যবিধ—তিল তৈল চারিসের, কল্কার্থে গাম্ভারীফল, ঝিন্টীফুল, কেতকীমূল, লৌহচূর্ণ, ভৃঙ্গরাজ, হরীতকী, বহেড়া ও আমলকী, এই সকল প্রত্যেকে অর্দ্ধপোয়া। যথানিয়মে এই তৈল পাক করিয়া লৌহপাত্রে এক মাস মাটির মধ্যে নিহিত করিয়া রাখিতে হইবে। পরে এই তৈল মর্দ্দন করিলে অতি শুভ্রবর্ণ কেশও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে।

ত্রিফলা, নীলপত্র, ভৃঙ্গরাজ ও লৌহচূর্ণ এই সকল সমভাগে মেষমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া লেপন করিলে কেশ কৃষ্ণবর্ণ হয়। (ভাবপ্র° ক্ষুদ্ররো°) ৩ শৈলজ। ৪ তাপ। ৫ কর্দ্দম। পল গতৌ-পল (লোষ্টপলিতৌ। উণ্ ৩।৯২) ইতি ক্ত প্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সাধু। ৬ কেশপাশ। (উজ্জ্বল)

"পলিতং শৈলজং তাপে কেশপাকে চ কর্দ্দমে॥" (মেদিনী)

৭ মরিচ। (বৈদ্যকনি°) ৮ গুগ্‌গুলু। (রাজনি°) ৯ কপালরোগ। (পুং) ১০ বৃদ্ধ। স্ত্রিয়াং টাপ্। পলিতা, বৃদ্ধা, বুড়ী।

পলিতগ্রহ (পুং) পুষ্পবৃক্ষবিশেষ, তগরফুলের গাছ। (বৈদ্যকনি°)

পলিতঙ্করণ (ক্লী) অপলিতং পলিতং ক্রিয়তেঽনেন চ্যর্থে পলিত-কৃ-খ্যুন্, ততো মুম্ চ (আঢ্যসুভগস্থূলপলিতেতি। পা ৩।২।৫৬) অপলিতের পলিততা করণ। যে পলিত ছিল না, তাহাকে পলিত করণ।

পলিতম্ভবিষ্ণু (ত্রি) অপলিতঃ পলিতো ভবতি চ্যর্থে পলিত-খিষ্ণুচ্ ততো মুম্ (কর্ত্তরি ভুবঃ খিষ্ণুচ্ খুকঞৌ। পা ৩।২।৫২) অপলিতের পলিতভাব। এই অর্থে খুকঞ্ প্রত্যয় করিয়া পলিতম্ভাবুক এই পদ হইবে।

পলিতিন্ (ত্রি) পলিত অস্ত্যর্থে ইনি। পলিতযুক্ত।

পলিনেশিয়া, প্রশান্ত মহাসাগরস্থ একটী দ্বীপপুঞ্জ। নিউজিলণ্ড প্রভৃতি দ্বীপ ইহার অন্তর্গত। বিষুবরেখার ৩০° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশে এবং ফিলিপাইন দ্বীপের পূর্ব্বে অবস্থিত। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে কাপ্তেন কুক্ এই স্থান পরিদর্শন করিয়া দ্বীপসমূহের আমূল-বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন।

কিরূপে এই দ্বীপগুলির উৎপত্তি হইল, তাহা অদ্ভুত ও ঈশ্বর-সৃষ্টির গুণগরিমাপ্রকাশক। ভূতত্ত্ববিদ্গণ (ক্ষৌণীবিদ্যাবিৎ) পরীক্ষাদ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, প্রবাল-কীটসমুদায়ের সাহায্যে সমুদ্রগর্ভ হইতে পলিনেশিয়ার অধিকাংশ দ্বীপ নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রবালের এই অদ্ভুতকীর্ত্তি বুদ্ধির অগম্য। প্রবালকীটের উপরে মৃত্তিকা-পলি পড়িয়া প্রশান্ত মহাসাগরের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে যেখানে নীলবর্ণ উর্ম্মিমালা খেলা করিত, এখন সেখানে শত শত দ্বীপ অমৃতময় ফলমূলে সুশোভিত হইয়া হাস্য করিতেছে।

সমুদ্র হইতে এই দ্বীপ সকল দেখিতে অতি রমণীয়।

হরিদ্বর্ণ তরুশাখা ও লতা সমুদায় ফলপুষ্পে বিভূষিত হইয়া সমুদ্রতরঙ্গে প্রতিফলিত হইতেছে। 'পুরেট' বৃক্ষের প্রকাণ্ড শাখার নিম্নভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর স্বভাবের শান্তি সম্পাদন করিতেছে। উপত্যকাভাগে শস্যরাশি মন্দ মন্দ বায়ুভরে সঞ্চালিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিকিরণ করিয়াছে। এই দ্বীপ সমুদয়ের ভূমি যেমন উর্ব্বরা, জলবায়ুও তেমনি উৎকৃষ্ট। এখানে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ফলমূল উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। 'ব্রড্ ফ্রুট' নামে কাঁঠালের ন্যায় একপ্রকার ফল আছে, তাহা এই দ্বীপবাসী-দের প্রধান ভক্ষ্য। এই বৃক্ষ দীর্ঘাকার ও অনেক স্থানব্যাপী হইয়া থাকে, পত্রগুলি ১৬।১৭ ইঞ্চি লম্বা এবং বৎসরে তিন চারিবার ফল দেয়। ফল পক্ক হইলে পীত বর্ণের দেখায়। এই বৃক্ষের তক্তায় গৃহ ও নৌকাদি নির্ম্মাণ হয়। ইহার বল্কলের আঁইসে তদ্দেশবাসীর পরিধেয় বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। এখানে আলু, এরারুট, নারিকেল, কদলী ও ইক্ষু জন্মে।

খৃষ্টান মিসনারিদিগের সাহায্যে দেশবাসী ইক্ষু হইতে চিনি প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছে। আঙ্গুর, কমলানেবু, তেঁতুল প্রভৃতি বৃক্ষ পূর্ব্বে এই দ্বীপে ছিল না, এখন উহা রোপিত হইয়া দ্বীপ-সমূহে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

অধিবাসীরা দীর্ঘাকৃতি, কিন্তু মাংসল নহে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন অতি সুন্দর। ইহারা স্বভাবতঃ বলিষ্ঠ ও কার্য্যক্ষম। শরীরের গঠন গোলগাল। ললাট প্রশস্ত, নেত্র দীর্ঘ, উজ্জ্বল ও কৃষ্ণবর্ণ, নাসিকা তিলপুষ্পের ন্যায়, ওষ্ঠ মাংসল, দন্ত অতি শুভ্র ও কর্ণ কিঞ্চিৎ দীর্ঘ। কেশ কোমল ও চক্রা-কার। গাত্রের বর্ণ পিঙ্গল। নারীগণ পুরুষের অপেক্ষা ক্ষুদ্রাকার হইলেও আমাদের দেশবাসী রমণী অপেক্ষা সাধারণতঃ দীর্ঘ হইয়া থাকে। অবলাগণও সমধিক বলিষ্ঠ। সর্দ্দারেরা সাধারণ লোক হইতে দীর্ঘাকৃতি ও বলশালী হয়। ইহারা বলে, কৃষ্ণবর্ণ বলের লক্ষণ। কৃষ্ণবর্ণ লোক দেখিবামাত্র ইহারা বলিয়া উঠে "আহা ইহার অস্থি কেমন সক্ত। ইহাতে কেমন সুন্দর বঁড়শী ও হাতুড়ী হইতে পারে।

ইহারা ধীরপ্রকৃতি, প্রসন্নস্বভাব ও আতিথেয়। ইহারা যেমন অধিক পরিশ্রম করে না, তেমনই অল্পপরিমাণে খাদ্য-দ্রব্য ভোজন করিয়া থাকে। যুরোপীয়দিগের আগমনের পূর্ব্বে, এখানে যুদ্ধে নরহত্যা, ভ্রূণহত্যা এবং নরবলি প্রায়ই দেখা যাইত। খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারকদিগের যত্নে উহা এখন কমিয়াছে। প্রত্যেক যুদ্ধেই রুধির-নদী বহিত। লাঠী, বর্শা, তীর, ধনু ইহাদের প্রধান যুদ্ধাস্ত্র। যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে ইহারা 'ওরো' দেবের নিকট নরবলি দিত এবং পুরোহিতেরা নানা উপচারে দেবপূজা করিলে, সকলে একাগ্রচিত্তে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিত। অতঃপর যুদ্ধতরী-সজ্জা, যুদ্ধাস্ত্র সম্মার্জ্জন ও সৈন্য-সংগ্রহ আরম্ভ হইত। স্ত্রীলোকেরাও স্বামীর পদানুবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে জীবনদান করিতে কুণ্ঠিত হইত না। 'রাত্তি' নামক নগরবাসীরা কোটীদেশে 'তি' লতা বন্ধনপূর্ব্বক 'তি' পত্রাবৃত তরবারি হস্তে সৈন্যদিগকে উত্তেজিত করিত। যুদ্ধে ধৃত ব্যক্তিরা হয় চিরদাস, নয় দেবতার সম্মুখে বলি হইত।

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ-জাহাজ সর্ব্বপ্রথম এই দ্বীপে উপনীত হয়। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন উইলসন আঠার জন মিশনারীর সহিত ওটাহিটী দ্বীপে অবতীর্ণ হন। এই মহা-পুরুষদিগের অনুগ্রহে দ্বীপবাসিগণ নানারূপ শিল্পকর্ম্ম অভ্যাস করিয়াছে। অনেকেই খৃষ্টধর্ম্ম-গ্রহণে আচার-ব্যবহারের পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়াছে। এখনও সকলেই য়ুরোপীয়দিগের অনুকরণে সর্ব্বতোভাবে যত্নবান্।

পলিবেল, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গোদাবরী জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। অমলাপুর হইতে ৬ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার শ্রীকোপেশ্বর স্বামীর মন্দিরে ১৩ খানি শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে।

পলিয়ার, দাক্ষিণাত্যের অনিমলয় পর্ব্বতবাসী জাতিবিশেষ। [পলনি দেখ।]

পলিযোগ (পুং) পরিযোগ। (পা ৮।২।২২ বার্ত্তিক)

পলীজক (পুং) পলিতকারী (দানব)। (অথর্ব্ব ৮।৬।২) পলিচকম্ পল্যা পলিতেন চকত ইতি পলীচকঃ. জরঠবৎ বর্ত্ত-মানঃ পলিতকারীবা। (সায়ণ)

পল্‌টুদাসী, বৈষ্ণব সম্প্রদায়-বিশেষ। পল্‌টুদাস কর্ত্তৃক এই পন্থা প্রবর্ত্তিত হয় বলিয়া, ইহার পল্‌টুদাসী নাম হইয়াছে। গোবিন্ সাহেব ইহাদের গুরু। কাশীধামের অন্তর্গত আহি-রৌলা ও ভোঁরকুড়া গ্রামে ইহাদের আস্তানা আছে। প্রবাদ আছে, নবাব শাহাদৎ আলীর রাজত্বকালে পল্‌টুদাস এই ধর্ম্মমত প্রচলিত করেন। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ২৮এ জানুয়ারী শাহাদৎআলী অযোধ্যার নবাবীপদ প্রাপ্ত হন। সম্ভবতঃ তাঁহার রাজত্বের কোন সময়ে এই মত প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

অযোধ্যায় পল্‌টুদাসের গদি বিদ্যমান আছে, তথায় চৈত্রমাসে রামনবমীর দিবসে সরযূ-স্নান উপলক্ষে একটী মেলা হইয়া থাকে। এই পন্থীরা তথায় উপস্থিত হইয়া, ঐ গদির মোহন্তকে প্রচুর অর্থদান ও নানাবিধ দ্রব্যজাত প্রদান করে। তাঁহার শিষ্য পলাটুদাস, পলাটুর শিষ্য রামকৃষ্ণ দাস, রামকৃষ্ণের শিষ্য রামসেবক দাস এখন বর্ত্তমান আছেন।

পল্‌টুদাসী উদাসীনেরা গলদেশে তুলসী কাষ্ঠের হীরা ও গুঞ্জা রাখে। শ্বেতবর্ণ মৃত্তিকার দ্বারা নাসিকার অগ্রভাগ হইতে

কেশ পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধপুণ্ড্র করে এবং কৌপীনধারণ ও পীতবর্ণ কোর্ত্তা, টুপি প্রভৃতি সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ কেশ বা শ্মশ্রু রক্ষা করে, কেহ বা মুণ্ডন করিয়া ফেলে। পরস্পরে সাক্ষাৎ লাভ হইলে উভয়েই 'সত্যরাম' বলিয়া অভিবাদন করে। মহন্তকেও কেহ অভিবাদন করিলে তিনিও 'সত্যরাম' বলিয়া উত্তর দেন।

অযোধ্যা, নেপাল ও লক্ষ্ণৌ প্রদেশে এই সম্প্রদায়ী গৃহী লোকের বসতি আছে। তাহারা রামমন্ত্র গ্রহণ করিয়া ভজনা করে। রামকৃষ্ণাদি বিষ্ণুর অবতারে তাহাদের বিশ্বাস আছে; কিন্তু প্রধান প্রধান উদাসীনেরা এ কথা প্রত্যয় করেন না। পল্টুদাস স্বয়ং কৃষ্ণের উপাখ্যানটী রূপক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—

"মনোরূপী যমুনা নদী প্রবাহিত, জ্ঞানরূপী মথুরা নগরী অবস্থিত, বিশ্বাসরূপী গোকুলগ্রাম উৎপন্ন হইয়াছে। যশোদা ও দেবকী শান্তিরূপা প্রকৃতি। নন্দ ও বসুদেব সদ্গুরু এবং যদুকুল প্রীতিস্বরূপ। জীব ও ব্রহ্মরূপ কৃষ্ণ ও বলদেব, অহঙ্কার-রূপ কংসকে ধ্বংস করিয়াছেন। বিবেক বৃন্দাবনস্বরূপ, সন্তোষ কদম্ববৃক্ষরূপে বিরাজিত। শরীরের অভ্যন্তরস্থিত দয়া গোপ ও গোপাল। সন্দেহরূপ শ্রীরাধিকা তত্ত্বরূপ নবনীত বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া ভক্ষণ করিয়াছে।"*

পল্টুদাস কোন তীর্থই মানিতেন না এবং গঙ্গা-যমুনাদি পুণ্যসলিলা নদীতে কখন অবগাহন করিতেন না। পল্টু-দাসের কোন কোন বচনে যোগানুষ্ঠান ও ষট্‌চক্রভেদের প্রসঙ্গ বা সূচনা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার একটীর উদাহরণ এই;—

"জীবৎ মরে সোহি পৈচানে, গৈবনগর সহজে বড় জানা।
ইঙ্গ্‌লা পিঙ্গ্‌লা[১] চামর ঢোরৎ হৈ নিশি দিন।
মুখ মন হনে নিশানা। দেখরে গুরু গম মস্তানা॥"

পল্টুদাস আরও অনেকস্থলে বলিয়াছেন, রামনামে হৃদয়মধ্যে একপ্রকার গুরু গুরু শব্দ উত্থিত হয়, ঐ শব্দে যমরাজ ভয় পান। এক স্থলে সাধারণকে উপদেশচ্ছলে তত্ত্বকথা বুঝাইতে লিখিয়া-ছেন। 'ওরে পল্টু অগ্রে তেত্রিশকে,[২] পরিত্যাগ কর তৎপরে নিজ ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিও।' কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগ ও সাধুসঙ্গে উপবেশনপূর্ব্বক সতর্ক থাকাই ধর্ম্মাচরণের একমাত্র উপায়।

ইহারা নির্গুণ উপাসক, কখন দেবপ্রতিমূর্ত্তির অর্চ্চন করে না; সুতরাং আপনাদের ভজনালয়ে প্রতিমা প্রতিষ্ঠাও করে না। ইহারা নানক-পন্থী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের এক শ্রেণী-ভুক্ত বলিয়া পরিগণিত। রামাৎ নিমাৎ প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবেরা ইহাদিগকে পাষণ্ড বলিয়া ঘৃণা করে। একত্রে উপ-বেশন করা দূরে থাকুক, কখন ইহাদের অঙ্গস্পর্শ করে না। যদি দৈবাৎ কখন কখন গাত্রস্পর্শ হইয়া যায়, তাহা হইলে আপনাদিগকে অশুচি ও পাপগ্রস্ত বিবেচনা করিয়া স্নানে শুদ্ধ হয়। এই জন্য যে স্থানে তাহারা উপস্থিত থাকে, অপবিত্র বিবেচনায় সেইস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।

* হিন্দী হইতে বাঙ্গালায় অনুবাদিত হইল।

(১) সম্ভবতঃ সংস্কৃত ইড়া ও পিঙ্গলা নাম্নী নাড়ীর প্রসঙ্গ হইতে এইরূপ অর্থ হইবে। শ্বাস ও প্রশ্বাস অহর্নিশি চামর ঢুলাইতেছে।

(২) কাম ক্রোধাদি পঞ্চতত্ত্ব ও পঁচিশ প্রকৃতি, এই লইয়া ত্রিশনারী, আর সত্ত্বরজাদি তিনগুণ সর্ব্বসমেত ৩৩টী হইতেছে। পল্টুদাস বলিতেছেন, অগ্রে স্ত্রী-পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবার পূর্ব্বে, এই কয়টী পরিত্যাগ করা উচিত।

পল্‌পূলন (ক্লী) ক্ষারজল, ক্ষারযুক্ত জল। "যদস্যাঃ পল্‌পূলনং শকৃদ্দাসী সমস্যতি।" (অথর্ব্ব ১২।৪।৯) ২ শস্যের থলি। ৩ পরিমাণভেদ।

পল্মনের, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তর-আর্কট জেলার একটী উপবিভাগ। ভূমির পরিমাণ ৪৪৭ বর্গমাইল। টিপু-সুলতানের পরাজয় ও মৃত্যুর পর এই স্থান ইংরাজের অধিকৃত হয়।

২ উক্ত তালুকের প্রধান নগর। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২২৪৭ ফিট্ উচ্চ। মাল্লি গিরিপথের শীর্ষদেশে অবস্থিত। অক্ষা° ১৩° ১১´৩০´´উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°৪৭´১৭´´ পূঃ। নীলগিরি পর্ব্বতের স্বাস্থ্যনিবাস নির্ব্বাচিত হইবার পূর্ব্বে এই স্থান য়ুরোপীয়গণের মনোরম বাসস্থান ছিল। এখানকার গঙ্গাম্মা উপত্যকা দেখিবার জিনিস। হনুমানের উদ্দেশে নির্ম্মিত একটী প্রাচীন মন্দির এখানে বিদ্যমান আছে।

পল্যঙ্ক (পুং) পরিতোঽঙ্ক্যতেঽত্র ইতি পরি-অকি লক্ষণে ঘঞ্ (পরেশ্চ ঘাঙ্কয়োঃ। পা ৮।২।২২) ইতি রস্য লঃ। পর্য্যঙ্ক।
"পল্যঙ্কমগ্র্যাস্তরণং নানারত্নবিভূষিতম্।
তমপীচ্ছতি বৈদেহী প্রতিষ্ঠাপয়িতুং ত্বয়ি॥" (রামা° ২।৩২।৯)

পল্যয়ন (ক্লী) পরিতঃ অয়তি গচ্ছতি অনেন পরি-অয় গতৌ ল্যুট্, রস্য লত্বং। পর্য্যাণ, ঘোড়ার জিন্। (হেমচ°)

পল্যবর্চ্চস (ক্লী) পল্যং বর্চ্চঃ সমাসে অচ্‌সমাসান্ত। উত্তমতেজঃ।

পল্যূল, ১ ছেদন। ২ পূতি। অদন্তচুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ পল্যূলয়তি-তে। লোট্ পল্যূলয়তু-তাং। লুঙ্ অপপল্যূলৎ-ত। লিট্ পল্যূলয়াংচকার-চক্রে।

পল্যূল, ১ ছেদন। ২ পবিত্রীকরণ। অদন্তচুরাদি, উভয়পদী সক, সেট্। লট্ পল্যূলয়তি-তে। লুঙ্ অপপল্যূলৎ-ত।

পল্ল, গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ পল্লতি। লোট্ পল্লতু। লিট্ পপল্ল। লুঙ্ অপপল্লৎ। সন্ পিপল্লিষতি। যঙ্ পাপল্ল্যতে।

পল্ল (পুং) পল্যতি শস্যাদিপ্রাচুর্য্যং গচ্ছতীতি পল্ল-পচাদ্যচ্। স্থূলকুশূলক। চলিত পালুই মরাই, পালি। ইহাতে ধান্যাদি মাপ হইয়া থাকে (মেদিনী)

"সুপিধানন্ত তং কৃত্বা যবপল্লে নিধাপয়েৎ।" (সুশ্রু চি° ১৩ অঃ)

২ নেপালবাসী জাতিবিশেষ।

পল্লদম, (পল্লদ্রুম) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কোয়ম্বাতুর জেলার একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৭৪২ বর্গমাইল।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর ও সদর। এখানে একটী প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

পল্লব (পুং ক্লী) পল্যতে ইতি পল-কিপ্, লূয়তে ইতি লব, লূ-অপ্, ততঃ পল্ চাসৌ লবশ্চেতি। নবপত্রাদিযুক্ত শাখাগ্রপর্ব্ব, অভিনবপত্রস্তবক। পর্য্যায়,—কিসলয়, প্রবাল, নবপত্র, বল, কিসল, কিশল, কিশলয়, বিটপ, পত্রযৌবন। (জটাধর)

"অভিনয়ান্ পরিচেতুমিবোদ্যতা
মলয়মারুতকম্পিতপল্লবা।" (রঘু ৯।৩৩)

'পল্লবঃ স্যাৎ কিসলয়ে বিটপে বিস্তরে বলে।
শৃঙ্গারেঽলক্তরাগে চ' (হেম)

২ বিস্তার। ৩ বল। ৪ অলক্তরাগ। ৫ বলয়। ৬ চাপল (শব্দর°) ৭ শিঙ্গা। ৮ দেশবিশেষ। ৯ তদ্দেশবাসী।

"অপরান্তাশ্চ শূদ্রাশ্চ পল্লবাশ্চর্ম্মখণ্ডিকাঃ।
গান্ধারা গবলাশ্চৈব সিন্ধুসৌবীরমদ্রকাঃ॥" (মার্ক° পু° ৫৭।৩৬)

পল্লবক (পুং) পল্লবেন শৃঙ্গারেণ কায়তীতি পল্লব-কৈ-ক। ১ বেশ্যাপতি। পল্লব ইব কায়তীতি। ২ মৎস্যবিশেষ। কেহ কেহ পল্লবক শব্দের অর্থ 'অশোক বৃক্ষ' বলে।

পল্লবগ্রাহিন্ (ত্রি) পল্লব-গ্রহ-ণিনি। পল্লবগ্রাহক, যাহার শাস্ত্রে অল্পপরিমাণ জ্ঞান আছে, চলিত খুট আখুরে, নানা বিষয়ের সামান্য জ্ঞান থাকা। এই পল্লবগ্রাহিতা বিশেষ নিন্দনীয়।

পল্লবদ্রু (পল্লবপ্রধানো দ্রুর্বৃক্ষঃ। অশোকবৃক্ষ। (রাজনি°)

পল্লবময় (ত্রি) পল্লব-স্বরূপে ময়ট্। পল্লবস্বরূপ।

পল্লব-রাজবংশ, দাক্ষিণাত্যের এক প্রাচীন রাজবংশ। এক সময়ে রাজবংশ উড়িষ্যা হইতে দক্ষিণে পিনাকিনী (পেন্নার) নদীর মোহনা এবং কঙ্গুকর্ণাট হইতে তুঙ্গভদ্রা পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগে রাজত্ব করিতেন। এ প্রদেশ হইতে আবিষ্কৃত পল্লবরাজগণের শিলালিপি ও তাম্রশাসন এবং বহুতর প্রাচীন কীর্ত্তি তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

কোন্ সময়ে এই রাজবংশের প্রথম আবির্ভাব হয়, তাহা এখনও ঠিক জানা যায় নাই। কোন কোন য়ুরোপীয়-পুরাবিদের বিশ্বাস যে, মনু, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে ভারতের উত্তরদিগ্বাসী যে পহ্লব বা পল্লবজাতির উল্লেখ আছে, তাহারাই দাক্ষিণাত্যে পল্লব নামে খ্যাত হইয়া ছিল।[১] আবার কেহ বলেন পার্থিয়ার লোকেরাই পহ্লব নামে খ্যাত হয়।[২] অন্য কোন য়ুরোপীয়ের বিশ্বাস যে, কুরম্বর জাতিই পল্লব নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।[৩]

বরাহমিহির বৃহৎসংহিতায় পহ্লবদিগকে ভারতের দক্ষিণ পশ্চিমবাসী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। পল্লব-রাজগণের ইতিহাস হইতেও জানা যায় যে, তাঁহারা এক সময় দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশে বাদামি নামক স্থানে রাজত্ব করিতেন। ইহাতে পহ্লব ও পল্লব একজাতি বলিয়া মনে হয় বটে; কিন্তু পল্লব-রাজগণের শত শত শিলালিপি ও তাম্রশাসন পাঠ করিলে এরূপ বোধ হয় না। পল্লবদিগের সাময়িক বহুলিপিতেই ইহারা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাবংশীয় ও ভরদ্বাজ গোত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।[৪]

সম্ভবত সম্রাট্-অশোকের সময় পহ্লবেরা গুজরাতে প্রাধান্য ও প্রবেশলাভ করিয়াছিল, ইহারই কিছুকাল পরে নাসিকের গুহায় উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, গৌতমীপুত্র পল্লবদিগকে জয় করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ শাহরাজ রুদ্র-দামার গিরনার লিপিতে লিখিত আছে, তাঁহার মহাসামন্ত দক্ষিণাপথাধিপতি শাতকর্ণী দুইবার পল্লবদিগকে জয় করেন। রুদ্রদামার লিপির একস্থানে লিখিত আছে, শাতকর্ণীর প্রধান মন্ত্রী একজন পল্লব ছিলেন, তাহারই নৈপুণ্যে সুদর্শনহ্রদের অসাধ্য বাধনির্ম্মাণকার্য্য সুসাধ্য হইয়াছিল।[৫]

---

(১) Journal of the Royal Asiatic Society. Vol. XVII. P. 218 (N. S.)

(২) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. VI. P. 386 n. মহাভারতাদিতেও পার্থিয়ান্ জাতি পারদ নামে বর্ণিত হইয়াছে। পল্লব ও পারদ দুই স্বতন্ত্র জাতি।

(৩) Dr. Oppert's Original Inhabitants of the Bharata-Varsa.

(৪) কাঞ্চীপুরের কৈলাসনাথের মন্দিরে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে লিখিত আছে, ব্রহ্মার পুত্র অঙ্গিরা, তৎপুত্র বৃহস্পতি, তৎপুত্র সংযু, তৎপুত্র ভরদ্বাজ, তৎপুত্র দ্রোণ, তৎপুত্র অশ্বত্থামা, তৎপুত্র পল্লব। অমরাবতী হইতে আবিষ্কৃত সিংহবর্ম্মার প্রশস্তি লিখিত আছে, অশ্বত্থামা "মদনী" নামে এক অপ্সরাকে বিবাহ করেন, তাহারই গর্ভে পল্লবের জন্ম। ইহা হইতেই পল্লববংশের উৎপত্তি।

ভরদ্বাজ ভিন্ন শালঙ্কায়ন গোত্রীয় পল্লবরাজের নাম পাওয়া যায়, ইহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প।

(৫) Journal. Bombay, As. Soc. XIII. P. 315.

এই সময়ে পল্লবেরা দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম-উপকূলে প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। মহাবংশ হইতে জানা যায় যে, (১৫৭ খৃষ্টাব্দে) পল্লবরাজ কর্ত্তৃক বহুসংখ্যক বৌদ্ধভিক্ষু সিংহলে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

কোন সময়ে পল্লবগণ অমরাবতী, বাদামী বা কাঞ্চীপুরের আধিপত্য লাভ করেন, তাহা জানা যায় নাই।

পল্লবরাজগণের সময়ে যতগুলি শিলালিপি ও তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে ডাক্তার বুর্ণেল সাহেবের মতে বিজয়-স্কন্দবর্ম্মার রাজত্বকালে তাঁহার পুত্রবধূ বিজয়বুদ্ধবর্ম্মার পত্নী-প্রদত্ত তাম্রশাসনই সর্ব্বপ্রাচীন, প্রায় খৃষ্টীয় চতুর্থশতাব্দীতে এই শাসন উৎকীর্ণ হয়।[৭] কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, বেল্লারী জেলার আবিষ্কৃত প্রাকৃত ভাষায় লিখিত শিবস্কন্দবর্ম্মার তাম্র-শাসন তদপেক্ষা প্রাচীন। এই তাম্রশাসনের লিপি দেখিলে খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীর লিপি বলিয়া বোধ হয়।[৮]

শিবস্কন্দবর্ম্মা কাঞ্চীপুরে রাজত্ব করিতেন। ইনি অগ্নিষ্টোম, বাজপেয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন ও মহারাজাধিরাজ উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। শেষোক্ত দুইখানি তাম্রশাসনের প্রাকৃতভাষা দৃষ্টে বোধ হয়, কেবল বৌদ্ধদিগের প্রভাবে প্রাকৃতভাষা আদৃত হয় নাই। পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে সংস্কৃতভাষার প্রচলন থাকিলেও হিন্দুরাজগণের সভায় প্রাকৃত-ভাষা ব্যবহৃত হইত।

উক্ত শিবস্কন্দবর্ম্মার সহিত অপরাপর পল্লবরাজগণের কি সম্পর্ক, তাহা জানা যায় নাই। গণ্টুর হইতে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে এক পল্লবরাজবংশের এই বংশাবলী পাওয়া যায়।

প্রসিদ্ধ সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের শিলাস্তম্ভ লিপি হইতে জানা যায়, তিনি 'কাঞ্চেয়ক' বিষ্ণুগোপবর্ম্মাকে পরাজয় করিয়াছিলেন[৯] এরূপস্থলে কাঞ্চীপতি বিষ্ণুগোপ খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর লোক হইতেছেন। [গুপ্তরাজবংশ দেখ।] সুতরাং বিষ্ণুগোপের প্রপিতা-মহ স্কন্দবর্ম্মা খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীর প্রথমভাগের লোক হইতেছেন।

(৭) Dr. Burnell's South Indian Palæography.
(৮) Epigraphica Indica Vol. I. plates I-III.
(৯) Dr. Fleet's Inscriptionum Indicarum Vol. III. P. T.

বিষ্ণুগোপ বর্ম্মা মহাবীর ছিলেন, ইনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন।[১০] তৎপুত্র সিংহবর্ম্মাও নানাদেশ জয় করিয়া প্রভূত খ্যাতি অর্জ্জন করেন। ৩য় স্কন্দবর্ম্মার পুত্র নন্দিবর্ম্মা নানা যাগযজ্ঞকৃৎ ও ব্রাহ্মণাদি গুরুভক্ত ছিলেন বলিয়া পল্লব-দিগের মধ্যে 'ধর্ম্মমহারাজ' নামে খ্যাত ছিলেন।[১১]

মামল্লপুরের গণেশমন্দিরে উৎকীর্ণ লিপিতে পল্লবরাজ (অত্যন্তকাম) নরসিংহের এবং শালুবঙ্কুপ্পমের অতিরণচণ্ডেশ্বরের মন্দিরে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে পল্লবরাজ অতিরণচণ্ডের নাম খোদিত আছে। তদ্ব্যতীত কাঞ্চিপুরের কৈলাসনাথস্বামীর মন্দিরের শিলালিপিসমূহ হইতে এইরূপ একটী রাজবংশের তালিকা পাওয়া যায়—

রাজা উগ্রদণ্ড বা লোকাদিত্য।
(ইনি চালুক্যরাজ রণরসিক (রণরাগকে)
যুদ্ধে পরাস্ত করেন।
|
রাজসিংহ বা সিংহবিষ্ণু*
নরসিংহবিষ্ণু ও নরসিংহ পোতবর্ম্মণ্
(ইনি রঙ্গপতাকাকে বিবাহ করেন।)
|
+ মহেন্দ্র বর্ম্মা-১ম

নন্দীবর্ম্মার উৎকীর্ণ লিপি হইতে আমরা আরও একটী সম্পূর্ণ বংশাবলী দেখিতে পাই। উক্ত লিপিতে সিংহবিষ্ণুর পর রাজা মহেন্দ্রবর্ম্মা ১ম, পল্লব সিংহাসন্ অধিকার করেন।

+ মহেন্দ্র বর্ম্মা-১ম,
|
নরসিংহ বর্ম্মা-১ম,
(ইনি চালুক্যরাজ পুলোকেশীকে পরাস্ত করিয়া
বাতাপি নগর ধ্বংস করেন।)
|
মহেন্দ্রবর্ম্মা-২য়,
|
পরমেশ্বরবর্ম্মা-১ম,
(ইনি চালুক্যরাজ বিক্রমাদিত্য ১মকে পরাজিত করেন)
|
নরসিংহবর্ম্মা-২য়,
|
পরমেশ্বর বর্ম্মা-২য়,
|
নন্দীবর্ম্মা
|
পল্লবমল্ল নন্দীবর্ম্মা

কৈলাসনাথ মন্দিরের চারিদিকে নিত্যবিনীতেশ্বর, রাজ-

(১০) Indian Antiquary, Vol. V. p. 50.
(১১) Mr. Foulkes' Salem District manuel, Vol. I. p. 3.
* দক্ষিণ আর্কট জেলার বিল্লুপুরম্ তালুকের অন্তর্গত পনমলই পর্ব্বতের গুহামন্দিরের উৎকীর্ণ শিলালিপিতে তাঁহার বিরুদ রণজয় লিখিত আছে।
"রাজসিংহো রণজয়ঃ শ্রীভরশ্চিত্রকার্ম্মুকঃ।
একবীরশ্চিরম্পাতু শিবচূড়ামণির্মহীম্॥"

ষিংহেশ্বর ও রাণী রঙ্গপতাকা স্থাপিত শিবমন্দির এবং মহেন্দ্র-বর্ম্মেশ্বরের মন্দির প্রভৃতি অসংখ্য কীর্ত্তি দেখা যায়।

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, পল্লবরাজগণ পরম্পরাক্রমে ব্রহ্মা হইতে আপনাদের উৎপত্তি কল্পনা করেন। কৈলাসনাথের মন্দিরে যেরূপ বর্ণনা আছে, অমরাবতীর স্তম্ভগাত্রে খোদিত লিপি তাহার প্রমাণ §।

উক্ত শিলালিপি হইতে আরও কএকজন পল্লবরাজের নাম পাওয়া যায়—

(১) মহেন্দ্রবর্ম্মা
|
(২) সিংহবর্ম্মা-১ম
|
(৩) অর্কবর্ম্মা
|
(৪) উগ্রবর্ম্মা (অর্কবর্ম্মার পর উগ্রবর্ম্মা রাজা হন। সম্পর্ক জানা যায় নাই।
|
(৬) নন্দীবর্ম্মা (৫) (শ্রীসিংহবিষ্ণুর পুত্র ইঁহার পর রাজা হন)
|
(৭) সিংহবর্ম্মা-২য়,

রাজা সিংহবর্ম্মা ২য়, উত্তরদেশজয়মানসে এবং আপনার দিগ্বিজয়ার্জ্জিত যশঃ স্থাপনার্থে সুমেরুপর্ব্বতে গমন করেন, তথায় পর্য্যটনজনিত ক্লেশ অপনোদনার্থে কএকদিন হরিচন্দন বৃক্ষের সুশীতল ছায়া ও বায়ু সেবন করিয়া ভাগীরথী, গোদাবরী ও কৃষ্ণানদী অতিক্রম করিয়া বীতরাগবুদ্ধের পবিত্রক্ষেত্র ধান্যঘট নগরীতে* উপনীত হইলেন এবং তথায় বুদ্ধের পূজা করিয়াছিলেন।

ত্রিশিরাপল্লীর (ত্রিচীনপল্লী) পর্ব্বতস্থ গুহার স্তম্ভলিপিতে পল্লবরাজ গুণভর (পুরুষোত্তম, শত্রুমল্ল ও সত্যসন্ধ ইঁহার বিরুদ) কাবেরীনদী প্রবাহিত দেশে রাজত্ব করিতেন। ইনি চোলরাজকে পরাজিত করিয়া তদ্রাজ্য আপন অধিকারভুক্ত করিয়া লন।

পল্লবরাজবংশের পূর্ব্বাপর ইতিহাস পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, একদিকে যেমন চালুক্যবংশ দাক্ষিণাত্যে আপনাদিগের প্রতিপত্তি বিস্তারে চেষ্টিত ছিল, অপরদিকেও পল্লবরাজগণ আপনাদের পূর্ব্বগৌরব রক্ষণে তদনুরূপ যত্নবান্ ছিলেন। এই কারণে উভয় রাজবংশেই অহরহঃ যুদ্ধ ঘটিত। এই প্রাচীন রাজবংশের প্রকৃত ও ধারাবাহিক ইতিহাস প্রাপ্ত না হইলেও আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত তাম্রশাসন ও শিলালিপি হইতে স্পষ্টই জানা যায় যে, পল্লবরাজগণ চালুক্যবংশের প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যভূমে রাজত্ব করিতেন।

যখন চালুক্যরাজ জয়সিংহ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, তখন আমরা ত্রিলোচনপল্লবকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত দেখি। রাজা ত্রিলোচন বীর নোনম্বের সমসাময়িক। ত্রিলোচনের ন্যায় প্রতাপশালী রাজা দাক্ষিণাত্যে ছিল না। ইনিই চালুক্য রাজ জয়সিংহকে পরাস্ত করিয়া শমন ভবনে প্রেরণ করেন। জয়সিংহের পুত্রের নাম রাজসিংহ বা রণরাগ, ইনি পুনরায় চালুক্য-সৈন্য পরিচালিত করিয়া পল্লবরাজ্য অধিকার করেন। চালুক্যরাজ পল্লবরাজ-কন্যা বিবাহ করিয়া উভয়ের মধ্যে শান্তি স্থাপিত করিলেন, ইহাই চালুক্যবংশের দক্ষিণ ভারতের প্রথম প্রতিষ্ঠা। এই সময়ে পল্লবরাজগণ কএকপুরুষ বুদ্ধসেবক ছিলেন। প্রাচীন কাদম্ব-রাজগণের প্রদত্ত তাম্রশাসন হইতে আমরা জানিতে পারি, রাজা মৃগেশবর্ম্মা পল্লবদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তৎ-পুত্র রাজা রবিবর্ম্মাও দিগ্বিজয়কালে পল্লবরাজ বিষ্ণুগোপ-বর্ম্মাকে* ও কাঞ্চীরাজ চণ্ডদণ্ড পল্লবকে পরাস্ত করিয়া আপন প্রভাব বিস্তার করেন।[৩] পল্লবরাজগণ যখন পলক্কদ[৪] রাজধানীতে রাজত্ব করিতেন, তখন রাজা ত্রৈরাজ্যপল্লবের সহিত বিক্রমাদিত্য চালুক্যের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। বিক্রমা-দিত্যের পুত্র রাজা বিনয়াদিত্য-সত্যাশ্রয়ও পল্লববিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। ইঁহাদের পূর্ব্বতন রাজা পুলোকেশীও কাঞ্চীপুরে এবং

§ অমরাবতীর স্তম্ভলিপি অনুসারে ব্রহ্মার পুত্র ভরদ্বাজ, তৎপুত্র অঙ্গিরা, তৎপুত্র সুধামা, তৎপুত্র দ্রোণ, দ্রোণপুত্র অশ্বথামার ঔরসে মদনী অপ্সরার গর্ভে পল্লবের জন্ম। প্রসবান্তে অপ্সরা জাতপুত্রকে পল্লবাদিতে আবৃত রাখিয়া পলায়ন করে। তদবধি তিনি পল্লব নামে অভিহিত হইয়াছেন। (Madras Journal of Literature and Science 1886-87.)

* ধান্যঘট বা ধান্যঘটক সংস্কৃত ধান্যকটক শব্দের অপভ্রংশ। ধান্য-কটক অমরাবতীর সর্ব্বপ্রাচীন নাম। তামিল ভাষায় ক স্থানে ঘ লিখি-বার নিয়ম আছে।

(১) ত্রিনেত্র পল্লব নামা জনৈক রাজা খৃষ্ট পূর্ব্ব ১১০০ অব্দে দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণ লইয়া যান ও তথায় তাঁহাদের বাসযোগ্য ভূম্যাদি দান করেন। এই এই ত্রিনেত্র রাজা ত্রিলোচন বলিয়া অনুমিত হয়। (Mackenzie Collection.)

(২) Journal Bom. B. R. As. Soc. Vol. IX. No. XXVII.

* পুরাবিদ্ ডাঃ বুর্ণেল পল্লবরাজ বিষ্ণুগোপবর্ম্মা ও অস্তিবর্ম্মার লিপিস্থ অক্ষরালোচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দে পল্লরাজধানী তোণ্ডইনাড়ু নগরের এইরূপ অক্ষর প্রচলিত ছিল। ইহাকে তিনি পূর্ব্ব চের বা পল্লব-অক্ষর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। অপর একজন বিষ্ণুগোপ বর্ম্মা খৃষ্টীয় ১১ শতাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।

[Sewell's Dynastics of Southern India p 71.

(৩) Indian Antiquary Vol. VI. p. 25—30, and Dynasties of the Kenarese Dist. p. 9.

(৪) পালকাড়ু,—কোচীন প্রদেশের অন্তর্গত বর্ত্তমান পালঘাট।

বাতাপীনগরে পল্লবরাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন। অতঃপর পল্লবরাজ পুনরায় বাতাপী অধিকার করিয়া লন। এ সময়ে কাঞ্চীপুর রাজ্য অক্ষুণ্ণ ছিল, কালে পল্লবরাজগণের ক্ষমতা ক্রমশঃ হ্রাস হইলে, খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে চোলরাজ পরকেশরিবর্ম্মার পুত্র বীরচোল পল্লবদিগের নিকট হইতে তোণ্ডমণ্ডলম্ অধিকার করেন*। বেঙ্গোরাষ্ট্রান্তর্গত মাঙ্গলুর গ্রাম দানোপলক্ষে রাজা সিংহবর্ম্মার রাজত্বের ৮ম বৎসরে উৎকীর্ণ তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারি যে, পলক্কদের পর পল্লবরাজগণ দশনপুরে রাজধানী স্থাপিত করিয়াছিলেন।

প্রসিদ্ধ চীন-পরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ যখন দাক্ষিণাত্য পরিদর্শনে গমন করেন, পল্লববংশীয় রাজগণ তৎকালে কাঞ্চীপুর ও বেঙ্গীনগরে রাজত্ব করিতেছিলেন। ইহার প্রায় দুইশতাব্দ পরে, চালুক্যরাজ কুব্জবিষ্ণুবর্দ্ধন পল্লবদিগকে পরাজয় করিয়া বেঙ্গীনগর অধিকার করিয়াছিলেন। অতঃপর ৭ম শকে আমরা দেখিতে পাই চালুক্যরাজ ২য় বিক্রমাদিত্য (৬৫৫-৬৬৯ শক) পল্লবরাজ নন্দিপোত বর্ম্মাকে পরাজিত করেন। এতদ্ভিন্ন খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দে রাজপুত্র হেমশীতল জৈনধর্ম্মগ্রহণপূর্ব্বক বৌদ্ধদিগকে কাঞ্চীধাম হইতে তাড়াইয়া সিংহলে প্রেরণ করেন। অতঃপর রাষ্ট্রকূটবংশীয় রাজা ধ্রুব-নিরুপম কর্তৃক পল্লব পরাজয় এবং তৎপরবর্ত্তী রাজা ৩য় গোবিন্দ কাঞ্চীপতি দন্তিগকে বিশেষরূপে নির্জ্জিত করিয়াছিলেন।* ইহার কিছু পরে কোঙ্গুরাজ গণ্ডদেব মহারায় পল্লবগণকে আপনার অধীন করিয়াছিলেন। অতঃপর পল্লবমল্ল নন্দিবর্ম্মার তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারি তিনি শবররাজ উদয়ন নিষাদরাজ, পৃথিবীব্যাঘ্র ও পাণ্ড্যরাজের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।†

পল্লববংশীয় রাজগণ বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সেবক ছিলেন। একদিকে যেমন তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রশ্রয়কল্পে অমরাবতী নগরে বুদ্ধমন্দির, স্তূপ ও মহামল্লপুরের বৃহৎরথ-বিহার প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তেমনি অপরদিকে ব্রাহ্মণসেবার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া, তাঁহারা দেবসেবানুরত ও বিদ্যানুশীলনে নিরত ব্রাহ্মণদিগকে তাম্রশাসনের অনুবলে অসংখ্য অসংখ্য ভূমি দান করিয়াছিলেন। উক্তরাজবংশধরগণ প্রতিষ্ঠিত-দেবমন্দিরের ব্যয়ভার বহনের জন্য অকুণ্ঠিতহৃদয়ে ভূ-সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। এই সকল আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, চীন-পরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ বর্ণিত বৃত্তান্তগুলি নিতান্ত অমূলক নহে। তাঁহার লিখিত গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে, 'পল্লবরাজগণের সময়ে 'দক্ষিণ-রাজ্যে' ভ্রমণ, ব্রাহ্মণ ও ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ একত্রে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছেন।' ইহাদের রাজত্বকালে দক্ষিণভারতে বিদেশীয়-বাণিজ্য উন্নতির চরমসীমায় আরোহণ করিয়াছিল* ইহা তৎসাময়িক ইতিহাস পাঠে জানা যায়। বাণিজ্য কারণে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর পল্লব-রাজ্যে আগমন ভিত্তিহীন নহে।

পরবর্ত্তী চীন-পরিব্রাজক হিউএন্-সিয়াংএর ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে আমরা জানিতে পাই যে, দাক্ষিণাত্যে গমনকালে তিনি পূর্ব্ব-উপকূল বহিয়া যে পথে অগ্রসর হন, তাহার চতুর্দ্দিকে বৌদ্ধমন্দির, মঠ ও সঙ্ঘারাম বিরাজিত ছিল। ইহার কতকগুলি তখনও পূর্ণপ্রভায় দেদীপ্যমান ছিল, অবশিষ্টাংশ কালের হস্ত হইতে রক্ষা না পাইয়া ধ্বংসে পরিণত হইতে ছিল এবং উহার সমীপবর্ত্তী ভগ্নপ্রায় হিন্দু মন্দিরগুলি যাহা পল্লবরাজবংশের উজ্জ্বলকীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে, কিছুদিন হইল, তদ্দেশসমূহ বিষ্ণুপূজক† চালুক্যরাজের করতলগত হইয়াছে। অদ্যাপিও পল্লবরাজধানীতে প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহের ধ্বংসাবশেষ লক্ষিত হয়।

পল্লব (দেশজ) বাঙ্গালার গোপজাতির শাখাভেদ।

পল্লবসার তৈল ঔষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—তিল তৈল ৪ সের, ত্রিফলার রস ৪ সের, জল ১৬ সের, শ্লেষ ৪ সের, ভৃঙ্গরাজ রস, শতমূলীর রস, দুগ্ধ ও কুষ্মাণ্ডরস প্রত্যেক ৪ সের,

(*) এই ঘটনার প্রকৃত সময়নিরূপণ লইয়া পুরাবিদ্গণের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। এই যুদ্ধ ৩০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ হইতে খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তি কোন সময় সংঘটিত হয় বলিয়া নানালোকে নানামত প্রকাশ করিয়াছেন।

* Ind. Ant. Vol. VII. p. 273-84.

† Fleet's Kanerese Dynastic's, p. 34.

* "While these consideration lead to the conclusion that the Kings of the Pallavas were powerful, enlightened and prosperous, the sources of their great prosperity are not for to seek. The central Emporium of the whole of the commerce between India and the Golden Chersonese and the region to the further East, and so of every Sea-board beyond India between China and the Western world was within their Territory ; and all the Diamonds then known to the world more also within their dominions and had probably supplied every diamond which up to that time had ever adorned a diadem. The bulk of that commerce went southwards from that "Locus unde solvunt in Chrysen navigates" in coasting vessels around Cape Kumari to the ports of departure for the markets of the West in the western coasts. The merchants laden with commodities would need to be protected along the wild roads across the Peninsula and could well afford to pay for the protection Fah. Hian's "certain Sum of money to the King the country".

For these reasons the conditions to me to be irresistible that Fah. Hian's 'Kingdom called Tha-thsen' is the great Kingdom of the Pallavas of Kanchi. Ind. Ant. Vol. VII. p. 7.

† পরবর্ত্তি পল্লবরাজগণ শৈব ছিলেন।

লাক্ষা ১ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের, কাঁজি ৪ সের। কল্কার্থ পিপুল, হরিতকী, দ্রাক্ষা, ত্রিফলা, নীলোৎপল, যষ্টিমধু, ক্ষীরকাকোলী প্রত্যেক ১ পল। গন্ধদ্রব্য কর্পূর, নখী, মৃগনাভী, গন্ধবিরজা, জৈত্রী ও লবঙ্গ প্রত্যেক ৪ তোলা। এই তৈল মর্দনে বায়ু ও পিত্তজনিত বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়, ইহা গ্রহণী ও প্রমেহ প্রভৃতি রোগে প্রযোজ্য। ইহার ব্যবহারে বলবীর্য্য বৃদ্ধি হয়।

পল্লবাদ (পুং) হরিণ। (শব্দার্থচ°)

পল্লবাঙ্কুর (পুং) পল্লবস্য অঙ্কুরো যত্র। ১ শাখা। পল্লবস্য অঙ্কুরঃ। ২ পল্লবের অঙ্কুর।

পল্লবাধার (পুং) পল্লবস্য আধারঃ। শাখা। (শব্দচ°)

পল্লবাস্ত্র (পুং) কামদেব। (শব্দার্থচ°)

পল্লবাহ্বয় (ক্লী) তালীশপত্র।

পল্লবিক (ত্রি) পল্লবঃ শৃঙ্গাররসোঽস্ত্যস্মিন্ বা পল্লব-ঠন্। কামুক, লম্পট। (হেমচ°)

পল্লবিত (ত্রি) পল্লবঃ সঞ্জাতোঽস্য 'তারকাদিভ্য ইতচ্' ইতি ইতচ্। ১ সপল্লব, পল্লবযুক্ত। ২ তত, বিস্তৃত (ক্লী) ৩ লাক্ষারক্ত। (মেদিনী)

পল্লবিন্ (পুং) পল্লবাঃ সন্ত্যস্য পল্লব-ইনি। ১ বৃক্ষ। (শব্দমা°) (ত্রি) ২ পল্লববিশিষ্ট।

"পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব।"(কুমা° ৩।৫৪)

পল্লাবরম, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর চিঙ্গলপুত (সেনগালপুত্ত) জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ১২°৫৭´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°১৩´ পূঃ। সেণ্ট-জর্জ (ফোর্ট) দুর্গের ৫।।০ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার সৈন্যাবাসের সন্নিকটে কতকগুলি প্রাচীন চকমকীনির্ম্মিত অস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। নিকটবর্ত্তী পঞ্চপাণ্ডব পর্ব্বতেরও উপরে অনেকগুলি ধ্বংসাবশেষ আছে। আলন্তুর মন্দিরে ভূমিদান উপলক্ষে চোলরাজ রাজরাজের রাজত্বে ১৫শ বৎসরের উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি এখানে পাওয়া গিয়াছে। [চোল দেখ।]

পল্লি (স্ত্রী) পল্লতীতি পল্ল-'সর্ব্বধাতুভ্য ইন্' ইতি ইন্। ১ গ্রামক। ২ কুটী (হেম) ৩ কুটী সমুদায়। ৪ গ্রাম। ৫ গৃহ (ভট্ট) ৬ স্থান। (স্বামী) ৭ গৃহগোধিকা। (হেম)

পল্লিকা (স্ত্রী) পল্লি-স্বার্থে কন্ ততষ্টাপ্। গৃহগোধিকা। (রাজনি°)

পল্লিবাহ (পুং) পল্লিং কুটীং বাহয়তি নির্ব্বাহয়তীতি পল্লি-বাহ-ণিচ্-অণ্। তৃণভেদ। তাম্রবর্ণ পত্রবিশিষ্ট তৃণবিশেষ।

"পল্লিবাহো দীর্ঘতৃণঃ সুপত্রস্তাম্রবর্ণকঃ।
অদৃঢ়ঃ শাকপত্রাদিঃ পশূনামবলপ্রদঃ॥" (রাজনি°)

পল্লী (স্ত্রী) পল্লি 'কৃদিকারাদিক্তি' বা ঙীষ্। ১ স্বল্পগ্রাম, ক্ষুদ্রগ্রামকে পল্লী কহে। যথা—ব্রাহ্মণপল্লী, গোপপল্লী ইত্যাদি।

"ইতস্ত্বং গচ্ছ মৎপল্লীং জানে সা তত্র তে গতা।
অহং তত্রৈব চৈষ্যামি দাস্যাম্যসিমিমাঞ্চ তে॥"
(কথাসরিৎসাগর ১০।১৩৫)

২ কুটী। ৩ নগরভেদ। দাক্ষিণাত্যপ্রদেশের প্রসিদ্ধ ত্রিচীন-পল্লী প্রভৃতি নগর। (শব্দর°) ৪ ক্ষুদ্র জন্তুবিশেষ, গৃহগোধী, চলিত টিকটিকী। ইহার পর্য্যায়—মুষলী, গৃহগোধা, বিশম্বর, জ্যেষ্ঠ, কুড্যমৎস্য, পল্লিকা, গৃহগোলিকা, মাণিক্যা, ভিত্তিকা, গৃহোলিকা প্রভৃতি। মনুষ্যের গাত্রে ইহা পতিত হইলে নিম্নলিখিত ফল হইয়া থাকে। মানবের দক্ষিণদিকে পল্লী পতনে স্বজন-ধনবিয়োগ এবং বামভাগে পড়িলে লাভ হইয়া থাকে। বক্ষঃস্থল, মস্তক, পৃষ্ঠ ও কণ্ঠদেশে পড়িলে রাজ্য এবং কর, চরণ ও হৃদয়ে পড়িলে সকল সুখলাভ হয়। (জ্যোতিঃ সারসং)

পল্লী, দাক্ষিণাত্য-বাসী দাসজাতি। ব্রাহ্মণের দাস্যবৃত্তি করা ইহাদের প্রধান উপজীবিকা।

পল্লীবাল, ব্রাহ্মণ জাতির শাখাভেদ। রাঠোরগণ মাড়বাড় প্রদেশে আসিয়া বাসস্থাপন করিবার পূর্ব্বে ইহারা পল্লীতে রাজত্ব করিত, এই জন্য ইহাদের পল্লীবাল নাম হইয়াছে। কিরূপে তাহারা পল্লীর অধিকার পায়, তাহা জানিবার সুবিধা নাই; কিন্তু পল্লীনগর হইতে পালিটানা পর্য্যন্ত স্থানে আজিও তাহা-দের কীর্ত্তিসমূহ লক্ষিত হইয়া থাকে। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দে যখন কনোজরাজ শিবজী পল্লী আক্রমণ করেন, তখন পল্লীবাল ব্রাহ্মণগণ এখানে রাজত্ব করিতেছিলেন। মুসলমানগণ মাড়-বার আক্রমণ করিলে তাহারা জয়শালমীর, বিকানির, ধাত ও সিন্ধুউপত্যকায় আসিয়া বাস করেন। ইহারা প্রজাবর্গকে টাকা দাদন দিয়া জাতদ্রব্য ক্রয় করিয়া লয় এবং সেই দ্রব্য নানাদেশে রপ্তানি করিয়া থাকে।

পল্বল (পুং ক্লী) পলতি গচ্ছতি পিবত্যস্মিন্ বা পল গতৌ বা পা পানে বলচ্ প্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সিদ্ধং (সানসিবর্ণসি-পর্ণসীতি। উণ্ ৪।১০৭) অল্পসরঃ। ক্ষুদ্রজলাশয়, ডোবা। ইহার লক্ষণ।

"অল্পং সরঃ পল্বলং স্যাদ্ যত্র চন্দ্রর্ক্ষগে রবৌ।
ন তিষ্ঠতি জলং কিঞ্চিৎ তত্রত্যংবারি পাল্বলং॥" (ভাবপ্র°)

যে জলাশয়ে অল্প পরিমাণে জল থাকে এবং চন্দ্র মৃগশিরা নক্ষত্রে গমন করিলে কিছুমাত্র জল থাকে না, তাহাকে পল্বল কহে, এবং পল্বলের জলের নাম পাল্বল। এই জল গুণ,—অভি-ষ্যন্দি, গুরু; স্বাদু ও ত্রিদোষকৃৎ। (ভাবপ্র°)

পল্বলাবাস (পুং) কচ্ছপ। (রাজনি° ব, ১৯)

পল্বল্য (ত্রি) পল্বল-যৎ। পল্বলময়, জলময়।
(তৈত্তিরীয় সং ৭।৪।১৩।১)

পব (পুং) পবনমিতি পূঞ্-শোধনে, ভাবে-অপ্, বা পুনাতীতি পূ-অচ্। ১ নিষ্পাব, ধান্যাদির নির্বুষীকরণ, শাল্যাদির শোধন ও বহুলীকরণ। (ভরত) ২ বায়ু। (শব্দচ°)

(স্ত্রী) পূয়তেঽনেন পূঞ্গি শোধে-অপ্। (পা ৩।৩।৪৩) গোময়। (শব্দচ°)

পবন (পুং) পুনাতীতি পূ-বহুলমন্যত্রাপীতি যুচ্। ১ নিষ্পাব। ২ বায়ু। পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহং।" (গীতা ১০।৩১)

৩ অন্তরীক্ষ সঞ্চারী বায়ু। "অনাস্থাঃ পূতাঃ পবনেন শুদ্ধাঃ" (অথ° ৪।৩৪।২) "পবনেন পবন সাধনেন পূতাঃ। যদ্বা পবনেন অন্তরীক্ষসঞ্চারিণা বায়ুনা পবিত্রীকৃতাঃ" (সায়ণ) সিদ্ধান্ত শিরোমণিতে ৮ প্রকার বাহ্য-পবনের উল্লেখ আছে।

"ভূবায়ুরাবহ ইহ প্রবহস্তদূর্দ্ধঃ
স্যাদুদ্বহস্তদনু সংবহসংজ্ঞকশ্চ।
অন্যঃ পরোঽপি সুবহঃ পরিপূর্ব্বকোঽস্মা-
দ্বাহ্যঃ পরাবহ ইমে পবনাঃ প্রসিদ্ধাঃ॥" (সিদ্ধান্তশিরো°)

আবহ, প্রবহ, উদ্বহ, সংবহ, সুবহ, পরিবহ ও পরাবহ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। [বিশেষ বিবরণ বায়ু শব্দে দেখ।]

৩ প্রাণবায়ু।

"অনেনৈব বিধানেন প্রবাতি পবনো লয়ং।
ততো ন জায়তে মৃত্যুর্জ্জরারোগাদিকং তথা॥" (হঠ°দী° ৩।৭৫)

৪ উত্তমমনুর পুত্রবিশেষ। (ভাগ° ৮।১।২৩) (স্ত্রী) ৫ কুম্ভকারদিগের আমঘটাদির পাকস্থান। চলিত পোয়ান।

"যঃ কুম্ভকারপবনোপরিপক্বলেপ-
স্তাপায় কেবলমসৌ নতু তাপশান্ত্যৈ॥" (উদ্ভট)
"পবনং কুম্ভকারস্য পাকস্থানে ন পুংসকং।
নিষ্পাবমরুতোঃ পুংসি॥" (মেদিনী)

পবন স্থলে পয়নপাঠ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা প্রামাদিক। ৬ জল। ৭ পবিত্রীকরণ। ৮ (ত্রি) প্রযত। (শব্দর°) ৯ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৪৪)

পবনগড়, চম্পানেরের অন্তর্গত একটী গিরিদুর্গ। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল উডিংটন কিল্লাদারকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া এই দুর্গ অধিকার করেন।

পবনতনয় (পুং) পবনস্য তনয়ঃ। পবনের পুত্র। হনুমান্, ভীমসেন প্রভৃতি বায়ুপুত্র।

পবনবংশ, দক্ষিণ সিংহভূমিবাসী 'ভুইয়া' জাতীর শাখা।

পবনবাহন (পুং) অগ্নি। (হেম)

পবনবিজয় (পুং) পবনং শ্বাসবায়ুং বিজয়তেঽনেন বি-জি-করণে অপ্। দেহস্থিত শ্বাস ও প্রশ্বাস বায়ুর গতিভেদে শুভাশুভসূচক গ্রন্থভেদ।

এই গ্রন্থে শ্বাস ও প্রশ্বাস বায়ু দ্বারা শুভ ও অশুভ জানা যাইবে, অর্থাৎ কোন্ নাসিকাতে শ্বাস প্রবাহিত হইলে ও কোন্ নাসিকাতে প্রশ্বাস লইলে কিরূপ ফলাফল হইবে তাহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে;—মহাদেব হরির নিকট শুনিয়া পার্ব্বতীকে বলিয়াছিলেন, হে দেবি! দেহমধ্যে নানাজাতীয় বহুসংখ্যক নাড়ী আছে, নাভির অধোদেশে ইহাদের স্কন্ধ, এই স্কন্ধ হইতে অঙ্কুর সকল নির্গত হইয়া শরীরে ব্যাপ্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে তিনটী শ্রেষ্ঠ, বামা, দক্ষিণা ও মধ্যমা। বামা সোমাত্মিকা, দক্ষিণা রবিতুল্যা ও মধ্যমা অগ্নিস্বরূপা। বামা অমৃতরূপিণী হইয়া জগৎ আপ্যায়িত করিতেছে, দক্ষিণা রৌদ্রভাগে জগৎ শুষ্ক করিতেছে, ইত্যাদি। (গরুড় পু° ৬৭ অঃ) পূর্ব্বে যে বামা, দক্ষিণা ও মধ্যমা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, ইহাদিগকে ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না বলা যায়। অতি সংক্ষিপ্তভাবে ইহাদের ফলাফল পর্য্যালোচিত হইল।

তত্ত্বাদির উদয়ানুসারে শ্বাস ও প্রশ্বাস হইয়া থাকে। বাম নাসিকায় শ্বাস উদয়ের নিরূপিত সময়ে যদি দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস উদয় হয়, অথবা দক্ষিণ নাসিকার শ্বাস উদয়ের নিরূপিত সময়ে যদি বাম নাসিকায় শ্বাস উদয় হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির সেই দিনে অশুভ-ঘটন ও হানি হয়। যখন বাম নাসিকায় শ্বাস নির্গম হইবে, সেই সময় শুভকর্ম্ম সকল করিলে শুভ হয়। যাত্রা, দান, বিবাহ এবং বস্ত্রালঙ্কার-ধারণ প্রভৃতি কার্য্য এই সময়ে করিবে। দক্ষিণ-নাসিকায় শ্বাস প্রবেশকালে যত প্রকার ক্রূরকর্ম্ম আছে, তাহা করিলে কার্য্যসিদ্ধি হয়। যুদ্ধযাত্রা, দ্যূত, স্নান, ভোজন, মৈথুন, ব্যবহার, ভয় ও ভঙ্গ প্রভৃতি কার্য্য সমুদায় করিবে।

যখন সুষুম্নায় শ্বাসের উদয় হয়, তখন শুভ বা অশুভ কোন কার্য্য করিবে না। কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে নিষ্ফল হইতে হয়। এই সময়ে একমাত্র যোগসাধনাদির অনুষ্ঠান করিবে। যে নাসিকার শ্বাস বহন হইবে, সেইদিকের পদ অগ্রে দিয়া কোন কার্য্যে যাত্রা করিলে, কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে। দক্ষিণ-নাসিকায় শ্বাস প্রবেশ কালে ষট্‌কর্ম্ম অর্থাৎ মারণ, মোহন, স্তম্ভন, উচ্চাটন ও বশীকরণ প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিলে সিদ্ধিলাভ হয়। সোম, শুক্র, বুধ ও বৃহস্পতিবারে বাম-নাসিকায় শ্বাস প্রবেশ সময়ে কোন কার্য্য করিলে তাহা সিদ্ধি হইয়া থাকে। শুক্লপক্ষ হইলে বিশেষ ফলপ্রদ হয়। রবি, মঙ্গল ও শনিবারে দক্ষিণ-নাসাপুটে শ্বাস প্রবেশকালে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাও সুসিদ্ধ হয়। বিশেষতঃ কৃষ্ণপক্ষে ইহা অধিক ফলপ্রদ। দক্ষিণ-নাসিকাতে বায়ু বহিলে দক্ষিণ

এবং পশ্চিম দিকে এবং বাম-নাসাপুটে বায়ুবহন কালে পূর্ব্ব ও উত্তর দিকে যাত্রা নিষেধ। ইহা লঙ্ঘন করিয়া যাত্রা করিলে অনিষ্ট সংঘটিত হয়। যাত্রাকালে যে নাসিকাতে শ্বাসের উদয় হইবে, সেই পদ অগ্রে ফেলিয়া যাত্রা করিবে, এইরূপ করিলে যাত্রাদি সিদ্ধ হয়। শনি ও মঙ্গলবারে মৃত্তিকাতে ৭ বার, রবি ও সোমবারে ১০ বার, বুধ ও শুক্রবারে একপদ এবং বৃহস্পতিবারে পদদ্বয় ফেলিয়া যাত্রা করিলে শুভ হয়। কোন স্থানে কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য যাইবার আবশ্যক হইলে তৎকালে যে নাসিকায় বায়ু বহন করে সেইদিকের হস্ত দ্বারা নাসিকা স্পর্শ করিয়া বামনাসার বহন কালে মৃত্তিকায় ৪ পদ এবং দক্ষিণনাসায় বহন কালে ৫ পদ আঘাত করিয়া যাত্রা করিলে শুভ হয়। প্রাতঃকালে উঠিবার সময় যে নাসার বায়ু বহন করে সেইদিকের হস্ত মুখে স্পর্শ করিয়া উঠিলে বাঞ্ছিত ফললাভ হইয়া থাকে ইত্যাদি। (পবনবিজয় স্বরোদয়)
[স্বরোদয় দেখ।]

পবনব্যাধি (পুং) পবনঃ বায়ুরোগ এব ব্যাধিরস্য। ১ উদ্ধব, শ্রীকৃষ্ণের সখা।
"প্রাপয়ন্ পবনব্যাধের্গিরমুত্তরপক্ষতাং।" (মাঘ ২।১৫)
পবনাৎ প্রকুপিতবায়োরুদ্ভবো যস্য। ২ বায়ুরোগ।

পবনাত্মজ (পুং) পবনস্য আত্মজঃ পুত্রঃ। ১ হনুমান্। ভীমসেন প্রভৃতি পবন পুত্র। ২ অগ্নি। "আকাশাদ্বায়ুঃ বায়োরগ্নিঃ" (শ্রুতি) বায়ু হইতে অগ্নির উৎপত্তি হইয়াছে, এই জন্য অগ্নিকেও পবনাত্মজ কহে। (মৎস্যপু°)

পবনাল (পুং) পবনায় নিষ্পাবায় অলতি পর্য্যাপ্নোতীতি অল-পর্য্যাপ্তৌ অচ্। ধান্যবিশেষ, চলিত দেধান। Andropogon saccharatus)। জনার। পর্য্যায়—দেবধান্য, চূর্ণাহ্ব, জুহুল, জুলল, বীজপুষ্প, পুষ্পগন্ধ। ইহার গুণ হিতকর, স্বাদু, লোহিত, শ্লেষ্ম ও পিত্তনাশক, অবৃষ্য, তুবর, রুক্ষ, ক্লেদকারী, ও লঘু। (ভাবপ্র°)

পবনাশ (পুং) পবনং বায়ুং অশ্নাতি ভক্ষয়তীতি অশ-ভোজনে কর্ম্মণ্যণ্ ইতি অণ্। সর্প। (হলায়ুধ)

পবনাশন (পুং) পবন-অশ-ল্যু। ১ সর্প। সর্প বায়ু ভক্ষণ করিয়া জীবিত থাকে, এই জন্য পবনাশন শব্দে সর্পকে বুঝায়। (ত্রি) ২ বায়ুভক্ষকমাত্র।

পবনাশনাশ (পুং) পবনাশস্য সর্পস্য নাশো যস্মাৎ বা পবনাশনং সর্পমশ্নাতীতি অশ-অণ্। ১ গরুড়। (হলায়ুধ) ২ ময়ূর।
"স্বযোনিভক্ষধ্বজসম্ভবানাং শ্রুত্বা নিনাদং গিরিগহ্বরেষু।
তমোহরিবিম্বপ্রতিবিম্বধারী ররাব কান্তে পবনাশনাশঃ॥"
(উত্তর চোরপঞ্চাশিকা)

পবনাশিন্ (পুং) পবন-অশ-ণিনি। (ত্রি) ১ সর্প। ২ বায়ুভক্ষক মাত্র। (মার্কণ্ডেয়পু° ২৪।১)

পবনেশ্বর (পুং) পবনেন স্থাপিতঃ ঈশ্বরঃ ঈশ্বরলিঙ্গ। কাশীস্থিত শিবলিঙ্গ ভেদ। পবন এই লিঙ্গ স্থাপন করেন।
(কাশীখ° ১৩ অঃ)

পবনেষ্ট (পুং) পবনে বায়ুরোগে ইষ্টঃ। মহানিম্ব। (রত্নমালা) ২ নিম্বুবৃক্ষ, বাতাবি নেবু। (বৈদ্যকনি°)

পবনোত্থুজ (স্ত্রী) পবনং পবিত্রং অম্বুজমিব পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। পত্রঘকবৃক্ষ। (শব্দচ°) পবনোত্থুজ পাঠ সাধু নহে, 'পবনাম্বুজ' এইরূপ পাঠই সাধু।

পবমান (পুং) পবতে শোধয়তীতি পূঙ্ শোধনে শানচ্ ততো মুমাগমঃ (পূঙ্যজোঃ শানচ্। পা ৩।২।১২৮) ১ বায়ু। "ন খরো ন চ ভূয়সা মৃদুঃ পবমানঃ পৃথিবীরুহানিব।" (রঘু ৮।৯) ২ অগ্নির স্বাহাজাত পুত্রভেদ। অগ্নির স্বাহাদেবীতে তিনটী পুত্র হয়, যথা—পাবক, পবমান ও শুচি। * ৩ নির্ম্মথ্যাগ্নি, ইহাকে গার্হপত্যাগ্নি কহে।
"অথ যঃ পবমানস্তু নির্ম্মথ্যোঽগ্নিঃ স উচ্যতে।
স চ বৈ গার্হপত্যোঽগ্নিঃ প্রথমো ব্রহ্মণঃ স্মৃতঃ॥"
(মৎস্যপু° ৪৮ অঃ) (ঋক্ ৯।১১।৯) (ঐত° ব্রা° ২।৩৭) (শত° ব্রা° ১০।১।২।৭) ৪ সোম, চন্দ্রের নামান্তর। (হরিবংশ) ৫ জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে সাম্যা কর্ত্তৃক গেয় স্তোত্র ভেদ। (ঐতরেয়ব্রা° ২।৩৭, তৈত্তিরীকং ৩।২।১।১, শাঙ্খায়নব্রা° ১২।৫, শতপথব্রা° ১৩।২।৩।১) ৬ ত্রিরাত্রভেদ। (পঞ্চবিংশব্রা° ২১।৬।১, শাঙ্খায়ণ ব্রা° ১৫।৬।১)

পবমানাত্মজ (পুং) পবমানস্য বায়োরাত্মজঃ। হব্যবাহন, অগ্নি। শ্রুতিমতে বায়ু হইতে অগ্নির উৎপত্তি হয়, এই জন্য পবমানাত্মজ শব্দে অগ্নিকে বুঝায়।
"পবমানাত্মজো হ্যগ্নির্হব্যবাহন উচ্যতে॥" (মৎস্যপু° ৪৮ অঃ)

পবমানবৎ (ত্রি) পবমানঃ বিদ্যতেঽস্য, পবমান-মতুপ্, মস্য ব। পবমান (স্তোত্র) যুক্ত। (ঐত° ব্রা° ৪।৬)

পবমানহবিস্ (ক্লী) পবমান অগ্নির উদ্দেশে দেয় হবিঃ।

পবমানেষ্টি (স্ত্রী) পবমানস্য অগ্নেঃ ইষ্টিঃ যাগঃ। অগ্নিযজ্ঞ, পবমানহবিঃ।

পবয়িতৃ (ত্রি) পূ-ণিচ্ ততঃ তৃচ্। পবিত্রতাসম্পাদনকারী। "বায়ুর্হি তন্তুপবয়িতা স্বদায়িতা" (তৈত্তী° স° ৬।৩।৭।২)

* "যোসাবগ্নিরভীমানী ব্রহ্মণস্তনয়োঽগ্রজঃ।
তস্মাৎ স্বাহা সুতান্ লেভে ত্রীনুদারৌজসো দ্বিজ॥
পাবকং পবমানঞ্চ শুচিঞ্চাপি জলাশিনং।
তেষাস্তু সন্ততাবন্যে চত্বারিংশচ্চ পঞ্চ চ॥" (মৎস্যপু° ৪৮ অ°)

পবর্ষ্টুরিক (পুং) ঋষিভেদ। তস্য অপত্যং ঢক্। পাব-ষ্টুরিকেয়, তাহার অপত্য। (পাণিনি ৪।১।১২৩)

পবাকা (স্ত্রী) পুনাতীতি পূঞ্-আপ্ প্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সাধুঃ (বলাকাদয়শ্চ। উণ্ ৪।১৪) বাত্যা, চক্রবাত। (উজ্জ্বল)

পবারু (পুং) কারবেল্য। (ত্রিকা°)

পবি (পুং) পুনাতীতি পূঞ্-শোধনে ই, (অচ্ ইঃ। উণ্ ৪।১৩৮) বজ্র। ১ "অব্যুঘেষু পবয়ো ববৃত্যুঃ" (ঋক্ ১০।২৭।৬) (স্ত্রী) ২ বাক্য। (নিঘণ্টু) ৩ সুহীবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

পবিত (ত্রি) পূয়তেস্ম পূঙ্-ক্ত ততঃ ইড়াগমঃ (পূঙশ্চ। পা ৭।২।৫১) পূত, পবিত্র। ক্ত্বা ও নিষ্ঠাপ্রত্যয় পরে পূঙ্ ধাতুর উত্তর বিকল্পে ইট্ হয়। ইহাতে পূত ও পবিত এই দুই পদই হইবে। (ক্লী) মরিচ। (রাজনি°)

পবিতৃ (ত্রি) পুনাতীতি পূ-তৃচ্। পবিত্রতাকারক।

"তন্মুখশ্রিয়া যস্য তৃণং স মন্মথঃ
কুলশ্রিয়া যঃ পবিতাম্বদস্বয়ম্ ॥" (নৈষধ)

পবিত্র (ক্লী) পূয়তেঽনেনেতি পূ (পুবঃ সংজ্ঞায়াম্। পা৩।২।১৮৫) ইতি ইত্র। ১ বর্ষণ। ২ কুশ।

"পবিত্রন্তু মেধ্যে তাম্রে কুশে জলে।" (বিশ্ব)
"প্রাক্ কূলান্ পর্য্যুপাসীনঃ পবিত্রৈশ্চৈব পাবিতঃ।" (মনু ২।৭৫)

৩ তাম্র। ৪ পয়ঃ।

"তাম্রে পয়সি চ ক্লীবং মেধ্যে স্যাদভিধেয়বৎ।" (মেদিনী)

৫ ঘর্ষণ। (বিশ্ব) ৬ অর্ঘোপকরণ। ৭ যজ্ঞোপবীত।

"অর্ঘোপকরণে চাপি পবিত্রা তু নদীভিদি ॥" (হেম)

৮ ঘৃত। ৯ মধু। (রাজনি°) ১০ পার্ব্বণশ্রাদ্ধাদি সময়ে অর্ঘের নিমিত্ত এবং হোমাদি কার্য্যে ঘৃতসংস্কারাদির জন্য অগ্র-বিশিষ্ট প্রাদেশপ্রমাণ কুশপত্রদ্বয়, এই কুশপত্রদ্বয় গর্ভশূন্য ও অন্য কুশদ্বারা বেষ্টিত থাকিবে।

"অনন্তর্গর্ভিণং সাগ্রং কৌশং দ্বিদলমেব চ।
প্রাদেশমাত্রং বিজ্ঞেয়ং পবিত্রং যত্র কুত্রচিৎ ॥" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

ব্রাহ্মণ হস্তে পবিত্র দিতে হয়। ১১ বিষ্ণু। (ভারত ১২।১৪৯।৩৮) (ত্রি) ১২ ব্রতাদি দ্বারা বিশুদ্ধ।

"নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে ॥" (গীতা ৪।৩৮)

পর্য্যায়—প্রযত, পূত, শুচি, শুদ্ধ, পবিত্রিত, পুণ্য, পাবন। ১৩ শুদ্ধদ্রব্য, পর্য্যায়—পূত, মেধ্য, শুদ্ধ, শুচি, পুণ্য ও পূতিবৎ। (জটাধর) (পুং) ১৪ তিলবৃক্ষ। ১৫ পুত্রঞ্জীববৃক্ষ। (রাজনি°) ১৬ কার্ত্তিকেয়ের নামান্তর। (ভারত ৩।২৩১।৬) ১৭ মহাদেব। (ভারত ১২।১৩।৩৫)

পবিত্রক (ক্লী) পবিত্র-কন্ বা পবিত্রে পয়সি কায়তীতি কৈ-ক। ১ জাল। ২ শণসূত্র জাল। ৩ ক্ষত্রিয়ের যজ্ঞোপবীত।

"কার্পাসমুপবীতং স্যাদ্ বিপ্রস্যোর্দ্ধবৃতং ত্রিবৃৎ।
শণসূত্রময়ং রাজ্ঞো বৈশ্যস্যাবিকসৌত্রিকং ॥"

ইতি মনুবচনাৎ পবিত্রকমপি তদুচ্যতে। (ভরত)

পবিত্র স্বার্থে কন্। ৪ কুশ। ৫ দমনক। ৬ অশ্বত্থ। ৭ উডুম্বর। (রাজনি°)

পবিত্রতা (স্ত্রী) পবিত্রস্য ভাবঃ, পবিত্র-তল্, টাপ্। পবিত্রত্ব, বিশুদ্ধতা, বিশুদ্ধের ভাব।

"ক্রিয়তে স্বৎকরৈঃ স্পর্শাজ্জলাদীনাং পবিত্রতা।"
(মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৭৪।১০)

পবিত্রধান্য (ক্লী) পবিত্রং ধান্যং নিত্যকর্ম্মধা°। যব।

পবিত্রপতি (পুং) পবিত্রস্য পতিঃ। পবিত্রপালক, বিশুদ্ধ-পালক। "তস্য তে পবিত্রপতে পবিত্রপূতস্য যৎকামঃ" (শুক্ল যজু° ৪।৪) পবিত্রপতে! পবিত্রান্ শুদ্ধান্ পাতি পবিত্রপতিঃ, হে পবিত্রপতে! শুদ্ধপালক' (মহীধর)

পবিত্রপাণি (ত্রি) পবিত্রং পাণৌ যস্য। পবিত্রহস্ত, কুশহস্ত হইয়া ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে হয়।

"অপরাহ্নে সমভ্যর্চ্চ্য স্বাগতেনাগতাংস্তু তান্।
পবিত্রপাণিরাচান্তানাসনেষূপবেশয়েৎ ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য সং ১।২২৬)

পবিত্রপূত (ত্রি) পবিত্রেণ পূতঃ। পবিত্র বস্তু দ্বারা বিশুদ্ধ। "সর্ব্বে সোমাঃ পবিত্রপূতাঃ" (শুক্লযজু ৪।৪)

পবিত্ররথ (ত্রি) পবিত্রঃ রথঃ যস্য। একজন রাজা। "রাজা পবিত্ররথো বাজমারুহঃ" (ঋক্ ৯।৮৩।৪) 'রাজা পবিত্ররথশ্চ বাজং সংগ্রামং আরুহৎ, (সায়ণ)

পবিত্রবৎ (ত্রি) পবিত্রং বিদ্যতেঽস্য পবিত্র-মতুপ্, মস্য ব। পাবনরশ্মিসংযুক্ত। "পুত্রঃ পিত্রোঃ পবিত্রবান্" (ঋক্ ১।১৬০।৩) 'পবিত্রবান্ পাবনরশ্মিযুক্তঃ' (সায়ণ)

পবিত্রা (স্ত্রী) পবিত্র-টাপ্। ১ তুলসী। ২ নদীভেদ। ৩ হরিদ্রা। ৪ অশ্বত্থীবৃক্ষ। (রাজনি°)

পবিত্রারোপণ (ক্লী) পবিত্রস্য যজ্ঞোপবীতস্য আরোপণং প্রদানং যত্র। শ্রীকৃষ্ণসম্প্রদানক উপবীত দানরূপ উৎসব বিশেষ। শ্রীকৃষ্ণকে উপবীত দান করিতে হয়, ইহাকে পবিত্রা-রোপণ কহে, উপবীতদান জন্য পরে উৎসব করিতে হয়।

শ্রাবণ মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে বৈষ্ণবগণ পরম ভক্তিসহকারে শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রারোপণোৎসব করিবেন।*

শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রারোপণের কালনির্ণয় বিষয়ে হরিভক্তি বিলাসে এইরূপ লিখিত আছে।

---

* শ্রাবণস্য সিতে পক্ষে দ্বাদশ্যাং বৈষ্ণবৈর্মুদা।
কর্ত্তব্যঃ কৃষ্ণদেবস্য পবিত্রারোপণোৎসবঃ ॥" (হরিভক্তিবিলাস)

"শ্রাবণস্য সিতে পক্ষে কর্কটস্থে দিবাকরে।
দ্বাদশ্যাং বাসুদেবায় পবিত্রারোপণং স্মৃতং॥
সিংহস্থে বা রবৌ কার্য্যং কন্যায়াস্ত গতেঽথ বা।
তস্যামেব তিথৌ সম্যক্ তুলাসংস্থে কথঞ্চন॥" (বিষ্ণু-রহস্য)

শ্রাবণের শুক্লা দ্বাদশীর দিন পবিত্রারোপণ হইবে। যদি কোন বিঘ্নবশতঃ শ্রাবণ মাসে ইহা অনুষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে ভাদ্র, আশ্বিন বা কার্ত্তিক মাসে করিতে হইবে। পর পর বিধান দ্বারা ইহাই প্রতীত হয় যে, এই পবিত্রারোপণ বৈষ্ণবদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। ভাদ্রাদি মাসে ও শুক্লা দ্বাদশীর দিন ইহা করিতে হইবে। মন্ত্রতন্ত্রপ্রকাশে লিখিত আছে, শ্রাবণ মাসে বিঘ্ন-পতিত হইলে যতদিন হরি-শয়ন শেষ হয়, তাহার মধ্যে পবিত্রক অর্পণ বিধেয়। শ্রাবণ মাস মুখ্যকাল এবং তদতিরিক্তকাল গৌণ। হরি-শয়ন শেষ হইলে আর ইহা দান হইবে না। বিষ্ণু-রহস্য প্রভৃতিতে লিখিত আছে, যিনি সকল তীর্থে স্নান এবং সকল যজ্ঞ সমাপন করিয়াছেন, কিন্তু শাস্ত্রানুসারে পবিত্রদান করেন নাই, তাঁহার সকল পূজাদির ফল বিনষ্ট হইয়াছে।* এই জন্য ইহার অনুষ্ঠান করা সকলেরই অবশ্যকর্ত্তব্য। বিষ্ণু-রহস্যে লিখিত আছে, বিষ্ণুকে পবিত্রদান করিলে মুক্তিলাভ হয়, এবং ইহা স্ত্রীপুরুষের কীর্ত্তিপ্রদ, পবিত্র ও সুখ-সম্পদের কারণ। এই পবিত্রদান সকল প্রকার পুণ্য হইতে পুণ্যতম। এক বৎসর জনার্দ্দন বিষ্ণুকে পূজা করিলে যে ফললাভ হয়, পবিত্রদানে সেই ফল হইয়া থাকে। পাপ হইতে মুক্ত ও ভববন্ধন হইতে নিস্কৃতিলাভ করে বলিয়া ইহার নাম 'পবিত্র' হইয়াছে †।

* স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
হরিশ্চ প্রীতিমাপ্নোতি যঃ পবিত্রং সমাচরেৎ॥
বিধিনা শাস্ত্রদৃষ্টেন যো ন কুর্য্যাৎ পবিত্রকং।
হরন্তি রাক্ষসাস্তস্য বর্ষপূজাদিকং ফলং॥"
যে ত্বাং ন বহুমন্যন্তে যথা সম্ভাবিতো ময়া।
জপহোমাদিকং তেষাং ফলং তামেতু নিশ্চয়াৎ॥ (হরিভক্তি বি)

† "পবিত্রারোপণং বিষ্ণোর্ভুবি মুক্তিপ্রদায়কং।
স্ত্রীপুংকীর্ত্তিপ্রদং পুণ্যং সুখসম্পজ্জনাবহং॥
পুণ্যানাস্ত তথা পুণ্যং সর্ব্বপাপহরন্ত বৈ।
পবিত্রারোপণং তস্মাৎ পবিত্রং পরমং স্মৃতং॥
সম্বৎসরে নরো ভক্ত্যা সমভ্যর্চ্চ্য জনার্দ্দনং।
যৎ ফলং সমবাপ্নোতি পবিত্রারোপণেন তৎ॥
অপরঞ্চ—
"পাবয়ত্যেনসো নিত্যং ত্রায়তে ভববন্ধনাৎ।
পবিত্রং তেন বিখ্যাতং ব্রাহ্মং তেজোঽভিধীয়তে॥
বিষ্ণ্বাখ্যয়া তু বিখ্যাতং তদা লোকে বিধীয়তে॥
স এব সূত্ররূপেণ তন্ত্রেশঃ কর্ম্মণাং প্রভুঃ॥

পবিত্রারোপণ বিধি—

সুবর্ণ, রজত, তাম্র, ক্ষৌম, সূত্র, পদ্মসূত্র বা কার্পাস সূত্র দ্বারা পবিত্র প্রস্তুত করিতে হইবে। সূত্র ত্রিগুণ করিয়া পরে ইহা আবার ত্রিগুণ করিয়া লইতে হইবে। এইরূপ প্রকারে প্রস্তুত হইলে, তাহা পবিত্র নামে অভিহিত হয়। এই পবিত্র পঞ্চগব্যে শোধন এবং বিশুদ্ধ জলে ধুইয়া পরে মূলমন্ত্র অষ্টোত্তর শতবার জপ করিয়া অভিমন্ত্রণ করিবে। ইহার আদ্যভাগে ৩৬টী, মধ্যে ২৪টী এবং অন্তে ১২টী গ্রন্থি দিতে হইবে। এই সকল গ্রন্থি যেন সুবৃত্ত ও মনোরম হয়। উত্তম পবিত্রে অঙ্গুষ্ঠ পর্ব্ব পরিমাণান্তর, মধ্যম তদর্দ্ধ এবং কনিষ্ঠ পবিত্রে তাহার অর্দ্ধপরিমাণ গ্রন্থি সকল করিতে হইবে। এইরূপে পবিত্র-নির্ম্মাণ করিয়া দ্বাদশী দিনে শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিতে হয়। পবিত্রারোপণের পূর্ব্বদিনে অধিবাস কার্য্য সমাধা করিয়া, পরবর্ত্তী দ্বাদশীতে প্রাতঃকৃত্যাদি যথাবিধানে সমাপনপূর্ব্বক পবিত্রদান করিতে হইবে। দানের সময় নানাপ্রকার বাদ্য, উৎসব এবং নাম সংকীর্ত্তন করিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণের ও তৎ পরিবারাদির পূজা সমাপন করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পবিত্র অর্পণ করিবে।

অর্পণ-মন্ত্র—"কৃষ্ণ কৃষ্ণ নমস্তুভ্যং গৃহাণেদং পবিত্রকম্।
পবিত্রকরণার্থায় বর্ষপূজাফলপ্রদম্॥
পবিত্রকং কুরুষাদ্য যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্।
শুদ্ধো ভবাম্যহং দেব ত্বৎপ্রসাদাজ্জনার্দ্দন॥"

পরে শ্রীকৃষ্ণের মহাপূজা সমাপন এবং স্তুতি ও নমস্কারান্তে ইষ্ট প্রার্থনা করিতে হইবে।

প্রার্থনা-মন্ত্র—"বনমালাং যথা দেব! কৌস্তুভং সততং হৃদি।
তদ্বৎ পবিত্রতন্তুংশ্চ পূজাঞ্চ হৃদয়ে বহ॥
জানতাজানতা বাপি ন কৃতং যত্তবার্চ্চনং।
কেনচিদ্বিঘ্নদোষেণ পরিপূর্ণং তদস্তু মে॥"

এইরূপে পবিত্র অর্পণ করিয়া বিসর্জ্জন করিতে হইবে। মাস, পক্ষ, ত্রিরাত্র বা অহোরাত্র পর্য্যন্ত পবিত্র রাখিয়া পরে পবিত্র বিসর্জ্জন দিতে হইবে। হরিভক্তিবিলাসে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে অধিক লিখিত হইল না।

(হরিভক্তিবি°)

পবিত্রারোহণ (ক্লী) পবিত্রস্য যজ্ঞোপবীতস্য, আরোহণং সম্প্রদানং যত্র। পবিত্রারোপণ। [পবিত্রারোপণ দেখ।]

কালিকাপুরাণে লিখিত আছে, প্রায় সকলদেবতারই পবিত্রারোহণ করিতে হয়। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের শুক্ল-

তদেব ত্রিগুণীসূত্রং ততং নারায়ণাখ্যয়া।
ত্রিদেবাত্মা ত্রিবেদাত্মা ত্র্যক্ষরঃ প্রণবঃ স্মৃতঃ॥" (হরিভক্তিবিলাস)

পক্ষীয় অষ্টমীর দিন ভগবতী দুর্গার পরমপ্রীতিকর পবিত্রারোহণ করিবে। শ্রাবণ মাস হইতেই দেবীর পবিত্র-নির্ম্মাণ বিধেয়। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে সকল দেবতারই পবিত্রারোহণ কর্ত্তব্য। যিনি দেবোদ্দেশে পবিত্রার্পণ করেন, তাঁহার সম্বৎসর শুভ হয়। তিথি সমুদায়ের মধ্যে কুবেরের প্রতিপদ, লক্ষ্মীর দ্বিতীয়া, ভবভাবিনী দেবীর তৃতীয়া এবং তাঁহার পুত্রের চতুর্থী, সোমরাজের পঞ্চমী, কার্ত্তিকেয়ের ষষ্ঠী, ভাস্করের সপ্তমী, দুর্গার অষ্টমী, মাতৃকাদিগের নবমী, বাসুকির দশমী, ঋষিদিগের একাদশী, চক্রপাণির দ্বাদশী, অনঙ্গের ত্রয়োদশী, মহাদেবের চতুর্দ্দশী এবং ব্রহ্মা ও দিক্‌পালগণের পৌর্ণমাসীতিথি পবিত্রারোহণে প্রশস্ত। যে সকল লোক দেবগণের জন্য এই পবিত্রারোহণ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন না, তাঁহাদের সম্বৎসরকৃত পূজার ফললাভ হয় না। সুতরাং যত্নপূর্ব্বক ইহার অনুষ্ঠান সকলেরই কর্ত্তব্য। পবিত্রনির্ম্মাণবিষয়ে প্রথমে দর্ভসূত্র, তাহার পর পদ্মসূত্র, সুপবিত্র-ক্ষৌম এবং তদভাবে কার্পাসসূত্র ও পট্টসূত্র আবশ্যক। অন্যান্য সূত্রদ্বারা পবিত্র-নির্ম্মাণ করিবে না। গন্ধ ও সুরভি মাল্যদ্বারা পবিত্রের যথোচিত অর্চ্চনা করিতে হইবে। কন্যা অথবা পতিব্রতা এবং সচ্চরিত্রা-প্রমদাগণেরই পবিত্রের সূত্রকর্ত্তনে অধিকার আছে। দুঃশীলা নারী কদাচ পবিত্রের সূত্রকর্ত্তন করিবে না। সূচিভিন্ন, দগ্ধ, ভস্ম বা ধূম দ্বারা অভিগুণ্ঠিত সূত্র পবিত্রনির্ম্মাণে বর্জ্জনীয় এবং যে সূত্র উপভুক্ত, মূষিকদষ্ট, রক্তাদিদ্বারা দূষিত, মলিন এবং নীলরাগযুক্ত তাহাও বর্জ্জনীয়। উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠভেদে তিনপ্রকার পবিত্র নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ২৭ গুণিত সূত্রে যে পবিত্র প্রস্তুত হয়, তাহা কনিষ্ঠ। ৫৪ গুণিতে মধ্যম এবং ১০৮ গুণিত সূত্রে উত্তম-পবিত্র নির্ম্মিত হয়। এই পবিত্র দিব্যলোকের উৎপাদক এবং স্বর্গ ও মোক্ষের সাধক। মহাদেবীকে দান করিলে ইহাতে শিবসাযুজ্য লাভ হয়। বাসুদেবকে দান করিলে বিষ্ণুলোকে গতি হয়। অষ্টোত্তরসহস্রসূত্রে নির্ম্মিত পবিত্রকে রত্নমালা বলে। রত্নমালাসংজ্ঞক পবিত্র দান করিলে কোটিসহস্রকল্প স্বর্গলোকে থাকিয়া অন্তে শিবত্ব প্রাপ্তি হয়। এইরূপ অষ্টোত্তরসহস্রসূত্র দ্বারা যে পবিত্র হয়, তাহাকে নাগহার কহে। ইহার দানে সূত্রসংখ্যানুসারে ততকল্প স্বর্গলোকে বাস হয়। অষ্টোত্তরসহস্র তন্তুতে হরির নিমিত্ত যে পবিত্র প্রস্তুত হয়, তাহার নাম বনমালা। ইহা দানে বিষ্ণুসাযুজ্য লাভ হয়। পূর্ব্বে যে কনিষ্ঠ পবিত্রের উল্লেখ করিয়াছি, উহা নাভিদেশপ্রমাণ হইবে এবং ইহাতে ১২টী গ্রন্থি থাকিবে। মধ্যমপবিত্র উরু পর্য্যন্ত এবং ২৪টী গ্রন্থিযুক্ত হইবে, কিন্তু উত্তমপবিত্র জানু পর্য্যন্ত লম্বমান ও ৩৬ গ্রন্থিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। নাগহার নামক পবিত্রে যথাবিধি অষ্টোত্তরশত গ্রন্থি করা বিধেয়। যেপ্রকার পবিত্রনির্ম্মাণ করিবে, গ্রন্থি সকল তদনুবর্ণ সূত্র দ্বারা প্রস্তুত করিবে।

পবিত্রদানের পূর্ব্বদিন অধিবাস করিয়া তৎপরদিন তাহাতে মন্ত্রন্যাস করিবে। পবিত্রের সকল গ্রন্থিতে অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা মন্ত্রজপ করিয়া ন্যাস করিবে। এইরূপ মন্ত্রন্যাস করিলে পবিত্র দেবীর অঙ্গে যোজিত হয়। দুর্গাতন্ত্রমন্ত্র দ্বারা তত্ত্বন্যাস করা কর্ত্তব্য। একটী যজ্ঞপাত্রে সমুদায় পবিত্র স্থাপন করিয়া সেই পাত্রে উত্তম গন্ধ ও পুষ্পাদি রাখিতে হইবে। পরে উহাতে ন্যাস করিতে হইবে। ঐ পবিত্রে কুঙ্কুম, উশীর, কর্পূর এবং চন্দনাদি বিলেপন আবশ্যক। অতঃপর ন্যাসাদি সমাপনান্তে দুর্গাতন্ত্রানুসারে দুর্গাবীজ দ্বারা দেবীর মস্তকে পবিত্র অর্পণ করিবে। যে যে দেবতার যে যে প্রকার পূজাবিধান আছে, সেই সেই বিধানানুসারে দেবতা সকলের পূজা করিয়া পবিত্রার্পণ বিধেয়।

ইহাতে নানাবিধ নৈবেদ্য, পেয়, অনেক প্রকার পিষ্টক, মোদক, নারিকেল, খর্জ্জুর, পনস, আম্র প্রভৃতি বিবিধ ফল, সকল প্রকার ভক্ষ্য ও ভোজ্য, মদ্য, মাংস, ওদন, গন্ধপুষ্প, মনোহর ধূপদীপ ও বসনভূষণ প্রভৃতি উপচার দিতে হইবে। রাত্রিকালে নট ও বেশ্যাদ্বারা নৃত্যগীত করাইয়া আনন্দচিত্তে রাত্রি জাগরণ করিবে। এই উৎসবে দ্বিজাতিগণের সহিত ব্রাহ্মণ, জ্ঞাতি ও কুটুম্বদিগকে ভোজন করাইতে হইবে। পবিত্রারোহণ সম্পন্ন হইলে সুবর্ণ, গো প্রভৃতি দক্ষিণা দিয়া বিসর্জ্জন করিতে হয়। পবিত্রারোহণ কার্য্য সম্পন্ন হইলে, বাৎসরিক পূজা সম্পাদনের ফললাভ হয়। ইহার অনুষ্ঠানে মানব শতকোটীকল্প দেবীর গৃহে বাস করে। কালিকাপু° ৫৬ অ° ও গরুড়পুরাণে ২৪ অধ্যায়ে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।

পবিত্রিত (ত্রি) পবিত্রমস্য সঞ্জাতঃ তারকাদিত্বাদিতচ্। পবিত্র, পর্য্যায়—প্রযত, পূত, শুচি, শুদ্ধ (শব্দর°)

পবিত্রিন্ (ত্রি) পবিত্র অস্ত্যর্থে ইনি। পবিত্রতাযুক্ত। "অমৃতাশী সদা চ স্যাৎ পবিত্রী চ সদা ভবেৎ।"(ভারত ১৩।৪৪।০৩)

পবিন্দ (পুং) ঋষিভেদ। তস্য গোত্রাপত্যং অশ্বাদিত্বাৎ ফঞ্। পাবিন্দায়ন—তাহার গোত্রাপত্য।

পবিমৎ (ত্রি) সামভেদ।

পবীতৃ (ত্রি) পূ-তৃচ্ বেদে ইটো দীর্ঘঃ। শোধক। (ঋক্ ৯।৪।...)

পবীনব (পুং) গর্ভোপদ্রাবক অসুর ভেদ। (অথ° ৮।৬।...)

পবীর (ক্লী) ১ আয়ুধ। "পবিঃ শল্যো ভবতি তদ্বিদুর... কায়ং তদ্বৎ পবীরমায়ুধং।" (নিরুক্ত ১২।৩০)

পবি-স্বার্থে-ঈর। ২ বজ্র। (ঋক্ ১০।৬০।৩) ৩ ফাল।

(শুক্ল° যজু° ১২।...)

'পবির্ধারাস্যাস্তীতি পবীরং ফালঃ' (বেদদীপ)

পবীরব (পুং) পবেঃ বজ্রস্য রবঃ, বেদে দীর্ঘঃ। ১ বজ্র বা বজ্রের শব্দ। (ঋক্‌ ১।১৭৪।৪)
'পবীরবস্ত কুলিশস্ত কুলিশশব্দস্ত বা' (সায়ণ)

পবীরবৎ (ত্রি) পবীরং বিদ্যতেঽস্য মতুপ্‌, মস্য ব। ফালসংযুক্ত।
"যো অনান্মহিষা ইবাতিতস্থৌ পবীরবান্‌" (ঋক্‌ ১০।৬০।৩)

পব্য (ত্রি) পূ-ণ্যৎ। ১ শোধ্য। ২ যজ্ঞপাত্রাদি। (ঋক্‌ ৯।৮৬।৩৪)

পশ, বন্ধ। চুরাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্‌। লট্‌ পাশয়তি। লোট্‌ পাশয়তু। লিট্‌ পাশয়াঞ্চকার। লুঙ্‌ অপীপশৎ। এই পশ-ধাতু পশ্‌, পষ্‌, পস্‌ এই তিন সকারন্তই আছে। তাহাদের রূপও এই প্রকার হইবে।

পশ, ১ বাধ, বিহতি। ভ্বাদি, উভয়° সক, সেট্‌। লট্‌-পশতি-তে। লোট্‌ পশতু-তাং। লিট্‌ পপাশ, পেশতুঃ, পেশুঃ। পেশে, পেশাতে, পেশিরে। লুঙ্‌ অপাশীৎ, অপাশিষ্ট। ণিচ্‌ পাশয়তি। লুঙ্‌ অপীপশৎ। সন্‌ পিপশিষতে। যঙ্‌ পাপশ্যতে। যঙ্‌লুক্‌ পাপশীতি। এই পশধাতুও তিনপ্রকার সকারান্ত আছে, তাহাদের রূপ ও অর্থ এই প্রকার।

পশ, বন্ধ। চুরাদি, উভয়°, সক, সেট্‌। লট্‌ পাশয়তি-তে। লুঙ্‌ অপীপশৎ-ত।

পশম, (পারসি) ঊর্ণা, লোম। ২ স্বনামখ্যাত বাণিজ্য দ্রব্য বিশেষ। পশ্বাদির লোমই প্রকৃত পশম নামে অভিহিত। কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে ছাগলাদির লোম য়ুরোপে রপ্তানি হইয়া কোমল, মোটা ও নরম সূতার আকারে বাণ্ডিল বাঁধিয়া যে দ্রব্য পুনরায় ভারতাদি নানাদেশে আমদানী হয়, তাহা সাধারণতঃ পশম বা উল্‌ নামে খ্যাত। দক্ষিণ-ভারতের অধিত্যকা প্রদেশ, নীলগিরি-পর্ব্বতমালা, মহিসুর হইতে সমগ্র দাক্ষিণাত্য, খান্দেশ গুজরাত, বেরার, মালব, রাজপুতানা, হরিয়ানা ও দিল্লীপ্রদেশ এবং হিমালয়-পর্ব্বতের অধিকাংশ স্থান, কাশ্মীর ও ভোট-রাজ্যে মেষ ও ছাগাদির গাত্রে প্রভূতপরিমাণে যে লোম জন্মে; তাহাই প্রধানতঃ 'পশম' আখ্যায় অভিধেয়। চামরী-গো ও তিব্বতদেশীয় ল্লামা নামক ছাগলের লোমে শাল প্রস্তুত হয় বলিয়া তদ্দেশবাসিগণ অনেকযত্নে মেষ ও ছাগলাদি পশুপালন করে। দাক্ষিণাত্যেও এইরূপ ব্যবসার উদ্দেশে ছাগল পালিত হইয়া থাকে। কাশ্মীরের জগদ্‌বিখ্যাত পশমী শাল, কম্বল, ধোশা খেস্‌, জামিয়ার, চোগা, গলাবন্ধ প্রভৃতি বস্ত্র, জামা ও উড়ানির ন্যায় গাত্রাবরণী এই লোমে প্রস্তুত হইয়া বিক্রয়ার্থ নানাস্থানে রপ্তানী হয়। শীতপ্রধান দেশে এই সকল বস্ত্র শীতনিবারণে বিশেষ উপযোগী। হিমালয়ের নিকটবর্ত্তী ও উত্তরবর্ত্তী শীতপ্রধান দেশসমূহে শীতের আধিক্য হেতু পশম বা পশ্বাদির লোমনির্ম্মিত গরম কাপড়ের আবশ্যক, তজ্জন্য তদ্দেশবাসী লোকেরা পশমী-মেষের বেশী আদর করে। দেশ যতই শীতপ্রধান হইবে, তথাকার পালিত মেষাদির গাত্রের লোম ততই বড় ও ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া হইবে। আজকাল ইংরাজীর অনুকরণে বাঙ্গালী রমণীগণও পশমকে "উল" বলিতে শিখিয়াছে।

বিভিন্নদেশে পশমের পৃথক্‌ পৃথক্‌ নাম আছে। পশম, উল—বাঙ্গালা; সুফ, বাবর, তাফ্‌তিক্‌—আরবী; য়্যাংমৌ—চীন; উল্দ—দিনেমার; Wol—ওলন্দাজ; লিনে—ফরাসী; Wolle—জর্ম্মনি; উন—গুজরাতি ও হিন্দি; Lana ইতালি ও স্পেন; বুলু—মলয়; পশম, পুৎ, পম্‌—পারসী; Welna-পোলণ্ড; La, Laa—পর্ত্তুগাল; Wolna, Seherst—রুষ; লোম ঊর্ণা সংস্কৃত; Woo-or-oo-স্কট; উল্‌-সুইডেন এবং বচু—তেলগু।

মহামতি বার্ণিস্‌ (Sir A Barnes) লিখিয়াছেন, তুর্কিস্থানের বোখারা ও সমর্কন্দ জেলাজাত ছাগলের লোম, কাবুলজাত পশুলোম হইতে অনেকাংশে উৎকৃষ্ট; কিন্তু তিব্বৎ দেশীয় মেষের লোম অপেক্ষা উহা পূর্ণমাত্রায় নিকৃষ্ট। কাশ্মীর দেশে যে বিখ্যাত শাল প্রস্তুত হয়, সমর্কন্দের ছাগলের লোম ও তিব্বতীয় মেষের পশমের মিশ্রণেই উহার উৎপত্তি। এইজন্য তুর্কিস্থানজাত ঐ পশুর লোম সমস্ত পঞ্জাবের অন্তর্গত অমৃতসর নগরে আমদানী হইয়া থাকে। কাবুলজাত ছাগলের লোম কোন দেশে রপ্তানী হয় না। স্বদেশবাসীর পরিচ্ছদে উহার সমগ্রই ব্যয়িত হয়। কাবুলের দুম্বা (Fat-tailed Sheep) নামক ভেড়া হইতে প্রভূত পরিমাণে সাদা লোম পাওয়া যায়, উহা তদ্দেশে পশম-ই-বুরাক নামে খ্যাত। ইহার নির্ম্মিত বস্ত্র 'বুরাক্‌' এবং ছাগলজ লোমে উৎপন্ন পরিচ্ছদাদি 'পত্তু' নামে অভিহিত। তিনি আরও বলেন, কাবুলের প্রায় পাঁচের চতুর্থাংশ স্থানে পশমের চাসের জন্য ছাগলাদি প্রতিপালিত হয়। লহোনী ও খিল্‌জী জাতিই লোমের জন্য ছাগল চরাইয়া থাকে। লোম-সংগ্রহ ব্যবসায়ে ইহারাই প্রধান। এখানে একপ্রকার সুগন্ধি চারাগাছ জন্মে, উহা খাইয়াই ছাগলের লোম বর্দ্ধিত ও পরিষ্কার হয়।

দুম্বা নামক মেষের লোমে নির্ম্মিতবস্ত্র ও কার্পেট প্রভৃতি ভারতে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়। পেশাবর, কাবুল, কান্দাহার, হিরাট ও খিলাত প্রভৃতি স্থানের চতুর্দ্দিকস্থ প্রদেশে এবং লবণ পর্ব্বতে (Salt-range) প্রচুর মেষ আছে। সেই মেষসমূহ হইতে বহুল পশম উৎপন্ন হয় এবং বাণিজ্যব্যপদেশে শাল ও বস্ত্রাদি নির্ম্মাণের জন্য ভারতে ও অন্যান্য স্থানে প্রেরিত হয়। পেশাবর ও কাবুলজাত দুম্বার লোমই সাধারণতঃ 'কাবুলী পশম' বা 'পুৎ' নামে পরিচিত। ইহাতে ধনবান্‌ আফগান বা মুসলমানগণের পরিধেয় ঝলঝলে হাতাযুক্ত 'চোগা' নামক লম্বা জামা প্রস্তুত হয়।

পঞ্জাব প্রদেশে সাধারণতঃ যে সকল পশম শাল-নির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যবহৃত হয়, তাহা নিম্নে লিখিত হইল ;

১ শালের পশম। তিব্বতদেশীয় ছাগলের ঠিক গাত্রচর্ম্মের উপর এবং মোটাচুলের নিম্নভাগে যে সূক্ষ্ম পশম জন্মে, তাহা স্বভাবতঃ কোমল এবং শাল-নির্ম্মাণের বিশেষ উপযোগী। ইহা সচরাচর সাদা, কপিশ ও তুষের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট। এই জাতীয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট পশম তর্ফান্, কিচার ও চীনপ্রদেশসমূহ হইতে কাশ্মীরে আনীত হয়। কাশ্মীরের মহারাজের এই জাতীয় পশম খরিদ একচেটীয়া এবং তাহারই কর্ত্তৃত্বাধীনে মূল্যবান্ শালসমূহ প্রস্তুত হয়। পঞ্জাবের অপরাপর শাল-ব্যবসায়ীরা ইহা হইতে অপেক্ষাকৃত নিরেশ চাঙ্গথানজাত পশমে শাল বুনিয়া থাকে, অমৃতসর লুধিয়ানা, নূরপুর, ও জালালপুর প্রভৃতি স্থানে বিস্তৃত শালের কারবার আছে।

২ কাবুল ও পেশাবরজাত দুম্বা জাতীয় মেষের পশম। ইহাতে বিখ্যাত রামপুরী চাদর তৈয়ার হয়।

৩ ওয়াহবশাহী বা কির্ম্মানী পশম, পারস্য উপসাগর তীর-বর্ত্তী কির্ম্মানদেশজাত মেষের লোমে উৎপন্ন। স্বনামখ্যাত কাশ্মীরী শালের খাপ নরম করিবার জন্য এই লোম মিশাল দেওয়া হয়।

৪ কাবুলী ছাগলের "পুৎ" নামক পশম।

৫ উষ্ট্রের (পশমের ন্যায়) কোমল লোম। ইহাতে এক প্রকার বস্ত্র ও মোটা রকম চোগা প্রস্তুত হয়।

৬ সমতলক্ষেত্রস্থ মেষাদির লোম।

পঞ্জাবে যে সকল ছাগলের লোম বিক্রয় হয়, তাহা 'জাট' নামে খ্যাত। ইহাতে দেশবাসিগণ দড়ী, চেটাই ও থলে প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করে। তিব্বত প্রান্তবর্ত্তী হিমালয়দেশে যে সকল ছাগলের লোম বা পশম পাওয়া যায়, তাহা 'লেনা' নামে প্রসিদ্ধ। গারো পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী স্থান, মানসসরোবর ও আরও পূর্ব্বাংশে শাল প্রস্তুতের উপযোগী প্রকৃষ্ট পশম পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষ হইতে পশম প্রধানতঃ ইংলণ্ড (Great Britain), ফ্রান্স ও আমেরিকা প্রভৃতি সুসভ্য জগতে প্রেরিত হয়। পক্ষান্তরে ইংলণ্ডের নানাস্থানে ও য়ুরোপের শীতপ্রধান দেশ-সমূহে নানাজাতীয় পশুর গাত্রাবরক চর্ম্ম ও দৃঢ় লোমাবলির মধ্যভাগে, পশম নামে যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লোম জন্মে, তাহা শাল বনাত প্রভৃতি পশমীবস্ত্র প্রস্তুতের উপযোগী হয়। চামরী-গো কির্ঘিজ দেশীয় উষ্ট্র, লাহোলের কালসার হরিণ, আই-বেক্স (Ibex) নামক পার্ব্বতীয় ছাগল ও তাতার ও চীন-তাতার দেশীয় কুকুরের কোমল লোম হইতে নানাপ্রকারের গাত্রবস্ত্র, থলি, ব্যাগ, তাঁবু, জামা, বিছানার চাদর, কম্বল মলিদা, দড়ী ও মাথাবাঁধা ফিতা প্রভৃতি দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

ছাগল হইতে পশম-সংগ্রহের জন্য শীতপ্রধানদেশে বিস্তৃত ব্যবসা আছে, তজ্জন্য তদ্দেশবাসিগণ ছাগল ও মেষ প্রতিপালন করে। মেষ হইতে উৎকৃষ্ট ও চাকচিক্যশালী পশম আহরণ করিতে হইলে মেষাদির স্বাস্থ্য ও আহারের উপর বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। যে সকল পার্ব্বতীয় অংশে ছাগলাদি বিচরণ করে, সেই স্থানের গাছপালা ও তৃণাদি বলকারক কি না এবং জলবায়ু ও ভূম্যাদি শুকনা খট্‌খটে বা ভিজা, তাহা মেষপালকগণের জানা নিতান্ত আবশ্যক। কারণ অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাসহেতু পালিত ছাগাদির পীড়া জন্মিতে পারে। রোগগ্রস্ত পশু হইতে উৎকৃষ্ট পশম পাওয়া যায় না। এরূপ পশু হইতে লব্ধ পশম সাধারণতঃ রুক্ষ, উজ্জ্বলতাবিহীন এবং অল্পমাত্রায় হয়। এই কারণে ভ্রমণশীলজাতিমাত্রেই স্থানপরিবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা জমি নির্ব্বাচণ করিয়া লয়। ধাতুর মল বা ভস্মাবশেষ সংযুক্তস্থানে ছাগাদির পশম নষ্ট হইয়া যায়; কিন্তু চিক্কণ পলিময় মৃত্তিকাবৃত স্থানে পশমের আধিক্য ও কোমলতা বৃদ্ধি করে। গলদেশ হইতে পুচ্ছ পর্য্যন্ত পৃষ্ঠদণ্ডের উপরিভাগে বিস্তৃত লোম সর্ব্বাপেক্ষা কোমল। মেরিণো ছাগলের লোমে যে বস্ত্র প্রস্তুত হয়, তাহা মেরিণো বা মেরুণ নামে খ্যাত।

এই সকল ছাগলের সাধারণতঃ এই কয়টী রোগ হইতে দেখা যায়।

মস্তিষ্কোদক (Hydrocephalus) সংন্যাস (Apoplexy) মস্তিষ্কের-প্রদাহ (Inflamation of the brain) ঘটিলে পশু ক্রমশঃই ঝিম্ হইয়া পড়ে ও চলৎশক্তি রহিত হয়। বায়ুর প্রকোপ হেতু খাদ্যাদির সহিত উদরের স্ফীতি, যকৃৎসংযুক্ত পীড়া ও বেদনা, উদর-গহ্বরে রক্তস্রোত, উদরাময়, কাশরোগ ফুসফুসের প্রদাহ, স্তন ও পালানের প্রদাহ এবং খোস, উকুন বা কানামাচি প্রভৃতি রোগ ইহাদের স্বাস্থের হানিকারক এবং কখন কখন প্রাণহানিকর। দলের একটীর কাশরোগ হইলে সমস্ত দলেরই এই রোগ হইবার সম্ভাবনা।

পশমের তারতম্যানুসারে পশুর লোম সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত। চাঙ্গথান, তর্ফান ও কির্ম্মাণ প্রভৃতি স্থানের পশম সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং ইহা লইয়াই কাশ্মিরী শাল। তন্নিম্নে লাদক রোদক, স্পিতি, রামপুর, বসহির ও খোটান প্রভৃতি স্থানের পশম লইয়া অমৃতসর, নূরপুর, লুধিয়ানা প্রভৃতি স্থানের শালের ব্যবসা চলিতেছে। চামরীগো ও আইবেক্স নামক ভেড়ার লোম হইতে চামর প্রস্তুত হয়।

পেশাবর, কাবুল, কান্দাহার ও কির্ম্মাণী বা পারসীয় পশম দ্বিতীয় শ্রেণীর। অতঃপর অন্যান্য সকল পশুর লোমই ইহা অপেক্ষা নিকৃষ্টতর।

ভারত হইতে পশুর পশম ইংলণ্ড প্রভৃতি য়ুরোপ খণ্ডে ও আমেরিকাদেশে রপ্তানি হইয়া বিভিন্ন আকারে পুনরায় ভারতে আমদানী হয়। উহা পশম বা 'উল' নামে খ্যাত। ইংলণ্ড এবং অন্যান্যস্থানীয় ছাগলকুকুরাদির লোম হইতে নির্ম্মিত এক প্রকার শাল ভারতে আমদানী হয়, তাহা 'বিলাতীশাল' নামে পরিচিত। উহার মূল্য অপেক্ষাকৃত অনেক কম। ভক্কর হইতে যে পশম বোম্বাই নগরে আইসে, তাহা থুল-দেশজ বলিয়া প্রসিদ্ধ। লুধিয়ানার তাতারদেশীয় ছাগলের পশমে পশ্‌মিনা বস্ত্র প্রস্তুত হয়। ঐ পশম কার্পাসবস্ত্র ও লৌহনির্ম্মিত দ্রব্যাদির বিনিময়ে খরিদ হইয়া থাকে। ব্যবসায়িগণ গৃহে আনিয়া ঐ পশম বাছিয়া সরু ও মোটা লোমগুলি আলাহিদা করিয়া ফেলে। তৎপরে উহাকে চাউলের জলে উত্তমরূপে মার্জ্জিত করিয়া সূতা প্রস্তুত করে। সূক্ষ্ম পশমের সূত্র হইতে রামপুরী-চাদর ও অপেক্ষাকৃত মোটাগুলি হইতে নানাপ্রকার পশ্‌মিনা-বস্ত্র তৈয়ার হয়। উত্তর-এসিয়া, চীন ও ভারতে পশমী বস্ত্রের আদর অধিক।

কম্বল, 'নামদা' (পশম চাপিয়া কম্বলের ন্যায় নরম বস্ত্র) চাদর, তাঁবুর কাপড়, লুই, পত্তু-মলিদা প্রভৃতি শীতের আবশ্যকীয় উপকরণ পশমে প্রস্তুত হয়। এতদ্ভিন্ন ইহার সহিত পাট, মখমল ও রেশম মিশ্রিত করিয়া মেজে পাতিবার জন্য নানা-প্রকার কার্পেট নির্ম্মিত হইয়া থাকে। চীনেরা পশম পিটিয়া একরূপ কোমল জুতার তলা প্রস্তুত করে। উহা খুব মজবুত ও অনেককাল স্থায়ী হয়।

বহু প্রাচীনকাল হইতে পশমের বাণিজ্য চলিতেছে। ভারতের ত কথাই নাই, য়ুরোপখণ্ডেও বহুদিন পূর্ব্বে পশমের আদর ছিল। খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে রোমান্ ও গ্রীক্‌গণ পশমীশালের আদর বুঝিতেন। ভারতে মেসিডেনিয় যুদ্ধের পর গ্রীক্‌বাসিগণ ভারতে আসিয়া পশমীবস্ত্র নির্ম্মাণপ্রণালী শিখিয়া যান। রোমবাসীরা স্ত্রীপুরুষে পশমীবস্ত্র পরিধান করিতেন। বাই-বেল ধর্ম্মপুস্তকেও পশমীবস্ত্রের প্রসঙ্গ আছে। ভারতের প্রাচীন পশমের বাণিজ্যের কথা অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন*।

পশমী (পারসী) লোম সম্বন্ধীয়, লোম নির্ম্মিত।

* And we have indirect evidence from various quarters to show the prevelence of a similar custom, in the East generally, in early times. [Eng. Cyclo. Art. & Sc, Vol. V. p. 997.]

পশব্য (ত্রি) পশোরিদং পশবে হিতং বা পশু-যৎ। ১ পশুসম্বন্ধি ২ পশুহিতকর।

পশু (পুং) অবিশেষেণ সর্ব্বং পশ্যতীতি দৃশ্-কু.(অর্জ্জি দৃশি কম্যমিপংসীতি। উণ্ ১।২৮) বা পশয়ন্তি পশ্যন্তি পার্শ্ব-হস্তাভ্যাং হিতাহিতং, পশ-কু। (ভরত) চতুষ্পদ ও লাঙ্গুলবিশিষ্ট জন্তু বিশেষ। "দ্বিপদে চতুষ্পদে চ পশবে" (ঋক্ ৩।৬২।১৪)

ভাষা-রত্নে কণাদ ইহার লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, 'লোমবল্লাঙ্গুলবত্বং পশুত্বং' লোম ও লাঙ্গুলবিশিষ্ট জন্তুকে পশু কহে। অমরকোষে পশু ভেদ স্থানে এই সকল পশুর উল্লেখ আছে। সিংহ, ব্যাঘ্র, তরক্ষু, বরাহ, কপি, ভল্লুক, খড়্গী, মহিষ, শৃগাল, বিড়াল, গোধা, শ্বাবিৎ, হরিণ, কৃষ্ণসার, রুরু, ন্যঙ্কু, রঙ্কু, শম্বর, রৌহিষ, গোকর্ণ, পৃষত, এণ, ঋষ্য, রোহিত, চমর, গন্ধর্ব্ব, শরভ, রাম, সৃমর, গবয়, শশ, খট্টাশ, গো, উষ্ট্র, ছাগ, মেষ, খর, হস্তী ও অশ্ব। (অমর) পশুর দুই প্রকার ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা গ্রাম্য পশু ও বন্য পশু। ইহার মধ্যে গো, অবি, অজ, অশ্ব ও অশ্বতর এবং গর্দ্দভ, পৈঠীনসী ইহার মধ্যে মনুষ্যকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া ৭ প্রকার গ্রাম্য পশু নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহিষ, বানর, ঋক্ষ, সরীসৃপ, রুরু, পৃষত ও মৃগ এই ৭ প্রকার আরণ্য পশু। (দুর্গোৎসবতত্ত্বে পৈঠীনসী)।*

ছাগাদিতে পশুপদ প্রয়োগ হইয়া থাকে।

"উষ্ট্রো বা যদি বা মেষশ্ছাগো বা যদি বা হয়ঃ।
পশুস্থানে নিযুক্তানাং পশুশব্দোঽভিধীয়তে॥" (যজ্ঞ পার্শ্ব)

উষ্ট্র, মেষ, ছাগ ও অশ্ব, ইহারা পশু স্থানে নিযুক্ত হয় বলিয়া ইহাদিগকে পশু কহে। বৈদ্যক মতে পশু ভূশয় ও জাঙ্গল এই দুই প্রকার। [এই সকল পশুর মাংসের গুণাদি মাংস শব্দ দ্রষ্টব্য।] অবৈধ ভাবে পশুহিংসা করিতে নাই, যিনি অবৈধরূপে পশু হনন করেন, তিনি তৎপশুর রোম সংখ্যানুসারে ঘোর নরকে অবস্থান করেন।

"বসেৎ স নরকে ঘোরে দিনানি পশুরোমভিঃ।
সম্মিতানি দুরাচারো যো হন্ত্যবিধিনা পশূন্॥"(গরুড়পু° ৬৫ অ°)

বিধিপূর্ব্বক পশু হিংসা দোষণীয় নহে। তিথিতত্ত্বে বৈধহিংসা-বিচারস্থলে মীমাংসিত হইয়াছে। 'বৈধহিংসাজনিত কোন প্রকার পাপ হইবে না।' কিন্তু সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদীতে বাচস্পতিমিশ্র লিখিয়াছেন, বৈধপশু হিংসা করিলেও তাহাতে পাপ হইবে, সেইস্থলে লিখিত আছে, 'মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা-

* গৌরবিরজোঽশ্বোঽশ্বতরো গর্দ্দভো মনুষ্যশ্চেতি সপ্তগ্রাম্যাঃ পশবঃ। মহিষবানরঋক্ষসরীসৃপরুরুপৃষতমৃগাশ্চেতি সপ্তারণ্যাঃ পশবঃ" দুর্গোৎসবতত্ত্বে পৈঠীনসীঃ।

ভূতানি' ভূতমাত্রেই হিংসা বর্জ্জন করিবে, ইহা সামান্য বিধি। 'অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত' অগ্নী ষোমযজ্ঞে পশু হনন করিবে, ইহা বিশেষ বিধি। এই বিশেষ বিধি দ্বারা সামান্য বিধির বাধ হইল। অর্থাৎ বৈধপশুহিংসায় কোন দোষ নাই। ইহাই রঘুনন্দন ও মীমাংসকদিগের মত। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র বিচার করিয়া বলেন, ইহা সামান্য ও বিশেষ বিধি নহে। ইহা দুইটী স্বতন্ত্র বিষয়। 'মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি' এই বিধি দ্বারা হিংসা মাত্রেরই নিষেধ এবং হিংসা অনর্থকরী ইহাই বুঝাইল। 'অগ্নিষোমীয়ং পশুমালভেত' অগ্নীষোম যজ্ঞে পশু হনন বিধেয়, এই পশু হনন যজ্ঞের উপকারক। যজ্ঞে পশু হনন করিলে যজ্ঞের উপকার হয়, কিন্তু তাহাতে কোন পাপ হয় না এইরূপ বুঝা যায় না। বৈধহিংসায় পশু-হনন জন্য পাপও হইবে এবং যজ্ঞ সম্পূর্ণ হওয়ায় একটী অপূর্ব্ব হইবে। এই জন্য যাজ্ঞিকের পশু-হনন জন্য নরক এবং যজ্ঞপূর্ণ হওয়া জন্য স্বর্গ এতদুভয় ফলপ্রাপ্তি ঘটিবে। ইহাই বাচস্পতি মিশ্রের মত।

[বিশেষ বিবরণ বৈধহিংসা শব্দে দেখ।]

পশুদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। সিংহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দুর্গা, শরভের প্রজাপতি, এণের বায়ু, মেষের চন্দ্রমা, শশকের নক্ষত্রসমূহ, কৃষ্ণসারের স্বয়ং হরি, গাভির শতক্রতু, গবয়ের ভুবন সকল, শল্লকের অষ্টমঙ্গল, গজের গণেশ্বর বিষ্ণু, অশ্বের দ্বাদশাদিত্য, ব্রাহ্মণের সকল দেবতা, এবং ছাগলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অনল। (মৎস্যসূক্ত তন্ত্র ও পটল)।* দেবসমীপে পশু বলি দিতে হইলে লক্ষণান্বিত পশু বলি দিতে হয়। ছাগপশু বলি দিতে হইলে ব্রাহ্মণের শ্বেতবর্ণ ছাগল, ক্ষত্রিয়ের রক্ত ও শ্বেত, বৈশ্যের গৌর এবং শূদ্রের নানাবর্ণ বিশিষ্ট ছাগই প্রশস্ত।

"শ্বেতঞ্চ ছাগলঞ্চৈব ব্রাহ্মণস্য বিশিষ্যতে।
রক্তং শ্বেতং ক্ষত্রিয়স্য বৈশ্যস্য গৌরমেবচ ॥
নানাবর্ণং হি শূদ্রস্য সর্ব্বেষামঞ্জনপ্রভং ॥" (যোগিনী তন্ত্র)

২ প্রমথ। ৩ দেব। ৪ প্রাণিমাত্র। (শব্দর°) ৫ পাগল। ৬ যজ্ঞ। ৭ সংসারীদিগের আত্মা। (ধরণি) ৮ যজ্ঞডুম্বর। ৯ সাধকদিগের ভাবত্রয়ের মধ্যে প্রথম ভাব। [পশুভাব দেখ।]

মৎস্যসূক্ততন্ত্রে লিখিত আছে, যাহারা প্রতিদিন দুর্গাপূজা, বিষ্ণুপূজা ও শিবপূজার অনুষ্ঠান করেন, তাহাদিগকে পশু কহে। (অব্য) ১০ দর্শন। (মেদিনী°)

পশুকর্ম্মন্ (ক্লী) পশুক্রিয়া, বলিদান। (আশ্ব° গৃহ্য° ১।১১।২)

পশুকল্প (পুং) পশোঃ যজ্ঞাঙ্গপশোঃ কল্পো বিধানং। যজ্ঞাদিতে বিহিত পশুর উপকারণাদি ও সংস্কারাদি কর্ম্ম। "অথ পশুকল্পঃ" (আশ্ব° গৃহ্য° ১।১১।১) পশু-কল্পচ্। ২ পশুসদৃশ।

পশুকা (স্ত্রী) ১ ক্ষুদ্র পশু। ২ হরিণভেদ।

পশুকাম (ত্রি) গোমেষাদি পাইবার অভিলাষী। (ঐত° ব্রা° ১৫, তৈত্তী° স° ২।৫।১০।২)

পশুক্রিয়া (স্ত্রী) পশোরেব ক্রিয়া কার্য্যং। মৈথুন। (হেম) পশুনা ছাগাদিজন্তুনা ক্রিয়া। ২ ছাগাদি পশু-বলিদান-কার্য্য।

"কৃতানুযাত্রা ভূতৈস্থং নিত্যং মাংসবলিপ্রিয়া।
তিথৌ নবম্যাং পূজাঞ্চ প্রাপ্স্যসে সপশুক্রিয়াং ॥"(হরি° ৫৭।৫২)

পশুগায়ত্রী (স্ত্রী) পশুকর্ণজপ্যা গায়ত্রী। পশু বলিদানের সময় পশুকর্ণে জপ্য গায়ত্রীবিশেষ। মন্ত্র যথা—"পশুপাশায় বিদ্মহে শিরশ্ছেদায় ধীমহি তন্নঃ পশুঃ প্রচোদয়াৎ" (দুর্গোৎসব ত°)

পশুঘ্ন (ত্রি) পশুং হন্তি হন-ক। পশুঘাতক।

পশুচর্য্যা (স্ত্রী) পশূনাং চর্য্যা, আচরণং। ১ স্বেচ্ছাচার। পশুসকল যথেচ্ছ আচরণ করিয়া থাকে, এই জন্য পশুচর্য্যা শব্দে স্বেচ্ছাচার বুঝায়। "নষ্টশৌচাচারনিয়মাস্ত্যক্তলজ্জাঃ পশুচর্য্যাং চরন্তি" (ভাগ° ৫।২৬।২৩) 'পশুচর্য্যাং স্বেচ্ছাচারং' (স্বামী) ২ পশুর ন্যায় নির্লজ্জ আচরণ।

পশুচিৎ (ত্রি) যজ্ঞাগ্নিবৎ পশুচয়নকারী। (তৈত্তি° স° ১।৫।৮।২)

পশুতন্ত্র (ক্লী) পশূনাং তন্ত্রং। ১ অনেকোদ্দেশে এক জাতীয় পশুগ্রহণ। (আশ্ব° শ্রৌ° ৩।৬।১৭) ২ পশ্বধীন। (কাত্যা° শ্রৌ° ৫।১১।১৯) ৩ পশুকল্প, পশুত্ব।

পশুতা (স্ত্রী) পশোর্ভাবঃ, পশু-তল্ ততঃ টাপ্। পশুত্ব, পশুর ধর্ম্ম।

পশুতৃপ্ (ত্রি) পশুদিগের তর্পয়িতা। "অবরাজন্ পশুতৃপং ন তায়ুং সৃজা বৎসং ন দাম্নো বসিষ্ঠং।" (ঋক্ ৭।৮৬।৫) 'পশূনাং তর্পয়িতারং'। (সায়ণ)

পশুদ (ত্রি) পশুং দদাতি দা-ক। ১ পশুদাতা। স্ত্রিয়াং টাপ্। কুমারানুচর মাতৃভেদ। (ভা° সভা ৪৭ অ°)

পশুদেবতা (স্ত্রী) ১ পশ্বধিষ্ঠাত্রী দেবতা, পশুসম্প্রদানে বা দেবতা। পশুদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ২ পশুভেদে দেবতা ভেদ। যে যে দেবতার উদ্দেশে পশুবলি দিতে হয়, সেই সেই দেবতাই পশুদেবতা নামে অভিহিত। (আশ্ব° গৃহ্য° ৩।১।৪)

---

* পশ্বধিষ্ঠাত্রী দেবতা যথা—
"সিংহে বসতি দুর্গাচ শরভে চ প্রজাপতিঃ।
এণে চ বসতে বায়ুর্মেষে চৈবচ চন্দ্রমাঃ।
নক্ষত্রাণি চ শশকে কৃষ্ণসারে হরিঃ স্বয়ং।
শতক্রতুর্গবাং পৃষ্ঠে গবয়ে ভুবনানি চ ॥
শল্লকে মঙ্গলাস্তষ্টৌ গজে বিষ্ণুর্গণেশ্বরঃ।
অশ্বেতু দ্বাদশাদিত্যা ব্রাহ্মণে সর্ব্বদেবতাঃ ॥
ব্রহ্মা তু চামরে চৈব ছাগলে তু তথানলঃ।
এতস্মাৎ কারণাদেতে পূজ্যা বন্দ্যাঃ প্রযত্নতঃ।"(মৎস্যসূক্ততন্ত্রে ৩৯ পটল)

পশুধর্ম্ম (পুং) পশূনামিব যথেষ্টমৈথুনাদিরূপো ধর্ম্মঃ। যথেষ্ট মৈথুনাদি সম্পাদক পশুতুল্যধর্ম্ম।

"অয়ং দ্বিজৈর্হি বিদ্বদ্ভিঃ পশুধর্ম্মো বিগর্হিতঃ।
মনুষ্যাণামপি প্রোক্তো বেণে রাজ্যং প্রশাসতি॥" (মনু ৯৷৬৬)

পশুধর্ম্ম দ্বিজ ও পণ্ডিতদিগের নিন্দনীয়। রাজা বেণের শাসন সময়ে ইহা মানব-সমাজে প্রবর্ত্তিত হয়। শাস্ত্রে পশুধর্ম্ম বিরুদ্ধ-ধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। দ্বিজাতিগণ কর্ত্তৃক বিধবা, কি নিঃসন্তান নারী পুত্রার্থে স্বামী ভিন্ন অন্যপুরুষগমনে নিযোজিতা হইতে পারে না, কারণ যাঁহারা তাহাদিগকে এরূপ ধর্ম্মে নিযুক্ত করেন, তাঁহারা নিঃসন্দেহে আর্য্যধর্ম্মের উল্লঙ্ঘন করেন। বিবাহের মন্ত্রাদিতে এমন প্রকাশ নাই যে, 'একের স্ত্রীতে অন্যের নিয়োগ হইতে পারে' এবং বিবাহ-সম্বন্ধীয় শাস্ত্রে এমন বিধি নাই যে, বিধবাগণের পুনর্বিবাহ হইতে পারে। ইহাই ভগবান্ মনু কর্ত্তৃক পশুধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

(মনু ৯৷৬৪-৬৫)

পশুনাথ (পুং) পশুনাং নাথঃ ৬তৎ। ১ শিব। (হেমচ°) ২ পশুস্বামী। ৩ সিংহ।

পশুপ (ত্রি) পশূন্ পাতি-পা-ক। ১ পশুপালক। ২ পশুদিগের পতি।

পশুপতি (পুং) পশুনাং স্থাবরজঙ্গমানাং পতিঃ। ১ শিব। মহাদেব। পশুপতি নামনিরুক্তি হইবার কারণ এইরূপ লিখিত আছে।

"ব্রহ্মাদ্যাঃ স্থাবরান্তাশ্চ পশবঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
তেষাং পতির্মহাদেবঃ স্মৃতঃ পশুপতিঃ শ্রুতৌ॥" (চিন্তামণিধৃতবচন)

ব্রহ্মা আদি করিয়া স্থাবর পর্য্যন্ত সকলই পশু নামে অভিহিত হয়। মহাদেব এই সকলের পতি, এই জন্য তিনি পশুপতি নামে অভিহিত হন। বরাহ পুরাণে লিখিত আছে,—

"অহঞ্চ সর্ব্ববিদ্যানাং পতিরাদ্যঃ সনাতনঃ।
অহং বৈ পতিভাবেন পশুমধ্যে ব্যবস্থিতঃ॥
অতঃ পশুপতির্নাম তং লোকে খ্যাতিমেষ্যতি॥" (বরাহ পু°)

আমিই সকল বিদ্যার আদি ও পতি এবং পশু মধ্যে পতিভাবে ব্যবস্থিত, এই জন্য লোকে আমাকে "পশুপতি" কহে। নকুলীশপাশুপত দর্শনের মতে, পশুপতি মহাদেবই পরমেশ্বর। সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে লিখিত আছে, জীবমাত্রেই পশুপদ বাচ্য। জীবের অধিপতি বলিয়া পশুপতিই পরমেশ্বর পদবাচ্য। এই দর্শনের মত এই যে, 'কোন বিষয় সম্পাদন করিতে হইলে, আমাদিগকে যেমন হস্তপদাদির সহায়তা অবলম্বন করিতে হয়, সেইরূপ পশুপতি পরমেশ্বর অন্য কোন বস্তুর সহায়তা অবলম্বন না করিয়াই জগজ্জাত পদার্থসমূহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অস্মদাদির দ্বারা যে সকল কার্য্য হইতেছে, তাহারও কারণ সেই পশুপতি। এইজন্য তাঁহাকে সর্ব্বকার্য্যের মূলকারণ বলা যাইতে পারে। [বিশেষ বিবরণ পাশুপত শব্দে দেখ।]

শৈবদর্শন মতেও পশুপতি-শিবই পরমেশ্বর এবং জীবগণ পশু পদবাচ্য; কিন্তু নকুলীশ পাশুপত-দর্শনের মতানুসারে মহাদেবের কর্ম্মাদি নিরপেক্ষ-কর্ত্তৃত্ব-সম্পন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শৈবদর্শনে এই মত স্বীকৃত হয় নাই। এই মতে যে ব্যক্তি যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছে, পরমেশ্বর শিব তাহাকে সেইরূপ ফল প্রদান করিবেন, ইহা যুক্তিসিদ্ধ। এই দর্শন-মতে পশু, পতি ও পাশ ভেদে পদার্থ তিনপ্রকার স্থিরীকৃত হইয়াছে। পতি পদার্থ ভগবান্ শিব এবং যাঁহারা শিবত্বপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। পশু শব্দে জীবাত্মা। এই জীবাত্মা মহৎ, ক্ষেত্রজ্ঞাদি পদবাচ্য, দেহাদিভিন্ন সর্ব্বব্যাপক, নিত্য, অপরিচ্ছিন্ন, দুর্জ্ঞেয় ও কর্ত্তাস্বরূপ। এই পশুপদার্থও আবার তিন প্রকার বিজ্ঞানাকল, প্রলয়াকল এবং স-কল। একমাত্র মলস্বরূপ পাশযুক্ত জীবকে বিজ্ঞানাকল কহে এবং মল ও কর্ম্মরূপ পাশদ্বয়যুক্তকে প্রলয়াকল এবং মল, কর্ম্ম এবং মায়া এই পাশত্রয় বদ্ধকে স-কল কহে। ইহার মধ্যে সমাপ্তকলুষ ও অসমাপ্তকলুষ ভেদে বিজ্ঞানাকল জীবও দুই প্রকার। তন্মধ্যে সমাপ্তকলুষ বিজ্ঞানাকল জীবকে পরমেশ্বর অনুগ্রহ করিয়া অনন্ত, সূক্ষ্ম, শিবোত্তম, একনেত্র, একরুদ্র, ত্রিমূর্ত্তিক, শ্রীকণ্ঠ এবং শিখণ্ডী, এই সকল বিদ্যেশ্বর পদে নিযুক্ত করেন। আর অসমাপ্তকলুষদিগকে মন্ত্রস্বরূপ করেন। ঐ মন্ত্র সাতকোটি। প্রলয়াকল জীবও দুই প্রকার। পক্বপাশদ্বয় ও অপক্বপাশদ্বয়। পক্বপাশদ্বয়ের মুক্তিপদ প্রাপ্তি হয় এবং অপক্বপাশদ্বয়কে পুর্য্যষ্টকদেহ ধারণ করিয়া স্বকর্ম্মানুসারে তির্য্যক্‌মনুষ্যাদি বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। (সর্ব্বদর্শন স°)

[এই দর্শনের অন্যান্য বিবরণ পাশুপত ও শৈবদর্শন শব্দে দেখ।]

২ হুতাশন, অগ্নি। "পিনাকিনি হুতাশনে" (হেম) ৩ ওষধি। "তমব্রবীৎ পশুপতিরসীতি। তদ্যদস্য তন্নামাকরোদোষধয়স্তদ্রূপমভবন্নোষধয়ো বৈ পশুপতিস্তস্মাদ্যদাপশব ওষধীর্লভন্তেঽথ পতীয়ন্তি।" (শত° ব্রা° ৬৷১৷৩৷১২) ৪ নেপালদেশস্থিত শিবলিঙ্গ ভেদ, এই পীঠস্থান পশুপতি নামে বিখ্যাত।

"নেপালে চ পশুপতিঃ কেদারে পরমেশ্বরঃ।"

(মহালিঙ্গ তন্ত্র শিবের শত নাম স্তোত্র)

পশুপতি, একজন গ্রন্থকার। ইনি বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণসেনের গুরু হলায়ুধের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও বাৎস্য গোত্রীয় ধনঞ্জয়ের পুত্র। তিনি শ্রাদ্ধতত্ত্ব ও পশুপতি-পদ্ধতি এই দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

পশুপতি, গোয়ালিয়ার রাজ্যের একজন প্রাচীন রাজা। ইনি জগদ্বিখ্যাত রাজা তোরমাণের পুত্র। পিতা ও পুত্রের উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে জানা যায়, ইনি সম্ভবতঃ ২৮৫-৩১০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে জীবিত ছিলেন।

পশুপতি, বিজয়নাগ্রামের মহারাজ বংশের উপাধি।

পশুপতি নাথ (বা পশুপতি) ভারত-বিখ্যাত পবিত্র শৈব-তীর্থ। নেপাল-রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত। যে শৈলশিখরে পশুপতিনাথ মহাদেবের মূর্ত্তি স্থাপিত, সেই গিরিদেশও পশুপতি নামে খ্যাত। এখান হইতে পুণ্যসলিলা বাগ্মতি নদী প্রবাহিত হইয়া কাঠমাণ্ডু রাজধানী অভিমুখে গমন করিয়াছে। পশুপতির পার্ব্বতীয় ক্ষেত্র বনরাজিবিরাজিত এবং হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির মঠ ও বিহারাদিতে সুশোভিত। পর্ব্বতের একদেশে ধোবীকোলা নদী প্রবাহিত ও অপরদিকে বাগমতী এই পুণ্যময় অধিত্যকা-দেশকে বামকূলে রাখিয়া গমন করিয়াছে। ঠিক ইহার বিপরীত দিকে বাগ্মতীর দক্ষিণকূলে বুদ্ধনাথ ও দানদেবের বিখ্যাত মন্দির স্থাপিত। এই স্থান পাটন রাজ্যের অন্তর্গত। প্রবাদ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে সম্রাট্ অশোক এই পর্ব্বতে গুহ্যেশ্বরী মূর্ত্তিদর্শনে আগমন করেন। তাঁহার আদেশে এই মন্দিরের চারিদিকের চারিটী আদিবুদ্ধ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার উপযুক্তা কন্যা ভিক্ষুকী হইয়া যাবজ্জীবন মঠে কালাতি-পাত করেন। রমণী-জীবনের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া তিনি স্বনামে ও স্বীয় খরচে 'চারু-বিহি' নামে একটী বিহার স্থাপনা করেন। মন্দির সমূহে বুদ্ধ ও তারাগণের প্রতিকৃতি খোদিত থাকায় বোধ হয় এক সময়ে বৌদ্ধ প্রভাব এখানে পূর্ণপ্রভায় প্রতিভাত ছিল। পশুপতির বনাংশের উত্তর দিকে দানদেব-মন্দিরে আদিবুদ্ধ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। নিবাররাজ ধর্ম্মদত্ত পশুপতির সর্ব্বপ্রথম মহাদেব মন্দির নির্ম্মাণ করান। [মন্দিরাদির বিবরণ নেপাল কাঠমাণ্ডু, ও পাটন শব্দে দ্রষ্টব্য।]
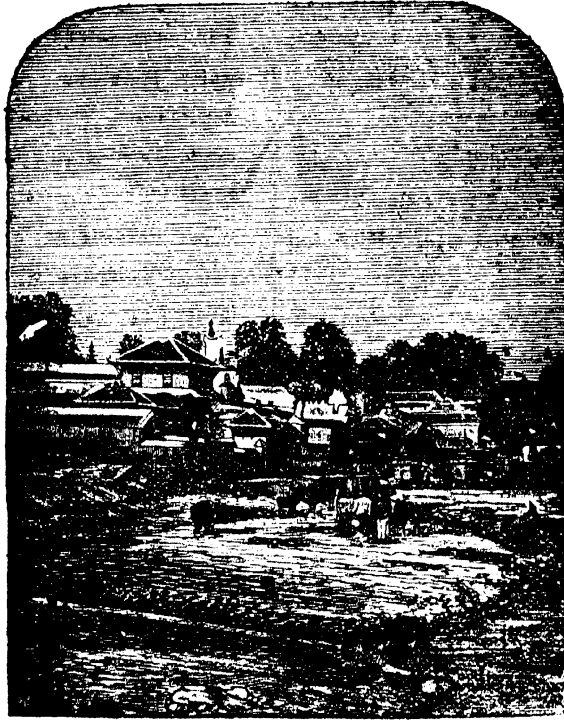
পশুপতিনাথের মন্দির।

বিশ্বেশ্বর, কেদারনাথ ও বদরীনাথ শিবক্ষেত্রের মাহাত্ম্য যেরূপ, নেপালের পশুপতিনাথও সেইরূপ সর্ব্বত্র পূজিত। প্রতি বৎসর বহুসংখ্যক লোক এই দেবমূর্ত্তি দর্শনে আগমন করিয়া থাকেন।

বাগ্মতী তীরবর্ত্তী প্রাচীন দেবপাটন নগরে পশুপতির মন্দির প্রতিষ্ঠিত। এখন আর দেবপাটনের সে পূর্ব্ব-সৌন্দর্য্য নাই, অধিকাংশ স্থানই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কাঠমাণ্ডু নগর হইতে মন্দিরটী ৩॥০ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। বর্ত্তমান মন্দিরটী ত্রিতল এবং ৫০ ফিট্ উচ্চ। নূতন নেপালী ধরণে কাষ্ঠ ও ইষ্টক দ্বারা ইহা নির্ম্মিত।

প্রবাদ এইরূপ রাণী গঙ্গাদেবী ৭০৫ নেংসং (১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে) এই মন্দির সংস্কার করেন। মন্দিরের চারিটী দ্বার ও চতুর্দ্দিকে ধর্ম্মশালা। গর্ভগৃহের মধ্যস্থলে প্রস্তর নির্ম্মিত মহাদেব মূর্ত্তি। মূর্ত্তিটী উচ্চে ৩।০ ফিট্, চতুর্মুখ ও অষ্টভুজ। দক্ষিণ হস্তে চারিটী রুদ্রাক্ষ মালা ও প্রত্যেক বামহস্তেই কমণ্ডলু। মথুরা ও উদয়গিরিতে গুপ্তসময়ের এইরূপ দুইটী মূর্ত্তি দেখা যায়। পূজার পূর্ব্বে দেবমূর্ত্তির গাত্র হইতে স্বর্ণ-অলঙ্কারগুলি উন্মোচন করা হয়। দেবমন্দির সংলগ্ন অনেকগুলি শিলালিপিতে রাজা ও অন্যান্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রদত্ত ভূম্যাদির উল্লেখ আছে।

মহাভারত আদিপর্ব্বে লিখিত আছে, অর্জ্জুন গোকর্ণ-তীর্থে পশুপতিনাথ দর্শন করিয়াছিলেন।

পশুপল্বল (ক্লী) পশুপ্রিয়ং পল্বলং ক্ষুদ্রজলাশয় উৎপত্তিস্থান-ত্বেনাস্ত্যস্য, অচ্। কৈবর্ত্তীমুস্তক। (শব্দচ°)।

পশুপা (স্ত্রী) পশু-পা-ক্বিপ্। গোপ। উপতে স্তোমাম পশুপা। (ঋক্ ১।১১৪।৯)

"পশুপা পশূনাং পালয়িতা গোপঃ।" (সায়ণ) ২ পশুপালক,

পশুপাল (ত্রি) পশূন্ পালয়তি পালি অণ্। ১ পশুদিগের পালক। যাহারা বৃত্তিগ্রহণ করিয়া পশুপালন করে।

"যক্ষী চ পশুপালশ্চ পরিবেত্তা নিরাকৃতিঃ।
ব্রহ্মবিট্ পরিবিত্তিশ্চ গণাভ্যন্তর এব চ॥" (মনু ৩।১৫৪)

যদি ব্রাহ্মণ জীবিকার জন্ত পশুপালন করে, তাহাকে হব্য কব্যে ভোজন করাইবে না। ২ ঈশান কোণস্থিত দেশভেদ। (মার্ক° ৫৮।৪৮) এই দেশের লোক সকল পশুপালনের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, এই জন্ত এই দেশের নাম পশুপাল হইয়াছিল। (বৃহৎ স° ১৪।২৯)

পশুপালক (ত্রি) পশূং পালয়তি পশু-পাল ণ্বুল্। পশুপালন কর্ত্তা। স্ত্রিয়াং টাপ্। পশুপালিকা, পশুপালক-পত্নী।

পশুপাশ (পুং) পশূনাং পাশঃ। ১ পশুর পাশ-বন্ধ। ২ পশুরূপ জীবের বন্ধন। শৈব দর্শন মতে পশুশব্দে জীব। মল, কর্ম্ম, মায়া ও রোধশক্তি ভেদে পাশ চারি প্রকার। স্বাভাবিক অশুচিকে মল কহে। যেমন তণ্ডুল তুষ দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ঐ মল দৃক্‌শক্তি ও ক্রিয়াশক্তিকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে। ধর্ম্মাধর্ম্মকে কর্ম্ম, প্রলয়াবস্থায় যাহাতে কার্য্য সকল লীন হয়, এবং পুনর্ব্বার সৃষ্টিকালে যাহা হইতে উৎপত্তি হয়, তাহাকেই মায়া এবং পুরুষতিরোধায়ক যে পাশ, তাহাকে রোধশক্তি কহে। পশুরূপ জীব এই চারি প্রকার পাশে বদ্ধ হয়। (সর্ব্বদর্শনসংগ্রহধৃত শৈবদর্শন)।

পশুপাশক (পুং) পশূনামিব পাশো বন্ধনং যত্র, ততঃ কপ্। রতিবন্ধ বিশেষ।

"স্ত্রিয়মানতপূর্ব্বাঙ্গীং স্বপাদান্তঃ পদদ্বয়ং।
ঊর্দ্ধাংশেন রমেৎ কামী বন্ধোহয়ং পশুপাশকঃ॥" (রতি ম°)

পশুপুষ্পদেব, কিরাতবংশীয় জনৈক রাজা। ইনি ১২৩৪ কলিযুগে পশুপতির মন্দিরের জীর্ণ-সংস্কার করেন।

পশুপ্রেরণ (ক্লী) পশূনাং প্রেরণং। গবাদির চালন, পর্য্যায়—উদজ। (অমর)

পশুবন্ধ (পুং) যজ্ঞবিশেষ। পশুবন্ধাখ্য যজ্ঞ। "পশুনা, যজেত পশুবন্ধাখ্যং যাগমতুভিষ্টৈং" (কুল্লূক, মনু ৪।২৬)। (ঐতং ব্রা° ৩।৪০) (শত° ব্রা° ৪।৫।১।৫) ২ পশুবন্ধন।

পশুবন্ধক (পুং) দড়ি, পশুদিগের বন্ধন দ্রব্য।

পশুভর্ত্তৃ (পুং) পশূনাং ভর্ত্তা। শিব, মহাদেব।

পশুভাব (পুং) পশোর্ভাবঃ ৬তৎ। ১ পশুত্ব। ২ সাধক-দিগের মন্ত্রসিদ্ধির প্রকার বিশেষ। ইহাই সাধনার প্রথম ভাব বলিয়া উক্ত হইয়াছে। রুদ্রযামলে লিখিত আছে, ভাব তিন প্রকার, দিব্য, বীর ও পশু। এই ভাবত্রয়ের মধ্যে দিব্যভাব উত্তম, বীরভাব মধ্যম ও পশুভাব অধম বলিয়া অভিহিত। যাঁহারা এই ত্রিবিধ ভাব অবলম্বন করেন, তাঁহাদের গুরু, মন্ত্র এবং দেবতা পৃথক্ পৃথক্ রূপে নির্ণীত আছে। মন্ত্রসিদ্ধি করিতে হইলে ভাব অবলম্বন করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কারণ, বহুবিধ জপ, হোম ও কায়ক্লেশাদি দ্বারা উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেও একমাত্র উৎকৃষ্ট ভাবাবলম্বন ব্যতীত কোনরূপেই মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারা যায় না। দিব্য অথবা বীরভাবগৃহীত ব্যক্তির অতি সত্বরই মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে। পশু-ভাবে সিদ্ধিলাভ করা অনায়াসে ঘটিয়া উঠে না। যিনি নিরন্তর বেদাভ্যাস ও বেদার্থের চিন্তা করেন এবং সর্ব্ব-প্রকার নিন্দা, হিংসা, আলস্য, লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ, মদ ও মাৎসর্য্য পরিত্যাগ করিয়াছেন; তাঁহারই পশুভাবে সিদ্ধি-লাভ ঘটিয়া থাকে। যিনি প্রথমে দিব্যভাব, দ্বিতীয়ে বীরভাব এবং পরে পশুভাব, এই ভাবত্রয়ের বিশেষত্ব বুঝিয়াছেন এবং পঞ্চতত্ত্বার্থের ভাব জানিতে পারিয়া, দিব্যাচারেই সতত রত হইয়াছেন; তিনি সাধারণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যে সমন্বিত হইয়া শিবের স্থায় এই জগতে বিহার করিতে সমর্থ হন। নিরন্তর শুচিভাবে অবস্থান করাতে তাঁহার আনন্দময় চিত্ত স্বতঃই ধ্যানধারণাদিতে নিমগ্ন হইয়া থাকে, এ জন্ত কোন এক নির্জ্জন প্রদেশে নিঃসন্দেহে তাঁহার সিদ্ধিলাভ ঘটিয়া থাকে।*

* ভাবস্তু ত্রিবিধো দেব দিব্যবীরপশুক্রমাৎ।
গুরবশ্চ ত্রিধাচাত্র তথৈব মন্ত্রদেবতা॥

কুব্জিকাতন্ত্রের সপ্তম পটলে লিখিত আছে,—ভাবত্রয়ের মধ্যে পশুভাবই নিকৃষ্ট। যাহারা পশুভাবে আরাধনা করে, তাহারা কেবল পশুর ন্যায়ই হইয়া থাকে। যাহারা রাত্রিকালে যন্ত্র-স্পর্শ বা মন্ত্রের জপ করে না, যাহাদিগের বলিদানে সংশয়, তন্ত্রে সন্দেহ, মন্ত্রে অক্ষরবুদ্ধি, গুরুদেবে অবিশ্বাস, প্রতিমায় শিলাজ্ঞান ও দেবসমূহে ভেদবুদ্ধি বর্ত্তমান আছে, যাহারা নিরামিষে দেবতার পূজা, অজ্ঞানবশতঃ নিরন্তর স্নান এবং সকলের নিন্দা করে, তাহারাই পশুভাবালম্বী অধম বলিয়া কথিত।*

পশুভাবাবলম্বীর রাত্রিকালে, অপরাহ্ণে, অথবা সন্ধ্যা সময়ে দেবীর পূজা করা কর্ত্তব্য নহে। ঋতুকালে স্ত্রী-গমন, পর্ব্বপঞ্চকে মাংসাদি ত্যাগ এবং ইহা ভিন্ন বেদে যে সকলের বিধান আছে, তৎসমুদায়ই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। এই তন্ত্রেও দিব্য ও বীরভাব-কেই শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। পশুভাব নিকৃষ্ট এবং এই ভাবে মন্ত্রসকল কেবল অক্ষররূপীই হইয়া থাকে অর্থাৎ পশুভাবে যাহারা উপাসনা করে, তাহাদের মন্ত্রের তেজস্বিতা একেবারেই লুপ্ত হইয়া যায়। অতএব সাধকগণ কখন বীরভাব ত্যাগ করিয়া পশুভাবে উপাসনা করিবে না। (নিত্যাতন্ত্র ১ পটল)

রুদ্রযামলের দ্বিতীয় পটলে লিখিত আছে, পশুভাবস্থিত-মানব যদি নিত্যশ্রাদ্ধ, সন্ধ্যা, পূজা, পিতৃতর্পণ, দেবতাদর্শন, পীঠদর্শন, গুরুর আজ্ঞাপালন এবং দেবতাদিগকে প্রতিদিন পূজা করেন, তাহা হইলে তিনি মহাসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। †

রুদ্রযামলের ষষ্ঠ পটলে আর এক স্থানে লিখিত আছে,—পশুভাবাবলম্বী নারায়ণ সদৃশ, ইনি আকস্মিক সিদ্ধিলাভ করিয়া শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম হস্তে গরুড়ের উপর উপবেশনপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠ নগরে গমন করেন। সাধক ব্যক্তি ক্রমান্বয়ে তিনটী ভাবই অবলম্বন করিবেন। ভাবত্রয় অবলম্বন করিয়া রাজ্য, ধন, মান, বিদ্যা এবং মোক্ষ ইহার যাহাই কামনা করুন না কেন, তাহা তাঁহার সিদ্ধ হইয়া থাকে।*

পিচ্ছিলা তন্ত্রের দশম পটলে বলিয়াছেন, দিব্য ও বীরভাবই মহাভাব, পশুভাব অধম। যাঁহারা শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত, তাহাদের পশুভাবে আরাধনা করা উচিত নয়। একমাত্র বৈষ্ণবই পশুভাবে অর্চ্চনা করিবে। †

বামকেশ্বরতন্ত্রে ৫১ পটলে লিখিত আছে, জন্মমাত্র ষোড়শ-বর্ষ পর্য্যন্ত পশুভাব, অতঃপর পঞ্চাশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত বীরভাব, তাহার পরে দিব্যভাব হইয়া থাকে। এই ভাবত্রয়ের ঐক্য-জ্ঞানই কুলাচার, মানুষ কুলাচার দ্বারাই দেবময় হয়। মান-সিক ধর্ম্মই ভাব। ইহাকে মনোদ্বারাই অভ্যাস করিবে।

[প্রাণতোষিণী তন্ত্রে ভাবত্রয়ের বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

পশুমৎ (ত্রি) পশু-মতুপ্। পশুসম্বন্ধীয়, পশুযুক্ত। (ঋক্ ৩।৫৪।১৮) 'পশুমান্ পশ্বাদিযুক্তঃ।' (সায়ণ)

পশুমার (অব্য) পশুমিব মারয়িত্বা ণমুল্। পশুর ন্যায় হিংসা এরূপ অর্থে ণমুল্ প্রত্যয় হইলে 'মারয়তি'র অনুপ্রয়োগ হয়। সংস্কৃতে অনুপ্রয়োগ সহই প্রয়োগ হইয়া থাকে। যথা 'পশুমারং মারয়তি, পশুমারমমারয়ৎ।' ইত্যাদি।

পশুমারক (ত্রি) পশুবধযুক্ত।

"ঈজে চ ক্রতুভির্ঘোরৈর্দীক্ষিতঃ পশুমারকৈঃ।
দেবান্ পিতৄন্ ভূতপতীন্ নানাকামো যথা ভবান্॥"
(ভাগ° ৪।২৭।১১)

আপনার ন্যায় রাজা পুরঞ্জন নানা প্রকার কামনার বশবর্ত্তী হইয়া ভয়ানক পশুমারক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দেবতা ও পিতৃদিগকে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।

দিব্যভাবো মহাদেব শ্রেয়ান্ স সর্ব্বসিদ্ধিদঃ।
দ্বিতীয়ো মধ্যমঃ প্রোক্তস্তৃতীয়ঃ সর্ব্বনিন্দিতঃ॥
বহুজাপাৎ তথা হোমাৎ কায়ক্লেশাদিবিস্তরৈঃ।
ন ভাবেন মহাদেব মন্ত্রতন্ত্রাঃ ফলপ্রদাঃ॥ (রুদ্রযামল ৬ পটল)
পশুভাবেঽপি সিদ্ধিঃ স্যাদ্ যদি বেদঃ সদাভ্যসেৎ।
বেদার্থচিন্তনং নিত্যং বেদপাঠধ্বনিপ্রিয়ম্॥
সর্ব্বনিন্দাবিরহিতং হিংসালস্তবিবর্জ্জিতম্।
লোভমোহকামক্রোধ-ভয় মাৎসর্য্যবর্জ্জিতম্॥"
(রুদ্রযামল ১১ পটল)

* "পশুভাবরতা যে চ কেবলং পশুরূপিণঃ।
রাত্রৌ যন্ত্রঞ্চ মন্ত্রঞ্চ ন স্পৃশেৎ ন জপেৎ কচিৎ॥
সংশয়ো বলিদানে চ তন্ত্রে চ সংশয়ঃ সদা॥
প্রতিমাসু শিলাবুদ্ধির্ভেদকো দৈবতে পুনঃ।
নিরামিষেণ দেবেশি দেবতায়াঃ প্রপূজনম্॥"
(কুব্জিকাতন্ত্র ৭ পটল)

† "নিত্যশ্রাদ্ধং তথা সন্ধ্যা বন্দনং পিতৃতর্পণম্।
দেবতাদর্শনং পীঠদর্শনং তীর্থদর্শনম্॥
গুরোরাজ্ঞাপালনঞ্চ দেবতানিত্যপূজনম্।
পশুভাবস্থিতো মর্ত্ত্যো মহাসিদ্ধিং লভেদ্ধ্রুবম্॥"

* "পুনর্ভাবং পশোরেব শৃণুষ্বাদর পূর্ব্বকম্।
অকস্মাৎ সিদ্ধিমাপ্নোতি পশুর্নারায়ণোপমঃ॥
বৈকুণ্ঠনগরে যাতি চতুর্ভুজকলেবরঃ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্তো গরুড়বাহনঃ॥" (রুদ্রযা° উত্তরখ°)।

† "দিব্যবীরৌ মহাভাবাধমঃ পশুভাবকঃ।
বৈষ্ণবো পশুভাবেন পূজয়েৎ পরমেশ্বর।
শক্তিমন্ত্রে বরারোহে পশুভাবো ভয়ানকঃ॥"

পশুমোহনিকা (স্ত্রী) মুহ্যতেঽনয়া মুহ ল্যুট্, স্বার্থে কন্ টাপি অত ইত্বং, পশূনাং মোহনিকা। কটুলতা। কটুবতী। (রাজনি°)

পশুযজ্ঞ (পুং) পশুকরণকো যজ্ঞঃ বা পশুনা যজ্ঞঃ। পশু-নামক যাগভেদ। পশুদ্রব্য দ্বারা যজ্ঞ করিতে হয়। এই যজ্ঞের বিধান আশ্বলায়নশ্রৌতসূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে।

"ক্ষালনং দর্ভকূর্চেণ সর্ব্বত্র স্রোতসাং পশোঃ।
তূষ্ণীমিচ্ছাক্রমেণ স্তাদ্বপার্থে পার্ণদারুণী॥" (কর্ম্মপ্র°)

পশুরক্ষি (পুং) রাখাল, গোপাল। (ঋক্ ৬।৪৯।১২) 'পশুরক্ষিঃ পশুপালকঃ' (সায়ণ)

পশুরক্ষিন্ (পুং) পশুরক্ষা অস্ত্যর্থে ইনি। পশুপালক, যাহারা পশুরক্ষা করে।

"তত্রাপরিবৃতং ধান্তং বিহিংস্যুঃ পশবো যদি।
ন তত্র প্রণয়েদ্দণ্ডং নৃপতিঃ পশুরক্ষিণাম্॥" (মনু ৮।২৩৮)

পশুরজ্জু (স্ত্রী) পশূনামশ্বাদীনাং বন্ধনায় রজ্জুঃ। পশুবন্ধনরজ্জু, পর্য্যায়—দামনী, বন্ধনী। (শব্দর°)

পশুরাজ (পুং) পশুনাং রাজা, ততঃ সমাসান্ত টচ্। (রাজাহঃ-সখিভ্যষ্টচ্। পা ৫।৪।৯১) সিংহ।

পশুরি, পরিমাণভেদ। ৵৫ সের। [পরিমাণ শব্দ দেখ।]

পশুলম্ব, প্রাচীন জনপদভেদ।

পশুবৎ (ত্রি) পশু ইব, ইবার্থে বতি। পশুতুল্য।

পশুবর্দ্ধন (ক্লী) পশূনাং বর্দ্ধনং ৬তৎ। যজ্ঞে পশুর সংপুষ্টতা-বিধায়ক ব্যাপারভেদ। যজ্ঞ কার্য্যে পশু যাহাতে বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ ব্যাপার বিশেষের নাম পশুবর্দ্ধন। ইহার বিষয় আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে (৪।৯।৯) বর্ণিত আছে।

পশুবিদ্ (ত্রি) পশু সরবরাহকারী। (অথর্ব্ব° ১১।১।৫)

পশুশীর্ষ (ক্লী) পশূনাং শীর্ষং ৬তৎ। পশুমস্তক।

পশুশ্রপণ (ক্লী) যজ্ঞাদিতে উচ্ছৃষ্ট পশু রন্ধন। (তৈত্তিরীয়-সং ৩।১।৩।২)

পশুষ (ত্রি) পশুষু সীদতি সদ-ড-ষত্বং। পশু বিষয়ে স্থিত অন্ন, ক্ষীর দধি প্রভৃতি। (ঋক্ ৫।৪১।১)

পশুষ্ঠ (ত্রি) পশুষু তিষ্ঠতি স্থা-ক, ততঃ ষত্বং। পশু মধ্যে অবস্থিত। (পঞ্চবিংশব্রা° ১৬।৬।২৬)

পশুসখ (পুং) পশূনাং সখা, ৬তৎ, ততঃ সমাসান্ত টচ্। পশুর সখা। শূদ্রের নামভেদ। (মহাভারত ভীষ্ম°)

পশুসনি (ত্রি) পশুং সনোতি দদাতি সন্ ইন্। পশুদায়ক।

"আত্মসনি প্রজাসনি পশুসনি" (শুক্লযজুঃ ১৯।৪৮)
'পশুসনি পশূন্ সনোতি দদাতীতি' (মহীধর)

পশুসমাম্নায় (পুং) যজ্ঞাদিতে হন্তব্য পশুর গণনা। (নিরুক্ত ১২।১৩) ২ বাজসনেয় সংহিতার একটী বিভাগ।

পশুসাধন (ত্রি) পশুদিগের সাধয়িতা। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। (ঋক্ ৬।৫৩।৯) 'পশুসাধনী পশূনাং সাধয়িত্রী' (সায়ণ)

পশুহরীতকী (স্ত্রী) পশূনাং হরীতকীব, হিতকারিত্বাৎ। আম্রাতকফল। (ত্রিকা°)

পশুহব্য (ক্লী) পশূনাং হব্যং। পশুমাংস।

"নবেনানর্চ্চিতা হস্ত পশুহব্যেন চাগ্নয়ঃ।
প্রাণানেবাত্তুমিচ্ছন্তি নবান্নামিষগর্দ্ধিনঃ॥" (মনু ৪।২৮)

পশ্চা (অব্য) পশ্চাৎ বেদে পৃষোদরাদিত্বাৎসাধুঃ। ১ পশ্চাৎ। (ঋক্ ১।১৩৩।৫) বৈদিক প্রয়োগেই এইরূপ পদ সিদ্ধ হইয়া থাকে। আর্ষ প্রয়োগে কোন কোন স্থলে অপর শব্দ স্থানে পশ্চাদেশ হয়। যথা—

"কৈলাশো হিমবাংশ্চৈব দক্ষিণেন মহাচলৌ।
পূর্ব্বপশ্চায়তাবেতৌ।" (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৪।২৪)

পশ্চাচ্চর (ত্রি) পশ্চাৎগমনকারী।

পশ্চাচ্ছ্রমণ (পুং) বৌদ্ধ ভিক্ষুভেদ। বৌদ্ধমতে পুরোহিতগণের পশ্চাদ্গামী অপর পুরোহিত, যাহারা ধর্ম্মকর্ম্মে নিরত ব্যক্তি-বৃন্দকে দেখিতে গমন করে। (দিব্যাবদান ১৫৪।১৭)

পশ্চাৎ (অব্য) অপরস্মিন্ অপরস্মাৎ অপরো বা বসতি আগতো রমণীয়ং বা, ইতি অপরস্য পশ্চভাব আতিশ্চ প্রত্যয়ো-ঽস্তাতেবিষয়ে (পশ্চাৎ। পা ৫।৩।৩২) ১ প্রতীচী। ২ প্রমাদি অর্থবৃত্তির অপর শব্দের অর্থ। ৩ চরম, শেষ।

"প্রতাপোঽগ্রে ততঃ শব্দঃ পরাগস্তদনন্তরম্।
যযৌ পশ্চাদ্রথাদীতি চতুস্কন্ধেব সা চমূঃ॥" (রঘু ৪।৩০)
৪ অধিকার। (মেদিনী)

পশ্চাৎকর্ণ (ত্রি) কর্ণের বহির্ভাগ বা পৃষ্ঠদেশ।
(শত° ব্রা° ৩।৮।১।১৫)

পশ্চাৎকর্ম্মন্ (ক্লী) ১ বৈদ্যকোক্ত বলবর্ণাগ্নিকার্য্য, যাহাতে বল, বর্ণ ও অগ্নি বৃদ্ধি হয়, এইরূপ কার্য্য। ২ পেয়াদি অন্নের সংসর্জ্জন। ৩ নিবৃত্তাতঙ্কের অনুবন্ধোপচরণের নিমিত্ত যাহা যাহা করা যায়, তাহাকে পশ্চাৎকর্ম্ম কহে। সুশ্রুতে লিখিত আছে, কর্ম্ম তিন প্রকার পূর্ব্বকর্ম্ম, প্রধানকর্ম্ম এবং পশ্চাৎকর্ম্ম। রোগের শেষে এই পশ্চাৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয় এবং এই পশ্চাৎকর্ম্মের বিষয় প্রতি রোগোপদেশস্থলেই কথিত হইয়াছে। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৫ অ°)

পশ্চাতাৎ, পশ্চাৎ পৃষ্ঠদেশঃ। পশ্চিমে স্থিত। (ঋক্ ১০।১২৭।১৫) 'পশ্চাতাৎ পশ্চিমতঃ স্থিতঃ' (সায়ণ)

পশ্চাৎকাল (পুং) পরবর্ত্তী কাল।

পশ্চাত্তর (ত্রি) পশ্চাৎসম্বন্ধীয়। (আশ্ব° শ্রৌত° ৮।১৩)

পশ্চাত্তাপ (পুং) পশ্চাৎ অগ্রতোঽকার্য্যে কৃতে চরমে তাপঃ।

অনুশোচন। চরমকালে শোক, চলিত পস্তান। পর্য্যায়—অনুতাপ, বিপ্রতিসার।

"উক্তেতি পরুষং বাক্যং পশ্চাত্তাপসমন্বিতঃ।" (রামা° ৩।৫১।৩৬)

পশ্চাত্তাপিন্ (ত্রি) পশ্চাত্তাপ অস্ত্যর্থে ইনি। পশ্চাত্তাপযুক্ত। যাহারা অনুশোচনা করে।

পশ্চাৎসদ্ (ত্রি) পশ্চাৎ সীদতীতি সদ-ক্বিপ্। পশ্চাদ্ দিক্স্থিত দেবতা। "পশ্চাৎসদ্ভ্যঃ স্বাহা" (শুক্লযজুঃ ৯।৩৫)

পশ্চাদক্ষ (অব্য) অক্ষের পশ্চাদ্ভাগ। (তাণ্ড্য ব্রা° ১।৩।৩।৫)

পশ্চাদপবর্গ (ত্রি) পশ্চাৎ নিষ্পাদিত।

(কাত্যা° শ্রৌ° ২।৭।২১)

পশ্চাদুক্তি (স্ত্রী) পরে কথন, পরে বলা।

পশ্চাদোষ (পুং) উষার শেষভাগ। (শুক্লযজুঃ ৩০।১৭)

পশ্চাদ্ভাগ (পুং) পৃষ্ঠভাগ, পেছনদিক্, শেষ ভাগ।

"ভবতি শশিনোঽপরাহ্ণে পশ্চাদ্ভাগে ঘটস্থেব॥" (বৃহৎস° ৪।৪)

পশ্চাদ্বাত (পুং) পশ্চিম বায়ু। পশ্চিমে বাতাস।

(তৈত্তি°সং ২।৪।৯।১)

পশ্চানুতাপ (পুং) পশ্চাৎ অনুতাপ, পস্তান।

পশ্চান্মারুত (পুং) পশ্চিমদিকে প্রবাহিত বায়ু। (রঘু ৭।৫১)

পশ্চারুজ (পুং) বালকদিগের রোগভেদ। ইহার নিদান—মাতার কদন্নাদিভোজন জন্য বিকৃত স্তন্যপানে শিশুর দেহস্থ পিত্ত প্রকুপিত হইয়া গুহ্যদেশে দাহ ও উত্তাপ, মল হরিত বা পীতবর্ণ এবং প্রবল জ্বর হয়, ইহাই পশ্চারুজ নামে খ্যাত। ইহা অতি কষ্টদায়ক। এই রোগে রক্তচন্দন, অনন্তমূল, শ্যামালতা, চোরকাঁচকী এই সমুদায়ের প্রলেপ ও অবলেহ প্রশস্ত।

পশ্চার্দ্ধ (ত্রি) অপরশ্চাসাবর্দ্ধশ্চ ইতি (অপরস্যার্দ্ধে পশ্চভাবো বক্তব্যঃ। পা ২।১।৫৮ বার্ত্তিক) ইত্যস্য পশ্চভাবঃ। শেষার্দ্ধ, অপরার্দ্ধ।

"পশ্চার্দ্ধেন প্রবিষ্টঃ শরপতনভয়াদ্ভূয়সা পূর্ব্বকায়ম্॥" (শকু° ১ অঙ্ক)

পশ্চার্দ্ধ্য (ত্রি) পৃষ্ঠদেশ সম্বন্ধীয়। (শতপথব্রা° ৪।২।৪।৫)

পশ্চিম (ত্রি) পশ্চাদ্ভবং (অগ্রাদি পশ্চাৎ ডিমচ্। পা ৪।৩।২৩ বার্ত্তিক) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা ডিমচ্। ১ পশ্চাদ্ভব।

"মরন্তঃ পশ্চিমামাজ্ঞাং ভর্ত্তুঃ সংগ্রামযায়িনঃ॥" (রঘু ১৭।৮)

২ স্ত্রিয়াং টাপ্। পশ্চিমাচলাবচ্ছিন্ন দিক্, যে দিকে সূর্য্য অস্তাচলে গমন করেন, সেই দিকের নাম পশ্চিম। পর্য্যায়—প্রতীচী, বারুণী, প্রত্যক্। পশ্চিমদিক্স্থিত বায়ুর গুণ—তীক্ষ্ণ, কফ, মেহ, শোষক, সত্বঃ প্রাণহর, দুষ্ট এবং শোষকারী। (রাজনি°)

রাজবল্লভের মতে—অগ্নি, বপুঃ, বর্ণ, বল ও আরোগ্যবর্দ্ধক, কষায়, শোষণ, রোচন, বিশদ, লঘু, জলের লঘুতাসম্পাদক, শৈত্য ও বৈমল্যকারক। (রাজব°)

পশ্চিমদিকের অধিপতি বরুণ।

"ইন্দ্রো বহ্নিঃ পিতৃপতির্নৈর্ঋতো বরুণো মরুৎ।
কুবের ঈশঃ পতয়ঃ পূর্ব্বাদীনাং দিশাং ক্রমাৎ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

মিথুন, তুলা ও কুম্ভরাশি পশ্চিমদিকের পতি। ৩ চরম, শেষ।

পশ্চিমঘাট, দাক্ষিণাত্যের বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত একটী পর্ব্বতমালা। ভারতের পশ্চিম উপকূলে দেউলরূপে দণ্ডায়মান থাকিয়া সমুদ্রতরঙ্গ ও শত্রু হইতে তীরভূমিকে সুদৃঢ় রাখিয়াছে। বিন্ধ্যাপর্ব্বতের পশ্চিমাভিমুখী শাখার শেষ সীমা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমান্বয়ে দক্ষিণমুখে ত্রিবাঙ্কোড় রাজ্যের উত্তর পর্য্যন্ত আসিয়া বিস্তৃত হইয়াছে। সমুদ্রতীর হইতে কোথাও কোথাও এই পর্ব্বত সুদীর্ঘ ও অত্যুচ্চ সিঁড়ির ন্যায় দেখা যায়। অধিকাংশস্থলে ইহার উচ্চতা প্রায় ৩০০০ ফিট্, সমুদ্রতটবর্ত্তী শিখরগুলি প্রায় ৪৭০০ ফিট্ উচ্চ। কিন্তু দক্ষিণসীমায় যেখানে এই পর্ব্বতমালা পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতমালার সহিত আসিয়া মিলিত হইয়াছে, সেই স্থানের কোথাও কোথাও ইহার উচ্চতা ৭০০০ হইতে ৮৭৬০ ফিট্ লক্ষিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্ব ও পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের সঙ্গমস্থলে যে ত্রিকোণাকার অধিত্যকা ভূমি অবস্থিত, তাহা স্বভাবতঃ ১০০০ হইতে ৩০০০ ফিট্ উচ্চ। এখানে ইতস্ততঃ যে সকল শিখরশ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রায় ৪০০০ ফিট্ উচ্চ। তন্মধ্যে দক্ষিণভারতের বিখ্যাত স্বাস্থ্যনিবাস নীলগিরি পর্ব্বতস্থ উতকামন্দ উপত্যকা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭০০০ ফিট্ উচ্চ। ইহার দক্ষিণে দোদাবেট্টাশিখর ৮৭৬০ ফিট্ উচ্চে মস্তক তুলিয়া দণ্ডায়মান আছে। এতদ্ব্যতীত বোম্বাই নগরের ২০ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে ভোরঘাট নামক গিরিসঙ্কট (২০২৭ ফিট্ উচ্চ), প্রাচীনকালে সমুদ্রকূল হইতে দাক্ষিণাত্যে প্রবেশের ইহাই একমাত্র পথ বলিয়া সাধারণে পরিচিত ছিল। বোম্বাই নগরের উত্তর পূর্ব্বে থলঘাটসঙ্কট (১৯১২ ফিট্ উচ্চ)। বেনগুর্লা বন্দর হইতে বেলগামের সেনানিবাসে যাইবার আরও একটী পথ আছে। পালঘাট নামক উপত্যকায় যাইবার জন্য যে যে পথ আছে, তাহাও পালঘাটসঙ্কট নামে খ্যাত। এই স্থান ১০ ক্রোশ বিস্তীর্ণ। মান্দ্রাজে যাইবার জন্য এ স্থান দিয়াও মধ্যভারতে প্রবেশের জন্য বেপুরের নিকট দিয়া একটী রেলপথ গিয়াছে, পর্ত্তুগীজ অধিকৃত গোয়ানগর হইতে দাক্ষিণাত্যে আসিবার জন্য আরও একটী পথে গমনাগমনের সুবিধার্থ রেলপথ স্থাপিত হইয়াছে।

পশ্চিমঘাট পর্ব্বত ভেদ করিয়া কোনও নদীপ্রবাহ মধ্যভারত হইতে পশ্চিমসাগরে পতিত হয় নাই। গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী নামক নদীত্রয়ই এই পর্ব্বতপ্রবাহিত জলরাশি হইতে

পুষ্ট হইয়া মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বসমুদ্রে পতিত হইয়াছে। অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতের পূর্ব্ব-দক্ষিণ ভূভাগে হিন্দুরাজগণের রাজত্বের নিদর্শন আছে বটে, কিন্তু এই সুদূর পশ্চিমাংশে সেরূপ হিন্দুরাজবংশের প্রতিষ্ঠা দেখা যায় না। পশ্চিমে সমুদ্রতট হইতে পূর্ব্বদিকে পশ্চিমঘাট গিরি-মালার মধ্যবর্ত্তী স্থলভাগ কোঙ্কণ নামে খ্যাত। এই কোঙ্কণ রাজ্য বহু প্রাচীনকাল হইতে অবস্থিত। [কোঙ্কণ দেখ।] নায়র জাতিই এখানকার অধিক স্থানে রাজত্ব করিয়া থাকে। যখন মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজী দক্ষিণ ভারতের সিংহা-সনে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তাঁহার পরবর্ত্তী মহারাষ্ট্র-রাজগণ যখন মহারাষ্ট্রগৌরব-রক্ষণে যত্নপর হইয়াছিলেন, তখন এই পর্ব্বতমালায় নানা স্থান ও প্রত্যেক গিরিপথ দুর্ভেদ্য দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত হইয়াছিল।

পর্ব্বতভাগে তালজাতীয় বড় বড় বৃক্ষ ও বিভিন্ন প্রকারের পশু পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ষা ঋতুতে এই পর্ব্বতের স্থানে স্থানে জলনির্গম জন্য যে সকল প্রপাত সৃষ্টি হয়, সেই সময়ে এই প্রদেশের দৃশ্য অতীব নয়ন-মনোহর। এখান-কার গার্সপ্পা নামক প্রপাতটী ৮৩০ ফিট্ উচ্চ হইতে পতিত হইতেছে।

পশ্চিমজন (পুং) ভারতবর্ষের পশ্চিমদিকস্থ দেশবাসী। পাশ্চাত্য ব্যক্তি। (বৃ° সং ৫।৪২)

পশ্চিমদেশ (পুং) রোমক সিদ্ধান্তোক্ত জনপদ ভেদ।

পশ্চিমরাত্র (পুং) পশ্চিমং রাত্রেঃ, একদেশিসমাসে অচ্ সমাসান্তঃ। রাত্রির শেষ ভাগ। কেহ কেহ বলেন, একদেশি-সমাস কালবাচক শব্দের সহিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে 'মধ্যরাত্র' প্রভৃতি শব্দ হইতে পারে না। কিন্তু 'উপারতাঃ পশ্চিমরাত্রগোচরাৎ' ইত্যাদি প্রয়োগে পশ্চিমরাত্র পদ এক-দেশিসমাস করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু মল্লিনাথ 'উপারতাঃ পশ্চিমরাত্রগোচরাৎ' এই স্থলে 'পশ্চিমরাত্রিগোচরাৎ' এইরূপ বলিয়া থাকেন। এই পাঠে 'পশ্চিমা চাসৌ রাত্রিশ্চেতি', এইরূপ সমাসবাক্য হইয়া থাকে।

পশ্চিমানূপক (পুং) নৃপভেদ। (ভারত ১।৬৭ অঃ)

পশ্চিমার্দ্ধ (পুং) শেষার্দ্ধ, অপরার্দ্ধ।

পশ্চিমোত্তর (স্ত্রী) পশ্চিমায়াঃ উত্তরস্যা দিশোঽন্তরালা দিক্ 'দিঙ্নামান্যন্তরালে' ইতি সমাসঃ। বায়ুকোণ, পশ্চিম ও উত্তর দিকের মধ্যদিক্।

পশ্য (অব্য) দৃশ্ বাহুলকাৎ শ। ১ প্রশংসা। ২ বিস্ময়। (শব্দরত্না°) পশ্যতীতি-ঘ্রাৎপত্যা (পা-ঘ্রা-ধ্মা-ধেট্-দৃশঃ শঃ। পা ৩।১।১৩৭) ইতি শ প্রত্যয়েন পশ্যো বাচ্যলিঙ্গঃ। ৩ দর্শক।

"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥"
(মুণ্ডকোপ° ৩।১।৩)

পশ্যৎ (ত্রি) দৃশ্-শতৃ ততঃ 'দৃশেঃ পশ্য' ইতি পশ্যাদেশঃ। দর্শক, দর্শনকর্ত্তা।

"ইত্যুক্ত্বা সা ভগবতী চণ্ডিকা চণ্ডবিক্রমা।
পশ্যতামেব দেবানাং তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥" (মার্ক° পু° ৯২।২৯)

পশ্যৎ (ত্রি) দৃশ-শতৃ। দৃশ্যমান। (অথর্ব্ববেদ ১৩।৪।৪৮)

পশ্যতিকর্ম্মন্ (পুং) পশ্যতির্দর্শনমেব কর্ম্ম যস্য। দর্শনকর্ম্ম, যাহার কার্য্য কেবল দেখা। বৈদিক পর্য্যায়—চিক্যাৎ, চাকনৎ, আচক্ষ, চষ্টে, বিচষ্টে, বিচর্ষণি, বিশ্বচর্ষণি, অবচাকশৎ। (নিঘণ্টু ৩ অঃ)

পশ্যতোহর (ত্রি) পশ্যন্তং জনমনাদৃত্য হরতীতি হৃঙ্ হরণে অচ্ (ষষ্ঠী চানাদরে। পা ২।৩।৩৮) ইতি অনাদরে ষষ্ঠী, ততঃ (বাগ্দিক্‌পশ্যদ্ভ্যোঃ যুক্তিদণ্ডহরেষু। পা ৬।৩।২১ বার্ত্তিক) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা ষষ্ঠ্যাঃ অলুক্। চোর, যাহারা দর্শকের সমক্ষে তাহাকে ভুলাইয়া চুরি করে। স্বর্ণকারাদি চৌরভেদ।

'যঃ পশ্যতো হরেদর্থং স চৌরঃ পশ্যতোহরঃ ॥' (হেম)

স্বর্ণকারাদি, লোককে দেখাইয়া হরণ করিয়া থাকে, এইজন্য ইহাদিগকে পশ্যতোহর কহে।

পশ্যন্তী (স্ত্রী) পশ্যতি যা দৃশ্-শতৃঙীপ্ ততঃ নুম্ (শপ্ শ্যনো-র্নিত্যং। পা। ৭।১।৮১) ১ মূলাধারোত্থিত হৃদয়গত নাদরূপবর্ণ।

"মূলাধারাৎ প্রথমমুদিতো যস্তু তারঃ পরাখ্যঃ।
পশ্চাৎপশ্যন্ত্যথ হৃদয়গো বুদ্ধিযুঙ্মধ্যমাখ্যঃ ॥" (অলঙ্কারকৌ°)

মূলাধার হইতে প্রথম উদিত যে তারশব্দ, তাহাকে পরা কহে। পশ্চাৎ যাহা উচ্চারিত হয়, তাহাকে পশ্যন্তী কহে। ২ বাগ্‌বিশেষ।

"বৈখরী শব্দনিষ্পত্তির্মধ্যমা শ্রুতিগোচরা।
দ্যোতিতার্থা তু পশ্যন্তী সূক্ষ্মা বাগনপায়িনী ॥" (মল্লিনাথধৃতবাক্য)

সূক্ষ্মা, দ্যোতিতার্থা ও অনপায়িনী বাক্যকে পশ্যন্তী কহে। ৩ ঈক্ষণকর্ত্রী। দর্শিনী স্ত্রী।

পশ্বইষ্টি (ত্রি) পশুসাধ্য যজ্ঞ, পশুনামক যজ্ঞ।

"পশ্বইষ্টী রথ্যেব চক্রা" (ঋক্ ১।১৮০।৪)

'পশ্বইষ্টিঃ পশুইত্যগ্নের্নাম, অগ্নিঃ পশুরাসীদিত্যাদিশ্রুতেঃ। তস্য অগ্নেরিষ্টির্ভবতি, বা পশুসাধ্যো যোগঃ' (সায়ণ)

পশ্বয়ন (ক্লী) যাগভেদ। (শতপথব্রা° ৪।৬।৩।১)

পশ্বযন্ত্র (ত্রি) পশোরিদং বা° ড্, ততঃ পশ্বশ্চাসৌ যন্ত্রশ্চেতি কর্ম্মধা°। পশুনির্গমার্থ যন্ত্রভেদ। (ঋক্ ৪।১।১৪)

পশ্ববদান (ক্লী) পশোরঙ্গবিশেষস্য অবদানং ছেদনং। পশুর অঙ্গবিশেষ ছেদন।

পশ্বাচার (পুং) পশূনাং তন্ত্রোক্তাধিকারিবিশেষাণামাচারঃ। তন্ত্রোক্ত আচারভেদ।

"বেদোক্তেন যজেদ্দেবীং কামসংকল্পপূর্ব্বকম্।
স এব বৈদিকাচারঃ পশ্বাচারঃ স উচ্যতে॥" (আচারভেদতন্ত্র)

কামনা এবং সঙ্কল্পপূর্ব্বক বেদোক্ত বিধানে যাহারা দেবীর পূজা করে, তাহাই বৈদিকাচার। এই বৈদিকাচারকেই পশ্বাচার কহে। দিব্য, বীর ও পশু এই তিন ভাবে সাধক সাধনা করিবেন। কিন্তু কলিকালে দিব্য ও বীরাচার বিহিত হয় নাই, অর্থাৎ কোন সাধকই দিব্য ও বীরভাবে সাধনা করিবে না। কলিতে কেবল পশ্বাচারই প্রশস্ত। সকল সাধকই পশুভাবে পূজা করিবেন। এই পশুভাব দ্বারাই সাধকের মন্ত্রসিদ্ধি হইবে।

"দিব্যবীরময়ো ভাবঃ কলৌ নাস্তি কদাচন।
কেবলং পশুভাবেন মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেন্নৃণাম্॥" (মহানির্ব্বাণত°)

নিম্ন লিখিত নিয়ম পালন করিলে তাহাকে পশ্বাচার কহে। যথা—নিত্যস্নান, নিত্যদান, ত্রিসন্ধ্যা জপ ও পূজা, নির্ম্মল বস্ত্র-পরিধান, বেদশাস্ত্রে দৃঢ় জ্ঞান, গুরু ও দেবতাতে ভক্তি, মন্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাস, পিতৃ ও দেবপূজা, বলি, শ্রাদ্ধ ও নিত্যকার্য্য, শক্র ও মিত্রকে সমদর্শন, অপরের অন্ন পরিত্যাগ, কিন্তু গুরুর অন্ন সর্ব্বদা ভোজন ও ইহা সকলপ্রকার সিদ্ধিপ্রদ এইরূপ জ্ঞান, কদর্য্য ও নিষ্ঠুর কার্য্য পরিবর্জ্জন। দেবনিন্দক দেখিলে আলাপ পর্য্যন্ত করিবে না। সর্ব্বদা সত্য বাক্য বলিবে। কদাচ মিথ্যাপ্রয়োগ করিবে না। যাহারা এই সকল আচার সম্পন্ন হইয়া থাকেন, তাহাদিগকে পশ্বাচারী কহে। (কুব্জিকা-তন্ত্র ৭ পটল) [পশু ও পশ্বাচারী দেখ।]

পশ্বাচারী, শক্তি-উপাসক সম্প্রদায় বিশেষ। পশুভাবে শক্তি-সাধনাকারীরা পশ্বাচারী নামে খ্যাত। অপরে বীরাচারী নামে প্রসিদ্ধ। [পশুভাব দেখ।]

পশুভাব ও পশ্বাচারের সহিত বীরভাব ও বীরাচারের প্রভেদ এই যে, বীর ভাবে ও বীরাচারে মদ্য-মাংসের ব্যবহার আছে, পশুভাবে ও পশ্বাচারে তাহা নিষিদ্ধ।

কুলার্ণবে এই দুই প্রধান আচারকে বিভাগ করিয়া সাত প্রকারে নিষ্পন্ন হইয়াছে। যথা—বেদাচার (১) সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, বেদাচার অপেক্ষা বৈষ্ণবাচার উত্তম, তদপেক্ষা শৈবাচার উত্তম, শৈবাচার হইতে দক্ষিণাচার উত্তম, তদপেক্ষা সিদ্ধান্তাচার আরও উত্তম, সিদ্ধান্তাচার হইতে কৌলাচার শ্রেষ্ঠ। কৌলাচারের উপর আর নাই। (কুলার্ণব পঞ্চম খণ্ড।)

এই সকল আচার কিরূপ, তন্ত্রে সেই সকল বিবরণ বিশদ-রূপে লিখিত হইয়াছে। ক্রমানুসারে বৈষ্ণবাদি আচারের বিষয় লিখিত হইল।

বৈষ্ণবাচার—বেদাচারের ব্যবস্থানুসারে সর্ব্বদা লিখিত কার্য্য করিতে তৎপর থাকিবে। কখন মৈথুন ও তৎসংক্রান্ত কথার জল্পনাও করিবে না। হিংসা, নিন্দা, কুটিলতা, মাংসভোজন, রাত্রিতে মালা ও যন্ত্রস্পর্শ প্রভৃতি কার্য্য সমুদায় সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। (নিত্যাতন্ত্র ১ পটল)

শৈবাচার—বেদাচারের নিয়মানুসারে শৈব ও শাক্তাচারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শাক্তের বিশেষ এই যে, তাহাতে পশুহত্যার বিধান আছে। (নিত্যাতন্ত্র ১ প°)

দক্ষিণাচার—বেদাচারের নিয়মানুসারে ভগবতীর পূজা করিবে এবং রাত্রিযোগে বিজয়া গ্রহণ করিয়া তদ্গতচিত্তে মন্ত্র জপ করিবে। (নিত্যাতন্ত্র ১ পটল)

বামাচার—কুলস্ত্রীর পূজা বিধেয়, তাহাতে মদ্য-মাংসাদি পঞ্চতত্ত্ব (২) ও খপুষ্প (৩) ব্যবহার করিতে হইবে। ইহাই বামাচার নামে কথিত। বামাস্বরূপা হইয়া পরমাশক্তির পূজা করিতে হয়। (আচারভেদতন্ত্র।)

সিদ্ধান্তাচার—শুদ্ধ কি অশুদ্ধ সকল দ্রব্যই শোধন দ্বারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। সিদ্ধান্তাচারের ইহাই লক্ষণ। সময়াচার তন্ত্রের দ্বিতীয় পটলে লিখিত আছে, যে ব্যক্তি অহরহঃ দেবপূজায় অনুরক্ত থাকিয়া এবং দিবাভাগে বিষ্ণুপরায়ণ হইয়া রাত্রিকালে সাধ্যানুসারে ও ভক্তি সহকারে যথাবিধি মদ্যাদি দান ও সেবন করে, সেই সিদ্ধান্তাচারী সমস্ত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

(সময়াচারতন্ত্র ২ পটল।)

---

(১) বেদাচার শব্দে এখানে বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান নয়; তন্ত্রে আচার বিশেষ বেদাচার বলিয়া উক্ত হইয়াছে।—

"বেদাচারং প্রবক্ষ্যামি শৃণু সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি।।
ব্রাহ্মেমুহূর্ত্তে উত্থায় গুরুং নত্বা স্বনামভিঃ॥
আনন্দনাথশব্দান্তে পূজয়েদথ সাধকঃ।
সহস্রারাম্বুজে ধ্যাত্বা উপচারৈস্তু পঞ্চভিঃ॥
প্রজপ্য বাগ্ভববীজং চিন্তয়েৎ পরমাংকলাম্॥"

হে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি! বেদাচার প্রকাশ করিতেছি, শ্রবণ কর। সাধক ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া গুরুর নাম গ্রহণপূর্ব্বক শেষে 'আনন্দ' এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিবে। সহস্রার পদ্মে ধ্যান করিয়া পঞ্চ উপচার দ্বারা পূজা করিবে এবং বাগ্ভব বীজ অর্থাৎ এই মন্ত্র জপ করিয়া পরম কলা-শক্তিকে চিন্তা করিবে। ইত্যাদি। (নিত্যাতন্ত্র)

(২) [পঞ্চমকার দেখ।]

(৩) তন্ত্রোল্লিখিত গুপ্ত বিষয়বিজ্ঞাপক সাঙ্কেতিক শব্দ। খপুষ্প শব্দে রজস্বলা স্ত্রীলোকের রজঃ বুঝিতে হইবে। এইরূপ স্বয়ম্ভুপুষ্প বা কুসুম শব্দে ঐ প্রথম রজঃ, কুণ্ডপুষ্প অর্থে সধবা স্ত্রীলোকের রজ, গোলকপুষ্প বলিলে বিধবার রজ এবং বজ্রপুষ্প শব্দে চণ্ডালিনীর রজ জানিতে হইবে।

কৌলাচার—প্রকৃত পক্ষে কৌলাচারের কোন নিয়ম নাই। স্নানাহ্নান, কালাকাল ও কর্ম্মাকর্ম্মের কিছু বিচার করিতে হয় না। মহামন্ত্র সাধনে দিক্ ও কালের নিয়ম নাই। তিথি ও নক্ষত্রাদির'ও নিয়ম নাই। কোন স্থানে শিষ্ট, কোথাও ভ্রষ্ট, কোথাও বা ভূত পিশাচতুল্য এই প্রকার নানা বেশ-ধারী কৌল সমুদায় পৃথিবীতে বিচরণ করেন। কর্দ্দম ও চন্দনে এবং পুত্র ও শত্রুতে যাহার ভেদজ্ঞান নাই, শ্মশান ও গৃহে এবং কাঞ্চন ও তৃণে যাহার প্রভেদ নাই, সেই ব্যক্তি কৌল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

শ্যামা-রহস্যে লিখিত হইয়াছে, যাঁহারা অন্তরে শাক্ত, বাহিরে শৈব এবং সভামধ্যে বৈষ্ণব, এইরূপ নানাবেশধারী যোগীই কৌল নামে পরিচিত।

"অন্তঃশাক্তা বহিঃ শৈবাঃ সভায়াং বৈষ্ণবা মতাঃ।
নানারূপধরাঃ কৌলা বিচরন্তি মহীতলে॥" (শ্যামারহস্য)

বীরাচারী হইতে পশ্বাচারীরা মদ্য-মাংসাদি ব্যবহার-বিষয়ে নিষিদ্ধ থাকিলেও, উভয় আচারেই পশুবলির বিধান আছে(১)। পশুবলিদান তন্ত্রোক্ত শক্তি উপাসনার একটী প্রধান অঙ্গ। তদনুসারে গো ব্যাঘ্র মনুষ্য প্রভৃতি কোন জীবই পশুবলির অযোগ্য নয়।

তন্ত্রাদিতে সাত প্রকার আচারের লক্ষণ ও ব্যবস্থা নিরূপিত হইলেও শাক্তদিগের মধ্যে সচরাচর দুইটী মাত্র সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা দক্ষিণাচারী ও বামাচারী। যাহারা প্রকাশ্যভাবে বেদাচারের নিয়মানুসারে ভগবতীর অর্চ্চনা করেন ও বামাচারীদিগের অনুষ্ঠেয় মদ্য-ব্যবহার ও শক্তি সাধনাদি না করেন, তাঁহারাই সাধারণতঃ দক্ষিণাচারী নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহারা সুরা গ্রহণ করেন না বটে; কিন্তু পশ্বাচারের নিয়মানুযায়ী ইচ্ছাক্রমে অল্প বা বহুসংখ্যক বলি দিয়া থাকেন। (কাশীনাথপ্রণীত দক্ষিণাচারতন্ত্ররাজে ইঁহাদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিশেষ বিবরণ প্রকটিত হইয়াছে।)

মদ্যাদি দান ও সেবন বামাচারীদের অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা না করিলে কোন প্রকারে সাধকের সিদ্ধিলাভ হয় না। শ্যামা-রহস্যে লিখিত আছে—মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা (১) ও মৈথুন এই পঞ্চমকারে মহাপাতক বিনাশ করে। দিবসে এইরূপ ব্যবহার করিলে পাছে হাস্যাস্পদ হইতে হয়, এই নিমিত্ত রাত্রিযোগে ইহার অনুষ্ঠান আদিষ্ট হইয়াছে এবং তাহা গোপন করিবার জন্য কৌলদিগের কপট ব্যবহার করিবারও ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে।

নিরুত্তরতন্ত্রের প্রথম পটলে লিখিত আছে,—সাধক রাত্রি-যোগে কুলক্রিয়া এবং দিবাভাগে বৈদিকক্রিয়া করিবে। এই-রূপে ভিন্ন ভিন্ন যোগ সাধনা করিয়া যোগিব্যক্তি দিবারাত্র দেবীর অর্চ্চনা করিবে। (নিরুত্তরতন্ত্র ১ প°)

পূজা দুই প্রকার—বাহ্যপূজা এবং অন্তর্যাগ। গন্ধ, পুষ্প, ভক্ষ্য, ও পানীয় প্রদানাদি দ্বারা যে পূজা হয়, তাহাই বাহ্যপূজা এবং চিৎরূপ পুষ্প, প্রাণরূপ ধূপ, তেজোরূপ দীপ, বায়ুরূপ চামর প্রভৃতি কল্পিত উপচারাদি দ্বারা যে আন্তরিক সাধন, তাহার নাম অন্তর্যাগ। ষট্‌চক্রভেদ এই অন্তর্যাগের প্রধান অঙ্গ।

[ষট্‌চক্র দেখ।]

এইরূপ লিখিত আছে যে, সাধক নিজ গুরুর উপদেশানু-সারে শরীরস্থ বায়ুর যোগে অগ্নির গতি দ্বারা কুণ্ডলিনী শক্তিকে উত্তেজিত করিবে। পরে হুঁ এই বীজমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক তাঁহাকে চেতন করিয়া চিত্রিণী নাড়ী মধ্যগত পথ দিয়া মূলা-ধার অবধি আজ্ঞা পর্য্যন্ত ছয় পদ্মকে এবং মূলাধার, অনাহত ও আজ্ঞা এই তিন পদ্মে অবস্থিত তিন শিবকে ভেদ করিবে। অনন্তর কুণ্ডলিনীকে সহস্রদল কমলে স্থাপন করিয়া তন্মধ্যস্থিত পরম শিবের সহিত সংযুক্ত করিবে। অতঃপর উভয়ের সংযোগে উৎপন্ন পরমামৃত পান করিয়া পূর্ব্বোক্ত কুলপদ্ম দিয়া কুণ্ডলিনীকে মূলাধারপদ্মে আনয়ন করিতে হইবে, এইরূপ অন্তর্যাগ সাধনে প্রবৃত্ত যে সমস্ত বীরাচারী ব্যক্তি মদ্য-মাংসা-দির দ্বারা ভগবতীর উপাসনা করেন, তন্ত্রমতে তাহারাই তাঁহার প্রিয়-সাধক (২)। (কুলার্ণব)

বীরাচারীরা মধ্যে মধ্যে চক্র করিয়া দেব দেবীর সাধনা করিয়া থাকেন, এ প্রদেশে ইহাই প্রসিদ্ধ। শ্রীচক্র কিরূপ নিম্নে লিখিত হইল,—

(১) বলি দুই প্রকার, রাজসিক ও সাত্ত্বিক। মাংস রক্তাদিবিশিষ্ট বলিকে রাজসিক, আর মুদ্গ, পায়স, ঘৃত, মধু ও শর্করাযুক্ত এবং রক্ত-মাংসাদি বর্জ্জিত বলিকে সাত্ত্বিক বলি বলে।

"সাত্ত্বিকো বলিরাখ্যাতো মাংসরক্তাদিবর্জ্জিতঃ।" (সময়াচারতন্ত্র)

কালিকাপুরাণে চণ্ডিকা ভৈরবাদি শক্তি-উপাসনায় জীব বলিয়া উল্লেখ আছে। বলিদ্বারা মুক্তিসাধন এবং এই বলি দ্বারা স্বর্গ সাধন হইয়া থাকে। কিন্তু কোন কোন শাস্ত্রে ইহা নরকসাধন বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

"মদর্থে শিব। কুর্ব্বন্তি তামসা জীবঘাতনম্।
আকল্পকোটিনিরয়ে তেষাং বাসো ন সংশয়ঃ॥" (পদ্মপুরাণ)

(১) "মদ্যং মাংসঞ্চ মৎস্যঞ্চ মুদ্রা মৈথুনমেব চ।
মকারপঞ্চকঞ্চৈব মহাপাতকনাশনম্॥" (শ্যামারহস্য)

লোকে মদ্যের সহিত যে উপকরণ সামগ্রী ভক্ষণ করিয়া থাকে, তাহারই নাম মুদ্রা।

(২) শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত, সৌর, বৌদ্ধ, পাশুপত, সাংখ্য কলামুখব্রত, দক্ষিণাচার, দার্শনিক, বামাচার, সিদ্ধান্তাচার এবং বেদাচারাদি সমুদয়

এরূপ ব্যবস্থা আছে যে, সাধকেরা চক্রাকারে বা শ্রেণী-ক্রমে আপনাপন শক্তির সহিত ললাটে চন্দন লেপন করিয়া যুগ যুগ ক্রমে ভৈরব ভৈরবী ভাবে উপবেশন করিবে এবং মধ্যস্থিত কোন স্ত্রীলোককে সাক্ষাৎ কালী বোধ করিয়া মদ্য-মাংসাদির দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিতে থাকিবে। কিরূপ স্ত্রীলোককে ঐরূপ পূজা করিতে হয়, গুপ্তসাধনতন্ত্রে তাহার এইরূপ বিধি আছে,—

নটস্ত্রী, কাপালী, বেশ্যা, রজকী, নাপিতের ভার্য্যা, ব্রাহ্মণী, শূদ্রকন্যা, গোপকন্যা, মালাকার কন্যা এই নয় প্রকার স্ত্রীলোক কুলকন্যা। বিশেষতঃ পরপুরুষগামিনী বিদগ্ধা হইলে সকল স্ত্রীই কুলস্ত্রী হয়। রূপবতী যুবতী, সুশীলা ও ভাগ্যবতী স্ত্রীলোককে যত্নপূর্ব্বক পূজা করিবে, তাহা হইলে নিশ্চিতই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে (১)।

ঐ চক্রগত পরপুরুষেরাই ঐ সমস্ত কুলস্ত্রীর প্রকৃত পতি, কুলধর্ম্মে বিবাহিত পতি পতি নহে। পূজাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে পরপুরুষকে মনেতেও স্পর্শ করিবে না। পূজাকালে বেশ্যার ন্যায় সকলের পরিতোষ করিবে। (উত্তরতন্ত্র) নিরুত্তর তন্ত্রের অপর একস্থলে লিখিত আছে,—আগমোক্ত পতি শিবস্বরূপ, তিনিই গুরু। সেই পতিই কুলস্ত্রীদিগের প্রকৃত পতি। বিবাহিত পতি পতি নয়। কুলপূজায় বিবাহিত পতি ত্যাগ করিলে দোষ হয় না। কেবল বেদোক্ত কার্য্যে বিবাহিত পতি ত্যাগ নিষিদ্ধ হইয়াছে। (নিরুত্তরতন্ত্র)

সাক্ষাৎ কালীরূপা উক্ত কুলনারীর পূজা করিয়া মদ্য-শোধনাদি পূর্ব্বক পান করিতে হয়। ললাটে সিন্দূর চিহ্ন-ধারণ এবং হস্তে মদিরাসব ধারণপূর্ব্বক গুরু ও দেবতার ধ্যান করিয়া পান করা বিধি। (প্রাণতোষিণী) হস্তে সুরাপাত্র ধারণ করিয়া তদ্গতচিত্তে এইরূপ বন্দনা করিতে হয়—

"শ্রীমদ্ভৈরবশেখরপ্রবিলসচ্চন্দ্রামৃতপ্লাবিতং
ক্ষেত্রাধীশ্বরযোগিনীসুরগণৈঃ সিদ্ধৈঃ সমারাধিতম্।
আনন্দার্ণবকং মহাত্মকমিদং সাক্ষাৎ ত্রিখণ্ডামৃতং
বন্দে শ্রীপ্রথমং করাম্বুজগতং প্রাপ্তং বিশুদ্ধিপ্রদম্ ॥"(শ্যামারহস্য)

এইরূপ বিশেষ বিশেষ মন্ত্রদ্বারা পাঁচবার পাত্রের বন্দনা করিয়া পাঁচ পাত্র গ্রহণ করিবে, পরে যে পর্য্যন্ত না ইন্দ্রিয় সকল (দৃষ্টি ও মন) চঞ্চল হয়, সেই পর্য্যন্ত পান করিতে থাকিবে। ইহার পর পান করিলে পশুপান করা হয় জানিবে। চক্রীদের কল্যাণ ও তদীয় বিপক্ষদের বিনাশ উদ্দেশে শান্তিস্তোত্র পাঠ করিবে এবং তদনন্তর আনন্দস্তোত্র পাঠ করিয়া অন্যান্য কুল-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। কুলভৈরব স্বরূপ সাধক মদ্যপান করিয়া স্তব পাঠ করিবে এবং কুলস্ত্রীসংসর্গে প্রবৃত্ত হইয়া কুলকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে থাকিবে। অতঃপর আনন্দো-ল্লাসের আরম্ভ হয়। (এই ব্যাপারের সবিশেষ বর্ণনা অত্যন্ত অশ্লীল, কুলার্ণবে পঞ্চমখণ্ডে ইহার ব্যবস্থা লিখিত আছে।)

মনুষ্যের মন যত বিকৃত হউক না কেন, তথাপি লোকের সাক্ষাতে এতাদৃশ কর্ম্ম করিতে লজ্জা বোধ হয়। প্রাণতোষিণী-তন্ত্রে লিখিত হইয়াছে, চক্রমধ্যে মদিরামুগ্ধ ব্যক্তিদিগকে দেখিয়া হাস্য ও নিন্দা করিবে না এবং ঐ চক্রের বার্ত্তা বাহিরে প্রকাশ করিবে না, তাহাদের নিকটে ভোজন করিবে, অহিত আচরণে বিরত থাকিবে, ভক্তিপূর্ব্বক তাহাদিগকে রক্ষা করিবে এবং যত্নপূর্ব্বক গোপন করিয়া রাখিবে।

তন্ত্রমধ্যে লতাসাধনাদি আরও অধিকতর লজ্জাকর ও ঘৃণাকর ব্যাপারের উল্লেখ আছে। তাহা লিখিয়া জানাইবার উপযুক্ত নহে। সামান্যতঃ লতাসাধনে একটী স্ত্রীলোককে ভগবতী জ্ঞান করিয়া মদ্যপানাদি সহকারে তাহার সাধনা করিতে হয়। ইহাতে তাহার শরীরের গুহ্যাগুহ্য নানাস্থানে মন্ত্রজপ এবং আপনার ও তাহার অঙ্গ বিশেষের পূজা বন্দনাদি পুরঃসর স্ত্রীপুরুষঘটিত ব্যাপারানুষ্ঠানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়া থাকে। তন্ত্রবিহিত সুরাপান ও পরস্ত্রীগমন প্রভৃতির ন্যায় মারণ, উচ্চাটন প্রভৃতি নরহত্যা ও পরপীড়াও শাস্ত্রীয় ক্রিয়ার মধ্যে গণিত হইয়াছে *।

উপরে যে নানা প্রকার সাধকের কথা লিখিত হইল, তাহা পশ্বাচারী ও বীরাচারী উভয় সম্প্রদায়ের মতসিদ্ধ ; কিন্তু শব-সাধনই বীরাচারীদিগের প্রধান সাধন। [বীরাচারী দেখ।]

মতে মদ্যমাংস ব্যতিরেকে পূজা করিলে তাহা নিষ্ফল হয়। ইঁহাদের মতে সুরা শক্তিস্বরূপ, মাংস শিবস্বরূপ এবং এই শিব-শক্তির ভক্ত ভৈরব স্বরূপ। এই তিনের একত্র সমাবেশ হইলে আনন্দ স্বরূপ মোক্ষের উৎ-পত্তি হয়। (কুলার্ণব)

এখানে তন্ত্রোক্ত হিন্দুধর্ম্মের সহিত রোমান্ ক্যাথলিক খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের মতের ভাবে কতক মিল দেখা যায়। তাঁহারা পিষ্টককে খৃষ্টের মাংস এবং মদ্যকে তাঁহার রক্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন।

(১) রেবতীতন্ত্রে চণ্ডালী, যবনী, বৌদ্ধা, রজকী প্রভৃতি চৌষট্টী প্রকার কুলস্ত্রীর বিবরণ আছে। নিরুত্তরতন্ত্রকার বলেন, ঐ সকল শব্দ বর্ণ বা বর্ণসঙ্কর বোধক নয়, কার্য্য বা গুণের বিজ্ঞাপক, বিশেষ বিশেষ কার্য্যের অনুষ্ঠান হেতু সকল বর্ণোদ্ভবা কন্যাই এইরূপ বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা পাইয়া থাকেন। যেমন...পূজা দ্রব্য দেখিয়া যে কোন বর্ণোদ্ভবা কন্যা রজোবস্থা প্রকাশ করে, তাহাকে রজকী বলে। যে কোন বর্ণোদ্ভবা রমণী আপনাকে পশ্বাচারীর নিকট গোপন করে, তাহাকে গোপিনী নামে অভিহিত করা হয় ইত্যাদি।

* "শান্তিবশ্যস্তম্ভনানি বিদ্বেষোচ্চাটনে তথা।
মারণং পরমেশানি ষট্ কর্ম্মেদং প্রকীর্ত্তিতম্ ।" (যোগিনীতন্ত্র পূঃ খঃ)

বাঙ্গালা দেশে শক্তি উপাসনা সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি শক্তিমূর্ত্তির পূজা তাহার নিদর্শন। বঙ্গভূমে এখন বামাচারী ও দক্ষিণাচারী এই দুই প্রকার শাক্ত-সম্প্রদায়ের প্রাধান্য দেখা যায়।

পশ্বিজ্যা (স্ত্রী) পশুনা ইজ্যা। পশুসাধ্য যাগভেদ। এই যাগের বিষয় কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রে ৫।৪।১ লিখিত আছে।

পশ্বিষ্টকা (স্ত্রী) পশুনা ইষ্টকা ৩তৎ। অগ্নিচয়নার্থ ইষ্টকা ভেদে পশুযাগ। ৫ প্রকার ইষ্টকা, তাহার মধ্যে পশ্বিষ্টকা এক-প্রকার। (শতপথব্রা° ৬।২।১।২০)

পশ্বিষ্টি (স্ত্রী) পশুযাগাঙ্গ ইষ্টিভেদ। (আশ্ব° শ্রৌ° ৩।১।২)

পশ্বেকাদশিনী (স্ত্রী) একাদশপরিমাণমস্ত ডিনি ঙীপ্, পশুনা একাদশিনী। পশুযাগ ভেদ। দেবতাকে একাদশ পশু-দ্বারা যজ্ঞ করিতে হয় বলিয়া, ইহাকে পশ্বেকাদশিনী কহে। একাদশ পশু যথা—আগ্নেয়, সারস্বত, সৌম্য, পৌষ্ণ, বার্হস্পত্য, বৈশ্বদেব, ঐন্দ্র, মারুত, ঐন্দ্রাগ্ন, সাবিত্র ও বারুণ এই একাদশ দেবতা। (শতপথব্রা° ৩।৯।১।২৩) [পশু দেখ।]

পষ্ঠবাহ্ (পুং) পৃষ্ঠেন বহতি পৃষ্ঠং ভারং বহতি বহ-ণ্বি, পৃষো-দরাদিত্বাৎ সাধু। পঞ্চবর্ষীয় ভারসহ বৃষ। স্ত্রিয়াং গবি ঙীপ্, বাহ ঊঠ্। পষ্ঠৌহী।

"দ্বাদশ পষ্ঠৌহ্যোঃ গর্ভিণ্যোঃ ব্রহ্মণঃ" (আশ্ব° শ্রৌ° ৯।৪।১৪)

লৌকিক প্রয়োগে পৃষ্ঠবাহ্ এবং স্ত্রীলিঙ্গে পৃষ্ঠৌহী এইরূপ পদ হইবে। বৈদিক প্রয়োগেই ঐ পদ সিদ্ধ হইবে।

পস্, নাশন। চুরাদি, উভয়, সক°, সেট্। লুট্ পংসয়তি-তে। লোট্ পংসয়তু-তাং। লিট্ পংসয়াং চকার-চক্রে। লুঙ্ অপপংসৎ-ত।

পসন্দ (পারসী) মনোনীত, নির্ব্বাচন।

পসরা (দেশজ) ১ বংশাদি রচিত বিক্রয়াধার। ২ দ্রব্যাধার ও তৎস্থিত দ্রব্যাদি, বাজরা।

পসলা (দেশজ) উত্তমরূপ বর্ষণ। যথা বেশ একপসলা হইয়াছে।

পসস্ (ক্লী) পস-অসুন্। রাষ্ট্র।

"গর্ভো রাষ্ট্রং পশোরাষ্ট্রমেব" (শতপথব্রা° ১৩।২।৯।৬)

পসার (দেশজ) সম্ভ্রম, সুখ্যাতি।

পসারী (দেশজ) বিক্রেতা।

পসুর (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Xylocarpus granatum) পসুর কাষ্ঠ অতি দৃঢ়, গৃহাদিতে ইহার খুটী ব্যবহৃত হয়।

পসুরী (দেশজ) পাঁচসের পরিমাণ।

পস্তান (দেশজ) পশ্চাত্তাপ করা, অনুতাপ করণ।

পস্ত্য (ক্লীং) অপস্ত্যায়ন্তি সঙ্ঘীভূয় তিষ্ঠন্তি জীবা যত্র, অপ-স্ত্যৈ-ক, নিপাতনাদুপসর্গস্ত অকার লোপঃ। গৃহ। (হেম) পাঠান্তর অস্ত্য।

"প্র-পস্ত্যামসুর" (ঋক্ ১০।৯৬।১১) 'পস্ত্যং গৃহং' (সায়ণ)

পস্ত্যসদ্ (পুং) দেবযজনগৃহে অবস্থিত।

"পস্ত্যসদো অদব্ধান্" (ঋক্ ৬।৫১।৯)

'পস্ত্যে দেবযজনলক্ষণে গৃহে সীদতো নিষণ্ণান্' (সায়ণ)

পস্ত্যাবৎ (ত্রি) পস্ত্যমস্ত্যস্যেতি মতুপ্ মস্য ব, ততো দীর্ঘঃ। গৃহযুক্ত, প্রাচীন বংশাদি গৃহযুক্ত। (ঋক্ ১।১৫১।২)

পস্পশ (পুং) শাস্ত্রারম্ভসমর্থক উপোদ্ঘাত, সন্দর্ভগ্রন্থভেদ। এই গ্রন্থ মহাভাষ্যের প্রথমাহ্নিকাত্মক।

"শব্দবিদ্যেব নো ভাতি রাজনীতিরপস্পশা।" (শিশুপালবধ ২স°)

পহ্ণব (পুং) শ্মশ্রুধারিম্লেচ্ছজাতি বিশেষ। এই জাতি ক্ষত্রিয় ছিল, পরে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম হইতে নিরাকৃত হইলে ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হওয়ায় ম্লেচ্ছ নামে খ্যাত হয়। (হরিব° ১৪।১৫—:৯)

কোন কোন স্থলে পহ্লব এইরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। এই পহ্লবজাতি বশিষ্ঠ ধেনুর হম্বা রবে উৎপন্ন হইয়াছিল। "তস্যা হম্বারবোৎসৃষ্টাঃ পহ্লবাঃ শতশো নৃপ।"(রামা° ১ ৫৫।১৮)

পহ্লিকা (স্ত্রী) অপর হ্ন বা° ড, সংজ্ঞায়াং কন্ কাপি অত ইত্বং অপেরল্লোপঃ। বারিপূর্ণী। (শব্দর°)

পহ্লব, মহাভারত ও পুরাণোক্ত প্রাচীন জনপদ। বর্ত্তমান পারস্যের অধিকাংশ। [পহ্লবী শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

পহ্লবী, ইরাণ রাজ্যের একটী প্রাচীন ভাষা। পারসিকদিগের অধিকাংশ শাস্ত্রগ্রন্থ এই ভাষায় লিখিত। ইহাদের মূল ধর্ম্ম-গ্রন্থ "জন্দ্-অবস্তা" যে ভাষায় লিখিত, তাহার নাম কি, তাহা পারসিকদিগের গ্রন্থে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ঐ মূল গ্রন্থের টীকা, নিঘণ্টু বা যে সকল অনুবাদ এখন প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া পারসিকদিগের নিকট আদৃত হয়, তাহার ভাষায় নাম ঐ সকল গ্রন্থে জন্দ এবং মূল গ্রন্থের ভাষাকে আবস্তিক ভাষা নামে উল্লেখ করিয়াছে। য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা ভ্রমক্রমে "জন্দ অবস্তার" ভাষাকেই জন্দ ভাষা বলিয়া অভিহিত করেন; কিন্তু তাহা ঠিক নহে। পারসিকেরা ইহা স্বীকার করে না। পারসিক ভাষায় "জন্দ" অর্থে ঠিক কোন ভাষার নহে, পার-সিকদিগের গ্রন্থে যেখানে "জন্দ" শব্দ একক ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়, সেইখানেই তাহা দ্বারা কোন পহ্লবী ভাষায় লিখিত পারসিক ধর্ম্মগ্রন্থের টীকা, নিঘণ্টু বা অনুবাদকে বুঝাইয়া থাকে; সুতরাং "জন্দ" গ্রন্থগুলির ভাষাই 'পহ্লবী' ভাষা, কিন্তু তাহা বলিয়া 'জন্দ-অবস্তা' নামক মূল গ্রন্থের ভাষা 'পহ্লবী' নহে; তাহার ভাষাকে পারসিকদিগের 'আবস্তিক' ভাষা বলা যাইবে।

পহ্লবী ভাষার বিবরণ দিতে হইলে, এই নামটী সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। আঁকৃতাই নামক ফরাসী পণ্ডিত বলেন,

আধুনিক পারস্য ভাষায় (যাহাকে চলিত কথায় পারসী বা ফার্সী বলে, তাহাতে) "পাহ্‌লু" শব্দের অর্থ "প্রান্ত" বা পার্শ্ব, ইহা হইতে তিনি 'পহ্লব' অর্থে "প্রান্তদেশীয় ভাষা" বলেন। ডাঃ হোগ বলেন, অনেকে এই অর্থ স্বীকার করিলেও একটা প্রান্তবর্ত্তী ভাষা যে এককালে সমস্ত ইরাণ রাজ্যের ভাষা হইয়া পড়িয়াছিল, ইহা অসম্ভব। কেহ কেহ "পহ্লব" অর্থে 'বীর' এই অর্থ করিয়া "পহ্লবী" অর্থে শ্রেষ্ঠ ভাষা বলেন। এরূপ ব্যুৎপত্তি সমীচীন নহে। পারসিক আভিধানিকেরা "পহ্লব" অর্থে ইরাণ সাম্রাজ্যের তন্নামীয় একটী প্রদেশ ও নগরের নাম উল্লেখ করেন। ফয়্‌দোসী বলেন, 'দীষান' অর্থাৎ গ্রামের নায়ক পহ্লবীর চিরশ্রুত কথাগুলি এখনও রক্ষা করিয়া থাকেন। ইহাদ্বারা জানা যায় যে, পহ্লবী ভাষা তন্নামক নগরের না হউক, প্রদেশের ভাষা বটে। অনেকে বলেন যে, আধুনিক ইস্পাহান, রায়, হমদান, নিহাবন্দ ও আজারবিজান প্রদেশ বহু পুরাতন পহ্লব প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। যদি তাহা হয়, তবে উহাই প্রাচীন মিডিয়া রাজ্যেরই অতি প্রাচীন নাম বলিতে হইবে; কিন্তু কোন আরব বা পারস্য-দেশীয় ঐতিহাসিক মিডিয়া রাজ্যকে "পহ্লব" বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। কোয়াটারমিয়ার বলেন, পহ্লব প্রাচীন পার্থিয়া রাজ্যের অতিপ্রাচীন নাম। গ্রীকেরা এই পার্থিয়া রাজ্যের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আর্যকীদীয়দিগের রাজ-উপাধি 'পহ্লব' ছিল, কোয়াটারমিয়ার ইহা আর্ম্মাণীদিগের গ্রন্থ হইতেও প্রমাণ করিয়াছেন। পার্থীয়গণ আপনাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা যুদ্ধপ্রিয় ও বীর জাতি বলিয়া বিবেচনা করিত; সুতরাং 'পহ্লব' ও 'পহ্লবান্' শব্দে পারসিকেরা এবং 'পল্হবীগ' শব্দে আর্ম্মাণীরা যে 'বীর', 'যুদ্ধপ্রিয়' ইত্যাদি বীরপর্য্যায় বুঝিবে, তাহা অন্যায় নহে। পহ্লবগণের শৌর্য্যবীর্য্য এক সময়ে ইরাণ ছাড়াইয়া ভারতেও প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ রামায়ণ, মহাভারত ও মনু-সংহিতায় পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ভারতবাসীরা পহ্লব শব্দে সেকালের পারস্য-বাসী সাধারণকে বুঝিত। [পহ্লব ও পারদ দেখ।]

পার্সিপোলিস্, হম্‌দান, বিহস্তান প্রভৃতি স্থানে পর্ব্বত-গাত্রে ও ভগ্ন স্তূপাদিতে আকিমিনীয় রাজগণের যে কোণাকার অক্ষরের উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া যায়, তাহাতে "পার্থব" নামে এক জাতির উল্লেখ আছে। এই 'পার্থব'ই গ্রীক ও রোমকদিগের উল্লিখিত পার্থীয়। এই পার্থীয় বা পার্থব যে কালে 'পহ্লব' হইয়া পড়িয়াছে, ডাঃ হোগের এইরূপ বিশ্বাস; তিনি বলেন, ইয়াণীয়েরা 'র' স্থানে 'ল' ও 'থ' স্থানে 'হ' উচ্চারণ করে, যথা আবস্তিক 'মিথ্র' (সংস্কৃত মিত্র) শব্দ পারস্যভাষায় 'মিহির' হইয়া পড়িয়াছে। কেহ কেহ বলেন, তাহা হইলে পার্থীয়দিগকে পারসিক বলিতে হয়; কিন্তু তাহা নহে, সম্ভবতঃ পার্থীয়েরা স্কীথীয় (শক) বংশীয় কোন শাখা হইবে। ডাঃ হোগ বলেন, এ অনুমান ঠিক নহে। যখন আমরা দেখিতে পাই যে, পার্থীয়গণ প্রকৃত প্রস্তাবে পাঁচশত বৎসর পারস্যের অধীশ্বর হইয়াছিল এবং রোমকদিগের সহিত যুদ্ধে তাহারা রোমকদিগকে প্রতিহত করিত, তখন পার্থীয়গণই যে 'পহ্লব' তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। ইহারা পহ্লবী শব্দে এইরূপে সামান্যতঃ প্রাচীন পারস্যবাসী সাধারণকেই বুঝাইত। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা অন্ততঃ 'পহ্লব' শব্দ ঐ অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। ইবন্ হোকল নামক আরবী ঐতিহাসিক ফার্স দেশের * বিবরণ মধ্যে লিখিয়াছেন, পারস্যে ফারসী, পহ্লবী ও আরবী এই তিন ভাষা প্রচলিত। ফারসীতে লোকে কথাবার্ত্তা কহে। পহ্লবীতে মবী ইতিহাস লেখা আছে, অনুবাদ ভিন্ন দেশের লোকে ঐ ভাষা কেহ বুঝে না, আর আরবী ভাষায় লোকে দলীলাদি লিখিয়া থাকে, রাজ-নৈতিক কাজ কর্ম্ম হয়।

এই সকল হইতে বুঝা যাইতেছে, 'পহ্লবী' নামটী কোন একটা দেশ বা যুগের সহিত সংশ্লিষ্ট নহে। এমন কি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ফরদোসীর সময়ে (১০০০ খৃষ্টাব্দে) কোণাকার অক্ষরের শিলালিপি, শাসনীয় শিলালিপি ও মুদ্রালিপির এবং অবস্তার ভাষা পহ্লবী নামেই অভিহিত হইত। তৎকালে অন্য সকল লিপির বিশেষ বিবরণ জানা যায় নাই। তখন পহ্লবী বলিতে শাসনীয় কালে লিখন পঠনে ব্যবহৃত ভাষাই বুঝাইত। ফলে পারস্যবাসীরা পহ্লবী শব্দে "অতিপ্রাচীন পারসিক" এই অর্থ ভিন্ন অন্য কোন অর্থ ব্যবহার করিত না। শাসনীয়, আর্যকীদীয়, আকিমিনীয়, কায়ানীয় বা পেস্‌দাদীয় প্রভৃতি অতিপ্রাচীন পারস্যের যে কোন জাতির কথা বলিতে হই-লেই মধ্যযুগের পারস্যবাসীরা পহ্লবী শব্দ ব্যবহার করিতেন।

যাহা হউক শাসনীয় বংশের অধিকারে লিখন পঠনে যে ভাষা ব্যবহৃত হইত, বহুকালাবধি কেবল সেই ভাষাকেই পহ্লবী শব্দে পারস্যবাসীরা উল্লেখ করিয়াছেন। সেই ভাষায় লেখার ও ভাষার নমুনা অতি অল্প পরিমাণে এখনও বর্ত্তমান আছে। উহার অক্ষরমালা দেখিতে আবস্তিক অক্ষরমালার ন্যায়; কিন্তু একের প্রত্যেক অক্ষর অপরের প্রত্যেক অক্ষরের সঙ্গে অনেক প্রভেদ। এইগুলিকেই পহ্লবী ভাষায় প্রথম গণনীয় স্তর বলিয়া ডাঃ হোগ ধরিয়া লইয়াছেন। ফরদোসীর ভাষার ন্যায় বিশুদ্ধ ইরাণীয় ভাষা বা অতিপ্রাচীন

* পারস্যদেশকে আরবেরা ফার্স বলে।

কালের বিশুদ্ধ ইরাণীয় ভাষা হইতে শাসনীয় যুগের পহ্লবী ভাষার আকার অনুবিধ। ঐ পহ্লবীতে সেমিতীক ভাষার শব্দের প্রাচুর্য্য দেখা যায়। শাসনীয় যুগের অপেক্ষা প্রাচীন পহ্লবীতে সেমিতীক শব্দের প্রাচুর্য্যও বেশী। শাসনীয় যুগের প্রথমাবস্থার উৎকীর্ণ লিপিগুলির ভাষা দেখিলে বোধ হয় যে, সেমিতীক শব্দে ইরাণীয় রীতিতে কতকগুলি ইরাণীয় শব্দ মিশাইয়া ঐ ভাষা লিখিত হইয়াছে।

খৃষ্ট জন্মের তিন চারি শতাব্দী পূর্ব্বেও পহ্লবী ভাষাতে সেমিতীক শব্দের সামান্ত সংস্রব ছিল, তাহা দেখা যায়; নিনেভা নগরের স্থানে স্থানে ঐরূপ ভাষায় খোদিত লিপিই তাহার প্রমাণ। নিনেভার ঐ লিপিগুলি খৃষ্টজন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী ৭ম শতাব্দীর হইবে।

ডাঃ হোগ অনুমান করেন যে, প্রাচীন পহ্লবীতে সেমিতীক শব্দের প্রাচুর্য্য দেখিলে বোধ হয় যে, তাহা আসিরীয় ভাষা হইতে উৎপন্ন বটে, কিন্তু কোণাকার অক্ষরে উৎকীর্ণ আসিরীয় লিপির ভাষা হইতে অনেক পৃথক্। পহ্লবীভাষার সুসৌষ্ঠব-সম্পন্ন অবস্থা আমরা শাসনীয় যুগের প্রথম কালবর্ত্তী রাজগণের শিলালিপি ও মুদ্রালিপিতেই দেখিতে পাই।

পারস্যে মুসলমানাধিকার হওয়া অবধি ঐ দেশের ভাষায় আরবী হইতে বহুসংখ্যক সেমিতীক শব্দ প্রবেশ করিয়াছে। পহ্লবীভাষায় যে সকল সেমিতীক শব্দ যে ভাবে মিশ্রিত হইয়াছে, আরবী শব্দগুলি তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। আধুনিক পারস্যভাষায় (ফারসীতে) সংখ্যা ও বিশেষণ শব্দগুলি প্রধানতঃ আরবী শব্দ, কিন্তু ক্রিয়াপদগুলি প্রায়ই আরবী নহে। পহ্লবীতে যে সমস্ত সেমিতীক শব্দ মিশিয়াছে, সেগুলি বরং সংজ্ঞা ও বিশেষণই নহে। আধুনিক ফারসীতে যে শব্দগুলি সেমিতীক নহে, প্রাচীন পহ্লবীতে সেইগুলিই বরং সেমিতীক অর্থাৎ প্রায় সমস্ত সর্ব্বনাম, অব্যয়, সাধারণ ক্রিয়াপদ, অনেকগুলি ক্রিয়ার বিশেষণ ও সংজ্ঞা পদই সেমিতীক, প্রথম দশটী সংখ্যাবাচক শব্দও সেমিতীক, কিন্তু অধিকাংশ বিশেষণই সেমিতীক নহে। আধুনিক ফারসীতে যে সকল আরবী শব্দ আছে, পহ্লবীভাষায় তাহার প্রত্যেকটীর ইরাণী প্রতিশব্দ পাওয়া যায়। পহ্লবীভাষায় লিখিতে হইলে সেমিতীক শব্দগুলির ইরাণী প্রতিশব্দ লেখা না লেখা লেখকের ইচ্ছাধীন, কিন্তু সর্ব্বনাম ও অব্যয় শব্দগুলির ইরাণী প্রতিশব্দ ব্যবহার হয়ই না; এজন্য অনেকের প্রতিশব্দ স্থির করাও দুর্ঘট হইয়া পড়িয়াছে। পহ্লবীতে এইরূপে সেমিতীক শব্দের বাহুল্য থাকিলেও উহাদের স্বজাতীয় বিভক্তিগুলি নাই। প্রাচীন শাসনীয় লিপিতে সেমিতীক বিভক্তির বর্ত্তমানতাও দেখা যায়।

দেখা যায়। এইরূপে সেমিতীক শব্দের বাহুল্য থাকিলেও উহাদের স্বজাতীয় বিভক্তিগুলি নাই। প্রাচীন শাসনীয় লিপিতে সেমিতীক বিভক্তির বর্ত্তমানতাও দেখা যায়। এইরূপে পহ্লবীভাষায় আবার দুইটী লিখন রীতি দাঁড়াইয়া গিয়াছে। একটী শাসনীয় রীতি, অপরটী কাল্দীয় রীতি। কাল্দীয় রীতিতে সেমিতীক শব্দগুলিতে সেমিতীক বিভক্তি থাকে না, তৎপরিবর্ত্তে কাল্দীয় বিভক্তি যোগ হয়। "রাজার রাজা" এই অর্থে শাসনীয় পহ্লবীতে "মালকান্ মাল্কা" পদ হয়, আর কাল্দীয় পহ্লবীতে "মাল্কীন্ মাল্কা" পদ হয়।* ইরাণীয় বহুবচনের বিভক্তি "ইন্" ব্যবহৃত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন সেমিতীক রীতিতে ক্রিয়াপদের কোন রূপান্তর হয় না, কিন্তু কাল্দীয় রীতিতে ক্রিয়াপদে নানাবিধ ইরাণীয় প্রত্যয় যোগ হইয়া থাকে।

এই দ্বিবিধ রীতি দেখিয়া ডাঃ হোগ অনুমান করেন, পহ্লবী ভাষা কোন কালে কোন জাতির কথোপকথনের ভাষা ছিল না। ইরাণীয়েরা সেমিতীকদিগের নিকট লিখনপ্রণালী শিক্ষা করে। অক্ষরের উচ্চারণ শিখিয়া তাহারা ভাবপ্রকাশক কতকগুলি সেমিতীক শব্দ সেমিতীক আকারেই আপনাদের ভাষায় গ্রহণ করে, কিন্তু যে ভাবপ্রকাশের জন্য তাহারা সে শব্দটী গ্রহণ করিল, সে শব্দটীর সেমিতীক অক্ষরগত উচ্চারণ ত্যাগ করিয়া ইরাণীয়েরা আপনাদের ভাষার তদ্ভাবব্যঞ্জক শব্দের উচ্চারণেই ঐ শব্দটী উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করিল, অর্থাৎ মাল্কা শব্দ সেমিতীক শব্দ, উহার অর্থ সেমিতীক ভাষায় "রাজা", আর ইরাণীয়েরা ভাষায় রাজা অর্থে "শাহ" শব্দ চলিত, এক্ষণে ইরাণীয় সেমিতীক অক্ষর লিখিয়া তদ্দ্বারা আপনাদের "শাহ" শব্দ লিখিবার জন্য সেমিতীক বর্ণমালা হইতে বিভিন্ন বর্ণযোজনার কষ্ট স্বীকার না করিয়া "শাহ" শব্দের অর্থপ্রকাশক সেমিতীক "মাল্কা" শব্দটীই সম্পূর্ণ গ্রহণ করিয়া উহার অক্ষরগত মূল উচ্চারণ ত্যাগ করিয়া উহাকে "শাহ" শব্দে করিতে লাগিল। এইরূপে ইরাণী লিখিল, সেমিতীক শব্দ "মাল্কা", কিন্তু তাহাকে পড়িল "শাহ"। যে সকল ইরাণীয় শব্দের সেমিতীক প্রতিশব্দ পাওয়া গেল না, কেবল সেইগুলি লিখিবার জন্য ইরাণীয়েরা সেমিতীক বর্ণমালার বর্ণগত উচ্চারণ অবলম্বনে বর্ণযোজনাদ্বারা শব্দগঠন করিয়া রহিল। এইরূপ লেখাপড়া দ্বারা ক্রমশঃ যে ভাষা গঠিত হইল, তাহাই পহ্লবী। সেমিতীক শব্দ সংগ্রহ করিয়া বাক্যের শৃঙ্খলা রক্ষার্থ নিজ ভাষানুযায়ী যে

* এই সেমিতীক "মাল্কা" শব্দই এখন "মালেক" "মালিক" "মল্লিক" হইয়া দাঁড়াইয়াছে, অর্থ অধিকারী।

সকল বিভক্তিপ্রত্যয়াদির যোগ করিয়া লইল, তদ্দ্বারা শব্দগুলির কিছু রূপান্তরও ঘটিল। পরে আসল শব্দেও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, যেমন—

সেমিতীক শব্দ।	অর্থ।	ইরাণীয় উচ্চারণ।	পরিবর্ত্তিতরূপ।
আবু ...	পিতা	পিদ্—আপিদর	পিদর।
আম ...	মাতা	মাদ—অমিদর	মাদর।

আরবী ইবন্ মুকাফা পহ্লবীর এই সেমিতীক শব্দাংশকে "জবারিশ" শব্দে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ফারসীতেও এই শব্দটী "আজবারিস" বা 'উজ্‌বার্স' নামে উক্ত হয়। পহ্লবীতে "হুজবারিস' বা "ঔজবারিসন্" বলে। "হুজবারিস্' শব্দে কেবল সেমিতীক শব্দই বুঝায় না, অপ্রচালিত ইরাণীয় শব্দও বুঝাইয়া থাকে। সমস্ত হুজবারিসের একটী তালিকা সংগৃহীত আছে। উহাতে উহার সেমিতীক বর্ণগত উচ্চারণ এবং ইরাণীয় উচ্চারণ আবস্তিক অক্ষরে লিখিত আছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, অবস্তাশব্দের পহ্লবী অনুবাদকে যেমন জন্দ নামে উল্লেখ করা হয়, তেমনি এই হুজবারিসের তালিকায় ইরাণীয় প্রতিশব্দগুলিকে পাজান্দ নামে উল্লেখ করা হইয়াছে।

২।৩টী শাসনীয় শিলালিপিতে রাজা পাপকান ও তৎপুত্র ১ম শাপুরের (২২৬—২৭০ খৃঃ) নাম পাওয়া যায়; এই গুলি তিন ভাষায় খোদিত,—গ্রীক্, শাসানীয় পহ্লবী ও কাল্‌দীয় পহ্লবী। শাসনীয় পহ্লবী রীতিতে প্রাচীন শাসনীয় রাজগণ লিপি লেখাইতেন। ইহাই ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া উত্তরকালবর্ত্তী শাসনীয় রাজগণের ব্যবহার্য্য লিপি হইয়া দাঁড়ায়, ইহারই নাম কাল্‌দীয় পহ্লবী। তিন শত খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই এই লিপির ব্যবহারও বন্ধ হইয়া যায়।

পহ্লবী ভাষা সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা করিলে ঐ পর্য্যন্ত জানা যায়। এক্ষণে ঐ ভাষায় যে সকল গ্রন্থ আছে, তাহার অল্পবিস্তর বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

গ্রন্থরাশি দুই ভাগে বিভক্ত, একভাগ অবস্তা শাস্ত্রের অনুবাদ আর একভাগের মূল অবস্তায় পাওয়া যায় না। অনুবাদ গ্রন্থগুলিতে এক পংক্তি মূল ও এক পংক্তি অনুবাদ থাকে। অনুবাদগ্রন্থে কেবল মূলে ভাষান্তর মাত্র থাকে, কোথাও কোথাও বা ব্যাখ্যাও দেখা যায়, কোথাও বা দীর্ঘ টীকাও থাকে। অমৌলিক পহ্লবী গ্রন্থে ধর্ম্মবিষয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে, দুই চারিখানিতে ঐতিহাসিক উপাখ্যানও আছে। ইহাদের কোন কোন পুস্তকের পাজান্দ রীতিতে লিখিত সংস্করণও আছে। পাজান্দ আবস্তিক অক্ষরে বা ফারসী অক্ষরে লিখিত হয়। আবস্তিক অক্ষরে পাজান্দ রীতিতে লিখিত গ্রন্থের ঐরূপ ফারসী অনুবাদ থাকে। সংস্কৃত বা গুজরাটী গ্রন্থগুলি ব্যাখ্যামূলক আর ফারসী গ্রন্থগুলি অনুবাদমূলক।

রিভায়ত নামক পুস্তকগুলি কেবল ফারসী অক্ষরেই লিখিত হয়, উহাতে গৃহ্য ও ধর্ম্ম কর্ম্মের রীতি নীতির তর্ক বিতর্ক এবং মীমাংসা থাকে। এই শ্রেণীতে ফারসী কবিতায় রচিত অনেকগুলি পাজান্দ গ্রন্থের অনুবাদ আছে। এই সকল পুস্তক দুইশত হইতে সাড়ে তিনশত বৎসর পূর্ব্বে রচিত বলিয়া জানা যায়।

এই ভাষায় বন্দীদাদ, যশ্‌ন, বিশপরদ, হাদোখত নস্ক, বিশতাস্প যস্‌ত্, চিদাক আবিস্তক-ই-গাসান প্রভৃতি আবস্তিক অনুবাদ গ্রন্থ এবং নিরঙ্গীস্তান, কুরহাঙ্গ-ই-ওয়্-খদুক, আফ্রিন্-ই দহমান প্রভৃতি আবস্তিক বচন ও ব্যাখ্যাসংগ্রহ গ্রন্থ, বন্দারুরদ-দিনি, দিনকরদ, দাদিস্তান-ই-দিনি, বুন্দাহিস বা জন্দ আকাশ, মিনোক-ই-করদ, বাহমন যস্‌ত্ প্রভৃতি গ্রন্থ বিখ্যাত।

পা, পান। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, অনিট্। লট্ পিবতি। লোট্ পিবতু। বিধিলিঙ্ পিবেৎ। লঙ্ অপিবৎ। লুঙ্ অপাৎ। লিট্ পপৌ, পপিথ, পপাথ, পপিব। লুট্ পাতা। লোঙ্ পেয়াৎ। কর্ম্মবাচ্যে পীয়তে। লুঙ্ অপায়ি, অপায়িষাতাং, অপয়িষত। লিট্ পপে। ণিচ্ পায়য়তি-তে। লুঙ্ অপীপ্যৎ-ত। সন্ পিপাসতি। যঙ্ পেপীয়তে।

পা, রক্ষণ। অদাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ পাতি। লোট্ পাতু। লঙ্ অপাৎ, অপান্, অপুঃ। লুঙ্ অপাসীৎ। লিট্ পপৌ, পপুঃ। কর্ম্মবাচ্যে পায়তে। লুঙ্ অপায়ি। ণিচ্ পালয়তি-তে। লুঙ্ অপীপলৎ-ত।

পা (ত্রি) পিবতীতি পা-পানে কিপ্। ১ পানকর্ত্তা। পাতি রক্ষতীতি পা-কিপ্। ২ রক্ষাকর্ত্তা। (দেশজ) ৩ পদ, চরণ।

পাই (দেশজ) ১ পদ। ২ পাই পয়সা, এক পয়সার তিনভাগের এক ভাগ। ৩ পাদ, সিকি, চারিভাগের এক ভাগ।

পাইক (পারসী) পদাতিক, পেয়াদা, দূত। ২ রক্ষী, চলিত পাক্।

পাইকস্তা (পারসী) প্রজাবিশেষ, যে সকল প্রজা একজন জমীদারের অধিকারে বাস করিয়া অন্যগ্রামে ভূমি কর্ষণ করে।

পাইকার, ফেরিওয়ালা, ফড়িয়া।

পাইখানা (দেশজ) মলত্যাগের স্থান।

পাইড় (দেশজ) ১ কাপড়ের পাড়, প্রান্তভাগ। ২ দুইটী স্তম্ভের উপরিভাগে কড়ি বসাইবার জন্য যে কাষ্ঠ দেওয়া যায়।

পাইন (দেশজ) ধাতুময় দ্রব্যে কোন অলঙ্কার বা পাত্রাদি প্রস্তুত কালে তাহা দৃঢ় করিবার জন্য যে মিশ্রণ দেওয়া হয়।

পাইন্দা, আসামে প্রবাহিত সুর্ম্মানদীর একটী শাখা।

পাইল (দেশজ) পাল, নৌকাদির পাল, পর্দ্দা।

পাইশালা (দেশজ) পাইখানা, মলত্যাগের স্থান।

পাওন (দেশজ) প্রাপ্তি, লাভ।

পাওনা (দেশজ) প্রাপ্য।

পাওনান্ (পাদনান্) থানাতের ২ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত একটী গ্রাম। এখানে বিশালাক্ষী আছেন। (দেশাবলী)

পাংশন (ত্রি) পশি ল্যু পৃষোদরাদিত্বাৎ দীর্ঘঃ। দূষক। এই শব্দ দন্ত্য স যুক্তও হয়।

পাংশব (পুং) "পাংশোর্লবণবিশেষস্য বিকারঃ, পাংশু-অণ্। লবণবিশেষ, পাঙ্গালুন্। পর্য্যায়—রোমক, ঔদ্ভিজ্জ, বসুক, বসুপাংশু, উষরজ, ঔষর, ঐরিণ, ঔর্ব্ব, সহ। ইহার গুণ—তীক্ষ্ণ, কটু, তিক্ত, দীপন, দাহশোষকর, গ্রাহী ও পিত্তকোপকর। (রাজনি°)

"ঔদ্ভিদং পাংশুলবণং যজ্জাতং ভূমিতঃ স্বয়ং।
ক্ষারং গুরু কটু স্নিগ্ধং শ্লেষ্মলং বাতনাশনম্॥" (ভাবপ্রকাশ)

পাংশু (পুং) পাংশয়তি নাশয়তি আত্মানমিতি পশি নাশনে কু দীর্ঘশ্চ (অর্জ্জিদৃশিকমীতি। উণ্ ১।২৮) ধূলি।

"কর্ণশ্রবেঽনিলে রাত্রৌ দিবা পাংশুসমূহনে।
এতৌ বর্ষাস্বনধ্যায়াবধ্যায়জ্ঞাঃ প্রচক্ষতে॥" (মনু ৪।১০২)

২ শস্যার্থ চিরসঞ্চিত গোময়, চলিত সার, গোময় পচাইয়া রাখিলে তাহা সারে পরিণত হয়। (মেদিনী) ৩ পর্পট। ৪ কর্পূরবিশেষ। পাংশু শব্দ দন্ত্যসকারান্তও হয়। ৫ তৃতীয় একাদশাঙ্গধৃক্। (বৃহৎ হরিবংশ)

পাংশুকুল (ক্লী) বৌদ্ধযাজকের বস্ত্র। (দিব্যাবদান)

পাংশুরাষ্ট্র (ক্লী) জনপদভেদ। (মহাভারত ভীষ্ম° ৯।৪৩)

পাংসব [পাংশব দেখ।]

পাংসব্য (ত্রি) পাংসুভব, ধূলিভব।

"নমঃ পাংসব্যায় চ রজস্যায় চ" (শুক্লযজু° ১৬।৪৫)
'পাংসুষু ধূলিষু ভবঃ পাংসব্যঃ' (মহীধর)

পাংসিন্ (ত্রি) দোষী।

পাংসু (পুং) পংশ-কু দীর্ঘশ্চ। ১ ধূলি। [পাংশু দেখ।]

পাংসুক (পুং) ধূলি।

পাংসুকা (স্ত্রী) রজস্বলা স্ত্রী। (বৈদ্যকনিঘণ্টু)

পাংসুকাসীস (ক্লী) পাংসুরিব কাসীসং। ধাতুকাশীশ, চলিত হীরেকস্। (ভাবপ্র°)

পাংসুকুলী (স্ত্রী) পাংশুনা কোলতি আকুলীভবতীতি কুল-ক, ততস্ত্রিয়াং ঙীষ্। রাজমার্গ। 'রথ্যা পাংসুকুলীভবেৎ।' (হারা°)

পাংসুকূল (ক্লী) পাংশোঃ কূলমিব। অনামপট্টোলিকা, নিরূপপদ শাসনভেদ, যে পাটায় নাম থাকে না।

'শাসনং ধর্ম্মকীলঃ স্যাদ্মুকৃতিঃ শূদ্রশাসনম্।
পট্টোলিকা কূপ্তকীলা পাংসুকূলং ন কস্যচিৎ॥' (ত্রিকা°)

পাংসুকৃত (ত্রি) যাহা ধূলিতে পরিণত হইয়াছে।

পাংসুক্ষার (পুং) পাংসুরিব ক্ষারং। ক্ষারলবণ, চলিত পাঙ্গালুন। (পারস্কর নিঘণ্টু)

পাংসুখুর (পুং) অশ্বের পাদতলস্থিত রোগভেদ।

"পাংসুভিঃ শর্করাভিশ্চ পূর্য্যতে যস্য কোটরম্।
তলে তস্য বিজানীয়াৎ রোগং পাংসুখুরং ভিষক্॥"
(জয়দত্তের অশ্ববৈ° ৩৯ অঃ)

পাংশু ও শর্করা দ্বারা যাহার কোটরদেশ পূর্ণ হয়, তাহার নিম্নে পাংসুখুর নামে রোগ হয়।

পাংসুচত্বর (পুং) পাংসুভিশ্চত্বর ইব। ঘনোপল। (শব্দমা°)

পাংসুচন্দন (পুং) পাংসুশ্চিতাভস্মরজশ্চন্দনমিব যস্য। শিব।

পাংসুচামর (পুং) পাংসুর্ধূলিশ্চামর ইব যস্য। পটবাস, তাঁবু। (জটাধর) ২ দূর্ব্বাতৃণযুক্ত তটভূমি। ৩ বর্দ্ধাপক। ৪ প্রশংসা। ৫ পুরোটী। ৬ ধূলিগুচ্ছক, ধূলিসমূহ।

'স্যাৎ পাংসুচামরঃ পুংসি দূর্ব্বাঙ্কিততটী ভুবি।
বর্দ্ধাপকে প্রশংসায়াং পুরোটৌ ধূলিগুচ্ছকে॥' (মেদিনী)

পাংসুজ (ক্লী) পাংসোর্জায়তে পাংসু-জন-ড। পাংশু লবণ, চলিত পাঙ্গালুন। পর্য্যায়—ঊষ, উদ্ভিদ, পাক্য, লবণ, পটু। (রত্নমালা) ইহার গুণ—ভেদক, পাচন ও পিত্তকারক। (রাজব°)

পাংসুজালিক (পুং) বিষ্ণুর নামান্তর।

পাংসুপটু (ক্লী) পাংশু লবণ, পাঙ্গালুন। (রত্নমালা)

পাংসুপত্র (ক্লী) পাংসুঃ কর্পূর ইব সুগন্ধিপত্রমস্য। বাস্তুক, চলিত বেতোশাক। (শব্দমালা)

পাংসুভব (ক্লী) মৃত্তিকা লবণ। (বৈদ্যকনি°)

পাংসুভিক্ষা (স্ত্রী) ধাতকীবৃক্ষ, ধাঁইফুলের গাছ। (বৈদ্যকনি°)

পাংসুমর্দ্দন (পুং) মৃদ্যতে হসাবিতি মৃদ-ল্যুট্ মর্দ্দন ততঃ পাংসুঃ মর্দ্দনো যত্র। কেদার ভূমি।

পাংসুর (পুং) পাংসুং চিরসঞ্চিতগোময়াদিকমুৎপত্তিত্বেন রাতীতি পাংসু-রা-ক। ১ দংশক, ডাঁশ। ২ পীঠসর্পী। ৩ খঞ্জ। (হারা°) পাংসুরস্যাস্তীতি (নগপাংসুপাণ্ডুভ্যশ্চ। পা ৫।২।১০৭) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা র। (ত্রি) ৪ পাংশুবিশিষ্ট।

"ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং। সমূঢ়মস্য পাংসুরে।"
(ঋক্ ১।২২।১৭)

পাংসুরাগিণী (স্ত্রী) পাংসুরাগো বিদ্যতেঽস্যাঃ ইনি, স্ত্রিয়াং ঙীপ্ চ। মহামেদা। (রাজনি°)

পাংসুরাষ্ট্র (ক্লী) দেশভেদ। (ভারত সভাপ° ৫১ অঃ)

পাংসুল (পুং) পাংশুর্বিদ্যতেঽস্য পাংসু-লচ্ (সিধ্মাদিভ্যশ্চ।

পা ৫।২।৯৭) ১ হর। ২ পাপী। (শব্দর°) ৩ পুংশ্চল। ৪ শম্ভুর খট্বাঙ্গ। ৫ পূতিক, চলিত কাঁটাকরঞ্জ। (ত্রি) ৬ পাংশুযুক্ত। ৭ পাপযুক্ত।

"তস্যাঃ খুরন্যাসপবিত্রপাংশুমপাংসুলানাং ধুরি কীর্ত্তনীয়া।"

(রঘু ২।২২)

'পাংসুলঃ পুংশ্চলে শম্ভোঃ খট্বাঙ্গে স্ত্র্যসতীভুবোঃ।' (মেদিনী)

পাংসুলা (স্ত্রী) পাংসুল-টাপ্। ১ কুলটা। ২ ভূমি। ৩ কেতকী। ৪ রজস্বলা। (রাজনি°)

পাঁইজ (দেশজ) তুলার পাঁজ।

পাঁইত (দেশজ) পঙ্ক্তি শব্দজ, পাঁতি, শ্রেণী, পঙ্ক্তি।

পাঁইশ (দেশজ) পাংশু শব্দজ, ভস্ম, ছাই।

পাঁউরুটী (দেশজ) একপ্রকার রুটী, ফুলারুটী।

পাঁক (দেশজ) পঙ্ক, জলাশয়াদির তলদেশস্থিত পচা কাদা।

পাঁকাল (দেশজ) মৎস্যভেদ। এই মৎস্য পঙ্কে থাকিতে ভালবাসে।

পাঁকুই (দেশজ) ১ পঙ্ক, পাঁক। ২ কর্দ্দমঘটিত চর্ম্মরোগ ভেদ, কাদায় বেড়াইলে পায়ের নীচে একপ্রকার ক্ষত হয়।

পাঁকুটিয়া (দেশজ) পঙ্কসম্বন্ধীয়।

পাঁচ (দেশজ) সংখ্যাবিশেষ, পঞ্চ।

পাঁচটি (দেশজ) জাতবালকের পাঁচদিনে যে কার্য্য হয়, তাহাকে পাঁচটি কহে।

পাঁচড়া (দেশজ) খোষ, চর্ম্মরোগভেদ।

পাঁচন (দেশজ) ঔষধবিশেষ। [পাচন দেখ।]

পাঁচনবাড়ী (দেশজ) গোতাড়নদণ্ড।

পাঁচনী (দেশজ) গোতাড়নদণ্ড।

পাঁচপাঁচী (দেশজ) সামান্ত পাঁচটার মধ্যে একটা।

পাঁচপীর, বাঙ্গালার নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু মুসলমান মাঝিমাল্লাগণের স্মরণীয় পাঁচ জন মহাত্মা। সহর সোণারগাঁয়ে পাঁচপীরের শ্রেণীবদ্ধরূপে পাঁচটী মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে, সে সকল গায়স্ উদ্দীন্, সাম্সুদ্দীন্, সিকন্দর, গাজী ও কালু এই পাঁচ ফকিরের নমাজ-স্থান। মাঝিরা নৌকা ছাড়িবার সময় উচ্চৈঃস্বরে পাঁচপীর প্রভৃতির উদ্দেশে এই শ্লোকটী উচ্চারণ করিয়া থাকে, তাহাদের বিশ্বাস, তাহা হইলে নদীতে আর কোন বিঘ্ন বিপত্তি ঘটিবে না,—

"আমরা আছি পোলাপান, গাজী আছে নিখাবান্,
শিরে গঙ্গা দরিয়া পাঁচপীর বদর্ বদর্ বদর্।"

পাঁচমহল [পঞ্চমহল দেখ।]

পাঁচসনী (দেশজ) পঞ্চবর্ষব্যাপী। পাঁচ বর্ষের জন্য যাহা হয়।

পাঁচা (দেশজ) ১ অনেক লোক একত্র হইয়া অপরের নিন্দাবাদ প্রভৃতি করাকে পাঁচা কহে। ২ লবণাক্ত জল।

পাঁচালি (দেশজ) গীতবিশেষ। পরস্পর মিলিত বাক্যপ্রবন্ধ। [পাঞ্চালি দেখ।]

পাঁচি (দেশজ) শরীরের মধ্যে একটী ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে ঔষধ প্রেরণ।

পাঁচিপেটা, মান্দ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত একটী গিরিসঙ্কট।

পাঁচিল (দেশজ) প্রাচীর, প্রাকার।

পাঁচুই (দেশজ) মাসের পঞ্চম দিন।

পাঁচুঠাকুর [পঞ্চানন্দ দেখ।]

পাঁচুফিরিঙ্গী, একজন পর্ত্তুগীজ মতাবলম্বী বাঙ্গালা কবি।

পাঁজ (দেশজ) ১ পঙ্ক্তি। ২ কুলুজি, পঞ্জী। ৩ পাইজ।

পাঁজর (দেশজ) পঞ্জর।

পাঁজা (দেশজ) ১ ইট পোড়াইবার জন্য ইষ্টকরাশি সাজাইলে তাহাকে পাঁজা কহে। ৫০ হাজার, লক্ষ বা দেড় লক্ষ ইটে এক একটী পাঁজা সাজান হয়। ২ একত্রীভূত তৃণরাশি, যাহা দুই হাতে তোলা যায়। যথা—একপাঁজা কাঠ, বা একপাঁজা ঘাস।

পাঁজি (দেশজ) পঞ্জিকা, বার, তিথি ও নক্ষত্রাদি জ্ঞাপক পুস্তক। [পঞ্জিকা দেখ।]

পাঁজোর (দেশজ) পায়ের অলঙ্কারভেদ।

পাঁঠা (দেশজ) ছাগ।

পাঁঠী (দেশজ) ছাগী।

পাঁঠীবেচা (দেশজ) ১ ছাগীবিক্রয়। ২ কন্যা-বিক্রয় করা, কন্যা বেচাকে পাঁঠীবেচা কহে।

পাঁড়ু (দেশজ) পাণ্ডু।

পাঁড়ুঘুঘু (দেশজ) ঘুঘুভেদ।

পাঁতার (দেশজ) নদীর চওড়া, পাথার।

পাঁতি (দেশজ) পঙ্ক্তি।

পাঁদাড় (দেশজ) আস্তাকুঁড়, গৃহের পশ্চাদ্ভাগ।

পাঁদাড়িয়া (দেশজ) পাঁদাড়জাত।

পাঁপর (দেশজ) দাইলের রুটী।

পাঁপাড়ে (দেশজ) সম্পূর্ণরূপে।

পাঁশ্ (দেশজ) ছাই, ভস্ম।

পাক (পুং) পচ ভাবে ঘঞ্। ১ পচন, ক্লেদন। পর্য্যায় পচা। ২ রন্ধন। পাকরাজেশ্বরে লিখিত আছে,—

"ভর্জ্জনং তলনং স্বেদঃ পচনং কথনং তথা।
তান্দুরং পুটপাকশ্চ পাকঃ সপ্তবিধো মতঃ।"

ভর্জ্জন, তলন, স্বেদ, পচন, ক্বথন, তান্দুর ও পুটপাক এই ৭ প্রকার পাক। ইহার মধ্যে কেবল পাত্রে ভর্জ্জন, স্নেহ

দ্রব্যে তলন, অগ্নির উত্তাপে স্বেদন, জলে পচন, সিদ্ধ দ্রব্যের রসগ্রহণে কথন, দ্বারবদ্ধ তপ্তযন্ত্রে তাম্দুর, এবং অর্দ্ধাগ্নিতাপে পুটপাক এই ৭ প্রকার পাক। তণ্ডুলাদি ক্লেদন, স্থালীমার্জ্জন, অধঃসন্তাপন, আশ্চ্যোতন ও পরীক্ষান্ত ব্যাপার বিশেষকে পাক কহে।

"নিত্যং নূতনভাণ্ডেন কর্ত্তব্যঃ পাক এব চ।
অথবা পক্ষপর্য্যন্তং ততস্ত্যাজ্যং মনীষিভিঃ ॥"

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত মতে, প্রতিদিন নূতন ভাণ্ডে পাক করিবে, তাহাতে অশক্ত হইলে পক্ষপর্য্যন্ত একপাত্রে পাক করিবে, তাহার পরে ত্যাগ করিবে।

শ্রাদ্ধকালে পাক প্রকারাদির বিষয় নির্ণয়সিন্ধুতে এইরূপ লিখিত আছে—শ্রাদ্ধে অন্নপাক স্থলে নিজেরই পাক কর্ত্তব্য। অপরের দ্বারা পাক করাইতে নাই। তাহাতে নিতান্ত অসমর্থ হইলে পত্নীদ্বারা, তদভাবে বান্ধব দ্বারা পাক করাইয়া সেই অন্নদ্বারা শ্রাদ্ধ করিবে।

দীপকলিকাধৃত আশ্বলায়ন বচনে লিখিত আছে,—সমান প্রবর, মিত্র, সপিণ্ড ও গুণান্বিত ব্যক্তি ইহাদের দ্বারা পাক করাইবে। এই বিধি অসমর্থ পক্ষে জানিতে হইবে। সমর্থের পক্ষে নহে।

ব্যাস-বচনে লিখিত আছে—গৃহিণী স্নান করিয়া যত্নপূর্ব্বক পাক করিবে এবং পাককার্য্য নিষ্পন্ন হইলে পুনরায় স্নান করিবে। রজস্বলা, পাষণ্ড, পুংশ্চলী, পতিতা, বিধবা, বন্ধ্যা, অন্যগোত্রজা, ব্যঙ্গকর্ণী, চতুর্থাহঃস্নাতা রজস্বলা এবং মাতৃ বা পিতৃবংশজ ভিন্ন অপর স্ত্রীলোক দ্বারা পাককার্য্য করাইবে না। মৃতবৎসা, গর্ভঘ্নী বা গর্ভিণী স্ত্রীদ্বারা পাক করাইবে না। *

* "তথৈব যন্ত্রিতো দাতা প্রাতঃস্নাতা সহাম্বরঃ।
আরভেত নবৈঃ পাত্রৈরন্নারম্ভঞ্চ বান্ধবৈঃ ॥
অত্র আত্মনেপদাৎ স্বয়মেব পাকঃ কার্য্যঃ, অশক্তৌ পত্ন্যা তদভাবে বান্ধবৈঃ। শ্রাদ্ধদীপকলিকায়ামাশ্বলায়নঃ—
"সমানপ্রবরৈর্মিত্রৈঃ সপিণ্ডৈশ্চ গুণান্বিতৈঃ।
কৃতোপকারিভিশ্চৈব পাককার্য্যং প্রশস্যতে ॥"
ব্যাসঃ—"গৃহিণী চৈব সুস্নাতা পাকং কুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ।
নিষ্পন্নেষু চ পাকেষু পুনঃ স্নানং সমাচরেৎ ॥"
পৃথ্বীচন্দ্রোদয়ে ব্রাহ্মে—
"রজস্বলাঞ্চ পাষণ্ডং পুংশ্চলীং পতিতং তথা।
ত্যজেচ্ছূদ্রাং তথা বন্ধ্যাং বিধবাং চান্যগোত্রজাং ॥
ব্যঙ্গকর্ণীং চতুর্থাহঃস্নাতামপি রজস্বলাং।
বর্জ্জয়েৎ শ্রাদ্ধপাকার্থমমাতৃপিতৃবংশজং ॥"
স্মৃতিসারে—"ন পাকং কারয়েৎ পত্নীমন্যাং বাপ্যন্যগোত্রজাং।
মৃতবৎসাঞ্চ গর্ভঘ্নীং গর্ভিণীঞ্চৈব দুর্ম্মুখীম্ ॥
অন্যাং অন্যবর্ণাং পত্নীমিত্যর্থঃ।" (নির্ণয়সিন্ধু)

পাকভাণ্ডের বিষয় হেমাদ্রিতে লিখিত আছে—

"সৌবর্ণান্যথ রৌপ্যাণি কাংস্যতাম্রোদ্ভবানি চ।
মার্ত্তিকান্যপি ভব্যানি নূতনানি দৃঢ়াণি চ ॥"

সুবর্ণ, রৌপ্য, কাংস্য বা তাম্রনির্ম্মিত পাত্র অথবা নূতন ও দৃঢ় মৃত্তিকাপাত্রে পাক করিবে। বায়ুপুরাণে লিখিত আছে, লৌহপাত্রে কদাচ শ্রাদ্ধীয়ান্ন পাক করিবে না, যে শ্রাদ্ধে লৌহপাত্রে পাক হয়, পিতৃগণ তাহা গ্রহণ করেন না। * অয়সের মধ্যে কালায়স বিশেষ নিন্দনীয়। বিবাহে, মাতা ও পিত্রাদির প্রেতকার্য্যে, ক্ষয় দিনে ও যজ্ঞকালাদিতে নূতন পাত্রে পাককার্য্য করিতে হয়।

"বিবাহে প্রেতকার্য্যে চ মাতাপিত্রোঃ ক্ষয়েঽহনি।
নব ভাণ্ডানি কুর্ব্বীত যজ্ঞকালে বিশেষতঃ ॥" (যম)

পাককালে শূদ্রকে অগ্নি দিতে নাই, অগ্নি দিলে উহা শূদ্রান্ন বলিয়া পরিগণিত হয়। ব্রাহ্মণ ঐ অন্ন ভক্ষণ করিলে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।

"শূদ্রায়াগ্নিঞ্চ যো দদ্যাৎ পাককালে বিশেষতঃ।
শূদ্রপাকং ভবেদন্নং ব্রাহ্মণঃ শূদ্রতামিয়াৎ ॥" (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু°)

মৎস্যসূক্তের ৪২ পটলে লিখিত আছে, পূর্ব্ব বা উত্তরমুখী হইয়া মধ্যাহ্নকালে অন্নপাক করিবে। সায়ংকালে অগ্নিকোণাভিমুখে পাক করিলে তাহা অমৃত তুল্য হয়। ধর্ম্মকামী পূর্ব্বমুখে ও পতিকামী পশ্চিম মুখে পাক করিবে। দক্ষিণমুখে পাক করিলে শোক ও হানি এবং ঈশান কোণাভিমুখে পাক করিলে দরিদ্র হয়। তাম্রপাত্রে চক্ষুহানি এবং মণিময় পাত্রে পাক করিলে ক্ষয় হইয়া থাকে। উডুম্বর কাষ্ঠ, কদম্বদল, শাল, করমর্দ, শিরীষ, বজ্রহত কাষ্ঠ, ভেরণ্ড ও শাল্মলিকাষ্ঠে পাক করিবে না, এই সকল কাষ্ঠদ্বারা পাক করিলে তাহা নিষ্ফল হয়। পাককালে একবারেই জল দিবে, পরে আর দিতে নাই। পাত্র ত্রিভাগ জলপূর্ণ করিবে। † (মৎস্যসূক্ত ৪২ পটল।) ২ পরিণতি।

"স্বকর্ম্মফলপাকেন ভর্ত্তুস্তস্য মহাত্মনঃ।" (মার্কণ্ডেয়পু° ৭০।৩৪)

* "ন কদাচিৎ পচেদন্নময়ঃস্থালীষু পৈতৃকম্।
অয়সো দর্শনাদেব পিতরোঽপদ্রবন্তি হি ॥
কালায়সং বিশেষেণ নিন্দন্তি পিতৃকর্ম্মণি ॥" (বায়ুপুরাণ)

† "পূর্ব্বাশাভিমুখো ভূত্বা উত্তরাশামুখেন বা।
পচেদন্নঞ্চ মধ্যাহ্নে সায়াহ্নে চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥
অগ্ন্যাশাভিমুখে পক্কমমৃতান্নং বিজানতা।
পূর্ব্বামুখো ধর্ম্মকামঃ শোকহানিশ্চ দক্ষিণে ॥
শ্রীকামশ্চোত্তরমুখে পতিকামশ্চ পশ্চিমে।
ঐশান্যাভিমুখে পক্ত্বা দরিদ্রো জায়তে নরঃ ॥
যদা তু আয়সে পাত্রে পক্কমশ্নাতি বৈ দ্বিজঃ।
স পাপিষ্ঠোঽপি ভুঙ্‌ক্তেঽন্নং রৌরবে পরিপচ্যতে ॥

পিবতি স্তন্যাদিকং পা-কন্ (ইন্ ভীকাপাশল্যতিগচ্চিভ্যঃ কন্। উণ্ ৩।৪৩) ৩ শিশু, স্তন্যপায়ী শিশু। ৪ বৃদ্ধত্বহেতু কেশের ধবলতা, চুলপাকা। ৫ স্থাল্যাদি। (মেদিনী) ৬ পেচক। ৭ রাষ্ট্রাদি। ৮ ভঙ্গ। ৯ ভীতি। (শব্দর°) ১০ অসুরভেদ। (ভাগ° ৭।২।৪।) ইন্দ্র ইহাকে বিনাশ করেন। [পাকশাসন দেখ।] (ত্রি) ১১ পাককর্ত্তা। পচ্যতে ফলং যত্র কালে আধারে ঘঞ্। ১২ ফলপাকাধিকরণকালভেদ।

"পক্ষাত্তানোঃ সোমস্য মাসিকোঽঙ্গারকস্য বক্রোক্তঃ।
আ দর্শনাচ্চ পাকো বুধস্য জীবস্য বর্ষেণ॥" (বৃহৎস° ৯৭ অ°)

ভানুর পক্ষ পর্য্যন্ত, চন্দ্রের মাস, মঙ্গলের বক্রানুসারী দিন, বুধের দর্শন পর্য্যন্ত এবং বৃহস্পতির বর্ষকাল পর্য্যন্ত পাককাল হইয়া থাকে। শুক্রের ষণ্মাসে, শনির এক বর্ষে, রাহুর অর্দ্ধ-বর্ষে ও সূর্য্যগ্রহণে বর্ষপর্য্যন্ত এবং ত্বাষ্ট্র ও কীলকের পাক সদ্য হইয়া থাকে। ধূমকেতুর ত্রিমাসে, শ্বেতের সপ্তরাত্রান্তে এবং পরিবেষ, ইন্দ্রচাপ, সন্ধ্যা ও অভ্রসূচী সকলের সপ্তাহ পর্য্যন্ত পাক হইয়া থাকে। শীতোষ্ণের ব্যতিক্রম, অকালজাত ফল পুষ্পাদি, স্থির ও চরের অন্যত্ব এবং প্রসূতিবিকৃতির পাক ষণ্মাসে হইয়া থাকে। অক্রিয়মাণ কার্য্যকরণ (যাহা কখন করে নাই, তাহা করা বা অনিচ্ছায় করা অথবা হঠাৎ করা), ভূমিকম্প, অনুৎসব, দুরিষ্ট, অশোষ্যের শোষণ ও স্রোতের অন্যত্ব ইহার ফলপাক ষণ্মাসে হইয়া থাকে। কীট, মূষিক, মক্ষিকা, মৃগ, বিহঙ্গ ও মারুত অথবা জলে লোষ্ট্রের তরণ, এই সকল তিনমাসে, অরণ্যে কুক্কুরগণের প্রসব, বন্যগণের গ্রামে সম্প্রবেশ, মধুনিলয়, তোরণ ও ইন্দ্রধ্বজ এই সকল একবর্ষে বা কিঞ্চিদধিক বর্ষে, শৃগাল ও গৃধ্রসমূহ দশ দিবসে, তূর্য্যরব সদ্যঃ এবং আক্রুষ্ট, বল্মীক ও পৃথিবীবিদারণ একপক্ষে পাক-জনিত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অনগ্নিপ্রদেশের প্রজ্বলন, ঘৃত, তৈল ও বসাদিবর্ষণ সদ্যঃ পাক প্রাপ্ত হয়। ছত্র, চিতি, যূপ, হুতবহ ও বীজগণের পাক সপ্তপক্ষে, মতান্তরে ছত্র ও তোরণের ফল মাস পর্য্যন্ত হয়। অত্যন্ত বিরুদ্ধ জীবের পরস্পর স্নেহ, আকাশে ভূতগণের শব্দ, মার্জ্জার ও নকুলের সহিত মূষিকের দ্বন্দ্ব, ইহার ফল একমাসে হয়। গন্ধর্ব্বপুর, রস-বিকৃতি ও হিরণ্যবিকৃতি মাস পর্য্যন্ত; দিক্ সকল, ধ্বজ, আলয়, পাংশু ও ধূমদ্বারা আকুল হইলে একমাসে ফল পায়। যদি কথিত সময়ে ফল দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে তাহার দ্বিগুণ সময়ে অধিকতর ফল হয়; কিন্তু কনক, রত্ন ও গো প্রদানাদি শান্তি-দ্বারা দ্বিজগণ কর্ত্তৃক যদি বিধিবৎ উপশমিত না হয়, তবে দ্বিগুণ সময়ে পাক হইবে। ইত্যাদি। (অতি সংক্ষেপে ইহার বিষয় লিখিত হইল। এই পাকের বিবরণ বৃহৎসংহিতায় ৯৭ অধ্যায়ে বিশেষরূপে লিখিত আছে।)

॥ * ॥ যাহা কিছু ভোজন করা যায়, তাহা জাঠরাগ্নিদ্বারা পাক প্রাপ্ত হয়। এই পাকের বিষয় সুশ্রুতে লিখিত আছে—

ভুক্ত দ্রব্য সকল সম্যক্‌রূপ পাক (পরিপাক) হইলে গুণ ও অপ্রশস্তরূপে পরিপাক হইলে দোষ জন্মাইয়া থাকে। কাহারও কাহারও মতে প্রত্যেক রসেই পরিপাক হইয়া থাকে। কেহ বলেন—মধুর, অম্ল ও কটু এই ত্রিবিধ রসেই পাক হয়; কিন্তু ইহা সুসঙ্গত নহে, কারণ দ্রব্যগুণ ও শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ইহাই প্রতীত হয় যে, অম্লরসের পাক নাই, কারণ অগ্নিমান্দ্য হইলে পিত্তই বিদগ্ধ হইয়া অম্লরসে পরিণত হয়। যদি অম্লরসের পাক স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে লবণরসেরও অন্যপ্রকার পাক সম্ভব; কিন্তু তাহা হয় না, শ্লেষ্মা বিদগ্ধ হইয়াই লবণত্ব প্রাপ্ত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, মধুররস পরিপাকে মধুরই থাকে এবং অম্লরস অম্লই থাকে, এই প্রকার সকল রসই অবিকৃত থাকে। তাহার উদাহরণ যথা—স্থালীগত দুগ্ধ পাক হইবার কালে মধুরই থাকে এবং শালি, যব, মুদ্গ প্রভৃতি ভূমিতে প্রকীর্ণ হইলে উত্তর কালেও তাহারা স্বভাব পরিত্যাগ করে না। আবার কাহারও কাহারও মত এইরূপ যে, মৃদু রস বলবান্ রসের অনুগামী হয়। এ বিষয়ে এইরূপ বিবিধ অনবস্থা দোষ ঘটে। অতএব এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইতেছে যে, শাস্ত্রে দুই প্রকার পাক কথিত হইয়াছে। মধুর ও কটু। তাহার মধ্যে মধুর পাকে গুরু এবং কটু পাকে লঘু হইয়া থাকে। পৃথ্বী, অপ্, তেজ, বায়ু ও আকাশ ইহাদিগকে গুণের অনুসারে গুরু ও লঘু এই দুই প্রকারে বিভক্ত করা যায়। পৃথ্বী ও অপ্ গুরু এবং অবশিষ্ট তিনটী লঘু।

দ্রব্যের পরিপাক কালে পৃথিবী ও জলের গুণ অধিক পরিমাণে থাকিলে মধুর পাক এবং অগ্নি, বায়ু বা আকাশের গুণ অধিক পরিমাণে থাকিলে কটুপাক কহে। (সুশ্রুত

উডুম্বরেণ কাষ্ঠেন কদম্বস্য দলেন চ।
শালেন করমর্দ্দেন উদরাবর্ত্তকেন চ॥
পক্কান্নং নৈব ভুঞ্জীত ভুক্ত্বা রাত্রিমুপাবসেৎ।
শালকাষ্ঠস্য পক্কান্নং শিরীষকস্য চৈব হি।
কলিচণ্ডাতকস্যৈব বজ্রাবারুণকস্য চ।
ভেরণ্ডশাল্মলের্বাপি পক্কান্নং গর্হিতং স্মৃতম্॥
যদা মৃণ্ময়পাত্রে তু পক্কং বৈ সার্ব্বকালিকম্।
মাসে পক্ষে তথাষ্টৌ চ তৎপাকং বিসৃজেৎ গৃহী॥
একদা তু জলং দদ্যাৎ দ্বিবারং ন প্রদাপয়েৎ।
ত্রিভাগং পূরয়েৎ পাত্রং পশ্চাত্তোয়ং ন দাপয়েৎ॥" (মৎস্যসূক্ত ৪২ পটল)

সূত্রস্থা° ৪০ অঃ। কোন কোন দ্রব্য গুরুপাক ও কোন কোন দ্রব্য লঘুপাক ইহার বিষয় সুশ্রুতে সূত্রস্থানে ৪৫ অধ্যায়ে বিশেষরূপে লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে লিখিত হইল না।

[পুটপাকের বিষয় পুটপাক শব্দ দ্রষ্টব্য।]

চক্রদত্তে লৌহপাকের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—ভক্তিপূর্ব্বক ঈশ্বরকে প্রণাম করিয়া লৌহ, পিত্তল বা দৃঢ় মৃণ্ময় পাত্রে কাঠের জ্বালে মৃদু অগ্নিতে লৌহের পাক করিতে হইবে। শেষ পাকে ত্রিফলার ক্বাথ, ঘৃত ও দুগ্ধ দিতে হয়। পাককালে লোহার হাতা দিয়া মুহুর্ম্মুহু ঘুঁটিতে হয়, যদি ঔষধ পাত্রের তলায় লাগিয়া যায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ হাতা দিয়া তুলিয়া দিতে হয়। লৌহের শেষ পাক তিন প্রকার—মৃদু, মধ্য ও খর। এই তিন প্রকার পাক যথাক্রমে বায়ু, পিত্ত ও কফের পক্ষে হিতকর। অথবা সর্ব্ববিধ ধাতুর পক্ষেরই মধ্যম পাক হিতকর। লৌহ কর্দ্দমের ন্যায় দর্ব্বীতে সংলগ্ন হইলে মৃদুপাক বলা যায়। দর্ব্বী হইতে অনায়াসে স্খলিত ও দর্ব্বীতে কষ্টে সংলগ্ন হইলে মধ্যপাক বলা যায়। খরপাক হইলে দর্ব্বীতে সংলগ্ন হয় না। কেহ কেহ বলেন, প্রলেপ দিলে দর্ব্বী হইতে মুক্ত হয়, অথচ ইন্দুর মৃত্তিকার সদৃশ হয়, এইরূপ হইলে মৃদুপাক এবং যাহার অর্দ্ধাংশ চূর্ণ ও অর্দ্ধাংশ ইন্দুর মৃত্তিকার সদৃশ হয়, তাহাকে মধ্যপাক, আর লৌহ বালুকাপুঞ্জের ন্যায় হইলে খরপাক কহে। এই তিন প্রকার পাকই সকলের পক্ষে গুণকারক হয়, কোন স্থানেও বিফল হয় না। প্রকৃতিভেদে গুণদোষের ভেদ অল্পই ঘটিয়া থাকে। পাক শেষ হইলে নাগাইয়া ত্রিফলাদির চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। (চক্রদত্ত রসায়নাধি° পাকবিধি°।) বাভটে কল্পস্থানে লিখিত আছে—ঘৃতপাকস্থলে যখন ফেন নিবৃত্তি হইবে, তখন প্রকৃত ঘৃতপক্ক হইয়াছে জানিতে হইবে এবং তৈলপাকস্থলে ফেনোৎপত্তি হইলে পাক সিদ্ধি জানিতে হইবে। এই মতে পাক তিন প্রকার মন্দ, চিক্কণ ও খর। (বাভট কল্পস্থা° ৬ অঃ।)

পাক (দেশজ) জন্য, নিমিত্ত।

পাককৃষ্ণ (পুং) পাকে কৃষ্ণং ফলে যস্য। ১ কৃষ্ণফলপাক, চলিত পানী আমলা। (শব্দচ°) ২ করঞ্জবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

পাককৃষ্ণফল (পুং) ১ পানী আমলা। ২ করঞ্জবৃক্ষ।

পাকখোলা (দেশজ) ১ পাকস্থান, যেখানে পাক হয়। ২ ভাঁজখোলা।

পাকজ (ক্লী) পাকাজ্জায়তে ইতি পাক-জন-ড। ১ পাক-লবণ। ২ পরিণামশূল। (রাজনি°) (ত্রি) ৩ পাকজাত, যাহা পাক জন্য উৎপন্ন হয়।

"স্পর্শস্তস্যাস্তু বিজ্ঞেয়ো হ্যনুষ্ণাশীতপাকজঃ।" (ভাষাপরি° ৩৬)

পাকচক্র (দেশজ) ১ ষড়যন্ত্র। ২ ঘোরপাক।

পাকড়া (দেশজ) ধরা।

পাকড়ী (দেশজ) ১ উষ্ণীষ, তাঁড়। ২ গাইভেদ, পর্কটী, পাকড়াসী।

পাকতস্ (অব্য) পাক-তস্। পাকে প্রকারে, কোন গতিকে, কোন প্রকারে।

পাকত্রা (অব্য) পাকঃ বিপকপ্রজ্ঞঃ স্বার্থে ত্রা। বিপকপ্রজ্ঞ। (ঋক্ ৮।১৮।১৫)

পাকদূর্ব্বা (স্ত্রী) পাকযুক্তা দূর্ব্বা মধ্যপদলোপি কর্ম্মধা°। পরিপক্ক দূর্ব্বা। (ঋক্ ১০।১৬।১৩)

পাকদ্বিষ্ (পুং) পাকায় দৈত্যায় দ্বেষ্টি দ্বিষ-ক্বিপ্। পাকশাসন, ইন্দ্র। (হেম)

পাকপত্তন, পঞ্জাবের অন্তর্গত মণ্টোগমারি জেলার একটী নগর। অক্ষা° ৩০° ২০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ২৫´ ৫০´´ পূঃ। শতদ্রু নদীতীরে অবস্থিত। ইহার প্রাচীন নাম অজুধান। জেনেরল কানিংহাম আলেক্‌সান্দারের ঐতিহাসিকগণের লিখিত শূদ্রক (Oxodrake)-গণের অধীনস্থ একটী নগর সহিত এক নগর বলিয়া বোধ করেন। মুসলমান-দিগ্বিজয়ী মামুদ, তৈমুর প্রভৃতি এই স্থানে নদী পার হন। মুসলমান ফকির ফরিদ-উদ্দীনের নাম হইতে এই নগরের নামকরণ হইয়াছে। এই মুসলমান-ভক্ত সমুদয় দক্ষিণ পঞ্জাব মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন, এই জন্য এখানে ভারতবর্ষের বহুস্থান এবং এমন কি আফগানি-স্থান ও মধ্য এসিয়া হইতে বহুতর যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে, মহরম উপলক্ষে কখন কখন যাত্রীর সংখ্যা ৬০০০০ পর্য্যন্ত হয়। এইখানে উক্ত ফকিরের একটী বিগ্রহ আছে, এই বিগ্রহের যাহা আয় হয়, তাহা ইহার বংশধরেরা ভোগ করেন। এই নগর অতি সুন্দরভাবে অবস্থিত এবং রাস্তা ঘাট সাধারণতঃ সুন্দর। পাকপত্তন একটী বাণিজ্যপ্রধান স্থান, বাণিজ্যের প্রধান দ্রব্যের মধ্যে গম, কলাই, গুড়, চিনি প্রভৃতি প্রধান। রপ্তানির মধ্যে রেশম, লুঙ্গি প্রভৃতি প্রধান। সরকারি আদালত ও পুলিশ ষ্টেশন, পোষ্ট আফিস, টাউনস্কুল, বালিকা-বিদ্যালয় প্রভৃতি কতকগুলি সাধারণ অট্টালিকা আছে।

পাকপাত্র (ক্লী) পাকসাধনং পাত্রং মধ্যলো°। পাকসাধন-পাত্র, স্থালী প্রভৃতি।

পাকপুটী (স্ত্রী) পাকায় পুটী। কুম্ভশালা, চলিত পোয়ান।

পাকফল (পুং) পাককৃষ্ণফলমস্য। ফলপাক, পানী আমলা।

পাকভাণ্ড (ক্লী) পাকায় পাকস্য ভাণ্ডং। পাকপাত্র, পাকস্থালী।

পাকমৎস্য (পুং) পাকঃ পাকযুক্তো মৎস্যো যত্র। মৎস্য-ব্যঞ্জন, মাছের তরকারী। পর্য্যায়—মৎস্যল। (শব্দচ°) ২ সমুদ্র-জাত মৎস্যবিশেষ। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৪৬ অ°) ৩ কীটবিশেষ। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ৮ অ°)

পাকযজ্ঞ (পুং) পাকসাধ্যো যজ্ঞঃ মধ্যলো°। বৃষোৎসর্গ ও গৃহপ্রতিষ্ঠাদির হোম, চরুহোমাঙ্গক কর্ম্ম।

"প্রায়শ্চিত্তে বিধুশ্চৈব পাকযজ্ঞে তু সাহসঃ।" (তিথিতত্ত্ব)

প্রায়শ্চিত্তহোমে অগ্নির নাম বিধু এবং পাকযজ্ঞে সাহস-নামা অগ্নি হইবে। ২ ব্রহ্মযজ্ঞ হইতে অন্য পঞ্চ মহাযজ্ঞের অন্তর্গত বৈশ্বদেব, হোমবলিকর্ম্ম, নিত্যশ্রাদ্ধ ও অতিথি-ভোজনাত্মক চারি প্রকার পাকযজ্ঞ।

"যে পাকযজ্ঞাশ্চত্বারো বিধিযজ্ঞসমন্বিতাঃ।
সর্ব্বে তে জপযজ্ঞস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং॥" (মনু ২। ৮৬)

অষ্টকাদিও পাকযজ্ঞ নামে অভিহিত হয়। আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্রে পাকযজ্ঞ তিন প্রকার বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। "ত্রয়ঃ পাকযজ্ঞাঃ" (আশ্ব° গৃ° ১। ১২) 'পাকযজ্ঞাস্ত্রয়স্ত্রিবিধাঃ' (নারায়ণ) শূদ্রের পাকযজ্ঞে অধিকার আছে।

পাকযজ্ঞিক (পুং) পাকযজ্ঞং করোতীতি পাকযজ্ঞ-ঠঞ্। পাকযজ্ঞকর্ত্তা। পাকযজ্ঞস্য ব্যাখ্যানগ্রন্থস্তত্র ভবো বা (ক্রতু-যজ্ঞেভ্যশ্চ। পা ৪।৩।৮৬) ইতি ঠঞ্। ২ পাকযজ্ঞ-ব্যাখ্যানগ্রন্থ। ৩ পাকযজ্ঞভব।

পাকযজ্ঞিয় (ত্রি) পাকযজ্ঞমর্হতি পাকযজ্ঞ-ঘ। পাকযজ্ঞার্হ। (শতপথব্রা° ১। ৭। ৪। ১৯)

পাকরঞ্জন (ক্লী) পাকং পচ্যমানং রঞ্জয়তীতি রঞ্জ-ণিচ্-ল্যুট্। তেজপত্র। (শব্দচ°)

পাকল (ক্লী) পাকং লাতীতি লা ক। ১ কুষ্ঠৌষধি। (পুং) ২ কুঞ্জরজ্বর। ৩ অনিল। ৪ অনল। (ত্রি) ৫ ব্রণাদিকারক।

'পাকলং কুষ্ঠভৈষজ্যে পুংসি স্যাৎ কুঞ্জরজ্বরে।' (বিশ্ব)

৬ সন্নিপাত জ্বরবিশেষ। ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—বাত মধ্য পিত্তাধিক্য ও হীনকফ কর্তৃক যে সন্নিপাত জ্বর উৎপন্ন হয় এবং যাহাতে বায়ু, পিত্ত ও কফ জন্য রোগ সকলের বলাবল, দোষের ন্যূনাধিক্য অনুসারে দোষ সকল হইয়া থাকে অর্থাৎ বেদনা, কম্প, নিদ্রানাশ ও বিষ্টম্ভ প্রভৃতি বায়ুজাত, সুতরাং এই সকল লক্ষণ মধ্যমরূপে প্রকাশ পায়। দাহ, পিপাসা, উষ্ণতা ও ঘর্ম্ম প্রভৃতি পিত্তজাত, সুতরাং এই সকল লক্ষণ অধিকরূপে প্রকাশ হয়। গুরুত্ব, অগ্নিমান্দ্য, উৎকাস এবং মুখনাসিকাস্রাব প্রভৃতি কফজাত, এই জন্য এই সকল লক্ষণ অল্পরূপে দেখা যায়। আর মোহ, প্রলাপ, মূর্চ্ছা, মন্যা-স্তম্ভ, শিরঃপীড়া, কাস, শ্বাস, ভ্রম, তন্দ্রা, জ্ঞানরাহিত্য, হৃদয়-বেদনা ও শারীরিক ছিদ্রসমূহ হইতে রক্ত নির্গত এবং চক্ষুদ্বয় স্পন্দনরহিত ও রক্তবর্ণ হইয়া থাকে। রোগীর এইরূপ লক্ষণ হইলে বৈদ্যগণ ইহাকে পাকল নামক সন্নিপাত কহেন। এইরূপ রোগ হইলে রোগীর তিন দিনের মধ্যে মৃত্যু হয়। (ভাবপ্র° মধ্যখ° জ্বরাধি°)

পাকলা (পারসী) ধৌত, পরিষ্কৃত।

পাকলান (দেশজ) ধৌতকরণ।

পাকলি (স্ত্রী) পাক-লা-ইন্। বৃক্ষবিশেষ, কর্কটীক। (রত্নমা°) কাহারও কাহারও মতে রোহিণী। পাকলি-ঙীষ্, পাকলী কর্কটী।

পাকশালা (স্ত্রী) পাকস্য শালা গৃহং। রন্ধনগৃহ, রান্নাঘর, পর্য্যায়—রসবতী, পাকস্থান, মহানস। বাটীর অগ্নিকোণে পাক-শালা প্রস্তুত করিতে হয়।

"প্রাচ্যাং দিশি স্নানগৃহনাগ্নেয্যাং নটনালয়ম্।"(মুহূর্ত্তচিন্তা° টী°)

সুশ্রুতে লিখিত আছে, প্রশস্তদিকে ও প্রশস্ত দেশে গবাক্ষযুক্ত পাকশালা নির্ম্মাণ করিতে হইবে। পাকশালায় পাকের পাত্র পবিত্র এবং আত্মীয়বর্গের দ্বারা পাককার্য্য সম্পন্ন হওয়া বিধেয়। রাজা পাকশালায় কুলীন, ধার্ম্মিক, স্নিগ্ধ, নির্লোভ, সরল, কৃতজ্ঞ, প্রিয়দর্শী এবং ক্রোধ, কার্কশ্য, মাৎসর্য্য, মত্ততা ও আলস্যবর্জ্জিত, ক্ষমাশীল, শুদ্ধ, নম্র, দয়ালু, মেধাবী, অপরিশ্রান্ত, অনুরক্ত, প্রতারণাহীন প্রভৃতি সদ্গুণবিভূষিত চিকিৎসাকুশল বৈদ্যকে পাকশালার অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত করি-বেন। বিশেষরূপে স্বভাব পরীক্ষা করিয়া পূর্ব্বোক্ত গুণযুক্ত পুরুষ অথবা স্ত্রীকে পাককার্য্যে নিযুক্ত করা বিধেয়। পাকশালার যিনি অধ্যক্ষ হইবেন, তাঁহার কথানুসারে সকলকে চলিতে হইবে। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ১ অ°)

পাকশাসন (পুং) শাস্তীতি শাস-ল্যু, পাকস্য শাসনঃ শাস্তা। ইন্দ্র। ইন্দ্র পাক নামক প্রসিদ্ধ অসুরকে হনন করিয়াছিলেন, এই জন্য তিনি পাকশাসন এই নামে খ্যাত হন।

"পাকং জঘান তীক্ষ্ণাগ্রৈর্মার্গণৈঃ কঙ্কবাসসৈঃ।
তত্র নাম বিভুর্লেভে শাসনত্বাৎ শরৈর্দৃঢ়ৈঃ॥
পাকশাসনতাং শক্রঃ সর্ব্বামরপতির্বিভুঃ॥" (বামনপু°)

পাকশাসনি (পুং) পাকশাসনস্যাপত্যং ইঞ্ (অত ইঞ্। পা ৪।১।৯৫) ইন্দ্রপুত্র, জয়ন্ত। (ভারত ১।১৩৭।৮)

পাকশুক্লা (স্ত্রী) পাকে পরিণামে শুক্লা। কঠিনী, খড়ী।

'পাকশুক্লা শিলাধাতুঃ কঠিনী কক্খটী খড়ী।' (শব্দচ°)

পাকসংস্থ (ত্রি) পাকঃ সংস্থা যস্য। পাকসাধ্য যজ্ঞভেদ।

"অষ্টকা পার্ব্বণশ্রাদ্ধং শ্রাবণ্যাগ্রহায়ণী চৈত্র্যাশ্বযুজী চেতি সপ্তপাকসংস্থাঃ।" (গৌতম)

পাকসুত্বৎ (পুং) পাকেন পরিপক্কেন মনসা সুনোতি সোমাভিষবং করোতি সু-ক্বনিপ্ তুকৃচ্। সোমাভিষবকর্ত্তা যজমান।
(ঋক্ ১০।৮৬।১৯)

পাকহন্তৃ (পুং) পাকস্য তন্নাম্নঃ অসুরস্য হন্তা। পাকশাসন ইন্দ্র।

পাকা (পক্বশব্দের অপভ্রংশ) পক্ক, পরিণতি-অবস্থাপন্ন।

পাকাকবর (পারসী) গোর, সমাধি।

পাকাগার (পুং) পাকস্য আগারং গৃহং। পাকশালা।

পাকাচুল (দেশজ) পক্বকেশ।

পাকাটী (দেশজ) শুষ্ক পাটগাছ।

পাকান (দেশজ) ১ পক্বকরণ। ২ পরিপাককরণ। ৩ পাকইয়া দৃঢ়করণ।

পাকাপাকি (দেশজ) স্থির নিশ্চয়, দৃঢ়রূপে।

পাকাতীসার (পুং) অতীসাররোগভেদ।

পাকাত্যয় (পুং) চক্ষুরোগ ভেদ। ত্রিদোষ কুপিত হইলে এই রোগ জন্মে। সুশ্রুতে লিখিত আছে,—কৃষ্ণমণ্ডলে মুদ্গ সদৃশ শুক্র জন্মিয়া পিড়কা ও উষ্ণ অশ্রুপাত হয়। কৃষ্ণমণ্ডল শ্বেতবর্ণে আবৃত হইলে সর্ব্বদোষসম্ভূত হয়। এইরূপ লক্ষণ হইলে তাহাকে পাকাত্যয় কহে। এই তীব্র পাকাত্যয় রোগ অক্ষিকোপ হইতে উৎপন্ন হয়। এই রোগ অসাধ্য। (সুশ্রুত উত্তরত° ৬ অ°)

পাকারি (পুং) পাকমৃচ্ছতীতি ঋ গতৌ ইন্। ১ শ্বেতকাঞ্চন। (রত্নমালা) পাকস্য অরিঃ ৬তৎ। ২ পাকশাসন ইন্দ্র।

পাকারু (ত্রি) পাকেন মুখপাকেন অরুর্ব্রণং, পাকস্য অন্নাদি পাকস্য বা অরুঃ ক্ষতং। ১ মুখ পাকদ্বারা ক্ষত। ২ অন্নপাকনাশক অগ্নিমান্দ্য।

"অথো শতস্য যক্ষ্মাণাং পাকারোরসি নাশনী।" (শুক্লযজু° ১২।৯৭)

'পাকারোঃ মুখপাকক্ষতাদেশ্চ নাশনী নাশকর্ত্রী ত্বং ভবসি পাকঃ মুখপাকঃ অরুঃ ক্ষতমুচ্যতে পাকেন অরুঃ পাকারুস্তস্য যদ্বা পাকোঽন্নপাকস্তস্যারুর্ব্যথা মন্দাগ্নিত্বং তস্য নাশনী ত্বমসি।'
(বেদদীপ)

পাকিন্ (ত্রি) পচ বাহুলকাৎ ঘিনুন্ ততঃ কুত্বং। ১ পাককর্ত্তা। ২ পাকযুত। ৩ লঘুপাকী।

পাকিম (ত্রি) পাকেন নির্বৃত্তং, পাকভাবপ্রত্যয়ন্তাদিমপ্। পক্তিম, পক্ক, পাকনিষ্পন্ন।

"মেদোঘ্নঃ পাকিমঃ ক্ষারো মূত্রবস্তিবিশোধনঃ।"(সূত্রস্থা° ৪৬অ°)

পাকু (ত্রি) পচ-উণ্ ন্যঙ্ক্বাদিত্বাৎ কুত্বং। পাচক, যিনি পাক করেন।

পাকুক (পুং) পচতীতি পচ-পাকে শুকন্ কাদেশশ্চ (পচিনশ্যোর্ণ্ কন্কন্থমৌ চ। উণ্ ২।৩০) সূপকার, পাচক।

পাকুড় (দেশজ) ১ পর্কটীবৃক্ষ। ২ বীরভূমজেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন স্থান। এখানে পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ রাজত্ব ছিল।

পাক্য (ক্লী) পচ্যতেঽনেন পচ্-ণ্যৎ (ঋহলোর্ণ্যৎ। পা ৩।১।১২৪) ততঃ কুত্বং। ১ বিড়্লবণ। ২ পাংশুলবণ। (ত্রি) ৩ পচনীয়।

"অবস্থায়স্থিতং পাক্যমেতৎ পিত্তজ্বরাপহম্।" (চক্রপাণি)

(পুং) ৪ যবক্ষার, সোরা।

পাক্যজ (ক্লী) কাচলবণ। (রাজনি° ব° ৬)

পাক্যক্ষার (পুং) যবক্ষার, সোরা।

পাক্যা (স্ত্রী) ১ সর্জ্জিক্ষার। ২ যবক্ষার। ৩ সৌবর্চ্চল লবণ। ৪ মৃত্তিকা লবণ। (বৈদ্যকনি°)

পাক্যাপটু (ক্লী) পাক্যলবণ। (বৈদ্যকনি°)

পাক্ষপাতিক (ত্রি) পক্ষপাতযুক্ত।

পাক্ষায়ণ (ত্রি) পক্ষস্যায়ং পক্ষে ভবঃ পক্ষেণ নিবৃত্ত ইতি বা, পক্ষফক্ (বুঙ্ছণকঠজিলেতি। পা ৪।২।৮০) ১ পক্ষসম্বন্ধী। ২ পক্ষে ভব।

পাক্ষিক (ত্রি) পক্ষে তিষ্ঠতীতি পক্ষ-ঠক্। পক্ষপাতী।

"স কো রাজা ন শাস্তা যঃ প্রজাবধ্যশ্চ পাক্ষিকঃ।"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত গণপতিখণ্ড ১৪ অ°)

পক্ষিণো হন্তীতি (পক্ষিমৎস্যমৃগান্ হন্তি। পা ৪।৪।৩৫) ইতি ঠক্। ২ পক্ষিঘাতক। পক্ষে পক্ষান্তরে ভবতীতি। ৩ পক্ষকালভব। যাহা একপক্ষে হয়, যেরূপ পাক্ষিকপত্রিকা ইত্যাদি। পক্ষেণ নির্বৃত্ত ইতি পক্ষ-ঠঞ্। ৪ পক্ষসাধ্য।

পাখ (দেশজ) ১ পক্ষ। ২ জন্য, কারণ।

পাখণ্ড (পুং) পাতীতি পা-ক্বিপ্, পাস্ত্রয়ীধর্ম্মস্তং খণ্ডয়তীতি খড়িভেদনে পচাদ্যচ্। পাষণ্ড।

'পালনাচ্চ ত্রয়ীধর্ম্মঃ পাশব্দেন নিগদ্যতে।
তং খণ্ডয়তি তে যস্মাৎ পাখণ্ডাস্তেন হেতুনা।
নানা ব্রতধরা নানা-বেশাঃ পাখণ্ডিনো মতাঃ॥"
(অমরটীকায় ভানুদীক্ষিত)

ত্রয়ীধর্ম্ম পালন করিলে তাহাকে 'পা' বলে, এই পা যিনি খণ্ডন করেন, তাহাকে পাখণ্ড কহে। ইহারা নানা ব্রত ও নানা বেশধারী।

পাখবাজ (পারসী) পাখোয়াজ, বাদ্যযন্ত্রভেদ।

পাখলা (দেশজ) ধৌত করা।

পাখসাট (দেশজ) পক্ষাঘাত, ডানার আঘাত।

পাখা (দেশজ) ১ পক্ষ। ২ ব্যজন।

পাখী (দেশজ) পক্ষী।

পাখীমারা (দেশজ) শীকারী।

পাখুরা (দেশজ) ১ অস্ত্রভেদ, একপ্রকার বাটালি। ২ স্কন্ধ হইতে কনুই পর্য্যন্ত বাহু।

পাখ্না (দেশজ) পক্ষ।

পাখোয়াজ (পারসী) মৃদঙ্গ।

পাগ (দেশজ) পাগড়ী, উষ্ণীষ, শিরোবেষ্টন বস্ত্র, তাজ, টুপী।

পাগর (পাগল শব্দের অপভ্রংশ) পাগল। যথা—রতিমদ-পাগর নাগরী নাগর ইত্যাদি।

পাগল (পুং) পা রক্ষণং তস্মাৎ গলতি, আত্মরক্ষণাৎ বিচ্যুতো ভবতীতি গল-অচ্‌। উন্মত্ত, বাতুল।

"পাগলায়াঙ্গহীনায় চাকায় বধিরায় চ।
জড়ায় চৈব মূর্খায় ক্লীবতুল্যায় পাপিনে ॥
ব্রহ্মহত্যাং লভেৎ সোঽপি যঃ স্বকন্যাং দদাতি চ ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রকৃতিখণ্ড ১৪ অ°)

পাগলকে যিনি কন্যা সম্প্রদান করেন, তাহার ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়। উন্মাদরোগগ্রস্ত হইলে তাহাকে পাগল কহে, নানা কারণে মানসিক বিকার উপস্থিত হইয়া এই রোগ জন্মে। [এই রোগের বিবরণ উন্মাদ শব্দে দেখ।]

পাগলা, বঙ্গদেশে মালদহ জেলার অন্তর্গত একটী নদী। ইহা গঙ্গা হইতে বহির্গত হইয়া ছোট ভাগরথী নামক একটী ছোট শাখার সহিত মিলিত হইয়া ৯৬ মাইল দীর্ঘ একটী দ্বীপ বেষ্টন-পূর্ব্বক পুনরায় গঙ্গায় পতিত হইয়াছে। বর্ষাকালে পাগলা নদীতে বড় বড় নৌকা চলিতে পারে এবং জমির উপর বালুকা ও কর্দ্দম পতিত হওয়ায় উহাতে আশুধান্য অতি সুন্দররূপে জন্মে।

পাঙাশ (দেশজ) পাংশুবর্ণ।

পাঙ্গা (দেশজ) পাংশুলবণ।

পাঙ্গালবণ (দেশজ) পাংশু লবণ।

পাঙ্গাশ (দেশজ) পাংশুবর্ণ।

পাঙ্গাশিয়া (দেশজ) পাংশুবর্ণযুক্ত।

পাঙ্গাসী, যশোহর জেলার সর্ব্বোত্তরপ্রান্তে মাতাভাঙ্গা নদীর একটী শাখা, ইহার অপর নাম কুমার। গ্রীষ্মকালে মাতা-ভাঙ্গা নদীর সহিত ইহার সংযোগ দূর হইয়া যায়। এই নদীর উৎপত্তি স্থান ক্রমশঃ পুরিয়া আসিতেছে।

পাঙ্‌ক্ত (ত্রি) পঙ্‌ক্তৌ ভবঃ পংক্তি-উৎসাদিত্বাৎ অঞ্‌। ১ পঙ্‌ক্তিভব। ২ দশাক্ষরপাদক ছন্দোভেদযুক্ত। পঙ্‌ক্তি সংখ্যাস্ত্যস্য অণ্‌। ৩ তৎসংখ্যা অবয়বযুক্ত পশু। ৪ পুরুষ।

"পাঙ্‌ক্তঃ পুরুষঃ পাঙ্‌ক্তাঃ পশবঃ।" (তাণ্ড্য ব্রা° ২।৪।২)

'পাঙ্‌ক্ত্যাখ্যে ছন্দসি পঞ্চসংখ্যা বিদ্যতে তস্য পঞ্চভিঃ পদৈ-রূপেতত্বাৎ পুরুষেঽপি দ্বৌ হস্তৌ দ্বৌ পাদৌ শিরশ্চেতি পঞ্চ সংখ্যা বিদ্যতে পশুষ্বপি চত্বারঃ পাদা পুচ্ছশ্চেতি পঞ্চসংখ্যাস্তি' (ভাষ্য) পঙ্‌ক্তি ছন্দে ৫টী অক্ষর আছে, এই পঞ্চ সংখ্যা-নুসারে পুরুষে দুই হস্ত ও দুই পাদ এবং মস্তক এই পাঁচ এবং পশুতে চারিপাদ এবং পুচ্ছ এই পাঁচ আছে বলিয়া পুরুষ ও পশু পাঙ্‌ক্ত নামে অভিহিত হইয়াছে। (ঐত° ব্রা° ২।১৪,৩।২৩) (শতপথ ব্রা° ১।১।২।১৬)

পাঙ্‌ক্ততা (স্ত্রী) শ্রাদ্ধকালে এক পঙ্‌ক্তিতে আহার করিবার অধিকার।

পাঙ্‌ক্তেয় (ত্রি) ১ পঙ্‌ক্তিস্থিত, যাহারা একপঙ্‌ক্তিতে থাকে, তাহাদিগকে পাঙ্‌ক্তেয় কহে। ২ এক পংক্তিতে ভোজনার্হ।

"অথ সংশপ্তকাংস্ত্যক্ত্বা পাণ্ডবো দ্রোণিমভ্যগাৎ।
অপাঙ্‌ক্তেয়ানিব ত্যক্ত্বা দাতা পাঙ্‌ক্তেয়মর্থিনম্‌ ॥"
(ভারত ৮।৬৬০)

পাঙ্‌ক্ত্য (ত্রি) পাঙ্‌ক্তেয়, এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজনার্হ।

পাঙ্‌ক্ত্র (পুং) মূষকজাতিবিশেষ। "আখুনা লভতেঽন্তরি-ক্ষায় পাঙ্‌ক্ত্রান্‌ দিবে" (শুক্লযজু° ২৪। ২৬) 'পাঙ্‌ক্ত্রান্‌ মূষকজাতিবিশেষান্‌।' (বেদদীপ)

পাঙ্গোলী, (Pangolin) একপ্রকার জন্তু। মলয় ভাষায় নাম পাঙ্গুল্যাং (Pangulang) (Manis pentedactyla), হিন্দি বজ্রকীট, সংস্কৃত বজ্রকীট। এইরূপ প্রথিত আছে যে, ইহারা মৃত্তিকা হইতে স্বর্ণ উত্তোলন করিত এবং ইহাদিগকে Gold-digging ant বলিত। হিরোদোতাসের (Herodotus) গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এই জীব পারস্যদেশের রাজার নিকট ছিল। ইহার আকার কুকুরের অপেক্ষা ছোট; কিন্তু খেঁক-শিয়ালের অপেক্ষা বৃহৎ এবং বিড়ালের ন্যায় শব্দ করে। বাঙ্গালা প্রদেশের সিংহভূম জেলায় এই জন্তু দৃষ্ট হয়।

পাচক (ক্লী) পচতীতি পচ-ণ্বুল্‌ পিত্তরসেন ভুক্তদ্রব্যপচনা-দস্য তথাত্বং। পিত্তবিশেষ।

"পাচকং ভ্রাজকঞ্চৈব রঞ্জকালোচকে তথা।
সাধকঞ্চৈব পঞ্চেতি পিত্তনামান্যনুক্রমাৎ ॥" (শব্দচ°)

পিত্ত পাচক, ভ্রাজক, রঞ্জক, লোচক ও সাধক এই পাঁচটী নামে অভিহিত হয়। যাহা দ্বারা ভুক্তান্ন পরিপাক হয় তাহাকে পাচক কহে। ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—পাচকপিত্ত ভুক্তান্ন পরিপাক করে এবং শেষাগ্নি বল বৃদ্ধি ও রসমূত্রপুরীষ বিরেচন করিয়া থাকে।

"পাচকং পচতে ভুক্তং শেষাগ্নিবলবর্দ্ধনং।
রসমূত্রপুরীষাণি বিরেচয়তি নিত্যশঃ ॥" (ভাবপ্র°)
[বিশেষ বিবরণ পিত্ত দেখ।]

(পুং) পচতীতি পচ-ণ্বুল্‌। ২ অগ্নি। (হলায়ুধ।)

সুশ্রুতে লিখিত আছে, দেহস্থিত যে পিত্ত, তাহাই অগ্নিপদ-বাচ্য। দেহে পিত্ত ভিন্ন অন্য কোন প্রকার অগ্নির উপলব্ধি হয় না। দহন ও পরিপাক বিষয়ে পিত্তই অধিষ্ঠিত থাকিয়া অগ্নির ন্যায় কার্য্য করে। ইহাকেই অন্তরগ্নি কহে। কারণ

দেহে অগ্নির মান্দ্য হইলে যাহাতে পিত্তবৃদ্ধি হয়, এইরূপ দ্রব্য-সেবন বিধেয়। পিত্ত পক্কাশয় ও আমাশয়ের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া কি প্রণালীতে আহার পরিপাক করে এবং আহার-জনিত রস বায়ু, পিত্ত, কফ, মূত্র এবং পুরীষ প্রভৃতিকে পরস্পর পৃথক্ করে, তাহা প্রত্যক্ষ হয় না বটে; কিন্তু পিত্ত ঐ স্থানে অবস্থিত থাকিয়াই অগ্নিক্রিয়া দ্বারা দেহে অপর চারিটী পিত্ত-স্থানের ক্রিয়ার সাহায্য করে। সেই পক্ক ও আমাশয়ের মধ্যস্থিত পিত্তে পাচক নামে অগ্নি অধিষ্ঠান করে, যকৃৎ ও প্লীহা মধ্যে যে পিত্ত অধিষ্ঠিত, তাহাকে রঞ্জক অগ্নি কহে। এই অগ্নিই আহারসম্ভূত রসকে রক্তবর্ণ করে। যে পিত্ত হৃদয় স্থানে সংস্থিত, তাহাতে সাধক নামে অগ্নি অব-স্থিতি করে। ইহাতেই মনের সকল অভিলাষ সাধিত হয়। যে পিত্ত দৃষ্টিস্থানে অধিষ্ঠিত, তাহাতে আলোচক নামে অগ্নি অবস্থিতি করে, তদ্দ্বারা পদার্থের রূপ অথবা প্রতিবিম্ব গৃহীত হয়। ত্বকে যে পিত্ত সংস্থিত, তাহাতে ভ্রাজকাগ্নি অবস্থিতি করে। তৈলমর্দ্দন, অবগাহন, আলেপন প্রভৃতি ক্রিয়াদ্বারা যে সকল স্নেহ প্রভৃতি দ্রব্য শরীরে লিপ্ত হয়, এই পিত্তের দ্বারা সেই সকল দ্রব্যের পরিপাক ও দেহের ছায়ার প্রকাশ হয়। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ২১ অ°) [পিত্তের বিষয় পিত্তশব্দ দেখ।]

৩ সূপকার, যাহারা পাককার্য্য সম্পন্ন করে, তাহাকে পাচক কহে, চলিত 'রসুই বামুন'। সুশ্রুতে কল্পস্থানে লিখিত আছে, রাজা বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া পাচক রাখিবেন। পাচকের তত্ত্বাবধান জন্য একজন সদ্‌গুণসম্পন্ন বৈদ্যকে তাহার অধ্যক্ষরূপে রাখিবেন। রাজা যে পাচক রাখিবেন, তাহার নিম্নলিখিত গুণসকল থাকিবে—

কুলীন, ধার্ম্মিক, স্নিগ্ধ, সর্ব্বদা কার্য্যতৎপর, নির্লোভ, সরল, কৃতজ্ঞ, প্রিয়দর্শন, ক্রোধাদি শূন্য, আলস্যবর্জ্জিত, জিতেন্দ্রিয়, ক্ষমাশীল, শুচি, নম্র, প্রতারণাহীন প্রভৃতি। আহারই প্রাণ-ধারণের মূল। এই জন্য এই সকল গুণসম্পন্ন একজন সদ্বৈদ্যের অধীনে পাচক রাখিয়া দিবেন। পাচক ও পরিচারক প্রভৃতি সকলেই বৈদ্যের অধীনে থাকিবে। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ১ অ°)

"পুত্রপৌত্রগুণোপেতঃ শাস্ত্রজ্ঞো মিষ্টপাচকঃ।
শূরশ্চ কঠিনশ্চৈব সূপকারঃ স উচ্যতে॥" (চাণক্য)

পুত্র, পৌত্র এবং গুণযুক্ত, শাস্ত্রজ্ঞানী, মিষ্টপাচক অর্থাৎ যে উত্তমরূপ পাক করিতে পারে, এবং শূর ও কঠিন হইলে তাহাকে সূপকার (পাচক) কহে।

[সূপকার দেখ।]

৪ অন্নাদি পাককারক ঔষধ, যে ঔষধ সেবন করিলে পরিপাচনশক্তি বৃদ্ধি হয়, তাহাকে পাচকৌষধ কহে।

পাচড়া (দেশজ) চর্ম্মরোগভেদ।

পাচন (ক্লী) পাচ্যতে অনেনেতি পচ্-ণিচ্-করণে ল্যুট্। ১ প্রায়শ্চিত্ত। (মেদিনী) ২ দোষপাচক কাথৌষধি, দোষ-পাচনসাধন দ্রব্যভেদ। জ্বরাদি রোগসমূহে পাচনৌষধ ব্যবহারের বিধান লিখিত আছে। চক্রপাণিদত্ত রোগভেদে নানা প্রকার পাচন নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পাচন-প্রদা-নের কাল—

"জ্বরিতং ষড়হেহতীতে লঘ্বন্নপ্রতিভোজিতং।
সপ্তাহাৎ পরতোহস্তব্ধে মাসে স্যাৎ পাচনং জ্বরে॥"

(চক্রদত্ত জ্বরচি°)

জ্বরযুক্ত ব্যক্তির ৬ দিন গত হইলে তাহাকে পাচন ঔষধ প্রয়োগ করিবে। পাচনের পরিমাণ—

"দশরক্তিকমাষেণ গৃহীত্বা তোলকদ্বয়ং।
দত্ত্বাম্ভঃ ষোড়শগুণং গ্রাহ্যং পাদাবশেষিতং॥" (পরিভাষা)

দশ রক্তি মাষদ্বারা দুই তোলা পরিমাণ গ্রহণ করিয়া ইহার ১৬ গুণ পরিমাণ জল দিতে হইবে, পরে ইহা সিদ্ধ হইয়া পাদাবশেষ থাকিতে নামাইতে হয়। সকল পাচনের স্থলেই এই নিয়ম জানিতে হইবে। জ্বরাদি করিয়া সকল রোগেই পাচনের ব্যবস্থা আছে। এই কাথৌষধ আম অর্থাৎ অপক্ক দোষকে পরিপাক করে, এই জন্য এই ঔষধকে পাচন কহে।

"প্রযুক্তং পাচয়েদামং যত্তৎপাচনমুচ্যতে।"

(বাভট চিকিৎসি° ১ অ°)

চক্রপাণিদত্ত সকল প্রকার রোগে ৩২১ প্রকার পাচন নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথাক্রমে সেই সকল পাচনের নাম নির্দ্দেশ করা গেল। [এই সকল পাচনের বিবরণ তত্তৎশব্দে ও চক্রপাণিদত্তগ্রন্থে দ্রষ্টব্য।]

জ্বরাধিকারে সর্ব্বজ্বরে—১ নাগরাদি; বাতিক জ্বরে ২ বিল্বাদি পঞ্চমূলী, ৩ পিপ্পলীমূলাদি, ৪ কিরাতাদি, ৫ রাস্নাদি, ৬ বিল্বাদি পঞ্চমূল্যাদি, ৭ পিপ্পল্যাদি, ৮ গুড়ূচ্যাদি, ৯ দ্রাক্ষাদি; পৈত্তিক জ্বরে ১০ কলিঙ্গাদি, ১১ তিক্তাদি, ১২-১৩ লোধ্রাদি (লোধ্রাদি পাচন দুই প্রকার) ১৪ যবপটোল, ১৫ দুরা-লভাদি, ১৬ ত্রায়মাণাদি, ১৭ মৃদ্বীকাদি, ১৮ পর্পটকাদি, ১৯ বিল্বাদি, ২০ পর্পটাদি, ২১,২২,২৩ দ্রাক্ষাদি (দ্রাক্ষাদি পাচন ৩ প্রকার), ২৪ ধন্যাকাদি; কফজ্বরে ২৫ মাতুলুঙ্গাদি, ২৬ কটুকাদি, ২৭ নিম্বাদি, ২৮ সিন্ধুবারাদি, ২৯ আমলক্যাদি, ৩০ ত্রিফলাদি, ৩১ দশমূলী বা বাসককাথ, ৩২ মুস্তাদি; বাতপৈত্তিক জ্বরে ৩৩ লবঙ্গ, ৩৪ ত্রিফলাদি, ৩৫ কিরাতাদি, ৩৬ নিদিদ্ধিকাদি, ৩৭ পঞ্চভদ্র, ৩৮ মধুকাদি; পিত্তশ্লৈষ্মিক জ্বরে ৩৯ পটোলাদি, ৪০ গুড়ূচ্যাদি, ৪১-৪২ চাতুর্ভদ্রক

পাঠাসপ্তকদ্বয়, ৪৩ গুড়ূচ্যাদিগণ, ৪৪ কণ্টকার্য্যাদি, ৪৫ বাসাদি, ৪৬ পটোলাদি, ৪৭ অমৃতাষ্টক, ৪৮ পটোলাদি, ৪৯ ক্ষুদ্রাদি; বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরে—৫০ ধান্যপটোল, ৫১ মুস্তাদি, ৫২ পঞ্চকোল, ৫৩ পিপ্পলীকাথ, ৫৪ আরগ্বধাদি, ৫৫ ক্ষুদ্রাদি, ৫৬ দশমূল, ৫৭ মুস্তাদি, ৫৮ দার্ব্ব্যাদি; ত্রিদোষজ্বরে—৫৯ চতুর্ভদ্রপঞ্চমূল, ৬০ বৃহৎ পঞ্চমূলী, ৬১ স্বল্পপঞ্চমূলী, ৬২ দশমূল, ৬৩ চতুর্দ্দশাঙ্গ, ৬৪-৬৫ অষ্টাদশাঙ্গ (অষ্টাদশাঙ্গ পাচন দুই প্রকার), ৬৬ মুস্তাদি, ৬৭ অপরাষ্টাদশাঙ্গ, ৬৮ শঠ্যাদি, ৬৯ বৃহত্যাদি, ৭০ ভার্গ্যাদি, ৭১ দ্বিপঞ্চমূল্যাদি, ৭২ দশমূল্যাদি, ৭৩ মাতুলুঙ্গাদি, ৭৪ মাতুলুঙ্গাদ্রক রসযুক্ত দশমূল, ৭৫ ব্যোষাদি, ৭৬ ত্রিবৃত্তাদি; জীর্ণজ্বরে—৭৭ নিদিগ্ধাদি, ৭৮ পিপ্পল্যাদি; সন্তত জ্বরে—৭৯ মধুকাদ্য, ৮০ কলিঙ্গকাদি, ৮১ পটোলশারিবাদি, ৮২ নিম্বপটোলাদি, ৮৩ কিরাততিক্তাদি, ৮৪ গুড়ূচ্যামলকাদি, ৮৫ মুস্তাদি; তৃতীয় জ্বরে—৮৬ মহৌষধাদি; চাতুর্থক জ্বরে—৮৭ বাসাধাত্র্যাদি; জ্বরাতীসারে—৮৮ পাঠাদি, ৮৯ নাগরাদি, ৯০ হ্রীবেরাদি, ৯১ বৃহৎ গুড়ূচ্যাদি, ৯২ উশীরাদি, ৯৩ পঞ্চমূল্যাদি, ৯৪ কলিঙ্গাদি, ৯৫ বৎসকাদি, ৯৬ শ্বদংষ্ট্রাদি, ৯৭ নাগরাদি, ৯৮ মুস্তকাদি, ৯৯ ধনাদি, ১০০ দশমূলী শুণ্ঠী, ১০১ কিরাতাদি।

অতীসারে—১০২ ধান্যপঞ্চক, ১০৩ ধান্যচতুষ্ক, ১০৪ কঞ্চটাদি, ১০৫ কিরাততিক্তাদি, ১০৬ কুটজাদি, ১০৭ বিশ্বাদি কাথ, ১০৮ পটোলাদি কাথ, ১০৯ কুটজাদি, ১১০ সমঙ্গাদি, ১১১ কুটজকাথ, ১১২ বৎসকাদি, ১১৩ কুটজদাড়িম্ব। গ্রহণী রোগে—১১৪ নাগরাদি, ১১৫ সড়্বণবিশ্বাদি। আমাজীর্ণরোগে—১১৬ ধান্যশুণ্ঠী। পাণ্ডুরোগে—১১৭ ফলত্রিকাদি। রক্তপিত্তে—১১৮ খর্জ্জুরাদি জল। রাজযক্ষ্মা রোগে—১১৯ ধন্যাকাদি, ১২০ অশ্বগন্ধাদি, ১২১ দশমূলাদি। কাসাধিকারে—১২২ পিপ্পলীচূর্ণযুক্ত পঞ্চমূলী, ১২৩ পৌষ্করাদি, ১২৪ পিপ্পলীচূর্ণযুক্ত দশমূলী, ১২৫ কট্‌ফলাদি, ১২৬ কণ্টকারীকাথ। হিক্কারোগে—১২৭ অমৃতাদি, ১২৮ কুষ্ঠচূর্ণযুক্ত দশমূলী, ১২৯ কুলথাদি, ১৩০ শৃঙ্গ্যাদি। ছর্দ্দ্যধিকারে—১৩১ ভৃষ্টমুদ্গকষায়, ১৩২ গুড়ূচ্যাদি, ১৩৩ পর্পটকাথ, ১৩৪ গুড়ূচী শীতকষায়, ১৩৫ বিল্বফলগুড়ূচীকষায়, ১৩৬ জম্ব্‌াদি বারি। মূর্চ্ছাধিকারে—১৩৭ মহৌষধাদি, ১৩৮ ছন্নালতাকাথ। উন্মাদাধিকারে—১৩৯ ঘৃতাদিযুক্ত দশমূল। অপস্মাররোগে—১৪০ দশমূলী কল্যাণঘৃত। বাতরোগে—১৪১ পঞ্চমূলী বা দশমূলীকাথ, ১৪২ দশমূলী, ১৪৩ মাষবলাদি, ১৪৪ দশমূল্যাদি, ১৪৫ মাষাদি, ১৪৬ বাতঘ্নদশমূলীকষায়, ১৪৭ এরণ্ডতৈলযুক্ত দশমূলাদি, ১৪৮ শেফালীকাথ, ১৪৯ এরণ্ডতৈলযুক্ত পঞ্চমূলী, ১৫০ এরণ্ডতৈলযুক্ত দশমূলী বা শুণ্ঠীকাথ, ১৫১ গুগ্‌গুলুযুক্ত গুড়ূচী ত্রিফলাকাথ।

বাতরক্তরোগে—১৫২ অমৃতাদি, ১৫৩ বৎসাদনীকাথ, ১৫৪ বাসাদি, ১৫৫ গুড়ূচীকাথ, ১৫৬ গুড়ূচীকষায়। উরুস্তম্ভে—১৫৭ শিলাজত্বাদিযুক্ত দশমূলী, ১৫৮ ভল্লাতকাদি, ১৫৯ পিপ্পল্যাদি। আমবাতে—১৬০ শঠ্যাদি, ১৬১ পুনর্ণবাকাথ, ১৬২ রাস্নাদশমূল, ১৬৩ এরণ্ডতৈলযুক্ত দশমূল বা শুণ্ঠীকাথ, ১৬৪ রাস্নাপঞ্চক, ১৬৫ রাস্নাসপ্তক, ১৬৬ গোক্ষুরশুণ্ঠী, ১৬৭ কণাযুক্ত দশমূলী। শূলরোগে—১৬৮ বলাদি, ১৬৯ বিশ্বাদি, ১৭০ হিঙ্গুপুষ্করমূলযুক্ত বিশ্বৈরণ্ড যবকাথ, ১৭১ রুবুকাদি, ১৭২ বৃহত্যাদি, ১৭৩ শতাবর্য্যাদি, ১৭৪ ত্রিফলাদি, ১৭৫ মধুককাথ, ১৭৬ ত্রিফলারগ্বধকাথ, ১৭৭ বিল্বমূলাদি, ১৭৮ বিশ্বাদি কাথ, ১৭৯ শিগ্রুকাথ, ১৮০ পটোলাদি, ১৮১ বিশ্বাদি, ১৮২ রুচকচ্ছর্দ্দ্যাদি, ১৮৩ রুচকাদি, ১৮৪ হিঙ্গ্‌বাদিচূর্ণযুক্ত দশমূলীর কাথ, ১৮৫ এরণ্ডসপ্তক, ১৮৬ এরণ্ডদ্বাদশক। উদাবর্ত্তাধিকারে—১৮৭ শ্যামাদিগণকাথ,—আনহরোগেও এই পাচন বিধেয়। হৃদ্রোগে—১৮৮ স্নেহলবণযুক্ত দশমূলী, ১৮৯ নাগরকাথ, ১৯০ বচা বা নিম্বকষায়, ১৯১ হিঙ্গ্‌বাদিচূর্ণযুক্ত যবকাথ, ১৯২ লবণক্ষারযুক্ত দশমূলী। মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে—১৯৩ অমৃতাদি, ১৯৪ তৃণপঞ্চমূল, ১৯৫ শতাবর্য্যাদি, ১৯৬ হরীতক্যাদি, ১৯৭ শ্বদংষ্ট্রা বা বিশ্বকষায়, ১৯৮ বৃহত্যাদি, ১৯৯ যবক্ষারযুক্ত গোক্ষুরবীজ কাথ, ২০০ ত্রিকণ্টকাদি, ২০১ অতিবলাকষায়।

মূত্রাঘাতে—২০২ শিলাজতুযুক্ত বীরতরাদি কাথ, ২০৩ ছন্নালতারস বা বাসাকষায়। অশ্মরীরোগে—২০৪ বরুণত্বগাদি, ২০৫ বীরতরাদিগণকাথ, ২০৬ শুণ্ঠ্যাদি, ২০৭ বরুণকাথ, ২০৮ বরুণকল্কযুক্ত বরুণত্বক্‌কষায়, ২০৯ শিগ্রুকাথ, ২১০ নাগরাদি, ২১১ বরুণত্বগাদি, ২১২ শ্বদংষ্ট্রাদি, ২১৩ এলাদি। মেহরোগে—২১৪ দূর্ব্বাদি, ২১৫ ত্রিফলাদি, ২১৬ খর্জ্জুরাদি, ২১৭—২২০, ২২১ কষায়চতুষ্টয়, ২২২ ছিন্নাবহ্নিকষায়, ২২৩ কদরাদি, ২২৪ অগ্নিমন্থকষায়, ২২৫ পাঠাদি, ২২৬ ত্রিফলাদি, ২২৭ ফলত্রিকাদি, ২২৮ কটঙ্কটের্য্যাদি, ২২৯ ত্রিফলাদি, ২৩০ কুটজাদি।

উদররোগে—২৩১ ত্রিবৃৎ কল্কযুক্ত আরগ্বধ কাথ বা এরণ্ডকাথ, ২৩২ শিগ্রুকাথ, ২৩৩ দশমূলাদি, ২৩৪ হরীতক্যাদি, ২৩৫ এরণ্ডতৈল বা গোমূত্রযুক্ত দশমূলী, ২৩৬ পুনর্ণবাষ্টক, ২৩৭ পুনর্ণবাচতুষ্ক।

শোথরোগে—২৩৮ শুণ্ঠ্যাদি, ২৩৯ দশমূল, ২৪০ ত্রিবৃতাদি, ২৪১ অভয়াদি, ২৪২ পুনর্ণবাসপ্তক, ২৪৩ গুগ্‌গুলুযুক্ত পুনর্ণবাদি বা দশমূলকাথ, ২৪৪ হিংস্রাদ্যাদি, ২৪৫ পুনর্ণবাকাথ।

অন্ত্রবৃদ্ধিরোগে—২৪৬ রুবুতৈলযুক্ত দশমূল, ২৪৭ রাস্নাদি। বিদ্রধিরোগে—২৪৮ পুনর্নবাদি, ২৪৯ ত্রিবৃৎকল্কযুক্ত ত্রিফলা-কাথ, ২৫০ দশমূলী কষায়, ২৫১ বংশত্বগাদি কাথ।

উপদংশরোগে—২৫২ পটোলাদি, ২৫৩ ত্রিফলাকাথ, ২৫৪ জয়াদি কাথ। ভগ্নরোগে—২৫৫ ন্যগ্রোধাদি, ২৫৬ নবকষায়, ২৫৭ পটোলাদি, ২৫৮ ধাত্রীখদিরকাথ। শীতপিত্তে—২৫৯ পটোলারিষ্টজল। অম্লপিত্তরোগে—২৬০ নিস্তুষযবাদি, ২৬১ শৃঙ্গবেরপটোলকাথ, ২৬২-২৬৩ পটোলাদি, (এই পাচন দুই প্রকার)। ২৬৪ যবাদি, ২৬৫ দশাঙ্গ, ২৬৬ ফলত্রিকাদি, ২৬৭ পটোলাদি, ২৬৮ ছিন্নোদ্ভবাদি, ২৬৯ পটোলাদি, ২৭০ সিংহাস্যাদি।

বিসর্পরোগে—২৭১ পঞ্চমূলত্রয়, ২৭২ মুস্তাদি, ২৭৩ ধাত্র্যাদি, ২৭৪ নবকষায়, ২৭৫ অমৃতাদি, ২৭৬-২৭৭ পটোলাদি (এই পাচন দুই প্রকার), ২৭৮ ভূনিম্বাদি, ২৭৯ দুরালভাদি, ২৮০ কুণ্ডল্যাদি।

মসূরীরোগে—২৮১ দুরালভাদি, ২৮২ নিম্বাদি, ২৮৩-২৮৪ পটোলাদি (এই পাচন দুই প্রকার), ২৮৫ পটোলমূলাদি, ২৮৬ খদিরাষ্টক, ২৮৭ অমৃতাদি, ২৮৮ জাতীপত্রাদি, ২৮৯ গবেধুনমধুককাথ, ২৯০ বরাকাথ বা খদিরাষ্টক, ২৯১ নিম্বাদি।

মুখরোগে—২৯২ বৃহত্যাদি, ২৯৩ দার্ব্বাদি বা হরীতকী-কষায়, ২৯৪ কটুকাদি। মুখপাকরোগে—২৯৫ জাতীপত্রাদি, ২৯৬ পটোলাদি, ২৯৭ পঞ্চকল্ক বা ত্রিফলাকষায়, ২৯৮ দার্ব্বী-কাথ, ২৯৯ সপ্তচ্ছদ যষ্টি বা আহ্বাদি কষায়, ৩০০ পটোলাদি, ৩০১ ত্রিফলাদি। প্রদররোগে—৩০২ দার্ব্বাদি। যোনিব্যাপদ্ রোগে—৩০৩ গুড়ূচী, ত্রিফলা বা দন্তীকাথ। গর্ভাবস্থায়—৩০৪ চন্দনাদি, ৩০৫ বৃহৎ হ্রীবেরাদি। স্তনরোগে—৩০৬ হরিদ্রাদি বা বচাদি কাথ, ৩০৭ দশমূলকাথ, ৩০৮ অমৃতাদি, ৩০৯ ত্রিফলাদি, ৩১০ ভার্গ্যাদি, ৩১১ সঘৃত ত্রিফলা-কাথ। সূতিকারোগে—৩১২ সূতিকাদশমূল, ৩১৩ সহচরাদি, ৩১৪ দশমূলী। মক্কল্লশূলরোগে—৩১৫ পিপ্পল্যাদিগণকাথ। বাতরোগে—৩১৬ হরিদ্রাদি, ৩১৭ বিম্বাদিকাথ, ৩১৮ সম-ঙ্গাদি, ৩১৯ নাগরাদি, ৩২০ সশর্করলাজযুক্ত বিল্বমূলকষায়, ৩২১ পটোলাদি। বিষরোগে ৩২২ কটভ্যাদি। (চক্রপাণিদত্ত)

চক্রপাণি দত্ত এই ৩২৩ প্রকার পাচন নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক পাচন বৈদ্যক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে যে সকল পাচনের নাম উল্লিখিত হইল, তাহা-দের মধ্যে এক নামে অনেক পাচন আছে, কিন্তু অধিকার-ভেদে পাচন এক নামের হইলেও তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ আছে। ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—

"ন প্রশাম্যতি যঃ শোথঃ প্রলেপাদিবিধানতঃ।
দ্রব্যাণি পাচনীয়ানি দদ্যাৎ তত্রোপনাহনে॥" (ভাবপ্র°)

ব্রণ যে স্থলে প্রলেপাদি দ্বারা উপশম না হয়, সেই স্থানে পাচন দ্রব্যের (পাচক) উপনাহ প্রদান বিধেয়।

পাচন দ্রব্য শণমূল, সজিনাফল, তিল, সর্ষপ ও তিসি এই সকল দ্রব্যের ছাতু, পুরাবীজ এবং অন্যান্য উষ্ণ দ্রব্য ব্রণের পাচন, অর্থাৎ পাচক স্থির করিতে হইবে। (ভাবপ্র°)

(ত্রি) ৩ পাচয়িতা। ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে অর্থাৎ কোন দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া অজীর্ণ হইলে যে দ্রব্য ভক্ষণে তাহা পরিপাক হয়, সেই দ্রব্যকে তাহার পাচন কহে।

"অথ বিশিষ্টদ্রব্যাজীর্ণং বিশিষ্টং পাচনদ্রব্যমাহ।
অলং পনসপাকায় ফলং কদলসম্ভবং।
কদলস্য তু পাকায় বুধৈরভিহিতং ঘৃতং॥" (ভাবপ্র° মধ্যখ°)

কাঁঠাল পরিপাকের জন্য কদলীফল, এবং কদলীর জন্য ঘৃত ও ঘৃতপাকের জন্য গোঁড়ানেবুর রস প্রশস্ত। নারিকেল ও তালবীজ পরিপাকের জন্য তণ্ডুল, আম্রপরিপাকের জন্য দুগ্ধ এবং চারমজ্জা পরিপাক না হইলে হরীতকী ভক্ষণ করিবে।

গৌয়া, বেল, পিয়ালফল, ফলসা, খর্জ্জুর এবং কদবেল এই সকল পরিপাকের জন্য নিম্ববীজজনিত পয়, ঘৃত এবং তক্র প্রযোজ্য ও তজ্জনিত অজীর্ণ হইলে উহা দ্বারাই জীর্ণ হয়। খর্জ্জুর ও পানিফল অজীর্ণ হইলে শুঁঠ অথবা নাগরমুথা সেবন এবং যজ্ঞডুম্বুর, অশ্বত্থাদির ফল ও পাকুড় ভক্ষণে অজীর্ণ হইলে শুঁঠ অথবা নাগরমুথার কাথ বাসি করিয়া পান করিলে পরিপাক হয়। তণ্ডুল ভক্ষণে অজীর্ণ হইলে দুগ্ধ, দুগ্ধ অজীর্ণ হইলে জোয়ান এবং চিড়া অজীর্ণ হইলে পিপুলযুক্ত জোয়ান খাইলে জীর্ণ হইয়া থাকে। ষষ্টিক তণ্ডুল অজীর্ণ হইলে দধির মাতে, কাঁকুড় ফল গোধূমে এবং গোধূম, মাষকলায়, ছোলা, বর্ত্তুলকলায় ও মুগ এই সকল পরিপাক না হইলে ধুতুরার ফলে পরিপাক হয়। কাঙ্গনিধান্য, শ্যামাধান্য, খর্জ্জুরিকা, মৃণাল, কেশুর, চিনি, পানিফল এবং মধুকল অজীর্ণ হইলে নাগরমুথায় জীর্ণ হয়। বিদল কৃত সামগ্রী কাঁজী দ্বারা, পিষ্টান্ন শীতল জলে ও খিচুড়ী সৈন্ধব দ্বারা পরিপাক হয়। জম্বীর দ্বারা মাষেণ্ডর (পাঁপর), মুগের দ্বারা পায়স, লবণে বেশবার, লবঙ্গে ফেনী, পর্পট অজীর্ণে সজিনাবীজ, লাড়ু, পিষ্টক, ও সট্টক (পানক) অজীর্ণে পিপুলমূল ও শষ্কুলী অজীর্ণে মণ্ড ভক্ষণ দ্বারা পরিপাক হয়। স্নেহ (তৈলাদি), হরিদ্রা, হিঙ্গু, লবঙ্গ, এলাচ, ধনে, জীরা, আদা, শুঁঠ, দাড়িমাদি অম্লরস, মরিচ এবং সৈন্ধবচূর্ণ, এই সকল পরিপাকের জন্য সংস্কারার্থ অন্নে সংযোগ করিবে। মৎস্য ও মাংস বহু পরিমাণে ভোজন

করিয়া কাঁজী পান করিলে অচিরে পরিপাক হয়। অপক্ক আম্র দ্বারা মৎস্য এবং আম্রবীজ দ্বারা মাংস, যবক্ষার দ্বারা কচ্ছপের মাংস, শুক্ল ও পাণ্ডু বর্ণ পারাবত, নীলকণ্ঠ এবং কপিঞ্জল মাংস ভক্ষণ করিয়া অজীর্ণ হইলে কাশমূল পিষিয়া জল দিয়া সেবনে পরিপাক হয়। তিলগাছের সদ্যক্ষার দ্বারা সকল প্রকার মাংস; চঞ্চুক শাক, শ্বেতসর্ষপ এবং বাতুয়া শাক, এই সকল খদির কাষ্ঠের সার দ্বারা, পালন শাক, কেবুক শাক, করলা, বেগুণ, বাঁশের কোড়, মূলা, পুঁই, লাউ ও পটোল এই সকল শ্বেতসর্ষপ দ্বারা; ওল ও কচু গুড়ে এবং গোল আলু, কোদ্রব ও কেশুর শুঁঠে পরিপাক হইয়া থাকে।

তক্রে দুগ্ধ, ঈষৎ উষ্ণ মণ্ডে গব্যদুগ্ধ ও সৈন্ধবে মাহিষ দধি জীর্ণ হয়। ত্রিকটু ভক্ষণে রসাল, খণ্ড ভক্ষণে শুঁঠ, নাগরমুথা দ্বারা ইক্ষু ও আদার রস জীর্ণ হইয়া থাকে। গেরিমাটি ও চন্দনে পুরাতন মদ্য, উষ্ণ দ্রব্যে শীতল দ্রব্য এবং রসে ক্ষারসমূহ জীর্ণ হয়। জলপান করিয়া অজীর্ণ হইলে স্বর্ণ অথবা রৌপ্য অগ্নি সন্তপ্ত করিয়া জলে নিক্ষেপ করিতে হইবে। এইরূপ ৭ বার করিয়া ঐ জল পান করিলে পরিপাক হয়। (ভাবপ্র° মধ্যখ° অগ্নিমান্দ্যাধি°)

যে সকল দ্রব্যের কথা কথিত হইল, ঐ সকল দ্রব্য ভক্ষণে পূর্ব্বোক্ত ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হয় বলিয়া এই সকল দ্রব্যকে পাচন কহে। (পুং) ৪ অম্লরস। ৫ অগ্নি। ৬ রক্তৈরণ্ড। (রাজনি°) দ্রব্যগুণ যথা—

"পাষাণভেদী মরিচং যমানী জলশীর্ষকম্।
শুণ্ঠীচব্যং গজকণা শৃঙ্গাদিঃ পাচনো গণঃ॥" (অর্কপ্রকাশ)

পাষাণভেদী, মরিচ, জোয়ান, জলশীর্ষক, শুণ্ঠী, চই, গজকণা ও শৃঙ্গী এই সকল দ্রব্যের নাম পাচনগণ।

পাচনক (পুং) পচ্যতেঽনেনেতি পচ-ণিচ্-ল্যু, ততঃ সংজ্ঞায়াং কন্। টঙ্কনক্ষার। (হেম)

পাচনী (ত্রি) পচ্যতে ভুক্তদ্রব্যাদিকং যয়া, পচ-ণিচ্-ল্যুট্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ হরীতকী। (মেদিনী) (ত্রি) ২ পরিপাচক।
"কণ্টকারী সরা তিক্তা কটুকা দীপনী লঘুঃ।
রুক্ষোষ্ণা পাচনী কাস-শ্বাসজ্বরকফানিলান্॥" (ভাবপ্র°)

পাচনীয় (ত্রি) পচ-ণিচ্-অনীয়র্। পাচ্য, পাকযোগ্য।

পাচয়িতৃ (ত্রি) পচ-ণিচ্-তৃচ্। পাচক, পাককারক। যাহা খাইলে পরিপাক হয়।

পাচল (পুং) পাচয়তীতি পচ-ণিচ্, বাহুলকাৎ কলন্। ১ পাচক। ২ অগ্নি। ৩ রন্ধনদ্রব্য। ৪ বায়ু। (শব্দরত্না°) (ক্লী) পাচং পাচনং লাতীতি লা-ক। ৫ পাচন। (মেদিনী)

পাচিকা (স্ত্রী) পাচক-টাপ্, অত ইত্বং। পাককর্ত্রী, রন্ধনকারিণী স্ত্রী, যে স্ত্রীলোক পাক করে।

পাচী (স্ত্রী) পাচয়তি স্বপত্ররসাদিপ্রলেপাদিনা পরিপক্বয়তি ব্রণাদি পচ-ণিচ্, (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্, ততো ঙীষ্।) লতা বিশেষ, হিন্দী পাচি বা পচ্চে। পর্য্যায়—মরকতপত্রী, হরিতলতা, হরিতপত্রিকা, পত্রী, সুরভি, মালারিষ্টা, গারুত্মতপত্রিকা। ইহার গুণ কটু, তিক্ত, উষ্ণ, কষায়, বাতদোষ, গ্রহ ও ভূতবিকারনাশক, ত্বগ্‌দোষপ্রশমক, এবং ব্রণে হিতকর। (রাজনি°)

পাচ্য (ত্রি) পচ-আবশ্যকে ণ্যৎ, আবশ্যকার্থত্বাৎ ন কুত্বং। অবশ্যপচনীয়, (ণ্য আবশ্যকে। পা ৭।৩।৬৫) ণ্যৎ প্রত্যয় পরে আবশ্যক অর্থে চ-বর্গ স্থানে ক-বর্গ হয় না। এই স্থলে আবশ্যক অর্থ বুঝাইয়াছে বলিয়া চ স্থানে ক হইল না, আবশ্যক অর্থ ভিন্নস্থানে 'পাক' এইরূপ পদ হইবে। এই সূত্রের উদাহরণ 'অবশ্যপাচ্যং' ইত্যাদি।

পাছ (দেশজ) পশ্চাৎ।

পাছড়ান (দেশজ) পায়ে পায়ে জড়ান।

পাছড়াপাছড়ি (দেশজ) পায়ে পায়ে জড়াজড়ি।

পাছদ্বার (দেশজ) খিড়্‌কী, গৃহের পশ্চাতের দ্বার।

পাছা (দেশজ) ১ পশ্চাদ্ভাগ। ২ নিতম্ব।

পাছাড় (দেশজ) পিছন হইতে জাপটিয়া ধরিয়া ফেলিয়া দিবার উপক্রম।

পাছাড়া (দেশজ) পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ।

পাছাপাছি (দেশজ) নিতম্বে নিতম্বে স্পর্শ।

পাছু (দেশজ) পিছে, পশ্চাৎ।

পাছুড়ী (দেশজ) পাতিবার ও গায়ে দিবার দোপাট্টা বস্ত্রবিশেষ।

পাজস্ (ক্লী) পাতি রক্ষতীতি পাত্যনেনেতি বা পা রক্ষণে অসুন্ জুড়াগমশ্চ (পাতের্বলে চ জুট্চ।) বল। "আনো বায়ো মহে বনে যাহি মথায় পাজসে" (ঋক্ ৮।৪৬।২৫) 'পাজসে বলায়' (সায়ণ) ২ অন্ন। (নিঘণ্টু) পাজসে হিতং-যৎ। পাজস্য বলকর।

পাজা (দেশজ) পুঞ্জ, রাশি।

পাজামা (পারসী) পদের আবরক পরিচ্ছদবিশেষ।

পাজী (পারসী) অধম, পামর, নীচ, এই শব্দ তিরস্কার, ভর্ৎসনা বা গালাগালিতে প্রায় ব্যবহার হইয়া থাকে।

পাজীয়ানা (পারসী) নীচের কার্য্য।

পাজীপূজরা (দেশজ) অতি নীচ, অতি দুষ্ট।

পাঞ্চকপাল (ত্রি) পঞ্চকপালস্তায়মিতি অণ্। (তস্যেদম্। পা ৪।৩।১২০) পঞ্চকপাল যজ্ঞসম্বন্ধী। (সিদ্ধান্তকৌ°)

পাঞ্চগতিক (ত্রি) পঞ্চগতিযুক্ত।

পাঞ্চজনী (স্ত্রী) পঞ্চজন নামক প্রজাপতির কন্যা অসিক্নী। (ভাগ° ৬।৫।১)

পাঞ্চজনীন (ত্রি) পাঞ্চজনে সাধুঃ পঞ্চজন-খঞ্ (প্রতি-

ত্রিলোক তারণে জগদ্ধাত্রীরূপিণী করুণাময়ী মা ॥
জীবে বরাভয় দায়িনী তার তারিণী !
তেহারান্ করুণাময়ী ইত্যাদি।

সখীসংবাদ।
(দুর্জ্জয় মানের পূর্ব্বাবস্থায় গান।)
রাগিণী যোগিয়া রামকেলি—তাল একতালা।

আর এখন কি মানে বিপিনে রব সই ?
গৃহসজ্জা পরিহরি, বাসসজ্জা বনে করি,
যার লাগি, জেগে মরি সে লম্পট এলো কৈ।
বিহঙ্গ ললিত ধরে, কিশোরীর প্রাণ হরে,
হিমকর হীন করে ঐ !
কপটে কপটী কালা, মজাইল কুলবালা,
ফুলমালা হলো জ্বালা অবলা হায় কতই সই ॥

বিরহের গান।
বল বল প্রাণসখি, হ'লো কি আমার আকুল হৃদয় হায়।
যোগীবেশে কে এসে আজ আমার মন হরে লয়ে যায় ॥
একে কালা-কলঙ্কিনী (আমার) নাম রেখেছে ননদিনী,
এখন আবার সন্ন্যাসিনী, (বুঝি) হতেই বা হয়—একি দায় ॥

বিরহের ছড়া।
(দুর্জ্জয় মানে রাধার প্রতি দূতীর উক্তি)
চেয়ে দেখ কমলিনী ! কুঞ্জদ্বারে আসি,
দাঁড়ায়ে রয়েছে এক নবীন সন্ন্যাসী,—
ত্রিশূল-ডম্বুর-ধরা পরা বাঘছাল ;
ববম্ ববম্ ঘন বাজাইছে গাল।
ভাঙ্গ ধুতুরার ঘোরে আঁখি ঢুল্ ঢুল্।
সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি কর্ণে ধুতুরার ফুল ॥
'ভিক্ষাং দেহি ভিক্ষাং দেহি' ধীরে ধীরে বলে—
আহা ! কথাগুলির ছলে যেন সুধারাশি গলে ॥

(সন্ন্যাসীকে দেখিয়া রাধার উক্তি)
আহা মরি প্রাণসই, কেমন সন্ন্যাসী ঐ,
ওরে দেখে প্রাণ কেন কাঁদে।
কি দেখালি হায় হায়, নয়ন ফিরান দায়,
প্রাণেরে বাঁধিল প্রেম ফাঁদে ॥
এ গোকুলে শত শত, দেখেছে সন্ন্যাসী কত,
এর মত কে কোথা দেখেছে।
আহা কি লাবণ্য ছটা, সজল জলদঘটা,
ছদ্মবেশ ভস্মেতে ঢেকেছে ॥
আর কিবা মনোলোভা, বিমল বদন শোভা,
তাহে কাল শশীর কিরণ।
আবার সখি দেখ আলি, আমি যাহা ভালবাসি,
বাঁকা ভঙ্গী বাঁকা দুনয়ন ॥
তাহে অতি খরশান, কুটিল কটাক্ষ বাণ,
সন্ধান করিয়ে হরে প্রাণ।
এ যদি সন্ন্যাসী সই, কেন গো অধৈর্য্য হই,
ভণ্ড যোগী করি অনুমান ॥
কি এলো কি ক'রে ছলা, হেরে হ'তেছি চঞ্চলা,
অঙ্গ মোর অবশ হইল—
ঘরে ফিরে যেতে চাই, পথ না দেখিতে পাই,
একি সখি বিপদ ঘটিল !
যে হ'ক্ সে হ'ক্ সখি, সুধাইয়ে দেখ দেখি,
কি মনে সে এখানে এসেছে ?
কেনইবা গৃহত্যাগী, (কার্) লাগি হ'য়ে বিবাগী,
এ নবীন বয়সে সে এ যোগী সেজেছে ?
প'ড়েছিতো বিষম ফেরে, অদেয় নাহিক এরে,
যা চাবে সই তাই এরে দিব—
কুলমান প্রাণ মন, জীবন যৌবন ধন,
জিজ্ঞাস গো কি দিয়ে তুষিব ?

(এই বলিয়া এক গান, তৎপরে সন্ন্যাসীর প্রতি দূতীর উক্তি)
প্রণতি করি গো পায় সন্ন্যাসী ঠাকুর !
এ বয়সে এত ক্লেশ, অস্থি চর্ম্ম অবশেষ,
গৃহে কেন এত দ্বেষ ? কাশী কাঞ্চী কোন্ কোন্ দেশ,
ভ্রমিয়াছ দেখিয়াছ তীর্থ কত দূর ?
দীক্ষাগুরু কে তোমার, আশ্রম কোথায় তাঁর,
এ ভেকে ভিক্ষার দীক্ষা কে দিলে তোমায় ?
ঝুলি কক্ষে, ধারা চক্ষে, পদচিহ্ন আঁকা বক্ষে,
যোগী হ'য়ে কি বাঁকা চক্ষে,
অমন ক'রে কুকটাক্ষে কুলবতীর কুল মজায়।
কেন বা নগর গ্রাম ফেলে, শ্রীরাধার নিকুঞ্জে এলে,
এখানে তো ভিক্ষা দিবার যো যোত্র নাই—
কেবল মোদের দেহ প্রাণ, আর আছে মানিনীর মান,
তা ছাড়া আর বাড়া কিছু খুঁজে তো না পাই।
এতে যদি থাকে ফল, তবে মনের কথা খুলে বল—
ব'ল্লে হবে না নিস্ফল—
যা চাবে তা পাবে ভিক্ষে, আজ্ঞে দিয়েছেন রাই !

(উত্তরে কৃষ্ণের উক্তি)
শুন দূতি, রসবতি আমার পরিচয় ;
মনের কথা—মর্ম্মের ব্যথা—ব'লতে কর্চ্ছি ভয় !
(কেন না) বড় মা'নষের বৌ হ'য়ে কি ছোট কথায় থাক্‌বে ?

হতভাগার দুঃখের কথা, মন দিয়ে কি শুনবে ?
এ বয়সে সন্ন্যাসী কেউ সাধ ক'রে কি হয় ?
প্যায়দায় সাজিয়েছে যোগী আপন ইচ্ছায় নয়।
সংসার কর্ম্মে দায় দফা সই নিত্যই লোকের হয় ;
কিন্তু প্রেমের যেমন দায়, বুঝি কিছুর তেমন নয়।
সখি ! সেই প্রেম আমার দীক্ষা গুরু—পণ্ডিত গোঁসাই !
তিনিই আমার কাণে কাণে, খুব সাবধানে,
ইষ্টদেবীর নাম ব'লেছেন—ব্রজেশ্বরী রাই !
রাধামন্ত্রে রাধাতন্ত্রে, গুরু দিয়েছেন দীক্ষে !
কাজে কাজেই ভেক্ নিয়ে সই,
সেই নামেতেই করে বেড়াই ভিক্ষে ;
এই যে দেখছো কালভুজঙ্গ, কাঁধে জড়িয়ে বই ;
রাই নামের জোরে তার কামড়ে ভয় করিনে সই !
কিন্তু নামের জোরে বাহ্য-সাপকে, অগ্রাহ্য যেমন কর্চ্ছি ;
তেম্নি মানভুজঙ্গের বিষের জ্বালায় দিবানিশি জ্ব'লছি—
তাতে জর জর, মর, মর, ঢ'লে ঢ'লে পড়ছি—
আর, শেষ কি হবে, সেই হুতাশে, পুড়ে খুন হ'চ্ছি !
'সুধাদৃষ্টি' ঔষধ আছে, (তোমাদের) কমলিনীর কাছে ;
যদি সেই সুদৃষ্টিতে দৃষ্টি করেন, তবেই প্রাণটা বাঁচে।
যোগীর চক্ষে, চান সুচক্ষে, এই ভিক্ষাটী চাই ;
তবেই, জীবন পেয়ে জন্মের মতন চরণে বিকাই !
(এই বলিয়া গান। তৎপরে রাধার প্রতি বৃন্দার উক্তি।)

বলি, শুনলি তো গো রাই, যা ভেবেছি তাই,
কপট যোগী বলে কেবল মান ভিক্ষাটী চাই।
আর সরমে কাজ নাই, আর গরবেও কাজ নাই,
পেটে ক্ষুধা মুখে লাজ সে বড় বালাই ॥
আপন মুখে বলেছ রাই, যা চাবে দিবে গো তাই,
আর কি এখন ঘোমটা টানা সাজে।
কমল বদন তোলো তোলো, মনের কপাট খোলো খোলো,
হৃদি সিংহাসনে লয়ে বসাও যোগিরাজে ॥
(যখন) সাধলে কাঁদলে পায়ে ধরে,
তখন চাইলিনিকো মানের ভরে,
এখনতো মান ভাঙ্গ্‌লে জোরে, সন্ন্যাসী গোঁসাই।
ধন্য শ্যামের নাগরালি, ধন্য ক'র্ল্লে এই ঘটকালি,
সাবাস্ বটে ! একমুটো ছাই,
গায়ে মেখে, মানের মুখে দিলে ছাই !
পোড়া বিচ্ছেদের বাদ ঘুচে গেল, আমাদের সাধ পূর্ণ হ'লো,
কি আনন্দ আজ কুঞ্জধামে !
(তবে আর) মিছে বিলম্ব সইতে নারি, এস এস ব্রজেশ্বরি,
(আবার) কুঞ্জে লয়ে বংশীধারী,
দাঁড়াও তেমনি ভঙ্গী করি,
(আমরা) জুড়াই নয়ন যুগল হেরি—
রাইকিশোরী শ্যামের বামে ॥

এইরূপে কয়েকটি গান ও ছড়া হইয়া শেষে মিলন গান হইত। ঐরূপ ছড়া ও গান নানাদলে নানারূপ, তাহার সংখ্যা নাই। উপযুক্ত ছড়াকাটান হইলে লোকে ছড়া শুনিয়া মোহিত হইয়া যায়। এক সময়ে বঙ্গবাসী চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া পাঁচালির গান ও ছড়া শুনিত।

পাঞ্চালিকা (স্ত্রী) পাঞ্চালী স্বার্থে কন্ ততো হ্রস্বটাপ্ চ্। ১ বস্ত্র বা দণ্ডাদিকৃত পুত্তলিকা। পর্য্যায়—পুত্তলিকা, পঞ্চালিকা, শালভঞ্জী, পঞ্চালী। (জটাধর) ২ রীতিবিশেষ। (সাহিত্যদ°)

পাঞ্চালী (স্ত্রী) পঞ্চভির্বর্ণৈরলতীতি অল-অচ্, গৌরাদিত্বাদ্ ঙীষ্। ১ পাঞ্চালিকা।

"যন্মায়ামোহিতশ্চাহং সদাবর্ত্তে পরায়নঃ।
পরবান্ দারুপাঞ্চালী মায়িকস্য যথা বশে ॥"
(দেবীভাগ° ৪।১৯।৪০)

২ পঞ্চালের ভাষা। পঞ্চাল-অণ্, স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ৩ দ্রৌপদী, পর্য্যায়—কৃষ্ণা, পাণ্ডুশর্ম্মিলা, পার্ব্বতী, যাজ্ঞসেনী, বেদিজা, সৈরন্ধ্রী, নিত্যযৌবনা। (হেম) ৪ রীতিবিশেষ। পঞ্চালদেশের প্রিয়ত্ব হেতু নাম পাঞ্চালী রীতি হইয়াছে। ইহার লক্ষণ—

"সমস্তপঞ্চষপদামোজঃকান্তিসমন্বিতাং।
মধুরাং সুকুমারাঞ্চ পাঞ্চালীং কবয়ো বিদুঃ ॥" (ভোজ)

কৃতসমাস পাঁচটী কিংবা ছয়টী পদযুক্ত, ওজঃ ও কান্তিসমন্বিত, মধুর ও সুকুমার বর্ণনা হইলে পাঞ্চালী রীতি হয়। [বিশেষ বিবরণ রীতিশব্দে দেখ।] ৪ পিপ্পলী। (বৈদ্যকনি°)

পাঞ্চাল্য (ত্রি) ১ পঞ্চাল সম্বন্ধীয়। (পুং) ২ পঞ্চালদেশের রাজপুত্র।

পাঞ্চি (পুং) পিতৃভেদ।

পাঞ্চিক (পুং) যক্ষদলপতি।

পাঞ্জর্য্য (ত্রি) পঞ্জর সম্বন্ধীয়।

পাঞ্জা (পারসী) পঞ্চাঙ্গুলযুক্ত হস্তচিহ্ন।

পাট্ (অব্যয়) পাটয়তি কার্য্যান্তরপ্রেরণাৎ পূর্ব্বকার্য্যং ছেদয়তি পাট-ণিচ্ ক্বিপ্। ১ সম্বোধন। ২ বিস্তার।

পাট, এক রকম গাছ। চক্ষু পরিষ্কার রাখে বলিয়া ইহার ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম 'করকরাস' (Corchorus) হইয়াছে।

পাটের ইংরাজী নাম জুট বা জিউস্ মেলো (Jute or Jew's mellow), ফরাসীনাম জুট, গোআত ডেস জুইফস, কর্ডেটেক্সটাইল

(Jute, mauve des juifs, corde textile), জর্ম্মণ জুট (Jute), বাঙ্গালা পাট, ব্রহ্মদেশীয় নাম ফেটকয়ুন (Phetowoon), সংস্কৃত জুট বা জট। বঙ্গদেশে ইহার যে শুষ্কমূল ব্যবহার হয়, তাহাকে নালিতা বলে ও গাছ হইতে যে আঁশ পাওয়া যায়, তাহাকে পাট, কোষ্টা বা জুট বলে।

প্রায় ৩৬ প্রকার পাট দেখা যায়, তন্মধ্যে ভারতবর্ষে প্রায় ৮ রকম আছে। কোন কোন জাতীয় পাটের পাতা অত্যন্ত তিক্ত, এই তিক্ত পাটকে তিক্ত নালিতা বলে, ইহা কৃমি মহাব্যাধি, চুলকণা প্রভৃতি রোগে মহোপকারী।

অন্য জাতীয় পাটের পাতা তত তিক্ত নয়, ইহাকে মধুরা কহে, ইহা ছর্দ্দি, পক্ষাঘাত, কফ, বায়ুনিঃসরণ প্রভৃতিতে উপকারী। উভয় জাতীয়ই বলকারক বলিয়া খ্যাত। ভারতবর্ষের উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর লোকেরা ক্ষুধা বৃদ্ধি করে বলিয়া পাটপত্র অন্যান্য দ্রব্যের সহিত রন্ধন করিয়া খাইয়া থাকেন। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা ইহা খাদ্যরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে।

তিতপাটের বৈজ্ঞানিক নাম করকোরাস্ একুটাঙ্গুলাস্ (Corchorus Acutangulus) ইহার কাণ্ডদেশ অধিকাংশই আঁশ দ্বারা আবৃত, পত্রের উভয়ভাগে চুলের ন্যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পদার্থ আছে।

বীজকোষগুলি কখন কখন ১ ইঞ্চি পরিমাণ ও ৩।৪টী শাখা বহির্গত হয়; কিন্তু সচরাচর দুইভাগে বিভক্ত ও মূলদেশ কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত, ছোট ছোট ও চেপ্টা বীজ হইয়া থাকে।

এই জাতীয় পাট প্রতিবৎসর ভারতবর্ষ এবং সিংহলদ্বীপে যে স্থানে গ্রীষ্ম অধিক সেইখানে জন্মিয়া থাকে। বর্ষা ও শীতকালে ইহার ফুল হয়। এই জাতীয় পাটের চাষ হয় না। ভারতবর্ষের অনেকস্থলে ও ব্রহ্মদেশে ইহা সচরাচর বন্যাবস্থায় দেখা যায়। কখন কখন এই পাট হইতে একপ্রকার মোটা কোষ্টা বাহির করা হইয়া থাকে।

বাফুলিপাট (Corchorus Antichorus) ইহার পঞ্জাবী নাম বাফুলি, কুরাণ্ড, বোফালি, বাবুনা, সিন্ধুদেশীয় নাম মুধিরি। ইহা উত্তরপশ্চিম প্রদেশ হইতে পঞ্জাবের মধ্যে, সিন্ধুদেশে, কাঠিয়াবাড়ের দক্ষিণ পশ্চিমভাগে, গুজরাটে ও দাক্ষিণাত্য প্রদেশে পাওয়া যায়। ইহার আকার কণ্টকাকীর্ণ বন্য লতার ন্যায়। ভারতবর্ষের মরুভূমিতে যে সকল পুষ্প জন্মিয়া থাকে, ইহা তাহারই এক জাতীয়। ইহা এক্ষণে আফগানিস্থান, আদেন, আফ্রিকা প্রভৃতি স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। ইহা হইতে ভাল আঁশ বাহির হয় না, ইহা ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার গুণ শীতল এবং মেহরোগে ব্যবহার্য্য।

ঘি নালিতা পাট বা নাৰ্চা (Corchorus Capsularis) বঙ্গদেশে পাট ও কোষ্টা নামে খ্যাত। এই গাছ হইতে যে আঁশ পাওয়া যায়, এই দুয়েরই পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোষ্টা শব্দ সংস্কৃত কোষ শব্দ হইতে এবং নালিতা শব্দ নাড়িকা শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; কিন্তু ইহা ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। কেহ কেহ বলেন, ইহা কুষ্টিয়াজেলায় উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহার নাম কোষ্টা হইয়াছে। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে ইহাকে হরণা, উড়িষ্যায় কাউরিয়া, নালিতা, নম্বরকানি কোষ্টা প্রভৃতি বলে। বন্যপাট হইতে ইহার আকৃতির প্রভেদ এই যে, ইহার বীজকোষ ক্ষুদ্র ও গোলাকৃতি হইয়া থাকে। এই জাতীয় পাট বঙ্গদেশে অধিক পরিমাণে জন্মে। ইহার পত্র শুষ্ক করিয়া তণ্ডুলের সহিত আহারের পূর্ব্বে আমরক্তরোগে ব্যবহৃত হয়। ইহার পাতা ভিজাইয়া সেই জল খাইলে রক্তামাশায়, অর প্রভৃতি রোগের উপশম হয়। ইহার বীজ ভাজিলে একরূপ তৈল বাহির হয়, তাহা প্রদীপে ব্যবহৃত হয়।

বন পাট বা বিল নালিতা (Corchorus Fascicularis) বোম্বাইএ ইহাকে হিরণখোরী ও ভুপালি বলে। এই জাতীয় পাট পঞ্জাব হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত ও বোম্বাইয়ের পশ্চিমে পাওয়া যায়। সিন্ধুপ্রদেশে এই পাট হইতে যে আঁশ পাওয়া যায়, তাহাতে দড়ি প্রস্তুত হয়।

ললিতপাট, ভুঙ্গিপাট, বন পাট (Corchorus Olitorius Or Jew's Mallow) হিন্দী নাম সিঙ্গিন, জনসচা, কোষ্টা, তামিলী নাম পেরাত্তি কিরাই, পুনাকু চেন্দ্রি, তেলগু নাম পরিঙ্কা, পরিঙ্কুকুরা, সিন্ধিনাম বনপাট, পঞ্জাবী বনফল। অনেকে অনুমান করেন, এই জাতীয় পাট পূর্ব্বে ভারতবর্ষে জন্মিত, কিন্তু যে সকল জেলায় ইহার চাষ হইয়া থাকে, সে স্থানে এই জাতীয় পাট বন্যাবস্থায় দৃষ্ট হয় না।

ঘি নালিতা পাট (Corchorus Capsularis) চীনদেশ হইতে প্রথমে ভারতবর্ষে আইসে। কাণ্টন নগরের নিকট বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত ইহার চাষ হইত এবং ওইমোয়া নামে অভিহিত হইত। এই শব্দের সহিত উম শব্দের সৌসাদৃশ্য আছে। মালয়দেশীয় লোকেরা ইহাকে রাপিৎসজিমা বলে। কিন্তু ললিতপাট ইজিপ্ট ও সিরীয়ার অধিবাসিগণের নিকট পরিজ্ঞাত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহা শাকের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইত। গ্রীকেরা যাহাকে করকোরাস বলিত, এখন যাহা 'করকোরাস' বলিয়া বিদিত আছে তাহা নহে। কেননা গ্রীক করকোরাস শব্দের অর্থ চক্ষুরোগবিনাশক; কিন্তু এই গুণ এখনকার করকোরাসে নাই। ঐ জাতীয় পাট বহুদিন পর্য্যন্ত আলেপ্পোর নিকট চাষ হইত এবং শাক সবজির ন্যায় ব্যবহৃত হইত। ইহার ফরাসী নাম মভ ডি জুই।

খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে ইজিপ্টে ইহার চাষ আরম্ভ হয়, সে স্থানে ইহাকে মেলোকিচ্ (Mellowkyoh) এবং ক্রিটে মোলচিয়া বলে। এই নামের সহিত ভারতবর্ষীয় নামের কোনরূপ সাদৃশ্য নাই। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে য়ুরোপীয়গণ ভারতবর্ষে ইহার বিষয় প্রথম শুনিতে পান এবং ইহার গুণ অল্পদিন হইল জানা গিয়াছে। ইহা জ্বর উদরাময় প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হয়। পূর্ব্ব বাঙ্গালা ও সাঁওতাল পরগণার লোকেরা ইহার পাতা শাকের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকে।

আরও দুই জাতীয় পাট আছে, তাহাদিগকে (Moulchia Corchorus ও Travense Corchorus Trlocularsii) বলে। শেষোক্ত জাতীয় পাটের বীজ বোম্বাই বাজারে রাজজিরা নামে বিক্রীত হয়।

এদেশে যে পাটের বাণিজ্য হইয়া থাকে, তাহা খি-নালিতা পাট ও ললিত-পাট গাছ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে খি-নালিতা পাট বঙ্গদেশের উত্তর মধ্য ও দক্ষিণভাগে জন্মে। ললিত-পাট কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে জন্মে।

য়ুরোপ হইতে এদেশে কাপড়ের আমদানি হইবার পূর্ব্বে এদেশের দরিদ্র লোকেরা পাট হইতে প্রস্তুত টাট নামে এক প্রকার মোটা কাপড় বহুল ব্যবহার করিত। গানি শব্দ (যাহা থলিয়া শব্দের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়) দক্ষিণ ভারতে শণ হইতে প্রস্তুত একপ্রকার থলিয়া 'গান' 'গাইন' বা 'গনি' শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

পাট-বাণিজ্যের ইতিহাস এদেশে ইংরাজ রাজত্বের সহিত সংশ্লিষ্ট। যদিও পাট বহুকাল হইতে এদেশীয় লোকের নিকট পরিচিত, তথাপি এখন আমরা যাহা পাট বলি, তাহা পূর্ব্বকার লোকেরা জানিত কি না সন্দেহের বিষয়। হিন্দুরা বহুকাল পূর্ব্বে শণ জানিতেন এবং, শণী, পাটভুজি (এক প্রকার মোটা কাপড়ের নাম) প্রভৃতি শব্দ একই অর্থে ব্যবহার করিতেন, তজ্জন্য বোধ হয় যে, তাঁহারা পাট ও শণের প্রভেদ বিশেষ জানিতেন না। বর্ত্তমান শতাব্দীর আরম্ভ হইতেই পাট শব্দ ইহার বর্ত্তমান অর্থে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে গবর্মেণ্টের রপ্তানি রিপোর্টে পাটের পরিবর্ত্তে শণ শব্দ ব্যবহৃত হইত। ইহার কারণ এই যে, তখন এদেশে পাটের চাষ ছিল না। [শণ দেখ।]

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে এদেশের দরিদ্র লোকেরা আপনাদিগের গৃহে পাটের কাপড় প্রস্তুত করিয়া পরিধান করিত। কোন কোন অসভ্য জাতির মধ্যে অদ্যাপিও এইরূপ বস্ত্রের ব্যবহার দৃষ্ট হয়; কিন্তু সভ্যতা বিস্তারের সহিত বস্ত্রের আবশ্যকতা বৃদ্ধি হইয়াছে। পাট হইতে এই আবশ্যকতা পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু য়ুরোপ হইতে অল্পমূল্যে বস্ত্রাদি আমদানি হওয়াতে এদেশীয় বস্ত্র-ব্যবসায়ের বিশেষ ক্ষতি হয়। বিদেশীয় বাণিজ্যে দিন দিন পাটের আদর বৃদ্ধি হওয়ায় পাটের চাষের অত্যন্ত উন্নতি হইয়াছে এবং কৃষিগণের পক্ষে ইহা অত্যন্ত লাভজনক হইয়াছে। ভারতবর্ষ, ব্রহ্ম, চীন, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও ইজিপ্ট দেশ হইতে যে সকল শস্য রপ্তানি হয়, তাহার জন্য বিস্তর থলিয়ার আবশ্যক হওয়ায় বঙ্গদেশে পাটের চাষ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় এবং থলিয়া বঙ্গদেশের একটী প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য হইয়া উঠে। এই সময়ে থলিয়া হস্ত দ্বারা প্রস্তুত হইত; কিন্তু ইংলণ্ডে পাট আমদানি হওয়ায় সেখানে কলে থলিয়া প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সে জন্য এদেশে থলিয়ার ব্যবসা কমিয়া গিয়াছে। ১৮২৮ খৃঃ য়ুরোপে সর্ব্বপ্রথম ৩৬৪ হান্দর পাট রপ্তানি হয় বলিয়া সরকারী রিপোর্টে উল্লেখ আছে। ইহার কিছুকাল পরেই স্কটলণ্ডে পাটের থলির কল নির্ম্মিত হওয়ায় এদেশীয় লোকেরা দেখিল যে, হস্তনির্ম্মিত থলির ব্যবসায়ে কলের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না; সুতরাং এই সময় হইতে হস্তনির্ম্মিত থলির ব্যবসায়ের হ্রাস হয় এবং লোকে পাটের চাষে অধিকতর মনোনিবেশ করে। স্কটলণ্ডস্থ দণ্ডীনগরে প্রথমে চটের কল স্থাপিত হয়। পরে ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে জর্জ্জ অক্লাণ্ড নামক জনৈক ইংরাজ শ্রীরামপুরের নিকটস্থ রিষড়া নামক স্থানে চটের কল স্থাপন করেন, এই কলই এখন "ওয়েলিংটন মিল" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহার কিছুদিন পরেই বরাহনগরে, গৌরীপুর ও কলিকাতার চতুঃপার্শ্বস্থ অন্যান্য স্থানে অনেক চটের কল স্থাপিত হইয়াছে। ১৮৬৯-৭০ খৃঃ অব্দের সরকারী রিপোর্টে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, উক্ত সালে ৬৪৪১৮৬৩ চটের থলিয়া হাতে ও কলে এদেশে তৈয়ারী হইয়াছিল। ১৮৭৯-৮০ খৃঃ অব্দে ৫৫২০৮০০০ থলি বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল। চটের ব্যবসায় এদেশে উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করিলেও উহাতে দেশীয় ব্যবসায়ীদিগের বিশেষ সুবিধা হয় নাই। এদেশে স্থাপিত চটের কলগুলি প্রায় সমুদয়ই ইংরাজদিগের দ্বারা স্থাপিত; সুতরাং চটের ব্যবসায় ইংরাজ ব্যবসায়ীদিগের একপ্রকার একচেটিয়া হইয়া উঠিয়াছে। য়ুরোপে ও এদেশে কলে ব্যবহারের নিমিত্ত প্রভূত পরিমাণ পাটের আবশ্যক হওয়ায় দেশীয়ের পক্ষে পাটের চাষ বিশেষ লাভজনক হইয়া উঠিয়াছে এবং বৎসরে বৎসরে পাটের রপ্তানি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে।

পাটের চাষ।

বাঙ্গালা দেশের উত্তর ও পূর্ব্বাংশেই পাটের চাষ অধিক,

মধ্যবিভাগে অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে পাট জন্মে। আসামের অন্তর্গত গোয়ালপাড়ায়ও পাটের চাষ আছে। ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে এই দুই প্রদেশ হইতে প্রায় ২০০০০০০ মণ পাট উৎপন্ন হয়, ইহার মধ্যে আসাম হইতেই প্রায় ২৩৭০০০ মণ পাট পাওয়া যায়। উৎপন্ন পাটের প্রায় শতকরা ৭৩ ভাগ বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের কৃষি-রিপোর্টে দৃষ্ট হয় যে, ময়মনসিংহ জেলা হইতে ২৫০০০০ মণ, ঢাকা ১৭০০০০, পাবনা ১৫০০০০, ফরিদপুর ৮৫০০০, রাজশাহী ৪৫০০০, চব্বিশ পরগণা ৪৪০০০, দিনাজপুর ৪০০০০, বগুড়া ৩৪০০০, নদীয়া ৩০০০০, যশোর ৩০০০০, খুলনা ৩০০০০, পূর্ণিয়া ২৭০০০০, হুগলী ১৯০০০, এবং গোয়ালপাড়া হইতে ১৫০০০ মণ পাট উৎপন্ন হয়। অন্যান্য স্থানে সামান্য পরিমাণে পাট জন্মে; উহা ভাল নহে বলিয়া বিদেশে যায় না, স্থানীয় ব্যবহারের জন্য লাগিয়া থাকে। বঙ্গদেশ ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে অর্থাৎ মান্দ্রাজ, বোম্বাই এবং পশ্চিমোত্তর প্রদেশে পাট ভালরূপ জন্মে না, এই জন্য ঐ সকল প্রদেশে পাটের চাষ নাই। ব্রহ্মদেশে পাট উৎপন্ন হইতে পারে; কিন্তু খরচ বেশী পড়ায় উক্ত প্রদেশে পাটের চাষ নাই।

বালুকা এবং কর্দ্দমমিশ্রিত দোআঁশ মাটিতে উৎকৃষ্ট পাট উৎপন্ন হয়। কঙ্করমিশ্রিত জমি পাটের পক্ষে সুবিধাজনক নহে। যে সকল উচ্চ ভূমিতে আউস ধান্য ও রবিশস্য উৎপন্ন হয়, এ সকল জমিই পাটের চাষের পক্ষে প্রশস্ত। মোটা এবং অপকৃষ্ট-শ্রেণীর পাট শালি জমি, চর এবং ডুবি ও জলা জমিতে উৎপন্ন হয়। সুন্দরবনের লবণাক্ত জমিতেও অপকৃষ্ট শ্রেণীর পাট জন্মে।

পাটের বীজসংগ্রহের নিমিত্ত ক্ষেত্রের একধারে কতকগুলি পাটের গাছ স্বতন্ত্রভাবে রাখা হয়; ঐ গাছগুলি পাকিয়া উঠিলে উহা হইতে বীজ সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ফাল্গুন হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত পাটের চাষ হইয়া থাকে এবং পাটকর্ত্তনকার্য্যও আষাঢ় হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত চলিয়া থাকে।

পাটগাছের ফুল হইতে আরম্ভ হইলেই পাট কাটিবার উপযুক্ত হইয়াছে এবং ফল হইলে পাট কাটিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে জানিতে পারিবে। পাট শেষে কাটিলে পাটের সূতা মোটা হয়।

প্রতি একর ভূমিতে গড়ে প্রায় ১৫ মণ পাট উৎপন্ন হয়। উৎকৃষ্ট জমিতে ৩০ মণ হইতে ৩৬ মণ পর্য্যন্ত পাট উৎপন্ন হইয়া থাকে; অপকৃষ্ট জমিতে ৯, ৬, এমন কি ৩ মণ পর্য্যন্ত পাট উৎপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে।

পাটের তন্তুবহিষ্করণপ্রণালী।

পাটের গাছগুলি পুষ্টাবয়ব হইলে কাটিয়া গোছা বাঁধিয়া নদী, পুষ্করিণী, গর্ত্ত কিংবা বিলের জলে ডুবাইয়া রাখিতে হয়। পরে পাতাগুলি পচিয়া গেলে এবং যখন দেখা যায় যে, পাটগুলি কাচিবার উপযুক্ত হইয়াছে, সেই সময় পাটগুলি গোছা বাঁধিয়া আছড়াইতে হয়। এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা পাটের ছাল ও মধ্যস্থ ডাঁটা পৃথক্ হইয়া যায়; তৎপরে ডাঁটাগুলি ভাঙ্গিয়া বাহির করিয়া ফেলিতে হয়। অবশিষ্ট ছাল আছড়াইতে আছড়াইতে অসার ভাগ বাহির হইয়া গেলে তন্তু অবশিষ্ট থাকে।

কল দ্বারা পাটগাছ হইতে তন্তু বাহির করিবার উপায় থাকিলেও, উক্ত প্রথা খুব কম প্রচলিত। গারউড্ সাহেব কর্ত্তৃক প্রস্তুতযন্ত্রে (Garwood's patent) তন্তু শীঘ্র বাহির হইলেও এ তন্তু দেশীয় প্রথামত বহিষ্কৃত তন্তুর ন্যায় সূক্ষ্ম হয় না বলিয়া, উক্ত যন্ত্রের সমধিক ব্যবহার নাই। এক্‌ম্যান সাহেবের যন্ত্রে (Ecman's patent) রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা তন্তু বাহির করা হয়; কিন্তু উহার ব্যবহার সাধারণ কৃষিজীবীর সাধ্যায়ত্ত নহে।

রাসায়নিক এবং আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা পাটতন্তুসকল বিভিন্ন গুণ ও লক্ষণাক্রান্ত হইলে উহা দ্বারা আরও অনেক কার্য্য সাধিত হয়। পাটতন্তু হইতে এরূপ তন্তু প্রস্তুত হইতে দেখা গিয়াছে যে, উহা ঠিক তসরের ন্যায় দেখায় এবং মনোযোগপূর্ব্বক না দেখিলে পার্থক্য বুঝিতে পারা যায় না। উৎকৃষ্ট পশমের ন্যায় পাট হইতেও তন্তু প্রস্তুত হইতে দেখা গিয়াছে।

পাটতন্তু সকল সূক্ষ্ম, রেশমের ন্যায় মসৃণ এবং বয়নকার্য্যের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী। পাটতন্তু দেশীয় অন্যান্য বৃক্ষজাত তন্তু সকল অপেক্ষা কম দৃঢ়। অন্যান্য তন্তু সকল অপেক্ষাকৃত মোটা হয়, এজন্য বয়নকার্য্যের পক্ষে সুবিধাজনক নয়। পাট হইতে প্রস্তুত বস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্য জল লাগিলে শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়।

পাট ব্যবসায়িক প্রকার ভেদে অনেক প্রকার; তন্মধ্যে নিম্নলিখিত পাট সকলই অধিক পরিমাণে প্রচলিত;—

(১) বক্‌রাবাদী—এই পাট সূক্ষ্ম কোমল তন্তুবিশিষ্ট। ঢাকা জেলায় এবং মেঘনা নদীর চরে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

(২) ভাটিয়াল—মোটা তন্তুবিশিষ্ট। সাধারণতঃ বস্ত্রনির্ম্মাণের জন্য য়ুরোপে প্রেরিত হইয়া থাকে। নারায়ণগঞ্জের দক্ষিণ নদীর চরে জন্মিয়া থাকে।

(৩) দিয়াড়া বা দাওড়া—মোটা তন্তুবিশিষ্ট; রজ্জুনির্ম্মাণের

জন্য সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ফরিদপুর এবং বাখরগঞ্জ হইতে যে সকল পাট আমদানী হয়, তাহাকে দেওড়া বলে।

(৪) দেশী—লম্বা তন্তুবিশিষ্ট; কোমল এবং মসৃণ, বর্ণ ভাল নহে। সাধারণতঃ চট নির্ম্মাণের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হুগলী, বর্দ্ধমান, ২৪ পরগণা ও যশোর, এই সকল জেলায় উৎপন্ন হইয়া থাকে।

(৫) দেশওয়াল—ইহার তন্তু সকল উজ্জ্বল বর্ণবিশিষ্ট এবং দৃঢ় বলিয়া সমধিক আদৃত হইয়া থাকে। সিরাজগঞ্জের সন্নিকটে এই পাট উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা আবার দ্বিবিধ ঃ—

১। বিলান্ দেশওয়াল—এই পাট বিলে কিংবা জলাভূমিতে জন্মিয়া থাকে।

২। চরণা দেশওয়াল—চরে জন্মে বলিয়া এই নামে খ্যাত।

(৬) জঙ্গিপুরী—ছোট, কম দৃঢ় এবং অপকৃষ্ট তন্তুবিশিষ্ট। কাগজ তৈয়ারির জন্য সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(৭) করিমগঞ্জী—তন্তু মধ্যম রকমের; অত্যন্ত লম্বা এবং উজ্জ্বল বর্ণবিশিষ্ট। ময়মনসিংহ জেলা হইতে আমদানী হইয়া থাকে।

(৮) মীরগঞ্জী—অপকৃষ্ট তন্তুবিশিষ্ট; তিস্তা নদীর তীরস্থ মীরগঞ্জ হইতে আমদানী হইয়া থাকে।

(৯) নারায়ণগঞ্জী—বয়নকার্য্যের বিশেষ উপযোগী; কোমল এবং দীর্ঘতন্তুবিশিষ্ট। ঢাকা হইতে নারায়ণগঞ্জে আমদানী হয়।

(১০) সিরাজগঞ্জী—পাবনা এবং ময়মনসিংহ জেলার উৎপন্ন পাট, সিরাজগঞ্জ হইতে রপ্তানি হইয়া থাকে।

(১১) উত্তরিয়া বা উত্তুরে—এই পাটই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহার তন্তু সকল দেশওয়াল পাটের ন্যায় কোমল না হইলেও ইহা দীর্ঘ এবং উজ্জ্বল বর্ণবিশিষ্ট। সিরাজগঞ্জের উত্তরে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে উত্তুরে পাট বলা হইয়া থাকে। রঙ্গপুর, গোয়ালপাড়া, বগুড়া, ময়মনসিংহের কতকাংশ, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি, এই কয় জেলায় উৎপন্ন হয়।

পূর্ব্বোক্ত ১১ প্রকার পাট বাজারে সাধারণতঃ সিরাজগঞ্জী, নারায়ণগঞ্জী, দেশী এবং দিয়াড়া এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে এবং ইহারও উত্তম, মধ্যম এবং চলিত ভেদে মূল্যের তারতম্য হইয়া থাকে।

যে পরিমাণ পাট বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে এবং যে পরিমাণ পাটের তৈয়ারি জিনিস এদেশে প্রস্তুত হয় ও দেশীয় ব্যবহারের জন্য যে পরিমাণ পাটের দরকার, ইহা হইতে অনুমিত হইয়াছে যে প্রতিবৎসর ১৫০০০০০০ হান্দর পাট উৎপন্ন হয়। শুধু পাটের কারবারেই প্রায় প্রতিবৎসর ২১ কোটি টাকার মূলধন খাটিয়া থাকে।

পাটের কলের বিস্তার।—১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৭ খৃঃ অব্দের মধ্যে ভারতবর্ষে সর্ব্বশুদ্ধ ২৪টী পাটের কল স্থাপিত হইয়াছে। ১৮৭৯ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডে ১২টী, স্কটলণ্ডে ৯৯ এবং আয়র্লণ্ডে ৬টী কল ছিল। এতদিনে উক্ত স্থানেই কলের সংখ্যা বাড়িয়াছে, ইহা নিঃসংশয়রূপে বলা যাইতে পারে।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে দেশীয় তাঁত হইতে প্রস্তুত পাটের বস্ত্র ইত্যাদি বিদেশে প্রেরিত হইত। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে প্রায় ২০ লক্ষ টাকার পাটের বস্ত্রাদি বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ১৮ লক্ষ টাকা পাটের জিনিস অন্যান্য দেশে রপ্তানি হয়; ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে রপ্তানি পাটের দ্রব্যের মূল্য প্রায় ৩৪ লক্ষ টাকা হইয়াছিল। পাট নির্ম্মিত পণ্য দ্রব্যের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির সহিত দেশীয় শিল্পের কোন সম্পর্ক নাই। এখন এদেশস্থ পাটনির্ম্মিত দ্রব্যজাত য়ুরোপীয় ব্যবসায়িগণ দ্বারা স্থাপিত কল হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে মোটে ৮৯২২০ টাকার পাটের জিনিস দেশীয় তাঁতে তৈয়ার হইয়াছিল। গবর্মেণ্টের রিপোর্টে দৃষ্ট হয়, দেশী তাঁতে প্রস্তুত পাটের দ্রব্যাদি উত্তরোত্তর হ্রাস হইয়া আসিতেছে। দেশী তাঁতে ও কলে প্রতিবৎসর কত পাটের কাপড়, থলি, রজ্জু ইত্যাদি প্রস্তুত হয়, তাহা সরকারী রিপোর্ট দৃষ্টে জ্ঞাত হওয়া যায় না; কারণ সরকারী রিপোর্টে কেবল কতগুলি কাপড় থলি বা রজ্জু রপ্তানি হয়, তাহারই উল্লেখ থাকে; এদেশে যে সকল রজ্জু ও পাটের কাপড় ব্যবহৃত হয় এবং শস্যাদি অন্যান্য সামগ্রী বোঝাই হইয়া যে সকল থলি বিদেশে যায়, তাহার হিসাব থাকে না। ১৮৮২ খৃঃ অব্দে ৯১৯০৪২৭৭১ পাটের থলি এদেশের কলে প্রস্তুত হইয়াছিল, ইহার মধ্যে কেবলমাত্র ৪১৫২৩৭০৭ থলি বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল, বাকি অংশ দেশে ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে প্রায় ১৫ কোটী থলি তৈয়ারি হয়, তন্মধ্যে প্রায় ৬½ কোটী থলি বিদেশে রপ্তানি হয় এবং ৮½ কোটী দেশীয় ব্যবহারে লাগে। তদ্ব্যতীত প্রায় ১৮৪৮০০০১ গজ পাটের কাপড় তৈয়ারি হইয়াছিল।

দেশীয় তাঁতে প্রস্তুত পাটের শিল্পজাত দ্রব্যাদি অধিকাংশ দিনাজপুর, রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি, ত্রিপুরা এই কয় জেলা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে জলপাইগুড়ি জেলায় ২৩০৬৬০ থলি এবং রঙ্গপুরে ১২২২৪১০ থলি প্রস্তুত হইয়াছিল।

পাটের শিল্পজাত দ্রব্যাদি সাধারণতঃ ৩ শ্রেণীর হইয়া থাকে।

(১) পাটনির্ম্মিত কাপড়। রেশমের ন্যায় কোমল ও মসৃণ বস্ত্র; পাটের কাপড়, কার্পেট হইতে চটের কাপড় পর্য্যন্ত বহুবিধ কাপড় পাট হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

(২) কাপড়ের নিমিত্ত ব্যবহার করিবার সময় পাটতন্তুর যে অংশ বাদ দেওয়া হয়, তাহা হইতে একপ্রকার কাগজ তৈয়ারি হয়।

(৩) মোটা এবং অপকৃষ্ট শ্রেণীর পাট হইতে রজ্জু প্রস্তুত হইয়া থাকে।

পাটের শিল্প।—আমাদের দেশে পাটের সূতা প্রস্তুত করিবার তিন প্রকার প্রণালী প্রচলিত আছে। যে সূতা হয়, তাহা হইতে চট তৈয়ারি হইয়া থাকে, টাকু বা টেকো হইতে প্রস্তুত সূতা কাপড়ের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়, এবং ঘড়ঘড়া হইতে প্রস্তুত সূতা হইতে রজ্জু তৈয়ারি হইয়া থাকে।

পাট হইতে যত প্রকার মোটা কাপড় তৈয়ারি হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে অমরাবতীর কাপড়ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। পাট-নির্ম্মিত সূক্ষ্মবস্ত্রকে সাধারণতঃ মেক্‌লি-ধোকড়া বলে। এই কাপড়গুলিতে নীল এবং লাল রঙ্গের ডোরা দেওয়া হয় এবং সাধারণতঃ বিছানার চাদর স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সর্ব্বাপেক্ষা মোটা কাপড়গুলি নৌকার পালের নিমিত্ত এবং থলির জন্য ব্যবহৃত হয়।

কলে পাটের সূতা ব্যবহার করিবার সময় বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা উহাকে সূক্ষ্ম এবং কোমল করিয়া লওয়া হয়। ১০০ শত মণ পাটে প্রায় ২০ মণ জল এবং ২½ আড়াই মণ তৈল মিশ্রিত করা হইয়া থাকে, এইরূপ অবস্থায় একদিন কিংবা দুই দিন রাখা হয়। পরে রোলার যন্ত্র দ্বারা চাপ দেওয়া হইলে, তন্তুগুলি নরম হয় এবং পৃথক্ পৃথক্ হইয়া পড়ে। এইরূপ সূতা বস্ত্রনির্ম্মাণের উপযোগী হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে পাটের পরিবর্ত্তে শণই ব্যবহার করা হইত; পাট কাপড়ের নিমিত্ত ভালরূপ ব্যবহারে আসিতে পারে এ ধারণা কাহারও ছিল না। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে দণ্ডী নগরস্থ একজন শিল্পী প্রথমে পাটের সূতা ব্যবহারোপযোগী করেন, এক্ষণে উহা কিরূপ আদৃত হইয়াছে, তাহা সাধারণের অগোচর নাই। পাটের সূতার রং ধরাইবার জন্য বিদেশী শিল্পিদিগকে কিছু কষ্ট পাইতে হইয়াছিল, সে সমস্ত অসুবিধা এক্ষণে দূরীভূত হইয়াছে। পাটের তৈয়ারী কাপড় সাধারণতঃ কম মজবুত; ইহা ব্যতীত পাটের কাপড়ের আর কোন অসুবিধা নাই।

উপরোক্ত দ্রব্যাদি ব্যতীত পাট হইতে এক প্রকার মদ্য প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। পাট তন্তুর পরিত্যক্ত অংশের সহিত সল্‌ফিউরিক অ্যাসিড মিশাইলে একপ্রকার শর্করা হয়; ঐ শর্করা হইতে মদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। শস্য হইতে উৎপন্ন মদ্যের সহিত এই মদ্যের অনেক সাদৃশ্য আছে। ইহাকে Jute's whiskey বা পাটের মদ্য বলে। ইহার ব্যবহার বড় বেশী নহে; কেবল কৌতূহল নিবারণের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে।

পাটক (পুং) পাটয়তি দীপয়তীতি পাটি-ণ্বুল্। ১ মহানিম্ব। ২ কটকান্তর। ৩ বাদ্য। ৪ অক্ষাদি চালন। ৫ মূলদ্রব্যাপচয়। ৬ রোধ।

"পাটকঃ স্যাৎ মহানিম্বে কটকান্তরবাদ্যয়োঃ।
অক্ষাদিচালনে মূলদ্রব্যাপচয়রোধয়োঃ॥" (মেদিনী)

৭ গ্রামৈকদেশ।

"পাটকো রোধসি গ্রামৈকদেশে অক্ষাদিপাতকে।" (হেম)

পাটয়তী ছিনত্তীতি। ৮ ছেদক। (ত্রি) ৯ ভেদক। (হরিব° ৭১।১৪) ১০ বিভক্তি।

পাটকাবাড়ী, মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে একটী মহল। ইহা উক্ত জেলার সর্ব্বোত্তর ভাগে অবস্থিত।

পাটচ্চর (পুং) পাটয়ন্ ছিন্দন্ চরতীতি চর-পচাদ্যচ্, পৃষো-দরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ চোর।

"মন্ত্রিন্ কুলিঙ্গ! সাহসিকত্বং কিমেতস্য পাপপাটচ্চরস্য।"
(প্রদ্যুম্নবিজয় ৭ অঙ্ক)

(ত্রি) ২ পটচ্চরদেশভব। [পটচ্চর দেখ।]

পাটন (ক্লী) পট্-ণিচ্ ভাবে ল্যুট্। ছেদন।

"পাটনে কর্ণশৃঙ্গানাং মাসার্দ্ধন্তু যবান্ পিবেৎ॥" (যম)

পাটন, অযোধ্যা প্রদেশের উনাও জেলার অন্তর্গত পাটন পরগণার লোন নদীতীরে অবস্থিত একটী নগর। প্রতি বৎসরে এক মুসলমান ফকিরের সমাধির নিকট দুইটী করিয়া মেলা হয়। এই মেলায় প্রায় তিন লক্ষ লোকের সমাবেশ হয়। সকলের এইরূপ বিশ্বাস আছে যে, উক্ত মৃত ফকির উন্মাদগ্রস্ত লোকদিগকে আরোগ্য করিতে পারেন। এই জন্য অনেক পাগলকে কবরের সম্মুখস্থিত বৃক্ষে সমস্ত রাত্রি বান্ধিয়া রাখা হয়। এখানে একটী ইংরাজী বিদ্যালয় আছে।

পাটন, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত সাতারা জেলার একটী উপবিভাগ। ইহা উক্ত জেলার পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে অবস্থিত। ইহার অধিকাংশ স্থান পর্ব্বতপূর্ণ। পূর্ব্ব দিকে কোয়না, তারলি এবং কোলে উপত্যকা কৃষ্ণা নদীর সমতল ভূমির সহিত মিলিত হইয়াছে। পূর্ব্ব দিকের উপত্যকায় জোয়ার, ইক্ষু প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। নদীর তীরবর্ত্তী স্থান ভিন্ন অন্য স্থানে গ্রীষ্ম কালে জল দুষ্প্রাপ্য হইয়া থাকে। জলবায়ু শীতল ও স্বাস্থ্যকর; কিন্তু বর্ষাকালে জ্বরের প্রাদুর্ভাব হয়।

পরিমাণ ৫৩৭ বর্গ মাইল। ইহার মধ্যে ৯টী নগর ও ৮০১টী গ্রাম আছে।

পাটন, বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত সাতারা জেলার পাটন উপবিভাগের প্রধান নগর। অক্ষা° ১৭° ২২´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৩° ৩৮´ পূঃ। সাতারা নগরের ২৫ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে কোয়না ও কেয়লা নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। এই নগর দুই ভাগে বিভক্ত—এক ভাগে ডাকঘর, সরকারি আদালত, স্কুল, বাজার, ইনামদার নাগোজিরাও পাটনকর নামক দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত সর্দ্দার ও অনরারি মাজিষ্ট্রেটের প্রাসাদ আছে। অপর ভাগে রামপুর নামে একটী সুন্দর উপবন আছে।

পাটন, গুজরাটের অন্তর্গত বরদা রাজ্যের একটী উপবিভাগ। পরিমাণ ৪৬৯ বর্গ মাইল। এই প্রদেশ সমতল ও বৃক্ষাদি পূর্ণ। ইহার মধ্যভাগ দিয়া সরস্বতী নদী প্রবাহিত হইতেছে।

পাটন, গুজরাটের অন্তর্গত বরদা রাজ্যের পাটন বিভাগের প্রধান নগর—অক্ষা° ২৩° ৫১´ ৩০´´ উঃ এবং ৭২° ১০´ ৩০´´ পূঃ। বনাশ নদীর শাখা সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত। এই স্থানে জৈনদিগের অনেক পুস্তকাগার আছে। এই সকল পুস্তকাগারে অধিকাংশ তালপাতার পুঁথিতে পরিপূর্ণ এবং পুঁথিগুলি অতি সাবধানে রক্ষিত। নগরের বাহিরে সুন্দর হর্ম্ম্যাদির অনেক চিহ্ন আছে। অনহলবাড়-পাটন গুজরাটের একটী অতি প্রাচীন ও বিখ্যাত নগর। ৭৪৬ খৃঃ হইতে ১১৯৪ খৃঃ পর্য্যন্ত এখানে রাজপুতবংশীয় রাজাদিগের রাজধানী ছিল এবং মুসলমান প্রাধান্যের সময়েও একটী প্রধান স্থান ছিল। তরবারি, বর্শা, রেশম ও পশমী দ্রব্য প্রভৃতি এই স্থানে প্রস্তুত হয়। আধুনিক নগর মহারাষ্ট্রদিগের দ্বারা নির্ম্মিত। ইহার চতুর্দ্দিক্ উচ্চ প্রাচীরদ্বারা পরিবেষ্টিত। এখানে ডাকঘর, হাসপাতাল, এবং গুজরাতী ও মহারাষ্ট্রী ভাষা শিক্ষার জন্য কয়েকটী স্কুল আছে।

পাটন, বা সোমনাথ পত্তন—একটী প্রাচীন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নগর। অক্ষা° ২২° ৪´ উঃ দ্রাঘি° ৭১° ২৮´ পূঃ, বোম্বাই প্রদেশের সোরথ বিভাগে অবস্থিত। [সোমনাথ দেখ।]

পাটন, (কিশোরী পাটন) রাজপুতানার বুন্দি রাজ্যের একটী প্রধান গ্রাম। অক্ষা° ২৫° ১৭´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ৫৯´ পূঃ। চম্বল নদীর বাঁকে অবস্থিত। কিশোরীপত্তন অতি প্রাচীন নগর বলিয়া খ্যাত, এমন কি ঐতিহাসিকগণ ইহা মহাভারতের সময় বিদ্যমান ছিল বলিয়া বোধ করেন; কিন্তু নগরের আকৃতি দেখিয়া এত প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। দুইখানি প্রাচীন লিপি এইখানে পাওয়া যায়, তাহার একখানি বহরামঘাটে সতীর মন্দিরে আছে, তাহা ৩৫ সম্বতে উৎকীর্ণ। আর একখানি নিকটবর্ত্তী মন্দিরে ১৫২ সম্বতে লিখিত। এই সময়ের বহুপূর্ব্বে পরশুরাম নামে এক ব্যক্তি একটী মহাদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করেন; এই মন্দির ক্রমশঃ ভগ্ন হইয়া যায়, পরে ছত্রসালের রাজত্ব সময়ে পুনরায় নির্ম্মিত হয়। ছত্রসালের পিতামহ মহারাও রতনজি কিশোরীদেবের মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করেন, পরে ছত্রসাল মন্দির নির্ম্মাণ শেষ করেন। এই মন্দিরে বিষ্ণুর এক বিগ্রহ আছে। এই মন্দিরের আয় ১৩০০০৲ টাকা।

পাটন, রাজপুতানার জয়পুর রাজ্যের তুয়ারবতী জেলায় একটী জায়গীর। ঘোর বংশীয়েরা যখন দিল্লী অধিকার করেন, সেই সময়ে তুয়ার বংশীয় রাজারা দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া এইখানে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন এবং তদবধি এই স্থান শাসন করিতেছেন।

পাটন, মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত জব্বলপুর জেলাস্থ একটী গ্রাম। এখানে সামান্য শস্যের বাণিজ্য চলে।

পাটন, নেপালের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নগর। অক্ষা° ২৭° ৩৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৪৫° ১৬´ পূঃ। রাজধানী কাঠমণ্ডুপের ১২ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে বাগমতী নদীর দক্ষিণ তীরের কিয়দ্দূরে উচ্চ ভূমির উপর অবস্থিত। নেপাল জয় করিবার পূর্ব্বে নেপাল তিন ভাগে বিভক্ত ছিল এবং নেবার-বংশীয় একজন রাজা এইখানে বাস করিতেন; সেই সময়ে এই নগর অত্যন্ত সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। ১৭৬৮ খৃঃ অব্দে পৃথ্বীনারায়ণ এই নগর অধিকারপূর্ব্বক লুণ্ঠন করেন ও প্রধান প্রধান অধিবাসিগণ নিহত হয়। যদিও প্রাচীন নগরের অধিবাসীর সংখ্যা এখন ৬০০০০র কম নয়, তথাপি এই নগরের আর সে পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য নাই। নগরের গৃহমন্দিরাদি ভগ্ন হওয়ায় দিন দিন হতশ্রী হইয়া আসিতেছে। ইহার দরবারগৃহ ও মন্দির সকল ক্রমশঃ ভগ্ন হইয়া পড়িতেছে এবং নেবারেরা অর্থাভাবে তাহার জীর্ণসংস্কার করিতে পারিতেছে না। নগর-অধিকার-সময়ে মন্দিরের সংশ্লিষ্ট জায়গীর সকল পৃথ্বীনারায়ণ কাড়িয়া লন, কেবল মাত্র হিন্দুমন্দিরের কতক জায়গীরে হস্তার্পণ করেন নাই। তজ্জন্য হিন্দুমন্দিরগুলি অদ্যাপি ভাল অবস্থায় আছে; কিন্তু বৌদ্ধ-মন্দিরগুলি প্রায় অধিকাংশ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। অধিবাসীর তুলনায় নগরটী অত্যন্ত বৃহৎ। অধিকাংশ গৃহ শূন্যাবস্থায় পতিত রহিয়াছে ও পূর্ব্বের ন্যায় জনতাও কিছুই নাই। চতুর্দ্দিকে ভগ্ন গৃহ ও মন্দির প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হয়। নগরের আকৃতি গোলাকার বুদ্ধচক্রের ন্যায়। দরবার স্থান নগরের মধ্যস্থলে অবস্থিত। নগরপ্রাচীরের দ্বার হইতে রাস্তা আসিয়া এইখানে মিলিত হইয়াছে। পাটনের রাস্তা বিস্তৃত; কিন্তু আবর্জ্জনাপূর্ণ এবং সাধারণতঃ ভাল অবস্থায় থাকে না।

দরবার স্থানের উত্তর ভাগ এখন ভগ্নাবস্থায় আছে। পশ্চিম-ভাগে দেওতলী নামে একটী পঞ্চতল মন্দির আছে। দক্ষিণ-ভাগ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। পশ্চিম ভাগে রাজ-প্রাসাদ ছিল। পাটনের অধিবাসীরা অধিকাংশই বৌদ্ধ ছিল, কিন্তু রাজারা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। নগরের অন্যান্য ভাগে চতুষ্কোণ ভূমির উপর কতকগুলি মন্দির আছে। দরবার স্থলের দক্ষিণপূর্ব্বকোণে যে চতুষ্কোণ ভূমি আছে, সেইখানে উৎসবের সময় মৎস্যেন্দ্রনাথের রথ গিয়া থাকে। এইস্থানে একটী ঝরণা আছে। কতকগুলি চতুষ্কোণ ভূমির উপর বৌদ্ধমন্দির আছে, তাহাকে বিহার বলে। পূর্ব্বে এখানে বৌদ্ধ উদাসীনেরা ও তাঁহাদের শিষ্যেরা বাস করিতেন। নেপালে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সহিত এই বিহারগুলি ক্রমে পরিত্যক্ত হইয়াছে ও এখন ব্যবসায়ের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রধান বিহারের সংখ্যা প্রায় পনরটী ও ক্ষুদ্র বিহারের সংখ্যা একশতের অধিক। এই বিহারগুলি প্রায় দ্বিতল ও ইষ্টক-নির্ম্মিত। দ্বারদেশে ও জানলায় বিবিধ দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি খোদিত আছে। নগরের বহির্ভাগে বৃহৎ বৃহৎ চারিটী বৌদ্ধ-মন্দির ও একটী হিন্দু দেবী-মন্দির আছে। ইহার আর এক নাম ললিতপত্তন। রাজা ললিত এই নগর স্থাপন করেন বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছে। ইহা রাজধানী কাঠমণ্ডপের সহিত একটী সেতু দ্বারা সংযুক্ত।

পাটনা, ১ বঙ্গদেশের লেপ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরের শাসনাধীন একটী প্রাদেশিক বিভাগ। এই বিভাগ ২৪° ১১´ ১৫´´ হইতে ২৭° ২৯´ ৪৫´´ উঃ অক্ষাংশের এবং ৮৩° ২৩´ হইতে ৮৬° ৪৬´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত। পাটনা, গয়া, শাহাবাদ, দরভাঙ্গা, মজঃফরপুর, সারণ এবং চম্পারণ, এই কয়টী জেলা লইয়া পাটনা বিভাগ গঠিত হইয়াছে। পাটনা বিভাগে উত্তরে নেপাল, পূর্ব্বসীমায় ভাগলপুর এবং মুঙ্গের জেলা, দক্ষিণ সীমায় লোহারডাগা এবং হাজারীবাগ এবং পশ্চিম সীমায় মীর্জাপুর, গাজীপুর এবং গোরক্ষপুর।

২ পাটনা জেলার পরিমাণ ২০৭৯ বর্গ মাইল। পাটনা জেলার উত্তর সীমা গঙ্গানদী, পূর্ব্বে মুঙ্গের, দক্ষিণে গয়া এবং পশ্চিমে শোণনদ।

পাটনা জেলার অধিকাংশই সমতল ভূমি, কেবল দক্ষিণাংশে ছোট ছোট গণ্ডশৈল বা পাহাড় দেখিতে পাওয়া যায়। গঙ্গা-তটবর্ত্তী প্রদেশ সকল অতিশয় উর্ব্বরা; ঐ সকল জমিতে সকল প্রকার শস্যই উৎপন্ন হয়। এই জেলার দক্ষিণপূর্ব্বাংশে রাজগৃহশৈলশ্রেণী। এই পর্ব্বতশ্রেণী উচ্চতায় স্থানে স্থানে প্রায় ১০০০ ফিট্ এবং ছোট ছোট বন জঙ্গলসন্নিবিষ্ট। বৌদ্ধ-অনেক প্রাচীন স্মারক চিহ্ন সকল বর্ত্তমান থাকায়, রাজগৃহ-শৈলশ্রেণী প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট সমধিক বিখ্যাত। এই শৈলশ্রেণীর উত্তরে আর একটী পাহাড় আছে; ইহাকে কনিংহাম্ সাহেব চীনভ্রমণকারী হিউএন্‌ৎসিয়াং কথিত 'কপোতিকা' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রাজগৃহশৈলশ্রেণীতে অনেক উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। [রাজগৃহ দেখ।]

পাটনা জেলার মধ্যে প্রবাহিত নদনদী সকলের মধ্যে গঙ্গা এবং শোণই প্রধান। এতদ্ব্যতীত পুনপুন নামে আর একটী ছোট নদী উল্লেখযোগ্য। পাটনা জেলায় অনেকগুলি খাল আছে, তন্মধ্যে পাটনা-খালই সর্ব্বাপেক্ষা বড়।

পাটনা জেলায় বন জঙ্গল, জলাভূমি ও গোচারণ ভূমি নাই; প্রায় সমুদয়ই কর্ষিত ভূমি। খনিজ পদার্থের মধ্যে গৃহনির্ম্মাণোপযোগী প্রস্তর, শিলাজতু নামক ভেষজ পদার্থ, কঙ্কর এবং খনিজ লবণই প্রধান।

জীবজন্তুর মধ্যে রাজগৃহশৈলে ভল্লুক এবং অন্যত্র নেকড়ে বাঘ ও শৃগাল এবং কদাচিৎ নাকেশ্বরী বাঘ দেখিতে পাওয়া যায় পাতিহাঁস, ভারুই, তিতির প্রভৃতি নানারকম পক্ষীও আছে।

পাটনা জেলা ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের পক্ষে বিশেষ আদরণীয়। বর্ত্তমান পাটনা সহরকে খৃঃ পূঃ ছয় শতাব্দী পূর্ব্বে গৌতমের সমসাময়িক রাজা অজাতশত্রু কর্ত্তৃক স্থাপিত পাটলিপুত্র বলিয়া অনেকে নির্দ্দেশ করেন। পাটনা জেলার দক্ষিণাংশে মুসলমানদিগের স্থাপিত বিহার নগর অবস্থিত। এতদ্ব্যতীত এই জেলার মধ্যে চীনভ্রমণকারী ফাহিয়ান্ এবং হিউএন্‌ৎসিয়াং কর্ত্তৃক বর্ণিত অনেক স্থানের নির্দ্দেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। [পাটলিপুত্র দেখ।]

পাটনা জেলা দুইটী প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনার ক্ষেত্র। ১৭৬৩ খৃঃ অব্দে ইংরাজদিগের সহিত নবাব মীর কাসিমের বিবাদ উপস্থিত হইলে পাটনাকুঠির অধ্যক্ষ এলিস্ সাহেব স্বীয় সিপাহিগণ দ্বারা পাটনা সহর অধিকার করেন। এই ঘটনায় নবাব ক্রুদ্ধ হইয়া সৈন্য পাঠাইয়া পাটনা সহর অবরোধ করিয়া ইংরাজদিগকে পাটনাস্থ কুঠিতে আবদ্ধ রাখেন। পরে এই কুঠিতে কাসিমবাজার-কুঠীর ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ এবং মুঙ্গের হইতে যে সাহেবও আনীত হন। এই ঘটনার পরে, গড়িয়া এবং উদুয়ানালা যুদ্ধের পরাজয়ের পর নবাব ইংরাজসেনানী মেজর আডাম্‌স্‌কে বলিয়া পাঠান যে, আমার বিরুদ্ধে বিবাদ আরও অগ্রসর হইলে, আমি এলিস সাহেব এবং পাটনায় অন্যান্য ইংরাজ কর্ম্মচারিদিগের শিরশ্ছেদ করিব। পরে সমরু নামক সেনাপতির সাহায্যে উক্ত বাক্য কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। এই ঘটনাই ইতিহাসে পাটনার হত্যাকাণ্ড বলিয়া

প্রসিদ্ধ। প্রায় ৬০ জন ইংরাজের মৃতদেহ নিকটবর্ত্তী কূপে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। তাহার স্মৃতিচিহ্ন পাটনায় এখনও বিদ্যমান আছে।

পাটনার নিকটবর্ত্তী দানাপুরের সিপাহিবিদ্রোহ অন্যতর ঐতিহাসিক ঘটনা। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে ৭ম, ৮ম এবং ৪০ সংখ্যক সিপাহি সৈন্য দানাপুরে অবস্থান করিতেছিল। সৈন্যাধ্যক্ষ লায়ড সাহেবের উক্ত সৈন্যদিগের উপর প্রভূত বিশ্বাস থাকায় উহাদিগকে অস্ত্রত্যাগ করান হয় নাই। পরে পাটনা বিভাগের কমিশনর টেলর সাহেব এবং অন্যান্য ইংরাজ অধিবাসিবর্গের প্ররোচনায় সৈন্যাধ্যক্ষ লায়ড সৈন্যদিগকে নিরস্ত্র করিবার চেষ্টা করেন। উক্ত চেষ্টা ফলবতী হয় নাই, ফলে এই দাঁড়ায় যে, তিন রেজিমেণ্ট সৈন্য তৎক্ষণাৎ বিদ্রোহী হইয়া অস্ত্রশস্ত্র লইয়া চলিয়া যায়। সৈন্যদলের কতকাংশ গঙ্গা পার হইবার চেষ্টা করে; কিন্তু তাহাদের নৌকাগুলির উপর গুলি বর্ষণ করায় এবং ষ্টীমার দিয়া নৌকা ডুবাইয়া দেওয়ায় প্রায় অধিকাংশই বন্দুকের গুলিতে হত এবং জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে। অবশিষ্ট সকলে শোণনদ পার হইয়া শাহাবাদে আশ্রয় গ্রহণ করে।

জগদীশপুরের জমিদার কুমারসিং বিদ্রোহী সিপাহিদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া আরায় য়ুরোপীয় অধিবাসীদিগকে অবরোধ করেন। তাহাদিগের উদ্ধারকল্পে দানাপুর হইতে যে ষ্টীমার পাঠান যায়, উহা চড়ায় লাগিয়া যায়। আর একখানি ষ্টীমার বহু কষ্টে আরার নিকট উপস্থিত হয়। ষ্টীমার হইতে নামিয়া ইংরাজদল সাহায্যার্থ আরার দিকে যাত্রা করিলে, শত্রুগণ আম্রবৃক্ষের অন্তরাল হইতে গুলি বর্ষণ করিতে থাকে। উক্ত দলের নেতা কাপ্তেন ডন্‌বার শীঘ্রই গুলির আঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। ইংরাজদল শীঘ্রই ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়েন। ফিরিয়া আসিবার উদ্যোগ করিলে শত্রুবেষ্টিত হইয়া অনেকেই প্রাণত্যাগ করেন। দানাপুর হইতে প্রেরিত ৪০০ লোকের মধ্যে অর্দ্ধেক ফিরিয়া আসিতে পারিয়াছিল কি না সন্দেহ, এই অর্দ্ধেকের মধ্যে কেবলমাত্র ৫০ জন অক্ষতদেহে ফিরিয়াছিল।

ম্যাক্‌ডনেল এবং রস্ ম্যাঙ্গলস্ নামক দুই জন ইংরাজ রাজপুরুষ এই ঘটনায় বিলক্ষণ শৌর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। আরার সাহায্যে অকৃতকার্য্য হইয়া যখন ইংরাজদল নৌকায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন দেখিলেন যে সিপাহিরা নৌকার হাল তীরের সহিত রজ্জুদ্বারা সংলগ্ন রাখিয়াছে। ম্যাক্‌ডনেল অজস্র গুলির মধ্যেও নৌকা হইতে বাহির হইয়া রজ্জু কাটিয়া নৌকা ভাসাইয়া দেন। ম্যাঙ্গলস্ সাহেব একজন আহত সৈনিককে ৫ মাইল স্কন্ধে করিয়া আনিয়া নৌকায় উঠাইয়া দেন।

বঙ্গদেশের সকল প্রধান জাতিই পাটনা জেলায় দেখা যায়। এখানে হিন্দু ও মুসলমানের বাসই অধিক। এখানকার ভূঁইহারেরা আপনাদিগকে সর্ব্বত্রিয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, ইহাদের অনেকেই জমিদারী ভোগ করেন। এখানকার মুসলমানদিগের মধ্যে ওহাবী সম্প্রদায় বিশেষ মাতব্বর। সুন্নি মত হইতে ওহাবী মত উৎপন্ন হইলেও ওহাবীরা শিয়া ও সুন্নি উভয় সম্প্রদায়কেই ঘৃণা করিয়া থাকে। ওহাবী-দলপতি সৈয়দ আহম্মদ ১৮২০ খৃষ্টাব্দে পাটনায় প্রথম আগমন করেন। ১৮৬৩-৬৪ খৃষ্টাব্দে রাজদ্রোহিতা অপরাধে ১১ জন ওহাবী ধার্ম্মিকের নির্ব্বাসিত হইয়াছিল।

এই জেলায় সর্ব্বশুদ্ধ ৫৬০৪ খানি গ্রাম ও নগর আছে, তন্মধ্যে মিউনিসিপালিটির অধীন—পাটনা, বেহার, দানাপুর, বাড়, খগোল, মোকামা, ফতুয়া, মহম্মদপুর, বৈকুণ্ঠপুর, রসুলপুর, মোমের ও নবাদা এই কয়টী প্রধান। এইগুলির মধ্যে পাটনা সহর সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্যস্থান, ইহারই পার্শ্বে বাঁকিপুর সহর ও কিয়দ্দূরে দানাপুর বারিক।

এই জেলায় ঐতিহাসিকগণের দ্রষ্টব্য রাজগৃহ বা রাজগির, গিরিয়ক ও সেরপুর। [সেরপুর ও রাজগৃহ দেখ।]

এখানে বোরো ও হৈমন্তিক শস্য বেশ জন্মে। সর্ব্বাপেক্ষা গম ও যব বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এখানে ঝড় ঝাপ্টা বেশী না হউক, গঙ্গা ও শোণনদীর বন্যায় যথেষ্ট ক্ষতি হইয়া থাকে। ১৮৬৯ ও ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের বন্যা উল্লেখযোগ্য। এই দুই বন্যায় বিস্তর জীবজন্তুর প্রাণনাশ ও শস্যেরও ক্ষতি হইয়াছিল।

পাটনা জেলায় রাজস্ব ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে পাটনার ভূমার জমায় দেখা যায় ৪৩৩৪৩০৲ টাকা রাজস্ব ও ১২৩২টী বিভিন্ন জমিদারী ছিল, কিন্তু ১৮৮৩-৪ খৃষ্টাব্দে দেখা গেল ৮৩১৮৮৭ জমিদারী ও ১৪৬০৫৪০৲ রাজস্ব আদায় হইয়াছে। এইরূপে ক্রমশঃই জমিদারী ও রাজস্ব বাড়িতেছে। শাসনের জন্য এই জেলা ১৮টী থানায় বিভক্ত। তন্মধ্যে পাটনায় সদর জেল এবং বেহার ও বাড় নগরে ক্ষুদ্র জেলখানা আছে।

এই জেলায় ক্রমশঃই শিক্ষা বিস্তার হইতেছে। শিক্ষা-বিস্তার-কল্পে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে পাটনা-কলেজ স্থাপিত হয়।

এখানকার জলবায়ু অতি স্বাস্থ্যকর। এখানে ৪১.৮১ ইঞ্চের অধিক জলপাত হয় না। তাপ ৪৩.৫° (ফারেণহিট) হইতে ১১০° ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠে।

৩ পাটনা জেলার সদর অক্ষা° ২৩°১২´৩০´´ হইতে ২৫°২৯´ উঃ মধ্যে এবং দ্রাঘি° ৮৪° ২৪´ হইতে ৮৫° ১৯´ পূঃ মধ্যে অব-

স্থিত। এই সদর বা উপবিভাগের মধ্যে পাটনা সহর, বাঁকিপুর, নৌবতপুর, মসৌধি ও পালীগঞ্জ অবস্থিত। এখানে ৮টী দেওয়ানী ও ১০টী ফৌজদারী আদালত আছে।

পাটনা সহর° (দেশীয় চলিত নাম আজিমাবাদ) পাটনা জেলার প্রধান সহর। অক্ষা° ২৫° ৩৭´ ১২˝ উঃ, দ্রাঘি° ৮৫° ১২´ ৩৮˝ পূঃ; গঙ্গার দক্ষিণ কূলে অবস্থিত। পাটনা-সহরের পূর্ব্বভাগে বাঁকিপুর; জেলা শাসন ও বিচার বিভাগের কার্য্য এখানেই হইয়া থাকে। লোকসংখ্যা ১৬৫১৯২। বর্ত্তমান পাটনা সহর শেরশাহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত*। [শেরশাহ দেখ।]

ডাক্তার বুক্যানন হ্যামিল্টন সাহেব (Dr. Buchanan Hamilton) লিখিয়াছেন যে, ১৮১০ খৃঃ অব্দে পাটনা-সহর বলিতে পাটনা পরগণার যে অংশ কোতয়ালির অন্তর্গত ছিল, সেই অংশকে বুঝাইত। পাটনা সহর ১৬টী মহল্লায় বিভক্ত ছিল, এবং ১৫ জন দারগা দ্বারা সহরের শান্তিরক্ষণকার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। প্রত্যেক মহল্লার কতকাংশ সহর এবং কতক অংশ জলাভূমি ও বাগান ছিল। এইরূপ হিসাবে তখন পাটনা সহরের দৈর্ঘ্য প্রায় ৯ মাইল, বিস্তৃতি দুই মাইল; সুতরাং সহরের পরিমাণ প্রায় ১৮ বর্গমাইল ছিল। এখন পাটনা সহরের দৈর্ঘ্য পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম প্রায় দেড় মাইল এবং উত্তর হইতে দক্ষিণ প্রায় ¾ মাইল হইবে। পাটনা সহরের গৃহগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট, অনেকগুলি ইষ্টকালয় আছে; কিন্তু খোলার ঘরের সংখ্যাই অধিক। সহরের রাস্তাগুলি বক্র ও সঙ্কীর্ণ। বুক্যানন-হ্যামিল্টনের সময়ে পাটনা সহরের সন্নিকটে যে প্রাচীন দুর্গগুলি ভগ্নাবস্থায় পতিত ছিল, সেগুলি আর বর্ত্তমান নাই। জনপ্রবাদ এইরূপ, এই দুর্গগুলি বাদশাহ অরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল; কিন্তু উক্ত দুর্গের দ্বারদেশস্থিত প্রস্তরলিপি দৃষ্টে জানা যায় যে, ঐগুলি ১০৪২ হিজিরা অব্দে ফিরোজ জঙ্গ খাঁ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। অন্যান্য প্রাচীন অট্টালিকার মধ্যে কেবল কোম্পানীর আমলের আফিজের গুদাম, চালের গুদাম এবং আর কয়েকটী প্রাচীন ইষ্টকালয় বিদ্যমান আছে। গবর্মেণ্টের প্রাচীন গোলা গৃহটীর নির্ম্মাণ বিষয়ে কিছু বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। বাড়ীটীর গঠনপ্রণালী অনেকটা মৌচাকের ন্যায়, দুইটী সিঁড়ি বহির্দ্দিক্ হইতে ছাদের উপর উঠিয়াছে। বন্দোবস্ত এরূপ যে শস্য ছাদের উপর হইতে ঘরের ভিতর ঢালিয়া দেওয়া যায়, বাহির করিয়া লইবার জন্য নিম্নে কেবল মাত্র একটী ছোট ছোট দুয়ার আছে। এই গৃহের দেওয়াল প্রায় ২১ ফিট্ পুরু। দুর্ভিক্ষ নিবারণ জন্য ১৭৮৪ খৃঃ অব্দে কোম্পানী কর্ত্তৃক এই গোলাঘর নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে শব্দ করিলে তাহার প্রতিধ্বনি স্পষ্ট শুনা যায়।

পাটনা সহরের প্রায় ৩ মাইল পূর্ব্বে গুল্জারবাগ নামক স্থানে সরকারি আফিজের কারখানা আছে। ইহার সন্নিকটে দুইটী প্রাচীন মন্দির বিদ্যমান আছে, ইহার মধ্যে একটী মুসলমানদিগের মস্জিদ্‌স্বরূপ, অপরটী হিন্দুদেবমন্দিররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পাটনা-সহরের পশ্চিম দ্বারদেশ দানাপুর হইতে প্রায় ১২ মাইল দূর। সহরের দক্ষিণ দিকে সাদকপুর নামক স্থানে যেস্থান পূর্ব্বে ওহাবি-বিদ্রোহিগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল, অধুনা সে স্থানে একটী বাজার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার সন্নিকটস্থ রোমানক্যাথলিক গির্জ্জার অপর পার্শ্বে মীর কাসিম কর্ত্তৃক নিহত ইংরাজবন্দীদিগের গোরস্থান আছে।

পশ্চিম সহরতলীতে শাহ আর্জ্জানির মস্জিদ্ মুসলমানদিগের উপাসনার প্রধান স্থান। শাহ আর্জ্জনি ১০৩২ হিজিরাতে দেহত্যাগ করেন। চৈত্র মাসে এই স্থানে তিন দিন স্থায়ী একটী মেলা হয়, ইহাতে প্রায় ৫০০০ যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। এই গোরের অব্যবহিত দূরেই কারবলা, এখানে মহরমের সময় প্রায় ১ লক্ষ লোক একত্র হইয়া থাকে। ইহার অতি সন্নিকটে একটী পুষ্করিণী আছে, ইহা একজন সাধু খনন করেন, এখানে প্রতিবৎসর অনেক যাত্রী আসিয়া স্নান করিয়া থাকে। শের শাহের মস্জিদ্ সহরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন অট্টালিকা এবং শিল্পনৈপুণ্যসম্বন্ধে মালিক খাঁর মাদ্রাসা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। পীর-বাহরের গোর সহরের মধ্যে একটী প্রসিদ্ধ উপাসনার স্থান; ইহা আড়াইশত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখানে হরমন্দির নামে শিখদিগের একটী প্রসিদ্ধ উপাসনার স্থান আছে, এই স্থান শিখদিগের দশম গুরু গোবিন্দ সিংহের জন্মস্থান বলিয়া বিখ্যাত। ১৭৬০ খৃঃ অব্দে এখানে বিহারের মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগের চাহালসাতুন নামে খ্যাত রাজপ্রসাদ ছিল; ১৮১২ খৃঃ অব্দেও ইহার ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

পাটনা সহরের লোক সংখ্যা ১৬৫১৯২, ইহার মধ্যে হিন্দু ১২৪৫০৬, মুসলমান ৪০,৭৭, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ৫৪১, জৈন ৫৯, এবং বৌদ্ধ ৯ জন।

বাণিজ্য।—সহরের মধ্যে মারুফগঞ্জ, মনসুরগঞ্জ, কিলা, মিরচাইগঞ্জ, মহারাজগঞ্জ, সাদকপুর, আলাবক্সপুর, গুলজারবাগ এবং কর্ণেলগঞ্জ এই কয়েকটী স্থান ব্যবসায়ের প্রধান

* পাটনা সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানিতে হইলে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি দ্রষ্টব্য:—Hunter's Statistical Account of Bengal, Vol. XI., Calcutta Review for 1887, Jany; Grant's India, Vol. I. pp. 94—104, Cunningham's Archæological Survey of India, Vol. VIII. p. 1—33, Elliott's Muahammadan Historians, Vol. IV. p. 477.

আড্ডা। এই সকল স্থানের মধ্যে মারুফগঞ্জের বাজারই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই প্রদেশস্থ সকল প্রকার তৈলবীজ এই বাজারে আমদানি হইয়া থাকে; প্রতি বৎসর অন্যূন ১২৮২৩৭ মণ এখানে আমদানি হয়। জলপথের সুবিধা থাকায় বেহারের উত্তরভাগ এবং উত্তরপশ্চিম প্রদেশ হইতে বহু পণ্যদ্রব্য মারুফগঞ্জ, কর্ণেলগঞ্জ এবং গুলজারবাগের বাজারে আমদানি হইয়া থাকে। মনসুরগঞ্জের বাজার মারুফগঞ্জের বাজার অপেক্ষা বড় না হইলেও, শাহাবাদ, আরা এবং পাটনা জেলার মফঃস্বল হইতে উৎপন্ন শস্যাদি গাড়ী বোঝাই হইয়া এখানে আসিয়া থাকে। কাপড় ও অন্যান্য সামগ্রী মিরচাই-গঞ্জের চকে আমদানি হইয়া থাকে। পাটনায় প্রধানতঃ কার্পাস দ্রব্য, তৈলবীজ, খড়ি, সাজিমাটি, লবণ, চিনি, গম, দাল, চাউল এবং অন্যান্য শস্যাদি আমদানি হইয়া থাকে। আমদানী শস্যাদি পণ্যদ্রব্যের অধিকাংশই রেল বা নৌকাযোগে অন্যান্য স্থানে প্রেরিত হয়। অন্যূন ৮৬ বিভিন্ন জায়গা হইতে দ্রব্যাদি আমদানি হইয়া পাটনার আড়তে মজুত থাকে, পরে তথা হইতে অন্যত্র রপ্তানি হইয়া থাকে।

পাটনা, মধ্যপ্রদেশের সম্বলপুর জেলার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। ইহার উত্তর ও পশ্চিম সীমা বড়সম্বর ও খড়িয়ার সামন্তরাজ্য এবং দক্ষিণে ও পূর্ব্বে কালাহান্দি ও শোণপুর রাজ্য। অক্ষা° ২০° ৫´ হইতে ২১° উঃ পর্য্যন্ত এবং দ্রাঘি° ৮২° ৪৫´ হইতে ৮৩° ৪০´ পূঃ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পরিমাণ ২৩৯৯ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা আড়াই লক্ষের অধিক। এই রাজ্য তরঙ্গায়িত সমতল, মধ্যে মধ্যে পাহাড় ও উত্তরে উচ্চ গিরি-মালাবেষ্টিত। সম্বলপুরে যে আঠার গড়জাত ছিল, তন্মধ্যে এই পাটনা রাজ্য প্রধান বলিয়া গণ্য হইত। এখানকার মহারাজ মৈনপুরীর নিকটবর্ত্তী গড় সম্বরের রাজপুত-রাজবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। উক্ত রাজবংশের শেষ রাজা হিতাম্বর সিং দিল্লীপতির বিরাগভাজন হইয়া নিহত হন এবং তাঁহার এক পত্নী এই পাটনায় পলাইয়া আসেন। এখানে তাঁহার এক পুত্র জন্মে, ইহার নাম রামদেব। তখন এই রাজ্য আটটী গড়ে বিভক্ত ছিল, কোলাগড়ের সর্দ্দার রাম-দেবকে দত্তক গ্রহণ করেন ও পরে তাহাকেই আপন রাজ্য প্রদান করেন। তৎকালে ঐ আট গড়ের প্রত্যেক সামন্ত এক একদিন করিয়া সমস্ত রাজ্য শাসন করিতে পাইতেন। এইরূপে রামদেবের পালা আসিলে তিনি সেই দিন অপর সকল সামন্তকে বিনাশ করিয়া আট গড় অধিকার ও মহারাজ উপাধি গ্রহণ করিলেন। পরে রামদেব উৎকল-রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া আরও শক্তিশালী হইলেন।

রামদেবের অধস্তন ১০ম পুরুষে বৈজলদেব জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নিজে বিদ্বান্ ও পণ্ডিতগণের বিশেষ সমাদর করিতেন। ইনি কয়েক খানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়া আপ-নার বিদ্যাবত্তা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার সময় পাটনা রাজ্যও বহু বিস্তৃত হইয়াছিল; উত্তরে ফুলঝর ও সারঙ্গগড়, পূর্ব্বে গাঙ্গপুর, বামড়া ও বিন্দ্রানবগড় এবং পশ্চিমে খরিয়ার রাজ্য এমন কি মহানদীর বামকূলবর্ত্তী ভূভাগ, রাইরাখোল ও রতনপুর পর্য্যন্ত পাটনা রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছিল। ফুলঝরে দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্ম্মিত হয়। বৈজলের পৌত্র রাজা নরসিংহ দেব তাঁহার অধিকারভুক্ত ওঙ্গনদীর উত্তরকূলবর্ত্তী সমস্ত রাজ্য কনিষ্ঠ বলরাম দেবকে প্রদান করেন। এই বলরামদেবই সম্বলপুর নগর স্থাপন করেন। পরে নানাস্থান ইহার অধিকারভুক্ত হওয়ায় ক্রমে সম্বলপুরই সর্ব্বপ্রধান গড়জাত বলিয়া গণ্য হইল। এই সময় হইতে পাটনার অধঃপতনের সূত্রপাত। নরসিংহ দেবের পর কএক পুরুষ পর্য্যন্ত অপর গড়ের সর্দ্দারেরা পাটনা-রাজের প্রাধান্য স্বীকার করিতেন। ক্রমে অপর সকল গড়-জাত অপেক্ষা পাটনা নিতান্ত হতশ্রী হইয়া পড়িয়াছে।

এখানে ধান্য, কলাই, সরিষা, ইক্ষু ও কার্পাস জন্মে। পাটনা সহরের চারি পার্শ্বে প্রায় ৩৯ মাইল বিস্তৃত বন আছে, এই বনে শাল, পিয়াশাল, আবুলুস্, শিশু প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মে। এই বনে বৃহৎকায় ব্যাঘ্র, ভল্লূক, তরক্ষু, মহিষ প্রভৃতি যথেষ্ট আছে।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে পাটনারাজের মৃত্যু হইলে বৃটীশ গবর্মেণ্ট তাঁহার নাবালক পুত্রের অভিভাবক নিযুক্ত হন। বৃটীশ গবর্মেণ্টের যত্নে এই রাজ্যের অনেক উন্নতি হইয়াছে। এখন পাটনারাজ সাবালক হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। ২ উক্ত করদরাজ্যের প্রধান নগর ও রাজধানী। এখানে দুই হাজারের অধিক লোকের বাস।

পাটনা খাল, (Patna Canal) গয়া জেলার অন্তর্গত একটী খাল। বরুণ গ্রামের ৪ মাইল দূরে শোণনদের বাঁধ (Anicut) যেখানে পূর্ব্ব ও পশ্চিম খালকে বিভিন্ন করিয়াছে, তথায় পূর্ব্বখাল (Eastern Canal) হইতে পাটনা-খাল বাহির হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৭৯ মাইল।

পাটনাই (দেশজ) যে সকল দ্রব্য পাটনায় হয়।

পাটনা মল্লিকা, একপ্রকার মল্লিকা। [মল্লিকা দেখ।]

পাটনী (দেশজ) ১ পারাবারের নাবিক, যাহারা নদী পার করিয়া দেয়।

২ পূর্ব্ববঙ্গবাসী এক নিম্নজাতি। স্থানভেদে ইহারা পাটুনী, পাটনী বা ডোমপাটনী নামে খ্যাত। নৌকাচালন,

মৎস্যধারণ, ঝুড়িনির্ম্মাণ, সামান্য ব্যবসা ও চাষবাস এই জাতির উপজীবিকা।

ইহাদের শরীরাদির গঠন দৃষ্টে কোন কোন পাশ্চাত্য মানবতত্ত্ববিৎ ইহাদিগকে দ্রাবিড়জাতিসম্ভূত বলিয়া মনে করেন। কাহারও বিশ্বাস, ইহারা পূর্ব্বে ডোম বলিয়াই গণ্য ছিল, এখনও সেইজন্য রঙ্গপুর প্রভৃতি কোন কোন স্থানে ইহারা ডোম-পাট্‌নী নামে আখ্যাত। ইহারা গঙ্গাপুত্র বা ঘাট মাঝি নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। পরশুরামের জাতি-মালামতে, রজকের ঔরসে বৈশ্যকন্যার গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি। কিন্তু পাটনীরা বলিয়া থাকে, "তাহাদের আদিপুরুষ মাধব মিথিলা যাত্রাকালে রামচন্দ্রকে পার করিয়াছিল। রামচন্দ্রের স্পর্শে তাহার তরণী সুবর্ণে পরিণত হয়। কিন্তু মাধব তাহা বুঝিতে না পারিয়া আপনার 'সর্ব্বনাশ হইল' বলিয়া আক্ষেপ করিতে থাকে। তাহাতে রামচন্দ্র উত্তর করেন, নৌকাখানি খাঁটীসোণা হইয়া গিয়াছে, তুমি বুঝিতে পার নাই। তোমার এই নির্বুদ্ধিতার কারণ তোমার বংশধরেরা সকলেই নৌকায় পারাপার করিবে। তুমি মৃত্যুর পর স্বর্গে গিয়া বৈতরণী নদীর পাটনী হইবে।"

ইহাদের নীচজাতিত্ব সম্বন্ধে এই প্রবাদটী শুনা যায়—রাজা বল্লালসেন পদ্মাবতী নাম্নী এক পাটনীকন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করেন। তাহার পাকস্পর্শ উৎসবের সময় যথাকালে পাটনীরা উপস্থিত হইতে পারে নাই, সেই জন্য তাহারা পতিত ও নীচজাতি বলিয়া গণ্য হইল।

পাট্‌নীদের মধ্যে পাঁচটী শ্রেণী দেখা যায়, জাতপাটনী, ঘাট-পাটনী বা ঘাটোয়াল, ডোমপাটনী বা মাছুয়া, বাঁশফোড় এবং ডাগরা। এই পঞ্চশ্রেণীর মধ্যে জাতপাটনীরা কৃষি ও মুদী পসারির ব্যবসা, ঘাটপাটনীরা খেয়াপার অথবা নৌকাচালন, ডোমপাটনীরা মৎস্যধারণ, শুকরপালন ও বিবাহাদি উৎসবে বাদ্যকর্ম্ম এবং বাঁশফোড় ও ডাগরাগণ শীকার, বেতের ঝুড়ি বা ঝাড়ন প্রস্তুত এবং কাচাঘরের কাটাম প্রস্তুত করিয়া থাকে। ইহারা প্রায়ই নদীতীরে বাস করে। ডোমপাটনীরা আপনাদের পাদোদক পান করাইয়া অপরজাতিকে নিজ দলভুক্ত করিতে পারে।

উক্ত পাঁচটী শ্রেণী ব্যতীত ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব বাসস্থান অনুসারে কএকটী সমাজ আছে। যথা—কলাগাছী, কালী-বালা, তেঁতুলিয়া, ঝিনিয়া, নস্করপুরা, পরামাণিক, প্রাচীর, রাইপুর, ভদ্রঘাট, সাট্টা, সৈদাবাদ। ইহাদের মধ্যে আলম্যান গোত্র দৃষ্ট হয়।

ইহাদের মধ্যে বহু বিবাহ বা বিধবা বিবাহ প্রচলিত নাই, তবে বাল্যবিবাহের যথেষ্ট আদর। বরপক্ষকে পণ দিয়া কন্যা লইতে হয়।

পতিত বা বর্ণ ব্রাহ্মণেরা ইহাদের পৌরোহিত্য করিয়া থাকে। ইহারা গোঁসাইএর শিষ্য হইলেও সকলেই প্রায় শৈব। কেবল নোয়াখালী জেলায় অল্পসংখ্যক বৈষ্ণব পাটনী দেখা যায়।

ইহারা সকল হিন্দু দেবদেবী মানে। অপর মাঝি মাল্লার ন্যায় পাচপীরের পূজা দিয়া থাকে। গঙ্গাপূজাই ইহাদের মধ্যে প্রধান বলিয়া গণ্য। এই পূজায় গঙ্গার উদ্দেশে একটী সাদা শূকরশাবক বলি না দিয়া নৌকায় উঠে না। ইহারা লবণ, চিনি, দুধ ও গাঁজা দিয়া পবনদেবের পূজা দেয়।

ইহারা সমাজে জালিয়া, মালো বা জালিক কৈবর্ত্তের সমান বলিয়া গণ্য। প্রকৃত ধোবা নাপিতেরা ইহাদের কাজ করে না, সেই জন্য ইহাদের মধ্যেই স্বতন্ত্র ধোবা নাপিত আছে। ইহারা কখন নৌকায় রঙ্ দেয় না, এই কার্য্য নিতান্ত হেয় বলিয়া মনে করে।

লোকগণনাবিবরণী হইতে জানা যায়, এই জাতির সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস হইতেছে।

পাটপাট (ত্রি) অতিশয় পটু।

পাটরাণী (দেশজ) পট্টমহিষী, রাজার প্রধানা স্ত্রী।

পাটল (স্ত্রী) পাটলো বর্ণোঽস্ত্যস্যেতি পাটল-অর্শ আদিত্বাদচ্। ১ পাটলীপুষ্প। পাটলপুষ্পকে কেহ কেহ গোলাপ পুষ্প বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

"পাটলাশোকবকুলৈঃ কুন্দৈঃ কুরুবকৈরপি।"

(ভাগ° ৪।৬।১৪)

কেহ কেহ বলেন, ইহা পাটলাশব্দ। শকুন্তলায় ১ অঙ্কে লিখিত আছে—"পাটলসংসর্গসুরভিবনবাতাঃ" এই শ্লোকের টীকায় কেহ পাটল শব্দের গোলাপফুল এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। (পুং) ২ শ্বেতরক্তবর্ণ, শ্বেত ও রক্তবর্ণ মিশ্রিত হইলে যে বর্ণ হয়, তাহাই পাটল বর্ণ। চলিত গোলাপী রঙ, পাট্‌কিলে রঙ। ৩ আশু ধান্য। ইহার গুণ—অত্যুষ্ণ, বদ্ধনিষ্যন্দী ও ত্রিদোষকারক। (রাজব°) (ত্রি) ৪ পাটলবর্ণযুক্ত। (রঘু ২।২২৯) ৫ বৃক্ষবিশেষ, পারুলগাছ। ৬ রোহিষ তৃণ। (বৈদ্যকনি°)

পাটলক (ত্রি) পাটল-স্বার্থে কন্। পাটল।

পাটলদ্রুম (পুং) পাটলস্য পাটলপুষ্পস্য দ্রুমো বৃক্ষঃ। পুন্নাগ বৃক্ষ, পাটলচ্ছদ, পারুলগাছ।

পাটলা (স্ত্রী) পাটলো বর্ণোঽস্ত্যস্যাঃ। ১ দুর্গা। "অপর্ণানেক-পর্ণা চ পাটলা পাটলাবতী।" (ভদ্রসা°) ২ পুষ্পবৃক্ষ

বিশেষ। (Stereospermum Suaveolens or cheloni-oides) স্বনামখ্যাত বৃক্ষ, চলিত পারুল। হিন্দী পদ, উৎকল পাটুড়ি, তামিল পত্রি, তৈলঙ্গ কলগোর এবং কলিগোট্টু চেট্টু, মহারাষ্ট্র পাড়লী, কর্ণাটী হাদরি।

সংস্কৃত পর্য্যায়—পাটলি, অমোঘা, কাচস্থালী, ফলেরুহা, কৃষ্ণবৃন্তা, কুবেরাক্ষী, তাম্রপুষ্পী, কুম্ভিকা, সুপুষ্পিকা, বসন্তদূতী, স্থালী, স্থিরগন্ধা, অম্বুবাসী, কালবৃন্তী, মধুদূতী, কালাস্থলী, অলিবল্লভা, কামদূতী, কুম্ভী, তোয়াধিবাসিনী। ইহার গুণ—তিক্ত, কটু, উষ্ণ, কফ, বাত, শোক, আধ্মান, বমি, শ্বাস ও সন্নিপাতনাশক। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশ-মতে তুবর, অনুষ্ণ, ত্রিদোষ, অরুচি, হিক্কা ও তৃষ্ণানাশক। ইহার পুষ্পগুণ কষায়, মধুর, শীতল, হ্রদ্য, কফ ও অস্রনাশক। ইহার ফলগুণ পিত্ত, অতীসার ও দাহনাশক, হিক্কা ও রক্তপিত্তকারক। (ভাবপ্র°)

এই বৃক্ষোৎপত্তির বিবরণ বামনপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—ভগবান্ ব্রহ্মা শিবলিঙ্গপূজাদির বিধিনির্ণয় করিয়া স্বধামে প্রস্থান করিলে পর মহাদেব সেইস্থলে বিচরণ করিতে ছিলেন, এমন সময় কন্দর্প ধনুতে শর যোজনা করিয়া মহাদেবকে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে মহাদেবের ক্রোধদৃষ্টিতে দগ্ধপ্রায় হইয়া কন্দর্প স্বীয় ধনু পরিত্যাগ করেন, ঐ ধনু পতিত হইয়া পাঁচখণ্ড হইল। যে স্থল মুষ্টিবদ্ধ ছিল, তথায় চম্পকবৃক্ষ, যেখানে শুভাকার বন্ধন স্থান বজ্রভূষিত ছিল, তাহা হইতে বকুল এবং যাহা ইন্দ্রনীলবিভূষিত-কোটী ছিল, তাহা পাটলীবৃক্ষরূপে উৎপন্ন হয়। (বামনপু° ৫ অ°) ২ রক্তলোধ্র। (শব্দচ°) ৩ গণিকারিকা। (বাভট° সূ° ১৫ অ°) ৪ শ্বেতপাটলবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°) ৫ মুষ্ককবৃক্ষ। ৬ বৃহন্নীলতন্ত্র বর্ণিত একটী তীর্থ, এখানে পাটলেশ্বরী দেবী অবস্থান করেন।

পাটলাদি (পুং) বিল্বাদি দশমূল কষায়। এই কষায় শোথনাশক। (চরক ভূ° ৪ অ°)

পাটলাপুষ্পবর্ণক (ক্লী) পদ্মকাষ্ঠ। (বৈদ্যকনি°)

পাটলাপুষ্পসন্নিভ (ক্লী) পাটলাপুষ্পস্য সন্নিভা সাদৃশ্যং যত্র। পদ্মকাষ্ঠ। (রাজনি°)

পাটলাভ (পুং) রক্তালুক। (বৈদ্যকনি°)

পাটলাবতী (স্ত্রী) ১ নদীভেদ। (ভারত ভীষ্মপ° ৯ অ°) ২ দুর্গা।

"অপর্ণানেকপর্ণা চ পাটলা পাটলাবতী।" (তন্ত্রসার)

পাটলি (স্ত্রী) পাটি-ভাবে ঘঞ্, পাটো দীপ্তিস্তং লাতীতি লা-ই (অচ ইঃ। উণ্ ৪।১৩৮) পাটলাপুষ্পবৃক্ষ।

"তত্র পাটলিপুষ্পাণাং সমবর্ণা হয়োত্তমাঃ। (ভারত ৭।২২।১৫)

২ ঘণ্টাপাটলি। ৩ কটভীবৃক্ষ। ৪ মুষ্কক বৃক্ষ। (রাজনি°)

পাটলিক (পুং) পাটি বাহ° অলি, ততঃ সংজ্ঞায়াং কন্। অজ্ঞ ধর্ম্মজ্ঞ। (হারা°)

পাটলিপুত্র (ক্লী) পাটলীপুত্র, স্বনামখ্যাত নগরভেদ। পর্য্যায়—কুসুমপুর, পুষ্পপুর, পাটলিপুত্রক। (ত্রিকাণ্ড°)

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে—

"উদায়ী ভবিতা তস্মাৎ ত্রয়োবিংশৎ সমা নৃপঃ।
স বৈ পুরবরং রাজা পৃথিব্যাং কুসুমাহ্বয়ম্।
গঙ্গায়া দক্ষিণে কূলে চতুরস্রং করিষ্যতি॥"

(উপোদ্ঘাতপাদ ১১৬ অ°)

উদায়ী ২৩ বর্ষ রাজত্ব করিবেন। তিনিই গঙ্গার দক্ষিণকূলে চতুরস্র কুসুমপুর নগর নির্ম্মাণ করিবেন।

জৈনদিগের স্থবিরাবলীচরিতে লিখিত আছে—

পুষ্পভদ্রপুরে পুষ্পকেতু নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম পুষ্পবতী, এই পত্নীর গর্ভে পুষ্পচূল ও পুষ্পচূলা নামে এক পুত্র ও কন্যা হয়। এই পুষ্পবতী জৈনাগম ভিন্ন আর সকলই কষ্টপ্রদ বলিয়া শ্রাবকী ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। পরে কতকগুলি শ্রাবকের সহিত গঙ্গাতীরে প্রয়াগ তীর্থে আসেন, এই তীর্থ দেবগণ বিধান করিয়াছিলেন।

এই স্থানে গঙ্গাগর্ভে অন্নিকাপুত্রের দেহ পর্য্যবসিত হয়। তাঁহার মস্তক মকরাদি জলজন্তু কর্ত্তৃক নদীতীরে নীত হয়। কোন একদিন দৈবযোগে তাঁহার এই মস্তকে পাটলা বীজ নিপতিত হয়, কিছুদিন পরে মাথার খুলি ভেদ করিয়া এক পাটলা বৃক্ষের উৎপত্তি হয়। এই পাটলা তরু ক্রমে অতি বিশাল হইয়া উঠে। কোন এক নৈমিত্তিক পাটলীতরুর প্রভাব অবগত হইয়া বলিয়াছিলেন, এইস্থান সকল প্রকার সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইবে। রাজা উদায়ী ইহা জানিতে পারিয়া ঐ পাটলাদ্রুম পূর্ব্বদিক্ করিয়া পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ ক্রমে একটী চতুরস্রপুর স্থাপন করেন। পাটলীবৃক্ষ হইতে এই নগরের আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া এই নগর পাটলীপুত্র নামে বিখ্যাত হয়। রাজা উদায়ী এই পুর মধ্যে বড় বড় জৈনমন্দির, গজ ও অশ্বশালাযুক্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ, নানাবিধ সৌধমালা, পণ্যশালা, ঔষধালয় এবং বৃহৎ গোপুর প্রভৃতি প্রস্তুত করেন। এই নগর দেখিলে বোধ হইত যে, যেন ইহা সাক্ষাৎ আর্হত ধর্ম্ম বিস্তার করিবার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।*

বৌদ্ধদিগের 'মহাপরিনিব্বানসুত্ত' নামক পালিগ্রন্থ পাঠে জানা

---

* "করোটিকর্পরস্যান্তস্তস্যান্যস্মিংশ্চ বাসরে।
জগতৎ পাটলাবীজং দৈবযোগেন কেনচিৎ।
করোটিকর্পরং ভিন্দংস্তদ্বীজাদ্দক্ষিণাহ্বনোঃ।
উদ্গাতঃ পাটলীতরুর্বিশালোঽস্যমভূৎ ক্রমাৎ।

যায়,—ভগবান্ বুদ্ধ শেষবার নালন্দা হইতে বৈশালীগমনকালে পাটলীগ্রামে আগমন করেন। এথানে অধিবাসিগণ একটী 'অবস্থাগার' বা বিশ্রামাগার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা বৈশালী ও রাজগৃহের মধ্যবর্ত্তী উক্ত পথে অবস্থিত ছিল। উক্ত বিশ্রামাগারে অবস্থানকালে বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন যে, এই গ্রামে বহু জনাকীর্ণ নগর হইবে এবং এই স্থান অগ্নি, জল ও বিশ্বাসঘাতকতার আঘাত সহ্য করিবে। তৎকালে মগধরাজের দুই জন মন্ত্রী সুনীধ্ ও বেস্‌সকর বৃজীদিগের আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিবার জন্য নগর নির্ম্মাণ করিতেছিলেন। এই নগরদ্বার দিয়া বুদ্ধদেব গমন করেন। যেথানে তিনি নদী পার হন, সেই স্থান গোতমঘাট নামে বিখ্যাত হয়।

মহাবংশেও লিখিত আছে,—মহারাজ অজাত-শত্রুর পুত্র উদয় (উদায়ী ?) এই পাটলীপুত্র নগর স্থাপন করেন।

মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত ও তৎপৌত্র অশোকের সময় এই নগরীর যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। এই সময়ে গ্রীসের যবনরাজদূত পাটলীপুত্রের রাজসভায় অবস্থান করিতেন। গ্রীকদূত মেগেস্থিনিসের বর্ণনায় জানা যায়, এই নগর দৈর্ঘ্যে ৮০ ষ্টেডিয়া (প্রায় ৮ ক্রোশ) ও প্রস্থে ১৫ ষ্টেডিয়া এবং চারিদিকে গড়খাই দ্বারা বেষ্টিত ছিল। সমস্ত রাজধানীর আয়তন প্রায় ২২০ ষ্টেডিয়া বা ২৫½ মাইল ছিল। গ্রীক্ ঐতিহাসিক মেগ্নিস্থান্ লিখিয়াছেন, 'হিরণ্যবাহ (Erannaboas) ও গঙ্গার সঙ্গমের নিকট পাটলীপুত্র অবস্থিত।' মহাভাষ্যে পতঞ্জলিও লিখিয়াছেন, 'অনুশোণং পাটলিপুত্রং' অর্থাৎ শোণের উপর পাটলিপুত্র। শোণ ও হিরণ্যবাহ একই নদী।

দিওদোরাস্ লিখিয়াছেন—হেরাক্লিস্ (বলরাম) এই নগর স্থাপন করেন। কিন্তু ইহার মূলে কোন ঐতিহাসিকতা নাই।

ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডে পাটলীপুত্রের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

'অজ ভূমির নিকট গঙ্গার দক্ষিণভাগে পাটলীপুত্র নামক একটী পরম সুন্দর নগর আছে। কুশনাভের পুত্র মহাবল-পরাক্রান্ত গাধিনামক এক রাজা ছিলেন, পাটলী নাম্নী তাঁহার একটী সর্ব্বলক্ষণান্বিত কন্যা জন্মে। ঐ কন্যা বিশ্বামিত্রের জ্যেষ্ঠ এবং বিবিধ বিদ্যায় বিভূষিত ছিল। একদা ত্রেতাযুগের শেষ সময়ে কৌণ্ডিল্যমুনির পুত্র, বিবাহ করিবার জন্য জাবাল মুনির নিকট মন্ত্র শিক্ষা করিতে গমন করিলেন। জাবালমুনি ঐ কৌণ্ডিল্যপুত্রকে আকর্ষণী সিদ্ধবিদ্যা ও মন্ত্রাদি দান করিলেন। অনন্তর মুনিপুত্র কৃতবিদ্য হইয়া তথা হইতে মগধদেশে গমন করিলেন। তথায় গিয়া দেখিলেন, একটী রমণীয় আশ্রমে কামশাস্ত্রাভিজ্ঞ এবং বিবিধকলানিপুণ কামিনীগণের কামদমনকারী মূর্ত্তিমান্ মদনের ন্যায় চ্যবননামক এক মুনি বাস করিতেছেন। মুনিপুত্র বসন্তসমাগমে দার পরিগ্রহ করিবার নিমিত্ত ঐ চ্যবনমুনির আশ্রমে উপনীত হইলেন এবং ঐ মুনির নিকট একটী কন্যা প্রার্থনা করিলেন। চ্যবন কহিলেন,—হে মুনিপুত্র! পাটলী নামে গাধিরাজের একটী পরমসুন্দরী কন্যা আছে। ঐ কন্যা বিদ্যা এবং অন্যান্য সৌন্দর্য্য হেতু পৃথিবীতে অতুলনীয়া। হে বৎস! তুমি মন্ত্রবলে উঁহাকে হরণ করিয়া পত্নীরূপে গ্রহণ কর। মুনিপুত্র চ্যবনের আদেশে ছদ্মবেশে গাধিরাজভবনে উপনীত হইয়া মন্ত্রবলে অন্তঃপুরস্থ কোন একটী গৃহ হইতে কন্যাটিকে হরণ করিয়া বায়ুভরে আকাশপথে গমন করিলেন। সমস্ত রাত্রি ঐভাবে ভ্রমণ করিয়া প্রভাত কালে ভাগীরথীর দক্ষিণপার্শ্বস্থ কচ্ছভূমিতে এক নিবিড় কানন মধ্যে পতিত হইলেন। তথায় পতিত হইয়া পাটলী কহিল, হে প্রাণেশ্বর! আমাদের উভয়ের নামানুসারে এই স্থানেই একটী উত্তম নগর নির্ম্মাণ করুন। পাটলীর কথা শুনিয়া মুনিপুত্র মন্ত্রবলে এখানকার কানন সকল ছেদন করিয়া পাটলীপুত্র নামে একটী নগর নির্ম্মাণ করিলেন। তদবধি এই নগর পাটলীপুত্র নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই নগর সম্বন্ধে আরও অন্যান্য অনেক ভবিষ্যদ্বাণী আছে, তন্মধ্যে ঐ নগরে ক্ষত্রিয়দিগের গৃহে নানক নামে এক

পাটলাদ্রুঃ পবিত্রোঽয়ং মহামুনিকরোটিভূঃ।
একাবতারোঽস্য মূলবীজশ্চেতি বিশেষতঃ॥
তদত্র পাটলিতরোঃ প্রভাবমবলম্ব্য চ।
দৃষ্ট্বা চাষনিমিত্তং চ নগরং সন্নিবেশ্যতাম্॥
একো নৈমিত্তিকশ্চোচে সর্ব্বনৈমিত্তিকাজ্ঞয়া।
দাতব্যমাশিবাশব্দং সূত্রং পুরনিবেশনে॥
প্রমাণং যুয়মিত্যুক্ত্বা তান্নিমিত্তবিদো নৃপঃ।
অধিনগরনিবেশং সূত্রপাতার্থমাদিশৎ॥
পাটলীং পূর্ব্বতঃ কৃত্বা পশ্চিমাং তত উত্তরাম্।
ততোঽপি চ পুনঃ পূর্ব্বাং ততশ্চাপি হি দক্ষিণাম্॥
শিবাশব্দাবধিং গত্বা তেঽথ সূত্রমপাতয়ন্।
চতুরস্রঃ সন্নিবেশঃ পুরস্যেবমভূত্তদা॥
তত্রাঙ্কিতে ভূপ্রদেশে নৃপঃ পুরমকারয়ৎ।
তদভূৎ পাটলী নাম্না পাটলীপুত্রনামকম্॥
পুরস্য তস্য মধ্যে তু জিনায়তনমুত্তমম্।
নৃপতিঃ কারয়ামাস শাশ্বতায়তনোপমম্॥
গজাশ্বশালাবহুলং নৃপপ্রাসাদসুন্দরম্।
বিশালশালমুদ্দামগোপুরং সৌধবন্ধুরম্॥
পণ্যশালাসত্রশালাপোষধাগারভূষিতম্।
ভুভুজা তদলঙ্কক্রে শুভেঽহ্ন্যুৎসবপূর্ব্বকং॥
রাজা তত্রাকরোদ্রাজ্যমুদায়ুর্দিগ্বিজয়ক্রিয়া।"

(হেমচন্দ্রের স্থবিরাবলীচরিত ৬।১৭-১৮৩)

জন মহাজ্ঞানী গুরু জন্মিবেন, তিনি জন্মগ্রহণ করিবামাত্র নরগণের অজ্ঞান দূর করিবেন এবং বিষয় বাসনা ত্যাগ করিয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করিবেন।"

মেগেস্থেনিসের বর্ণনায় জানা যায় মৌর্য্য-রাজগণের সময় পাটলীপুত্র (Palibothra) কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহাদি শোভিত ছিল, মৌর্য্যরাজ নিজ বাসের জন্য প্রস্তরের প্রাসাদ ও কএকটী প্রস্তরগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

চীনপরিব্রাজক ফাহিয়ান্ (৪০০-৪১৫ খৃঃ অব্দের মধ্যে) পাটলীপুত্র দর্শনে আসিয়া লিখিয়া গিয়াছেন—

'এই নগরে মহারাজ অশোক রাজত্ব করিতেন। নগরের মধ্যস্থলে রাজপ্রাসাদ অবস্থিত। সম্রাট্ অশোকের আদেশে যক্ষগণ কর্তৃক ইহার কোন কোন অংশ নির্ম্মিত হইয়াছিল। যে সুবৃহৎ প্রস্তরে প্রাকার, তোরণ ও দ্বার নির্ম্মিত হইয়াছে, দেখিলেই মানুষের গঠিত বলিয়া বোধ হয় না।'

৬৩৭ খৃষ্টাব্দে চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌ৎসিয়াং পাটলীপুত্রে আগমন করেন। তিনি লিখিয়াছেন, 'গঙ্গার দক্ষিণে ৭০ লি বিস্তৃত প্রাচীন নগর অবস্থিত। যদিও এই প্রাচীন নগর বহুদিন হইতে মানবশূন্য ও বিধ্বস্ত হইয়াছে, তথাপি ইহার প্রাচীরের ভিত্তি বিদ্যমান। বহু পূর্ব্বকালে এখানকার রাজপ্রাসাদে বহু পুষ্প বিকীর্ণ থাকিত বলিয়া এই নগর পুষ্পপুর বা কুসুমপুর নামে অভিহিত হইত।'

পাটলীপুত্রের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে উক্ত চীনপরিব্রাজক লিখিয়াছেন, 'একজন অশেষ শাস্ত্রবিৎ ও বহুগুণশালী ব্রাহ্মণ ছিলেন। যথাকালে তাঁহার বিবাহ না হওয়ায় তিনি মনে মনে অভাব বোধ করিতেন। একদিন তাঁহার বন্ধুগণ মিলিয়া উপহাসচ্ছলে তাঁহাকে এক পাটলীবৃক্ষের তলে কৃত্রিম বিবাহ দেন। ব্রাহ্মণ সত্য সত্যই মনে করিলেন যেন কন্যার পিতামাতা আসিয়া তাহাকে এক সুন্দরী কন্যা সম্প্রদান করিল। ক্রমে সূর্য্য অস্তমিত হইল। বন্ধুগণ সকলে ফিরিল। তাহারা বিদ্রূপের কথা প্রকাশ করিলেও ব্রাহ্মণ কিন্তু আর গৃহে ফিরিলেন না, সেই পাটলীতলে বসিয়া রহিলেন। রাত্রিকালে দৈবপ্রভায় সেইস্থান আলোকিত হইল। ব্রাহ্মণ দেখিলেন সত্য সত্যই এক বৃদ্ধ আসিয়া তাঁহাকে কন্যাদান করিলেন। এখানে কিছুদিন অতিবাহিত করিবার পর ব্রাহ্মণ গিয়া আপনার আত্মীয়স্বজনকে বিবাহের সংবাদ দিলেন ও তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া সেই পাটলীবনে আগমন করিলেন। তাঁহারা পাটলীতরু-স্থানে হঠাৎ সুন্দর অট্টালিকা ও ব্রাহ্মণের বধূকে দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন। বধূর পিতা আসিয়া তাঁহাদিগকে যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহারা সকলেই পুলকিত হইয়া স্ব স্ব বাসে আসিলেন। ক্রমে এক বর্ষ অতিবাহিত হইল। ব্রাহ্মণের এক পুত্র জন্মিল। তিনি একদিন পত্নীকে কহিলেন, আমি তোমার বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারিব না; কিন্তু এরূপ খালি জায়গায় আর কতদিন থাকিব? তাঁহার প্রেয়সী পতির কথা পিতাকে জানাইলেন। শ্বশুর জামাতার বাসের জন্য একদিনের মধ্যে বহুলোক সাহায্যে এক অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। পাটলীতরুতলে ব্রাহ্মণ পুত্র (বর) হইয়াছিলেন, এখন আবার তথায় পুর (গৃহ) নির্ম্মিত হওয়ায় এই স্থান কুসুমপুরের পরিবর্ত্তে 'পাটলীপুত্রপুর' নামে বিখ্যাত হইল।'

হিউএন্‌ৎসিয়াং এখানে প্রাচীন প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে উচ্চ অশোকস্তম্ভ, বহুশত সঙ্ঘারাম, বহু স্তূপ ও দেবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় উক্ত প্রাচীন পাটলীপুত্রের উত্তরে গঙ্গার ধারে প্রায় সহস্র গৃহবিশিষ্ট একটী ক্ষুদ্র নগর অবস্থিত ছিল।

উপরোক্ত বর্ণনায় জানা যায়, খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্য্যন্ত পাটলীপুত্র একটী মহানগর বলিয়া গণ্য ছিল, খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর পূর্ব্বেই ইহা ধ্বংসমুখে পতিত হয় এবং বুদ্ধদেবের ভবিষ্যবাক্য সফল হয়। চীনলেখক মতোন্‌লিন্ লিখিয়াছেন যে, ৭৫৬ খৃষ্টাব্দে 'হোলং' (হিরণ বা হিরণ্যবাহ) নদীর তট ভাঙ্গিয়া অন্তর্হিত হয়। ইহাতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, শোণ বা হিরণ্যবাহ নদীর গতি পরিবর্ত্তনের সহিত প্রাচীন পাটলীপুত্রের বিলোপ সাধিত হয়।[১]

সম্ভবতঃ এই সময় প্রাচীন পাটলীপুত্রসন্নিহিত চীনপরিব্রাজকবর্ণিত সেই ক্ষুদ্র নগরই পাটলীপুত্র নামে কথিত হয়। কারণ তৎপরে পালরাজ ধর্ম্মপালের শাসনেও তাঁহার রাজধানী পাটলীপুত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ইহা নবপাটলীপুত্র। এই পাটলীপুত্রও কিছুদিনের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, এখানকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ বিদেশীয় হিন্দুরাজগণের নিকট সম্মানলাভ করিতেন। গুর্জ্জরের রাষ্ট্রকূটরাজ নিত্যবর্ষ পাটলীপুত্রবিনির্গত বেন্নপভট্টের পুত্র সিদ্ধভট্টকে ৮৩৬ শকে লাটদেশের অন্তর্গত তেন্নগ্রাম দান করিয়াছিলেন।[২] কিন্তু

(১) শোণনদীর গতি বহু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যে শোণ এক সময়ে পাটলিপুত্রের ঠিক পার্শ্বে প্রবাহিত ছিল, এখন বর্ত্তমান পাটনার পশ্চিম সীমা হইতে ১২ মাইল দূরে প্রবাহিত।

(শোণনদীর গতি-পরিবর্ত্তনের বিস্তৃত বিবরণ Cunningham's Arch. Sur. Reports, Vols, VIII and XI. দ্রষ্টব্য।)

(২) Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. XVIII.

এ সময় পাটলীপুত্র রাজধানী বলিয়া গণ্য ছিল কি না সন্দেহ। এ সময়ে গৌড়ে ও বিহারে পালরাজধানী স্থাপিত হওয়ায় পাটলীপুত্র বোধ হয় হতশ্রী ধারণ করে। এখন অনেকেই বর্ত্তমান পাটনা নগরীকেই প্রাচীন পাটলীপুত্র বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; কিন্তু বর্ত্তমান পাটনায় প্রাচীন পাটলীপুত্রের কিছুমাত্র চিহ্ন নাই। ডাক্তার ওয়াডেল (Dr. Waddell) সাহেব সম্প্রতি পাটনা সদরের মধ্যে কোন কোন স্থান খনন করিয়া যে সকল পুরাকীর্ত্তি বাহির করিয়াছেন এবং যদ্দ্বারা তিনি পাটনার ঐ অংশকে প্রাচীন পাটলীপুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, এই স্থান ও ঐ সকল ধ্বংসাবশেষ মৌর্য্যরাজধানী পাটলীপুত্র বা তাহার প্রাচীন স্মৃতি বলিয়া মনে হয় না।[3] উহা বরং প্রাচীন পাটলীপুত্রের উত্তরবর্ত্তী নবপাটলীপুত্রের ধ্বংসাবশেষ হইতে পারে। পাটনার পাটনী-দেবীর মন্দিরে কতকগুলি তান্ত্রিক দেবদেবীর মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়, তাহার গঠনাদি আলোচনা করিলে ঐ পবিত্র মূর্ত্তিসমূহ নবপাটলীপুত্রের সমৃদ্ধিকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়।

পাটলিমন্ (ত্রি) অয়মেষামতিশয়েন পাটলঃ পাটল-ইমন্। অতিশয় পাটলবর্ণ।

পাটলী (স্ত্রী) পাটলি-স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ কটভীবৃক্ষ। ২ মুষ্কক বৃক্ষ। (রাজনি°)

"পুষ্যে রুদ্রজটামূলং মুখস্থং কারয়েদ্বুধঃ।
তাম্বূলাদৌ প্রদাতব্যং বশ্যা ভবতি নিশ্চিতং॥
তথৈব পাটলীমূলং তাম্বূলেন তু বশ্যকৃৎ॥" (ইন্দ্রজাল ১ অঃ)

৩ দেশাবলী ও ভবিষ্য-ব্রহ্মখণ্ডবর্ণিত বঙ্গদেশের অন্তর্গত মানাদের নিকটবর্ত্তী একটী প্রাচীন গণ্ডগ্রাম।

পাটলীতৈল (ক্লী) তৈলৌষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—সর্ষপতৈল ৪ সের, কাথার্থ ঘণ্টাপারুল ছাল ৮ সের, জল ৬৪ সের। শেষ ১৬ সের। যথানিয়মে এই তৈল পাক করিতে হইবে। এই তৈল লাগাইলে দগ্ধস্থানের বেদনা, রসাদিস্রাব ও দাহ এবং বিস্ফোটক প্রশমিত হয়।

(ভৈষজ্যরত্নাবলী ত্রণাধি°)

পাটলোপল (পুং) পাটলঃ উপলঃ কর্ম্মধা°। শ্বেত ও রক্তবর্ণ মণিভেদ।

পাটব (ক্লী) পটোর্ভাবঃ, কর্ম্ম বা (ইগন্তাচ্চ লঘুপূর্ব্বাৎ। পা ৫।১।১৩১) পটু-অণ্। ১ পটুতা, নিপুণতা, কৌশল। ২ দার্ঢ্য।

"বিক্লিপ্যন্তে কদাচিদ্ ধীঃ কর্ম্মণা ভোগদায়িনা।
পুনঃ সমাহিতা সা স্যাৎ তথৈবাভ্যাসপাটবাৎ॥" (পঞ্চতন্ত্র ৪।৬৪)

৩ আরোগ্য। (রাজনি°) পটোশ্ছাত্রাঃ অণ্। (পুং) ৪ পটুর ছাত্র। পটুর ছাত্র এই অর্থে বহুবচন হয়।

পাটবিক (ত্রি) পাটবং পটুত্বমস্ত্যস্য পাটব-ঠন্। ১ পটু। ২ ধূর্ত্ত। (ত্রিকাণ্ড)

পাটহিকা (স্ত্রী) পাটহং পটহবাদনং তদাকৃতিরস্ত্যস্যাঃ পটহ-ঠন্-টাপ্। ১ গুঞ্জা। (হারা°) পটহে তদাখ্যে প্রসৃতঃ ঠক্। (ত্রি) ২ পটহবাদ্যবাদক।

পাটা (স্ত্রী) পাঠা পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। পাঠা।

(অথর্ব্ব° ২।২৭।৪)

পাটা (দেশজ) ১ পাট্টা, ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক প্রজাকে দেয় শাসন-পত্র। ২ তক্তা।

পাটাগোনিয়া, দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত একটী দেশ। ইহা অক্ষা° ৩৮° ৫০´ হইতে ৫৩° ৫৫´ দক্ষিণে এবং দ্রাঘি° ৬৩° হইতে ৭৬° পশ্চিমে অবস্থিত। ইহার পূর্ব্বভাগে আটলান্টিক মহাসাগর, উত্তরে বিউনস্ আইরস্, উত্তরপশ্চিমে চিলি, পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর, দক্ষিণে মেগেলনপ্রণালী। পাটাগোনিয়া দুই ভাগে বিভক্ত,—একভাগ সমতল ও অপরভাগ পর্ব্বতে পরিপূর্ণ। পার্ব্বত্য প্রদেশ অধিকাংশই বনে আবৃত। এই সকল বনে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। বন্যজন্তুর মধ্যে হরিণ, ঘোড়ে, জলহস্তী প্রভৃতি দেখা যায়। সমতল প্রদেশ ছোট ছোট পাহাড় ও বালুকাপূর্ণ। এই বালুকাময় স্থানে সামান্য তৃণাদি জন্মিয়া থাকে।

সমতল ও পার্ব্বত্যপ্রদেশের অধিবাসীদিগের মধ্যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। সমতল প্রদেশের অধিবাসীরা সর্ব্বদা অশ্বপৃষ্ঠে ভ্রমণ করে বলিয়া ইহাদিগকে পাটাগোনিয়া বলে। পার্ব্বত্য প্রদেশীয় লোকেরা সর্ব্বদা সমুদ্রতীরে ডোঙ্গায় করিয়া ভ্রমণ করে বলিয়া তাহাদিগকে কেনো-ইণ্ডিয়ান (Canoe-Indians) কহে।

পাটাগোনিয়ার অধিবাসীরা অতিশয় দীর্ঘকায় বলিয়া প্রসিদ্ধ; ইহারা সচরাচর প্রায় ৬ ফিট্ উচ্চ হইয়া থাকে। ইহারা মৃগয়াকুশল এবং প্রায় সর্ব্বদা অশ্বারোহণে ভ্রমণ করে, কোন স্থানে স্থায়িভাবে বাস করে না। এই জাতির মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। ইহাদের মধ্যে চৌর্য্যবৃত্তি অতি আদরণীয়, এমন কি চুরি করিতে না পারিলে বিবাহ হওয়া ভার হইয়া থাকে। ইহারা প্রায়ই চর্ম্মের তাম্বুতে বাস করে। সকলেই তাম্রকূট ও সুরা সেবনে অত্যন্ত আসক্ত।

পাটায় (দেশজ) ভারবাহী পশুর পৃষ্ঠের গদী বাঁধিবার পেটী।

পাটারি (দেশজ) গ্রামসম্বন্ধীয় করগ্রাহক, পাটোয়ারী।

পাটাশেওলা (দেশজ) শৈবালভেদ, জলের একপ্রকার শেওলা, চিনি প্রস্তুত করিবার সময় তাহার উপর এই শৈবাল

(3) Dr. Waddell's Pataliputra নামক গ্রন্থে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

দিলে শীঘ্র চিনি পরিষ্কার হয়। এই জন্য এই শেওলা লোকে যত্ন করিয়া পুকুরে রাখিয়া থাকে।

পাটি, ১ বেতের ছালে প্রস্তুত একপ্রকার মাদুর। ২ পঙ্‌ক্তি।

পাটিকেল (দেশজ) ইষ্টক, ইট।

পাটিত (ত্রি) পাট্যতে স্ম ইতি পট-ণিচ্‌-ক্ত। কৃতপাটন, পর্য্যায়—দারিত, ভিন্ন।

"পাটিতমথ বহুবিদারিতং বেদনাবচ্চ।" (সুশ্রুত ২৫৬)

পাটিয়াল, পূর্ব্ববঙ্গবাসী একপ্রকার জাতি। ইহারা পাটি বুনিয়া থাকে। ইহারা আপনাদিগকে একশ্রেণীর কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেয়, কিন্তু তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইহারা যে মাদুর (পাটি)প্রস্তুত করিয়া থাকে, তাহা মোটা ও কৃষ্ণবর্ণ, এই জন্য ইহাকে মোটা পাটি বলে। ইহা শ্রীহট্টের শীতলপাটি হইতে বিভিন্ন। এই পাটি তিধুরজাতীয় (Maranta Dichotoma) নামক গাছ হইতে প্রস্তুত হয়। ইহা দিম ও জলা জমিতে জন্মিয়া থাকে। জুন ও জুলাই মাসে ইহার ফুল হয়। ফুল হইলে গাছ কাটিয়া চিরিয়া ফেলে এবং তাহা হইতে মাদুর প্রস্তুত হয়।

শ্রীহট্টে স্ত্রীলোকেরা মাদুর বুনিয়া থাকে। যে কন্যা ভাল মাদুর প্রস্তুত করিতে পারে, তাহার বিবাহের সময় পিতা প্রায় ৫০০।৬০০৲ টাকা প্রাপ্ত হয়। ঢাকায় পুরুষেরাই মাদুর বুনিয়া থাকে। ইহারা সকলেই বৈষ্ণব। ইহাদের দলের প্রধান ব্যক্তিকে প্রধান বা মাতব্বর কহে।

পাটী (স্ত্রী) পাটয়তীতি পাটি-ইন্‌ (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্‌। উণ্‌ ৪।১১৭) স্ত্রিয়াং বা ঙীষ্‌। ১ বলাক্ষুপ। (রাজনি°) ২ পরিপাটী। ৩ অনুক্রম। গণনাদির স্পষ্টক্রম।

"অস্তি ত্রৈরাশিকং বীজং পাটী চ বিমলা মতিঃ।" (লীলাবতী) ৪ শ্রেণী।

পাটীকুট (পুং) পাটীং কুটতীতি কুট-ক। চিত্রকবৃক্ষ।

পাটীগণিত (ক্লী) পাট্যা পরিপাট্যা গণিতং। গণিতশাস্ত্র। অঙ্কবিদ্যা। লীলাবতীর টীকায় পাটীগণিত শব্দের এইরূপ অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়, "পাটীনামসঙ্কলিতব্যবকলিতগুণনভজনাদীনাং ক্রমঃ, তয়া যুক্তং গণিতং পাটীগণিতং।" (লীলাবতীটীকা)

পাটী শব্দে সঙ্কলন, ব্যবকলন, ভাগ, গুণ প্রভৃতির ক্রম বুঝায়, যাহা এই ক্রমদ্বারা যুক্ত অর্থাৎ ক্রমানুসারে গণিত, তাহাকে পাটীগণিত কহে।

পাটীর (পুং) পটীর, চন্দনবিশেষ।

"লাটীনেত্রপুটী পয়োধরঘটী রেবাতটী দ্রুমুটী।
পাটীরদ্রুমবর্ণনেন কবিভির্মূঢ়ৈর্দিনং নীয়তে॥" (মুকুন্দমালা৩২)

পাটুপট (ত্রি) পাটী-অচ্‌ নিপাতনাৎ পিলুক্‌, বিষমত্বাদস্য উক্তং। পাঠক। (সিদ্ধান্তকৌ°)

পাটূর (পুং) পশ্বাদির পঞ্জরাস্থির নিকটস্থ প্রত্যঙ্গ বিশেষ। (বৈ°)

পাটেশ্বর, সাতারার ৭ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত একটী পাহাড়। ইহার উত্তরপশ্চিমভাগে দেগাঁও, নিগড়ি ও ভারতগাঁওর সঙ্গমস্থলে কতকগুলি গুহামন্দির আছে। এই স্থানে যাইতে হইলে দেগাঁও হইতে যে রাস্তা গিয়াছে তাহা দিয়া যাওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক। এই রাস্তা মধ্যে গণপতির একটী প্রকাণ্ড প্রতিমূর্ত্তি আছে। যেখানে পাহাড় ঢালু হইয়া গিয়াছে, সেইখানে একটী ক্ষুদ্র গহ্বরে বৃষের প্রতিমূর্ত্তি ও একটী পুষ্করিণী দেখা যায়। ইহার পূর্ব্বে গোসাবিদিগের একটী মঠ ও দক্ষিণপূর্ব্বে মহাদেবের মন্দির আছে। এই মন্দিরের পূর্ব্বদিকের ঘরে ব্রহ্মকোরা এবং পশ্চিমদিকের ঘরে গরুড়ের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত। মন্দিরের মধ্যভাগে পাটেশ্বরের পশ্চিম ভাগে পার্ব্বতীর প্রতিমূর্ত্তি বিদ্যমান। ইহা ভিন্ন গণপতি, মারুতি, জটাশঙ্কর, বিষ্ণু প্রভৃতির বিগ্রহ আছে। সমুদয় মন্দির ও প্রাঙ্গণ প্রস্তরনির্ম্মিত। মন্দিরনির্ম্মাতার নাম পরশুরাম নারায়ণ। এই মন্দিরের প্রায় ১০০ গজ দূরে কতকগুলি গুহা আছে। তাহাতে কতকগুলি লিঙ্গ আছে। ইহার কিয়দ্দূরে অগ্নির মন্দির এবং তাহাতে অগ্নিদেবের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত। অগ্নিদেবের মন্দিরের পার্শ্বেই আর একটী মন্দিরে ষষ্ঠীদেবীর দুইটী প্রতিমূর্ত্তি আছে। পুরাতন গুহার অধিকাংশই বর্ত্তমান আছে। ইহা প্রায় ৩৫ ফিট্‌ গভীর, কিন্তু অত্যন্ত অন্ধকারপূর্ণ। ইহার কিছু পূর্ব্বে ভীমকুণ্ড নামে একটী ছোট পুষ্করিণী আছে।

পাটোয়া (পাটুয়া), পশ্চিমাঞ্চলবাসী জাতিবিশেষ। পট্ট বা রেশম দিয়া গহনা গাঁথে বলিয়া এই নাম হইয়াছে। প্রবাদ এইরূপ যে, হরপার্ব্বতীর বিবাহের সময় এক স্বর্ণকার কতকগুলি হীরকখণ্ড আনয়ন করে; কিন্তু তাহা গাঁথিবার লোক না থাকায় মহাদেব পাটোয়া জাতির সৃষ্টি করেন। পঞ্জাবে যে সকল পাটোয়া আছে, তাহারা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব বলিয়া থাকে। মীর্জাপুর জেলায় যে সকল পাটোয়া আছে, তাহারা সিংহ উপাধি ধারণ করে ও আপনাদিগকে এক শ্রেণীস্থ কতোচ-রাজপুত বলিয়া পরিচয় দেয়। কিন্তু গহনা গাঁথা ব্যবসার কারণ তাহাদের পাটোয়া নাম হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

পাটোয়াদিগের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী আছে এবং এক শ্রেণীর মধ্যে ইহাদের বিবাহাদি হইয়া থাকে। পাটোয়ারা সাধারণতঃ বৈষ্ণব, কবীরপন্থী অথবা সৎনামী দলভুক্ত। ইহারা মহাবীর, মহাদেব, নারায়ণ প্রভৃতির পূজা করে। কেহ বা নানকপন্থী এবং মাঘ মাসের শেষে গ্রহপূজা করিয়া থাকে। পূজাস্থলে বিবাহিতা ভিন্ন অবিবাহিত-স্ত্রীলোকেরা যাইতে পায় না।

ইহারা সচরাচর গহনা গাঁথিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। কেহ কেহ রেশমীবস্ত্র ও রেশমী ফিতা প্রভৃতিও প্রস্তুত করে। মুসলমান পাটোয়ারা চুম্বকও প্রস্তুত করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে লক্ষ্ণৌ নগরে অনেক ধনী ব্যবসায়ার আছে। তাঁহারা পালা, স্বর্ণ ও রৌপ্যের ফিতা, নকল হীরা ও মুক্তার ব্যবসা করিয়া থাকে।

পাটোয়ারী, যাহারা গ্রামে গ্রামে প্রজাদিগের নিকট টাকা আদায় করে, গ্রামের করসংগ্রাহক ও হিসাবরক্ষক।

পাট্য (ক্লী) পট্টস্য ইদম্ (তস্যেদম্। পা ৪।৩।১২০) পট্টশাক, পাটশাক।

"পাট্যশাকন্তু মধুরং দুর্জ্জরং গুরুপাকি চ।" (রাজবল্লভ)

ইহার গুণ—মধুর, দুর্জ্জর ও গুরুপাক।

পাঠ (পুং) পঠনমিতি পঠ ভাবে ঘঞ্। শিষ্যের অধ্যাপন, পড়া। পর্য্যায়—মহাযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ, পাঠনা, পাঠন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, অধ্যাপনা, অভ্যাসন, নিপাঠ, নিপঠ। পুরাণাদি পাঠ করিতে হইলে যথাশাস্ত্র করিতে হয়। প্রথমে ওঁ নরায় নমঃ, ওঁ নরোত্তমায় নমঃ, ওঁ দেব্যৈ নমঃ, ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ, ওঁ ব্যাসায় নমঃ, এইরূপে প্রণাম করিয়া পাঠ করিতে হইবে।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে পাঠের ১৮টী দোষের কথা লিখিত আছে, যথা—'শঙ্কিতং ভীতমুদ্‌ঘুষ্টমব্যক্তমনুনাসিকম্।
বিস্বরং বিরসঞ্চৈব বিশ্লিষ্টং বিষমাহতং॥
কাকস্বরং শিরসিতা তথা স্থানবিবর্জ্জিতং।
ব্যাকুলং তালহীনঞ্চ পাঠদোষাশ্চতুর্দ্দশ।
সংগীতং শিরসঃ কম্পমনল্পকণ্ঠমনর্থকম্॥"

শঙ্কিত, ভীত, উদ্‌ঘুষ্ট, অব্যক্ত, অনুনাসিক, বিস্বর, বিরস, বিশ্লিষ্ট, বিষমাহত, কাকস্বর, শিরসিত, স্থানাপবর্জ্জিত, ব্যাকুল, তালহীন, এই চতুর্দ্দশটী এবং সংগীত, শিরঃকম্প, অল্পকণ্ঠ ও অনর্থক এই অষ্টাদশ প্রকার পাঠদোষ। যে পাঠক পাঠ করিবেন, তাহার এই সকল দোষ বর্জ্জন করিতে হইবে। পাঠক পাঠ করিবার সময় কালে কালে সপ্তস্বর সমাযুক্ত হইয়া যথায় যেরূপ রস, সেই স্থলে সেইরূপ রসাদি প্রদর্শনপূর্ব্বক পাঠ করিবেন।

"সপ্তস্বরসমাযুক্তং কালে কালে বিশাম্পতে।
প্রদর্শয়ন্ রসান্ সর্ব্বান্ বাচয়েদ্বাচকো নৃপ।॥" (তিথিতত্ত্ব)

পাঠ করিবার সময় একাগ্রচিত্তে এবং যাহা পাঠ করিবে, তাহা একটী কোন আধারে রাখিয়া পাঠ করিতে হইবে, পাঠকালীন পুস্তকে হাত রাখিয়া পড়িলে তাহা অল্প ফলযুক্ত হয়। চণ্ডীপাঠস্থলে স্বয়ং লিখিত বা যাহা পণ্ডিত দ্বারা লিখিত নহে এবং অব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক লিখিত, তাহা পাঠ করিলে ফল হয় না। প্রথমে ঋষিচ্ছন্দ আদি ন্যাস করিয়া স্তোত্র পাঠ করিতে হয়। সঙ্কল্পিত স্তোত্রপাঠে সংখ্যা গণনাপূর্ব্বক পাঠ করিবে অর্থাৎ অমুক স্তোত্র এত সংখ্যা পাঠ করিব এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তাহার পর পড়িতে হয়। পড়িতে পড়িতে যতক্ষণ অধ্যায় পরিসমাপ্তি না হয়, ততক্ষণ বিশ্রাম করিতে নাই, যদি অধ্যায় মধ্যে দৈবাৎ বিশ্রাম করা হয়, তাহা হইলে অধ্যায়ের প্রথম হইতে পড়িতে হইবে। দেবীমাহাত্ম্যপাঠে ঋষিচ্ছন্দাদি পাঠ করিতে হয় *।

যিনি রসভাবাদিসমন্বিত হইয়া পাঠকালে যাহাতে অর্থবোধ হয়, এইরূপে স্পষ্ট এবং তদ্রূপ পাঠ করিতে সমর্থ, তাঁহাকে ব্যাস কহে। (তিথিতত্ত্ব)

গুরুর নিকট বেদপাঠ করিতে হইলে নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে পাঠ করিতে হয়। বিশুদ্ধচিত্তে প্রথমে আচমন করিয়া উত্তরমুখে উপবেশনপূর্ব্বক পাঠ করিতে হইবে। পাঠনিষেধকালে পাঠ করিবে না। মনুবচনে লিখিত আছে, চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণে বেদ পাঠ করিতে নাই, ইহাতে যাজ্ঞবল্ক্য লিখিয়াছেন, যে স্থলে গ্রহণ হয়, সেই স্থলেই তিন দিন পাঠ নিষেধ, নতুবা একদিন। সন্ধ্যাগর্জ্জন, ভূকম্প, উল্কাপাত, পঞ্চদশী, চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, রাহুসূতক ও শ্রাদ্ধে ভোজন বা প্রতিগ্রহ করিয়া পড়িতে নাই। কাহারও কাহার মতে, শুক্ল প্রতিপদেই পাঠ বর্জ্জনীয়। কিন্তু নিম্নলিখিত ব্যাসবচনে প্রতিপদমাত্রই নিষিদ্ধ জানিতে হইবে।

"সা চ যৌধিষ্ঠিরী সেনা গাণ্ডেরশরতাড়িতা।
প্রতিপৎপাঠশীলানাং বিদ্যেব তনুতাং গতা॥" (ব্যাস)

প্রতিপৎ ও অষ্টমী প্রভৃতি লেশমাত্র থাকিলেই সেই দিন পাঠ নিষেধ জানিতে হইবে। বেদ ভূতসকলের চক্ষুঃস্বরূপ, অতএব ব্রাহ্মণ এই সকল নিষিদ্ধ দিন বর্জ্জন করিয়া বেদ পাঠ করিবেন। অয়ন, বিষুব, হরিশয়ন ও বোধনে এবং পর্ব্ব

---

* "ন কার্য্যাসক্তমনসা কার্য্যং স্তোত্রস্য বাচনং।
আধারে স্থাপয়িত্বা তু পুস্তকং বাচয়েৎ সুধীঃ॥
হস্তসংস্থাপনাদেব যথাল্পফলং লভেৎ।
স্বয়ঞ্চ লিখিতং যত্তু কৃত্রিমা লিখিতং ন তৎ॥
অব্রাহ্মণেন লিখিতং তত্রাপি বিফলং ভবেৎ।
ঋষিচ্ছন্দাদিকং জ্ঞাত্বা পঠেৎ স্তোত্রং বিচক্ষণঃ॥
স্তোত্রে ন দৃশ্যতে যত্র প্রণবন্যাসমাচরেৎ।
সঙ্কল্পিতে স্তোত্রপাঠে সংখ্যাং কৃত্বা পঠেৎ সুধীঃ॥
অধ্যায়ং প্রাপ্য বিরমেৎ নতু মধ্যে কদাচন।
কৃতে বিরামে মধ্যে তু অধ্যায়াদিং পঠেন্নরঃ॥" (মৎস্যসূ° বারাহীত°)

দিনে পাঠ নিষেধ। সন্ধ্যাগর্জ্জন হইলে যিনি (বেদ) পাঠ করেন, তাঁহার আয়ু, বিদ্যা, যশ ও বল নষ্ট হয়।*

পাঠক (ত্রি) পাঠয়তি অধ্যাপয়তীতি পঠ-ণিচ্-ণ্বুল্। উপাধ্যায়, অধ্যাপক, যিনি পড়ান।

"পঠকাঃ পাঠকাশ্চৈব যে চান্যে শাস্ত্রচিন্তকাঃ।
সর্ব্বে ব্যসনিনো মূর্খা যঃ ক্রিয়াবান্ স পণ্ডিতঃ॥"(ভা°৩।৩১২।১০৫)

২ ধর্ম্মভাণক। (ত্রিকা°) পঠতীতি পঠ-ণ্বুল্। ৩ বাচক, অধ্যেতা, যিনি পড়েন বা পাঠ করেন, তাঁহাকে পাঠক কহে। [পাঠকের দোষাদির বিবরণ পাঠ শব্দে দেখ।]

পাঠচ্ছেদ (পুং) পাঠস্য ছেদঃ ৬তৎ। ১ পাঠের বিচ্ছেদ। ২ যতি। (ত্রিকাণ্ড)

পাঠন (ক্লী) পঠ-ণিচ্ ভাবে ল্যুট্। ১ অধ্যাপন। কর্ত্তরি ল্যু (ত্রি) ২ পাঠক। স্ত্রিয়াং গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্।

পাঠনা (স্ত্রী) পঠ-ণিচ্ যুচ্ স্ত্রিয়াং টাপ্। পড়ান, অধ্যাপনা।

পাঠভূ (স্ত্রী) পাঠস্য ভূঃ ভূমিঃ স্থানং। ১ ব্রহ্মারণ্য। ২ বেদাদি পাঠস্থান। যেখানে বেদাদি শাস্ত্র অধীত হয়। (ত্রিকা°)

পাঠমঞ্জরী (স্ত্রী) পাঠস্য অভ্যাসস্য মঞ্জরীব। পক্ষিণীবিশেষ, শারিকাপক্ষী। (শব্দমালা)

পাঠশালা (স্ত্রী) পাঠস্য অধ্যয়নস্য শালা গৃহং ৬তৎ। অধ্যয়ন-গৃহ, বিদ্যালয়, যেখানে অধ্যয়ন করা যায়।

পাঠশালিনী (স্ত্রী) পাঠ-শাল-ণিনি ঙীপ্। সারিকা পক্ষী, সারী, পক্ষিণী। (শব্দমালা)

পাঠা (স্ত্রী) পঠ্যতে বহুগুণবত্তয়া কথ্যতে ইতি পঠ-কর্ম্মণি ঘঞ্, অজাদিত্বাৎ টাপ্। লতাবিশেষ। স্বনামখ্যাতা বৃক্ষকর্ণীলতা, চলিত আকনাদি। সংস্কৃত পর্য্যায়—অম্বষ্ঠা, অম্বষ্ঠিকা, প্রাচীনা, পাপচেলিকা, যূথিকা, স্থাপনী, শ্রেয়সী, বৃত্তকর্ণিকা, একাষ্ঠীলা, কুচেলী, দীপনী, বনতিক্তিকা, তিক্তপুষ্পা, বৃহত্তিক্তা, শিশিরা, বৃকী, মালতী, বরা, দেবী, বৃত্তপর্ণী।

বাঙ্গালায় আকনাদী ও নেমুকা, হিন্দী আকনাদী ও ডাকনির্ব্বিষি, পাড়ি বা হাড়জুড়ি; পঞ্জাবী পাটাক, বাটবেল বা কটোরি; সিন্ধি বেলপাঠ, দক্ষিণী নির্ব্বিষী, বোম্বাই প্রদেশে বেনিবেল, তেলগু পাঠ বা পাটা, তামিল বাত্তত্তিরুপী, পুনমুষ্টি; সাঁওতালী তেজো মল এবং ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম Cissampelos Pareira। ইহা এক প্রকার বৃহৎ লতা। ভারতবর্ষে সিন্ধু ও পঞ্জাব প্রদেশে, সিংহলদ্বীপ ও সিঙ্গাপুরের মধ্যবর্ত্তী গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে ও হিমালয়ের উপত্যকায় পাওয়া যায়। ইহা Pareira মূলের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। প্রকৃত মূল পেরু ও ব্রাজিলদেশে Chondodendron tomentosum নামক লতা হইতে পাওয়া যায়।

ইহার মূল আধ ইঞ্চ হইতে চারি ইঞ্চ পর্য্যন্ত মোটা ও ৪ ইঞ্চ হইতে ৪ ফিট্ পর্য্যন্ত লম্বা হয়। ছাল দেখিতে ধূসরবর্ণ, কুঞ্চিত, ভিতর পীতাভ সচ্ছিদ্র, স্বাদ প্রথমে অম্ল মিষ্ট ও সুগন্ধি, পরে অত্যন্ত তিক্ত।

ইহার শুষ্কমূল ও ছাল মূত্রাশয়প্রদাহে ব্যবহৃত হয়। ইহা বলকারক ও মূত্রকারক, মূত্রাশয়ের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির সঙ্কোচক ও অবসাদক। সচরাচর ইহার কাথ ও সার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ফোড়া, খারাপ ঘা ও নালিঘার উপর ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষের অধিবাসীরা ঘায়ের উপর ইহার একটী ডাল বাঁধিয়া রাখে। তাহাদের বিশ্বাস এরূপ করিয়া রাখিলে কেহ ঘায়ের কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। ইহার মূল পাকস্থলীর বেদনায়, অজীর্ণরোগে, এবং উদরাময়, উদরী ও জরায়ুর স্থানচ্যুতি প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হয়। সর্প ও বৃশ্চিকদংশনে ইহার বাহ্য প্রয়োগে উপকার দর্শে।

বৈদ্যক মতে, ইহার গুণ—তিক্ত, গুরু, উষ্ণ, বাতপিত্ত, জ্বর, পিত্তদাহ, অতীসার ও শূলনাশক এবং ভগ্নসন্ধানকারক। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশ মতে শূল, জ্বর, ছর্দ্দি, কুষ্ঠ, অতীসার, হৃদ্রোগ, দাহ, কণ্ডূ, বিষ, শ্বাস, কৃমি, গুল্ম ও গলব্রণনাশক। (ভাবপ্রকাশ)

পাঠাদশক (ক্লী) স্তন্যশোধকগণভেদ। স্তন্য দুষ্ট হইলে ইহা সেবনে বিশুদ্ধ হয়। গণ যথা—পাঠা, শুণ্ঠী, দেবদারু, মুস্তা, মূর্ব্বা, গুড়ূচী, ইন্দ্রযব, কিরাততিক্ত, রোহিণী ও সারিবা এই দশটী দ্রব্যকে পাঠাদশক কহে। (চরক সূ° ৪ অ°)

পাঠাদিকষায় (পুং) কষায়ৌষধভেদ। পাঠা, উশীর ও বাসক এই তিন দ্রব্য একত্র করিয়া কষায় প্রস্তুত করিলে এই কষায়

---

* "সন্ধ্যাগর্জ্জিতনির্ঘাতভূকম্পোল্কানিপাতনে।
সমাপ্য বেদং দ্যুনিশমারণ্যকমধীত্য চ॥
পঞ্চদশ্যাং চতুর্দ্দশ্যামষ্টম্যাং রাহুসূতকে।
ঋতুসন্ধিষু ভুক্ত্বা বা শ্রাদ্ধিকং প্রতিগৃহ্য চ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য)
"বিদ্যুৎস্তনিতবর্ষেষু মহোল্কানাঞ্চ সংপ্লবে।
আকালিকমনধ্যায়মেতেষু মনুরব্রবীৎ॥" (মনু)
"জয়নে বিষুবে চৈব শয়নে বোধনে হরেঃ।
অনধ্যায়স্তু কর্ত্তব্যো মন্বাদিষু যুগাদিষু॥" (নারদ)
"সন্ধ্যায়াং গর্জ্জিতে মেঘে শাস্ত্রচিন্তাং করোতি যঃ।
চত্বারি তস্য নশ্যন্তি আয়ুর্বিদ্যাযশোবলম্॥
উদয়াস্তমিতে বাপি মুহূর্ত্তত্রয়গামি যৎ।
তদ্দিনং তদহোরাত্রমনধ্যায়বিদো বিদুঃ॥
কেচিদাহুঃ কচিদ্দেশে যাবত্ত্রিদিননাড়িকাঃ।
তাবদেব অনধ্যায়ো ন তস্মিন্নো দিনান্তরে॥" (হেমাদ্রিধৃত আপস্তম্ব)
"প্রতিপন্নেশমাত্রেণ কলামাত্রেণ চাষ্টমী।
দিনং দূষয়তে সর্ব্বং সুরাপব্যবটং যথা॥" (নির্ণয়ামৃতধৃত কাব্য)

হয়। ইহার গুণ—জ্বর, অরোচক, তৃষ্ণা ও মুখবৈরস্যনাশক। (বাভট চিকি° ১ অ°) ২ অম্ল কষায়ভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—পাঠা, ইন্দ্রযব, ভূনিম্ব, মুস্তা, পর্পটক, অমৃত ও অজমী এই সকল দ্রব্যের কষায়কে পাঠাদিকষায় বলে। ইহার সেবনে আম অতীসার বিনষ্ট হয়। (চক্রদ° অতীসারচি°)

পাঠাদিতৈল (ক্লী) তৈলৌষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—কটুতৈল ১ সের। কল্কার্থ আকনাদি, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পিপুল, জাতীপত্র ও দন্তীমূল মিলিত ১৬ তোলা, জল ৪ সের। যথানিয়মে এই তৈল পাক করিতে হইবে। এই তৈল ব্যবহারে পকপীনস রোগ প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° নাসারো°)

পাঠাদ্যচূর্ণ (ক্লী) চূর্ণৌষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—পাঠা, বেলশুঁঠ, চিত্রকমূল, ত্রিকটু, জম্বুত্বক্ (জামফলের আঁঠীর ছাল), দাড়িমত্বক্, ধাতকীপুষ্প, কটুকী, অতিবিষা, মুস্তা, দারুহরিদ্রা, ভূনিম্ব ও ইন্দ্রযব এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে চূর্ণ করিতে হইবে, সমষ্টিতে যত হইবে সেই পরিমাণ কুটজত্বকচূর্ণ দিয়া একত্র উত্তমরূপে মিশ্রিত করিলে এই চূর্ণ প্রস্তুত হয়। এই চূর্ণ চাউলজল ও মধুদ্বারা সেবনীয়। ইহা সেবনে গ্রহণীরোগ ভাল হয়। (চক্রদত্ত)

পাঠাদ্বয় (ক্লী) পাঠা ও পাটল অর্থাৎ আকনাদি ও পারুলকে পাঠাদ্বয় কহে। (বৈদ্যকনি°)

পাঠান (দেশজ) প্রেরণ, প্রেষণ, চালন।

পাঠান, মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বী একটী প্রধান জাতি।

"পাঠান" শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ আছে। ডাক্তার বেলিউ (Dr. Beliew) সাহেব বলেন, পাঠান শব্দের উৎপত্তি নির্ণয় করিতে হইলে অতি প্রাচীনকাল হইতে অনুসন্ধান করিতে হয়। পাঠান শব্দ আরবী বা পারসী শব্দ নহে, উহা আফগানদেশীয় 'পুখটানা' শব্দের হিন্দী অপভ্রংশ মাত্র। পুখটুন্খ্বা নামক স্থানের অধিবাসীদিগকে পুখটুন্ বলিয়া থাকে এবং উক্ত স্থানের চলিত ভাষাকে পুখ্টা বা পুখ্টো বলে। পুখ্টো শব্দের প্রকৃত অর্থ কি তৎসম্বন্ধে কিছু স্থির করিয়া বলা যায় না। 'পুখ্ট' শব্দের অর্থ শৈল বা ছোট পাহাড়; ইহার ফারসী প্রতিশব্দ 'পুষ্ট'।

খৃষ্ট পূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দীতে গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোদোতস্ উক্ত স্থানকে পাক্‌টিয়া বা পাক্‌টিয়াকা (Pactya, Pactyaca) নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আফগানিস্থানের পূর্ব্বাংশে চলিত খ শব্দের উচ্চারণকালে পশ্চিমাংশের অধিবাসীরা ষ ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহা হইতে পুখ্টুন্ শব্দের উচ্চারণ পুষ্টুন্ হয়। আফ্রিদি পুখ্টু এবং হেরোদোতস্-কথিত পাক্‌টিয়া (Pactya) শব্দ এক এবং একস্থানের অধিবাসীদিগের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে।

আধুনিক বংশবিদ্‌গণ বলেন, যে সলের (Saul) পিতা কৈস্ বা কিশের (Kais or kish) বংশ হইতে পাঠানেরা উৎপন্ন হইয়াছে। পয়গম্বর মহম্মদ কৈসের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে 'পাঠান' (অর্থাৎ হালি) এই আখ্যাপ্রদান করেন এবং নিজ সন্তান সন্ততিকে তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মপথে পরিচালন করিতে অনুজ্ঞা প্রদান করেন। তদবধিই তাঁহার সন্তানসন্ততিগণ 'পাঠান' নামে অভিহিত হয়। অন্যান্য অনেকে বলেন যে, আফগান শব্দের অর্থ পিতবান। অনেকে এরূপ সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া মনে করেন না। পাঞ্জাবদেশের একাংশ অশ্বক। পঞ্জাবের অধিবাসীরা কুভা বা কাবুল নামক স্থানের অধিবাসীদিগকে উক্ত দেশে উৎকৃষ্ট অশ্ব প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া অশ্বকদেশবাসী বলিত। আলেকসান্দরের সমকালবর্ত্তী গ্রীক ঐতিহাসিকগণ 'অশ্বকানি' বা 'অশ্বকেনি' শব্দের ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ মনে করেন, অশ্বকেনি ও অফগান বা আফগান একই শব্দ। হিন্দি 'পাঠ' (অর্থাৎ শৈলশৃঙ্গ) শব্দ হইতে পাঠান শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, এরূপ কেহ কেহ যুক্তি দেখাইয়া থাকেন।

আফগানদিগের মধ্যে চলিত কিংবদন্তী অনুসারে তাহাদিগের আদিম বাসস্থান সিরিয়াদেশ। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ বক্তনাসর (Nebuchadnezzor) কর্ত্তৃক বন্দী হইয়া পারস্ত ও মিডিয়াদেশের বিভিন্ন স্থানে নির্ব্বাসিত হইয়া পরে তথা হইতে ঘোর দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। এখানকার অধিবাসিগণ ইহাদিগকে বনি-আফগান বা বেনি-ইস্রাইল অর্থাৎ আফগান বা ইস্রাইল্ সন্তান বলিত। এস্‌ড্রাস বলেন, যে ইস্রাইল্‌দিগের যে দশজাতি বন্দী হইয়াছিল, তাহারা পরে অর্সারেথ নামক স্থানে পলায়ন করে, ঐ অর্সারেথ দেশই বর্ত্তমান সময়ের হাজারাপ্রদেশ নামে অভিহিত। ঘোর প্রদেশ হাজারা প্রদেশের একটী অংশমাত্র। তবকাত-ই-নাসিরি নামক গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে, ঘোরদেশে সংশবীবংশের রাজত্বকালে বেনি-ইস্রাইল নামে একজাতীয় লোক বাস করিত, এবং তাহাদের অধিকাংশ লোকই বাণিজ্যকার্য্যে রত ছিল। বর্নর্ সাহেব বলেন যে, তাহারা য়িহুদিবংশসম্ভূত; য়িহুদিদিগের আচার ব্যবহারের সহিত ইহাদের আচার ব্যবহারের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। বিপদ্‌নিরাকরণ মানসে প্রাণিহত্যা করিয়া তাহার রক্তে ঘরের দ্বারদেশ রঞ্জিত করা, দেবোদ্দেশে বলিদান, ধর্ম্মনিন্দাকারীদিগকে লোষ্ট্রনিক্ষেপে হত্যা করা, সাময়িক ভূমিদান প্রভৃতি অনেক আচার ব্যবহার উভয়জাতির মধ্যেই প্রচলিত আছে।

পঞ্জাবের পশ্চিমসীমাস্থিত পাঠানদিগের মধ্যেই সমাজবন্ধন

অতি দৃঢ়। বলুচীদিগের অপেক্ষা পাঠানদিগের মধ্যেই একশ্রেণীর লোকের সমাবেশ দৃষ্ট হয় অর্থাৎ বিভিন্ন বর্ণের সমাবেশ নাই। সৈয়দ, তুর্কী এবং অন্যান্য শ্রেণী পাঠানদিগের সংশ্রবে আসিলেও তাহাদের সহিত একেবারে সংশ্লিষ্ট হইয়া যাইতে পারে নাই। অনেক পিতৃকুল পাঠান না হইলেও মাতৃকুলের সম্বন্ধে পাঠান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। পাঠানদিগের প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় আছে; প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সর্দারের নাম মলিক বা মালিক। অনেকগুলি জাতির ভিতর এক একটী শাখা আছে, তাহাকে খাঁ, খেল বা প্রধান বংশ বলে এবং এই খাঁ খেলের মালিকের নাম খাঁ, ইহার উপর সমস্ত শাখার কর্তৃত্বভার ন্যস্ত। স্বজাতির উপর তাহার প্রভূত কর্তৃত্ব থাকিলেও তাঁহার ক্ষমতা বড় বেশী নহে। যুদ্ধবিগ্রহের ভার ও অন্যান্য জাতির সহিত সন্ধি সর্ত্তের প্রস্তাব তাঁহার হাত দিয়াই হইয়া থাকে। জিরগা নামে মালিকদিগের প্রতিষ্ঠিত একটী সভা আছে, প্রকৃত ক্ষমতা এই সভার হস্তে ন্যস্ত। বংশবাচক শব্দে খেল বা জাই এই শব্দ যোগ করিয়া এক একটী জাতির বা সম্প্রদায়ের নামকরণ হইয়া থাকে। পুশ্‌টু 'জাই' শব্দের অর্থ সন্ততি বা বংশ; এবং আরবী 'খেল' শব্দ সভা বা সম্প্রদায়বাচক। এই নামগুলি সকল সময়ে যথাযথরূপে ব্যবহার করা হয় না। এক নামে ভিন্ন জাতির ও সম্প্রদায়ের লোককেও বুঝাইয়া থাকে, নামগুলি এরূপ ভাবে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে যে, বৈদেশিকগণ নামদ্বারা সম্প্রদায়নির্ণয়কালে অনেক সময় ভ্রমে পতিত হইয়া থাকেন। অনেক জাতি প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষের নাম পরিত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত আধুনিক পূর্ব্বপুরুষের নামে আপনাদের সম্প্রদায়ের নামকরণ করিয়াছে। এইরূপে একজাতির মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। ইংরাজ অধিকারের মধ্যস্থ সিন্ধুনদের উপত্যকার সীমান্ত প্রদেশস্থিত পাঠানদিগের অনেক জমি আছে। যে সকল হিন্দু ইহাদিগের অধীনে জমি লইয়া কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে; ইহারা তাহাদিগকে অর্দ্ধ অবজ্ঞাসূচক হিন্দকি নামে অভিহিত করিয়া থাকে। যে সকল হিন্দু মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহারাও এই নামে অভিহিত।

গত লোকগণনায় এই প্রদেশস্থ পাঠানদিগকে নিম্নলিখিত বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—

আফ্রিদি, বঙ্গস্জাই, বঙ্গাস, বয়েক, বুনারবাল, দাউদজাই, দিলজাক, দুরাণী, গিলজাই, খোয়গন্তি, খোরি, কাকর, কাজিলবাস, খলিল, খটক, লোদি, মেহমান, মহম্মদজাই, রোহিলা, শুরিন্, অর্ম্মুর, উস্তরিয়ানি, বরাকজাই, ওয়াজিরি, য়াকুবজাই, ও যুসুফজাই।

আফ্রিদি পাঠান—ঐতিহাসিক হেরোদোতাস্ আফ্রিদি পাঠানদিগকে 'আপারিটি' নামে অভিহিত করিয়াছেন। তিনি পাকৃটিয়ানী বা পাঠানদিগকে ৪টী শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন,—আপারিটি বা আফ্রিদি, শত্তগিদি বা খটক, দাদিকি বা দাদি এবং গান্ধারী। আফ্রিদিদেশের প্রাচীন সীমা উত্তর দক্ষিণে সফেদ পর্ব্বত এবং উহার উত্তর ও দক্ষিণস্থ কুরম ও কাবুল নদীর মধ্যস্থ সমস্ত প্রদেশ; পূর্ব্বপশ্চিমে পেশবার পর্ব্বতশ্রেণী হইতে সিন্ধুনদ যে স্থানে কাবুল ও কুরম্ নদীদ্বয়ের সহিত মিলিত হইয়াছে, সেই পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আফ্রিদিদেশের প্রাচীন অধিবাসিগণ শান্তিপ্রিয়, পরিশ্রমী ও জীবহিংসানিরত ছিল; বর্ত্তমান আফ্রিদিগণকে দেখিলে তাহারা এই সকল নিরীহ বৌদ্ধ বা অগ্নি উপাসকদিগের সন্তান সন্ততি বলিয়া বোধ হয় না। বর্ত্তমান আফ্রিদিগণ ধর্ম্মতঃ মুসলমান হইলেও, তাহাদের কোন ধর্ম্মজীবন আছে বলিয়া বোধ হয় না। মুসলমানধর্ম্মের প্রকৃততত্ত্ব কি, আফ্রিদিগণ তাহা জানে না। আফ্রিদিগণ সম্পূর্ণ নিরক্ষর; কাহার শাসনাধীন থাকিতে চাহে না। ইহাদের লোকসংখ্যা তিন লক্ষের কিছু কম; অধিকাংশই চৌর্য্যকার্য্য ও দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে। ইহাদিগের চরিত্র এত হীন, যে ইহাদের উপর কার্য্যে বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। ইহাদের স্বজাতি পাঠানেরাও ইহাদিগকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া থাকে। ইহারা ধূর্ত্ত, সন্দিগ্ধচিত্ত ও ব্যাঘ্রবৎ হিংস্রক। নরহত্যা ও দস্যুবৃত্তি ইহাদের জীবনের প্রধান অবলম্বন।

বঙ্গাস্ পাঠানেরা শকবংশোদ্ভূত, গুর্ম্মাতের অন্তর্গত গুর্দ্দেজপ্রদেশ ইহাদিগের আদিম নিবাস। ইহারা খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে গিল্‌জাইদিগের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া কুরমনদীর ধারে আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করে। গিলজাইয়েরা তুর্কমানের বংশোদ্ভব। উত্তরপশ্চিমের অন্তর্গত ফরক্কাবাদে এই জাতীয় অনেক পাঠান উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে।

বুনারবাল পাঠান—পেশবারের উত্তরপশ্চিমস্থ বুনারদেশের অধিবাসী।

দাউদজাই পাঠান—কাবুলনদীর বামকূলে বার নদীর সঙ্গম পর্য্যন্ত ইহাদের বাসভূমি।

দিলজাক পাঠানেরা শকবংশসম্ভূত। পাঠানদিগের আগমনের পূর্ব্বে পেশাবর উপত্যকা ইহাদিগের আবাসভূমি ছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শতাব্দীতে জাঠ এবং কাঠিদিগের সহিত ইহারা পঞ্জাবে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করে। ক্রমে তাহারা এত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে, যে সিন্ধুনদের পূর্ব্ব উপকূল পর্য্যন্ত ইহাদিগের ক্ষমতা বিস্তৃত হইয়াছিল। ১০ম শতাব্দীতে যুসুফজাই

এবং মোমন্দ পাঠানেরা ইহাদিগকে সিন্ধুনদের পরপারস্থ চক্-পাখলিতে তাড়াইয়া দেয়। পরে হৃত অধিকার লইয়া মোমন্দদিগের সহিত সর্ব্বদা বিবাদ বাধায় বাদশাহ জাহাঙ্গীর তাহাদিগকে হিন্দুস্থান এবং দাক্ষিণাত্যের বিভিন্নস্থানে স্থাপন করেন।

দুরানী পাঠান।—দুরানী শব্দ সম্ভবতঃ দুর-ই-দৌরান (অর্থাৎ সেই সময়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মুক্তা কিম্বা দুর-ই-দুরান্ অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট মুক্তা) শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আহ্মদ শাহ আবদালী সিংহাসনারোহণের সময় বংশানুক্রমিক নিয়মানুসারে দক্ষিণকর্ণে মুক্তার কর্ণবলয় ধারণ করিয়াছিলেন; সেই সময় হইতে উক্ত নামের সৃষ্টি হইয়াছে। দুরানি পাঠানেরা সাধারণতঃ নিম্নলিখিত সম্প্রদায়ে বিভক্ত—সদোজাই, পপলজাই, বরাকজাই, হালাকোজাই, আচাকজাই, নূরজাই, ঈশাকজাই, এবং খাগওয়ানি। কান্দাহারে ইহাদিগের আদিম বাসস্থান। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ইহারা হেলমণ্ড ও অরগন্দাব নদীর তীরবর্ত্তী হাজারা প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। কাবুল এবং জলালাবাদ পর্য্যন্ত সমস্ত আফগানিস্থানে, ইহারা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করিতেছে। এই দলের সর্দ্দারগণ যুদ্ধকালে সাহায্য করার জন্য পুরস্কারস্বরূপ জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছে; স্থানীয় অধিবাসিগণ ইহাদিগের অধীনে কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে।

গিলজাই পাঠানেরা তুর্কীবংশসম্ভূত। গিলজাইশব্দ তুর্কী 'খিলচি' শব্দ হইতে উৎপন্ন; 'খিলচি' অর্থে তরবারধারী। ইহারা প্রথমে ঘোর প্রদেশের সিয়াবন্ধ গিরিমালায় আসিয়া বাস করে, ইহারা অস্ত্রব্যবসায়ী ছিল। এই স্থানে পারসিকদিগের সহিত সংমিশ্রণ হয়। গিলজাই শব্দের স্থানীয় উচ্চারণ গালজি। মামুদ গজনী যখন ভারত আক্রমণ করেন, তখন ইহারা তাঁহার সমভিব্যাহারে আসিয়াছিল। পরে জলালাবাদ হইতে খিলাত-ই-গিলজাই পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ ইহাদিগের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। ইহারা খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিদ্রোহী হইয়া বৈসনামক সর্দ্দারের অধীনে স্বাধীন হইয়া কান্দাহারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং পরে পারস্যদেশ পর্য্যন্ত আক্রমণ করে। পরে পারস্যাধিপতি নাদিরশাহ ইহাদিগকে স্ববশে আনয়ন করেন। প্রচলিত কিংবদন্তী এইরূপ, শাহ হোসেনের পুত্রকে, তৎপিতা নিজ কন্যার ধর্ম্মনষ্ট করেন বলিয়া গলজি অর্থাৎ চোরপুত্র বলিত, তাহা হইতে গিলজাই শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

গিলজাই পাঠানেরা সাধারণতঃ অন্যান্য জাতির সংস্রবে আসিতে চাহে না এবং তাহাদের আচার-ব্যবহারও আফগানিস্থানের অন্যান্য জাতীয় অধিবাসীদিগের আচার ব্যবহার হইতে ভিন্ন। গিলজাইদিগের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায় গ্রামে আসিয়া কৃষিকার্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক বসবাস করিয়া থাকে; কিন্তু গিলজাইজাতির অধিকাংশ লোকই নানাস্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। কৃষিজীবী গিলজাইয়েরা অত্যন্ত কলহপ্রিয়, নিজ জাতির মধ্যে এবং অন্যান্য জাতির সহিত সর্ব্বদা বিবাদ বাধাইয়া থাকে। গিল্জাইয়েরা দেখিতে সুন্দর। দেহের গঠন এবং বলবীর্য্য সম্বন্ধে তাহারা আফগানিস্থানের অন্যান্যজাতি অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। ইহারা অত্যন্ত প্রতিহিংসাপরায়ণ এবং যুদ্ধকালে অত্যন্ত নৃশংসের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকে। গিলজাই জাতিভুক্ত অনেক ব্যক্তি মধ্য এসিয়া, ভারতবর্ষ এবং আফগানিস্থানে সর্ব্বত্র ব্যবসা করিয়া থাকে। ইহারা মেষাদির পশম হইতে মোটা কার্পেট এবং অন্যান্য পশমীকাপড় তৈয়ার করে। গিলজাইদিগের মধ্যে নিয়াজি, নাসর, খারোটী এবং সুলেমান খেল এই কয় শ্রেণী ব্যবসায়জীবী, এই জন্য ইহাদিগকে পোবিন্দ, লবানি বা লোহানি বলিয়া থাকে।

ঘোরগস্তি পাঠান—ঘোরগস্তি শব্দ খিরগিস্ত বা ঘরগস্ত শব্দের অপভ্রংশ, পাঠানবংশের আদিপুরুষ কৈসের তৃতীয় পুত্রের নাম খিরগিস্ত বা ঘরগস্ত। উক্ত শব্দ গিরগিস্ বা খিরখিস্ শব্দের রূপান্তর মাত্র, ইহার অর্থ "প্রান্তর ভ্রমণকারী।" ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, তুর্কীস্থানের উত্তরাংশ হইতে ইহারা আসিয়াছে।

ঘোরি পাঠান—হিরাটের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘোরদেশ ইহাদের আদিম বাসস্থান বলিয়া উক্ত আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

কাকর পাঠান—বেলো সাহেব বলেন, কাকর পাঠানেরা শকবংশসম্ভূত এবং রাবলপিণ্ডি ও ভারতের অন্যান্য স্থানের অধিবাসী গোক্কর বা গোক্করদিগের একবংশীয়। আফগানিস্থানের প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে, কাকর ঘরগস্তের পৌত্র অর্থাৎ ঘরগস্তের দ্বিতীয় পুত্র দানির বংশজাত। উক্ত সম্প্রদায়স্থ পাঠানেরা যে রাজপুতবংশজাত, তাহা একপ্রকার স্থিরীকৃত হইয়াছে। কৈসের প্রথমপুত্র সারাবানের দুই পুত্র শার্খান্ এবং কৃষ্টান্। এই দুই নাম যে সূর্য্য এবং কৃষ্ণশব্দের অপভ্রংশ, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়, পরে এই দুই নাম রূপান্তরিত হইয়া যথাক্রমে নরকুদ্দিন এবং খাটকুদ্দীন্ আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছে। পঞ্চপাণ্ডব যখন গজনী এবং কান্দাহার পর্য্যন্ত আপনাদের রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন, তখন উক্ত মত কিছুমাত্র অসম্ভব নহে।

কাজিলবাস পাঠান—ককেসস পর্ব্বতের পূর্ব্বপ্রান্তস্থিত প্রদেশ ইহাদিগের আদি বাসস্থান। এক সময়ে ইহাদের অধিকাংশই পারস্যাধিপতির অশ্বারোহী সৈন্যদলভুক্ত ছিল।

ইহারা তাতার জাতীয়। নাদির শাহ যখন ভারত আক্রমণ করেন, তখন কাজিলবাস পাঠান তাঁহার সৈন্যদলভুক্ত ছিল।

মোগল-সম্রাটগণের সময় অনেক রাজমন্ত্রী কাজিলবাস জাতীয় ছিলেন। সম্রাট্ অরঙ্গজেবের বিখ্যাতমন্ত্রী মীর জুম্‌লা তাহাদের অন্যতম। একপ্রকার রক্তবর্ণ টুপি মস্তকে ধারণ করে বলিয়া ইহাদিগকে কাজিলবাস বলে। পারস্যদেশীয় সোফি-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা এই প্রথার প্রচলন করেন; সিয়া-সম্প্রদায়ের ইহা একটী বিশেষ চিহ্ন।

খলীল পাঠান—খাইবার গিরিসঙ্কটের সম্মুখস্থ বারানদীর বামতীরবর্ত্তী প্রদেশ ইহাদের বাসস্থান, ইহারা চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত—মাটুজাই, বারোজাই, ঈশাকজাই এবং তিলারজাই। ইহার মধ্যে বারোজাই সম্প্রদায়ই সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী।

খটক পাঠানেরা—খটকের বংশোদ্ভব বলিয়া এই নামে অভিহিত। খটকের দুই পুত্র, তুর্কমান এবং বুলাক। বুলাকের বংশধরদিগকে বুলাকী বলিয়া থাকে। তুর্কমানের পুত্র তরাই এত প্রতিপত্তি লাভ করে যে, দুইটী প্রধান সম্প্রদায় 'তরিন্' এবং 'তর্‌কাই' তন্নামে অভিহিত হইয়াছে। খটক পাঠানেরা সাধারণতঃ সুশ্রী এবং বীর্য্যবান্; অন্যান্য পাঠানজাতি হইতে তাহাদের আকৃতি ও আচারগত পার্থক্য অনেক। ইহারা সাতিশয় যুদ্ধপ্রিয়, নিকটবর্ত্তী অন্যান্য জাতির সহিত সর্ব্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহাদি করিয়া থাকে। ইহারা পরিশ্রমী এবং অনেকে কৃষিকার্য্যও করিয়া থাকে। সোয়াত এবং বুনার প্রদেশের লবণ-ব্যবসায় খটক পাঠানদিগের একপ্রকার একচেটিয়া বলিলেও হয়। ইহারা সকলেই সুন্নি-সম্প্রদায়ভুক্ত।

লোদি পাঠান—দিল্লীর লোদিবংশীয় পাঠান বাদশাহেরা এই শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন। লোদি পাঠানেরা প্রধানতঃ ব্যবসায়জীবী; ইহারা ভারতবর্ষ, আফ্‌গানিস্থান এবং মধ্য এসিয়া এই কয়টী প্রদেশে ব্যবসায় কার্য্য চালাইয়া থাকে। শরৎকালের পূর্ব্বে বুখারা এবং কান্দাহার হইতে আনীত পণ্যদ্রব্য, মেষপাল, উষ্ট্র গবাদি পশু এবং স্ত্রীপুত্র পরিবার সহিত গজ্‌নীর পূর্ব্বস্থিত প্রান্তরে সমাগত হয় এবং তথা হইতে কাকর ও ওয়াজিরি দেশের মধ্য দিয়া সুলেমান পর্ব্বতশ্রেণী অতিক্রম করিয়া দেরা-ইস্মাইল খাঁ জেলায় আগমন করে। এই স্থানে স্ত্রীপুত্রাদি এবং পশ্বাদি রাখিয়া উষ্ট্রপৃষ্ঠে পণ্যদ্রব্য লইয়া মূলতান, রাজপুতানা, লাহোর, অমৃতসর, দিল্লী, কাণপুর, কাশী এবং পাটনা পর্য্যন্তও আসিয়া থাকে। বসন্তকাল উপস্থিত হইলে সকলে সমবেত হইয়া পূর্ব্বপথে গজনী এবং খিলাত-ই-গিলজাইয়ের নিকটবর্ত্তী স্বদেশে ফিরিয়া আসে। গ্রীষ্মারম্ভে ভারত হইতে আনীত পণ্যজাত লইয়া আফ্‌গানিস্থান এবং মধ্য এসিয়ার অনেক স্থানে গমন করে।

মহম্মদজাই—দৌলতজাই জাতির মধ্যে এই সম্প্রদায়ই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ভূপালের বর্ত্তমান নবাববংশ এই সম্প্রদায়ভুক্ত।

রোহিলা পাঠান—পূর্ব্বোক্ত পখ্‌টুন্‌খ্‌বা নামক প্রদেশকে বিদেশিগণ 'রো' বলিয়া থাকে। 'রো' অর্থে পর্ব্বত এবং রোহিলা অর্থে পর্ব্বতবাসী বুঝায়। বর্ত্তমান রোহিলখণ্ডের নাম সম্পূর্ণ আধুনিক। ১৭০৭ খৃঃ অব্দে বাদশাহ অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর, বেরেলিবাসী হিন্দুদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে, রোহিলা পাঠানদিগের সর্দ্দার আলি মহম্মদ খাঁ এই প্রদেশ অধিকার করেন। ১৭৪৪ খৃঃ অব্দে কুমায়ুনের আল্‌মোরা পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। দুই বৎসর পরে তিনি বাদশাহ মহম্মদ শাহ কর্তৃক পরাভূত হন। তৎপরে হাফিজ রহমত খাঁর সময়ে ওয়ারেন হেষ্টিংস রোহিলাদিগের সংস্রবে আসেন। রোহিলাদিগের মতে তাহারা ইজিপ্টদেশীয় কোপ্ত-জাতিসম্ভূত, ফ্যারো কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া অন্যান্য দেশে আশ্রয় লইয়াছে। রোহিলা পাঠানেরা সাহসী; কিন্তু অত্যন্ত কলহপ্রিয়।

তরিন্ পাঠান।—জাতীয় প্রবাদ এইরূপ যে, প্রায় তিন চারিশত বৎসর পূর্ব্বে যুছফজাই এবং মোমন্দ জাতীয় পাঠানেরা তর্ণক এবং আর্ঘাসান নদীর তীরে আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করে। ঐ স্থানের আরও নিম্নে তরিন্‌জাতীয় পাঠানেরা বাস করিত। তাহাদের কর্ষিত জমিগুলি অনুর্ব্বর ছিল এবং উহাতে জলসিঞ্চনের কোন উপায় ছিল না। সেই জন্য তরিনেরা ক্রমশঃ মাম্দার ও মোমন্দ পাঠানদিগের জমিগুলি অধিকার করিয়া লইয়াছে।

উস্তরিয়ানি পাঠান—ইহারা উস্তরিয়ানির পুত্র হানারের বংশোদ্ভূত। হানার শিরাণি সম্প্রদায়স্থ এক রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া সেই স্থানেই বসবাস করেন। প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে ব্যবসায় এবং পশুপালনই ইহাদের জীবনের প্রধান অবলম্বন ছিল। পরে মুসাখেলদিগের সহিত বিবাদ উপস্থিত হইলে, পশ্চিমদিকে যাতায়াতের সুবিধা না থাকায় ইহারা ব্যবসায় পরিত্যাগ করে। এখন ইহারা কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে। সুলেমান পর্ব্বতের পূর্ব্বধারে ইহাদের বাসস্থান। ইহাদের মধ্যে আরও অনেক সম্প্রদায় আছে; তাহার মধ্যে আহ্মদজাই এবং গগলজাই এই দুই সম্প্রদায়ই প্রধান। ইহারা নিরীহ এবং শান্তিপ্রিয়। অনেকেই সরকারী পুলিশ সৈন্য-বিভাগে চাকরী করিয়া থাকে। ইহারা সকলেই সুন্নি-সম্প্রদায়ভুক্ত।

ওয়াজিরি পাঠানেরা খটকদিগকে দূরীভূত করিয়া সুলেমান পর্ব্বতশ্রেণীতে আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করে। ওয়াজিরি পাঠানেরা সোড়া জাতীয় পাঠানদিগের একটী শ্রেণীবিশেষ। সোড়া পাঠানেরা প্রমার রাজপুতদিগের একটী শাখা। প্রায় পাঁচ কিংবা ছয় শতাব্দী পূর্ব্বে ইহারা খটকদিগকে আক্রমণ করিয়া কোহাট উপত্যকা হইতে শাম পর্য্যন্ত অধিকার করে। ইহারা ক্ষমতাশালী স্বাধীনজাতি, অধিকাংশ একস্থানে বাস করে না, নানাস্থানে বেড়াইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহাদের আকৃতি এবং আচার ব্যবহার অন্যান্য পাঠান জাতি হইতে ভিন্ন।

যুসুফ্‌জাই পাঠান—সোয়াত, বুনায়, লঙ্ঘখর এবং রাণিজাই উপত্যকায় বাস করে।

পাঠানদিগের চরিত্র এবং আচার ব্যবহার।—সীমান্তবাসী ও পঞ্জাবের কতিপয় স্থানের অধিবাসী প্রকৃত পাঠানেরা অতিশয় অসভ্য। ইহারা অতি নির্দ্দয়, প্রতিহিংসাপরায়ণ এবং অসহিষ্ণু। ধর্ম্ম ও সত্যবাদিতা কাহাকে বলে, সে জ্ঞান ইহাদের নাই। আফ্‌গান বিশ্বাসঘাতক এই প্রবাদ অন্যান্য জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। বলে ছলে যে প্রকারেই হউক, ইহারা শত্রুর নিপাতসাধন করিবেই। যাহা হউক ইহাদের মধ্যে তিনটী ভাল সামাজিক প্রথা প্রচলিত আছে,—(১) শত্রু শরণাগত হইলে তাহাকে রক্ষা করিতেই হইবে, (২) অনিষ্ট করিলে তাহার প্রতিহিংসা লওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য এবং (৩) আতিথ্য সংকার অলঙ্ঘনীয়। চলিত প্রবাদ এইরূপ যে, পাঠান এক মুহূর্ত্তে দেব, এক মুহূর্ত্তে দানব। সীমান্তবাসী পাঠানেরা যে বহু শতাব্দী হইতে আপনাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করিয়া আসিতেছে, তাহা তাহাদের বীরত্বব্যঞ্জক আকৃতিতেই সম্পূর্ণরূপে দেদীপ্যমান। ইহারা দীর্ঘাকায়, গৌরবর্ণ, মুখশ্রী শৌর্য্যব্যঞ্জক, দেখিলেই আজন্মস্বাধীন বলিয়া জানিতে পারা যায়। সীমান্তদেশস্থিত পাঠানেরা দীর্ঘকেশ রাখে, ইহাদের পরিচ্ছদ ঢিলা পায়জামা, ঢিলা চাপকান, ছাগলোমনির্ম্মিত কোট বা কুর্ত্তি, ধোকড়া ও কম্বল বা তদ্রূপ মোটা পশমী কাপড়। সাধারণ ব্যবহারোপযোগী অস্ত্র, কাবলী ছোরা, কিংবা জাজাইল নামক একপ্রকার স্থানীয় পুরাতন বন্দুক। পাঠান স্ত্রীলোকগণও ঢিলা জামা পরিয়া থাকে। ইহারা স্ত্রীপুরুষ সকলেই অত্যন্ত অপরিষ্কার।

ভারতবর্ষীয় পাঠানেরা অনেক সভ্য। ইহারা অনেকেই কৃষিজীবী। স্ত্রীলোকের সতীত্বরক্ষা সম্বন্ধে পাঠানেরা বিশেষ মনোযোগী। ইহাদের অধিকাংশ বিবাদ স্ত্রীলোক লইয়া ঘটিয়া থাকে। পাঠানেরা স্বজাতির মধ্যেই বিবাহাদি করিয়া থাকে। ভারতবর্ষীয় পাঠানদিগের সম্বন্ধে ইহা যথাযথ না হইলেও, সীমান্ত প্রদেশের পাঠানদিগের সম্বন্ধে ইহা ঠিক। ইহাদের উত্তরাধিকার-প্রথা মহম্মদীয় নিয়মানুসারে না হইয়া জাতীয় নিয়মানুসারে হইয়া থাকে। এখন দুই একটী শিক্ষিতবংশ মহম্মদীয় আইনের অনুসরণ করিতেছে। ইহাদের বিভিন্নজাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রথা প্রচলিত। রোহিলখণ্ডের পাঠানেরাই সর্ব্বাপেক্ষা শিক্ষিত। গবর্মেণ্টের অধীনে রাজস্ব, পুলিস এবং অন্যান্য বিভাগে অনেক উচ্চকার্য্যে ইহারা নিযুক্ত আছে।

পাঠান-স্থাপত্য ও শিল্প।

পাঠানদিগের রাজ্য এদেশে বদ্ধমূল হইলে পর, তাঁহারা স্থপতিকার্য্যে মনোনিবেশ করেন। প্রথমে তাঁহারা তাঁহাদের জয়চিহ্নসূচক আজমীর ও দিল্লীতে দুইটী মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করেন। পাঠানেরা সর্ব্বদা যুদ্ধকার্য্যে লিপ্ত থাকায় তাহাদিগের সহিত অট্টালিকাদি প্রস্তুত কার্য্যে নিপুণ শিল্পী আনয়ন করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের এই অভাব বিজিতদিগের দ্বারাই পূর্ণ হইয়াছিল। অনেক জৈনমন্দির পাঠানেরা মস্‌জিদে পরিণত করেন। দিল্লীর নিকট মস্‌জিদ ছিল, তাহার সহিত আজমীরের মস্‌জিদের তুলনা হইতে পারে না। দিল্লীর মস্‌জিদ এখন যদিও ভগ্নাবস্থায় আছে, তথাপি তাহার দৃশ্য অতীব সুন্দর। এই মস্‌জিদ একটী পাহাড়ের ঢালু জমির উপর অবস্থিত, ইহার সম্মুখে একটী হ্রদ ছিল। এই মস্‌জিদের স্তম্ভ সকল হিন্দুদিগের অনুকরণে প্রস্তুত করা হইয়াছিল, গৃহাদি মুসলমানদিগের গৃহনির্ম্মাণ-প্রথানুসারে প্রস্তুত করা হয়।

কনোজে যে মস্‌জিদ আছে, তাহা পূর্ব্বে যে জৈনমন্দির ছিল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই মস্‌জিদের ছাদ ও স্তম্ভ জৈন-ধরণে প্রস্তুত। কেবল ইহার বহির্ভাগ মুসলমান-প্রথানুসারে নির্ম্মিত। এই মস্‌জিদে যে খিলান আছে, তাহা অত্যন্ত বৃহৎ ও সুন্দর। মধ্যস্থলের খিলানের পরিমাণ বিস্তারে ২২ ফুট, উচ্চে ৫৩ ফুট। পাঠানেরা কিরূপে খিলানাদি করিতে হয়, তাহা জানিতেন, কিন্তু তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান তাদৃশ না থাকায় হিন্দু শিল্পীদিগের প্রতি সমুদয় ভার অর্পণ করেন। হিন্দুরা পূর্ব্বে খিলান কখন করেন নাই, এই জন্য এই খিলান সকল তাহারা যে প্রণালীতে স্তম্ভ প্রস্তুত করিতেন, সেই নিয়মেই প্রস্তুত করেন।

কুতব-মিনর পাঠানদিগের আর একটী কীর্ত্তি। ইহার তলপ্রদেশের বেধ ৪৮ ফুট ৪ ইঞ্চ; ১৭৯৪ খৃঃ অব্দে ইহার উচ্চতা ২৪২ ফুট ছিল। ইহার ৪টী বারান্দা আছে। প্রথমটী ৯ ফুট উচ্চে, ২য়টী ১৪৮ ফুট, ৩য়টী ১৮৮ ফুট ও ৪র্থটী ২১৪ ফুট উচ্চে অবস্থিত। তদ্ভিন্ন ইহার চতুর্দ্দিকে বিস্তর

কারুকার্য্য আছে। ইহার ত্রিতলের উপরিভাগ শ্বেত প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত, নিম্নস্থ ভাগ লাল বালুকাপ্রস্তর দ্বারা গঠিত।

কুতব:মিনারের ৪৭০ ফুট উত্তরে আর একটী স্তম্ভ আলাউদ্দীন্ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু তিনি রাজধানী স্থানান্তরিত করায় উহার নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হয় নাই। ইহার উচ্চতা কেবল ৪০ ফুট মাত্র হইয়াছিল।

এই স্থানে আর একটী বিস্ময়জনক লৌহস্তম্ভ আছে। সর্ব্বশুদ্ধ ইহার উচ্চতা ২৩ ফুট ৮ ইঞ্চি। এই স্তম্ভ অত্যন্ত প্রাচীন। ইহার গাত্রে যে খোদিত লিপি আছে, তাহাতে কোন প্রকার তারিখ না থাকায় ইহার নির্ম্মাণ-কাল নির্ণয় করিবার কোন উপায় নাই। কাহারও মতে তৃতীয় শতাব্দীতে, কেহ বা চতুর্থ শতাব্দীতে নির্ম্মিত এই মত প্রকাশ করেন। যাহা হউক বাহ্লিকেরা সিন্ধুদেশে পরাজিত হইলে পর বিজয়স্তম্ভ-স্বরূপ এই স্তম্ভ নির্ম্মিত হয়।

আজমীরের মস্জিদের কথা যাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা ১২০০ খৃঃ অব্দে আরব্ধ হইয়া আল্‌তামাসের রাজত্ব সময়ে শেষ হয়। এরূপ কিংবদন্তী আছে যে, এই মস্জিদ নির্ম্মাণ আড়াই দিনে শেষ হয়; কিন্তু বোধ হয়, জৈনমন্দিরের ভগ্নাবশেষ সরাইয়া ফেলিতে আড়াই দিন লাগিয়াছিল, তজ্জন্য এইরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত হইয়াছে। এই মস্জিদের খিলানই ইহার সৌন্দর্য্য। এই মস্জিদে যে সকল খোদিত লিপি আছে, তাহা অতি সুন্দর।

আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পরে পাঠান-স্থপতি-বিদ্যায় বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব্বে পাঠানেরা তাঁহাদের গৃহ মস্জিদ প্রভৃতিতে নানাবিধ চিত্র আকৃতি অঙ্কন করিতেন এবং নির্ম্মাণকার্য্যে হিন্দুদিগের নিকট হইতে সম্পূর্ণ সহায়তা গ্রহণ করিতেন; কিন্তু তোগলক শাহের সময় হইতে পাঠানেরা হিন্দুদিগের সাহায্য না লইয়া মস্জিদাদি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। এই সকল মস্জিদ অট্টালিকা প্রভৃতির বিশেষত্ব এই যে, এই সকল মস্জিদের গাত্রে তাদৃশ চিত্রাদি নাই। এই প্রকার গঠনের চিত্র প্রদর্শিত হইল।

গোয়ালিয়রের নিকটবর্ত্তী সিপ্রির মস্জিদ।
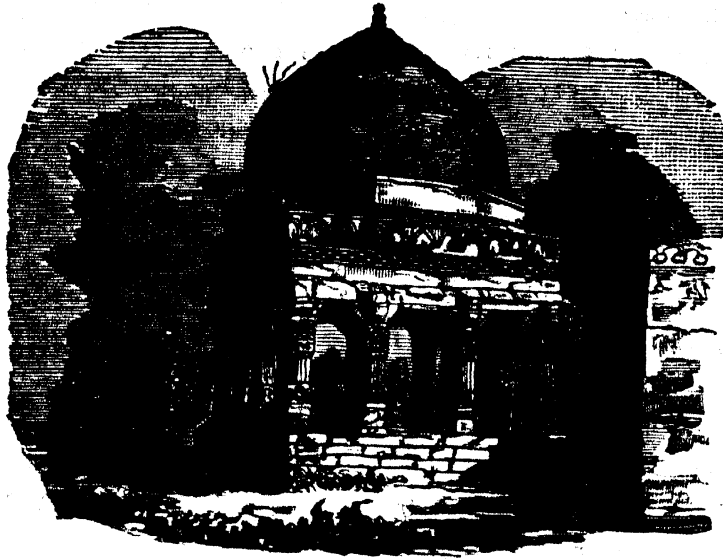
সমাধিগৃহ নির্ম্মাণে পাঠানেরা যে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন, তাহা শেরশাহের সময় হইতে শেষ হইয়া যায়। শাহাবাদে এই শেরশাহের যে সমাধিমন্দির আছে, তাহার প্রতিকৃতি পরপৃষ্ঠায় দেওয়া গেল।

শেরশাহের সমাধিমন্দির।
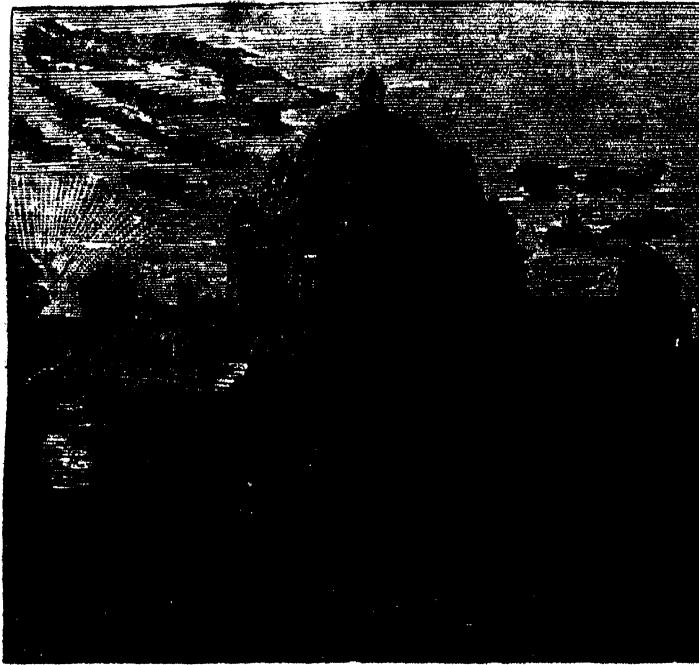
* এইরূপ সুন্দর সমাধিমন্দির ভারতবর্ষে অত্যন্ত বিরল।

ভারতে পাঠান-শাসন।

এক সময়ে পাঠানেরা সমস্ত ভারতবর্ষ করায়ত্ত করিয়াছিল। মোগলদিগের প্রভাবে ভারতীয় পাঠানদিগের গৌরব রবি অস্তমিত হয়। [ভারতবর্ষ ও বঙ্গদেশ দেখ।]

নিম্নে দিল্লীর পাঠানরাজগণের [১৪৯ পৃষ্ঠা দেখ।] এবং বঙ্গের শাসনকর্ত্তৃগণের ও স্বাধীন পাঠান নৃপতিগণের বংশতালিকা প্রদত্ত হইল—

বঙ্গের পাঠান-শাসনকর্ত্তৃগণ।

১। মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার-খিলজী ১১৯৮—১২০৫ খৃষ্টাব্দ।
২। মহম্মদ-ই-সিরান্ ১২০৫—১২০৯ „
৩। আলীমর্দ্দন ১২০৯—১২১১ „
৪। সুলতান গিয়াস্‌উদ্দীন্ ১২১১—১২২৭ „
৫। নাসিরুউদ্দীন্ ১২২৭—১২২৯ „
৬। আলাউদ্দীন্ ১২২৯ ? „
৭। সৈফ্‌উদ্দীন্ আইবক ১২৩৩ পর্য্যন্ত।
৮। ইজ্জুউদ্দীন্ আবুল্ ফতে তুগ্রিল্-তুখান্ খাঁ ১২৩৩—১২৪৫ „
৯। কমরউদ্দীন্ তৈমুর খাঁ ১২৪৫—১২৪৭ „
১০। ইখ্‌তিয়ার্-উদ্দীন্ যুজবকী তুগ্রিল খাঁ (সুলতান মুঘিস্‌উদ্দীন্) ১২৪৭—১২৫৮ „
১১। জলাল্‌উদ্দীন্ মসাউদ্ মালিকজানি ১২৫৮—১২৫৯ খৃষ্টাব্দ।
১২। ইজ্জুদ্দীন্ বল্‌বন্ ১২৫৯
১৩। মহম্মদ অর্সলান্ তাতার খাঁ ১২৬৪
১৪। তুগ্রিল (সুলতান মঘিস্‌উদ্দীন্) ১২৭৯
১৫। নাসিরুউদ্দীন্ মাহ্‌মুদ (বগ্‌রা খাঁ) ১২৮২
১৬। রুকনুউদ্দীন্ কৈকাউস্ শাহ ১২৯১—১২৯৬ „
১৭। সাম্‌সুদ্দীন্ আবুল্ মুজফ্‌ফর ফিরোজশাহ ১৩০২ ?—১৩২২
১৮। গিয়াস্ উদ্দীন্ বাহাদুর শাহ ?—১৩৩৫
১৯। কদর খাঁ (লক্ষ্মণাবতীতে রাজা) ১৩২৬—১৩৩৯
২০। বহরাম্ খাঁ ১৩৩৫—১৩৩৮
২১। আজিম্-উল্-মুল্‌ক (সপ্তগ্রামে রাজা) ১৩২৪—১৩৩৯

বঙ্গের স্বাধীন পাঠান সুলতানগণ।

১। ফখ্‌রুদ্দীন্ আবুল্ মুজফ্‌ফর মুবারকশাহ* ১৩৩৮—১৩৪৯
২। আলাউদ্দীন্ আবুল্ মুজফ্‌ফর আলীশাহ ১৩৩৯—১৩৪৫

[১৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

* বহরাম্ খাঁর মৃত্যুর পর সুবর্ণগ্রামে স্বাধীন নৃপতি বলিয়া ঘোষণা দেন।

দিল্লীর পাঠানরাজবংশ।
কুতব-উদ্দীন্ আইবক
(১২০৬-১২১০ খৃঃ অঃ)
আরাম
কন্যা
পতি—শামসুদ্দীন্ আলতামাস
(১২১০—১২৩৫ খৃঃ অঃ)
নাসির উদ্দীন্ মামুদ হসন তুরল
রুকনউদ্দীন্ ফিরোজ
(১২৩৫-১২৩৬)
সুলতানা রিজিয়া
(১২৩৬-১২৩৯)
মুইজউদ্দীন্ বহ্‌রাম শাহ
(১২৩৯-১২৪১)
আলাউদ্দীন্ মসাউদ
(১২৪১-১২৪৬)
নাসিরউদ্দীন্ মামুদ
(১২৪৬-১২৬৫)
গিয়াস্ উদ্দীন্ বলবন্
(১২৬৫-১২৮৭)
মহম্মদ
কৈ-খসরু
বুঘ্‌রা খাঁ
মুইজউদ্দীন্ কৈকোবাদ (১২৮৭—১২৯০)
খিলজী-বংশ।
জলালউদ্দীন্ ফিরোজশাহ
(১২৯০-১২৯৫)
আলাউদ্দীন্ মহম্মদ শাহ
(১২৯৫-১৩১৫)
খান্-ই-খানান্
আর্কলি খাঁ
কাদির খাঁ
(১২৯৫-১২৯৬)
খিজির খাঁ
সাদি খাঁ
মুবারক কুতবউদ্দীন্
(১৩১৬-১৩২০)
সাহেব উদ্দীন্
তোগলক-বংশ।
গাজীবেগ বা গিয়াস্ উদ্দীন্ তোগলক শাহ
(১৩২০—১৩২৫)
মহম্মদবিন্ তোগলক
(১৩২৪-১৩৫১)
সিপাসলার রজব্
ফিরোজ শাহ (১৩৫১-১৩৮৮)
নাসিরউদ্দীন্ মহম্মদ শাহ
(১৩৮৯-১৩৯২)
জাফর খাঁ
আবুবকর
(১৩৮৮-১৩৮৯)
ফতে খাঁ
গিয়াসউদ্দীন্ তোগলক শাহ
(১৩৮৮-১৩৮৯)
হুমায়ুন্ সিকন্দর শাহ
(১৩৯২ খৃঃ ৪৫ দিন মাত্র)
মামুদশাহ
(১৩৯২-১৪১২)
(তৈমুর কর্ত্তৃক দিল্লী আক্রমণ)
লোদিবংশ
দৌলত খাঁ লোদি (১৪১২-১৪১৪)
সৈয়দ-বংশ।
সৈয়দ খিজির খাঁ (১৪১৪-১৪২১)
সৈয়দ মুবারক শাহ (১৪২১-১৪৩৩)
মহম্মদ বিন্ ফরীদ (১৪৩৩-১৪৪৩)
আলাউদ্দীন্ (আলম্ শাহ) (১৪৪৩-১৪৫০)
লোদিবংশ।
বহ্‌লোল লোদি (১৪৫০-১৪৮৮)
সিকন্দরলোদি নিজাম খাঁ (১৪৮৮-১৫১৭)
ইব্রাহিম লোদি (১৫১৭-১৫৩০)

৩। ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন্ আবুল্ মুজফ্ফর গাজীশাহ ১৩৫০—১৩৫২

৪। শামস্‌উদ্দীন্ আবুল্ মুজফ্ফর ইলিয়াস্‌শাহ (প্রথমে পশ্চিমবাঙ্গালায় পরে পূর্ব্ববঙ্গে) ১৩৩৯—১৩৫৭

৫। আবুল্ মজাহিদ্ সিকন্দর শাহ ১৩৫৭—১৩৮৯

৬। গিয়াস্‌উদ্দীন্ আবুল্ মুজফ্ফর আজম্‌শাহ ১৩৮৯—১৩৯৬

৭। সৈফ্‌উদ্দীন্ আবুল্ মজাহিদ্ হাম্‌জাশাহ ১৩৯৬—১৪০০

৮। শাম্‌সুদ্দীন্ (সাহেব উদ্দীন্) * ১৪০১—১৪০৩

ইলিয়াস্ শাহীবংশ।

৯। নাসিরউদ্দীন্ আবুল্ মুজফ্ফর মাহ্মুদশাহ ১৪৪৭—১৪৫৭

১০। রুকনউদ্দীন্ আবুল্ মজাহিদ বার্ব্বকশাহ ১৪৫৯—১৪৭৪

১১। শাম্‌সুদ্দীন্ আবুল মুজফ্ফর যুসুফশাহ ১৪৭৪—১৪৮১

১২। সিকন্দরশাহ (২য়) ১৪৮১

১৩। জলাল্‌উদ্দীন্ আবুল্ মুজফ্ফর ফতেশাহ † ১৪৮১—১৪৮৭

হোসেনী বংশ।

১৪। আলাউদ্দীন্ আবুল্ মুজফ্ফর হোসেন শাহ ১৪৯৩—১৫২০ বা ১৫২২

১৫। নাসিরুদ্দীন্ আবুল্ মুজফ্ফর নস্‌রতশাহ ১৫২২—১৫৩২

১৬। আলাউদ্দীন্ আবুল্ মুজফ্ফর ফিরোজশাহ [৩য়] ১৫৩২

১৭। গিয়াস্‌উদ্দীন্ আবুল্ মুজফ্ফর মাহ্মুদশাহ [৩য়] ১৫৩৩—১৫৩৭

সুরবংশ।

১৮। শেরশাহ সুর ১৫৩৭—১৫৪৫

১৯। মহম্মদ খাঁ ১৫৪৫—১৫৫৫

২০। বাহাদুরশাহ ১৫৫৫—১৫৬১

২১। জলালশাহ ও তৎপুত্র
২২। গিয়াস্‌উদ্দীন্ } ১৫৬১—১৫৬৩

কররাণী বংশ।

২৩। হজ্‌রত-ই-আলা মিঞা সুলেমান ১৫৬৩—১৫৭২

২৪। বয়াজিদ্ ১৫৭২

২৫। দাউদ ১৫৭৩—১৫৭৬

পাঠানকোট, বিপাশা ও ইরাবতী নদীর মধ্যভাগে অবস্থিত একটী প্রাচীন দুর্গ। অনেকে অনুমান করেন যে, পাঠান-দিগের নাম হইতে এই দুর্গের নাম হইয়াছে; কিন্তু হিন্দু-দিগের মতে পগানিয়া (নূরপুরের রাজবংশের উপাধি) হইতে ইহার নাম পাঠানকোট হইয়াছে। এই প্রাচীন দুর্গ এখন ভগ্নাবস্থায় আছে। এই স্থানে হিন্দু ও মুসলমানদিগের বিস্তর পুরাতন মুদ্রা পাওয়া যায়।

পাঠান্তর (স্ত্রী) অন্যঃ পাঠঃ পাঠান্তরং। অপরপাঠ। যদি একই বিষয়ের পুস্তকে একপ্রকার পাঠ আছে অন্য পুস্তকে অপর প্রকার পাঠ থাকে, তবে তাহাকে পাঠান্তর বলে।

পাঠার্থিন্ (ত্রি) পাঠ-অর্থ-ণিনি। পাঠাভিলাষী, যিনি পাঠ অভিলাষ করেন।

পাঠি (পুং) পাঠ-ইন্। পৃষ্ঠ।

পাঠিক (ত্রি) প্রকৃত পাঠবিশিষ্ট।

পাঠিকা (স্ত্রী) পাঠ-স্বার্থে-কন্ টাপি অতইত্বং। ১ পাঠা। (ভাবপ্র°) ২ পাঠকারিণী স্ত্রী।

পাঠিত (ত্রি) পঠ-ণিচ্-ক্ত। অধ্যাপিত, পড়ান।

পাঠিন্ (পুং) পাঠেব আকৃতির্বিদ্যতে যস্য পাঠা-ইনি। ১ চিত্র-বৃক্ষ। পাঠোঽস্ত্যস্যেতি পাঠ-ইনি (অত ইনিঠনৌ। পা ৫।২।১১৫) পাঠবিশিষ্ট, পাঠযুক্ত। "বন্দিনামপ সূতানাং বিটানাং লাস্যপাঠিনাম্।" (মার্কণ্ডেয়পু° ৩০।২৩)

পাঠীকুট (পুং) পাঠীং কুটতীতি কুট-ক। চিত্রকবৃক্ষ। (রাজনি°)

পাঠীন (পুং) পাঠিং পৃষ্ঠং নমরতীতি, পাঠি-নম-ণিচ্-ড (ততো দীর্ঘঃ। পা ৬।৩।১৩৭।) মৎস্যবিশেষ, চলিত বোয়াল, পর্য্যায়—সহস্রদংষ্ট্রী, বোদাল, বোদালক। (শব্দর°)

"পাঠীনরোহিতাবাদ্যৌ নিযুক্তৌ হব্যকব্যয়োঃ।" (মনু ৫।১৬)

ইহার গুণ—শ্লেষ্মল, স্নিগ্ধ, মধুর, কষায়, বল্য, বৃষ্য, পাকে কটু, রুচিকর, বাত ও পিত্তনাশক। (রাজব°)

২ পাঠক। ৩ গুগ্গুলুদ্রুম। (মেদিনী)

পাঠেয় (ত্রি) পাঠায়াং ভবঃ নদ্যাদিত্বাৎ ঢক্। পাঠাভব, যাহা পাঠা হইতে হয়।

পাঠ্য (ত্রি) পাঠ্যতে ইতি পঠ-ণ্যৎ (ঋহলোর্ণ্যৎ। পা ৩।১।১২৪) পঠনীয়, পঠিতব্য, পড়ার যোগ্য।

"তিষ্ঠ রে তিষ্ঠ কণ্ঠোষ্ঠং কুণ্ঠয়ামি হঠাদহম্।
অপঠু পঠতঃ পাঠ্যমধিগোষ্ঠি শঠস্য তে॥" (নৈষধ ১৭ সর্গ°)

পাড় (দেশজ) ১ তট, তীর। ২ কাপড়ের প্রান্তভাগ।

পাড়সালি, দাক্ষিণাত্যবাসী একশ্রেণীর তন্তুবায় জাতি, বাঘল-কোট ও হনগুন্দ নামক স্থানে দেখা যায়। ইহাদিগের এক গোত্রের মধ্যে বিবাহাদি হয় না। ইহাদিগের সহিত অন্যান্য লিঙ্গায়তদিগের অতি অল্প প্রভেদ আছে। ইহারা লিঙ্গ ধারণ করে ও কপালে ভস্ম লেপন করে। ইহারা লিঙ্গ ধারণ করে বলিয়া মদ্য মাংস ভক্ষণ করে না। ইহারা প্রত্যহ স্নান ও লিঙ্গপূজা করিয়া থাকে। বস্ত্র-বুননই ইহাদের পৈতৃক ব্যবসা এবং অন্যান্য তন্তুবায় হইতে ইহাদের অবস্থায় বিশেষ প্রভেদ

* ইহার পর রাজা গণেশ সিংহাসন অধিকার করেন।

† ইহার পর হাবসিবংশ সিংহাসন অধিকার করেন। এই বংশ ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

নাই। ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ ও বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। বহুবিবাহের ব্যবস্থা থাকিলেও তাদৃশ প্রচলন নাই। ইহাদের অবস্থা মন্দ নহে।

পাড়া (দেশজ) ১ পল্লী, নির্দ্দিষ্ট বসতিস্থান। ২ উচ্চ স্থান হইতে নীচে নামান।

পাড়াগাঁ (দেশজ) পল্লিগ্রাম।

পাড়াগাঁইয়া (দেশজ) পল্লিগ্রামবাসী।

পাড়ানি (দেশজ) ১ ফেলান বা নিয়ে স্থাপন। ২ পুষ্পচয়ন।

পাড়াপড়িশী (দেশজ) প্রতিবাসী, যাহাদের সহিত একপাড়ায় বাস করা হয়।

পাড়ারী (দেশজ) নীলগাছ।

পাড়ি (দেশজ) এক পার হইতে অপর পারে যাওয়া।

পাণ (পুং) পণ্যন্তে ব্যবহ্রিয়ন্তেঽনেনেতি পণ-করণে ঘঞ্। ১ পাণি। (শব্দচ°) পণ-ভাবে ঘঞ্। ২ পণন। ৩ সময়।
"দীব্যামহে পার্থিব ! মা বিশঙ্কাং কুরুষ্ব পাণঞ্চ চিরঞ্চ মা কৃথাঃ" ॥ (ভারত ২।৫৭।৮) ৪ ব্যবহার।

পাণ (দেশজ) তাম্বূল, পর্ণ।

পাণপত্র (দেশজ) বিবাহের লগ্নপত্র।

পাণবাটা (দেশজ) পাণ রাখিবার পাত্র।

পাণমরিচ (দেশজ) বৃক্ষভেদ (Polygonum flaccidum)।

পাণা (দেশজ) ১ জলোপরি ভাসমান শৈবালবিশেষ। ২ মিছরি ও চিনি প্রভৃতি জলে ভিজাইয়া লইলে তাহাকে পাণা কহে। যেরূপ মিছরির পাণা, চিনির পাণা ইত্যাদি।

পাণি (স্ত্রী) পণায়ন্তে ব্যবহরন্ত্যস্যামিতি পণ-ইণ্ (অশিপণায্যোরুড়ায়লুকৌ চ। উণ্ ৪।১৩২) আয়প্রত্যয়স্য লুক্ চ। ১ পণ্যবীথী, হট্ট। (পুং) ২ পণায়ন্তে ব্যবহরন্ত্যনেনেতি পণ-ড, তত ইণ্ ; হস্ত, মণিবন্ধ হইতে অঙ্গুলি পর্য্যন্ত ভাগ। পর্য্যায়—পঞ্চশাখ, শয়, সম, হস্ত, কর, ভুজ, কুলি, ভুজদল। (ত্রিকা°) গর্ভস্থিত বালকের ছইমাসের সময় হাত হইয়া থাকে। (দেবীভাগ° ২।২।১৯) ৩ কুলিক বৃক্ষ, চলিত কুলিয়া কড়া। (রত্নমা°)

পাণিক (ত্রি) পণেন ক্রীতং। যাহা পণ দিয়া ক্রয় করা হয়। ২ কুমারানুচর-মাতৃভেদ। (ভারত বনপ° ৫৫ অ°)

পাণিকচ্ছপিকা (স্ত্রী) কচ্ছপঃ কূর্ম্মস্তদাকারোঽস্ত্যস্যাঃ কচ্ছপঠন্, টাপি অত ইত্বং পাণিভ্যাং কৃতা কচ্ছপিকা। কূর্ম্মমুদ্রা।
"পাণিকচ্ছপিকাং কুর্য্যাৎ কূর্ম্মমন্ত্রেণ সাধকঃ।
তত্র সংস্কৃতপুষ্পেণ পূজয়েদাত্মনো বপুঃ ॥
পূজিতং তেন পুষ্পেণ দেবত্বং স্বস্য জায়তে ॥" (কালি°পু°৫৬অ°)
সাধক কূর্ম্মমন্ত্রে পাণিকচ্ছপিকা করিবে।

পাণিকর্ণ (পুং) ১ শিব।

পাণিকর্ম্মন্ (পুং) পাণিভ্যাং বাদনরূপং কর্ম্ম যস্য। ১ মহাদেব। (ভারত শান্তিপ° ২৮৬ অ°) (ত্রি) ২ পাণিদ্বারা বাদক, হাত দিয়া যে বাজায়।

পাণিকূর্চ্চা (স্ত্রী) কুমারানুচর মাতৃভেদ। (ভারত শল্যপ° ৪৬ অধ্যায়)

পাণিখাত (স্ত্রী) তীর্থভেদ। (ভারত বনপ° ৮২ অ°)

পাণিগৃহীত (ত্রি) পাণিভ্যাং গৃহীতঃ। পাণিদ্বারা যাহা গ্রহণ করা হইয়াছে। বিবাহিত।

পাণিগৃহীতী (স্ত্রী) পাণির্গৃহীতো যস্যাঃ (পাণিগৃহীতী ভার্য্যায়াং। পা ৪।১।৫২) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা ঙীষ্। বিধিপূর্ব্বক বিবাহিতা সবর্ণা স্ত্রী। মনুতে লিখিত আছে—পাণিগ্রহণ সংস্কার সবর্ণা স্ত্রীতে হইয়া থাকে, অন্য বর্ণে হয় না, এই জন্য সবর্ণা স্ত্রী বুঝিতে হইবে। "পাণিগ্রহণসংস্কারাঃ সবর্ণাসূপদিশ্যতে।" (মনু)

পাণিগ্রহ (পুং) পাণির্গৃহ্যতেঽত্র গ্রহ-আধারে অপ্। বিবাহ। (বৃহৎস° ১০০ অ°)

পাণিগ্রহকর (পুং) যিনি পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, ধর্ম্মতঃ পতি।

পাণিগ্রহণ (স্ত্রী) পাণির্গৃহ্যতেঽত্র গ্রহ-আধারে ল্যুট্। বিবাহ। প্রথম সংস্কার ভেদ। (রঘু ৭।২৯) [বিবাহ দেখ।]

পাণিগ্রহণিক (ত্রি) পাণিগ্রহণং প্রয়োজনমস্য ঠক্। বিবাহাঙ্গ মন্ত্র। যে মন্ত্রে পাণিগ্রহণ সম্পন্ন হয়। যথাশাস্ত্র এই পাণিগ্রহণিক মন্ত্র পাঠ হইলে ভার্য্যাত্বসম্পাদক জ্ঞান হয়।
"পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রা নিয়তং দারলক্ষণং।
তেষাং নিষ্ঠা তু বিজ্ঞেয়া বিদ্বদ্ভিঃ সপ্তমে পদে ॥" (মনু ৮।২২৭)
আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্রে "অর্য্যমণং নু দেবং কন্যা অগ্নিমযক্ষত" (আশ্ব° গৃ° ১।৭।১৭) হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯ সূত্রান্ত পর্য্যন্ত। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রোক্ত 'অর্য্যম্‌ণ' ইত্যাদি মন্ত্রই পাণিগ্রহণিক মন্ত্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

পাণিগ্রহণীয় (ত্রি) ১ পাণিগ্রহণযোগ্য। (স্ত্রী) ২ বিবাহে দেয় উপহার।

পাণিগ্রহীতৃ (পুং) পাণিং গৃহ্লাতি গ্রহ-তৃচ্, ততইট্, ইটো দীর্ঘশ্চ। পাণিগ্রহণকর্ত্তা, পতি, বোড়া।

পাণিগ্রাহ (পুং) পাণিং গৃহ্লাতি গ্রহ-অণ্। বোড়া, পতি, পাণিগ্রহণকর্ত্তা।
"বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রাণাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম্ ॥"(মনু ৫।১৪৮)

পাণিঘ (পুং) পাণিং পাণিনা বা হন্তি হন-টক্ (পাণিঘতাড়ঘৌ শিল্পিনি। পা ৩।২।৫৫) ততঃ টিলোপো ঘত্বঞ্চ নিপাত্যতে। পাণিবাদ, পাণিদ্বারা মৃদঙ্গাদি বাদ্য, বা যে হস্তে মৃদঙ্গের ন্যায়

বাদ্য করে। চলিত ঢোলী, ঢাকী। যাহারা খোল প্রভৃতি বাজায়। অমর ও ভরত লিখিয়াছেন, 'পাণিং বা হন্তি যঃ। যঃ পাণিনৈব মৃদঙ্গাদিবাদ্যমুৎপাদয়তি তত্র। যঃ পাণিনা মৃদঙ্গমিব পাণিং বাদয়তি তত্র চ।' (অমর ভরত)

পাণিঘাত (পুং) পাণিনা হন্তীতি হন্-অমিন্নিত্যাদৌ অণ্। ১ পাণি-তাড়ক মাত্র। হন্-ভাবে ঘঞ্, ততঃ পাণিনা ঘাতঃ হননং। ২ পাণিদ্বারা হনন, পাণিহনন।

পাণিঘ্ন (ত্রি) পাণৌ হন্তি হন-টক্, বেদে শিল্পিনি নিপাতনাৎ সাধুঃ। হস্ততালবাদক। "বীণাবাদং পাণিঘ্নং" (শুক্ল যজু° ৩০।২০) 'পাণিঘ্নং হস্ততালবাদকং' (মহীধর)

পাণিচাপল্য (ক্লী) পাণেশ্চাপল্যং। হস্তের চপলতা।
"বাক্‌পাণিপাদচাপল্যং বর্জ্জয়েচ্চাতিভোজনং।" (যাজ্ঞ° ১।১১২)
বাক্‌, পাণি ও পাদ ইহাদের চপলতা বর্জ্জনীয়।

পাণিজ (পুং) পাণৌ জায়তে জন-ড (সপ্তম্যাং জনের্ডঃ। পা ৩।২।৯৭) নখ। (হলায়ুধ) ২ নখী। (রাজনি° ব° ১২)

পাণিতল (ক্লী) পাণেস্তলং। ১ হস্তের অধোভাগ।
"স্পৃষ্ট্বৈতানশুচির্নিত্যমদ্ভিঃ প্রাণানুপস্পৃশেৎ।
গাত্রাণি চৈব সর্ব্বাণি নাভিং পাণিতলেন তু॥" (মনু ৪।১৪৩)
পাণিরেব তলং। ২ করতল। পাণিতলমিব পরিমাণ-মস্ত্যস্যেতি অচ্‌। ৩ পরিমাণ বিশেষ, কর্ষপরিমাণ, তোলক-দ্বয়। (বৈদ্যকপরি°)

পাণিধর্ম্ম (পুং) পাণিগ্রহণাখ্যো ধর্ম্মঃ মধ্যপদলোপি কর্ম্মধা°। পাণিগ্রহণরূপ ধর্ম্ম। "পাণিধর্ম্মো নাহুবায়ং ন পুংভিঃ সেবিতঃ পুরা॥" (ভারত ১।৮১।২০)

পাণিন্‌ (পুং, বহু) কৌশিক বংশের একটী পরিবার।

পাণিন (পুং) পণিনো মুনের্গোত্রাপত্যং পণিন্‌-অণ্‌ (গাথি বিদথিকেশিগণিপাণিনশ্চ। পা ৬।৪।১৬৫) ইতি ন টিলোপঃ। পাণিনি মুনি। (ত্রিকা°)

পাণিনি (পুং) পণিনো মুনের্যুবাপত্যং পণিন্‌-ইঞ্‌, ন টিলোপঃ। আহিক, দাক্ষীপুত্র, শালঙ্কী, পাণিন ও শালাতুরীয় এই কয়টী নামান্তর। (ত্রিকা°)

সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রাচীন (প্রকৃত) ব্যাকরণরচয়িতার নাম পাণিনি। কি ভারতে, কি পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের নিকট পাণিনির ব্যাকরণ শব্দবিদ্যার অপূর্ব্ব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ বলিয়া সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। পাণিনির অসামান্য শব্দজ্ঞানভাণ্ডার অবলোকন করিয়া তাঁহার প্রকৃত পরিচয়, তাঁহার আবির্ভাবকাল, তাঁহার সময়ে সংস্কৃত ভাষার অবস্থা এবং তাঁহার বার্ত্তিককার ও ভাষ্যকারের সহিত তাঁহার ভাষাসম্বন্ধ এই সমুদায় বিচার করিবার জন্য খ্যাতনামা য়ুরোপীয় সংস্কৃতবিৎ এবং এদেশীয় সংস্কৃতপ্রিয় পুরাবিদ্‌ মাত্রই অগ্রসর হইয়াছেন; কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, এই গুরুতর তত্ত্ব-নির্ণয়ে কেহই অপরের সহিত একমত অবলম্বন করিতে পারেন নাই। এই কারণে সংক্ষেপে তাঁহাদের মত উদ্ধৃত করিয়া পাণিনির প্রকৃত পরিচয়সংগ্রহের চেষ্টা করা আবশ্যক।

কল্পিত পরিচয়।

অধ্যাপক মোক্ষমূলর সোমদেবের কথাসরিৎসাগর হইতে এই গল্পটী উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ—

"পুষ্পদন্ত নামে মহাদেবের এক অনুচর গৌরীর শাপে পতিত হইয়া কৌশাম্বীনগরীতে সোমদত্ত নামক এক ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম হইল—কাত্যায়ন-বররুচি। জন্মের কিছু পরেই এইরূপ আকাশবাণী হইল—"এই শিশু শ্রুতিধর হইবে এবং বর্ষপণ্ডিতের নিকট সমস্ত বিদ্যা লাভ করিবে। ব্যাকরণশাস্ত্রে ইহার অসাধারণ জ্ঞান জন্মিবে এবং বর অর্থাৎ সকল প্রধান বিষয়ে রুচি থাকিবে বলিয়া 'বররুচি' নামে আখ্যাত হইবে।" এই আকাশবাণী সফল হইয়াছিল। বাল্য হইতেই তাঁহার অসীম বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি জন্মিল। এক দিন তিনি এক নাটকের অভিনয় দেখিয়া মাতার নিকট আদ্যোপান্ত সেই নাটক আবৃত্তি করেন। উপনয়নের পূর্ব্বে ব্যাড়ির মুখে প্রাতিশাখ্য শুনিয়া তাহা সমস্তই কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। পরে তিনি বর্ষের নিকট নানাশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য-লাভ করিয়া ব্যাকরণশাস্ত্রে পাণিনিকে পরাজয় করিলেন; কিন্তু শেষে মহাদেবের অনুগ্রহে পাণিনি বিজয়শ্রী অর্জ্জন করিলেন। কাত্যায়ন মহাদেবের ক্রোধশান্তির জন্য পাণিনি-বিরচিত ব্যাকরণ পাঠ করিয়া তাহার সংশোধন ও পূর্ণতা সম্পাদন করেন। এই কাত্যায়নই মগধাধিপ নন্দের মন্ত্রিপদ লাভ করিয়াছিলেন।"

উক্ত গল্পানুসারে মোক্ষমূলর পাণিনিকে মগধরাজ নন্দের সমসাময়িক অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দীর লোক বলিয়া স্থির করিয়াছেন।[১] প্রসিদ্ধ জর্ম্মণ-পণ্ডিত বোথ্‌লিং,[২] অধ্যাপক লাসেন,[৩] ডাক্তার বুলর,[৪] অধ্যাপক পিটার্সন্[৫] এবং এদেশীয় পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ও ঐরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।[৬]

---

(১) Max Müller's Ancient Sanskrit Literature.
(২) Dr. Bothlingk's Panini, Band II. pp. XIV.
(৩) Indische Alterthumskunde, II. p. 864.
(৪) Dr. Bühler's Indian Studies.
(৫) Peterson's Edition of Ballabhadeva's Subhashitavali.
(৬) পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি-প্রকাশিত সিদ্ধান্তকৌমুদী ২য় ভাগ।

কিন্তু উক্ত সংস্কৃতবিদ্‌গণের মত ও বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রম-বিজৃম্ভিত বলিয়াই মনে হইতেছে। আরব্যোপন্যাস যেমন, সংস্কৃতসাহিত্যে কথাসরিৎসাগরও সেইরূপ একখানি গল্পের পুস্তক। আরব্যোপন্যাসের মধ্যে যেমন অনেক ঐতিহাসিক রাজগণের উল্লেখ আছে, অথচ উহাকে ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়া কিছুতেই গ্রহণ করা যায় না, কথাসরিৎসাগরও সেইরূপ ঐতিহাসিক গ্রন্থ নহে; সুতরাং উক্ত গ্রন্থে নন্দরাজের নাম দেখিয়া পাণিনিবিষয়ক গল্পটী ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

জর্ম্মণপণ্ডিত বেবার আবার দেখাইতে চান যে, পাণিনি ১৪০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।[৭]

অধ্যাপক গোল্ডষ্টুকর বহু আলোচনা করিয়া পাণিনি-বিচারবিষয়ক এক বিস্তীর্ণ প্রস্তাব লিখিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, নিরুক্তকার যাস্কের পরে এবং বাজসনেয়-প্রাতিশাখ্যরচয়িতা কাত্যায়নের পূর্ব্বে পাণিনি আবির্ভূত হন। তাঁহার আবির্ভাবকাল বুদ্ধদেবের কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী।[৮]

ডাক্তার লিবিক (Liebich) 'পাণিনির সহিত ভারতীয় সাহিত্য ও ব্যাকরণের সম্বন্ধ'-বিষয়ক এক বিস্তৃত প্রস্তাব জর্ম্মণ ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে—

'পাণিনি সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব্বের ৩০০ অব্দে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। গৃহ্যসূত্র যে সময়ে রচিত হয়, পাণিনি প্রায় সেই সময়ের লোক। ঐতরেয়ব্রাহ্মণ ও বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী বটে; কিন্তু ভগবদ্গীতা তাঁহার পরে রচিত হইয়াছে।'[৯]

এ ছাড়া পিটার্সন্ সাহেব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, বৈয়াকরণ পাণিনিই 'জাম্ববতীবিজয়' ও 'পাতালবিজয়' নামক কাব্যদ্বয়ও রচনা করেন। এ সম্বন্ধে তিনি জৈন-কবি রাজশেখরের নিম্নলিখিত শ্লোকটী প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন,—

"স্বস্তি পাণিনয়ে তস্মৈ যস্য রুদ্রপ্রসাদতঃ।
আদৌ ব্যাকরণং কাব্যমনু জাম্ববতীজয়ম্॥" *

(৭) Webers' History of Sanskrit Literature.

(৮) Goldstucker's Manava-kalpa-sûtra, preface.

(৯) Panini, Ein Beitrag zur keuntniss der Indischen Literatur und grammatik, von der Dr. Liebich.

* মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক শ্রীধরদাসও তাঁহার সদুক্তিকর্ণামৃতে 'দাক্ষীপুত্র' নাম দিয়া একটী শ্লোক সংগ্রহ করিয়াছেন। বোধ হয় এই নাম দৃষ্টেও উপরোক্ত অধ্যাপক সাহেব বৈয়াকরণ পাণিনিকে কাব্যরচয়িতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় প্রসিদ্ধ সংস্কৃতবিৎ ডাক্তার বুলরও পিটার্সনের পক্ষ সমর্থনে অগ্রসর হইয়াছেন।[১০]

পরবর্ত্তী আলোচনায় প্রকাশ পাইবে যে, উপরোক্ত বিভিন্ন মতগুলি সমীচীন নহে।

প্রকৃত পরিচয়।

পতঞ্জলির মহাভাষ্য ও হেমচন্দ্রের অভিধানচিন্তামণির সাহায্যে এইরূপ সামান্য পরিচয় পাওয়া যায়,—

পাণিনির পিতামহের নাম দেবল ও মাতার নাম দাক্ষী। মাতার নামানুসারে তিনি 'দাক্ষীপুত্র' বা 'দাক্ষেয়' নামে খ্যাত হইয়াছেন। গন্ধারের অন্তর্গত শলাতুরে তাঁহার জন্ম বলিয়া তিনি 'শালাতুরীয়'† নামেও প্রসিদ্ধ।

শলাতুরদর্শনকালে চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌ৎসিয়াং পাণিনি-সম্বন্ধে এইরূপ অবগত হইয়াছিলেন;—

'অতি পূর্ব্বকালে বহুসংখ্যক বর্ণমালা ছিল। ব্রহ্মা ও ইন্দ্র মানবের উপযোগী করিয়া বর্ণনিয়ম স্থাপন করেন। নানা শাখার ঋষিগণ তাহা হইতে প্রত্যেকে বর্ণমালার নানা ভেদ অবগত হন। বংশপরম্পরায় তাহাই চলিতে থাকে; কিন্তু ছাত্রগণ শক্তি না থাকিলে এই সকল বর্ণমালা বুঝিতে পারিতেন না। বিশেষতঃ মানবের পরমায়ু ক্রমেই কমিয়া আসিয়া একশত বর্ষমাত্র হইল।‡ এই সময়ে ঋষি পাণিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জন্ম হইতেই সকল পদার্থ অবগত হইয়াছিলেন। কালে বর্ণমালা ভুলিবার উপক্রম ঘটিল। পাণিনি তখন অক্ষররচনা ও শব্দবিদ্যার সুপ্রণালী স্থাপন করিবার জন্য অভিলাষী হইলেন। শব্দবিদ্যা লাভের জন্য সমাবিষ্ট হইলে তিনি 'ঈশ্বর' (মহেশ্বর) দেবের দর্শন করিলেন। মহেশ্বর তাঁহার অভীষ্ট বিষয় বুঝাইয়া দিলেন। মহেশ্বরের সাহায্য ও উপদেশ লাভ করিয়া গৃহে আসিলেন। তৎপরে তিনি তন্ময় হইয়া আপন কার্য্যসিদ্ধির জন্য অগ্রসর হইলেন। অবশেষে তিনি বহুসংখ্যক শব্দ সংগ্রহ করিয়া সহস্র শ্লোকাত্মক একখানি অক্ষর ও শব্দতত্ত্বমূলক (ব্যাকরণ) গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন। উহা তিনি দেশের মহারাজের নিকট পাঠাইয়া দেন। রাজা মহা অমূল্যরত্ন বলিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন এবং শাসনলিপিদ্বারা সমস্ত রাজ্যমধ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন,

(১০) Indian Antiquary, Vol. XV. p. 241.

† পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতেও এই শালাতুরীয় (৪।৩।৯৪) নাম দৃষ্ট হয়।

‡ হিউএন্‌ৎসিয়াঙ্গের এই প্রারম্ভ অংশ অনেকটা কাল্পনিক বলিয়া গ্রহণ করা যায়।

এই গ্রন্থ সকলেই ব্যবহার করিবে ও অপরকে শিক্ষা করাইবে। যে ব্যক্তি এই গ্রন্থের আদ্যোপান্ত শিক্ষা করিবে, সে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা উপহার পাইবে।"[১] (সি-যু-কি)

পাণিনীয় শিক্ষা,[২] পতঞ্জলির মহাভাষ্য প্রভৃতি বহুপ্রাচীন গ্রন্থে মহেশ্বরপ্রসাদে পাণিনির ব্যাকরণরচনাপ্রসঙ্গ বর্ণিত আছে। নন্দিকেশ্বরকৃত কাশিকায়ও লিখিত হইয়াছে, পাণিনির ইষ্টসিদ্ধির জন্যই মহেশ্বর চতুর্দ্দশ প্রত্যাহার প্রকাশ করিয়াছিলেন।[৩]

উক্ত বিবরণ ব্যতীত পাণিনির ব্যক্তিগত পরিচয় সম্বন্ধে আর অধিক কিছু পাওয়া যায় না।

পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী।

পাণিনি যে ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার নাম অষ্টাধ্যায়ী, ইহা আট অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহার অপর নাম 'অষ্টকং পাণিনীয়ং।' ইহার প্রতি অধ্যায়ে চারিটী করিয়া পাদ এবং সমগ্র গ্রন্থে ৩৯৯৬টী সূত্র আছে। ইহার মধ্যে বৈয়াকরণিকগণ ৩টী কি ৪টী সূত্র পাণিনির রচিত বলিয়া স্বীকার করেন না।

পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী হইতে তাঁহার জন্মভূমির নিকটবর্ত্তী জনপদসমূহের ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী শাব্দিকগণের নাম এবং তৎকালীন শব্দশাস্ত্রের অবস্থা নির্ণীত হইতে পারে।

কাপিশী, কম্বোজ, বর্ণু, সুবাস্তু, বনু, শর্ম্মগ্রাম, বাহীক, সাঙ্কল, শাকল, পর্ব্বত, মালবা ও ক্ষৌদ্রকা,—এই সকল স্থানই বর্ত্তমান পঞ্জাবের পশ্চিম ও পশ্চিমোত্তরাংশে এবং আফগানিস্থানের পূর্ব্বসীমা মধ্যে অবস্থিত। মালবা ও ক্ষৌদ্রকা এই দুইটী ব্যতীত আর সকল নামই ঋগ্বেদাদি প্রাচীন বৈদিক গ্রন্থে দেখা যায়। এই জনপদগুলির নামাদি পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয়, যে পবিত্র শতদ্রুতীরে ঋক্‌সংহিতার বিমল মন্ত্রসমূহ প্রথম গীত হইয়াছিল, সেই পবিত্র জনপদে পাণিনিও আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী শাব্দিকগণ।

অষ্টাধ্যায়ীর সূত্র হইতে পাণিনির পূর্ব্বতন এই কয়জন শাব্দিক ও আচার্য্যের নাম পাওয়া যায় ;—

অগ্নি, আগ্নিবেশ্য, আপিশলি, কঠ, কলাপী, কাশ্যপ, কুৎস, কৌণ্ডিন্য, কৌরব্য, কৌশিক, গালব, গৌতম, চরক, চাক্রবর্ম্ম, ছাগলি, জাবাল, তিত্তিরি, পারাশর্য্য, পীলা, বভ্রু, ভারদ্বাজ, ভৃগু, মণ্ডূক, মধুক, যস্ক (৫), বড়বা, বরতন্তু, বসিষ্ঠ, বৈশম্পায়ন, শাকটায়ন, শাকল্য, শিলালি, শৌনক ও স্ফোটায়ন।

পাণিনির কাল নির্ণয়।

পাশ্চাত্য ও এদেশীয় পণ্ডিতগণ কথাসরিৎসাগরের উপর নির্ভর করিয়া যে কাল নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন, তাহা কাল্পনিক বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। অধ্যাপক গোল্ডষ্টুকরের বিশ্বাস যে, পাণিনি বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী ; কিন্তু কত পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা কিছু

(১) উক্ত আখ্যায়িকা-বর্ণনার পর চীনপরিব্রাজক পাণিনির পুনর্জন্ম-বর্ণনা করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্য দেখাইয়াছেন। সে গল্পটী এই :—

'শলাতুর নগরে একটী স্তূপ আছে। এখানে এক অর্হৎ এক পাণিনি-মতাবলম্বীকে (বৌদ্ধধর্ম্মে) দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তথাগতের ইহলোক পরিত্যাগের পঞ্চশত বর্ষ পরে এক মহা অর্হৎ কাশ্মীরবাসীদিগকে দীক্ষিত করিয়া এই স্থানে আগমন করেন। এখানে দেখিলেন, এক ব্রহ্মচারী একটী বালককে প্রহার করিতেছে। অর্হৎ সেই ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কেন তুমি ইহাকে প্রহার করিতেছ?' ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, 'আমি এত করিয়া ইহাকে শব্দবিদ্যা শিখাইতেছি, কিন্তু এই বালক কিছুতেই পারিতেছে না।' অর্হৎ তখন ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'শব্দবিদ্যাশাস্ত্রপ্রণেতা পাণিনির নাম বোধ হয় শুনিয়াছ।' ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন 'এই নগরের বালকগণ সকলে তাঁহার মতাবলম্বী (শিষ্য); সকলেই তাঁহার মহদ্‌গুণের সম্মাননা করিয়া থাকে। তাঁহার স্মৃতি-স্থাপনার্থ যে প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি বিদ্যমান।' অর্হৎ তখন বলিলেন, 'তুমি যে বালককে শিখাইতেছ, এই বালকই পাণিনি। লৌকিক শব্দবিদ্যাপ্রকাশের জন্য বৃথা সময় নষ্ট করিয়াছে, এই জন্য ইহাকে অনেকবার জন্ম লইতে হইয়াছে।' ইত্যাদি নানা কথা বলিয়া অর্হৎ সেই বালককে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। পরে ব্রাহ্মণও অর্হতের কথায় মুগ্ধ হইয়া দীক্ষিত হইলেন।

(২) "শঙ্করঃ শাঙ্করীং প্রাদাৎ দাক্ষীপুত্রায় ধীমতে।
বাঙ্ময়েভ্যঃ সমাহৃত্য দেবীং বাচমিতি স্থিতিঃ॥
যেনাক্ষরসমাম্নায়মধিগম্য মহেশ্বরাৎ।
কৃৎস্নং ব্যাকরণং প্রোক্তং তস্মৈ পাণিনয়ে নমঃ॥" (পাণিনীয় শিক্ষা)

(৩) নন্দিকেশ্বর চতুর্দ্দশসূত্র-ব্যাখ্যাছলে লিখিয়াছেন—
"নৃত্যাবসানে নটরাজরাজো ননাদ ঢক্কাং নবপঞ্চবারান্
উদ্ধর্ত্তুকামঃ সনকাদিসিদ্ধানেতদ্বিমর্শে শিবসূত্রজালম্॥
অত্র সর্ব্বত্র সূত্রেষু অন্ত্যো বর্ণশ্চতুর্দ্দশম্।
ধাত্বর্থং সমুপাদিষ্টং পাণিন্যাদীষ্টসিদ্ধয়ে॥" (নন্দিকেশ্বরকৃত কাশিকা)

(৪) জর্ম্মণ পণ্ডিত বোথলিং অষ্টাধ্যায়ীর ৪।১।১৬৬, ৪।১।১৬৭, ৪।৩।১৩২, ৬।১।১৩৬, ৬।১।১৩৭, ৬।১।১০০, এবং ৬।১।১৬৭ এই ৭টী সূত্র পাণিনিবিরচিত বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে এই ৭টী বার্ত্তিক মধ্যে গণ্য, শেষে সূত্রপাঠ মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। কিন্তু অধ্যাপক গোল্ডষ্টুকর ইহার প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন যে ঐ সপ্তসূত্রের মধ্যে ৪।৩।১৩২, ৬।১।৩৬ এবং ৬।১।১৩৭ এই তিনটী সূত্র সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে, কিন্তু তিনটী সূত্রই তত্তৎ পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রের বার্ত্তিক বলিয়াই মহাভাষ্যকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(৫) পাণিনির "যস্কাদিভ্যো গোত্রে।" ২।৪।৬৩ এই সূত্রের 'যস্কাদিভ্যো' স্থানে গোল্ডষ্টুকর ও তাঁহার অনুবর্ত্তী কতিপয় লেখকগণ 'যাস্কাদিভ্যো' পাঠ-কল্পনা করিয়া নিরুক্তকার যাস্ককে পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের উক্তি সমীচীন নহে। নিরুক্তকার যাস্ক যে পাণিনির বহুপরবর্ত্তী, তাহা পাণিনির কালনির্ণয়প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে।

প্রকাশ করেন নাই। ডাক্তার রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকরের মতে, 'পাণিনি প্রায় খৃষ্টপূর্ব্বে ৮ম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। এবং নিরুক্তকার যাস্ক পাণিনির পরে প্রাদুর্ভূত হন।'* আমাদের বিবেচনায় পাণিনি ইহা অপেক্ষাও বহু পূর্ব্বতন। পরে তাহাই প্রমাণিত হইবে।

কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি।

এখনকার এদেশীয় ও পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ সকলেই প্রায় স্বীকার করিয়াছেন, পতঞ্জলি খৃষ্টপূর্ব্ব ২য় শতাব্দীতে এবং কাত্যায়ন খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

কাত্যায়ন পাণিনির বার্ত্তিক লিখিয়া চিরপ্রসিদ্ধ হইয়াছেন। গোল্‌ড্‌ষ্টুকরপ্রমুখ পণ্ডিতগণ বলেন, পাণিনিসূত্রের সমর্থন বা পোষকতার জন্য বার্ত্তিক রচিত হয় নাই, পাণিনির দোষোদ্ঘাটনপূর্ব্বক সমালোচনা করিবার জন্যই তাঁহার বার্ত্তিক রচিত হইয়াছে; কিন্তু একথা প্রকৃত নয়। পাণিনির বিবৃতিই কাত্যায়নের বার্ত্তিক। মহাভাষ্যপ্রদীপের টীকায় নাগেশভট্ট বলেন, 'সূত্রে যাহা উক্ত হয় নাই অথবা দুর্ব্বোধ্যভাবে উক্ত হইয়াছে, সেই সকল বিষয় সহজে বুঝাইবার জন্য আলোচনার নাম বার্ত্তিক।'* বাস্তবিক বার্ত্তিক আলোচনা করিলেও ইহাই প্রতীত হয়। সুতরাং বার্ত্তিককে পাণিনির দোষপ্রকাশক সমালোচন গ্রন্থ বলিয়া বোধ হয় না।[৭]

পাণিনি ও কাত্যায়ন।

পাণিনি যে সময়ের ও যে প্রদেশের লোক, সেই সময়ের এবং সেই প্রদেশের বিদ্বৎসমাজে প্রচলিত ভাষাই ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন প্রাচীনা বৈদিকী ভাষা বহুশত বর্ষ পরে সাধারণের নিকট দুর্ব্বোধ্য হওয়ায় পাণিনির সময় হইতেই ঐ ভাষা শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র ব্যাকরণ ও স্বতন্ত্র অভিধানের প্রয়োজন হইয়াছিল, বার্ত্তিককার কাত্যায়নের সময়েও সেইরূপ পাণিনীয় ভাষা সাধারণের নিকট অপ্রচলিত ও দুর্ব্বোধ্য হওয়ায় তাহার স্বতন্ত্র বৃত্তি নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছিল। অধ্যাপক গোল্‌ড্‌ষ্টুকর ও জর্ম্মণ পণ্ডিত লিবিক (Liebich) পাণিনি ও কাত্যায়নের সময়কার ভাষার এইরূপ বিভিন্নতা প্রদর্শন করিয়াছেন,—

১। পাণিনির সময়ে ব্যাকরণসম্বন্ধীয় যে সকল নিয়ম প্রচলিত ছিল, তাহা কাত্যায়নের সময়ে অশুদ্ধ ও অপ্রচলিত হইয়াছিল।

২। পাণিনির ব্যবহৃত অনেক শব্দার্থ কাত্যায়নের সময়ে প্রচলিত ছিল না।

৩। পাণিনির সময়ে যে শব্দের যে অর্থ প্রচলিত ছিল, কাত্যায়নের সময়ে তাহার বহু রূপান্তর ঘটে।

৪। পাণিনির সময়ে যে শব্দশাস্ত্র পঠিত হইত, তাহা কাত্যায়নের সময়ে অপরিজ্ঞাত হইয়াছিল।

উপরোক্ত আলোচনাদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পাণিনি ও কাত্যায়ন উভয়ে দুই একশত বর্ষের অগ্রপশ্চাৎ নহেন। পাণিনি যে কাত্যায়নের বহুশত বর্ষ পূর্ব্ববর্ত্তী তাহাতে সন্দেহ নাই।

পাণিনি, ব্যাড়ি ও শৌনক।

কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত লিখিয়াছেন, পাণিনির পূর্ব্বে ব্যাড়ির 'সংগ্রহ' নামক এক গ্রন্থ বর্ত্তমান ছিল*। বোধ হয়, কথাসরিৎসাগরের গল্প হইতেই এরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে। বাস্তবিক ব্যাড়ি যে পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা পাণিনীয় ব্যাকরণ বা অপর কোন গ্রন্থ হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং মহাভাষ্যকার স্পষ্ট ব্যাড়িকে পাণিনির পরবর্ত্তী বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন;—

"আপিশল-পাণিনীয়-ব্যাড়ীয়-গৌতমীয়াঃ, একং পদং বর্জ্জয়িত্বা সর্ব্বাণি পূর্ব্বপদানি, তত্র ন জ্ঞায়তে কস্য পূর্ব্বপদস্য স্বরেণ ভবিতব্যমিতি।" (৬।২।৩৮ সূত্রে মহাভাষ্য) বার্ত্তিককারের "অভ্যর্হিতঞ্চ" (২।২।৩৪) এই সূত্রানুসারে পতঞ্জলি আপিশলি প্রভৃতিকে স্ব স্ব আচার্য্যের পৌর্ব্বাপর্য্যমূলক বলিয়াই স্থির করিয়াছেন।[৮] এতদনুসারে আপিশলির পর পাণিনি, পাণিনির পর ব্যাড়ি হইতেছেন।

পাণিনি ও যাস্ক।

পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, কাত্যায়নের বহু পূর্ব্বে যাস্ক, তাঁহার বহুপূর্ব্বে পাণিনি এবং পাণিনির বহুপূর্ব্বে বেদসংহিতা। তিনি এ সম্বন্ধে এইরূপ প্রমাণ দিয়াছেন, ঋক্‌সংহিতায় (৮।১৩।৫) 'সূর্য্যা' শব্দের প্রয়োগ আছে, কিন্তু এ সময়ে 'সূর্য্যা' শব্দে সূর্য্যের পত্নী এরূপ অর্থ প্রচলিত ছিল না। কিন্তু পাণিনির সময় প্রচলিত হয়। যাস্কও পাণিনির অনুবর্ত্তী হইয়া "সূর্য্যা—সূর্য্যস্য পত্নী" (১৩।১।৭)

(*) Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. XVI. (1885), p. 314 ff.

* "সূত্রেঽনুক্তদুরুক্তচিন্তাকরত্বং বার্ত্তিকত্বমিতি" (নাগেশভট্ট)

(৭) ডাক্তার বেবার প্রভৃতি জর্ম্মণ পণ্ডিতগণের বিশ্বাস বাজসনেয়প্রাতিশাখ্যরচয়িতা কাত্যায়ন ও বার্ত্তিককার কাত্যায়ন উভয়ে অভিন্ন ব্যক্তি; কিন্তু এ সম্বন্ধে এখনও বহু আলোচনার প্রয়োজন।

* "সংগ্রহে ব্যাড়িকৃতলক্ষশ্লোকসংখ্যো গ্রন্থ ইতি প্রসিদ্ধঃ"। (নাগেশভট্ট)

(৮) এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সত্যব্রতসামশ্রমি-সম্পাদিত 'নিরুক্তের' ৪র্থ ভাগ—"খী" পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। আবার তদ্দৃষ্টে কাত্যায়ন "সূর্য্যাদ্দেবতায়াম্ চাপ্" (বার্ত্তিক ৪।১।৪৮) এই সূত্র করিয়াছেন।

পাণিনি কাত্যায়ন ও যাস্কের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী, তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়,—পাণিনিসূত্রে ঋণ শব্দে বৃদ্ধির বিধান নাই। তাঁহার সময়ে 'প্রর্ণম্', 'অপর্ণম্,' 'বৎসতরর্ণম্' ইত্যাদি প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। কিন্তু নিরুক্ত হইতে জানা যায় যে, যাস্কের সময় 'অপার্ণম্' প্রয়োগ চলিত হইয়াছিল। তাঁহার বহু পরবর্ত্তী কাত্যায়ন "ঋণদশাভ্যাং চ" ইত্যাদি (৬।১।৮৯) বার্ত্তিক সূত্র করিয়া 'প্রার্ণ' শব্দ সাধিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সময়ে নিতান্ত অপ্রচলিত ছিল বলিয়াই তিনি 'অপার্ণ' শব্দ সাধিবার চেষ্টা করেন নাই।

যাস্ক পাণিনির পরবর্ত্তী, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। নিরুক্তে অনেক স্থানেই পাণিনির সূত্র উদ্ধৃত অথবা তাহার সহজ-বোধ্য বৃত্তি লিখিত হইয়াছে*। বিশেষতঃ নিরুক্তের বহুস্থানেই "পৃষোদরাদীনি যথোপদিষ্টং" (পা ৬।৩।১০৬) এই পাণিনি সূত্র উদ্ধৃত থাকায় যাস্ক পাণিনির পরবর্ত্তী তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিতেছে না। আরও নিরুক্তের আবশ্যকতা সম্বন্ধে যাস্ক "ব্যাকরণস্য কার্ৎস্ন্যং স্বার্থসাধনঞ্চ" ইত্যাদি উক্তি দ্বারা নিরুক্ত যে ব্যাকরণের পরিশিষ্টস্বরূপ, তাহা বিবৃত করিয়াছেন।

এখন জানা গেল, পাণিনি যাস্কের পূর্ব্ববর্ত্তী; কিন্তু কত পূর্ব্ব-বর্ত্তী, তাহা স্পষ্ট জানা গেল না। 'গবিযুধিভ্যাং স্থিরঃ' (৮।৩।৯৫) 'বাসুদেবার্জ্জুনাভ্যাং বুন্' (৪।৩।৯৮) ইত্যাদি সূত্রে পাণিনি যুধি-ষ্ঠির, বাসুদেব ও অর্জ্জুনের নামোল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু "এজেঃ খশ্" (৩।২।২৮) এই সূত্র প্রণয়ন করিয়াও তিনি জনমেজয়ের নামোল্লেখ করেন নাই। তাঁহার 'পারাশর্য্যশিলালিভ্যাং ভিক্ষুনটসূত্রয়োঃ' (৪।৩।১১০) ইত্যাদি সূত্রে পারাশর্য্য ব্যাসের নামোল্লেখ থাকিলেও তৎপুত্র শুকদেবের (বৈয়াসকি) নাম নাই। এতদ্দ্বারা কেহ কেহ অনুমান করেন, ব্যাস ও যুধিষ্ঠিরাদির পরে, শুকদেবাদির সময়ে এবং পরীক্ষিৎপুত্র জনমেজয়ের কিছু পূর্ব্বে পাণিনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে চারি বেদ, ঐতরেয়ব্রাহ্মণ, বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ষড়্দর্শন, গালব, গোতম প্রভৃতির ধর্ম্মশাস্ত্র বিশেষ প্রচলিত ছিল; কিন্তু তখনও অধিকাংশ উপনিষদ্, বেদের কোন কোন প্রাতিশাখ্য, আরণ্যক, ফিট্‌সূত্র এবং এখনকার ভৃগুপ্রোক্তমনুসংহিতা প্রচলিত হয় নাই। তাঁহার সময়ে লিপিকার্য্য প্রচলিত ছিল। পঞ্জাবের কোন কোন অংশে 'যবনানী' লিপি প্রচলিত হইতেছিল। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী শাব্দিকগণের মধ্যে শাকল্য বেদের পদ-পাঠ আবি-ষ্কার করেন, বাভ্রব্য ও গালব ক্রমপাঠ প্রকাশ করেন, কাশ-কৃৎস্ন মীমাংসক বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন, আপিশলি শব্দতন্ত্র প্রচার করেন এবং শাকটায়ন এক অসম্পূর্ণ শব্দতন্ত্র ব্যাকরণ রচনা করেন; কিন্তু পাণিনির পূর্ব্বে আর কেহই এরূপ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ব্যাকরণ প্রকাশ করেন নাই।

কেহ কেহ এক উদ্ভট শ্লোক আওড়াইয়া বলিয়া থাকেন, পাণিনির পূর্ব্বে 'মাহেশ' নামে এক বৃহৎ ব্যাকরণ রচিত হইয়া-ছিল। তাহাতে যে রত্ন আছে, পাণিনিরূপ গোষ্পদে তাহা থাকা সম্ভবে না। †

উক্ত উদ্ভট বাক্যটী প্রকৃতই উৎকট, উহা আধুনিক সময়ে কোন পাণিনিদ্বেষী কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাস্তবিক মাহেশ নামে কোন স্বতন্ত্র ব্যাকরণের অস্তি-ত্বই নাই। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মধুসূদনসরস্বতী তাঁহার প্রস্থানভেদ নামক গ্রন্থে পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী, তাহার উপর কাত্যায়ন রচিত বার্ত্তিক এবং তাহার উপর পতঞ্জলিকৃত মহাভাষ্য এই তিনখানি গ্রন্থকে বেদাঙ্গ ও 'মাহেশ্বর ব্যাকরণ' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।‡ পাণিনিই সর্ব্বপ্রথম সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যাকরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়াই বিদ্বৎসমাজে তিনিই সংস্কৃত-ভাষার আদি ব্যাকরণ-কর্ত্তা বলিয়া কীর্ত্তিত ও সমাদৃত হইয়া আসিতেছেন।

পাতালবিজয় ও জাম্ববতীবিজয় আদি ব্যাকরণকর্ত্তার কর-প্রসূত বলিয়া বোধ হয় না। তবে ক্ষেমেন্দ্র, রাজশেখর, শ্রীধর-দাস প্রভৃতি উক্তির দ্বারা বোধ হয় যে, খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীরও বহুপূর্ব্বে ঐ দুই কাব্য রচিত হইয়াছিল। ঐ দুই কাব্যের রচয়িতার নামও পাণিনি থাকায় পরবর্ত্তী কবিগণ পাণিনি-কবির কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে অষ্টাধ্যায়ি-রচয়িতা হইতে অভিন্ন বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন।

পাণিনীয় দর্শন।

পাণিনীয় দর্শন নামে এক দর্শনের বিষয় সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ-কার প্রকাশ করিয়াছেন। সর্ব্বদর্শন সংগ্রহের মতে,'এই দর্শনে কি বৈদিক বা লৌকিক সকল সংস্কৃত শব্দই ব্যুৎপাদিত হইয়াছে। এইরূপ সংস্কৃত শব্দ নাই যে যাহার সহিত পাণিনি-দর্শনের

---

* যাস্কোদ্ধৃত প্রমাণাদি এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে প্রকাশিত নিরুক্তের ৪র্থ ভাগে 'নিরুক্তালোচন' প্রস্তাবে 'জী' পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

† "যান্যুজ্জহার মাহেশাদ্ ব্যাসব্যাকরণার্ণবাৎ।
কিং তানি পদরত্নানি সন্তি পাণিনিগোষ্পদে॥"

‡ "তচ্চ বৃদ্ধিরাদৈজিত্যাদ্যষ্টাধ্যায়াত্মকং মহেশ্বরপ্রসাদেন ভগবতা পাণিনি-নৈব প্রকাশিতম্; অত্র কাত্যায়নেন মুনিনা পাণিনীয়সূত্রেষু বার্ত্তিকং বিরচিতম্; তদ্বার্ত্তিকস্যোপরি চ ভগবতা মুনিনা পতঞ্জলিনা মহাভাষ্য-মারচিতম্। তদেতৎ ত্রিমুনিব্যাকরণং বেদাঙ্গং মাহেশ্বরমিত্যাচক্ষতে।"
(প্রস্থানভেদ)

সম্পর্ক নাই, ফলতঃ যেরূপ সংস্কৃত শব্দ হউক না কেন, অনুসন্ধান করিলে একপ্রকার সকল শব্দই সাধিত ও ব্যুৎপাদিত হইতে পারে। পাণিনি-দর্শনের তুল্য সকল পদ-সাধন-বিষয়ে আর দ্বিতীয় গ্রন্থ নাই। যদিও কলাপাদি অন্যান্য আধুনিক ব্যাকরণ দ্বারাও কতকগুলি পদ সাধিত হইতে পারে বটে, কিন্তু ঐ সকল ব্যাকরণ দ্বারা বেদব্যাখ্যাকরণেচ্ছু ধার্ম্মিকজনগণের সম্পূর্ণ উপকার দর্শে না, যে হেতু আধুনিক বৈয়াকরণিকেরা বৈদিক শব্দসাধনের উপায় স্বরূপ স্বতন্ত্র সূত্রাদি রচনা করেন নাই। ব্যাকরণকে সহজবোধ করিবার জন্য বৈয়াকরণিকেরা বৈদিক প্রকরণ রচনা করেন নাই। এই দর্শনে (বৈদিক ও লৌকিক) সংস্কৃত শব্দ সকল সাধিত ও ব্যুৎপাদিত হওয়ায় ইহার শব্দানুশাসন ও ব্যাকরণ এই দুইটী সংজ্ঞা হইয়াছে।

ব্যাকরণশাস্ত্র প্রধান বেদাঙ্গ অর্থাৎ বেদের যে শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দোগ্রন্থ ও জ্যোতিষ ভেদে ছয়টী অঙ্গ আছে, তাহার মধ্যে প্রধান অঙ্গ ব্যাকরণ। যেমন যজ্ঞাদিরূপ কর্ম্মের প্রধান অঙ্গের নিষ্পত্তি হইলে অন্যান্য গুণীভূত অঙ্গের অনমুষ্ঠান জন্য স্বর্গাদি স্বরূপ প্রকৃত ফলের কোন হানি হয় না, সেইরূপ যে ব্যক্তি ষড়ঙ্গ বেদ অধ্যয়নে অশক্ত হইয়া বেদাঙ্গের প্রধান ব্যাকরণশাস্ত্র অধ্যয়ন করে, তাহারও ষড়ঙ্গ বেদাধ্যয়ন জন্য প্রকৃত ফলপ্রাপ্তিবিষয়ে কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না। এজন্য সকল ব্যক্তিরই যে ব্যাকরণশাস্ত্র পাঠ অবশ্যকর্ত্তব্য ও হিতকর, তাহা সিদ্ধ হইল। এই দর্শন অধ্যয়ন করিলে সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি জন্মে। সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি থাকিলে নানা উপকার ও বেদাদি শাস্ত্রের রক্ষা হয় এবং সাধুশব্দ প্রয়োগাদি দ্বারা জনসমাজে অসীম সুখ্যাতি, অসামান্য সম্মান এবং অসদৃশ বিদ্যানন্দভোগ করিয়া অন্তে স্বর্গবাস হইয়া থাকে। পাণিনিদর্শন পাঠে এই সকল অভীষ্ট লাভ হইয়া থাকে। "একঃ শব্দঃ সম্যক্ জ্ঞাতঃ সুষ্ঠু-প্রযুক্তঃ স্বর্গে লোকে কামধুগ্ ভবতীতি" (সর্ব্বদর্শনস°) একটী শব্দ যদি সম্যক্‌প্রকারে জ্ঞাত হইয়া যথাযথ প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই শব্দ স্বর্গে এবং লোকে কামধুক্ হইয়া থাকে। শ্রুতিতে আছে—

"চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অস্য পাদা দ্বে শীর্ষে সপ্তহস্তাসো অস্য।
ত্রিধাবদ্ধো বৃষভো রোরবীতি মহো দেবো মর্ত্ত্যা আবিবেশ॥"
(শ্রুতি)

ভাষ্যকার ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—এই পাণিনিদর্শনের চারিটী শৃঙ্গ অর্থাৎ চারিটী পদ—জাত নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত; লড়াদি বিষয় ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকাল ইহার পাদস্বরূপ। ব্যঙ্গ ও ব্যঞ্জক ভেদে দুইটী শীর্ষদেশ, ইহা নিত্য ও অনিত্য। সপ্তহস্ত তিঙের সহিত সুপ্ প্রভৃতি সপ্ত বিভক্তি সপ্তহস্তবাচ্য। উরঃ, কণ্ঠ ও শির এই তিন স্থলে ইহা বদ্ধ। প্রসিদ্ধ বৃষভরূপে আরোপিত হইয়াছে, অর্থাৎ অর্থবোধপূর্ব্বক শব্দাদির উচ্চারণাদি করিলে সাক্ষাৎ ফলপ্রদ হইয়া থাকে, নচেৎ কেবল রোরবী অর্থাৎ শব্দকর্ম্মা। মহোদেব=মহাদেব মরণধর্ম্মা মনুষ্যদিগের প্রতি আবিষ্ট হউন।

এই দর্শন মতে জগতের নিদানস্বরূপ স্ফোটাখ্য নিরবয়ব নিত্যশব্দই পরব্রহ্ম।

"অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরং।
নিবর্ত্ততেঽর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ॥" (সর্ব্বদর্শনস°)

অক্ষর শব্দতত্ত্বই অনাদি নিধন ব্রহ্ম, যাহা হইতে অর্থাৎ যে শব্দতত্ত্ব হইতে জাগতিক প্রক্রিয়া সকল অর্থভাবে নিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

এই মতে শব্দ দুইপ্রকার—নিত্য ও অনিত্য। নিত্যশব্দ একমাত্র স্ফোট, তদ্ভিন্ন বর্ণাত্মক শব্দসমূহ অনিত্য। বর্ণাতিরিক্ত স্ফোটাত্মক যে একটী নিত্যশব্দ আছে, তদ্বিষয়ে অনেক যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রধান যুক্তি এই যে যদি স্ফোট স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে কেবল বর্ণাত্মক শব্দ দ্বারা কোন ক্রমেই অর্থবোধ হইতে পারে না। দেখ, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন, অকার, গকার, নকার ও ইকার এই চারিটী বর্ণস্বরূপ যে অগ্নিশব্দ তদ্দ্বারা বহ্নির বোধ হয়। কিন্তু তাহা কেবল ঐ চারিটী বর্ণদ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে না, কারণ যদি ঐ চারিটী বর্ণের প্রত্যেক বর্ণদ্বারা বহ্নির বোধ হইত, তাহা হইলে কেবল অকার কিংবা গকার উচ্চারণ করিলেও বহ্নির বোধ হয় না কেন? এই দোষ পরিহারের জন্য ঐ চারিটী বর্ণ একত্র হইয়া বহ্নির বোধ জন্মাইয়া দেয়, এ কথা বলাও বালকতা প্রকাশ মাত্র, যে হেতু বর্ণ সকল আশু বিনাশী, পর পর বর্ণের উৎপত্তি কালে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণ সকল বিনষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং অর্থবোধের কথা দূরে থাকুক, তাহাদিগের একত্র অবস্থানই সম্ভবে না। এই জন্য স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ চারিটী বর্ণদ্বারা প্রথমতঃ স্ফোটের অভিব্যক্তি অর্থাৎ স্ফুটতা জন্মে, পরে স্ফুট স্ফোট দ্বারা বহ্নির বোধ হয়।

এস্থানে কেহ কেহ পূর্ব্বোক্ত রীতিক্রমে পূর্ব্বপক্ষ করিয়া থাকেন যে, প্রত্যেক বর্ণদ্বারা স্ফোটের অভিব্যক্তি স্বীকার করিলে পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক বর্ণদ্বারা অর্থবোধস্থলীয় দোষ ঘটে

এবং সমুদায় বর্ণদ্বারা অভিব্যক্তি স্বীকার করিলেও সেই দোষ ঘটে। অতএব উভয় পক্ষেই এ দোষ আছে, তবে স্ফোট-স্বীকারের প্রয়োজন কি? ইহার সিদ্ধান্ত এইরূপ, যেমন একবার পাঠদ্বারাই পাঠ্যগ্রন্থের তাৎপর্য্য সমুদায় অবধারিত হয় না, কিন্তু বারংবার আলোচনাদ্বারা উহা দৃঢ়রূপে অবধারিত হয়, সেইরূপ প্রথম বর্ণ অকার দ্বারা স্ফোটের কিঞ্চিন্মাত্র স্ফুটতা জন্মিলেও সম্পূর্ণ স্ফুটতা জন্মে না, পরে দ্বিতীয় ও তৃতীয়াদি বর্ণদ্বারা স্ফুটতর ও স্ফুটতম হইয়া স্ফোট বহির্বোধ হয়। নতুবা কিঞ্চিন্মাত্র স্ফুট হইলেই যে স্ফোট অর্থ-বোধক হয়, তাহা নহে। যেমন নীল, পীত ও রক্তাদি বর্ণের সান্নিধ্যবশতঃ এক স্ফটিক মণিই কখন নীল, কখন পীত, কখন বা রক্তরূপে প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ স্ফোট একমাত্র হইলেও ঘট ও পটাদিরূপে বিভিন্ন বর্ণদ্বারা অভিব্যক্ত হইয়া ঘট ও পটাদিরূপ ভিন্ন ভিন্ন অর্থের বোধক হয়।

এই স্ফোটকেই শাব্দিকেরা সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করেন। সুতরাং শব্দশাস্ত্র আলোচনা করিতে করিতে ক্রমশঃ অবিদ্যা নিবৃত্তি হইয়া মুক্তিপদ প্রাপ্তি হয়। এজন্য ব্যাকরণ-অধ্যয়নের ফল যে মুক্তি, তাহাও প্রাচীন পণ্ডিতগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। ব্যাকরণশাস্ত্র মুক্তির দ্বারস্বরূপ, বাঙ্মলাপহ চিকিৎসাতুল্য এবং সকল বিদ্যার মধ্যে পবিত্র। অথবা এই ব্যাকরণশাস্ত্র সিদ্ধিসোপানের প্রথম পদার্পণ স্থান, অর্থাৎ যাহার সিদ্ধ হইবার অভিলাষ থাকে, তাহাকে প্রথমতঃ ব্যাকরণের উপাসনা করিতে হয়। এই পাণিনিদর্শন মোক্ষ-মার্গের মধ্যে সরল রাজবর্ত্মস্বরূপ। * (সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ)

পাণিনি মুনি যে অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাই পাণিনিদর্শন। ইহাতে সংজ্ঞা, সন্ধি, ধাতু, সমাস, কৃৎ, তদ্ধিত প্রভৃতি ব্যাকরণোক্ত বিষয় সকল সন্নিবেশিত হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে সেই সকল বিষয় প্রদর্শিত হইল না। এই পাণিনি-দর্শনের তাৎপর্য্য বাক্যপদীয় ব্রহ্মকাণ্ডে ভর্তৃহরি কর্ত্তৃক বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। [ব্যাকরণ দেখ।]

পাণিনী (স্ত্রী) নীলাপরাজিতা। (বৈদ্যকনি°)

* "শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি, ইত্যভিযুক্তোক্তেঃ। তথাচ শব্দানুশাসনশাস্ত্রস্য নিঃশ্রেয়সসাধনত্বং সিদ্ধং। তদুক্তং

তদ্দ্বারমপবর্গস্য বাঙ্মলানাং চিকিৎসিতং।

পবিত্রং সর্ব্ববিদ্যানামধিবিদ্যং প্রচক্ষতে॥ ইতি। তথা—

ইদমাদ্যং পদস্থানং সিদ্ধিসোপানপর্ব্বণাং।

ইয়ং সা মোক্ষমার্গাণামজিহ্মা রাজপদ্ধতিঃ॥

ইতি তস্মাৎ ব্যাকরণং শাস্ত্রং পরমপুরুষার্থসাধনতয়া অধ্যেতব্যমিতি।"

(সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ)

পাণিনীয় (ত্রি) পাণিনিনা প্রোক্তং উপদিষ্টং বা পাণিনি ছ। (বৃদ্ধাচ্ছ। পা ৪।২।১৪।) ১ পাণিনি কর্ত্তৃক কৃত গ্রন্থাদি। পাণিনিরচিত গ্রন্থ। ২ পাণিনিপ্রোক্ত। পাণিনৌ ভক্তিরস্য ছ। ৩ পাণিনি-ভক্তিযুক্ত। পাণিনিনা জ্ঞাতমুপজ্ঞাতং বা ছ। ৪ পাণিনি কর্ত্তৃক জ্ঞাত বা তৎকর্ত্তৃক উপজ্ঞাত। ৫ পাণিনিগ্রন্থপাঠক।

"অতবিবাদিদং শাস্ত্রং পাণিনীয়োপমর্দ্দকং।" (কথাসরিৎসা° ৭।১১)

পাণিন্ধম (ত্রি) পাণিং ধমতীতি ধ্মা শব্দাগ্নিসংযোগয়োঃ খশ্, মুম্‌চ (উগ্রং পশ্যেরম্মদপাণিন্ধমাশ্চ। পা ৩।২।৩৭) ১ হস্ত-কর্ম্ম সম্বন্ধীয় অগ্নিসংযোগকর্ত্তা, পাণিতাপক। ২ পাণিদ্বারা শব্দ-কর্ত্তা, পাণিবাদক। সিদ্ধান্তকৌমুদীতে লিখিত আছে, "পাণয়ো ধ্মায়ন্তেঽস্মিন্নিতি পাণিন্ধমোঽধ্বা। অন্ধকারাদ্যাবৃত ইত্যর্থঃ। তত্র হি সর্পাদ্যপনোদনায় পাণয়ঃ শব্দ্যন্তে।" (সিদ্ধান্তকৌ°)

পাণিন্ধয় (ত্রি) পাণিভ্যাং ধয়তি পিবতীতি ধেট পানে 'নাড়ী-মুষ্টিস্তনকরমুষ্টিপাণিনাসিকাৎ ধ্মশ্চ' ইতি সূত্রাৎ খশ্ প্রত্যয়েন সাধুঃ। পাণিদ্বারা পানকর্ত্তা।

পাণিপথ, ১ পঞ্জাবের অন্তর্গত কর্ণাল জেলার একটী উপ-বিভাগ। লোকসংখ্যা ২৭৫৪৭।

২ পঞ্জাবের অন্তর্গত কর্ণাল জেলার একটী বিখ্যাত নগর ও প্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্র। অক্ষা° ২৯° ২৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°১´১০´´ পূঃ। দিল্লীর ৫৩ মাইল উত্তরে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ধারে অবস্থিত। পাণিপথ একটী প্রাচীন নগর, পাণ্ডব ও কৌরবদিগের যুদ্ধের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল। ইহা প্রাচীন কুরু-ক্ষেত্রের অন্তর্গত। [কুরুক্ষেত্র দেখ।]

পাণিপথের নিকটে যে ৩টী প্রসিদ্ধ যুদ্ধ হয়, তাহাতে উত্তর-ভারতের ভাগ্যপরিবর্ত্তন ঘটে। পাণিপথের নিকটে যে প্রান্তর আছে, তাহার মধ্য দিয়া ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত একটী রাস্তা গিয়াছে। পাণিপথক্ষেত্র বহু বিস্তৃত ও সমতল। মধ্যে মধ্যে যে যে স্থানে অল্প জল আছে, সেই স্থানে তৃণ ও কণ্টকাদি জন্মিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন অধিকাংশ স্থানই বালুকাময়; দেখিলে বোধ হয় যেন যুদ্ধক্ষেত্র হইবার জন্যই ইহার সৃষ্টি হইয়াছিল।

১৫২৬ খৃঃ অব্দে বাবর ও ইব্রাহিম লোদির সহিত প্রথম যুদ্ধ হয়; ইব্রাহিম লোদির সৈন্যসংখ্যা ১০০০০০ এবং বাবরের সৈন্যসংখ্যা তাহার অনেক কম ছিল। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যুদ্ধ হইয়া ইব্রাহিম লোদি সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হন। ৩০ বৎসর পরে (১৫৫৬ খৃঃ অব্দে) বাবরের পৌত্র অকবর পাঠান-রাজ শেরশাহের হিন্দুসেনাপতি হিমুকে পরাজিত করিয়া ভারতবর্ষে মোগলপ্রাধান্য পুনঃ সংস্থাপন করেন। ১৭৬১ খৃঃ অব্দে ৭ই জানুয়ারী আহম্মদশাহ দুরাণী ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত

পাণিপথে শেষ যুদ্ধ হয়। মহারাষ্ট্রীয়দিগের সৈন্য চক্রভাবে সজ্জিত ছিল, ছোট ও বড় কামানগুলি সম্মুখে রাখিয়া দেওয়া হয়। মধ্যভাগ স্বয়ং পেশোবা পুত্রের সহিত, বাম পার্শ্ব ইব্রাহিম খাঁ ও দক্ষিণপার্শ্ব হোলকর ও সিন্ধিয়া উভয়ে রক্ষা করিতে থাকেন। মুসলমান-সৈন্যদিগের বামভাগে রোহিলা-সৈন্য ও দক্ষিণভাগে পারস্যদেশীয় সৈন্যেরা অবস্থান করিতেছিল। প্রভাত সময়ে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। মহারাষ্ট্রীয়েরা প্রথমে বিনা লক্ষ্যে কামান ছুড়িয়া অনেক বারুদ নষ্ট করেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের পক্ষে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয় নাই। তথাপি ফরাসী-সেনানী দ্বারা সুশিক্ষার ফল প্রদর্শিত হইতে লাগিল। শীঘ্রই প্রায় ৮০০০ রোহিলাসৈন্য যুদ্ধে অক্ষম হইয়া পড়িল। ভাও মুসলমান-সৈন্যের মধ্যভাগ আক্রমণপূর্ব্বক ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দেন এবং মুসলমান-সৈন্য অত্যন্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। বেলা ১টার সময় মুসলমান-সৈন্য অগ্রসর হইতে থাকে। মহারাষ্ট্রীয়েরা আর কিছুক্ষণ থাকিতে পারিলে বিজয়লাভ করিতে পারিতেন; কিন্তু অল্পক্ষণ পরে পেশোবার পুত্র আহত হন ও ভাও নিহত হন। হোলকর ও সিন্ধিয়া রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করেন। মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য নায়কবিহীন হইয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। প্রায় ৪০০০০ মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য নিহত হয়।

আধুনিক পাণিপথ নগর কর্ণালের দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত। নগরটী চতুর্দ্দিকে প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত এবং এই নগরে ১৫টী তোরণদ্বার আছে।

নগরের চতুর্দ্দিকে যমুনানদীর পুরাতন খাদ আছে। যমুনা নদীর অপর পার্শ্বে রেল হওয়ায় পাণিপথের বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। এই স্থান হইতে তাম্রপাত্র, দেশীবস্ত্র, কম্বল, ছুরি প্রভৃতির রপ্তানি হইয়া থাকে। পূর্ব্বে পাণিপথ কর্ণাল জেলার একটী প্রধান সদর ছিল, কিন্তু এখানকার জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর হওয়ায় সদর কাছারি প্রভৃতি কর্ণালে স্থানান্তরিত হইয়াছে। পাণিপথের প্রধান প্রধান অট্টালিকার মধ্যে মিউনিসিপাল হল, ডাকঘর, স্কুল, জজ আদালত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

পাণিপাত্র (ত্রি) পাণিরেব পাত্রং যস্য। যাহার হস্ততলই পাত্র স্বরূপ। "পাণিপাত্রো দিগম্বরঃ" (পঞ্চতন্ত্র)

পাণিপাদ (ক্লী) পাণী চ পাদৌ চ দ্বয়োঃ সমাহারঃ ততঃ ক্লীবত্বং। পাণি ও পাদের সমাহার।

পাণিপীড়ন (ক্লী) পাণেঃ পীড়নং গ্রহণং যত্র। ১ পাণিগ্রহণ, বিবাহ। পাণিভ্যাং পীড়নম্। ২ ক্রোধাদি দ্বারা হস্তমর্দ্দন।

পাণিপ্রণয়িন্ (ত্রি) ১ কর দ্বারা যাহা ভালবাসা যায়। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ২ স্ত্রী।

পাণিপ্রদান (ক্লী) ১ হস্তদান। ২ হস্ত দ্বারা শপথ করণ।

পাণিবন্ধ (পুং) পাণির্বধ্যতেঽত্র বন্ধ আধারে ঘঞ্। বিবাহ।

পাণিভুজ (পুং) পাণিনেব ভুজ্যতে দীয়তেঽহনেন চার্ব্বাদি হবাং, যদ্বা পাণিরিব ভুজ্যতে যজ্ঞাদিস্থলে ব্যবহ্রিয়তে ভুজ-কিপ্। ১ উডুম্বর বৃক্ষ। (শব্দচ°) পাণিনা ভুঙ্ক্তে ভুজ-কিপ্। (ত্রি) ২ পাণিকরণক ভোক্তা।

পাণিমর্দ্দ (পুং) পাণিং-মৃদ্নাতীতি পাণি-মৃদ্-অণ্ (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১) করমর্দ্দক। (রাজনি°)

পাণিমুক্ত (ক্লী) পাণিভ্যাং মুক্তং পরিত্যক্তং। অস্ত্র। (হলায়ুধ)

পাণিমুখ (ত্রি) পাণিঃ বিপ্রপাণিঃ মুখমিব যেষাং। পিতৃগণ। "অগ্নিমুখা বৈ দেবাঃ পাণিমুখাঃ পিতরঃ" (আশ্ব° গৃ° ৪।৭) 'দেবানামগ্নিমুখত্বাদগ্নৌ হোমঃ পিতৃণাং পাণিমুখত্বাৎ পাণৌ হোমঃ' (নারায়ণ)

পাণিমূল (ক্লী) বাহুমূল।

পাণিরুহ (পুং) পাণৌ রোহতীতি রুহ-ক (ইগুপধজ্ঞেতি। পা ৩।১।১৩৫) নখ।

পাণিবাদ (ত্রি) পাণিং পাণিনা বা বাদয়তীতি বদ-ণিচ্-অণ্। ১ পাণিঘ, মৃদঙ্গাদি বাদক। ২ হস্ততাড়ক। পাণিনা বাদ্যতে ইতি বদ-ণিচ্-কর্ম্মণি ঘঞ্। (ক্লী) ৩ মৃদঙ্গাদি। "অপবাদাহ্বাদাহৃত্য পাণিবাদান্যবাদয়ন্।" (রামা° ২।৬৫।৪)

পাণিবাদক (ত্রি) পাণিং পাণিনা বা বাদয়তীতি বদ-ণিচ্-ণ্বুল্। পাণিবাদ।

"ততস্তু স্তবতাং তেষাং সূতানাং পাণিবাদকাঃ॥"

(রামা° ২।৬৫।৪)

পাণিশঙ্খ (দেশজ) ক্ষুদ্র শঙ্খবিশেষ। পূজাদিতে এই শঙ্খ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পাণিসংগ্রহণ (ক্লী) ১ হাত ধরা। ২ হাত ঘুরাণ।

পাণিসর্গ্যা (স্ত্রী) পাণিভ্যাং সৃজ্যতেঽসৌ 'পাণৌ সৃজের্ণ্যৎ বাচ্যঃ' ইতি ণ্যৎ প্রত্যয়েন সাধুঃ (চজোঃ কুঃ ঘিণ্যতোঃ। পা ৭।৩।৫২) ইতি কুত্বং। রজ্জু।

পাণিস্বনিক (ত্রি) পাণিস্বনঃ প্রয়োজনমস্য ঠক্। হস্ততাল-দায়ক, পাণিবাদক। (ভারত দ্রোণপর্ব্ব ৮২ অ°)

পাণিহতা (স্ত্রী) পুষ্করিণী। ললিতবিস্তরে লিখিত আছে, দেবগণ পাণিদ্বারা পৃথিবী খনন করেন, তাহাতে একটী পুষ্করিণী পাণিহতা নামে খ্যাত হয়।

"ততস্তত্রৈব দেবতাঃ পাণিনা মহীং পরাহন্তি স্ম। তত্র পুষ্করিণী প্রাদুরভূৎ। অদ্যাপি সা পাণিহতেতি পুষ্করিণী সংজ্ঞায়তে।" (ললিতবিস্তর)

পাণিহাটী, হুগলি জেলায় ভাগীরথীতীরস্থ একটী গ্রাম। এখানে

একটী বড় রকমের বাজার আছে। এখানে লোহার গরাদ, কড়ি, শৃঙ্গনির্ম্মিত চিরুণি প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

পাণিহোম (পুং) পাণৌ হোমঃ ৭তৎ। পাত্র ব্রাহ্মণদিগের পাণিতে কর্ত্তব্য হোম বিশেষ। শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে ব্রাহ্মণ পিতৃগণের উদ্দেশে পাণিতে হোম করিবেন। পূর্ব্বে শ্রাদ্ধাদিতে ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়া শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন হইত, এখন কুশময় ব্রাহ্মণ দ্বারা শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ স্বয়ং উপস্থিত থাকিলে পাণিতে হোম বিধেয়। কুশময় ব্রাহ্মণ স্থলে জলে হোম করিতে হইবে।

"অগ্ন্যভাবে তু বিপ্রস্য পাণাবেব জলেঽপি চ ॥" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

পাণীতক (পুং) কুমারানুচর ভেদ। (ভারত শল্য ৪৫ অ°)

পাণীতল (ক্লী) পাণিতলং নিপাতনাৎ দীর্ঘঃ। তোলকদ্বয়।

'বিড়ালপদকষৌ চ পাণিতলমুড়ুম্বরম্।' (শব্দমা°)

পাণৌকরণ (ক্লী) পাণৌ ক্রিয়তেঽনেন অস্মিন্ বা, কৃ-ল্যুট্, সপ্তম্যাঃ অলুক্। বিবাহ। (জটাধর)

পাণ্ড (ত্রি) পণ্ড এব স্বার্থে অণ্। পণ্ড।

পাণ্ডক (পুং) একজন বৈদিকাচার্য্য।

পাণ্ডর (ক্লী) পাণ্ডরো বর্ণোঽস্যাস্তেতি অচ্। ১ কুন্দপুষ্প, কুন্দফুল। ২ গৈরিক। (শব্দমা°) (পুং) পাণ্ডরঃ শুক্লবর্ণঃ অস্ত্যস্যেতি অচ্। ৩ মরুবক বৃক্ষ। পড়ি-অর, দীর্ঘশ্চ। ৪ শুক্লবর্ণ। ৫ পর্ব্বত বিশেষ। এই পর্ব্বত মেরুর পশ্চিমদিকে অবস্থিত।

"অঞ্জনঃ কুক্কুটঃ কৃষ্ণঃ পাণ্ডরশ্চাচলোত্তমঃ।
পশ্চিমেন তথামেরোর্বিষ্কম্ভাঃ পশ্চিমাশ্রিতাঃ ॥"
(মার্কণ্ডেয়পু° ৫৫।১০)

৬ ঐরাবতকুলোৎপন্ন নাগবিশেষ। (ভারত ১।৫৭।১১-১২) ৭ পক্ষিবিশেষ। জ্যোতিস্তত্বে লিখিত আছে—এই পক্ষী যাহার গৃহে পতিত হয়, তাহার গৃহে বিপদ্ হইয়া থাকে।

"গৃধ্রঃ কঙ্কঃ কপোতশ্চ উলূকঃ শ্যেন এব চ।
চিল্লশ্চ ধর্ম্মচিল্লশ্চ ভাসঃ পাণ্ডর এব চ॥
গৃহে যস্য পতন্ত্যেতে গেহং তস্য বিপদ্যতে ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

(ত্রি) ৮ তদ্বর্ণবিশিষ্ট, পাণ্ডরবর্ণযুক্ত। (হরিব° ৮২।৫০)

পাণ্ডরপুষ্পিকা (স্ত্রী) পাণ্ডরং শুক্লবর্ণং পুষ্পং যস্যাঃ, কপ্ ততঃ কাপি অত ইত্বং। শীতলাবৃক্ষ। (শব্দচ°)

পাণ্ডুরা, ছয় হস্তবিশিষ্ট-পদ্মপাণির শক্তিমূর্ত্তি। ইহার মস্তকোপরি অমিতাভ বুদ্ধের মূর্ত্তি থাকে। বামহস্তে বোতলের ন্যায় একটী দ্রব্য, দক্ষিণদিকের এক হস্ততলে চক্র, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী মধ্যে মণি থাকে। ইহা ভিন্ন দুই পার্শ্বে দুইটী স্ত্রীমূর্ত্তি দণ্ডায়মানা। দক্ষিণদিগের স্ত্রীলোকের হস্তে একটী বোতল ও মণি এবং বামদিগের স্ত্রীলোকের বামহস্তে পদ্ম ও দক্ষিণহস্তে গোলাকার একটী পদার্থ আছে। এইরূপ প্রতিমূর্ত্তি কুর্কিহারে ও নেপালে পাওয়া গিয়াছে। কাহারও মতে ইনি বুদ্ধ অমিতাভের শক্তি।

পাণ্ডব (পুং) পাণ্ডোস্তদাখ্যয়া প্রসিদ্ধস্য রাজ্ঞোঽপত্যং পাণ্ডু-অঞ্ (ওরঞ্। পা ৪।২।৭১) পাণ্ডুনন্দন, পাণ্ডু নৃপের ক্ষেত্রজ ধর্ম্মাদি হইতে জাত যুধিষ্ঠিরাদি পুত্রগণ। পাণ্ডবগণের উৎপত্তির বিষয় মহাভারতে এইরূপ লিখিত আছে,—

ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডু মাদ্রী ও কুন্তীনামে দুই পত্নীর সহিত অরণ্যে অবস্থান করিতে ছিলেন। মুনিশাপে পাণ্ডুর সন্তানোৎপাদনশক্তি রুদ্ধ হইয়াছিল। এই জন্য পাণ্ডু অতিশয় খিন্নমনে সর্ব্বদা অবস্থান করিতেন। পুত্র না হইলে পিতৃঋণ হইতে উদ্ধার হওয়া যায় না, এই জন্য একদা পাণ্ডু ধর্ম্মপত্নী কুন্তীকে নির্জ্জন স্থানে আহ্বান করিয়া কহিলেন, কুন্তি! আমি মুনিশাপে পুত্রোৎপাদনে অক্ষম, অতএব তুমি এই আপৎকালে অপত্যোৎপাদনে যত্নবতী হও। দেখ, ধর্ম্মবাদীরা চিরকাল কহিয়া থাকেন যে, সন্তান এই ত্রিলোকমধ্যে ধর্ম্মময়-প্রতিষ্ঠা স্বরূপ হইয়াছে। যাগানুষ্ঠান, দান, ও তপস্যা উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইলেও নিঃসন্তান ব্যক্তির পক্ষে পবিত্রকারী হয় না। এমন কি নিঃসন্তান ব্যক্তির কোন লোকই শুভাবহ নহে। কুন্তী পাণ্ডুর এই কথা শুনিয়া বিনয়নম্রবাক্যে কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি আপনার ধর্ম্মপত্নী এবং আপনাতেই অনুরক্তা; আমাকে এরূপ কথা বলা কোন প্রকারে আপনার উচিত নহে। যেহেতু আপনি ব্যতীত আমি মনে কখনও অন্য পুরুষে গমন করিতে অভিলাষ করি না। ধর্ম্মজ্ঞ পাণ্ডু কুন্তী দেবীর এইরূপ নানা প্রকার যুক্তিযুক্ত বাক্য শুনিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে উত্তম ধর্ম্মসংযুক্ত বাক্যে কহিলেন, হে কুন্তি! তুমি যাহা বলিলে তাহা যথার্থ বটে, কিন্তু হে রাজপুত্রি! বেদবিদ্‌গণ ইহাও বলেন যে, ধর্ম্মই হউক বা অধর্ম্মই হউক, ভর্ত্তা ভার্য্যাকে যেরূপ বলিবেন, ভার্য্যার তাহা সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ আমি মুনিশাপে অপত্যোৎপাদিকা-শক্তিবিহীন হইয়াছি, অথচ পুত্রলাভের অভিলাষ নিতান্ত প্রবল, অতএব হে শুভে! আমি পুত্রদর্শনবাসনায় তোমাকে প্রসন্না করিতেছি। সুকেশি! তুমি আমার নিয়োগানুসারে সমধিক তপঃসম্পন্ন ব্রাহ্মণ হইতে গুণবান্ পুত্র উৎপাদন কর, তোমা হইতেই আমি পুত্রবান্ ব্যক্তিদিগের গতি লাভ করি। পতিব্রতা কুন্তী স্বামীর এইরূপ বিবিধ উপদেশ বাক্য শুনিয়া কহিলেন, রাজন্! আমি বাল্যাবস্থায় পিতৃগৃহে অতিথি সেবায় দুর্ব্বাসা ঋষিকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি

আমাকে অভিচারমন্ত্রযুক্ত বরদান করিয়া কহিলেন, তুমি এই মন্ত্র দ্বারা যে যে দেবতাকে আহ্বান করিবে, তাঁহারা সকাম হউন, বা অকামই হউন, তৎক্ষণাৎ তোমার বশীভূত হইবেন এবং সেই সেই দেবতার প্রসাদে তোমার পুত্র হইবে। হে রাজন্! ব্রাহ্মণের বাক্য মিথ্যা হইবার নহে, এক্ষণে তাহার সময় উপস্থিত হইয়াছে। আপনার অনুজ্ঞা পাইলে সেই মন্ত্রদ্বারা কোন দেবতাকে আহ্বান করিতে পারি ও তদনুরূপ কার্য্য করিতে পারি। পাণ্ডু এই কথা শুনিয়া কহিলেন, হে শুভে! তুমি অদ্যই এ বিষয়ে যত্নবতী হও, এবং ধর্ম্মকে আহ্বান করিয়া সন্তানোৎপাদন কর, যেহেতু ধর্ম্মই দেবগণের মধ্যে পুণ্যাত্মা। ধর্ম্ম আমাদিগকে কোন-ক্রমে অধর্ম্মযুক্ত করিতে পারিবেন না এবং লোকেও মনে করিবে যে, ইহা ধর্ম্মই হইয়াছে। ধর্ম্মপ্রদত্ত পুত্র নিশ্চয়ই ধার্ম্মিক হইবে। পতিব্রতা কুন্তী ভর্ত্তার এইরূপ বাক্য শুনিয়া প্রণতিপূর্ব্বক তাঁহার আদেশানুবর্ত্তিনী হইলেন।

যখন কুন্তী শুনিলেন, গান্ধারী একবৎসর গর্ভধারণ করিয়াছেন, তখন তিনি গর্ভের নিমিত্ত অক্ষয়ধর্ম্মকে আহ্বানপূর্ব্বক সত্বর তাঁহাকে পূজা করিলেন। অনন্তর মন্ত্রপ্রভাবে ধর্ম্মদেব সূর্য্যতুল্য বিমানে আরোহণ করিয়া কুন্তীর সমীপে উপস্থিত হইয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন, কুন্তি! তোমাকে কি দিতে হইবে বল। কুন্তী ধর্ম্মদেবের নিকট পুত্র প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর কুন্তী যোগমূর্ত্তিধারী ধর্ম্মের সহযোগে সর্ব্বপ্রাণীর হিতকর পুত্র লাভ করিলেন। কার্ত্তিকমাসের শুক্ল-পঞ্চমীতে চন্দ্রযুক্ত জ্যেষ্ঠানক্ষত্রে অভিজিৎ নামক অষ্টমমুহূর্ত্তে বেলা দ্বিতীয় প্রহরের সময়ে কুন্তী একপুত্র প্রসব করেন, এই পুত্র জন্মগ্রহণ করিবামাত্র আকাশবাণী হইল যে, পাণ্ডুর এই প্রথম পুত্র ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি-গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বিক্রান্ত, নরোত্তম, ভূমণ্ডলের একাধিপতি, ত্রিলোকবিশ্রুত এবং 'যুধিষ্ঠির' নামে খ্যাত হইবেন। পাণ্ডু এই ধর্ম্মপরায়ণ পুত্র লাভ করিয়া পুনর্ব্বার কুন্তীকে কহিলেন, পণ্ডিতেরা ক্ষত্রিয়কে বলজ্যেষ্ঠ বলিয়া থাকেন, অতএব তুমি একটী বলবান্ পুত্র প্রার্থনা কর। অনন্তর কুন্তী ভর্ত্তার এই কথা শুনিয়া বায়ুকে আহ্বান করেন এবং তাঁহাকে পূজাদি করিয়া লজ্জাবনতমুখী হইয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন, হে সুরোত্তম! আমাকে মহাকায় বলবান্ সর্ব্বদর্পপ্রভঞ্জন এক পুত্র প্রদান করুন্। তাহাতে বায়ু হইতে মহাবাহু ভীমপরাক্রম ভীম জন্মগ্রহণ করেন। তৎক্ষণাৎ আকাশবাণী হইল, এই বালক বলবান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইবে। ভীম জন্মগ্রহণ করিবামাত্র এক অদ্ভুত ঘটনা হইল। কুন্তী ব্যাঘ্রশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইয়া সহসা উৎপতিত হইলেন, তাঁহার ক্রোড়ে যে বৃকোদর সুপ্ত ছিলেন, তাহা তাঁহার জ্ঞান ছিল না। ভীম পর্ব্বতের উপর পতিত হইলে তাহার গাত্রস্পর্শে শিলাসকল একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। পাণ্ডু এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া নিতান্ত হর্ষান্বিত হইলেন। দুর্য্যোধনও এই দিন জন্মগ্রহণ করেন।

পাণ্ডু এই দুই পুত্র লাভ করিয়া পুনর্ব্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিরূপে আর একটী আমার প্রধান ও লোকশ্রেষ্ঠ পুত্র উৎপন্ন হয়। ইন্দ্র দেবগণের রাজা ও প্রধান, তিনি অপরিমেয় বল ও উৎসাহসম্পন্ন এবং তাঁহার বীর্য্য ও দ্যুতি অপ্রমেয়। অতএব ইন্দ্রদ্বারা আর একটী পুত্র উৎপাদন করিলে আমার মনোরথ সফল হইতে পারে। তখন পাণ্ডু ঋষিদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া কুন্তীর সহিত এক বৎসর ইন্দ্রের আরাধনা করেন, ইহাতে ইন্দ্র তুষ্ট হইয়া পাণ্ডুর অভিলষিত বর প্রদান করেন। তখন পাণ্ডু কুন্তীকে কহি-লেন, দেবরাজ ইন্দ্র পরিতুষ্ট হইয়াছেন, তোমার অভিলষিত পুত্র উৎপাদন কর। কুন্তী এই কথা শুনিয়া ইন্দ্রকে আহ্বান করিলেন, তাহাতে অর্জ্জুনের জন্ম হইল। এই পুত্র জন্মিবামাত্র মহাগম্ভীর শব্দে আকাশমণ্ডল নিনাদিত করিয়া আকাশবাণী হইল যে, এই পুত্র কার্ত্তবীর্য্যসদৃশ বীর্য্যবান্, শিবিতুল্য পরাক্রমশালী ও পুরন্দর সদৃশ অজেয়। এই পুত্র সকল প্রকার সদ্‌গুণসম্পন্ন হইয়া এই জগতীতলে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিবে। অতঃপর আকাশমণ্ডলে তুমুল শব্দে দুন্দুভি ধ্বনি হইতে লাগিল, মহাকোলাহল শব্দ উঠিল, অনবরত পুষ্পবৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল। অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল। নানাপ্রকার শুভসূচক ঘটনাবলী উপস্থিত হইল।

পরে পুনরায় পাণ্ডু পুত্রলোভে ধর্ম্মপত্নী কুন্তীকে নিয়োগ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তাহাতে কুন্তী কহিলেন, ধর্ম্ম-বেত্তারা আপদ্‌কালেও চতুর্থ পুত্র প্রশংসা করেন না, কারণ চতুর্থ পুরুষ-সংসর্গে স্বৈরিণী এবং পঞ্চমপুরুষ সংসর্গে বেশ্যা হইয়া থাকে। হে বিদ্বন্! আপনি এই ধর্ম্ম অবগত হইয়াও কি নিমিত্ত প্রমাদগ্রস্তের ন্যায় উহা অতিক্রম করিয়া পুনর্ব্বার সন্তানের নিমিত্ত আমাকে বলিতেছেন। পাণ্ডু কুন্তীর এই ধর্ম্মসঙ্গত কথা শুনিয়া স্থির হইলেন ও পুত্রত্রয়ের সহিত দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

একদা মাদ্রী পাণ্ডুকে নির্জ্জনপ্রদেশে পাইয়া কহিলেন, মহাভাগ! ইহা আমার পরম দুঃখ যে, আমরা দুই সপত্নীই তুল্য, কিন্তু অধুনা ভাগ্যক্রমে কুন্তীতে আপনার পুত্র হইল। কুন্তী যদি আমার সন্তানোৎপত্তির উপায় করিয়া দেন, তাহা হইলে আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করা হয় এবং আপনারও

তাহাতে হিতানুষ্ঠান হয়। কুন্তী আমার সপত্নী, এইজন্ত আমার তাহাকে বলা সঙ্গত নহে, আপনি তাহাকে বলিলে আমার মনোরথ সিদ্ধ হইতে পারে। পাণ্ডু ইহাতে বিশেষ আহ্লাদিত হইয়া কুন্তীকে নির্জ্জন স্থানে লইয়া যাইয়া কহিলেন, হে কল্যাণি! যাহাতে আমার বংশ বিচ্ছিন্ন না হয় এবং আমার পূর্ব্বপুরুষগণের ও তোমাদের পিণ্ডলোপ সম্ভাবনা না থাকে, আমার প্রীতির নিমিত্ত এইরূপ একটী কর্ম্ম তোমার করিতে হইবে। মাদ্রীতে আমার যাহাতে একটী পুত্র হয়, তাহার উপায় করিয়া দাও। তখন কুন্তী ইহাতে স্বীকৃত হইয়া মাদ্রীকে ডাকিয়া কহিলেন, তুমি তোমার অভিমত একটী দেবতা স্মরণ কর, তাহা হইতে তোমার তদনুরূপ পুত্র হইবে। তখন মাদ্রী মনে মনে বিবেচনা করিয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে স্মরণ করিলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় তথায় আগমন করিয়া নকুল ও সহদেব নামক নিরুপমরূপসম্পন্ন দুইটী যমজপুত্র উৎপাদন করিলেন। তৎক্ষণাৎ আকাশবাণী হইল যে, সত্ত্বরূপগুণোপেত এই কুমারদ্বয় তেজ ও রূপসম্পত্তিদ্বারা অশ্বিনীকুমারদ্বয়কেও অতিক্রম করিবে। সেখানকার ব্রাহ্মণগণ এই সকল অদ্ভুত কর্ম্ম দেখিয়া প্রীতমনে আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক বালকদিগের নামকরণ করিলেন, কুন্তীর পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম যুধিষ্ঠির, মধ্যমের নাম ভীমসেন, তৃতীয়ের নাম অর্জ্জুন এবং মাদ্রীপুত্রদ্বয়ের মধ্যে পূর্ব্বজ পুত্রের নাম নকুল ও অপর পুত্রের নাম সহদেব রাখিলেন। পাণ্ডুর এই পুত্র সকল বাল্যকালেই বলশালী হইয়া উঠিল। এই পঞ্চপুত্রই পঞ্চপাণ্ডব নামে খ্যাত।

(ভারত আদি পর্ব্ব ১২০,১২১,১২২,১২৩ অ°)

[এই পাণ্ডবদিগের বিশেষ বিবরণ পাণ্ডু ও তত্তৎশব্দে দ্রষ্টব্য।]

২ টলেমীবর্ণিত (পঞ্জাবের) হিদাস্পেস্ (বিতস্তা) নদীতীরবর্ত্তী একটী জনপদ ও সেই জনপদবাসী (Pandovuoi)।

পাণ্ডবগড়, বোম্বাই প্রদেশস্থ একটী দুর্গ, বাইএর ৪ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এই দুর্গ পনহালের সর্দ্দার ভোজ নির্ম্মাণ করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ১৬৪৮ খৃঃ অব্দে এই দুর্গ বিজাপুর রাজ্যের অধীন ছিল। ১৬৭৩ খৃঃ অব্দে শিবাজি এই দুর্গ অধিকার করেন। ১৭০১ খৃঃ অব্দে পাণ্ডবগড় অরঙ্গজেবের সেনানীর হস্তে অর্পিত হয়। ১৭১৩ খৃঃ বালাজি বিশ্বনাথ মহারাষ্ট্র-সেনাপতি চন্দ্রসেন যাদবের নিকট হইতে পলায়ন করিয়া পাণ্ডবগড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে হৈবতরাও আহ্মদনগর হইতে আসিয়া তাঁহার উদ্ধার সাধন করেন। ১৮১৭ খৃঃ ত্র্যম্বকজির বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহীরা এই দুর্গ অধিকার করে। পরে ১৮১৮ খৃঃ অব্দে এপ্রিল মাসে মেজর থ্যাচা কর্ত্তৃক এই দুর্গ অধিকৃত হয়। এই স্থানে কয়েকটী গুহা আছে। গুহায় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত।

পাণ্ডবাভীল (পুং) অভীঃ অভয়ং লাতীতি লা-ক, পাণ্ডবোঽভীলো যস্মাৎ, বা পাণ্ডবানামভিয়মভয়ং লাতীতি বা। কৃষ্ণ। (ত্রিকা°)

পাণ্ডবায়ন (পুং) পাণ্ডবানাময়নং রক্ষণং যস্মাৎ। কৃষ্ণ। (হেম)

পাণ্ডবিক (পুং) কৃষ্ণচটক। স্ত্রিয়াং টাপ্। (চরকসূত্র° ২৭ অ°)

পাণ্ডবীয় (ত্রি) পাণ্ডবস্যেদং, 'বৃদ্ধাচ্ছ' ইতি পাণ্ডব-ছ। পাণ্ডবসম্বন্ধীয়।

পাণ্ডবেয় (ত্রি) পাণ্ডোরিয়ং ইত্যঞ্, ঙীপ্ চ, পাণ্ডবী, কুন্তী, মাদ্রী চ তয়োরপত্যং ইতি ঢক্। পাণ্ডুর অপত্য, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা।

"যাবন্নায়াতি বার্ষ্ণেয়ঃ কর্ষন্ যাদববাহিনীম্।
রাজ্যার্থে পাণ্ডবেয়ানাং পাঞ্চাল্যা সদনং প্রতি ॥"(ভা°১।২০৩।১৫)

২ অভিমন্যুপুত্র নরপতি পরীক্ষিৎ। "কথং বা পাণ্ডবেয়স্য রাজর্ষের্মুনিনা সহ।" (ভাগ° ১।৪।৭)

পাণ্ডার (পুং স্ত্রী) পণ্ডস্যাপত্যং আরক্। পণ্ডের অপত্য।
(পা ৪।১।১৩০)

পাণ্ডিত্য (ক্লী) পণ্ডিতস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা (বর্ণদৃঢ়াদিভ্যঃ ষ্যঞ্ চ। পা ৫।১।১২৩) পণ্ডিত-ষ্যঞ্। পণ্ডিতদিগের ধর্ম্ম বা কর্ম্ম, পণ্ডিত ভাব, পণ্ডিত কর্ম্ম।

"উত বালায় পাণ্ডিত্যং পণ্ডিতায়োত বালতাং।
দদাতি সর্ব্বমীশানঃ পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরন্ ॥" (ভারত ৫।৩১।২)

পাণ্ডু (পুং) পডি-গতৌ (মৃগয্বাদয়শ্চ। উণ্ ১।৩৮) ইতি কুপ্রত্যয়ঃ, নিপাতনাৎ ধাতোর্দীর্ঘশ্চ। ১ পাণ্ডুরফলীক্ষুপ। ২ পটোল। ৩ শুক্ল পীত মিশ্রিত বর্ণ, পর্য্যায়—হরিণ, পাণ্ডুর, পাণ্ডর। "সিতপীতসমাযুক্তঃ পাণ্ডুবর্ণঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।" (স্মৃতি)

ইহার ভেদও দেখা যায়, রক্ত ও পীত মিশ্রিত বর্ণই পাণ্ডুর। অমরটীকায় ভরত লিখিয়াছেন—

"পাণ্ডুরস্তু রক্তপীতভাগী প্রত্যূষচন্দ্রবৎ।
পাণ্ডুস্তু পীতভাগার্দ্ধঃ কেতকীধূলিসন্নিভঃ ॥"

রক্ত ও পীতমিশ্রিত বর্ণই পাণ্ডুর বর্ণ, ইহা প্রত্যূষকালের চন্দ্রতুল্য। (ত্রি) ৪ পাণ্ডুর বর্ণযুক্ত। (রঘু ৩।২) (পুং) ৫ স্বনামখ্যাত নৃপতি। এই নৃপ হইতেই পাণ্ডববংশ উৎপন্ন হইয়াছে। মহারাজ শান্তনুপুত্র বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে ব্যাসদেব হইতে এই রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাভারতে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—

মহারাজ বিচিত্রবীর্য্য কাশিরাজের অম্বিকা ও অম্বালিকা নামে দুই কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। বিচিত্রবীর্য্য ঐ রমণীদ্বয়ের সহিত একাদিক্রমে সাত বৎসরকাল বিহার করিয়া যৌবন-

কালেই ভয়ঙ্কর যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হন। কোনরূপ চিকিৎসায় এই রোগের কিছুমাত্র ফল হইল না। অকালে বিচিত্রবীর্য্য এই রোগে কালসদনে যাইয়া অস্তমিত সূর্য্যের ন্যায় অদৃশ্য হইলেন।

বিচিত্রবীর্য্যের মাতা সত্যবতী পুত্রশোকে নিতান্ত কাতরা হইলেন। অনন্তর পুত্রবধূদ্বয়কে আশ্বাস প্রদান করিয়া ভীষ্মকে কহিলেন, হে ভারত! কুরুবংশীয় শান্তনু রাজার বংশ, কীর্ত্তি ও পিণ্ড একমাত্র তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত আছে। তুমি সকল প্রকার ধর্ম্ম অবগত আছ। এই জন্য আমি বিশেষ আশ্বস্ত হইয়া তোমাকে কোন একটী ধর্ম্মকার্য্যে নিযুক্ত করিব, সেই কর্ম্ম ধর্ম্মানুসারে তোমার করা কর্ত্তব্য। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তোমার প্রিয় ভ্রাতা মৎপুত্র বিচিত্রবীর্য্য পুত্র না হইতেই বাল্যাবস্থাতে স্বর্গারোহণ করিয়াছে। তোমার ভ্রাতার দুই মহিষীই রূপযৌবনসম্পন্না এবং পুত্রকামা হইয়াছে, আমাদের বংশপরম্পরা রক্ষার নিমিত্ত আমার নিয়োগানুসারে সেই দুই বধূতে পুত্র উৎপাদন করিয়া ধর্ম্মরক্ষা কর এবং তুমি দারপরিগ্রহাদিপূর্ব্বক রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া ভারতরাজ্য শাসন কর।

মাতা এবং সুহৃদ্গণও ইত্যাদি প্রকারে অনেক ধর্ম্মসংযুক্ত বচন বলিলে ভীষ্ম বিনয় ও নম্রতা সহকারে মাতাকে কহিলেন, মাতঃ! আপনি যাহা কহিলেন, তাহা ধর্ম্মযুক্ত, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু মাতঃ! আপনার নিমিত্ত আমি যে সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা আপনি এবং অন্যান্য সকলেই জ্ঞাত আছেন। অতএব আমি সত্যরক্ষার জন্য ত্রৈলোক্য এমন কি অতি দুর্লভ দেবলোকের রাজত্বও পরিত্যাগ করিতে পারি, অথবা ইহা অপেক্ষা অধিক যাহা হইতে পারে, তাহাও ত্যাগ করিতে পারি। তথাপি কখন সত্যত্যাগ করিতে পারিব না।

সত্যবতী ভীষ্মের এই প্রতিজ্ঞা শুনিয়া কহিলেন, তুমি যাহা কহিলে সত্য বটে, কিন্তু শান্তনুবংশের আপদবস্থা বিবেচনা করিয়া যাহা যুক্তিসিদ্ধ হয়, তাহাই কর। তখন ভীষ্ম কহিলেন, মাতঃ! ভরতবংশের সন্তানের বৃদ্ধির নিমিত্ত উপযুক্ত উপায় বলিতেছি শ্রবণ করুন। কোন গুণবান্ ব্রাহ্মণকে ধনদ্বারা নিমন্ত্রণ করিয়া বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে পুত্রোৎপাদন করুন। তখন সত্যবতী লজ্জায় স্খলিতবাক্য হইয়া ভীষ্মকে কহিলেন, ভারত! তুমি যাহা কহিতেছ, তাহা সকলই সত্য। পরন্তু তোমার প্রতি বিশ্বাস হেতু আমাদের বংশ বিস্তৃতির নিমিত্ত যেরূপ বলিব, সেই আপদ্ধর্ম্ম তুমি প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে না। আমাদের বংশে তুমিই ধর্ম্ম, তুমিই সত্য এবং তুমিই পরমগতি হইয়াছ; অতএব আমার সত্যবাক্য শ্রবণ করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহা বিধান কর।

আমার পিতা ধার্ম্মিক ছিলেন, তাঁহার ধর্ম্ম কর্ম্মের জন্য এক তরী ছিল। একদা আমি নবযৌবনকালে সেই তরী বাহন করিতে গমন করিয়াছিলাম, সেই সময়ে পরমর্ষি পরাশর যমুনানদী পার হইবার নিমিত্ত আমার তরীতে আরোহণ করিলেন। আমি তাঁহাকে নদীপার করিতেছি, এমন সময় তিনি কামার্ত্ত হইয়া আমাকে মধুরবাক্যে প্ররোচিত করিতে লাগিলেন। আমি শাপভয়ে ভীত হইয়া প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলাম না। অনন্তর তিনি তমোরাশি দ্বারা ভূর্লোক আবরণ করিলেন। পূর্ব্বে আমার গাত্রে অপকৃষ্ট মৎস্যগন্ধ ছিল, তিনি মন্ত্রবলে তাহা নিরাকৃত করিয়া এই সৌরভ প্রদান করিলেন এবং কহিলেন, তুমি এই যমুনা দ্বীপেই এই গর্ভ পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার কন্যাবস্থাতেই থাকিবে। এই বলিয়া সেই মহর্ষি চলিয়া গেলে আমার সেই গর্ভে এক মহাযোগী মহর্ষি জন্মগ্রহণ করিয়া দ্বৈপায়ন নামে বিশ্রুত হইলেন। সেই ভগবান্ ঋষি তপোবলে চতুর্ব্বেদের বিভাগ করিয়া ব্যাস নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। আমি আদেশ করিলে তিনি তোমার ভ্রাতার ক্ষেত্রে উত্তম পুত্রোৎপাদন করিতে পারেন। তিনি পূর্ব্বে আমাকে বলিয়াছিলেন, 'প্রয়োজন হইলে আমাকে স্মরণ করিলেই আমি উপস্থিত হইব।' যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে এক্ষণে তাঁহাকে স্মরণ করি। ভীষ্ম ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া সম্মত হইলেন। তখন সত্যবতী ব্যাসদেবকে স্মরণ করিলে ব্যাসদেব তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইয়া মাতাকে নিবেদন করিলেন, কি নিমিত্ত আমাকে স্মরণ করিয়াছেন, তাহা বলুন, আমি তৎক্ষণাৎ সেই কার্য্য সমাধা করিব। তখন সত্যবতী কহিলেন, দৈববিধানক্রমে তুমি আমার প্রথম সন্তান ও বিচিত্রবীর্য্য কনিষ্ঠ। এই শান্তনুতনয় সত্যবিক্রম ভীষ্ম সত্যপ্রতিজ্ঞার জন্য রাজ্যশাসন বা অপত্য উৎপাদন করিতে সম্মত হন না, অতএব হে অনঘ! আমি যাহা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। তোমার ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের প্রতি স্নেহানুবন্ধ, কুরুবংশরক্ষা ও প্রজাপালনাদির জন্য আমার নিয়োগ তোমার সম্পাদন করা উচিত। তোমার কনিষ্ঠভ্রাতার দেবকন্যাসদৃশী রূপযৌবনসম্পন্না দুই ভার্য্যা আছে, তাহারা ধর্ম্মানুসারে পুত্রাভিলাষিণী হইয়াছে। তুমি অভিমত পাত্র, অতএব সেই দুই মহিষীতে এই কুলের ও বংশপরম্পরাবিস্তারের উপযুক্ত সন্তান উৎপাদন কর। ব্যাসদেব ইহা স্বীকার করিয়া কহিলেন, বধূদ্বয় এক বৎসর পর্য্যন্ত ব্রতধারণ করিয়া থাকুন, তৎপরে আমি তাহাদিগকে মিত্রাবরুণ সদৃশ পুত্র প্রদান করিব। ব্রতানুষ্ঠান না

করিয়া কোন কামিনী আমার নিকট আসিতে পারিবেন না। ইহাতে সত্যবতী কহিলেন, পুত্র! দেবীরা যাহাতে সদাই গর্ভবতী হয়, তাহা কর। রাজ্য রাজশূন্য থাকিলে প্রজাগণ অনাথ হইয়া বিনষ্ট হইবে, ক্রিয়া সকল লুপ্ত হইবে, বৃষ্টি হইবে না এবং দেবগণ অন্তর্হিত হইবেন। সুতরাং তুমি সদাই গর্ভাধান কর। ব্যাস তাহাই হইবে বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং প্রথমে অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রকে উৎপাদন করিলেন। [ধৃতরাষ্ট্র দেখ।]

পরে অম্বালিকা ঋতুস্নাতা হইলে সত্যবতী তাহাকে কহিলেন, তোমার এক দেবর আছেন, তিনি অদ্য নিশীথ সময়ে তোমার নিকটে আগমন করিবেন, তুমি অপ্রমত্ত হইয়া তাঁহার প্রতীক্ষা কর। মহর্ষি নিশীথ সময়ে অম্বালিকার নিকট আগমন করিয়া উপগত হইলেন। অম্বালিকা সেই ঋষির উগ্ররূপ অবলোকন করিয়া ভয়ে পাণ্ডুবর্ণ হইলেন। ব্যাস তাহাকে ভীতা, বিষণ্ণা ও পাণ্ডুবর্ণা দেখিয়া কহিলেন, তুমি আমাকে বিরূপ দেখিয়া পাণ্ডুবর্ণা হইয়াছ, এই কারণে তোমার পুত্রও পাণ্ডুবর্ণ হইবে। সেই পুত্র 'পাণ্ডু' নামেই খ্যাত হইবে। ব্যাসদেব এই বলিয়া গৃহ হইতে নির্গত হইলে পর সত্যবতী তাঁহাকে সন্তানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্যাস জননীর নিকট বালকের পাণ্ডুবর্ণ হইবার বিষয় নিবেদন করিলেন। অনন্তর সময় উপস্থিত হইলে অম্বালিকা উত্তম শ্রীযুক্ত পাণ্ডুবর্ণ এক কুমার প্রসব করিলেন। তাহার নাম 'পাণ্ডু' হইল।

ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর জন্মাবধি ভীষ্মকর্ত্তৃক পুত্রবৎ প্রতিপালিত, স্বজাতি-বিহিত সংস্কারনিয়মে সংস্কৃত, ব্রত ও অধ্যয়নে নিরত, শ্রম ও ব্যায়ামে কুশল হইয়া কালক্রমে যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। পাণ্ডু ধনুর্ব্বেদাদি সকল শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। কুন্তিভোজকন্যা কুন্তী স্বয়ম্বরে পাণ্ডুকেই বরমাল্য অর্পণ করেন। এইরূপে কুন্তীর সহিত পাণ্ডুর বিবাহ হইল। পরে ভীষ্মদেব মদ্রকন্যা মাদ্রীর সহিত পাণ্ডুর আর এক বিবাহ দেন। পাণ্ডুর এই দুই পত্নী অসামান্যরূপবতী ও নানাবিধ সদ্‌গুণসম্পন্না ছিলেন। অনন্তর পাণ্ডু, কুন্তী ও মাদ্রীর সহিত সুখে কাল কাটাইতে লাগিলেন। তিনি ভার্য্যার সহিত ত্রিংশৎ রাত্রি বিহার করিয়া ভূমণ্ডল জয় করিবার জন্য যাত্রা করিলেন।

ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত ভূপালগণ পাণ্ডুকর্ত্তৃক পরাভূত হইলেন। রাজগণ তাঁহাকে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিয়া মণিমুক্তা-প্রবালাদি উপঢৌকন দিয়া সন্তোষবিধান করিলেন। সকলে বলিতে লাগিল, শান্তনুর কীর্ত্তি নষ্টপ্রায় হইয়াছিল, এক্ষণে পাণ্ডু তাহার পুনরুদ্ধার করিলেন। যে সকল ভূপতি কুরুদিগের ধন ও রাজ্যহরণ করিয়াছিল, পাণ্ডু স্বভুজবলে সেই সকলেরও উদ্ধারসাধন করিলেন। পাণ্ডু এইরূপে বিজয় লাভ করিয়া হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডু ধৃতরাষ্ট্রের অনুজ্ঞা লইয়া বাহুবল-বিজিত ধনরাশি ভীষ্মকে, সত্যবতীকে ও মাতা অম্বালিকাকে উপহার দিলেন। ধৃতরাষ্ট্র বীরবর পাণ্ডুর বিক্রমার্জ্জিত ধনরাশি দ্বারা পঞ্চ মহাযজ্ঞ নিষ্পন্ন করিলেন, ঐ পাঁচটী মহাযজ্ঞে এত পরিমাণে ধন ব্যয়িত হইয়াছিল, যে, তাহা দ্বারা শতসহস্র দক্ষিণাযুক্ত শত অশ্বমেধ সম্পন্ন হইতে পারিত।

অনন্তর নিরলস পাণ্ডু কুন্তী ও মাদ্রীর সহিত একত্র হইয়া অরণ্যবাসী হইলেন। তিনি সুখসেব্য প্রাসাদনিলয় ও শুভ শয্যা পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে নিয়ত বাস ও অতিশয় মৃগয়াসক্ত হইয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। একদা রাজা পাণ্ডু মৃগব্যালনিষেবিত মহারণ্যে বিচরণ করিতে করিতে মৈথুনধর্ম্মে আসক্ত এক যূথপতি মৃগকে দেখিতে পাইলেন। পরে তিনি তীক্ষ্ণ ও আশুগ পঞ্চশরদ্বারা সেই মৃগ ও মৃগীকে বিদ্ধ করিলেন। কোন মহাতেজস্বী তপোধন ঋষিপুত্র মৃগরূপ ধারণ করিয়া ভার্য্যার সহিত সঙ্গত হইয়াছিলেন, তিনি সেই মৃগীতে সংসক্ত থাকিয়াই শরাঘাতে ক্ষণকাল মধ্যে ভূতলে পতিত হইয়া মনুষ্যবাক্যে সমাকুল হৃদয়ে বিলাপ করিতে করিতে পাণ্ডুকে কহিলেন, হে রাজন্! কামক্রোধযুক্ত বুদ্ধিহীন পাপরত ব্যক্তিরাও ঈদৃশ নৃশংস কর্ম্ম করে না। তুমি মৃগবধ করিয়াছ বলিয়া আমি আত্মকারণে তোমাকে নিন্দা করিতেছি না, কিন্তু এই সময়ে নিষ্ঠুরাচরণ না করিয়া আমার মৈথুনকাল প্রতীক্ষা করা উচিত ছিল। আমি কুতূহলাক্রান্ত হইয়া এই মৃগীতে সন্তান উৎপাদন করিবার নিমিত্ত মৈথুনাচরণ করিতেছিলাম, তুমি তাহা বিফল করিলে। তুমি পুরুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, ইহা তোমার উপযুক্ত কর্ম্ম হয় নাই। তুমি শাস্ত্রজ্ঞ ও ধর্ম্মার্থতত্ত্ববিদ্ এবং স্ত্রীসম্ভোগের বিশেষজ্ঞ হইয়াও এই যে অস্বর্গ্য কর্ম্ম করিলে ইহা তোমার উপযুক্ত হয় নাই। আমি মৃগবেশধারী ফলমূলাহারী মুনি, আমার নাম কিমিন্দম। আমি লোকলজ্জায় মৃগীতে মৈথুনাচরণ করিতেছিলাম, আমার অতৃপ্তিকালে তুমি আমার প্রাণসংহার করিলে। আমার মৃগরূপাবস্থায় তুমি বধ করিয়াছ, এজন্য তোমার ব্রহ্মহত্যার পাতক হইবে না; কিন্তু তুমি এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছ বলিয়া আমি তোমাকে এই শাপ দিতেছি যে, তুমি যখন স্ত্রীসংসর্গ করিবে, তখন তুমিও আমার ন্যায় অতৃপ্তমনে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। যে কান্তার সহিত সংসর্গ করিবে, পরে সেই প্রণয়িনী ভক্তিপূর্ব্বক তোমারই অনুগামিনী হইবে। মৃগরূপধারী মুনি এইরূপ বলিয়া ক্ষণকাল মধ্যে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

তখন পাণ্ডু সেই মৃত ঋষিকে অতিক্রম করিয়া ভার্য্যার সহিত অনুতপ্ত ও দুঃখিত হইয়া বিস্তর বিলাপ করিলেন এবং মনে মনে স্থির করিলেন, প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াই এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। এই ভাবিয়া পাণ্ডু স্ত্রীদ্বয়কে প্রবোধ দিয়া নিজের ও স্ত্রীদ্বয়ের যে কিছু আভরণ ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া অনুচরবর্গকে কহিলেন, তোমরা হস্তিনাপুরে গমন করিয়া বল যে, পাণ্ডু অর্থ, কাম ও পরম প্রিয়তম স্ত্রীর সংসর্গাদি পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যাশ্রম অবলম্বনপূর্ব্বক ভার্য্যাসমভি-ব্যাহারে বনপ্রস্থান করিয়াছেন। পাণ্ডু অনুচরদিগকে এই কথা কহিয়া হস্তিনায় প্রেরণ করিলেন, পরে ফলমূলাহারী হইয়া পত্নীদ্বয়ের সহিত নাগশতপর্ব্বতে গমন করিলেন। এইস্থানে পাণ্ডু কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়া ব্রহ্মর্ষি সদৃশ হইয়া উঠিলেন। একদা পাণ্ডু স্বর্গপুরে উত্তীর্ণ হইবার মানসে ঋষিদিগের সহিত যাইতে উদ্যুক্ত হইতেছিলেন, তাহাতে ঋষিগণ নিষেধ করিয়া কহিলেন, অপুত্র ব্যক্তির স্বর্গগমনের দ্বার নাই। পাণ্ডু এই কথা শুনিয়া স্বক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ দ্বারা পুত্রোৎপাদন করিতে কৃত-নিশ্চয় হইয়া নির্জ্জন প্রদেশে কুন্তীকে সকল বৃত্তান্ত কহিলেন। পতিব্রতা কুন্তী স্বামীর অভিপ্রায়ানুসারে ধর্ম্ম, বায়ু ও ইন্দ্র হইতে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন নামে তিন পুত্র এবং মাদ্রী অশ্বিনীকুমার হইতে নকুল ও সহদেব নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। [পাণ্ডব দেখ।]

পাণ্ডুর এই পঞ্চ পুত্র পঞ্চ পাণ্ডব নামে খ্যাত হইল। পাণ্ডু এই পুত্র সকলকে দর্শন করিয়া সেই শৈলোপরি সুখে কাল-যাপন করিতে লাগিলেন।

একদা প্রাণিগণের সম্মোহনকারী বসন্তকাল উপস্থিত হইলে পাণ্ডু ভার্য্যার সহিত সুখে বিচরণ করিতেছিলেন। এই সময় দিক্‌সকল পুষ্পগন্ধে আমোদিত এবং কোকিলের কুহুরব প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, মধুকরনিকর গুণগুণ শব্দে গান করিতেছিল, মৃদুমধুর মলয় পবন হিল্লোলে প্রসূননিচয় বৃন্ত হইতে খসিয়া পড়িতেছিল, এইরূপ নানাপ্রকারে বসন্তের বিকাশ দেখিয়া পাণ্ডুর হৃদয় মন্মথের বাসস্থান হইল। মাদ্রী রাজার পশ্চাতে বিচরণ করিতেছিলেন, রাজা নির্জন স্থানে কমললোচনা ললনাকে অবলোকন করিবামাত্র একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন। কোনক্রমেই আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না। সুতরাং একাকিনী ধর্ম্মপত্নীকে বলপূর্ব্বক ধারণ করিলেন। তখন দেবী মাদ্রী যতদূর সাধ্য প্রতিষেধ করিতে লাগি-লেন; কিন্তু রাজা তখন কামবিমোহিত হইয়াছেন, সুতরাং জীবনান্তকারী পূর্ব্বোক্ত অভিশাপের ভয় তাহার মনোমধ্যে স্থান পাইল না। তৎকালে মদনের আজ্ঞানুবর্ত্তী পাণ্ডু বিধি কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই যেন শাপজন্য ভয় পরিত্যাগ করি-লেন এবং জীবননাশের জন্যই বলপূর্ব্বক মাদ্রীকে ধারণ করিয়া মৈথুনধর্ম্মের অনুগামী হইলেন। সেই কামাত্মা পুরুষের বুদ্ধি সাক্ষাৎ কাল কর্ত্তৃক বিমোহিত হইয়া ইন্দ্রিয়গ্রাম মন্থনপূর্ব্বক চৈতন্যের সহিত প্রনষ্ট হইল; সুতরাং সেই পরম ধর্ম্মাত্মা কুরুনন্দন পাণ্ডু ভার্য্যার সহিত সঙ্গত হইয়া কালধর্ম্মে নিয়োজিত হইলেন। অনন্তর মাদ্রী হতচেতন ভূপালকে আলিঙ্গন করিয়া পুনঃ পুনঃ উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগি-লেন। পরে পুত্রগণের সহিত কুন্তী ও মাদ্রীর পুত্রদ্বয় সেই শোকসূচক শব্দ শ্রবণ করিয়া যেখানে রাজা সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তথায় আগমন করিতে লাগিলেন। তখন মাদ্রী আর্ত্তস্বরে কুন্তীকে কহিলেন, তুমি একাকিনীই এস্থলে আগমন কর, বালকগণ ঐস্থানেই থাকুক। কুন্তী রাজার সমীপে আসিয়া মাদ্রীর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সাতিশয় বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন কুন্তী মাদ্রীকে কহিলেন, আমি রাজার অনুগমন করি, তুমি বালকগণকে প্রতিপালন কর। ইহাতে মাদ্রী কহিলেন, আমি ভর্ত্তাকে ধরিয়া রাখিয়াছি, পলায়ন করিতে দিই নাই, আমিই ইহার অনুগামিনী হইব। কারণ আমি কামরসে পরিতৃপ্তা হই নাই। তুমি জ্যেষ্ঠা, অতএব আমাকেই অনুমতি কর। ইনি আমাতে গমন করিয়াই বিনষ্ট হইয়াছেন, অতএব আমারই ইহার অনুগমন করা শাস্ত্র-সঙ্গত। ইহা বলিয়া মদ্ররাজদুহিতা অনতিবিলম্বে চিতাগ্নিস্থ নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডুর অনুগামিনী হইলেন।

অনন্তর মহর্ষিগণ কুন্তী, পঞ্চপাণ্ডব এবং এই দুই মৃত-দেহ লইয়া হস্তিনাপুরে গমন করিলেন। হস্তিনাপুরে যাইয়া ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রাদির নিকট সমুদায় বর্ণন করিলেন। সকলে পাণ্ডুর জন্য শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পরে ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে পাণ্ডুর প্রেতকার্য্যের জন্য আদেশ করিলেন। বিদুর আজ্ঞা পাইয়া ভীষ্মের সহিত পরম পবিত্র স্থানে পাণ্ডুর সৎকার কার্য্য করিলেন। পঞ্চপাণ্ডব ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের যত্নে শশিকলার ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

(ভারত আদিপ° ১০২ হইতে ১২৭ অ°।)

৬ নাগভেদ। ৭ শ্বেতহস্তী। ৮ সিতবর্ণ। ৯ রোগ-বিশেষ। (শব্দর°) পাণ্ডুরোগ।

সুশ্রুতে এই পাণ্ডুরোগের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—অতিরিক্ত স্ত্রীসংসর্গ, অম্ল, লবণ ও মদ্য সেবন, মৃত্তিকাভক্ষণ, দিবানিদ্রা ও অতিশয় তীক্ষ্ণদ্রব্য সেবন, এই সকল কারণে রক্ত দূষিত হইয়া ত্বক্ পাণ্ডুবর্ণ করে। ত্বক্ পাণ্ডুবর্ণ হইলেই পাণ্ডুরোগ হইয়াছে স্থির করিতে হইবে। পাণ্ডুরোগ চারি

প্রকার। পৃথক্ পৃথক্ দোষজন্য তিন প্রকার এবং সন্নিপাত জন্য একপ্রকার। চারি প্রকারেই পাণ্ডুভাবের আধিক্য বলিয়া ইহাকে পাণ্ডুরোগ বলে। ত্বকের স্ফোটন অর্থাৎ ত্বক্ ফাটা ফাটা হওয়া, ষ্ঠীবন, গাত্রের অবসাদ, মৃত্তিকাভক্ষণ, অক্ষিগোলকের শোথ, মূত্রপুরীষের পীতবর্ণতা ও অজীর্ণ এই সকল পাণ্ডুরোগের পূর্ব্বরূপ। কামলা, কুম্ভকামলা, হলীমক ও লাঘরক এই কএকটী পাণ্ডুরোগের অন্তর্ভূত।

চক্ষু কৃষ্ণবর্ণ, দেহও কৃষ্ণবর্ণ, শিরাসমূহে আকীর্ণ এবং পুরীষ, মূত্র, নখ ও মুখ কৃষ্ণবর্ণ এবং অন্যান্য বায়ুজন্য উপদ্রব হইলে তাহাকে বায়ুজ পাণ্ডু বলা যায়। চক্ষু পীতবর্ণ, দেহ পীতবর্ণ শিরাসমূহে আকীর্ণ এবং পুরীষ, মূত্র ও নখ পীতবর্ণ এবং পিত্তজন্য অন্যান্য উপদ্রব হইলে তাহা পিত্তজ পাণ্ডুর লক্ষণ। সন্নিপাতজ পাণ্ডুরোগে সকলপ্রকার লক্ষণ প্রকাশ পায়।

পাণ্ডুরোগের শেষে পিত্তল অন্ন, অম্ল ও মদ্য প্রভৃতি পিত্তকর দ্রব্য সহসা সেবন করিলে মুখ পাণ্ডুবর্ণ হয়, বিশেষতঃ প্রথমাবস্থায় তন্দ্রা ও দুর্ব্বলতা জন্মে, তাহাতে শোথ এবং গ্রন্থিস্থানে বেদনা হইলে কুম্ভকামলা বলা যায়। ইহাতে অঙ্গমর্দ্দ, জ্বর, ভ্রম, অবসাদ, তন্দ্রা এবং ক্ষয় এই সকল লক্ষণ থাকিলে লাঘরক বলা যায়। ইহাতে বাতপিত্তের লক্ষণ অধিক থাকিলে হলীমক কহে। ইহাতে অরুচি, পিপাসা, বমন, জ্বর, ঊর্দ্ধগত পীড়া, অগ্নিমান্দ্য, কণ্ঠগত শোথ, দুর্ব্বলতা, মূর্চ্ছা, ক্লান্তি ও হৃদয়ের পীড়া এই সকল উপদ্রব হয়।

ভাবপ্রকাশে পাণ্ডুরোগের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—পাণ্ডুরোগ পাঁচপ্রকার যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতজ এবং মৃত্তিকাভক্ষণজাত। কেহ কেহ বলেন, মৃত্তিকা ভক্ষণদ্বারা ধাতু দূষিত হইয়া পাণ্ডুরোগ জন্মে; সুতরাং মৃদ্ভক্ষণজ পাণ্ডুরোগ দোষজ পাণ্ডু হইতে পৃথক্ নহে। তাহা না হইলেও তাহাতে পৃথক্‌রূপে নির্দ্দেশ করার কারণ এই যে, মৃদ্ভক্ষণদ্বারা দূষিতদোষ কেবল পাণ্ডুরোগই উৎপন্ন করে, অপর রোগ উৎপাদন করে না।

এই রোগের নিদান—মৈথুন, অম্ল ও লবণের সংযুক্ত দ্রব্য, মদ্যপান, মৃত্তিকাভক্ষণ, দিবানিদ্রা এবং অতিশয় তীক্ষ্ণদ্রব্য সেবন দ্বারা দুষ্ট দোষ রক্তকে দূষিত করিয়া চর্ম্মকে পাণ্ডুবর্ণ করে। পাণ্ডুরোগ হইবার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। যথা—চর্ম্ম ঈষদ্ বিদার, ষ্ঠীবন, অঙ্গাবসাদ, মৃত্তিকাভক্ষণেচ্ছা ও চক্ষুর্গোলকে শোথ এবং মলমূত্রের পীতবর্ণতা ও ভুক্ত দ্রব্যের অপাক হইয়া থাকে।

বাতজ পাণ্ডুর লক্ষণ—বাতিক পাণ্ডুরোগে চর্ম্ম, মূত্র ও চক্ষু প্রভৃতি রুক্ষ, কৃষ্ণ বা অরুণবর্ণ, কম্প, শরীরবেদনা, আনাহ, ভ্রম ও শূলাদি হইয়া থাকে। পাণ্ডুবর্ণকে উল্লঙ্ঘন করিয়া কৃষ্ণ বা অরুণবর্ণ হয় না, এবং তাহা হইলে পাণ্ডুরোগ নামে অভিহিত হইতেও পারে না। যেহেতু সুশ্রুতে উক্ত আছে যে, সকল প্রকার পাণ্ডুরোগেই পাণ্ডুতা অধিক, একারণ উহাকে পাণ্ডুরোগ বলা যায়। অতএব এই স্থলে পাণ্ডুবর্ণের সহিত কৃষ্ণ বা অরুণবর্ণ বুঝিতে হইবে।

পিত্তজ পাণ্ডুরোগে চর্ম্ম, নখ, মল ও মূত্র পীতবর্ণ এবং দাহ, পিপাসা, জ্বর, মলভেদ ও শরীর অত্যন্ত পীতবর্ণ হইয়া থাকে।

কফজ পাণ্ডুরোগের লক্ষণ—শ্লৈষ্মিক পাণ্ডুরোগে রোগীর কফস্রাব, শোথ, তন্দ্রা, আলস্য ও শরীর অতিশয় গুরু হয় এবং চর্ম্ম, মূত্র, চক্ষু ও মুখ শুক্লবর্ণ হইয়া থাকে। পাণ্ডুরোগের হেতুকর সকলপ্রকার দ্রব্য সেবনকারীদিগের দোষ (বায়ু পিত্ত ও কফ) দূষিত হইয়া অতি দুঃসহ ত্রৈদোষিক পাণ্ডুরোগ উৎপাদন করে। ইহাতে ত্রিদোষের মিলিত লক্ষণ হইয়া থাকে।

মৃত্তিকা ভক্ষণকারী মনুষ্যগণের বায়ু, পিত্ত বা কফ কুপিত হয়, অর্থাৎ কষায় মৃত্তিকাদ্বারা বায়ু, ক্ষার মৃত্তিকাদ্বারা পিত্ত এবং মধুর মৃত্তিকাদ্বারা কফ কুপিত হয়। মৃত্তিকার রুক্ষগুণ দ্বারা রস রক্তাদি ধাতুসমূহও ভুক্তদ্রব্যকে রুক্ষ করিয়া স্বয়ং অপক্ক থাকিয়া রসবহাদি স্রোতঃ সকল পূরণ এবং রুদ্ধ করে এবং ইন্দ্রিয়সমূহের বল, তেজ, বীর্য্য ও ওজোধাতু নষ্ট করিয়া সত্বরই বল, বর্ণ ও অগ্নিনাশক পাণ্ডুরোগ উৎপাদন করিয়া থাকে। মৃত্তিকা ভক্ষণ দ্বারা যে পাণ্ডুরোগ জন্মে, তাহাতে তন্দ্রা, আলস্য, কাস, শ্বাস, শূল ও সর্ব্বদা অরুচি হয় এবং উদর মধ্যে ক্রিমি জন্মে। অক্ষিগোলক, গণ্ড, ভ্রূ, পদ, নাভি ও শিশ্নদেশে শোথ এবং রক্ত ও কফসমন্বিত মল অতিশয় নিঃসৃত হইয়া থাকে।

পাণ্ডুরোগের অসাধ্য লক্ষণ।—পাণ্ডুরোগে জ্বর, অরুচি, হৃল্লাস, বমি, পিপাসা ও ক্লান্তি হইলে এবং রোগী ক্ষীণ ও ইন্দ্রিয়শক্তিবিহীন হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। ত্রিদোষজ পাণ্ডুও চিকিৎসার বহির্ভূত। বহুদিন জাত পাণ্ডুরোগ যদি কালক্রমে সমস্ত ধাতুকে অতিশয় রুক্ষ করে, বা উদররূপে পরিণত হয়, তাহা হইলে অসাধ্য জানিতে হইবে। অচিরাৎ পাণ্ডু যদি শোথযুক্ত হয়, তাহাও সাধ্য নহে। পাণ্ডুরোগীর যদি হরিদ্বর্ণ কফসংযুক্ত অথচ বিবদ্ধ অল্প অল্প মল বারংবার নিঃসরণ হয়, তবে রোগ অসাধ্য জানিবে। যে পাণ্ডুরোগী অতিশয় ক্লান্ত, বমি মূর্চ্ছা ও পিপাসা কর্ত্তৃক অভিভূত এবং ঘর্ম্মদ্বারা যাহার শরীর অতিশয় প্রলিপ্তের ন্যায় বোধ হয়, তাহার রোগও অসাধ্য। যাহার দন্ত, নখ ও চক্ষু পাণ্ডুবর্ণ এবং সমস্ত বস্তু পাণ্ডুবর্ণ দর্শন করে, তাহার জীবন নাশ হইয়া থাকে।

যে পাণ্ডুরোগীর হস্তপদাদিতে শোথ ও শরীরের মধ্যদেশ ক্ষীণ হয় অথবা হস্তপদাদি ক্ষীণ ও শরীরের মধ্যদেশে শোথ হয়, তাহার রোগ আরোগ্য হয় না। যে পাণ্ডুরোগীর গুহ্য, মুখ, শিশ্ন ও মুষ্কদেশে শোথ হয় এবং গ্লানি, সংজ্ঞারাহিত্য, অতিসার ও জ্বর হয়, তাহাকে বৈদ্য পরিত্যাগ করিবেন।

পাণ্ডুরোগাক্রান্ত ব্যক্তি যদি বহু পরিমাণে পিত্তকারক সামগ্রী সেবন করে, তাহা হইলে তৎকর্ত্তৃক বর্দ্ধিত পিত্ত তাহার রক্ত ও মাংসকে দূষিত করিয়া কামলারোগ উৎপাদন করে। কামলারোগীর চক্ষু, চর্ম্ম, নখ ও মুখ অত্যন্ত হরিদ্রাবর্ণ, মল ও মূত্র পীত বা রক্তবর্ণ এবং শরীর বৃহৎ ভেকের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হয়, এ ছাড়া ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, দাহ, ভুক্ত দ্রব্যের অপাক, দুর্ব্বলতা ও দেহের অবসন্নতা এবং অরুচি হইয়া থাকে।

[কামলারোগের বিবরণ কামলাশব্দে দ্রষ্টব্য।]

পাণ্ডুরোগীর যদি বর্ণ হরিৎ, শ্যাম ও পীতবর্ণ হয় এবং বল ও উৎসাহের হ্রাস, মন্দাগ্নি, মৃদুবেগযুক্ত জ্বর, স্ত্রীপ্রসঙ্গে অনুৎসাহ, শরীরবেদনা, শ্বাস, পিপাসা, অরুচি ও ভ্রম উপস্থিত হয়, তাহাকে হলীমক কহে। হলীমকরোগ বায়ু ও পিত্ত হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পাণ্ডুরোগের চিকিৎসা।—পাণ্ডুরোগে দোষ বিবেচনা করিয়া ঘৃতসহযোগে ঊর্দ্ধ অধোভাগ সংশোধন এবং প্রচুর পরিমাণে ঘৃত মধু সহযোগে হরীতকী চূর্ণ সেবন বিধেয়। হরিদ্রা অথবা ত্রিফলাসহযোগে পাক করা ঘৃত অথবা তিল্বকঘৃত পান হিতকর। বিরেচক দ্রব্য ঘৃতসহ পাক করিয়া অথবা ঘৃতসহযোগে বিরেচক দ্রব্য সেবন করিলেও এই রোগ প্রশমিত হয়। ৪ তোলা তেউড়ী গোমূত্রে পাক করিয়া সর্ব্বদা পান বা আরগ্বধাদির কাথ পান করিবে। লৌহরজঃ, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, এই সকলের চূর্ণ ঘৃত ও মধুযোগে বা ত্রিফলাযুক্ত হরিদ্রা বা শাস্ত্রবিহিত অপর যোগঘৃত ও মধুসহ সেবন করিবে। পুনঃ পুনঃ অল্পমাত্রায় দোষ নিঃসারণ করিতে হইবে, এককালে অতিরিক্ত দোষ নিঃসারণ করিলে শরীর ক্ষীণ হয়। আমলকী রস ও ইক্ষু রসের যূষ প্রস্তুত করিয়া মধুসংযোগে ভোজন বা বৃহতী, কণ্টকারী, হরিদ্রা, শুকাক্ষা (শুঁয়াটুঁটী), দাড়িম ও কাকমাচী এই সকলের কল্ক ও কাথ সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া সেবন বিধেয়। দুগ্ধসহযোগে যথাসাধ্য পিপ্পলী, সেবন করিলে এই রোগ প্রশমিত হয়। যষ্টিমধুর কাথ ও চূর্ণ সমভাগে মধুসহযোগে লেহন, ত্রিফলা ও লৌহচূর্ণ দীর্ঘকাল গোমূত্রযোগে সেবন, প্রবাল, মুক্তা, রসাঞ্জন, শঙ্খচূর্ণ, কাঞ্চন ও গিরিমৃত্তিকালেহন, অর্দ্ধসের ছাগবিষ্ঠা, বিটলবণ, হরিদ্রা ও সৈন্ধব প্রত্যেকের চূর্ণ একপল একত্র করিয়া মধুযোগে লেহন, লৌহমণ্ডুর, চিত্রক, বিড়ঙ্গ, হরীতকী ও ত্রিকটু সকলে সমভাগ এবং সকলের সমান স্বর্ণমাক্ষিক গোমূত্রযোগে পাক করিয়া মধুসহ অবলেহ প্রস্তুত করিবে। বিভীতক, লৌহমল, শুণ্ঠী ও তিল ইহাদের চূর্ণ প্রচুর পরিমাণে গুড় সহযোগে বটিকা করিয়া সেবন করিতে হইবে, তৎপরে তক্র অনুপান বিধেয়। ইহাতে অতি প্রবল পাণ্ডুও নিরাকৃত হয়। সাজিমাটি, হিঙ্গু এবং চিরাতা, একত্র করিয়া কলায় সদৃশ বটিকা প্রস্তুত করিয়া ঈষদুষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে এই রোগ নিবৃত্ত হয়। মূর্ব্বা, হরিদ্রা ও আমলকী সপ্তাহকাল গোমূত্রে ভাবিত করিয়া লেহন করিবে।

বেড়েলা ও চিতার মূল একত্র দুইতোলা পরিমাণে ঈষদুষ্ণ জলের সহিত অথবা সজিনা বীজ ও লবণ ঐরূপে সেবন করিয়া যূষসহ ভোজন করিবে। ন্যগ্রোধাদির শীতল কাথ, চিনি ও মধুসংযোগে পান করিবে। বিড়ঙ্গ, মুথা, ত্রিফলা, যমানী, পঞ্চবক, ত্রিকটু ও মূর্ব্বালতা, ইহাদিগের চূর্ণ, গুড়শর্করা, ঘৃত, মধু ও সারগণের কাথে পাক করিয়া লেহ প্রস্তুতপূর্ব্বক ঘণ্টাপারুলের পাত্রে রাখিতে হইবে। উহা সেবন করিলে পাণ্ডু, কামলা ও শোথের শান্তি হয়। (সুশ্রুত চিকি° ৪৫ অ°)

ভাবপ্রকাশমতে চিকিৎসা।—জারিত লৌহ গোমূত্র দ্বারা ৭ দিন ভাবনা দিয়া দুগ্ধসহ যথা মাত্রায় সেবন করিলে পাণ্ডুরোগ প্রশমিত হয়। গোমূত্রসাধিত মণ্ডুর গুড়সহ ভক্ষণ করিলে পাণ্ডু ও পরিণামশূল নষ্ট হয়। মণ্ডুর ৭ বার সন্তপ্ত করিয়া গোমূত্রের মধ্যে নিক্ষেপপূর্ব্বক শোধন করিবে। তাহার পর উহার চূর্ণ, ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে পাণ্ডুরোগ ভাল হয়।

এই পাণ্ডুরোগে পুনর্নবাদি মণ্ডুর অতি উত্তম ঔষধ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—মণ্ডুর ৪৮ পল, গোমূত্র ১৯২ পলদ্বারা (বৃদ্ধ বৈদ্যদিগের উপদেশানুসারে গোমূত্র ৮ গুণ দেওয়া হয় না) পাক করিবে। আসন্নপাকে পুনর্নবাদির চূর্ণ যথা—পুনর্নবা, তেউড়ী, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, চিতা, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ত্রিফলা, দন্তী, চই, ইন্দ্রযব, কটকী, পিপ্পলীমূল, মুথা, কাকড়াশৃঙ্গী, কৃষ্ণজীরা, জোয়ান ও কট্‌ফল এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে একপল করিয়া সর্ব্বসমষ্টি ২৪ পল। তৎপরে গুড় দিয়া বটিকা করিয়া তক্রদ্বারা আলোড়নপূর্ব্বক পান করিতে হইবে। এই ঔষধ স্বয়ং অশ্বিনীকুমার প্রস্তুত করিয়াছেন, ইহাতে পাণ্ডু, কামলা, হলীমক, জ্বর, কাস, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়। নবায়সচূর্ণ সেবনে এই রোগও বিনষ্ট হয়।

ত্রিফলা, কিংবা গুলঞ্চ অথবা দারুহরিদ্রা বা নিম্বের শীতকষায় মধু প্রক্ষেপ দিয়া প্রাতঃকালে পান করিলে কামলারোগ নষ্ট হয়। ত্রিফলা, গুলঞ্চ, বাসক, চিরতা ও নিম্ব ইহার

ক্বাথ মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে পাণ্ডু, কামলা ও হলীমক দূর হয়।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুথা, বিড়ঙ্গ, চই, চিতা, দারুহরিদ্রা, দারুচিনি, স্বর্ণমাক্ষিক, পিপ্পলীমূল ও দেবদারু, এই সকল প্রত্যেকে দুই পল, সমুদায়ে ২৮ পল গ্রহণ করিয়া পৃথক্‌রূপে চূর্ণ করিবে। তৎপরে সকল ঔষধের দ্বিগুণ পরিমাণ শোধিত অঞ্জন সদৃশ মণ্ডূর ৫৬ পল, আট গুণ অর্থাৎ এক মণ ষোল সের গোমূত্রের সহিত পাক করিবে। পরে উপরি উক্ত ত্রিফলাদি চূর্ণগুলি আসন্ন পাকে প্রক্ষেপ দিয়া নামাইয়া দুই তোলা পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে।

রোগীর অগ্নির বলাবল অনুসারে বিবেচনাপূর্ব্বক মাত্রা নির্দ্ধারণ করিয়া তক্রসহ সেবন করাইবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে হিতকর পথ্য সেবনীয়। এই ঔষধ পাণ্ডুরোগে বিশেষ ফলপ্রদ। পাণ্ডুরোগীকে যব, গোধূম ও শালিতণ্ডুল কৃত অন্ন, জাঙ্গলমাংস এবং মুগ, অড়হর ও মসুর প্রভৃতি আহার দেওয়া যাইতে পারে। (ভাবপ্রকাশ পাণ্ডুরোগাধিকার)

ভৈষজ্যরত্নাবলীতে পাণ্ডুরোগাধিকারে লিখিত আছে, চিকিৎসাসাধ্য পাণ্ডুরোগে অগ্রে পঞ্চতিক্তাদিঘৃত সেবন, বমন ও বিরেচন করাইয়া পশ্চাৎ মধুর সহিত হরীতকী চূর্ণ প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে। এই রোগে হরিদ্রার ক্বাথ ও কল্কে সিদ্ধ ত্রিফলার ক্বাথ বা কল্কে সিদ্ধ বিরেচক দ্রব্য পক্বঘৃত অথবা বাতাধিকারোক্ত তৈল্বকঘৃত কিংবা ঘৃতের সহিত বিরেচক ঔষধ সেবনীয়।

বাতজ পাণ্ডুরোগে স্নিগ্ধ ক্রিয়া, পৈত্তিকে তিক্ত অথচ শীতল, শ্লৈষ্মিকে কটু, ও রুক্ষ উষ্ণ এবং মিশ্র পীড়ায় মিশ্রিত ক্রিয়া করিতে হইবে।

পাণ্ডুরোগে অঞ্জন, মন্থ, নবায়সলৌহ, ত্রিকত্রয়াদি লৌহ, পুনর্ণবাদি মণ্ডূর, পঞ্চামৃতলৌহ মণ্ডূর, চন্দ্রসূর্য্যাত্মকরস, প্রাণবল্লভরস, পঞ্চাননবটী, পাণ্ডুসূদন রস, ত্র্যূষণাদি মণ্ডূর, পুনর্ণবাতৈল, হরিদ্রাদ্যঘৃত, মূর্ব্বাদ্যঘৃত, ব্যোষাদ্য ঘৃত ও আনন্দোদয়রস এই সকল ঔষধ পাণ্ডুরোগে হিতকর। [এই সকল ঔষধের প্রস্তুতপ্রণালী তত্তৎশব্দ দ্রষ্টব্য।] (ভৈষজ্যরত্না°)

রসেন্দ্রসারসংগ্রহে পাণ্ডুরোগাধিকারে নিম্বাদিলৌহ, ধাত্রীলৌহ, পঞ্চাননবটী, প্রাণবল্লভরস, কামেশ্বররস, ত্রিকত্রয়াদি লৌহ, বিড়ঙ্গাদিলৌহ, ত্রৈলোক্যসুন্দররস, দার্ব্ব্যাদিলৌহ, চন্দ্রসূর্য্যাত্মকরস, পাণ্ডুসূদনরস, মণ্ডূরবজ্রবটক, লঘ্বানন্দরস, সম্মোহলৌহ ও ত্র্যষণাদি মণ্ডূর এই সকল ঔষধ ও ইহাদের প্রস্তুতপ্রণালী লিখিত হইয়াছে। (রসেন্দ্রসারস°)

য়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের মত পাণ্ডুরোগের (Jaundice) বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। পিত্তনিঃস্রাবের অল্পতা বা অবরুদ্ধতাহেতু রক্তের সহিত পিত্ত মিশ্রিত হইয়া চক্ষু, গাত্রচর্ম্ম ও মূত্রকে পীতবর্ণ করিলে তাহাকে জণ্ডিস্ (Jaundice) কহে। কেহ কেহ বলেন, অবরুদ্ধতাবশতঃ পিত্তকোষ ও পিত্তনালী সকল পিত্তে পরিপূর্ণ হইলে শিরা ও লিম্ফ্যাটিক দ্বারা পিত্তের রং শোষিত হইয়া চর্ম্মাদি পীতবর্ণ হয়। আবার কেহ কেহ বলেন যে, স্বভাবতঃ শোণিতে পিত্তের বর্ণজ পদার্থ যকৃৎদ্বারা বহির্গত হইয়া যায়; কিন্তু যদি কোন কারণে যকৃতের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হয়, তাহা হইলে রক্তে ক্রমশঃ পিত্তের বর্ণজ পদার্থ সঞ্চিত হয় এবং তদ্দ্বারা চর্ম্মাদি পীতবর্ণ হয়।

এই ব্যাধি জন্মিলে চর্ম্ম, মস্তিষ্ক, স্নায়ুসমূহ এবং যন্ত্রাদি পীতবর্ণ দেখা যায়। অবরুদ্ধতাজনিত পীড়া হইলে যকৃৎ ও পিত্তাধার বর্দ্ধিত হয়। পীড়ার প্রথমাবস্থায় মূত্র পীতাভ হয়; পরে ক্রমশঃ চর্ম্ম পীতবর্ণে পরিণত হয়। ওষ্ঠ ও দন্তমাঢ়ী এই বর্ণবিশিষ্ট হয়। মূত্রেরও নানারূপ বর্ণ হয় এবং রাসায়নিক পরীক্ষা করিলে ইহাতে পিত্ত ও পিত্তাম্ল পাওয়া যায়। মল কঠিন, দুর্গন্ধযুক্ত ও শুভ্র কর্দ্দমের ন্যায় হয়। তৈলাক্ত পদার্থে অরুচি, তিক্তোদ্গার প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। ঘর্ম্ম, লালা, দুগ্ধ ও অশ্রুজলে পিত্ত দেখা যায়। ক্রমে চর্ম্মকণ্ডূয়ন আরম্ভ হয়। অলসতা, দৌর্ব্বল্য, প্রলাপ প্রভৃতি মস্তিষ্কের বিকৃতিও পরিলক্ষিত হয়।

চিকিৎসা—অবরুদ্ধতাজনিত পীড়া হইলে তাহা দূর করিবার জন্য অন্ত্র, ত্বক্ ও মূত্রযন্ত্রের ক্রিয়া বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ত্বকের ক্রিয়া সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিবার জন্য উষ্ণ জলে স্নান এবং গাত্রকণ্ডূয়ন নিবারণ করিবার জন্য জলে এল্‌কেলাইন্ দিয়া স্নান করিতে দিবে। কোষ্ঠ পরিষ্কার করিবার জন্য মৃদুবিরেচক ও খনিজ জল (Mineral water) ব্যবস্থা করিবে। লৌহঘটিত ঔষধ ও অন্যান্য বলকারক ঔষধ ব্যবস্থেয়। পিত্তনিঃসারক ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই ঔষধের মধ্যে ব্লু পিল, ট্যারেকসেসাই, নাইট্রোমিউরিয়েটিক এসিড ডিল, পডোফিলিন, আইরিডিন প্রভৃতি প্রধান। যকৃতের প্রদাহ থাকিলে গরমজলের সেক দিতে হইবে। আহারার্থ তরল ও বলকারক ঔষধ ব্যবস্থেয়। বসা (চর্ব্বি) ও শর্করাযুক্ত দ্রব্য একবারে নিষিদ্ধ।

শাতাতপীয় কর্ম্মবিপাকে লিখিত আছে, মেষ বধ করিলে তাহার পাণ্ডুরোগ হয়। "উরভ্রে নিহতে চৈব পাণ্ডুরোগঃ প্রজায়তে॥" (শাতা°) (স্ত্রী) ১০ মাষপর্ণী। (শব্দচ°) ১১ পাণ্ডুবর্ণ স্ত্রী। (হলায়ুধ) ১১ পটোল। ১২ দেশভেদ।

পাণ্ডুক (পুং) পাণ্ডু সংজ্ঞায়াং কন্। পাণ্ডুরোগ। ২ পাণ্ডুরাজা। (শব্দর°) ৩ পাণ্ডুবর্ণ। (হলায়ুধ)

পাণ্ডুকণ্টক (পুং) পাণ্ডুবর্ণানি কণ্টকান্যস্য। অপামার্গ। (রাজনি°)

পাণ্ডুকম্বল (পুং) পাণ্ডুবর্ণঃ কম্বলঃ কর্ম্মধা°। ১ শ্বেতপ্রাবার, রাজাস্তরণ-কম্বলভেদ, শাল। ২ প্রস্তরভেদ। (মেদিনী) ৩ পাণ্ডুবর্ণ কম্বল। (ভরত)

পাণ্ডুকম্বলিন্ (পুং) পাণ্ডুবর্ণকম্বলেন পরিবৃতঃ পাণ্ডুকম্বল-ইনি (পাণ্ডুকম্বলাদিনিঃ। পা ৪।২।১১) ১ পাণ্ডুবর্ণ কম্বলাবৃত রথ। (ত্রি) ২ পাণ্ডুকম্বলযুক্ত।

পাণ্ডুকরণ (ক্লী) পাণ্ডুকর্ম্ম। [পাণ্ডুকর্ম্মন্ দেখ।]

পাণ্ডুকর্ম্মন্ (ক্লী) শুক্লবর্ণসম্পাদন সুশ্রুতোক্ত ব্রণের উপক্রমণ চিকিৎসাভেদ।

পাণ্ডুকেশ্বর, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের কুমায়ুন বিভাগে গড়বাল জেলায় অবস্থিত একটী পুণ্যস্থান। প্রবাদ এইরূপ, পাণ্ডবেরা এই স্থানে কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম পাণ্ডুকেশ্বর হইয়াছে। এই স্থানে যোগবদরীর মন্দিরে বিষ্ণু-পূজা হইয়া থাকে। এই বিগ্রহটী মনুষ্যের ন্যায় বৃহৎ এবং কতকাংশ স্বর্ণনির্ম্মিত। কথিত আছে যে, এই প্রতিমূর্ত্তি আকাশ হইতে পতিত হইয়াছিল। পাণ্ডুকেশ্বরে যোগবদরীর মন্দিরে রাজা ললিতশূরদেবের একখানি খোদিত লিপি পাওয়া যায়। এই খোদিত লিপিতে রাজা ললিতশূর দেব, উত্তরায়ণ সংক্রান্তি দিনে নারায়ণকে তিন খানি গ্রামদান করিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। ঐ উত্তরায়ণসংক্রান্তি খৃঃ ৮৫৩, ২২এ ডিসেম্বর হইয়াছিল বোধ হয়।

পাণ্ডুতরু (পুং) পাণ্ডুবর্ণস্তরুঃ কর্ম্মধা°। ধববৃক্ষ। (রাজনি°)

পাণ্ডুতা (স্ত্রী) পাণ্ডু-ভাবে তল্, স্ত্রিয়াং টাপ্। পাণ্ডুত্ব, পাণ্ডুর ভাব, পাণ্ডুর ধর্ম্ম।

পাণ্ডুতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ। (শিবপু°)

পাণ্ডুদুকূল (ক্লী) পাণ্ডুবর্ণং দুকূলং। পাণ্ডুবর্ণদুকূল। (ললিত-বিস্তর ৩৩২ পৃ°)

পাণ্ডুনাগ (পুং) পাণ্ডুবর্ণঃ নাগ ইব, বা নাগ ইব পাণ্ডুরিতি রাজদন্তাদিবৎ সমাসঃ। ১ পুন্নাগবৃক্ষ। (শব্দর°) পাণ্ডুবর্ণো নাগঃ। ২ শ্বেতহস্তী। ৩ শ্বেতসর্প। (শব্দচ°)

পাণ্ডুপঞ্চাননরস (পুং) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—লৌহ, অভ্র ও তাম্র প্রত্যেকে একপল। ত্রিকটু, ত্রিফলা, দন্তীমূল, চই, কৃষ্ণজীরা, চিতামূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, তেউড়ী-মূল, মানমূল, ইন্দ্রযব, কট্‌কী, দেবদারু, বচ, মুথা, প্রত্যেক ২ তোলা, সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ মণ্ডুর, মণ্ডুরের ৮ গুণ গোমূত্র। প্রথমে গোমূত্রে মণ্ডুর পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে লৌহ ও অভ্র প্রভৃতি দ্রব্য সকল প্রক্ষেপ দিবে। এইরূপে যথানিয়মে এই ঔষধ প্রস্তুত করিবে। ইহার অনুপান উষ্ণ জল। প্রাতঃকালে উঠিয়া এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। এই ঔষধ সেবনে পাণ্ডু, হলীমক প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়। পাণ্ডু-রোগাধিকারে ইহা একটী উত্তম ঔষধ। (ভৈষজ্যরত্না° পাণ্ডুরোগা°)

পাণ্ডুপত্রী (স্ত্রী) পাণ্ডুপত্রমস্যা ইতি জাতিত্বাৎ ঙীপ্। রেণুকা। ইহার পর্য্যায়—রাজপুত্রী, নন্দিনী, কপিলা, দ্বিজা, ভস্মগন্ধা, কৌন্তী, হরেণুকা। (ভাবপ্র°)

পাণ্ডুপুত্র (পুং) পাণ্ডুর পুত্র, পাণ্ডুর নন্দন।

পাণ্ডুপুত্রা (স্ত্রী) কর্কটিকা। (বৈদ্যকনি°)

পাণ্ডুপ্রহারিণী (স্ত্রী) শিগ্রুড়ীবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

পাণ্ডুপৃষ্ঠ (ত্রি) পাণ্ডু পৃষ্ঠং যস্য। ১ পাণ্ডুবর্ণ পৃষ্ঠযুক্ত। ২ অলক্ষণ। (ত্রিকা°)

পাণ্ডুফলা (পুং) পাণ্ডূনি ফলানি যস্য। পটোল। (রাজনি°) স্ত্রিয়াং টাপ্। চির্ভিটা। (রাজনি°)

পাণ্ডুভাব (পুং) পাণ্ডুতা।

পাণ্ডুভূম (ত্রি) পাণ্ডুর্ভূমিরত্র। (কৃষ্ণোদকপাণ্ডুসঙ্খ্যাপূর্ব্বায়া ভূমেরজিষ্যতে। পা ৫।৪।৭৫) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা অচ্ সমাসঃ। পাণ্ডুবর্ণ ভূমিযুক্ত দেশ। (হেম)

পাণ্ডুমৃত্তিক (ত্রি) পাণ্ডুঃ মৃত্তিকা যত্র। পাণ্ডুবর্ণমৃত্তিকাযুক্ত (দেশ।) (রামা° ২।৭১।১৯)

পাণ্ডুমৃৎ (স্ত্রী) পাণ্ডুঃ পাণ্ডুবর্ণা মৃৎ মৃত্তিকা যত্র। ১ পাণ্ডু-ভূমি। ২ ঘটী। চলিত ঘড়ী। (রাজনি°)

পাণ্ডুমেবাস, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির রেবাকান্তা বিভাগের অন্তর্গত ২৬টী ক্ষুদ্ররাজ্যের নাম। পরিমাণ ১৪৭ বর্গমাইল। লোকের বাস প্রতিবর্গ মাইলে গড়ে ১৩৮ জন। জলবায়ু স্বাস্থ্যকর। শস্যের মধ্যে ধান্য ইক্ষু ভুট্টা প্রভৃতি প্রধান। অধিবাসীদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোকই দরিদ্র।

পাণ্ডুয়া, (পেঁড়ো, পেঁড়ুয়া, পাঁড়ুয়া) বাঙ্গালাদেশে এই নামে তিনটী গ্রাম আছে, তন্মধ্যে একটী মালদহ জেলায়, একটী হুগলী জেলায় এবং অপরটী মানভূম জেলায়।

মালদহ জেলায় যে পাণ্ডুয়া গ্রাম আছে, তাহা চলিত কথায় পেঁড়ুয়া বা পাঁড়ুয়া অথবা বড় পেঁড়ো নামে কথিত। আর হুগলীর পাণ্ডুয়া "পেঁড়ো" বা ছোট পেঁড়ো নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ছোট পেঁড়োয় তিন চার হাজার লোকের বাস, কিন্তু বড় পেঁড়োয় এখন লোকাবাস নাই বলিলেই চলে, উহা জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এখন এই দুই স্থানের দুর্দশা এইরূপ হইয়াছে, কিন্তু এক সময়ে এই দুই গ্রামে বৃহৎ সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। বড় পেঁড়ো বহুকাল

পর্য্যন্ত বাঙ্গালার রাজধানী ছিল। সুবিখ্যাত গৌড় নগর অপেক্ষা ইহার প্রতিপত্তি কোন অংশে নূ্যন ছিল না। এই বড় পেঁড়ো ও ছোট পেঁড়ো গ্রামে এখনও প্রাচীন কীর্ত্তির যথেষ্ট ভগ্নাবশেষ আছে। বড় পেঁড়ো রাজধানী ছিল বলিয়া তাহার কীর্ত্তিরাশির সহিত বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাস সংযুক্ত, কিন্তু ছোট পেঁড়োর ঐতিহাসিক ব্যাপার তত বেশী ঘটে নাই। যাহা হউক, অগ্রে ছোট পেঁড়োর বিষয় বর্ণিত হইতেছে।

ছোট পেঁড়ো হুগলী জেলায় অবস্থিত। এখানে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের একটী ষ্টেশন আছে। বর্দ্ধমান ও কলিকাতা হইতে ইহা প্রায় সমদূরবর্ত্তী এবং ২৩° ৪´৩৫´´ উঃ অক্ষাংশে ও ৮৮° ১০´২৫´´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। এই গ্রামে রেল হওয়ায় ইহার এখনও কতকটা গৌরব বর্ত্তমান আছে।

রেলগাড়ীতে বসিয়া দক্ষিণদিকে চাহিলেই এই গ্রামের মধ্যস্থ এক প্রাচীন প্রধান কীর্ত্তির উপর দৃষ্টি পড়ে, উহা একটী গোলাকার উচ্চ ইষ্টকস্তম্ভ, উহাই "পেঁড়োর মন্দির" নামে খ্যাত। পেঁড়োর মন্দির অনেক ঝড়ঝাপট ও কালের প্রভাব অতিক্রম করিয়া আজও দাঁড়াইয়া থাকিয়া নিজের দৃঢ়তার পরিচয় দিতেছে,—এই ব্যাপার হইতেই বাঙ্গালাদেশে "পেঁড়োর মন্দির" কথাটাই প্রবাদ স্বরূপ হইয়া গিয়াছে, কোন বিষয়ের স্থায়িত্ব বা দৃঢ়তার উল্লেখ করিতে হইলেই লোকে পেঁড়োর মন্দিরের উল্লেখ করিয়া তুলনা দেয়। ক্রমশঃ উহা হইতে একটা কদর্থও প্রকাশিত হইয়াছে, যে সকল বাল-বিধবা পিতৃগৃহে অসম্ভব প্রভাবশালিনী হইয়া অবস্থান করে, তাহাদিগের প্রভাব সহিতে না পারিয়া অন্যান্য স্ত্রীলোকে তাহাদিগকে "পেঁড়োর-মন্দির" বলিয়া গালি দিয়া ক্ষোভপ্রকাশ করে।

ছোট পেঁড়োর প্রাচীন ইতিহাস। টোডরমল্লের জমা তুমারীর সময় বাঙ্গালাদেশের পশ্চিমাংশ পাঁচটী "সরকার" বা জেলায় বিভক্ত হয়,—(১) তাণ্ডা (তাঁড়া), ইহা মুর্শিদাবাদের দক্ষিণাংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত; (২) সারিফাবাদ, ইহা মুর্শিদাবাদের দক্ষিণ হইতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত বিস্তৃত; (৩) সুলেমনাবাদ, ইহা বর্ত্তমান নদীয়া, বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলার কতকাংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত; (৪) সাতগাঁ, ইহা হুগলীর আরসা পরগণা হইতে হাবড়া এবং বর্ত্তমান সমস্ত ২৪ পরগণা ও নদীয়ার দক্ষিণাংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত; এবং (৫) মাদারণ বা মান্দারণ, ইহা রাণীগঞ্জ হইতে মণ্ডলঘাট পরগণায় হুগলী দামোদরের সংযোগস্থল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সুলেমনাবাদ পরগণা কালে এখন সলিমাবাদ নাম ধারণ করিয়াছে। এই সুলেমনাবাদ নাম বাঙ্গালার দ্বিতীয় আফগান নরপতি সুলতান সুলেমান শাহ হইতে হইয়াছে। ইনি ৯৮০ হিজিরায় বা ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে স্বর্গগত হন। পূর্ব্বে মুসলমান নরপতিদিগের অন্তঃপুর বা হাবেলীর ব্যয়নির্ব্বাহার্থ রাজ্যের এক এক অংশের রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট থাকিত। তদনুসারে এই সুলতান সুলেমানশাহের হাবেলীর ব্যয়নির্ব্বাহার্থ এই সুলেমনাবাদ পরগণার একাংশ নির্দ্দিষ্ট ছিল, উহার নাম ছিল পরগণা হাবেলী সুলেমনাবাদ; এই নাম এখনও সংক্ষিপ্ত আকারে "পরগণা হাবেলী" হইয়া বর্ত্তমান আছে। এই হাবেলী পরগণা বর্দ্ধমানের দক্ষিণপূর্ব্ব হইতে দক্ষিণে দামোদর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ছোট পাণ্ডুয়া এই সুলেমনাবাদ বা সলিমাবাদ সরকারে অবস্থিত। টোডরমল্লের জমাতুমারীতে পাণ্ডুয়াই একটী স্বতন্ত্র পরগণা বলিয়া গৃহীত হয় ও উহার রাজস্ব ১৮২৩২৯২ দাম বা ৪৫৫৮২ টাকা স্থির হইয়াছিল। এখনও ইহা স্বতন্ত্র পরগণা বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে এবং এক্ষণে এই পরগণা হইতে ২০৭৮২০ টাকা রাজস্ব আদায় হয়। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ইহা ইংরাজের অধীন এবং বর্দ্ধমানরাজের জমীদারীভুক্ত হইয়াছিল। পাণ্ডুয়ায় প্রাচীনদুর্গের বৃহৎ প্রাচীরের দুর্গপরিখার চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান গ্রামের বহুদূরবর্ত্তী স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন মসজিদের ভগ্নাবশেষ, বৃহৎ বৃহৎ সুদৃঢ় ঘাট প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ দেখিয়া বুঝা যায়, ইহা এক অতি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাবস্থাতেও এখানকার কাগজের কারবার বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। "পেড়ুই" কাগজের কথা এখনও এখানকার মুসলমানদিগের নিকট শুনিতে পাওয়া যায়। শুনা গিয়াছে, পাণ্ডুয়ার কাগজ দীর্ঘকালস্থায়ী ও পাতলা হইত বলিয়া বিশেষ আদৃত হইত।*

পাণ্ডুয়ার অধিবাসী প্রধানতঃ মুসলমান। নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ব্যতীত এখানে হিন্দু নাই বলিলেই হয়। শুনা গিয়াছে, এই গ্রামে একঘরও ব্রাহ্মণ বা কায়স্থের বাস নাই। এখানকার সমস্ত মুসলমানই শাহ সফিউদ্দীন্ নামক এক পীরের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়। গণ্যমান্য বংশের মুসলমানদিগের বংশমর্য্যাদা লইয়া পাণ্ডুয়ার বাহিরে এইজন্য কোন কথাই উঠে না।

আইন-ই-অকবরী ভিন্ন তদপেক্ষা প্রাচীন আর কোন মুসলমানী ইতিহাসে ছোট পাণ্ডুয়ার নাম পাওয়া যায় না।

ইহার নামোৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ অনুমান হয়,—গৌড়ের প্রাচীনতম রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন (বর্ত্তমান বড় পাঁড়ুয়া, পুঁড়বা) হইতে পালরাজকর্ত্তৃক আদিশূরের বংশধর বিতাড়িত হইলে

* শোণনদের তীরবর্ত্তী বিহার পরগণার অন্তর্গত আরোয়াল নামক স্থানে প্রস্তুত "আরোয়ালী কাগজ" মোটা ও দীর্ঘকালস্থায়ী বলিয়া এখনও আদৃত হইয়া থাকে।

শূরবংশীয় নরপতিগণ দক্ষিণরাঢ়ে আসিয়া রাজত্ব করিতেন। সম্ভবতঃ তাঁহারাই পূর্ব্বতন পৌণ্ড্রের নাম অনুসারে নব রাজধানী 'পৌণ্ড্র' বা 'পুণ্ড্র' নামে অভিহিত করেন, তাহা হইতে ছোট পেঁড়ো বা পাণ্ডুয়া নাম হইয়াছে। এখানে যে পূর্ব্বে শূর ও তৎপরবর্ত্তী সেনরাগজণ রাজত্ব করিতেন, তাহা প্রাচীন কুলাচার্য্যগ্রন্থ এবং বর্ত্তমান পাণ্ডুয়া হইতে আড়াই ক্রোশের মধ্যে রণপুর, বল্লালদীঘি প্রভৃতির নাম দৃষ্টে সহজেই অনুমিত হয়।

[পাল, সেন ও শূররাজবংশ দেখ।]

এখানে পেঁড়োর মন্দির নামক স্তম্ভ, একটী ভগ্ন প্রাচীন মসজিদ ও সফিউদ্দীনের সমাধি-মন্দিরই প্রাচীন কীর্ত্তিরাশির মধ্যে প্রধান। রেলষ্টেশন হইতে এগুলি প্রায় অর্দ্ধঘণ্টার পথ দূরে অবস্থিত।

পেঁড়োর মন্দির।—এই স্তম্ভটী দেখিতে অনেকটা দিল্লীর কুতুবমিনারের ন্যায়। ইহা পঞ্চতল, প্রত্যেক তল ক্রমসূক্ষ্ম হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। প্রত্যেক তলে স্তম্ভের চতুর্দ্দিকে গোলাকার অপ্রশস্ত বারাণ্ডার কোনরূপ কাঠরা বা আলিশা নাই। স্তম্ভের প্রত্যেক তলের বারাণ্ডায় উপস্থিত হইবার জন্য স্তম্ভগাত্রে দ্বার আছে। এক স্তম্ভের শেষতল পর্য্যন্ত উঠিবার জন্য স্তম্ভের মধ্যে ঘুরান সিঁড়ি আছে। স্তম্ভগাত্রে মোটা কারুকার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। ডাঃ কনিংহাম ইহার প্রত্যেক তলের নিম্ন লিখিতরূপ মাপ দিয়াছেন,—

সর্ব্বোচ্চ বা	ব্যাস	উচ্চতা
৫ম তল—	উপরের—১২´ ফুট্ নিম্নের— ১৫´ „	২৮ ফুট্।
৪র্থ তল—	উপরের—২৩´।১০´´ নিম্নের— ২৬´´	১৮´ „
৩য় তল—	উপরের—৩৪´।৮´´ নিম্নের— ৩৭´।৫´´	৩০´ „
২য় তল—	উপরের—৪৭´।৬´´ নিম্নের— ৪৮´।১´´	২৫´ „
নিম্নতল—	উপরের—৫৮´।২´´ নিম্নের— ৬০´	২৫´ „
	চূড়ার উচ্চতা—	৯´
		১২৫ ফুট্

এখন এই ১২৫ ফুটই বর্ত্তমান নাই। পূর্ব্বে দুইবার ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, শেষে গত ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে আরও ভাঙ্গিয়া গিয়া এখন তৃতীয় তল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে।

এই স্তম্ভের উৎপত্তি সম্বন্ধে পেঁড়োয় একটী গল্প প্রচলিত আছে,—৬ শত বৎসর পূর্ব্বে এখানে একজন হিন্দু রাজা ছিলেন। তখন এদেশে মুসলমান আসিয়াছে, কারণ তাঁহার মন্ত্রী, সভাসদ্ ও নানা প্রজা মুসলমানই ছিল। কেহ বলেন, রাজার নাম পাণ্ডু, কেহ বলেন পাণ্ডব। যাহা হউক হিন্দু রাজার রাজধানী পাণ্ডুয়ায় ছিল এবং নিকটবর্ত্তী মানাদ বা মহানাদ নামক স্থানে বৃহৎ গড়বেষ্টিত প্রাসাদ ছিল। হিন্দুর রাজ্য কাজেই মুসলমানেরা কি ধর্ম্মকার্য্যে ঈদবখ্রীদের সময়ে, কি উৎসবে বা বিবাহাদির ভোজে গোহত্যা করিতে পারিত না। এক সময়ে রাজার মুসলমান মন্ত্রীর পুত্রের ত্বকচ্ছেদ (সুন্নত) কর্ম্ম উপলক্ষে গোপনে বাড়ীর মধ্যে গোহত্যা করিয়া ভোজ দেওয়া হয়। গোচর্ম্ম, অস্থি, ক্ষুর ও লাঙ্গুলাদি লুকাইয়া ফেলিবার জন্য মাটিতে পুঁতিয়া রাখা হয়। কেহ বলেন, উহা মন্ত্রিপুত্রের সুন্নত উপলক্ষে নহে, রাজার পুত্রের জন্মোৎসব উপলক্ষে মন্ত্রী স্বীয় বন্ধুবান্ধবকে যে ভোজ দেন, সেই উপলক্ষেই হয়। আবার কেহ বলেন, রাজপুত্রও নহে, মন্ত্রিপুত্রও নহে, কোন সম্ভ্রান্ত প্রজার পুত্রের সুন্নত উপলক্ষেই হইয়াছিল। যাহা হউক, রাত্রিতে শৃগালে মাটী খুঁড়িয়া চর্ম্মাস্থি বাহির করিয়া ফেলিলে সে সংবাদ রাজার নিকট পৌছিল। রাজা ক্রোধে অন্ধ হইয়া যে বালকের সুন্নত উপলক্ষে ঐ গোহত্যা ঘটিয়াছিল, সেই বালককে বিনষ্ট করিতে আদেশ করিলেন। বালক বিনষ্ট হইল। যাঁহারা রাজপুত্রের জন্মোৎসবের সঙ্গে এই ঘটনার সম্বন্ধ প্রকাশ করেন, তাঁহারা বলেন, নগরের হিন্দুজনগণ প্রান্তে গোচর্ম্মাদি দেখিয়া বিদ্রোহী হইয়া রাজার নিকট অপরাধীর দণ্ড প্রার্থনা করে এবং যে রাজপুত্র গোরক্ত শিরে বহন করিয়া পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইল, তাঁহার বাঁচিয়া থাকা অনুচিত বলিয়া সেই রাজপুত্রকে বিনষ্ট করিয়া মুসলমান মন্ত্রীকে আক্রমণ করিল। মুসলমানমন্ত্রী রাজার শরণ লইলেন। রাজা তাহাকে আশ্রয় দিলেন না। তিনি তখন গোপনে দিল্লী পলায়ন করিলেন এবং সম্রাট্-দরবারে অবস্থা জানাইয়া একদল সৈন্যসহ ফিরিয়া আসিয়া হিন্দুরাজকে বিনষ্ট করেন। অপর পক্ষে বলা হয়, ঐ সময়ে শাহ্-সফীউদ্দীন্ নামে এক প্রসিদ্ধ ফকীর পাণ্ডুয়ায় থাকিতেন। ইহার পিতার নাম বরখুর্দ্দার। তিনি দিল্লী দরবারের একজন আমীর ও সম্রাট্ ফিরোজ শার ভগিনীপতি ছিলেন। শাহ্সফী অকারণে রাজাদেশে মুসলমান শিশুর প্রাণ নষ্ট হইতে দেখিয়া দিল্লী গেলেন। দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শা তাঁহার মাতুল, তিনি ভাগিনেয়ের মুখে হিন্দুরাজের অত্যাচার শুনিয়া একদল সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। শাহ্সফী এই ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে পাণিপথ কর্ণালের তদানীন্তন বিখ্যাত ফকীর আবু আলী কলন্দরের নিকট ভবিষ্যৎ জানিতে

এবং তাঁহার আশীর্ব্বাদ আনিতে গেলেন। আবু আলী আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়া দিলেন যুদ্ধে জয় হইবে। শাহ্‌সফী তৎপরে সৈন্য লইয়া পাণ্ডুয়ায় ফিরিলেন। এই সৈন্যদলের নেতা ছিলেন জাফর খাঁ-ই-গাজী (ইঁহারই সমাধি মন্দির ত্রিবেণীতে আছে)। বহ্‌রাম সাক্কা নামে আর এক ব্যক্তি এই ধর্ম্মযুদ্ধে নিযুক্ত সৈন্যদলে পানীয় যোগাইয়া পুণ্যসঞ্চয় করিতে ঐ সঙ্গে এদেশে আসেন (ইঁহারও সমাধিমন্দির বর্দ্ধমানে আছে) তাহার পর যুদ্ধ ঘটে। প্রথম কএকযুদ্ধে মুসলমানেরা জয়ী হইতে পারে নাই। পরে তাহারা শুনিল মহানাদে রাজপ্রাসাদের নিকট এক দৈববলসম্পন্ন পুষ্করিণী আছে, উহার জলে মৃতকে স্নান করাইয়া দিলে, সে পুনরুজ্জীবিত হয়। এই উপায়ে পাণ্ডুয়ার হিন্দুরাজার সৈন্যসংখ্যা ক্ষয় হইত না। শাহ্‌সফী এই ব্যাপার অবগত হইয়া কতকগুলি ফকীরকে পুষ্করিণীর ঐ দৈবপ্রভাব নষ্ট করিতে নিযুক্ত করিলেন। তাহারা একটা গোবধ করিয়া তাহার রক্তমাংস ঐ জলে ফেলিয়া দিল। তাহাতেই সেই দৈববল নষ্ট হইল। তখন মুসলমান সেনা যুদ্ধে জয়লাভ করিল। যুদ্ধে শাহ্‌সফী জয়লাভ করিয়া হিন্দুর প্রাচীন মন্দির ভাঙ্গিয়া সেই সকল মালমশলায় এক মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করাইলেন। জয়স্তম্ভস্বরূপ এই "পেঁড়োর মন্দির" নামে খ্যাত স্তম্ভও নির্ম্মিত হইল, উহার চূড়ায় যে লৌহদণ্ড দেখা যায়, প্রবাদ এইরূপ, উহাই শাহ্‌সফীর হস্তে সর্ব্বদা যষ্টিরূপে ব্যবহৃত হইত। তাহার পর শাহ্‌সফী নগর হইতে সমস্ত হিন্দু তাড়াইয়া দিতে আরম্ভ করিলেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইতে লাগিল। ইহারই এক যুদ্ধে শাহ্‌সফী প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্রকন্যারা তাঁহাকে পাণ্ডুয়াতেই তাঁহার নিজ নির্ম্মিত মস্‌জিদের নিকট সমাহিত করিয়া তাহার উপর গম্বুজ স্থাপিত করেন।

এই গল্পাংশ হইতে দুইটী ঐতিহাসিক নাম পাওয়া যায়। একটী সুলতান ফিরোজশাহের নাম, অপরটী পাণিপথ-কর্ণালের ফকীর আবু আলী কলন্দরের নাম। শাহ্‌সফীর নাম কোন ইতিহাসে দেখা যায় না। দিল্লীতে সুলতান ফিরোজ শাহ তিনজন ছিলেন, তন্মধ্যে প্রথম ফিরোজ শাহ ১২৩৬ খৃষ্টাব্দে মরেন, দ্বিতীয় ফিরোজ শাহের ১২৯৬ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয় এবং তৃতীয় ফিরোজ শাহ ১৩৫১ হইতে ১৩৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। আবু আলী কলন্দরের পূর্ণ নাম শেখ শরফুদ্দীন্ আবু আলী কলন্দর। ইনি ভারতের প্রথম প্রসিদ্ধ মুসলমান ফকীর ময়নুদ্দীন্-ই-চিস্তির* শিষ্য ছিলেন। পাণিপথে আবু আলীর সমাধি মন্দির বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যস্থ উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায়, আবু আলী ১৩২৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মারা যান। ইহা হইতে প্রমাণ হইল যে আবু আলী কলন্দর ও সুলতান দ্বিতীয় ফিরোজ শাহ সমসাময়িক ছিলেন। আর এই আবু আলী কলন্দরের সহিত শাহ্‌সফী সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, অতএব তিনি দ্বিতীয় ফিরোজ শাহের ভাগিনেয় হইতে পারেন। পূর্ব্বোক্ত উপাখ্যানের যদি কোন মূল থাকে, তবে বলা যায় খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে পাণ্ডুয়ায় হিন্দুরাজ্য ধ্বংস হয় এবং সুবিখ্যাত "পেঁড়োর মন্দির" নির্ম্মিত হয়। মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের বাঙ্গালা জয়ের পর একশত বৎসরের মধ্যেই "পেঁড়োর মন্দির" নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিতে হইবে। ত্রিবেণীর জাফরখাঁর সমাধিমন্দিরে ১৩১৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর দিন পাওয়া যায়, সুতরাং এই সময়ের সহিতও নৈকট্যবশতঃ পেঁড়োর মন্দিরের নির্ম্মাণকাল একপ্রকার নির্ণীত হইল। ইহার অভ্যন্তরভাগ আগাগোড়া পঙ্কের কাজ করা।

পেঁড়োর মন্দিরে প্রবেশদ্বার পশ্চিম মুখে এবং শাহ্‌সফীর মসজিদের অতি নিকটে ১৭৫ ফুট দূরে অবস্থিত বলিয়া অনেকে অনুমান করেন, এই স্তম্ভ ঐ মসজিদের মাজিনা স্তম্ভ বা আজান দিবার উচ্চস্থান। এ অনুমান সত্য হউক বা না হউক তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই নাই। এমনও হইতে পারে, শাহ্‌সফী প্রথমে ইহাকে জয়স্তম্ভ রূপেই নির্ম্মাণ করান, পরে মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইলে, ইহাই তাহার মাজিনা-স্তম্ভ হইয়া পড়িয়াছিল।

পেঁড়োর মন্দিরের চূড়ায় যে শাহ্‌সফীর যষ্টি নামে খ্যাত লৌহদণ্ডের কথা উল্লিখিত হইল, উহা প্রকৃত প্রস্তাবে তাড়িত-পরিচালক লৌহদণ্ড কি না, তাহা পরীক্ষার বিষয় বটে, তাহা হইলে বলিতে হইবে ভারতের চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মুসলমানেরাও উহার ব্যবহার জানিত।

শাহ্‌সফীর মস্‌জিদ—এই মস্‌জিদের উৎপত্তি ও ইতিহাস ইতিপূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। এখনকার লোকেরা ইহাকে "বাইস দরজার মস্‌জিদ" বলে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহাতে সম্মুখভাগে ২১টী খিলান আছে। মস্‌জিদটী লম্বে ২৩১ ফুট ও প্রস্থে ৪২ ফুট। ২১টী করিয়া তিনসারি থামের উপর মস্‌জিদের ৬৩টী গম্বুজের ছাদ অবস্থিত। এই থামগুলি রাজমহল-পাহাড়ের বাসাল্ট্ পাথরের ন্যায় পাথরে হিন্দুরীতিতে গঠিত। খিলানগুলির একদিক্ প্রাচীরগাত্রে ও একদিক্ থামের উপর নির্ভর করিয়া আছে। মাঝের খিলানগুলির দুই দিক্‌ই থামের উপর। থামগুলির মাথার ভারের তুলনায় থামগুলিকে সরু বলিয়া বোধ হয়; তবে যতদিন না পার্শ্বের

* ময়নুদ্দীন্ ই-চিস্তির সমাধিমন্দির আজমীরে বর্ত্তমান আছে। ইহার পূর্ব্বে ভারতবাসী কোন মুসলমান ফকীরের বিবরণ বা নাম পাওয়া যায় না, এই জন্য ইঁহাকে ভারতের প্রথম ফকীর বলে।

প্রাচীর বা ছাদের গম্বুজ গাছের শিকড়ের প্রভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, ততদিন থামগুলিও ভাঙ্গিবে না। থামগুলির অর্দ্ধেকের গাত্রে কারুকার্য্য আছে। অর্দ্ধেকগুলি সাদা ও ৬ ফুট উচ্চ। সম্মুখের দেওয়ালের ইষ্টকগুলি সুন্দর কারুকার্য্যবিশিষ্ট; কিন্তু সেগুলি এত ক্ষুদ্র যে ২৩১ ফুট দীর্ঘ প্রাচীর-গাত্রে দূর হইতে সে গুলি বুঝা যায় না, কাছে গিয়া দেখিলে ভালরূপ দেখা যায়। পার্শ্বে ও পশ্চাতের দেওয়ালে কোন কারুকার্য্য নাই। মস্‌জিদের পশ্চিমদিকে একটী পুষ্করিণী আছে। পূর্ব্বাংশের দেওয়ালটির কারুকার্য্যগুলি বৌদ্ধ ধরণের, উহার কিছুই নষ্ট হয় নাই। অভ্যন্তরের পশ্চিম দেওয়ালে বৌদ্ধ ধরণের কারুকার্য্যবিশিষ্ট ছোট ছোট কুলঙ্গী আছে। উত্তর পূর্ব্বকোণে মস্‌জিদের ভিতরে একটু উচ্চ বেদীর উপর একটী ছোট ঘর আছে, উহাকে চিল্লাখানা বলে, অর্থাৎ মুসলমান ফকীরেরা এই ঘরে চালিসদিন পর্য্যন্ত নির্জ্জনে উপাসনাদি করেন। সমস্ত মস্‌জিদটী যে বেদীর উপর নির্ম্মিত, উহা কোন হিন্দুমন্দিরের বেদী বলিয়া অনুমিত হয়। এই মস্‌জিদে কোন লিপি নাই।

আস্তানা—পেঁড়োর মন্দির হইতে দক্ষিণদিকে একটী পথ গিয়াছে। এই পথ ধরিয়া গেলে শাহ্‌-সফীউদ্দীনের কবর বা আস্তানা পাওয়া যায়। এখানেও কোন লিপি নাই। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে একবার লালকুমারসিংহ এই আস্তানা মেরামত করাইয়া দেন, তাহার লিপি আছে।

এই আস্তানা ও বাইশদরজা-মস্‌জিদ দুইজন মাতওয়ালীর হস্তে আছে। মস্‌জিদে বথ্‌রীদের সময়ে মহা ধুমধামে উপাসনা হয়। এই সময়ে এবং অন্যান্য সময়ে এখানে মেলা বসে। মুসলমানেরা এখানে হাজাত বা মানসিক করিতে আসিয়া থাকে। এই আস্তানার দক্ষিণে "রোজা পুকুর" নামে এক বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। পাণ্ডুয়ার একটু উত্তরে "পীর পুকুর" নামে আর একটী পুষ্করিণী আছে, তাহাতে এক কৃষ্ণকায় বৃহৎ কুম্ভীর আছে, ইহার নাম "কালে খাঁ বা ফাকের খাঁ", নাম ধরিয়া ডাকিলে সে নিকটে আসে। মানসিককারীরা ইহাকে মুরগী, পায়রা ইত্যাদি দেয়। এখানে হিন্দুরাও মানসিক করিয়া থাকে।

কৌড়ী-মস্‌জিদ—পূর্ব্বে যে ভগ্ন মস্‌জিদের কথা বলা হইয়াছে, উহার নাম কৌড়ী-মস্‌জিদ। ইহার অভ্যন্তর ভাগ চতুরস্র, ২৫½ ফুট করিয়া এক একদিক্‌ দীর্ঘ। প্রাচীর কিন্তু ৬ ফুট ১০½ ইঞ্চি মোটা। ইহার সম্মুখভাগে তিনটী খিলান আছে। পশ্চাতের দেওয়ালে তিন খিলানে তিনটী কুলঙ্গী। চতুষ্কোণে চারিটী মিনার আছে। মিনারগুলিও চতুরস্র, এক একদিক্‌ ৪½ ফুট। এই মস্‌জিদের খিলান তিনটী হইলেও ছাদের গম্বুজ একটী। মিনারগুলির চূড়াসকল বজ্রবৃক্ষে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। অভ্যন্তর ভাগের কোণগুলি বাদ দিয়া মাথায় গম্বুজের জন্য অষ্টকোণী করিয়া লওয়া হইয়াছে এবং উপরে অষ্টকোণ হইতে প্রস্তুত করিয়া গম্বুজের গোলাকার ভিত্তি করা হইয়াছে। এই মস্‌জিদের বাহিরে বাসাল্ট্‌ প্রস্তরফলকে তুগ্‌রা অক্ষরে খোদিত তিন খানি লিপি আছে, অভ্যন্তরেও একখানি আছে। বাহিরের তিন খানিতে কোরাণের শ্লোক খোদিত হইয়াছে। অভ্যন্তরের লিপি খানি হইতে জানা যায়, ইহা ৮৮২ হিজরায় যুসুফ্‌ শার রাজত্ব কালে (১৪৭২-১৪৮২ খৃষ্টাব্দে) নির্ম্মিত হয়। কথিত আছে, কোন বণিক্‌ নিরুদ্দিষ্ট বাণিজ্যতরীর নিরাপদে প্রত্যাবর্ত্তন কামনা করিয়া এখানে মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করাইবার মানসিক করেন। মনস্কামনা সিদ্ধ হইলে তিনি কেবল কড়ি পোড়াইয়া তাহারই চূণ দিয়া এই মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করান এবং নিয়ম করেন, যে ব্যক্তি অতঃপর কড়ি পোড়াইয়া চূণ করিয়া এই মস্‌জিদের জীর্ণ সংস্কার করিতে পারিবে, সেই যেন সংস্কারে হস্তক্ষেপ করে। কাজেই এপর্য্যন্ত কেহ সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিতে পারে নাই। মস্‌জিদটী দিন দিন ধ্বংসমুখে পতিত হইতেছে।

কুতুব শাহী মস্‌জিদ।—এখানে আর একটী আধুনিক মস্‌জিদও আছে। উহার নাম কুতুব-শাহী-মস্‌জিদ। ১১৪০ হিজিরায় (১৭২৭-২৮ খৃষ্টাব্দে) উহা সুরবংশীয় সুজা খাঁর পুত্র ফতে খাঁ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়।

এইবার বড় পেঁড়ো বা হজরত পাণ্ডুয়ার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

হজরত পাণ্ডুয়া মালদহ জেলায়; প্রাচীন বাঙ্গালা রাজধানী গৌড়নগরীর ধ্বংসাবশিষ্ট জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত। ইহা গৌড়নগরের ধ্বংসাবশেষ হইতে ১০ ক্রোশ ও মালদহ নগর হইতে ৩ ক্রোশ দূরে উত্তরপূর্ব্বদিকে অবস্থিত। অবশ্য গৌড়ের ন্যায় ইহা ততটা বিখ্যাত নহে; কিন্তু এক সময়ে মুসলমান-শাসকদিগের অধীনে রাজধানী কখন গৌড়ে, কখন পাণ্ডুয়ায়, কখন তাঁড়ায় স্থাপিত হইত বলিয়া এখানে অনেক ঐতিহাসিক ব্যাপার ঘটিয়াছে, অনেক দুর্গপ্রাসাদাদির ভগ্নাবশেষ আছে। মালদহ জেলার এই অংশ ও ইহার পার্শ্ববর্ত্তী দিনাজপুর জেলার ভূভাগ মহাস্থানগড় প্রভৃতি স্থান ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসুর নিকট বড় প্রয়োজনীয়। দুঃখের বিষয় ইংরাজী মানচিত্রে গৌড় জঙ্গলের স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে; কিন্তু পাণ্ডুয়ার স্থান নির্দ্দিষ্ট নাই। পূর্ব্বোক্ত হুগলীজেলার পেঁড়ো গ্রামের সহিত বাঙ্গালার এক সময়ের রাজধানী এই পাণ্ডুয়া নগরীর গোলমাল

না ঘটে, এজন্য ইহার নাম ডাঃ কনিংহাম "হজরত পাণ্ডুয়া" বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

পাণ্ডুয়া নাম সম্বন্ধে কনিংহাম বলিয়া গিয়াছেন, হিন্দুরা বলেন পাণ্ডবগণের সংস্রব হইতে ইহার নাম 'পাণ্ডবীয়' পরে 'পাণ্ডুয়া' হইয়াছে; কিন্তু এপ্রদেশে 'পাণ্ডবী' (পানকৌড়ী) নামে একপ্রকার জলচর পক্ষীর আধিক্য দেখা যায়, সম্ভবতঃ সেই সূত্রে নাম হইয়া থাকিবে, কারণ 'হাঁসপুর' 'ময়ূরপুর' নাম যথেষ্ট দেখা যায়।" কনিংহাম এস্থলে এই এক অদ্ভুত নামতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু অনেক ঐতিহাসিক এখন একপ্রকার সিদ্ধান্তই করিয়াছেন যে, ইহা 'পৌণ্ড্রবর্দ্ধন' নামেরই অপভ্রংশ। মহাভারতীয় কাল হইতে পৌণ্ড্ররাজ্য বিখ্যাত। বৌদ্ধযুগে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের বিশেষ প্রভাব ছিল। ডাঃ কনিংহাম মহাস্থানগড়ের ঐতিহাসিকতত্ত্ব বিচারের সময় পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নাম লইয়া আর এক অদ্ভুত যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, সেখানে তিনি বলিয়াছেন, পুণ্ড্র নামক তাম্রবর্ণ ইক্ষুর প্রাচুর্য্য হইতে এ অঞ্চলের নাম পৌণ্ড্র হয়। যাহা হউক সে সকল তর্ক পৌণ্ড্র ও 'পৌণ্ড্রবর্দ্ধন' শব্দে মীমাংসিত হইবে।

মুসলমান প্রাচীন ইতিহাসে সুলতান আলাউদ্দীন্ আলি শার রাজত্ব কালে (৭৪২-৭৪৬ হিজিরায় বা ১৩৪১-১৩৪৫ খৃষ্টাব্দে) পাণ্ডুয়ার উল্লেখ দেখা যায়। ইনিই ফকীর জলালউদ্দীন্ তাব্রেজীর সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করান। আলাউদ্দীন্ আলি শাহের রাজত্বের একশত বৎসর পূর্ব্বে (৬৪১ হিজিরায় বা ১২৪৪ খৃষ্টাব্দে) ফকীর জলাল্ উদ্দীনের মৃত্যু হয়; সুতরাং তখন পাণ্ডুয়ার প্রসিদ্ধি ছিল বলিতে হইবে। তাহা হইলে অন্ততঃ ১২৪৪ খৃষ্টাব্দেও পাণ্ডুয়ার অস্তিত্ব পাওয়া যাইতেছে। তাহার পর ইলিয়াস্ শাহের রাজত্বকালে ইহার দ্বিতীয় বার উল্লেখ দেখা যায়। তোগলকবংশীয় ফিরোজ শাহের আক্রমণে ইলিয়াস্ শাহ্ পাণ্ডুয়া পরিত্যাগ করিয়া একডালা নামক স্থানে পলায়ন করেন। ফিরোজশাহ যখন একডালা অবরোধ করিয়া ফিরিয়া আসেন, তখন পাণ্ডুয়ার ভিতর দিয়াই আসিয়াছিলেন। তৎপরে ৭৫৯ হিজরায় (১৩৫৮ খৃষ্টাব্দে) সেকন্দর শা কর্ত্তৃক পাণ্ডুয়া পুনরায় স্থায়ী রাজধানীরূপে পরিগৃহীত হয়। এই সময়ে তাঁহাদ্বারা পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত আদিনা মসজিদ নির্ম্মিত হয়। তাহার পর জলালউদ্দীন্ ও আহ্মদের রাজত্বকালেও পাণ্ডুয়াই রাজধানী ছিল; কিন্তু প্রথম মহম্মদের রাজ্যারোহণের সঙ্গে সঙ্গে রাজধানী পাণ্ডুয়া হইতে পুনরায় গৌড়ে স্থাপিত হয়। এই সময় হইতেই পাণ্ডুয়ার ভগ্নদশা আরম্ভ হইয়াছে।

গৌড়ের ভগ্নদশার বিবরণ মিঃ ক্রেটন নামক একজন নীলকর ১৮০১ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করেন। তিনি সমস্ত ভূভাগ জরিপ করেন এবং অট্টালিকাদির ছবি প্রস্তুত করাইয়া ছিলেন; কিন্তু ভাষায় কোনরূপ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন নাই। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে ডাঃ বুকানন হামিল্টন এই সকল স্থান পরিদর্শন করিয়া 'দিনাজপুর বিবরণ' নামে এক পুস্তক রচনা করিয়া যান। উহাতে পাণ্ডুয়ার কথাও বড় বেশী নাই, কারণ বাঁধারাস্তার উভয় পার্শ্ব ব্যতীত তিনি অগম্য জঙ্গলে ঢুকিতেই পারেন নাই। তাঁহার সময়ে পাণ্ডুয়ার জঙ্গল দিনাজপুর জেলায় ও গৌড়ের জঙ্গল পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত ছিল। তাহার পর মিঃ রাভেনশা তাঁহার গৌড়-বিবরণের মধ্যে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। উহা ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে লিখিত হয়, কারণ ঐ বৎসর রাভেনশার মৃত্যু হয়। তাহার পর ডাঃ কনিংহাম ১৮৭৯-৮০ খৃষ্টাব্দে এই সকল স্থান পরিদর্শনে যান। মিঃ রাভেনশার বিবরণ হইতেও ডাঃ কানিংহাম অনেক সাহায্য লাভ করেন।

ডাঃ কনিংহাম বলেন, গৌড় অপেক্ষা পাণ্ডুয়ার জঙ্গল বেশী দুর্গম। ব্যাঘ্রের ভয় বড় বেশী, তাহার উপর জঙ্গলাবৃত জলাজমীর মশকের উৎপাতে কোনও ব্যক্তি ক্ষণকাল এ সকল স্থানে স্থির থাকিতে পারে না। এই কারণে প্রাচীন পাণ্ডুয়ার বিস্তার কতটা ছিল, কিছুই নিরূপণ করিবার উপায় নাই। মালদহ হইতে দিনাজপুরে যে বাঁধা রাস্তা গিয়াছে, সেই রাস্তাটীও একটী প্রাচীন কীর্ত্তি। উহা ১১ হইতে ১৫ ফুট বিস্তৃত। খাদরী করা ইষ্টকে পথ বাঁধান। সম্ভবতঃ এই রাস্তাটী পাণ্ডুয়ার মধ্য দিয়াই বিস্তৃত ছিল। ইহা উত্তর দক্ষিণে ৩ ক্রোশ মাত্র দীর্ঘ। এই পথের দুইধারে স্থানে স্থানে রাশীকৃত ইষ্টক দেখিয়া অনুমান হয়, সেগুলি এক একটী অট্টালিকার ভগ্নস্তূপ মাত্র। এই সকল স্তূপের নিকটে নিকটে ছোট বড় কতকগুলি জলাশয় দেখিয়া ঐ ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়। এই জঙ্গলে যে সকল অট্টালিকার এখনও কতকাংশ দাঁড়াইয়া আছে, তাহারও অধিকাংশই এই পথের উভয়পার্শ্বে অবস্থিত। পথের প্রায় মধ্যস্থলে একটী ক্ষুদ্র নদীর উপর দিয়া একটী সেতু আছে। উহাতে তিনটী খিলান আছে, তাহা ইষ্টক ও প্রস্তরে গাঁথা। পথটীর উত্তরাংশে শেষের দিকে যে ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, উহা নিশ্চয়ই কোন দুর্গের তোপ সাজাইবার প্রাকারের ভগ্নাবশেষ। ইহার মধ্য দিয়া একটী পথ আছে, তাহাকে "গড়দ্বার" বলে। পথের দক্ষিণাংশে শেষের দিকে যে সকল ভিত্তিভাগের ভগ্নস্তূপ দেখা যায়, তাহাও নিশ্চয় কোন কটকের, কিন্তু এদিকে জঙ্গল এত দুর্গম যে, তাহার বিশেষ বিবরণ বা দুর্গপ্রাচীরের অনু-

সন্ধান কেহই করিতে পারেন নাই। এই সকল দেখিয়া ডাঃ বুকানন অনুমান করেন যে, নগরটী পূর্ব্বপশ্চিমে বড় বেশী বিস্তৃত ছিল না, তবে দক্ষিণে মালদহ পর্য্যন্ত এই নগরের উপকণ্ঠ ভাগ বিস্তৃত ছিল। ডাঃ কনিংহাম বলেন, দক্ষিণাংশে মালদহ হইতে ৩া০ ক্রোশদূরে পথের ধারে যে সকল স্তূপ দেখা যায়, সেগুলি বিনষ্ট নগরের পথপার্শ্বের বিপণিমালার অবশেষ। পথটী ধরিয়া ৪২½ মাইল গেলে একটা বাঁধ পাওয়া যায়, ইহাই নগরের শেষ সীমা ছিল। রাস্তার পশ্চিম পার্শ্ব জঙ্গল এবং জলা জমীতে ভরা, কাজেই সেদিকের বিশেষ কিছু জানিবার উপায় নাই।

বারদ্বারী মস্জিদ—মালদহ হইয়া ভগ্নাবশেষগুলি দেখিতে দেখিতে গেলে প্রথমেই দক্ষিণপার্শ্বে যে অট্টালিকার উপর দৃষ্টি পড়ে, উহার নাম "বারদ্বারী মস্জিদে" যাইবার "সেলামী দরওয়াজা।" এই ফটক মস্জিদের অন্তর্গত ভূভাগের পশ্চিম সীমায় অবস্থিত। এই মস্জিদের জমীর পরিমাণ ২২ হাজার বিঘা। ফটক হইতে ১২ শত ফুট দূরে আসল মস্জিদ অবস্থিত, মস্জিদের বর্ত্তমান অট্টালিকা অতি সামান্য ধরণের। ইহা ১০৭৫ হিজিরায় (১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে) নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার বিবরণ খোদিত আছে। এই মস্জিদটী সেখ জলাল-উদ্দীন্ তাব্রেজী নামক প্রসিদ্ধ ফকীরের সমাধিমন্দির। সাধারণে ইনি মকদম শাহ্ জলাল নামে প্রসিদ্ধ। মস্জিদের জমী সাধারণতঃ "বাইশ হাজারী" জমী বলিয়াই পরিচিত। এই জমীর বন্দোবস্তের জন্য গবর্মেণ্ট হইতে একজন লোক নিযুক্ত হইয়া থাকে। এখানে প্রতিবৎসর মেলা হয়। মেলা ৫ দিন থাকে। বহুদূর হইতে লোকের সমাগম হয়। হিন্দু মুসলমান উভয়বিধ লোকেরই ভিড় হয়। কেনা বেচাও খুব হয়। মস্জিদের কিছুদূরে কতগুলি আটচালা ধরণের ঘর আছে, উহাতে মেলার সময় যাত্রীরা বাসা লয়। ইহারই নিকটে একটী ক্ষুদ্র বসতি আছে, সেখানে শতাবধি ঘর লোক থাকে। আস্তানার উত্তরপূর্ব্বকোণ দিয়া ঢুকিতে হয়।

দরজার দক্ষিণে একটী ঘর আছে, মকদম-শা সেই ঘরে উপাসনা করিতেন। পশ্চিমদিকে ক্ষুদ্র মস্জিদ, এক পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী। মকদমশাহের আসল কবর এখানে নহে, তাহা গৌড়ে। তবে এই স্থানে তিনি সর্ব্বদা থাকিতেন ও সাধনা করিতেন বলিয়া এখানেই তাঁহার স্মরণার্থ এই মস্জিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছে। আসল মস্জিদ তাঁহার ভক্ত আলাউদ্দীন্ আলী শাহ্ নির্ম্মাণ করান।

কুতুবশাহের মস্জিদ—মকদম শার পৌত্রের নাম নূরকুতুব আলম্। ইনিও একজন বিখ্যাত ফকীর। বারদ্বারী মস্জিদ হইতে আধ পোয়া পথ দূরে কুতুব শার মস্জিদ অবস্থিত। এই মস্জিদে ছয় হাজার বিঘাজমী আছে, উহা হইতে ঐ জমীর নাম 'ছয় হাজারী'। এই মস্জিদেও বৎসরে চারিবার মেলা হয়, বহুযাত্রী আসিয়া থাকে এবং মস্জিদের নিকটে বাসা করিয়া থাকে। এখানে যাত্রিগণের বাসার্থ অনেক আটচালা আছে। পথের পশ্চিমপার্শ্বে এই মস্জিদ অবস্থিত। ছয়হাজারী জমীর মাঝামাঝি স্থানে কুতুবের বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। সেই ধ্বংসাবশেষ দেখিলে তাহা এক অত্যুচ্চ রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ বলিয়া হঠাৎ মনে হয়। ইহার অনেকগুলি ঘরে নানাবর্ণের পঙ্কের কাজ এখনও বর্ত্তমান আছে। এই ভগ্নস্তূপের দক্ষিণে একটী ১০০ গজ পরিমিত চতুরস্র ভূমি ইষ্টকপ্রাচীরে বেষ্টিত। উহার একপার্শ্বে একটী পুষ্করণী, অপরপার্শ্বে একটী ভগ্ন মস্জিদ। ইহার দক্ষিণ পশ্চিমকোণে কুতুবের নিজের ও তাঁহার পিতার সমাধিস্থান। কুতুবের পিতাও একজন প্রসিদ্ধ ফকীর। তাঁহার নাম আলাউল্ হক্। কুতুব শা-মস্জিদের পশ্চিমে একটী ক্ষুদ্র অট্টালিকা ও একটী পাকশালা আছে। এই পাকশালার মধ্যে একখানি শিলালিপি আছে। উহা হইতে এই মসজিদ যে মহম্মদ শার সময়ে অর্থাৎ ৮৮৬ (৮৬৩?) হিজিরায় নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা জানা যায়। মস্জিদের বারাণ্ডায় আর চারিখানি খোদিত লিপি আছে। ইহার দুই খানিতে আর দুইটী মস্জিদ নির্ম্মাণের বিবরণ আছে। তৃতীয় খানিতে মুজফ্ফর শার সময়ে কুতুবশার চিল্লা নির্ম্মাণের বিবরণ পাওয়া যায়।

কুতুবশাহের চিল্লায় প্রবেশ করিবার দ্বারকে "বেহেস্ত দরওয়াজা" বলে। কুতুব শার পিতা আলাউলহকের পূর্ণনাম আলাউদ্দীন আলাউল্ হক্। সাদুল্লাপুরে ইহার পিতা সেখ আখি সিরাজউদ্দীন্ ওস্মানের কবর আছে। আলাউল্ হক বড় ধনী, দাতা, বিদ্বান্ ও জ্ঞানী ছিলেন। নিজাম-উদ্দীন্ আউলিয়ার শিষ্য সেখ আখি তাঁহার সহিত স্পর্দ্ধা করিতে পারিতেন না বলিয়া তিনি নিজামউদ্দীনের নিকট আক্ষেপ করিতেন। নিজামউদ্দীন্ তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলেন, এক সময়ে আলাউলহক তাঁহার সেবক হইবেন। আলাউল হক এক সময়ে অহঙ্কারে আপনাকে "গঞ্জী-নহৎ" নামে অভিহিত করেন। নিজাম্ উদ্দীন্ উহা শুনিয়া তাঁহাকে অভিসম্পাত করেন। সেই শাপে তাঁহার জিহ্বা খসিয়া যায়। শাপাবসানের নিয়ম হয়, তিনি সেখআখির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলে তাঁহার বাক্‌শক্তি পুনরায় জন্মিবে। সেখ আখি তৎপরে তাঁহাকে বিস্তর যন্ত্রণা দিয়াছিলেন। তিনি নিজে ঘোড়ায় চড়িয়া বহুদূর

ভ্রমণ করিতেন, আর আলাউলকে খালি পায়ে উষ্ণখাদ্য দ্রব্যের থালা খালি মাথায় দিয়া তাঁহার পার্শ্বে ছুটাইতেন। এইরূপে তাঁহার মাথায় টাক পড়িয়া গিয়াছিল। আলাউলহকের যখন সময় ছিল, তখন তিনি এত দান করিতেন যে, রাজা লজ্জিত হইয়া তাঁহাকে দেশ হইতে বাহির করিয়া দেন। তিনি সোণার-গায়ে গিয়া বাস করেন এবং দ্বিগুণ দান করিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে দুইবৎসরের মধ্যে তাঁহার সর্ব্বস্ব ব্যয়িত হইয়া যায়, কেবল দুইখানি বাগান অবশিষ্ট ছিল, উহা হইতেই আট হাজার টাকা আয় হইত; কিন্তু তাহাও তিনি এক ভিক্ষুককে দান করেন। যে রাজা তাঁহাকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করেন, তিনিই সম্ভবতঃ সেকন্দর শা। সেকন্দর শার পুত্র আজমশাহ্ সুবর্ণগ্রামের শাসনকর্ত্তা ও পিতৃদ্বেষী ছিলেন। আলাউলহক্ সেকন্দর কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া তদ্বিদ্বেষী আজম শাহের রাজধানীতে গিয়া থাকিতেন এবং ৭৯২ হিজিরায় আজম রাজা হইলে তিনি পাণ্ডুয়ায় ফিরিয়া আসেন। আলাউল্-হকের (৮০০ হিজরায়) ১২৯৮ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয়।

সোণামসজিদ—ছয় হাজারী মস্‌জিদের কিছু উত্তরে এই মস্‌জিদের ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান। ইহা ৫টী করিয়া দুই স্তবকে দশটী গম্বুজবিশিষ্ট মস্‌জিদ। ইহা দৈর্ঘ্যে ২ ফুট প্রস্থে ৪০ ফুট। খিলানগুলি ইষ্টকের, অবশিষ্ট সমস্ত পাথরের। থামগুলি দ্বাদশকোণী। ইহার গম্বুজগুলি চারিদিকে মহাজঙ্গলে ভরিয়া গিয়াছে। ইহার পশ্চিমদিকে ১৭২ ফুট দীর্ঘ ও ১২৭ ফুট প্রস্থ একটী চত্বর আছে, তাহা প্রাচীরবেষ্টিত, এই প্রাচীরগাত্রে প্রস্তরময় প্রধান প্রবেশদ্বার। প্রাচীর-গুলি সাত ফুট মোটা। পশ্চাতের দেওয়ালে পাঁচটী খিলানে ৫টী কুলঙ্গী আছে। মধ্যস্থলের কুলঙ্গীর নিকট একটী বেদী ও তাহার উপর চন্দ্রাতপ। অশ্বত্থ ও বট গাছেই ইহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। এখানে তিনখানি শিলালিপি আছে, তন্মধ্যে মধ্যদ্বারের উপরিস্থ প্রাচীনতম খানি হইতে জানা যায়, মকদম শাহ ৯৯০ হিজরায় (১৫৮২ খৃষ্টাব্দে) কুতুবশাহের নামে এই মসজিদ নির্ম্মাণ করান। দ্বিতীয় লিপি বেদীর মূলে আছে, ইহাতে জানা যায়, ৯৯২ হিজরায় (১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে) মকদুম শাহই ঐ বেদী স্থাপন করেন। তৃতীয় খানি চত্বর দ্বারের উপর আছে; ইহাতে লিখিত আছে যে, ৯৯৩ হিজিরায় ঐ ব্যক্তিই ঐ দ্বার ও চত্বর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই মকদুম শাহ কুতুব শাহ বা নুর কুতুব আলম্ ফকীরের বংশধর।

একলাখী-মস্‌জিদ—ইহা একটী ইষ্টক নির্ম্মিত চতুরস্র মস্‌-জিদ। ইহার এক এক পার্শ্ব ২৫ ফুট দীর্ঘ, ইহার মিনারগুলি অষ্টপলবিশিষ্ট। মধ্যভাগ ৪৮ ½ ফুট বিস্তৃত এবং অষ্টকোণী। ছাদ একটী গম্বুজের। সোণা মস্‌জিদ হইতে অল্প উত্তরে অবস্থিত। এখানে তিনটী কবর আছে, তন্মধ্যে মধ্যস্থানের কবরটী স্ত্রীলোকের। কবরের ব্যক্তিত্রয় সম্বন্ধে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন মত আছে। ডাঃ কনিংহাম স্থির করিয়া-ছেন, দিনাজপুরের রাজা গণেশের পুত্র জলালউদ্দীন্ তাঁহার পত্নী এবং পুত্র শামসুদ্দীন্ আহমদ এখানে সমাহিত আছেন। জলালউদ্দীনের রাজধানী পাণ্ডুয়ায় ছিল এবং কুতুবশাহ তাঁহার গুরু ছিলেন, এরূপ স্থলে তিনি যে এখানে নিজ সমাধি মন্দির প্রস্তুত করাইবেন, ইহা আশ্চর্য্য নহে। জলালউদ্দীন্ ৮১৬ হইতে ৮৩১ হিজিরা পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই মস্‌-জিদ নির্ম্মাণ করাইতে একলক্ষ টাকা ব্যয় হয় বলিয়া প্রবাদ আছে। ইহার দেওয়ালগুলি ১৩ ফুট মোটা, দরজা চারিটী ৭ ফুট চওড়া। গুম্বজটী ১৪ ফুট উচ্চ এবং দেওয়ালগুলি ২৭ ফুট উচ্চ। দরজার খিলান মুসলমানী ধরণের; কিন্তু চৌকাট প্রভৃতি হিন্দুধরণের খোদিত ও হিন্দুচিত্রে ভূষিত। বাহিরের দেওয়ালের গাত্রে কার্ণিসে অতি সুন্দর কারুকার্য্য-বিশিষ্ট ফল ও লতাপাতা খোদা আছে। কার্ণিসের নিম্নে নানাবর্ণের চিত্রিত মসৃণ টালি ছিল, এখন সে গুলির আর সে বর্ণ নাই। খোদিত ইষ্টক ও সাধারণ ইষ্টকে ইহার অনেক স্থান সুসজ্জিত। গম্বুজের উপর ও মিনারের উপর গাছপালা জন্মিয়া ইহার ধ্বংসের সূত্রপাত করিয়াছে। ইষ্টকনির্ম্মিত এমন সুদৃশ্য অট্টালিকা অল্পই দেখা যায়।

আদিনা-মস্‌জিদ—হজরত পাণ্ডুয়ার সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত কীর্ত্তির নাম আদিনা মস্‌জিদ। বাঙ্গালিরা ইহাকে পৃথিবীর মধ্যে একটী আশ্চর্য্য পদার্থ বলিয়া বিবেচনা করেন, বাস্তবিক বৃহদাকারতা ভিন্ন ইহার প্রাধান্য অন্য কিছুতে বড় দেখা যায় না। ইহা দৈর্ঘ্যে ৫০৭ ½ ফুট এবং প্রস্থে ২৮৫ ½ ফুট। ইহার বহির্ভাগ আয়তাকার চতুরস্র। অভ্যন্তরভাগ চারি চকে বিভক্ত। মধ্যে চত্বর দৈর্ঘ্যে ৪৯৭ ফুট প্রস্থে ১৫৯ ফুট। পশ্চিমদিকে ৫ স্তবকে খিলানবিশিষ্ট মূল মস্‌জিদ, অন্য তিন দিকে ৩ স্তবকে খিলানবিশিষ্ট চকের বারাণ্ডা। পশ্চিমের খিলান-গুলি আবার দুইভাগে বিভক্ত, মধ্যস্থলে একটী ৬৪ ফুট লম্বা ও ৩৩ ফুট চওড়া ঘর। এই ঘরের উভয় পার্শ্বে প্রত্যেক স্তবকের সম্মুখে এক একটী দ্বার। মধ্যস্থলের খিলান গৃহটীর ছাদ হইয়াছে। এখন ইহা পড়িয়া গিয়াছে। অন্যান্য খিলান-গুলির উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গম্বুজের ছাদ সংখ্যায় সর্ব্বশুদ্ধ ৩৭৮ টী। ইহার অধিকাংশই এখন বর্ত্তমান নাই। মসজিদের বহির্ভাগে কোন কারুকার্য্য নাই, এমন কি সম্মুখের প্রাচীরেও কোনরূপ

শিল্পের চিহ্নও নাই; কিন্তু অভ্যন্তরভাগে পশ্চাতের দেওয়ালে অতি উৎকৃষ্ট কারুকার্য্য আছে। ঐ গুলি এত ক্ষুদ্র যে প্রাচীরের দৈর্ঘ্যের সহিত কোনরূপেই সামঞ্জস্য হয় নাই। দিনের আলোতেও উহা ভাল দেখা যায় না। কেবল দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে সূর্য্য হেলিলে এই দেওয়ালে রৌদ্র লাগে, তখনই অতি সুন্দর দেখায়। ছাদ পড়িয়া গিয়াই ঐ রৌদ্র লাগিতে পায়, নতুবা মিস্ত্রীর গুণপনা কিছু বুঝা যাইত না। মস্‌জিদের একটী প্রধান দ্বার নাই। পূর্ব্ব প্রাচীরে একটী ক্ষুদ্র খোলা খিলান আছে, তাহাই ইহার প্রকৃত দ্বার। পশ্চাদ্দিকেও দুটী ক্ষুদ্র দ্বার আছে, তাহা সম্ভবতঃ মোল্লাগণের ও রাজার ব্যবহারের জন্য ছিল। পূর্ব্বদক্ষিণ কোণের নিকট তিনটী খিলান বোধ হয় শেষে অসুবিধা বুঝিয়া খুলিয়া দেওয়া হয়। উহাই পরে দ্বাররূপে ব্যবহৃত হইত। ইহার মধ্যে খিলানের পশ্চাতে দেওয়ালের গাত্রে পেনেলে নানা ছবি খোদিত ছিল, তন্মধ্যে এখন পাঁচখানি মাত্র আছে। মস্‌জিদের অভ্যন্তরে কাবলার* উত্তরে একটী উচ্চ বেদী আছে। ইহারই নিকটে মস্‌জিদের উত্তরাংশে এক উচ্চ রোয়াক আছে, তাহার নাম "বাদশাহী তখৎ", রাজা ও তাঁহার আত্মীয়েরা সেইখানে বসিতেন। ইহা তিন থাক খিলান এবং দৈর্ঘ্য প্রস্থে সম্মুখে ছয়টী খিলান অর্থাৎ মোট ১৮ খিলানের মধ্যে ইহা অবস্থিত। অন্যান্য খিলানের স্তম্ভগুলি কারুকার্য্যহীন অষ্টপলপ্রস্তরবিশিষ্ট; কিন্তু এই স্থানের থামগুলি গোলাকার। এই গোলাকার থামগুলির উপর একটী দ্বিতল ছাদ। উপরে রাজান্তঃপুরিকাদিগের স্থান। রাজার নিজের গৃহ যেটী তাহার থামগুলি দ্বাদশটী অর্দ্ধ গোলাকার ছড়কাটা।

ছোট পেঁড়োর মস্‌জিদের অভ্যন্তর।

এই মস্‌জিদের পশ্চাদ্দেশে একখানি খোদিত লিপি আছে, তাহা হইতে জানা যায়, ইহা ইলিয়াস্ শাহের পুত্র সেকন্দর শাহ ৭৭০ হিজিরায় (১৩১৯ খৃষ্টাব্দে) নির্ম্মাণ করেন। ইহা সুন্দর তুগ্রা অক্ষরে খোদিত। মিঃ ফার্গুসনের মতে এই মস্‌জিদ দামাস্কাস্ নগরের বৃহৎ মস্‌জিদের অবিকল প্রতিকৃতি, কিছুমাত্র ভেদ নাই।

সেকন্দরের কবর।—আদিনা মস্‌জিদের পশ্চাতের দেওয়ালের উত্তরাংশে যেখানে ভিতর দিকে বাদসাহী তখৎ আছে, তাহারই অপর পার্শ্বে বাহিরে সেকন্দর শাহের কবর। ইহার অভ্যন্তর ভাগ ৪১ ফুট চতুরস্র। প্রাচীর ৬ ফুট ৮ ইঞ্চি মোটা। উত্তর দক্ষিণে তিনটী করিয়া খিলান, এগুলিতে পূর্ব্বে পাথরের জাফরি দেওয়া জানালাই ছিল, কারণ ইহার তলভাগ বাদশাহী তখতের সহিত সমতল। বাদশাহী তখতে যাইবার জন্য ইহার মধ্য দিয়া আদিনা মস্‌জিদের তিনটী খিলান খোলা আছে। ছাদ পড়িয়া গিয়াছে।

সাতাইশ ঘর।—আদিনা মস্‌জিদের অর্দ্ধক্রোশ পূর্ব্বে 'সাতাশ ঘর' নামে এক প্রাসাদের ভগ্নস্তূপ আছে। ডাঃ বুকানন বলেন,

* যে বুজর্গীর সম্মুখে বসিয়া নমাজ পড়ে; তাহাকে কাবলা বলে।

উহা 'ষটাশ গড়' অর্থাৎ 'ষাট স্তম্ভ'; কিন্তু ডাঃ কনিংহাম বলেন, 'সাতাশ ঘর।' লোকে বলে ইহা সেকন্দর শার রাজপ্রাসাদ ছিল। ভগ্নাংশ দেখিয়া বোধ হয় ইহা প্রাসাদের স্নানাগার ছিল। এখনও একটী ২৪ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট অষ্টকোণী ঘর আছে, তাহার প্রত্যেক কোণে এক একটী ঘর। এখানে অবশিষ্ট ঘরের ভগ্নাবশেষ ভিন্ন আর কিছু নাই। ইহার নিকটে মৃণ্ময় দুর্গ-প্রাকারের কতকাংশ বর্ত্তমান দেখা যায়। এখানে একটী উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ বৃহৎ পুষ্করিণী আছে।

এই সকল ভগ্নাবশেষ সম্বন্ধে আরও একটী কথা বলিবার আছে। এই স্থানের অধিকাংশ কীর্ত্তির ভিত্তিভাগ হিন্দু মন্দিরের ভিত্তির ন্যায় এমন কি অনেকের বেদী প্রাচীন হিন্দুমন্দিরের বেদীই রহিয়া গিয়াছে। অনেক স্থলের থাম, কার্ণিস, আলিসা, দরজার চৌকাট, দেওয়ালের খোদিত প্রস্তরফলকাদি সমস্ত হিন্দু চিত্রবিশিষ্ট, হিন্দুপ্রণালীতে গঠিত বা খোদিত। পুরাবিদ্ কনিংহাম ও বুকানন এই সকল দেখিয়া অনুমান করেন, যে গৌড়ের হিন্দুকীর্ত্তি ধ্বংস করিয়া তাহার মালমসলা আনিয়া এখানে রাজধানী স্থাপনের সময় এই সকল কীর্ত্তিরাশি নির্ম্মিত হইয়াছিল। বুকানন বলেন, ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দের (৯৯৩ হিজিরায়) প্রায় দশবৎসর পূর্ব্বে গৌড় পরিত্যক্ত হয় এবং ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে পাণ্ডুয়ার সোণামসজিদ নির্ম্মিত হয়। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে এই সকল মুসলমানী কীর্ত্তি হিন্দুমন্দিরের মাল মসলায় প্রস্তুত হইলেও পাণ্ডুয়ার গৌরবের মধ্যকালে প্রস্তুত হয় নাই। গৌড়ের আফগান-শাসনকর্ত্তারা মোগলসম্রাট্দিগের দ্বারা পরাভূত হইবার পরই পাণ্ডুয়ার এই সকল কীর্ত্তিরাশি নষ্ট হয়। উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ পুষ্করিণীগুলি যে মুসলমানের খোদিত নহে, তাহা ঐ সকল প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরাও স্বীকার করিয়াছেন। অট্টালিকাদি অপেক্ষা পুষ্করিণীগুলি দ্বারা প্রমাণিত হয়, পাণ্ডুয়ায় মুসলমান কীর্ত্তির পূর্ব্বে হিন্দুকীর্ত্তিই ছিল। হিন্দুকীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ আনিয়া মুসলমানেরা মসজিদাদি নির্ম্মাণ করিতে পারে; কিন্তু উত্তর দক্ষিণে লম্বা করিয়া কখনই পুষ্করিণী আদি খনন করাইবে না। এরূপস্থলে যাঁহারা পাণ্ডুয়াকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বলিয়া প্রমাণিত করিতে চাহেন, তাঁহাদের প্রমাণ বলবত্তর।

মালদহের যে অংশে পাণ্ডুয়ার জঙ্গল অবস্থিত, সে অংশ উচ্চ বরিন্দভূমি। আর গৌড়ের জঙ্গল দিয়াড়া ভূমিতে অবস্থিত। দিয়াড়া নিম্নভূমি, এখনও যেখানে নদীর বন্যা প্রবেশ করে, বরিন্দে তাহা করে না। বরিন্দই পূর্ব্বতন বরেন্দ্র রাজ্য। এই স্থান পালরাজগণের অধীনে ছিল। [পালরাজবংশ দেখ।] হিউএন্‌ৎসিয়াঙ্ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে এদেশে আসেন, তিনি পৌণ্ড্রবর্দ্ধন দেখিয়াছিলেন, তখন সেখানে বৌদ্ধাধিকার। পালরাজগণের সময় পর্য্যন্ত এই অঞ্চলে বৌদ্ধাধিকার ছিল। গৌড় ভাঙ্গিয়া পাণ্ডুয়া গড়িতে হয় নাই; পাণ্ডুয়াতেই বৌদ্ধ ও হিন্দু কীর্ত্তির যথেষ্ট ভগ্নাবশেষ ছিল। পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদের পশ্চিমের প্রাচীরের কারুকার্য্য এবং একলাখী মন্দিরের কারুকার্য্য একটু বিশেষভাবে পরিদর্শন করিলে একথার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হয়। [পৌণ্ড্রবর্দ্ধন দেখ।]

পাণ্ডুর (পুং) পাণ্ডুরস্ত্যাস্তীতি (নগপাংশুপাণ্ডুভ্যশ্চ। পা ৫।২।১০৭) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা র। ১ শ্বেতপীত মিশ্রিতবর্ণ। (ত্রি) ২ তদ্যুক্ত। (স্ত্রী) ৩ শ্বেতবর্ণ। ৪ শ্বেতবর্ণযুক্ত। (হলায়ুধ) ৫ কামলারোগ। ৬ শ্বিত্ররোগ। স্ত্রিয়াং টাপ্। ৭ মাষপর্ণী। (রাজনি°) ৮ ধববৃক্ষ, চলিত ধাওয়াগাছ। ৯ ধবলযাবনাল। (রাজনি°) ১০ কপোত। ১১ মরুবকবৃক্ষ। ১২ শুক্লখড়ী। ১৩ বক। (বৈদ্যকনি°) ১৪ সিতোদপর্ব্বতের পশ্চিমে অবস্থিত পর্ব্বতভেদ। (লিঙ্গপু° ৪৯।৫০, ৫০।১২)

পাণ্ডুরঙ্গ (পুং) ১ পটরঙ্গ, পাটরাঙা। ইহার গুণ—কৃমি, শ্লেষ্মা ও পিত্তনাশক, তিক্ত এবং লঘু। (রাজব°)

২ বিষ্ণুর অবতারভেদ। এই নামের বিষ্ণুমূর্ত্তি কোলাপুরের অন্তর্গত পণ্টরি নামক স্থানে পূজিত হইয়া থাকেন। ঐ মূর্ত্তির নামানুসারে 'পণ্টরি' গ্রাম পাণ্ডুরঙ্গ নামে খ্যাত। স্কন্দপুরাণীয় পাণ্ডুরঙ্গমাহাত্ম্যে এই স্থান ও উক্ত দেবতার মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

পাণ্ডুরঙ্গ, ১ পঞ্চরত্নপ্রকাশ নামক সংস্কৃত গ্রন্থরচয়িতা। ২ 'অদ্বৈতজলজাত' নামক সংস্কৃত গ্রন্থকার। ইঁহার পিতার নাম নারায়ণ। কাহারও মতে আনন্দতীর্থরচিত বিষ্ণুতত্ত্বনির্ণয়ের 'বিষ্ণুতাৎপর্য্যনির্ণয়' নামে যে টীকা আছে, তাহা এই পাণ্ডুরঙ্গবিরচিত।

পাণ্ডুরচ্ছদ (পুং) কেতকবৃক্ষ।

পাণ্ডুরতা (স্ত্রী) পাণ্ডুর-ভাবে তল্, টাপ্। পাণ্ডুরের ভাব, পাণ্ডুরের ধর্ম্ম।

পাণ্ডুরদ্রুম (পুং) কুটজবৃক্ষ, কুড়চিগাছ। (ত্রিকাণ্ড)

পাণ্ডুরপৃষ্ঠ (ত্রি) পাণ্ডুরং পৃষ্ঠং যস্য। দুর্লক্ষণরূপ পাণ্ডুর পৃষ্ঠযুক্ত। (হেম)

পাণ্ডুরফলী (স্ত্রী) পাণ্ডুরং ফলং যস্যাঃ ঙীপ্। ক্ষুদ্র ক্ষুপভেদ।

"কৃচ্ছ্রাস্রদোষপিত্তানাং মূত্রঘাতস্য নাশিনী।
বল্যা বৃষ্যা চ পাণ্ডুরফলী তু শিশিরা তথা॥" (রাজনি°)

পাণ্ডুরা (স্ত্রী) ১ মাষপর্ণী, মাষাণী। ২ শুক্লযূথিক বৃক্ষ। ৩ কর্কটিকা। (বৈদ্যকনি°)

পাণ্ডুরাগ (পুং) দমনক ক্ষুপ, দনা। (রাজনি°)

পাণ্ডুরাগপ্রিয় (পুং) বকুলবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

পাণ্ডুরেক্ষু (পুং) পাণ্ডুরঃ পাণ্ডুরবর্ণঃ ইক্ষুঃ কর্ম্মধা°। শ্বেত ইক্ষু। (রাজনি°)

পাণ্ডুরোগ (পুং) স্বনামখ্যাতরোগ। [পাণ্ডু শব্দ দেখ।]

পাণ্ডুলিপি (পুং) পাণ্ডুলেখ। মুশাবিদা।

পাণ্ডুলেখ (পুং) পাণ্ডুলিপি, চলিত মুশাবিদা। কোন বিষয় লিখিতে হইলে প্রথমে পাণ্ডুলিপি করিতে হয়। তৎপরে তাহা বিশোধিত হইলে প্রকৃতপত্রে লিখিতে হয়।

"পাণ্ডুলেখেন ফলকে ভূমৌ বা প্রথমং লিখেৎ।
ন্যূনাধিকন্তু সংশোধ্য পশ্চাৎপত্রে নিবেশয়েৎ॥
ফলকং কাষ্ঠাদিফলকং" (ব্যবহারতত্ত্ব)

প্রথমে ফলক বা ভূমিতে পাণ্ডুলেখ করিতে হয়, তৎপরে এই পাণ্ডুলিপি কমবেশ সংশোধন করিয়া তাহার কোন কথা বর্জ্জন, বা কোন কথা বসান দরকার, তাহা ঠিক করিয়া পত্রে লিখিতে হইবে।

যেমন এখন কোন দলিলাদি লিখিতে হইলে প্রথমে মুসাবিদা (পাণ্ডুলিপি) করিয়া পরে তাহা শোধিত হইলে প্রকৃত পত্রে লিখিত হইয়া থাকে।

পাণ্ডুলোমশা (স্ত্রী) পাণ্ডুনি লোমানীব অঙ্গান্যস্যাঃ। ১ মাষপর্ণী। (রত্নমালা) ২ পাণ্ডুবর্ণলোমযুক্তা।

পাণ্ডুলোমা (স্ত্রী) পাণ্ডুনি লোমানীব অঙ্গান্যস্যাঃ। ১ মাষপর্ণী। (ত্রি) ২ পাণ্ডুবর্ণ লোমযুক্ত।

পাণ্ডুশর্করা (স্ত্রী) পাণ্ডুঃ শর্করা ইব যস্যাং রোগাবস্থায়াং। রোগবিশেষ, প্রমেহরোগভেদ।

"পিষ্টং বা মালতীমূলং গ্রীষ্মকালে সমাহৃতম্।
সাধিতং ছাগদুগ্ধেন পীড়ং শর্করয়ান্বিতম্॥
হরেন্মূত্রনিরোধঞ্চ হরেদ্বৈ পাণ্ডুশর্করাং।"(গরুড়পু° ১৮২ অঃ)

পাণ্ডুশর্ম্মিলা (স্ত্রী) দ্রৌপদী। (ত্রিকাণ্ড)

পাণ্ডুসোপাক (পুং) বর্ণসঙ্করজাতিভেদ। এই জাতি বৈদেহীর গর্ভে এবং চণ্ডালের ঔরসে উৎপন্ন হইয়াছে।

"চণ্ডালাৎ পাণ্ডুসোপাকস্তৃকসারব্যবহারবান্।
আহিণ্ডিকো নিষাদেন বৈদেহ্যামেব জায়তে॥" (মনু ১০।৩৭)

'বৈদেহ্যাং চণ্ডালাৎ পাণ্ডুসোপাকাখ্যো বেণুব্যবহারজীবী জায়তে।' (কুল্লূক)

ইহারা নানাবিধ বাঁশের জিনিস তৈয়ারি করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। কোন কোন স্থলে পাণ্ডুসৌপাক এইরূপ পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়।

"চণ্ডালাৎ পাণ্ডুসৌপাকস্তৃকসারব্যবহারবান্। (ভা°১২।১৮।২৬)

পাণ্ডুসূদনরস (পুং) পাণ্ডুরোগনাশক ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—পারা, গন্ধক, তাম্র, জয়পাল ও গুগ্‌গুলু সমভাগ ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। এই ঔষধ সেবনে পাণ্ডুরোগ আশু প্রশমিত হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া শীতল জলপান ও অম্লাহার নিষেধ।

(রসেন্দ্রসারসংগ্রহ—পাণ্ডুরোগাধি°)

পাণ্ড্য (পুং) পাণ্ডুঃ দেশোঽভিজনোঽস্য তস্য রাজা বা ডান্। ১ পাণ্ডুদেশবাসী। ২ পাণ্ডুদেশের রাজা। বৃহৎসংহিতায় এই দেশ দক্ষিণদিকে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। (বৃহৎসং ১৪ অঃ)

"দিশি মন্দায়তে তেজঃ দক্ষিণস্যাং রবেরপি।
তস্যামেব রঘোঃ পাণ্ড্যাঃ প্রতাপং ন বিষেহিরে॥" (রঘু ৪ সং)

পাণ্ড্য দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণসীমাস্থিত সমুদ্রকূলবর্ত্তী একটী প্রাচীন রাজ্য। প্রাচীন দ্রাবিড়ের সর্ব্বদক্ষিণ অংশ। বর্ত্তমান তিরুবাঙ্কোড় ও মান্দ্রাজের দক্ষিণ, কোচীন রাজ্যের পূর্ব্বে এবং এখনকার মান্নার উপসাগরের উত্তরে যে বিস্তীর্ণ ভূভাগ রহিয়াছে, তাহাই এক সময়ে প্রাচীন পাণ্ড্যদেশ বলিয়া গণ্য ছিল *।

পাণ্ড্যদেশ অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতীয় আর্য্যগণের নিকট পরিচিত। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে এই জনপদের উল্লেখ আছে। রামায়ণের সময় এই প্রদেশের একদিকে কেরল ও অপরদিকে চোল জনপদ বিস্তৃত ছিল।

"চোলান্ পাণ্ড্যাংশ্চ কেরলান্।" (রামায়ণ ৪।৪১।১২)

রামায়ণ হইতে জানা যায়, এই প্রদেশে চিত্রচন্দনবন দ্বারা সমাচ্ছন্না ও প্রচ্ছন্নদ্বীপবারিবিশিষ্টা তাম্রপর্ণী নদী প্রবাহিত ছিল। পাণ্ড্যনগর প্রাকার-দ্বারা পরিবেষ্টিত, ইহার পুরদ্বার মুক্তামণি বিভূষিত ও সুবর্ণনির্ম্মিত কপাটদ্বারা অলঙ্কৃত। ইহার পরেই সমুদ্র বিস্তৃত।১

মহাভারতে লিখিত আছে, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞকালে চোলরাজ ও পাণ্ড্যরাজ মলয়গিরি হইতে হেমকুম্ভসমাস্থিত চন্দনরস, দর্দ্দুরগিরি হইতে চন্দনাগুরুসম্ভার, সমুজ্জ্বল মণিরত্ন

---

* শক্তিসঙ্গমতন্ত্রের মতে—

"কাম্বোজাদক্ষভাগে তু ইন্দ্রপ্রস্থাচ্চ পশ্চিমে।
পাণ্ড্যদেশো মহেশানি! মহাশূরত্বকারকঃ॥"

শক্তিসঙ্গমের এই উক্তি নিতান্ত ভিত্তিশূন্য ও অমূলক বলিয়া পরিত্যাগ করাই উচিত।

(১) "তাম্রপর্ণীং গ্রাহজুষ্টাং তরিষ্যথ মহানদীম্।
সা চন্দনবনৈশ্চিত্রৈঃ প্রচ্ছন্নদ্বীপবারিণী॥
কান্তেব যুবতী কান্তং সমুদ্রমবগাহতে।
ততো হেমময়ং দিব্যং মুক্তামণিবিভূষিতম্॥
যুক্তং কপাটং পাণ্ড্যানাং গতা দ্রক্ষ্যথ বানরাঃ।
ততঃ সমুদ্রমাসাদ্য সম্প্রধার্য্যার্থনিশ্চয়ম্॥" (রামায়ণ ৪।৪১।১৭-১৯)

ও সুবর্ণখচিত সূক্ষ্মবস্ত্র এই সমস্ত সংগ্রহ করিয়া উপস্থিত হইলেও (রাজসূয়সভায়) দ্বারলাভ করিতে পারেন নাই।"১

মহাভারতের উক্ত বর্ণনা হইতে বোধ হয় যে, তৎকালে পাণ্ড্যদেশে কোন আর্য্যরাজ রাজত্ব করিতেন না, তাহা হইলে তিনি ইন্দ্রপ্রস্থের দ্বারদেশ হইতে প্রত্যাখ্যাত হইতেন না। তবে এইস্থান বহুপ্রাচীনকাল হইতেই কোন সমৃদ্ধিশালী জাতি কর্ত্তৃক শাসিত হইত, তাহা রামায়ণের বর্ণনা হইতে জানা যাইতেছে। কোন কোন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকের বিশ্বাস, "পুরাণে যে দ্রাবিড় ও চোল জাতির উল্লেখ আছে, তাহা পাণ্ড্য বলিয়া মনে হয়।" কিন্তু চোল ও পাণ্ড্য যে দুইটী স্বতন্ত্র জনপদ, তাহা উপরোক্ত মহাভারত ও রামায়ণ হইতে প্রমাণিত হইতেছে। প্রাচীন শিলালিপি হইতে জানা যায়, চোল দেশের রাজধানী কাঞ্চী এবং পাণ্ড্যদেশের রাজধানী মথুরাপুরী (মদুরা) কোন সময়ে রামেশ্বর।

ষ্ট্রাবো, প্লিনি, প্লুটার্ক প্রভৃতি পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা হইতেও প্রাচীন পাণ্ড্যরাজ্য সম্বন্ধে কিছু কিছু জানা যায়।

ষ্ট্রাবো ও ইউসিবিয়াস্ লিখিয়াছেন, (রোমকরাজ) অগস্তাস্-সিজর যে সময়ে অন্তিওক নগরে অবস্থান করিতেছিলেন, তৎকালে তাঁহার নিকট পাণ্ডিয়ান্‌রাজ দূত পাঠাইয়াছিলেন। রোমাধিপতিকে পাণ্ড্যরাজ এই বলিয়া পত্র লেখেন যে তিনি ৬০০ রাজার উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন, তিনি অগস্তাসের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন। এই দৌত্যকার্য্যে শর্ম্মণচেগাস্ (Zarmanochegus = ছাগশর্ম্মা ?)-নামে ভরোচ-(Baraguza) বাসী এক ব্যক্তি গিয়াছিলেন, তিনি অগাস্তাসের সহিত আথেন্স নগরে আগমন করেন। এখানে তিনি কল্যানের (Calanus) মত রোমকসম্রাটের সমক্ষে চিতায় দেহ বিসর্জ্জন করেন। তাঁহার সমাধিস্থান প্লুটার্কের সময় পর্য্যন্ত 'ভারতীয় সমাধি' নামে খ্যাত ছিল। মেগস্থেনিস্ 'পাণ্ডিয়ন্' (Pandion), পেরিপ্লাস্ পাণ্ডিমণ্ডল (Pandimandal) ও টলেমী Pandionis Mediterranea ও Modura Regia Pandionis নামে এই রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। টলেমি কথিত Modura আজও 'মদুরা' নামে খ্যাত। পেরিপ্লাসে লিখিত আছে, কুমারী (Comari) ও কুমারীর নিকটবর্ত্তী কোল্‌খি (Kolkhi) প্রভৃতি স্থান পাণ্ডিয়ন্‌রাজের অধীন। পেরিপ্লাসের সময় মলবার উপকূল হইতে মদুরা ও তিন্নেবেলী পর্য্যন্ত সমুদায় স্থান পাণ্ড্যরাজ্যের অন্তর্গত ও কোল্‌খৈ নগর মুক্তা আহরণের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। [উপনিবেশ শব্দ দেখ।]

মদুরার নিকট নদীগর্ভে রোমকদিগের বিস্তর তাম্রমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, ইহাতে অনেকে অনুমান করেন যে, মদুরায় রোমকেরা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বকালে রোমকদিগের সহিত পশ্চিম ভারতে যে বিস্তৃত বাণিজ্য চলিত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পাণ্ড্যরাজ্য মধ্যে কোলখৈ একটী বাণিজ্যপ্রধান স্থান ছিল।

পাণ্ড্য যে এক অতি প্রাচীন রাজ্য, তাহার প্রমাণ সিংহল-দেশীয় মহাকাব্য মহাবংশ নামক গ্রন্থেও পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের প্রথমাংশ মহানাম কর্ত্তৃক ৪৫৯ হইতে ৪৭৭ খৃষ্টাব্দ মধ্যে রচিত হয়। এই গ্রন্থ অনুসারে সিংহলদেশের প্রথম রাজা বিজয় পাণ্ড্যরাজকন্যাকে বিবাহ করেন।

দেশীয় ও বিদেশীয় প্রাচীন গ্রন্থে নানা স্থানে পাণ্ড্যরাজ্যের উল্লেখ থাকিলেও পাণ্ড্যরাজগণের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসলেখকগণ কতকগুলি আখ্যায়িকা হইতে যে রাজগণের তালিকা দিয়াছেন, তাহা নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, তাহা আখ্যায়িকা বলিয়া গ্রহণ করিলাম, তবে ইহার মধ্যে কিছু ঐতিহাসিক সত্য প্রচ্ছন্ন থাকায় এই তালিকা প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইলাম* :—

১। কুলশেখর, ইনি চন্দ্রবংশীয় ও মদুরাপ্রতিষ্ঠাতা।

২। মলয়ধ্বজ—চোলরাজ শূরসেনের কন্যা কাঞ্চনমালাকে বিবাহ করেন। ইহার পুত্র হয় নাই, কন্যা ততাতকৈ।

৩। ততাতকৈ—প্রবাদানুসারে ইহার সুন্দর নামক ছদ্মবেশী শিবের সহিত বিবাহ হয়। কাহারও মতে সিংহলের রাজা বিজয় ইহাকে বিবাহ করেন। ইনি মীনাক্ষী নামে এবং ইহার স্বামী সুন্দর নামে মদুরায় অদ্যাপি পূজিত হইয়া থাকেন।

৪। উগ্র পাণ্ড্য (হারধারী)—কাঞ্চিপুরের চোলরাজ সোমশেখরের কন্যা কান্তিমতীকে বিবাহ করেন। এই সময়ে পাণ্ড্য, চোল এবং চের রাজাদিগের মধ্যে পরস্পর সদ্ভাব ছিল।

৫। বীর পাণ্ড্য।

৬। অভিষেক পাণ্ড্য।

৭। বিক্রম পাণ্ড্য—ইহার সময়ে চোলেরা জৈন ধর্ম্ম অবলম্বন এবং মদুরা আক্রমণ করিয়াছিল।

৮। রাজশেখরপাণ্ড্য—বিদ্বান্ ও দীর্ঘজীবী ছিলেন।

৯। কুলোত্তুঙ্গ পাণ্ড্য।

(১) "মলয়াদ্দর্দুরাচ্চৈব চন্দনাগুরুসঞ্চয়ান্।
মণিরত্নানি ভাস্বন্তি কাঞ্চনং সূক্ষ্মবস্ত্রকম্॥
চোলপাণ্ড্যাবপি দ্বারং লেভাতে ন হ্যুপস্থিতৌ।"
(মহাভারত ২।৫১।৩৪-৩৫)

* তালিকায় পুত্রাদিক্রমে নাম লিখিত হইল।

১০। অনন্তগুণ পাণ্ড্য—ইহার রাজত্ব সময়ে জৈনেরা পুনরায় মদুরা আক্রমণ করে।

১১। কুলভূষণপাণ্ড্য—ইহার সময়ে চেদিদেশনিবাসী একজন শবর মদুরা আক্রমণ ও অবরোধ করে; কিন্তু সে সিংহ কর্তৃক নিহত হওয়ায় রাজধানী শত্রুহস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করে। চোলেরা শৈবধর্ম্ম অবলম্বন করে। পাণ্ড্যদিগের সহিত তাহাদের তাদৃশ সদ্ভাব ছিল না।

১২। রাজেন্দ্র পাণ্ড্য—চোল ও পাণ্ড্যদিগের মধ্যে অত্যন্ত সদ্ভাব ছিল; কিন্তু রাজসিংহ প্রবঞ্চনাপূর্ব্বক চোলরাজ-কন্যাকে বিবাহ করায় বিবাদ উপস্থিত হয়। চোলেরা পাণ্ড্য-রাজ্য আক্রমণ করেন; কিন্তু পরাজিত হন।

১৩। রাজেশপাণ্ড্য।

১৪। রাজ্যগম্ভীরপাণ্ড্য।

১৫। পাণ্ড্যবংশপ্রদীপপাণ্ড্য।

১৬। পুরুহূত পাণ্ড্য।

১৭। পাণ্ড্যবংশপতাকা পাণ্ড্য।

১৮। সুন্দরেশ্বর পাদশেখর পাণ্ড্য—ইনি অনেক মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ইঁহার সময়ে চোলেরা পাণ্ড্যরাজ্য আক্রমণ করে। পাণ্ড্যরাজ পরাজিত হইয়া মদুরা নগর মধ্যে প্রবেশ করেন; কিন্তু চোলাধিপতি দুর্গের খাদের মধ্যে পড়িয়া জীবন বিসর্জ্জন করায় তাঁহার সৈন্যেরা নগরাবরোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বদেশে ফিরিয়া যায়।

১৯। বরগুণপাণ্ড্য—চোল এবং তোণ্ডমণ্ডল মদুরা-রাজ্যভুক্ত করেন। বিখ্যাত গায়ক ভদ্র ইঁহার সময় বর্ত্তমান ছিলেন। চোলেরা পাণ্ড্যরাজ্য আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করে; বরগুণ তাহাদিগকে আক্রমণপূর্ব্বক পরাজিত করেন এবং চোলরাজ্য মধ্যে তাড়াইয়া দেন। ভদ্র চেররাজের নিকট প্রেরিত হন এবং তাঁহার নিকট হইতে বহুমূল্য উপ-ঢৌকন প্রাপ্ত হন।

২০। রাজরাজ পাণ্ড্য।

২১। সুগুণ পাণ্ড্য।

২২। চিত্রব্রত পাণ্ড্য।

২৩। চিত্রভূষণ পাণ্ড্য।

২৪। চিত্রধ্বজ পাণ্ড্য।

২৫। চিত্রবর্ম্মা পাণ্ড্য।

২৬। চিত্রসেন পাণ্ড্য।

২৭। চিত্রবিক্রম পাণ্ড্য।

২৮। রাজমার্ত্তণ্ড পাণ্ড্য।

২৯। রাজচূড়ামণি পাণ্ড্য।

৩০। রাজশার্দ্দূল পাণ্ড্য।

৩১। দ্বিজরাজ কুলোত্তুঙ্গ পাণ্ড্য।

৩২। আয়ুধপ্রবীণ পাণ্ড্য।

৩৩। রাজকুঞ্জরপাণ্ড্য।

৩৪। পররাজ ভয়ঙ্কর পাণ্ড্য।

৩৫। উগ্রসেন পাণ্ড্য।

৩৬। মহাসেন পাণ্ড্য।

৩৭। শত্রুঞ্জয় পাণ্ড্য।

৩৮। ভীমরথ পাণ্ড্য।

৩৯। ভীমপরাক্রম পাণ্ড্য।

৪০। প্রতাপমার্ত্তণ্ড পাণ্ড্য।

৪১। বিক্রমকঙ্কণ পাণ্ড্য।

৪২। যুদ্ধকোলাহল পাণ্ড্য।

৪৩। অতুলবিক্রম পাণ্ড্য।

৪৪। অতুলকীর্ত্তি পাণ্ড্য।

৪৫। কীর্ত্তিবিভূষণ পাণ্ড্য—ইঁহার রাজত্ব সময়ে মহা-প্রলয় ঘটে; তাহাতে সমুদয় লোক ধ্বংস হয়। মদুরায় এই রাজবংশ চন্দ্রবংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দিতেন। ইহাতে বোধ হয় যে মদুরায় কোন নূতন বংশ রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন এবং আপনাদিগকে সিংহাসনে দৃঢ় করিবার জন্য পুরাতন রাজবংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দিতেন।

৪৬। বংশশেখর পাণ্ড্য—মদুরা নগর শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে পরিখা করেন ও দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। চোলরাজ বিক্রম পাণ্ড্যরাজ্য আক্রমণ করেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। ইনি কাব্যশাস্ত্রের উন্নতির জন্য তামিল বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন।

৪৭। বংশচূড়ামণি পাণ্ড্য।

৪৮। প্রতাপ-শূরসেন পাণ্ড্য।

৪৯। বংশধ্বজ পাণ্ড্য।

৫০। রিপুমর্দ্দন পাণ্ড্য।

৫১। চোলবংশান্তক পাণ্ড্য।

৫২। চের-বংশান্তক পাণ্ড্য।

৫৩। পাণ্ড্যবংশেশ পাণ্ড্য।

৫৪। বংশেচূড়ামণি পাণ্ড্য।

৫৫। পাণ্ড্যেশ্বর পাণ্ড্য।

৫৬। কুলধ্বজ পাণ্ড্য।

৫৭। বংশবিভূষণ পাণ্ড্য।

৫৮। সোমচূড়ামণি পাণ্ড্য।

৫৯। কুলচূড়ামণি পাণ্ড্য।

৬০। রাজচূড়ামণি পাণ্ড্য।

৬১। ভূপচূড়ামণি পাণ্ড্য।

৬২। কুলেশপাণ্ড্য—বিদ্বান্ কিন্তু অত্যন্ত গর্ব্বিত ছিলেন।

৬৩। অরিমর্দ্দন পাণ্ড্য—ইঁহার সুচতুর মন্ত্রী মাণিক্য কোন দ্বীপ হইতে আগত জৈনদিগকে বিচারে পরাস্ত করেন। কাঞ্চির চোলরাজ জৈনধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। তাঁহার আদেশে চোলনিবাসী জৈনগণ ঘানিতে নিষ্পেষিত হন।

৬৪। জগন্নাথ পাণ্ড্য। (জৈনদিগের প্রতি অত্যাচার ইঁহার কি ইঁহার পিতার রাজত্ব সময়ে হইয়াছিল, তাহা ঠিক বলা যায় না।)

৬৫। বীরবাহু পাণ্ড্য।

৬৬। বিক্রমপাণ্ড্য।

৬৭। সুরভি পাণ্ড্য।

৬৮। কুঙ্কুম পাণ্ড্য।

৬৯। কর্পূর পাণ্ড্য।

৭০। কারুণ্য পাণ্ড্য।

৭১। পুরোত্তম পাণ্ড্য।

৭২। শত্রুশাসন পাণ্ড্য।

৭৩। কুব্জ বা সুন্দর পাণ্ড্য।

কুব্জ তামিল ভাষায় কুন বা সুন্দর পাণ্ড্য নামে বিখ্যাত। ইনি চোলরাজকে পরাজয়পূর্ব্বক তাঁহার কন্যা বনিতেশ্বরীর পাণিগ্রহণ এবং চোলরাজমন্ত্রীকে আপনার প্রধান মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত করেন। পাণ্ড্যরাজ জৈন ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে তাঁহার পত্নী বিখ্যাত শৈব-পুরোহিত জ্ঞানসম্বন্ধমূর্ত্তিকে আহ্বান করেন। এই শৈব পুরোহিতের অনুকম্পায় রাজা তাঁহার রোগ ও বিধর্ম্ম ভাব হইতে মুক্তি লাভ করেন এবং তৎপরে [illegible] তঞ্জোর ও উরৈয়ুর নগর ভস্মসাৎ করেন। ইঁহার রাজত্ব সময়ে মদুরায় আরবদেশীয় লোক ছিল।

৭৪। বীরপাণ্ড্য চোল—চোলদেশে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। ইনি পাণ্ড্যদেশের প্রাচীন রাজবংশের শেষ রাজা।

কুন বা সুন্দরপাণ্ড্য সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে নানা প্রকার মতভেদ আছে; কিন্তু এই ক্ষুদ্রপ্রবন্ধে তাহার বিচার করা অসম্ভব, তবে তৎসম্বন্ধে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, সুন্দর পাণ্ড্য নামে কয়েকজন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং ইহার প্রমাণও পাওয়া যায়। রাজেন্দ্র কুলোত্তুঙ্গ চোলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুন্দরপাণ্ড্য নাম ধারণ করেন। তিনি খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জীবিত ছিলেন। আমীর খস্রু প্রভৃতি মুসলমান ঐতিহাসিক ১৩১১ খৃষ্টাব্দে মদুরায় সুন্দর পাণ্ড্য নামে একজন রাজা ছিলেন বলিয়া উল্লেখ করেন। আরও কয়েক জন রাজার নাম সুন্দর পাণ্ড্য ছিল। মার্কো পলো তাঁহার জলযাত্রাবর্ণন-সময়ে 'সেন্দর বান্দি' (Sender Bondi) নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা সুন্দর পাণ্ড্য বলিয়াই বোধ হয়। চিদম্বরে যে খোদিতলিপি আছে, তাহাতে লিখিত আছে যে রাজেন্দ্র বা কোপ্পর-কেশরিবর্ম্মা পাণ্ড্যরাজ্য অধিকারের পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গঙ্গৈকোণ্ডন চোলকে উক্ত রাজ্যের অধিপতি করিয়া তাঁহাকে 'সুন্দর পাণ্ড্যচোল' নাম প্রদান করেন। পাণ্ড্যবংশের শেষ রাজা নিঃসন্তান ছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জারজ পুত্রদিগের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হয় এবং যে যেখানে সুবিধা পাইয়াছিলেন, সে সেইখানে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন।

কোন কোন পুরাতত্ত্ববিদের মতে পাণ্ড্যদেশে সর্ব্বশুদ্ধ ৪১ জন রাজা রাজত্ব করেন। তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। শ্রীতাল নামক গ্রন্থের সহিত টেলর সাহেবের প্রকাশিত হস্তলিখিত পুথির তালিকা সামঞ্জস্য করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে, প্রথম ২৪ জন ও শেষ রাজার নাম ঠিক দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু এই ৪১ জন রাজার তালিকায় কিছু কিছু ভ্রম থাকিতে পারে, কেননা খোদিত লিপিতে যে সকল নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার সহিত এই তালিকার মিল নাই।

১। সোমশেখর পাণ্ড্য। (১১০০ খৃঃ ?)

এই রাজপুত্র যে পরিশেষে পাণ্ড্যসিংহাসন অধিকার করেন, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। ইনি ২০ বৎসর রাজত্ব করেন।

২। কর্পূর সুন্দর পাণ্ড্য।

৩। কুমারশেখর পাণ্ড্য।

[illegible]

৫। সুন্দররাজ পাণ্ড্য।

৬। ষণ্মুখরাজ পাণ্ড্য।

৭। মেরুসুন্দর পাণ্ড্য। এই রাজা চোল ও চেররাজ্য আপন অধীনে আনয়ন করেন।

৮। ইন্দ্রবর্ম্ম পাণ্ড্য। ইনি চোলরাজকে কারাগার হইতে মুক্তিপ্রদানপূর্ব্বক স্বরাজ্যে স্থাপন করেন ও ইঁহার কন্যাকে বিবাহ করেন।

৯। চন্দ্রকুলদীপ পাণ্ড্য।

১০। মীনকেতন পাণ্ড্য।

১১। মীনধ্বজ পাণ্ড্য। ইনি চোলরাজকন্যাকে বিবাহ করেন এবং চোলরাজের কোন সন্তানাদি না থাকায় ইঁহার কনিষ্ঠপুত্র চোলদেশে রাজত্ব করিতে থাকেন।

১২। মকরধ্বজ পাণ্ড্য। ইনি দিগ্বিজয়ী ছিলেন।

১৩। মার্ত্তণ্ড পাণ্ড্য।

১৪। কুবলয়ানন্দ পাণ্ড্য। ইনি সমুদ্রে বহুদূর পর্য্যন্ত বাণিজ্য করিতেন এবং তদ্দ্বারা বহুধন সংগ্রহ করেন, কিন্তু দৈবদুর্যোগে সমুদ্রে তাঁহার প্রাণ বহির্গত হয়। ইহার এক কন্যা ছিল, তাঁহার সহিত কুণ্ডল পাণ্ড্যের বিবাহ হয়।

১৫। কুণ্ডল পাণ্ড্য। ইনি মদুরায় রাজত্ব করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন।

১৬। শত্রুভীকর পাণ্ড্য।

১৭। শত্রুসংহার পাণ্ড্য।

১৮। বীরবর্ম্মা পাণ্ড্য। ইনি মলয়ালদেশ জয় করেন।

১৯। বীরবাহু পাণ্ড্য।

২০। মুকুটবর্দ্ধন পাণ্ড্য। চোলদিগের সহিত যুদ্ধে নিহত হন।

২১। বজ্রসিংহ পাণ্ড্য।

২২। বর্ম্ম কুলোত্তুঙ্গ পাণ্ড্য—চোলদিগকে পরাজয় করেন।

২৩। অতি বীররাম পাণ্ড্য। ইনি চোলদিগের সাহায্যে অনেক দেশ জয় করেন।

২৪। কুলবর্দ্ধন পাণ্ড্য।

২৫। সোমশেখর পাণ্ড্য।

২৬। সোমসুন্দর পাণ্ড্য।

২৭। রাজরাজ পাণ্ড্য।

২৮। রাজকুঞ্জর পাণ্ড্য।

২৯। রাজশেখর পাণ্ড্য।

৩০। রাজবর্ম্ম পাণ্ড্য।

৩১। রামবর্ম্ম পাণ্ড্য।

৩২। ভরতরাজ পাণ্ড্য।

৩৩। কুমারসিংহ পাণ্ড্য।

৩৪। বীরসেন পাণ্ড্য।

৩৫। প্রতাপরাজ পাণ্ড্য।

৩৬। বীরগুণরাজ পাণ্ড্য।

৩৭। কুমারচন্দ্র পাণ্ড্য।

৩৮। বরতুঙ্গ পাণ্ড্য।

৩৯। চন্দ্রশেখর পাণ্ড্য।

৪০। সোমশেখর পাণ্ড্য।

৪১। পরাক্রম পাণ্ড্য—এইরূপ কথিত আছে যে, ইনি কতকগুলি বৈদেশিককে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। ইহার পূর্ব্বে দেশে অরাজকতা ছিল। ইনি মুসলমান সেনাপতি মালিক নায়েব (মালিক কাফুর) কর্ত্তৃক রাজ্য হইতে বিতাড়িত হন।

উপরে যে ৪১ জন রাজার তালিকা দেওয়া গেল, তাহা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক আমরা খোদিতলিপি ও বৈদেশিক গ্রন্থকারগণের নিকট হইতে কি সংগ্রহ করিতে পারি, তাহা দেখা যাউক। সিংহলদেশীয় ইতিহাসে এইরূপ লিখিত আছে যে ৮৪০ খৃঃ অব্দে পাণ্ড্যরাজ সিংহলের রাজধানী আক্রমণ করেন, কিন্তু প্রভূত অর্থ পাইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। ইহার অল্পদিন পরে পাণ্ড্যরাজপুত্র বিদ্রোহী হন এবং সিংহলীদিগের সাহায্যে মদুরা নগর অধিকার ও লুণ্ঠন করেন।

চোলাধিপতি রাজরাজ (১০২৩-১০৬৪) এবং রাজেন্দ্র কুলোত্তুঙ্গের (১০৬৪-১১১৩) রাজত্ব সময়ে সিংহলীদিগের সহিত চোলদিগের অনেকবার যুদ্ধ হয়। সিংহলদেশের ইতিহাসে পাণ্ড্যদিগের সম্বন্ধে কোন উল্লেখ না থাকায় বোধ হয় যে, পাণ্ড্যরাজ্য এই সময়ে সম্পূর্ণরূপে চোলদিগের অধীন হইয়াছিল। ১০৬৪ খৃঃ অব্দে পাণ্ড্যদেশের প্রাচীন রাজবংশের শেষ রাজার রাজত্ব সময় বলিয়া অনেকে বিবেচনা করেন। ইহা সত্য কি না বলা যায় না, তবে চিদম্বরে যে খোদিত লিপি আছে, তাহা পাঠ করিলে জানা যায় যে চোলরাজ রাজেন্দ্র পাণ্ড্যদেশের রাজা বিক্রমপাণ্ড্যের পুত্র বীরপাণ্ড্যকে পরাজয়পূর্ব্বক পাণ্ড্যরাজ্য অধিকার করেন। এই খোদিত লিপিতে রাজেন্দ্রের নাম 'কোপ্পরকেশরী' লিখিত আছে। রাজা রাজেন্দ্রের সম্বন্ধে আরও কতকগুলি খোদিতলিপি পাণ্ড্যরাজ্যের শেষ সীমা কুমারিকা অন্তরীপের নিকট একটী পুরাতন মন্দিরে পাওয়া গিয়াছে। ইহাদ্বারা পাণ্ড্যরাজ্য কিরূপ নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা জানা যায়। রাজেন্দ্র চোলের রাজত্বের পূর্ব্বে সিংহলদ্বীপে নানা প্রকার গোলযোগ উপস্থিত হয়। চতুর্থ মিহিন্দু (মহেন্দ্র) ১০২৩ খৃঃ অব্দে সিংহাসনাধিরোহণ করেন। এই সময়ে সিংহলদ্বীপে বাস করিবার নিমিত্ত এত অধিক লোকের সমাগম হয় যে, ১০৩৩ খৃঃ অব্দে তাহারাই প্রাধান্য লাভ করে এবং মিহিন্দু পলায়ন করিতে বাধ্য হন। ইহার ২৬ বৎসর পরে অর্থাৎ ১০৫৯ খৃঃ অব্দে চোলেরা রাজা মিহিন্দুকে বন্দী করিয়া ভারতবর্ষে আনয়ন করেন এবং সিংহলদ্বীপ শাসন করিবার জন্য একজন চোল-রাজ-প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। রাজেন্দ্র চোলের মৃত্যুর পর ১০৭১ খৃঃ অব্দে সিংহল-রাজপুত্র বীরবাহু বহুকষ্টে চোলদিগকে তাড়াইয়া দিয়া স্বদেশে পুনরায় স্বাধীনতা স্থাপন করেন। এই সময়ে সিংহলদ্বীপের ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিক্রমপাণ্ড্য, জগৎপাণ্ড্য,

পরাক্রম পাণ্ড্য ইত্যাদি নামে কয়েক জন পাণ্ড্য রাজা রাজত্ব করেন।

পাণ্ড্যদেশের রাজা কুলশেখর সিংহলাধিপতি পরাক্রম-বাহুর শত্রুদিগকে সহায়তা করায় পরাক্রমবাহু তাঁহার শত্রুদিগকে দমন করিয়া পাণ্ড্যরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং রামেশ্বর ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান অধিকার করেন। পাণ্ড্যরাজ সিংহাসনচ্যুত এবং তাঁহার স্থলে তদীয় পুত্র বীর-পাণ্ড্য অধিষ্ঠিত হন। কুলশেখর চোলদিগের সাহায্যে পুনরায় সিংহাসন অধিকার করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হয় নাই। তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও অবশেষে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। পরাক্রমবাহু তাঁহার প্রতি সদয় হইয়া তাঁহাকে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং চোলরাজ্যের কিয়দংশ যাহা সিংহলীরা অধিকার করিয়াছিল, তাহা বীর-পাণ্ড্য প্রাপ্ত হন। এই ঘটনা ১১৭১ খৃঃ বা ১১৭৩ খৃঃ অব্দে হইয়াছিল এবং ইহার প্রমাণ সিংহলদ্বীপে দমুল নামক স্থানের খোদিত লিপিতে পাওয়া যায়। ইহাতে আরও লিখিত আছে যে, পরাক্রমবাহু রামেশ্বরে নিঃশঙ্কেশ্বরের মন্দির প্রস্তুত করেন এবং সেইখানে কিছুকাল বাস করেন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মদুরা জেলার তিরুমঙ্গল তালুকে কতকগুলি খোদিত লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, কুলশেখর ১২০০ খৃঃ অব্দে পাণ্ড্য সিংহাসনে অধিরোহণ করেন এবং ১২১৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। পরাক্রমবাহু যে খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন, সেই সময় যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে যে কুলশেখর, পরাক্রমবাহু কর্ত্তৃক পরাজিত হন, ইহাকে তাঁহার উত্তরাধিকারী বলিয়া বোধ হয়।

প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী মার্কো পোলো মদুরারাজ্য সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে জানা যায় যে, ১২৯২ খৃঃ অব্দে সুন্দর পাণ্ড্যদেব মদুরায় রাজত্ব করিতেন। মুসলমান ইতিহাসবেত্তা ওয়াসফ ও আমীর খসরুর মতে সুন্দর পাণ্ড্য ১২৯৩ খৃঃ অব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

ওয়াসফ এবং আমীর খসরুর মতে 'কলেশ দিবর' (কুলশেখরদেব) ৪০ বৎসরের অধিক রাজত্ব করেন এবং ১৩১০ খৃঃ অব্দে তাঁহার পুত্র সুন্দর কর্ত্তৃক নিহত হন। পিতৃহন্তা সুন্দর ১৩১০ খৃঃ অব্দে মদুরার সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া তাঁহার ভ্রাতা বীরকে পরাজিত করেন; বীর মনার বর্ম্মলের সাহায্যে তাঁহাকে পরাজিত করিলে তিনি দিল্লীতে পলাইয়া যান। বীর সিংহাসন লাভ করেন; কিন্তু আলাউদ্দীন্ খিলজির সেনাপতি মালিক কাফুর বীরকে পরাজিত করিয়া মদুরা লুণ্ঠন করেন। সুন্দর অরীকম্না নামক গ্রাম মুসলমানদিগকে ছাড়িয়া দেন।

তৎপরে দাক্ষিণাত্যে নানা প্রকার গোলযোগ উপস্থিত হয়। চোলরাজ্য ধ্বংস হইয়া যায় এবং বিজয়নগর রাজ্যের সমুত্থান পর্য্যন্ত দেশ অরাজক হইয়া উঠে। এই সময়ে প্রাচীন পাণ্ড্যরাজ্য বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পাণ্ড্যদেশে যে কয়েকজন মুসলমান রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

মালিক নায়েব কাফুর	...	১৩১০—১৩১৩ খৃঃ অব্দ।
আলাউদ্দীন খাঁ	...	১৩১৩—১৩১৯
উত্তমুউদ্দীন্ খাঁ	...	১৩১৯—১৩২৩
(তাঁহার জামাতা) কুতবুউদ্দীন্ খাঁ	...	১৩২২—১৩২৭
নকলউদ্দীন্ খাঁ	...	১৩২৭—১৩৩৪
সবাদ মল্লিক } আহদ মল্লিক }	...	১৩৩৪—১৩৪৬
ফক্কক মল্লিক	...	১৩৪৬—১৩৫৮

১৩৭২ খৃঃ অব্দে কম্পন উদৈয়ার মদুরার সিংহাসন বলপূর্ব্বক অধিকার করেন। (মধ্যবর্ত্তী ১৪ বৎসরের বিষয় কিছুই জানা যায় না।) কাঞ্চীপুরে যে খোদিত লিপি পাওয়া যায়, তাহাতে লিখিত আছে যে, কম্পন উদৈয়ার মদুরার নিকটবর্ত্তী কোন স্থান হইতে মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আইসেন। ইহাতে বোধ হয় যে, তিনি বিজয়নগরের রাজা বুক্করায় কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন (১৩৫০—১৩৭৯)। ১৩৭০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে এবং ১৬২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত খোদিত লিপিতে পাণ্ড্যদিগের বিষয় যাহা লিখিত আছে, তাহা পরস্পর বিরুদ্ধ। মদুরায় উদৈয়ারবংশীয় নিম্নলিখিত তিন জন রাজা রাজত্ব করেন :—

প্রথম কম্পন, তৎপরে কম্পনের পুত্র এম্বন এবং এম্বনের শ্যালক পরকাশ (প্রকাশ?)। ১৪০৪ খৃষ্টাব্দে পরকাশের রাজত্ব শেষ হয়; কিন্তু কাঞ্চীপুরের এবং অন্যান্য স্থানের খোদিত লিপিতে অন্য এক বংশ মদুরায় রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া লিখিত আছে। ইহার পর নায়কদিগের প্রথম উল্লেখ দেখা যায়।

লক্কন নায়ক } মন্তনন্ নায়ক } একত্র ১৪০৪-১৪৫১ রাজত্ব করেন।

১৪৫১ খৃষ্টাব্দে লক্কন নায়ক প্রাচীন পাণ্ড্য-রাজবংশোদ্ভব চারি জন রাজপুত্রকে মদুরায় আনয়ন করেন। ইহাদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বপ্রথম তিনি একজন পাণ্ড্যরাজের ঔরসে এবং কোন নর্ত্তকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইহারা সকলেই রাজা হন এবং ৪৮ বৎসর রাজত্ব করেন। ইহাদের নামের তালিকা পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল,—

সুন্দর তোড় মহাবিশ্বনাথ রায়
কালৈয়ার সোমনার
অল্লাদ পেরুমাল
মুত্তরস তিরুমলৈ মহাবিশ্বনাথ রায় } ১৪৫১—১৪৯৯।

এই সময়ে বিজয়নগরের রাজারা মহাপ্রতাপশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং পাণ্ড্য ও চোলরাজ্য জয় করেন। ১৪৯৯ খৃঃ অব্দে নায়কবংশীয় একজন রাজা আসিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। নায়কবংশে নিম্ন লিখিত কয়েকজন রাজা রাজত্ব করেন—

নরস নায়ক	...	১৪৯৯—১৫০০।
তেন্ন নায়ক	...	১৫০০—১৫১৫।
নরস পিল্লৈ	...	১৫১৫—১৫১৯।

(নরস পিল্লৈ কিরূপে রাজা হন তাহা বলা যায় না। ১৫১৫ এবং ১৫১৬ খৃষ্টাব্দের যে সকল খোদিত লিপি পাওয়া যায়, তাহাতে নরস পিল্লৈ বিজয়নগরের রাজা বিখ্যাত কৃষ্ণদেবরায়ের ভৃত্য ছিলেন বলিয়া লিখিত আছে।)

কুরুকুরু তিম্মপ্প নায়কন্	...	১৫১৯—১৫২৪।
কত্তিয়ম কামৈয় নায়কন্	...	১৫২৪—১৫২৬।
চিন্নপ্প নায়কন্	...	১৫২৬—১৫৩০।
অয্যাকারৈ বেয্যপ্প নায়কন্	...	১৫৩০—১৫৩৫।
বিশ্বনাথ নায়কন্ অয্যর	...	১৫৩৫—১৫৪৪।
বরদপ্প নায়কন্	...	১৫৪৪—১৫৪৫।
দুর্ব্বচ্চি নায়কন্	...	১৫৪৫—১৫৪৬।
বিশ্বনাথ নায়কন্	...	১৫৪৬—১৫৪৭।
বিট্ঠলরাজ	...	১৫৪৭—১৫৫৮।

ইহার পর আর তিন জন নায়কবংশীয় রাজা রাজত্ব করেন এবং পাণ্ড্যবংশীয় একজন রাজা হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তঞ্জোরের রাজকর্ত্তৃক রাজ্য হইতে বিতাড়িত হন। তৎপরে বিজয়নগরের সেনাপতি বিজয়ী তঞ্জোররাজকে পরাভূত করেন। বিজয়নগরের সেনাপতির পুত্র পিতাকে পরাজিত করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন (১৫৬৯ খৃঃ)। ইহার নাম বিশ্বনাথ নায়ক।

এই নায়কবংশীয় রাজাদিগের সমসাময়িক কয়েকজন পাণ্ড্যরাজার নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাতে বোধ হয়, যে পাণ্ড্যবংশীয়েরা প্রকৃতপক্ষে দেশের রাজা ছিলেন অথবা পাণ্ড্যদেশের দক্ষিণভাগে রাজত্ব করিতেন এবং মদুরা ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান নায়কদিগের অধীনে ছিল। অনেকে ইহাও অনুমান করেন যে, এই সময়ে পাণ্ড্যবংশীয়েরা জীবিতমাত্র ছিলেন, কিন্তু রাজ্য মধ্যে তাঁহাদের কোন প্রকার প্রভুত্ব ছিল না। যাহা হউক নিম্নে পাণ্ড্য রাজাদিগের বিষয় লিখিত হইতেছে।

পরাক্রম পাণ্ড্য ১৩৬৫ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। দক্ষিণ ত্রিবাঙ্কোড়ের অন্তর্গত কোট্টার নামক স্থান হইতে প্রাপ্ত খোদিতলিপি তাঁহার ৫ম বর্ষে (১৩৭০ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ হয়। এই সময়কার মুসলমান-ইতিহাসে লিখিত আছে যে, বাহ্মনী-বংশীয় মুজাহিদ শাহ ১৩৭৪ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগর ও কুমারিকা অন্তরীপের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ লুণ্ঠন করেন।

রামনাদের নিকটবর্ত্তী তিরুত্তরকোশমঙ্গৈ নামক স্থানে যে খোদিত লিপি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইতে ১৩৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪৩১ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী সময়ের কতকটা ইতিহাস পাওয়া যায়। এই খোদিতলিপি অনুসারে বীরপাণ্ড্য ১৩৮৩ খৃষ্টাব্দে এবং কুলশেখর ১৪০২ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেন।

পোন্নন্ পেরুমাল পরাক্রম পাণ্ডিয়ন্ ১৪৩১ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, পোন্ননের পূর্ব্বে তাঁহার পিতা কাশীকণ্ডপরাক্রম পাণ্ডিয়ন্ রাজত্ব করিতেন।

বীরপাণ্ড্য ১৪৩৭ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। একখানি খোদিত লিপি হইতে জানা যায় ১৪৯০ খৃষ্টাব্দেও বীরপাণ্ড্য নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন।

পরাক্রমপাণ্ড্য ১৫১৬ খৃঃ অব্দে রাজা হন। তিনি কত দিন রাজত্ব করেন, তাহা জানা যায় নাই। তৎপরে বল্লভদেব বা অতিবীররাম ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে রাজা হন। তেঙ্কাশিতে বল্লভদেবের খোদিত লিপি আছে, তাহাতে ১৫৬২ খৃষ্টাব্দে ইহার রাজ্যারম্ভ লিখিত। তঞ্জোর জেলায় এক মঠে একখানি খোদিত লিপিতে আছে যে অতিবীররাম ১৬১০ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। ইহার পর সুন্দর পাণ্ড্য রাজা হন। ইনি অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং ইহার রচিত কবিতা অদ্যাপি অতি আদরের সহিত পঠিত হইয়া থাকে।

উপরে যে বিবরণ প্রদত্ত হইল, তাহার বিরুদ্ধমতপ্রকাশক কতকগুলি খোদিত লিপিও দেখা যায়। করিবলম্-বন্দনল্লূর নামক স্থানে যে খোদিত লিপি আছে, তাহাতে বরতুঙ্গ, রাম, বীরপাণ্ড্য যথাক্রমে ১৫৭৮, ১৫৮৯, ১৫৮৫ খৃঃ অব্দে রাজত্ব করিতেন বলিয়া উল্লেখ আছে। ইহার পর সুন্দরপাণ্ড্য ১৬১০ হইতে ১৬২৩ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। [মদুরা ও রামনাদ দেখ।]

পাণ্ড্যবাট (পুং) পাণ্ড্যদেশস্থিত মুক্তার আকরভেদ।
(বৃহৎসং ৮২।৬।)

পাণ্ড্রিথন, কাশ্মীরের অন্তর্গত একটী পুরাতন গ্রাম। এখানে যে মন্দির আছে, তাহা কাশ্মীরী স্থাপত্য ও শিল্পনৈপুণ্যের একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই মন্দির একটী পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে

অবস্থিত। মন্দিরে যাইতে হইলে সাঁতার দিয়া বা নৌকা যোগে যাইতে হয়। পূর্ব্বে এই মন্দির ত্রিতল ছিল; কিন্তু এখন ত্রিতলভাগ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে।

পাণ্ড্রা, বরাকরের ৯ মাইল পশ্চিমে এবং গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের দেড় মাইল উত্তরে অবস্থিত একটী গণ্ডগ্রাম। মানভূম জেলার রাজা এই খানে বাস করেন। এখানে কতকগুলি অতি প্রাচীন মন্দির আছে। পূর্ব্বকালে পাণ্ড্রা একটী প্রধান স্থান ছিল। একটী মন্দিরের জীর্ণসংস্কার সময়ে একখানি খোদিত লিপি পাওয়া গিয়াছিল। প্রবাদ এইরূপ, পাণ্ডবেরা মন্দির প্রস্তুত করেন বলিয়া তাঁহাদিগের নাম হইতে পাণ্ড্রা নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

পাণ্য (ত্রি) পণ ব্যবহারস্তুত্যোঃ ণ্যৎ। স্তুত্য, স্তবনীয়।
(পাণিনি ৩।১।১০১।)

পাণ্যাস্য (ত্রি) পাণিরেব আস্যং যস্য। ব্রাহ্মণ।
"তদালভ্যাপনধ্যায়ঃ পাণ্যাস্যো হি দ্বিজঃ স্মৃতঃ।" (মনু ৪।১১৭)

পাত (পুং) পত-ঘঞ্। ১ পতন। (ত্রি) ২ ত্রাতা। (মেদিনী) পাতয়তি চন্দ্রসূর্য্যৌ ছাদয়তীতি পত-ণিচ্-অচ্। ৩ রাহু।

"তাড়িতঃ স্বদহনৈর্দিনসন্ধ্যাঃ
ষট্কষট্কশরহৃৎফলমাংশাঃ।
স্বংধ্রুবে কুমুদিনীপতিপাতো
রাহুমাহরিহ কেঽপি তদেব॥" (সিদ্ধান্তশিরোমণি)

৪ রবি ভিন্ন গ্রহের দক্ষিণোত্তরাকর্ষক অদৃশ্যরূপ কাল মূর্ত্তিরূপ ভ-চক্রস্থিত জীবভেদ। ইহার অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা রাহু।
"দক্ষিণোত্তরতোঽপ্যেবং পাতো রাহুঃ স্বরংহসা।
বিক্ষিপত্যেষ বিক্ষেপং চন্দ্রাদীনামপক্রমাৎ॥" (সূর্য্যসি°)

৫ পতনকর্ত্তা। (দেশজ) ৬ পত্র, পাতা।

পাতক (ক্লী) পাতয়তি অধোগময়তি দুষ্ক্রিয়াকারিণামিতি, পত-ণিচ্-ণ্বুল্। নরকসাধন পাপ। যাহার অনুষ্ঠান করিলে নরকে গমন হইয়া থাকে, তাহাকে পাতক কহে। পর্য্যায়—অশুভ, দুষ্কৃত, দুরিত, পাপ, এনস্, পাপ্মন্, কিল্বিষ, কলুষ, কিণ্ব, কল্মষ, বৃজিন, তমস্, অংহস্, কল্ক, অঘ, পঙ্ক। (হেম)

প্রায়শ্চিত্তবিবেকের মতে পাতক ৯ প্রকার, যথা—১ অতিপাতক, ২ মহাপাতক, ৩ অনুপাতক, ৪ উপপাতক, ৫ সঙ্করীকরণ, ৬ অপাত্রীকরণ, ৭ জাতিভ্রংশকর, ৮ মলাবহ, ও ৯ প্রকীর্ণক এই ৯ প্রকার পাতক। (প্রায়শ্চিত্তবি°)

[এই সকল পাতকের বিবরণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

কায় ও বাঙ্মনসকৃত দশবিধ পাপ যথা—
"অদত্তানামুপাদানং হিংসা চৈবাবিধানতঃ।
পরদারোপসেবা চ কায়িকং ত্রিবিধং স্মৃতং॥
পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ।
অসম্বদ্ধপ্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ং স্যাচ্চতুর্ব্বিধম্॥
পরদ্রব্যেষ্বভিধ্যানং মনসানিষ্টচিন্তনম্।
বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মমানসম্॥" (তিথ্যাদিতত্ত্ব)

অদত্তের উপাদান, অবৈধ হিংসা, পরদারগমন, এই তিন প্রকার কায়িক পাতক। পারুষ্য, অসত্য, পৈশুন্য এবং অসম্বদ্ধ প্রলাপ এই চারিপ্রকার বাঙ্ময় পাতক। অপরের দ্রব্যে অভিধ্যান, মনে মনে অনিষ্টচিন্তা এবং মিথ্যাভিনিবেশ এই তিন প্রকার মানসিক পাতক। [পাতকের বিশেষ বিবরণ পাপ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

পাতকিন্ (ত্রি) পাতকোঽস্যাস্তীতি ইনি। পাতকযুক্ত, পাপী, যাঁহারা পাপানুষ্ঠান করিয়াছেন।

পাতকুলান্দা, মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত সম্বলপুর জেলাস্থ একটী প্রাচীন জায়গীর, সম্বলপুর নগরের ৩৫ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। অধিবাসীরা কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এখানকার সর্দ্দার গোন্দবংশীয়। তিনি ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে সিপাহিবিদ্রোহে যোগ দেওয়ায় দোষী বলিয়া গণ্য হন; কিন্তু পরে তাঁহার অপরাধ মার্জ্জনা করা হয়।

পাতকোট, মান্দ্রাজ প্রদেশের কার্ণুল জেলায় নন্দিকোট্‌করের ১০ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত একখানি গ্রাম। এখানে ৩টী মন্দিরে তিন খানি খোদিত লিপি পাওয়া যায়।

পাতখোলা (দেশজ) ছোট ছোট পাতলা খুরি। গর্ভাবস্থায় বঙ্গীয় রমণীগণ খাইয়া থাকেন।

পাতগুণ্টা, মান্দ্রাজ প্রদেশস্থ রায়পুরের ৮ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত একটী গ্রাম। এখানে একখানি খোদিত লিপি আছে।

পাতঙ্গ (পুং) পতঙ্গস্য সূর্য্যস্যাপত্যং ইঞ্ (অত-ইঞ্। পা ৪।১।১৫) ১ শনৈশ্চর। ২ যম। ৩ কর্ণ। ৪ বৈবস্বত মুনি। ৫ সুগ্রীব।

পাতঞ্জল (ক্লী) পতঞ্জলিনা স্বনামবিশ্রুতমহর্ষিণা প্রণীতং প্রোক্তং বা অণ্। ১ পাণিনিসূত্র ও তাহার বার্ত্তিকব্যাখ্যানরূপ গ্রন্থ।
"পাতঞ্জলে! মহাভাষ্যে কৃতভূরিপরিশ্রমঃ।" (শেখর)
[পতঞ্জলি দেখ।]

২ পতঞ্জলিমুনিপ্রণীত পাদচতুষ্টয়াত্মক যোগকাণ্ডনিরূপক দর্শন-শাস্ত্রবিশেষ। (প্রথমে এই দর্শনশাস্ত্রের পরিচয় দিয়া শেষে পতঞ্জলি ও পাতঞ্জল দর্শনের উৎপত্তিকাল নির্ণীত হইবে।)

ভগবান্ পতঞ্জলি মুনির প্রণীত বলিয়া এই দর্শনের নাম পাতঞ্জল দর্শন হইয়াছে এবং ইহাতে যোগের বিষয় বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট থাকায় ইহা যোগশাস্ত্র নামেও প্রসিদ্ধ। পদার্থ-নির্ণয়-বিষয়ে সাংখ্যদর্শনের সহিত একমত আছে, এই জন্য ইহা 'সাংখ্যপ্রবচন' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

পাতঞ্জলদর্শনের মুখ্য বিষয়।

সাংখ্যমতপ্রবর্ত্তক মহর্ষি কপিল যেরূপ প্রকৃতি ও মহৎ-তত্ত্ব প্রভৃতি পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন, সেইরূপ পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব মহর্ষি পতঞ্জলিরও অভিমত; কিন্তু কপিল-জীবাতিরিক্ত সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান্ লোকাতীত পরমেশ্বরের সত্তা স্বীকার করেন নাই; কিন্তু ভগবান্ পতঞ্জলি যুক্তিপ্রদর্শনপূর্ব্বক ঈশ্বর সত্তা প্রতিপাদন করিয়াছেন। এজন্য কপিল-দর্শনকে কেহ কেহ নিরীশ্বর সাংখ্য এবং পাতঞ্জল-দর্শনকে সেশ্বর সাংখ্য নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

[সাংখ্যদর্শনের বিষয় সাংখ্যদর্শন শব্দে দ্রষ্টব্য।]

পাতঞ্জল দর্শন পাদচতুষ্টয়ে বিভক্ত। ইহার প্রথম পাদে যোগশাস্ত্র করিবার প্রতিজ্ঞা, যোগের লক্ষণ, যোগের অসাধারণ উপায় স্বরূপ যে অভ্যাস ও বৈরাগ্য, তাহাদিগের স্বরূপ ও ভেদ, সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত ভেদে সমাধিবিভাগ, সবিস্তার যোগোপায়, ঈশ্বরের স্বরূপ ও প্রমাণ, তাহার উপাসনা ও তৎফল, চিত্তবিক্ষেপ, দুঃখাদি, চিত্তবিক্ষেপের ও দুঃখাদির নিরাকরণোপায় এবং সমাধিপ্রভেদ প্রভৃতি বিষয় সকল প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পাদে ক্রিয়াযোগ, ক্লেশ সকলের নির্দ্দেশ, স্বরূপ, কারণ ও ফল; কর্ম্মের প্রভেদ, কারণ, স্বরূপ ও ফল, বিপাকের কারণ ও স্বরূপ, তত্ত্বজ্ঞানরূপ বিবেকখ্যাতির অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গভেদে কারণ যে যমনিয়মাদি, তাহাদিগের স্বরূপ ও ফল এবং আসনাদির লক্ষণ, কারণ ও ফল প্রদর্শিত হইয়াছে। তৃতীয় পাদে যোগের অন্তরঙ্গস্বরূপ যে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি তাহাদিগের স্বরূপ, পরিণাম ও প্রভেদ এবং বিভূতিপদবাচ্য সিদ্ধি সকল প্রদর্শিত হইয়াছে। চতুর্থ পাদে সিদ্ধিপঞ্চক, বিজ্ঞানবাদ নিরাকরণ, সাকারবাদ সংস্থাপন, এবং কৈবল্য প্রদর্শিত হইয়াছে। এই চারিটী পাদ যথাক্রমে যোগপাদ, সাধনপাদ, বিভূতিপাদ ও কৈবল্যপাদ নামে অভিহিত।

মহর্ষি পতঞ্জলি ষড়্‌বিংশতি তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এই ষড়্‌বিংশতি তত্ত্বেই যাবতীয় পদার্থ অন্তর্ভূত হইয়াছে। এতদতিরিক্ত আর পদার্থ নাই। চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ও পুরুষ এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব সাংখ্যদর্শনে বিশেষ রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। [ঐ সকল তত্ত্বের বিষয় সাংখ্যদর্শন শব্দে দ্রষ্টব্য।] পতঞ্জলির মতে ষড়্‌বিংশতি তত্ত্ব পরমেশ্বর।

যোগের লক্ষণ।

মনের বৃত্তিসমূহকে রুদ্ধ করিবার নাম যোগ। যোগ শব্দের অনেক অর্থ থাকিলেও এইস্থলে চিত্তবৃত্তির নিরোধকে অর্থাৎ বিষয়সুখে প্রবৃত্তচিত্তকে বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত ও ধ্যেয় বস্তু মাত্রে সংস্থাপিত করিয়া তন্মাত্রের ধ্যান বিশেষকে যোগ কহে। অন্তঃকরণকে চিত্ত কহে। যোগিগণের মতে মনোবৃত্তি অসংখ্য হইলেও সে সকলের অবস্থা বিভাগ অসংখ্য নহে।

চিত্তের ভেদ ও লক্ষণ।

ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ ভেদে চিত্তের অবস্থা পাঁচ প্রকার। মানবের যতপ্রকার মনোবৃত্তি থাকুক, সমস্তই এই পাঁচ প্রকারের অন্তর্গত।

রজোগুণের উদ্রেক হওয়ায় যে অবস্থাতে চিত্ত অস্থির হইয়া সুখদুঃখাদিজনক বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ যে অবস্থায় মন স্থির থাকে না, একবিষয়ে নিবিষ্ট থাকে না, ইহা হউক, উহা হউক বলিয়া সর্ব্বদাই অস্থির হইয়া জলৌকার ন্যায় একটী ছাড়িয়া অন্য একটী, সেটী ছাড়িয়া আর একটী গ্রহণ করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়, তাহাই চিত্তের ক্ষিপ্তাবস্থা।

মন যখন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অগ্রাহ্য করিয়া কামক্রোধাদির বশীভূত হয় এবং নিদ্রা ও তন্দ্রাদির অধীন হয়, আলস্যাদি বিবিধ তমোময় বা অজ্ঞানময় অবস্থায় নিমগ্ন থাকে, তখন তাহাকে মূঢ়াবস্থা কহে। তমোগুণের উদ্রিক্ততানিবন্ধন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিচারে মূঢ় হইয়া ক্রোধাদিবশতঃ চিত্ত সর্ব্বদা বিরুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াই মূঢ়াবস্থা।

বিক্ষিপ্তাবস্থায় সহিত পূর্ব্বোক্ত ক্ষিপ্তাবস্থার অত্যল্পই প্রভেদ আছে। প্রভেদ এই যে, চিত্তের পূর্ব্বোক্ত প্রকার চাঞ্চল্যের মধ্যে ক্ষণিক স্থিরতা। মনচঞ্চল স্বভাব হইলেও মধ্যে মধ্যে স্থির হয়, সেই স্থির হওয়ার নামই বিক্ষিপ্ত। চিত্ত যখন দুঃখজনক বিষয় পরিত্যাগ করিয়া সুখজনক বস্তুতে স্থির হয়, চিরাভ্যস্ত চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণকালের জন্য অবলম্বনশূন্যের ন্যায় হয়, বা কেবলমাত্র সুখাস্বাদে নিমগ্ন থাকে, তাহাই বিক্ষিপ্তাবস্থা।

একাগ্র ও একতান এই দুই শব্দ একই অর্থে প্রযুক্ত হয়। চিত্ত যখন কোন এক বাহ্য বস্তু অথবা আভ্যন্তরীণ বস্তু অবলম্বন করিয়া নির্ব্বাতস্থ নিশ্চল নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় স্থির বা অবিকম্পিত ভাবে বর্ত্তমান থাকে, অথবা চিত্তের রজস্তমোবৃত্তি অভিভূত হইয়া গিয়া কেবলমাত্র সাত্ত্বিকবৃত্তির উদয় হয়, (প্রকাশময় ও সুখময় সাত্ত্বিকবৃত্তিমাত্র প্রবাহিত থাকে), তখন একাগ্র অবস্থা হইয়াছে জানিতে হইবে।

একাগ্র অবস্থা অপেক্ষা নিরুদ্ধাবস্থার অনেক প্রভেদ। একাগ্র অবস্থায় চিত্তের কোন না কোন অবলম্বন থাকে; নিরুদ্ধাবস্থায় তাহা থাকে না। চিত্ত তখন আপনার কারণীভূত প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হইয়া কৃতকৃতার্থের ন্যায় নিশ্চেষ্ট থাকে। দগ্ধসূত্রের ন্যায় কেবলমাত্র সংস্কারভাবাপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং তৎকালে তাহার কোনও প্রকার বিসদৃশ

পরিণাম থাকে না। এইরূপ অবস্থার নাম নিরুদ্ধাবস্থা। এই পাঁচ প্রকার চিত্তবৃত্তির মধ্যে প্রথমোক্ত অবস্থাত্রয়ের সহিত যোগের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। যোগে সুখ হয়, ইহা জানিয়া বিক্ষিপ্ত চিত্তে কখন যোগসঞ্চার হইলেও হইতে পারে; কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় না। কাজে কাজেই পূর্ব্বোক্ত অবস্থাত্রয় যোগের উপযোগী নহে। একাগ্র ও নিরুদ্ধ এই দ্বিবিধ অবস্থায় যোগ হইয়া থাকে। এই দুয়ের মধ্যে নিরুদ্ধ অবস্থাই একমাত্র শ্রেষ্ঠ। এই নিরুদ্ধ অবস্থা সহজে বোধগম্য হইবার নহে। এই অবস্থা পাইবার জন্য যোগীকে প্রথমে উপায় দ্বারা চিত্তের ক্ষিপ্ত, মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত অবস্থা দূর করিতে হয়। অনন্তর একাগ্র ও নিরুদ্ধ অবস্থা উপস্থাপিত করিতে হয়। যখন নিরুদ্ধ অবস্থার চরম হয়, তখন পুরুষ দ্রষ্টৃরূপে অবস্থান করেন। তখন আর কোনরূপ চিত্তের ধর্ম্ম থাকে না। যোগীর এই অবস্থাই চরম উদ্দেশ্য। এই সময় চিত্তের কোন অবস্থাই থাকে না।

চিত্তবৃত্তি।

চিত্তের অবস্থাবিশেষকে চিত্তবৃত্তি কহে। এই চিত্তবৃত্তি পাঁচ প্রকার, তাহার প্রত্যেকটী আবার দুই প্রকার। তন্মধ্যে ক্লেশদায়ক বলিয়া এক প্রকারের নাম ক্লিষ্ট এবং ক্লেশের (সংসার-দুঃখের) নাশক বলিয়া অন্য প্রকারের নাম অক্লিষ্ট। বিষয়ের সহিত সম্পর্ক হইবামাত্র চিত্ত যে বিষয়াকার প্রাপ্ত হয়, তাহার সেই বিষয়াকার-প্রাপ্তি হওয়ার নাম বৃত্তি। দেহস্থ ইন্দ্রিয় ও বহিঃস্থ বিষয় এই দুয়ের সম্বন্ধবশতঃ মনের বিবিধ অবস্থা বা পরিণাম হইতেছে। সেই সকল মন-পরিণামের নামই বৃত্তি। তাহাকেই আমরা জ্ঞান বলিয়া উল্লেখ করি। বিষয় অসংখ্য, সুতরাং বৃত্তিও অসংখ্য। বৃত্তি অসংখ্য হইলেও তাহাদের শ্রেণী বা প্রকারগত বিভাগ অসংখ্য নহে। ইহা ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট এই দুইভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে। রাগ, দ্বেষ, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি বৃত্তিগুলি ক্লেশের অর্থাৎ সংসার দুঃখের কারণ বলিয়া ক্লিষ্ট। শ্রদ্ধা, ভক্তি, করুণা প্রভৃতি বৃত্তি সকল তাহার বিপরীত অর্থাৎ দুঃখনিবৃত্তিরূপ মোক্ষের কারণ বলিয়া অক্লিষ্ট। ক্লিষ্টবৃত্তিগুলি হেয় এবং অক্লিষ্ট বৃত্তি উপাদেয়। যোগের সময় কিন্তু এই ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট সকল প্রকার বৃত্তিই রুদ্ধ করিতে হয়।

যে পাঁচ প্রকার চিত্তবৃত্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহা এই,—প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতিবৃত্তি। ইহাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম এই তিন প্রকার প্রমাণ বৃত্তি।

[প্রমাণ দেখ।]

মিথ্যা জ্ঞান বা ভ্রম-জ্ঞানকে বিপর্য্যয় কহে। যে জ্ঞান বিষয়দর্শনের পর অন্যথা হইয়া যায়, সেই জ্ঞানের নাম বিপর্য্যয়। যেমন—রজ্জুসর্প, শুক্তিরজত বা মরুমরীচিকা প্রভৃতি। বস্তু নাই, অথচ শব্দজন্য একপ্রকার মনোবৃত্তি জন্মে। এইরূপ মনোবৃত্তির নাম বিকল্প। ইহার দৃষ্টান্ত আকাশকুসুম। আকাশকুসুম নাই, অথচ উহা শুনিবামাত্র মনোমধ্যে একপ্রকার বৃত্তি জন্মে। যাহাতে সমুদয় মনোবৃত্তি লীন থাকে, সেই অজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া যখন মনোবৃত্তি উদিত থাকে, তখন তাহাকে নিদ্রা বলা যায়। বস্তু একবার অনুভূত অর্থাৎ প্রমাণবৃত্তিতে আরূঢ় হইলে তাহা আর যায় না, সংস্কাররূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহাকেই স্মৃতি কহে। তাৎপর্য্য এই যে, জাগ্রৎ অবস্থায় যাহা দেখা যায় ও যাহা শুনা যায়, চিত্তে তাহার সংস্কার আবদ্ধ হয়। উদ্বোধক উপস্থিত হইলে সেই সংস্কার বা শক্তি বিশেষ প্রবল হইয়া চিত্তে সেই পূর্ব্বানুভূত বস্তুর স্বরূপ পুনরুদিত করিয়া দেয়। ইহার নাম স্মৃতি।

অভ্যাস ও বৈরাগ্য।

অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা উক্ত সকলপ্রকার বৃত্তিরই নিরোধ হইয়া থাকে। যাহাতে রাজস ও তামসবৃত্তি উদিত না হয়, তদ্রূপ যত্ন বিশেষকে অভ্যাস কহে। অভ্যাসের সংক্ষেপ লক্ষণ এই যে, বিষয়াভিনিবেশ ত্যাগ করিয়া চিত্তকে যত্নপূর্ব্বক বার বার একাগ্র করা, এবং তাহার পূর্ব্বসাধক যমনিয়মাদি যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান করা। যেরূপ যত্নদ্বারা চিত্তের একাগ্রতা প্রতিষ্ঠিত হয়, সেইরূপ যত্ন ও তদ্রূপ অনুষ্ঠান করার নাম অভ্যাস। এই অভ্যাস দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া সর্ব্বদা শ্রদ্ধা-সহকারে সম্পন্ন করিতে পারিলে ক্রমে তাহা দৃঢ় বা অবিচলিত হয়। দৃষ্ট বিষয় ও শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য বিষয় যুগপৎ উভয় বিষয়েই সম্পূর্ণ রূপ নিস্পৃহ হইতে পারিলে বশীকার নামে বৈরাগ্য জন্মে। ঐহিক ও পারলৌকিক সুখভোগেচ্ছা পরিত্যাগ করিলে ক্রমে উৎকৃষ্ট বৈরাগ্য হয়। অনেক চেষ্টার পর তবে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। তাহারই অব্যবহিত পরে অর্থাৎ তাদৃশ পরবৈরাগ্য জন্মিলে পর আপনা হইতেই পুরুষ-খ্যাতি বা প্রকৃতিপুরুষের পার্থক্যজ্ঞান (সাক্ষাৎকার) হয়। তৎকালে তাহার গুণ অর্থাৎ প্রকৃতির প্রতিও বিতৃষ্ণা জন্মে। প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য তখন আর তাহাকে প্রলোভিত করিতে পারে না। সুতরাং তখন তিনি নির্বিঘ্নে নিরোধ-সমাধির আশ্রয় করিয়া কালাতিপাত করিতে সমর্থ হন।

সমাধি।

সমাধি সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত ভেদে দুই প্রকার। বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতা এই চারিপ্রকার অবস্থা বা প্রভেদ

থাকায় সম্প্রজ্ঞাত সমাধি আবার চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ভাব্যপদার্থের বিস্পষ্ট জ্ঞান থাকে বলিয়া প্রথমোক্ত সমাধির নাম সম্প্রজ্ঞাত। আর কোন প্রকার বৃত্তি বা জ্ঞান থাকে না বলিয়া শেষোক্ত সমাধির নাম অসম্প্রজ্ঞাত।

[সমাধি দেখ।]

অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিই নির্বীজ সমাধি, সম্প্রজ্ঞাত তাদৃশ নহে। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিও দুই প্রকার, বিদেহ-লয় ও প্রকৃতি-লয়। যাহারা মুমুক্ষু, তাহারা ইহার কোনরূপই ইচ্ছা করেন না। যাঁহারা বিদেহলয় ও প্রকৃতিলয় নহেন, অর্থাৎ যাঁহারা কৈবল্যাভিলাষী, তাঁহাদের ক্রমে শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, প্রজ্ঞা ও সমাধি জন্মে। প্রথমতঃ তাঁহাদের যোগের প্রতি আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের প্রতি শ্রদ্ধা, পরে বীর্য্য, তৎপরে স্মৃতি, অনন্তর একাগ্রতা, পশ্চাৎ তদ্বিষয়ক প্রজ্ঞা এবং প্রজ্ঞালাভের পরেই তাঁহাদের উৎকৃষ্টতম সমাধি জন্মে, তাহা হইতেই তাঁহারা প্রকৃতিনির্মুক্ততা বা কৈবল্য লাভ করেন। কার্য্যপ্রবৃত্তির মূলীভূত সংস্কার বিশেষের নাম সম্বেগ। সেই সম্বেগ যাহাদের তীব্র, তাহাদের শীঘ্রই সমাধি লাভ হয়। মহর্ষি পতঞ্জলি সমাধি-লাভের একটী সুগম উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তাহা একমাত্র ঈশ্বরোপাসনা।

ঈশ্বর ও ঈশ্বরোপাসনা।

ঈশ্বরোপাসনা করিতে হইলে কায়িক, বাচিক ও মানসিক সকল ব্যাপারই ঈশ্বরের অধীন জ্ঞান করিবে। যখন যে কার্য্য করিবে, ফলের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া সুখের অনুসন্ধান না করিয়া সমস্ত কার্য্যই সেই পরমগুরু পরমেশ্বরে অর্পণ করিবে। সকল সময়েই কেবল তাঁহাকে ধ্যান করিবে। অকপট ও পুলকিত হইয়া অনবরত ঐরূপ করিলে ঈশ্বরোপাসনা সিদ্ধ হইবে। তখন জানিবে যে অভিলষিত সিদ্ধির আর অধিক বিলম্ব নাই। ঈশ্বর কি? তাহা কথঞ্চিৎ বোধগম্য না হইলে তৎপ্রতি বিশিষ্ট ভক্তি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। সেইজন্য ভগবান্ পতঞ্জলি ঈশ্বরের লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয় যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, নিখিল সংসারী আত্মা ও মুক্তাত্মা হইতে যিনি পৃথক্ বা স্বতন্ত্র, তিনিই ঈশ্বর। [ঈশ্বর দেখ।]

এই পরমেশ্বর নিত্য, নিরতিশয়, অনাদি ও অনন্ত। তাঁহাতে নিরতিশয় জ্ঞান থাকায় তিনি সর্ব্বজ্ঞ, অর্থাৎ তাঁহাতে সর্ব্বজ্ঞতার অনুমাপক পরিপূর্ণ জ্ঞানশক্তি বিদ্যমান আছে, অন্য আত্মার তাহা নাই। যেমন অল্পতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত পরমাণু, আর বৃহত্ত্বের শেষ সীমা আকাশ, সেইরূপ জ্ঞানশক্তির অল্পতার পরাকাষ্ঠা ক্ষুদ্রজীব, আর তাহার আতিশয্যের পরাকাষ্ঠা ঈশ্বর। তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব সৃষ্টিকর্ত্তাদিগেরও গুরু অর্থাৎ উপদেষ্টা। কোন কালের দ্বারা তিনি পরিচ্ছিন্ন নহেন, সকল কালেই তাঁহার বিদ্যমানতা আছে। তাহার বাচক শব্দ প্রণব, সেই প্রণব মন্ত্রের জপ ও তাহার অর্থ ধ্যান করাই তাঁহার উপাসনা। সর্ব্বদা প্রণবজপ ও প্রণবার্থ ধ্যান করিতে করিতে চিত্ত যখন নির্ম্মল হইয়া আসে, তখন তাহার প্রত্যক্ চৈতন্যের জ্ঞান অর্থাৎ শরীরান্তর্গত আত্ম-সম্বন্ধীয় যথার্থ জ্ঞান জন্মে। তখন আর কোন বিঘ্নই থাকে না। নির্বিঘ্নে সমাধি লাভ হয়।

সমাধির বিঘ্ন।

অযোগী অবস্থায় (বিষয়ভোগাবস্থায়) যথার্থ আত্মজ্ঞান ও সমাধি লাভ না হইবার যে কারণ আছে, তাহার নাম বিঘ্ন। বিঘ্ন অনেক, কিন্তু এই কয়টী বিঘ্নই প্রধান। যথা—ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি, ভ্রান্তিদর্শন, অলব্ধ-ভূমিকত্ব ও অনবস্থিতত্ব। ধাতুবৈষম্য নিমিত্ত জ্বরাদিকে ব্যাধি, অকর্ম্মণ্যতাকে স্ত্যান, যোগ করা যায় কিনা ইত্যাদি সন্দেহকে সংশয়, অনবধানতাকে প্রমাদ, যোগসাধনে ঔদাসীন্যকে আলস্য, যোগে প্রবৃত্তির অভাবের হেতুভূত চিত্তের গুরুত্বকে অবিরতি, যোগাঙ্গ ভ্রান্তিতে ভ্রান্তিদর্শন, সমাধি ভূমির অপ্রাপ্তিকে অলব্ধভূমিকত্ব, এবং সমাধিতে চিত্তের অস্থৈর্য্যকে অনবস্থিতত্ব কহে। রজোজন্য অস্থিরতা বা চলচ্চিত্ততা যোগ বা সমাধির প্রবল বিঘ্ন। চিত্ত স্থির না হইবার আরও কারণ আছে। দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য, অঙ্গকম্পন, শ্বাস, প্রশ্বাস এগুলিও বিক্ষেপের জনক এবং সমাধির প্রবল বিঘ্ন।

চিত্তাগ্রতা।

ঐ সকল বিঘ্ন নিবারণের জন্য একতত্ত্ব অভ্যাস করিবে। ধ্যানের সময় মন যেন অন্যদিকে না যায়, সেই বস্তুতেই যেন স্থির থাকে। ইহা ভিন্ন আরও এক উপায় আছে, যথা—সুখ, দুঃখ, পুণ্য ও পাপ বিষয়ে যথাক্রমে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা ভাবনা করিবে। কেননা ইহা দ্বারাই চিত্তের প্রসন্নতা জন্মে। একাগ্রতা শিক্ষার পূর্ব্বে প্রথমে চিত্ত পরিষ্কার করিতে হয়। অপরিষ্কৃত বা মলিন চিত্ত সূক্ষ্ম বস্তু গ্রহণে অসমর্থ হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়, স্থির বা সমাহিত হয় না। এইজন্য পরের সুখ, দুঃখ, পুণ্য ও পাপের প্রতি মৈত্রী করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা করাই শ্রেয়ঃ। পরের সুখ দেখিলে সুখী হইও, ঈর্ষা করিও না, পরের সুখে সুখী হইতে অভ্যাস করিলে ঈর্ষামল বিদূরিত হয়। পরের দুঃখে দুঃখী হইতে শিখিলে বিদ্বেষমল বা পরাপকারচিকীর্ষা থাকে না। পরের পুণ্যে হৃষ্ট হইলে অসূয়ামল তিরোহিত হয়। এইজন্য সুখিতের

প্রতি মৈত্রী, দুঃখিতের প্রতি করুণা, পুণ্যবানের প্রতি মুদিতা এবং পাপীর প্রতি উপেক্ষা করাই যোগশাস্ত্রের অভিমত জানিতে হইবে।

চিত্ত নির্ম্মল হইলে তাহাকে স্থির বা একতান করিবার অন্য এক সুগম উপায় আছে, তাহা একমাত্র প্রাণায়াম। প্রথমে শাস্ত্রোক্ত প্রণালী অবলম্বন করিয়া গুরূপদেশ ক্রমে নাসিকা দ্বারা অমৃতময় বাহ্যবায়ু গ্রহণ, পশ্চাৎ পরিমিতরূপে ঐ বায়ু ধারণ, অনন্তর তাহা ধীরে ধীরে পরিত্যাগ করিতে হইবে। [প্রাণায়াম দেখ।]

এই প্রাণায়াম যদি সুসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে মনের যে কিছু বিক্ষেপ সমস্তই বিদূরিত হয়। নির্দ্দোষ ও নির্ব্বিক্ষেপ চিত্ত তখন আপনা হইতেই সুপ্রসন্ন, সুপ্রকাশ বা একাগ্রযোগ্য হইয়া পড়ে। এইরূপ করিতে করিতে বিষয়বতী প্রবৃত্তি অর্থাৎ গন্ধাদি সাক্ষাৎকাররূপ প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়, মন তাহাতেই স্থির হয়। এই উপায় দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইলে তাহাকে যথেচ্ছ-প্রয়োগ করা যায়। নির্ম্মল চিত্ত যখন যে বিষয়ে ধৃত হইবে, সেই বিষয়েই স্থির ও তন্ময় হইবে। ইহাতে ক্রমে চিত্তে একাগ্রতা দিন দিন বাড়িতে থাকিবে। এইরূপে একাগ্রতা বৃদ্ধি হইলে তখন হৃৎপদ্মমধ্যে একপ্রকার জ্যোতিঃ বা আলোক সাক্ষাৎ হয়, সে জ্যোতির বা সে আলোকের তুলনা নাই। ইহা নিস্তরঙ্গ ও নিষ্কল্লোল ক্ষীরোদার্ণবতুল্য মনোহর ও প্রশান্ত। এই আলোক বা জ্যোতিঃ সাক্ষাৎ হইলে আর কোন শোকই থাকেনা। সেইজন্য এ আলোক 'বিশোক' নামে খ্যাত। এই অবস্থা হইলে শীঘ্রই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বা উৎকৃষ্টতম যোগ উপস্থিত হয়।

ভগবান্ পতঞ্জলি চিত্তস্থৈর্য্যের আরও একটী সুগম উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তাহা এই,—যে কোন মনোজ্ঞ বস্তু যাহা মনে হইলে মন প্রফুল্ল হয় ও শান্ত হয়, একাগ্রতা শিক্ষার নিমিত্ত তাহার ধ্যানও শ্রেয়ঃ। পূর্ব্বোক্ত মৈত্রী ভাবনাদি দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল ও বাঞ্ছিত তত্ত্বে উৎকট মনোনিবেশ বা একাগ্রতা অভ্যাস সিদ্ধ হইলে চিত্ত স্থির-স্বভাব প্রাপ্ত হয়। তখন সূক্ষ্মতম পরমাণু হইতে বৃহত্তম পরমাত্মা পর্য্যন্ত সমুদয় বস্তুই তাহার গ্রাহ্য, প্রকাশ বা বশ্য হয়। চিত্ত তখন বৃত্তিশূন্য হইয়া স্ফটিকমণির ন্যায় তন্ময়ভাব-ধারণে সক্ষম হয়। একাগ্র শিক্ষার নিয়ম এই যে, প্রথমে গ্রাহ্য অর্থাৎ জ্ঞেয় পদার্থ অবলম্বন করিয়া একাগ্রতা অভ্যাস করিতে হয়। জ্ঞেয় বস্তু দ্বিবিধ স্থূল ও সূক্ষ্ম। প্রথমে স্থূল পরে সূক্ষ্ম। প্রথমতঃ স্থূলে চিত্তস্থির আরম্ভ করিতে হয়, তাহা অভ্যস্ত হইলে ক্রমে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ সূক্ষ্মবস্তু অবলম্বন করিতে হয়। ইন্দ্রিয়ে চিত্তস্থৈর্য্য দৃঢ় হইলে জীবাত্মায় মনলয় হয়, ক্রমে সম্প্রজ্ঞাত সমাধিলাভ হয়।

সমাধির ভেদ ও অবস্থা।

সমাধি আবার চারিপ্রকার—সবিতর্ক, নির্ব্বিতর্ক, সবিচার ও নির্ব্বিচার। চিত্ত যখন স্থূলে তন্ময় হয়, তখন যদি তৎসঙ্গে বিকল্পজ্ঞান থাকে, তাহা হইলে সেই তন্ময়তা সবিতর্ক এবং যদি বিকল্প জ্ঞান না থাকে, তবে তাহা নির্বিতর্ক। সবিচার ও নির্বিচার যোগও এইরূপ। এই দুয়ের আলম্বনীয় বিষয় সূক্ষ্মবস্তু। তন্মধ্যে প্রথম পঞ্চভূত, তদপেক্ষা সূক্ষ্ম তন্মাত্র ও ইন্দ্রিয়, তদপেক্ষা সূক্ষ্ম অহংতত্ত্ব, তৎপরে মহত্তত্ত্ব এবং তৎপরে প্রকৃতি। সূক্ষ্মবিষয়ক যোগের সীমা এই পর্য্যন্ত বটে, কিন্তু পরমাত্মযোগ বা পরব্রহ্মযোগ এতদপেক্ষাও সূক্ষ্ম ও স্বতন্ত্র।

এই চারিপ্রকার সমাধিই সবীজসমাধি। এই সকল সমাধিতে সংসারাবস্থার বীজ থাকে। এই চারিপ্রকার সমাধির মধ্যে নির্ব্বিচার সমাধিই শ্রেষ্ঠ। এই নির্ব্বিচার উত্তমরূপ অভ্যস্ত হইলেই চিত্তের স্বচ্ছস্থিত প্রবাহ দৃঢ় হয়। কোন দোষ বা কোন প্রকার ক্লেশ কি কোন মালিন্যই থাকে না। সর্ব্ব-প্রকাশক চিত্তসত্ত্ব তখন নিতান্ত নির্ম্মল হয় এবং আত্মাও তখন বিজ্ঞাত হন। এই সময় যে উৎকৃষ্ট ও নির্ম্মল প্রজ্ঞা অর্থাৎ জ্ঞানালোক আবির্ভূত হয়, তাহার নাম সমাধিপ্রজ্ঞা। এই সমাধিপ্রজ্ঞার অন্য নাম ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা। এ প্রজ্ঞা কেবল ঋত অর্থাৎ সত্যকেই প্রকাশ করে। তৎকালে ভ্রম ও প্রমাদের লেশও থাকে না। যোগিগণ এই ঋতম্ভরাপ্রজ্ঞা দ্বারা সমুদয় বস্তুতত্ত্ব যথাবৎ সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন। এই প্রজ্ঞার সহিত অন্য কোন প্রজ্ঞার তুলনা হয় না। এই সম্প্রজ্ঞাত বৃত্তিটী যখন নিরুদ্ধ হয়, তখন সর্ব্বনিরোধ নামক নির্বীজসমাধি জন্মে। যোগী বহুকাল হইতে নিরোধাভ্যাস করিতেছিলেন, এক্ষণে সেই অভ্যাসের বলে তাঁহার চিত্তের সেই অবলম্বনটীও নিরুদ্ধ বা বিলীন হইয়া গেল। চিত্ত যে বীজ অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান ছিল, তাহাও যখন নষ্ট হইল, তখন যোগীর নির্ব্বীজ সমাধি হইয়াছে স্থির করিতে হইবে। এই নির্ব্বীজসমাধি যেমন পরিপাক প্রাপ্ত হইল, চিত্ত অমনি আপনার জন্মভূমি প্রকৃতি আশ্রয় করিল। প্রকৃতিও স্বতন্ত্রা হইলেন এবং পরমাত্মাও প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন। তাহার আর শরীর বা জন্মমরণ কিছুই হইবে না। ইহাই পুরুষের প্রধান উদ্দেশ্য। ইহার জন্যই যোগের আবশ্যকতা।

ক্রিয়াযোগ ও জ্ঞানযোগ।

সমাধি লাভ করিতে হইলে প্রথমে ক্রিয়াযোগ আবশ্যক।

যোগ দুই প্রকার জ্ঞানযোগ ও ক্রিয়াযোগ। পূর্ব্বে যে-সকল যোগের কথা বলা হইল, তাহা জ্ঞানযোগ; জ্ঞান-যোগের অধিকারী সকলে নহে। যাহাদের চিত্ত নির্ম্মল হইয়াছে, তাহারাই জ্ঞানযোগের অধিকারী। যাহাদের চিত্ত-প্রসাদ না হইয়াছে, তাহারা প্রথমে ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠান করিবে। তপস্যা, স্বাধ্যায় (বেদাভ্যাস) ও ঈশ্বরপ্রণিধান এই তিন প্রকার ক্রিয়ার নাম ক্রিয়াযোগ। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শাস্ত্রোক্ত ব্রতাদির অনুষ্ঠান করার নাম তপস্যা, প্রণব প্রভৃতি ঈশ্বরবাচক শব্দের জপ অর্থাৎ অর্থস্মরণপূর্ব্বক উচ্চারণ ও অধ্যাত্মশাস্ত্রের মর্ম্মানুসন্ধানে থাকার নাম স্বাধ্যায় এবং ভক্তিশ্রদ্ধাসহকারে ঈশ্বরার্পিতচিত্ত হইয়া কার্য্য করার নাম ঈশ্বরপ্রণিধান। এই ক্রিয়াযোগই একমাত্র সমাধি হইবার পূর্ব্বনিমিত্ত এবং ক্লেশবিনাশের প্রধান কারণ। উক্ত তিন প্রকার অথবা তিন প্রকারের কোন এক প্রকার ক্রিয়াযোগ অবলম্বন করিয়া তাহা অভ্যাস করিতে থাকিলে ক্রমে উহা দৃঢ় হইয়া আইসে। তখন ক্লেশ সকল ক্ষীণ হইয়া পড়ে এবং সমাধিশক্তিও জন্মে। ক্লেশ কয়প্রকার? ভগবান্ পতঞ্জলি তাহার বিষয় এইরূপ বলিয়াছেন,—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পাঁচ প্রকার মনোধর্ম্মের নাম ক্লেশ। এই পাঁচপ্রকার ক্লেশ অযথার্থজ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে, এই মিথ্যা জ্ঞান যাহাতে না বাড়ে, তাহার প্রতি প্রত্যে-কেরই যত্নশীল হওয়া উচিত। চিত্তের ক্লেশনামক ধর্ম্মগুলি দগ্ধ করিতে পারিলেই যোগী হওয়া যায়। ক্লেশের মধ্যে অবিদ্যাই প্রধান। অনিত্য, অশুচি, দুঃখ ও অনাত্মপদার্থের উপর যথা-ক্রমে নিত্য, শুচি, সুখ ও আত্মতা (আমি ও আমার ইত্যাকার) জ্ঞানের নাম অবিদ্যা। ফল কথা এই যে, যাহা যাহার স্বরূপ নহে, তাহাতে তাহার জ্ঞান হওয়ার নাম অবিদ্যা। এই অবিদ্যাই অন্যান্য ক্লেশসমূহের মূল, এই অবিদ্যা হইতেই অন্যান্য ক্লেশ উপস্থিত হয়। জীব দেহগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই অবিদ্যার বশীভূত হইয়া অস্মিতার অধীন হয়। দৃক্‌শক্তি যে দর্শনশক্তির সহিত একীভূতের ন্যায় প্রকাশ পায়, উভয়ের এই একীভাব প্রাপ্তির নাম অস্মিতা। আত্মার নাম দৃক্‌শক্তি আর বুদ্ধি-তত্ত্বের নাম দর্শনশক্তি। চিৎস্বরূপ আত্মা বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতি-বিম্বিত হন বলিয়া সেই বুদ্ধিবৃত্তি প্রকাশিত হয়। জীবের আপন বুদ্ধিকে বা চিত্তকে চৈতন্য হইতে পৃথক্‌রূপে না জানা, অর্থাৎ বুদ্ধির প্রতি যে অক্ষুণ্ণ 'আমি' জ্ঞান আরোপিত হইয়া আছে, সেই আমি ও আমার ইত্যাকার প্রতীতির নাম অস্মিতা। এই অস্মিতা হইতে রাগনামক ক্লেশের উৎপত্তি হয়। সুখের অনুশয়ের (অনুবৃত্তির) নাম রাগ। সুখ একবার অনুভব করিলে পুনরায় তাহা পাইবার জন্য অতিশয় ইচ্ছা হয়। এই আসক্তি-বিশেষের নামই রাগ। এই রাগ হইতেই ক্রমে দ্বেষের উৎপত্তি হয়। দুঃখজনক বিষয়ে যে বিদ্বেষভাব, তাহাকে দ্বেষ কহে। এই দ্বেষ থাকাতেই লোকে ক্লেশকর যাগাদিতে প্রবৃত্ত হয় না। চিত্তে এই দ্বেষ বদ্ধমূল হইয়া বর্ত্তমান থাকাতেই জীব অভি-নিবেশের বাধ্য হইয়া থাকে। অভিনিবেশের লক্ষণ এইরূপ,—বার বার মরণদুঃখভোগ করায় চিত্তে তত্তাবতের সংস্কার বা বাসনা সঞ্চিত বা বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছে। সেই সকল বাসনার নাম স্বরস। সেই স্বারস্য দ্বারা জ্ঞানী অজ্ঞানী সমুদয় জীবেরই চিত্তে সেই প্রকার ভাব অর্থাৎ অলক্ষ্যরূপে মরণ দুঃখের ছায়া বা স্মৃতি নামক সূক্ষ্মাকারা বৃত্তি আরূঢ় হয়। সেই আরূঢ়বৃত্তির নাম অভিনিবেশ। একবার দুঃখানুভব হইলে সেই সেই দুঃখপ্রদ বস্তুর প্রতি বিদ্বেষ এবং তাহা যাহাতে আর না হয়, তৎপক্ষে চেষ্টা বা ইচ্ছাবিশেষ জন্মে। দুঃখের শেষ মৃত্যু, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে অনুভূত যে অসহ্য মরণ-দুঃখ, তদ্বা-সনা বশতঃ অর্থাৎ তাহার স্মরণবশতঃ ইহজন্মে যে মরণভয় উপস্থিত হয়, তাহাকে অভিনিবেশ কহে। এই জগতে প্রাণী-মাত্রেরই অন্তঃকরণে অভিনিবেশ সর্ব্বদা জাগরূক রহিয়াছে। এই পঞ্চবিধ ক্লেশ ক্রিয়াযোগ দ্বারা একেবারে নষ্ট হয় না বটে, কিন্তু এই ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠানে সূক্ষ্ম হইয়া আসে। যখন ইহারা সূক্ষ্ম হইবে, তখন ইহাদিগকে প্রতিলোমপরিণাম দ্বারা চিত্ত হইতে দূরীকৃত করিতে হইবে। চিত্ত যৎকালে সমাধি অনলে দগ্ধ হইয়া স্বীয় কারণ অস্মিতায় লীন হইবে, তখন তাহার সমস্ত ক্লেশসংস্কার আপনা হইতেই তিরোহিত হইবে। ক্লেশের বৃত্তি অর্থাৎ সুখ দুঃখাদি আকারের পরিণাম কেবল ধ্যান দ্বারাই তিরোহিত হয়। ক্লেশপঞ্চকের বিনাশের জন্য প্রথমে ক্রিয়াযোগ এবং পরে ধ্যানযোগ অবলম্বনীয়।

এই সকল ক্লেশের মূল কর্ম্মাশয়। ইহা দুই প্রকার,—দৃষ্ট-জন্মবেদনীয় ও অদৃষ্টজন্মবেদনীয়। বর্ত্তমান শরীর দ্বারা কৃত দৃষ্টজন্মবেদনীয় এবং জন্মান্তরীয় শরীরদ্বারা কৃত অদৃষ্টজন্ম-বেদনীয়। যদি ক্রিয়াযোগ ও ধ্যানযোগাদি দ্বারা ক্লেশসমূহকে দগ্ধ না করা যায়, তাহা হইলে চিরকাল শুভাশুভ কর্ম্মে জড়িত থাকিতে হয়। কোন কালেই সমাধি বা মুক্তিলাভ হয় না। যদি ক্লেশ ও ক্লেশমূল কর্ম্মাশয় বিশীর্ণ হইয়া যায়, তাহা হইলে সমাধি সমীপবর্ত্তী বলিয়া স্থির করিতে হইবে। যাহার কোন ক্লেশ নাই, সে কি জন্য আসক্তিপূর্ব্বক কার্য্য করিবে? যাহার কোন স্পৃহা নাই, কামনা নাই, রাগ বা দ্বেষ নাই, দ্রব্য বা বিষয়োপলক্ষ্যে তাহার মনোবিকার বা সুখ দুঃখই বা হইবে কেন? যাহার কোন উদ্বেগ নাই, দ্রব্যের অভাব বা অপ্রাপ্তিতে

তাহার অল্পমাত্রও শোক হইবে না। সে অনায়াসে ও নিরুদ্বেগে সুখাসীন হইয়া সমাধি অনুভব করিতে পারিবে, তৎপক্ষে কোন সন্দেহ নাই।

মূল অর্থাৎ কর্ম্মাশয় থাকিলেই তাহার বিপাক অর্থাৎ ফলস্বরূপ জাতি, জন্ম, মরণ, জীবন ও ভোগ করিতেই হইবে। ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। এই জাতি প্রভৃতির ফল আহ্লাদ ও পরিতাপ। কেননা ইহা পুণ্য ও পাপরূপ কারণ হইতে উৎপন্ন হয়। এইজন্য ইহা পরিণামে দুঃখ, বর্ত্তমানে অর্থাৎ ভোগ কালে দুঃখ এবং পশ্চাৎ বা স্মরণকালেও দুঃখ। যোগিগণ সাংসারিক সুখ দুঃখমিলিত বলিয়া তাহাকে দুঃখপদবাচ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যোগীদিগের মনোবিকার নষ্ট হইলেই তাহাদের সুখ, ঈশ্বরে ও আত্মতত্ত্বে চিত্ত স্থির হইলেই সুখ, মনোলয় হইলে তাহাদের আরও সুখ। সে সুখ দৃশ্য ভোগে নাই বলিয়াই তাহারা দৃশ্য সমুদায়কে দুঃখ মধ্যে নিক্ষেপ করেন।

ইহাদের মতে অনাগত অর্থাৎ ভবিষ্যৎ দুঃখই হেয়। যাহাতে ভবিষ্যতে আর দুঃখ না হয়, তাহা করাই কর্ত্তব্য। যোগী অনাগত অর্থাৎ ভবিষ্যৎ দুঃখের নিবারণ চেষ্টা করিবেন। দ্রষ্টা আত্মা ও দৃশ্য অন্তঃকরণ এই দুয়ের সংযোগ থাকাই দুঃখের কারণ। অন্তঃকরণের (বুদ্ধির) সহিত পুরুষের সংযোগ থাকাতেই দুঃখাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। বুদ্ধির উপর পুরুষের বা আত্মার অভেদ ভ্রান্তি বা আত্মসম্পর্ক কল্পিত হইয়াছে বলিয়াই পুরুষ সুখদুঃখাদি বিকারে বিকৃতপ্রায় হইয়াছেন। বস্তুতঃ তাহার সুখদুঃখাদি কিছুই নাই।

প্রকৃতি ও তদুৎপন্ন যে কিছু ভূতভৌতিক, সে সমস্তই পুরুষের ভোগের ও অপবর্গের নিমিত্ত হইয়াছে, ইহারা অবিবেকীর ভোগ এবং বিবেকীর মোক্ষ উৎপাদন করিয়া থাকে। জড়স্বভাব লৌহ যেমন সম্পূর্ণরূপে ইচ্ছাবিহীন ও চলৎশক্তিরহিত হইয়াও চুম্বক সন্নিধানে প্রচলিত ও সক্রিয় হয়, তেমনি প্রকৃতিও চিদাত্মার সন্নিধানবশতঃ সুখদুঃখাদি নানা আকারে পরিণত হন। কিন্তু যিনি যোগাদি দ্বারা ইহা প্রকৃতির ধর্ম্ম বলিয়া স্থির করিতে পারিয়াছেন, তাহার আর কোন দুঃখাদি নাই।

এইরূপ সংযোগের মূল কারণ অবিদ্যা, অর্থাৎ ভ্রান্তিজ্ঞান বা ভ্রান্তিজ্ঞানের সংস্কার। যোগাভ্যাস দ্বারা সেই অবিদ্যা যদি বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই পুরুষের সহিত প্রকৃতি সংযোগ বা ভোক্তৃভোগ্যভাব থাকে না। সুতরাং পুরুষ তখন মুক্ত হন। জড় সম্বন্ধবর্জ্জিত হইয়াও তিনি তখন স্বীয় চিদ্‌ঘন স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। যোগী যে কোন কার্য্য করিবেন, তাঁহার যেন এইরূপ জ্ঞান থাকে যে, আমার যেন অবিদ্যানাশ হইয়া বিবেকখ্যাতি হয়। যোগাঙ্গানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তের মলিনতা নষ্ট হইলে জ্ঞানের দীপ্তি হয় এবং সেই দীপ্তি বা সেই প্রকাশের শেষসীমা বিবেকখ্যাতি। উৎকট শ্রদ্ধা সহকারে যোগাঙ্গ অনুষ্ঠান করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প করিয়া চিত্তমল উন্মার্জ্জিত হয়। তখন ক্রমে প্রকাশশক্তি বাড়িতে থাকে, পরে বিবেকখ্যাতি হইয়া আত্মসাক্ষাৎ হয়।

যোগাঙ্গের বিষয়।

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সম্প্রজ্ঞাত সমাধি এই ৮টী যোগাঙ্গ। ইহাদের মধ্যে কোনটী যোগের সাক্ষাৎকারণ বা কোনটী পরম্পরা সম্বন্ধে উপকারক মাত্র। ভগবান্ পতঞ্জলি যমাদির লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই পাঁচ প্রকার কার্য্যের নাম যম। এই যমনামক যোগাঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে নিয়ম নামক যোগাঙ্গানুষ্ঠান সর্ব্বথা প্রয়োজনীয়। শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান এই পাঁচ প্রকার ক্রিয়ার নাম নিয়ম। এই সকল যোগাঙ্গানুষ্ঠানের সময় বিতর্ক উপস্থিত হয়। বিতর্ক যোগের একটী প্রধান বিঘ্ন। হিংসা ও দ্বেষ প্রভৃতি তামস মনোবৃত্তির নাম বিতর্ক। ইহা আবার তিন প্রকার—স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বা স্বয়ংকৃত, অন্যের অনুরোধে কৃত ও অনুমোদনাদি দ্বারা নিষ্পাদিত। এই ত্রিবিধ বিতর্ক যোগীর পরিহার করিতে হইবে। যমাদি সাধন সম্পূর্ণ হইলে এইরূপ ফল হইয়া থাকে।

প্রথমে অহিংসা—চিত্ত হিংসাশূন্য হইলে অহিংসা ধর্ম্ম প্রবল পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহার নিকট হিংস্র জন্তুরা অহিংস্র হইয়া থাকিবে, যে যোগী অহিংসা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, যতই কেন হিংস্র হউক না তাঁহার নিকট হিংস্র স্বভাব পরিত্যাগ করিবে। এই কারণেই তপোবনে যোগীদিগের তপোমহিমায় হিংস্র জন্তুগণ তাহাদের হিংস্রস্বভাব পরিত্যাগ করিয়া অবস্থান করে।

বাক্য ও মনে মিথ্যাশূন্যতাকে সত্য কহে। যে যোগীর এই সত্যপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তিনি যে কোন বাক্য প্রয়োগ করিবেন, তাহাই সত্য হইবে। তিনি যদি বলেন, বন্ধ্যার পুত্র হইবে, তাহার বাক্যবলে নিশ্চয়ই তাহা হইবে।

পরদ্রব্য অপহরণ স্বরূপ চৌর্য্যের অভাবকে অস্তেয় কহে। অস্তেয় প্রতিষ্ঠিত হইলে আর কিছুই অপ্রাপ্ত থাকে না, অমূল্য রত্নাদিও সমীপে উপস্থিত হয়। কোন রত্নাদিই দুষ্প্রাপ্য থাকে না। ইন্দ্রিয়দোষশূন্যতাকে ব্রহ্মচর্য্য কহে। এই ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইলে বীর্য্যলাভ হয়। ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত যোগীর

এমন এক অসাধারণ শক্তি জন্মে যে, তিনি যাহাকে যে উপদেশ দিবেন, তাহার তাহা সফল হইবে। যোগীর যখন অপরিগ্রহ বৃত্তি স্থির বা দৃঢ় হইবে, তখন তাহার অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান জন্মবৃত্তান্ত স্মরণ হইবে। তখন তাহার নিকট কিছুই অজ্ঞেয় থাকিবে না।

শৌচসিদ্ধি দ্বারা আপন শরীরের প্রতি তুচ্ছজ্ঞান জন্মে এবং পরসঙ্গেচ্ছাও নিবৃত্তি হয়। শৌচ দুই প্রকার বাহ্য শৌচ ও আভ্যন্তর শৌচ, ইহার মধ্যে বাহ্য শৌচ অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমে আত্মশরীরের প্রতি একপ্রকার ঘৃণা জন্মে।

তখন আর জলবুদ্‌বুদ্‌তুল্য মরণধর্ম্মী ও মলমূত্রাদিময় অন্নবিকার শরীরের প্রতি কোনপ্রকার আস্থা বা আদর থাকে না এবং পরশরীরসংসর্গের ইচ্ছাও নিবৃত্তি হয়। আভ্যন্তর শৌচ আরম্ভ করিলে প্রথমে সত্বশুদ্ধি, তৎপরে সৌমনস্য, একাগ্রতা, ইন্দ্রিয়জয় ও আত্মদর্শন ক্ষমতা জন্মে। ভাবশুদ্ধিরূপ আভ্যন্তর শৌচ যখন চরম সীমাপ্রাপ্ত হয়, অন্তঃকরণ তখন এরূপ অভূতপূর্ব্ব সুখময় ও প্রকাশময় হয় যে, সে তখন কিছুতেই খেদানুভব করে না। সর্ব্বদা পূর্ণ ও পরিতৃপ্ত থাকে। এই পূর্ণ পরিতৃপ্তির নাম সৌমনস্য। সৌমনস্য জন্মিলে একাগ্রশক্তি প্রাদুর্ভূত হয়, অথবা একাগ্র হওয়া তখন সহজ হইয়া আইসে। একাগ্র-শক্তি জন্মিলে ইন্দ্রিয়-জয় হয়। এই ইন্দ্রিয়জয় হইতেই চিত্ত তখন আত্মদর্শনে সমর্থ হয়।

সন্তোষ সিদ্ধ হইলে যোগী এক প্রকার:অনুপম সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সে সুখ বিষয়নিরপেক্ষ। তপস্যা দৃঢ় হইলে শরীরের ও মনের শক্তিপ্রতিবন্ধক বা জ্ঞানের আবরণ নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং তপঃসিদ্ধযোগী শরীর ও ইন্দ্রিয়ের উপর যথেচ্ছরূপে ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারেন। তখন তাহার ইচ্ছানুসারে শরীর অণু বা বৃহৎ হইতে পারে। যোগীর স্বাধ্যায় দ্বারা ইষ্টদেবতাদর্শনে ক্ষমতা জন্মে। ঈশ্বরপ্রণিধানে যখন চিত্তনিবেশ পরিপক্কতা প্রাপ্ত হয়, তখন অন্য কোন সাধন না করিলেও উৎকৃষ্ট সমাধি লাভ হয়। যে যোগী ঈশ্বর প্রণিধান করিয়াছেন, তাহাদের আর কোন যোগাঙ্গানুষ্ঠান করিতে হয় না, এক ঈশ্বরপ্রণিধানেই সকল যোগসাধন হইয়া থাকে। যাহাতে শরীরের কোনরূপ উদ্বেগ উপস্থিত না হয়, এইরূপ ভাবে উপবেশন করার নাম আসন। যোগের উপকারক আসন সকল শিক্ষা করা বিশেষ কষ্টজনক বটে; কিন্তু ইহা অভ্যস্ত হইলে স্থির ও সুখজনক হয়। যোগাঙ্গ আসন সকল উত্তমরূপে আয়ত্ত না হইলে বিঘ্নকারী হয়, এই জন্য প্রথমে দৃঢ়তর যত্নসহকারে যাহাতে শীঘ্র আসন জয় হয়, তাহা করা যোগীর সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। আসন জয় হইলে শীতগ্রীষ্মাদি দ্বারা অভিহত হইতে হয় না। আসন জয় হইলে প্রাণায়ামেরও বিশেষ সাহায্য হয়। শ্বাসপ্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতিভঙ্গ করিয়া দিয়া তাহাকে শাস্ত্রোক্ত নিয়মের অধীন করা বা স্থান বিশেষে বিধৃত করার নাম প্রাণায়াম। আসনসিদ্ধ হইলেই এই দুঃসাধ্য কার্য্য সহজে সম্পন্ন হয়, নচেৎ বড়ই দুষ্কর। প্রাণায়াম তিন প্রকার—বাহ্যবৃত্তি, আভ্যন্তরবৃত্তি এবং স্তম্ভবৃত্তি। এই ত্রিবিধ প্রাণায়াম দেশ, কাল ও সংখ্যা দ্বারা দীর্ঘ ও সূক্ষ্মরূপে সিদ্ধ হইতে দেখা যায়। প্রাণায়াম সিদ্ধ হইলেই চিত্তকে যথেচ্ছরূপে নিয়োগ করা যায়।

এইরূপে যম, নিয়ম, আসন ও প্রাণায়াম দ্বারা প্রত্যাহার নামক যোগাঙ্গটী অতি সহজ হইয়া আসে। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় যে রূপাদির প্রতি ধাবিত হয়, তাহাদের সেই গতিকে সেই দিক্ হইতে ফিরাইয়া আনার নাম প্রত্যাহার। এই প্রত্যাহার দ্বারা ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হয়, তখন সমাধি করতলস্থ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রকৃতি বশীভূত হইবার প্রধান উপায় যোগ। যোগ একটী বৃক্ষস্বরূপ, যম নিয়মাদি অনুষ্ঠান তাহার উৎপাদক বীজ। আসন ও প্রাণায়ামাদি দ্বারা অঙ্কুরিত, প্রত্যাহারাদি দ্বারা তাহা পুষ্পিত, পরে ধারণা, ধ্যান ও সমাধিদ্বারা ফলবান্ হইয়া থাকে। চিত্তকে দেশ বিশেষে বন্ধন করিয়া রাখার নাম ধারণা। রাগদ্বেষাদি শূন্য হইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারের মৈত্র্যাদি ভাবনাদ্বারা নির্ম্মল চিত্ত হইয়া যম নিয়মাদিতে সিদ্ধ কোন এক যোগাসনে আসীন হইয়া প্রাণায়ামাদি অনুষ্ঠান দ্বারা ইন্দ্রিয়দিগের স্ব স্ব বৃত্তি প্রত্যাহার করিয়া চিত্তের নিকট সমর্পণ করিতে হইবে। তাদৃশ চিত্ত কোন এক বস্তুতে দৃঢ়রূপে ধারণ করিতে হইবে, চিত্তকে এইরূপে ধারণ করার নাম ধারণা, এই ধারণা স্থায়ী হইলে ক্রমে তাহাই ধ্যান পদবাচ্য হয়। অর্থাৎ সেই ধারণীয় পদার্থে যদি প্রত্যয়ের (চিত্তবৃত্তির) একতানতা জন্মে, তাহা হইলে তাহা ধ্যান আখ্যা প্রাপ্ত হয়। ক্রমে সেই ধ্যান যখন কেবলমাত্র ধ্যেয় বস্তুতেই উদ্ভাসিত বা প্রকাশিত করিবে, আপনার স্বরূপ আমি ধ্যান করিতেছি ইত্যাদি প্রকার ভেদজ্ঞান লুপ্ত করিয়া দিবেক, তখন তাহাকে সমাধি বলা যাইবে।

ধ্যান গাঢ় হইলেই তাহার পরিপাক দশায়, অন্য জ্ঞান থাকা দূরে থাকুক, ধ্যানজ্ঞানও থাকে না, তাহার কারণ এই যে, চিত্ত তখন সম্পূর্ণরূপে ধ্যেয় বস্তুতে লীন হয়, ধ্যেয় স্বরূপ বা ধ্যেয়াকার প্রাপ্ত হয়। সুতরাং চিত্ত তখন স্বরূপ শূন্যের ন্যায়—না থাকার ন্যায় হইয়া যায়। অতএব তৎকালে অন্য কোন জ্ঞান থাকে না। এইরূপ চিত্তাবস্থা উপস্থিত হইলেই সমাধি হইল, ইহা স্থির করিতে হইবে।

ভগবান্ পতঞ্জলি ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনকে সংযম আখ্যা দিয়াছেন, এই সংযম জয় হইলে প্রজ্ঞানামক উৎকৃষ্ট বুদ্ধির আলোক সমধিক নৈর্ম্মল্যজনিত প্রকাশ বা শক্তি বিশেষ প্রাদুর্ভূত হয়।

এই সংযম নামক যোগাঙ্গ পূর্ব্বোক্ত যমনিয়মাদি অপেক্ষা সমাধির অন্তরঙ্গ অর্থাৎ (সাক্ষাৎ) সাধন। যম নিয়মাদি দ্বারা শরীরের জড়তা-নিবৃত্তি, ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা এবং চিত্তের নির্ম্মলতা উপস্থিত হয়। আর সংযমের দ্বারা চিত্তকে সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম পদার্থে সমাহিত করা যায়, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত অঙ্গগুলি সমাধির বহিরঙ্গসাধন, আর সংযম তাহার অন্তরঙ্গসাধন।

চিত্তের ক্ষিপ্তাদি রাজসিক পরিণামের নাম ব্যুত্থান এবং কেবলমাত্র বিশুদ্ধ সত্ত্ব পরিণামের নাম নিরোধ। চিত্তের সম্প্রজ্ঞাত অবস্থা ও পূর্ব্বোক্ত প্রকারের পর বৈরাগ্য অবস্থা, এই দুই অবস্থাও যথাক্রমে ব্যুত্থান ও নিরোধ। এই দুই পরিণামের সংস্কার যখন যথাক্রমে অভিভূত ও প্রাদুর্ভূত হয়, ব্যুত্থান-সংস্কার অভিভূত হইয়া নিরোধ সংস্কারটী পুষ্ট হইয়া দাঁড়ায়। চিত্ত তখন নিরোধ নামক অবসরের অনুগত হয়। তাদৃশ আনুগত্যের অর্থাৎ তাদৃশ অবসর-প্রাপ্তির বা তুষ্ণীম্ভাব প্রাপ্তির নাম নিরোধপরিণাম। সংস্কার দৃঢ় হইলেই তৎ-প্রভাবে তাহার (নিরোধ-পরিণামের) প্রশান্তবাহিতা বা স্থৈর্য্যপ্রবাহ জন্মে।

সংযমদ্বারা চিত্তগত কর্ম্মসংস্কার সকল (ধর্ম্মাধর্ম্ম বা পাপ-পুণ্য) প্রত্যক্ষ হয়। যোগী তখন পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত জানিতে পারেন। জীব পূর্ব্বজন্মে ও ইহজন্মে যে কিছু কর্ম্ম করিয়াছে ও করিতেছে, সে সমস্তই তাহাদের চিত্তক্ষেত্রে অতি সূক্ষ্মভাবে বীজে অঙ্কুরশক্তির ন্যায় সংস্কাররূপে নিহিত থাকে। এই সংস্কার সকল তখন প্রত্যক্ষের ন্যায় বোধ হয়, ইহাতে যোগী সকল জানিতে পারেন। তখন তাহার পূর্ব্বজন্ম ও ইহজন্মের সকল বৃত্তান্তই স্মরণ হয়। এই স্মরণ ব্যতীত তাহার বিপাক স্বরূপ কর্ম্মফলাদি কিছুই ভোগ করিতে হয় না।

চিত্ত-সংযম।

ভগবান্ জৈগীষব্য সংযমদ্বারা আত্মনিষ্ঠ সংস্কার সাক্ষাৎ করিলে তাহার দশকল্পের জন্মবৃত্তান্ত স্মরণ হইয়াছিল। একদা আবট্যনামে জনৈক যোগী জৈগীষব্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভগবন্! আপনি দশমহাকল্প পর্য্যন্ত বার বার সুর, নর ও তির্য্যক্‌যোনিতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, অথচ আপনার বুদ্ধি অভিহত হয় নাই। আজি জানিতে ইচ্ছা করি, আপনার অনুভূত সেই সেই জন্মের মধ্যে আপনি কোন্ জন্মে কোন্ শরীরে কিরূপ সুখ ও দুঃখ এবং কোন্ শরীরেই বা তদুভয়ের আধিক্য অনুভব করিয়াছেন। জৈগীষব্য বলিয়াছিলেন, আয়ুষ্মন্! আমি বার বার দেবতা, মনুষ্য ও পশ্বাদি হইয়া যে কিছু অনুভব করিয়াছি, তাহা সকলই দুঃখ, একটীও সুখ নহে। তখন আবট্য বলিলেন, তবে কি প্রকৃতিবশিত্ব, যাহার প্রভাবে লোকের ইচ্ছানুসারেই দিব্য ও অক্ষয় ভোগ সকল উপস্থিত হয়, তাহাও কি আপনার নিকট সুখ নহে? ভগবান্ জৈগীষব্য বলিলেন, প্রকৃতিবশ্যতা সুখ বটে; কিন্তু তাহা লৌকিক সুখ অপেক্ষা উত্তম; কিন্তু কৈবল্য অপেক্ষা নহে। কৈবল্যের সহিত তুলনা করিলে তাহা দুঃখ বলিয়া বিবেচিত হয়, সুখ বলিয়া জ্ঞান হয় না। জীবের তৃষ্ণাসূত্র ছিন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত সমস্তই দুঃখ।

সংযমসংস্কার সাক্ষাৎ করিতে পারিলেই এইরূপ পূর্ব্ব-জন্মাদির জ্ঞান হইয়া থাকে। সংস্কার সাক্ষাৎ হইলে পরচিত্তজ্ঞান হয় বটে; কিন্তু তাহার আলম্বনগুলির (তখন যে সকল বিষয় ভাবিতেছে তাহার) জ্ঞান হয় না। কেন না সে সকল বিষয় তাহার তাৎকালিক সংযমের অবিষয়। তিনি তখন সংস্কারের প্রতিই সংযম করিয়াছিলেন, অন্য কিছুতে করেন নাই; সুতরাং সে যাহা ভাবিতেছে, যোগী তাহা জানিতে পারেন না। সে সকল জানিবার জন্য পৃথক্ প্রণিধানের বা সংযমের আবশ্যক।

যোগী কর্ম্মের প্রতি সংযম প্রয়োগ করিলে, অপরান্ত জ্ঞান (মৃত্যুবিষয়ক জ্ঞান) হয়। তিনি তখন কবে মৃত্যু হইবে ইত্যাদি বিষয় প্রত্যক্ষরূপে দেখিতে পাইয়া থাকেন। যোগী পূর্ব্বোক্ত মৈত্রী, করুণা ও মুদিতা নামে মনোভাব বিশেষের প্রতি সংযমী হইলে সেই সেই ভাবের উৎকর্ষতা হয়। তিনি তখন সেই সেই ভাবে বলীয়ান্ হন। ভাবমাত্রে বলীয়ান্ হইতে পারিলেই প্রাণিমাত্রের সুখদাতা ও সুহৃদ্ হওয়া যায় এবং ইচ্ছামাত্রেই দুঃখিত জীবের দুঃখোদ্ধার করা যায়। জগতের কোথায় কি হইতেছে, কোন্ নিয়মে কিরূপ ভাবে জাগতিক কার্য্য চলিতেছে, সূর্য্যসংযমী যোগী তাহা সকলই বিদিত হইতে পারেন। চন্দ্রে চিত্তসংযমে তারামণ্ডলের যথার্থ তত্ত্ব প্রতিভাত হয় এবং ধ্রুবতারায় কৃতসংযমী হইলে তারকাগণের গতি জ্ঞাত হওয়া যায়।

শরীরের মধ্যস্থলে নাড়ীমণ্ডল আছে, এই নাড়ীমণ্ডলে বা নাভিচক্রে চিত্তসংযম করিলে কায়ব্যূহ—শারীরিক সংস্থান জ্ঞাত হইতে পারা যায়।

কণ্ঠকূপের নীচে ও উরঃপ্রদেশে কূর্ম্ম নামে নাড়ী আছে। কূর্ম্মনাড়ীতে চিত্তসংযমে শরীর ও মনের স্থিরতা জন্মে। মূর্দ্ধস্থিত তেজোবিশেষে কৃতসংযমী হইলে সিদ্ধপুরুষ দর্শন এবং

তাহাদের সহিত সম্ভাষণাদি করা যায়। যোগী প্রতিভার প্রতি চিত্তসংযম করিলে সমস্তই বিদিত হইতে পারেন। সংযমদ্বারা ইত্যাদি প্রকার সামর্থ্য সকল লাভ হইয়া থাকে। বহির্বস্তুতে অকল্পিত মনোবৃত্তির নাম মহাবিদেহ, এই মহাবিদেহ নামক ধারণাবিশেষে সংযমী হইলে প্রকাশের আবরণ ক্ষয় হইয়া যায়। প্রত্যেক ভূতের স্থূলস্বরূপ, সূক্ষ্ম, অন্বয়িত্ব ও অর্থবত্ত্ব এই পঞ্চবিধ রূপ বা অবস্থাবিশেষ আছে। ইহার প্রতি সংযম করিতে পারিলে ভূতজয় হইয়া থাকে। ইহাকে মহাভূত জয়ও কহে।

অষ্টসিদ্ধি ও তল্লাভের উপায়।

মহাভূত জয় হইলে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি বা অষ্টৈশ্বর্য্য লাভ হয়। অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, বশিত্ব, ঈশিত্ব এবং যত্র কামাবসায়িতা, এই ৮ প্রকার মহাসিদ্ধির নাম ঐশ্বর্য্য। ঈশ্বরের এবংবিধ স্বতঃসিদ্ধ অষ্ট মহাগুণ আছে, সেই সকল গুণ বা তৎসদৃশ গুণ সাধনবলে অন্য আত্মাতেও আবিষ্ট হয়, সুতরাং ঐ সকল মহাগুণ ঐশ্বর্য্য নামে অভিহিত। সংযমদ্বারা যদি ভূতের প্রাগুক্ত স্থূলরূপ জয় করা যায়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা প্রথমোক্ত চতুর্ব্বিধ মহাসিদ্ধি, সংযমদ্বারা যদি প্রাগুক্ত ভূতের স্বরূপ অবস্থা সাক্ষাৎ করা যায়, তাহা হইলে প্রাকাম্য নামে মহাসিদ্ধি, ভূতসমূহের সূক্ষ্মরূপ বিজিত হইলে বশিত্ব নামে মহাসিদ্ধি, অন্বয়রূপটী জিত হইলে ঈশিত্ব সিদ্ধি এবং অর্থবত্ত্ব স্বরূপ জয় হইলে তদ্দ্বারা যত্র-কামাবসায়িতা নামে চরম ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। অণিমাসিদ্ধি আয়তনে বা প্রমাণে বৃহৎ হইলেও সংযমবলে অণু হইবার শক্তি। এমন কি যোগী অণিমাশক্তি লাভ করিলে সূর্য্য মরীচি অবলম্বন করিয়া সূর্য্যলোকে গমন করিতেও সমর্থ হন।

লঘিমা গুরুভার হইলেও অতিশয় লঘু হইবার সামর্থ্য। মহিমা ক্ষুদ্র হইয়াও পর্ব্বতাদি প্রমাণ হইবার শক্তি। ইহাকে কেহ কেহ গরিমা সিদ্ধি বলিয়া থাকেন। প্রাপ্তি অর্থাৎ ইচ্ছা-মাত্রে দূরস্থ বস্তুকে নিকটে লাভ করিবার সামর্থ্য। প্রাকাম্য ইচ্ছাশক্তির অব্যাঘাত, মনে যখন যে ইচ্ছা হইবে, সেই ইচ্ছা পূরণে সামর্থ্য। বশিত্ব ভূত ও ভৌতিক সকল পদার্থকে বশী-ভূত করিবার শক্তি। ঈশিত্ব সকল ভূতাদি পদার্থের প্রতি কর্তৃত্ব করিবার শক্তি। যত্র-কামাবসায়িত্ব সত্যসঙ্কল্পতা, ভূত ও ভৌতিক বস্তুর প্রতি তাহারা যখন যে শক্তির উদ্দেশে সঙ্কল্প ধারণ করেন, সে সকল বস্তু তখনই তদ্রূপ শক্তিবিশিষ্ট হওয়া। যোগী ইহার বলে বিষকে অমৃত এবং অমৃতকে বিষ করিতে পারেন।

এই অষ্ট মহাসিদ্ধি লাভ হইলে তৎসঙ্গে আরও দুইটী সিদ্ধি হয়। ভূতগুণ দ্বারা তাহাদের শারীরিক ক্রিয়ার প্রতিবন্ধক না হওয়া এবং শরীরসম্পত্তি উত্তম হওয়া, এই দুইটী সিদ্ধি কায়সম্পৎ ও কায়িক ধর্ম্মের অব্যাঘাত নামে প্রসিদ্ধ। রূপ, লাবণ্য, বল, বজ্রতুল্য দৃঢ় শরীর বা বেগ-শালিতা প্রভৃতি শারীরিক গুণবিশেষের নাম কায়সম্পদ্। যোগী ইন্দ্রিয়াদি জয় দ্বারা যখন প্রকৃতি ও পুরুষের পার্থক্য-জ্ঞান অনুভব করেন, তখন তাহার অবিদ্যা নষ্ট হইয়া যায় এবং কৈবল্য ও স্বরূপপ্রতিষ্ঠারূপ স্থিতিপ্রসাদ লাভ হয়। সুতরাং তখন তিনি মুক্ত বা কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন।

চারিপ্রকার যোগীর লক্ষণ।

যোগ সিদ্ধ হইবার পূর্ব্বে নানা প্রকার বিঘ্ন ও প্রলোভন আসিয়া উপস্থিত হয়, যোগী তাহাতে প্রলুব্ধ বা বিঘ্নভয়ে যোগ পরিত্যাগ করিবেন না। যোগ অবস্থা অনুসারে চারি প্রকার। তদনুসারে তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়াছে যথা—প্রথম-কল্পিক, মধুভূমিক, প্রজ্ঞাজ্যোতি ও অতিক্রান্তভাবনীয়।

যাহারা কেবল যোগাভ্যাসে রত, যোগ তাহাদের অবি-চলিত বা দৃঢ় হয় নাই। সংযমাভ্যাসে রত থাকিয়া যাহারা সংযমকালে কোনরূপ সিদ্ধি দেখিতে পান না, কেবলমাত্র তাহাদের অল্প জ্ঞানালোক প্রকাশিত হয়। এতাদৃশ যোগীর নাম প্রথমকল্পিক। যাহারা এই অবস্থা অতিক্রম করিয়া মধুমতী নামে অবস্থা পাইয়াছেন, পূর্ব্বোক্ত ঋতম্ভরা নামে প্রজ্ঞা জয় করিয়া ভূত ও ইন্দ্রিয়দিগকে বশীভূত করিয়াছেন, তাহাদিগকে মধুভূমিক যোগী কহে। যাহারা এই অবস্থা অতিক্রম করিয়া দেবগণের অক্ষোভ্য হইয়াছেন এবং পূর্ব্বোক্ত স্বার্থসংযমবিষয়ে সিদ্ধ হইবার জন্য তৎপর আছেন, তাহাদের নাম প্রজ্ঞাজ্যোতি। যাহারা এই অবস্থা অতিক্রম করিয়া অত্যধিক বিবেকজ্ঞানসম্পন্ন হইয়াছেন এবং যাহাদের সমাধি-কালে কোনরূপ বিঘ্নাশঙ্কা উদ্ভব হয় না, তাহাদের নাম অতি-ক্রান্তভাবনীয়।

এই চতুর্ব্বিধ যোগীর মধ্যে যাহারা প্রথমকল্পিক, তাহারা কোন সিদ্ধপুরুষ বা দেবদর্শন পান না। সুতরাং দেবগণ কর্তৃক তাহাদের আমন্ত্রণ বা প্রলোভনের সম্ভাবনা নাই। দেবগণ কেবল পূর্ব্বোক্ত মধুভূমিকাদি ত্রিবিধ যোগীদিগকেই প্রলো-ভিত ও আমন্ত্রিত করিয়া থাকেন। যোগিগণ সেই সকল দিব্যভোগ ও অদ্ভুত পদার্থ সকল দর্শন করিয়া বিমোহিত হইলে যোগভ্রষ্ট হইবেন। তাহাদের যোগারূঢ় অবস্থায় কোন প্রকার অদ্ভুত বা অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়া তাহাতে মুগ্ধ হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। কেননা তাহা হইলে তাহাদের যে সংসার, সেই সংসারই থাকিবে। কৈবল্যলাভের আশা সুদূরপরাহত হইবে।

ক্রমে যোগীর তারক জ্ঞান লাভ হয়, সেই জ্ঞান সংসার-

সমুদ্র হইতে তরণ করে বলিয়া তারক নাম হইয়াছে। যোগবলে বুদ্ধিতত্ত্ব নির্ম্মল হইলে বুদ্ধিনিষ্ঠ রজঃ ও তমোগুণ নিঃশেষে বিদূরিত হয়, তখন আর কোনরূপ বৃত্তি উদিত হয় না, বুদ্ধি তখন স্থির, গম্ভীর, নিশ্চল ও নির্ম্মল হয়; সুতরাং নিবৃত্তিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। বুদ্ধি দ্রব্যে তদ্রূপ অবস্থা হওয়ার নাম সত্ত্বশুদ্ধি। যে নিত্য শুদ্ধ আত্মায় কল্পিত ভোগ তিরোহিত হয়, তাহারই অন্য নাম আত্মশুদ্ধি। সত্ত্বশুদ্ধি ও আত্মশুদ্ধি সমানরূপে সাধিত হইলে আত্মার কৈবল্য হয়, ইহাই মোক্ষ নামে অভিহিত। সকল যোগীর এবং প্রত্যেক পুরুষের ইহাই চরম লক্ষ্য।

পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধি সকল জন্ম, ঔষধ, মন্ত্র তপস্যা ও সমাধি হইতে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। সকল ব্যক্তিরই সংসারের কারণ একমাত্র প্রকৃতি ও পুরুষসংযোগ। ঐ প্রকৃতিপুরুষসংযোগ পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যাবশতঃই হইয়া থাকে। ঐ অবিদ্যার বিনাশক কেবল বিবেকখ্যাতি। এতদ্ভিন্ন অবিদ্যার উন্মূলক উপায়ান্তর নাই। প্রকৃতি প্রভৃতি জড়পদার্থ হইতে পুরুষ পৃথক্‌ভূত এইরূপ জ্ঞানের নামই তত্ত্বজ্ঞান বা বিবেকখ্যাতি। যেমন ধন হইলে নির্ধনতার স্বরূপ দৈন্য থাকে না, সেইরূপ অবিদ্যাবিরোধী বিবেকখ্যাতি যাহার চিত্তভূমিতে উপস্থিত হয়, তাহার চিত্ত হইতে অবিদ্যা তিরোহিত হয়। অবিদ্যা বিনষ্ট হইলে তৎকার্য্য প্রকৃতি ও পুরুষসংযোগও বিনষ্ট হইবে। তাহা হইলেই সংসারের মূলোচ্ছেদ হইবে। এইরূপে বিবেকখ্যাতিদ্বারা সংসার নিবৃত্তি হইলেই পুরুষের কৈবল্য হয়।

কৈবল্য।

জবা সন্নিধানে তৎপ্রতিবিম্বে স্বচ্ছ স্ফটিকও রক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়, জবার অসন্নিধানে স্ফটিক কখনই রক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। প্রত্যুত তাহার স্বাভাবিক শুভ্রতারই অনুভব হয়। সেইরূপ পুরুষও নির্লেপ ও স্বচ্ছ হইলেও সংসার দশাতেই চিত্তগত সুখদুঃখাদির আভাসমাত্রে আমি সুখী আমি দুঃখী, আমি কর্ত্তা ইত্যাদি অভিমানে লিপ্ত হন। সংসার নিবৃত্ত হইলে আর ঐরূপ অভিমান জন্মে না। তৎকালে পুরুষের স্বাভাবিক চিন্মাত্রস্বরূপ কেবলরূপতাই থাকে, ঐ কেবল রূপই কৈবল্য বা মুক্তি নামে অভিহিত হয়। কৈবল্য লাভই যোগীর একমাত্র চরমোদ্দেশ্য। ভগবান্ পতঞ্জলি কৈবল্যপাদে কৈবল্যেরই স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে তাহার বিষয় আর অধিক আলোচিত হইল না।

ত্রিগুণা প্রকৃতি ও তৎপ্রসূতা বুদ্ধি আপনার অবয়বীভূত কোনও এক গুণের বিকারে বিকৃত হইয়া রূপান্তর বা বিকৃতি প্রাপ্ত হন, চিৎস্বরূপ পুরুষ সেই প্রকার বিকৃত হন না। সূর্য্য যেরূপ নির্ম্মল জলে প্রতিবিম্বিত হন, পুরুষও সেইরূপ প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকেন। বিবেকখ্যাতি দ্বারা ক্রমে পুরুষ কৈবল্য লাভ করিলে প্রকৃতিতে আর তিনি প্রতিবিম্বিত হন না। পূর্ব্বে বলিয়াছি, 'তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেণাবস্থানং।' (পাত° সূত্র) তখন তিনি কেবল একমাত্র দ্রষ্টা স্বরূপে অবস্থান করেন। যোগের ইহাই চরমফল।

চিকিৎসাশাস্ত্র যেমন রোগ, রোগহেতু, আরোগ্য ও আরোগ্যহেতুভেদে চতুর্ব্যূহ। সেইরূপ এই যোগশাস্ত্রও হেয়, হেয়হেতু, মোক্ষ ও মোক্ষহেতু নামে চতুর্ব্যূহ। দুঃখময় সংসারই হেয়, এই সংসারই একমাত্র দুঃখের কারণ, যতদিন পর্য্যন্ত সংসারনিবৃত্তি না হয়, ততদিন দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভের উপায় নাই। এই জন্য 'হেয়ং দুঃখমনাগতং' অনাগত দুঃখই হেয় পদবাচ্য। যাহাতে আর ভবিষ্যদ্দুঃখ না হয়, তাহা করাই আবশ্যক। প্রকৃতি ও পুরুষ-সংযোগই হেয়-হেতু, দুঃখের একমাত্র কারণ প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ, যতদিন প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ থাকিবে, ততদিন দুঃখের হেতু থাকিবে।

প্রকৃতি ও পুরুষ-সংযোগ-নিবৃত্তিরূপ কৈবল্যই মোক্ষ, যোগাদি দ্বারা প্রকৃতি ও পুরুষ সংযোগ নিবৃত্তি হইয়া মোক্ষ বা কৈবল্য হয়। মোক্ষের কারণই একমাত্র বিবেকখ্যাতি। মোক্ষলাভ করিতে হইলে যাহাতে বিবেকখ্যাতি হয়, তাহার প্রতি চেষ্টা করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ইহাই সাংখ্যে হেয়, হেয়হেতু, হান ও হানোপায় নামে অভিহিত হইয়াছে। (পাতঞ্জলদ°)

পতঞ্জলির পরিচয় ও আবির্ভাবকালনির্ণয়।

যোগসূত্রকার পতঞ্জলির পরিচয় বড়ই অস্পষ্ট। তিনি কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাও ঠিক জানা যায় না। কাহারও মতে পতঞ্জলি স্বয়ং শেষ বা অনন্তদেব। ষড়্‌গুরুশিষ্য কাত্যায়নের বেদানুক্রমণিকার ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"যৎপ্রণীতানি বাক্যানি ভগবাংস্ত পতঞ্জলিঃ। ব্যাখ্যৎ ...
যোগাচার্য্যঃ স্বয়ং কর্ত্তা যোগশাস্ত্রনিদানয়োঃ॥"

যাঁহার প্রণীত বাক্যসমূহ ভগবান্ পতঞ্জলি ব্যাখ্যা করেন, তিনিই স্বয়ং যোগাচার্য্য, নিদান এবং যোগশাস্ত্রের প্রণেতা।

ষড়্‌গুরুশিষ্যের অভিপ্রায় পাতঞ্জলযোগসূত্রকার পতঞ্জলি পাণিনি-ব্যাকরণের ব্যাখ্যাস্বরূপ 'মহাভাষ্য' ও বৈদ্যক গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু আমাদের বোধ হয়, যোগসূত্রকার পতঞ্জলি ও মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি একব্যক্তি নহেন। কারণ মহাভাষ্যকারের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী কাত্যায়ন আপন বার্ত্তিকে (৬।১।৯৪) পতঞ্জলির স্পষ্ট নামোল্লেখ করিয়াছেন।*

* মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি কোন বৈদ্যকগ্রন্থ লিখিলেও লিখিতে পারেন। মহাভাষ্যে 'বাতিকং পৈত্তিকং শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্' (৬।১।২

এতদ্ভিন্ন কাত্যায়নের বার্ত্তিকে যোগশাস্ত্রপ্রতিপাদ্য অনেক শব্দও দৃষ্ট হয়। ইহাতে যোগসূত্রকার পতঞ্জলি যে কাত্যায়নের পূর্ব্ববর্ত্তী তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতেছে না।

কাহারও মতে, যোগসূত্রকার পতঞ্জলি পাণিনির পূর্ব্বতন। কিন্তু ইহা প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না। পাণিনি কোন স্থলে পতঞ্জলি বা পাতঞ্জল অথবা পাতঞ্জল-দর্শন-প্রতিপাদ্য কোন পারিভাষিক শব্দের উল্লেখ করেন নাই। তবে যোগশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব পাণিনির পূর্ব্বেও প্রচলিত থাকিতে পারে। [পাণিনি দেখ।]

কাহারও মতে, বৃহদারণ্যক উপনিষদে যে কাপ্য পতঞ্চলের নাম আছে, তিনিই যোগশাস্ত্রকার পতঞ্জলি †। কিন্তু এ সম্বন্ধে কেবল অনুমান ভিন্ন কোন প্রমাণ নাই। বৃহদারণ্যক-বর্ণিত মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য যোগশাস্ত্রপ্রচারক, কিন্তু পতঞ্জলির নাম পর্য্যন্ত বৃহদারণ্যকে নাই। শ্বেতাশ্বতর এবং গর্ভ, নিরালম্ব, যোগশিখা, যোগতত্ত্ব প্রভৃতি আথর্ব্বণ উপনিষদে যোগতত্ত্বের স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা পতঞ্জলিপ্রবর্ত্তিত যোগসূত্রমূলক কিনা তাহাও ঠিক বলা যায় না।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে এক সংহিতাকার পতঞ্জলির এইরূপ পরিচয় আছে :—

১ পরাশরপুত্র বেদব্যাস, তাঁহার শিষ্য
২ জৈমিনি, জৈমিনির পুত্র
৩ সুমন্তু, তৎপুত্র
৪ সুত্বা, তৎপুত্র
৫ সুকর্ম্মা, সুকর্ম্মার শিষ্য
৬ পৌষ্পিঞ্জি বা পৌষিঞ্জি, ইঁহার শিষ্য
৭ কুথুমি, ইঁহার পুত্র
৮ পরাশর, তৎপুত্র
৯ প্রাচীনযোগ, তৎপুত্র
১০ পতঞ্জলি

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণোক্ত সংহিতাকার পতঞ্জলি সামবেদের কৌথুমশাখাপ্রবর্ত্তক কুথুমির প্রপৌত্র ও পরাশরের পৌত্র বলিয়া 'কৌথুম পারাশর্য্য' নামেও অভিহিত হইয়াছেন।

(ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ অনুষঙ্গপাদ ৩৫।৪৩)

পুরাণে কোন কোন নাম রূপকভাবে বর্ণিত হইয়া থাকে, ইহাতে বোধ হয় পতঞ্জলির পিতা প্রাচীনযোগের নামটীও রূপক। সম্ভবতঃ ইনি প্রাচীন যোগমার্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র-প্রবর্ত্তিত অভিনব যোগমার্গ আশ্রয় করেন নাই, তাই তিনি 'প্রাচীনযোগ' নামেই আখ্যাত হইয়াছেন।

কেহ কেহ লিখিয়াছেন, পরাশরপুত্র ব্যাস ‡ আপন বেদান্তসূত্রে (২।১।৩) "এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ" ইত্যাদি উক্তি দ্বারা পতঞ্জলিপ্রবর্ত্তিত যোগসূত্রেরই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু উপরোক্ত তালিকা দ্বারা যখন দেখা যাইতেছে, পারাশর্য্য ব্যাস পতঞ্জলির ঊর্দ্ধতন ১০ম পুরুষ, তখন প্রাচীন-যোগের পুত্র পতঞ্জলি কিরূপে বেদান্তসূত্রকথিত যোগমার্গের প্রবর্ত্তক হইতে পারেন ? আমাদের বিশ্বাস, বেদান্তসূত্রকার প্রাচীন যোগের বিষয়ই উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তখনও পাতঞ্জল যোগসূত্র রচিত হয় নাই। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, মহাভারত প্রভৃতি বহু প্রাচীনগ্রন্থ হইতে জানা যায়, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য আরণ্যকও যোগশাস্ত্র প্রচার করেন §। ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি পুরাণ হইতে জানা যায় যে, তিনি পারাশর্য্য ব্যাসের সমসাময়িক। যোগীযাজ্ঞবল্ক্য নামক যোগশাস্ত্রে লিখিত আছে, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যই সর্ব্বপ্রথম যোগশাস্ত্র প্রচার করেন। ইহাতে বোধ হয়, বেদান্তসূত্র গ্রথিত হইবার সময় যাজ্ঞবল্ক্যের যোগশাস্ত্র প্রচলিত হইয়াছিল। তাঁহার বহুকাল পরে পতঞ্জলি নিরীশ্বর সাংখ্যমত সমর্থনপূর্ব্বক তাহা প্রত্যক্ষমূলক সেশ্বরদর্শনে পরিণত করিবার জন্য 'সাংখ্যপ্রবচনযোগসূত্র' নাম দিয়া নিজ মত প্রবর্ত্তন করেন। পূর্ব্বতন যোগিগণের মতই বিশদরূপে ও অভিনবভাবে প্রচার করেন বলিয়া তাঁহার মত 'পাতঞ্জলদর্শন' নামে প্রসিদ্ধ। ষড়্দর্শনের মধ্যে এই পাতঞ্জল দর্শনই সর্ব্বশেষ দর্শন। [যোগ ও যোগশাস্ত্র শব্দে অপরাপর বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

পতঞ্জলি যে যোগসূত্র রচনা করিয়াছেন, তাহার উপর ভাষ্য ও বহুতর বৃত্তি রচিত হইয়াছে যথা :—

১। ব্যাসরচিত পাতঞ্জল-সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য বা বৈয়াসিক ভাষ্য।
২। বিজ্ঞানভিক্ষুরচিত যোগবার্ত্তিক।
৩। বাচস্পতিমিশ্ররচিত পাতঞ্জলসূত্রভাষ্যব্যাখ্যাতিলক।
৪। নাগেশ বা নাগোজী রচিত পাতঞ্জলসূত্রবৃত্তিভাষ্যব্যাখ্যা।
৫। অনন্তরচিত যোগসূত্রার্থচন্দ্রিকা বা যোগচন্দ্রিকা।
৬। আনন্দশিষ্যরচিত যোগসুধাকর। (যোগসূত্রবৃত্তি)
৭। উদয়ঙ্কর-রচিত যোগবৃত্তিসংগ্রহ।
৮। উমাপতিত্রিপাঠিকৃত যোগসূত্রবৃত্তি।

আহ্নিক), "দধিত্রপুসম্প্রত্যক্ষো জ্বরঃ—নড্বলোদকং পাদরোগঃ আয়ুর্ঘৃতম্" (৬।১।২) "ঘৃতভোজনমারোগ্যাস্থাদিঃ।" (৬।৪।৪) ইত্যাদি উক্তি দ্বারাও কতকটা সম্ভাবিত হইতে পারে। কিন্তু মহাভাষ্যকার যে যোগশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, তাহার আর কোন স্পষ্ট বা প্রাচীন প্রমাণ নাই।

† Weber's History of Sanskrit Literature.

‡ পারাশর্য্য ব্যাসই যে বেদান্ত বা ভিক্ষুসূত্র রচনা করেন, তাহা পাণিনির "পারাশর্য্যশিলালিভ্যাং ভিক্ষুনটসূত্রয়োঃ" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা প্রমাণিত হয়।

§ "জ্ঞেয়ং চারণ্যকমহং যদাদিত্যাদবাপ্তবান্।
যোগশাস্ত্রঞ্চ মৎপ্রোক্তং জ্ঞেয়ং যোগমভীপ্সতা।।" (যাজ্ঞ° ৩।১১০)

৯। ক্ষেমানন্দদীক্ষিতকৃত ন্যায়রত্নাকর বা নবযোগকল্লোল।
১০। গণেশদীক্ষিতের পাতঞ্জলবৃত্তি।
১১। জ্ঞানানন্দ বিরচিত যোগসূত্রবিবৃতি।
১২। নারায়ণভিক্ষু বা নারায়ণেন্দ্রসরস্বতীকৃত যোগসূত্রগূঢ়ার্থদ্যোতিকা।
১৩। ভবদেবকৃত পাতঞ্জলীয়াভিনবভাষ্য।
১৪। ভবদেবরচিত যোগসূত্রবৃত্তিটিপ্পণ।
১৫। ভোজরাজকৃত রাজমার্ত্তণ্ড।
১৬। মহাদেবরচিত যোগসূত্রবৃত্তি।
১৭। রামানন্দসরস্বতী কৃত যোগমণিপ্রভা। (বৈয়াসিকভাষ্যসম্মত)
১৮। রামানুজকৃত যোগসূত্রভাষ্য।
১৯। বৃন্দাবন শুক্লরচিত যোগসূত্রবৃত্তি।
২০। শঙ্কর বা শিবশঙ্করকৃত যোগবৃত্তি।
২১। সদাশিবরচিত পাতঞ্জলসূত্রবৃত্তি।
২২। রাঘবানন্দযতিকৃত পাতঞ্জলরহস্য।
২৩। শ্রীধরানন্দযতিকৃত পাতঞ্জলরহস্যপ্রকাশ।

আর্য্যপঞ্চাশীতি নামে একখানি যোগগ্রন্থ দৃষ্ট হয়, কাহারও মতে এই গ্রন্থ পতঞ্জলিপ্রণীত, এখানি বৈষ্ণবমত-পরিপোষক। অভিনবগুপ্তরচিত শৈবমতপোষক আর একখানি যোগগ্রন্থ পাওয়া যায়।

পাতড়া (দেশজ) ১ একপ্রকার খাদ্যদ্রব্যবিশেষ। ইহা পাতে করিয়া পোড়াইয়া লইতে হয়, এই জন্য বোধ হয়, পাতড়া নাম হইয়াছে। ২ গ্রন্থবিশেষ, গদাধর ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির ন্যায়ের অনেক পাতড়া গ্রন্থ আছে। ৩ পাত্রাবশিষ্ট।

পাতড়াসারা (দেশজ) ১ যাহারা লোকের বাড়ীতে অনাহূত-ভাবে ভোজন করিয়া বেড়ায়। ২ পাত্রাবশিষ্ট আহার।

পাতত্রিন্ (পুং) পতত্রী তচ্ছব্দোঽস্ত্যত্রাধ্যায়ে অনুবাকে বা বিমুক্তাদিত্বাদণ্। (পা ৫।২।৬১) ১ পতত্রিশব্দ যুক্ত অধ্যায়। ২ অনুবাক।

পাতন (ক্লী) পত-ণিচ্ ভাবে ল্যুট্। অধোনয়ন। "ঊর্দ্ধাধ-স্তির্য্যক্পাতনাদিভীরসস্য নানাবিধা শুদ্ধিরুক্তা॥" (রত্নাবলী) স্বেদন, মর্দ্দন, উত্থাপন, পাতনাদি ৮ প্রকার পারদের সংস্কার বিহিত হইয়াছে। তন্মধ্যে রসেন্দ্রসারসংগ্রহের মতে, পাতন তিনপ্রকার, ঊর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যক্।

ঊর্দ্ধপাতন—তিনভাগ পারদ এবং একভাগ তাম্রচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া জম্বীর নেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া পিণ্ডাকার করিতে হইবে। তাহার পর নিম্নভাণ্ডে ঐ পিণ্ড রাখিয়া ঊর্দ্ধ ভাণ্ডের নিম্নে দ্রব লেপন করিয়া তদুপরি জল দিতে হইবে। পরে সন্ধিস্থান দৃঢ়বদ্ধ করিয়া অগ্নিসন্তাপে পারদ আহরণ করিবে। নিম্নদেশে তাম্রসহ বঙ্গাদি দোষ সকল পতিত থাকিবে। ঊর্দ্ধ-দেশে সপ্তকঞ্চুক বর্জ্জিত নির্ম্মল পারদ উঠিবে। উহাই ঊর্দ্ধ-পাতন।

অধঃপাতন—লাউয়া-গন্ধক ও জম্বীর রস সহ পারদ একদিন মর্দ্দন করিয়া পিণ্ডাকার করিতে হইবে। অনন্তর শুক-শিম্বা, সজিনা, অপামার্গ, সৈন্ধবলবণ ও শ্বেতসর্ষপ, একত্র পেষণ করিয়া উহার সহিত মিশ্রিত করিবে। পরে ঊর্দ্ধভাণ্ডের মধ্যভাগে লেপ দিয়া ও অধোভাণ্ডে জল দিয়া পরে উভয় ভাণ্ডের সন্ধিস্থল লেপন করিয়া উপরিভাগে অগ্নি দিতে হইবে, পরে পুট দিলে উহাতে ঊর্দ্ধ হইতে পারদ জলে পতিত হয়। এই অধঃপাতন পারদই কার্য্যে প্রয়োগ করিবে।

তির্য্যক্ পাতন—একটী ঘটে পারদ রাখিয়া অন্য একটী ঘটে জল রাখিবে। এই উভয় পাত্র তির্য্যক্‌ভাবে একত্র করিয়া মুখসন্ধিতে লেপ দিয়া পারদপূর্ণ ঘটের নিম্নে জ্বাল দিলে পারদ তির্য্যগ্‌ভাবে জলমধ্যে পতিত হয়। ইহাই তির্য্যক্-পাতন। (রসেন্দ্রসারসং॰) ২ বিস্তারণ। ৩ বিন্যাস। ৪ বিনা-শন। ৫ পতনকারক। স্ত্রিয়াং গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্।

পাতনামা (দেশজ) ১ আরম্ভ, উপক্রম। ২ অভিসন্ধি।

পাতনীয় (ত্রি) পত-ণিচ্-অনীয়র্। পাতনযোগ্য।

পাতলা (দেশজ) সূক্ষ্ম। হাল্‌কা। অল্প ওজন।

পাতয়িতৃ (ত্রি) পত-ণিচ্-তৃচ্। পাতনকর্ত্তা।

পাতল্য (ক্লী) পাতনশীল। "ইন্দ্রঃ পাতল্যে দদতাং" (ঋক্ ৩।৫৩।১৭) 'পাতল্যে পতনশীলে' (সায়ণ)

পাতব্য (ত্রি) পা-তব্য। ১ রক্ষিতব্য, রক্ষার যোগ্য। ২ পানযোগ্য।

পাতশা (পারসী) বাদশাহ, সম্রাট্।

পাতামাড়ি, আসামের গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত একখানি গ্রাম, ধুবড়ির ৯ মাইল দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণতীরে অবস্থিত। এখান হইতে বিস্তর পাট রপ্তানি হইয়া থাকে। এখানে ডাকঘর আছে ও প্রতি সপ্তাহে একটী বৃহৎ হাট বসে।

পাতারি, মঝবার জাতির এক শাখা। এই জাতি-নির্দ্দেশক পাতারি শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে দুইটী মত আছে। কেহ বলেন, সংস্কৃত পত্রবর্ণিক অর্থাৎ লেখক শব্দ হইতে হইয়াছে। ইহাতে বোধ হয় যে, পাতারিরা পূর্ব্বে গোন্দ মঝবারদিগের পুরোহিত ও বংশাবলিলেখকের কার্য্য করিত। অপর মতে গোন্দ ভাষায় পাত্ (পবিত্র স্থান) শব্দ হইতে পাতারি শব্দের উৎ-পত্তি হইয়াছে।

মীর্জাপুরে পাতারিরা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। এই চারি-ভাগে আবার অনেকগুলি থাক আছে।

পাতারিরা বলে যে, তাহারা পূর্ব্বে মঝবার ছিল এবং সকলেই সাত ভ্রাতার বংশধর, পুরোহিতের অভাব হওয়ায়

তাহারা কনিষ্ঠ ভ্রাতার বংশধরদিগকে পুরোহিতের কার্য্যে নিযুক্ত করে। তদবধি মঝবারেরা ইহাদের পুরোহিতের কার্য্য করিয়া আসিতেছে।

ইহাদের বিবাহপদ্ধতি মঝবারদিগের বিবাহপদ্ধতির ন্যায়। তবে মঝবারদিগের অপেক্ষা ইহাদের অল্প বয়সে বিবাহ হইয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। ইহাদের অবস্থা অত্যন্ত মন্দ। ইহারা হিন্দু মহাব্রাহ্মণদিগের ন্যায় শবের বস্ত্রাদি গ্রহণ করে বলিয়া সকলে ইহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে।

পাতাল (ক্লী) পতন্ত্যস্মিন্ দুষ্ক্রিয়াবন্ত ইতি পত-আলঞ্, (পতিচণ্ডিভ্যামালঞ্। উণ্ ১।১১৮) পাদস্থ তলে বর্ত্ততে ইতি পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুরিত্যেকে। ১ বিবর। ২ বড়বানল। (মেদিনী) ৩ জাতবালকের লগ্ন হইতে চতুর্থস্থান।

"পাতালং হিবুকঞ্চৈব সুহৃদন্তশ্চতুর্থকং।"

৪ স্বনামখ্যাত ভুবনবিশেষ। পর্য্যায়—অধোভুবন, বলিসদ্ম, রসাতল, নাগলোক, অধঃ, উরগস্থান। (অমর)

পাতাল ৭টী—অতল, নিতল, বিতল, গভস্তিমৎ, তল, সুতল ও পাতাল।

'অতলং নিতলঞ্চৈব বিতলঞ্চ গভস্তিমৎ।
তলং সুতলপাতালে পাতালানি তু সপ্ত বৈ॥' (শব্দরত্না°)

পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে,—

পাতাল ৭টী প্রথম অতল, পরে বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল এই সপ্তপাতাল। এই সপ্ত পাতাল স্বর্গের অধিক সুখকর স্থান, এই জন্য ইহাকে মুনিগণ বিলস্বর্গ বলিয়া অভিহিত করেন। এই পাতাল সমৃদ্ধভবন, উদ্যান, বিহার, আক্রীড় ও চত্বর প্রভৃতি দ্বারা সুশোভিত। অধোদেশে দশযোজন বিস্তৃত যে স্থান, তাহাকে অতল কহে। এই অতল নামক পাতালে ময়পুত্র মহামায় অবস্থিত আছে, এই মহামায় ৯৬ প্রকার মায়া সৃষ্টি করে। ইহার অধোদেশে অযুত যোজনবিস্তৃত বিতল নামে পাতাল আছে। এই স্থলে ভগবান্ হাটকেশ্বর হর স্বয়ং বিরাজিত এবং সুপার্ষদ প্রভৃতি ভূতগণ ও স্বয়ং ভবানী অবস্থিত আছেন। এই স্থলে হাটকী নামে একটী অতি বিস্তৃত সুতল নামক পাতাল। এই সুতল পাতালে স্বয়ং বলি অবস্থিত। সুতল পাতালের অধোদেশে তলাতল পাতাল। এই খানে মায়ার আশ্রয়স্বরূপ ময়দানব প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহার নিম্নদেশে মহাতল নামক পাতাল। এই খানে সর্পগণ কুটুম্ব ও বন্ধুবান্ধবের সহিত গরুড়ের ভয়ে ভীত হইয়া বাস করিতেছে। ইহার তলদেশে রসাতল, এই খানে দানবগণ ইন্দ্রভয়ে ভীত হইয়া অবস্থিত আছে। ইহার তলদেশে পাতালে বীরশ্রেষ্ঠ নাগলোকের অধিপতি সকল বিদ্যমান আছেন। (পদ্মপুরাণ পাতাল° ১, ২, ৩ অঃ)

অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে—অতল, সুতল, বিতল, গভস্তিমৎ মহাতল, রসাতল এবং পাতাল এই সপ্তপাতাল। এই সপ্ত পাতালে যথাক্রমে রুক্ম, শিলা, নীল, রক্ত, পীত, শ্বেত ও কৃষ্ণ এই সাতপ্রকার মৃত্তিকা আছে।*

বিষ্ণুপুরাণের মতে অতল, বিতল, নিতল, গভস্তিমৎ, মহাতল, সুতল ও পাতাল এই সপ্তপাতাল। এই সকল পাতালের প্রত্যেকের পরিমাণ এক যোজন এবং ইহাদের ভূমি যথাক্রমে কৃষ্ণ, শুক্ল, অরুণ, পীত, শর্করা, শৈল ও কাঞ্চনময়। এই পাতালে মহানাগ এবং সর্পগণ অবস্থিত আছে। এই সকল পাতাল স্বর্গলোক হইতে রমণীয়। এই খানে দিবাভাগে সূর্য্যকিরণ আতপ বিস্তার করে না এবং রাত্রিকালে চন্দ্র শীতকিরণ প্রদান করেন না, কেবলমাত্র আলোক দান করিয়া থাকেন। এই পাতাল সমূহের অধোদিকে শেষাখ্যা যে তামসী তনু আছে, পণ্ডিতগণ যাহাকে অনন্ত বলিয়া অভিহিত করেন, যে অনন্তদেবের ফণামণির অগ্রভাগে এই পৃথিবী কুসুমমালার ন্যায় বিদ্যমান আছে, তাহার বীর্য্য ও শক্তি প্রভৃতি কেহই বলিতে সমর্থ নহেন। যে সময় অনন্তদেব মদাঘূর্ণিতলোচন হইয়া বিজৃম্ভন করেন, সেই সময় পর্ব্বত ও তোয়নিধি প্রভৃতির সহিত পৃথিবীও কম্পিত হইয়া থাকে।†

(বিষ্ণুপুরাণ ২।৫ অঃ)

---

* "অতলং সুতলঞ্চৈব বিতলঞ্চ গভস্তিমৎ।
মহাতলং রসাতলং পাতালং সপ্তমং স্মৃতম্॥
রুক্মভৌমং শিলাভৌমং পাতালং নীলমৃত্তিকং।
রক্তপীতশ্বেতকৃষ্ণভৌমানি চ ভবন্ত্যপি॥
পাতালানাঞ্চ সপ্তানাং লোকানাঞ্চ যদন্তরং।
শুনিরং তানি কথ্যন্তে ভুবনানি চতুর্দ্দশ॥" (অগ্নিপু°)

† "দশসাহস্রমেকৈকং পাতালং মুনিসত্তম।
অতলং বিতলঞ্চৈব নিতলঞ্চ গভস্তিমৎ॥
মহাখ্যং সুতলঞ্চাগ্র্যং পাতালঞ্চাপি সপ্তমং।
কৃষ্ণা শুক্লারুণাপীতা শর্করাশৈলকাঞ্চনাঃ॥
ভূময়ো যত্র মৈত্রেয় বরপ্রাসাদশোভিতাঃ।
তেষু দানবদৈত্যেয়জাতয়ঃ শতসজ্ঞশঃ॥
নিবসন্তি মহাভাগা অহয়শ্চ মহাকুলে।
স্বর্লোকাদপি রম্যাণি পাতালানীনি নারদ॥
দিবার্করশ্ময়ো যত্র প্রভাং তন্বন্তি নাতপং।
শশিনশ্চ ন শীতায় নিশি দ্যোতায় কেবলং॥
পাতালানামধশ্চাস্তে বিষ্ণোর্যা তামসী তনুঃ।
শেষাখ্যা যদ্গুণান্ বক্তুং ন শক্তা দৈত্যদানবাঃ॥

পাতালের বিষয় দেবীভাগবতে লিখিত আছে,—অন্তরীক্ষের অধোদেশে পৃথিবী শতযোজন, এই পৃথিবীর অধোদিকে সপ্ত বিবর আছে, ইহাদিগকে পাতাল কহে। ইহাদের প্রত্যেকের আয়াম ও উচ্চ্রায় অযুত যোজন। এই সকল স্থানে সকল ঋতুতেই সকলপ্রকার সুখভোগ করিতে পারা যায়। ইহাদের প্রথম অতল, দ্বিতীয় বিতল, তৃতীয় সুতল, চতুর্থ তলাতল, পঞ্চম মহাতল, ষষ্ঠ রসাতল ও সপ্তম পাতাল। এই সকল পাতাল বিলস্বর্গ নামে অভিহিত এবং স্বর্গ অপেক্ষাও সমধিক সুখপ্রদ। ইহা কাম, ভোগ, ঐশ্বর্য্য ও সুখসমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ। এখানে বলশালী দৈত্য, দানব ও সর্পগণ পুত্রকলত্রাদির সহিত অবস্থান করিতেছে। ইহারা সকলেই মায়াবী এবং সকলেই অপ্রতিহত-সংকল্প ও বাসনাবিশিষ্ট। সকলেই এখানে সর্ব্বদা হর্ষভোগ সহকারে বাস এবং সকল ঋতুতেই সুখানুভব করিয়া থাকে। মায়ার অধীশ্বর ময়দানব এই সকল বিবরে ইচ্ছানুসারে নানাবিধ পুরী, মণিরত্নে সুশোভিত সহস্র সহস্র বিচিত্র বাসগৃহ, অট্টালিকা এবং গোপুর সকল নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এইস্থান বিবিধ কৃত্রিম ভূবিভাগে সমাকীর্ণ ও বিবরপতিগণের উৎকৃষ্ট গৃহপরম্পরায় অলঙ্কৃত। পাতালসমূহের জলরাশি নানা জাতীয় বিহঙ্গবর্গে বিমণ্ডিত, হ্রদ সকল স্বচ্ছ সলিলে পরিপূর্ণ এবং পাঠীনমৎস্যগণে সমলঙ্কৃত। সকল প্রকারেই এইস্থান পরম রমণীয়। দিন বা রাত্রি কোন কালেই তথায় কোন প্রকার ভয়ের সম্ভাবনা নাই। সর্পগণের শিরোমণির আলোকপ্রভায় কোন সময়েই অন্ধকার নাই। এইখানে আধিব্যাধি নাই। অধিক কি, বলীপলিত, জরা, জীর্ণতা, বিবর্ণতা প্রভৃতি বয়োবস্থা এখানকার অধিবাসীদিগকে কোনরূপ ক্লেশ প্রদান করিতে সমর্থ হয় না। এখানে একমাত্র ভগবানের তেজ ও সুদর্শনচক্র এই উভয় ভিন্ন অন্য কিছু হইতে তাহাদের মৃত্যুভয় নাই। কারণ ভগবানের তেজ প্রবিষ্ট হইলে ভয়বশতঃ তাহাদের রমণীগণের প্রায়ই গর্ভপাত হইয়া থাকে।

অতল পাতালে ময়পুত্র বল অবস্থিত, ইনি সমুদায়ে ৯৬ প্রকার মায়া সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা দ্বারা সকলপ্রকার প্রয়োজন বা অভীষ্ট সাধিত হইয়া থাকে।

মায়াবী সকল ইহার কোন না কোন মায়া অবলম্বন করিয়া থাকে। এই পরম মায়াবী বল জৃম্ভাত্যাগ করিলে পর সর্ব্বলোক মোহজনক ত্রিবিধ রমণী সমুৎপন্ন হইয়াছিল। ইহারা পুংশ্চলী, স্বৈরিণী ও কামিনী নামে বিখ্যাত। কোন পুরুষ হইলে এই সকল কামিনী পুরুষদিগকে প্রলোভিত করিয়া সম্যক্‌রূপ আলাপ ও বিভ্রমাদির সাহচর্য্যে তদীয় মনঃপ্রীতি সমাধান করে। এইরূপে হাটকরস উপযোগ করিলে লোকে বারংবার মনে করিয়া থাকে যে, আমি স্বয়ং ঈশ্বর হইয়াছি, সিদ্ধ হইয়াছি এবং আপনাকে ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট জ্ঞান করিয়া বারংবার ঐরূপ বলিতে থাকে।

দ্বিতীয় বিবরের বিতল নাম। বিতল ভূতলের অধোদেশে প্রতিষ্ঠিত। সর্ব্বদেবপূজিত ভগবান্ ভব হাটকেশ্বর নাম গ্রহণ করিয়া স্বকীয় পার্ষদগণে পরিবৃত হইয়া প্রজাপতি ব্রহ্মার সৃষ্টির সবিশেষ সম্বর্দ্ধনার্থ ভবানীর সহিত মিথুনীভূত হইয়া তথায় বিরাজ করিতেছেন। তাঁহাদের উভয়ের বীর্য্যসম্ভূত হাটকী নদী তথায় প্রবাহিত হইতেছে। এই নদী হইতে হাটক নামক সুবর্ণ আবিষ্কৃত হয়। দৈত্যরমণীগণ এই সুবর্ণ যত্নসহকারে ধারণ করিয়া থাকে।

বিতলের অধোদেশে সুতল প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা অন্যান্য বিবরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বৈরোচন বলি এই সুতলে বাস করেন। বলি সুতলের অধিপতি পদে প্রতিষ্ঠিত। এই সুতল সকল প্রকার সুখসমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ। ইহার ঐশ্বর্য্যের কথা অধিক কি বলিব, স্বয়ং ভগবান্ হরি এই বলির দ্বার রক্ষা করিতেছেন। কোন সময়ে রাজা রাবণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া এই সুতলে প্রবেশ করিলে ভগবান্ হরি ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা অযুত যোজন অন্তরে রাবণকে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। বলি বাসুদেবের প্রসাদে সুতল রাজ্যের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

এই সুতলের অধোবর্ত্তী বিবরের নাম তলাতল। ত্রিপুরাধিপতি দানবেন্দ্র ময় ইহার আধিপত্যে নিযুক্ত আছেন। মহাদেব ইহার পুরত্রয় দগ্ধ করিয়া পরিশেষে ইহার ভক্তিতে বশীভূত হইয়া ইহাকে রক্ষা করেন। এই ময় মায়াবীদিগের আচার্য্য এবং বিবিধ মায়াবিশারদ। ভয়ঙ্করপ্রকৃতি নিশাচরনিকর সর্ব্ববিধ কার্য্য সমৃদ্ধির নিমিত্ত ইহার উপাসনা করিয়া থাকে।

এই তলাতলের পর পরম বিখ্যাত রসাতল। এখানে ক্রোধপরবশ কদ্রুর অপত্য সর্পসকল বাস করিয়া থাকে। ইহারা সকলেই বহুমস্তকবিশিষ্ট। ইহাদের মধ্যে কুহক, তক্ষক, সুষেণ ও কালিয় প্রধান। ইহারা সততই গরুড়ের ভয়ে উদ্বিগ্ন। এই সকল নাগগণ স্ব স্ব পুত্রকলত্রাদিপরিবৃত হইয়া সুখে বিহার করিয়া থাকে।

মহাতলের অধোবর্ত্তী বিবরের নাম রসাতল। দৈত্য, দানব

যোঽনন্তঃ পঠ্যতে সিদ্ধৈর্দেবদেবর্ষিপূজিতঃ।
যস্যৈষা সকলা পৃথ্বী ফণামণিশিখারুণা॥
আস্তে কুসুমমালেব কস্তদ্বীর্য্যং বদিষ্যতি॥
যদা বিজৃম্ভতেঽনন্তো মদাঘূর্ণিতলোচনঃ।
তদা চলতি ভূরেষা সাদ্রিতোয়াব্ধিকাননা॥" (বিষ্ণুপুরাণ ২।৫ অঃ)

ও পাণি নামক অসুরগণ ইহার অধিবাসী। ইহা ভিন্ন এথানে হিরণ্যপুরনিবাসী নিবাতকবচগণ এবং দেবগণের প্রতিদ্বন্দ্বী কালেয় নামক অসুর সকল বাস করে, ইহারা সকলেই অতি তেজস্বী। ভগবানের তেজে ইহারা হতবিক্রম হইয়া এই বিবরে বাস করিতেছে।

ইহার অধোদেশে পাতাল। এই পাতালে নাগলোকের অধিপতি বাসুকিপ্রমুখ সর্পসকল এবং শঙ্খ, কুলিক, শ্বেত, ধনঞ্জয়, মহাশঙ্খ, ধৃতরাষ্ট্র, শঙ্খচূড়, কলম্ব প্রভৃতি পরম অমর্ষবিশিষ্ট সুবিশাল ফণাসম্পন্ন ও অত্যুৎকৃষ্ট বিষপূর্ণ সর্পগণ বাস করিতেছে। এই পাতালের মূলপ্রদেশে ত্রিংশৎসহস্র যোজন অন্তরে ভগবানের অনন্তরূপিণী তমোময়ী কলা বিরাজ করিতেছেন। (দেবীভাগ° ৮।১৮,১৯,২০ অঃ)

[এতদ্ভিন্ন পাতালের বিস্তৃত বিবরণ গরুড়পু° ৫৭ অঃ, ব্রহ্মপু° ১৯ অঃ, একাম্রপু° ৯ অঃ ও পাতাল সম্বন্ধে জৈনমত 'লোকপ্রকাশ' নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।]

পাতালকেতু (পুং) পাতালবাসী দৈত্যভেদ।

(মার্কণ্ডেয়পু° ২১।২৯)

পাতালযন্ত্র (ক্লী) পাততি জারণার্থং পারদাদিকং পত-আলচ্, পাতালং নাম যন্ত্রং। ঔষধ পাকার্থ যন্ত্রবিশেষ।

"ঊর্দ্ধমাপস্তলে বহ্নিমধ্যেতু রসসংগ্রহঃ।
পাতালযন্ত্রমেতদ্ধি শোধয়েৎ সুতকাদিকম্॥" (রসগ্রন্থ)

যে যন্ত্রের ঊর্দ্ধদিকে জল এবং তলদেশে বহ্নি ও মধ্যস্থলে রসসংগ্রহ হয়, তাহাকে পাতালযন্ত্র কহে।

পাতালগরুড়ী (স্ত্রী) পাতালাখ্যা গরুড়ী। লতাবিশেষ, তিক্ত অলাবু। ছেউড়া হিন্দী। পর্য্যায়—বৎসানদী, সোমবল্লী, তিক্তাঙ্গা, মেচকাভিধা, তার্ক্ষী, সোমপর্ণী, গারুড়ী, দীর্ঘকাণ্ডা, দৃঢ়কাণ্ডা, মহাবলী, দীর্ঘবল্লী, দৃঢ়লতা। ইহার গুণ মধুর, পিত্ত, দাহ, অস্রদোষ ও বিষদোষনাশক। বলকর, সন্তর্পণ, ও রুচিকর। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশ মতে—

"ছিলিহিণ্ডো মহামূলঃ পাতালগরুড়াহ্বয়ঃ।
ছিলিহিণ্ডঃ পরঃ বৃষ্যঃ কফঘ্নঃ পবনাপহঃ॥" (ভাবপ্র°)

পাতালনিলয় (পুং) পাতালে পাতালং বা নিলয়ো যস্য। ১ দৈত্য। (হলায়ুধ) ২ সর্প। (রাজনি°)

পাতালনৃপতি (পুং) শীর্ষক, চলিত শীষ। (রত্নকো°)

পাতালবাসিনী (স্ত্রী) নাগবল্লীলতা। (বৈদ্যকনি°)

পাতালৌকস্ (পুং) পাতালমোকঃ স্থানঃ যস্যেতি। ১ দৈত্য। (হেম) (ত্রি) ২ পাতালবাসিমাত্র।

পাতি (পুং) পাতি রক্ষতীতি পা-অতি (পাতেরতিঃ। উণ্ ৪।৫) প্রভু, স্বামী।

পাতিক (পুং) পাতঃ পতনং জলে নিমজ্জনোন্মজ্জনমেবাস্ত্যস্যেতি পাত-ঠন্। শিশুমার, চলিত শুশুক। (শব্দমা°)

পাতিচোর (দেশজ) যাহারা ক্ষুদ্র দ্রব্য চুরি করে, চলিত ছিচ্‌কে চোর।

পাতিত (ত্রি) পত-ণিচ্-ক্ত। ১ নিক্ষিপ্ত, পতিত করা। ২ অধঃকৃত।

পাতিত্য (ক্লী) পতিত-ষ্যঞ্। পতিতের ধর্ম্ম, পতিতের ভাব।

পাতিন্ (ত্রি) পত-ণিনি। পতনশীল।

"আশাবন্ধঃ কুসুমসদৃশং প্রায়সো হ্যঙ্গনানাং
সদ্যঃপাতি প্রণয়িহৃদয়ং বিপ্রয়োগে রুণদ্ধি।" (মেঘদূত)

পাতিনেড়ে (দেশজ) মুণ্ডিতকেশ এদেশীয় মুসলমান।

পাতিনেবু (দেশজ) একপ্রকার নেবু।

পাতিপাতি (দেশজ) তন্ন তন্ন, বিশেষরূপ।

পাতিমৌড় (দেশজ) বিবাহাদির সময় স্ত্রীলোকদিগের মস্তকে সোলার একপ্রকার আভরণ দেওয়া হয়, তাহাকে পাতিমৌড় কহে।

পাতিয়ালা, পঞ্জাব গবর্মেণ্টের অধীনে একটী দেশীয় রাজ্য। অক্ষা° ২৯° ২৩´ ৫´´ ও ৩০° ৫৪´ উঃ মধ্যে এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৪০´ ৩০´´ ও ৭৬° ৫৯´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। এই রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত, তন্মধ্যে বৃহত্তর ভাগ শতদ্রু নদীর দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত, অপর ভাগ পাহাড়ে পরিপূর্ণ ও সিমলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

পাতিয়ালা রাজ্যের পরিমাণ ৫৮৮৭ বর্গ মাইল। লোকের বাস প্রতি বর্গ মাইলে ২৪৯। রাজ্যের বাৎসরিক আয় ৪৬৮৯৫৬০৲।

এই রাজ্যের মধ্যে সিমলার নিকটে শ্লেটের খাদ আছে। সুবাথুর নিকট সীসকের খনি বাহির হইয়াছে, তাহা হইতে প্রতি মাসে প্রায় ৪০ টন সীসক উত্তোলিত হয়। এতদ্ভিন্ন মার্ব্বল ও তাম্রের খনি আছে।

পাতিয়ালার বর্ত্তমান রাজারা ফুলের দ্বিতীয় পুত্র রামের বংশোদ্ভব ও সিধু জাট সম্প্রদায়স্থ শিখধর্ম্মাবলম্বী। অধিকাংশ জাটদিগের ন্যায় সিধু বংশীয়েরা আপনাদিগকে রাজপুত্র বলিয়া বিবেচনা করেন এবং জশলমীর-নগর-স্থাপয়িতা জয়শালের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন। জয়শালের পুত্র সিধু, সিধুর পুত্র সোঘর। ইনি পাণিপথের যুদ্ধে বাবরকে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া বাবর ইঁহার পুত্র বরিয়ামের উপর একটী জেলার রাজস্ব আদায়ের ভার অর্পণ করেন। ফুল ইঁহার বংশধর। সম্রাট্ শাহ-জাহান্ ইঁহাকে চৌধুরী বা গ্রামের মণ্ডলপদ প্রদান করেন।

ফুলই পাতিয়ালা, ঝিন্দ ও নাভার রাজবংশের আদি পুরুষ।

রাগের পুত্র ও ফুলের প্রপৌত্র আলাসিংহ সম্রাটের সেনাপতিত্বে নবাব সৈয়দ-আসদ-আলি-খান্‌কে কর্ণালের যুদ্ধে পরাজিত করেন। তাঁহার যত্নে পাতিয়ালায় একটী দুর্গ নির্ম্মিত হয়। ১৭৬২ খৃঃ অব্দে তিনি আহ্মদ শাহ দুরাণি কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া তাঁহার অধীনতা স্বীকার করেন এবং তাঁহার নিকট হইতে 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হন। আহ্মদ শাহ দুরাণি ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে আলাসিংহ সরহিন্দ প্রদেশের মুসলমান-শাসনকর্ত্তাকে আক্রমণ ও নিহত করেন। আহ্মদ শাহ যখন পুনরায় ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, সেই সময় আলাসিংহের নিকট হইতে অর্থ সাহায্য পাইয়া তাঁহার অপরাধ মার্জ্জনা করেন। আলাসিংহ পাতিয়ালা রাজ্য সংস্থাপনপূর্ব্বক ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে পাতিয়ালায় প্রাণত্যাগ করেন।

আলাসিংহের উত্তরাধিকারী অমরসিংহ আহ্মদশাহ দুরাণির নিকট হইতে 'রাজা-ই-রাজগাঁ বাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রেরা এই রাজ্য আক্রমণ করিবার ভয় দেখান এবং এই সময়ে অমরসিংহের ভ্রাতা বিদ্রোহী হন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে পাতিয়ালা রাজ্যে ঘোরতর দুর্ভিক্ষ ও অরাজকতা ঘটে। রাজ্যের দেওয়ানের যত্নে এই ঘোরতর বিপদ নিবারিত হয়।

১৮০৩ খৃঃ অব্দে জেনারেল লেক কর্ত্তৃক দিল্লী-বিজয়ের পর ইংরাজেরা উত্তর ভারতে একাধিপত্য লাভ করেন। এই সময়ে রণজিতসিংহ পাতিয়ালা রাজ্য নিজ অধীনে আনিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু ইংরাজেরা পাতিয়ালারাজকে আশ্রয় দান করিতে স্বীকার করিয়া রণজিৎসিংহের সহিত সন্ধি করেন।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে গোর্খাদিগের সহিত যুদ্ধের সময় পাতিয়ালার রাজা ইংরাজদিগের বিশেষ সাহায্য করেন এবং তজ্জন্য কিছু জায়গীর প্রাপ্ত হন। ১৮৪৫।৪৬ খৃষ্টাব্দে যখন শিখেরা শতদ্রু পার হইয়া ইংরাজ রাজ্য আক্রমণ করে, সেই সময়ে পাতিয়ালার মহারাজ ইংরাজপক্ষ অবলম্বন করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহি-বিদ্রোহের সময়ে রাজা ইংরাজ গবর্মেণ্টকে অর্থ ও সৈন্যদ্বারা সাহায্য করেন। তজ্জন্য অন্যান্য পুরস্কার ব্যতীত ঝাঝর রাজ্যের নর্ম্মোল বিভাগ প্রাপ্ত হন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে নরেন্দ্রসিংহের পুত্র মহেন্দ্রসিংহ রাজা হন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে মহেন্দ্রসিংহের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র রাজেন্দ্রসিংহ রাজা হইয়াছেন। পাতিয়ালার মহারাজ ইংরাজ গবর্মেণ্টকে ১০০ অশ্বারোহী দিয়া সাহায্য করিতে বাধ্য। তিনি মান্যস্বরূপ বৃটীশ গবর্মেণ্ট হইতে ১৭টী তোপ প্রাপ্ত হন।

পাতিয়ালার সৈন্যমধ্যে ২৭৫০ অশ্বারোহী, ৮০০ পদাতিক, ১০৯ কামান এবং ২৩৮ গোলন্দাজ।

২ উক্ত পাতিয়ালারাজ্যের রাজধানী, অক্ষা° ৩০° ২০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ২৫´ পূঃ।

লোকসংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ৫৫৪৫৬, তন্মধ্যে হিন্দু ২৭৬২৯, মুসলমান ২২১২১, খৃষ্টান ৬২, জৈন ২৩৪, শিখ ৫৭৫৫, পারসী ৫৫।

পাতিয়ালি, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে এটা জেলায় আলিগঞ্জ তহসীলের একটী প্রাচীন নগর। এটা নগরের ২২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে গঙ্গাতীরে অবস্থিত। বর্ত্তমান পাতিয়ালি নগর প্রাচীন নগরের ভগ্নাবশেষের উপর অবস্থিত। মহাভারতের সময়ও এই নগর বিদ্যমান ছিল। সাহেব-উদ্দীন্ ঘোরী এই স্থানে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, তাহার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। রোহিলাদিগের সময় পাতিয়ালি একটী সমৃদ্ধিশালী নগর বলিয়া গণ্য ছিল। কিন্তু এখন সামান্য গ্রামে পরিণত হইয়াছে। ইংরাজেরা ১৮৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দে এইস্থানে বিদ্রোহীদিগকে পরাজয় করেন।

পাতিলী (স্ত্রী) পাতিঃ সম্পাতিঃ পক্ষিযুগং লীয়তে হত্র, লী-ড, ঙীষ্ চ। ১ বাগুরা, পাখী ধরা ফাঁদ। পাতিঃ স্বামী লীয়তে-হস্যাং। ২ নারী। ৩ মৃৎপাত্রভেদ, চলিত পাতলে, হাড়ী।

পাতিব্রত্য (ক্লী) পতিব্রতা ভাবে ষ্যঞ্। পতিব্রতার ভাব, পতিব্রতার ধর্ম্ম। স্ত্রীলোকদিগের পাতিব্রত্যই একমাত্র ধর্ম্ম। [পতিব্রতা দেখ।]

পাতিশেয়াল (দেশজ) শৃগালবিশেষ।

পাতিহাঁস (দেশজ) হংসবিশেষ। একপ্রকার ক্ষুদ্র হাঁস।

পাতী (দেশজ) ১ পত্র, লিপি। ২ তৃণবিশেষ।

পাতুক (ত্রি) পতি-উকঞ্ (লসপতপদস্থেতি। পা ৩।২।১৫৪) পতয়ালু, পতনশীল।

"যমো রাজা ধার্ম্মিকাণাং সাক্ষাতঃ পরমেশ্বরঃ।
সংযচ্ছন্ ভবতি প্রাণানসংযচ্ছংস্তু পাতুকঃ॥"

(ভার° ১২।৯১।৪২)

(পুং) ২ প্রপাত। ৩ জলহস্তী। (মেদিনী)

পাতুর, বেরারের অন্তর্গত অকোলা জেলায় বলাপুর তালুকের মধ্যে একটী নগর। অক্ষা° ২০° ২৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৫৯´ পূঃ, অকোলা নগরের ১৮ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে বৌদ্ধদিগের একটী বিহার আছে। এতদ্ভিন্ন ইহার নিকটে হিন্দুদিগের মন্দির ও মুসলমানদিগের মস্‌জিদ আছে। প্রতিবৎসর এখানে মেলা হইয়া থাকে।

পাত্তার, সারণ জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। এখান হইতে প্রতিবৎসর প্রায় ৫২০০ মণ চাউল রপ্তানি হইয়া থাকে।

পাতৃ (ত্রি) পাতি রক্ষতি পিবতি বা পা-তৃচ্। ১ রক্ষক।
"সংহারকর্ত্তৃঃ সংহর্ত্তা পাতু পাতা পরাৎপরঃ।"
(পুং) ২ গন্ধপত্র। ৩ তৃণভেদ। (ব্রহ্মবৈ° প্রকৃতি° ৬ অঃ)

(ত্রি) ৪ পানকারী।

পাৎকুয়া (দেশজ) কূপ, ইন্দারা।

পাত্তিগণক (ক্লী) পত্তিগণকস্য ভাবঃ উদ্‌গাত্রাদিত্বাৎ অঞ্। (পা ৫।১।১২৯) সেনাগণক কর্ম্ম ও তাহার ভাব।

পাত্নীবত (পুং) পত্নী বিদ্যতেঽস্য মতুপ্, মস্য ব, তচ্ছন্দোঽস্যাত্র বিমুক্তাদিত্বাদণ্। পত্নীবচ্ছব্দযুক্ত ১ অধ্যায়। ২ অনুবাক। (ঋক্ ১।১৪।৭)

তস্যেদং অণ্। ৩ গ্রহরূপপাত্রভেদ।

"পাত্নীবতশ্চ মে হারিযোজনশ্চ মে।" (শুক্লযজু° ১৮।২০)

পাত্নীশাল (ত্রি) পত্নীশালা সম্বন্ধীয়।

পাত্য (ক্লী) পত্যুর্ভাবঃ যক্। ১ পাতিত্য।

"ভরণাদ্ধি স্ত্রিয়াভর্ত্তা পাত্যাচ্চৈব স্ত্রিয়াঃ পতিঃ।" (ভারত শান্তি° ২৬৭ অঃ)

পত-ণিচ্ যৎ, পত-ণ্যৎ বা। (ত্রি) ২ পতনীয়।

পাত্র (ত্রি) পাতি রক্ষতি ক্রিয়াগাধেয়ং বা পিবন্ত্যনেনেতি বা পা-ষ্ট্রন্ (সর্ব্বধাতুভ্যঃ ষ্ট্রন্। উণ্ ৪।১৫৮) ১ নানা গুণালঙ্কৃত জন। (ভারত ১৩।৬৯।২২) (ক্লী) ২ আধেয়ধৃত বস্তু। পর্য্যায়—অমত্র, ভাজন, ভাণ্ড, কোশ, কোষ, পাত্রী, কোশী, কোষী, কোষিকা, কোশিক। (শব্দর°)

"সকলগুণগণানামেকপাত্রং পবিত্র-
মখিলভুবনমাতুর্নাট্যদ্যদ্বিচিত্রং॥" (দেবীভা° ১।১।৪০)

৩ যোগ্য। ৪ রাজমন্ত্রী। ৫ তীরদ্বয়ান্তর, চলিত পাথার। (মেদিনী) ৬ পর্ণ। ৭ নাট্যানুকর্ত্তা, নাটকে অভিনের নায়কাদি। ৮ আঢ়ক পরিমাণ। (বৈদ্যকপরি°)

"চতুঃপ্রস্থমথাঢ়কং পাত্রং তদেব বিজ্ঞেয়ং।"(চরক ৩।১২ অধ্যায়)

৯ স্রুবাদি, যজ্ঞিয় হোমাদি-সাধন। এই পাত্রের লক্ষণ কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র (১।৩।৩১) এবং ইহার ভাষ্যে বিশেষরূপ লিখিত আছে। ধর্ম্মপ্রদীপে লিখিত আছে—

"আজ্যস্থালী চ কর্ত্তব্যা তৈজসদ্রব্যসম্ভবা।
মহীময়ী বা কর্ত্তব্যা সর্ব্বাস্বাজ্যাহুতীষু চ॥
আজ্যস্থাল্যাঃ প্রমাণং তু যথাকামন্তু কারয়েৎ।
সুদৃঢ়ামব্রণাং ভদ্রামাজ্যস্থালীং প্রচক্ষতে॥"

আজ্যস্থালী তৈজসদ্রব্যে করিতে হইবে, অভাবপক্ষে মৃণ্ময়-পাত্রেও হইতে পারে, ইহার পরিমাণ ইচ্ছানুসারে হইতে পারে। ইহা সুদৃঢ় ও অব্রণ হইবে।

দেবীপুরাণে লিখিত আছে—হেম অথবা রৌপ্যপাত্রে অর্ঘ্য দিলে আয়ুঃ, রাজ্য ও পুত্রাদি লাভ, তাম্রপাত্রে সৌভাগ্য এবং মৃণ্ময়পাত্রে ধর্ম্ম লাভ হয়। বিবাহ, যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ ও প্রতিষ্ঠা প্রভৃতিতে পাত্র দিতে হয়। পাত্র ব্যতীত এই সকল কার্য্য সিদ্ধ হয় না। এই জন্য পাত্র শ্রেষ্ঠ যজ্ঞাঙ্গ বলিয়া অভি-হিত হইয়াছে। দেবপূজাঙ্গের ৩৬ অঙ্গুলি পরিমিত পাত্রই প্রশস্ত, ২৭ অঙ্গুলি পরিমিত পাত্র মধ্যম। কচিৎ আট আঙ্গুল পরিমিত পাত্র করিবে। এই পাত্র নানা প্রকার ও বিচিত্র রূপে করিতে হইবে, ইহার আকৃতি পদ্ম, শঙ্খ বা নীলোৎ-পলাকার হইবে। যিনি পাত্র বিনা যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন, তাহার সকল ক্রিয়াই বিফল।* (দেবীপুরাণ) [ভোজন পাত্রের বিষয় ভোজন ও ভোজনপাত্র, দানপাত্র ও পাক-পাত্রাদির লক্ষণও তত্তৎশব্দে দ্রষ্টব্য।]

পাত্রক (ক্লী) স্থালী, হাড়ী, পাত্র।

পাত্রকটক (পুং ক্লী) ভিক্ষাপাত্রের কড়া।

পাত্রট (পুং) পাত্র ইব পিবন্নিব বা অটতীতি অট-অচ্। ১ কর্পটক। (পুং) ২ কৃশ। (শব্দর°)

পাত্রটীর (পুং) পাত্রেব রক্ষন্নিব পিবন্নিব বা অটতীতি অট-বাহুলকাৎ ঈরন্। ১ উচিত ব্যাপারযুক্ত মন্ত্রী, যে মন্ত্রী যথোপ-যুক্ত কার্য্য করে। ২ লৌহপাত্র। ৩ কাংস্যপাত্র। ৪ রজত-পাত্র। ৫ সিংহাণ। ৬ পাবক। (শব্দমালা) ৭ পিঙ্গাশ। ৮ বায়স। ৯ কঙ্ক। (শব্দর°) স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ। ১০ ধারক।

'পাত্রটীরো বুধৈরুক্তো যুক্তব্যাপারমন্ত্রিণি।
লৌহকাংস্যে রজৎপাত্রে পিঙ্গলে পাবকেঽপি চ॥' (বিশ্ব)

---

* "হেমপাত্রেণ সর্ব্বাণি লভতে চেতি তাম্মুনে।
অর্ঘ্যং দত্বা তু রৌপ্যেণ আয়ুরাজ্যসুতান্ লভেৎ।
তাম্রপাত্রেণ সৌভাগ্যং ধর্ম্মং মৃণ্ময়সম্ভবৈঃ।
বার্ক্ষপাত্রাণি রম্যাণি নৈষ্ঠিকাদিষু কারয়েৎ।
বিবাহযজ্ঞশ্রাদ্ধেষু প্রতিষ্ঠাসু বিশেষতঃ।
পাত্রাণ্যাদরঃ কার্য্যঃ পাত্রাণ্যেবোত্তমানি চ।
পাত্রেষু পৃথিবী দুগ্ধা সুধা পাত্রেষু ধার্য্যতে।
দেবাঃ সোমঃ ক্রতুর্যজ্ঞঃ পাত্রাণ্যেবং বিদুর্বুধাঃ।
বলিহোমক্রিয়াদীনি বিনা পাত্রৈর্নসিধ্যতি।
তস্মাদ্ যজ্ঞাঙ্গমেবাতঃ পাত্রকাগ্র্যং মহামুনে।
তৎপরিমাণাদি যথা—
ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুলং পাত্রকোত্তমং পরিকীর্ত্তিতং।
মধ্যমং তত্ত্রিভাগেন ভাগং কন্যসমীরিতম্।
বসুঙ্গুষ্ঠপ্রমাণং তু তৎপাত্রং কারয়েৎ কচিৎ।
নানাবিচিত্ররূপাণি পৌণ্ডরীকাকৃতীনি চ।
শঙ্খনীলোৎপলাকারপাত্রাণি পরিকল্পয়েৎ।
রত্নাদিরচিতান্ কুর্য্যাৎ কাকীমূলসুসজ্জিতান্।
যথাশোভং যথালাভং তথা পাত্রাণি কারয়েৎ।
বিনাপাত্রেষু যঃ কুর্য্যাৎ প্রতিষ্ঠা যাজ্ঞিকীং ক্রিয়াং।
বিফলা ভবতে সর্ব্বা বাহনাদিধমাপহা॥" (দেবীপু°)

পাত্রতা (স্ত্রী) পাত্রস্য ভাবঃ, পাত্র-ভাবে তল্ স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ পাত্রত্ব, উপযুক্ততা, পাত্রের ধর্ম্ম। ২ গৌরব।

"অপাত্রঃ পাত্রতাং যাতি যত্র পাত্রো ন বিদ্যতে।"

(উজ্জ্বল ৪।১৫৮)

যেখানে উপযুক্ত পাত্র নাই, সেইস্থলে অপাত্রও পাত্র বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। কেবল বিদ্যাদ্বারা নহে, তপস্যাদ্বারাও পাত্রতা লাভ হইয়া থাকে।

"ন বিদ্যয়া কেবলয়া তপসা বাপি পাত্রতা।

যত্র বৃত্তমিমে চোভে তদ্ধিপাত্রং প্রকীর্ত্তিতং॥"(যাজ্ঞ° ১।২০০)

পাত্রদবরু, বোম্বাই প্রদেশের একজাতীয় নর্ত্তকী। ইহাদিগকে নগরে ও বৃহৎ বৃহৎ গ্রামে দেখা যায়। ইহারা কণাড়ী ভাষায় কথাবার্ত্তা কয় ও মলহারী দেবের উপাসনা করিয়া থাকে। ইহারা দেখিতে সুশ্রী ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ইহাদের পরিচ্ছদাদি ঐ অঞ্চলের ব্রাহ্মণকন্যাদিগের ন্যায়, তবে পর্ব্বাদি উপলক্ষে নৃত্য করিবার সময় বহু মূল্যবান্ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকে। নৃত্যগীতই ইহাদের প্রধান ব্যবসা। ইহারা যখন নৃত্যগীত করে, তখন ইহাদের ভ্রাতা বা পুত্রেরা ঢোলক ও সারঙ্গ বাজাইতে থাকে। ইহারা অতি ধর্ম্মপরায়ণা এবং প্রত্যহ দেবপূজা না করিয়া জলগ্রহণ করে না। হিন্দু পাত্রদবরুরা ব্রাহ্মণদিগকে ভক্তি করে ও গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাদের ভূতপ্রেতাদিতে বিলক্ষণ বিশ্বাস। সন্তানের জন্ম হইলেই স্বর্ণ অঙ্গুরী দ্বারা তাহার নাসিকা স্পর্শ করা হয় ও নাড়ীছেদনের পূর্ব্বে মুখে মধু ঢালিয়া দেয়। পঞ্চম দিবসে ষষ্ঠীদেবীর পূজা হয় এবং ত্রয়োদশ দিবসে সন্তানের নামকরণ ও তৃতীয় মাসে কর্ণবেধ হয়। কন্যা সপ্তম বর্ষে উপনীত হইলে শুভদিন দেখিয়া অন্যান্য নর্ত্তকীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনা হয়। ঐদিন কন্যা স্নানান্তে বাদ্যযন্ত্র নূপুর প্রভৃতির পূজা করে এবং সেই দিবস হইতে প্রথম নৃত্যগীত শিখিতে আরম্ভ করে। বার বৎসর বয়সে কন্যার মাদল নামক বাদ্যযন্ত্রের সহিত বিবাহ এবং তদুপলক্ষে ব্রাহ্মণদিগকে দান, ভোজন এবং নৃত্যগীতাদি হইয়া থাকে। কন্যার প্রথম ঋতুকাল উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে একজন প্রণয়ী স্থির করিয়া রাখা হয় এবং প্রথম ঋতু হইবার পর স্নানান্তে চতুর্থ দিবস হইতে কন্যাকে উক্ত পুরুষের সহিত অন্ততঃ একমাস সহবাস করিতে হয়, পরে কন্যা যাবজ্জীবন তাহার সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে কন্যারাই মাতৃ-সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইয়া থাকে। ইহারা আপন সন্তানদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠায়। এখন ইহাদের অবস্থা প্রতিদিন হীন হইয়া পড়িতেছে।

পাত্রপাক (পুং) ভেষজাদি পরিপাক বা ক্বাথ।

পাত্রপাণি (পুং) শিশুদিগের অনিষ্টকারী উপদেবভেদ।

পাত্রপাল (পুং) পাত্রং পালয়তীতি পাল 'কর্ম্মণ্যণ্' ইতি অণ্। তুলবিট। পাত্ররক্ষক। (জটাধর)।

পাত্রসংস্কার (পুং) সংক্রিয়তে ইতি সম্-ক্রি-ঘঞ্, পাত্রস্য সংস্কারঃ, শুদ্ধিঃ। ১ ভাজনশুদ্ধি, পাত্রশুদ্ধি। ২ পুরোটি, চলিত বায়ভাটী। (শব্দচ°)।

পাত্রসাৎ (অব্য) পাত্র দেয়ার্থে চসাৎ। সৎপাত্রে দেয়, সৎপাত্রে ন্যস্ত। "ভস্মসাৎ কৃতবতঃ পিতৃদ্বিষঃ

পাত্রসাচ্চ বসুধাং সসাগরাং।" (রঘু ১১।৮৬)

পাত্রহস্ত (ত্রি) যাহার হাতে পাত্র আছে।

পাত্রাসাদন (ক্লী) পাত্রাণামাসাদনং ৬তৎ। যজ্ঞপাত্রের যথোক্তক্রমে যজ্ঞ নিষ্পাদনের জন্য স্থাপন।

"সূর্পাগ্নিহোত্রহবণীস্ফ্যকপালং শম্যাকৃষ্ণাজিনমুলুখলমুষলং দৃষদুপলমর্থবচ্চ" (কাত্যা° শ্রৌত ২।৩।৮) ইত্যাদি সূত্রে যজ্ঞপাত্রের আসাদনের বিষয় বিশেষরূপে লিখিত আছে। পাত্রী ব্রীহি বা যব, পবিত্রচ্ছেদন সকল, পবিত্রদ্বয়, উপবেষ, সংযবনার্থ উদক, আজ্যস্থালী, আজ্য, অমাবস্যাতে দোহন চতুষ্টয়, বেদার্থ কুশমুষ্টি, অন্বাহার্য্য, তণ্ডুল, দর্ভতৃণ, অভ্রি, ইধ্ম, বর্হি, স্রুব, জুহূ, উপভৃৎ, ধ্রুবা, প্রাশিত্র ও হরণ ইত্যাদি দ্রব্য সকল যথোক্ত নিয়মে স্থাপন করিতে হয়।

পাত্রসঞ্চার (পুং) মধ্যাহ্নভোজনের পর পাত্রস্থানান্তর করণ।

পাত্রি, বোম্বাই প্রদেশের মধ্যে কাঠিয়াবাড়ের ঝালাবার বিভাগের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। পরিমাণ ৪০ বর্গ মাইল। আয় ৯০০০৲ তন্মধ্যে বৃটীশ গবর্মেণ্টকে ৫২৩৫ টাকা কর দিতে হয়।

২ বোম্বাই প্রদেশের মধ্যে আহ্মদাবাদ জেলায় বিরামগাঁ উপবিভাগের মধ্যবর্ত্তী একটী নগর। অক্ষা° ২৩° ১১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১° ৫০´ পূঃ, আহ্মদাবাদ নগরের ৫০ মাইল পশ্চিমে এবং কচ্ছ সমুদ্রের তীরে অবস্থিত। এখানে ষ্টেশন আছে। নগরটী প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত এবং নগরের মধ্যভাগে একটী গড় আছে। এখানে নানাদ্রব্যের বাণিজ্য হয়। তন্মধ্যে তুলা, শস্য এবং গুড় প্রধান। এখানে ডাকঘর আছে।

পাত্রিক (ত্রি) পাত্রস্য বাপঃ ঠন্। পাত্রবাপ ক্ষেত্রাদি স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্। পাত্রিকী পাত্রং সম্ভবতি, অপহরতি আহরতি বা ঠঞ্। পাত্রাপহারকাদি।

পাত্রিন্ (ত্রি) পাত্র-অস্ত্যর্থে ইনি। পাত্রযুক্ত।

"ক্লিপ্তকেশনখশ্মশ্রুপাত্রী দণ্ডী কুসুম্ভবান্।

বিচরেন্নিয়তো নিত্যং সর্ব্বভূতান্যপীড়য়ন্॥" (মনু ৬।৫২)।

পাত্রিয় (ত্রি) পাত্রমর্হতি পাত্র-ঘ (পাত্রাদ্‌ঘংশ্চ। পা ৫।১।৬৮)

পাত্রার্হ, পাত্রের যোগ্য। "এষ বৈ পাত্রিয়ঃ প্রজাপতির্যজ্ঞঃ প্রজাপতিঃ" (তৈত্তি° স° ৩।২।৩।৩)

পাত্রী (দেশজ) যে কন্যার বিবাহ হয় নাই, তাহাকে পাত্রী কহে, বিবাহযোগ্যা কন্যা।

পাত্রীণ (ত্রি) পাত্র-খ (আঢ়কাচিতপাত্রাৎ খোহন্যতরস্যাং। পা ৫।১।৫৩) পাত্রাবহারকাদি। স্ত্রিয়াং টাপ্।

পাত্রীয় (ক্লী) পাত্রে সাধু পাত্র-বাহুলকাৎ ছ। ১ যজ্ঞপাত্র। (ত্রি) ২ পাত্রসম্বন্ধীয়।

পাত্রীর (পুং) পাত্র্যৈ রাতি, পাত্রীং রাতী বা রা-ক। যজ্ঞ-দ্রব্য। (ভূরিপ্র°)

পাত্রেবহুল (পুং) পাত্রে ভোজনসময়ে এব বহুলাঃ নতু কার্য্যে, পাত্রে সমিতাদিত্বাৎ আক্ষেপে গম্যে অলুক্‌সমাসঃ। ভোজন সময়ে বহুলীভূত কার্য্যাক্ষম সকল। যাহারা কার্য্য-কালে অক্ষম ভোজনসময়ে বহুল। (এই শব্দ বহুবচনান্ত।)

পাত্রেসমিত (ত্রি) পাত্রে ভোজনসময়ে এব সমিতঃ সঙ্গতঃ, পাত্রে সমিতাদিত্বাৎ অলুক্‌সমাসঃ। কার্য্যকালে অক্ষম এবং ভোজন সময়ে সঙ্গত অর্থাৎ যে ভোজনকালে উপস্থিত হয়, কার্য্যকালে থাকে না।

'স পাত্রেসমিতোঽন্যত্র ভোজনাম্মিলিতো ন যঃ।' (ত্রিকা°)

২ পাপবিশেষ।

'নিধায় হৃদয়ে পাপং যঃ পরং শংসতি স্বয়ং।
স পাত্রেসমিতোঽথ স্যাৎ—॥' (শব্দমালা)।

৩ উক্ত লক্ষণোক্ত পাপযুক্ত পুরুষ, যে পুরুষ হৃদয়ে পাপ রাখিয়া মুখে পরম তত্ত্ব প্রকাশ করে, তাহাকে পাত্রেসমিত কহে।

পাত্রেসমিতাদি (পুং) আক্ষেপ অর্থে অলুক্‌সমাসাদি নিমিত্ত শব্দগণভেদ। এইগণ পাত্রেসমিত, পাত্রেবহুল, উদুম্বরমশক, উদুম্বরক্রমি, কূপেকচ্ছপ, অবটেকচ্ছপ, কূপমণ্ডূক, কুম্ভমণ্ডূক, উদপানমণ্ডূক, নগরকাক, নগরবায়স, মাতরিপুরুষ, পিণ্ডীশূর, পিতারিশূর, গেহেশূর, গেহেনর্দ্দী, গেহেক্ষ্বেড়ী, গেহেবিজিতী, গেহেব্যাড়, গেহেমেহী, গেহেদাহী, গেহেদৃপ্ত, গেহেধৃষ্ট, গর্ভে-তৃপ্ত, আখনিকবক, গোষ্ঠেশূর, গোষ্ঠেবিজিতী, গোষ্ঠেক্ষ্বেড়ী, গোষ্ঠেপটু, গোষ্ঠেপণ্ডিত, গোষ্ঠেগলভ, কর্ণেটিরিটিরা, কর্ণে-চুরুচুরা।" (পাণিনীয় গণপাঠ)

পাত্রোপকরণ (ক্লী) পাত্রস্য পাত্রাণাং বা উপকরণং উপ-ভূষণং। পাত্রের উপভূষণ।

"রীতিবর্গাধিসঞ্জাতং পাত্রোপকরণাদিকং।
দত্তাদায়সবর্জ্জন্তু ভূষণং ন কদাচন॥" (কালিকাপু° ৬৮ অ°)

পাত্র (ক্লী) পততীতি পত-কিপ্, পতং অধঃপতন্তং জনং ত্রায়তে ত্রৈ-ক, ততঃ স্বার্থে প্রজ্ঞাদ্যণ্। পাপি-ত্রাতা।

"সর্ব্বেষামেব পাত্রাণাং পরং পাত্রং মহেশ্বরঃ।
পতন্তং ত্রায়তে যস্মাদতীব নরকার্ণবাৎ॥" (ভবিষ্যপু°)

পাত্রতা (স্ত্রী) পাত্রস্য ভাবঃ তল্, টাপ্। পাত্রত্ব, বিদ্যা-তপস্যাচারযুক্ততা।

পাত্র্য (ত্রি) পাত্র-যৎ (পাত্রাদঘংশ্চ। পা ৫।১।৬৮) পাত্রিয়, পাত্রার্হ।

পাথ (ক্লী) ১ জল। (মেদিনী) (পুং) পাতীতি পা-থুট্, নিপাতনাৎ সাধুঃ। ২ সূর্য্য। ৩ অগ্নি।

পাথর (দেশজ) প্রস্তর।

পাথরচুর (দেশজ) প্রস্তরচূর্ণ।

পাথরগাঁও, সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত একটী বাণিজ্য-প্রধান স্থান।

পাথরচাটা পক্ষিবিশেষ। ইহার মস্তক ও গলা ঈষৎ ঘোর ধূসরবর্ণ, পৃষ্ঠদেশ ও পশ্চাদ্ভাগ রক্তাভ, কর্ণ ঘোর লাল, পাখা ও পুচ্ছ ঘোর বাদামি রং বিশিষ্ট, পুচ্ছের বহির্দিকের পালকগুলি কতক সাদা; গলা ও বক্ষঃস্থল ঈষৎ সাদা। ওষ্ঠ ঈষৎ লাল, পদদ্বয় পীত ও অপরিষ্কার। দৈর্ঘ্যে ৬½ ইঞ্চ; পক্ষ ৩½ ইঞ্চ; বিস্তার ১০ ইঞ্চ, পুচ্ছ ২½ ইঞ্চ।

এই পক্ষী শীতকালে মধ্য ও উত্তরভারতে, সময়ে সময়ে কলিকাতার নিকটে, নেপাল, দেরাদুন, সিমলা ও মুসৌরীতে, দাক্ষিণাত্যে ও নাগপুরে এবং ভারতবর্ষের বাহিরে মধ্য এসিয়ায় ও কখন কখন দক্ষিণ য়ুরোপে দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীস ও ক্রিমিয়া উপদ্বীপে এই পক্ষী বেশী পাওয়া যায়। চীনদেশের শস্যক্ষেত্রেও অনেক সময় দেখা গিয়া থাকে।

পাথরবৎ, বোম্বাই প্রদেশবাসী এক জাতি, পুণা জেলায় প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের পরিচ্ছদ মহারাষ্ট্রীয়-দিগের ন্যায়। ইহারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, পরিশ্রমী, মিতব্যয়ী, সুশৃঙ্খল এবং অতিব্যগ্র। ইহারা দেবতা জন্তু প্রভৃতির উৎকৃষ্ট পাথরের খোদাই কার্য্য করিতে পারে। ইহারা হিন্দু দেব দেবীর পূজা করে। ইহাদিগের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে, কিন্তু এই বিবাহ অতি নির্জ্জন স্থানেই সম্পন্ন হয়। ইহারা মৃতদেহ সৎকার করিয়া থাকে। জাতিভেদপ্রথাও ইহাদিগের মধ্যে প্রবল।

পাথরিয়া, আসামের অন্তর্গত শ্রীহট্ট জেলার দক্ষিণস্থিত পাহাড়-শ্রেণী। এখানে আগর আতর নামক একপ্রকার সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

পাথরিয়া, মধ্যপ্রদেশের দমো জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। অক্ষা° ২৩° ৫৩´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ১৪´ পূঃ। এখানে সরকারী বিদ্যালয়, ঔষধালয়, থানা এবং ডাক-বাংলা আছে।

পাথরী (দেশজ) রোগভেদ, মূত্রকৃচ্ছ্র রোগবিশেষ। এই রোগের সংস্কৃত নাম অশ্মরী।

সুশ্রুতে এই রোগের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে— অশ্মরী চারিপ্রকার। শ্লেষ্মাই তাহাদিগের আধার। শ্লেষ্মা, বায়ু, পিত্ত ও শুক্র কর্তৃক এই রোগ জন্মে। অপথ্যকারী ব্যক্তির শ্লেষ্মা কুপিত হইয়া বস্তিদেশ আশ্রয় করিয়া এই রোগ হয়। ইহার পূর্ব্বলক্ষণ বস্তিদেশে পীড়া, অরুচি, মূত্রকৃচ্ছ্র, বস্তি, শিরঃমুষ্ক ও উপস্থে বেদনা, জ্বর, দেহের অবসন্নতা ও মূত্রে ছাগলের ন্যায় বোট্‌কা গন্ধ হইয়া থাকে। এই সকল পূর্ব্বলক্ষণ হইলে কারণভেদে বেদনা, মূত্রের বর্ণদোষ এবং গাঢ়তা ও আবিলতা হইয়া থাকে ও তাহা কষ্টে নিঃসরণ হয়। রোগ উপস্থিত হইলে প্রস্রাব নিঃসরণকালে নাভি, বস্তি, সেবনী ও উপস্থ ইহাদের মধ্যে কোন না কোন স্থানে বেদনা উপস্থিত হয়, ধাবন, লম্ফন, সন্তরণ, অশ্বাদির পৃষ্ঠে গমন বা পথশ্রম দ্বারাও বেদনা হয়। অতি সেবনে শ্লেষ্মা বর্দ্ধিত হইয়া অধোভাগে বস্তিমুখে অবস্থান করিয়া স্রোতোমার্গ রোধ করে, এই জন্য মূত্র প্রতিহত হইয়া ভেদকরণ বা সূচি-বিদ্ধকরণের ন্যায় পীড়া জন্মে এবং বস্তিদেশ গুরু ও শীতল হইয়া থাকে। শ্লেষ্ম-জন্য অশ্মরী শ্বেত, স্নিগ্ধ, বৃহৎ কুক্কুটাণ্ড বা মধুকপুষ্পের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট।

শ্লেষ্মা পিত্তযুক্ত হইলে সংহত ও পূর্ব্বোক্তরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বস্তিমুখে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক স্রোতমার্গ রোধ করে। তাহাতে মূত্র প্রতিহত হইয়া উষ্ণতা, দাহ ও পাক হইবার ন্যায় যন্ত্রণা এবং বস্তিদেশ উষ্ণ বায়ুযুক্ত হয়। পিত্তাশ্মরী রক্তযুক্ত এবং পীতাভ, ভল্লাতকের অস্থিসদৃশ কৃষ্ণ বা মধুর ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মা বায়ুযুক্ত হইয়া সংহত ও পূর্ব্বোক্তরূপে বর্দ্ধিত হয়। এই বায়ুযুক্ত শ্লেষ্মা বস্তিমুখে অধিষ্ঠান করিয়া নাড়ীপথ রোধ করে, ইহাতে তীব্র বেদনা হয়। রোগী বেদনায় নিতান্ত কাতর হইলে দন্তপেষণ, নাভি ও মেঢ্রদেশ মর্দ্দন এবং মলদ্বার স্পর্শ করিতে থাকে। রোগী ইহাতে অতি শীর্ণ হইয়া যায়। বায়ুজ-অশ্মরী—শ্যামবর্ণ, পরুষ, খরস্পর্শ, বিষম ও কদম্বপুষ্পের ন্যায় কণ্টকযুক্ত। দিবাস্বপ্ন, অসম বা অতিরিক্ত আহার এবং শীতল, স্নিগ্ধ ও মধুর পাক দ্রব্য আহারে প্রিয় বলিয়া পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার অশ্মরী বিশেষতঃ বালকেরই জন্মিয়া থাকে, তাহাদিগের শরীর ও বস্তিদেশের পরিমাণ অল্প ও শরীরে মাংসবৃদ্ধি না হওয়া প্রযুক্ত পাথরীটী বস্তিদেশ হইতে অনায়াসে বাহির করা যায়।

বয়ঃস্থ লোকের শুক্রজন্য শুক্রাশ্মরী জন্মিয়া থাকে। মৈথুনের অভিঘাতে বা অতিরিক্ত মৈথুন দ্বারা চলিত শুক্র নিঃসৃত না হইয়া অন্য পথে গমন করে, পরে বায়ু কর্তৃক সেই শুক্র সেই সকল স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়া মেঢ্র ও মুষ্কের দ্বার মধ্যে সঞ্চিত হয় এবং পরে শুষ্ক হয়। ইহাতে মূত্রমার্গ আবৃত হইয়া মূত্রকৃচ্ছ্র, বস্তিবেদনা ও মুষ্কদ্বয়ের শ্বয়থু হয়। সেই স্থান টিপিলে পাথরী মিলিয়া যায়।

শর্করা, সিকতা ও ভস্মনামক মেহও পাথরীর বিকৃতিমাত্র।

মূত্রাধার ও মলাশয় প্রাণের আশ্রয়স্থান। নদী যেরূপে সাগরাভিমুখে জল বহন করে, পক্বাশয়গত মূত্রবহা নাড়ী সকলও সেইরূপ বস্তি মধ্যে মূত্র বহন করে। যে সকল নাড়ী আমাশয়ের মধ্য হইতে মূত্র বহন করে, অতিশয় সূক্ষ্মতাপ্রযুক্ত তাহাদিগের মুখ উপলব্ধি হয় না। জাগ্রৎ বা স্বপ্নাবস্থায় মূত্র ক্ষরিত হইয়া মূত্রাশয় পরিপূর্ণ করে। কোন একটী নূতন ঘটের মুখ পর্য্যন্ত জলের মধ্যে ডুবাইয়া ধরিলে চারিদিকের জল আসিয়া যেমন ঐ ঘটটী পূরণ করে, সেইরূপ বস্তিদেশও মূত্রদ্বারা পূর্ণ হইতে থাকে। এই প্রকার বাতপিত্ত বা কফ মূত্রের সহিত মিলিত হইয়া বস্তিমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক পাথরী জন্মায়।

যেরূপ নূতন কলসীতে নির্ম্মল জল রাখিলেও কালে তাহার তলে পঙ্ক সঞ্চিত হয়, সেইরূপ বস্তিমধ্যে পাথরী জন্মে; যেমন আকাশীয় বায়ু অগ্নি ও বৈদ্যুতী শক্তির দ্বারা জল সংহত হইয়া হিমানীরূপে (বরফাকারে) পরিণত হয়, সেইরূপ বস্তির মধ্যস্থিত শ্লেষ্মা বায়ুও উষ্ণতা দ্বারা সংহত হইয়া পাথরী উৎপন্ন করে। বায়ু সরল থাকিলে বস্তিদেশে মূত্রসঞ্চারিত হয়, ইহার বিপরীত হইলে নানাপ্রকার বিকার উপস্থিত হয়। মূত্রাঘাত প্রভৃতি সকলই বস্তিদেশে জন্মে। (সুশ্রুত নিদানস্থা° ৪ অ°)

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—পাথরীরোগ চারিপ্রকার বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও শুক্রজ। এই চারিপ্রকার পাথরীর মধ্যে বাতজাদি ত্রিবিধ শ্লেষ্মাশ্রিত। শুক্রজ পাথরী কেবল শুক্র জন্য হইয়া থাকে। চিকিৎসার অভাবে এই রোগ কৃতান্তের ন্যায় প্রাণহারক হইয়া থাকে। কাহারও কাহার মতে শুক্রাশ্মরীও শ্লেষ্মাশ্রিত হইয়া থাকে।

পাথরীর নিদান—যখন বায়ু বস্তিস্থিত শুক্রের সহিত মূত্রকে এবং পিত্তের সহিত কফকে শুষ্ক করে, তখন গো-পিত্তে যেরূপ গোরোচনা উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ পাথরীরোগ হইয়া থাকে। সকল প্রকার পাথরীই ত্রৈদোষিক, তন্মধ্যে দোষের প্রাধান্য অনুসারে বাতজাদি ভেদে নামকরণ হইয়া থাকে।

পাথরীর পূর্ব্বলক্ষণ—পাথরী হইবার পূর্ব্বে বস্তিদেশে আধ্মান, বস্তির নিকটস্থ চতুঃপার্শ্বে অত্যন্ত বেদনা, ছাগমূত্রের ন্যায় মূত্রে গন্ধ, মূত্রকৃচ্ছ্র, জ্বর এবং অরুচি হয়।

ইহার সামান্ত লক্ষণ—এই রোগ উৎপন্ন হইলে নাভি, সেবনী এবং মূত্রাশয়ের উপরিভাগে বেদনা হয়। পাথরী কর্ত্তৃক মূত্রদ্বার রুদ্ধ হইলে বিছিন্ন ধারায় মূত্র নির্গত হয়। মূত্ররন্ধ্র হইতে পাথরী অপসারিত হইলে বিনাক্লেশে গোমেদকের ন্যায় কিঞ্চিৎ লোহিতবর্ণ স্বচ্ছমূত্র নিঃসারিত হইয়া থাকে। যদি পাথরী সঞ্চরণ হেতু মূত্রবহা স্রোতে ক্ষত হয়, তাহা হইলে রক্তসংযুক্ত মূত্র নির্গত হয় এবং কুন্থন করিলে অত্যন্ত বেদনা হইয়া থাকে।

বাতোল্বণ অশ্মরীর লক্ষণ—বাতজ পাথরীতে পীড়িত ব্যক্তি সকল আর্ত্তনাদের সহিত দন্তঘর্ষণ এবং শিশ্ন ও নাভিদেশ পীড়ন করে, মূত্রবেগ দিলে শব্দের সহিত মলত্যাগ হয় ও পুনঃ পুনঃ বিন্দু বিন্দু মূত্রত্যাগ হইয়া থাকে। এই বাতজ পাথরী শ্যামবর্ণ রুক্ষ ও কণ্টক পরিবেষ্টিত হয়।

পিত্তজ পাথরীরোগে—মূত্রাশয়ে দাহ ও অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইতেছে এরূপ বোধ হয়, ইহা ভেলার বীজ সদৃশ, রক্ত, পীত বা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মাশ্মরীরোগে—রোগীর মূত্রাশয় শীতল, গুরু ও সূচীবিদ্ধবৎ বেদনাযুক্ত হয়, এই পাথরী বৃহৎ আকার, মসৃণ, শুক্লবর্ণ বা মধুর ন্যায় কিঞ্চিৎ পিঙ্গলবর্ণ হইয়া থাকে।

এই ত্রিবিধ অশ্মরী প্রায় বাল্যকালেই হইয়া থাকে। বাল্যাবস্থায় মূত্রাশয় ছোট এবং অল্পমাংসবিশিষ্ট থাকে, এই জন্য শস্ত্রক্রিয়ার পর পাথরী অনায়াসে আকর্ষণ ও গ্রহণ করিতে পারা যায়।

শুক্রাশ্মরী—শুক্রবেগ ধারণহেতু বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের এই রোগ হয়। বালকগণের শুক্রবেগধারণ জন্য অহিত হেতুর সম্ভাবনা নাই। যখন কামবেগবশতঃ স্বস্থানচ্যুত শুক্র স্খলিত না হইয়া উহা বায়ু কর্ত্তৃক শিশ্ন ও মুষ্কদ্বয়ের মধ্যগত বস্তিমুখে ধৃত ও শোষিত হয়, তখন শুক্রাশ্মরী হইয়া থাকে। এই শুক্রজ পাথরীতে মূত্রাশয়ে বেদনা ও কষ্টের সহিত মূত্র নির্গম হয় এবং মুষ্কদ্বয়ে শোথ জন্মে, ইহা উৎপন্নমাত্রেই শুক্র স্খলন হইতে থাকে, শিশ্ন ও মুষ্কের মধ্যদেশ পীড়ন করিলে পাথরী অভ্যন্তরে লীন হয়।

শর্করা ও সিকতারোগ পাথরীর অবস্থান্তর মাত্র। পাথরী বায়ু কর্ত্তৃক ভিন্ন অর্থাৎ চিনিকণার ন্যায় হইলে তাহাকে শর্করা এবং ঐরূপে যখন বালুকাকণার ন্যায় হয়, তখন তাহাকে সিকতা কহে। শর্করা ও সিকতা এই দুয়ের প্রভেদ এই যে, শর্করা অপেক্ষা সিকতার রেণুসমূহ সূক্ষ্ম। বায়ু কর্ত্তৃক প্রভিন্ন শর্করা ও সিকতারোগে যদি বায়ু স্বপথগামী হয়, তাহা হইলে মূত্রের সহিত ঐ রেণু সকল বহির্গত হয় এবং বায়ু বিপথগামী হইলে রুদ্ধ হয় ও মূত্রস্রোতের সহিত সংলগ্ন হইলে দুর্ব্বলতা, শরীরের অবসন্নতা, কৃশতা, কুক্ষিশূল, অরুচি, পাণ্ডু, পিপাসা, হৃদ্রোগ ও বমি প্রভৃতি উপদ্রব হইয়া থাকে। পাথরীতে যদি রোগীর নাভিতে ও মুষ্কদ্বয়ে শোথ এবং মূত্ররোধ হয়, তাহা হইলে রোগীর জীবননাশ হইয়া থাকে।

ইহার চিকিৎসা—বাতজন্য পাথরীর পূর্ব্ব লক্ষণ উপস্থিত হইলে স্নেহাদি দ্বারা চিকিৎসা করিতে হইবে। শুণ্ঠী, গণিয়ারী, পাষাণভেদী, সজিনা, বরুণ, গোক্ষুর, গাম্ভারী ও সোঁদাল ইহাদের কাথে হিঙ্গু, যবক্ষার এবং সৈন্ধবচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পাথরীরোগ প্রশমিত হয়। ইহা অগ্নিপ্রদীপক ও পাচক। ইহার নাম শুণ্ঠ্যাদিকষায়।

এলাচি, পিপুল, যষ্টিমধু, পাষাণভেদী, রেণুকা, গোক্ষুর, বাসক এবং ভেরেণ্ডার মূল ইহাদের কাথে ৩ বা ৪ মাষা শিলাজতু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে এই রোগ প্রশমিত হয়। ইহার নাম এলাদিকাথ। বরুণছালের কাথে শুঁঠচূর্ণ, গোক্ষুর, যবক্ষার ও পুরাতন গুড় প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শ্লেষ্মজ পাথরী বিনষ্ট হয়। ইহার নাম বরুণাদি কষায়। পাষাণভেদাদ্য ঘৃতও এই রোগে বিশেষ ফলপ্রদ।

পিত্তজন্য পাথরী। কুশাদ্য ঘৃতদ্বারা ক্ষার, যবাগূ, পেয়া, কাথ, দুগ্ধ বা কোন প্রকার আহারীয় দ্রব্য পাক করিয়া সেবন করিলে পিত্তজ পাথরী ও পিত্তাশ্মরীও ভাল হয়।

শ্লেষ্মজ অশ্মরী। বরুণঘৃত ও বরুণাদিগণ সেবনে শ্লেষ্মাজন্য পাথরী আরোগ্য হয়।

শুক্রাশ্মরীরোগে—পুরাতন কুমড়ার রস ৮ তোলা, যবক্ষার ১২ মাষা এবং গুড় ৬ মাষা, একত্র মিশাইয়া পান করিলে শুক্রাশ্মরী আরোগ্য হয়। এখন এই ঔষধ অর্দ্ধমাত্রায়ই প্রায় ব্যবহৃত হয়। তিল, অপামার্গ, কদলী, পলাশ, যব ও বেলশুঁঠ ইহাদের কাথ পান এবং কেবুক, কতক, সেগুন ও নীলোৎপল এই সকল চূর্ণ সমভাগে গুড়সংযুক্ত উষ্ণজলের সহিত পান করিলে পাথরী মূত্রের সহিত বহির্গত হইয়া থাকে। পাষাণভেদী, গোক্ষুর, ভেরেণ্ডামূল, বৃহতী, কণ্টকারী ও কোকিলাক্ষ মূল এই সকল চূর্ণ সমভাগে দুগ্ধ দ্বারা পেষণ করিয়া দধির সহিত পান করিলে পাথরীরোগ নষ্ট হয়। কুটজচূর্ণ দধির সহিত পান করিয়া বা দধির সহিত অন্ন ভোজন করিলেও ঐ পাথরী দূর হয়।

শশার বীজ অথবা নারিকেলের ফুল পেষণ করিয়া দুগ্ধের সহিত পান করিলে অল্পদিনের মধ্যেই পাথরী ভাল হয়। গোক্ষুর, বরুণবৃক্ষ ও শুণ্ঠীর কাথ মধুযুক্ত করিয়া পান, পুরাতন কুমড়ার রস, হিঙ্গু ও যবক্ষার একত্র করিয়া সেবনে পাথরী

আরোগ্য হয়। পুনর্নবা, লৌহ, হরিদ্রা, গোক্ষুর, প্রিয়ঙ্গু, প্রবাল ও উলুপুষ্প এই সকল দ্রব্য দুগ্ধ, আম্ররস ও সদ্যকৃত ইক্ষুরস দ্বারা মর্দন করিয়া সেবন করিলে পাথরী নষ্ট হয়।

বরুণবৃক্ষের ছাল, পাষাণভেদী, শুঁঠ এবং গোক্ষুর, ইহার কাথে যবক্ষার ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলেও উপকার হয়। ইহা ভিন্ন তৃণপঞ্চমূলাদ্যঘৃত, বরুণতৈল ও কুশাদ্যতৈল ব্যবহারে অশ্মরী সত্বর আরোগ্য হয়। বরকতৃণ, মৃণাল, তালমূলী, কাশ, ইক্ষুবালী, ইক্ষুমূল, কুশ ও বালা এই সকল মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া ভোজন করিলে এই রোগ আরোগ্য হয়। বরুণাদ্যচূর্ণ, বরুণকগুড়, কুলথাদ্যঘৃত, শরাদ্য পঞ্চমূলাদ্যঘৃত, ও পুনর্নবাদি তৈল পাথরীরোগে বিশেষ ফলপ্রদ। (ভাবপ্রকাশ অশ্মরীরোগাধি°) [এই সকল ঔষধের বিষয় তত্তৎশব্দে দ্রষ্টব্য।]

রসেন্দ্রসারসংগ্রহে পাথরী-চিকিৎসায় পাষাণবজ্ররস, ত্রিবিক্রমরস, লৌহনাশক ও অশ্মরীনাশক এই সকল ঔষধ লিখিত আছে। ভৈষজ্যরত্নাবলীতে অশ্মরীরোগাধিকারে বরুণাদিকাথ, বৃহদ্বরুণাদি, কুলথাদ্যঘৃত, বরুণঘৃত, পাষাণভিন্ন ও আনন্দযোগ প্রভৃতি ঔষধ সকল বিহিত হইয়াছে। [এই সকল ঔষধের বিষয় তত্তৎশব্দে দ্রষ্টব্য।]

এই পাথরীরোগ মহাপাতক জন্য হইয়া থাকে। যাহার এই রোগ হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। যদি রোগী পাথরীরোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া দহন, বহন ও অগ্নিকার্য্যাদি কিছুই হইবে না।

"মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীকাসা অতীসারভগন্দরৌ।
দুষ্টব্রণং গণ্ডমালা পক্ষাঘাতোঽক্ষিনাশনং॥
ইত্যেবমাদয়োরোগা মহাপাতোদ্ভবাঃ স্মৃতাঃ।" (প্রায়শ্চিত্তবি°)

পাথরীরোগ হইলেই পাপশান্তির জন্য প্রায়শ্চিত্ত অবশ্য কর্ত্তব্য। পাপশান্তি হইলে রোগের প্রশমনও হয়। [পাথরীরোগের প্রায়শ্চিত্তাদির বিষয় মহাপাতক শব্দে ও ডাক্তারী চিকিৎসা অশ্মরী শব্দে দ্রষ্টব্য।]

পাথরী, মধ্যপ্রদেশের খৈরাগড় রাজ্যের একটী গ্রাম। এক দীর্ঘপাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। এই গ্রাম ও পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তীস্থানে একটী সুন্দর জলাশয় এবং তাহার ঠিক মধ্যস্থলে একটী প্রস্তরস্তম্ভ আছে। জলাশয়ের পশ্চিমকূলে বহুসংখ্যক ছত্রী ও অধুনাতন সময়ের একটী ক্ষুদ্র দুর্গ এবং পূর্ব্বকূলে দুইটী মন্দির ও একটী দরগা আছে। উপরোক্ত পাহাড়ের দক্ষিণপূর্ব্বে সদরমলের মন্দির নামক একটী প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। এই মন্দিরের উত্তরে এবং উত্তরপূর্ব্বে একটী জলাশয় আছে। ইহাতে এক সময়ে প্রভূত জলরাশি ছিল, ইহা এক্ষণে অগভীর এবং জঙ্গলপূর্ণ হইয়াছে। গ্রামের মধ্যে অনেকগুলি মূর্ত্তি আছে; তন্মধ্যে বুদ্ধ, পরশুরাম, বরাহ, বামন প্রভৃতি অবতারের মূর্ত্তিগুলিই প্রধান। সদরমল মন্দিরের উপর পশ্চিমদিকে অনেকগুলি জৈনমন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে। সর্ব্বশুদ্ধ এই সমস্ত ভগ্নাবশেষ প্রায় ছয় বর্গমাইল স্থান ব্যাপিয়া আছে।

পাথস্ (ক্লী) পাতি রক্ষতি জীবানিতি পা-অসুন্-থুট্চ (উদকে থুট্ চ। উণ্ ৪।২০৪) জল।

"খরসন্তাপশমনী খনিঃ পীযূষপাথসাং।" (কাশীখ° ২৯।৪৯)

২ অন্ন। ৩ আকাশ। (মেদিনী) (ঋক্ ১।১১৩।৮) (শুক্লযজু° ২।১৭)

পাথিক (পুং স্ত্রী) পথিকস্যাপত্যং পথিক-শিবাদিত্বাদণ্ (পা ৪।১।১১২) পথিকের অপত্য। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

পাথিকার্য্য (পুং) পথিকার-কুর্ব্বাদিত্বাৎ ণ্য। (পা ৪।১।১৫১) পথিকারের অপত্য বা অংশ।

পাথিক্য (ক্লী) পথিকস্য ভাবঃ পুরোহিতাদিত্বাৎ যক্ (পা ৫।১।১২৮) পথিকত্ব।

পাথিস্ (পুং) পিবতি নদ্যাদি জলমাকর্ষতীতি পা-ইসিন্ থুগাগমশ্চ (উণ্ ২।১১৫) ১ সমুদ্র। ২ চক্ষু। (ক্লী) ৩ কীলাল। (উজ্জ্বল)

পাথেয় (ক্লী) পথি সাধুরিতি পথিন্-ঢঞ্ (পথ্যতিথিবসতিস্বপতের্ঢঞ্। পা ৪।৪।১০৪) পথিব্যয়িতব্য দ্রব্য, চলিত পথখরচ, পর্য্যায়—শম্বল, সম্বল (ভরত)।

"লুণ্ঠিতা তস্করৈর্মার্গে বস্ত্রমাত্রা তথা কৃতা।
পাথেয়ঞ্চ হৃতং সর্ব্বং বালপুত্রা নিরাশ্রয়া॥"
(দেবীভাগ° ৩।২৫।১২)

২ কন্যারাশি। "ক্রিয়তাবুরিজিতুমকুলীরলেয়পাথেয়যুককৌর্পাখ্যাঃ।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

পাথেয়ক (ত্রি) পাথেয়-ধূমাদিত্বাৎ বুঞ্। (পা ৪।২।১২৭) পথের সম্বলযুক্ত।

পাথোজ (ক্লী) পাথসি জলে জায়তে ইতি জন-ড। কমল, পদ্ম। (নৈষধ ১৯।২৭)

পাথোদ (পুং) পাথো জলং দদাতীতি দা-ক। মেঘ। (ত্রিকা°)

পাথোধর (পুং) ধরতি ধারয়তীতি বা ধৃ-অচ্। পাথসো ধরঃ, পাথো ধারয়তীতি ধারি-অচ্, হ্রস্ব ইত্যেকে। মেঘ।

"অন্তর্যে সততং লুঠন্তি গণিতাস্তানেব পাথোধরৈরার্ত্তানাপতিতাংস্তরঙ্গবলয়ৈরালিঙ্গ্য গৃহ্ণন্নসৌ॥"
(রাজতর° ৩।২৪০)

পাথোধি (পুং) পাথাংসি ধীয়ন্তেঽত্র ধা-কি। সমুদ্র। (ত্রিকা°)

"বশীকৃতেয়ং পৃথিবী কৃৎস্না ভবদনুগ্রহাৎ।
জেতুং দ্বীপান্ কথ্যতাস্তু যুক্তিঃ পাথোধিলঙ্ঘনে॥"
(রাজতর° ৩।২৪০)

পাথোন (গ্রীক পথিউনস্ শব্দজ) কন্যারাশি। (বরাহমিহিরের বৃহজ্জাতক।)

পাথোনিধি (পুং) পাথাংসি জলানি নিধীয়ন্তেঽস্মিন্ ইতি নি-ধা-কি। সমুদ্র। (শব্দর°)

পাথোভাজ্ (ত্রি) পথ বা স্থানভোগী। (শাঙ্খায়নব্রা° ১০।৬)

পাথ্য (ত্রি) পাথসি ভবঃ বেদে ডান্। হৃদয়াকাশে যাহা হয়, তাহাকে পাথ্য কহে। (শুক্লযজু° ১১।১৪)

পাদ্ (পুং) পদ-ণিচ্-ক্বিপ্। পাদ। (জটাধর)

পাদ (পুং) পদ-করণে ঘঞ্, পদ্যতে গম্যতে অনেনেতি বা ঘঞ্। চরণ, পা। গর্ভস্থিত বালকের দ্বিতীয় মাসে পা হয়। পর্য্যায়—পৎ, অঙ্ঘ্রি, চরণ, অংহ্রি। (শব্দর°)

"পাদেন নাক্রমেৎ পাদমুচ্ছিষ্টং নৈব লঙ্ঘয়েৎ।
ন সংহতাভ্যাং পাণিভ্যাং কণ্ডূয়েদাত্মনঃ শিরঃ॥" (কর্ম্মলোচন)

পাদদ্বারা পাদ আক্রমণ, উচ্ছিষ্ট লঙ্ঘন এবং সংহত-পাণিদ্বারা শিরঃকণ্ডূয়ন করিতে নাই। শাস্ত্রান্তরে পাদ চালনাদিও নিষিদ্ধ হইয়াছে।

"ন পাদচালনং কুর্য্যাৎ পাদেন বা কদাচন।
নাগ্নৌ প্রতাপয়েৎ পাদৌ ন কাংস্যে ধাবয়েদ্বুধঃ॥"
(কৌর্ম্ম উপবি° ১৫ অ°)

কখন পাদদ্বারা পাদচালন করিবে না। পাদদ্বয় অগ্নিতে প্রতাপন এবং কাংস্যপাত্রে ধারণ করিতে নাই। ব্রাহ্মণ, গো, অগ্নি, নৃপ ও সূর্য্যের দিকে পাদপ্রসারণ করিবে না।

২ ঋগ্‌বেদীয় মন্ত্র-চতুর্থাংশ। ৩ শ্লোক চতুর্থাংশ। ৪ বুধ্ন। ৫ বৃক্ষমূল। ৬ তুরীয়াংশ। ৭ চতুর্থ ভাগ। ৮ শৈলপ্রত্যন্ত পর্ব্বত। ৯ মহাদ্রিসমীপে ক্ষুদ্র পর্ব্বত। (হরিব° ৯৪।২০) ১০ ময়ূখ। ১১ কিরণ। (মেদিনী) ১২ শিব। (ভারত ১৩।১৭।১২৪) 'পাদো বুধ্নে তুরীয়াংশে শৈলপ্রত্যন্তপর্ব্বতে। চরণে চ ময়ূখে চ' (মেদিনী)

১৩ চিকিৎসার চারিভাগ। সুশ্রুতে লিখিত আছে,—বৈদ্য, রোগী, ঔষধ ও পরিচারক এই চারিপাদ চিকিৎসা-কার্য্য-সাধনের উপযোগী। বৈদ্য গুণবান্ এবং রোগী প্রভৃতি অপর তিনটী গুণবিশিষ্ট হইলে মহৎ রোগও অল্প কালের মধ্যে আরোগ্য হয়। যেরূপ উদ্গাতা, হোতা এবং ব্রহ্মা এই তিনজন থাকিলেও আচার্য্য ব্যতিরেকে যজ্ঞ সম্পন্ন হয় না, তদ্রূপ চিকিৎসার অপর তিন পাদ গুণ থাকিলেও বৈদ্যের অভাবে চিকিৎসাকার্য্য সম্পন্ন হয় না। যে বৈদ্য শাস্ত্রার্থপারদর্শী, দৃষ্টকর্ম্মা, স্বয়ং কার্য্যক্ষম, লঘুহস্ত, শুচি, শূর, ঔষধ ও যন্ত্র প্রভৃতি চিকিৎসায় সর্ব্বপ্রকার উপকরণে সুসজ্জিত, প্রত্যুৎপন্নমতি, বুদ্ধিমান্, ব্যবসায়ী, বিশারদ এবং সত্যধর্ম্ম-পরায়ণ, তিনিই চিকিৎসা কার্য্যে প্রথম পাদ বলিয়া গণ্য। যে রোগী আয়ুষ্মান্, বুদ্ধিমান্, সাধ্য, দ্রব্যবান্, আস্তিক ও বৈদ্যের মতানুগামী, তিনিই চিকিৎসা-কার্য্যের দ্বিতীয় পাদ এবং যে ঔষধ প্রশস্তদেশে জাত ও উত্তম দিনে উদ্ধৃত, মনের প্রীতিকর, গন্ধবর্ণরসবিশিষ্ট, দোষঘ্ন, অগ্লানিকর, বিপর্য্যয়েও বিকার জন্মায় না এবং উপযুক্ত কালে ও উপযুক্ত মাত্রায় প্রদত্ত ঔষধই তৃতীয় পাদ। যে পরিচারক স্নিগ্ধ, বলবান্, রোগীর প্রতি যত্নশীল, পরনিন্দা করে না, বৈদ্যবাক্যের অনুগামী এবং পরিশ্রমে কাতর নহে, এইরূপ পরিচারকই চিকিৎসাকার্য্যের চতুর্থ পাদ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। (সুশ্রুত কল্পস্থান ৩৪অ°)

১৪ গ্রন্থাংশবিশেষ, যথা—পাতঞ্জলের সমাধিপাদ, সাধন-পাদ ইত্যাদি।

সু ও সংখ্যাপূর্ব্বক বহুব্রীহি সমাসে পাদশব্দের অন্ত্য-লোপ হয়, যথা—দ্বিপাদ, সুপাদ্ ইত্যাদি। উপমানের উত্তর হইলে বিকল্পে হয়, যথা—ব্যাঘ্রপাদ্ ব্যাঘ্রপাদ প্রভৃতি। ভ-সংজ্ঞা বিষয় শশাদিবিভক্তি পরে পাদশব্দ স্থানে পদ্ আদেশ হয়। পাদান্ পদঃ ইত্যাদি। ১৫ ঋষি বিশেষ। পদভাবে ঘঞ্। ১৬ গমন। ১৭ কোন শব্দের উত্তর বসিলে সম্ভ্রমার্থসূচক হয়। যথা—কুমারিলপাদ, ভট্টপাদ ইত্যাদি।

পাদক (ত্রি) পাদে গমনে কুশলঃ আকর্ষাদিত্বাৎ কন্ (পা ৫।২।৬৪) ১ গমনকুশল। ২ চতুর্থাংশ। (পুং) স্বার্থে কন্। ৩ ক্ষুদ্র পদ। (বৈ)

পাদকটক (পুং) পাদস্য কটক ইবেতি। নূপুর, রবশূন্য হংসাকৃতি চরণভূষণ, চলিত বাঁকমল, পর্য্যায়—হংসক। (অমর)

পাদকীলিকা (স্ত্রী) বাঁকমল। (হেম) [পাদকটক দেখ।]

পাদকৃচ্ছ্র (পুং) ব্রতবিশেষ।

"একভক্তেন নক্তেন তথৈবাযাচিতেন চ।
উপবাসেন চৈকেন পাদকৃচ্ছ্র উদাহৃতঃ॥" (গরুড়পু° ১০৩ অ°)

রাত্রিকালে একবার অন্ন ভোজন অর্থাৎ একবার ভাত বাড়িয়া লইবে, পরে আর চাহিতে পারিবে না, তৎপর দিন উপবাস করিলে এই পাদকৃচ্ছ্র হয়। প্রায়শ্চিত্তবিবেকে লিখিত আছে—এই ব্রত চতুরহঃসাধ্য। "এতচ্চতুরহঃসাধ্যং" (প্রায়শ্চিত্তবি°)

পাদক্রমিক (ত্রি) পদক্রমং অধীতে বেদ বা উক্‌থাদিত্বাৎ ঠক্। (পা ৪।২।৬০) যাহারা পদক্রম অধ্যয়ন করেন বা জানেন।

পাদক্ষেপ (পুং) পাদস্য ক্ষেপঃ। পদবিক্ষেপ।

পাদগণ্ডির (পুং) গডাতে ক্ষর্য্যতে পূযরক্তাদি যস্মাৎ মত্র বা

পাদে গড়-কিরচ্, ততো রাজদন্তাদিবৎ পরনিপাতনাৎ সাধুঃ। শ্লীপদ, চলিত গোদ। (ত্রিকাণ্ড)। [শ্লীপদ দেখ।]

পাদগৃহ্য (পুং) গৃহ্যঃ পাদঃ ময়ূরব্যংসকাদিত্বাৎ পূর্ব্বনিপাতঃ। গৃহ্যপাদ।

পাদগ্রন্থি (পুং) পাদস্য গ্রন্থিরিব। ১ গুল্ফ। ২ পাদসন্ধি।

পাদগ্রহণ (ক্লী) পাদয়োর্গ্রহণমিতি গ্রহ-ভাবে ল্যুট্। অভিবাদন, পাদস্পর্শপূর্ব্বক প্রণাম। সমিধ্, বারি, উদকুম্ভ, পুষ্প ও অন্ন এই সকল দ্রব্য যাহার কাছে থাকে, তাহার পাদগ্রহণ করিতে নাই। যিনি অক্ষতপাণি, অশুচি, জপপরায়ণ এবং দেব ও পিতৃকার্য্যে রত তাহারও পাদগ্রহণ করিবে না।

[অভিবাদন ও প্রণাম দেখ।]

পাদগ্রাহিন্ (ত্রি) পাদ-গ্রহ-ণিনি। যে পাদগ্রহণ করে।

পাদঘৃত (ক্লী) পাদয়োর্লেপনার্থং ঘৃতং মধ্যলোপি°। পাদদ্বয়ের অভ্যঞ্জনার্থ ঘৃত। (ভারত বন ১৯৯ অ°)

পাদচতুর (পুং) পাদে পদব্যাপারে গমনাদৌ চতুরঃ।

[পাদচত্বর দেখ।]

পাদচত্বর (পুং) ১ ছাগ। ২ সৈকত। ৩ পিপ্পল। ৪ করক। ৫ পরদোষৈকপ্রবক্তা, যাহারা কেবল পরের দোষ বলে। (হেম) শব্দকল্পদ্রুম, বাচস্পত্য প্রভৃতিতে "পাদচতুর" শব্দ লিখিত হইয়াছে।

'স্যাৎ পাদচত্বরশ্ছাগে সৈকতে পিপ্পলেঽপি চ।
করকে পরদোষৈকপ্রবক্তৃপুরুষেঽপি চ॥' (মেদিনী)

পাদচারিন্ (পুং) পদ্ভ্যাং চরতীতি চর-গতৌ ণিনি। ১ পদাতি। (ত্রি) ২ পদদ্বারা গমনশীল।

"গিরিরাট্ পাদচারীব পদ্ভ্যাং নির্জ্জরয়ন্ মহীম্।
জগ্রাস স সমাসাদ্য বজ্রিনং সহবাহনং॥" (ভাগ° ৬।১২।২৯)

পাদচিহ্ন (ক্লী) পাদয়োশ্চিহ্নং ৬তৎ। পাদদ্বয়ের চিহ্ন।

পাদজ (পুং) পাদাভ্যাং জায়তে জন-ড। পাদজাত শূদ্র, ব্রহ্মার পাদ হইতে শূদ্র জন্মে। "পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত।" (শ্রুতি)

"ন বিপ্রা ন চ রাজানো ন বৈশ্যা ন চ পাদজাঃ।" (হরিবং৩৯।৬৩)

(ত্রি) ২ পাদোদ্ভব মাত্র।

পাদজল (ক্লী) পাদপ্রক্ষালনং জলং মধ্যলো° কর্ম্মধা°। ১ পাদোদক, পা-ধোয়া জল। পাদমিতং জলং যত্র। (ত্রি) ২ চতুর্থাংশমিত জলযুক্ত। ৩ তক্র। (অমর)

পাদজাহ (ক্লী) পাদস্য মূলং কর্ণাদিত্বাৎ জাহচ্ (পা ৫।২।২৪) পাদমূল।

পাদতল (ক্লী) পাদস্য তলং। চরণের অধোভাগ, চলিত পায়ের চেটো।

পাদতস্ (অব্য°) পাদ-তসিল্। পাদ হইতে, বা পাদে।

"লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।" (মনু ১।৩১)

পাদত্র (ত্রি) পাদৌ ত্রায়তে ত্রৈ-ক। ১ পাদরক্ষক। (ক্লী) পাদয়োস্ত্রাণং যস্মাৎ। ২ পাদুকা।

"উষ্ণত্বভাবৈর্লঘুভিঃ প্রাবৃতঃ শয়নন্তরেৎ।
যুক্তার্ককিরণান্ স্বেদং পাদত্রাণঞ্চ সর্ব্বদা॥" (সুশ্রুত)

পাদদারিকা (স্ত্রী) পাদগত ক্ষুদ্ররোগভেদ। চলিত পায়ের তলা-ফাটা রোগ।

"পরিক্রমণশীলস্য বায়ুরত্যর্থরুক্ষয়োঃ।
পাদয়োঃ কুরুতে দারীঃ সরুজাঃ তলসংশ্রিতাঃ॥"

(সুশ্রুত নি° ১৩ অ°)

ভ্রমণশীল ব্যক্তির পাদদ্বয় অতি রুক্ষ হইলে বায়ুর প্রকোপে তাহার তলদেশ ফাটিয়া যায়, এইরূপ হইলে তাহাকে পাদদারিকা কহে।

পাদদাহ (পুং) পাদৌ দহতি পাদ-দহ-অণ্। সুশ্রুতোক্ত বাতব্যাধিভেদ। সুশ্রুতে লিখিত আছে—

পিত্তরক্তের সহিত বায়ু মিলিত হইয়া যদি পাদদ্বয়ে বিশেষতঃ ভ্রমণ করিবার কালে দাহ জন্মে, তাহাকে পাদদাহ কহে।

"পাদয়োঃ কুরুতে দাহং পিত্তাসৃক্সহিতোঽনিলঃ।
বিশেষতশ্চক্রঙ্ক্রমতঃ পাদদাহং তমাদিশেৎ॥"(সুশ্রুত নি° ১অ°)

পাদধাবনিকা (স্ত্রী) পদধৌতকরণার্থ বালি বা মাটী।

পাদনখ (পুং) পায়ের নখ।

পাদনালিকা (ত্রি) পদালঙ্কারভেদ, পায়ের মল বা অঙ্গুরী।

পাদনিধৃৎ (ত্রি) গায়ত্রীভেদ।

পাদনিষ্ক (পুং) নিষ্কের সিকি ভাগ।

পাদন্যাস (পুং) পাদয়োঃ ন্যাসঃ ৬তৎ। ১ পাদবিক্ষেপ।

"পাদন্যাসং ক্ষিতিধরগুরোর্মূর্দ্ধ্নি কৃত্বা সুমেরোঃ" (শকু° ৪র্থ অঙ্ক)

২ নৃত্য।

পাদপ (পুং) পাদেন মূলেন পিবতি রসানিতি পা-ক। বৃক্ষ মূলদ্বারা রসাকর্ষণ করিয়া জীবিত থাকে, এই জন্য পাদপ শব্দে বৃক্ষকে বুঝায়।

"যত্র বিদ্বজ্জনো নাস্তি শ্লাঘ্যাস্তত্রাল্পধীরপি।
নিরস্তপাদপে দেশে এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে॥" (হিতো° ১।৬৩)

পাদৌ পাতি রক্ষতীতি পা-রক্ষণে ক। ২ পাদপীঠ। (মেদিনী)

পাদপখণ্ড (ক্লী) পাদপ-সমূহে খণ্ডচ্। পাদপসমূহ।

পাদপদ্ধতি (স্ত্রী) পদপদ্ধতি, পথ, যেখানে পদচিহ্ন পড়িয়াছে।

পাদপদ্ম (ক্লী) পাদৌ পদ্মমেব। চরণপদ্ম, পাদদ্বয় পদ্মতুল্য।

পাদপরুহা (স্ত্রী) পাদপে বৃক্ষে রোহতীতি রুহ-ক। বন্দাক-বৃক্ষ। (রাজনি°) পরগাছা।

পাদপা (স্ত্রী) পাদৌ পাতি রক্ষতীতি পা-ক-টাপ্। পাদুকা।

পাদপাশ (পুং) পাদস্য পাশঃ। অশ্বদাম রজ্জু, পর্য্যায়—দামাঞ্চল। (হেম)

পাদপাশী (স্ত্রী) পাদপাশ-স্ত্রিয়াং গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। শৃঙ্খলা, শিকলী। (মেদিনী)

পাদপীঠ (ক্লী) পাদস্য পীঠম্। পাদস্থাপনাসন, যে পীঠের উপর পা রাখা যায়। চলিত পা-রাখা-টুল। পর্য্যায়—পদাসন।

"বিতানসহিতং তত্র ভেজে পৈতৃকমাসনং।
চূড়ামণিভিরুদ্ঘৃষ্ট-পাদপীঠং মহীক্ষিতাং॥" (রঘু ১৭।২৮)

পাদপীঠিকা (স্ত্রী) পাদপীঠং সাধনত্বেনাস্ত্যস্যা ইতি পাদ-পীঠ-ঠন্। ১ নাপিতাদি শিল্প। ২ পাদপীঠ।

"নাপিতাদিকশিল্পে তু কারিকা পাদপীঠিকা।" (শব্দমালা)

পাদপূরণ (ক্লী) পাদস্য পূরণং ৬তৎ। ১ পাদের পূরণ, শ্লোকের চতুর্থাংশের নাম পাদ। চ, বা, তু, হি ইত্যাদি পাদপূরণ শব্দ। ২ বাক্যালঙ্কার।

পাদপ্রক্ষালন (ক্লী) পাদয়োঃ প্রক্ষালনম্। চরণধাবন, পা-ধোয়া। ইহার গুণ—মেধাজনক, পবিত্র ও আয়ুষ্কর এবং অলক্ষ্মী ও কলি পাপনাশক। (রাজব°)

"পাদপ্রক্ষালনং পাদ-মলরোগশ্রমাপহং।
চক্ষুঃপ্রসাদনং বৃষ্যং রক্ষোঘ্নং প্রীতিবর্দ্ধনং॥"
(সুশ্রুত চিকি° ২৪ অ°)

আহ্নিকতত্ত্বে লিখিত আছে,—আচমন করিবার পূর্ব্বে পাণি ও পাদপ্রক্ষালন করিতে হয়। দেবল লিখিয়াছেন—প্রথমে পূর্ব্বমুখ হইয়া পাদপ্রক্ষালন করিবে। দৈবকার্য্যে উত্তরমুখ হইয়া এবং পিতৃকার্য্যে দক্ষিণমুখ হইয়া পাদপ্রক্ষালন করিবে।

"প্রথমং প্রাঙ্মুখঃ স্থিত্বা পাদৌ প্রক্ষালয়েচ্ছনৈঃ।
উদঙ্মুখো বা দৈবত্যে পৈতৃকে দক্ষিণামুখঃ॥"

গোভিল লিখিয়াছেন, প্রথমে বামপাদ পরে দক্ষিণ পাদ ধুইতে হয়। 'সব্যং পাদমবনেনিজে' ইতি সব্যং পাদং প্রক্ষালয়তি। 'দক্ষিণং পাদমবনেনিজে' ইতি দক্ষিণং পাদং প্রক্ষালয়তি। (আহ্নিকতত্ত্ব)।

আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্রে লিখিত আছে, ব্রাহ্মণ যদি ব্রাহ্মণের পাদপ্রক্ষালন করিয়া দেয়, তাহা হইলে প্রথমে দক্ষিণ পা পরে বাম পা ধুইয়া দিবে, কিন্তু শূদ্র অগ্রে বাম পা পরে দক্ষিণ পা ধোয়াইয়া দিবে। কিন্তু নিজে পা ধুইবার স্থলে প্রথমে বাম-পাদ পরে দক্ষিণ পাদ ধুইতে হয়। বাচস্পতিমিশ্র যে দক্ষিণ পাদপ্রক্ষালনানন্তর বামপাদ প্রক্ষালনের কথা বলিয়াছেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে।* (রঘুনন্দন)

পাদপ্রতিষ্ঠান (ক্লী) পাদপীঠ, পদাসন, মোড়া। (ভারত)

পাদপ্রধারণ (ক্লী) পাদৌ প্রধার্য্যেতে কণ্টকাদিভ্যো রক্ষ্যেতে-২নেনেতি, প্র-ধৃ-ণিচ্ ল্যুট্। পাদুকা। কোন কোন পণ্ডিতের মতে পাদপ্রধারণ শব্দে পাদুকা।

পাদপ্রহার (পুং) পাদস্য পাদেন বা প্রহারঃ। পদাঘাত, চলিত লাথিমারা।

"দাসে কৃতাগসি ভবত্যুচিতঃ প্রভূণাং
পাদপ্রহার ইতি সুন্দরি নাত্র দূয়ে।
উদ্যৎকঠোরপুলকাঙ্কুরকণ্টকাগ্রৈ-
র্যৎখিদ্যতে মৃদুপদং ননু সা ব্যথা মে॥" (সাহিত্যদ° ১০।৪৬)

পাদবদ্ধ (ত্রি) পাদশ্লোকে রচিত, শ্লোকের এক চরণযুক্ত।

"পাদবদ্ধগায়ত্র্যাদিচ্ছন্দঃ" (প্রস্থানভেদ)

পাদবন্ধ (পুং) পাদশৃঙ্খল, যদ্দ্বারা পা বাঁধা যায়।

পাদবন্ধন (ক্লী) পাদয়োর্গোমহিষাদীনাং যদ্বন্ধনং। গো মহিষ্যাদির বন্ধন। (জটাধর) বধ্নাত্যনেনেতি বন্ধ-করণে ল্যুট্। পাদয়োর্বন্ধনং, বন্ধনসাধনবস্তু। ২ গোমহিষাদির পাদবন্ধন দ্রব্য।

'স তু শৃঙ্খলকঃ কাষ্ঠময়ৈঃ স্যাৎ পাদবন্ধনৈঃ॥' (হেমচ° ৪।৩২১)

পাদভাগ (পুং) পাদয়োর্ভাগঃ ৬তৎ। ১ চরণের অধোভাগ। (হেম)। পাদমিতঃ ভাগঃ মধ্যালো° কর্ম্মধা°। ২ চতুর্থাংশ।

পাদভাজ্ (ত্রি) পাদং ভজতে ভজ-ণ্বি। পাদভজনাকারী, যে সিকি অংশ পাইতে পারে।

"ন চাপি পাদভাক্ কর্ণঃ পাণ্ডবানাং নৃপোত্তমঃ।"
(ভারত ৩।১৫২১৬)

পাদভুজ (পুং) শিব। (ভারত ১৩।১৭।৯।)

পাদমুদ্রা (স্ত্রী) পদচিহ্ন, পায়ের দাগ।

"ব্রহ্মহত্যা পাদমুদ্রা পাদমুদ্রানুযায়িনী।" (রাজতর° ৪।১০৩।)

পাদমূল (ক্লী) পাদয়োর্মূলং ৬তৎ। ১ চরণাধোভাগ। ২ চরণ-সমীপ। ৩ প্রত্যন্তপর্ব্বতের অধোভাগ।

"মহীং ভ্রমন্তৌ হিমবৎপাদমূলমবাপতুঃ।" (কথাসরিৎ° ১।২৭)

পাদরক্ষ (ত্রি) পাদং রক্ষতি রক্ষ-অণ্। ১ চরণরক্ষক পাদুকাদি। ২ রথচরণরূপ চক্ররক্ষক।

পাদরক্ষণ (ক্লী) পাদয়ো রক্ষণং যস্মাৎ। ১ পাদুকা। (হেম) ২ পাদের রক্ষণ।

পাদরজস্ (ক্লী) পাদয়ো রজঃ। পদধূলি, পায়ের ধূলা।

---

* "ব্রাহ্মণশ্চেদ্ দক্ষিণং প্রথমমিতি সূত্রং, তস্য পাদৌ যদি ব্রাহ্মণঃ প্রক্ষালয়তি, তদা দক্ষিণং দাতব্যং প্রথমমিতি বক্তব্যং ন সব্যং তথা প্রক্ষালয়তীত্যনুবৃত্ত্যাশ্বলায়নঃ। দক্ষিণমগ্রে ব্রাহ্মণায় প্রযচ্ছেৎ, সব্যং শূদ্রায়েতি। স্বয়ং প্রক্ষালনে সব্যস্যৈব প্রাথম্যমিতি হরিশর্ম্মা। এবঞ্চ দক্ষিণ-পাদপ্রক্ষালনানন্তরং বামপাদপ্রক্ষালনং বাচস্পতিমিশ্রাদ্যুক্তং হেয়মিতি।" (আহ্নিকতত্ত্ব)।

"মমোত্তমাঙ্গে ত্বদ্‌পাদরজসা যদিহাস্পদং।
কৃতং তেনৈব ন প্রাপ্তং কিং ময়া পন্নগেশ্বরঃ ॥"
(মার্কণ্ডেয়পু° ২৪।১৮।)

পাদরজ্জু (স্ত্রী) পাদবন্ধনার্থা রজ্জুঃ। ১ হস্তিপাদবন্ধনরজ্জু। পর্য্যায়—পারী। (জটাধরঃ)। ২ চরণবন্ধনদাম মাত্র, চলিত পা বাঁধা দড়ি।

পাদরথী (স্ত্রী) পাদস্য রথী ক্ষুদ্রো রথ ইব। পাদুকা। (ত্রিকা°)।

পাদরা (পাদ্রা) ১ বোম্বাই প্রেসিডেন্সির মধ্যে বরদারাজ্যের একটী উপবিভাগ। পরিমাণ ২৫০ বর্গমাইল। জমি অধিকাংশই সমতল। আয় ৭৬৬৬৭০৲। এই স্থানে বিস্তর তুলার চাষ হইয়া থাকে।

২ বরদা রাজ্যের উক্ত উপবিভাগের মধ্যে একটী নগর। অক্ষা° ২২°১৪′৩০″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩°৭′৩০″ পূঃ। বরদা নগরের ১৪ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। এই স্থান হইতে বরদা পর্য্যন্ত একটী বালুকাময় রাস্তা গিয়াছে। এই খানে শুল্ক-গৃহ (কুতঘর), ডাকঘর ও একটী গুজরাতী পাঠশালা আছে।

পাদরী, খৃষ্টানদিগের পুরোহিত বা ধর্ম্মযাজকের নাম। এই শব্দ পর্ত্তুগীজ Padre শব্দ হইতে গৃহীত। প্রথমে ইহা কেবল ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজকদিগের সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইত; কিন্তু এখন সমস্ত খৃষ্টধর্ম্মযাজক সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হয়। চীনদেশে 'পাতিলী' শব্দ পাদরী অর্থে ব্যবহৃত হয়।

পাদরোগ (পুং) পাদয়ো রোগঃ। পাদগতরোগ, চলিত পায়ের ব্যামো। উপনখ ও কুনখ প্রভৃতি পায়ের রোগ।
[এই রোগের বিবরণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

পাদরোহ (পুং) পাদেন মূলেন রোহতি রুহ-অচ্। বটবৃক্ষ।

পাদরোহণ (পুং) পাদৈর্ম্মূলৈঃ রোহতীতি রুহ-ল্যু। বটবৃক্ষ।

পাদলিপ্ত, একজন বিখ্যাত জৈন গ্রন্থকার, ৪৬৭ বীরাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। ইনি ভদ্রবাহু এবং বজ্রস্বামীকৃত গ্রন্থের সারসংগ্রহ করিয়া 'শত্রুঞ্জয়কল্প' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তরঙ্গবতী নাম্নী আখ্যায়িকা-রচয়িতা বলিয়া ইঁহার খ্যাতি আছে।

পাদলেপ (পুং) পাদের প্রলেপ, অলক্তাদি। (মার্কপু° ৬১।১৫)

পাদবৎ (ত্রি) পাদ-মতুপ্‌ মস্য ব। পাদবিশেষ, পদের মত।
"ব্রাহ্মণোঽপি মহৎক্ষেত্রে লোকে চরতি পাদবৎ।" (ভারত অনু)

পাদবন্দন (ক্লী) পাদয়োর্ব্বন্দনং ৬তৎ। পাদগ্রহণপূর্ব্বক প্রণাম, চরণবন্দন। গুরুজনদিগকে প্রণাম করিতে হইলে পাদবন্দন করিতে হয়। মনুতে লিখিত আছে, গুরুপত্নী যুবতী হইলে যুবক তাহার পাদগ্রহণ করিয়া অভিবাদন করিবেন না।
"গুরুপত্নী তু যুবতির্নাভিবাদ্যেহ পাদয়োঃ।
পূর্ণষোড়শবর্ষেণ গুণদোষৌ বিজানতা ॥" (মনু)

পাদবল্মীক (পুং) পাদে বল্মীক ইব। শ্লীপদরোগ, চলিত গোদ। [শ্লীপদ দেখ।]

পাদবিক (পুং) পদবীং অনুধাবতীতি পদবী-ঠক্‌। (মাথোত্তর-পদপদব্যনুপদং ধাবতি। পা ৪।৪।৩৭) পথিক।

পাদবিগ্রহ (পুং) পাদস্য অবয়বস্য বিগ্রহঃ। ১ অবয়বগ্রহণ।
"যে চ বিষ্ণুমধীয়ন্তে বহুধা পাদবিগ্রহৈঃ।" (হরিব° ২১৭ অ°)
পাদঃ চতুর্থাংশমিতো বিগ্রহঃ যস্য। (ত্রি) ২ পাদমিত অবয়বযুক্ত।
"তত্র ধর্ম্মশ্চতুষ্পাদো হ্যধর্ম্মঃ পাদবিগ্রহঃ।" (হরিবংশ ১৯৮ অ°)
সত্যযুগে ধর্ম্ম চতুষ্পাদ, এবং অধর্ম্ম সিকিভাগ।

পাদবিদারিকা (স্ত্রী) অশ্বের পাদরোগবিশেষ। যে অশ্বের পার্ষ্ণিদেশে বেদনাযুক্ত পিণ্ডিকা দেখা যায়, তাহার এই রোগ হইয়াছে জানিতে হইবে।
"পার্ষ্ণিণা পিণ্ডিকা যস্য দৃশ্যতে তীব্রবেদনা।
তস্য বিদ্যাৎ ভিষক্‌ব্যাধিং ঘোরং পাদবিদারণম্‌ ॥" (জয়দত্ত)

পাদবিরজস্‌ (স্ত্রী) পাদোবিরজা ধূলিবিহীনো যস্যাঃ। ১ পাদুকা। (হারা°) ২ দেবতা।

পাদবীথী (স্ত্রী) পাদপীঠ। (হেম)

পাদবৃত্ত (পুং) ঋক্‌প্রাতিশাখ্যবর্ণিত উদাত্ত হইতে ছেদদ্বারা বিভক্ত স্বরিতভেদ। (ত্রি) ২ বৃত্তের পাদাংশ, হ্রস্ব ও দীর্ঘ পদাংশ।

পাদবেষ্টনিক (পুং) যদ্দ্বারা পাদ বেষ্টিত হয়, মোজা। (ব্যুৎপত্তি)

পাদব্যাখ্যান (ত্রি) পদব্যাখ্যান-ঠঞ্‌ (অনুগয়নাদিভ্যঃ। পা ৪।৩।৭৩) পদব্যাখ্যানসম্বন্ধীয়।

পাদশলাকা (স্ত্রী) শলাকাবৎ পাদাস্থি। (চরক শারীরস্থা° ৭অ°)

পাদশস্‌ (অব্য°) পাদং পাদং পাদশব্দাৎ বীপ্সায়াং চশস্‌ প্রত্যয়েন নিষ্পন্নং, ঋক্‌পাদভিন্নত্বেন পদাদেশঃ। পাদে পাদে, পাদশব্দার্থ।
"অরোগাঃ সর্ব্বসিদ্ধার্থাশ্চতুর্ব্বর্ষশতায়ুষঃ।
কৃতে ত্রেতাদিষু হ্যেষামায়ুর্হ্রসতি পাদশঃ ॥" (মনু ১।৮৩)
ঋক্‌ পাদার্থ বুঝাইলে 'পচ্ছশ' এইরূপ পদ হইবে।

পাদশাখা (স্ত্রী) পাদস্য শাখেব। ১ পাদাঙ্গুলি। (শব্দার্থ-কল্পত°) ২ পাদাগ্র, পায়ের পাতা। (বৈদ্যকনি°)

পাদশা বা বাদশা, পারসী বা হিন্দী 'পাদিশাহ' শব্দজাত, অর্থ সম্রাট্‌, রাজা। মোগলসম্রাট্‌দিগকেও পাদশাহ বলিত।

পাদশিষ্টজল (ক্লী) চতুর্থাংশাবশিষ্ট পক্ব জল, যে জল গরম করিলে চারিভাগের একভাগ থাকে। ইহার গুণ ত্রিদোষ-নাশক। (রাজনি°)

পাদশীলী (স্ত্রী) নূপুর।

পাদশুশ্রূষা (স্ত্রী) পাদয়োঃ শুশ্রূষা। পাদদ্বয়ের শুশ্রূষা, পাদসেবা।

পাদশেষ (ক্লী) পাদাবশিষ্ট, যাহার পাদমাত্র অবশিষ্ট আছে।

পাদশৈল (পুং) পাদঃ মহাদ্রিসমীপস্থঃ ক্ষুদ্রপর্ব্বতঃ সএব শৈলঃ। প্রত্যন্ত পর্ব্বত। (শব্দর°)

পাদশোথ (পুং) পাদোদ্ভবঃ শোথঃ, শাকপার্থিবাদিবৎ সমাসঃ। পাদগতশোফ, চলিত পা ফোলা।

"অনন্যোপদ্রবকৃতঃ শোথঃ পাদসমুত্থিতঃ॥
পুরুষং হন্তি নারীন্তু মুখজো গুহ্যজো দ্বয়ং॥" (মাধবকর)

যে শোথ অন্য কোন রোগের উপদ্রব স্বরূপ না হইয়া স্বকারণে উৎপন্ন হয়, তাহা অসাধ্য। যে শোথ পুরুষের পদে উৎপন্ন হইয়া মুখাভিমুখে ও স্ত্রীগণের মুখে উৎপন্ন হইয়া পদাভিমুখে গমন করে, তাহা অসাধ্য। [শোথ শব্দ দ্রষ্টব্য।]

পাদশৌচ (ক্লী) পাদয়োঃ শৌচং ৬তৎ। পাদপ্রক্ষালন। [পাদপ্রক্ষালন দেখ।]

পাদসংহিতা (স্ত্রী) একচরণ শ্লোকের ভিতর শব্দের ঐক্য। (বাজসনেয়প্রাতিশাখ্য ১।১৫৮)

পাদস্তম্ভ (পুং) অবলম্বদণ্ড, ঠেকো, থাম।

পাদস্ফোট (পুং) পাদস্য স্ফোটঃ, পাদং স্ফোটয়তীতি বা স্ফুট-'কর্ম্মণ্যণ্' ইত্যণ্। রোগবিশেষ, পর্য্যায়—বিপাদিকা, স্ফুটী, স্ফুটি, পাদস্ফোট। (শব্দর°) এই রোগ একাদশ ক্ষুদ্র কুষ্ঠের অন্তর্গত তৃতীয় কুষ্ঠ।

শ্যাববর্ণ, কণ্ডূযুক্ত ও বহুস্রাবশীল পীড়কা উৎপন্ন হইলে তাহাকে বিপাদিকা কহে, এই বিপাদিকাই পাদে হয় বলিয়া পাদস্ফোট নাম হইয়াছে। ভাবপ্রকাশের মতে ইহা হস্তে হইলে বিচর্চ্চিকা এবং পদে হইলে বিপাদিকা এই নাম হয়। (ভাবপ্র° কুষ্ঠরোগা°) মাধবকর লিখিয়াছেন, এই বৈপাদিক রোগ পাণি ও পাদ এই দুই স্থলেই হয়।

"বৈপাদিকং পাণিপাদ-স্ফুটনং তীব্রবেদনং।
পাণ্যোঃ পাদয়োশ্চ স্ফুটনং বিদারণং যেন তৎ।" (নিদান)
[বিশেষ বিবরণ কুষ্ঠ দেখ।]

পাদস্বেদন (ক্লী) পা হইতে ঘর্ম্ম নির্গমন।

পাদহারক (ত্রি) পাদাভ্যাং হ্রিয়তেঽসৌ পাদশব্দাৎ নিপাতনাৎ কর্ম্মণি ণক্ প্রত্যয়ান্তঃ, বা (কৃত্যল্যুটো বহুলং। পা ৩।৩।১১৩) ১ চরণদ্বারা হরণকর্ত্তা। ২ তৎকর্ম্ম।

পাদহীন (ত্রি) পাদেন হীনঃ ৩তৎ। ১ ত্রিপাদাত্মক পদার্থ, চলিত তিন পোয়া। ২ চরণশূন্য। স্ত্রিয়াং টাপ্। আলোকলতা। (বৈদ্যকনি°)

পাদাকুলক (ক্লী) মাত্রাবৃত্তভেদ। ইহার লক্ষণ—
"যদতীতকৃতবিবিধলক্ষণযুতৈর্মাত্রা সমাদিপাদৈঃ কলিতং।
অনিয়তবৃত্তপরিমাণযুক্তং প্রথিতং জগৎসু পাদাকুলকং॥"(বৃত্তরত্না°)

এই মাত্রাবৃত্তের প্রত্যেক চরণে ১৬টী করিয়া মাত্রা হইবে।

পাদাগ্র (ক্লী) পাদয়োরগ্রং ৬তৎ। চরণাগ্রভাগ। প্রপদ। (অমর)

পাদাঘাত (পুং) পাদয়োরাঘাতঃ। পদাঘাত, চলিত লাথি। পায়ের আঘাত।

পাদাঙ্গদ (ক্লী) পাদস্য অঙ্গদমিব। নূপুর।

পাদাঙ্গুলীয়ক (ক্লী) পাদয়োরঙ্গুলীয়কং। পাদাঙ্গুলি, পায়ের আঙ্গুল। (হেম°)

পাদাৎ (পুং) পাদাভ্যামততি গচ্ছতীতি অত-ক্বিপ্। পাদাতি, পদাতি। (শব্দর°) পাদাভ্যামততীতি অদ-ক্বিপ্। ২ বৃক্ষ।

পাদাত (ক্লী) পদাতীনাং সমূহঃ, পদাতি (ভিক্ষাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।২।৩৮) পত্তিসমূহ, পদাতিসমূহ।

"সাদিনামন্তরে স্থাপ্য পাদাতমপি দংশিতম্।" (ভা° ১২।৯৯।৮)

(পুং) পাদাভ্যামততীতি অত-অচ্। ২ পাদাদি।

'পদাতিপত্তিপাদাতপাদাতিকপদাজয়ঃ।' (অমর)

পাদাতি (পুং) পাদাভ্যামততীতি অত-ইন্। পদাতি। (হেম)

পাদাতিক (পুং) পাদাতিরেব স্বার্থে কন্। পদাতি। (হেম)

পাদানুধ্যাত (ত্রি) পদানুস্মৃতি, পিতৃপদানুচিন্তন।

পাদান্ত (পুং) পাদয়ো-রন্তঃ সমীপঃ। পাদসমীপ, পায়ের নিকট।

পাদান্তর (ক্লী) পদপ্রান্ত, পায়ের শেষভাগ।

পাদান্তিক (ক্লী) পাদয়োরন্তিকং ৬তৎ। পাদসমীপ, পায়ের নিকট। "দৃষ্টমাত্রে ততস্তস্মিন্ ত্বরমাণঃ স রাক্ষসঃ।
দূরাদেব মহীং মূর্দ্ধ্না স্পৃশন্ পাদান্তিকং যযৌ॥"(মার্ক°পু°৭০।১১)

পাদাভ্যঙ্গ (পুং) পাদয়োরভ্যঙ্গঃ। পাদদ্বয়ে তৈলমর্দ্দন। পাদদ্বয়ে তৈলমর্দ্দন করিলে শরীর স্নিগ্ধ হয়। ইহার গুণ—কফ ও বাতনাশক, ধাতুপোষক, মৃজা, বর্ণ ও বলপ্রদ, নিদ্রাকর, দেহসুখজনক, স্বরব্য, পাদরোগনাশক ও পাদত্বকের কোমলতাসম্পাদক।

"নিদ্রাকরো দেহসুখঃ স্বরব্যঃ পাদরোগহা।
পাদত্বঙ্মৃদুকর্ত্তা চ পাদাভ্যঙ্গঃ প্রশস্যতে॥" (টোডরানন্দ)

পাদাভ্যঞ্জন (ক্লী) পাদয়োরভ্যঞ্জনং ৬তৎ। পাদলেপনার্থ ঘৃতাদি।

পাদাম্বু (ক্লী) পাদমিতমম্বু যত্র। তক্র, ঘোল। (অমর)

পাদাম্ভস্ (ক্লী) পাদপ্রক্ষালনমম্ভঃ। পাদশৌচজল, চলিত পা ধোয়া জল। পাদধৌত জল দূরে নিঃক্ষেপ করিতে হয়।

"দূরাদুচ্ছিষ্টবিণ্মূত্র-পাদাম্ভাংসি সমুৎসৃজেৎ।
শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং সম্যক্ নিত্যমাচারমাচরেৎ॥" (যাজ্ঞ° ১।১৫৪)

পাদায়ন (পুং স্ত্রী) পাদস্য ঋষের্গোত্রাপত্যং পাদ-অশ্বাদিত্বাৎ ফঞ্ (পা ৪।১।১১০) পাদ ঋষির গোত্রাপত্য।

পাদারক (পুং) পাদ ইব ঋচ্ছতীতি ঋ-ণ্বুল্। পোলিন্দ, নৌকার অবয়বভেদ। (ত্রিকাণ্ড)

পাদার্দ্ধ (ক্লী) পাদস্য অর্দ্ধং ৬তৎ। পাদের অর্দ্ধেক, আট ভাগের এক ভাগ।

"পাদং পশুশ্চ যোষিচ্চ পাদার্দ্ধং রিক্তকঃ পুমান্।" (মনু ৮।৪০৪)

পাদালিক (পুং) ধুন্ধুমার। (হেম)

পাদালিন্দী (স্ত্রী) পাদ ইব অলিন্দো যত্র, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। নৌকা। (হারা°)

পাদাবর্ত্ত (পুং) পাদ ইব আবর্ত্ততে ইতি আ-বৃত-অচ্। কূপাদি হইতে জল তুলিবার যন্ত্র, অরঘট্টক।

পাদাবসেচন (ক্লী) পাদয়োরবসেচনং ৬তৎ। পাদপ্রক্ষালন।

"দূরাদাবসথান্মূত্রং দূরাৎ পাদাবসেচনং।
উচ্ছিষ্টান্নং নিষেকঞ্চ দূরাদেব সমাচরেৎ॥" (মনু ৪।১৫১)

পাদাবিক (পুং) অব-রক্ষণে ভাবে ঘঞ্, পাদেন অবঃ রক্ষণং, তত্র পাদাবে পাদেন শরীরাদিরক্ষণে নিযুক্তঃ (তত্র নিযুক্তঃ পা ৪।৪।৬৯) ইতি ঠক্। বা পাদাতিক পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। পদাতি। (শব্দর°)

পাদাষ্ঠীল (পুং) পাদগুল্ফ, পায়ের গোড়ালি।

"মর্ম্মস্বভাবধীৎ ক্রুদ্ধঃ পাদাষ্ঠীলৈঃ সুদারুণঃ।"(ভারত সৌপ্তি°)

পাদাসন (ক্লী) পা রাখিবার আসন, পা রাখিবার টুল।

পাদিক (ত্রি) পাদেন চতুর্থাংশেন জীবতি বেতনাদিত্বাৎ ঠক্ (পা ৪।৪।১২) ১ চতুর্থাংশবৃত্তিযুক্ত। পাদঃ পরিমাণমস্য নিষ্কাদিত্বাৎ ঠক্। (পা ৫।১।২০) ২ পাদপরিমাণ।

"তদর্দ্ধিকং পাদিকং বা গ্রহণান্তিকমেব বা॥" (মনু ৩।১)

৩ পাদকৃচ্ছ্র, প্রায়শ্চিত্তবিশেষ।

"মার্জ্জারগোধানকুল-মণ্ডূকশ্বপতত্রিণঃ।
হত্বা ত্র্যহং পিবেৎ ক্ষীরং কৃচ্ছ্রং বা পাদিকঞ্চরেৎ॥"
(যাজ্ঞবল্ক্য ৩।২৭০)

পাদিন্ (ত্রি) পাদোঽস্ত্যস্যেতি পাদ-ইনি। পাদযুত জলজন্তুগণ। ভাবপ্রকাশের মতে—কুম্ভীর, কূর্ম্ম, নক্র, গোধা, মকর, শঙ্কু, ঘণ্ডিক, শিশুমার ইত্যাদি জন্তু পাদী নামে গণ্য।* ইহাদের মাংসগুণ মধুররস, স্নিগ্ধ, বাতঘ্ন, পিত্তনাশক, শীতবীর্য্য, শরীরের উপচয়কারক, মলবর্দ্ধক, শুক্রজনক ও বলকারক। (ভাবপ্রকাশ) ২ চতুর্থাংশভাগী। যাহারা চারিভাগের একভাগ প্রাপ্ত হয়। চলিত সিকি অংশীদার।

"সর্ব্বেষামর্দ্ধিনো মুখ্যাস্তদর্দ্ধেনার্দ্ধিনোঽপরে।
তৃতীয়িনস্তৃতীয়াংশাশ্চতুর্থাংশাশ্চ পাদিনঃ॥" (মনু ৮।২১০)

পাদু (স্ত্রী) পাদ-উণ্। গমন। (ঋক্ ১০।২৭।২৪)

পাদুক (ত্রি) পদ্যাতে গচ্ছতীতি পদ-উকঞ্ (লষপতপদেতি। পা ৩।২।১৫৪) গমনশীল।

পাদুকা (স্ত্রী) পাদূরেব পাদূ-স্বার্থে কন্, ততো হ্রস্বঃ স্ত্রিয়াং টাপ্। কাষ্ঠচর্ম্মাদি নির্ম্মিত পাদাচ্ছাদন। জুতা, বিনামা বা খড়ম্। পর্য্যায়—পাদূ, উপানহ, পন্নদ্ধা, পাদরক্ষিকা, প্রাণিহিতা, পন্নদ্ধী, পাদরথী, কোষী। (শব্দর°, হেম, ত্রিকাণ্ড) জ্যোতিস্তত্ত্বধৃত বচনে লিখিত আছে, শরীরত্রাণকামী ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা পাদুকা পায়ে দিয়া গমন করিবেন।

"বর্ষাপোদিকে ছত্রী দণ্ডী রাত্র্যাটবীষু চ।
শরীরত্রাণকামো বৈ সোপানৎকঃ সদা ব্রজেৎ॥" (জ্যোতি°)

বৈদ্যক মতে—পাদুকাধারণ বৃষ্য, ওজস্য, চক্ষুর হিতকর, সুখপ্রচার, আয়ুষ্য, বল ও পাদরোগনাশক। ইহা ধারণ না করিলে অনারোগ্য, অনায়ুষ্য, ইন্দ্রিয়নাশ ও চক্ষুর দৃষ্টিহানি হয়। (বৈদ্যকনি°)

সর্ব্বদা পাদুকা ব্যবহার করা বিধেয়। পাদুকা দানে অশেষ পুণ্য হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে পাদুকাদান করে, তাহার কখনও মানসিক দাহ হয় না।

"দহ্যমানায় বিপ্রায় যঃ প্রযচ্ছত্যুপানহৌ।
ন তস্য মানসো দাহঃ কদাচিদপি জায়তে॥" (অগ্নিপুরাণ)

মহাভারতে আনুশাসনিক পর্ব্বাধ্যায়ে ছত্র ও উপানহ সম্বন্ধে একটী উপাখ্যান আছে ঃ—একদা যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, শ্রাদ্ধ ও বিবিধ পুণ্যকর্ম্ম উপলক্ষে ছত্র ও উপানহ্যুগল প্রদত্ত হইয়া থাকে। কোন্ মহাত্মা ঐ ছত্র ও উপানহ্যুগল প্রদানের প্রথা প্রচলিত করেন, কিরূপেই বা এই দুই পদার্থ উৎপন্ন হইল এবং কেনই বা শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে উহা দান করা হয়, তাহা সবিস্তর কীর্ত্তন করুন। পিতামহ ভীষ্মদেব এই কথা শুনিয়া কহিলেন, পূর্ব্বকালে একদা ভগবান্ জমদগ্নি ক্রীড়ার্থ শরাসনে শরসন্ধান করিয়া নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহার পত্নী রেণুকা নিক্ষিপ্ত শরসকল আহরণ করিয়া তাঁহাকে অর্পণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে উভয়ে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন, ক্রমে মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত হইল। জমদগ্নি তথাপি শরনিক্ষেপে নিরস্ত হইলেন না। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় শর পরিত্যাগ করিয়া রেণুকাকে কহিলেন, এই বার তুমি শর আনয়ন কর। রেণুকা তৎক্ষণাৎ শর আনয়নার্থ ধাবমান হইলেন। একে জ্যৈষ্ঠমাস, তাহাতে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত। পতিব্রতা রেণুকা সেই ভীষণসময়ে স্বামীর

---

* "কুম্ভীরকূর্ম্মনক্রাশ্চ গোধামকরশঙ্কবঃ।
ঘণ্ডিকঃ শিশুমারশ্চেত্যাদয়ঃ পাদিনঃ স্মৃতাঃ।
পাদিনোঽপি যে তে তু কোষস্থানাং গুণৈঃ সমাঃ॥" (ভাবপ্র° প্রথমখ°)

আজ্ঞানুসারে গমন করাতে আতপতাপে তাহার মস্তক ও পদতল নিতান্ত সন্তাপিত হইল। তখন তিনি অগত্যা অল্পকাল বৃক্ষচ্ছায়ায় দণ্ডায়মান হইয়া কিছুকাল বিশ্রাম করিলেন এবং পরিশেষে শরসমূহ গ্রহণ করিয়া ঘর্ম্মাক্তদেহে শাপভয়ে ভীত হইয়া কম্পিতকলেবরে স্বামীর নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন জমদগ্নি অতি ক্রুদ্ধ হইয়া বারংবার কহিতে লাগিলেন, তোমার এত বিলম্ব হইল কেন? রেণুকা স্বামীকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া সবিনয়ে কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না, সূর্য্যকিরণে আমার মস্তক ও পদতল নিতান্ত সন্তপ্ত হওয়াতে আমি বৃক্ষচ্ছায়ায় ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়াছিলাম, তাহাতে আমার বিলম্ব হইয়াছে।

তখন অতি তেজস্বী জমদগ্নি সূর্য্যের প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রেণুকাকে কহিলেন, আজি আমি অস্ত্রতেজঃপ্রভাবে তোমার দুঃখদাতা সূর্য্যকে নিপাতিত করিব। মহর্ষি এই কথা বলিয়া শরাসনে জ্যারোপণ করিয়া সূর্য্যাভিমুখে দণ্ডায়মান হইলেন। সূর্য্যদেব তাঁহার যোদ্ধৃবেশ দেখিয়া ব্রাহ্মণবেশে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! দিবাকর আপনার কি অনিষ্ট করিয়াছে যে, আপনি তাহার বিনাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, বরং তিনি লোকরক্ষার জন্য স্বর্গে অবস্থান করিয়া স্বীয় কিরণজালদ্বারা ক্রমশঃ রসাকর্ষণ করিয়া বর্ষাকালে এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবীতে রসবর্ষণ করেন, তাহাতেই ওষধি ও লতা সকল পত্রপুষ্পযুক্ত এবং জীবগণের প্রাণস্বরূপ অন্ন সমুৎপন্ন হয়। আপনি এ সকল বিশেষরূপে অবগত আছেন, আমি বিনীত হইয়া কহিতেছি, আপনি সূর্য্যকে নিপাতিত করিবেন না।

দিবাকর ব্রাহ্মণবেশে এইরূপ প্রার্থনা করিলেও জমদগ্নির ক্রোধ প্রশমিত হইল না। তখন ব্রাহ্মণবেশী সূর্য্য প্রণাম করিয়া কহিলেন, সূর্য্য অন্তরীক্ষে সততই পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন, অতএব আপনি কিরূপে সেই চঞ্চল লক্ষ্য বিদ্ধ করিবেন। তাহাতে জমদগ্নি কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি জ্ঞান-চক্ষু-প্রভাবে তোমাকে সূর্য্য বলিয়া অবগত হইয়াছি এবং তুমি কোন্ সময়ে পরিভ্রমণ ও কোন্ সময়েই বা স্থিরভাবে থাক, তাহা আমি সবিশেষ অবগত আছি। তুমি মধ্যাহ্নকালে নিমেষার্দ্ধ নভোমণ্ডলে বিশ্রাম করিয়া থাক, আমি সেই সময় তোমাকে বিদ্ধ করিব। সূর্য্যদেব তখন জমদগ্নির শরণাপন্ন হইলেন। জমদগ্নি হাস্যমুখে সূর্য্যকে কহিলেন, তুমি যখন আমার শরণাপন্ন হইলে তখন আর তোমার কোন শঙ্কা নাই। এক্ষণে যাহাতে তোমার উত্তাপ প্রভাবে পথিমধ্যে আমার পত্নীর গমনাগমনের কোন কষ্ট না হয়, তুমি তাহার উপায় অবধারণ কর। তখন দিবাকর ছত্র ও পাদুকাযুগল প্রদান করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমার কঠোর কিরণ হইতে মস্তক ও চরণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত এই ছত্র ও পাদুকাদ্বয় গ্রহণ করুন। অদ্যাবধি অক্ষয়ফলপ্রদ ছত্র ও পাদুকাযুগল পবিত্র দান কার্য্যে প্রচলিত হইবে। এরূপে ছত্র ও পাদুকাযুগল সূর্য্যদেব হইতেই প্রচলিত হইয়াছে। এই দুই বস্তু প্রদান করা ত্রিলোকমধ্যে অতি পবিত্রকার্য্য বলিয়া প্রখ্যাত। যিনি ব্রাহ্মণগণকে শতশলাকাযুক্ত শুভ্রছত্র প্রদান করেন, তাঁহার দেহান্তে অতুল সুখলাভ হয় এবং তিনি অপ্সরা ও দ্বিজাতিগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া ইন্দ্রলোকে বাস করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণকে পাদুকা দান করিলে ইহলোকে নানাবিধ সুখ এবং পরলোকে স্বর্গলাভ হইয়া থাকে।

(ভারত অনুশাসন ৯৬ অ°)

দেবগৃহে পাদুকা ধারণ করিয়া যাইতে নাই, যদি পাদুকা লইয়া দেবগৃহে গমন করে, তাহা হইলে চর্ম্মকার হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তৎপরে শূকর, তাহার পরে কুক্কুর, তাহার পরে আবার মানবজন্ম লাভ হইয়া থাকে।

"বহন্ পানহৌ পদ্ভ্যাং যস্ত মামুপচক্রমেৎ।
চর্ম্মকারস্তু জায়েত বর্ষাণাস্তু ত্রয়োদশ॥
তত্র জন্মপরিভ্রষ্টঃ শূকরো জায়তে পুনঃ।
শূকরাচ্চ পরিভ্রষ্টঃ শ্বা চ তত্রৈব জায়তে॥
ততঃ শ্বত্বাৎ পরিভ্রষ্টো মানুষশ্চৈব জায়তে।
মদ্ভক্তশ্চ বিনীতশ্চ অপরাধবিবর্জ্জিতঃ॥" (বরাহপু°)

দেবীপুরাণে লিখিত আছে—দেবতার পাদুকানির্ম্মাণ করিয়া তাহার পূজা করিতে হইবে। এই দেবপাদুকা মণিরত্ন অথবা সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মাণ করিতে হয়, তাহাতে অসমর্থ হইলে চন্দন বা দেবদারুতে প্রস্তুত করিবে, ইহার পরিমাণ ৬ আঙ্গুল।

"মণিরত্নময়ী কার্য্যা হেমরূপ্যময়ী পি বা।
চন্দনেনাপি কর্ত্তব্যা পাদুকাপ্রতিমাপি বা॥
শ্রীপর্ণী শ্রীদ্রুমা চাপি দেবদারুময়ী পি বা।
ষড়ঙ্গুলা চ সা কার্য্যা পাদুকে পূজয়েৎ সদা॥" (দেবীপুরাণ)

পিতৃ প্রভৃতি গুরুজনের পাদুকা পূজা প্রচলিত আছে। রুদ্রযামলে গুরুপাদুকাস্তোত্র লিখিত আছে,—

"পাদুকাপঞ্চকস্তোত্রং পঞ্চবক্ত্রাদ্বিনির্গতং।
ষড়াম্নায়ফলোপেতং প্রপঞ্চে চাতিদুর্লভং॥" (রুদ্রযামল)

পাদুকাকার (পুং) পাদুকাং করোতীতি কৃ-'কর্ম্মণ্যণ্' ইতি অণ্। চর্ম্মকার। (হলায়ুধ)

পাদুকাকৃৎ (পুং) পাদুকাং করোতীতি কৃ-ক্বিপ্। চর্ম্মকার।

পাদু (স্ত্রী) পদ্যতে গম্যতে সুখেন যয়েতি পদ-উ, ণিৎ চ (ণিৎকশিপদ্যর্ত্তেঃ। উণ্ ১।৮৭) পাদুকা। (অমর)

পাদুকৃৎ (পুং) পাদুং করোতি কৃ-ক্বিপ্ তুক্ চ। চর্ম্মকার।

পাদোদক (ক্লী) পাদপ্রক্ষালনজাতমুদকং শাকপার্থিবাদিবৎসমাসঃ। চরণধৌতজল। চরণামৃত। দেবতার চরণামৃত পান করিতে হয়।

"হৃদি রূপং মুখে নাম নৈবেদ্যমুদরে হরেঃ।
পাদোদকঞ্চ নির্ম্মাল্যং মস্তকে যস্ত সোঽচ্যুতঃ॥"
(পদ্মপুরাণ উ° ১০০ অঃ)

যাহার হৃদয়ে সর্ব্বদা হরির রূপ জাগরূক, মুখে নাম, উদরে নৈবেদ্য ও পাদোদক এবং মস্তকে নির্ম্মাল্য, তিনি স্বয়ং অচ্যুত স্বরূপ এবং যিনি ভক্তিপূর্ব্বক তুলসীযুক্ত পাদজল পান করেন, তিনি প্রেমযুক্ত ভক্তিলাভ করেন।

গৌতমাম্বরীষ সংবাদে লিখিত আছে—যাহার গাত্র হরির পাদোদক দ্বারা ধৌত হয়, তাহার কুলে আমি (বিষ্ণু) দাস হইয়া থাকি। যে ব্যক্তি শালগ্রামের পাদোদক প্রাপ্ত না হয়, তাহার জন্যই নিখিল তীর্থ সকল বিহিত হইয়াছে*।

স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিকেয়মাহাত্ম্যে লিখিত আছে যিনি শালগ্রামশিলাতোয় দ্বারা অভিষিক্ত হন, তাঁহার প্রতিদিন গঙ্গাস্নানের ফল হইয়া থাকে।†

যে কোন তীর্থ এবং ব্রহ্মাদি দেবতা সকলও বিষ্ণুপাদোদকের ১৬ ভাগের এক ভাগেরও সমান নহে। গঙ্গা, প্রয়াগ ও যমুনা প্রভৃতির সলিল কালে পাপক্ষয় করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু ভগবান্ বিষ্ণুর পাদোদক সদ্যঃ পাপক্ষয় করিয়া থাকে।

"গঙ্গাপ্রয়াগগয়নৈমিষপুষ্করাণি
পুণ্যানি যানি কুরুজাঙ্গলযামুনানি।
কালেন তীর্থসলিলানি পুনন্তি পাপং
পাদোদকং ভগবতঃ প্রপুণাতি সদ্যঃ॥" (নৃসিংহপুরাণ)

পদ্মপুরাণে দেবদূতবিকুণ্ডল-সংবাদে লিখিত আছে, যে সকল নর প্রতিদিন শালগ্রাম-পাদোদক পান করে, তাহার পাপনাশের জন্য পঞ্চগব্যাদি সেবন এবং কোটী কোটী তীর্থ স্নান কিছুরই আবশ্যক নাই। ভক্তিপূর্ব্বক পাদোদক সেবন করিলে তাহাতে মুক্তি পর্য্যন্ত হইতে পারে।

পদ্মপুরাণে শ্রীযমধূম্রকেতুসংবাদ ও পুলস্ত্যভগীরথ-সংবাদে লিখিত আছে, যিনি শালগ্রাম শিলোদক বিন্দুমাত্র পান করেন, তিনি সকল প্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া মুক্তিমার্গে অধিরোহণ করেন। পাদোদক সকল তীর্থ হইতেই পবিত্র এবং কোটী হত্যার পাপনাশক, ইহা মস্তকে ধৃত বা পীত হইলে সকল দেবতা পরিতুষ্ট হন। কলিতে হরির পাদোদক সেবনে সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়।

"শালগ্রামশিলাতোয়ং বিন্দুমাত্রং তু যঃ পিবেৎ।
সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যেত মুক্তিমার্গে কৃতোদ্যমঃ॥"
(পদ্মপু° যমধূম্রকেতুস°)

"পাদোদকস্য মাহাত্ম্যং ভগীরথ বদামি তে।
পাবনং সর্ব্বতীর্থেভ্যঃ হত্যাকোটিবিনাশনং॥
ধৃতে শিরসি পীতে চ সর্ব্বাস্তুষ্যন্তি দেবতাঃ।
প্রায়শ্চিত্তন্তু পাপানাং কলৌ পাদোদকং হরেঃ॥"
(পদ্মপু° পুলস্ত্যভগীরথস°)

হরিভক্তিবিলাসে পাদোদকের ভূয়সী প্রশংসা লিখিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে সকল লিখিত হইল না। অতি সংক্ষেপে কিছু লেখা হইল ঃ—

বিষ্ণুপাদোদকের মাহাত্ম্য একমাত্র শঙ্করই অবগত আছেন, এই জন্য তিনি বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করিয়াছেন। যাহার উদরে বিষ্ণুর নৈবেদ্য ও পাদোদক, তাহার দেহে পাপ অবস্থান করিতে পারে না এবং তিনি বাহ্যাভ্যন্তর সহ শুচি হইয়া থাকেন*। পাদোদকের মাহাত্ম্য সকল শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। সমুদ্রের মৎস্যগণনা যেরূপ অসম্ভব, সেইরূপ পাদোদকের মাহাত্ম্য লেখাও অসম্ভব। বিশেষতঃ পাদোদক যদি তুলসীদল মিশ্রিত হয়, তাহা হইলে তাহার কথা আর অধিক কি বলিব। ইহাতে শতচান্দ্রায়ণের ফল হইয়া থাকে।

বিষ্ণুর পাদোদক পান করিয়া মোহবশতঃ যিনি অশুচিশঙ্কায় পুনরায় আচমন করেন, তিনি ব্রহ্মহা হন। (হরিভক্তিবি°)

---

* "যেষাং ধৌতানি গাত্রাণি হরেঃ পাদোদকেন বৈ।
অম্বরীষকুলে তেষাং দাসোঽস্মি বশগঃ সদা॥
রাজন্নেতানি তাবচ্চ তীর্থানি ভুবনত্রয়ে।
যাবন্ন প্রাপ্যতে তোয়ং শালগ্রামাভিষেকজম্॥" (পদ্মপু°গৌতমম্বরীষস°)

† "গৃহেঽপি বসতস্তস্য গঙ্গাস্নানং দিনে দিনে।
শালগ্রামশিলাতোয়ৈর্যোঽভিষিঞ্চতি মানবঃ॥
যানি কানি চ তীর্থানি ব্রহ্মাদ্যা দেবতাস্তথা।
বিষ্ণুপাদোদকস্যৈতে কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥" (স্কন্দপু° কার্ত্তিকমা°)

* "পাদোদকস্য মাহাত্ম্যং দেবো জানাতি শঙ্করঃ।
বিষ্ণুপাদচ্যুতা গঙ্গা শিরসা যেন ধারিতা॥
স্থানং নৈবাপ্তি পাপস্য দেহিনাং দেহমধ্যতঃ।
সবাহ্যাভ্যন্তরং যস্য ব্যাপ্তং পাদোদকেন বৈ॥
পাদোদং বিষ্ণুনৈবেদ্যমুদরে যস্য তিষ্ঠতি।
নাশ্রয়ং লভতে পাপং স্বয়মেব বিনশ্যতি॥
মহাপাপগ্রহগ্রস্তো ব্যাপ্তো রোগশতৈরপি।
হরেঃ পাদোদকং পীত্বা মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥
শিরসা তিষ্ঠতে যেষাং নিত্যং পাদোদকং হরেঃ।
কিং করিষ্যন্তি তে লোকে তীর্থকোটীমনোরথৈঃ॥"(হরিভ°ধৃত স্কন্দপু)

"বিষ্ণোঃ পাদোদকং পীত্বা পশ্চাদশুচিশঙ্কয়া।
আচামতি চ যো মোহাৎ ব্রহ্মহা স নিগদ্যতে॥

শ্রুতিশ্চ ভগবান্ পবিত্রো ভগবৎপাদৌ পবিত্রৌ পাদোদকং পবিত্রং ন তৎপশ্চি আচমনীয়ং যথা হি সোম ইতি। সৌপর্ণে চ—

বিষ্ণুপাদোদকং পীত্বা ভক্তপাদোদকং তথা।
য আচামতি সংমোহাৎ ব্রহ্মহা স নিগদ্যতে॥" (হরিভক্তিবি°)

পাদোদর (পুং স্ত্রী) পাদ উদরে যস্য। সর্প। (প্রশ্নোপনি°) স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্।

পাদোপজীবিন্ (পুং) সন্দেশবহ, দূত।

পাদ্ধত (ক্লী) পদ্ধতীনাং সমূহঃ ভিক্ষাদিত্বাদণ্। (পা ৪।২।৩৮) পদ্ধতিসমূহ।

পাদ্য (ক্লী) পাদার্থমুদকং পাদ-যৎ (পাদার্ঘাভ্যাঞ্চ। পা ৫।৪।২৫) পাদপ্রক্ষালনার্থ জল, পা ধুইবার জল। দেবপূজায় পাদ্য দিতে হইবে। ষোড়শোপচারে প্রথমে আসন, পরে স্বাগত ও তৎপরে পাদ্য এবং দশোপচারপূজার প্রথমেই পাদ্য দিতে হয়। দুর্গোৎসবপদ্ধতিতে লিখিত আছে—

"পাদার্থমুদকং পাদ্যং কেবলং জলমেব তৎ।" (দুর্গোৎসবপ°)

রঘুনন্দন লিখিয়াছেন, শ্যামাক, দূর্ব্বা, পদ্ম ও বিষ্ণুক্রান্তা ইহাদের সহিত যুক্ত জল দেবপূজায় পাদ্য বলিয়া অভিহিত।

"পাদ্যং শ্যামাকদূর্ব্বাব্জবিষ্ণুক্রান্তাভিরীরিতং।
এতদ্ব্যযুতং জলমিতি" (দেবপ্রতিষ্ঠাতত্ত্বে রঘুনন্দন)

পাত্রে করিয়া পাদ্য দিতে হয়। এই পাত্র লৌহ, তাম্র, রজত বা সুবর্ণ দ্বারা প্রস্তুত করিতে হইবে; ইহার পরিমাণ বিস্তার ৬ আঙ্গুল, উৎসেধ ৪ আঙ্গুল, ওষ্ঠ একাঙ্গুল এবং নাসিকা ৪ আঙ্গুল করিবে। সকল দেবপূজায় এইরূপ পাদ্য-পাত্র দিতে হইবে *।

সামবেদীদিগের বিবাহ-সময় বরকে 'পাদ্যাঃ পাদ্যাঃ পাদ্যাঃ প্রতি গৃহ্যন্তাং' (অর্থাৎ) পাদ্যগ্রহণ করুন, এইরূপ বহুবচনান্ত প্রয়োগ, কিন্তু যজুর্ব্বেদীদিগের একবচন হইয়া থাকে।

পাদ্যক (ত্রি) পাদ্য প্রকারবচনার্থে কন্ (স্থূলাদিভ্যঃ প্রকার-বচনে কন্। পা ৫।৪।৩) পাদ্যপ্রকার।

পান (ক্লী) পা-পানে ভাবে ল্যুট্। পীতি, দ্রবদ্রব্যের গলাধঃকরণ।

"পয়ঃ পানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্দ্ধনং।" (হিতোপদেশ)

২ ভাজন। পা-রক্ষণে ভাবে ল্যুট্। ৩ রক্ষণ। পীয়তে খগাদিভির্যত্র, পা অধিকরণে-ল্যুট্। ৪ কুল্যা। পীয়তে যৎ, কর্ম্মণি ল্যুট্। ৫ জপ। পাতি রক্ষতীতি পা-ল্যু। (ত্রি) ৬ রক্ষাকর্ত্তা। (পুং) ৭ শৌণ্ডিক। (জটাধর) * পান শব্দে মদ্যপানকে বুঝায়, যথা—তাহার পানদোষ আছে ইত্যাদি। মদ্যপান সকলশাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

"পানমক্ষাঃ স্ত্রিয়শ্চৈব মৃগয়া চ যথাক্রমং।
এতৎকষ্টতমং বিদ্যাৎ চতুষ্কং কামজে গণে॥" (মনু ৭।৫০)

মদ্যপান, অক্ষক্রীড়া, স্ত্রীসম্ভোগ ও মৃগয়া এই সকল কামজ ব্যসন। [মদ্যপানের অন্যান্য বিবরণ মদ্যপান শব্দে দ্রষ্টব্য।]

৮ নিঃশ্বাস। (হেম) ৯ অস্ত্রের তীক্ষ্ণাগ্রতাসম্পাদন ব্যাপার-ভেদ, চলিত পান দেওয়া। খড়্গ ও অসি প্রভৃতি উত্তমরূপে পান দেওয়া হইলে তাহা অতিশয় তীক্ষ্ণধার হইয়া থাকে। বরাহসংহিতা ও শুক্রনীতিতে এইরূপ লিখিত আছে,—

অস্ত্র উত্তমরূপে প্রস্তুত করিতে হইলে কোন লৌহাস্ত্র কিরূপে এবং কতবার পোড় দিয়া পিটিতে হয়, তাহা জানা আবশ্যক। অস্ত্রসমূহ কেবল পানের গুণেই দৃঢ় ও তীক্ষ্ণধার হইয়া থাকে। এই জন্য অস্ত্রনির্ম্মাতা প্রথমে পানের বিষয় বিশেষরূপে অভিজ্ঞ হইবেন। পান যদি উত্তমরূপে দেওয়া হয়, তাহা হইলে অস্ত্র অতি প্রশস্ত হয়, নচেৎ বিফল হইয়া থাকে। পানের পাকের বিষয় কেবল শুনিয়া শিক্ষা করা যায় না, ইহা স্বচক্ষে দেখিয়া এবং নিজে করিয়া শিক্ষা করিতে হয়। পান দেওয়াকে সংস্কৃতে পায়নও কহে। অস্ত্রাদি প্রস্তুত হইলে তাহা পরিস্কৃত করিয়া ধারের মুখে লবণ কি অন্য কোন ক্ষার-মৃত্তিকাদ্রব্যে মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিয়া সেই প্রলিপ্তধারটী অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া পশ্চাৎ তাহাকে জল কি অন্যান্য দ্রব্য পান করানকে পায়ন বা পান বলা যায়।

বৃহৎসংহিতায় পানের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—

যাঁহারা লক্ষ্মী লাভ ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের শস্ত্রে রুধির দ্বারা, গুণবান্ পুত্রলাভেচ্ছুর শস্ত্রে ঘৃতদ্বারা এবং অক্ষয় বিত্তাভিলাষীর শস্ত্রে জলদ্বারা পান দিবে, ইহাই শুক্রাচার্য্যের মত। যদি বড়বা, উষ্ট্রী ও হস্তিনীর দুগ্ধে পান দেওয়া হয়, তাহা হইলে পানকার্য্যদ্বারা সম্যক্রূপে অর্থ সিদ্ধি হয়। মৎস্যপিত্ত, মৃগ, অশ্ব ও ছাগদুগ্ধসহ তালের মেতির রসে পান দিলে শস্ত্র এরূপ তীক্ষ্ণ হয়, যে তাহাতে অনায়াসে হস্তিশুণ্ড ছেদন করা যায়। আকন্দের আটা, ভেড়ুবিষাণের (দগ্ধ মেষশৃঙ্গের) মসী, পারাবত ও ইন্দুরের বিষ্ঠা একত্র ও মর্দ্দিত করিয়া তৈল মথিত শস্ত্রের ধারে প্রলেপ দিতে হইবে। অনন্তর তাহাতে পূর্ব্বোক্ত কোন দ্রব্য-দ্বারা পান দিবে। এইরূপে পান দিয়া তাহা শানিত করিলে

* "পাদাবসেচনজলগ্রহণং পাত্রমদ্ভুতং।
লৌহজং তাম্রজাতং বা হৈমং রাজতমেব বা॥ (বৈখানস গ্রন্থ)
ষড়ঙ্গুলপ্রবিস্তারমুৎসেধশ্চতুরঙ্গুলং।
ওষ্ঠমেকাঙ্গুলং কুর্য্যাৎ নাসিকাং চতুরঙ্গুলাং॥
পৃষ্ঠে পাদসমাযুক্তং চতুরঙ্গুলমানতঃ।
পাদ্যপাত্রমিতি খ্যাতং সর্ব্বদেবপ্রপূজনে॥" (সিদ্ধান্তশেখর)

প্রস্তরোপরি আঘাত করিলেও তাহার বিঘাত হইবে না। কদলীমূলের ক্ষার ও তক্র একত্র করিয়া একদিন রাখিবে। ইহাতে শস্ত্রপান দিলে পরে তাহা শাণিত করিলে অতিশয় দৃঢ় হয়, এমন কি এই শস্ত্র পাষাণোপরি আঘাত করিলে ভগ্ন হইবে না, অথবা লৌহে আঘাত করিলে তাহা কুণ্ঠ (থেঁতো) হইবে না।* (বৃহৎসং ৫০ অঃ)

ইহা ভিন্ন আরও কয়েকপ্রকার পানবিধি আছে, কিন্তু সেই সকল পান তীরের ফলার জন্য ব্যবহৃত হয়। বিষ কিংবা বিষবৎ দ্রব্য পান করাইলে অস্ত্র অতি ভীষণক্ষমতা ধারণ করে। বিষ পায়িত অস্ত্রাঘাতে অত্যল্প পরিমাণে রক্তপাত হইলেই তাহা প্রাণসংহারক হইয়া উঠে। অস্ত্রে পান দিবার সময় বিভিন্ন প্রকারের গন্ধ নির্গত হয়। সেই গন্ধদ্বারা অস্ত্রের ভবিষ্যৎ শুভাশুভ জানা যায় এবং পানের সময় অস্ত্রকে যে দগ্ধ করিতে হয়, তৎকালের যে বর্ণ বা রং হয়, তাহাতেও ভবিষ্যৎ শুভাশুভ অনুমিত হয়। যথা—করবীর, উৎপল, হস্তিমদ, ঘৃত, কুঙ্কুম, কুন্দফুল ও চাঁপার ন্যায় গন্ধ নির্গত হইলে সেই অস্ত্র শুভদায়ক হয়। যদি গোমূত্র কিংবা পঙ্ক, মেদ, কূর্ম্ম, বসা, রক্ত, বা ক্ষীর তুল্য কোন গন্ধ হয়, তাহা হইলে সে অস্ত্র অশুভ। দাহকালে যদি বৈদূর্য্য, কনক বা বিদ্যুতের ন্যায় বাহির হয়, তাহা হইলেও শুভ নচেৎ অশুভ।

সুশ্রুতে লিখিত আছে,—রোগীর ব্রণাদি ছেদ বা ভেদ করিতে শস্ত্র ব্যবহার আবশ্যক, এইজন্য সর্ব্বাগ্রে যাহাতে এই সকল শস্ত্র তীক্ষ্ণধার হয়, তাহা করা কর্ত্তব্য। এই ধারের জন্য শস্ত্রসমূহকে পায়ন অর্থাৎ পান দিতে হয়, এই পান তিন প্রকার, যথা—ক্ষার, জল এবং তৈল। পান দিতে হইলে শস্ত্রকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া প্রয়োজনানুসারে ক্ষারজলে, বিশুদ্ধজলে অথবা তৈলে মগ্ন করিতে হয়। শল্য অথবা অস্থিচ্ছেদন করিতে হইলে শস্ত্রে ক্ষারপান, মাংসের ছেদন, ভেদন বা পাটন করিতে হইলে শস্ত্রে বিশুদ্ধ জল এবং শিরা বিদ্ধ অথবা স্নায়ুচ্ছেদন করিতে হইলে তৈল পান দিতে হইবে। (সুশ্রুত সূত্রস্থান ৮ অঃ)

[শস্ত্র দেখ।]

পান, উড়িষ্যার উত্তর এবং ছোটনাগপুরের দক্ষিণ ও পশ্চিম-প্রদেশবাসী নীচজাতিবিশেষ। স্থানভেদে ইহাদিগের পাণ্ডা, পাঁড়, পাঁব, পানিক, চিক, চিক-বারাইক, বারাইক, গণ্ডা, মহতো, সবাসী, তাঁতি প্রভৃতি নাম হইয়াছে। মানভূমে ইহারা বারাইক, লোহারডাগা ও সরগুজাতে চিক বা চিক-বারাইক এবং সিংভূমে সাবাসী বা তাঁতি নামে খ্যাত। উড়িষ্যায় ইহাদিগের পাঁচটী বিভাগ আছে,—ওড় পান বা উড়িয়া পান, বুনো পান, বেত্র-পান বা রাজপান, পান-বৈষ্ণব এবং পত্রদিয়া।

সাধারণতঃ পূর্ণবয়স্কা না হইলে পানবালিকার বিবাহ হয় না। ওড় পানশ্রেণীর সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিগণের মধ্যে কেবল বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে। ইহাদের কন্যাপণ—দুইটী নগদ টাকা, দেড় মণ চাউল, একটী ছাগল এবং দুইখানি সাড়ী। উড়িষ্যার পান-বৈষ্ণবগণই পানগণের পৌরোহিত্য করিয়া থাকে। ছোটনাগপুরের নাগেশ্বর-পানগণও এই কার্য্য সম্পন্ন করে। বর কর্ত্তৃক কন্যার মস্তকে সিন্দুরদান এবং বর ও কন্যার হস্তবন্ধনই ইহাদিগের বিবাহের প্রধান অঙ্গ। ইহাদিগের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে। মৃতস্বামীর ছোটভ্রাতাকে বিবাহ করাই যুক্তিযুক্ত। স্ব স্ব পঞ্চায়তের অনুমতি লইয়া যে কোন কারণেই ইহারা বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে। কিন্তু স্বামীকে তাহার পরিত্যক্তা স্ত্রীর ছয়মাসের গ্রাসাচ্ছাদন প্রদান করিতে হয়। পরিত্যক্তা রমণী পুনরায় বিবাহ করিতে পারে।

স্থানভেদে ইহাদের মধ্যে নানাবিধ নিকৃষ্ট হিন্দুধর্ম্ম প্রচলিত আছে। উড়িষ্যা ও সিংভূমে পানেরা বৈষ্ণবধর্ম্ম পালন করে ও মৃতদেহ প্রোথিত করিয়া থাকে। লোহারডাগায় দাহ ও সমাধি উভয়ই প্রচলিত।

সামাজিক বিষয়ে পানেরা অতি নিকৃষ্ট। ইহারা গো, শূকর ও খারাপ মাংস ভক্ষণ করে এবং মদ্যপান করিয়া থাকে। উড়িষ্যায় বুনোপানেরা প্রসিদ্ধ চোর।

২ বঙ্গের পর্ণব্যবসায়ী জাতিভেদ। [বারুই বা বারজীবী দেখ।]

পানক (ক্লী) পানায় কায়তীতি কৈ-ক। পানদ্রব্যবিশেষ, চলিত পানা। পাকরাজেশ্বরে লিখিত আছে পরিমিত শর্করা ও নিম্বু-রসযুক্ত, অথবা অম্ল অম্লযুক্ত পক্করস, ইহারই নাম পানক।

"পানীয়ং পানকং মদ্যং মৃণ্ময়েষু প্রদাপয়েৎ।" (সুশ্রুত ১।৩৯)

পানীয়, পানক এবং মদ্য ইহা মাটির পাত্র করিয়া দিতে হয়। পানক শব্দ পুংলিঙ্গেও ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

"এভিপোন্ কষায়াংশ্চ তৈলংশ্চ সর্পীংষি পানকান্।"

(সুশ্রুত ১।৩৯)

পানক ও প্রপানক একপর্য্যায় শব্দ। ইহা পানা বা সরবত নামে প্রসিদ্ধ, যথা—চিনির পানা, মিছরির পানা ইত্যাদি।

---

* "ইদমৌশনসক শস্ত্রপানং রুধিরেণ শ্রিয়মিচ্ছতঃ প্রদীপ্তাং।
হবিষা গুণবৎ সুতাভিলিপ্সোঃ সলিলেনাক্ষরমিচ্ছতশ্চ বিত্তং।
বড়বোষ্ট্রকরেণুদুগ্ধপানং যদি পানেন সমীহতেঽর্থসিদ্ধিং।
ঝষপিত্তমৃগাশ্চ বস্তদুগ্ধৈঃ করিহস্তচ্ছিদয়ে সতালগর্ভৈঃ॥
আর্কং পয়োহুড়ুবিষাণমসীসমেতং পারাবতাখুশকৃতা চ যুতং প্রলেপঃ।
শস্ত্রস্য তৈলমথিতস্য ততোঽস্য পানং পশ্চাচ্ছিতস্যন শিলাসু ভবেদ্বিঘাতঃ॥
(বৃহৎসং ৫০।২৩—২৫)

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—পরিস্কৃত চিনি শীতল জলে গুলিয়া তাহাতে এলাচ, লবঙ্গ, কর্পূর ও মরিচ সংযুক্ত করিলে তাহাকে শর্করোদক বা চিনির পানা কহে। ইহার গুণ—শুক্র-বর্দ্ধক, শীতল, সারক, বলকারক, রুচিজনক, লঘু, মধুররস, বাতঘ্ন, রক্তপিত্তনাশক এবং মূর্চ্ছা, বমি, পিপাসা, দাহ ও জ্বরনাশক।

আম্রফলের পানা—অপক্ক আম্রফল জলে সিদ্ধ করিয়া হস্তদ্বারা গাঢ়মর্দ্দন করিবে, পরে উহাতে চিনি, শীতল জল, কর্পূর ও মরিচ মিলিত করিলে আম্রফলের পানক প্রস্তুত হয়, ভীমসেন কৃত এই পানক অন্যান্য পানক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহার গুণ—সদ্যরুচিকারক ও বলকর এবং ইহা সেবনে অচিরে ইন্দ্রিয়গণ পরিতৃপ্ত হয়।

নিম্বূফল পানক বা নেবুর পানা—একভাগ কাগচীনেবুর রসে ছয়ভাগ চিনির রস মিশ্রিত করিয়া উহাতে লবঙ্গ ও মরিচ মিলিত করিলে উৎকৃষ্ট পানক প্রস্তুত হয়। ইহার গুণ—অত্যন্ত অম্লরস, বায়ুনাশক, অগ্নিপ্রদীপক, রুচিকারক এবং সমস্ত আহারীয় দ্রব্যের পরিপাকজনক।

অম্লিকাপানক বা পাকা তেঁতুলের পানা—পাকা তেতুল জলের সহিত সজোরে মাড়িয়া ইহার সহিত চিনি, মরিচ, লবঙ্গ ও কর্পূর একত্র করিলে যখন উত্তম সুগন্ধযুক্ত হইবে, তখন এই পানক হইয়াছে জানিবে। ইহার গুণ—বায়ুনাশক, কিঞ্চিৎ পিত্ত ও কফকারক, অত্যন্ত রুচিকর এবং অগ্নিপ্রদীপক।

ধন্যাকপানক বা ধনের পানা—ধনে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া বস্ত্রদ্বারা ছাকিয়া লইবে, তৎপরে চিনির পানা এবং কর্পূরাদি সুগন্ধ দ্রব্যের সহিত মিলিত করিয়া একটী মৃত্তিকা-নির্ম্মিত নূতনপাত্রে স্থাপন করিবে। এইরূপে এই পানক প্রস্তুত হয়। ইহা পিত্তনাশক।

সুশ্রুতে লিখিত আছে—অম্লরসযুক্ত বা অম্লবিহীন গৌড় পানক (গুড়ের পানা) গুরুপাক ও মূত্রবৃদ্ধিকর। উহা মিছরি, দ্রাক্ষা ও শর্করাযুক্ত হইলে অম্লরসবিশিষ্ট, তীক্ষ্ণ ও শীতল হয়। দ্রাক্ষার পানক শ্রম, মূর্চ্ছা, দাহ ও তৃষ্ণানাশক। পরুষক ও কোলের পানক মুখপ্রিয় ও বিষ্টম্ভী। (সুশ্রুত সূত্রস্থান ৪৫ অঃ)

ইহা ভিন্ন বাভট সূত্রস্থানে ষষ্ঠ অধ্যায়ে আরও অনেক প্রকার পানকের বিষয় লিখিত আছে; বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

পানকোড়ী, পানকৌটা, পানকৌটী, জলচর পক্ষীবিশেষ। ইহাদের পৃষ্ঠদেশ কৃষ্ণবর্ণ, পক্ষদ্বয়ের পালক পীতাভ, মুখ, মস্তকের পার্শ্বদেশ এবং চিবুক শুভ্রবর্ণ। ওষ্ঠ পীতাভ, পদদ্বয় কৃষ্ণবর্ণ, দৈর্ঘ্য ৩২-৩৪ ইঞ্চ। পুচ্ছ ৭½ ইঞ, ওষ্ঠ (সম্মুখের দিকে) ২½ ইঞ, মধ্যপাদাঙ্গুলি ৩½ ইঞ্চ।

এই পক্ষী ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই বিশেষতঃ পর্ব্বত ও বনমধ্যগামী নদনদীসমূহে দেখিতে পাওয়া যায়।

সুজলা বঙ্গদেশের নদীসমূহে প্রায়ই এই পক্ষী দৃষ্ট হয়। সমস্ত য়ুরোপ, এসিয়া ও আফ্রিকার অনেকস্থানে এই পক্ষীর বাস।

পানকুম্ভ (পুং) জলের কলস, পানপাত্র।

পানগোষ্ঠিকা (স্ত্রী) পানস্য পানায় বা গোষ্ঠিকা। পানসভা, যেখানে সকলে সমবেত হইয়া মদ্যপান করে, মদ্যপানচক্র, পর্য্যায়—আপান। (অমর)

শ্যামারহস্যে লিখিত আছে—প্রথমে সকলে চক্রাকারে বা পঙ্‌ক্তিরূপে ভিন্ন ভিন্ন আসনে উপবেশন করিবে, এই পান-গোষ্ঠীতে লোক সকল যুগ্মরূপে স্বশক্তিযুক্ত হইয়া পদ্মাসনে উপবেশন এবং ললাটে চন্দন ও মস্তকে পুষ্প ধারণ করিবে। যদি এই চক্রমধ্যে গুরু অবস্থান করেন, তাহা হইলে তাহাকে প্রথমে গন্ধাদিদ্বারা পূজা করিয়া গুরুর পাত্রে পুষ্প দিয়া গুরুকে প্রণাম করিবে। যদি গুরু না থাকে, তাহা হইলে ঐ পাত্র জলে ফেলিয়া দিতে হইবে। এইরূপে উপবেশন করিয়া পাত্রে মদ্যস্থাপনপূর্ব্বক তাহা নিবেদন করিয়া জ্যেষ্ঠাদি-ক্রমে পান করিবে। পানপাত্রসকল শাস্ত্রানুসারে বন্দনা করিতে হইবে। তন্ত্রান্তরে লিখিত আছে যে মস্তকে সিন্দূর-তিলক দিতে হইবে। [ইহার বিশেষ বিবরণ মদ্যপান দেখ।]

পানঠ (ত্রি) পানে কুশলঃ বাহুলকাৎ অঠচ্। পানকুশল। স্ত্রিয়াং গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্।

পানপ (ত্রি) পানং পেয়ং মদ্যাদি পিবতি পা-পানে ক। সুরা-পায়ী, মদ্যপ।

পানপাত্র (ক্লী) পানস্য পেয়মদ্যাদেঃ পাত্রং। মদ্যপানপাত্র, মদ্য-পানের ভাজন, যাহাতে মদ খাওয়া যায়। পর্য্যায়—চষক, সরক, অনুতর্ষণ, চষক, অনুতর্ষ, পারী ও পারীক। (শব্দর°)

"দদাবশূন্যং সুরয়া পানপাত্রং ধনাধিপঃ।" (মার্ক° ৮২।২৯)

যখন ভগবতী মহিষাসুরের সহিত যুদ্ধার্থ গমন করেন, সেই সময় কুবের ভগবতীকে পানপাত্র দিয়াছিলেন। [মদ্যপান দেখ।]

মদ্যপান করিবার সময় একাসনে বসিয়া সকলেই পৃথক্ পৃথক্‌পাত্রে মদ্যপান করিবেন, একপাত্রে পান করিলে নরকে গতি হইয়া থাকে।*

২ পানভাজন, জলাদি পান করিবার ঘটী, বা গেলাস।

"অধুনাপি প্রবিশ্যারিং ছিদ্রেণ বশবস্তরং।
নিঃশেষং মজ্জয়েৎ রাষ্ট্রং পানপাত্রমিবোদকম্॥"
(কামন্দক ১২।৪১)

* "নয়নাগ্নিবাণসংখ্যাকৈর্দ্দেবৈস্তু পরমেশ্বরি।
পাত্রং প্রকর্ত্তব্যমিত্যুক্তং। (কুলসার)

পানবণিজ (পুং) পানায় পেয় সুরাদের্বিক্রয়ার্থং বণিক্, পানস্য বণিক বা। শৌণ্ডিক, শুঁড়ি। (হেম)

পানভরি, কোলিদিগের এক শ্রেণী। ইহাদিগের অপর নাম মলহারী বা মলহার-উপাসক। দাক্ষিণাত্যের প্রায় প্রত্যেক গ্রামে ইহাদিগকে দেখা যায়। ইহারা গ্রামবাসীদিগের জল সরবাহ এবং গ্রাম পরিষ্কার করিয়া থাকে। পন্ঢরপুরের নিকট অনেক মলহারী কোলিরা গ্রামরক্ষকের কার্য্য করে। খান্দেশ এবং আহ্মদনগরে এই শ্রেণীর কোলি সর্দ্দার আছে। পুণার দক্ষিণে মলহারী কোলিরা বংশপরম্পরায় পুরন্দর, সিংহগড়, তর্ণা এবং রাজগড় নামক পার্ব্বত্য দুর্গ সকল রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

প্রবাদ এইরূপ যে পূর্ব্বকালে দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমভাগে ঘাড়সিদিগের অধীনে ইহারা বাস করিত। ঘাড়সিরা লঙ্কাধিপতি রাবণের গায়ক ছিল। তৎপরে গাবলিরা (একজাতীয় গোপ) ঘাড়সিদিগকে পরাজয় করে। তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরিত হয়, কিন্তু তাহারাও গাবলিদিগের হস্তে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। গাবলিদের দেশ অত্যন্ত দুর্গম ও অস্বাস্থ্যকর বলিয়া কেহ তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ভার গ্রহণ করিতে সম্মত হইল না। অবশেষে সঞ্জয়গোপাল নামে এক মহারাষ্ট্রীয় ব্যঙ্কোজী কোকাট্টা নামক একজন কোলির সাহায্যে গাবলিদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় ও ধ্বংস করেন। গাবলিদিগের দেশ জনশূন্য হইয়া পড়ে। এই জনশূন্য দেশ চাষ করিবার জন্য নিজামের রাজ্য মধ্যে অবস্থিত মহাদেব পর্ব্বত হইতে কতকগুলি কোলিকে আনয়ন করা হয়। গাবলিদিগের মধ্যে যাহারা অবশিষ্ট ছিল, তাহারা ক্রমশঃ কোলিদিগের সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছে। এই সময় হইতে কোলিরা দক্ষিণভারতে প্রধান হইয়া উঠে। ১৩৪০ খৃঃঅব্দে মহম্মদ তোগলকের সময়ে সিংহগড় একজন কোলি-সর্দ্দারের অধীনে ছিল। দেবগিরি যাদবদিগের অধঃপতনের পর কোলিরা জবহর প্রদেশের আধিপত্য লাভ করে। বাহ্মণী ও আহ্মদনগরের রাজাদিগের রাজত্ব কালে কোলিরা স্বাধীনভাবে বাস করিতে থাকে। এই সময় পানভরিরা অনেক উচ্চ পদ লাভ করিয়াছিল।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কোলিরা বিদ্রোহী হয়। ১৬৩৬ খৃঃঅব্দে আহ্মদনগর রাজ্যের ধ্বংসের পর টোডরমল আহ্মদনগর জরিপ করিতে যান। কোলিরা তাহাদের জমি জরিপ ও রাজস্ব নির্দ্ধারিত হওয়ায় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠে। খেনিনায়ক নামক একজন কোলি সর্দ্দার অন্যান্য কোলিদিগকে মোগলদিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে থাকে। তৎপরে শিবাজীর নিকট পুনঃ পুনঃ মুসলমানদিগকে পরাজিত হইতে দেখিয়া কোলিরা বিদ্রোহী হয় এবং এই বিদ্রোহ অতি কষ্টে নিবারিত হয়। বিদ্রোহ-দমন হইলে অরঙ্গজেব কোলিদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পেশবাদিগের আধিপত্যকালে কোলিরা পার্ব্বত্য দুর্গ গ্রহণে পটু বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। ১৮শ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং বৃটীশ শাসনের প্রারম্ভে আহ্মদনগরের পশ্চিমে ও কোঙ্কণ প্রদেশে কোলি-দস্যুদিগের বড়ই উৎপাত ঘটে। ১৮৫৭ খৃঃঅব্দে যখন সিপাহি-বিদ্রোহ হয়, সেই সময়ে কাপ্তেন নাটালের (Captain Nuttal) অধীনে ৬০০ অস্থায়ী কোলি সৈন্য নিযুক্ত ছিল। ইহারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে যুদ্ধনিপুণ হইয়া উঠে। পদব্রজে বহুদূর গমন করিতে ইহারা অদ্বিতীয়। সিপাহি-বিদ্রোহের সময় ঐ সৈন্যদল ইংরাজদিগের যথেষ্ট উপকার করিয়াছিল। ১৮৬১ খৃঃঅব্দ পর্য্যন্ত কোলি সৈন্য ছিল। এই সময়ে ইহাদিগকে কার্য্য হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়। কোন কোন কোলি পুলিসে কার্য্য করিয়া থাকে, কিন্তু অধিকাংশই কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। [কোলি দেখ।]

পানভাজন (ক্লী) পানায় পানস্য বা ভাজনং পাত্রং। পানপাত্রি, কংস, কাংস্য।

'কংসঃ স্যাৎ তৈজসে দ্রব্যে পানপাত্রেঽকাংস্যবৎ।' (শাশ্বত)

'পাত্রান্তরে পানপাত্রে কাংস্যং কংসে চ তৈজসে।' (রভস)

পানভাণ্ড (ক্লী) পানস্য পানায় বা ভাণ্ডং। পানপাত্র।

পানভূ (স্ত্রী) পানভূমি, যেস্থলে বসিয়া মদ্যপান করা হয়।

পানমঙ্গল (ক্লী) পানগোষ্ঠী। [পানগোষ্ঠী দেখ।]

পানমদ (পুং) নেশা।

পানমাত্রা (স্ত্রী) পানস্য মাত্রা। সুরাপানে প্রশস্ত মাত্রা। পরিমাণে মদ্যপান করিলে দৃষ্টি ক্ষুব্ধ বা মন বিচলিত হয় না, এই পরিমাণ মদ্য পানই ভাল। ইহার বিপরীত হইলে মদ্য বিষসদৃশ হইয়া থাকে।

"যাবন্ন চলতে দৃষ্টিঃ যাবন্ন ক্ষোভতে মনঃ।
পানমাত্রা পরা তাবৎ বিপরীতা বিষোপমা॥" (শৌনক)

পানবিভ্রম (পুং) মদ্যপানজাত রোগভেদ। [পানাত্যয় দেখ।]

পানশৌণ্ড (ত্রি) পানে শৌণ্ডঃ ৭তৎ। সুরাদি পানদক্ষ।

পানস (ক্লী) পনসস্য ইদং, পনসফলে ভবং তৎফলস্য বিকার ইতি বা অণ্। ১ পনসভব মদ্য। (জটাধর)

(ত্রি) ২ পনসসম্বন্ধী।

একাসনে নিবিষ্টা যে ভুঞ্জীরংশ্চৈব ভাজনে।"

"একপাত্রে পিবেৎ দ্রব্যং তে যান্তি নরকাধমে॥" (কুলার্ণব)

'একপাত্র মিতি সর্ব্বৈর্মিলিত্বা নৈকপাত্রেপিবেৎ, ন তু প্রতিবারং দ্রব্যপানে ভিন্ন ভিন্ন পাত্রং কার্য্যং॥'

পানাগড়, ১ মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত জব্বলপুর জেলায় জব্বলপুর তহসীলভুক্ত একটী নগর। অক্ষা° ২৩° ১৭´ উঃ এবং দ্রাঘি ৮০° ২´ পূঃ, জব্বলপুর নগরের ৯ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। নিকটবর্ত্তী খনি হইতে লৌহ পাওয়া যায়। এখানে ইক্ষুর চাষ হইয়া থাকে।

২ বাঙ্গালাদেশে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন ও বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম।

পানাগার (পুং) পানস্য আগারঃ ৬তৎ। পানগৃহ, যে গৃহে মদ্য পান করা হয়।

পানাত্যয় (পুং) পানাদ্ধেতোঃ জাতো যোঽত্যয়ঃ, রোগ-বিশেষঃ। মদাত্যয়রোগ, মদ্যপানজনিত রোগ সুশ্রুতে লিখিত আছে,—অতিরিক্ত মদ্যপানে বিবিধ পীড়া জন্মে। পানজন্য রোগ চারি প্রকার—পানাত্যয়, পরমদ, পানাজীর্ণ এবং পানবিভ্রম। ইহার মধ্যে স্তম্ভ, অঙ্গমর্দ্দ, (কামড়ানি), হৃদয়ে বেদনা, তোদ ও কম্প এই সকল বায়ুজ মদাত্যয়ের লক্ষণ। স্বেদ, প্রলাপ, মুখশোষ, দাহ, মূর্চ্ছা, মুখ ও চক্ষুর পীতবর্ণতা এই সকল লক্ষণ পিত্তজ পানাত্যয়ে হইয়া থাকে। বমন, শীত, ও কফস্রাব শ্লেষ্মজন্য পানাত্যয়ের লক্ষণ। সন্নিপাতজ হইলে এই সকল লক্ষণই দৃষ্ট হইয়া থাকে। শরীর উষ্ণ ও ভার, মুখ-বৈরস্য, শ্লেষ্মার আধিক্য, অরুচি এবং মলমূত্ররোধ, এই সকল পরমদের লক্ষণ। তৃষ্ণা, শিরোবেদনা, সন্ধিভেদ, আধ্মান, অম্লরসের উদ্গীরণ এবং গাত্রজ্বালা ইহা পানাজীর্ণের লক্ষণ। এই রোগ পিত্ত প্রকোপ দ্বারা জন্মে। হৃদয়ে বেদনা, গাত্র-বেদনা, বমন, জ্বর, মূর্চ্ছা, কফস্রাব, ঊর্দ্ধগত রোগ, বিদাহ, সুরা, অন্ন বা অন্নজাত ভক্ষ্যদ্রব্যে দ্বেষ এই সকল পান-বিভ্রমের লক্ষণ। অধরোষ্ঠ স্থূল এবং উত্তরোষ্ঠ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হওয়া, অতিশয় শীত, দাহ এবং মুখ যেন তৈলাক্ত হওয়া এইগুলি অতিপানের লক্ষণ। এই লক্ষণ হইলে রোগী বর্জ্জনীয়। পানাহত হইলে জিহ্বা, ওষ্ঠ ও দন্ত কৃষ্ণ বা নীলবর্ণ, নেত্র পীত ও রক্তাভযুক্ত, হিক্কা, জ্বর, বমন, কম্প, পার্শ্বশূল, কাশ ও ভ্রম এই সকল লক্ষণ হয়।

ইহার চিকিৎসা—চুক্র, মরিচ, আদ্রক, যমানী, কুষ্ঠ, সৌবর্চ্চল এই সকল দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে সংযোগ করিয়া মদ্যপান করিলে বায়ুর শান্তি হয়। অথবা দ্রাক্ষা, যমানী, শুণ্ঠী, হিঙ্গু ও সৌবর্চ্চল সহযোগে পান করিবে। আম্রাতক, দাড়িম, মাতু-লঙ্গ, এই সকলের রস, আনূপবর্গের মাংস সহিত সেবন, পিত্তপ্রবণতা স্থলে মধুর বর্গের কাথ, গন্ধদ্রব্য এবং মধু ও শর্করার সহিত সেবন এবং প্রচুর পরিমাণে ইক্ষুরস সহযোগে মদ্যপান করিলে ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া নিঃশেষে বমন করিবে। লাব ও তিত্তিরি মাংসের রস ও অম্লরহিত মুদ্গযূষ, ঘৃত ও চিনিসহযোগে সেবন বিধেয়। কফজন্য পানাত্যয়ে বিল্বফল ও বেতসের রসযোগে মদ্যপানপূর্ব্বক কফ উল্লে-খন করিতে হইবে। তিক্ত ও কটুদ্রব্য যোগে যূষ, যবান্ন, জাঙ্গল মাংস, এবং শ্লেষ্মনাশক অন্যান্য দ্রব্য সেবন করিবে। সর্ব্বদোষজ হইলে পূর্ব্বোক্ত সকল ক্রিয়া এবং দ্বিদোষজ হইলে দোষের প্রাধান্য বিবেচনা করিয়া প্রতিক্রিয়া করিতে হইবে।

পানাত্যয়ে এই যোগগুলি বিশেষ উপকারী,—গুড়ত্বক্, নাগকেশর, পিপ্পলী, এলাচি, যষ্টিমধু, ধনে, কৃষ্ণজীরক ও মরিচ চূর্ণ সমভাগে লইয়া প্রচুর কপিত্থ রস, জল এবং পরুষকের সহিত সংযোগ করিয়া পান করিবে। লোধ্র, পদ্ম, করবীর, অন্যান্য জলজ পুষ্প, পদ্মকাষ্ঠ এবং সারিকাদিগণ এই সকল সহযোগে শীতল জল সেবন করিবে। যষ্টিমধু, কটুকী, দ্রাক্ষা, শসার মূল, কার্পাস মূল এবং গোরক্ষ চাকুলে এই সকল সমভাগে লইয়া পানীয় প্রস্তুত করিবে। গাম্ভারী, দেবদারু, বিট্‌লবণ, দাড়িম, পিপ্পলী ও দ্রাক্ষা, ইহাদের জলে পানক প্রস্তুত করিয়া বীজপুরের রসসহ পান করিলে পানজন্য রোগের শান্তি হয়। দ্রাক্ষা, চিনি, মধু, কৃষ্ণজীরা, ধনে, পিপ্পলী ও ত্রিবৃৎযোগে অথবা ফলাম্লের রস, সৌবর্চ্চলযোগে পানীয় প্রস্তুত করিয়া পান করিলে পানাত্যয় রোগ প্রশমিত হয়।

ইক্ষাকু (তিতলাউ), অপামার্গ, কুটজবীজ, বকপুষ্প ও উড়ুম্বর একত্র দুগ্ধে পাক করিয়া একপোয়া পরিমাণে পান করিয়া বমন করিবে। তৎপরে দিবাবসানে মদ্যপান করিবে।

গুড়ত্বক, পিপ্পলী, নাগকেশর, বিট্‌লবণ, হিঙ্গু, মরিচ ও এলাচি এই সকল যোগে ফলাম্ল পান অথবা উষ্ণোদক সহ সৈন্ধব, বিট্‌লবণ, গুড়ত্বক্, চব্য, এলাচি, হিঙ্গ, পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, শুণ্ঠী এবং খাঁড় (গুড়) যোগে ভোজন করিলে এই রোগ অনেকটা প্রশমিত হয়। অথবা দ্রাক্ষা, কপিত্থ ও দাড়িম এই সমুদয়ে পাণক প্রস্তুত করিয়া পান করিলে পানবিভ্রমের শান্তি হয়। অথবা প্রচুর পরিমাণে মধু, শর্করা, আম্রাতক ও কোলের রস যোগে পানক অথবা খর্জ্জুর, বেত্র, করীর, পরুষক, দ্রাক্ষা, ত্রিবৃৎ, চিনি, গাম্ভারী বা যষ্টিমধু ও উৎপল হিমজলে মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। ক্ষীরিবৃক্ষের অঙ্কুর, মৃণাল, জীরক, নাগকেশর, তেজপত্র, এলবালু, পদ্ম, পদ্মকাষ্ঠ, আম্রাতক, কামরাঙ্গা, করঞ্জ, কপিত্থ, কোল, বৃক্ষাম্ল, বেত্রফল, জীরক ও দাড়িম এই সকল সেবনে পানাত্যয় প্রশমিত হয়। মনো-হারিণী কামিনীর সমাগমও পানাত্যয়ে বিধেয়।

দাড়িম এবং আমড়া প্রভৃতি অম্লফলের রস, চিনি, মৌল, দারুচিনি, এলাচি, তেজপত্র, নাগকেশর, জীরক, পিপ্পলী, মরিচ এই সকলের চূর্ণ সমভাগে লইয়া পান করিবে। মুথা,

যষ্টিমধু, মৌল, লাক্ষা, দারুচিনি, বহুবার বৃক্ষাঙ্কুর, কৃষ্ণজীরক, দ্রাক্ষা, পিপ্পলী ও নাগকেশর এই সকল দুগ্ধে আলোড়িত করিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে সুরা বা আসবের সহিত প্রচুর পরিমাণে পান করিবে। ইহা বিধিপূর্ব্বক প্রস্তুত না হইলে ইহাতে কোন ফল হয় না।

মদ্যবিরত ব্যক্তি সহসা অধিক পরিমাণে মদ্যপান করিলে পানাত্যয় জন্য বিকার জন্মে। মদ্যের অগ্নি বায়ুবীর্য্যগুণে জলবাহী স্রোতঃ সকল শুষ্ক হইয়া তৃষ্ণা জন্মে। তাহাতে রক্ত, লোধ, পদ্মমূল ও মৃণালি ইহাদের যোগে হিমজল প্রস্তুত করিয়া পিপ্পলী মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। ঘৃত, তৈল, বসা, মজ্জা ও দধি ভৃঙ্গরাজ রসযোগে পান করিবে। অঞ্জন ব্যবহার করিতে হইলে বিল্ব ও যবের ক্বাথে সর্ব্বগন্ধা পিষিয়া ও পাক করিয়া ব্যবহার করিবে। রসবিশিষ্ট ভোজন এবং শীতল ও সুগন্ধি পানক দোষানুসারে প্রযোজ্য।

পানজন্য উষ্ণতা পিত্তরক্ত কর্ত্তৃক বৃদ্ধি হইয়া ত্বকে আশ্রয়পূর্ব্বক ঘোরতর দাহ উৎপাদন করে। এইরূপ স্থলে পিত্তজন্য দাহের ন্যায় চিকিৎসা বিধেয়। প্রথমতঃ সর্ব্বাঙ্গে চন্দন লেপন, শিশিরোদক ও শীতল দ্রব্যে শয্যা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে শয়ন, হার ও মৃণালবলয়যুক্ত কামিনীর স্পর্শ, উৎপলশয্যায় শয়ন করিয়া নলিনীপত্র বীজন, অভিলষিত গন্ধসেবন, কমলকহ্লারদল সঞ্চারিত বনানিলসেবন, এইরূপ নানাপ্রকার বিলাসোপযোগী শৈত্যক্রিয়া ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে কামিনীর অঙ্গস্পর্শ এই সকল ক্রিয়া বিশেষ হিতকর।

পিত্তজ পানাত্যয়ে কামিনীসম্ভাষণ বা সংস্পর্শ বিশেষ উপকারী। সর্ব্বদেহস্থিত রক্ত উদ্রিক্ত হইয়া অতিশয় দগ্ধ হইলে দেহ ও নয়নদ্বয় তাম্রবর্ণ, মুখরক্তগন্ধবিশিষ্ট, ও শরীর অগ্নিবিকীর্ণের ন্যায় দগ্ধ হয়। এইরূপ স্থলে রোগীকে লঙ্ঘন দেওয়াইয়া দোষানুসারে আহারের ব্যবস্থা করিবে।

মর্ম্মস্থানে অভিঘাত জন্য যে দাহ জন্মে, তাহা অসাধ্য। বাহিরে শীতল ও অন্তরে দাহ থাকিলে তাহাও অসাধ্য হয়।

পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা অতিরিক্ত মদ্যপানজনিত পীড়া প্রশমিত হয়। (সুশ্রুত উত্তরত° ৪৭ অ°)

পানাপুর, বঙ্গদেশে শারণজেলার একটী কৃষিপ্রধান নগর।

পানার, বাঙ্গালাদেশের পূর্ণিয়া জেলায় প্রবাহিত একটী নদী। ইহা প্রথমে দক্ষিণপূর্ব্বদিকে সুলতানপুর ও হাবেলী পরগণার মধ্যদিয়া প্রবাহিত হইয়া তৎপরে দক্ষিণদিকে কাদবা ও হাতন্দার মধ্য দিয়া বহিয়া গঙ্গানদীতে পতিত হইয়াছে।

পানিক (পুং) পানবিক্রয়কারী, শৌণ্ডিক।

পানিল (ক্লী) পানমাধারত্বেনাস্ত্যত্র ইতি ইলচ্। পানপাত্র।

পানিয়ালা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ, পানি আমলাবৃক্ষ।

পানী (দেশজ) জল।

পানীআলাজন্ম (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

পানীকলা (দেশজ) জলজ লতাভেদ।

পানীকাঁচড়া (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

পানীকৌড়ী (দেশজ) পানকৌড়ী, পক্ষিবিশেষ, জলকাক।

পানীচরকী (দেশজ) জলযন্ত্র।

পানীতরাস্ (পারসী) জাহাজ বা নৌকার তলস্থিত দীর্ঘকাষ্ঠ

পানীতারা (পারসী) মিষ্টান্ন ভেদ।

পানীদূর্ব্বা (দেশজ) দূর্ব্বাভেদ।

পানীনালা (দেশজ) পয়ঃপ্রণালী, জল যাইবার নর্দ্দামা।

পানীফল (দেশজ) জলজ ফলবিশেষ। [শৃঙ্গাটক দেখ।]

পানীবসন্ত (দেশজ) একপ্রকার বসন্তরোগ। ইহাকে জল বসন্তও কহে, এই বসন্ত হইলে কোনপ্রকার ভয়ের কারণ থাকে না। [ইহার বিশেষ বিবরণ বসন্ত শব্দে দ্রষ্টব্য।]

পানীভেল (দেশজ) জলচর পক্ষিবিশেষ।

পানীমরিচ (দেশজ) পানমরিচ।

পানীমঙ্গলা (দেশজ) তৃণভেদ।

পানীয় (ক্লী) পীয়তে ইতি পা-অনীয়র্। ১ জল। ২ পানার্হ দ্রব বিশেষ, সরবত, পানা। [ইহার বিষয় পানক শব্দে দ্রষ্টব্য।]

(ত্রি) ৩ পাতব্য, রক্ষণীয়। অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে যাঁহারা সুখ ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সর্ব্বদা পানীয় দান করিবেন

"এতত্তে কথিতং বিপ্র মম লোকে তু দুর্লভম্।
পানীয়ং সততং তস্মাৎ দাতব্যং সুখমিচ্ছতা ॥
অতোহর্দ্ধং কারয়েৎ কূপং বাপীং বা বহুপল্বলং।
বহুলোকাকুলে দেশে সর্ব্বসত্ত্বোপজীবিতং ॥" (অগ্নিপু°)

পানীয়দান করিয়া পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ করিতে হয়—

"পানীয়ং প্রাণিনঃ প্রাণাঃ পানীয়ং পাবনং মহৎ।
পানীয়স্য প্রদানেন তৃপ্তির্ভবতি শাশ্বতী ॥" (স্মৃতি)

[ইহার বিবরণ জল শব্দে দ্রষ্টব্য।

পানীয়কল্যাণঘৃত (ক্লী) ঘৃতৌষধভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী— ঘৃত ৪ সের, কল্কার্থ রাখালশসামূল, ত্রিফলা, রেণুক, দেবদারু এলবালুক, শালপানি, তগরপাদুকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা শ্যামালতা, অনন্তমূল, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপলপত্র, এলাচি, মঞ্জিষ্ঠা দন্তীমূল, দাড়িমবীজ, নাগেশ্বর, তালীশ, বৃহতী, মালতী নবপুষ্প, বিড়ঙ্গ, চাকুলে, কুড়, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, এই ২৮ প্রকার দ্রব্য প্রত্যেকে দুই তোলা করিয়া লইতে হইবে পাকার্থ জল ১৬ সের। যথানিয়মে এই ঘৃত পাক করিতে হইবে। এই ঘৃতসেবনে অপস্মার, উন্মাদ, জ্বর, কাস, শোষ, ক্ষয়

বাতরক্ত, কণ্ডু ও পাণ্ডু প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়। উন্মাদরোগে ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। (ভৈষজ্যরত্না° উন্মাদাধি°)

পানীয়কাকিক (পুং) পক্ষীভেদ, পানকৌড়ী।

পানীয়কুক্কুট (পুং) জলকুক্কুট, চলিত ডাক। (বৈদ্যকনি°)

পানীয়চূর্ণিকা (স্ত্রী) বালুকা। (বৈদ্যকনি°)

পানীয়তণ্ডুল (স্ত্রী) কঙ্কটশাক, কাঁচড়াদাম।

পানীয়নকুল (পুং) পানীয়ে জলে নকুল ইব। উদ্র, উদ্বিড়াল। 'উদ্রস্তু জলমার্জ্জারঃ পানীয়নকুলো বসী।' (হেম)

পানীয়পৃষ্ঠজ (পুং) পানীয়পৃষ্ঠে জলোপরি জায়তে জন-ড। কুম্ভী, চলিত পানা।

পানীয়ফল (স্ত্রী) জলকন্দ ফলভেদ, চলিত পানফল। (ভাবপ্র°)

পানীয়ভক্তবটিকা (স্ত্রী) বটিকৌষধভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী—অভ্র, মণ্ডুর, বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ১ পল, চই, ত্রিকটু, ত্রিফলা, কেশুরমূল, দন্তীমূল, মুথা, পিপুল, চিতামূল, ঘেটুকোল, মান, ওল, শুক্লবৃহতীর মূল, তেউড়ীমূল, হুড়হুড়েমূল, পুনর্ণবামূল, প্রত্যেকে ২ তোলা, রস ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, এই সকল দ্রব্য আদার রসে মাড়িয়া বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। এই ঔষধ সেবনে অম্লপিত্ত, অরুচি ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগ আশু নিরাকৃত হয়। এই ঔষধসেবনকালে জলধৌত অন্ন, দধি ও কাঁজি প্রভৃতি পথ্য এবং পানীফল, শুক্ত, কাচড়া, নারিকেল, দুগ্ধ ও সকলপ্রকার ডাইল নিষিদ্ধ। (ভৈষজ্যরত্না° অম্লপিত্ত°) রসেন্দ্রসারসংগ্রহে এই ঔষধই গ্রহণ্যধিকারে পানীয়ভক্তবটী নামে অভিহিত।

অন্যবিধ প্রস্তুত প্রণালী—তেউড়ী, মুথা, হরিতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ আটতোলা, পারদ ও গন্ধক প্রত্যেকে ৪ তোলা, লৌহ, অভ্র, বিড়ঙ্গ প্রত্যেকে ১৬ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ত্রিফলার কাথে মর্দ্দন করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহার অনুপান ঘোল। এই ঔষধ প্রাতঃকালে সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে অম্লপিত্ত, শূল, পার্শ্ব, কুক্ষি, বস্তি ও মলদ্বারের বেদনা, শ্বাস, কাস, কুষ্ঠ ও গ্রহণী রোগ নিরাকৃত হয়। (রসেন্দ্রসারসং অম্লপিত্তাধি°)

পানীয়মূলক (স্ত্রী) পানীয়মেব মূলং যস্য ততঃ কপ্। সোমরাজী। (শব্দচ°)

পানীয়বটীকা (স্ত্রী) ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—রস ৪ মাষা লইয়া প্রথমে লাল ইটের শুঁড়া দিয়া মর্দ্দন করিতে হইবে, অনন্তর ঐ ইষ্টক চূর্ণ সকল অপসারিত করিয়া কামরাঙ্গার রসে, আদার রসে, কনকধুতরার পাতার রসে, খীরতাড়কমূলের রসে ও ঘৃতকুমারীর রসে, একে একে মর্দ্দন করিবে। পরে তণ্ডুলজলে গন্ধক প্রক্ষালন করিয়া লৌহপাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক অগ্নি সন্তাপ দিবে। তরল হইলে চিতাপাতার রস নিক্ষেপ করিয়া উহা নির্ব্বাণ করিতে হইবে। পরে ঐ গন্ধক ৪ মাষা ও পূর্ব্বোক্ত শোধিত পারা একত্র করিয়া কজ্জলী করিবে। শোধিত সূক্ষ্ম তাম্রপাত্রে কজ্জলী লেপন করিয়া আম্র নির্ম্মিত স্থালীর মধ্যে রাখিয়া নিম্নে অগ্নির সন্তাপ দিবে। ইহাতে মুহূর্ত্ত মধ্যে তাম্রভস্ম হইবে। লৌহচূর্ণ ১ মাষা, স্বর্ণমাক্ষিক ১ মাষা, উক্ত প্রকার তাম্রভস্ম ৪ মাষা সমুদয় একত্র মর্দ্দন করিয়া কেশুরিয়া, গিমাশাক, ভৃঙ্গরাজ, থুলকুড়ি, নিসিন্দা, লতাফটকী, পালিধামাদার, লালচিতা, সিদ্ধি, কাকমাচি, নীলবৃক্ষ ও হাতিশুঁড়া এই ১২ প্রকার দ্রব্যের প্রত্যেকের একপল করিয়া রস দিয়া তাম্রদণ্ড দ্বারা এক এক দিন মর্দ্দন করিবে।

পূর্ব্বোক্ত ১২ প্রকার দ্রব্যের রসে একে একে ১২ দিন মর্দ্দন ও শুষ্ক করিয়া তাহাতে ৪ মাষা ত্রিকটু চূর্ণ সংযুক্ত করিয়া জলে মর্দ্দন ও ছায়ায় শুষ্ক করিয়া রাইসর্ষপপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। সান্নিপাতিক জ্বরে অজ্ঞানাবস্থায় ইহার দুইটী বটিকা সেবন করাইয়া রোগীকে স্থূলবস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতে হইবে। যদি এই রোগী তৎক্ষণাৎ মলমূত্র ত্যাগ করে, তাহা হইলে ঐ রোগ সাধ্য জানিতে হইবে। পরে এই রোগীকে দধিযুক্ত অন্ন এবং যথেচ্ছপরিমাণে জল দিয়া অভ্যঙ্গের নিমিত্ত বাতনাশক তৈল দিতে হইবে। এইরূপে জ্বরাতিসার ও সান্নিপাতিক জ্বরাদি প্রশমিত হয়।

অন্যপ্রকার প্রস্তুত প্রণালী—জয়ন্তী, আকন্দ, নিসিন্দা, বাসক, বেড়েলা, নাটাকরঞ্জ, হুড়হুড়ে, চিতা, ব্রাহ্মী, বনসর্ষপ, ভৃঙ্গরাজ, দন্তী, তেউড়ী, সোঁদালপত্র, ডামকুনি শাক, অমরকন্দ, ত্রিপুরভণ্ডিকা, থুলকুড়ি, পিপ্পলী, গজপিপ্পলী, বলঘসিয়া, কাকমাচি, কুঁচ, কেশুরিয়া, হাফরমালী, আসারণ কনকধুতুরা, সিদ্ধি, শ্বেত অপরাজিতা, ইহাদের প্রত্যেকের রস যথাক্রমে এক এক কর্ষ পরিমাণে লইয়া প্রস্তরপাত্রে লৌহদণ্ডে মর্দ্দিত ও আতপে শুষ্ক করিবে। অনন্তর উহার সহিত ক্রমে ক্রমে সিজের আটা, আকন্দ এবং বটের আটা মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দনপূর্ব্বক পিণ্ডাকৃতি করিবে। পশ্চাৎ পারদ ৪ মাষা ও গন্ধক ৪ মাষা কজ্জলী করিয়া ঐ পিণ্ডের সহিত মর্দ্দন করিতে হইবে। পরে বৈক্রান্ত, আতইচ, কুচিলা, অভ্র, শৃঙ্গীবিষ, হরিতাল, গরল, স্বর্ণমাক্ষিক ও মনঃশিলা এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের ৪ মাষা করিয়া লইয়া পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত ও আমরুলের রসে মর্দ্দিত করিয়া তিলপ্রমাণ বটিকা করিবে। এই বটিকা ২০টী আদার রসে বা জলে গুলিয়া সত্বর করিয়া রোগীকে সেবন করাইতে হয়।

এখন ২ বা ৩ বটীমাত্র শীতল জলসহ সেবন করান হয়। সান্নিপাতিক বিকারে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। এই ঔষধ সেবন করাইয়া পুনঃ পুনঃ অধিক পরিমাণে জলপান করিতে দিবে। জগতের উপকারের জন্য স্বয়ং লোকনাথ এই পানীয় বটিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। (ভৈষজ্যরত্না° জ্বরাধিকা°)।

পানীয়বর্ণিকা (স্ত্রী) পানীয়ং বর্ণয়তি প্রকাশয়তীতি বর্ণি-ণ্বুল্, টাপ্ অত ইত্বং। বালুকা। (রাজনি°)

পানীয়শালিকা (স্ত্রী) পানীয়স্য জলস্য বিতরণার্থং শালিকা শালাগৃহং। জলাবস্থানগৃহ, পানশালা, চলিত জলছত্র। পর্য্যায়—প্রপা। উদ্বাহতত্ত্বে যমধৃত বচনে লিখিত আছে, যিনি পানীয়শালা প্রস্তুত করেন, তাঁহার অক্ষয়স্বর্গ হইয়া থাকে।

"কূপারামপ্রপাকারী তথা বৃক্ষাদিরোপকঃ।
কন্যাপ্রদঃ সেতুকারী স্বর্গমাপ্নোত্যসংশয়ম্॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

হেমাদ্রির দানখণ্ডে ভবিষ্যপুরাণোক্ত এই পানীয়শালিকা দানবিধি এইরূপ লিখিত আছে,—ইহাকে চলিত কথায় জলচ্ছত্র কহে। এই জলচ্ছত্রদান বিশেষ পুণ্যজনক। ফাল্গুন মাস অতীত হইলে পুরমধ্যে পথ বা চৈত্যবৃক্ষতলে একটী সুন্দর ঘনচ্ছায় মণ্ডপ প্রস্তুত করিতে হইবে। তাহাতে জলযুক্ত মণিকুম্ভ সকল স্থাপন এবং নানাবিধ খাদ্য-দ্রব্য রাখিতে হইবে। যেদিন পানীয়শালিকা স্থাপন করিতে হইবে, সেই দিন ব্রাহ্মণাদি ভোজন করাইতে হয়। এই পানীয়শালিকা সমর্থ হইলে চারিমাস অসমর্থ পক্ষে ত্রিপক্ষকাল পর্য্যন্ত হইতে পারে। ব্রাহ্মণাদি সকলকে পরিতোষরূপে ভোজন করাইয়া সুশীতল জল দিতে হইবে। এইরূপে প্রতি-দিন খাদ্যদ্রব্যের সহিত সুশীতল জলদান বিধেয়। এই বিধি অনুসারে গ্রীষ্মকালে যিনি পানীয়শালিকা করেন, তাঁহার শত কপিলাদানের ফল হইয়া থাকে এবং তিনি অন্তিমে দিব্য-বিমানে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গমন করেন, এবং ত্রিংশৎ কোটী বৎসর যক্ষগন্ধর্ব্বাদি সেবিত হইয়া স্বর্গে অবস্থান করেন।

(হেমাদ্রি দানখ°)

পানীয়শীত (ত্রি) পান করিবার পক্ষে অতিশয় শীতল।

পানীয়াধ্যক্ষ (পুং) জলাধ্যক্ষ।

পানীয়ামলক (ক্লী) পানীয়মামলকং পানীয়াখ্যং আমলকং বা। প্রাচীনামলক। চলিত পানী আমলা। হিন্দী পানি অম্বরা। তৈলঙ্গ প্রাচীনামলকমু। ইহার গুণ—দোষত্রয় ও জ্বরনাশক। মুখশুদ্ধি, ও মলবন্ধকারক, অম্ল, এবং স্বাদু। (রাজব°)

পানীয়ালু (পুং) পানীয়সম্ভূত আলুঃ। কন্দবিশেষ। হিন্দী পানিয়ালু। পর্য্যায়—জলালু, কূপালু, বালুক। ইহার গুণ—ত্রিদোষনাশক এবং সন্তর্পণকারক। (রাজনি°)

পানীয়াম্লা (স্ত্রী) পানীয়ং জলং অম্লাতীতি অশ-বাহুলকাৎ ন, ততষ্টাপ্। বম্বজা। (রাজনি°)

পানীলতা (দেশজ) একপ্রকার লতা।

পানীলাজক (দেশজ) একপ্রকার লতা, এই লতা জলে হয়, ইহার গায়ে হস্ত দিলে ইহা সঙ্কুচিত হয়।

পানীশিউলি (দেশজ) একপ্রকার কণ্টক বৃক্ষ।

পানীশিরা (দেশজ) একপ্রকার তৃণ।

পানীসা (দেশজ, পানস্বাদ শব্দজ) পানসে। বিস্বাদ। জলের ন্যায় আস্বাদবিশিষ্ট।

পানীসাড়া (দেশজ) একপ্রকার বৃক্ষ।

পানুই (দেশজ) চটী জুতা।

পানে (দেশজ) দিকে। প্রতি, অভিমুখে।

পান্তা (দেশজ) পর্য্যুষিত, বাসি ভাত। জলে ভিজান পূর্ব্ব দিনের ভাত।

পান্তিনাশ, আফ্রিকার মিসরদেশের অন্তর্গত আলেক্‌সান্দ্রিয়া নগরের একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত। প্রায় ১৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি মলবার উপকূলের খৃষ্টানদিগের কথা শুনিয়া খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য উৎসাহিত হয়েন এবং ভারতবর্ষে আগমন করিবার জন্য যাত্রা করেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি ভারতবর্ষে আসিতে পারিয়াছিলেন কি না, তাহার বিশেষ প্রমাণ নাই।

পান্থ (ত্রি) পথিকুশলঃ, পন্থানং নিত্যং গচ্ছতীতি (পথো ণ নিত্যং। পা ৫।১।৭৬) পথঃ পন্থ চ ইত্যনেন পন্থাদেশে কৃতে ণ। পথিক। "যথা নিদাঘসময়ে সূর্য্যাংশুপরিপীড়িতঃ।
পান্থো যাতি জলং দৃষ্ট্বা ত্বরিতং তৎপিপাসয়া॥" (হরিবং ৪২।২)
(ত্রি) ২ বিয়োগী।

পান্থনিবাস (পুং) পান্থানাং নিবাসঃ। পথিকদিগের অবস্থিতি করিবার স্থান। যে স্থানে পথিকগণ কিছুকাল অবস্থান করে। সরাই বা চটী।

পান্থশালা (স্ত্রী) পান্থানাং শালা ৬তৎ। পথিকদিকের আহারাদি করিবার স্থান, চটী।

পান্থায়ন (ত্রি) পথোঽদূরদেশাদি, পথিন্ পক্ষাদিত্বাৎ ফঞ্, পন্থাদেশঃ। (পা ৪।২।৮০) মার্গের অদূর দেশাদি।

পান্ধুরণা, মধ্যপ্রদেশের ছিন্দবাড়া জেলার একটী প্রধান নগর। ইহা ছিন্দবাড়া নগরের ২১° ৩৮´ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৭৮° ৩৫´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। এখানে সরকারী বিদ্যালয়, থানা, ডাকবাঙ্গলা এবং একটী সরাই আছে। ইহার চতু-র্দ্দিকের জমি উর্ব্বরা এবং তথায় প্রচুর পরিমাণে তুলা জন্মে।

পান্না, (হিন্দী) উজ্জ্বল হরিদ্রাবর্ণ মণিবিশেষ। ইহার সংস্কৃত নাম মরকত, গারুত্মত, অশ্মগর্ভ, হরিন্মণি, রাজনীল, গরুড়াঙ্কিত,

রৌহিণেয়, সৌবর্ণ, গরুড়োদ্গীর্ণ, বুধরত্ন, গারুড়, গরলারি। পান্নার বর্ণ শুকপক্ষীর পক্ষসদৃশ, স্নিগ্ধ, লাবণ্যযুক্ত ও সুনির্ম্মল। ইহার মধ্যভাগ সূক্ষ্মস্বর্ণচূর্ণ পরিপূরিত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এ লক্ষণ সকল পান্নায় থাকে না।

পান্নার উৎপত্তি ও আকর সম্বন্ধে গরুড়পুরাণের ৭১ অধ্যায়ে এইরূপ লিখিত আছে,—

সর্পাধিপতি বাসুকি দৈত্যপতির পিত্তগ্রহণ করিয়া যখন আকাশপথে গমন করিতেছিলেন, তখন পক্ষীন্দ্র গরুড় বাসুকিকে প্রহার বা গ্রাস করিবার জন্য উদ্যত হইলেন। বাসুকি তৎক্ষণাৎ সেই পিত্তরাশি তুরুষ্কদেশের পাদপীঠস্বরূপ বা প্রত্যন্ত পর্ব্বতের নালিকাবন-গন্ধীকৃত উপত্যকা প্রদেশে নিক্ষেপ করিলেন। এই পিত্তের পতনের পর তৎসমীপস্থ পৃথিবীর সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানসকল মরকত মণির (পান্নার) আকর হইল। (গরুড়পু°)

ডাক্তার রামদাস সেন বলেন, "পিত্তের বর্ণ সবুজ, পান্নার বর্ণও সবুজ। এই উপমা উপলক্ষ্য করিয়া রূপকপ্রিয় পৌরাণিকেরা অসুরের পিত্তে পান্নার জন্ম হইয়াছে, এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন এবং তুরুষ্কদেশের সমুদ্রতীরবর্ত্তী পর্ব্বত ও উপত্যকায় তাহার আকর আছে, ইহাও নির্ণয় করিয়াছেন।"

পান্নার গুণ।—যে সকল সর্পবিষ ঔষধ বা মন্ত্রদ্বারা নিবারিত না হয়, পান্নাদ্বারা তৎসমুদয় উপশান্ত হয়। ইহা নির্ম্মল, গুরু, কান্তিযুক্ত, পিত্তকারক, হরিদ্বর্ণ ও রঞ্জক। পান্নাধারণ করিলে সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয়। রত্নতত্ত্ব-বিশারদ পণ্ডিতগণের মতে পান্না ধনধান্যাদি বৃদ্ধি বিষয়ে, যুদ্ধে এবং বিষরোগনাশকরণে অতি প্রশস্ত।

পান্নার দোষ।—রূক্ষ বা অস্নিগ্ধ পান্না ধারণ করিলে পীড়া, বিস্ফোটপান্না (অর্থাৎ যাহার একদেশ পীতবর্ণ ও যাহাতে ফুসকুড়ির ন্যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিন্দু আছে) ধারণ করিলে শস্ত্রাঘাতে মৃত্যু, পাষাণ-খণ্ডযুক্ত পান্না ধারণ করিলে ইষ্টনাশ, মলিন পান্নাধারণ করিলে নানা ব্যাধির উৎপত্তি, কাঁকরদার পান্না ধারণ করিলে পুত্রনাশ, কান্তিহীন পান্না ধারণ করিলে জন্তু ও বহ্নিভয় এবং বিরুদ্ধবর্ণযুক্ত পান্নাধারন করিলে মৃত্যুভয় জন্মে।

পান্নার ছায়া।—পান্নার আটপ্রকার ছায়া লক্ষিত হয়। যথা— ময়ূরপুচ্ছের ন্যায়, নীলকণ্ঠপক্ষীর ন্যায়, হরিদ্বর্ণ কাচের ন্যায়, শৈবালের ন্যায়, খদ্যোতপৃষ্ঠের ন্যায়, শুকশিশুর ন্যায়, নবদূর্ব্বাদলের ন্যায় এবং শিরীষকুসুমের ন্যায়। এই অষ্টবিধ ছায়াযুক্ত পান্নাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

পান্নার পরীক্ষা।—রত্নতত্ত্ব-বিশারদ পণ্ডিতগণ বলেন যে, পান্না কৃত্রিম কি অকৃত্রিম পরীক্ষা করিতে হইলে প্রস্তরে ঘর্ষণ করিতে হয়। ঘর্ষণ করিলে কৃত্রিম পান্না ভাঙ্গিয়া যাইবে, অকৃত্রিম পান্না ভাঙ্গিবে না। অথবা তীক্ষ্ণাগ্র লৌহশলাকা দ্বারা অঙ্কিত করিয়া চূর্ণ লেপন করিলে অকৃত্রিম পান্না উজ্জ্বল হইবে ও কৃত্রিম পান্না মলিন হইয়া যাইবে। ক্ষৌমবস্ত্রে ঘর্ষণ করিলে পুতিকার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট কৃত্রিম পান্নার দীপ্তি নষ্ট হইয়া যায়। ওজনদ্বারাও কৃত্রিম পান্না নির্ণয় করা যায়।

পান্নার মূল্য।—একখণ্ড পদ্মরাগ ও একখণ্ড পান্না ওজনে সমান হইলে পদ্মরাগ অপেক্ষা পান্নার মূল্য বেশী হইবে।

প্রাপ্তিস্থান।—য়ুরোপের ইউরাল এবং অল্‌টাই পর্ব্বতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পান্না পাওয়া গিয়াছে। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ইউরাল পর্ব্বতের উত্তরভাগে সর্ব্বপ্রথম পান্না পাওয়া গিয়াছিল। ইহার পরে এখানে অনেক উৎকৃষ্ট পান্না আবিষ্কৃত হয়। অষ্ট্রিয়াতেও অনেক বৃহৎ ও উৎকৃষ্ট পান্না পাওয়া গিয়াছে।

এসিয়া মহাদেশে সাইবিরিয়ার উপকূলে এবং ব্রহ্মদেশের স্থানে স্থানে অনেক পান্নার আকর আছে। অযোধ্যার সম্রাট্ কর্ত্তৃক মহারাণী বিক্টোরিয়াকে যে বৃহৎ পান্নাটী প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মদেশে পাওয়া গিয়াছিল।

আফ্রিকা মহাদেশের মিসরদেশে বহুমূল্য পান্না পাওয়া যায়। সাহারার পর্ব্বতের এবং পুরকূনদীর পান্নার আকর সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ।

আমেরিকা মহাদেশ হইতেই এখন সর্ব্বোৎকৃষ্ট পান্নার আমদানী হয়। স্পেনীয়দিগের কর্ত্তৃক পেরুজয়ের পর হইতে এখানে প্রচুর পরিমাণে পান্না আবিষ্কৃত হইয়াছে।

প্রাচীনকালের লোকেরা পান্না যে বিশেষরূপে জানিতেন এবং যথেষ্ট ব্যবহার করিতেন, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নামে ইহা প্রচলিত আছে। অতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে মরকতের উল্লেখ পাওয়া যায়। পম্পি ও হরকুলেনিয়ামের ভূগর্ভ হইতে পান্নার অলঙ্কার পাওয়া গিয়াছে। প্লিনি, আইসিডোরাস্, সেলো, বেনমনসুর প্রভৃতি প্রাচীন পুরাবিদ্‌গণ অনেকেই এই রত্নের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। পারসিকেরা অন্যান্য মণি অপেক্ষা পান্নার বেশী আদর করিত। হিন্দুরা অতি প্রাচীনকাল হইতে ইহা ব্যবহার করিতেছে। তাঁহাদের অলঙ্কার এবং সুন্দর সুন্দর দ্রব্যে এই রত্ন প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। রণজিত সিংহ তখনকার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পান্নায় প্রস্তুত বলয় পরিধান করিতেন।

পান্না খোদাই।—পান্না খোদাই করিয়া সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি প্রস্তুত করা যাইতে পারে। শ্যামদেশে বুদ্ধদেবের মন্দিরে দুই ফিট্ উচ্চ একটী দেবমূর্ত্তি আছে। কথিত আছে—ইহা একটী পান্না হইতে প্রস্তুত হইয়াছিল।

প্রসিদ্ধ পান্না।—দিল্লীর মোগলসম্রাট্ জাহাঙ্গীরের একটী

অঙ্গুরীয়ক ছিল। ইহা একটী উৎকৃষ্ট নিরেট পান্না হইতে কাটিয়া প্রস্তুত করিয়া তাহাতে দুইটী ক্ষুদ্র পান্না এবং হীরকাদি বসান হইয়াছিল। এই অঙ্গুরীয়ক শাহসুজা কর্ত্তৃক ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীকে উপহারস্বরূপ প্রদত্ত হয়। পরে গবর্ণর জেনারল লর্ড অকলাণ্ড উহা ক্রয় করেন। ইহা এখন কুমারী ইডেনের নিকট আছে। দলীপ সিংহের নিকট তিন ইঞ্চ লম্বা ২ ইঞ্চ চওড়া এবং ১ ইঞ্চ গভীর একটী পান্না ছিল। ইহার বর্ণ অতি সুন্দর এবং অতি কম দাগ ছিল। ইহাই বোধ হয় ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে গ্লাস্‌গোর প্রসিদ্ধ মহামেলায় প্রদর্শিত হইয়াছিল।

অষ্ট্রীয়ার রাজকোষে ২০০০ ক্যারাট ওজনের একটী পান্না আছে। ডিউক অব্ ডিভনসায়ারের ৯ আউন্স (প্রায় দেড় পোয়া) ওজনের একটী পান্না আছে। ইহা প্রথমে নিউগ্রানাডার আকর হইতে আনীত হয় এবং ডম-পিড্রোর নিকট হইতে ইহা ডিউক অব্ ডিভনসায়ার ক্রয় করেন। ইহার ব্যাস দুই ইঞ্চ এবং উজ্জ্বলবর্ণবিশিষ্ট। বাঙ্গালাদেশেও কয়েকটী উৎকৃষ্ট পান্না আছে।

পান্না, খিচীবংশোদ্ভব একটী রাজপুতরমণী। রাণা সংগ্রামসিংহের শিশুপুত্র উদয়সিংহের ধাত্রী। রাণা সংগ্রামসিংহের মৃত্যুর পর চিতোরে অনেক গোলযোগ উপস্থিত হয়। অবশেষে সর্দ্দারগণ উদয়সিংহের অপ্রাপ্তব্যবহারকালে কেবল রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিবার নিমিত্ত পৃথ্বীরাজের জারাপ্রসূত বনবীরকে চিতোরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। সিংহাসনে অধিরোহণ করিবার অত্যল্পকাল পরেই বনবীরের দুরাকাঙ্ক্ষাবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠে। তিনি তাঁহার সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীকে স্থানান্তরিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। উদয়সিংহের বয়স তখন ছয় বৎসর মাত্র। এই ষড়্‌বর্ষীয় বালকের বিনাশসাধন করিবার জন্য বনবীর প্রস্তুত হইলেন। রাত্রি উপস্থিত হইল, উদয়সিংহ পানভোজনান্তে নিদ্রিত হইয়াছেন, ধাত্রী পান্না তাঁহার শিয়রে বসিয়া আছে, এমন সময়ে অন্তঃপুর মধ্যে ঘোর আর্ত্তনাদ শ্রবণগোচর হইল। ভয়ে ও বিস্ময়ে পান্নার হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল। ঠিক এই সময়ে অন্তঃপুরচারী নাপিত রাজকুমারের আহারাবশিষ্ট স্থানান্তরিত করিতে আসিয়া তাহাকে বিজ্ঞাপিত করিল যে, বনবীর রাণা বিক্রমজিতকে সংহার করিয়াছে। এই হত্যাকাণ্ডের কথা শ্রবণ করিয়াই পান্না বুঝিতে পারিল যে, শুধু ইহাতেই বনবীরের জিঘাংসার নিবৃত্তি হইবে না; তাহার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী উদয়সিংহেরও প্রাণসংহার করিতে আসিবে। তখন সে আর মুহূর্ত্ত কাল বিলম্ব না করিয়া গৃহমধ্যস্থ পুষ্পকরণ্ডিকার মধ্যে নিদ্রিত রাজকুমারকে স্থাপনপূর্ব্বক তদুপরি কতকগুলি নির্ম্মাল্য বিল্বপত্র ছড়াইয়া দিয়া সেই নাপিতের হস্তে সমর্পণ করিয়া তাহাকে দ্রুতপদে দুর্গের বাহিরে পলায়ন করিতে বলিল। নাপিত কোনরূপ তর্কবিতর্ক না করিয়া তন্মুহূর্ত্তে পান্নার উপদেশ প্রতিপালন করিল। এদিকে পান্না রাজকুমারের পরিবর্ত্তে নিজ পুত্রকে কুমারের শয্যায় শায়িত করিয়া বসিতে না বসিতেই বনবীর কালান্তক যমের ন্যায় সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল এবং উদয়সিংহের কথা জিজ্ঞাসা করিল। ভয়ে ধাত্রীর বাক্যস্ফুরণ হইল না; সে নিঃশব্দে রাজকুমারের শয্যার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সঙ্কেতে দেখাইয়া দিল এবং নৃশংস বনবীরের তীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাতে স্বীয় পুত্রের হৃদয় বিদারণ স্বচক্ষে দর্শন করিল। পুত্রশোকে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল, কিন্তু ভয়ে প্রাণ খুলিয়া একবার ক্রন্দনও করিতে পারিল না। নিঃশব্দ অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া স্বীয় পুত্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপ্ত করিয়াই পান্না উদয়সিংহের উদ্দেশে বহির্গত হইল। অন্তঃপুরচারিণী মহিলাগণ পান্নার এই অলৌকিক আত্মত্যাগের বিষয় আদৌ জানিতে পারিলেন না। সংগ্রামসিংহের বংশলোপ হইল ভাবিয়া তাঁহারা বিলাপ করিতে লাগিলেন। এদিকে চিতোরের পশ্চিমপ্রান্তপ্রবাহিনী বীরানদীতীরে সেই বিশ্বস্ত ক্ষৌরকার উদয়সিংহকে লইয়া পান্নার প্রতীক্ষা করিতেছিল। পান্না তথায় উপস্থিত হইলে তাহারা উভয়ে পরামর্শ করিয়া দেবলরাজ সিংহরাওর আশ্রয়গ্রহণার্থ যাত্রা করিল, কিন্তু সেখানে বিফলমনোরথ হইয়া ডুঙ্গরপুরে আসিল। সেখানেও আশ্রয় না পাইয়া রাবল ঐশকর্ণ নামক জনৈক সামন্তরাজের নিকট গমন করিল এবং সেখানেও প্রত্যাখ্যাত হইয়া তাঁহার রাজ্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। অবশেষে দুর্ভেদ্য বনময় প্রদেশসমূহ অতিক্রম করিয়া কমলমীরে উপনীত হইয়া তথাকার শাসনকর্ত্তা আশা-শার করে রাজকুমারকে অর্পণ করিয়া তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার প্রদানপূর্ব্বক তথা হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। এইরূপে পান্না অতি বিশ্বস্তভাবে স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম প্রতিপালন করিল। যে রমণী স্বীয় পুত্রের জীবন উৎসর্গ করিয়া এইরূপে ন্যস্ত বিষয় রক্ষা করিতে পারেন, সে রমণী সামান্যা নয়। তাঁহার এই অত্যদ্ভুত আত্মত্যাগ সর্ব্বথা অনুকরণীয়।

পান্নাগারি (পুং স্ত্রী) পন্নাগারস্য ঋষেরপত্যং যুবা ইঞ্। গোত্রপ্রবর্ত্তক পন্নাগার ঋষির গোত্রাপত্য। তদীয় যুবা অপত্য।

পাপ (ক্লী) পাতি রক্ষতি অস্মাদাত্মনমিতি পা-প (পানীবিষিভ্যঃ পঃ। উণ্ ৩।২৩)। অধর্ম্ম, দুরদৃষ্ট, পর্য্যায়—পঙ্ক, পাপ্মন্, পাপ, কিল্বিষ, কল্মষ, কলুষ, বৃজিন, এনস্, অঘ, অংহস্, দুরিত, দুষ্কৃত, পাতক, তূস্ত, কণ্ব, শল্য, প্রপক। (শব্দর°)

নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং বিহিত কর্ম্মের অননুষ্ঠান দ্বারা পাপ হইয়া থাকে। শাস্ত্রে যে সকল কার্য্য নিষিদ্ধ হইয়াছে, যদি সেই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়, এবং যাহা বিহিত হইয়াছে, তাহার যদি অননুষ্ঠান অর্থাৎ সেই কার্য্য যদি না করা যায়, তাহা হইলে পাপ হয়। যে কার্য্য দ্বারা দুঃখোৎপত্তি হয়, তাহাই পাপ পদবাচ্য। পাপানুষ্ঠান করিলে তাহার ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে পাপোৎপত্তি সম্বন্ধে লিখিত আছে—

"অনুষ্ঠানং নিষিদ্ধস্য ত্যাগো বিহিতকর্ম্মণঃ।
নৃণাং জনয়তঃ পাপং ক্লেশশোকাময়প্রদম্॥
স্বানিষ্টমাত্রজননাৎ পরানিষ্টোপপাদনাৎ।
তদেব পাপং দ্বিবিধং জানীহি কুলনায়িকে!॥
পরানিষ্টকরাৎ পাপাৎ মুচ্যতে রাজশাসনাৎ।
অন্যস্মান্মুচ্যতে মর্ত্ত্যঃ প্রায়শ্চিত্ত্যা সমাধিনা॥
প্রায়শ্চিত্তাথবা দণ্ডৈর্ন পূতা যে কৃতাংহসঃ।
নরকাৎ ন নিবর্ত্তন্তে ইহামুত্রনিগর্হিতা॥" (মহানির্ব্বাণ)

নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং বিহিত কর্ম্মের ত্যাগে মনুষ্যদিগের পাপোৎপত্তি হইয়া থাকে। জীবগণ এই পাপের ফলে ক্লেশ, শোক ও পীড়াদি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই পাপ দুই প্রকার, নিজের অনিষ্টজনন এবং পরের অনিষ্টোৎপাদন, যাহাতে নিজের অনিষ্টসাধন হয়, অর্থাৎ দুরদৃষ্ট ও রোগ প্রভৃতি হয়, তাহাকে স্বানিষ্টজননপাপ, এবং যাহাতে পরের অনিষ্ট হয়, তাহাকে পরানিষ্টোপপাদন পাপ কহে। পরের অনিষ্ট দ্বারা যে পাপোৎপত্তি হয়, রাজশাসনদ্বারা সেই পাপ হইতে মুক্তি হয়। স্বানিষ্টমাত্রজনন পাপ প্রায়শ্চিত্ত বা সমাধি দ্বারা নিরাকৃত হয়। যে পাপ দণ্ড ও প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা বিদুরিত না হয়, তাহাতে নরক হইয়া থাকে।

মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে রাজধর্ম্মানুশাসনে লিখিত আছে,—

যুধিষ্ঠির ব্যাসদেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভগবন্! ইহলোকে মানবগণ কি কি কার্য্য করিলে পাপী হয়, এবং কোন্ কার্য্য দ্বারাই বা পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে, তাহা বলিয়া আমার কুতূহল নিবৃত্তি করুন। ইহার উত্তরে বেদব্যাস কহিলেন, যে ব্যক্তি বিধিবিহিত কার্য্যের অননুষ্ঠান, নিষিদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান ও কপট ব্যবহার করে, তাহারাই পাপী হইয়া প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানের অধিকারী। যিনি কপট ব্যবহার করেন, যে ব্যক্তি ব্রহ্মচারী হইয়া সূর্য্যোদয়ের পর শয্যা হইতে গাত্রোত্থান ও সূর্য্যাস্ত সময়ে শয়ন করেন, যিনি কুনখ ও শ্যাবদন্ত, যে পুরুষ জ্যেষ্ঠের বিবাহ না হইতে বিবাহ করে, যাহার অনূঢ়াবস্থায় তাহার কনিষ্ঠের বিবাহ হয়, যে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা ও পরনিন্দা করে এবং যে শ্বশুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা অনূঢ়া থাকিতে কনিষ্ঠার পাণিগ্রহণে প্রবৃত্ত হয়, সে পাপভাগী হইয়া থাকে।

ব্রতধ্বংস, দ্বিজাতিহত্যা, অপাত্রে দান, সৎপাত্রে কৃপণতা, জীবের প্রাণসংহার, মাংসবিক্রয়, বেদবিক্রয়, অগ্নিপরিত্যাগ, গুরু ও স্ত্রীলোকের প্রাণসংহার, অকারণে পশুচ্ছেদন, গৃহদাহ, মিথ্যাবাক্যপ্রয়োগ, গুরুর প্রতি অত্যাচার ও মর্য্যাদা লঙ্ঘন, এই সকল পাপমধ্যে পরিগণিত। যাহারা এই সকল পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহাদিগের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

ইহা ভিন্ন আরও পাপের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, স্বধর্ম্মপরিত্যাগ, পরধর্ম্ম-আশ্রয়, অযাজ্যযাজন, অভক্ষ্যভক্ষণ, শরণাগত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ, ভৃত্যগণের ভরণপোষণে অনাস্থা, লবণাদি বিক্রয়, তির্য্যগ্‌যোনিবধ, ক্ষমতা সত্ত্বে গোগ্রাসাদি নিত্য দেয় বস্তুর অপ্রদান, দক্ষিণাদানে পরাঙ্মুখতা, ব্রাহ্মণের অবমাননা, অনুপযুক্ত সময়ে পুত্রগণকে বিভাজ্য ধনদান, গুরুপত্নীহরণ, এবং যথাসময়ে ধর্ম্মপত্নীর সহবাস পরিত্যাগ, এই সকলও পাপ বলিয়া গণ্য। ইহার অনুষ্ঠানে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

এখন যে যে স্থলে লোকে কুকর্ম্ম করিলেও পাপে লিপ্ত হয় না, তাহা কীর্ত্তিত হইতেছে। বেদপারগ ব্রাহ্মণ যদি জিঘাংসাপরবশ হইয়া অস্ত্রগ্রহণপূর্ব্বক সংগ্রামে ধাবমান হন, তাহাকে বিনাশ করিলে ও স্বধর্ম্মভ্রষ্ট আততায়ী ব্রাহ্মণকে বধ করিলে পাপভাগী হইতে হয় না। অজ্ঞানবশতঃ বা উৎকট পীড়ার সময় সুবিবেচক চিকিৎসকের নিয়োগানুসারে মদিরাপান এবং গুরুর আজ্ঞানুসারে গুরুপত্নীগমন করিলে পাপভাগী হইতে হয় না। মহর্ষি উদ্দালক শিষ্য দ্বারা স্বীয়পুত্র শ্বেতকেতুকে উৎপাদিত করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি গুরুর নিমিত্ত আপৎকালে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির ধন হরণ করে, তাহার চৌর্য্যজনিত পাপ হয় না। ভোগাভিলাষে চুরি করিলে তাহার ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী। আপনার বা অপরের প্রাণরক্ষা, গুরুর কার্য্যসাধন, বিবাহসম্পাদন এবং স্ত্রীলোকের সন্তোষসাধনের নিমিত্ত মিথ্যাবাক্যপ্রয়োগ, জ্যেষ্ঠভ্রাতা পতিত হইলে বা প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলে তাহার অনূঢ়াবস্থায় কনিষ্ঠের পাণিগ্রহণ ও অভিযাচিত হইয়া পরস্ত্রী সম্ভোগ করিলে তাহাতে পাপ হয় না। শাস্ত্রানুসারে পশুবধ পাপ নহে। অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত অযোগ্য ব্রাহ্মণকে ধনদান ও সৎপাত্রে অপ্রদান, ব্যভিচারিণী স্ত্রী পরিত্যাগ, সোমরসের তত্ত্ব অবগত হইয়া তাহা বিক্রয়, অসমর্থ ভৃত্যকে পরিত্যাগ এবং গোরক্ষার্থ বনদাহ করা পাপ নহে।

মানবগণ যদি একবার পাপ করিয়া পুনরায় পাপে প্রবৃত্ত না হয়, তাহা হইলে সে তপস্যা যজ্ঞ ও দানদ্বারা সেই পূর্ব্বকৃত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। পাপ অনুষ্ঠিত হইলে দৃষ্টান্ত, শাস্ত্র, যুক্তি ও প্রজাপতিনির্দ্দিষ্ট বিধি অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

যে ব্রাহ্মণ অহিংস্র, মিতভাষী ও পরিমিতভোজী হইয়া পবিত্রস্থানে গায়ত্রী জপ করেন, তাহার সকল পাপ ধ্বংস হয়। দ্বিজগণ দিবসে অনাবৃতস্থলে উপবেশন, রজনীযোগে তথায় নিদ্রাসেবন, দিবসে তিনবার ও রজনীতে তিনবার বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক স্নান এবং স্ত্রী, শূদ্র ও পতিত ব্যক্তির সহিত আলাপ পরিত্যাগ করিলে অজ্ঞানকৃত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করেন।

যিনি অতিরিক্ত পাপ বা পুণ্য অনুষ্ঠান করেন, তাহাকে তাহার অতিরিক্ত ফলভোগ করিতে হয়। লোকে পাপকার্য্য হইতে বিরত হইয়া শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান ও নিত্য ধন দান করিলে নিষ্পাপ হইতে পারে। মহাপাতক ভিন্ন সকল পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে। অন্যান্য ভক্ষ্যাভক্ষ্য ও বাচ্যাবাচ্য বিষয়ে জ্ঞানকৃত ও অজ্ঞানকৃত এই দুই প্রকার পাপ আছে, জ্ঞানকৃত পাপ গুরু ও অজ্ঞানকৃত পাপ লঘু। আস্তিক ও শ্রদ্ধান্বিত ব্যক্তিরা বিধিপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত করিলেই পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন। [প্রায়শ্চিত্তের বিষয় প্রায়শ্চিত্ত শব্দে দেখ।]

(ভারত শান্তিপর্ব্ব রাজধর্ম্মানুশাসন ৩৪, ৩৫ অঃ)

তৎপরে দানধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়ে লিখিত আছে,—

পাপ দশবিধ—প্রাণীহত্যা, চৌর্য্য ও পরদার এই তিনপ্রকার পাপ কায়িক এবং অসৎ প্রলাপ, পারুষ্য, পৈশুন্য এবং মিথ্যা বাক্য কথন এই চারিপ্রকার বাচিক পাপ, পর ধনে চিন্তা, সর্ব্বজীবে দয়াশূন্যতা এবং কর্ম্মের ফল হউক, এইরূপ চিন্তা এই ত্রিবিধ মানসিক পাপ। (মহাভারত)

বরাহপুরাণের মথুরামাহাত্ম্যে লিখিত আছে, অন্যস্থলে পাপ করিলে তীর্থে তাহা প্রশমিত হয় এবং তীর্থস্থলে যে পাপ করা হয়, তাহা বজ্রলেপ হইয়া থাকে। কিন্তু মথুরাপুরীতে পাপ করিলে মথুরাতেই তাহা নিরাকৃত হয়। মহাপুণ্যপ্রদা এই পুরীতে কাহারও পাপ থাকে না।

"অন্যত্র হি কৃতং পাপং তীর্থমাসাদ্য গচ্ছতি।
তীর্থে তু যৎকৃতং পাপং বজ্রলেপো ভবিষ্যতি॥
মথুরায়াং কৃতং পাপং তত্রৈব চ বিনশ্যতি।
এষা পুরী মহাপুণ্যা যস্যাং পাপং ন বিদ্যতে॥" (মথুরামাহাত্ম্য)

মনুসংহিতায় লিখিত আছে—পাপ অতিপাতক, মহাপাতক ও অনুপাতক ভেদে বিভিন্ন প্রকার, ইহার মধ্যে অতি পাতকই বিশেষ গুরুতর।

পাপের সাধারণ লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম না করা এবং নিন্দিত কর্ম্মের সেবন ও ইন্দ্রিয়বিষয়ে অত্যন্ত আসক্ত হওয়ার নামই পাপ। পাপের ফল অনভ্যুদয়। এই জন্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। পাপের নিষ্কৃতি না হইলে নন্দনীয় লক্ষণযুক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়। ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, ব্রাহ্মণের সুবর্ণহরণ, বিমাতৃগমন এবং এই সকল পাপকারী ব্যক্তির সহিত ক্রমিক একবৎসর সংসর্গে যে পাপ হয়, তাহা মহাপাতক নামে খ্যাত। আপনার আত্মোৎকর্ষ জানাইবার জন্য মিথ্যাভাষণ, রাজার নিকটে অপরের মৃত্যুজনক দোষোদ্ঘাটন এবং গুরুসম্বন্ধে অলীককথন, এই সকলও ব্রহ্মহত্যার সমান পাপ, অনভ্যাস হেতু ব্রাহ্মণের বেদবিস্মরণ, বেদনিন্দা, সাক্ষ্যস্থলে মিথ্যাকথন, মিত্রবধ, লশুন ও পলাণ্ডু প্রভৃতি গর্হিত এবং বিষ্ঠামূত্রাদি অখাদ্য দ্রব্যের ভোজন এই ৬টী সুরাপানের তুল্য পাপ, গচ্ছিত বস্তুর অপহরণ, অশ্ব, রূপা, ভূমি, হীরক ও মণির অপহরণ, এই সকল সুবর্ণ চৌর্য্যের সমান পাপ; সহোদরা ভগিনী, কুমারী, চণ্ডালী, সখা বা পুত্রবধূতে রেতঃসেক গুরুপত্নীগমনের তুল্য পাপ। গোহত্যা, অযাজ্যযাজন, পরস্ত্রীগমন, আত্মবিক্রয়, পিতা মাতা ও গুরুত্যাগ, স্বাধ্যায় ও স্মার্ত্তাগ্নিত্যাগ, সুতত্যাগ অর্থাৎ পুত্রের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার না করা, জ্যেষ্ঠ অকৃতদার থাকিতে কনিষ্ঠের বিবাহ, অরজস্কা কন্যাদূষণ, বৃদ্ধিদ্বারা জীবিকা, ব্রহ্মচারীর স্ত্রীসম্ভোগ, পবিত্র তড়াগ উদ্যান অথবা স্ত্রী বা পুত্র বিক্রয়, ষোড়শবর্ষ অতীত হইলেও উপনয়ন না হওয়া, পিতৃব্য প্রভৃতি বান্ধবত্যাগ, বেতন গ্রহণ করিয়া বেদাধ্যয়ন, বেতনগ্রাহী অধ্যাপকের নিকট বেদাধ্যয়ন এবং অবিক্রেয় বস্তুর বিক্রয়, রাজাজ্ঞায় সুবর্ণাদি খনিতে কার্য্য এবং বৃহৎ সেতু প্রভৃতিতে কাজ, ওষধি নষ্ট করা, ভার্য্যাদির জারযোগ করিয়া জীবিকা, শ্যেনাদি আভিচারিক যোগ বা মন্ত্রাদি দ্বারা নিরপরাধীর অনিষ্টকরণ, জ্বালানি কাষ্ঠের জন্য অশুষ্ক বৃক্ষচ্ছেদন, দেবপিত্রাদির উদ্দেশে নয় কেবল আপনার জন্য পাক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, অগ্ন্যাধানের অকরণ, সুবর্ণ ব্যতীত অপর দ্রব্যের চুরি, দেব, পিতৃ ও ঋষি প্রভৃতি ঋণের অপরিশোধ, শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ অসৎশাস্ত্রের আলোচনা, নৃত্য, গীত ও বাদিত্রোপসেবন, ধান্য, তাম্র ও লৌহাদি ধাতু এবং পশুচৌর্য্য, মদ্যপানকারিণী স্ত্রীগমন, স্ত্রীহত্যা, বৈশ্য ও শূদ্রহত্যা, ও নাস্তিকতা এই সকল পাপকে উপপাতক কহে। দণ্ডাদি দ্বারা ব্রাহ্মণপীড়ন, অতিশয় দুর্গন্ধ লশুন পুরীষাদি এবং মদ্যের আঘ্রাণ, কৌটিল্য বা পুরুষমৈথুন এই সকল পাপ জাতিভ্রংশকর। গর্দ্দভ, অশ্ব, উষ্ট্র, মৃগ, হস্তী, ছাগ, মেষ, মৎস্য, সর্প ও মহিষের

বধ এই সকল পাপ সঙ্করীকরণ বলিয়া অভিহিত, অর্থাৎ ইহা দ্বারা সঙ্করজাতিত্ব প্রাপ্তি হয়।

ব্রাহ্মণের নিন্দিত লোক হইতে ধনপ্রতিগ্রহ, বাণিজ্য, শূদ্রসেবা ও মিথ্যাকথন এই সকল পাপে পাত্রত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়। কৃমি, কীট ও পক্ষিহনন, কোনরূপ মদ্যকর্তৃক সংস্পৃষ্ট হইয়াছে এইরূপ ভক্ষ্যদ্রব্যের ভোজন, ফল, কাষ্ঠ ও পুষ্প চুরি এবং সামান্য উপলক্ষে মনোবৈকল্য এই সকল মলাবহ পাপ অর্থাৎ ইহাতে চিত্ত মল উপস্থিত হয়। এই সকল পাপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা বিনষ্ট হয়। কোন কোন পণ্ডিত অনিচ্ছাকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে বলেন, আবার কেহ কেহ বা বলেন ইচ্ছাকৃত পাপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা খণ্ডন হয়। অনিচ্ছাকৃত পাপ বেদাভ্যাসে নষ্ট হয়, কিন্তু রাগদ্বেষাদি-মোহবশতঃ ইচ্ছাপূর্ব্বক পাপের নানা প্রকার পৃথক্ পৃথক্ প্রায়শ্চিত্ত আছে। যাঁহারা প্রমাদাদির কারণ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন না, তাঁহারা পরজন্মে কুনখী ও দুশ্চর্ম্মাদি রোগাক্রান্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, ঐ সকল চিহ্ন দ্বারা তাঁহাকে পাতকী বলিয়া জানা যাইবে। [প্রায়শ্চিত্ত শব্দ দেখ।]

পাপী যদি লোকসমাজে পাপের খ্যাপন, পাপের জন্য অনুতাপ, তপস্যা এবং বেদাধ্যয়ন করে, তাহা হইলে তাহার পাপমোচন হইয়া থাকে। পাপী পাপ করিয়া স্বয়ং যে পরিমাণে লোক সম্মুখে প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়, সর্প যেমন নির্ম্মোক মুক্ত হয়, তেমনি সেও পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। যে পরিমাণে সেই পাপকারীর মন দুষ্কৃত কর্ম্মকে নিন্দা করিতে থাকে, সেই পরিমাণে তাহার জীবাত্মাও দুষ্কৃতি হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। পাপ করিয়া যদি সন্তাপ উপস্থিত হয়, তবে সেই পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। পরলোকে কর্ম্মের ফলাফল ভোগ করিতে হয়। মনে মনে বিশেষ আলোচনা করিয়া কায়মনোবাক্যে নিত্য শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। এইরূপ করিলে আর পাপ চিন্তা আসিতে পারে না। অজ্ঞানকৃত হউক বা জ্ঞানকৃত হউক পাপকর্ম্ম করিয়া পাপমুক্ত হইতে ইচ্ছা থাকিলে উহা আর দ্বিতীয়বার করিবে না। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যদি চিত্তপ্রসাদ না জন্মে, তাহা হইলে পুনরায় প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। চিত্তপ্রসাদ হইলেই জানিতে হইবে, যে পাপক্ষয় হইয়াছে। তপস্বিগণ তপোবলে তাঁহাদের পাপ ধ্বংস করিয়া থাকেন। (মনুস° ১১ অ°)

বিষ্ণুসংহিতায় লিখিত আছে ঃ—

গৃহস্থাশ্রমীর কাম, ক্রোধ ও লোভ নামে তিনটী প্রধান রিপু আছে, মানবগণ এই সকল শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া পাপাচরণ করে। আচরিত পাপ সকল অতিপাতক, মহাপাতক, অনুপাতক, উপপাতক, জাতিভ্রংশকর, সঙ্করীকরণ, অপাত্রীকরণ, মলাবহ এবং প্রকীর্ণক নামে অভিহিত। এই সকল পাপদ্বারা আত্মা বিনষ্ট হয়। অতএব পাপ হইতে বিরত থাকিবে।

মাতৃগমন, কন্যাগমন এবং পুত্রবধূগমন এই ত্রিবিধ পাপ অতিপাতক, যাহারা অতিপাতক করে, তাহারা অগ্নি প্রবেশ করিবে, ইহা ভিন্ন তাহাদের কোনরূপে নিষ্কৃতি নাই।

ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, ব্রাহ্মণস্বামিক সুবর্ণ (৮০ রতির কম নহে) চুরি, গুরুপত্নীগমন এই চতুর্ব্বিধ এবং এইরূপ পাপীর সহিত বিশেষ সংসর্গ এই পঞ্চবিধ পাপ মহাপাতক। একযানারোহণ, একত্র ভোজন, একত্রাবস্থান এবং একত্র শয়ন ইত্যাদি লঘুসংসর্গ। ইহাতে পতিত হইতে হয় না, কিন্তু পতিতদিগের সহিত একবৎসর ধরিয়া নিরবচ্ছিন্ন সংসর্গ করিলে পতিত হইতে হয়।

যজ্ঞদীক্ষিত ক্ষত্রিয়হত্যা, বৈশ্যহত্যা, রজঃস্বলাহত্যা, গর্ভবতীহত্যা, শরণাগতহত্যা এই সকল কর্ম্ম, ব্রহ্মহত্যার তুল্য। কূটসাক্ষ্য ও মিত্রহত্যা, ইহা সুরাপান সদৃশ। ব্রাহ্মণের ভূমিহরণ এবং গচ্ছিত বস্তুর অপহরণ, সুবর্ণচৌর্য্যের তুল্য। পিতৃব্য, মাতামহ, মাতুল, শ্বশুর এবং রাজা এতদন্ততমের পত্নীগমন, পিতৃষ্বসৃগমন, মাতৃষ্বসৃগমন, ভগিনী এবং শ্রোত্রিয়, ঋত্বিক্, উপাধ্যায় এই সকলের অন্যতমের পত্নীগমন, ভগিনীসখী, সগোত্রা, উত্তমবর্ণা, কুমারী, অন্ত্যজা, রজঃস্বলা, শরণাগতা, প্রব্রজ্যাবলম্বিনী এবং ন্যাসীকৃতা স্ত্রীগমন গুরুপত্নীগমনের তুল্য।

উৎকর্ষজনক মিথ্যাবাক্য, অর্থাৎ শূদ্রের ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দান, রাজগামী খলতা, রাজার নিকট দুষ্কর্ম্মের অভিযোগ, গুরুর অলীক নিন্দা, বেদনিন্দা, অধীত বেদবিস্মরণ, আহিত-অগ্নিত্যাগ, অপতিত মাতা, পিতা, পুত্র ও পত্নীত্যাগ, অভোজ্যান্নভোজন অর্থাৎ চাণ্ডালাদির অন্নভোজন, অভক্ষ্যভক্ষণ (লশুনাদি ভক্ষণ), পরস্বাপহরণ, পরদারগমন, অনুচিতকর্ম্ম, যথা—ব্রাহ্মণের পক্ষে ক্ষত্রিয়াদির কর্ম্ম অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা, অসৎপ্রতিগ্রহ, ক্ষত্রিয়হত্যা, বৈশ্যহত্যা, শূদ্রহত্যা, গোহত্যা, অবিক্রেয় বস্তু (লবণাদি) বিক্রয়, অনুজকর্ত্তৃক জ্যেষ্ঠের পরিবিত্তিতা, পরিবেদন, তাহাকে কন্যাদান, প্রতিনিয়ত বেতনগ্রহণপূর্ব্বক অধ্যাপনা, প্রতিনিয়ত বেতনদানপূর্ব্বক অধ্যয়ন, দ্রুম, গুল্ম, বল্লী, লতা এবং ঔষধের বিনাশ, স্ত্রীলোককে বেশ্যা করিয়া তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ, অভিচার, দেবাদির উদ্দেশ না করিয়া কেবল আপনার জন্য পাকাদি অনুষ্ঠান, অধিকার থাকিতে অগ্ন্যাধান না করা, দেবতা, পিতৃ ও ঋষিঋণ পরিশোধ না করা, চার্ব্বাকাদি অসৎশাস্ত্রচর্চ্চা, নাস্তি-

কতা, নটবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ, মদ্যপায়িনী ভার্য্যার সহিত সংসর্গ, এই সকল পাপ উপপাতক নামে অভিহিত হয়। এই সকল পাতকী চান্দ্রায়ণ বা পরাকব্রতদ্বারা বিশুদ্ধ হইবে।

দণ্ডাদিদ্বারা ব্রাহ্মণকে বাধা দেওয়া, লশুন পুরীষাদি অঘ্রেয় বস্তু ও মদ্য আঘ্রাণ করা, কুটিলতা, পশুমৈথুন এবং পুংমৈথুন, এই সকল পাপ জাতিভ্রংশকর। গ্রাম্য ও আরণ্যপশুহিংসা পাপ সঙ্করীকরণ। নিন্দিতের নিকট হইতে ধনগ্রহণ, বাণিজ্য ও কুসীদদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ, অসত্যভাষণ এবং শূদ্রসেবা, এই সকল পাপ অপাত্রীকরণ। পক্ষিহত্যা, জলচরহত্যা, মৎস্যাদি জলজ প্রাণিহত্যা, কৃমিহত্যা ও কীটহত্যা, মদ্য সংশ্লিষ্ট দ্রব্যভোজন, এই সকল পাপ মলাবহ। যে সকল পাপের বিষয় লিখিত হইল না, সেই সকল পাপ প্রকীর্ণকপদবাচ্য।

(বিষ্ণুস° ৩২ হইতে ৪২ অ°)

এইরূপ সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই পাপ ও পুণ্যের বিষয় বিশেষরূপে লিখিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত পাপের বিষয় লিখিত হইল না। বহুকাল হইতে অনেক মনীষিগণ ইহার বিষয় বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। পাপের লক্ষণে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে, যাহাতে অমঙ্গল, অশুভ বা দুঃখ হয়, তাহাই পাপ, এই পাপকেই শাস্ত্রকারগণ অধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মীমাংসাদর্শনেও লিখিত হইয়াছে,—যাহা অভ্যুদয় সাধনের জন্য হয়, তাহাই ধর্ম্ম বা পুণ্য এবং যাহা অনভ্যুদয় অর্থাৎ অমঙ্গলের জন্য হয় তাহাই অধর্ম্ম বা পাপ। এই পাপ নিত্যকর্ম্মের অকরণ, নিষিদ্ধের আচরণ এবং বেদোক্ত প্রত্যবায় সাধন দ্বারা হইয়া থাকে। ইহার ফল পতন, যে যেরূপ অবস্থায় থাকে, পাপদ্বারা তাহার সেই অবস্থা হইতে পতন হইয়া থাকে। (মীমাংসাদ°)

নিজের দোষ গোপন এবং পরের দোষ খ্যাপন করিলে পাপ হয়।

"স্বদোষগোপনং পাপং পরদোষপ্রকাশনম্।
ঈর্ষাবিদ্ধং বাক্যদুষ্টং নিষ্ঠুরত্বং ষড়ঘরম্॥" (বামনপু° ৫৮ অ°)

সাঙ্কর্য্য নামক পাপের বিষয় কূর্ম্মপুরাণের উপবিভাগে এইরূপ লিখিত আছে,—

পাপীর সহিত এক শয্যায় শয়ন, এক পঙ্‌ক্তিতে উপবেশন, একপাত্রে পক্বান্নভোজন, পাপীর যাজন ও অধ্যাপন, বা একত্র অধ্যয়ন এবং তাহার সমীপে অবস্থান করিলে পাপ সংক্রামিত হয়। এই জন্য এই সকল পাপ সাঙ্কর্য্য পাপ নামে অভিহিত।

(কূর্ম্মপু° উপরি° ১৫ অ°)

গরুড়পুরাণের নীতিসারে লিখিত আছে—

পাপীর সহিত আলাপ, তাহার গাত্রসংস্পর্শ, একত্রবাস, সহভোজন, একাসনে উপবেশন, একত্র শয়ন ও একত্র গমন দ্বারা ঘট হইতে অন্য ঘটে জল যেরূপ যায়, সেইরূপ পাপ সংক্রামিত হইয়া থাকে। এইপ্রকার প্রজা সকল পাপ করিলে রাজা তাহাদের পাপভাগী এবং রাজার পাপ প্রজাগণ ভোগ করিয়া থাকে। স্ত্রীর পাপ স্বামী এবং স্বামীর পাপ স্ত্রী, গুরুর পাপ শিষ্য, এবং শিষ্যের পাপ গুরু, যজমানের পাপ পুরোহিত এবং পুরোহিতের পাপ যজমান পাইয়া থাকেন।*

প্রত্যেক ব্যক্তির চেষ্টা করা উচিত যে কদাচ পাপে মতি না হয়। এইজন্য সর্ব্বদা সজ্জনের সহবাস করিবে, দূর হইতে পাপীকে পরিত্যাগ করিবে। পাপীর সংসর্গে পাপে মতি হয়।

এইজন্য পাপীকে ত্যাগ করিতে শাস্ত্রকারগণ ব্যবস্থা দিয়াছেন। পাপীর প্রায়শ্চিত্তদ্বারা ব্যবহার্য্যতা ও পাপক্ষয় দুইই হইয়া থাকে, অর্থাৎ পাপী প্রায়শ্চিত্ত করিলে তাহার পাপের ধ্বংস হইয়া যায় এবং তাহাকে লইয়া সমাজে ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু অনেক পাপ আছে যে, তাহাতে পাপের নাশ হয় বটে, কিন্তু ব্যবহার্য্যতা হয় না।

পাপীদিগকে যদি দর্শন করা যায়, তাহা হইলে পাপভাগী হইতে হয়, ইহার বিষয় ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ৭৮ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে—

"পাপং যদ্দর্শনে তাত ! কথয়ামি নিশাময়।
দুঃস্বপ্নং পাপবীজঞ্চ কেবলং বিঘ্নকারণং॥" (ব্রহ্মবৈ° ৭৮ অ°)

গো ও ব্রহ্মঘাতক, কৃতঘ্ন, কুটিল, দেবঘ্ন, পিতৃমাতৃঘ্ন, বিশ্বাসঘাতী, মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদাতা, অতিথিনিরাসকারী, গ্রামযাজী, দেবস্ব ও ব্রাহ্মণস্বাপহারী, অশ্বত্থঘাতী, দুষ্ট, অদীক্ষিত, অনাচারী, সন্ধ্যাহীন দ্বিজ, দেবল, বৃষবাহ, শূদ্রের সূপকার এবং শবদাহী ও শ্রাদ্ধান্নভোজী, দেবতা ও ব্রাহ্মণনিন্দক, শূদ্রের

* "আলাপাৎ গাত্রসংস্পর্শাৎ সংবাসাৎ সহভোজনাৎ।
আসনাচ্ছয়নাৎ যানাৎ পাপং সংক্রমতে নৃণাম্॥
আসনাদেকশয্যায়া ভোজনাৎ পঙ্‌ক্তিসঙ্করাৎ।
ততঃ সংক্রমতে পাপং ঘটাৎ ঘট ইবোদকম্॥...
রাজা রাষ্ট্রকৃতাৎ পাপাৎ পাপী ভবতি বৈ হরে।
তথৈব রাজ্ঞঃ পাপেন তদ্রাজ্যস্থাস্তু যে জনাঃ॥
বর্ণাশ্রমাদয়ঃ সর্ব্বে পাপিনো নাত্র সংশয়ঃ।
ভার্য্যাংহোদুষ্কৃতী স্বামী বৃজিনাৎ স্বামিনোঽবলা॥
তথা দেশিকপাপাত্তু শিষ্যঃ স্যাৎ পাতকী সদা।
শিষ্যাদ্ধি পাপিনো নিত্যং গুরুর্ভবতি দুষ্কৃতী॥
পাতকী যজমানঃ স্যাৎ পাপিনো হব্যপুরোধসঃ।
পুরোহিতস্তথা পাপী যজমানাংহসো ধ্রুবম্॥" (গরুড়পু° নীতি° ১১২অঃ)

বিধবা, চণ্ডাল, ব্যভিচারিণী স্ত্রী, সর্ব্বদা ক্রোধযুক্ত, দুষ্ট, ঋণগ্রস্ত, জারজ, চোর, মিথ্যাবাদী, শরণাগতঘাতী, মাংসাপহারী, বৃষলী-পতিব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণীগামীশূদ্র, বার্দ্ধুষিক দ্বিজ (সুদখোর ব্রাহ্মণ) এবং বিমাতা, মাতা, শ্বশ্রূ, ভগিনী, গুরুপত্নী, পুত্রবধূ, ভ্রাতৃবধূ, মাতৃস্বসা, পিতৃস্বসা, ভাগিনেয়বধূ, পিতৃব্যস্ত্রী, রজঃস্বলাস্ত্রী এই সকল অগম্যা, ইহাতে যাহারা গমন করে যদি কেহ তাহাদিগকে দর্শন বা স্পর্শন করে, তাহা হইলে ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়। যদি দৈবাৎ ইহাদিগকে দেখা যায়, তাহা হইলে সূর্য্য দর্শন করিয়া হরিস্মরণ করিতে হইবে। যদি ইচ্ছা করিয়া দেখে, তাহা হইলে তাহাদের তুল্য হইয়া থাকে। এই কারণে সাধু-গণ পাপভীত হইয়া তাহাদিগকে অবলোকন করেন না।

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ৭৮ অ°)

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, পাপীর সংসর্গে পাপ সংক্রামিত হয়। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে কোন কোন কার্য্যে পাপ কত পরিমাণে সংক্রামিত হয়, তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, পুণ্য ও পাপ করিলে কর্ত্তাই তাহার ফলভাগী হয়, কিন্তু ইহাদের সহিত সংসর্গ অর্থাৎ একত্র মৈথুন, একযানে গমন ও একপাত্রে ভোজন করিলে পুণ্য ও পাপের অর্দ্ধাংশ ভাগী হইতে হয়। এই রূপ স্পর্শন ও ভাষনে দশাংশ, দর্শন, শ্রবণ ও চিন্তায় শতাংশ লাভ করেন। যিনি পরনিন্দা, পৈশুন্য ও ধিক্কার করেন, তিনি নিজ পুণ্য তাহাকে দিয়া তাহাদের পাপ প্রাপ্ত হন। পত্নী, ভৃত্য, শিষ্য বা সজাতীয় মনুষ্য পুণ্য বা পাপে যেরূপ সহায়তা করেন তিনি সেই অনুসারে পুণ্য ও পাপের ফলভাগী হইয়া থাকেন।

যদি কোন ব্যক্তি পরধন অপহরণ করিয়া পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে যাহার ধন তিনিই পুণ্যভাগী এবং কর্ম্মকর্ত্তা পাপভাগী হইয়া থাকে। যদি কেহ ঋণশোধ না দিয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হয়, তাহা হইলে ঋণদাতা সেই টাকার পরিমাণে পুণ্যলাভ করেন, ঋণগৃহীতার নরক হইয়া থাকে। রাজা প্রজাদিগের পুণ্য ও পাপের ষষ্ঠাংশভাগী হইয়া থাকেন, শিষ্যের গুরু, স্ত্রীর ভর্ত্তা, পিতা পুত্রের পাপ ও পুণ্যের অর্দ্ধাংশভাগী হইয়া থাকেন। (পদ্মপু° উত্তরখ° ১৫৭ অ°)

২ অনিষ্ট। ৩ বধ। (রামা° ২।৮।৩২ রামানুজ)

(ত্রি) ৪ পাপযুক্ত, পাপিষ্ঠ।

"পুণ্যাং যোনিং পুণ্যকৃতো ব্রজন্তি পাপাং যোনিং পাপকৃতো ব্রজন্তি।
কীটাঃ পতঙ্গাশ্চ ভবন্তি পাপা ন মে বিবক্ষাস্তি মহানুভাব॥"

(ভারত ১।৯০।১৯)

৫ পাপগ্রহ, শনি মঙ্গলাদি গ্রহ। [পাপগ্রহ দেখ।]

পাপক (ক্লী) পাপমেব স্বার্থে কন্। পাপ। (শব্দর°)

"মঙ্গতে পাপকং কৃত্বা ন কশ্চিদ্বেত্তি মামিতি।
বিদন্তি চৈনং দেবাশ্চ যশ্চৈবান্তরপূরুষঃ॥" (ভারত ১।৭৪।২৩)

পাপেন কায়তীতি কৈ-ক। (ত্রি) ২ পাপযুক্ত।

(ভারত ১।৭৪।২৭)

পাপকর্ম্মন্ (ত্রি) পাপং কর্ম্ম কর্ম্মধা°। পাপকার্য্য, নিষিদ্ধকর্ম্ম।

"প্রতাপযুক্তস্তেজস্বী নিত্যং স্যাৎ পাপকর্ম্মসু।" (মনু ৯।৩১০)

(পুং) পাপং কর্ম্ম যস্য। পাপকারী, পাপী।

"পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ! সর্ব্বপাপহরো হরিঃ॥"

(নারায়ণপ্রণাম)

পাপকারিন্ (ত্রি) পাপং করোতি কৃ-ণিনি। পাপকার্য্যকারী, পাপী।

"দুঃখিতা যত্র দৃশ্যেরন্ বিকৃতাঃ পাপকারিণঃ।" (মনু ৯।২৮৮)

পাপকৃৎ (ত্রি) পাপং কৃতবানিতি পাপ-কৃ-ক্বিপ্, তুক্ চ। (সুকর্ম্মপাপমন্ত্রপুণ্যেষু কৃঞঃ। পা ৩।২।৮৯) পাপকর্ত্তা, যিনি পাপানুষ্ঠান করেন।

"খ্যাপনেনানুতাপেন তপসাধ্যয়নেন চ।
পাপকৃৎ মুচ্যতে পাপাৎ দানেন চ দমেন চ॥" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

পাপকারী ব্যক্তি পাপখ্যাপন, অনুতাপ, তপস্যা, অধ্যয়ন, দান ও দম এই সকল দ্বারা পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে।

পাপকৃত্তম (ত্রি) অয়মেষামতিশয়েন পাপকৃৎ তমপ্। অতি-শয় পাপী। (মনু ৪।২৫৫)

পাপকৃত্যা (স্ত্রী) পাপকরণ।

"পবমানো হি শক্রঃ পাপকৃত্যয়া।" (অথর্ব্বসং ৩।৩১।২)

'পাপকৃত্যয়া, পাপস্য কৃত্যা করণং। 'কৃঞঃ শচ' ইতি ভাবে ক্যপ্। (ভাষ্য)

পাপক্ষয় (পুং) পাপস্য ক্ষয়ঃ ৬তৎ। ১ পাপের ক্ষয়, পাপনাশ। (ক্লী) পাপস্য ক্ষয়ো যত্র। ২ তীর্থ। যেখানে পাপের ক্ষয় হইয়া থাকে।

পাপগ্রহ (পুং) পাপোঽশুভকারী গ্রহঃ। অর্দ্ধোনচন্দ্র, অর্দ্ধেক কম এইরূপ চন্দ্র, কৃষ্ণাষ্টমী হইতে শুক্লাষ্টমী পর্য্যন্ত চন্দ্র পাপগ্রহ নামে অভিহিত। কুজ, রাহু, শনি ও রবি, ইহারা পাপগ্রহ, বুধ এই সকল পাপগ্রহযুক্ত, এজন্য পাপগ্রহ নামে অভিহিত।

"অর্দ্ধোনেন্দুঃ কুজো রাহুঃ শনিস্তৈর্যুত ইন্দুজঃ।
রবিঃ পাপা ভবন্ত্যেতে শুভাশ্চান্যে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥" (জ্যোতিঃ)

পাপগ্রহ সকল পাপ অর্থাৎ অশুভ ফলপ্রদান করে।

পাপঘ্ন (পুং) পাপং হন্তীতি পাপ-হন-টক্। (অমনুষ্যকর্ত্তৃকে চ। পা ৩।২।৫৩) ১ তিল। (রাজনি°) তিলদানে পাপনাশ হয়, এ জন্য পাপঘ্নশব্দে তিল বুঝায়। (ত্রি) ২ পাপনাশক। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। 'পাপঘ্নী তুলসী। (বৈদ্যকনি°)

পাপচারিন্ (ত্রি) পাপমাচরতি আ-চর-ণিনি। পাপাচরণকারী, যিনি পাপ করেন।

পাপচেতস্ (ত্রি) পাপং চেতঃ যস্য। পাপবুদ্ধি, পাপিষ্ঠ।

"যে কার্য্যিকেভ্যোঽর্থমেব গৃহ্ণীয়ুঃ পাপচেতসঃ।
তেষাং সর্ব্বস্বমাদায় রাজা কুর্য্যাৎ প্রবাসনম্॥" (মনু ৭।১২৪)

পাপচেলিকা (স্ত্রী) পাপমশুভং চেলতি গচ্ছতীতি চেল-ণ্বুল্ টাপ্, কাপি অত ইত্বং। পাঠা, চলিত আকনাদি। [পাঠা দেখ।]

পাপচেলী (স্ত্রী) পাপচেল-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। পাঠা।

পাপজীব (ত্রি) পাপাঃ জীবাঃ। পাপিষ্ঠ জীব, স্ত্রী, শূদ্র, হূণ ও শবরাদি পাপজীব নামে অভিহিত।

"তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রীশূদ্রহূণশবরা অপি পাপজীবাঃ।" (ভাগ° ২।৭।৪৫)

পাপজীব সকল যদি ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ হয়, তাহা হইলে তাহারাও উদ্ধার হইয়া থাকে।

পাপড়া (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

পাপড়িখয়ের (দেশজ) একপ্রকার খয়ের, ইহা পানের সহিত ব্যবহৃত হয়।

পাঁপতি (ত্রি) পত-যঙ্লুক্, পাপত-কি। পুনঃ পুনঃ পতনশীল।

পাপত্ব (ক্লী) পাপস্য ভাবঃ পাপ ত্ব। পাপের ধর্ম্ম, পাপের ভাব।

পাপদ (ত্রি) পাপং দদাতি-দা-ক। পাপদায়ী, পাপদাতা।

"অরুণাখ্যা বায়োঃ সপ্তসপ্ততি পাপদাঃ পুরুষাঃ।"(বৃহৎসং১১।২৩)

পাপধী (ত্রি) পাপমতি, মন্দবুদ্ধি।

পাপনক্ষত্র (ক্লী) পাপানি নক্ষত্রাণি কর্ম্মধা°। নিন্দিত নক্ষত্র, জ্যেষ্ঠাদি নক্ষত্রকে পাপনক্ষত্র কহে।

"পাপনক্ষত্রে জাতায় মূলেন।" (কৌশিকসূ° ৪৬)
'পাপনক্ষত্রত্বাৎ জ্যেষ্ঠাদীনি পাপনক্ষত্রাণি।' (ভাষ্য)

পাপনামন্ (ত্রি) বদনামী, যাহার অখ্যাতি আছে।

পাপনাপিত (পুং) পাপো নাপিতঃ কর্ম্মধা°। ধূর্ত্ত নাপিত। (সংক্ষিপ্তসারব্যা°)

পাপনাশন (ত্রি) পাপং নাশয়তি নাশি-ল্যু। ১ পাপনাশক। (পুং) ২ বিষ্ণু, শিব। (ভারত ১৩।১৪৯।১১৯) (ক্লী) নাশি-ভাবে ল্যুট্, পাপস্য নাশনং। ৩ পাপের নাশন। নাশি-করণে ল্যুট্। ৪ প্রায়শ্চিত্ত, যাহাতে পাপের নাশ হয়।

পাপনাশিনী (স্ত্রী) পাপস্য নাশিনী। শমীবৃক্ষ। (রাজনি°) ২ কৃষ্ণতুলসী বৃক্ষ। (বৈদ্যক নি°)

পাপপতি (পুং) পাপোৎপাদকঃ পতিঃ। উপপতি, জার। (ত্রিকাণ্ড)

পাপপরাজিত (ত্রি) নিকৃষ্টরূপে পরাস্ত। (তৈত্তি° ব্রা° ১।৫।২।৫)

পাপপুরুষ (পুং) পাপঃ পাপময়ঃ পুরুষঃ। পাপাকৃতি পুরুষ, পাপময়াঙ্গ নর। তন্ত্রোক্ত বামকুক্ষিস্থিত পাপাত্মক ধ্যেয় নরাকার পদার্থ। ভূতশুদ্ধি করিবার সময় বামকুক্ষিস্থিত পাপপুরুষের সহিত দেহকে দগ্ধ করিয়া চন্দ্র হইতে গলিত সুধাদ্বারা দেহ বিরচিত করিতে হয়। ভূতশুদ্ধি প্রকরণে লিখিত আছে—

"বামপার্শ্বস্থিতং পাপপুরুষং কজ্জলপ্রভম্।
ব্রহ্মহত্যাশিরস্কঞ্চ স্বর্ণস্তেয়ভুজদ্বয়ম্॥
সুরাপানহৃদাযুক্তং গুরুতল্পকটিদ্বয়ম্।
তৎসংসর্গিপদদ্বন্দমঙ্গমপ্রত্যঙ্গপাতকম্॥
উপপাতকরোমাণং রক্তশ্মশ্রুবিলোচনম্।
খড়্গাচর্ম্মধরং ক্রুদ্ধমেবং কুক্ষৌ বিচিন্তয়েৎ॥" (তন্ত্রসার, ভূতশু°)

পাপপুরুষ বাম কুক্ষিদেশে অবস্থিত, ইহার বর্ণ কজ্জলের ন্যায় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। ইহার মস্তকে ব্রহ্মহত্যা, হস্তদ্বয়ে সুবর্ণস্তেয়, হৃদয় সুরাপানযুক্ত, কটিদ্বয় গুরুতল্প, পদদ্বয় তাহার সংসর্গযুক্ত, পাতক সকল অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গদেশ, রোমসকল উপপাতক, চক্ষু ও শ্মশ্রু রক্তবর্ণ। এই পাপপুরুষ খড়্গ ও চর্ম্মধারী এবং সর্ব্বদা ক্রুদ্ধ। এইরূপ ভয়ঙ্করাকৃতি পাপপুরুষকে চিন্তা করিতে হইবে।

পদ্মপুরাণে ক্রিয়াযোগসারে লিখিত আছে—যখন ভগবান্ এই জগৎ সৃষ্টি করেন, সেই সময় প্রথমে জগৎ সৃষ্টি করিয়া এই জগতের দমনের জন্য পাপপুরুষের সৃষ্টি করেন। এই পাপপুরুষের মূর্ত্তি অতি ভয়াবহ। ইহার মস্তকে ব্রহ্মহত্যা, মদিরাপান লোচন, সুবর্ণস্তেয় বদন, গুরুতল্পে গতি কর্ণ, স্ত্রীহত্যা নাসিকা, গোহত্যা বাহু, ন্যাসাপহরণ গ্রীবা, ভ্রূণহত্যা গলদেশ, পরস্ত্রীগতি বুকাল, বন্ধুলোকবধ উদর, শরণাগত বধ ইত্যাদি নাভি, গর্ব্বকথা কটিদেশ, গুরুনিন্দা সক্থিভাগ, কন্যাবিক্রয় শেফঃপ্রদেশ, বিশ্বাস বাক্যকথন পায়ুদেশ, পিতৃবধ অঙ্ঘ্রিদেশ, উপপাতক রোমসকল, ইনি মহাকায়, ভয়ঙ্কর ও অতি কৃষ্ণবর্ণ, চক্ষুঃ রক্তবর্ণ এবং স্বীয় আশ্রিতের অতিশয় দুঃখপ্রদ। পাপপুরুষ পূর্ব্বোক্ত-প্রকার ভয়ঙ্কর আকৃতিযুক্ত।*

---

* "সৃষ্ট্যাদৌ পুরুষশ্রেষ্ঠঃ সংসারং সচরাচরম্।
সর্ব্বেষাং দমনার্থায় সৃষ্টবান্ পাপপুরুষম্॥
দ্বিজাতিহত্যা মূর্দ্ধানং মদিরাপানলোচনম্।
সুবর্ণস্তেয়বদনং গুরুতল্পগতিশ্রুতিম্॥
স্ত্রীহত্যানাসিকঞ্চৈব গোহত্যাদোষবাহুকম্।
ন্যাসাপহরণগ্রীবং ভ্রূণহত্যাগলস্তথা॥
পরস্ত্রীগতিবুকালং সুহৃল্লোকবধোদরম্।
শরণাপন্ন ইত্যাদি নাভিং গর্ব্বকথা কটিং॥
গুরুনিন্দাসক্থিভাগং কন্যাবিক্রয়শেফসম্।
বিশ্বাসবাক্যকথনপায়ুং পিতৃবধাঙ্ঘ্রিকম্॥
উপপাতকরোমাণং মহাকায়ং ভয়ঙ্করং।
কৃষ্ণবর্ণং পিঙ্গনেত্রং স্বাশ্রয়াত্যন্তদুঃখদম্॥" (পদ্মপু° ক্রিয়াযো° ২১ অ°)

পাপফল (ক্লী) পাপস্য ফলম্। ১ পাপের ফল। পাপঃ ফলং যস্য। ২ অশুভফলদাতা, যাহার ফল অশুভ তাহাকে পাপফল কহে।

"বুধজান্তরসংজ্ঞাঃ পাপফলাস্ত্বেকপঞ্চাশৎ।" (বৃহৎসং ১১।২০)

পাপবুদ্ধি (ত্রি) পাপা বুদ্ধির্যস্য বা পাপে বুদ্ধির্যস্য। পাপমতি, পাপচেতা।

"নহি দণ্ডাদৃতে শক্যঃ কর্ত্তুং পাপবিনিগ্রহঃ।
স্তেনানাং পাপবুদ্ধীনাং নিভৃতং চরতাং ক্ষিতৌ॥" (মনু ৯।২৬৩)

পাপভক্ষণ (পুং) কালভৈরব শিব।

পাপমতি (ত্রি) পাপে মতির্যস্য। পাপবুদ্ধি।

পাপমিত্র (ক্লী) পাপকর্ম্মের সহচর বা বন্ধু।

পাপযক্ষ্মন্ (পুং) বাস্তুমণ্ডলস্থিত পূজ্য গণভেদ। (বৃহৎসং ৫৩।৪৫)

পাপমল্লয়সূরি, কৃষ্ণকর্ণামৃতের সুবর্ণচষক নামক টীকাকার।

পাপমুক্ত (ত্রি) পাপান্মুক্তঃ। নিষ্পাপ, পাপ হইতে মুক্ত। পাপকর্ত্তা পাপ করিয়া তাহা লোকের নিকট বলিলে বা অনুতাপ, তপস্যা, অধ্যয়ন অথবা দান করিলে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে।

"খ্যাপনেনানুতাপেন তপসাধ্যয়নেন চ।
পাপকৃৎ মুচ্যতে পাপাৎ তথা দানেন চাপদি॥" (মনু)

বরাহপুরাণে পাপমোচনের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। যিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী, জিতেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানবান্, তিনি পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। যিনি অক্ষয় ও ক্ষয়ের গুণাগুণপরিজ্ঞাতা, হিংসা ও লোভবর্জ্জিত ও গুরুশুশ্রূষা-পরায়ণ প্রভৃতি সদ্‌গুণসম্পন্ন, তিনি পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন, ইত্যাদি। [প্রায়শ্চিত্ত দেখ।]

পাপমোচন, অযোধ্যার অন্তর্গত একটী তীর্থস্থান। নরহরি নামে একজন ব্রাহ্মণ ব্রহ্মবধ চৌর্য্য প্রভৃতি বহুবিধ পাপ করেন। পরে এই তীর্থে স্নান করায় সর্ব্বপাপ দূর ও স্বর্গলাভ হয়। তদবধি এই স্থান পাপমোচন তীর্থ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। মাঘমাসের কৃষ্ণপক্ষে এই স্থানে বহুতর যাত্রীর সমাগম হয়।

পাপযোনি (স্ত্রী) পাপা গর্হ্যা যোনিঃ। ১ তির্য্যক্ যোনি প্রভৃতি, পাপহেতুক যোনি। ২ পাপহেতুক জন্মভেদ।

মানবগণ পাপানুষ্ঠান দ্বারা বিবিধ পাপযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় এই পাপযোনিতে উৎপত্তির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে;—পাতকিগণ পাতকজনিত তীব্র দুঃখাবহ দারুণ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া ভোগকাল অতীত হইলেই ইহ সংসারে পাপযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ব্রহ্মঘাতী ব্যক্তি মৃগ, কুকুর, শূকর অথবা উষ্ট্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। সুরাপায়ী ব্যক্তি গর্দ্দভ, পুক্কস বা বেণ যোনি প্রাপ্ত হয়। সুবর্ণচোর কৃমিকীট বা পতঙ্গযোনি, বিমাতৃগামী পুরুষ যথাক্রমে তৃণ, গুল্ম এবং লতা হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যে পরস্ত্রী বা ব্রহ্মস্ব অপহরণ করে, তাহাকে জনশূন্য অরণ্যপ্রদেশে ব্রহ্মরাক্ষস পরকীয় রত্নাপহর্ত্তা হেমকারক নামক পক্ষীজাতি ও পত্রশাক হরণ করিলে তাহাকে জলশূন্য অরণ্য প্রদেশে ব্রহ্মরাক্ষস হইতে হয়। রত্নাপহর্ত্তা হেমকার নামক পক্ষী, পত্রহরণ করিলে ময়ূর, উত্তমগন্ধ হরণে ছুছুন্দরী, ধান্যহরণে মূষিক, রথাদি-যানহরণে উষ্ট্র, ফলহরণে বানর, জলহরণ করিলে শাকটবিল নামকপক্ষী, দুগ্ধহরণ করিলে কাক, মুষলাদি গৃহোপকরণ দ্রব্য হরণ করিলে গৃধ্র, গোহরণ করিলে গোধা, অগ্নিহরণে বক, ইক্ষু প্রভৃতি রস হরণ করিলে কুকুর ও লবণ হরণ করিলে চিরীনামক কীটযোনিতে জন্ম হয়। (যাজ্ঞবল্ক্যসং ৩ অঃ)

পাপযোনিতে জন্ম হইবার কারণই পাপ। যিনি যেরূপ কর্ম্ম করেন, তিনি সেইরূপ যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। মানবগণ উৎকৃষ্ট কর্ম্মে উৎকৃষ্টযোনি এবং অপকৃষ্ট কর্ম্মে পাপযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। দৈবক্রমে যদি পাপানুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রায়শ্চিত্ত করা আবশ্যক।

বিষ্ণুসংহিতায় লিখিত আছে, পাপিগণ নরকে পাপের ফলভোগ করিয়া তৎপরে তির্য্যক্‌প্রভৃতি পাপযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। অতিপাতকিগণ স্থাবরযোনিতে, মহাপাতকিগণ কৃমিযোনিতে, অনুপাতকিগণ পক্ষিযোনিতে, উপপাতকিগণ জলজযোনিতে, জাতিভ্রংশকর পাপিগণ জলচর যোনিতে, সঙ্করীকরণ পাপিগণ মৃগযোনিতে ও অপাত্রীকরণ পাপিগণ মনুষ্য মধ্যে অস্পৃশ্য জাতিতে জন্মগ্রহণ করে। প্রকীর্ণ পাপে নানাবিধ হিংস্রক্রব্যাদযোনিতে জন্ম হয়। অভোজ্য অন্ন অথবা অভক্ষ্য দ্রব্যভোজনে কৃমি, চোর শ্যেনপক্ষী প্রভৃতি হইবে। স্ত্রীলোকেরা এই সকল পাপ করিলে তাহারা পূর্ব্বোক্ত জন্তুর ভার্য্যাত্ব প্রাপ্ত হইবে। (বিষ্ণুসং ৪৬ অঃ)

পাপরাজপুরম্, তঞ্জোর জেলায় কুম্ভকোণম্ তালুকের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম, কুম্ভকোণ হইতে ৬ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। এখনকার প্রাচীন শিবমন্দিরে খোদিত লিপি উৎকীর্ণ আছে।

পাপরোগ (পুং) পাপোদ্ভবো রোগঃ। ১ মসূরী রোগ, বসন্তরোগ। (শব্দর°) ২ পাপবিশেষকৃত রোগভেদ।

"ব্যভিচারাত্তু ভর্ত্তুঃ স্ত্রী লোকে প্রাপ্নোতি নিন্দ্যতাম্।
শৃগালযোনিং প্রাপ্নোতি পাপরোগৈশ্চ পীড্যতে॥" (মনু৫।১৬৪)

বিষ্ণুসংহিতায় লিখিত আছে। পাপিগণ পাপ করিয়া প্রথমে নরকভোগ করে, তৎপরে তির্য্যক্ প্রভৃতি যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া পাপরোগগ্রস্ত হইয়া মানবজন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। এই সকল রোগ যথা—অতিপাতকী কুষ্ঠী, ব্রহ্মঘাতী

যক্ষ্মারোগী, সুরাপায়ী শ্যাবদন্ত, স্বর্ণহারী কুনখী, বিমাতৃগামী অনাবৃতলিঙ্গ, পিশুনের নাসিকা দুর্গন্ধযুক্ত, সূচক পূতিবক্ত্র, ধান্যচোর অঙ্গহীন, বস্ত্রাপহারক শ্বিত্ররোগী, অশ্বাপহারক পঙ্গু, দেবতা ও ব্রাহ্মণাক্রোশক মূক, বিষদাতা লোলজিহ্ব, অগ্নিদাতা উন্মত্ত, গুরুর প্রতিকূলাচারী অপস্মাররোগী, গোঘাতী অন্ধ, দীপনির্ব্বাণকারী কাণ, বার্দ্ধুষিক (কুসীদজীবী) ভ্রামর-রোগী, একাকী মিষ্টভোজী বাত-গুল্মরোগী ও ব্রহ্মচারী হইয়া স্ত্রীসম্ভোগ করিলে শ্লীপদরোগী হইয়া থাকে। এই প্রকার পাপকর্ম্মবিশেষে রোগান্বিত, অন্ধ, কুব্জ, খঞ্জ, একলোচন, বামন, বধির, মূক, দুর্ব্বল, বা ক্লীবাদি হইয়া জন্মগ্রহণ করে। (বিষ্ণুস° ৪৬।)

পাপ হইতেই রোগ হইয়া থাকে। এই জন্য সর্ব্বদাই প্রত্যেক ব্যক্তির পাপের প্রতি বিতৃষ্ণ হওয়া আবশ্যক।

[কর্ম্মবিপাক শব্দে পাপোদ্ভব রোগের বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

পাপরোগিন্ (ত্রি) পাপরোগোঽস্যাস্তীতি ইনি। পাপরোগগ্রস্ত পাপোদ্ভবরোগযুক্ত।

"শুনাঞ্চ পতিতানাঞ্চ শ্বপচাং পাপরোগিণাম্।
বায়সানাং কৃমীনাঞ্চ শনকৈ র্নির্ব্বপেৎ ভুবি॥" (মনু ৩।৯২)

[পাপরোগ দেখ।]

পাপর্দ্ধি (স্ত্রী) পাপানাং ঋদ্ধির্বৃদ্ধির্যত্র। মৃগয়া। (হেম) মৃগয়া দ্বারা পাপ বৃদ্ধি হয়। "কশ্চিৎ পুলিন্দঃ স চ পাপর্দ্ধিং কর্ত্তুং বনং প্রস্থিতঃ।" (পঞ্চতন্ত্র ২।৭৮)

পাপল (ক্লী) ১ পরিমাণবিশেষ। (সংক্ষিপ্তসার উণাদি)। (ত্রি) পাপং লাতীতি লা-ক। ২ পাপগ্রাহক।

পাপলোক (পুং) নরক, পাপীদিগের অবস্থান ভূমি। (অথর্ব্বস° ১২।৫।৬৪)

পাপলোক্য (ত্রি) নরকসম্বন্ধীয়।

পাপবসীয়স্ (ত্রি) বিপর্য্যস্ত।

পাপবস্যস (ক্লী) বিপর্য্যয়।

পাপবাদ (পুং) অশুভসূচক শব্দ। (অথর্ব্ব° ১০।৩।৬)

পাপবিনাশন (ক্লী) পাপস্য বিনাশনং যত্র। ১ তীর্থভেদ। (ত্রি) ২ যেস্থলে পাপ বিনষ্ট হয়।

পাপবিনিশ্চয় (ত্রি) পাপঃ পাপে বা বিনিশ্চয়ঃ যস্য পাপকার্য্যে কৃতসঙ্কল্প, যাহারা পাপ করিবার নিমিত্ত বুদ্ধি স্থির করিয়াছে।

পাপশমনী (স্ত্রী) পাপং শম্যতে হনয়েতি শম-ণিচ্, করণে স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ শমীবৃক্ষ। (রাজনি°) ২ পাপনাশিকা। (ত্রি) পাপনিবারক।

পাপশীল (ত্রি) পাপঃ শীলং স্বভাবো যস্য। দুষ্টস্বভাব, নিন্দিতাত্মা।

পাপশোধন (পুং) পাপদূরীকরণ, পাপনাশ। (ক্লী) পাপস্য শোধনং যত্র। ২ তীর্থ। তীর্থে পাপসকল শোধিত হয়। (কথাস° ৩৪।১১)

পাপসংশমন (ক্লী) পাপস্য সংশমনম্। পাপদূরীকরণ। যাহা দ্বারা পাপ প্রশমিত হয়।

"পাপসংশমনং রামশ্চকার বলিমুত্তমম্।" (রামা° ২।৫৬।৩৩)

'পাপসংশমনং পাপশমনসাধনং' (রামানুজ)

পাপসঙ্কল্প (ত্রি) পাপঃ পাপে বা সঙ্কল্পঃ যস্য। পাপ বিষয়ে কৃতনিশ্চয়, অন্যায় কাজে স্থিরসঙ্কল্প। স্ত্রিয়াং টাপ্।

"ন হ্যহং পাপসঙ্কল্পে পাপে পাপং ত্বয়া কৃতম্।" (রামা° ২।৭৪।৩২)

পাপসম (অব্য) পাপেন তুল্যং তিষ্ঠদ্গ্বাদিত্বাদব্যয়ীভাবঃ। পাপ-তুল্য, পাপসদৃশ। "দহতি পুণ্যসমং ভবতি যদি ন দহতি পাপসমং।" (তৈত্তিরীয়স° ৩।৩।৮।৪।)

পাপসম্মিত (ত্রি) তুল্যপাপী, সমদোষে দোষী।

পাপসূদন (ত্রি) পাপং সূদয়তি পাপ-সূদ-ল্যু। পাপনাশক।

পাপসূদনতীর্থ (ক্লী) রাজতরঙ্গিণী-বর্ণিত পাপনাশক তীর্থভেদ।

পাপহন্ (ত্রি) পাপং হন্তি হন-ক্বিপ্। পাপনাশক।

"যত্র শ্যামো লোহিতাক্ষো দণ্ডশ্চরতি পাপহা।" (মনু ৭।২৫)

পাপহর (ত্রি) হরতীতি হরঃ পাপস্য হরঃ। ১ পাপনাশক। স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ নদীবিশেষ।

পাপাখ্যা (স্ত্রী) পাপং আখ্যাতি আ-খ্যা-ক, স্ত্রিয়াং টাপ্। বুধের গতিভেদ।

"প্রাকৃতবিমিশ্রসংক্ষিপ্ততীক্ষযোগান্তঘোরপাপাখ্যাঃ।" (বৃহৎস° ৭।৮।)

যখন বুধ হস্তা, অনুরাধা বা জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে থাকে, সেই সময় বুধের গতিকে পাপাখ্যা গতি কহে। (বৃহৎস° ৭অ°)।

পাপাঙ্কুশা (স্ত্রী) আশ্বিন মাসের শুক্লা একাদশী।

পাপাচার (ত্রি) পাপকার্য্যকারী, দুরাচার।

পাপাত্মন্ (ত্রি) পাপঃ পাপবিশিষ্টঃ আত্মা যস্য, পাপে অধর্ম্মে আত্মা যস্যেতি বা। পাপী, পাপিষ্ঠ।

"পাপাত্মনাং শৃণু গতিং বিস্তরেণ বদাম্যহম্।
ষড়শীতি সহস্রাণি যোজনানি দুরাত্মনাং॥"
(পদ্মপু° ক্রিয়াযোগসা° ২২অ°)

পদ্মপুরাণের ক্রিয়াযোগসারে লিখিত আছে,—পাপীদিগের ৮৬ যোজন বিস্তৃত সকলপ্রকার দুঃখময় স্থান আছে, এই স্থানে পাপিগণ অবস্থান করে। ইহার কোন কোন স্থলে অগ্নি প্রজ্ব-লিত, অপর কোন স্থলে সন্তপ্ত কর্দ্দম, বা কোন স্থানে তাম্র-বালুকা, কোনস্থানে শস্ত্রবৃষ্টি হইতেছে, কোথায় বা তপ্তাম্বুবর্ষণ,

পাষাণবর্ষণ, এবং জলদগ্নি বৃষ্টি হইতেছে। ইত্যাদি প্রকার অতিশয় কষ্টকর স্থানে পাপীদিগের গতি হইয়া থাকে।

(ক্রিয়াযোগ° ২২অঃ)

পাপান্ত (ক্লী) পাপং অন্তয়তীতি অন্ত 'কর্ম্মণ্যণ্' ইতি অণ্। তীর্থবিশেষ। ইহার নামান্তর পৃথূদক ও অমুকীর্ণ। এই তীর্থে স্নান করিলে সকল পাপ বিদূরিত হয়। এবং মনে মনে যাহা চিন্তা করা যায়, সেই ফল লাভ হয়।

"তস্মিংস্তীর্থে তু যঃ স্নাতি শ্রদ্দধানো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
স প্রাপ্নোতি নরো নিত্যং মনসা চিন্তিতং ফলম্॥
তত্তীর্থং সুবিখ্যাতং পাপান্তং নাম নামতঃ।
যত্রেহ যক্ষভূপস্ত মধু সুস্রাব বৈ নদী॥" (বামনপু° ৩৮)

পাপাপুরী (স্ত্রী) অপাপপুরী, জৈনদিগের একটী পুণ্যক্ষেত্র।

[পাবা দেখ।]

পাপাশয় (পুং) পাপ আশয়ঃ যস্ত। পাপাত্মা, অধার্ম্মিক, দুষ্ট, পাপিষ্ঠ।

পাপাহ (পুং) পাপমশুভত্বাৎ গর্হ্যঃ অহঃ টচ্‌সমাসান্তঃ। অশৌচ দিন, নিন্দিত দিন।

পাপিন্ (পুং) পাপমস্ত্যস্যেতি পাপ-ইনি। পাপযুক্ত, পাপিষ্ঠ।

"রুধিরৌঘপ্লুতাঃ কেচিৎ কেচিৎ কর্দ্দমভূষিতাঃ।
কেচিৎ কেচিৎ কৃশাঙ্গাশ্চ পথি গচ্ছন্তি পাপিনঃ॥"

(পদ্মপু° ক্রিয়াযোগসা° ২২ অ°)

পাপিনী, মান্দ্রাজ প্রদেশের কোয়ম্বাতোর জেলার ধারাপুরম্ তালুকের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। কাঙ্গয়েম ৩ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে তিনটী অতি প্রাচীন শিব ও বিষ্ণু মন্দির আছে, তন্মধ্যে অনেক শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। গ্রাম মধ্যে এক পুরাতন সমাধিস্তম্ভ দৃষ্ট হয়।

পাপিয়া (দেশজ) ১ পক্ষিবিশেষ। ইহাদের স্বর অতি মিষ্ট। ২ পাপিষ্ঠ।

পাপিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়েন পাপী পাপ-ইষ্ঠন্। অতিশয় পাপযুক্ত। স্ত্রিয়াং টাপ্।

পাপীয়স্ (ত্রি) অয়মেষামতিশয়েন পাপী পাপ ঈয়সুন্। অতিশয় পাপী। স্ত্রিয়াং ঙীব্। পাপীয়সী।

পাব্‌দা, মৎস্য বিশেষ। ইংরাজী মৎস্যতত্ত্ববিদেরা এই মৎস্যজাতিকে Callichrous নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহা সাতপ্রকার গাঙ্গপাব্‌দা, সিন্ধিপাব্‌দা, বোলপাব্‌দা, দাগীপাব্‌দা, মান্দ্রাজীপাব্‌দা, মলবারী পাব্‌দা ও দেশী পাব্‌দা।

গাঙ্গপাব্‌দা—গঙ্গানদীতে পাওয়া যায়। ইহার উপরদিকের দন্তপাটি অবিচ্ছিন্ন।

সিন্ধিপাব্‌দা—সিন্ধুদেশে সিন্ধুনদে পাওয়া যায়। ইহা রৌপ্যের ন্যায় শুভ্রবর্ণ। ইহার ডানায় ও শরীরে অনেকগুলি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দাগ আছে।

বোলপাব্‌দা—অন্ততঃ দেড়ফিট্ লম্বা, ইহার নাসিকারন্ধ্রের দুই পার্শে দুই সারি দন্ত আছে, কিন্তু তাহা অবিচ্ছিন্ন নয়। ইহা রৌপ্যের ন্যায় শুভ্রবর্ণ; কিন্তু মধ্যে মধ্যে লাল লাল বর্ণবিশিষ্ট। সিন্ধুদেশের পরিষ্কার জলপূর্ণ জলাশয়ে এবং সমগ্র ভারতবর্ষ, সিংহল ও আসাম হইতে মলয়দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত এই মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায়।

দেশীপাব্‌দা—গঙ্গা ও যমুনা নদীতে এবং ব্রহ্মদেশে পাওয়া যায়। ইহার বর্ণ রৌপ্যের ন্যায় শুভ্র; কিন্তু স্কন্দদেশে একটী দাগ আছে। দন্ত দুই সারিতে একভাবে শ্রেণীবদ্ধ, কিন্তু মধ্যস্থলে কিছু বিচ্ছিন্ন।

মান্দ্রাজীপাব্‌দা—মান্দ্রাজ, আসাম ও ব্রহ্মদেশে পাওয়া যায়। ইহার বর্ণ রৌপ্যের ন্যায় শুভ্র, কিন্তু মেরুদণ্ডের মধ্যভাগের উপরে স্কন্দদেশের চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণবর্ণ দাগ আছে। নাসিকারন্ধ্রের উভয় দিকে দন্তের শ্রেণী আছে, কিন্তু তাহা মধ্যভাগে অবিচ্ছিন্ন নয়।

মলবারীপাব্‌দা—মলবার উপকূলে পাওয়া যায়; ইহা ঈষৎ ধূসরবর্ণাভযুক্তপীতবর্ণ, মধ্যে মধ্যে লাল লাল বর্ণবিশিষ্ট। দন্ত নাসিকারন্ধ্রের উপর দিয়া শ্রেণীবদ্ধ, কিন্তু অবিচ্ছিন্ন নয়। ইহা ২০ ইঞ্চ পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইতে পারে।

দেশীপাব্‌দা—পঞ্জাবের সিন্ধুনদীতে, হরিদ্বারে গঙ্গা যে স্থানে হিমালয় পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়াছে সেইস্থানে, উড়িষ্যা, দার্জিলিং এবং আসামের ব্রহ্মপুত্র নদীতে পাওয়া যায়। ইহা নানাবিধ বর্ণের হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ইহা রৌপ্যের ন্যায় শুভ্রবর্ণ; কিন্তু পীতাভ। জব্বলপুরে ইহার পৃষ্ঠের উপরিভাগে কালদাগ দেখা যায়। দন্ত নাসিকারন্ধ্রের উভয় দিকে দুই ভাগে শ্রেণীবদ্ধ, কিন্তু বিচ্ছিন্ন।

পাবনা, রাজশাহী ও কোচবেহার বিভাগের দক্ষিণ পূর্ব্বস্থিত একটী জেলা। ইহার উত্তরসীমা জেলা রাজশাহী, বগুড়া ও ময়মনসিংহ, পূর্ব্বসীমা যমুনা নদী, দক্ষিণ সীমা পদ্মানদী এবং পশ্চিমসীমা রাজশাহী ও নদীয়া জেলা। ইহা পদ্মানদী দ্বারা রাজশাহী ও নদীয়া জেলা হইতে এবং যমুনাদ্বারা ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলা হইতে পৃথক্ হইয়াছে। এই জেলার সদর পাবনা সহরে। পাবনা সহর ইছামতী নদীর তীরে ২৪°০´৩০˝ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৯°১৭´২১˝ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। পাবনা এই জেলার রাজনৈতিকপ্রধাননগর হইলেও বাণিজ্যবিষয়ে সিরাজগঞ্জই প্রধান নগর।

গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমস্থলে বাঙ্গালার বদ্বীপের উপরি-

ভাগে পাবনা জেলা অবস্থিত। এই দুই নদীই এই জেলায় প্রধান। গঙ্গা এখানে পদ্মানামে এবং ব্রহ্মপুত্র যমুনা নামে খ্যাত। পদ্মার প্রধান শাখা ইছামতী পাবনাসহরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ব্রহ্মপুত্রের শাখা হরাসাগরের সহিত মিলিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী, বিল ও খাল আছে। বিলের মধ্যে সোনাপাতিলা বিল, চলনবিল ও ঘুঘুদহ বিলই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এখানে অনেকগুলি বাঁধ ও কৃত্রিম ঘাট আছে। বর্ষাকালে এখানে নৌকা ভিন্ন আর কিছুতেই যাতায়াত করা যায় না। এই জেলার পশ্চিমপ্রান্তস্থিত সারাঘাট ব্যতীত আর কোথায়ও লৌহবর্ম্ম নাই।

পাবনা প্রথমতঃ রাজশাহী জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহা রাণীভবানীর জমিদারীর একাংশ মাত্র। কালক্রমে যখন সেই সুবিস্তৃত জমিদারীর অনেকাংশ নিলাম হইয়া যায়, তখন পাবনা রাজশাহী হইতে স্বতন্ত্র হয়। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ইহা নূতন জেলায় পরিণত হইয়া একজন জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও একজন ডেপুটী কালেক্টরের অধীনে থাকে। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে পূর্ণক্ষমতা-প্রাপ্ত একজন মাজিষ্ট্রেট্ কালেক্টর এই জেলার ভার প্রাপ্ত হন। বর্ত্তমান সময়ে এখানে একজন সেসন জজ, একজন মাজিষ্ট্রেট্ কালেক্টর, দুইজন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট, একজন সবজজ, মুন্সেফ, একজন জেলার পুলীশের প্রধান সাহেব কর্ম্মচারী এবং একজন সিবিলসার্জন থাকেন। এখানকার সেসন-জজই বগুড়ার দায়রার কার্য্য সম্পন্ন করেন। এখানে একটী মধ্যবর্ত্তী জেল আছে। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে সিরাজগঞ্জ মহকুমা স্থাপিত হয়। তদবধি সিরাজগঞ্জের ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধি হইয়া বর্ত্তমান সময়ে ইহা জেলার সর্ব্বপ্রধান স্থান হইয়া উঠিয়াছে।

এই জেলার পূর্ব্ব সীমার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে কুষ্টিয়া মহকুমা পাবনা হইতে পৃথক্ করিয়া নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে পাংশা থানা ফরিদপুরের গোয়ালন্দ মহকুমার এবং কুমারখালী থানা কুষ্টিয়া মহকুমার অধীন হওয়ায় এখন পদ্মানদী এই জেলার সম্পূর্ণ দক্ষিণ সীমা হইয়াছে।

এই জেলার প্রধান নগরগুলি নদীর তীরে অবস্থিত। ইহার মধ্যে যমুনাতীরবর্ত্তী সিরাজগঞ্জ পাটব্যবসায়ে বাঙ্গালা-দেশের মধ্যে প্রধান। এখানে প্রতিবৎসর প্রায় দুই লক্ষ মণ পাটের আমদানী হয়। সিরাজগঞ্জের পরই শাহাজাদপুর, পাবনা, বেলকুচি ও উল্লাপাড়া বাণিজ্য বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। এই সমস্ত স্থানে পাটের আমদানিই বেশী। পাট ব্যতীত তামাক, সরিষা, তিল, তিসি, চাউল, হরিদ্রা, আদা এবং চামড়ার আমদানী হইয়া থাকে।

তণ্ডুলই এই জেলার অধিবাসিগণের প্রধান খাদ্য। চাউলের মধ্যে আমন ও আউস প্রধান। এতদ্ভিন্ন বরণ, তরা-লোটা প্রভৃতি ছয় প্রকার ধান্য এবং মটর, পাট, কলাই, হরিদ্রা প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

পাবনার কাপড় সুপ্রসিদ্ধ। পাবনা সহর ও তাহার সাত মাইল পূর্ব্ববর্ত্তী দোগাছীগ্রামে অনেক তন্তুবায়ের বাস ছিল। তাহারা এক সময়ে সুন্দর সুন্দর বস্ত্রবয়ন করিতে পারিত। এক একজোড়া কাপড় ১৮ হইতে ২০৲ পর্য্যন্ত মূল্যে বিক্রীত হইত।

কিন্তু এখন মাঞ্চেষ্টরের কল্যাণে এবং দেশীয় লোকের রুচিবিপর্য্যয়ে এই কাপড়ের উপযুক্তরূপ কাট্‌তি না হওয়ায় তন্তুবায়গণ নিরুৎসাহ হইয়া আর উৎকৃষ্ট বস্ত্রবয়ন করে না। অনেকে বস্ত্রবয়ন কার্য্য একবারে পরিত্যাগ করিয়াছে এবং তৎসঙ্গে তাহাদের দুরবস্থারও একশেষ হইয়াছে। এখন এই জেলার জোলারা অল্পমূল্যের বস্ত্রবয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, পরিধেয় বস্ত্র ভিন্ন নানাপ্রকার ছিট, লেপের খোল প্রভৃতিও তাহারা প্রস্তুত করিতেছে।

পাবনা মুসলমানপ্রধান জেলা। এখানে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যাই বেশী। ১৮৯১ সালের লোকগণনায় এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—হিন্দু ৭৪৪৪, মুসলমান ৯০১৪, দেশীয় খৃষ্টান ২৭, বৌদ্ধ ১। মুসলমানদের সংখ্যা অনেক বেশী হইলেও তাহারা সকল বিষয়েই হিন্দুদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

এখানকার অধিবাসিগণ শান্তস্বভাব। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে এখানে একবার প্রজাবিদ্রোহ হয়। এই সময় যখন সিরাজগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত যুসুফশাহী পরগণা রাণীভবানীর জমিদারী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কলিকাতার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের, ঢাকার বন্দ্যোপাধ্যায়দিগের, স্থলের পাকড়াসীদের, শলপের সান্ন্যালদের এবং পোরজানার ভাদুড়ীদের হস্তে যায়, তখন করবৃদ্ধিকারণ জমীদার ও প্রজায় মনোমালিন্য ঘটে। প্রজারা আদালতে এই করবৃদ্ধির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালাইল। অবশেষে তাহারা সকলে প্রতিজ্ঞা করিল যে, যদি দলবদ্ধ হইয়া জমিদারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে হয়, তাহাও করিতে হইবে, কিন্তু বর্দ্ধিত হারে খাজানা কিছুতেই দেওয়া হইবে না। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে জুলাইমাসে সমস্ত পরগণায় এই গোলযোগ বিস্তৃত হয় এবং স্থানে স্থানে শান্তিভঙ্গ ঘটে। এই গোলযোগ নিবারণ করিবার জন্য একদল পুলিশ প্রহরী প্রেরিত হয় এবং ৩০২ জন বিদ্রোহী প্রজা ধৃত হইয়া আসে। ইহাদের অনেকেই কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। তদবধি এখানে আর কোন গোলযোগ হয় নাই।

এই জেলায় বরগাইত বা বরগাদার বলিয়া একশ্রেণীর

কৃষিজীবী আছে। তাহারা জোতদারগণের জমি চাস করে। জোতদারগণ অর্দ্ধেক বীজ ও নিকরে জমি প্রদান করে, বরগাইতেরা অর্দ্ধেক বীজ দেয় এবং বুনন হইতে ফসলসংগ্রহ পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্যসম্পন্ন করে। সংগৃহীত ফসল উভয়ে অর্দ্ধেক ভাগ করিয়া লয়। এখানকার প্রজাদের প্রায় অধিকাংশেরই প্রজাসত্ব জন্মিয়াছে।

কৃষিজীবী ভিন্ন এই জেলায় শ্রমজীবীদিগের অবস্থাও নিতান্ত মন্দ নয়। মজুরেরা সাধারণতঃ আড়াই আনা হইতে সাড়ে চারি আনা পর্য্যন্ত দৈনিক উপার্জ্জন করে। সিরাজগঞ্জে মজুরদিগের দৈনিক হার একটু বেশী।

কৃষি ও শ্রমজীবীদিগের অবস্থা নিতান্ত মন্দ নয় বলিয়া এই জেলায় দুর্ভিক্ষের প্রকোপ বেশী হয় না। দুইবার মাত্র এখানে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, একবার ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে এবং অন্যবার ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে।

এই জেলার শিল্পকারগণের অবস্থা, শ্রমজীবী ও কৃষিজীবীদিগের অপেক্ষা অনেক ভাল। শিক্ষাবিষয়ে এই জেলা অল্পদিনের মধ্যে অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছে। পাবনা-সহরস্থিত সরকারী এণ্ট্রেন্স স্কুল ভিন্ন আরও অনেকগুলি স্কুল আছে। এতদ্ভিন্ন মাইনর ও প্রাইমারী বিদ্যালয়ের সংখ্যাও অনেক বাড়িয়াছে। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে পাবনা সহরে একটী দ্বিতীয়শ্রেণীর কলেজ স্থাপিত হইয়াছে।

এই জেলায় পাবনা, চাটমোহর, দুলাই, মথুরা, সিরাজগঞ্জ, শাহাজাদপুর, রায়গঞ্জ ও উল্লাপাড়া এই আটটী স্থানে ৮টী থানা এবং সমগ্রজেলায় ৩৮টী পরগণা ও দুইটী মিউনিসিপালিটী আছে।

পাবনা জেলার স্বাস্থ্য মোটের উপর মন্দ নয়। সিরাজগঞ্জ মহকুমার কতকস্থান ম্যালেরিয়াপ্রধান হইলেও পাবনা সদরের অনেক স্থান, বিশেষতঃ পশ্চিম প্রান্তস্থিত গ্রামগুলি বিশেষ স্বাস্থ্যকর। এই জেলায় পাঁচটী দাতব্য ঔষধালয় আছে।

এখানে ঝড়ঝাপটা তত বেশী হয় না। মেঘনা নদীর মোহনাস্থিত গ্রামগুলিতে সময়ে সময়ে ঘূর্ণবায়ু উপস্থিত হইয়া থাকে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে এখানে একবার ভয়ঙ্কর ঝড় হয়। তাহাতে অনেক বৃক্ষ, ও গৃহাদি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়; সিরাজগঞ্জে শতাধিক নৌকা জলমগ্ন এবং বৃহৎ বৃহৎ ষ্টীমার ভগ্ন হইয়াছিল।

এই জেলায় যাতায়াতের অত্যন্ত অসুবিধা। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, এই জেলার পশ্চিমপ্রান্তস্থিত সারাঘাট ভিন্ন আর কোথারও লৌহবর্ত্ম নাই। পাবনা সহরে যাইতে হইলে উত্তরবঙ্গ রেলওয়ের কুষ্টিয়া ষ্টেশন হইতে ষ্টীমারে যাইতে হয়। কিন্তু জেলার অন্তর্বর্ত্তীস্থানসমূহে যাতায়াত করা অত্যন্ত অসুবিধাজনক। এখানে ভাল রাস্তা আদৌ নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ছোট ছোট নদী, বিল ও খাল যাহা আছে, তাহা দিয়া কষ্টে সৃষ্টে যাতায়াত করা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে অনর্থক অনেক সময়ও অর্থ নষ্ট হইয়া থাকে। পাবনা সহর হইতে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী দোগাছী গ্রামপর্য্যন্ত যে রাস্তাটী আছে তাহা সুন্দর। রাজশাহী রোড নামে পাবনা সহর হইতে জেলার পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত ৩০ মাইল দীর্ঘ যে রাস্তা আছে, তাহার অবস্থা অতি শোচনীয়।

পাবনা ও সিরাজগঞ্জের মধ্যবর্ত্তী রাস্তাটী অসম্পূর্ণ ও তত সুগম নহে। পাবনা সহর হইতে তাঁতিবন্দ পর্য্যন্ত 'তাঁতিবন্দ রোড' নামক রাস্তাটী মন্দ নয়; কিন্তু বর্ষাকালে ইহার অনেক স্থানই অগম্য হইয়া উঠে। কুষ্টিয়া হইতে পাবনায় যে ষ্টীমার যাতায়াত করে তাহা বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে বাজিতপুর নামক পদ্মা নদীর একটা ঘাট ষ্টেসনে থাকে, এই বাজিতপুর হইতে পাবনাসহর পর্য্যন্ত রাস্তাটী মন্দ নয়, যেহেতু সাহেব কর্ম্মচারীদিগকে অনেক সময় এই পথ দিয়া যাতায়াত করিতে হয়। সিরাজগঞ্জ হইতে চাঁদাইকোণা এবং শেষোক্তস্থান হইতে বগুড়া পর্য্যন্ত সুন্দর রাস্তা আছে।

পাবনা জেলার যে সকল বাণিজ্যপ্রধান স্থান আছে, তাহাদের ও তথা হইতে যে সমস্ত দ্রব্য রপ্তানি হয়, তাহার নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল;—

সিরাজগঞ্জ, বেড়া, উল্লাপাড়া, কেন্দ্রপাড়া, নাকালিয়া, মথুরা, দোলাহী, শাহজাদপুর, সাতবাড়িয়া ও বাজিতপুর হইতে পাট; সিরাজগঞ্জ, উল্লাপাড়া, চাটমোহর, নাকালিয়া, বেড়া ও ভাঙ্গুড়া হইতে চাউল; সিরাজগঞ্জ, নাকালিয়া, চাটমোহর, বেড়া, নিশ্চিন্তপুর ও ধাপাড়ী হইতে ছোলা ও কলাই; ধাপাড়ী ও পাকুড়িয়া হইতে তিসি, কলাই ইত্যাদি এবং সিরাজগঞ্জ ও বেড়া হইতে তৈলবীজ (সরিষা ইত্যাদি) প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হইয়া থাকে। সমগ্র পাবনা জেলার মধ্যে পাবনা সহর, সিরাজগঞ্জ, বেলকুচি, বেলা ও উল্লাপাড়া প্রসিদ্ধ।

পাবনা, উক্ত পাবনাজেলার সদর ও প্রধান নগর। পদ্মানদীর শাখা ইছামতীর তীরে অবস্থিত। ইহার উত্তর সীমা ইছামতী নদী, দক্ষিণ সীমা পদ্মানদীর পুরাতন গর্ভ, পূর্ব্বসীমা দরিয়াপাড়াগ্রাম, পশ্চিমসীমা অক্ষরীগ্রাম। ইহার পরিমাণ দুই বর্গ মাইল। এখানে প্রধানতঃ ৫টী বাজার আছে। যথা— দেওয়ানগঞ্জ বাজার, রাধানগর বাজার, লালনপুর বাজার, পাবনা বাজার ও নূতন বাজার। এখানকার বাজারের অট্টালিকাটী অতি সুন্দর।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে পাবনার ৪ মাইল দূরে পদ্মানদী গর্ভে ৪টী প্রস্তরস্তম্ভ পাওয়া যায়। ইহাদের প্রত্যেকটী ৭ ফিট্ উচ্চ। প্রত্যেকটীরই বর্গ ক্ষেত্রাকৃতি তলদেশে একটী করিয়া খিলান পথ, তন্মধ্যে একটী মনুষ্যাকৃতি আছে। এই তলদেশ ৯ ইঞ্চ উচ্চ। এই অংশের উপরিভাগের একটী প্রশস্ত প্রান্তভাগ বাহির হইয়া আসিয়াছে এবং তদুপরি নর্ত্তক নর্ত্তকীর আকৃতি সুন্দররূপে খোদিত আছে। স্ত্রীলোকদিগের কর্ণদেশ সুবৃহৎ ও শোভিত। একটী স্তম্ভে স্ত্রীলোকদের নৃত্য অঙ্কিত আছে। প্রত্যেক স্ত্রীলোক দুইহস্তে দুইখানি যষ্টিধারণ করিয়া নৃত্য করিতেছে। প্রত্যেক স্তম্ভের এই অংশের উপরিভাগ দুই ফিট্ দীর্ঘ এবং দ্বাদশটী প্রান্তদেশবিশিষ্ট। নিম্নভাগের বহির্গামী অংশের ন্যায় এই স্থানেরও একটী প্রান্তভাগ বাহির হইয়া আসিয়াছে। ইহার এবং ইহার উপরিভাগের আর একটী অংশের মধ্যে প্রায় ৬ ইঞ্চ উচ্চ একটী পুষ্পাকৃতি, তাহার উপরিভাগে একটী নলাকৃতি এবং সর্ব্বোপরি একদিকে একটি মৌমাছি এবং অন্যদিকে একটী টিক্‌টিকির আকৃতি আছে।

পাপ্মন্ (পুং) পা-মনিন্ (নামন্ সীমন্নিতি। উণ্ ৪।১৫০)। পুগাগমে নিপাতনাৎ সাধুঃ। পাপ।

"অনেন ক্রমযোগেন পরিব্রজতি যো দ্বিজঃ।
স বিধূয়েহ পাপ্মানং পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥" (মনু ৬।৮৫)

পামঘ্ন (পুং) পাম হন্তীতি হন-টক্। গন্ধক। (জটাধর)

পামঘ্নী (স্ত্রী) পামঘ্ন-টিত্বাৎ ঙীষ্। কটুকা। (রাজনি°)

পামন্ (ক্লী) পা-মনিন্। বিচর্চ্চিকা, খোসপাচড়া।

"সূক্ষ্মা বাহ্বাঃ স্রাববত্যঃ প্রদাহাঃ
পামেত্যুক্তাঃ পিড়কাঃ কণ্ডুমত্যঃ।" (সুশ্রুত°নি)

পামন (ত্রি) পামাস্ত্যস্য ইতি (লোমাদি পামাদি পিচ্ছাদিভ্যঃ শনেলচ। পা ৫।২।১০০ ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা 'পামাদিভ্যো নঃ) ন। পাপরোগবিশিষ্ট, পর্য্যায়—কচ্ছুর। (হেম।)

পামপুর, কাশ্মীরের একটী নগর। ঝেলাম নদীর বামতীরে অবস্থিত। এই স্থানে মুসলমানদিগের দুইটী মস্‌জিদ্ আছে। ইহার নিকট জাফরাণ উৎপন্ন হয়। রাজতরঙ্গিণীতে এই স্থান 'পদ্মপুর' নামে বর্ণিত হইয়াছে।

পামর (ত্রি) পাম-পাপাদিদোরাময়স্যাস্তীতি পামন্ (অশ্মাদিভ্যো রঃ। পা ৪।২।৮০) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা র, ততো ন লোপে সাধুঃ। ১ খল। ২ নীচ। ৩ অধম, পাপিষ্ঠ। (মেদিনী)

"দূরাৎ পামরফুৎকৃতৈঃ শ্রুতিপথপ্রাপ্তৈঃ প্রবুদ্ধস্তত্ত্ব
দৃষ্টৌ নির্ঝরবারিভিঃ সহমনাঃ শ্বভ্রে নিমজ্জন্নিব।"
(রাজতর° ১।৩৭)

৪ মূর্খ। (হেম)

পামরোদ্ধারা (স্ত্রী) পামরং উদ্ধরতি উৎ-ধৃ-অণ্, ততো অজাদিত্বাৎ টাপ্। গুড়ূচী। (শব্দচ°)

পামবৎ (ত্রি) পাম বিদ্যতেঽস্য পাম-মতুপ্, মস্য ব। পামরোগী, পামরোগযুক্ত।

পামা (স্ত্রী) পামন (মনঃ। পা ৪।১।১১) ইতি ন ঙীপ্, নলোপে সাধুঃ। কচ্ছু, চলিত খোসপাচড়া। এই রোগ একপ্রকার ক্ষুদ্রকুষ্ঠভেদ। ভাবপ্রকাশে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে,—যে কুষ্ঠে পিড়কাসমূহে অতিশয় কণ্ডু (চুলকুনি) দাহ ও পূয রক্তাদি স্রাব হয়, তাহাকে পামা কহে। ইহার চিকিৎসা—জীরা ৮ তোলা, সিন্দূর ৪ তোলা, অর্দ্ধসের তৈলের সহিত ইহা পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে পামারোগ প্রশমিত হয়। মঞ্জিষ্ঠা, ত্রিফলা, লাক্ষা, বিষলাঙ্গলা, হরিদ্রা ও গন্ধক এই সকল চূর্ণ করিয়া রৌদ্রের উত্তাপে তৈলপাক করিয়া প্রয়োগ করিলে এই পামারোগ অচিরে বিনষ্ট হয়। এই তৈলের নাম আদিত্যপাক তৈল। সৈন্ধব, চক্রমর্দ্দ, সর্ষপ ও পিপ্পলী এই সকল কাঁজি দিয়া পেষণ করিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইলে পামা ও কণ্ডুরোগ প্রশমিত হয়।

সর্ষপতৈল ৪ সের। কল্কার্থ মরিচ, তেউড়ী, মুথা, হরিতাল, মনঃশিলা, দেবদারু, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা, জটামাংসী, কুড়, চন্দন, রাখালশসা, করবীর, আকন্দের আটা ও গোময়রস এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে আড়াইতোলা, বিষ একছটাক, জল ১৬ সের, গোমূত্র ৮ সের, যথাবিধানে এই তৈল পাক করিয়া গাত্রে মর্দ্দন করিতে হয়। এই তৈল মর্দ্দনে কুষ্ঠ, শ্বিত্র, ক্ষতজন্য বিবর্ণতা, কণ্ডু ও পামা প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয়।

সর্ষপতৈল ১৬ সের। কল্কার্থ মরিচ, তেউড়ী, দন্তী, আকন্দের আটা, গোময় রস, দেবদারু, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা, জটামাংসী, কুড়, চন্দন, রাখালশসা, করবীর, হরিতাল, মনঃশিলা, চিতা, বিষলাঙ্গলা, মুথা, বিড়ঙ্গ, চক্রমর্দ্দ, শিরীষ, কুটজ, নিম্ব, ছাতিম, গুলঞ্চ, সিজ, শ্যামালতা, ডহরকরঞ্জ, খদির, সোমরাজী, বচ ও লতাফট্‌কি এই সকল প্রত্যেকে অর্দ্ধপোয়া এবং বিষ এক পোয়া, গোমূত্র এক মণ ২৪ সের। এই তৈল যথাবিধানে মৃদু অগ্নির উত্তাপে পাক করিয়া গাত্রে মর্দ্দন করিলে কুষ্ঠ, ব্রণ, পামা, বিচর্চ্চিকা প্রভৃতিরোগ প্রশমিত হয় এবং ইহাতে বলী, পলিত, মুখব্যঙ্গ নষ্ট হয় এবং সৌকুমার্য্য বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। প্রথম বয়স্কা স্ত্রীগণ—এই তৈলের নস্যগ্রহণ করিলে বৃদ্ধাবস্থাতেও স্তনদ্বয় নমিত হয় না। (ভাবপ্রকাশ)

ভাবপ্রকাশের মধ্যখণ্ডে আরও অনেক ঔষধের বিষয় লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না। সকল বৈদ্যকগ্রন্থেই কুষ্ঠাধিকারে ইহার লক্ষণ ও চিকিৎসাদি লিখিত আছে।

গরুড়পুরাণে লিখিত আছে—

"হরিদ্রা হরিতালঞ্চ দূর্ব্বাগোমূত্রসৈন্ধবম্।
অয়ং লেপো হন্তি দক্রং পামানং বৈ গরং তথা॥
মাহিষং নবনীতঞ্চ সিন্দূরঞ্চ মরীচকম্।
পামা বিলেপিতা নশ্যেৎ বহুলাঽপি বৃষধ্বজ॥" (গরুড়পু° ১৯৪অ°)

হরিদ্রা, হরিতাল, দূর্ব্বা, গোমূত্র এবং সৈন্ধব একত্র করিয়া প্রলেপ দিলে ইহা প্রশমিত হয়। মাহিষ নবনীত, সিন্দূর এবং মরীচক ইহা একত্র করিয়া প্রলেপ দিলে পামারোগ নষ্ট হয়।

পামাদি (পুং) পাণিন্যুক্ত গণভেদ। পামাদিগণের উত্তর ন প্রত্যয় হয়। (পা ৫।২।১০০) এই গণ যথা—পামন্, বামন্, হেমন্, শ্লেষন্, কদ্রু, বলি, সামন, উষ্মন্ ও কৃমি।

পামারি (পুং) পামায়াঃ অরিঃ। গন্ধক, গন্ধক ঘসিয়া দিলে পামা নষ্ট হয়, এই জন্য উহাকে পামারি কহে।

পামিদি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অনন্তপুর জেলার অন্তর্গত গুতি তালুকের একটী নগর। অক্ষা° ১৪°৫৬´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৩৯´ ১৫´´ পূঃ, পেন্নার নদীতীরে গুত্তির ১৪ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এই স্থান অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। এখানে অনেক তন্তুবায় বাস করে।

পামীর (বানি-দুনিয়া) এসিয়ার মধ্যবর্ত্তী এক অতি উচ্চ ভূভাগ। পুরাণে উপমরু নামে বর্ণিত। পামীরশব্দে এখন জনমানবের বাসহীন উচ্চভূমি বুঝায়। লেফ্‌টেনাণ্ট উড্ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পামীরের উপরিভাগে শিবির সন্নিবেশ করিয়া অক্সাস্ নদীর উৎপত্তিস্থল আবিষ্কার করেন। পামীরের পশ্চিমভাগে অবস্থিত ইয়ারকন্দ এবং কাশগর পর্য্যন্ত ভূমি ক্রমশঃ এরূপভাবে উন্নত হইয়া গিয়াছে যে, আরোহণ করিবার কালে ভূমির উন্নতির বিষয় কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। এই স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৫০০০ ফিট্ উচ্চে এবং এই স্থানে উপস্থিত হইলে বিস্তৃত প্রান্তর নয়নগোচর হয়। এই প্রান্তরের একদিকে জক্ষর্ত্তেস্ নদী প্রবাহিত হইতেছে, অপরদিকে কাশগরের শিরোভাগ বা চিত্রল উপত্যকা বিদ্যমান রহিয়াছে। পামীর প্রদেশের পরিমাণ ৭০০ কি ৮০০ মাইল হইবে। এই প্রদেশ পর্ব্বতে পরিপূর্ণ। কোথামান শৃঙ্গের উচ্চতা ২২৫৪০ ফিট্; গুরুণ্ড পর্ব্বতের উচ্চতা ২০৯০০ ফিট্ এবং মুস্তাগ পর্ব্বত ২৫৪০০ ফিট্। এই সকল পর্ব্বতের উপরিভাগ সর্ব্বদা তুষারাবৃত থাকে। পামীরের উপত্যকাভূমি অধিকাংশই অনুর্ব্বরা। এই উপত্যকা হইতে অক্সাস্ ও জক্ষর্ত্তেস্ ইয়ারকন্দ ও কাশগর প্রদেশের নদী সকল এবং সিন্ধুনদীর গিলঘিট প্রদেশস্থ শাখা বহির্গত হইয়াছে। পামীরের উপত্যকা ১২০০০ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চে দেখা যায়। এই প্রদেশ হ্রদে পরিপূর্ণ এবং এই সকল হ্রদ হইতে চারিটি বৃহৎ নদী উৎপন্ন হইয়াছে। অক্ষা° ৩৭° ১৫´ উত্তরে এবং দ্রাঘি° ৭৪° ১৮´ পূর্ব্বে এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৩৩০০ ফিট্ উচ্চে পামীরকুল নামে একটী ক্ষুদ্র হ্রদ আছে। এই হ্রদের পশ্চিমভাগ হইতে অক্সাস্ নদীর ২টী শাখা বহির্গত হইয়াছে। গ্রীষ্মকালে এই স্থানে বড়ই ডাকাইতের উৎপাত শুনা যায়।

পামীরের পূর্ব্বভাগে বোলর নামে যে পর্ব্বত আছে, তাহা উত্তরে থিয়ানশান ও দক্ষিণে কিউএনলাম্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হিউএন্‌ৎসিয়াং বোলর শ্রেণীকে পোলোলো এবং পামীরকে পোমিলো বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

পামীর আর্য্যদিগের আদি নিবাস ভূমি ছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। [আর্য্য দেখ।]

পাম্বম্, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত মদুরা জেলার একটী নগর। অক্ষা° ৯° ১৭´ ২০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ১৫´ ৩১´´ পূঃ। রামেশ্বর দ্বীপের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। ভারত এবং রামেশ্বর দ্বীপের মধ্যবর্ত্তী পাম্বম্‌প্রণালীর নাম হইতে এই নগরের নামকরণ হইয়াছে। এখানকার অধিবাসীদিগকে "লব্বয়" বলিয়া থাকে, এবং ইহারা মাঝি, ডুবারি প্রভৃতির কার্য্য করে। বৎসরের অর্দ্ধেক সময় সিংহল দ্বীপের রাজকার্য্য এইখানে সম্পন্ন হয়, এবং সেই সময়ে বহুতর তীর্থযাত্রীর সমাগম হওয়ায় পাম্বম্ জনাকীর্ণ ও কোলাহলময় হইয়া উঠে। এক সময়ে এই স্থান মুক্তা আহরণের জন্য বিখ্যাত ছিল। পূর্ব্বকালে রামনদের রাজারা বিপদকালে এই স্থানে আশ্রয় গ্রহন করিতেন। রামেশ্বরে তাঁহাদের রাজপ্রাসাদ ছিল। পাম্বমে যে আলোকগৃহ আছে তাহার উচ্চতা ৯৭ ফিট্।

পাম্বম্, (পম্বু শব্দজ, পম্বু শব্দের অর্থ সর্পী।) ভারতবর্ষ ও সিংহল দ্বীপের মধ্যবর্ত্তী কৃত্রিম খাদ। এই খাদ মদুরা জেলার এবং রামেশ্বর দ্বীপের মধ্যে অবস্থিত। ভূবিদ্যাবিশারদ-পণ্ডিতেরা এই স্থান পরীক্ষা করিয়া বলেন যে পূর্ব্বে রামেশ্বর-দ্বীপ মদুরা জেলার সহিত সংলগ্ন ছিল।

রামেশ্বর দ্বীপে যে সকল খোদিত লিপি আছে তাহাতে লিখিত আছে ১৪৮০ খৃঃ অঃ ভয়ানক ঝড় হয় তাহাতে এই যোজক ভগ্ন হইয়া যায়। এই ভগ্নস্থান সংস্কার করিবার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু পুনঃ পুনঃ ঝটিকায় ভগ্ন হওয়ায় মেরামত করিবার আর চেষ্টা হয় নাই। পূর্ব্বে এই স্থান দিয়া জাহাজাদি যাতায়াত করিতে পারিত না। কিন্তু পরে এই স্থান প্রশস্ত করা হইয়াছে, এবং এখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজ যাইতে পারে। এখন এই খাদের দৈর্ঘ্য ৪২৩২ ফিট্ এবং বিস্তার ৮০ ফিট্। এই খাদের দক্ষিণে আর একটী খাদ আছে, তাহা দৈর্ঘ্যে ২১০০ ফিট্ এবং বিস্তারে ১৫০ ফিট্। ইহাকে জলকাড়ি পথ বলিয়া থাকে।

পায় (স্ত্রী) ১ জল। (বিশ্ব) ২ পরিমাণ। ৩ পান।

পায় (পারসী) পা, চরণ।

পায়ক (ত্রি) পানকারী, পায়ী।

পায়গুড়, রঘুশব্দেন্দুশেখরপ্রণেতা।

পায়চারী (দেশজ) পাদদ্বারা ভ্রমণ।

পায়জামা (পারসী) পাজামা।

পায়দল (পারসী) ১ পা। ২ পদাতি।

পায়ন (স্ত্রী) পান। "ক্ষরন্নাপো ন পায়নায়।" (ঋক্ ১।১১৬।৯)
'পায়নায় পানার্থং।' (সায়ণ)

পায়নঘাট, বেরারের অন্তর্গত একটী উপত্যকা। এই উপত্যকা হইতে পূর্ণানদী বহির্গত হইয়াছে। পায়নঘাট অক্ষা° ২০° ২১´ ও ২১° ১০´ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ১০´ এবং ৭৪° পূঃ অজন্টাগিরি ও গাবগড় গিরির মধ্যে অবস্থিত। অমরাবতী পর্য্যন্ত এই উপত্যকার পৃষ্ঠভাগ ক্রমোন্নতাবনত। অমরাবতীর পর ক্ষুদ্র গিরিমালা হইয়া উত্তর পশ্চিম দিকে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। পর্ব্বতের সান্নিধ্য ব্যতীত পায়নঘাটের অন্যান্য স্থান অত্যন্তউর্ব্বরা পূর্ণা নদী ব্যতীত অন্যান্য নদী গ্রীষ্মকালে শুষ্ক হইয়া যায়। শরৎকালে এই উপত্যকা বিবিধ শস্য পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, কিন্তু গ্রীষ্মকালে শুষ্ক হইয়া যায়।

পায়না (স্ত্রী) পা-ণিচ্-ভাবে যুচ্ স্ত্রিয়াং টাপ্। অস্ত্রাদির ধার করণার্থ ব্যাপার ভেদ। চলিত পান দেওয়া।
[বিশেষ বিবরণ পান দেখ।]

পায়না, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের অন্তর্গত গোরক্ষপুর জেলার দেওরিয়া তহসীলের একটী নগর। বরহজ এবং লার নামক পথের ধারে গোপ্রা নদীর বামভাগে এবং গোরক্ষপুরের ৪ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। এই স্থানের অধিবাসীরা অনেকে নৌচালনকার্য্য করিয়া থাকে। এখানকার অধিবাসীদিগের মধ্যে রাজপুত এবং আহীরেরাই প্রধান। সিপাহী বিদ্রোহের সময় পায়নার জমিদারেরা ইংরাজ গবর্মেণ্টের রসদপূর্ণ একখানি বাষ্পীয় শকট লুণ্ঠন করায় এই গ্রাম মজহোলের রাজাকে দেওয়া হইয়াছে।

পায়পড়া (দেশজ) পাদপতিত।

পায় পায় (দেশজ) পদে পদে। যথা, 'হাটি হাটি পায় পায়।'

পায়রা (দেশজ) পারাবত, কপোত।

পায়রাচাঁদা (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। (Chætodon Argus) একজাতীয় চাঁদা মাছ। এই মৎস্য দেখিতে অনেকটা গোলাকার। এক একটী দেড় ফুট পর্য্যন্ত বড় হয়। ভারতের সর্ব্বত্রই নদীনালায় এই মাছ দেখা যায়।

পায়রাতেলী (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। এই মৎস্য অতি সুস্বাদু। পায়রাচাঁদা মাছ।

পায়রামাছ, ইহার তামিল নাম তোল পায়রা, হিন্দি পায়রা, আরাকাণিক্ষখুয়া ও চট্টগ্রামে মত্তিয়ামাছ। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম (Chorinemus lysan) ইহাদের মুখগহ্বর অত্যন্ত গভীর এবং ইহার উপরিভাগে ৩ শ্রেণী ও নিম্নে ২ শ্রেণী দন্ত আছে। গাত্রে যে আঁইস আছে তাহা লম্বাকৃতি। আঙ্গুলের দাগের ন্যায় ইহাদের গাত্রে ৬ হইতে ৮টী পর্য্যন্ত ধূসর বর্ণের দাগ হইয়া থাকে।

এই জাতীয় মৎস্য লোহিত সমুদ্রে, ভারতবর্ষ হইতে মলয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যবর্ত্তী সমুদ্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

পায়স (পুং ক্লী) পয়সো বিকারঃ অণ্। ১ পরমান্ন। পয়ঃ অর্থাৎ দুগ্ধে হয়, এইজন্য ইহাকে পায়স কহে।

"পায়সং পরমান্নং স্যাৎ ক্ষীরিকাপি তদুচ্যতে॥"
(ভাবপ্র° পূর্ব্বখ°)

ইহার পাকপ্রণালী—বিশুদ্ধ ঘৃতের সহিত তণ্ডুল মাখিয়া ঐ তণ্ডুল অর্দ্ধপক্বদুগ্ধে সিদ্ধ করিতে হইবে, উহা উত্তমরূপে সিদ্ধ হইলে পরিমিতরূপে চিনি ও ঘৃত দিয়া নামাইলে পায়স প্রস্তুত হয়। ইহার গুণ দুষ্পাচ্য, শরীরের উপচয়কারক, বলবর্দ্ধক, বিষ্টম্ভী, এবং রক্তপিত্ত, অগ্নি ও বায়ুনাশক।
(ভাবপ্র°)

পাকরাজেশ্বরে লিখিত আছে,—

"অতপ্ততণ্ডুলো ধৌতঃ পরিভৃষ্টো ঘৃতেন চ।
খণ্ডযুক্তেন দুগ্ধেন পাচিতঃ পায়সো ভবেৎ॥
পায়সঃ কফকৃদ্বল্যো বিষ্টম্ভী মধুরোগুরুঃ॥" (পাকরাজে°)

অতপ্ত তণ্ডুল ভাল করিয়া ধুইয়া পরে ঘৃতে ভাজিতে হইবে, পরে দুগ্ধে খাঁড়ের সহিত পাক করিলে পায়স প্রস্তুত হয়। ইহা কফকারক, বলকর, বিষ্টম্ভী, মধুর ও গুরু। স্কন্দপুরাণান্তর্গত কাশীখণ্ডে লিখিত আছে, যিনি পিতৃগণের উদ্দেশে ভক্তিপূর্ব্বক পায়স তিল ও মধুসংযুক্ত করিয়া গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করেন, তাহার পিতৃগণ শতবর্ষ পরিতৃপ্ত হন, এবং তাহারা এইরূপে পরিতৃপ্ত হইয়া বিবিধ ভোগ প্রদান করিয়া থাকেন *।

(ত্রি) ২ পয়োবিকার।

"কন্দুপক্বানি তৈলেন পায়সং দধিশক্তবঃ।
দ্বিজৈরেতানি ভোজ্যানি শূদ্রগেহকৃতান্যপি॥"
(তিথিতত্ত্বধৃত বরাহপু°)

---

* "পিতৃনুদ্দিশ্য যো ভক্ত্যা পায়সং মধুসংযুতম্।
গুড়সর্পিস্তিলৈঃ সার্দ্ধং গঙ্গাম্ভসি বিনিক্ষিপেৎ।
তৃপ্তা ভবন্তি পিতরস্তস্য বর্ষশতং হরে।
যচ্ছন্তি বিবিধান্ কামান্ পরিতুষ্টাঃ পিতামহাঃ॥" (কাশীখণ্ড ২৭ অঃ)

কন্দুপক, পায়স, দধি ও শক্তু, এই সকল দ্রব্য শূদ্রগৃহে প্রস্তুত হইলেও দ্বিজগণ ভোজন করিতে পারেন।

এই বচনানুসারে কেহ কেহ বলেন, শূদ্র প্রস্তুত পায়স ব্রাহ্মণ ভোজন করিতে পারেন। কিন্তু পায়সশব্দে পয়োবিকার, অর্থাৎ দুগ্ধের দ্রব্য ক্ষীরাদি। পায়সের এইরূপ অর্থ করিলে কোন গোলযোগ নাই, শূদ্রগৃহে ক্ষীরপ্রভৃতি ভোজনের কোন নিষেধ নাই।

মনুতে লিখিত আছে পিতৃগণ এইরূপ সন্তান প্রার্থনা করেন যে, তাহারা মঘা ত্রয়োদশীতে পায়স দ্বারা শ্রাদ্ধ করেন।

"অপি নঃ সকুলে জায়াদ্যো নো দদ্যাৎ ত্রয়োদশীং।
পায়সং মধু সর্পিভ্যাং প্রাক্‌ছায়ে কুঞ্জরস্য চ॥"

পায়স দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ একবৎসর পরিতৃপ্ত হন।

"সংবৎসরন্তু গব্যেন পয়সা পায়সেন চ।" (মনু ৩।২৭১)

মেধাতিথি এই শ্লোকের টীকায় এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, পয়োবিকারঃ পায়সং, দধ্যাদি, পয়ঃ সংস্কৃত ওদনঃ প্রসিদ্ধঃ' (মেধাতিথি) ২ শ্রীবাস, তার্পিন।

পায়সিক (ত্রি) পায়সো ভক্তিরস্য (অব্যয়াত্ত্যপ্। পা ৪।২। ১০৪) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা ঠক্। পায়স ভক্তিযুক্ত।

পায়া (দেশজ) ১ পদ। ২ চৌকি প্রভৃতির পা।

পায়িক (পুং) পদাতিক। (শব্দর°)

পায়িত (ত্রি) পা-ণিচ্-ক্ত। পান দেওয়া অস্ত্র। যে অস্ত্রের পান দেওয়া হইয়াছে।

পায়িন্ (ত্রি) পানকারী।

পায়িনী, মলবার উপকূলে পালম্‌কোট্টানগরের নিকটবর্ত্তী একটী পুণ্যক্ষেত্র। পুষ্করখণ্ডে ইহার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

পায়ু (পুং) পাতি রক্ষতি শরীরং মলনিঃসারণেনেতি, (কৃপাবাজীতি। উণ্ ১।১) ইত্যুণ্, ততঃ (আতো যুক্ চিণ্‌কৃতোঃ। পা ৭।৩।৩৩) ইতি যুক্। মলদ্বার। পর্য্যায়—অপান, গুদ, চ্যুতি, অধোধর্ম্ম, শকৃদ্দার, ত্রিবলীক, বলি। গর্ভস্থিত বালকের ইহা সপ্তম মাসে হইয়া থাকে। (সুখবোধ) পায়ু একটী কর্ম্মেন্দ্রিয়। সাংখ্যমতে অহঙ্কার হইতে এই ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

"প্রকৃতের্মহান্ মহতোহহঙ্কারস্তস্মাদেকাদশেন্দ্রিয়াণি।"(তত্ত্বকৌ°)

রজোগুণাংশে পায়ুর উৎপত্তি হইয়া থাকে।

"রজোহংশৈঃ পঞ্চভিস্তেষাং ক্রমাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি তু।
বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থাভিধানানি জজ্ঞিরে॥" (পঞ্চদশী)

২ স্বনাম খ্যাত ভরদ্বাজ পুত্র।

"অশ্বণঃ পায়বেহদাৎ।" (ঋক্ ৬।৪৭।২৪)

'পায়বে ভরদ্বাজপুত্রায়।' (সায়ণ)

(ত্রি) ৩ পালক। (ঋক্ ২।১।৭)

পায়ুক্ষালনভূমি (স্ত্রী) পায়ুক্ষালনস্য ভূমিঃ। যেখানে মলমূত্র ত্যাগ করা যায়, চলিত পাইখানা।

"আহ্বানমণ্ডপং প্রাপ পায়ুক্ষালনভূমিতাং।"(রাজতর° ৬।৭৭)

পায়ুক্ষালনবেশ্মন্ (ক্লী) পায়ুক্ষালনস্য বেশ্ম। মলমূত্রত্যাগগৃহ, পাইখানা।

"শ্রুত্বেতি নির্গতো গত্বা পায়ুক্ষালনবেশ্ম সঃ।" (রাজত° ৪।৫৭১)

পায়ুভেদ (পুং) চন্দ্রগ্রহণে একপ্রকার মোক্ষ। পায়ুভেদ দুই প্রকার, যদি নৈঋর্তকোণে চন্দ্রের মোক্ষ হয় তাহা হইলে তাহাকে দক্ষিণ পায়ুভেদ এবং বায়ুকোণে মোক্ষ হইলে তাহাকে বাম পায়ুভেদ বলে। এই দ্বিবিধ মুক্তিতেই সামান্যরূপ গুহ্যপীড়া ও সুবৃষ্টি হয় এবং বামপায়ুভেদে রাজ্ঞীর নাশ হয়। (বৃহৎস° ৫ অঃ)

পায্য (ক্লী) মীয়তেহনেনেতি মা-মানে (পায্যসান্নায্যেতি। পা ৩।১।১২৯) ইতি নিপাতনাৎ পত্বং যুগাগমশ্চ। ১ পরিমাণ। ২ পান। ৩ জল। (ত্রি) ৪ নিন্দনীয়। পা-পানে-ণিচ্-ণ্যৎ। ৫ পায়য়িতব্য।

"ঘৃতঞ্চ পায্যঃ স নরঃ সুজীর্ণে
স্নিগ্ধো বিরেচ্যঃ স যথোপদেশম্॥" (সুশ্রুত ১।১৬)

পার, কর্ম্মসমাপ্তি। অদন্তচুরাদি, উভয়, সক, সেট্। লট্ পারয়তি-তে। লোট্ পারয়তু-তাং। লিট্ পারয়াঞ্চকার-চক্রে। লুঙ্ অপপারয়ৎ-তা, যঙ্ পাপর্য্যতে।

পার (ক্লী) পারয়তীতি পার 'পচাদ্যচ্' ইতি অচ্। পরতীর, নদীর অপর তীর।

"নাদাব্ধেস্তু পরং পারং ন জানাতি সরস্বতী।
অদ্যাপি মজ্জনভয়াৎ তুম্বীং বহতি বক্ষসি॥" (সঙ্গীতদর্পণ)

(পুং) পূর্য্যতেহনেনেতি পৃ-ঘঞ্। ২ পারদ।

(অমরটীকা সারসুন্দরী)

(পুং ক্লী) ৩ প্রান্তভাগ, শেষাবধি। (মেদিনী) ৪ উদ্ধার।

"পারং পরং বিষ্ণুরপারপারং পরং পরেভ্যঃ পরমার্থরূপী।
স ব্রহ্মপরঃ পরপারভূতঃ পরঃ পরাণামপি পারপারঃ॥"

(বিষ্ণুপু°)

পারক (ত্রি) পৃ-পূর্ত্তৌ, পালনে প্রীতৌ ব্যায়ামে চ ণ্বুল্। ১ পূর্ত্তিকারক। ২ পালনকারক। ৩ প্রীতিকারক। ৪ পটু, নিপুণ, সমর্থ। স্ত্রিয়াং গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্।

পারকাম (ত্রি) অপরপারে যাইতে অভিলাষী।

পারক্য (ক্লী) পরস্মৈ লোকায় হিতং, পর ষ্যঞ্, কুক্‌চ। পরলোকহিতকর্ম্ম। যে কার্য্য করিলে পরলোকের হিত হয়। পুণ্যকর্ম্ম। আয়ের চতুর্থভাগের দ্বারা পরলোকের হিতকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে।

"পাদেন তস্য পারক্যং কুর্য্যাৎ সঞ্চয়মাত্মবান্।
অর্দ্ধেন চাত্মভরণং নিত্যনৈমিত্তিকস্তথা॥" (মার্কণ্ডেয় পু°)

(ত্রি) ২ পরকীয়, পরসম্বন্ধী।

"বরং স্বধর্ম্মো বিগুণো ন পারক্যঃ স্বনুষ্ঠিতঃ।" (মনু ১০।৯৭)

পারগ (ত্রি) পারং গচ্ছতীতি পার-গম-ড। (অন্তাত্যন্তাধ্বদূর-পারসর্ব্বানন্তেষু ডঃ। পা ৩।২।৪৮) পারগামী, পারে যে গমন করে। পর্য্যায় কর্ম্মঠীক। (শব্দর°) ২ সমর্থ।

"পারগশ্চ ধনুর্দ্ধে বভূবাথ ধনঞ্জয়ঃ।" (ভার° ১।১৪০।১৬)

পারগত (পুং) শাস্ত্রাদেঃ অবিদ্যায়া বা পারং গতঃ। ১ জিন। (হেম) (ত্রি) ২ পারগ, সমর্থ।

পারঘাট, পশ্চিমঘাটপর্ব্বতস্থ একটী গিরিসঙ্কট। মাল্কম নামক স্থানের ৫ মাইল পশ্চিমে পারপার এবং পেটপার নামক দুই খানি গ্রাম আছে। এই দুই গ্রামের নিকট হইতে এবং প্রতাপগড়ের ঠিক দক্ষিণ হইতে এই গিরিসঙ্কট আরম্ভ হইয়া নিম্নে পাহাড়ের উপর দিয়া কোঙ্কণ প্রদেশে চলিয়া গিয়াছে। এই পথ পাহাড়ের গায়ে অনেক ঘুরিয়া যাওয়ায় ইংরাজেরা এই গিরিসঙ্কটকে 'কর্কস্ক্রু-পাস' (corkscrew pass) বলিয়া থাকেন। পূর্ব্বে এই পথে গবাদি পশু এবং কামান প্রভৃতি যাইতে পারিত। এই গিরিসঙ্কটের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শুল্ক আদায়ের ঘর ছিল। বিজাপুর রাজ্যের মুসলমান সেনাপতি আফজলখান প্রতাপগড়ে শিবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য এই পথ দিয়া আগমন করেন। কুমভারলি এবং ফিট্জেরাও নামক গিরিসঙ্কটে রাস্তা প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে কোঙ্কণ প্রদেশে যাইবার ইহাই প্রধান পথ ছিল।

পারঙ্গল, ১ একটী গিরিপথ। পঞ্জাবে কাঙ্গরাজেলায় বিস্তার হইতে লদাখের রূপশু পর্য্যন্ত এই গিরিপথ বিস্তৃত। ইহা সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ১৮৪০০ ফিট্ উচ্চে অবস্থিত। অক্ষা° ৩২° ৩১´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৮°১´ পূঃ। এই পথ দিয়া চমরী গো এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অশ্ব যাইতে পারে।

পারঘাটা (দেশজ) খেয়াঘাট, যে স্থানে পারাপার হয়।

পারঞ্জ (পুং) পারয়তীতি পার কর্ম্মসমাপ্তৌ ণিচ্-অজি (পারেরজিঃ। উণ্ ১।১৩৫) ণিলোপঃ। সুবর্ণ।

পারজায়িক (পুং) পরজায়াং গচ্ছতীতি পরজায়া-ঠক্। পার-দারিক, পরস্ত্রীগামী।

"বাক্শূরো দণ্ডপরুষো যশ্চ স্যাৎ পারজায়িকঃ।
যঃ পরস্বমথাদদ্যাৎ ত্যাজ্যা নস্তাদৃশা ইতি॥"
(ভারত ১২।৬৭।১৮)

পারটীট (পুং) প্রস্তর। (ত্রিকাণ্ড). ইহার পাঠান্তর পারটীন এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

পারণ (ক্লী) পার ভাবে ল্যুট্। উপবাসব্রতানন্তর দিবস কর্ত্তব্য প্রাথমিকভোজন, উপবাসের পরদিন প্রথমে যে ভোজন করিতে হয়, তাহাকে পারণ কহে। [পারণা দেখ।]

(পুং) পারয়তীতি পার-ণিচ্-ল্যু। ২ মেঘ। (শব্দর°) ৩ ঋষিভেদ।

পারণা (স্ত্রী) পার-যুচ্-টাপ্। উপবাস ব্রতের পর দিবসে প্রথম ভোজন, ব্রতান্ত ভোজন।

"পারণং পাবনং পুংসাং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
উপবাসাঙ্গভূতঞ্চ ফলদং শুদ্ধিকারণম্॥
সর্ব্বেষ্বেবোপবাসেষু দিবাপারণমিষ্যতে।
অন্যথা ফলহানিঃ স্যাদৃতে ধারণপারণম্॥" ইত্যাদি।
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ৮ অঃ)

পারণ অতিশয় পবিত্র এবং সকল পাপপ্রণাশক, ইহা উপবাসের অঙ্গভূত সাক্ষাৎ ফলপ্রদ ও শুদ্ধিকারণ। উপবাসের পর দিবাভাগে পারণা করিতে হয়, পারণা না করিলে ফলহানি হয়। রোহিণীব্রত (জন্মাষ্টমী) ভিন্ন অন্য সকল উপবাসেই দিবাভাগে পারণা করিবে। রোহিণীব্রতে রাত্রিতে পারণা করিলেও মহানিশাতে কখন করিবে না।

পূর্ব্বাহ্ণে দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগকে অর্চ্চনা করিয়া তবে পারণা করিবে। জন্মাষ্টমীব্রতের পারণার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, অষ্টমী ও রোহিণী থাকিতে পারণা করিতে নাই। যতক্ষণ অষ্টমী বা রোহিণী থাকিবে, ইহার মধ্যে বিশেষ এই যে, যদি দেড় প্রহর রাত্রের মধ্যে তিথি ও নক্ষত্রের বিয়োগ না হয়, তাহা হইলেও প্রাতঃকালে উৎসবাদি করিয়া তাহার পর পারণা করিবে। উৎসব করিয়া পারণা শাস্ত্রসম্মত *। দেড়প্রহরের মধ্যে যদি এইরূপ হয়, তাহা হইলেও পূর্ব্বাহ্ণে পারণ করিতে পারিবে।

* "তিথিনক্ষত্রসংযোগে উপবাসো যদা ভবেৎ।
পারণন্তু ন কর্ত্তব্যং যাবন্নৈকস্য সংক্ষয়ঃ।
সাংযোগিকে ব্রতে প্রাপ্তে যদ্যপ্যেকো বিযুজ্যতে।
তত্রৈব পারণং কুর্য্যাদেবং বেদবিদো বিদুঃ।
যদ্যেকস্যাপি সার্দ্ধপ্রহরনিশাভ্যন্তরে ন বিয়োগস্তদা
তয়োরবিয়োগেঽপি প্রাতরুৎসবান্তে পারণম্।
তিথ্যন্তে চোৎসবান্তে বা ব্রতী কুর্য্যাত্তু পারণম্।...
অষ্টম্যামথ রোহিণ্যাং ন কুর্য্যাৎ পারণং ক্বচিৎ।
হন্যাৎ পুরাকৃতং কর্ম্ম উপবাসার্জ্জিতং ফলম্।
অত্র উভয়বিয়োগে পারণমুক্তং।
যদা সার্দ্ধপ্রহরনিশাভ্যন্তরে একস্যৈব বিয়োগস্তদৈকতরবিয়োগেঽপি পারণম্।' (তিথিতত্ত্ব)।

মহাষ্টমীর উপবাসের পারণ।—নবমীর দিন প্রাতঃকালে মৎস্য ও মাংসাদি দ্বারা পারণ করা শাস্ত্রসম্মত। এই দিন ব্রাহ্মণকে পরিতোষরূপে ভোজন করাইয়া পরে স্বয়ং ভোজন করিবে।

"অষ্টম্যাং সমুপোষ্যৈব নবম্যামপরেঽহনি।
মৎস্যমাংসোপহারেণ দদ্যান্নৈবেদ্যমুত্তমম্ ॥
তেনৈব বিধিনান্নস্তু স্বয়ং ভুঞ্জীত নান্যথা ॥" (তিথিতত্ত্ব)

কিন্তু স্ত্রীগণ অষ্টমীর পারণে মাংসভক্ষণ করিবেন না। কেবল মৎস্যদ্বারাই পারণ করিবেন। যেহেতু স্ত্রীদিগের মাংসভক্ষণ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে। রামনবমীব্রতে নবমীর দিন উপবাস করিয়া দশমীর দিন পারণ করিতে হইবে। একাদশীর উপবাস করিয়া দ্বাদশীর দিন পারণ বিধেয়। দ্বাদশী লঙ্ঘন করিয়া পারণ করিতে নাই, করিলে বিশেষ অনিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু দ্বাদশীর প্রথমপাদ হরিবাসর নামে অভিহিত, এই জন্য প্রথমপাদ ত্যাগ করিয়া পরে পারণ করিবে।

"মহাহানিকরী হ্যেষা দ্বাদশী লঙ্ঘিতা নৃণাম্।"

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

"দ্বাদশ্যাঃ প্রথমঃ পাদো হরিবাসরসংজ্ঞিতঃ।
তমতিক্রম্য কুর্ব্বীত পারণং বিষ্ণুতৎপরঃ ॥" (তিথ্যাদিতত্ত্ব)

শ্রবণ-দ্বাদশীর পারণকাল—যে স্থলে তিথি ও নক্ষত্র সংযোগে উপবাস হয়, তথায় যতক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়ের ক্ষয় না হয়, ততক্ষণ পারণ নিষিদ্ধ। কিন্তু ইহার মধ্যে বিশেষ এই যে, যদি নক্ষত্র বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে তিথিক্ষয়ে অর্থাৎ একাদশীর অপগমে পারণ করিবে, কদাচ দ্বাদশী লঙ্ঘন করিবে না। শিবরাত্রির উপবাসেও তিথির অন্তে পারণ হইবে। *

পারণদিনে এই সকল দ্রব্য বর্জ্জনীয়। কাংস্যপাত্রে ভোজন, মাংস, সুরা, মধু, লোভ, মিথ্যাভাষণ, ব্যায়াম, সুরতক্রীড়া, দিবানিদ্রা, অঞ্জন, শিলাপিষ্টবস্তু ও মসূর এই দ্বাদশবিধ দ্রব্য বৈষ্ণবের বিশেষ নিষিদ্ধ।

হরিসন্তোষে লিখিত আছে—চণক, কোরদূষক (কোদ্রব), শাক ও পরান্ন পারণদিনে ভোজন করিতে নাই। †

* "শ্রবণদ্বাদশ্যুপবাসপারণকালঃ।
তিথিনক্ষত্রসংযোগে উপবাসো যদা ভবেৎ।
তাবদেব ন ভোক্তব্যং যাবন্নৈকস্য সংক্ষয়ঃ॥
বিশেষেণ মহীপালশ্রবণং বর্দ্ধতে যদি।
তিথিক্ষয়েণ ভোক্তব্যং দ্বাদশীং নৈব লঙ্ঘয়েৎ॥"

† "কাংস্যং মাংসং সুরাং ক্ষৌদ্রং লোভং বিতথভাষণম্।
ব্যায়ামঞ্চ ব্যবায়ঞ্চ দিবাস্বপ্নং তথাঞ্জনম্।
শিলাপিষ্টং মসূরাংশ্চ দ্বাদশৈতানি বৈষ্ণবঃ॥
দ্বাদশ্যাং বর্জ্জয়েন্নিত্যং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥"

পারণি (পুং) পারণস্য ঋষেরপত্যং ইঞ্। (পা ৪।১।৬১) পারণ ঋষির অপত্য।

পারণীয় (ত্রি) পার-অনীয়র্। পারযোগ্য।

"স বহ্নচন্দ্রাভিরপারণীয় তপঃ প্রিয়ামর্ষ্য পরিচ্ছদৈঃ॥" (ভাগ° ৯।৮।৫৪)

পারত (পুং) ত্রিবিধব্যাধি সঙ্কটাদিভ্যঃ পারং তনোতীতি তন-ড। ১ পারদ। [পারদ দেখ।] ২ জনপদভেদ।

পারতন্ত্র্য (ক্লী) পরতন্ত্রস্য ভাবঃ পরতন্ত্র-ষ্যঞ্। পরতন্ত্রতা, পরাধীনতা।

"দোষাণাং সমবেতানাং বিকল্পেঽংশাংশকল্পনা।
স্বাতন্ত্র্যপারতন্ত্র্যাভ্যাং ব্যাধেঃ প্রাধান্যমাদিশেৎ॥" (মাধবকর)

পারত্রিক (ত্রি) পরত্র ভবং পরত্র-ঠক্। ১ পারলৌকিক, পরলোক হিতকারক কর্ম্ম, যে কর্ম্মের অনুষ্ঠানে পরলোকে শুভ হয়, তাহাকে পারত্রিক কহে। ২ পরলোকভব।

পারদ (পুং) জরামরণসঙ্কটাদিভ্যঃ পারং দদাতীতি দা-ক। ধাতুবিশেষ, স্বনামখ্যাত খনিজ তরল ধাতুবিশেষ। চলিত পারা। পর্য্যায়—রসরাজ, রসনাথ, মহারস, রস, মহাতেজঃ, রসলেহ, রসোত্তম, সূতরাট্, চপল, জৈত্র, শিববীজ, শিব, অমৃত, রসেন্দ্র, লোকেশ, দুর্দ্ধর, প্রভু, রুদ্রজ, হরতেজঃ, রসধাতু, অচিন্ত্য, খেচর, অমর, দেহদ, মৃত্যুনাশক, সূত, স্কন্দ, স্কন্দাংশক, দেব, দিব্যরস, রসায়নশ্রেষ্ঠ, যশোদ। (রাজনি°) সূতক, সিদ্ধধাতু, পারত, (শব্দর°) হরবীজ, রজস্বল, (হেম) শিববীর্য্য, শিবাহ্বয়। (ভাবপ্রকাশ)

ইহার গুণ—কৃমি ও কুষ্ঠনাশক, চক্ষুর হিতকারক, রসায়ন। (রাজব°)। পারদ ভস্ম হইলে তাহার পূর্ণবীর্য্য তিনমাস পর্য্যন্ত থাকে। (পরিভাষা) রাজনির্ঘণ্টে পারদের নাম-নিরুক্তি এইরূপ লিখিত আছে, বিবিধব্যাধি ও জরা মরণাদি সঙ্কটকালে মানবগণকে পার দান করে বলিয়া ইহা পারদ নামে অভিহিত।

"বিবিধব্যাধিভয়োদয়মরণজরাসঙ্কটেঽপি মর্ত্ত্যানাং।
পারং দদাতি যস্মাত্তস্মাদয়ং পারদঃ কথিতঃ॥" (রাজনি°)

পারদের উৎপত্তি—বিষয়ে ভাবপ্রকাশে এইরূপ লিখিত আছে*—

† হরিসন্তোষ—
কাংসং মাংসমসূরঞ্চ চণকং কোরদূষকম্।
শাকং মধু পরান্নঞ্চ ত্যজেদুপবসন্ স্ত্রিয়ম্॥" (তিথ্যাদিতত্ত্ব)

* "শিবাঙ্গাৎ প্রচ্যুতং রেতঃ পতিতং ধরণীতলে।
তদ্দেহসারজাতত্বাৎ শুক্লমচ্ছমভূচ্চ তৎ॥
অত্র ভেদেন বিজ্ঞেয়ং শিববীর্য্যং চতুর্ব্বিধম্।
শ্বেতং রক্তং তথা পীতং কৃষ্ণং তত্তু ভবেৎ ক্রমাৎ॥

মহাদেবের শুক্র পৃথিবীতে পতিত হয়, সেই শুক্র হইতেই পারদের উৎপত্তি হইয়াছে। শিবশরীরজাত সার পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া উহা শ্বেতবর্ণ বা স্বচ্ছ। এই শিববীর্য্যোৎপন্ন পারদ ক্ষেত্রভেদে চারিপ্রকার যথা—শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ। এই চারিজাতি পারদ যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নামে অভিহিত অর্থাৎ শুক্লবর্ণ পারদ ব্রাহ্মণ, রক্তবর্ণ পারদ ক্ষত্রিয়, পীতবর্ণ পারদ বৈশ্য এবং কৃষ্ণবর্ণ পারদ শূদ্র নামে খ্যাত। এই চারিপ্রকার পারদের মধ্যে রোগনাশবিষয়ে শ্বেতবর্ণ পারদই প্রশস্ত। রক্তবর্ণ পারদ রসায়নে, পীতবর্ণ পারদ ধাতুভেদে এবং কৃষ্ণবর্ণ পারদ আকাশগতি সাধনবিষয়ে হিতকর। রসেন্দ্র, মহারস, চপল, শিববীর্য্য, রস, সূত ও শিবপর্য্যায়ক শব্দ সকল পারদের নাম। এই পারদ মধুরাদি ছয় রসযুক্ত, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষনাশক, রসায়ন, যোগবাহী, শুক্রবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর, সকল রোগনাশক এবং কুষ্ঠরোগে বিশেষ হিতকর।

স্বচ্ছপারদ ব্রহ্মতুল্য, বদ্ধপারদ জনার্দ্দন সদৃশ, রঞ্জিতপারদ স্বয়ং মহেশ্বর। মূর্চ্ছিত পারদ রোগনাশক, বদ্ধপারদ আকাশগতিসাধক, মারিত পারদ জরানাশক। এই কারণে পারদ অতিশয় হিতকর। যে সকল রোগ অসাধ্য, অন্য কোন প্রকার চিকিৎসাতেই আরোগ্য হয় না, মনুষ্য, হস্তী ও অশ্বসমূহের সেই সকল রোগ পারদদ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত হয়।

পারদে স্বভাবতঃ মল, বিষ, বহ্নি, প্রস্তর চাঞ্চল্য, বঙ্গ ও নাগ এই কয়টী দোষ অবস্থিত। পারদের এই সকল দোষ পরিহার না করিয়া সেবন করিলে মলদোষ দ্বারা মূর্চ্ছা, বিষদোষে মৃত্যু, অগ্নিদোষে অতি কষ্টতম গাত্রদাহ, প্রস্তর দোষে শরীরের জড়তা, চাঞ্চল্যদোষে বীর্য্যনষ্ট, বঙ্গদোষে কুষ্ঠ এবং নাগদোষদ্বারা ষণ্ডতা হয়। এই কারণে পারদশোধন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

পারদে বহ্নি, বিষ ও মল এই তিনদোষই প্রধান। এই দোষত্রয় যথাক্রমে সন্তাপ, মৃত্যু ও মূর্চ্ছা জন্মায়। বৈদ্যগণ পারদের অন্যান্য দোষও বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু উক্ত তিনটী দোষই বিশেষ অনিষ্টজনক। যে ব্যক্তি পারদের দোষ সংশোধন না করিয়া সেবন করে, তাহার অতি কষ্টকর রোগ ও শরীরের বিনাশ হয়। (ভাবপ্রকাশ পূর্ব্বখণ্ড)

এই ধাতু অতিপ্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত। ইহা সচরাচর তরল অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। পারদ খনির মধ্যে স্পেন্‌দেশে আলমাদেন নামক স্থানে কার্ণিওলায় ইদ্রিয়ার খনি সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। হাঙ্গারি, ট্রান্‌সালভেনিয়া এবং জর্ম্মনির অন্তর্গত ডিউপার্ণ্টস্ নামক স্থানেও পারদের খনি আছে। একসময়ে চীন ও জাপানে যথেষ্ট পারদ পাওয়া যাইত।

পাশ্চাত্য পদার্থবিৎ প্লিনি বলেন, কালিয়াস্ নামে একজন আথেনীয় ৫০৫ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে পারদ হইতে হিঙ্গুল প্রস্তুত করিবার প্রণালী আবিষ্কার করেন। প্লিনি আলমাদেনের পারদ খনির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। লা প্লে (Le Play) নামে একজন ফরাসী ভূতত্ত্ববিৎ এই খনি পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি এই স্থানে ৭০০ জন লোক কার্য্যে নিযুক্ত ছিল দেখিয়াছিলেন এবং তাঁহার মতে এই খনি হইতে প্রতিবৎসর ২২৪৪০০০ পাউণ্ড পারদ উত্তোলিত হইত।

পারদ যখন খনি হইতে তোলা হয়, তখন গন্ধক লৌহ রজত প্রভৃতি ধাতুর সহিত মিশ্রিত থাকে। পরে পৃথক্ করিয়া লওয়া হয়। তবে সচরাচর গন্ধকের সহিতই অধিকাংশ মিশ্রিত থাকে। পারদকে অন্যান্য ধাতু হইতে পৃথক্ করিবার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বিত হইয়াছে।

অপরিষ্কৃত পারদ লৌহের সহিত কোন আবৃত পাত্রের মধ্যে রাখিয়া তাপ দেওয়া হয়। তাপ প্রাপ্ত হইয়া গন্ধক লৌহের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায় এবং পারদ পৃথক্ হইয়া পড়ে।

পারদধাতু তরল এবং রজতের ন্যায় শুভ্রবর্ণ। ইহা গন্ধ ও স্বাদবিহীন এবং বায়ু স্পর্শে অতি অল্পই বিকার প্রাপ্ত হয়, জল সহযোগে কিছুই হয় না। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১৩·৫৬৮, এবং ৬৭০° তাপে ফুটিয়া উঠে এবং ৪০° ডিগ্রিতে জমিয়া যায়। কঠিন অবস্থায় ইহার সীসকের ন্যায় শব্দ হয় এবং ছুরি দ্বারা কাটা যায়।

পারদ তাপ ও বিদ্যুতের পরিচালক। কিন্তু তাপ অতি অল্পপরিমাণে সহ্য করিতে পারে। ৩২° ডিগ্রি হইতে ২১২° ডিগ্রি পর্য্যন্ত তাপ সংযোগে পারদ সমপরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ অবস্থায় ইহা অল্পপরিমাণে থাকিলে গোলাকৃতি ধারণ করে। অপরিষ্কৃত পারদ পরিস্রুত করিয়া লইলে বিশুদ্ধ হয়। কখন কখন বা নাইট্রিক এসিড সংযোগে বিশুদ্ধ করা হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, খনিতে পারদ প্রায়ই গন্ধকের সহিত মিশ্রিত থাকে। এই মিশ্রিত পদার্থকে হিঙ্গুল কহে।

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চ খলু জাতিতঃ।
শ্বেতং শস্তং রুজাং নাশে রক্তং কিল রসায়নে।
ধাতুবাদে তু তৎপীতং খেগতৌ কৃষ্ণমেব চ।
পারদঃ ষড়্ রসঃ স্নিগ্ধস্ত্রিদোষঘ্নো রসায়নঃ।
যোগবাহী মহাবৃষ্যঃ সদা দৃষ্টিবলপ্রদঃ।
সর্ব্বাময়হরঃ প্রোক্তঃ বিশেষাৎ সর্ব্বকুষ্ঠনুৎ।
স্বচ্ছো রসো ভবেৎ ব্রহ্মা বদ্ধো জ্ঞেয়ো জনার্দ্দনঃ।
রঞ্জিতঃ ক্রামিতশ্চাপি সাক্ষাদ্দেবো মহেশ্বরঃ।' (ভাবপ্রকাশ)

বাজারে যে সকল পারদ বিক্রয় হয়, তাহা হিঙ্গুল হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে পারদের খনি অধিক নাই। কেবলমাত্র নেপাল প্রদেশে পাওয়া যায়। অধিকাংশ পারদ চীন ও স্পেনদেশ হইতে রপ্তানি হইয়া থাকে। হিঙ্গুল উজ্জ্বল ও রক্তবর্ণ, নাইট্রিক বা হাইড্রোক্লোরিক এসিড ইহার উপরে কার্য্য করে না, কিন্তু এই দুই এসিড মিশ্রিত করিলে হিঙ্গুলের উপর কার্য্য করিয়া থাকে। হিঙ্গুলের ১০০ ভাগের মধ্যে ১৪·২৫ ভাগ গন্ধক এবং ৮৫ ভাগ পারদ আছে।

ক্লোরিনের মিশ্রণে যে পারদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে ক্লোরাইড অব মার্কারি বা হর্ণ মার্কারি বলে। ক্লোরাইড্ অব মার্কারিতে ১০০ ভাগের মধ্যে ক্লোরিন ১৪·৮৯ এবং পারদ ৮৫·১১ ভাগ আছে।

ইহাভিন্ন পারদ রজত, আইওডিন্, সিলেনাইড প্রভৃতি পদার্থের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। পারদ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ধাতু। ইহা অনেক কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দর্পণ প্রস্তুত করিবার জন্ত পারদ ব্যবহৃত হয়। খনিজ স্বর্ণ ও রৌপ্য বিশুদ্ধ করিতে পারদ আবশুক। ইহা ভিন্ন পারদ গিল্টি করিতে লাগিয়া থাকে। অনেক রোগে পারদ ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

পারদের রোগনাশক শক্তি বহুপূর্ব্বে ভারতবর্ষ, আরব এবং পারস্তদেশের লোকেরা জানিতেন। ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, পূর্ব্বদেশীয় লোকেরা সর্ব্বপ্রথমে পারদ মহাব্যাধি প্রভৃতি চর্ম্মরোগচিকিৎসায় ব্যবহার করিত। আরবেরা বা ভারতবর্ষীয় লোকেরা পারদের এই গুণ সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন কি না, তাহা অদ্যাপি স্থিরীকৃত হয় নাই। য়ুরোপে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ঔষধার্থে পারদ প্রথম প্রচলিত হয়।

সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সংস্কৃত চিকিৎসা গ্রন্থ চরকে পারদের উল্লেখ দেখা যায়। চরক পারদের পরিবর্ত্তে 'রস' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু রস শব্দের অর্থ পারদ কি না, এবিষয়ে অনেকে সন্দেহ করেন। অষ্টম শতাব্দীতে এতদ্দেশীয় চিকিৎসকদিগকে 'পারদ' শব্দ ব্যবহার করিতে দেখা যায়।

য়ুরোপীয় চিকিৎসকেরা অনেক রোগে পারদ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। পারদ এবং পারদ হইতে যে সকল মিশ্র পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহা গাত্রে লাগিলে কিছুক্ষণ কোন প্রকার দাহ উপস্থিত হয় না, কিন্তু বাহ্যপ্রয়োগ করিতে হইলে পারদঘটিত বীর্য্যবান্ ঔষধ সকল অতিশয় সাবধানে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ক্ষতরোগে পারদ হইতে প্রস্তুত ঔষধ প্রয়োগ করিলে চারি প্রকার ফল উপস্থিত হয়। ইহা সঙ্কোচক, প্রদাহনাশক, উত্তেজক এবং পচননিবারকের কার্য্য করে। পারদের বাহ্য ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগ হইয়া থাকে। পারদ অন্যান্য ধাতু এবং মূল পদার্থের সহিত মিশ্রিত হয়, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

কাঁচা পারদ ব্লুপিল্ প্রস্তুত করিতে আবশুক হয়। ব্লুপিল্ জোলাপের জন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উপদংশরোগে ব্লুপিল্ কুইনাইন এবং অহিফেন সংযোগে রোগীকে সেবন করান হয়। ব্লুপিল্ কয়েক দিবস অনবরত ব্যবহার করিলে দাঁতের গোড়া ফুলিয়া উঠে এবং মুখ দিয়া লালা পড়িতে থাকে। এইরূপ অবস্থা হইলে পারদ সেবন বন্ধ করা উচিত। পূর্ব্বে ব্লুপিল্ পিত্তনিঃসারক বলিয়া বিবেচিত হইত, কিন্তু এক্ষণে পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, পারদ ব্যবহারে পিত্তনিঃসারণের পরিমাণ অল্প হইয়া যায়। তবে ইহা ব্যবহার করিলে শরীরের অন্যান্য যন্ত্রের কার্য্যাবরোধক দূষিত পদার্থ সকল দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়। ব্লুপিল্ ব্যবহারে অত্যন্ত যাতনাপ্রদ প্রদাহ নষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত যকৃৎ এবং মূত্রগ্রন্থি সঙ্কুচিত হইলে ইহার প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়। উপদংশ, শোথ প্রভৃতি রোগে ব্লুপিল্ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অত্যন্ত দুর্ব্বলাবস্থায়, অবসন্নাবস্থায়, বা রোগ অত্যন্ত পুরাতন হইয়া পড়িলে ব্লুপিল্ প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

ব্লুপিল্ অধিক মাত্রায় সেবন করিলে মুখ হইতে বহু পরিমাণে লালা-নিঃসারণ, ভেদ, রক্তহীনতা, গাত্রে ব্রণের আবির্ভাব, হাত পা খেঁচুনি, পক্ষাঘাত প্রভৃতি স্নায়বিক বিকার আবির্ভূত হয়। একটী মাত্র ব্লুপিল্ সেবন করিলে কাহারও কাহারও মুখ দিয়া লালা নিঃসরণ হয়। এই ব্লুপিল্ অতি সাবধানে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

কাঁচা পারা হইতে গ্রেপাউডার নামে আর এক প্রকার ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইলে ২ আউন্স খড়ি এবং ১ আউন্স পারদ লইয়া ঘসিতে হয়। পরে ঘসিতে ঘসিতে যখন পারদবিন্দুগুলি অদৃশ্য হইয়া যায়, তখন এই ঔষধ প্রস্তুত হয়। এই ঔষধ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যে স্থানে পারদঘটিত অন্যান্য ঔষধ ব্যবহার করিতে পারা যায় না, সেই স্থলে গ্রেপাউডার প্রয়োগ করা হয়। ইহার মাত্রা ১ হইতে ৩ গ্রেণ পর্য্যন্ত। গ্রেপাউডার ধাতুপরিবর্ত্তক এবং মৃদুবিরেচক। এতদ্ব্যতীত ইহা যকৃৎবিকারে এবং চর্ম্মরোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পারদ ও ক্লোরিনসংযোগে যে ২টী মিশ্র পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহার একটীর নাম পার্‌ক্লোরাইড্ অব মার্কারি এবং অপরের নাম সাব্‌ক্লোরাইড অব মার্কারি বা ক্যালোমেল।

পারদ ক্লোরাইড অব মার্কারি অত্যন্ত পচননিবারক এবং পারদঘটিত সমুদায় ঔষধ অপেক্ষা বীর্য্যবান্। ১০০০ ভাগ জলের সহিত ১ ভাগ পারক্লোরাইড্ মিশ্রিত করিয়া ক্ষতস্থান ধৌত করা হয়। এই লোশন উপদংশজনিত ক্ষতে ব্যবহার করিলে বেশ উপকার পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত ইহা দ্বারা দক্র ধৌত করা হয়। উপদংশ এবং কোন কোন জাতীয় উদরাময়রোগে ইহার আভ্যন্তরিক প্রয়োগ হয়।

ক্যালোমেল বাহ্য ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করা যায়। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে ইহা অতিবিরেচক, ধাতুপরিবর্ত্তক এবং উপদংশবিষনাশক। ইহা এক প্রকার শ্বেতবর্ণ গুঁড়া এবং স্বাদ ও গন্ধবিহীন। ইহা অতি সুন্দর বিরেচক, মূত্রকারক এবং যকৃতের কার্য্য বৃদ্ধি করিয়া থাকে। ক্যালোমেল আফিমের সহিত মিশ্রিত করিয়া বাতরোগে এবং আভ্যন্তরিক প্রদাহে প্রয়োগ করা যায়। ইহা দুই বা তিনদিনের অধিক ব্যবহার করা উচিত নহে। অধিক দিন ব্যবহার করিলে মুখ দিয়া লালা-নিঃসরণ হইতে থাকে। মস্তিষ্কবিকারে, বাতশ্লেষ্মরোগে এবং ওলাউঠা হইলে ক্যালোমেল কখন কখন রোগীকে সেবন করান হয়। আন্ত্রীয়জ্বরে (Typhoid fever) প্রথম সপ্তাহে যদি ক্যালোমেল দুই বা তিনবার সেবন করান হয়, তাহা হইলে জ্বরের প্রকোপ অনেক কমিয়া যায়। চর্ম্মরোগে ক্যালোমেলের মলম করিয়া প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে। শিশুদিগের পক্ষে মধ্যে মধ্যে ক্যালোমেল সেবন অত্যন্ত উপকারী; ২ হইতে দুই গ্রেণ ক্যালোমেল শর্করার সহিত জিহ্বার অগ্রভাগে লাগাইয়া দিতে হয়। তবে কিছু মাত্রাধিক্য সেবনে সময়ে সময়ে অনেক কুফল ফলিয়া থাকে। তাহাতে রক্ত খারাপ হইয়া যায়।

পারদ ক্লোরিন্ ব্যতীত অম্লজান, আইওডিন, আমোনিয়া প্রভৃতি পদার্থের সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে। এই মিশ্র পদার্থ সকল উপদংশ এবং চর্ম্মরোগে ব্যবহার্য্য।

পারদঘটিত ঔষধ সকল অতি সাবধানে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল বা রক্তহীন হইয়া পড়িলে ইহা কোন ক্রমেই সেবন করিতে দেওয়া উচিত নহে। যদিও উপদংশরোগে ইহা অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তথাপি প্রয়োগকালে রোগীর অবস্থা সম্যক্ বিবেচনাপূর্ব্বক ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। পারদঘটিত ঔষধ অধিক দিবস সেবন করিলে শিশুদিগের দন্ত খারাপ হইয়া যায়।

রসেন্দ্রসারসংগ্রহে পারদের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—রসের মধ্যে পারদ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা সাধ্য ও অসাধ্যরোগে পারদ ব্যবস্থা করিয়াছেন। এইজন্য অন্যান্য ধাতু হইতে পারদ শ্রেষ্ঠ। ইহার মধ্যে ভস্ম পারদ জরা ও ব্যাধিনাশক, মূর্চ্ছিত পারদ ব্যাধিঘাতক। রসেন্দ্র, পারদ, সূত, সূতরাজ, সূতক, শিবতেজঃ ও রস এই ৭টী পারদের নাম। কাহারও কাহারও মতে—শিববীজ, রস, সূত, রসেন্দ্র এবং শিবপর্য্যায়ক শব্দ সকল পারদের নাম।

পারদের লক্ষণ।—অন্তঃসুনীল, বহির্ভাগ উজ্জ্বল, এবং মধ্যাহ্ন সূর্য্যপ্রতিম যে পারদ তাহাই ঔষধের জন্য গ্রহণ করিতে হইবে। যে পারদ ধূম্রবর্ণ, বহির্ভাগ পাণ্ডুবর্ণ, কিংবা নানাবর্ণে রঞ্জিত তাহা ঔষধে প্রশস্ত নহে। পারদ শোধন না করিয়া ব্যবহার করিতে নাই। যে হেতু পারদে সীসক, রঙ্গ, মল, বহ্নি, চাঞ্চল্য, বিষ প্রভৃতি দোষ থাকায় ব্রণ, কুষ্ঠ, দাহ, জাড্য, বীর্য্যনাশ, মৃত্যু ও স্ফোট প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এইজন্য চিকিৎসকগণ পারদ উত্তমরূপে শোধন করিয়া প্রয়োগ করিবেন। বিশুদ্ধ পারদ অমৃততুল্য এবং দোষযুক্ত পারদ বিষসম। নির্দ্দোষ পারদে জরা, ব্যাধি, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রশমিত হয়। বিজ্ঞ চিকিৎসক বিশেষ যত্নসহকারে পারদশোধন করিবেন।

পারদশোধন।—শুভনক্ষত্রে ৮০০ তোলা, বা ৪০০, ২০০, ৯৫, বা ৪০ তোলা বিশুদ্ধ পারদ গ্রহণ করিয়া শোধন করিতে হইবে। ৮ তোলার কম পারদশোধন বৈদ্যশাস্ত্রানুমোদিত নহে।

মতান্তরে দেখিতে পাওয়া যায়, কেহ কেহ বলেন পূর্ব্বে যে পরিমাণ লিখিত হইল তাহা এবং ৪, বা ২ তোলা, ইহার কম পারদ শোধনের জন্য গ্রহণ করিতে নাই। কেহ কেহ বলেন ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইলে যে পরিমাণে পারদ আবশ্যক, সেই পরিমাণ পারদই শোধন করা যাইতে পারে। বিজ্ঞচিকিৎসক বিশুদ্ধদিনে ভক্তিপূর্ব্বক বিষ্ণুস্মরণ করিয়া কুমারী ও বটুকার্চ্চনপূর্ব্বক চারি অঙ্গুল পরিমিত গভীর লৌহ বা পাষাণনির্ম্মিত দৃঢ় খলে নিজমন্ত্রে রক্ষা বিধান করিয়া অনন্যচিত্তে পারদশোধন করিবেন। পারদশোধনে এই রক্ষামন্ত্রে রক্ষাকার্য্য করিতে হয়। মন্ত্র—

"অঘোরেভ্যোহথ ঘোরেভ্যো ঘোরঘোরতরেভ্যশ্চ।
সর্ব্বতঃ সর্ব্বেভ্যো নমস্তে রুদ্ররূপেভ্যঃ॥"

পারদের তপ্তখল্লবিধি।—ছাগবিষ্ঠা ও তুষ অগ্নিগর্ত্তমধ্যে রাখিয়া তদুপরি খলস্থাপন করিলে উহাকে তপ্তখল্ল বলা যায়।

পারদের নিগড়।—আকন্দ ও সীজের আটা, পলাশ বীজ, গুগ্‌গুলু এবং দ্বিগুণ সৈন্ধব লবণসহ পারদ মর্দ্দন করিতে হইবে। ইহাই পারদের শ্রেষ্ঠ নিগড়।

পারদের সাধারণ শুদ্ধি।—পারদমারণদ্রব্যের চূর্ণ ষোড়শাংশ

পারদে মিশ্রিত করিয়া প্রত্যেক দ্রব্য প্রতিদিন সাতবার করিয়া মর্দ্দন করিতে হইবে। ইহাই সাধারণশুদ্ধি।

পারদের বিশেষশোধন।—মেষরোম, হরিদ্রা, ইষ্টকচূর্ণ ও ঝুল এই সকল দ্রব্যে পারদ একদিন মর্দ্দন করিয়া কাঁজিতে ধুইতে হইবে, ইহাতে পারদের নীলদোষ অপনীত হয়। এইরূপ গোরক্ষচাউলা ও আকড়াচূর্ণে বঙ্গদোষ, সোনালুচূর্ণে মল, চিতাচূর্ণে বহ্নিদোষ, কৃষ্ণধুস্তুরচূর্ণে চাঞ্চল্যদোষ, ত্রিফলাচূর্ণে বিষদোষ, ত্রিকটুচূর্ণে গিরিদোষ এবং গোক্ষুর চূর্ণসহ মর্দ্দন করিলে অসহ্য অগ্নিদোষ নষ্ট হয়। প্রত্যেক দোষে তদ্দোষনিবারক চূর্ণ ষোড়শাংশ এবং ঘৃতকুমারীর সহিত মর্দ্দন করিয়া উষ্ণ কাঁজিদ্বারা মৃৎপাত্রে প্রক্ষালন করিতে হইবে। এইরূপ করিলে পারদ সকল দোষবর্জ্জিত ও বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

পারদশোধন বিষয়ে অনেক মত আছে—সংক্ষিপ্তভাবে যথাক্রমে তাহা প্রদর্শিত হইল।

মতান্তর—শ্বেতচন্দন, দেবদারু, কাকজঙ্ঘা, জয়ন্তী, কাঁকরোল, তালমূলী ও ঘৃতকুমারীর রসে একদিন মর্দ্দন, পরে উহা যন্ত্রপাতন করিয়া ঔষধার্থে পারদ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

মতান্তর—হরিদ্রাচূর্ণ ও ঘৃতকুমারীর রসে পারা একদিন মর্দ্দন করিয়া যন্ত্রপাতন করিলে পারদ বিশুদ্ধ হয়।

মতান্তর—পারদের দ্বাদশাংশ গন্ধক ও পারদ একত্র মিশ্রিত করিয়া জম্বীরনেবুর রসে দুই প্রহর মর্দ্দন করিয়া সাতবার যন্ত্রপাতন করিলে পারদ বিশুদ্ধ হয়।

অন্যপ্রকার—জয়ন্তী, এরণ্ড, আদা ও কাইস্তা প্রত্যেকের রস ক্রমশঃ সাত সাতবার প্রদান করিয়া শুষ্ক হওয়া পর্য্যন্ত মর্দ্দন করিবে, পরে উষ্ণ কাঁজিতে মৃৎপাত্রে প্রক্ষালন করিলে ইহা বিশুদ্ধ হয়। এই প্রকারে শোধিত পারদ ঔষধ প্রস্তুতকালে প্রশস্ত।

মতান্তরে—হরিদ্রা, ইষ্টক, ঝুল ও কাঞ্জি এই সকল দ্রব্যের সহিত পারদ মর্দ্দন করিয়া পরে মেষরোম, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বেড়েলা, চিতা, ঘৃতকুমারী, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচসহ মর্দ্দন করিলে পারদ বিশুদ্ধ হয়।

ঘৃতকুমারীর রস, চিতার কাথ এবং কাকমাচীর রস এই সকল দ্রব্যে প্রত্যেকে এক এক দিন মর্দ্দন করিলে পারদ বিশুদ্ধ হয়।

অন্যপ্রকার—রশুনের রস, পানের রস, কিংবা ত্রিফলার কাথের সহিত মর্দ্দন করিয়া কাঁজিতে ধৌত করিলে পারদের সকল দোষ নাশ হয়।

পারদ ঊর্দ্ধপাতন, অধঃপাতন ও তির্য্যক্‌পাতন প্রভৃতি দ্বারা বিশুদ্ধ হয়।

ঊর্দ্ধপাতন যথা—তিনভাগ পারদ এবং একভাগ তাম্রচূর্ণ মিলিত করিয়া জম্বীর নেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া পিণ্ডাকার করিতে হইবে। পরে নিম্নভাণ্ডে ঐ পিণ্ড রাখিয়া ঊর্দ্ধভাণ্ডের নিম্নে দ্রবলেপন করিয়া তদুপরি জল দিতে হইবে এবং সন্ধিস্থান দৃঢ়বদ্ধ করিয়া অগ্নিসন্তাপে পারদ আহরণ করিবে। নীচের দিকে তাম্রসহ বঙ্গাদিদোষ সমুদায় পতিত থাকিবে ও ঊর্দ্ধদেশে সপ্তকঞ্চুকবর্জ্জিত নির্ম্মল পারদ উঠিবে। এই প্রক্রিয়ায় পারদ উপরিভাগে উঠে, এই জন্য ইহার নাম ঊর্দ্ধপাতন।

অধঃপাতন—লাউয়া গন্ধক ও জম্বীর নেবুর রসসহ পারদ একদিন মর্দ্দন করিয়া প্রথমে পিণ্ডাকার করিবে, তাহার পর শুকশিম্বা, সজিনা, অপামার্গ, সৈন্ধবলবণ, শ্বেতসর্ষপ এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া উহার সহিত মিশ্রিত করিতে হইবে, পরে ঊর্দ্ধভাণ্ডের মধ্যভাগে লেপ দিয়া অধোভাণ্ডে জল দিতে হইবে। পরে উভয়ভাণ্ডের সন্ধিস্থল লেপন করিয়া গর্ত্তমধ্যে ঐ যন্ত্র রাখিয়া উপরিভাগে অগ্নি দিয়া পুট দিতে হইবে। এই প্রক্রিয়ায় পারদ ঊর্দ্ধ হইতে জলে পতিত হয়। অধোদিকে পারদ পতিত হয় বলিয়া ইহাকে অধঃপাতন কহে।

তির্য্যক্‌পাতন—একটী ঘটে পারদ রাখিয়া অন্য আর একটী ঘটে জল রাখিবে এবং উভয়পাত্র তির্য্যক্‌ভাবে একত্র করিয়া মুখসন্ধিতে লেপ দিয়া পারদপূর্ণ ঘটের নীচে জ্বাল দিবে, যেন পারদ তির্য্যক্‌ভাবে জলমধ্যে পতিত হয়। এই প্রণালীতে পারদ তির্য্যক্‌ভাবে গৃহীত হয় বলিয়া ইহাকে তির্য্যক্‌পাতন কহে।

পারদের বোধন—পারদের সহিত সীসক ও রঙ্গ মিশ্রিত থাকে। এই দোষ ত্রিবিধ পাতনদ্বারা নিরাকৃত হয়। এই সকল প্রক্রিয়াতে কোন কোন স্থলে নিন্দিত পারদ যণ্ডত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঐ দোষ বিনাশের জন্য বোধন আবশ্যক। নারিকেলখর্পরে কিংবা কাচপাত্রে পারদ রাখিয়া জলাপ্লুত করিয়া গজহস্ত পরিমাণ গর্ত্তে তিনদিন রাখিলে পারদের যণ্ডত্ব দোষ দূর হয়।

পারদ অষ্টকর্ম্ম দ্বারা বিশুদ্ধ হয়। অষ্টকর্ম্ম যথা—স্বেদন, মর্দ্দন, উত্থাপন, পাতন, বোধন, নিয়ামন এবং দীপন, পারদের এই ৮ প্রকার সংস্কার। হিঙ্গুলোত্থিত পারদগ্রহণ স্থলে জম্বীর ও কাগজী নেবুর রসে একদিন হিঙ্গুল মর্দ্দন করিয়া ঊর্দ্ধপাতনযন্ত্রে বিশুদ্ধপারদ গ্রহণ করিবে। এই পারদ নাগ ও বঙ্গাদি দোষ রহিত এবং রসকর্ম্মে প্রশস্ত। অপর পারদ স্বেদনাদি অষ্টকর্ম্ম ব্যতীত প্রয়োগে প্রশস্ত নহে।

হিঙ্গুলাকৃষ্ট পারদ—হিঙ্গুল খণ্ড খণ্ড করিয়া মৃৎপাত্রে লইয়া তিন দিন জম্বীর নেবুর রসে ভাবনা দিতে হইবে। তাহার পর

আমরুলের রসে সাতবার ভাবনা দিয়া জম্বীর নেবু ও চাঙ্গেরী নেবুর রসে পরিপ্লুত করিয়া হাঁড়ীর মধ্যে রাখিতে হইবে, তাহার পর মালসা বা হাঁড়ীর নীচে খড়ি মাখাইয়া হাঁড়ীর মুখে সরা দিয়া সন্ধিস্থান লেপন করিবে। পরে হাঁড়ীর নীচে জ্বাল এবং উপরিস্থিত পাত্রের মধ্যে শীতলজল দিবে। জল উষ্ণ হইলে তুলিয়া ফেলিয়া পুনঃ পুনঃ শীতলজল দিতে হইবে। এইরূপ ত্রিশ বার করিতে হইবে। ইহাতে নির্ম্মল পারদ উর্দ্ধপতিত হইয়া খড়ি মাখান পাত্রের সংলগ্ন হইলে গ্রহণ করিবে। এই পারদ সীসকাদি দোষহীন ও সকল গুণসম্পন্ন। ইহাতে কেহ কেহ বলেন, পালতামাদার ও জম্বীর নেবুর রসে এক এক প্রহর হিঙ্গুল মর্দ্দন করিয়া উর্দ্ধপাতনযন্ত্রে পারদ গ্রহণ করিতে হইবে। এই প্রণালীতে নির্দ্দোষ পারদ গৃহীত হইয়া থাকে।

পারদের মূর্চ্ছনা।—গন্ধক ও পারদ মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। ঘনচাপল্যাদি দোষ রহিত হইলে উহাকে মূর্চ্ছিত পারদ কহে।

মৃতপারদ বা পারদভস্ম।—পারদ ১৬ তোলা, গন্ধক ৮ তোলা, ঘৃতকুমারীর রসে একদিন মর্দ্দন করিয়া ভূধরযন্ত্রে একদিন পুটপাক করিলে পারদ মৃত হয়।

মতান্তরে—পানের রসে পারদ মর্দ্দন করিয়া কাঁকরোলের খোলে পুরিয়া বস্ত্রের উপর মৃত্তিকার লেপ দিয়া একদিন গজপুট প্রদান করিলে পারদ মৃত হয়। এই ভস্মপারদ যোগবাহী এবং সকল কার্য্যে প্রযোজ্য।

অন্যপ্রকার—পারদ তিনভাগ, গন্ধক তিনভাগ, সীসক দুই আনা একত্র মর্দ্দন করিয়া বোতলে পুরিয়া মাটীমাখান বস্ত্র দিয়া বোতলে লেপ দিবে এবং খড়ি দিয়া মুখবন্ধ করিতে হইবে। পরে বোতল হাঁড়ীর মধ্যে রাখিয়া ঐ হাঁড়ী বালুকাদ্বারা পূর্ণ করিয়া তিন দিন জ্বাল দিবে। অনন্তর বন্ধূকপুষ্প সদৃশ অরুণবর্ণ পারদ ভস্ম গ্রহণ করিয়া সকল রোগে প্রয়োগ করা যাইবে। এই ভস্মপারদ দুই কুঁচ পরিমাণে রোগবিশেষে অনুপানের সহিত সেবন করিলে জরা ও মৃত্যুনাশ হয়।

পারদভস্ম—সোহাগা, মধু, লাক্ষা, মেষরোম, কুঁচ এবং ভৃঙ্গরাজরস এই সকল দ্রব্যের সহিত পারদ একদিন মর্দ্দন করিয়া বালুকাযন্ত্রে একদিন সম্পুট করিলে বিশুদ্ধ কর্পূর সদৃশ ভস্ম উৎপন্ন হয়।

পারদভস্ম—শ্বেত, পীত বা কৃষ্ণ এই তিন প্রকার পারদ ভস্ম হয়। পারদের শ্বেতভস্ম সুধানিধিরস বা রসকর্পূর নামে অভিহিত হয়। পাংশুলবণ ও সৈন্ধব লবণ একত্র পারদের সহিত সিজের আটায় বারংবার মর্দ্দন করিয়া লৌহপাত্রে রাখিয়া খড়ি দিয়া মুখ বন্ধ করিবে এবং লবণপূর্ণ ভাণ্ড মধ্যে রাখিয়া একদিন জ্বাল দিলে কুন্দ বা চন্দ্রসদৃশ বর্ণ হয়, এইরূপে পারদের শ্বেতভস্ম হয়। প্রাতে লবঙ্গের সহিত ৪ রত্তি সেবন করিলে দুইপ্রহর মধ্যে উর্দ্ধ বিরেচন হয়, ইহাতে পুনঃ পুনঃ শীতল জলসেচন বিধেয়।

পীতভস্ম পারদ—সমানাংশ পারদ ও গন্ধক হাতিশুঁড়ার ও ভূম্যামলকীর রসে সাতদিন মর্দ্দন করিয়া মূষাবদ্ধপূর্ব্বক বালুকাযন্ত্রে মৃদুসন্তাপে দিবারাত্র পাক করিবে, এইরূপে পারদের পীতভস্ম প্রস্তুত হয়। এই ভস্ম একরত্তি পরিমাণে পাণের সহিত সেবন করিলে ক্ষুধা, সকল প্রকার উদররোগ, অগ্নিভঙ্গাদি দোষ ও জরা নাশ হয়। ইহাকে কেহ কেহ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নামে অভিহিত করেন।

কৃষ্ণভস্ম পারদ—সমভাগ ধান্যাভ্র ও পারদ মারক দ্রব্যরসে একদিন মর্দ্দন করিয়া উহার কল্কে বস্ত্র দিয়া লেপ দিতে হইবে। পরে বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া পুনঃ পুনঃ এরণ্ডতৈল সেচনপূর্ব্বক জ্বাল দিবে এবং অধঃপতিত দ্রব ভাণ্ডে রাখিয়া নিয়ামক দ্রব্যে একদিন মর্দ্দন করিয়া কন্দুকাখ্যযন্ত্রে পাতন করিবে। এইরূপে পারদের কৃষ্ণভস্ম প্রস্তুত হয়। ইহা রোগবিশেষে প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে।

পারদসেবনে বুদ্ধি, স্মৃতি, প্রভা, কান্তি ও বর্ণ প্রভৃতি বর্দ্ধিত হয়। পারদসেবীর ককারাষ্টকদ্রব্য অর্থাৎ কুষ্মাণ্ড, কাঁকুড়, কলমী, কলিঙ্গ, করলা, কুসুম্ভিকা, কাকরোল ও কাকমাচী, এই ৮ প্রকার দ্রব্য বিশেষ নিষিদ্ধ। (রসেন্দ্রসারসং)

ভাবপ্রকাশে পারদশোধন বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে, স্বেদন, মর্দ্দন, মূর্চ্ছন, উর্দ্ধপাতন ও অধঃপাতন প্রভৃতি দ্বারা পারদ সংশোধিত হয়।

পারদের স্বেদন নানারূপ। ধান্যগ্রহণ করিয়া তাহার তুষ বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে, তৎপরে উহা জলের সহিত একটী মৃত্তিকানির্ম্মিত পাত্রে রাখিবে, পরে ইহা অম্লরসাস্বাদ হইলে ভৃঙ্গরস, মুণ্ডি, শ্বেতাপরাজিতা, পুনর্নবা, ব্রাহ্মীশাক, গন্ধনাকুলি, মহাবলা, শতাবরী, ত্রিফলা, নীলাপরাজিতা, হংসপদী ও চিতা, এই সকল দ্রব্য একত্র কুটিয়া অম্লভাণ্ড মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। ইহা ধান্যাম্ল নামে খ্যাত। এই ধান্যাম্ল পারদের স্বেদনাদি সমস্ত কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। ধান্যাম্লের অভাবে অত্যন্ত অম্লভাবাপন্ন আরনালও প্রয়োগ করা হইয়া থাকে।

শুঁঠ, পিপুল, সৈন্ধব, রাইসরিসা, হরিদ্রা, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, আদা, মহাবলা, নাগবলা, নটেশাক, পুনর্নবা, মেষশৃঙ্গ, চিতা, ও নিশাদল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া সমস্ত একত্রই হউক বা পৃথক্ ভাগেই হউক, ধান্যাম্লের সহিত পেষণ করিয়া তৎকল্কদ্বারা এক অঙ্গুলি পরিমিত বস্ত্রলেপন

করিবে, পরে ঐ বস্ত্র মধ্যে পারদ পূরণ করিয়া বন্ধন করিবে, পরে একটী পাত্রে অম্ল পূরণ করিয়া দোলাযন্ত্রে পারদকে তিন-দিন পাত্রে পাক করিলেই স্বেদন সিদ্ধ হইবে।

অন্যবিধ—মূলক, চিতা, সৈন্ধব, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আদা, রাইসরিষা, এই সকল দ্রব্য ও পারদের ১৬ ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করিয়া পরে ঐ সকল দ্রব্য এবং পারদ একত্র করিয়া এক টুকরা বস্ত্রে বাঁধিতে হইবে, পরে উহা কাঁজির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া দোলাযন্ত্রে একদিন পাক করিলে পারদের স্বেদন হইয়া থাকে। পারদ স্বেদন দ্বারা তীব্র এবং মর্দনদ্বারা নির্ম্মল হইয়া থাকে।

পারদের মর্দন।—প্রথমে পারদ চূর্ণ ও সুরকি দ্বারা পারদকে মর্দ্দন করিবে। তৎপরে দধি, গুড়, সৈন্ধব, রাইসরিষা ও ঝুল মিশাইয়া মর্দ্দন করিবে। অন্যপ্রকার—ঘৃতকুমারী, চিতা, রাই-সর্ষপ, বৃহতী ও ত্রিফলার কাথ এই সকল একত্র করিয়া পারদের সহিত তিনদিন মর্দ্দন করিলে পারার সমস্ত মল বিদূরিত হয়।

পারদের মূর্চ্ছন।—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, বন্ধাকন্দ, বৃহতী, কণ্টকারী, চিতা, ঊর্ণা, হরিদ্রা, যবক্ষার, ঘৃতকুমারী, আকন্দপাতা ও ধুতুরাপাতার রস বা এই সকল দ্রব্যের কাথ করিয়া তদ্দ্বারা পারদকে সাতবার মর্দ্দন করিবে। এইরূপে পারদের মূর্চ্ছন হয়। ইহাতে পারদের দোষ সকল নিরাকৃত হয়।

ঊর্দ্ধপাতন।—তুঁতে, স্বর্ণমাক্ষিক এবং ঘৃতকুমারীর রস দ্বারা পারদ এমন ভাবে মর্দ্দন করিতে হইবে যে, পারদ পৃথক্‌রূপে দৃষ্টিগোচর না হয়, পরে বিদ্যাধরযন্ত্রে উহার ঊর্দ্ধপাতন করিবে।

অধঃপাতন।—ত্রিফলা, সজিনা, চিতা, সৈন্ধব ও রাইসরিষা, এই কয়েক দ্রব্য দ্বারা কাথ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে পারদকে উত্তমরূপে পেষণ করিবে। পরে যন্ত্রের উপরিস্থিত পাত্রে লেপ দিয়া বিলঘুটিয়া দ্বারা ভূধরযন্ত্রে পাক করিলে পারদের অধঃপাতন হয়। স্বেদনাদি দ্বারা সংশোধিত পারদ সমস্ত কার্য্যেই প্রয়োজিত হইতে পারে।

পারদের মুখ্যদোষনাশক শোধনবিধি।—পারদের মলদোষ ঘৃতকুমারী দ্বারা, অগ্নিদোষ ত্রিফলায় এবং বিষদোষ চিতাতে নষ্ট হয়। অতএব এই কয়েকটী দ্রব্য একত্র করিয়া পারদকে সাত বার মূর্চ্ছিত করিলে সকল দোষ নিরাকৃত হইবে।

পারদের দোষনাশক সংক্ষিপ্ত নিয়ম।—ঘৃতকুমারী, চিতা, রক্তসর্ষপ, বৃহতী ও ত্রিফলা, এই কয়েকটী দ্রব্য দ্বারা কাথ প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা তিন দিন পারদকে মর্দ্দন করিবে। এইরূপে পারদের সকল দোষ দূর হয়।

ঘৃতকুমারী এবং হরিদ্রা চূর্ণ দ্বারা একদিন পারদ মর্দ্দন, তৎপরে বহ্ন্যোষধির কাথ দ্বারা স্বেদিত হইলে পুনরায় বল-বান্ হইয়া থাকে। নাগফনী, তেঁতুল, বন্ধ্যা, ভৃঙ্গরাজ ও মুণ্ডক এই কয়েকটী দ্রব্যের কাথ দ্বারা স্বেদিত হইলেও পারদ বলী হয় এবং চিত্রকের রসে স্বেদিত হইলে অত্যন্ত দীপ্তিমান্ হইয়া থাকে।

পারদের মারণবিধি।—ঝুল, পারদ, গন্ধক ও নিশাদল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিয়া অম্লে এক প্রহর মর্দ্দন, অনন্তর একটী বোতলে ঐ পারদাদি পুরিয়া বস্ত্রখণ্ড ও মৃত্তিকা দ্বারা ঐ বোতল লেপিয়া শুকাইতে হইবে। পরে একটী হাঁড়ির অধোদেশে ঠিক মধ্যস্থলে একটী ছিদ্র করিয়া ঐ ছিদ্রোপরি বোতল বসাইয়া বোতলের চারিদিকে বালুকা দিয়া পূর্ণ করিতে হইবে। এইরূপ পরিমাণে বালুকা দিতে হইবে যে, যেন বোতলের গলদেশ পর্য্যন্ত হয়। পরে ঐ হাঁড়ী উনানে রাখিয়া জাল দিতে হইবে, ক্রমে অগ্নির উত্তাপ বৃদ্ধি করিতে হইবে, এইরূপে দ্বাদশ প্রহর পাক করিলে পারদভস্ম হয়। পরে ইহা নামাইয়া শীতল হইলে ঊর্দ্ধগত গন্ধক পরিত্যাগ করিয়া অধোদেশস্থিত মারিত পারদ গ্রহণ করিতে হইবে। এই মারিত পারদ উপযুক্ত মাত্রায় যথাবিহিত অনুপানের সহিত সকল কার্য্যেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

অন্যবিধ—অপামার্গের বীজে দুইটী মূষা প্রস্তুত করিবে, তৎপরে কাকডুমুরের আটামিশ্রিত পারদ ঐ মূষাদ্বয়ের মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। পরে দ্রোণপুষ্পবীজ, বিড়ঙ্গ ও অরিমেদক চূর্ণ করিয়া ঐ মূষার নিম্নে ও উপরিভাগে বেষ্টন করিয়া মৃত্তিকা-নির্ম্মিত মূষার মধ্যে স্থাপন, তৎপরে পুটপাক করিলে পারদ-ভস্ম হয়। ইহা যথাবিধি প্রযুক্ত হইলে বিশেষ ফলপ্রদ হয়।

মারিত ও মূর্চ্ছিত পারদের গুণ।—পারদ বিশুদ্ধরূপে মারিত ও মূর্চ্ছিত হইলে নিম্নলিখিতরূপ উপকার হয়। এই পারদ কৃমিনাশক, কুষ্ঠাপহারক, জয়প্রদ, দর্শনশক্তিবর্দ্ধক, মৃত্যুনাশক, অতিশয় বীর্য্যবর্দ্ধক, যোগবাহী, বার্দ্ধক্যনাশক, স্মরণশক্তি ও ওজোধাতুবর্দ্ধক, বৃংহণ, রূপ, ধাতু ও শৌর্য্যজনক। এই পারদ সকল দোষনাশক, এমন কি ইহা মৃত্যুনাশক। যে কোন অসাধ্যব্যাধি অন্য কিছুতেই আরোগ্য না হয়, তাহা পারদ সেবনে নিরাকৃত হয়। (ভাবপ্র° পূর্ব্বখণ্ড)

পারদ শোধিত হইলে তাহা অমৃত তুল্য। রসের মধ্যে পারদ প্রধান, এইজন্য বৈদ্যকগ্রন্থে পারদ 'রস' নামে অভিহিত। রসেন্দ্রসারসংগ্রহে যে সকল ঔষধ লিখিত হইয়াছে, তাহার প্রায় সকল ঔষধেই পারদ আছে। যে সকল ঔষধে পারদ আছে, তাহা প্রায়ই বলকর।

হিঙ্গুল হইতে পারা গ্রহণ করা যায়। হিঙ্গুলোত্থ পারদ

সকলপ্রকার দোষনাশক। অতএব ঐ পারদ সকল কর্ম্মে নিয়োগ করা যাইতে পারে।

রসেশ্বর দর্শন মতে পারদ হইতে সকল সৃষ্টি হইয়াছে। পারদই আত্মা স্বরূপ। [ইহার বিশেষ বিবরণ রসেশ্বর দর্শন দেখ।]

প্রাণতোষিণী ও মাতৃকাভেদতন্ত্রে পারদের শিবলিঙ্গ-নির্ম্মাণ-বিধানের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—

পারদের শিব নির্ম্মাণ করিতে হইলে নানাপ্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হয়। এইজন্য পারদশিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ সময়ে শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি করিতে হয়। পারদ সাক্ষাৎ শিববীজস্বরূপ। এই জন্য কখন ইহা তাড়ন করিবে না। তাড়ন করিলে বিত্তনাশ ও বহুবিধ রোগ অথবা মৃত্যুও হইতে পারে।

"পারদে শিবনির্ম্মাণে নানাবিঘ্নং যতঃ প্রিয়ে।
অতএব মহেশানি! শান্তিস্বস্ত্যয়নঞ্চরেৎ॥
পারদং শিববীজং হি তাড়নং নহি কারয়েৎ।
তাড়নাদ্বিত্তনাশঃ স্যাৎ তাড়নাদ্বিত্তহীনতা॥" (মাতৃকাভে° ৮ পটল)

আরও লিখিত আছে,—লক্ষ্মী ও নারায়ণ পারদ-শিবলিঙ্গের শতাংশের এক অংশও নহে। যেহেতু পকার স্বয়ং বিষ্ণু, আকার কালিকা, রকার সাক্ষাৎ শিব এবং দকার ব্রহ্মা এইজন্য পারদ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাত্মক। আজন্ম মধ্যে যদি কেহ একবার পারদশিবলিঙ্গ পূজা করে, তিনি ধন্য, জ্ঞানী, ব্রহ্মবেত্তা এবং পৃথিবীর রাজা হইয়া সকলের নিকট পূজিত হন।

"পারদস্য শতাংশৈকো লক্ষ্মীনারায়ণো নহি।
পকারং বিষ্ণুরূপঞ্চ আকারং কালিকা স্বয়ম্॥
রেফং শিবং দকারঞ্চ ব্রহ্মরূপং ন চান্যথা।
পারদং পরমেশানি! ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকম্॥
যো যজেৎ পারদং লিঙ্গং স এব শঙ্করব্যয়ঃ।
আজন্মমধ্যে যো দেবি একদা যদি পূজয়েৎ॥
স এব ধন্যো দেবেশি! স জ্ঞানী স চ তত্ত্ববিৎ।
স ব্রহ্মবেত্তা স ধনী স রাজা ভুবি পূজ্যতে॥"

(প্রাণতোষিণীধৃত মাতৃকাভেদত° ৮ প°)

পারদের শিব প্রস্তুত করিবার কালে যোড়শোপচারে ১২টী শিবপূজা, জপ ও হোমাদি করিতে হয়। এইরূপে শিবপূজাদি করিয়া পারদ আহরণ করিবে। তাহার উপর বিঘ্ননাশক মন্ত্র অষ্টোত্তরশতবার জপ করিতে হইবে। পরে প্রণব মন্ত্রে ঐ পারদ ঝিণ্টীপত্ররসদ্বারা কর্দ্দমতুল্য করিতে হইবে। পরে ইহা নির্ম্মাণযোগ্য হইলে তাহা দ্বারা শিবলিঙ্গ প্রস্তুত করিবে। এই পারদলিঙ্গ প্রস্তরে সংস্থাপিত করিবে। এইরূপে পারদলিঙ্গ প্রস্তুত হয়, এই পারদলিঙ্গ পূজনে সকল পাপ বিদূরিত হয়। (প্রাণতোষিণী° মাতৃকাভেদত° ৮ প°)

২ ম্লেচ্ছজাতিবিশেষ। সগররাজ এই জাতির মাথা মুড়াইয়া দিয়াছিলেন, তদবধি ইহারা মুক্তকেশ।

"কৈরাতা দরদা দর্ব্বা শূরা বৈয়মকা স্তথা।
ঔদুম্বরা দুর্ব্বিভাগা পারদাঃ সহ বাহ্লীকৈঃ॥" (ভারত ২।৫১।১৩)

পারদ, (Parthia) উক্ত পারদজাতির নিবাসভূত একটী প্রাচীন দেশ। কাস্পীয়সাগরের দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। প্রাচীন কোণাকার শিলালিপিতে 'পার্থব', সংস্কৃত সাহিত্যে 'পহ্লব' এবং গুপ্তসম্রাটের শিলালিপিতে 'পার্থিব' নামে উক্ত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক প্লিনি বলেন যে, ইহার পূর্ব্বসীমা এরাই, দক্ষিণসীমা কর্ম্মণাই ও এরিয়ানি, পশ্চিমসীমা প্রতিতি এবং উত্তরসীমা হির্কানাই নদী। হেকাটম্পিলন ইহার প্রধান এবং একমাত্র প্রসিদ্ধ নগর। ইহার ইংরাজী নাম পার্থিয়া (Parthia)। পারদের অধিবাসিগণ শকদিগের বংশসম্ভূত। তাহারা পারস্যসম্রাটের অধীন ছিল। জরক্সেস্ ও দরায়ুসের সৈন্যদলের সহিত তাহারা যুদ্ধে গমন করিয়াছিল। পারদদেশের রাজা সুপ্রসিদ্ধ আলেকসান্দরের একজন ক্ষত্রপ বা সামন্ত মাত্র ছিলেন। আলেকসান্দরের মৃত্যুর পর পারদবাসিগণ অন্তিগোনাস্ ও সিলিউকসের (জলোক) বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। অবশেষে ২৫৬ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে তাহারা সিরীয়ার রাজগণের বশ্যতা পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রথম আর্শকেশের শাসনাধীনে স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপন করে। এই সময় হইতে পারদরাজ্য ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া ইউফ্রেটিস নদী হইতে সিন্ধুনদ এবং অকসাস্ নদী হইতে পারস্যোপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

পারদরাজ্য ২৫৬ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ হইতে ২২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। প্রথম আর্শকেশ, প্রথম মিত্রদাত এবং দ্বিতীয় ফ্রবরতিশের সময়ে ইহা ইউফ্রেটিস্ ও সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। ৫৩ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে রোমক সেনাপতি ক্রাসাস্ হত এবং তাহার সৈন্যদল ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে পারদবাসিগণের প্রভুত্ব আরও বর্দ্ধিত হয়। রোমের প্রধান সেনাপতিদ্বয় সিজর ও মিজর মধ্যে যখন যুদ্ধ হয়, তখন তাহারা পম্পির পক্ষ অবলম্বন করে। সিজরের মৃত্যুর পরে তাহারা ব্রুটাস্ ও কেসাসের সাহায্য করে। ৩৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ হইতে পারদরাজ্যে অন্তর্বিপ্লব আরম্ভ হয়। অবশেষে ২১৭ খৃষ্টাব্দে পারদরাজ্যের শেষ সম্রাট্ আর্ত্তবানের আর্ত্তজরক্সেস নামক জনৈক সেনাপতি পারদরাজ্যের এই গোলযোগ দেখিয়া স্বয়ং একটী নূতন বংশ স্থাপন করিতে অভিলাষী হইলেন এবং পারসিকদিগকে তাঁহার সাহায্যার্থ আহ্বান করিলেন। পারসিকেরা একটী বৃহৎ সৈন্যদল সংগ্রহ করিয়া পর পর তিনটী যুদ্ধে পারদবাসিগণকে

পরাজিত করিলে আর্ত্তজরক্সেস্ পারদরাজগণের সমস্ত রাজ্য অধিকৃত করিয়া নূতন পারস্তরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিলেন।

[পহ্লবী ও পারস্ত দেখ।]

পারদগুক (পুং) দেশবিশেষ। (শব্দর°) কাহারও কাহারও মতে এই দেশ ঔড্রদেশের একভাগ।

পারদর্শক (ত্রি) পারং দর্শয়তীতি দর্শি-ণ্বুল্। যিনি পার দর্শন করান, পার দেখান। "কর্ণধার ইবাপারে ভগবান্ পারদর্শকঃ।" (ভাগ° ১।১৩।৪০)

পারদর্শন (ত্রি) সর্ব্বজ্ঞ, পারগামী।

"মরীচিপ্রমুখাশ্চান্যে সিদ্ধেশাঃ পারদর্শনাঃ।" (ভাগ° ৯।৪।৫৯)

'পারদর্শনাঃ সর্ব্বজ্ঞাঃ' (স্বামী).

পারদর্শিন্ (ত্রি) পারং পশ্যতি দৃশ-ণিনি। ১ পরপারদ্রষ্টা। ২ পরিণামদর্শী। ৩ বিজ্ঞ। ৪ পটু, সমর্থ।

পারদারিক (পুং) পরেষাং অন্যেষাং দারান্ গচ্ছতীতি পরদার (গচ্ছতৌ পরদারাদিভ্যঃ। পা ৪।৪।১ বা) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা ঠক্। পরদাররত, যাহারা পরস্ত্রী গমন করে। যাহারা পরদাররত, তাহাদের যশ, শ্রী প্রভৃতি নষ্ট হয়। পরদারগমন সকল শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

"যঃ পরস্ত্রীষু নিরতস্তস্য শ্রীর্বা কুতো যশঃ।
সচ নিন্দ্যঃ পাপযুক্তঃ শশ্বৎসর্ব্বসভাসু চ॥"

(ব্রহ্মবৈ° গণে° ২১ অ°)

পারদার্য্য (ক্লী) পরদারা দারা যস্য, সপরদারঃ তস্য কর্ম্মেতি ষ্যঞ্। পরদারগমন। পরদার গমনে যে পাপ হয়, তাহা উপপাতক।

"ভৃতাদধ্যয়নাদানং ভৃতকাধ্যাপনস্তথা।
পারদার্য্যং পারিবিত্তং বার্দ্ধুষ্যং লবণক্রিয়া॥" (যাজ্ঞব° ৩।২৩৫)

পারদৃশ্বন্ (ত্রি) পারং দৃষ্টবান্ দৃশ্ ভূতে ক্বনিপ্। পারদ্রষ্টা, যিনি পারদর্শন করিয়াছেন। স্ত্রিয়াং ঙীপ্, রশ্চান্তাদেশঃ। পারদৃশ্বরী।

পারদেশ্য (ত্রি) পরদেশং গত ইত্যর্থে ষ্যপ্রত্যয় নিষ্পন্নঃ। ১ প্রোষিত, পারদেশিক, পথিক। পরদেশে ভবঃ ষ্যঞ্। ২ পরদেশজাত।

"স্বদেশপণ্যে তু শতং বণিক্ গৃহীতপঞ্চকম্।
দশকং পারদেশ্যে তু যঃ সদ্যঃ ক্রয়বিক্রয়ী॥" (যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৫৫)

পারনেতৃ (ত্রি) পারং নেতৃ নী-তৃচ্। পারনয়নকারী, যিনি পরপারে লইয়া যান।

পারমহংস্য (ত্রি) পরমহংসৈর্গন্তব্যং পরমহংসস্য ভাবঃ পরমহংসেন জ্ঞেয়ং যৎপ্রাপ্যমিতি বা পরমহংস-ষঞ্। ১ পরমহংসসম্বন্ধী।

"শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ম্।
যস্মিন্পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে॥"(ভাগ° ১২।১৩।১৮)

শ্রীধরস্বামী এই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন, পারমহংস্য পরমহংস কর্ত্তৃক প্রাপ্য। ২ পরব্রহ্মধাম। (ভাগ° ১।১৮।২২) ৩ প্রত্যগ্নিষ্ঠারূপ। (ভাগ° ২।৪।১২) ৩ জ্ঞানস্বরূপ।

(ভাগ° ৪।২১।৪১)

পারমাণবাকর্ষণ (ক্লী) পারমাণু সকলের পরস্পর আকর্ষণ। (Molecular attraction.)

পারমার্থিক (ত্রি) পরমার্থায় পরমপুরুষার্থায় হিতং ইতি-ঠক্। পরমার্থযুক্ত। পরমার্থ সম্বন্ধীয়। পরমার্থের উপায়স্বরূপ শ্রেয়ঃ সাধনকর্ম্ম, যে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে পরলোকে শুভ হয়। পরমার্থতো ভবঃ, তত আগতো বা ঠক্। ২ স্বাভাবিক। স্বার্থে ঠক্। ৩ যথার্থ। "সত্তা ত্রিবিধা পারমার্থিকী ব্যবহারিকী প্রাতীতিকী চেতি।" (বেদান্তসং)

৪ পরস্পর বিভক্ত।

"লক্ষণং মহদাদীনাং প্রকৃতেঃ পুরুষস্য চ।
স্বরূপং লক্ষ্যতেঽমীষাং যেন তৎ পারমার্থিকম্।" (ভাগ° ৩।২৯।১)

'পারমার্থিকং পরস্পরবিভক্তং।' (স্বামী)

পারম্পরীণ (ত্রি) পরম্পরায়া আগতঃ খঞ্। ক্রমে আগত, পরম্পরাক্রমে আগত।

পারম্পর্য্য (ক্লী) পরম্পরায়া আগতম্, অণ্, ততো চতুর্বর্ণাদিত্বাৎ ষ্যঞ্, পরম্পরা স্বার্থে ষ্যঞ্ বা। ১ আম্নায়। ২ কুলক্রম, কুলাদি পরম্পরা। (হেম)

"যস্মিন্দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ।
তত্র তং নাবমন্যেত ধর্ম্মস্তত্রৈব তাদৃশঃ॥" (বিবাদভঙ্গার্ণব)

৩ পরম্পরার ভাব।

"নিবৃত্তেষু চ সৈন্যেষু পারম্পর্য্যেণ সর্ব্বশঃ।" (ভার°৬।১১৭।২৭)

পারম্পর্য্যোপদেশ (পুং) পারম্পর্য্যেণ গুরুপরম্পরয়া প্রাপ্তঃ উপদেশঃ। উপদেশপরম্পরা, পর্য্যায়—ঐতিহ্য, ইতিহ। (অমর) এই বৃক্ষে যক্ষ বাস করে, বৃদ্ধেরা বলিয়া থাকেন, এইরূপ একটী প্রবাদ আছে এবং ইহা বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, এইরূপ প্রবাদের নাম ঐতিহ্য বা পারম্পর্য্যোপদেশ। কোন কোন দর্শনকার এই ঐতিহ্য একটী প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

পারয়িষ্ণু (ত্রি) পারয়তি পার-ণিচ্-ইষ্ণুচ্ (ণেশ্ছন্দসি। পা ৩।২।১৩৭) পারগমনে সমর্থ। পারগামী। (ঋক্ ১০।৯৭।৩)

পারযুগীন (ত্রি) পরযুগে সাধুঃ পরযুগ-খঞ্ (প্রতিজনাদিভ্যঃ খঞ্। পা ৪।৪।৯৯) পরযুগে উত্তম।

পারলৌকিক (ত্রি) পরলোকে ভবঃ, পরলোকায় হিতঃ পরলোক-ঠঞ্ (অনুশতীকাদীনাঞ্চ। পা ৭।৩।২০) ইতি সূত্রেণোভয়পদবৃদ্ধিঃ। পরলোক সম্বন্ধী, পরলোকে হিতকর। যাহাতে পরলোকে শুভ হয়, সকলের এইরূপ কর্ম্ম করা বিধেয়।

"তস্মান্ন্যায়াগতৈরর্থৈর্ধর্ম্মং সেবেত পণ্ডিতঃ।
ধর্ম্ম একো মনুষ্যাণাং সহায়ঃ পারলৌকিকঃ॥"
(ভার° ১৩।১১১।১৬)

পারবত (পুং) পারাবত। (দ্বিরূপকোষ)

পারবশ্য (ক্লী) পরবশস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। পারতন্ত্র্য। (ত্রিকা°)

পারবার (পরবার) জাতিভেদ। [তিয়রেবেলী দেখ।]

পারশগড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির বেলগাঁও জেলার একটী মহকুমা। উক্ত জেলার দক্ষিণপূর্ব্বকোণে অবস্থিত। উত্তর হইতে দক্ষিণপূর্ব্ব পর্য্যন্ত একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের দ্বারা এই স্থান প্রায় সমদ্বিখণ্ডে বিভক্ত। মালপ্রভানদী এই মহকুমার ঠিক মধ্যস্থল দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। গ্রীষ্মকালের পূর্ব্বেই এখানকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীগুলি শুষ্ক হইয়া যায় এবং পুষ্করিণীও অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে। এই স্থানের উত্তর ও পূর্ব্বদিকে বৃষ্টিপাত অল্প হইলেও দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে সহ্যাদ্রি পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়। সৌন্দত্তি গ্রাম এই মহকুমার সদর। এখানে একটী দেওয়ানি, ৩টী ফৌজদারী আদালত এবং সমগ্র মহকুমায় ৭টী থানা আছে।

পারশনাথ, (পার্শ্বনাথ) বাঙ্গালার হাজারিবাগজেলার পূর্ব্বে মানভূম জেলার নিকটবর্ত্তী একটী পাহাড়। ইহা জৈনদিগের তীর্থস্থান। অক্ষা° ২৩°৫৭´৩৫´´ উঃ, ও দ্রাঘি° ৮৬° ১০´৩০´´ পূঃ। সমুদ্রগর্ভ হইতে ৪৪৮৮ ফিট উচ্চ। এই পাহাড় দেখিতে অতি সুন্দর। যাঁহারা ইহা দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ইহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছেন। পূর্ব্বে ইহা বনজঙ্গলে আবৃত ছিল। কিন্তু এখন ইহার উপরিভাগে যাইবার সুন্দর পথ হইয়াছে। ইহার শিখরদেশকে জৈনগণ "সমেতশিখর" বলে।

এই পাহাড় ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ের গিরিডি ষ্টেশন হইতে ১৮ মাইল দূরে। ষ্টেশন হইতে এখানে যাইবার জন্য পাকা রাস্তা আছে। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ইহা য়ুরোপীয় সৈনিকগণের স্বাস্থ্যাবাস বলিয়া মনোনীত হয় এবং এই বৎসরেই বাসোপযোগী গৃহাদি নির্ম্মিত হয়, কিন্তু জল প্রচুরপরিমাণে সরবরাহ না হওয়ায় এবং অঙ্গসঞ্চালনের উপযুক্ত যথেষ্ট স্থান না থাকায় ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ইহা পরিত্যক্ত হইল। পূর্ব্বে যেখানে সৈনিক কর্ম্মচারিগণের আবাসগৃহ ছিল, এখন তাহাই ডাকবাঙ্গালা হইয়াছে।

এখানে প্রতিবৎসর প্রায় দশ হাজার তীর্থযাত্রী গমন করে। এখানে সময়ে সময়ে অনেক নূতন জৈনমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। কলিকাতা হইতে যাতায়াতের একটু সুবিধা হইলে এই স্থানে অনেকেই বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য গমন করিতে পারিবে।

[পার্শ্বনাথ দেখ।]

পারশব (পুং স্ত্রী) সঙ্কীর্ণজাতিভেদ।

"যং ব্রাহ্মণস্তু শূদ্রায়াং কামাদুৎপাদয়েৎ সুতম্।
স পারয়েন্নেব শবস্তস্মাৎ পারশবঃ স্মৃতঃ॥" (মনু ৯।১৭৮)

ব্রাহ্মণ কামবশতঃ শূদ্রাতে যে পুত্র উৎপন্ন করেন, তাহারাই পারশব নামে অভিহিত হয়। পার বা শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে পারগ হইলেও তথাপি শব অর্থাৎ মৃত্যুতুল্য, শ্রাদ্ধাদি কোন কার্য্যে পারগ হয় না, এই জন্য পারশব নামে খ্যাত হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় এইরূপ লিখিত আছে, ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে যে জাতি হয়, তাহারা নিষাদ বা পারশব নামে অভিহিত। (যাজ্ঞবল্ক্য ১।৯১)

২ পরস্ত্রীতনয়। ৩ লৌহ। (মেদিনী) (ত্রি) পরশবে ইদং অণ্। ৪ পরশুসম্বন্ধীয় শস্ত্র।

'পরস্ত্রীতনয়ে শস্ত্রে দ্বিজাশূদ্রাসুতেঽপি চ।' (মেদিনী)

৫ দেশভেদ। বৃহৎসংহিতায় এই দেশের উল্লেখ আছে। (বৃহৎসং ১৫ অ°) পারশবস্য গোত্রাপত্যং অঞ্। ৬ তদেগাত্রাপত্য।

পারশবায়ন (পুং) পারশবস্য গোত্রাপত্যং যুবাদি অঞ্ ততো ফঞ্। (পা ৪।১।১০০) পারশবের যুবা গোত্রাপত্য।

পারশীক (পুং) পারসীক পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। পারসীক। (অমরটীকা রমানাথ) দেশভেদ।

পারশ্বধ (পুং) পরশ্বধেন যুধ্যতেঽসৌ পরশ্বধঃ প্রহরণমস্যেতি বা পরশ্বধ-অণ্। পরশুধারী, কুঠারধারী।

পারশ্বধিক (পুং) পরশ্বধঃ প্রহরণমস্য (পরশ্বধাঠ্ঠঞ্ চ। পা ৪।৪।৫৮) পরশুহেতিক, কুঠারধারী। পর্য্যায়—পারশ্বধ, পারশ্বধায়ুধ। (হেম)

পারশ্বয় (ক্লী) সুবর্ণ। (বৈদ্যকনি°)

পারসিক (পুং) পারসীক পৃষোদরাদি° সাধুঃ। পারসীক। (শব্দর°) [পারসী দেখ।]

পারসী, পারস্যের এক আদিম অধিবাসী। ইহাদের বর্ত্তমান প্রধান বাসস্থান গুজরাট ও বোম্বাই। পারস্য রাজ্যের পারস (Persis) নামক স্থানে ইহাদের বাস ছিল বলিয়া ইহারা পারসী নামে বিখ্যাত। অরক্সেস্ নদীতীরে যে আর্য্যগণ বাস করিতেন, তাঁহাদিগের একভাগ পূর্ব্বদিকে ভারতবর্ষে আগমন করেন, অন্যভাগ পশ্চিমদিকে গমন করেন। পশ্চিমদিকে যাঁহারা গমন করিয়াছিলেন, পারসীরা তাঁহাদেরই বংশোদ্ভূত। আনুমানিক ৭২০ খৃষ্টাব্দে আরবেরা পারস্য জয় করিলে পারসীকদিগের অনেকেই মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। যাঁহারা তাঁহাদের প্রাচীন জরথুস্ত্রধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহারা পারস্য হইতে পলায়ন করিয়া প্রথমে খোরাসান প্রদেশে বাস করেন।

এখানে প্রায় একশত বৎসর থাকিয়া পরে পারস্ত উপসাগরের অর্ম্মজদ্বীপে আগমন করেন এবং তথায় পঞ্চদশ বর্ষ বাসের পর গুজরাটের উত্তরপশ্চিম দিক্‌স্থ দীউ নামক দ্বীপে বাস করিতে আরম্ভ করেন। ইহার কিছুদিন পরে তাঁহারা গুজরাটের দক্ষিণ প্রান্তে আগমন করিয়া তথায় চিরস্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছেন। এখন তাঁহারা বোম্বাই-প্রদেশের অনেক স্থানেই বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছেন।

মুসলমানদের অত্যাচারে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া ভারত-বর্ষে আগমনপূর্ব্বক পারসীরা আপনাদিগের জাতীয় চরিত্র ও ধর্ম্ম এখনও অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করিতেছেন। ইহারা প্রথমতঃ পৌত্তলিকতা অবিশ্বাস বা 'একমেবাদ্বিতীয়ং' ভগবান্ ভিন্ন আর কাহারও উপাসনা করিতেন না। ভারতবর্ষে আগমনপূর্ব্বক পৌত্তলিক হিন্দুদিগের সংস্রবে থাকিয়া ইহারা এখন আংশিক পৌত্তলিক হইলেও পূর্ব্ব বিশ্বাসের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন করেন নাই। পূর্ব্বে ইহারা মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া পূজা করিতেন না বটে, কিন্তু সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতির উদ্দেশে বলি প্রদান করিতেন। ইহাদিগের বলিদানপ্রথা একটু বিভিন্ন প্রকারের ছিল। বেদী প্রস্তুত বা অগ্নিপ্রজ্বলিত না করিয়া বলির পশুটিকে একটী পবিত্র স্থানে লইয়া গিয়া লতাদ্বারা বন্ধন করিয়া দেবতার উদ্দেশে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক বলিপ্রদান করিতেন। পবিত্র চিন্তা, পবিত্র বাক্য ও পবিত্র কার্য্য এই শব্দত্রয়ে তাঁহাদের সমস্ত নীতি সূচিত হইত। তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা মিথ্যাকথা ঘৃণ্য বলিয়া মনে করিতেন। ঋণগ্রহণও তাঁহাদের নিকট সর্ব্বথা নিন্দনীয় ছিল, যেহেতু ঋণীকে বাধ্য হইয়া মিথ্যাবাদী হইতে হয়। উপাসনা করিবার পূর্ব্বে তাঁহারা হস্ত ও পদ প্রক্ষালনপূর্ব্বক উপবীত খুলিয়া ফেলেন এবং উপাসনা শেষ হইলে পুনরায় উপবীত গ্রহণ করেন। উপাসনারম্ভে 'সারস' নামক স্বর্গীয় দূতের স্তুতি পাঠ করেন। স্ত্রীলোকেরাও উপাসনা করিয়া থাকেন। সর্ব্বপ্রথমে অগ্নিপূজা না করিয়া তাঁহারা কোন দেবতারই পূজা করেন না।

ভারতবর্ষীয় পারসীগণ তাঁহাদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, শক্তি ও ব্যবসা-বুদ্ধিপ্রভাবে একটী ধনবান্ ও ক্ষমতাশালী জাতি বলিয়া পরি-গণিত হইয়াছেন। তাঁহারা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহ করেন না। পারসী পিতার ঔরসে এবং হিন্দু বা মুসলমান মাতার গর্ভে যে সমস্ত পারসী জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগকে স্বজাতির মধ্যে স্থান প্রদান এবং উপবীত গ্রহণ-বিষয়ে ইহারা বিশেষ আপত্তি করিয়া থাকেন।

পারসীগণ জরথুস্ত্রপ্রণীত একবিংশখানি ধর্ম্ম গ্রন্থের উল্লেখ করেন। এই গ্রন্থসমূহের নাম নস্‌ক্, ইহার অনেকগুলি এখন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে তিনখানি প্রধান—

(১) পাঁচটী গাথা অর্থাৎ সঙ্গীত। ইহা যস্‌ন নামক গ্রন্থের উপাসনা-অংশমাত্র।

(২) বন্দিদাদ অর্থাৎ কতকগুলি আইন।

(৩) যস্ত অর্থাৎ দৃশ্যপূর্ণ গ্রন্থ ও অন্যান্য দেবতার স্তোত্র।

এতদ্ভিন্ন বিস্পার্দ নামক আর একখানি গ্রন্থ আছে।

ইহাদিগের মধ্যে একমাত্র বন্দিদাদ গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ; অন্য তিনখানির অংশমাত্র অবশিষ্ট আছে। গ্রীক, রোমক এবং বর্ত্তমান পারসীগণ সকলেই বলেন যে জরথুস্ত্র (Zoraoster) এই সমস্ত গ্রন্থের প্রণেতা।

পারসীদিগের বিশেষ উপাসনার নাম অহুনবৈর্য্য বা হনোবার। এই উপাসনার একবিংশতিটী শব্দ আছে, প্রত্যেকটী জোরথুস্ত্রীয়দিগের পবিত্র মন্ত্র। এই একবিংশতি শব্দে পূর্ব্বোক্ত নস্‌ক্ নামক একুশখানি ধর্ম্মগ্রন্থেরই কথা আছে। এই উপাসনাটী নিম্নে লিখিত হইল :—

"যথা অহু বৈর্য্যো, অথা রতুশ্, অশাৎ্ চীৎ্ হচা,
বংহেউশ্ দজ্‌দা মনংহো,
শ্যওথননাম্ অংহেউশ্ মজ্‌দৈ,
খশথ্রেম্‌চা অহুরাইআ, যিম্ দ্রেগুব্যোদদৎ্ বাস্তারেম্।"

অর্থাৎ—জগদীশ্বরের ইচ্ছার ন্যায় সৃষ্টিরও অস্তিত্ব আছে, যেহেতু ইহা সত্য হইতে উদ্ভূত। এই জগতে চিন্তা বা কার্য্যে যাহা ভাল বলিয়া সৃষ্ট হইয়াছে, তৎসমুদায়ের মূল অহুরমজ্‌দ। যখন আমরা দরিদ্রের সাহায্য করিতে যাই, তখন অহুরকে রাজত্ব প্রদান করি।

বর্ত্তমান পারসী ধর্ম্মানুসারে ৭টী অমেশস্পন্দ (অংশস্পন্দ) আছে বলিয়া অনুমান করা হয়। এগুলিকে পারসীরা অবিনশ্বর পবিত্র পদার্থ বলিয়া বিবেচনা করেন।

উৎসবাদি।—১ অর্দিবেহেস্ত-যশন্ উৎসব। অগ্নিদেবতা অর্দিবেহেস্ত অংশস্পন্দের সম্মানার্থ পারসীরা এই উৎসব সম্পন্ন করেন। এই দিনে তাঁহারা অগ্নি-মন্দিরে দলবদ্ধ হইয়া জগদীশ্বরের উপাসনা করেন।

২ অব অর্দ্দ্‌ই-সুর যশন্—অব নামক সমুদ্রদেবতার সম্মানার্থ এই উৎসব সম্পন্ন হয়। পারসীরা এই উপলক্ষে কোন সমুদ্র বা নদীতীরে গমন করিয়া জগদীশ্বরের উপাসনা করেন। বোম্বাইয়ে এই উপলক্ষে গড়ের মাঠে একটী মেলা হয়।

৩ অমরদাদ-সাল পর্ব্বাহ—খুরদাদ-সাল নামক উৎসবের অংশমাত্র। পারসীদিগের সপ্তম অংশস্পন্দের নাম অমরদাদ।

৪ পতেতি নৌরোজ বা নববর্ষোৎসব। পারস্যরাজ যজ্‌দে-

র্দারের সম্মানার্থ ১লা ফরবরদিনে এই উৎসব হইয়া থাকে। এই উপলক্ষে পারসীরা সকলের সহিত দেখা সাক্ষাৎ এবং দরিদ্রদিগকে দান করেন।

৫ রাপ্থিবার উৎসব। ইহাও পারসীদিগের অগ্নিদেবতা অর্দিবেহেস্তের সম্মানার্থ উৎসব।

৬ খুরদাদ-সাল উৎসব জরথুস্ত্রের সম্মানার্থ সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই সমস্ত উৎসব উপলক্ষে পারসীরা বেশী বাহ্যাড়ম্বর করেন না।

মৃতসৎকার।—পারসীদিগের রোগীর চিকিৎসার ভার যে সমস্ত চিকিৎসকের হস্তে স্তস্ত হয়, তাঁহাদিগকে অগ্রেই বলিয়া দেওয়া হয় যে, তাঁহারা রোগীর বাঁচিবার আশা নাই বুঝিলে সময় থাকিতে সংবাদ দিবেন। রোগীর শেষাবস্থায় হোম (সোম)-জল পান করিতে দেওয়া হয়। তৎপরে তাহার মৃত্যু হইলে একটী নিম্নতলগৃহের সমস্ত দ্রব্য স্থানান্তরিত করিয়া তাহাতে মৃতদেহ রাখা হয়। দ্রব্যাদি স্থানান্তরিত করিবার কারণ এই যে, পারসীরা মৃতদেহকে অতি অপবিত্র বলিয়া মনে করেন। এই কারণ বোম্বাইয়ে 'নেসাস্ সলর' নামক এক শ্রেণীর পারসীগণ মৃতদেহ বহন করিয়া থাকে। 'নেসাস্' শব্দের অর্থ অপবিত্র। ইহারা 'প্রেতগৃহ' নামক পারসীদিগের মৃতসৎকারগৃহে মৃতদেহ লইয়া গিয়া তাহার তলদেশে স্থাপন করে। পারসীরা এই প্রেতগৃহকে 'দোখ্মা' বলেন। সর্ব্বশুদ্ধ ছয়টী প্রেতগৃহ (Tower of silence) আছে; তন্মধ্যে একটী দণ্ডিত ব্যক্তিদিগের জন্য এবং অন্য পাঁচটী সাধারণের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। শেষোক্তগুলি মলবার পর্ব্বতের শিখরদেশে একটী সুন্দর উদ্যানের মধ্যে স্থাপিত। এই স্থান অসংখ্য শকুনী ও গৃধিনী-সমাচ্ছন্ন। প্রধান প্রেতগৃহটীর ব্যাস প্রায় ৯০ ফিট্; কিন্তু উচ্চতা ৪৪ ফিট্ মাত্র। ইহা কোণাকৃতি এবং প্রস্তরনির্ম্মিত। ইহার ঠিক মধ্যস্থলে একটী ১০ ফিট্ গভীর কূপ আছে। এই কূপ প্রেতগৃহের তলদেশ পর্য্যন্ত গিয়াছে, তথায় পরস্পর সমকোণিভাবে ৪টী নর্দামা আছে। এই কোণাকৃতি গৃহের চতুর্দ্দিকে একটী অত্যোচ্চ প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীর থাকায় সম্পূর্ণ গৃহটীকে একটী দুর্গের ন্যায় দেখায়। পারসীরা পৃথিবীকে পবিত্র মনে করেন বলিয়া যাহাতে মৃতদেহের দূষিত পদার্থ তাহাতে মিশ্রিত হইতে না পারে, তজ্জন্য তাঁহারা প্রেতগৃহ সুদৃঢ় প্রস্তরে নির্ম্মিত করিয়াছেন। এই গৃহের মধ্যে তিনটী সমকেন্দ্রিক বৃত্তাকারে সজ্জিত ২৭টী মৃতদেহ রাখিবার স্থান আছে। এই সমকেন্দ্রিক বৃত্তের চতুর্দ্দিকে পথ আছে। এইগুলির সহিত আর একটী পথ বহির্দ্দিকের একটী দ্বারের সহিত সংলগ্ন। এই দ্বার দিয়া মৃতদেহবাহীরা স্বচ্ছন্দে প্রেতগৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। সমকেন্দ্রিক বৃত্তত্রয়ের মধ্যে সর্ব্ববহিস্থ গৃহে পুরুষের মৃতদেহ, মধ্যস্থ গৃহে স্ত্রীলোকের মৃতদেহ এবং কূপের নিকটস্থ ক্ষুদ্রতম বৃত্তটীতে শিশুর মৃতদেহ রক্ষিত হয়। মৃতদেহ প্রেতগৃহে আনীত হইবার সময়ে সর্ব্বাগ্রে একব্যক্তি দুই একখানি রুটি লইয়া আসে। তৎপরে শববাহকেরা, তারপর একটী শ্বেতবর্ণ কুকুর এবং সর্ব্বশেষে শুভ্রপরিচ্ছদপরিহিত পুরোহিতগণ ও মৃতব্যক্তির আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণ আগমন করেন। মৃতদেহ বৃহত্তম প্রেতগৃহের বহির্দ্বারের ৩০ হাত দূরে স্থাপিত করিয়া কুকুরটীকে তাহার নিকট লইয়া গিয়া দেখান হয় এবং তৎপরে তাহাকে রুটি খাইতে দেওয়া হয়। পারসীরা এই প্রথাকে 'সগদাদ' বলেন। ইহার পরে শববাহকেরা প্রেতগৃহমধ্যে মৃতদেহ লইয়া অনাবৃত করিয়া রাখে। এই কার্য্য সম্পন্ন হইলেই তাহারা গৃহ পরিত্যাগ করিয়া নিকটবর্ত্তী একটী জলাশয়ে গিয়া স্নান করিয়া পরিচ্ছদ ছাড়িয়া চলিয়া যায়। মৃতদেহ প্রেতগৃহ মধ্যে রাখিবামাত্রই শকুনী সকল বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া তাহা কঙ্কালাবশিষ্ট করিয়া ফেলে। ইহার তিন বা চারি সপ্তাহ পরে এই কঙ্কালসমূহ প্রেতগৃহ-মধ্যস্থ স্তূপের মধ্যে অপসারিত করা হয় এবং সেখানেই তাহা চিরকালের জন্য রহিয়া যায়।

বাল্যাবস্থায় পারসী বালক ও বালিকা উভয়েই রেশমী জামা ব্যবহার করে। বালকেরা সপ্তমবর্ষে (ছয় বৎসর তিন মাসের সময়) উপবীত ধারণ করে। এই সময় হইতে তাহারা রেশমী জামা পরিত্যাগ করিয়া 'সদরো' (চাদর?) নামক পবিত্র জামা ব্যবহার করিতে থাকে। পারসীবালকগণের ধর্ম্মশিক্ষাপ্রণালী পূর্ব্বে অতি সঙ্কীর্ণ ছিল। তাহারা জন্দ অবস্তার কয়েকটীমাত্র স্তোত্র মুখস্থ করিত। কিন্তু তাহার এক বর্ণও বুঝিতে পারিত না। অল্পদিন হইল, এই অভাব পরিপূরণ করিবার জন্য পারসীরা অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। এখন বালকগণকে জরথুস্ত্র ধর্ম্মের মোটামুটি সমস্ত বিষয়ই শিক্ষা দেওয়া হয়।

পারসীরা ধূমপান করেন না। গোমূত্র তাঁহাদের নিকট পবিত্র বলিয়া গণ্য, এই জন্য নিদ্রাভঙ্গের পর তাঁহারা গোমূত্র লইয়া হস্তে ও মুখে দিয়া তৎপরে হস্তমুখাদি ধৌত করিয়া ফেলেন। প্রত্যেক ধার্ম্মিক পারসীকে দিনে ষোলবার উপাসনা করিতে হয়। তাঁহারা জন্দভাষায় উপাসনা করিয়া থাকেন।

সন্তান হইবার পর ১০ দিন পর্য্যন্ত পারসী রমণীগণকে পৃথক্‌ভাবে বাস করিতে হয়।

পারসীদিগের মধ্যে বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ প্রচলিত। বধূ

বয়ঃপ্রাপ্ত না হইলে স্বামীগৃহে যাইতে পারে না। পারসী রমণীরা সকলেই প্রায় পতিব্রতা। তাহারা স্বামীর নাম ধরিয়া আহ্বান করেনা। গো ও শূকর মাংস ভক্ষণ পারসীদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে মদ্য ব্যবহারে কোন নিষেধ নাই। আহারের পূর্ব্বে পারসীরা মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া থাকেন।

পারসীদিগের মধ্যে বিবাহপ্রথা গুরুতর বিষয় বলিয়া গণ্য নহে। ইহা উভয়পক্ষের সম্মতির উপর নির্ভর করে। বিবাহ উপলক্ষে সচরাচর আমোদ প্রমোদ হইয়া থাকে। ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভগিনীর মধ্যেও বিবাহ প্রচলিত আছে। পূর্ব্বকালে পিতার মৃত্যু হইলে বিমাতার পাণিগ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল না।

পারসীরা আপনাদিগের প্রত্যেক রাজার সিংহাসন আরোহণ সময় হইতে শকগণনা করিতেন। তাঁহাদের শেষ রাজা যজ্দেজার্দের সময় হইতে এ পর্য্যন্ত ১২৪৫-৪৬ শক হইয়াছে। প্রতি বৎসর ৩৬৫ দিনে গণনা করা হয় এবং সৌরবৎসরের সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য ১২০ বৎসর পরে ১ মাস যোগ করা হইয়া থাকে। এক বৎসর ১২ মাসে বিভক্ত। প্রতি মাস ৩০ দিনে গণিত। বৎসরের ৩৬৫ দিন পূর্ণ করিবার জন্য শেষমাসে ৫ দিন যোগ করিতে হয়। পারসী মাসের নাম যথা—ফরবরদিন, অর্দিবেহেস্ত, খুর্দা, তির, অমরদাদ্, শরিবর, মেহের, আবন, আদর, দে, বাহ্মণ ও অসফন্দার।

ভারতবর্ষীয় পারসীরা শাহনশাহী বা রসমি এবং কাদিমি বা চুরিগার নামে দুইটী সম্প্রদায়ে বিভক্ত। অধিকাংশ পারসীই প্রথম সম্প্রদায়ভুক্ত। এই শ্রেণীবিভাগ খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে স্থির হয়। শকগণনা এবং উপাসনাপদ্ধতিবিষয়ে সামান্য প্রভেদ ভিন্ন উভয়দলের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই।

পারসী (স্ত্রী) পারস্যভাষা। পারস্যদেশভব বিদ্যাদি। পারস্য ভাষা অধ্যয়ন করিতে হইলে দিন দেখিয়া আরম্ভ করিতে হয়।

"জ্যেষ্ঠাশ্লেষা মঘামূলা রেবতী ভরণীদ্বয়ে।
বিশাখাশ্চোত্তরাষাঢ়া শতভে পাপবাসরে॥
লগ্নে স্থিরে সচন্দ্রে চ পারসীমারবীং পঠেৎ॥"
(গণপতি—মুহূর্ত্তচিন্তামণি)

জ্যেষ্ঠা, অশ্লেষা, মঘা, মূলা, রেবতী, ভরণী, বিশাখা, উত্তরাষাঢ়া ও শতভিষানক্ষত্রে, শনি, মঙ্গল ও রবিবারে সচন্দ্র স্থিরলগ্নে আরবী ও পারসী অধ্যয়ন করিবে। পারস্য ভাষাধ্যয়নে এইরূপ দিনই উত্তম। [পারস্যশব্দের শেষে পারস্যসাহিত্যের বিষয় দ্রষ্টব্য।]

পারসীক (পুং) ১ দেশবিশেষ, পারস্যদেশ। (ত্রি) ২ তদ্দেশোদ্ভব, পারস্যদেশবাসী।

"পারসীকাংস্ততো জেতুং প্রতস্থে স্থলবর্ত্মনা।" (রঘু ৪।৬০)

২ পারসীকদেশোদ্ভব অশ্ব। পর্য্যায়—বানায়ুজ, পরাদন, আরট্টজ। (ত্রিকাণ্ড)

"পারসীকাস্তাজিকাভাঃ কোঙ্কণাঃ কেচিদুন্নতাঃ।"
(অশ্ববৈদ্যক ৬।৮)

পারসীকযমানী (স্ত্রী) পারস্যদেশীয় যমানীবিশেষ। খোরাসানী যমানী। ইহার গুণ—যমানী তুল্য, বিশেষতঃ ইহা পাচক ও রুচিকর। (ভাবপ্রকাশ) বৈদ্যকনিঘণ্টুর মতে—অগ্নিদীপ্তিকর। বৃষ্য, লঘু, ত্রিদোষ, অজীর্ণ, কৃমি, শূল এবং আমনাশক। (বৈদ্যকনি°)

পারসীকবচা (স্ত্রী) শ্বেতবচ, খোরাসানীবচ, এই বচ বাতনাশক। (ভাবপ্রকাশ)

পারসীকেয় (ত্রি) ১ পারসীক সম্বন্ধীয়। (স্ত্রী) ২ কুঙ্কুম।

পারস্কর (পুং) পারং করোতি কৃ-ট, পারস্করাদিত্বাৎ সুড়াগমঃ। ১ দেশভেদ। ২ গৃহ্যসূত্রকারক মুনিভেদ। ঐ গৃহ্যসূত্র পারস্করগৃহ্যসূত্র নামে খ্যাত।

পারস্করাদি (পুং) পাণিনীয় গণপাঠোক্ত শব্দগণভেদ; যথা—পারস্করোদেশে, কারস্করোবৃক্ষ, রথস্পানদী, কিষ্কু, প্রমাণং, কিষ্কিন্ধ্যা, গুহা। (পা ৬।১।১৫৭)

পারস্ত্রৈণেয় (ত্রি) পরস্ত্রিয়াং জাতঃ (কল্যাণ্যাদীনামিনঙ্। পা ৪।১।১২৬) ইতি ঢক্, ইনঙাদেশশ্চ, তত উভয়পদবৃদ্ধিঃ। পরস্ত্রীসুত, পরস্ত্রীর পুত্র। জারজ পুত্র। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

পারস্য, দেশভেদ; অপর নাম ইরান্। এখন পারস্য ও ইরান্ এই দুই শব্দ একার্থে ব্যবহৃত হইলেও উভয়শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক গোলযোগ আছে।

নামোৎপত্তি।

কোণাকার শিলালিপিতে পারস (লাটিন্ ভাষায় পার্সিস্ শব্দ) প্রচলিত আছে এবং প্রাচীনকালে এই রাজ্যের উত্তরে মাদ (মিদীয়া বা সংস্কৃত মদ্র) এবং উত্তরপশ্চিমে সুবকি (সুসিয়ানা) রাজ্য ছিল। ইহার পূর্ব্বতন রাজধানীর নাম পারসপলী (Persepolis)।

সর্ব্বপ্রথমে অখমনীয় (Achœmenian) উক্ত পারস (Persis) নামক স্থান হইতে আসিয়া যে সাম্রাজ্য স্থাপন করেন ও যেখানে শাসনীয় (Sassanian) রাজ্যের উৎপত্তি হয়, তাহাকে পারস্ বা পার্সিস্ রাজ্য এবং তাহার অধিবাসীদিগকে 'পারসয়' বলিত। এইরূপে পারস্ বা পার্সিস্ নামক স্থান হইতে এই দুই সাম্রাজ্যের উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া এই দুই সাম্রাজ্য 'পারসয়' বা পারস্য নামে খ্যাত হয়।

পূর্ব্বে ইরান্ শব্দে কুর্দ্দিস্থান হইতে আফগানিস্থান পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগকে বুঝাইত। কুর্দ্দিস্থানের নিকটবর্ত্তী যে ইরাণীয়

অধিত্যকা আছে, তাহা আর্য্যদিগের আদিনিবাসভূমি বলিয়া বিখ্যাত। হিরোদোতাস্ লিখিয়াছেন যে, রাজা দরায়ুস্ আপনাকে পারস্যরাজের পুত্র পারসীক ও আর্য্যের পুত্র আর্য্য বলিতেন এবং প্রাচীন উচ্চবংশোদ্ভব লোকেরা আপনাদিগের নামের পূর্ব্বে আর্য্যশব্দ সংযুক্ত করিতেন, যেমন আর্য্যরাম, (Ariaramnes), আরিওবার্জেনিস্ (Ariavargenis)। আর্য্যেরা যে স্থানে বাস করিতেন, সেই স্থানের নাম আর্যানা বা আরিয়ানা (Ariana)।

প্রাচীন মুদ্রা এবং খোদিতলিপিতে লিখিত আছে যে, অর্দশীর এরানরাজ্যের সর্ব্ব প্রধান রাজা। তাঁহার সেনাপতি এরাণ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। গত ৫০০ বৎসর হইতে পারস্যদেশের লোকেরা এরাণের স্থানে ইরান্ শব্দ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং এখন যদিও সমগ্র ইরাণীয় অধিত্যকা পারস্যরাজ্যভুক্ত নহে, তথাপি ইরান্ পারস্যরাজ্যের আর একটী নাম বলিয়া গণ্য।

প্রাচীন ইরান বা উত্তরমদ্ররাজ্য।

দিগ্বিজয়ী আলেক্‌সান্দরের মৃত্যুর পর বাবিলননিবাসী বেরোসাস্ (Berosus) লিখিয়া গিয়াছেন যে, খৃষ্ট জন্মের প্রায় ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে মিদস্ (মদ্র) জাতি বাবিলন অধিকার করেন এবং তাঁহাদিগের ৮ জন রাজা এই স্থানে ২২৪ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। কিন্তু এই জাতি ইরাণীয় কিনা তদ্বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করেন। যাহা হউক ইরাণরাজ্যের মধ্যে অনেকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্য এবং ইহার পূর্ব্বভাগে অক্ষুস্ নদীর নিকটে বখ্‌তর (Bactria) নামে রাজ্য ছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইরাণীয় প্রদেশস্থ ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি একসময়ে হগমতান (Ecbatana) নামক সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এই সাম্রাজ্যের বিবরণ অতি অল্পই জানা যায়। এই রাজ্যপতনের বহুকাল পরে গ্রীক ইতিহাসবেত্তা হিরোদোতস্ ও টিসিয়াস্ পূর্ব্বদেশীয় লোকদিগের মুখ হইতে আখ্যায়িকা সকল শুনিয়া যে ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ অমূলক এবং অবিশ্বাস্য। এই দুই ইতিহাস-লেখকদিগের মধ্যে যেরূপ মতভেদ দেখা যায়, তাহাতে বোধ হয় যে তাঁহারা উভয়েই প্রচলিত আখ্যায়িকা শুনিয়া স্ব স্ব ইতিহাস লিখিয়াছেন।

হিরোদোতসের মতে ৪ জন এবং টিসিয়াসের মতে ৯ জন রাজা মিদীয়ায় রাজত্ব করেন। টিসিয়াসের ইতিহাস নিনিভির ধ্বংস হইতে আরম্ভ হইয়াছে। হিরোদোতাসের মতে ফ্রবরতিশের (Phraortes) পুত্র দিওকেশ (Deioces) মিদীয়রাজ্য সর্ব্বপ্রথম সংস্থাপন করেন। মিদীয়রাজ্যপ্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে আসিরীয় (বা প্রাচীন অসুর) রাজ্য অত্যন্ত প্রবল ছিল। এই সময়ে মিদীয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। অসুররাজ মিদীয় রাজ্য আপন অধীনে আনিবার জন্য বহুবার চেষ্টা করেন; কিন্তু সম্যক্‌রূপে সফলকাম হন নাই। দিওকেশ স্বাধীন হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে অসুররাজ্যে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। দিওকেশ ৭০৯ খৃঃ পূঃ হইতে ৬৫৬ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি যদিও স্বাধীন ছিলেন, তথাপি অসুরদিগের নিকট পুনঃ পুনঃ বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। তাঁহার পর তিন জন রাজা রাজত্ব করেন। ইহার পর ফ্রবরতিশ (Phraortes) (হিরোদোতসের মতে) ৬৫৬ হইতে ৬৩৭ খৃঃ পূঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইনি পারস্য এবং মিদীয়ার দক্ষিণপূর্ব্ব ভাগ অধিকারপূর্ব্বক মিদীয়-রাজ্যের পুষ্টিসাধন করেন। দারয়বুশের (Darius) খোদিতলিপি পাঠে জানা যায় যে, এই সময়ে পারস্য-দেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত ও ভিন্ন ভিন্ন রাজার অধীন ছিল।

পারস্যদেশ জয়ের পর ফ্রবরতিশ এক একটী করিয়া বহুরাজ্য জয় করেন; কিন্তু অবশেষে অসুরদিগের সহিত যুদ্ধে নিহত হন।

ফ্রবরতিশের মৃত্যুর পর বীরবর হুবক্ষত্র (Cyaxares) তাঁহার উত্তরাধিকারী হইলেন। হুবক্ষত্রের সময় মিদীয়গণ অতি প্রতাপশালী হইয়া উঠিল। তিনি সসৈন্যে নিনিভি জয়ে অগ্রসর হন এবং অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করেন; কিন্তু এই সময়ে শকেরা (Scythians) মিদীয়সাম্রাজ্যে প্রবেশপূর্ব্বক লুণ্ঠন আরম্ভ করায় হুবক্ষত্র স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। উক্ত শকগণ কোন্ দেশ হইতে আসিয়াছিল তাহা বলা যায় না, তবে অনেকে অনুমান করেন যে ইহারা কাস্পীয় হ্রদের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত তুর্কস্থানের অধিত্যকাপ্রদেশ হইতে সর্ব্বপ্রথম আগমন করে। শকদিগের সহিত সংগ্রামে হুবক্ষত্র জয়লাভ করিতে পারেন নাই। অবশেষে তিনি শত্রুহস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য সন্ধি করিবার ছলনায় শক-সেনাপতিদিগকে আমন্ত্রণ করেন ও বিষাক্ত পানীয় দ্রব্য সেবন করাইয়া তাঁহাদিগের প্রাণবায়ু হরণ করেন। এইরূপে মিদীয়-অধিপতি শকদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া বাবিলনরাজের সাহায্যে অবশেষে প্রায় ৬০৭ খৃঃ পূঃ অব্দে নিনিভির ধ্বংস সাধনে সমর্থ হন। অসুর-রাজ্যের অধিকাংশ তাঁহার হস্তগত হয়, অল্পাংশই বাবিলনরাজ পাইয়াছিলেন।

ইহার পর হুবক্ষত্র লিদীয়দিগের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হন। তাঁহার অধীনস্থ কতকগুলি শককর্ম্মচারী পলায়ন-পূর্ব্বক লিদীয়রাজের আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহা লইয়া যুদ্ধ

উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধের পূর্ব্বে হুবক্ষত্র আর্ম্মেণিয়া এবং কপ্পাদোকিয়া অধিকার করেন। লিদীয়দিগের সহিত ৫ বৎসর যুদ্ধ চলে। শেষ যুদ্ধের সময়ে দার্শনিক থেলিসের (Thales) ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে সূর্য্যগ্রহণ ঘটে। লিদীয়গণ ভীত হইয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইল। গণনা দ্বারা ইহা স্থির হইয়াছে যে এই গ্রহণ ৫৮৪ খৃঃ পূঃ অব্দে হইয়াছিল। ইহার অল্পকাল পরে হুবক্ষত্রের মৃত্যু হয় এবং তাঁহার পুত্র ইস্তবিগু (Astyages) সিংহাসন লাভ করেন।

ইস্তবিগুর বিষয় অধিক কিছু জানা যায় না। এই সময়ে মিদীয় সাম্রাজ্য সভ্যতার সোপানে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল। পারস্যদেশের অধিবাসীরা মিদীয়দিগের নিকট হইতে রাজনৈতিক এবং যুদ্ধসম্বন্ধীয় নিয়মাবলী, বেশভূষা প্রভৃতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। মিদীয়দিগের নির্ম্মিত অট্টালিকাদির ভগ্নাবশেষ এখন দেখা যায় না, কেবল তাহাদের নির্ম্মিত বৃহৎকায় সিংহমূর্ত্তি আজও ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া আছে। প্রাচীন পারসীকদিগের পুরোহিতকে মঘুস্ (চলিত মগি) বলে। হিরোদোতাসের মতে পূর্ব্বে পারসিক পুরোহিতগণ মিদীয়দিগের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হইতেন। ইহাতে বোধ হয় যে, মিদীয় বা উত্তরমদ্রের রাজারাই সর্ব্বপ্রথম জরথুস্ত্র-ধর্ম্ম প্রচলিত করেন।

পারস্য রাজ্য।

ইস্তবিগুর পর মিদীয় সাম্রাজ্যের অধঃপতন ঘটে, এবং কুরুস্ (Cyrus) সিংহাসন অধিকার করেন। এই সময় হইতে পারস্যরাজ্যের প্রথম সূত্রপাত হয়। কুরুস্ রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কম্বুজীয় (Cambyses)। বেহিস্তুন নামক স্থানে দরায়ুসের যে খোদিত লিপি আছে, তাহাতে কুরুসের পূর্ব্বাপর এইরূপ বংশাবলী পাওয়া যায় :—

অথমনিশ (Achæmenes)
|
১ চিশ্‌পেশ (Teispes)
|
২ কম্বুজীয় (Cambyses)
|
৩ কুরুস্ (Cyrus)
|
৪ চিশ্‌পেশ (Teispes)
|
৫ কুরুস্ — আর্য্যরাম্ন (Ariaramnes)
৬ কম্বুজীয় (৫ কুরুস্-এর পুত্র) — বিশ্‌তাস্প (Hystaspes) (আর্য্যরাম্ন-এর পুত্র)
৭ কুরুস্ (Cyrus the great) (৬ কম্বুজীয়-এর পুত্র)
৮ কম্বুজীয় (৭ কুরুস্-এর পুত্র) — ৯ দারয়বুশ্ (Darius) (বিশ্‌তাস্প-এর পুত্র)
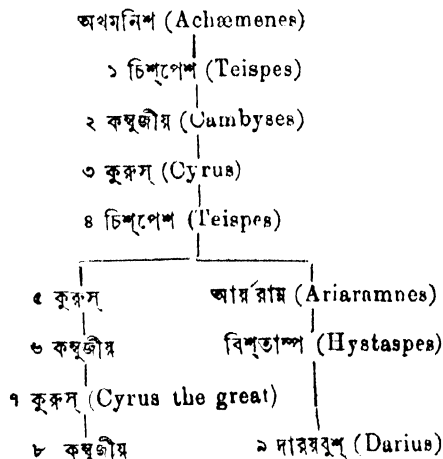
অথমনিশ্ (Achæmenes) এই রাজবংশের আদিপুরুষ। ইহার পর চিশ্‌পেশ (Teispes) রাজা হন। চিশ্‌পেশ মিদীয় সাম্রাজ্য স্থাপনের পূর্ব্বে ৭৩০ খৃঃ পূঃ অব্দে জীবিত ছিলেন। কুরুসের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা পারস্যদেশের রাজা ছিলেন না; কেবলমাত্র অনুসন নামক নগর তাঁহাদের অধিকারভুক্ত ছিল। হিরোদোতস্ লিখিয়াছেন যে, কুরুস্ ইস্তবিগুর কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু ইহা কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না। কুরুস্ পারসিকদিগের সাহায্যে ইস্তবিগুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। তাঁহাকে দমন করিবার জন্য হর্পাগ (Harpagus) প্রেরিত হন; কিন্তু হর্পাগের সহিত কুরুসের ষড়যন্ত্র থাকায় মিদীয়সৈন্যের একাংশ বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক যুদ্ধকালে কুরুসের পক্ষাবলম্বন করে এবং অবশিষ্ট সৈন্যগণ পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। তৎপরে ইস্তবিগু নিজে কুরুসের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন; অবশেষে তিনি পরাজিত ও বন্দী হন। বাবিলনের শিলাফলকে লিখিত আছে, মিদীয়-সাম্রাজ্যের পতন ৫৫৯ খৃঃ পূঃ অব্দে সংঘটিত হইয়াছিল। কুরুস্ এই যুদ্ধের পর হগমতান (Ecbatana) অধিকারপূর্ব্বক অনুসনে প্রত্যাগমন করেন।

কুরুস্ (Cyrus)।

(রাজ্যকাল ৫৫৯ খৃঃ পূঃ হইতে ৫৩০ খৃঃ পূঃ।)

হগমতান অধিকারের পর কুরুস্ মিদীয় সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন; কিন্তু এ সময়ে সাম্রাজ্যের দূরবর্ত্তী স্থান সকলে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। কুরুস্ অতি কষ্টে এই সকল প্রদেশ শাসন করিতে সমর্থ হন।

রাজ্যের সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপিত হইলে কুরুস্ মিদীয় প্রদেশের অধিপতি ধনকুবের কেরেশাস্পের (কৃশাশ্ব) বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। কপদ্রুক (Cappadocia) নামক প্রদেশে প্রথম যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে কেরেশাস্প পরাজিত হইয়া পুনরায় সৈন্যসংগ্রহের নিমিত্ত স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন; কিন্তু কুরুস্ সসৈন্যে তাঁহার অনুসরণ করিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বন্দী করেন। কুরুস্ প্রথমে কেরেশাস্পকে অগ্নিতে দগ্ধ করিবার জন্য আদেশ দেন; কিন্তু পরিশেষে তাঁহাকে ক্ষমা করেন। ৫৪৬ বা ৫৪৭ খৃঃ পূঃ অব্দে কেরেশাস্পের পরাজয় ঘটে।

মিদীয়দিগের স্বাধীনতা-লোপের পর এসিয়াবাসী গ্রীক্ (যবন)দিগের সহিত কুরুসের বিবাদ উপস্থিত হয়। গ্রীকেরা বহুপূর্ব্বে এসিয়া-মাইনরে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কালক্রমে এই প্রদেশ বহুনগরপূর্ণ ও সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। মিদীয়েরা ক্রমে এই গ্রীকদিগকে বশে আনিয়াছিলেন; কিন্তু

কেরেশাস্পের পরাজয়ের পর তাহারা কুরুসের অধীন থাকিতে অসম্মত হইয়াছিল। কুরুসের সেনাপতিগণ বিবিধ প্রয়াসে ক্রমে ক্রমে গ্রীকদিগকে অধীনতাপাশে আবদ্ধ করেন। গ্রীকগণ প্রতিবৎসর কর এবং যুদ্ধ সময়ে রণতরি দিয়া সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। পারসিকেরা গ্রীকদিগের আচার-পদ্ধতি ও ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবেন না তাহাও স্থির হইল।

গ্রীকদিগের পরাজয়ের পর কুরুস্ বাবিলন (বাবিলি) অধিকার করেন। বাবিলনরাজ আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। ইহার পর কুরুস্ বাবিলনের নিকটবর্ত্তী স্থান সকল অধিকার করেন। ফিনিক (Phœnicians), হমিদাদ প্রভৃতি জাতি তাঁহার বশবর্ত্তী হইয়াছিল।

দরায়ুসের খোদিত লিপিতে দেখা যায় যে, পারস্যদেশের পূর্ব্বদিকস্থ সমস্ত ভূভাগ, উত্তরে অক্ষু (Oxus) নদীর তীরবর্ত্তী স্থান এবং পশ্চিমে আফগানিস্থানের অধিকাংশ কুরুসের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। প্রবাদও আছে যে, কুরুস্ ভারত আক্রমণ করেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

কুরুসের মৃত্যু সম্বন্ধে নানারূপ গল্প প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে তিনি তাঁহার রাজ্যের উত্তরপূর্ব্বে কোন অসভ্য-জাতির সহিত যুদ্ধে নিহত হন, এই প্রবাদটী সত্য বলিয়া প্রচলিত আছে। কুরুসের মৃত্যুর পর কম্বুজীয় (Cambyses) পিতার মৃতদেহ স্বদেশে আনাইয়া সমাধিস্থ করেন। মুর্ঘাব নামক স্থানে এই সমাধির চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। এখানে একটী স্তম্ভে খোদিত আছে, "আমি কুরুস্ রাজা অখমনিশের বংশসম্ভূত।" পারসিকগণ এবং হিরোদোতস্, জেনোফন প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ ইহাকে একজন আদর্শ নৃপতি বলিয়া অত্যন্ত সুখ্যাতি করিয়াছেন। তিনি যে এক-জন প্রবল পরাক্রান্ত রাজনীতিকুশল নরপতি ছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কম্বুজীয় (Cambyses)।

কুরুস্ ৫২৯ খৃঃ পূর্ব্বে বর্দিয় (Smerdis) এবং কম্বুজীয় নামে দুই পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর দুই ভ্রাতার মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। দরায়ুসের খোদিত লিপিতে লিখিত আছে যে, কম্বুজীয় গোপনে আপন ভ্রাতাকে নিহত করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। সিংহাসন-লাভের পর তিনি মিসরদেশ জয় করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া-ছিলেন। মিসর-(মুদ্র) প্রাচীনকাল হইতেই সমৃদ্ধিশালী দেশ বলিয়া বিখ্যাত ছিল। এই জন্যই কম্বুজীয়ের মিসর অধিকারের বাসনা জন্মে। মিসরে পেলুসিয়াম্ নামক স্থানে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মিসররাজ সম্যক্‌রূপে পরাজিত হইয়া তাঁহার রাজধানী মেম্ফিস্ নগরে পলায়ন করেন। মেম্ফিস্ নগর শীঘ্রই শত্রুহস্তে পতিত হয়। পারস্যরাজ মিসরবাসীর প্রতি অত্যা-চারের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। মিসররাজ সাম্‌মেনিতাস্ (Psamenitus) পরে নিহত হন। এতদ্ভিন্ন দেবমন্দির লুণ্ঠন, ভূগর্ভে রক্ষিত মৃতদেহ (Mummy) দাহন, মিসরবাসীদিগের উপাস্য বৃষবধ, লোকহত্যা প্রভৃতি নানারূপ অত্যাচার ঘটিয়া-ছিল। পারস্যরাজ ইজিপ্টরাজের দুই কন্যার পাণিগ্রহণ করেন।

যখন কম্বুজীয় মিসরে ব্যস্ত ছিলেন, তখন সহসা শুনিতে পান যে গৌমাতা নামে এক ব্যক্তি তাঁহার ভ্রাতা 'বর্দিয়' নাম ধারণ করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া অতি সত্বরে তিনি স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু আর দেশে ফিরিতে পারিলেন না, পথিমধ্যে সিরীয়দেশে কালগ্রাসে পতিত হইলেন।

কম্বুজীয়ের মৃত্যুর পর গৌমাতা পারস্য শাসন করিতে থাকেন এবং সকলেই তাঁহাকে রাজা বলিয়া একবাক্যে স্বীকার করেন। তিনি রাজস্বের হার অনেক কমাইয়া দেন এবং অল্পদিন মধ্যে সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়া উঠেন। কিন্তু প্রাচীন রাজবংশোদ্ভব লোকেরা তাঁহার প্রতি বিদ্বেষী ছিলেন। অবশেষে সাতজনের ষড়যন্ত্রে ৫২১ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের প্রারম্ভে গৌমাতা নিহত এবং দরায়ুস্ (Darius) তাঁহার স্থলে রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন।

দারয়বহুশ বা দারয়বুশ (চলিত নাম দরায়ুস্ Darius)।

দরায়ুস্ সিংহাসনলাভের পর কুরুসের কন্যা এবং কম্বু-জীয় ও রাজ্যাপহারক বর্দিয়ের পত্নী অতোসাকে বিবাহ করেন এবং যে ছয়জনের সাহায্যে রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে একজনকে সবংশে নিহত করেন। অল্প-কাল মধ্যেই চতুর্দ্দিকে বিদ্রোহ ঘটিল। অশ্রিনা, বাবিলন, আর্ম্মেনিয়া, মিদীয়া প্রভৃতি প্রদেশ স্বাধীন হইল। একব্যক্তি 'বর্দিয়' নাম ধারণ করিয়া দরায়ুসের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হই-লেন। অনেকে তাঁহার সহিত মিলিত হইল। দরায়ুসের উদ্যমে এবং বুদ্ধি-কৌশলে এই বিদ্রোহানল প্রশমিত হয়। অশ্রিনীয়-বিদ্রোহ দমনের পর দরায়ুস্ (দারয়বুস্) কএকটী যুদ্ধে বাবিলনরাজকে পরাজিত এবং বহুদিবসাবধি নগরাবরোধের পর বাবিলন অধিকার করেন। এই সময়ে তিনি শুনিলেন, মিদীয়ার ক্রবরতি বিদ্রোহী হইয়াছেন এবং তাঁহার সহিত পার্থিব ও বরকানগণ (Hyrcanians) মিলিত হইয়াছে। দরায়ুস বিদ্রোহদমনের জন্য কয়েকদল সৈন্য প্রেরণ করেন; তাহারা শত্রুহস্তে পরাজিত হয়। অবশেষে দরায়ুস্ নিজে মিদীয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া শত্রুদিগকে পরাজিত করেন।

এইরূপে নানাস্থানে বিদ্রোহদমনের পর দারয়বুস্ রাজ্য-সুশাসনবিষয়ে মনোনিবেশ করেন। ভবিষ্যতে যাহাতে কোনপ্রকার গোলযোগ উপস্থিত না হয়, এই জন্য আপনার বিস্তীর্ণরাজ্য নানা অংশে বিভক্ত এবং প্রত্যেক স্থানে একজন করিয়া ক্ষত্রপ (Satrap) বা শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। এই শাসনকর্ত্তা কোনপ্রকার বিরুদ্ধাচারণ করিতে না পারেন,এইজন্য তাঁহার কার্য্যকলাপজ্ঞাপনের জন্য একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হয়। ক্ষত্রপের অধীনে সৈন্য থাকিত; কিন্তু তাঁহার শাসিত প্রদেশে যে সকল দুর্গ ছিল, তাহা রাজার অধীনে থাকিত। এতদ্ব্যতীত দরায়ুস্ প্রত্যেক বিভাগের রাজস্ব নির্দ্ধারিত করেন। শেষোক্ত কার্য্যের জন্য পারসিকেরা দরায়ুসের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়। যাহাই হউক দরায়ুস্ যে, পূর্ব্বপ্রচলিত বিধিব্যবস্থার অনেক উন্নতিসাধন করেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার পর তিনি রাজ্যবিস্তারে অগ্রসর হইলেন। বেহিস্তুন্ নামক স্থানে যে কোণাকার খোদিতলিপি আছে, তৎপাঠে জানা যায় যে, তিনি সিন্ধুনদীর তীরভূমি আবিষ্কার করিয়া পরে ভারতবর্ষ জয় করেন; কিন্তু ইহা যে অমূলক তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বোধ হয় তিনি সিন্ধুতীরস্থ প্রদেশ জয় করেন এবং তাহাই সমুদয় ভারতবর্ষ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

এই সময়ে শকজাতি অতিশয় পরাক্রমশালী হইয়া উঠে। দরায়ুস্ জিগীষার বশবর্ত্তী হইয়া ৫১৫ খৃঃ পূঃ অব্দে তাহাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। তিনি সেতুসংযোগে বস্পোরাস্ প্রণালী এবং দানিয়ুব নদী উত্তীর্ণ হইয়া শকদিগের রাজ্যে প্রবেশ করেন। শকেরা তখন ভ্রমণশীল জাতি বলিয়া গণ্য ছিল। কোন স্থানে ইহারা স্থায়িভাবে বাস করিত না। সুতরাং দরায়ুস্ তাহাদিগকে সম্মুখযুদ্ধে পাইলেন না; অবশেষে দুর্গম-পথ-শ্রমে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর এবং রোগপ্রভাবে বহুসৈন্য বিনষ্ট হইলে তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। এতকাল পারসিকেরা অজেয় বলিয়া যে প্রতিপত্তি ছিল, তাহা এই যুদ্ধে অনেকটা খর্ব্ব হইল।

এই সময়ে যোন (Ionain) ও অন্যান্য পারস্যবাসী গ্রীক-গণ পারস্যরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। আথেন্সের অধিবাসীরা তাঁহাদিগের সাহায্যার্থে কুড়িখানি রণতরি পাঠাইয়াছিল। গ্রীকেরা সকলে একত্র হইয়া সার্ডিস্ নগর অবরোধ ও অধিকার করেন; কিন্তু নগরস্থ দুর্গ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এই যুদ্ধে পারসিকদিগের বীর্য্যবত্তার পরিচয় পাইয়া আথেন্সের নৌসেনাবর্গ স্বদেশে ফিরিতে বাধ্য হইল; কিন্তু তথাপি এসিয়াবাসী গ্রীকেরা যুদ্ধে ক্ষান্ত হইল না। সালামিসের নিকট জলযুদ্ধে তাঁহারা পারসিকদিগকে পরাজয় করিল; কিন্তু স্থলযুদ্ধে (মিলেতাস্ নগরে) পারসিকদিগের নিকট আপনারা পরাজিত হইল।

গ্রীকেরা মিলেতাস্ নগর বহুদিবসাবধি শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছিল, অবশেষে পারসিকেরা য়ুরোপীয় গ্রীকদিগের সাহায্যে ও বিশ্বাসঘাতকতায় এই নগর অধিকার করিতে সমর্থ হইল। পারসিকেরা নগর অধিকারের পর তাহা ভূমিসাৎ করিল এবং গ্রীকগণ পারসিকদিগের বশীভূত হইল।

প্রথম যুদ্ধে আথেন্সের অধিবাসীরা যবনদিগের সাহায্য করায় দরায়ুসের জামাতা মার্দোনিয়াস্ আথেনীয়দিগকে উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্য যুদ্ধযাত্রা করেন। তিনি নাক্সস্ অধিকার ও ইরেট্রিয়া নগর ধ্বংস করেন; কিন্তু সুপ্রসিদ্ধ মারাথনের যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হওয়ায় গ্রীকেরা বিজয়াকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

কম্বুজীয়ের সময় হইতে মিসর পারসিকদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। দরায়ুস্ নীলনদী হইতে লোহিতসমুদ্র পর্য্যন্ত একটী খাল খনন করাইয়াছিলেন এবং রাজ্যের উন্নতি-সাধনেও বহু চেষ্টা করেন; কিন্তু পারসিকেরা মিসরীয়দিগের নিকট এতই অপ্রীতিভাজন হইয়াছিল যে, ৪৮৬ খৃঃ পূঃ অব্দে তাহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠে। দরায়ুস্ এই বিদ্রোহদমনের পূর্ব্বেই ৪৮৫ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

অখমনীয়বংশের মধ্যে দরায়ুস্ যে সর্ব্বপ্রধান নরপতি ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি যেরূপ বুদ্ধিমান্ তদনুরূপ উদ্যমশীল ছিলেন। গ্রীকেরা সাধারণতঃ পারসিকদিগকে ঘৃণা করিত; কিন্তু এস্কাইলাস্ আপনার গ্রন্থে দরায়ুসকে শ্রেষ্ঠ নরপতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

খয়র্যার্ষা বা ক্ষয়ার্ষা (Xerxes) ৪৮৫—৪৬৫ খৃঃ পূঃ।

দরায়ুসের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ক্ষয়ার্ষা রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। দরায়ুসের মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। ক্ষয়ার্ষা ৪৮৪ খৃঃ পূঃ এই বিদ্রোহদমনে সমর্থ হন এবং আপনার ভ্রাতা অখমনিশকে ইজিপ্টের শাসন-কর্ত্তা করিয়া পাঠান। এই সময়ে বাবিলনে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। ক্ষয়ার্ষা বাবিলন অধিকারপূর্ব্বক উপাসনামন্দির সকল ভগ্ন এবং অধিবাসীদিগের প্রতি অযথা অত্যাচার করেন।

মারাথনের যুদ্ধে পারসিকেরা গ্রীকদিগের হস্তে যে নিগ্রহভোগ করিয়াছিল, তাহা তাহারা বিস্মৃত হয় নাই। ক্ষয়ার্ষা এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। সার্দিস্নামক স্থানে সমস্ত সৈন্য একত্র করিয়া গ্রীস্

আক্রমণে অগ্রসর হইলেন। তিনি প্রসিদ্ধ থার্ম্মপলী নামক গিরিপথে অল্প সংখ্যক স্পার্টানদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু সালামিস্-যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হওয়ায় স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। ৪৮০ খৃঃ পূর্ব্বে মার্দোনিয়াস্ পারসিক সৈন্যগণের সহিত প্লাটিয়ার যুদ্ধে পরাভূত ও ৪৭৯ খৃঃ পূর্ব্বে নিহত হন।

এই সময়ে আথেনীয়গণ জলপথে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। তাহারা কিমনের (Cimon) অধীনে পারসিকদিগের রণতরির অনুসরণ ও ধ্বংস করে। এই যুদ্ধের পর য়ুরোপে পারসিকদিগের প্রাধান্য এককালে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

ক্ষয়ার্ষা প্রথমে সার্দিস্ নামক স্থানে গমন করেন, কিন্তু এসিয়ায় গ্রীকদিগের আগমনে ভীত হইয়া আপন রাজধানীতে আসিতে বাধ্য হন। এই সময়ে তাঁহার শরীররক্ষক প্রধান-সেনানী আর্ত্তাবনাস্ অর্তক্ষত্রের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া অন্তঃপুর মধ্যে তাঁহাকে এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র দরায়ুস্কে গোপনে হত্যা করেন।

অর্তক্ষত্র (Arta-xerxes)—৪৬৪ ৪৪৫ খৃঃ পূঃ।

অর্তক্ষত্র সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া প্রথমেই আর্ত্তাবনাস্কে বিনাশ করিলেন। এই সময়ে অর্তক্ষত্রের জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিশ্তাস্প (Hystaspes) বক্ত্রিয়ার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে রাজপদ লাভ করিতে শুনিয়া বিদ্রোহী হইলেন, কিন্তু উপর্য্যুপরি দুইটী যুদ্ধে হারিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন।

অর্তক্ষত্রের সভায় গ্রীসের বিখ্যাত বীর থেমিষ্টোক্লিস্ (Themistocles) স্বদেশের অনিষ্টসাধন-মানসে উপনীত হন। পারস্যরাজ তাঁহার প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেন ও তাঁহাকে মিআন্দারনদীতীরস্থ ম্যাগনেসিয়া নামক স্থান এবং আর দুইটী নগর অর্পণ করেন।

এই ঘটনার পর ইজিপ্টদেশে ঘোরতর বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। বিদ্রোহীর হস্তে দরায়ুসের পুত্র অথমনিশ প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। লিবিয়ার রাজা সামেতিকাসের (Psammetichus) পুত্র ইনরাস্ (Inarus) মিসরে রাজা হইলেন। এই সময়ে পারসিকদিগের সহিত আথেনীয়গণের বিবাদ চলিতেছিল। এখন মিসরীয়গণ সাহায্য প্রার্থনা করায় ২০০শত আথেনীয়-রণতরি মিসরে প্রেরিত হইল। উপস্থিত নৌযোদ্ধ বর্গের সহিত বিদ্রোহীদল মেম্ফিস্ নগর ও দুর্গ অবরোধ করিল।

অর্তক্ষত্র বগবুখ্ষের (Megabyzus) অধীনে একদল সৈন্য পাঠাইলেন। ঘোরতর যুদ্ধের পর মিসরীয়গণ সদলে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত এবং ইনরাস্ শত্রুহস্তে নিপতিত ও নিহত হইলেন। ইহার অল্পকাল পরে আথেনীয়দিগের সহিত পারসিকদিগের সন্ধি স্থাপিত হইল। এই সন্ধির পর পারসিকেরা যবন (Ionian)-দিগের সহিত আর কোন ভীষণ-যুদ্ধে লিপ্ত হয়েন নাই। পারস্যাধিপ গ্রীকসৈন্যদিগের শৌর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাদিগকে আপনার সৈন্যদলে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে যে পারস্যরাজ্য অধঃপতনোন্মুখ হইয়াছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। নিহেমিয়ার বিবরণ পাঠে জানা যায় যে, প্রজাবর্গ দিন দিন শ্রমকাতর, অলস ও বিলাসী হইয়া উঠিতেছিল।

অর্তক্ষত্র অত্যন্ত দুর্ব্বলহৃদয় ও ব্যসনাসক্ত ছিলেন। রাজকার্য্যে তাঁহার কিছুই ক্ষমতা বা অনুরাগ ছিল না। রাজকার্য্যতত্ত্বাবধানের ভার কর্ম্মচারিবর্গের উপরই ন্যস্ত ছিল। ৪২৪ খৃঃ পূঃ অব্দে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র ২য় ক্ষয়ার্ষা রাজা হইলেন বটে, কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই তাঁহার এক ভ্রাতার হস্তে নিহত হইলেন। এই হত্যাকারী প্রায় ছয়মাস রাজত্ব করেন, তৎপরে তাঁহার ভ্রাতা ওকাস্ (Ochus) তাঁহাকে হত্যা করিয়া দারয়বুশ নাম ধারণপূর্ব্বক সিংহাসনে অধিরোহণ করেন।

২য় দারয়বুস্ (দরায়ুস্ Darius)।

দরায়ুস্কে রাজপদে অধিষ্ঠিত দেখিয়া তাঁহার ভ্রাতারা সিরীয়দেশে বিদ্রোহী হইলেন। কিন্তু দরায়ুস্ তাঁহাদের অধীনস্থ গ্রীকসৈন্যদিগকে অর্থদানে বশীভূত করিয়া অতি-সহজেই বিদ্রোহীদিগকে দমন করিলেন। ৪১০ খৃঃ পূঃ অব্দে সামান্য বিদ্রোহের পর মিসর স্বাধীন হইল।

পিলোপনিসাসের যুদ্ধের পর আথেন্সের অবস্থা শোচনীয় এবং ক্ষমতা নিতান্ত হীন হইয়া পড়ে। পারসিকেরা এই সুযোগে সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানসমূহ অধিকারের প্রয়াসী হইলে তিশফ্রণা ও ফর্ণাবাজু নামে দুইজন পারসিক শাসনকর্ত্তার মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয় এবং দুইজনেই স্পার্টানদিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন। স্পার্টানেরা অধিকতর ক্ষমতাশালী তিশফ্রণার (Tissaphernes) পক্ষ অবলম্বন করেন এবং এই স্থির হয় যে, এসিয়াখণ্ডে যত গ্রীকনগর আছে, তাহা তিশফ্রণা গ্রহণ করিবেন এবং তাহার পরিবর্ত্তে তিনি স্পার্টানদিগকে সাহায্য করিবেন। কিন্তু তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করায় স্পার্টানেরা ফর্ণাবাজুর পক্ষ অবলম্বন করে। আথেনীয়গণ এই সুযোগে পারসিকদিগের রাজ্যলুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে ফর্ণাবাজুর কৌশলে আথেনীয়গণ সন্ধি স্থাপন করিল (৪০৯ খৃঃ পূঃ)। এই সময়ে কুরুস্ (Cyrus) মাত্র

(Media) এবং কপদ্রুকের (Cappadocia) শাসনভার প্রাপ্ত হন। তিনি পারসিকদিগের পূর্ব্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার জন্য স্পার্টান সেনানায়ক লাসেন্দরের সাহায্যে আথেনীয়দিগকে আক্রমণ করেন (৪০৪ খৃঃ পূঃ)। তাহারা অবশেষে সন্ধি করিতে বাধ্য হইল।

স্পার্টান এবং আথেন্সের মধ্যে যে সময়ে সন্ধি স্থির হয় সেই সময়ে দরায়ুস্ প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর আর্সিকা (Arsicas) অর্তক্ষত্র নাম ধারণপূর্ব্বক সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। কুরুস্ রাজ্যলাভমানসে ৩০০ গ্রীকসৈন্য সমভিব্যাহারে রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তাঁহার মিত্র তিশফ্রণার বিশ্বাসঘাতকতায় বিফলমনোরথ ও বন্দী হইলেন। অবশেষে তিনি তাঁহার মাতার অনুরোধে মুক্তিলাভ করেন। তিনি এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রথমে গ্রীকদিগের সংস্থাপিত নগরসমূহ অধিকার করিয়া মিলেতোস্ নগর অবরোধ করেন এবং কূটনীতিবলে ১৩০০০ গ্রীকসৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক (৪০১ খৃঃ পূঃ) পারস্য সিংহাসন অধিকার করিবার মানসে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তিশফ্রণা পূর্ব্ব হইতে তাঁহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া পারস্যরাজের নিকট গমন করেন। কুরুস্ অবাধে কুনাক্সা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন, এই স্থানে গ্রীকদিগের হস্তে পারসিকেরা পরাজিত হয়, কিন্তু কুরুস্ যুদ্ধে নিহত হওয়ায় সমুদয় নিষ্ফল হইল।

এই যুদ্ধে পারস্যরাজ্যের আভ্যন্তরীণ দৌর্ব্বল্য ও ভীরুতা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইয়া পড়ে। অল্পসংখ্যক গ্রীকসৈন্য পারস্যসম্রাটের সমুদয় সৈন্য পরাজিত করিতে সমর্থ হওয়ায় গ্রীকগণও সাহসী হইয়া উঠে।

কুরুসের মাতা পরীসতী প্রিয়পুত্রের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে অতিশয় ক্রুদ্ধা হইয়া এই কার্য্যে যাহারা লিপ্ত ছিল, তাহাদিগের সকলকেই একে একে বিষপ্রয়োগে নিহত করেন। ইহাতে অর্তক্ষত্র মাতার প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন, এমন কি তাঁহাকে বনবাসে পাঠাইবার ইচ্ছা করেন; কিন্তু মাতার সাহায্য ব্যতীত রাজকার্য্য চলিবে না ভাবিয়া এই ঘৃণিত আদেশ পরিহার করিতে বাধ্য হন।

কুরুসের মৃত্যুর পর তিশফ্রণা তাঁহার পদলাভ করিলেন। এই সময়ে স্পার্টানগণ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে এবং পারসিকদিগের সহিত পূর্ব্বে যে সন্ধি হইয়াছিল, সেই সন্ধি ভঙ্গ করে। তাহারা আগিসিলসের অধীনে এসিয়ামাইনর আক্রমণপূর্ব্বক পারসিকদিগকে কএকটী খণ্ডযুদ্ধে পরাজয় করিল (৪০১ খৃঃ পূঃ), কিন্তু ৩৯৪ খৃঃ পূঃ অব্দে জন্মভূমির বিপদবার্ত্তা শুনিয়া তাহারা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইল। ইগস্-প্যাটামি নামক স্থানে পরাজিত হইবার পর আথেনীয় রণতরির অধিনায়ক কোনন সাইপ্রাস্ দ্বীপের অধীশ্বর এবাগোরাসের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এবাগোরাসের পরামর্শানুসারে কোনন্ পারস্যরাজের সাহায্য প্রার্থনা করায় পারস্যরাজ কতকগুলি রণপোত পাঠাইয়া দেন। এই রণপোতের সাহায্যে কোনন্ নিদাস্ নামক স্থানে স্পার্টান্দিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন এবং এই সময় হইতে সমুদ্রপথে স্পার্টানদিগের প্রভাব চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হয়। আথেনীয়েরা জলপথে স্পার্টানদিগকে পরাজয় করিলেও স্থলপথে সেরূপ সুবিধা করিতে পারে নাই। স্পার্টানেরা আথেনীয়দিগকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিবার জন্য সার্দিসের পারসিক শাসনকর্ত্তার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। পারসিক সেনানায়কগণ কখন স্পার্টার কখন বা আথেন্সের পক্ষ অবলম্বন করিতে লাগিলেন। অবশেষে বহু ষড়যন্ত্র ও প্রতারণার পর ৩৮৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে পারসিকদিগের সহিত স্পার্টার সন্ধি হইল। এই সন্ধি অনুসারে গ্রীসে স্পার্টানদিগের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকিল এবং পারসিকেরা এসিয়ামাইনরের সমুদায় গ্রীক অধিকার, ক্লাজোমিনি এবং সাইপ্রাস দ্বীপ লাভ করিলেন।

ইতিপূর্ব্বে এবাগোরাস্ সাইপ্রাস দ্বীপে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি প্রকাশ্যভাবে আথেন্সের সাহায্য করেন। তজ্জন্য ৩৯০ খৃঃ পূঃ অব্দে একদল পারসিক সৈন্য তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হয় এবং দশবৎসর যুদ্ধের পর এবাগোরাস্ পারস্যের অধীনতা স্বীকার করেন।

এই সময় কাদ্রুসীয়দিগের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হয়। কাদ্রুসীয়েরা গীলান নামক স্থানে বাস করিত। ইহারা কখনও পারস্যের সম্পূর্ণরূপ বশ্যতা স্বীকার করে নাই, সর্ব্বদাই পারস্যরাজ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দেশ লুণ্ঠন করিত। অর্তক্ষত্র তাহাদিগকে দমন করিবার অনেক চেষ্টা করেন, অবশেষে তিনিই বহু অর্থ দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া তাহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করেন।

তাঁহার রাজত্বের শেষভাগ অত্যন্ত অশান্তিময় হইয়া উঠে। বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্ত্তারা বিদ্রোহী হইয়া অনেকে স্বাধীন হইল। এই বিদ্রোহানল ৩য় অর্তক্ষত্রের রাজত্বের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত জ্বলিয়া ছিল। কেবল লিদিয়ার শাসনকর্ত্তা অন্তফরদতিশ (Antopphradates) প্রভুর পক্ষ পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি রাজকীয় সৈন্যগণের সাহায্যে কপদ্রুক প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহ দমন করেন।

৩৬১ খৃঃ পূঃ, তাকো (Tachos) ইজিপ্টে পারসিকদিগকে আক্রমণ করেন এবং স্পার্টান্ সেনাপতি বৃদ্ধ আগিসিলস্

তাঁহার সাহায্যার্থ প্রেরিত হন; কিন্তু তাকোর পুত্র পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হওয়ায় তাকো পারসিকদিগের সহিত মিলিত হন। এই সময় পারসিকেরা সবিশেষ চেষ্টা করিলে বিদ্রোহ দমন করিতে পারিত; কিন্তু এইরূপ চতুর্দ্দিকে বিদ্রোহের সময় অর্তক্ষত্র (৩৫৮ খৃঃ পূঃ অব্দে) মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ওকাস্ অন্যান্য ভ্রাতৃগণকে নিহত করিয়া অর্তক্ষত্র (Artaxerxes) নাম ধারণপূর্ব্বক সিংহাসনে অধিরোহণ করেন।

৩য় অর্তক্ষত্র।

ইহার রাজত্বের প্রথমাংশ বিদ্রোহ দমনেই পর্য্যবসিত হয়। এই সময়ে পারস্যরাজ্যের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া উঠে। ফ্রাইগীয়ার শাসনকর্ত্তা অর্ত্তবাজু (Artabazus) আথেনীয়দিগের সাহায্যে বিদ্রোহী হইয়া রাজসৈন্যদিগকে পরাভূত করেন। কিন্তু পারস্যাধিপের ভয়ে আথেনীয়গণ সাহায্য প্রদানে বিরত হইল। ৩৫০ খৃঃ পূঃ অব্দে অর্ত্তবাজু মাকিদনের রাজা ফিলিপের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। অবশেষে তাঁহার ভ্রাতা মেণ্টরের অনুরোধে অর্তক্ষত্র তাঁহাকে ক্ষমা করেন। তখন মিসরে গোলযোগ মিটে নাই। বহুকাল হইতে ফিনিকীয়গণ পারস্যের অনুকূল ছিল, কিন্তু ৩৫৩ খৃঃ অব্দে ফিনিকিয়া ও সাইপ্রাস দ্বীপের অধিবাসীরা বিদ্রোহী হইয়া মিসরে মিলিত হইল। এই সময় জুদিয়ায়ও বিদ্রোহ দেখা দিল। অর্তক্ষত্র প্রায় দশ সহস্র বেতনভোগী গ্রীকসৈন্য লইয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে টেনিস ও মেণ্টর তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। এই সময় হইতে মেণ্টর পারস্যরাজের বিশেষ সাহায্য করিতে থাকেন। তাঁহারই বুদ্ধিকৌশলে মিসরের সেনানীবর্গের মধ্যে কলহ উপস্থিত হওয়ায় মিসরের লোকেরা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং অল্পকাল মধ্যেই পারস্যের অধীনতাপাশে আবদ্ধ হয়। ইজিপ্ট বশীভূত হইলে পর অর্তক্ষত্র পুরস্কার স্বরূপ মেণ্টরকে এসিয়া-মাইনরের পশ্চিমভাগের শাসনকর্ত্তৃত্ব প্রদান করিলেন।

৩৫০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে মাকিদনপতি ফিলিপ গ্রীস্ জয়ের সংকল্প করেন এবং পারসিকেরা কোন প্রকারে তাঁহার বিপক্ষতাচরণ না করেন, তজ্জন্য পারস্যরাজের নিকট দূত পাঠান। পারস্যরাজ তাঁহার অনুরোধে কিছুকাল নিরপক্ষ থাকিয়া অবশেষে ৩৪০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে আথেনীয়দিগকে সাহায্য করিতে থাকেন। আথেনীয়েরা পারসিকদিগের সহিত একত্র হইয়া ফিলিপের হস্ত হইতে পেরিন্থ নগর উদ্ধার করে; কিন্তু ৩৩৮ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে তাহারা চিরোণিয়ার সংগ্রামে উপস্থিত হইতে না পারায় ফিলিপ বিজয়শ্রী প্রাপ্ত হন। এই দারুণসময়ে বাগোয়া নামে এক দুর্বৃত্তের হস্তে অর্তক্ষত্র জীবন বিসর্জ্জন করেন।

অর্তক্ষত্র নিহত হইবার পর বাগোয়া তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র আরিস্‌কে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন; কিন্তু আরিস্ পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করায় আপনি সপরিবারে বাগোয়ার হস্তে নিহত হন। বাগোয়া আপন ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য রাজবংশোদ্ভূত কোন দূরসম্পর্কীয়কে ৩য় দারয়বুশ নাম দিয়া রাজা করিলেন।

৩য় দারয়বুশ্ (Darius III)।

৩য় দরায়ুস্ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সর্ব্বপ্রথমে বাগোয়াকে নিহত করেন। ৩য় অর্তক্ষত্রের রাজত্বকালে ইনি কাদুসীয়দিগের সহিত যুদ্ধে যথেষ্ট বীরত্বপ্রকাশ করায় পুরস্কার স্বরূপ আর্মেনিয়ার শাসন কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হন; কিন্তু ইহার পর তিনি যুদ্ধে ভীরুতা, বুদ্ধিহীনতা ও রাজকার্য্যে অক্ষমতা প্রদর্শন করেন। তাঁহারই দোষে যে পারস্যরাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পারসিকেরা ফিলিপের সহিত যুদ্ধে আথেনীয়দিগের সাহায্য করায় ৩৩৬ খৃঃ পূর্ব্বে ফিলিপ পারসিকদিগের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন এবং তাহারা এই যুদ্ধে জয়লাভ করে; কিন্তু এই সময়ে ফিলিপ্ শত্রুহস্তে নিহত হওয়ায় গ্রীকেরা স্বদেশে ফিরিতে বাধ্য হয়। ফিলিপের মৃত্যুর পর আলেক্সান্দর সর্ব্বপ্রথমে গ্রীকের সর্ব্বত্র শান্তিসংস্থাপনপূর্ব্বক ৩৩৪ খৃঃ পূঃ অব্দে দিগ্বিজয়মানসে এসিয়াভিমুখে যাত্রা করেন। সর্ব্বপ্রথমে তিনি গ্রাণিকাস্ নদীতীরে পারসিকসৈন্য সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়া সার্দিস্ অধিকার করেন। শীতঋতুর প্রারম্ভে পাম্‌ফিলিয়া-পর্য্যন্ত সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থান তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। আলেক্সান্দর যে সময়ে এইরূপ জয়লাভ করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার বিপক্ষে এক প্রবলশত্রু উপস্থিত হয়। রোড্‌স্‌দ্বীপবাসী মেমনন্ গ্রাণিকাসের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এখন আলেকসান্দরের পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করায় তিনি গ্রীসে প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হইলেন এবং মেমনন্ তাঁহার অধীনস্থ পারসিক-রণতরির সাহায্যে কতিপয় প্রধান দ্বীপ অধিকার করেন। গ্রীসে সহস্র সহস্র বীরপুরুষ স্বদেশের স্বাধীনতালাভে সমুৎসুক হইয়া মেম্‌ননের আগমনপ্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময়ে আলেক্সান্দরের সৌভাগ্যক্রমে মেম্‌ননের সহসা মৃত্যু হয়। মেম্‌ননের মৃত্যুর পর পারসিক রণতরিসমূহের অধিনায়কত্ব ফর্ণাবাজুর উপর অর্পিত হয়; কিন্তু তিনি মেম্‌ননের প্রণালী অনুসারে কার্য করিতে অক্ষম হওয়ায় পারস্যরাজ্যরক্ষার আশা বিলুপ্ত হইল।

মেম্‌ননের মৃত্যুর পর আলেক্‌সান্দর এসিয়া মাইনরের অন্তর্গত প্রধান প্রধান স্থান সকল হস্তগত করিয়া পারস্য-দেশাভিমুখে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করেন। সিলুকিয়ার সর্ব্বপ্রান্তভাগে দরায়ুস্ স্বয়ং বহুসৈন্য সমভিব্যাহারে আসিয়া উপস্থিত হন। এই স্থানে উভয় পক্ষের সংগ্রামে পারসিকেরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয় (৩৩৩ খৃঃ পূঃ)। আলেক্‌সান্দর যেরূপ সাহসী তদনুরূপ সতর্ক ছিলেন। সংগ্রামে জয়লাভের পর প্রথমে দরায়ুসের অনুসরণ না করিয়া পারসিকেরা পুনরায় সমুদ্রপথে তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিতে না পারে, এইজন্য ফিনিকীয় উপকূল অধিকারপূর্ব্বক পারসিকদিগের রণতরিপ্রাপ্তির পথ বন্ধ করেন। পারসিকদিগের অধীনস্থ সাইপ্রাসের রণতরি সকল স্বদেশে ফিরিয়া যায় ও আলেকসান্দরের বশ্যতা স্বীকার করে। টায়র, গাজা প্রভৃতিস্থান বহু দিবস অবরোধের পর আলেক্‌সান্দরের হস্তগত হয়। ইজিপ্টের অধিবাসীরা পারসিকদিগের অত্যন্ত বিদ্বেষী ছিল, এখন আলেক্‌সান্দরের আগমনে তাহারা সহর্ষে তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া পারসিকদিগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করে। আলেক্‌সান্দর এইরূপে বিস্তৃত রাজ্য লাভ করিয়া ৩৩১ খৃঃ পূঃ সিরীয়া ও মেসোপটেমিয়ার মধ্য দিয়া আসিরীয়ায় উপনীত হন এবং এখানে সসৈন্য দরায়ুসের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। গৌগামেলা নামক স্থানে যে সংগ্রাম হয়, তাহাতে দরায়ুস্ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া মিদীয়ায় পলায়ন করিতে বাধ্য হন।

এই যুদ্ধে প্রাচীন পারস্যরাজ্যের অবসান হইল। যুদ্ধে জয়লাভের পর বাবিলন ও সুসা আলেক্‌সান্দরের হস্তগত হয়। তৎপরে তিনি সর্ব্বপ্রকার প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া পারস্যদেশে প্রবেশ, পার্সিপোলিস্ লুণ্ঠন ও রাজপ্রাসাদ ভস্মসাৎ করেন। দরায়ুস্ আলেক্‌সান্দরকে তাঁহার অনুসরণ করিতে দেখিয়া পূর্ব্বদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার সহিত প্রভূত সৈন্য ছিল; কিন্তু তাঁহার প্রতি গ্রীকসৈন্যেরা এই সময়ে যেরূপ প্রভুভক্তি ও অনুরাগ প্রদর্শন করে, তাহা বিশেষ প্রশংসনীয়। দরায়ুস্ পরিশেষে বক্ত্রিয়ার শাসনকর্ত্তা বেসাসের হস্তে পতিত হন এবং বেসাস্ ৩৩০ খৃঃ পূঃ আলেক্‌সান্দরকে নিকটবর্ত্তী দেখিয়া দরায়ুসকে নিহত করেন।

দরায়ুসের মৃত্যুর পর বেসাস্ ৪র্থ অর্তক্ষত্র নাম ধারণপূর্ব্বক আপনাকে পারস্যদেশের রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং পারসিকেরা তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইল। আলেক্‌সান্দর বহু প্রয়াসে তাঁহাকে ধৃত ও নিহত করিয়াছিলেন।

আলেক্‌সান্দর ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাগমনকালে বার্য্যার্ষ (Baryaxes) নামে এক ব্যক্তি রাজা উপাধি গ্রহণ করেন। মিদীয়ার শাসনকর্ত্তা তাহাকে ধৃত করিয়া আলেক্‌সান্দরের সম্মুখে আনয়ন করে। আলেক্‌সান্দরের আদেশে তাহার প্রাণদণ্ড হয়। এই ঘটনার পর পারস্যদেশে গ্রীক শাসনকাল আরম্ভ হইল।

গ্রীকশাসন।

গৌগামেলার সংগ্রামের পর আলেক্‌সান্দর আপনাকে এসিয়ার সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করেন (৩৩১ খৃঃ পূঃ)। তৎপরে পার্সিপোলিসে রাজপ্রাসাদ ভস্মসাৎ ও বেসাস নিহত হইলে পারসীকেরা চিরকালের জন্য আপনাদিগের স্বাধীনতা লোপ হইয়াছে বুঝিতে পারে। [আলেক্‌সান্দর দেখ।]

আলেক্‌সান্দর তাঁহার এই বহুবিস্তৃতরাজ্য সুশাসিত রাখিবার জন্য বহু নগর সংস্থাপন করিয়া প্রত্যেক নগরে গ্রীকসৈন্য রাখিয়া দেন। বাবিলন নগরে তাঁহার রাজধানী হইল। ভবিষ্যতে কোন প্রকার গোলযোগ উপস্থিত না হয়, এই জন্য তিনি সমুদয় রাজ্য চতুর্দ্দশভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকভাগে একজন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। এই শাসনকর্তৃপদ গ্রীক এবং পারসিক উভয়জাতীয় লোকই প্রাপ্ত হইয়াছিল। শাসনকর্ত্তৃগণের আপন প্রদেশস্থ সৈনিকগণের উপর কোন্ প্রকার ক্ষমতা ছিল না। দেশশাসনের ভার মাত্র তাঁহাদের উপর ন্যস্ত ছিল। তাঁহারা ইচ্ছাক্রমে বৈদিশিক সৈন্যনিয়োগ, স্বনামে মুদ্রাপ্রচলনপ্রভৃতি কার্য্য করিতে পারিতেন না। প্রত্যেককে নির্দ্দিষ্ট হারে রাজস্ব দিতে হইত। আলেক্‌সান্দর রাজস্বসম্বন্ধে এরূপ সুন্দর নিয়ম প্রচলিত করেন যে, মৃত্যুর সময় তাঁহার কোষাগারে ১১২৮৯৫১৫০ টাকা মজুত ছিল।

মাকিদনবীর আপনরাজ্য চিরস্থায়ী করিবার জন্য গ্রীক ও পারসিকদিগের মধ্যে জাতিগত প্রভেদ উঠাইয়া দিয়া যাহাতে তাহারা একজাতি বলিয়া গণ্য হইতে পারে, তাহার প্রতি সবিশেষ চেষ্টা করেন। এই জন্য তিনি ৩০০০০ পারসিকসৈন্য গ্রীকপ্রথানুসারে যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত করেন। ইহারা গ্রীকসৈন্যদিগের সমান মান প্রাপ্ত হইত এবং এই উভয়জাতির মধ্যে যাহাতে কোন প্রকার বিদ্বেষ ভাব না থাকে, তজ্জন্য গ্রীক ও পারসিকদিগের মধ্যে বিবাহপ্রথা প্রচলন এবং এই বিষয়ে উৎসাহ দিবার জন্য স্বয়ং তিন জন পারসিকরমণীর পাণিগ্রহণ করেন।

মিসরের প্রথানুসারে আলেক্‌সান্দর আপনাকে আমন-জুপিতারের পুত্র ও প্রজাবর্গের উপাস্য বলিয়া প্রচার করিলে, অনেকে তাহাই স্বীকার করিতে বাধ্য হইল বটে, কিন্তু জরথুস্ত্র ও আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা ইহাতে ঘোরতর বিদ্রোহী হইয়া উঠে।

পারস্যজয়ের পর আলেক্‌সান্দর অত্যন্তবিলাসী এবং সুরা-

সক্ত হইয়া উঠেন। অশেষবিধ শারীরিক অত্যাচারে এবং অস্বাস্থ্যজনক বাবিলননগরে বাস করায় ৩২৩ খৃঃ পূঃ জুন মাসে তিনি জ্বররোগে আক্রান্ত ও তাহাতেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।

পারসিক ও গ্রীকদিগকে একজাতিভুক্ত করিবার ইচ্ছা আলেক্‌সান্দরের হৃদয়ে অত্যন্ত প্রবল ছিল, এই জন্য তিনি বহুবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহার সেনাপতি ও মন্ত্রিবর্গ এ বিষয়ের পক্ষপাতী ছিলেন না, এই জন্য তাঁহারা আলেক্‌সান্দরের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। মাকিদনবাসিগণ পারসিকদিগের অপেক্ষা যে অধিকসংখ্য ছিলেন তাহা নহে? তাহাদের সংখ্যা অল্প ছিল এবং পারসিকদিগের সংস্পর্শে তাঁহারা বিলাসী হইয়া উঠিতে লাগিল। আলেক্‌সান্দর পারসিকদিগের আচার ব্যবহারে এরূপ অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, তিনি পারসিক পরিচ্ছদধারণ ও পারসিকভাষায় কথোপকথন করিতেন। পারসিক সেনাপতিরা আলেক্‌সান্দরের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তাঁহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠে, এবং স্থানে স্থানে তাঁহার আজ্ঞাপালনে অসম্মতি প্রকাশ ও তাঁহার প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শন প্রভৃতি বিদ্রোহ চিহ্ন লক্ষিত হইতে থাকে। আলেক্‌সান্দর তাঁহার সেনানীগণের এইরূপ ব্যবহারে নিতান্ত ক্ষুব্ধ ও মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন।

সেই মহাবীর নিঃসন্তানঅবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর পারস্যে ৪২ বর্ষব্যাপী ঘোরতর অন্তর্বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। এসিয়ামহাদেশে গ্রীকশাসনকর্তারা সকলেই ক্রমে ক্রমে স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বাবিলনের শাসনকর্ত্তা সেলুকস্ অবশেষে সকলকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া একাধিপত্য লাভ করেন। আলেক্‌সান্দর সিন্ধুনদী পর্য্যন্ত আপন অধিকারভুক্ত করিয়া তথায় একদল গ্রীক সৈন্য রাখিয়া যান। কিন্তু আলেক্‌সান্দরের মৃত্যুর পর যে অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হয়, সেই সময়ে হিন্দুরা গ্রীকসৈন্যদিগকে নিহত করিয়া মৌর্য্যবংশীয় রাজার অধীনতা স্বীকার করে।

সেলুকস্ মৌর্য্যরাজের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সিন্ধুনদী উত্তীর্ণ হন, কিন্তু মগধরাজের সহিত তাঁহার সন্ধি স্থাপিত হয়। এই সন্ধি অনুসারে সেলুকস্ ৫০০ রণহস্তী ও মৌর্য্যরাজ সিন্ধুনদীর নিকটবর্ত্তী গ্রীকরাজ্য প্রাপ্ত হন। উভয়েই বিপদের সময় পরস্পরের সাহায্য করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করেন।

সেলুকস্ আপন রাজ্য ৭২ ভাগে বিভক্ত ও প্রত্যেকভাগে একজন ক্ষত্রপ বা শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। তিনি তাইগ্রিস্ নদীতীরে সেলুকিয়া নামে রাজধানী স্থাপন করেন। কিন্তু গ্রীসে যুদ্ধ উপস্থিত হওয়ায় সিরীয়ার অন্তর্গত অন্তিওক (Antioch) নগরেই রাজধানী উঠাইয়া আনিতে বাধ্য হন। এই স্থানে অল্পকাল রাজত্বের পর তিনি ২৮০ খৃঃ পূঃ অব্দে নিহত হন।

অন্তিওক (Antiochus) ২৮০—২৬১ খৃঃ পূঃ।

অন্তিওক সেলুকসের ন্যায় রাজ্যলোলুপ ছিলেন না। তিনি এসিয়াস্থ সমুদয় গ্রীকরাজ্য তিনভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার একাংশ লইয়া রাজ্য করিতে থাকেন।

তিনি অনেক নগর নির্ম্মাণ, গ্রীক উপনিবেশ স্থাপন এবং মিদীয়ায় প্রায় ১৭২ মাইল দীর্ঘ প্রাচীর প্রস্তুত করান। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র পিতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করায় তিনি স্বহস্তে তাহার মস্তক ছেদন করেন। ২৬১ খৃঃ পূঃ, অন্তিওকের মৃত্যু হইলে পর তাঁহার দ্বিতীয়পুত্র অন্তিওক নাম ধারণপূর্ব্বক সিংহাসনে অধিরোহণ করেন।

ভারতবর্ষে এই সময়কার খোদিতলিপিতে অন্তিওকের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। সেলুকস্ (জলোকস্) মৌর্য্যরাজের সহিত বন্ধুত্ব সংস্থাপন করিয়া তাঁহার সভায় মেগস্থিনিস্ নামে একজন দূত রাখিয়া যান। মৌর্য্যরাজের মৃত্যুর পর তদ্বংশীয় রাজাদিগের সহিত গ্রীকসম্রাট্‌দিগের সমভাবে বন্ধুত্ব ছিল এবং তাঁহারা পরস্পরের নিকট সর্ব্বদা দূত প্রেরণ করিতেন। অশোক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া যে সময়ে আপনার অহিংসাধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, সেই সময়ে অন্তিওক তাঁহার কার্য্যে বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করেন।

২য় অন্তিওক (Antiochus II) ২৬১—২৪৬ খৃঃ পূঃ।

২য় অন্তিওক অতিশয় সুরাসক্ত, ভীরু ও আপন বন্ধুবর্গের সহিত সর্ব্বদা আমোদে সময় অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার রাজত্বের প্রথমভাগে ইরাণের উত্তরপশ্চিমভাগ রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, এবং বক্ত্রিয়ার (বাহ্লিকের) শাসনকর্ত্তা স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। ইহার অল্পকাল পরেই পার্থিবগণ বিদ্রোহী হইয়াছিল। পার্থিবগণ (Parthians) ভ্রমণশীল জাতি এবং পশুচারণ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। অর্সকেশ এবং তিরিদাত (Tiridates) নামে দুই ভ্রাতা বক্ত্রিয়ার ওকাস্ নদীতীরে পশুচারণ করিতেন। একদা এই প্রদেশের শাসনকর্ত্তা কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে অপমান করায় তাহারা বিদ্রোহী হয়, এবং শাসনকর্ত্তাকে নিহত করিয়া অর্সকেশকে আপনাদিগের রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। (২৫০ খৃঃ পূঃ) এই বিদ্রোহদমনের আর সুযোগ উপস্থিত হয় নাই।

২য় সেলুকস্ (Seleucus II) ২৪৬-২২৬ খৃঃ পূঃ।

২য় অন্তিওকের মৃত্যুর পর সিংহাসন লইয়া তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। কালিনিকাসের (Callinicus) প্ররোচনায় ইজিপ্টের রাজা বক্ত্রিয়া পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করেন। ২য় সেলুকাস্ (জলৌক) পিতার সিংহাসন লাভ করিয়া ভ্রাতার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, এবং ২৪২ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে অঙ্কারা নামক স্থানে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে সেলুকস্ পরাভূত এবং নিহত হইয়াছেন সকলে বিবেচনা করে। এই সংবাদ শ্রবণে পার্থিবের রাজা তিরিদাত (Tiridates) সসৈন্যে গ্রীক রাজ্যে প্রবেশ করিয়া আন্দ্রোগোরস্‌কে নিহত ও তাঁহার অধীনস্থ প্রদেশ অধিকার করেন। সেলুকস্ স্বীয় ভ্রাতা ও ইজিপ্টের রাজার সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া ২৩৮ খৃঃ পূঃ অব্দে তিরিদাতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন; কিন্তু এই যুদ্ধে তাঁহার নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হন। কিন্তু এই সময়ে অন্তিওক নগরে বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় তিনি প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হন এবং পার্থিবদিগের নিকট অবমাননার প্রতিশোধ আর লইতে পারেন নাই।

২য় সেলুকসের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সোতার ৩য় সেলুকস্ উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসনে আরোহণ করেন (২২৬-২২৩ খৃঃ পূঃ); কিন্তু তাঁহার অল্প বয়সে মৃত্যু হওয়ায় মাগ্‌নাস ৩য় অন্তিওক নাম লইয়া তাঁহার স্থলে অভিষিক্ত হইলেন।

৩য় অন্তিওক (Antiochus III) ২২৩—১৮৭ খৃঃ পূঃ।

৩য় অন্তিওক পূর্ব্বে বাবিলনের শাসনকর্ত্তৃপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এখন তাঁহাকে সিংহাসনে সমাসীন দেখিয়া মিদীয়ার শাসনকর্ত্তা মোলন তাঁহার ভ্রাতা সিকন্দরের সহযোগে রাজসেনাপতিকে পরাজয়পূর্ব্বক সেলুকিয়া অধিকার ও রাজোপাধি গ্রহণ করেন। বাবিলন ও সমুদয় সুসিয়ানা প্রদেশ, পরপোটমিয়া, মেসোপটমিয়া প্রভৃতি স্থান সত্বরই তাঁহার হস্তগত হইল। অন্তিওক শত্রুদিগকে এইরূপে জয়লাভ করিতে দেখিয়া স্বয়ং তায়গ্রীস্ নদী পার হইয়া মোলনের পলায়নের পথ অবরোধ করিলেন। মোলন বাধ্য হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং অবশেষে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও নিহত হন (২২০ খৃঃ পূঃ)। এই যুদ্ধের পর ৩য় অন্তিওক সেলুকিয়ায় গমনপূর্ব্বক তথায় রাজ্যশাসনের সুবন্দোবস্ত করিয়া স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাগমন করেন।

অন্তিওকের ভগিনী আর্মেনিয়ার অধিপতির পত্নী ছিলেন। আর্মেনিয়াপতি পত্নীর ষড়যন্ত্রে নিহত হন। অন্তিওক আর্মেনিয়ায় গিয়া সমুদয় বিবাদ নিষ্পত্তি করেন ও পরে বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া পার্থিবরাজ্যে প্রবিষ্ট হন। যুদ্ধে পার্থিবগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও তাহার অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। পার্থিবদিগের যুদ্ধ শেষ হইলে অন্তিওক বক্ত্রিয়ারাজ্যাপহারক ইউথ্যদেমাসের (Euthydemus) সহিত সমরে প্রবৃত্ত হন, এবং ছয় বর্ষব্যাপী সংগ্রামের পর সন্ধি হয়। সন্ধি অনুসারে অন্তিওক ইউথ্যদেমাস্‌কে বক্ত্রিয়ার রাজা বলিয়া স্বীকার করেন এবং তাঁহার পুত্রের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দেন। বক্ত্রিয়ারাজ ইহার পরিবর্ত্তে আপনার সমুদয় রণহস্তী, সৈন্যদিগের রসদ ও কিছু অর্থ দিতে বাধ্য হন। এতদ্ভিন্ন বিপদের সময় পরস্পরে সাহায্য করিতেও সম্মত হন। এই সন্ধির পর অন্তিওক কাবুলে গমন করেন এবং তথা হইতে ভারতবর্ষীয় রাজা সুভগসেনের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন ও তাঁহার নিকট ১৫০ রণহস্তী উপহার লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন।

অন্তিওক জীবনের শেষভাগে রোমকদিগের সহিত যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন ও বহু অর্থ প্রদান করিতে বাধ্য হন। অর্থসংগ্রহমানসে তিনি সুসায় আসিয়া বেলদেবের মন্দির লুণ্ঠন করেন। এই স্থানের অধিবাসীরা তাঁহার এই কার্য্যদর্শনে ক্রোধোন্মত্ত হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ ও নিহত করে (১৮৭ খৃঃ পূঃ)।

৪র্থ সেলুকস্ (Seleucus Philopator IV)।

অন্তিওকের মৃত্যুর পর ৪র্থ সেলুকস্ ১৮৭ খৃঃ পূঃ হইতে ১৭৫ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহার মৃত্যুর পর ৪র্থ অন্তিওক (Epiphanes) সিংহাসনে অধিরোহণপূর্ব্বক প্রজাবর্গের হিতসাধনে কৃতসংকল্প হন; কিন্তু রাজকোষ অর্থশূন্য হওয়ায় তিনি আর্ম্মেনিয়ায় প্রবেশপূর্ব্বক তথাকার শাসনকর্ত্তাকে বন্দী করেন। তৎপরে অনেক দেবমন্দির লুণ্ঠন ও প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হন। এইরূপ ধর্ম্মবিরুদ্ধকার্য্যে সকলে অসন্তুষ্ট ও বিদ্রোহী হয়। এই বিদ্রোহদমনের পূর্ব্বে ৪র্থ অন্তিওক প্রাণত্যাগ করেন (১৬৪ খৃঃ পূঃ)।

তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র ইউপেতর ৫ম অন্তিওক নাম লইয়া সিংহাসনে অধিরোহণ করেন; কিন্তু তিনি দুই বৎসর পরে দেমিতার সোতারের হস্তে নিহত হন।

দেমিতার সোতার (Demitrius Sotor) ১৬২-১৫০ খৃঃ পূঃ।

দেমিতার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে রোমকদিগের সহিত তাঁহার বিবাদ উপস্থিত হয়। রোমকেরা যুদ্ধে উপর্য্যুপরি জয়লাভ ও চতুর্দ্দিকে তাঁহার শত্রুবর্গকে উত্তেজিত করায় দেমিতার বলহীন হইয়া পড়েন। মিদীয়ার শাসনকর্ত্তা এই সুযোগে আপন ক্ষমতা-বৃদ্ধির প্রয়াসী হইয়া রোমনগরে গমন করেন এবং তথায় ১৬১ খৃঃ পূঃ অব্দে রাজা হন। তৎপরে তিনি আর্ম্মেনিয়ার শাসনকর্ত্তার সহিত সন্ধিস্থাপন

করেন, তাহাতে মিদীয়ার পার্শ্ববর্তী স্থানের অধিবাসিবৃন্দ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন এবং ইহার অল্পকাল মধ্যে বাবিলন তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। দেমিতার এইরূপ রাজ্যক্ষয়-দর্শনে ভীত হইয়া সসৈন্যে রণস্থলে উপস্থিত হন এবং যুদ্ধে তিনি মিদীয়ার শাসনকর্তাকে বিনাশ করেন।

১ম অন্তিওকের পর হইতে পার্থিবাধিপতিরা শান্তভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন এবং ১৭১ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার করিবার চেষ্টা করেন নাই। ১৭১ খৃঃ পূঃ, পার্থিব-নরপতি ফ্রবতি (Phraates) প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার ভ্রাতা ১ম মিত্রদাত সিংহাসন লাভ করেন। মিত্রদাত বুদ্ধিমান্ ও সাহসী ছিলেন। তিনি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রাজ্যবিস্তারের অভিলাষী হন।

এই সময়ে বক্ত্রিয়াধিপতি ইউথ্যদেমার পুত্র দেমিতার (Demetrius=দেবমিত্র) ভারতজয়ে অগ্রসর হন। তিনি পঞ্জাব অধিকার করিয়া শাকলে আপন পিতৃ নামে রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি সিন্ধুনদ বাহিয়া পত্তল, সুরাষ্ট্র ও ভরুকচ্ছ জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে ইউক্রাতিদেস্ নামে এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট হইতে বক্ত্রিয়রাজ্য কাড়িয়া লন।

ইহার কিছু পরে বক্ত্রিয়ায় অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হয়, এবং ইউক্রাতিদের (Ucratides) মৃত্যুর পর আরও ঘোরতর হইয়া উঠে। কোন কোন ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, মিত্রদাত এই সুযোগে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত আপন রাজ্য বিস্তার করেন। তিনি পূর্ব্বভাগে এইরূপ বিজয়লাভ করিয়া গ্রীকসাম্রাজ্যের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে থাকেন। ১৫০ খৃঃ পূঃ অব্দে এক ব্যক্তি অন্তিওক এপিফেনির পুত্র বলিয়া উপস্থিত হয় এবং পার্শ্ববর্ত্তী নরপতিগণের সাহায্যে দেমিতারকে যুদ্ধে পরাভূত ও নিহত করিয়া সিংহাসন অধিকারপূর্ব্বক ১৪৫ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইনি অবশেষে টলমির সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলায়নকালে নিহত হন। ইহার মৃত্যুর পর ২য় দেমিতার (Demetrius) রাজ্যলাভ করেন। ইহার আচরণে সকলে এরূপ অসন্তুষ্ট হইয়া উঠেন যে, শীঘ্রই এক ব্যক্তি সিংহাসনপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হয় এবং রাজোপাধি গ্রহণ করে। পাঁচ বৎসরকাল যুদ্ধের পর সিরীয়ার অধিকাংশ দেমিতারের হস্তচ্যুত হয়।

যে সময়ে এসিয়ায় গ্রীকসাম্রাজ্যের এইরূপ শোচনীয় দশা উপস্থিত, সেই সময়ে মিত্রদাত মিদীয় আক্রমণ করেন এবং এই যুদ্ধে সফলকাম হইয়া বরকান্‌প্রদেশে গমন করেন। ইহার পর বাবিলন তাঁহার হস্তগত হয়। অবশেষে ১৪৭ খৃঃ পূঃ অব্দে দেমিতারের সেনাপতি তাঁহার নিকট পরাজিত হইলে এসিয়াস্থ সমুদয় সিরীয়াপ্রদেশ মিত্রদাতের হস্তগত হয়।

দেমিতার গ্রীক ও মাকিদনদিগের সাহায্যে পুনরায় রাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করেন। পার্থিবগণ তাঁহার সহিত কয়েকটী যুদ্ধে পরাজিত হয়; কিন্তু ১৩৯ খৃঃ পূঃ মিত্রদাতের সেনাপতি কর্তৃক দেমিতারের সমুদয় সৈন্য বিনষ্ট হয় ও তিনি স্বয়ং বন্দী হন। মিত্রদাত সমুচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক বরকানে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন, এবং আপন কন্যার সহিত তাঁহার পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করান। এই সময় হইতে এসিয়ায় গ্রীকসাম্রাজ্য চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইয়া যায়।

মিত্রদাত ১৩৮ খৃঃ পূঃ অব্দে বৃদ্ধ বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। তিনিই পার্থিব (Parthian) সাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা। তিনি ন্যায়পরায়ণ ও দয়ালু ছিলেন। তিনি অন্যান্য দেশের উৎকৃষ্ট পদ্ধতি সকল আপন রাজ্যে প্রচলিত করেন।

পার্থিব (Parthian)-রাজত্ব।

ইরাণে মাকিদনিয়া-রাজ্যের অধঃপতনের সহিত পূর্ব্ব-ইরাণে গ্রীক স্বাধীনতার অবসান হয়। ১৪০ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত স্বাধীন বক্ত্রিয়ার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তৎপরবর্ত্তী প্রাচীন মুদ্রায় আর কোন স্বাধীন রাজার নাম পাওয়া যায় না।

মিত্রদাতের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র পিতার উত্তরাধিকারী হন, এবং পিতার ন্যায় রাজ্যবৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়কার যে সকল মুদ্রা পাওয়া যায়, তাহাতে লিখিত আছে যে তিনি শক (Scythian)-দিগের নিকট হইতে মার্গিয়ানা নামক স্থান বলপূর্ব্বক অধিকার করেন। এই সময়ে সেলুকস্-বংশীয়েরা আপনাদিগের আধিপত্য পুনঃ সংস্থাপনের জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। ৭ম অন্তিওক প্রথমে সিরীয়ায় বিদ্রোহদমন করিয়া বাবিলন্ ও জেরুসালেম অধিকার করেন। তৎপরে ৮০০০০ সৈন্য সহ পার্থিবদিগের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে থাকেন। পার্থিবদিগের বিদ্বেষী অনেক ভূপতি তাঁহার সহিত মিলিত হন। মহা জাব (Great Zab) ও অন্য দুইটী যুদ্ধে পার্থিবেরা পরাজিত হইলে অন্তিওক মিদীয়ায় প্রবেশ করেন এবং তথায় শীত ঋতুর আগমনে সেনা সন্নিবেশপূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছিলেন, এই সময় সন্ধির প্রস্তাব হয়। অন্তিওক অনেক অন্যায় প্রস্তাব করায় পার্থিবেরা অসম্মত হয়। গ্রীকদিগের অসদ্ব্যবহারে এই স্থানের অধিবাসীরা অত্যন্ত উত্যক্ত হইয়া উঠে এবং মিদিস্ গোপনে পার্থিবদিগের সহিত সন্ধি করেন। পার্থিবেরা সহসা অন্তিওকের শিবির আক্রমণ ও তাঁহাকে পরাজিত করে। ইহাতে তাঁহার প্রায় সমুদয় সৈন্য বিনষ্ট হয় এবং তিনি শত্রুহস্তে বন্দী হইবার ভয়ে স্বয়ং পর্ব্বত হইতে লম্ফপ্রদানে ভূতলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

৭ম অন্তিওকের সহিত যুদ্ধকালে দেমিতার মুক্তি পাইয়াছিলেন। যুদ্ধাবসানে ফ্রবতি তাঁহাকে পুনরায় ধৃত করিবার

চেষ্টা করিতেছিলেন, এরূপ সময়ে তাঁহার রাজ্যের পূর্ব্বাংশে ঘোরতর বিপদ উপস্থিত হয়। তিনি পূর্ব্বে অর্থবিনিময়ে শকদিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন, কিন্তু শকেরা যুদ্ধাবসানে উপস্থিত হওয়ায় আপন প্রতিজ্ঞাপালনে অস্বীকৃত হন। তাহাতে শকেরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রাজ্যলুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করে। শকদিগের সহিত যুদ্ধে ফ্রবতি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও নিহত হন।

১ম অর্ত্তবান (Artabanus I)।

ফ্রবতির মৃত্যুর পর অর্ত্তবান রাজত্ব প্রাপ্ত হন। কেহ কেহ বলেন, শকেরা জয়লাভে সন্তুষ্ট হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে। কাহারও মতে অর্তাবান তাহাদিগকে প্রতিবৎসর কর দিতে অঙ্গীকার করেন। ইহার রাজত্বকালে সিলুকিয়ার অধিবাসীরা অত্যন্ত উৎপীড়িত হইয়া রাজ্যাপহারক ইউথিমেরাকে অতি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। অর্তবান হত্যাকারীদিগের চক্ষু উৎপাটিত করিবার ভীতি প্রদর্শন করেন, কিন্তু তোকারি জাতির সহিত যুদ্ধে নিহত হওয়ায় আপন ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার পুত্র ২য় মিত্রদাত।

২য় মিত্রদাত (Mithradates II)।

২য় মিত্রদাত পার্থিবসাম্রাজ্য পূর্ব্বের ন্যায় উন্নত অবস্থায় আনয়ন করেন। কথিত আছে, তিনি অতি সাহসের সহিত পার্শ্ববর্ত্তী নরপতিদিগকে পরাজিত ও ইউফ্রেটিস্ নদী পর্য্যন্ত স্বরাজ্য বিস্তার করেন। মেসোপটমিয়া পার্থিবরাজ্যভুক্ত হওয়ায় রোমকদিগের সহিত তাঁহাদিগের সর্ব্বপ্রথম সংস্রব হয় এবং ৯২ খৃঃ পূঃ, সুল্লা (Sulla) যখন কপাদোকিয়ায় আগমন করেন, সেই সময়ে বন্ধুত্ব স্থাপন জন্য মিত্রদাতের দূত তাঁহার সমীপে উপস্থিত হয়। মিত্রদাত এই সময়ে কম্মাগিনের রাণীর সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। বোধ হয় রোমকেরা শত্রুদিগকে কোন প্রকার সাহায্য না করেন, এই আশয়ে দূত প্রেরিত হইয়াছিল।

২য় অর্ত্তবান (Artabanus II)।

মিত্রদাতের মৃত্যুর পর ২য় অর্ত্তবান সিংহাসন লাভ করেন। এই সময়ে আর্ম্মেণিয়ার রাজা সম্রাট্ উপাধি ধারণ করেন এবং তিনি এত প্রতাপশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, অর্তবান তাঁহার সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। ইহার কিয়ৎকাল পরে পার্থিবরাজ্য অন্তর্বিদ্রোহ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে এককালীন ভগ্ন হইয়া পড়ে। অবশেষে ৭৭ খৃঃ পূঃ অর্সাকিদ্ সিনাত্রুক (Arsacid Sinatruces) অশীতিবৎসর বয়সে সিংহাসন গ্রহণপূর্ব্বক ৭ বৎসর মাত্র রাজত্ব করেন।

৩য় ফ্রবতি (Phraates III)।

এসিয়ায় রোমকসেনাপতি লুকুলাসের (Lucullus) আগমনের কিছু পূর্ব্বে ফ্রবতি রাজ্যভার প্রাপ্ত হন। ৬৯ খৃঃ পূঃ, মিত্রদাত এবং তায়গ্রেনিস্ উভয়ে রোমকদিগের বিরুদ্ধে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন, কিন্তু তিনি সাহায্যদানে অস্বীকৃত হন। কিছুকাল নিরপেক্ষভাবে থাকিয়া অবশেষে পম্পির অনুরোধে আর্ম্মেণিয়া আক্রমণে উদ্যত হন। আর্ম্মেণিয়াধিপতির পুত্র পিতার সহিত বিবাদ করিয়া পার্থিবদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তথায় ফ্রবতির কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। পুত্রের আগমনে পিতা পার্ব্বত্যপ্রদেশে পলায়ন করেন, কিন্তু এই সময়ে ফ্রবতি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করায় তায়গ্রেনিস্ তাঁহার পুত্রকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করেন। কিন্তু তাঁহার পুত্রের সাহায্যার্থ পম্পি আগমন করায় তায়গ্রেনিস্ রোমকদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। পম্পি তাঁহার প্রতি সম্মানপ্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাকে পুনরায় রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ও তাঁহার পুত্রকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন।

ফ্রবতির নিকট হইতে সাহায্যের আর কোন আবশ্যক না থাকায় রোমকেরা তাঁহার রাজ্যে প্রবেশ করেন। রোমকদিগের এই কার্য্যে আপত্তি করিয়া ফ্রবতি পম্পির নিকট দূত প্রেরণ করেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। ৬৪ খৃঃ পূঃ, সিরীয়াপ্রদেশে পার্থিবেরা তায়গ্রেনিস্‌কে আক্রমণ পূর্ব্বক পরাজিত করে। পম্পি পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া একজন লোককে প্রেরণ করেন। তিনি মধ্যবর্ত্তী হইয়া উভয়ের বিবাদ মীমাংসা করিয়া দেন। ফ্রবতি ৫৭ খৃঃ পূঃ অব্দে দুই পুত্রকর্ত্তৃক নিহত হন। পার্থিব রাজবংশের অধঃপতন হইবার এই প্রথম সূত্রপাত।

১ম ওরোদ (Orodes I)।

ফ্রবতি নিহত হইলে পিতৃঘাতী ১ম ওরোদ সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তাঁহার ভ্রাতা মিদীয়ার শাসনভার প্রাপ্ত হন। কিন্তু শেষোক্ত রাজপুত্র অত্যাচার করায় তিনি রোমকদিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন। রোমকেরা মিসরে গিয়া ওরোদের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হন এবং যুদ্ধে ওরোদকে পরাভূত করেন। ওরোদ সুরেনা নামক কোন উচ্চবংশীয় পার্থিবের সাহায্যে পুনরায় রাজ্যলাভ ও যুদ্ধে আপন ভ্রাতাকে পরাজিত করিলে তাঁহার ভ্রাতা আত্মসমর্পণ করেন। তিনি অবশেষে ৫৪ খৃঃ পূঃ অব্দে নিহত হন। ইতিমধ্যে রোমকসেনাপতি ক্রেসাস্ (Crassus) অনায়াসে যুদ্ধে জয়ী হইতে পারিবেন এই আশায় মেসোপটমিয়া আক্রমণপূর্ব্বক অল্পসংখ্যক পার্থিব সৈন্যকে পরাভূত করেন।

এই সময়ে ওরোদ ও তাঁহার ভ্রাতার মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছিল। ক্রেসাস্ ওরোদের ভ্রাতার সহিত মিলিত না হইয়া মেসোপটমিয়ায় কতকগুলি রোমক সৈন্য রাখিয়া ফিরিয়া আইসেন। পার্থিব সুবেনাস্ রোমকসৈন্যদিগকে অবরুদ্ধ করায় ক্রেশাস্ তাঁহাদিগের সাহায্যার্থ অগ্রসর হন, কিন্তু কারি নামক স্থানে যুদ্ধে তিনি পরাজিত হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন। প্রত্যাগমন কালে পার্থিবদিগের আক্রমণে তাঁহার অধিকাংশ সৈন্য বিনষ্ট হয় ও নিজে শত্রুহস্তে পতিত ও নিহত হন।

পার্থিবেরা এই জয়লাভের পর ৫২ খৃঃ পূঃ অব্দে পুনরায় রোমকদিগকে আক্রমণপূর্ব্বক সিরীয়া লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু প্রত্যাগমনকালে রোমকসেনাপতি পার্থিবদিগের পথ অবরোধ করিয়া অন্তিগোনিয়া নামক স্থানে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। এই সময়ে মেসোপটমিয়ার শাসনকর্ত্তা রাজপুত্রের নামে বিদ্রোহ উপস্থিত করায় ওরোদ স্বীয় পুত্রকে রাজধানীতে আহ্বান করেন।

রোমকদিগের মধ্যে এই সময়ে অন্তর্বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। পার্থিবেরা এই সুযোগেও কিছু করিতে পারেন নাই। পম্পি সিজারের বিপক্ষে পার্থিবদিগের সাহায্যপ্রার্থনা করেন, কিন্তু তিনি পার্থিবদিগকে সিরীয়া প্রদান করিতে অস্বীকার করায় পার্থিবেরা সাহায্যদানে অসম্মত হয়। ইহাতে পার্থিবদিগের সহিত রোমকদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। কএকটী ক্ষুদ্র যুদ্ধের পর গিন্দারাসের নিকট যুদ্ধে পার্থিবেরা সম্যক্‌রূপে পরাজিত ও ওরোদের পুত্র পাকোরা নিহত হন।

বৃদ্ধ ওরোদ পুত্রশোকে অত্যন্ত কাতর হইয়া দ্বিতীয়পুত্র ফ্রবতিকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। ফ্রবতি একে একে সকল ভ্রাতাকে বিনাশ করিয়া অবশেষে ৩৭ খৃঃ পূঃ পিতৃহত্যাসাধনপূর্ব্বক সিংহাসনে আরোহণ করেন।

৪র্থ ফ্রবতি (Phraates IV)।

ওরোদের সময় পার্থিবরাজ্য উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর পার্থিবরাজ্যের অবনতি হইতে থাকে। ফ্রবতি রাজা হইয়া সমুদয় ক্ষমতাপন্ন লোক এবং আপন প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকে নিহত করেন। অনেকে পলায়নপূর্ব্বক রোমকসেনাপতি আণ্টনির আশ্রয় লইলেন। আণ্টনি তাঁহাদের উত্তেজনায় সাহসী হইয়া পার্থিবরাজ্য আক্রমণ করিতে অগ্রসর হন। পাকোরার মৃত্যুর পর আর্ম্মেনিয়গণ রোমকদিগের সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল। আণ্টনি সন্ধিপ্রস্তাবে পার্থিবদিগকে ব্যাপৃত রাখিয়া সৈন্য সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন এবং ৩৬ খৃঃ পূঃ ৬০০০০ পদাতিক ও ৪০০০০ অশ্বারোহী ও অন্যান্য রাজন্যবর্গের সহিত ফ্রবতি নগর অবরোধ করেন। মিদীয়ার রাজা অর্তবাস্‌দেশ ও ফ্রবতি একত্র মিলিত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। আণ্টনি পরাজিত হইয়া পলায়নকালে সৈন্যদিগের ব্যবহারোপযোগী সমুদয় দ্রব্য হারাইয়া অতি বিপন্নাবস্থায় আর্ম্মেনিয়ার প্রান্তভাগে উপনীত হন। আর্ম্মেনিয়ার রাজা এই সময়ে সাহায্য না করিলে বোধ হয় রোমকসৈন্য এককালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত।

জয়লাভের পর ফ্রবতি ও অর্তবাসদেসের মধ্যে লুণ্ঠিত দ্রব্যের ভাগ লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়। মিদীয়ার অধিপতি আণ্টনির নিকট সন্ধির প্রস্তাব করেন। রোমকেরা তাঁহার সাহায্যার্থ সৈন্য প্রেরণ করেন, কিন্তু আকতিয়াস্ নামক স্থানে যুদ্ধের পর রোমকসৈন্যেরা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হয়। ইহার অল্পকাল পরেই আর্ম্মেনিয়া এবং মিদীয়া পার্থিবদিগের হস্তগত হয়।

এইরূপ উপর্য্যুপরি জয়লাভে ফ্রবতি অত্যন্ত গর্ব্বিত ও যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠেন। তাঁহার আচরণে প্রজাবর্গ অত্যন্ত রুষ্ট ও অবশেষে প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহী হইয়া তিরিদাতের (Taridates) উপর সৈন্যপরিচালনের ভার অর্পণ করিল। কিন্তু তিনি ৩০ খৃঃ পূঃ অব্দে পরাজিত হইয়া রোমকসেনাপতি অক্টেবিয়াসের শরণাপন্ন হন। তিনি আরবদিগের সাহায্যে দ্বিতীয়বার সিংহাসনলাভের চেষ্টা করেন। ফ্রবতি সহসা আক্রান্ত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন এবং তিরিদাত তাঁহার সিংহাসন গ্রহণ করেন (২৭ খৃঃ পূঃ)। ফ্রবতি কিছুকাল নানাস্থানে ভ্রমণপূর্ব্বক অবশেষে শকদিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন। শকদিগের বিস্তৃত বাহিনীর গতিরোধের কোন প্রকার চেষ্টা না করিয়া তিরিদাত পলায়ন করিতে আরম্ভ করেন এবং অবশেষে ২৬ খৃঃ পূঃ রোমকসম্রাট্ অগাষ্টাসের আশ্রয় লইতে যান। কিন্তু অগাষ্টাস্ তাঁহাকে সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ হন। ২০ খৃঃ পূঃ, রোমকদিগের সহিত ফ্রবতি সন্ধিস্থাপন করেন। আপনার মৃত্যুর পর ভ্রাতৃগণের মধ্যে কোন প্রকার বিরোধ উপস্থিত না হয়, এই জন্য কনিষ্ঠপুত্রকে নিকটে রাখিয়া অন্যান্য পরিবারবর্গকে রোমনগরে পাঠাইয়া দেন। তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র ৫ম ফ্রবতি বৃদ্ধ পিতাকে হত্যা করিয়া পিতৃস্নেহের উপযুক্ত প্রতিশোধ প্রদান করিয়াছিলেন।

৫ম ফ্রবতি (Phraates V)।

ফ্রবতি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া আর্ম্মেনিয়া গ্রহণে অভিলাষী হন। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রোমনগরে আশ্রয়গ্রহণ করেন। অগাষ্টাসের রাজ্যবিস্তারের ইচ্ছা ছিল না। ফ্রবতি আর্ম্মেনিয়া অধিকারের আর চেষ্টা করিবেন না স্বীকার করায়, অগাষ্টাস্ তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করেন। ফ্রবতি স্বদেশে

প্রত্যাগমন করিলে বিমাতার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়, কিন্তু শীঘ্রই বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় রোমে পলায়ন করেন এবং সেইখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

রাজসিংহাসন শূন্য হওয়ায় পার্থিবেরা ২য় ওরোদকে (Orodes III) আহ্বান করেন, কিন্তু তাঁহার নিষ্ঠুর ও যথেচ্ছ-ব্যবহারে সকলের নিকট ঘৃণার পাত্র হইয়া উঠেন এবং একদা মৃগয়া করিতে যাইয়া নিহত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর রাজ্য-মধ্যে ঘোরতর অরাজকতা উপস্থিত হয়। ৪র্থ ফ্রবতির এক পুত্র আহুত হইয়া রোম হইতে পার্থিয়ায় আগমন করেন। কিন্তু বহুকাল বিদেশে অবস্থান করায় স্বদেশের প্রতি তাহার কিছুমাত্র মমতা ছিল না। পার্থিবেরা তাঁহার এইরূপ আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া অর্তবান নামে এক ব্যক্তিকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াসী হন। অর্তবান প্রথমে পরাজিত হন, কিন্তু অবশেষে জয়লাভ করেন।

৩য় অর্তবান (Artabanus III)।

অর্তবান অতি চতুর ও উদ্যমশীল নৃপতি ছিলেন। তিনি কেবলমাত্র স্বরাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন তাহা নহে, ঘোরতর বিদ্রোহকালে বৈদেশিক রাজগণের বিশেষতঃ রোমকদিগের সহিত যুদ্ধে বিজয়ী হইয়াছিলেন। আর্ম্মেনিয়ার প্রভুত্ব লইয়া রোমকদিগের সহিত তাঁহার প্রথম বিবাদ উপস্থিত হয়। রোমকেরা আইবিরিয়ান্ অধিপতির ভ্রাতা মিত্রদাতকে আর্ম্মে-নিয়ার সিংহাসন প্রদানে অভিলাষী হইয়া আইবিরিয়ান্‌দিগকে তাঁহার সাহায্য করিতে অনুরোধ করেন।

অর্তবান প্রথম যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন। মিদীয়া বাবিলন প্রভৃতি স্থান শীঘ্রই মিত্রদাতের হস্তগত হয়। পার্শ্ববর্ত্তী অসভ্যজাতিগণের সাহায্যে পুনরায় স্বরাজ্যা-ধিকার করেন। তিনি ৩৭ খৃঃ অব্দে কিছুকালের জন্য পুনরায় রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন। রোমকদিগের শান্তিবিধানে অর্ত-বানের একান্ত ইচ্ছা ছিল; কিন্তু চতুর্দ্দিকে বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। অবশেষে উভয়পক্ষে সন্ধি স্থাপিত হয়। ৪০ খৃঃ অব্দে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

গোতার্জ ও বরদানিস (Gotarzes and Vardanes)।

অর্তবানের মৃত্যুর পর বরদানিস্ কিছুকাল রাজত্ব করেন, কিন্তু বোধ হয় সত্বরই রাজ্যচ্যুত হন। গোতার্জ ৪১ খৃঃ অব্দে সিংহাসন অধিকার করেন; কিন্তু তাঁহার নিষ্ঠুর ব্যবহারে প্রজা-বর্গ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া বরদানিসের পক্ষ অবলম্বন করিল। বক্ত্রিয়ায় উভয়পক্ষীয় সৈন্য একত্র হইল, কিন্তু যুদ্ধের প্রারম্ভেই সন্ধি হইয়া গেল। বরদানিস্ সিংহাসন লাভ করিলেন এবং গোতার্জ বরকান্ প্রাপ্ত হইলেন। বরদানিস্ তৎপরে সেলুকিয়া নগর আক্রমণ ও ৭ বৎসর অবরোধের পর উক্ত নগর অধিকার করেন।

গোতার্জ ৪৫ খৃঃ অব্দে পুনরায় বিদ্রোহী হইলেন এবং স্বনামে মুদ্রা চালাইতে লাগিলেন। বরদানিস্ তাঁহাকে এরেন্দিস্ নামক গিরিপথে পরাজিত করিয়া তাঁহার অনুসরণ-কালে পথিমধ্যে নিহত হইলেন।

বরদানিসের মৃত্যুর পর গোতার্জ আবার সিংহাসন অধি-কার করেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত তাঁহার স্বভাবের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। তিনি পুনরায় অত্যাচার আরম্ভ করায় মিহিরদাত পার্থিবরাজ্য গ্রহণ করিবার জন্য প্রেরিত হইলেন। রোমকেরা মিহিরদাতের সহিত জিউগমা পর্য্যন্ত আগমন করেন; কিন্তু মিহিরদাত মেসোপটমিয়ার শাসনকর্ত্তার বিশ্বাসঘাতকতায় গোতার্জের হস্তে বন্দী হন। গোতার্জ ৫১ খৃঃ অব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

১ম বলকাশি (Volagases I)।

গোতার্জের মৃত্যুর পর অত্রপত্তনপতি ২য় বনোনিস্ সিংহাসন পাইলেন, কিন্তু ৩ বৎসর রাজত্বের পর তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ১ম বলকাশি রাজপদে অভিষিক্ত হন। স্বীয় ভ্রাতৃবর্গের সহিত কোন প্রকার বিবাদ না হয়, এই জন্য তিনি তাঁহার ভ্রাতা পাকোরাকে মিদীয়া ও তিরিদাতকে আর্ম্মেনিয়া প্রদেশ প্রদান করেন; কিন্তু রোমকেরা আর্ম্মেনিয়ায় আপনাদিগের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার ইচ্ছায় রাজ্যাকাঙ্ক্ষী বরদানিসের পুত্রকে গোপনে সাহায্য করিতে লাগিল। ৫৮ খৃষ্টাব্দে বলকাশি আপন ভ্রাতাকে আর্ম্মেনিয়ার সিংহাসনে স্থাপিত করিলে পর রোমকদিগের সহিত সন্ধি হয় এবং সন্ধি অনুসারে তিরি-দাত রোমকসম্রাটের নিকট হইতে শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন।

বরকান্‌পতি বিদ্রোহী হইয়া ৬১ খৃঃ অব্দে স্বাধীনতা লাভ করেন। তিনি অলাননামক জাতিকে আপনরাজ্য-মধ্য দিয়া যাইতে অনুমতি দেন। তাহারা মিদীয়ায় আসিয়া দেশলুণ্ঠন ও রাজভ্রাতা পাকোরাকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেয়। বলকাশি বিপদে পতিত হইয়া রোমকদিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন, কিন্তু তাঁহার প্রার্থনা উপেক্ষিত হয়। অবশেষে ৭৫ খৃঃ অঃ অলানেরা প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যায়।

অলান্-নিগ্রহের পর বলকাশির মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর ২য় বলকাশি ও ২য় পাকোরা নামে দুই জন রাজা একত্র রাজত্ব করেন। অবশেষে ৮১ খৃষ্টাব্দে অর্তবান (Artabanus IV) সিংহাসন প্রাপ্ত হন।

এই সময়ে পার্থিবরাজ্য বহু বিস্তৃত হইয়াছিল। পার্থিব ও

বরকানের রাজার নিকট হইতে চীনসম্রাটের নিকট উপঢৌকনাদি প্রেরিত হইত। ৯৭ খৃঃ অঃ, চীন হইতে রোমকসম্রাটের নিকট প্রেরিত দূত ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়; কিন্তু সমুদ্রপথে গমন অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল বলিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসেন।

এ পর্য্যন্ত ইউফ্রেটিস্ নদী রোমক সাম্রাজ্যের পূর্ব্বসীমারূপে গণ্য হইত, কিন্তু সম্রাট্ ত্রজান আর্ম্মেনিয়ায় রোমকশাসন বদ্ধমূল করিবার জন্য ১১২ খৃষ্টাব্দে আর্ম্মেনিয়ায় প্রবেশপূর্ব্বক বিনাযুদ্ধে আর্সমোসাতা নামক স্থান অধিকার করেন। পরে একে একে আর্ম্মেনিয়া, মেসোপটমিয়া, আসিরীয়া প্রভৃতি স্থান অধিকার করিলে পার্থিবেরা অন্তর্বিদ্রোহের কারণ রোমকদিগকে কোন প্রকার বাধা দিতে পারে নাই। ত্রজান পারস্যোপসাগরকূলে আসিলে সমুদয় বিজিতপ্রদেশে বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিল এবং রোমকসেনাপতি মাক্সিমস্ (Maximus) যুদ্ধে নিহত হইলেন। ত্রজান্ রোমকদিগের বিপদবার্ত্তা শুনিয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং মেসোপটমিয়ার অন্তর্গত অত্রানামক স্থান অবরোধ করেন, কিন্তু অধিকার করিতে পারিলেন না। ১১৭ খৃঃ অব্দে ত্রজানের মৃত্যু হইলে হাড্রিয়ান্ (Hadrian) সমুদয় রোমকসৈন্যদিগকে স্বদেশে আহ্বান করেন।

৩য় বলকাশি (Volagases III)।

২য় বলকাশি ১৪৮ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুত্র ৩য় বলকাশি সিংহাসন পাইলেন। বহুদিবসাবধি আর্ম্মেনিয়া গ্রহণে তাঁহার ইচ্ছা ছিল। ১৬২ খৃঃ অব্দে রোমকসম্রাট্ আন্তনিনাসের মৃত্যু ঘটে। এই সুযোগে বলকাশি আর্ম্মেনিয়ায় গিয়া তথাকার অধিপতিকে বিতাড়িত করিয়া পাকোরাকে আর্ম্মেনিয়ার সিংহাসন প্রদান করিলেন। কপ্পাদোকিয়ার রোমক সৈন্যগণ যুদ্ধে এককালে নির্ম্মূল হইল, তখন উক্ত প্রদেশ পার্থিবদিগের হস্তগত হয়। রোমকসৈন্যের পরাজয়শ্রবণে ইলিয়াস্ বেরাস্ এসিয়াখণ্ডে আগমন করেন। এই সময়ে রোমকসৈন্য ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়ায় তিনি সন্ধির প্রস্তাব করিতে বাধ্য হন, কিন্তু বলকাশি তাহাতে সম্মত হইলেন না। বেরাস্ শীঘ্রই পার্থিবদিগকে পরাজয় করিয়া আর্ম্মেনিয়া, মেসোপটমিয়া, বাবিলন প্রভৃতি প্রদেশ অধিকার করিলেন। অবশেষে ১৬৬ খৃঃ অব্দে সন্ধি স্থাপিত হয় এবং তদনুসারে রোমকেরা মেসোপটমিয়া প্রাপ্ত হইল।

৪র্থ বলকাশি (Volagases VI)।

৩য় বলকাশির মৃত্যুর পর ৪র্থ বলকাশি সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। এই সময় রোমে অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হয় এবং বলকাশি পেসিনিয়া-নিগারের (Pescennius Niger) পক্ষ অবলম্বন করেন, কিন্তু নিগারের পরাজয়ের পর তাঁহার প্রতিদ্বন্দী সিবেরাস্ (Severus) মেসোপটমিয়া আক্রমণ ও অধিকার করেন। পার্থিবগণ মেসোপটোমিয়া অধিকার-কালে কোনপ্রকার বিপক্ষতাচরণ করে নাই, কিন্তু ১৯৬ খৃঃ অব্দে সিবেরাস্ আলবিনীয়দিগের সংগ্রামে লিপ্ত হইলে পার্থিবেরা মেসোপটমিয়া লুণ্ঠন এবং লেটিস্নগর অবরোধ করে। সিবেরাসের আগমনে পার্থিবগণ পুনরায় পশ্চাৎপদ হয় এবং সেলুকিয়া ও কোচি নগরদ্বয় রোমকদিগের হস্তে পতিত হয়। ২০১ খৃঃ অব্দে সিরাস্ অত্রা নগর অবরোধ করেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন।

৫ম বলকাশি (Volagases V)।

৪র্থ বলকাশির মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ৫ম বলকাশি রাজ্য পাইলেন। ২১৩ খৃঃ অব্দে অর্তবান বিদ্রোহী হন ও ক্রমে ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন, তাহাতে বলকাশি বাবিলন প্রদেশে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। এই সময়ে অর্তবানের সহিত রোমকদিগের যুদ্ধ ঘটে। অর্তবান রোমকসম্রাটের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ প্রদানে অসম্মত হওয়াতেই এই বিবাদের সূত্রপাত। তাহাতে রোমকসম্রাট্ নিহত এবং তাঁহার দুইজন সেনাপতি যুদ্ধে পরাজিত হইলে বিবাদের অবসান হয়।

পারসীর (Persis) শাসনীয়গণই পার্থিবসাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধন করেন। পারসীর লোকদিগের জরথুস্ত্রধর্ম্মে প্রগাঢ়-ভক্তি ছিল। ইষ্টথ্র নামক স্থানে তাঁহাদের অনাহেধ (অনাহিতা) দেবীর মন্দির ছিল। এই মন্দিরের পুরোহিতের নাম শাসান। তিনি কোন রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া আপনবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। শাসনের বংশধরেরা দিন দিন ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিতেছিলেন এবং অর্তবান তাহা উপেক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। অবশেষে তাহারা অর্দশীর যুদ্ধে অর্তবানকে বিনাশ করিয়া পার্থিবরাজ্য অধিকার করেন (২২৭ খৃঃ অঃ)। এই সময়ে পার্থিবদিগের রাজ্যাবসান হইল।

শাসনীয় রাজত্বকাল।

পার্থিবসম্রাট্দিগের সময়ে পারসী প্রদেশ একটী ক্ষুদ্ররাজ্য মধ্যে গণ্য ছিল। এখানকার রাজারা পার্থিবরাজাদিগের অধীনতা স্বীকার করিতেন। খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীর প্রারম্ভে পারসীরাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইলে এখানকার রাজগণ বলহীন হইয়া পড়েন। পাবক নামে এইরূপ একজন ক্ষুদ্র রাজা সিরাজহ্রদের নিকট রাজত্ব করিতেন। তিনি ইষ্টথ্র নামক স্থান অধিকার করিয়া সেইস্থানে নিজ রাজধানী স্থাপন করেন। পাবকের পিতার নাম শাসন। এই জন্য এই বংশের শাসন নাম হইয়াছে। পাবকের পুত্রের নাম শাহ্পুর। শাহ্পুরের পুত্র অর্দ-

শীর। অর্দশীরের প্রচলিত মুদ্রায় দেখা যায় যে, তিনি ২১১ বা ২১২ খৃঃ অব্দে পার্থিব সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। জরথুস্ত্র-ধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল এবং তাঁহার শাসনকালে পুরোহিতগণ অতি ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন। তিনি কর্ম্মান্, সুসিয়ানা প্রভৃতি স্থান আপন অধিকারভুক্ত করেন। অর্দশীরের ক্ষমতা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া রোমকেরা তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছিলেন এবং ২৩০ খৃঃ অব্দে আলেক্সান্দর সিবেরাস্ (Alexander Severus) যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত করেন। ইহার পর রোমক ও শাসনীয়দিগের মধ্যে বৈরিভাব কখন বিলুপ্ত হয় নাই। উভয়পক্ষের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ উপস্থিত হইত। ইষ্টখ্র নামক স্থানে নামে মাত্র তাঁহাদিগের রাজধানী ছিল, সমুদয় রাজকার্য্য টিসিফোন (Ctesiphon) নামক স্থানে নির্ব্বাহিত হইত। অর্দশীরের মৃত্যুকালে শাসনীয় সাম্রাজ্য কতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। যে সকল দেশ অর্দশীরের জয়োপার্জ্জিত বলিয়া উল্লিখিত আছে তাহা প্রকৃত পক্ষে তাঁহার পরবর্ত্তী রাজগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। যাহা হউক অর্দশীর যে বিস্তৃত রাজ্য সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহা চারিশতবৎসর বর্ত্তমান ছিল।

অর্দশীরের জীবিতকালে তাঁহার পুত্র শাহ্‌পুর যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন এবং পিতার মৃত্যুর পর তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার রাজত্বের প্রারম্ভেই রোমকদিগের সহিত বিবাদ উপস্থিত হয়। শাহ্‌পুর সসৈন্যে অন্তিওক নগরে প্রবেশ করেন, কিন্তু রোমকদিগের নিকট পরাস্ত হন। রোমক-সেনাপতি জুলিয়ান্ শাসনীয় রাজধানী আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছিলেন, এই সময়ে তিনি একজন আরব কর্ত্তৃক নিহত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর শাসনীয়দিগের সহিত সন্ধি হয়। সন্ধি অনুসারে শাহ্‌পুর আর্ম্মেনিয়া এবং মেসোপটমিয়া প্রাপ্ত হন (২৪৪ খৃঃ অঃ)। ইহার পর ২৬২ খৃঃ অব্দে রোমকদিগের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তাহাতে রোমকসম্রাট্ বালেরিয়ান্ (Valerian) শাসনীয়দিগের হস্তে বন্দী হন। কিন্তু শাহ্‌পুর শীঘ্রই পরাজিত হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন। রোমকেরা তাঁহার রাজ্যে প্রবেশপূর্ব্বক রাজধানী লুণ্ঠন করিল। এই সময়ে শাসনীয়রাজ এরূপ বল ও অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, রোমকদিগের সহিত আর যুদ্ধ চালাইতে পারিলেন না। রোমকেরা অবাধে শাসনীয় রাজ্য লুণ্ঠন করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেল।

শাহ্‌পুরের রাজত্বের প্রথমভাগে মনিকীয় সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক মনি স্বীয় মত প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে শাসনীয় স্থাপত্যের যথেষ্ট উন্নতি স্থাপিত হয়। শাহ্‌পুর নামক স্থানে ঐ সকল প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে।

অহুর-মজদ কর্ত্তৃক ১ম অর্তক্ষত্রকে রাজমুকুট-প্রদান। (শাহ্‌পুর)

শাহ্‌পুরের মৃত্যুর পর ২৭২ খৃঃ অঃ হইতে ৩১০ খৃঃ অব্দে পর্য্যন্ত ৪ জন রাজা রাজত্ব করেন। তাঁহাদের শাসনকালে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা উপস্থিত হয় নাই, অথবা বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।

৩১০ খৃঃ অব্দে ২য় শাহ্‌পুর রাজ্য লাভ করেন। তিনি অল্প বয়স্ক ছিলেন এবং তাঁহার মাতাই রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। এই সময়ে রোমকরাজ্যে খৃষ্টানধর্ম্ম প্রাধান্য লাভ করে এবং পৌত্তলিকধর্ম্ম অবসন্ন হইয়া পড়ে। ৩৩৮ খৃঃ অব্দে যখন রোমক-

দিগের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হয়, পারসিক খৃষ্টানগণ তাহাদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করায় তাহাদিগের প্রতি ঘোরতর অত্যাচার চলিয়া ছিল, তাহাদিগের উপাসনামন্দির ভগ্ন ও কতশত পুরোহিত প্রস্তরাঘাতে নিহত হইয়াছিল। ৩৩৭ খৃঃ অব্দে রোমকদিগের সহিত যুদ্ধ ঘটে এবং শাহ্পুর বহুসৈন্যসহ রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ২৫ বৎসর পরে এই যুদ্ধের অবসান হয়। শাহ্পুর সংগ্রামে বহুবার রোমকদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন, কিন্তু রোমকদিগের দুর্গ সকল সুদৃঢ় হওয়ায় তিনি সম্যক্ বিজয়লাভ করিতে পারেন নাই। অবশেষে রোমকসম্রাট্ জুলিয়ান্ শাসনীয়রাজধানী আক্রমণ করিবার জন্য শত্রুরাজ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু রাজধানী সুরক্ষিত দেখিয়া পশ্চাৎপদ হইলে প্রত্যাবর্ত্তনকালে শত্রুহস্তে তাঁহার বহু সৈন্য বিনষ্ট ও অবশেষে নিজে নিহত হন। তাহার মৃত্যুর পর রোমকদিগের সহিত শাহ্পুরের সন্ধি হইল। সন্ধি অনুসারে শাহ্পুর তাইগ্রীস্ নদীর পূর্ব্বদিকস্থ ভূমি এবং মেসোপটমিয়ার কিয়দংশ প্রাপ্ত হইলেন ও স্থির হইল যে, রোমকেরা আর্ম্মেণিয়াধিপতির কোন প্রকার সাহায্য করিবেন না। এই সন্ধিসর্ত্তে এবং আর্ম্মেণিয়াধিপতি তাহার হস্তে বন্দী হইলেও শাহ্পুর আর্ম্মেণিয়া অধিকার করিতে পারেন নাই। আর্ম্মেণিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত ছিল, এবং এখানকার খৃষ্টানেরা রোমকদিগের পক্ষপাতী ছিল। রোমকেরা গোপনে তাহাদিগকে সাহায্য করিতে থাকে।

৩৭১ খৃঃ অব্দে প্রকাশ্যরূপে রোমকসৈন্য শাসনীয় সৈন্যগণের সম্মুখীন হইয়াছিল, কিন্তু এই সময়ে গথেরা রোমকরাজ্য আক্রমণ করায় উভয়পক্ষে পুনরায় সন্ধি হইল। ৩৭৯ খৃঃ অব্দে ২য় শাহ্পুর কালগ্রাসে পতিত হন।

২য় শাহ্পুরের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় অর্দশীর এবং তৎপরে ৩য় শাহ্পুর রাজত্ব করেন। ইহাদের রাজত্বসময়ে বিশেষ কোন ঘটনা উপস্থিত হয় নাই।

৩য় শাহ্পুরের পুত্র যজ্দেজার্দ ৩৯৯ খৃঃ অব্দে রাজা হন। পারসিকেরা তাঁহাকে বুদ্ধিমান্ কিন্তু অধার্ম্মিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণের প্রতি অনুকম্পাপ্রদর্শনই ইহার কারণ বলিয়া বোধ হয়।

এই ৩য় শাহ্পুরের রাজত্বকালে খৃষ্টানেরা উপাসনাকালে একত্র সমবেত হইতে পারিতেন এবং তাঁহাদিগের প্রধান ধর্ম্মযাজক দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া রোমে গমন করেন। ৪০৮ খৃঃ অব্দে রোমক-সম্রাটের সহিত তাঁহার বন্ধুতা জন্মে। এই কারণে পারস্যের সম্ভ্রান্তলোকেরা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং বরকান্ প্রদেশে অবস্থানকালে তাঁহাদিগের চক্রান্তে সহসা তাঁহার মৃত্যু হয়।

পিতার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া ৪র্থ শাহ্পুর আর্ম্মেণিয়া হইতে রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করেন, কিন্তু পথিমধ্যে নিহত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর খস্রু নামে এক ব্যক্তি সিংহাসন লাভ করেন, কিন্তু শাহ্পুরের ভ্রাতা বহরাম রাজ্যপ্রার্থী হওয়ায় খস্রু রাজপদত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

বহরাম সর্ব্বদা প্রফুল্লচিত্ত ও কামিনীর সহবাসপ্রিয় ছিলেন। তিনি রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়াই খৃষ্টানদিগের প্রতি অত্যাচার করিতে লাগিলেন ও রোমকদিগের সহিত বিবাদ ঘটাইলেন। তাঁহার সেনাপতি রোমকাধীন কনস্তান্তিনোপল অধিকার করেন।

৪২২ খৃঃ অব্দে উভয়পক্ষে সন্ধি হয়। এই সন্ধি অনুসারে খৃষ্টানগণের উপর অত্যাচার কিছুকালের জন্য বন্ধ থাকে। এই সন্ধির পর হূণজাতির সহিত পারসিকদিগের বিবাদের প্রথম সূত্রপাত। হূণেরা বক্ত্রিয়া ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশে বাস করিত। তাহাদের সহিত খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিয়াছিল। বহরামের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ২য় যজ্দেজার্দ রাজা হইলেন। ইঁহার সময়ে খৃষ্টানদিগের উপর অত্যাচার হওয়ায় আর্ম্মেণিয়ায় বিদ্রোহ উপস্থিত হয় এবং অবশেষে তাহাদিগের ধর্ম্মে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা হইবে না স্বীকার করায় বিদ্রোহ প্রশমিত হয়। যজ্দেজার্দের মৃত্যুর পর তাঁহার দুই পুত্রের মধ্যে বিবাদ বাধে। পিরোজ হূণগণের সাহায্যে আপন ভ্রাতাকে বিনাশ করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু সিংহাসনপ্রাপ্তির পর হূণগণের সহিত আবার যুদ্ধ বাধিল। পিরোজ কয়েকটী যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন বটে, কিন্তু মরুভূমিতে যুদ্ধ হওয়ায় তাঁহাকে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল এবং এই জন্য তিনি হূণদিগের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। ৪৮৪ খৃঃ অব্দে পিরোজ সন্ধিভঙ্গ করায় পুনরায় বিরোধ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে পিরোজ পরাজিত ও নিরুদ্দেশ হন। হূণেরা পারস্যে প্রবেশ করিয়া নগরগ্রামলুণ্ঠন ও অত্যাচার আরম্ভ করিল। পারসিকেরা প্রতিবৎসর করদানে স্বীকৃত হওয়ায় হূণেরা স্বদেশে ফিরিয়া আসিল। পিরোজের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা বলাশ রাজা হইলেন, কিন্তু পারসিক পুরোহিতগণের বিপক্ষতাচরণ করায় অল্পকাল মধ্যেই তিনি রাজ্যচ্যুত হইলেন (৪৮৯ খৃঃ অঃ)।

পিরোজের পুত্র ১ম কবাধ ৪৮৯ খৃঃ অব্দে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। পুরোহিত ও সম্ভ্রান্ত পারসিকগণের প্রাধান্য খর্ব্ব করাই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল, কিন্তু ইহাতে রাজ্যমধ্যে বিদ্রোহবহ্নি জ্বলিয়া উঠিল এবং নিজে শত্রুহস্তে বন্দী হইলেন। পরে কবাধ পলাইয়া গিয়া হূণদিগের আশ্রয়

গ্রহণ এবং তাঁহাদিগের সাহায্যে পুনরায় রাজ্যলাভ করেন। ৫০২ খৃঃ অব্দে তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক রোমকদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমে আর্ম্মেনিয়ার রাজধানী অধিকার করেন। বহুযুদ্ধের পর ৫০৬ খৃঃ অব্দে উভয় পক্ষে সন্ধি স্থাপিত হয়। ৫৩১ খৃঃ অব্দে কবাধ সিরীয়া অধিকারের চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা বিফল হয়। ৫৩১ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে এবং তাঁহার প্রিয়পুত্র খস্রু সিংহাসন লাভ করেন।

শাসনীয় নৃপতিগণের মধ্যে খস্রু সর্ব্বপ্রধান। তিনি আপন রাজ্য জরিপ ও রাজস্বের পরিমাণ নির্দ্ধারিত করিয়া রাজকোষের উন্নতি সাধন করেন। তাঁহার রাজত্বকালে খালখনন, সেতুনির্ম্মাণ, নদীর বাঁধ দেওয়া প্রভৃতি বহুতর হিতজনক কার্য্য সম্পন্ন হয়। খৃষ্টান এবং অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী-লোকেরা তাঁহার শাসনসময়ে সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল। পাশ্চাত্য-সভ্যতার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি ছিল, এ কারণ তিনি স্বরাজ্যে পাশ্চাত্য আচার ব্যবহার ও শিল্পবিদ্যা প্রচলনে যত্নবান্ হন।

তক্-ই-কেস্রা বা ১ম খস্রুর ভগ্ন প্রাসাদ।
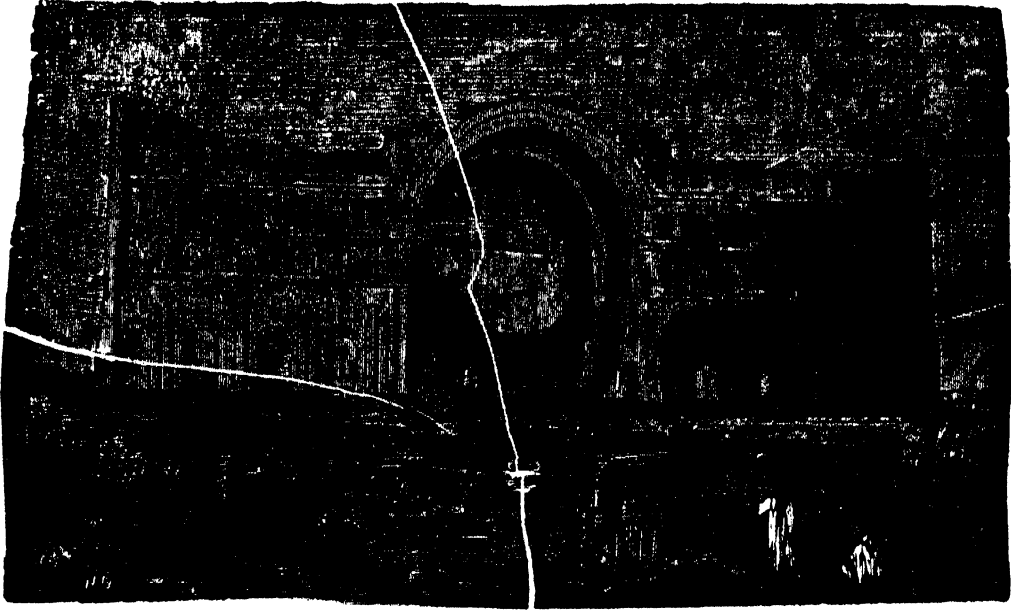
৫৩২ খৃঃ অব্দে রোমকদিগের সহিত তাঁহার সন্ধি হয়, তিনি কতকগুলি স্থান রোমকদিগকে প্রত্যর্পণ করেন এবং রোমকেরা প্রতিবৎসর করদানে স্বীকৃত হয়। অসভ্যজাতির আক্রমণ হইতে নিজ রাজ্য নিরাপদ করিয়া খস্রু ৫৪০ খৃঃ অব্দে সিরীয় আক্রমণ করেন। অন্তিওক নগর তাঁহার হস্তগত হইল এবং তথায় তিনি বহু অর্থ পাইয়াছিলেন। কএকবর্ষ পরে খস্রু লাজিস্থানে গিয়া পেত্রা নামকস্থান অধিকার করেন। এই সময়ে কিছুকাল মেসোপটমিয়া প্রদেশে যুদ্ধ চলিয়া ছিল, অবশেষে ৫৪৭ খৃঃ অব্দে রোমকেরা বহু অর্থ দিয়া পাঁচবৎসরের জন্য সন্ধি করিল।

এই সময়ে অক্ষু নদী তীরে খাকান রাজ্য প্রবল হইয়া উঠে। খস্রু তথাকার অধিবাসীদিগকে বশীভূত করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার রাজ্য সিন্ধু নদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। ৫৭০ খৃঃ অব্দে তিনি যেমেন প্রদেশ অধিকার করিলেন। রোমকেরা খাকান ও যেমেনের খৃষ্টানদিগকে সাহায্য করায় পুনরায় খস্রুর সহিত তাহাদিগের বিবাদ ঘটিল। রোমকেরা নিসিবিস্ নগর অবরোধ করিয়াছিল, কিন্তু অধিকার করিতে পারেন নাই। খস্রু ৫৭৩ খৃঃ অব্দে দারা অধিকার করেন। ৫৭৫ খৃঃ অব্দে তিনি কপ্পাদোকিয়া পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু এখানে রোমকদিগকে প্রবল দেখিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রোমকেরা তাঁহার অনুসরণে পারস্যাধিকার-ভুক্ত আর্ম্মেনিয়ায় উপস্থিত হয়। কিন্তু পরবৎসর খস্রু তাহাদিগকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করেন। ৫৭৯ খৃষ্টাব্দে তাই-বেরিয়াস্ (Tiberius) রোমকসাম্রাজ্য প্রাপ্ত হন ও খস্রুর মৃত্যু হয়।

খস্রুর মৃত্যুর পর হোরমজদ্ সিংহাসন লাভ করেন। তখনও রোমকদিগের সহিত যুদ্ধ শেষ হয় নাই। তুর্কিরা এই সময়ে বিদ্রোহী হয়; কিন্তু পারসিকসেনাপতি বহ-

রামের হস্তে তাহারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া কর দিতে স্বীকার করে। ইহার পর বহরাম্ রোমকদিগের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন, কিন্তু যুদ্ধে পরাভূত হওয়ায় হোরমজ্দ তাঁহাকে পদচ্যুত ও অপমানিত করেন। বহরাম্ এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য বিদ্রোহী হইলেন। হোরমজ্দের পুত্র ২য় খস্রু তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। অবশেষে হোরমজ্দ রাজ্যচ্যুত ও নিহত হন (৫৯০ খৃঃ অঃ)।

হোরমজ্দের মৃত্যুর পর ২য় খস্রু (পরবেজ) ও বহরামের মধ্যে সিংহাসন লইয়া বিবাদ ঘটে। ২য় খস্রু যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রোমকসম্রাট্ মরিশের (Maurice) শরণ লইলেন এবং অবশেষে মরিশ ও অন্যান্য পারসিকগণের সাহায্যে পৈতৃক-সিংহাসন উদ্ধার করিলেন। বহরাম্ তুর্কিস্থানে পলাইয়া যান। খস্রু আপনাকে নিরাপদ করিবার জন্য একসহস্র রোমককে স্বীয় শরীররক্ষী নিযুক্ত করেন। ৬০২ খৃঃ অব্দে মরিস্ নিহত হইলে ফোকাস্ (Phocas) তাঁহার সিংহাসন অধিকার করেন। খস্রু মরিসের পুত্রকে সাহায্য করিবার জন্য যাত্রা করেন। ৬০৪ খৃঃ অব্দে রোমকদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হয়। ২৩ বৎসর কাল এই যুদ্ধ চলিয়াছিল। প্রথম যুদ্ধে রোমকেরা বিপন্ন হইয়া পড়ে এবং ইহাদের দামাস্কস্, জেরুসালেম, মিসর প্রভৃতি বহুস্থান পারসিকদিগের হস্তগত হয়। অবশেষে হেরাক্লিয়াসের (Heraclius) কৌশলে রোমের ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হইল। ৬২৭ খৃঃ অব্দে খস্রু তাঁহার নিকট পরাজিত এবং রাজধানী ছাড়িয়া পলাইতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু অল্পকাল পরেই শত্রুকরে জীবন উৎসর্গ করিলেন। ২য় খস্রুর মৃত্যুর পর ২য় কবাধ রাজা হইয়া রোমকদিগের সহিত সন্ধি করিয়া ফেলিলেন, কিন্তু ছয়মাসের অধিককাল তাঁহার ভাগ্যে রাজ্যসুখ ঘটিল না। তিনি নিহত হইলেন। তাঁহার স্থানে ৩য় অর্দশীর সপ্তম বর্ষ বয়সে সিংহাসনে বসিলেন। এই সময়ে পারস্যরাজ্যে সম্পূর্ণ অরাজকতা উপস্থিত হইল। সকলেই রাজশক্তি আপন হস্তে লইবার জন্য ব্যগ্র! সকলেই স্ব স্ব অভিমত রাজপুত্রকে সিংহাসনে বসাইতে চেষ্টিত! অবশেষে অনেক হত্যাকাণ্ডের পর ৬৩১ খৃঃ অব্দে শাহরিয়ারের পুত্র যজ্‌দেজার্দ সিংহাসন লাভ করিলেন। এই সময়ে মুসলমানেরা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উপর্য্যুপরি পারসিকদিগকে পরাজয় করিতে থাকে। অবশেষে কাদিসিয়ার যুদ্ধে অর্দশীর পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলে সমুদয় তাইগ্রীস্‌নদীর উপত্যকা ভাগ মুসলমানদিগের হস্তগত হইল। ৬৪২ খৃঃ অব্দে নেহাবেন্দের যুদ্ধে পারসিকসৈন্য এককালে বিধ্বস্ত হইল এবং সমস্ত শাসনীয়রাজ্য আরবদিগের হস্তগত হইল।

খলিফাগণের অধিকার।

পারস্যে শাসনীয়দিগের ক্ষমতা বিলুপ্ত হইলে আরবেরা সমুদায় অধিবাসীদিগকে বলপূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করে। এই সময় হইতে পারস্যদেশ ৬০০ বৎসর পর্য্যন্ত খলিফাদিগের অধীনে থাকে। ওমার, ওথ্‌মান্ আলি ও ওম্মাদীয় খলিফাদিগের সময়ে (৬৩৫ হইতে অঃ ৭৫০ খৃঃ অঃ) পারস্যদেশ খলিফাসাম্রাজ্যের একাংশরূপে পরিগণিত হইত, এবং এই স্থানের রাজকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য একজন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইতেন। ৭৫০ খৃঃ অব্দে খলিফা অব্বাসের বংশধরেরা বোগদাদে রাজধানী স্থাপন করেন এবং এই সময় হইতে খোরাসান তাঁহাদের অত্যন্ত প্রিয়স্থান হইয়া উঠে। [খলিফা দেখ।]

খলিফাদিগের অবনতি হইলে পর পারস্যের ভিন্নপ্রদেশের শাসনকর্ত্তারা স্বাধীনতা অবলম্বন করে এবং অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপিত হয়। এই সময়ে পারস্যদেশ নামেমাত্র খলিফাদিগের অধীন ছিল। ঐ সকল ক্ষুদ্ররাজ্যের মধ্যে খোরাসানে তেহার বংশীয়েরা ৮২০ খৃঃ অঃ হইতে ৮৭২ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত, সিস্তান্, ফার, ইরাকপ্রভৃতি স্থানে সফরেরা ৮৬৯ খৃঃ অঃ হইতে ৯০৩ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত এবং পশ্চিমপারস্যে দলিমিবংশ ৯৩৩ খৃঃ অঃ হইতে ১০৫৬ খৃঃ অব্দ রাজত্ব করেন। এই সকল ক্ষুদ্ররাজ্য অবশেষে সেলজুক জাতিকর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হয়। এই সেলজুক জাতির এক শাখা খারিজম নামক স্থানে রাজত্ব করিত। তাহারা ক্রমে ক্ষমতাশালী হইয়া পারস্যের অধিকাংশ স্থান অধিকার করে এবং গজ্‌নী ও ঘোরীদিগকে পারস্য হইতে তাড়াইয়া দেয়, কিন্তু অল্পকাল পরে সেলজুকেরা অন্যান্য জাতির সহিত চেঙ্গিজ্ খাঁর হস্তে পরাভূত ও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। চেঙ্গিজখাঁর বংশধরেরা ১২৫৩ হইতে ১৩৩৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহাদের ক্ষমতা বিলুপ্ত হইলে ইয়লখানীয়েরা প্রবল হইয়া উঠে। এই সময়ে তৈমুরলঙ্গ পারস্যদেশ আক্রমণপূর্ব্বক সমুদয় ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি ধ্বংস করিয়া বর্ত্তমান পারস্য সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন।

বর্ত্তমান পারস্যরাজ্যের ইতিহাস।

বর্ত্তমান পারস্যরাজ্যের ইতিহাস নানাবিভীষিকাময়-ঘটনা ও হত্যাকাণ্ডপূর্ণ। তৈমুরলঙ্গের সময় হইতেই বর্ত্তমান যুগ আরম্ভ হইয়াছে। তৈমুর ও তাহার বংশধরদিগের বিবরণ জাফরনামা গ্রন্থে বর্ণিত আছে।

তৈমুর বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী ছিলেন। ইনি ১৩৮১ খৃষ্টাব্দে খোরাসান, মজন্দারন এবং তৎপরে এসিয়ামাইনর, আফগানিস্থান, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশ অধিকার করেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাঁহার আক্রমণ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। তাঁহার

মৃত্যুর পূর্ব্বে অস্ত্রাবাদ হইতে হর্মাজ পর্য্যন্ত তাঁহার শাসনাধীন হইয়াছিল। তৈমুরের জীবদ্দশায় তাঁহার তৃতীয় পুত্র মীরণ-শাহ পারস্যের এক অংশের শাসনভার প্রাপ্ত হন। কিন্তু তাঁহার বুদ্ধিভ্রংশ হওয়ায় বোগদাদপ্রদেশ পারস্যরাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইল। তৈমুর মৃত্যুকালে (১৪০৫ খৃঃ অঃ) পীর-মহম্মদনামে এক পৌত্রকে উত্তরাধিকারী বলিয়া মনোনীত করেন, কিন্তু মীরণের পুত্র তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া বলপূর্ব্বক সিংহাসন অধিকার করিয়া ১৪০৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে তৈমুরের চতুর্থ পুত্র শাহরুখ তাঁহাকে তাড়াইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করেন।

শাহরুখ (১৪০৮—১৪৪৬ খৃঃ অঃ) সাহসী, দয়ালু ও উন্নত-মনা ছিলেন। তাঁহার সময়ে সমরকন্দ হইতে হিরাটে রাজধানী উঠিয়া আসে। ৩৮ বৎসর রাজত্বের পর শাহরুখের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র উলুগবেগ রাজা হইলেন। বিজ্ঞান ও কাব্য-শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তাঁহার রাজত্বকালে সমর-কন্দনগরে বিদ্যালয় ও মানমন্দির স্থাপিত হয়। উলুগ-বেগ স্বীয় পুত্রহস্তে নিহত হন। এই ঘটনার ছয়মাস পরে উলুগবেগের পুত্র সৈনিকগণের হস্তে জীবনবিসর্জ্জন করেন। ইহার পর রাজপুত্রগণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয় এবং অনেক হত্যাকাণ্ডের পর হুসেন মীর্জা ১৪৮৭ খৃঃ অব্দে রাজা হইলেন। তিনি ১৫০৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত হিরাটে রাজত্ব করেন। তিনি বড় বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, তাঁহার সভায় বহু ঐতিহাসিক ও কাব্যশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত আগমন করেন। কবিগণের মধ্যে জামী ও হাতিফী প্রধান। তৈমুরের উপার্জ্জিত সুবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য সুশাসিত রাখা তাঁহার বংশধরগণের সাধ্যায়ত্ত ছিলনা। পারস্যের পশ্চিমভাগে উজান হাসন নামে একজন তুর্কিসর্দ্দার স্বাধীন ও অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে এবং সমুদায় পারস্য আপন অধীনে আনয়ন করেন। উজানহাসনের (হুসেন হাসনের) সভায় ভিনিস্ হইতে অনেকবার দূত প্রেরিত হইয়াছিল। ১৭৮৫ খৃঃ অব্দে উজান হাসেনের স্ত্রী বিষপ্রয়োগে পতির প্রাণ হরণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর রাজ্যমধ্যে ঘোরতর অরাজকতা ঘটে। অনেক হত্যাকাণ্ডের পর অলামুত নামে এক রাজপুত্র সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন।

সুফিবংশ (১৪৯৯-১৭৩৬ খৃঃ অঃ)।

সুফিরা পূর্ব্বে কাস্পীয়হ্রদের দক্ষিণপশ্চিমে বাস করিতেন। তাঁহাদিগের ধর্ম্মভীরুতা ও পবিত্র স্বভাবের বিষয় শ্রবণ করিয়া তৈমুর সুফিদিগের নিকট গমন ও তাঁহাদিগের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি প্রদর্শন করেন। এই বংশে ইস্মাইল সুফির জন্ম হয়। তিনি অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গীলানে আগমন করেন এবং অল্পসংখ্যক সৈন্যসংগ্রহ করিয়া কাস্পীয় হ্রদের তীরবর্ত্তী বাকু নগর অধিকার করেন। ইহার অল্পকাল মধ্যে সুমাখি নগর তাঁহার হস্তগত হইল। অবশেষে তিনি ১৪৯৯ খৃঃ অব্দে অলামুতকে যুদ্ধে পরা-জয় করিয়া পারস্যের শাহ পদে অভিষিক্ত হইলেন। অলামুত দিয়ারবেকর নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন, কিন্তু তাহার ভ্রাতা মুরাদ একদল সৈন্য লইয়া ইস্মাইলের সম্মুখীন হইয়াছিলেন, পরে তিনিও পরাজিত হইয়া ভ্রাতার নিকট গমন করেন, অবশেষে উভয় ভ্রাতাই ইস্মাইলের হস্তে নিহত হইলেন। ১৫০১ খৃঃ অব্দে ইস্মাইল তাব্রিজে আসিয়া ১৫০৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত নিরুপদ্রবে রাজত্ব করেন। ১৫০৭ খৃষ্টাব্দের পর উজ-বেকেরা আসিয়া ঘোর অত্যাচার ও যুদ্ধ উপস্থিত করিল। ১৫০৮ খৃঃ অব্দে চেঙ্গিস্ খাঁর বংশীয় শাহিবেগ সমরকন্দ, তাসখন্দ প্রভৃতি স্থান জয় করিয়া খোরাসান আক্রমণ করেন, কিন্তু অল্পকাল পরেই অন্যস্থানে চলিয়া যান। ১৫১০ খৃঃ অব্দে খোরাসানে দ্বিতীয়বার উজবেকের উৎপাত ঘটে। উজবেক্ সৈন্যগণ দেশলুণ্ঠনে ব্যগ্র হইয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। এই সময়ে ইস্মাইলশাহ তাহা-দিগকে আক্রমণ করিয়া সহজে পরাজয় করেন। শাহিবেগ পলায়নকালে ধৃত ও নিহত হন। এই ঘটনার পর তুর্কি সুলতান্ সলিমের সহিত বিরোধ ঘটে। তুর্কিরা ধর্ম্মান্ধ হইয়া সুন্নি মুসলমানদিগের উপর কঠোর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে ইস্মাইল কোপান্বিত হইয়া ৪০০০০ তুর্কির প্রাণনাশ করেন। ইহাই যুদ্ধের কারণ। সলিম বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া পারস্যরাজ্যে প্রবেশ করিলে ইস্মাইল ১৫১৪ খৃঃ অব্দে সসৈন্যে খোই নামক স্থানে সুলতানের সম্মুখীন হইলেন। যুদ্ধে ইস্মাইলের পরাজয় হইল। সুলতান রাজধানীতে গিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে ফিরিলেন। ১৫১৯ খৃঃ অব্দে সলিমের মৃত্যুর পর ইস্মাইল পুনরায় স্বরাজ্য উদ্ধার করেন। ১৫২৪ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। ইনি অতি স্বধর্ম্মানুরাগী ও প্রজাপ্রিয় ছিলেন। প্রজারা তাঁহাকে 'গিয়ার রাজা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ইস্মাইলের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র তমাস্প শাহ সিংহাসন লাভ করেন। ১৫৪৩ খৃঃ অব্দে মোগলসম্রাট্ হুমায়ুন তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন। [হুমায়ুন দেখ।] ১৫৫৯ খৃঃ অব্দে তুরস্কের সুল-তানের পুত্র বিদ্রোহী ও পিতার নিকট পরাজিত হইয়া পারস্যের শাহের শরণাপন্ন হন। ইংলণ্ডের অধিশ্বরী এলিজাবেথ্ ১৫৬১ খৃঃ অব্দে পারস্যের শাহের নিকট বাণিজ্যের সুবিধার জন্য আণ্টনি জেন্‌কিনসন নামে একজন দূত প্রেরণ করেন, কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফল লাভ হয় নাই।

১৫৭৬ খৃঃ অব্দে তমাস্পের মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে সিংহাসন লইয়া গোল বাঁধে। অবশেষে তাঁহার অন্যতমপুত্র ২য় ইস্মাইল অফ্সারজাতির সাহায্যে ভ্রাতৃগণকে পরাজিত করিয়া সিংহাসন লাভ করেন। ইনি দুই বৎসরের কম রাজত্ব করেন। ২য় ইস্মাইলের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মহম্মদ মীর্জা রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। মহম্মদের রাজত্বকালে চতুর্দ্দিকে যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হয় এবং এই সময় তাঁহার পুত্রেরাও বিদ্রোহী হইয়া উঠে। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র হম্জা মীর্জা বিদ্রোহী দমন করেন। কিন্তু তিনি শীঘ্রই নিহত হওয়ায় পুনরায় গোলযোগ ঘটে। পরিশেষে অব্বাস রাজপারিষদগণের সাহায্যে সকলকে পরাজয় করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন (১৫৮৩ খৃঃ অঃ)।

১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি উজবেক্দিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাহাদিগের নিকট হইতে হিরাট ও খোরাসান অধিকার করিলেন। খোরাসানে স্থায়ী প্রভুত্ব বিস্তার-মানসে তিনি তথায় একদল সৈন্য ও আপন আবাস স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৬০১ খৃঃ অব্দে তুর্কের সুলতানের সহিত পুনরায় যুদ্ধ বাধে, এই যুদ্ধে সুলতানের সৈন্য পরাজিত হয়। অবশেষে সুলতান সন্ধি স্থাপন করে। সন্ধি অনুসারে তুরুষ্কাধিপ শাহকে পূর্ব্বাধিকৃত স্থানসমূহ প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি মোগলদিগের হস্ত হইতে কান্দাহার পুনরুদ্ধার করেন। ৭০ বৎসর বয়সে ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি সুফিবংশের সর্ব্বপ্রধান নরপতি ছিলেন, তাঁহার যশঃ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার রাজত্বকালে পারস্যরাজসভায় ইংলণ্ড, রুষিয়া, স্পেন, হলণ্ড, পর্ত্তুগাল ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশ হইতে দূত আগমন করে। পথিকদিগের সুবিধার জন্য তিনি অনেক পান্থনিবাস, পথ এবং সেতুনির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র সুফি মীর্জা ও তাহার দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতার হত্যাকার্য্য ব্যতীত তাঁহার চরিত্র নিষ্কলঙ্ক ছিল। তিনি অন্তিমকালে পুত্রের নিধন জন্য অনুতাপ করিয়াছিলেন এবং নিজপাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সুফিমীর্জার পুত্রকে উত্তরাধিকারিরূপে মনোনীত করেন।

অব্বাসের মৃত্যুর পর সুফিমীর্জার পুত্র সামমীর্জা ১৪ বৎসর রাজত্ব করেন। ইনি অতিশয় নিষ্ঠুর ছিলেন। ইঁহার রাজত্ব কালে বহুতর অসৎ কার্য্য সাধিত হয়। ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে সামমীর্জার মৃত্যু হয়। ইঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র ২য় অব্বাস রাজ্যভার প্রাপ্ত হইলেন। অব্বাস্ ষোড়শবর্ষে কান্দাহার অধিকার করেন। তাঁহার সভায় ফরাসীরাজদূত আসিয়াছিলেন। অব্বাস ১৬৬৮ খৃঃ অব্দে কালগ্রাসে পতিত হন।

২য় অব্বাসের মৃত্যুর পর সুলেমান পারস্যের শাহপদ লাভ করেন। তিনি দুর্ব্বলহৃদয়, অত্যাচারী এবং নিষ্ঠুর ছিলেন। তাঁহার সময়ে উজবেকেরা পুনরায় খোরাসান আক্রমণ এবং কাপচক তুর্কিরা কাস্পীয়হ্রদের তীরবর্ত্তী ভূভাগ লুণ্ঠন করিয়াছিল। ১৬৯৪ খৃঃ অব্দে সুলেমানের মৃত্যু হয়।

সুলেমানের মৃত্যুর পর শাহ হুসেন পারস্যের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। হুসেন অত্যন্ত শান্ত ও দুর্ব্বল ছিলেন। তিনি রাজ্য মধ্যে সুরাপান নিবারণ করেন। ১৭১৭ খৃঃ অব্দে সাদ্রুজাই জাতি হিরাটে বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। কুর্দজাতিরা হামদান এবং উজবেকেরা খোরাসান লুণ্ঠন করে।

১৭২১ খৃঃ অব্দে মাহ্মুদ্ আফগান সৈন্য লইয়া পারস্য আক্রমণ করেন। তিনি শাহের সৈন্যদিগকে পরাজয় করিয়া কর্ম্মাণ অধিকার ও ইস্পাহান অবরোধ করেন। হুসেনশাহ অবশেষে শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। মাহ্মুদ্ নগরে প্রবেশ করিয়া সমুদয় সম্ভ্রান্ত ও রাজবংশীয়দিগকে হত্যা করিয়া রাজমুকুট গ্রহণ করেন। ১৭২৫ খৃঃ অব্দে মাহ্মুদের মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতা আস্রফ্ পারস্যের শাহপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। কিন্তু পারস্যে আফগানপ্রাধান্য শীঘ্রই অবসান হইল। হুসেনের রাজ্যচ্যুতির পর ২য় তমাস্প 'শাহ' উপাধি গ্রহণ করেন এবং মজন্দরান্ নামকস্থানে পলায়নপূর্ব্বক সৈন্য সংগ্রহ করিতে থাকেন। ১৭২৭ খৃঃ অব্দে নাদির তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। [নাদিরশাহ দেখ।] পূর্ব্বে তমাস্প নাদিরের সাহায্যে খোরাসানে আফগানদিগকে পরাজয় করেন। আস্রফ্ পলায়নকালে বৃদ্ধ হুসেনকে নিহত করেন (১৭৩০ খৃঃ অঃ)। পরে তিনিও কান্দাহারে প্রবেশকালে দস্যুহস্তে নিহত হন। এখন ২য় তমাস্প পারস্যের অধিপতি হইলেন, কিন্তু উচ্চাভিলাষী নাদির সত্বর তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া অল্পবয়স্ক রাজপুত্রকে অভিষিক্ত করিলেন। অবশেষে ১৭৩৬ খৃঃ অব্দে এই রাজপুত্রের মৃত্যু হইলে নাদির স্বয়ং শাহ উপাধিধারণপূর্ব্বক রাজপদ গ্রহণ করেন। এই সময় হইতেই পারস্যে সুফিবংশের প্রাধান্য বিলুপ্ত হয়।

নাদিরশাহ ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে মোঘন নামক স্থানে মহোৎসবের সহিত রাজমুকুট ধারণ করেন। তদনন্তর তিনি কান্দাহার, ও দিল্লী পর্য্যন্ত জয় করেন। [নাদিরশাহ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

নাদিরের ভ্রাতা ইব্রাহিম খাঁ তুর্কিদিগের হস্তে নিহত হওয়ায় নাদির তাহাদিগকে দমন করিতে অগ্রসর হন। প্রথমযুদ্ধে নাদিরের সৈন্যগণ পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয়। নাদির তাহাদিগকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবার সময় আহত হন এবং আপন পুত্র রিজাকুলির প্রতি সন্দিহান হইয়া তাহাকে নিহত করেন। এই ঘটনার পর তিনি তুর্কির সুলতানের

সহিত সন্ধিস্থাপন করেন এবং দিন দিন অত্যাচারী ও সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া উঠেন। নাদিরের জীবনের শেষভাগ সুখে অতিবাহিত হয় নাই। পাছে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন প্রকার ষড়যন্ত্র হয়, এই ভয়ে অনেক সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে তিনি হত্যা করেন। অবশেষে সকলে তাঁহার অত্যাচারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ১৭৪৭ খৃঃ অব্দে ষড়যন্ত্রপূর্ব্বক তাঁহাকে নিহত করে।

নাদিরশাহের মৃত্যুর পর পারস্যে ত্রয়োদশবর্ষব্যাপী ঘোরতর অরাজকতা উপস্থিত হয়। নাদিরের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া আফগানিস্থানে আহম্মদ আবদালী স্বাধীন হইলেন। এদিকে নাদিরের পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রের মধ্যে সিংহাসন লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়। অবশেষে আলিমর্দ্দান আদিলশাহ নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু শীঘ্রই শাহরুখকর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন।

শাহরুখ্ সুফিবংশীয় শেষরাজা হুসেনশাহের পৌত্র। প্রজাবর্গ তাঁহাকে সিংহাসনে আসীন দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হয়। কিন্তু তিনি রাজকার্য্যে তাদৃশ পটু না হওয়ায় চতুর্দ্দিকে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। বিদ্রোহী সৈয়দমহম্মদ তাঁহাকে কারারুদ্ধ ও অন্ধ করিয়া দেয়। অবশেষে তাঁহার সেনাপতি য়ুসুফ্ আলি সৈয়দ মহম্মদকে নিহত করিয়া তাঁহাকে কারামুক্ত করেন। এই সময়ে পারস্যরাজ্য আরও বিপদজালে জড়িত হয়। আহ্মদশাহ আবদালী খোরাসান অধিকার করেন এবং ক্ষমতাপন্ন পারসিক সেনাপতিরা আপনাদিগের মধ্যে রাজ্যবিভাগ করিয়া লয়েন। তৎকালে পারস্যের সিংহাসনাকাঙ্ক্ষী হইয়া তিনজন প্রতিদ্বন্দ্বী উপস্থিত হইয়াছিলেন। অবশেষে করিম খাঁ সকলকে পরাজিত করিয়া সিংহাসন অধিকার করিলেন। তাহার যত্নে সিরাজে রাজধানী স্থাপিত হইল। তথায় বকীল বা রাজপ্রতিনিধিরূপে ১৯ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৭৭৯ খৃঃ অব্দে কালগ্রাসে পতিত হইলেন।

করিমখাঁর মৃত্যুর পর পুনরায় অরাজকতা উপস্থিত হইল। করিমের ভ্রাতা জাকি রাজোপাধি গ্রহণ করেন। কিন্তু সত্বরেই পরাজিত ও নিহত হন। জাকির মৃত্যুর পর সাদিকখাঁ সিরাজে আসিয়া রাজা হইলেন; কিন্তু অবশেষে তিনিও জাকির ভ্রাতুষ্পুত্র আলি মুরাদের হস্তে পরাজিত ও নিহত হইলেন। আলিমুরাদ ১৭৮৫ খৃঃ অব্দে 'শাহ' পদলাভ করিলেন। তিনি মজন্দরানে আগা মহম্মদকে কয়েকটী যুদ্ধে পরাজয় করেন, কিন্তু ইস্পাহানে প্রত্যাগমন কালে নিহত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর দুইজন রাজা পারস্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহাদিগের মৃত্যুর পর লতিফআলীখান রাজা হইলেন। লতিফআলী নানাগুণসম্পন্ন ছিলেন এবং তাঁহার রাজপদপ্রাপ্তিতে প্রজাবর্গ অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছিল। আগামহম্মদ এই সময়ে সসৈন্যে সিরাজ অবরোধ করেন, কিন্তু অল্পকাল পরে তিহারণে যাওয়ায় লতিফ আলী কিছুকালের জন্য শান্তিভোগ করিতে পাইয়াছিলেন। ১৭৯২ খৃঃ অব্দে আগা মহম্মদ পুনরায় আগমন করেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া ফিরিতে বাধ্য হন। আগা মহম্মদ তৃতীয়বার সসৈন্যে সিরাজের নিকট আগমন করিলে লতিফ্ আলী কয়েক শত সৈন্য লইয়া রাত্রিকালে শত্রুশিবির আক্রমণপূর্ব্বক ছিন্ন ভিন্ন করেন, কিন্তু মহম্মদ রাত্রি প্রভাত হইলে সৈন্যগণকে ঈশ্বরোপাসনায় আহ্বান করিবার জন্য আজ্ঞা দেন। লতিফের সহচরেরা শত্রুগণ পুনরায় সমবেত হইয়াছে ভাবিয়া ভয়ে পলায়ন করে। তাহাতে লতিফের ভাগ্যে বিপর্য্যয় ঘটিল, তিনি পলাইয়া গিয়া কান্দাহারে আশ্রয় লইলেন। পরে ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে রাজ্যোদ্ধারমানসে পারস্যে আসিয়া কর্ম্মান্ নগর অধিকার করেন। আগা মহম্মদ নগরাবরোধ করিলে বিশ্বাসঘাতকতায় নগর-দ্বার শত্রুগণের নিকট উন্মুক্ত হইল। লতিফ তিন জন মাত্র সহচর সহিত শত্রুসৈন্য ভেদ করিয়া পলায়ন করেন। মহম্মদ ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বহু নগরবাসীকে নিহত করেন। লতিফ আলী বাম্নগরে অবস্থানকালে তথাকার শাসনকর্ত্তার হস্তে নিহত হন।

কাজরবংশ।

লতিফ আলীর মৃত্যুর পর আগা মহম্মদের ক্ষমতা বাড়িয়া উঠে এবং এই সঙ্গে রুষিয়াধিপতির প্রতি তাঁহার ঈর্ষা প্রবল হইতে থাকে। এই সময়ে জর্জিয়ার শাসনকর্ত্তা হিরাক্লিয়াস্ পারস্যের অধীনতা শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইবার জন্য রুষিয়ার অধীশ্বরী ক্যাথারিণের শরণাপন্ন হন। আগা মহম্মদ তাঁহাকে স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসিতে ও তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে বলেন, কিন্তু তাহার কোন প্রত্যুত্তর না পাইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হন। তিনি প্রথমে হিরাক্লিয়াসের অধীনস্থ জর্জিয়ান্ সৈন্যদিগকে পরাজিত করিয়া রুষিয়ার অন্তর্গত তিফ্লিস্ নগর অধিকার করেন। ইহাতে রুষিয়ার সহিত বিবাদ ঘটে। রুষ-সেনাপতি বাকু এবং সুমাখি নগর অধিকার করেন, কিন্তু এই সময়ে রুষসম্রাজ্ঞী ক্যাথারিণের মৃত্যু হওয়ায় যুদ্ধ বন্ধ হয়। তিফ্লিস লুণ্ঠনের পর আগা মহম্মদ 'শাহ' উপাধি গ্রহণ এবং তিহারণে রাজধানী স্থাপন করেন। ১৭৯৬ খৃঃ অব্দে খোরাসান প্রদেশ তাঁহার অধীন হয়। এই সময়ে রুষেরা পুনরায় যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইল। আগা মহম্মদ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে গমন করিতেছিলেন, এমন সময়ে হঠাৎ শিবির মধ্যে নিহত হন। আগা মহম্মদের মৃত্যুর পর সৈনিকগণের মধ্যে গোলযোগ ঘটে, কিন্তু প্রধান মন্ত্রী হাজি ইব্রাহিম্

ও মীর্জা মহম্মদ খাঁর বুদ্ধিকৌশলে সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া যায় এবং আগা মহম্মদের ভ্রাতুষ্পুত্র ফতে আলী সিংহাসন পাইলেন।

ফতে আলী রাজা হইলে স্থানে স্থানে বিদ্রোহ উপস্থিত হয় এবং খোরাসানে শাহরুখের পুত্র নাদির মীর্জা স্বাধীনতা অবলম্বন করেন, কিন্তু ফতে আলীর আগমনে সকলেই বশ্যতা স্বীকার করেন। এই সময়ে জর্জিয়ার রাজা রুষের জারের সাপক্ষে সিংহাসন ছাড়িয়া দেন, কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা তাহাতে অসম্মত হইয়া রুষের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন, কিন্তু তিনি যুদ্ধে হারিয়া পারস্যের শাহের পক্ষ অবলম্বন করেন। যুদ্ধে পারসিকেরা সাতিশয় বীরত্ব প্রকাশ করে, কিন্তু তাহাদের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। অবশেষে ১৮১৩ খৃঃ অব্দে সন্ধি হয়। সন্ধি অনুসারে জর্জিয়া জারের অধিকারভুক্ত হয়। ১৮২৫ খৃঃ অব্দে উভয় রাজ্যের সীমা লইয়া পুনরায় যুদ্ধ বাধে। পারসিকেরা বিজয় লাভ করেন, কিন্তু শীঘ্রই ফতেআলীর পৌত্র মহম্মদ মীর্জার অধীনে পরাজিত হয়। ১৮২৭ খৃঃ অব্দে আবার সন্ধি হইল এবং তদনুসারে পারস্যের শাহ রুষরাজকে ৭টী প্রদেশ, এরিবান ও নখিচেবান নামক স্থানদ্বয় এবং যুদ্ধের ব্যয়স্বরূপ তিনকোটী টাকা দিতে বাধ্য হন। ১৮২১ খৃঃ অব্দে তুর্কির সহিত বিবাদ বাধে। তুর্কিরা পারসিক বণিক ও তীর্থযাত্রীদিগের প্রতি অত্যাচার করিতেন। পারস্যের শাহের পুনঃ পুনঃ আপত্তি সত্ত্বেও কোন প্রতিকার না হওয়ায় অবশেষে যুদ্ধ ঘটিল। তুর্কিরা পরাজিত হইয়া সন্ধি করিল। সন্ধি অনুসারে তাঁহারা পারসিকদিগের প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার বা অযথা করগ্রহণ করিবেন না স্বীকার করেন। এই ঘটনার পর ফতেআলী খোরাসান ও মসাদ অধিকার করিয়া হিরাট যাত্রা করিলেন ও তথায় প্রচুর অর্থ লাভ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। ফতেআলীর রাজত্বকালে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ হইতে পারস্যরাজসভায় দূত গিয়াছিল।

ফতেআলী ১৮৩৪ খৃঃ অব্দে প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার পুত্র মহম্মদ শাহ সিংহাসন লাভ করেন। তিনি আফগানদিগের নিকট হইতে হিরাট, কান্দাহার ও গজনী প্রভৃতি স্থান পুনরুদ্ধারের ইচ্ছায় সসৈন্যে হিরাট অবরোধ করেন, কিন্তু আফগানেরা ইংরাজ গোলন্দাজ কর্তৃক পরিচালিত হইয়া তাহাকে পরাজিত করে এবং ইংরাজেরা আফগানদিগের সাহায্য করিতে থাকেন। অবশেষে ইংরাজগণের মধ্যস্থতায় সন্ধি হইল। ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে ফতেআলীর মৃত্যু হয় এবং তাঁহার মৃত্যুর পর নস্রুদ্দীন্ শাহ পারস্যের সিংহাসনে আসীন হইলেন। তাঁহার রাজত্ব কালে খোরাসানে বিদ্রোহ, বাবি জাতির বিদ্রোহ ও ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধ ঘটে। খোরাসান ও বাবি জাতির বিদ্রোহ অতি সত্বরই নিবারিত হয়। ক্রিমিয়ার যুদ্ধকালে পারস্যের শাহ জারের প্রতি সহানুভূতি এবং গোপনে তাঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন। ইহাতে ইংরাজেরা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। অবশেষে ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে শাহ হিরাট অধিকার করায় ইংরাজেরা যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং ভারতবর্ষ হইতে পারস্যে সৈন্য প্রেরিত হয়। যুদ্ধে পারস্যের পরাজয় ঘটে। অবশেষে ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে উভয় জাতির মধ্যে সন্ধি হইয়া গেল। পারস্যরাজের বর্তমান উত্তরাধিকারীর নাম মুজাফর উদ্দীন্ মীর্জা।

বর্তমান পারস্যের প্রাকৃতিক বিবরণ।

খৃষ্ট জন্মের বহু পূর্ব্বে পারস্যরাজ্য পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর হইতে পূর্ব্বে সিন্ধু নদী পর্য্যন্ত এবং উত্তরে ককেসাস্ পর্ব্বতমালা হইতে দক্ষিণে পারস্যোপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। খৃষ্টীয় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে পারস্যরাজ্যের সীমা পূর্ব্বে সিন্ধুনদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, কিন্তু পশ্চিম প্রান্তে পারস্যরাজ্যের অধিকাংশ বৈদেশিক রাজাদিগের হস্তগত হইল। রুষের সহিত যুদ্ধের পর পারস্যরাজ্যের বিস্তৃতি অনেক কমিয়া গিয়াছে। পারস্যরাজ্যের বর্তমান সীমা উত্তরে কাস্পীয় হ্রদ, কুরেন দাঘ এবং কোপেত দাঘ নামক পর্ব্বত, পশ্চিমে আর্ম্মেনিয়া ও এসিয়া মাইনরের পর্ব্বতরাজি, দক্ষিণে পারস্যোপসাগর ও আরব সাগর, পূর্ব্বে পরোপনিসাস, হিন্দুকুশ পর্ব্বত, আফগানিস্থান এবং বেলুচিস্থান।

পর্ব্বতশ্রেণী।

পারস্যদেশের পর্ব্বতের মধ্যে দমাবন্দ ও কু-বনান গিরি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। এই দুই পর্ব্বতের উচ্চতা যথাক্রমে ১৮৬০০ ও ১৪০০০ ফিট্। কু-দিনার ও কু-সফিদ প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত আছে। কর্ম্মাণ ও ইস্পাহানের মধ্যে এক বিস্তৃত মরুভূমি আছে।

নদী।

ফদরুদ, আত্রক, গুর্গান, দিয়ালা, কর্খা, দিজ, কারুন প্রভৃতি প্রধান।

জলবায়ু।

কাস্পীয় হ্রদের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের জলবায়ু উষ্ণ ও বড়ই অস্বাস্থ্যকর। পারস্যের অধিত্যকা-সমূহে গ্রীষ্মকালে অত্যধিক গ্রীষ্ম ও শীতকালে অত্যন্ত শীত পড়িয়া থাকে। পারস্যোপসাগর ও বেলুচিস্থানের নিকটবর্ত্তী স্থানও গ্রীষ্মপ্রধান।

ভূমি ও উৎপন্ন দ্রব্য।

পারস্য দেশের ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা, কিন্তু অধিক পরিমাণে জল না হওয়ায় প্রায় দেশের বার আনা জমি পতিত আছে।

কৃত্রিম খাল দ্বারা জল আনয়ন করিয়া কৃষিকার্য্য হইয়া থাকে। কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে অহিফেন, তামাক, তুলা, হেনা, ধান্য প্রভৃতি প্রধান। পূর্ব্বে পারস্যে বিস্তর রেশম উৎপন্ন হইত এবং প্রতি বৎসর প্রায় ১০০০০০০৲ টাকার রেশম বিদেশে রপ্তানি হইত। এখন ইহার সিকি পরিমাণ রেশম রপ্তানি হয়। রেশমের পরিবর্ত্তে লোকে ধান্যের চাষে মনোনিবেশ করিয়াছে। এখানে যথেষ্ট আঙ্গুর জন্মে এবং তাহা হইতে মদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। গোলাপাদি নানাবিধ সুগন্ধ কুসুমেও পারস্যের উপবনসমূহ কুসুমিত হইয়া থাকে।

প্রাণী।

এখানকার গৃহপালিত পশুর মধ্যে অশ্ব, অশ্বতর, উষ্ট্র ও বৃষই বিশেষ প্রসিদ্ধ। বন্যপশুর মধ্যে সিংহ, ব্যাঘ্র, চিতাবাঘ, নেকড়েবাঘ, শৃগাল, খেঁকশিয়াল, খরগোস, বন্যগর্দ্দভ, বন্য-মেষ, বন্য বিড়াল, পার্ব্বতীয় ছাগ এবং হরিণ প্রধান।

বাণিজ্য।

রেশমের চাষ কমিয়া যাওয়ায় অহিফেন ও ধান্যের চাষের বৃদ্ধি হইয়াছে। অহিফেন চীনদেশে প্রেরিত হয়। ১৮৮০ খৃঃ অব্দে পারস্য হইতে প্রায় ৮৪৭০০০০৲ টাকার অহিফেন রপ্তানি হইয়াছিল। য়ুরোপে পারস্যদেশীয় পশমী দ্রব্যের আদর অধিক এবং সর্ব্বাপেক্ষা রপ্তানি প্রায় দশগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। এখানে প্রতিবৎসর প্রায় ১০ ৮৮৯৮০ টাকার দ্রব্য আমদানী হইয়া থাকে। তন্মধ্যে বিলাত হইতে ½ এবং ভারত হইতে ¼ ভাগ আমদানী হয়। আমদানী দ্রব্যের মধ্যে বস্ত্রাদি, চিনি, চা, লৌহ, তাম্র, ইস্পাত ও পিত্তলের বাসন প্রধান। এদেশ হইতে প্রতিবৎসর যে সকল দ্রব্য রপ্তানি হয়, তাহার মূল্য প্রায় ৬৫৬৬২২০ টাকা। রপ্তানি দ্রব্যের ½ ভাগ চীনদেশে ¼ ভাগ ইংলণ্ডে ও ¼ ভারতবর্ষে প্রেরিত হয়। পারস্যোপসাগর, হইতে বিস্তর মুক্তা সংগৃহীত হইয়া থাকে।

শিল্পদ্রব্য।

শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে মৃণ্ময়পাত্র, অস্ত্রাদি, সূক্ষ্ম সূচিকার্য্য, বাদ্যযন্ত্র, শাল ও পশমী দ্রব্য প্রধান।

রাজনৈতিক বিভাগ।

পারস্যরাজ্য ৪টী বৃহৎ ও ছয়টী ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত। প্রত্যেকভাগে পারস্যরাজ কর্ত্তৃক একজন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হয়। বিভাগ সকলের নাম আদরবৈজান, উত্তরপশ্চিমবিভাগ, খোরাসান, দক্ষিণ পারস্য, অস্ত্রাবাদ, মজন্দরান্, গীলান, খম্সা, কজবিন, গেরাস।

জাতি।

পারস্য বিবিধ জাতির বাসভূমি। এখানকার অধিবাসীরা অনেকেই কোন স্থানে স্থায়িভাবে বাস করে না। পারস্যোপ-সাগরের উপকূলে আরবেরা বাস করে। কুর্দ্দিস্তানে যুদ্ধপ্রিয় একজাতি দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত বহুতর য়িহুদি ও খৃষ্টান আছে। করমান নামক স্থানে অল্পসংখ্যক হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী লোক এবং যিহাদে প্রায় ২০০০ ঘর প্রাচীন অগ্নিপূজক পারসীর বসতি আছে।

পারস্যের অধিবাসীদিগকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক শ্রেণী নগর গ্রামাদিতে বাস করে। অপর শ্রেণী পশুচারণ উপলক্ষে নানাস্থানে গমন করিয়া থাকে। ইহারা পারস্যের শাহকে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য দিয়া সাহায্য করে। পারস্যের লোকসংখ্যা স্থির করা কঠিন এবং এ বিষয়ে মতভেদ আছে। ১৮৮১ খৃঃ অব্দে যে সরকারী বিবরণী প্রকাশিত হয়, তাহাতে অধিবাসীর মধ্যে নগরবাসীর ১৯৬৩৮০০, পল্লিগ্রামনিবাসী ৩১৮০০০০, ভ্রমণশীল জাতি ১৯০৯৮০০০ ; সর্ব্বশুদ্ধ ৭৬৫৩৬০০।

শাসনপ্রণালী।

পারস্যের শাহ মহম্মদের প্রতিনিধিরূপে গণ্য এবং তজ্জন্য তাঁহার আজ্ঞা কোরাণ ও পবিত্র নিয়মের বিরুদ্ধ না হইলে সকলের অবশ্য প্রতিপাল্য। রাজকার্য্যপরিচালনের জন্য একটী মন্ত্রিসভা আছে। মন্ত্রিসভার সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে এবং তাঁহাদের মধ্যে কর্ম্মবিভাগ শাহের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য সমুদয় রাজ্য দশ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রত্যেকটী আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জেলায় বিভক্ত। প্রত্যেক জেলায় একজন হাকিম নিযুক্ত থাকে। সর্ব্ববিষয় পরিদর্শন ও রাজস্ব সংগ্রহ করা তাঁহার কার্য্য। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক গ্রামে একজন কাটখুদা বা মণ্ডল আছে।

পারস্যের লোকেরা সৈনিক বিভাগে কার্য্য করিতে ভাল-বাসে না। তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক সৈনিক শ্রেণীভুক্ত করিতে হয়। সৈন্যগণ রীতিমত বেতন পায় না এবং প্রায়ই দুই তিন বৎসরের বেতন বাকি থাকে। পারসিক সেনাদল অকর্ম্মণ্য ও যুদ্ধে অপটু। তাহাদিগের পরিচ্ছদ ও অস্ত্র শস্ত্রাদি অতি নিকৃষ্ট। পদাতিক সৈন্য সকল যুদ্ধযাত্রাকালে গর্দ্দভপৃষ্ঠে গমন করে। সৈন্যগণ অতি সামান্য বেতন পায়।

অশ্বারোহী সৈন্যের বাৎসরিক বেতন প্রায় ৩০৲ টাকা। সেনাগণের কুচকাবাজ শিক্ষার জন্য যে সকল য়ুরোপীয় কর্ম্ম-চারী নিযুক্ত হয়, সৈনিক বিভাগে তাহাদের কিছুই ক্ষমতা নাই। অধস্তন কর্ম্মচারী (Officer) হইতে উচ্চতন কর্ম্মচারীগণের যথাক্রমে নাম—নায়েব (Lieutenant), সরহঙ্গ (Lieutenant Colonel) ও সর্তিপ (Colonel)। পারস্যের শাহের সৈন্য সংখ্যা

সর্ব্বশুদ্ধ ১০৫৫০০, তন্মধ্যে ৫০০০ গোলন্দাজ, ৫৩৯০০ পদাতিক ৩১০০০ অশ্বারোহী ও ৭২০০ দেশরক্ষী সৈন্য। রাজ্যের প্রত্যেক বিভাগ, জাতি ও জেলা হইতে নিয়মিত সংখ্যক সৈন্যগ্রহণ করা হয়। খৃষ্টান, য়িহুদি ও অগ্নিপূজক পারসীদিগকে সৈনিক শ্রেণীভুক্ত করা হয় না।

রাজস্ব।

পারস্যরাজ্যের আয় ১৮৮০০০০০ টাকা, তন্মধ্যে ব্যয় সৈনিক বিভাগে ৭৬০০০০০৲, বিচারকার্য্যে ৩৬০০০০০, ধর্ম্মযাজকাদির জন্য ২৪০০০০০, বৈদেশিক ব্যাপারে ২৮০০০০, শিক্ষাবিভাগে ১২০০০০ ও অন্যান্য কার্য্যে ৬০০০০০। অবশিষ্ট অর্থ শাহের রাজকোষে প্রেরিত হয়। সমুদয় রাজস্বের চতুর্থাংশ শস্যাদি দ্বারা পরিশোধ করা হয়। রাজকর্ম্মচারীরা নিয়মিত-হারে প্রত্যেক জেলা হইতে রাজস্ব সংগ্রহ করেন। রাজস্বের ভার অধিকাংশই শ্রমজীবী দরিদ্র মুসলমানগণের উপর পতিত হয়। মুসলমান ব্যতীত অন্যধর্ম্মাবলম্বী লোকদিগের নিকট হইতে অল্পই কর গৃহীত হয়।

জাতীয় চরিত্র।

পারসিকেরা সাধারণতঃ প্রফুল্লচিত্ত, আতিথেয় এবং বৈদেশিকগণের প্রতি সদয় ব্যবহার করে। ইহাদের গার্হস্থ্য জীবন অতীব প্রশংসনীয়। ইহারা পিতামাতার প্রতি অসাধারণ ভক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে এবং মাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করে না। সন্তানগণ প্রায়ই পিতার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকে এবং তাঁহাকে প্রভু বলিয়া সম্বোধন করে। পারস্যে ক্রীতদাসপ্রথা প্রচলিত আছে। তাহাদের অবস্থা মন্দ নয়। পারসিকেরা তাহাদিগকে "বাছা" বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে। তাহারা অনেক বিশ্বস্ত কার্য্যে নিযুক্ত হয় এবং কখন বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য করে না। দাসীগণের মূল্য ১৫০ টাকা হইতে ৪০০৲ টাকা পর্য্যন্ত। দাসগণের মূল্য ইহা অপেক্ষা অনেক কম। পারসিকগণ আপনাদিগের দেহ ও পরিচ্ছদ সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখে। নিষ্ঠুরতা পারসিকদিগের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় না। অপরাধীরা কখন চিরজীবন কারারুদ্ধ থাকে না। প্রতি নববর্ষে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

বেশভূষা।

পারসিকেরা সচরাচর সূচিকার্য্যখচিত হাতঢিলা জামা ও পা-জামা পরিধান করিয়া থাকে। সাটিনের জামা সময়ে সময়ে ব্যবহৃত হয়। পুরোহিতগণ মস্তকে মসলিনের পাগড়ি ধারণ করেন। উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা চামড়ার কোমরবন্ধ ব্যবহার করেন। সাধারণ লোকে মস্তকের মধ্যভাগ বা সমুদয় ভাগ কামাইয়া ফেলে। "কাকুল" বা প্রায় দুই ফিট্ লম্বা এক গোছা চুল মস্তকের উপরিভাগে রাখা হয়। লোকের বিশ্বাস যে মৃত্যু হইলে মহম্মদ এই চুল ধরিয়া স্বর্গে তুলিয়া ল'ন। স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখনকার স্ত্রীলোকদিগের বেশ রুচিবিরুদ্ধ। তাহারা সচরাচর শেমিজ বা পিরান পরিধান করে। পিরান গলদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া হাঁটুর কিছু উপর পর্য্যন্ত আইসে। শরীরের অবশিষ্টভাগ নগ্নাবস্থায় থাকে। শিরোদেশে রেশমী বা কার্পাস রুমালে আবৃত করিয়া চিবুকের নিম্নে গ্রন্থি বাঁধিয়া রাখা হয়। এতদ্ভিন্ন স্ত্রীলোকেরা হার বাজু, বালা প্রভৃতি বিবিধ অলঙ্কার ব্যবহার করিয়া থাকে। উৎসব উপলক্ষে ইহারা আপন মুখমণ্ডল চিত্রিত ও নয়নযুগল কজ্জলরাগে রঞ্জিত করে। গুম্ফদেশে তারকা অঙ্কিত করা হয়। এই সকল স্ত্রীলোকেরা সচরাচর দেখিতে খর্ব্ব। ইহাদের কেশ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে। গৃহের বাহিরে যাইতে হইলে স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বশরীর বসনে ঢাকিয়া রাখে। কেবল চক্ষু দুইটীর স্থানে দুইটী ছিদ্র রাখে। পারস্য দেশে সাতবর্ষ পর্য্যন্ত কন্যাদিগকে পুত্রের মত এবং পুত্রদিগকে কন্যার মত পোষাক পরান হইয়া থাকে।

পারস্য বা ইরাণীয় ভাষা।

প্রাচীন ইরাণ রাজ্যে যতপ্রকার ভাষা প্রচলিত ছিল, পারস্য ভাষা তাহার মূল। এই জন্য পারস্য ভাষার পরিবর্ত্তে ইহাকে ইরাণীয় ভাষা বলা উচিত। ইন্দুয়ুরোপীয় নামে যে সাতটী আদিভাষা আছে ইরাণীয় ভাষা তন্মধ্যে একটী। যদিও এই সাত ভাষার পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ সম্যক্‌রূপে অদ্যাপি স্থিরীকৃত হয় নাই, তথাপি এই ভাষা ও প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার মধ্যে যেরূপ সৌসাদৃশ্য দেখা যায়, তাহাতে এই দুই ভাষা একই মূল ভাষা হইতে উৎপন্ন এবং কালক্রমে পরিপুষ্ট হইয়া পৃথক্ হইয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই দুই ভাষার মধ্যে পার্থক্য এই যে সংস্কৃত ভাষার যে স্থলে বাক্যের প্রথমে আদ্যক্ষর "স" আছে, প্রাচীন ইরাণীয় বা জন্দ ভাষার তাহার স্থানে "হ," বা বর্গের চতুর্থ বর্ণ স্থানে জন্দ ভাষায় বর্গের তৃতীয় বর্ণ বা ক, ট, প স্থানে জন্দে খ, থ, ফ ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা—

সংস্কৃত	জন্দ	প্রাচীন পারস্য	বর্ত্তমান পারস্য
সিন্ধু	হিন্দু	হিন্দু	হিন্দ
সম	হম	হম	হম্
ভূমি	বুমি	বুমি	বুম্
ধিত	দাত	দাত	দাদ্
ঘর্ম্ম	গরেম	গর্ম্ম	গর্ম্ম্
প্রথম	ফ্রতেম	ফ্রতম	ফ্রত্ম্
ক্রতু	খ্রতু	•	•

যাস্কের নিরুক্ত হইতে জানা যায় যে এক সময়ে কম্বোজ দেশে সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ছিল। পারস্যেও যে সংস্কৃতানুরূপ কোন ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহা যাস্কের বহুপরবর্ত্তী পারস্যের কীলাকার শিলালিপি হইতে তাহার কতক আভাস পাওয়া যায়। পূর্ব্ব ইরাণে জন্দ ভাষা প্রচলিত ছিল। জন্দ নাম কিন্তু সার্থক হয় নাই, ইহার প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যাপুস্তক। প্রাচীন অগ্নিপূজক পারসিকদিগের অবস্তা নামক ধর্ম্ম গ্রন্থ এই ভাষায় লিখিত। অবস্তা গ্রন্থ প্রণীত হইবার বহু পূর্ব্বে অপর এক ভাষায় গাথা বা ধর্ম্মগীতি রচিত হইয়াছিল। এই ভাষা জন্দের প্রাচীন আকৃতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। গাথার ভাষার সহিত প্রাচীন বৈদিক সংস্কৃতের অত্যন্ত সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। অল্প মাত্র শব্দ পরিবর্ত্তন করিলে গাথা প্রাচীন বৈদিক শ্লোকের আকার ধারণ করে। [গাথা দেখ।]

জরথুস্ত্র-ধর্ম্মাবলম্বীরা পরে জন্দ ভাষা বুঝিতে অক্ষম হওয়ায় অবস্তা গ্রন্থ পহ্লবী ভাষায় অনুবাদিত হয়। জন্দভাষা সংস্কৃতের ন্যায় অত্যন্ত প্রাচীন, কিন্তু বৈয়াকরণিক উৎকর্ষে সংস্কৃত অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। পারস্য ভাষাই পারসিকদিগের আদিভাষা। অথমনীয় বংশের রাজত্বকালে খোদিত লিপি সকল এই ভাষায় লিখিত হয়। মধ্য ও জন্দ ভাষার সহিত ইহার এই মাত্র প্রভেদ যে এই ভাষায় ২৪টী বর্ণ আছে ও জন্দ ভাষায় ব্যবহৃত "এ" বা একারের স্থানে প্রাচীন পারস্য ভাষায় "অ" ব্যবহৃত হয় যথা—জন্দ 'বগেম্', পুরাতন প্রাচীন পারস্য 'বগম্' সংস্কৃত 'ভগম্'। অথবা জন্দ ভাষার "জ" পুরাতনপারস্য ভাষায় "দ" ব্যবহৃত হয়, যথা—সংস্কৃত 'হস্ত' জন্দ 'জস্ত'প্রাচীন পারস্য 'দস্ত'। অথমনীয় বংশধ্বংসের পর পাঁচশতবৎসর পর্য্যন্ত প্রাচীন পারস্য ভাষায় লিখিত কোন গ্রন্থ বা খোদিত লিপি প্রভৃতি কিছুই পাওয়া যায় না।

মধ্য সময়ের পারস্য ভাষা অনেক রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। পহ্লবী ভাষার সহিত ইহার বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

[পহ্লবী দেখ।]

এই সময়ে ব্যাকরণের নিয়ম সকল অনেক সংক্ষেপ করা হয়। বিশেষ্য পদের এক ও বহুবচনে রূপান্তর করা হইত। দ্বিবচনের রূপান্তর উঠিয়া যায়।

আধুনিক পারস্য ভাষা ফর্দ্দুসির সময় হইতে আরম্ভ হয়। ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী শব্দপ্রয়োগ এক্ষণে আরও কমিয়া গিয়াছে এবং উক্ত গ্রন্থকারের সময় হইতে পারস্য ভাষার অল্পই পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আরবী ভাষার এই সময়ে উন্নতি ও তাহা কথাবার্ত্তায় ব্যবহৃত হওয়ায় নব পারস্য ভাষায় অনেক আরবী শব্দ প্রবিষ্ট হইয়াছে। উচ্চারণগত প্রভেদের মধ্যে পূর্ব্বে প্রাচীন পারস্যভাষায় যে স্থলে ক, ত, প, উচ্চারিত হইত, এখন তাহার স্থলে গ, দ, ব উচ্চারিত হয় যথা—

প্রাচীন পারস্য বা জন্দ	পহ্লবী	নব পারস্য
আপ (জল)	আপ্	আব
হ্বতো (স্বয়ং)	খোত	খোদ্

এতদ্ভিন্ন অন্যান্য সামান্য পার্থক্য আছে।

সাহিত্য।

পারস্যভাষায় কাব্যশাস্ত্রের কোন্ সময়ে উৎপত্তি হয়, তৎসম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ আছে। অনেকে বলেন, ৪২০ খৃঃ অব্দে সাসনীয়বংশীয় রাজা পঞ্চম বহরাম্ পদ্যছন্দের উদ্ভাবন করেন। কেহ কেহ বলেন, সমরকন্দের নিকটবর্ত্তী সগ্দ-নিবাসী আবুলহক পারস্যভাষায় প্রথম পদ্যগ্রন্থ রচনা করেন। হারুণ-অল্-রসিদের মৃত্যুর পর ৮০৯ খৃঃ অব্দে অব্বাস্ নামে একজন খোরাসানে প্রকৃতপক্ষে পদ্যরচনা করিতে আরম্ভ করেন এবং এই সময়ে আরবীভাষার প্রাধান্যে পারস্যভাষার উন্নতিসাধনে সকলে শিথিলযত্ন হইলেও ইহা এককালে বিলুপ্ত হয় নাই। এই সময়ে পারস্যভাষায় গ্রন্থাদি অল্পই লিখিত হইত। দশম শতাব্দীর পূর্ব্বে চারিপ্রকার পদ্যের সৃষ্টি হয়, যথা—কসীদা (শোকসূচক বা শ্লেষ পূর্ণ), গজল (গীতি), রুবাই (একপ্রকার ক্ষুদ্রপদ্য) এবং মস্‌নবী (পয়ারছন্দ)। ১১শ শতাব্দীর পর হইতে মহাকাব্যরচনায় প্রথম সূত্রপাত হয় এবং ইহা ফার্দ্দুসির শাহনামায় চরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়। এই গ্রন্থের যশঃ এক্ষণে সর্ব্বদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে।

নীতিগর্ভ ও ধর্ম্মমূলক গ্রন্থ রচনা সুফি বংশের রাজত্ব সময়ে সমধিক প্রচারিত হয়। এই সময়ে সাদি বুস্তান ও গুলিস্তান গ্রন্থদ্বয় রচনা করেন। এই গ্রন্থদ্বয়ের পবিত্র ধর্ম্মভাব, ভাষানৈপুণ্য প্রভৃতি সর্ব্বদেশের লোকের প্রশংসা আকর্ষণ করিয়াছে। পদ্যে মনের ভাব সুবিশদভাবে প্রকাশ করিতে হাফেজ পারসিক কবিগণের মধ্যে অদ্বিতীয়। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে পারস্যে নাটকের প্রচলন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। নাটক সকল প্রায়ই পদ্যে লিখিত এবং ধর্ম্মবিষয়ক প্রবাদ হইতে গৃহীত। ইতিহাসেও পারসিকেরা নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন এবং এ সম্বন্ধে জাফরনামা প্রভৃতি বিস্তর গ্রন্থ আছে। পারস্যভাষায় সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারত প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ অনুবাদিত হইয়াছে।

পূর্ব্বতন পারসীকদিগের ধর্ম্ম ও দেবতত্ত্ব।

আর্য্য ও পারসিকেরা বহুদিন হইতে যে সংসৃষ্ট ছিলেন,

তাহা এই উভয় জাতির ভাষা ও আচার ব্যবহার দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে। পারসীকদেশে কতকগুলি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহার অক্ষর কোণাকার বা কীলকাকৃতি। ইহার ভাষা সংস্কৃতের বা পালির অনুরূপ।

পারসীকদিগের প্রাচীন যে শাস্ত্র ছিল, তাহার নাম অবস্তা। এই অবস্তা বহুবিভাগে বিভক্ত। ইহার একটী বিভাগের নাম যস্ন। এই আবস্তিক যস্ন এবং বৈদিকদিগের যজন্ বা যজ্ঞ এই শব্দ, উভয় শব্দেরই অর্থ একরূপ। অবস্তার দ্বিতীয়ভাগে অর্থাৎ গাথনামক পাঁচ পরিচ্ছেদে ও অপরাপর কএক অধ্যায়ের ভাষা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইহার অনেকাংশ বেদসংহিতোক্ত সূক্তসমূহের অনুরূপ এবং দেবতাদিগের স্তুতিগর্ভ শ্লোকসমূহে পরিপূর্ণ। এই গাথশব্দটী সংস্কৃত ও পালিভাষার 'গাথা' শব্দ ভিন্ন আর কিছুই নহে। [গাথা দেখ।]

অবস্তার দ্বিতীয় বিভাগের নাম বিস্পরদ্, ইহা ২৩ অধ্যায়ে বিভক্ত। তৃতীয় বিভাগের নাম বন্দিদাদ্, এই বন্দিদাদ্ অহুরমজ্দ্ ও জরথুস্ত্র এই উভয়ের কথোপকথনাত্মক প্রশ্নোত্তর স্বরূপ। ইহাতে ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য প্রভৃতি বহুবিধ ধর্ম্মনীতি সন্নিবিষ্ট আছে। চতুর্থ বিভাগের নাম যস্ৎ। ইহা দেবতাদিগের স্তুতি ও গুণকীর্ত্তনে পূর্ণ। বৈদিক ইষ্টিশব্দ আর আবস্তিক যস্ত্ শব্দ এই দুয়ের অর্থসাদৃশ্য ও অক্ষরসাদৃশ্য উভয়ই স্পষ্টতঃ লক্ষিত হইতেছে।

এই অবস্তাই পারসীকদিগের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ। প্রাচীনপারসীক ভাষার সহিত বৈদিক সংস্কৃতের এইরূপ সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে যে, এই ভাষাকে সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ভারতীয়আর্য্য ও পারসীকজাতির জাতীয় আখ্যা আরও একটী প্রমাণরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। বেদসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃতশাস্ত্রে বৈদিকগণ আর্য্য নামে অভিহিত হইয়াছেন। পূর্ব্বতন পারসীকেরা আপনাদিগকে 'অইর্য' বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। আর্য্য ও 'অইর্য' এই দুইটী একই, তবে যৎকিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য যাহা দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ ঐ উভয় জাতির বিভিন্নদেশে বাস হেতু শব্দ ও উচ্চারণগত বৈলক্ষণ্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। উভয়ের শাস্ত্র হইতে অবগত হওয়া যায় যে, হিন্দু ও পারসীকগণ আপনাদিগকে আর্য্য নামে অভিহিত করিতেন।

আরও দেখা যায় যে, হিন্দু ও পারসীকশাস্ত্রোক্ত বীর ও ব্যক্তির সুসদৃশ নাম এবং উপাখ্যানাদি একই রূপে সন্নিবেশিত আছে। অতি সংক্ষেপে দুই একটী উদাহরণ দেওয়া হইতেছে। বেদসংহিতায় ত্রিত ও ত্রৈতন নামে দুই ব্যক্তির বারংবার প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। (ঋক্ ১।৫২।৫, ১।১০৫।৯, ৫।৮৬।১) অবস্তায় দেখিতে পাওয়া যায়, থ্রিত ও থ্রএতওন নামে দুই ব্যক্তির উল্লেখ আছে। (বন্দিদাদ্ ১অ° ২০ অ° ২২ অ°) থ্রিতের সহিত ত্রিতের এবং থ্রএতওনের সহিত ত্রৈতনের সংজ্ঞা বিষয়ে যেরূপ সাদৃশ্য আছে, উপাখ্যানাংশে তাদৃশ লক্ষিত হয় না; কিন্তু বৈদিক ত্রিতের সহিত আবস্তিক থ্রএতওনের সর্ব্ব প্রকার সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। বৈদিক ত্রিত একটী ষড়পুচ্ছ ত্রিশিরা সর্পকে নিহত করেন, আর আবস্তিক থ্রএতওন্ ত্রিশিরা, ত্রিহনু ষট্‌পুচ্ছ ও সহস্র শক্তিশালী একটী মহাসর্প সংহার করেন।

পাণিনি প্রভৃতি গ্রন্থে কৃশাশ্ব এবং পারসীক গ্রন্থে 'কেরেশাস্প' নামে একটী উগ্র ব্যক্তির নাম দৃষ্ট হয়। এই উভয়ের বৃত্তান্ত দেখিলে স্বতঃই মনে হয় যে, এই দুই ব্যক্তিই এক। বেদে কাব্যউশনস্ নামে এক ব্যক্তির উল্লেখ আছে, উহা অবস্তার কবউশনের সহিত অভিন্ন বলিয়া বিবেচিত হয়। ইদানীন্তন পারসীক গ্রন্থে তাহার নাম 'কাউশ্' হইয়াছে।

হিন্দুশাস্ত্রোক্ত নাভা-নেদিষ্ট ও পারসীক নবানজদিস্ত এই দুটীশব্দে বিশেষ বিভিন্নতা নাই। নবানজদিস্ত শব্দের অর্থ নব্যাবিবাহের অনুগত পক্ষ। নাভা-নেদিষ্ট মনুর পুত্র বা পৌত্র।

এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, পারসীক ও ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা সংসৃষ্ট থাকিতে ঐ শব্দ এক বস্তুপ্রতিপাদক ছিল। পরে দেশবিশেষে কারণবিশেষে উহার অর্থভেদ ঘটিয়া থাকিবে।

কতকগুলি দেশ, প্রদেশ ও নদী প্রভৃতির নামের সাদৃশ্যও দেখান যাইতে পারে। আর্য্যদিগের সকলশাস্ত্রে সরস্বতী সলিল অতি পবিত্র ও তাহার তীরভূমি পুণ্যস্থান বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। পারসীক ধর্ম্মশাস্ত্র অবস্তায় 'হরখৈতি' নামে অতি অত্যুৎকৃষ্ট প্রদেশের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। 'হরখৈতি' সরস্বতী শব্দেরই রূপান্তর। কারণ পারসীকেরা 'স'য়ের উচ্চারণ 'হ'য়ের মতন করিয়া থাকে। যেমন সোম, সিন্ধু, সুক্রতু স্থলে পারসিকেরা হোম, হেন্দু ও হুখ্রতুস্ বলিয়া থাকে। 'স্ব' এই বর্ণের স্থানে আবস্তিক ভাষায় 'খ' হয়। যথা—স্বপ্ন ও স্বধাত ইহার স্থলে 'খপ্ন' ও 'খধাত' হইয়া থাকে। এইরূপে সরযূ ও সপ্তসিন্ধু প্রভৃতি শব্দ অবস্তায় 'হরয়ু' ও 'হপ্তহেন্দু' নামে প্রযুক্ত হইয়াছে।

হিন্দু ও পারসীকজাতির প্রাচীন ধর্ম্মাদির যেরূপ সুচারু সাদৃশ্য আছে, তাহাও এবিষয়ে বিশেষ অনুকূল বলিতে হইবে। পারসীক ও হিন্দুরা একত্র বহুদিন বাস করিয়াছিলেন, সুতরাং উভয়ে একধর্ম্ম ও একরূপ আচারপ্রণালী অনুসারে চলিতেন, আর্য্যদের বেদ ও পারসীকদিগের অবস্তার অন্তর্গত

যে সকল বিষয়ের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সেই অতি প্রাচীনকালের ধর্ম্ম, ইহা নিসংশয়রূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

বেদে মিত্র ও বরুণ নামে দুইটী দেবতার উল্লেখ আছে। এই দুয়ের উদ্দেশে বহুতর সূক্ত বেদে সন্নিবেশিত আছে। অবস্তা শাস্ত্রে ও অর্তক্ষত্র (Artaxerxes) নামক পারসীক নরপতির শিলালিপিতে এবং হিরোদোতস্ প্রভৃতি গ্রীক্ গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থে পারসীকেরা মিথ্র নামক দেবতা বিশেষের উপাসক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। আর্য্যদিগের বরুণ ও মিত্র দেবতার সহিত অহুর-মজ্দ ও মিথ্রদেবের সাদৃশ্য আছে। বরুণ ও অহুর-মজ্দ উভয়েই আপন আপন উপাসকদিগের পাপের শাস্তা ও অন্যান্য ঐশিকগুণসম্পন্ন প্রধান দেবতা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

বরুণদেব অসুর বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। পুরাকালীন পারসীকদিগের অন্যান্য উপাস্যদেবতার নাম অহুর ছিল, পারসীক অসুরপ্রধান অর্থাৎ অহুরমজ্দ অভিনব উন্নতপদ হইয়া একবারে পরমেশ্বরের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। আবস্তিক অহুরমজ্দ্ শব্দ সংস্কৃত অসুরমেধস্ শব্দেরই অনুরূপ। অসুর ও অহুর শব্দ যে অভিন্ন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। সংস্কৃত 'মেধস্' শব্দের অর্থ প্রজ্ঞা এবং আবস্তিক 'মজ্দা' শব্দের অর্থ প্রজ্ঞাবান্।

বরুণ ও অহুরমজ্দ্ এক দেবতার নাম হওয়া সম্ভবপর। কিন্তু মিথ্ ও মিত্রদেব যে অভিন্ন, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বেদসংহিতায় মিত্রকে স্থলবিশেষে দিবাভিমানী দেবতা বলিয়া উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। (ঋক্ ১।২৪।৭, ৮।১০।১৪ ইত্যাদি।) মিথ্ শব্দের অর্থ সূর্য্য ও বন্ধু। সংস্কৃত মিত্র শব্দের ঐ উভয় অর্থই প্রসিদ্ধ আছে। মিত্র ও মিথ্ এই উভয়ই হিন্দু ও পারসীকদিগের সংসৃষ্টিকালে সাধারণ দেবতা ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ করার কোন কারণ নাই। পুরাতন পারসীকেরা হিন্দুদিগের ন্যায় বায়ু, সূর্য্য, অগ্নি ও পৃথিবী প্রভৃতির উপাসনায় অনুরক্ত ছিলেন। বৈদিক অগ্নিহোত্রীদিগের ন্যায় পারসীকেরাও কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতেন ও নিজ গৃহে সেই অগ্নি স্থাপন করিয়া রাখিতেন।

অবস্তার অন্তর্গত গাথপরিচ্ছেদে দেখিতে পাওয়া যায় যে, জরথুস্ত্র-স্পিতম অগ্নিযাজকদিগকে বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন এবং আপন অঙ্গ্‌নামক সম্প্রদায়কে ঋত্বিক্‌দিগের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। পারসীক 'অঙ্' ও বৈদিক প্রজাপতি 'অঙ্গিরা' এই দুই জন এক, এইরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। বেদসংহিতায় অগ্নিদেবের সহিত অঙ্গিরার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে এবং স্থানবিশেষে অগ্নিদেবকে অঙ্গিরা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। (ঋক্ ১।৩১।১-২) অগ্নির সহিত অঙ্গিরার বিশেষ সম্বন্ধ ছিল, তিনি সময়বিশেষে অনেক স্থলে অগ্নির প্রতিনিধিরূপে দেবকার্য্য সমাধা করিতেন, এইরূপ বহুতর প্রসঙ্গ বেদ ও নিরুক্ত প্রভৃতির অনেক স্থলে আছে। এই সকল পর্য্যালোচনা করিলে 'অঙ্' ও 'অঙ্গিরা' এক ইহাতে আর কোনরূপ সন্দেহ থাকে না। পারসীক ও হিন্দুরা যখন সম্মিলিত ছিলেন, তখন তাঁহাদেরই বংশপরম্পরাক্রমে এইরূপে অগ্নির উপাসনা প্রচলিত হইয়াছে, এই অনুমান অসঙ্গত নহে।

পারসীকদিগের অবস্তা শাস্ত্রে 'ইন্দ্র' 'শউর্ব' ও 'নাওঙ্‌হইত্য' এই তিনটী নাম বৈদিক ইন্দ্র, শর্ব্ব ও 'নাসত্য' যুগলের সহিত এক বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে। অশ্বিন্ নামক দুইটী দেবতার নাম নাসত্য। হিন্দু ও পারসীকদিগের পরস্পর বিবাদবিসম্বাদবশতঃ শর্ব্ব, ইন্দ্র ও নাসত্য ইহারা অবস্তায় দৈত্যস্বরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

অবস্তার মধ্যে 'বয়ু' 'হোম' 'অরমইতি' 'অহর্য্যমন্' 'নইর্য্যশঙ্হ' নামে কতকগুলি দেবতা ও দেবদূতের বর্ণনা আছে। বেদে ঐ সকল দেবতা যথাক্রমে বায়ু, সোম, অরমতি, অর্য্যমন্ ও নরাশংস নামে অভিহিত। কারণ উভয়মতে ঐ দেবতাদিগের কেবল নামের নহে, কার্য্যাদিও পরস্পরের এক। পারসীক 'বয়ু' বহুদূরস্থিত ও সর্ব্বগামী বা সর্ব্বব্যাপী। তিনি উপরিভাগে অর্থাৎ গগনমণ্ডলে কর্ম্ম করেন। বৈদিক বায়ুদেবও এই লক্ষণাক্রান্ত। বেদেও 'অরমতি' একটী উপাস্য দেবতা। আবস্তিক 'অরমইতি' ও দেবতা বা দেবপারিষদ স্বরূপ। বৈদিক অরমতি শব্দের অর্থ এবং আবস্তিক অরমইতিরও অর্থ দুইই এক। এই দুই মতেই অরমতির অর্থ পৃথিবী। শাস্ত্রে পৃথিবী গোরূপধারিণী বলিয়া উল্লিখিত আছে। অবস্তার মতেও পৃথিবী গোস্বরূপা। এদেশে বিবাহকালীন 'অর্য্যমন্' দেবতা সংক্রান্ত মন্ত্রাদি পঠিত হয়। আবস্তিক মতেও ঠিক ঐরূপ হইয়া থাকে। বৈদিক নরাশংসশব্দ অগ্নি, পূষন্ ও ব্রহ্মণস্পতি প্রভৃতি অনেকানেক দেবতার বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। আবস্তিক 'নইর্য্যশঙ্হ' অহুরমজ্দের দূতস্বরূপ। বেদে অগ্নি ও পূষন্ দেবতাকে ঐ প্রকার দৌত্যকার্য্যে ব্রতী দেখা যায়।

ইন্দ্রের নামান্তর বৃত্রহন্ ইহার আবস্তিকরূপ বেরেথ্রঘ্ন। অবস্তায় ইন্দ্র দৈত্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কিন্তু উঁহাদের মতে বেরেথ্রঘ্ন পূজ্য ও ভক্তিভাজন যজতবিশেষ বলিয়া উল্লিখিত। এই সকল দেবতা হিন্দু ও পারসীকদিগের সংসৃষ্টি

কালের উপাস্য দেবতা ছিলেন, ইহা অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। বেদোক্ত 'ভগ' ও আবস্তিক 'বগ' এই দুইই অভিন্ন। বৈদিক 'ভগ' একটী আদিত্যের নাম এবং আবস্তিক 'বগ' শব্দ দেবতাবাচক।

বৈদিক দেবতার সংখ্যা ৩৩ এবং অবস্তায়ও লিখিত আছে যে, ৩৩ জন রতু অহুরমজ্দের প্রতিষ্ঠিত ও অহুরপুত্রধর্মের তত্ত্ব সকল প্রচলিত করেন। এই ৩৩ জনই তেত্রিশ দেবতা। যখন হিন্দু ও পারসীকগণ সংসৃষ্ট ছিল, তখন উভয়েরই একই ধর্ম্ম ছিল, ক্রমে হিন্দু ও পারসীকগণ বিভিন্নস্থানে থাকায় পারসীকেরা উহার অর্থ বিকৃত করিয়াছে, এইরূপ অনুমান করা যায়।

এই উভয়জাতীয় দেবতাদিগের সংখ্যা ও স্বরূপবিষয়ে যেরূপ সৌসাদৃশ্য আছে, ইহাদের ক্রিয়াকলাপেও এইরূপ সাদৃশ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। ইহার বিষয় একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

অবস্তায় ঋত্বিকের নাম 'আথ্রব' ও ঋত্বিক বিশেষের নাম 'জোতা', এই দুটী বৈদিক 'অথর্ব্বন্' ও 'হোতা' শব্দেরই অনুরূপ। পারসীকদিগের ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানকালে দুগ্ধ, নবনীত, মাংস, ফল, সোমশাখা, সোমরস, বৃষলোম, পল্লবপুঞ্জ ও পিষ্টক প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হিন্দুদিগের বৈদিক যজ্ঞাদি কার্য্যেও এই সকল দ্রব্য আবশ্যক।

সোমযাগ একটী বৈদিক প্রধান যজ্ঞ। বেদানুসারে 'সোম' ও পারসীক শাস্ত্রানুসারে 'হোম' একটী উদ্ভিদের নাম। উভয়শাস্ত্রানুসারে উহা স্বর্ণসদৃশ রঞ্জিত, মাদক ও রোগনিবারক। এই সোম স্বাস্থ্যদায়ক ও অমরত্ববিধায়ক এবং একটী পরমপূজনীয় দেবতা। ইহার রস বিহিতবিধানে ও মন্ত্রপূত করিয়া পান করিতে হয়। উভয়শাস্ত্রেই এ সকল কথা একবাক্যে স্বীকৃত হইয়াছে। এই দুয়ের বিষয় যে সকল সৌসাদৃশ্য আছে, তাহা দেখিলে নিতান্ত বিস্মিত হইতে হয়।

পারসীকগণ যে ক্রিয়ায় সোমরস নিবেদন করিয়া ব্যবহার করে, তাহার নাম 'ইজেষ্নে'। উহাতে জ্যোতিষ্টোমনামক বৈদিক ক্রিয়ার প্রায় সকল লক্ষণই লক্ষিত হইয়া থাকে।

পারসীরা আরও অনেক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। তাহাদের নাম আফ্রিগান, দরুন্ ও গাহানবর্। এই তিনটী বেদোক্ত আপ্রী, দর্শপৌর্ণমাস ও চাতুর্ম্মাস্য যাগের সমান বলিয়া অনুমান করা যায়। [পারসী দেখ।]

উপনয়নবিষয়েও এই দুই জাতির মধ্যে সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। আর্য্যদিগের নির্দ্দিষ্ট বয়স অতিক্রম না হইতেই উপনয়ন সংস্কার হইয়া থাকে। পারসীকদিগের মধ্যেও এই নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষীয় পারসীকেরা সপ্তমবর্ষে উপনীত এবং কর্ম্মাণদেশীয় পারসীকগণ দশমবর্ষে উপনীত হইয়া থাকেন। বয়াএতের মতে অর্থাৎ পারসীক পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থানুসারে বালকগণ দশমবর্ষ বয়সের সময় পারসীকদিগের সমাজভুক্ত হইয়া থাকে। পারসীকদিগের অন্যান্যগ্রন্থের মতানুসারে ইহারা পঞ্চদশবর্ষ কালে পারসীক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে।

অথর্ব্ববেদের অনেকাংশে মন্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা রোগশান্তি, দীর্ঘায়ুলাভ, শত্রুবিনাশ ও উৎপাতনিবারণ প্রভৃতির বহুতর ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে। অবস্তারও কোন কোন অংশে ঐরূপ মন্ত্রাদি সন্নিবেশিত আছে। এমন কি, বেদের সহিত অবস্তার অথর্ব্বণ বহুৎ ও অলিয়াদ্ বিভাগের স্থান সকল ঐক্য করিয়া দেখিলে অনেকাংশেই বচনের পরস্পর সাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে।

হিন্দু ও পারসীক এই উভয় জাতীয়েরাই শাস্ত্রীয় ক্রিয়াবিশেষ উপলক্ষে পবিত্রতাসাধনার্থ গোমূত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন।

বেদসংহিতায় দেবপ্রতিমা ও স্বতন্ত্র দেবমন্দিরের কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। পারসীকেরাও প্রথমে ইহা জানিত না। অতএব যখন হিন্দু পারসীকগণ একত্র সংসৃষ্ট ছিলেন, তখন মূর্ত্তিপূজা ও দেবালয়প্রতিষ্ঠার রীতি প্রচলিত ছিল কি না, তাহা বিশেষ সন্দেহের বিষয়।

অবস্তার মধ্যে বর্ণবিভাগের কোন নিয়ম নাই। বেদসংহিতার প্রাচীনসূক্তে ইহার কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় শব্দের মূল বিশ ও ক্ষত্র শব্দ বেদ ও অবস্তা উভয়েতেই আছে, কিন্তু সকল স্থলে তাহা জাতিবাচক বলিয়া বোধ হয় না। তবে মহাভারতে দেখা যায় যে পূর্ব্বকালে বর্ণভেদ ছিল না, প্রথমে সকলেই ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য ছিলেন। প্রাচীন বৈদিক ও পারসীক আর্য্যগণের উপনয়ন সংস্কার হইতে উক্ত ভারতীয় প্রবাদ কতকটা সমূলক বলিয়া বোধ হয়। পারসীরা আপনাদিগকে ইরান্ বা আর্য্য এবং অপর সকলকে অনিরান্ বা অনার্য্য বলিত।

হিন্দু ও আবস্তিক পারসীকেরা পরস্পর পৃথক্ হইবার পূর্ব্বে পরলোক বিষয়ে তাহাদের অভিমত কি ছিল, তাহা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় না। কিন্তু পারসীকদিগের অবস্থাশাস্ত্রে 'যিম' নামে এক অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পুরুষের উপাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। এই 'যিম্' বেদোক্ত 'যম' বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। বৈদিক যম বিবস্বতের পুত্র, অবস্তায় যিম্ও বীবঙ্‌হবতের পুত্র। যিম্ একজন পরম সৌভাগ্যশালী রাজা ছিলেন। তিনি কিছুদিন রাজত্ব করিয়া মনুষ্য ও অন্যান্য প্রাণীতে পৃথিবী পরিপূর্ণ করেন। অবশেষে স্বর্ণস্তম্ভপরিবেষ্টিত একটী স্থানে নিয়মিত সংখ্যক অত্যুৎকৃষ্ট মনুষ্য ও

পশ্বাদি লইয়া যান ও তথায় অবস্থিতি করিয়া তাহাদিগকে সুখী করিয়া থাকেন। তাহার অধিকারে অজ্ঞান, অধর্ম্ম, দীনতা, রোগ ও মৃত্যু কিছুই ছিল না।

বেদসংহিতায়ও যমরাজা পরলোকবাসীর অধীশ্বর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যমলোক বলিলে সাধারণতঃ দুঃখময় স্থান বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। যমলোক একপক্ষে যেমন সুখের, অপরদিকে আবার তেমনই দুঃখের আলয়। পাপাত্মার নিকট যমালয় নরক এবং পুণ্যাত্মার পক্ষে ঐ স্থানই স্বর্গ। ঋক্‌সংহিতাতে পারসীকদিগের যিমমণ্ডলের ন্যায় যমলোক সুখ ও সৌভাগ্যের নিলয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

'হে পবমান সোমদেব! যে লোকে অজস্র জ্যোতিঃ ও সূর্য্যতেজঃ অবস্থিত আছে, সেই অমৃতময় অক্ষয়লোকে আমাকে স্থাপন কর। যে লোকে বৈবস্বত (যম) রাজা রাজত্ব করেন, যেথানে দ্যুলোকের অন্তরতম স্থান এবং বিস্তৃত সলিল-পুঞ্জ অবস্থিত আছে, সেইস্থানে আমাকে অমর কর।' ইত্যাদি (ঋক্ ৯।১৪২।৭-১১।)

বেদোক্ত যম পরলোকবাসীর অধীশ্বর এবং দ্যুলোকবাসী। কিন্তু পারসীকদিগের যিম অবনীতে অবস্থিত এবং তাহার রাজ্য সুখময়। আর্য্যদিগের যম পারসীকদিগের যিম্ এক কিনা তাহা আলোচ্য বিষয়।

এই সকল ব্যতীত হিন্দু ও পারসীকদিগের মধ্যে পুরাণ বা উপাখ্যান বিষয়েরও অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। আর্য্যদের মতে পৃথিবী সপ্তদ্বীপা, প্রাচীন পারসীকদিগের মতেও পৃথিবী ৭ ভাগে বিভক্ত। আর্য্যগণ সুমেরু পর্ব্বতকে পৃথিবীর মধ্যস্থলে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পারসীকেরা ঐরূপ মধ্যস্থলে একটী পর্ব্বতবিশেষের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। উভয়ের মতেই ঐ পর্ব্বত দেবতাদিগের নিবাসভূমি।

হিন্দু ও পারসীকদিগের জাতীয়ধর্ম্মের বিষয় যৎকিঞ্চিৎ যাহা লিখিত হইল, তাহাতে বিবেচনা করা যায় যে, এই উভয় জাতিই এক সময়ে বৈদিকধর্ম্ম পালন করিতেন, এই উভয়জাতিই সূর্য্য, বায়ু ও অগ্নি প্রভৃতির উপাসনা করিতেন। বোধ হয়, ক্রমে কোন কারণ বিশেষে এবং পরস্পর বিভিন্নদেশে অবস্থান করায় একেবারে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছেন। এই উভয় জাতির বিবাদ ও বিদ্বেষের বহুতর কারণ হিন্দু ও পারসীক উভয়শাস্ত্রের মধ্যেই জাজ্বল্যমান রহিয়াছে।

হিন্দু ও পারসীকদিগের জাতীয় ধর্ম্মের অনেক বিষয়ে যেরূপ অসাধারণ ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়, ঠিক সেইরূপ অনেক বিষয়ে আবার বৈপরীত্যও দেখা যায়। বৈদিক দেব শব্দ পূজাস্পদ ও দেবতাপ্রতিপাদক। কিন্তু আবস্তিক দএব বা দেব শব্দ এবং ইদানীন্তন পারসীক দেও শব্দ দৈত্যবাচক। ইন্দ্র, শর্ব্ব ও নাসত্য বেদোক্ত দেবতা, কিন্তু অবস্তায় ইঁহারা দৈত্যনিকেতনে ও নিরয়সদনে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন। ইঁহারা যথাক্রমে দৈত্যাধিপতি অঙ্গ্রমৈন্যুর মন্ত্রিসভার দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থসভাসদের আসন পরিগ্রহ করিয়াছেন।

সোমযাগ একটী প্রধান বৈদিকক্রিয়া, জরথুস্ত্রস্পিতম পূর্ব্ব-কালীন ঐ ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া সোমরসপানের ভূয়সী নিন্দা করিয়াছেন। ক্রমে পরস্পরে বিবাদ করিয়া পারসীকগণ হিন্দু-দেবগণের এবং হিন্দুরা পারসীকদেবতার নিন্দাবাদ করিতে ক্রটি করেন নাই। এইরূপে উভয়জাতির মধ্যে বিবাদ ঘনী-ভূত হইয়া দুই জাতি পরস্পর বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

আবস্তিক 'অহুর' শব্দের অর্থ প্রভু ও জীবিতবান্। পারসীকদিগের দেবতার নাম অহুর ও প্রধান দেবতার নাম অহুরমজ্দ্। সায়ণাচার্য্য বেদসংহিতার অনেক স্থানে 'অসুর' শব্দ সর্ব্বজীবের প্রাণদাতা, সুতরাং দেবগুণবাচক, এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। ঋগ্বেদসংহিতায় ১৩৫।৯ ঋকের ভাষ্যে 'অসুরঃ সর্ব্বেষাং প্রাণদঃ' এবং দশম ঋকেও অসুরশব্দের ঐ অর্থই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। উত্তরকালীন হিন্দুশাস্ত্রকারেরা অসুরগণকে দেবদ্বেষী ও দৈত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং দেবগণকে অসুরবিরোধী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু সমগ্র বেদসংহিতায় সুরশব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না; ইহা অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অসুর যখন পারসীকদিগের 'অহুর' হইয়া দেবতার স্থান অধিকার করিলেন, তখন বা তৎপরবর্ত্তী হিন্দুগণ পারসীক-দিগের প্রতি বিদ্বেষবশতঃই অসুরবিরোধী 'সুর' নামে আপনা-দের দেবতার আখ্যা প্রদান করিলেন, এইরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত নহে। ক্রমে এইরূপে পরস্পর পরস্পরের নিন্দা করিয়াছেন।

একদিকে যেমন অবস্তারচয়িতা বেদোক্ত কবি ও উশিজ-নামক পরমার্থদর্শী জ্ঞানীদিগের নিন্দা করিয়াছেন। অপর দিকে সেইরূপ ভারতীয় হিন্দু ঋষিগণ জরথুস্ত্রধর্ম্মোক্ত দেবগণকে বারংবার তিরস্কার করিয়াছেন। ঐ সম্প্রদায়গণের প্রথম লোকদিগের নাম মঘব, ইহার সংস্কৃতরূপ মঘবা, কীলাকার-শিলালিপিতে ঐ নাম মগুষ্ বলিয়া উল্লিখিত আছে। ঐ সম্প্রদায়দিগের বীর ও ভূপতি বিশেষের নাম কবা বা কব ছিল। যথা—কবাবীস্তাস্প, কবহুশ্রব, কবউশ্। ইঁহারা সাধক, স্বধর্ম্মরক্ষক বা রাজর্ষি-বিশেষ ছিলেন। বেদসংহিতায় তাহা-দের পক্ষাবলম্বী লোক কবাসখ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

অবস্তারচয়িতা যেমন ইন্দ্রাদি হিন্দুদেবতাদিগকে ছয়ায়া দৈত্য-স্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সেইরূপ আর্য্যগণও উল্লিখিত মঘবা ও কবাসখদিগকে ইন্দ্রবিদ্বেষী ও ইন্দ্রদেবকে তাহাদিগের বিনাশকারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (ঋক্ ৫।৩৪।৩)

এই সকল বিষয় বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিলে মনে নানারূপ সন্দেহ উপস্থিত হয়, এবং তাহাতেই আপনা হইতেই প্রতীয়মান হয় যে, যেমন জর্ম্মণেরা খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আপনাদের পূর্ব্বতন দেবতাদিগকে দৈত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিল, তদ্রূপ হিন্দু ও পারসীকেরা ধর্ম্মনিবন্ধন বিসম্বাদবশতঃ পরস্পর বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া এইরূপ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এমন কি, অবস্তার অন্তর্গত যস্নপরিচ্ছেদের একটী প্রতিজ্ঞাবলীতে সুস্পষ্ট লিখিত আছে যে, 'আমরা দেবগণের উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া অহুরমজ্দের উপাসনা অবলম্বন করিলাম, এবং দেবগণের শত্রু হইয়া অহুরের ভক্ত ও অমেষ-স্পেন্তদিগের স্তাবক ও উপাসক হইলাম।' (যস্ন ১২ অ°)

পুরাণ ও ব্রাহ্মণাদিতে বর্ণিত দেবাসুরের যুদ্ধবিবরণেও পারসীকদিগের ধর্ম্মঘটিত বিরোধ-বৃত্তান্তই লক্ষিত হয়। হিন্দু ও পারসীকদিগের এই ধর্ম্মবিবাদই দেবাসুরের সংগ্রাম।

পুরাণ ও মহাভারতে হিন্দুবংশীয় অনেক লোকের ম্লেচ্ছ-ভাবাপন্ন হইবার কথা দেখিতে পাওয়া যায়। পারসীকেরাও হয়তঃ তাহার মধ্যে হইতে পারে।

এই উভয়ের মধ্যে কেন বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা অতি দুরূহ। তবে পারসীক কর্ত্তৃক ইরাণিজাতীয়দিগের মতানুসারে ধর্ম্মসংস্থাপন ও কৃষিকার্য্যের বহুল প্রচলন প্রভৃতিই বিরোধ ও বিচ্ছেদের কারণ হইতে পারে। যদিও একদিনে বা একজন কর্ত্তৃক এই মহদ্ব্যাপার সংঘটিত হয় নাই, তথাচ অবস্থানুসারে জরথুস্ত্রস্পিতম নামক মহাত্মা এই গুরুতর বিষয়ের প্রবর্ত্তক বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। যখন আর্য্যগণ পঞ্চনদপ্রদেশে বাস করিতেন, সেই সময়েই এই শোচনীয় বিসম্বাদ উপস্থিত হয়। এই বিষম বিরোধ প্রভাবে হিন্দু ও পারসীকেরা একেবারে স্বতন্ত্র হইয়া পড়েন।

জরথুস্ত্রস্পিতমের প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ীরা বৈদিক আর্য্যদিগের সহিত পৃথক্ হইয়া পূর্ব্ববাস হইতে চিরদিনের মত প্রস্থান করিলেন। ক্রমশঃ তাহারা পশ্চিমোত্তর দিক্ দিয়া বাহ্লীকাদি নানাদেশে ভ্রমণ ও অবস্থানপূর্ব্বক পারস্যদেশে গিয়া পারসীক নাম প্রাপ্ত হইলেন এবং আর্য্যগণ ক্রমে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে পূর্ব্ব ও দক্ষিণভাগে অগ্রসর হইয়া ক্রমে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িলেন। তাহাদের শৌর্য্যে, বীর্য্যে ও জ্ঞানজ্যোতিতে ভারত আলোকিত হইয়া উঠিল।

পারস্যকুলীন (ত্রি) পরস্য কুলে ভবঃ, প্রতিজনাদিত্বাৎ খঞ্, ততঃ পরস্যকুলেতি অলুক্ সমাসঃ। পরকুলোৎপন্ন দত্তকপুত্রাদি।

পারস্বত (ত্রি) পরস্বৎ নামক মৃগবিশেষ সম্বন্ধীয়।

"যাবদঙ্গীনং পারস্বতং হাস্তিনং গার্দ্দভং চ যৎ।" (অথর্ব্ব ৬।৭২।৩)

পারহংস্য (ত্রি) পরমহংসসম্বন্ধীয়।

পারা (স্ত্রী) পারোঽস্ত্যস্যা ইত্যচ্ ততষ্টাপ্। নদীবিশেষ। এই নদী পারিপাত্র পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়াছে।

"পারা চর্ম্মণ্বতীরূপা বিদুষা বেণুমত্যপি।" (মৎস্যপু° ১১৩।২৪)

পারা, মানভূম জেলার একটি গ্রাম। মেদিনীপুর হইতে কাশীর রাস্তার ধারে অবস্থিত। পারা হইতে অর্দ্ধমাইল দূরে এক মঠে ষড়্ভুজা সিংহোপরি আসীনা দেবমূর্ত্তি আছে। সিংহের দুই পার্শ্বে দুইটী বরাহ, বরাহোপরি দুই হস্তী। এখানে যে খোদিতলিপি আছে, তাহার অক্ষর সকল অনেক বিলুপ্ত হইয়াছে। চন্দ্রাতপের মধ্যভাগে বৈষ্ণবীবিগ্রহ। বিগ্রহের পরিচ্ছদ বর্ত্তমান বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদিগের ন্যায়, ইহার চারি খানি হস্তই ভগ্ন। পারায় কতকগুলি মন্দির আছে, তাহার মধ্যে অধিকাংশই অপেক্ষাকৃত আধুনিক। পশ্চিমভাগে যে মন্দির আছে, তাহা কৌতূহলপ্রদ ও দেখিতে নিতান্ত মন্দ নহে। এই মন্দিরগুলির মধ্যে রাধারমণের মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও কারুকার্য্যখচিত এবং বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত তাহার কোন অনিষ্ট হয় নাই।

এই স্থানে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও দ্রষ্টব্য পদার্থের মধ্যে ইষ্টক ও প্রস্তরনির্ম্মিত দুইটী মন্দির প্রধান। প্রস্তর-নির্ম্মিত মন্দিরটি এক সময়ে অত্যন্ত বৃহৎ ছিল, এখন ইহার উপরিভাগ মাত্র বিদ্যমান আছে। মন্দিরগাত্রে খোদিত প্রতি-মূর্ত্তি সকল জল ও বায়ু দ্বারা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। মান-সিংহের বঙ্গদেশে অবস্থানকালে এই মন্দিরের জীর্ণসংস্কার হয়। মন্দিরমধ্যে কৃষ্ণপ্রস্তরে খোদিত দ্বিভুজা এক গজলক্ষ্মীর প্রতিমূর্ত্তি আছে। লক্ষ্মীর মস্তকোপরি মালা ধারণ করিয়া দুইটী হস্তী অবস্থিত। লক্ষ্মীর নাসিকা ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, বোধ হয় বঙ্গদেশে মানসিংহের আগমনের পূর্ব্বে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক এই কার্য্য সম্পন্ন হয়। এই মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগ এখন মৃত্তিকা-গর্ভে প্রায় ৩ ফিট্ বসিয়া গিয়াছে। এই মন্দিরের নিকটে ইষ্টকনির্ম্মিত মন্দির বিরাজমান। এই মন্দিরের ইষ্টকের পরিমাণ দৈর্ঘ্যে ১৭ ইঞ্চ্ ও প্রস্থে ১১ ইঞ্চ্, ইহাই এখানকার সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন মন্দির। ইষ্টকনির্ম্মিত হইলেও ইহার কোন ক্ষতি হয় নাই। এই মন্দির মধ্যে দ্বিভুজা দেবীমূর্ত্তি আছে। মন্দিরের চূড়া দেখিতে অতি সুন্দর। বৃক্ষাদি হওয়ায় ইহার কতকাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

এই মন্দিরের নিকটে দুইটী ক্ষুদ্র স্তম্ভ আছে। প্রবাদ এই যে, এই দুই স্তম্ভের উপর একটী ঢেঁকি ছিল এবং নরমাংসলোলুপা রঙ্কিণী নামে এক রাক্ষসী এই ঢেঁকি দ্বারা মনুষ্য চূর্ণ করিয়া ভক্ষণ করিত। অধিক প্রজা ক্ষয় না হয়, এই ভয়ে এখানকার রাজা রাক্ষসীর নিকট প্রত্যহ একজন করিয়া মনুষ্য পাঠাইতে স্বীকার করেন। একদিন এক পরিবারের পালা আসিল ও তাহাদের সকলকে শোকার্ত্ত দেখিয়া তাঁহাদের পশুচারক রাক্ষসীর নিকট যাইতে স্বীকার পাইল। সে দুই মুষ্টি ছোলা লইয়া রাক্ষসীকে প্রদান করে এবং বলে, যাহার সর্ব্বাগ্রে ভোজন শেষ হইবে, সে অন্যকে ভক্ষণ করিবে। রাক্ষসীকে লৌহময় ছোলা প্রদান করায় তাহার পরাজয় হয়। রাখাল তাহাকে ভক্ষণ করিবার উপক্রম করায় রাক্ষসী পলায়ন করে এবং এক রজকের পাটের নিম্নে লুকাইয়া থাকে। রাখাল তাহার দুই কুকুরের সহিত রাক্ষসীর অনেক অনুসন্ধান করিয়া 'রাগস' নামক স্থানে বনের মধ্য দিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় দুই কুকুর সহিত প্রস্তরীভূত হইয়া যায়। রাক্ষসী রজক কর্ত্তৃক রক্ষিত হওয়ায় তাহাকে ধলভূমের রাজা করিয়া দেয়। ধলভূমের রাজারা জাতিতে রজক এবং রাক্ষসী রঙ্কিণী তাঁহাদের উপাস্য দেবতা। পূর্ব্বে রঙ্কিণীর মন্দিরে নিয়মিতরূপে নরবলি হইত। অবশেষে বৃটীশ গবর্মেণ্ট এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন।

পারাগ্রামে রাধারমণের যে মন্দির আছে, তাহার মূর্ত্তি মানসিংহের শাসনকালে পুরুষোত্তম দাস নির্ম্মাণ করেন।

পারা হইতে ৮ মাইল দূরে বান্দা গ্রামে আর একটী প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দির আছে। এই মন্দিরের গঠনপ্রণালী বরাকরের মন্দিরের ন্যায় এবং মাগধী প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

পারানগর, বর্গুজার রাজাদিগের প্রাচীন রাজধানী, আলবার হইতে ২৮ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে পাহাড়ের উপরে অবস্থিত। এই নগর চতুর্দ্দিকে প্রাচীরদ্বারা সুরক্ষিত এবং এই স্থানে গতিবিধি অত্যন্ত আয়াসসাধ্য। নীলকণ্ঠ-মহাদেবের মন্দিরের জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ।

এই নগরের ভগ্নাবশেষ প্রায় এক মাইল বিস্তৃত। এই স্থানের দুর্গপ্রাচীর জয়পুরের রাজা মধুসিংহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। নগরের তলদেশে মলুতাল নামে একটী সুন্দর পুষ্করিণী আছে। নগরের একটী প্রবেশদ্বার জয়পুরের মহারাজ জয়সিংহের নামানুসারে আখ্যাত হইয়া থাকে। ইহাতে বোধ হয় যে, পারানগর গত শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। নগরের মধ্যভাগে লখোরা নামে যে পুষ্করিণী আছে, তাহার চতুঃপার্শ্ব দেবমন্দিরে সুশোভিত। ভগ্নাবশেষের মধ্যে উৎকৃষ্ট অট্টালিকাদি বিদ্যমান আছে। এখানে একটী মন্দিরে ভীমকায় যে জৈন মূর্ত্তি আছে, তাহা উর্দ্ধে ১৬ ফিট্ ৩ ইঞ্চ।

পারানগরের নীলকণ্ঠের মন্দির রাজা অজয়পাল কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। এই মন্দিরে একখানি খোদিতলিপি পাওয়া গিয়াছিল, তাহা আলবারে আনা হয়। মন্দিরে গণেশের প্রতিমূর্ত্তির নিকট যে খোদিত লিপি আছে, তাহা ১০১০ সম্বতে লিখিত।

মন্দির মধ্যে শিবলিঙ্গ আছে। অর্দ্ধমণ্ডপের মধ্য দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। অর্দ্ধমণ্ডপের পর ষোড়শ স্তম্ভের উপর মহামণ্ডপ বিরাজিত। মন্দিরমধ্যভাগের পবিত্র স্থান হইতে ৩৮ ফিট্ উচ্চ স্তম্ভ উত্থিত হইয়াছে। ইহার দক্ষিণে অষ্টহস্ত শিবমূর্ত্তি, উত্তরে নরসিংহ মূর্ত্তি এবং পূর্ব্বদিকে সূর্য্যদেবের মূর্ত্তি আছে। এই মন্দিরের ছাদ কারুকার্য্য খচিত এবং ইহা প্রস্থে ৫৯ ফিট্ এবং উচ্চে ৪৫ ফিট্।

মন্দিরপ্রতিষ্ঠাতা রাজা অজয়পালের বিষয় কিছুই জানা যায় না। তিনি যে একজন বর্গুজারের রাজা ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পর্ব্বতের পাদদেশে কতকগুলি মন্দির ও বিগ্রহের ভগ্নাবশেষ আছে।

পারাপত (পুং) পারে গিরিনদ্যাদিপরপারে বা পারাদপ্যাপততি লোভাদিতি পত-অচ্। পারাবত। (অমরটীকা)

পারাপার (পুং) পারঞ্চ অপারঞ্চাস্ত্যস্যেতি অচ্ (অর্শ আদিভ্যোঽচ্। পা ৫।২।১২৭) পারাবার। (দ্বিরূপকো°)

পারায়ণ (ক্লী) পারং সমাপ্তিময়তে গচ্ছতি প্রাপ্নোতি নন্দ্যাদিত্বাদনঃ। ১ সম্পূর্ণতা, সমাপ্তি। ২ নিয়ম করিয়া সময় মধ্যে কোন গ্রন্থের সম্পূর্ণ পাঠ।

"বরয়েৎ ব্রাহ্মণং শাস্তং পারায়ণকৃতে তদা।" (দেবীভাগ° ৩।২৬।১৭)

পারায়ণ (পুরাণপাঠ) করিতে হইলে ব্রাহ্মণকে বরণ করিতে হয়। অর্থাৎ গুণবান্ ব্রাহ্মণের উপর তাহার ভারার্পণ করিতে হইবে।

পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে লিখিত আছে,—শুকদেব ৭ দিনে ভাগবত পাঠ করিয়া পরীক্ষিৎকে শুনাইয়াছিলেন। যদি কেহ এই ভাগবত পাঠ করান, তাহা হইলে ব্রাহ্মণদ্বারা পাঠ করাইতে হইবে। এই ভাগবত যদি কেহ পাঠ বা শ্রবণ করান, তাহা হইলে তাহার সদ্যঃ মুক্তি হয়, এইরূপ পাঠকেই পারায়ণ কহে। এই পারায়ণে পাঠক প্রাতঃকালে নিত্যক্রিয়াদি সমাপন করিয়া কুশহস্ত হইয়া দেবতা, দ্বিজ ও গুরুদিগকে নমস্কার করিবেন। পরে ভগবান্ বিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া দ্বৈপায়ন ও শুকদেব প্রভৃতিকে ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করিবেন, তৎপরে প্রথম দিনে হিরণ্যাক্ষবধ পর্য্যন্ত পাঠ, দ্বিতীয় দিনে ভরতের চরিত্র, তৃতীয় দিনে অমৃতমন্থন, চতুর্থ

দিনে হরিজন্ম, পঞ্চম দিনে রুক্মিণীহরণ, ষষ্ঠ দিনে উদ্ধবসংবাদ এবং সপ্তম দিবে সমাপন করিতে হয়। পাঠে অধ্যায়ের শেষে বিশ্রাম করিতে হয়, যদি দৈবাৎ অধ্যায়ের মধ্যে বিশ্রাম করা হয়, তাহা হইলে অধ্যায়ের প্রথম হইতে পুনরায় পাঠ করিতে হইবে। যাহাতে অর্থবোধ হয়, এইরূপ পরিস্ফুট ভাবে পড়িতে হইবে। শ্রোতৃগণ পূর্ব্বমুখে ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করিবেন। পাঠ শেষ হইলে উপযুক্ত দক্ষিণা দিতে হয়। যিনি এইরূপে পারায়ণ (ভাগবতপাঠ) করেন, বা ভক্তিপূর্ব্বক ভাগবত পাঠ শ্রবণ করেন, তাঁহার ইষ্টগতি লাভ হইয়া থাকে। যেখানে ভাগবত পাঠ হয়, দেবতা, মুনি ও তপোধনাদি সেইস্থানে অবস্থিত থাকেন।

(পদ্মপু° পাতালখ° পারায়ণমা° ৭১ অ°)

পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে ৬ অধ্যায়ে পারায়ণের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

সংকল্পপূর্ব্বক ভাগবতাদি পুরাণ আদ্যন্ত পাঠ হইলেই তাহাকে পারায়ণ কহে। পুরাণ পাঠে পাঠক, ধারক, শ্রোতা এবং সাধারণে বুঝিতে পারে এই জন্ম কথক নিযুক্ত করিতে হয় এবং কোন প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত না হয় এই জন্ম নারায়ণকে তুলসী দান ও চণ্ডী-পাঠাদি করা আবশ্যক। যিনি এই পারায়ণ দিবেন এবং যাহারা পাঠাদি করিবেন, তাহাদের সকলকেই হবিষ্যাশী হইতে হইবে। ইহাদের সকলেরই রাত্রিতে ভোজন নিষিদ্ধ। এই সময়ে সকলকেই অতি পবিত্রভাবে থাকিতে হইবে। তাঁহারা কাম, ক্রোধ, মদ, লোভ, দম্ভ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবেন। বৈশাখ, অগ্রহায়ণ এবং মাঘাদি পুণ্যমাসে পারায়ণ প্রশস্ত। বিবাহাদিতে যেরূপ উৎসব করিতে হয়, ইহাতেও সেইরূপ বিধেয়।

পারায়ণিক (পুং) পারায়ণং বর্ত্তয়তি পারায়ণ-ঠঞ্ (পারায়ণতুরায়ণেতি। পা ৫।১।৭২) ১ পাঠক। ২ ছাত্র। (সিদ্ধান্তকৌ°)

পারায়ণীয় (ক্লী) পারায়ণস্যেদং তদধিকৃত্য বা প্রবৃত্তং পারায়ণ-ছ। ১ পারায়ণসম্বন্ধী। ২ পারায়ণগ্রন্থাধিকারে প্রবৃত্ত গ্রন্থভেদ।

পারারুক (পুং) পৄ ঘঞ্, পারং পূর্ত্তিং ঋচ্ছতীতি ঋ-উকঞ্। প্রাস্তর। (শব্দর°)

পারার্থ্য (ক্লী) পরার্থসম্বন্ধীয়।

পারাবত (পুং) পারে গিরিদুর্গনদ্যাদিপরপারে আপততীতি আ-পত-অচ্ পৃষোদরাদিত্বাৎ পস্ত ব। পক্ষিবিশেষ, চলিত পায়রা, পর্য্যায় ছেদ্যকণ্ঠ, কপোত, রক্তলোচন, রভস, পারাপত, কলরব, অরুণলোচন, মদনকাকুরব, কামী, রক্তেক্ষণ, মদনমোহন, বাখিলাসী, কণ্ঠীরব, গৃহকপোতক।

"সিংহো বলী দ্বিরদকুঞ্জরমাংসভোজী
সংবৎসরেণ কুরুতে রতিমেকবারম্।
পারাবতঃ খলু শিলাকণমাত্রভোজী
কামী ভবেদনুদিনং বদ কোঽত্র হেতুঃ॥" (উদ্ভট)

[পারাবতের অন্যান্য বিবরণ কপোত দেখ।]

পারাবতের মাংস ভোজন করিলে ব্রাহ্মণের পক্ষে চান্দ্রায়ণ করিতে হয়।

"হংসং পারাবতঞ্চৈব ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ।" (মনু)

২ মর্কট। ৩ তিন্দুক। (মেদিনী) ৪ গিরি। ৫ নাগবিশেষ। (ভারত ১।৫৭।১১) ৬ সুশ্রুতোক্ত অশ্ববর্গের মধ্যে একটী জাতি। (সুশ্রুত ১।৪২) পরাৎ শত্রোরহঙ্কারাৎ অবতি রক্ষতীতি অব-রক্ষণে অণ্ তত: পারাবতে ইদমিতি, তস্যেদমিত্যণ্। ৮ দত্তাত্রেয়ের গুরু।

পারাবতক (পুং) ব্রীহিধান্যবিশেষ। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৪৬)

পারাবতকলিকা (স্ত্রী) মহাজ্যোতিষ্মতী লতা, চলিত বড় লতাকটকী। (বৈদ্যকনি°)

পারাবতঘ্নী (স্ত্রী) পারাবতং হন্তি হন ঢক্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। ১ সরস্বতী নদী। (ঋক্ ৬।৬১।২) ২ পারাবারঘাতিনী। (নিরুক্ত ২।২৪)

পারাবতপদী (স্ত্রী) পারাবতস্যেব পাদোমূলং যস্যাঃ, ঙীষ্, ততো পত্ভাবঃ। পারাবতাঙ্ঘ্রি, নয়াকটকী। ২ কাকজঙ্ঘা। (রাজনি°)

পারাবতশকৃৎ (ক্লী) কপোতবিষ্ঠা, পায়রার গু। গুণ—গ্রথিত রক্তদোষনাশক। (বাভট চি° ২ অ°)

পারাবতাঙ্ঘ্রি (স্ত্রী) পারাবতস্য অঙ্ঘ্রিরিব অঙ্ঘ্রির্মূলং যস্যাঃ। জ্যোতিষ্মতীলতা, চলিত লতাকটকী। ২ বন উচ্ছে। ৩ মহাজ্যোতিষ্মতী লতা। ৪ কাকজঙ্ঘা। (রাজনি°)

পারাবতাঙ্ঘ্রিপিচ্ছ (পুং) পারাবতাঙ্ঘ্রিরিব পিচ্ছঃ পশ্চাৎ প্রদেশো যস্য। পারাবতভেদ, যোগদাদের পারাবত। (রাজনি°) যোগদাদী পায়রা।

পারাবতী (স্ত্রী) পারাবতস্যেব ধ্বনিরস্ত্যস্যা ইতি অচ্, ততো ঙীষ্। ১ গোপগীত। ২ নদীভেদ।

"তথা চর্ম্মণ্বতী বেত্রবতী পারাবতী তথা।"(হারীত ১ স্থা° ৭)

৩ লবলীফল। (মেদিনী)

পারাবর (পুং) ১ ভূধামনবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°) ২ পারাবার।

পারাবর্য্য (অব্য) সর্ব্বতোভাবে, সম্যক্‌রূপে।

পারাবার (ক্লী) পারং নদ্যাদি পরপারং আবৃণোতীতি আ-বৃ-অণ্। ১ তটদ্বয়। (মেদিনী) (পুং) পারাবারং তটদ্বয়ং পারং অবারঞ্চ বা অস্ত্যস্যেতি অচ্। ২ সমুদ্র।

"যদয়ং কীলালং কলয়িতুমশক্তঃ স তু নরঃ।
কথং পারাবারাকলনচতুরঃ স্যাদ্‌তমতিঃ॥" (দেবীভা° ১।৫।৫৯)

পারাবার, ১ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত ত্রিবাঙ্কোড়রাজ্যের একটী উপবিভাগ। পরিমাণ ৪৭ বর্গমাইল। ত্রিবাঙ্কোড় রাজ্যের মধ্যে এখানে বহু লোকের বাস। প্রতি বর্গ মাইলে ১৩১৮৫ জন লোক বাস করে।

২ পারাবার উপবিভাগের প্রধান নগর। অক্ষা° ১০°১০´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৬°১৮´ পূঃ। ইহা একটী বাণিজ্য প্রধান স্থান। পূর্ব্বে এই স্থানে সৈন্যাবাস ছিল। টিপু সুলতান এই নগরের অধিকাংশ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন।

পারাবারীণ (ত্রি পারাবারং গচ্ছতীতি পারাবার-খ (রাষ্ট্রাবার-পারাৎ ঘখৌ। পা ৪।২।৯৩ বা) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা খ। ১ তটদ্বয়গামী। ২ সমুদ্রগামী। যিনি পারাবারে গমন করেন।

পারাশর (পুং) পরাশরস্যাপত্যং পুমান্ পরাশর-অণ্ (ঋষ্যন্ধকেতি। পা ৪।১।১১৪)। ১ ব্যাসদেব। (শব্দর°) ২ পরাশরকৃত স্মৃতিসংহিতাবিশেষ, কলিকালে এই পরাশরস্মৃতিই সমধিক প্রামাণ্য।

"কৃতে তু মানবো ধর্ম্মস্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ।
দ্বাপরে শঙ্খলিখিতঃ কলৌ পরাশর স্মৃতঃ॥" (পরাশরসং)

(ত্রি) ৩ পরাশরসম্বন্ধী। (স্ত্রী) পরাশরেণ কৃতমিতি অণ্। ৪ ব্যাসরচিত ভিক্ষুসূত্র। ৫ উপপুরাণবিশেষ। ৬ চক্রদত্তোক্ত ঘৃতবিশেষ। ৭ পরাশরের ছাত্রসমূহ। ৮ পরাশররচিত জ্যোতির্গ্রন্থ, ইহা লঘু, বৃদ্ধ ও বৃহৎ এই তিন প্রকার দৃষ্ট হয়। পরমসুখ, ভৈরব, লক্ষ্মীপতি, বাণীবিলাস, সদানন্দ প্রভৃতি রচিত পারাশরীহোরারটীকা পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণগুরু বৃহৎ পারাশরের টীকা লিখিয়াছেন। ৯ যোগোপদেশনামক যোগশাস্ত্ররচয়িতা।

পারাশরকল্পিক (ত্রি) পারাশরকৃতঃ কল্পস্তং বেত্ত্যধীতে বা (বিদ্যালক্ষণকল্পান্তাচ্চেতি বাক্তব্যং। পা ৪।২।৬০ বা) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা ঠক্। ১ পারাশরকল্পাধ্যায়ী। ২ পারাশরকল্পবেত্তা। (সিদ্ধান্তকৌ°)

পারাশরি (পুং) পরাশরস্যাপত্যং (অতইঞ্। পা ৪।১।৯৫) বেদব্যাস। (ভূরিপ্রয়োগ) ২ পরাশর সম্বন্ধী। ৩ শুকদেব। (ত্রিকাণ্ড)

পারাশরিন্ (পুং) পারাশর্য্যেণ প্রোক্তং ভিক্ষুসূত্রমধীতে ইতি পারাশর্য্য নিনি ততো যলোপঃ। ১ মস্করী। ২ চতুর্থাশ্রমী, বেদব্যাসপ্রণীত শারীরকসূত্ররূপ ভিক্ষুসূত্রাধ্যায়ী।

পারাশরীয় (ত্রি) পরাশরস্যাদূরদেশাদিঃ কৃশাশ্বাদিত্বাৎ ছণ্ (পা ৪।২।৮০) পরাশরের সন্নিহিত দেশাদি।

পারাশর্য্য (পুং) পরাশরস্যাপত্যং পারাশর-(গর্গাদিভ্যো যঞ্। পা ৪।১।১০৫) ইতি যঞ্। ব্যাসদেব। (শব্দর°) (পারাশর্য্যশিলালিভ্যাং ভিক্ষুনটসূত্রয়োঃ। পা ৪।৩।১১০)

পারি (স্ত্রী) সুরাপানপাত্র। (ত্রিকাণ্ড)

পারিকর্ম্মিক (ত্রি) পরিকর্ম্মণি নিযুক্তঃ ঠঞ্। পরিকর্ম্মকার্য্যে নিযুক্ত।

পারিকাঙ্ক্ষিন্ (পুং) পারয়তি সংসারাৎ তারয়তি বা পারি ব্রহ্মজ্ঞানং তৎ কাঙ্ক্ষতি কাঙ্ক্ষ-ণিনি। তপস্বী, যতিভেদ, যাহারা ব্রহ্মজ্ঞান আকাঙ্ক্ষা করেন।

পারিকূট (পুং) সেবক, ভৃত্য।

পারিকুদ, উড়িষ্যার অন্তর্গত চিল্কা হ্রদের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত দ্বীপপুঞ্জ। এই স্থানে লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে চিল্কা হ্রদ হইতে জল আনয়ন করা হয় এবং তাহা হইতে লবণ সংগৃহীত হইয়া থাকে। বর্ষার সময়ে কার্য্য বন্ধ হয়। কোন প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত না হইলে ১৫ দিনে প্রায় ৮০ টন লবণ প্রস্তুত হইতে পারে। কালাপাহাড়ের ভয়ে জগন্নাথদেবকে এই স্থানে আনিয়া লুকাইয়া রাখা হয়।

পারিক্ষিত, ১ পরিক্ষিৎপুত্র জনমেজয়। ২ অথর্ব্বসংহিতায় ২০।১২৭।৭-১০ মন্ত্রের নাম।

পারিক্ষিতীয় (পুং) পরীক্ষিতের ভ্রাতা। (শত°ব্রা° ২৩।৫।৪।৩)

পারিখ (ত্রি) পরিখায়াং ভবঃ পলদ্যাদিত্বাৎ অণ্। (পা ৪।২।১১০) পরিখাভব। পরিখা-ছ। পারিখীয়—পরিখা সম্বন্ধী।

পারিখেয় (ত্রি) পরিখা প্রয়োজনমস্য ঠক্। পরিখার্থ স্থলাদি। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। পারিখেয়ী ভূমিঃ।

পারিগর্ভিক (পুং) ১কপোত। ২ পরিগর্ভিক রোগ। (বৈদ্যকনি°)

পারিগ্রামিক (ত্রি) পরিগ্রামে ভবঃ ঠঞ্। গ্রামের পরিতোভব, যাহা গ্রামের চারিদিকে হয়।

পারিজাত (পুং) পারমস্যাস্তীতি পারী সমুদ্রস্তস্মাৎ জাতঃ। পারিভদ্র বৃক্ষ, সুরতরু, সমুদ্রমথনকালে এই বৃক্ষ উত্থিত হয় এই জন্য ইহার নাম পারিজাত।

"ততোঽভবৎ পারিজাতঃ সুরলোকবিভূষণম্।
পূরয়ত্যর্থিনো যোঽর্থৈঃ শশ্বদ্ ভুবি যথা ভবান্॥" (ভাগ°৮।৮।৬)

পারিজাত সমুদ্রমন্থনে উত্থিত হইয়া ইন্দ্রের অমরাবতীতে পরিশোভিত ছিল। হরিবংশে ইহার উৎপত্তি ও হরণের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—

একদিন শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিনীর সহিত একাসনে বসিয়া পরস্পর পরমসুখে কালক্ষেপ করিতেছেন, ইত্যবসরে দেবর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ নারদকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিলে নারদ কৃষ্ণকে একটী পারিজাত পুষ্প প্রদান করেন।

ভগবান্ তৎক্ষণাৎ উহা রুক্মিণীকে দেন। রুক্মিণী এই পুষ্প মস্তকে ধারণ করিলেন, ইহাতে তাহার শোভার পরিসীমা রহিল না। তখন নারদ কহিলেন, দেবী পতিব্রতে! অদ্য এই পারিজাত তোমার সংসর্গে পরম পবিত্র হইল। এই পুষ্প কখনও ম্লান হয় না এবং একবৎসরকাল অভিমত গন্ধ প্রদান করিয়া থাকে। ইচ্ছা করিলে ইহা হইতে শৈত্য ও উষ্ণতা প্রভৃতি লাভ করিতে পারা যায়। এই পুষ্পের নিকট যে কোন গন্ধ অভিলাষ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা পাওয়া যায়। ইহা সৌভাগ্যের আধার ও ধার্ম্মিকজনের ধর্ম্মপ্রদ। এই পুষ্পধারণ করিলে অশুভ মতি থাকে না। যেখানে এই পুষ্প থাকে, তথায় কোনরূপ দুর্গন্ধ থাকে না এবং সদগন্ধে দিক্ সকল আমোদিত হয়। যে গৃহে ইহা থাকে, তথায় আলোকের প্রয়োজন হয় না। এমন কি ইহার নিকট যাহা প্রার্থনা করা যায়, অবিলম্বে তাহাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই পুষ্প এক বৎসরের অধিক কাল কাহারও নিকটে থাকে না। শচী প্রভৃতি সকলেই ইহা ধারণ করিয়া থাকেন, এক বৎসর পরে ইহা আবার স্বীয়বৃক্ষে সংলগ্ন হইয়া যায়। নারদ এইরূপে এই পুষ্পের গুণানুকীর্ত্তন করিতেছেন, ইত্যবসরে সত্যভামার এক দাসী কৃষ্ণ রুক্মিণীকে পারিজাত পুষ্প দিয়াছেন এই কথা সত্যভামাকে গিয়া কহিল। সত্যভামা এই সংবাদে শোক ও লজ্জায় অভিভূত হইলেন, তখন তাহার অতিশয় ক্রোধ হইল। তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া রোষাগারে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ কৃষ্ণ ইহা জ্ঞাত হইয়া সত্যভামার নিকট গমন করিলেন এবং তাহাকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, এই বৃক্ষ স্বর্গ হইতে আনিয়া তোমার দ্বারে স্থাপন করিয়া দিব। শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে সত্যভামার ক্রোধ অপনীত হইল। তখন নারদ সেই স্থলে উপস্থিত হইয়া এই পারিজাত বৃক্ষের উৎপত্তির বিষয় এইরূপ বলিয়াছিলেন।

কোন সময়ে মরীচিনন্দন কশ্যপ অদিতির প্রতি প্রীত হইয়া বরগ্রহণার্থ তাহাকে অনুমতি করেন। তখন অদিতি কহিলেন, আমাকে এইরূপ বর দিন, যাহাতে আমি অভিমত ভূষণে ভূষিত হইতে পারি এবং চিরদিন স্থিরযৌবনা হইয়া পতিপরায়ণা ও ধর্ম্মশীলা থাকি ও রোগশোকাদিদ্বারা যেন অভিভূত না হই। আমার ইচ্ছামাত্রেই নৃত্য গীত আরম্ভ হয়। ফলতঃ যাহাতে আমার সৌভাগ্যলক্ষ্মী বর্দ্ধিত হয়, আমাকে সেইরূপ বর দিন।

তখন তপোনিধি কশ্যপ অদিতির প্রিয়কামনা করিয়া সর্ব্বকামপ্রদ ত্রিশাখ পরম সুদৃশ্য পারিজাত নামে এক বৃক্ষ সৃষ্টি করিলেন। এই বৃক্ষে সকলপ্রকার পুষ্পই দেখিতে পাওয়া যায়। উহার একশাখায় পারিজাত পুষ্প, অন্য শাখায় পদ্ম এবং অপর শাখায় ভিন্নরূপ বহুবিধ পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। এইরূপে পারিজাত বৃক্ষের উৎপত্তি হইয়াছে। ঐ বৃক্ষ গঙ্গার পরপারে জন্মিয়াছিল এইজন্য উহার পারিজাত নাম হইয়াছে। মন্দারপুষ্পও উহাতে প্রস্ফুটিত হয়, এই কারণে উহার আর এক নামও মন্দার। এই বৃক্ষ সর্ব্বত্র কোবিদার, পারিজাত ও মন্দার এই তিন নামে প্রসিদ্ধ।

নারদ এইরূপে পারিজাত বৃক্ষের বিষয় বলিয়া স্বর্গে যাইবার জন্য অনুমতি চাহিলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে কহিলেন, আপনি স্বর্গে যাইতেছেন, ইন্দ্রের নিকট বলিয়া কহিয়া আমার জন্য পারিজাত বৃক্ষ লইয়া আসিবেন। ইন্দ্রকে বিশেষ করিয়া ধরিলে তিনি ইহা দিতে বোধ হয় অসম্মত হইবেন না। আমি সত্যভামার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, তাহাকে এই বৃক্ষ আনিয়া দিব। আমি কখনও মিথ্যা কহি নাই, যাহাতে আমার বাক্য মিথ্যা না হয় তাহা করিবেন। আপনার অত্যাশ্চর্য্য প্রভাব, আপনি চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই আমি এই বৃক্ষ প্রাপ্ত হইতে পারিব। আমি তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, আমার এ প্রার্থনা তিনি কোনরূপেই অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না। নারদ শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া কহিলেন, আমি ইন্দ্রের নিকট হইতে এই বৃক্ষ আনিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিব। কিন্তু তিনি ইহা দিতে বোধ হয় স্বীকৃত হইবেন না, কারণ পূর্ব্বে এই বৃক্ষ নষ্ট হইলে দেবতা ও দানবগণ একত্র মিলিত হইয়া পর্ব্বতোত্তম মন্দরগিরিকে জলধিজলে নিক্ষেপ করিয়া মন্থন করিতে আরম্ভ করিলে ঐ পারিজাত বৃক্ষ সমুত্থিত হয়। তৎকালে মহাদেব উহাকে মন্দরগিরিতেই আরোপণ করিবার জন্য দূত প্রেরণ করেন। সেই সময় ইন্দ্র শঙ্করের নিকট উপস্থিত হইয়া এই বৃক্ষটী প্রার্থনা করিয়া লন। সেই অবধি ঐ বৃক্ষ ইন্দ্রাণীর ক্রীড়াবৃক্ষরূপে রহিয়াছে।

উমাপতি উমার মনোরঞ্জনের জন্য মন্দর-কন্দরে দুইশত-ক্রোশ বিস্তৃত স্থানে অতি বিস্তীর্ণ এক পারিজাত বনের সৃষ্টি করিলেন। ঐ বন এরূপ নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে যে, তথায় চন্দ্র ও সূর্য্যের আলোক পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হয় না, এমন কি সদাগতির গতিও রুদ্ধ হইয়াছে। সেই স্থলে শীত বা উষ্ণের প্রভাব নাই। মহাদেবের তেজঃপ্রভাবে সেই বন স্বয়ং প্রভাশালী হইয়া শোভা পাইতেছে। সেই পারিজাত-বনে প্রমথগণের সহিত মহাদেব এবং আমি ভিন্ন আর কাহারও প্রবেশের অধিকার নাই। এখানে পারিজাততরুগণ প্রমথগণের অভিলষিত রত্ন সকল প্রদান করিতেছে। ঐ সকল রত্নাদি প্রমথগণই উপভোগ করিয়া থাকে। সে পারিজাত-

বনের গুণ, সৌরভ ও প্রভাব এ পারিজাত অপেক্ষা অনেক অধিক। তথায় পারিজাত বৃক্ষ সকল মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া প্রমথগণের সহিত নিরন্তর মহাদেবের উপাসনা করিয়া থাকে। এই বৃক্ষ সকল পার্ব্বতীরও বিশেষ প্রিয়।

একদা পাপাত্মা অন্ধক বলদর্পে দর্পিত হইয়া ঐ পারিজাত-বনে প্রবেশ করে। ঐ দুরাত্মা সকলের অবধ্য। ইহার বল বৃত্রাসুর হইতেও দশগুণ অধিক, কিন্তু এই বনে প্রবেশ করিবা-মাত্রই মহাদেব কর্ত্তৃক নিহত হয়। অতএব তিনিও যে আপনাকে পারিজাত বৃক্ষ প্রদান করিবেন, আমার এরূপ বোধ হয় না। পুনরায় কৃষ্ণ নারদকে কহিলেন, ইন্দ্র যদি সহজে ইহা দিতে না স্বীকার করেন, তাহা হইলে বাধ্য হইয়া তাহার সহিত আমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব; কিন্তু আপনি ইহা সকলের শেষে কহিবেন। নারদ তাহাই হইবে, এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। স্বর্গে যাইয়া ইন্দ্রকে এই সকল কথা অতি সাবধানে কহিলেন। ইন্দ্র ইহা শুনিয়া বলিলেন, এই পারি-জাত স্বর্গের অমূল্য সম্পত্তি, মর্ত্ত্যলোকে ইহা কিছুতেই দেওয়া যাইতে পারে না। এই পারিজাত স্বর্গভ্রষ্ট হইলে আর কেহই স্বর্গের প্রতি আদর করিবেন না, ঐ পারিজাতপ্রভাবে জনগণ মর্ত্ত্যলোকে থাকিয়া স্বর্গসুখ অনুভব করিতে পারিবে। আমি পারিজাত স্বর্গচ্যুত করিয়া দিলে দেবগণ আমার উপর অসন্তুষ্ট হইবেন। এই সকল কারণে আমি কিছুতেই পারিজাত দিতে পারি না। তখন নারদ কহিলেন, যদি আপনি ইহা সহজে না দেন, তাহা হইলে কৃষ্ণের সহিত আপনার যুদ্ধ বাধিবে। এখন আপনি বিবেচনা করিয়া উত্তর দিলে আমি তাঁহাকে কহিব। তখন ইন্দ্র কহিলেন, আপনি কৃষ্ণকে কহিবেন, আমি যখন স্বর্গের অধিপতি, তখন আমার সাধ্য থাকিতে কিছুতেই পারিজাত স্বর্গচ্যুত করিতে পারিব না। ইহাতে যদি কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে হয়, তাহাতেও আমি অপ্রস্তুত নহি। পারিজাত স্বর্গচ্যুত হইলে ক্রমে আমাদের প্রভাবও নিস্তেজ হইয়া পড়িবে। তখন স্বর্গ ও মর্ত্ত্য এক হইয়া উঠিবে। স্বর্গের জন্য কেহই আর যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিবে না। স্বর্গের গৌরব রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। আপনি কৃষ্ণকে যাইয়া এই কথা বলুন, তাহাতে তাঁহার যেরূপ অভিরুচি হয়, তিনি তাহাই করিবেন। তখন নারদ দ্বারকায় যাইয়া কৃষ্ণকে আদ্যোপান্ত কহিলেন। কৃষ্ণ দেখিলেন, যুদ্ধ বিনা পারিজাত-লাভের অন্য আর উপায় নাই। তখন তিনি যুদ্ধের জন্য কৃতনিশ্চয় হইলেন এবং নারদকে কহিলেন আপনি পুনরায় আর একবার স্বর্গে যাইয়া ইন্দ্রকে বলুন, তিনি আমার সহিত যুদ্ধে কখনই জয়লাভ করিতে পারিবেন না, তখন বৃথা কেন যুদ্ধ করিয়া বিদ্বেষভাজন হইবেন এবং আমাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া প্রদান করিলে কোন গোলযোগই হইত না। অতএব তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হউন, আমি সত্বরই যুদ্ধযাত্রা করিব। নারদ পুনরায় স্বর্গে যাইয়া এই কথা ইন্দ্রকে কহিলেন। তখন ইন্দ্র যুদ্ধ নিশ্চয় জানিয়া বৃহস্পতিকে ডাকিয়া এই সমুদয় বৃত্তান্ত জানাইলেন। বৃহস্পতি ইহা শুনিয়া ইন্দ্রকে কহিলেন, আমি ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছি, আর তুমি আমাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া মন্ত্রভেদপূর্ব্বক বিষম অনর্থ ঘটাইয়া বসিয়াছ। অথবা তোমারই দোষ কি? ভবিতব্যই সমস্ত ঘটনার মূল। যাহা হউক, এখন তুমি যতদূর পার সপুত্রে জনার্দ্দনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। আমিও অন্য উপায় দেখিতেছি। বৃহস্পতি এই কথা বলিয়া ক্ষীরোদসাগরে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া এই সকল বৃত্তান্ত কশ্যপকে কহিলেন। কশ্যপ এই বাক্য শুনিয়া কহিলেন, ইন্দ্র যখন দেবশর্ম্মার অনুরূপা পত্নীকে কামনা করিয়াছেন, তখন সেই মুনিশাপে অবশ্যই এইরূপ ঘটনা ঘটিবে। আমি ঐ দোষশান্তির নিমিত্ত এই উদবাসব্রত আরম্ভ করিয়াছি, কিন্তু কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিলাম না। যে দোষ আশঙ্কা করিয়াছিলাম, তাহাই উপস্থিত হইল। চেষ্টা করিয়া দেখি, যদি দৈবপ্রতিকূল না হয়, তাহা হইলে একরূপ উভয়কে নিরস্ত করিতে পারিব। তখন কশ্যপ অদিতির সহিত মহাদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। মহাদেব স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন, তুমি যে জন্য আমার স্তব করিয়াছ, তাহা আমি অবগত আছি। ইন্দ্র ও উপেন্দ্র ইহারা শীঘ্রই স্বাস্থ্যলাভ করিবেন, কিন্তু কৃষ্ণ পারিজাত লইয়া যাইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মহেন্দ্র তপঃ-প্রদীপ্ত দেবশর্ম্মার ভার্য্যাকে অভিলাষ করিয়াছিলেন, তাহাতে তপোধন তাহাকে শাপ দেন। সেই জন্যই এইরূপ ঘটনা হইয়াছে। যাহা হউক ইহার জন্য কোন ভাবনা নাই। কশ্যপ এই কথা শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রৈবতক পর্ব্বতে মৃগয়াব্যপদেশে গমন করিলেন। তথা হইতে সাত্যকিকে স্মরণে লইয়া পারিজাতহরণের জন্য দেবোদ্যানে আসিলেন, সেই বন দেবযোদ্ধৃগণে পরিবেষ্টিত ছিল। কৃষ্ণ ঐ সকল দেবরক্ষি-গণের সমক্ষেই অবলীলাক্রমে পারিজাততরুকে উৎপাটিত করিয়া গরুড়পৃষ্ঠে আরোপণ করিলেন; তখন পারিজাত-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া কেশব সন্নিধানে উপস্থিত হইল। কৃষ্ণ তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, তোমার ভয় নাই। অন-ন্তর পারিজাত প্রস্থান করিল দেখিয়া কৃষ্ণ অমরাবতী প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর পারিজাতরক্ষক দেবগণ ইন্দ্র-

সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া পারিজাতহরণ বৃত্তান্ত তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। তখন ইন্দ্র কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয়ে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে সমস্ত জগৎই ধ্বংস হইবার উপক্রম হইল। যুদ্ধকালে শত শত জ্যোতিষ্কমণ্ডল স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল, জলের উপরিভাগে প্রবল অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। জগৎ রক্ষার জন্য ব্রহ্মা মহর্ষি কশ্যপকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, তুমি বধূ অদিতির সহিত যুদ্ধস্থলে গমন করিয়া তোমার পুত্রদ্বয়কে নিবারণ কর। তখন অদিতি ও কশ্যপ যুদ্ধস্থলে গমন করিয়া দুই পুত্রকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিলেন। তখন উভয়ে পিতা ও মাতার চরণ বন্দনা করিলেন। অদিতি পুত্রদ্বয়কে কহিলেন, তোমরা সোদর হইয়া কেন অসোদরের ন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছ। যাহা হউক ইন্দ্র তুমি কৃষ্ণকে পারিজাত প্রদান কর। এবং কৃষ্ণকে কহিলেন, তুমি পারিজাত লইয়া দ্বারকায় গমন কর, বধূ সত্যভামার চিরাভিলষিত পুণ্যকর্ম্ম সমাপন হইলে পুনরায় আসিয়া নন্দনবনে যথাস্থানে তরুবর পারিজাতকে স্থাপন করিবে। কৃষ্ণ পারিজাত বৃক্ষ লইয়া দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। ইহাতে যাদবগণ অতিশয় উৎসবে মত্ত হইল। সত্যভামাও পারিজাত প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় প্রীতিসহকারে তাহার পুষ্পাদিদ্বারা পূজাদি সমাপন করিতে লাগিলেন। (হরিব° ১২৩ অধ্যায় হইতে ১৩৪ অ°)

বিষ্ণুপুরাণে পারিজাতহরণের উপাখ্যানাংশ ঠিক এইরূপ নহে। ইহাতে লিখিত আছে, কৃষ্ণ সত্যভামার সহিত ইন্দ্রলোকে গমন করিলেন, ইন্দ্র ইহাদিগকে বিশেষরূপে সৎকার করেন। পরে কৃষ্ণ ও সত্যভামা স্বর্গপরিদর্শনকালে নন্দনবনে পারিজাত বৃক্ষ অবলোকন করেন। সত্যভামা ইহার অত্যাশ্চর্য্য গন্ধে বিমোহিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে এই বৃক্ষ দ্বারকায় লইয়া যাইতে অনুরোধ করেন। কৃষ্ণ তাহার অনুরোধে এই বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া গরুড়ের উপর স্থাপন করিয়া দ্বারকায় আসিতেছিলেন। তখন রক্ষিগণ ইন্দ্রকে সংবাদ দিলে ইন্দ্র আসিয়া কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, এই যুদ্ধে ইন্দ্র পরাজিত হন। কৃষ্ণ পারিজাত লইয়া দ্বারকায় গমন করেন।

(বিষ্ণুপু° পঞ্চম অংশ ৩০-৩১ অ°)

এই পারিজাতহরণ উপলক্ষ্য করিয়া অনেক কবি সংস্কৃতভাষায় কাব্য, নাটক বা রূপক রচনা করিয়া গিয়াছেন।

২ ঐরাবত কুলজাত নাগবিশেষ। (ভারত ১।৫৭।১১) ৩ ঋষিবিশেষ। (ভারত ২।৫।১১) ৪ তন্ত্রশাস্ত্র বিশেষ।

"ভুবনেশ্বরীং পারিজাতং প্রয়োগসারমুত্তমম্।" (আগমতত্ত্ববি°)

৫ সিতোদ পর্ব্বতের পশ্চিমস্থিত পর্ব্বতভেদ। (লিঙ্গপু° ৪৯।৫১) ৬ কামরূপস্থ শৈলভেদ। (যোগিনীত°) ৭ ধর্ম্মশাস্ত্রনিবন্ধবিশেষ। ৮ পারিভদ্র, পালিধা মাদার।

৯ ললিতাতত্ত্ব ভরদ্বাজ মুনিকুলজ রাজভেদ, বিভাণ্ডকের পুত্র। (সহ্যাদ্রি ১।৩৩।৩) ১০ ঋষিভেদ। (সহ্যাদ্রি ১।৩৪।৫) ১১ চম্পকমুনিগোত্রীয় কুমারিকাভক্ত নৃপভেদ, কামাক্ষের পুত্র। (সহ্যাদ্রি ৩১।৪৬)

পারিজাতক (পুং) পারিণোঽস্রের্জাতঃ পারিজাতঃ স্বার্থে কন্। দেবতরু, পর্য্যায় মন্দার, পারিভদ্র। চলিত পালিধামাদার।

"পারিভদ্রে তু মন্দারর্মন্দারঃ পারিজাতকঃ॥" (হড্ডচন্দ্র, অমরটীকা)

পারিজাতকময় (ত্রি) পারিজাত স্বরূপে ময়ট্। পারিজাতস্বরূপ। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। পারিজাতময়ী মালা।

পারিজাতবন (ক্লী) সিতান্ত পর্ব্বতের উপরিস্থিত বনভেদ।

(লিঙ্গপু° ৫০।১)

পারিজাতবৎ (ত্রি) পারিজাত-মতুপ্ মস্য ব। পারিজাতবিশিষ্ট।

পারিজাতসরস্বতী (স্ত্রী) পারিজাতেশ্বরী, সরস্বতীভেদ।

ইহার মন্ত্রাদির বিষয় তন্ত্রসারে এইরূপ লিখিত আছে,—এই সরস্বতীর পূজা 'ওঁ হ্রীঁ হেসৌঁ ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ' এই মন্ত্রে পূজা করিতে হয়। প্রাতঃকৃত্যাদি করিয়া পরে ঋষ্যাদিন্যাস এবং অঙ্গ ও করাঙ্গ ন্যাস করিয়া মূলপূজা করিতে হইবে। ইহার ধ্যান—

"হংসারূঢ়া হরহসিতহারেন্দুকুন্দাবদাতা
বাণী মন্দস্মিততরমুখী মৌলিবদ্ধেন্দুলেখা।
বিদ্যাবীণামৃতময়ঘটাক্ষস্রজা দীপ্তহস্তা
শ্বেতাব্জস্থা ভবদভিমতপ্রাপ্তয়ে ভারতী স্যাৎ॥" (তন্ত্রসার)

এই মন্ত্রে ধ্যান করিয়া একাদশাক্ষরী মন্ত্রে পূজা করিতে হয়। একাদশাক্ষরী মন্ত্র যথা—'ওঁ হ্রীঁ ঐঁ ওঁ হ্রীঁ সরস্বত্যৈ নমঃ'। পুরশ্চরণ করিতে হইলে এই মন্ত্র দ্বাদশ লক্ষ জপ করিতে হয়। আকন্দ পুষ্প, নাগেশ্বর পুষ্প বা চম্পক পুষ্প দ্বারা ৮ হাজার হোম বিধেয়।

এই সরস্বতীর পূজা বাগীশ্বরী পূজাপদ্ধতির ক্রমানুসারে করিতে হইবে। (তন্ত্রসার)

পারিণায্য (ত্রি) পরিণয়ে বিবাহকালে লব্ধং পরিণয়-ষ্যঞ্। পরিণয়লব্ধ ধনাদি।

"মাতুঃ পারিণায্যং স্ত্রিয়ো বিভজেরন্।" (দায়ভাগধৃত বশিষ্ঠ)

পারিণাহ্য (ত্রি) পরিণাহমর্হতীতি পরিণাহ-ষ্যঞ্। গৃহোপকরণ শয্যাসন কুম্ভ ও কটাহাদি। গৃহসামগ্রী। গৃহে আবশ্যকীয় দ্রব্য মাত্রই পারিণাহ্য পদবাচ্য।

"অর্থস্য সংগ্রহে চৈনাং ব্যয়ে চৈব নিযোজয়েৎ।
শৌচে ধর্ম্মেঽন্নপক্ত্যাঞ্চ পারিণাহ্যস্য বেক্ষণে॥" (মনু ৯।১১)

'পারিণাহস্ত গৃহোপকরণস্ত শয্যাসনকুম্ভকটাহাদেঃ' (কুল্লূক)

পারিতথ্যা (স্ত্রী) পরিতস্তথাভূতা পরিতথা স্বার্থে ষ্যঞ্। সীমন্তিকাস্থিত স্বর্ণাদিরচিত পটিকা। চলিত সিঁথী। স্ত্রীলোকেরা এই সুবর্ণালঙ্কার সীমন্তদেশে ব্যবহার করিয়া থাকে। পর্য্যায় বালপাশ্যা। (অমর)

পারিতোষিক (ত্রি) পরিতোষেণ লব্ধং পরিতোষাদাগতং বা পরিতোষ-ঢক্। পরিতোষার্থ দীয়মান ধনাদি, পরিতুষ্ট হইয়া যে ধনাদি উপহার দেওয়া যায়, পরিতোষজনক দ্রব্য। "মমাপি চন্দ্রশেখরশরাসনারোপণপ্রথমবাদিনঃ পারিতোষিকং ধারয়সি।" (মুরারি)

২ আনন্দকর, প্রীতিজনক।

পারিধেয় (ত্রি) পরিধৌ ভবঃ শুভ্রাদিত্বাৎ ঢক্। পরিধিভব।

পারিধ্বজিক (পুং) ধ্বজবাহক।

পারিন্দ্র (পুং) পারীন্দ্র পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। সিংহ। (হেমচ°)

পারিপন্থিক (পুং) পরিপন্থং পন্থানং বর্জ্জয়িত্বা ব্যাপ্য বা তিষ্ঠতি পরিপন্থং হন্তীতি বা ঠক্ (পরিপন্থঞ্চ তিষ্ঠতি। পা ৪।৪।৩৬)। ১ স্বামী। ২ হন্তা, চৌর। (হেম)

পারিপাট্য (ক্লী) পরিপাট্যের স্বার্থে ষ্যঞ্। পরিপাটী, সুশৃঙ্খলা।

পারিপাত্র (পুং) পর্ব্বতভেদ। সপ্তকুলাচলের মধ্যে একটী।

"মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃ শুক্তিমান্ ঋক্ষপর্ব্বতঃ।
বিন্ধ্যশ্চ পারিপাত্রশ্চ সপ্তৈবাত্র কুলাচলাঃ॥" (মার্ক° পু°৫৭।১১)

এই পারিপাত্র পর্ব্বত হইতে নিম্নলিখিত নদী সকল নির্গত হইয়াছে, যথা—বেদস্মৃতি, বেদবতী, বৃত্রঘ্নী, সিন্ধু, বেণ্বা, সানন্দিনী, সদানীরা, মহী, পারা, চর্ম্মণ্বতী, নূপী, বিদিশা, বেত্রবতী, শিপ্রা ও অবর্ণী এই সকল নদী পারিপাত্র পর্ব্বতকে আশ্রয় করিয়া আছে। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৭।১৯-২০)

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, মরুক ও মালবজাতি এই পর্ব্বতে অবস্থান করে।

"মরুকা মালবাশ্চৈব পারিপাত্রনিবাসিনঃ।" (বিষ্ণুপু°)

বৃহৎসংহিতার মতে—এই পর্ব্বত কূর্ম্মবিভাগের মধ্যদেশে অবস্থিত। (বৃহৎসং ১৪ অ°)

এই পর্ব্বতের নামান্তর পারিযাত্র, পুরাণাদি প্রাচীন গ্রন্থে পারিপাত্র ও পারিযাত্র এই দুই নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। (ভাগ° ৯।১২।২)

ইহার বর্ত্তমান নাম পাথর। জয়পুর এবং মারবারের মধ্যভাগে যে পর্ব্বতশ্রেণী বিস্তৃত আছে, তাহার দক্ষিণ ভাগকে পাথর গিরিমালা বলে। ইতিহাসবেত্তা টলমি প্রাপিওতাই (Prapiotai) জাতির বাস নর্ম্মদা নদীর উপত্যকায় স্থির করিয়াছেন। পারিপাত্রপর্ব্বতের অধিবাসীরাই 'প্রাপিওতাই' জাতি বলিয়া বোধ হয়। এই গিরিমালাস্থ ভূভাগ চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌ৎ সিয়াং এর সময় পারিযাত্র নামে খ্যাত ছিল। [পারিযাত্র দেখ।]

পারিপাত্রক (পুং) পারিপাত্র স্বার্থে কন্। পারিপাত্র পর্ব্বত।

পারিপাত্রিক (পুং) পারিপাত্র পর্ব্বত।

পারিপার্শ্ব (ক্লী) অনুচর, পারিষদ্।

পারিপার্শ্বিক (পুং) পরিপার্শ্বং বর্ত্ততে ইতি পরিপার্শ্ব-ঠক্। (পরিমুখঞ্চ। পা ৪।৪।২৯) ১ নটভেদ, নটীর পার্শ্বস্থিত নট, স্থাপকানুচর নট, স্থাপক সূত্রধারের তুল্য বলিয়া স্থাপককেও সূত্রধার কহে। পারিপার্শ্বিক স্থাপকের অনুচর।

"নটী বিদূষকো বাপি পারিপার্শ্বিক এব বা।
সূত্রধারেণ সহিতঃ সংলাপং যত্র কুর্ব্বতে॥" (সাহিত্যদ° ৬পরি°)

সূত্রধার নটী বিদূষক ও পারিপার্শ্বিকাদির সহিত কথাচ্ছলে নাটকার্থ সূচনা করিয়া প্রস্থান করেন।

২ পার্শ্বে অবস্থানকারী সেবকাদি। (ত্রি) ৩ পার্শ্ববর্ত্তী। (অমর ১।৩।৩১)

পারিপেল (ক্লী) পরিপেলব। [পরিপেলব দেখ।]

পারিপ্লব (ত্রি) পরি-প্লু-অচ্, ততঃ প্রজ্ঞাদিত্বাদণ্। ১ চঞ্চল। "তয়োপচারাঞ্জলিখিন্নহস্তয়া ননন্দ-পারিপ্লবনেত্রয়া নৃপঃ।"(রঘু ৩।১১)

২ আকুল। (ক্লী) ৩ তীর্থবিশেষ। এই তীর্থ ত্রিলোকবিখ্যাত। এই স্থানে গমন করিলে অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্রযজ্ঞের ফললাভ হয়।

"ততঃ পারিপ্লবং গচ্ছেৎ তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্।
অগ্নিষ্টোমাতিরাত্রাভ্যাং ফলং প্রাপ্নোতি ভারত॥" (ভারত ৩।৮৩।১২)

(পুং) ৪ জলপক্ষী। (রামায়ণ ৪।২৭।২৩ রামানুজ।)

৫ পঞ্চম মন্বন্তরীয় প্রকৃতিবিশেষ। (হরিবংশ ৭।২৭)

৬ অশ্বমেধাদি যজ্ঞে উচ্চার্য্য আখ্যানভেদ। (শতপথব্রা° ১৩।৪।৩।২)

৭ নৌযান।

পারিপ্লবগত (ত্রি) নৌকাস্থিত।

পারিপ্লবনেত্র (ত্রি) চঞ্চলচক্ষু।

পারিপ্লবীয় (ক্লী) পরিপ্লব আখ্যানসহ কৃত্য হোমভেদ। (শতপথ)

পারিপ্লাব্য (পুং) ১ হংস। (ক্লী) ২ চঞ্চলতা। ৩ আকুলতা।

পারিবর্হ (পুং) ১ বিবাহে দেয় উপঢৌকনাদি। ২ গরুড়ের এক পুত্র।

পারিভদ্র (পুং) পরিতো ভদ্রমস্মাৎ, পরিভদ্রস্ততঃ প্রজ্ঞাদিত্বাদণ্। বৃক্ষবিশেষ। চলিত পালিধামাদার। পর্য্যায় নিম্বতরু, মন্দার, পারিজাতক, রক্তকুসুম, কৃমিঘ্ন, বহুপুষ্প, রক্তকেসর।

বৈজ্ঞানিক নাম Erythrina Indica, ইং The Indian Coral tree, হিন্দী ফরহদ, মহারাষ্ট্রে পাঙ্গরা, পঞ্জীর, কর্ণাটে

হরিবাল, তেলগু মোদগু, বা রিদেচেট্টু, তামিল মুরাক। এই বৃক্ষ ভারত ও ব্রহ্মদেশের সর্ব্বত্রই জন্মে। অনেকে উদ্যানে এই বৃক্ষ রোপণ করিয়া থাকে। এই বৃক্ষ হইতে একপ্রকার কৃষ্ণপিঙ্গল বর্ণের গঁদ বাহির হয়। শুষ্ক রাঙ্গা ফুল সিদ্ধ করিলে লাল রং পাওয়া যায়। রঙের কার্য্যে ছাল ব্যবহৃত হয়। বৈদ্যকমতে— ইহার গুণ বায়ু, শ্লেষ্মা, শোথ, মেদ ও কৃমিনাশক। ইহার পুষ্প পিত্তরোগ ও কর্ণব্যাধিনাশক। (ভাবপ্র°)

ইহার পত্রের প্রলেপ দিলে সন্ধিজ বাত প্রশমিত হয় এবং ইহার কজ্জল চক্ষুরোগে বিশেষ হিতকর। (সুশ্রুতসূত্র° ১১ অ°)

বর্ত্তমান চিকিৎসকগণের মতে—ইহার ত্বক্ পিত্তঘ্ন ও জ্বর-নাশক। পত্রের প্রলেপ শৃঙ্গারজনিত বিদারিকায় প্রয়োগ করা যায়। টাট্‌কা পাতার রস যোজকত্বক্‌রোগে প্রয়োজ্য। কর্ণ-রোগে কর্ণের ভিতর এই রসের পিচকারী দিলে উপকার দর্শে। দন্তমূলে বেদনা স্থলে এই রস টিপিয়া দিলেও ব্যথা কমিয়া আসে।

স্থানভেদে ইহার কচি পাতা ব্যঞ্জনে ব্যবহৃত হয়। ত্রিচীন-পল্লী অঞ্চলে ইহার পাতা গবাদির উৎকৃষ্ট খাদ্য বলিয়া গণ্য।

ইহার কাষ্ঠ হাল্‌কা হইলেও স্থায়ী বটে। তাহাতে হাল্‌কা বাক্স, খেলানা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। অনেকে এই কাষ্ঠে পাল্কীর দণ্ড নির্ম্মাণ করে।

২ দেবদারু। ৩ সরল বৃক্ষ। (শব্দচ°) ৪ শাল্মলিদ্বীপ-পতি যজ্ঞবাহের পুত্রভেদ। ৫ প্লক্ষদ্বীপের বর্ষবিশেষ। (ভাগবত ৬।২০।৯) ৬ কুষ্ঠৌষধ। ৭ পারিয়াল গাছি।

পারিভদ্র (ক্লী) উপরত্ন বিশেষ। এই রত্ন অতি নির্ম্মল, জলের ন্যায় স্বচ্ছ, হরিদ্বর্ণ, অত্যন্ত দীপ্তিযুক্ত এবং দেখিতে অতি সুন্দর। এই রত্ন কাশ্মীরদেশের সমতলবর্ত্তী ভূভাগে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

"পীতং হরিৎ পিঙ্গলশুভ্রবর্ণং কাশ্মীরদেশে রুচকং ভবেন্নু।
স্বচ্ছং হরিজ্জীবনবৎ প্রদীপ্তং অত্যন্তশোভান্বিতপারিভদ্রম্॥"
(মণিমালা)

পারিভদ্রক (পুং) পারিভদ্র এব স্বার্থে কন্। ১ দেবদারুবৃক্ষ। ২ নিম্ববৃক্ষ। ৩ কুষ্ঠৌষধ। (রাজনি°)

পারিভাব্য (ক্লী) পরিভবায় রোগাদিনাশায় হিতম্, পরিভব-ষ্যঞ্। ১ কুষ্ঠৌষধ। ২ পরিভূর ভাব, জামিন্ হওয়া।

"সাক্ষিত্বং পারিভাব্যঞ্চ দানং গ্রহণমেব চ।
বিভক্তা ভ্রাতরঃ কুর্য্যুর্নাবিভক্তাঃ পরস্পরম্॥" (দায়ভাগ)

পারিভাষিক (ক্লী) পরিভাষাৎ আগতম্ পরিভাষা-ঠঞ্। পরিভাষা দ্বারা অর্থবোধকপদ, যে সকল শব্দের অর্থজ্ঞান পরি-ভাষা দ্বারা হয়, তাহাকে পারিভাষিক কহে। শক্তিবাদে গদাধর লিখিয়াছেন, আধুনিক সঙ্কেতের নাম পরিভাষা। এই পরিভাষা দ্বারা অর্থবোধক পদ পারিভাষিক পদবাচ্য।

"তত্রাধুনিকসঙ্কেতঃ পরিভাষা, তয়া অর্থবোধকং পদং পারি-ভাষিকং। যথা—শাস্ত্রকারাদিসঙ্কেতিতনদীবৃদ্ধ্যাদিপদম্।"
(শক্তিবাদে গদাধর)

পারিমাণ্ডল্য (ক্লী) পরিমণ্ডলস্য পরমাণোর্ভাবঃ, ষ্যঞ্। অণু-পরিমাণ, পরমাণুর পরিমাণ, এই পরিমাণ কাহারও কারণ হয় না। পারিমাণ্ডল্য ভিন্নেরই কারণতা অভিহিত হইয়াছে।

"পারিমাণ্ডল্যভিন্নানাং কারণত্বমুদাহৃতম্।" (ভাষাপরি° ১৫)
'পারিমাণ্ডল্যং অণুপরিমাণং ন কস্যাপি কারণম্।' (মুক্তাবলী)

পারিমুখিক (ত্রি) পরিমুখং বর্ত্ততে ইতি ঠক্ (পরিমুখশ্চ। পা ৪।৪।২৯) পরিমুখে যিনি অবস্থান করেন। সম্মুখবর্ত্তী, মুখসমীপে বর্ত্তমান।

পারিযাত্র (পুং) ১ পর্ব্বতবিশেষ। [পারিপাত্র দেখ।] পারি-পাত্রক ও পারিযাত্রিক এই পর্ব্বতের নাম।

২ চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌ৎসিয়াং-বর্ণিত একটী রাজ্য। চীন-পরিব্রাজক লিখিয়াছেন, ইহার চতুর্দ্দিকের পরিমাণ প্রায় ৫০০ বর্গমাইল এবং রাজধানীর পরিধি প্রায় ৩ মাইল। এই দেশে একপ্রকার ধান্য জন্মিয়া থাকে, তাহা ৬০ দিনের মধ্যে পক হয়। জলবায়ু উষ্ণ এবং লোক সকল দৃঢ়চেতা ও ক্রুদ্ধস্বভাব। ইহারা বিদ্যানুরক্ত নহে এবং বিধর্ম্মীদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে। রাজা জাতিতে বৈশ্য। ইনি অত্যন্ত সাহসী এবং যুদ্ধপ্রিয়। এই দেশে আটটী সঙ্ঘারাম ছিল, তন্মধ্যে অধিকাংশই ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। চীনপরিব্রাজকের সময় এখানে হীনযান বৌদ্ধগণ বাস করিতেন, তৎকালে এখানে ১০টী দেবমন্দির ছিল। মথুরা হইতে প্রায় ১০০ মাইল দূরে পারিযাত্র অবস্থিত। [পারিপাত্র দেখ।]

পারিযানিক (পুং) পরিযানং প্রয়োজনমস্য পরিযান-ঠক্। মার্গযানযোগ্য রথ। (হেমচন্দ্র)

পারিরক্ষক (পুং) পরিরক্ষতি আত্মানমিতি পরি-রক্ষ-ণ্বুল্, ততো প্রজ্ঞাদিত্বাদণ্। মস্করী, তাপস।

পারিল (পুং) পরিল অপত্যার্থে শিবাদিত্বাদণ্। (পা ৪।১।১১২) পরিতঃ গ্রাহকের অপত্য।

পারিবিত্ত্য (ক্লী) পরিবিত্ত-ষ্যঞ্। পরিবিত্তিতা।

"ভৃতাদধ্যয়নাদানং ভৃতকাধ্যাপনং তথা।
পারদার্য্যং পারিবিত্ত্যং বার্দ্ধুষ্যং লবণক্রিয়া॥" (যাজ্ঞ°৩২৩৫)

পারিবৃঢ্য (ক্লী) পরিবৃঢ় দৃঢ়াদিত্বাৎ ষ্যঞ্। (পা ৫।১।১২৩) পরিবৃঢ়ের ভাব, জ্যেষ্ঠভ্রাতার বিবাহের অগ্রে কনিষ্ঠের বিবাহ।

পারিব্রাজক (ক্লী) পরিব্রাজকস্য ভাবঃ যুবাদিত্বাদণ্। পরি-ব্রাজকের ভাব, সন্ন্যাস।

পারিব্রাজ্য (ক্লী) ১ পরিব্রাজকের কর্ম্ম বা ভাব। ২ অশ্বত্থবিশেষ।

পারিশ (পুং) অশ্বত্থবৃক্ষবিশেষ। চলিত পলাশ পিপুল ও গজহস্ত, হিন্দী পরশ পিপুল ও পর্শিপু, তেলগু গঙ্গরস, তামিল পোরিশ, সংস্কৃত পর্য্যায়—ফলীশ, কপিচূত, কমণ্ডলু, গর্দ্দভাণ্ড, কন্দরাল, কপীতন, সুপার্শ্বক। ইহার গুণ—দুর্জর, স্নিগ্ধ, কৃমি, শুক্র ও শ্লেষ্মাবর্দ্ধক। ইহার ফল অম্ল, মূল মধুর, কষায় ও স্বাদু। (ভাবপ্রকাশ)

পারিশীল (পুং) পিষ্টকবিশেষ, অপূপভেদ।

পারিশেষ্য (ক্লী) পরিশেষ-ষ্যঞ্। পরিশেষ, অবশিষ্টাংশ।

পারিষৎক (পুং) পরিষদং তৎপ্রতিপাদকং গ্রন্থমধীতে বেত্তি বা উক্থাদিত্বাৎ ঠক্। ১ পরিষদ্গ্রন্থাধ্যেতা। ২ পরিষদ্গ্রন্থবেত্তা।

পারিষদ্য (পুং) পরিষদি সাধুঃ বা পরিষদি তিষ্ঠতি যঃ, পরিষদ-ণ্য। সভায় সাধু। সভাস্থ, পর্য্যায়—সভ্য, সভাস্তার, সভাসৎ, পরিষদ্বল, পর্ষদ্বল, পারিষদ্য, পার্ষদ। (শব্দর°)

"শঙ্কুকর্ণমুখাঃ সর্ব্বে দিব্যাঃ পারিষদাস্তথা।" (ভার° ২১০।৩২)

পরিষদ ইদং (পত্রাধ্বর্য্যুপরিষদশ্চ। পা ৪।৩।১২৩) ইতি অঞ্। (ত্রি) ২ পরিষদ্ সম্বন্ধী।

পারিষদক (ত্রি) পরিষদা-কৃতম্-কুলালাদিত্বাৎ বুঞ্ (পা ৪।৩।১১৮) পরিষদ্ কর্ত্তৃক কৃত।

পারিষদ্য (পুং) পরিষদং সমবৈতি-ণ্য (পরিষদো ণ্যঃ। পা৪।৪।৪৪) পারিষদ, সভ্য। (দিব্যাবদান)

পারিস, ফ্রান্স বা ফরাসীদেশের রাজধানী। [ফ্রান্স দেখ।]

পারিসীর্য্য (ত্রি) পরিসীরং সীরং বর্জ্জয়িত্বা ভবম্ পরিসীর ঞ্য (গম্ভীরাঞ্ঞ্যঃ। পা ৪।৩।৫৮) হলবর্জনদ্বারা ভব, বিনা হলকর্ষণে যাহা জন্মে।

পারিহনব্য (ত্রি) পরিহনু প্রতিমুখাদিত্বাৎ ঞ্য। (পা ৪।৩।৫৮) হনুর উপরিভব।

পারিহারিক (ত্রি) পরিহারে সাধুঃ পরিহার-ঠঞ্। পরিহার-কর্ত্তা, যিনি পরিহার করেন।

পারিহার্য্য (পুং) পরিহ্রিয়তে ইতি পরি-হৃ-ণ্যৎ ততঃ প্রজ্ঞাদিত্বাদণ্। ১ বলয়, করভূষণ। (ক্লী) ২ পরিহারত্ব।

পারিহাস্য (ক্লী) পরিহাস-ষ্যঞ্। ১ পরিহাসের ভাব। ২ পরিহাস দ্বারা কৃত, যাহা পরিহাস করিয়া করা হয়।

"সাঙ্কেতং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥" (ভাগ° ৬।২।১৪)

পারী (স্ত্রী) পারয়ত্যনয়েতি পৃ-পিচ্-ঘঞ্ ততো ঙীষ্। ১ পুর। ২ জলসমূহ। ৩ কর্করী। ৪ হস্তিপাদরজ্জু। (মেদিনী) ৫ পাত্রী। ৬ পারগ। (বিশ্ব) পীয়তেহনয়েতি পা-ক্বিপ্, তদ্রাতীতি রা-ক-ঙীষ্। ৭ পানপাত্র।

"কর্পূরপারীপতিতং মৌরেয়মিব হারিতম্।" (রাজতর° ৪।৩৭০)

৮ দোহনপাত্র। (জটাধর)

পারীক্ষিত (পুং) পরীক্ষিতোঽপত্যং ইত্যর্থে ষ্ণ। পরীক্ষিতের অপত্য, জনমেজয়। (দেবীভাগ° ২।১১।১২) ২ পরীক্ষিতরাজ।

পারীণ (ত্রি) পারং গামীতি পার-খ (অবারপারত্যন্তানুকামং গামী। পা ৫।২।১১) পারগমনকারী, পারগামী।

"ত্রিবর্গপারীণমসৌ ভবন্তমধ্যাসয়ন্নাসনমেকমিন্দ্রঃ।" (ভট্টি২।৪৬)

পারীণাহ্য (ক্লী) গৃহোপকরণ, গৃহসামগ্রী। (মনু ৯।১১)

পারীন্দ্র (পুং) পারি পশুস্তস্য ইন্দ্রঃ। ১ সিংহ। ২ অজগরসর্প।

পারীরণ (পুং) পার্য্যাং জলপূরে রণং যস্য। ১ কমঠ। ২ দণ্ড। ৩ পটশাটক। (বিশ্ব)

পারু (পুং) পিবতি রসানিতি পা-রু (বাহুলকাৎ পিবতেশ্চ। উণ্ ৪।১০১) ১ অগ্নি। ২ সূর্য্য। (উজ্জ্বল)

পারুচ্ছেপ (ক্লী) সামভেদ।

পারুচ্ছেপি (পুং) আবাপভেদ। (আশ্ব° শ্রৌ° ৭।১২।১)

পারুল, বর্দ্ধমানের দক্ষিণে অবস্থিত একটী প্রাচীন গ্রাম দেশাবলী ও ব্রহ্মখণ্ডে এই গ্রামের বিবরণ আছে।

পারুষক (পুং) ১ পুষ্পবিশেষ। (ত্রি) ২ কঠোর।

পারুষ্য (স্ত্রী) পরুষস্য ভাবঃ পরুষ-ষ্যঞ্। অপ্রিয় বাক্যভাষণ, রূঢ়বাক্যপ্রয়োগ। পর্য্যায়—অতিবাদ। পারুষ্য চতুর্ব্বিধ বাঙ্ময়পাপের মধ্যে একটী।

"পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ।
অসম্বন্ধপ্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ং স্যাচ্চতুর্ব্বিধম্॥" (তিথিতত্ত্ব)

পরুষবাক্যপ্রয়োগ, অনৃত, পৈশুন্য ও অসম্বন্ধপ্রলাপ এই চারি প্রকার পাপ বাঙ্ময়। পরুষত্ব। দুর্ব্বাক্য। ২ ইন্দ্রের বন। (বিশ্ব) ৩ অগুরু। (শব্দচ°) (পুং) পারুষ্যং দুর্ব্বাক্যং তদিব নীতিবাক্যমস্তি অস্য অস্মিন্ বা ইত্যচ্। ৪ বৃহস্পতি। (মেদিনী)

পারেগঙ্গ (অব্য) গঙ্গায়াঃ পারং 'পারে মধ্যে ষষ্ঠ্যা বা' ইত্যব্যয়ী ভাবঃ। গঙ্গার পরপারে।

পারেবত (পুং ক্লী) ফলবৃক্ষভেদ। চলিত পেয়ারা। উৎকল প্যাড়া, কামরূপে রৈবাত। ইহা দুই প্রকার, মহাপারেবত এবং স্বর্ণ পারেবত। ইহা পক্বাবস্থায় মাকাল ফলের ন্যায় শ্বেত ও রক্তবর্ণ হয়। ইহার গুণ—মধুর, কৃমিনাশক, বাতহর, বলকারক, তৃষ্ণা, জ্বর ও দাহনাশক, হৃদ্য, মূর্চ্ছা, ভ্রম, শ্রম ও শোষনাশক, স্নিগ্ধ, রুচিকর ও বীর্য্যবর্দ্ধক। মহাপারেবত বল ও পুষ্টিকারক, মূর্চ্ছা ও জ্বরনাশক। (রাজনি°)

"স্বাদ্বম্লশীতমুরুঞ্চ দ্বিধা পারেবতং ফলম্।" (বাভট)

২ দ্বীপান্তরভব খর্জ্জুর।

পারেরক (পুং) বধ্যাদেঃ পারমীর্ষে গচ্ছতীতি ঈর-ণ্বুল্। খড়্গ।

পারেসিন্ধু (অব্য) সিন্ধোঃ পারং ততোঽব্যয়ীভাবঃ। সিন্ধুর পরপারে।

পারোক্ষ (ত্রি) পরোক্ষ-অণ্। পরোক্ষ সম্বন্ধীয়।

পারোক্ষ্য (ত্রি) পরোক্ষ-ষ্যঞ্। চক্ষুর অগোচর। তৎসম্বন্ধীয়।

পারোলা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত খান্দেশ জেলার একটী নগর। অক্ষা° ২০°৫৬'২০" উঃ ও দ্রাঘি° ৭৫°১৪'৩০" পূঃ, ধুলিয়া হইতে ২২ মাইল পূর্ব্বে মসাবায় ষ্টেসন হইতে ২২ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ১৪৪৭৮। পারোলা পূর্ব্বে একখানি গণ্ডগ্রাম ছিল, পরে হরিসদাশিব দামোদর ইহাকে নগরে পরিণত করেন। এখানকার দুর্গ তৎকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। সিপাহিবিদ্রোহের সময়ে এই স্থানের অধিপতিরা ইংরাজদিগের বিপক্ষতাচরণ করায় নগর কাড়িয়া লওয়া হয়, সেইজন্য দুর্গ ধ্বংস করা হইয়াছে। এখানে গো, তুলা এবং শস্যের বিস্তৃত বাণিজ্য হইয়া থাকে। ডাকঘর এবং স্কুল আছে।

পারোবর্য্য (ক্লী) প্রবাদ।

পার্কর [নগরপার্কর দেখ।]

পার্গড়, বেলগাম্ হইতে ৩৫ মাইল পশ্চিমে সহ্যপর্ব্বতের শৃঙ্গোপরি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২০০০ ফিট্ উচ্চে অবস্থিত একটী দুর্গ। দুর্গে আরোহণ করিবার জন্য পাহাড়ের গায়ে সিঁড়ি কাটা আছে। দুর্গটী এখন জীর্ণ ও প্রবেশদ্বার ভগ্ন। দুর্গ মধ্যে এখন ভবানীর মন্দির ও দুইটী ভগ্ন কামান আছে। ১৬৮০ খৃঃ অব্দে এই দুর্গ শিবাজীর অধীনে ছিল। ১৭৪৯ খৃঃ অব্দে বালাজী পেশবার ভ্রাতুষ্পুত্র সদাশিবরায়ের হস্তে অর্পিত হয়। ১৮৪৪ খৃঃ অব্দে বিদ্রোহিগণ এই দুর্গ আক্রমণের চেষ্টা করে, কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই।

পার্ঘট (ক্লী) পাদে ঘটতে ইতি অচ্, ততঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। পাংশু। (হারাবলী)

পার্জ্জন্য (ত্রি) পর্জ্জন্য-ষ্যঞ্। ১ পর্জ্জন্য সম্বন্ধীয়। (ক্লী) ২ অস্ত্রবিশেষ। (ভারত ১।১৩৬।১৯)

পার্ণ (ত্রি) পর্ণস্যেদং শিবাদিত্বাদণ্। ১ পর্ণসম্বন্ধী। পর্ণাদাগতঃ অণ্ (শুণ্ডিকাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।৩।৭৬) ২ পর্ণ হইতে আগত।

পার্ণের, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির আহ্মদনগর জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। পরিমাণ ৭৭৯ বর্গমাইল। এই স্থান অত্যন্ত বন্ধুর এবং পর্ব্বতে পরিপূর্ণ। কতকগুলি অধিত্যকা আছে, তন্মধ্যে সর্ব্বোচ্চটীর নাম কানহর। ইহা সমুদ্রতল হইতে প্রায় ২৮০০ ফিট্ উচ্চ। পার্ণেরের মধ্য দিয়া অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত। এই স্থানে বজরা, জোয়ারি, কলাই প্রভৃতি শস্যের চাষ হইয়া থাকে। এখানকার পণ্যদ্রব্যের মধ্যে পাগড়ি, কার্পাসবস্ত্র এবং কম্বল প্রধান।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। অক্ষা° ১৯° উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ৩০' পূঃ। আহ্মদ নগরের ২০ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে ও সারোলা ষ্টেশন হইতে ১৫ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। পার্ণেরে অনেক উত্তমর্ণের বাস। ইহাদের মধ্যে অনেকেই অর্থপিশাচ ও প্রতারক। ১৮৭৪—৭৫ খৃঃ অব্দে ইহাদের সহিত কৃষকদিগের বিবাদ উপস্থিত হয়। পুলিসের সতর্কতায় কোন প্রকার দাঙ্গা উপস্থিত হয় নাই। এখানে প্রতি রবিবারে হাট হইয়া থাকে। এখানে একজন মুসলমান পীরের মন্দির আছে।

পার্ণের নগরের সন্নিকটে দুইটী ক্ষুদ্র নদীর সঙ্গম স্থলে সঙ্গমেশ্বর বা ত্রিম্বকেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। মন্দিরের অধিকাংশ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, কেবল সম্মুখের প্রবেশদ্বার এখনও অভগ্ন আছে। নগর হইতে কিয়দ্দূরে নাগনাথ মহাদেবের প্রাচীন মন্দির। এই স্থানে যে খোদিতলিপি আছে, তাহা ১০১৫ শকে লিখিত। নগরদ্বারের বহির্ভাগে অনেকগুলি স্তম্ভ আছে। কথিত আছে, এই স্তম্ভ সকল এক রাক্ষসের মৃত্যুপলক্ষে নির্ম্মিত হয়।

পার্থ (পুং) ১ পৃথিবীপতি। পৃথায়া অপত্যং পুমান্, শিবাদিত্বাদণ্। ২ পৃথাপুত্র, (ভারত ৩।২৩৫।১) অর্জ্জুন।

"উবাচ পার্থঃ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি।" (গীতা ১।২৫)

৩ অর্জ্জুনবৃক্ষ। (শব্দচ°)

পার্থশ্রবস (পুং) পৃথুশ্রবার অপত্য।

পার্থসারথি (পুং) শ্রীকৃষ্ণ।

পার্থসারথিমিশ্র, একজন বিখ্যাত মীমাংসক। যজ্ঞপতিমিশ্রের পুত্র, ইনি ন্যায়রত্নমালা নামে তন্ত্রবার্ত্তিকের টীকা, তন্ত্ররত্ন বা শাস্ত্রদীপিকা নামে জৈমিনিসূত্রের টীকা, ন্যায়রত্নাকর নামে মীমাংসাশ্লোকবার্ত্তিকের টীকা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন।

পার্থক্য (ক্লী) পৃথক্ ভাবে ষ্যঞ্। পৃথক্ত্ব। পৃথকের ভাব, বিভিন্নতা।

পার্থপুর (ক্লী) নগরভেদ।

পার্থময় (ত্রি) পার্থ স্বরূপে ময়ট্। পার্থস্বরূপ। "সর্ব্বে পার্থময়ং লোকং সংপশ্যন্তো ভয়ার্দ্দিতাঃ।" (ভারত ৮।৪৮৭ শ্লোক)

পার্থব (ক্লী) পৃথোর্ভাবঃ পৃথু-অণ্। ১ পৃথুতা। পৃথুনামক রাজা তস্যেদমিত্যণ্। (ত্রি) ২ পৃথুরাজসম্বন্ধী।

"ঋষিভির্যাচিতো ভেজে নবমং পার্থবং বপুঃ।" (ভাগ° ১।৩।১৪)

পার্থিব (ক্লী) পৃথিব্যা বিকারঃ পৃথিব্যা স্তবমিতি বা অঞ্। ১ তগরপুষ্প। (রাজনি°) (পুং) পৃথিব্যা ঈশ্বরঃ (তস্যেশ্বরঃ। পা ৫।১।৪২) ইত্যঞ্। ২ রাজা, পৃথিবীপতি। (মনু ২।১৩৯)

৩ বৎসর বিশেষ। পার্থিববৎসরে সকল দেশে পৃথিবী শস্য-শালিনী হইয়া থাকেন।

"বহুশস্যানি জায়ন্তে সর্ব্বদেশে সুলোচনে।
সৌরাষ্ট্রলাটদেশে চ পার্থিবে নাত্র সংশয়ঃ॥"
(চিন্তামণিধৃত বচন)

পৃথিব্যা অয়মিত্যণ্। ৪ শরাব। (ত্রিকা°) পৃথিব্যা বিকার ইতি (সর্ব্বভূমিপৃথিবীভ্যামণঞৌ। পা ৫।১।৪১) ইত্যঞ্। (ত্রি) ৫ পৃথিবী বিকৃতি।

"পার্থিবাদ্দারুণো ধূমাস্তস্মাদগ্নিস্ত্রয়ীময়ঃ।" (ভাগ° ১।২।২৪)

৬ পৃথিবী সম্বন্ধী। পৃথিব্যা নিমিত্তং, সংযোগ উৎপাতে বা অণ্। ৭ পৃথিবী নিমিত্ত। ৮ পৃথিবীসংযোগ। ৯ তদুৎপাত, শরীর পৃথিবী হইতে উৎপন্ন বলিয়া শরীরও পার্থিব।

পার্থিবতা (স্ত্রী) পার্থিবস্য ভাবঃ তল্ ততো টাপ্। পার্থিবের ভাব, পার্থিবত্ব।

পার্থিবী (স্ত্রী) পৃথিব্যাঃ ভবা (দিত্যদিতীতি। পা ৪।১।৮৫) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা অঞ্, ততো ঙীপ্। সীতা।

'পার্থিবী তু সীতায়াং স্ত্রী পৃথিব্যা বিকৃতৌ ত্রিষু।' (মেদিনী)

২ উমা। (বিশ্ব)

পার্থুরশ্ম (ত্রি) কতকগুলি সামের নাম।

পার্থ্য (পুং) পৃথোরপত্যং বা যক্। পৃথুবংশোদ্ভব নৃপভেদ। (ঋক্ ১০।৯৩।১৫)

পার্প্পর (পুং) যম। (জটাধর)

পার্য্য (পুং) পারে ভবঃ য্যঞ্। রুদ্রভেদ। (শুক্ল যজু° ১৬।৪২)

পার্য্যাপ্তিক (ত্রি) পর্য্যাপ্তিরেব স্বার্থে ক সা অস্ত্যস্য প্রজ্ঞাদিত্বাদণ্। ১ সম্পূর্ণ। ২ মৃগভেদ। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

পার্লাকোট, মধ্যপ্রদেশের বস্তার রাজ্যের উত্তরপশ্চিমসীমান্তবর্ত্তী একটী জমিদারী। সাতখানি গ্রাম ইহার অধীন। ভূপরিমাণ ৫০০ বর্গ মাইল। ইহার প্রধান গ্রাম পার্লাকোট। উহা ১৯°৪৭´ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮০° ৪৩´ পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত।

পার্ব্বণ (পুং) পর্ব্বণি গ্রহণযোগ্যঃ ইত্যণ্। ১ মৃগবিশেষ। পর্ব্বণি ক্রিয়তে যৎ ইত্যণ্। অমাবস্যাদি পর্ব্বসামান্যে কর্ত্তব্য-শ্রাদ্ধ। পর্ব্বদিনে যে শ্রাদ্ধ করা হয়।

"অমাবস্যাং যৎ ক্রিয়তে তৎ পার্ব্বণমুদাহৃতম্।
ক্রিয়তে পর্ব্বণি বা যত্তৎ পার্ব্বণমুদাহৃতম্॥" (ভবিষ্যপু°)

প্রতি অমাবস্যার দিন শ্রাদ্ধ করিতে হয় এবং অমাবস্যা ভিন্ন অন্য যে কোন পর্ব্ব দিনে শ্রাদ্ধাদি করা হয়, তাহাকেও পার্ব্বণ কহে। গ্রহণ এবং তীর্থাদিতে পার্ব্বণশ্রাদ্ধ বিধেয়। সাম, ঋক্ ও যজুর্ব্বেদীদিগের এই পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ পদ্ধতি আছে। রঘুনন্দন শ্রাদ্ধতত্ত্বে ইহার বিষয় বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে তৎসমুদয় বিশেষরূপে আলোচিত হইল না। [ইহার বিশেষ বিবরণ শ্রাদ্ধশব্দে দেখ।]

পার্ব্বণী (দেশজ) পর্ব্বসময়ে অধীন লোকদিগকে যে পারিতোষিক দেওয়া হয় তাহাকে পার্ব্বণী কহে। দুর্গোৎসব, দোল প্রভৃতি পরব বা পর্ব্বদিনে এইরূপ পার্ব্বণী দেওয়া হয়। যথা—পূজার পার্ব্বণী, দোলপার্ব্বণী প্রভৃতি।

পার্ব্বত (পুং) পর্ব্বতে ভবঃ অণ্ (বিভাষামনুষ্যে। পা ৪।২।১৪৪) ১ মহানিম্ব, চলিত ঘোড়ানিম। ২ অস্ত্রবিশেষ।

"ভৌমেন প্রাবিশদ্ভূমিং পার্ব্বতেনাভবদ্‌গিরিঃ। (ভা°১।১৩৬।২০)

(ত্রি) ৩ পর্ব্বতসম্বন্ধী। (ভারত ১।৯০।১০)

(ক্লী) ৪ হিঙ্গুল। ৫ শিলাজতু। ৬ সীসক। (বৈদ্যকনি°)

পার্ব্বতপীলু (পুং) অক্ষোট বৃক্ষ।

পার্ব্বতায়ন (পুং) পর্ব্বতস্য ঋষের্গোত্রাপত্যং কফ্। পর্ব্বত ঋষির অপত্য। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

পার্ব্বতি (পুং) পর্ব্বত অপত্যার্থে ইঞ্। পর্ব্বত ঋষির অপত্য। (পা ৪।১।১০৩)

পার্ব্বতিক (ক্লী) পর্ব্বতমালা।

পার্ব্বতী (স্ত্রী) পর্ব্বতো হিমাচলস্তস্য তদধিষ্ঠাতৃদেবস্যেতি অপত্যং, অণ্ ততো ঙীপ্। পর্ব্বতরাজদুহিতা, দুর্গা। নামনিরুক্তি—

"তিথিভেদে কল্পভেদে পর্ব্বভেদপ্রভেদতঃ।
খ্যাতৌ তেষু চ বিখ্যাতা পার্ব্বতী তেন কীর্ত্তিতা॥
মহোৎসববিশেষশ্চ পর্ব্বন্বিতি প্রকীর্ত্তিতম্।
তস্যাধিদেবী যা সা পার্ব্বতী পরিকীর্ত্তিতা॥
পর্ব্বতস্য সুতা দেবী সাবির্ভূতা চ পর্ব্বতে।
পর্ব্বতাধিষ্ঠাতৃদেবী পার্ব্বতী তেন কীর্ত্তিতা॥"
(প্রকৃতিখণ্ড দুর্গোপাখ্যান ৫৪ অ°)

তিথি, কল্প ও পর্ব্বভেদে যিনি বিখ্যাত হন, তিনি পার্ব্বতী নামে খ্যাত। পর্ব্বদিনসমূহে যে সকল মহোৎসব অভিহিত হইয়াছে, সেই সকল মহোৎসবের যিনি অধিষ্ঠাতৃদেবী, তিনি পার্ব্বতী নামে অভিহিত। পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের দুহিতা এবং পর্ব্বতের অধিষ্ঠাতৃদেবী এইজন্যও পার্ব্বতী নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। [উমা, দুর্গা প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

২ শল্লকী। ৩ গোপালপুত্রিকা। ৪ দ্রৌপদী। ৫ জীবনী। ৬ সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা। ৭ ক্ষুদ্রপাষাণভেদী। ৮ ধাতকী। ৯ সৈংহলী।

'পার্ব্বতী শল্লকী দুর্গা গোপালপুত্রিকাসু চ।' (মেদিনী)

পার্ব্বতী, পঞ্জাবের অন্তর্গত কাঙড়াজেলার একটী নদী। ইহা হিমালয় পর্ব্বতের বাজিরিরূপি নামক স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়া রেবতী নদীতে পতিত হইতেছে। এই নদী যে উপত্যকা

হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সে স্থলে শাল সেগুণ প্রভৃতি বৃক্ষে পরিপূর্ণ। এখানকার জমি অত্যন্ত উর্ব্বরা এবং প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই উপত্যকার প্রথমাংশ অনুর্ব্বরা ও লোকের বসতিহীন।

পার্ব্বতী, চম্বল নদীর একটী শাখা। বর্ষাকাল ব্যতীত এই নদী পদব্রজে পার হওয়া যায়। এই পার্ব্বতী নদী বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

পার্ব্বতী, রাজগিরি হইতে ১০ মাইল উত্তরপশ্চিমে এবং বিহারের ১১ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত একখানি গ্রাম। হিউএন্‌ৎসিয়াং যে সময়ে ভারতবর্ষে আগমন করেন, সে সময়ে এখানে বহুসংখ্যক বৌদ্ধবিহার ও মন্দির ছিল। অদ্যাপি এই সকল বিহারের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়।

পার্ব্বতীক্ষেত্র (স্ত্রী) বিরজাক্ষেত্র, যাজপুর।

পার্ব্বতীনন্দন (পুং) পার্ব্বত্যা নন্দনঃ। কার্ত্তিকেয়। পার্ব্বতীর পুত্রাদি।

পার্ব্বতীপুর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত বিশাখপত্তন জেলায় একটী নগর। অক্ষা° ১৮°৪৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩°২৪´ ৯০´´ পূঃ। ইংরাজরাজের সহকারী প্রতিনিধির সদর। এখানে সরকারী কাছারী, পুলিস ও ডাকঘর আছে। অধিবাসীর সংখ্যা ১০০৫৩। পার্ব্বতীপুর বেলগাম্ জমিদারীর মধ্যস্থলে অবস্থিত। বিশাখপত্তন জেলায় পার্ব্বতীপুর নামে আর একটী গ্রাম এবং এই গ্রামে এক পুরাতন বিষ্ণুমন্দির আছে।

পার্ব্বতীয় (ত্রি) ১ পর্ব্বতভব। পাহাড়ীয়া। ২ পর্ব্বতসম্বন্ধীয়।

পার্ব্বতীয়কুমার (পুং) পার্ব্বতীয়ঃ পার্ব্বতীজাতঃ কুমারঃ। পার্ব্বতীপুত্র। "স্কন্দশাখবিশাখাশ্চ নৈগমেয়স্তথৈব চ।
পার্ব্বতীয়াঃ কুমারাশ্চ চত্বারঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥" (অগ্নিপু°)

পার্ব্বতীশ্বর (পুং) পার্ব্বত্যাঃ স্থাপিতঃ ঈশ্বরঃ। কাশীস্থিত শিবলিঙ্গভেদ। পার্ব্বতী কাশীতে যে শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন, তাহাকে পার্ব্বতীশ্বর কহে। এই শিবলিঙ্গপূজনে সকলপ্রকার পাতক প্রশমিত হয়। (কাশীখ°)

পার্ব্বতেয় (স্ত্রী) পর্ব্বতে ভবং পর্ব্বত-ঢক্। ১ সৌবীরাঞ্জন, চলিত সুর্ম্মা। (পুং) ২ সূর্য্যাবর্ত্তবৃক্ষ, চলিত হুড়হুড়িয়া। ৩ গজপিপ্পলী। (ত্রি) ৪ পর্ব্বতজাত। (স্ত্রী) ৫ ধাতকীবৃক্ষ। ৬ জিঙ্গিনী। (বৈদ্যকনি°)

পার্ব্বায়নান্তীয়া (স্ত্রী) পর্ব্বণোঽয়নস্য চান্তে বিহিতা ছন্। ইষ্টিভেদ, পর্ব্ব ও অয়নের অন্তে এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হয়, এইজন্য ইহার নাম পার্ব্বায়নান্তীয়া।
"বর্ত্তয়ংশ্চ শিলোঞ্ছাভ্যামগ্নিহোত্রপরায়ণঃ।
ইষ্টীঃ পার্ব্বায়নান্তীয়াঃ কেবলা নির্ব্বপেৎ সদা॥" (মনু ৩।১০)
'পর্ব্ব চ অয়নঞ্চ পর্ব্বায়নে তয়োরন্তস্তত্রভবা দর্শপৌর্ণমাসাগ্রহণাদ্যিকাঃ' (কুল্লূক)
পর্ব্ব পূর্ণিমা ও অমাবস্যাদি অয়নসংক্রান্তি প্রভৃতি এই সকলের অন্তে ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়।

পার্শেমাছ, স্বনামখ্যাত মৎস্যভেদ (Barilius barila) হিন্দি নাম পার্শি। এই জাতীয় মৎস্য দিল্লীর নিকট, মধ্যপ্রদেশ, বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা ও নিম্ন আসামে পাওয়া যায়। এই মৎস্য সচরাচর ৪ ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে এই মৎস্য এক ফুটের অধিকও দেখিতে পাওয়া যায়।

পার্শব (পুং) পর্শুর্না আয়ুধেন জীবতীতি পর্শু-অণ্। (পার্শ্বাদিযৌধেয়াদিভ্যোঽণঞৌ। পা ৫।৩।১১৮) পর্শুধারিযোদ্ধা, যাহারা পর্শু অস্ত্র ধারণ করিয়া যুদ্ধ করে।

পার্শুকা (স্ত্রী) পর্শুকা, পাঁজরা।

পার্শ্ব (পুং-ক্লী) স্পৃশত ইতি স্পৃশ-শ্বণ্ পৃ আদেশশ্চ (স্পৃশেঃ শ্বণ্ শুনৌ চ। উণ্ ৫।২৭) কক্ষাধোভাগ, পাশ।
"ন মে দূরে কিঞ্চিৎ ক্ষণমপি ন পার্শ্বে রথজবাৎ।"(শকু° ১ অঙ্ক)
(ক্লী) ২ চক্রোপান্ত। পর্শূনাং সমূহঃ অণ্। ৩ পর্শুগণ। ৪ পার্শ্বাস্থিসমূহ। ৫ অনৃজু উপায়, কুটিল উপায়।
'পার্শ্বং কক্ষান্তরে চক্রোপান্তে পর্শুগণেঽপি চ।' (মেদিনী)
৬ সন্নিকৃষ্ট। (হেম)
(পুং) ৭ জৈনদিগের ত্রয়োবিংশতি তীর্থঙ্কর। [পার্শ্বনাথ দেখ।]

পার্শ্বক (ত্রি) অনৃজুরুপায়ঃ পার্শ্বং তেন অন্বিচ্ছতি অর্থানিতি কন্ (পার্শ্বেনান্বিচ্ছতি। পা ৫।২।৭৫) শঠতা দ্বারা বিত্তবান্বেষী, যাহারা শঠতা করিয়া অর্থান্বেষণ করে।
'কুসৃত্যা বিত্তবান্বেষী পার্শ্বকঃ সন্ধিজীবকঃ।' (হেম)
স্বার্থে কন্। ২ পার্শ্ব শব্দার্থ।
"তন্মূলে দ্বে ললাটাক্ষিগণ্ডে নাসাঘনাস্থিকা।
পার্শ্বকাস্থালকৈঃ সার্দ্ধমর্ব্বুদৈশ্চ দ্বিসপ্ততিঃ॥" (যাজ্ঞবল্ক্যস° ৩।৮৯)

পার্শ্বগ (ত্রি) পার্শ্ব-গম-ড। ১ পার্শ্বগত, যাহা পার্শ্বদেশে গমন করে। (পুং) ২ অনুচর, সহচর।

পার্শ্বগত (ত্রি) পার্শ্বং গতঃ দ্বিতীয়া তৎপুরুষঃ। ১ পার্শ্বস্থ। ২ যে নিকটে থাকে। ৩ কাছে রাখা।

পার্শ্বগমন (ক্লী) পার্শ্বে গমনং। পার্শ্বদেশে গমন। সহগমন।

পার্শ্বচন্দ্র, এক প্রসিদ্ধ জৈন পণ্ডিত। ইনি ১৫৩৭ সংবতে বীরভদ্রসাধুরচিত "চতুঃশরণপ্রকীর্ণকের" বার্ত্তিক রচনা করেন।

পার্শ্বচর (পুং) পার্শ্বে চরতীতি চর-অচ্। অনুচর, পার্শ্ববর্ত্তী ভৃত্য, যাহারা পশ্চাৎ দিকে থাকে।

পার্শ্বতস্ (অব্য) পার্শ্ব (আদ্যাদিভ্য উপসংখ্যানম্। পা ৫।৪।৪৪ বা) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা তসিঃ। পার্শ্ব হইতে, পার্শ্বদেশে।

"মিত্রকৃত্যমপদিশ্য পার্শ্বতঃ প্রস্থিতং তমনবস্থিতং প্রিয়াঃ।"
(রঘু ১৯।৩১)

পার্শ্বতীয় (ত্রি) পার্শ্বতোভবঃ পার্শ্ব (মুখপার্শ্বতসোর্লোপশ্চ। পা ৪।২।১৩৮ বা) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা ছ। ১ পার্শ্বভব, যাহা পার্শ্ব হইতে অথবা পার্শ্বদেশে হয়।

পার্শ্বদ (পুং) পার্শ্ব-দা-ক। অনুচর।

পার্শ্বদাহ (পুং) পার্শ্বদেশে ব্যথা।

পার্শ্বদেবগণি, একজন বিখ্যাত জৈন যতি, ইনি ১১৬৯ সম্বতে হরিভদ্র রচিত 'ন্যায়প্রবেশের' পঞ্জিকা রচনা করেন। আখ্যানমণিকোষ-রচনাকালে ইনি অগ্রদেবসূরিকেও সাহায্য করিয়াছিলেন।

পার্শ্বদেশ (পুং) পার্শ্বভাগ, পঞ্জরের স্থান।

পার্শ্বনাগ, একজন জৈন গ্রন্থকার, ইনি ১০৪২ সংবতে 'আত্মানুশাসন' রচনা করেন।

পার্শ্বনাথ (পুং) জিনভেদ। জৈনদিগের ত্রয়োবিংশতি তীর্থঙ্কর।

ভাবদেবসূরির পার্শ্বনাথচরিতে লিখিত আছে,—বারাণসীপুরীতে ইক্ষ্বাকুবংশীয় অশ্বসেন নামক এক নরপতি ছিলেন। ইনি রাজোচিত সমুদায় গুণে বিভূষিত হওয়ায় ইঁহার ভুবনবিখ্যাত যশঃসৌরভে দিগ্‌দিগন্ত আমোদিত হইয়াছিল। ইনি অধিক সময়েই ধর্ম্মালোচনা এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া অতিবাহিত করিতেন। ইঁহার মহিষীর নাম বামা। বামা সর্ব্ববিষয়েই বিদুষী ছিলেন, পাপকর্ম্মে ইঁহার আদৌ মতি ছিল না, সকল সময়েই পবিত্রভাবে অবস্থান করিতেন, যদি কেহ পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিত, তাহা হইলে তিনি মনে মনে ব্যথিত হইতেন। দয়া দাক্ষিণ্যাদি অপরাপর গুণগুলিও ইঁহার নিকট সমভাবেই বর্ত্তমান ছিল।

রমণীকুলের ললামভূতা বামা সত্য সত্যই বামাকুলের শিরোমণি ছিলেন। একদা চৈত্রমাসে কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্থী তিথিতে বিশাখানক্ষত্রের যোগ হইলে মহিষী বামা নিশীথ সময়ে একটী অদ্ভুত স্বপ্ন সন্দর্শন করিলেন। তিনি যে চতুর্দ্দশটী মহা স্বপ্ন দর্শন করেন, তাহা একজন তীর্থঙ্করের জন্মসূচক। বামা তাঁহার মুখমধ্যে গজেন্দ্র, বৃষভ, সিংহ, লক্ষ্মী, মালা, শশী, রবি, ধ্বজ, সরোবর, সমুদ্র, বিমান, অষ্টবসু ও অনিল এই চতুর্দ্দশটীকে প্রবেশ করিতে দেখিলেন। মহিষীর এই স্বপ্নদর্শনবৃত্তান্ত ক্রমে রাজার কর্ণগোচর হইল। কিছুদিন পরে বামাও হৃষ্টান্তঃকরণে গর্ভধারণ করিলেন। সেই সময়ে তিনি কল্পলতিকার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

স্বর্গ হইতে দেবগণ আসিয়া কিঙ্করের ন্যায় গর্ভবতী বামার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন এবং গর্ভকালীন যে বস্তুতে তাঁহার অভিলাষ জন্মিত, তৎক্ষণাৎ তাহা পূরণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে নবমমাস উপস্থিত হইল, পৌষমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় দশমী তিথিতে বিশাখানক্ষত্রের যোগ হইলে শুভলগ্নে এবং শুভ মুহূর্ত্তে নিশীথসময়ে বামাদেবী একটী পুত্র প্রসব করিলেন। পুত্রটী নীলবর্ণ এবং সর্পচিহ্নে চিহ্নিত হইল। প্রসবকরিবামাত্র দেবগণ স্বর্গ হইতে দুন্দুভিনাদসহ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। দিক্‌সকল এবং সরোবরনিচয় প্রসন্ন হইল। ভগবান্ হুতাশন দক্ষিণার্চ্চি হইয়া আহুতি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ত্রিবিধ গুণশালী সমীরণ ধীরে ধীরে বহিতে লাগিল। এই প্রকার আরও অনেকানেক মাঙ্গলিক ক্রিয়াসকল সেই সময়ে উপস্থিত হইল। সহসা ত্রিভুবনবাসী সকলেই আনন্দিত হইল। অধিক কি? নরকবাসীরাও কিছুক্ষণের জন্য পরমানন্দ লাভ করিতে লাগিল। জাতবালককে ভগবান্ জিন বলিয়া বুঝিতে পারিয়া ভোগঙ্করা প্রভৃতি অধোলোকনিবাসিনী দিক্‌কুমারিকাগণ স্ব স্ব স্থান হইতে আগমন করিয়া সূতিকাগারের নিকট উপস্থিত হইল এবং জিনকে নমস্কার করিয়া পরে জিনজননী বামাকেও নমস্কার করিল। ক্রমে মেঘঙ্করা প্রভৃতি ঊর্দ্ধলোকনিবাসিনী দিক্‌কন্যাগণও সেই সময়ে সূতিকাগৃহের নিকট আসিয়া পুষ্পবর্ষণ করিল। এইরূপ অন্যান্য বহুসংখ্যক দেব ও দেবাঙ্গনা আসিয়া জাতবালকের মাঙ্গলিকক্রিয়া সকল অনুষ্ঠান করিয়া জন্মোৎসব সম্পন্ন করিলেন। বামাদেবী স্বীয় তনয়কে সুন্দর নেপথ্যসাজে সজ্জিত দেখিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। রাজা অশ্বসেন পুত্রের জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বার্ত্তাবহকে বহুমূল্য পারিতোষিক দিলেন, প্রীত হইয়া কারাবাসীদিগকে মুক্ত করিলেন এবং দিব্যাঙ্গনাদিগকে আনয়ন করিয়া নৃত্য, গীত, জয়ধ্বনি, উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি প্রভৃতি নানাবিধ মঙ্গলকার্য্য সম্পাদন করিলেন। বামাদেবী গর্ভাবস্থায় এক দিন রাত্রিকালে একটী সর্পকে নিজের পার্শ্বদেশে বিসর্পিত হইতে দেখিয়াছিলেন, এই কথা পতির নিকট ব্যক্ত করিলেন। তাহা শুনিয়া রাজা স্বীয়পুত্রের 'পার্শ্ব' এই নাম রাখিলেন। ইন্দ্রাদিষ্ট ধাত্রীগণ আসিয়া পার্শ্বকে পালন করিতে লাগিল। পার্শ্ব দিন দিন দেহোপচয় লাভ করিয়া শরীরশোভায় জগৎ আলোকিত করিলেন, মহাপুরুষের লক্ষণ সকল পার্শ্বের শরীরে ক্রমে অভিব্যক্ত হইতে লাগিল। অমানুষাকৃতি পার্শ্ব ক্রমে বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিলেন। তিনি নবহস্তপরিমিত শরীর ধারণ করিলেন। তাঁহার শরীরশোভায় ত্রিভুবনবাসী সকলেই মুগ্ধ হইল।

একদিন রাজা অশ্বসেন স্বীয় আস্থানমণ্ডপে বসিয়া আছেন,

এমন সময় একজন লোক আসিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বিনীতভাবে বলিতে লাগিল, "দেব! সর্ব্ববিধ সমৃদ্ধিসম্পন্ন সুরম্য হর্ম্ম্যশালী কুশস্থল নামে একটী পরম রমণীয় নগর আছে। তথায় নরবর্ম্মা নামে একজন নৃপতি আছেন, তিনি তেজস্বিতায় মধ্যাহ্নকালীন প্রভাকরের ন্যায় সর্ব্বোপরি বিরাজমান। তিনি ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বলিয়া আশ্রম সমুদায়ের গুরু, সর্ব্বদাই জিনধর্ম্মে রত এবং নীতিপূর্ব্বক রাজ্যশাসনে তৎপর, তাঁহার সত্যবাদিতা ও সাধুশুশ্রূষণা জগদ্বিখ্যাত, সম্প্রতি তিনি রাজ্যভার পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র প্রসেনজিৎ এক্ষণে রাজা হইয়াছেন। রাজা প্রসেনজিৎও একজন পরমদয়ালু ও ধার্ম্মিক। তাঁহার তনয়ার নাম প্রভাবতী। প্রভাবতী সম্প্রতি যুবতী হইয়া সত্য সত্যই প্রভাবতী হইয়াছেন। তাঁহার রূপে ও গুণে জাগতিক সমস্ত উৎকৃষ্ট বস্তুই পরাস্ত হইয়াছে।

"সেই ত্রিভুবনসুন্দরী প্রভাবতী একদিন সখীদিগের সহিত রমণীয় উদ্যানমধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন। এমন সময় কিন্নরীগণ সঙ্গীতপ্রসঙ্গে পার্শ্বনাথের রূপগুণের উল্লেখ করিয়া যথেষ্ট প্রশংসা করিল এবং বলিল, এই জগতে পার্শ্বনাথ যে রমণীর পাণিগ্রহণ করিবেন, সেই রমণী রমণীকুলের শিরোমণি হইবে। প্রভাবতী ঐ কথা শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ পার্শ্বনাথে মন প্রাণ অর্পণ করিলেন। প্রভাবতী তদবধি লজ্জা ভয় ত্যাগ করিয়া তদেকতানমনে সততই পার্শ্বনাথকে ধ্যান করিতে লাগিলেন এবং নামসম্বলিত গান শুনিতে লাগিলেন।

"প্রভাবতী দিন দিন কুসুমধন্বুর কুসুমশরে আহত হইয়া নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। সখীগণ প্রভাবতীর মদনতাপ দূর করিবার জন্য চন্দনাদি নানাবিধ শীতল বস্তু আনিয়া প্রভাবতীর গাত্রে লেপন করিতে লাগিল এবং রাজা ও রাণীর নিকট প্রভাবতী সম্বন্ধীয় সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। রাজা এবং রাণী এই কথা শুনিবামাত্র নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, ভালই হইয়াছে, আমাদের কন্যা প্রভাবতী আজ অনুরূপ বরেই অনুরাগিণী হইয়াছে। সত্য সত্যই এই ত্রিভুবনে পার্শ্বনাথের ন্যায় যোগ্য বর আর নাই। রাজা প্রসেনজিৎ এই কথা কহিয়া কন্যার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, কন্যা প্রভাবতী পার্শ্বনাথের চিন্তায় বড়ই বিধুরা হইয়াছে। তখন তিনি নিশ্চয় করিলেন, শীঘ্রই আমি প্রভাবতীকে পার্শ্বনাথের উদ্দেশে স্বয়ম্বরে প্রেরণ করিব। রাজা এইরূপ নিশ্চয় করিতেছেন, ইতিমধ্যে কলিঙ্গদেশের অধিপতি যবননামক একজন উদ্ধত প্রকৃতির রাজা প্রসেনজিতের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলপূর্ব্বক প্রভাবতীকে হরণ করিবার নিমিত্ত বহুসংখ্যক সৈন্যসহ সহসা কুশস্থলপুরী অবরোধ করিয়াছে। এই বৃত্তান্ত আপনার নিকট নিবেদন করিবার নিমিত্তই আমি প্রেরিত হইয়াছি, অতএব ইহা শুনিয়া আপনার যাহা অভিরুচি হয় করুন।"

বারাণসীপতি অশ্বসেন এই কথা শুনিবামাত্র ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বলিলেন, কোন চিন্তা নাই। আমি এক্ষণই সসৈন্যে কুশস্থলে যাত্রা করিয়া দুরাত্মা যবনকে বিদূরিত করিব। এই বলিয়া রণভেরী বাজাইয়া সমুদায় সৈন্যসামন্ত একত্র করিতেছেন, এমন সময় পুত্র পার্শ্বনাথ ক্রীড়াগৃহ হইতে পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, পিতঃ! এই জগতে আপনার সমকক্ষ লোক কেহই নাই; অতএব হঠাৎ আপনি কাহার প্রতি এরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। রাজা অশ্বসেন পুত্রের নিকট সমুদায় ঘটনা বিবৃত করিলেন। পুত্র পার্শ্বনাথ ইহা শুনিয়া নিজেই যুদ্ধে যাইবার জন্য পিতার নিকট প্রার্থনা করিলেন। পিতা পুত্রের বাহুবল বুঝিতে পারিয়া যুদ্ধে যাইতে অনুমতি দিলেন। পার্শ্বনাথ গজারূঢ় হইয়া অশ্বারোহী গজারোহী প্রভৃতি ভূপালবর্গ এবং নানাবিধ সৈন্যসমূহ সমভিব্যাহারে কুশস্থলে যাত্রা করিলেন। কুশস্থলে উপস্থিত হইবামাত্র সর্ব্বাগ্রে দূত পাঠাইয়া যবনরাজকে কুশস্থল হইতে চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। যবন প্রথমে দূতের কথা উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিল এবং পার্শ্বনাথের নাম শুনিয়া নানাবিধ দর্পকথা প্রয়োগ করিল। পরে বৃদ্ধমন্ত্রীর মুখে পার্শ্বনাথের মাহাত্ম্যকথা শুনিতে পাইয়া শশব্যস্তে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল এবং নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া পার্শ্বনাথের নানা প্রকার স্তব করিল। পার্শ্বনাথ তুষ্ট হইয়া তাহাকে বলিলেন, তুমি এ স্থান হইতে চলিয়া যাও, এইরূপ কার্য্য আর কখন করিও না। এই কথা বলিয়া সৎকার করিয়া যবনকে বিদায় দিলেন। রাজা প্রসেনজিৎ এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া মনে মনে পার্শ্বনাথকে যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন এবং মন্ত্রীসহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া স্বীয় কন্যা প্রভাবতীর পাণিগ্রহণ করিবার নিমিত্ত পার্শ্বনাথকে অনুরোধ করিলেন। পার্শ্বনাথ পিতার আজ্ঞা ভিন্ন পাণিগ্রহণে অসম্মত হইলে প্রসেনজিৎ কন্যা প্রভাবতীকে সঙ্গে লইয়া পার্শ্বনাথের সহিত কাশী যাইতে মনন করিলেন। পার্শ্বনাথও অগ্রে অগ্রে সৈন্যসমবায় প্রেরণ করিয়া কুশস্থলপতি প্রসেনজিতের সহিত স্বীয় পুরী বারাণসীধামে উপস্থিত হইলেন।

বারাণসীপতি অশ্বসেন পুত্রের আগমনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং পুত্র পার্শ্বনাথকে ও তৎসমভিব্যাহারী রাজা প্রসেনজিৎকে কুশলপ্রশ্নে সম্ভাষণ করিলেন। পরে প্রসেন-

জিতের অভিপ্রায় জানিয়া পুত্র পার্শ্বনাথকে বিবাহ করিবার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। পার্শ্বনাথ সংসারের অনিত্যতা বুঝিয়া বিবাহ করিতে প্রথমে অসম্মত হন; কিন্তু পরে পিতার প্রবোধনায় স্বীকৃত হইলেন। রাজা অশ্বসেন শুভলগ্নে বিবাহ দিন স্থির করিয়া মহা সমারোহে প্রভাবতীর সহিত স্বীয় পুত্রের বিবাহ দিলেন। বিবাহ উপলক্ষে প্রভূত পরিমাণে ধন দান করিয়া অভ্যাগত জনসমূহকে পরম আপ্যায়িত করিলেন।

অনন্তর কিছু দিন অতীত হইলে পার্শ্বনাথ একদিন সৌধোপরি থাকিয়া বাতায়নসাহায্যে কাশীপুরীর দিকে দৃষ্টি করিলেন, দেখিলেন, পুরবাসীরা নানাবিধ পূজোপকরণ লইয়া গমন করিতেছে। পার্শ্বনাথ বণিকদিগকে পুরীর আকস্মিক মহোৎসব ও লোকগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, প্রভো! এই পুরীতে কঠ নামক জনৈক ব্যক্তি পঞ্চাগ্নি-দ্বারা তপস্যা করিতেছে, তাঁহাকে সেবা করিবার জন্যই এই জনসমুদায় গমন করিতেছে। এই কথা শুনিয়া পার্শ্বনাথ বড়ই কুতূহলী হইলেন এবং অনুচরগণের সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সত্য সত্যই এক ব্যক্তি পঞ্চাগ্নি-দ্বারা তপস্যা করিতেছে। কিছুকাল পরে জ্ঞানী পার্শ্বনাথ বহ্নিকুণ্ড মধ্যে একটী মহাসর্পকে দহ্যমান দেখিয়া দয়াকুল-হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন, "অহো কি অজ্ঞান! দয়াহীন ধর্ম্ম কখন ধর্ম্ম হইতে পারে না" ইত্যাদি। তিনি ধর্ম্ম ও দয়া সম্বন্ধীয় অনেক কথা বলিতে বলিতে তথা হইতে চলিয়া গেলেন। সুখ এবং ভোগবাহুল্যে পার্শ্বনাথের অনেক দিন কাটিয়া গেল। পার্শ্বনাথ একদিন উদ্যানবাটিকা দর্শন করিতে মনন করিয়া ভৃত্যসহ তথায় উপস্থিত হইলেন। উদ্যানপালক উদ্যানের রমণীয় ফলপুষ্পাদিগত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সকল পার্শ্বনাথকে দেখাইতে লাগিল। পার্শ্বনাথ ক্রমে উদ্যানে শোভা দেখিতে দেখিতে উদ্যানস্থ প্রাসাদ মধ্যে উপনীত হইলেন। তথায় প্রাসাদের কোন একটী ভিত্তিদেশে তীর্থঙ্কর নেমির চরিত্ররাশি চিত্রিত দেখিয়া মনোমধ্যে বিবেককে আশ্রয় দিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, অহো এই মহাপুরুষ নেমির সংসার-বৈরাগ্য জগতে অতুলনীয়। অহো! ইনি এই নবীন বয়সেই সংসারের অনিত্যতা বুঝিতে পারিয়া সমুদায় বিষয় বিমুখ হইয়াছিলেন এবং নিঃসঙ্গভাবে কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। পার্শ্বনাথ মনে মনে নেমির এইরূপ বৈরাগ্যকথা ভাবিতেছেন। এমন সময় ব্রহ্মলোক হইতে সারস্বতাদি দেবগণ আসিয়া নমস্কারপূর্ব্বক পার্শ্বনাথকে বলিতে লাগিলেন, প্রভো! এই জগতের মোহজাল ছেদন করিতে আপনি ভিন্ন আর কেহই সক্ষম নহেন, অতএব ত্রিলোকীর উপকারের নিমিত্ত আপনি তীর্থের প্রবর্ত্তনা করুন। এই কথা কহিয়া দেবগণ স্বর্গে চলিয়া গেলেন। পার্শ্বনাথও নিশাগমনে সকল প্রিয়জন পরিত্যাগ করিলেন এবং সংসারে আসিয়া দেহিগণ জন্মমরণাদি নানাবিধ কষ্টভোগ করিতেছে, কি উপায়ে ইহাদিগের অজ্ঞানমোহ দূর হইয়া যায়, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে নিশা অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর সূর্য্যোদয়ে প্রভাতকৃত্য সমাধা করিয়া মাতাপিতার নিকট গমন করিলেন।

তিনি মাতাপিতার নিকট স্বীয় দীক্ষার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া দরিদ্রদিগকে প্রভূত পরিমাণে ধন বিতরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ধনবর্ষণে জগতের দারিদ্র্যময় দাবাগ্নি সকল প্রশমিত হইল। এমন কি নবোদ্ভিন্ন তরুলতাচ্ছলে পৃথিবীও যেন পুলকিত হইয়া তাঁহার দানের অভিনন্দন করিতে লাগিলেন। পার্শ্বনাথের দীক্ষামহোৎসবে নানাদেশীয় নরপতিগণ আসিয়া যোগদান করিলেন। নানাবিধ নৃত্য, গীত, বাদ্য ও জয় শব্দে কাশীনগরী পূর্ণ হইয়া উঠিল। তখন পার্শ্বস্বামী একটী শিবিকার আরোহণ করিয়া সংযম করিবার জন্য প্রীতিসহকারে একটী রমণীয় আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং বিশাখানক্ষত্রযুক্ত পৌষমাসীয় কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে মুণ্ডিত হইয়া দীক্ষিত হইলেন। অনন্তর দ্বিতীয় দিবসে কোপকট নামক স্থানে ধন্যের গৃহে উপস্থিত হইলেন। ধন্য পার্শ্বনাথকে গৃহাগত দেখিয়া হর্ষভরে হঠাৎ বিবেকী হইয়া উঠিল এবং আনন্দের সহিত তাঁহার পারণকার্য্য সম্পাদন করিল। পার্শ্বনাথ যেখানে বসিয়া পারণ করিলেন, ধন্য আনন্দিত হইয়া সেই স্থানে পার্শ্বনাথের একটী পাদপীঠ সংস্থাপন করিল। পরে পার্শ্বনাথ বিবিধ গ্রাম এবং নগরে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি ক্রমে ধরিত্রীর ন্যায় সর্ব্বংসহ হইয়া উঠিলেন, শরৎকালীন সলিলের ন্যায় নির্ম্মলতা ধারণ করিলেন, বহ্নির ন্যায় তেজস্বী হইলেন, বায়ুর ন্যায় অপ্রতিহতগতি হইলেন এবং আকাশের ন্যায় নিরালম্ব হইয়া উঠিলেন। পার্শ্বনাথ চরণবিন্যাসে এই ধরিত্রীকে পবিত্র করিতে লাগিলেন। তিনি কুণ্ড নামক সরসীতীরে প্রতিমারূপে অবস্থান করিলেন। পার্শ্বনাথ সেইরূপ কলিকুণ্ডতীর্থ, শিবাপুরী, কৌশাম্ব ও রাজপুর প্রভৃতি অনেক দেশে ভ্রমণ করিয়া কোথাও পতিতের উদ্ধার করিতে লাগিলেন, কোথাও বা প্রতিমারূপে অবস্থান করিলেন। তিনি রাজপুরে একজন মুনিশপ্ত ব্রাহ্মণকে উদ্ধার করিলেন, তত্রত্য চৈত্য কুকুটেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ হইল। পরে পার্শ্বনাথ সেই পূর্ব্বোক্ত কঠের সহিত কর্ম্ম-ঋণ হইতে মুক্ত হইলেন, পরে কাশীধামে কোন একটী আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তপস্যায় রত হইলেন, তথায় ধাতকীবৃক্ষতলে তাঁহার চতুরশীতি

দিন অতীত হইল। চৈত্রমাসীয় কৃষ্ণা চতুর্থী তিথিতে চন্দ্র বিশাখানক্ষত্রে গমন করিলে পার্শ্বনাথ পূর্ব্বাহ্ণ সময়ে অনন্তকৈবল্য কেবলজ্ঞান লাভ করিলেন। তিনি জ্ঞানলাভের পর অদ্বৈতময় হইয়া ত্রৈকালিক সমস্ত বিষয়ই জানিতে পারি-

পার্শ্বনাথ।
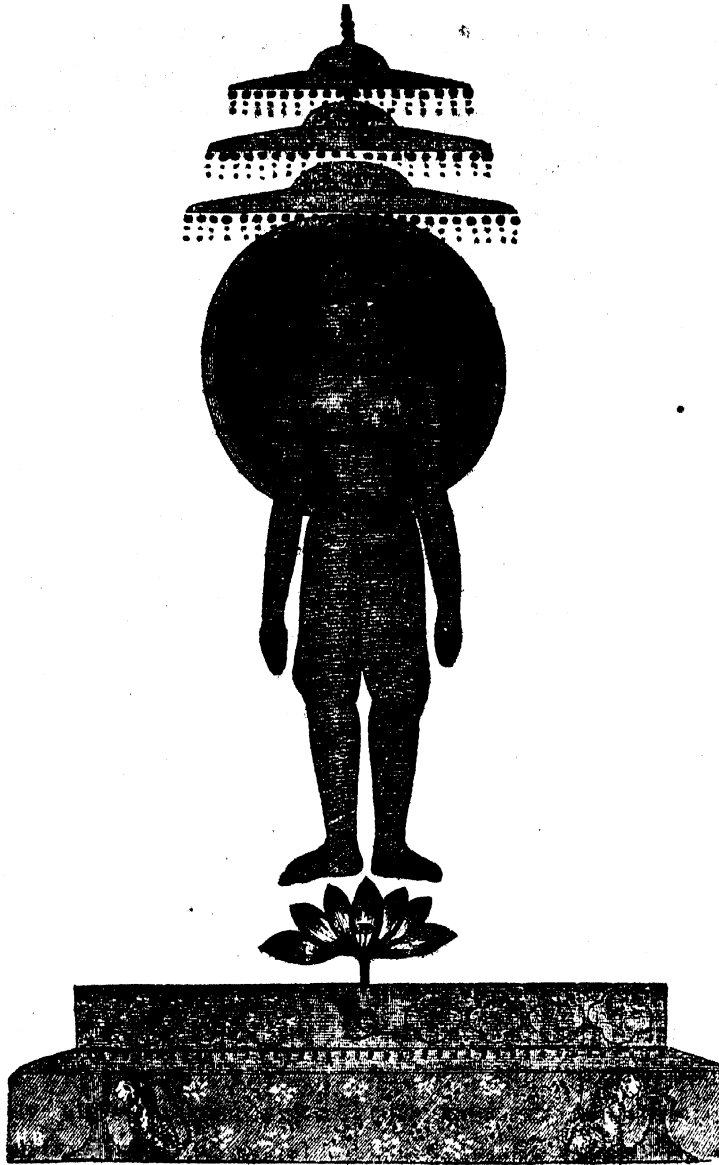
লেন, এবং সমস্তই দর্শন করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার অলৌকিক মাহাত্ম্য সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। একদা রাজা অশ্বসেন উদ্যানপালের মুখে পুত্রের বৈভবকথা শুনিতে পাইয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং বামাদেবীও প্রভাবতীর নিকট পুত্রের সংবাদ বলিয়া তাঁহাদিগকেও আনন্দিত করিলেন। পরে হস্ত্যশ্বাদি নানাবিধ রাজোপকরণ লইয়া বামাদেবীর সহিত তাঁহাকে বন্দনা করিতে গমন করিলেন এবং বিবিধ স্তব করিতে লাগিলেন। প্রভু পার্শ্বনাথও পিতাকে অনেক ধর্ম্ম কথা কহিতে কহিতে প্রসঙ্গাধীন অনেক ধর্ম্ম-প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

পরে তিনি বিশ্বের মঙ্গল কামনায় পুনরায় নানাদেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদিন ভ্রমণ করিতে করিতে

পুণ্ড্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিছুদিন পরে তথা হইতে তাম্রলিপ্তে গমন করিলেন, তথায় সাগরদত্ত নামক জনৈক যুবক শ্রাবক হইয়া পার্শ্বনাথের নিকট উপস্থিত হইল। পার্শ্বনাথকে ধর্ম্মজিজ্ঞাসা করায় তিনি জিনধর্ম্মের উপদেশ দিলেন। পরে শিব, সুন্দর, সৌম্য ও জয় নামক আরও চারিজন ধর্ম্মজিজ্ঞাসু পার্শ্বনাথের শিষ্য হইল। পার্শ্বনাথ সেখান হইতে ক্রমে নাগপুরীতে উপস্থিত হইয়া তথায় জনৈক ধনাঢ্য অথচ পণ্ডিত বন্ধুদত্ত নামক যুবককে বিবিধ ধর্ম্মের উপদেশ দিলেন। পার্শ্বনাথ এইরূপে বিহার করিতে লাগিলেন, তাঁহার কেবলজ্ঞানলাভ করিবার দিন হইতেই বহুসংখ্যক শ্রাবক, সাধু, ঋষি, সাধ্বী ও কেবলী প্রভৃতি তাঁহার অনুগত হইয়াছিলেন। প্রভু পার্শ্বনাথ ক্রমে তাঁহার নির্ব্বাণকাল আসন্ন বুঝিয়া সমেতশিখরে গমন করিলেন। তাঁহার আগমনে শৈলরাজ নানা ফুল ফলে পূর্ণ হইল। কিন্নরীগণ গান করিতে লাগিল। সুরেন্দ্রের সহিত সুরগণ আসিয়া উপগত হইলেন। প্রভু পার্শ্বনাথ শ্রাবণ মাসের শুক্লাষ্টমীর দিন শ্রবণা নক্ষত্রের যোগ হইলে যোগাবলম্বনপূর্ব্বক স্বীয় দেহ পরিত্যাগ করিয়া মুখ্যালোকে গমন করিলেন। (ভাবদেবসূরি)

সকলকীর্ত্তির মতে, পার্শ্বনাথ অশ্বসেনের ঔরসে ব্রহ্মীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

"শ্রীল শ্রীপার্শ্বতীর্থেশো বিশ্বেসেন নৃপালয়ে।
ব্রহ্মীগর্ভে জগন্নাথোঽবতরিষ্যতি মুক্তয়ে॥" (পার্শ্বনাথচরিত্র ১০।৭১)

কল্পসূত্র হইতে জানিতে পারি—পার্শ্বনাথ শতবর্ষ বয়সে ৭৭৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে নির্ব্বাণলাভ করেন।

[পার্শ্বনাথের অপরাপর বিবরণ জৈন শব্দে জিনমালায় দ্রষ্টব্য।]

পার্শ্বপরিবর্ত্তন (ক্লী) পার্শ্বস্থ পার্শ্বেন বা পরিবর্ত্তনং। ১ কটিদান, কর্ণিকাপরিবৃত্তি। চলিত পাশমোড়া, পাশ ফিরাণ। পার্শ্বদেশের পরাবৃত্তি। ২ উৎসবভেদ। ভাদ্রমাসের শুক্লাএকাদশীর দিন ভগবান্ বিষ্ণু বাম পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া দক্ষিণপার্শ্বে শয়ন করিয়াছিলেন, এইজন্য এই দিনে বৈষ্ণবেরই উৎসব করিতে হয়। যে বৈষ্ণব এই উৎসব করেন, তাঁহার সকল পাতক নাশ হয়।

"ভাদ্রস্য শুক্লৈকাদশ্যাং শয়নোৎসববৎপ্রভোঃ।
কটিদানোৎসবং কুর্য্যাৎ বৈষ্ণবৈঃ সহ বৈষ্ণবঃ॥" (হরিভক্তিবি°)

এই পার্শ্বপরিবর্ত্তন-একাদশীর দিন সকলেরই উপবাস করিয়া এই উৎসব করিতে হয়। ইহাকে কটিদানোৎসব কহে। শয়নোৎসবের ন্যায় এই উৎসব করিতে হয়। হরিভক্তিবিলাসে ইহার বিশেষবিবরণ লিখিত আছে। এই একাদশীর দিন নিম্নলিখিত মন্ত্রে ভগবান্ বিষ্ণুকে অভ্যর্থনা করিতে হয়।

"দেবদেব জগন্নাথ! যোগিগম্য! নিরঞ্জন!।
কটিদানং কুরুষ্বাদ্য মাসি ভাদ্রপদে শুভে॥
মহাপূজাং ততঃ কৃত্বা বৈষ্ণবান্ পরিতোষ্য চ।
দেবং স্বমন্দিরে নীত্বা যথা পূর্ব্বং নিবেশয়েৎ॥"
(হরিভক্তিবি° ১৫ বি°)

পার্শ্বপরিবর্ত্তিন্ (ত্রি) পার্শ্ব-পরি-বৃত-ণিনি। পার্শ্বস্থ, পার্শ্ববর্ত্তী।

পার্শ্বপিপ্পল (ক্লী) ১ হরীতকীবিশেষ। (ভাবপ্র°) ২ পারীষবৃক্ষ, হিন্দী গজহড়।

পার্শ্বভাগ (পুং) পার্শ্বস্থ ভাগঃ। পক্ষভাগ। হস্তী প্রভৃতির পার্শ্বদেশ।

পার্শ্বরুজ্ (স্ত্রী) পার্শ্বস্থ বা রুক্। পার্শ্বদেশের পীড়া।

পার্শ্বল (ত্রি) পার্শ্ব সিধ্মাদিত্বাৎ লচ্। (পা ৪।২।৯৭) পার্শ্বসমুদায় যুক্ত।

পার্শ্ববক্ত্র (ত্রি) পার্শ্বে বক্ত্রং যস্য। মহাদেব। (হরিব° ২১৭ অ°)

পার্শ্বশয় (ত্রি) পার্শ্বে শেতে শী-অচ্। পার্শ্বদেশে শয়নকারী

পার্শ্বশায়িন্ (ত্রি) পার্শ্ব-শী-ণিনি। যাহারা পার্শ্বদেশে শয়ন করে।

পার্শ্বশূল (পুং ক্লী) পার্শ্বে জাতঃ শূলঃ। শূলরোগবিশেষ। সুশ্রুতে এই রোগের লক্ষণাদি এইরূপ লিখিত আছে,—

কুক্ষিপার্শ্বে বায়ু রুদ্ধ হইয়া আধ্মান ও গুড়্গুড়্ শব্দ জন্মায়। ইহাতে সূচীবিদ্ধের ন্যায় যাতনা হয়, এই জন্য অতি কষ্টে শ্বাস বাহির হইতে থাকে; অন্নে কিছুমাত্র অভিলাষ থাকে না, নিদ্রারোধ হয়, এই সকল লক্ষণ হইলে তাহাকে পার্শ্বশূল কহে। ইহা শ্লেষ্মা ও বায়ু জন্য জন্মে। ইহার চিকিৎসা—কুড়, হিঙ্গু, সৌবর্চ্চল, বিট, সৈন্ধব, ধনে ও হরীতকী। ইহাদিগের চূর্ণ যবের কাথ সহযোগে পান করিতে হয়। ইহাতে হৃদয়, পায়ু ও বস্তিশূল প্রশমিত হয়। বীজপুরের মজ্জা দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া সেবন, প্লীহোদরবিহিত ঘৃত বা হিঙ্গুসহযোগে ঘৃতপান হিতকর। দুগ্ধের সহিত এরণ্ড-তৈল অথবা মদ্য, দধির মাত, দুগ্ধ বা মাংসরসের সহিত সেবনে পার্শ্বশূল নিবারিত হয়। (সুশ্রুত উত্তরতন্ত্র° ৪২ অ°)

"কফং নিগৃহ্য পবনঃ সূচিভিরিব নিস্তুদন্।
পার্শ্বস্থঃ পার্শ্বয়োঃ শূলং কুর্য্যাদাধ্মানসংযুতম্॥" (ভাবপ্র°)

বায়ু পায়ুদেশে সংশ্রিত হইয়া কফের সহিত মিলিত হয়। ইহাতে পার্শ্বদ্বয়ে শূল উপস্থিত হয়, তখন সূচীবিদ্ধের ন্যায় বেদনা অনুভব ও পেট ফুলিয়া উঠে, অতি কষ্টে শ্বাস বাহির হইতে থাকে। এই সকল লক্ষণ হইলে পার্শ্বশূল স্থির করিতে হইবে। (গরুড়পুরাণে ১৮৯ অধ্যায়ে পার্শ্বশূলের ঔষধের বিষয় লিখিত আছে।)

পার্শ্বসংস্থ (ত্রি) পার্শ্বে সংস্থা স্থিতির্যস্য। পার্শ্বস্থিত।

পার্শ্বসূত্রক (পুং ক্লী) অলঙ্কারভেদ।

পার্শ্বস্থ (পুং) পার্শ্বে তিষ্ঠতীতি পার্শ্ব-স্থা-ক। পার্শ্বস্থিত নট। (হেম) (ত্রি) ২ সমীপস্থিত।

"যস্য মন্ত্রী চ গোপ্তা চ পার্শ্বস্থো হি জনার্দনঃ।"(ভা° ৬।২০০।১৪৮)

পার্শ্বস্থিত (ত্রি) পার্শ্বে স্থিতঃ। পার্শ্বদেশে অবস্থিত, পার্শ্বস্থ।

পার্শ্বাদি (পুং) পাণিনীয় গণপাঠোক্ত গণভেদ। পার্শ্বাদি উপপদে শী-ধাতুর উত্তর উচ্ প্রত্যয় হয়। যথা পার্শ্বশয় প্রভৃতি। গণ—পার্শ্ব, উদর, পৃষ্ঠ, উত্তান, অবমূর্দ্ধ।

পার্শ্বানুচর (পুং) পার্শ্বগামী অনুচর, শরীররক্ষী ভৃত্য।

পার্শ্বায়াত (ত্রি) পার্শ্বে বা নিকটে আগত। (কথাসরিৎ ৪৫।২১১)

পার্শ্বাসন্ন (ত্রি) নিকটে উপস্থিত, হাজির।

পার্শ্বাস্থি (ক্লী) পার্শ্বস্য অস্থি। শরীরপার্শ্বস্থিত অস্থি। চলিত পাঁজরা। পর্য্যায়—পর্শুকা।

পার্শ্বিক (ত্রি) পার্শ্ব-ঠক্। ১ পার্শ্বজাত। ২ পার্শ্বসম্বন্ধী। (পুং) ৩ যে অন্যায়রূপে অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করে। ৪ সহচর। ৫ ভেল্কীকারী, ঠক। ৬ একজন বিখ্যাত ও প্রাচীন বৌদ্ধাচার্য্য।

পার্শ্বৈকাদশী (স্ত্রী) পার্শ্বসম্বন্ধিনী হরেঃ পার্শ্বপরিবর্ত্তনজন্যা একাদশী। ভাদ্রশুক্লৈকাদশী। ভাদ্রমাসের শুক্লাএকাদশীর দিন হরির পার্শ্ব পরিবর্ত্তন হয়, এই জন্য ইহাকে পার্শ্বৈকাদশী কহে।

পার্শ্বোদরপ্রিয় (পুং) পার্শ্বমুদরঞ্চ তাভ্যাং প্রীণাতি তোক্তার-মিতি প্রী-ক। কর্কট। (হেম)

পার্শ্ব্য (পুং দ্বি) স্বর্গ ও মর্ত্ত্য। (নিঘণ্টু ৩।৩০) বেদে 'পার্শ্বো' স্থানে পার্শ্ব্য হইয়াছে।

পার্ষকি (পুং) প্রবর ঋষিভেদ।

পার্ষত (ত্রি) পৃষতস্য বিরাটনৃপস্যেদং অণ্। ১ বিরাট নৃপ সম্বন্ধী। ২ তৎপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। পার্ষতী দ্রৌপদী।

"যুধিষ্ঠিরং ভোজয়িত্বা শেষমশ্নাতি পার্ষতী।" (ভারত ৩।৩।৮৫)

পার্ষদ্ (পুং) পরিষদ, গোষ্ঠী।

পার্ষদ (ত্রি) পরিষদ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ বা পর্ষদি সাধুঃ পর্ষদো-ণ। পারিষদ।

"এতৌ দ্বৌ পার্ষদৌ মহ্যং জয়ো বিজয় এব চ।" (ভাগ° ৩।১৬।২)

শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদের বিবরণ আদিপুরাণে ১ম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। ২ মন্ত্রী। ৩ দর্শক। ৪ খ্যাতনামা ব্যক্তি। ৫ প্রাতি-শাখ্য। ৬ পদ্ধতিভেদ।

পার্ষদংশ (ত্রি) পৃষদংশে ভবঃ উৎসাদিত্বাদঞ্। পৃষদংশ বা বিন্দুর অংশভব।

পার্ষদক (পুং) পারিষদক। (পা ৪।৩।১১৮)

পার্ষদতা (স্ত্রী) পার্ষদস্য ভাবঃ, তল্, স্ত্রিয়াং টাপ্। পারিষদ্য। (ভাগ° ৮।৪।১৩)

পার্ষদশ্ব (পুং) পৃষদশ্বস্য বায়োর্নৃপভেদস্য বেদং অণ্। ১ বায়ু-সম্বন্ধী। ২ নৃপভেদ সম্বন্ধী। ৩ গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। (আশ্ব° শ্রৌ° ১২।১১)

পার্ষদীয় (ত্রি) কোন ব্যাকরণের সূত্রানুমোদিত।

পার্ষদ্য (ত্রি) পর্ষদি সাধুঃ, পর্ষদ-ণ্য। ১ পার্ষদ। (ভরত) ২ দেবানুচর।

পার্ষদ্বাণ (পুং) বেদোক্ত ব্যক্তিভেদ। (বালখিল্যসূক্ত ৩।২)

পার্ষিকা (স্ত্রী) পর্ষিকের অপত্য স্ত্রী।

পার্ষ্টেয় (ত্রি) পৃষ্টি বা পঞ্জরের মধ্যবর্ত্তী।

পার্ষ্ঠিক (ত্রি) পৃষ্ঠে ষড়হে ভবঃ, ঠঞ্। পৃষ্ঠ্য নামক ষড়হ-সম্বন্ধী। (কাত্যা° শ্রৌ° ২২।৭।১)

পার্ষ্ণি (পুং-স্ত্রী) পৃষ্যতে ভূম্যাদিকমনেনেতি পৃষ (ঘৃণি পৃশ্নি পার্ষ্ণিচূর্ণিভূর্ণি। উণ্ ৪।৫২) ইতি নিপ্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ গুল্‌ফের অধোভাগ, পাদগ্রন্থির অধোভাগ। চলিত গোড়-মুড়া বা গোড়ালি। ইহা গর্ভস্থিত বালকের মাসদ্বয়ে হয়।

"উদ্বেজয়ত্যঙ্গুলিপার্ষ্ণিভাগান্ মার্গে শিলীভূতহিমেঽপি যত্র॥" (কুমার ১।১১)

২ সৈন্যপৃষ্ঠ। (মেদিনী) ৩ পৃষ্ঠ। (হলায়ুধ) ৪ জিগীষা।

'সৈন্যপৃষ্ঠে পুমান্ পার্ষ্ণিঃ পশ্চাদ্পদজিগীষয়োঃ।' (রত্নকোষ)

(স্ত্রী) ৫ উন্মদস্ত্রী। ৬ কুন্তী। (ধরণী)

পার্ষ্ণিক্ষেম (পুং) বিশ্বদেবভেদ। (ভারত অনুশা° ৯১ অ°)

পার্ষ্ণিগ্রহণ (ক্লী) পার্ষ্ণেঃ গ্রহণম্। পার্ষ্ণির গ্রহণ, সৈন্য পৃষ্ঠা-দির গ্রহণ।

পার্ষ্ণিগ্রাহ (পুং) পার্ষ্ণিং সৈন্যপৃষ্ঠং গৃহ্লাতীতি গ্রহ-অণ্। ১ বিজয়ার্থ গমন করিতে ইচ্ছুক, পশ্চাদ্পদগ্রাহী, পৃষ্ঠস্থিত শত্রু।

"পার্ষ্ণিগ্রাহশ্চ সংপ্রেক্ষ্য তথাক্রন্দঞ্চ মণ্ডলে।" (মনু ৭।২০৭)

২ দ্বাদশপ্রকার রাজচক্র মধ্যে পৃষ্ঠস্থায়ী নৃপ।

পার্ষ্ণিত্র (ক্লী) পার্ষ্ণিং ত্রায়তে ত্রৈ-ক। পশ্চাদ্ রক্ষকসেনা, যে সকল সৈন্য পশ্চাদ্দিক্ রক্ষা করে। (সিদ্ধান্তকৌ°)

পার্ষ্ণিবাহ (ত্রি) পার্ষ্ণিং বহতি বহ-অণ্। পৃষ্ঠস্থ কার্য্যনির্ব্বাহক, যাহারা পশ্চাতে থাকিয়া কার্য্য সমাধা করে।

পার্ষ্ণীল (ত্রি) পার্ষ্ণিরস্ত্যস্য সিধ্মাদিত্বাৎ লচ্। (পা ৫।২।৯৭) পার্ষ্ণিযুক্ত।

পাল, রক্ষণ। চুরাদি, উভয়, সক, সেট্। লট্ পালয়তি-তে। লোট্ পালয়তু-তাং। লিট্ পালয়াঞ্চকার-চক্রে। অস্, কৃ, ভূ-ধাতু লিটে অনুপ্রয়োগ হইয়া থাকে। লুঙ্ অপীপলৎ-ত। যঙ্ পাপাল্যতে। সন্ পিপালিষতি-তে।

পাল (পুং) পালয়তীতি পালি-অচ্। ১ পতদ্গ্রহ, চলিত পিক্‌দান। নিষ্ঠীবনপাত্র। (হেম) ২ পালক।

"দিবাবক্তব্যতা পালে রাত্রৌ স্বামিনি তদ্গৃহে।
যোগক্ষেমেঽন্যথা চেত্তু পালো বক্তব্যতামিয়াৎ॥" (মনু)

(পুং) ৩ চিত্রকবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

পাল (দেশজ) নৌকা ও জাহাজাদিতে ব্যবহৃত বস্ত্রবিশেষ। বায়ু অনুকূলে থাকিলে নৌকা পালভরে অতি দ্রুত যায়। জাহাজাদিতে বায়ু যে দিকেই থাকুক না কেন, এরূপ ভাবে পাল সাজান থাকে যে, তাহাকে যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকেই চালান যাইতে পারে। ২ দল, সমূহ। যথা ভেড়ার পাল ইত্যাদি।

পাল, উত্তরভারতের নানা স্থানের রাজবংশের উপাধি। [গোয়ালিয়ার, কুমায়ুন, যোদামযুতা ও পালরাজবংশ প্রভৃতি দেখ।]

পাল, ১ গুজরাতের অন্তর্গত মহিকান্থা বিভাগের একটী ক্ষুদ্ররাজ্য। ২ বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কাঠিবাড়ের হল্লার বিভাগে একটী ক্ষুদ্ররাজ্য। পরিমাণ ২১ বর্গমাইল। এই রাজ্যমধ্যে পাঁচ খানি গ্রাম আছে। রাজস্ব ১০০০০ টাকা, তন্মধ্যে বরদার গাইকবাড়কে ১২৫০ টাকা এবং জুনাগড়ের নবাবকে ৩৯৫ টাকা কর দিতে হয়।

পাল, সাতারা জেলায় একখানি গ্রাম। তার্লানদীর উত্তরতীরে অবস্থিত। পূর্ব্বে এই গ্রামের নাম রাজপুর ছিল। এখানে খাণ্ডোবা দেব পালাই নামে কোন ভক্তিমতী গোপিনীর নিকট স্বরূপ প্রকাশ করায় ইহার নাম পালগ্রাম হইয়াছে। এই স্থানে খাণ্ডোবার যে মন্দির আছে, তাহা প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত। মন্দিরমধ্যে খাণ্ডোবার মূর্ত্তি ভিন্ন আরও বিস্তর প্রতিমূর্ত্তি আছে। মন্দিরের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য অনেক দেবোত্তর আছে। এতদ্ভিন্ন বৃটিশগবর্মেণ্ট প্রতি বৎসর ৩০০ টাকা প্রদান করেন। প্রতিবৎসর পৌষমাসে এক বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে, তাহাতে প্রায় ৫০০০০ যাত্রী উপস্থিত হয়। মন্দির-প্রবেশ-সময়ে প্রত্যেক যাত্রীকে এক পয়সা করিয়া দিতে হয়। পালগ্রামে মিউনিসিপালিটী সংস্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু ১৮৭২-৭৩ খৃঃ অব্দে উঠাইয়া দেওয়া হয়। মহারাষ্ট্রদিগের প্রাধান্য সময়ে পালগ্রাম বাণিজ্যপ্রধান স্থান ছিল।

পালই (দেশজ) ধান্যের স্তূপ, সতৃণধান্যের রাশি। ধান কাটা হইলে তৃণের সহিত সেই সকল ধান্য একত্র গুছাইয়া রাখিলে তাহাকে পালই বা পালা কহে।

পালক (পুং) পালয়তীতি পালি-ণ্বুল্। ১ ঘোটকরক্ষক, পর্য্যায় অশ্বরক্ষ। (জটাধর) ২ চিত্রকবৃক্ষ। (রাজনি°)

(ত্রি) ৩ পালনকর্ত্তা।

"গোপালকো গবাং গোষ্ঠে বস্তু ধ্বংসং ন কারয়েৎ।
মক্ষিকালীননরকে মক্ষিকাভি স ভক্ষ্যতে॥" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)।

৪ গজজ্বর। (গজবৈদ্যক)

৫ কুষ্ঠ, কুড়। ৬ হিঙ্গুল। (বৈদ্যকনি°)

পালকপুত্র (পুং) পুত্রভেদ। যাহাদের পুত্রাদি না হয়, তাহারা অপরের পুত্রকে লইয়া প্রতিপালন করে, এইরূপ পুত্রকে পালকপুত্র কহে।

পালকবিরাজ (পুং) একজন সংস্কৃত কবি, শ্রীপাল কবিরাজ।

পালকজুই (দেশজ) জুইভেদ। (Ixora undulata)

পালকাপ্য (পুং) গজবৈদ্যকপ্রণেতা ঋষি। পর্য্যায় করেণুভূ, ধন্বন্তরি। (ত্রিকা°) [হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ দেখ।]

পালকী (দেশজ) যান বিশেষ।

পালকীগাড়ী (দেশজ) পাল্কীর আকৃতিবিশিষ্ট গাড়ী।

পালকোণ্ডা, মান্দ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত বিশাখপত্তন জেলার একটী নগর। অক্ষা° ১৮°৩৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩°৪৮´ পূঃ, লাঙ্গুলীয়া নদীতীরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ১০৩৬৭, তন্মধ্যে হিন্দু ১০১৪৭। এখানে সব মাজিষ্ট্রেটের কাছারী, ডাকঘর ও ইংরাজী স্কুল আছে।

পালকোণ্ডা, বিশাখপত্তন জেলায় একটী প্রাচীন জমিদারী। ইহার প্রধান নগর পালকোণ্ডা। ষোড়শ শতাব্দীতে জয়পুরের রাজা এই জমিদারী প্রদান করেন। এখানকার রাজব জাতিতে খন্দ, পূর্ব্বে ইহা বিদ্যানগররাজের করদরাজ্য ছিল ১৭৯৬ খৃঃ অব্দে পালকোণ্ডার রাজা বিদ্রোহী হওয়ায় এই রাজ্য কাড়িয়া লইয়া তাঁহার পুত্রের হস্তে অর্পণ করা হয়। কিন্তু ইহারা বংশপরম্পরাক্রমে কোম্পানী বাহাদুরের বিপক্ষতাচরণ করায় ১৮১৮ খৃঃ অব্দে একজন কালেক্টরের উপর শাসনভার অর্পিত হয়। ১৮৩২ খৃঃ অব্দে পালকোণ্ডার নবরাজা প্রকাশ্য-ভাবে বিদ্রোহী হন। তজ্জন্য রাজ্য কাড়িয়া লইয়া সমুদয় রাজ-বংশীয় লোকদিগকে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে। ১৮৪৬ খৃঃ অব্দে মান্দ্রাজের আর্ব্বথনট্ (Arbuthnot) কোম্পানি এই রাজ্য ইজারা করিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা প্রতিবৎসর গবর্মেণ্টকে ১৩১০০০ টাকা প্রদান করেন। এই কোম্পানীর অধীনে লোকের অবস্থার ও কৃষিকার্য্যের অনেক উন্নতি হইয়াছে। পণ্যদ্রব্যের মধ্যে নীল, চিনি, তুলা এবং শস্য প্রধান।

পালকোল্লু, মান্দ্রাজপ্রদেশের অন্তর্গত গোদাবরী জেলায় নর্সাপুর তালুকের একটী নগর। অক্ষা° ১৬° ৩১´ উঃ, দ্রাঘি° ৮২° ৪৬´ ৬´´ পূঃ। নর্সাপুরের ৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত। দিনেমারেরা মান্দ্রাজ প্রদেশের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম এই স্থানে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করেন। এখানকার সমাধিক্ষেত্রে ১৬৬২ খৃঃ অব্দে

দিনেমারদিগের লিখিত প্রস্তরফলক পাওয়া যায়। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে এই স্থান ইংরাজেরা দিনেমারদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

পালখ (দেশজ) পাখা, ডানা, পুচ্ছ।

পালগিরি, কড়াপা হইতে ২৬ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত একটী প্রাচীন গ্রাম। এখানে দুই খানি খোদিতলিপি আছে। এখানকার বিষ্ণুমন্দিরের খোদিত লিপিতে বিজয়নগরের রাজা নরসিংহরায়ের একটী দানের বিষয় লিখিত আছে।

পালঘাট, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত মলবারের একটী তালুক বা উপবিভাগ। পরিমাণ ৬১৩ বর্গ মাইল। এই তালুকে ৬টী দেওয়ানী এবং ৩টী ফৌজদারী কাছারী আছে।

২ উক্ত তালুকের সদর ও প্রধান নগর। অক্ষা° ১০° ৪৫´ ৪৯´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৫° ৪১´ ৪৮´´ পূঃ এবং কালিকাট হইতে ৬৮ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ৩৯৪৮১, তন্মধ্যে হিন্দু ৩২৮৫৮। এই স্থান ত্রিবাঙ্কোড় এবং পূর্ব্বদিক্ হইতে মলবারে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ। পূর্ব্বে এখানে একটী দুর্গ ছিল, এখন তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। এখানে মিউনিসিপালিটী, ডাকঘর ও তারঘর আছে।

পালঘাটচেরি, পালঘাটের নিকটবর্ত্তী একটী দুর্গ। ১৭৮৩ খৃঃ অব্দে টিপু সুলতানের সহিত যুদ্ধকালে এই দুর্ভেদ্য দুর্গ কাপ্তেন ফুলারটন্ অধিকার করেন। এই দুর্গ মলবার, করমণ্ডল, কালিকাট, কোচীন এবং ত্রিবাঙ্কোড় রাজ্যের প্রবেশপথে অবস্থিত।

পালঘ্ন (পুং) পালং ক্ষেত্রং হন্তীতি হন-টক্। ছত্রাক, ছাতা, কোঁড়ক। ২ জলতৃণ। ৩ ছত্রাতিছত্র।

পালঙ্ক (পুং) পাল রক্ষণে সম্পদাদিত্বাৎ ক্বিপ্, তেন অঙ্ক্যতে ইতি অঙ্ক-ঘঞ্। ১ পলঙ্কী, শাকভেদ। চলিত পালঙ্ শাক, (Beta Bengalensis) হিন্দী পলকী। ২ বাজিপক্ষী। চলিত বাজপাখী। (মেদিনী)

পালঙ্ক (ক্লী) উপরত্নবিশেষ। এই রত্ন কৃষ্ণবর্ণ, হরিৎ, লোহিত বা শুভ্ররেখাযুক্ত ও অভঙ্গুর।

"ইন্দীবরশ্যামবপুঃ সুশোভং স্বচ্ছং দৃঢ়ং ভাবিতমুৎপলাখ্যম্।
কৃষ্ণং হরিল্লোহিতশুভ্ররেখা-ব্যাপ্তঞ্চ পালঙ্কমভঙ্গুরং তৎ॥"

পালঙ্কী (স্ত্রী) পালঙ্ক গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। কুন্দুরু নামক গন্ধদ্রব্য। ২ শাকভেদ, পালঙ্ শাক।

পালঙ্ক্য (ক্লী) পালঙ্ক স্বার্থে ষ্যঞ্। শাকভেদ, পালঙ্শাক, পর্য্যায়—পলক্যা, মধুরা, ক্ষুরপত্রিকা, সুপত্রা, স্নিগ্ধপত্রা, গ্রামীণা, গ্রাম্যবল্লভা। ইহার গুণ—ঈষৎ কটু, মধুর, পথ্য, শীতল, রক্তপিত্তনাশক, গ্রাহক, পরমতর্পণ। (রাজনি°)

পালঙ্ক্যা (স্ত্রী) পালঙ্ক্য স্ত্রিয়াং অজাদিত্বাৎ টাপ্। কুন্দুরু। চলিত কুন্দুরুখোটী। পালঙ্কশাক, পর্য্যায় বাস্তুকাকারা, ছুরিকা, চীরিতচ্ছদা। ইহার গুণ—বাতল, শীতল, শ্লেষ্মাবর্দ্ধক, ভেদন, গুরু, বিষ্টম্ভী, মদ, শ্বাস, পিত্ত ও বিষাপহ। (ভাবপ্র°)

পালঙ্গ (দেশজ) ১ পলাঙ্ক, খাট। ২ শাকভেদ, পালঙ্শাক।

পালঙ্গপোশ্ (পারসী) খাট, পলাঙ্ক।

পালটি (দেশজ) ১ সমপর্য্যায়। ২ ঘুরিয়া যাওয়া। ৩ ফেলা। ৪ সামঞ্জস্যভাবে।

পালদেও, বুন্দেলখণ্ডের একটী ক্ষুদ্ররাজ্য। পরিমাণ ২৮ বর্গ মাইল। রাজস্ব ২০০০০৲ টাকা। এই রাজ্যে ২৫০ জন পদাতিক সৈন্য আছে। রাজধানী অক্ষা° ২৫°৬´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮০°৫০´ পূর্ব্বে অবস্থিত।

পালন (ক্লী) পাল্যতেঽনেনেতি পালি-ল্যুট্। (করণাধিকরণয়োশ্চ। পা ৩।৩।১১৭) ১ সদ্যঃপ্রসূতা গাভীর দুগ্ধ। (শব্দচ°) পাল-ল্যুট্। ২ রক্ষণ।

"অভিষেকাদিগুণযুক্তস্য রাজ্ঞঃ প্রজাপালনং পরমো ধর্ম্মঃ।" (মিতাক্ষরা)

৩ সঙ্গীতবিশেষ। যে গীত দ্বারা কোমলকণ্ঠী স্ত্রীলোকেরা আপন আপন শিশুসন্তানদিগকে আসক্ত করে, তাহাকে পালন কহে।

পালনপুর, (পাল্হনপুর, সংস্কৃত প্রহ্লাদনপুর) বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কতকগুলি দেশীয় ক্ষুদ্ররাজ্য। এই রাজ্যগুলি বোম্বাই গবর্মেণ্টের অধীন। অক্ষা° ২৩°২৫´ ও ২৪° ৪১´ উঃ মধ্যে এবং দ্রাঘি° ৭১° ১৬´ ও ৭২° ৪৬´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। পরিমাণ ৮০০০ বর্গ মাইল। পালনপুর এজেন্সির উত্তরে উদয়পুর এবং শিরোহী রাজ্য, পূর্ব্বে মহিকান্তা এজেন্সি ও পশ্চিমে কচ্ছোপসাগর। পালনপুর এজেন্সির অধিকাংশই বালুকাময় ও বৃক্ষাদি শূন্য। শিরোহীরাজ্যের নিকটবর্ত্তী ভূভাগ পাহাড় ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এই স্থানের জাসর পাহাড় সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৫০০ ফিট্ উচ্চ। পালনপুর এজেন্সির মধ্যে বনাস ও সরস্বতীনদী সর্ব্বপ্রধান। বনাস্ নদী ধেবর হ্রদ হইতে উৎপন্ন হইয়া কচ্ছোপসাগরে পতিত হইতেছে। বর্ষাকাল ব্যতীত বনাস্নদী হাঁটিয়া পার হওয়া যায়। সরস্বতী নদী হিন্দুদিগের নিকট পবিত্র বলিয়া গণ্য। এই নদী মহিকান্তা প্রদেশস্থ পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। পাহাড়ের নিকট এই নদীর গভীরতা অতি কম এবং কিছুদূর যাইয়া বালুকাগর্ভে শুকাইয়া গিয়াছে। পালনপুর এজেন্সিতে গ্রীষ্মকালে এত গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব হয় যে, দিবসে কেহই গৃহের বাহিরে যাইতে পারে না। বর্ষাকালে এই স্থান অতি অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে

এবং এই সময়ে জ্বরের প্রাদুর্ভাব অধিক হয়। পালনপুর এজেন্সির মধ্যে নিম্নলিখিত ১৩টী দেশীয় রাজ্য আছে, যথা—পালনপুর, রাধনপুর, থরাড়, বাও, সুইগাঁ, দেওদর, ভাবর, তেরবারা, কাঙ্করেজ, বারাই, শন্তলপুর, মেরবারা ও চড়চাট। এই ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি নামে মাত্র দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমোক্ত সাতটী উত্তরভাগে সিনিয়ার পলিটিকাল এজেন্টের কর্তৃত্বাধীন। শেষোক্ত ৬টী জুনিয়ার পলিটিকাল এজেন্টের অধীন। এই ১৩টী রাজ্যের মধ্যে পালনপুর, রাধনপুর, বারাই এবং তেরবারা এই চারিটী মুসলমানরাজ্য। ভাবর এবং কাঙ্করেজের রাজারা কোলিজাতীয়। অবশিষ্ট রাজ্যগুলির রাজারা জাতিতে রাজপুত। এই সকল রাজাদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহা পলিটিকাল সুপারিন্টেণ্ডেন্ট নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে পালনপুরের রাজা বৃটীশ প্রাধান্য স্বীকার করেন। অন্যান্য ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি সিন্ধুদেশীয় দস্যুগণ কর্তৃক সর্ব্বদা উপদ্রুত হওয়ায় রাজগণ ইংরাজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করে এবং তদবধি বৃটীশ প্রাধান্য স্বীকার ও রাজ্যরক্ষার্থ ব্যয়ভার বহন করিয়া আসিতেছেন। ১৮২২ খৃঃ অব্দে এখানকার রাজারা স্বীকার করেন যে, বিনা মাশুলে গোপনে অহিফেন বিদেশে রপ্তানি হইতে দিবেন না। পালনপুর এজেন্সির প্রধাননগর পালনপুর, রাধননগর, শামি ও ফিসা। ঐ সকল রাজ্যে তুলা, ধান্য, ভুট্টা, গম, ইক্ষু প্রভৃতির চাষ হইয়া থাকে। এই প্রদেশে অদ্যাপি জরিপ হয় নাই এবং সম্ভবতঃ ⅔ ভাগ জমিতে কৃষিকার্য্য হইয়া থাকে। এই স্থানের কৃষকেরা অত্যন্ত দরিদ্র এবং ঋণজালে জড়িত। এই স্থান হইতে সোরা, শস্য, যব, তুলা, চম্পকপুষ্পের আতর, গো ও ঘৃত প্রভৃতি রপ্তানি হইয়া থাকে। আমদানির মধ্যে তামাক, ফল, গরমমসলা, গুড়, মিছরি, চিনি, কার্পাস এবং রেসমী বস্ত্র প্রধান। এখানে প্রতিবৎসর (আমদানি ও রপ্তানিতে) প্রায় ১০০০০০০৲ টাকা হইতে ১৫০০০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত বাণিজ্য হইয়া থাকে। রপ্তানি দ্রব্য সকল মারবার, কচ্ছ, কাঠিবাড়, গুজরাত এবং বোম্বাইয়ে প্রেরিত হয়। এই স্থানে যে সকল ঘোটক পাওয়া যায় তাহাদের মূল্য ৩০৲ টাকা হইতে ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। পালনপুর এবং রাধনপুর রাজাদিগের দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে। অবশিষ্ট ১১টী রাজ্যে কারকুন নিযুক্ত হয়। তাহারা সামান্য সামান্য ফৌজদারী মোকদ্দমা ও ৫০৲ টাকার দাবি পর্য্যন্ত দেওয়ানি মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন। অন্যান্য মোকদ্দমা সকল পলিটিকাল এজেন্ট বিচার করেন। পালনপুর ও রাধনপুরে বিচারালয় আছে। এই সকল স্থানের মোকদ্দমার পুনর্বিচার স্থানীয় রাজারাই করিয়া থাকেন। পালনপুর এজেন্সির বাৎসরিক আয় ১২৪৯৫০০৲ টাকা, তন্মধ্যে বরোদার গাইকবাড়কে ৫৫১২৭৲ টাকা কর দিতে হয়। অল্পবয়স্ক রাজপুত্রগণের শিক্ষার্থ পালনপুরে বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ১৮১৬ খৃঃ অব্দে পালনপুরে ঘোরতর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়ায় অনেক লোক প্রাণত্যাগ করে। সেই সময় অনেক গ্রাম জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে।

পালনপুর, পালনপুর এজেন্সির অন্তর্গত একটী দেশীয় রাজ্য। অক্ষা° ২৩° ২৭´ ও ২৪° ৪১´ উঃ, দ্রাঘি° ৭১° ৫১´ ও ৭২° ৪৫´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। এই রাজ্য মধ্যে ১টী নগর এবং ৪৪১ খানি গ্রাম আছে। এই রাজ্যের দক্ষিণ ও পূর্ব্ব ভাগ বন্ধুর ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ। গ্রাম সকল বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিত, ও অত্যন্ত ক্ষুদ্র। এখানকার গিরিমালা পশুচারণের উপযুক্ত। উত্তরপশ্চিমভাগ সমতল ও বালুকাময়। দক্ষিণ ও পূর্ব্বভাগের জমি উর্ব্বরা এবং এই স্থানে প্রচুর শস্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই স্থলের বায়ু সাধারণতঃ শুষ্ক ও উষ্ণ। জ্বরের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত অধিক, এবং বারিপাত ২৬ ইঞ্চি। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে গম, ধান্য এবং ইক্ষু প্রধান। পালনপুরের রাজারা আফ্‌গান-বংশোদ্ভূত। সম্রাট্ হুমায়ুনের শাসনকালে ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বেহার অধিকার করেন। সম্রাট্ অক্‌বরের সময়ে গজনী খাঁ আফগানদিগকে পরাজিত করায় দেওয়ান উপাধি ও লাহোরের শাসনকর্তৃত্বে নিযুক্ত হন। তাঁহার বংশধর ১৬৮২ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ অরঙ্গজেবের নিকট হইতে পালনপুর প্রভৃতি অনেকগুলি জায়গীর প্রাপ্ত হন; কিন্তু মারবারের রাঠোরদিগের প্রতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহারা পালনপুরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৮১২ খৃঃ অব্দে ফিরোজখাঁ তাঁহার সিন্ধিসৈন্যগণ কর্তৃক নিহত হওয়ায় তাঁহার পুত্র ফতেখাঁ ইংরাজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং তদনুসারে জেনেরাল হলমিস্ প্রেরিত হন। তাঁহার সাহায্যে ফতেখাঁ ১৮১৩ খৃঃ অব্দে সিংহাসন লাভ করেন। পালনপুরের রাজারা ইংরাজ গবর্মেন্ট হইতে ১১টী মান্য-তোপ পাইয়া থাকেন। এই রাজ্যের আয় সর্ব্বশুদ্ধ ৪৪৫০০০৲ টাকা। তন্মধ্যে ৪৩৭৫০৲ টাকা বরদার গাইকবাড়কে কর দিতে হয়। রাজ্যের সৈন্যসংখ্যা ২৯৪ অশ্বারোহী ও ৬৯৭ পদাতিক। রাজধানী পালনপুর। এই নগরের লোকসংখ্যা ২১০৯২। তন্মধ্যে হিন্দু ১০১২৩, মুসলমান ৭৯৯৩, জৈন ২৯৩৫। এই নগর অক্ষা° ২৪°৯´৪৮´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২° ২৮´ ৯´´ পূঃ, দিশা হইতে ১৮ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। এই নগর স্বাস্থ্যকর নহে। এখানে

জ্বর ও ফুস্‌ফুসের পীড়া অত্যন্ত প্রবল। এখানে চিকিৎসালয়, ডাকঘর, তারঘর, বিদ্যালয় ও সাধারণ পাঠাগার আছে।

পালনীয় (ত্রি) পাল-অনীয়র্। পালনযোগ্য, পালনার্হ, পালন করিবার উপযুক্ত।

পালম্‌কোট্টা, মান্দ্রাজপ্রদেশের তিন্নেবেলী জেলার একটী নগর ও কালেক্টরীর সদর। এই স্থলে মিউনিসিপালিটি, গির্জ্জা, জেল ও ডাকঘর আছে। অক্ষা° ৮° ৪২´ ৩০´´ উ° ও দ্রাঘি° ৭৭° ৪৬´ ৪০´´ পূঃ, তিন্নেবেলীর ২½ মাইল দূরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ১৮৬৮৬, তন্মধ্যে হিন্দু ১৫৭৯৩। পূর্ব্বে এখানে দুর্গ ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে। এখানকার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর বলিয়া সাহেব কর্ম্মচারীরা এখানে বাস করেন। দেশীয় ও ইংরাজীভাষা শিক্ষার জন্য এই স্থানে কতকগুলি বিদ্যালয় আছে।

পালম্‌পুর, পঞ্জাবের অন্তর্গত কাঙ্‌রা জেলার একটী নগর। অক্ষা° ৩২° ৭´ উঃ, ও দ্রাঘি° ৭৬° ৩৫´ পূঃ, এখানকার উপত্যকার চার চাষ হয়। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে গবর্মেন্ট মধ্যএসিয়ার সহিত বাণিজ্যের উন্নতিসাধনকল্পে এই স্থানে বাৎসরিক মেলার সৃষ্টি করেন; কিন্তু অবশেষে মধ্য এসিয়া হইতে লোকসমাগম কম হওয়ায় এই মেলা উঠাইয়া দিয়াছেন।

পালমনের, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত উত্তর আর্কট জেলার একটী তালুক বা উপবিভাগ। পরিমাণ ৪৪৭ বর্গ মাইল। আয় ৫৮৪৩০৲ টাকা। এই তালুক সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৫০০ ফিট্ উচ্চে মহিসুর অধিত্যকায় অবস্থিত। টিপুসুলতানের রাজ্যবিভাগের সময় বৃটীশ গবর্মেন্ট এই তালুক প্রাপ্ত হন।

২ উক্ত তালুকের সদর। অক্ষা° ১৩° ১১´ ৩০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৮° ৪৭´ ১৭´´ পূঃ, চিত্তুর হইতে ২৬ মাইল পশ্চিমে মাগলি গিরিসঙ্কটের উপরিভাগে অবস্থিত। এখানকার জলবায়ু অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। নীলগিরি গ্রীষ্মাবাসে পরিণত হইবার পূর্ব্বে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির ইংরাজ কর্ম্মচারীরা বায়ুসেবন জন্য এখানে আসিতেন। ইহা একটী বাণিজ্যপ্রধান স্থান।

পালবণিজ্ (পুং) পালে কন্যা রক্ষণে বণিক্। কন্যাপাল।

পালনীকা (স্ত্রী) ত্রায়মানা লতা। (রাজনি°)

পালয়িতৃ (ত্রি) পাল-ণিচ্-তৃচ্। পালনকর্ত্তা, পালক।

পালল (ত্রি) পললস্য তিলচূর্ণস্য বিকারঃ অণ্। তিলচূর্ণ-পিষ্টক, তিলের পিটে। ইহা শ্লেষ্মাবর্দ্ধক।

"পাললাঃ শ্লেষ্মজননাঃ শষ্কুল্যঃ কফপিত্তলাঃ।" (সুশ্রুত)

পালরাজবংশ, গৌড় ও মগধের একটী পরাক্রান্ত বৌদ্ধরাজবংশ। সাড়ে তিন শত বর্ষের অধিককাল এই বংশ গৌড় ও মগধের রাজলক্ষ্মী উপভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপ ও ধর্ম্মপ্রভাব গৌড় ও মগধবাসীর হৃদয়ে এখনও প্রস্তররেখাবৎ অঙ্কিত রহিয়াছে। বহু শিলালিপি ও তাম্রশাসনে এবং বঙ্গীয় কবির কবিতামালায় তাঁহাদের প্রভাবমহিমা ঘোষণা করিতেছে, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই প্রথিতবংশের ধারাবাহিক ইতিহাস এ পর্য্যন্ত সঙ্কলিত হয় নাই। সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান ঐতিহাসিক আবুলফজল ও ভোটদেশীয় পণ্ডিত বৌদ্ধইতিহাসলেখক তারানাথ বহুদিন হইল, এই পালরাজবংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রকাশে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহা উক্ত বৌদ্ধরাজগণের সাময়িক লিপির সহিত সম্পূর্ণ অনৈক্য হওয়ায় আবুল্ ফজল্ বা তারানাথের বিবরণ একান্ত প্রবাদমূলক ও কাল্পনিক বলিয়াই গণ্য হইতেছে, তাঁহাদের বিবরণ হইতে প্রকৃত ঐতিহাসিক তত্ত্ব উদ্ধার করাও অসম্ভব হইতেছে*। এসিয়াটিক সোসাইটী স্থাপনের তিন বর্ষ পূর্ব্বে ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে উইল্‌কিন্স সাহেব সর্ব্বপ্রথম দেবপালের তাম্রশাসন ও গরুড়স্তম্ভলিপির অস্ফুট পরিচয় প্রকাশ করেন।† সেই দিন হইতেই পালরাজগণের প্রকৃত তথ্য সংগ্রহের ভাবী আশার সূত্রপাত। তৎপরে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের অধ্যবসায়গুণে এই রাজবংশীয় বহু নৃপতির বহু শিলালিপি ও তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং হইতেছে। পূর্ব্বাবিষ্কৃত সাময়িক শাসনলিপির সাহায্যে রাজা রাজেন্দ্রলাল

* আবুল্ ফজলের মতে পালরাজগণের নাম।	ভোটদেশীয় তারানাথের মতে পালরাজগণের নাম।
১ ভূপাল।	১ গোপাল।
২ বীরপাল।	২ দেবপাল।
৩ দেবপাল।	৩ রসোপাল।
৪ ভূপতিপাল।	৪ ধর্ম্মপাল।
৫ ধনপৎপাল।	৫ মসুরক্ষিত।
৬ বিজ্জেনপাল।	৬ বনপাল।
৭ জয়পাল।	৭ মহীপাল।
৮ রাজপাল।	৮ মহাপাল।
৯ ভোজপাল।	৯ সমুপাল।
১০ জগৎপাল।	১০ শ্রেষ্ঠপাল।
	১১ চনকপাল।
	১২ বৈরপাল।
	১৩ নয়পাল।
	১৪ অমরপাল।
	১৫ হস্তিপাল।
	১৬ ক্ষান্তিপাল।
	১৭ রামপাল।
	১৮ যক্ষপাল।

† Asiatic Researches, Vol. I.

মিত্র, প্রত্নতত্ত্ববিৎ কনিংহাম্, ডাক্তার হোর্ণলি ও অবশেষে অধ্যাপক কিলহোর্ণ এই রাজবংশের প্রকৃত ইতিহাস সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় কাহারও সহিত কাহারও মতের একতা নাই। নিম্নে তাঁহাদের মতের সারাংশ উদ্ধৃত হইল :—

রাজা রাজেন্দ্রলালের মতে[১]—				কনিংহামের মতে[২]—		
	পালরাজগণের নাম ও		রাজ্যকাল।	পালরাজের নাম ও		রাজ্যকাল।
১।	গোপাল	খৃঃ অঃ	৮৫৫।	গোপাল	খৃঃ অঃ	৮১৫।
২।	ধর্ম্মপাল	„	৮৭৫।	ধর্ম্মপাল	„	৮৩০।
৩।	দেবপাল	„	৮৯৫।	দেবপাল	„	৮৫০।
৪।	বিগ্রহপাল (১ম)		৯১৫।	রাজ্যপাল	„	৮৮৫।
৫।	নারায়ণপাল	„	৯৩৫।	শূরপাল	„	৮৮৭।
৬।	রাজ্যপাল	„	৯৫৫।	বিগ্রহপাল ১ম	„	৯০০।
৭।	— পাল	„	৯৭৫।	নারায়ণপাল	„	৯১৫।
৮।	বিগ্রহপাল (২য়)		৯৯৫।	রাজপাল	„	৯৪০।
৯।	মহীপাল	„	১০১৫।		„	৯৬৫।
১০।	নয়পাল	„	১০৪০।	বিগ্রহপাল ২য়	„	৯৯০।
১১।	বিগ্রহপাল (৩য়)			মহীপাল	„	১০১৫।
				১২। নয়পাল	„	১০৪০।
				১৩। বিগ্রহপাল ৩য়	„	১০৫৫।
				১৪। মহেন্দ্রপাল	„	১০৮৫।
				১৫। রামপাল	„	১১১০।
				১৬। মদনপাল	„	১১৩৫।
				১৭। গোবিন্দপাল	„	১১৬১।
				১৮। ইন্দ্রদ্যুম্ন	„	১২০০।

রাজেন্দ্রলালের মতে ৩য় বিগ্রহপালের পর দুই একজন রাজা রাজত্ব করেন, তৎপরে পালরাজলক্ষ্মী সেনরাজগণের অঙ্কগত হইয়াছিল। প্রত্নতত্ত্ববিৎ কনিংহামের মতে, গোপাল মগধের রাজা হইলেও ধর্ম্মপালই প্রকৃতপ্রস্তাবে বারেন্দ্র অধিকার করিয়া সমস্ত গৌড়ের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমতঃ ৮৩০ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মপালের রাজ্যপ্রাপ্তিকাল স্বীকার করিলেও শেষে আবার বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মপাল প্রকৃত প্রস্তাবে ৮৩১ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন।[৩] এইরূপে তিনি মদনপালের অভিষেককাল ১১৩৬ খৃষ্টাব্দ স্থির করিয়াছেন। তাঁহার মতে মুসলমান-আগমনেই পালবংশীয় শেষ রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন[৪] রাজ্য হারাইয়াছিলেন।

পুরাবিদ্ হোর্ণ্লি সাহেব উপরোক্ত কোন মতই সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার মতে, পালরাজগণ গহরবাড় রাজপুতবংশে জন্মগ্রহণ করেন। যে বংশে কনোজের শেষ রাজা জয়চন্দ্র জন্ম লইয়াছিলেন, সেই বংশেই পালরাজগণের জন্ম হইয়াছে। এ সম্বন্ধে তিনি গৌড় ও কনোজের রাজগণের সম্বন্ধজ্ঞাপক একটী তালিকা ও সেই সঙ্গে পালরাজগণের কালনির্ণয় করিয়াছেন, নিম্নে উক্ত তালিকা উদ্ধৃত হইল[৫] :—

অবশেষে তিনি লিখিয়াছেন, খৃষ্টীয় ১০ম ও ১১শ শতাব্দে গৌড়, পাটনা ও বারাণসী বৌদ্ধ পালরাজগণের অধিকারভুক্ত ছিল, কিন্তু নারায়ণপালের সময়ে বঙ্গে ব্রাহ্মণ্যশাসন এবং বিহার ও অযোধ্যায় বৌদ্ধশাসন চলিয়াছিল। মহীপালের পর বিহার তদ্বংশীয় বৌদ্ধনৃপতিগণের শাসনাধীন থাকিলেও মহীপালের পুত্র চন্দ্রদেবের সময়ে কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ্যশাসনাধীন হইয়াছিল[৬]। তিনি আরও বলেন, উক্ত নারায়ণপালের সময়েই বঙ্গ সেনবংশের অধীন হয়[৭]।

উপরোক্ত প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের পর পালরাজগণের প্রকৃত ইতিহাস ও আবির্ভাবকাল নির্ণয়ে বড় কেহ যত্ন করেন নাই। কেবল অধ্যাপক কিল্হোর্ণ সাহেব মহীপালদেবের তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধারকালে পালরাজগণের এইরূপ সংশোধিত তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন—

সম্প্রতি দিনাজপুরের মনহলিগ্রাম হইতে আবিষ্কৃত মদনপালদেবের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন[৮] এবং গরুড়স্তম্ভলিপির মূল প্রতিলিপি এবং দেবপালদেবের তাম্রশাসনের বর্ত্তমানপাঠ[৯] হইতে যে তালিকা পাওয়া গিয়াছে, তাহা উপরের ৪টী তালিকা হইতে অনেকাংশেই অনৈক্য এবং ইহাই আপাততঃ পালবংশের প্রকৃষ্ট তালিকা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। যথা—
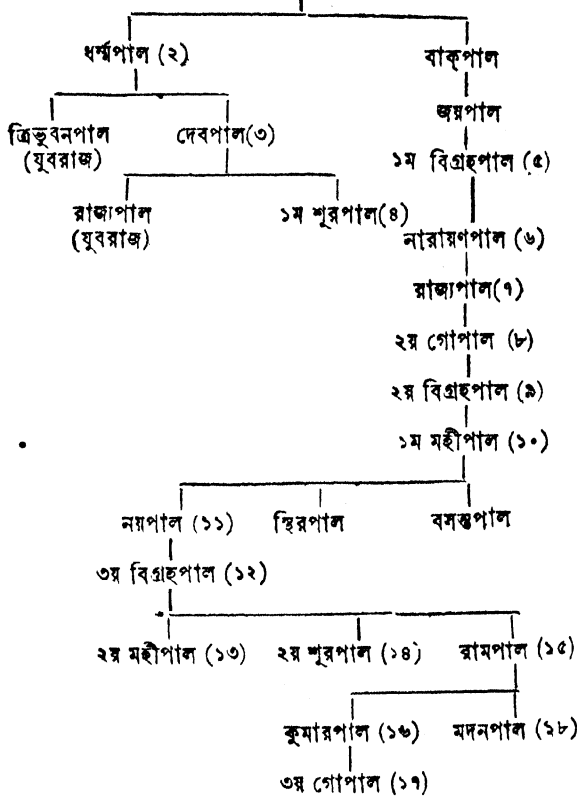
(১) Mitra's Indo-Aryans, Vol. II. p. 262.

(২) Cunningham's Archæological Survey Reports, Vol. III. p. 181 and XV. p. 131.

(৩) Archæological Survey Reports, Vol. XV. preface, p. iii.

(৪) ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে কোন রাজা পালবংশীয় রাজগণের তালিকায় অথবা পালরাজগণের সময়ের কোন শাসনলিপিতে পাওয়া যায় না। এ নামটী কিরূপে কনিংহাম্ সাহেব পালরাজগণ মধ্যে গ্রহণ করিলেন, বুঝা যায় না।

(৫) Centenary Review of the Asiatic Society of Bengal, p. 199—208.

(৬) Centenary Review, p. 209.

উক্ত চন্দ্রদেব কনোজের শেষ হিন্দুরাজা জয়চন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষ বটে। [কান্যকুব্জ দেখ।] কিন্তু ঐ চন্দ্রদেবকে গৌড়াধিপ মহীপালের পুত্র বলিয়া কেহই স্বীকার করেন না।

উক্ত তালিকা, পালরাজগণের সুবহু শিলালিপি ও তাম্রশাসন এবং নানা ঐতিহাসিকগ্রন্থের সাহায্যে পালবংশের এইরূপ ইতিহাস সংগৃহীত হইয়াছে।

১ম গোপালদেব।

ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনে লিখিত আছে, গোপালদেবের পিতার নাম বপ্যট ও পিতামহের নাম দয়িতবিষ্ণু। প্রজাবর্গের যত্নে গোপাল রাজ্যলক্ষ্মীলাভ করেন[১]। গয়ার মহাবোধি ও নালন্দা হইতে ইহার সময়ের খোদিত শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে[২]। ঐ দুই স্থানের লিপি হইতে অনুমান হয় যে গোপাল মগধের রাজা ছিলেন এবং 'পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর' উপাধি গ্রহণ করেন। তিব্বতীয় তারানাথের মতে ওদন্তপুরীয় (বর্ত্তমান বিহারের) অনতিদূরে নালন্দা নামক স্থানে গোপাল একটী বৌদ্ধদেবালয় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।[৩] ইনি ভদ্ররাজদুহিতা দেদ্দদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মপালের জন্ম।[৪]

ধর্ম্মপাল দেব।

পালরাজগণের তাম্রশাসনে লিখিত গোপালের পর তৎপুত্র ধর্ম্মপাল মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। পাটলীপুত্র নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল[৫] ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। ভোজমৎস্যাদি নরপতিগণের আগ্রহে ও পঞ্চালবাসিগণের হর্ষে তিনি কান্যকুব্জপতিকে স্বরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন[৬]।

ভাগলপুর হইতে প্রাপ্ত নারায়ণপালদেবের তাম্রশাসন হইতেও জানা যায় যে, ধর্ম্মপাল ইন্দ্ররাজ প্রভৃতি অরাতিবর্গকে

(৭) কিন্তু ঐ সময়ের বহু পরে যে সেনবংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহা Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1896, pt. I. Chronology of the Sena kings of Bengal প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে।

(৮) সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা ৫ম ভাগ ১৪৪—১৫৮ পৃষ্ঠা ও Journal of the Asiatic Society of Bengal for 1900 pt. I. দ্রষ্টব্য।

(৯) Indian Antiquary, Vol. XXI. p. 254ff.

(১) "মাৎস্যন্যায়মপোহিতুং প্রকৃতিভির্লক্ষ্ম্যা করং গ্রাহিতঃ।
শ্রীগোপাল ইতি ক্ষিতীশশিরসাং চূড়ামণিস্তৎসুতঃ॥"
(ধর্ম্মপালের তাম্রশাসন।)

(২) Cunningham's Mahabodhi, Plate XXVII, No. 2; and Archæological Survey Reports, Vol I. Plate XIII. and Vol. III. p. 120.

(৩) Vassilief's Taranath, p. 54, note.

(৪) ধর্ম্মপালদেবের তাম্রশাসন ৫ম শ্লোক। (Epigraphia Indica, Vol. IV. p. 248)

(৫) Epigraphia Indica, Vol. IV. p. 249.

(৬) "ভোজৈর্ম্মৎস্যৈঃ সমদ্রৈঃ কুরুযদুযবনাবন্তিগন্ধারকীরৈর্
ভূপৈর্ব্যালোলমৌলিপ্রণতিপরিণতৈঃ সাধুসঙ্গীর্য্যমানঃ।

পরাজয় করিয়া চক্রায়ুধ নামক নরপতিকে পুনরায় মহোদয় (বা কান্যকুব্জ)-রাজ্যলক্ষ্মী প্রদান করিয়াছিলেন।[৭]

ধর্ম্মপালের সহিত কান্যকুব্জপতির যুদ্ধপ্রসঙ্গ নানা জৈন-গ্রন্থ হইতেও পাওয়া গিয়াছে। বপ্পভট্টিসূরিচরিত, রাজশেখরের প্রবন্ধকোষ ও প্রভাচন্দ্রসূরিরচিত প্রভাবকচরিতে * লিখিত আছে,—'পাটলীপুরে শূরপাল (বপ্পভট্টি) জন্মগ্রহণ করেন। ৮০৭ সংবতে (৭৫১ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার দীক্ষা হয়[৮]। এ সময়ে কান্যকুব্জে যশোবর্ম্মা রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র আমরাজ কান্যকুব্জের সিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার সহিত গৌড়পতি ধর্ম্মের ঘোর শত্রুতা ছিল। শূরপাল প্রথমে আমরাজের সভায় ছিলেন, কিন্তু তিনি কোন কারণে বিরক্ত হইয়া লক্ষ্মণাবতীনগরে আগমন করেন। এ সময়ে কবি বাক্‌পতি ধর্ম্মের প্রধান সভাপণ্ডিত বলিয়া গণ্য ছিলেন। বাক্‌পতির সাহায্যে শূরপাল গৌড়রাজসভায় মহাসম্মানের সহিত রাজগুরুরূপে অবস্থান করিতে থাকেন। কিছু দিন পরে আম-রাজ কৌশল করিয়া বপ্পভট্টি-শূরপালকে আপনার সভায় আনা-ইলেন। গৌড়রাজ ধর্ম্ম তাহাতে অতিশয় দুঃখিত হইলেন। কিছুদিন পরে তিনি আমরাজকে বলিয়া পাঠাইলেন, 'আমরা চিরদিনই উভয়ের শত্রু। বৃথা আর শস্ত্রযুদ্ধ না করিয়া এস আমরা শাস্ত্রযুদ্ধে প্রবৃত্ত হই। আমার রাজ্যে বর্দ্ধনকুঞ্জর নামে একজন বৌদ্ধপণ্ডিত আসিয়াছেন। আপনার যে কোন সভাপণ্ডিত আসিয়া তাঁহার সহিত শাস্ত্রসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। এই সংগ্রামে যাঁহার পক্ষ পরাজিত হইবেন, তিনিই স্বরাজ্য বিনা আপত্তিতে ছাড়িয়া দিবেন।' ধর্ম্মের আহ্বানে আমরাজের পক্ষ হইতে বপ্পভট্টি আসিয়া বিচারসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। বাক্‌পতির কৌশলে বপ্পভট্টিরই জয় হইল। ধর্ম্ম স্বরাজ্য কনোজাধিপতির করে অর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু আমরাজ বপ্পভট্টির আদেশে ধর্ম্মরাজকে গৌড়রাজ্য প্রত্য-র্পণ করিলেন। ৮৯০ বিক্রম সংবতে (৮৩৪ খৃষ্টাব্দে) মগধতীর্থে আমরাজের মৃত্যু হয়।'[৯]

জৈন হরিবংশে লিখিত আছে, ৭০৫ শকাব্দে (৭৮৩ খৃঃ অব্দে) (বিন্ধ্যাদ্রির) উত্তরদেশে ইন্দ্রায়ুধ নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন[১০]।

জৈনগ্রন্থে যে সময় ইন্দ্রায়ুধের রাজ্যকাল নির্ণিত হইয়াছে, প্রভাবকচরিতাদি নানা জৈনগ্রন্থ হইতে ঠিক ঐ সময়েই আমরাজের আধিপত্যকাল হইতেছে। ইন্দ্রায়ুধই নারায়ণ-পালের তাম্রশাসনে ইন্দ্ররাজ নামে বর্ণিত হইয়াছেন। ধর্ম্ম-পাল একজন গোঁড়া বৌদ্ধ ছিলেন, আর কনোজপতি আমরাজ জৈনধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। এই কারণেই বোধ হয় জৈনগ্রন্থকার-গণ (প্রকৃতপক্ষে অস্ত্রবলে কনোজের জৈনরাজ পরাজিত হইলেও) শাস্ত্রসংগ্রামে তাঁহার বিজয়ঘোষণা করিয়া জৈনধর্ম্মের প্রাধান্য রক্ষা করিবেন, ইহা নিতান্ত অসম্ভব নহে।

বপ্পভট্টিসূরিচরিত, প্রভাবকচরিত ও প্রবন্ধকোষে আরও লিখিত আছে, আমরাজের পুত্র দন্দুক পাটলীপুত্রনগরে বিবাহ করেন, তিনি পিতৃদ্বেষী ও নিতান্ত অধার্ম্মিক ছিলেন। তাঁহার আধিপত্যকালে তাঁহার শিশু পুত্র ভোজদেব পাটলী-পুত্রে মাতুলালয়ে আশ্রয় লইয়াছিলেন। পালরাজের তাম্র-শাসনে লিখিত আছে, ধর্ম্মপাল 'পিতা চক্রায়ুধকে পুনরায় কান্যকুব্জ রাজ্য দান করিয়াছিলেন, তাহাতে পঞ্চালবাসিগণ হর্ষলাভ করিয়াছিলেন।' ডাক্তার ভাণ্ডারকর স্বীকার করিয়া-ছেন, প্রায় ৭৫৩ খৃষ্টাব্দে কনোজরাজ যশোবর্ম্ম প্রাণত্যাগ করেন।[১১]

এদিকে জৈনগ্রন্থানুসারে ৮৩৪ খৃষ্টাব্দে তৎপুত্র আমরাজের মৃত্যু ঘটে। এরূপ স্থলে আমরাজের রাজ্যকাল প্রায় ৮১ বর্ষ হয়। ইহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। জৈন হরিবংশ-মতে, ইন্দ্রায়ুধ ৭৮৩ খৃষ্টাব্দে উত্তরদেশে (পঞ্চালে) রাজত্ব করিতেছিলেন। ইহাতে স্বীকার করিতে হইবে, তৎপূর্ব্বে আমরাজ রাজা হইয়াছিলেন এবং তাঁহার পিতা ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। মোটামুটী ৭৭৫ খৃষ্টাব্দে আম-

হৃষ্যৎপঞ্চালবৃদ্ধোদ্ধৃতকনকময়স্বাভিষেকোদকুম্ভো
দত্তঃ শ্রীকান্যকুব্জঃসললিতচলিতভ্রূলতা লক্ষ্ম যেন ॥" ২২শ শ্লোক।

(৭) "জিত্বেন্দ্ররাজপ্রভৃতীনরাতীনুপার্জ্জিতা যেন মহোদয়শ্রীঃ।
দত্তা পুনঃ সা বলিনার্থয়িত্রে চক্রায়ুধায়ানতিবামনায় ॥"
নারায়ণপালের তাম্রশাসন ৩য় শ্লোক।

* এই গ্রন্থ ১৩৩৫ সংবতে (=১২৭৮ খৃষ্টাব্দে) রচিত হয়।

(৮) "শতাষ্টকে চ বর্ষাণাং গতে বিক্রমকালতঃ।
সপ্তাধিকে রাধশুক্লতৃতীয়াদিবসে গুরৌ ॥
ষোঢ়েরকে বিহৃত্যামুং দীক্ষিত্বা নাম চাদধুঃ।"
(প্রভাবকচরিত ১১।২৮-২৯)

(৯) "শ্রীবিক্রমকালাদষ্টশতবর্ষেষু নবত্যধিকেষু ব্যতীতেষু ভাদ্রপদে শুক্ল-পঞ্চম্যাং পঞ্চপরমেষ্ঠিনঃ স্মরন্ রাজা শ্রীআমঃ দিবমধ্যষ্ঠাৎ।"
(রাজশেখররচিত প্রবন্ধকোষ।)

(১০) "শাকেষ্বব্দশতেষু সপ্তসু দিশং পঞ্চোত্তরেষূত্তরাং।
পাতীন্দ্রায়ুধনাম্নি কৃষ্ণনৃপজে শ্রীবল্লভে দক্ষিণাম্।"
(জৈন হরিবংশ ৬৬ সর্গ।)

(১১) R. G. Bhandarkar's Search for the Sanskrit Mss. during 1883—84, p. 15.

রাজের রাজ্যারোহণকাল অনুমান করা যাইতে পারে এবং জৈনগ্রন্থে তৎপুত্র দন্দুকের পিতৃদ্বেষিতা ও অধার্ম্মিকতার প্রসঙ্গ থাকায় অধিক সম্ভব এই দন্দুকই পিতৃরাজ্য কাড়িয়া লইয়া ইন্দ্রায়ুধ বা ইন্দ্ররাজ নামে প্রসিদ্ধ হন। পরে ধর্ম্মপাল এই দুর্বৃত্ত ইন্দ্ররাজকে পরাজয় করিয়া তৎপিতা চক্রায়ুধ-(আমরাজ)-কে পুনরায় কনোজরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। সম্ভবতঃ এই ঘটনা ৭৮৩ খৃষ্টাব্দের কয়েক বর্ষ পরে অনুমান ৭৯০ খৃষ্টাব্দে ঘটিয়া থাকিবে। দন্দুকের রাজ্যকালে তৎপুত্র ভোজদেবের পাটলীপুত্রস্থ মাতুলালয়ে আশ্রয়গ্রহণের প্রসঙ্গ থাকায় বোধ হয়, তখনও পাটলীপুত্রে পালরাজধানী ছিল, পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে তখনও পাল-আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল কি না সন্দেহস্থল।

উপরোক্ত বিবরণী হইতে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, ধর্ম্মপাল দেব প্রায় ৭৮৫ খৃষ্টাব্দে পাটলীপুত্রের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন এবং ৭৯০ খৃষ্টাব্দের পরে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনাদি অধিকার করেন।

খালিমপুর হইতে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে তাঁহার ৩২ রাজ্যাঙ্ক নির্দ্দিষ্ট আছে। এরূপ স্থলে তিনি ৩২ বর্ষেরও অধিককাল প্রায় ৪০ বর্ষ রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, তাহা একরূপ মোটামুটী স্বীকার করা যাইতে পারে।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের ইতিবৃত্তলেখক ভোটদেশীয় পণ্ডিতের মতে, রাজা ধর্ম্মপাল বিক্রমশিলা নামক বিহার স্থাপন করেন এবং ১০৮ জন বৌদ্ধাচার্য্যের ভরণপোষণের জন্য বিস্তর ভূমিদান করেন। এখানে চারি সম্প্রদায়ের প্রায় ২০০ ভিক্ষু ব্যাকরণ, দর্শন ও বলিকর্ম্ম শিক্ষা পাইতেন।[১২]

ধর্ম্মপাল নিজে বৌদ্ধ হইলেও তিনি ব্রাহ্মণগণের যথেষ্ট সমাদর করিতেন। বারেন্দ্রকুলপঞ্জীতে লিখিত আছে যে, তিনি ভট্টনারায়ণের পুত্র আদিগাঁঞি ওঝাকে গঙ্গাতীরে ধামসার নামক গ্রাম দান করেন। ধর্ম্মপালের তাম্রশাসন হইতেও জানা যায় যে, মহাসামন্তাধিপতি নারায়ণবর্ম্মার অনুরোধে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্গত ৪ খানি গ্রাম নারায়ণপূজক লাট ব্রাহ্মণদিগকে * প্রদান করিয়াছিলেন।

পালরাজগণের অধিকাংশ তাম্রশাসনেই ধর্ম্মপালের এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা গুণবান্ ও বীর্য্যবান্ বাক্‌পালদেব এবং ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনে তৎপুত্র যুবরাজ ত্রিভুবনপালের উল্লেখ আছে; কিন্তু বাক্‌পাল ও ত্রিভুবনপাল কোন্ সময়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন কি না, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

দেবপাল দেব।

ধর্ম্মপালের পর দেবপালকে আমরা পালরাজাসনে অভিষিক্ত দেখি। দেবপালের মুঙ্গের হইতে প্রাপ্ত (৩৩ সংবৎ অঙ্কিত) তাম্রশাসনে লিখিত আছে—ধর্ম্মপাল রাষ্ট্রকূটরাজ পরবলের কন্যা রন্নাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন, সেই রাজকন্যার গর্ভে দেবপাল জন্মগ্রহণ করেন।[১৩] মহীপাল প্রভৃতি পরবর্ত্তী পালরাজগণের তাম্রশাসনে লিখিত আছে, 'বাক্‌পাল হইতে জয়শীল জয়পাল জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রদ্বারা যেরূপ জগৎ পবিত্র হয়, তদ্রূপ এই জয়পাল-চরিত্রে জগৎ পবিত্রীকৃত হইয়াছিল। ইনি ধর্ম্মদ্বেষ্টাদিগকে শাসন করিয়াছিলেন। যিনি শত্রুদিগকে পরাজয় করিয়া পূর্ব্বজ দেবপালকে অশেষ ভুবন রাজ্যসুখ ভোগ করাইয়াছিলেন।'[১৪]

'পূর্ব্বজ' দেবপালের উল্লেখ দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ দেবপালকে জয়পালের সহোদর ও বাক্‌পালের পুত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে, কিন্তু দেবপাল জয়পালের সহোদর ছিলেন না, তাহা দেবপালের তাম্রশাসন হইতেই জানা যাইতেছে। দেবপাল জয়পাল অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন বলিয়াই 'পূর্ব্বজ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

দেবপাল যে কেবল তাহার খুল্লতাতপুত্র জয়পালের সাহায্যে রাজ্যলক্ষ্মী উপভোগ করিয়াছিলেন, তাহা নয়। তাঁহার নিজের তাম্রশাসন হইতেই জানা যায় যে, তিনি একজন মহা দিগ্বিজয়ী নৃপতি ছিলেন, গঙ্গা হইতে সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন।[১৫] নারায়ণপালের তাম্রশাসনে আছে—দেবপালের আদেশে জয়পাল জয়াশায় বহির্গত হন, তাঁহার নাম শুনিয়াই উৎকলাধিপতি নিজ পুর পরিত্যাগ করিয়া দূরে পলাইয়া গিয়াছিলেন, প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতি তাঁহার আজ্ঞা শিরে ধারণ করিয়া সামন্তগণের সহিত তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন।[১৬]

---

(১২) Journal of the Buddhist Text Society, Vol. I. Part I. p. 11.

* উক্ত লাট শব্দ দেখিয়া কেহ কেহ উহাকে গুজরাতের মধ্য ও দক্ষিণাংশ, কেহ বা কাণ্যকুব্জ বলিয়া মনে করেন। (Epigraphia Indica, Vol. IV. p. 146 note; and Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. LXIII. Part I. p. 55.)

(১৩) Indian Antiquary, Vol. XXI. p. 255.

(১৪) "তস্মাদুপেন্দ্রচরিতৈর্জ্জগতীং পুনানঃ
পুত্রো বভূব বিজয়ী জয়পালনামা।
ধর্ম্মদ্বিষাং শময়িতা যুধি দেবপালে
যঃ পূর্ব্বজে ভুবনরাজ্যসুখান্যনৈষীৎ॥"

(১৫) Asiatic Researches, Vol. I. p. 113. (Popular Edition).

(১৬) "যস্মিন্ ভ্রাতুর্নিদেশাদ্বলবতি পরিতঃ প্রস্থিতে জেতুমাশাঃ
সীদন্নাম্নৈব দূরান্নিজপুরমজহাদুৎকলানামধীশঃ।
আসাঞ্চক্রে চিরায় প্রণয়িপরিবৃতো বিভ্রদুচ্চেন মূর্দ্ধা
রাজা প্রাগ্‌জ্যোতিষাণামুপশমিতসমিৎশঙ্কয়া যস্য চাজ্ঞাং॥"

কিন্তু বদাল হইতে আবিষ্কৃত গরুড়স্তম্ভলিপিতে লিখিত আছে, "শাণ্ডিল্যবংশীয় মন্ত্রী দর্ভপাণির নীতিকৌশলে রাজা দেবপাল রেবা হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত এবং অস্তগিরি হইতে উদয়গিরি বরুণালয় উভয় সমুদ্র পর্য্যন্ত সমুদায় রাজ্য করদ করিয়াছিলেন।"[১৭] দেবপাল নিজে সৌগত হইলেও ব্রাহ্মণ সাধারণকে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-কুলাচার্য্য হরিমিশ্র লিখিয়াছেন—

'দৈববলে দেবপাল গৌড়রাজ্যে প্রবল রাজা হইয়াছিলেন। ইনি প্রজ্ঞা, বাক্য, বিবেক ও শীলবিনয়সম্পন্ন, শুদ্ধাশয় ও শ্রীমান্ ছিলেন, ইঁহার নিজ কুলধর্ম্মেও বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল।'[১৮]

দেবপালের সময়ে উৎকীর্ণ ঘোষরাবাঁর শিলাফলকে লিখিত আছে,—উত্তরাপথের নগরহার নামক স্থান হইতে সর্ব্বশাস্ত্র-বিদ্ বীরদেবকে দেবপাল যথেষ্ট সম্মান করিয়াছিলেন। বীরদেব পালরাজের অনুগ্রহে বহুদিন যশোবর্ম্মপুরবিহারে বাস করেন।[১৯]

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কনিংহাম্ উক্ত যশোবর্ম্মপুর বর্ত্তমান বিহার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু যেখান হইতে ঐ শিলাফলক খানি পাওয়া গিয়াছে, সেই ঘোষরাবাঁগ্রামই যশোবর্ম্মপুর বলিয়া বোধ হয়। বাক্‌পতির গৌড়বধকাব্যে লিখিত আছে যে, কান্যকুব্জপতি যশোবর্ম্মদেব গৌড়জয় করিয়া কোন গৌড়-পতিকে বিনাশ করিয়াছিলেন। অধিক সম্ভব, সেই যশোবর্ম্ম-দেবই আপন নামানুসারে নগর স্থাপন করিয়া গৌড়বিজয়-কীর্ত্তি রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, জৈন-গ্রন্থানুসারে ৮৩৪ খৃষ্টাব্দে যশোবর্ম্মপুত্র আমরাজ (চক্রায়ুধ) মগধতীর্থে প্রাণত্যাগ করেন। বীরদেবের শিলালিপিতে 'যশোবর্ম্মপুর' পবিত্র তীর্থরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার সময়ে এখানে বজ্রাসনবিহার নির্ম্মিত হইয়াছিল।[২০] ইহাতে বোধ হয়, দেবপালের রাজত্বকালে আমরাজ পিতৃস্থাপিত যশোবর্ম্মপুরে (বর্ত্তমান ঘোষরাবাঁয়) অথবা জৈনতীর্থ পাবা-পুরীতে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

১ম শূরপাল।

মুঙ্গের হইতে প্রাপ্ত দেবপালের তাম্রশাসনে লিখিত আছে, দেবপাল তাঁহার ধার্ম্মিকপুত্র রাজ্যপালকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। কিন্তু তৎপরবর্ত্তী কোন তাম্রশাসন বা শিলালিপিতে যুবরাজ রাজ্যপালের রাজত্বপ্রসঙ্গ নাই। ইহাতে অনুমান করা যায় যে, দেবপালের রাজত্বকালেই হয়ত রাজ্যপাল কালগ্রাসে পতিত হন, অথবা তাঁহার অত্যল্পকাল রাজ্যকথা কেহ উল্লেখযোগ্য বিবেচনা করেন নাই। যাহা হউক, বদালের গরুড়স্তম্ভলিপিতে দেবপালের পরই গৌড়াধিপ শূরপালের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু শিলালিপিতে শূরপাল কাহার পুত্র তাহা স্পষ্ট লিখিত হয় নাই। দেবপালের পরই ইঁহার প্রসঙ্গ থাকায় কেহ কেহ ইঁহাকে দেবপালের পুত্র অথবা ১ম বিগ্রহপালের নামান্তর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথম অনুমানটী অনেকটা সম্ভবপর, কিন্তু দ্বিতীয় অনুমানের কোন সার্থকতা নাই। আমরা শূরপালকে দেবপালের বংশধর বা উত্তরাধিকারী বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

গরুড়স্তম্ভলিপিতে লিখিত আছে, শূরপাল যেন সাক্ষাৎ ইন্দ্র ও প্রজাপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার উপদেষ্টা বা মন্ত্রী (দর্ভ-পাণির পৌত্র ও সোমেশ্বরের পুত্র) কেদারমিশ্র, এই কেদার-মিশ্রের উপর নির্ভর করিয়া গৌড়রাজ উৎকল, হূণ, দ্রবিড় ও গুর্জ্জররাজের দর্পচূর্ণ করিয়াছিলেন। এই ১ম শূরপাল কতদিন রাজ্য করিয়াছিলেন, তাহা ঠিক জানা যায় নাই।[২১]

১ম বিগ্রহপাল।

তৎপরে আমরা জয়পালের পুত্র ১ম বিগ্রহপালকে গৌড়-মগধের সিংহাসনে অভিষিক্ত দেখি। নারায়ণপালের তাম্র-শাসনে লিখিত আছে, তিনি অজাতশত্রুর মত জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। তিনি হৈহয়রাজকন্যা লজ্জার পাণিগ্রহণ করেন, তাঁহার গর্ভে সুপ্রসিদ্ধ নারায়ণপালদেবের জন্ম।

বিহারের ৭ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত ঘোষ্‌রাবাঁর বজ্রাসনবিহারের ধ্বংসাবশেষ হইতে উক্ত বিগ্রহপালের বহু রৌপ্যমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে।[২২] বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহার মুদ্রা পারস্যের অগ্ন্যুপাসক শাসনীয় বা শকরাজবংশের মুদ্রার অনুরূপ। ঐ মুদ্রার সম্মুখ দিকে দক্ষিণপার্শ্বে অস্পষ্ট রাজ-মুণ্ড, তাহার সহিত "শ্রী" এবং নিম্নে "বিগ্রহ" এই কয়টী অক্ষর আছে, এই সমস্ত অংশ যেন মুক্তার মালা দিয়া ঘেরা। পশ্চা-দ্দিকে যেন শাসনীয়দিগের অগ্নিপূজার বেদী, ইহার উভয়পার্শ্বে

---

(১৭) "আরেবাজনকাম্মতঙ্গজমদস্তিম্যচ্ছিলাভৃৎপতে-
রাগৌরীপিতুরীশ্বরেন্দুকিরণৈঃ পুষ্যৎসিতিম্নো গিরেঃ।
মার্ত্তণ্ডাস্তময়োদয়ারুণজলাদাবারিরাশিদ্বয়া-
ন্নীত্যারাজ্যভুবং চকার করদা শ্রীদেবপালোনৃপঃ।"

(১৮) "ক্ষ্মাপালপ্রতিভূর্ভুবঃ পতিরভূদ্গৌড়ে চ রাষ্ট্রে ততঃ
রাজাঽভূৎ প্রবলঃ সদৈবশরণঃ শ্রীদেবপালস্ততঃ।
প্রজ্ঞা-বাক্যবিবেকশীলবিনয়ৈঃ শুদ্ধাশয়ঃ শ্রীযুতো
ধর্ম্মে চাস্ত মতিঃ সদৈব রমতে স স্বীয়বংশোদ্ভবে।"

(১৯) Journal of the Asiatic Society of Bengal for 1872, Part I, p. 272 and Indian Antiquary, Vol. XVII. p. 310.

(২০) Cunningham's Archæological Survey Reports, Vol. XI. p. 173-175.

(২১) কনিংহাম লিখিয়াছেন, তিনি এই শূরপালের ১৩শ বর্ষাঙ্কিত শিলালিপি দেখিয়াছেন। কিন্তু তাহার অক্ষর দেখিলে ১ম শূরপালের সময়কার অক্ষর না হইয়া ২য় শূরপালের সময়কার অক্ষর বলিয়া ধরা যায়।

(২২) Archæological Survey Reports, Vol. XV. p. 152.

হোতা ও অধ্বর্য্যুর মূর্ত্তি, মধ্যস্থলে "ম" অক্ষর, সম্ভবতঃ বিগ্রহপালের রাজ্য মগধনির্দ্দেশক।
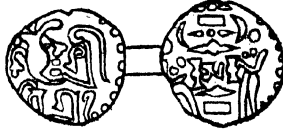
বিগ্রহপালের মুদ্রা।

কনিংহাম্ ও অপরাপর প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ৯১০ খৃষ্টাব্দে এই বিগ্রহপালের রাজ্যারোহণকাল স্থির করিয়াছেন।[২৩] কিন্তু উঃ পঃ প্রদেশের সীয়ডোণী গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, ৯৬৫ সংবতে (=৯০৮ খৃষ্টাব্দে) 'বিগ্রহপাল-দ্রম্ম' বা বিগ্রহপালের মুদ্রা বিশেষ প্রচলিত ছিল।[২৪] এরূপ স্থলে বিগ্রহপাল তাহারও পূর্ব্বে রাজত্ব করিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

নারায়ণপালদেব।

১ম বিগ্রহপালের পর তৎপুত্র নারায়ণপাল পালসিংহাসন অলঙ্কৃত করেন। ভাগলপুর হইতে প্রাপ্ত তাঁহার তাম্রশাসন হইতে জানা যায়, তিনি একজন পরমধার্ম্মিক, পরম দয়ালু, প্রজাপ্রিয় ও মহাবীর ছিলেন। তৎপরবর্ত্তী অপর পালরাজ-গণের তাম্রশাসনে লিখিত আছে, 'তিনি স্বীয় চরিত্রদ্বারা ন্যায়া-নুসারে প্রাপ্ত ধর্ম্মাসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন। ভূপতিগণের শিরোমণির কান্তিদ্বারা যাঁহার পাদপীঠোপল আলিঙ্গিত হইত।'[২৫] তাঁহার প্রধান মন্ত্রী পূর্ব্বোক্ত কেদারমিশ্রের পুত্র গুরবমিশ্র। এই গুরবমিশ্রই বদালে গরুড়স্তম্ভ স্থাপন করেন।

রাজ্যপাল।

নারায়ণপালের পর রাজ্যপাল সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। মদনপালের তাম্রশাসনে লিখিত আছে— "তিনি সমুদ্রের মূলদেশের ন্যায় অতি গভীরগর্ভযুক্ত জলাশয় ও কুলপর্ব্বতের সমকক্ষ প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট দেবালয় সকল প্রতিষ্ঠা করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন।" তিনি রাষ্ট্রকূটরাজ তুঙ্গের কন্যা ভাগ্যদেবীর পাণিগ্রহণ করেন, তাঁহার গর্ভে (২য়) গোপালদেব জন্মলাভ করেন। রাজ্যপাল কতবর্ষ রাজত্ব করেন, তাহা ঠিক জানা যায় নাই।

২য় গোপালদেব।

রাজ্যপালের পর তৎপুত্র ২য় গোপাল রাজ্যলাভ করেন। মহীপাল ও মদনপালের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, ২য় গোপাল বহুদিন ধরিয়া রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন।

(২৩) Grundriss der Indo-Arischen Philologie &c, Vol. II Part 3. p. 31.

(২৪) Epigraphica Indica, Vol. 1. p. 167

(২৫) মদনপালের তাম্রশাসন ৮ম শ্লোক।

২য় বিগ্রহপালদেব।

২য় গোপালের পর তৎপুত্র ২য় বিগ্রহপাল আধিপত্য-লাভ করেন। মদনপালের তাম্রশাসনে লিখিত আছে— 'ইনি পিতার অতিশয় প্রিয়, নির্ম্মলচরিত্র, সুপণ্ডিত ও দাতা ছিলেন।' ১ম মহীপালের তাম্রশাসনে লিখিত আছে, 'শুভ্রতুল্য যাঁহার সেনাগজেন্দ্র সকল প্রচুর জলযুক্ত পূর্ব্বদিকে ইচ্ছানু-সারে জলপান করিয়া তৎপরে মলয়পর্ব্বতের উপত্যকা ভূমিতে চন্দনতরুতলে মৃদুমন্দগতিতে ভ্রমণপূর্ব্বক ঘনীভূত শীকর দ্বারা বৃক্ষসমূহে জড়ত্ব বিধান করিয়া হিমালয়ের কটকদেশ আশ্রয় করিয়াছিল।'[২৬]

ইঁহার ১২শ বর্ষে উৎকীর্ণ শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে।

১ম মহীপালদেব।

২য় বিগ্রহপালের পর তৎপুত্র ১ম মহীপাল রাজ্যাধিকার পাইয়াছিলেন। মদনপালের তাম্রশাসনে লিখিত আছে, '(মহীপাল) পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হইয়া শত্রুদিগকে বিনাশপূর্ব্বক নিজ বাহুবলে অনধিকৃত ও বিলুপ্ত রাজ্য উদ্ধার করিয়া-ছিলেন।'[২৭]
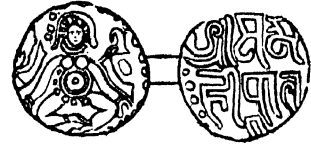
মহীপালের মুদ্রা।

১০৮৩ সংবতে উৎকীর্ণ ১ম মহীপালদেবের শিলালিপি হইতে জানা যায়, তিনি বারাণসী পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া-ছিলেন, তিনি এবং তাঁহার পুত্রদ্বয় স্থিরপাল ও বসন্তপাল কাশীতে ঈশান ও চিত্রঘণ্টাদি শত শত কীর্ত্তিরত্ন স্থাপন করেন।[২৮]

রাজেন্দ্রচোলের দিগ্বিজয়জ্ঞাপক তিরুমলয়ের গিরিলিপি হইতে জানা যায় যে, তৎকালে গৌড় ও বঙ্গদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন বা সামন্তরাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই সময়ে দণ্ডভুক্তি বা দণ্ডবিহার (বর্ত্তমান বিহারে) ধর্ম্মপাল, বঙ্গে গোবিন্দ চন্দ্র, দক্ষিণ-রাঢ়ে রণশূর এবং উত্তররাঢ়ে মহীপাল রাজত্ব করিতেন।[২৯] রাজেন্দ্রচোল মহীপাল প্রভৃতি উক্ত নৃপতি-

(২৬) সাহিত্যপরিষৎপত্রিকা ১৩০৫ সাল, ৬৬-৬৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২৭) "হতসকলবিপক্ষঃ সঙ্গরে বাহুদর্পাদনধিকৃতবিলুপ্তং
রাজ্যমাসাদ্য পিত্র্যং।" ১০ম শ্লোক।

(২৮) Archæological Survey Reports, Vol. IX. p. 182.

(২৯) তিরুমলয়লিপির মূলে 'তক্কনলাড়ং' ও 'উত্তিরলাড়ম্' আছে। উক্ত লিপির অনুবাদক ডাক্তার হল্‌চ ঐ দুই স্থান গুজরাতের অন্তর্গত 'দক্ষিণ লাট' ও 'উত্তরলাট' বলিয়া স্থির করিয়াছেন। (Hultzsch's South Indian Inscriptions, Vol. I. p. 91.) কিন্তু ঐ দুইটী যে গৌড়দেশের অন্তর্গত উত্তররাঢ় ও দক্ষিণরাঢ় তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

বর্গকে পরাজয় করিয়াছিলেন। প্রায় ৯৫৪ শকে (১০৩২ খৃষ্টাব্দে) মহীপালের পরাজয় ঘটে। প্রত্নতত্ত্ববিৎ কনিংহাম্ এই মহীপালের ৪৮শ বর্ষাঙ্কিত খোদিত লিপি পাইয়াছেন। তারানাথের মতে, মহীপাল ৫২ বর্ষ রাজ্য করেন। ঘোষ্রাবাঁর বজ্রাসনবিহারের ধ্বংসাবশেষ হইতে এই মহীপালদেবের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার রাজত্বকালে সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধতান্ত্রিক দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান খ্যাতিলাভ করেন, মহীপাল তাঁহাকে বিক্রমশিলায় আহ্বান করেন এবং এখানকার সর্ব্বপ্রধান আচার্য্যপদে অভিষিক্ত করেন। তৎকালে বিক্রমশিলায় ৫৭ জন প্রধান পণ্ডিত অবস্থান করিতেন। মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি নানাস্থানে মহীপালের প্রতিষ্ঠিত বহুতর পুষ্করিণী আছে। মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত গয়সাবাদের নিকট 'মহীপাল' নামে একটী অতি প্রাচীন গ্রাম আছে। প্রবাদ এইরূপ, এস্থানে মহীপালের রাজধানী ছিল।[৩২] তিব্বতের বৌদ্ধ ঐতিহাসিকগণের মতে গৌড়াধিপ মহীপাল ভোটরাজ লা-লামার সমসাময়িক।

নয়পালদেব।

১ম মহীপালের পর নয়পালদেব রাজা হইলেন। মদনপালের তাম্রশাসনে ইনি 'বহুগুণশালী, স্নিগ্ধপ্রকৃতি, অনুরাগের আধার এবং বহুদিকে (রাজ্য) বিস্তারকারী বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন।' গয়ার কৃষ্ণদ্বারিকা-মন্দিরে এই নয়পালের ১৫শ বর্ষে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে।[৩৩] শ্রীজ্ঞান-অতীশের জীবনবৃত্তলেখক ভোটদেশীয় পণ্ডিতগণের মতে, এই নয়পালরাজ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে প্রধান ইষ্টদেব বলিয়া ভাবিতেন, অনেক সময় বিক্রমশিলায় গিয়া তাঁহার পদতলে বসিয়া পরমার্থ উপদেশ শ্রবণ করিতেন। নয়পালের উৎসাহে ও শ্রীজ্ঞানের যত্নে এই সময় তান্ত্রিক মত গৌড়ের সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়াছিল। তিব্বত প্রভৃতি বহুদূর দেশ হইতে শত শত পণ্ডিত তান্ত্রিক উপদেশ লাভ করিবার জন্য বিক্রমশিলায় আগমন করিতেন। কি হিন্দু কি বৌদ্ধ সকলেই তান্ত্রিক তারাদেবী(শক্তি?)-র উপাসনায় ও তান্ত্রিক গূঢ় সাধনে আগ্রহ প্রকাশ করিতে থাকে। শ্রীজ্ঞানের জীবনীলেখক লিখিয়াছেন, এই সময় কার্ণারাজের সহিত মগধাধিপ নয়পালের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল। প্রথমে মগধ-সৈন্যদলই শত্রুহস্তে পরাজয় স্বীকার করে, শত্রুগণ রাজধানী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। অবশেষে মগধাধিপ জয়লাভ করেন। শ্রীজ্ঞানের বিশেষ যত্নে সন্ধি হইয়া যায় এবং উভয় রাজা মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হন। শ্রীজ্ঞান নয়পালকে যে সকল সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করেন, তাহা শ্রীজ্ঞানের 'বিমলরত্নলেখন' নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে। (এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে।[৩৪])

নয়পালের রাজত্বকালে শ্রীজ্ঞান তিব্বত যাত্রা করেন এবং তথায় ১০৫৩ খৃষ্টাব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

৩য় বিগ্রহপালদেব।

নয়পালের পর তাম্রশাসনে ৩য় বিগ্রহপালের নাম পাওয়া যায়। দিনাজপুরের অন্তর্গত আমগাছী হইতে এই ৩য় বিগ্রহপালের তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। মদনপালের তাম্রশাসনে লিখিত আছে,—'যিনি সর্ব্বদা স্মররিপুর পূজায় অনুরক্ত ছিলেন, যাঁহার বাহুবল সংগ্রামস্থলে দর্শিত হইত, অধিক যুদ্ধকারী শত্রুকুলের যিনি কালস্বরূপ, যিনি চারিবর্ণের আশ্রয়, যাঁহার যশোরাশিতে দিঙ্মণ্ডল ধবলিত হইয়াছিল।' তাঁহার তাম্রশাসন হইতেই জানা যায়, তিনি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইলেও বেদান্ত-ন্যায়-মীমাংসা প্রভৃতি শাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণকে শাসনদ্বারা গ্রাম দান করিয়াছেন।

২য় মহীপালদেব।

মদনপালের তাম্রশাসন হইতে জানা যায়, বিগ্রহপালের পর তৎপুত্র ২য় মহীপাল রাজ্যারোহণ করেন। ইনি কীর্ত্তিপ্রভায় আনন্দিত ও বিশ্বগীত হইয়াছিলেন।[৩৫] বাস্তবিক দিনাজপুরে ও রঙ্গপুরের নানাস্থানে দ্বিতীয় মহীপালের প্রতিষ্ঠিত গ্রাম ও শত শত সরোবর আজও শোভা পাইতেছে। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই মহীপালের কীর্ত্তিগাথা বাঙ্গালার ঘরে ঘরে গীত হইত।[৩৬] রঙ্গপুর অঞ্চলে প্রবাদ আছে, মহীপাল রাজা হইবার কএক বর্ষ পরেই সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করেন।[৩৭]

(৩২) ঐ মহীপাল গ্রাম উত্তররাঢ়ের অন্তর্গত। রাজেন্দ্রচোড়ের খোদিত লিপিতেও আছে, মহীপাল উত্তররাঢ়ে রাজত্ব করিতেন। এই প্রমাণদ্বারা এবং বর্ত্তমান মহীপাল গ্রামের নিকটবর্ত্তী প্রাচীন স্তূপ ও ধ্বংসাবশেষ দ্বারা ঐ গ্রামে যে এক সময় পালরাজধানী ছিল, তাহা অধিক সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। এই মহীপাল গ্রামের কিঞ্চিদধিক ৩ ক্রোশ দূরে সাগরদীঘী নামে এক সুবৃহৎ সরোবর আছে, উহাও মহীপালের কীর্ত্তি বলিয়া তত্রত্য লোকের বিশ্বাস।

(৩৩) Cunningham's Archæological Survey Reports, Vol. III, plate xxxvii. and Proceedings Asiatic Society of Bengal, 1873, p. 221.

(৩৪) Journal of the Buddhist Text Society, Vol. I. Part I. p. 31.

(৩৫) "তস্মান্নন্দনচন্দনবারিহারিকীর্ত্তিপ্রভানন্দিতবিশ্বগীতঃ।" (১৩শ শ্লোক)

(৩৬) "যোগীপাল গোপীপাল মহীপালগীত।
ইহা শুনিতে যে লোক আনন্দিত॥" (চৈতন্যভাগবত অন্ত্যখণ্ড)

(৩৭) অনেক বৌদ্ধরাজাই সংসারে বৈরাগ্যপ্রযুক্ত সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিতেন, মাণিকচাঁদ ও তৎপুত্র গোবিন্দচন্দ্রের গীত হইতে তাহার যথে

২য় শূরপাল।

২য় মহীপালের পর ২য় শূরপাল রাজ্যলক্ষ্মী লাভ করিয়াছিলেন। মদনপালের তাম্রশাসনের মতে, 'শূরপাল ইন্দ্রতুল্য মহিমাশালী, প্রতাপশ্রীর আধার, অদ্বিতীয়, মহাসাহসী ও গুণস্বরূপ।' (১৪শ শ্লোঃ) ইহার রাজ্যকালের ১৩শ বর্ষে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে।

রামপালদেব।

২য় শূরপালের পর তাঁহার সহোদর রামপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। উক্ত তাম্রশাসন-মতে, 'তাঁহার পিতা জগৎপালনে নিরত থাকিলেও যিনি শৈশবকালেই বিস্ফূর্জমান তেজঃদ্বারা শত্রুরাজগণকে স্থায়িভাবে চমৎকৃত করিয়াছিলেন।' গৌড় ও বঙ্গের নানাস্থানে এই রামপালের কীর্ত্তি দৃষ্ট হয়। বিক্রমপুরের অন্তর্গত রামপাল নামক প্রাচীন গ্রাম এই রামপালের নাম ঘোষণা করিতেছে। এইস্থান মদনপালের তাম্রশাসনে ও সেকশুভোদয়া নামক গ্রন্থে[৩৮] (পালরাজধানী) রামাবতী নগরী নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। কামরূপপতি বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনে লিখিত আছে, পালরাজ রামপাল মিথিলাধিপতি ভীমকে বিনাশ করিয়াছিলেন।[৩৯] রামপালচরিত নামে একখানি দ্ব্যর্থকাব্য পাওয়া গিয়াছে, ইহাতে রামপালদেবের কীর্ত্তিগাথা বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার মন্ত্রীর নাম যোগদেব। সেকশুভোদয়ায় লিখিত আছে, রামপালের মৃত্যুর পর বিজয়সেন রাজা হন।[৪০]

কুমারপালদেব।

রামপালের পর তৎপুত্র কুমারপাল রাজা হন। ইহার রাজত্বকালে সেনবংশপ্রদীপ মহারাজ বিজয়সেনের অভ্যুদয়। সম্ভবতঃ এই সময়ে গৌড়রাজ্যের উত্তরাংশ পালরাজের অধিকারভুক্ত থাকিলেও গৌড়ের দক্ষিণাংশ উত্তররাঢ়প্রদেশ সেনরাজ্যের সীমান্তর্গত হইয়াছিল। কুমারপালকে স্বীয় পিতৃরাজ্যরক্ষার জন্য সেনরাজের সহিত বিপুল সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। মদনপালের তাম্রশাসনে লিখিত আছে—'তিনি নিজ আয়তভুজবীর্য্যদ্বারা বলবান্ শত্রুদিগের যশঃসাগর পান করিয়াছিলেন এবং নরেন্দ্রবধূগণের কপোলে কর্পূরের পত্র ও মকরীর চিত্রণবিষয়ে বিপুল কীর্ত্তিলাভ করিয়াছিলেন।' দেওপাড়ার শিলাফলকে লিখিত আছে, 'বিজয়সেন গৌড়পতিকে আক্রমণ করিবার জন্য পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছিলেন, কামরূপপতিকে বিদূরিত করিয়াছিলেন।'[৪১]

বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনে লিখিত আছে, কুমারপাল আপন মন্ত্রী বোধিদেবের পুত্র (পূর্ব্বোক্ত যোগদেবের পৌত্র) বৈদ্যদেবকে তিগ্যদেবের স্থানে প্রাচ্য (প্রাগ্‌জ্যোতিষ)-প্রদেশ শাসন করিবার জন্য নিযুক্ত করেন। অধিক সম্ভব, প্রাগ্‌জ্যোতিষ (কামরূপ)-প্রদেশের শাসনকর্ত্তা তিগ্যদেব বিজয়সেনের নিকট পরাজিত হইলে তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া পালরাজ কুমারপাল তাঁহার স্থানে বৈদ্যদেবকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

৩য় গোপালদেব।

কুমারপালের পর তৎপুত্র ৩য় গোপালদেব রাজা হন। মদনপালের তাম্রশাসনে লিখিত আছে, 'পৃথিবীপালন দ্বারা যাঁহার খ্যাতমহিমারূপ কর্পূরধূলি উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল এবং যিনি শৈশবে সেই নিজ কীর্ত্তিসমূহরূপ ধূলিদ্বারা ক্রীড়িত হইয়াছিলেন' (অর্থাৎ তিনি শৈশবকালেই রাজ্যপালন করিয়া অতিশয় যশস্বী হইয়াছিলেন।)

মদনপালদেব।

৩য় গোপালের পর তাঁহার পিতৃব্য এবং রামপালের পুত্র মদনপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার তাম্রশাসন

প্রমাণ পাওয়া যায়। (Journal of the Asiatic Society of Bengal for 1878, part I, p. 149—200 'মাণিকচাঁদের গান' এবং সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা ৬ষ্ঠ ভাগ ২৬৭ পৃষ্ঠায় 'গোবিন্দচন্দ্রের গীত' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(৩৮) "পুরী রামাবতী যত্র ভুবি বিখ্যাতনামিকা।" (সেকশুভোদয়া)

(৩৯) Epigraphia Indica, Vol. II. p. 352.

(৪০) সেকশুভোদয়ার অধিকাংশ কথাই প্রবাদমূলক, ইহার ঐতিহাসিক মূল অতি সামান্য। স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল এই গ্রন্থখানি এক মুসলমান মসজিদ হইতে আবিষ্কার করেন। তিনি রামপালের মৃত্যুজ্ঞাপক এইরূপ বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—

'শাকে যুগ্মবেদুরন্ধ্রগতে কন্যাং গতে ভাস্করে
কৃষ্ণবাক্‌পতিবাসরে যমতিথৌ যামদ্বয়ে বাসরে।
জাহ্নব্যাং জলমধ্যতস্তনশনৈ ধ্যাত্বা পদং চক্রিণঃ
পালান্বয়মৌলিমণ্ডনমপিশ্রীরামপালো মৃতঃ॥'

উক্ত শ্লোক হইতে বটব্যাল মহাশয় ৯৭৭ শকাব্দে=১০৫৫ খৃষ্টাব্দে রামপালের মৃত্যুকাল ও বিজয়সেনের রাজ্যারম্ভকাল নির্ণয় করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত কালনির্ণয় ঠিক হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। সেকশুভোদয়ার মতে রামপালই পালবংশীয় শেষ রাজা, কিন্তু মদনপালের ও বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন ও নানা শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, রামপালের পর তদ্বংশীয় কএক জন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন। অসম্ভব নহে যে, বিজয়সেন রামপালকে পরাজয় করিয়া তাঁহার রাজধানী অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু সেকশুভোদয়ায় রামপালের যে রাজ্যাবসান ও বিজয়সেনের যে রাজ্যারম্ভকাল লিখিত হইয়াছে, তাহাও ঐতিহাসিকের চক্ষে প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না। কিলহোর্ণ প্রভৃতি বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণ তাহারও অনেক পরে বিজয়সেনের আবির্ভাবকাল নির্ণয় করিয়াছেন।

(Epigraphia Indica, Vol. I. p. 313.)

(৪১) "গৌড়েন্দ্রমদ্রবদপাকৃতকামরূপ-ভূপং কলিঙ্গমপি যস্তরসা জিগায়।"

(বিজয়সেনের শিলালিপি ২১শ শ্লোক)

শ্রীমদনপালদেবের তাম্রশাসন।

(সম্মুখভাগের প্রতিকৃতি।)

[পালরাজবংশ ৩১৭ পৃষ্ঠা।]

(সম্মুখভাগের প্রতিলিপি ।)

শ্রীমদনপালস্য ।

(১ম পংক্তি ।) ওঁ নমো বুদ্ধায় ॥ স্বস্তি ॥ মৈত্রীং কারুণ্যরত্নপ্রমুদিতহৃদয়ঃ প্রেয়সীং সন্দধানঃ সম্যক্সম্বোধিবিদ্যাসরিদমলজলঃ[1] ক্ষালি-

২য় „ তাজ্ঞানপঙ্কঃ । জিত্বা যঃ কামকারিপ্রভবমভিভবং শাশ্বতীং প্রাপ শান্তীঃ[2] স শ্রীমান্ লোকনাথো জয়তি দশবলোঽন্যশ্চ গোপালদেব

৩য় „ ঃ ॥ [১] লক্ষ্মীজন্মনিকেতনং সমকরোদ্বোঢ়[3] ক্ষমঃ ক্ষ্মাভরং পক্ষচ্ছেদভয়াদুপস্থিতবতামেকাশ্রয়ো ভূভৃতাং । মর্য্যাদাপরিপালনৈকনি-

৪র্থ „ রতঃ শৌর্য্যালয়োঽস্মাদভূ[4] দুগ্ধাম্ভোধিবিলাসহাসবসতিঃ শ্রীধর্ম্মপালো নৃপঃ ॥ [২] রামস্যেব গৃহীতসত্যতপসস্তস্যানুরূপো গুণেঃ[5]

৫ম „ সৌমিত্রেরুদপাদি তুল্যমহিমা বাক্পালনামানুজঃ (।) যঃ শ্রীমান্ নয়বিক্রমৈকবসতির্ভ্রাতুঃ স্থিতঃ শাসনে শূন্যাঃ শত্রুপতাকিনীভির-

৬ষ্ঠ „ করোদেকাৎপত্রা[6] দিশঃ ॥ [৩] তস্মাদুপেন্দ্রচরিতৈর্জ্জগতীং পুমানঃ[7] পুত্রো বভূব বিজয়ী জয়পালনামা । ধর্ম্মদ্বিষাং শময়িতা যুধি দেবপালে যঃ পূ-

৭ম „ র্ব্বজে ভুবনরাজ্যসুখান্যনৈষীৎ ॥ [৪] শ্রীমদ্বিগ্রহপালস্তৎসূনুরজাতশত্রুরিব জাতঃ । শত্রুবনিতাপ্রসাধনবিলোপিবিমলাসিজলধারঃ* ॥ [৫]

৮ম „ দিক্পালৈঃ ক্ষিতিপালনায় দধতং দেহে বিভক্তান্ গুণান্ শ্রীমন্তং জনয়াম্বভূব তনয়ং নারায়ণং সুতাভূতঃ[8] । যঃ ক্ষৌণীপতিভিঃ সিরোমণি[9] রুচা-

৯ম „ শ্লিষ্টাঙ্ঘ্রিপীঠোপলং ন্যায়োপাত্তমলঞ্চকার চরিতৈঃ স্বৈরেব ধর্ম্মাসনং ॥ [৬] তোয়াশয়ৈর্জ্জলধিমূলগভীরগর্ভৈ-দেবালয়ৈশ্চ[10] কুলভূধর-

১০ম „ তুল্যকক্ষ্যৈঃ[11] । বিখ্যাতকীর্ত্তিরভবত্তনয়শ্চ তস্য শ্রীরাজ্যপাল ইতি মধ্যমলোকপালঃ [৭] তস্মাৎ পূর্ব্বক্ষিতিধ্রান্নিধিরিব মহসাং রাষ্ট্র-[13]

১১ম „ কূটান্বয়েন্দোস্তুঙ্গস্যোত্তুঙ্গমৌলে র্দুহিতরি তনয়ো ভাগ্যদেব্যাং প্রসূতঃ । শ্রীমান্ গোপালদেবশ্চিরতরমবনেরেকপত্ন্যা ইবৈ-

১২শ „ কো[14] ভর্ত্তাভূন্নৈকরত্নদ্যুতিখচিতচতুঃসিন্ধুচিত্রাঙ্গকায়াঃ ॥ [৮] তস্মাদ্বভূব সবিতুর্ব্বসুকোটিবর্ষী কালেন চন্দ্র ইব বিগ্রহপাল-

১৩শ „ দেবঃ । পিতু[15] প্রিয়েণ বিমলেন কলাময়েন যেনোদিতেন দলিতো ভুবনস্য তাপঃ ॥ [৯] হতসকলবিপক্ষঃ সঙ্গরে বাহুদর্পা(দ)নধি-

১৪শ „ কৃতবিলুপ্তং রাজ্যমাসাদ্য পিত্র্যং । নিহিতচরণপদ্মো ভূভৃতাং মূর্দ্ধ্নি তস্মাদভবদবনিপালঃ শ্রীমহীপালদেবঃ ॥ [১০] স্তুজন[16]

১৫শ „ যোষাসঙ্গঃ শিরসি কৃতপাদঃ ক্ষিতিভৃতাং বিতন্বন্ সর্ব্বাশাঃ প্রসভ[17] মুদয়াদ্রেরিব রবিঃ । গুণগ্রামা স্নিগ্ধপ্রকৃতিরনুরাগৈ-

১৬শ „ কবসতিঃ সুতো ধন্যপুণৈ[18] রজনি নয়পালো নরপতিঃ ॥ [১১] পীতঃ সজ্জনলোচনৈঃ স্মররিপোঃ পূজানুরক্তঃ সদা সংগ্রামেক[19]

১৭শ „ বলোধিকগ্রহকৃতাং কালঃ কুলে বিদ্বিষাং । চাতুর্ব্বর্ণ্য[20] সমাশ্রয়ঃ সিতযশঃপূরৈর্জ্জগল্লম্ভয়ন্ তস্মাদ্বিগ্রহপালদেবনৃ-

১৮শ „ পতিঃ পুণ্যৈর্জ্জনানামভূৎ ॥ [১২] তন্নন্দনশ্চন্দনবারিহারি[21] । কীর্ত্তি[22] প্রভানন্দিতবিশ্বগীতঃ । শ্রীমান্ মহীপাল ইতি দ্বিতীয়ো

১৯শ „ দ্বিজেশমৌলিঃ শিববদ্বভূব ॥ [১৩] তস্যানুজন্মা মহেন্দ্রমহিমাকন্দঃ প্রতাপশ্রিয়া নেকঃ সাহসসারথিগুণনয়ঃ[23]

২০শ „ শ্রীশূরপালো নৃপঃ । যঃ স্বচ্ছন্দনিসর্গ[24] বিক্রমভরা[25] বিভ্রত[26] সর্ব্বায়ুধ-প্রাগল্ভ্যেন মনঃসু বিস্ময়ভয়ং সদ্যসুতা[27] ন দ্বিষাং ॥ [১৪] এ

২১শ „ তস্যাপি সহোদরো নরপতির্দ্দিব্যপ্রজানির্ভর-ক্ষোভাস্বতবিব্রতবাসববৃতিঃ শ্রীরামপালোঽভবৎ । শাসত্যেব

২২শ „ চিরং জগন্তি জনকে যঃ শৈশবে বিস্ফুরৎ তেজোভিঃ পরচক্রচেতসি চমৎকারং চকার স্থিরং । [১৫] তস্মাদজায়ত নিজা-

২৩শ „ য়তবাহুবীর্য্য-নিষ্পীতপীবরবিরোধিযশঃপয়োধিঃ । নেদষ্ঠি[28] কীর্ত্তিশ্চ নরেন্দ্রবধূকপোল-কর্পূরপত্র[29] মকরীবৃ

২৪শ „ কুমারপালঃ ॥ [১৬] প্রত্যর্থি[30] প্রমদাকদম্বকশিরঃসিন্দূরলোপক্রম-ক্রীড়াপাটলপাণিরেষ সুষুবে গোপালমুর্ব্বীভুজ[31] ।

২৫শ „ ধাত্রীপালনজৃম্ভমাণমহিমাকর্পূরপাংশূৎকরৈ-র্দেবঃ কীর্ত্তিময়ৈর্নিজে[32] বিতনুতে যঃ শৈশবে ক্রীড়িতঃ । [১৭] তদনু মদন-

২৬শ „ দেবীনন্দনশ্চন্দ্রগৌরৈশ্চরিতভুবনগর্ভঃ পাংশুভিঃ কীর্ত্তিপূরৈঃ । ক্ষিতিমববম[33] তাতস্তস্য সপ্তাব্ধিকাঞ্চী[34] মভূত মদনপা-

২৭শ „ লো রামাপালাত্মজন্মা ॥ [১৮] স খলু ভাগীরথীপথপ্রবর্ত্তমান-নানাবিধ-নৌবাটক-সম্পাদিত[35] সেত্ত[36] বন্ধনিহিতশৈল-

২৮শ „ শিখরিশ্রী-বিভ্রমান্নিরতিশয়ঘনাঘন-করিপট্ট শ্যামায়মানবাসরলক্ষ্মীসমারব্ধসন্তত জলদসময়সন্দেহা-

২৯শ „ দুদিচীনা[37] নেকনরপতিপ্রাভৃতীকৃতাপ্রমেয়হয়বাহিনী-খরখুরোৎখাতধূলীধূসরিতদিগন্তরালাৎ পরমেশ্বরসেবা

৩০শ „ সমাগতাশেষজম্বুদ্বীপভূপালানন্তপাদভরনমদবনেঃ শ্রীরামাবতীনগরপরিসরসমাবাসিতশ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবা-

৩১শ „ রাৎ । পরমসৌগতো মহারাজাধিরাজঃ শ্রীরামপালদেবপাদানুধ্যাতঃ পরমেশ্বরঃ পরমভট্টারকো মহারাজাধিরা-

৩২শ „ জঃ শ্রীমন্মদনপালদেবঃ কুশলী । শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তৌ কোটীবর্ষবিষয়ে হলাবর্ত্তমণ্ডলে কোষ্ঠগিরিসংবিংশাত্যাদাধিকোপেতল

৩৩শ „ কৈবর্ত্তাধর্ব্বসাবন্ধারম্বাকে[38] বিংশতিকায়াং ভূমৌ । সমুপগতাশেষ রাজপুরুষান্ রাজরাজাস্থক[39] রাজপুত্র রাজামাত্য মহাসন্ধিবি-

৩৪শ „ গ্রহিক-মহাক্ষপটলিক মহাসামন্ত মহাসেপাপতি[40] মহাপ্রতীহার দৌঃসাধসাধনিক মহাকুমারামাত্যরাজস্থানী-

৩৫শ „ য়োপরিক চৌরোদ্ধরণিক দাণ্ডিক-দাণ্ডপাসিক শৌনিক ক্ষেত্রপ-প্রান্তপাল-কোট্টপাল-অঙ্গরক্ষ তদাযুক্তক বিনিযুক্তক

---

1 (বিসর্গ হইবে না)। 2 প্রকৃত পাঠ শান্তিং। 3 বোঢ়ুং। 4 অস্মাদভূৎ। 5 গুণৈঃ। 6 দেকাতপত্রা। 7 পুনানঃ। 8 স প্রভুঃ। 9 শিরোমণি। 10 র্দেবালয়ৈশ্চ। 11 কক্ষৈঃ। 13 রাষ্ট্রকূটাং। 14 ইবৈকো। 15 পিতুঃ। 16 ত্যজন্। 17 প্রসভ। 18 পুণ্যৈঃ। 19 সংগ্রামৈক। 20 চাতুর্ব্বর্ণ্য। 21 (ছেদ হইবে না)। 22 কীর্ত্তি। 23 গুণময়। 24 নিসর্গ। 25 ভরান্। 26 (এখানে একটী অক্ষর কম আছে) 'বিভ্রৎস্ব' পাঠ হইতে পারে। 27 সুতাঃ। 28 নেদিষ্ঠ। 29 পত্রং। 30 প্রত্যর্থি। 31 ভুজঃ। 32 নিজৈ। 33 মনবম্। 34 কাঞ্চীং। 35 সম্পাদিত। 36 সেতু। 37 উদীচীনা। 38 'সংবিংশা' হইতে এ পর্য্যন্ত অস্পষ্ট, অর্থাৎ কোন অর্থ গ্রহ হইল না। 39 রাজন্যক। 40 সেনাপতি।

(পশ্চাদ্ভাগের প্রতিকৃতি।)

(পশ্চাদ্ভাগের প্রতিলিপি।)

(১ম পংক্তি।) হস্ত্যশ্বোষ্ট্র[1] নৌবলব্যাপৃতক কিশোর কিশোরবড়বাগোমহিষ্যজাবিকাধ্যক্ষদূতপ্রেষণিক-গমাগমিক অভিত্বরমাণবি-

২য় „ ষয়পতিগ্রামপতি-তরিক শৌল্কিকগৌল্মিক গৌড়-মালব-চোড়-খসহূন কুলিক কর্ণাট-লাট-চাট-ভট্টসেবকাদী-

৩য় „ ন্ অন্যাংশ্চাকীর্ত্তিতান্। রাজপাদোপজীবিন[2] প্রতিবাসিনো ব্রাহ্মণোত্তরান্ মহত্তমোত্তমকুটুম্বী:[3] পুরোগমচণ্ডালপর্য্যন্তান্ স-

৪র্থ „ থার্হং মানয়তি বোধয়তি সমাদিশতি চ বিদিতমস্তু ভবতাং। যথাপরিলিক্ষিতোয়ং[4] গ্রাম:॥ স্বসীমাতৃণপূ্যতিগোচরপর্য্যন্ত:॥

৫ম „ সতল: সোদ্দেশ: সাম্রমধূক: সজলস্থল: সগর্ত্তোশর:[5] সমাট[6] বিটপ: সদর সাপসার: সচোরোদ্ধরণিক: পরিহৃতসর্ব্ব-

৬ষ্ঠ „ পীড়: অচাটভট্ট প্রবেশ: অকিঞ্চিৎপরগ্রাহ্য: ভাগভোগকর হিরণ্যাদিপ্রত্যায়সমেত: রত্নত্রয়রাজসম্ভোগবর্জ্জিত:

৭ম „ ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন আচন্দ্রার্কক্ষিতিসমকালং মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যযশোভিবৃদ্ধয়ে[7] কৌৎসসগোত্রায় শাণ্ডি-

৮ম „ ল্যাশিতদেবলপ্রবরায় পণ্ডিতশ্রীভূষণ স ব্রহ্মচারিণে সামবেদান্তর্গতকৌথুমশাখাধ্যায়িনে চম্পাহিট্টীয়ায়

৯ম „ চম্পাহিট্টীবাস্তব্যায় বৎসস্বামিপ্রপৌত্রায় প্রজাপতিস্বামিপৌত্রায় শৌনকস্বামিপুত্রায় পণ্ডিত ভট্টপুত্র শ্রীবটেশ্বর স্বা-[8]

১০ম „ মিশর্ম্মণে পট্টমহাদেবী-চিত্রমতিকয়া বেদব্যাসপ্রোক্ত প্রপাঠিতমহাভারত-সমুৎসর্গিত দক্ষিণাত্বেন ভগব-

১১শ „ ন্তং বুদ্ধভট্টারকমুদ্দিশ্য শাসনীকৃত্য প্রদত্তোঽস্মাভি:। অতো ভবদ্ভি: সর্ব্বৈরেবানুমন্তব্যং ভাবিভিরপি পমিপতি[9]-

১২শ „ ভির্ভূমের্দ্দানফলগৌরবাৎ অপহরণে মহান্ নরকপাতভয়াচ্চ দানমিদমনুমোদ্যানুমোদ্য পালনীয়ং প্রতিবাসি-

১৩শ „ ভিশ্চ ক্ষেত্রকরৈ: রাজ্ঞাশ্রবণবিধেয়ী ভূয়: যথাকালং সমুচিতভাগভোগকর হিরণ্যাদি-প্রত্যায়োপনয়: কার্য্য ইতি॥

১৪শ „ সম্বৎ৮ চন্দ্রগত্যো[10] চৈত্রকর্ম্মদিনে১৫ ভবন্তি চাত্র ধর্ম্মানুসংসিন:[11] শ্লোকা:। বহুভির্বসুধা দত্তা রাজভি:

১৫শ „ সগরাদিভি: যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফলং॥ ভূমিং য: প্রতিগৃহ্ণাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি। উভৌ তৌ পুণ্য-

১৬শ „ কর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বগর্গগামিনৌ॥ গামেকাং স্বর্ন[12] মেকঞ্চ ভূমেরপ্যর্দ্ধমঙ্গুলং হরন্ নরকমায়াতি।[13] যাবদাহতি-[14]সংপ্লব:॥

১৭শ „ ষষ্টীং[15] বর্ষসহস্রাণি স্বগর্গে তিষ্ঠতি ভূমিদ: আক্ষেপ্তাচানুমন্তা[16]চ তান্যেব নরকে বসেৎ॥ স্বদত্তাং প-

১৮শ „ রদত্তাং বা যো হরেত বসুন্ধরাং স বিষ্ঠায়াং কৃমির্ভূত্বা পিতৃভি: সহ পচ্যতে॥ আস্ফোটয়ন্তি পিতরো বয়য়ন্তি[17] পিতাম-

১৯শ „ হা:। ভূমিদোঽস্মদ্‌কুলে[18]জাত: স নস্ত্রাতা ভবিষ্যতি[20]॥ সর্ব্বানেতান্ ভাবিন: পার্থিবেন্দ্রান্ ভূয়োভূয়[21] প্রার্থয়েত্যে-

২০শ „ স[22] রাম। সামান্যোয়ং ধর্ম্মসেতুর্নরাণাং কালে কালে পালনীয়: ক্রমেণ॥ ইতি কমলদলাম্বুবিন্দুলোলাং শ্রিয়মনু-

২১শ „ চিন্ত্য মনুষ্য[23] জীবিতং চ। সকলমিদমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধ্যা নহি পুরুষৈ: পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যা:॥ কৃতসকল-

২২শ „ নীতিজ্ঞো বৈর্য[24] স্থৈর্য্যমহোদধি:। সান্ধিবিগ্রহিক: শ্রীমান্ ভীমদেবোঽত্র দূতক:॥ রাজ্যে মদনপালস্য অষ্টমে

২৩শ „ পরিবচ্ছরে[25]। তাম্রপট্টমিমং শিল্পী তথাগতসরোঽখনৎ॥

---

1 হস্ত্যশ্বোষ্ট্র। 2 জীবিন:। 3 কুটুম্বী। 4 লিখিতোঽয়ং। 5 সগর্ত্তোষর:। 6 সমাট। 7 বৃদ্ধয়ে। 8 স্বামি। 9 ভূমিপতি। 10 গত্যা। 11ধর্ম্মানুশংসিন:। 12 স্বর্ণ। 13 (ছেদ হইবে না।) 14 যাবদাহুত। 15 ষষ্টি। 16 নানুমন্তা। 17 বর্দ্ধয়ন্তি। 18 * অস্মৎকুলে। 20। ভবিষ্যতি। 21 ভূয়:। 22 প্রার্থয়ত্যেব। 23 মনুষ্য। 24 ধৈর্য্য। 25 পরিবৎসরে।

হইতে জানা যায় যে, রামাবতী (বর্ত্তমান রামপাল) নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার প্রিয়মহিষী চিত্রমতিকা মহাভারত পাঠ দিয়াছিলেন। মদনপাল উক্ত ভারতপাঠের দক্ষিণাস্বরূপ পণ্ডিতভূষণ বটেশ্বর স্বামীকে (দিনাজপুরের অন্তর্গত দেওকোটপরগণার অধীন) কোষ্ঠগিরি নামক গ্রাম দান করিয়াছিলেন। তিনি বুদ্ধোপাসক হইলেও ব্রাহ্মণপণ্ডিতের যথেষ্ট ভক্তিসম্মান করিতেন। গয়া হইতে রামপাল পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল, কিন্তু এ সময়ে গৌড়ের ও বঙ্গের সমস্ত দক্ষিণাংশ সেনরাজগণের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল।[৪২]

মহেন্দ্রপালদেব।

মদনপালের পর ঠিক কোন্ রাজা পালসিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, কোন শিলালিপি বা তাম্রশাসন হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। তবে গুণরিয়া ও রামগয়া হইতে মহেন্দ্রপালদেবের (যথাক্রমে) ৯ম ও ৮ম বর্ষে উৎকীর্ণ শিলালিপির আকার হইতে এইরূপ অনুমান করা যায় যে, তিনি মদনপালের সময়ে বা অব্যবহিত পরে রাজ্যলাভ করেন।

গোবিন্দপালদেব।

নানা প্রাচীন হস্তলিপি ও শিলালিপিতে এই গোবিন্দপাল পালবংশীয় শেষ নৃপতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। অধ্যাপক বেণ্ডল সাহেব লিখিয়াছেন, মুসলমানেরা ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে শেষ বৌদ্ধরাজ গোবিন্দপালকে পরাজয় করিয়া মগধ অধিকার করেন। সেই জন্য তাঁহার পরবর্ত্তীকালে লিখিত বৌদ্ধ হস্তলিপিসমূহে "গোবিন্দপালদেবানাং বিনষ্টরাজ্যে" এইরূপ লিখিত আছে।[৪৩] কিন্তু তব্‌কৎ-ই-নাসিরি প্রভৃতি সাময়িক মুসলমান ইতিহাস অথবা গোবিন্দপালের বিনষ্টরাজ্যে লিখিত শিলালিপি হইতে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, যদ্দারা জানা যায় যে কোন বৌদ্ধরাজ মুসলমানের নিকট পরাভূত হইয়াছিলেন।

গয়াস্থ এক চতুর্হস্তা কুমারীমূর্ত্তির পাদদেশে এইরূপ খোদিত আছে—

"ওঁ স্বস্তি নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ব্রহ্মণো দ্বিতীয়পরার্দ্ধে বরাহকল্পে বৈবস্বতমন্বন্তরে অষ্টাবিংশতিমে যুগে কলৌ পূর্ব্বসন্ধ্যায়াং সম্বৎ ১২৩২ বিকারিসম্বৎসরে শ্রীগোবিন্দপালদেবগতরাজ্যে চতুর্দ্দশসম্বৎসরে গয়ায়াং।"

উক্ত শিলালিপি হইতে জানা যাইতেছে যে, বিকারি সম্বৎসরে ১২৩২ সংবতে (=১১৭৫ খৃষ্টাব্দে) গোবিন্দপালদেবের রাজ্য গত হইবার পর ১৪শ বর্ষ অতীত হইয়াছিল। এরূপ স্থলে ১২১৮ সংবতে (=১১৬১ খৃষ্টাব্দে) তাহার রাজ্য বিগত বা শেষ হইয়াছিল। সাসেরামের গিরিলিপিতে দেখা যায় যে ১২২৫ সম্বতে বা ১১৬৮ খৃষ্টাব্দে কনোজের রাঠোররাজগণ পালরাজ্যভুক্ত কারুষদেশ অধিকার করিয়াছেন।[৪৪] এতদ্দারা বোধ হইতেছে, গোবিন্দপালের নামনির্দ্দেশক যে সকল লিপিতে 'অতীত', 'গত' বা 'বিনষ্ট' আছে, তাহা পালরাজলক্ষ্মীর অন্তর্ধানের বর্ষজ্ঞাপক, তাহাতে সন্দেহ নাই। যেমন বর্ত্তমান পারসীরা পারস্যের শাসন-বংশীয় শেষে রাজা যজ্‌দেজার্দের রাজ্যবিলুপ্ত হইবার পর হইতে 'অব্দ' নির্ণয় করিয়া আসিতেছেন, সেইরূপ বৌদ্ধগণ মগধের বৌদ্ধপালরাজের রাজ্য লুপ্ত হইবার পর হইতে 'গোবিন্দপালদেবের অতীতাব্দ' নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। বরেন্দ্রভূমি বহুকাল পালরাজগণের অধিকারভুক্ত ছিল। অধিক সম্ভব বল্লালসেন ১১৬১ খৃষ্টাব্দে শেষ পালরাজ গোবিন্দপালকে পরাজয় করিয়া মিথিলা হইতে সমস্ত উত্তর গৌড় বা বরেন্দ্রভূমি আপনার অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। বরেন্দ্রভূমির অধিকারের পর বল্লালসেন বারেন্দ্রব্রাহ্মণগণের মধ্যে কৌলীন্যমর্য্যাদা সংস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। যাহাই হউক, ১১৬১ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দপাল হইতেই যে পালগৌরবরবি অস্তমিত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

উপরোক্ত বিবরণ হইতে পালরাজগণের মোটামুটী রাজ্যকাল-নির্দ্দেশক এইরূপ একটী তালিকা স্থির হইতে পারে—

	রাজার নাম		রাজ্যকাল।
১।	গোপাল	(মগধে)	৭৭৫—৭৮৫ খৃঃ অঃ।
২।	ধর্ম্মপাল	(মগধ ও গৌড়ে)	৭৮৫—৮৩০ „
৩।	দেবপাল	„ „	৮৩০—৮৬৫ „
৪।	শূরপাল ১ম	„ „	৮৬৫—৮৭৫ „
৫।	বিগ্রহপাল ১ম	„ „	৮৭৫—৯০০ „
৬।	নারায়ণপাল	„ „	৯০০—৯২৫ „
৭।	রাজ্যপাল	„ „	৯২৫—৯৫০ „
৮।	গোপাল ২য়	„ „	৯৫০—৯৭০ „
৯।	বিগ্রহপাল ২য়	„ „	৯৭০—৯৮০ „
১০।	মহীপাল ১ম	„ „	৯৮০—১০৩৬ „
১১।	নয়পাল	„ „	১০৩৬—১০৫৩ „
১২।	বিগ্রহপাল ৩য়	„ „	১০৫৩—১০৬৮ „
১৩।	মহীপাল ২য়	„ „	১০৬৮—১০৭৮ „
১৪।	শূরপাল ২য়	„ „	১০৭৮—১০৯১ „

(৪২) বিহার হইতে মদনপালের ২য় বর্ষে উৎকীর্ণ এবং লক্ষ্মীসরাইএর নিকট জয়নগর হইতে ইঁহার ১৪শ বর্ষে উৎকীর্ণ শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। (Archæological Survey Reports, Vol.III. plate XLV. No. 17)

(৪৩) Bendall's Catalogue of Buddhist Sanskrit MSS of Cambridge, p. iii.

(৪৪) Cunningham's Archæological Survey Reports, Vol. XV. p. 155.

রাজার নাম	রাজ্যকাল।
১৫। রামপাল (মগধ ও উত্তরগৌড়ে)	১০৯১—১১০৩ খৃঃ অঃ।
১৬। কুমারপাল „ „	... ১১০৩—১১১০ „
১৭। গোপাল ৩য় „ „	... ১১১০—১১১৫ „
১৮। মদনপাল „ „	... ১১১৫—১১৩০ „
১৯। মহেন্দ্রপাল „ „	... ১১৩০—১১৪০ „
২০। গোবিন্দপাল „ „	... ১১৪০—১১৬১ „

বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনে লিখিত আছে, পালরাজগণ 'মিহির' বা সূর্য্যবংশীয়।

পাললহরা, উড়িষ্যার মধ্যে একটী দেশীয় রাজ্য। অক্ষা° ২১° ৮´৩০´´ ও ২১° ৪০´৩৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫° ৩´ ও ৮৫° ২১´ ৩০´´ পূর্ব্বে অবস্থিত। পরিমাণ ৪৫২ বর্গমাইল। এই রাজ্যের উত্তরে ছোটনাগপুরের বোনাই রাজ্য, পূর্ব্বে কেউঞ্জর রাজ্য, দক্ষিণে তালচের ও পশ্চিমে বাম্‌রা রাজ্য। এই রাজ্যের উত্তরে কতকগুলি পাহাড় আছে, তন্মধ্যে মলয়গিরি সর্ব্বপ্রধান। এখানকার জঙ্গলে যে সকল শালবৃক্ষ পাওয়া যায়, তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই রাজ্যে শস্যাদি ভাল জন্মে না। শস্যের মধ্যে যব গম প্রভৃতি এবং তৈলবীজ প্রধান। লাহরে স্থানীয় রাজার বাস। ইহা অক্ষা° ২১° ২৬´ উত্তরে এবং দ্রাঘি° ৮৫° ১৩´ ৪৬´´ পূর্ব্বে অবস্থিত। পূর্ব্বে এই রাজ্য কেউঞ্জর রাজ্যের অধীন ছিল, কিন্তু এক সময়ে কেউঞ্জর-রাজ পাললহরার রাজাকে স্ত্রীবেশে নৃত্য করিতে বাধ্য করায় বিবাদ উপস্থিত হয় এবং ইহার ফলে পাললহরা রাজ্য কেউঞ্জর রাজ্যের অধীনতা হইতে মুক্ত হয়। পাললহরার রাজা এখন ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে যে কর প্রদান করেন, তাহা কেউঞ্জর রাজার নামে জমা করিয়া লওয়া হয়। ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে কেউঞ্জরে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে পাললহরার রাজা ইংরাজ-দিগের সাহায্য করায় 'রাজা' বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাজার ৬৭ জন সৈন্য এবং ৫৭ জন পুলিস কর্ম্মচারী আছে।

পালহল্লী, মহিসুর রাজ্য মধ্যে মহিসুর জেলায় একটী গ্রাম, কাবেরী নদীতীরে অবস্থিত। পূর্ব্বে এই স্থান চিনির কারখানার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এখন এই ব্যবসা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে।

পালা (দেশজ) ১ পল্লব। ২ বার, পর্য্যায়। ৩ কালনিরূপণ। ৪ কীর্ত্তন কিংবা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সঙ্গীতের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্তের কিয়-দংশ। যেমন রামায়ণে লবকুশের পালা। ৫ রক্ষিত, পোষা, পাখী পালা। ৬ পলায়ন। ৭ সতৃণ ধান্যরাশি।

পালান (পারসী) ১ পশুর স্তনমণ্ডল। ২ পাদানী।

পালাগল (পুং) ১ দূত, সন্দেহবহ। ২ মিথ্যাসংবাদদাতা।

পালার, মহিসুর রাজ্য হইতে নির্গত একটী নদী। উত্তর আর্কট্, উত্তর সালেম প্রভৃতি স্থানের মধ্য দিয়া সদ্রস্ হইতে কয়েক মাইল দূরে সমুদ্রে পতিত হইতেছে। পালার নদী দৈর্ঘ্যে ২৫০ মাইল। পইনী ও চেয়ার পালার নদীর প্রধান শাখা। এই নদীর তীরে কৃষ্ণপুর, বনিয়েম্‌বদি, আম্বুর, বেল্লুর, আর্কট্, চিঙ্গলপত্তন প্রভৃতি নগর অবস্থিত। পালার নদী হইতে খাল দ্বারা জল আনয়ন করিয়া কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। তামিল ভাষায় পালার শব্দের অর্থ দুগ্ধ নদী।

পালালী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কাঠিবাড়ের ঝালবার বিভাগের একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। পরিমাণ ৪ বর্গ মাইল। রাজ্যের আয় ৪৮০০৲ টাকা। তন্মধ্যে ইংরাজ গবর্মেণ্টকে ৩৫৭৲ টাকা ও জুনাগড়ের নবাবকে ৪৬৲ টাকা কর দিতে হয়।

পালামৌ, বঙ্গদেশে লোহারডাগা জেলার একটী উপবিভাগ। পরিমাণ ৪২৪১ বর্গ মাইল। পালামৌতে ২৮৫৯ খানি গ্রাম আছে। পালামৌ বিভাগে মালজাতি সর্ব্বপ্রথম স্থায়িভাবে বাস করিতে আরম্ভ করে এবং তাহারাই পালামৌ নগর নির্ম্মাণ করে বলিয়া প্রবাদ আছে। মালজাতি এক্ষণে বিলুপ্তপ্রায়। সরগুজা ও উদয়পুর প্রভৃতি করদ রাজ্যে মাল-জাতিকে দেখিতে পাওয়া যায়। মালজাতির পর রাক্সেল রাজপুতেরা পালামৌ অধিকার করে। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ইহা ইংরাজ গবর্মেণ্টের অধীনে আসিয়াছে। এখানে ২টী ফৌজদারী ও ২টী দেওয়ানী বিচারালয় আছে।

পালাশ (ক্লী) পলাশস্যেদমিতি অণ্। তমালপত্র, চলিত তেজপাত। (রাজনি°) "পালাশং দহনার্জ্জনং শঠজয়াপামার্গ-কুষ্মাণ্ডকম্।" (বাভট গুল্মচিকি°)

পলাশস্য বিকারঃ অবয়বো বা অণ্। ২ পলাশাবয়ব, আষাঢ়-দণ্ড। ৩ তদ্বিকার। পলাশঃ তদ্বর্ণং অস্ত্যস্যেতি অণ্। (পুং) ৪ হরিদ্বর্ণ। (ত্রি) ৫ তদ্বিশিষ্ট।

পালাশক (ত্রি) পলাশস্য অদূরদেশাদি বরাহাদিত্বাৎ কক্। (পা ৪।২।৮০) পলাশ সন্নিকৃষ্ট দেশাদি।

পালাশ্য (ত্রি) পলাশেন নির্বৃত্তং সঙ্কাশাদিত্বাৎ ণ্য। পলাশ-নির্বৃত্ত, পলাশদ্বারা নির্বৃত্ত।

পালাশখণ্ড (পুং) ১ মগধদেশ। কেহ কেহ ইহার পাঠান্তর 'পালাশষণ্ড' এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ২ পলাশসমূহ।

পালাশি (পুং) পলাশগোত্রপ্রবর ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়)

পালি, প্রাচীনকালে এসিয়া মহাদেশে যে সকল ভাষা প্রচলিত ছিল, "পালি" উহাদের অন্যতম। পশ্চিমে বক্ত্রিয়া (বাহ্লিক) হইতে পূর্ব্বে কম্বোজ (কাম্বোডিয়া) পর্য্যন্ত এক সময়ে এই ভাষা প্রচলিত ছিল, প্রাচীন শিলালিপি হইতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কথিত আছে, খৃষ্ট পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে

বুদ্ধদেব ও তাঁহার শিষ্যগণ এই ভাষায় ধর্ম্মপ্রচার করিতেন। অধুনা ধর্ম্মশাস্ত্রশিক্ষার নিমিত্ত আমরা যেরূপ সংস্কৃত ভাষার আলোচনা করিয়া থাকি, সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম প্রভৃতি প্রদেশের পণ্ডিতগণও সেইরূপ পালিভাষার আলোচনা করিয়া থাকেন।

পালিভাষার বর্ণসমূহের সংখ্যা ৪১, মতান্তরে ৩৯। ইহার মধ্যে আটটী স্বর ও একত্রিশটী ব্যঞ্জনবর্ণ।

স্বরবর্ণ যথা,—অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, এ, ও।

ব্যঞ্জনবর্ণ যথা,—ক, খ, গ, ঘ, ঙ।
চ, ছ, জ, ঝ, ঞ।
ট, ঠ, ড, ঢ, ণ।
ত, থ, দ, ধ, ন।
প, ফ, ব, ভ, ম।
য, র, ল, ব।
স, হ।

বর্ণসমূহ কণ্ঠজ, তালুজ, ওট্‌ঠজ (ওষ্ঠজ), মুড্‌ঢজ (মূর্দ্ধজ), দন্তজ, কণ্ঠতালুজ, কণ্ঠোট্‌ঠজ (কণ্ঠৌষ্ঠজ), দন্তোট্‌ঠজ (দন্তৌষ্ঠজ) ইত্যাদি ভেদে আটশ্রেণীতে বিভক্ত।

পালিভাষায় পুং, স্ত্রী ও ক্লীব এই তিন লিঙ্গ, উত্তম, মধ্যম ও প্রথম এই তিন পুরুষ; এক ও বহু এই দুই বচন এবং পঠমা (কর্ত্তা), কম্ম (কর্ম্ম), করণ, সম্পদান (সম্প্রদান), অপাদান, সামী (সম্বন্ধ), ওকাসো বা আধারো (অধিকরণ) ও আলপন (সম্বোধন) এই আটটী কারক বিদ্যমান আছে।

দুই পদার্থের মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইতে হইলে বিশেষণের উত্তর "তর" বা "ইয়ো" প্রত্যয় যুক্ত করিতে হয়। বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইতে হইলে "তম" বা "ইট্‌ঠ" প্রত্যয়যুক্ত করিতে হয়। যথা—পাপতরো, পাপিয়ো, পাপতমো, পাপিট্‌ঠো।

ধাতুসকল ভবাদি (ভ্বাদি), রুধাদি, দিবাদি, স্বাদি, কিয়াদি (ক্র্যাদি), তনাদি ও চুরবাদি (চুরাদি) এই সাতগণে বিভক্ত। ধাতুবিশেষের উত্তর পরস্‌সপদ (পরস্মৈপদ) বা অত্তনোপদ (আত্মনেপদ) যুক্ত হইয়া থাকে।

বত্তমানা (বর্ত্তমানা), হীয়ত্তনী (হ্যস্তনী), পরোক্‌খা (পরোক্ষা), অজ্জতনী (অদ্যতনী), ভবিস্‌সন্তী (ভবিষ্যৎ) ও কালাতিপত্তি এই ছয় প্রকার বিভক্তির সাহায্যে কালের ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়।

ধাতু সকল কর্ত্তৃ, কর্ম্ম ও ভাববাচ্যে ব্যবহৃত হয়। যথা,—ঠা (স্থা) ধাতু ভাববাচ্যে ঠীয়তে এইরূপ হইবে।

পৌনঃপুন্যার্থে ধাতুর দ্বিত্ব হয়; যেমন, লপ্ ধাতু হইতে লালপ্পতি ও গম্ ধাতু হইতে জংগমতি এইরূপ পদ সিদ্ধ হয়। ইচ্ছার্থে সন্নন্ত ও প্রেরণার্থে ণিজন্ত ধাতুর প্রয়োগ হয়।

সন্নন্ত যথা,—পিবাসতি (পা), বুভুক্খতি (ভুজ্)।

ণিজন্ত যথা—গময়তি, গমেতি, গচ্ছাপেতি, গচ্ছাপয়তি (গম্)।

বিশেষ্য শব্দ হইতে নাম ধাতুর উৎপত্তি হয়, যথা,—পুত্তীয়তি (পুত্ত, পুত্র)।

সংস্কৃতে যে স্থলে শতৃ প্রত্যয়ের প্রয়োগ হয়, পালিভাষায় সে স্থলে অৎ ও অন্ত প্রযুক্ত হইয়া থাকে এবং সংস্কৃত শানচ্ প্রত্যয়ের স্থলে পালিভাষায় মান ও আন প্রযুক্ত হয়। যথা—গচ্ছন্তো ইত্যাদি।

অতীত কালবোধক সংস্কৃত "ক্ত" প্রত্যয়ের পরিবর্ত্তে পালি-ভাষায় "ত" ও "ন" প্রত্যয় যুক্ত হয়, যথা, কতো (কৃতঃ) দিন্নো (দত্তঃ) ইত্যাদি। আবার "ত" ও "ন"এর উত্তর "বৎ" বা "বন্ত" প্রত্যয় যোগ করিলেই "ক্তবতু" প্রত্যয়ের কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। যথা—হুতবন্তো ইত্যাদি।

বিধ্যর্থে য, তব্য (তব্য, তয্য) ও অনীয় প্রত্যয় যুক্ত হয়; যথা—ভব্বো ইত্যাদি।

অনন্তর অর্থে ত্বা, য, ত্বান ও তূন প্রত্যয় হয়; যথা—অতিসিত্বা (অতিসৃত্য), নিচ্ছেয্য (নিশ্চায্য), কত্বান, কাতুন (কৃত্বা)।

নিমিত্তার্থে তুং, তবে ও তুয়ে যুক্ত হয়, যথা—গন্তুং, সোতবে (শ্রোতুং), গণেতুয়ে (গণয়িতুং) ইত্যাদি।

তো (তস্), ত্র, থা, দা, ধা, সো (শস্) ইত্যাদি তদ্ধিত-প্রত্যয় বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে; যথা,—ততো (ততঃ), তত্র, তথা, কদা, একধা, বহুসো (বহুশঃ)।

অতি, অধি, অনু, অপ, অপি, অভি, অব, আ, উ (উদ্), উপ, দু, নির্, নি, প (প্র), পটি (প্রতি), পরা, পরি, বি, সম্, ও সু এই বিংশতিটী উপসর্গ।

পালিভাষায় দ্বন্দ, তপ্পুরিস (তৎপুরুষ), কম্মধারয় (কর্ম্ম-ধারায়), দিগু (দ্বিগু), অব্যয়ীভাব, বহুব্বীহি (বহুব্রীহি) ইত্যাদি সমাস বিদ্যমান আছে।

পালিভাষায় যে সকল ব্যাকরণ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কয়েক খানির নাম নিম্নে লিখিত হইল;—

১। কচ্চায়ন (কাত্যায়নের) সুসন্ধিকপ্পম্ (সুসন্ধিকল্প)
২। মোগ্‌গল্লায়ন (মৌদ্‌গল্যায়ন) প্রণীত ব্যাকরণ।
৩। রূপসিদ্ধিব্যাকরণ।
৪। চুলনীতি ব্যাকরণ।
৫। শব্দনীতি ব্যাকরণ।
৬। পদসাধনী ব্যাকরণ।

৭। বালাবতার ব্যাকরণ।

উপরে যে কয়েকখানি ব্যাকরণের নাম লিখিত হইয়াছে, কচ্চায়নো (কাত্যায়ন)-প্রণীত সুগন্ধিকল্প ব্যাকরণই তন্মধ্যে প্রাচীনতম। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই কাত্যায়ন কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যাকরণের ব্যাখ্যা লিখিতে যাইয়া টীকাকারগণ মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন, কাত্যায়ন ভগবান্ বুদ্ধের অন্যতম শিষ্য। বুদ্ধদেব যে ভাষায় ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন, উহা কালক্রমে রূপান্তরিত ও দুর্ব্বোধ হইয়া পড়িবে, এই আশঙ্কা করিয়া তিনি স্বয়ংই তাঁহার শিষ্য কাত্যায়নকে ঐ ভাষার রীতি ও নিয়মসমূহ সূত্রাকারে গ্রথিত করিয়া একখানি ব্যাকরণ লিখিতে আদেশ করেন।

সিংহলদেশীয় মহানাম নামক পণ্ডিত ৪১০—৪৩২ খৃঃ অব্দে মহাবংশ নামক যে সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস প্রণয়ন করেন, তাহার মতে বুদ্ধদেব খৃঃ পূর্ব্ব ৬২৩ অব্দে জন্মগ্রহণ ও খৃঃ পূঃ ৫৪৩ অব্দে দেহত্যাগ করেন। অতএব কাত্যায়ন খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

সিংহল, ব্রহ্ম ও শ্যামদেশের প্রবাদ ও ধর্ম্মগ্রন্থ অনুসারে জানা যায়, বুদ্ধের নির্ব্বাণের পর ৪৫০ বৎসরকাল পণ্ডিতগণ কাত্যায়ন-ব্যাকরণ পুরুষানুক্রমে মুখস্থ করিয়া আসিতেন। খৃষ্টের জন্মগ্রহণের ৯৩ বৎসর পূর্ব্বে ঐ ব্যাকরণ সর্ব্বপ্রথম লিপিবদ্ধ হয়।

কাত্যায়ন ব্যাকরণের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদের ১৭শ সূত্রে নিম্নলিখিত বাক্যটী দৃষ্টান্তস্বরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে—

"ক গতোসি ত্বম্ দেবানম্ পিয় তিস্‌স।"

হে দেবগণের প্রিয় তিষ্য তুমি কোথায় গিয়াছ?

পূর্ব্বোক্ত মহাবংশ গ্রন্থপাঠে অবগত হওয়া যায় "দেবানম্ পিয় তিস্‌স" (তিষ্য) খৃষ্টপূর্ব্ব ৩০৭ অব্দে সিংহলে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন। অশোকরাজের পুত্র মহেন্দ্র এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারের নিমিত্ত মগধ হইতে সিংহলে তিস্‌স (তিষ্য) রাজার সমীপে গমন করিয়াছিলেন।

উদ্ধৃতবাক্যে "দেবানম্ পিয় তিস্‌স" এই নাম উল্লিখিত দেখিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন, তিস্‌সের অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৩০৭ অব্দের পরবর্ত্তীকালে কাত্যায়ন প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই অনুমান সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না, কারণ, পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে আদিকল্পে কাত্যায়নের ব্যাকরণ লোকের স্মৃতিপথে বিচরণ করিত। খৃঃ পূঃ ৯৩ অব্দে ঐ ব্যাকরণ প্রথম লিপিবদ্ধ হয়; তাহার পূর্ব্বেই কোন পণ্ডিত উদাহরণচ্ছলে উদ্ধৃত বাক্যটী প্রক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন।

বুদ্ধঘোষ ৩৮৭ খৃঃ অব্দে কাত্যায়ন-ব্যাকরণ ব্রহ্মদেশে লইয়া যান এবং ব্রাহ্মীভাষায় উহার অনুবাদ প্রকাশ করেন। ঐ সময়ে তিনি পালিভাষায় উহার একখানি টীকাও বিরচন করিয়াছিলেন।

পরলোকগত ডাক্তার বুহ্‌লারের মতে কাত্যায়নপ্রণীত পালিব্যাকরণ হইতে পাণিনি অনেক পারিভাষিক শব্দ গ্রহণ করিয়াছিলেন।[১]

চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌ৎসিয়াং ভারতভ্রমণকালে (৬২৯-৬৪৫ খৃঃ অব্দে) অশোকরাজনির্ম্মিত এক বিহারে কচ্চায়নো প্রণীত একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ দর্শন করিয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থ বুদ্ধের জন্মগ্রহণের ৩০০ বৎসর পরে বিরচিত হইয়াছিল, ইহাই চীন পরিব্রাজকের মত। তিনি বলেন, বুদ্ধদেব খৃঃ পূঃ ৮৫০ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; সুতরাং ঐ ধর্ম্মগ্রন্থ খৃঃ পূঃ ৫৫০ অব্দে বিরচিত হইয়াছিল। যাহা হউক ঐ ধর্ম্মগ্রন্থপ্রণেতা কচ্চায়নো ও পালিব্যাকরণরচয়িতা কচ্চায়নো একই ব্যক্তি কিনা জানা যায় নাই।

কেহ কেহ বলেন, পালিব্যাকরণপ্রণেতা কাত্যায়নো ও প্রাকৃতপ্রকাশ (প্রাকৃত ব্যাকরণ)-রচয়িতা বররুচি একই ব্যক্তি। বৃহৎকথার বৃত্তান্ত অনুসারে অবগত হওয়া যায়, বররুচির অপর নাম কাত্যায়ন। ইনি নবরত্নের অন্যতম রত্ন; অতএব কালিদাসের সমসাময়িক। কিন্তু পালিসাহিত্যের সম্যক্ আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে বররুচি ও কাত্যায়ন এক নহেন। বৃহৎকথায় যে কাত্যায়ন-বররুচির উল্লেখ আছে, তিনি পালিব্যাকরণের প্রণেতা নহেন।

কাত্যায়নের পালিব্যাকরণে নিম্নলিখিত বিষয় আলোচিত হইয়াছে;—

১ম অধ্যায়ে	বর্ণ ও সন্ধি।
২য় "	শব্দ-রূপ।
৩য় "	কারক।
৪র্থ "	সমাস।
৫ম "	তদ্ধিত প্রত্যয়।
৬ষ্ঠ "	ধাতু।
৭ম "	তিঙন্ত প্রত্যয়।
৮ম "	উণাদি প্রত্যয়।

দ্বিতীয় ব্যাকরণ-রচয়িতা মোগ্গল্লায়ন (মৌদ্গল্যায়ন) ১১৫৮—১১৮৬ খৃঃ অব্দে জীবিত ছিলেন।

(১) ডাক্তার বুহ্‌লরের এ মত সমীচীন নহে। কারণ পাণিনি কোথাও কাত্যায়নের নাম বা তাঁহার পালিব্যাকরণ উদ্ধৃত করেন নাই। পাণিনির সময় পালিভাষা প্রচলিত হয় নাই। [পাণিনি দেখ।]

এক্ষণে পালিগ্রন্থসমূহ ভারতে নাগরী অক্ষরে, সিংহলে সিংহলী অক্ষরে, ব্রহ্মদেশে ব্রাহ্মী অক্ষরে, শ্যামদেশে কম্বোজ বা চম্পা অক্ষরে এবং য়ুরোপে নাগরী ও রোমক অক্ষরে মুদ্রিত হইতেছে। পুরাকালে পালিভাষার গ্রন্থসমূহ কি প্রকার অক্ষরে লিখিত হইত, ইহা সুন্দররূপে জানা যায় না। উহা নাগরী, সিংহলী বা ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত হইত না, ইহা একরূপ নিশ্চিত। উড়িষ্যা, বেহার, আলাহাবাদ, দিল্লী, পঞ্জাব, গুজরাত, আফগানিস্থান প্রভৃতি প্রদেশে যে সকল খোদিতলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহাতে খৃঃ পূঃ ৩য় ও ৪র্থ শতাব্দীর পালি অক্ষরের নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। বক্ত্রিয়ার রাজগণ খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় অব্দে বক্ত্রিয়া রাজ্যে ব্যবহৃত মুদ্রার এক পার্শ্বে পালি অক্ষর ও অপর পার্শ্বে গ্রীক অক্ষর সন্নিবেশিত করিতেন। যে সময়ে আলেকসান্দর (Alexander) ভারত আক্রমণ করেন, তাহার বহু পূর্ব্বে করনন্দ নামক নৃপতি মগধে রাজত্ব করিতেন। করনন্দের সময়ের অনেক মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, উহার একপার্শ্বে ভারতীয় পালি ও অপর পার্শ্বে সেমিতিক-পালি অক্ষর খোদিত আছে। নিনেভীনগরের ইষ্টকফলকে যেরূপ ফিনিকীয় অক্ষর খোদিত ছিল, এই সেমিতিক পালি অক্ষর তাহার সদৃশ। আসুর (Assyrian) অক্ষরের 'র' প্রভৃতির সহ প্রস্তরফলকখোদিত 'র' প্রভৃতি পালি অক্ষরসমূহের সৌসাদৃশ্য দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন, পালি অক্ষরসমূহ কীলরূপা লিপি হইতে সমুদ্ভূত। যাহা হউক, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কম্বোজ হইতে কাবুল পর্য্যন্ত সমগ্র প্রদেশে পালি অক্ষর ব্যবহৃত হইত। পালি অক্ষরের সহ কখনও গ্রীক কখনও বা ফিনিকীয় অক্ষর খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়। [বর্ণমালা দেখ।]

প্রাচীন তাম্রশাসন, প্রস্তরলিপি, ইষ্টকলিপি প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, প্রাচীন পালি অক্ষরসমূহ সরলরেখা, ত্রিভুজ, সমকোণী চতুর্ভুজ, বৃত্ত ও বিন্দু এই কয়েকটী আকৃতির সুসদৃশ ছিল। কোন কোন অক্ষর বা এই সকল আকৃতির দুই তিনটীর সমবায়ে যে আকার উৎপন্ন হয়, তাহার সদৃশ ছিল। আবার কণ্ঠ, তালু, ওষ্ঠ, দন্ত ইত্যাদির সহিতও ঐ সকল আকৃতির যথাসম্ভব সামঞ্জস্য আছে।

পালি শব্দের প্রকৃতিপ্রত্যয় নিরূপণ করিবার জন্য শত শত পণ্ডিত চেষ্টা করিয়াছেন, কেহই অভ্রান্ত সত্যে উপনীত হইতে পারেন নাই। কেহ বলেন, মগধের প্রাচীন নাম পালাশ, এই পালাশ প্রদেশের ভাষাই পালিভাষা। কাহার মতে পল্লীর ভাষাই পালিভাষা এবং পল্লী শব্দের অপভ্রংশে পালি শব্দ জন্মলাভ করিয়াছে। কেহ অনুমান করেন, দুর্গবাচক পালি শব্দ হইতে ভাষাবাচক পালি শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। কেহ কেহ পালেষ্টাইন, পালাটাইন, পহ্লবী ও পালিটুর নগর হইতে পালিভাষার জন্ম নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। পাটলীপুত্রের * ভাষাকেও পালিভাষা বলা যাইতে পারে। গ্রীকেরা পাটলীপুত্রকে পালিবোথ্রা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। কাহারও মতে পাটলী শব্দের অপভ্রংশে পালি শব্দের উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব নহে।

কেহ কেহ বলেন পালি শব্দের অর্থ শ্রেণী,

যথা—"আবাসপালি ব্যাধানাং তদা আসি নিবেসিত।"

তখন রাজার ব্যাধগণের নিমিত্ত গৃহশ্রেণী নির্ম্মিত হইয়াছিল।

কেহ বলেন, যে ভাষা সত্য অর্থ রক্ষা করে, তাহাকে পালিভাষা বলে। পালি শব্দ রক্ষণার্থ পালি শব্দ হইতে উৎপন্ন।

"সদ্দৎথং পালেতীতি পালি।"

কাহার মতে পালি শব্দের অর্থ মূলগ্রন্থ, মূলপাঠ, মূলপদ ইত্যাদি। যথা—

"নেব পালিয়ং ন অট্ঠকথায়াং দিস্সতি।"

মূলগ্রন্থ বা অর্থকথা (টীকা) কোথায়ও ইহা দৃষ্ট হয় না।

চুলবগ্গে লিখিত আছে :—

"পালিয়ং আহ অভিধম্মস্স" (চুলবগ্গ)।

অভিধর্ম্মের পদসমূহ উচ্চারণ করিল।

অশোকরাজের সময়ে লিখিত একখানি প্রস্তরফলকে পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে :—

"হেবম্ চ হেবম্ চ মে পালিয়ো বদেথ।"

এইরূপে তোমরা আমার শাসন বিজ্ঞাপন করিও।

অনেকে বলেন, খৃঃ পূঃ ৩০৭ অব্দে অশোকরাজের পুত্র মহেন্দ্র পালিগ্রন্থসমূহ সিংহলে লইয়া যান। সেই সময়ে সিংহলবাসিগণ ঐ সকল গ্রন্থ সিংহলী ভাষায় অনুবাদিত করেন। অনুবাদের পর সিংহলে পালিগ্রন্থ মূলগ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত হইল। তদবধি পালি শব্দের অর্থ মূলগ্রন্থ হইয়াছে।

বিগত কয়েক বৎসর হইল, সংস্কৃত ও পালিভাষার পরস্পর সম্বন্ধ নিরূপণ করিবার জন্য অনেক পণ্ডিত স্বীয় প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কেহ বলেন, সংস্কৃতভাষা হইতে পালিভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। কাহারও মতে, পালিভাষা হইতে সংস্কৃতভাষা জন্মলাভ করিয়াছে। এই সকল পরস্পর বিরোধী মতসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য সংস্থাপন করিয়া পণ্ডিতগণ

* Vide Journal of the Royal Asiatic Society for 1900, part I.

বলিয়াছেন, সংস্কৃত ও পালি দুই সহোদরা ভগিনী, উহারা উভয়েই এক আর্য্য (বৈদিক) ভাষা হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে।

পালি ও মাগধী একভাষা কিনা তাহাও নির্দ্ধারিত হয় নাই। সাহিত্যদর্পণ নামক সংস্কৃত অলঙ্কার গ্রন্থের ভাষা-বিভাগবর্ণন অধ্যায়ে লিখিত আছে :—

"অত্রোক্তা মাগধী ভাষা রাজান্তঃপুরচারিণাম্।
চেটানাং রাজপুত্রাণাং শ্রেষ্ঠিনাং চার্দ্ধমাগধী॥" (সাহিত্যদর্পণ)

নাটকের অভিনয়কালে রাজার অন্তঃপুরচারিগণ মাগধী ভাষায় কথোপকথন করিবেন এবং চেট, রাজপুত্র, ও বণিগ্‌গণ অর্দ্ধমাগধীতে কথা বলিবেন।

এস্থলে দর্পণকার মাগধী ও অর্দ্ধমাগধী শব্দে যে পালি-ভাষাকে লক্ষ্য করিয়াছেন, ইহা বোধ হয় না।

কতিপয় পালিগ্রন্থের মতে পালি ও মাগধী এক ভাষা নহে। মগধ দেশের ভাষাকে মাগধী এবং সাকেত অর্থাৎ অযোধ্যা প্রদেশের ভাষাকে "সাকেত" (সকট) বলে। পালি-টীকাকারগণ লিখিয়াছেন, সকট ভাষাই সংস্কৃতভাষা। মাগধী সকটভাষা হইতে পৃথক্। পালি আবার মাগধী ও সকট এতদুভয় হইতে পৃথক্। বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণের ভাষাই পালি। উহা মানবের ভাষা নহে। শেষ বুদ্ধ মগধরাজ্যে অবস্থিতি করিয়াছিলেন বলিয়া অনেকে মাগধী ও পালি এতদুভয়কে এক-ভাষা বলিয়া প্রচার করিয়াছেন এবং অনেকে পালি মাগধী এই নামে পালিভাষাকে লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু এই মত ভ্রমপূর্ণ। ধর্ম্মগ্রন্থে স্পষ্টই লিখিত আছে, মাগধীভাষা মানবের ভাষা, পালিভাষা দেবগণ ও বুদ্ধগণের ভাষা।

এই মতের স্বপক্ষে পালিগ্রন্থসমূহে নিম্নলিখিত আখ্যায়িকা প্রাপ্ত হওয়া যায় :—

"প্রথম বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্ব্বে স্ত্রীরূপিণী আদ্যাদেবতা জগৎ সৃষ্টির মানস করেন। তিনি অগ্রে নয়টী জন্তু সৃষ্টি করিয়া উহাদের নামকরণ করেন। তিনি যে ভাষায় ঐ নয়টী নাম গ্রথিত করিয়াছিলেন, উহাই পালিভাষায় প্রথম প্রকাশ। অনন্তর বুদ্ধগণ আবির্ভূত হইয়া প্রত্যেকেই ঐ ভাষা গ্রহণ করেন এবং ঐ ভাষার সাহায্যেই তাঁহাদের ধর্ম্ম প্রচারিত হয়।

কয়েক বৎসর অতীত হইলে উক্ত দেবতা তিনটী মানবের সৃষ্টি করেন। উহার মধ্যে একটী পুরুষ, একটী স্ত্রী ও তৃতীয়টী ক্লীব। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই ক্লীবকে ঘৃণা করায়, ঈর্ষ্যার বশে পুরুষটীকে নিহত করে। ঐ পুরুষ মৃত্যুকালে ৭টী পুত্র ও ৬টী কন্যা রাখিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি আদ্যা-দেবতার প্রথমসৃষ্ট নয়টী জন্তুকে তাঁহার সন্তানগণের সমীপে আনয়ন করিয়াছিলেন। সন্তানগণ ঐ নয়টী জন্তুর সহ ক্রীড়া করিত এবং উহাদের দেখিয়া যে নয়টী নাম উচ্চারণ করিয়াছিল, উহাই মাগধীভাষার ভিত্তি। অতএব মাগধীভাষা মানবের উদ্ভাবিত। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, আদ্যাদেবী স্বয়ং যে নয়টী নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন, উহা হইতে পালিভাষা জন্মলাভ করিয়াছিল। সুতরাং পালিভাষা দেবভাষা।"

উক্ত গ্রন্থে গ্রন্থকার পালি ও মাগধীর পরস্পর প্রভেদ প্রদর্শন করিবার জন্য ছয়টী উদাহরণ দিয়াছেন :—

সংস্কৃত	পালি	মাগধী।
শশ	সস	সো।
সুপ্লব	সুপব	সন্।
কুক্কু (ট),	কুকু	রো।
অশ্ব	অস্স	সংগ।
শ্বন্	সুন্	সচ্।
ব্যাঘ্র	ব্যাকৃথো	যী।

উল্লিখিত উদাহরণ দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইবে মাগধী ও পালি এক ভাষা নহে। অনেকে বলেন, মগধে তিন চারিটী ভাষা প্রচলিত ছিল, পালি ইহাদের অন্যতম। এই ভাষা পূর্ব্বে নগণ্য ছিল, পরে বুদ্ধদেব স্বয়ং এই ভাষায় ধর্ম্মপ্রচার করায় ইহা অমর হইয়া পড়িল।

পক্ষান্তরে 'প্রয়োগসিদ্ধি' 'পটিসম্ভিদা অতুবাব,' 'বিভঙ্গ অতুবাব,' প্রভৃতি পালিগ্রন্থে বর্ণিত আছে, পালি ও মাগধী একই ভাষা এবং উহাই জগতের মূলভাষা। পালি হইতেই অন্যান্য ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে।

কচ্চায়ন (কাত্যায়ন) এই ভাষা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"সা মাগধী মূলভাষা নরা যা আদিকপ্পিকা।
ব্রাহ্মণা চ অস্সুতালাপা সম্বুদ্ধা চাপি ভাসরে॥" (কচ্চায়ন)

জগতে একটী ভাষা আছে যাহা সকল ভাষার মূল। পূর্ব্বে অন্য কোন ভাষা ছিল না, কল্পের প্রারম্ভে মনুষ্য ও ব্রাহ্মণগণ এই ভাষায় কথা বলিতেন। বুদ্ধগণও এই ভাষায় কথোপকথন করিতেন। ইহার নাম মাগধী।

"বিভঙ্গ অতুবাব" নামক পালিগ্রন্থে নিম্নলিখিত যুক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে :—

'সন্তানগণ পিতামাতার ক্রোড়ে প্রতিপালিত হয়। পিতামাতা প্রভৃতি অভিভাবকগণ শিশুসন্তানদিগের সমক্ষে নানা কথা বলেন। সন্তানগণ পিতামাতার উচ্চারিত শব্দসমূহ বারংবার শ্রবণ করিয়া ঐ সকল শব্দ মনোমধ্যে অঙ্কিত করিয়া রাখে। এইরূপে তাহারা পিতামাতার অনুকরণে সমগ্রভাষা শিক্ষা করে। দমিল (দ্রাবিড়) দেশীয় স্ত্রীর সহ যদি অন্ধক দেশীয় কোন পুরুষের বিবাহ হয়, তাহা হইলে ঐ অন্ধক দেশীয় পুরুষের

ঔরসে ও দমিলণীর গর্ভে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে, সে কি ভাষায় কথা বলিবে? যদি ঐ সন্তান মাতার সমীপে থাকে, তাহা হইলে দমিল ভাষায় কথা বলিবে, আর যদি শৈশব হইতে পিতার যত্নে পালিত হয়, তাহা হইলে অন্ধক ভাষায় কথা বলিবে। যদি সে পিতা ও মাতা কাহারও নিকট না থাকে, তাহা হইলে মাগধী ভাষায় কথা বলিবে। পুনশ্চ যদি কোন শিশু নির্জনবনে রক্ষিত হয় এবং তাহার সহ মানবের সমাগম না হয়, তাহা হইলেও সে আপনাপনি মাগধীভাষাই উচ্চারণ করিবে। এই ভাষা স্বর্গ ও নরক সর্ব্বত্রই প্রচলিত। কিরাত, অন্ধক, যোনক, দমিল প্রভৃতি আর যে অষ্টাদশ ভাষা প্রচলিত আছে, উহারা সকলেই কালসহকারে পরিবর্ত্তিত হইবে, কিন্তু মাগধীভাষা স্থির ও অপরিবর্ত্তনীয়। ব্রাহ্মণ ও আর্য্যগণ এই ভাষায় কথা বলেন। বুদ্ধগণও এই ভাষায় ত্রিপিটক রচনা করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব মাগধী ভিন্ন অপর কোন ভাষায় সুন্দররূপে প্রকাশিত হইতে পারে না।"

পালি ও মাগধী এক ভাষা কিনা এ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই।

পালি এক্ষণে মৃত ভাষা। এখনকার বাঙ্গালা, মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি ভাষায় পালিভাষার নিদর্শন লক্ষিত হয়। বাঙ্গালীগণ উচ্চারণ করেন ভিকখু (পালি শব্দ), কিন্তু বর্ণ বিন্যাসের সময় লিখেন ভিক্ষু। শ, ষ ও স এই তিনের বিভিন্ন উচ্চারণ বাঙ্গালায় নাই। পালিভাষায় কেবল 'স' স্বীকৃত হইয়াছে।

সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম, চীন প্রভৃতি দেশে অনেক প্রাচীন পালিগ্রন্থ অধুনা আবিষ্কৃত হইতেছে।

১৬৮৭ ও ১৬৮৮ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ চতুর্দ্দশ লুই (Luis) মহাত্মা লালুবারকে (Laloubre) দূতরূপে শ্যামদেশে প্রেরণ করেন। ঐ সময়ে য়ুরোপবাসিগণ সর্ব্বপ্রথমে পালিভাষার অনুসন্ধান প্রাপ্ত হন। তদবধি ইংলণ্ড, জর্ম্মণী, ফ্রান্স, রুষিয়া প্রভৃতি প্রত্যেক দেশের পণ্ডিতগণ পালিভাষা ও বৌদ্ধশাস্ত্র লইয়া সমালোচনা করিতেছেন। ইঁহারা পালি-সাহিত্যের পুনঃপ্রচারে সবিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

পালি (স্ত্রী) পালয়তে ইতি পাল-পালনে ইন্ (বাহুলকাৎ শলতিপলতিভ্যাঞ্চ। উণ্ ৪।১২৯) ১ কর্ণলতাগ্র। ২ কর্ণরোগ-ভেদ, কাণের পাতার রোগ।

"যস্য পালিদ্বয়মপি কর্ণস্য ন ভবেদিহ।
কর্ণপীঠং সমে মধ্যে তস্য বিদ্ধা বিবর্দ্ধয়েৎ॥"(সুশ্রুত সূ° ১৬ অ°)

কর্ণবিবরের বহির্ভাগে যে স্থানে কর্ণভূষণ থাকে, তাহাকে কাণের পাতা বা পালি কহে। স্ত্রীলোকেরা অলঙ্কার পরিবার জন্য কাণের পাতা বিদ্ধ করিয়া থাকে, অজ্ঞানতাবশতঃ যদি শিরাদি বিদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহাতে নানা প্রকার উপদ্রব হয়।

কর্ণের পালিদেশে যে সকল রোগ হয়, তাহার বিষয় সুশ্রুতে এইরূপ লিখিত আছে;—বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনের মধ্যে দুইটী অথবা ইহারা সকলে কুপিত হইয়া কর্ণের পালিদেশে নানাপ্রকার রোগ উৎপাদন করে। এই পালিতে বায়ু বিকৃত হইলে বিস্ফোটক, জড়তা ও শোফ হয় এবং পরে পাকিয়া উঠে। কফ বিকৃত হইলে কণ্ডু, শোথ, জড়তা ও ভারবোধ হয়। পালিতে যে কিছু দোষ থাকে, তাহা সংশোধন করিয়া চিকিৎসা করাই বিধেয়। স্বেদ, ঘৃততৈলাদি মর্দ্দন, পরিষেচন, প্রলেপ, রক্তমোক্ষণ, মাংসবর্দ্ধন ও আহারের নিয়ম এই সকল মৃদুক্রিয়াগুলি যে বৈদ্য জানেন, তিনিই কর্ণপালির দোষের চিকিৎসা করিতে পারেন।

এই পালিগত রোগের নাম উৎপাটক (যাহাতে চড় চড় করে), উৎপুটক (যাহাতে পিট্‌পিট্ করে), শ্যাব (শ্যামবর্ণ হওয়া), কণ্ডুযুত (সর্ব্বদা চুলকায়), গ্রন্থিক (গাঁট্ গাঁট্ হয়), স্রাবী (সর্ব্বদা রস নির্গত হয়)। অবমন্থ, সকণ্ডুক, জম্বুল প্রভৃতি রোগও কর্ণপালিতে হইয়া থাকে।

উৎপাটক রোগে—অপাঙ্, ধুনা, পারুল ও মাদারগাছের ছাল, এই সকল দ্রব্য জলের সহিত একত্র পিষিয়া প্রলেপ দিলে অথবা ইহাদের দ্বারা তৈল পাক করিয়া দিলে এই রোগ প্রশমিত হয়।

উৎপুটক রোগে—সোঁদাল-ছাল, সজিনার ছাল, নাটা-করঞ্জের ছাল, গোসাপের মেদ অথবা বসা, বন্যশূকরের, গোরুর ও হরিণের পিত্ত এবং ঘৃত এই সকল দ্রব্যের দ্বারা প্রলেপ অথবা ইহাদের দ্বারা তৈল পাক করিয়া দিবে।

শ্যাবরোগে—রাস্না, শ্যামালতা, হরিদ্রা, অনন্তমূল ও কাটানটে গাছ, এই সকল প্রলেপ বা এই সকল দ্রব্যে পাক-তৈল ব্যবহার করিলে নিরাময় হয়।

সকণ্ডুক রোগে—আকনাদি, রসাঞ্জন, মধু ও উষ্ণ কাঁজি এই সকল দ্রব্য একত্র পিষিয়া প্রলেপ দিবে।

২ অশ্রি, কোণ। ৩ পঙক্তি।

"বিপুলপুলকপালিঃ স্ফীতশীৎকারমন্ত-
র্জনিতজড়িমকাকুব্যাকুলং ব্যাহরন্তী।" (গীতগো° ৬।১০)

৪ অঙ্কপ্রভেদ। ৭ ছাত্রাদি দেয়। (মেদিনী) ৮ যূকা। ৯ শ্মশ্রুযুক্তা স্ত্রী। ১০ প্রান্ত।

"ভ্রূপল্লবং ধনুরপাঙ্গতরঙ্গিতানি
বাণা গুণঃ শ্রবণপালিরিতি স্মরেণ।
তস্যামনঙ্গজয়জঙ্গমদেবতায়া

মন্ত্রাণি নির্জ্জিতজগন্তি কিমর্পিতানি ॥” (গীতগো° ৩।১৩)

১১ সেতু। ১২ কল্পিত ভোজন। ১৩ প্রশংসা। ১৪ উৎসঙ্গ। ১৫ গ্রন্থ। ১৬ চিহ্ন।

‘জাতশ্মশ্রুস্ত্রিয়াং প্রান্তে সেতৌ কল্পিতভোজনে।

প্রশংসাকর্ণলতয়োরুৎসঙ্গে গ্রন্থচিহ্নয়োঃ ॥’ (হেম)

পালি, রাজপুতানায় যোধপুররাজ্য মধ্যে একটী নগর। অক্ষা° ২৫° ৪৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ২৫´ ১৫´´ পূঃ, নসিরাবাদ হইতে দিশায় যাইবার পথে অবস্থিত। পশ্চিম রাজপুতানার মধ্যে ইহা প্রধান বাণিজ্যস্থান। পূর্ব্বে এই নগর প্রাচীরবেষ্টিত ছিল; কিন্তু রাজপুত রাজাদিগের পরস্পরের সহিত যুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই নগরের বর্ত্তমান আয় ১০০০০০৲ টাকা। ১৮৩৬ খৃঃ অব্দে এই নগরে ভয়ানক মড়ক উপস্থিত হয়। ১৮৮২ খৃঃ অব্দে পালিনগর রাজপুতানা-মালব-রেলওয়ের একটী শাখার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে।

পালি, অযোধ্যার অন্তর্গত হর্দোই জেলায় শাহাবাদ তহসীলের একটী পরগণা। এই পরগণার পূর্ব্বভাগ দিয়া গারা নদী প্রবাহিত হইতেছে। এই নদীর চরে প্রচুর পরিমাণে অহিফেন, তামাক, ও শাকসবজি উৎপন্ন হয়। পরগণার অন্যান্য স্থান প্রায়ই জঙ্গলে পূর্ণ। পরগণার পরিমাণ ৭৩ বর্গ মাইল। গবর্মেণ্টের রাজস্ব ৩৭০৪০৲ টাকা।

২ উক্ত তহসীলের একটী নগর এবং পালি পরগণার সদর। অক্ষা° ২৭° ৩১´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ৫৩´ ২০´´ পূঃ। ইহা দেশীয় রাজাদিগের সময়ে সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল; কিন্তু এখন হীনশ্রী হইয়াছে। এখানে ২টী মস্‌জিদ ও একটী হিন্দুমন্দির আছে। এখানে মোটা কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে।

পালি, কোচ জাতির একটী শাখা। মালদহ অঞ্চলে ইহাদের বাস। [কোচ দেখ।]

পালিংহির (পুং) মণ্ডলিসর্পভেদ। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ৪ অ°)

পালিকা (স্ত্রী) পালিরেব, স্বার্থে কন্ টাপ্ চ। ১ অস্রি, কোণ। ২ কর্ণপত্র। (শব্দচ°) ৩ দধ্যাদি ছেদনী, পর্য্যায়— কুন্তলিকা। (হারাবলী) ৪ পালনকর্ত্রী, যিনি পালন করেন।

পালিখেরা, মথুরার সেনানিবেশ হইতে ৩ মাইল দূরে অবস্থিত একখানি গণ্ডগ্রাম। এই গ্রামে একটী প্রাচীন স্তূপ আছে; তাহা হইতে কতকগুলি পুরাতন ভগ্নস্তম্ভ এবং একটী নাগিনী মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে।

পালিগঞ্জ, পাটনা জেলাস্থ একটী ক্ষুদ্র নগর, শোণনদী তীরে অবস্থিত। এখানে একটী থানা আছে।

পালিতানা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কাঠিবাড় গোহেলবার বিভাগে একটী দেশীয় রাজ্য। অক্ষা° ২১° ২৩´ ৩০´´ ও ২১° ৪২´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১° ৩১´ ও ৭২° ০´ ৩০´´ পূঃ। পরিমাণ ২৮৮ বর্গমাইল। পার্ব্বত্যস্থান ভিন্ন অন্যান্য স্থান গ্রীষ্মপ্রধান। এখানে জ্বরের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত অধিক। এখানকার রাজারা গোহেল-রাজপুত-বংশীয়। তিনি রাজ্যসংক্রান্ত সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। রাজ্যের আয় ২০০০০০৲ টাকা, তন্মধ্যে বরদার গাইকবাড়কে ও জুনাগড়ের নবাবকে ১০৩৬৪৲ টাকা কর দিতে হয়। রাজ্য মধ্যে ৪৫৫ সৈন্য ও ১৭টী বিদ্যালয় আছে।

২ উক্ত পালিতানা রাজ্যের প্রধান নগর, অক্ষা° ২১° ৩১´ ১০´´ উঃ, এবং দ্রাঘি° ৭১° ৫৩´ ২০´´ পূঃ। আহ্মদাবাদ হইতে ১২০ মাইল, বরোদা হইতে ১০৫ এবং বোম্বাই হইতে ১০৫ মাইল দূরে শত্রুঞ্জয় নামক পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ১০৪৪২, তন্মধ্যে হিন্দু ৬৫৮৬ ও জৈন ১৯৫৭। এই স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৯৭৭ ফিট্ উচ্চ। জৈনদিগের যে পাঁচটী পবিত্র পর্ব্বত আছে, শত্রুঞ্জয় তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই স্থানে তীর্থঙ্কর আদিনাথের মন্দির আছে। শত্রুঞ্জয় পর্ব্বতের শিরোভাগ মন্দিরশ্রেণীতে বিভূষিত। এই স্থানে চৌমুখ নামে যে মন্দির আছে, তাহা ২৫ মাইল দূর হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। সময় সময় এই স্থানে বহুসংখ্যক তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়। আদিনাথের মন্দির থাকায় প্রায় প্রত্যেক জৈনই তীর্থদর্শন মানসে অন্ততঃ একবার এই স্থানে আগমন করিয়া থাকেন। জৈনমন্দির ব্যতীত শত্রুঞ্জয় পর্ব্বতে হিন্দু মন্দির ও মুসলমান পীর হেঙ্গরের মন্দির আছে। পর্ব্বতোপরি উঠিবার জন্য সোপান আছে। মন্দির সকল মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত। এই মন্দির সকলের শিল্পনৈপুণ্য ও এই স্থানের প্রাকৃতিক শোভা দর্শন করিলে মন আনন্দরসে আপ্লুত হয়। শিল্পশাস্ত্রবিৎ ফার্গুসন্ এই সকল মন্দিরের শোভাদর্শনে মুগ্ধ হইয়া বলিয়া গিয়াছেন যে, হিন্দুরা এই সকল মন্দিরনির্ম্মাণে যেরূপ নূতনত্ব ও শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, সেরূপ য়ুরোপে মধ্যযুগের পর হইতে আর দৃষ্ট হয় না। [শত্রুঞ্জয় দেখ।]

পালিত (ত্রি) পাল-ক্ত। রক্ষিত।

“চিত্রলেখা তমাজ্ঞায় পৌত্রং কৃষ্ণস্য যোগিনী।

যযৌ বিহায়সা রাজন্ ! দ্বারকাং কৃষ্ণপালিতাম্ ।”(ভাগ°১০।৬২ অঃ)

২ ক্রোষ্টু বংশীয় নৃপভেদ। ৩ দেশভেদ। (হরিবং ৩৭ অঃ) ৪ শাখোট বৃক্ষ। (শব্দার্থকল্পত°) স্ত্রিয়াং টাপ্। ৫ কুমারানুচর মাতৃভেদ। ৬ কায়স্থাদির উপাধিবিশেষ।

পালিত্য (ক্লী) পলিতস্য ভাবঃ পলিত-ষ্যঞ্। ১ কেশের শুভ্রতাদি। পালিতস্য অদূরদেশাদি সঙ্কাশাদিত্বাৎ ণ্য। ২ পলিতের সন্নিকৃষ্টদেশাদি।

পালিধা (স্ত্রী) পারিভদ্রবৃক্ষ।

পালিধামাদার (দেশজ) বৃক্ষভেদ, পারিভদ্র। [পারিভদ্র দেখ।]

পালিন্ (ত্রি) পালয়তি পালি-ণিনি। ১ পালক, যিনি পরিপালন করেন। (পুং) ২ পৃথুপুত্র নৃপভেদ। (হরিবংশ ৩৭ অঃ) স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

পালিন্দ (পুং) পালয়তীতি পালি বাহুলকাৎ কিন্দচ্। কুন্দুরুক, কুন্দুরুখোটী, সল্লকীনির্য্যাস। (বৈদ্যকনি°)

পালিন্দী (স্ত্রী) পালিন্দ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ শ্যামালতা।

"ঋষাপিত্তঘৃতশ্যামাপালিন্দীতণ্ডুলীয়কৈঃ।" (সুশ্রুত ক° ১ অঃ)

ইহার পাঠান্তর পালিন্দা বা পালিন্ধী। ২ ভার্গী, বামনহাটী। ৩ শ্বেতাপরাজিতা। ৪ ত্রায়মাণা লতা, চলিত বলা। (বৈদ্যকনি°) ৫ মালবিকাত্রিবৃতা। (বাভট উ° ৩৮ অঃ) ৬ কারবেল্ল, করলা। (সুশ্রুত চি° ১৭ অঃ)

পালিয়া, ১ অযোধ্যার অন্তর্গত খেরিজেলায় লক্ষীপুর তহসীলের মধ্যে একটী পরগণা। এই পরগণা সুহেল ও সারদা নদীদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত।

২ উক্ত পরগণার প্রধান নগর ও সদর, অক্ষা° ২৪° ২৮' উ° এবং দ্রাঘি° ৮০° পূ°। এখানে দুইটী হিন্দু মন্দির আছে।

পালিয়াড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কাঠিবাড়ের ঝালাবার বিভাগে একটী ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য। পরিমাণ ২২৭ বর্গমাইল। রাজস্ব ৪০০০ টাকা, তন্মধ্যে ৯৯৭ টাকা ইংরাজ গবর্মেণ্টকে এবং ৩০৬ টাকা জুনাগড়ের নবাবকে কর দিতে হয়।

পালিশায়ন (পুং) গোত্রপ্রবর ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়)

পালী (স্ত্রী) পালি-কৃদিকারাদিতি বা ঙীষ্। ১ যূকা। ২ সশ্মশ্রুযোষিৎ। ৩ শ্রেণী। ৪ স্থালী।

পালী, অযোধ্যার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। প্রসিদ্ধ চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌ৎসিয়াং লিখিয়াছেন যে, 'এই স্থানে যুবরাজ সুদান পিতার হস্তী ব্রাহ্মণগণকে দান করায় তিরস্কৃত ও নির্ব্বাসিত হন। নগরের নিকটে ১টী সঙ্ঘারাম আছে। তাহাতে ৫৫ জন বৌদ্ধ পুরোহিত বাস করে এবং তাহারা সকলেই হীনযানমতাবলম্বী। পূর্ব্বে ঈশ্বর নামে এক আচার্য্য এখানে 'সংযুক্তঅভিধর্ম্মহৃদয়শাস্ত্র' প্রণয়ন করেন। নগরের পূর্ব্বদ্বারের বাহিরে আর একটী সঙ্ঘারাম ছিল। তাহাতে ৫০ জন মহাযান আচার্য্য বাস করিতেন। এই থানে রাজা অশোক একটী স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পালি নগরের প্রায় ৪ মাইল উত্তরপূর্ব্বে দন্তালোক পাহাড়। সুদান পিতা কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া এই পাহাড়ে বাস করিতেন।'

পালী, বিলাসপুর জেলায় রতনপুরের ১২ মাইল উত্তরপূর্ব্বে স্থিত একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। এই গ্রামের দক্ষিণপূর্ব্বে যে পুষ্করণী আছে, তাহার তীরে অনেকগুলি প্রাচীন মন্দির আছে। মন্দির গুলির অধিকাংশই এক্ষণে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। এই মন্দির সকল সম্ভবতঃ দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে নির্ম্মিত হইয়াছিল। মন্দিরগাত্রে দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি খোদিত এবং মন্দির মধ্যে শিব, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু মূর্ত্তি আছে।

পালী, কোঞ্চ হইতে কয়েক মাইল পূর্ব্বে গয়ায় যাইবার পথে অবস্থিত একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। এই গ্রামের পূর্ব্বভাগে দুইটী মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে। এই মন্দিরদ্বয় এক সময়ে অত্যন্ত প্রকাণ্ড ছিল। এখানে যে শিবলিঙ্গ আছে, তাহার পরিধি ৫ ফিট্ ৭ ইঞ্চ। গ্রামের অপরভাগে পার্ব্বতীর দুইটী প্রতিমূর্ত্তি এবং একটী শিবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে।

পালী, যোধপুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। পূর্ব্বে এই নগর প্রাচীরবেষ্টিত ছিল; কিন্তু এখন তাহা ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। পালী নগর দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগকে জুনাপালী বা প্রাচীন পালী ও অন্য ভাগকে পিটপালী বা আধুনিক পালী বলে। প্রাচীন পালীতে ১১টী সুন্দর মন্দির আছে। তন্মধ্যে সোমনাথের মন্দির সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রাচীন। এই মন্দির মধ্যে শিবলিঙ্গ এবং তৎপার্শ্বে নন্দী ও বৃষভমূর্ত্তি আছে। এই মন্দিরপ্রাঙ্গণে অন্নপূর্ণা, একলিঙ্গ প্রভৃতি দেবতার কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির আছে। এই প্রাঙ্গণে মুসলমানদিগের একটী মস্‌জিদ এবং পিটপালীতে অনেক সুন্দর জৈনমন্দির আছে।

পালীকুট (পুং) চিত্রক বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

পালীবত (পুং) বৃক্ষবিশেষ। ইহার ডাল পুতিলে এই গাছ হয়, এই জন্য ইহাকে কাণ্ডরোপ্য কহে।

"দ্রাক্ষা পালীবতাশ্চৈব বীজপুরাতিমুক্তকাঃ।
এতে ক্রমাঃ কাণ্ডরোপ্যা গোময়েন প্রলেপিতাঃ॥"

(বরাহ—বৃহৎস° ৫৪।৪)

পালীব্রত (ক্লী) ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রতভেদ।

পালীশোষ (পুং) কর্ণরোগবিশেষ।

"শিরাস্থঃ কুরুতে বায়ুঃ পালীশোষং তদাহ্বয়ম্।"

(বাভট উত্তর° ১৭ অঃ)

পালো (দেশজ) ঔষধবিশেষ। ঔষধার্থ গুলঞ্চ প্রভৃতির পালো বাহির করা হয়।

পালুপাড়ে, কোরগের অন্তর্গত কিগ্‌গৎনাদ তালুকের একটী প্রাচীন দুর্গ। পূর্ব্বে কোরগের রাজা কোললিঙ্গ ও ব্যোমকৃষ্ণ এখানে বাস করিতেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে কোরগাধিপতি এখানে মহিসুরের রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। এখন কেবলমাত্র দুর্গপরিখা ও কয়েকটী ক্ষুদ্র

প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দির বর্ত্তমান আছে। অবশিষ্ট ভাগে কাফির চাষ হইয়া থাকে।

পালোয়ান (পারসী) বীরপুরুষ, বলবান্।

পালোহয় (পুং) গোত্রপ্রবর ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যা°)

পাল্টান (দেশজ) বদল, পরিবর্ত্তন।

পাল্য (ত্রি) পাল-ণ্যৎ। পালনীয়, পালনযোগ্য, পালনার্হ।

পাল্লক (ত্রি) পল্লী-ধূমাদিত্বাৎ বুঞ্। (পা ৪।২।১২৭) পল্লীভব।

পাল্লবা (স্ত্রী) দুইটী পল্লব দ্বারা ক্রীড়া।

পাল্লা (পারসী) তৌলকরণের পাত্র, তরাজু, পাল্লায় দ্রব্যাদি ওজন করা হয়।

পাল্লাপাল্লি (দেশজ) বাজী রাখিয়া কোন কার্য্য করা, কে আগে করিতে পারে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া কার্য্য করা।

পাল্লি (দেশজ) যে জমিতে বৎসরে দুইবার ফসল জন্মে।

পাল্বল (ত্রি) পল্বল-অণ্। ১ পল্বল সম্বন্ধীয়। ২ পল্বলবারি, ক্ষুদ্র জলাশয়ের নাম পল্বল, তাহার জল।

"ন তিষ্ঠতি জলং কালে তত্রত্যং বারি পাল্বলম্।
পাল্বলং বার্য্যভিষ্যন্দি গুরু স্বাদু ত্রিদোষকৃৎ॥" (ভাবপ্রকাশ)

পাল্বলতীর (ত্রি) পল্বলতীরে ভবঃ অঞ্। পল্বলতীরভব, যাহা ডোবার ধারে হয়।

পাবক (পুং) পুনাতীতি পূ-ণ্বুল্। ১ অগ্নি।

"অপাবনানি সর্ব্বাণি বহ্নিসংসর্গতঃ কচিৎ।
পাবনানি ভবন্ত্যেব তস্মাৎ স পাবকঃ স্মৃতঃ॥" (কাশীখণ্ড ৯অঃ)

অপবিত্র বস্তু সকল অগ্নিসংসর্গে পবিত্র হয়, এই জন্য অগ্নিকে পাবক কহে। ২ বৈদ্যুতাগ্নি।

"পাবকঃ পবমানশ্চ শুচিরগ্নিশ্চ তে ত্রয়ঃ।
নির্ম্মথ্যঃ পবমানঃ স্যাদ্বৈদ্যুতঃ পাবকঃ স্মৃতঃ॥"(কূর্ম্মপু° ১২ অঃ)

৩ সদাচার। ৪ অগ্নিমন্থ। ৫ চিত্রকবৃক্ষ। ৬ ভল্লাতক। ৭ বিড়ঙ্গ। (মেদিনী) (ত্রি) ৮ শোধক। (হেম) ৯ রক্ত-চিত্রক। ১০ কুসুম্ভ। ১১ বরুণ। ১২ সূর্য্য। (ঋক্ ১।১০।৬) ১৩ ঋষিভেদ। (ভারত বনপর্ব্ব ১২৫ অঃ) যথা—১ অঙ্গিরা, ২ দক্ষিণ, ৩ গার্হপত্য, ৪ আহবনীয়, ৫ নির্ম্মন্থ্য, ৬ বৈদ্যুত, ৭ শূর, ৮ সংবর্ত্ত, ৯ লৌকিক, ১০ জাঠর, ১১ বিষগ, ১২ ক্রব্যাৎ, ১৩ ক্ষেমবান্, ১৪ বৈষ্ণব, ১৫ দস্যুমান্, ১৬ বলদ, ১৭ শান্ত, ১৮ পুষ্ট, ১৯ বিভাবসু, ২০ জ্যোতিষ্মান্, ২১ ভরত, ২২ ভদ্র, ২৩ স্বিষ্টকৃৎ, ২৪ বসুমান্, ২৫ ক্রতু, ২৬ সোম ও ২৭ পিতৃমান্। এই সপ্তবিংশতি পাবক।[১]

[১] "ব্রহ্মণোঽঙ্গাৎ প্রসূতোঽগ্নিরঙ্গিরা ইতি বিশ্রুতঃ।
দক্ষিণাগ্নির্গার্হপত্যাহবনীয়াবিতি ত্রয়ী॥
নির্ম্মথ্যঃ বৈদ্যুতঃ শূরঃ সংবর্ত্তো লৌকিকস্তথা।
জাঠরো বিষগঃ ক্রব্যাদ্ ক্ষেমবান্ বৈষ্ণবস্তথা॥
দস্যুমান্ বলদশ্চৈব শান্তঃ পুষ্টো বিভাবসুঃ।
জ্যোতিষ্মান্ ভরতো ভদ্রঃ স্বিষ্টকৃদ্ বসুমান্ ক্রতুঃ॥
সোমশ্চ পিতৃমাংশ্চৈব পাবকাঃ সপ্তবিংশতিঃ॥"
(ভারত সভাপ° ৭ অঃ ব্যাখ্যায় নীলকণ্ঠ)

এই সকল অগ্নি ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়া ছিল। তিথিতত্ত্বোদ্ধৃত গৃহ্যপরিশিষ্টের মতে ক্রিয়াভেদে পাবকাগ্নির পৃথক্ পৃথক্ নাম হইয়াছে। নাম যথা—লৌকিক কর্ম্মে পাবক, গর্ভাধানে মারুত, পুংসবনে চন্দ্র, শুঙ্গকর্ম্মে শোভনঃ সীমন্তকার্য্যে মঙ্গল, জাতকর্ম্মে প্রগল্ভ, নামকরণে পার্থিব, অন্নপ্রাসনে শুচি, চূড়াকরণে সত্য, ব্রতকর্ম্মে সমুদ্ভব, গোদানাখ্য সংস্কারে সূর্য্য, (ক্ষত্রিয়দিগের বিবাহের পূর্ব্বে কেশচ্ছেদ-রূপ একটী সংস্কার হয়, তাহার নাম গোদান), কেশান্তকর্ম্মে অগ্নি, বিসর্গে বৈশ্বানর, বিবাহে যোজক, চতুর্থী-হোমে শিখী, ধৃতিহোমাদিতে ধৃতি, প্রায়শ্চিত্তহোমে বিধু, পাকযজ্ঞে সাহস, লক্ষহোমে বহ্নি, কোটিহোমে হুতাশন, পূর্ণাহুতিতে মৃড়, শান্তি-কর্ম্মে বরদ, পৌষ্টিক কর্ম্মে বলদ, অভিচারকার্য্যে ক্রোধ, কোষ্ঠে জঠর ও ভক্ষণে ক্রব্যাদ নাম হইবে। ঐ সকল কার্য্যাদিতে পাবকাগ্নির পূর্ব্বোক্তরূপ নামকরণ করিয়া পূজাদির সহিত হোম করিতে হয়। যথা—অন্নপ্রাশনে পাবকাগ্নির 'শুচি' এই নামকরণ করিয়া পূজা ও হোমাদি করিতে হইবে। এইরূপ সকল কার্য্যেই জানিতে হইবে।* পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যে এরূপ নাম না করিয়া পাবকাগ্নির পূজা ও হোমাদি করিলে তাহা নিস্ফল হয়।

* "লৌকিকঃ পাবকো হ্যগ্নিঃ প্রথমঃ পরিকল্পিতঃ।
অগ্নিস্তু মারুতো নাম গর্ভাধানে বিধীয়তে॥
পুংসবনে চন্দ্রনামা শুঙ্গাকর্ম্মণি শোভনঃ।
সীমন্তে মঙ্গলো নাম প্রগল্ভো জাতকর্ম্মণি॥
নাম্নি স্যাৎ পার্থিবোহ্যগ্নিঃ প্রাশনে চ শুচিস্তথা।
সত্যনামাথ চূড়ায়াং ব্রতাদেশে সমুদ্ভবঃ॥
গোদানে সূর্য্যনামা চ কেশান্তে হ্যগ্নিরুচ্যতে।
বৈশ্বানরো বিসর্গে তু বিবাহে যোজকস্তথা॥
চতুর্থ্যাস্তু শিখীনাম ধৃতিরগ্নিস্তথাপরে॥
প্রায়শ্চিত্তে বিধিশ্চৈব পাকযজ্ঞে তু সাহসঃ॥
লক্ষহোমে চ বহ্নিঃ স্যাৎ কটিহোমে হুতাশনঃ।
পূর্ণাহুত্যাং মৃড়ো নাম শান্তিকে বরদঃ সদা॥
পৌষ্টিকে বলদশ্চৈব ক্রোধোঽগ্নিশ্চাভিচারকে।
কোষ্ঠে তু জঠরো নাম ক্রব্যাদো মৃতভক্ষণে॥
আহুয় চৈব হোতব্যো যত্র যো বিহিতোঽনলঃ।" (গৃহ্যপরিশিষ্ট)
'গোদানে—গোদানাখ্যসংস্কারে।
প্রায়শ্চিত্তে—তদাত্মকমহাব্যাহৃতিহোমাদৌ॥
পাকযজ্ঞে—পাকাঙ্গকবৃষোৎসর্গগৃহহোমাদৌ॥' (তিথিতত্ত্ব)

পাবঃ পবনঃ শুদ্ধিস্তং কায়তীতি কৈ-ক, স্ত্রিয়াং টাপ্। ১৪ সরস্বতী। (ঋক্ ১।৩।২০)

পাবকবৎ (ত্রি) পাবক মতুপ্, মস্য ব। ১ পাবকবিশিষ্ট। (পুং) ২ অগ্নি।

পাবকবর্চ্চস্ (ত্রি) পাবকং বর্চ্চঃ যস্য। শোধক দীপ্তি। "পাবকবর্চ্চাঃ শুক্রবর্চ্চা অনূনবর্চ্চা" (ঋক্ ১০।১৪০।২) 'পাবকবর্চ্চাঃ শোধকদীপ্তিঃ' (সায়ণ)।

পাবকবর্ণ (ত্রি) অগ্নির সমান তেজস্বী। "পাবকবর্ণাঃ শুচয়ো বিপশ্চিতঃ" (ঋক্ ৮।৩।৩) 'পাবকবর্ণাঃ অগ্নিসমান-তেজস্কাঃ' (সায়ণ)

পাবকশোচিস্ (ত্রি) পাবকদীপ্তিশালী।

পাবকাত্মজ (পুং) পাবকস্য আত্মজঃ। ১ কার্ত্তিকেয়। ২ ইক্ষ্বাকু-বংশীয় দুর্য্যোধনের কন্যা সুদর্শনার পুত্র। [পাবকি দেথ।]

পাবকারণি (পুং) পাবকায় বহ্ন্যুৎপাদনার্থং অরণিরিব। অগ্নিমন্থবৃক্ষ। (শব্দমা°)

পাবকমণি (পুং) সূর্য্যকান্তমণি। (বৈদ্যকনি°)

পাবকি (পুং) পাবকস্য অপত্যং পাবক-ইঞ্। কার্ত্তিকেয়, পাবকাত্মজ।

"কথং তং কৃত্তিকাপুত্র মুক্তবান্ তং সুরং গুরুম্।
কথঞ্চ পাবকিরসৌ কথং বা মাতৃনন্দনঃ॥" (বরাহপুরাণ)

২ ইক্ষ্বাকুবংশীয় দুর্য্যোধনের কন্যা সুদর্শনার গর্ভজাত পাবকের পুত্র।

মহাভারতে অনুশাসন পর্ব্বে লিখিত আছে,—প্রজাপতি মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকুবংশে সুদুর্জ্জয়ের ঔরসে দুর্য্যোধন নামে এক পুত্র জন্মে। ইহার সুদর্শনা নামে এক কন্যা হয়। সেই কন্যার রূপলাবণ্যে পাবক বিমুগ্ধ হইয়া ছদ্মবেশে দুর্য্যোধনের নিকট উপস্থিত হইয়া কন্যা পার্থনা করেন। নৃপতি দুর্য্যোধন এই বিবাহে সম্মতি প্রদান করেন নাই। তথন পাবক বিফলমনোরথ হইয়া স্বর্গে প্রস্থান করেন। একদা দুর্য্যোধন যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে ঐ যজ্ঞে অগ্নি প্রজ্বলিত হইল না, তাহাতে রাজা ও ঋত্বিক্‌গণ অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া অগ্নির উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। অগ্নি ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া পূর্ব্ব অভিলাষ জ্ঞাত করাইলেন। তথন দুর্য্যোধন পাবককে ঐ কন্যা সম্প্রদান করেন। পাবক এই কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া মূর্ত্তিপরিগ্রহপূর্ব্বক মাহিষ্মতী পুরীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কালক্রমে সুদর্শনার গর্ভে পাবকের ঔরসে একটী পুত্র হইল, ঐ পুত্রের নাম সুদর্শন রাথিলেন। এই সুদর্শন সকল বেদশাস্ত্রে পারদর্শী ও ধার্ম্মিক-দিগের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন। [সুদর্শন শব্দ দেথ।]

পাবকেশ্বর (পুং) ১ তীর্থভেদ। (শিবপু°) (ক্লী) ২ কাশী-স্থিত শিবলিঙ্গ বিশেষ, কাশীতে অগ্নিদেব যে শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন, তাহা পাবকেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ। (কাশীথ°)

পাবকোপ্মন্ (পুং) সূর্য্যকান্তমণি। (বৈদ্যকনি°)

পাবন (পুং) পাবয়তীতি পূ-ণিচ্-ল্যু। ১ ব্যাস। ২ পাবক। ৩ সিহ্লক। ৪ পীতভৃঙ্গরাজ। ৫ বিষ্ণু।

"ভূতভব্যভবন্নাথঃ পবনঃ পাবনোঽনলঃ।" (ভারত ১৩।১৪৯।৪৫)

৬ সিদ্ধ। (ত্রি) ৭ পবিত্র। ৮ পাবয়িতা। ৯ পবিত্রী-কারক। ১০ প্রায়শ্চিত্ত, প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানে লোক সকল পবিত্র হয়। ১১ জল। ১২ গোময়। ১৩ রুদ্রাক্ষ। ১৪ কুষ্ঠৌষধ। (ক্লী) ১৫ চিত্রকবৃক্ষ। ১৬ অধ্যাস। ১৭ চন্দন। (বৈদ্যকনি°)

'পাবনস্তু জলে কৃচ্ছে, পাবকাধ্যাসয়োর্ব্বিদুঃ।
পাবনঃ সিহ্লকে বহ্নৌ প্রায়শ্চিত্তে চ পাবনম্॥
বাচ্যবৎ পাবয়িতরি হরীতক্যান্তু পাবনী॥' (বিশ্ব)

পাবনগড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কোল্‌হাপুর রাজ্যে একটী পার্ব্বত্য দুর্গ। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা এই দুর্গ অধিকার করেন।

পাবনধ্বনি (পুং) পাবনঃ পবিত্রজনকো ধ্বনির্যস্য। ১ শঙ্খ, ইহার ধ্বনি অতিশয় পবিত্র। ২ পবিত্র ধ্বনি।

পাবনত্ব (ক্লী) পাবনস্য ভাবঃ, ত্ব। পাবনের ভাব, পাবনের ধর্ম্ম।

পাবনি (পুং) পবনস্যাপত্যং ইঞ্। পবনপুত্র, হনুমান্ প্রভৃতি।

পাবনী (স্ত্রী) পাবন-ঙীপ্। ১ হরীতকী। ২ তুলসী। ৩ গাভি। ৪ গঙ্গা। "পাথোধিং পূরয়ন্তী সুরনগরসরিৎপাবনী নঃ পুনাতু।" (শঙ্করাচার্য্যকৃতগঙ্গাষ্টক)

৫ গঙ্গার অংশবিশেষ। গঙ্গার স্রোত সপ্তদিকে বিভক্ত হয়, তাহার মধ্যে নলিনী, হ্লাদিনী এবং পাবনী পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত।

"ততো বিসর্জ্জয়ামাস সপ্তস্রোতাংসি গঙ্গায়াঃ।
ত্রীণি প্রাচীমভিমুখং প্রতীচীং ত্রীণ্যথৈব তু॥
স্রোতাংসি ত্রিপথগায়াস্তু প্রত্যপদ্যন্ত সপ্তধা।
নলিনী হ্লাদিনী চৈব পাবনী চৈব প্রাচ্যগা॥"

(মৎস্যপু° ১২০।৪০—৪১)

৫ শাকদ্বীপস্থিত নদীবিশেষ। (মৎস্যপু° ১২১।৩১)

পাবমান (ত্রি) পবমানমধিকৃত্য প্রবৃত্তং অণ্। ১ পবমান বহ্ন্যাদির অধিকারে প্রবৃত্ত সূক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ২ ঋক্ ভেদ।

পাবা, গোরথপুর জেলায় গণ্ডক নদী হইতে ১২ মাইল পশ্চিমে এবং গোরথপুর হইতে ৪০ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত একথানি বৃহৎ গ্রাম। পাবায় একটী বৃহৎ স্তূপ আছে এবং এই স্তূপের নিকটে ভগ্ন ইষ্টক ও কতকগুলি প্রতিমূর্ত্তি আছে। এই স্তূপ দৈর্ঘ্যে ২২০ ফিট্ এবং বিস্তারে ১২০ ফিট ও উচ্চে

১৪ ফিট। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই স্তূপ খনন করিয়া ইষ্টক লওয়া হইয়াছিল। বুদ্ধের মৃত্যুর পর পাবার লোকেরা তাঁহার দেহের ৪ অংশ প্রাপ্ত হয় এবং তাহা মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত করিয়া তাঁহার উপরিভাগে এই স্তূপ নির্ম্মাণ করে। ইহার অল্পদূরে উত্তর ভাগে ছাদশূন্য হাতিভবানীর একটী মন্দির আছে। এই মন্দিরে অনেকগুলি প্রাচীন প্রতিমূর্ত্তি আছে। এই মূর্ত্তি সকল নগ্ন, তজ্জন্য জৈন বা বৌদ্ধ প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া বোধ হয়। মধ্যভাগে যেন একটী মন্দির ছিল। পাবার আধুনিক নাম পাদরবন।

পাবাগড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত পঞ্চমহলের একটী পার্ব্বত্য দুর্গ। অক্ষা° ২২° ৩১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ৩৬´ পূঃ, বরোদা হইতে ২৮ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। পর্ব্বতগাত্র বৃক্ষাদিতে আবৃত ও সমভাবে উচ্চ হওয়ায় এই দুর্গ অত্যন্ত দুরারোহ। পর্ব্বতের উপরিভাগে কএকটী হিন্দু মন্দির ও দুইটী প্রস্তরপ্রাচীরে বেষ্টিত মুসলমান মন্দির আছে। প্রাচীন খোদিত লিপিতে এই পার্ব্বত্য দুর্গের নাম 'পাবকগড়' বলিয়া উল্লিখিত আছে। রাজপুতানায় চাঁদ কবির সময়ে তুয়ার-বংশীয় রামগৌড় পাবকগড়ের রাজা ছিলেন। ১৩০০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে চৌহান রাজপুতেরা এই দুর্গ অধিকার করেন। আহ্মদাবাদের মুসলমান রাজারা এই দুর্গ অধিকার করিবার জন্য বহুবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অবশেষে ১৪৮৫ খৃঃ অব্দে সুলতান মাহ্মুদ প্রায় ২ বৎসর অবরোধের পর পাবাগড় অধিকার করেন। ১৫৭৩ খৃঃ অব্দে এই দুর্গ অকবরের হস্তগত হয়। ১৭২৭ খৃঃ অব্দে কৃষ্ণজী এই স্থান সহসা অধিকার করেন। তৎপরে এই দুর্গ সিন্ধিয়ার অধিকারে আইসে। সিন্ধিয়ার নিকট হইতে ইংরাজেরা ১৮০৩ খৃঃ অব্দে এই দুর্গ গ্রহণ করেন। পরে ১৮০৪ খৃঃ অব্দে ইহা পুনরায় সিন্ধিয়াকে প্রত্যর্পণ করা হয়। অবশেষে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে পঞ্চমহলের শাসনভার গ্রহণ সময়ে পুনরায় ইহা ইংরাজদিগের হস্তগত হইয়াছে। গ্রীষ্মকালে এইস্থানের জলবায়ু শীতল বলিয়া বরোদার ইংরাজ কর্ম্মচারীরা এইস্থানে আসিয়া বাস করেন।

পাবাপুরী, পাটনা জেলার মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। পাবাপুরী জৈনদিগের অতি পবিত্র তীর্থস্থান, জৈনশাস্ত্রে এই স্থান 'অপাপপুরী' নামে বর্ণিত হইয়াছে। জৈনদিগের শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী এই স্থানে নির্ব্বাণলাভ করেন। [মহাবীর দেখ।] তজ্জন্য এই স্থানে বহু জৈন তীর্থযাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। এখানে দুইটী জৈনমন্দির আছে, তন্মধ্যে একটী পুষ্করণী মধ্যে অবস্থিত, তথায় যাইবার জন্য সেতু আছে। মন্দির দুইটী আধুনিক হইলেও ইহাদের মধ্যে কতকগুলি অতি প্রাচীন প্রতিমূর্ত্তি আছে।

পাবারিয়া, এক শ্রেণীর মুসলমান নর্ত্তক ও গায়ক। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়।

পাবিত্র (ক্লী) ছন্দোভেদ।

পাবিত্রায়ণ (পুং স্ত্রী) পবিত্রস্য ঋষের্গোত্রাপত্যং অশ্বাদিত্বাৎ ফঞ্। পবিত্রঋষির গোত্রাপত্য।

পাবীরবী (স্ত্রী) ১ শোধয়িত্রী। (ঋক্ ৬।৪৯।৭) ২ দিব্যা বাক্।

"ইন্দ্রঃ পাবীরবান্ তদ্দেবতাকা পাবীরবী দিব্যা বাক্।"

(নিরুক্ত ১২।৩০)

পাব্য (ত্রি) পবিত্রার্হ।

পাশ (পুং) পশ্যতে বধ্যতেঽনেনেতি পশ-ঘঞ্। ১ শস্ত্রভেদ। (শব্দর°) আর্য্যজাতিদিগের একপ্রকার যুদ্ধাস্ত্র। বৈশম্পায়নীয় ধনুর্ব্বেদে লিখিত আছে—

"পাশঃ সুসূক্ষ্মাবয়বো লৌহধাতুস্ত্রিকোণবান্।
প্রাদেশপরিধিঃ সীস-গুলিকাভরণান্বিতঃ॥"

ইহার অবয়ব অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লৌহদ্বারা নির্ম্মিত, ত্রিকোণযুক্ত, প্রাদেশপরিমিত পরিধিযুক্ত ও সীসকগুলিকাদ্বারা সুশোভিত।

আগ্নেয় ধনুর্ব্বেদে পাশের যে লক্ষণ আছে, তাহা দেখিলে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, এই পাশাস্ত্র দ্বিবিধ। মহাভারতাদি গ্রন্থেও বারুণপাশ ও পাশ এই দুই পৃথক্ পাশাস্ত্রের উল্লেখ আছে, অতএব বৈশম্পায়নোক্ত পাশাস্ত্র ও আগ্নেয় ধনুর্ব্বেদোক্ত পাশাস্ত্র ভিন্ন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আগ্নেয় ধনুর্ব্বেদোক্ত লক্ষণ—

"দশহস্তো ভবেৎ পাশো বৃত্তঃ করমুখস্তথা।
গুণকার্পাসমুঞ্জানামর্কস্নায়ুবচর্ম্মণাম্॥
অন্যেষাং সুদৃঢ়ানাঞ্চ সুকৃতং পরিবেষ্টিতম্।
তথা ত্রিংশৎসমং পাশং বুধঃ কুর্য্যাৎ সুবর্ত্তিতম্॥" (অগ্নিপুঃ)

পাশ দশহস্ত পরিমাণ করিতে হইবে, ইহা বৃত্ত অর্থাৎ গোল, ইহার গুণরজ্জু কার্পাসরজ্জু, মুঞ্জনামক তৃণরজ্জু, পশুবিশেষের স্নায়ু, আকন্দত্বকের সূত্র বা চর্ম্মবিশেষ দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য দৃঢ় সূত্রে ইহা প্রস্তুত হয়। সূক্ষ্ম ৩০ গাছি তন্তু উত্তমরূপে একত্র পাক দিয়া প্রস্তুত করিতে হয়।

পাশাস্ত্রের ক্রিয়া এইরূপ—যুদ্ধকালে এই পাশ কক্ষ প্রদেশে রাখিতে হয়। প্রয়োগের সময় কুণ্ডলাকৃতি করিয়া মস্তকের উপর একবার ঘুরাইয়া নিক্ষেপ করিতে হয়। এই পাশ প্রয়োগের তিন প্রকার গতি আছে,—বল্গণ, প্রবন ও

প্রব্রজন। এই সকল গতিদ্বারা ইচ্ছানুরূপ বন্ধন করিয়া নিকটে আনা যায়। ইহা ভিন্ন আরও একাদশ প্রকার ক্রিয়া আছে, যথা,—পরাবৃত্ত, অপাবৃত্ত, গৃহীত, লঘুসংজ্ঞিত, ঊর্দ্ধক্ষিপ্ত, অধঃক্ষিপ্ত, সন্ধারিত, বিধারিত, শ্যেনপাত, গজপাত ও গ্রাহগ্রাহ্য এই ১১ প্রকার পাশের প্রক্ষেপ বিহিত হইয়াছে।[১] বৈশম্পায়নের মতে—

"প্রসারণং বেষ্টনঞ্চ কর্ত্তনঞ্চেতি তে ত্রয়ঃ।
যোগাঃ পাশাশ্রিতাঃ লোকে পাশাঃ ক্ষুদ্রসমাশ্রিতাঃ॥"
(বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্ব্বেদ)

অগ্রে প্রসারণ, তৎপরে তদ্দ্বারা শত্রুকে বেষ্টন, অনন্তর অস্ত্রান্তর দ্বারা কর্ত্তন, পাশের এই তিন প্রকার ক্রিয়া বিহিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা ক্ষুদ্র যোদ্ধাদিগের আশ্রিত।

আর অন্য প্রকার যে পাশ আছে, যুদ্ধশাস্ত্রবিশারদগণ তাহার পাঁচপ্রকার কার্য্য নিশ্চয় করিয়াছেন। পাঁচপ্রকার যথা—ঋজু, আয়ত, বিশাল, তির্য্যক্ ও ভ্রামিত। হেমাদ্রির পরিশিষ্টে ঔশনসশাস্ত্রোক্ত পাশের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।

২ মৃগবিহগাদি বন্ধনরজ্জুভেদ, চলিত ফাঁদ। ৩ রজ্জুমাত্র। ৪ শব্দের পর পাশ শব্দ থাকিলে তাহার সমূহার্থ হয়, যথা—কেশপাশ কেশসমূহ।

"স্রগশিরসিজপাশপাতভারাদিব নিতরাং নতিমদ্ভিরংসভাগৈঃ॥"
(মাঘ ৭।৬২)

কর্ণ শব্দের পর পাশ শব্দ থাকিলে শোভনার্থ হয়, যথা—কর্ণপাশ শোভনকর্ণ অর্থাৎ উত্তমকর্ণ। নিন্দা অর্থে ছাত্রাদি শব্দের উত্তর পাশপ্ প্রত্যয় হয়। যথা—ছাত্রপাশ অপকৃষ্ট ছাত্র। ৫ যোগবিশেষ। গ্রহপঞ্চকে রাশি সকল অবস্থান করিলে পাশাখ্য যোগ হয়।

"যদা রাশিপঞ্চকে সর্ব্বগ্রহা ভবন্তি তদা পাশাখ্যযোগো ভবতি।"
(জ্যোতিষ)

স্বপ্নে পাশ দেখিলে আপদ, রোগ ও ধনক্ষয় হয় এবং রোগীর পাশস্বপ্নে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটে।

(১) "কর্ত্তব্যং শিক্যকৈস্তস্য স্থানং কক্ষাসু বৈ সদা।
বামহস্তেন সংগৃহ্য দক্ষিণেনোদ্ধরেৎ ততঃ॥
কুণ্ডলস্যাকৃতিং কৃত্বা ভ্রাম্যৈকং মস্তকোপরি।
বল্গিতে চ প্লুতে চৈব তথা প্রব্রজিতেষু চ॥
সমযোগবিধিং জ্ঞাত্বা প্রযুঞ্জীত সুশিক্ষিতঃ।
বিজিত্বা তু যথান্যায়ং ততো বন্ধং সমাচরেৎ॥
কট্যাং বদ্ধা ততঃ খড়্গং বামপার্শ্বাবলম্বিনম্।
দৃঢ়ং বিগৃহ্য বামেন নিষ্কর্ষেদ্দক্ষিণেন চ॥" (বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্ব্বেদ)

"কার্পাসভস্মাস্থিকপালশূলং চক্রঞ্চ পাশস্ত্বথবা প্রপশ্যেৎ।
তস্যাপদং রোগধনক্ষয়ং বা রোগী মৃতিং বা তমুতেহতিকষ্টম্॥"
(হারীত দ্বিতীয় স্থা° ২ অঃ)

কুলার্ণব তন্ত্রে পাশশব্দের পারিভাষিক অর্থ এইরূপ লিখিত আছে—ঘৃণা, শঙ্কা, ভয়, লজ্জা, জুগুপ্সা, কুল, শীল ও জাতি এই আট প্রকার পাশ।

"ঘৃণা শঙ্কা ভয়ং লজ্জা জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমী।
কুলং শীলং তথা জাতিরষ্টৌ পাশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥" (কুলার্ণব)

পাশক (পুং) পাশয়তি পীড়য়তীতি পশ-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ দ্যূতবিশেষ, পাশা। পর্য্যায়—অক্ষ, দেবন, সারি, শারি, সার, শার, পাশ। (শব্দর°)

পাশকথা (দেশজ) কথা কহিতে কহিতে অন্য কথা তোলা। অসংলগ্ন বাক্য।

পাশকেরলী, ফলিত জ্যোতিষোক্ত একপ্রকার গণনাভেদ। ইহার সংস্কৃত নাম পাক্ষিগণনা। ইহাতে পাশদ্বারা শুভাশুভ গণনা করা হইয়া থাকে, এইজন্য ইহার নাম পাক্ষিগণনা। রমল ইহার বিধান নির্ণয় করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম রমলপাক্ষিগণনা। রমল যবনাচার্য্যগণের নিকট হইতে ইহা সংগ্রহ করেন।

এই গণনায় পাশাই প্রধান, এইজন্য প্রথমে পাশক নির্ম্মাণের বিধান বলা যাইতেছে।

অষ্টধাতুদ্বারা পাশা প্রস্তুত করিতে হইবে। প্রত্যেক পাশা তিন আঙ্গুল পরিমাণে দীর্ঘ, সমচতুষ্কোণ ও চতুষ্পার্শ্ব বিশিষ্ট হইবে। এইরূপে পাশক প্রস্তুত হইলে তদুপরি বিন্দুপাত করিতে হয়।

বিন্দুপাতের ক্রম—পাশার উপরিপৃষ্ঠে ৪ শূন্য, নিম্নে ২ শূন্য এবং দুই পার্শ্বে তিন তিন শূন্য অঙ্কিত করিবে। এইরূপ ৮ খানি পাশা প্রস্তুত করিতে হইবে। পরে চারি চারি খানা পাশা লম্বালম্বি উপর্য্যুপরি সজ্জিত করিয়া তাহাদের মধ্যে একটী লৌহশলাকা প্রোথিত করিয়া বদ্ধ করিয়া রাখিবে।

এই লৌহ কীলক এরূপ প্রোথিত করিতে হইবে যেন, পাশা সকল যথেচ্ছরূপে ঘুরিতে পারে। পাশাক্ষেপণ করিলে সকল পাশা একভাবে না ছাড়িয়া সকল পাশাই পার্শ্বপরিবর্ত্তনরূপে পতিত হয়।

এক এক লৌহকীলকে চারি চারি খানি পাশা আবদ্ধ থাকিবে, সুতরাং ৮ খানি পাশতে দুইটী সমষ্টি হইবে। এই পাশা দ্বারাই সকল প্রকার প্রশ্নগণনা হইবে। ঐ পাশক চতুষ্টয়কে তত্ত্বচতুষ্টয়রূপ ভাবনা করিয়া পাশক প্রয়োগ করিবে।

চৈত্রমাসে যে দিন দিবা ও রাত্রি সমান হয় এবং তিথি নক্ষত্র উত্তম থাকে, সেইদিনে এই পাশক প্রস্তুত প্রশস্ত।

মাসের তৃতীয়, পঞ্চম, ত্রয়োদশ, ষোড়শ, একবিংশতি, চতুর্বিংশতি ও পঞ্চবিংশতি এই সকল দিনে, শুক্র, শনি ও মঙ্গলবারে, দিবা সার্দ্ধ প্রহরের পর এবং রাত্রিতে এই গণনা নিষিদ্ধ। শুভবার, শুভতিথি, শুভনক্ষত্র ও শুভযোগ ইত্যাদি সকল প্রকার শুভসময়ে ও পূর্ণচন্দ্র বলান্বিত মুহূর্ত্তে পাশকক্ষেপণ করিয়া গণনা করা কর্ত্তব্য। অতি বিশুদ্ধভাবে ভগবানের পাদপদ্মে নমস্কার করিয়া এই গণনা করিতে হইবে।

পাশার উপরে অঙ্কিত শূন্যদ্বারা রেখা ও শূন্যপাত করিয়া যে এক প্রকার চিত্র অঙ্কিত করিতে হয়, তাহাকে 'জায়দা' বা চেহারা কহে। এই 'জায়দা' ১৬টী প্রস্তুত করিয়া গণনা করিতে হয়।

এই ষোড়শ জায়দা অনুসারে প্রশ্নের শুভাশুভ ফল নিরূপণ করা যায়।

পাশা নিক্ষেপ করিলে যে ভাবে স্থির হইবে, পাশা সেইরূপে রাখিয়া দুইখানি পাশা একত্র সমভাবে মিলিত করিবে। ইহাতে দেখা যাইবে যে, পাশকদ্বয়ের অন্তর্গত যে আটখানি পাশা আছে, তাহা উর্দ্ধাধোভাবে দুই দুইখানি করিয়া চারিভাগে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে। ঐ চারিভাগ হইলে চারিটী শিকল করিতে হইবে। এই শিকল দক্ষিণদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া বামদিকে স্থাপিত করিতে হয়।

পাশা ক্ষেপণ করিয়া তাহাতে যেরূপ শূন্য দৃষ্ট হইবে, তদনুসারে শূন্য কিংবা রেখাপাত করিয়া 'জায়দা' করিতে হইবে। পাশার পারে এক শ্রেণীতে একটী শূন্য দৃষ্ট হইলে জায়দাতে একটী শূন্য, এবং এক শ্রেণীতে দুইটী শূন্য থাকিলে একটী রেখাপাত করিতে হয়। এইরূপে পাশার চারিখণ্ড হইতে চারিটী 'জায়দা' প্রস্তুত করিয়া তাহা হইতে অপর চারিটী জায়দা করিতে হয়। তাহার ক্রম এইরূপ—চারি জায়দার প্রথম শ্রেণীর চারি অঙ্ক গ্রহণ করিয়া একটী দ্বিতীয় শ্রেণীর অঙ্কদ্বারা অন্য একটী এবং চতুর্থ শ্রেণীর চারি অঙ্ক হইতে আর একটী চেহারা অঙ্কিত করিতে হইবে।

পাশকনির্ম্মাণ ও তাহা ক্ষেপণ করিয়া কিরূপে ৮টী শিকল প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা উক্ত হইল। এখন ঐ ৮টী শিকল হইতে অপর ৮টী শিকল করিয়া কিপ্রকারে গণনা করিতে হয়, তাহা বলা যাইতেছে।

মধ্যস্থলে একটী লম্বরেখাপাত করিয়া তাহার দক্ষিণভাগে প্রথম ৪টী এবং বামভাগে শেষ ৪টী জায়দা স্থাপন করিতে হইবে। এই সকল জায়দাই দক্ষিণভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে বামদিকে রাখিবে। এইরূপে ৮টী চেহারা অঙ্কিত করিয়া এই ৮টী হইতে অপর ৪টী জায়দা প্রস্তুত করিতে হয়, তাহার প্রণালী এই—প্রথম ও দ্বিতীয় জায়দা হইতে নবম, তৃতীয় ও চতুর্থ জায়দা হইতে দশম, পঞ্চম ও ষষ্ঠ জায়দা হইতে দ্বাদশ জায়দা নির্ম্মাণ করিবে। এই চারিটী জায়দার মধ্যে যে জায়দাটী যে জায়দা হইতে উৎপন্ন হইবে, সেই জায়দাটী তাহার নীচে রাখিতে হইবে।

উক্ত চারিটী জায়দার বিশেষ নিয়ম এই যে, দুইটী চেহারা লইয়া গণনা করিতে হইবে, তাহার এক এক পঙ্‌ক্তিতে যদি দুইটী শূন্য কিংবা দুইটী রেখা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে নূতন জায়দার পশ্চাতে একটী রেখাপাত এবং আর যদি একটী রেখা ও একটী শূন্য থাকে, তাহা হইলে একটী শূন্যপাত করিবে। তৎপরে উক্ত প্রণালীতে নবম ও দশম জায়দা হইতে চতুর্দ্দশ এবং ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ জায়দা হইতে পঞ্চদশ জায়দা প্রস্তুত করিয়া লইবে। ইহাতে সাকল্যে ১৫টী চেহারা থাকিবে। তৎপরে আদি ও পঞ্চদশ জায়দা হইলে উক্ত প্রণালী অনুসারে ১৬টী চেহারা প্রস্তুত করিয়া তাহার পর প্রশ্ন গণনা করিতে হইবে।

পাশকক্ষেপণকালে নিম্নলিখিতরূপমন্ত্র পাঠ করিতে হয়।—

মন্ত্র—"ওঁ ভবগতি দেবি কুষ্মাণ্ডিনি সর্ব্বকার্য্যসাধিনি সর্ব্বনিমিত্তপ্রকাশিনি এহেহি ত্বর ত্বর বরদে মাতঙ্গিনি সত্যং ব্রূহি ব্রূহি স্বাহা।"

যে ১৬টী চেহারা প্রস্তুত করিবার কথা বলা হইল, ইহাদের মধ্যে ষোড়শ চেহারাই বিচারপতি। ইহা দ্বারাই প্রশ্নের ফলাফল জানা যাইবে। কোন কোন মতে—পঞ্চদশ চেহারাকেই বিচারপতি ও ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ চেহারাকে সাক্ষী করিয়া প্রশ্নগণনা হইয়া থাকে। রমলের মতে ষোড়শই বিচারপতি।

এই সকল চেহারার নাম—১ লহীয়ান, ২ কব্জুলদাখিল, ৩ কব্জুল খারিজ, ৪ জমাএত, ৫ ফর্হা, ৬ ওকলা, ৭ অঙ্কীশ, ৮ হুমরা, ৯ অবযাজ বা বিয়াজ; ১০ নশ্রুর্ত্তুলখারিজ, ১১ নশ্রুর্ত্তুলদাখিল, ১২ অতবেখারিজ, ১৩ নকী, ১৪ অতবেদাখিল, ১৫ ইজ্জতমা বা ইস্তমাত, ১৬ তবারীখ। এই সকল চেহারা অঙ্কিত করিয়া গণনা করিতে হয়।

ইহাদের চেহারা বা আকৃতি—লহীয়ান উর্দ্ধে একশূন্য এবং নিম্নে তিনরেখা। অঙ্কী উর্দ্ধে তিন রেখা ও নিম্নে একশূন্য। কব্জুলখারিজ উর্দ্ধে রেখা ও নিম্নে শূন্য কব্জুলখারিজ উর্দ্ধে শূন্য ও নিম্নে এক রেখা তন্নিম্নে শূন্য ও তন্নিম্নে রেখা। জমাএত—চারি রেখা, তবারীখ—চারি শূন্য, ফর্হা উর্দ্ধে দুইশূন্য ও নিম্নে এক রেখা এবং তন্নিম্নে এক শূন্য। নকী—উর্দ্ধে একশূন্য, নীচে একরেখা ও তাহার নীচে দুই শূন্য। ওকলা—উর্দ্ধে এবং অধোভাগে দুই শূন্য এবং মধ্যে দুই রেখা। ইজ্জতমা—উর্দ্ধে

এবং নিম্নে দুই রেখা ও মধ্যে দুই শূন্য। হুমরা উর্দ্ধে এক রেখা, তাহার নীচে দুই রেখা, নীচে শূন্য ও তন্নিম্নে দুই রেখা। অবয়াজ—উর্দ্ধে দুই রেখা, নিম্নে শূন্য ও তাহার নীচে এক রেখা। নশ্রুর্ত্তুলথারিজ—উর্দ্ধে দুই শূন্য এবং নিম্নে দুই রেখা। নশ্রুর্ত্তুলদাখিল উর্দ্ধে দুই রেখা এবং নিম্নে দুই শূন্য। অতবেথারিজ—উর্দ্ধে তিন শূন্য এবং নিম্নে এক রেখা। অতবেদাখিল—উর্দ্ধে এক রেখা এবং নিম্নে তিন শূন্য। এই ষোড়শ চেহারার আকৃতি কথিত হইল।

ইহাদের রাশি ও গ্রহ—লহীয়ান্ ধনুরাশি, নশ্রুর্ত্তুলদাখিল মীনরাশি এবং ইহাদের গ্রহ বৃহস্পতি। নশ্রুর্ত্তুলথারিজ ও কজ্জুল দাখিল ইহাদের সিংহরাশি ও গ্রহ রবি। জমাএত মিথুনরাশি ও ইজ্জতমা কন্যারাশি ইহাদের গ্রহ বুধ। বিয়াজ ও তবারিথ এই দুই চেহারার রাশি কর্কট এবং গ্রহ চন্দ্র। কর্হা তুলারাশি ও অতবেদাথিল বৃষরাশি, ইহাদের গ্রহ শুক্র। হুমরা মেষরাশি এবং নকী বৃশ্চিকরাশি, গ্রহ মঙ্গল। ওকলা মকররাশি এবং অক্কীশ কুম্ভরাশি, গ্রহ শনি। কজ্জুলথারিজ কুম্ভরাশি ও গ্রহ রাহু। অতবেথারিজ মকররাশি এবং ইহার গ্রহ কেতু।

এই সকল চেহারা কেহ বা পুরুষ, কেহ বা স্ত্রী বা ক্লীব। ইহাদের ব্রাহ্মণত্বাদি করিয়া জাতিত্বও আছে। বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

ইহাদের স্থানসংজ্ঞা—প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম ও দশম এই চারি চেহারার নাম কেন্দ্র। দ্বিতীয়, পঞ্চম, অষ্টম ও একাদশ এই চারি পণফর। তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম ও দ্বাদশ ইহারা আপোক্লীম। ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ অবদাত নামে খ্যাত। প্রথম, পঞ্চম, নবম ও ত্রয়োদশ চেহারা অগ্নি; দ্বিতীয়, ষষ্ঠ, দশম ও চতুর্দ্দশ বায়ু; তৃতীয়, সপ্তম ও একাদশ জল; চতুর্থ, অষ্টম, দ্বাদশ ও ষোড়শ চেহারা পৃথিবীতত্ত্ব এইরূপে উহাদের তত্ত্ব স্থির করিতে হয়।

প্রথম, একাদশ, সপ্তম, পঞ্চম, নবম, দ্বিতীয় ও দশম এই সকল চেহারা শুভ। তৃতীয় ও চতুর্থ এই দুই চেহারা মধ্যম, ষষ্ঠ, অষ্টম ও দশম এই তিন চেহারা নিন্দিত।

ইহাদের সাক্ষী—পঞ্চম চেহারার সাক্ষী নবম, এইরূপ ষষ্ঠের দশম, সপ্তমের একাদশ, অষ্টমের দ্বাদশ, নবমের পঞ্চদশ, দশমের ষষ্ঠ, একাদশের সপ্তম, দ্বাদশের অষ্টম, ত্রয়োদশের প্রথম, চতুর্দ্দশের দ্বিতীয়, পঞ্চদশের নবম; কিন্তু পঞ্চদশ চেহারা সকলেরই সাক্ষী হইয়া থাকে। ইহাদের বলাবল দ্বারা প্রশ্নের শুভাশুভ ফল নিরূপিত হয়। এই জন্য ইহাদের বলাবল জ্ঞাত হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। অগ্নির সহিত বায়ুর ও জলের সহিত পৃথিবীর মিত্রতা। অগ্নির সহিত ভূমির এবং জলের সহিত বায়ুর শত্রুতা। ইহারা যদি স্বীয়স্থানে স্থিত হন, তাহা হইলে বলী হইয়া থাকেন। যে সময়ে যে চেহারা শত্রুগৃহস্থিত হয়, তাহার বল থাকে না, সেই সময়ে তাহাকে হীনবল বলা যায়। মধ্যগৃহস্থিত হইলে মধ্যবল হয়।

ষোড়শ চেহারাকে বিচারপতি কহে, ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। ঐ চেহারাদ্বারাই কিরূপে মানসিক প্রশ্ন জানা যায়, তাহা সংক্ষিপ্তভাবে বলা যাইতেছে।

যদি বিচারপতি চেহারা লহীয়ান্ ও হুমরা এই দুই চেহারার যোগে উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে প্রশ্নকর্ত্তার মনে কোন গুপ্ত-পীড়ার চিন্তা আছে, ইহা জানিতে হইবে। এইরূপ ঐ সকল চেহারার পরস্পর যোগে সকলপ্রকার মানসিক প্রশ্ন বলা যাইবে।

পাশক ক্ষেপণ করিয়া তাহার অঙ্কাদি দ্বারা চেহারা প্রস্তুত করিবে। এই সকল চেহারায় প্রথমগৃহে শরীর ও অবয়ব, সুখ, দুঃখ, জীবন, আয়ুঃ, জন্মস্থানসম্বন্ধীয় বিষয়, বল, কার্য্যারম্ভ, যত্ন, রাজনীতি ও শাস্তি ইহাদের শুভাশুভাদি পরিজ্ঞাত হইবে।

দ্বিতীয় গৃহে ধন, ধনের সহায়, পার্শ্বস্থিত মনুষ্য, জীবিকা, সাহায্য, আগমন, উদ্যম, ক্রয়, বিক্রয়, ধনী, দরিদ্র, দাতা ও কৃপণ এই সকলের চিন্তা করিতে হয়।

তৃতীয় গৃহে সহোদর, বন্ধু, ভগিনী, বিদ্যা, সমীপগমন, শয়ন, ভৃত্য, ধর্ম্মাচরণ ও দেবালয় এই সকল বিষয়ের চিন্তা করিতে হয়।

চতুর্থ গৃহে ক্ষেত্র, গৃহ, পিতার অবস্থা, ভূমিগত কৃষি, জনপদ, বৃক্ষরোপণ, মৃতস্থল এই সকলের শুভাশুভ চিন্তা। পঞ্চম গৃহে—পুত্র, হর্ষ, দূত, প্রেরিত ব্যক্তির আগমন, স্নেহ, মঙ্গল, দস্ত, বস্ত্র, কৌতুক, গর্ভের শুভাশুভ, শিল্পকার্য্য, সুহৃদ, বুদ্ধি, পিতৃবিত্ত ও মাদক দ্রব্য এই সকলের শুভাশুভ জ্ঞান হইবে। ষষ্ঠগৃহে রোগ, দোষ, দাসদাসী ও শোকাদি; সপ্তম গৃহে পত্নী, ভর্ত্তা, শত্রু, উদ্যম, চৌর বিবাদ, আগমন, মৈথুন, স্ব ও পরদেশের জয়; নবমগৃহে ধর্ম্ম, ব্যভিচার, অতিদূরে গমন, ভাগ্যোদয়, দান, নিদ্রা, বিদ্যা, অভিলষিত, দেবসেবা প্রভৃতি; দশম গৃহে রাজ্য, অধিকার, কীর্ত্তি, রাজার প্রধানতা, বল, উদ্যম, ঔষধ প্রভৃতি; একাদশ গৃহে মিত্রের বুদ্ধি, মন্ত্রী, স্বাভীষ্টসিদ্ধি, আশার সফলতা, ভাগ্যোদয় প্রভৃতি এবং দ্বাদশ গৃহে বৃষাদি উন্নত দেহ, পশুর বন্ধন, শত্রুর কারাবাস, ঋণমোচন ও মুক্তি প্রভৃতি শুভাশুভ জ্ঞাত হওয়া যাইবে।

এই প্রকারে প্রশ্নগৃহ সকল পরিজ্ঞাত হইয়া আপনার ও অপরের অন্যান্য বিষয় সকল সম্বন্ধানুসারে জানিতে হইবে।

সকল প্রকার প্রশ্নই তিনপ্রকার যথা—খারিজ, দাখিল ও সাবিত। খারিজ নির্গম, দাখিল আগম ও সাবিত স্থির।

উক্তপ্রকারে প্রশ্নগৃহ সকল জানিয়া পরে নির্গমাদি ত্রিবিধ প্রশ্ন নির্ণয়পূর্ব্বক শুভকালে অভীষ্ট দেবতা ও স্বীয় গুরুকে স্মরণ করিয়া পাশক ক্ষেপণ করিবে। তাহার অঙ্কাদিদ্বারা চেহারা প্রস্তুত করিয়া যথানিয়মে প্রশ্নের ফলাফল স্থির করিবে। এই মতে সকল প্রকার প্রশ্নই গণনা করা যায়।

প্রশ্নগণনা, বর্ষফলাদি বিচার, মাসফল ও দিনফল প্রভৃতি ইহাদ্বারা সুন্দররূপে গণনা করা যাইতে পারে, বাহুল্যভয়ে তাহার বিষয় সকল লিখিত হইল না।

রমলমতে চেহারা অঙ্কিত করিয়া যে প্রশ্ন গণনা করা হয়, তাহা দুই প্রকার। কেবল শূন্যপাত দ্বারা যে চেহারা অঙ্কিত করিয়া তাহার ফলাফল দ্বারা প্রশ্ন গণনা করা হয়, তাহার নাম সহজ রমল। অষ্টধাতুনির্ম্মিত পাশা ফেলিয়া চেহারাদ্বারা গ্রহ, রাশি, নক্ষত্র ও তাহাদের দৃষ্টিবলাদি বিচার করিয়া যে ফলাফল বলা যায়, তাহাকে যৌগিক রমল কহে।

এই শাস্ত্র বহুদিন হইতেই যবনদেশে প্রচলিত ছিল। যুরোপীয় কোন কোন পণ্ডিত ইহার ইংরাজি অনুবাদ করিয়াছেন। রিচার্ড স্যাণ্ডার্স (Richard Sandars) ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রকাশিত সামুদ্রিক গ্রন্থে এই গণনার উল্লেখ করেন। সেই গ্রন্থে ষোড়শ চেহারার ইংরাজি নাম ও গ্রহ নক্ষত্রাদিরও বিষয় যথাযথরূপে নির্ণীত হইয়াছে।

এই সকল চেহারার একটী চিত্র ও তাহার নামাদি দেওয়া গেল।

চিত্র—

মেষ।	বৃষ।	মিথুন।	কর্কট।	সিংহ।	কন্যা।	তুলা।	বৃশ্চিক।
—	•	—	—	•	—	•	—
•	—	•	—	•	∘	—	—
—	—	—	•	∘	•	∘	—
•	—	—	—	∘	—	—	•
Acquisitio.	Lætetía.	Rubeus.	Albus.	Viæ,	Cunjunctio,	Amission.	Justitia.
বৃহস্পতি	বৃহস্পতি	মঙ্গল	বুধ	সোম	বুধ	শুক্র	শনি
কব্জুল দাখিল।	লহীয়ান।	হুম্‌রা।	বিয়াজ।	তারিখ।	ইস্তমাৎ।	কব্জুল খারিজ।	অঙ্কীশ।

ধনু।	মকর।	কুম্ভ।	মীন।	মেষ।	সিংহ।	ধনু।	তুলা।
•	—	∘	•	—	∘	—	•
•	—	—	—	∘	•	—	•
—	—	∘	—	•	∘	∘	—
•	—	•	∘	•	—	∘	—
Puer,	Populus,	Puella,	Cancer,	Caput Draconis,	Canda Draconis	Fortuna Major	Fortuna Minor
শুক্র	সোম	মঙ্গল	শনি।				
ফর্হা।	জমাএৎ।	নকী।	ওক্‌লা।	অতবেদাখিল।	অতবে খারিজ।	রবি নশ্রুর্তুল দাখিল।	রবি-নশ্রুর্তুল খারিজ।

পাশক্রীড়া (স্ত্রী) পাশৈঃ ক্রীড়া। পাশা দ্বারা ক্রীড়া, চলিত পাশাখেলা।

পাশচন্দ্র, সূত্রকৃতাঙ্গ নাম জৈনশাস্ত্রের বার্ত্তিককার।

পাশদ্যুম্ন (পুং) নৃপভেদ। (ঋক্ ৭।৩৩।২)

পাশধর (পুং) ধরতীতি ধৃ-অচ্, পাশস্য ধরঃ। পাশধারী, বরুণ, বরুণের প্রধান অস্ত্র পাশ।

পাশন (ক্লী) পাশি-ভাবে ল্যুট্। বন্ধন। (ভার° দ্রোণ° ৫৭ অঃ)

পাশপাণি (পুং) পাশঃ পাণৌ যস্য। বরুণ। (হলায়ুধ)

পাশবন্ধ (পুং) পাশে বন্ধঃ। পাশবন্ধন, চলিত ফাঁদে পড়া।
"পাশবন্ধং ন পশ্যতি।" (হিতোপদেশ ১।৪৪)

পাশবন্ধক (পুং) ব্যাধ, যাহারা ফাঁদ পাতিয়া পাখী ধরে।

পাশবন্ধন (ক্লী) পাশে বন্ধনং ৭তৎ। পাশবন্ধ, পাশে বন্ধ হওয়া।
"স্তুত্বা দেবান্ প্রজেশাদীন্ মুমুচে পাশবন্ধনাৎ।" (ভাগ° ৯।১৬।৩১)

পাশভৃৎ (পুং) পাশং বিভর্ত্তি ভৃ-কিপ্ তুগাগমঃ। ১ বরুণ। (ক্লী) ২ তদ্দেবতাক শতভিষানক্ষত্র। (ত্রি) ৩ পাশধারিমাত্র।

পাশমুদ্রা (স্ত্রী) তন্ত্রসারোক্ত মুদ্রা ভেদ। ইহার লক্ষণ—
"বামমুষ্টেস্তু তর্জ্জন্যা দক্ষমুষ্টেস্তু তর্জ্জনীম্।
সংযোজ্যাঙ্গুলকাগ্রাভ্যাং তর্জ্জন্যগ্রে স্বকে ক্ষিপেৎ।
এষা পাশাহ্বয়া মুদ্রা বিদ্বদ্ভিঃ পরিকীর্ত্তিতা॥"(তন্ত্রসার মুদ্রাপ্র°)

বাম মুষ্টির তর্জ্জনী দক্ষিণ মুষ্টির তর্জ্জনীতে সংযুক্ত করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয় স্ব স্ব তর্জ্জনীর অগ্রভাগে নিযুক্ত করিতে হইবে, এইরূপ হইলে তাহাকে পাশমুদ্রা কহে।

পাশমোড়া (দেশজ) পাশফিরান, পার্শ্বপরিবর্ত্তন।

পাশব (ত্রি) পশোরিদং অণ্। ১ পশুসম্বন্ধী। ২ তন্ত্রোক্ত আচারভেদ, পশ্বাচার। পশূনাং সমূহঃ অণ্। (ক্লী) ৩ পশুসমূহ।

পাশবৎ (ত্রি) পাশঃ বিদ্যতেঽস্য মতুপ্ মস্য ব। ১ বরুণ। ২ পাশবিশিষ্টমাত্র।

পাশবপালন (ক্লী) পাশবং পশুসংঘং পালয়তীতি পালি-ল্যুট্। ঘাস। (শব্দচ°)

পাশবাসন (ক্লী) আসন ভেদ। ইহার লক্ষণ—

"পাশবাসনমাবক্ষ্যে কৃত্বা পশুপতির্ভবেৎ।
পৃষ্ঠে হস্তদ্বয়ং বদ্ধা কর্পরাগ্রে স্বমস্তকম্॥" (রুদ্রযামল)

কর্পরের অগ্রভাগে নিজ মস্তক এবং পৃষ্ঠদেশে হস্তদ্বয় বদ্ধ করিলে এই আসন হয়। এই আসন সিদ্ধ হইলে পশুপতি সদৃশ হওয়া যায়।

পাশবীজ (ক্লী) 'আং' বীজ। (দেবপ্রতিষ্ঠাতত্ত্বে রঘুনন্দন)

পাশহস্ত (পুং) পাশঃ হস্তে যস্য। ১ বরুণ। ২ শতভিষানক্ষত্র। (ত্রি) ৩ হস্তস্থিত পাশক।

পাশাদি (পুং) পাণিন্যুক্ত শব্দগণভেদ। এই পাশাদিগণের উত্তর 'য' প্রত্যয় হয়। গণ যথা—পাশ, তৃণ, ধূম, বাত, অঙ্গার, পাটল, পোত, গল, পিটক, পিটাক, শকট, হল, নট ও বন।

পাশান্ত (পুং) পার্শ্বস্যান্তঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। বস্ত্রের পার্শ্বান্ত। (বৃহৎসং ৭১ অঃ)

পাশাখেলা (দেশজ) পাশক্রীড়া।

পাশাড় (দেশজ) পার্শ্বদেশ।

পাশাপাশি (দেশজ) ১ পার্শ্বে পার্শ্বে। ২ পরস্পর।

পাশিক (ত্রি) পাশঃ প্রহরণমস্য ঠক্। পাশবন্ধনরূপ প্রহরণ-যুক্ত মৃগয়ু। (বৃহৎসং ৭৫ অঃ)

পাশিত (ত্রি) পাশ-ক্ত। পাশযুক্ত, বদ্ধ। (ধরণি)

পাশিন্ (পুং) পাশোঽস্যাস্তীতি পাশ-ইনি। বরুণ।

"যদি শক্রং যমং বাপি কুবেরমপি পাশিনম্।" (হরিব° ভ° ৩।৮)

২ ব্যাধ। ৩ যম। (ত্রি) ৪ পাশধারিমাত্র।

পাশিল (ত্রি) পাশস্যাদূরদেশাদি কাশাদিত্বাদিল। (পা ৪।২।৮০) পাশের সন্নিকৃষ্ট দেশাদি।

পাশিবাট (পুং) দেশভেদ। সোঽভিজনোঽস্য অণ্ বহুষু লুক্। পিত্রাদিক্রমে তদ্দেশবাসী সকল। এই অর্থে বহুবচন হয়।

পাশী (স্ত্রী) পাশধারিণী।

পাশীকৃত (ত্রি) অপাশঃ পাশঃ কৃতঃ অভূততদ্ভাবে চ্বি। পাশবদ্ধ, প্রথমে যাহা পাশবদ্ধ ছিল না, পরে তাহা পাশবদ্ধ হইলে তাহাকে পাশীকৃত কহে।

পাশুক (পুং) পশোর্যাগজ্ঞাপকগ্রন্থস্য ব্যাখ্যানো গ্রন্থঃ ইতি ঠক্। ১ পশুযাগজ্ঞাপক গ্রন্থব্যাখ্যান। পশোরিদং ঠক্। (ত্রি) ২ পশুসম্বন্ধী।

"নানাপাশুকমজ্জমাংসরুধিরৈঃ কৃত্বা নবম্যাং বলিম্।" (তিথিতত্ত্ব)

পাশুপত (পুং) পশুপতির্দেবতাঽস্যেতি (সাস্যদেবতা। পা ৪।২।২৪) অণ্। ১ বকপুষ্প। ২ পশুপত্যধিদেবতা। ৩ তন্ত্রক্ত। (মেদিনী) ৪ অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত উপনিষদ্বিশেষ।

"সাবিত্র্যাত্মা পাশুপতং পরব্রহ্মাবধূতকম্।" (মুক্তিকোপনি°)

(ক্লী) ৫ পশুপতি সম্বন্ধী। ৬ পশুপতি কর্তৃক উপদিষ্ট শাস্ত্র, তন্ত্রশাস্ত্র। ভগবান্ শিব স্বয়ং তন্ত্রশাস্ত্রের উপদেশ দেন, এই জন্য এই শাস্ত্র পাশুপত নামে অভিহিত*।

পাশুপতব্রত (ক্লী) পাশুপতং পশুপতিসম্বন্ধি ব্রতং। পশুপতি সম্বন্ধীয় ব্রতবিশেষ।

"যথা পশুপতির্নিত্যং হন্তা সর্ব্বমিদং জগৎ।
ন লিপ্যতে পুনঃ সোঽপি যো নিত্যং ব্রতমাচরেৎ॥
ইহজন্মকৃতং পাপং পূর্ব্বজন্ম কৃতঞ্চ যৎ।
ব্রতং পাশুপতং নাম কৃত্বা হন্তি দ্বিজোত্তম॥"

(অগ্নিপু° পাশুপতব্রতদানাধ্যায়)

পাশুপত ব্রতানুষ্ঠানে ইহজন্ম ও পরজন্মকৃত পাপ সকল বিনষ্ট হয়। এই ব্রত করিতে হইলে দ্বাদশীর দিন উপবাস, ত্রয়োদশীর দিন অযাচিত ভক্ষণ, চতুর্দ্দশীর দিন নক্তভোজন করিয়া তৎপর দিন অমাবস্যাতে এই ব্রত করিবে। এই ব্রতে সুবর্ণ, রৌপ্য অথবা তাম্রদ্বারা বৃষ প্রস্তত করিয়া সুবর্ণ দ্বারা পত্র প্রস্তত করিবে। ঐ পত্রোপরি উমা ও মহেশ্বর মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া যথাবিধানে পূজা করিবে। পূজাদি শেষ হইলে নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রার্থনা করিতে হয়। মন্ত্র যথা—

"গঙ্গাধর মহাদেব সর্ব্বলোক চরাচর।
জহি মে সর্ব্বপাপানি পূজিতস্ত্বিহ শঙ্কর॥
শঙ্করায় নমস্তুভ্যং সর্ব্বপাপহরায় চ।
যথা যমং ন পশ্যামি তথা মে কুরু শঙ্কর॥
যমমার্গং যথা শম্ভো ন পশ্যামি কদাচন।
সম্পূজিতো ময়া ভক্ত্যা তথা মে কুরু শঙ্কর॥
গঙ্গাধর ধরাধীশ পরাৎপর বরপ্রদ।
শ্রীকণ্ঠ নীলকণ্ঠস্ত্বমুমাকান্ত নমোঽস্ততে॥"

এইরূপ প্রার্থনা করিয়া ব্রাহ্মণকে বৃষাদি দান করিতে হইবে। এই ব্রত করিলে কাহারও যমদ্বার অবলোকন করিতে

* "এবং সম্বোধিতো রুদ্রো মাধবেন মুরারিণা।
চকার মোহশাস্ত্রাণি কেশবোঽপি শিবেরিতঃ॥
কাপালং নাকুলং নাম ভৈরবং পূর্ব্বপশ্চিমম্।
পঞ্চরাত্রং পাশুপতং তথান্যানি সহস্রশঃ॥" (কূর্ম্মপুরাণ ১২ অ°)

হয় না। এই ব্রতানুষ্ঠাতার সকল পাপ বিদূরিত এবং অন্তিমে স্বর্গলাভ হয়।* (অগ্নিপু° পাশুপতব্রত দানাধ্যায়)।

শিবপুরাণে বায়ুসংহিতায় লিখিত আছে—

"রহস্যং বঃ প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বপাপনিকৃন্তনম্।

ব্রতং পাশুপতং শ্রৌতমথর্ব্বশিরসি শ্রুতম্॥" (শিবপু°)।

চৈত্রমাসের পৌর্ণমাসীতে এই ব্রত করিতে হয়। যথা-বিধানে সংকল্প করিয়া সেই অনুসারে শিবপূজা ও হোমাদি করিতে হইবে। হোমাবসানে হোমের ভস্ম গাত্রে মাখিবে। এই ব্রত সকল পাপনাশক।

শিবপুরাণের বায়ুসংহিতার পূর্ব্ব খণ্ডে ২৯ অধ্যায়ে এই ব্রতের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

২ যোগবিশেষ। এই যোগ আশ্রয় করিলে অচিরে মুক্তি-লাভ হয়। শিবপুরাণে লিখিত আছে, "ঋষিগণ বায়ুর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব কি? যাহার অনুষ্ঠানে মোক্ষলাভ করিতে পারা যায়। ইহাতে বায়ু বলিয়াছিলেন, পাশুপত যোগই শ্রেষ্ঠ, পাশুপত যোগী সকল বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন। পশুপতি শিবই একমাত্র পরম তত্ত্ব। ইনি সাক্ষাৎ মোক্ষপ্রদ। ক্রিয়া, তপস্যা, জপ, ধ্যান ও জ্ঞান এই পঞ্চ কর্ম্মদ্বারা উঁহাকে লাভ করা যায়। ক্রিয়াদি পঞ্চ-কর্ম্মদ্বারা ইঁহাকে লাভ করিতে পারিলেও ইনি একমাত্র জ্ঞানগম্য। এই জ্ঞান পরোক্ষ ও অপরোক্ষভেদে দুই প্রকার। এই মতে শ্রুতিপ্রতিপাদিত পরম ও অপরম ভেদে ধর্ম্মও দুইপ্রকার। তাহার মধ্যে যোগই পরম ধর্ম্ম, তদ্ভিন্ন ধর্ম্ম অপরমপদবাচ্য। আগম দুইপ্রকার শ্রৌত ও অশ্রৌত। ইহার মধ্যে যাহা শ্রুতিসারময়, তাহা শ্রৌত, তদ্ভিন্ন অশ্রৌত। রুরু, দধীচ, অগস্ত্য ও উপমন্যু এই চারিজন পরমর্ষি যুগাগমে পাশুপত জ্ঞানের উপদেশ প্রদান করেন। মহাদেব স্বয়ংই ঐ সকল রূপে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদের দ্বারা এই শাস্ত্রের উপদেশ দেন। এই জন্য এই পাশুপতযোগ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।†

এই পাশুপতযোগ নামাষ্টকময়। ইহা স্বয়ং শিব কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই যোগানুষ্ঠানে শৈবী প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়। প্রজ্ঞা জন্মিলে অচিরে জ্ঞানলাভ হয়। যখন শিব তাহার প্রতি প্রসন্ন হন। তখন যোগী মুক্ত হইয়া শিবসম হইয়া থাকেন। শিব, মহেশ্বর, রুদ্র, বিষ্ণু, পিতামহ, সংসারবেদ্য, সর্ব্বজ্ঞ ও পরমাত্মা এই ৮টী শিবাষ্টক। ইহাই পরম যোগ, এই যোগদ্বারা মোক্ষ হয়। (শিবপু° বায়ুস° ২৯ অ°)

পাশুপতদর্শন, ভারতীয় দর্শনসমূহের অন্তর্গত দর্শনভেদ। মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে এই দর্শনের এইরূপ সারসংগ্রহ করিয়াছেন—

এই দর্শন মতে জীবমাত্রই পশুপদ বাচ্য। জীবগণের অধিষ্ঠাতা পশুপতি শিব। পশুপতি শিবই পরমেশ্বর। পশুপতি সম্বন্ধীয় বলিয়া এই দর্শনের নাম পাশুপত হইয়াছে। ইহার অপর নাম নকুলীশ-পাশুপত-দর্শন।

সাধারণ জীব যেরূপ হস্তপদাদির সাহায্য ব্যতীত কোন কার্য্য করিতে পারে না, অর্থাৎ যে কোন কার্য্য করিবে, তাহা হয় হস্ত, না হয় পদ প্রভৃতি সাহায্যে করিবে। জীবের ইচ্ছা-মাত্রে কার্য্য সম্পাদন করিবার ক্ষমতা নাই। সাধন ব্যতীত কোন কার্য্য সম্পন্ন হয় না। ভগবান্ পশুপতি অন্য কোন বস্তুর সহায়তা অবলম্বন না করিয়াই এই জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই জন্য পশুপতি শিব স্বতন্ত্র কর্ত্তা। অস্মদাদি দ্বারা যে সকল কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, তাহার কারণও পরমেশ্বর; এই জন্য তাহাকে সর্ব্বকার্য্যের কারণও বলা যাইতে পারে।

এস্থলে কেহ কেহ আপত্তি করেন যে, যদি সকল কার্য্যের কারণই পশুপতি শিব হন, তাহা হইলে এককালে ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন কালের কার্য্য না হয় কেন? যেহেতু কারণ-স্বরূপ জগদীশ্বর সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র বিরাজমান রহিয়াছেন এবং কি জন্য জনসমূহ মুক্তি ইচ্ছা করিয়া ঘোরতর তপস্যা ও পার-লৌকিক সুখাভিলাষে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে? যখন ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত কোন কর্ম্ম হইবার যো নাই, তখন

* "দ্বাদশ্যামেকভক্তাশী ত্রয়োদশ্যামযাচিতম্।
চতুর্দ্দশ্যাং তথা নক্তমুপবাসং পরেঽহনি॥
গোবৃষঞ্চৈব হৈরণ্যং রৌপ্যং তাম্রময়ং তথা।
সৌবর্ণ্যং কারয়েৎ পত্রং গুগ্গুলীত্যা পৃথক্ পৃথক্।
এবং ব্রতমিদং কৃত্বা বৃষং দদ্যাৎ দ্বিজাতয়ে।
যমমার্গং মহাঘোরং ন পশ্যতি কদাচন॥" (অগ্নিপু° পাশুপতব্রত)

† "সংক্ষিপ্যাস্ত প্রবক্তারশ্চত্বারঃ পরমর্ষয়ঃ।
রুরুর্দধীচোঽগস্ত্যশ্চ উপমন্যুর্মহাযশাঃ॥
তে চ পাশুপতা জ্ঞেয়াঃ সংহিতানাং প্রবর্ত্তকাঃ।
তৎসন্ততীয়া গুরবঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ॥
নামাষ্টকময়ো যোগঃ শিবেন পরিকল্পিতঃ।
তেন যোগেন সহসা শৈবী প্রজ্ঞা প্রজায়তে॥
প্রজ্ঞয়া পরমং জ্ঞানমচিরাল্লভতে স্থিরম্।
প্রসীদতি শিবস্তস্য যস্য জ্ঞানং প্রতিষ্ঠিতম্॥
শিবো মহেশ্বরশ্চৈব রুদ্রো বিষ্ণুঃ পিতামহঃ।
সংসারবৈদ্যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ পরমাত্মেতি মুখ্যতঃ।
নামাষ্টকমিদং নিত্যং শিবস্য প্রতিপাদকম্।" (শিবপু° বায়ুস° ২০অ°)

এ সকল কার্য্য তাহাদের নিরর্থক; কিন্তু যাঁহারা এইরূপ আপত্তি উপস্থিত করেন, তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখেন না যে, যখন ভগবানের ইচ্ছানুসারে কার্য্য হইয়া থাকে, তাঁহার যখন যে বিষয়ে ইচ্ছা হইবে, তখনই সেই বিষয় সম্পন্ন হইবে। এককালে সকল কার্য্য হউক, অথবা সর্ব্বদা সকল কার্য্য হউক, এ প্রকার পরমেশ্বরের ইচ্ছা হয় না, সুতরাং ঐরূপ কার্য্যাদি হয় না। ঈশ্বরের যদি ঐরূপ ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে ঐ প্রকার কার্য্যাদিও সম্পন্ন হয়। তিনি যেরূপ ইচ্ছা করিয়াছেন, জগৎও সেইরূপ ভাবে চলিতেছে, তাঁহার ইচ্ছাতেই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হইতেছে। মুমুক্ষু ব্যক্তি যোগাভ্যাসে, স্বর্গাভিলাষী যজ্ঞাদি কার্য্যে এবং সাংসারিক সুখেচ্ছু ব্যক্তি ধনোপার্জ্জনাদিতে প্রবৃত্ত হউক, এইরূপ ঈশ্বরের ইচ্ছা হয় বলিয়াই ঐ সকল বিষয়ে ঐ সকল ব্যক্তিদিগকে প্রবৃত্ত হইতে হয়। তাঁহার ইচ্ছা কখনই বৃথা হয় না। পরমেশ্বর সকলের প্রভুস্বরূপ এবং তাঁহার ইচ্ছা আদেশস্বরূপ, সুতরাং প্রভুর আদেশ উল্লঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া অগত্যা সকলকে ঐ সকল বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে হয় এবং ইহা যুক্তিবিরুদ্ধও নহে। পরমেশ্বর এইরূপ স্বেচ্ছাক্রমে সকল কার্য্য সম্পাদন করেন বলিয়া তাঁহাকে স্বেচ্ছাচারীও কহে।

এই দর্শন মতে মুক্তি দুইপ্রকার। দুঃখ সকলের অত্যন্ত নিবৃত্তি ও পারমৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তি। অন্যান্য দার্শনিকগণ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিরূপ মোক্ষেরই নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু ইহাদের মতে কেবল দুঃখনিবৃত্তি হইলেই যে মুক্তি হইল, তাহা নহে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঐশ্বর্য্যলাভও প্রয়োজন।

দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরূপ মুক্তি হইলে আর কোন কালেই কোন দুঃখ জন্মে না। এইজন্য ঐ মুক্তিকে চরমদুঃখনিবৃত্তি কহে। দৃক্‌শক্তি ও ক্রিয়াশক্তিভেদে পারমৈশ্বর্য্য মুক্তি দ্বিবিধ। দৃক্‌শক্তিদ্বারা কোন বিষয় অবিজ্ঞাত থাকে না। যত সূক্ষ্ম, যত ব্যবহিত বা যত দূরে থাকুক না কেন, তাহা স্থূল, অব্যবহিত ও অদূরবর্ত্তী বস্তুর ন্যায় দৃষ্টিগোচর হয় এবং বস্তুর যে গুণ বা দোষ আছে, তাহাও জানা যায়। দৃক্‌শক্তিমান্ ব্যক্তি সকল বিষয়েই জ্ঞানপথের পথিক হয়।

ক্রিয়াশক্তি হইলে যখন যে বিষয়ে অভিলাষ হয়, তখনই তাহা সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। ক্রিয়াশক্তি মুক্ত ব্যক্তির কেবল ইচ্ছামাত্র অপেক্ষা করে। মুক্তব্যক্তির ইচ্ছা হইলে অন্য কোন কারণ অপেক্ষা না করিয়াই অবিলম্বে তাহার মনোরথ পূর্ণ হয়। এই দৃক্‌শক্তি ও ক্রিয়াশক্তিরূপ মুক্তি পরমেশ্বরের তত্তৎশক্তি সদৃশ। এজন্য উহার নাম পারমৈশ্বর্য্য মুক্তি।

পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনে যাহা মুক্তি বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, এই দর্শনে ঐ মত নিতান্ত অযৌক্তিক ও অশ্রদ্ধেয় বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনে কথিত ভগবদ্দাসত্বপ্রাপ্তিকে মুক্তি বলা বিড়ম্বনা মাত্র। কারণ মুক্তব্যক্তির যদি দাসত্বরূপ অধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে হইল, তবে তাহাকে কিরূপে মুক্ত বলা যাইতে পারে? দেখ, অমূল্যমণিমাণিক্যরত্নাদি-বিনির্ম্মিত শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যক্তিকেও বদ্ধই কহিয়া থাকে। কেহই তাহাকে মুক্ত কহে না। অতএব অন্ধকে পদ্মপলাশলোচন বলার ন্যায়, ভগবদ্দাসত্বরূপ অধীনতাপাশে বদ্ধ ব্যক্তিকে মুক্ত বলা যুক্তিবিরুদ্ধ ও হাস্যাস্পদ তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এই মতে প্রত্যক্ষ অনুমান ও আগম এই তিনপ্রকার প্রমাণ: প্রধান ধর্ম্মসাধনের নাম চর্য্যাবিধি। চর্য্যা দুইপ্রকার ব্রত ও দ্বার। ত্রিসন্ধ্যা ভস্মগ্রহণ, ভস্মশয্যায় শয়ন ও উপহার এই তিনকে ব্রত কহে। হ, হ, হা করিয়া হাস্যরূপ হসিত, গান্ধর্ব্ব শাস্ত্রানুসারে মহাদেবের গুণগানরূপ গীত, নাট্যশাস্ত্রসম্মত নর্ত্তনরূপ নৃত্য, পুঙ্গবের চিৎকারের ন্যায় চিৎকাররূপ হুড়ুক্কার, প্রণাম ও জপ এই ছয় কর্ম্মকে উপহার কহে।

এইরূপ ব্রত জনসমাজে না করিয়া গোপনে সম্পাদন করিতে হয়। এই চর্য্যা ক্রাথন, স্পন্দন, মন্দন, শৃঙ্গারণ, অবিতৎকরণ ও অবিতদ্ভাষণভেদে ৬ প্রকার। সুপ্ত না হইয়া সুপ্তের ন্যায় প্রদর্শনকে ক্রাথন কহে এবং বায়ু সম্পর্কে কম্পিতের ন্যায় শরীরাদির কম্পনকে স্পন্দন, খঞ্জব্যক্তির অনুরূপ গমনকে মন্দন, পরমরূপবতী স্ত্রীসন্দর্শনে বাস্তবিক কামুক না হইয়াও কামুকের ন্যায় কুৎসিত ব্যবহার প্রদর্শনে শৃঙ্গারণ, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য পর্য্যালোচনাশূন্যের ন্যায় বিগর্হিত কর্ম্মানুষ্ঠানকে অবিতৎকরণ এবং নিরর্থক বা বাধিতার্থক শব্দোচ্চারণকে অবিতদ্ভাষণ কহে। এই মতে তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির কারণ। শাস্ত্রান্তরেও তত্ত্বজ্ঞান মুক্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বটে; কিন্তু অন্য শাস্ত্রে এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান হইবার সম্ভাবনা নাই। এই জন্য পাশুপতের মতে এই শাস্ত্রই মুমুক্ষুদিগের একমাত্র অবলম্বনীয়।

বিশেষরূপে যাবতীয় বস্তু না জানিতে পারিলে তত্ত্বজ্ঞান হয় না; কিন্তু যাবতীয় বস্তুর বিশেষরূপে জ্ঞান শাস্ত্রান্তর দ্বারা হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ শাস্ত্রান্তরে সকল বিষয় বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। অন্যান্য শাস্ত্রে কেবল দুঃখনিবৃত্তিই মুক্তি, আর যোগের ফল কেবল দুঃখনিবৃত্তি। কার্য্যজাত অনিত্য এবং কারণ স্বরূপ পরমেশ্বর কর্ম্মাদি সাপেক্ষ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে; কিন্তু এই পাশুপতদর্শনের মতে দুঃখনিবৃত্তি ও তৎসঙ্গে সঙ্গে পারমৈশ্বর্য্য প্রাপ্তিই মুক্তি এবং পরমেশ্বর স্বতন্ত্র কর্ত্তা।

মাধবাচার্য্য অতি সংক্ষেপে এই দার্শনিকের সারসঙ্কলন করিয়াছেন। [শৈবশব্দে অপরাপর বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

পাশুপতরস (পুং) রসেন্দ্রসারসংগ্রহোক্ত ঔষধ বিশেষ। এই ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী—পারা একভাগ, গন্ধক দুইভাগ এবং লৌহভস্ম তিনভাগ। বিষ এই তিন দ্রব্যের সমান, এই সকল চিতার ক্কাথে ভাবনা দিয়া পরে ধুস্তূরবীজভস্ম ৩২ ভাগ মিশাইয়া শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও লবঙ্গ প্রত্যেক তিনভাগ, জায়ফল ও জৈত্রী প্রত্যেকে অর্দ্ধভাগ, বিট, সৈন্ধব, সামুদ্র, উদ্ভিদ ও সচললবণ, সিজ, এরণ্ড, তেতুলছালভস্ম, অপামার্গ, ক্ষার, অশ্বত্থক্ষার, হরীতকী, যবক্ষার, সাচিক্ষার, হিঙ্, জীরা, সোহাগা, প্রত্যেকে এক একভাগ মিশাইয়া নেবুর রসে ভাবনা দিয়া এই ঔষধ প্রস্তুত করিবে। এককুঞ্জ পরিমাণে বটী করিতে হইবে।

অনুপান বিশেষে সেবিত হইলে অগ্নিদীপ্তি, পাচন, হৃদয়ের হিত ও সদ্যবিসূচিকা রোগ প্রশমিত হয়। তালমূলীরস অনুপানে—উদরাময়, মোচরসের অনুপানে অতীসার, ঘোল ও সৈন্ধবলবণ অনুপানে গ্রহণী, সৌবর্চ্চললবণ, পিপুল ও শুঁঠ অনুপানে শূল, কেবল ঘোল অনুপানে অর্শ, পিপুল অনুপানে যক্ষ্মা, শুঁঠ ও সৌবর্চ্চল লবণ অনুপানে বাতরোগ, ধনে ও চিনি অনুপানে পিত্তরোগ এবং পিপুল ও মধু অনুপানে শ্লেষ্মরোগ প্রশমিত হয়। স্বয়ং ধন্বন্তরি এই ঔষধের উপদেশ দিয়াছেন। (রসেন্দ্রসারস° অজীর্ণাধিকার)

পাশুপতাস্ত্র (ক্লী) পাশুপতং পশুপতিসম্বন্ধি অস্ত্রং। পশুপতির শূলাস্ত্র। মহাদেবের এই অস্ত্র অতি ভয়াবহ। অর্জ্জুন অতি কোঠর তপস্যা করিয়া মহাদেবের নিকট হইতে এই পাশুপতাস্ত্র লাভ করেন। এই অস্ত্র বৃহৎকায় ও ইহার প্রভা যুগান্তকালের অগ্নিসদৃশ। এই অস্ত্রের পঞ্চবক্ত্র, দশবাহু, ও ত্রিলোচন।

"গজাননোঽপি সঞ্চিন্ত্য যত্তৎ পাশুপতং পরম্।
মহারূপং মহাকায়ং যুগান্তাগ্নিসমপ্রভম্॥
পঞ্চবক্ত্রং মহাঘোরং দশবাহুং ত্রিলোচনম্।
সৌম্যং ঘোরমুঘোরাস্তমূর্দ্ধকেশং ভয়োৎকটম্॥
জটাভারেন্দুগঙ্গাহি-ধ্রিয়মাণং শিবাঙ্গজম্।
বেণুবীণাশঙ্খঘণ্টং ডমরুরাবসংকুলম্॥" (দেবীপু°)

পাশুপাল্য (ক্লী) পশুপালস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা পশুপাল-ষ্যঞ্। বৈশ্যবৃত্তি, বৈশ্যগণ কৃষি ও পশুপালনদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে।

"দানমধ্যয়নং যজ্ঞো বৈশ্যস্যাপি ত্রিবেধসঃ।
বাণিজ্যং পাশুপাল্যঞ্চ কৃষিশ্চৈবাস্য জীবিকা॥" (মার্ক° পু°২৮।৬)

পাশুলী (দেশজ) পদাভরণভেদ।

পাশুবন্ধক (ত্রি) পশুবন্ধঃ প্রয়োজনমস্য ঠক্। ১ যজ্ঞে বধের জন্য পশুবন্ধনস্থানাদি, যজ্ঞীয় পশুবধাদির স্থান। স্ত্রিয়াং টাপ্ কাপি অত ইত্বং। ২ বেদী। (আশ্ব° শ্রৌ° ৩।১।৬)

পাশ্চাত্য (ত্রি) পশ্চাৎ-ত্যক্ (দক্ষিণাপশ্চাৎ পুরসস্ত্যক্। পা ৪।২।৯৮) পশ্চাদ্ভব, যাহা পরে হয়।

"পাশ্চাত্যং যামিনীযামং ধ্যানমেবাম্বপদ্যত।
স্নাত্বা প্রাতঃক্রিয়াঃ কৃত্বা পুনরাস্তে সমাহিতঃ॥"
(দেবীভা° ১।১৭।৮৬)

২ পশ্চিমদেশজাত।

"স বিজিত্য গৃহীত্বা চ ভূপতীন্ রাজসত্তমঃ।
প্রাচ্যানুদীচ্যান্ পাশ্চাত্যান্ দাক্ষিণাত্যানকালয়ৎ॥"
(ভারত ১।১২১।১১)

পাশ্চাত্যদর্শন, এদেশে দর্শনশাস্ত্র বলিতে যাহা বুঝায়, ইংরাজি এবং অন্যান্য য়ুরোপীয়ভাষায়, তাহার প্রতিশব্দ "ফিলজফি" (Philosophy)। "ফিলজফি" শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ জ্ঞানানুরাগ; কথিত আছে যে প্রাচীন গ্রীক্দার্শনিক পিথাগোরস্ (Pythagoras) এই শব্দের প্রচলন করেন। পণ্ডিতপ্রবর সক্রেটিস্ স্বভাবসিদ্ধ বিনয়বশতঃ আপনাকে জ্ঞানী না বলিয়া জ্ঞানানুসন্ধিৎসু (Philosopher) বলিয়া পরিচয় দিতেন। পূর্ব্বে ফিলজফি বলিতে সর্ব্ববিধ বিদ্যাই বুঝাইত; জড়বিজ্ঞান, সাহিত্য ইত্যাদি বিদ্যামাত্রই 'ফিলজফি' নামে অভিহিত হইত। দার্শনিক প্লেটোর গ্রন্থেই সর্ব্বপ্রথম উক্ত শব্দের অধুনা প্রচলিত অর্থে প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। প্লেটো দার্শনিককে "অবিনশ্বর পদার্থ জ্ঞানবিশিষ্ট" বা "পদার্থ সকলের স্বরূপ নির্ণয়-বিষয়ে জ্ঞানী" এইরূপ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। প্লেটোর প্রবর্ত্তিত সংজ্ঞার সহিত আধুনিক সংজ্ঞা সকলের সামঞ্জস্য থাকিলেও তাঁহার গ্রন্থে ধর্ম্মের সহিত দার্শনিক তত্ত্বের জটিল সংমিশ্রণ বিধায় তৎকৃত নির্দ্দেশ অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট। নিখিল জ্ঞানসম্পন্ন দার্শনিক আরিষ্টটল্ দর্শনশাস্ত্রের সীমা অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্ট এবং ইহার অন্যান্য শাস্ত্র হইতে বিবিক্ত নির্দ্দেশ করেন। সক্রেটিসের পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকগণের মধ্যে দর্শনশাস্ত্রের পরিধি ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্বে (Cosmology) পর্য্যবসিত হইয়াছিল, জগতের উৎপত্তিতত্ত্ব পরমাণুবাদ প্রভৃতি বর্ত্তমান জড়বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় সকলও উহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে সক্রেটিস্ নীতি ও জ্ঞানতত্ত্ব দর্শনশাস্ত্রের সীমার মধ্যে সন্নিবেশিত করেন; এইরূপে বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের সামঞ্জস্য বিধানের আংশিক চেষ্টা করা হয়। প্লেটো সক্রেটিসের পদানুসরণ করিয়া তর্কশাস্ত্র নীতি, ধর্ম্ম প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রের অন্তর্ভুত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

দার্শনিক আরিষ্টটলের সর্ব্বভেদিনী প্রতিভা এই জটিল সংমিশ্রণ হইতে দর্শনশাস্ত্রের উদ্ধার সাধন করে। আরিষ্টটল বিভিন্নশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় এবং তাহার সীমা নির্দ্দেশ করিলে, নীতিশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হয়। তত্ত্বনির্ণয় (Metaphysics) আরিষ্টটল কর্তৃক First Philosophy বা মুখ্যদর্শন আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ফিলজফি শব্দের প্রয়োগ বর্ত্তমান সময়ে আরিষ্টটলের মতানুযায়ী চলিয়া আসিতেছে।

ফিলজফি বা দর্শনশাস্ত্রের একটী সর্ব্ববাদিসম্মত লক্ষণ নির্দ্দেশ করা বড় কঠিন। ভিন্নশ্রেণীর দার্শনিকগণ স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক মতানুসারে ইহার বিভিন্ন লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ফিলজফি শব্দের ব্যবহারিক প্রয়োগেও বিলক্ষণ শৈথিল্য দৃষ্ট হয়। দর্শনের সংজ্ঞা সম্বন্ধে মতের পার্থক্য থাকিলেও দর্শনশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় কি কি, এতৎ সম্বন্ধে সকলে প্রায় একমত নহে।

কেহ কেহ বলেন, জগৎ, জীব এবং ব্রহ্মের সম্বন্ধনির্ণয়াত্মক শাস্ত্রকে দর্শনশাস্ত্র বলে। কাহারও মতে, পদার্থসমূহের তত্ত্বনির্ণায়ক শাস্ত্রের নাম দর্শনশাস্ত্র (Philosophy is the thinking consideration of things)। কোন কোন সম্প্রদায়ের মতে দর্শনশাস্ত্র বিজ্ঞানশাস্ত্রসমূহের সামঞ্জস্যবিধায়ক শাস্ত্রবিশেষ (Philosophy is the science of sciences *i. e.* Systematiser of sciences)। দার্শনিক কোম্‌ত (Comte) এবং হার্ব্বার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer) উভয়েই শেষোক্ত সংজ্ঞায় নিজ নিজ দর্শন প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। কোম্‌ত-দর্শন বিজ্ঞানসমূহের স্তরবিন্যাস ব্যতীত আর কিছুই নহে; স্পেন্সারও ক্রমাভিব্যক্তি মত অবলম্বন করিয়া বিজ্ঞানের ভিত্তির উপর নিজ দর্শনের ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। উভয় দার্শনিকের কেহই অতীন্দ্রিয় পদার্থের অস্তিত্বে বা উক্ত পদার্থের জ্ঞেয়ত্বে বিশ্বাসশালী নহেন। অজ্ঞেয়বাদ স্পেন্সারের দার্শনিক মত; তিনি জাগতিক ব্যাপারের অন্তস্তলে এক মহাশক্তির (Force) অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এই মহাশক্তিকে তিনি অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয় (Unknown and Unknowable) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কোম্‌ত এরূপ কোন অতীন্দ্রিয়-শক্তি স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে জ্ঞান প্রত্যক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কোন কোন সম্প্রদায় মনোবিজ্ঞানকে দর্শনশাস্ত্রের এককোটিতে ধরিয়া লইয়া বলেন যে, মনোবিজ্ঞান (Psychology) "জ্ঞানতত্ত্বের পন্থা" এবং উক্ত শাস্ত্রের সীমাই জ্ঞানের সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে। ইহারা Metaphysicsএর আবশ্যকতা স্বীকার করেন না। দার্শনিক হিউম এবং তৎপ্রবর্ত্তিত পথানুসারী জনষ্টুয়ার্টমিল এই মতের প্রধান পরিপোষক। স্কটীশ দর্শনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক দার্শনিক হ্যামিল্টন (Hamilton) তদীয় Metaphysics নামক গ্রন্থে মনোবিজ্ঞানকে দর্শনশাস্ত্রের মূলগ্রন্থ বলিয়া গিয়াছেন। হ্যামিল্টনের দার্শনিকমত বাস্তববাদ (Natural Realism) হইলেও তিনি দর্শনশাস্ত্রের তত্ত্বনির্ণয়বিষয়ক অংশের (Ontology or Metaphysics) আবশ্যকতা অস্বীকার করেন নাই। ইংলণ্ডীয় দার্শনিক সম্প্রদায় (English School of Philosophy, the Empirical or the Sensationist School as represented by Hume & Mill) প্রধানতঃ অজ্ঞেয়বাদের (Agnosticism) উপর প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং তাঁহাদের মতে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের (Sensation) সমষ্টি নহে এমন তত্ত্বনির্ণায়ক কোন শাস্ত্র (Metaphysics) হইতে পারে না। এজন্য অনেক জর্ম্মণ পণ্ডিত ইংলণ্ডীয় দর্শনকে মনোবিজ্ঞানের অন্তর্গত ধরিয়া লইয়াছেন। জর্ম্মণদেশীয় দর্শন ইহার বিপরীত ভাবাপন্ন, প্রধানতঃ জর্ম্মণ তত্ত্বনির্ণয়বিষয়েই (Ontology) নিয়োজিত হইয়াছে। সুতরাং সে দেশে দর্শনশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে বিভিন্নমত প্রচলিত আছে।

এই সমস্ত বিরোধী মতসমূহের সংঘর্ষে এবং ইহাদের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টাতেই দর্শনশাস্ত্রের উন্নতি এবং পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছে। দর্শনশাস্ত্রের উন্নতির ক্রম এইরূপ;— যখনই কোন দার্শনিক মত-বিশেষের প্রচার হইয়াছে, তখনই একদেশদর্শিত্ব জন্য উক্ত মতের বিরোধী মতবাদ সংস্থাপিত হইয়াছে; পরিশেষে উভয় মতের একদেশদর্শিত্ব খণ্ডন এবং উহাদের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া মতান্তরের সৃষ্টি হইয়াছে। জগত্তত্ত্ব সমালোচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, উন্নতির ক্রমই এইরূপ। পন্থা এবং মতের অনৈক্য থাকিলেও দর্শনশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য কি এই সম্বন্ধে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ লক্ষিত হয় না।

বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রের প্রভেদ।

বিজ্ঞান ও দর্শন উভয় শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়ের প্রভেদ কি অবগত হইলেই উভয়ের পার্থক্য জানা যাইবে।

বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় কি? চেতন ও জড় প্রকৃতিই বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ চেতন ও জড় প্রকৃতি লইয়া গঠিত; ইহার কার্য্যাবলী সনাতন নিয়মানুসারে সাধিত হইতেছে। বিজ্ঞান এই প্রাকৃতিক নিয়মগুলির আবিষ্কার, তাহাদের কার্য্যপ্রণালীনির্ণয় এবং উক্ত নিয়মাবলীর সাহায্যে মানবের জাতীয় উন্নতি বিধানের সহায়তা করিতেছে। স্থাবর, জঙ্গম, চেতন ও অচেতনক্ষেত্রে

যেমন প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ আছে, প্রাকৃতিক নিয়মেরও সেইরূপ শ্রেণীবিভাগ আছে; নিয়মের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগানুসারে এক একটী বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। যেমন পদার্থবিদ্যার (Physics) আলোচ্য বিষয় পদার্থমাত্রেরই সাধারণ ধর্ম্ম বা গুণাবলীর অবধারণ। কোন্ কোন্ নিয়মের (Laws) বশবর্ত্তী হইয়া পদার্থের অবস্থান্তরপ্রাপ্তি ঘটে বা পদার্থ মাত্রেই কোন্ কোন্ নিয়মের অধীন, এই সমুদয়ের নির্দ্ধারণ, তাপ (Heat), তড়িৎ (Electricity) প্রভৃতি শক্তির কার্য্য-প্রণালী নির্ণয় ইত্যাদি। রসায়নের (Chemistry) আলোচ্য বিষয় মৌলিক পদার্থগুলির (Elements) আবিষ্কার এবং এই সকল মৌলিক পদার্থের সংযোগে কিরূপে যৌগিক পদার্থসমূহের উৎপত্তি হইয়াছে তন্নির্ণয় এবং দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থের সংযোগে অভিনবগুণযুক্ত বিভিন্ন পদার্থের উদ্ভাবন ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন কিরূপে ভূমণ্ডলে জীবের আবির্ভাব, সংস্থিতি এবং উন্নতি সাধিত হইতেছে, এই সমুদয়ের তত্ত্বনির্ণয় জীবতত্ত্বশাস্ত্রের (Biology) অধীন।

জীব ও জড় জগতের নিয়মাবলী অবধারণের জন্য যেরূপ জড় ও প্রাণীবিজ্ঞান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, মনোজগতের নিয়মাবলী নির্ণয়ের জন্য সেইরূপ মনোবিজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে।

উক্ত বিবরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে, দর্শন ও বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য ও গন্তব্য পথ বিভিন্ন। সত্যান্বেষণ উভয়ের উদ্দেশ্য হইলেও দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক সত্য একজাতীয় নহে। বিজ্ঞানের হিসাবে যাহা সত্য, দর্শনের হিসাবে যে তাহা সত্য হইবেই, এমন কোন নিয়ম নাই। বিজ্ঞান জাগতিক ব্যাপারের (Facts or phenomena) সত্যাসত্য নির্দ্ধারণে ব্যস্ত, বিজ্ঞানের মতে প্রত্যক্ষ প্রমাণই (Observation) সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের একমাত্র উপায়। বৈজ্ঞানিক সত্য প্রত্যক্ষসিদ্ধ, প্রত্যক্ষহিসাবে যাহা স্থায়ী হইল না, বিজ্ঞান সেরূপ সত্য গ্রহণ করে না। দার্শনিক সত্য অন্যরূপ, দর্শন প্রত্যক্ষকে নিত্যসিদ্ধ বলিয়া মানিতে চাহে না। প্রত্যক্ষকে মানিবে কেন? প্রত্যক্ষের মধ্যে কতটুকু সত্য নিহিত আছে, প্রত্যক্ষের মূল কোথায়? এই সকল বিষয়ের তত্ত্বান্বেষণে দর্শন-শাস্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছে।

এখন দেখা যাইতেছে, বিজ্ঞানের মূলে দর্শনের অধিকার। প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিজ্ঞানের কষ্টিপাথর, কিন্তু দর্শনের আলোচ্য বিষয়। দর্শনশাস্ত্রের মূল আরও নিম্নে। সুতরাং বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্র এক কিংবা দর্শন ও বিজ্ঞান শাস্ত্রসমূহের সমবায়ে সমুৎপন্ন নহে। দর্শনের মূলভিত্তি প্রজ্ঞা (Reason) এবং বিজ্ঞানের ভিত্তিভূমি প্রত্যক্ষজ্ঞান (Experience)।

কোন কোন দার্শনিক দর্শন ও মনোবিজ্ঞানশাস্ত্রের পার্থক্য স্বীকার করেন না; তাঁহাদের মতে দর্শনশাস্ত্র (Metaphysics) অতীন্দ্রিয় জ্ঞান-(Super-sensuous kuowledge)-বিষয়ক কোন শাস্ত্র হইতে পারে না। তাঁহারা বলেন, মনোবিজ্ঞান শাস্ত্র (Psychology) দ্বারাই দর্শনের কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। হিউম্, মিল্, বেন্ প্রভৃতি দার্শনিকগণ এই সম্প্রদায়ভুক্ত। দার্শনিকপ্রবর হামিল্টনও তদীয় গ্রন্থে (Lectures on Metaphysics, Vol. I) দর্শনশাস্ত্রকে মনোবিজ্ঞানমূলক (Psychological) বলিয়া গিয়াছেন। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, উভয় মতই স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

মনোবিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় কি? পর্য্যালোচনা করিলেই দেখা যাইবে যে, দর্শন ও মনোবিজ্ঞান উভয় শাস্ত্রের অধিকারভুক্ত বিষয় এক নহে। নাম হইতেই জানা যাইতেছে যে, মনোবিজ্ঞানশাস্ত্র (Empirical Psychology) অধুনা অন্যান্য বিজ্ঞানশাস্ত্রগুলির সহিত সমশ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। জড় প্রকৃতি যেমন প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন, মানসিক জগতেও সেইরূপ কতকগুলি সার্ব্বভৌমিক নিয়ম আছে। জড় প্রকৃতির কার্য্যকারণপ্রণালী ও নিয়মাবলীর নির্ণয় যেরূপ জড়-বিজ্ঞানের লক্ষীভূত বিষয়, মনোজগতের কার্য্যকারণপ্রণালী ও নিয়মাবলীর নির্ণয় সেইরূপ মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়।

আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্গণের মতানুসারে মন (Mind) জড় জগতের ক্রমোন্নতির একটী স্তরমাত্র। সুতরাং অন্যান্য বিজ্ঞানশাস্ত্র যে প্রণালী (Methods of investigation) অবলম্বন করিয়া আসিয়াছে, মনোবিজ্ঞানশাস্ত্রেও সেই প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। প্রত্যক্ষজ্ঞান (Observation) এবং পরীক্ষা (Experiment) এই দুই অনুসন্ধান-প্রণালীর উপর নির্ভর করিয়া জড়বিজ্ঞানশাস্ত্রের উন্নতি হইয়াছে, মনোবিজ্ঞানের উন্নতিও উক্ত প্রণালীদ্বয়ের অবলম্বনে সাধিত হইতেছে।

তাঁহারা জড়জগতের যে প্রদেশ কোন বিশেষবিজ্ঞানের (Special Science) অধিকারভুক্ত সেই প্রদেশের বিষয়ীভূত ব্যাপারগুলির (Facts) প্রতি প্রথমতঃ লক্ষ্য করেন। সেইগুলির উপর নির্ভর করিয়া তাহাদের কার্য্যকারণ সম্বন্ধ ও যে সকল প্রাকৃতিক শক্তিবশে উক্ত ব্যাপারগুলি সম্পন্ন হইতেছে, তাহা নির্ণয় করেন। প্রাকৃতিক ব্যাপারগুলির বিজ্ঞানানুমোদিত কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ-নির্ণয় ব্যতিরেকী যুক্তির (Induction) আশ্রয়ে সাধিত হইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, জড়বিজ্ঞানের উন্নতি প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করিয়া সাধিত হইয়াছে।

মনোবিজ্ঞানের (Empirical Psychology) উন্নতির ক্রমও এইরূপ। এই শাস্ত্রে মনকে অতীন্দ্রিয় কোন পদার্থবিশেষ

(as super-sensuous object or noumenon) না ধরিয়া অন্যান্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যপদার্থের (as sensuous object or phenomenon) মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে। মনের ব্যাপার (States of Consciousness) প্রথমতঃ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কি কি নিয়মানুসারে উক্ত ব্যাপারগুলি নির্ব্বাহিত হইতেছে, তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান ও আলোচনা করা হইয়াছে। মনের গতি এবং মানসিক বিকাশের ক্রম কিরূপ (Development of Mind), মানসিক উন্নতি কি কি অবস্থাসাপেক্ষ; মনের ক্রিয়াগুলি কোন্ কোন্ নিয়মের অধীন, এই সকল বিষয়ের মীমাংসা মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। যে পরীক্ষাপ্রণালী (Experimental Method) আশ্রয় করিয়া অন্যান্য জড়বিজ্ঞান-শাস্ত্র উন্নতি লাভ করিয়াছে, মনোবিজ্ঞানশাস্ত্রেও এই পন্থা একবারে উপেক্ষিত হয় নাই। মনের সহিত শরীরের সম্বন্ধ-নির্ণয় অনেক পরীক্ষা দ্বারা মীমাংসিত হইয়াছে। মনের সহিত শরীর কিরূপ ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ, শারীরিক অবস্থার এবং প্রকৃতির উপর মানসিক অবস্থা ও প্রকৃতি কি পরিমাণে নির্ভর করে, মস্তিষ্কের বিকৃতির (Abnormal condition of the brain) সহিত মানসিক বিকৃতির কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে কি না, স্নায়ুর এবং মস্তিষ্কের কোন অঙ্গের বিকৃতি হইলে তজ্জন্য কিরূপ মানসিক বিকৃতি ঘটে এবং শারীরবিজ্ঞানের সাহায্যে মনের ক্রিয়া এবং প্রকৃতিনির্ণয় সম্বন্ধে আরও অনেক বিষয় মনোবিজ্ঞানশাস্ত্রে আলোচিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর মনোবিজ্ঞানশাস্ত্রের নাম শারীরবিজ্ঞানমূলক মনোবিজ্ঞান (Physiological Psychology) এবং শারীরবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানশাস্ত্রের মধ্যবর্ত্তী বিষয়গুলি ইহার অধিকারভুক্ত।

মনোবিজ্ঞানশাস্ত্রের সিদ্ধান্তগুলির সম্বন্ধে মতদ্বৈধ না থাকিলেও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর দার্শনিকগণ উক্ত সিদ্ধান্তগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গ্রহণ করেন। জড়বাদী পণ্ডিতগণ (Materialists) মনকে জড়ের রূপান্তর বলিয়া স্থাপন করেন, সুতরাং তাঁহাদের মতে শরীর ও মনে কোন প্রকৃতিগত পার্থক্য থাকিতে পারে না। মানসিকশক্তি (Mental Energy) জড়ীয়শক্তি (Physical Energy) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। মন মস্তিষ্কের ব্যাপার মাত্র (A function of the brain)। মনোবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলিসম্বন্ধে অন্যমত না থাকিতে পারে, কিন্তু মনকে জড়ের রূপান্তর বলিয়া অনেক দার্শনিক স্বীকার করেন না। সহজজ্ঞানবাদী দার্শনিকেরা (Realists) শরীর ও মনের ঘনিষ্ঠতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ করেন না বটে, কিন্তু উভয়ের তাত্ত্বিক একত্ব (Essential identity) সম্বন্ধে তাহাদের গুরুতর আপত্তি আছে। তাহারা বলেন, মন জড় হইতে উৎপন্ন হয় নাই, উভয়ের প্রভেদ প্রকৃতিগত, তবে দেহ ও মনে ক্রিয়াগত সঙ্গতি দৃষ্ট হয়, উহার কারণ দুজ্ঞেয় ও স্রষ্টার ইচ্ছাধীন। দেহ ও মনের সম্বন্ধ কিরূপে স্থাপিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে যে ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক মত আছে, তাহা যথাস্থানে আলোচিত হইবে।

ক্রমোন্নতি বা অভিব্যক্তি (Evolution)-বাদীর মতে মন ক্রমবিকাশের একটী স্তর বা সোপান। প্রকৃতিরাজ্যে উন্নতি-সোপানের মধ্যে কোথাও ক্রমভঙ্গ নাই। জড় হইতে উদ্ভিদ, উদ্ভিদ্ হইতে প্রাণী, প্রাণীজগৎ (Life) হইতে মনোজগতের (Mind) বিকাশ ধারাবাহিকরূপে সাধিত হইয়াছে। দার্শনিক হার্ব্বার্ট স্পেন্সার তদীয় ক্রমাভিব্যক্তিমূলক দর্শনের (Synthetic Philosophy) অন্তর্গত মনোবিজ্ঞান নামক (Principles of Psychology) গ্রন্থে কিরূপে উন্নতির স্তর অনুসারে মনের বিকাশ সাধিত হইয়াছে, তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। অভিব্যক্তিবাদ (Evolution-Theory as held by the Materialists) যদি সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে জড় হইতে মনের বিকাশ এই সিদ্ধান্ত অবশ্য স্বীকার্য্য বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। স্পেন্সার অভিব্যক্তিবাদী হইলেও উক্ত মত সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিতে পারেন নাই। স্পেন্সার স্বীকার করিয়াছেন যে, মনোজগৎ ও জড়জগতে প্রভেদ অসীম, একটী হইতে অপরটীর উৎপত্তিসম্বন্ধে কিছু নির্দ্ধারণ করা যায় না। তবে তদীয় দর্শনে তিনি দেখাইয়াছেন যে, জগতের সকল স্তরেই উন্নতির ক্রম একরূপ। প্রকৃতিরাজ্য ও মনোরাজ্যের উন্নতি একই প্রণালী অবলম্বনে সাধিত হইয়াছে, কিন্তু মন ও জড় উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত কোন সামঞ্জস্য বিধান করা যায় না। হকসলি (Huxley) ও টিণ্ডাল প্রভৃতি অন্যান্য জড়বাদী পণ্ডিতগণ উক্ত মত সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করেন না, তাঁহারা জড় হইতে মনের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশ্বাস করেন এবং উক্ত মতে কিছু অসামঞ্জস্য দেখেন না। তাঁহারা মনকে জড়ের ক্রমপরিণতি বলিয়া প্রকাশ করেন।

মন ও জড়ের সম্বন্ধনির্ণয় দর্শনশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়, মনোবিজ্ঞানের অন্তর্ভূত বিষয় নহে। মনোবিজ্ঞান মনের ব্যাপারের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে মাত্র। মনের ব্যাপারের প্রতি (What is Mind) বা জড়ের সহিত মনের সম্বন্ধ কি, এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা মনোবিজ্ঞানশাস্ত্রের অন্তর্গত নহে। তদ্ব্যতীত মনোবিজ্ঞান আমাদিগের প্রত্যক্ষসিদ্ধজ্ঞানের (Conscious Experiance) যথার্থ ও অযথার্থ বিষয়ে সন্দেহ করে না। ইহার তত্ত্বনিরাকরণ দর্শনশাস্ত্রের দ্বারাই হইয়া থাকে। ফলতঃ কি প্রণালী বা ক্রম অবলম্বন করিয়া মন উক্ত জ্ঞানে উপনীত হইয়াছে, সেই পন্থা-নিরাকরণই মনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য।

দর্শনশাস্ত্র এবং মনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য, অধিকার এবং পন্থা সম্বন্ধে বিস্তর প্রভেদ দর্শিত হইল এবং বিজ্ঞান প্রভৃতি অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত দর্শনশাস্ত্রের প্রভেদ কি পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে, সুতরাং দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য ও পন্থা সম্বন্ধে সংশয় করিবার বিশেষ কারণ থাকিল না। অতঃপর ধারাবাহিকরূপে পাশ্চাত্যদর্শনের ইতিহাস ও বিভিন্ন দার্শনিকমত সকলের উল্লেখ করা যাইতেছে।

মানবজাতির আবির্ভাবের কতকাল পরে দার্শনিক সত্য মানবের মনে প্রথমতঃ প্রস্ফুরিত হয়, তৎসম্বন্ধে ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে কিছু লিখে না। ইতিহাসে উল্লিখিত দর্শনযুগ ও মানব-মনে দার্শনিক সত্যের আভাস উভয়কালের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ বলিয়া প্রতীত হয়। সৃষ্ট জীবজন্তুর মধ্যে মানবের স্থান অনেক উর্দ্ধে অবস্থিত; মানব সৃষ্ট হইয়াও কতক পরিমাণে সৃষ্টির নিয়ন্তা; মানব প্রাকৃতিকশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া আপন ইচ্ছানুসারে নিয়োজিত করিতেছে। মানবের এই শক্তি বিভুদত্ত, সৃষ্টির আদি হইতে মানব এই অধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছে।

মানবের জ্ঞান ঐশীশক্তির অংশবিশেষ, এবং এই শক্তির প্রভাবে মানব জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী, সমস্ত জগৎ মানবের পদানত।

প্রজ্ঞাজাত মানবের এই মহাশক্তির প্রসার বহুধা বিস্তৃত। মানবের শক্তি কেবল বহির্জগৎকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া তৃপ্ত হয় না। কেবল ক্ষমতাশালী মানব জীবজগতে উচ্চস্থান লাভ করে নাই; শুদ্ধ ক্ষমতা কেবল প্রাকৃতিক শক্তিরই পরিচায়ক। মানবের জ্ঞান-পরিধি আরও বহুদূর বিস্তৃত। মানব শুদ্ধ ক্ষমতাশালী জীব নহে, মানব আধ্যাত্মিক জীব (Spiritual being), এই আধ্যাত্মিক শক্তিবলেই মানবের দেবভাব, এই শক্তিবলেই মানব জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠজীব এবং এই শক্তিতেই মানব আজন্ম দার্শনিক (Born philosopher)। মানবের ধর্ম্ম এবং নৈতিক-জীবন (Religion and Morality) এই আধ্যাত্মিক শক্তি হইতে উৎপন্ন।

মানব সৃষ্টির আদি হইতেই দার্শনিক। ইতিহাসের যে কোন স্তর অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, সর্ব্বযুগে আধ্যাত্মিক বিকাশের দিকে মানবের চেষ্টা প্রধাবিত হইয়াছে। "মানুষ কোথা হইতে আসিল, তাহার কর্ত্তব্য কি, তাহার ভবিষ্যৎ কি, পৃথিবীর সহিত তাহার কিরূপ সম্বন্ধ, এই প্রশ্ন মানবের মনে অতি প্রাচীনকালে উদিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ এই প্রশ্ন মনোমধ্যে একবারও উদিত হয় নাই এরূপ মানবজীবন অসম্ভবকল্পনার বিষয়। দার্শনিক স্পেন্সার কর্ত্তৃক উল্লিখিত আদিম মনুষ্যের (Primitive Man) ঐতিহাসিক অস্তিত্ব নাই, উহা স্পেন্সারের মনঃকল্পিত পদার্থবিশেষ। মানবের প্রজ্ঞাশক্তির সহিত মানবের দার্শনিক জ্ঞান নিত্য সম্বদ্ধ। যুগ ও ব্যক্তিপরম্পরায় উহা বিকাশলাভ করিয়া আসিতেছে মাত্র। তবে ব্যক্তিগত প্রতিভা এবং আলোচনা দ্বারা দার্শনিক জ্ঞানের যে বিকাশ সাধিত হইয়াছে, তাহা ধারাবাহিকরূপে লিপিবদ্ধ করাই দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাসের উদ্দেশ্য।

প্রতীচ্য সভ্যতার লীলাভূমি গ্রীস্‌দেশে প্রতীচ্য দর্শনের প্রথম উদ্ভব। সমস্ত য়ুরোপ যখন অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন, সেই সময় সভ্যতার আলোক গ্রীস্‌দেশে উজ্জ্বলরূপে বিকীর্ণ হইতেছিল। শৌর্য্যে বীর্য্যে জ্ঞানে ধর্ম্মে গ্রীস্ সমগ্র য়ুরোপের শীর্ষস্থান লাভ করিয়াছিল। গ্রীসই য়ুরোপীয় সভ্যতার অগ্রণী ও শিক্ষাগুরু এবং য়ুরোপ অদ্যাবধি তাহার পদানুসরণ করিতেছে। সাহিত্য, শিল্প, দর্শন ও রাজনীতির দীক্ষা গ্রীস্ হইতে য়ুরোপ প্রথম প্রাপ্ত হইয়াছে। হোমরের মহাকাব্য য়ুরোপ এখনও ভুলিতে পারে নাই। আথেন্‌সের ফোরম্ থিয়েটার এবং অন্যান্য সৌধরাজি আজিও স্থাপত্যশিল্পের চরমোন্নতির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। প্লেটো এবং আরিষ্টটলের প্রভাব পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অনেক প্রসারলাভ করিয়াছে।

গ্রীস্ অধুনা দুর্ব্বল, আত্মরক্ষণে অসমর্থ এবং য়ুরোপীয় শক্তিপুঞ্জের মধ্যে নগণ্য বলিয়া পরিগণিত হইলেও য়ুরোপীয় সভ্যতার মূল অন্বেষণ করিতে হইলে গ্রীকদেশে অনুসন্ধান লইতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ে যে যে রাজ্যশাসনপ্রণালী য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে প্রচলিত আছে; দেখিতে গেলে মূলতঃ রোম ও গ্রীকদেশীয় বিভিন্নকালীন শাসনতন্ত্রের ছায়ামাত্র।

গ্রীকদর্শন।

পণ্ডিত থেলিসের (Thales) অভ্যুদয়ের সহিত গ্রীকদেশে অথবা য়ুরোপে প্রথম দর্শনশাস্ত্রের প্রচার হয়।

গ্রীকদর্শনকে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত তিন যুগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

১। সক্রেটিসের পূর্ব্বকালীন দার্শনিক যুগ (থেলিস্ হইতে আরম্ভ করিয়া সোফিষ্ট সম্প্রদায় পর্য্যন্ত)।

২। সক্রেটিস্ প্রবর্ত্তিত দার্শনিক যুগ (প্লেটো এবং আরিষ্টটল্-দর্শন ইহার অন্তর্গত)।

৩। আরিষ্টটলের পরবর্ত্তী দার্শনিক যুগ।

সক্রেটিসের পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিক যুগ।

জাগতিক প্রকৃতির মূলান্বেষণই সক্রেটিসের পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকদিগের মুখ্য লক্ষ্য ছিল, সুতরাং তৎকালীন দর্শনশাস্ত্রসমূহও বিশেষতঃ যোন-দর্শন (Ionic Philosophy)

জগত্তত্ত্বনির্ণায়ক শাস্ত্র (Cosmogony) রূপে পরিণত হইয়াছিল।

মানবের নয়ন পৃথিবীতে আবির্ভূত হইবামাত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যভাণ্ডার মানব-মনকে আকৃষ্ট করে। শিষ্ট মানব প্রকৃতির এই নগ্ন সৌন্দর্য্যের মধ্যে মগ্ন হইয়া আত্মহারা হইয়া যায়। মানবমনের এই বিভোর অবস্থা জগতের কাব্যযুগের প্রবর্ত্তক।

পরে এই সৌন্দর্য্যোন্মাদ কাটিয়া গেলে মানব-মন প্রকৃতির তথ্য গ্রহণে অগ্রসর হয়। পরিবর্ত্তনশীলা লীলাময়ী প্রকৃতির মূল কি? এই প্রশ্ন স্বতঃই মানবমনে উদিত হয়। ভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

পণ্ডিতপ্রবর থেলিস্ এই দার্শনিক মতের প্রবর্ত্তক। জগতের মূল পদার্থ কি, এই তথ্য নির্ণয়ই এই শ্রেণীস্থ দার্শনিকগণের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই জন্য কোন কোন দর্শনশাস্ত্রের ঐতিহাসিক এই সম্প্রদায়কে দার্শনিক সম্প্রদায় না ধরিয়া বৈজ্ঞানিক শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন; কিন্তু বাস্তবিক দেখিতে গেলে জগত্তত্ত্বনির্ণয়ই দর্শনশাস্ত্রের মূল এবং যোন-দার্শনিকেরা বৈজ্ঞানিকের হিসাবে উক্ত তথ্য অন্বেষণ করেন নাই। তাঁহারা প্রকৃতির মূলতত্ত্ব (Ultimate underlying Principle) অন্বেষণ করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃতিগত তথ্য নিরূপণে বৈজ্ঞানিকের কোন অধিকার নাই, শুদ্ধ প্রক্রিয়া-বর্ণনে বিজ্ঞানের অধিকার (Science deals how and not why in the domain of nature); সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে যোন-দর্শনকে বিজ্ঞান শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে না।

প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ দার্শনিক থেলিসের আবির্ভাবকাল খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যকাল হইতে খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যকাল পর্য্যন্ত (খৃঃ পূঃ ৬৪০—৫৫০) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। থেলিস্ প্রাচীন সপ্ত তত্ত্বজ্ঞানীর (Seven Sages) অন্যতম বলিয়া বিখ্যাত। দার্শনিক থেলিসের মতে জলই জাগতিক পদার্থসমূহের মূল। জল হইতে সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন হইয়া পরে জলেই লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উক্ত মতবাদ থেলিসের বহুপূর্ব্বকাল হইতে প্রচারিত থাকিলেও লৌকিক বিশ্বাস বা কিংবদন্তীস্বরূপ গৃহীত হইত, পণ্ডিতপ্রবর থেলিসই সর্ব্বপ্রথমে ইহা দার্শনিক ভাবে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। কিরূপে থেলিস্ উক্ত সত্যে উপনীত হন, তাহার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। থেলিসের পরকালবর্ত্তী কোন কোন পণ্ডিতদিগের মতে থেলিস্ জগতের একত্ব, জগৎকারণশক্তি (World-soul or World-forming spirit) প্রভৃতি মতের প্রবর্ত্তনা করিয়া যান, কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

মিলেতাস্ নগরবাসী দার্শনিক আনাক্সিমন্দারকে (Anaximander of Miletus) অনেকে থেলিসের সমকালবর্ত্তী এবং শিষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আনাক্সিমন্দারের মতে জগতের মূলপদার্থ অসীম (Infinite), নিত্য (Eternal) এবং অনির্দ্দেশ্য (Indefinite)। এই ভূত পদার্থ হইতে কালক্রমে সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি হইয়া আবার সমস্ত পদার্থ কালে উহাতেই লীন হয়। আধুনিক পণ্ডিতদিগের মতে আনাক্সিমন্দার-কথিত মূল পদার্থ বর্ত্তমান জড় পদার্থের পূর্ব্বাবস্থা। তাপ এবং শৈত্যদ্বারা এই মূল পদার্থের অবস্থান্তর সাধিত হয়। ইহা হইতে স্পষ্ট অনুমিত হয় যে, এই মূল পদার্থ জাগতিক মূল পদার্থসমূহের (Elements) অব্যাকৃত অবস্থামাত্র।

দার্শনিক আনাক্সিমিনিস্ (Anaximenes) আনাক্সিমন্দারের শিষ্য বলিয়া বিখ্যাত। ইহার মতে সর্ব্বব্যাপী সদাগতি বায়ুই (All-entrancing ever-moving air) জগতের মূল উপাদান। বায়ুই সূক্ষ্ম হইয়া অগ্নিতে এবং ঘনীভূত হইয়া মৃত্তিকা, সলিল প্রভৃতির পদার্থে পরিণত হইয়া থাকে।

যোন-দার্শনিকদিগের মধ্যে উপরি উক্ত তিনজনই সমধিক বিখ্যাত এবং জড়প্রকৃতির মূলতত্ত্বনির্ণয়ই এই দার্শনিক সম্প্রদায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য।

পিথাগোরীয় দর্শন (Pythagorean philosophy)।

দার্শনিক পিথাগোরাস্ (Pythagoras) এই দার্শনিক সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে (খৃঃ পূঃ ৫৪০—৫০০) পিথাগোরাস্ বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। পিথাগোরসের জীবনী সম্বন্ধে অতি অল্পই অবগত হওয়া গিয়াছে। পিথাগোরসের চরিতাখ্যায়ক পরফাইরি (Porphyry) এবং আইয়াম্ব্লিকস্ (Iamblichus) তাঁহার জীবনীকে অতিমানুষ-ঘটনাবলীপরিপূর্ণ উপাখ্যানে পরিণত করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত পিথাগোরসের স্বসম্প্রদায়স্থ পণ্ডিতগণের রহস্যপূর্ণ (Esoteric) আখ্যানসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। তবে তাঁহার জীবনের নিম্নলিখিত ঘটনাসম্বন্ধে কতক পরিমাণে নিঃসন্দেহ হইতে পারা যায়। পিথাগোরসের জীবনের অধিকাংশ ইটালির দক্ষিণভাগের অন্তর্গত ক্রোটোনা নগরে (Crotona) অতিবাহিত হয়। রাজনৈতিক বিপ্লবে বিধ্বস্ত দক্ষিণ ইটালির রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের জন্য তিনি একটী সম্প্রদায় গঠন করেন। পবিত্র জীবন-যাপন এবং পরস্পরের প্রতি অকৃত্রিম প্রণয় এই সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের অবশ্য প্রতিপাল্য বিষয় ছিল। উক্ত সম্প্রদায় রাজনৈতিক কোন উন্নতিসাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছিল কি না, তৎসম্বন্ধে কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। পিথাগোরসের জীবনের প্রমাণ-

যোগ্য ঘটনা এখানেই পর্য্যবসিত; তদ্ব্যতীত যাহা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা কিংবদন্তী মাত্র।

পিথাগোরসের দার্শনিক মত সম্বন্ধেও নানাপ্রকার মতভেদ দৃষ্ট হয়। পিথাগোরস্ স্বকীয় দর্শনের কতটা উন্নতি বিধান করিয়া যান, তাহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না; তবে তদীয় সম্প্রদায় কর্ত্তৃক উহার যেরূপ পরিণতি সাধিত হইয়াছে, তাহার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ফাইলোলস্ (Philolaus), আর্কিটাস্ (Archytas) এবং ইউরিটাস্ (Eurytas) এই তিন জন দার্শনিক পণ্ডিত হইতে উক্ত দর্শন সম্বন্ধে কোন কোন জ্ঞাতব্য তথ্য অবগত হওয়া যায় এবং এই কয় জন দার্শনিক পণ্ডিতই উক্ত দর্শন সম্বন্ধে যে পরিমাণ উন্নতি বিধান করিয়া যান, তাঁহার উন্নতি ঐ স্থানেই পর্য্যবসিত হয়।

পিথাগোরীয় দর্শনের মতে সংখ্যাই (Number) জাগতিক বস্তুসমূহের প্রকৃত স্বরূপ। পদার্থমাত্রই কোন না কোনরূপ আকারবিশিষ্ট এবং ঐ আকার সংখ্যাদ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে, সুতরাং পদার্থমাত্রই সংখ্যার অধীন অর্থাৎ সংখ্যাই তাহাদের প্রকৃতস্বরূপ।

পিথাগোরীয় দার্শনিকেরা সংখ্যা বলিতে সংখ্যাদ্বারা নির্দ্দিষ্ট পদার্থ (Actually material principle) কিংবা বস্তুমাত্রেরই অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্মতত্ত্ব (Ideal Principle) বুঝিতেন, তৎসম্বন্ধে বিভিন্ন মত আছে; কিন্তু উক্ত দার্শনিকদিগের মতের অস্পষ্টতানিবন্ধন তৎসম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

শুদ্ধ পিথাগোরীয় দর্শন বলিয়া নয়, সক্রেটিসের পূর্ব্বকালীন সমস্ত দার্শনিক মতের বিশেষ লক্ষণ এই যে, প্রকৃতির বহিঃপ্রকাশের উপর (The eternal aspect of nature) অর্থাৎ প্রকৃতির যে দিক্ সর্ব্বপ্রথমে মানসচক্ষে প্রতিভাত হয়, তাহারই উপর তাঁহাদের বিভিন্নমত প্রতিষ্ঠিত। জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে জগতের বৈচিত্র্য দেখিয়া আত্মহারা হইতে হয়, পরে অনুধাবন করিয়া দেখিলে এই বৈচিত্র্যের মধ্যে সুন্দর সামঞ্জস্য দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে এই যে সামঞ্জস্য (Harmony) ইহাতেই জগতের সৌন্দর্য্য। পিথাগোরীয় দার্শনিকগণের দৃষ্টি জগতের এই সামঞ্জস্যের (Harmony and Proportion) দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে এবং এই সামঞ্জস্যের উপর দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহাদের সংখ্যাবাদ (Number theory) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

পিথাগোরীয় পণ্ডিতদিগের জগত্তত্ত্বও (Cosmology) এই সামঞ্জস্যবাদ-ভিত্তির উপর স্থাপিত। সৌর ও নক্ষত্র-জগতের মধ্যেও সুন্দর সামঞ্জস্য (Harmony) আছে। জগতের বিভিন্ন রাশিচক্র (Spheres) একটী অগ্নিময় কেন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া স্ব স্ব অক্ষপথে (Orbit) পরিভ্রমণ করিতেছে। এই অগ্নিময় কেন্দ্র হইতে তাপ, আলোক এবং জীবন (Life) জগতের অন্যান্য অংশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

পিথাগোরীয় দর্শনের সংখ্যাবাদ (Number-theory) পরিশেষে সঙ্কীর্ণ সঙ্কেতবাদে (Symbolism) পর্য্যবসিত হইয়াছিল। সংখ্যাই বস্তুর স্বরূপ, এই তত্ত্বের উপর নির্ভর করিয়া উক্ত দার্শনিকেরা আত্মা (Soul), ন্যায় (Justice) প্রভৃতি শব্দকেও সংখ্যাদ্বারা অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। যেমন কোন কোন পণ্ডিতের মতে ৩ সংখ্যাদ্বারা ন্যায় শব্দ বুঝায়, কাহারও মতে ৪ সংখ্যা উক্ত শব্দের বোধক ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এইরূপ অর্থশূন্য ভিত্তির উপর স্থাপিত দর্শনের কোনরূপ স্থায়িত্ব থাকিতে পারে না।

পিথাগোরীয় দর্শনের নীতিতত্ত্ব (Ethics) সম্বন্ধেও উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু নাই। আত্মসংযম (Self-control asceticism) এবং পবিত্রজীবন (Pure life) এই দুই তত্ত্ব পিথাগোরীয় সম্প্রদায়স্থ লোকের ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিফলিত দেখিতে পাওয়া যায়।

পিথাগোরীয়দিগের মতে দেহ আত্মার কারাগার স্বরূপ। দেহান্তে মৃতব্যক্তির আত্মা পূর্ব্বশরীর পরিত্যাগ করিয়া পশুশরীরে প্রবেশ করে এবং কেবল ধার্ম্মিক ব্যক্তির আত্মাই পশুশরীর হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। পরলোকে শাস্তি সম্বন্ধে বিশ্বাসও পিথাগোরীয়দিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

ইলীয়-দর্শন (Eleatic Philosophy)।

এসিয়া মাইনরস্থ কলোফন নগর (Colophon)-নিবাসী দার্শনিক জেনোফেনিস্ (Zenophanes) এই দার্শনিক মতের প্রথম প্রবর্ত্তক। তিনি ইলীয় নগরে (Elea) গিয়া বাস করেন, সেই জন্য উক্ত নগরের নামানুসারে উক্ত দর্শন ইলীয় (Eleatic) এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

পিথাগোরীয় দর্শনের দৃষ্টি যেমন জগৎপ্রকৃতির বহিঃপ্রকাশের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল, ইলীয় দর্শনের দৃষ্টিও সেইরূপ প্রকৃতির তাত্ত্বিক একত্বের দিকে নিবদ্ধ দেখা যায়। জগতের পরিবর্ত্তন ও বৈচিত্র্যের ভিত্তিভূমি-নিরূপণই ইলীয়-দর্শনের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যসাধনে তাঁহারা কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাঁহাদের দার্শনিক মতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই জানা যাইবে।

ইলীয় দার্শনিকদিগের মতে জগতে একমাত্র সৎই বিদ্যমান, অসতের অস্তিত্ব নাই (Only being is, non-being is not at all)। এই সৎ নিরুপাধি (Characterless), নির্ব্বিকার, অখণ্ড এবং অদ্বিতীয় (Whole and sole), অনন্ত এবং সমস্ত

বস্তুর মূল, ইহার বিকাশ নাই (No becoming), কেবলমাত্র সত্তা বা অস্তিত্ব (Being) আছে, সুতরাং সংসারে উৎপত্তি, বিলয়, জন্ম, মৃত্যু, জরামরণ প্রভৃতি কোনরূপ পরিবর্ত্তন নাই। বাহ্য জগৎ এবং জাগতিক পরিবর্ত্তন আড়ম্বরশূন্য দৃশ্যমাত্র, প্রকৃতপক্ষে ইহার কোনরূপ অস্তিত্ব নাই।

ইলীয়-দর্শন প্রকৃত পক্ষে অদ্বৈতবাদ হইলেও দ্বৈতবাদের হাত হইতে উদ্ধারলাভ করিতে পারে নাই। বাহ্য জগৎকে ভ্রম বলিলেও এই ভ্রমের উৎপত্তি কোথা হইতে হইয়াছে, তাহা নির্দ্দেশ করিতে না পারিলে, উহার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। ইলীয়-দর্শন জগৎভ্রমের উৎপত্তি নির্দ্দেশ করিতে পারে নাই, সুতরাং বাহ্যজগতের অস্তিত্ব ইলীয়দর্শনকে প্রকারান্তরে স্বীকার করিতে হইয়াছে।

জেনোফেনিসের (Zenophanes) মতে এক বই সত্তা নাই (All is one)। কিন্তু তিনি একের প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা স্পষ্টতঃ কিছু বলেন নাই। আরিষ্টটল বলেন, তিনি এক বলিতে অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জেনোফেনিসের মতে ঈশ্বর সর্ব্বতঃ পাণিপাদ, সর্ব্বতোক্ষিশিরোমুখ এবং সর্ব্বভূতের আশ্রয়। ঈশ্বরের কল্পনা হইতে সসীম উপাধি (Predicates) বর্জ্জন করিয়া তিনি ঈশ্বরের নিরুপাধিত্ব প্রখ্যাপন করিয়াছেন।

জেনোফেনিস্ যথাযথভাবে স্বকীয় মত প্রতিপন্ন করিয়া যান নাই, দার্শনিক পারমিনাইডিস্ (Perminides) এই দর্শনের প্রকৃত উন্নতিসাধন করেন। পারমিনাইডিস্ তদীয় দার্শনিক মত একখানি কাব্যগ্রন্থে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ইহার প্রথমাংশে সতের প্রকৃত স্বরূপ কি (The doctrine of being) ইহাই বর্ণিত আছে। তাঁহার মতে সৎ উৎপত্তিবিনাশহীন অখণ্ড, সর্ব্বস্থান ও সর্ব্বকালব্যাপী এবং স্বপ্রকাশ। সৎ চৈতন্যস্বরূপ; সুতরাং এ মতে সত্তা এবং সম্বিতে কোন প্রভেদ নাই (Thought and being are to him one and the same)। ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের যে পরিবর্ত্তনশীলতা ও বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়, তাহা ভ্রমাত্মক।

পারমিনাইডিসের গ্রন্থের দ্বিতীয়াংশে তিনি জগৎভ্রম বা অসতের উৎপত্তি-বিষয়ে (The doctrine of non-being) মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ঐ দ্বিতীয়াংশ অসম্পূর্ণ অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং এই অংশে তিনি যুক্তি অপেক্ষা কল্পনার আশ্রয় অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিয়াছেন। পারমিনাইডিস্ পৃথিবীতে তাপকে সতের (Being) অংশ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত সমুদয় অসৎ (Non-being)। জাগতিক সমুদয় পদার্থ বিপরীত গুণের সংমিশ্রণে উৎপন্ন; যে পদার্থের মধ্যে যে তাপ বা অগ্নি নিহিত আছে, তাহা সেই পরিমাণে জীবনীশক্তিসম্পন্ন, সেই পরিমাণ চৈতন্যযুক্ত এবং যে পরিমাণে তাপহীন, সেই পরিমাণে জীবন ও চৈতন্যহীন। মনুষ্যের আত্মা এবং দেহ অভিন্ন।

দার্শনিক জেনো (Zeno) ইলীয়-দর্শনের চরম উন্নতি সাধন করেন। ব্যতিরেকী প্রমাণের আশ্রয়গ্রহণ করিয়া জিনো সতের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন।

পারমিনাইডিস্ যেমন দেখাইয়াছেন, জগতে এক ছাড়া অন্য পদার্থের অস্তিত্ব নাই; জেনো পরোক্ষভাবে প্রমাণ করিয়াছেন, যে এক ব্যতীত অন্য বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিলে কতকগুলি বিরোধ (Contradictions) আসিয়া পড়ে।

জেনো দেখাইয়াছেন যে, বহুত্ব, গতি (Movement) প্রভৃতি পদার্থের অস্তিত্ব সম্ভবে না। যেমন বহুর অস্তিত্ব স্বীকার করিলে বহুকে অনেক একের সমষ্টি ধরিয়া লইতে হয়। কিন্তু এই একও পরিমাণবিশিষ্ট (Having magnitude), সুতরাং বহুর সমষ্টি। এইরূপ যতক্ষণ পরিমাণ থাকিবে, ততক্ষণ তাহাকে বহুর সমষ্টি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু প্রকৃত যাহা এক (Actual unit) অর্থাৎ যাহা বহুর সমষ্টি নয়, তাহা অবিভাজ্য; কিন্তু পরিমাণ থাকিলেই তাহা বিভাজ্য মানিতে হইবে; সুতরাং বহু, যাহা এরূপ কতকগুলি পরিমাণশূন্য একের সমষ্টি, তাহাও পরিমাণশূন্য; কিন্তু এরূপ নির্দ্দেশ অসঙ্গত সেই জন্য বহুর (Many) অস্তিত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে না। জেনোর গতি সম্বন্ধীয় প্রমাণও এইরূপ ধরণের। বাহুল্যভয়ে উল্লেখ করা গেল না। আরিষ্টটল জেনোকে তর্কশাস্ত্রের (Dialectics) প্রবর্ত্তক বলিয়া গিয়াছেন। জেনোই ইলীয় দর্শনের উল্লেখযোগ্য শেষ দার্শনিক।

হেরাক্লাইটস্ (Heraclitus) প্রবর্ত্তিত দার্শনিক মত।

এফিসস্ (Ephesus) নিবাসী দার্শনিক হেরাক্লাইটস্ এই মতের প্রচার করেন। খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে হেরাক্লাইটস্ বর্ত্তমান ছিলেন। ইনি দার্শনিক পারমিনাইডিসের সমকালবর্ত্তী। সক্রেটিসের পূর্ব্বকালবর্ত্তী দার্শনিকদিগের মধ্যে জ্ঞানগৌরবে হেরাক্লাইটস্ সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। তদীয় দর্শনগ্রন্থ (On nature) জটিলতা-বিষয়ে প্রসিদ্ধ।

ইলীয়দর্শন সৎ (Being), অসৎ (Non-being), এক (One) ও বহুর (Many) মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারে নাই; সুতরাং অদ্বৈতবাদ স্থাপনের চেষ্টা সত্ত্বেও তাহাতে দ্বৈতবাদের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে। হেরাক্লাইটস্ এই দুই বিরোধী পদার্থের সামঞ্জস্য স্থাপনে চেষ্টা করিয়াছেন।

হেরাক্লাইটসের দার্শনিক মত বিকাশবাদ (The doctrine of becoming)। হেরাক্লাইটস্ বলেন, জাগতিক পদার্থমাত্রেই

পরিণামস্বভাব, নিয়ত পরিবর্তনশীল (In eternal flux), জগতে কোন পদার্থ মুহূর্ত্তমাত্রও এক অবস্থায় থাকে না; জাগতিক পদার্থের স্থায়িত্ব (Permanence) ভ্রম মাত্র। পরিবর্তনই জগতের সনাতন নিয়ম। জন্ম হইতে মৃত্যু ও মৃত্যু হইতে জন্মলাভ হইতেছে, এইরূপ পরিবর্তনেই জগৎ চলিতেছে। জগতের এই পরিবর্তনবিরোধী পদার্থদ্বয়ের সংযোগে (Opposing adversatives) সাধিত হইতেছে। সেই জন্ত হেরাক্লাইটস্ বলিয়াছেন, দ্বন্দ্বই সমস্ত পদার্থের জনক (Strife is the father of things)। জগতের বহুত্ব লইয়াই জগতের একত্ব; কারণ বহুত্ব বা বিশ্ব না থাকিলে একত্ব হইতে পারে না।

হেরাক্লাইটস্ অগ্নিকে জাগতিক পরিবর্তনের শক্তিভূত বলিয়া গিয়াছেন। অগ্নি হইতে যাবতীয় পদার্থের উৎপত্তি। অগ্নিতেই পদার্থমাত্রের লয় এবং সকল পদার্থেই অগ্নি প্রচ্ছন্ন ভাবে বিদ্যমান আছে। ক্রমে এই নিহিত অগ্নি উদ্দীপিত হইয়া আবার নির্ব্বাপিত হইয়া থাকে, এই অগ্নি রুদ্ধগতি হইলে জাগতিক পদার্থে পরিণত হয়।

হেরাক্লাইটস্ বলেন, আমরা ভ্রমাত্মক ইন্দ্রিয়জ্ঞানের বশীভূত না হইয়া প্রজ্ঞার (Reason) আশ্রয়গ্রহণ করিব। প্রজ্ঞাজনিত জ্ঞান হইতেই আমাদের মনে সত্যজ্ঞানের উদয় হয় এবং ব্যাপারের প্রকৃত তাৎপর্য্য জানিতে পারি।

ইলীয়-দর্শন (Eleatic Philosophy) এবং হেরাক্লাইটস্-প্রবর্ত্তিত দর্শন পরস্পর বিরুদ্ধমতাবলম্বী। ইলীয়-দার্শনিকেরা একমাত্র সত্তের (Being) অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া আর সব ভ্রম বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন। হেরাক্লাইটস্ বলেন, জগতে শুদ্ধসৎ (Pure being, existence pure and simple) বলিয়া কোন পদার্থের অস্তিত্ব নাই। পরিবর্তন বা বিকাশই (Becoming) জগতের নিয়ম। ইলীয়-দর্শনের মতে বাহ্যজগতের মধ্যে যে পরিবর্তন ও বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়, উহা ভ্রম; কেবল সৎই (Being) বর্ত্তমান। হেরাক্লাইটস্ বলেন, জাগতিক পদার্থের স্থায়িত্বে (Permanence) বিশ্বাস ভ্রমমাত্র। পরবর্ত্তী বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায় এই দুই বিরোধীমতের সামঞ্জস্য স্থাপনে প্রয়াস পাইয়াছেন। তন্মধ্যে গ্রীক দার্শনিক এম্পিডক্লিস্ (Empedocles) প্রধান।

এম্পিডক্লিসের দার্শনিক মত।

খৃঃ পূঃ ৪৪৪ অব্দে দার্শনিক এম্পিডক্লিস্ বিদ্যমান ছিলেন। এম্পিডক্লিসের প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, তিনি একাধারে রাজনীতিজ্ঞ, কবি, বাগ্মী, বিজ্ঞানবিৎ এবং দার্শনিক ছিলেন।

এম্পিডক্লিস্ তদীয় দর্শনে ইলীয়-দর্শন ও হেরাক্লাইটীয় দর্শনের বিরোধ ভঞ্জনে চেষ্টা করিয়াছেন। এম্পিডক্লিস্ বলেন, যে যে বস্তু পূর্ব্বে ছিল না, তাহার উৎপত্তি হইতে পারে না এবং উৎপন্ন বস্তুর বিনাশও অসম্ভব। এজন্ত এম্পিডক্লিস্ পূর্ব্ব হইতেই ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ এই চারিটী মূল পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এম্পিডক্লিসের এই চারিটী মূল পদার্থ তাঁহার মতে ইলীয়-দর্শনোক্ত সত্তের (Being) স্থানীয়। বাহ্য জগৎ এই চারিটী পদার্থের যোগে উৎপন্ন হইয়াছে। এই যোগসাধনে দুইটী কার্য্যকারী শক্তির প্রয়োজন হইয়াছে, ইহার একটী আকর্ষণশক্তি, ইহাকে এম্পিডক্লিস্ প্রেম বা সৌহার্দ্দ্য (Love or friendship) নামে অভিহিত করিয়াছেন, অপরটী দ্বন্দ্ব বা বিয়োগ (Strife) বিকর্ষণ-শক্তি। এম্পিডক্লিসোক্ত আদিম জগতের (Primitive world) নাম স্ফেরায়স্ (Sphairos)। এই আদিম জগৎ পূর্ব্বে আকর্ষণ-শক্তির (Friendship) অধীন ছিল, পরে বিকর্ষণশক্তি (Strife) এই জগতের মধ্যে প্রবেশলাভ করিয়া জগতের বৈচিত্র্য এবং বহুত্ব সাধন করিয়াছে। এই বিকর্ষণশক্তি (Strife) হেরাক্লাইটস্ কথিত পরিণামের (Heraclitean flux) স্থানীয়।

এম্পিডক্লিস্-কথিত এই চারিটী মূলপদার্থ যোন-দার্শনিকদিগের কথিত মূলপদার্থের সমস্থানীয় নহে। এম্পিডক্লিসের মূলপদার্থের কোনরূপ পরিবর্তন হইতে পারে না। একটী অন্যটীতে রূপান্তরিত হইতে পারে না। একটী অন্যটীর সহিত স্বীয় স্বতন্ত্রতা না হারাইয়া মিশিতে পারে মাত্র। জগতের উৎপত্তি ও বিনাশ-প্রণালী এই চারিটী পদার্থের যোগবিয়োগ হেতু ঘটিয়া থাকে।

পরমাণুবাদ (Atomism)।

দার্শনিক লিউসিপস (Leucippus) এবং ডিমোক্রিটস্ (Democritus) এই দার্শনিক মতের স্থাপনা করিয়া যান। ইহার মধ্যে ডিমোক্রিটসই সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি খৃঃ পূঃ ৪৯০ অব্দে আবডেরা (Abdera) নগরে জন্মগ্রহণ করেন। এম্পিডক্লিসের ন্যায় উঁহারাও উপরিউক্ত বিরোধী মতদ্বয়ের সামঞ্জস্য বিধানে প্রয়াসী হইয়াছিলেন।

ইঁহাদের মতে সূক্ষ্ম জড়ীয় পরমাণুই জগতের মূল। পরমাণু সকল পরিবর্তনহীন এবং অবিভাজ্য সূক্ষ্ম জড় পদার্থ, ইহাদের মধ্যে গুণের কোন প্রভেদ নাই, কেবল আকৃতি, পরিমাণ এবং গুরুত্বের পার্থক্য আছে। তবে পৃথিবীতে যে বিভিন্ন গুণ ও ধর্ম্মবিশিষ্ট পদার্থের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা এই একধর্ম্মবিশিষ্ট পরমাণুসমূহের বিভিন্ন সমাবেশ (Combination or change of position) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং ইঁহাদের মতে উৎপত্তি বা বিকাশ (Becoming) পরমাণুসমূহের স্থানপরিবর্তন মাত্র।

কি প্রকারে পরমাণুসমূহের গতি বা স্থান পরিবর্তন সাধিত হয়, তৎসিদ্ধান্তে ডিমক্রিটস্ বলিয়াছেন যে, বিভিন্ন আকৃতি-বিশিষ্ট পরমাণু সকল শূন্যসাগরে (Vacuum) ভাসমান ছিল। এই পরমাণুসমূহ গতিবিশিষ্ট হওয়ায় পরস্পরের সহিত প্রতিহত হইয়া (Collided) শূন্যে ভ্রমণ করিতেছে এবং এক আকৃতি-বিশিষ্ট (Like-shaped) পরমাণু সকল মিলিত হইয়া ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত এবং নানা জাতীয় পদার্থের সৃষ্টি করিতেছে। তিনি পরমাণুসমূহের গতির কারণ নির্দেশকালে বলিয়াছেন, পরমাণু-সমূহের অন্তর্নিহিত ধর্ম্মবশেই এই মত সংঘটিত হইয়াছে। নিয়তি বা দৈব (Necessity or chance) ব্যতীত এই কারণ পরস্পরের অপর কোন মূল নির্দেশ করা যায় না। ডিমক্রিটস্ নিরীশ্বরবাদ (Atheism) এবং প্রকৃতিবাদের (Naturalism) সূচনা করিয়া যান। তিনি বলেন, প্রচলিত বহুদেববাদ (Polytheism) ভয় হইতে প্রসূত।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, পরমাণুবাদের ইলীয় এবং হেরাক্লাইটীয়-দর্শনের সামঞ্জস্য-বিধানের চেষ্টা করা হইয়াছে। ডিমোক্রিসোক্ত পরমাণু উভয় মতের মধ্য স্থানীয়, পরমাণু সকলের অবিভাজ্যতাহেতু উহারা ইলীয় দর্শনোক্ত সত্তের (Being) স্থানীয়, আবার উহাদের পরস্পর মিশ্রণজনিত পরিবর্ত্তনের জন্য হেরাক্লাইটিসের বিকাশ বা পরিণামের (Becoming) স্থানীয়। পরমাণুসমূহকর্তৃক অধিকৃত স্থান (Plenum) সত্তের স্থানীয় এবং যে অনন্তশূন্যে পরমাণুসমূহ বিচরণ করিতেছে, তাহা হেরাক্লাইটীয়। পরমাণুসমূহের সংযোগবিয়োগ ব্যতীত উৎপত্তি-বিনাশ জগতে নাই, এই মত ইলীয়-দর্শনের মতের সহিত মিলে; আবার পরমাণুসমূহের গতি এবং পরস্পরের সহিত মিলিত হইবার সময় হেরাক্লাইটসের দর্শনোক্ত নামের স্থানীয়।

আনাক্সাগোরসের (Anaxgoras) দার্শনিক মত।

আনাক্সাগোরস্ খৃঃ পূঃ ৫০০ অব্দে ক্লেজোমিনি (Clazomenæ) নগরে জন্মগ্রহণ করেন। পারস্যযুদ্ধের পর তিনি আথেন্স নগরীতে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। পরে প্রচলিত ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করায়, তিনি আথেন্স নগরী ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া জীবনের অবশিষ্টকাল ল্যাম্প্স্যাকস্ (Lampsacus) নগরে অতিবাহিত করেন। দার্শনিক আনাক্সাগোরসই সর্ব্বপ্রথমে আথেন্স-নগরীকে দর্শন-শাস্ত্রের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত করেন।

পরমাণুবাদী দার্শনিকদিগের ন্যায়, আনাক্সাগোরস্ পদার্থের উৎপত্তিবিনাশ স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, উৎপত্তি-বিনাশ বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহা পদার্থ সকলের সংযোগ-বিয়োগ মাত্র। শক্তির (Force) সংযোগে এই সংযোগবিয়োগ সাধিত হইতেছে। আনাক্সাগোরস্-মতে, এই শক্তি পরমাণু-বাদীদিগের কথিত জড়শক্তি বা দৈব (Necessity) নহে, ইহা ইচ্ছাময়-শক্তি।

আনাক্সাগোরস্ এই শক্তিকে "নৌস" (Nous) নামে অভিহিত করিয়াছেন। তিনি এই শক্তিকে সর্ব্বতঃ বর্ত্তমান ও সর্ব্ববস্তুর সারভূত-কার্য্যকারী শক্তিসমূহের মূল বলিয়া গিয়াছেন। এই ইচ্ছাময়-শক্তিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া জগৎব্যাপার চলিতেছে। যেরূপ ভাবে আনাক্সাগোরস্ এই শক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, তিনি প্রকৃত পক্ষে জগতের বিধাতা নহেন, জগতের সূচনা করিয়াছেন মাত্র। আনাক্সাগোরসের "নৌস" গতির বা শক্তির নিয়ন্তা, শক্তিহীন জড়ে শক্তি প্রদান করিয়াছেন মাত্র (Mover of matter); এই জন্য প্লেটো, আরিষ্টটল প্রভৃতি দার্শনিকগণ বলিয়াছেন যে, আনাক্সাগোরস্ শিল্পজ্ঞানের হিসাবে সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন (Mechanical explanation of the world)।

আনাক্সাগোরসের মতে সৃষ্টির প্রাক্‌কালে জাগতিক সমুদয় পদার্থ অতি সূক্ষ্মভাবে পরস্পরের সহিত মিশ্রিত ছিল, পরে 'নৌস' এই বিভিন্ন পদার্থসমূহের বিয়োগসাধন করিয়া সৃষ্টিকার্য্য সমাধান করেন। প্রথমে এই মিশ্রিত পদার্থসমূহের মধ্যে (Chaotic mass) আবর্ত্ত (Vortex) উৎপন্ন হয় এবং আবর্ত্তের বেগে একজাতীয় পদার্থসমূহ এই পদার্থসমষ্টি হইতে বিযুক্ত হইয়া একত্র মিলিত হয়, এইরূপে বিভিন্নপদার্থের সৃষ্টি হয়। প্রাণীদিগের মধ্যেও নৌস্ বিভিন্ন মাত্রায় এবং বিভিন্ন শক্তি আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান আছে। এইরূপে দেখা যায় যে, নৌস বা ইচ্ছাময়-শক্তি সৃষ্টিতত্ত্ব বিধান করিয়া এই সৃষ্টির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন।

সক্রেটিসের পূর্ব্ব দার্শনিক সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে যাঁহাদের মত বাস্তব-বাদের (Realism) উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, আনাক্সাগোরসই সেই মতের শেষ সমর্থক। আনাক্সাগোরসের পরে যে দার্শনিক মতের প্রচলন হয়, উহার প্রণালী সম্পূর্ণ নূতন এবং পূর্ব্ব দার্শনিকদিগের মতের সহিত তাহার কিছুমাত্র সৌসাদৃশ্য নাই। এই দার্শনিক মতের নাম সোফিজম্ (Sophism) এবং এই মতাবলম্বী দার্শনিকদিগের নাম সোফিষ্ট (Sophist)।

সোফিজম্।

সোফিজম্ বলিতে কেহ যেন কোন এক বিশেষ মতবিশিষ্ট দার্শনিক সম্প্রদায় না বুঝেন, বিভিন্ন মতাবলম্বী বিভিন্ন দার্শনিকগণ এই আখ্যা দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকেন। সোফিষ্টদিগের দার্শনিকমত কোন কালেই প্রকৃষ্ট সম্মানলাভ

করিতে পারে নাই। যদিও সোফিষ্ট আখ্যাধারী অনেক গভীর জ্ঞানবিশিষ্ট পণ্ডিত বিদ্যমান ছিলেন; কিন্তু ঐ সম্প্রদায়েও অধিকাংশ লোক তাদৃশ প্রতিভাসম্পন্ন ও সত্যানুসন্ধিৎসু ছিলেন না বলিয়া সোফিষ্টদিগের মত কুতর্কের বাগুরাস্বরূপ কথিত হইয়া থাকে। সোফিষ্ট শব্দের বর্ত্তমান অর্থ কুতর্ককারী।

সময় বিশেষের চিত্র জাতীয় জীবনে, শিল্প সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। তৎকালীন সময়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, দর্শনের অবনতির কারণ স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। এই সময়ে গ্রীকজাতীয় জীবন অধোগতির নিম্নস্তরে অবতরণ করিয়াছিল, সমাজবন্ধন, নৈতিকবন্ধন ও রাজনৈতিকবন্ধন শিথিল হইয়াছিল। হিংসা, দ্বেষ, আত্মম্ভরিতা ও অন্তর্বিবাদ সমাজকে উৎসন্নপ্রায় করিয়া তুলিয়াছিল। রাজনৈতিক পুরুষগণ স্ব স্ব প্রাধান্যস্থাপনে যত্নবান্, সাধারণ লোক স্বাতন্ত্র্যাবলম্বী, নিজের ইচ্ছা ব্যতীত অপর কোন বন্ধনের অধীনতা স্বীকার করিতে পরাঙ্মুখ। সুতরাং এই সময়ের চিত্র যে দর্শনেও ফুটিয়া উঠিবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে।

সোফিষ্টদিগের দার্শনিক মত।

পূর্ব্ব দার্শনিক সম্প্রদায়সমূহের মতে মনুষ্যজগতের ক্ষুদ্র অংশ বিশেষ, মনুষ্যের অস্তিত্ব জগতের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে, জগতের নিয়মে মানুষ নিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিতেছে। জগতের অসংখ্য অন্যান্য পদার্থের মধ্যে মানুষও একটী পদার্থ মাত্র। প্রথমে জগতের অস্তিত্ব, পরে মানুষের অস্তিত্ব। মানুষের মনবুদ্ধি প্রভৃতি জাগতিক ব্যাপার-পরম্পরার মধ্যে একটী ব্যাপার বিশেষ; কিন্তু সোফিষ্টদিগের মত ইহার বিপরীত, তাঁহাদের নিজের অস্তিত্বের উপর অন্যান্য বস্তুর অস্তিত্ব নির্ভর করে (The principle of subjectivity)। আমি নিজে না থাকিলে আমার নিকট জগতের অস্তিত্ব থাকিত না, আমার নিকট যে প্রকার প্রতীয়মান হয়, জগৎকে আমি সেই প্রকারই জানি। জ্ঞান প্রত্যেক ব্যক্তির নিজায়ত্ত, দুই ব্যক্তি একভাবে এক বস্তুকে দেখে না, সুতরাং কোন সাধারণ জ্ঞান (Universal knowledge) অর্থাৎ যে জ্ঞান দুই ব্যক্তির পক্ষেই এক প্রকার এরূপ জ্ঞান হইতেই পারে না। নৈতিক এবং সামাজিক জীবন সম্বন্ধেও তাঁহাদের মত এই প্রকার, সুতরাং তাঁহারা সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতার একপ্রকার সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। মানবমন জগতের নিয়মে না চলিয়া, জগতের উপর নিয়ম স্থাপন করিতে প্রয়াসী। হেরাক্লাইটসের পরিবর্ত্তনবাদ (Flux) এবং জিনোর বাহ্য জগতের অনস্তিত্ব-প্রমাপক তর্কযুক্তি এবং আনাক্সাগোরস্-প্রবর্ত্তিত বস্তুর উপর জ্ঞানের প্রাধান্য (Nous) এই দার্শনিক মতের সূচনা করিয়া গিয়াছে। সোফিষ্ট-দর্শনের প্রধান দোষ এই যে, ইহার সত্যাংশটুকুও কুতর্করাজির মধ্যে ঢাকিয়া গিয়াছে। লোকে ইহার সত্যাংশ স্বীকার করে না, কেবল যে তর্ক আশ্রয় করিয়া উক্ত দার্শনিকগণ এই মত স্থাপনে প্রয়াস পাইয়াছেন, সেইগুলির দোষ গ্রহণ করিয়া থাকে। সোফিষ্টদিগের কুতর্কপ্রিয়তা এবং ব্যক্তিগত নৈতিক অবনতি ইহার জন্য কতক পরিমাণে দায়ী।

অনেক সোফিষ্ট-পণ্ডিত সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ছিলেন এবং সকল বিষয়ের অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। অর্থ লইয়া তাঁহারা শিক্ষা প্রদান করিতেন এবং অর্থ ও সম্মানলাভের আশায় সকল কার্য্যই সম্পন্ন করিতেন। এই সকল সত্ত্বেও সোফিষ্টদিগের দ্বারাই গ্রীসদেশে শিক্ষার বিস্তারলাভ ঘটে। সোফিষ্ট-পণ্ডিতদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েক জনই সমধিক বিখ্যাত।

প্রোটাগোরস্।

ইনি নীতিশাস্ত্রের শিক্ষক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। খৃঃ পূঃ ৪৪০ অব্দে আব্ডেরা (Abdera) নগরে জন্মগ্রহণ করেন। আথেন্স নগরে শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, ধর্ম্মদ্রোহহেতু তথা হইতে বিতাড়িত হন। তাহার দার্শনিকমত "মানুষই সকল পদার্থে প্রমিতিস্বরূপ" (Man is the measure of all things) অর্থাৎ সকল পদার্থের অস্তিত্ব অনস্তিত্ব মানুষের জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। ইন্দ্রিয়জনিত জ্ঞান লইয়া আমাদের সহিত বাহ্য জগতের সম্পর্ক এবং ইন্দ্রিয়জনিত জ্ঞানও সকলের সমান নহে, ভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্নরূপ। যাহার যেরূপ জ্ঞান তাহার পক্ষে তাহাই সত্য। এক বস্তু সম্বন্ধে বিভিন্ন মত ব্যক্ত হইলেও উভয়ই সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, কারণ প্রত্যেকের জ্ঞানই স্ব স্ব অনুভবসিদ্ধ। নীতি সম্বন্ধেও এইরূপ ভাল মন্দ বলিয়া কোন কিছুর অস্তিত্ব নাই, তবে সকলে মিলিয়া বা প্রভুত্বশালী ব্যক্তি নিজ সুখ দুঃখের সহিত মিলাইয়া কতকগুলি নিয়ম (Positive statute) বিধিবদ্ধ করিয়াছে, সুখদুঃখানুসারে উহাই ভালমন্দরূপে কথিত হইয়া থাকে। নীতি সম্বন্ধে প্রোটাগোরসের মত পূর্ব্বোক্তরূপ হইলেও তাঁহার জীবন নিষ্কলঙ্ক ছিল।

জর্জিয়স্ (Georgias)।

ইনি রাজনীতিজ্ঞ এবং অলঙ্কারশাস্ত্রবিৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। সিরাকিউস্ (Syracuse)-কর্ত্তৃক প্রপীড়িত নিজ জন্মভূমি সিসিলির অন্তর্গত লিয়নৃসিয়ম্ (Leontium) নগরের উদ্ধার সাধনার্থ খৃঃ পূঃ ৪২৭ অব্দে আথেন্সে আগমন করেন। তাঁহার বক্তৃতামালা ভাষার উচ্ছ্বাস, আলঙ্কারিক ছটার জন্য প্রসিদ্ধ। দর্শন সম্বন্ধে তিনি ইলীয়-সম্প্রদায়োক্ত দার্শনিক

জিনোর মতাবলম্বী। তদীয় দার্শনিক গ্রন্থের নাম প্রকৃতি বা অসৎ (Of the Non-existent, or of Nature)। এই গ্রন্থে তিনি দেখাইয়াছেন যে, কোন বস্তুর অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, কারণ যে সকল বস্তুর অস্তিত্ব আছে, তাহাদের হয় উৎপত্তি হইয়াছে (originated), কিংবা উৎপত্তি হয় নাই অর্থাৎ উৎপত্তিহীন (not originated)। উভয় প্রকার বস্তুর কল্পনাই অসম্ভব, কারণ যে বস্তুর অস্তিত্ব আছে, তাহার উৎপত্তি অসম্ভব এবং যে বস্তুর অস্তিত্ব আছে অথচ তাহার উৎপত্তি হয় নাই এরূপ ধারণাও অসম্ভব; সুতরাং কোন পদার্থেরই অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। (Because something existent must have either originated or not originated neither of which alternative is possible to thought.—Vide Schwegler, p. 36)

অপরাপর সোফিষ্ট-পণ্ডিতদিগের মধ্যে প্রডিকস্ (Prodicus) ব্যতীত আর কেহই তত প্রসিদ্ধ নহে। অন্যান্য সকলে বিদ্যাড়ম্বরপূর্ণ, উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি ছিলেন। ঐহিক মঙ্গল, জন্মমৃত্যু প্রভৃতি বিষয়ে প্রডিকসের দার্শনিক মীমাংসা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রডিকসের গ্রন্থে নৈতিক বিষয়ের বিশেষ প্রকর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য কেহ কেহ তাহাকে সক্রেটিসের গুরু (predecessor) বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

গ্রীক সাহিত্যশিল্পের উন্নতি সোফিষ্টপণ্ডিতদিগের দ্বারা অনেক পরিমাণে সাধিত হইয়াছে। ভাষার উন্নতিসাধন সম্বন্ধে সোফিষ্ট পণ্ডিতগণ বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন।

সক্রেটিস্-প্রবর্ত্তিত দর্শন (Socratic Philosophy)।

আত্মবোধের (Self-consciousness) সমর্থনেই সোফিষ্টদিগের দার্শনিক মতের বিশেষত্ব। কিন্তু উক্ত দার্শনিকদিগের কথিত আত্মবোধ তাত্ত্বিক আত্মজ্ঞান (absolute subjectivity) নহে; উহা ব্যক্তিগত ও ব্যবহারিক বোধ মাত্র (empirical, egoistic subjectivity)। সুতরাং এই মতানুসারে কেবল আত্মজ্ঞানের উপর সত্যাসত্য নির্ভর করে না; ব্যক্তিগত বোধের উপর নির্ভর করে। সুতরাং সত্য প্রত্যেকের নিকট স্বতন্ত্র, ভ্রম বলিয়া কোন পদার্থ সংসারে নাই।

এইরূপ দুর্বল ভিত্তিতে কোনরূপ সত্যই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সক্রেটিস্ এই ব্যক্তিগত বোধের অসারতা দেখাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, সত্যাসত্য নির্ণয় তোমার কি আমার বিশেষ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে না। সত্যান্বেষণই জ্ঞানের ধর্ম্ম। এই জ্ঞান (Reason) সার্ব্বজনিক (Universal); সত্যও তোমার পক্ষে এক অন্যের পক্ষে অন্যরূপ, উহাও সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি। ব্যক্তিগত নিজস্ব সম্পত্তি হইলে সত্য বলিয়া কোন পদার্থের অস্তিত্ব থাকিত না এবং থাকিলেও উহা লোকের বোধগম্য হইত না। প্রত্যেক লোকের বিশ্বাস যে, যাহা তাহার নিকট সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা যে শুধু তাহার পক্ষেই সত্য, তাহা নহে, অন্য জ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে (Rational being) সত্য। সুতরাং সক্রেটিসের জ্ঞানের প্রকৃতিতেই সত্যের মূল নিহিত আছে। সক্রেটিস্ জ্ঞানের সার্ব্বভৌমত্ব (Universality) এবং বাস্তবতা (Objectivity) প্রমাণ করিয়া বাস্তব-জ্ঞানবাদের (philosophy of objective thought) প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

তিনি সোফিষ্টদিগের দর্শনের একদেশদর্শিত্ব প্রমাণ করিয়া উক্ত দর্শনের অভাব পূরণ করিয়া গিয়াছেন। সক্রেটিসের দার্শনিক মত সোফিষ্টদিগের দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; এজন্য কেহ কেহ তাঁহাকে সোফিষ্টদলভুক্ত বলিয়া থাকেন।

সক্রেটিসের অভ্যুদয়ের সহিত গ্রীকদর্শনের দ্বিতীয় যুগের আরম্ভ হয়। প্লেটো এবং আরিষ্টটলের দর্শন সক্রেটিসের দার্শনিক মতের চরম পরিণতি।

সক্রেটিসের দার্শনিক মত অপেক্ষা সক্রেটিসের ব্যক্তিগত জীবনের সহিত লোকে সমধিক পরিচিত। তাঁহার জীবনে তাঁহার দার্শনিক মতসমূহ প্রতিফলিত হইয়াছিল। প্রাচীন কালে যে সকল মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া য়ুরোপকে পুণ্যভূমি করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের কথা স্মৃতিপথে উদিত হইলে সর্ব্বাগ্রে জ্ঞানিশিরোমণি সক্রেটিস্কেই মনে পড়ে। সক্রেটিস্ য়ুরোপবাসীকে আদর্শ জীবনের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। এই মহিমামণ্ডিত মহাপুরুষের জ্ঞানপ্রতিভা তদনীন্তন জ্ঞানরাজ্যে কিরূপ প্রভুতা বিস্তার করিয়াছিল, তাহা তৎপরবর্ত্তী দার্শনিক মত দৃষ্টে জ্ঞাত হওয়া যায় এবং দার্শনিক প্লেটো তাহা সবিস্তারে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

সক্রেটিস্ খৃঃ পূ ৪৬৯ অব্দে সফ্রনিস্কস্ (Sophroniscus) নামক একজন ভাস্করের ঔরসে এবং ফিনারিটি (Phaenarete) নামক ধাত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তিনি পিতৃব্যবসায় অবলম্বন করেন। গ্রীসের আক্রপলিসে (Acropolis) তাঁহার খোদিত তিনটী মূর্ত্তি বহুকাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল।

সক্রেটিসের বাল্যজীবনসম্বন্ধে বিশেষ কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কথিত আছে, তিনি সোফিষ্ট প্রডিকস্ (Prodicus) এবং সঙ্গীতজ্ঞ ডামনের (Damon) নিকট বাল্যশিক্ষা প্রাপ্ত হন। কিন্তু এই শিক্ষা তাঁহার জীবনের স্থায়ী ভিত্তিস্বরূপ হয় নাই। সক্রেটিসের দার্শনিকমত কোন দর্শনসম্প্রদায় বা ব্যক্তিবিশেষের নিকট গৃহীত নহে, তাঁহার মানসিক

উন্নতি তিনি স্বীয় তীক্ষ্ণধী ও অধ্যবসায়-গুণে সাধন করিয়াছিলেন। অতি অল্পবয়স হইতেই সক্রেটিস্ সাধারণ শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হন।

বাজার, বিপণী, জিম্নাসিয়ম (Gymnasium) প্রভৃতি প্রকাশ্য স্থানে সকল শ্রেণীর লোকের সহিত তিনি স্বীয় দার্শনিক মত বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন। তাঁহার শিক্ষাপ্রণালী অভিনব প্রকারের ছিল; অন্যান্য দার্শনিকদিগের ন্যায় তিনি বাগাড়ম্বরের সহিত নিজ মত প্রচারে প্রবৃত্ত হইতেন না। প্রথমে অজ্ঞতার ভান করিয়া যে কোন ব্যক্তির নিকট ধর্ম্মবিষয়ক সামাজিক বা বৈষয়িক কোন প্রশ্ন উত্থাপন করিতেন, জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি তদুত্তর প্রদান করিলে তাহার সত্যাসত্য বিচার করিবার জন্য তর্কজাল বিস্তার করিয়া উক্ত ব্যক্তির অজ্ঞতা তাহার দ্বারাই সপ্রমাণ করাইতেন। সক্রেটিসের এই অজ্ঞতার ভানকে "সক্রেটিসের শ্লেষ" (Socratic Irony) বলে। সক্রেটিস্ তাঁহার এই প্রচারকার্য্যে দুরূহ বা জটিল বিষয় সকল সরলভাবে বুঝাইতেন। এই জন্য তাঁহার সময়ে সাধারণের শিক্ষাবিস্তারকার্য্য তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত সুগম হইয়া উঠে। সাধারণ যুবকদিগের মন অপেক্ষাকৃত সরল; সুতরাং সত্যগ্রহণে পরাঙ্মুখ নহে জানিয়া তিনি যুবকদিগের মধ্যে আপন প্রচারকার্য্য অধিক পরিমাণে বিস্তারিত করেন। অনেক সম্ভ্রান্তবংশীয় আথেনীয় যুবক তাঁহার শিষ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল। আল্‌সিবিয়াডিস্ (Alcibiades), জেনোফন্ (Zenophon) এবং প্লেটো তাঁহাদের অন্যতম।

কিন্তু সক্রেটিসের এই সাধু উদ্দেশ্য লোকে যথাযথভাবে গ্রহণ করে নাই। সাধারণলোকে তাঁহাকে ধর্ম্মদ্রোহী এবং নূতন ধর্ম্মসংস্থাপনে উদ্যোগী বলিয়া স্থির করিয়াছিল। কবি আরিষ্টফেনিস্ (Aristophanes) তদীয় "ক্লাউডস্" (Clouds) নামক গ্রন্থে সক্রেটিস্‌কে এই ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। ইহার ২৪ বৎসর পরে সক্রেটিস ধর্ম্মদ্রোহ ও যুবকদিগকে স্বকল্পিত অপধর্ম্মশিক্ষাদানাপরাধে অভিযুক্ত হন। বাস্তবিক পক্ষে বলিতে গেলে, সক্রেটিস্ কোন নূতন ধর্ম্মপ্রচার করেন নাই; তিনি প্রচলিত ধর্ম্মমতেরই পক্ষপাতী ছিলেন। তবে স্বীয় প্রতিভাগুণে ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত সত্যকে আরও উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিয়াছিলেন। অভিযোগের ফলে, সক্রেটিসের প্রতি বিষপানে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা বিহিত হয়। তাঁহার জীবনের শেষকাল তিনি তাঁহার নৈতিক উন্নতির চরম উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন। ক্ষমা প্রার্থনা করিলেই তিনি প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি বলিলেন, যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন, তাঁহার জন্য তিনি সাধারণের নিকট ধন্যবাদের পাত্র, ক্ষমাভিখারী নহেন। পলায়নদ্বারা প্রাণরক্ষা করার সুবিধাসত্ত্বেও তিনি সপ্ততিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে অম্লানবদনে বিষপান করিয়া এই নশ্বর দেহত্যাগ করেন।

সক্রেটিসের দার্শনিক মত।

সক্রেটিস্ স্বীয় দার্শনিক মত সম্বন্ধে কোন গ্রন্থ রচনা করিয়া যান নাই। তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্যও তাহা ছিল বলিয়া বোধ হয় না; প্রচলিত সংস্কারকার্য্যেই তিনি ব্যস্ত ছিলেন। জেনোফন-প্রণীত তদীয় জীবনচরিত (Memorabilia) এবং প্লেটোর গ্রন্থে তাঁহার দার্শনিক মতের আভাস পাওয়া যায়। প্লেটোর নিজ দার্শনিক মতের সহিত সক্রেটিসের মত মিশ্রিত হওয়া সম্ভব বলিয়া জেনোফনের গ্রন্থই অধিক প্রামাণ্য।

পূর্ব্বপ্রচলিত দর্শনসম্প্রদায়সমূহের বিশেষতঃ সোফিষ্টদিগের দার্শনিক মতসমূহের খণ্ডনে সক্রেটিসের দর্শনশাস্ত্রের অধিকাংশ নিয়োজিত হইয়াছে। সক্রেটিসের সময় হইতে দর্শনশাস্ত্রের দৃষ্টি বহির্জগৎ হইতে অন্তর্জগতে (Mind or Microcosm) নীত হয়। আত্মজ্ঞানই (Know Thyself) সক্রেটিসের মতে দর্শনশাস্ত্রের মূল। দর্শনশাস্ত্রের এই অন্তস্তত্ত্বের দিকে সক্রেটিসের এতদূর দৃষ্টি ছিল যে, তিনি বাহ্যজগৎকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে বাহ্য জগৎ হইতে কিছুই শিক্ষা করিবার নাই, বোধ হয় তাহার নাগরিক জীবন তাঁহার এই মতের জন্য কতক পরিমাণে দায়ী। সক্রেটিসের দর্শন জগত্তত্ত্বের দিকে কিছুমাত্র অগ্রসর হয় নাই; মানব-জীবনই সক্রেটিসের দর্শনের আলোচ্য বিষয়। এজন্য তাঁহার দর্শনে নীতিতত্ত্ব (Morality) প্রধান স্থান লাভ করিয়াছে। তাঁহার মানবজীবনের নৈতিক ভাগই অপেক্ষাকৃত পরিস্ফুট।

সোফিষ্টদিগের বিরুদ্ধমতাবলম্বী হইলেও সক্রেটিস্ সোফিষ্টদিগের মত কতকাংশে গ্রহণ করিয়াছেন। সোফিষ্টদিগের মত এই যে, সকল নৈতিক কার্য্যই জ্ঞানকৃত (Conscious action), তিনি ঐ মত অবাধে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, কেহই ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্যায় করে না। এ মত অনেকাংশে সোফিষ্ট মতের অনুরূপ।

সক্রেটিসের মতে জ্ঞানই ধর্ম্মের স্বরূপ (Knowledge is virtue), অধর্ম্ম অজ্ঞানকৃত। সক্রেটিসের এই ধর্ম্মাধর্ম্মের ব্যাখ্যা আধুনিক পণ্ডিতগণ বিকৃত বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা বলেন, সক্রেটিস্ মনের ইচ্ছাবৃত্তির দিকে (Impulsive side of mind) দৃষ্টিপাত করেন নাই। কিন্তু সক্রেটিসের মত হিন্দুদর্শনের সহিত মিলে। হিন্দুদর্শনের মতে প্রকৃত জ্ঞান ও অধর্ম্মের একত্র অবস্থান অসম্ভব। সক্রেটিসের মতে সত্যাসত্য যেমন সার্ব্বজনিক (Universal), নীতিজ্ঞানও সেইরূপ,

ইহা ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা বোধের (Opinion) উপর নির্ভর করে না, সার্ব্বভৌমিকতা ইহার প্রকৃতিগত।

আরিষ্টটল্ বলেন যে, সক্রেটিসই তর্কশাস্ত্রানুমোদিত সংজ্ঞা-প্রণালীর (Logical definition) প্রথম প্রবর্ত্তক। তর্ক আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে সক্রেটিস্ সেই বস্তুর সংজ্ঞা লইয়া বিচার করিতেন। একজাতীয় বস্তুসমূহের যে যে সাধারণ ধর্ম্ম থাকাতে তাহারা এক নামে অভিহিত হইয়া থাকে, সেই সাধারণ গুণসমূহ (The Universals, the notion) সেই নামের প্রবর্ত্তক। এতদ্ভিন্ন অনোন্যসংশ্রয়াত্মক যুক্তিপ্রণালীর (The method of induction) তিনিই প্রবর্ত্তন করেন।

ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, সক্রেটিস্ কোন বিশেষ সাম্প্রদায়িক মত গঠন করিয়া যান নাই। পূর্ব্ব দর্শন-সম্প্রদায়-সমূহের একদেশদর্শিতা দেখিয়া তৎসমুদয় হইতে সত্যাংশটুকু গ্রহণ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তদ্ব্যতীত যে সকল দার্শনিক মত তিনি প্রচার করিয়া যান, মনুষ্যের আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক জীবন সম্বন্ধেই তাহাদের অধিকাংশ প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং সক্রেটিসের দর্শনে কোন সাম্প্রদায়িক ঐক্য না থাকায় তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় শিষ্যবর্গ বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়েন। ইহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত চারিটী সম্প্রদায় বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল ঃ—

(১) আণ্টিস্থিনিস্ (Autisthenes)-প্রবর্ত্তিত সিনিক্-সম্প্রদায় (Cynics)।

(২) আরিষ্টিপস্ (Aristippus)-স্থাপিত সিরেনিক সম্প্রদায় (Cyrenaics)।

(৩) ইউক্লিড্-স্থাপিত মেগারিক্ সম্প্রদায় (Megarics)।

(৪) এবং প্লেটো, ইনি সক্রেটিসের মত সর্ব্বাংশে গ্রহণ করেন।

সিনিক সম্প্রদায়।

দার্শনিক আণ্টিস্থিনিস্ এই মতের প্রবর্ত্তক। ইনি প্রথমে সোফিষ্ট দলভুক্ত ছিলেন, পরে সক্রেটিসের মতাবলম্বী হন। আথেন্সের সিনোসারগেস্ (Cynosarges) নামক স্থানে তদীয় দর্শনচতুষ্পাঠী স্থাপন করেন বলিয়া তন্নামানুসারে উক্ত সম্প্রদায়ের নামক সিনিক্ হইয়াছে।

আণ্টিস্থিনিস্ দার্শনিক ভাষায় সক্রেটিস্ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত নৈতিক আদর্শের প্রচার করিয়া গিয়াছেন (An abstract expression of Socratic moral ideal)। তাঁহার মতে বিষয়বাসনা হইতে মুক্তিলাভ করাই ধর্ম্মের স্বরূপ। অমঙ্গল হইতে মুক্তিলাভ করাই তাঁহার মতে, জীবনের উদ্দেশ্য। লোভ বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। জ্ঞানী ব্যক্তি এই বিষয়বাসনা হইতে মুক্ত হওয়াই পরমপুরুষার্থ জ্ঞান করিয়া থাকেন। তিনি স্বাধীন, বিষয়বাসনার দাস নহেন, স্পৃহাহীন, দেশ, বংশ, ধন, মান প্রভৃতি সকল বিষয়ে আসক্তিহীন। এইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তিই, আণ্টিস্থিনিসের মতে প্রকৃত সুখী।

আণ্টিস্থিনিস্ সক্রেটিসের মতের একাংশমাত্র গ্রহণ করিয়াছেন। তদীয় দর্শনে সক্রেটিসের দর্শনের ন্যায় সার্ব্বভৌমত্ব দৃষ্ট হয় না। সক্রেটিসের দর্শন কখন এরূপ বৈরাগ্য-প্রবণতার আশ্রয় প্রদান করে নাই। সক্রেটিসের মতে সুখ বা শান্তির মূল ধর্ম্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহার জন্য সংসার-বৈরাগ্য আবশ্যক নহে, ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠিত সুখ সংসারের সকল স্তরেই লাভ করিতে পারা যায়। সিনিকদিগের এই বৈরাগ্য-প্রবণতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সংসারদ্বেষে পরিণত হইয়াছিল। এমন কি জ্ঞানোপার্জ্জনও তাঁহাদের নিকট নিষ্ফল বলিয়া বোধ হইয়াছিল। সীনোপী-নগরবাসী দার্শনিক ডাইওজিনিস্ (Diogenes of Sinope) স্বীয় জীবনে এই সংসারদ্বেষের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন।

সিরেনিক সম্প্রদায় (The Cyarannics)।

এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক আরিষ্টিপস্ (Aristippus) সিরিনি (Cyrene) নামক স্থানে বাস করিতেন বলিয়া এই স্থানের নামানুসারে উক্ত সম্প্রদায়ের নামকরণ হইয়াছে। আরিষ্টটল্ ইহাকে সোফিষ্টদলভুক্ত বলিয়া গিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে দেখিতে গেলে, ইহার সহিত সক্রেটিসের মতের কোনরূপ ঐক্য দৃষ্ট হয় না। আরিষ্টিপসের মতে সুখভোগই জীবনের চরম উদ্দেশ্য। সুখ বলিতে তিনি দৈহিক ভোগবাসনা বুঝিতেন, তিনি স্বীয় জীবনে ইহার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে যে নৈতিক বন্ধন সুখের অন্তরায় স্বরূপ, তাহার কোন, রূপ সারবত্তা নাই; কিন্তু আরিষ্টপস্ আত্মোৎকর্ষ, আত্ম-সংযম, মিতাচার প্রভৃতিকে সুখের সেতু বলিয়া গিয়াছেন। এই সম্প্রদায়ভুক্ত দার্শনক থিওডোরস্ (Theodoras) বলেন যে, সাধু উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করিলে মনে যে আনন্দের উদয় হয়, তাহাই প্রকৃত সুখ। হিজিয়াস্ (Hegias) বলেন, পৃথিবীতে সুখলাভ অসম্ভব; দুঃখনিবৃত্তিই সুখের স্থানীয়।

মেগারিক সম্প্রদায়।

সক্রেটিসের শিষ্য ইউক্লিড (Euclid) কর্ত্তৃক এই দার্শনিক মত প্রবর্ত্তিত হয়। তিনি গ্রীসের অন্তর্গত মেগারার (Megara) অধ্যাপনা করিতেন তাই মেগারিক নাম হইয়াছে। সক্রেটিসের দর্শনে দর্শনাংশ (Metaphysical part) অপেক্ষা নৈতিক অংশই (Ethical part) বেশী। ইউক্লিড্ তদীয় দার্শনিক মতের দর্শ-

নাংশ ইলীয়-দর্শন (Eleatic School) হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার দর্শনে সক্রেটিস-দর্শনের সহিত ইলীয়-দর্শনের সমন্বয় বিধান করা হইয়াছে।

ইউক্লিডের মতে যাহার অস্তিত্ব আছে, অর্থাৎ যাহা সৎ, তাহাই নৈতিক হিসাবে মঙ্গল-নিদান (That which is biint, self-identical, is good), জগতে মঙ্গলই স্থায়ী অর্থাৎ সৎ, অমঙ্গলের অস্তিত্ব নাই, উহা ভ্রমমাত্র। ঐ সম্প্রদায়স্থ দার্শনিক ষ্টিল্‌পোর (Stilpo) মতে জ্ঞানার্জ্জনই জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং ইহাই জীবনের স্থায়ী মঙ্গল। ইউক্লিড এবং এই সম্প্রদায়স্থ অন্যান্য দার্শনিকদিগের মতসম্বন্ধে এতদ্ব্যতীত আর কিছু জানা যায় না।

প্লেটো।

দার্শনিক প্লেটোকেই সর্ব্বাঙ্গীণরূপে সক্রেটিসের শিষ্য বলা যাইতে পারে। অপর কোন সম্প্রদায়ই সক্রেটিসের মত সমগ্রভাবে গ্রহণ করেন নাই, কেবল প্লেটোই উহা সমগ্রভাবে গ্রহণ করিয়া উহার সামঞ্জস্য-বিধান ও উন্নতিসাধন করিয়াছেন। প্লেটোর দর্শনেই সক্রেটিসের দর্শনের সর্ব্বাবয়ব পূর্ণ হইয়াছে।

প্লেটো এবং আরিষ্টটল গ্রীক দার্শনিক জগতের চন্দ্র-সূর্য্য-বিশেষ। তাঁহাদের দার্শনিক মত অদ্যাবধি পাশ্চাত্য দর্শনের উপর অক্ষুণ্ণভাবে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া আসিতেছে। মধ্য-যুগের কুজ্ঝটিকা অন্তর্হিত হইয়া তাঁহারা উজ্জ্বলতররূপে প্রকাশ পাইতেছে। য়ুরোপের নবযুগ কতকাংশে (Renaissance) গ্রীকদর্শন, সাহিত্য ও শিল্পের (Revival of Classical Literature and Art) অনুশীলনের ফলে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

জ্ঞানি-শিরোমণি প্লেটো খৃঃ পূঃ ৪২৯ অব্দে আথেন্সের কোন বিশিষ্ট ভদ্রবংশে জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া বাল্যে তাঁহার শিক্ষার কোন ত্রুটী হয় নাই। বিংশতি বৎসর বয়ক্রমের সময় তিনি সক্রেটিসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া অষ্টবর্ষ ধরিয়া তাঁহার নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হন। উচ্চবংশীয় হইলেও তদানীন্তন রাজনৈতিক জীবনের অবনতির জন্য তিনি রাজনৈতিক জীবনে প্রবিষ্ট হইবার সংকল্প ত্যাগ করেন। খৃঃ পূঃ ৩৯৯ অব্দে সক্রেটিসের মৃত্যুর পর তিনি আথেন্স ত্যাগ করিয়া মেগারা নগরে অবস্থিতি করেন। এখানে তাঁহার ইউক্লিড-স্থাপিত মেগারিক দার্শনিক সম্প্রদায়ের সহিত ঘনিষ্ঠতা হয়। পরে তথা হইতে সিরিণি (Cyrene), ইজিপ্ট, ইটালীর দক্ষিণস্থ ম্যাগ্‌না গ্রিসিয়া (Magna Graecia) এবং সিসিলি দ্বীপে পরিভ্রমণ করেন। ম্যাগ্‌না-গ্রিসিয়ায় ভ্রমণ-কালে তিনি পিথাগোরীয় দর্শন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। পিথাগোরীয় দর্শন তদীয় দার্শনিক মতের উপর কিরূপ কার্য্যকারী হইয়াছিল, তাহা তাঁহার শেষ জীবনের দার্শনিক গ্রন্থ দৃষ্টে জ্ঞাত হওয়া যায়। পিথাগোরীয়দিগের সহিত পরিচয়ের পর হইতে তিনি রাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন। সিসিলিতে (Sicily) ভ্রমণকালে তিনি সিরাকি-উসের (Syracuse) রাজা জ্যেষ্ঠ ডাওনিসিয়সের এবং তদীয় শ্যালক ডাওনের (Younger) সহিত পরিচিত হন। তথায় অবস্থিতিকালে ডাইওনিসিয়সের সহিত মতদ্বৈধ হওয়ায় তাঁহার জীবন অতিশয় বিপন্ন হইয়াছিল। ডায়নের চেষ্টায় সে বিপদ্ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া প্রায় দশ বৎসরের পর খৃঃ পূঃ ৩৮৮ বা ৩৮৯ অব্দে আথেন্সে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। আথেন্সে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তিনি নগরের উপকণ্ঠস্থিত একাডেমী (Academy) নামক স্থানে স্বীয় দার্শনিক মত প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। অতঃপর দুইবার সিসিলি গমন ব্যতীত অবশিষ্টকাল তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। সিরাকিউজের (Syracuse) বৃদ্ধ ডাইওনিসিয়সের মৃত্যু হইলে, তদীয় পুত্র ডাইওনিসিয়স্ (Younger Dionysius) রাজা হন, প্লেটো তাঁহার দ্বারা নিজের রাজনৈতিক মত সকল (Political Theories) কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টায় দুইবার সিসিলি গমন করেন। কৃত-কার্য্য হওয়া দূরে থাকুক, একবার তিনি ক্রীতদাস বলিয়া বিক্রীত হইয়াছিলেন। এই দুইবার সিসিলি-গমন ব্যতীত প্লেটো আর কখন আথেন্স ত্যাগ করেন নাই।

প্লেটো সক্রেটিসের ন্যায় দর্শনশাস্ত্রকে সাধারণের আলোচ্য বিষয়ে পরিণত করেন নাই। সক্রেটিস্ যেমন প্রকাশ্যস্থানে ব্যক্তিমাত্রকেই আহ্বান করিয়া দার্শনিক তর্কে প্রবৃত্ত হইতেন, প্লেটো সেরূপভাবে স্বীয় মত প্রচার করিয়া যান নাই। তিনি নগরপ্রান্তস্থিত এক নির্জ্জনস্থানে তাঁহার চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। তাঁহার মতে দার্শনিক তত্ত্ব সাধারণের বোধগম্য নহে, ইহার জন্য শিক্ষা এবং সংযমের প্রয়োজন। তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে যাহাদিগকে তৎপ্রবর্ত্তিত শিক্ষা এবং সং-যমের অধিকারী না দেখিতেন তিনি তাহাদিগকে দর্শন শিক্ষা দিতেন না। দার্শনিক আরিষ্টটল এই শিষ্যবর্গের অন্যতম। শিষ্যবর্গ এবং সাধারণের অসীমভক্তির পাত্র পাশ্চাত্য তত্ত্বজ্ঞানীর চরমাদর্শ দার্শনিক প্লেটো একাধিক অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে খৃঃ পূঃ ৩২৭ অব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন। একাডেমীর অনতিদূরবর্ত্তী সিরামিকস্ (Ceramicus) নামক স্থানে তাঁহার সমাধি হয়।

প্লেটোর দর্শনের উপর অন্যান্য দর্শনের প্রভাবানুসারে তাঁহার দর্শনগ্রন্থসমূহকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

এই গ্রন্থসমূহের পৌর্ব্বাপর্য্য দৃষ্টে তাঁহার দর্শনের উন্নতির ক্রম স্থির করা যায়।

(১) প্রথম যুগে সক্রেটিসের মতের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার নাম সক্রেটিক যুগ।

(২) দ্বিতীয়যুগের নাম হেরাক্লাইটীয়-ইলীয় যুগ (Heraclitico-Eleatic)।

(৩) তৃতীয়যুগের নাম পিথাগোরীয় যুগ।

প্রথম যুগে প্লেটোর গ্রন্থে সক্রেটিসের অনুকরণপ্রিয়তার প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায়। সক্রেটিস্ যে প্রথায় দর্শন প্রচার করিতেন, সেই প্রথানুসারে অর্থাৎ কথোপকথনচ্ছলে এবং নাটকাকারে প্লেটো আপন মত প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই সময়ের গ্রন্থদৃষ্টে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, তিনি তখন অন্যান্য দর্শন-সম্প্রদায়সমূহের মত ভালরূপ আয়ত্ত করেন নাই। সক্রেটিসের ন্যায় তিনি নৈতিক এবং সামাজিক বিষয় লইয়াই এই সময়ের গ্রন্থসমূহ রচনা করেন।

চারমাইডিস্ (Charmides) নীতিবিষয়ক গ্রন্থ। লাইসিস্ (Lysis) নামকগ্রন্থে বন্ধুত্ব সম্বন্ধে মীমাংসা আছে। ল্যাকিস্ (Laches) দৃঢ়তা সম্বন্ধে; এতদ্ব্যতীত তিনি আলসিবাইডিস্ মাইনর প্রভৃতি (The first Alcibiades), হিপিয়াস মাইনর প্রভৃতি কয়েকখানি নীতিতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন।

জর্জিয়াস্ (Georgias) এবং প্রোটাগোরস্ (Protagorus) নামক গ্রন্থদ্বয়ে তিনি সোফিষ্টদিগের নৈতিক মতসমূহ খণ্ডন করেন। ধর্ম্মের (Virtue) প্রকৃত স্বরূপ কি? ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া যায় কি না? ধর্ম্ম এবং সুখ এক নহে, এই সমস্ত বিষয় এই গ্রন্থদ্বয়ে প্রতিপন্ন করেন।

প্লেটোর দর্শনের দ্বিতীয় যুগের গ্রন্থে প্রথমযুগের ন্যায় কল্পনাপ্রাচুর্য্য এবং নৈতিক বিষয়ের বাহুল্য দৃষ্ট হয় না। মেগারিক এবং অন্যান্য দার্শনিক সম্প্রদায়ের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচয় হওয়ায় প্লেটো পূর্ব্বকালীন দার্শনিক মতসমূহের অনুশীলন করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় হইতে শুষ্ক নীতিতত্ত্ব ছাড়িয়া অন্যান্য দার্শনিক বিষয় বিশেষতঃ জ্ঞানতত্ত্বের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হয় এবং অন্যান্য দার্শনিক মতসমূহের সহিত সংঘর্ষে তাঁহার নিজ দার্শনিক মতের সত্যানিরূপণ এবং যথাযথ ব্যাখ্যার ইচ্ছা বলবতী হয়। এই সময় হইতেই তিনি তাঁহার এবং তদীয় গুরু সক্রেটিসের মত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। সক্রেটিস্ সরল উপায়ে স্বীয় জ্ঞানতত্ত্ব প্রচার করিয়া গিয়াছেন। প্লেটো সেইগুলি বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

সক্রেটিসের মতে পদার্থের জ্ঞান পদার্থের নোশন বা ধারণা হইতে জন্মে (Cognition through notion) অর্থাৎ এক জাতীয় দুই বা ততোধিক পদার্থ দেখিয়া আমরা ঐ পদার্থগুলির মধ্যে কি কি সাদৃশ্য আছে, তাহা বুঝিতে পারি এবং এই সাদৃশ্যবশতঃই তাহারা যে এক জাতীয় বস্তু এই প্রতীতি জন্মে, একজাতীয় বস্তুর মধ্যে এই যে প্রকৃতিগত সাদৃশ্য, ইহারই নাম উক্ত বস্তুমাত্রের নোশন ভাব বা ধারণা। সক্রেটিসের মতে যদি বস্তু দেখিয়া আমাদের মনে এরূপ ধারণা বা নোশনের উদয় না হইত, তাহা হইলে বস্তুজ্ঞান জন্মিতে পারিত না। জ্ঞানের মধ্যে এরূপ একটী "সাধারণ ভাব" (Universal *i. e.*, conceptual element) অর্থাৎ যে ভাব ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের মধ্যে ঐক্য সাধন করে, এরূপ একটী পদার্থ থাকা আবশ্যক। বস্তুর এই সাধারণ ভাবকে (General notion) নির্দ্দেশ করিলেই সক্রেটিসের মতে বস্তুর সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা হয়। প্লেটো সক্রেটিসের এই মত তাঁহার ভাববাদতত্ত্বে (Doctrine of ideas) সপ্রমাণ করিয়াছেন।

এই সময়ের সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ থিয়েটিটস্ (Theaetetus), এই গ্রন্থে সোফিষ্ট প্রোটাগোরসের জ্ঞানতত্ত্ব সম্বন্ধে সমালোচনা করিয়া উহার দোষ প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। সোফিষ্ট (Sophist) নামক গ্রন্থে মায়া বা ভ্রমের (Appearance) আলোচনা আছে। পারমিনাইডিস্ গ্রন্থে তদীয় মতের সমালোচনা দৃষ্ট হয়।

প্লেটোর দার্শনিক মত বিস্তারের তৃতীয়স্তরে প্রথম যুগের কল্পনাপ্রাচুর্য্য ও বর্ণনপ্রণালী এবং দ্বিতীয় যুগের দার্শনিক গবেষণা এই উভয়ের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময়ের গ্রন্থ দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয়, প্লেটো সক্রেটিস্-প্রবর্ত্তিত মত অধিক অনুরাগের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। দ্বিতীয়যুগে সক্রেটিসের প্রভাব কতকটা হ্রাস হইয়াছিল। তৃতীয়স্তরে পিথাগোরীয় দার্শনিক মতসমূহের পরিচয় লাভ করায় তাঁহার মত প্রচার-প্রণালী আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠে। সক্রেটিসের নৈতিকমত ইলীয়দিগের দার্শনিক মত এবং পিথাগোরীয় জড়তত্ত্ববিষয়ক মতের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া তিনি সম্বন্ধের সমাবেশে একটী মত স্থাপন করিতে চেষ্টা করেন। দ্বিতীয় স্তরে তিনি ভাববাদের (Theory of ideas) অবতারণা করিয়া তাহার প্রকৃত অস্তিত্ব (Objective reality) প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন মাত্র। তৃতীয়স্তরে মনস্তত্ত্বে, নীতিতত্ত্বে এবং জড়বিজ্ঞান-শাস্ত্রসমূহে এই ভাববাদের প্রয়োগ দেখাইয়াছেন।

প্লেটো ফিড্রস (Phedrus) ও Banquet নামক গ্রন্থদ্বয়ে প্রচলিত আলঙ্কারিক ব্যাখ্যাপ্রণালী কিরূপে বৈজ্ঞানিক রূপে প্রয়োগ করিতে হয়, তাহার মীমাংসা করিয়াছেন এবং প্রতিপন্ন

করিয়াছেন যে, অন্তর্নিহিত "আইডিয়া" বা ভাবের (The true Eros or Idea) প্রতি দৃষ্টি না রাখিলে কোন বিষয়ের প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত মীমাংসা হয় না। ফিডো (Phaedo) নামক গ্রন্থে আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে আলোচনা আছে। ফিলেবস্ (Philebus) নামক গ্রন্থে প্লেটো পরমমঙ্গল কি? এই তত্ত্বের মীমাংসা করিয়াছেন এবং রিপবলিক (Republic) ও টিমিয়স্ (Timæus) নামক গ্রন্থদ্বয়ে তিনি আপন রাজনৈতিক মতের অবতারণা করিয়াছেন।

প্রাচীন পণ্ডিতগণ প্লেটোর দর্শনকে বিভিন্ন প্রণালী অনুসারে বিভাগ করিয়াছেন। কিন্তু দার্শনিক আরিষ্টটল প্লেটোর দর্শনকে স্থায়বিষয়ক (Dialectics or logic), জড়তত্ত্ববিষয়ক (Physics) ও নীতিতত্ত্ববিষয়ক (Ethics) এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

প্লেটো স্থায় বা তর্কশাস্ত্র (Dialectic) এই আখ্যা অতি বিস্তীর্ণভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায়শব্দ দর্শনশাস্ত্রের নামান্তর মাত্র। সময়ে সময়ে তিনি ন্যায়শাস্ত্রকে দর্শনের শাখাস্বরূপ ধরিয়া লইয়াছেন। এই স্থায়শাস্ত্রে প্লেটো বস্তুর প্রকৃত স্বরূপসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন (The Science of what absolutely is, or of the ideas)।

প্রকৃত জ্ঞানের লক্ষণ কি তাহার বিচার এই অংশে করা হইয়াছে। দার্শনিক প্রোটাগোরসের মতে ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান (Sensuous perception) প্রকৃত জ্ঞান। প্লেটো থিয়েটিটস্ (Theætetus) গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, এরূপ প্রতিজ্ঞা সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে অনেক অসামঞ্জস্য উপস্থিত হয়। যদি ব্যক্তিগত জ্ঞানই সত্যের মাত্রা স্বরূপ ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে প্রত্যেক পশুর অসম্পূর্ণ জ্ঞানকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তির জ্ঞান তাহার পক্ষে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে সত্যনিরূপণ বৃথা হয়। ভ্রম বলিয়া কোন পদার্থের অস্তিত্ব থাকে না। তদ্ব্যতীত প্রোটাগোরস্ তাহার বিরুদ্ধমতাবলম্বীকে ভ্রান্ত বলিতে পারেন না, কারণ তাহার মতে সকল ব্যক্তির জ্ঞানই তাহার পক্ষে সত্য।

দ্বিতীয়তঃ প্রোটাগোরসের মত স্বীকার করিলে ইন্দ্রিয়-জনিত জ্ঞান (Perception) উৎপন্নই হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়-জনিত জ্ঞান দ্রষ্টা এবং দৃষ্ট বস্তু উভয়ের সংযোগ হইতে উৎপন্ন হয়। কিন্তু প্রোটাগোরস্ বলেন, বাহ্যবস্তু এত পরিবর্তনশীল যে, ইন্দ্রিয়দ্বারা তাহাকে এক মুহূর্তের জন্যও অনুভব করা যায় না, এরূপ হইলে তাঁহার তথাকথিত ইন্দ্রিয়জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞান নহে স্বীকার করিতে হইবে। তবেই ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের স্বাধীনতা থাকিল কৈ? তৃতীয়তঃ প্রোটাগোরস কি প্রকারে আমাদের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা বিশ্লেষ করিয়া দেখেন নাই। আমরা পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয় হইতে যে সমস্ত বিষয় গ্রহণ করি, মন সেই সকল বিষয়ের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া তাহাকে সেই বিষয়ের জ্ঞানে পরিণত করে। শুদ্ধ ইন্দ্রিয়বোধ হইতে জ্ঞান জন্মে না। সুতরাং ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে জ্ঞাতবস্তুর প্রকৃত স্বরূপ আমরা জানিতে পারি না। প্রোটাগোরসের মত অনুসরণ করিলে সত্যের নির্ণায়ক আদর্শ (Standard of truth) থাকিতে পারে না। এবম্বিধ যুক্তি-পরম্পরা দ্বারা প্লেটো প্রোটাগোরসের মতের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়া ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

প্লেটোর মতে জ্ঞানের পন্থা দ্বিবিধ—ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান ও বিজ্ঞান। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান অস্থায়ী, পরিবর্ত্তনশীল, বাহ্যজগৎ হইতে গৃহীত বলিয়া ইহা অসম্পূর্ণ। সৃষ্টির এই পরিণাম যাহার উপর কার্য্যকারী নয়, যাহা অপরিবর্ত্তন, অনাদি, অনন্ত, সেই পদার্থের প্রতি বিজ্ঞানের (Rational thought) দৃষ্টি নিবদ্ধ। বিশুদ্ধজ্ঞান বাহ্যবস্তুর উপর নির্ভর করে না, বাহ্যবস্তুর সংস্রববিহীন পরম পদার্থের জ্ঞানই বিশুদ্ধ জ্ঞান, সুতরাং প্লেটোর মতে জ্ঞান (Thought) এবং বিজ্ঞানের (Science) প্রভেদ এই যে, জ্ঞান অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান অনিত্য জ্ঞান এবং বিজ্ঞান নিত্যজ্ঞান।

প্লেটো-প্রবর্ত্তিত ভাববাদ (Ideal Theory)। ইলীয়-দর্শনের অন্তর্বিরোধের সামঞ্জস্যের জন্য প্লেটো তাঁহার ভাববাদের অবতারণা করিয়াছেন। ইলীয়দর্শন সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিতেরা বাহ্য জগৎ বা অসতের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াও প্রকারান্তরে আবার তাহা স্বীকার করিয়াছেন। সক্রেটিস্ তদীয় পারমিনাইডিস্ (Parminides) নামক গ্রন্থে উক্তমত সমালোচনা-কালে বলিয়াছেন যে, অসতের (Non-being) এককালে অস্বীকার করা যায় না। ইলীয়-দর্শনের মতে সৎ একই; বহুর (Manifold, multiples exists) অস্তিত্ব নাই। ইলীয়দর্শন এই এক (One) ও বহুর (Many) সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারে নাই। প্লেটো বলেন যে, উভয়কে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, এক না থাকিলে বহুর অস্তিত্ব জ্ঞান অসম্ভব; বহু কি না জানিলে একের স্বরূপ জানা যায় না। যদি একের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়, তবে বহুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। ইলীয়-দর্শনের মতে একই সৎ, একই নিত্য, বহু অনিত্য, উহা ভ্রম বা মায়া। কিন্তু প্লেটো যে প্রকারে এক ও বহুর সম্বন্ধ দেখাইয়াছেন, তাহাতে বহুকে অসৎ বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। সতের (Being) যেমন অস্তিত্ব আছে, সেইরূপ অসৎ, ভ্রম বা মায়া হইলেও এই মায়ারও অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। অসৎ না

থাকিলে অসতের সম্বন্ধে কোনরূপ ধারণা আমাদের থাকিতে পারিত না। তবে যে অসৎ বা বহুর অস্তিত্ব নাই বলা যায়; তাহা কেবল সতের সহিত তুলনায় জানা যায়। অসতের অস্তিত্ব অন্যপ্রকারের (Different order of existence)। ইলীয়-দর্শনের সমালোচনা উপলক্ষে প্লেটো তৎপ্রবর্ত্তিত "আইডিয়া" কি তাহার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। প্লেটোর "আইডিয়া" ইলীয় দর্শনের সতের স্থানীয়। বাহ্যজগতের অস্তিত্বের মধ্য দিয়া আইডিয়া নোশন বা ভাবের অস্তিত্ব সূচিত হইতেছে এবং যে পরিমাণে আইডিয়া বা নোশন বাহ্যজগতের সহিত সংসৃষ্ট, বাহ্যজগৎও সেই পরিমাণে সত্য।

আইডিয়ার স্বরূপ—প্লেটোর মতে আইডিয়া বা ভাব জগৎ-বৈচিত্র্যের একত্বসূচক; অর্থাৎ আইডিয়া থাকাতে এক জাতীয় পদার্থের মধ্যে একত্ব আছে এবং এই আইডিয়ার (Notion or bound of Unity) উপলব্ধি হইলে, উহাদের এক জাতীয়ত্ব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান জন্মে (in a subjective reference, the ideas are principles of cognition)। আইডিয়াগুলির অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্লেটোর মত তত সুস্পষ্ট নহে। প্লেটো আইডিয়া সকলকে তদন্তর্গত পদার্থগুলির আদর্শ-প্রতিকৃতি (Archetypes) বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই আদর্শ-প্রতিকৃতিগুলির অশরীরী অস্তিত্ব প্লেটো স্বীকার করিয়াছেন। জাগতিক পদার্থসমূহের যে বস্তু যে পরিমাণে এই আদর্শ-প্রতিকৃতির অংশীভূত, তাহা সেই পরিমাণে সত্য (real) এবং সেই পরিমাণে সম্পূর্ণ। প্লেটো একজাতীয় বস্তমাত্রেরই পশ্চাতে এক একটী আইডিয়ার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তিনি টেবিলের আইডিয়া, শয্যার আইডিয়া, বলের আইডিয়া, সৌন্দর্য্যের আইডিয়া, মঙ্গলের আইডিয়া প্রভৃতি বস্তু জগতমাত্রেরই আইডিয়ার উল্লেখ করিয়াছেন। এই আইডিয়াগুলিই বাহ্য-জগতের বস্তুজাতের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের অস্তিত্বের ভিত্তিস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।

এই আইডিয়াগুলির মধ্যে যে আইডিয়া অন্যান্য আইডিয়াগুলির মূল, যাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিলে অন্যান্য আইডিয়াগুলির অস্তিত্ব আপনিই প্রতিপন্ন হয়, সেই আইডিয়াই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। "শিবং" (The good) ইহাই প্লেটোর মতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আইডিয়া। এক মঙ্গলের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে, সত্য এবং সুন্দর (The true and the beautiful) এই উভয় ভাবের এবং যাবতীয় অন্যান্য ভাবের আইডিয়াগুলির অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। প্লেটো বলেন, সূর্য্য যেমন শুদ্ধ আমাদের দৃষ্টিশক্তি নয় পদার্থ মাত্রেরই উৎপত্তি ও বৃদ্ধির কারণ; সেইরূপ মঙ্গল (The idea of the good) শুদ্ধ আমাদের বিজ্ঞান-শক্তির (Scientific cognition) নহে, পদার্থমাত্রেরই অস্তিত্বের নিদান। 'সূর্য্য যেমন দৃষ্টির হেতু হইয়াও নিজে দৃষ্টির বহির্ভূত, মঙ্গলও সেইরূপ বিজ্ঞানশক্তির হেতু হইয়া স্বয়ং বিজ্ঞানের বহির্ভূত।

প্লেটো এই মঙ্গলময় স্বরূপকে (The idea of the good) ঈশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই মঙ্গলময় স্বরূপের কোনরূপ ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য (Personality) তদীয় দর্শন হইতে বিশেষরূপ জানা যায় না। সগুণ ঈশ্বর সম্বন্ধে (Personal God) তিনি কিছু স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করেন নাই।

প্লেটোর জড়তত্ত্ব (Physics)।

ডাইলেক্‌টিক্ বা দর্শনের ন্যায়ভাগের মত প্লেটো মনোযোগ ও যত্নের সহিত জড়তত্ত্ব অনুশীলন করেন নাই। প্লেটো পূর্ব্বেই বলিয়াছেন যে, জড়তত্ত্ব ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানসাপেক্ষ, প্রজ্ঞাশক্তি (Reason) এখানে কার্য্যকারী নহে। টিমিয়স্ (Timæus) নামক গ্রন্থে প্লেটো তাঁহার জড়তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের অধিকাংশ উপাখ্যানমূলক বলিয়া ইহার দর্শনাংশ নির্ণয় করা কঠিন। প্লেটো প্রথমেই জগৎনির্ম্মাণকারী ডেমিয়র্গস্ (Demiurgus) নামক একজন বিধাতৃপুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এই পুরুষের বুদ্ধি ও নির্ম্মাণ-কৌশলে জগৎ এরূপ সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। এই ডেমিয়র্গস্ জগতের উদ্ভাবনী শক্তি (The moving deliberating principle—the world-former)। পূর্ব্বে জগতের কিছুই ছিল না, কেবল জগতের আদিকারণস্বরূপ জগতের আইডিয়া বর্ত্তমান ছিল এবং আকারহীন ও সীমাহীন-প্রকৃতি বিদ্যমান ছিল। উক্ত বিধাতা পুরুষ এই 'জড়রাশির' মধ্যে শৃঙ্খলা-স্থাপন করিয়া সৃষ্টি বিধান করিবার জন্য বিশ্বপ্রাণ বা জগৎশক্তি (World-soul) সৃষ্টি করেন। এই বিশ্বপ্রাণ জড়রাশির মধ্যে গতি (Motion) এবং শৃঙ্খলার উদ্বোধন করিয়া, গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ সৃষ্টি করিয়াছে। পৃথিবীস্থ জড়রাশি হইতে ক্ষিতি, অপ্, তেজ্ ও মরুৎ এই চারি ভূত পদার্থ বিকাশ লাভ করিয়া পরে উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজগতের সৃষ্টি হইয়াছে। জগতের বিকাশপ্রণালী সময়ের পৌর্ব্বাপর্য্য অনুসারে সাধিত হইয়াছে, কি একবারে সৃষ্টি হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে প্লেটো কিছু স্পষ্টভাবে বলেন নাই। প্লেটোর মতে মঙ্গলের আত্মভবের জন্য জগতের সৃষ্টি হইয়াছে (The self-realisation of the idea of the good)।

প্লেটোর মতে আত্মা (Soul) জড় এবং আইডিয়ার মধ্য-বর্ত্তী। আত্মাই এতদুভয়ের মধ্যে বন্ধন স্থাপন করে। প্রজ্ঞা-শক্তি বশতঃ আত্মাতে দেবভাব (Divine element) বর্ত্তমান,

আবার দেহ সংযুক্ত বলিয়া আত্মা সম্পূর্ণ মুক্ত নহে, আত্মা দেহের সুখে সুখী, দেহের দুঃখে দুঃখী, সুতরাং বদ্ধ। প্রজ্ঞা থাকায় আত্মা এই বদ্ধাবস্থা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া আপনার স্বভাব (Ideal state) লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে। দেহবদ্ধ বলিয়া আত্মার বাসনা জন্মে, বাসনাবিরহিত বিশুদ্ধ আত্মা (Pure Soul) দেহত্যাগের পর আপনার স্বরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হন। আত্মার ধর্ম্ম প্রজ্ঞা (Reason), এবং আত্মার দেহাভিমান হইতে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান (Sensuous knowledge) উৎপন্ন হয়। প্লেটো এইরূপে বিষয়-জ্ঞান (Sense) এবং প্রজ্ঞার (Reason) উৎপত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

নীতিতত্ত্ব (Ethics)।

জীবনের চরম উদ্দেশ্য কি ? এই বিষয়-নির্ণয় করাই প্লেটোর নীতিতত্ত্বের (Ethics) উদ্দেশ্য। মঙ্গলই, প্লেটোর মতে, জীবনের পরমপুরুষার্থ। পরম মঙ্গল (What is the summumbonum) কি, নীতিতত্ত্বের প্রথমাংশে তিনি এই বিষয় মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার নৈতিক বিষয়ের মীমাংসায়ও ভাববাদ (Ideal Theory) প্রয়োগ করিয়াছেন। জীবনের পরমপুরুষার্থ কি, ইহার মীমাংসায় বলিয়াছেন যে, "আইডিয়াল" অবস্থা (Exaltation into the ideal being) অর্থাৎ দেহ বিমুক্ত অবস্থায় আত্মা যে আইডিয়া স্বরূপ অবস্থায় বিদ্যমান থাকেন, এইরূপ আধ্যাত্মিক অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া জীবের পরমপুরুষার্থ, ইহাই জীবের পরম মঙ্গল।

প্লেটো বলিয়াছেন, ধর্ম্মের দ্বারা (Virtue) এই পরমমঙ্গললাভে অধিকারী হওয়া যায়। তিনি প্রথমে সক্রেটিসের মতানুসরণ করিয়া বলিয়াছেন যে, ধর্ম্ম জ্ঞানের উপর নির্ভর করে এবং অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ধর্ম্মও শিক্ষার বিষয় হইতে পারে। পরে তিনি এই মত পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন মত প্রচার করেন। তাহার মতে ধর্ম্মবৃত্তি চারিটী,—প্রজ্ঞার (Reason) ধর্ম্মজ্ঞান (Wisdom), জ্ঞানই আমাদিগকে সদসৎবিষয়ের পার্থক্য বুঝাইয়া দেয়। সাহসিকতা (Courage) হৃদয়ের (Heart) ধর্ম্ম ; মিতাচারিতা (Temperance) ইন্দ্রিয়বৃত্তির ধর্ম্ম। ৪র্থ ন্যায়বৃত্তি (Justice) আত্মার নিয়ামক এবং অন্যান্য ধর্ম্মবৃত্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে; ধর্ম্মবৃত্তিগুলির মধ্যে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

রিপবলিক (Republic) নামক গ্রন্থে প্লেটো তাঁহার রাজনৈতিক মত প্রতিপাদন করিয়াছেন। রাজনীতিই (Politics) প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদিগের মতে, নীতিতত্ত্বের শেষ সীমা। প্রাচীন গ্রীসে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য (Individualism) বলিয়া কোন পদার্থ ছিল না। বালুকণা যেমন বালুকারাশির ক্ষুদ্র অংশ, ব্যক্তিগত জীবনও সেইরূপ জাতীয় জীবনের একটী ক্ষুদ্র অংশভূত ছিল। সর্ব্বশরীরের তুলনায় যেমন কোন অঙ্গবিশেষের আবশ্যকতা, জাতির তুলনায় ব্যক্তিগত জীবনের আবশ্যকতাও তদ্রূপ। আপন ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে ব্যক্তির যে নিজের কোন বিশেষ অধিকার আছে এবং এই অধিকারে যে জাতীয় ক্ষমতা হস্তক্ষেপ করিতে পারে না, প্রাচীন গ্রীসে এ ধারণা ছিল না।

প্লেটো তদীয় রাজনৈতিক শাসনতন্ত্র (Ideal state) এই আদর্শে গঠিত করিয়াছেন। তিনি যে শাসনতন্ত্রের ছবি তাঁহার গ্রন্থে (Republic) অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে তদ্দেশ ও কালোপযোগী, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। গ্রীক জাতির তদানীন্তন অধোন্নতির জন্য উক্ত আদর্শ বোধ হয় আকাশকুসুমবৎ হইয়াছিল। প্রাচীন স্পার্টার (Sparta) এবং আথেন্সের সামাজিক নিয়মগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যায় যে, এই গুলিতেও প্লেটোর শাসনতন্ত্রের ন্যায় ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের স্থান নাই। প্লেটোর মতে শাসনপ্রণালী (State) ব্যক্তিগত জীবনের পিতা মাতা ও শিক্ষকের স্থান অধিকার করিয়াছে। শাসনতন্ত্রই সাধারণ শিক্ষাগার এবং সাধারণ ধর্ম্মালয়। শাসনতন্ত্রের এরূপ উচ্চাধিকার রক্ষা করিতে হইলে, শাসনতন্ত্র প্রজ্ঞাশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া আবশ্যক। এরূপ শাসনপ্রণালীতে ব্যক্তিগত স্বার্থ, বা স্বেচ্ছাচারিতার অবকাশ নাই ; সমস্ত ব্যক্তিত্ব জাতীয়ত্বে পরিণত করিতে হইবে ; যাহা জাতির (State) নাই, তাহা ব্যক্তির হইতে পারে না। এমন কি ধর্ম্মজীবন ও ধর্ম্মবৃত্তি সকল জাতীয় জীবন হইতে ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিফলিত হয় মাত্র। উহাদের উৎপত্তি-স্থল জাতীয় জীবন, প্রকাশস্থল ব্যক্তিগত জীবন।

প্লেটো তাঁহার সাধারণ তন্ত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তি (Private property) ও গার্হস্থ্য জীবনের আবশ্যকতা স্বীকার করেন নাই। লোকের শিক্ষা, ষ্টেট হইতে নির্ব্বাহিত হইবে, কে কোন্ ব্যবসায় অবলম্বন করিবে, ষ্টেট তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিবে। বিবাহ প্রভৃতি সকল ব্যাপারে ষ্টেটের অনুমতি লইতে হইবে। উচ্চ শ্রেণীভূত লোকদিগকে ব্যায়াম, সঙ্গীতশাস্ত্র, অঙ্কশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র এবং যুদ্ধবিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা করিতে হইবে। প্লেটো স্ত্রীজাতিকে ব্যায়াম এবং যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিতে আজ্ঞা করিয়াছেন। এমন কি, কোন্ সময়ে বিবাহ করিতে হইবে, কোন্ সময়ে সন্তানোৎপত্তি এবং গর্ভধারণ বিদেয় এই সমস্ত বিষয়েও ষ্টেটের অনুমতি লইতে হইবে।

প্লেটোর অনুমোদিত শাসনতন্ত্রপ্রণালী আভিজাত্যমূলক

(Aristocratic)। আথেন্সে প্রজাতন্ত্র (Democracy)-শাসন প্রণালীর দুরবস্থা দেখিয়া তিনি উক্ত শাসনতন্ত্রের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না। স্বীয় অনুমোদিত শাসনতন্ত্র প্লেটো বংশগত আভিজাত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। তাঁহার মতে, জ্ঞানী ব্যক্তি দার্শনিক ও যিনি প্রজ্ঞাচক্ষু, ইন্দ্রিয়ের দাস নহেন, তিনি শাসক হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্র। মনস্তত্ত্বে প্লেটো যেমন জ্ঞান (intellect), হৃদ্‌বৃত্তি (feeling or heart) এবং ইন্দ্রিয়বোধ (sense) এই তিন বিভাগের নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তাঁহার শাসনতন্ত্রেও এই তিনবৃত্তির এক একটীর আধিক্যানুসারে প্রজার মধ্যে তিনটী শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন,—শাসকশ্রেণী, সামরিক সম্প্রদায় এবং শ্রমজীবিসম্প্রদায়। এই তিন শ্রেণী হইতে তিনটী ধর্ম্মবৃত্তি (Virtues) বিকাশ লাভ করিয়াছে। শাসকশ্রেণী জ্ঞানের (Reason) প্রতিভূ; যোদ্ধৃসম্প্রদায় বীরত্বের (Courage) প্রতিভূ এবং শ্রমজীবী সম্প্রদায় মিতাচারের (Temperance) প্রতিভূ। অবশিষ্ট ধর্ম্ম-ন্যায় (Justice) ঐ তিনটী ধর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাজ্য মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়াছে।

প্লেটো এই সকল রাজনৈতিক নিয়মদ্বারা জাতীয়মঙ্গলের সেতুস্বরূপ জ্ঞানের বিকাশের পথ প্রশস্ত করিয়াছেন।

উপরি উক্ত প্রস্তাব হইতে দেখা গেল যে, প্লেটোর সময়ে দর্শনশাস্ত্র সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন হইয়া উঠে। তিনি সক্রেটিসের দর্শনমতের অনুসরণ করিয়া উক্ত ভিত্তির উপর বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে আপন দর্শন প্রতিষ্ঠিত করেন। সক্রেটিস্ যে সত্যের আভাসমাত্র প্রদান করিয়াছেন, প্লেটোর প্রতিভা তাহা ভাস্বর করিয়া তুলিয়াছে।

প্লেটোর মৃত্যুর পর হইতেই তাঁহার দর্শন-চতুষ্পাঠীর (Older Academy) অবনতির সূত্রপাত হয়। তাঁহার শিষ্যগণ উত্তরোত্তর প্লেটোর মত পরিত্যাগ করিয়া পিথাগোরসের মত বিশেষতঃ তৎপ্রবর্ত্তিত সংখ্যাবাদ প্রভৃতি মত গ্রহণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে গ্রহপূজক হইয়া পড়েন। কিছুকাল পরে আবার প্লেটোর মত জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ পায়। দার্শনিক ক্রাণ্টর (Crantor) সর্ব্বপ্রথমে প্লেটোর মত বিবৃতি করেন। প্রকৃতপক্ষে আরিষ্টটলকেই প্লেটোর শিষ্য বলা যাইতে পারে।

আরিষ্টটল (Aristotle)।

দার্শনিককেশরী আরিষ্টটল খৃঃ পূঃ ৩৮৪ অব্দে থ্রেস্ (Thrace) দেশের ষ্টাজিরা (Stagira) নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা নিকোমেকস্ (Nichomachus) মাকিদনের রাজা আমিণ্টাসের (Amyntas) চিকিৎসক ছিলেন। অল্প বয়সে পিতৃহীন হইয়া সপ্তদশবর্ষ বয়ঃক্রমের সময় আরিষ্টটল আথেন্সে আসিয়া প্লেটোর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁহার সাহচর্য্যে বিংশতি বৎসর আথেন্সে যাপন করেন। গুরুশিষ্যের পরস্পর কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, তৎসম্বন্ধে বিভিন্ন মত আছে। কেহ বলেন, আরিষ্টটল প্লেটোর অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন; কেহ কেহ আরিষ্টটলকে অকৃতজ্ঞতাদোষে দোষী করিয়াছেন। যাহা হউক প্লেটোর মৃত্যুর পর আরিষ্টটল, জিনোক্রেটিসের সমভিব্যাহারে আটার নিউসের রাজা (Prince of Atarneus) হারমিয়াসের সভায় গমন করেন।

এ স্থানে আসিয়া আরিষ্টটল্ আটারনিউসের (Atarneus) ভগিনী পাইথিয়াসের (Pythias) পাণিগ্রহণ করেন। পাইথিয়াসের মৃত্যুর পর তিনি হারপিলাস্ নাম জনৈক রমণীকে আবার বিবাহ করেন, এই রমণীর গর্ভে তাঁহার নিকোমেকস্ (Nicomachus) নামক পুত্র জন্মে। খৃঃ পূঃ ৩৪৩ অব্দে মাকিদন-অধিপতি ফিলিপ আরিষ্টটলকে তদীয় পুত্র আলেকসান্দারের শিক্ষকতায় নিযুক্ত করেন। আরিষ্টটল ফিলিপ ও আলেক্‌সান্দার উভয়েরই ভক্তি ও সম্মানের পাত্র ছিলেন। আলেক্‌সান্দার পারস্যবিজয়ে বহির্গত হইলে, আরিষ্টটল্ আথেন্সে আসিয়া লাইসিয়ম্ (Lyceum) নামক চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা কার্য্য আরম্ভ করেন। ত্রয়োদশবর্ষ অধ্যাপনার পর আথেন্সবাসীরা তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইলে তিনি আথেন্স পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। খৃঃ পূঃ ৩২২ অব্দে তিনি ইউবিয়ার অন্তর্গত কালসিস্ (Chalcis) নগরে দেহত্যাগ করেন।

আরিষ্টটল্ প্লেটোর শিষ্য হইলেও উভয়ের দার্শনিক মত অভিন্ন নহে এবং উভয়ের দার্শনিক মতপ্রচার-প্রণালীতে বিশেষ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। আরিষ্টটলের গ্রন্থসমূহে প্লেটোর ন্যায় কল্পনাপ্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয় না। প্লেটো প্রজ্ঞাশক্তিবলে (Direct vision through reason) আপন দার্শনিক মত প্রচার করিয়াছিলেন, আরিষ্টটল্ বুদ্ধিবলে অর্থাৎ চিন্তা ও তর্কশক্তি (Reflection and logic) দ্বারা আপন মত প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। প্লেটোর দর্শনের গতি আধ্যাত্মিকতার (Idealism) দিকে, প্লেটো আধ্যাত্মিকতা স্বতঃসিদ্ধ স্থির করিয়া তাহা হইতে অন্যান্য সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি নির্দ্দেশ (deduce) করিয়াছেন। আরিষ্টটল্ বাস্তবতার দিকে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, বাহ্যজগৎকে তিনি সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, বাহ্যজগতের বৈচিত্র্য তাঁহার নিকট বাস্তব পদার্থ, জগতের কোন পদার্থই তাঁহার উপেক্ষার বিষয় ছিল না। বাহ্যজগতের ব্যাখ্যা আরিষ্টটলের দর্শনের প্রধানতঃ আলোচ্য বিষয়। আরিষ্টটলের দর্শনের এই সর্ব্বতঃপ্রসারিণী দৃষ্টিবশতঃ

আরিষ্টটল বহুবিধ বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রবর্ত্তনা করিয়া যান। তিনি কেবলমাত্র তর্কশাস্ত্র (Logic) প্রণয়ন করেন নাই, পরন্তু প্রকৃতিবিজ্ঞান (Natural History), মনোবিজ্ঞান (Empirical Psychology) এবং নীতিতত্ত্ব (Theory of morals) প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন।

মেটাফিজিক্স (Metaphysics) নামক গ্রন্থে আরিষ্টটল তাঁহার দর্শনের তত্ত্বজ্ঞানমূলক অংশের অবতারণা করিয়াছেন। মেটাফিজিক্স এই আখ্যা আরিষ্টটলের ভাষ্যকারগণ প্রদান করিয়াছেন, আরিষ্টটল ইহাকে প্রথম বা মূল দর্শন বলিয়া গিয়াছেন (First philosophy)। বিজ্ঞানশাস্ত্রের সহিত দর্শনের পার্থক্য সম্বন্ধে আরিষ্টটল বলিয়াছেন যে, বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানের অধিকার প্রকৃতির বিশেষ সীমা দ্বারা নির্দিষ্ট; দর্শনের অধিকার এই জড়প্রকৃতির মূলে। পদার্থ মাত্রেরই অস্তিত্ব লইয়া বিজ্ঞানের অধিকার; কিন্তু শুদ্ধ জড় প্রকৃতি লইয়া সৃষ্টি পর্য্যবসিত হয় নাই, যাবতীয় জাগতিক অস্তিত্বের মূলস্বরূপ জড়াতিরিক্ত একটী তাত্ত্বিক পদার্থের (Essence) অস্তিত্ব আছে। ঈশ্বরই এই তাত্ত্বিক পদার্থ। আরিষ্টটল এই ঈশ্বরকেই দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয় বলিয়াছেন। এজন্য আরিষ্টটল সময় সময় তাঁহার দর্শনকে ঈশ্বরতত্ত্ব (Theology) নামে অভিহিত করিয়াছেন।

আরিষ্টটল্ তাঁহার দর্শন (Metaphysics) ও ন্যায় এই উভয় শাস্ত্রের সীমা স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়া যান নাই। প্রত্যেকের আলোচ্য বিষয় অন্যের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। আরিষ্টটলের ন্যায়মত (Logic) তাঁহার অর্গেনন (Organon) নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। [আরিষ্টটলের ন্যায়ের বিবরণন্যায় শব্দে পাশ্চাত্য-ন্যায় প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।]

মেটাফিজিক্স গ্রন্থে আরিষ্টটল্ আপন আলোচ্য বিষয়গুলি নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে সন্নিবেশ করিতে পারেন নাই, মূল উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য থাকিলেও, বিষয়গুলিতে ক্রমভঙ্গ এবং আপেক্ষিক সম্বন্ধের অভাব দৃষ্ট হয়। মেটাফিজিক্সের প্রথমাংশে আরিষ্টটল্ পূর্ব্ববর্ত্তী দর্শনমতসমূহের সমালোচনা করিয়াছেন। পরে তাঁহার নিজ মতানুসারে দর্শনশাস্ত্রের মূলপ্রতিজ্ঞাগুলির সন্নিবেশ করা হইয়াছে। তৃতীয় ভাগে অন্যোন্যবিরোধপ্রণালী (The principle of contradiction) ও সংজ্ঞা প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা আছে। পদার্থ কি (Notion of substance)? পদার্থ মাত্রের স্বরূপ (Essence) কি? বিরামাবস্থা (Potentiality) এবং বিকাশাবস্থা (Actuality)।

আরিষ্টটল্ এবং প্লেটো উভয়ের দার্শনিক মতের পার্থক্য আরিষ্টটল্ কর্ত্তৃক প্লেটোর ভাববাদের (Ideal Theory) সমালোচনা দেখিলেই জানিতে পারা যায়। আরিষ্টটল বলে প্লেটো তাঁহার ভাববাদে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ সকলের উপ অমরত্ব এবং অনাদিত্ব আরোপ করিয়াছেন, অর্থাৎ প্লেটো (ভাবে আইডিয়াগুলির অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাহা এইগুলিকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ বলিয়া বোধ হয় (Things o sense immortalised and eternalised)। তদ্ব্যতীত প্লেটো কথিত আইডিয়াগুলির ক্রিয়াশক্তি (Movement নাই। জড় জগতের সহিত ইহাদের সম্বন্ধ কিরূপে স্থাপিত হইয়াছে, প্লেটো তাহার কোন সঙ্গত কারণ নির্দেশ করে নাই। প্লেটো বলিয়াছেন যে প্রত্যেক জাগতিক পদার্থ তদন্তর্গত 'আইডিয়ার' অংশীভূত (Participate in the idea), কিন্তু আরিষ্টটল বলেন যে, প্লেটো-কথিত আইডিয়া জড়জগতে নাই, সুতরাং জড় পদার্থমাত্রই ইহাদের অংশীভূত একথা কিরূপে বোধগম্য হইতে পারে। আইডিয়াগুলি সম্পূর্ণ ক্রিয়াহীন বস্তু; ইহাদের কোন কার্য্যকরী ক্ষমতা নাই, সুতরাং জড়পদার্থের সহিত ইহাদের কোন সংযোগসাধন করিতে হইলে কোন একটী তৃতীয় পদার্থের (A tertium quid) আবশ্যক, প্লেটো এরূপ কোন পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। আরিষ্টটলের মতে আইডিয়াগুলির অস্তিত্ব স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন নাই, কারণ এই আইডিয়াগুলিতে তদন্তর্গত জড় পদার্থের অপেক্ষা অতিরিক্ত কোন গুণ বা শক্তি নাই। এরূপ অনাবশ্যক পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার দ্বিরুক্তিমাত্র। আরিষ্টটলের মতে এই আইডিয়াগুলি (Ideas or notions) কোন জড়াতিরিক্ত পদার্থ নহে (Transcendent), উহাদের অস্তিত্ব জড় পদার্থের অন্তর্নিহিত (Immanent)। প্লেটোর ন্যায় আরিষ্টটলও ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে বস্তুর ভাব হইতেই বস্তুর জ্ঞান জন্মে অর্থাৎ বস্তুর অন্তর্নিহিত আইডিয়া বা ভাব দর্শকের মনে উদ্বুদ্ধ হইয়া ঐ বস্তুর জ্ঞান জন্মায় (The true nature of a thing is known and shown only in the notion)। দার্শনিক সক্রেটিস্ প্রথম এই মত প্রচার করিয়া যান। প্লেটো সক্রেটিস্-কথিত এই নোশন (Notion) হইতে এবং এই গুলির জড়াতিরিক্ত স্বতন্ত্র অস্তিত্ব (Objective reality) প্রতিপন্ন করিয়া নিজ ভাববাদ (Ideal Theory) স্থাপন করেন।

প্লেটোর আইডিয়া এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের পরস্পর সম্বন্ধ সমালোচনা-স্থলে আরিষ্টটল পদার্থ (Matter) এবং মূর্ত্তি (Form) এই সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছেন। আরিষ্টটল মূর্ত্তিকে (Form) প্লেটোর আইডিয়ার স্থানভুক্ত করিয়াছেন। মূর্ত্তি পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র নহে এবং মূর্ত্তিই বস্তুর স্বরূপ নির্দ্দেশ করে। আরিষ্টটল চারি প্রকার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ফরম্যাল বা

বাহ্য কারণ (Formal cause), সমবায় কারণ (Material cause), যে শক্তি সহযোগে সমবায় সাধিত হইয়াছে, তাহা নিমিত্ত-কারণ (Efficient cause) এবং যে উদ্দেশ্যে এই সমবায় সাধিত হইয়াছে, সেই অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যও নৈমিত্তক কারণ (Final cause)। এই কারণচতুষ্টয়কে বিশ্লেষণ করিলে মূর্ত্তি (Form) ও পদার্থ (Matter) মূলে এই দুইটী বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়। সমবায়-কারণ ও নিমিত্ত-কারণদ্বয় (Efficient and final cause) মূর্ত্তির (Form) স্থানীয় এবং সমবায় কারণ পদার্থকে (Matter) নির্দ্দেশ করিতেছে। ভাস্করই খোদিত মূর্ত্তির আকৃতির এবং উক্ত মূর্ত্তির কারণ, সুতরাং ভাস্কর নিমিত্ত কারণ, মূর্ত্তির আকৃতি বাহ্য এবং মূর্ত্তি কারণ, এই তিনটীকে একস্থানীয় ধরা যাইতে পারে। ভাস্কর প্রস্তরখণ্ডের কারণ নহেন, সুতরাং উহা একটী সমবায়-কারণ (Material cause)।

আরিষ্টটলের মতে, প্রত্যেক জাগতিক পদার্থ রূপ (Form) এবং জড়ের (Matter) সমাবেশে গঠিত হইয়াছে। রূপহীন পদার্থ (Matter without form) জগতে কল্পনার সামগ্রী, শুদ্ধ অস্তিত্ব ব্যতীত ইহার আর কোন বিশেষণ বা উপাধি নাই, (Without predication or determination)। জাগতিক প্রত্যেক পদার্থের মূলস্বরূপ এইরূপ নিরুপাধি পদার্থকে আরিষ্টটল মূলপদার্থ নামে (Materia prima) অভিহিত করিয়াছেন। রূপহীন পদার্থ যেমন জগতে দৃষ্ট হয় না, পদার্থহীন রূপও (Form without Matter) তদ্রূপ। শুদ্ধরূপ (Pure form) বলিয়া অর্থাৎ যাহা কোন বিশেষরূপ নহে, এরূপ পদার্থ জগতে নাই। বিষয় বা পদার্থ রূপকে (Form) বিশুদ্ধাবস্থায় (in pure notion) থাকিতে দেয় না।

আরিষ্টটল রূপও জড়ের সম্বন্ধ হইতে জগতের বিকাশপ্রণালীর (development) ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঐ সম্বন্ধ অবিকাশাবস্থার সহিত বিকাশাবস্থার সম্বন্ধমাত্র (the relation of potentiality to actuality)। বিষয়ের রূপগ্রহণের নাম বিকাশ (becoming); বীজের মধ্যে বৃক্ষ কারণাবস্থা (as potentiality)। এই বীজ যখন বৃক্ষে পরিণত হয়, তখন বীজের বিকাশাবস্থা (actual existence)। অন্তর্নিহিত ফরম্ কারণাবস্থার উদ্বোধন করিয়া বিকাশাবস্থায় পরিণত করে। আরিষ্টটলের ফরম্ বা রূপ বলিতে কেহ যেন ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত বাহ্য আকৃতি না বুঝেন, আরিষ্টটলের মতে ফরম্ বলিতে বিকাশশক্তি বা বিকাশের কারণ বুঝায়। ভাস্করের কল্পনাপ্রসূত দেবমূর্ত্তি পশ্চাৎ খোদিত দেবমূর্ত্তির কারণ, এই স্থলেই প্লেটোর ও আরিষ্টটলের মতের প্রকৃত পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্লেটোর আইডিয়ার ন্যায় আরিষ্টটলের ফরম্ বা আইডিয়া কার্য্যকরী শক্তিশূন্য নহে। ফরমের সূক্ষ্মাবস্থাই (Potentiality) বিকাশাবস্থার পরিণতি (Actuality) সাধন করে।

সূক্ষ্ম ও বিকাশাবস্থার সম্বন্ধ হইতেই আরিষ্টটল ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন। তিন শ্রেণীর যুক্তি অবলম্বন করিয়া তিনি আপন মত প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

জগতত্ত্ব হইতে আরিষ্টটল দেখাইয়াছেন যে, অব্যক্তাবস্থা হইতে বিকাশাবস্থা-সাধনের জন্য একটী বিকাশশক্তির আবশ্যকতা স্বীকার করিতে হইবে, কারণ বিকাশসাধক-শক্তি না থাকিলে সূক্ষ্মাবস্থা কিরূপ, তাহা বোধগম্য হয় না। ঈশ্বরই এই বিকাশসাধক শক্তি। জাগতিক শক্তিসমূহের (Movement or force) কার্য্যকারিত্ব স্বীকার করিলে, এই শক্তির নিয়ামক একটী শক্তি (Principle of movement) অবশ্য বর্ত্তমান আছে মানিতে হইবে, কারণ অনিয়ন্ত্রিত শক্তি বিশেষ ফলোৎপাদক নহে। দ্বিতীয় প্রস্তাবে (Ontological argument) আরিষ্টটল দেখাইয়াছেন যে, এই শক্তি সম্পূর্ণ বিকাশমান (pure actuousity), কারণ অবিকাশাবস্থায় (potentiality) তাঁহার উপর অসম্পূর্ণতা আরোপ করা হয়। যাহার বিকাশ এখনও হয় নাই, তাহার বিকাশ অনিশ্চিত, হইতেও পারে, না হইতেও পারে। সুতরাং যে বস্তু বিনাশহীন, তাহা বিকাশমান এবং অমরত্ব ঈশ্বরের স্বরূপ। তৃতীয়তঃ নৈতিক হিসাবেও (Moral argument) ঈশ্বরের সম্পূর্ণতা এবং বিকাশাবস্থা স্বীকার করিতে হইবে; কারণ যে বস্তু অবিকাশাবস্থায় আছে, তৎসম্বন্ধে দুইটী বিরুদ্ধভাবই আরোপ করা যাইতে পারে; যিনি অবিকাশ সাধু অসাধু উভয়ই হইতে পারেন; কিন্তু যিনি বিকাশমান, তাঁহার সম্বন্ধে এরূপ পরস্পরবিরোধী বিশেষণদ্বয় একবারে প্রযুক্ত হইতে পারে না। সুতরাং বিকাশাবস্থা অবিকাশাবস্থা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট; ঈশ্বর সম্পূর্ণ, সুতরাং বিকাশমান এবং সেইজন্য বিরোধাবস্থার অতীত। ঈশ্বর কারণত্রয় (the efficient, the notional, the final)-ভেদে শক্তিস্বরূপ (the prime-mover), জ্ঞানস্বরূপ (purely intelligible) এবং মঙ্গলস্বরূপ (primitive good)।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, আরিষ্টটলের মতে যাবতীয় জাগতিক ব্যাপারে বিকাশের একটী ধারাবাহিক ক্রম আছে। জড়ের (Matter) রূপ (Form) হইতে রূপান্তরে পরিণতি এই বিকাশপ্রণালীর মূল। মনুষ্যই এই বিকাশের চরম পরিণতি। আরিষ্টটলের মতে পুরুষের (Man male) পরিণতি দ্বারা প্রাকৃতিক পরিণতি সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, স্ত্রীজাতি অসম্পূর্ণ। জড় প্রকৃতির সমগ্র চেষ্টা এই পুরুষ বিকাশের দিকে ধাবিত

হইয়াছে, যে কোন বস্তু ইহার অন্তরায়, তাহার জন্ম ব্যর্থ বলিতে হইবে।

তৎপরে আরিষ্টটল্ গতি (Motion), দেশ বা স্থান (Space) এবং কাল (Time) এই তিন বস্তুর প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। গতি (Motion) দ্বারা বিকাশ-ব্যাপার (Transition from potentiality to actuality) সাধিত হইয়া থাকে। গতিশক্তির প্রসারও স্থানসাপেক্ষ, সেই জন্য স্থান বা দেশকে আরিষ্টটল গতির সম্ভাব্য পদার্থ (possibility of motion) বলিয়াছেন। কাল গতির পরিমাপক (measure of motion)। এই তিনটীই অসীম।

আরিষ্টটল স্বীয় জগতত্ত্ব (Cosmology) সম্বন্ধীয় গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, গতিশক্তির প্রকৃতি এবং প্রক্রিয়ানুসারে জগন্নির্ম্মাণকার্য্য সাধিত হইয়াছে। আরিষ্টটলের মতে অব্যাহত (Uninterrupted), স্বসম্পূর্ণ (Self-complete) এবং বৃত্তাকার (Circular) গতিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জগতের যে গোলক (Sphere) সর্ব্বাপেক্ষা এই গতিসাপেক্ষ, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা সম্পূর্ণ এবং যে গোলক এই গতির অনপেক্ষ, সেই গোলক সর্ব্বাপেক্ষা অসম্পূর্ণ। স্বর্গ জগতের প্রান্তদেশে (Periphery) অবস্থিত বলিয়া সর্ব্বাপেক্ষা সম্পূর্ণ এবং পৃথিবী কেন্দ্রে অবস্থিত, সুতরাং গতির প্রভাব অত্যন্ত অল্প বলিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অসম্পূর্ণ। নক্ষত্ররাজি স্বর্গের নিকটস্থ বলিয়া অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ। গ্রহরাজি পৃথিবীর নিকটস্থ বলিয়া নক্ষত্র অপেক্ষা অসম্পূর্ণ। স্বর্গের সমস্তই সম্পূর্ণ, সে স্থানে জড়পদার্থ নাই, সে স্থানে বিনাশ নাই, ব্যোম (Ether) স্বর্গের মূল পদার্থ এবং তথাকার সকল পদার্থই অমর। স্বর্গ জগতের নিয়ামক শক্তির (Prime mover) সাক্ষাৎ প্রভাবাধীন, পৃথিবী এই শক্তি হইতে দূরব্যবহিত বলিয়া এস্থান অসম্পূর্ণতার আধার, এস্থানের পদার্থ স্থূল জড় এবং যাবতীয় দ্রব্যই উৎপত্তি-বিনাশশীল।

আরিষ্টটল প্রাকৃতিক বিকাশের স্তরভেদনির্দ্দেশকালে বলিয়াছেন যে, অচেতন পদার্থ এই বিকাশপ্রণালীর সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নস্তর। অচেতন পদার্থসমূহ বিভিন্ন পদার্থের মিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে, এই মিশ্রণমূলক উৎপত্তিবিকাশের নিম্নস্তর সূচনা করিয়া দিতেছে। চেতনপদার্থ ইহার উর্দ্ধস্তরে অবস্থিত, এস্থলে বিকাশপ্রণালী বাহ্য বিষয়ের উপর নির্ভর করিতেছে না, এ স্থলে গতিশক্তি জীবনী এবং সংরক্ষণীশক্তিস্বরূপ (Animating and conservative principle) কার্য্য করিতেছে। উদ্ভিদ্‌জগতে আত্মা কেবল সংরক্ষণ ও পুষ্টিসাধনের শক্তিস্বরূপে বর্ত্তমান আছেন। প্রাণীজগতের নিম্নস্তরে ইন্দ্রিয়বোধের (Sensation) উদয় হইয়াছে। এই বিকাশ মনুষ্যে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে। মনুষ্যে এই কয় শক্তির অর্থাৎ জীবনী, সংরক্ষণী এবং বোধশক্তির (Reason) সমাহার ব্যতীত একটী চতুর্থ শক্তির বিকাশ পাইয়াছে, এইটীর নাম প্রজ্ঞাশক্তি (Reason), এই শক্তি স্বপ্রকাশ, জড় হইতে অবচ্ছিন্ন, সুতরাং দেহের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। দেহান্তে প্রজ্ঞার বিনাশ নাই। ঈশ্বরের প্রকৃতির সম্বন্ধ যেরূপ, আত্মার (Soul) সহিত প্রজ্ঞারও (Reason) সেইরূপ সম্বন্ধ।

আরিষ্টটলের দর্শন বাস্তববাদমূলক (Realism) ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তিনি প্লেটোর ন্যায় নীতিতত্ত্ব ও জড়-তত্ত্বের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করেন নাই। প্লেটো মঙ্গলের স্বরূপ কি, নির্দ্দেশ করিতে গিয়া মঙ্গলের আধ্যাত্মিক স্বরূপ আইডিয়ার (The idea of the good) অবতারণা করিয়াছেন। আরিষ্টটল উক্ত মতের অনুমোদন করেন নাই; আমাদের প্রকৃত মঙ্গল কি, জীবন হইতে এই তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। আরিষ্টটল বিজ্ঞানের হিসাবে নীতিতত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন; মানবের পক্ষে কি প্রকৃতপক্ষে হিতজনক (Morality in the life of man) তাহাই বিচার করিয়াছেন, জগতে মঙ্গলের স্বরূপ কি (not the good in relation to the universe) এই তথ্যের মীমাংসা করেন নাই। নৈতিক জীবন, তাঁহার মতে অতিপ্রাকৃতিক (Supernatural) জীবন নহে, এই জীবনেরই বিকাশমাত্র।

সক্রেটিসের মতে জ্ঞানই ধর্ম্মবৃত্তির স্বরূপ (Virtue is knowledge)। ইহার সমালোচনা উপলক্ষে আরিষ্টটল বলিয়াছেন যে, জ্ঞানের প্রাধান্য স্থাপন করিতে গিয়া সক্রেটিস্ সহজাত বৃত্তি (Natural instincts) বলিয়া যে কতকগুলি জীবনের নিয়ামক বৃত্তি আছে, তাহা লক্ষ্য করেন নাই। এই প্রবৃত্তি-গুলির বশে আমরা সময় সময় জ্ঞানের বিপরীত কার্য্য করিয়া থাকি। জ্ঞানদ্বারা অনিয়ন্ত্রিত হইয়া এবং স্বভাবকে অতিক্রম করিয়া এই বৃত্তিসকল যে কার্য্য করিয়া থাকে, তাহাই নৈতিক হিসাবে অমঙ্গলজনক। এই বৃত্তিগুলি থাকাতে জ্ঞানের বিপরীত কার্য্য করা সক্রেটিস্ যেরূপ অসম্ভব মনে করিয়াছেন, তদ্রূপ অসম্ভব নহে। মনুষ্যের প্রবৃত্তিগুলিই স্বভাবতঃ হিতসাধক, ইহার যথাযথ প্রয়োগ হইতেই মঙ্গলের উৎপত্তি হয়, শুদ্ধ জ্ঞানে মঙ্গলের উৎপত্তি নহে। সুতরাং শুদ্ধ জ্ঞানচর্চ্চায় ধর্ম্ম নহে, প্রবৃত্তির অনুশীলনে ধর্ম্ম। জ্ঞান প্রবৃত্তি সকলের নিয়ামক মাত্র। সক্রেটিস তত্ত্বদৃষ্টিকেই (Rational insight) ধর্ম্মের নিয়ন্তাস্বরূপ ধরিয়াছেন, আরিষ্টটলের মতে তত্ত্বদৃষ্টি নৈতিক জীবনের ফলস্বরূপ। জীবনের শ্রেষ্ঠ মঙ্গল কি, (What is the summum bonum of life), এই তত্ত্ব আলোচনাকালে তিনি বলিয়াছেন যে,

সুখই (Happiness) জীবনের শ্রেষ্ঠ মঙ্গল। সুখের প্রকৃতি একরূপ, তন্নির্দ্দিশকালে বলিয়াছেন, বিভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে সুখও বিভিন্ন। মনুষ্যের পক্ষে ইন্দ্রিয়জাত সুখ প্রকৃত সুখ নহে, কারণ পশুরাও এই সুখে অধিকারী। প্রজ্ঞাজাত সুখ মানবের প্রকৃত সুখ, প্রজ্ঞানিয়ন্ত্রিত কার্য্য হইতে (Rational) যে সুখোৎপত্তি হয়, অর্থাৎ যে সুখ এই কর্ম্মের ফলস্বরূপ (Result and not the end in view), সেই প্রকৃত সুখ।

ধর্ম্মবৃত্তি বা সদ্‌গুণ (Notion of virtue) কি তৎসম্বন্ধে আরিষ্টটল বলেন যে, প্রজ্ঞাজাত কর্ম্মের পুনঃ পুনঃ অনুশীলনবশতঃ যে গুণের বা প্রকৃতির উদয় হয়, তাহাই ধর্ম্মবৃত্তি (virtue); প্রত্যেক কার্য্যই যথাযথ ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া সাধিত হইয়া থাকে; কিন্তু কার্য্যের ফল যদি যথাযথ না হইয়া মাত্রায় অল্প (Defect) কিংবা অধিক (Excess) হয়, তাহা হইলে কার্য্যটী অসম্পূর্ণ হইয়াছে বলিতে হইবে। ফলের অল্পতা এবং আধিক্য এই উভয়ের মধ্যপথ অনুসরণ (Observance of a due mean) ধর্ম্মবৃত্তির প্রকৃতির স্বরূপ। এই মধ্যরাশি (Mean) সকলের পক্ষে সমান নহে, সুতরাং ধর্ম্ম সকলের পক্ষে একরূপ নহে। পুরুষের ধর্ম্ম একপ্রকার, স্ত্রীর অন্য প্রকার এবং বালকের ধর্ম্ম উভয়ের ধর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র।

জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানুসারে ধর্ম্মবৃত্তি সকলও বিভিন্ন। অবস্থার বৈচিত্র্য হেতু সমুদায় ধর্ম্মবৃত্তিগুলি নির্ণয় করা সুকঠিন, সেই জন্য জীবনের স্থায়ী ভাব সকল হইতে প্রধান প্রধান ধর্ম্মগুলি আরিষ্টটল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যেমন সুখ ও দুঃখ উভয় পদার্থই সংসারে দেখিতে পাওয়া যায়। এই উভয়ের নৈতিক মধ্যাবস্থা (Moral mean) নির্দ্দেশ করিতে হইলে বলিতে হইবে যে দুঃখকে ভয় করাও অনুচিত এবং ভয় একবারে না করাও অনুচিত, এই উভয়ের মধ্যপথ দৃঢ়তা (Fortitude)। সুখের প্রতি ঔদাসীন্যও বাঞ্ছনীয় নহে এবং সুখের প্রতি অত্যাসক্তিও তদ্রূপ, এই উভয়ের মধ্যপথ মিতাচার (Temperance)। এইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া, আরিষ্টটল ধর্ম্মবৃত্তিগুলি নির্দ্দেশ এবং তাহাদের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। তিনি বৈজ্ঞানিক হিসাবে এই গুলি আলোচনা করেন নাই, সাধারণভাবে আলোচনা করিয়াছেন মাত্র।

ধর্ম্ম কিংবা সুখ, আরিষ্টটলের মতে, সামাজিক কিম্বা রাজনৈতিক জীবন ভিন্ন ব্যক্তিগত জীবনে অসম্ভব। মানবের ধর্ম্মাধর্ম্ম অন্যান্য মানবের সহিত সম্বন্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, মানবের সুখও তদ্রূপ অন্যান্য মানবসাপেক্ষ। সমাজ ব্যতীত মানবের মানবত্ব কোথায়? অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় একটী প্রাণীমাত্র। মানব জন্মাবধিই একটী সামাজিক জীব (Corporate being); সেই জন্য ষ্টেট্ বা রাজ্যতন্ত্র ব্যক্তি বা বংশ (Family) অপেক্ষা মহান্। ব্যক্তিগত জীবন এই রাজনৈতিক জীবনের সামান্য অংশমাত্র। প্লেটোর ন্যায় আরিষ্টটলের মতে মানবজীবনের নৈতিক উন্নতি এবং সম্পূর্ণতা বিধান করা রাজ্যতন্ত্রের অবশ্যকর্ত্তব্য; কিন্তু সেই জন্য তিনি ব্যক্তিগত এবং বংশগত স্বাধীনতার একবারে বিলোপ সাধনের পক্ষপাতী নহেন। রাজ্যতন্ত্র তাঁহার মতে একটী সম্প্রদায় নহে (Unity of being), সম্প্রদায়-সমূহের সমবায়ে উৎপন্ন। জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের দ্বারাই শাসনতন্ত্র পরিচালিত হওয়া উচিত। আরিষ্টটল রাজতন্ত্র (Monarchy) এবং অভিজাততন্ত্র (Aristocracy) শাসন-প্রণালীদ্বয়ের পক্ষপাতী। তাঁহার মতে যে রাজ্য ধর্ম্মপরিচালিত, একের দ্বারা হউক বা তদধিকের দ্বারাই হউক, সেই রাজ্যই উত্তম। দার্শনিক হিসাবে কোন্ শাসনতন্ত্র উত্তম, তাহা নির্ণয় করিতে প্রয়াস পান নাই। তিনি দেশ-কাল-পাত্রানুসারে শাসনতন্ত্রের নিয়োগ করিতে বলিয়াছেন।

আরিষ্টটলের মৃত্যুর পর তদীয় সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিতেরা তদীয় দর্শনের বেশী উন্নতি সাধন করিতে পারেন নাই। আরিষ্টটল স্থাপিত দর্শন-সম্প্রদায়ের নাম পেরিপেটিটিক সম্প্রদায় (Peripatetic School)। দর্শন অপেক্ষা জড় বিজ্ঞানের প্রভাব এই সম্প্রদায়ে বিশেষরূপ লক্ষিত হয়। পণ্ডিত ষ্ট্রাটো (Strato) আরিষ্টটলোক্ত দ্বৈতবাদ পরিহার করিয়া প্রকৃতিকেই (Nature) সকল পদার্থের কারণ এবং নিয়ন্তা বলিয়া গিয়াছেন।

আরিষ্টটলের পরে যে সকল দার্শনিক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়, ঐ সকল সম্প্রদায়ে প্লেটো ও আরিষ্টটলের দর্শনের ন্যায় সার্ব্বভৌম ভাব দৃষ্ট হয় না। সোফিষ্টদিগের ন্যায় তাহাদেরও আত্মাই (Self or subject) দর্শনের প্রধান লক্ষ্য হইয়া উঠে, কিন্তু সোফিষ্টদিগের ন্যায় এই আত্মার প্রকার সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিত্বে পর্য্যবসিত হয় নাই। এই সকল দর্শন সম্প্রদায়সমূহের মতে যাবতীয় জাগতিক পদার্থ আত্মসম্প্রসারণের সহায়ভূত। যে পদার্থ আত্মার পক্ষে আবশ্যক নহে, তাহার অস্তিত্ব নিষ্ফল। এরূপ দার্শনিক মত সঙ্কীর্ণ এবং একদেশদর্শী হইলেও, পূর্ব্বে যেমন দর্শনমতবাদ ও মনুষ্যের ধর্ম্ম ও সামাজিক জীবন স্বতন্ত্র ছিল, আরিষ্টটলের পরবর্ত্তী দর্শন-সম্প্রদায়সমূহে দর্শন জ্ঞানপ্রদায়ক শাস্ত্রবিশেষ মাত্র না হইয়া জীবনের সহিত একীভূত হইয়াছিল।

আরিষ্টটলের পরবর্ত্তী চারিটী দার্শনিক সম্প্রদায় প্রসিদ্ধ,—ষ্টৈইক্ দর্শন, এপিকিউরীয় দর্শন, স্কেপ্টিকদর্শন এবং নিওপ্লেটনিক্ দর্শন। যথাক্রমে ইহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

ষ্টোইক্ (Stoic) দর্শন।

দার্শনিক জেনো (Zeno) এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। তিনি খৃঃ পূঃ ৩৪০ অব্দে সাইপ্রস্ দ্বীপের অন্তর্গত সিটিয়ম্ (Citium) নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে অনেক দর্শন সম্প্রদায়-ভুক্ত হইয়াছিলেন, সিনিক্ (Cynic), মেগারিক (Megaric) এবং আকাডেমিক্ (Academic) এই কয় সম্প্রদায়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার পর স্বাধীনভাবে আপনার মত প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। আথেন্সের ষ্টোয়া (Stoa) নামক একটী বাটীতে তাঁহার দর্শনচতুষ্পাঠী ছিল, এই স্থানের নামানুসারে তাঁহার দর্শনমতের নাম ষ্টোইক দর্শন হইয়াছে। এইস্থলে আটান্ন বৎসর অধ্যাপনা করিয়া অতিবৃদ্ধবয়সে স্বেচ্ছাক্রমে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার পবিত্র জীবন গ্রীক্‌দিগের দৃষ্টান্তের স্থল ছিল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এই সকল সম্প্রদায় মতে দর্শনশাস্ত্র জীবনের উন্নতির উপায় স্বরূপ ছিল। জীবনের পক্ষে যাহা প্রয়োজনীয় নহে, এমন জ্ঞান বা বিদ্যার আবশ্যকতা এই শ্রেণীস্থ পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন নাই। তর্কশাস্ত্র (Logic) ষ্টোইকদিগের মতে সত্যজ্ঞান লাভ করিবার সাধনস্বরূপ, প্রকৃতিতত্ত্ব (Physics) জগৎপ্রকৃতির তথ্য নির্ণয়কারী এবং নীতিতত্ত্বের (Ethics) লক্ষ্য, এই সকল তত্ত্ব জীবনে প্রয়োগ করিয়া জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করা। ষ্টোইকদর্শনে ন্যায় এবং জড়তত্ত্ব (Logic and physics) নীতিতত্ত্বের (Ethics) অঙ্গস্বরূপ (subsidiary) উক্ত হইয়াছে।

ন্যায়শাস্ত্রে ষ্টোইক পণ্ডিতগণ সত্য ও মিথ্যার স্বরূপ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানই তাঁহারা সত্যজ্ঞান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। বিশ্বাসই (Power of conviction) সত্যের দ্যোতক। যাহা সত্য, তাহা আমরা বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারি না।

জড়তত্ত্ব সম্বন্ধেও ইহারা জড়বাদী (Materialist)। জড় ব্যতীত দ্বিতীয় পদার্থের অস্তিত্ব ইহারা স্বীকার করেন না। সকল বস্তু শরীরধারী, এমন কি আত্মা ও (Soul) একপ্রকার জড়, তবে সূক্ষ্ম এবং স্থূল জড় হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ। ঈশ্বর জগৎ হইতে স্বতন্ত্র নহেন, এক ব্যতীত অপরের অস্তিত্ব সম্ভবপর নহে। এই জগতে ঈশ্বর সকল বিষয়ের নিয়ামক স্বরূপ, জাগতিক নিয়মপরম্পরার বিধাতার স্বরূপ এবং সুখ ও দুঃখের মূল কারণ অনন্ত জ্ঞানময়রূপে বিরাজ করিতেছেন। হেরাক্লাইটসের ন্যায় এই সম্প্রদায়ও কখন কখন ঈশ্বরকে অগ্নি বা তাপ স্বরূপ, কখন বা জাগতিক আধ্যাত্মিক প্রাণস্বরূপ (Spiritual breath) বলিয়া গিয়াছেন। যেমন হেরাক্লাইটসের মতে অগ্নি হইতে সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি হয়, আবার অগ্নিতেই লয় হইয়া থাকে, সেইরূপ ঈশ্বর হইতেই সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি এবং ঈশ্বরেই লয় হইয়া থাকে। ষ্টোইক পণ্ডিতগণ যুগোৎপত্তি ও প্রলয় (Cycles) স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

ষ্টোইক সম্প্রদায়ের নীতিতত্ত্ব (Ethics) এই জড়তত্ত্বের ভিত্তির উপর স্থাপিত। জগতের শৃঙ্খলা এবং জগতের অন্তর্নিহিত জ্ঞান অনুবর্ত্তন করাই, ষ্টোইকদিগের মতে জীবনের চরম লক্ষ্য। প্রকৃতির অনুবর্ত্তন কর (Follow nature) অর্থাৎ প্রকৃতিদত্ত স্বাভাবিক বৃত্তিগুলির নিয়োগানুসারে চল, ইহাই ষ্টোইক নীতির মূল সূত্র। প্রজ্ঞাশক্তি (Reason) তোমার প্রকৃতিদত্ত শক্তি, সুতরাং প্রজ্ঞার নিয়মানুসারে চল (Follow reason) তাহা হইলেই প্রকৃতি অনুসারে চলা হইবে। ষ্টোইকদিগের মতে ধর্ম্মবৃত্তি (Virtue) এবং সুখের (Happiness) মধ্যে বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই, পরন্তু সুখ নৈতিক জীবনের হানিকারক। প্রকৃতির মধ্যে সুখের কোন স্থান নাই, সুখ প্রকৃতির লক্ষ্য নহে, ইত্যাদি। উপরি উক্ত নৈতিক সূত্রগুলি হইতেই ষ্টোইকদিগের নৈতিক মতের কঠোরতার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ নৈতিক জীবনের লক্ষ্য নহে, যাহা প্রকৃতিগত নয়, তাহা নীতির বিষয়ীভূত হইতে পারে না। সুতরাং সুখপ্রাপ্তির দিনে দুঃখবিমোচন-আশয়ে যে সকল কার্য্য করা যায়, তাহা ষ্টোইকদিগের মতে নৈতিক কার্য্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। কেবল একমাত্র ধর্ম্ম হইতে (Virtue) সুখ (Right) সম্ভব। সুখ বাহ্য বিষয়ের উপর নির্ভর করে না। প্রজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলাই ধর্ম্মের স্বরূপ, প্রজ্ঞার নিয়োগের বিপরীত দিকে চলাই পাপ (Vice)। প্রজ্ঞার কিঞ্চিৎ বিপরীতে চলিলেও তাহা পাপ বলিয়া গণ্য হইবে। সকল কর্ম্মই হয় পাপ কি পুণ্য, এই দুয়ের মধ্যবর্ত্তী কিছু হইতে পারে না। পুণ্যকর্ম্ম একভাবে ভাল (Right) এবং সকল পাপ কর্ম্মও একই ভাবে মন্দ, মাত্রার কোনরূপ তারতম্য নাই, এইগুলিকে ষ্টোইকদিগের কূটসূত্র (Stoical paradox) বলে। জ্ঞানবলে বাসনা দমন করাই যথার্থ ধর্ম্ম। মনুষ্যের কর্ত্তব্য দ্বিবিধ, নিজের প্রতি এবং অপরের প্রতি। আত্মরক্ষণ-ধর্ম্ম প্রবৃত্তির অনুবর্ত্তন ইত্যাদি নিজের প্রতি কর্ত্তব্য। যথাযথভাবে ন্যায় ও দয়াদাক্ষিণ্যের সহিত সামাজিক জীবন নির্ব্বাহ করা অপরের প্রতি কর্ত্তব্য। রাজা বা শাসনতন্ত্র মনুষ্যের সামাজিক জীবনের বিকাশমাত্র।

ষ্টোইকদিগের মতে জ্ঞানী ব্যক্তি সৃষ্টির সারভূত। জ্ঞানীর জ্ঞাতব্য কিছুই নাই, তিনি প্রকৃতির প্রত্যেক তথ্যই অবগত আছেন। জ্ঞানীব্যক্তি নৈতিক হিসাবে সম্পূর্ণ, তিনি

ভয়, দ্বেষ, অমর্ষ প্রভৃতি রিপুর বশীভূত নহেন। তিনি কোন বিষয়ে বদ্ধ নহেন বলিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন। এইরূপে তাঁহারা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, প্রজ্ঞা ও ধর্ম্ম জ্ঞানি-লোকে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তাহারাই প্রকৃত সুখী। জীবনের নৈতিক পরাকাষ্ঠা প্রচার করা ষ্টোইক-দর্শনের উদ্দেশ্য এবং গ্রীকজাতির অধঃপতনের সময়ও তাঁহারা এই নৈতিক আদর্শ সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

এপিকিউরীয় দর্শন (Epicurian Philosophy)।

দার্শনিক এপিকিউরস্ এই দর্শন-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। তিনি খৃঃ পূঃ ৩৪২ অব্দে স্তামস্ নামক দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার পিতা আথেন্স পরিত্যাগ করিয়া ঐ স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করেন। ৩৬ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় তিনি আথেন্সে আসিয়া স্বীয় দার্শনিক মত প্রচার করিতে আরম্ভ করেন এবং জীবনের শেষ কাল পর্য্যন্ত এই কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। খৃঃ পূঃ ২৭০ অব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন।

এপিকিউরস্ দর্শনশাস্ত্রের যে সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইতেই তাঁহার দার্শনিকমত উপলব্ধি করা যায়। তাঁহার মতে তর্ক এবং জ্ঞান আশ্রয় করিয়া সুখান্বেষণই দর্শন-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। সুতরাং ষ্টোইকদিগের ন্যায় ইঁহাদের মতেও দর্শনশাস্ত্র শুদ্ধ জ্ঞানপ্রদায়ক শাস্ত্র নহে, জীবনে নিত্য করণীয় বিষয়। ইঁহাদের মতে সুখই জীবনের চরম লক্ষ্য এবং তাহা লাভ করিবার জন্য মানুষের সর্ব্বাঙ্গিণী চেষ্টা প্রধাবিত হওয়া উচিত। সুতরাং দর্শনশাস্ত্রের অঙ্গীভূত ন্যায় বা তর্কশাস্ত্র (Logic) এবং জড়তত্ত্ব নীতিতত্ত্বের সাধনমাত্র। এপিকিউরীয় দর্শনের মত অনেকাংশে ষ্টোইক-দর্শনের বিরোধী।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, এপিকিউরস্ সুখকেই (happiness) জীবনের পরম মঙ্গলস্বরূপ বলিয়া গিয়াছেন। আরিষ্টিপসের ন্যায় তিনি ক্ষণমাত্রস্থায়ী ইন্দ্রিয়গত সুখকে প্রকৃত সুখ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। দুঃখময় পরিণামহেতু ইন্দ্রিয়সুখকে প্রকৃত সুখ বলা যায় না।

স্থায়ি-পরাশান্তি (permanent tranquil satisfaction) প্রকৃত সুখ। এই সুখের হ্রাসবৃদ্ধি নাই, ইহা দুঃখ-সংভিন্ন; কারণ ইহা বাহ্য বিষয়ের উপর নির্ভর করে না। প্রকৃত সুখ লাভ করিতে হইলে ধারণার আশ্রয় লইতে হইবে; ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া থাকিলে চলিবে না। জ্ঞানী অনিত্য বিষয়-সুখ পরিত্যাগ করিয়া এই নিত্য সুখলাভে ব্রতী থাকেন। এই পরাশান্তি অধ্যাত্ম-পদার্থ বলিয়া বাহ্যবিষয়ের উন্নতি অবনতি অর্থাৎ পরিবর্ত্তনের সাপেক্ষ নয়। জ্ঞানী ব্যক্তির শক্তি দৈহিক যন্ত্রণার মধ্যেও অব্যাহত থাকে। ধর্ম্ম সুখের সেতুস্বরূপ; ধর্ম্মব্যতীত প্রকৃত সুখ লাভ করিতে পারা যায় না। সুখ বাহ্যবিষয়-সাপেক্ষ না হইলেও ইন্দ্রিয়জাত সুখ একবারে উপেক্ষার বিষয় নহে। নির্দ্দোষ আমোদ উপভোগ করায় কোন পাপ নাই। মনুষ্যের স্বাভাবিক চেষ্টা দুঃখ-নিবৃত্তির দিকে ধাবিত হইয়াছে। দুঃখের নিবৃত্তিই সুখ, এই দুঃখ-নিবৃত্তির নাম শান্তি; শান্তিই প্রকৃত সুখ। নিবৃত্তিমূলক সুখ (Negative pleasure) এই শান্তির নামান্তর, প্রবৃত্তিমূলক সুখ (Positive pleasure) দুঃখাসম্ভিন্ন নহে।

স্কেপ্‌টিক দার্শনিক সম্প্রদায়।

পূর্ব্বোক্ত দার্শনিক মতদ্বয়ের ন্যায় ব্যক্তিগত জীবনের পরম পুরুষার্থ নির্ণয় করা এই সম্প্রদায়েরও উদ্দেশ্য। এলিস্ নামক স্থানের অধিবাসী দার্শনিক পাইরো (Pyrrho of Elis) এই মতের প্রতিষ্ঠাতা। এই সম্প্রদায়ের মতেও সুখই জীবনের লক্ষ্য। সুখে জীবন যাপন করিতে হইলে জাগতিক সমস্ত পদার্থের প্রকৃত তথ্য অবগত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু এই সম্প্রদায়ের মতে মনুষ্যের জ্ঞান সীমাবদ্ধ; বাহ্যবস্তুসমূহের প্রকৃত স্বরূপ কি, আমরা জানিতে পারি না, কেবল আমাদের নিকট তাহারা যে ভাবে প্রতিভাত হয় (as they appear to us) তাহাই জানি। কোন পদার্থসম্বন্ধে নিশ্চিতরূপে কিছু বলা যায় না; সেই জন্য একই বস্তু সম্বন্ধে দুইটী পরস্পর বিরোধীমতের উৎপত্তি সম্ভব। জ্ঞানের এরূপ অনিশ্চয়তাহেতু কোন প্রকার মত প্রকাশ না করাই প্রকৃত জ্ঞানীব্যক্তির পক্ষে কর্ত্তব্য এবং ইহাই স্কেপ্‌টিকদিগের মতে সুখের সাধন, কারণ কোন প্রকার মত প্রকাশ না করিলেই চিন্তার স্বাধীনতা (freedom of judgment) অক্ষুণ্ণ রহিল; চিন্তার স্বাধীনতা হইতেই আত্মার শান্তি। ইন্দ্রিয়জ্ঞানের পার্থক্যের দশটী কারণ এই শ্রেণীস্থ দার্শনিকেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেইগুলি স্কেপ্‌টিক-ট্রোপ (Sceptical tropes) নামে অভিহিত। বাহুল্যভয়ে তাহাদের সবিস্তার উল্লেখ করা গেল না। সেইগুলির সংক্ষেপ মর্ম্ম এই যে ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের বিভিন্নতা, ব্যক্তি-বিশেষের ইন্দ্রিয়-শক্তির বিভিন্নতা, পদার্থসমূহের স্থান-বিপর্য্যয়, দর্শকের তৎকালিক মানসিক অবস্থা, বর্ণ, তাপ প্রভৃতির যোগে বস্তুদর্শনের বিভিন্নতা প্রভৃতি কারণে এক বস্তু সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণার উৎপত্তি হয়।

উত্তরকালে যে সকল স্কেপ্‌টিক পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে এনিসিডেমস্ (Ænesidemus), আগ্রিপা (Agrippa), সেক্‌স্‌টস্ এম্পিরিকস্ (Sextus Empiricus) এই কয়জন বিখ্যাত।

নিওপ্লাটনিক দর্শন (Neoplatonism)।

দ্বৈতবাদীর আপত্তির নিরাস করিয়া প্লেটো এবং আরিষ্ট-

টলের ন্যায় উক্ত দ্বৈতবাদের মূলতত্ত্ব-প্রতিপাদক দর্শন (Absolute philosophy) প্রচার করাই এই সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য। ইজিপ্টের অন্তর্গত লাইকোপোলিস্ (Lycopolis)-নিবাসী দার্শনিক প্লোটিনস্ (Plotinus) এই মতের পূর্ব্বসূচনা করিয়া যান।

প্লোটিনস্ (২০৫—২৭০ খৃষ্টাব্দে) আলেক্‌সান্দ্রিয়া (Alexandria) নগরে দার্শনিক আমনিয়স্ সাকাসের (Ammonius Saccas) নিকট দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ৪০ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় তিনি রোমে আসিয়া অধ্যাপনাকার্য্যে ব্রতী হন। তিনি দর্শন সম্বন্ধে কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়া যান, তাঁহার মৃত্যুর পরে তদীয় শিষ্য প্রসিদ্ধ দার্শনিক পরফাইরি (Porphyry) উক্ত গ্রন্থসমূহ প্রকাশ করেন। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে নিওপ্লাটনিক-দর্শন রোম হইতে আথেন্সে প্রচারিত হয়। থিওসফি (Theosophy), ইন্দ্রজাল ও ভোজবিদ্যা (Theurgy) এই সকল বিষয়ের প্রভাব নিওপ্লাটনিক দর্শনে বিশেষরূপ লক্ষিত হয়।

স্কেপ্‌টিক্ দর্শনে জ্ঞান ও সর্ব্ববিষয়ের প্রতি ঔদাসীন্যই শান্তির নিদান বিবেচিত হইয়াছিল; কিন্তু নিওপ্লাটনিক পণ্ডিতগণের মতে ইহাই শান্তির প্রকৃত স্বরূপ নহে, এরূপ ঔদাসীন্যে শান্তিলাভ করিতে পারা যায় না, অশান্তি প্রচ্ছন্ন ভাবে রহিয়া যায়। সংশয়চ্ছেদ না হইলে প্রকৃত শান্তিলাভ করিতে পারা যায় না। কোন জ্ঞানদ্বারা এ সংশয়চ্ছেদ সম্ভবপর নহে। নিওপ্লাটনিক পণ্ডিতদিগের মতে আত্মার আনন্দময় অবস্থা (ecstasy or rapture) হইতে সংশয়চ্ছেদ হইলে এই শান্তিলাভ করা যায়। এই অবস্থায় জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, দ্রষ্টা ও দৃশ্য পদার্থের পার্থক্য থাকে না, সমস্ত দ্বৈতভাবরহিত হইয়া যায়; ইহাই প্রকৃত জ্ঞানের অবস্থা। প্লোটিনসের মতে প্রমাণ দ্বারা বস্তুর প্রকৃত জ্ঞান জন্মে না, কারণ তাঁহার মতে প্রকৃত জ্ঞানে দ্বৈতভাব থাকিতে পারে না। বিশুদ্ধ জ্ঞানে প্রজ্ঞাশক্তি (Reason) সর্ব্বতই আত্মপ্রসার দেখিতে পায়, এক প্রজ্ঞা ব্যতীত অন্যান্য পদার্থের অস্তিত্ব থাকে না। ঈশ্বরে সমাধি (absorption into divinity) এই অবস্থার নামান্তর। এই সমাধি অবস্থাকে উক্ত দার্শনিকগণ আনন্দময় অবস্থা বলিয়া গিয়াছেন। এই অবস্থাপ্রাপ্তিই জীবের চরম লক্ষ্য এবং ইহাই প্রকৃত শান্তি; শুষ্ক বৈরাগ্যে (sceptical apathy) শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

নিওপ্লাটনিক পণ্ডিতগণ তাঁহাদের জগত্তত্ত্বে জগতের বিশ্বপ্রাণ (World-soul) এবং জগতের বিশ্বপ্রজ্ঞা (World-reason) এই দুইটী শক্তির অতিরিক্ত তৃতীয় একটী শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এই শক্তিই অপর দুইটী শক্তির মূল। প্রজ্ঞাশক্তি দ্বৈতভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহাতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই উভয় ভাবই বর্ত্তমান থাকে, সুতরাং জগতে বহুত্ব (Manifold) হইতে প্রজ্ঞাশক্তি মুক্ত নহে। প্লোটিনস্ এই মূল-শক্তির যথার্থ স্বরূপ স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়া যান নাই। তাঁহার মত সংক্ষেপতঃ এইরূপ:—এই মূলশক্তি জ্ঞান (Thought) এবং ইচ্ছাস্বরূপ (Will) নহেন। কারণ ঈশ্বরে জ্ঞান আরোপ করিলে, তাঁহারও জ্ঞেয় পদার্থ আছে স্বীকার করিতে হয়, তাঁহাতে ইচ্ছাশক্তি আরোপ করিলেও তাঁহার উপর কার্য্যজনিত ফল লাভচেষ্টা আরোপ করা হয়, উভয়ই অভাবসূচক, সুতরাং অসম্পূর্ণতাসূচক। এ জন্য তাঁহাতে কোনটিরই আরোপ করা যায় না। কোনপ্রকার বিশেষণই (Predicate) এই শক্তি সম্বন্ধে প্রযুজ্য হইতে পারে না, কারণ বিশেষণ মাত্রই গুণ এবং সেইজন্য সীমাসূচক। এইরূপে প্লোটিনস্ ঈশ্বরের নির্গুণত্ব প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন।

এই নির্গুণত্ব হইতে কিরূপে এই গুণময় জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে মীমাংসা করিতে গিয়া প্লোটিনস্ তাঁহার বিকীরণবাদ (Theory of emanation) প্রতিপন্ন করিয়াছেন। অগ্নি হইতে যেরূপ তাপ বিকীর্ণ হয়, তদ্রূপ ঈশ্বর হইতে জগতের বিকাশ হইয়াছে। ঈশ্বর হইতে প্রথমেই প্রজ্ঞাশক্তি (Reason) বিকীর্ণ হইয়াছে। বাহ্য জগতের সমস্ত পদার্থ আইডিয়া স্বরূপে এই প্রজ্ঞাশক্তির অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। এ স্থলে নিওপ্লাটনিক পণ্ডিতগণ প্লেটোর ভাববাদের (Theory of ideas) প্রয়োগ করিয়াছেন। এই প্রজ্ঞাশক্তি হইতে পুনরায় বিশ্বপ্রাণ (World-soul) বিকীর্ণ হইয়াছে। এই বিশ্বপ্রাণ আইডিয়াগুলির অনুরূপ বাহ্য পদার্থসমূহের সৃষ্টি করিয়া জগতের বিকাশ সাধন করিয়াছে। মানবাত্মা প্রজ্ঞাজগৎ ও বাহ্যজগৎ এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী, এজন্য মানবাত্মায়ও আধ্যাত্মিক ও সাংসারিক বা বহির্জ্জাগতিক (World of sense) এই উভয় ভাবের সমাবেশ দেখা যায় এবং আকাঙ্ক্ষাও এজন্য উভয় ভাবপ্রবণ। মানবাত্মা আধ্যাত্মিক পদার্থ, কেবল নিয়তিবশে (through inner necessity) বাহ্যজগতে প্রবেশলাভ করিয়াছে। মানবাত্মার পক্ষে ইহা বদ্ধাবস্থা, এই বদ্ধাবস্থা হইতে মুক্ত হইয়া আধ্যাত্মিক প্রবেশলাভ করাই মানবাত্মার পরমপুরুষার্থ। বাহ্য বস্তু হইতে ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ নিরোধ করিলে এই বদ্ধাবস্থা হইতে মুক্ত হইতে পারা যায়। অধ্যাত্মজগতে (World of ideas) প্রবেশলাভ করিলে, নিখিল সৌন্দর্য্য এবং মঙ্গলের আকরস্বরূপ ঈশ্বরে লয়প্রাপ্তি, ব্রহ্মানন্দলাভ এবং নির্ব্বাণমোক্ষলাভ হয় ("Our soul reaches thence

the ultimate end of every wish and longing, ecstatic vision of the One, union with God, unconscious asorption, disappearance in God") সুতরাং দেখা যাইতেছে, অদ্বৈতবাদস্থাপনের জন্ত নিওপ্লাটনিকমত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

নিওপ্লাটনিক দর্শনই গ্রীকদর্শনের শেষ সীমা। খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানরাজ্যে বিপ্লব আনয়ন করে। নূতন ধর্ম্মের খরস্রোতে প্রাচীন মত সকল ক্রমে ক্রমে বিলোপ প্রাপ্ত হয়। ধর্ম্মের জলন্ত দৃষ্টান্তে লোকে শুষ্ক এবং জীবনীশক্তিহীন জ্ঞানচর্চ্চায় বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়ে। জগতে বহুকালের পর এরূপ কোন পরিবর্ত্তন ঘটিলে সেই দিকেই স্রোত ফিরিয়া যায়; একদেশদর্শিতা সেই সময়ের বিশেষ লক্ষণ হইয়া পড়ে। প্রাচীন মতসমূহের সত্যাংশটুকুও যে সেই সময়ে লোকে গ্রহণ করিবে এরূপ আশা করা যায় না। সুতরাং এরূপ অবস্থায় গ্রীকদর্শনের অবনতি ও বিলোপ অবশ্যম্ভাবী। তদ্ব্যতীত রাজনৈতিক অধঃপতন জ্ঞানরাজ্যের অবনতির একটী বিশেষ কারণ, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের অধঃপতন সম্ভবপর নহে। এরূপ অবস্থায় বুঝিতে হইবে, যে জাতি আধ্যাত্মিক অবনতির নিম্নতম সোপানে পতিত হইয়াছে, সে জাতির সাহিত্যশিল্পদর্শনের সজীবতা থাকিতে পারে না। গ্রীকজাতি নিজ স্বাধীনতা হারাইয়া রোমের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল; কিন্তু রোমও দর্শনের কোন উন্নতিসাধন করিয়া যায় নাই। রোমে প্রাচীন গ্রীকদর্শনেরই অনুশীলন হইত মাত্র। রোমীয় পণ্ডিতেরা গ্রীকদর্শন-মতসমূহের সামঞ্জস্য বিধান করিতে চেষ্টা করিতেন। দার্শনিক সিসিরো (Cicero) ইঁহাদের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ।

খৃষ্টধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবকালে প্লেটোর দার্শনিক মত সর্ব্বতঃ আদৃত হইয়াছিল, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী পণ্ডিতগণ ইহার অনুশীলন এবং গবেষণা করিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে স্কোটস্ এরিগেনা (Scotus Erigena) নামক জনৈক পণ্ডিত খৃষ্টধর্ম্মের সহিত নিওপ্লাটনিক দর্শনের সামঞ্জস্য বিধান করিতে চেষ্টা করেন। অতঃপর একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দর্শনশাস্ত্রের বিশেষ চর্চ্চা এবং উন্নতি হয় নাই।

স্কলাষ্টিক দর্শন।

একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে আবার দার্শনিক যুগের অভ্যুদয় হয়। এই সময় হইতে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত যে সকল দর্শন মত প্রচারিত হয়, তাহার নাম স্কলাষ্টিক দর্শন (Scholastic Philosophy)। ধর্ম্মের সহিত স্বাধীন-যুক্তির সমন্বয়-বিধানের চেষ্টা স্কলাষ্টিক্ দর্শনের বিশেষত্ব। ধর্ম্মমত যখন শিক্ষার বিষয় হইয়া পড়ে, তখন ইহা অন্ধবিশ্বাসের বিষয়ীভূত অভ্রান্ত সত্যস্বরূপে গৃহীত না হইয়া চিন্তার আলোক-প্রসারণের দ্বারা ইহার তথ্যনির্ণয়ে চেষ্টা করা হইয়া থাকে। যতক্ষণ এই অন্ধবিশ্বাস যুক্তির অধীনতা স্বীকার না করে, ততক্ষণ মানবমন উহা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হয় না। পিট্রস্ লম্বার্ডস্ (Petrus Lombardus) নামক জনৈক পণ্ডিত এ বিষয়ের অগ্রণী। স্কলাষ্টিক দর্শনের কোন সম্প্রদায়ই খৃষ্টীয় ধর্ম্ম মতগুলির যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ করেন নাই, কেবল যুক্তির সাহায্যে ইহার অভ্রান্ততা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বিখ্যাত পণ্ডিত আনসেলম্ (Anselm) স্কলাষ্টিক দর্শনের প্রথম প্রবর্ত্তক। তিনি কান্টারবেরির আর্চবিশপ্ ছিলেন, খৃষ্টীয় ১০৩৫-৯৩ পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিলেন। দার্শনিক চিন্তার গাম্ভীর্য্য অপেক্ষা ন্যায়শাস্ত্রের সূক্ষ্ম তর্কপ্রণালী এই সকল সম্প্রদায়ের বিশেষ লক্ষণ ছিল। আরিষ্টটলের দর্শন এই সময় বিশেষরূপ আদৃত হয়। অনেক স্কলাষ্টিক পণ্ডিত আরিষ্টটলের দর্শনের টীকা প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, এই সময়ে আরবদিগের মধ্যেও উক্ত দর্শন বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করে। টমাস্ আকুইনাস (Thomas Aquinas) এবং ডন্স-স্কোটস্ (Duns Scotus) এই দুই দার্শনিকের সময় স্কলাষ্টিক দর্শন উন্নতির চরম সীমায় আরোহণ করে। উক্ত দুই জন দার্শনিক দুইটী সাম্প্রদায়িক মতের প্রবর্ত্তক। আকুইনাস্ বুদ্ধিশক্তি (Intellect) এবং ডন্স-স্কোটস্ ইচ্ছাশক্তির (Volition) প্রাধান্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। নামবাদ (Nominalism) এবং বাস্তববাদ (Realism) এই দুই মতের মীমাংসায় স্কলাষ্টিক দর্শনের অনেকাংশ ব্যয়িত হইয়াছে। [নামবাদ সম্বন্ধে ন্যায় শব্দে পাশ্চাত্য ন্যায় দেখ।]

পণ্ডিত রসেলিনস্ (Roscelinus) নামবাদের এবং পণ্ডিত আনসেলম্ (Anselm) বাস্তববাদের সমর্থক ছিলেন। পণ্ডিত আবেলার্ড (Abelard) এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী মতাবলম্বী ছিলেন। নামবাদী পণ্ডিতগণের মতে বস্তু সম্বন্ধে যে সকল সাধারণ সংজ্ঞা প্রযুক্ত হয়, এই সংজ্ঞা কতকগুলি বস্তুর সাঙ্কেতিক চিহ্নবিশেষ, ঐ সকল সংজ্ঞার অনুরূপ সাধারণ পদার্থ নাই; সাধারণ ভাব (general notion) বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহা আমাদেরই মনের অবস্থাবিশেষমাত্র, বাস্তবিক ইহার কোন বস্তুগত অস্তিত্ব নাই। পৃথক্ বস্তুসমূহের সাদৃশ্য অবলোকন করিয়া সাঙ্কেতিক চিহ্নস্বরূপ সংজ্ঞার (general name or notion) সৃষ্টি হইয়াছে। বাস্তববাদী পণ্ডিতদিগের মতে সংজ্ঞা কাল্পনিক চিহ্নমাত্র নহে; সংজ্ঞার নির্দ্দিষ্ট পদার্থসমূহের সাধারণত্ব আছে; অশ্ব শব্দে কোন একটী বিশেষ অশ্বকে বুঝায় না, অশ্বজাতিকেই বুঝায়। কিন্তু অশ্ব বলিলে

সমস্ত অশ্বজাতিকে বুঝায় কেন, ইহার উত্তরে এই সম্প্রদায়োক্ত পণ্ডিতগণ বলেন যে, অশ্বজাতির অন্তর্গত প্রত্যেক জীবেই একটী সাধারণ গুণের অস্তিত্ব আছে বলিয়া, অশ্বসংজ্ঞা উক্ত জাতিভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির বোধক। এই সাধারণ গুণের নাম স্বরূপসূচক গুণ (Essence)। বাস্তববাদী পণ্ডিত এই সাধারণগুণসমূহের (universals) অস্তিত্বে বিশ্বাসশালী ছিলেন বলিয়া তাঁহারা স্বরূপবাদের (Doctrine of essence) প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

পণ্ডিত আবেলার্ড এতদুভয় মতের সামঞ্জস্য সাধন করিতে গিয়া বলেন যে, সংজ্ঞা মনঃপ্রসূত হইলেও একবারে কল্পনার সামগ্রী নহে, বাহ্যজগতে ইহার অস্তিত্ব আছে। তাহা না থাকিলে এ সম্বন্ধে আমাদের কোনপ্রকার ধারণা জন্মিতে পারিত না। যাহা তর্কের দ্বারা প্রমাণ করিতে পারা যায়, তাহার বস্তুগত অস্তিত্ব বাহ্যজগতে আছে; এই বিশ্বাসই স্কলাষ্টিক দর্শনের মূলসূত্র এবং এই বিশ্বাসের অধঃপতনের সহিতই উক্ত দর্শনের অধঃপতনের সূচনা হয়।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, জ্ঞান ও ধর্ম্মবিশ্বাসের ঐক্যস্থাপনই স্কলাষ্টিক্ দর্শনের মূলসূত্র। মধ্যযুগে বিদ্যাচর্চ্চা যাজকসম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল; সুতরাং দর্শনশাস্ত্রের আলোচনাও তাঁহারাই করিতেন। ধর্ম্মবিশ্বাসের দৃঢ়তানিবন্ধন দর্শনশাস্ত্রের চর্চ্চা যে সর্ব্বথা অপক্ষপাতসহকারে সাধিত হইত, ইহা স্বীকার করা যায় না। যে ধর্ম্মমত তাঁহারা যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করিতে না পারিতেন, তাহাও অভ্রান্ত সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতেন। যুক্তির সহিত ঐক্য না হইলে ইহা প্রমাণসাপেক্ষ নহে বা যুক্তির অতীত বলিয়া স্বীকৃত হইত। যুক্তি এবং বিশ্বাসের এরূপ অস্বাভাবিক সংযোগ স্থায়ী হইতে পারে না। যাজক-সম্প্রদায়ের শাসনাধীনে স্বাধীন-চিন্তা একরূপ বিলোপপ্রাপ্ত হইয়াছিল। স্বাধীন-চিন্তার অভ্যুদয়ের সহিত লোকে বুঝিল যে, যুক্তি অন্ধবিশ্বাসের ক্রীতদাস নহে, বরং যুক্তির কষ্টিপাথরে ঘসিয়া বিশ্বাস খাঁটি কি না পরীক্ষা করা আবশ্যক। যে কারণসমূহের সমবায়ে য়ুরোপে ধর্ম্ম ও জ্ঞানরাজ্যে যুগান্তর সাধিত হয়, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে।

লুথর-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মসংস্কার (Reformation) এই কারণসমূহের অন্যতম। মহাত্মা লুথরই সর্ব্বাগ্রে যাজকসম্প্রদায়ের ঐহিক স্বার্থসাধনের মূলীভূত প্রচলিত ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধে (যে ধর্ম্মমত কুসংস্কারের নামান্তর মাত্র ছিল। আপনার মহীয়সী ক্ষমতা নিয়োজিত করেন। যে নির্ভীকতা ও আধ্যাত্মিক তেজোগর্ব্বের সহিত লুথর সমস্ত যাজকসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তাহারই ফলে আজ সমগ্র য়ুরোপ আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে। সেইজন্যই আর যাজক সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছানুগত মত দৈববাণীস্বরূপ গৃহীত হয় না; যাজকসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধমত ঘোষণার জন্য সত্যপ্রাণ মহাপুরুষদিগের পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড আর অভিনীত হয় না। স্বাধীন-চিন্তার প্রসার বিশেষভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে; সুতরাং এই সময়ে দর্শনশাস্ত্র অভিনবভাবে প্রযোজিত হইবে, ইহা বিস্ময়জনক নহে।

স্বাধীন চিন্তার অভ্যুদয়ের ফলে প্রাচীন সাহিত্যের চর্চ্চা আরম্ভ হয়। প্লেটো ও আরিষ্টটলের দর্শন গ্রীকভাষায় অধীত হইতে থাকে, সুতরাং অতঃপর পূর্ব্বের ন্যায় লাটিন্‌ভাষায় রূপান্তরিত আরিষ্টটলের দর্শন বিকৃতভাবে গৃহীত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। ইরাস্‌মস্ (Erasmus), মেলাঙ্কথন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ গ্রীক সাহিত্যের চর্চ্চা বিশেষভাবে প্রচলন করেন। মুদ্রাযন্ত্রের উদ্ভাবনের জন্য এই সকল গ্রন্থপ্রচার আরও সহজসাধ্য হইয়া পড়ে। সুতরাং পূর্ব্বের ন্যায় চিন্তার আর বন্দীদশা থাকিতে পারিল না। ইহার দৃষ্টি সর্ব্বতোমুখী হইয়া পড়িল।

জড়বিজ্ঞানশাস্ত্রসমূহের চর্চ্চা এই সময়ে বিশেষ প্রচলিত হইয়া ভ্রান্ত মতসমূহের অপনোদন হইতে থাকে, কোপার্নিকস্, গ্যালিলিও, কেপলার প্রভৃতি মনীষিগণের আবিষ্কৃত তথ্য সকল জগৎকে বিস্ময়াবিষ্ট করে এবং যাজকসম্প্রদায় কর্ত্তৃক প্রচলিত মতগুলি যে ভিত্তিহীন, তৎসম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকে না। স্কলাষ্টিক-দর্শন শুষ্ক ন্যায়ের তার্কিকতায় ব্যাপৃত থাকিয়া বাহ্যজগৎকে বিস্মৃত করিয়াছিল; বিজ্ঞানের উন্নতি আবার জগতের দিকে দর্শনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বর্ত্তমান দর্শনশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা বেকনের (Bacon) মত বিজ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যাহা অভিজ্ঞতামূলক (based upon experience) তাহাই সত্য, এই মতই প্রবল হইয়া উঠে। চিরানুগত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার প্রবর্ত্তনা হইলে এই প্রতিক্রিয়া যথোচিত সীমা অতিক্রম করিয়া আরও অধিক দূর অগ্রসর হয়। দার্শনিক বেকন (Bacon) ও দেকার্ট (Descartes) উভয়ের দর্শনেই এই প্রতিক্রিয়ার প্রাবল্য উপলব্ধি হয়, উভয়ের দর্শনেই তৎপূর্ব্ববর্ত্তী দর্শনমতসমূহের প্রতি অবিশ্বাসভাব দৃষ্ট হয়। এই জন্য উভয়েই স্ব স্ব প্রবর্ত্তিত প্রথানুসারে অভিনব দর্শনের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা অতীত-বিশ্বাসের কোনই সম্বন্ধ রাখেন নাই। বেকনের মতে প্রকৃত তত্ত্বপর্য্যালোচনা অন্ধবিশ্বাস ও ভ্রম অপনোদন করিবার প্রকৃষ্ট উপায় এবং দেকার্ট সংশয়কেই সত্যপথের প্রদর্শক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

বেকন-প্রবর্ত্তিত দর্শন।

দার্শনিক লর্ড বেকন্ খৃষ্টীয় ১৫৬১ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া খৃষ্টীয় ১৬২৬ অব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তিনি ইংলণ্ডের অভিজাতবংশীয়। পাঠসমাপনের পর সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া অনেক উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন এবং জ্ঞানী হইলেও তাঁহার নৈতিক জীবন নিষ্কলঙ্ক ছিল না। তদীয় গ্রন্থপাঠ ও তাঁহার চরিত্র পর্য্যালোচনা করিলে উভয়ের পার্থক্য বিশেষরূপে অনুমিত হয়। মিত্রদ্রোহ, বিশ্বাসঘাতকতা ও অবৈধ উপায়ে অর্থগ্রহণ করিয়া তিনি আপনার জীবনকে জগতের নিকট হেয় করিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বেকনের দর্শন অভিজ্ঞতামূলক। বেকন বলেন, তাঁহার সময়ে বিজ্ঞানশাস্ত্রসমূহ অবনতির চরম সীমা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই সময়ের দর্শনশাস্ত্রও ন্যায়শাস্ত্রের লূতাতন্তুস্বরূপ ছিল। এইরূপ দর্শন ও এইরূপ বিজ্ঞান হইতে সত্য প্রচার হওয়া অসম্ভব এবং ভ্রান্ত মতগুলির আমূল সংশোধনও সেইরূপ অসাধ্যসাধন; সুতরাং নূতনপন্থা প্রবর্ত্তিত দর্শনের প্রচার অবশ্যম্ভাবী হইয়াছিল। এই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া বেকন আপন দর্শন প্রচার করেন।

বেকন দর্শনশাস্ত্রের নূতন পন্থা (Method) প্রদর্শন ভিন্ন আর কোন নূতন দার্শনিক তথ্য প্রচার করেন নাই। প্রচলিত পন্থাসমূহের দোষক্ষালনের উপায় কি এবং সত্যান্বেষণের প্রধান অন্তরায় কি; এই সমুদয় নির্ণয় করিতেই তাঁহার দর্শনের অধিকাংশ ব্যয়িত হইয়াছে। বাহ্যজগতের প্রতি উপেক্ষা বেকনের মতে সত্যান্বেষণের পথে কণ্টকস্বরূপ এবং বিজ্ঞান-শাস্ত্রসমূহের অবনতির অন্যান্য কারণের মধ্যে ইহাই প্রধানতম কারণ। অন্যান্য যে সকল কারণ বিজ্ঞানের অবনতি-সাধন করিয়াছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কএকটীই প্রধান। প্রথমতঃ জড়পদার্থের দিকে মনুষ্যের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে মনুষ্যের আধ্যাত্মিক অবনতি হইবে, এইরূপ বিশ্বাস; জড়বস্তুর প্রতি অবজ্ঞাভাব এইরূপ বিশ্বাসের কারণ।

দ্বিতীয়তঃ লৌকিক এবং ধর্ম্মজাত কুসংস্কার সত্যান্বেষণের প্রধান শত্রু; বিশেষতঃ যখন যাজক-সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রভাব ছিল, তখন তাঁহারা বিজ্ঞানচর্চ্চার বিশেষ বাধা প্রদান করিতেন।

তৃতীয়তঃ প্রাচীনতত্ত্বের প্রতি লোকের প্রগাঢ় বিশ্বাস এবং কতিপয় দার্শনিক মতের প্রভাব বিজ্ঞানচর্চ্চার কণ্টক-স্বরূপ হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত যে সকল কারণে ভ্রম-প্রমাদের উৎপত্তি হয়, তাহা বেকন্ 'আইডল্‌স' (Idols) নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভ্রান্তি-উৎপাদক আইডল্ চারি প্রকার জাতিগত-ভ্রম (Idols of the tribe) অর্থাৎ মনুষ্যজাতিমাত্রেই যে ভ্রমের অধীন, সেই ভ্রম। ব্যক্তিগত ভ্রম (Idols of den) অর্থাৎ যে ভ্রমগুলি দেশ, কাল, পাত্রের উপর নির্ভর করে; ব্যবহারীয় ভ্রম (Idols of the market-place)—শব্দার্থের অনিশ্চয়তা-হেতু এই সকল ভ্রমের উৎপত্তি হয় অর্থাৎ একটী শব্দই বিভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া পরস্পরের মধ্যে ভ্রম উৎপন্ন করে। ভ্রান্ত দার্শনিক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক যে সকল ভ্রম রঙ্গালয়ে অভিনেতৃবর্গের ন্যায় সত্যস্বরূপ প্রচারিত হয়, সেই ভ্রমগুলি সাম্প্রদায়িক ভ্রম (Idols of the theatre) বেকনের প্রবর্ত্তিত দর্শনের উপরিউক্ত প্রথম ভাগ সমালোচনামূলক, এই অংশে তিনি ভ্রমরাজির কারণ নির্দ্দেশ করিয়া স্বকীয় দর্শনের পথ পরিষ্কার করিয়াছেন।

নূতন দার্শনিক তথ্য অপেক্ষা নূতন দার্শনিক পন্থার জন্যই পাশ্চাত্য জগৎ বেকনের নিকট উপকৃত। তিনি তদীয় দর্শ-নের শেষভাগে স্বীয় দার্শনিক পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বেকনের মতে সত্যজ্ঞানের প্রসার অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ। অভি-জ্ঞতা, ইন্দ্রিয়জ্ঞান (Observation) এবং যুক্তি (Reflection) এই দুই বিষয়ের উপর নির্ভর করে। ইন্দ্রিয় সহযোগে বাহ্য-জগৎ হইতে যে সকল বিষয় আমরা গ্রহণ করি, যুক্তির সাহায্যে তৎসমুদায়ের সত্যাসত্য নিরূপণ করা আবশ্যক। তাঁহার মতে ইণ্ডক্‌সন্ (Induction) অর্থাৎ ব্যাপ্তিমূলক যুক্তির সাহায্যেই সকল বিষয়ের সত্যাসত্য নিরূপিত হইয়া থাকে। [ইহার বিস্তৃত বিবরণ ন্যায় শব্দে পাশ্চাত্য ন্যায়প্রসঙ্গে দেখ।]

দার্শনিক বেকন্ এই ইণ্ডক্‌সন যুক্তি যথাযথ প্রয়োগ করিবার জন্য তাঁহার নব্যন্যায়গ্রন্থে (Novum organum) যে কয়টী পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই পন্থা গুলিকে ইণ্ডক্সনের মূলসূত্র (Canons of induction) বলে। [বিস্তৃত বিবরণ ন্যায়শব্দে দেখ।]

বেকন-প্রবর্ত্তিত দর্শনের সমস্ত ভিত্তি এই ইণ্ডক্সনের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তাঁহার দর্শনকে ইণ্ডক্‌টিভ্ দর্শন (Inductive philosophy) বলে। এই দর্শনের মতে অভিজ্ঞতা (Experi-ance) দর্শনের মূল বলিয়া এই দার্শনিক সম্প্রদায়ের নামান্তর এম্পিরিকাল বা অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ দর্শন (Empirical or experiential philosophy)। বেকন্-প্রতিষ্ঠিত দর্শনের বর্ত্তমান আখ্যা ইংরাজী দর্শন (English philosophy)। বেকন হইতে উদ্ভূত হইলেও হিউম্ এবং মিল (Hume and J. S. Mill) কর্ত্তৃক এই দর্শনের পরিণতি সাধিত হইয়াছিল।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, বেকন অভিনব প্রণালীসারে দর্শন-চর্চ্চার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন মাত্র। তদনুসরণ করিয়া দার্শনিক তত্ত্বের উদ্ঘাটন তৎপরবর্ত্তী দার্শনিক পণ্ডিতদিগের দ্বারা সাধিত হইয়াছিল।

লক্ (John Locke)।

পণ্ডিতবর জন্ লক্ (John Locke) বেকনের প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করিয়া স্বকীয় দর্শন প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। লক্ ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে রিংটন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্য বিশেষ ভাল ছিল না বলিয়া, তিনি চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন না করিয়া সাহিত্যসেবায় সমস্ত জীবন অতিবাহিত করেন। সেই সময়ের প্রসিদ্ধ রাজপুরুষ শ্যাফ্‌টস্‌বেরীর (Earl of Shaftesbury) আশ্রয়ে আসিয়া তিনি তৎকালীন বিদ্বজ্জনসমাজে সুপরিচিত হন। ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে কএকটী বন্ধুর প্ররোচনায় তিনি তদীয় দার্শনিক মত "Essay concerning human understanding" নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হন। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার এই রচনা সমাপ্ত হয়। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে লকের মৃত্যু ঘটে। লকের দার্শনিক রচনা অতি প্রাঞ্জল। তিনি সরল ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নিজ মত প্রচার করিয়াছেন।

জ্ঞানতত্ত্বই (Theory of knowledge) লক্ প্রবর্ত্তিত দর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয়। জ্ঞানের উৎপত্তি-নির্ণয় করিতে গিয়া লক্ দুই বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। প্রথমতঃ ইনেট্ আইডিয়া অর্থাৎ কতকগুলি সহজাত ধারণা যাহা মন হইতেই উদ্ভূত এবং যাহা বাহ্য বিষয় হইতে উৎপত্তিলাভ করে নাই, লক্ এইরূপ ইনেট্-আইডিয়ার (innate idea) অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। দ্বিতীয়তঃ তাঁহার মতে জ্ঞান (Knowledge) মাত্রই অভিজ্ঞতা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

ইনেট্ থিওরি সম্বন্ধে লক্ বলেন, যে লোকের বিশ্বাস আত্মা জন্মগ্রহণকালে কতকগুলি ধারণা লইয়া জন্মগ্রহণ করে, এই ধারণাগুলি স্বতঃসিদ্ধ, ইহাদের কোনরূপ প্রমাণের আবশ্যকতা নাই। এইগুলি যে মনের প্রকৃতিগত, ইহাদের সার্ব্বজনিকত্ব (universality) তাহার একটী প্রমাণ। লক্ বলেন, এইগুলির সার্ব্বজনিকত্ব তর্কস্থলে ধরিয়া লইলেও যদি অন্য কোন উপায়ে ইহাদের সার্ব্বজনিকত্ব প্রতিপন্ন করিতে পারা যায়, তবে ইহাদিগকে ইনেট্ বলিবার আবশ্যকতা নাই; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এইগুলি সার্ব্বজনিক (universality) নহে। লকের মতে এই হিসাবে কোন বিষয়েরই সার্ব্বজনিকত্ব নাই। নৈতিক নীতিগুলিও সর্ব্ববাদীসম্মত নহে। জ্ঞানরাজ্যের মূলসূত্রগুলি (যথা একই বস্তুর এক সময়ে থাকা ও না থাকা অসম্ভব, যাহার অস্তিত্ব আছে, তাহা বর্ত্তমান (what is is) ইত্যাদি) বিষয়গুলিকেও ইনেট্ বা মনঃপ্রকৃতিসিদ্ধ বলিতে পারা যায় না। তাহা হইলে বালকের এবং আত্মমনির্ব্বুদ্ধি লোকেরও এই সকল তথ্য বোধগম্য হইত। তদ্ব্যতীত যাহা ইনেট্, তাহা জ্ঞানবিকাশের প্রথমেই প্রতিভাত হইয়া থাকে; কিন্তু উপরি উক্ত তথ্যগুলির বিকাশ সময়সাপেক্ষ, সুতরাং এইগুলি ইনেট্ নহে। কারণ যাহা মনে আছে (To be in the mind) তাহা একপ্রকার জ্ঞানের বিষয়ীভূত। আমাদের মনের মধ্যে এই ভাবগুলি বর্ত্তমান আছে, অথচ আমরা ইহা অবগত নহি; লক্ এ যুক্তি আত্মবিরোধী (Contradiction) বলিয়া মনে করেন। আমাদের জ্ঞানশক্তির উদ্বোধন-কালে বিশেষ বিশেষ বিষয়ের (Particular facts of knowledge) জ্ঞানই লাভ হইয়া থাকে, কোন সাধারণ সূত্রের জ্ঞান বা কোন বিষয়ের সাধারণ জ্ঞানে (General principles) উপনীত হওয়া যায় না। আর যাহাকে আমরা সাধারণ-জ্ঞান বলি, সে গুলি বিশেষ বিশেষ বিষয়ের জ্ঞানের সামঞ্জস্য হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেগুলি ইণ্ডক্সনের (Induction) ফল।

তবে আমাদের মানসিক ভাবগুলির (Ideas) উৎপত্তি কিরূপে হয়, তাহা লক্ সবিস্তার দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। সংক্ষেপে তাঁহার মতের সারোদ্ধার করিয়া দেওয়া যাইতেছে।

লক্ বলিয়াছেন, আমাদের মন বা বুদ্ধিবৃত্তি আদ্যাবস্থায় অলিখিত প্রস্তরখণ্ডের (Tabula rasa) ন্যায়, স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় থাকে। ইহাতে কোন পূর্ব্ব সংস্কার থাকে না। সমস্ত জ্ঞান জন্মের পরবর্ত্তী সময়ে অর্জ্জিত হয়। সংস্কারবিহীন স্বচ্ছ পদার্থস্বরূপ মনে কিরূপে জ্ঞানের উদয় হয়, তাহার মীমাংসা কালে লক্ বলিয়াছেন যে, জ্ঞানের উদয় অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ, এবং অভিজ্ঞতা দুই প্রকারে কার্য্যকরী হইয়া থাকে। প্রথমতঃ অনুভূতি (Sensation) দ্বারা; দ্বিতীয়তঃ অনুধ্যান (Reflection) দ্বারা। দর্পণে প্রতিবিম্বের ন্যায় ইন্দ্রিয় সহযোগে আমাদের মনে বিষয়ের মানস প্রতিকৃতির উদয় হয় এবং আত্মা আমাদের অন্তর্দৃষ্টি (introspection) উদ্বোধন করিয়া মনের প্রক্রিয়াগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মানস প্রতিকৃতি মাত্রকেই লক্ "আইডিয়া" (Idea) বলিয়াছেন। লকের মতে আইডিয়া দ্বিবিধ সরল (Simple) ও জটিল (Complex); সরল আইডিয়াগুলির মধ্যে কোনটী একটী ইন্দ্রিয়জ্ঞানসম্ভূত, কোনটী দুই বা ততোধিক ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সমষ্টি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কোন কোন আইডিয়া ইন্দ্রিয়জ্ঞান ও অনুধ্যান (Reflection) এই দুই বৃত্তির সহযোগে উৎপন্ন হইয়াছে এবং কোন কোনটী শুদ্ধ অনুধ্যান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। জটিল আইডিয়াগুলি (Complex ideas) কতকগুলি

সরল আইডিয়ার সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে। এই জটিল আইডিয়াগুলি লক্ তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন, পদার্থ-সমূহের প্রকৃতিবোধক (Ideas of modes), পদার্থসমূহের স্বরূপ-বোধক (Ideas of substances) এবং পদার্থসমূহের সম্বন্ধবোধক (Ideas of relations)। দ্রব্যসমূহের দূরত্ব, আকৃতি, পরিমাণ প্রভৃতি স্থান-সম্বন্ধীয় ও কালপরিমাণ-সম্বন্ধীয় এবং অনুভূতি (perception), স্মৃতি (memory) প্রভৃতি মানসিকবৃত্তি সম্বন্ধীয় সমুদয় আইডিয়াগুলি প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত অর্থাৎ সেগুলি পদার্থসমূহের প্রকৃতিসূচক আইডিয়া (Ideas of modes)। পদার্থসমূহের স্বরূপ কি, এই তত্ত্বনির্ণয়স্থলে লক্ বলিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়জ্ঞান হইতে আমরা কেবলমাত্র কতকগুলি গুণের (Qualities) অস্তিত্ব অবগত হই, এই গুণগুলি সমবেত ভাবে আমাদের নিকট প্রকাশিত হয় এবং এই গুণগুলি এরূপ ভাবে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত দেখা যায় যে, তাহাদের উৎপত্তি এক বলিয়া বোধ হয়। এই গুণগুলিকে স্বাধীন বা স্বপ্রকাশ বলা যাইতে পারে না। সেইজন্য দার্শনিক লক্ গুণসমূহের আধারকে (Substratum) দ্রব্য (Substance) বলিয়াছেন। লকের মতে দ্রব্য গুণগুলির বন্ধনীস্বরূপ এবং গুণগুলি দ্রব্যত্বের বিকাশসাধক, গুণ অভাবে আমাদের দ্রব্যের কোনরূপ ধারণা হইতে পারে না। গুণের আধার বলিয়া আমরা দ্রব্যের যে জ্ঞান পাই, তদ্ব্যতীত বাহ্যজগতে তাহার অস্তিত্ব কিরূপ আমরা জানি না। তৎপরে লক্ সম্বন্ধসূচক আইডিয়া কোন্‌গুলি তদ্বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সম্বন্ধের বহুত্ব বিধায় অপেক্ষাকৃত অনাবশ্যক সম্বন্ধ সকলের মীমাংসা পরিত্যাগ করিয়া লক্ কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ এবং একত্ব (Identity), পার্থক্য (Difference) প্রভৃতি সম্বন্ধবিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। লক্ বলেন, যেমন বিভিন্ন অক্ষরের যোগে শব্দের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ পরস্পর সম্বন্ধহেতু সরল ও জটিল আইডিয়াগুলির সহযোগে আমাদের জ্ঞানোৎপত্তি হইয়া থাকে।

উপরি উক্ত বিবরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে, লকের মতে ইন্দ্রিয়জ্ঞানই সমস্ত জ্ঞানের মূল। এই দার্শনিক মতের মূলসূত্র (যাহা ইন্দ্রিয়মূলক নহে, মনোজগতে তাহার অস্তিত্ব নাই), (Nihil est in intellecta, quod non furit in sensu) এই বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই ভিত্তি হইতে লক্ তাঁহার দর্শনের বিস্তার সাধন করিয়াছেন। লকের দর্শনের শেষভাগে জড়বাদের (Materialism) প্রভাব বিলক্ষণ লক্ষিত হয়। লক্ আত্মাকেও একপ্রকার পদার্থ বিশেষ বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। লক্ জড়পদার্থ ব্যতীত কোনরূপ আধ্যাত্মিক পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তিনি এমন মতও প্রচার করিয়াছেন যে, ঈশ্বর জড়ে (matter) জ্ঞানশক্তি (intellect) নিহিত করিয়াছেন ('It is not remote from our comprehension to concieve that God should super-add to matter another substance with a faculty of thinking'.)

লকের দর্শনে জড়বাদের পূর্ব্বসূচনা থাকিলেও ইহাতে হিউম্ প্রবর্ত্তিত সংশয়বাদের (Scepticism) বীজ অন্তর্নিহিত আছে, ইহা বিশেষ উপলব্ধি করা যায়। দ্রব্যের স্বরূপ-নির্ণয়কালে (What is the notion of substance) লক্ বলিয়াছেন যে, দ্রব্যকে গুণের আধার (Subtratum) বলিয়া আমরা জানি, ইহা ব্যতীত অর্থাৎ গুণের মধ্য দিয়া ইহার যে অংশটুকু প্রকাশ পায়, তদ্ব্যতীত দ্রব্যের স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা আর কিছু জানিতে পারি না। কেবল এই মাত্র জানি, দ্রব্য (Matter) আমা হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ; ইহার অস্তিত্ব বাহ্যজগতে এবং গুণের সাহায্যে আমার মনোরাজ্যে ইহার অস্তিত্বের জ্ঞান উদ্বোধ করিয়া দিতেছে। দ্রব্যসমূহের গুণগুলির স্বরূপ কি; অর্থাৎ তাহারা আমাদের নিকট যেরূপে প্রতীয়মান হয়, বাহ্য জগতে তাহাদের অস্তিত্বও কি তদনুরূপ? আইডিয়াগুলি (Ideas) কি বস্তু সকলের যথাযথ প্রতিকৃতি (Resemblence)? এই প্রশ্নগুলির মীমাংসাকালে লক্ গুণসমূহের অপর প্রথানুযায়ী বিভাগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, দ্রব্যজাত গুণগুলি (Sensible qualities of matter) আদিম (primary) ও অবান্তর (secondary) ভেদে দ্বিবিধ। আদিম গুণগুলি বস্তুর স্বরূপ নির্দ্দেশ করে অর্থাৎ বাহ্যজগতে এই গুণগুলি যেরূপ অবস্থায় আছে, মনোজগতেও ফটোর (Photo) ন্যায় অবিকৃতভাবে প্রতিভাত হয়। বস্তুসমূহের দৈর্ঘ্য, বিস্তার বেধ, প্রভৃতি আকৃতি সম্বন্ধীয় যাবতীয় গুণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। অবান্তর গুণগুলির (Secondary qualities) সহিত বাহ্যবস্তুসমূহের কোনরূপ সাদৃশ্য (Resemblance) নাই, কেবল বাহ্যবস্তুর সহিত কার্য্য-কারণগত সম্বন্ধ থাকায় সামঞ্জস্য (Correspondence) আছে মাত্র; এই অবান্তর গুণগুলি ইন্দ্রিয়সমূহের উপর বাহ্যবস্তুর ক্রিয়া (Sense affections) হইতে উৎপন্ন হয়; বাহ্য বস্তুর সহিত ইহাদের সাদৃশ্যগত কোন সম্বন্ধ নাই, যেমন পদার্থসমূহের বর্ণ (Colour) ইত্যাদি। এগুলি লকের মতে বস্তুর আকৃতির ন্যায় বস্তুর যথাযথ প্রতিকৃতি নহে; বস্তু কর্ত্তৃক উৎপাদিত ইন্দ্রিয়জ্ঞানমাত্র (Sense affections)। তৎপরবর্ত্তী দার্শনিক বার্ক্লি তদীয় দৃষ্টিজ্ঞানতত্ত্বে (Theory of vision)

লকের এই দ্বিবিধ বিভাগের অসারত্ব প্রতিপন্ন করিয়া নিজ দর্শনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

বার্কলি।

কোন কোন দর্শনেতিহাসবিদ্ দার্শনিক বার্কলিকে (Berkeley) লকের পরবর্ত্তী এবং ইম্পিরিক্যাল দর্শন সম্প্রদায়ভুক্ত (Empirical philosophy) না ধরিয়া লিবনিজের পরবর্ত্তী এবং আইডিয়ালিষ্ট দর্শনসম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। বার্কলির দার্শনিক মত আইডিয়ালিজম বা বিজ্ঞানবাদ (Idealism) হইলেও লকের দার্শনিক ভিত্তি হইতে তিনি উক্তমতে উপনীত হইয়াছেন বলিয়া আমরা তাঁহাকে লিবনিজের (Leibnits) পরবর্ত্তী এবং তৎপ্রবর্ত্তিত দর্শন-সম্প্রদায়ভুক্ত না ধরিয়া লকের পরকালবর্ত্তী বলিয়া গণ্য করিলাম। বার্কলির দর্শনের উপর লিব্‌নিজের দর্শনের প্রভাবই কত এবং লকের দর্শনের প্রভাবই বা কিরূপ তৎপ্রতি লক্ষ্য করিলে এই মীমাংসার যাথার্থ্য উপলব্ধি হইবে।

বার্কলি আয়র্লণ্ডের অন্তঃপাতী কিল্‌কেনি (Kilkenny) কাউন্টিতে ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে ডব্‌লিন-নগরস্থ ট্রিনিটি কলেজে প্রবিষ্ট হন; এস্থানে তাঁহার জীবনের ত্রয়োদশ বর্ষ অতিবাহিত হয়। এই সময়ে ট্রিনিটি-কলেজে বেকন ও দেকার্টের দর্শন এবং নিউটন ও লিব্‌নিজের আবিষ্ক্রিয়া সকল বিলক্ষণ চর্চ্চার বিষয় ছিল। লকের দর্শন-পুস্তিকা (Essay on human understanding) এই স্থানে প্রচলিত হয়। বার্কলি নিউটন, দেকার্ট ও মলব্রাঙ্কে প্রভৃতির (Malebranche) গ্রন্থসমূহের সহিত পরিচিত ছিলেন; ইহা তাঁহার পূর্ব্ব রচনাসমূহ হইতে অবগত হওয়া যায়।

ডবলিনে অবস্থিতিকালে তিনি আপন দর্শনমতের স্বপক্ষে তিনখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। ১৭০৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দৃষ্টিতত্ব (Essay towards a new theory of Vision) এবং ১৭১০ খৃষ্টাব্দে জ্ঞানতত্ব (Principles of Human Knowledge) নামক পুস্তকদ্বয় প্রচারিত হয়।

১৭১৩ খৃষ্টাব্দে বার্কলি লণ্ডনে গমন করেন। তদবধি বিংশতি বর্ষ তিনি ইংলণ্ড ও য়ুরোপের অন্যান্য প্রদেশ এবং আমেরিকায় ভ্রমণ করেন। ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ডেরিনগরের ধর্ম্মাচার্য্য (Dean of Derry) নিযুক্ত হন। বার্ম্মুডাস্ দ্বীপে (Bermudas Island) সভ্যতা এবং ধর্ম্মপ্রচার উদ্দেশে কলেজ স্থাপনের ইচ্ছা বলবতী হইলে, তিনি ৪৫ বর্ষ বয়ঃক্রমের সময় উক্ত দ্বীপে গমন করেন। কর্ত্তৃপক্ষ উক্ত কলেজের ব্যয়ভার গ্রহণে অস্বীকৃত হইলে তিনি ৩ বৎসর রোডদ্বীপে অবস্থিতির পর বিফলমনোরথ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট বিংশতি বর্ষ তিনি আয়র্লণ্ডের ক্লয়নি (Cloyne) নামক স্থানের বিশপের পদে অধিরূঢ় ছিলেন। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ড নগরে তিনি দেহত্যাগ করেন।

বার্কলির জীবনও তাঁহার দার্শনিক মতের অনুরূপ ছিল; তিনি আজীবন আধ্যাত্মিকতায় নিমগ্ন ছিলেন; ধ্যানমগ্ন যোগীর ন্যায় তাঁহার নিকট ব্যবহারিক হিসাবেও বাহ্যজগতের অস্তিত্ব ছিল না। তাঁহার জীবন নৈতিক পবিত্র জীবনের আদর্শস্থল ছিল। জ্ঞান ও ধর্ম্মের সম্মিলনে তাঁহার জীবন দেবভাবে পূর্ণ হইয়াছিল।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, লকের দর্শনের উপর বার্কলি নিজ দর্শনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। লক্ জড়জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই; তিনি বলিয়াছেন, জড়জগতের প্রকৃতই অস্তিত্ব আছে। বার্কলি জড়জগতের অস্তিত্ব আছে কি না প্রথমে এই প্রশ্নের উত্থাপন না করিয়া প্রকৃত অস্তিত্ব (Real existence) কাহাকে বলে, ইহার স্বরূপ কি, এই বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন। এই মীমাংসা হইতে তাঁহার প্রবর্ত্তিত জ্ঞানতত্বের (Theory of Knowledge) প্রচার হইয়াছে। লক্ বলিয়াছেন যে, বাহ্যজগৎ আমাদের জ্ঞানের বিষয় এবং নিদান উভয়ই; বহু বস্তুসমূহই আমাদের ইন্দ্রিয় সকলের উপর কার্য্য করিয়া আমাদের অনুভূতি (Perception) জন্মাইয়া দেয়। বার্কলি লকের উক্ত দর্শন-মতের অসারত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বার্কলি বলেন, লকের মতে আইডিয়া বা মানসিক প্রতিকৃতি গুলিই (Ideas) পদার্থসমূহের জ্ঞানসূচক এবং এই আইডিয়া গুলি মনোজগতের বস্তু, ইহাও তিনি স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু তিনি বলেন, বাহ্য পদার্থগুলি এই মানসিক প্রতিকৃতিগুলির সৃষ্টি করিয়াছে, মানসিক প্রতিকৃতি (Idea) এবং বাহ্যজগতের মধ্যে কার্য্যকারণসম্বন্ধ আছে, একটী অপরটীর জনয়িতা। বার্কলি-লকের এই জন্য-জনকত্ব সম্বন্ধ স্বীকার করেন না। বার্কলি বলিয়াছেন যে, গুণের অতীত কোন পদার্থ (Abstract matter) আমাদের জ্ঞানের বিষয় নহে, আমরা কোন ক্রমেই ইহার অস্তিত্ব অবগত হইতে পারি না। আমাদের মনোজগৎ ব্যতীত অন্য কোন পদার্থের অস্তিত্ব অবগত হওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। বাহ্য শব্দের স্বরূপার্থ কি, বার্কলি তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। বার্কলি বলিয়াছেন, বাহ্যজগৎ মনোজগতেরই কল্পনার বস্তু।

বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যক্ষজ্ঞান আছে; আমাদের এই বিশ্বাস বার্কলির মতে অমূলক। ইন্দ্রিয়জ্ঞান হইতে আমরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাহ্য জগতের জ্ঞানলাভ করি, এই বিশ্বাস প্রায় অবিসংবাদিতরূপে গৃহীত হইয়া থাকে।

বার্কলি বলেন, এই বিশ্বাসের মূল অনুধাবন করিয়া দেখিলে ইহার অসারত্ব প্রতিপন্ন হইবে। অনুভূতি (Perception) বলিতে আমরা কি বুঝি? অনুভূতি কি আমাদের মনের অবস্থা-বিশেষ নহে। তবে বাহ্যজগতের অস্তিত্ব কোথা হইতে আসিল? লক্ প্রভৃতি দার্শনিকগণ বলেন, বাহ্যজগৎই আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহের বিকার সাধন করিয়া আমাদের মনে বাহ্য জগতের জ্ঞানের উন্মেষ করিয়া দিয়াছে। বার্কলি এই মতের বিরুদ্ধে দুইটী আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। বাহ্যজগৎ যে আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞানের উদ্বোধ করিয়া দিয়াছে, এরূপ কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ-স্বীকার বার্কলির মতে অসম্ভব।

বাহ্যবস্তু যাহা মনোরাজ্যের পরপারে তাহা কিরূপে মনের উপর কার্য্যকারী হইবে। বার্কলি তাহা বুদ্ধির অতীত বলিয়া বিশ্বাস করেন। জড় ও মনের (Matter and mind) কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ-জ্ঞান মায়োপহিত জ্ঞান। বাহ্যজগৎ বলিতে লোকে যাহা বুঝে, প্রকৃতপক্ষে দেখিতে গেলে তাহা মনের ব্যতিরিক্ত কোন বস্তু নহে; উহা মনের ভাববিশেষ; সুতরাং মনোজগতের বস্তু। বোধের বিষয়মাত্রই মনোরাজ্যের বস্তু; বাহ্যজগৎও আমাদের বোধের বিষয়, সুতরাং ইহাও আমাদের মনোরাজ্যের অন্তর্হিত। দ্বিতীয়তঃ বার্কলি বলেন যে, লোকের প্রচলিত বিশ্বাস এইরূপ যে, দর্পণে প্রতিবিম্বের ন্যায় আমাদের মনে বাহ্যজগতের প্রতিকৃতি পড়ে। দর্পণে প্রতিবিম্ব যেরূপ তদীয় বস্তুর অনুরূপ; বাহ্যজগতের মানসিক চিত্রও তদ্রূপ বাহ্য জগতের অনুরূপ। বার্কলি বলেন, লক্ তাঁহার এই মত প্রতিপন্ন করিতে গিয়া নিজের মতেই অন্তর্বিরোধ (Contradiction) দোষের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। লক্ সেকেণ্ডারি বা অবান্তর গুণগুলি (Secondary qualities) মনের অবস্থাবিশেষ বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রাইমারি বা আদিম গুণগুলিকে (Primary qualities) শুদ্ধ মনের অবস্থা মাত্র বলেন নাই, ঐগুলিকে বাহ্যবস্তুর যথাযথ প্রকৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বার্কলি প্রাইমারি গুণ-গুলির অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তিনি বলেন আমরা যে গুলিকে বাহ্যবস্তুসমূহের গুণ বলিয়া বিশ্বাস করি, সেই গুণ-মাত্রই মনের অবস্থা বিশেষ, ইহাদের মধ্যে প্রাইমারি ও সেকেণ্ডারি এরূপ পার্থক্য নির্দ্দেশ করা যায় না। আর প্রাইমারি বা আদিম গুণগুলি বস্তুর যথাযথ প্রতিকৃতি প্রদান করে, এরূপ নির্দ্দেশের প্রকৃত পক্ষে কোন অর্থই হইতে পারে না। আই-ডিয়া বা মানসিক ভাবগুলি কিরূপে বাহ্যবস্তুর প্রতিকৃতি হইতে পারে? এই বাক্যের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না। মনের ক্রিয়া মনের উপরই সম্ভব, বাহ্যবস্তু আইডিয়া বা মানসিক ভাব ইহাদের মধ্যে কিরূপে যথাযথ সাদৃশ্য (Resemblance) থাকিতে পারে। উক্ত প্রকার যুক্তি সকল প্রয়োগ করিয়া বার্কলি প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, বাহ্যজগৎ ও মন এই দুই বিভিন্ন-প্রকৃতিক পদার্থের মধ্যে কোনরূপ ক্রিয়া হইতে পারে না। সুতরাং মোমের উপর কঠিন পদার্থের ছাপের ন্যায় আমাদের মনের উপর বাহ্যজগতের সংস্কার পড়ে, এইরূপ প্রচলিত বিশ্বাস ভিত্তিহীন।

তবে বাহ্যজগতের এই দৃশ্যপট কোথা হইতে আসিল, আমাদের অনুভূতির উৎপত্তি কোথায়? এই প্রশ্নের মীমাংসা বার্কলি করিয়া গিয়াছেন। বার্কলি বলেন, বাহ্যজগতের জ্ঞান মন হইতে আপনি উদ্ভূত হয় নাই, মন নিজে এগুলির সৃষ্টিকর্ত্তা নহে, অপর কোন মহত্তর মন হইতে আমরা এই সকল জ্ঞান প্রাপ্ত হই। ইহার অপর নাম ঈশ্বর। বাহ্যজগৎ বলিয়া যাহা আমাদের বিশ্বাস, ঈশ্বরে তাহা আইডিয়াস্বরূপে বিরাজ করি-তেছে, তিনি ইন্দ্রিয়গণের উন্মেষ (Sensation) দ্বারা আমাদের মনে এই আইডিয়ার উদ্বোধন করিয়া দেন। সুতরাং বার্ক-লির মতে বাহ্যজগৎ বস্তুতঃ কল্পনার সামগ্রী নহে, ইহার প্রকৃত অস্তিত্ব আছে, তবে এই অস্তিত্ব প্রচলিত বিশ্বাসসঙ্গত অস্তিত্ব নহে, ইহা আধ্যাত্মিক অস্তিত্ব (Ideal existence)।

এরূপ দার্শনিক মতানুসারে বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে কিরূপ মত হইবে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বার্কলি বলেন বস্তুর জ্ঞানই বস্তুর স্বরূপ (Esse is percipii); তদ্ব্যতীত বস্তুর কোনরূপ অতিমানস অস্তিত্ব (Extra-mental existence) নাই। বার্কলি তদীয় দৃষ্টিতত্ত্বে (Theory of vision) প্রচলিত বিশ্বাসের অসারত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন। লৌকিক বিশ্বাস এইরূপ যে, দৃষ্টিশক্তিই বস্তুর দূরত্ব আকৃতি প্রভৃতির জ্ঞান জন্মাইয়া দেয়। বার্কলি দৃষ্টিশক্তির উপর এতদূর আস্থা স্থাপন করিতে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন, বর্ণবোধ (Colour-sensation) ব্যতীত দৃষ্টিশক্তি আর কোন বিষয়ে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারে না। তবে যে আমরা দৃষ্টিযোগে দূরত্ব নির্ণয় করি, তাহা অনুমানের (Inference) উপর নির্ভর করিয়া। প্রকৃতপক্ষে মাংসপেশী সকলের ক্রিয়াগুলি আমাদের দূরত্বের বোধ কতক পরিমাণে জন্মাইয়া দেয়। দৃষ্টিশক্তি কেবল এই ক্রিয়াগুলির (Muscular exertion) স্মৃতির উদ্রেক করিয়া দেয় মাত্র। এইরূপ যে কোন ইন্দ্রিয়-জ্ঞানে আমরা বস্তুত্বের আরোপ করি না কেন, তথাপি আমরা মনের গণ্ডির ভিতরই রহিয়াছি।

বার্কলি এইরূপে একটী মহৎ অধ্যাত্ম-দর্শনের সৃষ্টি করিয়া-ছেন, ইহাতে জড়ের কোন স্থান নাই। কেবল পরমাত্মা

(The great spirit) এবং জীবাত্মা সকল (Spirits) বর্তমান আছেন। জীবাত্মা সকলের জ্ঞান পরমাত্মা হইতে উদ্ভূত হইতেছে। জগতে এই জ্ঞানের বিকাশ ব্যতীত আর দ্বিতীয় পদার্থ নাই। দেখিতে গেলে বার্কলির দর্শন ভারতীয় বেদান্ত-দর্শনের সমস্থানীয়, উভয় মতেই বাহ্যজগৎ ভ্রম বা মায়া, কিন্তু এই মায়ারও অস্তিত্ব আছে, ইহাও ঈশ্বরসৃষ্ট। বার্কলি বাহ্যজগতের আধ্যাত্মিক অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

হিউমের দর্শনেই এম্পিরিক দর্শনের (Emperical philosophy) পরিণতি সাধিত হইয়াছিল। তৎপরে জেমস্ মিল্ (James Mill), জন্ ইুয়ার্ট মিল্ (John Stuart Mill) এবং আলেকসান্দার বেন্ (Alexander Bain) কর্তৃক হিউমেরই দার্শনিক মত পুনঃ প্রবর্তিত হইয়াছিল মাত্র। সামান্ত উন্নতি এবং পরিবর্তন ব্যতীত ইহারা সকলেই হিউমের মত সর্বতোভাবে অনুবর্তন করিয়াছেন।

প্রকৃতপক্ষে দেখিতে গেলে, হিউম্‌কেই লকের প্রকৃত অনুবর্তক বলা যাইতে পারে। বার্কলি লকের দর্শনের অন্তর্বিরোধ লক্ষ্য করিয়া যে দার্শনিক মত প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাকে আইডিয়ালিজম্ (Idealism) ভিন্ন এম্পিরিজ্‌ম্ বা সেন্‌সেসনিজম্ (Empirism or Sensationism) বলা চলে না। কেবল ঐতিহাসিক পৌর্বাপর্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমরা বার্কলির নাম লকের পরে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি।

লক্ যে ভিত্তির উপর তাঁহার সমগ্র দর্শন গঠিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষে বাহ্যজগতের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করা এক প্রকার অসম্ভব। দার্শনিক হিউম্ লকের দর্শনের এই অসঙ্গতি প্রতিপন্ন করিয়া আপন দর্শনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বার্কলি লকের দর্শনের অসঙ্গতি দেখিয়া তন্নিরাকরণমানসে যে দর্শন প্রচার করিয়াছেন, দার্শনিক হিউমের মতে তাহাও ভ্রান্তিমূলক।

ডেভিড্ হিউম্ (David Hume)।

ডেভিড্ হিউম্ (David Hume) ১৭১১ খৃষ্টাব্দে এডিনবরা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। আইন-ব্যবসায়ী হইবার উদ্দেশ্যে তিনি প্রথমতঃ আইন অধ্যয়ন করেন; কিন্তু পরিশেষে বাণিজ্যকার্য্যে নিযুক্ত হন। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে তিনি এডিনবরার সাধারণ পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এইখানে তিনি ইংলণ্ডের ইতিহাস (History of England) নামক বিখ্যাত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহার পর তিনি দুই একটী উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে তিনি অণ্ডার-সেক্রেটারি অফ্ ষ্টেটের (Under-Secretary of State) পদ গ্রহণ করেন। তাঁহার জীবনের শেষভাগ তিনি দর্শন ও ইতিহাসের আলোচনায় অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

হিউমের দর্শন অজ্ঞেয়বাদ এবং সংশয়বাদের (Agnosticism and scepticism) শীর্ষস্থানীয় হইয়া রহিয়াছে। হিউম্ বাহ্যজগৎ, ঈশ্বর এবং আত্মা এই তিনের অস্তিত্ব একবারে অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন, এই তিন বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিবার কোন কারণও দেখি না এবং ইহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রমাণও পাওয়া যায় না।

কার্য্যকারণ-জ্ঞান (Theory of causality) সম্বন্ধে নূতন মত প্রচার করিয়া হিউম্ আপনার দার্শনিক মতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

হিউম বলেন যে কেবল ইন্দ্রিয়জ্ঞান (Sensation) সম্বন্ধে আমাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে, কিন্তু ইহা হইতে বাহ্যজগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস কিরূপে আসিল? লকের মত অবলম্বন করিলে বলিতে হয়, যে বাহ্যজগৎই এই জ্ঞানের কারণ, কিন্তু হিউমের নিকট উক্ত মত সমীচীন বোধ না হওয়ায় তিনি কার্য্যকারণ জ্ঞানের স্বরূপ কি, এই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

হিউম বলেন, প্রচলিত বিশ্বাস-মতে জন্য-জনকত্ব-সম্বন্ধ কার্য্যকারণ সম্বন্ধের প্রকৃত স্বরূপ। কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি হইয়াছে, এই লৌকিক বিশ্বাস অমূলক, একটীর অন্যটী হইতে উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা অবগত হওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আমরা কেবল ঘটনার পৌর্ব্বাপর্য্য অবলোকন করি মাত্র।

কেবল ঘটনার পৌর্ব্বাপর্য্য অবলোকন করিয়া আমরা একটী ঘটনা অন্যটীর জনক এইরূপ কার্য্যকারণ সম্বন্ধ জ্ঞানে উপনীত হই। কারণে কোন অন্তর্নিহিত শক্তি আছে, এই শক্তিই কার্য্যের উৎপাদক এরূপ বিশ্বাস অমূলক। হিউম্ বলেন, আমাদের শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মনের ইচ্ছাধীন, অর্থাৎ ইচ্ছামত অঙ্গ চালনা করিতে পারি, এই আত্মশক্তি হইতে আমাদের অপর বস্তুর অন্তর্নিহিত শক্তিতে বিশ্বাস করি। হিউম্ শক্তি (Power or force) বলিয়া কোন পদার্থে বিশ্বাস করেন না, তিনি বলেন যে যে ঘটনা আমরা শক্তি-সাধিত বলিয়া বিশ্বাস করি, বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে এইগুলিতে পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধ ব্যতীত আর কিছু দৃষ্ট হয় না। শক্তি কিপ্রকারে কার্য্য উৎপাদন করে, তৎসম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞান নাই, কেবল পৌর্ব্বাপর্য্য-জ্ঞান হইতে আমাদের শক্তিতে বিশ্বাস জন্মিয়াছে। আমি ইচ্ছামাত্র হস্ত সঞ্চালন করিতে পারি; সাধারণ বিশ্বাস-মতে ইচ্ছাই শক্তির প্রণোদক, কিন্তু

বিষয়টী পুংখানুপুংখরূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে উক্ত মতের অসারত্ব প্রতিপন্ন হইবে। আমি ইচ্ছামত হস্ত সঞ্চালন করিতে পারি, এই ব্যাপারটীতে দুইটী ঘটনা লক্ষিত হয়, প্রথম ঘটনা আমার ইচ্ছা বা মানসিক ভাব এবং দ্বিতীয় ঘটনা হস্ত-সঞ্চালন-কার্য্য। এই দুইটী ঘটনার পৌর্ব্বাপর্য্যের অব্যভিচারিত্বের উপর নির্ভর করিয়া আমাদের শক্তি নামক অজ্ঞেয় পদার্থে বিশ্বাস জন্মিয়াছে। যখনই আমার হস্তসঞ্চালন করিবার ইচ্ছা হইয়াছে, ইচ্ছার অব্যবহিত পরে হস্তসঞ্চালন কার্য্যটীও সম্পন্ন হইয়াছে, এরূপ ঘটনার বারবার অনুবৃত্তি (Repetition) হইতে আমার বিশ্বাস জন্মে যে, আমি আত্মনিয়োজিত শক্তিদ্বারাই হস্তসঞ্চালন কার্য্যটী সম্পন্ন করিয়াছি। জাগতিক অন্যান্য কার্য্যকারণ স্থলে শক্তিপ্রয়োগে বিশ্বাস এইরূপ আত্মশক্তির উপমানে (Analogy) জন্মিয়াছে। যাহাকে সাধারণ কথায় কার্য্যকারণ সম্বন্ধের অব্যভিচারিত্ব (Necessity or invariability) বলে, হিউমের মতে কার্য্যকারণের সেই অব্যভিচারিত্বজ্ঞান অভ্যাসজাত (Due to custom)। আমরা কোন পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাবিশেষের পরেই পরবর্ত্তী ঘটনার সংঘটন বারম্বার দেখিয়াছি বলিয়াই, পূর্ব্বটী ঘটিলে পরবর্ত্তীটী ঘটিবে এইরূপ বিশ্বাস করি, তদ্ভিন্ন নিয়তি নামক কোন অজ্ঞেয়শক্তির দুশ্ছেদ্য বন্ধন, হিউম্ স্বীকার করেন নাই। দর্শনিক জন্ ষ্টুয়াট মিল্, বেন্ প্রভৃতি দার্শনিক পণ্ডিতগণ আংশিক পরিবর্ত্তন সহ হিউমের এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। [ন্যায়শব্দে পাশ্চাত্য ন্যায় প্রসঙ্গ দেখ।]

দার্শনিক কোমৎ (Comte) কার্য্যকারণ-জ্ঞান সম্বন্ধে এই মত গ্রহণ করিয়াছেন এবং অনেক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের মত এইরূপ। বস্তুতঃ যাঁহারা অতীন্দ্রিয় এবং অতিমানস পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাহারাই এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। হিউম্ বাহ্যজগতের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়াছেন। বার্কলির ন্যায় হিউমও বলেন যে, লকের ন্যায় কেবল ইন্দ্রিয়জজ্ঞান (Sensation) এবং আইডিয়াগুলির (Ideas) অস্তিত্ব স্বীকার করিলে, তাহা হইতে বাহ্যজগতের অস্তিত্বসূচক জ্ঞানে উপনীত হওয়া যায় না ; কিন্তু হিউম্ বলেন, বার্কলি এ বিষয়ের যে মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত। হিউমের মতে আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞানের উদ্বোধ (Sensations) প্রত্যক্ষসিদ্ধ সত্য, ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই ; কিন্তু সেন্সেসন্‌গুলি আমাদের মনোরাজ্যের অন্তর্গত, সুতরাং এগুলি হইতে বাহ্যজগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। তবে যে বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যক্ষজ্ঞান আছে, এ বিশ্বাস আমাদের মানসিক ভাবগুলির পরস্পর সম্বন্ধ (Relations of ideas) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, আমাদের মানসিক ভাবগুলির পরস্পর সাহচর্য্য (Association of ideas) আমাদের এই বিশ্বাসের মূল। মানসিক ভাবগুলির এই পরস্পর সম্বন্ধ কোন প্রজ্ঞাশক্তি কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত (Reason directed) প্রক্রিয়া নহে, অন্ধনিয়মের ফল মাত্র। রাসায়নিক প্রক্রিয়ানুসারে যেমন বিভিন্ন পদার্থের সংযোগে অভিনব ধর্ম্মাক্রান্ত স্বতন্ত্র এক পদার্থের উৎপত্তি হয়, হিউমের মতে তদ্রূপ সেন্সেসন্ বা মানসিক ক্রিয়াগুলির পরস্পর যোগে আমাদের যাবতীয় জ্ঞানের (Knowledge) উৎপত্তি হইয়াছে। প্রজ্ঞাশক্তিও (Reason) হিউমের মতে মনের রাসায়নিক প্রক্রিয়া হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে।

হিউম্ আত্মারও অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। হিউম্ বলেন, জ্ঞানের অতীত কোন পদার্থ যাহা হইতে আমিত্ব জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে, এরূপ কোন পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে আত্মার অতিমানস-অস্তিত্ব (Extramental existence) অর্থাৎ আত্মা মন হইতে স্বতন্ত্র একটী পদার্থবিশেষ বলিয়া স্বীকার করা হয়। হিউম্ বলেন, মন হইতে অতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিবার আবশ্যকতা দেখা যায় না। লৌকিক বিশ্বাসে যাহাকে আত্মা বলে, তাহা প্রকৃত পক্ষে বিজ্ঞানস্রোত (Stream of consciousness) মাত্র এবং এই বিজ্ঞানস্রোতই হিউমের মতে মনের এবং আত্মার প্রকৃত স্বরূপ। এই বিজ্ঞানস্রোত আমাদের মানসিক ভাবগুলির অবিচ্ছিন্ন সংযোগ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস বাহ্যজগতের অস্তিত্বে বিশ্বাসের ন্যায় অমূলক। হিউম্ বলেন, বার্কলি আত্মার যে আধ্যাত্মিক অস্তিত্ব (Ideal or spiritual existence) স্বীকার করিয়াছেন, এক ইন্দ্রিয়জ্ঞান ব্যতীত "আমি" বলিয়া স্বতন্ত্র কোন পদার্থের অস্তিত্ব জ্ঞানগোচর হয় না।

বাহ্যজগৎ ও আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে হিউম্ যেরূপ মত প্রচার করিয়াছেন, ঈশ্বরের অস্তিত্বে তাঁহার বিশ্বাসও তদ্রূপ। তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিবার কোন কারণ দেখিতে পান না। বার্কলি ঈশ্বরকে আমাদের যাবতীয় জ্ঞানের মূলাধার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, হিউমের মতে এরূপ নির্দ্দেশ ভিত্তিহীন এবং মনুষ্যের ক্ষুদ্রবুদ্ধির পক্ষে সাহসিকতার পরিচায়ক। মনুষ্যজ্ঞানের ক্ষুদ্র পরিধি এরূপ বিষয়ের নির্দ্দেশে অধিকারী নহে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞান বা ধারণা নাই, আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার (experience) মধ্যে এরূপ নির্দ্দেশের কোন ভিত্তি পাওয়া যায় না, ঈশ্বরের অস্তিত্ব নির্দ্দেশ কাল্পনিক নির্দ্দেশ মাত্র। ঈশ্বর হইতে আমাদের যাবতীয়

জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে, এইরূপ মত অসঙ্গত এবং ভিত্তিহীন। যে বিষয়ে আমাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা নাই, তন্নির্দ্দেশে আমরা অধিকারী নহি।

উপরি উক্ত বিবরণ হইতে দৃষ্ট হইবে যে, অভিজ্ঞতামূলক দর্শন (empericism) লক্ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়া হিউম্-প্রবর্ত্তিত নাস্তিকতা ও সংসয়বাদে পর্য্যবসিত হইয়াছে। লক্ যে ভিত্তির উপর আপন দর্শনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, হিউম্ তদীয় দর্শনে উহার ন্যায়ানুমোদিত শেষ ফল (logical result) কিরূপ দাঁড়ায়, তাহা দেখাইয়াছেন। লক্ বাহ্যজগৎ, আত্মা ও ঈশ্বর এই তিন পদার্থেরই অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। হিউম্ দেখাইয়াছেন, লকের দর্শনের মূলভাগ স্বীকার করিলে, এই তিন পদার্থের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করা যায় না। হিউম্ বলেন, মনের ব্যাপার হইতেই সমস্ত পদার্থের জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে। মনের উপর বাহ্যপদার্থের ক্রিয়াদ্বারা বাহ্যজগতের অস্তিত্বে জ্ঞানলাভ হয় নাই, মনই আপন নিয়মানুগত ক্রিয়াদ্বারা বাহ্যজগতের জ্ঞানের সৃষ্টি করিয়াছে। পরমাণু সংযোগে বাহ্যজগতের উৎপত্তি হইয়াছে, এরূপ বিশ্বাস সাধারণ এইরূপ হিউমের মতে মানসিক ক্রিয়াগুলির যোগে আমাদের যাবতীয় জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে। আমাদের মানসিক ভাবগুলির পরস্পর যেরূপ সম্বন্ধ (relation of ideas) সেই সেই ভাবগুলির সহিত সংশ্লিষ্ট বাহ্যজগতেও বস্তুসমূহের পরস্পর সম্বন্ধের অস্তিত্ব (Corresponding relations of facts) আছে কি না, তৎসমুদয় জ্ঞাত হওয়া, হিউমের মতে অসম্ভব। জেমস্‌মিল, জনষ্টুয়াট মিল্ ও বেন্ এই মতগুলিই স্ব স্ব গ্রন্থে প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন।

মধ্যযুগে দর্শনশাস্ত্রের অধোগতির প্রতিকারমানসে দর্শনশাস্ত্রের আমূল সংশোধনের চেষ্টা বেকন ও দেকার্ট কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। বেকনের দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ইতিপূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে; এক্ষণে দেকার্টের (Descartes) দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেওয়া যাইতেছে।

দেকার্ট (Descartes)।

দেকার্ট (Descartes) যে পন্থা অবলম্বন করিয়া আপন দর্শন প্রচার করেন, তাহা বেকন-প্রবর্ত্তিত পন্থা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন; সুতরাং উভয়ে যে দুইটী দর্শন-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন, এতদুভয়ের মধ্যে মতের কোন সাদৃশ্য নাই। বেকন বাহ্য জগতের অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপ মানিয়া লইয়া, অভিজ্ঞতার (experience) ভিত্তির উপর আপন দর্শনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, দেকার্ট বেকনের ন্যায় কোন বিষয়ই স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই; যাহা সহজ বিশ্বাস বলিয়া পরিগণিত সেই সকল বিষয়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও ভ্রান্তি-পরিহারের জন্য দেকার্ট সংশয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। দেকার্ট বলেন যে, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী দর্শনসম্প্রদায়সমূহের বিশেষতঃ স্কলাষ্টিক দর্শন যেরূপ ভ্রান্তিজালে জড়িত হইয়া রহিয়াছে; এরূপস্থলে সত্য নির্ণয় করিতে হইলে মনকে পূর্ব্বমতসমূহের কবল হইতে রক্ষা করা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আবশ্যক; মনে যেন কোন বিষয়ের পূর্ব্বাভাস না থাকে। দেকার্টের মতে মনের এরূপ নিরপেক্ষ অবস্থা না হইলে সত্যজ্ঞান লাভের অধিকার জন্মে না। মনের এই নিরপেক্ষ অবস্থাপ্রাপ্তির পক্ষে সর্ব্ববিষয়ে সংশয়বিস্তারই প্রকৃষ্ট পন্থা। এই সার্ব্বভৌম সংশয়ের নিরসন হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়।

দেকার্টের মতে প্রমাণ ব্যতীত সামান্য বিষয়ও গ্রহণ করা অবিধি। কিন্তু প্রমাণের এমন একটী স্বতঃসিদ্ধ ভিত্তির আবশ্যক, যাহার প্রমাণের আবশ্যকতা নাই, যাহা প্রমাণের অতীত। দেকার্ট বলেন, আত্মসম্বিৎ বা আত্মবোধ (Self-consiousness) এই সংশয়রহিত ভিত্তি। সকল বিষয়েই সংশয় উপস্থিত হইতে পারে; শুদ্ধ আত্মবোধ সংশয়ের পরপারে। আমি সংশয় করিতেছি, এই জ্ঞান ও আত্মবোধের প্রতীতি জন্মাইয়া দিতেছে। আমি চিন্তা করিতেছি; অতএব আমার অস্তিত্ব আছে (Cogito erg'o sum), দেকার্ট এই সূত্র হইতে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে আমার সংশয়ই আমার অস্তিত্বে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতেছে।

দেকার্ট আত্মজ্ঞানের (Self-consciousness) ভিত্তির উপর আপনার দর্শনমত প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়া তৎপ্রবর্ত্তিত দর্শন-সম্প্রদায় আইডিয়ালিষ্টিক দর্শন-সম্প্রদায় নামে অভিহিত হইয়া থাকে; দেকার্টের নামানুসারে এই দর্শনের নামান্তর কার্টেসিয়ান দর্শন (Cartesion Philosophy)। স্পিনোজা এবং লিবুনিজের দর্শন দেকার্টের দর্শন হইতে বিভিন্ন পন্থা ও উদ্দেশ্য অবলম্বন করিয়া প্রণীত হইলেও এই দর্শনদ্বয়ের অন্তর্নিহিত ভিত্তি যে দেকার্ট প্রবর্ত্তিত, তাহা স্পষ্টই অনুভূত হইয়া থাকে। দেকার্ট প্রবর্ত্তিত দর্শনসম্প্রদায়সমূহে আধ্যাত্মিক প্রকৃতি (Spiritual nature) জড় প্রকৃতির উপর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, এমন কি জড় প্রকৃতির অস্তিত্ব আধ্যাত্মিক প্রকৃতিই নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। বেকন্-প্রবর্ত্তিত-দর্শন সম্প্রদায়ের পন্থা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত, এই দর্শনে অভিজ্ঞতাকে (experience) আমাদের জ্ঞানের ভিত্তিভূমি বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে; কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতার উৎপত্তি কিরূপে সাধিত হইয়াছে এবং ইহার মধ্যে সত্যাংশ কত টুকু, বেকন এ সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা করেন নাই; তিনি অভিজ্ঞতাকে স্বতঃ-

নিৰ স্বরূপ ধরিয়া লইয়াছেন। দেকার্টের মতে অভিজ্ঞতাই জ্ঞানের মূলভিত্তি (ultimate principle) নহে; অভিজ্ঞতা একটী ক্রিয়া মাত্র এবং ইহার একটী কর্ত্তা আছে, এই কর্ত্তাই জ্ঞানের মূলাধার; সুতরাং অভিজ্ঞতা মূলজ্ঞান নহে, অহং-জ্ঞানই (Self-consciousness) সর্ব্ব জ্ঞানের মূল।

রেনা দেকার্ট (Rene'Descartes) ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের টুরেন (Touraine) প্রদেশের অন্তঃপাতী লা-হে (La Haye) নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। লা-ফ্লেচি (La Fleche) নামক স্থানে জেসুইট্ সম্প্রদায় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটী বিদ্যালয়ে তাঁহার শিক্ষা কার্য্য সম্পন্ন হয়। কিছুকাল পারিসে অবস্থিতির পর তিনি নেদারলণ্ডের (Netherlands) সামরিক বিভাগে প্রবিষ্ট হন, পরে বাভেরিয়ার সামরিক বিভাগেও কিছুদিন কার্য্য করেন। ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে পারিসে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তিনি জ্ঞান-তত্ত্বের আলোচনায় মনোনিবেশ করেন; জ্ঞানচর্চ্চার ব্যাঘাত ভয়ে তিনি আপনার বাসস্থান গোপন রাখিতেন। পারিসে প্রায় ৪ বৎসর অবস্থিতির পর তিনি ১৬২৯ খৃষ্টাব্দে হলণ্ডদেশে গমন করিয়া তথায় প্রায় ২০ বৎসর অতিবাহিত করেন। এই কয় বৎসর তিনি অসাধারণ মনোযোগের সহিত দর্শনশাস্ত্রের আলোচনায় নিযুক্ত ছিলেন। ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে সুইডেনের রাজ্ঞী ক্রিশ্চিনা (Queen Christina) কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া তিনি ষ্টক্‌হলম্ নগরে গমন করেন, তথায় কএক মাস অবস্থিতির পর ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

দার্শনিক দেকার্ট অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী ছিল। তিনি একা-ধারে দার্শনিক, শারীরতত্ত্ববিৎ, জ্যোতির্ব্বিদ্ এবং গণিতশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন এবং এই সকল বিষয়ে প্রভূত উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ গণিতশাস্ত্রের উন্নতির জন্য সমগ্র জগৎ দেকার্টের নিকট চিরঋণী থাকিবে। বর্ত্তমান সময়ের বিশ্লে-ষণমূলক-সূচীচ্ছেদ-সম্বন্ধীয় জ্যামিতি (Analytical Geometry of Conics) দেকার্ট প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন।

ডেকার্টের দর্শন গ্রন্থসমূহের মধ্যে পন্থা-বিচার (Discourse on Method), দর্শনতত্ত্ব (Principles of Philosophy) এবং দর্শনচিন্তা বা দর্শনবিবেক (Meditations of the First Philosophy) এই কয়খানি গ্রন্থই প্রধান।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, দেকার্ট আত্মজ্ঞানকে (self-conciousness) সর্ব্বজ্ঞানের মূল এবং সংশয়রহিত নিত্যজ্ঞান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং এই আত্মজ্ঞানের ভিত্তি হইতে তিনি অন্যান্য পদার্থের অস্তিত্ব নির্ণয় করিয়াছেন। দেকার্ট বলেন আত্মজ্ঞানের অস্তিত্ব হইতে আমরা প্রথমতঃ ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং তৎপরে বাহ্যজগতের অস্তিত্বজ্ঞানে (Nature) উপনীত হই।

প্রথমতঃ, কি পন্থা অবলম্বন করিয়া দেকার্ট ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন, তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত হইবে।

আমাদের মানসিক ভাব বা আইডিয়াগুলি (ideas), দেকার্টের মতে, তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়জাত-মানসিকভাব (adventitious ideas); এই ভাবগুলি, আমাদের মনের উপর বাহ্য জগতের সংস্কার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; সুতরাং এগুলি আমাদের ইচ্ছাধীন বা মনের স্বভাবজ নহে। দ্বিতীয়তঃ কাল্পনিক মানসিকভাব। এই গুলি বাহ্যজগতের ক্রিয়া হইতে উৎপত্তি লাভ করে নাই; মনের ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তৃতীয়তঃ মনের সাংসিদ্ধিক ভাবগুলি (innate ideas); এই গুলি বাহ্যজগৎ হইতে গৃহীত নহে এবং শুদ্ধ মনের ক্রিয়া হইতেও (activities of the mind) উৎপন্ন হয় নাই, এই ভাবগুলি আমাদের সহজাত (inborn); আমাদের মনঃপ্রকৃতির অন্তর্গত।

দেকার্টের মতে ঈশ্বরজ্ঞান উপরোক্ত তিন শ্রেণীর মধ্যে শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত অর্থাৎ ঈশ্বরজ্ঞান মনের সাংসিদ্ধিক বা ইনেট (innate) জ্ঞান। সাংসিদ্ধিক জ্ঞানের বিশেষ লক্ষণ এই যে এই জ্ঞান প্রমাণের অতীত এবং সংশয়রহিত। সাং-সিদ্ধিক জ্ঞান মাত্রই অস্তিত্বজ্ঞাপক, জ্ঞানই জ্ঞেয় পদার্থের অস্তিত্ব সূচনা করিয়া দিতেছে (the mere idea involves its own objective truth)।

ঈশ্বর জ্ঞান কিরূপে সাংসিদ্ধিক জ্ঞান দেকার্ট নিম্নলিখিত যুক্তিসহকারে তাহা দেখাইয়াছেন। দেকার্ট বলেন, ঈশ্বরকে পূর্ণতার আধার বলিয়া আমাদের মনে বিশ্বাস; কিন্তু অস্তিত্ব (existence) পূর্ণতার (perfection) একটী অঙ্গ, কারণ যাহার অস্তিত্ব নাই, তৎসম্বন্ধে সম্পূর্ণ শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না এবং যাহা অস্তিত্বহীন হইল তাহার পূর্ণতা থাকিল কিরূপে। ঈশ্বর সম্পূর্ণ, সুতরাং ঈশ্বর আছেন।

উপরি উক্ত যুক্তিব্যতীত দেকার্ট আর একটী স্বতন্ত্র যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। ঈশ্বরকে অনাদি, অনন্ত, নিত্য, পূর্ণ ইত্যাদি বলিয়া যে জ্ঞান আছে, দেকার্ট বলেন, এই জ্ঞানের উৎপত্তি কিরূপে হইল। বাহ্যজগৎ হইতে এই জ্ঞানের উৎপত্তি হয় নাই, কারণ বাহ্যজগতে সবই সসীম এবং অসম্পূর্ণ। মানসিক কল্পনা হইতে এই জ্ঞান উৎপত্তিলাভ করে নাই, কারণ কল্পনাও অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ। সুতরাং এই জ্ঞান আমাদের সহজাত (inborn), কিন্তু এই জ্ঞান সাংসি-দ্ধিক হইলেও, এই জ্ঞানের উৎপত্তিস্থল কোথায়, এই বিষ-

য়ের মীমাংসাস্থলে দেকার্ট বলিয়াছেন যে কারণের তারতম্যানুসারে কার্য্যের তারতম্য হইয়া থাকে, সুতরাং ঈশ্বর অনাদি, অনন্ত, সম্পূর্ণ, এইরূপ জ্ঞানের মূল অনাদি, অনন্ত এবং সম্পূর্ণ ঈশ্বর ব্যতীত আর কোন বস্তু হইতে পারে না। ঈশ্বরজ্ঞান ঈশ্বরের অস্তিত্ব সূচনা করিয়া দিতেছে, এই জ্ঞান স্বপ্রকাশ।

দেকার্ট উপরি উক্ত যে কয়টী যুক্তি অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন, তাহাকে সাধারণতঃ অন্টোলজিক্যাল বা অধ্যাত্মমূলক যুক্তি (Ontological arguments) বলা হইয়া থাকে।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব হইতে দেকার্ট বাহ্যজগতের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন। দেকার্ট বলেন, যিনি সম্পূর্ণ জীব, তিনি নৈতিক হিসাবেও সম্পূর্ণ, সুতরাং তিনি আমাদের মনে ভ্রমের অবতারণা করিয়া দিবেন না। ঈশ্বর আমাদিগের যে কোন জ্ঞান ও বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছেন, তিনি নৈতিক হিসাবে সম্পূর্ণ বলিয়া এই জ্ঞান কখন মিথ্যা হইতে পারে না। বাহ্যজগতের অস্তিত্বে বিশ্বাসও দেকার্টের মতে এই শ্রেণীর, সুতরাং ইহাও মিথ্যা হইতে পারে না। দেকার্ট ঈশ্বরের এই স্বাভাবিক নিষ্ঠাকে "ঈশ্বরের নৈতিক-নিষ্ঠা" (Veracity of God) বলিয়াছেন।

ঈশ্বর আমাদের মনে বাহ্যজগতের জ্ঞানের উদয় করিয়া দিয়াছেন, সুতরাং দেকার্টের মতে এই জ্ঞান মিথ্যা হইতে পারে না। তবে ভ্রমের উৎপত্তি কিরূপে হইল, এই তত্ত্বপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, অজ্ঞান এবং আমাদের মানসিক ভাবগুলির অস্পষ্টতা (Want of clearness and distinctness) হইতে ভ্রমের উৎপত্তি হইয়াছে। সত্যাসত্যের ইহাই আদর্শ—মনের যে ভাবটী যে পরিমাণে স্পষ্ট, তাহা সেই পরিমাণে সত্য। আমাদের মানসিকবৃত্তিগুলি আমাদিগকে সত্য হইতে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে ঈশ্বর সৃষ্টি করেন নাই। মানসিক ভাবগুলির পরস্পর সংমিশ্রণহেতু স্পষ্টত্বের হ্রাস হইয়া ভ্রমের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

বাহ্যজগতের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিয়া বাহ্যজগতের স্বরূপ কি, এই সম্বন্ধে দেকার্ট বলেন যে বিস্তৃতি (extension) বাহ্য জগতের প্রকৃতিগত বিশেষ লক্ষণ। বাহ্য পদার্থের বর্ণ আকৃতি প্রভৃতি গুণ অস্থায়ী; কিন্তু বিস্তৃতির স্থায়িত্ব বা নাশের সম্ভাবনা নাই। বিস্তৃতি (extension) জড়ের স্বরূপ লক্ষণ বলিয়া, দেকার্টের মতে জড়পদার্থবিহীন স্থান (vacuum or empty space) জগতে নাই। যেখানে বিস্তৃতি আছে, সেখানে জড় পদার্থও বিদ্যমান আছে। সুতরাং দেকার্টের মতে সমগ্র জগৎ অবচ্ছেদবিহীন জড় রাশিতে পরিপূর্ণ। সেইজন্য দেকার্ট পরমাণু নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জড়বিন্দুসমূহের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সমগ্র জগৎ যদি জড়রাশিতে পূর্ণ থাকে, তাহা হইলে গতি (movement) কিরূপে সম্ভব হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে দেকার্ট বলিয়াছেন যে জগৎস্থ এই সমুদ্রোপম জড়রাশি আবর্ত্ত (Vortex)-বেগে ঘুরিতেছে এবং এই আবর্ত্তসমূহই জাগতিক গতি সকলের কারণ, গ্রহ উপগ্রহাদি এই আবর্ত্তবেগে চালিত হইতেছে। দেকার্টের মতে এই গতিশক্তি জড়ে আপনা হইতে উদ্ভূত হয় নাই, অপর কোন শক্তি কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়াছে মাত্র; ঈশ্বরই আবর্ত্তযোগে জড় পদার্থে গতিশক্তি প্রদান করিয়াছেন।

বিস্তৃতি যেমন জড়ের স্বরূপ লক্ষণ, তদ্রূপ জ্ঞান (thought) বা সম্বিৎ বা চৈতন্য মনের স্বরূপ লক্ষণ, কিন্তু চৈতন্য (thought) ও বিস্তৃতির (extension) মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই; যাহা চৈতন্য তাহা ব্যাপক পদার্থ নহে; ব্যাপক পদার্থও চৈতন্যের স্বরূপ নহে। সুতরাং, মন ও জড় এই দুই বিভিন্নপ্রকৃতিক পদার্থের সম্বন্ধ কি প্রকারে সাধিত হইয়াছে? দেকার্টের মতে মস্তিষ্কের সাহায্যে শরীর ও মনের সুতরাং জড় ও মনের সম্বন্ধ অর্থাৎ পরস্পরের উপর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া স্থাপিত হইয়াছে। মস্তিষ্কের কেন্দ্রস্থানে 'পিনিয়াল্ গ্লাণ্ড' (pineal gland) নামক একটী স্থান আছে, এই স্থানে মস্তিষ্কের দুই ভাগ পরস্পর সংযুক্ত হইয়াছে, দেকার্ট বলেন এই পিনিয়াল-গ্লাণ্ডেই মনের সহিত শরীরসংযোগ সাধিত হয়। মনে কোনরূপ ইচ্ছার উদয় হইলে, সেইটী উক্ত স্থানে আসিয়া শারীরিক চেষ্টায় পর্য্যবসিত হয়, আবার বাহ্যশরীরের উপর আপন আপন ক্রিয়া প্রকাশ করিলে, শরীরের সেই ব্যাপারটী পিনিয়াল-গ্লাণ্ডে নীত হইয়া সেই বাহ্য বস্তুর জ্ঞান ও তদীয় ক্রিয়াজনিত সুখ দুঃখের জ্ঞান জন্মাইয়া দেয়।

মন ও জড়ের পূর্ব্বোক্ত এই একমাত্র সম্বন্ধ ব্যতীত আর কোন সম্বন্ধ নাই, এই দুইটী সম্পূর্ণ বিভিন্নপ্রকৃতিক পদার্থ এবং নিজ নিজ নিয়মানুসারে চালিত হইয়া থাকে। সেইজন্য দেকার্ট জড় প্রকৃতির কার্য্যাবলীতে কোন আধ্যাত্মিক শক্তি (Spiritual agency) স্বীকার করেন না। জাগতিক সমস্ত ব্যাপারই জড় প্রকৃতির নিয়মানুসারে (Mechanical laws) সাধিত হইতেছে এবং জড় জগৎ অন্ধশক্তিসমূহের নিয়োগস্থল (automaton)-বিশেষ। জীব শরীর জড় জগতের অন্তর্গত বলিয়া, দেকার্ট তাহাকেও এই শ্রেণীর অন্তর্গত ধরিয়াছেন। দেকার্টের মতে প্রাণ জড়প্রকৃতির অংশ বিশেষ, মনের সহিত ইহার বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই; সুতরাং প্রাণ রক্ষার্থ যে সকল শারীরিক ক্রিয়া সাধিত হয়, তৎসমুদয় মনের অজ্ঞাত-

সারে যন্ত্রের ন্যায় সাধিত হইয়া থাকে। আমাদের ভুক্তদ্রব্যের-পরিপাক এবং রক্তসঞ্চালনক্রিয়া কি প্রকারে সাধিত হয়, তাহা আমরা অবগত নহি। জীবশরীরের যান্ত্রিকতা (animal automatism)-সম্বন্ধীয় এই মত তৎপরবর্ত্তী কোন কোন দার্শনিক এবং বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ গ্রহণ করেন।

দেকার্ট তদীয় দর্শনের যে অংশে মনস্তত্ত্বের (psychology) আলোচনা করিয়াছেন, সেই অংশে মানসিক ক্রিয়াবলীর শ্রেণীবিভাগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি আমাদের জ্ঞানবৃত্তিকে (Cogitatio) প্রথমতঃ কার্য্যকারক (actio) এবং ভাবমূলক (passio) এই দুই বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। উপরি উক্ত বিভাগদ্বয়ের আবার শ্রেণী বিভাগ করিয়া মনের ক্রিয়াগুলিকে সর্ব্বশুদ্ধ নিম্নলিখিত ৬ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন:— (১) জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ, (২) স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি (natural appetites), (৩) ভাবমূলক বৃত্তিসমূহ (the passions), (৪) কল্পনাশক্তি (imagination), (৫) প্রজ্ঞাশক্তি (reason or intellect), (৬) ইচ্ছাশক্তি (the will)। যে পন্থা অবলম্বন করিয়া এই বিভাগ সাধিত হইয়াছে, তন্নির্দ্দেশকালে দেকার্ট বলিয়াছেন যে জ্ঞানমূলক বৃত্তিগুলির বাহ্যজগতের সহিত সম্বন্ধ আছে, এই গুলি বাহ্য জগতের প্রতিকৃতি প্রদান করে। ইচ্ছামূলক এবং ভাবমূলক ক্রিয়াগুলি (volitions and passions) পরোক্ষভাবে বাহ্য জগতের সহিত সংসৃষ্ট হইলেও, মুখ্যতঃ আত্মার উপর নির্ভর করে।

অনুভূতিমূলক বৃত্তি (passions)-গুলির আলোচনাকালে দেকার্ট মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্র হইতে নীতিতত্ত্বে (Ethics) উপনীত হইয়াছেন। দেকার্টের মতে ভাবমূলক বৃত্তি ছয়টী, বিস্ময় (wonder), প্রেম (love), বিদ্বেষ বা ঘৃণা (hate), বাসনা (desire) এবং আনন্দ(joy) ও দুঃখ(sorrow)। অস্বাভাবিক ঘটনা নয়নগোচর হইলে বিস্ময়ের আবির্ভাব হয়, বিস্ময় আমাদের মনে বিষয়ানুসারে হয় ভক্তিরস কিংবা অবজ্ঞার উদ্রেক করে। আমাদের মঙ্গলজনক পদার্থের প্রতি মন আকৃষ্ট হইলে, আমাদের মনে প্রেমের (love) উদ্রেক হয় এবং অমঙ্গলজনক বা অহিতকর পদার্থের প্রতি যে বিরক্তি জন্মে, তাহা আমাদের মনে ঘৃণার সঞ্চার করিয়া থাকে। বাসনা হইতে আশা (hopes) এবং আশা পূর্ণ হওয়া সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হইলে তাহা হইতে ভয়ের (fear) সঞ্চার হইয়া থাকে। আশা পূর্ণ হইলে আনন্দের (joy) উৎপত্তি হয় এবং আশা ভঙ্গ হইলে বিষাদের (grief) সঞ্চার হইয়া থাকে। আনন্দ জীবনের পক্ষে মঙ্গলকর এবং বিষাদ জীবনের পক্ষে দুঃখজনক। যখন আনন্দই জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল, তখন আনন্দলাভই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। দেকার্টের মতে আনন্দ নিবৃত্তিমূলক, প্রবৃত্তিসমূহকে সংযত করিলে (subjections of the passions) আনন্দের উৎপত্তি হয়।

দেকার্টের মতে বিবেকজ্ঞানজনিত শান্তিসুখই (peace of conscience) প্রকৃত সুখ এবং ধর্ম্ম দ্বারাই এই সুখ লাভ করিতে পারা যায়।

দেকার্ট তদীয় দর্শনে মন ও জড়ের পরস্পর ক্রিয়া সম্বন্ধে সঙ্গত মীমাংসা প্রদান করিয়া যান নাই। দেকার্ট মন ও জড় উভয়কেই দুইটী স্বতন্ত্র, স্বাধীন, বিভিন্নপ্রকৃতিক পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, অথচ একটী অপরটীর উপর আপন ক্রিয়াশক্তি প্রকাশ করে তাহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাকে প্রকৃত মীমাংসা বলা যায় না। তৎপরবর্ত্তী দার্শনিক জিউলিংক্স্ (Geulincx) প্রথমেই এই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন।

জিউলিংক্স্।

জিউলিংক্স্ স্বয়ং এই বিষয়ে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার নাম নিমিত্তবাদ (occassionalism)। জিউলিংক্স্ বলেন, মন ও জড় দুই বিভিন্নপ্রকৃতিক এবং স্বতন্ত্র ও স্বাধীন পদার্থ হইয়া আপনা হইতে একটী অপরটীর উপর ক্রিয়াশক্তি প্রকাশ করে, এরূপ বিশ্বাস অসঙ্গত। মন জড়ের উপর, কিংবা জড় মনের উপর বিন্দুমাত্রও ক্রিয়াশালী নহে। কিন্তু প্রচলিত লৌকিক বিশ্বাস এই যে আমরা ইচ্ছামাত্র জড়জগতে পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারি, পর্য্যালোচনা করিলে এ কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য অবগত হওয়া যাইবে। আমি ইচ্ছামাত্র হস্ত সঞ্চালন করিতে পারি, এই বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি দেখা যাউক। হস্তসঞ্চালন করিবার ইচ্ছা মনের একটী ক্রিয়াবিশেষ এবং হস্তসঞ্চালনক্রিয়াটী জড়জগতের ক্রিয়া; এক্ষণে প্রশ্ন এই যে আমাদের ক্রিয়া কিরূপে জড় জগতের ক্রিয়া উৎপাদন করিতে পারে? জিউলিংক্স্ বলেন যে ঈশ্বরই এই পরস্পর উভয়ের ক্রিয়া উৎপত্তির নিমিত্ত বা সাধন, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মন ও জড়ের মধ্যে কোনরূপ ক্রিয়া হইতে পারে না। যখন আমার মনে হস্তসঞ্চালন করিবার ইচ্ছার উদয় হয়, তখনই ঈশ্বর আমার হস্তে এই ক্রিয়ানুযায়ী গতি শক্তি প্রদান করেন, কার্য্যটী এত সত্বর সম্পন্ন হয়, যে এই গতিশক্তিটী মনুষ্য নিজেই প্রবর্ত্তনা করিয়াছে, এই বিশ্বাস জন্মাইয়া দেয়। বাহ্য জগতের ক্রিয়াবলীর জ্ঞানও এইরূপে সাধিত হইয়া থাকে। আমাদের ইচ্ছা ও প্রাকৃতিক ব্যাপার ঈশ্বরের কার্য্যশক্তির উৎপ্রেক করিয়া (Causae occasionales) দেয় মাত্র।

জিউলিংক্সের দর্শন কিরূপে স্পিনোজা (Spinoza) প্রবর্ত্তিত অদ্বৈতবাদের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে, তাহা তাঁহার দর্শনের শেষাংশ দৃষ্টে জ্ঞাত হওয়া যায়। জিউলিংক্স্

সমগ্র জগতের মধ্যে একমাত্র ঈশ্বরকেই ক্রিয়াশক্তি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। অন্যান্য যাবতীয় পদার্থ সসীম এবং অসম্পূর্ণ বলিয়া ক্রিয়াশালী নহে (passive)। সুতরাং জাগতিক যে সমস্ত ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে, তাহা ঈশ্বর-প্রণোদিত। জীবাত্মা (finite spirit) পরমাত্মার অংশবিশেষ, আমাদের মনে সসীমত্বের জ্ঞান রহিত হইলে আমাদের আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়, অর্থাৎ জীবাত্মা এবং পরমাত্মা যে এক এই জ্ঞান জন্মে।

জিউলিংক্সের নীতিতত্ত্বও তদীয় সাধারণ মতের অনুযায়ী। যখন সংসারে আমাদের কার্য্যকরী ক্ষমতা নাই; তখন আমাদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া কার্য্য করিবার ইচ্ছা হওয়া অনুচিত; জিউলিংক্সের মতে এই সংসারক্ষেত্রে আমরা দর্শকবৃন্দ মাত্র। ঈশ্বর আমাদের মনের সদসৎভাব (dispositions) ব্যতীত আমাদের নিকট ক্রিয়ার প্রত্যাশা করেন না, কারণ ক্রিয়া বা কর্ম্মফলের উপর আমাদের কোন কর্তৃত্ব নাই। বিষয়বাসনা পরিহার করিয়া, ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া জীবন যাপন করা জীবনের স্থায়ী উদ্দেশ্য। ঈশ্বরে নিষ্কাম প্রেম (self-renouncing love) এবং প্রজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলা ধর্ম্মের স্বরূপ। ঈশ্বরের প্রতি বশ্যভাব (humility) ধর্ম্মসমূহের শিরোভাগ। মানব সাধারণতঃ সুখান্বেষী বলিয়া মানব অসুখী। সুখ ছায়ার ন্যায় অনুগমন করিলে অন্তর্হিত হইয়া থাকে। ধর্ম্মজনিত বিমল আনন্দই প্রকৃত সুখ। সুখ ধর্ম্মের ফলস্বরূপ (result), ধর্ম্মের উদ্দেশ্য (aim) নহে। জিউলিংক্সের নৈতিক মত স্পিনোজা (Spinoza) এবং কাণ্টের (Kant) নৈতিক মতসমূহের অনুরূপ। স্পিনোজার ন্যায় তিনিও ঈশ্বরপ্রেমকেই সর্ব্ব ধর্ম্মের সার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং কাণ্টের মতানুযায়ী নৈতিক নিয়মসমূহের অব্যভিচারিত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

জিউলিংক্স্ জগতে একমাত্র ঈশ্বরের কার্য্যকারিত্ব প্রতিপাদন করিয়া যে অদ্বৈতবাদের সূচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অনেকাংশে ঈশ্বরতত্ত্বমূলক। কিন্তু দার্শনিক স্পিনোজা যে অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা প্রকৃতিবাদমূলক (of a naturalistic character)।

স্পিনোজা (Spinoza)।

দার্শনিক বেনিডিক্টস্ স্পিনোজা (Benedictus de Spinoza) ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে হলণ্ডের অন্তর্গত আমষ্টর্ডম্ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইহুদিবংশসম্ভূত ছিলেন, ধর্ম্মনির্যাতনভয়ে তাঁহার পিতৃপুরুষেরা স্পেন কিংবা পর্ত্তুগাল দেশ হইতে আসিয়া হলণ্ডে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। স্পিনোজা বাল্যকালে পৈতৃকধর্ম্মানুমোদিত প্রণালী অনুসারে শিক্ষিত হইয়াছিলেন। পরে ভানডেন্ এণ্ডি (Van den Ende) নামক জনৈক ভাষাবিৎ চিকিৎসকের নিকট তিনি লাটিন ভাষা শিক্ষা করেন। ইহার পর হইতে তাঁহার ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হয়। এজন্য তাঁহার স্বজাতীয়গণ প্রকাশ্যসভায় তাঁহাকে বিধর্ম্মী বলিয়া ঘোষণা করেন। এই ঘটনার পর তিনি নানাস্থানে বাস করিয়া ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে হেগনগরে দেহত্যাগ করেন।

স্পিনোজা যে সমস্ত দর্শনগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহার মধ্যে 'এথিক্স' (Ethics) নামক গ্রন্থই বিশেষ প্রামাণ্য, এই গ্রন্থে স্পিনোজা তদীয় দর্শন সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

দেকার্টের দার্শনিক মত পাঠ করিয়া স্পিনোজার দর্শনশাস্ত্রে অনুরাগ জন্মে। জিউলিংক্সের ন্যায় তিনিও দেকার্টদর্শনের অসঙ্গত অংশের প্রতিবাদ করেন। গণিতশাস্ত্রসমূহের প্রমাণ অকাট্য বুঝিয়া স্পিনোজা গণিতশাস্ত্রোক্ত প্রমাণকেই প্রমাণের আদর্শ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। গণিতশাস্ত্রোক্ত প্রমাণের অনুযায়ী দর্শনগ্রন্থ প্রচারের ইচ্ছা তাঁহার বলবতী হয়; তাঁহার মতে এইরূপ ভাবে দর্শনশাস্ত্র প্রণয়ন করিলে তৎসম্বন্ধে আর কোন প্রকার মতবৈষম্য থাকিবে না। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি তদীয় দর্শনেও এই প্রথার অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। জ্যামিতিশাস্ত্রে যেমন সংজ্ঞা, স্বীকৃত বিষয় এবং স্বতঃ সিদ্ধের সাহায্যে, সমস্ত প্রতিজ্ঞাগুলি সপ্রমাণ করা হইয়াছে, তদ্রূপ স্পিনোজাও কয়েকটী অবিসংবাদিত মূলসূত্র অবলম্বনে তাহা হইতে যাবতীয় অন্যান্য বিষয় প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্ট অনুভূত হইবে যে স্পিনোজার দর্শন বিজ্ঞানসম্মত উপায় অবলম্বন করিয়া প্রণীত হইয়াছিল। গণিতশাস্ত্রের অনুকরণে দর্শনশাস্ত্র প্রণয়ন করিলে উক্ত শাস্ত্রের উদ্দেশ্য কি পরিমাণে সাধিত হয়, তৎসম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ করেন। স্পিনোজা-প্রবর্ত্তিত এই প্রথার ফলে এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, স্পিনোজা যে মূলসূত্র অবলম্বনে যে যে বিষয়ের মীমাংসা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন; সেই মূলসূত্র হইতে যতটুকু প্রমাণ বা অনুমান সম্ভবপর তাহা তিনি সম্পূর্ণরূপে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ প্রথার ফলে তাঁহার মীমাংসায় একদেশদর্শিতাদোষ জন্মাইয়াছে। দর্শনের মীমাংসিত বিষয় গণিতের মীমাংসিত বিষয়ের ন্যায় নহে, ইহা কেবলমাত্র সংখ্যার উপর নির্ভর করে না, এরূপ বিষয়কে একদিক্ হইতে দেখিলে তাঁহার যথাযথ মীমাংসা হইবে না। একই বিষয় বিভিন্ন দিক্ হইতে দেখিয়া সেই বিষয়ের যাথার্থ্য উপলব্ধি হইবে। কিন্তু ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে স্পিনোজা একই বিষয়ের মীমাংসায় একসূত্রে অবলম্বন

করিয়া যে সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন, অপর সূত্র অবলম্বন করিয়া সেই বিষয়ের বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এইরূপে তাঁহার মতসমূহে অনন্তবিরোধ দোষ ঘটিয়াছে। গণিতের অনুকরণে দর্শনের প্রণয়ন অনেকাংশে এই দোষসমূহের জন্ত দায়ী।

স্পিনোজার দার্শনিক মত তদীয় জীবিতকালে কালোপযোগী না হওয়ায় বিশেষরূপে আদৃত হয় নাই। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে কান্টের পরবর্ত্তী দর্শনসম্প্রদায়সমূহের আবির্ভাবের পর হইতে মতের ঐক্যনিবন্ধন স্পিনোজার দর্শন সুধীমণ্ডলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। স্পিনোজার দর্শনে স্পেন্সার, বেন প্রভৃতি প্রণীত মনোবিজ্ঞানশাস্ত্রের অনেক পূর্ব্বাভাস পাওয়া যায়।

স্পিনোজা তদীয় দর্শনে আলোচিত বিষয়সমূহকে নিম্নলিখিত ৫ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—

(১) ঈশ্বর ও জগৎ।

(২) আত্মার প্রকৃতি ও উৎপত্তি-নির্ণয়।

(৩) মানসিক ভাবসমূহের (feelings) উৎপত্তি ও প্রকৃতিনির্ণয়।

(৪) মানব প্রকৃতির অধীনতা ও কার্য্যাবলী। (of human conduct as determined by feelings or passions)।

(৫) মানবপ্রকৃতির স্বাধীনতা (of human conduct as determined by self)।

স্পিনোজা প্রথমেই দেকার্ট-প্রবর্ত্তিত মন ও শরীরের সম্বন্ধবিষয়ক মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। দেকার্টের মত যথাযথ ভাবে গ্রহণ করিলে তাহা হইতে এই প্রতিপন্ন হয় যে মন ও শরীরের পরস্পর ক্রিয়াসম্বন্ধ সুনিশ্চিত হইতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু কিরূপে উক্ত সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে, তাহা আমরা জানি না। জিউলিংক্স্ ঈশ্বরকে মন ও জড়ের পরস্পর ক্রিয়ার সাধনভূত বলিয়া যে মীমাংসার অবতারণা করিয়াছেন, স্পিনোজার মতে ইহাও দেকার্টের মতের এক প্রকার প্রতিধ্বনি। তিনি বলেন, "ঈশ্বর করেন" ও "আমি জানিনা" এই দুইটী প্রায় সমার্থসূচক। স্পিনোজা উপরিউক্ত বিষয়টীর যে মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন, তাহা উভয় হইতে স্বতন্ত্র। তিনি বলেন, মন ও জড় বলিয়া দুইটী পৃথক্ পদার্থ (substances) বিদ্যমান নাই; ইহা একই পদার্থের দুইটী বিভিন্ন দিক্ মাত্র। সুতরাং আমাদের নিকট যাহা মনের উপর জড়ের ক্রিয়া বা জড়ের উপর মনের ক্রিয়া বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা আমরা এক পদার্থ বিভিন্ন দিক্ হইতে দৃষ্টিপাত করি বলিয়া এরূপ বোধ হয়। একদিকে দেখিলে যাহা বিস্তৃতিশালী (জড়) (extension) তাহাই অপর দিকে জ্ঞানশালী (চিৎ) (thought) বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

স্পিনোজার মতে জগতে দুইটী স্বাধীন অথচ পরস্পর ক্রিয়াবিশিষ্ট পদার্থের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, কারণ পরস্পর ক্রিয়াশালী হইলে তাহাদের স্বাধীনতার অস্তিত্ব থাকিল কৈ? স্পিনোজার মতে জগতে একমাত্র পদার্থ (substance) বিদ্যমান আছে এবং জাগতিক যাবতীয় পদার্থ এই পদার্থেরই বিভিন্ন গুণাশ্রয়ের বিকাশ মাত্র। সংসারে যে নানাত্ব বলিয়া আমাদের বিশ্বাস আছে, তাহা ভ্রমমাত্র।

ঈশ্বরতত্ত্বের আলোচনাকালে স্পিনোজা প্রথমেই পদার্থের (substance) সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। স্পিনোজার মতে যাহা স্বাধীন এবং স্বপ্রকাশ অর্থাৎ যাহার অস্তিত্ব আর কোন পদার্থের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে না এবং যাহা অন্য কোন বস্তুর সাহায্যে প্রকাশিত হয় না, তাহাই দ্রব্যপদবাচ্য। ("By *substance* I mean that which exists in or by itself and is conceived in or by itself.") ঈশ্বর শব্দ স্পিনোজার মতে, এই পদার্থের নামান্তর মাত্র। পদার্থ এক এবং অদ্বিতীয় ও অনন্ত। কারণ সান্ত হইলে পদার্থে বা ঈশ্বরে সীমার আরোপ করা হইল। যাহা অসীম তাহার স্বাধীনত্ব কোথায়? অতএব তাহা পদার্থপদবাচ্য হইতে পারে না। পদার্থ সর্ব্ববিষয়ের কারণ হইয়াও স্বয়ং কারণরহিত (uncaused)। পদার্থ স্বয়ংই তদীয় অস্তিত্বের কারণ (causasive)। স্পিনোজা ঈশ্বরের যে সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তিনি ঈশ্বরকে অনাদি এবং অনন্ত পদার্থ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

ঈশ্বর হইতে কিরূপে জগতের উদ্ভব হইয়াছে, তাহার মীমাংসাকালে স্পিনোজা বলিয়াছেন যে ঈশ্বর জগৎকে সৃষ্টি করেন নাই, অর্থাৎ জগৎ ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র একটী সৃষ্ট পদার্থ নহে। জগৎ ঈশ্বরের প্রকৃতির মূলীভূত এবং প্রকৃতির সহিত জড়িত, জগৎ ঈশ্বরপ্রকৃতির ধর্ম্ম, একটীকে অন্যটী হইতে বিচ্যুত করিবার উপায় নাই।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, যদি এক পদার্থ বা ঈশ্বর ভিন্ন দ্বিতীয় সত্তার অস্তিত্ব নাই, তবে জগতে বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত বিভিন্ন পদার্থসমূহের অস্তিত্ব কোথা হইতে আসিল? স্পিনোজার মতে এই প্রশ্নের মীমাংসা এই যে জগতে যে সমস্ত পদার্থ বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়, তাহারা স্বরূপতঃ বিভিন্ন নহে। একই পদার্থের বিভিন্ন গুণযোগে বিকাশমাত্র।

গুণ (attributes) কাহাকে বলে এবং এই গুণসমূহের স্বরূপ কি? স্পিনোজা এই বিষয়ের এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বুদ্ধিযোগে যাহাকে আমরা পদার্থের সার বলিয়া জানি অর্থাৎ যাহা লইয়া পদার্থের পদার্থত্ব তাহার নাম গুণ ("By attribute I mean that which the intellect perceives as

contributing the essence of substance")। গুণাবলী না থাকিলে আমরা পদার্থের স্বরূপ জানিতে পারিতাম না। গুণসকল থাকাতেই পদার্থ আমাদের নিকট প্রকাশ পাইতেছে। পদার্থ অনাদি এবং অনন্ত বলিয়া গুণাবলীও অনাদি এবং অনন্ত। ঈশ্বরে প্রত্যেক গুণই অনাদি অনন্তরূপে বিরাজ করিতেছে। ঈশ্বরের গুণ অনন্ত, তাই আমরা সকল গুণ জানি না, কেবল দুইটী গুণ আমরা অবগত আছি। একটী বিস্তৃতি (extension), ইহা আমাদের নিকট বাহ্যজগৎরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। অপটীর নাম জ্ঞান (thought), ইহা আমাদের মনোরাজ্যের অস্তিত্বের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

স্পিনোজা একস্থলে ঈশ্বর বা পদার্থকে নিরুপাধি (indeterminate) বলিয়াছেন, কারণ ঈশ্বরে উপাধির আরোপ করিলে তাঁহাতে সীমানির্দ্দেশ করা হয়, যেহেতু উপাধি মাত্রই সীমাসূচক (every determination is limitation) ; অথচ স্পিনোজা অপরস্থলে ঈশ্বরকে অনন্ত গুণের আধার, সুতরাং অনন্ত উপাধিবিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই দুইটী মতের কিরূপে সামঞ্জস্য বিধান করা যায়, এই বিষয়ের মীমাংসায় বিভিন্ন পণ্ডিতগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। একশ্রেণীস্থ পণ্ডিতগণের মত এই যে, যাহাকে আমরা গুণ বলিয়া থাকি, বাস্তবিক ঈশ্বরে তাহার অস্তিত্ব নাই। আমাদের মনই ঈশ্বরে গুণাবলীর আরোপ করিয়াছে মাত্র অর্থাৎ আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিবার সময় গুণের মধ্য দিয়া অস্তিত্ব অনুভব করিয়া থাকি মাত্র ; এইগুলি আমাদের মনের ক্রিয়া বা ধর্ম্ম বিশেষ। অপরশ্রেণীস্থ পণ্ডিতগণের মত এই যে, গুণ শুদ্ধ আমাদের মনের ধর্ম্ম বা অবস্থা মাত্র নহে, ঈশ্বরেও এইগুলির অস্তিত্ব আছে। স্পিনোজা স্পষ্টভাবেই গুণাবলীকে পদার্থের প্রকৃত-স্বরূপ (essence of substance) বলিয়া গিয়াছেন। আবার স্পিনোজা যখন পদার্থ বা ঈশ্বরকে অনন্ত গুণের অনন্ত আধার-স্বরূপ বলিয়া গিয়াছেন, তখন এরূপ নির্দ্দেশে সসীমত্বের আরোপ হইতে পারে না। শেষোক্ত মত অনেকাংশে সমীচীন হইলেও স্পিনোজার দর্শনে যে এই বিভিন্ন মতের সূচনা আছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, যদিও ঈশ্বর এক অদ্বিতীয় ও অনন্ত গুণের আধার এবং জগতে অন্য পদার্থের অস্তিত্ব নাই, তথাপি জগতে এই সমস্ত গুণময় সসীম পদার্থসমূহের আবির্ভাব কিরূপে হইল ? এই প্রশ্নের মীমাংসাস্থলে স্পিনোজা বলিয়াছেন যে, জগতে যে সমুদয় বস্তু আমাদের নিকট পৃথক্ পৃথক্ এবং স্বাধীন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, স্বরূপতঃ সেগুলি পৃথক্ নহে এবং জগতে এক ভিন্ন দুই স্বাধীন দ্রব্যের (Substance) অস্তিত্ব সম্ভবপর নহে, সুতরাং এইগুলি সেই এক এবং অদ্বিতীয় পদার্থের বিভিন্ন অবস্থা (modes) মাত্র। সীমাবিশিষ্ট বলিয়া জাগতিক সমুদয় পদার্থ স্বপ্রকাশ নহে, অন্য পদার্থ সকলের সাহায্য ব্যতীত এইগুলি স্বয়ং আমাদের নিকট ব্যক্ত হইতে পারে না। এই শ্রেণীস্থ সমুদয় বস্তু সসীম, এজন্য তাহারা পরস্পরের সীমা নির্দেশ করিয়া দিতেছে এবং তাহাদের প্রত্যেকের নির্দ্দিষ্ট সীমা হইতে আমাদের ঐ বস্তুর জ্ঞান জন্মে। বাস্তবিক দেখিতে গেলে উর্ম্মিমালা যেরূপ সমুদ্রের, জাগতিক সমুদয় পদার্থই তদ্রূপ ঈশ্বরের অবস্থাবিশেষ মাত্র।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ঈশ্বরের অনন্ত গুণের মধ্যে বিস্তৃতি (extension) এবং জ্ঞান (thought) এই দুইটী আমরা অবগত আছি। গতি (motion) এবং স্থিতি (rest) এই দুইটী বিস্তৃতি গুণের দুই বিশিষ্ট অবস্থা (modes)। বুদ্ধি ও ইচ্ছা-(Understanding and will) জ্ঞানের বা চৈতন্যের অবস্থামাত্র। এই সকল বস্তু বিকার ও নিয়তির অধীন, ঈশ্বর সকল বিষয়ের নিয়ন্তা, তাঁহাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার কোন বস্তু বিদ্যমান নাই। ঈশ্বর আদি প্রকৃতি,—তিনি বুদ্ধি, ইচ্ছাশক্তি, গতিশক্তি প্রভৃতি পরিবর্ত্তনমূলক গুণের অতীত, সুতরাং স্পিনোজার মতে 'ঈশ্বর জগতের আদি পদার্থস্বরূপ (Substance) তিনি জগতের একমাত্র কারণস্বরূপ বা শক্তিস্বরূপ (Power) এবং চৈতন্যস্বরূপ (Universal consciousness)।'

বাহ্য ও অন্তর্জ্জগতের সমস্ত ব্যাপারই স্পিনোজার মতে কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ-সহযোগে নিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিতেছে, গুণময় জগতের কোন ব্যাপারই অনিয়ন্ত্রিত নহে। বাহ্য ও অন্তর্জ্জগতের কার্য্যাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বেশ বোধ হয়, কার্য্যকারণের শৃঙ্খল আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। গুণময় জগতের কারণসমূহ আদি কারণ (first or ultimate cause) নহে, এই সকল অবান্তর কারণ মাত্র (Second causes)। বাহ্য ও অন্তর্জ্জগতের কার্য্যকারণশৃঙ্খল পরস্পর সমান্তরাল ভাবে চলিয়াছে, কিন্তু একটীর উপর অন্যটীর কোন কার্য্যকরী ক্ষমতা নাই। জড়জগতে কারণমাত্রেই জড় ; আবার মনোজগতে একটী মানসিক ভাব অপর মানসিক ভাবের কারণ ; মানসিক ভাবের জড়কারণ হইতে পারে না। তবে উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ রহিয়াছে, স্পিনোজা বলেন তাহা পরস্পর উভয়ের প্রতি কার্য্যকারিত্বশক্তির জন্য নহে। একই পদার্থের দুই দিক্ মাত্র, এইজন্য এরূপ সম্বন্ধের জ্ঞান জন্মে। এক হিসাবে দেখিলে যাহা

মনোজগৎ, অপর হিসাবে তাহাই জড়জগৎ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। চৈতন্য ও জড় একই পদার্থের বিভিন্ন প্রকাশমাত্র, সুতরাং তাহাদের মধ্যে ঐক্য থাকিবে ইহার বৈচিত্র্য কি!

আত্মার স্বরূপ? কি তৎসম্বন্ধে স্পিনোজা বলেন, যেমন বিভিন্ন জড় পরমাণুর সংযোগে শরীরের উৎপত্তি হইয়াছে, তদ্রূপ বিভিন্ন মানসিক ভাবের সংযোগে আত্মার উদ্ভব হইয়াছে। স্পিনোজা মন ও জড়ের যেরূপ সম্বন্ধনির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে উভয়কে একবারে পরস্পর বিচ্যুত করা অসম্ভব। একটী যেখানে থাকিবে, অন্যটীরও স্থায়িত্ব সেই স্থলে অবশ্যম্ভাবী। যেখানে জড় আছে, সেখানে মনও আছে এবং মন থাকিলে তৎস্থলে জড়ের অস্তিত্ব ধ্রুব নিশ্চিত। সুতরাং স্পিনোজার মতে আত্মার স্বরূপও একবারে জড়জগৎ হইতে বিচ্যুত নহে। স্পিনোজা আত্মাকে শরীরের মানসিক প্রতিকৃতি (idea of an actual body) বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে, শরীরও, মানসিক-ভাবানুযায়ী-প্রতিকৃতির নিয়মানুসারে জড় জগতের বিভূতিমাত্র। স্পিনোজা আত্মার যেরূপ স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে আত্মার স্বাতন্ত্র্য (individuality) কোনও মতে রক্ষা করা যায় না। মানসিক ভাবসমষ্টি (totality of ideas) লইয়া যদি আত্মার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ হইল, তবে আত্মচৈতন্যের (Self-consciousness) স্থান রহিল কোথায়? আত্মজ্ঞানই সর্ব্বজ্ঞানের মূল, স্পিনোজার নির্দ্দেশ মতে আত্মার আত্মজ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করিবার উপায় নাই।

আমাদের জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিসমূহের (cognitive faculties) আলোচনাকালে স্পিনোজা বলিয়াছেন যে, আমাদের জ্ঞানার্জ্জনীবৃত্তির ক্রিয়া সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

প্রথম ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান, দ্বিতীয়তঃ প্রজ্ঞাজাত জ্ঞান, তৃতীয়তঃ সহজ বা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান। ইহার মধ্যে দ্বিতীয় এবং তৃতীয়শ্রেণীর জ্ঞান—প্রজ্ঞাজাত (rational knowledge) এবং সহজ (intuitive knowledge)—এই দুইটীই অভ্রান্ত এবং সত্যনির্ণায়ক। তৃতীয় শ্রেণীর জ্ঞান অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান হইতে আমাদের ভ্রমের উৎপত্তি হইয়াছে, ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানমাত্রই অসম্পূর্ণ; কারণ ইন্দ্রিয়জাত-জ্ঞান পদার্থের একদেশদর্শী। কিন্তু ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান অসম্পূর্ণ বলিয়া একবারে ভ্রমপূর্ণ নহে। এই অসম্পূর্ণ জ্ঞানকে যখন আমরা সম্পূর্ণ ভাবিয়া গ্রহণ করি, তখনই ভ্রমের উদয় হয়। ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান আমাদিগকে পদার্থসমূহের অবস্থামাত্র জ্ঞাত করায়, তাহাদের স্বরূপ জানিতে দেয় না। প্রকৃতজ্ঞান আমাদিগকে অসীমত্বের পরিচয়ে বস্তুর স্বরূপ নির্দ্দেশ করে (*Sub specie aeternatalis*)। ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান হইতে এরূপ জ্ঞানের উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই; প্রজ্ঞা (Reason) হইতেই এরূপ জ্ঞান জন্মে।

ভাবমূলক বৃত্তিসমূহের (Passions and emotions) আলোচনাকালে স্পিনোজা অনেকাংশে দেকার্টের মত অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু উভয়ের মধ্যে প্রধান প্রভেদ এই যে, দেকার্ট যেমন ইচ্ছাশক্তির স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা (Freedom of the Will) স্বীকার করিয়াছেন, স্পিনোজা ইচ্ছাশক্তির এরূপ স্বাধীনতা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, জাগতিক সমস্ত বস্তুই নিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিতেছে, কোন বস্তুই নিয়ন্তা নহে; মানবের ইচ্ছাশক্তিও এই শ্রেণীর অন্তর্গত, ইহার ব্যতিক্রম নাই। বাহ্যজগতে যেরূপ প্রত্যেক বস্তুরই কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে, অন্তর্জগতেও তদ্রূপ। সুতরাং ভাবমূলকবৃত্তিগুলিও কারণবহির্ভূত নহে।

জগতে প্রত্যেক বস্তুরই নিজ নিজ জীবনের স্থায়িত্বের দিকে বিলক্ষণ চেষ্টা আছে; কোন বস্তুরই বিনাশ নিজের দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয় না, বাহ্য-কারণ দ্বারা সংঘটিত হইয়া থাকে। মনুষ্যের ইচ্ছাশক্তির (Voluntas) স্বাভাবিক গতিও এই দিকে; এই ইচ্ছাশক্তি যখন মানসিক প্রবৃত্তিমাত্র তখন ইহার নাম ভলণ্টাস বা বাসনা (desire) এবং ইচ্ছাশক্তির জীবনসংরক্ষণী চেষ্টা যখন বহির্জগতে প্রকাশ পায়, তখন ইহা স্বাভাবিকবৃত্তি (appetite) নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত সুখদুঃখবোধ বাসনার সহিত জড়িত। স্পিনোজার মতে সুখ (pleasure) জীবনীশক্তির বৃদ্ধি এবং দুঃখ জীবনীশক্তির হ্রাস করে। আমাদের সমুদয় শারীরিক বৃত্তিসমূহ দ্বারা জীবনসংরক্ষণকার্য্য সাধিত হইতেছে এবং সুখদুঃখবোধ এই বিষয়ের মাত্রা নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। সেই জন্যই আমরা স্বভাবতঃ সুখকামনা ও দুঃখনিবৃত্তির চেষ্টা করি। যে বস্তুর দ্বারা আমাদের সুখের বৃদ্ধি হয়, তৎপ্রতি অনুরাগ (love) এবং যাহা আমাদের সুখের অন্তরায় কিংবা দুঃখের প্রবর্ত্তক তৎপ্রতি দ্বেষ বা বিরাগ (hate) জন্মে।

মনুষ্যের সমস্ত কার্য্যাবলীই কি আত্মস্বার্থের দিকে নিয়োজিত রহিয়াছে, পরার্থপরতা কি মানবের স্বভাবগত নহে? এই প্রশ্নের মীমাংসাস্থলে স্পিনোজা বলিয়াছেন যে, মানবজীবনের পরমমঙ্গল অন্যান্য সকলের সুখের সহিত জড়িত এবং অন্য সকলের সুখবর্দ্ধন ব্যতীত ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

স্পিনোজা নৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া তাহার দর্শনশাস্ত্র প্রণয়ন করেন; তাঁহার মতে দর্শনশাস্ত্র মনে তত্ত্বজ্ঞানের উন্মেষ করিয়া আমাদিগকে নৈতিক উন্নতির দিকে লইয়া যায়

এবং নৈতিক সম্পূর্ণতাই স্পিনোজার মতে জীবনের সার উদ্দেশ্য। এই জন্য তিনি তাহার দর্শনের মূলগ্রন্থকে 'এথিক্স' (ethics) বা নীতিশাস্ত্র নামে অভিহিত করিয়াছেন, তদীয় গ্রন্থের দর্শনাংশ নৈতিকাংশের সহায়ক মাত্র।

স্পিনোজার মতে মানবজীবনের সম্পূর্ণতা (perfection) নৈতিক কার্য্যাবলীর মূল। কিরূপে এই সম্পূর্ণতা লাভ করা যাইতে পারে, তদুত্তরে তিনি বলিয়াছেন, সম্পূর্ণতা লাভ প্রযত্নসাপেক্ষ; যে বস্তুর যে পরিমাণ প্রযত্ন (activity) আছে, তাহা সেই পরিমাণে সম্পূর্ণ। কিন্তু প্রযত্নের মূল কোথায়, ইহার উত্তরে তিনি বলিয়াছেন যে বস্তুর কার্য্যাবলী যে পরিমাণে স্বনিয়ন্ত্রিত, সেই বস্তু সেই পরিমাণে ক্রিয়াশীল। মানব মনের জ্ঞানার্জ্জনীবৃত্তিসমূহ (Cognitive faculties) ক্রিয়াশীল, কিন্তু ভাবমূলক বৃত্তিগুলি (affections or passions) ক্রিয়াশক্তি হীন।

স্পিনোজা আমাদের ইচ্ছাশক্তিকে (Will) জ্ঞানমূলক বলিয়াছেন। ইচ্ছার জ্ঞানকে নিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমতা নাই, পরন্তু সে জ্ঞানদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। কোন বিষয়ের সম্মতি বা অসম্মতি ইচ্ছার ক্ষমতাসাপেক্ষ। যাহা সত্য বলিয়া উপলব্ধি করা যায়; তাহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার (affirm) না করা স্পিনোজার মতে অসম্ভব। ইচ্ছার দুইটী অংশ, বাসনা (desire) ও যাহাকে প্রধানতঃ চেষ্টা (volition) বলা যায়, এই দুইটীর মধ্যে বাসনা ইন্দ্রিয়জাত ও কল্পনামূলক জ্ঞান (perception and imaginary) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে এবং চেষ্টা (Volition proper) প্রজ্ঞানিয়ন্ত্রিত। বাসনামূলক জ্ঞান বিনশ্বর বস্তুর প্রতি ধাবিত হয়; কিন্তু অবিনশ্বর পদার্থ প্রজ্ঞামূলক জ্ঞানের বিষয়। অসম্পূর্ণ জ্ঞান হইতে আমাদের বিষয়-বাসনা জন্মে; যখন প্রজ্ঞাশক্তির দ্বারা আমরা এই জ্ঞানের অসম্পূর্ণত্ব উপলব্ধি করি, তখন আমাদের বিষয়-বাসনার নিবৃত্তি হয়। সত্যাসত্যনির্ণায়ক জ্ঞানও ঈশ্বরোপলব্ধি প্রজ্ঞাশক্তিসাপেক্ষ। মানব মন যতই বস্তুসমূহের স্বরূপত্ব উপলব্ধি করে, ততই তাহার প্রকৃতি ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হয়। ঈশ্বরের সহিত বস্তুসমূহের সম্বন্ধ কি ইহা নির্ণয় করিতে পারিলেই বস্তুসমূহের স্বরূপ জ্ঞানের উপলব্ধি হইল।

প্রজ্ঞা হইতে ঈশ্বরের প্রতি যে প্রেম জন্মে ("intellectual love towards god") তাহাই স্পিনোজার মতে সর্ব্ব ধর্ম্মের সার। ধর্ম্ম হইতে অন্য কিছু পরতর নাই, সেই জন্য ধর্ম্মের পুরস্কার ধর্ম্মই। ঈশ্বরপ্রেম হইতে মনে শান্তির উদ্রেক হয় এবং এই প্রেম হইতেই প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করা যায়। এরূপ অবস্থায় আত্মার বিনাশ নাই। কারণ ঈশ্বরের প্রতি মানবের যে প্রেম, তাহা ঈশ্বরের নিজেরই প্রতি নিজেরই প্রেম মাত্র এবং ঈশ্বরের নিজের প্রতি প্রেম অবিনশ্বর।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সক্রেটিসের ন্যায় স্পিনোজার তদীয় নৈতিকতত্ত্ব জ্ঞানমূলক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। স্পিনোজা জাগতিক অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের ন্যায় নৈতিক তত্ত্ব ব্যাপার গুলিরও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন; জগতের অন্যান্য ঘটনার ন্যায় নৈতিক জীবনের ঘটনাবলী, স্পিনোজার মতে ঘটনা মাত্র, তাহাদের প্রকৃতিগত বিশেষত্ব কিছুই নাই। অন্যান্য ঘটনার উৎপত্তি যেমন কারণ সহযোগে হইয়া থাকে, নৈতিক ঘটনায়ও সেই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম নাই। এই হিসাবে ধর্ম্মাধর্ম্মের স্বরূপ কি, স্পিনোজা তাহা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। স্পিনোজার মতে;—যাহা জীবনের পক্ষে হিতকর, তাহাই ধর্ম্ম। জীবনের পক্ষে হিতকর বলিতে আমরা কি বুঝি, ইহার উত্তরে তিনি বলিয়াছেন, যাহা আমাদের আত্মসংরক্ষণের সহায়তা করে, যাহা আমাদের জীবনকে সম্পূর্ণতার দিকে লইয়া যায় এবং যাহা আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধি করে, এ সমস্ত আমাদের পক্ষে হিতকর ও মঙ্গলজনক। জ্ঞানের অন্তরায়মাত্রই আমাদের পক্ষে অমঙ্গলজনক, কারণ জ্ঞানই ইচ্ছাশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া আমাদের জীবনকে সম্পূর্ণতার দিকে লইয়া যায়।

জীবনের নৈতিক ক্রটী স্পিনোজার মতে জাগতিক অন্য অসম্পূর্ণতার ন্যায় অসম্পূর্ণতা মাত্র। অজ্ঞানতা হইতে আমাদের নৈতিক ক্রটী জন্মে। পাপ জ্ঞানকৃত নহে, তমঃ হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। এইরূপে দেখিতে গেলে পাপ ভ্রম বিশেষমাত্র।

স্পিনোজা ইচ্ছাশক্তির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা (Freedom of the Human Will) স্বীকার করেন নাই। তিনি বলেন, মানব যখন জগতের একটী অংশ বিশেষ, তখন ইহার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করা অসম্ভব। তবে মনুষ্যজীবনের একটী ভাবী উদ্দেশ্য আছে এবং বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য তাহার স্বাভাবিক চেষ্টা আছে মনুষ্য-জীবন যে পরিমাণে প্রজ্ঞানিয়ন্ত্রিত, সুতরাং স্ব-নিয়ন্ত্রিত (Self-determined), সেই পরিমাণে উহাকে স্বাধীন বলা যাইতে পারে। স্পিনোজার মতে স্বাধীনতা শব্দের প্রকৃত অর্থ আত্ম-নিয়ন্ত্রণ (Self-determinism)। আমাদের মন প্রজ্ঞা-নিয়ন্ত্রিত হইয়া যাহা আমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক জ্ঞান করে, তৎপ্রতি আমাদের প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দেয়।

ব্যক্তিগত অমরত্ব (Immortalily of the individual) সম্বন্ধে স্পিনোজার গ্রন্থে কোনরূপ স্পষ্ট নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না।

আত্মার সমস্ত কার্য্যাবলী ঈশ্বরে পর্য্যবসিত হয় বলিয়া ঈশ্বরে আত্মার লয় হইতে পারে (exist eternally in god), কিন্তু এরূপ স্থলে আত্মার ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিতে পারে কি না, তৎসম্বন্ধে স্পিনোজা কিছু বলিয়া যান নাই।

স্পিনোজার মতে, জগৎ মঙ্গলময় ঈশ্বরের স্বরূপ বলিয়া, জগতে অমঙ্গল (evil) বলিয়া কোন পদার্থের অস্তিত্ব নাই। জগতের প্রত্যেক ক্রিয়াই মঙ্গলাভিমুখী। জগতে অমঙ্গলের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে ঈশ্বরকে অমঙ্গলের কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। আমাদের ভ্রমবশতঃ আমরা জগতে অমঙ্গলের সত্ত্বা বিদ্যমান্ দেখিতে পাই। অমঙ্গল বলিয়া কোন পদার্থের মাত্রা নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। যাহা একজনের পক্ষে অমঙ্গলজনক, তাহাই হয়ত জগতের পক্ষে মঙ্গলজনক; আবার, একই ব্যক্তির পক্ষে যাহা এক সময়ে অমঙ্গলজনক বলিয়া বোধ হয়, তাহাই পরে মঙ্গলের নিদান হইয়া থাকে। আপাততঃ কষ্টদায়ক বলিয়া আমরা অনেক পরিণামমধুর পদার্থকেও অমঙ্গল নামে অভিহিত করিয়া থাকি। জগতে কোন পদার্থই একবারে অমঙ্গলজনক নহে। এমন কি পাপ (Sin)যাহা অমঙ্গলের আধার বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহাও সম্পূর্ণরূপে মঙ্গল হইতে বিচ্ছিন্ন নহে; তবে পুণ্যের তুলনায় ইহাতে মঙ্গলের মাত্রা অনেকাংশে অল্প, এজন্য পাপের স্বরূপ এতদূর ঘৃণিত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। সৎ (good) ও অসতের (bad) মধ্যেও এইরূপ মাত্রার মাত্রাপ্রভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, যে স্পিনোজার মতে জগতে অমঙ্গলের অস্তিত্ব নাই; এই জন্য স্পিনোজা যে বস্তুর যে পরিমাণে অস্তিত্ব আছে, তাহা সেই পরিমাণে মঙ্গলজনক বলিয়াছেন। পুণ্যের অস্তিত্ব পাপ অপেক্ষা অধিক (possess greater degree of reality) এজন্য পুণ্য পাপ অপেক্ষা অধিক মঙ্গলজনক এবং পাপও একবারে অস্তিত্ববিহীন নহে, সুতরাং পাপের মধ্যেও মঙ্গলের অংশ আছে। আরও ব্যক্তিগত জীবনের পক্ষে যাহা অমঙ্গল বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা অপরিহার্য্য। এই অমঙ্গল আমাদের স্বভাবগত সসীমত্বের (finitude) অবশ্য ফল। যে সকল পদার্থ দ্বারা আমাদের জীবন সীমাবদ্ধ, সেই সকল বস্তুই আমাদের উপর স্ব স্ব ক্রিয়াশক্তি বিস্তার করিয়া, আমাদিগকে গন্তব্যপথ হইতে বিচ্যুত করিয়া অমঙ্গলের উৎপাদন করে। মনুষ্যের পাপপ্রবৃত্তি বাহ্যজগতের কার্য্য হইতে উদ্ভূত হইয়াছে এবং যে ব্যক্তি যে পরিমাণে প্রজ্ঞাধীন, সে সেই পরিমাণে পাপবিমুক্ত।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, স্পিনোজার মতে যাহা ব্যক্তিগত অমঙ্গল, জগতের পক্ষে তাহা অমঙ্গল নহে। ঈশ্বর সুসম্পূর্ণ, অতএব তাঁহা হইতে যে জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, ইহা হইতে উৎকৃষ্ট জগৎ কল্পনা করাও আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

উপরি উক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণে স্পিনোজার রচিত অদ্বৈতবাদ (Pantheism) এবং এই অদ্বৈতবাদ অনুসারে তিনি অন্যান্য বিষয়ে যে মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন, তাহার কথঞ্চিৎ আভাস দেওয়া গেল। দার্শনিক মলব্রাঙ্গের (Malebranche) দর্শন দেকার্টের দর্শন অবলম্বনে প্রণীত হইলেও, ঐতিহাসিক ক্রমের অনুরোধে তদীয় দার্শনিক মত স্পিনোজার দর্শনের পরে সন্নিবিষ্ট করা গেল।

মলব্রাঙ্গ।

মলব্রাঙ্গের দার্শনিক মতের সহিত বার্কলির মতের কতকাংশে সাদৃশ্য আছে। মলব্রাঙ্গের মতে আমাদের ঈশ্বরোপলব্ধি মনীষাযোগে (intuitively) সাক্ষাৎ সম্বন্ধে (immediately) সাধিত হইয়া থাকে।

জ্ঞানই মানবাত্মার প্রকৃত স্বরূপ। জ্ঞানময় আত্মা বাহ্যজগতের বিষয় জ্ঞাত হইয়াছে,—এই বিষয়ের মীমাংসায় মলব্রাঙ্গ বলেন, আইডিয়া বা মানসিক-প্রতিকৃতির (idea) যোগে আমাদের বাহ্যজগতের জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। কিন্তু বাহ্যজগতের প্রতিকৃতি কিরূপে আমাদের মনে উদিত হইয়া থাকে, তদুত্তরে তিনি বলেন, এগুলি আমরা ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রাপ্ত হই। ঈশ্বর যে আদর্শে বাহ্যজগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, বাহ্যজগতের সেই আদর্শানুরূপ মানসিক-প্রতিকৃতি (idea) ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক প্রকৃতির (Spiritual nature) অন্তর্নিহিত আছে এবং আমাদের আধ্যাত্মিক প্রকৃতিবশতঃ আমরা এই সকল মানসিক প্রতিকৃতিসমূহের যোগে বাহ্যজগতের বিষয় অবগত হই, নচেৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাদের বাহ্যজগতের কোন জ্ঞান নাই। সুতরাং মলব্রাঙ্গের মতে ঈশ্বরই সমস্ত জ্ঞানের মূল এবং ঈশ্বরেই সমস্ত জ্ঞানের পরিণতি হইয়াছে।

মলব্রাঙ্গের নৈতিক-মতও পূর্ব্বোক্ত মতের অনুরূপ। ব্যক্তিগত জ্ঞানের পরিণতি যেরূপে সাধিত হয়, নৈতিক জীবনের পরিণতিও তদ্রূপে। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের অন্তস্তলে ঈশ্বরের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ আছে। ঈশ্বরানুরাগ আমাদের নৈতিক জীবনের মূল উদ্দেশ্য এবং ইহাই আমাদের পরম-মঙ্গল (highest good)। আমাদের এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সত্ত্বেও মতিবিপর্য্যয় ঘটে কেন? ইহার উত্তরে তিনি বলেন, আমাদের দেহ-সম্বন্ধ থাকাতেই আমরা পাপ ও ভ্রমের অধীন হইয়া থাকি। রিপু থাকার জন্য আমরা পাপের বশবর্ত্তী নহি, রিপুর অধীন হইলে আমরা পাপের বশবর্ত্তী হই। আমাদের শারীরিক কার্য্যাবলী আত্মা-

দের প্রবৃত্তিসমূহের কারণ নহে, উপলক্ষ (occasion) মাত্র। শরীর ও মনের সম্বন্ধ বিষয়ে মলব্রাঙ্ক্ জিউলিংক্স্-প্রতিষ্ঠিত নিমিত্তবাদ (occasionalism) সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। জাগতিক অন্যান্য ঘটনার ন্যায় ঈশ্বর আমাদের শারীরিক ক্রিয়াসমূহেরও কারণ। ঈশ্বরের প্রতি মনুষ্যের যে প্রেম, মলব্রাঙ্কের মতে তাহা ঈশ্বরের নিজের প্রতি নিজের আত্মরক্তির নামান্তর মাত্র, কারণ মানবাত্মাসমূহ পরমাত্মার অংশবিশেষ, অংশসমূহের সম্পূর্ণের প্রতি যে প্রেম এবং সম্পূর্ণের অংশের প্রতি যে প্রেম, এই দুই বস্তু সম্পূর্ণের নিজের প্রতি প্রেমের দুইটী বিভিন্ন দিক্ মাত্র।

উপরি উক্ত মতবাদ অদ্বৈতবাদের পরিপোষক। মলব্রাঙ্ক ধর্ম্মের দিক্ হইতে (from the theological stand-point) এই মত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছেন।

লিব্‌নিজ্ (Leibnitz)।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, স্পিনোজার অব্যবহিত পরবর্ত্তী দার্শনিকদিগের মধ্যে লিব্‌নিজের (Leibnitz) দর্শন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্পিনোজা যেমন তদীয় দর্শনে এক (One) হইতে কিরূপে বহুত্বের (Many) বিস্তার হইয়াছে, তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, লিব্‌নিজ্ ইহার বিপরীত পন্থা অবলম্বন করিয়া বহুত্বের (Many) স্বরূপ কি এবং বহুত্বের সংযোগেই যে একত্বের জ্ঞান জন্মিয়াছে, ইহা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন।

জড়বাদের (Materialism) দিক্ হইতে লিব্‌নিজ্ আপন দর্শন প্রচার করেন নাই। তাঁহার মতে, বহু (Many) জড়বাদী পণ্ডিতগণের ও এম্বিরিকাল দার্শনিক পণ্ডিতগণের প্রবর্ত্তিত পরমাণু নহে। লিব্‌নিজের দর্শন অধ্যাত্মবাদমূলক (Idealistic)। তিনি জড়জগৎকে পরমাণুসমূহের সমষ্টি জ্ঞান না করিয়া আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহের বিকাশস্থল বলিয়া স্থির করিয়াছেন। যে জড়জগৎ জড়বাদী পণ্ডিতগণের মতে চৈতন্যহীন; লিব্‌নিজের মতে সেই জগৎ চৈতন্যের আধার। মন, জড়বাদী পণ্ডিতগণের মতে, জড়পদার্থের রূপান্তর মাত্র। এম্পিরিকাল দর্শনের মতে মন প্রথমাবস্থায় ক্রিয়াশূন্য। বাহ্যজগৎ মনে আপন ক্রিয়া বিস্তার করিয়া মনের জড়ত্ব দূর করিয়া মনকে চৈতন্যযুক্ত এবং ক্রিয়াশীল করিয়া তুলিয়াছে। লিব্‌নিজ্ প্রভৃতি অধ্যাত্ম-পণ্ডিতগণের মতে মন জড়প্রকৃতির রূপান্তর মাত্র নহে, প্রত্যুত জড়প্রকৃতির অস্তিত্ব ও জ্ঞান আমাদের মন-সাপেক্ষ। সম্পূর্ণ জড়বাদ ও সম্পূর্ণ অধ্যাত্মবাদ এই উভয় মতই একদেশদর্শী। প্রথমোক্ত মতাবলম্বী পণ্ডিতেরা মনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদের মতে এক জড়পদার্থ ব্যতীত জগতে দ্বিতীয় বস্তুর অস্তিত্ব নাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর দার্শনিকগণ তদ্রূপ মন ব্যতীত দ্বিতীয় পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। এই শেষোক্ত দার্শনিক মত অধ্যাত্মবাদ (Idealism) নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ এই এক নামে পরিচিত হইলেও ইহার মধ্যে অনেক সাম্প্রদায়িক প্রকারভেদ আছে। লিব্‌নিজের বিশেষ দার্শনিক মত কি, তাহা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

দার্শনিক গট্‌ফ্রিয়েড উইলহেল্‌ম্ লিব্‌নিজ্ (Gottfried Wilhelm Leibnitz) ১৬৪৬ খৃষ্টাব্দে লিপ্‌জিক্ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা উক্ত স্থানে অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। আইনব্যবসায়ী হইবার অভিপ্রায়ে তিনি ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে আইন অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে দর্শনশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিসূচক উপাধি লাভের জন্য একটী প্রবন্ধ লিখিয়া Ph.D আখ্যা প্রাপ্ত হন।

এই প্রবন্ধে তাঁহার ভাবী দর্শনমতের অনেক আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। লিপ্‌জিক্ হইতে তিনি জেনা (Jena) নগরে এবং তথা হইতে আল্‌টডর্ফ (Altdorf) গমন করেন। এই স্থানে তিনি আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডি, এল (D. L.) উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। লিব্‌নিজ্ জীবিকানির্ব্বাহের জন্য কোন বিশেষ বৃত্তি অবলম্বন করেন নাই। তিনি জর্ম্মণী ও ভিয়েনা প্রভৃতি স্থানের রাজসভায় গমন করিয়া রাজসভাসদ্ ও দৌত্যকার্য্য প্রভৃতি অনেক উচ্চ রাজকীয় কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের সম্রাট্ চতুর্দ্দশ লুইকে (Louis XIV) জর্ম্মণী আক্রমণ করিবার অভিপ্রায় হইতে নিবৃত্ত করিতে এবং মিসর আক্রমণের পরামর্শ দিতে লিব্‌নিজ্ পারিস নগরে গমন করেন। তথা হইতে লণ্ডনে আসিয়া বিদ্যানুরাগী ডিউক জন ফ্রেডরিকের (John Frederic) মন্ত্রিস্বরূপ নিযুক্ত হইয়া হানোভার (Hanover) নগরে আগমন করেন। তাঁহার জীবনের শেষাবস্থার অধিকাংশই এই স্থানে অতিবাহিত হয়।

১৭১৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। লিব্‌নিজ্ প্রুসিয়ার বিদুষী রাজ্ঞী সোফিয়া শার্লটের (Sophia Charlotte) বিশেষ প্রীতিভাজন ছিলেন এবং ইঁহার প্রবর্ত্তনবশতঃই তিনি তাঁহার থিওডিসি (Theodicæ) নামক দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করেন। ভিয়েনানগরীতে অবস্থিতিকালে প্রিন্স ইউজিন (Prince Eugene) তাঁহাকে তদীয় মতানুযায়ী একখানি দর্শনগ্রন্থ প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে মনাদোলজি (Monadologie) নামক দর্শনগ্রন্থ রচিত হয়। লিব্‌নিজের ন্যায় সর্ব্বশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন পণ্ডিত প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না।

শুদ্ধ দর্শনশাস্ত্র বলিয়া নহে ইতিহাস, গণিত প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়েও তিনি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। সম্পূর্ণভাবে নিউটনের (Newton) সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া তিনি স্বীয় প্রথানুসারে ডিফারেনসাল্-কালকুলস্ (Differential calculus) নামক গণিতশাস্ত্রের নূতন তত্ত্বের উদ্ভাবন করেন।

দেকার্ট ও স্পিনোজার ন্যায় লিব্‌নিজ্‌ও পদার্থের (Substance) স্বরূপ কি? এই তত্ত্ব লইয়া তাঁহার দর্শন আরম্ভ করিয়াছেন। দেকার্ট বিস্তৃতিকে (Extension) পদার্থের স্বরূপ বলিয়া গিয়াছেন; স্পিনোজার মতে আমরা ঈশ্বর বলিতে যাহা বুঝি, তাহাই প্রকৃত পদার্থ (Substance) এবং জগতে একই পদার্থ বিদ্যমান আছে, দ্বিতীয় পদার্থের অস্তিত্ব নাই। লিব্‌নিজের মত এই উভয়মত হইতে বিভিন্ন। তাঁহার মতে পদার্থ একও নহে এবং বিস্তৃতিও পদার্থের প্রকৃত স্বরূপ নহে। সংসারে অসংখ্য পদার্থ বিদ্যমান আছে। এই সংখ্যাতীত পদার্থগুলি লিব্‌নিজ্‌ মনাড (Monad) নামে অভিহিত করিয়াছেন।

লিব্‌নিজ্‌ কর্ত্তৃক অভিহিত এই মনাডগুলি জড়বাদী পণ্ডিতগণের কথিত পরমাণুসমূহের (Atoms) স্থানীয় নহে। জড়ীয় পরমাণু সকল ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইলেও জড়পদার্থ বলিয়া ব্যাপ্তি থাকায় এই গুলিকে পুনরায় বিভাগ করা যাইতে পারে, কিন্তু মনাডগুলি বিভাজ্য নহে; এই গুলির সূক্ষ্ম অস্তিত্ব বিভাজ্য নহে, এজন্য লিব্‌নিজ্‌ এই মনাডগুলিকে জড়াতীত সূক্ষ্মপদার্থ বিশেষ (Metaphysical points) বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তদ্ব্যতীতও পরমাণুসমূহের মধ্যে যেমন গুণানুসারে কোন শ্রেণীবিভাগ নাই, সকল পরমাণুই একস্বভাবাক্রান্ত, মনাডগুলি সেরূপ নহে, মনাডগুলির গুণানুসারে পার্থক্য আছে; একটী মনাড অন্যটীর অনুরূপ নহে। সংসারে কোন বস্তুদ্বয়েরই স্বভাবগত ঐক্য নাই। এই মনাডগুলি সকলেই স্বনিয়ন্ত্রিত, একটীর উপর অন্যটীর ক্রিয়াশক্তি নাই।

মনাডগুলির প্রকৃতস্বরূপ লিব্‌নিজের মতে স্বাধীন অর্থাৎ অনন্য-নিরপেক্ষ। কিন্তু স্বাধীন অস্তিত্ব (Independent existence) স্বনিয়ন্ত্রিত কার্য্যাবলীর (Self-activity) উপর নির্ভর করে। শক্তি (Force or power) স্বনিয়ন্ত্রিত কার্য্যাবলীর মূল, সুতরাং শক্তি স্বাধীন অস্তিত্বের অঙ্গভূত অতএব মনাডসমূহের প্রকৃত স্বরূপ। লিব্‌নিজের মতে প্রত্যেক মনাডের মধ্যে শক্তি অন্তর্নিহিত আছে। জ্যাযুক্ত ধনুর জ্যা কর্ত্তিত হইয়া প্রচ্ছন্নশক্তি বাধাবিমুক্ত হইলে ধনু যেমন পূর্ব্বের ন্যায় সরলাকার ধারণ করে, তদ্রূপ মনাডগুলির অন্তর্নিহিত শক্তিও বাধাবিমুক্ত হইলে কার্য্যক্ষম হইয়া উঠে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, লিব্‌নিজের মতে জগতে মনাড ব্যতীত অন্য পদার্থের অস্তিত্ব নাই। সমস্ত জগৎ মনাডসমূহের সমষ্টি মাত্র। নির্জীব জড়পদার্থ হইতে শক্তির আধারস্বরূপ ঈশ্বর পর্য্যন্ত সমুদয়ই লিব্‌নিজের মতে এক একটী মনাড। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে, একটী মনাডের উপর অন্যটীর ক্রিয়াশক্তি নাই, এরূপ স্থলে কিরূপে পরস্পর ক্রিয়ার প্রতীতি জন্মে। উত্তরে লিব্‌নিজ্‌ বলেন, একটী মনাডে জগতের সমস্ত চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে। ("Mirrors the whole universe") কিন্তু মনাডগুলির প্রকৃতিগত গুণানুসারে এরূপ শক্তিরও তারতম্য আছে।

লিব্‌নিজের কথিত মনাডগুলি আধ্যাত্মিক পদার্থ বিষয়ে জগতের কোন স্থানে একবারে চৈতন্যের বিলোপ নাই। কেবল মনাডগুলির প্রকৃতিগত পার্থক্যানুসারে চিৎশক্তির বিকাশের পার্থক্য আছে। লিব্‌নিজের মতে, মানবাত্মা (human-soul) একটী মনাডবিশেষ, ইহাতে চিৎশক্তির বিকাশ অনেকাংশে সম্পূর্ণ। আর যাহাকে আমরা নির্জ্জীব জড় পদার্থ বলি, লিব্‌নিজের মতে সেই গুলি মোহ বা নিদ্রাবশে লুপ্তচৈতন্য মনাড্‌সমূহবিশেষ (sleeping monads)। এই গুলিতে উত্তরোত্তর ক্রমে চিৎশক্তির ক্রম বিকাশ সাধিত হইয়া পরে ঈশ্বরে ইহার পূর্ণবিকাশ সাধিত হইয়াছে। শক্তি মনাডগুলির প্রকৃতস্বরূপ বলিয়া, জগতের কোথাও শক্তির অস্তিত্বের অভাব নাই। এই শক্তি বিভিন্ন প্রকৃতির মনাডে বিভিন্ন ক্রিয়া উৎপাদন করিতেছে। চেতনবিহীন জড়ে এই শক্তি গতির কার্য্য (motion) করে; আবার উদ্ভিদ্ জগতে জীবনসংবর্দ্ধনী এবং জীবনসংরক্ষণী শক্তিস্বরূপ কার্য্য করিতেছে, ইতর প্রাণীজগতে চিৎশক্তির বিকাশ মাত্র হইয়াছে, সুতরাং এই শক্তি প্রাণীজগতে চিৎশক্তি রূপে স্ফুরিত। মানবে এই শক্তির নামান্তর প্রজ্ঞা (Reason)।

লিব্‌নিজের মতে জাগতিক প্রত্যেক বস্তুই মনাডসমূহের যোগে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রত্যেক মনাডেই চিৎশক্তির অস্তিত্ব আছে, এরূপ সহজেই অনুমিত হইতে পারে যে মনাডসমূহের সমষ্টি বলিয়া প্রত্যেক জাগতিক পদার্থই চৈতন্যযুক্ত। লিব্‌নিজের মতে পূর্ব্বোক্তরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রমপূর্ণ। তিনি বলেন, মৎস্যপূর্ণ পুষ্করিণীর মৎস্যগুলি জীবিত বলিয়া যেমন পুষ্করিণীকে জীবিত বলা যায় না, পূর্ব্বোক্ত মতসম্বন্ধে এই যুক্তি প্রযোজ্য।

ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, যে লিব্‌নিজের মতে একটী মনাডের উপর অন্য মনাডের ক্রিয়াশক্তি নাই; কিন্তু আমরা পৃথিবীতে যে কার্য্যকারণসম্বন্ধ ও পরস্পর ক্রিয়াশক্তির বিকাশ দেখিতে পাই, তাহার উৎপত্তি কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তরে

লিব্‌নিজ্‌ বলিয়াছেন, যে এই সকল মনাডের মধ্যে পূর্ব্ব-প্রতিষ্ঠিত একটী সুন্দর সামঞ্জস্য (Pre-established harmony) রহিয়াছে। এই অন্তর্নিহিত ধর্ম্মবশে একটীর অপরটীর উপর কার্য্যকরী ক্ষমতা না থাকিলেও যথাযথরূপ কার্য্যকারণ সম্বন্ধের ন্যায় কার্য্য করে এবং তজ্জন্যই প্রচলিত বিশ্বাস এইরূপ যে এক বস্তুর অন্য বস্তুর উপর কার্য্যকরী ক্ষমতা আছে। এরূপস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে যদি একটী বস্তুর উপর অন্যটীর কোন রূপ ক্ষমতা নাই, তবে মন (mind) ও জড়ের (matter) সম্বন্ধ কিরূপে স্থাপিত হইয়াছে? লিব্‌নিজ্‌ এই বিষয়ের মীমাংসা তদীয় সাধারণ দর্শনমতের অনুযায়ী করিয়াছেন। তিনি বলেন, মন ও জড়ের সম্বন্ধ তিন প্রকার উপায়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কল্পনা করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ দেকার্টের মত—মন ও জড় উভয়ের উপর উভয়েরই ক্রিয়াশক্তি (inter-action) আছে; লিব্‌নিজ্‌ এ মতের সারবত্তা স্বীকার করেন না। দ্বিতীয়তঃ জিউলিংক্‌স্‌ (Geulinox)-প্রতিষ্ঠিত নিমিত্তবাদ (occasionalism); এই মতানুসারে মন ও জড়ের মধ্যে সাক্ষাৎসম্বন্ধে কোন সম্বন্ধ নাই, ঈশ্বরে একটীর অনুযায়ী পরিবর্ত্তন অন্যটীতে সাধন করিয়া থাকেন। লিব্‌নিজ্‌ এই মতও সমীচীন বলিয়া বোধ করেন না। তাঁহার মতে, ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠিত নিয়মানুসারে যখন সমস্ত ব্যাপারটী সাধিত হইতেছে, তখন সামান্য কার্য্যাবলীতে তাঁহাকে সাধনভূত উপায় স্বরূপ (deus ex machina) প্রতিষ্ঠিত করা, ঈশ্বরনামের অবমাননাসূচক। লিব্‌নিজ্‌ নিজ প্রবর্ত্তিত সামঞ্জস্যবাদ (Theory of pre-established harmony) অনুসারে এই বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন। তিনি বলেন মন ও জড়ের মধ্যে এমন একটী সম্বন্ধ পূর্ব্ব হইতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে যে এক সময়ে মিলিত দুইটী ঘটিকাযন্ত্রের ন্যায় একই নিয়মে চলে। মন ও জড় উভয়েই অন্ন অন্ন নিয়মানুসারে চলিতেছে, পরস্পরের উপর কোন ক্রিয়াশক্তি নাই, অথচ পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত সামঞ্জস্যের গুণে একটীর ক্রিয়া ঠিক অপরটীর অনুরূপ। আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস এই দার্শনিক মত হইতে সহজেই অনুমিত হইতে পারে। লিব্‌নিজের মতে আত্মা অমর এবং প্রচলিত বিশ্বাসমতে মৃত্যু বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা কেবল শরীর যে সকল মনাডযোগে উৎপন্ন, সেই সকল মনাড হইতে বিচ্যুতি (separation) মাত্র।

তদীয় গ্রন্থসমূহের তত্ত্বজ্ঞানমূলক (ontological) অংশে যেমন লিব্‌নিজ্‌ স্পিনোজার বিরুদ্ধ মত অবলম্বন করিয়াছেন, সেইরূপ জ্ঞানতত্ত্ব (Theory of knowledge) সম্বন্ধে তিনি লকের (Locke) বিপরীত মত প্রচার করিয়াছেন। লিব্‌নিজ্‌ একটী প্রবন্ধে লকের মত খণ্ডন করিয়া ইনেট্‌ আইডিয়া বা স্বতঃসিদ্ধ মানসিক ভাবগুলির (innate ideas) অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

লিব্‌নিজের মতে লক্‌ প্রকৃতরূপে ইনেট্‌ আইডিয়াগুলির স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ইনেট্‌ আইডিয়াগুলি প্রথমাবস্থা হইতে মনে সম্পূর্ণভাবে থাকে না, অব্যক্ত বা অবিকশিত অবস্থায় থাকিয়া ক্রমে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। লিব্‌নিজের মতে জ্ঞানজগতের সমস্ত ব্যাপারই এক হিসাবে ইনেট্‌, কারণ বাহ্যজগতের যখন মনের উপর কোন কার্য্যকরী শক্তি নাই, তখন সকল জ্ঞানই মন হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

লিব্‌নিজ্‌ থিওডিসি (Theodicæ) নামক গ্রন্থে তদীয় ধর্ম্মতত্ত্বমূলক মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহার দর্শনগ্রন্থসমূহের মধ্যে এই গ্রন্থ অনেকাংশ নিকৃষ্ট। ঈশ্বরের স্বরূপ কি? এই সম্বন্ধে লিব্‌নিজের মতের কোন ঐক্য দৃষ্ট হয় না। একস্থলে তিনি ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ মনাড (perfect monad) বলিয়া গিয়াছেন, অপরস্থলে বলিয়াছেন অগ্নি হইতে যেরূপ স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তদ্রূপ ঈশ্বর হইতে সমস্ত মনাডের উৎপত্তি হইয়াছে। বোধ হয় তদীয় মনাডলজি (Monadologie) গ্রন্থের অসম্পূর্ণতা এইরূপ অসামঞ্জস্যের কারণ।

জগতের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ কি? এই বিষয়ের আলোচনায় লিব্‌নিজ্‌ জাগতিক ব্যাপারে ঈশ্বরের জ্ঞান, কৌশল ও ঐশ্বরিক প্রজ্ঞার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। স্পিনোজার ন্যায় লিব্‌নিজ্‌ও প্রত্যেক কার্য্যে ঈশ্বরের মঙ্গলময়ত্বের সূচনা দেখাইয়াছেন।

তবে অমঙ্গলের উৎপত্তি কিরূপে হইল? এ প্রশ্নের মীমাংসাকালে লিব্‌নিজ্‌ তিন শ্রেণীর অমঙ্গলের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমে আধিদৈবিক—দৈব অমঙ্গল (Metaphysical evil)। এই শ্রেণীর অমঙ্গল অপরিহার্য্য, কারণ এই গুলি আমাদের শক্তির সসীমত্ব এবং অসম্পূর্ণত্ব (finitude and imperfection) হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, সুতরাং এগুলি আমাদের স্বভাবের অন্তর্নিহিত। দ্বিতীয়তঃ আধিভৌতিক অমঙ্গল বা দুঃখ (Physical evil) এই দুঃখ অপরিহার্য্য নহে; আমাদিগকে পাপ হইতে নিবৃত্ত করিবার অভিপ্রায়ে ঈশ্বর শাস্তিস্বরূপ এই সকল দুঃখের বিধান করিয়াছেন।

তৃতীয়তঃ নৈতিক অমঙ্গল (Moral evil), ঈশ্বর এই জাতীয় অমঙ্গলের বিধান করেন নাই। যদি এই শ্রেণীর অমঙ্গল ঈশ্বরানুমোদিত নহে, তবে ইহাদের উৎপত্তিস্থল কোথায়? এই বিষয়ের মীমাংসাকালে লিব্‌নিজ্‌ বিভিন্নশ্রেণীর তর্কের অবতারণা করিয়াছেন। একস্থলে তিনি বলিয়াছেন

নৈতিক অমঙ্গল আমাদের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির (free-will) অবান্তর ফল মাত্র। যদি ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা না থাকে, তাহা হইলে আমাদের কার্য্যাবলীর দায়িত্ব থাকিলেও আমরা পাপপুণ্য ও ধর্ম্মাধর্ম্মের জন্য দায়ী নহি। সুতরাং নৈতিক-অমঙ্গল ধর্ম্মের সেতুস্বরূপ। স্থানান্তরে আবার তিনি নৈতিক-অমঙ্গলকে আধিদৈবিক অমঙ্গল (Metaphysical evil) বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। নৈতিক-অমঙ্গলের প্রকৃত অস্তিত্ব নাই; ইহা জীবনের ছায়াময় অংশবিশেষ। বস্তু ব্যতিরেকে ছায়ার যেমন অস্তিত্ব থাকে না, পাপের অস্তিত্বও সেইরূপ বৈসাদৃশ্য হেতু পুণ্যকে আরও উজ্জ্বলীকৃত করিয়াছে। লিব্‌নিজের মতে পাপের স্বরূপ এইরূপ ছায়াময় বলিয়া জগতের সামঞ্জস্য হানি হয় নাই।

দার্শনিক ওল্‌ফ্‌।

লিব্‌নিজের মতানুবর্ত্তী দার্শনিকগণের মধ্যে ওল্‌ফের (Wolff) নামই সমধিক বিখ্যাত। ক্রিশ্চিয়ান ওল্‌ফ (Christian Wolff) ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মণির অন্তঃপাতি ব্রেস্‌ল (Breslau) নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হালি (Halle) নগরে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। খৃষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধমত প্রকাশ করিবার অপরাধে রাজাজ্ঞা-ক্রমে তিনি দুই দিবসের মধ্যে প্রুসিয়ারাজ্য ত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য আদিষ্ট হন। সম্রাট্ দ্বিতীয় ফ্রেড্‌রিক্ (Fredric II) প্রুসিয়ার সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া দার্শনিক ওল্‌ফকে স্বরাজ্যে আসিতে আহ্বান করেন। পরে ব্যারণ (Baron) উপাধি প্রদান করিয়া তাঁহাকে অভিজাত-শ্রেণীভুক্ত করিয়াছিলেন। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ওল্‌ফ লিব্‌নিজের দার্শনিক মতই সাক্ষাৎসম্বন্ধে গ্রহণ করিয়াছেন। ওলফ্ কোনও নূতন দার্শনিকমত প্রচার করেন নাই। কেবল দর্শনশাস্ত্রের প্রসার ও দর্শনশাস্ত্র আলোচনা করিবার প্রথা সম্বন্ধে (method) আপন মত প্রচার করিয়াছেন। ওল্‌ফই সর্ব্বপ্রথম দর্শনশাস্ত্রকে সঙ্কীর্ণ সীমা হইতে উদ্ধার করিয়া সকল বিষয়কেই দর্শনশাস্ত্রের অন্তর্ভূত বলিয়া প্রচার করেন। জর্ম্মণ ভাষায় দর্শনশাস্ত্রের প্রচার ওলফ্ কর্তৃক প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়।

ওলফ্ দর্শনশাস্ত্রকে সম্ভাব্য বিষয়ের জ্ঞানদায়ক শাস্ত্র বলিয়া (the science of the possible) বর্ণনা করিয়াছেন। ওল্‌ফের মতে যে বিষয় সম্ভব বলিয়া বোধ হয় তাহা বিরোধের অতীত (involves no contradiction)। ওল্‌ফ দর্শন-শাস্ত্রকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন;—প্রথমতঃ দর্শনশাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞানমূলক অংশ (practical philosophy or metaphysics), দ্বিতীয়তঃ দর্শনশাস্ত্রের যে অংশ মানব মনের প্রবৃত্তিমূলক অংশের (volitional faculties) উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই অংশ; এই অংশকে ওল্‌ফ কার্য্যমূলক দর্শন (practical philosophy) নামে অভিহিত করিয়াছেন। বস্তুতত্ত্ব (Ontology), জগত্তত্ত্ব (Cosmology), মনস্তত্ত্ব (Psychology), প্রাকৃতিক ধর্ম্মতত্ত্ব (natural theology) এই গুলি প্রথমাংশের অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানমূলক দর্শনের (theoretical philosophy) অন্তর্গত। নীতিতত্ত্ব (Ethics), অর্থ-নীতিতত্ত্ব (Economics) এবং রাজনীতি-তত্ত্ব (Politics) দ্বিতীয়াংশের অর্থাৎ কার্য্যমূলক দর্শনের (practical philosophy) অন্তর্গত।

তদীয় দর্শনের বস্তুতত্ত্বমূলক অংশে (ontological portion) ওল্‌ফ ক্যাটিগরি (categories) অর্থাৎ পদার্থসমূহের সাধারণ লক্ষণ অনুসারে তাহাদের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

[ন্যায়শব্দে পাশ্চাত্যন্যায় প্রসঙ্গে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

ওল্‌ফের মতে জগৎ পরিবর্ত্তনশীল বস্তুসমূহের সমষ্টিমাত্র; কিন্তু এই বস্তুগুলি পরস্পর সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ, এক বস্তুর মূল বা ভিত্তি অপরটীতে নিহিত আছে। যে প্রথা (mode) অবলম্বন করিয়া এই বিশ্বরচিত হইয়াছে, সেই প্রথার কোন রূপ পরিবর্ত্তন নাই, তাহা চিরদিনই একভাবে রহিয়াছে; বিশ্বের এই অন্তর্নিহিত কার্য্যপ্রণালী জগৎ প্রকৃতির প্রকৃতস্বরূপ। ওলফ্ লিব্‌নিজ-কথিত মনাডগুলি সম্বন্ধে স্পষ্টতঃ কিছু বলিয়া যান নাই। ওল্‌ফ যে গুলিকে বস্তুমাত্র (simple being) বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; সেই গুলি অনেকাংশে জড়বাদি-গণের পরমাণুস্থানীয়। নীতিতত্ত্বে (Ethics) তিনি 'সুখ-বাদ (happiness-theory) অর্থাৎ সুখলাভ আমাদের জীবনের প্রত্যেক কার্য্যের সুতরাং নৈতিককার্য্যেরও উদ্দেশ্য', এই মত খণ্ডন করিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, সুসম্পূর্ণতালাভ (the attainment of perfection) আমাদের জীবনের চরম উদ্দেশ্য এবং প্রত্যেক নৈতিক কার্য্যের ভিত্তি এই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তদীয় ধর্ম্মতত্ত্বে (Theology) তিনি জগত্তত্ত্বমূলক যুক্তির (cosmological argument) অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। জগৎ ঈশ্বর-সৃষ্ট, ঈশ্বর নিজ সুসম্পূর্ণতা লাভের জন্য বিশ্বসৃষ্টি করিয়াছেন।

ওল্‌ফের মতানুবর্ত্তী পণ্ডিতগণের মধ্যে বমগার্টেন (Baumgarten), বিল্‌ফিঙ্গার (Bilfinger), থমিং (Thumming) ও বমিষ্টারই (Baumeister) সমধিক বিখ্যাত।

লিব্‌নিজ ও ওল্‌ফের দার্শনিক মত-প্রচারের পর অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জর্ম্মণদেশে একটী দার্শনিক-সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়। এই দার্শনিক-সম্প্রদায়ের নাম 'জর্ম্মণ ইলিউমিনেশন' (German Illumination) বা জর্ম্মণ-জ্ঞানালোক। এই দার্শনিক-সম্প্রদায় দর্শনশাস্ত্রের কোন বিশেষ উন্নতি বা পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া যান নাই। দর্শনশাস্ত্রলব্ধ জ্ঞানসমূহ জীবনে প্রয়োগ করিয়া জীবনের উন্নতিসাধন করাই, এই সম্প্রদায়ের বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় ছিল। দার্শনিকমত বিষয়ে এই সম্প্রদায় ফরাসী-ইলিউমিনেশনের (French Illumination) সম্পূর্ণ বিপরীত-মতাবলম্বী ছিলেন। ফ্রান্সের উক্ত দার্শনিক-সম্প্রদায় জড়বাদের প্রচার করিয়া গিয়াছেন; জর্ম্মণ পণ্ডিতেরা অধ্যাত্মবাদের (idealism) চরমসীমায় উপনীত হইয়াছেন। সোফিষ্টদিগের স্তায় এই সম্প্রদায়স্থ পণ্ডিতগণের মতেও ব্যক্তিগত আত্মাই সর্ব্ববিষয়ের প্রধান লক্ষ্য (subject), সুতরাং দর্শনশাস্ত্রেও এই ব্যক্তিগত আত্মত্বের (empirical subjectivity) উপর লক্ষ্য রাখিয়া সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে। আত্মার অমরত্ব এই দার্শনিক সম্প্রদায়ের একটী প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। ঈশ্বর-সম্বন্ধে আলোচনা এই দার্শনিক সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করেন নাই, কারণ তাঁহাদের মতে ঈশ্বরের স্বরূপ জ্ঞানের বিষয়ীভূত নহে। দার্শনিক মতসমূহ এই সময়ে সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচারিত হওয়ায়, দার্শনিক চিন্তাবলীর গম্ভীরতার হ্রাস হইয়াছিল। সত্য-নিরূপণ লক্ষ্যের বিষয় না হইয়া, কিরূপে সাধারণের নিকট বাগ্মিতা-সহকারে দর্শনতত্ত্ব প্রচার করা যায়, এই ভাব সম্প্রদায় মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ায় চিন্তা-তারল্য প্রকাশ পাইয়াছিল। এই সম্প্রদায় কর্ত্তৃক দর্শনশাস্ত্রের বিশেষ কোন উন্নতিসাধন হয় নাই।

টমাশ্ এব্‌ট (Thomas Abbt), এঞ্জেল (Engel), ষ্টিন্‌বাট (Stienbat) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। মেণ্ডেলসন্ (Mendelssohn) ও রিমারস (Reimarus) এই সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক প্রসিদ্ধ। অনেক দর্শনেতিহাসবেত্তা দার্শনিক লেসিংকেও (Lessing) এই সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়াছেন।

লেসিং স্পিনোজা ও লিব্‌নিজের মতের সামঞ্জস্তবিধানের চেষ্টা পাইয়াছেন। লেসিং ঈশ্বরকে সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বতো-মহীয়ান্ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি অদ্বিতীয় হইলেও, সমস্ত বস্তু তাঁহাতে নিহিত রহিয়াছে।

লেসিংএর (Lessing) গ্রন্থসমূহের মধ্যে দর্শনাংশ অতি সামান্ত। প্রচলিত খৃষ্টধর্ম্মের প্রকৃতস্বরূপ ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য কি, ঐ সকল ধর্ম্মতত্ত্ব ও শিল্পসৌন্দর্য্যের (Aesthetics) আলোচনায় তাঁহার গ্রন্থের অধিকাংশ ব্যয়িত হইয়াছে।

কাণ্ট (Kant)।

দার্শনিক কাণ্টের আবির্ভাবে য়ুরোপীয় দর্শনজগতে যুগান্তর উপস্থিত হয়। কাণ্টের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বিভিন্ন দর্শনসম্প্রদায়সমূহ একদেশদর্শিত্বের চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিল। বাস্তববাদ (Realism) জড়বাদে পরিণত হইয়াছিল এবং প্রবর্ত্তিত অধ্যাত্মবাদও (Idealism) ব্যক্তিগত আত্মবাদে (empirical egoism or subjectivity) পরিণত হইয়াছিল। এই উভয় মতের একদেশদর্শিত্ব পরিহার করিয়া সামঞ্জস্তবিধানের জন্ত কাণ্ট স্বীয় দর্শন প্রণয়ন করেন।

কাণ্ট নিজেই বলিয়াছেন যে, হিউমের অজ্ঞেয়বাদ (Scepticism) তাঁহার দার্শনিক মতকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলে। হিউমের প্রবর্ত্তিত দার্শনিক মতের প্রতিক্রিয়া (Reaction) দ্বিধা বিভক্ত হইয়া প্রসারিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে দার্শনিক কাণ্ট একটী মতের প্রবর্ত্তক; অপর মত স্কটলণ্ডদেশীয় দার্শনিক রিড (Reid) কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয়। ইহাই সাধারণতঃ স্কটীশদর্শন (Scottish Philosophy) নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

এক্ষণে কাণ্ট-প্রবর্ত্তিত দর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইবে। ঐতিহাসিক নিয়মে দেখিতে গেলে, কাণ্ট একদিকে লিব্‌নিজ ও ওলফ্ এবং অপরদিকে হিউমের পরবর্ত্তী, কিন্তু তাঁহার দার্শনিকমত পূর্ব্বোক্ত কোন দার্শনিক মত হইতে গৃহীত নহে এবং তিনি কাহারও দার্শনিক মতের অনুবর্ত্তী হন নাই। তিনি স্বাবলম্বিত পন্থানুসারে স্বকীয় দর্শন প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

ইমানুয়েল কাণ্ট (Immanual Kant) ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে কনিগস্‌বর্গ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা চর্ম্মব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁহার মাতা ধর্ম্মশীলা, গুণবতী এবং বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন; কাণ্টও মাতৃপ্রকৃতি হইতেই এই সকল গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন।

১৭৪০ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মশাস্ত্র শিখিবার অভিপ্রায়ে তিনি স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। কিন্তু ধর্ম্মতত্ত্বমূলক গ্রন্থাবলী-সমূহের একদেশদর্শিত্ব, অন্ধবিশ্বাস এবং অযৌক্তিক মীমাংসা তাঁহার পক্ষে প্রীতিজনক না হওয়ায়, তিনি দর্শনশাস্ত্র, গণিত, জড়বিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রসমূহ মনোযোগ সহকারে আলোচনা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ হইলে, তিনি কনিগস্‌বর্গের নিকটবর্ত্তী কতিপয় ভদ্রপরিবারের গৃহশিক্ষকরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া কনিগ্‌স্‌বর্গ নগরে দর্শন, স্তায়, গণিত, বিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রসমূহের

অধ্যাপনা-কার্য্যে ব্রতী হন। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে কাণ্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বার্দ্ধক্যবশতঃ এই পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। জীবনের অবশিষ্টকাল কাণ্ট একটী নিভৃত আবাসে অব্যাহতভাবে জ্ঞানচর্চ্চায় যাপন করিয়াছিলেন। হালি (Halle), এর্ল্যাঙ্গেন (Eulargen) প্রভৃতি স্থান হইতে দর্শনাধ্যপকের পদ গ্রহণ করিবার অনুরোধ আসিলেও তিনি কনিগ্‌সবর্গ ত্যাগ করিয়া কোথাও গমন করেন নাই। তথাপি তাঁহার ভৌগোলিক জ্ঞান নিতান্ত সংকীর্ণ ছিল না। তদীয় প্রাকৃতিক ভূগোলবিষয়ক বক্তৃতা পাঠে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। জীবিতকালেই কাণ্টের খ্যাতি এতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল যে, বহুদূর হইতে পণ্ডিতবৃন্দ তাঁহার দর্শনলাভের জন্ত কনিগ্‌স্‌বর্গে আগমন করিতেন। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে কাণ্ট দেহত্যাগ করেন। কাণ্টের নৈতিকজীবন পবিত্রতার আদর্শস্বরূপ ছিল; তিনি আজীবন ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবনে কলঙ্ক কখন স্পর্শ করে নাই।

কাণ্টের দর্শনের প্রথমাংশ ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়, এই পুস্তকের নাম ক্রিটিক অফ্ পিওর রিজন্ (The Critique of Pure Reason) বা "শুদ্ধ প্রজ্ঞাশক্তির বিচার"। এই অংশে জ্ঞানতত্ত্বসম্বন্ধে (theory of knowledge or cognition) আলোচনা করিয়া কাণ্ট আপন মতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। গ্রন্থের উক্ত নামকরণ-সম্বন্ধে কাণ্ট বলিয়াছেন যে, শিক্ষিত দার্শনিকগণের মত একদেশদর্শী, তাঁহারা সকল জ্ঞানকেই প্রজ্ঞাজাত বলিয়া অবিসংবাদিতভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ঐ গ্রন্থে প্রজ্ঞার প্রকৃতি, সীমা ও উৎপত্তি সম্বন্ধে মীমাংসা করিয়াছেন এবং তাঁহার গ্রন্থ এইরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বা সমালোচনার ফল বলিয়া তিনি তাঁহার সমগ্র দর্শনশাস্ত্রকে সমালোচনামূলকদর্শন (Critical Philosophy) এবং প্রত্যেক অংশকেও সমালোচনা বা Critique নামে অভিহিত করিয়াছেন।

এক্ষণে তদীয় দর্শনের প্রথমাংশের অর্থাৎ জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনা করা যাইবে। জ্ঞানতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন বিষয়ের জ্ঞান দুইটী পদার্থযোগে উৎপন্ন হইয়াছে; জ্ঞাতা (knowing subject) এবং জ্ঞেয় পদার্থ (known object) এই দুইটীর মধ্যে একটীর অভাব হইলে জ্ঞান বলিয়া কোন বিষয়ের অস্তিত্ব থাকে না, এই দুইটীর পরস্পর যোগে আমাদের জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে। জ্ঞেয় পদার্থ বাহ্যবস্তু (external object), ইহা আমাদের জ্ঞানের উপাদান-স্বরূপ (materials of knowledge) এবং জ্ঞাতা মনের সাংসিদ্ধিক মূর্ত্তিসহযোগে (Apriori forms of knowledge) বাহ্যবস্তু হইতে গৃহীত জ্ঞানের উপাদনকে জ্ঞানে পরিণত করিয়া লয়।

কাণ্টের মতে মনের কতকগুলি সাংসিদ্ধিক ভাব (A'priori notions) আছে, এই গুলিকে তিনি 'ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের আকার' (Forms of knowledge or forms of sensuous representation) এই আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। আমাদের বাহ্যবস্তুবিষয়ক জ্ঞান জ্ঞানের মূর্ত্তি (forms of knowledge) এবং জ্ঞানের উপাদান (material of knowledge) এই উভয়ের যোগে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার মধ্যে জ্ঞানের মূর্ত্তি মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম এবং জ্ঞানের উপাদান বাহ্যজগৎ হইতে গৃহীত হয়। কাণ্টের মতে বাহ্যজগতের প্রকৃতস্বরূপ কি, তাহা আমরা জানি না। বাহ্যজগৎ আমাদের নিকট যেরূপ প্রতিভাত হয়, তাহা বাহ্যজগতের প্রকৃতস্বরূপ নহে; কারণ আমাদের বাহ্যবস্তুবিষয়ক জ্ঞান দুইটী পদার্থের সহযোগে উৎপন্ন, সুতরাং ইহা বাহ্যজগতের যথার্থ প্রতিকৃতি (exact representation) হইতে পারে না। কাণ্ট প্রকৃত বাহ্যবস্তুকে (external object as it really is) নৌমেনন্ (Noumenon) অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ্ঞানের বহির্ভূত বিষয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি জ্ঞানতত্ত্ব সম্বন্ধে যেরূপ মত প্রচার করিয়াছেন, তাহা স্বীকার করিলে বাহ্যজগতের প্রকৃতজ্ঞান লাভ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব বলিতে হয়। কারণ, এক পক্ষে বাহ্যজগৎ আমাদের জ্ঞানরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইতে হইলে আমাদের মনের ভিতর দিয়া আসিতে হইবে; কিন্তু মনের স্বাভাবিক ধর্ম্মগুলির বশে ইহা অবিকৃতভাবে আমাদের জ্ঞানরাজ্যে উপস্থিত হইতে পারে না; মনের ক্রিয়াদ্বারা ইহা রূপান্তরিত হইয়া থাকে। আবার শুদ্ধ যদি বাহ্য জগতের অস্তিত্ব থাকে এবং মনের সাংসিদ্ধিক ধর্ম্মগুলি না থাকে, তবে ইন্দ্রিয়জ অনুভূতির বহুত্ব (manifold of senses) জ্ঞানের একত্বে (unity of perception) পরিণত হয় না; কিন্তু মনের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে বাহ্য বস্তু অবিকৃত অবস্থায় প্রবেশ লাভ করিতে পারে না; সুতরাং বাহ্যজগতের প্রকৃত জ্ঞানলাভ আমাদের অসাধ্য।

উপরিউক্ত বিবরণ হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, কাণ্ট উভয়বিধ একদেশদর্শিত্ব পরিহার করিয়াছেন। তিনি বাহ্যজগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া মনকেই সর্ব্ববিষয়ের মূলাধার বলিয়া স্বীকার করেন নাই, তিনি মন ও জগৎ উভয়েরই

অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তবে সাধারণ বিশ্বাস-মতে জগৎ বলিতে যাহা বুঝা যায় এবং জগতের জ্ঞান আমাদের পূর্ণরূপে আছে, এইরূপ বিশ্বাসের যে কোন রূপ ভিত্তি নাই, তিনি তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের নিকট যাহা জগৎ বলিয়া প্রতীয়মান হয় (the world as it appears to us) এবং প্রকৃত জগতের কতদূর পার্থক্য, তাহা জ্ঞানতত্ত্বে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

জ্ঞানবৃত্তিকে (cognitive faculty) কাণ্ট সামান্যতঃ দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছেন, ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান বা ইন্দ্রিয়বোধ (Sense) এবং প্রজ্ঞাজনিত জ্ঞান (Understanding)। 'ক্রিটিক্ অফ পিওর রিজনের' প্রথমাংশে তিনি ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের আলোচনা করিয়াছেন; এই অংশের নাম ট্রানসেন্ডেণ্টাল্ এস্থেটিক (transcendental æsthetic) বা অনুভূতি-তত্ত্ব এবং দ্বিতীয়াংশের নাম ট্রানসেন্ডেণ্টাল এনালিটিক্ (transcendental analytic) বা বুদ্ধিতত্ত্ব।

ট্রানসেন্ডেণ্টাল এস্থেটিক্ নামক অংশে কাণ্ট প্রথমেই কাল (Time) ও দেশের (Space) স্বরূপ সম্বন্ধে মীমাংসা করিয়াছেন। কাণ্টের মতে, দেশ ও কালের বস্তুগত কোন অস্তিত্ব (extramental existence) নাই। বাহ্যবিষয় গ্রহণ করিবার জন্য এই দুইটী মনের সাংসিদ্ধিক ধর্ম্মবিশেষ (Innate forms of sensuous intuition)। যে সকল যুক্তি অবলম্বন করিয়া কাণ্ট এই দুই পদার্থের বস্তুগত অনস্তিত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন, বাহুল্য ভয়ে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। দেশ সম্বন্ধে (Space) তিনি যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

কাণ্ট বলেন, আমাদের বাহ্যজগতের জ্ঞানই (Experience) দেশের মানসিক অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিতেছে। বাহ্যবস্তু বলিতে সাধারণতঃ কি বুঝা যায়, ইহা অনুধাবন করিলে উক্ত রহস্য ভালরূপে প্রতীয়মান হইবে। বাহ্যবস্তু বলিতে আমি সাধারণতঃ আমা ছাড়া কোন পদার্থের (something external to me) অস্তিত্ব বুঝি। আমা হইতে পৃথক্, এই জ্ঞান, দেশের অস্তিত্ব সূচনা করিয়া দিতেছে; আমাদের বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বে "বাহ্য" বলিতে কি বুঝি (notion of externality) বাহ্য এই শব্দের জ্ঞান আমাদের পূর্ব্ব হইতে না জন্মিলে বাহ্যবস্তু বলিয়া কোন পদার্থের জ্ঞান জন্মিতে পারিত না। কিন্তু বাহ্য এই শব্দের জ্ঞানও দেশের (Space) জ্ঞাননির্দ্দেশক। দেশের জ্ঞান না থাকিলে বাহ্য শব্দের প্রকৃত অর্থ আমরা উপলব্ধি করিতে পারিতাম না, সুতরাং দেশের জ্ঞান (notion of space) বাহ্যজগৎ হইতে গৃহীত হয় নাই, বরং বাহ্যবস্তুবোধের সোপানস্বরূপ।

কাণ্ট আরও বলেন, যদি দেশ ও কালজ্ঞান বাহ্যজগৎ হইতে গৃহীত হইত, তাহা হইলে আমার দেশ ও কাল সম্বন্ধীয় জ্ঞান ইন্দ্রিয়গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্ঞানসমষ্টির যোগে উৎপন্ন হইত। কাণ্টের মতে দেশ ও কালজ্ঞান এরূপ সমষ্টিমূলক জ্ঞান (Totality) নহে, দেশ ও কালের সমগ্রজ্ঞান আমাদের মনে প্রথমেই উদিত হইয়া থাকে; যাহাকে আমরা দেশ ও কালের অংশ বলিয়া মনে করি, তাহা এই সমগ্র জ্ঞানকে সীমাবদ্ধ করিয়া উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব দেশ ও কালজ্ঞান অংশ জ্ঞানসমূহের সমষ্টি নহে, সমগ্র জ্ঞানকে সীমাবদ্ধ করিলে অংশ বিশেষের অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশ ও কাল-জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। দেশ ও কাল জ্ঞান কাণ্টের মতে, যেন মনের পক্ষে দুই নীল ও লালবর্ণবিশিষ্ট চস্মার কাচ;—বাহ্যজগতের বিষয় অবগত হইতে হইলে, এই চস্মার সাহায্যে দেখিতে হইবে, কিন্তু এরূপ পদার্থের মধ্য দিয়া বাহ্যজগতের জ্ঞান অবিকৃতভাবে আসিতে পারে না, বর্ণবিকৃতি ঘটে। এই বর্ণবিকৃতি আমাদের পক্ষে এতদূর স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে যে, ইহাকেই আমরা বস্তুর স্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করি। দেশ ও কালের সাংসিদ্ধিকতা প্রমাণ করিতে কাণ্ট যুক্ত্যন্তর অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি বলেন, দেশ ও কালের সাংসিদ্ধিকতা স্বীকার না করিলে বিশুদ্ধ গণিত শাস্ত্রের (pure mathematic) অস্তিত্ব সম্ভবপর হয় না। গণিতশাস্ত্রের মীমাংসিত বিষয়গুলি যদি অভ্রান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, তবে সেগুলি এরূপ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক, যে ভিত্তি স্থায়ী এবং পরিবর্ত্তনবিহীন; কারণ কাণ্টের মতে দেশ ও কালের সাংসিদ্ধিকতা (Apriority) গণিতশাস্ত্রের স্থায়ী ভিত্তি। পূর্ব্বোক্ত বিষয় ব্যতীত এস্থিটিক (Æsthetic) নামক অংশে আর কোন বিষয়ের আলোচনা নাই।

ট্রানসেন্ডেণ্টাল এনালিটিক্ (Transcendental Analytic) নামক অংশে ক্যাটিগরি (Categories) বা পদার্থ-সমূহের সাধারণ লক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

[ন্যায়শব্দে পাশ্চাত্য ন্যায় প্রসঙ্গে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

কাণ্ট ১২টী ক্যাটিগরি বা পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন। এই ক্যাটিগরি গুলি বাহ্যজগৎসম্বন্ধীয় পদার্থ নহে, এগুলি মনের অন্তর্নিহিত ভাববিশেষ (pure notions)। বাহ্যজগৎ যখন আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ লাভ করে, তখন ইহা অন্ধ ইন্দ্রিয়বোধ মাত্র (manifold of senses), পরে তাহার উপর ক্যাটিগরি অর্থাৎ মানসিক ভাবগুলি আরোপ হইলে, এই ইন্দ্রিয়বোধ বস্তুজ্ঞানে পরিণত হয়।

এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতেছে যে, ক্যাটিগরিগুলি যখন আমাদের মনের প্রকৃতিগত, তখন এইগুলি বাহ্যবস্তুর উপর কিরূপে কার্য্যকরী হয়; তৎসম্বন্ধে কাণ্ট এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়যোগে বাহ্যবস্তুর আমাদের মনের উপর যে ক্রিয়া (affections of the mind) হয়, তাহা ইন্দ্রিয়ানুভূতি মাত্র। মনের প্রজ্ঞাজাত ভাবগুলির সমন্বয় কিরূপে ইহাদের সহিত সাধিত হয়? এই বিষয়ের মীমাংসায় কাণ্ট আর একটী তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়গত অনুভূতি (the sensuous element of knowledge) এবং মনের সাংসিদ্ধিক ভাবগুলির (Apriori notion) সমন্বয়বিধান করিতে হইলে আর একটী তৃতীয় পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। এই তৃতীয় পদার্থের প্রকৃতি উপরিউক্ত উভয় প্রকৃতির মধ্যপর্য্যায়ভুক্ত হওয়া আবশ্যক। এই সমন্বয়কারক তৃতীয় পদার্থকে কাণ্ট স্কিমা (Schema) নামে অভিহিত করিয়াছেন। স্কিমা শব্দের ব্যুৎপত্তি-গত অর্থ আকৃতি (Frame) বা ছাঁচ। কাণ্টের মতে দেশ (Space) ও কাল (Time) এই দুই পদার্থের যোগে আমাদের ইন্দ্রিয়গত অনুভূতিগুলি (manifold of the senses) বস্তুজ্ঞানে পরিণত হয়। দেশ ও কালের যোগেই আমরা ক্যাটিগরিগুলি বাহ্যবস্তুর উপর আরোপ করিতে পারি। কালের যে গুণ থাকাতে (the quality of time) আমরা বাহ্যজগতের বিষয় অবগত হইতে পারিয়াছি, কাণ্ট কালের সেই গুণকে স্কিমা বলিয়াছেন। কাণ্টের মতে, আমাদের সংখ্যাজ্ঞান, কালের এই স্কিমা হইতে উৎপন্ন হয়। স্রোতের ন্যায় অবচ্ছিন্নভাবে চলিয়া যাওয়া কালের ধর্ম্ম, কালের এই শ্রেণীবদ্ধ গতি (series in time) হইতে সংখ্যাজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে। সংখ্যা-সমূহ কতকগুলি একত্বের (unit) সমষ্টি মাত্র। কিন্তু এই একত্ব জ্ঞান, কিরূপে উৎপন্ন হইল? এই প্রশ্নের উত্তরে কাণ্ট বলেন, যদি মনের ক্রিয়া আরব্ধ হওয়া মাত্রই অব-রুদ্ধ হয়, তাহা হইলে একত্বের জ্ঞান জন্মে (If the movement of thought is arrested in the very beginning thence arises the notion of unity) এবং যদি চিন্তার গতির প্রসার রুদ্ধ না করিয়া কিছুকাল উক্ত অবস্থায় রাখা যায়, তাহা হইলে পরম্পরাক্রমে ইন্দ্রিয়জ্ঞান-জনিত অভিজ্ঞতাসমূহ (a succession of sensuous experiences) হইতে বহুত্ব-জ্ঞান (notion of plurality) জন্মে এবং এই অভিজ্ঞতাসমূহের সমষ্টি হইতে সাকল্য (Totality)-জ্ঞান জন্মে। কাণ্ট এই সংখ্যাজ্ঞানকে কাল সংখ্যা-সূচক স্কিমা (schema of time) বলিয়াছেন। আমাদের মানসিক প্রক্রিয়ামাত্রই কালে সাধিত হয়; মনের এমন অবস্থা কল্পনা করা দুরূহ, যে সময় আমাদের মন কোন না কোন বিষয় চিন্তা না করিতেছে। মনের এই চিন্তার বিষয় সকল কালে এক নহে। চিন্তার বিষয়ের তারতম্য, বিষয়ের গুণের বিভিন্নতা, অর্থাৎ যে সকল বস্তু তৎসাময়িক চিন্তার বিষয়ীভূত, সেই বস্তুসকলের গুণের তারতম্য নির্দ্দেশ করিতেছে। সময় হইতে বস্তুসমূহের গুণসম্বন্ধে আমাদের ধারণায় যে উৎ-পত্তি হইয়াছে, কাণ্ট তাহাকে গুণসূচক স্কিমা (schema of quality) বলিয়াছেন। আরও মনের প্রক্রিয়াকালে আমরা দেখিতে পাই, কোন বিষয় অল্প বা অধিক ক্ষণের জন্য আমাদের মন অধিকার করিয়া আছে (persisting for a longer or shorter period); মনের এইরূপ অবস্থা (this passive state) হইলে আমাদের দ্রব্যত্বের ধারণা (notion of substance) হয়, অথবা কাণ্টের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, মনের এই অবস্থা হইলে আমরা ইহার উপর দ্রব্যত্বের ক্যাটিগরি প্রয়োগ করি এবং তাহা হইতে আমাদের বস্তুর অস্তিত্ব জ্ঞান (notion of substantiality or reality) জন্মে।

আমাদের চিন্তার বিষয় সকলও একবারে আমাদের মন সন্নিধানে উপস্থিত হয় না। তাহাদের মধ্যে একটী পৌর্ব্বাপর্য্য আছে, যে স্থানে এই পৌর্ব্বাপর্য্যভাব দৃঢ়বদ্ধ, সেই স্থানে আমাদের কার্য্যকারণ-জ্ঞান (notion of causality) উৎ-পত্তি হয়, অর্থাৎ আমরা কার্য্যকারণ জ্ঞানসূচক ক্যাটিগরির আরোপ করি।

এইরূপে কাণ্ট দেখাইয়াছেন যে, এক কালজ্ঞানই ক্যাটিগরি-গুলির সহিত ইন্দ্রিয়গত বাহ্য অনুভূতির (sensuous experience) সমন্বয় সাধন করিয়াছে। কালজ্ঞান বাহ্যজগৎ হইতে মনোজগতে প্রবেশ করিবার সেতুস্বরূপ। কাণ্ট এই কালজ্ঞান অন্যান্য পদার্থ (category)গুলির সহিত কিরূপে সমন্বিত করিয়াছেন, বাহুল্য ভয়ে তাহার উল্লেখ করা গেল না।

সুতরাং কাণ্টের মত অনুসরণ করিলে আমরা দেখি যে, বাহ্য জগৎ হইতে আমরা ইন্দ্রিয় অনুভূতিগুলি প্রাপ্ত হই মাত্র, বাহ্য জগৎ শুদ্ধ আমাদের ইন্দ্রিয়বোধের উদ্বোধন করিয়া দেয়। শুদ্ধ ইন্দ্রিয়জাত অনুভূতি জ্ঞানপ্রদায়ক নহে, ইহা হইতে আমরা কোন বিষয়ই অবগত হইতে পারি না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের মন দেশ ও কাল এই দুই মানসিক সংযোজক পদার্থদ্বয়ের সাহায্যে মানসিক ভাব বা ক্যাটিগরিগুলি এই ইন্দ্রিয়ানুভূতির উপর আরোপ না করে, ততক্ষণ আমাদের বাহ্য-জগতের জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। বাহ্যজগতের শুদ্ধ অস্তিত্ব ব্যতীত (bare existence) আমরা বাহ্য জগতের আর কিছু

অবগত নহি। কাণ্ট এইরূপে অজ্ঞেয়বাদের (Agnosticism) সূচনা করিয়া গিয়াছেন। যাহাকে আমরা বাহ্যজগৎ বলিয়া মনে করি, সেটী আমাদের মনঃকল্পিত পদার্থমাত্র। কোপার্নিকস্ (Copernicus) জ্যোতিষ সম্বন্ধে যে যে মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন, কাণ্টের দর্শনমতও তদনুরূপ। কোর্পানিকস্ সূর্য্যকেই সৌর-জগতের কেন্দ্র বলিয়াছেন, তদ্রূপ কাণ্টও জড়জগৎকে সর্ব্ববিষয়ের কেন্দ্র না করিয়া মনকেই কেন্দ্র বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। সৌর-জগতের অবস্থান যেমন সূর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, তদ্রূপ মনের নিয়মানুসারে আমাদের জ্ঞান-রাজ্যের স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

দেশ (Space), কাল (Time) এবং 'ক্যাটিগরি'গুলি (pure notions or the categories of the understanding) আমাদের ইন্দ্রিয়জ অনুভূতিসমূহের (sensations) উপর প্রযুক্ত হইয়া পরস্পরের সংযোগে কিরূপে বাহ্যজগতের জ্ঞান জন্মায় ইতিপূর্ব্বে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু অভিজ্ঞতা (experience) শুদ্ধ বাহ্যজ্ঞানের উপর নির্ভর করে না বা বাহ্যজ্ঞানের সমষ্টিমাত্রও (heap of perceptions) নহে; অভিজ্ঞতার মধ্যে একটী সামঞ্জস্য এবং ঐক্য আছে (Harmony and co-ordination)। কিরূপে এই সামঞ্জস্যের উৎপত্তি হইয়াছে, কাণ্টের তৎসম্বন্ধীয় মীমাংসা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ, কাণ্ট বলেন, আমাদের বাহ্যজগৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞানমাত্রই দেশ ও কালসাপেক্ষ। কিন্তু দেশ ও কাল উভয়েরই বিস্তৃতি আছে (have extensive magnitude); সুতরাং আমাদের বাহ্যজগৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানমাত্রই বিস্তৃতিমূলক। আমরা ইন্দ্রিয়যোগে যে সকল পদার্থের বিষয় অবগত হই, সেই সমস্ত পদার্থমাত্রেরই বিস্তৃতি আছে, এই স্বতঃসিদ্ধ প্রতিজ্ঞাটী কাণ্টের মতে গণিতশাস্ত্রের ভিত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। কাণ্ট উক্ত প্রতিজ্ঞাটীকে ইন্দ্রিয়জ্ঞান-বিষয়ক স্বতঃসিদ্ধ প্রতিজ্ঞা (the axiom of sensible representation) নামে অভিহিত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই প্রতিজ্ঞাটী আমাদের বাহ্যজগৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞানমাত্রের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য হইতে পারে।

কিন্তু উপরি উক্ত বিস্তৃতিমূলক দিক্‌টী (extensive magnitude) আমাদের অভিজ্ঞতার একটী দিক্‌মাত্র (one aspect only), ইহার অপরাপর দিক্‌ও আছে। বাহ্যবস্তু শুদ্ধ বিস্তৃতিজ্ঞাপক নহে, বাহ্যবস্তুসমূহের মধ্যে গুণের তারতম্য ও পার্থক্য আছে। আমাদের মনের উপর বস্তুসমূহের বিভিন্ন ক্রিয়ানুসারে, আমরা বস্তুসমূহের গুণ অবগত হই। সুতরাং বাহ্যবস্তু মাত্রেই আমাদের জ্ঞানগোচর হইতে হইলে আমাদের মনের উপর ক্রিয়া উৎপাদন করিবেই (all phenomena have intensive force or degree)। বাহ্যবস্তুসমূহের মনের উপর এই ক্রিয়াশক্তি লক্ষ্য করিয়া কাণ্ট ইন্দ্রিয়বোধের পূর্ব্বাভাষ (anticipations of sensation) এই তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন। উক্ত তত্ত্বটীর নামের সার্থকতা এই যে, মনের উপর বাহ্যবস্তুর ক্রিয়া পূর্ব্ব হইতে স্বীকার করিয়া না লইলে, ইন্দ্রিয়ানুভূতি (sensation) হইতে পারে না। আর আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানরাজির মধ্যে সম্বন্ধ না থাকিলে অভিজ্ঞতার অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, অভিজ্ঞতা আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞান ও পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞানের মধ্যে সম্বন্ধ সূচনা করিতেছে। কাণ্টের মতে আমাদের জ্ঞানরাজির মধ্যে তিনপ্রকার সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে। প্রথম দ্রব্যসমূহের স্থায়িত্ব-সম্বন্ধ (substantiality)। জগৎ পরিবর্ত্তনশীল হইলেও ইহার মধ্যে যদি স্থায়িত্বসূচক অংশ (permanent element) না থাকে, তাহা হইলে অভিজ্ঞতার মধ্যে কোনরূপ সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। দ্রব্যত্ব-জ্ঞান এই জাগতিক পরিবর্ত্তনের মধ্যে একটী সম্বন্ধ সূচনা করিতেছে। দ্রব্য (substance) বলিতে সাধারণতঃ গুণের আধার বুঝায়, গুণসমূহ পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু গুণের আধার পরিবর্ত্তনশূন্য। গুণের ন্যায় যদি গুণের আধারও পরিবর্ত্তনশীল হইত, তাহা হইলে আমাদের বস্তুজ্ঞান জন্মিতে পারিত না। দ্বিতীয়তঃ কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ জ্ঞানও (the relation of causality) আমাদের জ্ঞানরাশির মধ্যে সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করে। জাগতিক পরিবর্ত্তনের মধ্যে শৃঙ্খলা না থাকিলে জগৎসম্বন্ধে কোন জ্ঞানই আমাদের হইতে পারিত না। পরিবর্ত্তনের মধ্যে পৌর্ব্বাপর্য্যমূলক যে সম্বন্ধ আছে, তাহাই কার্য্যকারণসম্বন্ধ। তৃতীয়তঃ অন্যোন্যকার্য্যকারিত্ব-সম্বন্ধ (the relation of reciprocity) অভিজ্ঞতার মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে। দুই বা ততোধিক বস্তু পরস্পরের উপর আপন প্রভাব বিস্তার করিতেছে, এরূপ সম্বন্ধসমবায় জগতে দুর্লভ নহে। কাণ্ট উপরিউক্ত তিন প্রকার সম্বন্ধকে অভিজ্ঞতামূলক সাদৃশ্যজ্ঞান (analogies of experience) বলিয়াছেন। ইহার অর্থ এই যে, এই তিন প্রকার সম্বন্ধ আমাদের বাহ্যজগতের জ্ঞান সম্বন্ধেই প্রযুজ্য হইতে পারে, প্রকৃত বাহ্যজগৎসম্বন্ধে প্রযুজ্য নহে। প্রকৃত বাহ্যজগৎ আমাদের জ্ঞানসীমার বহির্ভূত। পূর্ব্বোক্ত তিনটী সম্বন্ধ আমাদের জ্ঞানরাজ্যের অন্তর্গত হইলেও আমাদের বিশ্বাস এইরূপ যে, বাহ্যজগতেও বুঝি আমাদের বিশ্বাসানুরূপ সম্বন্ধের অস্তিত্ব আছে।

বাহ্যবস্তু সমূহের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের মনে যে সকল স্বতঃসিদ্ধ ধারণা (the categories of modality) আছে;

সেই সকল মানসিক ভাব বা ধারণা হইতে যে সকল সাধারণ সূত্রের বা প্রতিজ্ঞার উৎপত্তি হইয়াছে, কাণ্ট সেই প্রতিজ্ঞাগুলিকে "ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যজ্ঞানের মূলসূত্র" (The postulates of empirical thought) নামে অভিহিত করিয়াছেন। বস্তুসমূহের অস্তিত্ব আমাদের মনের কি কি অবস্থানুসারে সূচিত হয়, তাহাই লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। কাণ্ট বলেন, বস্তুসমূহের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের তিন প্রকার জ্ঞান থাকিতে পারে, যথা সম্ভাব্য-অস্তিত্ব (possible existence), বাস্তব বা প্রকৃত অস্তিত্ব (actual existence) এবং ধ্রুব বা সংশয়রহিত অস্তিত্ব (necessary existence)। এক্ষণে দেখা যাউক, সম্ভাব্য অস্তিত্ব কাহাকে বলে অর্থাৎ মনের কি প্রকার অবস্থা হইলে আমরা কোন পদার্থের অস্তিত্ব সম্ভব (possible) বলিয়া বিবেচনা করি। কাণ্টের মতে, আমাদের অভিজ্ঞতার সহিত যে বিষয়ের বাহ্য-সামঞ্জস্য থাকে (whatever agrees with the formal conditions of experience) অর্থাৎ যে বিষয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে, অভিজ্ঞতার বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না, তাহাই সম্ভাব্য-অস্তিত্ব অর্থাৎ এরূপ অস্তিত্ব অস্বাভাবিক নহে; তবে তাহার প্রকৃত-অস্তিত্ব আছে কি না তাহা অনিশ্চিত। বাস্তব বা প্রকৃত অস্তিত্বের (actual existence) লক্ষণ সম্বন্ধে, কাণ্ট বলেন, আমাদের অভিজ্ঞতার সহিত বস্তুর উপাদানগত ঐক্য থাকিলে (what agrees with the material conditions of experience) এরূপ অস্তিত্বকে বাস্তব বা প্রকৃত অস্তিত্ব বলে। 'কোন বস্তু প্রকৃতপক্ষে বিদ্যমান আছে' এই বাক্যের সাধারণ তাৎপর্য্য এই যে, উক্ত বস্তুর অস্তিত্ব শুদ্ধ আমাদের অভিজ্ঞতার বিরোধী নহে বলিয়া যে ইহার অস্তিত্ব স্বীকার করা হইতেছে তাহা নহে। অভিজ্ঞতার সহিত ইহার উপাদানগত ঐক্য আছে অর্থাৎ এইরূপ পদার্থ এবং বর্ত্তমান স্থলে এই পদার্থই আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হইতেছে, এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া ইহার অস্তিত্ব স্বীকৃত হইতেছে।

উপরি উক্ত বিবরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে, আমাদের বাহ্যজ্ঞানের মধ্যে ইন্দ্রিয়গত জ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ বিষয় (axioms of sensible representation), ইন্দ্রিয়বোধের পূর্ব্বাভাস (anticipations of sensation) প্রভৃতি যে সকল সাধারণ ভাব অন্তর্নিহিত আছে, এই সকল সাধারণ ভাবগুলিই আমাদের বাহ্যজ্ঞানরাশির মধ্যে সামঞ্জস্য ও ঐক্য বিধান করিয়া আমাদের অভিজ্ঞতার (experience) সৃষ্টি করিয়াছে। এ স্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, আমাদের বাহ্যজগৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞানের যে একত্ব ও সামঞ্জস্য আছে, তাহা বাহ্যজগতের একত্বের জন্য নহে, বাহ্যজগতের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞানই নাই। বাহ্যজগৎ আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি উদ্বোধন করিয়া দেয় মাত্র। আমাদের প্রজ্ঞাশক্তি স্বীয় নিয়মানুসারে জ্ঞানরাজ্যে ঐক্য ও শৃঙ্খলা বিস্তার করিয়াছে। জ্ঞানের (reason) এই এ সমন্বয়কারী শক্তি (synthesis of apprehension)-বশে আমরা অভিজ্ঞতার মধ্যে ঐরূপ শৃঙ্খলা ও ঐক্য দেখিতে পাই। বাহ্যজগতের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই।

আমাদের অভিজ্ঞতার প্রত্যেক পদেই আমরা আত্মবোধের একত্বের (unity of self-consciousness) পরিচয় পাই। আমি সর্ব্বজ্ঞানের কর্ত্তা—কর্ত্তার একত্ব না থাকিলে কর্ত্তৃপ্রবর্ত্তিত কার্য্য ও জ্ঞানাবলীরও একত্ব থাকিতে পারে না, আমাদের প্রতি কার্য্যেই এতদ্বিষয়ে প্রতীয়মান হইতেছে। কর্ত্তৃত্বজ্ঞান ভোক্তৃত্বজ্ঞান, প্রভৃতি সর্ব্বজ্ঞানের সমাহার (synthesis) আত্মজ্ঞানের একত্বের উপর নির্ভর করিতেছে। দশ বৎসর পূর্ব্বে যে আমি ছিলাম এবং অদ্য যে আমি বর্ত্তমান আছি, উভয়েই এক ইহার প্রমাণ কি? এ বিষয়ে আত্মবোধের পূর্ব্বাপর অস্তিত্বজ্ঞানই (continuity of self-consciousness) একমাত্র প্রমাণ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানাবলীর মধ্যে আমাদের একত্বজ্ঞান (unity of consciousness) অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় অন্তর্নিহিত থাকায় আমারা বাহ্যজ্ঞানের একত্ব (unity of knowledge) অনুভব করি। আত্মজ্ঞানের এই একত্বেরও (unity of consciousness) দুইটী স্বরূপ আছে;—নির্গুণ একত্ব (analytic unity) এবং সগুণ একত্ব (synthetic unity)। সগুণ একত্ব আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যজ্ঞানের (knowledge) প্রতিষ্ঠা করিয়া আমাদের জ্ঞানসমূহের মধ্যে একটী একত্ব (organic unity) স্থাপন করিয়াছে। নির্গুণ-একত্ব সগুণ-একত্বের মূলস্বরূপ; ইহা পরিবর্ত্তনহীন (immutalible), শুদ্ধ (pure) এবং জ্ঞানের মূলাধার কেবলমাত্র চৈতন্যস্বরূপ। কাণ্টের এই নির্গুণ-একত্ব (analytic unity) বেদান্তোক্ত আত্মার স্থানীয়। কাণ্ট ডাইলেকটিক্ গ্রন্থে (transcendental dialectic) ডেলক্ প্রভৃতি দার্শনিকগণের আত্মার অস্তিত্বজ্ঞান (substantiality and personality of the soul) ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি বলেন, আত্মা সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই আমাদের থাকিতে পারে না, সুতরাং আত্মা অবিনশ্বর প্রভৃতি বাক্য অর্থহীন।

কাণ্ট প্রজ্ঞাশক্তি (reason) হইতে সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির (understanding) পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যেমন ক্যাটিগরি (categories) বা পদার্থগুলি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির

অন্তর্গত, তদ্রূপ আমাদের প্রজ্ঞাশক্তিরও (reason) কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট আইডিয়া (ideas) আছে। বুদ্ধিবৃত্তির যেমন ক্যাটাগরিগুলির (understanding) প্রয়োগ হইতে অভিজ্ঞতার মূলস্বরূপ স্বতঃসিদ্ধ প্রতিজ্ঞাগুলি (axioms of the understanding) উৎপন্ন হইয়াছে, সেইরূপ প্রজ্ঞাশক্তির আইডিয়া গুলির প্রয়োগ হইতে বুদ্ধিজাত স্বতঃসিদ্ধ প্রতিজ্ঞাগুলির মূলস্বরূপ এবং ঐক্যের সাধনভূত প্রতিজ্ঞার (principles) সৃষ্টি হইয়াছে। প্রজ্ঞাশক্তির এই সাধারণ ক্রিয়াগুলি (principles) বুদ্ধিজাত প্রক্রিয়াগুলির মূল (in which the axioms of the understanding reach their ultimate unity)। আমাদের বুদ্ধিশক্তিযোগে ক্যাটিগরিগুলি যেমন বাহ্যজগতের জ্ঞান প্রদান করিতেছে, তদ্রূপ আমাদের প্রজ্ঞাশক্তিযোগে আইডিয়া কোন বিশেষ জ্ঞানের জনক নহে, কেবল বুদ্ধিশক্তির (understanding) প্রক্রিয়াগুলির নিয়ামক মাত্র (regulative principles of the understanding)। আমাদের ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানমাত্রই সীমাবদ্ধ (conditioned)। এই সীমাবদ্ধ জ্ঞানের অসীমত্বের দিক্ নির্দ্দেশ করিয়া জ্ঞানের সামঞ্জস্য বিধান করা প্রজ্ঞাশক্তির কার্য্য (to find for the conditioned knowledge of the understanding the unconditioned and so completed the unity of knowledge in general)।

প্রজ্ঞাশক্তির একত্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞান হইতে আমাদের ভ্রমের উৎপত্তি হইতে পারে না। ক্যাটিগরিগুলির অপপ্রয়োগ বা অযথাপ্রয়োগ হইলেই ভ্রমের উৎপত্তি হয়। যে বস্তু অভিজ্ঞতার বিষয়ীভূত তৎসম্বন্ধেই ক্যাটিগরিগুলি প্রযুক্ত হইতে পারে, যে বস্তু অভিজ্ঞতার বিষয়ীভূত নহে, তৎসম্বন্ধে প্রযুক্ত হইলে ভ্রমের (মায়ার) উৎপত্তি হয়, এই ভ্রম বা মায়াকে কাণ্ট দৃশ্যপট বলিয়া (transcendental show) উল্লেখ করিয়াছেন। ক্যাটিগরিগুলির প্রজ্ঞানিয়ন্ত্রিত অপপ্রয়োগ হইতে নিম্নলিখিত তিনটী ভ্রমের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রথম, আত্মার অস্তিত্বে আমরা অবগত আছি অর্থাৎ ইহা আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত। এই ভ্রমাত্মক বিশ্বাসকে কাণ্ট মনস্তত্ত্বমূলক আইডিয়া বা জ্ঞান (the psychological idea) বলিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, জগৎজ্ঞান অর্থাৎ জগৎ সম্বন্ধে প্রকৃতজ্ঞান আমাদের আছে, এই বিশ্বাস (the cosmological idea)। তৃতীয়তঃ ঈশ্বরের অস্তিত্ব আমরা অবগত আছি, এই বিশ্বাস (the theological idea of God)। কাণ্ট বলেন, জ্ঞানের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে, এই তিনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই, তবে এ গুলির অস্তিত্বের বিষয় আমরা অবগত আছি, আমাদের এই যে বিশ্বাস আছে, ইহা ভ্রমাত্মক। কাণ্টের মতে আত্মার অবিনশ্বরত্ব প্রভৃতি যে সকল প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়া থাকে, সেগুলি ভ্রমাত্মক। পিটিসিও প্রিন্সিপিয়াই বা প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি (*Petitio Principii* or begging of the question) নামক হেত্বাভাসের (fallacy) উপর প্রতিষ্ঠিত।

কাণ্ট বলেন, আমি চিন্তা করিতেছি বা আমার চৈতন্য আছে (I think), ইহা ব্যতীত আত্মা সম্বন্ধে আমাদের আর কোন জ্ঞান নাই। আমি চিন্তা করিতেছি, সুতরাং আমি বা আত্মা বলিয়া কোন পদার্থের অস্তিত্ব আছে, এরূপ যুক্তি ভ্রমপূর্ণ। আমার পকেটে একশত টাকা আছে, এইরূপ কল্পনা এবং প্রকৃত পক্ষে একশত টাকার অস্তিত্ব এই দুই বিষয়ে বিস্তর প্রভেদ। আত্মার জড়াতীত অস্তিত্ব আছে বলিয়া বিশ্বাস এবং আত্মার বাস্তবিক জড়াতীত অস্তিত্ব উভয় এক নহে। কিন্তু এই ভ্রমাত্মক যুক্তি অনুসারে জ্ঞান ও প্রকৃত অস্তিত্বের মধ্যে পার্থক্য নির্দ্দেশ করা হয় নাই, জ্ঞানকেই প্রকৃত অস্তিত্বস্বরূপ ধরা হইয়াছে। আর প্রকৃতপক্ষে আত্মার এরূপ অস্তিত্ব থাকিলেও, তাহা আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে না। আত্মাকে আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে হইলে, অন্যান্য পদার্থের ন্যায় ইহাকেও ক্যাটিগরিসমূহের অধীন হইতে হইবে, কিন্তু এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব। স্বয়ং জ্ঞাতা নিজ জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারেন না। আত্মাকে জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে হইলে একই মুহূর্ত্তে তাহাকে জ্ঞাতা ও জ্ঞানের বিষয় হইতে হয়। এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। কল্পনাবলে শরীর ও আত্মার পার্থক্য অনুমিত হইতে পারে ; কিন্তু সেইজন্য অশরীরী আত্মার প্রকৃত অস্তিত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে না। উপরিউক্ত যুক্তিসমূহের সাহায্যে কাণ্ট প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, আত্মার অস্তিত্ব আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত নহে এবং আত্মার এইরূপ অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া সেই ভিত্তির উপর যে মনোবিজ্ঞানশাস্ত্রের (rational psychology) প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, সেরূপ মনোবিজ্ঞানের মীমাংসাগুলিও ভ্রমাত্মক। তবে এইরূপ শাস্ত্রের সার্থকতা এই যে, ইহা আমাদের প্রজ্ঞাশক্তির সীমানির্দ্দেশ (limits) করিয়া দেয়।

কাণ্টের মতে জগৎ ও জাগতিক পদার্থসমূহের স্বরূপ আমরা অবগত হইতে পারি না। এই সকল অতীন্দ্রিয় পদার্থসমূহের সম্বন্ধে যাহা আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত নহে, ক্যাটিগরিগুলি প্রযুক্ত হইলে, কতকগুলি পরস্পর বিরোধিমতসমূহের (antinomies) উৎপত্তি হয়। যেমন জগতের দেশতঃ ও কালতঃ আদি আছে (has beginning in time and limits in space)

এবং জগতের দেশ ও কাল সম্বন্ধে আদি নাই, এই উভয় বিরোধী মতেরই জগৎসম্বন্ধে সার্থকতা সমান। বাহুল্য ভয়ে সকল প্রকার আণ্টিনমি (antinomies) উল্লেখ করা গেল না। এই সকল বিরোধী মতের অবতারণা করিয়া কাণ্ট প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, যে সকল বস্তু আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত তৎসম্বন্ধেই ক্যাটিগরিগুলি প্রযুক্ত হইতে পারে; যাহা জ্ঞানের অবিষয়, সেই সমস্ত অতিমানস পদার্থসমূহ(extra-mental existences) সম্বন্ধে ক্যাটিগরিগুলি প্রয়োগ করিলে পূর্ব্বোক্তরূপে বিরোধের উৎপত্তি হয়। সুতরাং জগতের প্রকৃত স্বরূপ, কাণ্টের মতে, জ্ঞানের বিষয়ীভূত নহে।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও কাণ্টের মত পূর্ব্বোক্তরূপ। জ্ঞানের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে, ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সাধারণতঃ ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার জন্য যে সকল যুক্তি প্রযুক্ত হইয়া থাকে, সেগুলি ভ্রমাত্মক। কাণ্ট বলেন, ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার জন্য সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর যুক্তির অবতারণা দেখা যায়। প্রথম তত্ত্বজ্ঞানমূলক বা অণ্টোলজিকাল যুক্তি (ontological argument)। সে যুক্তি এই—আমাদের মনে সর্ব্বাপেক্ষা নিত্য ও সত্য পদার্থের (a being the most real of all) অস্তিত্ব সম্বন্ধে ধারণা বা বিশ্বাস আছে। কিন্তু যাহা সত্য, তাহার অস্তিত্বও অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে। কাণ্ট বলেন, শুদ্ধ অস্তিত্বমাত্র (bare existence) বলিলে সেই বস্তুর কোন জ্ঞান আমাদের হয় না। আর 'অণ্টোলজিকাল' যুক্তিপূর্ণ ভ্রম কেন? তদুত্তরে কাণ্ট বলিয়াছেন যে, এই যুক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় ধারণামাত্র হইতে ঈশ্বরের প্রকৃত অস্তিত্ব (from idea to actual existence) প্রতিপাদন করিতে প্রয়াস পাইতেছে। ঈশ্বরকে সত্য বলিয়া আমাদের ধারণা আছে, সুতরাং এই ধারণার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে পারা যায়, কিন্তু ধারণার অস্তিত্ব হইতে ধারণার নির্দ্দিষ্ট-বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকারের কোন কারণ দেখা যায় না। দ্বিতীয়তঃ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ জন্য জগত্তত্ত্বমূলক যুক্তিসমূহ (cosmological argument) প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর যুক্তি জাগতিক কার্য্যকারণসম্বন্ধ হইতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছে। জাগতিক যাবতীয় কার্য্যাবলী কারণ-সংযোগে সংঘটিত হইয়াছে; জাগতিক ব্যাপার কার্য্যকারণের শৃঙ্খলামাত্র এবং ঈশ্বর এই কার্য্যকারণ শৃঙ্খলের শিরোদেশে বর্ত্তমান। তিনি আদিকারণস্বরূপ (the first cause)। ঈশ্বর স্বয়ং কারণের বিষয়ীভূত নহেন। কাণ্ট বলেন যে, কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলাকে অনন্ত না বলিয়া তৎপরিবর্ত্তে ঈশ্বর শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। কার্য্যকারণ-সম্বন্ধজ্ঞান (category of causality) আমাদের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইতে পারে; কিন্তু ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান হইতে আমরা কিরূপে ঈশ্বর-জ্ঞানে উপনীত হইতে পারি, তাহাই বিবেচ্য। পরন্তু এক আদিকারণের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও 'তিনিই যে ঈশ্বর' ইহা প্রতিপন্ন করিতে হইলে আবার তত্ত্বজ্ঞানমূলক বা অণ্টোলজিকাল যুক্তির (ontological argument) আশ্রয় লইতে হয়; কিন্তু ইহার অসারত্ব পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদনের জন্য আর একশ্রেণীর যুক্তির অবতারণা করা হইয়া থাকে। তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এইরূপ :— জাগতিক সমস্ত কার্য্যই কোন না কোন উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া চলিতেছে; জগতে কোন পদার্থেরই উৎপত্তি ব্যর্থ নহে। জাগতিক কার্য্যাবলীর প্রকৃতি-পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, পদার্থসমূহের সংযোগ, বিয়োগ, বিকার ইত্যাদি ব্যাপারগুলি উদ্দেশ্য সাধনোদ্দেশ্যেই নির্ব্বাহিত হইতেছে। কিন্তু উদ্দেশ্যমাত্রই জ্ঞানমূলক; জগতের অন্তর্নিহিত এই উদ্দেশ্যস্রোতঃ আপনা হইতে প্রবাহিত হয় নাই; ইহার একটী মূল আছে এবং ঈশ্বরই ইহার মূলস্বরূপ। ঈশ্বর জগৎকে আপনার অভিপ্রায়ানুরূপ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং জগতের সমস্ত কার্য্যাবলীতেই এই অভিপ্রায়ের নিদর্শন পাওয়া যায়। সুতরাং এই শ্রেণীর যুক্তি অনুসারে জগৎকার্য্যাবলীর প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া কারণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ইহা টেলিওলজিকাল যুক্তি (teleological argument) নামে অভিহিত।

কাণ্ট ঈশ্বরসম্বন্ধীয় অন্যান্য যুক্তির ন্যায় এই যুক্তিরও সারবত্তা স্বীকার করেন নাই। তাঁহার প্রথম আপত্তি এই যে, ইহাতে ঈশ্বরকে মানবের আদর্শে গঠিত করা হইয়াছে (it is an anthropomorphic conception)। ভাস্কর যেমন উপাদান-সংযোগে আপন অভিপ্রায়ানুরূপ মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া থাকে, ঈশ্বরও সেই প্রণালী অনুসারে জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহাতে জগৎ যেন ঈশ্বরের শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয়-স্বরূপ এবং ঈশ্বরকে শিল্পীস্বরূপ প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। কাণ্টের মতে, জগতের শিল্পনৈপুণ্য বা জগৎ-কার্য্যাবলীর উদ্দেশ্য-প্রবণতার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। জড়শক্তি-সমূহের সংযোগেই জাগতিক ক্রিয়াবলী নির্ব্বাহিত হইতেছে, তবে জাগতিক ব্যাপারসমূহের মধ্যে যে শিল্পনৈপুণ্য বা উদ্দেশ্য অন্তর্নিহিত দেখা যায়, তাহা আমাদের ন্যায় জ্ঞানাত্মক শক্তির কার্য্য, অন্ধশক্তির কার্য্য নহে, তাহা কে বলিল? অমর

আত্মসাদৃশ্য কল্পনা করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়া থাকি। জড়শক্তিসমূহ একত্র হইয়া কার্য্য করিলে তাহার ফল যে জ্ঞানমূলক কার্য্যের ন্যায় দেখায় না, তাহা কে বলিল? সুতরাং এরূপস্থলে একটী জ্ঞানময় অতিপ্রাকৃতিক শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিবার আবশ্যকতা কি? তর্কস্থলে জগতের একজন বিধাতা পুরুষের (artificer or designer) অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইলেও, তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ঈশ্বর বলিবার কোন কারণ দৃষ্ট হয় না। প্রথমতঃ অন্যান্য শিল্পীর ন্যায় তিনি উপাদানসংগ্রহে সৃষ্টির গঠনকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন বলিয়া, যে তিনি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাহার কোন প্রমাণ নাই। দ্বিতীয়তঃ জগৎসংঘটনী শক্তির ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদন করিতে হইলে এই শক্তি যে অসীম (infinite) তাহা প্রমাণ করিতে হইবে। কিন্তু ইহার অসীমত্ব প্রতিপন্ন করিতে হইলে, আবার অন্টোলজিকাল যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়; কিন্তু কাণ্ট পূর্ব্বে ইহারও অসারত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং কাণ্টের মতে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য যে তিন প্রকার যুক্তির আশ্রয় গৃহীত হইয়া থাকে, সেই যুক্তিসমূহই ভ্রমাত্মক।

এক্ষণে এই প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি জগৎ, ঈশ্বর ও আত্মা সম্বন্ধে আমাদের প্রকৃতপক্ষে কোন জ্ঞান নাই, তবে আমাদের এতদ্‌সম্বন্ধে যে আইডিয়া আছে, তাহাদের সার্থকতা কি? কাণ্ট বলেন, ইহাদের সার্থকতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমাদের প্রজ্ঞাশক্তি-প্রবর্ত্তিত আইডিয়া বা ভাবগুলির (the ideas of reason) অনুযায়ী পদার্থের জ্ঞান আমাদের না থাকিতে পারে, কিন্তু এই ভাবগুলি আমাদের জ্ঞানরাজ্যের মধ্যে শৃঙ্খলা বিধান করিতেছে (though not constitutive, they are regulative principles)। যেমন আমাদের মানসিকবৃত্তিগুলির শ্রেণীবিভাগ নির্দ্দেশকালে আত্মার অস্তিত্ব ধরিয়া করিলে, উহাদের মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়, তদ্রূপ জগৎ ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব ধরিয়া লইলে আমাদের চিন্তা করিবার পথ সুগম হয়। এই তিনটী আইডিয়া আমাদের জ্ঞানরাজ্যে ঐক্যস্থাপনের সাধনভূত।

এক্ষণে মনে রাখা আবশ্যক যে, আত্মা, জগৎ ও ঈশ্বর আমাদের জ্ঞানের বহির্ভূত হইলেও, তাহাদের যে অস্তিত্ব নাই, ইহা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত নহে, ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য—এগুলি আমাদের জ্ঞানের নিয়মাধীন নহে। জ্ঞানের হিসাবে এগুলির অস্তিত্ব অবগত না হইলেও, কাণ্ট অপর হিসাবে ইহাদের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন।

অতঃপর "প্রজ্ঞাশক্তির জ্ঞানবিচার" (Critique of the pure speculative Reason) নামক গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার প্রদত্ত হইল। ইহা হইতে দেখা যাইবে, জ্ঞানতত্ত্ব (theory of knowledge)-প্রতিপাদনই এই অংশের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং জ্ঞানমূলকবৃত্তিগুলিই (cognitive faculties) ইহার প্রধান আলোচ্য। "প্রজ্ঞাশক্তির ক্রিয়াশক্তির বিচার" (critique of Practical Reason) নামক গ্রন্থে আমাদের ইচ্ছাবৃত্তির (conation or volition) প্রকৃতি সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করা হইয়াছে। ইচ্ছা প্রজ্ঞাশক্তির প্রকৃতি নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। প্রজ্ঞা ইচ্ছা সহযোগে ক্রিয়াশীল হইয়া ক্রিয়াসমূহের সৃষ্টি করিয়া থাকে।

প্রজ্ঞাশক্তির কার্য্য এই স্থলে সৃষ্টিস্থানীয় (creative, not regulative)। প্রজ্ঞাশক্তি আপনি ইচ্ছাশক্তির উদ্বোধন করিয়া আপন ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করে। সুতরাং ইচ্ছা বাহ্য বস্তুপ্রণোদিত হইবে।

পূর্ব্বে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, কাণ্টের মতে প্রজ্ঞার জ্ঞানমূলক অংশ (speculative reason) বস্তুর স্বরূপজ্ঞান প্রদান করিতে পারে না। কিন্তু প্রজ্ঞার ক্রিয়াশক্তি (practical reason) কিরূপে এই জ্ঞানাত্মক মায়ার বহির্ভূত এবং কিরূপে আমাদিগকে স্বরূপজ্ঞান প্রদান করে, কাণ্ট তদীয় গ্রন্থের এই অংশে তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

বাহ্যজগৎ আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীকৃত ভাবিয়া লইতে হইলে, উহাকে আমাদের মানসিক নিয়মের অধীন করা হয়; সুতরাং এতদবস্থায় রূপান্তরিত হইয়া উহা আমাদের মনোরাজ্যে প্রবেশলাভ করে। প্রকৃতপক্ষে বাহ্যজগৎ বলিয়া আমাদের যে বিশ্বাস আছে, তাহা মনঃকল্পিত। শুদ্ধ অস্তিত্ব ব্যতীত ইহার বিষয় আর আমরা কিছু জানি না। কিন্তু আমাদের ইচ্ছামূলক কার্য্যাবলী আমাদের মনে উৎপত্তিলাভ করিয়া বাহ্যজগতে প্রকাশ পায় মাত্র; সেইজন্য আমাদের ইচ্ছাবৃত্তি আত্মার প্রকৃতস্বরূপ নির্দ্দেশ করে।

বাহ্যজ্ঞানের উৎপত্তি মন ও বাহ্যজগৎ উভয়ের সংযোগে সাধিত হইয়াছে; কিন্তু ইচ্ছামূলক কার্য্যাবলীর (voluntary actions) উৎপত্তির হেতু আত্মা (ego)। প্রায়শঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, আমাদের ইচ্ছাবৃত্তিসমূহ সকল সময় প্রজ্ঞানিয়ন্ত্রিত হইয়া কার্য্য করে না, বাহ্যবস্তুসমূহেও অনেক সময় আমাদের ইচ্ছার গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। কাণ্ট বলেন, আমাদের প্রকৃতি সর্ব্বথা প্রজ্ঞাশীল (rational) নহে। আমরা ইন্দ্রিয়বৃত্তির অধীন বলিয়া (sensuous nature) বাহ্যবস্তু আমাদের ইচ্ছার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। আমাদের সুখলাভের ইচ্ছা বাহ্যবস্তু-প্রবর্ত্তিত। কিন্তু নৈতিক নিয়মাবলীই (moral laws) আমাদের ইচ্ছাবৃত্তির প্রধান নিয়ামক।

ইচ্ছাবৃত্তির পক্ষে নৈতিক-শাসন অনতিক্রমণীয়, ইহার ক্ষমতা এবং সারবত্তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নৈতিকশাসন প্রভুর ন্যায় ইচ্ছাবৃত্তির উপর আদেশ প্রচার করিয়া থাকে এবং এই আদেশ সংশয়ের অপেক্ষা রাখে না (the moral law is a categorical imperative)। নৈতিকশাসন শুদ্ধ ব্যক্তিগত ইচ্ছার নিয়ামক নহে, প্রজ্ঞাশীল মাত্রেরই ইচ্ছাবৃত্তি নৈতিক নিয়মের শাসনাধীন; সুতরাং নৈতিক নিয়মগুলি সার্ব্বভৌম (universal)। নৈতিক-শাসন প্রজ্ঞাশক্তির স্বপ্রবর্ত্তিত নিয়ম মাত্র (antonomy of practical reason)। কাণ্ট নৈতিক কার্য্যের নিম্নলিখিত লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—কোন কার্য্য সম্পন্ন করিলে সেই কার্য্যের প্রবর্ত্তক ইচ্ছার অন্তর্নিহিত ভিত্তি বা নৈতিক সূত্রটী যদি সার্ব্বভৌমরূপে গৃহীত হয়, তাহা হইলে কার্য্যটী প্রকৃতপক্ষে নীতিসম্মত হইল।

নৈতিক শাসন সুখদুঃখনিরপেক্ষ। সুখলাভপ্রত্যাশায় বা দুঃখনিবৃত্তির জন্য, কাণ্টের মতে, নৈতিক কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় না। আমাদের ইচ্ছাবৃত্তি যখন বাহ্যবস্তুপ্রণোদিত হইয়া থাকে, সুখলাভই আমাদের কার্য্যাবলীর চরম লক্ষ্য হইয়া উঠে। সুখলাভোদ্দেশ্যে কার্য্যনির্ব্বাহ্য ব্যবসায়াত্মিকা-বুদ্ধিমূলক নৈতিক নিয়মের অলংঘ্য শাসন লাভালাভের উপর দৃষ্টিপাত করে না, ইহা সর্ব্বথা নিষ্কাম। যদি কণামাত্র ব্যক্তিগত সুখদুঃখের ছায়া নৈতিক কার্য্যের উপর পতিত হয়, তবে সেই মুহূর্ত্তেই কার্য্যটীর নৈতিকপ্রকৃতি বিনষ্ট হয়। আপনার প্রতি মানবের যে স্বাভাবিকী প্রীতি (self-love) তাহাও কাণ্ট একটী সদ্‌বৃত্তি বলিয়া গণ্য করেন না। নৈতিক শাসন সুখের সেতু নহে বলিয়া, কাণ্টের মতে, নৈতিকশাসন স্বতঃই আমাদের প্রেমের সামগ্রী নহে, ভক্তির সামগ্রী। তদ্রূপ কর্ত্তব্য কার্য্যও আমরা অনিচ্ছার সহিত পালন করিয়া থাকি।

নৈতিক শাসনের অস্তিত্ব হইতে কাণ্ট আত্মা ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কাণ্ট বলেন, জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল কি? এই প্রশ্নের উত্তরে শুদ্ধধর্ম্ম (virtue) জীবনের পরম মঙ্গল বলা যায় না। সুখাবচ্ছিন্ন ধর্ম্ম মঙ্গলপদবাচ্য নহে। সুতরাং সুখসম্মিলিত ধর্ম্মই জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল। কাণ্ট পূর্ব্বেই বলিয়াছেন যে, ধর্ম্ম অর্থাৎ নৈতিক কার্য্যাবলীর সহিত সুখের কোন প্রকৃতিগত সম্বন্ধ নাই; ধর্ম্ম সুখের জনক নহে। কিন্তু জীবনের যাহা চরম মঙ্গল, তাহা ধর্ম্ম ও সুখ উভয়েরই পরাকাষ্ঠা (supreme virtue and supreme felicity)। কিন্তু এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, এইরূপ দুইটী বিভিন্ন প্রাকৃতিক পদার্থের সংযোগ কিরূপে সাধিত হইয়াছে? কাণ্ট বলেন, এই প্রশ্নের যথাযথ মীমাংসা করিতে হইলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে (postulate the existence of God)। নৈতিক আদেশ পালন আমাদের অবশ্যকর্ত্তব্য, অথচ এই সকল কার্য্যের পরিণাম যদি সুখময় না হয়, তবে নৈতিক জীবনের কোন ভিত্তি থাকে না; কারণ পরিণামবিরস পদার্থের প্রতি মানব হৃদয়ের স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকিতে পারে না। সেই জন্য ঈশ্বর ধর্ম্ম ও সুখের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিয়া দিয়াছেন। সুখলাভের জন্য ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় না, সুখ অনুষ্ঠিত শুভকর্ম্মের ফলমাত্র (felicity not the motive but result of virtuous action)।

ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে কাণ্ট আত্মার অমরত্ব (immortality of the soul) প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা বা সম্পূর্ণতালাভ যদি জীবনের চরম উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে এরূপ অবস্থাপ্রাপ্তি, কাণ্টের মতে, একজন্মে লভ্য নহে, জন্মান্তরের অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য। মনুষ্য ইন্দ্রিয়দাস, এক জন্মে ধর্ম্মের সামান্য উন্নতিই জীবনে সম্ভব। এক জীবনের উন্নতি মাত্রাস্বরূপ ধরিয়া লইলে অসংখ্য জন্মে আমরা ধর্ম্মের আদর্শস্থানীয় পূর্ণমাত্রায় উপনীত হইতে পারি। এই অসংখ্য জন্মগ্রহণ একই আত্মার পক্ষে বিধেয়। সুতরাং পরম মঙ্গলপ্রাপ্তি যদি প্রকৃতপক্ষে জীবনের লক্ষ্যস্থানীয় হয়, তাহা হইলে আত্মার অমরত্ব অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

উপরিউক্ত প্রস্তাব হইতে দেখা যাইতেছে যে, কাণ্ট বাহ্যজ্ঞানের দৃষ্টিতে যে সকল পদার্থের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন, নৈতিক জ্ঞানের সাহায্যে তাহাদের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ইহা হইতেই কাণ্টের অনুমোদিত জ্ঞান ও নৈতিক জগতের পার্থক্য প্রতীয়মান হইতেছে।

কাণ্ট স্বকীয় নীতিতত্ত্বে যেমন নৈতিক জীবনের প্রজ্ঞানিয়ন্ত্রিত ভাবটী (rationalistic side) পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন, ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কাণ্টের মতও তদনুরূপ। "Religion within the Limits of Mere Reason" নামক গ্রন্থে কাণ্ট ধর্ম্মের স্বরূপ ব্যাখ্যায় নৈতিকশাসনকেই ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কর্ত্তব্যপালনই কাণ্টের মতে ধর্ম্মের সার। কোন কর্ত্তব্যকর্ম্মকে ঈশ্বরের আদেশ জানিয়া, পরে তাহা পালন করিলে তাহাকে আদিষ্টধর্ম্ম (Revealed Religion) বলে এবং কোন কর্ম্ম কর্ত্তব্য বলিয়া অনুষ্ঠান করিবার পরে যদি কর্ম্মটী ঈশ্বরাদিষ্ট বলিয়া জানা যায়, তাহা হইলে উক্তরূপ ধর্ম্মকে প্রাকৃতিক ধর্ম্ম (natural religion) বলে। ধর্ম্মসম্প্রদায় (Church), কাণ্টের মতে ঈশ্বরপ্রবর্ত্তিত নৈতিকশাসনাধীন সমাজমাত্র (union of all good

men under the moral government of God)। প্রজ্ঞাসম্মত বিশ্বাস (rational belief) ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের (Church) ভিত্তি স্বরূপ এবং এইরূপ বিশ্বাসই ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সার্ব্বভৌমত্ব সূচনা করিতেছে, কারণ যে বিশ্বাস প্রজ্ঞাসম্মত, তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত, এরূপস্থলে মতভেদ হইবার কারণের একান্ত অসদ্ভাব। অতঃপরে কাণ্ট প্রকৃত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লক্ষণসমূহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বাহুল্যভয়ে তৎসমুদয়ের উল্লেখ করা গেল না।

কাণ্ট 'ক্রিটিক অফ্ পিওর রিজন' (The Critique of Pure-Reason) নামক গ্রন্থাংশে আমাদের জ্ঞানবৃত্তি সম্বন্ধে (under standing) আলোচনা করিয়াছেন। তদীয় দর্শনের দ্বিতীয়াংশে প্রজ্ঞার ক্রিয়াশক্তি (will) সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে এবং উক্ত গ্রন্থের তৃতীয়ভাগে অনুভূতি-বৃত্তির বিচার (The Critique of Judgment) নামক অংশে অনুভূতি (feelings) সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করা হইয়াছে। এই অংশ পূর্ব্ববর্ত্তী অংশদ্বয়ের সংযোগ বিধান করিতেছে; কারণ আমাদের অনুভূতিবৃত্তি (feeling), বুদ্ধিবৃত্তি ও ইচ্ছাবৃত্তি (cognition and volition) এতদুভয়ের মধ্যপর্য্যায়ভুক্ত। অনুভূতিবৃত্তিমূলক জ্ঞান (judgment) বুদ্ধিবৃত্তি (understanding) এবং প্রজ্ঞা (reason) এই উভয়ের মধ্যস্থানীয়। বুদ্ধিবৃত্তি বাহ্যজগতের জ্ঞান প্রদান করিতেছে, প্রজ্ঞার ক্রিয়াশক্তি নৈতিক জগতের ক্রিয়াবলীর পরিচয় প্রদান করিতেছে, উভয়ের মধ্যে বিশেষ কোন সম্বন্ধের অস্তিত্ব দেখা যায় না। কিন্তু অনুভূতিমূলক জ্ঞান judgment) সার্ব্বভৌমত্বের হিসাবে কোন বিশেষ পদার্থে থাকিয়া, উহার প্রকৃতি নিরূপণ করিতেছে।

এই বৃত্তির অর্থাৎ অনুভবমূলক জ্ঞানবৃত্তির (judgment) বশে আমরা বাহ্যপ্রকৃতির বহুত্বের মধ্যে একত্বের মূল (ground of unity) দেখিতে পাই। প্রকৃতিগত একত্ব কিরূপে প্রকাশ পাইতেছে, ইহা পর্য্যালোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, প্রকৃতির অন্তর্নিহিত শিল্পকৌশল (the notion of design in nature) প্রকৃতির একত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছে। সাধারণতঃ শিল্পকৌশল বা design বলিলে আমরা যাহা বুঝি, ইহা উপলব্ধি করিলেই উক্ত প্রকৃতির একত্ববাক্যের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইবে। জ্ঞানের দিক্ হইতে দেখিলে (on the subjective side) শিল্পকৌশল বা 'ডিজাইন' অর্থে একটী স্বসম্পূর্ণ ও উদ্দেশ্যদ্যোতক ভাব (a definite idea)। প্রকৃতিতে সেই ভাবের অভিব্যক্তিই প্রকৃতির অন্তর্নিহিত শিল্পকৌশলের প্রকৃত স্বরূপ। কিন্তু প্রকৃতিতে এই অভিব্যক্তির প্রক্রিয়া কিরূপ? আমরা সাধারণতঃ যেখানে শিল্পকৌশল দেখিতে পাই, সেখানে একটী অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের (end) অস্তিত্বও অবশ্যম্ভাবী এবং অন্তর্নিহিত এই উদ্দেশ্য সমস্তই প্রক্রিয়াগুলির বন্ধনীশক্তিস্বরূপ (bond of unity)। মূল উদ্দেশ্য অবগত না হইলে আমরা শুদ্ধ প্রক্রিয়া বা অংশগুলি দেখিয়া শিল্পকৌশলের পরিচয় পাই না। শিল্পীর উদ্দেশ্য কি এবং এই উদ্দেশ্যের কার্য্যপরিণতি কতদূর সাধিত হইয়াছে, তাহা না জানিলে শুদ্ধ প্রাণশূন্য অংশগুলি দেখিয়া বিষয়ের যথার্থ তথ্য অবগত হওয়া যায় না। সুতরাং অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের বিকাশই শিল্পকৌশলের মূল, এবং উপাদান উদ্দেশ্য বিকাশের সাধনভূত।

জগতে সাধারণতঃ উদ্দেশ্য ও তৎসাধনভূত উপাদানের সামঞ্জস্য (adoptation of means to end) প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। কাণ্টের মতে এই প্রাকৃতিক সামঞ্জস্য দুই প্রকারে গৃহীত হইতে পারে, প্রথমতঃ আমাদের মনোবৃত্তির উপর ইহাদের কার্য্য কিরূপ তন্নির্ণয় (subjectively conceived), দ্বিতীয়তঃ পদার্থগত প্রকৃতিনির্ণয় (objectively conceived)। প্রথম হইতে আমাদের সৌন্দর্য্যজ্ঞানের (æsthetic judgment) উৎপত্তি এবং দ্বিতীয় হইতে উদ্দেশ্যসূচক জ্ঞানের (teleological judgment) উৎপত্তি হইয়াছে।

সৌন্দর্য্যজ্ঞানবিচার (Critique of æsthetic judgment) নামক অংশে সৌন্দর্য্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা আছে। কাণ্ট বলেন, সৌন্দর্য্যজ্ঞান যখন আমাদের উপলব্ধির উপর অনেকাংশে নির্ভর করে, তখন সৌন্দর্য্যের প্রকৃততত্ত্ব জানিতে আমাদের সৌন্দর্য্যজ্ঞানের বিশ্লেষণ আবশ্যক। কাণ্টের মীমাংসার ফল অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ সুন্দর বস্তু (the beautiful) মনে স্বতঃই স্বার্থসংস্রবহীন আনন্দের উদ্রেক করে। যাহা আমার বা অপর কোন ব্যক্তির পক্ষে হিতকর বা মনোজ্ঞ, তাহাতে আমাদের স্বার্থসংস্রব আছে। সুন্দর বস্তুর দর্শনজনিত যে আনন্দ, তাহাতে এরূপ ভাব নাই। সুন্দর বস্তু স্বতঃই আনন্দ প্রদান করে। কেবল আনন্দ প্রদান করে বলিয়া সুন্দর বস্তু আমাদের প্রীতিজনক নহে, প্রীতিজনকত্ব ইহার স্বভাবগত। দ্বিতীয়তঃ সুন্দর বস্তু দেখিলে যে আনন্দ হয়, তাহা সার্ব্বজনিক (universal), ব্যক্তিগত আহ্লাদ নহে। যাহা আমার পক্ষে প্রীতিকর তাহা অপরের পক্ষে প্রীতিকর না হইতে পারে, কিন্তু যাহা সুন্দর, তাহা সকলের পক্ষেই প্রীতিজনক। তৃতীয়তঃ বস্তুবিশেষের উদ্দেশ্য (end) সৌন্দর্য্যের স্বরূপ নহে, আকারগত সামঞ্জস্য সৌন্দর্য্যের প্রকৃতস্বরূপ। চতুর্থতঃ সুন্দর বস্তুর হৃদয়গ্রাহিতা অবশ্যম্ভাবী (necessary)। সৌন্দর্য্যের উপরিউক্ত লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া কাণ্ট মহামহিম বস্তুর (the sublime)

স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কাণ্ট বলিয়াছেন যে মহামহিমত্ব (sublimity) প্রকৃতির অন্তর্নিহিত ভাব নহে, ইহা আমাদের মানসিকভাব প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত হয় মাত্র। বাত্যান্দোলিত সমুদ্র বিস্ময় ও মহিমামণ্ডিত নহে, তদ্দৃষ্টে আমাদের মনে যে ভাবের উদয় হয়, তাহাই মহামহিম (sublime)। বাহুল্যভয়ে অন্যান্য লক্ষণের উল্লেখ করা গেল না।

উদ্দেশ্যসূচক জ্ঞানবিচার নামক অংশে (critique of teleological judgment) উদ্দেশ্য ও তৎসাধনভূত উপাদানের সামঞ্জস্য (objective adaptation) সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করা হইয়াছে। প্রাকৃতিক সামঞ্জস্য দ্বিবিধ, বাহ্য (external adaptation) ও আভ্যন্তরীণ (internal adaptation)। এক উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তৎসাধনোদ্দেশে বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে, তাহাকে বাহ্য সামঞ্জস্য বলে। যেমন সমুদ্রতীরস্থ বালুকারাশি পাইনবৃক্ষের বৃদ্ধির উপযোগী। আভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্য ব্যতীত বিভিন্ন পদার্থযোগের উদ্দেশ্য সাধিত হয় না; উদ্দেশ্য (end) অন্তর্নিহিত থাকিয়া তৎসাধনভূত উপাদানসমূহকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে ও প্রাণীশরীরে এই শ্রেণীর সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়; শরীরের সমস্ত কার্য্যই প্রাণসংস্থিতির উপর লক্ষ্য করিয়া নির্ব্বাহিত হইতেছে এবং প্রাণ শরীরের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহার প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। এইরূপ উভয়ের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ায় সামঞ্জস্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

কাণ্টের দর্শন য়ুরোপীয় দার্শনিকজগতে যেরূপ বিস্তার লাভ করিয়াছিল, অন্য কোন দর্শনের ভাগ্যে তদ্রূপ ঘটে নাই। দার্শনিক প্রথার অভিনব মতের বৈচিত্র হেতু শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই দৃষ্টি দর্শনশাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। কাণ্টের মতানুবর্ত্তী পণ্ডিতগণের মধ্যে রিনহোল্ড (Reinhold), বার্ডিলি (Bardili), সুলজ (Schulze), ফ্রাইজ (Fries), ক্রুগ (Krug), বাউটারবেক (Bouterweck) এই কএকজন পণ্ডিতই বিশেষ প্রসিদ্ধ। উপরিউক্ত পণ্ডিতগণ কাণ্টীয় দর্শনের সমর্থন এবং ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন।

কাণ্টের দার্শনিক ভিত্তির উপর যাঁহারা নিজ দর্শনের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, এই সকল দার্শনিকদিগের মধ্যে ফিক্‌টের (Fichte) নাম সবিশেষ প্রসিদ্ধ।

ফিক্‌টে-প্রবর্ত্তিত দর্শন কাণ্ট-দর্শনের সাক্ষাৎ ফলস্বরূপ। কাণ্টের প্রবর্ত্তিত দার্শনিকের মধ্যে দ্বৈতবাদের (dualism) সমাবেশ দেখা যায়; ফিক্‌টের মতে কাণ্টের দর্শনের মূলভিত্তি জ্ঞানতত্ত্ব (theory of knowledge) পর্য্যালোচনা করিলে এই দ্বৈতবাদের অস্তিত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে না। ফিক্‌টে বলিয়াছেন, কাণ্ট-দর্শনের মূলভিত্তি হইতে যদি ন্যায়সঙ্গত প্রণালীনুসারে মীমাংসা করা যায়, তবে ফিক্‌টের স্বপ্রবর্ত্তিত মতে অর্থাৎ তৎপ্রবর্ত্তিত অদ্বৈতবাদে উপনীত হইতে হইবে।

ফিক্‌টের দর্শন কাণ্টীয় দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা ইতিপূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। সুতরাং ফিক্‌টেকে কাণ্টের সহিত এক দর্শনসম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। কিন্তু এই শ্রেণীর দার্শনিকগণ কাণ্টের দার্শনিক মত আদৌ গ্রহণ করেন নাই; দার্শনিক জ্যাকবি (Jacobi) এই সম্প্রদায়ের অগ্রণী। কাণ্ট তদীয় দর্শনে (Critic of Pure Reason) যে অজ্ঞেয়বাদ প্রচার করেন, তাহাতে লোকের মনে আশঙ্কা ও ভীতির সঞ্চার হয়। জ্ঞান (empirical knowledge) ঈশ্বর ও আত্মার অস্তিত্বের বিষয় অণুমাত্রও অবগত নহে, মানবের মনে এই বিশ্বাস নিরাশা ও বিপদের সঞ্চার করে। যদিও 'প্র্যাক্‌টিক্যাল্ রিজন্' অংশে কাণ্ট ঈশ্বর ও আত্মার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু উহা প্রমাণসহকারে গৃহীত না হইয়া স্বীকৃত বিষয়স্বরূপ (as postulates) গৃহীত হইয়াছে বলিয়া এরূপ অস্তিত্ব-স্বীকারে লোকের মনে তুষ্টিবিধান করিতে পারে নাই। জ্যাকবি (Jacobi)-প্রবর্ত্তিত দর্শন কাণ্টীয় দর্শনের প্রতিক্রিয়া হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। কাণ্টের মতে যাহা প্রমাণের বিষয়ীভূত, তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে বা তাহার উপর আমাদের বিশ্বাস জন্মিতে পারে না। জ্যাকবি ইহার বিপরীতমত প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলেন, যাহা আমাদের জ্ঞানের উচ্চসীমায় অবস্থিত, যেমন আস্তিক্য জ্ঞান ইত্যাদি, তাহা প্রমাণের অতীত; প্রমাণের প্রক্রিয়াবলী এই স্থানে পৌঁছিতে পারে না। সুতরাং এই সকল বিষয়ের জ্ঞান আমাদের অনুভূতিমূলক জ্ঞান (feeling), মনের সাংসিদ্ধিক আস্তিক্য বুদ্ধির (belief or intuitive cognition) উপর নির্ভর করে। জ্যাকবি কাণ্ট দর্শনের প্রতিবাদ করিয়া স্বপ্রবর্ত্তিত এই আস্তিক্য বিশ্বাসমূলক দর্শনের (Faith philosophy) প্রচার করিয়াছেন।

ফিক্‌টে-প্রবর্ত্তিত দর্শন (Fichtean Philosophy)।

কাণ্ট বাহ্যজগতের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। বাহ্য জগতের স্বরূপ আমাদের অজ্ঞেয় হইলেও বাহ্যজগৎ আমাদের মনের উপর আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। বাহ্যজগতের প্রকৃতি না জানিলেও মনের উপর ক্রিয়া (outer impact) আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। ফিক্‌টের মতে কাণ্টের নির্দিষ্ট বাহ্যজগতের অস্তিত্ব ভ্রমাত্মক, আমাদের হইতে স্বতন্ত্র এবং বিভিন্নপ্রকৃতিক বাহ্যজগৎ বলিয়া কোন পদার্থের অস্তিত্ব নির্দ্দেশ অসঙ্গত। কিরূপ যুক্তি অব-

লঘন করিয়া ফিক্‌টে উপরিউক্ত তত্ত্বে উপনীত হইয়াছেন, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করা যাইবে।

আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞানের প্রত্যেক কার্য্যেই (in every perception) জ্ঞাতা (subject or ego) এবং জ্ঞানের বিষয় (object or non-ego) এই দুইটী নিত্য অংশ বিদ্যমান আছে। এই দুইটী অংশই দ্বৈতবাদের সূচনা করিতেছে এবং এই দুইটীর একটী অন্যটীর রূপান্তর বা অন্যটী হইতে আবির্ভূত হইয়াছে দেখাইতে পারিলে অদ্বৈতবাদ মতের প্রতিষ্ঠা করা হইল। যদি জ্ঞাতা অর্থাৎ মন (ego) জ্ঞেয় পদার্থ অর্থাৎ বাহ্যজগৎ (non-ego) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা প্রতিপন্ন করা যায়, অর্থাৎ মন জড়ের বিকারমাত্র স্বতন্ত্র কোন পদার্থ নহে ইহা দেখান যায়, তাহা হইলে জড়বাদের (materialism) প্রতিষ্ঠা করা হইল। কিংবা জ্ঞেয়পদার্থ (non-ego) জ্ঞাতা হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে অর্থাৎ বাহ্যজগৎ মন হইতে কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, ইহা প্রতিপন্ন হইলে অধ্যাত্মবাদ বা আইডিয়ালিজমের (idealism) প্রতিষ্ঠা হইল। ফিক্‌টে শেষোক্ত মতের প্রবর্ত্তক। ফিক্‌টে বলিয়াছেন, কাণ্ট যে বস্তুর স্বরূপের (things in themselves) অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তাহার মূল কি? কাণ্ট বলেন, বস্তুর স্বরূপ আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির (sensation) উদ্বোধন করিয়াছে। ফিক্‌টে বলেন, ইন্দ্রিয়ানুভূতিসমূহের (sensations) কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বাহ্যবস্তুর অস্তিত্বকল্পনা ভ্রমাত্মক। বাহ্য বস্তু, যাহা মন হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া প্রচলিত বিশ্বাস, তাহা কিরূপে মনের উপর আপন ক্রিয়া বিস্তার করিতে পারে? সুতরাং বাহ্য জগৎ মনঃসৃষ্ট পদার্থ, অতি-মানস পদার্থ নহে (not-extramental thing)।

ফিক্‌টে বলেন, আত্মা (ego) সর্ব্ববিষয়ের মূলাধার এবং এক আত্মা হইতে সকল বিষয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। এই আত্মা বলিতে ব্যক্তিগত আত্মজ্ঞান (individual ego) বুঝায় না; বিশ্বজনিক জ্ঞানের মূলস্বরূপ পরমাত্মা বা মূল প্রজ্ঞাশক্তি (universal ego or universal reason) বুঝায়। দার্শনিক ফিক্‌টেই সর্ব্বপ্রথম ডাইলেকটিক্ প্রথার (dialectic method) সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। কাণ্ট তদীয় দার্শনিক মত সমূহের প্রচারে, ফিক্‌টের ন্যায় কোন একটী তত্ত্বের (principle) অবতারণা হইতে অন্যান্য তত্ত্বসমূহের অস্তিত্ব প্রমাণ (deduce) না করিয়া, অভিজ্ঞতামূলক প্রণালীর (empirical method) উপর সম্পূর্ণরূপ নির্ভর করিয়াছেন। ফিক্‌টের মতে জ্ঞানের ক্রম এই, দুইটী বিরোধী পক্ষের বা প্রতিজ্ঞার সমন্বয়ে (synthesis), তৃতীয় পক্ষের অর্থাৎ সমন্বয় পক্ষের উৎপত্তি হয়। এই তৃতীয় প্রতিজ্ঞা অপর দুইটীর সমাহারমাত্র (mere juxtaposition) নহে। তৃতীয় প্রতিজ্ঞা নূতন তত্ত্বের অবতারণা করে। এরূপ দ্বিতীয় সমন্বয় পক্ষের বিরোধী প্রতিজ্ঞার স্থাপন করিয়া উভয়ের যোগে আবার তৃতীয় সমন্বয়-পক্ষের (third synthesis) উৎপত্তি হয়। জ্ঞানের পরবর্ত্তী ক্রমও এইরূপ। ফিক্‌টে একত্বজ্ঞান (the principle of identity) আমাদের জ্ঞানের মূল বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। একত্বজ্ঞান সংশয়ের অতীত, একত্বজ্ঞান না থাকিলে আমাদের জ্ঞানমাত্রই থাকিতে পারে না। ফিক্‌টে-প্রবর্ত্তিত এই সূত্রটী ক = ক, এই আকারে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। আমিত্ব = আমিত্ব, এই প্রতিজ্ঞা দ্বারা আমিত্ব যে সর্ব্বজ্ঞানের মূল, ইহা সূচিত হইতেছে। এই প্রতিজ্ঞা আত্মজ্ঞানের কর্ত্তা ও বিষয় উভয়ই। দ্বিতীয় তত্ত্বটীও ফিক্‌টে নিম্নলিখিত আকারে প্রকাশ করিয়াছেন, অ—ক নহে = ক (Non—A is not = A) উপরিউক্ত প্রতিজ্ঞাটী সর্ব্বতোভাবে নিরপেক্ষ নহে; কারণ অ—ক, অর্থাৎ ক হইতে স্বতন্ত্র বস্তুর অস্তিত্ব যদি কল্পনা করিতে যাওয়া যায়, তাহা হইলে ক'র অস্তিত্ব পূর্ব্বে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে; যেহেতু ক কিরূপ না জানিলে অ—ক'র জ্ঞান সম্ভবে না। অনাত্ম বস্তু নহে—আত্মা (non-ego is not—ego); এই প্রতিজ্ঞা হইতে উপলব্ধি হইতেছে যে, আত্মা হইতে স্বতন্ত্র বস্তুর অস্তিত্বজ্ঞান আত্মজ্ঞানের উপর নির্ভর করে। কারণ আত্মা (ego) কি? এই জ্ঞান পূর্ব্বে না জন্মিলে অনাত্মবস্তুর (non ego) জ্ঞান জন্মিতে পারে না। সুতরাং আত্মার অস্তিত্ব জ্ঞান (ego) পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। উপরোক্ত দুইটী প্রতিজ্ঞা, ফিক্‌টের মতে যথাক্রমে পূর্ব্বপক্ষ (thesis) ও উত্তরপক্ষের (antithesis) স্থানীয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ফিক্‌টে দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞায় আত্মজ্ঞান এবং অনাত্মজ্ঞানমূলক (ego and non ego) দ্বৈতবাদের সন্নিবেশ করিয়াছেন। যদি আত্মজ্ঞানই সকল জ্ঞানের মূল হয় এবং আত্মার অন্যনিরপেক্ষ অস্তিত্ব সর্ব্বপ্রথম স্বীকার করিয়া লইতে হয়; তাহা হইলে অনাত্মবস্তুর (non ego) অস্তিত্ব জ্ঞানের উৎপত্তি কিরূপে সাধিত হইয়াছে? অনাত্ম বস্তু অর্থে আত্মার বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত; কিন্তু আদৌ যদি একমাত্র অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়, তবে অনাত্ম বস্তু আত্মারই অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু অনাত্ম বলিতে আত্মার বিপরীত-প্রকৃতিক পদার্থ বুঝায়; এজন্য উভয়ের একত্র সংস্থিতি (position and contraposition) অন্যোন্যবিরোধ সূচনা করিতেছে। ফিক্‌টে দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞার অবতারণা কালে এই দ্বৈতজ্ঞানমূলক বিরোধতত্ত্বের (the principle of contra-

diction) সন্নিবেশ করিয়াছেন। তৃতীয় প্রতিজ্ঞার প্রথম প্রতিজ্ঞা পূর্ব্ব পক্ষ এবং দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা উত্তরপক্ষ, এই উভয় পক্ষের সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞার বিরোধ-সমন্বয়ের মূল মর্ম্ম এইরূপ,—অনাত্ম বস্তু (non-ego) প্রকৃতপক্ষে আত্মাতিরিক্ত কোন পদার্থ নহে, উহা আত্মারই অংশবিশেষ। আমাদের জ্ঞানরাজ্যে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, আত্ম ও অনাত্ম এই যে ভেদ লক্ষিত হয়, ফিক্‌টের মতে, এই ভেদজ্ঞান আত্মার নিজকৃত। জ্ঞানরাজ্যে আত্মা নিজেই এই ভেদজ্ঞানের সৃষ্টি করিয়াছে ("In the ego I oppose to the divisible ego a divisible non-ego")। সুতরাং বাহ্যজগৎ আত্মার স্বনিয়ন্ত্রিত সীমা মাত্র, অর্থাৎ আত্মা আপনাকেই সীমাবদ্ধ করিয়া বাহ্যজগৎরূপে প্রতীয়মান হইয়াছে।

ফিক্‌টের মতের সার এই—আদি কারণস্বরূপ একমাত্র পরমাত্মা (absolute ego) বিদ্যমান আছে; চৈতন্যই ইহার স্বরূপ। কিন্তু চিন্তা থাকিলে চিন্তার বিষয়ের অস্তিত্ব সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করিতে হইবে। পরমাত্মা নিজেই নিজ চিন্তার বিষয়; প্রকৃতি (nature) ও পুরুষ (mind) জ্ঞেয় ও জ্ঞাতারূপে পরমাত্মা-দর্পণে প্রতিবিম্বের ন্যায় আত্মস্বরূপ অনুভব করিতেছেন। আত্মস্বরূপানুভব আত্মজ্ঞান (self-consciousness)-সাপেক্ষ; জীবাত্মায় (finite egos) আত্মজ্ঞানের বিকাশ হইয়াছে। কিন্তু পরমাত্মা (absolute egos) জীবাত্মাসমূহের সমষ্টিমাত্র নহে, সুতরাং জীবাত্মাসমূহের আত্মজ্ঞানলাভ হইলেই পরমাত্মার স্বরূপানুভূতি ঘটে না। অনন্ত আত্মজ্ঞানের (infinite and absolute self-consciousness) উদয় হইলে পরমাত্মার আত্মানুভূতির সম্পূর্ণতা ঘটে, এই উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া বিকাশ কার্য্য চলিতেছে।

ফিক্‌টে স্বীয় দর্শনের ক্রিয়াতত্ত্বমূলক অংশে (Practical Philosophy) জ্ঞানতত্ত্বমূলক অংশের তত্ত্বসমূহ ব্যক্তিগত জীবনের ক্রিয়াকলাপে আরোপ করিয়াছেন। তদীয় দর্শনের এই অংশে নীতিতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব এবং রাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

ধর্ম্মতত্ত্ব-আলোচনাকালে ফিক্‌টে জগতের নৈতিক-শৃঙ্খলাকে ঈশ্বরের স্বরূপ (God is the moral order of the universe) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, ঈশ্বরের অন্য স্বরূপ আমাদের ধারণার বহির্ভূত। ধর্ম্মানুমত কার্য্য দ্বারা আমাদের অন্তর্নিহিত ঈশ্বরত্ব জাগ্রত হইয়া থাকে। কাণ্টের ন্যায়, ফিক্‌টে নীতিকেই (morality) ধর্ম্মের (religion) মূল বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; ধর্ম্ম নীতি হইতে স্বতন্ত্র অপর কোন পদার্থই নহে। ঈশ্বরোপলব্ধি উভয়েরই উদ্দেশ্য। নৈতিক জীবনে কার্য্য দ্বারা এবং ধর্ম্ম-জীবনে বিশ্বাস বলে ঈশ্বরোপলব্ধি হইয়া থাকে। [পরবর্ত্তী পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের মত য়ুরোপীয় দর্শন শব্দে দ্রষ্টব্য।]

পাশ্চাত্য বৈদিক (পুং) পাশ্চাত্যঃ বৈদিকঃ কর্ম্মধা°। ১ পশ্চিমদেশস্থ বেদাধ্যায়ী অথবা বেদবিৎ ব্রাহ্মণ। ২ বঙ্গবাসী ব্রাহ্মণশ্রেণীভেদ।

বৈদিক কুলমঞ্জরীতে লিখিত আছে, পূর্ব্বে এই গৌড়দেশে ত্রিবিক্রম নামে চন্দ্রবংশীয় একজন প্রথিতযশাঃ রাজা ছিলেন। সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় রূপগুণবতী তাঁহার একটী বনিতা ছিল। রাজা ত্রিবিক্রম ঐ স্ত্রীর গর্ভে বিমলসেন নামক একটী পুত্র উৎপাদন করেন। উপযুক্ত সময়ে বিমলসেন বিবিধ বিদ্যাগুণে বিভূষিত হইয়া পৈতৃক সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি প্রজাদিগকে সম্যক্ প্রতিপালনপূর্ব্বক নিরাপদে পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে রাজা বিমলসেনের ঔরসে মহিষী গুণবতী মালতীর গর্ভে দুইটী পুত্র সন্তান জন্মে। ঐ পুত্রদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম মল্লবর্ম্মা এবং কনিষ্ঠের নাম শ্যামলবর্ম্মা। মল্লবর্ম্মা রাজোচিত ধৈর্য্য বীর্য্যাদি নিখিল গুণের আকর ছিলেন, পিতার অবসানে ইনিই সিংহাসনে আরোহণ করেন। কনিষ্ঠ শ্যামলবর্ম্মাও জ্যেষ্ঠের ন্যায় বহু গুণে ভূষিত ছিলেন, ইনি জ্যেষ্ঠ মল্লবর্ম্মাকে পিতৃপদে অভিষিক্ত দেখিয়া দিগ্‌বিজয় করিতে সঙ্কল্প করিলেন এবং অবিলম্বেই বহুসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে নিজ পুরী হইতে নির্গত হইয়া নানাদেশ দেশান্তরস্থ নৃপতিগণ সহ যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিলেন। ইনি তীব্র পরাক্রমে অনেক রাজাকে পরাজিত করিয়া পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, পরে বসতি কামনায় গৌড়ান্তর্গত বিক্রমপুর নামক স্থানের রমণীয় উপান্তভাগে একটী পুরী নির্ম্মাণ করিয়া প্রজাপালন ও সুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কাশী নগরীতে নীলকণ্ঠ নামে একজন সর্ব্বগুণসম্পন্ন রাজা ছিলেন। ইনি একদিন স্বীয় কন্যাকে পাত্রস্থ করিতে অভিলাষী হইয়া কোন্ স্থানে কাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিলে ভাল হয় এতদ্বিষয়ে পণ্ডিতদিগের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলেন। পণ্ডিতগণ রাজাদিগের কুলশীল বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন, তাঁহারা রাজার বাক্য শুনিয়া বলিতে লাগিলেন, 'রাজন্! শ্যামলবর্ম্মা নামে একজন চন্দ্রবংশীয় রাজা আছেন, ইনি রাজোচিত সমস্ত গুণেই বিভূষিত। আমাদের মতে ইনিই আপনার কন্যার উপযুক্ত বর হইবেন।' রাজা নীলকণ্ঠ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের নিকট শ্যামলবর্ম্মার তাদৃশ কীর্ত্তিকথা শ্রবণ করিয়া সানন্দমনে তাঁহাকেই কন্যা সম্প্রদান করিতে অভিলাষী হইলেন এবং অবিলম্বেই কএকজন কার্য্যকুশল দূত গৌড়দেশে প্রেরণ করিলেন। দূতগণ যথাসময়ে উপনীত হইয়া বিধিমতভাবে

গৌড়াধিপতিকে স্তব করিতে লাগিল। রাজা শ্যামলবর্ম্মা তাঁহাদিগের নাম ধাম এবং আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাহারা সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া শেষে বিবাহের প্রস্তাব করিল। রাজা শ্যামল সম্মত হইলে নীলকণ্ঠের সুন্দরী কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইল। বিবাহ করিয়া শ্যামলবর্ম্মা কাশী হইতে গৌড়ে আসিলেন। কিছুদিন পরে একদা দিবাভাগেই তাঁহার সৌধশিখরোপরি একটী শকুনি আসিয়া নিপতিত হইল, তদবধি রাজ্যমধ্যে নানা প্রকার অশান্তির সঞ্চার হওয়ায় রাজা শ্যামলবর্ম্মা কতিপয় প্রধান প্রধান পণ্ডিতের নিকট গৃহে শকুনি পড়িলে কি কি অশান্তি হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন। পরে তাঁহাদের নিকট গৃহোপরি গৃধ্রপতন উৎপাতেরই কারণ ইহা শ্রবণ করিয়া তিনি গৌড়বাসী ব্রাহ্মণদিগকে শান্তিবিধান করিতে অনুরোধ করেন। রাজার অনুরোধবাক্যে তদানীন্তন গৌড়বাসী ব্রাহ্মণগণ "সাগ্নিক ব্রাহ্মণ ব্যতীত শান্তি সংস্থাপিত হওয়া অসম্ভব" এই উত্তর করিলেন। রাজা ক্রমেই নানাবিধ বিঘ্নের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া চিন্তিত হইলেন এবং পরামর্শ করিয়া পত্নীর সহিত কাশীধামে শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইলেন। তথায় শ্বশুর কাশীপতির নিকট ঐ ঘটনা বিবৃত করিলেন। কাশীপতি সেই ভীষণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে আনয়ন করেন এবং তাঁহাদিগকে শান্তিবিধানের নিমিত্ত গৌড়ে যাইতে অনুরোধ করেন। সেই জলদগ্নিসদৃশ ব্রাহ্মণগণ রাজানুরোধে গৌড়ে আসিতে সম্মত হইলে গৌড়েশ্বর স্বদেশে আসিয়া একটী যজ্ঞের আয়োজন করেন এবং সেই পঞ্চগোত্রোদ্ভব অশেষগুণশালী পঞ্চব্রাহ্মণের গুণরাশি প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাদিগকে স্বদেশে আহ্বান করিলেন। এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের নাম যশোধর, বেদগর্ভ, রত্নগর্ভ, শ্রীমান্ ও বেদান্তবাগীশ, ইহাদিগের মধ্যে যশোধর ঋগ্বেদী শুনকগোত্রীয়, বেদগর্ভ শাণ্ডিল্যগোত্রীয়, রত্নগর্ভ বশিষ্ঠ গোত্রীয়, বেদান্তবাগীশ সাবর্ণগোত্রীয় এবং শ্রীমান্ সামবেদী ভরদ্বাজ গোত্রীয়। ইহারা সকলেই ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং নিখিলশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ ১০০১ শকে গৌড়দেশে আগমন করেন। রাজা এই সকল ব্রাহ্মণ দ্বারাই যথাবিধি যজ্ঞ করাইয়া স্বরাজ্যে শান্তি বিধান করেন। এই পঞ্চ ব্রাহ্মণই বর্ত্তমান শ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্য বৈদিকগণের আদিপুরুষ।

রাজা শ্যামলবর্ম্মা এই পঞ্চ ব্রাহ্মণকে বঙ্গদেশে বাস করাইবার জন্য যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ তাঁহাদিগকে সামন্তসার, জয়ারি, আলাধি, দধীচি, মধ্যভাগ, মরীচি, শাণ্ডালি, ব্রহ্মপুর, আখরা, পানকুণ্ড, কোটালীপাড়, চন্দ্রদ্বীপ, নবদ্বীপ ও গৌরালি এই চতুর্দ্দশটী গ্রাম দান করেন। এই ব্রাহ্মণগণ মধ্যে একবার নিজ দেশে গমন করেন, কিন্তু তথাকার ব্রাহ্মণগণ ইহাদিগকে পূর্ব্ববৎ সম্মানাদর না করায় ইহারা নিজ নিজ পুত্রকলত্রাদি সঙ্গে লইয়া তথা হইতে পুনরায় বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসেন। ইহারা ফিরিয়া আসিলে পর রাজা পূর্ব্বপ্রদত্ত চতুর্দ্দশ গ্রামের মধ্যে যশোধরকে চন্দ্রদ্বীপ, কোটালীপাড়া ও সামন্তসার; বেদগর্ভকে মধ্যভাগ, আখরা ও পানকুণ্ড, রত্নগর্ভকে আলাধি গৌরালি ও জয়ারি, শ্রীমান্‌কে দধীচি ও নবদ্বীপ এবং বেদান্তবাগীশকে মরীচি, শাণ্ডালি ও ব্রহ্মপুর বিভাগ করিয়া দিলেন। অতঃপর ইহাদিগের মধ্যে যশোধর সামন্তসারে, বেদগর্ভ আখরায়, রত্নগর্ভ গৌরালিতে, শ্রীমান্ নবদ্বীপে এবং বেদান্তবাগীশ শাণ্ডালিতে বাস করিতে লাগিলেন।

উক্ত কুলমঞ্জরীরই আর এক স্থানে লিখিত আছে, শুনক এবং শৌনক ইহারা এক নহে। শুনকগোত্রীয় যশোধর স্বীয় পুত্রকলত্রাদির সহিত সামন্তসারে বাস করিতেছিলেন, একদা তাঁহার পূর্ব্বমিত্র যশোধর নামক শৌনক গোত্রীয় অপর আর একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। শুনক-যশোধর বহুদিনের পর স্বীয় মিত্রকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। মিত্র (শৌনক যশোধর) বলিলেন,—মিত্র! বহুদিন যাবৎ তোমাকে না দেখিয়া আমার চিত্ত ব্যাকুল হইয়াছিল, বিশেষতঃ সম্প্রতি আবার আমি স্ত্রীপুত্র-হীন হইয়া আরও ব্যাকুল হইয়াছি; এক্ষণে কোথায় যাইব, কি করিব, এইরূপ চিন্তা করিয়া আমার চিত্ত সর্ব্বদাই সন্তপ্ত হইতেছিল; এজন্য আমি নিরুপায় হইয়া মিত্র (তোমাকে) দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে এই গৌড়দেশে উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে আমার কি গতি হইবে, তুমি তাহা বলিয়া দাও। শৌনকগোত্রীয় যশোধরের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে নিজালয়েই বাস করিতে অনুরোধ করিলেন। শৌনক যশোধর মিত্রবাক্য শ্রবণ করিয়া স্বদেশপরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল বন্ধুত্ববন্ধনে আবদ্ধ হইয়াই তথায় বাস করিতে সম্মত হইলেন। শৌনক যশোধরও শাস্ত্রজ্ঞ পুণ্যাত্মা এবং ধার্ম্মিক ছিলেন, ইনি বর্ম্মবংশীয় বঙ্গরাজকে শূদ্র মনে করিয়া তাঁহার দানগ্রহণ করিতে স্বীকার করেন নাই। অতঃপর শুনক যশোধর মিত্র শৌনক যশোধরকে নিজ বাসস্থান সামন্তসার দান করিলেন এবং রাজানুমতি হইয়া তথাকার অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকে বলিলেন, ইনি আমার বন্ধু; ইনি সর্ব্বশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন এবং দেবভক্ত। ইহার মতি সর্ব্বদাই ধর্ম্মকার্য্যে লিপ্ত আছে, তোমরা ইহাকেও আমার ন্যায়ই বিবেচনা করিবে। ইনি শৌনক গোত্রীয় হইলেও আমার গোত্রের ন্যায়ই সম্মানিত হইবেন এবং ইনি

আমাদিগের কুলবৃত্তান্ত সকল পুস্তকাকারে লিখিয়া রাখিবেন। তাহা হইলেই ইহার সহিত আমাদিগের পরস্পর প্রীতি থাকিবে। শুনক যশোধরের বাক্য শুনিয়া সমাগত ব্রাহ্মণগণ সকলেই এ বিষয়ে সম্মতিপ্রকাশপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর কিছুদিন পরে রথীতরগোত্রীয় একজন ব্রাহ্মণ স্ত্রীপুত্রাদির সহিত গৌড়দেশে বাস করিবার জন্ত আগমন করেন, তাঁহার একটী পরম সুন্দরী কন্তা ছিল। শৌনক গোত্রীয় যশোধর সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া মিত্রানুগ্রহে সামন্তসারেই বাস করিতে লাগিলেন এবং মিত্রাদেশে বৈদিকদিগের কুলবৃত্তান্ত লিখিয়া রাখাই ইহার প্রধান কাজ হইয়া উঠিল।

উক্ত কুলমঞ্জরীর আর এক স্থানে ষষ্ঠগোত্র সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে,—

পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণদিগের আগমনের পর যাঁহারা কান্যকুব্জ প্রভৃতি স্থান হইতে গৌড়দেশে আসিয়া বাস করেন, তাঁহারা ষষ্ঠগোত্র বলিয়া আখ্যাত হন। ঐ সকল ব্রাহ্মণও বেদবিৎ ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। ইহারা ক্রিয়াকর্ম্মভেদে উত্তম, মধ্যম এবং অধম এই তিন প্রকারে বিভক্ত হইয়াছেন। কৃষ্ণাত্রেয়, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, শৌনক, কাশ্যপ, বাৎস্য, ঘৃতকৌশিক এবং গৌতম এই কয়টী গোত্র আছে, এতদ্ভিন্ন পরাশর, অগ্নিবেশ্য, সঙ্কর্ষণ, রথীতর, আত্রেয় ও কৌশিক এই কয়টী গোত্রও দেখা যায়।

উপরি উক্ত গোত্রসমূহের মধ্যে কৃষ্ণাত্রেয় সামবেদী, শৌনক ঋগ্‌বেদী, ভরদ্বাজ যজুর্ব্বেদী, গৌতম সামবেদী এবং যজুর্ব্বেদী। বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, বাৎস্য এবং রথীতর ইহারা সকলেই যজুর্ব্বেদী।

যজুর্ব্বেদী মৌদ্‌গল্য, ঋগ্‌বেদী গৌতম এবং বশিষ্ঠ প্রভৃতি কয়েকটী গোত্র গঙ্গাতীরবাসী।

সমাজদারদিগের কুলগ্রন্থে উক্ত বিবরণ একটু ভিন্নরূপ আছে। সামন্তচূড়ামণিরচিত শ্যামলচরিতে লিখিত আছে,—"গৌড়েশ্বর শ্যামলবর্ম্মা কাশীশ্বর জয়চন্দ্রের কন্তা সুশীলার পাণিগ্রহণ করেন। দৈবাৎ এক দিন তাঁহার প্রাসাদের উপর গৃধ্র পতিত হয়। তজ্জন্ত রাজা গৌড়বাসী বিপ্র আনিয়া শান্তি-কার্য্য করাইলেন; কিন্তু তাহাতেও ঘোরতর উৎপাত দূর হইল না। তখন বিপ্রগণ রাজাকে বলিলেন, "আমরা শুনিয়াছি, এ নিরগ্নিক দেশ; আপনি ত্বরায় সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করুন, তবে এই উৎপাত দূর হইবে।" রাজা জানিতেন, সহজে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ এ দেশে আসিবেন না। সেই জন্য তিনি নিজ পত্নীকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। কিছু দিন তথায় থাকিয়া পত্নীর ব্রতস্বস্ত্যয়নাদি সম্পন্ন করিবার ছলে পত্নী দ্বারা কাশীশ্বরের নিকট এক সাগ্নিক বিপ্র প্রার্থনা করিলেন। কাশী-শ্বর কন্যার সহিত এক বেদবিৎ ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার নাম যশোধর, তিনি কনৌজীয়, শৌনকগোত্রসম্ভব, ঋগ্বেদী ও সাঙ্গত্রিবেদপারদর্শী; বারাণসীর পশ্চিমাংশে অবস্থিত কর্ণাবতী নামক সমাজে তাঁহার বাস ছিল। ১০০১ শকে বৈশাখ মাসে শুক্লপক্ষের দশমী তিথিতে যশোধর স্ত্রীপুত্রসহ (বঙ্গের অন্তর্গত) কুস্তলে আগমন করেন। এখানে তিনি মঙ্গলার্থ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। তিনি মন্ত্রপ্রভাবে সেই পূর্ব্ব-পতিত গৃধ্রকে পুনরায় সৌধে আনিয়া যজ্ঞ স্থলে তাহাকে নিহত করিলেন। পরে তাহাকে পুনরায় বাঁচাইয়া দিলেন। এইরূপে যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইলে সকল উৎপাত নিবারিত হইল। তাহাতে রাজা শ্যামলবর্ম্মা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে তাম্রশাসন দ্বারা বাসার্থ গ্রাম দান করেন। এখানে যশোধর পুত্রদারাদি সহ বাস করিতে থাকেন। কিন্তু এখানে আর সাগ্নিক ব্রাহ্মণ না থাকায় তিনি রাজাকে বলেন, যে, সাগ্নিক বিপ্র বিনা কিরূপে পুত্রকন্তার বিবাহ চলিবে। রাজা তাঁহাকে বিধিমতে সন্তুষ্ট করিয়া কহিলেন, আপনি ইচ্ছামত সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনাইতে পারেন, আমি তাঁহাদের বাসের জন্তও নগর প্রদান করিব। তখন যশোধর পুনরায় দেশে গিয়া ১০০২ শকে বন্ধু ও পরিবারাদি সহ চারি গোত্রের চারিজন সামবেদী সাগ্নিক ব্রাহ্মণকে আনয়ন করিলেন। এই চারিজনের নাম—শাণ্ডিল্যগোত্রে বেদগর্ভ, বশিষ্ঠগোত্রে কার্ত্তিক, সাবর্ণগোত্রে পদ্মনাভ ও ভরদ্বাজগোত্রে জিতামিত্র। রাজা এই চারিজন ব্রাহ্মণের মধ্যে বেদগর্ভ ও তাঁহার পুত্রদিগকে আলাধি, পানকুণ্ড, আখড়া ও মধ্যভাগ এই চারিখানি গ্রাম; বশিষ্ঠ গোত্রীয় কার্ত্তিক ও তাহার তিন পুত্রকে জয়ারি, গৌরালি, শাস্তরু, ব্রহ্মপুর ও চন্দ্রদ্বীপ, সাবর্ণগোত্রীয় পদ্মনাভকে নবদ্বীপ ও দধীচি এবং ভরদ্বাজ গোত্রীয় জিতামিত্রকে কোটালিপাড় ও দধীচি গ্রাম বাসার্থ প্রদান করিলেন। যশোধর সামন্তসার গ্রাম পাইলেন ও সকলের সমাজদার বা সমাজপতি হইলেন।"

জটাধরকৃত পাশ্চাত্যকুলদীপিকায় লিখিত আছে,—"পঞ্চগোত্র আগমনের বহুপরে পাশ্চাত্য-বৈদিকের অন্য শাখা ষষ্ঠগোত্রীয় ছয়জন কান্যকুব্জ হইতে আসিয়াছিলেন। ইহাদিগের মধ্যে কৃষ্ণাত্রেয় গোত্র রূপরাম ১২০৪ শকে জয়ারিনামক স্থানে, গৌতম গোত্রজ বৈষ্ণবানন্দ ১২০৫ শকে কোটালীপাড়ে, কাশ্যপগোত্রজ রামনারায়ণ ১২০৭ শকে নবদ্বীপে, বাৎস্যগোত্রীয় কৃপাচার্য্য (কৃপাট) ১২০৮ শকে চন্দ্রদ্বীপে, বৎস্যগোত্রজ মুকুন্দ আচার্য্য ১২০৯ শকে মধ্যভাগ নামক স্থানে এবং রথীতর গোত্রজ মাধবমিশ্র ১২১০ শকে নবদ্বীপসমাজে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে রূপরাম, বৈষ্ণবানন্দ ও রামনারায়ণ এই তিন জন

সামবেদী এবং রূপ, মুকুন্দ ও মাধবমিশ্র এই তিন জন যজুর্বেদী। ইহারা সামন্তসারের শৌনকগোত্রীয় সমাজদারগণের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সমাজদারগণের যত্নে ইহারা পূর্ব্বাগত পাশ্চাত্য-বৈদিকদিগের সহিত সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হন। বল্লালসেন যেমন রাঢ়ী ও বারেন্দ্র মধ্যে কুলীন ও শ্রোত্রিয় বিভাগ করেন, সেইরূপ পাশ্চাত্যবৈদিকসমাজে পঞ্চগোত্র কুলীন বলিয়া মাননীয় এবং ষষ্ঠগোত্র তাঁহাদিগের নিকট সম্মানে কিছু হীন।"

শান্তরু-সমাজের রূপরামকৃত বৈদিক কুলার্ণবে আখড়া-সমাজ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে,—

কোন সময় আখড়াতে চণ্ডীদাস নামে এক জন শাণ্ডিল্যগোত্রীয় সম্মানিত ব্রাহ্মণ ছিলেন, সৃষ্টিধর, নারায়ণ ও গঙ্গেশ নামে তাঁহার তিনটী পুত্র জন্মে। এই পুত্রত্রয়ের মধ্যে গঙ্গেশ সর্ব্বাপেক্ষা রূপবান্ ছিলেন। হাজি নামক জনৈক যবন তাঁহাকে স্বীয় কন্যাদান করিবার নিমিত্ত তাঁহার জাতি নষ্ট করিয়া তাঁহাকে যবন-সমাজ ভুক্ত করিয়া লয়। গঙ্গেশ জাতিভ্রষ্ট হইয়া যবনসমাজে জগন্নাথ কারফরমা নামে প্রসিদ্ধ হন। নারায়ণের পুত্র ধ্রুবানন্দ, ইনি যবনভয়ে ভীত হইয়া ভোজেশ্বরে গিয়া বাস করেন। চণ্ডীদাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র সৃষ্টিধর অন্য কোথাও না গিয়া জ্ঞাতিগণের পরিত্যক্ত সম্পত্তি লোভে আখড়াতেই বাস করিতে থাকেন। সৃষ্টিধর যবন-সংসর্গে দূষিত হইয়াছেন মনে করিয়া তদানীন্তন বৈদিকগণ সম্বন্ধাদি দ্বারা তাঁহাকে আর সমাজভুক্ত করিলেন না। ইহাতে সৃষ্টিধর বিশেষ চিন্তিত হইলেন। ক্রমে সৃষ্টিধরের দুইটী কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বিবাহযোগ্য হইয়া উঠিল। এই সময় একজন সুন্দর ব্রাহ্মণ সৃষ্টিধরের গৃহে অতিথি হইলেন। সৃষ্টিধর বিধিমতে পরিচর্য্যা করিয়া সেই ব্রাহ্মণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। তদুত্তরে সেই ব্রাহ্মণ পরিচয় দিয়া জানাইলেন তাঁহার নাম হরিহর; তাঁহার অদ্যাপি বিবাহ হয় নাই। সৃষ্টিধর ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকেই কন্যা সম্প্রদান উপযুক্ত মনে করিলেন এবং হরিহরের নিকট নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া হরিহরকে নিজালয়েই থাকিতে অনুরোধ করায় তিনি আপাততঃ সেইখানেই বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে সৃষ্টিধর সমাজ-শোধনে উৎসুক হইয়া চতুর্দ্দশ সমাজস্থ বৈদিকদিগের নিকট গমন করিলেন এবং বিনীত হইয়া তাঁহাদিগের নিকট 'যবন সংসর্গে নিজে দূষিত হন নাই' এই কথা বিবৃত করিলেন। বৈদিকগণ সৃষ্টিধরের বাক্যে তাঁহাকে দোষী মনে না করিয়া সকলে মিলিয়া আখড়ায় গমন করিলেন। তাঁহারা সেখানে গিয়াও সৃষ্টিধর দোষী নয় বলিয়া জানিতে পারিলেন। পরে সৃষ্টিধরের গৃহে গিয়া তাঁহার কন্যা-বিবাহের উদ্‌যোগ-দর্শনে সৃষ্টিধরের নিকট পাত্রের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সৃষ্টিধর স্বকন্যাদ্বয়ের ভাবী বর হরিহরের আমূল পরিচয় দিলেন। হরিহরের পরিচয় শুনিয়া সমাগত বৈদিকগণ ক্রুদ্ধ হইয়া তথা হইতে চলিয়া যাওয়া স্থির করিলেন, কিন্তু চলিয়া গেলে সৃষ্টিধর পূর্ব্ববৎ দোষী হইয়াই থাকিবে, এই ভাবিয়া অনেকেই গেলেন না। কিন্তু শৌনক গোত্রীয়গণ তাদৃশ গর্হিত কার্য্যে একজনও যোগ দিলেন না, সকলেই চলিয়া আসিলেন। এদিকে শৌনকগোত্র ভিন্ন অন্য যে সকল বৈদিক সৃষ্টিধরের গৃহ পরিত্যাগ করিলেন না, তাঁহারা অজ্ঞাতকুলশীল হরিহরকে কন্যাদান করা সঙ্গত কি না এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময় সামবেদী ভরদ্বাজ গোত্রীয় জগন্নাথ নামে এক জন ব্রাহ্মণ সভাস্থ সকলকে হরিহরের পরিচয় বলিতে লাগিলেন। তাঁহার কথায় সকলে জানিতে পারিলেন, যে, তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষ কার্ত্তিকের কথানুসারে যজুর্বেদী ভরদ্বাজ গোত্রীয় রত্ন-গর্ভ শুনক যশোধরকে স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করেন। ঐ কন্যার গর্ভে যশোধরের হরিরাম প্রভৃতি অনেক পুত্র জন্মে, ঐ পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠের পুত্র বৎসরাজ, তৎপুত্র দিনকর, দিনকরের পুত্র পশুপতি, তৎপুত্র শ্রীপতি, এই শ্রীপতিই নবদ্বীপ হইতে কোটালীপাড়ে গিয়া বাস করেন। ইহার পুত্র রাঘবানন্দ সিংহ, তিনি গৌতমগোত্রীয় বৈকুণ্ঠানন্দ মিশ্রের কন্যা বিবাহ করেন, ঐ কন্যার গর্ভে রামভদ্র ও জনার্দ্দন নামে তাঁহার দুই পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ রামভদ্রের পুত্রই এই হরিহর। জগন্নাথ এইরূপ পরিচয় দিয়া শেষে সভাস্থ সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, আপনাদের নিকট আমার একটী প্রার্থনা এই যে, আমার পুত্রদ্বয়ের বৈরাগ্যা-বলম্বনে আমার কুলক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব এই শুনক-গোত্রীয় হরিহর আমাদিগের সমাজাবলম্বনে পঞ্চগোত্র মধ্যে পরিগণিত হউন। তাঁহার প্রার্থনায় সভাস্থ বৈদিকগণ সকলেই সম্মত হইয়া বলিলেন, তবে এই হরিহরকেই আমরা গোষ্ঠীপতি করিলাম, অদ্যাবধি ইনি পঞ্চগোত্র এবং আমাদের তুল্য সম্মানী হইলেন। এই বলিয়া সৃষ্টিধরকে হরিহরের নিকট কন্যা-সম্প্রদান করিতে অনুমতি দিলেন। সৃষ্টিধর অনুমতি পাইয়া গঙ্গা ও কাশী নাম্নী দুইটী কন্যাকেই হরিহরকে সম্প্রদান করিলেন। হরিহর পত্নী দুইটী লইয়া দেশে আসিলেন। সৃষ্টিধর নিরুদ্বেগ হইয়া আখড়াতেই বাস করিতে লাগিলেন। শৌনক গোত্রীয়েরা এই বৃত্তান্ত শুনিয়া শুনকদিগকে কখন পঞ্চগোত্র বলিয়া স্বীকার করিবেন না, বা তাঁহাদিগের সহিত কখন আদান প্রদান করিবেন না, পরস্পর সকলে এইরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলেন। (বৈদিক কুলার্ণব)

এদিকে কোটালীপাড়ার শুনকগণের অনুমোদিত কুলমঞ্জরীতে লিখিত আছে,—"হরিহরের বিবাহে চতুর্দ্দশ সমাজই যোগদান করিয়াছিলেন। ইনি রাজা শ্যামলবর্ম্মানীত যশোধর মিশ্রের প্রকৃত বংশধর বলিয়া ইঁহাকেই সকলে গোষ্ঠীপতিত্বে বরণ করেন। তদবধি হরিহরের সন্তানেরাই গোষ্ঠীপতি বলিয়া সমাজে সম্মানিত হইলেন। ইহাতে সামন্তসারের শৌনক গোত্রীয় সমাজদারগণের অভীষ্ট সিদ্ধি না হওয়ায় হরিহরের বৃথা কুৎসা রটনা করিতে থাকেন। বাস্তবিক কোটালীপাড়ের শুনক ও সামন্তসারের শৌনক মধ্যে এখনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা হ্রাস হয় নাই। এখনও পরস্পর পরস্পরের দোষ রটনা করিতে কুণ্ঠিত নহেন। পাশ্চাত্য বৈদিকদিগের মধ্যে অনেকেই বলিয়া থাকেন যে সামন্তসারের সমাজদারেরাই পূর্ব্বাপর বৈদিকগণের কুলশাস্ত্র রক্ষা করিতেন, কিন্তু হরিহরের গোষ্ঠীপতিত্ব ও তদুপলক্ষে তাঁহাদের মনোমালিন্য হওয়ায় সমাজদারেরা শুনকাদির কুলগ্রন্থ গোপন করিয়াছেন।

ষষ্ঠগোত্র-আগমনের পর আরও অনেক গোত্র আসিয়া পাশ্চাত্য বৈদিক সমাজে প্রবেশ করেন। কিন্তু পঞ্চগোত্র ও ষষ্ঠগোত্রের সহিত উঁহাদের বিশেষ সম্বন্ধ নাই। দুই এক স্থানে সম্বন্ধ হইলেও তাহা অতি নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য। বর্ত্তমানকালেও দেখা যায়, যেখানে যেখানে পঞ্চগোত্রের বাস আছে, সেই স্থানে পঞ্চগোত্র ভিন্ন আর সকলেই ষষ্ঠগোত্র বলিয়া গণ্য। কিন্তু যেখানে পঞ্চগোত্র নাই, তথায় সকলেই সাধারণতঃ বৈদিক নামে খ্যাত হইয়া থাকেন।

পঞ্চগোত্রীয়েরা তাঁহাদের প্রাধান্য স্থাপনের জন্য বলিয়া থাকেন—

'ষষ্ঠগোত্র বৈদিক পঞ্চগোত্রের নিকট হইতে কথনই ধন গ্রহণ করিতে পারিবেন না, বরং ষষ্ঠগোত্রীয়েরা পঞ্চগোত্রীয়দিগকে ধন দিবেন, সমাজস্থাপনাবধি এই রীতি প্রচলিত আছে। পঞ্চগোত্রস্থ বৈদিকগণ সদা সৎকর্ম্মপরায়ণ বলিয়া ইহারা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ক্রমে পঞ্চগোত্রীয় বৈদিকগণ কার্য্যানুসারে কেহ উৎকর্ষ বা কেহ হীনতা লাভ করিয়াছিলেন। সমাজ হইতে বহুকাল পরে এই পঞ্চ গোত্রীয়দিগের মধ্যে যাঁহারা অপরের অধীন হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহারা যদি স্বধর্ম্মপরায়ণ হন, তাহা হইলে তাঁহারা মধ্যম।

সমাজবাসী পঞ্চগোত্রীয় বৈদিকগণ যদি নিন্দিত আচারপরায়ণ হন, তবে তাঁহারা স্বাধীন হইলেও অধম হইবেন।

বৈদিকগণ কন্যাগ্রহণে কুল দেখিবেন না, কিন্তু কন্যা দানের সময় কুল ও বিদ্যা প্রভৃতি সকলই দেখিবেন। ভাল মন্দ বিচার না করিয়া কন্যাদান করিলে তিনি সমাজে নিন্দনীয় ও শুদ্ধভৃৎ নামে অভিহিত হন। এইজন্য সকলে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবেন। যদি কেহ দৈবাৎ হীনবংশে দশমবর্ষীয়া কন্যা সম্প্রদান করেন, তিনি পাশ্চাত্য-বৈদিকদিগের মধ্যে নিন্দনীয় হইয়া থাকেন। দশ বৎসরের মধ্যেই শীলাদি চিন্তা করিতে হয়। কিন্তু কন্যার দ্বাদশ বর্ষ হইলে আর কিছুই দেখিবে না, কেবল ব্রাহ্মণ্য মাত্র দেখিয়া কন্যা সম্প্রদান করিবে। কর্ত্তা স্বয়ং বিবাহের সম্বন্ধ করিবেন না, কোন সামাজিক বন্ধু দ্বারা তাহার অনুষ্ঠান করিবেন। পিতৃপক্ষে সপ্তমী ও মাতৃপক্ষে পঞ্চমী কন্যা বাদ দিয়া বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিবেন। যদি কেহ ইহা বাদ না দেন, তাহা হইলে তিনি নিন্দিত ও অব্যবহার্য্য হইবেন। যদি এইরূপ বাদ দিয়া কন্যা দুষ্প্রাপ্য হয়, তাহা হইলে সমানোদক বাদ দিয়া গ্রহণ করিবেন।

প্রবরাদিভেদে শুনক দুই প্রকার। বৈদিকদিগের মধ্যে যদি কেহ কন্যা বিক্রয় করে, তাহা হইলে তিনি পতিত ও সমাজত্যাজ্য হইবেন এবং যদি কোন পাশ্চাত্য বৈদিক দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যা সম্প্রদান না করেন, তাঁহাকে বৈদিকগণ সমাজ মধ্যে স্থান দেন না। এইরূপ আচার এখনও প্রচলিত আছে।*

পাশ্চাত্যাকরসম্ভব (ক্লী) পাশ্চাত্যে পশ্চিমদিগ্ভবে আকরে সম্ভব উৎপত্তির্যস্য। সাম্ভরী লবণ। পর্য্যায়,—রোমক, রামলবণ। (রত্নমালা)

পাশ্যা (স্ত্রী) পাশানাং সমূহঃ পাশ-য (পাশাদিভ্যো যঃ। পা ৪।২।৪৯)। পাশসমূহ। (অমর)

পাষক (পুং) পষতি বধ্নাতীতি চরণৌ পশ বন্ধে-ণ্বুল্। পাদাভরণবিশেষ। চলিত পাশুলী।

"রত্নপাষকষট্‌কৈশ্চ বিরাজিতপদাঙ্গুলৈঃ।"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ৪ অ°)

পাষণ্ড (পুং) পাপং সনোতি দর্শনসংসর্গাদিনা দদাতীতি ষণ্-ড পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ, বা পাতি রক্ষতি দুষ্কৃতেভ্যো ইতি পা-ক্বিপ্, পা বেদধর্ম্মস্তং ষণ্ডয়তি খণ্ডয়তি, নিষ্ফলং করোতীতি অচ্। বেদাচারপরিত্যাগী। যাঁহারা বেদাচার পরিত্যাগ করেন। পাষণ্ডের লক্ষণ—

"পালনাচ্চ ত্রয়ীধর্ম্মঃ পাশব্দেন নিগদ্যতে।
তং ষণ্ডয়তি তে যস্মাৎ পাষণ্ডাস্তেন হেতুনা।
নানাব্রতধরা নানা-বেশাঃ পাষণ্ডিনো মতাঃ॥"

ত্রয়ী ধর্ম্ম অর্থাৎ বৈদিক ধর্ম্ম পালন করিলে তাহাকে পা কহে, যাহারা এই পা (বেদাচার) খণ্ডন করেন, তাহাদিগকে

* পাশ্চাত্য বৈদিক সম্বন্ধে অপর বিবরণ বিশ্বকোষে তৃতীয় খণ্ডে এবং বিস্তারিত বিবরণ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে ব্রাহ্মণকাণ্ডের দ্বিতীয়াংশে দ্রষ্টব্য।

পাষণ্ড কহে। এই পাষণ্ড সকল নানা বেশ ও নানা ব্রত ধারণ করিয়া বিচরণ করেন। বৌদ্ধ ও জৈনগণও পাষণ্ড নামে অভিহিত হইয়াছেন। পর্য্যায়—বৌদ্ধ ক্ষপণকাদি। (ভরত) সর্ব্বলিঙ্গিন্, কৌলিক, পাষণ্ডিক। (শব্দর°) বৌদ্ধ প্রভৃতিরা বৈদিক মত প্রামাণ্যরূপে স্বীকার করিত না, এইজন্য তাহারা ব্রাহ্মণের নিকট পাষণ্ড নামে অভিহিত হইত।

শাস্ত্রকারগণ এই পাষণ্ডদিগের সহিত আলাপ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। যজ্ঞদীক্ষিত হইয়া ইহাদের সহিত আলাপ বা ইহাদিগকে স্পর্শ করিলে ক্রিয়া হানি হইয়া থাকে। দৈবাৎ দেখিলে সূর্য্য দর্শন করিতে হয়। শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই পাষণ্ড হইতে দূরে অবস্থান করিবেন। এই পাষণ্ড সকল বকধর্ম্মী ও নানাবেশধারী; ইহাদের সংসর্গ যত্নের সহিত পরিত্যাগ বিধেয়।

"ত্যজ পাষণ্ডসংসর্গং সঙ্গং ভজ সতাং সদা।
কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ মোহঞ্চ মদমৎসরৌ॥"

(পদ্মপু° ক্রিয়াযোগসা° ১৬ অ°)

মনু নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিতব, দ্যূতক্রীড়ক, নটবৃত্তিজীবী, ক্রূরচেষ্ট চৌরাদি এবং পাষণ্ড (বৌদ্ধাদি বেদবিরোধী)। ইহাদিগকে রাজা রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিবেন। এই প্রচ্ছন্ন তস্করেরা রাজ্যে থাকিয়া নানাপ্রকার প্রবঞ্চনা দ্বারা ভদ্রদিগের পীড়া উৎপাদন করে। (মনু ৯।২২৫-২৬)

যাঁহারা স্বধর্ম্মভ্রষ্ট এবং নানাপ্রকার নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, অথবা যাহারা বাহিরে ধর্ম্মের ভাণ করিয়া গোপনে অধর্ম্মানুষ্ঠান করে, শাস্ত্রকারগণ ইহাদিগকেই পাষণ্ড বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

পাষণ্ডক (পুং) পাষণ্ড এব স্বার্থে কন্। পাষণ্ড।

পাষণ্ডিন্ (পুং) পা-ত্রয়ীধর্ম্মং ষণ্ডয়তীতি ষণ্ড-ণিনি। পাষণ্ড।

"পাষণ্ডিনো বিকর্ম্মস্থান্ বৈড়ালব্রতিকান্ শঠান্।
হৈতুকান্ বকবৃত্তীংশ্চ বাঙ্মাত্রেণাপি নার্চ্চয়েৎ॥" (মনু ৪।৩০)

পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে ৪২ অধ্যায়ে পাষণ্ডীদিগের আচরণের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—

যাহারা অজ্ঞানমোহিত হইয়া ভগবান্ নারায়ণ ভিন্ন অন্য দেব ও বন্দনীয় এই কথা বলেন, তাহারা পাষণ্ড, যাহারা কপাল দেশে ভস্ম ও অস্থিধারী এবং অবৈদিক লিঙ্গী, অর্থাৎ যাহারা বেদোচিত চিহ্ন ধারণ করে না, বেদাচার মানে না, যাহারা বানপ্রস্থাশ্রমব্যতীত জটাবল্কল ধারণ করে, যাহারা সর্ব্বদা অবৈদিক ক্রিয়াকর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত, যে সকল ব্রাহ্মণ হরির প্রিয়তম শঙ্খ, চক্র ও ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদি চিহ্ন ধারণ করে না, এবং যাহারা শ্রুতি ও স্মৃত্যুক্ত আচার অনুসারে চলে না, যাহারা যজ্ঞে বিষ্ণুকে বাদ দিয়া অন্যের উদ্দেশে হোমদান করে, যে নারায়ণকে ব্রহ্মা ও রুদ্রাদির সহিত তুল্যরূপে অবলোকন করে, যাহারা ভক্তিহীন হইয়া বেদবিহিত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে, যাহারা মন, বাক্য, কায় ও কর্ম্মদ্বারা ভগবানের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করে, ইহারা সকলেই পাষণ্ডী।* যাহারা জীবহিংসক, জীবভক্ষক, অসৎপ্রতিগ্রহরত, দেবল, গ্রামযাজক, ভ্রষ্টাচার, নানাদেবতাপূজক, দেবতার উচ্ছিষ্ট ও শ্রাদ্ধাদিভোজী, শূদ্রের ন্যায় ক্রিয়ারত, বিবিধ অসৎকর্ম্মশীল, অভক্ষ্যভোজী, লোভ, মোহ, মদ, ক্রোধ এবং কামাদি যুক্ত, পারদারিক প্রভৃতি ইহারা সকলেই পাষণ্ডী। যাহারা আশ্রম ধর্ম্ম প্রতিপালন করে না, যে সকল ব্রাহ্মণ সকল বস্তু ভক্ষণ বা সকল বস্তু বিক্রয় করে, যাহারা অশ্বত্থ, তুলসী, তীর্থস্থলাদি, মহাগুরু, সরস্বতী ও গঙ্গাদি নদী সেবা করে না, তাহারা সকলেই পাষণ্ডী। অসিজীবী, মসীজীবী, ধাবক, পাচক এবং মাদক দ্রব্যভোজী হইলেও ব্রাহ্মণ পাষণ্ডী হইয়া থাকে।

পাষণ্ডের সহিত সঙ্গ এবং তদ্‌গৃহে পান ও ভোজন বিশেষ নিষিদ্ধ। যদি দৈবাৎ লোভ বা মোহবশতঃ তদ্‌গৃহে অন্নপানাদি ভোজন করা যায়, তাহা হইলে পরম বৈষ্ণবও এই পাপে পাষণ্ড হইবেন। অসতের সংসর্গে পাপ স্পর্শ করে এবং নানাপ্রকার অনিষ্ট হয়, এই কারণে এই পাষণ্ডদিগের সংসর্গ এত নিন্দিত হইয়াছে। যুক্তিকল্পতরু মতে পাষণ্ডীদিগকে পররাষ্ট্রে নিয়োজিত করিবে।

* "যেহন্যদেবং পরত্বেন বদন্ত্যজ্ঞানমোহিতাঃ।
নারায়ণাজ্জগন্নাথাং তে বৈ পাষণ্ডিনস্তথা॥
কপালভস্মাস্থিধরা যে হ্যবৈদিকলিঙ্গিনঃ।
ঋতে বনস্থাশ্রমাংশ্চ জটাবল্কলধারিণঃ।
অবৈদিকক্রিয়োপেতাস্তে বৈ পাষণ্ডিনস্তথা॥
শঙ্খচক্রোর্দ্ধপুণ্ড্রাদিচিহ্নৈঃ প্রিয়তমৈর্হরেঃ।
রহিতা যে দ্বিজা দেবি! তে বৈ পাষণ্ডিনো মতাঃ॥
শ্রুতিস্মৃত্যুক্তমাচারং যস্তু নাচরতি দ্বিজঃ।
স পাষণ্ডীতি বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বলোকেষু গর্হিতঃ॥
সমস্তযজ্ঞভোক্তারং বিষ্ণুব্রহ্মণ্যদেবতম্।
উদ্দিশ্য দেবতাশ্চৈব জুহোতি চ দদাতি চ॥
স পাষণ্ডীতি বিজ্ঞেয়ঃ স্বতন্ত্রো বাপি কর্ম্মসু।
স্বাতন্ত্র্যাৎ ক্রিয়তে যৈস্তু কর্ম্ম বেদোদিতং মহৎ।
বিনা বৈ ভগবৎপ্রীত্যা তে বৈ পাষণ্ডিনঃ স্মৃতাঃ।
যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ॥
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেৎ সদা।
অনাস্থা ক্রিয়তে যৈস্তু মনোবাক্‌কায়কর্ম্মভিঃ।
বাসুদেবং ন জানাতি স পাষণ্ডী ভবেদ্ দ্বিজঃ॥"

(পদ্মপু° উত্তরখ° ৪২ অ°)

"আক্রুষ্টাংস্ত তথা মূকান্ দৃষ্টার্থাতত্ত্বভাষিণঃ।
পাষণ্ডিনস্তাপসাদীন্ পররাষ্ট্রেষু যোজয়েৎ॥" (যুক্তিকল্পতরু)

পাষাণ (পুং) পষতি পীড়য়ত্যনেনেতি পষ-পীড়নে বাহুলকাৎ আনচ্ (পষের্ণিচ্চ। উণ্ ২।৯০) স চ ণিৎ। প্রস্তর, চলিত পাথর, পর্য্যায় গ্রাব, উপল, অশ্মন্, শিলা, দৃষদ্, দৃশদ্, প্রস্তর, পাষাক, পারটীট, মৃদ্গরু, কাচক। (শব্দর°)

"গতেঽথ নারদে কংসঃ সহাহুয়াথ বালকম্।
পাষাণে প্রোথয়ামাস সুখং প্রাপ চ মন্দধীঃ॥"
(দেবীভাগ° ৪।২১।৫৪)

২ দেবতাপ্রতিমা, দেবতাপ্রতিমা পাষাণে নির্ম্মিত হয়, এইজন্য পাষাণ শব্দে দেবপ্রতিমাও বুঝায়।

"পূজাং বিনা প্রতিষ্ঠাং নাস্তি ন মন্ত্রং বিনা প্রতিষ্ঠা চ।
তদুভয়বিপ্রতিপন্নঃ পশ্যতু গীর্ব্বাণপাষাণম্॥" (আর্য্যাসপ্ত° ৬৮৬)

৩ গন্ধক। (পর্য্যায়মুক্তা°) ৪ করজ্যোতি পাষাণভেদ।
(বৈদ্যকনি°)

পাষাণকদলী (স্ত্রী) কদলীভেদ, কাষ্ঠকদলী। (বৈদ্যকনি°)

পাষাণকুন্দক (পুং) পাষাণভেদক, চলিত পাথরকুচা। ইহার পাঠান্তর পাষাণকুট্টক। (বৈদ্যকনি°)

পাষাণগর্দ্দভ (পুং) হনুসন্ধিজাত ক্ষুদ্ররোগবিশেষ।

বায়ু ও কফ দূষিত হইয়া হনুর সন্ধিস্থানে এই রোগ হয়। ইহাতে কঠিন শোফ অর্থাৎ ফুলা জন্মে। ইহাতে যে যাতনা হয়, তাহা তত অধিক নহে। (সুশ্রুত নিদানস্থা° ১০ অ°) ভাবপ্রকাশে ইহার লক্ষণ ও চিকিৎসা এইরূপ লিখিত আছে,—বায়ু ও কফের প্রকোপ হেতু হনুদেশের সন্ধিতে অল্পবেদনাযুক্ত স্থির অথচ স্নিগ্ধ যে শোথ হয়, তাহাকে পাষাণ-গর্দ্দভ কহে।

ইহার চিকিৎসা—সুচিকিৎসক পাষাণগর্দ্দভরোগে প্রথমতঃ স্বেদপ্রদান, পরে মনঃশিলা, কুড়, হরিদ্রা, হরিতাল ও দেবদারু এই সকল পেষণ করিয়া প্রলেপ এবং বাতশ্লৈষ্মিক শোথনাশক অন্যান্য কল্কদ্বারা প্রলেপ দিলেও উপকার হয়। পাকিলে শস্ত্রপ্রয়োগ করিয়া ব্রণের ন্যায় চিকিৎসা করিতে হইবে। অপক্ব অবস্থায় জলৌকাদ্বারা রক্তমোক্ষণ করিলে বিনা ঔষধেই এই রোগ প্রশমিত হয়। (ভাবপ্র° চতুর্থভা° ক্ষুদ্ররোগা°)

পাষাণগৈরিক (ক্লী) গিরিমৃত্তিকা, চলিত গেরিমাটী। (বৈ°নি°)

পাষাণচতুর্দ্দশী (স্ত্রী) পাষাণসাধ্যা পাষাণবৎ পিষ্টকভোজনসাধ্যা চতুর্দ্দশী। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাচতুর্দ্দশী। এই চতুর্দ্দশীতে পাষাণাকার পিষ্টক ভোজন করিতে হয়, এইজন্য ইহাকে পাষাণচতুর্দ্দশী কহে।

"বৃশ্চিকে শুক্লপক্ষে তু যা পাষাণচতুর্দ্দশী।
তস্যামারাধয়েৎ গৌরীং নক্তং পাষাণভোজনৈঃ॥"
'পাষাণভোজনৈঃ পাষাণাকারপিষ্টকভোজনৈঃ।' (তিথিতত্ত্ব)

এই পাষাণচতুর্দ্দশীতে দিবাভাগে গৌরীকে আরাধনা করিয়া রাত্রিকালে পাষাণাকার পিষ্টক ভোজন করিতে হয়।

পাষাণজতু (ক্লী) শিলাজতু। (ভৈষজ্যর° শোথচি°)

পাষাণদারক (পুং) দারয়তি বিদারয়তীতি দৃ-ণিচ্, ণ্বুল্, পাষাণস্য দারকঃ। টঙ্ক, চলিত টাঙি, পাষাণভেদক অস্ত্র, যে অস্ত্রে পাষাণ বিদ্ধ করা যায়।

পাষাণদারণ (পুং) দারয়তীতি দৃ-ণিচ্-ল্যু, পাষাণস্য দারণঃ বিদারকঃ। টঙ্ক, পাষাণভেদনাস্ত্র।

পাষাণভিদ্ (পুং) পাষাণভেদ, পাথরচুর। (রত্নমা°) ২ কুলথ। ৩ করজ্যোতিপ্রস্তর। (বৈদ্যকনি°)

পাষাণভিন্ন (পুং) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—পারদ ১ পল, গন্ধক ২ পল, শিলাজতু ১ পল এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া যথাক্রমে শ্বেতপুনর্নবা, বাসক ও শ্বেত অপরাজিতার রসে একদিন মর্দ্দন করিয়া একটী ভাণ্ডের মধ্যে রাখিয়া দোলাযন্ত্রে স্বেদ দিতে হইবে। পরে ভূম্যামলকীর কল ও রাখালশশার মূল দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া ২ রতি পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করিবে। কুলথের কাথের সহিতও এই ঔষধ সেবনীয়। ইহাতে অশ্মরীরোগ প্রশমিত হয়। পাষাণরোগ নিরাকৃত হয় বলিয়া, ইহার নাম পাষাণভিন্ন হইয়াছে।
(ভৈষজ্যরত্না° অশ্মরী অধি°)

পাষাণভেদন (পুং) পাষাণং অশ্মরীং ভিনত্তীতি ভিদ-ল্যু। বৃক্ষবিশেষ। চলিত হাড়জুড়ী। পর্য্যায়—অশ্মঘ্ন, শিলাভেদ, অশ্মভেদক, শ্বেতা, উপলভেদী, পলভিৎ, শিলগর্ভজ। ইহার গুণ মধুর, তিক্ত, মেহ, কৃচ্ছ্র, দাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরীনাশক। (রাজনি°)

ভাবপ্রকাশ-মতে, ইহার গুণ কষায়, বস্তিশোধন, ভেদন, অর্শ, গুল্ম, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, হৃদ্রোগ, যোনিরোগ, প্রমেহ, প্লীহা, শূল ও ব্রণনাশক। (ভাবপ্র°)

পাষাণভেদিন্ (পুং) পাষাণং অশ্মরীং ভিনত্তীতি ভিদ্-ণিনি। বৃক্ষবিশেষ, পাথরচুর গাছ। পর্য্যায়—অশ্মভেদ, শিলাভিদ্, অশ্মভিদ্। বাঙ্গালায় পাথরচুর, পাথরকুচা, হিমসাগর, হিন্দী মহারাষ্ট্রী ও বোম্বাই অঞ্চলেও পাথরচুর, তৈলঙ্গে পিণ্ডিচেট্টু। ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম (Coleus aromaticus)।

য়ুরোপীয় উদ্ভিদ্বেত্তাদিগের মতে এই বৃক্ষের আদিস্থান মলকাস্ দ্বীপ। এখন ভারতের সকল স্থানেই উদ্যানে এই বৃক্ষ দেখা যায়। গ্রীষ্মকালে ইহার শীতল পানীয় অনেকে ব্যবহার করেন, তাহা হইতে বোধ হয় হিমসাগর নাম হইয়াছে। ইহার শাখা ও পত্রে সুগন্ধ আছে, অনেকে ইহার ভাজা খায়। দেশীয় মদেও ইহার পত্ররস ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ভারতবাসী বহু পূর্ব্বকাল হইতে ইহার গুণাগুণ অবগত আছেন। চরকে (১৪ অঃ) ইহার উল্লেখ আছে। রাজ-নির্ঘণ্টের মতে, পাষাণভেদী তিনপ্রকার যথা—বটপত্রী, শিলাবল্ক ও ক্ষুদ্র পাষাণভেদী, এই তিনের গুণ মধুর, তিক্ত, মেহঘ্ন, তৃষ্ণা, দাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরীনাশক, শীতল। ভাবপ্রকাশ-মতে শীতল, তিক্ত, কষায়, বস্তিশোধক, ভেদক, অর্শ, গুল্ম, কৃচ্ছ্র, অশ্মরী, হৃদ্রোগ, যোনিরোগ, প্রমেহ, প্লীহা, শূল ও ব্রণনাশক, শ্বাসহর, সঞ্চিত শ্লেষ্মা, অপস্মার ও আক্ষেপরোগে হিতকর এবং বাতশান্তিকর। (ভাবপ্র°)

কোচীনচীনে এই গাছ—শ্বাস কাস, পুরাতন শ্লেষ্মা, মৃগী ও অপরাপর আক্ষেপক রোগে ব্যবহৃত হয়। ডাক্তার ওয়াইটের মতে ইহার যথেষ্ট মাদকতা শক্তি আছে। দেশীয়েরা অজীর্ণরোগে ব্যবহার করে। ডাক্তার ডাইমক্ ইহার মাদকতা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, বোম্বাই অঞ্চলে যে পরিমাণে লোকে ব্যবহার করে, তাহাতে কখন নেশা হয় না। তবে অত্যধিক ব্যবহার করিলে নেশা হইতে পারে। দেশীয় কোন কোন ডাক্তারের মতে, চক্ষুর যোজকত্বক্ রোগে চক্ষুর পাতার উপরে ও নিম্নে ইহার প্রলেপ দেওয়া যায়। পুরাতন অজীর্ণরোগে ইহা বিশেষ উপকারী।

পাষাণরোগ (পুং) অশ্মরীরোগ, পাথরীরোগ।

পাষাণবজ্রকরস (পুং) অশ্মরীরোগাধিকারে ঔষধ বিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—পারা একভাগ, গন্ধক দুইভাগ, শ্বেত-পুনর্নবার রসে একদিন মর্দ্দন করিয়া পুটবদ্ধ করিবে, তৎপরে ভূধরযন্ত্রে পাক করিতে হইবে। এই ঔষধের মাত্রা দুইরতি। অনুপান গুড়, গোক্ষুর ও কাঁকুড়মূলের কাথ। এই ঔষধ সেবনে অশ্মরী ও বস্তিশূল নিরাকৃত হয়।

(রসেন্দ্রসারস° অশ্মর্য্যধিকা°)

পাষাণবিষ (ক্লী) দারুমোচভেদ, চলিত দারমুচ্। (পর্য্যায়মুক্তা°)

পাষাণসম্ভববল্লী (স্ত্রী) প্রবাল। (বৈদ্যকনি°)

পাষাণান্তক (পুং) অশ্মান্তক বৃক্ষ। চলিত আপটা। (রাজনি°)

পাষাণী (স্ত্রী) পাষাণ অল্পার্থে ঙীষ্। ক্ষুদ্রপাষাণ, ইহা পরিমাপক বিশেষ। চলিত বাট্‌খারা।

পাষী (স্ত্রী) পাষ্যতে বধ্যতে অনয়া পাষ-বন্ধে করণে ঘঞ্ ঙীপ্। ১ শক্তি। ২ শিলা। "বৃত্রস্য সময়া পাষ্যা রুজঃ।" (ঋক্ ১।৫৬।৬) 'পাষ্যা শিলয়া বা শক্ত্যা' (সায়ণ)।

পাষ্ঠৌহ (ক্লী) সামভেদ। (লাট্যা° ৬।২।১৪)

পাস (পুং) ১ পাশা, পাশক। ২ বাস।

পাসর (দেশজ) বিস্মরণ, ভুলা।

পাসোরা (দেশজ) বিস্মৃতি, ভ্রম।

পাস্ত্য (ত্রি) পস্ত্যে গৃহে বসতি শৈষিকোঽণ্। ১ গৃহবাসী। (ঋক্ ৪।২।১৬)

পাহরা, বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্ররাজ্য। এখানকার রাজগণ চোবে-বংশোদ্ভূত। রাজ্যের পরিমাণ ১০ বর্গমাইল। আয় ১৩০০০ টাকা। পাহরখাস এই রাজ্যের রাজধানী।

পাহাড় (পুং) ১ ব্রহ্মদারুবৃক্ষ, পাহাত। (শব্দর°) (দেশজ) ২ পর্ব্বত।

পাহাড়তল (দেশজ) পর্ব্বতের পাদদেশ।

পাহাড়তলী (দেশজ) পর্ব্বতের পাদদেশস্থ ভূভাগ।

পাহাড়খান, বলুচ জাতীয় একজন যোদ্ধা। ইনি সম্রাট্ অকবরের অধীনে হারাবতীরাজ সুরজন-পুত্র দাউদার বিরুদ্ধে ও পরে বাঙ্গালায় যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ৯৮৯ হিজরায় ইনি গাজীপুরের 'তুয়ুলদার' পদলাভ করেন। এখনও গাজীপুরের লোকেরা ফৌজদার পাহাড় খাঁর স্মৃতি ভুলে নাই, এখানকার পাহাড় খাঁর সমাধি ও সরোবর দেখিবার জিনিস। গাজীপুর হইতে তিনি মহম্মদাবাদে মসুম খাঁর বিরুদ্ধে প্রেরিত হন। ইহার দুই বর্ষ পরে তিনি গুজরাতের পাটনের নিকটবর্ত্তী মৈসালা-রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন, সেই যুদ্ধে শের খাঁ-কুলাদি পরাজিত হন। (অকবরনামা)

পাহাড়পুর, ১ অযোধ্যাপ্রদেশের অন্তর্গত একটী পরগণা। ২ পঞ্জাবের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। ৩ দিনাজপুরের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। এখানে এক সময় হিন্দুরাজত্ব ছিল, সেই সময়ের অতি প্রাচীন হিন্দুমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ও কএকটী প্রাচীন দেবমূর্ত্তি বাহির হইয়াছে। কাহারও মতে ঐ গুলি বৌদ্ধকীর্ত্তি, কিন্তু দেখিলেই ব্রাহ্মণ্যকীর্ত্তি বলিয়া বোধ হয়।

পাহাড়সিংহ, ইংরাজভক্ত ফরিদকোটের একজন রাজা। [ফরিদকোট দেখ।]

পাহাড় সিরগিরা, মধ্যপ্রদেশে সম্বলপুর জেলার একটী ক্ষুদ্র গোণ্ডরাজ্য। পরিমাণ ২০ বর্গমাইল। রাজ্যের ½ ভাগ পরিমিত স্থানে তণ্ডুল ও ইক্ষুর চাষ হইয়া থাকে। এখানকার রাজারা ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে এই স্থানে আগমন করেন।

১৮৫৮ খৃঃ অব্দে এখানকার রাজারা সিপাহী বিদ্রোহে যোগ দেন; কিন্তু পরে ইংরাজগবর্মেণ্টের নিকট ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন। ইংরাজ গবর্মেণ্টকে ১৪০ টাকা কর দিতে হয়।

পাহাড়িয়া (দেশজ) পার্ব্বতীয়।

পাহাড়ী (দেশজ) ১ পার্ব্বতীয়। ২ হিমালয়ের পার্ব্বত্য অধিবাসিগণ সচরাচর পাহাড়ী নামে খ্যাত।

৩ দাক্ষিণাত্যবাসী জাতিবিশেষ। পর্ব্বতে বাস করিত বলিয়া পাহাড়ী নাম হইয়াছে। পূর্ব্বে অসভ্য থাকিলেও এখন

সুসভ্য হইয়া উঠিয়াছে। পুণা অঞ্চলে পাহাড়ীরা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বলিয়া গণ্য। তবে ইহারা সংখ্যায় অতি অল্প। ইহাদের আদিবাস কোথায় ছিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না। ইহারা মরাঠী ভাষায় কথা কহে। নিরামিষ বা আমিষ, মদ্য মাংস প্রভৃতি কোন খাদ্যে আপত্তি নাই। ইহারা নেশা কিছু ভালবাসে। রবি ও মঙ্গলবারে ইহাদের গাঞ্জা ও মদ্য না হইলে চলে না। ইহারা সকল হিন্দুদেবদেবীর পূজা দেয়। দেশস্থ ব্রাহ্মণেরা ইহাদের পৌরোহিত্য করে।

সন্তান প্রসূত হইবার পরই ইহারা নবশিশুর নাভিচ্ছেদ এবং তাহাকে ও প্রসূতিকে স্নান করাইয়া দেয়। প্রথম তিন দিন শিশুকে কেবল মধু ও এরণ্ডতৈল দিয়া রাখে, ৪র্থ দিবস হইতে প্রসূতি শিশুকে স্তন্য দিতে আরম্ভ করে। জাতকর্ম্ম, অন্নাসন, বিবাহ ও ঊর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া অনেকটা নিম্নশ্রেণীর মরাঠীদিগেরই মত। ইহাদের মধ্যে বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে। কাহারও মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র ও জ্ঞাতিবৃন্দের ১০ দিন মাত্র অশৌচ থাকে। ইহাদের মধ্যে পঞ্চায়ত আছে।

পাহাড়ীয়া, বাঙ্গালার অন্তর্গত সাঁওতাল-পরগণাবাসী পার্ব্বত্য জাতিবিশেষ। ইহারা সাধারণতঃ মালার নামে প্রসিদ্ধ * এবং বাঙ্গালার আদিম অসভ্য জাতি বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত। ওরাওন্ প্রভৃতি অপরাপর অসভ্যজাতির বাঙ্গালায় আগমন ও বসবাস সম্বন্ধে যেরূপ ইতিহাস পাওয়া যায়, ইহাদের তদ্রূপ ইতিহাসমূলক কোন ঘটনার উল্লেখ দেখা যায় না। ইহারা বলে, পর্ব্বতোপরি বাসের জন্য জগদীশ্বর যে প্রথম মানব জাতি সৃষ্টি করেন, বর্ত্তমান পাহাড়ীয়ারা তাহাদের একমাত্র বংশধর †।

ইংরাজ-রাজের সুশাসন-বিস্তৃতির পূর্ব্বে পাহাড়ীয়াদিগের মধ্যে দস্যুবৃত্তি ও যথেচ্ছাচার প্রভৃতি অনিয়ম প্রচলিত ছিল। ইহারা কতকাংশে নীতিশাস্ত্রের পদানুসরণ করিলেও জিঘাংসাবৃত্তি ও নিষ্ঠুরতা ইহাদের প্রধান অবলম্বন। এই কারণে ইহারা নীতির বশবর্ত্তী হইয়া যে কার্য্য করে, তাহা একান্তই অসভ্য এবং নীচজনোচিত। গ্রামের প্রধান ব্যক্তি (মাঁঝি)ই সকল কার্য্যের বিচার করিয়া থাকে। এই কার্য্যের জন্য সময় সময় তাহাকে দেবোদ্দেশে মাংস উপহার দিতে হয়।

ইহারা আত্মার দেহান্তরপ্রাপ্তি বিশ্বাস করে। 'মৃত্যুর পর কর্ম্মের ফলাফল-অনুসারে মৃত ব্যক্তির আত্মা সুখ ও দুঃখ ভোগ করে' এই মহাবাক্য জগদীশ্বর তাহাদের আদিপুরুষকে বলিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক ঈশ্বরের আদেশ লক্ষ্য করিয়া চলে এবং স্বজাতিদিগের ক্ষতি, অবমাননা, পীড়ন ও হত্যা প্রভৃতি কার্য্যে লিপ্ত না থাকিয়া, প্রাতে ও সায়ংকালে জগদীশ্বরের উপাসনা করে, তাহার মৃত্যুর পর ঐ আত্মা ঈশ্বর-সমীপে নীত হয়। তিনি প্রীত হইয়া কিছুদিন তাহাকে নিকটে রাখিয়া তৎকৃত পুণ্যকর্ম্মের পারিতোষিক স্বরূপ তাহাকে ধরাধামে প্রেরণ করেন। ঐরূপ পবিত্রাত্মাই সংসারে আসিয়া রাজা বা সর্দাররূপে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু যদি ঐ উচ্চপদাধিষ্ঠিত ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া ঈশ্বরে অমনোযোগী ও কৃতঘ্ন হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরাদেশে ঐ ব্যক্তির পুনরায় নিকৃষ্ট পশুযোনিতে জন্ম হইয়া থাকে। আত্মহত্যা মহাপাপ। যে আত্মহত্যাদ্বারা ঈশ্বরের অপ্রীতিভাজন হয়, তাহার কলুষিত আত্মা স্বর্গদ্বারে প্রবেশ করিতে পায় না; অনন্তকাল তাহাকে স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী ব্যোমলোকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। মৃত্যুর পর হত্যাকারীর আত্মারও এইরূপ দুরদৃষ্ট ঘটিয়া থাকে। হত্যা, সতীত্বনাশ প্রভৃতি মহাপাপ ঈশ্বরের চক্ষে ঘৃণিত। যদি কেহ উক্ত রূপ পাপকর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়াও চাপা দিবার চেষ্টা করে অথবা ষড়যন্ত্র করিয়া ঐ দোষ অন্যের উপর আরোপ করে, তাহা হইলে ঐ পাপ দ্বিগুণিত হয় এবং অন্তিমে ঈশ্বর কর্ত্তৃক তদধিক মাত্রায় দণ্ডনীয় হইয়া থাকে।

মালারগণ জগদীশ্বরকে 'বেদো' বলিয়া ডাকে। সূর্য্যদেব ঈশ্বরের নিদর্শনরূপে বেদো বা বেরো নামে পূজিত হন। অপরাপর দেবতাদিগের পূজার পূর্ব্বে অগ্রে ইহার পূজা করিয়া বলি উৎসর্গ করে। দেবতাদির নামের শেষে গোসাই বা নাদ শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। নিম্নে কএকটী দেবতা ও তাহাদের সংক্ষিপ্ত পূজা-বিবরণ প্রদত্ত হইল,—

১, রক্সী—ব্যাঘ্রাদি বন্যজন্তুর উৎপাতে ও সংক্রামকরোগে গ্রাম ধ্বংস হইবার উপক্রম হইলে ইহার আশ্রয় গ্রহণ

---

* এই জাতির আদিপুরুষের নাম মালার।

† এ সম্বন্ধে ইহারা এইরূপ প্রবাদ বলিয়া থাকে,—জগৎপাতা পরমেশ্বর মর্ত্ত্যভূমি লোকাকীর্ণ করিবার জন্য প্রথমে সাতটী মনুষ্য সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে পৃথিবীতলে প্রেরণ করেন। ঐ সপ্তভ্রাতা নরলোকে আসিয়া একটী মহাভোজের আয়োজন করিল। শারীরিক ক্লেশহেতু জ্যেষ্ঠ পীড়িত হইলে অবশিষ্ট ছয় ভ্রাতায় পরামর্শ করিয়া আহৃত খাদ্যদ্রব্যের স্ব স্ব অংশ বণ্টন করিয়া লইল। এতদুদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাহারা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মালারের জন্য স্বতন্ত্র পাত্রে খাদ্যাদি রাখিয়া অভিলাষমত সমস্ত মাংসাদি গ্রহণ করিয়া অভিপ্রেত দূরদেশে চলিয়া গেল। মাংসের ইতরবিশেষানুসারে ২য় হিন্দু, ৩য় মুসলমান, ৪র্থ খর্ব্বার, ৫ম কিরাত ও ৬ষ্ঠ কোল জাতির আদিপুরুষ বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিল। সর্ব্বকনিষ্ঠ সপ্তম ভ্রাতা নানা দ্রব্যাদি লইয়া কোন্ দূরদেশে গমন করে, পাহাড়ীয়ারা তাহা বহুকাল নিরূপণ করিতে পারে নাই। অবশেষে ইংরাজগণ এদেশে পদার্পণ করিলে, তাহারা ইংরাজগণকে ঐ ৭ম ভ্রাতার বংশধর বলিয়া স্বীকার করিয়া লইল।

করা হয়। ২, চাল বা চালনাদ—পূর্ব্বোক্তরূপে বিপদ্‌গ্রস্ত হইলে ইহার পূজারম্ভ হয়। প্রতি তিন বৎসরে 'চিতারিন্' উৎসবের সময় ইহার সমক্ষে গাভী বলি দেওয়া হইয়া থাকে। ৩, দৌ গোঁসাই—দূরপথে যাইতে হইলে দস্যু হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত এই দেবতার আরাধনা করা হয়। বিল্ববৃক্ষতলে এই দেবতার অধিষ্ঠান জন্য একটী বেদী গাঁথা হয় এবং পূজান্তে মোরগ বলি দেওয়া হয়।

৪, ঘার-গোঁসাই—গৃহস্থের পীড়া বা বিপদাপদ হইলে এই দেবতার শান্তির জন্য বাটীর সম্মুখস্থ উঠান পরিষ্কার করিয়া, 'মুক্‌মুম্' বৃক্ষের ডালের নিকট একটী ডিম্ব রাখে, পরে পূজান্তে শূকরবলি দিয়া বন্ধুবান্ধবদিগকে ভোজ দেওয়া হয়। উৎসব শেষ হইলে ডিম্বটী ভাঙ্গিয়া ঐ ডাল গৃহস্থের চালের উপর রাখিয়া দেয়।

৫, কুলগোঁসাই—পর্ব্বতবাসী লক্ষ্মী, ধান্যাদি শস্ত বপন ও কর্ত্তন উপলক্ষে এই দেবীর পূজা হয়, গৃহস্থগণ আপনাপন সামর্থ্যানুরূপ শূকর, ছাগ, মোরগ প্রভৃতি বলি দিয়া থাকে।

৬, ঔৎগা—শিকারীর দেবতা, শিকারলাভে কৃতকার্য্য হইবার আশায় এই দেবতাকে ধন্যবাদার্থ উপহার দেয়।

৭, গুমুগোঁসাই—কুলগোঁসাইর সহিত ইহার প্রায়ই একত্র পূজা হইতে দেখা যায়। যে ব্যক্তি ইহার পূজার মানস করে, তাহাকে ৫ দিন উপবাস করিতে হয়।

৮, চামডা-গোঁসাই—পূর্ব্বোক্ত দেবতাদিগের পূজা হইতে ইহার পূজা স্বতন্ত্র এবং বিশেষ জাঁক জমকের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহার পূজায় অত্যধিক খরচ বলিয়া সর্দ্দার বা ধনী ব্যক্তি ব্যতীত অপর সাধারণে এই মূর্ত্তি গঠন করিয়া পূজা করে না। যে গৃহস্থ চামডা পূজার মানস করে, তাহাকে প্রথমে তিনটী বাঁশ আনিয়া গৃহের সম্মুখে পুতিয়া রাখিতে হয়। ঐ বংশের প্রথমটী ৯০, দ্বিতীয়টী ৬০ এবং তৃতীয়টী ৩০টী বাকলনির্ম্মিত নিসান ও ময়ূরপুচ্ছ দ্বারা উত্তমরূপ সাজান হইলে চামডা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। পূজার সময় ইহার সম্মুখে বহুসংখ্যক পশুবলি দেওয়া হয়, পরে স্বজাতি ও বন্ধুবান্ধব লইয়া একটী মহাভোজ ও নৃত্যগীতাদিতে রজনী অতিবাহিত করে। চামডা ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত সকল দেবতাই কৃষ্ণপ্রস্তর ও বৃক্ষের ডালপালায় গঠিত। দেবতাগুলির আকৃতি কিস্তূত কিমাকার! প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেক মূর্ত্তির পার্শ্বে অনেকগুলি উপদেবতার মূর্ত্তিও দেখা যায়। হিন্দুদিগের গ্রামে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত পঞ্চানন ঠাকুর, শিবলিঙ্গ প্রভৃতির ন্যায় ইহাদেরও স্থানে স্থানে মূর্ত্তি স্থাপিত আছে।

পূর্ব্বে "নৈয়া" বা "নৈয়াগণ" মালারদিগের পৌরোহিত্য করিত। "দেমনোগণ"* ভবিষ্যদ্বক্তা গণক প্রভৃতির কার্য্য করে এবং অমানুষিক ক্রিয়াকলাপে নিবিষ্ট থাকিয়া সকলকে জানায় যে, বেদোগোঁসাইর সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ লাভ হইয়া থাকে

পুরোহিতগণ তাহাদের পূর্ব্বতন জাতীয় ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়াছে। এখন দেমনোগণ তাহাদের কার্য্য করে। পুরোহিতগণ বিবাহ করিতে পারে। তাহাদের বিবাহিতা রমণী ক্ষেত্রী বা খিয়েত্রী নামে পরিচিতা; কিন্তু পুরোহিত সমাজভুক্ত হইলে তাহারা আর অপর স্ত্রীলোককে স্পর্শ করিতে পারে না। কতকগুলি বিধিবদ্ধ নিয়ম প্রতিপালনের পর পুরোহিতপদপ্রার্থীর নাম গ্রামের মাঁঝি বা অধ্যক্ষ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া থাকে। মাঁঝি লালরেশমে একটী কড়ির মালা গাঁথিয়া তাহার গলায় ঝুলাইয়া এবং মস্তকে পাগড়ী বাঁধিয়া দেয়। অতঃপর মাঘমাসে যখন মাঁঝির বাটীতে উৎসব হয়, তখন ঐ ব্যক্তি তথায় আসন পাইয়া থাকে। উৎসবে ব্যাপৃত থাকিয়া ইহারা ভূতাবেশে বা কোন ঐশ্বরিক ক্ষমতায় এরূপ অভিভূত হয় যে, সময় সময় তাহারা উন্মাদের ন্যায় প্রলাপ বকিতে থাকে, কখন কখনও মৃত্তিকায় গড়াইয়া ঈশ্বরাবেশ জানাইয়া দেয়। এই সময়ে যাহাদিগকে ভূতে পাইয়াছে, তাহাদের আরোগ্যের জন্য এখানে বাঁধিয়া আনা হয়। উৎসবান্তে মহিষবলির পর উক্ত পিশাচগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে মুক্ত করিয়া দেয়, প্রবাদ ঐ মহিষের রক্তপান করিলেই ভূতযোনি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। এতদ্ভিন্ন ভূত ঝাড়াইবার জন্য আরও একটী উৎসব হইয়া থাকে। প্রথমে দুইটী খোঁটা পুতিয়া তাহার দুই মাথায় এক দণ্ড লম্বভাবে বাঁধিয়া দেয়। পরে তাহাতে কতকগুলি পুরাতন ঝুড়ি, মৃৎপাত্র, উদূখল, কুলা ও অস্ত্র প্রভৃতি গৃহস্থের ব্যবহার্য্য জিনিস ঝুলাইয়া রাখে। খুঁটির সম্মুখভাগে কিছুদূরে একটী মৃৎপাত্রে রক্ত ও অপরটীতে মদ ঢালিয়া রাখা হয়। এইরূপ প্রক্রিয়ায় পূজা করিলে অপদেবতাদিগের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়। কোন সংক্রামকরোগে গ্রাম উৎসন্ন যাইতে বসিলে ঈদৃশ ভৌতিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

যজ্ঞে হত জীবের মস্তক পুরোহিতের প্রাপ্য এবং অবশিষ্টাংশ অভ্যাগত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের ভোজন-উদ্দেশ্যে রক্ষিত হয়। স্ত্রীলোকেরা এরূপ পশুমাংস খাইতে পারে না, একমাত্র মুষ্টিপ্রহার দ্বারা নিহত জীবের মাংসই তাহাদের আহার্য্য। 'সতনী' ও 'চিরিণ' নামক দুইটী প্রধান উপায়ে

* দৈবজ্ঞ শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়। কেহ কেহ ইহাদিগকে দৈয়নোও বলিয়া থাকে।

দৈববিদ্যা পরীক্ষিত হয়,—প্রথমটী বিল্বপত্রের উপর রক্ত ছিটাইয়া এবং শেষোক্তটী দোলকের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া।

এই প্রদেশে ইংরাজাগমন হইতেই পাহাড়ীয়াদিগের মধ্যে অনেক উন্নতি হইয়াছে। মালার ভিন্ন পাহাড়ীয়ার মধ্যে মাল ও কুমার নামে আরও দুইটী স্বতন্ত্র থাক আছে। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, মালারগণ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের ন্যায় সকল প্রকার খাদ্যই খায়, তাহা ছাড়া তাহারা মৃতপশুরও মাংস খাইতে কুণ্ঠিত হয় না। ইহারা স্বভাবতঃ ভীরু, ভিন্ন দেশবাসীর সমাগমে ইহারা কিঞ্চিৎ অসুখ বোধ করে। সারবান্ বৃক্ষ-সমন্বিত পার্ব্বতীয় জঙ্গলে ইহারা একত্র হইয়া বাস করে। বৃহদাকার শাল, তমাল, পিয়াশাল, জাম, আম, কাঁঠাল, তাল, তিন্তিড়ী, পিপুল প্রভৃতির উপর ইহাদের আস্থা অধিক। সাধারণতঃ বংশ দ্বারা গৃহাদি নির্ম্মাণ করে এবং ধান্য, গোধূম প্রভৃতি সংস্থানের জন্য ইহারা দেশীয় 'মরাই'এর অনুকরণে একপ্রকার মাচান প্রস্তুত করিয়া লয়। ভুট্টা, চাউল অথবা জনার পচাইয়া ইহারা 'পচ্‌বাই' নামে একপ্রকার দেশীয় মদ্য প্রস্তুত করে। প্রথমে শস্যাদি সিদ্ধ করিয়া শুকাইয়া লয়, পরে তাহা কোন মৃৎপাত্রে ঢালিয়া ৪।৫ দিন পচিতে দেয়। ক্রমশঃ পচিতে থাকিলে উহাতে 'বাকর' নামক দেশীয় গাছড়া মিশাইয়া থাকে। উহাতে গাঁজলা উঠিলে গরমজল ঢালিয়া কএক ঘণ্টা রাখিলেই উহা পানের উপযোগী হয়। যখন তাহারা সুরা-দেবীর আরাধনায় মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া উঠে, তখনই কেবল তাহাদিগকে নৃত্যগীতাদিতে আসক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল যুবক বা যুবতীর বিবাহ হয় নাই, তাহারা পিতা মাতা বা ভ্রাতার সহিত একত্র থাকিতে পায় না। যুবকদিগের রাত্রিবাসের জন্য একটী স্বতন্ত্র দালান ও যুবতী-দিগের জন্য স্বতন্ত্র গৃহ নির্দ্দিষ্ট আছে।

ইহারা স্বভাবতঃই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আকৃতি অপেক্ষা-কৃত খর্ব্ব। অঙ্গসৌষ্ঠবে ইহারা বিলক্ষণ পটু। কেশ-বিন্যাস ইহাদের জাতীয় উন্নতির পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছে। পুরুষেও স্ত্রীলোকের ন্যায় মাথায় খোঁপা বাধে। বেশভূষা নিতান্ত মন্দ নহে। তসর, রেশম প্রভৃতির বস্ত্র ও পাগড়ী ইহারা ব্যবহার করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকগণ অন্যান্য ধাতুর অলঙ্কার অপেক্ষা প্রবালের মালার উপর বিশেষ আস্থা প্রদর্শন করে।

অতি বাল্যাবস্থা হইতেই বালকবালিকাগণ পরস্পর একত্র ভ্রমণ জন্য পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই বাল্যপ্রেম ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া যৌবনোদ্‌গমের সঙ্গে সঙ্গে প্রগাঢ় প্রণয়ে পরিণত হইতে থাকে। কিন্তু যদি তাহারা প্রণয়-সম্ভাষণকালে নির্দ্দিষ্ট নিয়ম সমুদায়ের সীমা উল্লঙ্ঘন করে, তাহা হইলে বয়োজ্যেষ্ঠগণ তাহাদের উপর নিয়মভঙ্গ জন্য দোষ আরোপ করে। প্রণয়িযুগলের সরলতার সম্যক্ অভাবহেতু যৌবনকালম জন্য দেবোদ্দেশে জীববলি দিতে হয়। পশুরক্তে তাহাদের পাপ ধৌত হইলে তাহারা পুনরায় সমাজে প্রবেশ করিতে পায়। বিবাহের দিন বর সদলে কন্যার বাটীতে গমন করে। উভয় পক্ষের অমায়িকতা ও কথাবার্ত্তায় শ্রম দূর হইলে, কন্যাকর্ত্তা নিজ কন্যা লইয়া সেই বিবাহসভায় উপস্থিত হয় এবং সাধারণ সমক্ষে কন্যা সম্প্রদান অঙ্গীকার করিয়া আদরের জামাতাকে কন্যার প্রতি দয়ালু ও প্রিয়ভাষী হইতে অনুরোধ করে। অতঃপর বর নিজ দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বারা কন্যার মস্তকে সিন্দূর দিয়া পরস্পরের দক্ষিণ হস্তে কনিষ্ঠাঙ্গুলি জড়াইয়া নিজ বাটীতে গমন করে। ইহাই উহাদের একপ্রকার 'গাঁটছড়া'। ইহাদের মধ্যে বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে। কোন ব্যক্তি দুই কিংবা ততোধিক স্ত্রী রাখিয়া লোকান্তরিত হইলে, তাহার ঐ স্ত্রীগণ আপন দেবর অথবা স্বসম্পর্কীয় অন্য দেবরদিগকে বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু একটীর অধিক কোন দেবরই বিবাহ করিতে পারিবে না। ইহারা অতি নিকট সম্প-র্কীয়া রমণী ব্যতীত অপর সকলেরই পাণিগ্রহণ করিতে পারে।

সাধারণতঃ ইহারা শবদেহ প্রোথিত করে এবং প্রত্যেক কবরের উপর এক একটী প্রস্তর গাথিয়া দেয়। পুরোহিত বা দেমনোদিগের দেহ ইহারা কখনও কবরস্থ করে না। খাটিয়ার তুলিয়া বনমধ্যে লইয়া যায়। পরে কোন বৃক্ষের শীতল ছায়ার পাতা চাপা দিয়া চলিয়া আইসে। সংক্রামক রোগে মৃত ব্যক্তির অদৃষ্টেও এই দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে। সর্দ্দারের মৃত্যু ঘটিলে তাহার কবরের উপর একখানি ক্ষুদ্র চালা বাঁধে এবং শবদেহ প্রোথিত হইবার পর ক্রমান্বয়ে ৫ দিন ভোজ হয়। পরে দ্বিতীয় বৎসরে পুনরায় ঐ সময়ে আর একটী ভোজ দিবার পর উত্তরাধিকারিগণ মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইতে পারে। জ্যেষ্ঠপুত্র অর্দ্ধাংশ এবং অপরার্দ্ধ অপরাপর পুত্রকন্যাগণ সমান অংশে বণ্টন করিয়া লয়। ভাগিনেয়গণ মাতামহ বা মাতুলের সম্পত্তির অধিকারী নহে। যদি উপরি উক্ত এক বৎসরের মধ্যে কাহারও স্ত্রীবিয়োগ হয়, সে বিবাহ করিতে পারিবে না।

মাল-পাহাড়ীয়াগণ অপেক্ষাকৃত নিষ্ঠাবান্। মালার হইতে ইহাদের আচারগত অনেক পার্থক্য লক্ষিত হয়। ইহাদের মধ্যে কুমারপালি, মাড়পালি ও বাজড়পালি নামে তিনটী স্বতন্ত্র থাক আছে। এই তিনশ্রেণীতে পরস্পর বিবাহাদি চলে।

ইহারা দক্ষিণপাহাড়ীয়া নামে খ্যাত। উত্তর পাহাড়ীয়াদিগকে ইহারা নিম্নশ্রেণীর বলিয়া ঘৃণা করে ও উহাদিগকে সুমার-পালি বলিয়া ডাকে। বর্ত্তমানকালে ইহারা সামাজিক অবস্থায় উন্নত হইলেও একই জাতি বলিয়া অনুমিত হয়। এতদ্ভিন্ন বংশমর্য্যাদা অনুসারে ইহাদের মধ্যে ৫টী বিশিষ্ট উপাধি দেখা যায়; যথা—১ রাজপরিবারে সিংহ, ২ ধনী গৃহস্থে গৃহী, গ্রাম্যমণ্ডল—মাঁঝি, ৪ শীকারী—আহেরী, ৫ পুরোহিত—নাইয়া বা নৈয়া। শাসনবিধিরক্ষার জন্য সর্দ্দারেরা 'ফৌজদার' দেওয়ান প্রভৃতি নিযুক্ত রাখে। সাধারণতঃ বালিকার ২০ বৎসরের কম বিবাহ হয় না। কিন্তু যাহারা ধনী তাহারা হিন্দুদের অনুকরণে অল্পবয়সে কন্যার বিবাহ দেয়। বিধবার পুনর্বিবাহ চিরস্থায়ীভাবে হয়। কোন রমণী অপর পুরুষের সহিত সঙ্গত হইলে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করা হয়; কিন্তু সে উপপত্নীরূপে রক্ষিতা হইতে পারে।

অবিবাহিতা বালার গর্ভলক্ষণ দেখা গেলে তাহার উপপতির সহিত জোর করিয়া বিবাহ দেওয়া হয়। ইহারাও শবদেহ কবরস্থ করে। জ্যেষ্ঠপুত্রই সমস্ত স্থাবর সম্পত্তির অধিকারী হয়, অপর পুত্রেরা চাষবাসের জন্য জমি পায় এবং পিতার অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। বিধবাপত্নী পুনর্বিবাহ পর্য্যন্ত পুত্রদিগের দ্বারা পোষিত হইয়া থাকে। ইহাদিগের স্ত্রীপুরুষ উভয়েই কোলদিগের ন্যায় নৃত্যগীতপ্রিয়। চাষবাসের সুবিধার জন্য ইহারা 'ভূঁইদেব' নামে পৃথিবীর উপাসনা করিয়া থাকে।

বাঙ্গালায় মুসলমান-শাসন বিস্তৃত হইবার পূর্ব্ব হইতেই ইহারা রাজমহলের পার্ব্বতীয় প্রদেশে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতেছিল। সেই বিশাল মোগল-সাম্রাজ্যের নিকট মস্তক নত না করিয়াও ইহারা স্ব স্ব ক্ষুদ্র বুদ্ধিবলে রাজ্য শাসন করিত। পার্ব্বতীয় রাজার অধীনস্থ ক্ষুদ্র অধিনায়কগণ এক-একটী টপ্পার সর্দ্দার বলিয়া গণ্য হইত। কখন কখনও ঐরূপ ভূমির বিভাগে দুই বা ততোধিক সর্দ্দার নিযুক্ত থাকিত। ইহাদের অধীনস্থ গ্রামমণ্ডল বা মাঁঝিগণ নিকটবর্ত্তী সমতল-ক্ষেত্রের প্রজাগণের সর্ব্বস্বাপহরণ করিত বলিয়া উহাদের মনস্তুষ্টি এবং চৌর্য্য ও দস্যুবৃত্তি নিবারণের জন্য সেই সেই স্থানের জমিদারগণ উহাদিগকে জায়গীর, ভূমি এবং সময় সময় উপঢৌকনাদি প্রদান করিত। প্রতিবৎসর দশহরা উৎসবে সর্দ্দারগণ অধীনস্থ মাঁঝি-পরিবৃত হইয়া সদলে সমতলভূমিতে নামিয়া আসিত এবং জমিদারগণের পয়সায় ভোজন করিয়া উদর পূর্ত্তি করিত। এই রূপে পাপের স্রোত গুপ্তভাবে প্রবাহিত হইতেছিল। জমিদার-বর্গ তাহাদের আশ্রয় দিয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। গত ১৮শ শতাব্দের মধ্যভাগে ক্রমশঃই তাহারা ঔদ্ধত্য ও স্বাধীনতার আভাস দিতে লাগিল। ইহাতেই বিবাদের সূত্রপাত হয়। তাহারা উপর্যুপরি লুটপাট দ্বারা জমিদারদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। একবৎসর এই উৎসবের দিনে কএকটী মাঁঝি বিনষ্ট হয়। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জমিদারগণ সীমান্তদেশে প্রহরী বা পুলিশ নিযুক্ত রাখিয়া একরূপ নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন; কিন্তু এই সময় দুর্ভিক্ষ প্রসারিত হওয়ায় গ্রামের লোক শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বল হইতে লাগিল। খাদ্যাভাবে তাহারা বলহীন জানিয়া বন্যফলমূলাহারী পাহাড়ীয়াগণ সুযোগ পাইয়া ক্রমশঃই দস্যুতার মাত্রা বাড়াইয়া দিল। প্রতিহিংসায় তাহাদের হৃদয় জ্বলিয়া ছিল। এই নৃশংস অত্যাচারের কথা ক্রমেই চারিদিকে রাষ্ট্র হইল। কোম্পানিবাহাদুরের পত্রবাহক প্রায়ই তাহাদের করাল হস্তে পতিত হইয়া লুণ্ঠিত, বিপর্য্যস্ত ও অবশেষে নিহত হইয়া কালের কবলে পতিত হইতে লাগিল। প্রথমে ইংরাজরাজ তাহাদের দমনের চেষ্টা করেন। তাহারা মিষ্টবাক্যে কর্ণপাত করিল না। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন ব্রুকের অধীনে একদল পদাতি সৈন্য পাঠান হইল। ইনি এবং ইহার পরবর্ত্তী সেনানায়কগণ পাহাড়ীয়া-দমনে অকৃতকার্য্য হইলে, ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে সসৈন্যে কাপ্তেন ব্রাউন উহাদের দমনের জন্য গবর্মেণ্টকে আবেদন করেন, তদনুসারে ইংরাজ গবর্মেণ্ট পাহাড়ীয়ারাজকে একটী সনন্দ লিখিয়া দেন। ইহার সর্ত্তানুসারে রাজা, সর্দ্দার ও মাঁঝিগণ আবদ্ধ থাকিয়া ইংরাজের বশ্যতা স্বীকার করেন। সীমান্ত দেশসমূহেও 'চৌকিবন্দী' (শ্রেণীবদ্ধ) থানা স্থাপিত হয়। ইহাতে কতক উৎপাত কমিয়া যায়। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে ভাগলপুরের কালেক্টার অগাষ্টস্ ক্লেভলাণ্ড পাহাড়ীয়াদিগের দমনোদ্দেশে রাজা ও সর্দ্দারগণের সহিত মিলিয়া একটা মিটমাট করিয়া দেন। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি সর্ব্বপ্রধান সেনাপতির আদেশবর্ত্তী হইয়া রাজার অভিমতে উহাদের মধ্য হইতে ৪০০ শত লোক বাছিয়া লইয়া একটী তীরন্দাজসৈন্যদল গঠন করেন। ৮টী সর্দ্দার ঐ দলের নেতৃরূপে এবং ক্লেভলাণ্ড সাহেব তাহাদের অধিনায়করূপে বরিত হন। প্রত্যেক পাহাড়ীয়া নেতা মাসিক ৫৲ টাকা এবং সৈন্যগণ ৩৲ টাকা হিসাবে বেতন পাইত। সৈন্যসরবরাহের জন্য রাজা সর্দ্দার অথবা মাঁঝিগণ প্রত্যেকেই কিছু কিছু পাইতেন। এই সেনাদল গঠিত হইবার অব্যবহিত পরেই পর্ব্বতপ্রদেশে বিদ্রোহ হয়। এডজুটাণ্ট লেফ্টেনাণ্ট সা বাহাদুর এই সেনা-দলের বিদ্রোহদমনে কৃতকার্য্য হন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহ পর্য্যন্ত এই সেনাদল "ভাগলপুরের পার্ব্বতীয় ভ্রমণকারী" (Bhagalpur hill-ranger) নামে পরিচিত ছিল। অতঃ-

পর দেশীয় সেনাদলের পুনর্গঠন হইলে এই দল ভাঙ্গিয়া যায়। এই দলের কোন সিপাহী দস্যুবৃত্তি, নারীহত্যা প্রভৃতি মহাপাপে লিপ্ত থাকিলে তিনি ও তাহার সহযোগিগণ বিশেষ সাজা পাইতেন। ক্লেভলাণ্ড স্বয়ং অথবা কোন স্থানীয় মাজিষ্ট্রেট (বিচারক) রাজা ও কএকজন সর্দার লইয়া একটী বিচারক দল গঠিত হয়। উক্ত সভা হইতে দোষীর বিরুদ্ধে যে মত প্রকাশ হইত, তাহাই বাহাল থাকিত। ঐরূপ সভা বৎসরে দুইবার আহূত হইত। ১৪ বৎসরের অতিরিক্ত মেয়াদ দিবার ক্ষমতা এই সভার ছিল না; কিন্তু ফাঁসি দিতে পারিত। ইহার বেশী কোন সাজা দিতে হইলে নিজামৎ আদালতের আশ্রয় লইতে হইত। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে এই আইন লিপিবদ্ধ হইয়া "Regulation Act of 1796" নামে প্রকাশিত হয়। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে এই আইন পরিত্যক্ত হয়। মাজিষ্ট্রেট বাহাদুর মাঁঝিদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া পাহাড়ীয়াদের বিচার নির্ব্বাহ করিতেন। ইহাতে অনেক গোলযোগ ঘটায় ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ১৭৯৬ সালের নিয়ম বজায় রাখিয়া আর একটী স্বতন্ত্র আইন* গঠিত হয়।

ক্লেভলাণ্ড সাহেব সর্দার, মাঁঝি বা মধ্যবিত্ত ব্যক্তিদিগকে যথাক্রমে বিনা করে দশবৎসর মিয়াদে জমি দান করেন, ইহাতে চাসবাসের অনেক সুবিধা হয়। আরও তিনি গবর্মেণ্টের মাসহরা বন্ধ করিবার ভয় দেখাইয়া অনেককে সমতলক্ষেত্রে আনাইয়া বাস করান।

পাহাড়ীয়াপিপুল (দেশজ) পিপুল ভেদ।

পাহাত (পুং) পাহং অততীতি অত অচ্। ব্রহ্মদারুবৃক্ষ। (শব্দচ°)

পি, গতি। তুদাদি, সক, পরস্মৈ, অনিট্,। লট্ পিয়তি। লোট্ পিয়তু। লঙ্ অপিয়ৎ। লুট্ পেতা। লিট্ পিপায়। লোঙ্ পীয়াৎ। লুঙ্ অপৈষীৎ। লৃট্ পেষ্যতি। সন্ পিপীষতি। যঙ্ পেপীয়তে। যঙ্-লুক্ পেপয়ীতি পেপেতি। ণিচ্ পায়য়তি। লুঙ্ অপীপয়ৎ।

পিউড়ি (দেশজ) একপ্রকার পীতরঙ্।

পিওন (দেশজ) পান করণ।

পিঁজরা (দেশজ) পিঞ্জর, খাঁচা।

পিঁড়া (দেশজ) পীঠ।

পিঁপীড়া (দেশজ) পিপীলিকা, পিপ্ড়ে।

পিঁপুল (দেশজ) পিপ্পলী।

পিক্ (পারসী) থুথু, নিষ্ঠীবন।

পিক্দান (পারসী) পাত্রবিশেষ, যে পাত্রে থুথু প্রভৃতি ফেলা যায়, পিক্দানী, নিষ্ঠীবনপাত্র।

পিক (পুং) অপি কায়তি শব্দায়তে ইতি অপি-কৈ-ক (আতশ্চোপসর্গে। পা ৩।১।১৩৬) অপেরকারলোপঃ। লাটিন ভাষায়ও পিকা (Pica) বা পিকাস্ (Picus)। কোকিল।

"কাকঃ কৃষ্ণঃ পিকঃ কৃষ্ণঃ কো ভেদঃ পিককাকয়োঃ।
বসন্তসময়ে প্রাপ্তে কাকঃ কাকঃ পিকঃ পিকঃ॥" (উদ্ভট)

স্ত্রিয়াং ঙীষ্। কোকিলা।

পিকদেব (পুং) আম্রবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

পিকপ্রিয় (পুং) ১ বসন্তকাল। ২ আম্রবৃক্ষ।

পিকপ্রিয়া (স্ত্রী) ১ মহাজম্বু। পিকস্য প্রিয়া। ২ কোকিলা।

পিকবন্ধু (পুং) পিকানাং বন্ধুরিব। আম্রবৃক্ষ। (ত্রিকা°) পর্য্যায়—পিকবান্ধব। (হেম)

পিকমহোৎসব (পুং) পিকানাং মহোৎসবো যত্র। আম্রবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

পিকভক্ষ্যা (স্ত্রী) ভূমিজ জম্বুবৃক্ষ। বনজাম (রাজনি°)

পিকরাগ (পুং) পিকানাং রাগোঽনুরাগো যত্র। বা পিকো রাজ্যতে যত্র, রঞ্জ-ঘঞ্। আম্রবৃক্ষ। (রাজনি°)

পিকবল্লভ (পুং) পিকানাং বল্লভঃ। আম্রবৃক্ষ, পিকপ্রিয়।

পিকাক্ষ (পুং) পিকস্য অক্ষি লোচনং তদ্বৎ বর্ণো যস্য বচ্-সমাসান্তঃ। রোচনী বৃক্ষ। (শব্দচ°) পিকস্য অক্ষীব অক্ষি যস্য। (ত্রি) ২ পিকবৎ রক্তনেত্রযুক্ত, যাহাদের চক্ষু পিকের ন্যায় রক্তবর্ণ। স্ত্রিয়াং বিত্বাৎ ঙীষ্। পিকাক্ষী।

পিকাঙ্গ (পুং) পিকস্য অঙ্গমিব অঙ্গং যস্য। পক্ষিবিশেষ। চাতক পক্ষী। (শব্দচ°)

পিকানন্দ (পুং) পিকানামানন্দো যস্মিন্। বসন্তকাল। (রাজনি°)

পিকিন, চীন-সাম্রাজ্যের রাজধানী। [চীন দেখ।]

পিকী (স্ত্রী) পিক-স্ত্রিয়াং ঙীষ্। কোকিলা। (রাজনি°)

পিকেক্ষণা (স্ত্রী) পিকস্য ঈক্ষণং লোচনং তদ্বৎ বর্ণো যস্য। কোকিলাক্ষবৃক্ষ, চলিত কুলেখাড়া। (রাজনি°)

(ত্রি) কোকিলের চক্ষু সদৃশ চক্ষুযুক্ত। যাহার চক্ষু কোকিলের চক্ষুর ন্যায়, রক্তনেত্র। স্ত্রীলিঙ্গে এই শব্দ স্বাঙ্গ হইলেও বহু অচ্‌যুক্ত হেতু ঙীষ্ হইবে না, টাপ্ হইবে।

পিক্ক (পুং) পিক্ ইত্যব্যক্তশব্দেন কায়তীতি কৈ-ক। বা পিক ইব কায়তীতি কৈ-ক, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুরিত্যেকে। হস্তি-শাবক। (শব্দমা°)

পিক্কা (স্ত্রী) মুক্তার পরিমাণভেদ।

"পিক্কাপিচ্চার্দ্ধা রবকঃ সিক্থং ত্রয়োদশাদ্যানাম্।" (বৃহৎস° ৮১।১৭)

* Act XXIX of 1871.

পিখুবা, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে মিরাট জেলার একটী নগর। অক্ষা° ২৮° ৪২´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৩´ পূঃ। মিরাট হইতে ১৯ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার মিউনিসিপালিটির বাৎসরিক আয় ৩৬৫০৲ টাকা। এখানে বস্ত্রবয়নের কল আছে, তদ্ভিন্ন চর্ম্ম ও জুতা প্রস্তুত হইয়া থাকে। সিপাহী বিদ্রোহের পর মিচেল সাহেব নিকটবর্ত্তী ১৩ খানি গ্রাম সমেত এই নগর ক্রয় করিয়াছেন। এখানে দুইটী হিন্দু মন্দির, থানা, ডাকঘর ও ২টী সরাই আছে।

পিঙ্গ (স্ত্রী) পিঙ্গতীতি পিজি বর্ণে অচ্, ক্তঙ্কাদিত্বাৎ কুমম্। ১ বালক, বালা। (মেদিনী) ২ হরিতাল। (রাজনি°)

(পুং) ৩ পিঙ্গলবর্ণ, দীপশিখাভ বর্ণ, দীপশিখার আভার ন্যায় বর্ণ। (ত্রি) ৪ পিঙ্গলবর্ণ বিশিষ্ট।

"পদ্মপত্রাননঃ পিঙ্গস্তেজসা প্রজ্বলন্নিব।" (ভারত ১।১২৩।৩২)

(পুং) ৫ বনমূষিক। (রাজনি°)

পিঙ্গকপিশা (স্ত্রী) পিঙ্গা কপিশা চ। 'বর্ণো বর্ণেনেতি' সমাসঃ। তৈলপায়িকা, তেলাপোকা। (হেমচ°) (ত্রি) ২ পিঙ্গলবর্ণযুক্ত বা কপিশবর্ণযুক্ত।

পিঙ্গচক্ষুস্ (পুং) পিঙ্গে চক্ষুষী যস্য। ১ কুম্ভীর। (হেমচ°) (ত্রি) ২ পিঙ্গনেত্র।

পিঙ্গজট (পুং) পিঙ্গা পিঙ্গলবর্ণা জটা যস্য। শিব। (হেমচ°)

পিঙ্গতীর্থ (স্ত্রী) তীর্থভেদ। (ভারত বনপর্ব্ব ৮২ অঃ)

পিঙ্গভাস (পুং) গোধেরক জাতিভেদ। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ৮ অঃ)

পিঙ্গমূল (স্ত্রী) গর্জ্জর, গাজর। (রাজনি°)

পিঙ্গর (পুং) পিঙ্গল।

পিঙ্গল (পুং) পিঙ্গো বর্ণোঽস্ত্যস্তীতি পিঙ্গ (সিধ্মাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।৯৭) ইতি লচ্। নীলপীত মিশ্রিতবর্ণ, পিঙ্গলবর্ণ। পর্য্যায়—কড়ার, কপিল, পিঙ্গ, পিশঙ্গ, কদ্রু, নীলপীত, কপিল, রোচনাভ, পিশঙ্গ, কনকপিঙ্গল, কদ্রু। (স্মৃতি) পিঙ্গ, রোচনা, পাণ্ডু, কদ্রু, কনকপিঙ্গল। (নামমালা)

'পিঙ্গদীপশিখাভঃ স্যাৎ পিঙ্গঙ্গঃ পদ্মধূলিবৎ।
পীতনীলহরিদ্রক্তঃ কড়ারস্তৃণবহ্নিবৎ।
অরক্তস্ত্রিক্তঃ পীতাভঃ কপিলো রোচনাচ্ছবিঃ॥'(অমরটীকা ভ°)

দীপশিখার বর্ণের ন্যায়—পিঙ্গলবর্ণ, ইত্যাদিরূপ সামান্য ভেদ থাকিলেও ইহা কেহ কেহ আদর করেন না, এই জন্য পিঙ্গল শব্দের পর্য্যায়ে—পিঙ্গ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ২ নাগভেদ। (ভারত ১।৩৫।৯)

৩ রুদ্র। ৪ চণ্ডাংশুপারিপার্শ্বিক। ৫ নিধিভেদ। ৬ কপি। ৭ অগ্নি।

'পিঙ্গলো নাগভিদ্রুদ্র-চণ্ডাংশুপারিপারিপার্শ্বকে।
নিধিভেদে কপাবগ্নৌ পুংসি স্যাৎ কপিলেঽন্যবৎ।
স্ত্রিয়াং বেশ্যাবিশেষে চ করিণ্যাং কুমুদস্য চ॥' (মেদিনী)

৮ মুনিবিশেষ। (ভারত ১।৫৩।৬।) ৯ নকুল। ১০ স্থাবর-বিষবিশেষ। (হেম) ১১ ক্ষুদ্রোলূক। (রাজনি°) ১২ যক্ষ-বিশেষ। (ভারত ৩।২৩০।৫১) ১৩ পর্ব্বতবিশেষ। (ব্রহ্মাণ্ডপু°) ১৪ প্রভবাদি ষষ্টিবর্ষের অন্তর্গত একপঞ্চাশত্তম বর্ষ। পিঙ্গল সংবৎসরে দেশভঙ্গ ও নর্ম্মদানদীতীরে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়।

"দেশভঙ্গোঽথ দুর্ভিক্ষং নমাসাৎ কথয়াম্যহম্।
পিঙ্গলে চারুপঙ্ক্তি দুর্ভিক্ষং নর্ম্মদাতটে॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

১৫ পিঙ্গলাচার্য্যকৃত সংস্কৃত ছন্দোগ্রন্থবিশেষ। পিঙ্গল প্রাকৃত ভাষারও এক ছন্দোগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। প্রাকৃত ছন্দোগ্রন্থের মধ্যে এই গ্রন্থ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। পিঙ্গল নাগ বলিয়া অভিহিত। ইহার ছন্দোগ্রন্থ বেদাঙ্গ মধ্যে গণ্য। কাহার মতে, পিঙ্গলাচার্য্যই মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি; কিন্তু ইহা কেবল প্রবাদ বলিয়াই মনে হয়। পিঙ্গলের ছন্দঃসূত্রের বহুতর টীকা পাওয়া যায়, তন্মধ্যে এই গুলি উল্লেখযোগ্য—

লক্ষ্মীনাথসুত চন্দ্রশেখরকৃত পিঙ্গলভাবোদ্দ্যোত; চিত্রসেন, পদ্মপ্রভসূরি, পশুপতি, বাণীনাথ, শ্রীপতি, মথুরানাথ শুক্ল ও মনোহর কৃষ্ণরচিত পিঙ্গলটীকা, রবিকরকৃত পিঙ্গলসারবিকাশিনী, রাজেন্দ্রদশাবধানরচিত পিঙ্গলতত্ত্বপ্রকাশিকা, লক্ষ্মীনাথকৃত (১৬০০ খৃষ্টাব্দে রচিত) পিঙ্গলপ্রদীপ, বংশীধরের পিঙ্গল-প্রকাশ, বামনাচার্য্যের পিঙ্গলপ্রকাশ, বিদ্যানিবাসসুত বিশ্বনাথ-কৃত পিঙ্গলমতপ্রকাশ, হলায়ুধের মৃতসঞ্জীবনী; পিঙ্গলভাষ্য এবং পিঙ্গলবার্ত্তিক।

১৬ কএকজন প্রাচীন ঋষির নাম। ১৭ ভারতের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত জনপদভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৮।৪৫)

(স্ত্রী) ১৮ পিত্তল। (রাজনি) ১৯ হরিতাল। ২০ পেচক, কুঠুরে পেচা। ২১ উষীর। ২২ রাস্না। (বৈদ্যকনি°) ২৩ মণ্ডলিক সর্পবিশেষ। (সুশ্রুতকল্পস্থা° ৪ অঃ) ২৪ বানর। (ত্রিকাণ্ড)

পিঙ্গলক (পুং) পিঙ্গল-স্বার্থে কন্। ১ পিঙ্গলশব্দার্থ। ২ যক্ষ-ভেদ। (ভারত সভা° ১০ অঃ)

পিঙ্গলপত্তন, চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। ইহার অনতিদূরে পিঙ্গলা নদী প্রবাহিত। (ভবি° ব্রহ্মখণ্ড ১৩।৪৯)

পিঙ্গললোহ (স্ত্রী) পিঙ্গলং লোহমিব নিত্য কর্ম্মধা°। পিত্তল। (রাজনি°)

পিঙ্গলা (স্ত্রী) পিঙ্গল-টাপ্। ১ বামনাখ্য দক্ষিণদিগ্‌গজের স্ত্রী। ২ কুমুদের করিণী। ৩ বেশ্যা বিশেষ।

'কপৌ মুনৌ নিধিভেদে পিঙ্গলা কুমুদস্ত্রিয়াম্।
কর্ম্মাপিকায়াং বৈশ্যায়াং নাড়ীভেদে…॥' (হেম)

সাংখ্যদর্শনের সূত্রের মধ্যে পিঙ্গলানামক বেশ্যার নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 'নিরাশঃ সুখী পিঙ্গলাবৎ' (সাংখ্যদর্শন ৪ পরি°।) আশা পরিত্যাগ করিতে পারিলেই সুখী হওয়া যায়, পিঙ্গলা যেরূপ আশাবিরহিত হইয়া সুখপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়ে এই পিঙ্গলা বেশ্যার আখ্যায়িকা এইরূপ লিখিত আছে—বিদেহনগরে পিঙ্গলা নামে এক বেশ্যা ছিল। ঐ বেশ্যা একদা এক কান্তকে রতিস্থানে লইয়া যাইবার কালে একটী ধনবান্ পুরুষ অবলোকন করিয়াছিল, তাহাকে দেখিয়া অবধি পিঙ্গলা অধিক ধন পাইবার প্রত্যাশায় একবার ঘর একবার বাহির করিতে লাগিল, কিন্তু ঐ কান্ত আসিল না। আশার বশবর্ত্তী হইয়া পিঙ্গলা কান্তের জন্য অনিদ্রায় সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিল। কান্ত না আসাতে তাহার নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। তখন পিঙ্গলা এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল, আমি কান্তার্থিনী হইয়া সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিলাম, তথাচ কান্তসমাগম-সুখ আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। কিন্তু আমি কি মূঢ়? সমীপে কান্ত থাকিতে আমি তাহাকে চিনিতে পারি নাই। যাহার সমাগম প্রার্থনা করিলে সকল প্রকার অভিলাষ সিদ্ধ হয়, আমি অজ্ঞানান্ধ হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অকামদ দুঃখভয়শোক ও মোহপ্রদ কান্তের জন্য উৎকণ্ঠায় কাল কাটাইলাম। তখন এই বেশ্যা পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির বশে মোহরহিত হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিল। তখন তাহার এইরূপ বিবেক উপস্থিত হইল, "আশাই সকল দুঃখের কারণ, যাহার কোন রূপ আশা নাই, যিনি সকল প্রকার আশা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই সুখী। আমি আশায় প্রলুব্ধ হইয়া দুঃখ ভোগ করিতেছিলাম; এখন আশাবিরহিত হইয়া সুখী হইলাম।" পিঙ্গলা এইরূপে ভগবানের প্রতি চিত্ত সমর্পণ করিয়া সুখে শয়ন করিয়াছিল।

"আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্।
যথা সংছিদ্য কান্তাশাং সুখং সুষাপ পিঙ্গলা॥"(ভাগ° ১১।৮ অঃ)

মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে লিখিত আছে,—

ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে মোক্ষধর্ম্মের উপদেশ দিবার সময় এই পিঙ্গলা বেশ্যার উদাহরণ দিয়া বলিয়াছিলেন, "পূর্ব্বে পিঙ্গলা নামে এক বেশ্যা সঙ্কেত স্থানে স্বীয় প্রিয়তম কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছিল। সেই ক্লেশের সময় দৈবপ্রভাবে তাহার শান্ত বুদ্ধি উপস্থিত হইল। তখন সে ক্ষোভ করিয়া কহিতে লাগিল, যে সর্ব্বান্তর্যামী নির্ব্বিকার পুরুষ আমার হৃদয়ে বাস করিতেছেন, আমি এতকাল কামাদি দ্বারা তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছি। একদিনও হৃদয়ানন্দকর পরমাত্মার শরণাপন্ন হই নাই। আজি আমি আত্মজ্ঞানবলে অজ্ঞানস্তম্ভযুক্ত নবদ্বারসম্পন্ন গৃহ সমাচ্ছন্ন করিব। আমি পূর্ব্বে যে ব্যক্তির প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলাম, এখন তাহারা সমাগত হইলে কখনই আর তাহাদিগকে কান্ত বলিয়া মনে করিব না। এখন আমার তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং সেই নরকরূপী ধূর্ত্তেরা পুনরায় আমাকে বঞ্চনা করিতে সমর্থ হইবে না। দৈববল ও জন্মান্তরীণ পুণ্যফলে অনর্থও অর্থরূপে পরিণত হইয়া থাকে। আজি আমি জ্ঞানবলে বিষয়বাসনা পরিত্যাগ ও জিতেন্দ্রিয়তা লাভ করিয়াছি। আশাবিহীন মহাত্মারাই স্বচ্ছন্দে নিদ্রাসুখ অনুভব করিয়া থাকেন। আশা পরিত্যাগ অপেক্ষা পরম সুখের কারণ আর কিছুই নাই।" পিঙ্গলা এইরূপে আশার উচ্ছেদ করিয়া পরমসুখে নিদ্রাগত হইল। (ভারত শান্তিপর্ব্ব ১৭৪ অ°)

এই পিঙ্গলা অন্যায় কর্ম্মদ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিলেও তাহার পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির বশে এইরূপ বৈরাগ্য উপস্থিত হয় এবং ইহাতেই তাহার ভাগ্যে পরমসুখ ঘটিয়াছিল।

৪ কর্ণিকা। ৫ নাড়ীভেদ। পিঙ্গলা নাড়ী, ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না নামে তিনটী প্রধান নাড়ী নাছে।

"দক্ষিণাংশঃ স্মৃতঃ সূর্য্যো বামভাগো নিশাকরঃ।
নাড়ীদর্শবিদুস্তাসু মুখ্যাস্তিস্রঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
ইড়া বামে তনোর্মধ্যে সুষুম্না পিঙ্গলাপরে।
মধ্যা তাস্বপি নাড়ী স্যাদগ্নিসোমস্বরূপিণী॥" (সারদাতিলক)

দশটী নাড়ী, তাহার মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিনটী প্রধান। শরীরের বামভাগে ইড়ানাড়ী, মধ্য দিকে সুষুম্না এবং দক্ষিণ দিকে পিঙ্গলা নাড়ী অবস্থিত আছে।

নিরুত্তর তন্ত্রের প্রথম পটলে লিখিত আছে, ইড়া প্রভৃতি করিয়া দশটী নাড়ী আছে। দশটী নাড়ীর মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপিণী। যোগার্ণবে লিখিত আছে, পিঙ্গলানাড়ী সিতরক্তাভা, এই নাড়ী দক্ষিণপার্শ্বদেশে অবস্থিত।

"ইড়া চ শঙ্খচন্দ্রাভা তস্যা বামে ব্যবস্থিতা।
পিঙ্গলা সিতরক্তাভা পিঙ্গলায়াং দিবাকরঃ॥" (যোগার্ণব)

তন্ত্রান্তরে লিখিত আছে, ইড়ানাড়ীতে চন্দ্র এবং পিঙ্গলা নাড়ীতে সূর্য্য অবস্থিত।

"ইড়ায়াং সংশ্রিতশ্চন্দ্রঃ পিঙ্গলায়াং দিবাকরঃ।"

যখন পিঙ্গলা নাড়ীর কার্য্য হয়, তখন দক্ষিণ নাসাতে শ্বাস বহিতে থাকে। প্রাণতোষিণীতে এই পিঙ্গলা নাড়ীর বহনকালে যে সকল কার্য্যে শুভ হয়, তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—

কঠিন ও ক্রূর বিদ্যাদির পঠন ও পাঠন, স্ত্রীসঙ্গ,

বেত্তাগমন, নৌকাদিরোহণ, সুধাপান, বীরমন্ত্র উপাসন, শত্রুদিগের নগর ধ্বংস ও বিবদান, শাস্ত্রাভ্যাস ও গমন; মৃগাদি পশু-বিক্রয়, কাষ্ঠ, পাষাণ ও রত্নাদির ঘর্ষণ, গীতাভ্যাস, দুর্গ ও পর্ব্বতারোহণ, দ্যূত, গজাশ্বাদি রথবাহন, মারণ, মোহন, স্তম্ভন, বিদ্বেষ, উচ্চাটন, বশীকরণ, ক্রয়, বিক্রয়, প্রেরণ, আকর্ষণ, রাজদর্শন, প্রভৃতি কার্য্য করিলে শুভ হইয়া থাকে। (প্রাণতোষিণী)

পিঙ্গলানাড়ীর দেবতা শিব, গুণ উষ্ণ। ইহার উদয়কাল দিবাভাগ। স্থিতি চারিদণ্ড মাত্র।

৬ পক্ষিভেদ। ৭ রাজনীতি। (রাজনি°) ৮ শিংশপাবৃক্ষ। (রত্নমা°)

পিঙ্গলানদী, রাজমহলের উত্তরাংশে নির্গতা একটী স্রোতস্বতী, গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে। (দেশাবলী।) ২ নদীভেদ। (রেবাখণ্ড)

পিঙ্গলাতন্ত্র (স্ত্রী) তন্ত্রবিশেষ।

পিঙ্গলিকা (স্ত্রী) পিঙ্গলো বর্ণোঽস্ত্যস্যা ইতি পিঙ্গল-ঠন্। ১ বলাকা। (জটাধর) ২ কীটবিশেষ। ইহা মক্ষিকাজাতীয় কীট। ইহাদের দংশনে দাহ ও শোফ জন্মে।

"মক্ষিকাঃ কান্তারিকা কৃষ্ণা পিঙ্গলিকা মধুলিকা কাষায়ী স্থালিকেত্যেবং ষট্ তাভির্দষ্টস্য দাহশোফৌ ভবতঃ।"

(সুশ্রুত কল্পস্থা° ৮ অঃ)

পিঙ্গলিত (ত্রি) পিঙ্গলো তদ্বর্ণোঽস্যাস্ত, তারকাদিত্বাদিতচ্। পিঙ্গলবর্ণযুক্ত। "আবালাগ্নিক্রিয়াধূমৈর্ম্মে পিঙ্গলিতে দৃশৌ।"

(কথাসরিৎ° ২১।১২২)

পিঙ্গলেশ্বর (স্ত্রী) তীর্থভেদ।

পিঙ্গলোচন (ত্রি) পিঙ্গে লোচনে যস্য। পিঙ্গলবর্ণ চক্ষুযুক্ত, পিঙ্গাক্ষ।

পিঙ্গসার (পুং) পিঙ্গমেব সারো যস্য। হরিতাল। (রাজনি°)

পিঙ্গস্ফটিক (পুং) পিঙ্গঃ পিঙ্গলবর্ণঃ স্ফটিকঃ। গোমেদমণি।

পিঙ্গা (স্ত্রী) পিঙ্গো বর্ণোঽস্ত্যা ইতি অচ্, টাপ্ চ। ১ গোরোচনা। ২ হিঙ্গু। ৩ নালিকা। ৪ চণ্ডিকা। ৫ হরিদ্রা। (শব্দচ°) ৬ বংশরোচনা। (রাজনি°)

'পিঙ্গা গোরোচনা হিঙ্গুনালিকা চণ্ডিকাসু চ।

পিঙ্গী শম্যাং পিশঙ্গে না বালকে তু নপুংসকম্॥' (মেদিনী)

৭ স্বনামখ্যাতা তপস্বিনী। পিঙ্গা যে আশ্রমে থাকিত, কালক্রমে তাহা তীর্থ মধ্যে পরিগণিত হয়। এই তীর্থ পরম পবিত্র। ইহাতে স্নানদানাদি করিলে সকল পাতক বিনষ্ট হয় এবং শত কপিলা ধেনুদানের ফললাভ হইয়া থাকে।

[উজ্জানক দেখ।]

৮ রক্তবাহি-নাড়ী। (বৈদ্যকনি°)

পিঙ্গাক্ষ (পুং) পিঙ্গং অক্ষি যস্য, বচ্সমাসান্তঃ। শিব। (ত্রিকা°) ২ কুম্ভীর। ৩ দ্রোণপুত্র খগবিশেষ। (মার্কণ্ডেয়পু° ১।২১) (ত্রি) ৪ পিঙ্গলনেত্র, চলিত কটা চোখ।

"নমস্তেঽমল! পিঙ্গাক্ষ! নমস্তেঽস্তু হুতাশন!"

(মার্কপু° ৯৯।৪৫)

৫ বিড়াল, বিড়ালের চক্ষু কটা বলিয়া বিড়ালকে পিঙ্গাক্ষ কহে। (বৈদ্যকনি°) স্ত্রিয়াং ঙীষ্, পিঙ্গাক্ষী। ৬ কুমারানুচর মাতৃভেদ। (ভারত সভাপ° ৪৭ অঃ)

পিঙ্গাণ (পুং) কচ। (বৈদ্যকনি°)

পিঙ্গাশ (পুং) পিঙ্গং বর্ণমশ্নুতে ইতি অশ্। ১ পল্লীপতি। ২ মৎস্যভেদ, পাঙ্গাশ। (স্ত্রী) জাত্যস্বর্ণ, পাকা সোণা।

'পিঙ্গাশো মৎস্যভেদে স্যাৎ তথা পল্লীপতাবপি।

পিঙ্গাশী নীলিকায়াঞ্চ পিঙ্গাশং জাত্যকাঞ্চনে॥' (বিশ্ব)

পিঙ্গাশী (স্ত্রী) পিঙ্গাশ-ঙীষ্। নীলিকা। (মেদিনী)

পিঙ্গাস্য (পুং) পিঙ্গাস্যং বদনমস্য। পিঙ্গাশ মৎস্য। (শব্দর°)

পিঙ্গাহ্ব (পুং) পক্ষিবিশেষ। (বৈদ্যকনি°) ফিঙ্গে।

পিঙ্গী (স্ত্রী) পিঙ্গো বর্ণোঽস্ত্যস্যা ইতি অচ্; ততো গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। শমীবৃক্ষ। (মেদিনী)

পিঙ্গেক্ষণ (পুং) পিঙ্গানি পিঙ্গলবর্ণানি ঈক্ষণানি যস্য। ১ শিব। (হেম°) ২ কুম্ভীর। (ত্রি) ৩ পিঙ্গলনেত্র।

পিঙ্গেশ (পুং) অগ্নির নামান্তর।

পিচ (দেশজ) স্বনামখ্যাত ফল ও বৃক্ষ বিশেষ। (Prunus persica) এই ফল খাইতে অতি সুস্বাদু, মিষ্ট অথচ অম্লমধুর। পক্ব ফলগুলি অর্দ্ধসিন্দুর বর্ণে রঞ্জিত দেখা যায়। পক্বফলে ভারাবনতবৃক্ষের শোভা অতি মনোহর। বৃক্ষগুলি বেশী বড় হয় না, সাধারণতঃ ৬ হইতে ১০ ফিট্ উচ্চ হয় এবং ডালপালাগুলি ক্রমশঃই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে।

পারস্য হইতে এই ফল প্রথমে য়ুরোপে নীত হয়। বহুকাল হইতেই উত্তরপশ্চিম হিমালয়প্রদেশে পিচফল জন্মিতে দেখা যায়। এখানকার গ্রামবাসিগণ প্রচুর পরিমাণে এই ফল খাইয়া থাকে। হিমালয়ের সীমান্তপ্রদেশ অপেক্ষা সমতলক্ষেত্রের ফলগুলি অধিক সুমিষ্ট। পর্ব্বততটবর্ত্তী বৃক্ষসমূহের ফলগুলি মে মাস হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত বৃক্ষে ঝুলিলেও উত্তমরূপে পরিপক্ব হয় না; কিন্তু কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ও অপরাপর সমতল ক্ষেত্রের ফলগুলি ৩ সপ্তাহ হইতে ১ মাসের মধ্যে পরিপক্ব হইয়া উঠে। দুইদিকে শিরাযুক্ত পিচগুলি 'নেক্টারাইন্' (Nectarine) নামে খ্যাত। হিমালয়জাত সবুজবর্ণের ফলগুলি কুৰ্দ্দি (Cling-stone) এবং সমতল ক্ষেত্র ও নীলগিরি পর্ব্বতস্থ সিন্দুরবর্ণ ফলগুলি কলু (Free-stone) জাতীয়। ইজিপ্টের নিকটবর্ত্তী মরুভূমিস্থ সুজলা সফলা ওয়েসিস্ নামক স্থানে এই ফল 'বুর্কুক্' নামে পরিচিত। পঞ্জাব

প্রদেশে দুই প্রকার পিচ দেখা যায়, গোলাকার ও ছুঁচাল। নাকবিশিষ্টগুলি 'নাকি' এবং চীনদেশীয় পিচের ন্যায় চেপ্টাগুলি 'টিকে' নামে প্রসিদ্ধ। কান্দাহার রাজধানীতে 'বাব্‌রি' নামক ক্ষুদ্র ও সমাকৃযুক্ত ফলগুলি সাধারণতঃ চাটনী প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়। তথাকার লোক 'তীর্বা' নামক সুস্বাদু ও অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার ফলগুলি প্রায়ই কাঁচা খাইয়া থাকে।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে ইহার ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। আরবী খুখ্; চীন তাউচা, পিংতা-উ, হো-তণ্টি, সিঞ্জেন্‌কো; ফরাসী Peche, জর্ম্মণ Pfirsche, হিন্দী আরু, শফেদ-আলু, ইতালী Aceresare পারস্য ও তুর্ক সফেদ-আলু, কর্দ্দি, কুলু ও আরু, স্পেনে Malocoton।

ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য কাবুলবাসিগণ পিচফলে প্রায় চতুর্দ্দশ প্রকার আচার করিয়া রক্ষা করে। কখন কখনও পিচফলের ভিতরের বীজ ফেলিয়া তন্মধ্যে বাদাম পুরিয়া দেয়। উত্তরভারত হইয়া নানাস্থানে 'খুবানী' নামে যে মেওয়া আমদানী হয়, তাহাই উহার এক রূপান্তর মাত্র। আরবে ইহা মিস্-মিস্, বোখারায় খরখানি ও হিমালয়ে জরদ আলু, কুলু বা চীনারু প্রভৃতি নামে পরিচিত। কনাবর নামক স্থানবাসীরা পিচ রৌদ্রে শুকাইয়া রাখে, পরে তাহা উত্তমরূপ চূর্ণ করিয়া ময়দা বা আটার সহিত মিশাইয়া খায়। বসাহর প্রদেশে আর এক স্বতন্ত্র প্রকারের পিচ (Berica saligna) জন্মে। উহার দেশীয় নাম 'ভেমী'। সাঙ্ঘাই ও চীনে নানাপ্রকার পিচ জন্মিতে দেখা যায়। হোতাউ পিংতাউ প্রভৃতি চেপ্টা, কিংতাউ জরদ বর্ণের এবং মৃতাউ (Neotarine) উত্তর ভারতের সফেদ-আলু বা মুগুল-আরু এক জাতীয় ফল। আমাদের দেশে পিচ কাঁচা খায়; কখন কখন অম্বল রাঁধে বা চাটনী করিয়া রাখিয়া দেয়। ইহার কাষ্ঠে সুদৃঢ় লাঠি প্রস্তুত হইয়া থাকে; উহা পিচের লাঠি নামে প্রসিদ্ধ। চীনবাসীরা পিচ হইতে একপ্রকার নির্য্যাস বাহির করে। উহা ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পিচকারী (দেশজ) বেগে জলাদি নিঃসারক যন্ত্র। ক্ষতস্থানাদি ধুইতে হইলে ইহা দ্বারা উত্তমরূপে ধোয়া হইয়া থাকে।

পিচটী (দেশজ) পিচ্চট, নেত্রমল।

পিচণ্ড (পুং) অপি চণ্ড্যতেঽনেনেতি অপি চড়ি-কোপে ঘঞ্, অপেরলোপঃ। ১ পশুর অবয়ব। ২ উদর।

'পিচণ্ডমুদরে বিদ্যাৎ পশোরবয়বেঽপি চ।' (বিশ্ব)

পিচণ্ডক (ত্রি) পিচণ্ডে কুশলঃ আকর্ষাদিত্বাৎ কন্ (পা ৫।২।৬৪) ঔদরিক, উদরপূরণে কুশল, উদরম্ভরি, পেটুক। ২ কোকিলাক্ষবৃক্ষ, চলিত কুলেখাড়া। (রাজনি°)

পিচণ্ডিক (ত্রি) পিচণ্ডোঽস্ত্যস্যেতি তুন্দাদিত্বাৎ ঠন্ (তুন্দাদিভ্য ইলচ। পা ৫।২।১১৭) তুন্দিল, চলিত ভুঁড়িওয়ালা।

পিচণ্ডিন্ (ত্রি) পিচণ্ড অস্ত্যর্থে তুন্দাদিত্বাৎ ইনি (পা ৫।২।১১৭) তুন্দিল। অস্ত্যর্থে তুন্দাদিগণের উত্তর ইলচ, ইনি ও ঠন্ প্রত্যয় হয়। ইহাতে একই অর্থে তিনটী করিয়া পদ নিষ্পন্ন হয়। যথা—তুন্দিক, তুন্দিন্ ও তুন্দিল, এইরূপ পিচণ্ডিক, পিচণ্ডিন্ ও পিচণ্ডিল।

পিচণ্ডিল (ত্রি) পিচণ্ড অস্ত্যর্থে ইলচ্। তুন্দিল, ভুঁড়িওয়ালা।

"স্বাহাকারৈর্বষট্‌কারৈঃ সুরাজাতাঃ পিচণ্ডিলাঃ।
রচিতা গিরয়স্তেন সদন্নানাং পদে পদে॥" (কাশীখ° ৮৭।১১২)

পিচব্য (পুং) পিচবে তুলায় সাধুঃ পিচু-যৎ। কার্পাস। (হেম)

পিচিণ্ড (পুং) ১ উদর। ২ পশুর অবয়ব। (মেদিনী)

পিচিণ্ডবৎ (ত্রি) পিচিণ্ড-মতুপ্, মস্য ব। পিচিণ্ডযুক্ত।

পিচিণ্ডিকা (স্ত্রী) পিচিণ্ড ইব পিণ্ডাকৃতিরস্ত্যস্যেতি, পিচিণ্ড-ঠন্। পিণ্ডিকা, ইন্দ্রবল্লি, চলিত পাওর ডিম। (হেমচ°)

পিচিণ্ডিল (পুং) অতিশয়িতঃ পিচিণ্ড উদরমস্য তুন্দাদিত্বাদিলচ্। বৃহদুদরযুক্ত, ভুঁড়িওয়ালা। পর্য্যায়—পিচণ্ডিল, বৃহৎকুক্ষি, তুন্দী, তুন্দিক, তুন্দিল, উদরী, উদরিল। (হেম)

"পিচিণ্ডিলৈঃ স্থূলবক্ত্রৈর্মেঘগম্ভীরনিস্বনৈঃ।" (কাশীখ°)

পিচু (পুং) পেচতীতি পিচ মর্দ্দনে মৃগয্বাদিত্বাৎ-কু। ১ কার্পাস-তুল, কাপাসের তুলা। ২ কুষ্ঠরোগভেদ। ৩ পরিমাণবিশেষ, তোলকদ্বয়, কর্ষপরিমাণ। ৪ অসুরবিশেষ। ৫ ভৈরব। ৬ শস্যভেদ।

'পিচুস্তূলে চ কর্ষে চ কুষ্ঠরোগেঽসুরান্তরে।
ভৈরবস্যাপি ভেদেঽপি পিচুঃ কাপি প্রকীর্ত্তিতঃ॥' (বিশ্ব)

৭ চিকিৎসোপযোগী পঞ্চকর্ম্মের অন্তর্গত ক্রিয়াবিশেষ। তৈলাক্ত পিচুধারণ; ইহা বৈদ্যদিগের পঞ্চকর্ম্মের মধ্যে একটী।

"কামিন্যাঃ পূতিযোন্যাশ্চ কর্ত্তব্যঃ স্বেদনো বিধিঃ।
ক্রমঃ কার্য্যস্ততঃ স্নেহপিচুভিস্তর্পণং ভবেৎ॥
শল্লকী জিঙ্গিনী জম্বুধবত্বক্ পঞ্চবল্কলৈঃ।
কষায়ৈঃ সাধিতৈঃ স্নেহঃ পিচুঃ স্যাদ্বিপ্লুতাপহঃ॥"
(বৈদ্যকচক্রপাণি)

পিচুক (পুং) পিচুরিব কায়তীতি কৈ-ক। মদনবৃক্ষ, চলিত ময়না। (রত্নমা°)

পিচুটী (দেশজ) পিচ্চট, নেত্রমল। কোন কোন স্থলে শ্লেষ্মাও পিচুটী শব্দে ব্যবহৃত হয়।

পিচুকীয় (ত্রি) পিচুক উৎকরাদিত্বাৎ-ছ (উৎকরাদিভ্যশ্ছঃ। পা ৪।২।৯০) পিচুকের অদূরভব। চতুরর্থ উৎকরাদি শব্দের অদূরভব, অস্মিন্, নির্বৃত্ত, নিবাস এই চারিটী অর্থে

ছ প্রত্যয় হয়। সুতরাং প্রাতিপদেরেই এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে চারিটী করিয়া অর্থ হইবে।

পিচুতুল (ক্লী) পিচোস্তূলম্। তুল, কাপাসের তুলা। (ত্রিকা°)

পিচুমর্দ্দ (পুং) পিচুং কুষ্ঠবিশেষং মর্দ্দয়তি মৃদ্নাতীতি বা, মৃদ-অণ্। নিম্ববৃক্ষ। পর্য্যায়—কৈটর্য্য, নিম্ব, অরিষ্ট, বহুত্বচা, দক্রম, হিঙ্গুনির্য্যাস, সর্ব্বতোভদ্র। (বৈদ্যকরত্নমালা)

"অসতামুপকারায় দুর্জ্জনানাং বিভূতয়ঃ।
পিচুমর্দ্দঃ ফলাঢ্যোঽপি কাকৈরেবোপভুজ্যতে॥"
(দেবীভা° ২।৪।৬২)

পিচুল (পুং) পিচুং লাতীতি লা-ক। ১ ঝাবুকবৃক্ষ, ঝাউগাছ। ২ ইজ্জল, জলযুক্ত ব্যঞ্জন। ৩ জলবায়স। ৪ তুল।
(অমরটী° সারসু°)

'পিচুলো ঝাবুকেঽপি স্যাদিজ্জলে জলবায়সে।' (মেদিনী)
হেমচন্দ্র পিচুল শব্দের অর্থ নিচুল করিয়াছেন। [নিচুল দেখ।]
'পিচুলো নিচুলে তোয়বায়সে ঝাবুকক্রমে।' (হেম)

পিঞ্জ, ছেদ। চুরাদি, উভয়, সক, সেট্। লট্ পিঞ্জয়তি-তে। লোট্ পিঞ্জয়তু-তাং। লুঙ্ অপিপিঞ্জৎ-ত।

পিচ্চট (ক্লী) পিচ্চ-অটন্। ১ সীসক। ২ রঙ্গ। (পুং) ৩ নেত্ররোগভেদ, চলিত পিচুটীরোগ।

পিচ্চা (স্ত্রী) মুক্তাপরিমাণভেদ। (বৃহৎসংহিতা ৮১ অঃ)

পিচ্চিট (পুং) কীটভেদ। পিচ্চিট প্রভৃতি অগ্নিপ্রকৃতির কীট। এই কীট দংশন করিলে পিত্তজন্য রোগ জন্মে।
(সুশ্রুত কল্পস্থা° ৮ অঃ)

পিচ্চিত (ক্লী) অস্থিভগ্নবিশেষ, হাড় চেপ্‌টে যাওয়া। ইহার লক্ষণ—প্রহার বা পীড়ন দ্বারা অস্থিস্থান ফুলিয়া উঠিলে তাহাকে পিচ্চিত কহে। ঐ ভগ্নাস্থিমজ্জাও রক্তে পরিপ্লুত হয়।

"প্রহারপীড়নাভ্যান্তু যদঙ্গং পৃথুতাং গতম্।
সাস্থি তৎ পিচ্চিতং বিদ্যাৎ মজ্জরক্তপরিপ্লুতম্॥"

পিচ্চিত বা ঘৃষ্ট হইলে রক্ত অধিক স্রাব হয় না, তজ্জন্য জ্বালা করে ও পাকিয়া উঠে। ইহাতে শোণিতের উষ্ণতা, দাহ ও পাকের শান্তির নিমিত্ত শীতল আলেপন ও শীতল পরিসেচন কর্ত্তব্য। (সুশ্রুত চিকি° ২ অঃ)

পিচ্ছ, বাধ। তুদাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ পিচ্ছতি। লোট্ পিচ্ছতু। লিট্ পিপিচ্ছ। লুঙ্ অপিচ্ছীৎ।

পিচ্ছ (পুং) পিচ্ছতীতি পিচ্ছ-অচ্। ১ লাঙ্গূল। (মেদিনী) (ক্লী) ২ ময়ূরপুচ্ছ। পর্য্যায়—শিখণ্ড, বর্হ, শিখিপুচ্ছ, শিখণ্ডক।

"তত্তারিবলস্তীমস্ত ধ্বজদণ্ডস্ত লাঞ্ছনম্।
দর্পদীপ্তঃ ক্ষুরপ্রেণ মায়ূরপিচ্ছমচ্ছিনৎ॥" (অনর্ঘরাঘব ৬।৬৫)

৩ চূড়া। ৪ মোচরস।

পিচ্ছক (পুং) পিচ্ছ-কন্। ১ মোচরস। ২ লাঙ্গূল। (ক্লী) ৩ ময়ূরপুচ্ছ।

পিচ্ছন (ক্লী) অত্যন্ত পীড়ন। (চরক সূত্রস্থা° ১৮ অঃ)

পিচ্ছপাদিন্ (ত্রি) তন্নামক পাদরোগাক্রান্ত অশ্ব, পিচ্ছপাদরোগযুক্ত অশ্ব।

"রোমান্তঃ শূয়তে যস্ত সমস্তাদৈব পচ্যতে।
ক্লেদশ্চ পিচ্ছিলো যস্ত পিচ্ছপাদীতি তং বিদুঃ॥" (জয়দত্ত ৩৯অঃ)

পিচ্ছভার (পুং) ময়ূরপুচ্ছ। (বৈদ্যকনি°)

পিচ্ছবাণ (পুং) পিচ্ছং বাণ ইব যস্ত। শ্যেনপক্ষী, বাজপাখী।
(রাজনি°)

পিচ্ছল (পুং) ১ বাসুকিবংশীয় সর্পভেদ। (ভারত ১।৫৭ অঃ) ২ মোচরস। ৩ আকাশবল্লী। ৪ বহুবার বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

পিচ্ছলচ্ছদা (স্ত্রী) ১ উপোদিকা, চলিত পুঁইগাছ। ২ বদরীবৃক্ষ। (ত্রিকাণ্ড) ইহার পাঠান্তর পিচ্ছলদলা।

পিচ্ছলত্বক্ (পুং) ১ নাগরঙ্গ বৃক্ষ। (স্ত্রী) ২ নাগরঙ্গবল্কল।

পিচ্ছলবীজ (পুং) বনপনস, চলিত আনারস। (বৈদ্যকনি°)

পিচ্ছা (স্ত্রী) পিচ্ছ অজাদিত্বাৎ টাপ্। ১ শাল্মলীবেষ্ট। ২ পুগ। ৩ ছটা। ৪ কোষ। ৫ মোচা। ৬ ভক্তসম্ভূতমণ্ড। ৭ পংক্তি। ৮ অশ্বপদাময়। ৯ চোলিকা। ১০ ফণিমালা। ১১ শিংশপাবৃক্ষ। ১২ কতক বৃক্ষ। ১৩ আকাশলতা। ১৪ ঘোল। (বৈদ্যকনি°)

পিচ্ছাদি (পুং) পাণিন্যুক্ত গণভেদ। অস্ত্যর্থে পিচ্ছাদিগণের উত্তর ইলচ্ প্রত্যয় হয়। গণ যথা—পিচ্ছা, উরস্, ধ্রুবক, ধ্রুবক, বর্ণ, উদক, পঙ্ক ও প্রজ্ঞা। (পাণিনি)

পিচ্ছাবস্তি (স্ত্রী) পিচ্ছিল বস্তি। (বাভট চি° ৯ অঃ)

পিচ্ছিকা (স্ত্রী) পিচ্ছং ময়ূরবর্হং অস্ত্যস্রেতি, পিচ্ছ-ঠন্। চামর।

"পিচ্ছিকাং ভ্রাময়িত্বা বহুবিধং হাস্তং কৃত্বা।" (রত্নাবলী ৪ অঃ)

পিচ্ছিতিকা (স্ত্রী) শিংশপা। (শব্দচ°)

পিচ্ছিল (ত্রি) পিচ্ছা ভক্তসম্ভূতমণ্ডং অস্ত্যস্তেতি পিচ্ছাদিত্বাদিলচ্। ১ ভক্তমণ্ডযুক্ত। (রায়মুকুট) ২ সরস ব্যঞ্জনাদি। (ভরত) ৩ সূপাদি। (রমানাথ) ৪ স্নিগ্ধ সূপাদি। (ভানুদী°) ৫ মণ্ডযুক্ত ভক্ত। ৬ জলযুক্ত ব্যঞ্জন। (নীলকণ্ঠ) পর্য্যায়—বিজিল, বিজয়িন, বিজিন, বিজ্জল, ইজ্জল, লালসীক।
(বাচস্পতি)

"তরুণং সর্ষপশাকং নবৌদনানি পিচ্ছিলানি চ দধীনি।
অল্পব্যয়েন সুন্দরি! গ্রাম্যজনো মিষ্টমশ্নাতি॥" (ছন্দোম°)

৭ পিচ্ছিল, পিছল।

"কালে বারিধরাণামপতিতয়া নৈব শক্যতে স্থাতুম্।
উৎকণ্ঠিতাসি তরলে! নহি নহি সখি! পিচ্ছিলঃ পন্থাঃ॥"
(সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

(পুং) ৮ শ্লেষ্মান্তক বৃক্ষ। (ত্রি) ৯ চূড়াযুক্ত।

পিচ্ছিলক (পুং) পিচ্ছিলঃ সন্ কারয়তীতি কৈ-ক। ১ ধন্বনবৃক্ষ, ধামনাগাছ। (রাজনি°) ২ শাল্মলীবৃক্ষ।

পিচ্ছিলচ্ছদা (স্ত্রী) পিচ্ছিলচ্ছদো যস্যাঃ। উপোদকী, পুঁইশাক।

পিচ্ছিলত্বচ্ (পুং) পিচ্ছিলা ত্বক্ যস্য। ১ নাগরঙ্গ বৃক্ষ। (ত্রিকা°) ২ ধন্বন বৃক্ষ, ধামনাগাছ। (রত্নমালা)

পিচ্ছিলবস্তি (স্ত্রী) নিরূহবস্তিভেদ। সুশ্রুতে লিখিত আছে, আরগ্বধ, শেলুশাল্মলী ও ধন্বন ইহাদের অঙ্কুর দুগ্ধে পাক করিয়া মধু ও রক্তের সহিত প্রয়োগ করিতে হইবে। অথবা বরাহ, মহিষ, ঔরভ্র, বিড়াল, এণ বা কুক্কুট ইহাদের কেবলমাত্র সদ্যোজাত অসৃক্ বা অণ্ড বস্তিকার্য্যে প্রয়োগ করিতে হইবে। এইরূপ বস্তিপ্রয়োগের নাম পিচ্ছিলবস্তি।

(সুশ্রুত চিকি° ৩৮ অ°)

ভাবপ্রকাশ-মতে—ভূমিকুষ্মাণ্ড, নারঙ্গী, বহুবার (চালতে) এবং শাল্মলী বৃক্ষের অঙ্কুর এই সকল দ্রব্য দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া মধু ও রক্তের সহিত যে বস্তি প্রয়োগ করা হয়, তাহাকে পিচ্ছিলবস্তি কহে। ছাগ, মেষ ও কৃষ্ণসার মৃগের রক্তের সহিত পিচ্ছিলবস্তি প্রযোজ্য। ইহার মাত্রা দ্বাদশ-পল (দেড় সের)। (ভাবপ্র° পূর্ব্বখ°)

পিচ্ছিলসার (পুং) পিচ্ছিলঃ সারো যস্য। মোচরস। (রাজনি°)

পিচ্ছিলা (স্ত্রী) পিচ্ছা ইলচ্, ততষ্টাপ্। ১ পোতিকা। ২ শিংশপা।

"পিঙ্গলা পিচ্ছিলা বীরা কৃষ্ণসারা চ শিংশপা।" (বৈদ্যকরত্ন°)

৩ শাল্মলি। ৪ কোকিলাক্ষ। ৫ বৃশ্চিকাক্ষুপ। ৬ শূলীতৃণ। ৭ অতসী। (রাজনি°) ৮ কচ্চী। (শব্দচ°) ৯ উপোদিকা, পুঁইশাক। ১০ কামরূপের অন্তর্গত ক্ষেত্রভেদ।

"নাটকারণ্যকঞ্চৈব চম্পকারণ্যকস্তথা
পিচ্ছিলায়া দক্ষিণতো গৌতমস্য মহাবনং ॥" (যোগিনীত°)

পিছল (দেশজ) পিচ্ছিল।

পিছা (দেশজ) পশ্চাদ্ভাগ।

পিছাড়ী (দেশজ) পশ্চাদ্ভাগ।

পিছান (দেশজ) পশ্চাতে গমন।

পিছলান (দেশজ) পিচ্ছিলভাবে হড়কাইয়া পতন।

পিজ, ১ দীপ্তি। ২ বাস। ৩ বল। ৪ দান। ৫ হিংসা। চুরাদি, অক, উভয়, সেট্। দীপ্তি ভিন্ন অর্থে সকর্ম্মক। এই ধাতু ইদিৎ। লট্ পিঞ্জয়তি-তে। লোট্ পিঞ্জয়তু-তাং। লুঙ্ অপিপিঞ্জৎ-ত। লিট্ পিঞ্জয়াংচকার-চক্রে।

পিজ, বর্ণ ও পূজা। অদাদি, আত্মনে, অক সেট্। লট্ পিঙ্‌ক্তে।

পিজবন (পুং) স্পর্দ্ধনীয়জয় বিশ্বামিত্রযাজ্য নৃপভেদ। (নিরুক্ত) ইহার পুত্র সুদাস।

পিঞ্জল (পুং) ঋষিভেদ। পিঞ্জলস্য গোত্রাপত্যং অশ্বাদিত্বাৎ ফঞ্। (পা ৪।১।১১০) পৈঞ্জলায়ন—পিঞ্জল ঋষির অপত্য।

পিঞ্জ (স্ত্রী) পিজ-বধে, ততো ভাবে ঘঞ্। ১ বল। (ত্রি) ২ ব্যাকুল। (পুং) ৩ বধ। ৪ কর্পূরভেদ।

পিঞ্জক (স্ত্রী) হরিতাল। (রসেন্দ্রসারস°)

পিঞ্জট (পুং) পিঞ্জয়তি নেত্রং দূষয়তি পিজি-অটন্। ১ নেত্র-মল, পিচুটী।

'দূষীকা দূষিকা দূষিঃ পিঞ্জেটপিঞ্জটাবপি।' (শব্দরত্না°)

পিঞ্জন (স্ত্রী) পিঞ্জ্যতেঽনেনেতি পিজি-স্ফোটনে করণে ল্যুট্। কার্পাসস্ফোটনধনু, পর্য্যায়—বিহনন, তুলস্ফোটনকার্ম্মুক। (হেম) চলিত তুলাধোনার জন্য 'ধুনুখারা'।

পিঞ্জর (স্ত্রী) পিজি-দীপ্তৌ বর্ণে বা বাহুলকাৎ অরঃ, (উজ্জ্ব-লদত্ত ৩।১৩১) ১ হরিতাল। ২ স্বর্ণ। ৩ নাগকেশর। ৪ পক্ষী প্রভৃতির বন্ধনগৃহ, পিজরা, খাচা। ৫ কায়াস্থিবৃন্দ, পাঁজরা। (অমরটী° রামাশ্রম) (পুং) ৬ অশ্বভেদ। ৭ পীতরক্ত বর্ণ। (হেম) ৮ সুমেরুর পশ্চিমপার্শ্বস্থিত পর্ব্বতবিশেষ।

"পিঞ্জরোঽথ মহাভদ্রঃ সুরসঃ কপিলো মধুঃ।"
(মার্কণ্ডেয়পু° ৫৫।৯) (ত্রি) ৯ পীত।

"প্রিয়য়া কুঙ্কুমপিঞ্জরপাণিদ্বয়যোজনাঙ্কিতং বাসঃ।
প্রহিতং মাং যাচ্ঞাঞ্জলিসহস্রকিরণায় শিক্ষয়তি ॥"

(আর্য্যাসপ্তসতী ৩৮১)

পিঞ্জর, বরারের অন্তর্গত আকোলা জেলায় একখানি গ্রাম। অক্ষা° ২০° ৩৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ১৭´ পূঃ। আকোলা নগর হইতে ২৪ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। ১৭২৭ খৃঃ অব্দে মধুজী ভোন্‌স্লে এই স্থানের অধিবাসিগণের উপর অধিক করভার স্থাপন করিলে এই গ্রামের অবনতি আরম্ভ হইয়াছিল। এখানে একটী সুন্দর মন্দির ও তাহাতে অনেকগুলি খোদিত লিপি আছে।

পিঞ্জরক (স্ত্রী) পিঞ্জরমেব স্বার্থে কন্। ১ হরিতাল। (রাজনি°) (পুং) ২ পর্ব্বত বিশেষ।

"নাগস্তথা পিঞ্জরক এলাপত্রোঽথ বামনঃ।" (ভারত ১।৩৫।৬)

পিঞ্জরতা (স্ত্রী) পিঞ্জরস্য ভাবঃ পিঞ্জর-তল্। পিঞ্জরের ভাব বা ধর্ম্ম।

পিঞ্জারা, বোম্বাই প্রদেশবাসী মুসলমান জাতিভেদ, ইহারা তুলা পিজিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে বলিয়া 'পিঞ্জারা' নাম হইয়াছে। এদেশে ধুমুরী নামে খ্যাত। পূর্ব্বে তাহারা হিন্দু ছিল। অরঙ্গ-জিবের প্রভাবে ইহারা মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। ইহাদের বেশভূষা অনেকটা মরাঠী কুণবীদিগের মত। সকলেই কাজিকে ভক্তি করে। বিবাহের সময় কাজির কাছে নাম লেখাইতে হয়। সামাজিক গোলযোগও কাজি মিটাইয়া থাকে।

পিঞ্জল (ক্লী) পিঞ্জি হিংসায়াং বর্ণে চ কলচ্। ১ কুশপত্র। ২ হরিতাল। (ধরণি) (পুং) ৩ অত্যন্ত ব্যাকুল সৈন্যাদি। ৪ জলবেতস। (বৈদকনি°)

পিঞ্জলক (ত্রি) অত্যন্ত ব্যাকুল।

পিঞ্জলী (স্ত্রী) পিঞ্জল স্ত্রিয়াং ঙীষ্। কুশান্তরবেষ্টিত প্রাদেশ মাত্র সাগ্রকুশপত্রদ্বয়। পবিত্র। প্রাদেশ পরিমাণ অগ্রের সহিত ২টা কুশা, এই কুশদ্বয়ের মধ্যে একটী কুশাদ্বারা আর একটী কুশা বন্ধন করিতে হয়। এই পিঞ্জলী হোম বা শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে আবশ্যক।

"অনন্তর্গর্ভিণং সাগ্রং কৌশং দ্বিদলমেব চ।
প্রাদেশমাত্রং বিজ্ঞেয়ং পবিত্রং যত্র কুত্রচিৎ॥
এতদেবহি পিঞ্জল্যা লক্ষণং সমুদাহৃতম্॥" (ছন্দোগপরি°)

পিঞ্জা (স্ত্রী) ১ হরিদ্রা। ২ তূলা। (মেদিনী) (দেশজ) ৩ তূলা হাতে পিঁজা বা টুকরা করা।

পিঞ্জান (ক্লী) স্বর্ণ। (রাজনি°)

পিঞ্জিকা (স্ত্রী) পিঞ্জয়তীতি পিঞ্জি-ণ্বুল্, টাপি অত ইত্বং। ১ তূলনালিকা, তূলার পাঁইজ। (ত্রিকা°)

পিঞ্জিল (ক্লী) পিঞ্জয়তীতি পিঞ্জি উলচ্ (পিঞ্জাদিভ্য উরোলচৌ। উণ্ ৪।৯০) বর্ত্তিকা, তূলবর্ত্তিকা। (বৈদ্যকনি°)

পিঞ্জূষ (পুং) পিঞ্জয়তি হিনস্তি কর্ণৌ ইতি পিঞ্জি বাহুলকাৎ উষণ্। কর্ণমল। (হেম)

পিঞ্জেট (পুং) পিঞ্জট পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। নেত্রমল। (শব্দর°)

পিঞ্জোলা (স্ত্রী) পিঞ্জয়তীতি পিঞ্জি বাহুলকাৎ ওল-টাপ্। পত্রকাহলা। (হারাবলী)

পিঞ্জোর, পঞ্জাবের পাতিয়ালা রাজ্যের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। অক্ষা° ৩০° ৪৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৫৯´ পূঃ। কাগ্গার নদীসঙ্গমে অবস্থিত। এখানে পাতিয়ালারাজের প্রমোদভবন ও কেলিকানন আছে। নগরের আর সেরূপ পূর্ব্বশ্রী নাই, চারিদিকে বিস্তর স্থাপত্য ও শিল্পনৈপুণ্যযুক্ত প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ পতিত আছে। এখানে একটী পুরাতন দুর্গ ছিল, সিন্দিয়ার ফরাসী-সেনানায়ক তাহা নষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

পিট, সংহতি, ধ্বনি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ পেটতি। লোট্ পেটতু। লিট্ পিপেট। লুঙ্ অপেটীৎ।

পিট (ক্লী) পেটতি সংহতো ভবতি পিট-ক। ১ চাল। (ত্রিকা°) (পুং) পেটতি দ্রব্যান্তরৈঃ সহিতো ভবতীতি পিট-ক। ২ পেট, চলিত পেটারা। (ধরণি)

পিটক (পুং ক্লী) পেটতীতি পিট-কন্। বংশবেত্রাদিময় সমুদ্গক, চলিত পেটারা, পেটা বা পেড়া। ইহা বাঁশের শলা বা বেত্র দ্বারা নির্ম্মিত হয়। পর্য্যায়—পেটক, পেড়া, মঞ্জুষা, পেট, পেটিকা, ভণ্ডি, ভণ্ডী, মঞ্জুষা, পেড়িকা। (শব্দর°)

"কুদ্দলে দাত্রপিটকাস্তদ্বৎ স্থাল্যাদিভাজনম্।" (মার্কপু° ৫০।৮৬)

(ত্রি) ২ বিস্ফোট। (মেদিনী) চলিত আঁচিল। স্থানবিশেষে আঁচিল হইলে শুভাশুভ ফল হইয়া থাকে। বৃহৎসংহিতায় ইহার ফলের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের যথাক্রমে শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ আঁচিল হইলে তাহা ফলপ্রদ হয়, অন্যরূপ হইলে নিষ্ফল হইয়া থাকে। এই পিটকসমূহ রমণীয় ও সুচিক্কণ হইবে।

মস্তকে পিটক হইলে ধনসঞ্চয়, মূর্দ্ধদেশে সৌভাগ্যলাভ, ভ্রূযুগে হইলে দুর্ভাগ্য ও প্রিয়জন বিয়োগ হইয়া থাকে। এইরূপ ভ্রূযুগলের মধ্যস্থিত বা নয়নপুটগত হইলে শোক, ললাটাস্থিদেশে হইলে প্রব্রজ্যা এবং অশ্রুজল-নিপতন-স্থানে হইলে চিন্তা, নাসিকা ও গণ্ডদেশে হইলে বসন ও শুভফল, ওষ্ঠদ্বয়ে হইলে লাভ, চিবুকতলগত হইলে অন্নলাভ, ললাটে বা হনুদ্বয়ে হইলে প্রচুর বিত্তলাভ, গলদেশে হইলে অন্ন, পান প্রভৃতি লাভ, কর্ণদেশে হইলে কর্ণভূষণ ও আত্মজ্ঞানলাভ হয়। মস্তক, সন্ধি, গ্রীবা, হৃদয়, কুচ (স্তনাগ্র) পার্শ্ব ও বক্ষঃস্থলে পিটক জন্মিলে যথাক্রমে অয়োঘাত, আঘাত, সুত, তনয়লোভ, শোক এবং প্রিয়প্রাপ্তি হইয়া থাকে। স্কন্ধে হইলে বারংবার ভিক্ষার্থ ভ্রমণ ও বিনাশ এবং কক্ষে হইলে বহুবিধ সুখ বা বাহুযুগলে দুঃখ ও শত্রুনাশ, মণিবন্ধে হইলে সংযম ও বাহুযুগলের নিকটস্থ হইলে ভূষণাদি লাভ, করদেশ, অঙ্গুলি বা উদরে হইলে ক্রমশঃ ধনপ্রাপ্তি, সৌভাগ্য ও শোক হয়।

নাভিতে হইলে উত্তম পান ও অন্নলাভ ও তাহার নিম্নে হইলে চৌরগণ কর্ত্তৃক ধননাশ, বস্তিতে হইলে ধনধান্য, মেঢ্রে হইলে যুবতী ও সুন্দর তনয়লাভ, গুহ্য ও বৃষণ দেশে হইলে ধনসৌভাগ্য লাভ, উরুদ্বয়স্থ হইলে যান ও আসন লাভ, জানুদ্বয়স্থিত হইলে শত্রু হইতে ক্ষতি, জঙ্ঘাদ্বয়ে হইলে শস্ত্রক্ষত এবং গুল্ফদেশে হইলে বন্ধনজ ক্লেশ হইয়া থাকে।

স্ফিক্, পার্ষ্ণি ও পাদজাত হইলে ধননাশ ও অগম্যাগমন, অঙ্গুলিসমূহে হইলে বন্ধন এবং অঙ্গুষ্ঠে হইলে জ্ঞাতিলোক দ্বারা পূজিত হইতে হয়।

অঙ্গবিশেষে পিটক (আঁচিল) হইলে এইরূপ ফল হইয়া থাকে। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা জন্মনক্ষত্রানুসারে জানিতে হইবে, বর্ণানুসারে নহে।

পুরুষের দক্ষিণদিকে যে পিটক হয়, তাহাদিগকে "উৎপাত

দণ্ডপিটক' এবং বামভাগস্থ পিটককে 'অভিঘাতপিটক' কহে। পুরুষদিগেরই এইরূপ পিটক শুভপ্রদ; কিন্তু স্ত্রীদিগের সম্বন্ধে ইহার বিপরীত ফল জানিতে হইবে। তাহাদের বামভাগস্থ পিটকই শুভদ।

মূর্দ্ধদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় অঙ্গজাত পিটকের ফলাফল লিখিত হইল। (বৃহৎসং ৫২ অঃ)*

৩ বৌদ্ধশাস্ত্রভেদ। [ত্রিপিটক দেখ।]

পিটকা (স্ত্রী) পিড়কা। (রাজনি°) ২ মসূরিকা, বসন্ত।

পিটক্যা (স্ত্রী) পিটকানাং সমূহঃ, পাশাদিত্বাৎ য (পা ৪।২।৪৯) স্ত্রিয়াং টাপ্। পিটকসমূহ।

পিটঙ্কাশ (পুং) পর্ব্বতোর্দ্মিমৎস্য। (ভূরিপ্র°)

পিটঙ্কোকী (স্ত্রী) ইন্দ্রবারুণীলতা। (রত্নমালা)

পিটনা (দেশজ) কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত একপ্রকার দ্রব্যবিশেষ। ইহাতে ছাত, মেজে প্রভৃতি পিটান যায়।

পিটপিট (দেশজ) গাত্রকণ্ডুয়ন, অল্পপীড়া বা চুলকানি।

পিটলী (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Trewia nudiflora) ২ জলযুক্ত পেষিত তণ্ডুল, চাউল বাটিয়া জলে গুলিয়া পিটলী প্রস্তুত হয়।

পিটা (দেশজ) পিষ্টক, অপূপ।

পিটা (দেশজ) আঘাত।

পিটাক (পুং) মুনিবিশেষ। (উণাদিকোষ)

পিটান (দেশজ) আঘাত করা, হাতুড়ি দিয়া বা মারা।

পিটাপিটি (দেশজ) মারামারি।

পিট্ট, কুটনভেদ, টেঁপা, কুট্টনদ্বারা অধঃপ্রবেশন। চুরাদি, উভয়, সক্, সেট্। লট্ পিট্টয়তি-তে। লোট পিট্টয়তু-তাং। লুঙ্ অপিপিট্টৎ-ত।

পিট্টক (ক্লী) কিট্টকং পৃষোদরাদিত্বাৎ কস্য পঃ। দন্তকিট্টক। (শব্দরত্না°)

পিট্টিক (ত্রি) পিট্ট-ইন্, স্বার্থে কন্। কুট্টনদ্বারা অধঃপ্রবেশন। ঘা দিয়া পোতা। (মেদিনী)

পিঠ, ক্লেশ, বধ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, ক্লেশার্থে অক°। বধে সক, সেট্। লট্ পেঠতি, লোট্ পেঠতু। লিট্ পিপেঠ। লুঙ্ অপেঠীৎ।

পিঠওবা, উচহরের অন্তর্গত একটী প্রাচীন স্থান। (Arch. Sur. Report. IX. 10)

* "সিতরক্তপীতকৃষ্ণা বিপ্রাদীনাং ক্রমেণ পিটিকা যে।
তে ক্রমশঃ প্রোক্তফলা বর্ণানামগ্রজাদীনাম্॥
ইতি পিটকবিভাগঃ প্রোক্ত আমূর্দ্ধতোঽয়ং
ব্রণতিলকবিভাগোঽপ্যেবমেব প্রকল্প্যঃ।
ভবতি মশকলক্ষ্মাবর্ত্তজন্মাপি তদ্বৎ
নিগদিতফলকারি প্রাণিনাং দেহসংস্থং॥" (বৃহৎস° ৫২ অঃ)

পিঠবোক্‌চা (তুর্কী) পৃষ্ঠস্থিত পুটুলী। লোকে পৃষ্ঠদেশে যে বোচ্‌কা বাধিয়া লইয়া যায়।

পিঠর (ক্লী) পিঠং রাতীতি রা-ক। ১ মুস্তা। ২ মন্থদণ্ড। (মেদিনী) (পুং) পিঠ্যতে ক্লিশ্যতেঽনেনেতি পিঠ-করন্। (পুং) ৩ গৃহভেদ। পর্য্যায়—কুম্ভ্রক, উখাট। (ত্রিকাণ্ড)

"বিদ্যুজ্জালাবলয়িতজলধরপিঠরোদরাদ্বিনির্য্যান্তি॥"
(আর্য্যাসপ্ত° ৫৫২)

৪ স্থালী।

"গৃহ্নীষ পিঠরং তাম্রং ময়া দত্তং নরাধিপ।
যাবৎ বৎস্যতি পাঞ্চালী পাত্রেণানেন সুব্রত॥" (ভার° ৩।৩।৭২)

৫ অগ্নিবিশেষ। "পিঠরঃ পতগঃ স্বর্গশ্চাগাধো ভ্রাজ এব চ।"
(হরিবংশ ১৭৮.৩২)

৬ দানববিশেষ। (ভারত ২।৯।১৩)

পিঠরিকা (স্ত্রী) স্থালী, পাত্র। (দিব্যাবদান)

পিঠরী (স্ত্রী) পিঠর স্ত্রিয়াং ঙীষ্। স্থালী। রাজমুকুট।

পিঠাপিঠি (দেশজ) ১ পর পর। ২ উভয়ের পৃষ্ঠদেশ, পরস্পর।

পিঠাপুর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গোদাবরী জেলার একটী তালুক বা উপবিভাগ। পরিমাণ ২০০ বর্গমাইল। এখানকার রাজার পূর্ব্বপুরুষেরা অযোধ্যা হইতে আগমন করেন। ২ পিঠাপুর তালুকের প্রধান নগর। অক্ষা° ১৭° ৬′ ৪৫″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২° ১৮′ ৪০″ পূঃ। পিঠাপুরের জমিদারেরা এই স্থানে বাস করেন।

পিঠায়িপুর ১ চট্টলের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। ২ কামরূপের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। (ভ° ব্রহ্মখণ্ড ১৬।৬৮)।

পিঠীনস (পুং) ঋষিভেদ। (ঋক্ ৬।২৬।৬) তদপত্য পৈঠীনসি।

পিড়, সংহতি, রাশীকরণ। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট, ইদিৎ। লট্ পিণ্ডতে, লোট্ পিণ্ডতাং, লুঙ্ অপিণ্ডিষ্ট, লিট্ পিপিণ্ডে। এই ধাতু চুরাদিগণীয় হইলে উভয়পদী হইবে। যথা—লট্ পিণ্ডয়তি-তে। লোট্ পিণ্ডয়তু-তাং। লুঙ্ অপিপিণ্ডৎ-ত।

পিড়ক (পুং) পীড়য়তি পীড়-ণ্বুল্ নিপাতনাৎ সাধুঃ। স্ফোটক।

পিড়কা (স্ত্রী) পীড়য়তীতি পীড়-ণ্বুল্-টাপ্। নিপাতনাৎ সাধুঃ। স্ফোটকবিশেষ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে ব্রণ হয়, তাহাকে পিড়কা কহে। সুশ্রুতাদি বৈদ্যকগ্রন্থে রোগভেদে নানা প্রকার পিড়কার উল্লেখ আছে। সুশ্রুতে ভগন্দর রোগে লিখিত আছে, বায়ু নির্গমন স্থানে যে সকল অল্প উপদ্রব শোফ হয় এবং অচিরে যাহা প্রশমিত হয়, তাহাকে পিড়কা কহে। এই পিড়কা ভগন্দর হইতে ভিন্ন। কোন কোন পিড়কায় ভগন্দর হয়, তাহা পায়ুর দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থানে জন্মে এবং দৃঢ়মূল, বেদনাযুক্ত ও ইহাতে জ্বর হইয়া থাকে।

"উৎপাদ্যতেঽয়ক্রুশোফা ক্ষিপ্রঞ্চাপ্যুপশাম্যতি।
পায়ুস্তদেশে পিড়কা সা জ্ঞেয়াস্তা ভগন্দরাৎ ॥
ভগন্দরা তু বিজ্ঞেয়া পিড়কাতো বিপর্য্যয়াৎ।
পায়োঃ অঙ্গুলমূলে দেশে গূঢ়মূলা সরুগ্‌জ্বরা ॥"(সুশ্রুত নি° ৪অঃ)

এই প্রকার প্রমেহ রোগেও দশপ্রকার পিড়কা হয়। তাহাদের নাম শরাবিকা, কচ্ছপিকা, জালিনী, বিনতা, অলজী, মসূরিকা, সর্ষপিকা, পুত্রিণী, বিদরিকা ও বিদ্রধি।

এই প্রকার কুষ্ঠরোগেও নানা প্রকার পিড়কা উৎপন্ন হয়।

"কণ্ডূবিপুরকশ্চৈব কুষ্ঠে শোণিতসংশ্রিতে।
বাহুল্যং বক্তৃশোফশ্চ কার্কশ্যং পিড়কোদ্গমঃ ॥" (ভাবপ্র°)

পিড়কাবৎ (ত্রি) পিড়কা বিদ্যতে ইস্য পিড়কা মতুপ্‌ মস্য ব। পিড়কা-অস্ত্যর্থে ইনি। পিড়কারোগযুক্ত। (সুশ্রুত)

পিড়কিন্‌ (ত্রি) পিড়কা-অস্ত্যর্থে ইনি। পিড়কারোগযুক্ত।

পিড়ুগুরালা, দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণাজেলার অন্তর্গত দাচেপল্লী হইতে ১২ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত একটী অতি প্রাচীন গ্রাম। এখানে বহু পুরাতন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ও কএকটী প্রাচীন শিবমন্দির আছে। অমরাবতীর বৌদ্ধস্তূপের ন্যায় এখানেও একটী স্তূপ বাহির হইয়াছে। (বিস্তৃত বিবরণ Sewell's List of Antiquarian Remains Vol. I. appendix, pp. xxvi ff. দ্রষ্টব্য।)

পিণ্ড (পুং ক্লী) পিণ্ডতে সংহতো ভবতীতি পিড়ি-সংহতৌ অচ্‌। ১ আজীবন। ২ অন্ন। (মেদিনী)

৩ শ্রাদ্ধশেষ দ্রব্যনির্ম্মিত বিল্বফলাকার পিত্র্যাদি উদ্দেশে দেয় অন্ন। কাত্যায়ন যজুর্ব্বেদীদিগের শ্রাদ্ধাদি স্থলে পিণ্ড শব্দ ক্লীবলিঙ্গ ও গোভিল সামবেদীদিগের স্থলে পুংলিঙ্গ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শ্রাদ্ধাদিতে যথাবিধানে শ্রাদ্ধ করিয়া পিতা ও পিতামহ প্রভৃতিকে পিণ্ডদান করিতে হয়। পিণ্ডদানাদিতে পিতৃলোক পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন, এই জন্য পিতৃদিগকে পিণ্ডদান করা পুত্রের অবশ্যকর্ত্তব্য। শাস্ত্রে পুত্রোৎপাদনের জন্য দারক্রিয়া এবং পিণ্ডের জন্য পুত্রের আবশ্যকতা। পুত্র যথাবিধানে পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ডপ্রদান করিলে পিতৃগণ পুন্নাম নরকে পতিত হন না।

"মধ্বাজ্যতিলসংযুক্তং সর্ব্বব্যঞ্জনসংযুতম্‌।
উচ্ছমাদায় পিণ্ডন্তু কৃত্বা বিল্বফলোপমম্‌।
দদ্যাৎ পিতামহাদিভ্যো দর্ভমূলাদ্‌যথাক্রমম্‌ ॥" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

উচ্ছিষ্ট অন্নে মধু, ঘৃত ও তিল সহ সকল প্রকার ব্যঞ্জন মিশ্রিত করিয়া বিল্বফল প্রমাণ করিবে। পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া যথাবিধানে পিতৃ প্রভৃতির উদ্দেশে কুশমূলে দান করিতে হয়। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে যে পিতামহ পদ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা পিতৃপর বুঝিতে হইবে। পিণ্ড, গোলাকৃতি বলিয়া ইহা পিণ্ড নামে অভিহিত হইয়াছে। শ্রাদ্ধাদিতে প্রথমে অগ্নিদগ্ধকে পিণ্ডদান করিতে হয়, তৎপরে পিতা এবং পিতামহ প্রভৃতিকে দিতে হয়। শাস্ত্রে পিণ্ড অষ্টাঙ্গ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

"তিলমন্নঞ্চ পানীয়ং ধূপং দীপং পয়স্তথা।
মধুসর্পিঃ খণ্ডযুক্তং পিণ্ডমষ্টাঙ্গমুচ্যতে ॥" (ত্রিস্থলীসেতু)

তিল, অন্ন, পানীয়, ধূপ, দীপ, পয়, মধু, সর্পিঃ, খণ্ড (খাঁড়-গুড়) এই সকল পিণ্ডের অঙ্গ। পিণ্ডে মাষ বিশেষ নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণের পক্ষে মদ্য যেরূপ, পিণ্ডে মাষও তদ্রূপ।

"ব্রাহ্মণেষু যথা মদ্যং তথা মাষোঽগ্নিপিণ্ডয়োঃ।" (স্মৃতিসার)

পিণ্ডের পরিমাণ—বিল্ব, কপিত্থ (কতবেল) বা কুক্কুটাণ্ড-সদৃশ, অথবা আমলক বা বদর ফল তুল্য করিতে হইবে। অন্ত্যেষ্টিপদ্ধতিতে ভট্ট লিখিয়াছেন, সপিণ্ডীকরণ ও একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে কপিত্থপ্রমাণ পিণ্ড, প্রত্যব্দ ও মাসিক শ্রাদ্ধে নারিকেল ফল সদৃশ পিণ্ড, তীর্থাদি স্থলে বা অমাবস্যায় যে শ্রাদ্ধ হয়, তাহাতে কুক্কুটাণ্ডসদৃশ, মহালয়া ও গয়াশ্রাদ্ধে আমলকসদৃশ পিণ্ড করা যাইবে। *

পিণ্ডদান দ্রব্য।—সঘৃত পায়স, সক্তু, চরু, সতিল তণ্ডুল ও গোধূম দ্বারা পিণ্ডদান করা যায়।

"পায়সেনাজ্যযুক্তেন সক্তুনা চরুণা তথা।
পিণ্ডদানং তণ্ডুলৈশ্চ গোধূমৈস্তিলমিশ্রিতৈঃ ॥"

দেবীপুরাণে—

"সক্তুভিঃ পিণ্ডদানঞ্চ সংযাবৈঃ পায়সেন চ।
কর্ত্তব্যমৃষিভিঃ প্রোক্তং পিণ্যাকেন গুড়েন বা ॥" (নির্ণয়সিন্ধু)

---

* পিণ্ডপ্রমাণভেদঃ, হেমাদ্রাবঙ্গিরাঃ—
"কপিত্থবিল্বমাত্রান্‌ বা পিণ্ডান্‌ দদ্যাৎ বিধানতঃ।
কুক্কুটাণ্ডপ্রমাণান্‌ বামলকৈর্ব্বদরৈঃ পুমান্‌ ॥"
অন্ত্যেষ্টিপদ্ধতৌ ভট্টাস্তু—
একোদ্দিষ্টে সপিণ্ডে তু কপিত্থন্তু বিধীয়তে।
নারিকেলপ্রমাণন্তু প্রত্যব্দে মাসিকে তথা ॥
তীর্থে দর্শে চ সংপ্রাপ্তে কুক্কুটাণ্ডপ্রমাণতঃ।
মহালয়ে গয়াশ্রাদ্ধে কুর্য্যাদামলকোপমম্‌ ॥
যত্র স্যুর্বহবঃ পিণ্ডাস্তত্র বিল্বফলোপমাঃ।
অত্র চৈকো ভবেৎ পিণ্ডস্তত্র লাঙ্গলিসন্নিভঃ ॥
প্রেতপিণ্ডস্তু দৈর্ঘ্যেণ দ্বাদশাঙ্গুল উচ্যতে।" (হেমাদ্রি)
"ব্রাহ্মণে দশপিণ্ডাস্তু ক্ষত্রিয়ে দ্বাদশ স্মৃতাঃ।
বৈশ্যে পঞ্চদশ প্রোক্তাঃ শূদ্রে ত্রিংশৎ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥"
ইত্যুক্তং তথাপি—
"প্রেতেভ্যঃ সর্ব্বভূতেভ্যঃ পিণ্ডান্‌ দদ্যাৎ দশৈব তু।"
(হেমাদ্রিধৃত পারস্কর-বচন)

অন্নাদির অভাবে ফলাদি দ্বারাও পিণ্ড দেওয়া যাইতে পারে। শ্রাদ্ধতত্ত্বধৃত অযোধ্যাকাণ্ডীয় বচনে লিখিত আছে—

"ঐঙ্গুদং বদরোন্মিশ্রং পিণ্যাকং দর্ভসংস্তরে।
ন্যুপ্য পিণ্ডং সত্যো রাম ইদং বচনমব্রবীৎ॥
ইদং ভুঙ্ক্ষ মহারাজ! প্রীতো যদশনা বয়ং।
যদন্নাঃ পুরুষা রাজংস্তদন্নাঃ পিতৃদেবতাঃ॥"

(শ্রাদ্ধতত্ত্বধৃত অযোধ্যাকাণ্ড)

রামচন্দ্র ফলদ্বারা পিতৃপিণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন। মানবগণ যাহা ভক্ষণ করিয়া থাকে, তাহাদ্বারাই পিতৃদিগের পিণ্ডদান করেন এবং সেই বস্তুই পিতৃদিগের পরম আদরের। দক্ষিণ বা পশ্চিমমুখে পিত্রাদির উদ্দেশে পিণ্ড দিতে হয়।

মৃত্যুর পর প্রেতোদ্দেশে পূরক পিণ্ড দিতে হয়। মানবের শ্মশানানলে এই ষাট্‌কৌষিক দেহ ভস্মীভূত হইলে তৎপরে একএকটী পিণ্ডদ্বারা তাহার অঙ্গসকল পূরণ করিতে হয়। দশটী পিণ্ডদান করিলে মৃত ব্যক্তির অঙ্গ সকল পূরণ হয়।

হেমাদ্রিতে লিখিত আছে—ব্রাহ্মণের দশ, ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশ, বৈশ্যের পঞ্চদশ এবং শূদ্রের ত্রিংশৎ পরিমাণে পূরকপিণ্ড দিতে হইবে। শাস্ত্রে এইরূপ উক্ত থাকিলেও এই মত সর্ব্ববাদী সম্মত নহে। অন্য বচনে লিখিত আছে,—প্রেতদিগের সকল বর্ণেরই দশটী পিণ্ড দ্বারা পূরক পিণ্ড হইবে। এই মত শাস্ত্রসম্মত এবং ইহাই এই দেশে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়।

[দশপিণ্ডের অন্যান্য বিষয় দশপিণ্ড দেখ।]

গয়াক্ষেত্রে যাইয়া পিতৃপিতামহাদিকে পিণ্ড দিয়া পরে আপনার পিণ্ড প্রদান করা যাইতে পারে। এইরূপ পিণ্ডদানেও প্রেতলোক হইতে মুক্তি লাভ করা যায়।*

৪ সংহত। ৫ ধন। ৬ বোল। ৭ বল। ৮ দেহৈকদেশ।

"দ্বৌ চাস্য পিণ্ডাবধরেণ কণ্ঠাদজাতরোমৌ সুমনোহরৌ চ।"

(ভারত ৩।১১২।৩)

৯ গৃহৈকদেশ। ১০ দেহমাত্র। (রঘু ২।১৫) ১১ পিতৃদিগকে দেয় অন্নাদিময় গোলাকার পদার্থ। ১২ গোল। ১৩ সিহ্লক। ১৪ জবাপুষ্প। ১৫ বৃন্দ যথা—'অভ্রপিণ্ড'। ১৬ কবল। ১৭ গজকুম্ভ। ১৮ মদন বৃক্ষ। ১৯ নিবাপ।

"ত্রীংস্তু তস্মাদ্ধবিঃ শেষাৎ পিণ্ডান্ কৃত্বা সমাহিতঃ।
ঔদকেনৈব বিধিনা নির্বপেদ্দক্ষিণামুখঃ॥" (মনু ৩।২১৫)

২০ উপরত্নবিশেষ, ইহা ঈষৎ লোহিত, পাটল ও হরিৎ এই বর্ণত্রয়বিশিষ্ট এবং অতিশয় দৃঢ় বলিয়া প্রসিদ্ধ।

পিণ্ডক (স্ত্রী) পিণ্ড ইব কায়তীতি কৈ-ক। ১ বোল। ২ পিণ্ডমূল। (রাজনি°) ৩ গোল। ৪ গর্ভস্থ বালকের তৃতীয় মাসে হস্ত, পাদ ও মস্তকের পঞ্চপিণ্ড হয়। "তৃতীয়ে মাসি হস্তপাদশিরসাং পঞ্চপিণ্ডকানি বর্ত্তন্তেঽঙ্গপ্রত্যঙ্গবিভাগশ্চ সূক্ষ্মো ভবতি।" (সুশ্রুত শারীর° ৩ অ°)

(পুং) ৫ শিহ্লক নামক গন্ধ দ্রব্য। ইহার পর্য্যায়—

"বিদ্বান্ গোলঃ পিণ্ডকশ্চ পিণ্ডো বোলো রসো রসঃ।"

(বৈদ্যক°)

৬ পিশাচ। (ত্রিকা°) ৭ পিণ্ডালু। (রাজনি°) পিণ্ড স্বার্থে কন্। ৮ কবল।

"পয়ঃপানং তথা কুর্ব্বন্ ভক্ষয়ন্ দধিপিণ্ডকম্॥"

(হরিব° ভবিষ্যপ° ১০।২১)

পিণ্ডকন্দ (পুং) পিণ্ডাকারঃ কন্দঃ। পিণ্ডালু। (রাজনি°)

পিণ্ডকা (স্ত্রী) মসূরিকা। (বৈদ্যকনি°)

পিণ্ডখর্জ্জুর (পুং) পিণ্ডবৎ খর্জ্জূরঃ। স্বনামখ্যাত খর্জ্জুর, পিণ্ডীখেজুর। [খর্জ্জুর দেখ।]

পিণ্ডখর্জ্জুরী (স্ত্রী) পিণ্ডখর্জ্জুর স্ত্রিয়াং ঙীষ্। পিণ্ডখর্জ্জুর, পর্য্যায়—দীপ্যা, স্বপিণ্ডা, মধুরস্রবা, ফলপুষ্পা, স্বাদুপিণ্ডা, হয়ভক্ষা, পিণ্ডখর্জ্জুরিকা, রাজজম্বু, পিণ্ডী। (জটাধর) ইহার গুণ গোল্য, শীতল, পিত্ত, দাহার্ত্তি, শ্বাস ও শ্রমনাশক এবং বীর্য্যবৃদ্ধিকর। (রাজনি°)

ভাবপ্রকাশ মতে—পিণ্ড খর্জ্জুর পশ্চিমদেশে উৎপন্ন হয়। ইহার গুণ শীতবীর্য্য, মধুর রস, মধুর বিপাক, স্নিগ্ধ, রুচিকারক, হৃদয়গ্রাহী, ক্ষত ও ক্ষয়নাশক, গুরু, তৃপ্তিকর, রক্তপিত্তনাশক, পুষ্টিকর, বিষ্টম্ভী, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক এবং কোষ্ঠগত বায়ু, বমি, কফ, জ্বর, অতীসার, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাস, শ্বাস, মত্ততা, মূর্চ্ছা, বাতপৈত্তিক ও মদাত্যয়রোগনাশক।

আর একপ্রকার পিণ্ডখর্জ্জুরী আছে, তাহাকে সুলেমানী কহে। ইহার পর্য্যায়—মৃদ্বীকা ও দলহীনফলা, ইহার গুণ—শ্রান্তি, ভ্রান্তি, দাহ, মূর্চ্ছা ও রক্তপিত্তনাশক। (ভাবপ্রকাশ)

[খর্জ্জুর দেখ।]

পিণ্ডগোল (পুং) পিণ্ডবৎ সংহতো গোলঃ। গন্ধরস।

(অমরটীকা রমা°)

পিণ্ডতর্ক (পুং) পিণ্ডং তর্কয়তি তর্ক-বাহু° উক। পিণ্ডলেপভাগি বৃদ্ধপ্রপিতামহাদি তিন পুরুষ।

---

* "স্বকর্ম্মধর্ম্মযোগেন ধনমুচ্চাবচং বহু।
উপার্জ্জয়িত্বা প্রযযৌ গয়াতীর্থমনুত্তমম্॥
পিণ্ডনির্ব্বপণং তত্র প্রেতানামনুপূর্ব্বশঃ।
চকার স্বপিতৃণাঞ্চ দায়াদানামনন্তরম্॥
আত্মনশ্চ মহাবুদ্ধির্মহাবেদ্যাং তিলৈর্বিনা।
পিণ্ডনির্ব্বপণং চক্রে তথান্যেষাঞ্চ গোত্রিণাম্।
এবং প্রদত্তেষ্বথ বৈ পিণ্ডেষু প্রেতভাবতঃ॥
বিমুক্তাস্তে দ্বিজ প্রেতা ব্রহ্মলোকং ততো গতাঃ॥" (বামন ১৭ অ°)

"উরসি পিতরো তুদ্ভক্তে বামপার্শ্বে পিতামহাঃ।
প্রপিতামহা দক্ষিণতঃ পৃষ্ঠতঃ পিণ্ডতর্কুকাঃ॥" (গৃহ্যসংগ্রহ ২।৯৭)

পিণ্ডতৈল (ক্লী) তৈল ঔষধ ভেদ, বাত রক্তাধিকারে প্রযোজ্য। প্রস্তুত প্রণালী—কটুতৈল এক শরাব এবং মম, মঞ্জিষ্ঠা, ধুনা ও অনন্তমূল প্রত্যেকে এক ছটাক। যথাবিধানে এই তৈল প্রস্তুত করিয়া মর্দন করিলে বাতরক্তরোগ প্রশমিত হয়।

"সমধূচ্ছিষ্টমঞ্জিষ্ঠং সসর্জ্জরসশারিবম্।
পিণ্ডতৈলস্তদভ্যঙ্গাদ্বাতরক্তরুজাপহম্॥" (রসরত্নাকর)

পিণ্ডতৈলক (পুং) পিণ্ডবৎ তৈলং যস্য কপ্। ১ তুরুষ্ক। ২ সিহ্লক, শিলারস। (রাজনি°)

পিণ্ডত্ব (ক্লী) পিণ্ডস্য ভাবঃ ত্ব, পিণ্ডের ভাব, পিণ্ডের ধর্ম্ম।

"নৈশং তম ইবাকাণ্ডে দিবা পিণ্ডত্বমাগতম্।"
(কথাসরিৎ ১১।৪৪)

পিণ্ডদ (পুং) পিণ্ডং দদাতীতি দা-ক। ১ পিণ্ডদানকর্ত্তা।

"লেপভাজশ্চতুর্থাদ্যাঃ পিত্রাদ্যাঃ পিণ্ডভাগিনঃ।
পিণ্ডদঃ সপ্তমস্তেষাং সাপিণ্ড্যং সাপ্তপৌরুষম্॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

যিনি যথার্থ পিণ্ডদানের অধিকারী। ২ পিণ্ডদাতামাত্র।

পিণ্ডদাতৃ (ত্রি) পিণ্ড-দা-তৃচ্। পিণ্ডদাতা।

পিণ্ডদাদন খাঁ, পঞ্জাবের ঝিলম্ জেলার একটী তহসীল। অক্ষা° ৩২° ২৬´ হইতে ৩২°৪৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২° ৩২´ হইতে ৭৩°২২´ পূঃ। পরিমাণ ৮৮৭ বর্গমাইল। এই তালুক মধ্যে ২৪৪ খানি গ্রাম ও নগর আছে। কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে গম, বাজরা, যব, জোয়ার, ছোলা, তুলা ও শাক-সবজী প্রধান। দেশশাসনের জন্য একজন কমিসনার, তহসীলদার ও মুন্সেফ নিযুক্ত আছেন। এই তহসীলের মধ্যে পিণ্ডদাদন খাঁ নগর সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী, বাণিজ্যপ্রধান এবং সদর। অক্ষা° ৩২° ৩৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ৫´ ২০″ এবং সল্টরেঞ্জ (লবণপর্ব্বত) হইতে ৫ মাইল দূরে অবস্থিত। ১৬২৩ খৃঃ অব্দে দাদন খাঁ এই নগর স্থাপন করেন, তাঁহার বংশধরেরা অদ্যাপি এই নগরে বাস করিতেছে। লোক-সংখ্যা ১৫০৫৫। মিউনিসিপালিটীর আয় ত্রিশহাজার টাকার অধিক। নিকটবর্ত্তী পর্ব্বত হইতে প্রচুর পরিমাণে লবণ পাওয়া যায়। এই নগরে সুন্দর বাসন প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং তাহা পঞ্জাবের সর্ব্বত্র সমাদৃত। তদ্ভিন্ন বয়নকার্য্যও হইয়া থাকে। আমদানী দ্রব্যের মধ্যে বিলাতি জিনিস, ঢালা লোহ, দস্তা, রেশম, পশমী দ্রব্য প্রভৃতি প্রধান।

রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে ঘি, শস্য এবং তৈলাদি প্রধান। এখানে উৎকৃষ্ট নৌকা প্রস্তুত হইয়া থাকে। মিয়ানিতে রেল হওয়ায় এই স্থানের বাণিজ্যের অনেক অবনতি হইয়াছে। প্রধান প্রধান অট্টালিকার মধ্যে সরকারী কাছারী, খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারগৃহ এবং চিকিৎসালয় উল্লেখযোগ্য।

পিণ্ডদান (ক্লী) পিণ্ডস্য দানম্। পিণ্ডপ্রদান, পিত্রাদির উদ্দেশে পিণ্ড দেওয়া।

পিণ্ডনির্ব্বপণ (ক্লী) পিণ্ডস্য নির্ব্বপণম্। পিণ্ডদানার্থ পার্ব্বণবিধি-দ্বারা কৃত শ্রাদ্ধ। শ্রাদ্ধমাত্র।

"সহপিণ্ডক্রিয়ায়াস্তু কৃতায়ামস্য ধর্ম্মতঃ।
অনয়ৈবাবৃতা কার্য্যং পিণ্ডনির্ব্বপণং সুতৈঃ॥" (মনু ৩।২৪৮)
'পিণ্ডনির্ব্বপণং পার্ব্বণবিধিনা শ্রাদ্ধং।' (কুলূক)

পিণ্ডপদ (ক্লী) পিণ্ডস্য সংহতস্য পদম্। ১ অঙ্কবিশেষ।

"রূপাষ্টকৈর্বিনিহতো ভবনস্য বন্ধঃ
কর্ত্তুঃ স্বমৃক্ষমিহ যুগ্মশরৈরুনিয়ম্।
একীকৃতং রসনিশাকরযুগ্মভুক্ত-
শেষং ততো ভবতি পিণ্ডপদং গৃহস্য॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

২ পিণ্ডস্থান।

পিণ্ডপাত (পুং) ১ পিণ্ডদান। ২ ভিক্ষাদান।

পিণ্ডপাত্র (ক্লী) পিণ্ডস্য পাত্রম্। ১ পিণ্ডপ্রদানপাত্র, যে পাত্রে পিণ্ড দেওয়া হয়, কুশা পাতিয়া তাহার উপর পিণ্ডদান করিতে হয়। ২ ভিক্ষাপাত্র।

পিণ্ডপাদ (পুং) পিণ্ড ইব পাদো যস্য। হস্তী। (ত্রিকাণ্ড)

পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ (পুং) পিণ্ডৈঃ পিতৃণাং যজ্ঞঃ। সাগ্নিক গৃহস্থ-দিগের কর্ত্তব্য পিত্র্যুদ্দেশ্যক পিণ্ডদানাত্মক যজ্ঞভেদ। অমা-বস্যার অপরাহ্নে সাগ্নিকদিগের এই যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে হয়, এই যজ্ঞে পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিতে হয়, এই জন্য ইহার নাম পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ।

"অপরাহ্নে পিণ্ডপিতৃযজ্ঞশ্চন্দ্রাদর্শনেঽমাবাস্যায়াং।"
(কাত্যা° শ্রৌ° ৪।১।১)

পিণ্ডপুষ্প (ক্লী) পিণ্ড ইব পুষ্পং পুষ্পগুচ্ছো যস্য। ১ অশোক-পুষ্প। কোন কোন স্থলে এই শব্দ পুংলিঙ্গ হয়।

"অশোকো হেমপুষ্পশ্চ বঞ্জুলস্তাম্রপল্লবঃ।
কঙ্কেলিঃ পিণ্ডপুষ্পশ্চ গন্ধপুষ্পো নটস্তথা॥"
(ভাবপ্র° পূর্ব্বখ°)

২ জবাপুষ্প। ৩ পদ্মপুষ্প। ৪ তগরপুষ্প। (শব্দর°) (পুং) ৫ দাড়িমবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

পিণ্ডপুষ্পক (পুং) পিণ্ডপুষ্পমিব প্রতিকৃতিঃ (ইবে প্রতিকৃতৌ। পা ৫।৩।৯৬) ইতি কন্। বাস্তুক। (শব্দমালা)

পিণ্ডফলা (স্ত্রী) পিণ্ড ইব ফলং যস্যাঃ। কটুতুম্বী, তিক্তলাউ।

পিণ্ডবীজ (পুং) কর্ণিকার বৃক্ষ। (রাজনি°)

পিণ্ডবীজক (পুং) পিণ্ডবৎ বীজানি যস্য কপ্। কর্ণিকারবৃক্ষ।

পিণ্ডভাজ (ত্রি) পিণ্ডং ভজতে ভজ-ণ্বি। পিণ্ডভোজী, যাহারা পিণ্ডভজনা করেন।

পিণ্ডভৃতি (স্ত্রী) জীবিকা, জীবনধারণোপায়।

পিণ্ডময় (ত্রি) পিণ্ড-স্বরূপে ময়ট্। ১ পিণ্ডস্বরূপ। ২ চাপড়া কাদাযুক্ত।

পিণ্ডমাত্রোপজীবিন্ (ত্রি) পিণ্ডমাত্রেণ উপজীবতি উপ-জীব-ণিনি। পিণ্ডমাত্রভোজী, যাহারা কেবলমাত্র পিণ্ড ভোজন দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে।

"হৃতাধিকারাং মলিনাং পিণ্ডমাত্রোপজীবিনীম্।
পরিভূতামধঃশয্যাং বাসয়েদ্ব্যভিচারিণীম্॥" (যাজ্ঞ° ১।৭০)

পিণ্ডমুস্তা (স্ত্রী) পিণ্ডবৎ স্থূলা মুস্তা। নাগরমুস্তা। (রাজনি°)

পিণ্ডমূল (ক্লী) পিণ্ডমিব মূলং যস্য। ১ গর্জ্জর। ২ মূলকভেদ। পর্য্যায়—গজাস্ত, পিণ্ডক, পিণ্ডমূলক, ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, গুল্ম ও বাতাদি দোষনাশক। (রাজনি°)

পিণ্ডযজ্ঞ (পুং) পিণ্ডেন যজ্ঞঃ। পিণ্ডদানরূপ যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ, শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান করিতে হয়, এই জন্য উহার নাম পিণ্ডযজ্ঞ।

"ক্রীতলব্ধাশনা ভূমৌ স্বপেযুস্তে পৃথক্ পৃথক্।
পিণ্ডযজ্ঞাবৃতা দেয়ং প্রেতায়ান্নং দিনত্রয়ম্॥"(যাজ্ঞবল্ক্যসং ৩।১৬)

পিণ্ডল (পুং) পিড়ি সংহতৌ বাহুলকাৎ কলচ্। সেতু। (হারা°)

পিণ্ডলেপ (পুং) পিণ্ডস্য লেপঃ করসংলগ্নাংশভেদঃ। ১ করসংস্থপিণ্ডাংশভেদ। ২ তদ্ভাগী বৃদ্ধপ্রপিতামহাদি তিন পুরুষ।

পিণ্ডলোপ (পুং) পিণ্ডস্য লোপঃ। পিণ্ডের লোপ, বংশলোপ, বংশলোপ হইলেই পিণ্ডলোপ হয়, এইজন্য পিণ্ডলোপ শব্দে বংশলোপ বুঝায়।

পিণ্ডস (পুং) পিণ্ডেন পরদত্তগ্রাসেন সনোতি জীবতীতি সন-ড। ভিক্ষাশী, ভিক্ষোপজীবী, যাহারা ভিক্ষা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে।

পিণ্ডসম্বন্ধ (পুং) পিণ্ডেন দেহেন দেয়পিণ্ডেন বা সম্বন্ধঃ। ১ দেহের সহিত জন্যজনকতারূপ সম্বন্ধ। (মিতাক্ষরা)
২ দেয় পিণ্ডের দাতৃত্বভোক্তৃত্বের অন্যতর সম্বন্ধ।

পিণ্ডসম্বন্ধিন্ (ত্রি) পিণ্ডসম্বন্ধোঽস্ত্যস্যেতি ইনি। পিণ্ডসম্বন্ধযুক্ত পিতা ও পিতামহাদি।

"পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।
পিণ্ডসম্বন্ধিনো হেতে বিজ্ঞেয়াঃ পুরুষাস্ত্রয়ঃ॥" (মার্কপু° ৩১।৩)

পিণ্ডসেক্তৃ (পুং) নাগভেদ।

পিণ্ডস্থ (ত্রি) পিণ্ড-স্থা-ক। সংযুক্ত, একত্র মিশ্রিত।

পিণ্ডা (স্ত্রী) পিণ্ড-টাপ্। ১ পিণ্ডায়স। ২ কস্তূরীভেদ। মৃগনাভিবিশেষ। ইহা কুলথিকা হইতে কিঞ্চিৎ স্থূল। ৩ হরিদ্রা। ৪ বংশপত্রী তৃণ।

পিণ্ডাত (পুং) পিণ্ড ইব অততি সাদৃশ্যমনুকরোতি অত-অচ্। সিহলক। (রত্নমালা)

পিণ্ডাঞ্জন (ক্লী) অঞ্জনবিশেষ। (বাভট উঃ ১৪ অঃ)

পিণ্ডান্বাহার্য্যক (ক্লী) শ্রাদ্ধ। সাগ্নিক ব্রাহ্মণ অমাবস্যায় পিতৃযজ্ঞ সমাপন করিয়া পিণ্ডান্বাহার্য্যক নামে শ্রাদ্ধ করিবেন। পিতৃপিণ্ডযজ্ঞের পরে ইহা অনুষ্ঠিত হয়, এই জন্য ইহার নাম পিণ্ডান্বাহার্য্যক।

পিতৃলোকের উদ্দেশে মাসে মাসে যে শ্রাদ্ধ বিহিত আছে, পণ্ডিতেরা তাহাকে অন্বাহার্য্য শ্রাদ্ধ কহে। এই শ্রাদ্ধ আমিষাদি দ্বারা করিতে হয়।

"পিতৃযজ্ঞন্তু নির্ব্বর্ত্ত্য বিপ্রশ্চন্দ্রক্ষয়েঽগ্নিমান্।
পিণ্ডান্বাহার্য্যকং শ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ মাসানুমাসিকম্॥
পিতৄণাং মাসিকং শ্রাদ্ধমন্বাহার্য্যং বিদুর্ব্বুধাঃ।
তচ্চামিষেণ কর্ত্তব্যং প্রশস্তেন প্রযত্নতঃ॥"

(মনু ৩।১২২-১২৩)

'পিণ্ডান্বাহার্য্যকমিতি,—অস্য শ্রাদ্ধস্য পিণ্ডানামনু পশ্চাৎ আহ্রিয়তে অনুষ্ঠীয়তে তৎ পিণ্ডান্বাহার্য্যকং ভবতি' (মেধাতিথি) পিণ্ডান্বাহার্য্যক শ্রাদ্ধ অবশ্যকর্ত্তব্য। এই শ্রাদ্ধে দৈবকার্য্যে দুই ও পিতৃকার্য্যে তিন জন ব্রাহ্মণ, অথবা দৈবপক্ষে একজন ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হইবে। সমৃদ্ধিশালী হইলেও ইহা অপেক্ষা অধিক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে নাই। যে হেতু বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ হইলে তাহাদের সেবা, দেশকাল, শুদ্ধাশুদ্ধ ও পাত্রাপাত্রবিচার এই পাঁচটী সম্বন্ধে কোন নিয়ম থাকে না। (মনু ৩।১২৪-২৮) [বিশেষ বিবরণ শ্রাদ্ধ শব্দে দেখ।]

পিণ্ডাপা (স্ত্রী) নাড়ীহিঙ্গু।

পিণ্ডাভা (স্ত্রী) শর্করাভেদ। (বৈদ্যকনি°)

পিণ্ডাভ্র (ক্লী) পিণ্ডবৎ অভ্রং মেঘজলসম্বন্ধি দ্রব্যম্। ঘনোপল। (শব্দমালা)

পিণ্ডামৃতা (স্ত্রী) কন্দগুড়ূচী। (বৈদ্যকনি°)

পিণ্ডাম্ল (ক্লী) চাঙ্গেরী, লকুচ, অম্লবেতস, জম্বীর, কর্পূর, নারঙ্গফল ও বাড়ব এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিলে পিণ্ডাম্ল হয়। (রাজনি° ব° ২২)

পিণ্ডায়স (ক্লী) পিণ্ডং সংহতমায়সম্। তীক্ষ্ণায়স। (রাজনি°)

পিণ্ডার (ক্লী) পিণ্ডং সংহতমৃচ্ছতীতি ঋ-অণ্। (কর্ম্মণ্যণ্ ৩।২।১) ১ ফলশাক বিশেষ। (Trewia nudiflora) হিন্দী পিণ্ডারা। ইহার গুণ শীতল, বলকর, পিত্তনাশক ও রুচিকারক; পাকে লঘু, এবং বিষনাশক। (ভাবপ্র° পূর্ব্বখ°) (পুং) ২ ক্ষপণক। ৩ গোপ। ৪ মহিষীরক্ষক। ৫ ক্রমভেদ। ৬ বিকঙ্কত বৃক্ষ, বঁইচ গাছ। (রাজনি°)

'পিণ্ডারঃ ক্ষপণে গোপে মহিষীরক্ষকে ক্রমে।' (মেদিনী) ৮ সর্পভেদ। ৯ কৃষ্ণমদনবৃক্ষ। ১০ বৃক্ষবিশেষ। পিটুলিগাছ। ১১ তীর্থবিশেষ। [পিণ্ডারক দেখ।]

পিণ্ডারক, ১ নাগভেদ। ২ বৃষ্ণিভেদ। ৩ বসুদেব ও রোহিণীর পুত্রভেদ। ৪ পুণ্যতোয়া নদভেদ। ৫ মহাভারতবর্ণিত এক অতি প্রাচীন তীর্থ। গুজরাতের প্রান্তসীমায় সমুদ্রকূল হইতে এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখনও পিণ্ডারক নামেই খ্যাত। স্কন্দপুরাণে প্রভাসখণ্ড, লিঙ্গপুরাণ ও জৈনদিগের বৃহৎ হরিবংশে এই তীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। তীর্থটী অক্ষা° ২২° ১৯' উঃ, এবং দ্রাঘি°, ৬৯° ২৪' পূঃ গুজরাত উপদ্বীপের মধ্যে ঠিক উত্তরপশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত। এই তীর্থে একটী প্রস্রবণ আছে। প্রবাদ এইরূপ—পাণ্ডবগণ বনবাস কালে এই তীর্থে স্নান করিয়া গোহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন।

পিণ্ডারী, প্রসিদ্ধ যোদ্ধৃজাতি, ইহাদের প্রকৃত নাম পেন্ধারি। [পেন্ধারি শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

পিণ্ডালু (পুং) পিণ্ডবৎ স্থূল আলুঃ। ১ কন্দগুড়ূচী। ২ কন্দভেদ, পেণ্ডালু হিন্দী। চলিত চুবড়ী-আলু, পর্য্যায়—গ্রন্থিল, পিণ্ডকন্দ, গ্রন্থি, রোমশ, রোমকন্দ, রোমালু, তাম্বূলপত্র, নামাকন্দ, পিণ্ডক। ইহার গুণ মধুর, শীতল, মূত্রকৃচ্ছ্র, দাহ, শোষ ও প্রমেহনাশক, বলকর, সন্তর্পণ ও গুরু। (রাজনি°) চুবড়ী আলু, গোল আলু ও হাতিথোজা আলু এই কয়টী চলিত নাম। ইহা মহারাষ্ট্র দেশে পেণ্ডালু, কলিঙ্গে বিলিয়হেণ্ডল ও উৎকলে ধরা-আলু নামে প্রসিদ্ধ। ইহার পাঠান্তর পিণ্ডাল।

পিণ্ডালুক (ক্লী) পিণ্ডালুরিব প্রতিকৃতিঃ ইবার্থে কন্। আলুবিশেষ। গোল আলু, চুবড়ি আলু। ইহার গুণ কফনাশক, গুরু, বাতপ্রকোপণ। (রাজব°) পাঠান্তর পিণ্ডালু।

পিণ্ডাবকরণ, তীর্থভেদ, এখানে ধন্যাদেবী অবস্থিতা। (বৃ° নীলত°)

পিণ্ডাশ (পুং) ভিক্ষুক।

পিণ্ডাশিন্ (পুং) ১ পিণ্ডভোজী। ২ ভিক্ষুক।

পিণ্ডাসব (পুং) গ্রহণী রোগে প্রযুজ্য আসববিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—চরক চিকিৎসা স্থানে ১৯ অধ্যায়ে লিখিত আছে,—পিপ্পলীকল্ক, গুড় ও মধু এই সকল দুই দুই ভাগে লইয়া চারিভাগ জল সহ একত্র কলসে রাখিয়া একুশ দিন অথবা এক মাস পর্য্যন্ত যব অন্ন মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক এই আসব প্রস্তুত করিতে হয়।

পিণ্ডাহ্ব (ক্লী) তগরপাদুক।

পিণ্ডাহ্বা (স্ত্রী) পিণ্ডাং কস্তূরীবিশেষমাহ্বয়তে স্পর্দ্ধতে স্বগন্ধেনেতি হ্বে-ক। নাড়ীহিঙ্গু। (রাজনি°)

পিণ্ডি (স্ত্রী) পিড়ি-সংহতৌ ইন্। পিণ্ডিকা, পায়ের ডিম। (অমরটী° রমানাথ)

পিণ্ডিকা (স্ত্রী) পিণ্ডন্তে সংহতানি ভবন্তি, পিণ্ডান্তে রাশীক্রিয়ন্তে বা অরাণি যস্যাং, পিণ্ড-ঘঞ্, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্ ততঃ কন্, হ্রস্বশ্চ। ১ রথনাভি। রথচক্র মধ্যে মণ্ডলাকার যে কাষ্ঠ এবং যাহার মধ্যে সকল কাষ্ঠ আসক্ত থাকে, তাহাকে পিণ্ডিকা কহে। (রায়মুকুট) ২ পিণ্ড।

"কাংস্যপাত্রে সমুদ্ধৃত্য পরীক্ষেত ভিষগ্বরঃ।
শুক্লকর্ম্মা স তন্ত্রজ্ঞা শ্বেতশাল্যোদনস্ত বা॥
পিণ্ডিকা তত্র সংক্ষিপ্তা নান্তথা ভাতি সা পুনঃ॥"
(হারীত প্রথমস্থা° ৭ অ°)

৩ পিচিণ্ডিকা, পায়ের ডিম জানুর অধো স্থিত মাংসলপ্রদেশ। (হেম) ৪ শ্বেতাম্লিকা। (রাজনি°) ৫ পীঠ। পিণ্ডিকার উপর দেবমূর্ত্তি স্থাপন করিতে হয়। এই জন্য যত্নসহকারে পিণ্ডিকা প্রস্তুত আবশ্যক।

অগ্নিপুরাণে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। ইহা প্রতিমা সমান দীর্ঘ, প্রতিমার্দ্ধপরিমিত উচ্ছ্রায় এবং চতুঃষষ্টিপদযুক্ত হইবে। ইহার অধঃস্থিত দুইটী পঙ্‌ক্তি ত্যাগ করিয়া তাহার উর্দ্ধে উভয় পার্শ্বের মধ্যস্থিত কোষ্ঠ সকল মার্জ্জিত করিবে এবং উর্দ্ধদিকে দুইটী পঙ্‌ক্তি ত্যাগ করিয়া অধোদেশে যে সকল কোষ্ঠ আছে, তাহার মধ্যে উভয় পার্শ্বস্থিত কোষ্ঠের মধ্যদেশ সমভাগে মার্জ্জিত করিবে। অনন্তর ঐ উভয় কোষ্ঠের মধ্যগত চতুষ্কদ্বয় মার্জ্জিত করিয়া উর্দ্ধ পঙ্‌ক্তিদ্বয় চারিভাগে বিভক্ত করতঃ একভাগমাত্র মেখলা এবং উহার অর্দ্ধ পরিমাণে খাত উভয় পার্শ্বে সমভাবে এক একভাগ পরিত্যাগ করিবে। এইরূপ পিণ্ডিকা নানাপ্রকার।

দেবতার পিণ্ডিকা যে প্রণালীতে প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহার বিষয় বলা যাইতেছে।

পিণ্ডিকা দৈর্ঘ্যে প্রতিমার সমান এবং বিস্তার প্রতিমার অর্দ্ধেক, অথবা তিনভাগের একভাগ হইবে। এই পিণ্ডিকার তিন ভাগের একভাগে মেখলা-নির্ম্মাণ এবং উত্তর ভাগ কিঞ্চিৎ নত করিয়া তৎপ্রমাণ খাত প্রস্তুত করিবে। বিস্তারের চতুর্থভাগে প্রণালীর নির্গমস্থান এবং বিস্তারের তৃতীয়াংশে জলনির্গমমার্গ প্রস্তুত করিতে হইবে। পিণ্ডিকা প্রতিমার অর্দ্ধেক বা সমানও করা যাইতে পারে।

হরির পিণ্ডিকা যেরূপ করিলে সুশোভন হয়, তাহাই করা বিধেয়। সমস্ত দেবের পিণ্ডিকা বিষ্ণুপিণ্ডিকার ন্যায় এবং দেবীগণের পিণ্ডিকা লক্ষ্মীপিণ্ডিকার ন্যায় হইবে। (অগ্নিপু° ৫৫ অঃ)

কোন্ ভাগে প্রতিমা এবং কোন্ কোন্ পিণ্ডিকা স্থাপন

করিতে হয়, তাহার বিবরণ অগ্নিপুরাণের ৬০ অধ্যায়ে, মৎস্যপুরাণে ও হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে দ্রষ্টব্য।

"পিণ্ডিকালক্ষণং বক্ষ্যে যথাবদনুপূর্ব্বশঃ।
পীঠোচ্ছ্রায়ং যথাবচ্চ ভাগান্ ষোড়শ কারয়েৎ॥"
(মৎস্যপু° ২৩৩ অঃ)

[পীঠ শব্দে ইহার অন্যান্য বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

৬ লিঙ্গপীঠ। ৭ গৌরীপট্ট।

"লিঙ্গং পিণ্ডিকয়া সার্দ্ধং পঞ্চগব্যেন শোধয়েৎ।"
(কাশীখ° বায়ুসংহিতা উত্তরখ° ২৮।৬)

পিণ্ডিত (ত্রি) পিণ্ডি-ক্ত। ১ গণিত। ২ ঘন। (বিশ্ব) ৩ সংহত।

"অঞ্চিতান্ পিণ্ডিতশিখঃ সর্পিঃ কাঞ্চনসন্নিভঃ।" (বায়ুপু°)

৪ গুণিত। (হেম) (পুং) ৫ তুরুষ্ক। (রাজনি°) শিলারস। ৬ কাংস্যধাতু। (বৈদ্যকনি°)

পিণ্ডিতমূল্য (ক্লী) এককালে বেশী টাকা দাম। (দিব্যাবদান)

পিণ্ডিন্ (ত্রি) পিণ্ডোঽস্ত্যাস্তীতি ইনি। শরীরী।

"যথা সূর্য্যং বিনা ভূমির্গৃহং দীপবিবর্জ্জিতম্।
পিণ্ডহীনো যথা পিণ্ডী জয়শ্রীস্ত্বাং বিনা তথা॥"
(জৈমিনীয় আশ্বমেধিক ৩৮ অঃ)

পিণ্ডিনী (স্ত্রী) গিরিকর্ণিক, অপরাজিতালতা। (রাজনি°)

পিণ্ডিরাজ, সহ্যাদ্রিখণ্ডবর্ণিত রাজভেদ, কার্ম্মুকরাজের পুত্র।

পিণ্ডিরিকা (স্ত্রী) ১ মঞ্জিষ্ঠা। ২ তণ্ডুলীয়ক। (বৈদ্যকনি°)

পিণ্ডিল (পুং) পিণ্ডবদাকৃতিরস্ত্যস্যেতি পিণ্ড-ইলচ্। ১ সেতু। (ত্রিকা°) ২ গণক। (উণাদিকো°)

পিণ্ডিলা (স্ত্রী) পিণ্ডিল-টাপ্। ১ কর্কটীভেদ। গোড়ুম্বা, গোমুক। (শব্দচ°)

পিণ্ডী (স্ত্রী) পিণ্ডাকারোঽস্ত্যস্যা ইতি অচ্, ততো ঙীষ্। ১ পিণ্ডীতগর। ২ অলাবু। ৩ খর্জ্জুরবিশেষ। (মেদিনী) ৪ জ্ঞান-নিরূপণার্থকোপন্যাস। (ধরণি) পিণ্ডি কৃদিকারাদিতি বা ঙীষ্। ৫ পিণ্ডিকা। ৬ পিণ্ড।

"নীতায় তুরগায়াশু ভক্তপিণ্ডীং সুগন্ধিনীম্।
দদ্যাৎ পুরোহিতস্তত্র সংমন্ত্র্য শান্তিমন্ত্রকৈঃ॥" (কালি° ৮৬ অঃ)

পিণ্ডীকরণ (ক্লী) অপিণ্ডঃ পিণ্ডঃ সম্পদ্যমানঃ, পিণ্ড অভূততদ্ভাবে চ্বি। পূর্ব্বে যে পিণ্ড ছিল না, তাহাকে পিণ্ডকরণ।

'অপাং সংগ্রহণং পিণ্ডীকরণরূপং, পৃথিব্যাধরণম্।'
(মনুটীকায় কুল্লূক ১।১৮)

পিণ্ডীজঙ্ঘ (পুং) ঋষিভেদ। তস্য গোত্রাপত্য ইঞ্। পৈণ্ডিজঙ্ঘি, তাহার অপত্য।

পিণ্ডীতক (পুং) পিণ্ডীং স্বরূপিণ্ডং তনোতীতি তন-ড, সংজ্ঞায়াং কন্। ১ মরুবৃক্ষ। ২ কৃষ্ণমদন, কালময়না। (স্ত্রী) ৩ পিণ্ডীতগর, তগরপাদুকা। (বিশ্ব)

"পিণ্ডীতকস্তু বরাহবিষাবিষ্ণু মূলেষু কলশকলেষু চ গৌরবেষু।
তৈলং কৃতং প্রতিম্যপোহতি মীননেত্রং কন্দেষু চামরবরায়ুধসাম্ভরেষু॥"
(সুশ্রুত চিকি° ১৭ অঃ)

পিণ্ডীতগর (পুং) পিণ্ড্যা পুষ্পাবচ্ছেদেন স্বরূপিণ্ডেন উপলক্ষিতস্তগরঃ। তগরবিশেষ। পর্য্যায়—কফবর্দ্ধন। (ত্রিকা°)

পিণ্ডীতগরক (পুং) পিণ্ডীতগর-স্বার্থে সংজ্ঞায়াং বা কন্। তগর। (রাজনি°)

পিণ্ডীতরু (পুং) পিণ্ড্যা উপলক্ষিতস্তরু। মহাপিণ্ডীবৃক্ষ। (রাজনি°)

পিণ্ডীপুষ্প (পুং) পিণ্ডীবৎ পুষ্পং পুষ্পস্তবকো যস্য। অশোকবৃক্ষ। (রাজনি°)

পিণ্ডীর (পুং) পিণ্ডীবৎ পিণ্ডাকারাণি ফলানি ঈরয়তীতি ঈর-ণিচ্-অণ্। ১ দাড়িম্ব বৃক্ষ। (ত্রিকাণ্ড) ২ পিণ্ডীর। (অমরটীকা ভরত) (ত্রি) ৩ নীরস। (হারাবলী)

পিণ্ডীশূর (পুং) পিণ্ড্যাং পিণ্ডব্যাপারে ভোজনে এব শূরঃ অতিনিপুণঃ, নান্যত্র কার্য্যাদাবিতি ভাবঃ। স্বগৃহে অবস্থান করিয়া পরদ্বেষী। পর্য্যায়—গেহেনর্দ্দী, গেহেশূর। (হেমচন্দ্র)

"রাক্ষসান্ বটুযজ্ঞেষু পিণ্ডীশূরাগ্নিরস্তবান্।
যদাসৌ কূপমাণ্ডুকি! তবৈতাবতি কঃ স্ময়ঃ॥" (ভট্টি ৫।৮৫)

স্ত্রীবৎ ভীত, অথচ আত্মশ্লাঘাকারী, কাপুরুষ, পরদ্বেষী। ২ কেবল ভক্ষণবিষয়ে বীর, পেটুক।

পিণ্ডোপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্ভেদ।

পিণ্ডোলি (স্ত্রী) ১ ভুক্তসমুজ্ঝিত। প্রথমে ভুক্ত পরে পরিত্যক্ত। (হেম) (পুং) ২ উষ্ট্র। (বৈদ্যকনি°)

পিণ্যা (স্ত্রী) পণ্যতে স্তূয়তে যোগহক্তৃত্বেন পণ-য, নিপাতনাদত ইৎ। জ্যোতিষ্মতী লতা। লতাফট্কী, বনউচ্ছে। অমরটীকাকার স্বামী ইহার 'পণ্যা' এইরূপ পাঠ স্থির করিয়াছেন।

পিণ্যাক (পুং ক্লী) পিনষ্টীতি পিষ সংচূর্ণনে, (পিণাকাদয়শ্চ। উণ্ ৪।১৫) ইতি অকপ্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ তিলকল্ক, চলিত খলি। ২ তৈলকিট্ট, তিলকুটা। ইহার গুণ—গ্লানিকর, রুক্ষ, বিষ্টম্ভী ও দৃষ্টিবিঘাতক। (বাভট সূত্রস্থা° ৬) শাস্ত্রে পিণ্যাক ভোজন নিষিদ্ধ। ইহা ভোজন করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

"পিণ্যাকং ভক্ষয়িত্বা তু যো বৈ মামুপসর্পতি।
তস্য বৈ শৃণু সুশ্রোণি! প্রায়শ্চিত্তং সুশোভনম্॥
উলূকো দশবর্ষাণি কচ্ছপস্তু সমাস্ত্রয়ঃ।
জায়তে মানবস্তত্র মম কর্ম্মপরায়ণঃ॥" (বরাহপুরাণ)

৩ হিঙ্গু। ৪ বাহ্লীক। ৫ সিহ্লক। (মেদিনী) ৬ সরল রস। (বৈদ্যকরত্নমালা)

পিতরিশূর (পুং) পিতরি শূরঃ, পাত্রেসমিতাদিত্বাদলুক্‌সমাসঃ। পিতৃবিষয়ে শূর, অন্যস্থলে নহে বাপের কাছে বীর, যাহারা পিতার নিকট বৃথা আস্ফালন করে, অথচ কার্য্যে তাদৃশ নহে।

পিতাপুত্র (পুং দ্বিবচন) পিতা পুত্রশ্চ দ্বন্দ্বে পূর্ব্বপদে আনঙ্‌। পিতা ও পুত্র। মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে মোক্ষধর্ম্ম-পর্ব্বাধ্যায়ে এক পিতাপুত্রের ইতিহাস লিখিত আছে।

(ভারত শান্তিপর্ব্ব ১৭৫ অঃ)

(ত্রি) পিতা ও পুত্র হইতে আগত।

পিতামহ (ত্রি) পিতুঃ পিতেতি (পিতৃব্যমাতুলমাতামহ-পিতামহাঃ। পা ৪।২।৩৬) ইত্যত্র 'মাতৃপিতৃভ্যাং পিতরি ডামহচ্‌' ইতি বার্ত্তিকোক্ত্যা ডামহচ্‌। ১ ব্রহ্মা, বিধাতা। মরীচ্যাদি পিতৃগণের পিতা ব্রহ্মা। ২ পিতার পিতা, ঠাকুরদাদা।

"যস্মাৎ পিতামহো যজ্ঞে প্রভুরেকঃ প্রজাপতিঃ।
ব্রহ্মা সুরগুরুঃ স্থাণুর্মনুঃ কঃ পরমেষ্ঠ্যথ॥" (ভারত ১।১।৩২)

৩ শিব। (ভারত ১৩।১৭।১৪১)

৪ ধর্ম্মশাস্ত্রকার, ঋষিভেদ। এই ধর্ম্মশাস্ত্র মদনপারিজাত, রঘুনন্দন, কমলাকর প্রভৃতির গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। ৫ জ্যোতিঃশাস্ত্রকার। পিতামহের জ্যোতিষ হেমাদ্রি প্রভৃতির গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে।

পিতামহী (স্ত্রী) পিতামহ-ঙীষ্‌। পিতামহপত্নী, চলিত ঠাকুর মা।

"মাতামহী মাতুলানী তথা মাতুশ্চ সোদরাঃ।
শ্বশ্রূঃ পিতামহী জ্যেষ্ঠা ধাত্রী চ গুরবঃ স্ত্রীষু॥"

(কৌর্ম্ম উ° ১১ অঃ)

পৌত্র যদি পিতামহ-ধন বিভাগ করে, তাহা হইলে পিতা-মহীকে মাতৃতুল্য ভাগ দিতে হইবে।

"অসুতাশ্চ পিতুঃ পত্ন্যাঃ সমানাংশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
পিতামহশ্চ সর্ব্বাস্তা মাতৃতুল্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

(দায়ভাগধৃত ব্যাসবচন)

পিতারি, ১ অযোধ্যাপ্রদেশের উনাও জেলার অন্তর্গত একটী নগর, উনাও হইতে ২ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। উনাও-নগরস্থাপয়িতা উনবন্তসিংহের সময় হইতে এই প্রাচীন গ্রাম প্রসিদ্ধ। ২ এদেশীয় সপ্তশতী শ্রেণী ব্রাহ্মণের একটী গাঞি।

পিতিহরা, সাগর জেলাস্থ একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। পরিমাণ ১২০ বর্গমাইল। আয় প্রায় ২৪৭২০ টাকা, ৮৬ খানি গ্রাম ইহার অধীন। পূর্ব্বে দেওলির অন্তর্গত ছিল। প্রায় ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে গোড়ঝামারের গৌড়রাজ দেওলি অধিকার করে, পরে মরাঠারা তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। তাহার পুত্র রাজ্যের চারিদিকে লুণ্ঠন আরম্ভ করে, তাহাকে শান্ত করিবার জন্য মরাঠা-সর্দার তাহাকে পিতিহরা, মুআর, কেশলী ও ভরারা নামে ৮ খানি গ্রামযুক্ত সম্পত্তি প্রদান করেন। ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে গৌড়পতির মৃত্যু হয়, তাঁহার পৌত্র কিরাতসিং মহারাষ্ট্রদিগের নিকট হইতে ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে বল্লাই প্রভৃতি ৫৩ খানি গ্রাম লাভ করেন।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে বৃটীশগবর্মেণ্ট সাগর জেলা দখল করিয়া লইলেও গৌড়রাজের সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার মৃত্যু হইলে বল্লাইএর অন্তর্গত ৩০ খানি গ্রাম বৃটীশ গবর্মেণ্ট খাস করিয়া লইলেন এবং অবশিষ্ট সম্পত্তি গৌড়রাজ-পুত্র বলবন্তসিংহের রহিল। নর্ম্মদাতীরস্থ পিতিহরা গ্রামে রাজপ্রাসাদ। এই গ্রামে প্রায় সহস্র লোকের বাস।

পিতু (পুং) পা-রক্ষণে তুন্‌ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। অন্ন। (নিঘণ্টু) (ঋক্‌ ১০।৯৬।৫)

পিতুঃপুত্র (পুং) পিতুঃ পুত্রঃ, ততোঽলুক্‌সমাসঃ। বিখ্যাত পিতা হইতে উৎপন্ন পুত্র, বাপের মত বেটা। ক্ষেপার্থ হইলে বিকল্পে অলুক্‌সমাস হয়।

পিতুঃস্বসৃ (স্ত্রী) পিতুঃ স্বসা, অলুক্‌সমাসঃ, ততঃ ষত্বং। পিতৃ-ভগিনী, চলিত পিসী মা।

পিতুকৃৎ (ত্রি) অত্যন্ত অন্নসাধক।

"অগ্নিশ্চিদর্চ পিতুকৃত্তরেভ্যঃ।" (ঋক্‌ ১০।৭৬।৫)
'পিতুকৃত্তরেভ্যঃ অত্যন্তমন্নসাধকেভ্যঃ।' (সায়ণ)

পিতুভাজ (ত্রি) অন্নযুক্ত।

"যে পিতুভাজো ব্যুষ্টৌ।" (ঋক্‌ ১।১২৪।১)
'পিতুভাজো হবির্লক্ষণান্নযুক্তাঃ।' (সায়ণ)

পিতুভৃৎ (ত্রি) পিতুনা অন্নেন বিভর্ত্তি, ভৃ-ক্বিপ্‌, তুক্‌চ্‌। অন্ন দ্বারা জগৎধারণকারী। "অত উত্বা পিতুভৃতো।" (ঋক্‌ ১০।১।৪)
'পিতুভৃতঃ পিতুনা অন্নেন সর্ব্বস্য জগতো ধারয়িত্র্যঃ পোষ-য়িত্র্যো বা' (সায়ণ)

পিতুমৎ (ত্রি) পিতু-মতুপ্‌। হবির্লক্ষণ অন্নযুক্ত। অন্নোপেত।

পিতুমদর্চত বচো যঃ।" (ঋক্‌ ১।১০।১২)
'পিতুমদ্ধবির্লক্ষণেনান্নেনোপেতং'। (সায়ণ)

পিতুস্তোম (পুং) ঋক্‌সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ১৮৭ সূক্তের নাম।

পিতৃ (পুং) পাতি রক্ষত্যপত্যং যঃ। পা-তৃচ্‌ (নপ্তৃনেষ্টৃ-হোতৃপোতৃভ্রাতৃজামাতৃমাতৃপিতৃদুহিতা। উণ্‌ ২।৯৬) ইতি তৃচ্‌ প্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সাধুঃ। উৎপাদক, চলিত বাপ। পর্য্যায়—তাত, জনক, প্রসবিতা, বপ্তা, জনয়িতা, গুরু, জন্মদ, জন্য, জনিত, বীজী, বপ্র। (হেম)

জগতে পিতা সর্ব্বাপেক্ষা পূজনীয়। যাহার প্রভাবে

মানবগণ এই জগৎ দর্শন করে। তিনি জন্মদান করেন বলিয়া জনক, রক্ষণ করেন বলিয়া পিতা, ও বিস্তার করেন বলিয়া তাত।

"মান্যঃ পূজ্যশ্চ সর্ব্বেভ্যঃ সর্ব্বেষাং জনকো ভবেৎ।
অহো যস্য প্রসাদেন সর্ব্বান্ পশ্যতি মানবঃ॥
জনকো জন্মদাতা চ রক্ষণাচ্চ পিতা নৃণাম্।
তাতো বিস্তীর্ণকরণাৎ কলয়া সা প্রজাপতিঃ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° গণপতিখ°)

উপাধ্যায়, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, মহীপতি, মাতুল, শ্বশুর, রক্ষক ও জ্যেষ্ঠ পিতৃব্য ইঁহারা সকলে পিতৃতুল্য। ইঁহাদের সহিত পিতৃতুল্য ব্যবহার করিতে হয়। পিতা মাতা ও আচার্য্য এই তিন জন মহাগুরু।

তন্ত্রসারে লিখিত আছে, উৎপাদক পিতা অপেক্ষা মন্ত্রদাতা পিতা অধিক গুরু।

"উৎপাদকব্রহ্মদাত্রোর্গরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা।
তস্মান্মন্যেত সততং পিতুরপ্যধিকং গুরুম্॥" (তন্ত্রসার)

চাণক্য পঞ্চ প্রকার পিতার নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"অন্নদাতা ভয়ত্রাতা যস্য কন্যা বিবাহিতা।
জনয়িতা চোপনেতা চ পঞ্চৈতে পিতরঃ স্মৃতাঃ॥" (চাণক্য)

অন্নদাতা, ভয়ত্রাতা, শ্বশুর, জনক ও উপনেতা এই পাঁচ জন পিতা।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে সপ্তপিতার বিষয় লিখিত আছে,—

"কন্যাদাতান্নদাতা চ জ্ঞানদাতা ভয়প্রদঃ।
জন্মদো মন্ত্রদো জ্যেষ্ঠভ্রাতা চ পিতরঃ স্মৃতাঃ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজ° ৩৫ অঃ)

কন্যাদাতা, অন্নদাতা, জ্ঞানদাতা, অভয়দাতা, জন্মদাতা, মন্ত্রদাতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা এই ৭ জন পিতৃস্থানীয়।

গরুড়পুরাণে একত্রিংশৎ প্রকার পিতৃগণ নির্দ্দিষ্ট আছে,—

বিশ্ব, বিশ্বভুক্, আরাধ্য, ধর্ম্ম, ধন্য, শুভাসন, ভূমিদ, ভূমিকৃৎ, ভূতি, কল্যাণ, কল্যদ, কল্যতর, কল্যতরাশ্রয়, কল্যতাহেতু, অনঘ, বর, বরেণ্য, বরদ, ভূমিদ, পুষ্টিদ, বিশ্বপাতা, ধাতা, মহান্, মহাত্মা, মহিত, মহিমাবান্, মহাবল, সুখদ, ধনদ, অজ, ও ধর্ম্মদ সর্ব্বসমেত এই একত্রিংশৎ প্রকার পিতৃগণ।*

পিতা জীবিত থাকিতে বাহুদ্বয়ে তিলকধারণ করিতে নাই।

"ন বাহ্বোস্তিলকং কুর্য্যাৎ যস্য জীবন্ পিতা স্থিতঃ।
তথা জ্যেষ্ঠঃ সোদরশ্চ যস্য জীবতি স তথা॥" (বৃহদ্ধর্ম্মপু°)

পুত্র পুণ্য বা পাপ করিলে পিতা তদ্ভাগী হইয়া থাকেন।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে ৯৬ অধ্যায়ে পিতৃগণের স্তুতি ও নাম সংখ্যাদির বিষয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

পিতৃক (ত্রি) পিতুঃ সম্বন্ধি পিতুরাগতং বেতি পিতৃ-কন্ বা পৈত্রিক পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। পিতৃসম্বন্ধী।

"পৈত্রঞ্চ পিতৃককাপি পিত্র্যঞ্চ পিতুরাগতম্।" (শব্দমালা)

২ পিতৃদত্ত।

পিতৃকর্ম্মন্ (ক্লী) পিতৄনুদ্দিশ্য কর্ম্ম। শ্রাদ্ধাদি। পিতৃগণের উদ্দেশে এবং পিতামহ, মাতা ও মাতামহ প্রভৃতির উদ্দেশেও যে শ্রাদ্ধাদি করা যায়, তাহাকেও পিতৃকর্ম্ম কহে। এইস্থলে পিতৃপদ লক্ষণা বুঝিতে হইবে।

"স্বধাস্ত্বিত্যেব তং ব্রূয়ুর্ব্রাহ্মণাস্তদনন্তরম্।
স্বধাকারপরাশ্বাশীঃ সর্ব্বেষু পিতৃকর্ম্মসু॥" (মনু ৩।২৫২)

পিতৃকল্প (পুং) পিতৄনুদ্দিশ্য কল্পো বিধানং। ১ পিতৃদিগের শ্রাদ্ধাদি কার্য্য। ২ পিতৃদিগের উৎপত্ত্যাদি জ্ঞাপক গ্রন্থভেদ। (ত্রি) পিতৃশ্লাঘীষদূনঃ কল্পচ্। ৩ পিতৃতুল্য।

পিতৃকানন (ক্লী) পিতৄণাং কাননমিব। শ্মশান। (জটাধর)

"পঞ্চবর্ষাধিকান্ মর্ত্ত্যান্ দাহয়েৎ পিতৃকাননে।
ভর্ত্রা সহ কুলেশানি ন দহেৎ কুলকামিনীম্॥" (মহানির্ব্বাণ ১০।৩৯)

পিতৃকার্য্য (ক্লী) পিতৄনুদ্দিশ্য কার্য্যং। পিতৃকর্ম্ম, শ্রাদ্ধাদি। (মনু ৩।১২৫)

পিতৃকুল্যা (স্ত্রী) পিতৃকৃতা কুল্যা। তীর্থভেদ। (ভারত বনপ° ৫৭ অ°)

পিতৃকৃত (ত্রি) পিত্রা কৃতঃ। পিতৃপুরুষ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত।

পিতৃকৃত্য (ক্লী) পিতৄনুদ্দিশ্য কৃত্যং। পিতৃকার্য্য, শ্রাদ্ধাদি।

পিতৃক্রিয়া (ক্লী) পিতৄনুদ্দিশ্য ক্রিয়া। পিতৃকার্য্য, শ্রাদ্ধাদি।

পিতৃগণ (পুং) পিতৄণাং গণাঃ ৬তৎ। মনুপুত্র মরীচ্যাদির পুত্রগণ।

"মনোর্হৈরণ্যগর্ভস্য যে মরীচ্যাদয়ঃ সুতাঃ।
তেষামৃষীণাং সর্ব্বেষাং পুত্রাঃ পিতৃগণাঃ স্মৃতাঃ॥" (মনু ৩।১৯৪)

* "বিশ্বো বিশ্বভুগারাধ্যো ধর্ম্মো ধন্যঃ শুভাসনঃ।
ভূমিদো ভূমিকৃদ্ভূতিঃ পিতৄণাং যে গণা নব॥
কল্যাণঃ কল্যদঃ কল্যতরঃ কল্যতরাশ্রয়ঃ।
কল্যতাহেতুরনঘ ষড়িমে তে গণাঃ স্মৃতাঃ॥
বরো বরেণ্যো বরদো ভূতিদঃ পুষ্টিদস্তথা।
বিশ্বপাতা তথা ধাতা সপ্তৈতে চ গণাঃ স্মৃতাঃ॥
মহান্ মহাত্মা মহিতো মহিমাবান্ মহাবলঃ।
গণাঃ পঞ্চ তথৈবৈতে পিতৄণাং পাপনাশনাঃ॥
সুখদো ধনদশ্চান্যো ধর্ম্মদোঽন্যশ্চ ভূতিদঃ।
পিতৄণাং কথ্যতে চৈতত্তথা গণচতুষ্টয়ম্॥
একত্রিংশৎ পিতৃগণা যৈর্ব্যাপ্তমখিলং জগৎ।
তে মেঽত্র তৃপ্যস্তু যচ্ছন্তু চ সদা হিতম্॥"
(গরুড়পু° পিতৃস্তো° ৮৯ অ°)

হৈরণ্যগর্ভ মনু হইতে মরীচি প্রভৃতি যে সকল পুত্র উৎপন্ন হন, তাঁহাদিগের পুত্রপরম্পরাই পিতৃগণ বলিয়া অভিহিত। এই পিতৃগণের মধ্যে বিরাটপুত্র সোমসদ্‌গণ সাধ্যগণের, মরীচিপুত্র অগ্নিষ্বাত্তাদি দেবগণের, এবং অত্রিপুত্র বর্হিষদগণ দৈত্য, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব, উরগ, রাক্ষস, সুপর্ণ ও মনুষ্যাদিগের পিতৃগণ। ব্রাহ্মণগণের সোমপা, ক্ষত্রিয়দিগের হবির্ভুজ, বৈশ্যদিগের আজ্যপা এবং শূদ্রদিগের সুকালিন নামে পিতৃলোক। ভৃগুপুত্রেরা সোমপ নামে, অঙ্গিরা সন্তানগণ হবির্ভুজ বা হবিষ্মন্ত নামে, পুলস্ত্য পুত্রেরা আজ্যপা নামে এবং বশিষ্ঠের সন্তানগণ সুকালিন নামে বিখ্যাত। অগ্নিদগ্ধ, অনগ্নিদগ্ধ, কাব্য, বর্হিষদ, অগ্নিষ্বাত্ত ও সৌম্য ইহারা সকলেই ব্রাহ্মণগণের পিতৃলোক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। (মনু ৩।১৯৪-২০১)

পিতৃগাথা (স্ত্রী) পিতৃভিঃ পঠিতা গাথা। পিতৃগণ কর্তৃক পঠিত শ্লোক সমুদায়। মার্কণ্ডেয়পুরাণে ৩২ অধ্যায়ে পিতৃগাথা এইরূপ লিখিত আছে। গাথা যথা—

"পিতৃগাথাস্তথৈবাত্র গীয়ন্তে ব্রহ্মবাদিভিঃ।
যা গীতাঃ পিতৃভিঃ পূর্ব্বমৈলস্যাসীন্ মহীপতেঃ॥
কদা নঃ সন্ততাবগ্র্যাঃ কস্যচিদ্ভবিতাসুতঃ।
যো যোগিভুক্তশেষান্নো ভুবি পিণ্ডং প্রদাস্যতি॥
গয়ায়ামথবা পিণ্ডং খড়্গমাংসং মহাহবিঃ।
কালশাকং তিলাঢ্যং বা কৃসরং বাসতৃপ্তয়ে॥
বৈশ্বদেবঞ্চ সৌমঞ্চ খড়্গমাংসং মহা হবিঃ।
বিষাণবর্জ্জং শর্গস্থা আসূর্য্যঞ্চাশ্নুবামহে॥
দদ্যাৎ শ্রাদ্ধং ত্রয়োদশ্যাং মঘাসু চ যথাবিধি।
মধুসর্পিঃসমাযুক্তং পায়সং দক্ষিণায়নে॥" (মার্কণ্ডেয়পু° ৩২ অ°)

পিতৃগণ এই গাথা পাঠ করিয়া থাকেন। অন্যান্য পুরাণাদিতে আরও অনেক পিতৃগাথার বিষয় লিখিত আছে।

পিতৃগীতা, পিতার মাহাত্ম্যসূচক গীতা। বরাহপুরাণে পিতৃগীতা বর্ণিত হইয়াছে।

পিতৃগৃহ (ক্লী) পিতৄণাং গৃহম্। ১ শ্মশান। পিতুর্গৃহম্। ২ পিতৃবেশ্ম, বাপের বাড়ী।

পিতৃগ্রহ (পুং) স্কন্দানুচর গ্রহভেদ। (সুশ্রুত)

পিতৃতর্পণ (ক্লী) পিতৄণাং তর্পণং বা পিতৄণাং তর্পণং তৃপ্তির্যস্মাৎ। পিত্রুদ্দেশক জলদান, পিতৃগণের উদ্দেশে যে জল দান করা হয়, তাহাকে তর্পণ কহে। তর্পণ দ্বারা পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হন। [বিশেষ বিবরণ তর্পণ দেখ।]

২ পিতৃতীর্থ, তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যভাগে পিতৃতীর্থ। পিতৃগণের উদ্দেশে যে দানাদি করা হয়, তাহা পিতৃতীর্থ দ্বারা করিতে হয়। ৩ তিল। (রাজনি°)

পিতৃতিথি (স্ত্রী) পিতৃপ্রিয়া তিথিরিতি মধ্যলো°। অমাবস্যা, এই দিনে পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য হয় বলিয়া এই তিথি পিতৃগণের অতিশয় প্রিয়।

"অমাবস্যাদিনং যোহস্তু তস্যাং কুশতিলোদকৈঃ।
তর্পিতা মানুষৈস্তৃপ্তিং পরাং গচ্ছত নান্যথা॥" (বরাহপু°)

পিতৃতীর্থ (ক্লী) পিতৄপ্রিয়ং তীর্থং। গয়া। (জটাধর)

গয়ায় পিণ্ডদান করিলে পিতৃগণ প্রেতলোক হইতে উদ্ধার হন, এইজন্য গয়া পিতৃলোকের অতিশয় প্রিয় তীর্থ।

মৎস্যপুরাণে শ্রাদ্ধকল্পে ২২ অধ্যায়ে গয়া আদি ২২২টী পিতৃতীর্থের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—১ গয়া, ২ বারাণসী, ৩ বিমলেশ্বর, ৪ প্রয়াগ, ৫ বটেশ্বর, ৬ দশাশ্বমেধ, ৭ গঙ্গাদ্বার, ৮ নন্দা, ৯ ললিতা, ১০ মায়াপুরী, ১১ মিত্রপদ, ১২ কেদার, ১৩ গঙ্গাসাগর, ১৪ ব্রহ্মসরোবর, ১৫ নৈমিষ, ১৬ গঙ্গোদ্ভেদ, ১৭ যজ্ঞবরাহ, ১৮ নৈমিষারণ্য, ১৯ ইক্ষুমতী, ২০ কুরুক্ষেত্র, ২১ সরযূ, ২২ ইরাবতী, ২৩ যমুনা, ২৪ দেবিকা, ২৫ কালী, ২৬ চন্দ্রভাগা, ২৭ দৃষদ্বতী, ২৮ বেণুমতী, ২৯ বেত্রবতী, ৩০ জম্বুমার্গ, ৩১ নীলকণ্ঠ, ৩২ রুদ্রসর, ৩৩ মানসসরোবর, ৩৪ মন্দাকিনী, ৩৫ অচ্ছোদ, ৩৬ বিপাশা, ৩৭ সরস্বতী, ৩৮ মিত্রপদ, ৩৯ বৈদ্যনাথ, ৪০ শিপ্রা, ৪১ মহাকাল, ৪২ কালঞ্জর, ৪৩ বংশোদ্ভেদ, ৪৪ হরোদ্ভেদ, ৪৫ গঙ্গোদ্ভেদ, ৪৬ ভদ্রেশ্বর, ৪৭ বিষ্ণুপদ, ৪৮ নর্ম্মদাদ্বার, ৪৯ ওঙ্কার, ৫০ কাবেরী, ৫১ কপিলোদক, ৫২ সম্ভেদ, ৫৩ চণ্ডবেগা, ৫৪ অমরকণ্টক, ৫৫ শুক্রতীর্থ, ৫৬ কায়াবরোহণ, ৫৭ চর্ম্মণ্বতী, ৫৮ গোমতী, ৫৯ বরুণা, ৬০ ঔশনস, ৬১ ভৈরব, ৬২ ভৃগুতুঙ্গ, ৬৩ গৌরীতীর্থ, ৬৪ বৈনায়ক, ৬৫ ভদ্রেশ্বর, ৬৬ পাপহর, ৬৭ তপতী, ৬৮ মূলতাপী, ৬৯ পয়োষ্ণী, ৭০ পয়োষ্ণীসঙ্গম, ৭১ মহাবোধি, ৭২ পাটলা, ৭৩ নাগতীর্থ, ৭৪ অবন্তিকা, ৭৫ বেণা, ৭৬ মহাশাল, ৭৭ মহারুদ্র, ৭৮ দশার্ণা, ৭৯ শতরুদ্রা, ৮০ শতাহ্বা, ৮১ বিশ্বপদ, ৮২ অঙ্গারবাহিকা, ৮৩ শোণ, ৮৪ ঘর্ঘরা, ৮৫ কালিকা, ৮৬ বিতস্তা, ৮৭ দ্রোণী, ৮৮ বাটনদী, ৮৯ ধারা, ৯০ ক্ষীরনদী, ৯১ গোকর্ণ, ৯২ গজকর্ণ, ৯৩ পুরুষোত্তম, ৯৪ দ্বারকা, ৯৫ কৃষ্ণতীর্থ, ৯৬ অর্ব্বুদসরস্বতী, ৯৭ মণিমতী, ৯৮ গিরিকর্ণিকা, ৯৯ ধূতপাপা, ১০০ দক্ষিণ সমুদ্র, ১০১ মেঘকর, ১০২ মন্দোদরী তীর্থ, ১০৩ চম্পা, ১০৪ সামলনাথ, ১০৫ মহাশালনদী, ১০৬ চক্রবাক, ১০৭ চর্ম্মকীট, ১০৮ জন্মেশ্বর, ১০৯ অর্জ্জুন, ১১০, ত্রিপুর, ১১১ সিদ্ধেশ্বর, ১১২ শ্রীশৈল, ১১৩ শাঙ্কর, ১১৪ নারসিংহ, ১১৫ মহেন্দ্র, ১১৬ শ্রীরঙ্গ, ১১৭ তুঙ্গভদ্রা, ১১৮ ভীমরথী, ১১৯ ভীমেশ্বর, ১২০ কৃষ্ণবেণা, ১২১ কাবেরী, ১২২ কুণ্ডলা,

১২৩ গোদাবরী, ১২৪ ত্রিসন্ধ্যাতীর্থ, ১২৫ ত্রৈম্বক, ১২৬ শ্রীপর্ণী, ১২৭ তাম্রপর্ণী, ১২৮ জয়াতীর্থ, ১২৯ মৎস্যনদী, ১৩০ শিবধার, ১৩১ ভদ্রতীর্থ, ১৩২ পম্পাতীর্থ, ১৩৩ রামেশ্বর, ১৩৪ এলাপুর, ১৩৫ অলংপুর, ১৩৬ অঙ্গভূত, ১৩৭ অমলপুর, ১৩৮ আম্রাতকেশ্বর, ১৩৯ একাম্রক, ১৪০ গোবর্দ্ধন, ১৪১ হরিশ্চন্দ্র, ১৪২ ক্রুপুচন্দ্র, ১৪৩ পৃথূদক, ১৪৪ সহস্রাক্ষ, ১৪৫ হিরণ্যাক্ষ, ১৪৬ কদলীনদী, ১৪৭ রামাধিবাস, ১৪৮ সৌমিত্রিসঙ্গম, ১৪৯ ইন্দ্রকীল, ১৫০ মহানাদ, ১৫১ প্রিয়মেলক, ১৫২ বাহুদা, ১৫৩ সিদ্ধবন, ১৫৪ পাশুপত, ১৫৫ পার্ব্বতিকা, ১৫৬ সর্ব্বান্তরজলাবহা, ১৫৭ জামদগ্ন্যতীর্থ, ১৫৮ হয়াক্ষবানসরোবর, ১৫৯ সহস্রলিঙ্গ, ১৬০ রাঘবেশ্বর, ১৬১ সেন্দ্রফেনা, ১৬২ পুষ্কর, ১৬৩ শালগ্রাম, ১৬৪ সোমপান, ১৬৫ সারস্বত, ১৬৬ স্বামীতীর্থ, ১৬৭ মলন্দরা, ১৬৮ কৌশিকী, ১৬৯ চন্দ্রিকা, ১৭০ বৈদর্ভী, ১৭১ বৈরা, ১৭২ পয়োষ্ণী, ১৭৩ কাবেরী, ১৭৪ জালন্ধর, ১৭৫ লোহদণ্ড, ১৭৬ চিত্রকূট, ১৭৭ বিন্ধ্যযোগ, ১৭৮ নদীতট, ১৭৯ কুব্জাম্র, ১৮০ উর্ব্বশীপুলিন, ১৮১ সংসারমোচন, ১৮২ ঋণমোচন, ১৮৩ অট্টহাস, ১৮৪ গৌতমেশ্বর, ১৮৫ বশিষ্ঠতীর্থ, ১৮৬ হারীত, ১৮৭ ব্রহ্মাবর্ত্ত, ১৮৮ কুশাবর্ত্ত, ১৮৯ হয়তীর্থ, ১৯০ পিণ্ডারক, ১৯১ শঙ্খোদ্ধার, ১৯২ ঘণ্টেশ্বর, ১৯৩ বিল্বক, ১৯৪ নীলপর্ব্বত, ১৯৫ ধরণীতীর্থ, ১৯৬ রামতীর্থ, ১৯৭ অশ্বতীর্থ, ১৯৮ বেদশিরা, ১৯৯ ওঘবতী, ২০০ বসুপ্রদ, ২০১ ছাগলাণ্ড, ২০২ বদরীতীর্থ, ২০৩ গণতীর্থ, ২০৪ জয়ন্ত, ২০৫ বিজয়, ২০৬ শুক্রতীর্থ ২০৭ শ্রীপতিতীর্থ, ২০৮ রৈবতক, ২০৯ শারদাতীর্থ, ২১০ ভদ্রকালেশ্বর, ২১১ বৈকুণ্ঠতীর্থ, ২১২ ভীমেশ্বর, ২১৩ মাতৃগৃহ, ২১৪ করবীরপুর, ২১৫ কুশেশ্বর, ২১৬ গৌরীশিখর, ২১৭ নকুলেশতীর্থ, ২১৮ কর্দ্দমাল, ২১৯ দণ্ডিপুণ্যাকর, ২২০ পুণ্ডরীকপুর, ২২১ সপ্তগোদাবরী তীর্থ ও ২২২ সর্ব্বতীর্থেশ্বরেশ্বর।

এই সকল তীর্থের নামোচ্চারণ এবং এই সকল তীর্থে যাইয়া পিতৃদিগের পিণ্ডদান করিলে পিতৃগণের অক্ষয়স্বর্গ হইয়া থাকে। (মৎস্যপু° ২২ অঃ)

পিতৃত্ব (ক্লী) পিতৃ-ভাবে-ত্ব। পিতার ভাব বা ধর্ম্ম।

পিতৃদত্ত (পুং) পিতা কর্ত্তৃক দত্ত বা অর্পিত।

পিতৃদান (ক্লী) পিতৃভ্যঃ পিত্রে বা দানম্। পিত্রাদির উদ্দেশে অন্নবস্ত্রাদি দান। এই স্থলে পিতৃপদ মৃতের উপলক্ষণ মাত্র। পর্য্যায়—নিবাপ, নিবপন, পিতৃদানক। (শব্দর°) মৃত পিত্রাদির উদ্দেশ্যে যাহা দান করা যায়, সাধারণতঃ তাহাই পিতৃদান।

পিতৃদানক (ক্লী) পিতৃদান স্বার্থে কন্। পিত্রুদ্দেশক দান।

পিতৃদায় (পুং) পিতুঃ দায়ঃ ধনং। পিতৃধন, পিতা হইতে প্রাপ্ত ধন। (দেশজ) পিত্রাদির মৃত্যুজন্য দায়।

পিতৃদিন (ক্লী) পিতৃণাং দিনং। ১ অমাবস্যা। ২ পক্ষদ্বয়াত্মক তৎসম্বন্ধীয় দিন।

"মাসেনমাসেন যো বাদঃ পক্ষদ্বয়সমন্বিতঃ।
পিতৄণাং তদহোরাত্রমিতি কালবিদো বিদুঃ॥
কৃষ্ণপক্ষস্তদহস্তেষাং শুক্লপক্ষস্তু শর্ব্বরী।
কৃষ্ণপক্ষে যতঃ শ্রাদ্ধং পিতৄণাং বর্ত্ততে নৃপ॥" (হরিবংশ ৭অঃ)

পিতৃদেব (পুং) পিত্রধিষ্ঠাতা দেবঃ। পিতৃগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণ। পিতা এব দেবঃ। পিতৃদেবতা। পিতা দেবতাস্বরূপ।

"দৈবপিত্র্যাতিথেয়ানি তৎপ্রধানানি যস্ত তু।
নাশ্নন্তি পিতৃদেবাস্তাং ন চ স্বর্গং স গচ্ছতি॥" (মনু ৩।৮)

পিতৃদেবত (ত্রি) পিতৃদেবতাসম্বন্ধীয়, পিতৃদেবতাদিগের প্রীতিকামনায় অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদি।

পিতৃদেবত্য (ত্রি) পিতৃদেবত।

পিতৃদৈবত (ত্রি) ১ মঘানক্ষত্র। (পুং) ২ যম।

পিতৃদৈবত্য (ত্রি) পিতৃদেবতা সম্বন্ধীয়।

পিতৃপক্ষ (পুং) পিতৃপ্রিয়ঃ পক্ষঃ। গৌণ আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষ। প্রেতপক্ষ। এই প্রেতপক্ষে পিতৃগণের উদ্দেশে তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি করিতে হয়। এই জন্য এই পক্ষ পিতৃগণের অতিশয় প্রিয়। এই প্রেতপক্ষে শ্রাদ্ধাদি করিলে পিতৃগণ অতিশয় প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন।

'নভো বাথ নভস্যো বা মলমাসো যদা ভবেৎ।
সপ্তমঃ পিতৃপক্ষঃ স্যাদন্যত্রৈব তু পঞ্চমঃ॥' (মলমাসতত্ত্ব)

পিতৃপতি (পুং) পিতৃণাং পতিঃ। যম। যম পিতৃদিগের প্রভুস্বরূপ।

"ত্বং ব্রহ্মা হরিরজসংজ্ঞিতস্ত্বমিন্দ্রো
বিত্তেশঃ পিতৃপতিরম্বুপতিঃ সমীরঃ॥
সোমোঽগ্নির্গগনমহীধরোঽব্ধিসংজ্ঞঃ
কিং স্তব্যং তব সকলাত্মরূপধাম্নঃ।" (মার্কণ্ডেয়পু° ১০৪।৩৭)

পিতৃপিতৃ (পুং) পিতুঃ পিতা। পিতামহ।

পিতৃপূজন (ক্লী) পিতৄণাং পূজনং যত্র। শ্রাদ্ধাদি কার্য্য।

"পতিব্রতা ধর্ম্মপত্নী পিতৃপূজনতৎপরা।
যথাযত্ন ততঃ পিণ্ডমস্তাং সম্যক্‌ সুতার্থিনী॥" (মনু ৩।২৬২)
'পিতৃপূজনে শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মণি তৎপরা শ্রদ্ধাবতী।' (মেধাতিথি)

পিতৃপৈতামহ (ত্রি) পিতা ও পিতামহসম্বন্ধীয়। পিতা ও পিতামহ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত।

"এবং পূর্ব্বৈর্গতো মার্গঃ পিতৃপৈতামহৈঃ স্তুতঃ।"
(রামা° ২।১০৫।২৮)

পিতৃপৈতামহিক (ত্রি) পিতা ও পিতামহাদি সম্বন্ধীয়।

পিতৃপ্রসূ (স্ত্রী) পিতৄণাং প্রসূঃ মাতেব। ১ সন্ধ্যা।

পিতৃকৃত্যে সন্ধ্যাগামিনী তিথির গ্রাহ্যতা হেতু ও প্রেতকৃত্যে মাতার ন্যায় উপকারিণী বলিয়া সন্ধ্যার নাম পিতৃপ্রসূ হইয়াছে।

"রজনীমিয়মুমনেতুং পিতৃপ্রসূঃ প্রথমমুপগচ্ছে।
রজয়তি স্বয়মিন্দুং কুনায়কং দুষ্টদূতীব॥" (আর্য্যাসপ্ত° ৫০১)

পিতুঃ প্রসূঃ ৬তৎ। ২ পিতামহী।

পিতৃপ্রিয় (পুং) পিতৄণাং প্রিয়ঃ। ১ ভৃঙ্গরাজ। (রাজনি°) টাপ্। (স্ত্রী) ২ অগস্ত্যবৃক্ষ।

পিতৃবন্ধু (পুং) পিতুর্বন্ধুঃ। পিতামহ, পিতামহীর ভগিনীপুত্র এবং পিতার মাতুল পুত্র, ইহারা শাস্ত্রোক্ত পিতৃবন্ধু। (উদ্বাহতত্ত্ব) পিতার সহিত যাহার ভালবাসা থাকে, তাহাকেও পিতৃবন্ধু কহে।

পিতৃবান্ধব (পুং) পিতুর্বান্ধবঃ। পিতৃবন্ধু।

"পিতুঃ পিতুঃ স্বসুঃ পুত্রাঃ পিতুর্মাতুঃ স্বসুঃসুতাঃ।
পিতুর্মাতুলপুত্রাশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ পিতৃবান্ধবাঃ॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

পিতৃভূতি, কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রের একজন প্রাচীন ভাষ্যকার। যাজ্ঞিকদেব ও অনন্ত কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রের ভাষ্যে এবং দেবভদ্র প্রয়োগসারে ইহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

পিতৃভোজন (পুং) পিতৃভির্ভুজ্যতে ইতি ভুজ কর্ম্মণি ল্যুট্। ১ মাষ, পিত্রুদ্দেশক দানে ইহা প্রশস্ত বলিয়া ইহার নাম পিতৃভোজন। ভুজ ভাবে ল্যুট্, পিতৄণাং ভোজনং। (ক্লী) ২ পিতৃদিগের ভোজন।

পিতৃভ্রাতৃ (পুং) পিতুর্ভ্রাতা ৬তৎ। পিতৃব্য, বাপের ভাই।

পিতৃমৎ (ত্রি) পিতা বিদ্যতেঽস্য মতুপ্। পিতৃযুক্ত, যাহার পিতা আছে।

পিতৃমন্দির (ক্লী) পিতৃগৃহ।

পিতৃমেধ (পুং) পিতৃ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত অন্ত্যেষ্টি কর্ম্মভেদ।

"গুরোঃ প্রেতস্য শিষ্যস্তু পিতৃমেধং সমাচরন্।
প্রেতাহারৈঃ সমং তত্র দশরাত্রেণ শুধ্যতি॥" (মনু ৫।৬৫)

'পিতৃমেধশ্চরমেষ্টিঃ' (মেধাতিথি)

পিতৃগণের মৃত্যুর পর হইতে দশরাত্রের মধ্যে এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। ইহা শ্রাদ্ধ হইতে ভিন্ন। অগ্নিদান অথবা দশ পিণ্ডদানাদি কর্ম্মও এই পিতৃমেধের অন্তর্গত। ইহাতেও বৈদিক মন্ত্রপাঠ হইয়া থাকে। [অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দেখ।]

তৈত্তিরীয় আরণ্যক ও কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রে (২১।৩।১) ইহার প্রথম আভাস পাওয়া যায়। গৌতম ও হিরণ্যকেশী প্রণীত পিতৃমেধসূত্রে, গার্গ্যগোপাল কৃত পিতৃমেধভাষ্যে এবং গোপালযজ্বা, বেঙ্কটনাথ ও বৈদিকসার্ব্বভৌম প্রণীত পিতৃমেধ প্রয়োগ বা পিতৃমেধসার গ্রন্থে এই যজ্ঞের বিস্তারিত বিবরণ বিবৃত হইয়াছে।

পিতৃযজ্ঞ (পুং) পিতৃভ্যঃ পিতৄনুদ্দিশ্য বা যজ্ঞঃ। তর্পণ, পিতৃদিগের উদ্দেশে তর্পণ করিলে তাহাকে পিতৃযজ্ঞ কহে।

"অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্॥"
(মনু ৩।৭০)

ইহা পঞ্চ মহাযজ্ঞের মধ্যে একটী। প্রতিদিনই এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান বিধেয়।

পিতৃযাণ (পুং) পিতরো যান্তি অনেন যা-করণে ল্যুট্, সংজ্ঞাত্বাৎ ণত্বং। পিতৃদিগের চন্দ্রলোকগমন মার্গ। ছান্দোগ্য উপনিষদে ইহার বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে,—

পিতৃদিগের চন্দ্রলোকপ্রাপক কর্ম্ম ও যানপ্রকার বিষয়। যে সকল গৃহস্থ ইষ্টাপূর্ত্ত ও দান অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক কর্ম্ম, বাপী-কূপ-তড়াগাদি নির্ম্মাণ এবং যথাশক্তি পূজ্যদিগকে দ্রব্য সম্ভোগ প্রতিপাদন ইত্যাদিরূপে উপাসনা করেন, তাঁহারা প্রথমে ধূমাভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পরে তাহা হইতে রাত্রি অর্থাৎ রাত্রিদেবতা ও রাত্রি হইতে অপর পক্ষ দেবতাকে প্রাপ্ত হন। এইরূপে কৃষ্ণপক্ষ ও দক্ষিণায়ন ষণ্মাসাভিমানিনী দেবতাদিগকেও প্রাপ্ত হইয়া, পরে তথা হইতে পিতৃলোকে গমন করেন। পিতৃলোকে অবস্থান করিয়া সেথান হইতে আকাশ এবং আকাশ হইতে একবারে চন্দ্রমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অন্তরীক্ষে পরিদৃশ্যমান এই চন্দ্রমা ব্রাহ্মণদিগের রাজা এবং ইন্দ্রাদি দেবগণের অন্নস্বরূপ। দেবগণ ইহাকে ভক্ষণ করেন, অতএব কর্ম্মিগণ ধূমাদি হইতে গমন করিয়া চন্দ্রস্বরূপ হওয়ায় ইহারাও দেবগণ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হন, অর্থাৎ দেবতাদিগের উপভোগ্য হইয়া কর্ম্মিগণ তাঁহাদের সহিতই সুখে বিহার করিয়া থাকেন। (ছান্দোগ্য ৫।৩।২)

"পন্থানমনু প্রবিদ্বান্ পিতৃযাণং" (ঋক্ ১০।২।৭)

'পিতৃযাণং পিতরো যেন মার্গেণ গচ্ছন্তি তং' (সায়ণ)

"অত্রপূর্ব্বশ্চতুর্ব্বর্গঃ পিতৃযাণ পথেস্থিতঃ" (মহাভা° ৩।৩।৭৪)

'পিতৃযাণপথে ধূমাদিমার্গে আবৃত্তিফলে' (তট্টীকা নীলকণ্ঠ)

২ পিতৃলোক-গমনমার্গ।

"যে দেবযানাঃ পিতৃযাণাশ্চ লোকাঃ" (অথ ৬।১১৮।৩)

'পিতৄনেব যৈ যান্তি তে পিতৃযাণাঃ করণে ল্যুট্॥' (সায়ণ)

পিতৃরাজ (পুং) পিতৄণাং রাজা টচ্সমাসান্তঃ। যম।

পিতৃরিষ্ট (পুং) পিতুঃ রিষ্টং অমঙ্গলং যত্র। পিতার অমঙ্গলজনক যোগবিশেষ। এইরূপ যোগে জন্মিলে জাত বালকের পিতার মৃত্যু হয়, এই জন্য ইহাকে পিতৃরিষ্ট কহে। পঞ্চস্বরা মতে পিতৃরিষ্টের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। দিবসে প্রসব হইলে সূর্য্য বালকের পিতা এবং রাত্রিতে প্রসব হইলে শনি

পিতা হইয়া থাকেন। দিবাপ্রসবে শনি পিতা এবং রাত্রি প্রসবে রবি পিতার ভ্রাতা হন।

জাতবালকের ষষ্ঠ ও অষ্টম স্থানে রবি যদিও মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হয় এবং বৃহস্পতি ও শুক্রের দৃষ্টি না থাকে, তাহা হইলে জাতবালকের পিতার মৃত্যু হয়। লগ্নের অষ্টমস্থানে চন্দ্র, দ্বিতীয় স্থানে শুক্র ও রাহু এবং শনি ও মঙ্গল মিত্রক্ষেত্রে থাকিলে সপ্তাহ মধ্যে জাতবালকের পিতার মৃত্যু হয়। জন্ম লগ্নের অষ্টম স্থানে মঙ্গল, দ্বাদশস্থানে দুই বা তিন পাপগ্রহ থাকে এবং ঐ সকল স্থান শুভগ্রহের দৃষ্টিবিহীন হয়, তাহা হইলে জাতবালকের পিতার মৃত্যু হইবে।

যদি সূর্য্য জাতবালকের লগ্নের অষ্টমস্থান অথবা রাহুর সহিত মিলিত হইয়া জন্মলগ্নে থাকে, তবে হয় বালকের পিতার মৃত্যু, না হয় নিজের মৃত্যু হয়। (পঞ্চস্বরা)

জ্যোতিস্তত্ত্বে লিখিত আছে,—জাতবালকের লগ্নের দশম স্থানে শনি, ষষ্ঠস্থানে চন্দ্র যদি শুভগ্রহ কর্তৃক অদৃষ্ট কিংবা অযুক্ত হইয়া তিনটী পাপগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতবালকের পিতার মৃত্যু হয়। যদি জন্মলগ্নের চতুর্থস্থানে শনি, দশমে অথবা ৭ম স্থানে মঙ্গল থাকে, তাহা হইলে বালকের মাতার এবং যদি মঙ্গল ১০ম কিংবা ৭ম স্থানে না থাকিয়া লগ্নে থাকে, তাহা হইলে বালকের পিতার মৃত্যু হয়।

জন্মকালে যে রাশিতে রবি থাকে, তাহা হইতে যদি সপ্তম রাশিতে শনি ও মঙ্গল থাকে, তাহা হইলে জাতবালকের পিতার মৃত্যু হয়। (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

ইহা ভিন্ন যোগসিদ্ধান্ত ও জাতকাভরণ প্রভৃতিতে এই পিতৃরিষ্টের বিস্তৃত বিবরণ এবং রিষ্টভঙ্গের বিষয় লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

পিতৃরূপ (পুং) ঈষদূনঃ জনকঃ, পিতৃরূপ শিবঃ। শিব, রুদ্রসকলের পিতা, এই জন্য ইনি পিতৃরূপ। (ভারত অনু° ১০০অঃ)

পিতৃলোক (পুং) পিতৃণাং লোকঃ। পিতৃদিগের ভুবন। এই ভুবন চন্দ্রলোকের উপরিদেশে অবস্থিত।

"কথঞ্চ বহুলাঃ সেনাঃ পাণ্ডবঃ কৃষ্ণসারথিঃ।
অস্ত্রেণোহনয়ৎ সর্ব্বাঃ পিতৃলোকং ধনঞ্জয়ঃ॥" (ভারত ১।৬২।১০)

পিতৃবৎ (অব্য) পিতাইব, ইবার্থে বতি। পিতৃতুল্য।

"স্যাচ্চায়ং পরিপালোকে বর্ত্তেত পিতৃবন্নৃষু॥" (মনু ৭।৮০)

পিতৃবন (ক্লীং) পিতৃণাং বনমিব। শ্মশান।

"সর্ব্বে পিতৃবনং প্রাপ্য স্বপন্তি বিগতজ্বরাঃ।
নির্ম্মাংসৈরস্থিভূয়িষ্ঠৈর্গাত্রৈঃ স্নায়ুনিবন্ধনৈঃ॥" (ভারত ১১।৪।১৫)

পিতৃবনেচর (পুং) পিতৃবনে শ্মশানে চরতীতি (চরেষ্ট। পা ৩।২।১৬) চর-ট, অলুক্‌সমাসঃ। শ্মশানবাসী শিব।

পিতৃবর্ত্তিন্ (পুং) ব্রহ্মদত্ত নামক নৃপভেদ। (হরিব° ২০ অ°)

পিতৃবসতি (স্ত্রী) পিতৃণাং বসতির্যত্র। শবশয়নস্থান, শ্মশান।

পিতৃবিত্ত (ক্লী) পিত্রাদিপরম্পরালব্ধ ধন। (ঋক্ ১।৭৩।৯)

পিতৃব্য (পুং) পিতুর্ভ্রাতা (পিতৃব্য-মাতুল-মাতামহ-পিতামহাঃ। পা ৪।২।৩৬) ইত্যত্র বার্ত্তিকোক্ত্যা পিতৃ-ব্যৎ। পিতার ভ্রাতা, বাপের ভাই, খুড়া, জেঠা।

'পিতৃব্যো জনকভ্রাতা জ্যেষ্ঠতাতোঽগ্রজো যদি।
পিতুঃ কনিষ্ঠভ্রাতা তু খুল্লতাতোঽভিধীয়তে॥' (শব্দরত্নাবলী)

পিতৃশর্ম্মন্ (ত্রি) দানবভেদ। (কথাসরিৎসা° ৪৭।১৪)

পিতৃশ্রাবণ (ত্রি) যে পুত্রদ্বারা পিতা প্রথিত হন। 'পিতঃ শ্রূয়তে প্রখ্যায়তে যেন পুত্রেন তাদৃশম্' (ঋক্ ১।৯১।২০ সায়ণ)

পিতৃষদ্ (ত্রি) সদ্‌-বিশরণাদিষু পিতৃ-সদ-ক্বিপ্। ১ পিতৃসমীপ, পিতৃগৃহ। (ঋক্ ১।১১৭।৭)

পিতৃষদন (ক্লী) পিতরঃ সীদন্তি উপবিশন্ত্যত্র সদ-আধারে ল্যুট্ বেদে ষত্বং। কুশ। (শুক্লযজু° ৫।২৬)

পিতৃষ্বসৃ (স্ত্রী) পিতুঃ স্বসা ভগিনী, (মাতাপিতৃভ্যাং স্বসা। পা ৮।৩।৮৪) ইতি ষত্বং। পিতার ভগিনী, চলিত পিসী।

'মাতৃষ্বসা মাতুলানী পিতৃব্যস্ত্রী পিতৃষ্বসা।
শ্বশ্রূঃ পূর্ব্বজপত্নী চ মাতৃতুল্যা প্রকীর্ত্তিতাঃ॥' (দায়ভাগ)

পিতৃষ্বস্রীয় (ত্রি) পিতৃষ্বসুরপত্যং পিতৃষ্বসৃ-ছ। পিতৃ-ভাগিনেয়।

"পিতৃষ্বস্রীয়ায় সুতামনপত্যায় ভারত।" (ভারত ১।১১১।২)

পিতৃসন্নিভ (পুং) সম্যক্ নিভাতীতি সন্নিভস্তুল্যঃ, পিতুঃ সন্নিভঃ। পিতৃতুল্য, পর্য্যায়—মনোজব, মনোজবস্।

পিতৃসূ (স্ত্রী) সূতে ইতি সূর্জননী, পিতৄণাং সূর্জননীব। ১ সন্ধ্যা। পিতরং সূতে ক্বিপ্। ২ পিতামহী।

পিতৃহন্ (পুং) পিতৄন্ হন্তি হন-ক্বিপ্। পিতৃহন্তা, পিতৃঘাতী।

পিতৃহূ (পুং) পিতৄনাহ্বয়ত্যনেনেতি পিতৃ-হ্বে-করণে ক্বিপ্। দক্ষিণ কর্ণ।

"পিতৃহূর্নৃপপুর্য্যাবার্দক্ষিণেন পুরঞ্জনঃ।" (ভাগবত ৪।২৫।৫০)

'পিতৃহূর্দক্ষিণঃ কর্ণঃ এবং তদৈপরীত্যেন উত্তরকর্ণো দেবহূঃ।

"তথাচ ব্যাখ্যান্তি পিতৃহূর্দক্ষিণঃ কর্ণঃ উত্তরো দেবহূঃ স্মৃতঃ।" (শ্রীধরস্বামী)। ২ পিতৃদিগকে দেয় বস্তু।

পিতৃহূয় (ক্লী) পরলোকগত পিতৃদিগের আহ্বান (শতপথব্রা° ২।১।৩।২)

পিত্ত (ক্লী) অপি দীয়তে প্রকৃতাবস্থয়া রক্ষ্যতে বিকৃতাবস্থয়া নাশ্যতে বা শরীরং যেনেতি দো পালনে দো ছেদনে বা ক্ত, (অচ উপসর্গাত্তঃ। পা ৭।৪।৪৭)। ইতি তাদেশঃ, অপেরল্লোপঃ। শরীরস্থ ধাতুবিশেষ। পর্য্যায়—মায়ু, পলজ্বল, তেজস্, তিক্তধাতু, উষ্মন্, অগ্নি, অনল।

'পিত্তং তিক্তাম্লকং সারকং
কটুকং দ্রবং উষ্ণমিদং মধ্যে বহ।
বর্ষান্তকালে তু অর্দ্ধরাত্রে
মধ্যন্দিনে তদ্দিনে চ কুপ্যতি।' (রাজনির্ঘণ্ট)

পিত্ত তিক্ত, অম্লরস, সারক, উষ্ণ, দ্রব ও তীক্ষ্ণ। বসন্তকালে, বর্ষান্তসময়ে অর্দ্ধরাত্রে এবং মধ্যন্দিনে পিত্ত কুপিত হয়।

বায়ু পিত্ত ও কফ এই তিনই শরীরপোষণের মূল। এই তিন ধাতু প্রশমিত থাকিলে কোনরূপ ব্যাধি হয় না। এই ধাতুত্রয়ের বৈষম্যই পীড়ার হেতু। [শ্লেষ্মা ও বায়ুর বিবরণ শ্লেষ্মা ও বায়ু শব্দে দ্রষ্টব্য।] এই ধাতুত্রয় প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহিত সম্বদ্ধ; কিন্তু এই তিনের মধ্যে যখন যাহার আধিক্য হয়, তদনুসারেই তখন শারীরিক লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়।

সুশ্রুতে লিখিত আছে,—রাগ (রক্তবর্ণকরা), পাক (ব্রণাদি পাকান), ওজঃ অথবা তেজঃ, মেধা এবং উষ্ণকারিতা, পিত্ত এই পঞ্চগুণে বিভক্ত হইয়া অগ্নিকার্য্য দ্বারা শারীরিক কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। শরীরে পিত্তের ক্ষয় হইলে অগ্নির উষ্ণতা মন্দ হয়। ইহাতে শরীর প্রভাহীন হইয়া পড়ে। যে সকল বস্তু পিত্তবর্দ্ধক, সেই সকল বস্তু সেবন করিলে পিত্ত প্রশমিত হয়। পিত্ত বৃদ্ধি হইলে শরীরে পীতবর্ণ আভা, সন্তাপ, শীতল দ্রব্যে অভিলাষ, নিদ্রার অল্পতা, বলহানি, মূর্চ্ছা, ইন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা, বিষ্ঠা, মূত্র ও চক্ষু পীতবর্ণ হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় পিত্তনাশক দ্রব্য সেবনীয়।

পিত্ত শরীরের পাঁচটী স্থানে থাকে। যথা—যকৃৎ প্লীহা, হৃদয়, দৃষ্টি, ত্বক্ এবং আমাশয়ের মধ্যস্থান। যেমন চন্দ্র সূর্য্য ও বায়ু, ক্ষরণ, আকর্ষণ ও সঞ্চালনক্রিয়াদ্বারা এই জগৎরূপ বিরাট্ দেহকে ধারণ করিয়া থাকে, সেইরূপ বায়ু, পিত্ত ও কফ প্রাণিগণের দেহকে ধারণ করিয়া থাকে।

এখন দেখা যাউক যে, দেহে পিত্তাতিরিক্ত অন্ত কোন অগ্নি আছে কি না? বা পিত্তই অগ্নি। ইহাতে স্থিরীকৃত হইয়াছে, পিত্ত ব্যতিরেকে দেহে অন্ত কোন প্রকার অগ্নির উপলব্ধি হয় না। পিত্ত আগ্নেয় পদার্থ। দহন ও পরিপাক বিষয়ে পিত্তই অধিষ্ঠিত থাকিয়া অগ্নির ন্যায় কার্য্য করে, ইহাকেই অন্তরগ্নি কহে। কারণ, প্রথমতঃ দেহে অগ্নির মান্দ্য হইলে যাহাতে পিত্ত বৃদ্ধি হয়, এইরূপ দ্রব্যই সেবন করা যায় এবং অগ্নি অতিশয় বৃদ্ধি হইলে শীতল ক্রিয়া দ্বারাই তাহার প্রতিকার করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ আগমাদিতে কথিত আছে যে, পিত্তভিন্ন দেহে অন্ত কোন প্রকার অগ্নির অধিষ্ঠান নাই। পক্বাশয় এবং আমাশয়ের মধ্যে থাকিয়া পিত্ত যে কি প্রণালীতে চতুর্ব্বিধ আহার পরিপাক করে এবং কি প্রণালী অনুসারেই বা আহারজনিত রসকে পরিপাক এবং মূত্র ও পুরীষ প্রভৃতিকে পরস্পর পৃথক্ করে, তাহা প্রত্যক্ষ হয় না সত্য। কিন্তু পিত্তই ঐ সকল কার্য্য ভূমিতে সমাধা করিয়া থাকে, ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে। পিত্ত ঐ স্থানে থাকিয়াই অগ্নিক্রিয়া দ্বারা দেহে অপর ৪টী পিত্তস্থানের ক্রিয়ার সাহায্য করে। সেই পক্ব ও আমাশয়ের মধ্যস্থিত পিত্তে পাচক নামে অগ্নি অধিষ্ঠান করে। যকৃৎ ও প্লীহা মধ্যে যে পিত্ত অবস্থিত আছে, তাহাকে রঞ্জক অগ্নি কহে। এই রঞ্জকাগ্নিই আহারপ্রসূত রসকে রক্তবর্ণ করে। যে পিত্ত হৃদয়স্থানে সংস্থিত, তাহাকে সাধকাগ্নি কহে, এই সাধকাগ্নি দ্বারাই মনের সকল অভিলাষ সাধিত হয়। যে পিত্ত দৃষ্টিস্থানে অধিষ্ঠিত, তাহাকে আলোচক অগ্নি কহে। এই আলোচক অগ্নিদ্বারাই পদার্থের রূপ অথবা প্রতিবিম্ব গৃহীত হয়। যে পিত্ত ত্বকে অবস্থিত, তাহার নাম ভ্রাজক অগ্নি। তৈলমর্দ্দন, অবগাহন, আলেপন প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা যে সকল স্নেহ প্রভৃতি দ্রব্য শরীরে লিপ্ত হয়, এই পিত্তদ্বারা সেই সকল দ্রব্যের পরিপাক ও দেহের ছায়ার প্রকাশ হয়।

পিত্ত তীক্ষ্ণগুণ ও পূতিগন্ধবিশিষ্ট, নীল অথবা পীতবর্ণ এবং তরল। পিত্ত উষ্ণ হইলে কটুরসবিশিষ্ট এবং বিদগ্ধ হইলে অম্লরসবিশিষ্ট হয়।

পিত্ত প্রকোপের হেতু—ক্রোধ, শোক, চিন্তা, উপবাস, অগ্নিদাহ, মৈথুন, উপগমন অথবা কটু, অম্ল, লবণ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লঘু, বিদাহী, তিলতৈল, পিণ্যাক, কুলত্থ, সর্ষপ, মসিনাশাক, গোধা, মৎস্য, ছাগ বা মেষমাংস, দধি, তক্র দধিমস্তু, ছানা, কাঁজি, সুরা, বা কোনরূপ সুরার বিকৃতি ও অম্লরস বিশিষ্টফল, রৌদ্র এবং রৌদ্রের উত্তাপ এই সকল দ্বারা পিত্ত প্রকুপিত হয়। বিশেষতঃ উষ্ণ ক্রিয়া করিলে বা উষ্ণকাল হইলে মেঘাবসানে, মধ্যাহ্নকাল বা অর্দ্ধরাত্রকালে এবং ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হইবার সময় পিত্তের প্রকোপ হয়। পিত্তের প্রকোপ হইলেই রক্ত কুপিত হয়। পিত্ত কুপিত হইলে শরীরের উষ্ণতা, সর্ব্বাঙ্গদাহ এবং ধূমোদ্গার হয়। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ২১ অঃ।)

ভাবপ্রকাশ মতে,—পিত্তের স্বরূপ,—পিত্ত, উষ্ণ, দ্রব, পীত ও নীলবর্ণ অর্থাৎ নিরামপিত্ত পীতবর্ণ, সামপিত্ত নীলবর্ণ, রজোগুণাত্মক, সারক, কটুরস, লঘু, স্নিগ্ধ এবং অম্লবিপাক।

শরীর মধ্যে স্থানবিশেষে অবস্থান এবং তত্তৎ অঙ্গের ক্রিয়াহেতু পিত্তের পাঁচটী স্বতন্ত্র সংজ্ঞা হইয়াছে। যথা—পাচকপিত্ত অগ্ন্যাশয়ে, রঞ্জকপিত্ত যকৃৎপ্লীহাতে, সাধক হৃদয়ে, আলোচক নেত্রদ্বয়ে ও ভ্রাজক সর্ব্বশরীরস্থিত চর্ম্মে অবস্থিত।

পাচকপিত্ত ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক করে, অপরাপর অগ্নির অর্থাৎ ভূতাগ্নি ও ধাত্বগ্নির বলবৃদ্ধি করে এবং রস, মূত্র ও মল বিরেচন করিয়া থাকে। পাচকপিত্ত আমাশয় ও পক্বাশয়স্থ ভোজ্য, ভক্ষ্য, চব্য, লেহ্য, চোষ্য ও পেয় এই ষড়্‌বিধ আহার পরিপাক করে ও রস, মূত্র এবং মলকে পৃথক্ করে। অগ্ন্যাশয়স্থ পিত্ত স্বকীয় শক্তি দ্বারা রসকে রঞ্জিতকরণ, হৃদয়স্থিত কফ ও তমোগুণের দূরীকরণ, রূপগ্রহণ, মৃগনাভি প্রভৃতি অঙ্গলেপাদি পরিপাককরণ ও দেহের শোভাপ্রকাশরূপ অগ্নিকর্ম্মদ্বারা বিশেষ বিশেষ পিত্তের স্থানসমূহের সাহায্য করিয়া থাকে। রঞ্জকাদি অবশিষ্ট পিত্ত (আবাসস্থান) যকৃৎপ্লীহাদি স্থানে উপস্থিত হইয়া সেই সেই স্থানের রসরঞ্জনাদি কার্য্যদ্বারা উপকার করিয়া থাকে এবং শেষাগ্নি অর্থাৎ ভৌম প্রভৃতি পঞ্চমহাভূতাগ্নির ও সপ্তধাত্বগ্নির বলবৃদ্ধি করে।

চরকে পঞ্চমহাপিত্তাগ্নির বিষয় উল্লিখিত আছে, যথা—ভৌমাগ্নি, আপ্যাগ্নি, তৈজস অগ্নি, বায়ব্য অগ্নি ও নাভস অগ্নি। বাভটে লিখিত আছে যে, দোষ, ধাতু ও মল ইহাদের উষ্মাই অগ্নি। অতএব পাচক অগ্নি সপ্তধাতুগত সপ্ত অগ্নিরও বল বৃদ্ধি করে। যেমন গৃহস্থিত রত্ন (সূর্য্যকান্তাদি) রবির ন্যায় দূরদেশ পর্য্যন্ত দীপিত করে ও দীপের আলোকদ্বারা দূরদেশ পর্য্যন্ত প্রদীপ্ত হয়, সেইরূপ পাচকপিত্ত অগ্ন্যাশয়ে থাকিয়া স্বকীয় অগ্নির তেজোদ্বারা অপরাপর অগ্নির বল বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

বাভট আরও বলেন যে, সকল প্রকার অগ্নির মধ্যে অন্নের পরিপাককর্ত্তা পাচক অগ্নিই শ্রেষ্ঠ। এই পাচক অগ্নি অপর অগ্নি সকলের আধারস্বরূপ। যেহেতু এই অগ্নির বৃদ্ধিক্ষয় দ্বারা অপর অগ্নির বৃদ্ধি ও ক্ষয় হইয়া থাকে। বাভট আরও বলিয়াছেন যে, পাচকাগ্নি তিলপ্রমাণ; এই অগ্নি বিকৃত না হইলে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রুচি, সৌন্দর্য্য, মেধা, বুদ্ধি, শৌর্য্য ও দেহের কোমলতা উৎপাদন এবং পাক বা উষ্মাদি দ্বারা আনুকূল্য করিয়া থাকে।

পিত্ত পাঁচপ্রকার, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে পক্বাশয় এবং আমাশয়ের মধ্যস্থানে যে পিত্ত অবস্থান করে, ইহা পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতাত্মক হইলেও অগ্নিগুণের আধিক্যহেতু জলীয়ভাগহীন হইয়া পাকাদি কর্ম্মসম্পাদন করে, এই জন্য অগ্নি নামে খ্যাত হয়। যে পিত্ত অন্নকে পাক করে ও অন্নের সারভাগ এবং মলভাগকে পৃথক্ করে অথচ পক্বাশয় ও আমাশয়ের মধ্যে থাকিয়া অবশিষ্ট পিত্ত সকলকে অধিকতর বল প্রদান করিয়া তাহাদের উপকার করে, সেই অগ্নি পাচক নামে খ্যাত।

সকল স্থলেই পিত্ত অগ্নি নামে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, পিত্ত ভিন্ন অগ্নি পৃথক্ পদার্থ অথবা পিত্তই অগ্নি। এই সন্দেহনিরাকরণের জন্য উল্লিখিত হইয়াছে যে, পিত্তের উষ্ণাদি ক্রিয়া দ্বারা আহার পরিপাক, রসরঞ্জন, রূপদর্শন প্রভৃতি কার্য্যদর্শনে নিশ্চয়ই বোধ হয় যে, পিত্ত ব্যতীত অন্য অগ্নি নাই। এজন্যই অগ্নিস্বরূপ পিত্তের স্থানভেদে পাচক, রঞ্জক, সাধক, আলোচক এবং ভ্রাজক নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এ স্থলে এইরূপ আপত্তি উপস্থিত হয় যে, যদি পিত্ত ও অগ্নি অভিন্ন হইবে, তবে স্থানবিশেষে লিখিত আছে যে, ঘৃত পিত্তনাশক ও অগ্নির উদ্দীপক, মৎস্য পিত্তকারক অথচ অগ্নিদীপ্তিকর নহে। পিত্তাধিক্য হইলে তীক্ষ্ণাগ্নি এবং পিত্ত ও বায়ুর সমতা থাকিলে সমাগ্নি হয়। আরও লিখিত আছে যে, পিত্ত দ্রব, স্নিগ্ধ ও অধোগামী। অগ্নি ইহার বিপরীত অর্থাৎ অদ্রব, রুক্ষ ও ঊর্দ্ধগামী। এই সকল পিত্ত ও অগ্নি যদি এক হয়, তাহা হইলে এই সকল বাক্য কি প্রকারে সঙ্গত হয়?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, পিত্তই অগ্নির আধার। গ্রন্থান্তরে ইহার বিশেষ প্রমাণও দেখিতে পাওয়া যায়। অগ্নি ও পিত্ত উভয়ই বিভিন্ন গুণযুক্ত। এইরূপ বিবাদে সিদ্ধান্ত এইরূপ যে, তেজোময় পিত্তের উষ্মাই অগ্নি। কুক্ষিস্থিত ঐ অগ্নি ধমনীদ্বারা সমস্ত শরীরে সঞ্চরণ করে। ইহাই কায়াগ্নি, কায়োষ্মা, পক্তা, জীবন এবং অনন্তগতি প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

অপর কেহ কেহ বলেন যে, নাভির কিঞ্চিৎ বামপার্শ্বে সোমমণ্ডল, তন্মধ্যে সূর্য্যমণ্ডল। এই সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে কাচপাত্রাচ্ছাদিত দীপের ন্যায় জরায়ু (আবরক চর্ম্মস্থলী) দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া অগ্নি অবস্থিতি করে।

বৈদ্যক মধুকোষে লিখিত আছে যে, সংযুক্ত দ্রবভাগ ও তেজোভাগ এই সমুদয়াত্মক পিত্তের তেজোভাগই অগ্নি, এ কারণ পিত্তকেও অগ্নি বলা যায়। যেমন অত্যন্ত অগ্নিসন্তপ্ত লৌহ, তদ্রূপ তেজোযুক্ত পিত্তই অগ্নি নামে অভিহিত। স্থূল অগ্নি পিত্ত হইতে ভিন্ন পদার্থ ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

শরীরের নাভির মধ্যে সোমমণ্ডল, তাহার মধ্যে সূর্য্যমণ্ডল। সেই সূর্য্যমণ্ডলমধ্যে প্রদীপের ন্যায় মনুষ্যের জঠরাগ্নি অবস্থিতি করে। যেমন সূর্য্য স্বর্গে থাকিয়া তেজোযুক্ত কিরণ দ্বারা সমস্ত পল্বল ও সরোবরাদি শোষণ করে, তদ্রূপ দেহিগণের নাভিসংশ্রিত অগ্নিশিখাদ্বারা সকল ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক করিয়া থাকে। এই অগ্নি স্থূলকায় ব্যক্তিদিগের শরীরে যবপ্রমাণ

এবং ক্ষীণকায়দিগের শরীরে তিলপ্রমাণ। ক্রমি কীট ও পতঙ্গ প্রভৃতির শরীরে বালুকাকণাপ্রমাণ।

রঞ্জক পিত্ত—যে পিত্তদ্বারা আহারজাত রস রঞ্জিত অর্থাৎ রক্তাকারে পরিণত হয়, তাহার নাম রঞ্জক পিত্ত।

সাধক পিত্ত—যে পিত্তদ্বারা বুদ্ধি মেধা ও স্মৃতি উৎপন্ন হয়, তাহাকে সাধক পিত্ত কহে।

আলোচক পিত্ত—যে পিত্তদ্বারা রূপদর্শনক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়, তাহার নাম আলোচক পিত্ত।

ভ্রাজক পিত্ত—ভ্রাজক পিত্ত শরীরের শোভা সম্পাদক এবং প্রলেপন ও অভ্যঙ্গ দ্রব্যের পরিপাক করিয়া থাকে।

পিত্তপ্রকোপের কারণ।—কটুরস, অম্লরস ও লবণযুক্ত দ্রব্য, উষ্ণদ্রব্য, বিদাহী (যে দ্রব্য সেবন করিলে অম্লোদ্গার, পিপাসা ও হৃদয়ে দাহ উপস্থিত হয় এবং বিলম্বে পরিপাক হয়, তাহাকে বিদাহী কহে), তীক্ষ্ণ দ্রব্যভোজন, ক্রোধ, উপবাস, রৌদ্র, স্ত্রীপ্রসঙ্গ, ক্ষুধা ও তৃষ্ণার বেগ ধারণ, ব্যায়াম এবং মদ্য প্রভৃতি সেবন করিলে পিত্ত প্রকুপিত হইয়া থাকে।

ভুক্ত দ্রব্যের পচ্যমানাবস্থায় শরৎ ও গ্রীষ্ম ঋতুতে মধ্যাহ্নে ও মধ্যরাত্রিতে পিত্তের প্রকোপ হয়। মাষকলায়, তিল, কুলত্থ কলায়, মৎস্য, মেষদধি, গব্যদধি ও গব্য তক্র সেবনে পিত্ত প্রকুপিত হইয়া থাকে।

পিত্ত-প্রশমনের উপায়—তিক্ত, মধুর ও কষায় রস, শীতল-বায়ু, ছায়া, রাত্রি, ব্যজন, চন্দ্রকিরণ, ভূমিগৃহ, ফোয়ারার জল, পত্র, স্ত্রীলোকের গাত্রস্পর্শ, ঘৃত, দুগ্ধ, বিরেচন, পরিষেক, রক্ত-মোক্ষণ এবং প্রদেহ প্রভৃতি (আহার, বিহার ও ঔষধ সেবন) দ্বারা পিত্ত প্রশমিত হয়।

পিত্ত বৃদ্ধি হইলে মল, মূত্র, নেত্র ও শরীর পীতবর্ণ, ইন্দ্রিয়ের ক্ষীণতা, শীতাভিলাষ, সন্তাপ, মূর্চ্ছা ও মূত্রের অল্পতা হইয়া থাকে। পিত্তক্ষীণ হইলে তিল, মাষ ও কুলত্থ কলায়, পিষ্টকাদি, দধিমস্ত, অম্লশাক, তক্র, কাঁজি, দধি, কটুঅম্ল ও লবণ রস, উষ্ণ দ্রব্য, তীক্ষ্ণ ও বিদাহিদ্রব্য, ক্রোধ, উষ্ণকাল এবং উষ্ণদেশ প্রভৃতি পিত্তক্ষীণরোগীর অভিলাষ হয়। পিত্ত ক্ষীণ হইলে পিত্তবর্দ্ধক বস্তু সেবনে পিত্তের শমতা হইয়া থাকে।

"পিত্তপ্রকৃতিকো যাদৃক্ তাদৃশোঽথ নিগদ্যতে।
অকালপলিতো গৌরঃ ক্রোধী স্বেদী চ বুদ্ধিমান্॥
বহুভুক্ তাম্রনেত্রশ্চ স্বপ্নে জ্যোতীংষি পশ্যতি।
এবংবিধো ভবেদ্‌যস্তু পিত্তপ্রকৃতিকো নরঃ॥" (ভাবপ্র°)

পিত্তপ্রকৃতিক লোকের বিষয় বলা যাইতেছে। কেশ অকালে শুক্লবর্ণ হয়, সর্ব্বদা স্বেদনির্গম ও চক্ষু রক্তবর্ণ, বর্ণ গৌর, ক্রোধশীল, বুদ্ধিমান্, অধিক ভোজনশক্তিসম্পন্ন ও স্বপ্নাবস্থায় নক্ষত্রাদি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ দর্শন এই সকল লক্ষণাক্রান্ত হইলে পিত্তপ্রকৃতিক জানিতে হইবে।

পিত্ত স্বয়ং অগ্নি স্বরূপ, অগ্নি হইতে উৎপন্ন। পিত্তাধিক্য-বশতঃ ব্যক্তিমাত্রই তীব্র তৃষ্ণা এবং তীক্ষ্ণ ক্ষুধাবিশিষ্ট হয়। তাহার অঙ্গ সকল গৌরবর্ণ ও স্পর্শে উষ্ণ বোধ; হস্ত, পদ এবং চক্ষু তাম্রবর্ণ, পরাক্রমশালী, অভিমানী, কেশ পিঙ্গলবর্ণ ও দেহ অল্প রোমবিশিষ্ট দেখায়। সে স্ত্রীলোক, পুষ্পমাল্যাদি ধারণ ও সুগন্ধি দ্রব্য অনুলেপন করিতে সর্ব্বদা অভিলাষী এবং সচ্চরিত্র, পবিত্র হৃদয়, আশ্রিত-প্রতিপালক, সম্পত্তিবিশিষ্ট, সাহসী, বুদ্ধিমান্ ও বলবান্ হইয়া থাকে। ভীত শত্রুগণকেও সহায়তা করিতে সে কুণ্ঠিত হয় না। মেধাবী এবং তাহার সন্ধির বন্ধনসকল ও গাত্রমাংস অত্যন্ত শিথিল-ভাবাপন্ন হয়। এরূপ লোক প্রায়ই স্ত্রীলোকের প্রিয় হয় না। অল্প শুক্রবিশিষ্ট এবং অল্পরমণেচ্ছু হইয়া থাকে। পিত্তাধিক্যে শীঘ্র চুল পাকে এবং ব্যঙ্গ ও নীলিকারোগ জন্মে। মধুর, কষায়, তিক্ত এবং শীতল দ্রব্য ভোজন রোগীর তৃপ্তিকর। তাহার উত্তাপ সহ্য হয় না, অত্যন্ত ঘর্ম্ম ও শরীরে দুর্গন্ধ হয়। মল, ক্রোধ, পান, ভোজন ও ঈর্ষা অধিক। স্বপ্নে কর্ণিকার ফুল, পলাশফুল, দিগ্‌দাহ, উল্কাপাত, বিদ্যুৎ, সূর্য্য এবং অগ্নি দর্শন করিয়া থাকে। তাহার চক্ষু পাতলা, পিঙ্গলবর্ণ, চঞ্চল, সূক্ষ্ম ও অল্প অক্ষিলোমবিশিষ্ট হয়। চক্ষুতে ঠাণ্ডা লাগিলে সুখবোধ করে। ক্রোধ উপস্থিত হইলে, মদ্যপান করিলে ও সূর্য্যের কিরণ লাগিলে চক্ষু তৎক্ষণাৎ রক্তবর্ণ হয়। পিত্তপ্রকৃতিক ব্যক্তিসকল মধ্যম পরমায়ুবিশিষ্ট এবং মধ্যম বলযুক্ত। শাস্ত্রাদিতে পণ্ডিত এবং ক্লেশভীরু, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বানর, বিড়াল এবং ভূতাদি পিত্তপ্রকৃতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। (ভাবপ্র° পূর্ব্ব ও মধ্যখ°)

চরকে পিত্তের বিকার ৪০ প্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

(চরকসূত্র ২০ অঃ ও বিমান ৮ অঃ।)

রাজবল্লভে পিত্তগুণ-স্থলে লিখিত আছে,—

"সর্ব্বং পিত্তমপস্মারকুষ্ঠদুষ্টব্রণাপহম্।
চক্ষুষ্যং কটুতীক্ষ্ণোষ্ণমুন্মাদক্রিমিনাশনম্॥" (রাজবল্লভ)

সকলপ্রকার পিত্ত অপস্মার, কুষ্ঠ ও দুষ্ট ব্রণনাশক, চক্ষুষ্য, কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, উন্মাদ ও ক্রিমিনাশক। সকলপ্রকার পিত্ত এই সকল গুণবিশিষ্ট।

পাশ্চাত্য মতে, পিত্ত শরীরাভ্যন্তরস্থ তেজোবৃদ্ধিকর ধাতুবিশেষ। সংস্কৃতে ইহার অপর নাম পাচকাগ্নি। বর্ণ পীত ও নীল। এই রস তিক্তাম্ল, সারক, উষ্ণ এবং দ্রব পদার্থ। আয়ুর্ব্বেদ মতে পিত্তের যথাযথ লক্ষণ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। ডাক্তারী মতে, শরীরে

পিত্তরসের সঞ্চার হইলে নানারূপ পীড়ার উৎপত্তি হয়; কিন্তু ঐ রসাধিক্য সাধারণতঃ যকৃৎ মধ্যে আকৃষ্ট হইয়া বিশেষ বিশেষ রোগ উৎপাদন করে। বর্ষা ঋতুর পরে অর্থাৎ ভাদ্র মাসে সাধারণতঃ মনুষ্যশরীরে পিত্তের আধিক্য দেখা যায়। এজন্য উক্ত সময়ে মধ্যাহ্নিনে বা অর্দ্ধরাত্রে ভোজন নিষিদ্ধ, সূর্য্যোদয়ের কিছু পরে সামান্য জলযোগ না করিলে পিত্ত জন্মে। ভাদ্র মাসে শশা খাইলে পিত্তবৃদ্ধি হয়।

কি কি ঔষধ ব্যবহারে পিত্তবৃদ্ধি ও পিত্তনাশ হয়, নিম্নে তাহার একটী তালিকা প্রদত্ত হইল;—

পিত্তনিঃসারক ঔষধ (cholagogues) যথা—ব্লু-পিল, গ্রে-পাউডার, ক্যালমেল, পডফ্লিন, এলোজ, জোলাপ, কলসিন্থ, কলচিকম্, ইপিকাকুয়ানা, নাইট্রো-হাইড্রোক্লোরিক এসিড্ ডিল্, সল্‌ফেট ও ফস্ফেট অব সোডিয়ম্, বেঞ্জয়েট অব সোডিয়ম্ বা এমোনিয়ম্, স্যালিসিলেট অব সোডিয়ম্, ইওনিমিন্, আইরিডিন্, ইনিউলিন্, জগস্থাণ্ডিন্, ক্রোটন অএল, সেনা, টার্টারেট অব সোডা, ট্যারাকসেকম্, হাইড্রাষ্টিন্ ইত্যাদি।

পিত্তদমনকারক ঔষধ (Anti-cholagogues)—অহিফেন, মর্ফিয়া, এসিটেট্ অব লেড প্রভৃতি।

পিত্তনাশের জন্য দেশীয় মতে কতকগুলি টোট্কা ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পিত্তজনিত হস্তপদের প্রদাহে হিংচা-শাকের রস ও কাঁচা দুগ্ধ প্রযুজ্য। ধনে ও পল্‌তা একত্র সিদ্ধ করিয়া তাহা প্রত্যহ সেবন করিলে, চিরতার জল ও মিছরির পানা এবং নিম্‌পাতা প্রভৃতি তিক্ত দ্রব্য ব্যবহারে পিত্তনাশ হয়।

পিত্তস্রাবের স্বল্পতা বা অবরুদ্ধতা হেতু রক্তের সহিত পিত্ত মিশ্রিত হইয়া চক্ষের যোজকত্বক্, চর্ম্ম ও মূত্রকে পীতবর্ণ করে। কোন কোন চিকিৎসকের মতে পিত্তের বর্ণজ পদার্থ ও পিত্তাম্ল যকৃতে উৎপাদিত হয়। যদি অবরুদ্ধতাবশতঃ পিত্তকোষ বা পিত্তনালীসকল পিত্তে পরিপূর্ণ থাকে, তাহা হইলে শিরা ও লসীকা নাড়ী (Lymphatic) দ্বারা পিত্তের রং শোষিত হইয়া চর্ম্ম ও নিঃসৃত পিত্তকে বিকৃত করে। অপরাপর চিকিৎসকগণের মতে, স্বভাবতঃই শোণিতে পিত্তের বর্ণজ পদার্থ অবস্থিতি করে এবং তাহা যকৃৎ দিয়া বহির্গত হয়। যদি কোন কারণে যকৃতের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটে, তাহা হইলে রক্তে ক্রমশঃই বর্ণজ পদার্থ সঞ্চিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গ পীতবর্ণ করিয়া তুলে। হেপাটিক ডক্ট বা যকৃৎপ্রণালী মধ্যে পিত্তাশ্মরী বা গাঢ়পিত্তের অবরুদ্ধ অবস্থায় সংস্থান জন্য পাণ্ডুরোগের উৎপত্তি হয়।

পেরি হিপাটাইটিস্ (Peri Hepatitis) বা যকৃতোষ রোগে যকৃতের আবরক ঝিল্লি ও গ্লীসন্স ক্যাপসিউলে, কখন বা লবিউলের মধ্যে প্রদাহ হইয়া স্ফোটক জন্মে। স্ফোটকের মধ্যস্থ পূয় রক্তপিত্তমিশ্রণে বিকৃত হইয়া নানাবর্ণের দেখায়। সাপু-রেটিভ্ হিপাটাইটিস্ (Suppurative Hepatitis) রোগে যকৃতের হিপাটিক ডক্ট মধ্যে পিত্ত-পাথরের সংস্থাপন হেতু পিত্তকোষে প্রদাহ ও পূয় সঞ্চার হয়। পিত্তকোষের প্রদাহ হইলে যে স্ফোটক জন্মে, তাহা দেখিতে মঠাকৃতি (Pyriform) হইয়া থাকে। পিত্তাধারের প্রবল প্রদাহ হইলে শরীরে নানারূপ পীড়া আসিয়া পড়ে। কখন কখন শৈত্যসংলগ্ন কিংবা ডিফ্‌থিরিয়ায় (স্বরচ্ছাদন) বিস্তারহেতু উহার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে প্রদাহ জন্মে; কিন্তু সচরাচর পিত্ত-পাথরের উত্তেজনা হেতু এই পীড়া উপস্থিত হয়। পিত্তপাথর কর্ত্তৃক সিষ্টিক ডক্ট অবরুদ্ধ হইলে, উক্ত ব্যাধি হইবার সম্ভাবনা। এই সময়ে পিত্তাধারের নিকট অত্যন্ত বেদনা এবং কিঞ্চিৎ উচ্চতা উপলব্ধি হয়। স্পর্শে বেদনা বৃদ্ধি পায় এবং অভ্যন্তরস্থ তরল পদার্থের হ্রাস বৃদ্ধি বুঝিতে পারা যায়। পরে উহার মধ্যে পূয় সঞ্চার হইলে শীত ও কম্পদ্বারা জ্বর হইতে থাকে। পিত্তাধার পূয়ে পরিপূর্ণ হইলে কখন কখন বিদীর্ণ হইয়া গুরুতর হইয়া উঠে। পিত্তাধারের প্রদাহ হইবার পূর্ব্বে পিত্তপাথর সঞ্চয়ের লক্ষণ সকল উপস্থিত হইতে থাকে; কিন্তু কামলা (নেবা) কিংবা যকৃতের বিবর্দ্ধন দৃষ্ট হয় না।

পিত্তাধারের বহুকালস্থায়ী প্রদাহ বা শোথরোগের (Hydrops Vesicæ Felleæ) কারণ—সিষ্টিকডক্ট অধিক দিন অবরুদ্ধ থাকিলে পিত্তাধারের মধ্যে সিরম্ বা সাইলোডিএল রসের মত তরল পদার্থ সঞ্চিত হয় এবং সেই হেতু উহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া প্রসারিত হইতে থাকে। এই সময়ে পিত্তাধারের নিকট একটী মঠাকার (Pyriform) উচ্চতা দেখা যায়। ঐ স্থানে আঘাত করিলে রোগী কামলাতে বেদনা অনুভব করে। জ্বর, কিংবা যকৃতের বিবর্দ্ধন থাকে না। কিন্তু সময় সময় উক্ত সঞ্চিত রস শোষিত হইয়া পিত্তাধার সঙ্কুচিত হয়।

চিকিৎসকগণ নিম্নলিখিত দুইটী উপায় পিত্ত (Bile) পরীক্ষায় সচরাচর অবলম্বন করেন;—

জিমেলিন্স টেষ্ট (Gemelin's test)—একটী কাচপাত্রে কএকবিন্দু পিত্তযুক্ত মূত্র রাখিয়া তাহাতে এক ফোঁটা নাই-ট্রিক এসিড্ দিলে উহা রামধনুকের ন্যায় বিবিধবর্ণ ধারণ করে অর্থাৎ প্রথমতঃ সবুজ তৎপরে নীল ও পরিশেষে লোহিত বর্ণ হইয়া অদৃশ্য হয়।

পেটেন্‌কফার্স টেষ্ট (Pettenkofer's test)—একটী টেষ্ট টিউবে কিয়ৎ পরিমাণে মূত্র লইয়া তাহাতে ৫।৭ বিন্দু ষ্ট্রং সাল্‌ফিউরিক এসিড্ এবং ১২ গ্রেণ চিনি মিশ্রিত করিয়া মৃদু উত্তাপ দিলে যদি তাহা প্রথমতঃ লাল ও পরে

বেগুনী বর্ণে পরিবর্ত্তিত হয়; তাহা হইলে উহাতে পিত্তাম্ল আছে জানিতে হইবে। মূত্রে সিষ্টিন্, লিওসিন্ ও টাইরোসিন্ থাকিলে মূত্রের নিম্নভাগ সবুজ বর্ণের দেখায়।

আয়ুর্ব্বেদ মতে পিত্তজ রোগ দুইপ্রকার—শীতপিত্ত ও অম্লপিত্ত। শীতপিত্ত রোগে হরিদ্রাখণ্ড ও বৃহৎ হরিদ্রাখণ্ডই উৎকৃষ্ট ঔষধ। এতদ্ভিন্ন হরিদ্রা ও দূর্ব্বা একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে অথবা যবক্ষার ও সৈন্ধবসংযুক্ত তৈল মর্দ্দনে রোগ নষ্ট হয়। গণিয়ারির মূল বাটিয়া ঘৃতের সহিত ৭ দিন সেবনে অথবা গব্যঘৃত ২ তোলা ও মরিচ ২ তোলা প্রাতে ভক্ষণ করিলে শীতপিত্ত আরোগ্য হয়। উদর্দ (Erysipelas) প্রভৃতি পিত্তজরোগেও এই সকল প্রযুক্ত হইতে পারে। অম্লপিত্তাধিকারে দশাঙ্গ, পঞ্চনিম্বাদি চূর্ণ, অবিপত্তিকর চূর্ণ, পিপ্পলীখণ্ড, বৃহৎ পিপ্পলীখণ্ড, শুণ্ঠীখণ্ড, শতাবরীঘৃত, নারায়ণঘৃত, সিতামণ্ডূর, সৌভাগ্যশুণ্ঠীমোদক, অম্লপিত্তান্তকমোদক, সর্ব্বতোভদ্রলৌহ, পানীয় ভক্তবটী ও বটিকা, বৃহৎ ক্ষুধাবতীগুড়িকা, স্বল্প ক্ষুধাবতীগুড়িকা, ক্ষুধাবতীগুড়িকা, লীলাবিলাস, অম্লপিত্তান্তকলৌহ, পঞ্চাননগুড়িকা, তাম্ররামৃতাভ্র, ত্রিফলামণ্ডূর এবং বিল্বতৈল প্রভৃতি ঔষধ যথাযোগ্য মাত্রায় সেবন বা মর্দ্দনে বিশেষ উপকারিতা দর্শে। ঊর্দ্ধগত অম্লপিত্ত রোগে বমন এবং অধোগত অম্লপিত্তে মৃদু বিরেচন, স্নেহক্রিয়া ও অনুবাসন যথাস্থলে ব্যবস্থেয়। চিরোৎপন্ন অম্লপিত্তে নিরূহণ (পিচকারী) প্রয়োগ করিবে। এই রোগে তিক্তপ্রধান আহার ও পানীয় বিশেষ উপকারক। কফপ্রধান অম্লপিত্তে পটোলপত্র, নিমপত্র, মদনফল, মধু ও সৈন্ধব লবণ দ্বারা বমন করাইবে। বিরেচন আবশ্যক হইলে মধু ও আমলকীর রসের সহিত তেউড়ী চূর্ণ খাইতে দিবে। বাতপ্রধান অম্লপিত্তে চিনি ও মধুর সহিত খইচূর্ণ আহার করাইবে। নিস্তুষ যব, বাসকপত্র ও আমলকী একত্র দুই তোলা, পাকার্থ জল ॥০ সের, শেষ অর্দ্ধপোয়া। প্রক্ষেপ গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ চূর্ণ ও মধু। এই ঔষধ পান করিলে অম্লপিত্ত অপসারিত হয়। পথ্য মুগের যুষ। পটোলপত্র ও শুঁঠ সমভাগে অথবা উক্ত দ্রব্য ধনিয়া যোগে সিদ্ধ করিয়া উহার কাথ সেবন করিলে কফপিত্ত আরোগ্য হয়। পটোলপত্র, শুঁঠ, গুলঞ্চ ও কটকী সমান অংশে বা যব, খিপুল ও পল্তা মিলিত দুই তোলা সিদ্ধ করিয়া উহার কাথ মধুসংযোগে পান করিলে অম্লপিত্তজনিত শূল, দাহ, বমি, অরুচি প্রভৃতি নাশ হয়। এই রোগে পুরাতন শালিতণ্ডুল, যব, গোধূম, জাঙ্গল মাংসের যুষ, তপ্ত জল শীতল করিয়া পান, চিনি ও মধু সংযুক্ত ছাতু, বেত্র, করলা, পটোল, হিঞ্চা, বেতের অগ্রভাগ (বেতাগ্), পাকা কুমড়া, মোচা, বাস্তুকশাক, কয়েতবেল, দাড়িম্ব, আমলকী প্রভৃতি সকল প্রকার তিক্ত দ্রব্য পথ্য।

পিত্তজ্বরে (Bilious fever) যব, পটোল, পর্পটাদি কাথ, ধান্যশর্করা প্রভৃতি ঔষধ দিবে। পিত্তজ্বরসন্তপ্ত ব্যক্তির পক্ষে শৈত্যক্রিয়া উপকারী। পিত্তজ্বরীকে উত্তান ভাবে শয়ন করাইবে। তৎপরে তাহার নাভিমূলে তাম্র বা কাংস্যপাত্র রাখিয়া শীতল জলধারা ঢালিতে থাকিবে। ইহাতে দাহশক্তি শান্তি পায়। পলাশপুষ্প বা নিম্বের কচিপত্র কাঞ্জিকের সহিত বাটিয়া তদুৎপন্ন ফেনা রোগীর গাত্রে মর্দ্দন করিলে বা প্রলেপ দিলে দাহ নিবৃত্তি হয়।

বাতপিত্ত জ্বরে নবাঙ্গকাথ, গুড়ূচ্যাদি কাথ, বৃহৎ গুড়ূচ্যাদি, মলচন্দনাদি ও মুস্তাদি ঔষধ প্রয়োগ করিয়া বিশেষ ফলপাওয়া গিয়াছে।

পিত্তাম্ল জ্বরে অমৃতাষ্টক, ও কণ্টকার্য্যাদি ঔষধ প্রয়োগে দাহ, তৃষ্ণা, অরুচি, বমি, কাশ ও পার্শ্বশূল নিবারিত হয়। পাকাশয় হইতে রক্তোদ্গম হইলে তাহাকে রক্তপিত্ত (Hæmatemesis) বলে। [রক্তপিত্ত দেখ।]

পিত্তপাথর, পিত্তাশ্মরী ইংরাজীতে ইহাকে গলষ্টোন (Gallstone) বা বিলিয়ারি ক্যালকিউলাই (Biliary calculi) বলে। নানাকারণে শরীরে পিত্তপাথর উৎপন্ন হয়। পিত্তের গাঢ়তা কিংবা পিত্তমধ্যে অধিকমাত্রা কোলেষ্ট্রীন এবং পিত্তের রং অথবা পিত্তের কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন, অথবা পিত্তাধার মধ্যে ছিন্ন মিউকস্ এপিথিলিয়ম্ বা কোন আগন্তুক পদার্থের অবস্থান। আরও জানা যায় যে, পিত্তমধ্যে অধিক পিত্তাম্ল থাকিলে সোডাঘটিত লবণসমূহের মধ্যে অনেক রূপান্তর ঘটে এবং কোলেষ্ট্রীন ও পিত্ত রং অধঃক্ষেপ হইয়া পিত্তপাথরের মূলস্বরূপ হয়। এতদ্ব্যতীত বয়োবৃদ্ধ, স্ত্রীলোক, শিথিলস্বভাব, সাধারণতঃ কোষ্ঠবদ্ধ, অধিক পরিমাণে মাংসাহার বা সুরাপান, যকৃৎ, পিত্তাধার বা পিত্তনালীর পীড়াসমূহ, অত্যন্ত মনস্তাপ, আটিয়া বস্ত্রপরিধান এবং বারংবার গর্ভ প্রভৃতি কতকগুলি বিষয় ইহার পূর্ব্ব কারণ।

প্রধানতঃ উক্ত পাথর পিত্তাধারের মধ্যে উৎপন্ন হয়, কিন্তু সময় সময় উহাদিগকে যকৃৎ ও পিত্তনালীর অভ্যন্তরে দেখা যায়। এক হইতে একশত বা সহস্র পিত্তপাথর পিত্তাধারের মধ্যে থাকিতে পারে। এই গুলি সচরাচর গোলাকার, কখন কখন কোণবিশিষ্ট বা চেপ্টা হইয়া জন্মে। বহুসংখ্যক একত্র হইলে প্রায়ই চেপ্টা হইয়া যায়। পিত্তনালীর মধ্যে জন্মিলে দীর্ঘাকার ও শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট হইয়া থাকে। এইগুলি দেখিতে পাটল বা পীতাভ, তরুণাবস্থায় কতকগুলি

জলময় হয়, কিন্তু শুষ্ক হইলে সমস্তই জলে ভাসিয়া উঠে। স্পর্শে তৈলাক্ত বোধ হয়। রাসায়নিক পরীক্ষায় সচরাচর কোলেষ্ট্রীন্, পিত্তরঞ্জ এবং কিয়দংশ লাইম্ ও ম্যাগ্নেসিয়া পাওয়া যায়। বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ফস্ফেট্স্ ও কার্বনেট্স্ এবং লৌহ, তাম্র ও ম্যাঙ্গেনিস্ প্রভৃতি ধাতু লক্ষিত হয়।

লক্ষণ—পিত্তাধার বৃহৎ, দৃঢ় এবং স্থানে স্থানে লোষ্ট্রাকার বোধ হয়। স্পর্শে থলির মধ্যে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথর আছে বলিয়া অনুমিত হয়। আহারান্তে অথবা অঙ্গ-সঞ্চালনে যন্ত্রণাবোধ হইয়া থাকে। উহাদের সংস্থানহেতু পিত্তাধারে প্রদাহ জন্মে এবং ক্রমে তন্মধ্যে পূয় সঞ্চিত হইয়া স্ফোটকের আকার ধারণ করে। সময় সময় উহা বিদীর্ণ হইয়া পেরিটোনাইটিস্ উৎপাদন করে। পিত্তপাথর আবদ্ধ হইলে কামলা, অন্ত্রের অবরুদ্ধতা ও যকৃতে স্ফোটক জন্মে। দুর্ব্বলপ্রকৃতি ব্যক্তিমাত্রেরই যকৃতে বেদনাজনিত হিপাটাল্‌জিয়া (Hepatalgia) রোগ জন্মে। পিত্তাধারে পিত্তপাথরের অবস্থানই উহার একমাত্র কারণ। অন্ত্র মধ্যে পিত্তপাথরের গমনহেতু যে বেদনা, তাহা পিত্তশূল নামে খ্যাত। [পিত্তশূল দেখ।]

পিত্তকর (ত্রি) পিত্তজনক দ্রব্য, বংশকরীরাদি।

পিত্তকাস (পুং) পিত্তজন্য কাসরোগভেদ। ইহার লক্ষণ—পিত্তজন্য কাসরোগে বক্ষঃস্থলে দাহ, জ্বর, মুখশোষ, মুখের তিক্ততা, পিপাসা ও গাত্রদাহ উপস্থিত হয় এবং কাসের সহিত পীতবর্ণ কটু শ্লেষ্মা উদ্গীরণ হইতে থাকে, ক্রমে শরীর পাণ্ডুবর্ণ হয়। (মাধবনিদান)

পিত্তকাসান্তকরস (পুং) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—তাম্র, অভ্র ও কান্তলৌহ, কালকাসুন্দার রসে মর্দন করিয়া বকপুষ্প ও অম্লবেতস-রসে দুইদিন ভাবনা দিবে। এই ঔষধ সেবনে পিত্তকাস, শ্বাসকাস, অগ্নিমান্দ্য ও ক্ষয়রোগ নষ্ট হয়।

(রসেন্দ্র কাসাধি°)

পিত্তগদিন্ (ত্রি) পিত্তগদ-অস্ত্যর্থে ইনি। পিত্তরোগী, পিত্তরোগযুক্ত।

পিত্তঘ্ন (ত্রি) পিত্তং হন্তি হন্-টক্। পিত্তনাশক দ্রব্য, যাহা সেবনে পিত্ত প্রশমিত হয়। মধুর তিক্ত কষায় দ্রব্যমাত্র। ২ (ক্লী) ঘৃত।

পিত্তঘ্নী (স্ত্রী) পিত্তঘ্ন স্ত্রিয়াং টাপ্। গুড়ূচী। (শব্দচ°)

পিত্তজ্বর (পুং) পিত্তনিমিত্তকো জ্বরঃ। পিত্তজন্য জ্বর। পৈত্তিক জ্বর, পিত্তবৃদ্ধি হইয়া যে জ্বর হয়।

"বিশেষতঃ কোমলনারিকেলং নিহন্তি পিত্তজ্বরমূত্রদোষান্।"

কোমল নারিকেল সেবনে পিত্তজ্বর ও মূত্রদোষ প্রশমিত হয়। (রাজনি°)

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে, এই রোগে পিত্তবৃদ্ধি হয়। আহার ও বিহার দ্বারা বর্দ্ধিতপিত্ত আমাশয়ে গমন করে এবং ঐ পিত্ত তৎস্থানগত হইয়া কোষ্ঠস্থ অগ্নিকে বহির্দ্দেশে নিক্ষেপ এবং রসকে দূষিত করিয়া জ্বর উৎপাদন করে।

এই জন্য পিত্তপঙ্গু (জড়পিণ্ড) কোষ্ঠস্থিত অগ্নিকে বহির্নয়ন করিতে সমর্থ নহে। বৈদ্যকশাস্ত্রে আছে যে, পিত্ত, কফ, মল ও ধাতু ইহারা সকলেই গতিশক্তিহীন। মেঘের ন্যায় বায়ু কর্ত্তৃক যে স্থানে নীত হয়, সেই স্থানেই অবস্থিত থাকে। পিত্ত বায়ুর সাহায্যে জ্বর উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

পিত্তজ্বর হইবার পূর্ব্বে চক্ষুদ্বয়ের দাহ ও অন্নের সামান্য লক্ষণ প্রকাশ পায়। পিত্তজ্বর অতি তীক্ষ্ণ ও বেগবান্; এই জ্বরে অতীসার, নিদ্রার অল্পতা, কণ্ঠ, ওষ্ঠ, মুখ ও নাসিকা পাকার ন্যায় বোধ হয়; ঘর্ম্ম, প্রলাপ, মুখের তিক্তাস্বাদ, মূর্চ্ছা, দাহ, মত্ততা, পিপাসা, মল ও মূত্র এবং চক্ষুঃ হরিদ্রাবর্ণ ও ভ্রম হয়। এই জ্বরে যখন পিত্ত কফের স্থানে গমন করে, তখন বমি হইতে থাকে। সুশ্রুতের মতে—পিত্তজ্বরে দশদিন উপবাস করিয়া, ঔষধ সেবন বিধেয়।

তিক্তাদি কাথ, পর্পটাদি কাথ, দ্রাক্ষাদি কাথ, পটোলাদি কাথ, গুড়ূচ্যাদি কাথ, হ্রীবেরাদি কাথ প্রভৃতি ঔষধসেবনে পিত্তজ্বর প্রশমিত হয়। অত্যন্ত দাহ হইলে সুশোভিত-কুচযুগসমন্বিতা প্রশস্তনিতম্ববতী চন্দনচর্চ্চিতা শীতলাঙ্গী স্ত্রীর আলিঙ্গনে দাহ প্রশমিত হয়। (ভাবপ্রকাশ)

[অন্যান্য বিশেষ বিবরণ জ্বর শব্দে দেখ।]

পিত্তড়কল, [পতঙ্গকল দেখ।] (পর পৃষ্ঠায় ছবি দ্রষ্টব্য।)

পিত্তদ্রাবিন্ (পুং) পিত্তং দ্রাবয়তীতি দ্রু-ণিচ্-ণিনি। ১ মধুর জম্বীর বৃক্ষ। (ত্রি) ২ পিত্তদ্রবকারিমাত্র।

পিত্তধরা (স্ত্রী) সুশ্রুতোক্ত কলাভেদ।

"ষষ্ঠী পিত্তধরা নাম যা কলা পরিকীর্ত্তিতা।
পক্বামাশয়মধ্যস্থা গ্রহণী পরিকীর্ত্তিতা॥" (সুশ্রুত উ° ৪০অঃ)

পক্বাশয় ও আমাশয়ের মধ্যে পিত্তধরা নামে যে কলা আছে, তাহাই গ্রহণী নামে খ্যাত।

পিত্তনাড়ী (স্ত্রী) ১ দন্তমলগতরোগ। ২ পিত্তজন্য নাড়ীব্রণ।

পিত্তপাণ্ডু (পুং) পিত্তজন্য পাণ্ডুরোগ। তল্লক্ষণ যথা—

"পীতমূত্রশকৃৎ নেত্রো দাহতৃষ্ণাজ্বরান্বিতঃ।
ভিন্নবিটকোঽতিপীতাভঃ পিত্তপাণ্ড্বাময়ী নরঃ॥" (মাধবনি°)

এই রোগে মূত্র বিষ্ঠা ও নেত্র পীতবর্ণ এবং দাহ, তৃষ্ণা ও জ্বর হয় এবং শরীর সকল পীতাভ হইলে পিত্তপাণ্ডু জন্মে।

পিত্তপ্রকোপিন্ (ত্রি) পিত্তবর্দ্ধক পান ও অন্ন। যাহা ভোজন করিলে পিত্তবর্দ্ধিত হয়। তক্র, সুরা ও মাংসাদি।

[পিত্তড়কলে পাপনাথের প্রাচীন মন্দির।]

পিত্তপ্রবর্ত্তন (ক্লী) উর্দ্ধ ও অধোমার্গ দ্বারা পিত্তনির্গম।

পিত্তভেষজ (ক্লী) মসূর। (বৈদ্যকনি°)

পিত্তরক্ত (ক্লী) পিত্তসংসৃষ্টং রক্তমিতি মধ্যলো° কর্ম্মধা°। রোগবিশেষ। পর্য্যায়—রক্তপিত্ত, পিত্তাস্র, পিত্তশোণিত। (রাজনি°) [বিশেষ বিবরণ রক্তপিত্ত দেখ।]

পিত্তরোগিন্ (ত্রি) পিত্তরোগ অস্ত্যর্থে ইনি। পিত্তরোগযুক্ত।

পিত্তল (ক্লী) পিত্তং তদ্বর্ণং লাতীতি লা-ক। ধাতুবিশেষ, চলিত পিতল। পর্য্যায়—আরকূট, রীতি, পতিকাবের, দ্রব্যদারু, রীতী, মিশ্র, আর, রাজরীতি, ব্রহ্মরীতি, কপিলা, পিঙ্গলা, ক্ষুদ্র, সুবর্ণ, সিংহল, পিঙ্গলক, পীতলক, লোহিতক, পিঙ্গললোহ, পীতক।

তাম্র ও যশদ (দস্তা) সংযোগে ইহার উৎপত্তি। এই উপধাতু তাম্র ও দস্তা মিশ্রিত হইলেও প্রয়োজনানুসারে উহার ভাগ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। দুই ভাগ তাম্র ও এক ভাগ দস্তা মিলিত হইলে সাধারণ পিত্তল প্রস্তুত হয় *। ইহাতে একপ্রকার জরদ পদার্থ মিশাইলে উজ্জ্বল পিত্তল (Yellow-brass) হয়। বন্দুকাদির জন্য যে পিত্তল প্রস্তুত করিতে হয়, তাহাতে তাম্রের ১০ ভাগের একভাগ টিন্ (লৌহ) মিশ্রিত করা আবশ্যক। বর্ত্তমান যে পিত্তলের বহু ব্যবহার দেখা যায়, তাহা সিলেমাইন্ (Celamine), কার্বনেট অব জিঙ্ক (Carbonate of Zinc), চারকোল (Charcoal) ও পাতলা তাম্র চূর্ণ একত্র গলনের রূপান্তরমাত্র। ইহার বর্ণ জরদ এবং উত্তম পালিশ হইবার যোগ্য। শীতল হইলে ইহাকে পিটিয়া লম্বা করা যায় ; কিন্তু ইহা তাম্র অপেক্ষা দৃঢ় হয়।

ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই ধাতু ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। চীন—হোয়াংতুঙ্গ, ওলন্দাজ—Missing, Messing, Gilkoper বা Geelkoper, ফরাসী—Cuivre, Jaune, Laiton ; জর্ম্মণ—Messing, হিব্রু—Nehest, ইতালী—Ottone, লাটিন—Orichalcum, Aurichalcum, রুষ—Selenoimjed, স্পেন—Laton, Azofar, মলয়—কুনিঙ্গন্ লোয়াঙ্গ, তম্বগকুনিঙ্গ, তামিল—পিত্তলৈ, তেলগু—ইত্তাড়ি, হিন্দী—পিতল, পিতরি, কাঁচী পীতরী। বাঙ্গালা—পিত্তল, পিতল, পেতল, কাঁচা পিতল।

সাধারণতঃ পিত্তল দুইপ্রকার, ভরণ ও ব্যাঙ্গা। ভরণ পিত্তল পিঙ্গলবর্ণ ও কঠিন এবং ব্যাঙ্গা পিত্তল মৃদু ও স্বর্ণবর্ণ। রাজনির্ঘণ্টের মতে একজাতি শুক্লবর্ণ ও অপর জাতি স্বর্ণবর্ণ। তন্মধ্যে যাহা শুক্লবর্ণ, তাহা স্নিগ্ধ, মৃদু, সুরঙ্গ এবং ইহাতে সূক্ষ্মতার বা পাতা প্রস্তুত হয়। আর যাহা হেমাভ তাহা

* ধাতুতত্ত্ববিদ্‌গণের (Metalurgists) মধ্যে পিত্তল ধাতুর পরিমাণাংশ লইয়া গোলমাল আছে। শতকরা ৬৩ হইতে ৯১ অংশ তাম্র এবং অবশিষ্টাংশ দস্তা মিলাইলে উত্তম পিত্তল প্রস্তুত হয়। কেবল স্থল-

বন্দুকাদি ব্যতীত কলকব্জার দৃঢ় পিত্তলের আবশ্যক হয়। পদক বা প্রতিমূর্ত্তি গড়িতে যে পিত্তলের আবশ্যক হয়, তাহা "ব্রোঞ্জ" (Bronze) নামে অভিহিত। ভারতবাসীদিগের ঘটী বাটী প্রভৃতি তৈজসপাত্র এবং রন্ধন প্রভৃতি এক জাতীয় পিত্তলে নির্ম্মিত হয়। পঞ্জাব প্রদেশে ক্ষুদ্র দ্রব্যাদি প্রস্তুতের জন্য তথাকার অধিবাসিগণ মুচিতে গলাইবার সময় নানা ভাগে 'কুথ' 'বার্থ' প্রভৃতি নিকৃষ্ট পিতল প্রস্তুত করে; কিন্তু ঘাগরি, সামাদান প্রভৃতি প্রস্তুতের নিমিত্ত তাহারা য়ুরোপ হইতে আনীত পিত্তলের চাদর ব্যবহার করে। সুমধুর বাদ্যের জন্য ইহারা "ফুল বা খনি" এবং ঘণ্টার জন্য 'রোঁই' নামে স্বতন্ত্র পিত্তল ঢালিয়া লয়। এইরূপে আবশ্যকীয় দ্রব্যগঠনার্থ দেশীয় কাসারেরা ভিন্ন ভিন্ন ভাগে সেই সেই দ্রব্যের ধাতু প্রস্তুত করে। যথা—লোকম্ (Gunmetal), রূপদস্তা (pewter), কাঁসা (Bell-metal) ইত্যাদি। করতাল প্রস্তুত করিতে হইলে পিতলের সহিত রৌপ্যের মিশ্রণ আবশ্যক। পিত্তলকে পুনঃ পুনঃ গালাইলে উহার দস্তার ভাগ কমিয়া যায় এবং ধাতু অপেক্ষাকৃত নরম হইয়া পড়ে। এই কারণ কাঁসারিগণ প্রায়ই পুরাতন বাসন অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়। পিত্তলে টিনের ভাগ বেশী থাকিলে উহার বর্ণ সাদা এবং সীসা অধিক থাকিলে লালচে হয়; কিন্তু পিত্তলে নিকেল ধাতু যোগ করিলে উহা জর্ম্মণ রৌপ্যের (German silver) মত দেখায়।

তৈজসাদির জন্য পিত্তলের পাত ব্যতীত ইহাতে তার প্রস্তুত হয়। উহা চুড়ী, দমদম্ প্রভৃতি অলঙ্কারের উপযোগী। সরু তার, আলপিন, মাথার পিন্, সেতার প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রাদিতে তন্ত্রিরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চীনদেশ হইতে একপ্রকার সূক্ষ্ম পিত্তল-পত্র প্রস্তুত হইয়া আইসে। উহাতে স্বর্ণবর্ণ ফুল কাটিয়া গাছে বসায় এবং বিবাহ ও পার্ব্বণাদিতে বিক্রয়ার্থ নগর মধ্যে আনীত হয়। চীনেরা ঐ স্বর্ণপুষ্পে দেবাদির পূজাও করে।

পিত্তলের আয়ুর্ব্বেদ-সংক্রান্ত গুণাগুণ এবং তাহার শোধন প্রণালী লিখিত হইতেছে।

বৈদ্যক মতে, ইহার গুণ—তিক্ত, শীতল, লবণরস, শোধন, পাণ্ডু, বাত, কৃমি, প্লীহা ও পিত্তনাশক। (রাজনি°)

ভাবপ্রকাশের মতে—রাজপিত্তলকে কপিলা ও ব্রহ্মপিত্তলকে পিঙ্গলা বলে। পিত্তল, তামা ও দস্তা এই উভয় ধাতুর উপধাতু। সুতরাং ইহার গুণ উপাদান-কারণের ন্যায় সংযোগ হেতু ইহার অতিরিক্ত অন্য গুণ জন্মে। পিত্তল উত্তমরূপে বিশোধিত না হইলে বিষবৎ অনিষ্টপ্রদ। উত্তমরূপে শোধিত হইলে গুণযুক্ত হয়। ইহার গুণ—রুক্ষ, তিক্ত, লবণরস, শোধনকারণ, পাণ্ডু ও কৃমিরোগনাশক এবং অতিশয় লেখন, গুণযুক্ত নহে। (ভাবপ্রকাশ পূর্ব্বখ°)

রসেন্দ্রসারসংগ্রহের মতে—পিত্তল শোধন করিতে হইলে নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে করিতে হয়। প্রথমে পিত্তলের পাত করিয়া লবণ ও আকন্দ দুগ্ধের লেপ দিয়া দগ্ধ করিতে হইবে, পরে নিসিন্দাপাতার রসে নিক্ষেপ করিলে শোধন হয়।

মতান্তরে—পিত্তলের পাত গোমূত্রে দিয়া দৃঢ়াগ্নিসন্তাপে এক প্রহর পাক করিলে শোধন হয়।

দ্বিগুণ গন্ধক সহ পারদ ঘৃতকুমারীর রসে মর্দন করিয়া পিত্তলের পাতে মাখাইয়া লবণযন্ত্রে চারি প্রহরকাল পাক করিবে। শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া রোগবিশেষে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

রসেন্দ্রসারসংগ্রহের মতে, ইহার শোধনাদির বিষয় তাম্রের ন্যায়। [তাম্র শব্দ দ্রষ্টব্য।]

২ ভূর্জ্জপত্র। (ত্রি) ৩ পিত্তযুক্ত। ৪ পিত্তবৃদ্ধিকর। (স্ত্রী) ৫ হরিতাল। (স্ত্রী) ৬ শালপর্ণী। ৭ জলপিপ্পলী। (মেদিনী)

পিত্তলা (স্ত্রী) যোনিরোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ—যোনি অতিশয় দাহ ও পাকবিশিষ্ট হয়। (সুশ্রুত) ভাবপ্রকাশ-মতে—যে যোনি অত্যন্ত দাহ ও পাকযুক্ত হয় এবং রুগের অত্যন্ত জ্বর হয়, তাহাকে পিত্তলা কহে। লোহিতক্ষরা প্রভৃতি যোনিরোগও পিত্তদূষিত হইয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। [যোনিরোগ দেখ।]

"অত্যর্থং পিত্তলা যোনির্দাহপাকজ্বরান্বিতা।
চতসৃষ্বপি চাদ্যাসু পিত্তলিঙ্গোচ্ছ্রয়ো ভবেৎ॥" (ভাবপ্র°)

২ তোয়পিপ্পলী। (মেদিনী)

পিত্তবর্গ (পুং) পিত্তানাং বর্গঃ। পিত্তসমূহ, পঞ্চবিধ পিত্ত, যথা—মৎস্য, গো, অশ্ব, রুরু ও বর্হি এই পাঁচপ্রকার জীবের পিত্তকে পিত্তবর্গ কহে। মতান্তরে—বরাহ, ছাগ, মহিষ, মৎস্য ও ময়ূর এই পঞ্চজন্তুজ পিত্ত পিত্তবর্গ। (রসেন্দ্রসারস°)

পিত্তবৎ (ত্রি) পিত্ত-মতুপ্, মস্য ব। পিত্তযুক্ত।

পিত্তবল্লভা (স্ত্রী) কৃষ্ণাতিবিষা। (বৈদ্যকনি°)

পিত্তবিদগ্ধদৃষ্টি (পুং) পিত্তেন বিদগ্ধা দৃষ্টির্যত্র। দৃষ্টিরোগবিশেষ। দৃষ্টিস্থানে দুষ্টপিত্ত আশ্রয় করিলে ঐ স্থান পীতবর্ণ হয় এবং পদার্থ সকল পীতবর্ণ দেখায়। এইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তাহাকে পিত্তবিদগ্ধদৃষ্টি বলিয়া জানিতে হইবে। ইহাতে দোষ তৃতীয় পটলে আশ্রয় করে, এইজন্য দিবাভাগে দেখিতে পায় না, রাত্রিকালে দেখিতে পায়। * (সুশ্রুত) [নেত্ররোগ দেখ।]

* "পিত্তেন দুষ্টেন গতেন দৃষ্টিঃ পীতা ভবেদ্যস্য নরস্য দৃষ্টিঃ।
পীতানি রূপাণি চ তেন পশ্যেৎ স বৈ নরঃ পিত্তবিদগ্ধদৃষ্টিঃ॥
প্রাপ্তে তৃতীয়ং পটলন্তু দোষে দিবা ন পশ্যেৎ নিশি বীক্ষতে চ।
রাত্রৌ চ শীতানুগৃহীতদৃষ্টিঃ পিত্তাল্পভাবাৎ সকলানি পশ্যেৎ॥" (মাধবনি°)

পিত্তবিনাশন (ত্রি) পিত্তঘ্ন, পিত্তনাশক দ্রব্য। (সুশ্রুত)

পিত্তবিসর্প (পুং) পিত্তজন্য বিসর্পরোগ ভেদ। [বিসর্পরোগ দ্রষ্টব্য।]

পিত্তব্যাধি (পুং) পিত্তজন্য রোগ, পিত্তবৃদ্ধি হইয়া যে রোগ হয়, তাহাকে পিত্তব্যাধি কহে।

পিত্তশূল (স্ত্রী) পিত্তজন্য শূলরোগ। ইহার লক্ষণ বায়ু, মূত্র ও পুরীষের বেগধারণ, অতিভোজন, পরিপাক না হইতে ভোজন প্রভৃতি কারণে বায়ু কুপিত হইয়া কোষ্ঠদেশে শূল জন্মে। ইহা অতিশয় কষ্টদায়ক। এই শূল পিত্তজ হইলে তৃষ্ণা, দাহ, মদ, মূর্চ্ছা, তীব্রশূল ও শীতল দ্রব্যে অভিলাষ এবং শীতল ক্রিয়াতে যাতনার শান্তি হয়। পিত্তশূলে এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পিত্তশূলের চিকিৎসা—পিত্তজ শূলে শীতল জল পান এবং সকল প্রকার উষ্ণ দ্রব্য বর্জ্জনীয়। যে স্থলে বেদনা ধরে, তথায় মণি, রজত বা তাম্রপাত্র শীতল জলে পূর্ণ করিয়া তাহার উপর স্থাপন করিলে শান্তিবোধ হয়। গুড়, শালি অন্ন, যব, দুগ্ধ বা ঘৃত পান, বিরেচন এবং জাঙ্গলমাংস ভোজন বিশেষ উপকারক। এই রোগে সকল প্রকার পিত্তনাশক দ্রব্য-সেবন এবং পিত্তবর্দ্ধক দ্রব্যত্যাগ বিধেয়। পলাশের যূষ, পল্লবক, দ্রাক্ষা, খর্জ্জুর এবং জলজাত দ্রব্য (শৃঙ্গাটক প্রভৃতি) শর্করা সহ-যোগে পান করিলে উপকার দর্শে। (সুশ্রুত উত্তরত° ৪২ অ°) [শূলরোগ দেখ।]

ভাবপ্রকাশ-মতে ইহার লক্ষণ—ক্ষার, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, বিদাহী, কটু ও অম্লরসযুক্ত দ্রব্য, তৈল, রাজমাষ, সর্ষপাদির কল্ক, কুলথ কলায়ের যূষ, সৌবীর, বিদগ্ধ দ্রব্য ভক্ষণ, ক্রোধ, অগ্নি-সেবন, পরিশ্রম, রৌদ্রসেবন ও অতিরিক্ত মৈথুন এই সকল কারণে পিত্ত প্রকুপিত হইয়া নাভিদেশে শূল উৎপাদন করে। এই শূল পিত্ত কর্ত্তৃক হয় বলিয়া ইহাকে পিত্তশূল কহে। ইহাতে রোগীর পিপাসা, দাহ, স্বেদোদ্গম, ভ্রম ও শোষ উৎপন্ন হয়। মধ্যাহ্নে, রাত্রির মধ্যভাগে, গ্রীষ্ম ও শরৎকালে এই রোগ পরিবর্দ্ধিত হয়, শীতকালে শীতল উপচার ও সুমধুর অথচ শীতল দ্রব্য ভক্ষণ দ্বারা ইহা প্রশমিত হয়। (ভাবপ্র°)

ডাক্তারী মতে, (Hepatic colic) সিষ্টিক বা হিপাটিক ডক্ট দিয়া অন্ত্র মধ্যে পিত্তপাথরের গতিকালে অথবা উক্ত নালী হইতে গাঢ় পিত্তের বহির্গমন হেতু বেদনাই ইহার কারণ। আহারের প্রায় দুই ঘণ্টা পরে অর্থাৎ যে সময়ে পিত্তাধার হইতে ডিউডিনমের মধ্যে পিত্ত নির্গত হয় এবং কখন কখন অঙ্গচালনার পর রোগী পাকাশয়ের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হেতু উদরোর্দ্ধদেশে (এপিগ্যাষ্ট্রিয়ম্) ও দক্ষিণস্থ পাকযন্ত্র বা যকৃতের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হেতু উপপর্শুকা প্রদেশে (হাইপোক-ণ্ড্রিএক রিজনে) পর্য্যায়ক্রমে বেদনা অনুভব করে। ঐ বেদনা জলন বা বিদারণবৎ, ইহা শরীরের পশ্চাদ্ভাগে ও দক্ষিণ স্কন্ধ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়, হিপাটিক প্লেক্সসের সহিত ফ্রেনিক্ নার্ভের সংযোগ থাকায় উক্ত প্রকারের দূরবর্ত্তী বেদনা জন্মে। উদরে মাংসপেশীর আক্ষেপ এবং তন্মধ্যে আকৃষ্টবৎ বেদনা উপস্থিত হইলে রোগী অস্থির অবস্থায় ভূমিতে বিলুষ্ঠিত হইতে থাকে। কিয়ৎক্ষণ পরে বেদনার হ্রাস হয় বটে, কিন্তু ২।১ দিন পর্য্যন্ত ঐ স্থানে সামান্য বেদনা অনুভূত হয়। অতঃপর ডিও-ডিনমের বহির্গমন-নিবন্ধন এককালে বেদনা নিবৃত্ত হইয়া যায়, বেদনাকালে উক্ত স্থানে চাপ দিলে বেদনার লাঘব হয়। সিষ্টিক ডক্ট হইতে কমন্ ডক্টে পিত্তপাথর সরিয়া আসিলেও বেদনা কমিতে দেখা যায়। যদি উক্ত পদার্থ পুনরায় ডিওডিনমের নিকট আইসে, তাহা হইলে বেদনাও বৃদ্ধি পায়। পিত্তপাথর বন্ধুর হইলে অধিক যন্ত্রণাবোধ হয়, কিন্তু কোণবিশিষ্ট হইলে উহার মধ্য দিয়া পিত্ত নির্গত হইতে পারে, এ কারণে শীঘ্র স্রাবা হইতে পারে না। একটী বৃহৎ পিত্তপাথর নির্গত হইলে তৎ-পশ্চাৎ অপর কতকগুলি ক্ষুদ্র পাথর আসিয়া সেই সুযোগে বহির্গত হইয়া পড়ে। এতদ্ব্যতীত কখন কখন পিত্তাধারের মধ্যে পিত্তপাথর পুনরাগমন করিলে বেদনা সহসা উপশমিত হয়। অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে বমন, শীত, কম্প, মূর্চ্ছা ও আক্ষেপ এবং সামান্য জণ্ডিস্ (ন্যাবা) বর্ত্তমান থাকে। রোগ কঠিন হইলে বমন, হিক্কা, হিমাঙ্গ ও অন্যান্য গুরুতর লক্ষণ দেখা যায়। অনুসন্ধান করিলে মলের সহিত পিত্তপাথর পাওয়া যাইতে পারে। জ্বর থাকে না।

পেরি-হিপাটাইটিস্, ইন্টেষ্টিনাল্ (অন্ত্রশূল) ও রেনাল কলিকের (পাথরী) সহিত ভুলিতে পারে। পেরি-হিপা-টাইটিসে জ্বর, নাড়ীর দ্রুততা ও নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে দক্ষিণ উপপর্শুকা প্রদেশে অত্যন্ত বেদনা থাকে। অপর দুইটী রোগ স্বতন্ত্র প্রকার। [অন্ত্রশূল ও পাথরী দেখ।]

এই রোগে আরোগ্য হইবার সম্ভাবনাই অধিক। কখন কখন উৎকট উপসর্গ ঘটে। পিত্তপাথর নিঃসরণ জন্য মৃদু বিরেচক প্রয়োগ আবশ্যক। বেদনানিবারণার্থ বহিঃস্থানে ফোমেন্ট, পুল্টিশ, লিনিমেণ্ট বেলেডোনা বা ওপিয়াই মর্দ্দন এবং আভ্যন্তরিক বেলেডোনা, অহিফেন ও হাইওসাএমস্ প্রভৃতি ব্যবস্থেয়। কোন কোন চিকিৎসকের মতে, অলিভ অয়েল, টার্পেণ্টাইন্, ইথারমিকশ্চার, ক্লোরোফরম ও ক্ষারযুক্ত ঔষধ এবং লিথুয়া প্রভৃতি কএক প্রকার জল ব্যবহারে পিত্তপাথর দ্রব হয়। হিমাঙ্গ, বমন প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইলে উত্তেজক

ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অত্যন্ত যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে রোগীকে মর্ফিয়া ও ক্লোর‍্যাল-হাইড্রাস্ সেবন করাইবে। ডাঃ প্রাউট্ বাইকার্বনেট অব সোডা উষ্ণ জলের সহিত পান করিতে দিয়া বিশেষ উপকার পাইয়াছেন। ভিচি ওয়াটার ব্যবহারেও রোগ উপস্থিত হইতে পারে। যদি পুয় উৎপাদিত হয়, তবে ট্রোকার বা অস্ত্রদ্বারা ছেদন করিবে। পিত্তাধার হইতে পিত্তপাথর নির্গমন জন্য বর্ত্তমান কালে কলিসিষ্টোটমি-অপারেসন আরম্ভ হইয়াছে।

পিত্তশ্লেষ্মজ্বর (পুং) পিত্তকফপ্রধান জ্বরভেদ। পিত্ত ও কফের আধিক্যে যে জ্বর হয়।

"লিপ্ততিক্তাস্যতা তন্দ্রা মোহঃ কাসোঽরুচিস্তৃষা।
মুহুর্দাহো মুহুঃশীতঃ পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাকৃতিঃ॥" (মাধবনি°)

এই জ্বরে মুখতিক্ত, তন্দ্রা, মোহ, কাস, অরুচি, তৃষ্ণা ক্ষণিকদাহ ও ক্ষণিক শীত হয়। [জ্বর দেখ।]

পিত্তসংশমনবর্গ (পুং) পিত্তশান্তিকর দ্রব্যগণভেদ। এই গণ যথা—চন্দন, রক্তচন্দন, বালা, বেণামূল, মঞ্জিষ্ঠা, কাকোলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, প্রিয়ঙ্গু, শৈবাল, কহ্লার, কুমুদ, পদ্ম, কদলী, কন্দলী, দূর্ব্বা, মূর্ব্বা প্রভৃতি কাকোল্যাদি ও ন্যগ্রোধাদি গণ এবং শুলঞ্চমূল এই সকল দ্রব্য পিত্তসংশমনবর্গ। এই সকল দ্রব্য পিত্তশান্তিকর। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৩৯ অ°)

পিত্তস্রাব (পুং) নেত্রসন্ধিগত রোগভেদ। (সুশ্রুতে উত্তর ত° ২ অ°) [নেত্ররোগ দেখ।]

পিত্তহন্ (পুং) পিত্তং হন্তি হন্-কিপ্। ১ পর্পটক। (ত্রি) ২ পিত্তনাশক দ্রব্য মাত্র। (বৈদ্যকনি°)

পিত্তহর (পুং) হরতীতি হরঃ, পিত্তস্য হরঃ। ১ কাকোল্যাদিগণ। ২ উশীর। (বৈদ্যকনি°)

পিত্তাণ্ড (পুং) অশ্বের অণ্ডবৃদ্ধরোগ। (জয়দত্ত)

পিত্তাতিসার (পুং) পিত্তজন্য অতীসার রোগ।

পিত্তানুবন্ধ (পুং) পিত্তাদ্বল। (বাভট চিকি° ৩ অ°)

পিত্তাভিষ্যন্দ (পুং) সর্ব্বগতাক্ষিরোগভেদ। পিত্তজন্য চোক্ উঠা। ইহাতে নেত্র দাহ ও পাকযুক্ত, উষ্ণ ও পীতবর্ণ এবং চক্ষু হইতে ধূমোদ্গামবৎ বোধ হয়। এই জন্য অতিশয় অশ্রুনির্গম হয়, কিন্তু শীতক্রিয়াতে কিঞ্চিৎ কষ্টের লাঘব হইয়া থাকে। (ভাবপ্র° নেত্ররোগা°)

ইহার চিকিৎসা।—এই পিত্তাভিষ্যন্দে রক্তস্রাব ও বিরেচন বিধেয়। পিত্তজ বিসর্পরোগাদিকারোক্ত ঔষধ সকল এই রোগে হিতকর। প্রিয়ঙ্গু, শালি, শৈবাল, শৈলজ, দারুহরিদ্রা, এলাইচ, উৎপল, লোধ, অভ্র, পদ্মপত্র, শর্করা, কুশ, ইক্ষু তাল, বেতস, পদ্মকাষ্ঠ, দ্রাক্ষা, মধু, চন্দন, যষ্টিমধু, হরিদ্রা এবং অনন্তমূল এই সকল দ্রব্যের যাহা পাওয়া যায়, তাহাদ্বারা ঘৃত বা ছাগীদুগ্ধ পাক করিয়া তর্পণ, পরিষেচন ও নস্যপ্রয়োগ হিতকর। এই রোগে সকল প্রকার পিত্ত-নাশক ক্রিয়া, তিন দিন অন্তর ক্ষীরসর্পির নস্য, শর্করা বা মধুশর্করা সহযোগে পলাশ বা শোণিতের অঞ্জন এবং মধুশর্করা সহযোগে পালিন্দা বা যষ্টিমধুর রসক্রিয়া প্রশস্ত। বৈদূর্য্য, স্ফাটিক, বৈদ্রুম, মৌক্তিক, শঙ্খ, রজত বা সৌবর্ণ অঞ্জনই প্রশস্ত। (সুশ্রুত উ° ১০ অ°)

চরকাদি গ্রন্থে এই রোগচিকিৎসায় বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা লিখিত হইল না। [নেত্ররোগ দেখ।

পিত্তারি (পুং) পিত্তানামরির্নাশকঃ। ১ পর্প্পট, ক্ষেতপাপড়া। ২ লাক্ষা, লাহা। ৩ বর্ব্বরচন্দন। (রাজনি°)

পিত্তিকা (স্ত্রী) শতপদীভেদ, চলিত কেন্নো। (সুশ্রুত)

পিত্তোৎক্লিষ্ট (স্ত্রী) নেত্রবর্ত্মাশ্রয়রোগভেদ। ইহার লক্ষণ—

"সদাহক্লেদনিস্তোদং রক্তাভং স্পর্শনাক্ষমম্।
পিত্তেন জায়তে বর্ত্ম পিত্তোৎক্লিষ্টমুশন্তি তৎ॥" (বাভট ৮ অ°)

পিত্ত কুপিত হইয়া চক্ষুর পাতায় দাহ, ক্লেদ ও অতিশয় ব্যথা, চক্ষু রক্তবর্ণ এবং দর্শনশক্তির অক্ষমতা জন্মে।

পিত্তোদর (স্ত্রী) পিত্তজন্য উদররোগ। এই রোগে শোষ, তৃষ্ণা, জ্বর ও দাহযুক্ত, বর্ণ পীত অর্থাৎ নেত্র, মল ও মূত্র, ও নখ পীতবর্ণ হইয়া উঠে। (সুশ্রুত নি° ৭ অ°)

(পুং) ২ মধ্যবিধ বৃশ্চিক জাতি। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ৮ অ°)

পিত্তোল্বণ (ত্রি) পিত্তাধিক। (বাভট চি° ৭ অ°)

পিত্তোল্বণসন্নিপাত (পুং) আশুকারি-সন্নিপাত জ্বর, এক-প্রকার সন্নিপাত জ্বর। ইহার লক্ষণ—এই সন্নিপাত জ্বরে অতীসার, ভ্রম, মূর্চ্ছা, মুখপাক, শরীরে রক্তের বিন্দু এবং অত্যন্ত দাহ হইয়া থাকে। এই সন্নিপাতজ্বর আশুকারী নামে অভিহিত। (ভাবপ্র°)

পিত্তশ্লেষ্মোল্বণ (পুং) পিত্তশ্লেষ্মভ্যাং চ উল্বণঃ। সন্নিপাত-জ্বরভেদ। এই সন্নিপাতজ্বরে অন্তরে দাহ ও বাহিরে শীত, অত্যন্ত পিপাসা, দক্ষিণ পার্শ্বে, বক্ষস্থলে, মস্তকে, এবং গলদেশে বেদনা, কষ্টের সহিত কফপিত্ত উদ্গীরণ, মলভেদ, শ্বাস ও হিক্কা হয়। চক্ষুঃদ্বয় সর্ব্বদা মুদ্রিত হইয়া থাকে। বৈদ্যগণ ইহাকে ভল্লু নামে অভিহিত করেন। (ভাবপ্র°)

পিত্র্য (স্ত্রী) পিতরো দেবতা অস্যেতি পিতৃ-যৎ (বায়ূতুপিত্রু-ষসো যৎ। পা ৪।২।৩১) ততোরীঙাদেশশ্চ। (রীঙৃতঃ। পা ৭।৪।২৭) ১ মধু, মধু পিতৃদেবতাদিগের দানে প্রশস্ত। (রাজনি°) ২ পিতৃতীর্থ। ৩ তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের অন্ত। পিতুরিদং পিতুরাগতং বা যৎ। (পিতুর্যৎ। পা ৪।৩।৭৯) (ত্রি) ৪ পিতৃসম্বন্ধী।

"জ্যেষ্ঠ এব তু গৃহ্নীয়াৎ পিত্র্যং ধনমশেষতঃ।
শেষাস্তমুপজীবেয়ুর্যথৈব পিতরস্তথা॥" (দায়ভাগ)

৫ শ্রাদ্ধার্হ। (পুং) পিতৃস্তুল্যঃ বাহুলকাৎ যৎ। ৬ জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা। (হেম) পিতৃণাং প্রিয়ঃ ইতি যৎ। ৭ মাষ। (শব্দর°)

পিত্র্যা (স্ত্রী) পিত্র্য-টাপ্। ১ মঘানক্ষত্র। (হেম) ২ পৌর্ণ-মাসী। (শব্দমালা) ৩ অমাবস্যা।

পিত্র্যাবৎ (ত্রি) পিত্র্যঃ তৎসম্বন্ধি অস্ত্যস্ত মতুপ্ মস্ত ব দীর্ঘশ্চ। ১ পিতৃসম্বন্ধিযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ২ কন্তা।

"ইন্দবো যোষেব পিত্র্যাবতী" (ঋক্ ৯।৪৬।২) 'পিত্র্যাবতী পিতৃমতী' (সায়ণ)

পিৎসৎ (পুং) পতিতুমিচ্ছতীতি পৎ-সন্ সনি-ইস্ ('সনি মীমাধুরভলভশকপতপদামচইস্। পা ৭।৪।৫৪) অভ্যাসস্ত লোপঃ, ততঃ পিৎস+শতৃ। ১ পক্ষী। (ত্রি) ২ প্রতিপন্ন, পতনেচ্ছু।

পিৎসল (ক্লী) পতত্যত্রেতি পত-('সলঃ পতে রন্তিবা। উণ্ ২।২৯২) ইতি অধিকরণে সল-অত ইৎ। পন্থা, মার্গ।

পিৎসু (ত্রি) পত-সন-অভ্যাসস্ত লোপঃ, ততো সনন্তাদু। ১ পক্ষী। ২ পতনেচ্ছু। পতিত হইতে ইচ্ছুক। পিৎসু ও পিপতিষু এইরূপ দুইটী পদ হইয়া থাকে।

পিথোরা, পৃথ্বীরাজের চলিত নাম। [পৃথ্বীরাজ দেখ।]

পিথোরাগড়, উ° প° প্রদেশের কুমাউন্ জেলার মধ্যে একটী থানা। অক্ষা° ২৯° ৩৫´ ৩৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ১৪´ ৩০´´ পূঃ। শেষ উপত্যকার পাদদেশে অবস্থিত। নেপালপ্রান্ত হইতে শত্রুর গতিরোধ করিবার জন্য এখানে একদল গোরা থাকে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই স্থান ৫৩৩৪ ফিট্ উচ্চ।

পিথোরিয়া, মধ্যপ্রদেশের সাগরজেলায় অন্তর্গত একটী রাজ্য। পরিমাণ ৫১ বর্গ মাইল। ২৬ খানি গ্রাম ইহার অধীন।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে যখন সাগর জেলা পেশবার হস্ত হইতে বৃটীশশাসনাধীন হয়, তৎকালে রাও রামচন্দ্র রাও নামে এক ১০ম বর্ষীয় বালক দেওরি পঞ্চমহল ভোগ করিতেছিলেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে পঞ্চমহাল সিন্ধিয়াকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং তৎপরিবর্ত্তে রাওর মাতার জন্য মাসিক ১২৫০৲ টাকা বৃত্তি বন্দোবস্ত হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর রাও বৃটীশ গবর্মেণ্টের নিকট মাসিক বৃত্তির পরিবর্ত্তে অনুরূপ আয়ের সম্পত্তি প্রার্থনা করেন। এই সময় বৃটীশ গবর্মেণ্ট রাওকে পিথোরিয়ার সহিত ১৮ খানি গ্রাম দান করেন। কিন্তু তাহাতে উপযুক্ত আয় না হওয়ায় পরে বৃটীশরাজ আরও ৭ খানি গ্রাম ছাড়িয়া দিলেন। এই সকল গ্রামের মধ্যে পিথোরিয়া গ্রামই প্রধান, অক্ষা° ২৪° ৪´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৮° ৩৮´ পূঃ। এখানে একটী দুর্গ আছে। সাগরের মহারাষ্ট্রশাসনকর্ত্তা গোবিন্দপণ্ডিত উমরাও সিং রাজপুতকে এই গ্রাম প্রদান করেন, তিনিই প্রায় ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে এই দুর্গ নির্ম্মাণ করান। এখানে প্রতি বৃহস্পতিবারে হাট বসে।

পিদ্ব (পুং) মৃগবিশেষ। "পিদ্বো ন্যঙ্কুঃ কক্কটস্তে" (শুক্লযজু° ২৪।৩২) 'পিদ্বো মৃগবিশেষঃ' (বেদদীপ)

পিধাতব্য (ত্রি) অপি-ধা-তব্য, অপেরকারলোপঃ। আচ্ছাদনীয়।

"গুরোর্যত্র পরীবাদো নিন্দা বাপি প্রবর্ত্ততে।
কর্ণৌ তত্র পিধাতব্যৌ গন্তব্যং বা ততোঽন্যতঃ॥" (মনু ২।২০০)

পিধান (ক্লী) অপি-ধা-ল্যুট্। ১ আচ্ছাদন, আবরণ, ঢাক্‌নি। ২ ছদন। "যুগপজ্জঘনোরঃস্তনপিধানমধুরে। ত্রপাস্মিতাক্রমুখি।" (আর্য্যাসপ্ত° ৪৮১)

৩ উদঞ্চন। (হেম) ৪ খড়্গকোষ, খাপ।

পিধানক (পুং) পিধান-ক। খড়্গকোষ, আবরণ।

পিনদ্ধ (ত্রি) অপি নহ্যতে স্মেতি অপি নহ-ক্ত,। অপেরলোপঃ। পরিহিত বস্ত্রাদি। পর্য্যায়—আমুক্ত, প্রতিমুক্ত অপিনদ্ধ। ২ আচ্ছাদিত। আবৃত। বদ্ধ।

"যদস্থিভির্নির্ম্মিতবংশবংশ্য স্থূণং ত্বচা রোমনখৈঃ পিনদ্ধম্।"
(ভাগবত ১১।৮।৩২)

পিনস (পুং) [পীনস দেখ।]

পিনাক (পুং ক্লী) পাতি রক্ষতি পনাযাতে স্তূয়তে বা পাল বা পম-আক প্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সাধুঃ (পিনাকাদয়শ্চ। উণ্ ৪।১৫) ১ শিবধনুঃ, মহাদেবের ধনু। পর্য্যায়—অজগব।

"পিনাকমিব রুদ্রস্য ক্রুদ্ধস্যাভিঘ্নতঃ পশূন্।" (ভা° ৬৬০।১৮)

২ শূল। (অমর ১।১।৩৭) ৩ পাংশুবর্ষণ।

৪ তন্নামক নীলাভ্র ভেদ। (বৈদ্যকনি°)

পিনাকিন্ (পুং) পিনাকোঽস্ত্যস্যেতি ইনি। শিব, পিনাক-ধারী, মহাদেব। ২ রুদ্রভেদ।

"অজৈকপাদহির্ব্রধ্নো বিরূপাক্ষোঽথ রৈবতঃ।
হরশ্চ বহুরূপশ্চ ত্র্যম্বকশ্চ সুরেশ্বরঃ।
সাবিত্রশ্চ জয়ন্তশ্চ পিনাকী চাপরাজিতঃ॥" (মৎস্যপু° ৫।২৯)

পিনাকিনী, দাক্ষিণাত্যে প্রবাহিত নদীভেদ, নন্দীদুর্গ হইতে নির্গত হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণীয় পিনাকিনীমাহাত্ম্যে এই পুণ্যতোয়ার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। [পেন্নার দেখ।]

পিন্যাস (ক্লী) অপি গতো বিন্যাসো ব্যক্তগন্ধত্বাৎ ন্যাসো যস্য, অপেরল্লোপঃ। হিঙ্গু। (জটা°)

পিম্ব্ (ত্রি) উভয়পদী পিম্বতি-তে, পিপিম্ব-ম্বে। বস্তু জলের ন্যায় উৎলাইয়া পড়ন। সিঞ্চন, পরিপূরণ।

"যাভির্ধেনুমস্বং পিম্বথো নরা" (ঋক্ ১।১১২।৩)
'পিম্বথঃ সিঞ্চথঃ পয়সা পূরিতবন্তাবিত্যর্থ' (সায়ণ)

পিপ্ল (ত্রি) পর্য্যাপ্ত, প্রলাম্বিত, উচ্ছ্বসিত, উদ্বেলিত, প্রপূরিত।

পিপ্লন (স্ত্রী) যজ্ঞকর্ম্মে ব্যবহার্য্য, পাত্রভেদ। (কাত্যায়ন শ্রৌত° ২৬।১।২০)

পিপতিষৎ (ত্রি) পতিতুমিচ্ছতীতি পত-সন্-ততঃ শতৃ। ১ পতনেচ্ছু। (পুং) ২ বিহঙ্গম। (মেদিনী)

"চৈত্যোদ্ভবং গ্রহকৃতং বল্মীকখভ্রসম্ভূলে বিপদঃ।
গর্ত্তায়াস্তু পিপাসা কূর্ম্মাকারে ধনবিনাশঃ॥" (বৃ° সং ৫৩।৯০)

পিপতিষু (পুং) পতিতুমিচ্ছতীতি পিপতিস্—উ (সনাশংসভিক্ষ উঃ। পা ৩।২।১৬৮) ১ পক্ষী। (ত্রি) ২ পতনেচ্ছু। সন্ ও পরে উ করিয়া পিৎসু এবং পিপতিষু এই দুই পদই হইবে।

পিপা (দেশজ) পাত্রবিশেষ। ইহা কাষ্ঠাদি দ্বারা প্রস্তুত হয়। ইহাতে তৈলাদি তরল পদার্থ থাকে। এক একটী পিপায় ৮।১০ মণ পর্য্যন্ত মাল ধরিতে পারে। ইংরাজিতে ইহার নাম Cask।

পিপাঠক (পুং) পর্ব্বতভেদ। (মার্ক° পু° ৫৫।৭)

পিপাসৎ (ত্রি) পা-সন্-ততঃ শতৃ। পিপাসাযুক্ত, পানেচ্ছু।

পিপাসা (স্ত্রী) পাতুমিচ্ছেতি পা-সন্-অ ততষ্টাপ্। পানেচ্ছা, পান করিতে ইচ্ছা। পর্য্যায়—তৃষ্ণা, তর্ষ, উদপলাসিকা, তৃট্, তৃষা, উদন্যা। (হেমচ°) ক্ষুধা ও পিপাসা মনুষ্যের স্বাভাবিক।

"স্বাভাবিকাঃ ক্ষুৎপিপাসা জরামৃত্যুপ্রভৃতয়ঃ।"(সুশ্রুত সূ° ১ অ°)

২ রোগভেদ। সুশ্রুতে ইহা তৃষ্ণারোগ নামে বর্ণিত। সতত জলপানে তৃপ্তি না হইলে তাহাকে তৃষ্ণা কহে। সংক্ষোভ, শোক, শ্রম, মদ্যপান, রুক্ষ, অম্ল, শুষ্ক, উষ্ণ ও কটু দ্রব্য ভোজন, ধাতুক্ষয়, লঙ্ঘন এবং তাপ এই সকল দ্বারা পিত্ত ও বায়ুবৃদ্ধি হইয়া জলীয় ধাতুবাহী স্রোতঃ সকল দূষিত করে। স্রোতপথ সকল দূষিত হইলে অতিশয় পিপাসা হয়। ইহা ৭ প্রকার। (সুশ্রুত) [বিশেষ বিবরণ তৃষ্ণা দেখ।]

পিপাসাবৎ (ত্রি) পিপাসা বিদ্যতেঽস্য, মতুপ্ মস্য ব। পিপাসিত, পিপাসাযুক্ত।

পিপাসিত (ত্রি) পিপাসা যাতা অস্যেতি পিপাসা তারকাদিত্বাদিতচ্। পিপাসাযুক্ত, তৃষিত।

"নগ্নমুণ্ডঃ কপালেন ভিক্ষার্থী ক্ষুৎপিপাসিতঃ।
অন্ধঃ শত্রুকুলং গচ্ছেৎ যঃ সাক্ষ্যমনৃতং বদেৎ॥" (মনু ৮।৯২)

পিপাসু (ত্রি) পাতুমিচ্ছুঃ পা-সন্-উ। পানেচ্ছু। পর্য্যায়—তৃষিত, তৃষ্ণক্। (হেম)

পিপিলী (স্ত্রী) পিপীলিকা। (বৈদ্যকনি°)

পিপীতক (পুং) একজন ব্রাহ্মণ। ইনিই পিপীতকীদ্বাদশী ব্রতের অনুষ্ঠান করেন। (ভবিষ্যপু°)

পিপীতকী (স্ত্রী) পিপীতকো ব্রাহ্মণবিশেষঃ প্রবর্ত্তকতয়াঽস্ত্যস্যেতি, অচ্, ততো গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। বৈশাখ মাসের শুক্লা দ্বাদশী। এই দ্বাদশীর দিন পিপীতকী দ্বাদশীর ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়। পিপীতক ব্রাহ্মণ প্রথমে এই ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এইজন্য এই ব্রতের নাম পিপীতকীব্রত হইয়াছে। ভবিষ্যপুরাণে পিপীতকীব্রতের বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—

"জলদানস্য মাহাত্ম্যং ত্বয়া পরিকীর্ত্তিতম্।
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি পিপীতকীকথাং শুভাম্॥
পুরা কেন কৃতঞ্চৈতৎ কেন চৈতৎ প্রকাশিতম্।
কথং পিপীতকীনাম বিধানঞ্চৈব কীদৃশম্।
তৎ সর্ব্বং ব্রূহি দেবর্ষে যদি তুষ্টো মম প্রভো॥" (ভবিষ্যপু°)

শতানীক নারদের নিকট পিপীতকী ব্রতের বিষয় জিজ্ঞাসা করেন, পূর্ব্বে কোন্ মহাত্মা এই ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, কেনই বা ইহার নাম পিপীতকী হইয়াছে এবং ইহার বিধানই বা কিরূপ? নারদ তাহার কুতূহল নিবৃত্তির জন্য ব্রতকথা এইরূপ বলিয়াছিলেন,

"পুরাকালে পিপীতক নামে ধর্ম্মপরায়ণ এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি অরণ্যে থাকিয়া সর্ব্বদা ধর্ম্মাচরণ করিতেন। ক্রমে বহুদিন গত হইলে একদা তাঁহার মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইল। যমদূতগণ তাঁহাকে যমালয়ে লইয়া উপস্থিত করিল। তিনি যমালয়ে পাপীদিগের অশেষ প্রকার যাতনা দেখিয়া অতিশয় মর্ম্মাহত হইলেন এবং পিপাসার্ত্ত হইয়া কিঙ্করদিগের নিকট জল প্রার্থনা করিলেন। কিঙ্করগণ তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া বরং পীড়ন করিতে লাগিল এবং তাঁহাকে কহিল, তুমি এমন কোন পুণ্য কর নাই যে, এই খানে জল পাইতে পার। তখন ব্রাহ্মণ পিপাসায় কাতর হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। যম তখন তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিল, ব্রাহ্মণ! কি জন্য রোদন করিতেছ? তখন ব্রাহ্মণ যমরাজের স্তব করিতে লাগিল। যম এইরূপ স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে কহিল, আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি, তুমি তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তখন ব্রাহ্মণ বলিল, প্রভো! যদি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এইখানে জল পাই, তাহার উপায় বিধান করুন। ইহাতে যম তাহাকে বলিলেন, তুমি গৃহে গিয়া একটী ব্রতের অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলে জল জন্য ক্লেশ বিদূরিত হইবে। ব্রতের বিধান এইরূপ,—বৈশাখমাসের শুক্লাদ্বাদশী বৈষ্ণবী তিথি। এই দ্বাদশীতে সুশীতল জলদ্বারা শ্রীবিষ্ণুস্নান এবং যথাশক্তি তাঁহার পূজা করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে তোয়যুক্ত কলসদান করিবে। এই ব্রতের প্রথম বৎসরে চারিটী কুম্ভ এবং কুম্ভের মুখ শুক্ল বস্ত্রদ্বারা আবৃত করিয়া লবণ ও যজ্ঞোপবীত সংযুক্ত করিয়া দান করিতে হইবে।

দ্বিতীয় বৎসরে ৮টী কুম্ভ, দধি ও শর্করা সংযুক্ত করিয়া, তৃতীয় বৎসরে ১২টী কুম্ভ তিলমোদকের সহিত এবং ১৬টী কুম্ভ দুগ্ধ ও লড্ডুক সংযুক্ত করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিবে। ইহার সহিত ভোজ্য ও যথাশক্তি দক্ষিণা ব্রাহ্মণকে দিতে হইবে। এই ব্রত চারি বৎসরে সমাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণ যমের এই কথা শুনিয়া গৃহে আসিয়া এই ব্রতের অনুষ্ঠান করেন। পরে ব্রাহ্মণ অন্তকালে স্বর্গে যাইয়া পরম বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হন। পিপীতক এই ব্রতের প্রথম অনুষ্ঠান করেন বলিয়া এই ব্রতের নাম পিপীতকীব্রত হইয়াছে। কোন স্ত্রী বা পুরুষ এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে ইহলোকে পুত্রপৌত্রাদি ধনসম্পত্তি এবং অন্তকালে স্বর্গলোকে গতি হইয়া থাকে। যে কোন স্থানে জলের জন্ত কষ্ট পাইতে হয় না।

ব্রতপ্রতিষ্ঠার বিধানানুসারে এই ব্রত প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। রঘুনন্দন তিথিতত্ত্বে দ্বাদশী কৃত্যে এই ব্রতের ব্যবস্থাদির বিষয় নির্দেশ করিয়াছেন। ব্রতানুষ্ঠান করিয়া ব্রতের কথা শুনিতে হয়। বাহুল্য ভয়ে সকল কথা লিখিত হইল না।

পিপীলক (পুং) অপিপীলতীতি। অপি-পীল স্তম্ভনে-ণ্বুল্, অপেরল্লোপঃ। পীলক, চলিত বড় ডেঙিয়া পিপ্ড়া।

পিপীলিক, জাতিভেদ। মহাভারত—সভাপর্ব্বে (৫২ অ°) লিখিত আছে, কৈলাসের নিকট ইহাদের বাস, ইহারা স্বর্ণ-খনন করিয়া বাহির করে। পুরাবিদগণের মতে স্বর্ণ-উত্তোলনকারী হিমালয়বাসী প্রাচীন ভোট জাতিই এই নামে অভিহিত হইয়াছে।

পিপীলিকা (স্ত্রী) পিপীলক-টাপ্, টাপি অত-ইত্বং। হীনাঙ্গী। চলিত ক্ষুদে পিপ্ড়া, পর্য্যায়—পিপীলিক, পিপীল, পিপীলক, পিপীলী, পিপিলী, হীরা। (ত্রিকা°)

"শ্রুত্বা তু যাচ্যমানাং তাং ক্রুদ্ধাং সূক্ষ্মপিপীলিকাম্।
ব্রহ্মদত্তো মহাহাসমকস্মাদেব চাহসৎ ॥" (হরিবংশ ২৪।৪)

পিপীলিকা কীট জাতি (Formica) মধ্যে গণ্য, ইংরাজিতে ইহাকে Ant বলে। এতদ্ভিন্ন আরবী—নাম্‌লা, ফরাসী—Fourme, হিন্দী—চিঁওটী, চিমটি; পারস্য ও মলয়—লমুৎ; তামিল—রাক্ষু, ইর্ু; তেলগু—চিমা; তুর্কী—নেম্‌ল, বাঙ্গালা—পিপড়ে ইত্যাদি। বহুপূর্ব্বকাল হইতেই প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌গণ পিপীলিকা জাতির পরিশ্রম, সহিষ্ণুতা, কার্য্যতৎপরতা ও মিতব্যয়িতা দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছেন। তদবধি ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন জাতির কার্য্যাবলীর উপর দৃষ্টি রাখিয়া জীবতত্ত্বে সেই সমুদায় বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন অংশে কত জাতি পিপীলিকা আছে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। মান্দ্রাজের সুবিজ্ঞ ডাক্তার জের্ডন্ (Dr Jerdon) একমাত্র দক্ষিণ ভারতেই ৩৭ বিভিন্ন প্রকার* পিপীলিকার উল্লেখ করিয়াছেন। সিংহলদ্বীপের পশ্চিম অংশে ও কলম্বোর চতুষ্পার্শ্ব হইতে প্রায় ৭০টী বিভিন্ন জাতীয় পিপীলিকা লইয়া, এম্ নিট্নার সাহেব (M. Neitner) বার্লিনের যাদুঘরে পাঠাইয়া দেন। ডাক্তার জের্ডন্ প্রাণী-তত্ত্ববিদ্ বোর্কো ও সেণ্ট ফার্গোর (St. Fargeau) পদানুসরণ করিয়া এই কীটকে প্রধানতঃ চারিটী শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন। ১ম *Les Myrmicites*—এই শ্রেণীর পিপীলিকাগণ স্ত্রীজাতীয়, ইহাদের হুল আছে এবং উদরের প্রথম ভাগ দুইটী গ্রন্থিযুক্ত। ২য় *Ponerites*—হুল-সংযুক্ত স্ত্রীজাতি, উদরার্দ্ধ ১টী গ্রন্থিবিশিষ্ট। ৩য় *Les Formicites*—হুলবিহীন এক-গ্রন্থি স্ত্রীজাতি। ৪র্থ ভারতীয় নানাজাতি উক্ত শ্রেণীত্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না।

কিরূপে এই কীটজাতি ডিম্ব প্রসব ও সন্তানাদি দ্বারা সন্তানোৎপাদন করে, তাহা না জানা থাকিলে, তাহাদের পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও বিভিন্ন কার্য্যাবলীর প্রকৃততত্ত্ব নিরূপণ করা একান্ত দুরূহ।

সংক্ষেপতঃ, সকল শ্রেণীর পিপীলিকার মধ্যে পুরুষ, স্ত্রী ও নপুংসকভেদে তিনটী বিভাগ আছে। মধুমক্ষিকার ন্যায় এই জাতীয় পুরুষের চারিটী পাখা আছে, স্ত্রীজাতির পাখা পুরুষের অপেক্ষা বড়†। নপুংসকগণ পক্ষবিহীন, ইহারা সাধারণতঃ কর্ম্মচারী ও ধাত্রী (Nurse ants) নামে পরিচিত। নিদারুণ গ্রীষ্মের অবসান হইতে শরতের শেষ পর্য্যন্ত কোন সময় একটী বল্মীক (Ant-hill) পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, তন্মধ্যে কতকগুলি পক্ষযুক্ত স্ত্রী ও পুরুষ এবং অপর কতকগুলি পক্ষশূন্য পিপীলিকা নানাকার্য্যে ব্যস্ত দেখা যায়। স্ত্রী ও পুরুষ জাতীয় পিপীলিকার মধ্যে মধুমক্ষিকার ন্যায়, রাজা ও রাণী নাই বটে, কিন্তু তাহারা সর্ব্বদাই আবাস মধ্যে নজরবন্দী থাকে। পুরুষ-পিপীলিকা গৃহের বাহিরে আসিতে পারে; কিন্তু স্ত্রীগণের বহির্গমনের উপায় নাই। বল্মীকের এক হইতে অন্য কোন স্থানে যাইতে হইলে নপুংসক কীটগুলি প্রহরীরূপে তাহাদের পশ্চাদনুসরণ করে। যদি কখনও একটী ভুলক্রমে অথবা সাধারণের অজ্ঞাতসারে গৃহসীমার বহির্ভাগে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে সতর্কচক্ষু প্রহরীর কার্য্যকারী পিপীলিকাগণের হাত হইতে তাহাদের নিস্তার নাই। তিন চারিটী প্রহরী

* *Annals* of Natural History XVII.

† পূর্ব্বে বিশ্বাস ছিল, কোন না কোন সময়ে সকল পিপীলিকারই পাখা উঠে, কিন্তু হুবার সাহেব লিখিয়াছেন, স্ত্রীগণের সর্ব্বাগ্রেই পাখা গজায়, পরিশেষে উহা খসিয়া যায়। Eng. Cyclo. Nat. His. I. 217.

একত্র হইয়া যে উপায়েই হউক, তাহার পা, পাখা প্রভৃতি কামড়াইয়া ধরিয়া আনে।

যখন পক্ষযুক্ত কীটগুলির সংখ্যা অতিরিক্ত হইয়া পড়ে, তখন উপায়ান্তর নাই দেখিয়া তাহারা পথ ছাড়িয়া দেয়। পুংকীট অপেক্ষা স্ত্রীকীটগুলির স্বধর্ম্মই এইরূপ, যে তাহারা গর্ভিণী হইলে নিজ আবাস ছাড়িয়া বহির্গত হয়; তাহাতে আর পুনরায় ফিরিয়া আইসে না। গর্ভিণীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ পুংকীটগুলিও বল্মীক ছাড়িয়া দেয়। কাজে কাজেই সেই পিপীলিকার উপনিবেশটী শূন্য হইয়া পড়ে। এই কারণে বল্মীকের বাহিরে যখন স্ত্রীকীট গর্ভগ্রহণ করে, তখন প্রহরীরা বিশেষ সতর্কতার সহিত তাহাদিগকে উপনিবেশ মধ্যে আনিয়া পুরিয়া রাখে। যে সকল গর্ভিণী-পিপীলিকা প্রহরীদিগের আয়ত্তের বাহিরে যাইয়া পড়ে, তাহারা আর একটী নূতন বসবাসের আয়োজন করিয়া লয়। গর্ভাধানের পর পুংকীট মরিয়া যায় অথবা হুল ও চোয়ালরহিত হইয়া সামর্থ্যহীন অবস্থায় পড়িয়া থাকে। এরূপ দুরবস্থায় পড়িয়া থাকিলেও শ্রমশীল নপুংসক কীটগুলি তাহাদিগকে বল্মীক মধ্যে লইয়া যায় না।

ইহারা একত্র কতকগুলি ডিম্ব পাড়ে। ডিম্বগুলি অন্যান্য কীটের ন্যায় আটাবৎ পদার্থে সংযুক্ত থাকে না। গর্ভিণী ডিম্ব প্রসবের পূর্ব্বে যে স্থানে বাস মনোনীত করে, তথায় একটী গর্ত্ত খুলিয়া ডিম্বে তা দিতে থাকে। ইহারা অতি শুষ্ক স্থানে ডিম্ব ফেলিয়া রাখে না। স্থানের শুষ্কতা নিবন্ধন অথবা সূর্য্যের উত্তাপে পাছে ডিম্বের মধ্যস্থিত কুসুম শুকাইয়া যায়, এই ভয়ে তাহারা ডিম্বগুলি অপেক্ষাকৃত ভিজা স্থানে লইয়া রাখে। ডিম্ব ফুটিয়া জীবকীট বাহির হইলে ঐরূপ জলবায়ুর উত্তাপ এবং সূর্য্যের কিরণ হইতে রক্ষা করা মাতার একমাত্র কর্ত্তব্যকর্ম্ম। বিশেষ সাবধান না হইলে সন্তান নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। ডিম্ব প্রসবের পূর্ব্বে নূতন বাসস্থান নির্ম্মাণ-সময়ে ধাত্রী-পিপীলিকাগুলির সাহায্য না পাইলেও, গর্ভিণীকে স্বয়ং সমস্ত কার্য্যই করিতে হয়। এইরূপ সকল স্থলেই প্রসূত শিশুগুলির ভরণপোষণের ভার ধাত্রীদিগের উপর ন্যস্ত থাকে, কিন্তু যেখানে ধাত্রী-পিপীলিকার অভাব, তথায় মাতাকেই খাওয়াইতে হয়।

পারাবত, কেনারি, বোল্‌তা ও ভীমরুল প্রভৃতির ন্যায় উদরাভ্যন্তর হইতে ইহারা একপ্রকার তরল পদার্থ উদ্গার করিয়া শাবকদিগের উদরপূর্ত্তি করে। শাবক কীটগুলি এতই ক্ষুধাতুর যে সকল সময়েই মাতার নিকট হইতে তাহারা ঐ রস আহরণ করিতে থাকে, এই জন্য গর্ভিণীকেও সকল সময় উদর পূর্ণ করিয়া রাখিতে হয়।

গর্ভকীটগুলি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই, হরিদ্রাভ শ্বেতবর্ণের সূক্ষ্ম ঝিল্লীবৎ পদার্থ দ্বারা যবের আকারে* আপনাদের জন্য কএকটী গুটিকা প্রস্তুত করে। ডিম্ব অথবা গর্ভকীটের ন্যায় এই গুটিকাভ্যন্তরস্থ পিপীলিকাগুলিও যত্নের সহিত উত্তাপ ও হিমের সামঞ্জস্য মধ্যে ধাত্রীকীট কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া থাকে। জর্ম্মণি-দেশে এই গুটিগুলি পালিত পক্ষীর আহার্য্যরূপে সংগৃহীত হয়।

রক্তবর্ণ পিপীলিকা (Myrmica rubra) এবং ধূসরবর্ণ পিপীলিকা (Formica fusca) সাধারণতঃ উদ্যান ও ক্ষেত্রাদিতে দেখা যায়। ইহারা সচরাচর এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বাসা উঠাইয়া লইয়া যায়। কিন্তু অরুণ বর্ণের পিপীলিকা (F. flava) ও কাষ্ঠপিপীলিকা (F. rufa) কখনও পূর্ব্বাবাস পরিত্যাগ করে না, এক বল্মীক মধ্যেই ৮।১০ বৎসর বাস করে।

সম্যক্ সন্তাপে (in due degrees of temperature) ডিম্ব, গর্ভকীট ও গুটী প্রভৃতির রক্ষণ, উদ্গারিত লালাসেবন এবং যথাসময়ে গুটিকাকোষ হইতে গর্ভকীটগুলির নিষ্ক্রামণ ব্যতীত ধাত্রী-কীটগুলির আরও নানাপ্রকার কার্য্য আছে। এরূপ চতুরতার সহিত তাহারা বল্মীক মধ্যে রাস্তা, সিঁড়ি, বাসগৃহ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করে যে, দেখিলেই চমৎকৃত হইতে হয়। প্রত্যেক গৃহই সিঁড়ি দ্বারা সংলগ্ন। রাইন নদীর তীরবর্ত্তী তৃণবহুল প্রদেশ (heath) হইতে F. Sanguinarai নামক একজাতীয় পিপীলিকা ১৮৩২ খৃঃ অঃ ইংলণ্ডে আনীত হয়†। উহাদের বাসা ৯ ইঞ্চি খনন করিয়া দেখা গিয়াছে যে, প্রত্যেক গৃহে ১ হইতে তিন ইঞ্চি লম্বা সিঁড়ি আছে। শীতকালে ইহারা কার্য্য করে না, পাছে বৃষ্টিরজল গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করে এই ভয়ে, তাহারা তৃণ দিয়া পথবদ্ধ করিয়া দেয়। শীতকালে ইহারা গৃহ মধ্যে এরূপ নিশ্চলভাবে থাকে যে ডাকা দিলেও উঠে না। তৃণগুলি তাহারা বল্মীকের মধ্যে এরূপভাবে সাজায় যে, তাহা দেখিলেই সূত্রধরদিগের কারুকার্য্যের কথা মনে পড়ে। কাঠ পিপ্‌ড়া এবং ‘এমেণ্ট’ (Emment=*F. Fuliginosa*) নামক কৃষ্ণবর্ণের একপ্রকার পিপীলিকা আছে, তাহারা গাছের ডাল

* পূর্ব্বাপর বিশ্বাস ছিল পিপীলিকাগণ শীতকালের জন্য খাদ্যাদি শস্য সংগ্রহ করিয়া রাখিত। বাইবেল গ্রন্থেও এই কথা লিখিত হইয়াছে, রেভারেণ্ড ডাঃ হারিস্‌, মেসার্স কির্বি ও স্পেন্স প্রভৃতি প্রাণিবিদ্‌গণ এই মত খণ্ডন করিয়াছেন।

† Library of Entertaining knowledge, Insect-Architecture, p. 254.

ফোঁপ্‌রা করিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করে। তাদের অভ্যন্তরস্থ গৃহগুলির পরস্পর ব্যবধান একখানি সূক্ষ্ম কাগজের ন্যায় পাতলা। এরূপ কৌশলে তাহারা দাঁত বসাইয়া কাঠ কাটে যে, কিছুতেই একটী ভেদ হইয়া অপরটীর সহিত যুক্ত হইয়া যায় না। তাহারা যে কাঠ খুঁড়িয়া ঘর, রাস্তা, সিঁড়ি প্রভৃতি নির্ম্মাণ করে, উহা ধূম বা অগ্নি দগ্ধের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ। ভারতীয় কৃষ্ণপিপীলিকা (Formica compressa) এবং লালবর্ণের পিপীলিকার (F. smaragdina) দাড়াগুলি অন্যান্য সকলের অপেক্ষা বড় এবং পৃষ্ঠদণ্ড সরল, কোনটীর পৃষ্ঠে কাঁটা এবং কোন জাতির পৃষ্ঠ চিত্রিত। মলয় দ্বীপপুঞ্জে সবুজবর্ণের পিপীলিকাজাতি (Œcophylla smaragdina) আকৃতিতে সকলের বড়, পাগুলি লম্বা লম্বা এবং দেখিলেই পরিশ্রমী ও চতুর বলিয়া বোধ হয়। মৃত্তিকাভ্যন্তর ব্যতীত ভারতের স্থানে স্থানে বৃক্ষপত্র পরস্পর সংযোজিত করিয়া তন্মধ্যে অবস্থান করে। আম, জাম, জামরুল, লিচু প্রভৃতি গাছে সচরাচর ইহাদের বাসা দেখিতে পাওয়া যায়। যদি কেহ গাছে উঠিয়া ঐ বাসা নাড়া দেয়, তাহা হইলে তাহারা স্বদলে বহির্গত হইয়া আততায়ীকে আক্রমণ করে।

পূর্ব্বোক্তরূপ শিল্পনৈপুণ্য ব্যতীত, ইহারা সময় সময় দলে দলে আসিয়া নিকটবর্ত্তী দলের সহিত যুদ্ধ করে। Wood-Ant, Amazon Ant (*F. rufescens*) এবং রাইন্ নদী-তীরবর্ত্তী Sangnuiary Ant গুলিই বিশেষ সমরদক্ষ। ইহারা বিপক্ষগণকে এরূপ কামড়ায় যে, তাহাদের মুখনিসৃত বিষাক্ত রস-স্পর্শে বিপক্ষদলে বহুসংখ্যক মরিতে দেখা গিয়াছে। কখন কখনও ইহারা যুদ্ধশেষে বিপক্ষদল হইতে ক্রীতদাস জন্য ডিম্ব ও গুটিকাগুলি কাড়িয়া লইয়া আইসে এবং সেইগুলি গৃহে তা দিয়া ফুটায় এবং ছানাগুলি এই নূতন স্থানে থাকে। পলাইবার ভয়ে তাহারা বয়োবৃদ্ধদিগকে লইয়া আসে না।

বাঙ্গালাদেশে সাধারণতঃ যে কয়প্রকার পিপীলিকা দেখা যায়, তন্মধ্যে কৃষ্ণবর্ণের ডেয়ো ও কাঠপিপড়ার কামড়ে জ্বালা বোধ হয়। অপর জাতীয় বড় কালপিপড়া কামড়ায় না। ছোট কাল পিপড়া 'সুড়সুড়ে' নামে পরিচিত। ইহারা গায়ে উঠিলে সুড়সুড়ি লাগে। লালবর্ণের নানাজাতীয় পিপীলিকা আছে, তন্মধ্যে বড় ও ছোট প্রায়ই কামড়ায়। "গন্ধি" নামে ক্ষুদ্রাকার লাল পিপীলিকা কামড়ায় না, তাহারা মিষ্টান্নাদিতে আসিয়া পড়িলে একরূপ দুর্গন্ধ হয়। খাইবার সময় ঐ গন্ধে বমি আসে।

পিপীলিকাগণ সাধারণতঃ মৃত কীট, মক্ষিকা, পশু, পক্ষী, সরীসৃপাদির মাংস খাইয়া থাকে, এতদ্ভিন্ন ফলাদি যাবতীয় আহার্য্য দ্রব্য ইহাদের ভক্ষ্য। মধু বা মিষ্টান্ন ইহাদের সর্ব্বপ্রীতিকর আহার। ইক্ষু ও বেণাজাতীয় ঘাসের (Honey-dew) রস হইতে ইহারা মধুসংগ্রহ করে। একজ বাঙ্গালায় যতগুলি বল্মীক দেখা যায়, তাহা প্রায় ঐ জাতীয় ঘাসের নিকটবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত। যে সকল মিষ্টরস গাছগাছড়ার উপর ইহাদের অনুগ্রহ হয়, তাহা ক্রমশই শুকাইয়া যায়। ইহারা দন্তদ্বারা উহার পাতা গোড়া প্রভৃতি কাটিয়া দেয়।

পঙ্গপালের ন্যায় পিপীলিকাগণকেও সময় সময় নগর আকাশ ব্যাপিয়া গমন করিতে দেখা যায়। ডাঃ রোগেট লিখিয়াছেন যে, সময় সময় এত অধিক পিপীলিকা আকাশ-মার্গে উড়িতে দেখা যায়, যে তাহা একখানি বৃহদাকার কালমেঘের ন্যায় এবং যে দেশে তাহারা যাইয়া পড়ে, তথায় বহুদূরব্যাপী স্থান অধিকার করিয়া ফেলে।

জর্ম্মণ-পণ্ডিত Gleditsch তৎকৃত "বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস" নামক পুস্তকে ১৭৪৯ খৃঃ অব্দে লিখিয়াছেন যে, এই সময়ে জর্ম্মণিতে কৃষ্ণবর্ণ এক ঝাঁক ক্ষুদ্রাকার পিপীলিকা স্তম্ভাকারে শূন্যমার্গে উঠিতে থাকে। যখন ঐ স্তম্ভ অনেক উপরে উঠিয়া যায়, তখন পিপীলিকাবৃন্দের অত্যাশ্চর্য্য আভ্যন্তরিক গতিতে প্রকম্পিত হইয়া উহা সোমগিরির (Aurora borialis) ন্যায় চাকচিক্যবিশিষ্ট দেখায়। ব্রেস্‌লো-নগরের ধর্ম্মযাজক Mr. Acolutte ঐরূপ আর একটী শ্রেণীবদ্ধ পিপীলিকার গতির উল্লেখ করিয়াছেন। উহা দেখিতে ঠিক একটী ধূমস্তম্ভের মত। যখন ঐ স্তম্ভ নিকটবর্ত্তী গির্জ্জাঘর ও বাটীর উপর ভাঙ্গিয়া পড়ে, তখন মুঠামুঠা পিপীলিকা একত্র পাওয়া গিয়াছিল। ডাঃ চার্লস্ রেগার (Dr. Charles Rayger) Ephemerides নামক জর্ম্মণ গ্রন্থে, পোসেন নগর হইতে দানিয়ুব নদীতীর পর্য্যন্ত একটী পিপীলিকাশ্রেণীর গমনবৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন। পোসেন নগরে এত পিপীলিকাপাত হইয়াছিল যে, প্রত্যেক পদবিক্ষেপে ৩০।৪০টী পিপীলিকা মর্দ্দন ব্যতীত কোন ব্যক্তিই গৃহের বাহির হইতে পারেন নাই। ১৭৯০ খৃঃ অব্দে মণ্টপিলার (Montpellier) নগরে দিবাভাগে ঐরূপ আর একটী দৃশ্য দেখা যায়*। সন্ধ্যার সময় ক্রমে ক্রমে ঐরূপ স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া ভূমিসাৎ হয়। ঐ পিপীলিকাগুলি Formia nigra শ্রেণীভুক্ত। বাঙ্গালায় পক্ষযুক্ত একপ্রকার পিপীলিকা সময় সময় আকাশে উড়িয়া বেড়ায়, তাহা বাদলা-পোকা নামে খ্যাত। ইহারা উপরে উঠিলে কাকাদি পক্ষিগণ ধরিয়া খায়। যেগুলি গৃহমধ্যে যাইয়া পড়ে, তাহারাও প্রদীপের

* Journal de Physique, 1790.

উপর পড়িয়া জীবন হারায়, এই কারণ সাধারণে বলিয়া থাকে, "পিপীলিকার পালখ্ উঠে মরিবার তরে।"

সুশ্রুতে লিখিত আছে, পিপীলিকা ছয় প্রকার—স্থূলশীর্ষ, সম্বাহিকা, ব্রহ্মণিকা, অঙ্গুলিকা, কপিলিকা ও চিত্রবর্ণা। এই সকল পিপীলিকার দংশনে শ্বয়থু, অগ্নি স্পর্শের ন্যায় দাহ ও শোথ প্রভৃতি উপদ্রব জন্মে। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ৮ অ°)

পিপীলিকাভুক্, স্বনামপ্রসিদ্ধ চতুষ্পাদ জন্তুবিশেষ। প্রাণীতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ইহাদিগকে জীবজগতের Myrmecophaga শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। আকৃতিগত সাদৃশ্যভেদে ইহাদের মধ্যে আবার তিনটী স্বতন্ত্র জাতি আছে। সাধারণতঃ পিপীলিকা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে বলিয়া,ইহাদের এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। ভেক, সর্প, টিকটিকী প্রভৃতি সরীসৃপ এবং কোন কোন পক্ষী পিপীলিকা ভক্ষণ করে, তাই বলিয়া তাহাদিগকে এই শ্রেণীভুক্ত করা যায় না।

এসিয়াখণ্ড, আফ্রিকা ও ভারতবর্ষে আরও একটী স্বতন্ত্র পিপীলিকাভুক্ (*Manis pentadactylus*—Pangolin) জাতি আছে, উহারা একদন্ত (Edantata) শ্রেণীভুক্ত। ভারতবর্ষে, হিমালয়ের নিম্নতম প্রদেশে ও মলয় উপদ্বীপে ইহাদের সংখ্যা অধিক। সূর্য্যাস্তের পর ইহারা বাহির হয় বলিয়া প্রায় মানুষের চক্ষে পড়ে না। গ্রীকবীর আলেকসান্দার যখন ভারত আক্রমণ করেন, সেই সময়ে তাঁহার সঙ্গী ইলিয়ান্ (Ælian) এই প্রাণী দেখিয়া গিয়াছেন। ভারতের নানাস্থানে ইহাদের বিভিন্ন নাম আছে। বাঙ্গালায়—বজ্রকীট, মলয়—তঙ্গ্লিন্, তরজিলিন্, পঙ্গলিন; তেলগু—অরিয়ালের; ইংরাজী—Scaly Ant-eater বা Pangolin। [পাঙ্গলিন্ দেখ।]

বর্ত্তমান ভিন্ন ভিন্ন পিপীলিকাভুক্ শ্রেণীর অস্থিতত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ভূগর্ভনিহিত Magatherium, Megalongri ও Mylodon জাতির প্রস্তরাস্থির সহিত ইহাদের অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। এই লুপ্ত জীবজাতির আকৃতিগত সাদৃশ্য নিরীক্ষণ করিয়া অনেকে ইহাদিগকেও পিপীলিকাভুক্শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন। আমেরিকাপ্রদেশে যে সকল পিপীলিকাভুক্ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে Myrmecophaga jubata শ্রেণীই সর্ব্বাপেক্ষা বড় এবং গাত্র লোমবহুল। পর্ত্তুগীজেরা ইহাকে Tamandua ও ইংরাজেরা Ant-bear বলে। পূর্ণাবয়ব জীবগুলির নাসাগ্রভাগ হইতে গুহ্যদেশ পর্য্যন্ত ৪॥০ ফিট লম্বা, পুচ্ছ ৩।০ সভিন ফিট, নাসারন্ধ্র হইতে কর্ণবিবর ১৩॥০ ইঞ্চি এবং চক্ষু পর্য্যন্ত ১০॥০ ইঞ্চি। চক্ষুর অব্যবহিত নিম্নে ইহাদের মুখের পরিধি ১৪ ইঞ্চি, কিন্তু এখান হইতে ক্রমশঃই মুখবিবর কোণাকার হইয়া গিয়াছে। মুখাগ্রের পরিধি ৫।০ ইঞ্চি। ইহাদের সম্মুখের পদদ্বয় বড় এবং পশ্চাদ্পদ ভল্লুকাদির ন্যায় চেপ্টা ও ছোট, এইরূপ দাঁড়াইলে স্কন্ধের উচ্চতা ২।০ ফিট ও শাহার খাড়াই ২ ফিট ১০ ইঞ্চি হয়। কর্ণদ্বয় ক্ষুদ্র ও বর্ত্তুল, চক্ষুকোটর প্রবিষ্ট ও পক্ষবিহীন। মস্তক হইতে নাসাগ্র পর্য্যন্ত হস্তিশুণ্ডের ন্যায়। মুখবিবরের ব্যাস প্রায় ১ ইঞ্চি। চিবুকাস্থি দুইটীই সমান। জিহ্বা মাংসল ও গোলাকার; ইহা নরম এবং ১৬।১৮ ইঞ্চি বাহির হইতে দেখা যায়। পদাঙ্গুলি চারিটীই অসমান এবং বিশেষ কার্য্যকরী নহে। গাত্র এবং পুচ্ছের লোম দেখিলে ইহাদিগকে নিউফাউণ্ডলণ্ড দেশীয় কুকুরের মত দেখায়। মস্তক, মুখ ও গণ্ডদেশ কটাশে, গাত্র এবং পুচ্ছের উপরিভাগের লোমগুলি রৌপ্যের মত সাদা এবং নিম্নাংশ কালা দাগযুক্ত ও পদচতুষ্টয় সাদা।

ইহারা সাধারণতঃ নিরীহ ও অলস। সর্ব্বদা নিদ্রাতেই কালাতিপাত করে। নিদ্রাকালে লোম মধ্যে নাসাগ্র লুকায় এবং পুচ্ছ গাত্রের উপর ঢাকা দেয়। ইহাদের একটী মাত্র সন্তান হয়। ছানা সর্ব্বদাই মাতার পশ্চাৎ থাকে। বানরাদির ন্যায় ইহাদের দুইটী স্তন। আমেরিকায় পারাগুই রাজ্যে কেহ কেহ এই পশু পুষিয়া থাকে। দুগ্ধ, রুটী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাংস টুক্রা খাওয়াইয়া স্পেন দেশে অনেক পশু প্রেরিত হইয়াছিল।

দক্ষিণ আমেরিকার কলম্বিয়া হইতে পারাগুই পর্য্যন্ত এবং আট্‌লাণ্টিক সমুদ্রতট হইতে আন্দিজ-পর্ব্বতমালার পাদদেশব্যাপ্ত জলপূর্ণ স্থানসমূহে ইহাদের বাস। ইহাদের গতি মন্থর ও দোদুল্যমান। মস্তক সর্ব্বদাই নত, যেন কিসের অনুসন্ধানে রত। পুচ্ছ পশ্চাদ্ভাগে লম্বভাবে বিস্তৃত থাকায় ঝাঁটার কার্য্য করে; এই কারণে শীকারীরা তাহাদের পদানুসরণ করিতে সক্ষম হয়। ইহারা ভাল দৌড়াইতে বা গাছে উঠিতে পারে না। শীকারী কর্ত্তৃক আক্রান্ত পশু দৌড়াইতে অক্ষম হইলে পশ্চাদ্পদে ভর দিয়া ভল্লুকের মত ফিরিয়া দাঁড়ায় এবং আততায়ীপশু বা মনুষ্যকে সম্মুখপদের থাবা দিয়া এরূপ জোরে আঁকড়াইয়া ধরে যে কিছুতেই তাহার নিস্তার থাকে না। ইহাদের মাংস নরম ও সুস্বাদু। মার্কিণবাসী নিগ্রো ও য়ুরোপীয়গণও ইহাদের মাংস খাইতে কুণ্ঠিত হন না। ইহাতে মৃগনাভির ন্যায় একটু তীব্রগন্ধ আছে।

তামান্দুয়াজাতি (M. Tamandua) অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। দেখিতে একটী বড় বিড়ালের মত। গাত্রের লোম ক্ষুদ্র ও চকচকে রেশমের মত। ইহার মুখাংশ কোণাকৃতি বটে, কিন্তু কতকটা আমাদের দেশীয় ছুঁচার ন্যায়। ইহাদের মুখ হইতে কর্ণ ৫ ইঞ্চি, মুখবিবর হইতে গুহ্যদেশ ২ ফিট ২ ইঞ্চি, পুচ্ছ

১ ফুট ৪॥০ ইঞ্চি। কর্ণের নিকট ইহাদের মস্তকের পরিধি ৮ ইঞ্চি। ইহাদের পুচ্ছ ছুঁচার মত এবং আঁকড়াইয়া ধরিবার যোগ্য। চক্ষু ক্ষুদ্র, কর্ণবিবর ক্ষুদ্র ও গোলাকার। পদচতুষ্টয় কুর্মাকার ও হৃষ্টপুষ্ট। ইহাদের গাত্রগন্ধ তীব্র, অনেক দূর হইতে পাওয়া যায়। ব্রেজিলবাসী পর্তুগীজ কর্তৃক তামান্দুয়া নাম প্রদত্ত হইয়াছে। ফরাসী নাম Fourmillier ও ইংরাজী নাম Little Ant-bear।

দুই অঙ্গুলিবিশিষ্ট পিপীলিকাভুক্ (M. Didoctyla) সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রকায়, দেখিতে ঠিক য়ুরোপীয় কাঠবিড়ালের মত। ইহাদের পশ্চাৎপদে চারিটী নখ ও সম্মুখে দুইটীমাত্র নখ ও অঙ্গুলি দেখা যায়। লেজ ও অঙ্গের সাদৃশ্য তামান্দুয়ার মত হইলেও ইহাদের মুখাকৃতি কতকটা ভেড়ার মত এবং সর্ব্বাঙ্গ অপেক্ষাকৃত লোমবহুল। মুখাগ্র হইতে গুহ্যদেশ ৬ ইঞ্চি লম্বা, তন্মধ্যে মস্তক প্রায় ২ ইঞ্চি। পুচ্ছ প্রায় ৭॥০ ইঞ্চি লম্বা, ইহার গোড়া মোটা ও আগা সরু। চক্ষু ক্ষুদ্র, কর্ণবিবর ছোট এবং লোম দিয়া ঢাকা। মুখবিবর ভিতর দিকে চোয়ালের নীচে, পদচতুষ্টয় ক্ষুদ্র ও দৃঢ়, পশ্চাৎপদ চেপ্টা। গাত্রবর্ণ খড়ের মত, কেবলমাত্র ঘাড়ের কাছে ও বরাবর পৃষ্ঠদণ্ডের উপর মেরুদণ্ডের মত দাগ আছে। ইহাদের চারিটী স্তন, দুইটী বক্ষে ও অপর দুইটী উদরোপরি। প্রাচীন বৃক্ষের কোটরাদিতে ইহাদের বাস। ইহারা একটী মাত্র ছানা প্রসব করে। বোলতার চাক ভাঙ্গিয়া ছানা খহিতে ইহারা বড় ভাল বাসে এবং যখন ঐরূপ চাক পায়, তখন ঠিক কাঠবিড়ালের মত পশ্চাৎপদে ভর দিয়া অর্দ্ধোত্থানভাবে দাঁড়াইয়া সম্মুখপদে কীটগুলি ধরিয়া খায়। আক্রমণের সময়েও তাহারা পশ্চাৎপদে দাঁড়াইয়া সম্মুখপদের নখদ্বারা আঘাত করে।

পিপীলিকামধ্য (স্ত্রী) পিপীলিকায়া মধ্যমিব মধ্যং যস্য। চান্দ্রায়ণভেদ।

পিপীলী (স্ত্রী) অপি পীলতীতি পীল-অচ্, অপেরল্লোপঃ, ততো গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। পিপীলিকা। (রাজনি°)

পিপুল, (পিপ্পলী শব্দের অপভ্রংশ) স্বনামখ্যাত উদ্ভিদ্ (Piper longum)। ইহার শিকড় সাধারণে পিপুল-মূল নামে পরিচিত। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে ইহা প্রভূত পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা শ্লেষ্মানাশক। ভারতের নানাস্থানে বিশেষতঃ নদীতীরবর্ত্তী জলময় স্থানে স্বভাবতঃ পিপুলগাছ জন্মিতে দেখা যায়। কোন স্বতন্ত্র সময়ে ইহার চাষ করিতে হয় না, উত্তরে নেপালের পূর্ব্বসীমা হইতে পূর্ব্বে আসাম, খাসিয়া পর্ব্বতমালা বাঙ্গালা প্রদেশ, পশ্চিমে বোম্বাই পর্য্যন্ত এবং দক্ষিণ দিকে ত্রিবাঙ্কোড়, সিংহল ও মলাক্কা দ্বীপসমূহে এই গাছ জন্মে। এই বৃক্ষের ফল লইবার আশায় বাঙ্গালা ও দাক্ষিণাত্যবাসিগণ পিপুল চাস করে। ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের মধ্যেই ইহার ফুল ফুটে, পরে ক্রমশঃ ফল গজাইয়া পৌষ মাঘে সুপক্ক হয়।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে পিপুলের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। হিন্দী পিপুলমূল, পিপ্লি, গজপিপল, শিকড় সাধারণতঃ পিপুলমূল বা পিপল-কি-ঝের নামে খ্যাত। বাঙ্গালায় গাছপিপুল, পিপ্পলী ও পিপ্পলমূল বা পিপ্পলমোর, সাঁওতাল—রল্লী, নেপাল—পিপলমোল, পোপল, পিপ্পল, পঞ্জাব—পিপল, মঘজ—পিপল, ফিল্‌ফিল দরাজ, দরফিল্‌ফিল্, পিপ্পল মূল, সিন্ধু—ফিল্‌ফিল্‌ড়ে, বোম্বাই—পিপ্পলী, মরাঠী—পিপ্পলী, গুজরাতী—পিপ্পলী, পিপার, দাক্ষিণাত্য—পিপুল মূল, পিপ্পলাই, তামিল—তিপ্পিলী, পিপ্পলু, শিকড়=তিপ্পিলীমূলম্, তেলগু—পিপ্পলিকণে, পিপ্পিলি, কণাড়ী—তিপ্পলী, মলয়—লদ, মূলগু, চুওর্ত্তেপলি, হুবাই, জব, তিপ্পিলী, সিঙ্গাপুর—তিপ্পিলী, সংস্কৃত—পিপ্পলী, কণা, কৃষ্ণা, পিপ্পলি, উপকুল্যা, বৈদেহী, মাগধী, চপলা- মগধোদ্ভবা, ঊষণা, উষণা, শৌণ্ডী, কোলা, কৃকলা, কটুবীজা, কোরঙ্গী, তিক্ততণ্ডুলা, শ্যামা, দন্তফলা। আরব—দরফিলফিল, পারস্য—ফিল্‌ফিল্‌দ্রে, পিপ্পল, মঘজ, পিপ্পল পিলপিল, ফিল-ফিল-ই-দরাজ।

বাঙ্গালায় যে প্রণালীতে পিপুলের চাস হয়, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ ঃ—প্রথমে বীজ কোনস্থানে রাখিয়া তাহা অঙ্কুরিত করিতে হয়। পরে কোন উচ্চ ও উর্ব্বরা ভূমিতে একএকটী কলা সমেত বীজ ৫ ফিট ব্যবধানে পুঁতিয়া দেয়। এইরূপে প্রায় ১ বিঘা জমিতে ১৯৬টী গাছ রোপিত হয়। গাছগুলির মধ্যভাগে পরিত্যক্ত জমিতে চাষীরা মূলা, বেগুন অথবা যবাদি শস্য উৎপাদন করে। পিপ্পলের চাষে বিশেষ জলের আবশ্যক করে না। প্রত্যেক বিঘায় প্রথম বৎসরে দুই মণ, দ্বিতীয় বৎসরে ৪ মণ ও তৃতীয় বৎসরে ৬ মণ পর্য্যন্ত পিপুল উৎপন্ন হয়। অতঃপর ক্রমশঃই বৎসরে বৎসরে কমিতে থাকে। এই সময় পুরাতন শিকড়গুলি মাটি হইতে উঠাইয়া সেই স্থানে নূতন গাছ বসাইয়া দেয় এবং পুরাতন শিকড়গুলি শুকাইয়া বিক্রয় করে। জল না হইলেও দারুণ গ্রীষ্মে গাছ মরে না, কেবলমাত্র গাছের গোড়ায় শুষ্ক ঘাস, পাতা বা খড় চাপা দিয়া রাখিতে হয়। পক্ক ও অপক্কফল উভয়ই তুলিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া বিক্রয়ার্থ নানাস্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে।

ব্যঞ্জনকার্য্য ব্যতীত ঔষধেও ইহার বিশেষ প্রয়োগ দেখা যায়। ইহার গুণ—উষ্ণ, উত্তেজক, কফনিঃসারক, বায়ুনাশক, ধাতুপরিবর্ত্তক ও মৃদু বিরেচক এবং ছর্দ্দি, স্বরভঙ্গ, হাঁপানী, কাস, অজীর্ণ ও পক্ষাঘাত, ধনুষ্টঙ্কার, সংন্যাস প্রভৃতি রোগে বিশেষ

উপকারী। নূতন অপেক্ষা পুরাতন বীজের গুণ অধিক। শ্লেষ্মাপ্রধান রোগ ত্রিকটু প্রয়োগে শান্ত হয়। পিপুলই ইহার প্রধান অঙ্গ। হিক্কা, ছর্দ্দি, হাঁপানি, বায়ুনলীর প্রদাহ (Bronchitis), স্বরভঙ্গ ও অনিদ্রা প্রভৃতিতে মধু ও পিপুলের গুঁড়া মিশাইয়া খাইলে উপকার দর্শে। পিপুল, পিপুলমূল কাল-মরিচ ও আদা সমভাগে সেবন করাইলে ছর্দ্দি, পীনস ও স্বর-ভঙ্গ আরোগ্য হয়। তিনটী পিপ্পলদানা মধুর সহিত খলে মাড়িয়া প্রথম দিনে খাওয়াইয়া পরবর্ত্তী দশদিনে প্রত্যহ তিনটী করিয়া বাড়াইয়া দশম দিবসে ত্রিশটী দানা খাইতে দিবে। অতঃপর ঔষধ বন্ধ করিতে হইবে। ইহাতে অর্দ্ধাঙ্গিক্ষেপ, পুরাতন কাস, প্লীহার বৃদ্ধি এবং উদরস্থ আভ্যন্তরিক যন্ত্র (Abdominal viscera)-সমূহের বিকৃতি নিবারিত হইয়া থাকে।

পিপৃচ্ছিষু (ত্রি) প্রষ্টু মিচ্ছুঃ, প্রচ্ছ-সন্, সমন্তাৎ উ। জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছুক।

পিপ্পকা (স্ত্রী) পক্ষিণী। "পিপ্পকা শকুনিভ্যে শরব্যায়ৈ" (শুক্লযজু° ২৪।৪০) 'পিপ্পকা পক্ষিণী' (বেদদীপ)।

পিপ্পটা (স্ত্রী) খাদ্যদ্রব্যবিশেষ। পর্য্যায়—শুক্লশর্করা। (ত্রিকা°)

পিপ্পল (ক্লী) পিবন্তে ইতি পা অলচ্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ জল। ২ বস্ত্রখণ্ডভেদ। (মেদিনী) (পুং) পিপ্পলং জলং সিচ্যমানমনেনাস্ত্যস্ত মূলাবচ্ছেদে ইতি পিপ্পল অর্শআদিত্বাদচ্। ৩ অশ্বত্থ বৃক্ষ (Ficus religiosa)। এই বৃহদাকার বৃক্ষ এ দেশে দেবতার ন্যায় সসম্মানে পূজিত ও আদৃত হইয়া থাকে। অতি বাল্যাবস্থা হইতেই হিন্দুবালিকাগণ অশ্বত্থপত্র মাথায় দিয়া ব্রত পালন করে। বৈশাখ মাসে দারুণ রৌদ্রের সময় সকলে তুলসী ও অশ্বত্থ গাছে জল দিয়া থাকে। পুরাণেও অশ্বত্থ সম্বন্ধে নানা প্রবাদ লিখিত আছে। বাল্-খিল্য মুনি লিখিয়াছেন, অশ্বত্থের সহিত তুলসীর বিবাহ হয়। এই পিপ্পলই দেবতাগণের শাপান্তরিত মূর্ত্তি। কিরূপে দেব-গণ অশ্বত্থমূর্ত্তি গ্রহণ করেন, অশ্বত্থ শব্দে তাহার বিশেষ বিবরণ লিখিত হইয়াছে। [অশ্বত্থ দেখ।]

বেল, অশ্বত্থ, নিম্ব, আমলকী ও বট এই পঞ্চবটই হিন্দুর পূজনীয়। পশ্চিমাঞ্চলে পিপ্পল, গুলার, বর্গদ, পাকুড় ও আম্র এই পঞ্চবৃক্ষই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হয়। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু-গণ পিপ্পল বৃক্ষকে ৫ বার ও রমণীগণ ১০৮ বার প্রদক্ষিণ করে। তাহাদের বিশ্বাস ইহার শিকড়ে ব্রহ্মা, ছালে বিষ্ণু ও তন্মধ্যে গঙ্গাদেবী, ডালে মহাদেব এবং পত্রাদিতে দেবগণ বিরাজমান। হিন্দুর চক্ষে ইহা এত পবিত্র যে গৃহাদির উপরে জন্মিলে কেহ কাটিতে সাহস করে না। অশ্বত্থ রোপণ করিলে মহাপুণ্য হয়। প্রবাদ আছে, ইহলোকে অশ্বত্থ বৃক্ষের ছায়াতলে যেরূপ মানবগণ স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করিতে পারে, তদ্রূপ রোপণকর্ত্তা মৃত্যুর পর যমলোকে গমনকালে বিরামে ও বিশ্রামে স্থির হইয়া নিরব্-সকাশে নীত হইবেন, যমলোকের নিদারুণ উত্তাপ বা যন্ত্রণা তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিবে না। গৃহাদি নির্ম্মাণ সময়ে, যজ্ঞোপবীত ধারণে এবং হোমাদি কার্য্যে অশ্বত্থ কাষ্ঠের ব্যবহার দেখা যায়।

ইহার ছাল হইতে দুধের ন্যায় একপ্রকার চট্‌চটে আঠা নির্গত হয়। এই নির্যাসের সহিত অর্দ্ধ পরিমাণে মসিনার তৈল ও রজন-ধুনা মিশাইয়া ৫ মিনিট কাল আগুনে ফুটা-ইলে যে সুদৃঢ় আঠা প্রস্তুত হয়, পাখমারারা সেই আঠা (Bird-lime) ব্যবহার করে। অশ্বত্থ গাছের গোড়ায় ধুনার ন্যায় আঠা জন্মে। উহাতে গালার ন্যায় পত্রাদি আঁটা যায়। স্বর্ণকারেরা অলঙ্কারাদির মধ্যস্থিত ছিদ্র বা ফাঁক ভরাট করিতে ও হস্তিদন্তের দাগ উঠাইতে ইহার ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহার ছাল ও পাতায় চামড়া এবং কখন কখনও তসর, রেশম ও পশমনির্ম্মিত বস্ত্রাদিও রং করা হয়। ইহার শিকড় ফট্‌কিরির সহিত জলে সিদ্ধ করিলে ফিকা লাল রং প্রস্তুত হয়। উহাতে কার্পাস বস্ত্র ছোপাইলে সুন্দর দেখায়।

ছাল হইতে সূতার ন্যায় আঁইস্ বাহির করা হয়। ঐ সূতায় ব্রহ্মবাসিগণ ছাতায় বসাইবার জন্য একপ্রকার সবুজ বর্ণের কাগজ প্রস্তুত করে।

ছাল পুষ্টিকর ও ধারকতাশক্তিসম্পন্ন। প্রমেহ রোগে উহা উপকারী। ফল মৃদু বিরেচক ও পাচক। শুষ্ক ফল উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া জলসংযোগে ১৪ দিন সেবন করিলে হাঁপানি ভাল হয় এবং স্ত্রীলোকের গর্ভ হইবার সম্ভাবনা দেখা যায়। বীজ শীতল ও ধাতুশোধক। কচি পত্র বিরে-চক। প্রদাহজনিত গাত্র-পীড়কায় ছাল বাটিয়া প্রলেপ দিলে শান্তিলাভ হয়। এই ছাল আগুনে পুড়াইয়া জলমধ্যে ডুবাইয়া সেই জল হিক্কা রোগীকে পান করাইলে উপকার দর্শে। শোথযুক্ত ঘায়ে নবোদ্গত পত্র পুড়াইয়া তাহার ভস্ম ক্ষতমুখে চালিয়া দিলে ঘায়ের অবস্থা অনেক পরিবর্ত্তিত হয়। শুষ্ক ছালের গুঁড়া নলের মধ্যে পুরিয়া ফুঁ দিলে নালী-ক্ষতে যাইয়া পৌঁছে। এইরূপ প্রয়োগে ভগন্দর রোগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

হস্তীমহিষাদি এই পাতা ও ডালপালা খায়। সাধারণতঃ এই গাছে লাক্ষাকীট জন্মে। এই কীট ক্রমে গাছটীকে নেড়া করিয়া মুড়াইয়া ফেলে। আসামীরা পোলি নামক রেশম কীট এই বৃক্ষে ছাড়িয়া দিয়া রক্ষা করে। ইহার কাঠ নরম। পুড়াইলে যে ভস্ম হয়, তাহাতে পটাসিয়ম্ বা [illegible]

কম্পাউণ্ড, ফস্ফেট-অব্ আয়রণ, ক্যাল্সিয়াম, ক্যাল্সিয়াম্ কার্বনেট, ম্যাগ্নিসিয়াম্ কার্বনেট, সিলিকা, বালি প্রভৃতি পাওয়া যায়। ইহাতে শরীরগত ধাতুর পুষ্টি হইয়া থাকে। প্রায়সী নিদ্রা (Coma) ও নিদ্রালুতারোগে শিকড় ও বল্কলের নাস ব্যবহার করিলে উপকার পাওয়া যায়। কর্ণশূলে, দন্তবেদনা ও অর্দ্ধাঙ্গক্ষেপরোগে পিপুল ও আদা সহযোগে এক-প্রকার চর্ম্ম-প্রদাহক তৈল মর্দ্দনের ব্যবস্থা চক্রদত্ত লিখিয়া গিয়াছেন। হাকিমী মতে ইহার গুণ—শ্লেষ্মানাশক, প্লীহা ও যকৃতের তেজঃবৃদ্ধিকর, পাচক, কামোদ্দীপক, মূত্রকারক ও রজোনিঃসারক। পক্ষাঘাত, গেঁটেবাত, কটিবাত প্রভৃতি রোগে ফল ও শিকড় বিশেষ উপকারী। পিপ্পলের কজ্জল করিয়া চক্ষে প্রলেপ দিলে রাত্র্যন্ধতা আরোগ্য হয়। বিষাক্ত সরীসৃপের দংশিত স্থানে ইহা বাটিয়া প্রলেপ দিলে জ্বালা উপশমিত হইয়া থাকে। বিবাহোক্ত প্রদেশে প্রসবের পর প্রসূতিকে মধুযোগে অশ্বত্থমূল খাইতে দেয়। ইহাতে জরায়ু-কুসুম শীঘ্র শীঘ্র নির্গত হয়। কোথাও বা ইহা জ্বর ও বেদনার প্রতিবন্ধক বলিয়া প্রসূতিকে খাওয়ান হয়। এ কারণেও অধিক রক্তস্রাব হয় না। সূতিকাবস্থার রমণীর গর্ভ স্বাভাবিক অবস্থায় আনয়নের জন্য দেশীয় ধাত্রীরা অন্যান্য ঔষধের সহিত অশ্বত্থ খাওয়াইয়া থাকে। ডাঃ কাম্প্বেল লিখিয়াছেন, ছোট-নাগপুরে রমণীগণের রজোবিকৃতিহেতু ছর্দ্দিজড়িত রোগে অশ্বত্থমূল ব্যবহৃত হয়। ইহার বীজে একপ্রকার তৈলজ পদার্থ, সর্জরস (ধুনা) ও পিপারিন্ (Piperin) আছে।

বাঙ্গালা, আসাম ও ব্রহ্মে ঝিল ও জলাগাদির তটে আর এক জাতীয় ছোট লতাবৎ পিপুলগাছ (Piper sylvaticum) জন্মে। উহা পাহাড়ী পিপুল নামে পরিচিত। ভারতের স্থানে স্থানে ও ব্রহ্মের অন্তর্বর্ত্তী বনমধ্যে গাছের উপর একপ্রকার পিপ্পল জন্মে। ইহার নাম গজপিপ্পল বা গজপিপুল (Scindapsus officinalis) ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—গজপিপ্পলী, করিপিপ্পলী, কপিবল্লী, কোলবল্লী, শ্রেয়সী, বশীর। ইহার গুণ উত্তেজক, রুচি ও শ্লেষ্মানাশক, বিরেচক। বাতরোগে গজপিপুল বাটিয়া প্রলেপ দিলে শান্তি হয়। মসলাদির সহিত কোথাও কোথাও কাঁচা বা শুষ্ক পিপুল ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

"বনরাজীস্ত পশ্যেমাঃ পিপ্পলানাং মনোরমাঃ।
লোধ্রাণাঞ্চ শুভাঃ পার্থ। গৌতমৌকঃসমীপজাঃ॥"
(ভারত ২।২১।৮)

অশ্বত্থ বৃক্ষ প্রদক্ষিণাদি করিলে অশুভ নিরাকৃত হয় এবং অশেষবিধ মঙ্গল হইয়া থাকে। [বিশেষ বিবরণ অশ্বত্থ দেখ।]
৪ নিরংশুক। ৫ পক্ষিভেদ।

'পিপ্পলং সলিলে বস্ত্রচ্ছেদবিভেদে চ না তরৌ।
নিরংশুকে পক্ষিভেদে কণায়াং পিপ্পলী স্মৃতা॥' (মেদিনী)

৬ রেবতীতে জাত মিত্রের পুত্রবিশেষ।

"রেতঃ সিষিচতুঃ কুম্ভে উর্ব্বশ্যাঃ সন্নিধৌ দ্রুতম্।
রেবত্যাং মিত্র উৎসর্গমরিষ্টং পিপ্পলং ব্যধাৎ॥" (ভাগ° ৬।১৮।৬)

পিপ্পলক (ক্লী) পিপ্পল-স্বার্থে কন্। ১ স্তনবৃন্ত। ২ সীবন-সূত্র। (মেদিনী)

পিপ্পলাদ, একজন অথর্ববেদশাখাপ্রবর্ত্তক ঋষি। স্কন্দ-পুরাণীয় নাগরখণ্ডে ১৭৩ অধ্যায়ে ইহার চরিত বিবৃত হইয়াছে। অথর্ব্বের মধ্যে ইনি পিপ্পলাদসূত্র ও পিপ্পলাদোপনিষৎ প্রচার করেন।

পিপ্পলি (স্ত্রী) বিপূর্ব্বাৎ পৃ-পূর্ত্তৌ, বাহুলকাৎ অলচ্, ততো গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্, হ্রস্বশ্চ। = পিপ্পলী।

পিপ্পলী (স্ত্রী) পিপ্পল-ঙীষ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। বৃক্ষ-বিশেষ। চলিত পিপুল। (Piper longum) হিন্দী—পীপর; মহারাষ্ট্র—পিম্পলী, কলিঙ্গ—পিপ্পলী; তৈলঙ্গ—পিপ্পলিচেট্টু; বম্বে—বনপিপ্পলী; তামিল—পিপিলি। পিপ্পলী, বনপিপ্পলী, গজপিপ্পলী ও সিংহপিপ্পলী নামে চারিপ্রকার পিপ্পলী আছে। সংস্কৃত পর্য্যায়—কৃষ্ণা, উপকুল্যা, বৈদেহী, মাগধী, চপলা, কণা, উষণা, শৌণ্ডী, কোলা, উষণা, পিপ্পলি, কৃকলা, কটুবীজা, কোরঙ্গী, তিক্ততণ্ডুলা, শ্যামা, দন্তফলা, মগধোদ্ভবা। ইহার গুণ জ্বরনাশক, বৃষ্য, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, কটু, তিক্ত, দীপন, বায়ু, শ্বাস, কাশ, শ্লেষ্মা ও ক্ষয়নাশক। (রাজনি°) স্বাদুপাক, রসায়ন, লঘু, পিত্তল ও রেচন; কুষ্ঠ, প্রমেহ, গুল্ম, অর্শ, প্লীহা, প্লীহাশূল ও আমনাশক। আর্দ্রকযুক্ত পিপ্পলীর গুণ কফপ্রদ, স্নিগ্ধ, শীতল, মধুর, গুরু ও পিত্তনাশক। রাজবল্লভের মতে—কফনাশক। মধুযুক্ত পিপ্পলীর গুণ—মেদ, কফ, শ্বাস, কাস, ও জ্বরনাশক, বলকর, মেধা ও অগ্নিবর্দ্ধক। গুড়পিপ্পলীর গুণ—জীর্ণজ্বর ও অগ্নিমান্দ্যে প্রশস্ত। কাস, অজীর্ণ, অরুচি, শ্বাস, হৃদয়, পাণ্ডু ও কৃমিনাশক। বৈদ্যকদিগের মতে গুড়পিপ্পলীতে দ্বিগুণ পিপ্পলীচূর্ণ এবং এক ভাগ গুড় মিশ্রিত করিতে হয়। (ভাবপ্রকাশ) [পিপুল দেখ।]

২ খরাবরপর্ব্বত হইতে নির্গত নদীভেদ।

"তমসা পিপ্পলী শ্যেনী তথা চিত্রোৎপলাদি চ।" (মৎস্যপু° ১১৪।২৫)

৩ পঞ্জাব প্রদেশের অম্বালা জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। ভূ-পরিমাণ ৭৭৫ বর্গমাইল। ইহার মধ্যে ৪৯৫টী গ্রাম ও নগর আছে। বৃষ্টি ও সরস্বতী নদীর বন্যার উপর এখানকার চাষবাস নির্ভর করে।

৪ (পিপ্লি) বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন বন্দর।

সুবর্ণরেখা নদীর সমুদ্রসঙ্গম-স্থলে অবস্থিত। অক্ষা° ২১° ৩৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৭°২২´ পূঃ। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দের প্রথমভাগে এখানে পর্ত্তুগীজদিগের বসবাস ছিল; ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে মোগলসম্রাটের ফরমাণ অনুসারে ইংরাজ বণিকগণ সর্ব্বপ্রথমে উড়িষ্যার উপকূলে এইস্থানে কুঠি স্থাপন করেন। সে সময় ইংরাজের জাহাজ বাঙ্গালায় প্রবেশ করিতে পারিত না। এখানেই খালাস হইত। নদীমুখে বালুকার স্তর জমিয়া জবাট হইয়া নগরকে ধ্বংস করিয়াছে। বর্ত্তমান কাছুয়োগড় গ্রামের সন্নিকটে নদীর দক্ষিণকূল হইতে প্রায় ২ ক্রোশ দূরে একস্থানে কবর ও স্তম্ভাদির কতক চিহ্ন পাওয়া যায়। স্থানীয় লোকেরা বলে, ঐ স্থানে পূর্ব্বে ফিরিঙ্গী ও মোগলদিগের বাস ছিল। সুবর্ণরেখার উত্তরোত্তর গতিপরিবর্ত্তনে যথার্থ স্থান নিরূপণ অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। নদীর প্রবল বন্যায় ঐ কবর ও মন্দিরসমূহ বিধৌত হইয়া গিয়াছে। ১৯শ শতাব্দের প্রথমভাগে ইংরাজ ও পর্ত্তুগীজের যে সকল প্রাচীন কীর্ত্তি লক্ষিত হইত, এখন তাহার কোন নিদর্শন নাই। কেবলমাত্র তৎসন্নিহিত দুইএকটী গ্রাম অদ্যাপি পিপ্‌লি নামে ঘোষিত হইতেছে।

৪ নদীভেদ, শুক্তপাদপর্ব্বত হইতে বিনির্গত হইয়াছে। (বামন ১৩ অঃ)

পিপ্পলীকা (স্ত্রী) অশ্বত্থীবৃক্ষ। (রাজনি°)

পিপ্পলীখণ্ড (পুং) ঔষধবিশেষ। ইহা স্বল্প ও বৃহৎ ভেদে দ্বিবিধ। প্রস্তুত প্রণালী—পিপুলচূর্ণ ৪ পল, ঘৃত ৬ পল, শতমূলীর রস ৮ পল, চিনি ২ সের ও দুগ্ধ ৮ সের এই সকল দ্রব্য যথানিয়মে পাক করিবে। পরে প্রক্ষেপার্থ গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, মুথা, ধনে, শুঁঠ, বংশলোচন, জীরা, কৃষ্ণজীরা, হরীতকী ও আমলকী প্রত্যেকের চূর্ণ দেড়তোলা এবং মরিচ ও খদিরসার প্রত্যেক ৬ মাষা। শীতল হইলে ইহার সহিত ৩ পল মধু মিশ্রিত করিতে হইবে। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে অম্লপিত্ত, শূল, অরুচি, হৃল্লাস, বমি, পিত্তশূল ও অম্লশূল নিবারিত হয় এবং অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

বৃহৎ পিপ্পলীখণ্ড-প্রস্তুত-প্রণালী—পিপুলচূর্ণ অর্দ্ধসের, ঘৃত ১ সের, চিনি ২ সের, শতমূলীর রস ১ সের, আমলকীর রস ২ সের, দুগ্ধ ৮ সের এই সকল দ্রব্য যথানিয়মে পাক করিয়া নিম্নলিখিত দ্রব্যে প্রক্ষেপ দিতে হইবে। প্রক্ষেপার্থ দ্রব্য—গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, হরীতকী, কৃষ্ণজীরা, ধনে, মুথা, বংশলোচন ও আমলকী প্রত্যেকে ২ তোলা, জীরা, কুড়, শুঁঠ ও নাগেশ্বর প্রত্যেক ১ তোলা। পাকসমাপ্তির পর শীতল অবস্থায় জায়ফলচূর্ণ, মরিচচূর্ণ ও মধু প্রত্যেক ৩ পল পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবনে অম্লপিত্ত, হৃল্লাস, অরুচি ও বমি প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয় এবং ইহাতে অগ্নিবৃদ্ধি ও দেহের তৃপ্তি হয়। অম্লপিত্তরোগে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। (ভৈষজ্যরত্না° অম্লপিত্তাধিকার)

পিপ্পলীঘৃত (ক্লী) ঘৃতৌষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—ঘৃত ৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, কল্কার্থ পিপুল ১ সের। যথানিয়মে এই ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত সেবনে যকৃৎ, প্লীহা ও অগ্নিমান্দ্যাদি প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° প্লীহযকৃদধি°)

অন্যবিধ—ঘৃত ৪ সের, পিপুলের কাথ ১৬ সের। কল্কার্থ পিপুল ১ সের। সুশীতল হইলে মধু ১ সের মিশ্রিত করিয়া লইবে। অনুপান দুগ্ধ অর্দ্ধপোয়া। ইহা সেবনে পরিণামশূল নিবারিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° শূলাধি°)

পিপ্পলীদ্বয় (ক্লী) পিপ্পলী ও গজপিপ্পলী এই দ্বিবিধ দ্রব্য।

পিপ্পলীমূল (ক্লী) পিপ্পল্যা মূলমিব মূলং যস্য। স্বনামখ্যাত মূলবিশেষ। পিপুল-মূল। মহারাষ্ট্র—পিপ্পলীমূল; কলিঙ্গ—হিপ্পলিবেরু; তৈলঙ্গ—পিপ্পলীচুণ্ণ। সংস্কৃত পর্য্যায়—গ্রন্থিক, চটিকাশিরঃ, ষড়্গ্রন্থি, মূল, কোলমূল, কটুগ্রন্থি, কটুমূল, কটূষণ, সর্ব্বগ্রন্থি, পত্রাঢ়া, বিরূপ, শোষসম্ভব, সুগন্ধি, গ্রন্থিল, উষণ। ইহার গুণ—দীপন, কটু, পাচন, লঘু, রুক্ষ, পিত্তকর, ভেদক, কফ, বাত, উদর, আনাহ, প্লীহা, গুল্ম, কৃমি, শ্বাস ও ক্ষয়নাশক। উষ্ণ এবং রোচন। (রাজনি°)

পিপ্পলীরসায়ন (ক্লী) মেধাকর রসায়নবিশেষ। পিপ্পলী কিংশুক-ক্ষারে ভাবনা দিয়া পরে ঘৃতে ভাজিতে হইবে। ইহা মধু ও ঘৃত অনুপানে ভোজনের অগ্রে পূর্ব্বাহ্ণে তিনবার করিয়া ভোজন করিলে রসায়ন হয়। (চরক চিকিৎসা° ১ অঃ)

পিপ্পলীবর্দ্ধন (ক্লী) রসায়নবিশেষ। ইহার ক্রম এইরূপ—প্রথম দিন ১০টী পিপুল, দ্বিতীয় দিন ২০টী, তৃতীয় দিন ৩০টী, চতুর্থ দিন ৪০টী, এইরূপে প্রত্যহ দশ দশটী করিয়া বাড়াইয়া দুগ্ধের সহিত ক্রমাগত ১০ দিন সেবন করিয়া ১০ দিনের পর পুনর্ব্বার দশটী করিয়া কমাইয়া আসিবে। পরে আবার বৃদ্ধি করিবে। এইরূপে বৃদ্ধি করিয়া সহস্র পর্য্যন্ত পিপ্পলী সেবন করা যাইতে পারে। এই পিপ্পলী প্রত্যহ দশটী করিয়া বাড়ান প্রধান যোগ, ৬টী করিয়া বৃদ্ধি করা মধ্যম এবং তিনটী করিয়া সেবন করা অধম যোগ। কোন কোন স্থলে ৫টী করিয়া বাড়াইবার নিয়মও দেখা যায়। ইহা সেবন করিলে বল ও আয়ুর্বৃদ্ধি এবং প্লীহোদরাদি ভাল হয়। (ভৈষজ্যরত্না° প্লীহযকৃদধি°)

পিপ্পল্যাদিকষায় (পুং) কষায়ভেদ। এই কষায় বাতজ্বরে হিতকর। (বাভট চিকি° ১ অঃ)

পিপ্পল্যাদিগণ (পুং) সুশ্রুতোক্তগণভেদ। যথা—পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, চই, চিতা, আদা, মরিচ, গজপিপ্পলী, হরেণু, এলাচ,

বনযমানী, ইন্দ্রযব, আকনাদি, জীরা, সর্ষপ, মহানিম্ব, হিঙ্গু, ভার্গী, মধুর, অতিবিষা, বচ, বিড়ঙ্গ ও কটুকী এই সকল দ্রব্য পিপ্পল্যাদিগণ। ইহা কফ, প্রতিশ্যায়, বায়ু ও অরুচিনাশক, অগ্নিদীপ্তিকর, গুল্ম ও শূলঘ্ন এবং আম পরিপাচক। (সুশ্রুত সূত্রস্থান ৩৮ অঃ)

পিপ্পলাদ্যচূর্ণ (ক্লী) চূর্ণৌষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—পিপুল, ত্রিফলা, দেবদারু, শুঁঠ ও পুনর্ণবা প্রত্যেকে একপল, বিড়ঙ্গচূর্ণ ১২ পল, এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দন করিয়া লইলে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়। ইহার মাত্রা দুই তোলা। কাঁজির সহিত ইহা সেবনীয়। এই ঔষধ সেবনকালীন পথ্যাপথ্যের কোন নিয়ম নাই। এই ঔষধ সেবনে শ্লীপদ ও বাতরোগ প্রভৃতি প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° শ্লীপদাধিকার)

পিপ্পল্যাদ্যতৈল (ক্লী) তৈলৌষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—তিল তৈল ৪ সের, দুগ্ধ ৮ সের, কল্কার্থ পিপুল, যষ্টিমধু, বেলশুঁঠ, শুল্‌ফা, মদনফল, বচ, কুড়, শটী, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), চিতামূল ও দেবদারু এই সকল দ্রব্য মিলিত এক সের। তৈলপাকের নিয়মানুসারে এই তৈল প্রস্তুত করিবে।

এই তৈলের পিচকারী দিলে অর্শ ও আনাহ প্রভৃতি রোগে পীড়া প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° অর্শোঽধিকার)

পিপ্পল্যাদ্যলৌহ (ক্লী) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—পিপ্পলী, আমলকী, দ্রাক্ষা, কুলবীজের শস্য, মধু, চিনি, বিড়ঙ্গ, কুড় ইত্যাদি। ইহাদিগের প্রত্যেকের চূর্ণ এক তোলা, লৌহ ৮ তোলা, এই সকল দ্রব্য জলের সহিত মাড়িয়া ৫ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। দোষ বিবেচনা করিয়া অনুপান বিশেষে সেবন করাইলে হিক্কা এবং মহাশ্বাস আরোগ্য হয়। হিক্কারোগের ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। (ভৈষজ্যরত্না° হিক্কাশ্বাসাধিকার)

পিপ্পল্যাদ্যাসব (পুং) আসব ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—পিপুল, মরিচ, চই, হরিদ্রা, চিতামূল, মুথা, বিড়ঙ্গ, সুপারি, লোধ, আকনাদি, আমলা, এলবালুক, বেণার মূল, রক্তচন্দন, কুড়, লবঙ্গ, তগরপাদুকা, জটামাংসী, গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র, প্রিয়ঙ্গু ও নাগেশ্বর, প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা, জল ১২৮ সের, গুড় ৩৭।৷০ সের, ধাইফুল ও দশমূলদ্রাক্ষা ৬০ পল এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া মৃত্তিকাপাত্রে এক মাস রাখিয়া দিতে হইবে। পরে উহার দ্রবাংশ ছাকিয়া লইবে। এইরূপ নিয়মে এই আসব প্রস্তুত হয়। অগ্নির বল বিবেচনা করিয়া মাত্রা স্থির করিতে হইবে। এই আসব সেবনে ক্ষয়, গুল্মোদর, কাশ, গ্রহণী, পাণ্ডু প্রভৃতি রোগ ভাল হয়। গ্রহণী রোগে এই আসব বিশেষ উপকারী।

পিপ্লিকা (স্ত্রী) মক্ষিকা। (হেমচ°)

পিপ্রীক (পুং) পক্ষিভেদ।

"শিখি-শ্রীকণ্ঠ-পিপ্রীক-কঙ্ক-শ্যেনাঙ্ক দক্ষিণাঃ॥" (বৃহৎস° ৮৬।৩৮)

শিখী, শ্রীকণ্ঠ, পিপ্রীক ও কঙ্ক প্রভৃতি দক্ষিণে শুভ।

পিপ্রীষা (স্ত্রী) পিপ্রীষ-টাপ্। প্রীতিকামনা, প্রীতীচ্ছা।

"প্রিয়প্রীষয়া নৃপতেরোষ্ঠমর্ণম্মৃষ্টিঃ

বিন্দুভিঃ প্রতিজননাসি পত্রপাত্রেঃ॥" (বৃহৎস° ১৯।১০)

পিপ্রীষু (ত্রি) পিপ্রীষ সনন্তাৎ উ। প্রীতিকামনা করিতে ইচ্ছুক, প্রীত্যভিলাষী।

পিপ্রু (পুং) অসুরভেদ। "স্ব পিপ্রোর্নৃমণঃ প্রারুজঃ পুরঃ" (ঋক্ ১।৫১।৫) "পিপ্রোঃ পুরুবিভুরেতন্নামোঽসুরস্য" (সায়ণ)

পিপ্লিয়ামঙ্গর, মধ্যভারতের ভূপাল এজেন্সীর অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। এখানকার রাজবংশীয়েরা ঠাকুর উপাধি-মণ্ডিত। মালবপ্রদেশে সুবন্দোবস্ত স্থাপিত হইলে পিণ্ডারিদস্যু চিতুর ভ্রাতা রাজন খাঁ মাসহারা স্বরূপ এই স্থানের অধিকার পান। শেষজীবন তিনি মিত্রভাবে অতিবাহিত করায়, ইংরাজরাজ বিশেষ বদান্যতা দেখাইয়া এই সম্পত্তি, এবং জারিয়া ভিল, জারিয়া ও কাজুরি প্রদেশ তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেন।

পিপ্লু (পুং) অপি প্লবতে দেহোপরি ইতি অপি-প্লু-ডু অপের-লোপঃ। জড়ুল, জতুমণি। (অমর)

পিব্দন (ত্রি) অপি-শব্দে লুট্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ অব্যক্তরূপে শব্দায়মান। ২ পীড়িত রক্ষঃ। (ঋক্ ৯।১৫।৫)

পিব্দমান (ত্রি) অপি-শব্দে শানচ্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ অব্যক্ত শব্দায়মান।

পিম্পরি (পিম্প্রি) খান্দেশ জেলার দাঙ্গ প্রদেশের অন্তর্গত একটী ভীলরাজ্য। [দাঙ্গ দেখ।]

পিম্পলগাঁওরাজ, বেরার রাজ্যের বুলদানা জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২০° ৪৩´ উ° এবং দ্রাঘি° ৭° ৩০´ পূঃ। পীরতসিংহ নামক জনৈক আহীর-রাজ কর্তৃক এই নগর ৮০০ বৎসর পূর্ব্বে মরাগঙ্গানদীতটে স্থাপিত। বিগত শতাব্দের শেষভাগে দস্যুর উপদ্রবে নগরটী ক্রমশঃই শ্রীহীন হইয়া পড়ে, অবশেষে ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে মহাদজী সিন্ধিয়া গুলাম কাদের বেগকে পরাজ করিয়া পুণা অভিমুখে গমনকালে এই নগর হইতে চৌথ আদায় করেন। ইহাতে নগরের পূর্ব্বসমৃদ্ধি একবারে বিনষ্ট হয়। এখানে পর্ব্বতবক্ষে একটী দেবমন্দির আছে। ১৬১৯ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত পণ্ডিত গণেশদেবাধ্যায় এখানে বর্তমান ছিলেন। তাঁহার রচিত পুস্তকাদি এখনও পঠিত ও রক্ষিত হইতেছে।

পিম্পলনের, বোম্বাই প্রদেশের খান্দেশ জেলার একটী উপ-

বিভাগ, সহ্যাদ্রির উপর ও নিম্নতলে অবস্থিত। ভূ-পরিমাণ ১৩৩৯ বর্গমাইল। এখানে সর্ব্বসমেত ২৩৬ খানি গ্রাম আছে।

২ উক্ত উপবিভাগের সদর ও প্রধান নগর। এখানে তৃণ হইতে যে তৈল প্রস্তুত হয়, তাহা বিক্রয়ার্থ সুরাতে প্রেরিত হইয়া থাকে। একটী প্রাচীন দুর্গ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

পিম্পড়বদ্রুখ, সাতারা জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে নারায়ণ পোবর নামে এক নবম বর্ষীয় কৃষক-বালক বিষাক্ত সর্প ধৃতকরণে বিশেষ পটুতা দেখায় এবং দৈববাক্যে রোগীদিগকে ব্যাধিমুক্ত করায় বোম্বাই, কোলাবা, রত্নগিরি এমন কি সমগ্র দাক্ষিণাত্য প্রদেশে রাষ্ট্র হয় যে ঐ বালক নারায়ণের অবতার। এই ভ্রমাত্মক বিশ্বাসের বশীভূত হইয়া নানাদিক্ হইতে মূর্খ লোক দলে দলে এই নূতন দেবতা-দর্শনে আসিতে লাগিল। ১৮৩০ খৃঃ অব্দে, ছয়মাস কাল জনসাধারণকে মুগ্ধ করিয়া সর্প-দংশনেই বালকের প্রাণ বিয়োগ হয়। দাক্ষিণাত্যবাসীর বিশ্বাস ছিল, সমাধি হইতে ঐ বালক পুনরায় দেহাবলম্বন করিয়া প্রকাশ পাইবে, কিন্তু তাহাদের আশা ফলে নাই। এখনও ঐ সমাধি-মন্দিরে বালক-দেবতার ব্যবহার্য্য ছড়ি, জুতা ও বস্ত্র রক্ষিত আছে। আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ অনেকেই পবিত্র জ্ঞানে তাহার পূজা দিয়া থাকে।

পিম্পলবন্দী, পুণা-জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম।

পিম্পলাদেবী, খান্দেশ জেলার অন্তর্গত ভীলদিগের একটী সামন্ত রাজ্য। [দাঙ্গ দেখ।]

পিয়দসী, সম্রাট্ অশোকের নামান্তর। [প্রিয়দর্শী শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

পিয়াঁজ (পারসী) পলাণ্ডু। [পলাণ্ডু দেখ।]

পিয়াদা (পারসী) পেয়াদা।

পিয়ারা (দেশজ) [পেয়ারা দেখ।]

পিয়ারু (পুং) পী-হিংসায়াং বাহুলকাৎ আরুক্। হিংস্র।

"বৃহস্পতে চয়স ইৎ পিয়ারুং" (ঋক্ ১।১৯০।৫) 'পিয়ারুং হিংসকং, পীয়তের্হিংসাকর্ম্মণ ইদং রূপং তং প্রাণিহিংসকং' (সায়ণ)

পিয়ারী বানো, দিল্লীসম্রাট্ শাহ-জাহানের পুত্র সুজার দ্বিতীয়া পত্নী। তিনি যেমন রূপবতী যেমনি বুদ্ধিমতীও ছিলেন। বাঙ্গালার স্থানে স্থানে বিশেষতঃ চট্টগ্রাম ও আরাকান অঞ্চলে তাঁহার সৌন্দর্য্যের উল্লেখ করিয়া রচিত অনেক গীত আজিও শুনিতে পাওয়া যায়। আরাকানে সুজার মৃত্যু ঘটিলে পিয়ারী প্রস্তরখণ্ডে আপনার মাথা ঠুকিয়া আত্মহত্যা করেন। তাঁহার দুইটী কন্যা এই নিদারুণ সংবাদে বিষপানে আপনাদের জীবলীলা শেষ করিলে, আরাকানরাজ তাঁহার তৃতীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। পিয়ারীর গর্ভে সুজার ঔরসে আরও দুইটী পুত্র সন্তান হইয়াছিল।

পিয়াল (পুং) পীয়তি তর্পয়তীতি পীয়-কালন্ হ্রস্বশ্চ (পীয়ু-কণিভ্যাং কালন্ হ্রস্বঃ সম্প্রসারণঞ্চ। উণ্ ৩।১৭) বৃক্ষবিশেষ, পিয়াশাল। হিন্দী—মিচবের, মহারাষ্ট্র—চারোলী, পঞ্জাবী—চিরোলী, উৎকল—চক্র, তামিল—কাটমরা। সংস্কৃত পর্য্যায়—রাজাদন, সন্নকদ্রু, ধনুষ্পট, রাজাতন, পিয়াল, সন্ন, কদ্রু, ধনু, পট, দ্রুসন্নক, ধম্বপট, পিয়ালক, খরস্কন্ধ, চার, বহুলবল্কল, তাপসেষ্ট। ইহার বীজ চিরৌঞ্জী নামে বিখ্যাত। ইহার গুণ পিত্ত, কফ ও অস্রনাশক। ইহার ফলের গুণ মধুর, স্নিগ্ধ, বৃংহণ, বাত ও পিত্তনাশক; গুরু, দাহজ্বর ও তৃষ্ণাশান্তিকর। ইহার মজ্জাগুণ—মধুর, বৃষ্য, পিত্ত ও বায়ুনাশক, হৃদ্য, অতিদুর্জ্জর, স্নিগ্ধ, বিষ্টম্ভী ও আমবর্দ্ধক। (ভাবপ্র° পূর্ব্বখ°)

ইহার তৈল বিভীতক তৈলবৎ গুণযুক্ত। ইহার নির্যাস উদরাময়নাশক এবং গ্রীবা, মাংস, গ্রন্থি ও শোকে হিতকর।

পিয়ালা (পারসী) পানপাত্র। বাটী, পাত্র।

পিয়ালাবাজ্ (পারসী) মদ্যপায়ী, মাতাল।

পিয়ালাবাজী (পারসী) মাতলামী।

পিয়ালাস্থিজ (পুং) পিয়ালফলমজ্জা, পিয়াল আটীর শস্য।

পিয়ালী, ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটী শাখা নদী। ভাগীরথ-পুরের নিকট বিদ্যাধরী হইতে আসিয়া মাতলায় পড়িয়াছে। বিদ্যাধরীর নিকট ২৮০ হাত চওড়া হইলেও ইহা ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইয়া ৫৩০ হাত প্রস্থে পরিণত হইয়াছে। এই নদীর উপরে সেতু বাঁধিয়া মাতলার রেল চলিয়া গিয়াছে।

পিয়াশাল (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Penteptera tomentosa)

পিয়াস (দেশজ, পিপাসা শব্দের অপভ্রংশ) তৃষ্ণা।

পিরিজ্ (পর্ত্তুগীজ Peres শব্দের অপভ্রংশ) রেকাবী।

পিরিতি (প্রীতি শব্দের অপভ্রংশ) প্রণয়, প্রেম।

পিল, প্রেরণ। চুরাদি উভয়পদী সক সেট্। লট্ পেলয়তি-তে। লোট্ পেলয়তু-তাং। লিট্ পেলয়াঞ্চকার-চক্রে। লুঙ্-অপীপিলৎ-ত।

পিলখুবা, উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশের মিরাট জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২৮° ৪২´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৪২´ পূঃ। মিরাট হইতে ৯॥০ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার অধিবাসিগণ প্রায়ই কার্পাসবস্ত্রবয়নে নিযুক্ত। উক্ত কার্য্য-পরিচালনায় জন্য প্রায় ১০০ তাঁত মজুত আছে। এতদ্ভিন্ন জুতা ও চামড়ার কারবার আছে। সিপাহী বিদ্রোহের পর মজুরী কুঠীর অধ্যক্ষ এই নগর ও ১৩ খানি গ্রাম ক্রয় করেন। এখানে হিন্দুদিগের দুইটী বৃহৎ দেবালয় আছে।

পিলা (দেশজ) প্লীহা।

পিল্পিল (দেশজ) দলে দলে, সারি দিয়া; যথা পিপীলিকা পিল্পিল্ করিয়া আসিতেছে।

পিলসুজ (দেশজ) দীপাধার, পিলুজ।

পিলিন্দবৎস (পুং) শাক্যবুদ্ধের শিষ্যভেদ।

পিলিপ্পিল (ত্রি) চিক্কণ। "অবিয়াসীৎ পিলিপ্পিলা রাত্রিয়াসীৎ" (শুক্লযজুঃ ২৩।১২) 'পিলিপ্পিলা চিক্কণা ভবতি' (বেদদীপ)

পিলিভিৎ, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের ছোটলাটের অধীন রোহিলখণ্ডবিভাগের অন্তর্গত একটী জেলা। অক্ষা° ২৮° হইতে ২৮° ৫´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ৪১´ হইতে ৮০° ৩´ পূঃ। ভূপরিমাণ ১৩৭১০৬ বর্গমাইল। ইহার উত্তরে তরাই প্রদেশ, পূর্ব্বে নেপালরাজ্য ও শাহজহানপুর, দক্ষিণে শাহজহানপুর ও পশ্চিমে বরেলী জেলা। তরাই প্রদেশের কতকাংশ এখানে আসিয়াছে। জেলার সর্ব্বত্র প্রায়ই সমতল, ইহার মধ্য দিয়া অসংখ্য পার্ব্বতীয় জলস্রোত প্রবাহিত দেখা যায়। জেলার দক্ষিণাংশ বনাকীর্ণ, স্থানে স্থানে আম্রকানন ও নানা ফল বৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হয়। এখানে সর্দা (সারদা) ও দেওহা (দেববহা) নামে দুইটী প্রধান নদী আছে। কুমাউনগিরিমালার মধ্য দিয়া ১৫০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বর্ম্মদেও নামক সমতল ক্ষেত্রে পড়িয়াছে; এখান হইতে প্রায় ১০ মাইল পথ যাইয়া বনবাসের প্রাচীন দুর্গের নিকট দুইটী শাখায় বিভক্ত হইয়া পুনরায় ১৪ মাইল গিয়া পরে পরস্পরে মিলিত হইয়াছে। এই মধ্যবর্ত্তী স্থানটী চাঁদনীচৌক নামে অভিহিত, অতঃপর খেরী জেলায় কৌরিয়ালা নদীতে পড়িয়া সরযূ বা ঘর্ঘরা নামে প্রবাহিত হইয়া ছাপরায় গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। দেববহা বা নন্দা কুমাউন্ প্রদেশের ভাবর নামক স্থান হইতে নির্গত হইয়াছে। এই নদীর উপরে পিলিভিৎ নগর অবস্থিত। এই জেলা অতিক্রম করিয়া দেববহা হর্দোই জেলায় রামগঙ্গার সহিত মিলিত হইয়া গড়া নাম ধারণ করিয়াছে। কৈলাস, অবসর, লোহিয় ও খক্রা নামে এই জেলায় ইহার কয়টী শাখা আছে। দেওহা নদীতটে বৃষ্টির পর পর্ব্বত ধুইয়া চুণের পলি পড়ে। উহা পিলিভিৎ, বরেলী ও শাহজহানপুরে প্রচুর পরিমাণে বিক্রীত হয়।

পিলিভিতের পূর্ব্বতন ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। রোহিলা-আফগানদিগের আধিপত্যের পূর্ব্বে এখানে আহীর, বঞ্জরা এবং বাছল ও কাঠেরিয়া রাজপুতগণ ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের রাজত্বসময়ে যে সকল কীর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে একটী মৃত্তিকাদুর্গের ধ্বংসাবশেষ, বৃহৎ বৃহৎ পুষ্করিণী ও খাল অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। নয় শত বৎসরের প্রাচীন একখানি শিলালিপি আজিও ঐ গৌরবকীর্ত্তি রক্ষা করিতেছে। এখানকার পূর্ব্বতন রাজগণ পুনঃ পুনঃ মুসলমান-আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া নিজ নিজ সিংহাসন মুসলমানকরে অর্পণ করিতে বাধ্য হন। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দে (১৭৪০ খৃঃ অব্দের নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে) রোহিলা-সর্দ্দার হাফিজ রহমৎ খান্ পিলিভিৎ অধিকার করেন এবং তাঁহার সময় হইতেই এই নগর সৌধমালায় বিভূষিত হইয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইল।

১৭৫৪ খৃঃ অব্দে, রহমৎ খাঁর পূর্ণাধিপত্য সময়ে পিলিভিৎ নগর রোহিলখণ্ডের রাজধানী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে। হাফিজ খাঁ এই নগর প্রথমে মৃত্তিকা ও পরে ইষ্টকপ্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত করেন। আজিও উত্তরপূর্ব্বাংশে প্রাচীন পরিখার ধ্বংসাবশেষ লক্ষিত হয়। এতদ্ব্যতীত দিল্লীর জুমা মস্জিদের অনুকরণে তিনি জুমা মস্জিদ ও 'হম্মাম্' নামে একটী সাধারণ স্নানাগার স্থাপন করিয়া যান, এখনও এই দুইটী কীর্ত্তি রক্ষিত আছে এবং তদ্দর্শন মানসে এখনও বহুলোক আসিয়া থাকে।

১৭৭৪ খৃঃ অঃ, অযোধ্যার নবাব-উজীর সুজাউদ্দৌলার সহিত রোহিলাদিগের মিরণকা-কাট্‌রার যুদ্ধে হাফিজ রহমতের মৃত্যু ঘটে। এই সময় হইতেই উক্ত প্রদেশ নবাবের অধিকারভুক্ত হয়, অতঃপর হাফিজের পুত্র হুরমৎ খাঁ ২০ হাজার লোক লইয়া বিদ্রোহী হন। রাজা গুরুদাস সসৈন্যে যাইয়া তাঁহাকে পরাস্ত করেন।

১৮০১ খৃষ্টাব্দে নবাব উপঢৌকন স্বরূপ উক্ত প্রদেশ ইংরাজ করে সমর্পণ করেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে এই নগর উক্ত তহসীলের সদর ও উত্তর বরেলী বিভাগের প্রধান নগর বলিয়া বিঘোষিত হয়। ১৮৪২ খৃঃ অব্দে পুনরায় পিলিভিৎ নগর বরেলী জেলার মহকুমা-রূপে গণ্য হইল।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় এখানকার মুসলমান ও নিম্নশ্রেণীর লোকেরা উত্তেজিত হইয়া তহসীল লুট করে। এই কারণে তথাকার মাজিষ্ট্রেট কার্মাইকেল সাহেব ভদ্র অধিবাসিবৃন্দের প্রতি দোষারোপ করায়, তাহারাও বিবাদী হইয়া উঠে, ক্রমেই নগর মধ্যে রক্তপাত ও অনাচার প্রভৃতি বীভৎস ব্যাপার সংঘটিত হইতে থাকে। কার্মাইকেল সাহেব উপায়ান্তর না দেখিয়া নৈনিতালে পলায়ন করিলেন। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে বিদ্রোহ-শান্তি ও ইংরাজাধিকার পুনঃ স্থাপনের পূর্ব্বে পিলিভিৎ উপবিভাগ পরস্পর বিরোধী জমিদারগণের ক্রীড়াস্থল হইয়াছিল। অযথা করসংগ্রহ ও লুণ্ঠন তাঁহাদের একমাত্র কর্ম্ম ছিল। এই সময়ে বিষম গোলযোগ দেখিয়া নগরবাসিগণ হাফিজ রহমতের

পৌত্র বিদ্রোহী নবাব খাঁ বাহাদুর খাঁর অবনতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। ইংরাজ-শাসন পুনঃস্থাপনের পর ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে হিন্দু ও মুসলমানে একটী দাঙ্গা হয়, তাহাতে ইংরাজরাজকে বন্দুক চালাইতে হইয়াছিল। ১৮৭৯ খৃঃ অব্দের পর হইতে ইহা স্বতন্ত্র জেলা রূপে গণ্য হয়।

আদম সুমারি হইতে জানা যায় যে, ১৮৭৮-৭৯ খৃষ্টাব্দের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের পর এখানকার লোকসংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে। ভূ-পরিমাণ ১৩৭১·৬ বর্গ মাইল। এই জেলায় সর্ব্বসমেত ১০৫৩ গ্রাম ও নগর। তন্মধ্যে পিলিভিৎ, বিসলপুর, নিওরিয়া প্রভৃতি নগরই প্রধান। নানাজাতি অধিবাসীর মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। চাষবাসেও এখানে বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি লক্ষিত হয়। ইক্ষুর চাষ ও চিনি প্রস্তুত এখানকার প্রধান ব্যবসা। এতদ্ব্যতীত চাউল, সোহাগা, গরম-মসলা, চিনি, চকোরকাষ্ঠ, চর্ম্ম, গোমেষাদি, গঁদ, রজন, ধুনা, নানাপ্রকার শস্য, লবণ, বস্ত্র, পিত্তলপাত্র ও লৌহনির্ম্মিত দ্রব্যাদির আমদানী ও রপ্তানী হয়। দেববহা ও সারদার বন্যায় এখানে সময় সময় গোমেষাদি অথবা শস্যাদি প্লাবিত হইয়া প্রজাবর্গকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত করে। বাণিজ্যের সুবিধার জন্য নগরের চারিদিক্ দিয়া বিভিন্ন জেলায় রাস্তা আছে। আরও আউধ-রোহিলখণ্ডের রেলপথ বরেলি হইয়া পিলিভিৎ নগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। বালকবালিকাদিগের বিদ্যাশিক্ষার্থ এখানে মাননীয় কালেক্টর রবার্ট ড্রমণ্ডের নামে একটী বিদ্যালয় স্থাপিত আছে। এই স্থানের সাধারণ স্বাস্থ্য নিতান্ত মন্দ নহে। সকল সময়েই জ্বরের প্রাদুর্ভাব আছে, কিন্তু তথাপি জেলাটী স্বাস্থ্যকর ও অধিবাসিবৃন্দ বেশ হৃষ্টপুষ্ট। শীতের প্রারম্ভে অর্থাৎ অগ্রহায়ণ বা পৌষে প্রথম কুয়াশা আরম্ভ হইলে জ্বরজাড়ী পলাইয়া যায়। বাস্তবিক পক্ষে শীতের বাতাসে জ্বরের প্রাবল্য অনেক কমিয়া আইসে।

২ উক্ত জেলার উত্তরপশ্চিম তহসীল। ভূপরিমাণ ৩৭২ বর্গ-মাইল।

৩ উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের উক্ত জেলার প্রধান সহর। এই নগর মিউনিসিপালিটীর অধীন থাকায় বিচার-বিভাগের সদর বলিয়া গণ্য। অক্ষা° ২৮°৩৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯°৫০´৫০″ পূঃ। নগরের ইতিহাস ও প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহের বিষয় যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্রসিংহের গর্জ্জনে যখন দিল্লীর সিংহাসনও কম্পমান, ঠিক সেই সময়ে এই স্থান কিছুকালের জন্য মরাঠারাজের অবনতি স্বীকার করে। এখানে দুইটী বাজার আছে, তন্মধ্যে ড্রমণগঞ্জের হাটই প্রধান। নেপাল, কুমাউন প্রভৃতি পার্ব্বত্য দেশ হইতে এখানে বাণিজ্যার্থ পশম, মোম, মধু, সোহাগা, চাউল, কালমরিচ প্রভৃতি দ্রব্য আমদানী হয়। সারদার অপর তীরবর্ত্তী তরাই-প্রদেশ হইতে এখানে কাষ্ঠ আমদানী হইত, কিন্তু কালে উহা নেপালরাজের অধিকারভুক্ত হওয়ায় কাঠের আমদানী বন্ধ হইয়াছে এবং নৌকা-নির্ম্মাণ-ব্যবসা একবারে হ্রাস হইয়া গিয়াছে। খদির বৃক্ষের নির্যাস (খদির), শণদড়ি, পিতলের বাসন ও ইক্ষুর গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত করিয়া দেশবাসিগণ অল্পে অল্পে বাণিজ্যের বিস্তার করিতেছে।' নগরের পশ্চিমাংশই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এখানে রোহিলা-সর্দার হাফিজের রাজপ্রাসাদ, তৎকৃত জমা-মসজিদ, 'হমাম্' ও রাজকর্ম্মপরিচালনোপযোগী বাটিকাদি বিদ্যমান আছে।

পিলু (পুং) রাগিণীবিশেষ। খাম্বাজাদি মিশ্রণে ইহার উৎপত্তি। প্রাতঃকালে গেয়। [পীলু দেখ।]

পিলুক (পুং) অপি লাতীতি অপি-লা-বাহুলকাৎ ডু, অপের-লোপঃ, ততঃ কন্। পিলুবৃক্ষ। (শব্দর°)

পিলুনী (স্ত্রী) মূর্ব্বা। (রত্নমালা)

পিলুপর্ণী (স্ত্রী) পিলোরিব পাপমস্যাঃ ঙীষ্। মোরটা, মূর্ব্বা।

পিল্ল (পুং) ক্লিন্নে চক্ষুষী যস্যেতি (ইনচ্ পিটচ্চিকচি চ। পা ৫।২।৩৩) ইত্যত্র "ক্লিন্নস্য চিল্পিল্লশ্চাস্য চক্ষুষী' ইতি বার্ত্তিকোক্ত্যা পিল্লাদেশঃ। ক্লেদযুক্ত চক্ষু, ক্লিন্ন নেত্ররোগ বিশেষ।

"তাম্রপাত্রে গুহামূলং সিন্ধূত্থমরিচান্বিতম্।
আরণালেন সংঘৃষ্টমঞ্জনং পিল্লনাশনম্॥" (বৈদ্যক চক্রপাণি)

তাম্রপাত্রে গুহামূল (চাকুলে), সিন্ধূত্থ ও মরিচযুক্ত আরণাল ঘর্ষণ করিবে, এইরূপে প্রস্তুত অঞ্জন চক্ষুতে দিলে পিল্লরোগ প্রশমিত হয়। (ত্রি) ২ তদ্‌যুক্ত, পিল্লরোগযুক্ত।

পিল্লকা (স্ত্রী) পিল্লেন ক্লেদযুক্ত-চক্ষুষা কায়তীতি কৈ-ক-টাপ্। হস্তিনী। (শব্দমালা)

পিল্ব, সেচন। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্, ইদিৎ। লট্ পিন্বতি। লোট্ পিন্বতু। লিট্ পিপিন্ব। লুঙ্ অপিন্বীৎ। কর্ম্মবাচ্য লট্ পিন্ব্যতে।

পিশ, অবয়ব, অঙ্গসমূহের অংশ। ২ দীপ্তি। তুদাদি ও মুচাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ পিংশতি। লোট্ পিংশতু। লিট্ পিপেশ। লুঙ্ অপেশীৎ। "ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু" (ঋক্ ১০।১৮৪।১) 'পিংশতু অবয়বীকরোতু। পিশ অবয়বে মুচাদিত্বাৎ নুম্।' (সায়ণ)

পিশ (ত্রি) পিশ-ক। ১ পাপনির্ম্মুক্ত। (স্ত্রী) ২ বহুরূপ। (পুং) ৩ রুরু নাম। "প্রচেতসঃ পিশাইব সুপিশো" (ঋক্ ১।৬৪।৮) 'পিশাইব পিশইতি রুরুনাম' (সায়ণ)

পিশঙ্গ (পুং) পিংশতীতি পিশ (বিড়াদিভ্যঃ কিৎ। উণ্ ১।১২০)

ইতি সূত্রেণ অঙ্গচ্ স চ কিৎ। ১ পিঙ্গলবর্ণ। পদ্মধূলিতুল্য বর্ণ। (ত্রি) ২ পিঙ্গলবর্ণযুক্ত।

"পিশঙ্গমৌঞ্জীযুজমর্জ্জুনচ্ছবিং বসানমেণাজিনমঞ্জনদ্যুতিম্।"

(মাঘ ১।৬) ৩ নাগভেদ। (ভারত ১।৫৭।১৩।)

৪ মনুভেদ। (লিঙ্গপুরাণ ৭।২৩)

পিশঙ্গক (পুং) পিশঙ্গ-স্বার্থে ক। পিশঙ্গ শব্দার্থ। পিশঙ্গেন কায়তি কৈ-ক। ২ বিষ্ণু। (ব্রহ্মপুরাণ)

পিশঙ্গভৃষ্টি (ত্রি) ভ্রস্জ কর্ম্মণি-ক্তিচ্, পিশঙ্গ ইব ভৃষ্টিঃ সারভূতো যস্য। ঈষদ্রক্তবর্ণ। "পিশঙ্গভৃষ্টি সংভৃণং।" (ঋক্ ১।১৩৩।৫) 'পিশঙ্গভৃষ্টিং ঈষদ্রক্তবর্ণং' (সায়ণ)

পিশঙ্গরাতি (ত্রি) পিশঙ্গঃ বহুরূপো রাতির্ধনং যস্য। বহুধনস্বামী। "যেনঃ পিশঙ্গরাতে অস্তিনঃ।" (ঋক্ ৫।৩১।২)

'পিশঙ্গরাতে বহুরূপধনেন্দ্র' (সায়ণ)

পিশঙ্গরূপ (ত্রি) পিশঙ্গং রূপং যস্য। হিরণ্যরূপ, পীতবর্ণ।

"পিশঙ্গরূপঃ সদনানি গম্যাঃ।" (ঋক্ ১।১৮১।৫)

'পিশঙ্গরূপো হিরণ্যরূপঃ পীতবর্ণো বা' (সায়ণ)

পিশঙ্গসংদৃশ (ত্রি) নানা রূপ। "রয়িং পিশঙ্গসংদৃশং।" (ঋক্ ২।৪১।৯) 'পিশঙ্গসংদৃশং নানারূপং' (সায়ণ)

পিশঙ্গাশ্ব (ত্রি) পিঙ্গলবর্ণ অশ্বযুক্ত।

"পিশঙ্গাশ্বা অরুণাশ্বাঃ।" (ঋক্ ৫।৫৭।৪)

'পিশঙ্গাশ্বাঃ পিঙ্গলবর্ণাশ্বোপেতাঃ' (সায়ণ)

পিশঙ্গিলা (স্ত্রী) পিশং বহুরূপং গিলতীতি গিল-খ-মুমচ। ১ রীতি; পিত্তল। ২ মায়া। "অজারে পিশঙ্গিলা শ্বাবিৎ।"

(শুক্লযজুঃ ২৩।৫৬)

'পিশঙ্গিলা পিশং রূপং গিলতি ভক্ষয়তি পিশঙ্গিলা মায়া।'

(দেবদীপ)

পিশাচ (পুং) পিশিতং মাংসমশ্নাতীতি পিশিত-অশ-অণ্ ততঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ শিতভাগস্য লোপঃ অশভাগস্য শাচাদেশঃ। দেবযোনিবিশেষ। চলিত পিচাশ।

"যক্ষরক্ষঃপিশাচাংশ্চ গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরান্।" (মনু ১।৩৭)

'যক্ষো বৈশ্রবণস্তদনুচরাশ্চ, রক্ষাংসি রাবণাদীনি, পিশাচাস্তেভ্যো অপকৃষ্টা অশুচিমরুদেশনিবাসিনঃ।' (কুল্লূক)

পিশাচগণ যক্ষ ও রাক্ষস হইতে নিকৃষ্ট। ইহারা অতিশয় অশুচি ও মরুদেশনিবাসী। ২ প্রেত।

শুদ্ধিতত্ত্বে লিখিত আছে—অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনে যাহার উদ্দেশে বৃষ উৎসৃষ্ট হয় না এবং তাহার উদ্দেশে যদি শত শত শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হয়, তথাচ তাহাকে পিশাচযোনি প্রাপ্ত হইতে হয়।

"অশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি যস্য নোৎসৃজ্যতে বৃষঃ।

পিশাচত্বং ভবেত্তস্য দত্তৈঃ শ্রাদ্ধশতৈরপি॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

পিশাচগণ অন্তরীক্ষচারী।

পিশাচক (ত্রি) পিশাচঃ তন্নিবারণে কুশলঃ, আকর্ষাদিত্বাৎ কন্। পিশাচ-নিবারণ-কুশল। পিশাচ ইব কায়তি কৈ-ক। ১ পিশাচতুল্য যক্ষ গুহ্যকাদি। ২ পর্ব্বতবিশেষ, এখানে ধনাধিপতি কুবেরের বাস। (লিঙ্গপু° ৪৯।৪৭)

পিশাচকপুর, নগরভেদ। (রাজতর° ৫।৪৬৮)

পিশাচকিন্ (পুং) পিশাচাঃ সন্ত্যস্যেতি (ব্রাতাতীসারাভ্যাং কুকচ। পা ৫।২।১২৯) ইত্যত্র 'পিশাচাচ্চ' ইতি বার্ত্তিকোক্ত্যা ইনিঃ কুক্ চ। কুবের। (হেম)

পিশাচগ্রহ (পুং) ভূতগ্রহবিশেষ। এই গ্রহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে কৃশ, পরুষভাষী, অচিরপ্রলাপী, গাত্রে দুর্গন্ধ, অতিশয় অশুচি, অতি চঞ্চল, বহু ভোজনশীল, বিজনবনান্তরোপসেবী, এবং কখন ভ্রমণ বা কখন রোদন করিতে থাকে।

"উদ্ধস্তঃ কৃশপরুষোঽচিরপ্রলাপী

দুর্গন্ধো ভৃশমশুচিস্তথাতিলোলঃ।

বহ্বাশী বিজনবনান্তরোপসেবী

ব্যাচেষ্টন্ ভ্রমতি রুদন্ পিশাচজুষ্টঃ॥" (মাধব নিদান)

পিশাচঘ্ন (পুং) পিশাচং হন্তি হন-টক্। শ্বেতসর্ষপ। শ্বেত সর্ষপে পিশাচ বিনষ্ট হয়, বলিয়া ইহার এইরূপ নাম।

পিশাচতা (স্ত্রী) পিশাচস্য ভাবঃ তল্, স্ত্রিয়াং টাপ্। পিশাচত্ব, পিশাচের ধর্ম্ম, পিশাচের ভাব।

পিশাচদ্রু (পুং) পিশাচানাং দ্রুঃ, পিশাচপ্রিয়ঃ দ্রুর্ব্বা, নিবিড়ত্বাদন্ধকারত্বাৎ অশুচিস্থান-জাতত্বাচ্চ। শাখোটবৃক্ষ, চলিত শেওড়াগাছ।

পিশাচমোচন (ক্লী) স্কন্দপুরাণোক্ত প্রাচীন তীর্থভেদ। পরাশরনন্দন ব্যাস ঘণ্টাকর্ণ হ্রদসমীপে ব্যাসেশ্বরের পূজা করিয়া এই তীর্থে কপর্দ্দীশ্বর লিঙ্গদর্শনার্থ আগমন করেন। এখানে স্নান, দেবপিতৃতর্পণ ও কপর্দ্দীশ্বর-লিঙ্গ পূজা করিলে রুদ্রলোক লাভ হয়। (সৌরপুরাণ ৬ অঃ)

পিশাচবৃক্ষ (পুং) পিশাচানাং বৃক্ষঃ, পিশাচপ্রিয়ো বৃক্ষো বা। শাখোট বৃক্ষ। (রত্নমালা)

পিশাচসভ (ক্লী) পিশাচানাং সভা, সমাসে ক্লীবত্বং। পিশাচদিগের সভা।

পিশাচালয় (পুং) পিশাচানামালয়ঃ। পিশাচদিগের আলয়।

"খদ্যোতপিশাচালয়-মণিরত্নাদীন্ পরিত্যজ্য।" (বৃহৎসং ১১।৩)

পিশাচি (পুং) পিশাচবিশেষ।

"পিশাচিমিন্দ্রং সংভৃণ।" (ঋক্ ১।১২৩।৫)

'পিশাচিং পিশাচবিশেষং' (সায়ণ)

পিশাচিকা (স্ত্রী) সূক্ষ্ম জটামাংসী।

পিশাচী (স্ত্রী) পিশাচ-ঙীষ্। পিশাচিকা। পিশাচস্ত্রী।
পিশাচবদনদোহস্ত্যস্যা ইতি অচ্, ততো ঙীষ্ তদ্বদ্ গন্ধযুক্তত্বাৎ তথাত্বং। ২ গন্ধমাংসী, জটামাংসী। (রাজনি°)

পিশিক (পুং) দেশবিশেষ। বৃহৎসংহিতার এই দেশের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই দেশ কূর্ম্মবিভাগে ১২, ১৩ ও ১৪ নক্ষত্রে অবস্থিত।
"গণরাজ্যকুরুবেষু পিশিকবর্প্পাদিকুমুমনগাঃ।" (বৃহৎসং ১৪।১৪)

পিশিত (ক্লী) পিংশতি অবয়বীভবতি পিশ-ইতন্, সচ কিৎ বা পিশ্যতে স্মেতি ক্ত। মাংস।
"হাসোহস্থিসন্দর্শনমক্ষিযুগ্মমত্যুজ্জলং তর্জ্জনবজ্জনারাঃ।
কুচাদিপীনং পিশিতং ঘনং তৎ
স্থানং রতেঃ কিং নরকং ন যোষিৎ॥" (মার্কপু° ২৫।১৭)

পিশিতভুজ্ (ত্রি) পিশিত-ভুজ-ক্বিপ্। মাংসাশী, যাহারা মাংস ভোজন করে, পিশিতাশী রাক্ষসাদি।

পিশিতরোহিণী (স্ত্রী) মাংসরোহিণী। (বৈদ্যকনি°)

পিশিতা (স্ত্রী) পিশিতবদাকারোহস্ত্যস্যা ইতি অচ্ টাপ্। জটামাংসী। (মেদিনী)

পিশিতাশন (ত্রি) পিশিতং অশনং যস্য। মাংসভোজী রাক্ষসাদি।

পিশিতাশিন্ (ত্রি) পিশিতং অশ্নাতীতি অশ-ণিনি। শাকুল, মাংসভক্ষক। (হেম)
"সঙ্কীর্ণাচারধর্ম্মেষু প্রতিলোমচরেষু চ।
পিশিতাশিষু চান্ত্যেষু মূঢ়! রাজা ভবিষ্যতি॥" (ভা° ১।৮৪।২৪)

পিশী (স্ত্রী) পিংশতীতি পিশ-ক, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। জটামাংসী।

পিশীল (ক্লী) পিশ-বাহু° ঈল। শরাব, মৃণ্ময়পাত্র।
(শতপথব্রা° ২।৫।৩।৩)

পিশুন (ক্লী) পিংশতীতি পিশ-উনন্, স চ কিৎ। (ক্ষুধিপিশিমিথঃ কিৎ। উণ্ ৩।৫৫) ১ কুঙ্কুম। পর্য্যায়—কুঙ্কুম, ঘুসৃণ, রক্ত, কাশ্মীর, পীতক, সঙ্কোচ, পিশুন, ধীর, বাহ্লীক, শোণিত। (ভাবপ্রকাশ পূর্ব্বখণ্ড) (পুং) ২ কপিবক্ত্র। ৩ নারদ। ৪ কাক। (মেদিনী) ৫ অজধ্বজের পুত্র।
"অজধ্বক্ তনয়ং লেভে পিশুনং নাম নামতঃ।" (মার্ক° পু° ৫১।৬৫)
৬ কৌশিকের পুত্রভেদ। (হরিবংশ ২১।৫।৬)
৭ পরস্পর ভেদশীল। পর্য্যায়—দ্বিজিহ্ব, সূচক, কর্ণেজপ, দুর্জ্জন, দুর্বিধ, বিশ্বকক্র, খল। (জটাধর) অনৌচিত্যপ্রবোধক। (শব্দর°)
"অনুগ্রহেণ ন তথা ব্যথয়তি কটু কূজিতৈর্যথা পিশুনঃ।
রুধিরাদানাদধিকং দুনোতি কর্ণে কণন্ মশকঃ॥" (আর্য্যাস° ৫৭)
৮ ক্রূর। (মেদিনী) ৯ তগর। ১০ কার্পাস। (বৈদ্যকনি°)

পিশুনতা (স্ত্রী) পিশুনস্য ভাবঃ, তল্, স্ত্রিয়াং টাপ্। খলতা, ক্রূরতা, পিশুনের ধর্ম্ম।

পিশুনা (স্ত্রী) পিশুন-টাপ্। পৃক্কা, চলিত পিড়িংশাক।

পিষ্, চূর্ণন। রুধাদি, পরস্মৈ, সক° অনিট্। লট্ পিনষ্টি। লোট্ পিনষ্টু। লিট্ পিপেষ। লুট্ পেষ্টা। লুঙ্ অপিষৎ। পিষ ধাতু লৃদিৎ এই জন্য এই ধাতুর লুঙে অঙ্ প্রত্যয় হইবে।
শুষ, চূর্ণ ও রুক্ষ এই সকল কর্ম্মোপপদ হইলে পিষধাতুর উত্তর ণমুল্ প্রত্যয় হয় এবং পরে যথাবিধি অনুপ্রয়োগ হইয়া থাকে। যথা—"শুষ্কপেষং পিনষ্টি।" (ভট্টি)

পিষীন্, দক্ষিণ আফগানস্থানের একটী জেলা, অক্ষা° ৩০° ১০´ হইতে ৩১° ১৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৬° ১০´ হইতে ৬৭° ৫০´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ৩৭০০ বর্গ মাইল। সমগ্র জেলাটী সমতল এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৫ হাজার ফিট্ উচ্চ। উত্তর ও পূর্ব্বাংশবর্ত্তী উপবিভাগগুলি অপেক্ষাকৃত উচ্চতর। পূর্ব্বদিকস্থ খাজা আম্‌রাণ্ নামক গিরিশৃঙ্গ ৮৮৭৪ ফিট এবং উত্তরের তোবা নামক শৃঙ্গ প্রায় ৮০০০ ফিট উচ্চ। এতদ্ব্যতীত উত্তরে কণ্ড ও দক্ষিণে তকাতু নামক পর্ব্বতদ্বয় সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ১১ হাজার ফিট উচ্চে মস্তক তুলিয়া দণ্ডায়মান আছে। প্রস্তরময় 'দমন' প্রদেশ অতিক্রম করিয়া নদীনালা ও নরম কর্দ্দমযুক্ত সমতল ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িয়াছে। নদীর জলভাগ অপেক্ষা নদীর খাত অনেক বড়। এই পলিঘটিত মৃত্তিকাময় স্থানসমূহ সমধিক উর্ব্বরা, বৃষ্টি বা বরফ পড়িলেই স্থান পিচ্ছিল হইয়া থাকে।

খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দে এই স্থান আহ্মদ শাহ দুরাণীর অধিকারভুক্ত ছিল। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে আহ্মদ শাহ ইহার কতকাংশ খিলাতের মীর নাসির খাঁকে অর্পণ করেন। সদোজাই বংশের অধঃপতনের পর পৈণ্ডা খাঁ বরক্‌জাইর পুত্রগণের মধ্যে রাজ্যবিভক্ত হইয়া পড়ে। এই সময় পিষীন্ প্রদেশ কান্দাহারের সর্দারদিগের অধিকারে আইসে। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে কোয়েটা নগর ইংরাজের অধিকারভুক্ত হইলে কাবুলের আমীর নিজ সত্ব নষ্ট ভয়ে বিশেষ আন্দোলন করেন। কিন্তু তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াও এই প্রদেশ দিয়া ইংরাজ-সৈন্যের কোয়েটা গমন রোধ করিতে পারিলেন না। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে বৃটীশ-সৈন্য পিষীন্ অধিকার করে। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে, ২৫এ মে, গণ্ডামকের সন্ধি সর্ত্তে এই প্রদেশ ইংরাজের করতলগত হয়। ইংরাজ-শাসনাধীনে আসিয়া অবধি, এস্থানে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটে নাই। একমাত্র ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে কান্দাহার-নগরে য়াকুব খাঁ কর্ত্তৃক ইংরাজসৈন্য অবরুদ্ধ হইলে, খাজা-আম্রান্-পর্ব্বতবাসী আচকজাই জাতীয়েরা ইংরাজ বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। পরে

উক্ত য়াকুব খাঁর পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিগেডিয়ার জেনারল বেকার কর্ত্তৃক এই বিদ্রোহ শান্তি হইয়াছিল।

এই প্রদেশে আচকজাই, তরিন্, সৈয়দ ও কাকর জাতিই প্রধান। আচকজাই জাতি দুরাণী শ্রেণীভুক্ত ও বরকজাই-শাখাসম্ভূত। তরিন্‌গণ উক্ত জাতির তোর শাখাভুক্ত। সৈয়দ ও কাকর জাতি বাণিজ্য ও কৃষিজীবি। দেশীয় ব্যবহার্য্য লবণ ভিন্ন এখানে বাণিজ্যার্থ কোন দ্রব্যই প্রস্তুত হয় না। কাকর, আচকজাই ও তরিন্‌গণ প্রায়ই কার্য্যোপলক্ষে ভারতে আসিয়া থাকে। সৈয়দদিগের মধ্যে অশ্ববিক্রয়ের ব্যবসাই প্রধান। গবর্ণর জেনারলের বেলুচিস্থানের এজেন্টের অধীনস্থ একজন পলিটিকাল এজেন্ট কর্ত্তৃক এই জেলা শাসিত। পিষীন্ নগরের নারা-বাজারে এজেন্টের আবাস। এখানে সেনানিবাস, তৎসংক্রান্ত রাজকোষ ও তহ্সীলদারী কাছারী প্রভৃতি আছে। অধিবাসিবৃন্দের মধ্যে আচকজাই ও সৈয়দেরা কোন খাজনা দেয় না। গ্রীষ্ম ঋতুতে কি য়ুরোপীয়, কি এ দেশীয় উভয়ের মধ্যেই প্রায় উদরাময়, অজীর্ণ ও যকৃতের বিকৃতি প্রভৃতি রোগ জন্মে। শীতকালে সাধারণতঃ ফুস্‌ফুসের প্রদাহ এবং যক্ষ্মাদি ফুস্‌ফুসজ রোগ দেশীয় লোকের মারাত্মক। ইংলণ্ডের ন্যায় এখানেও চারি ঋতু বর্ত্তমান, কিন্তু গ্রীষ্মের সামান্য উত্তাপ হইতে দারুণ শীতের প্রাবল্যহেতু সহজেই কঠিন রোগের উৎপত্তি হয়।

পিষ্ট (ক্লী) পিষ্যতে স্মেতি পিষ-ক্ত। সীসক। (রত্নমালা) ২ পিষ্টক, পিঠা।

"অন্নাদষ্টগুণং পিষ্টং পিষ্টাদষ্টগুণং পয়ঃ।
পয়সোঽষ্টগুণং মাংসং মাংসাদষ্টগুণং ঘৃতম্।
ঘৃতাদষ্টগুণং তৈলং মর্দ্দনাৎ ন চ ভক্ষণাৎ॥" (রাজবল্লভ)

অন্ন হইতে পিষ্টক অষ্টগুণ ফলপ্রদ, এইরূপ পিষ্ট হইতে দুগ্ধ, দুগ্ধ হইতে মাংস ও মাংস হইতে ঘৃত অষ্টগুণ অধিক-গুণযুক্ত। তৈল মর্দ্দিত হইলে ঘৃত হইতেও অষ্টগুণ অধিক ফলপ্রদ হইয়া থাকে। (ত্রি) ২ চূর্ণীকৃত।

"কৃত্বা তাংশ্চণকান্ পিষ্টান্ গৃহীত্বা জলকুম্ভিকাম্।"
(কথাসরিৎ° ৬৪১)

পিষ্টক (ক্লী) পিষ্টমিব প্রতিকৃতিঃ, ইবার্থে কন্। ১ তিল-চূর্ণ, তিলকুটা। (রাজনি°) (পুং) পিষ্টানাং বিকারঃ। (সংজ্ঞায়াং। পা ৪।৩।১৪৬) ইতি কন্। পিষ্ট তণ্ডুলাদির বিকার, চলিত পিঠা। পর্য্যায় পূপ, আপূপ, অপূপ, পিষ্ট। (শব্দর°) পিষ্টক বহুবিধ। রাজবল্লভের মতে পিষ্টকের গুণ প্রাণকর, রুক্ষ, বিদাহী, গুরু, দুর্জ্জর। শালিদারা যে পিষ্টক প্রস্তুত হয়, তাহা কফ ও পিত্তনাশক। ডাইলের পিষ্টক গুরু, বিষ্টম্ভী ও বায়ুবর্দ্ধক। সগুড় তিলপিষ্টক বলকর, গুড়, বৃংহণ ও হৃদ্য। গোধূমপিষ্টক গুরু, তর্পণ, হৃদ্য ও বলবর্দ্ধক। ক্ষীর, ঘৃত ও নারিকেল দ্বারা প্রস্তুত পিষ্টক কফকারক, রক্ত ও মাংসবর্দ্ধক, রক্তপিত্তনাশক, হৃদ্য, স্বাদু, পিত্তনাশক ও অগ্নিপ্রদ। (রাজব°) এদেশে নানাবিধ পিষ্টকের প্রচলন আছে।

২ শুক্লগত অক্ষিরোগভেদ। ইহার লক্ষণ—অক্ষিগোলকে জলের ন্যায় শুক্ল গোলাকার বিন্দু জন্মিলে তাহাকে পিষ্টক কহে। (সুশ্রুত উত্তরত° ৪ অঃ)

ভাবপ্রকাশ মতে—কুপিত বায়ু পিত্ত কর্ত্তৃক শুক্লমণ্ডলে পিষ্টতণ্ডুলের ন্যায় শ্বেতবর্ণ অথচ মলিন দর্পণতুল্য স্বচ্ছ ও উন্নত মাংসবৃদ্ধি হইলে তাহাকে পিষ্টকাখ্য নেত্ররোগ কহে।

ইহার চিকিৎসা—পিপুল, শ্বেতমরিচ, সৈন্ধব ও নাগর এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া পেষণ করিয়া মাতুলঙ্গ রসদ্বারা অঞ্জন প্রস্তুত করিয়া চক্ষুতে দিলে পিষ্টকরোগ প্রশমিত হয়।

"বৈদেহী সিতমরিচং সৈন্ধবং নাগরং সমং।
মাতুলঙ্গরসৈঃ পিষ্টমঞ্জনং পিষ্টকাপহম্॥" (বৈদ্যক চক্রপাণি)

৩ শীষক, চলিত শীষ। ৪ অস্থিভঙ্গবিশেষ। (সুশ্রুত) (পুং) ৫ নন্দিবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

পিষ্টপ (পুং ক্লী) বিশন্ত্যত্র সুকৃতিন ইতি (বিটপপিষ্টপ-বিশিপোলপাঃ। উণ্ ৩।১৪৫) ইতি কপ্ প্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সাধুঃ। ভুবন।

"অনড়ুদঃ শ্রিয়াং পুষ্টাং গোদো ব্রধ্নস্য পিষ্টপম্।" (মনু ৪।২৩১)

পিষ্টপচন (ক্লী) পচ্যতেঽত্রেতি পচ আধারে ল্যুট্, পিষ্টস্য পচনম্। পিষ্টপাকপাত্র, চলিত তেলানী। (স্মৃতি) পর্য্যায়—ঋজীষ, ঋচীষ, পিষ্টপাকভৃৎ। (হেম)

পিষ্টপাকভৃৎ (ক্লী) পিষ্টপাকং কৃশত্তিহিতো ভাবঃ দ্রবাবৎ প্রকাশতে ইতি স্থানাৎ পক্ব্যমানপিষ্টং বিভর্ত্তি ভৃ-কিপ্ তুক্ চ। পিষ্টপাকপাত্র। (হেম)

পিষ্টপিণ্ড (পুং) পুরোডাশ, পিষ্টক।

পিষ্টপুর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গোদাবরী জেলার অন্তর্গত একটী জমিদারী ও তাহার প্রধান নগর। কাকনাড়া হইতে ৬ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। ইহার বর্ত্তমান নাম পিষ্টপুরম্। অক্ষা° ১৭° ৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২° ১৮´ পূঃ। এই নগর বহু প্রাচীন। ইহার ধ্বংসাবশেষ মধ্যে তাহার নিদর্শন রহিয়াছে। মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের আলাহাবাদের স্তম্ভলিপিপাঠে জানা যায় যে তিনি দক্ষিণাপথ-ভ্রমণকালে পিষ্টপুররাজ-মহেন্দ্রকে পরাজিত করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব চালুক্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা কুব্জবিষ্ণু-বর্দ্ধনের ভ্রাতা রাজা সত্যাশ্রয়ের রাজত্বকালে ৬৮৪ খৃঃ অব্দে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে পিষ্টপুর দুর্গ-অধিকারের কথা লিখিত

আছে। অতঃপর ৫৫৬ শক-সংবতে এই রাজ্য পশ্চিম চালুক্য-রাজ ২য় পুলকেশির অধিকারভুক্ত হয়। পিষ্টপুরে একটী প্রাচীন দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। স্থানবিশেষে তিনি পিষ্টপুরী বা পিষ্ট-পুরিকা দেবী নামে খ্যাত ছিলেন। উহহরা হইতে ১৩॥০ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে মানপুর নগরে তাঁহার পীঠ ছিল এবং ঐস্থান সাধারণের পবিত্র তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইত। এখান-কার প্রাচীন সর্ব্বপ্রধান মন্দিরের ধ্বজস্তম্ভে ১১১৩ শকে চোল-রাজ কর্ত্তৃক, ১১০৮ শকে রাজা (বিমলাদিত্যের জামাতা) রাজরাজের সময়ে এবং ১১২৪ শকে উক্ত রাজরাজের সময়ে উৎকীর্ণ তিনখানি প্রাচীন শিলালিপি আছে।

পিষ্টপূর (পুং) পিষ্টৈঃ পূর্য্যতে ইতি পূরি কর্ম্মণি অপ্। ১ বটক, বড়া। (ভূরিপ্রয়োগ) ২ পিষ্টকবিশেষ। পর্য্যায়—ঘৃতপূর, ঘৃতবর, ঘার্ত্তিক। (হেম) ঘৃতদ্বারা ভর্জ্জিত গোধূমকৃত খাদ্যদ্রব্য।

পিষ্টময় (ত্রি) পিষ্টস্য বিকারঃ ময়ট্। পিষ্টবিকার ভস্মাদি। (সিদ্ধান্তকৌ°)

পিষ্টমেহ (পুং) প্রমেহরোগবিশেষ। পিষ্টরসতুল্য প্রস্রাব হইলে তাহাকে পিষ্টমেহ কহে। এই পিষ্টমেহ শ্লেষ্মাজন্য হইয়া থাকে। (সুশ্রুতে নিদানস্থা° ৬ অ°)

হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রাযোগে কষায় সেবন করিলে এই পিষ্টমেহ নিবারিত হয়। (সুশ্রুত চিকিৎসিত° ১১ অ°)

পিষ্টমেহিন্ (পুং) পিষ্টমেব মেহতি মিহ-ণিনি। পিষ্টমেহ-রোগগ্রস্ত, যাহার পিষ্টমেহ রোগ হইয়াছে।

পিষ্টবর্ত্তি (পুং) পিষ্টং বর্ত্তয়তীতি বর্ত্তি-ইন্। মুদ্গ ও মসূরাদি-পিষ্ট। পর্য্যায়—চন্সি। (হেম)

পিষ্টসৌরভ (পুং) পিষ্টেন পেষণেন সৌরভং যস্য। চন্দন, ইহা পেষণ করিলে সুগন্ধ বাহির হয়, এই জন্য ইহার নাম পিষ্টসৌরভ।

পিষ্টযোনি (পুং) খর্পরপোলিকা। (বৈদ্যকনি°)

পিষ্টবৎ (ত্রি) পিষ্ট-মতুপ, মস্য ব। শুক্র। (ভাবপ্র° নেত্র°)

পিষ্টবৈকৃত (ক্লী) পিষ্টস্য বৈকৃতং। পিষ্টান্ন। (বৈদ্যকনি°)

পিষ্টাত (পুং) পিষ্টং অতিত গচ্ছতীতি অত-অণ্। পটবাস-চূর্ণ। (ভরত) বস্ত্রাদি রঞ্জনার্থ একীকৃত গন্ধদ্রব্যচূর্ণ, চলিত আবীর। পর্য্যায়—পটবাসক, ধূলিগুচ্ছক। (ত্রিকাণ্ড) ২ পিটালী।

পিষ্টাতক (পুং) ১ গন্ধচূর্ণ। ২ পিটালী।

পিষ্টিক (ক্লী) পিষ্টমুৎপত্তিকারণত্বেনাস্ত্যস্যেতি ঠন্। তণ্ডুলজ তবক্ষীর, চলিত আছে। (রাজনি°)

পিষ্টিকা (স্ত্রী) পিষ্টং পেষণং সাধনত্বয়া অস্ত্যস্যা ইতি পিষ্টি-ঠন্, ততষ্টাপ্। পিষ্টবিদল, হিন্দী পিটী। পিষ্টকভেদ, দাইলের পিঠে।

"দালিঃ সংস্থাপিতা তোয়ে ততোঽপহৃতকঞ্চুকা।
শিলায়াং সাধুসংপিষ্টা পিষ্টিকা কথিতা বুধৈঃ ॥" (ভাবপ্র°)

দাইল জলে ভিজাইয়া তুষ বাহির করিয়া ঐ দাইল শিলাতে পেষণ করিয়া লইলে উহাকে পিষ্টিকা কহে।

পিষ্টোড়ী (স্ত্রী) শ্বেতাম্লিকুপ। (রাজনি°)

পিষ্টোদক (ক্লী) পিষ্টমিশ্রিতমুদকম্। চূর্ণ তণ্ডুলমিশ্রিত জল। (ভারত আদিপর্ব্ব ১৩১ অঃ)

পিস্, গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ পেসতি। লোট্ পেসতু। লিট্ পিপেস। লুট্ পেসিতা। লুঙ্ অপেসীৎ। ণিচ্ পেসয়তি। লুঙ্ অপিপেসৎ-ত।

পিস্, দীপ্তি। চুরাদি, পক্ষে ভ্বাদি, উভয়পদী, অক, সেট্। লট্ পিংসয়তি-তে। লোট্ পিংসয়তু-তা। লিট্ পিংসয়াঞ্চকার-চক্রে। লুট্ পিংসয়িতা। লুঙ্ অপিপিংসৎ-ত। ভ্বাদিপক্ষে পরস্মৈপদী। লট্ পিংসতি। লোট্ পিংসতু। লিট্ পিপিংস। লুঙ্ অপিংসীৎ।

পিস্, ১ বাস। ২ বল। ৩ বধ। ৪ দান। ৫ গতি। চুরাদি, উভয়, সেট্। বাস ও বলার্থে অক°। বধাদি অর্থে সক°। লট্ পেসয়তি-তে। লোট্ পেসয়তু-তাং। লুঙ্ অপীপিসৎ-ত।

পিসঞ্জ (পুং) পিস-অঞ্চ্ কিচ্চ। পিশঞ্জশব্দার্থ।

পিসা (দেশজ) পিতৃষ্বসৃপতি, পিতার ভগিনীপতি।

পিসাতভগিনী (দেশজ) পিতৃষ্বসৃকন্যা।

পিসাতভাই (দেশজ) পিতৃষ্বসৃপুত্র।

পিসী (দেশজ) পিতৃষ্বসা, পিতার ভগিনী।

পিস্তুতবহিন্ (দেশজ) পিতৃষ্বসৃকন্যা।

পিস্তুতভাই (দেশজ) পিতৃষ্বসৃপুত্র।

পিহানী, অযোধ্যাপ্রদেশের হর্দোই জেলার অন্তর্গত শাহাবাদ তহসীলের একটী পরগণা।

২ উক্ত শাহাবাদ তহসীলের সদর ও প্রধান নগর। অক্ষা° ২৭° ৩৭´ ১৫″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ১৪´ ২৫″ পূঃ। এখানে পূর্ব্বসমৃদ্ধির অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। অকবর-শাহের প্রধান-মন্ত্রী সদর-জহান-নির্ম্মিত একটী মসজিদ ও কবর আজিও ভগ্নাবস্থায় রহিয়াছে। মুসলমান-রাজত্বকালে এখানে সর্ব্বোৎকৃষ্ট তরবারি এবং 'দশতার' নামক বিখ্যাত পাগড়ী প্রস্তুত হইত। এখন পূর্ব্বসমৃদ্ধির সকলই গিয়াছে, তরবারী প্রস্তুতকরণোপযোগী ইস্পাত আর এখানে দেখা যায় না।

পিহিত (ত্রি) অপি ধীয়তে স্মেতি ধা-ক্ত, (দধাতের্হিঃ। পা ৭।৪।৪২) ইতি হ্যাদেশঃ, অপেরল্লোপঃ। আচ্ছাদিত, পর্য্যায়—সংবীত, রুদ্ধ, আবৃত, সংবৃত, ছন্ন, স্থগিত, অপবারিত, অন্তর্হিত, তিরোহিত। (হেম)

"ধ্বজেন পিহিতাঃ সর্ব্বাঃ দিশো ন প্রতিভান্তি মে।
গাণ্ডীবস্ত চ শব্দেন কর্ণৌ মে বধিরীকৃতৌ॥" (ভার° ৪।৪৪।১৮)

পিহেজ, গায়কবাড় রাজ্যের বরোদা বিভাগের অন্তর্গত একটী নগর।

পী, পান। দিবাদি, আত্মনে, সক, অনিট্। লট্ পীয়তে। লোট্ পীয়তাং। লিট্ পিপ্যে। লুট্ পেতা। লৃট্ পেষ্যতে। লুঙ্ অপেষ্ট। সন্ পিপীষতে। যঙ্ পেপীয়তে। যঙ্লুক্ পেপ-ীতি, পেপেত্তি।

পীআজ (পারসী) পলাণ্ডু।

পীঁড়ি (দেশজ, পীঠশব্দের অপভ্রংশ) পীঠ, উপবেশনাধার। সাধারণতঃ কাষ্ঠাসনই পীঁড়ি নামে খ্যাত।

পীক (দেশজ) পক্ষীভেদ।

পীট (দেশজ) ১ পৃষ্ঠ, পৃষ্ঠশব্দের অপভ্রংশ।

পীট উইলিয়ম, ১ ইংলণ্ডবাসী জনৈক রাজনৈতিক। ইনি রবার্ট পীটের পুত্র এবং ১৭০৮ খৃঃ অব্দে কর্ণওয়ালের অন্তর্গত বোকনক্ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে পদাতিক সেনা-দলের পতাকাবাহক (Cornet of the dragoon) ছিলেন। অবশেষে ১৭৩৬ খৃঃ অব্দে প্রাচীন সেরাম বিভাগের প্রতিনিধি-রূপে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার সভ্য মনোনীত হন। এই সময় তিনি দৃঢ়তা-সহকারে সর রবার্ট ওয়ালপোলের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া ঘোরতর বিবাদ আরম্ভ করেন। এরূপ দক্ষতা ও বাক্-চাতুর্য্যের সহিত তিনি তাঁহার মত খণ্ডন করেন যে ওয়াল্পোল আর মাথা তুলিতে পারিলেন না। ওয়ালপোলের অপমানে তুষ্ট হইয়া মার্লবরোর ডচেস্ পীটকে দশহাজার পাউণ্ড মুদ্রা দান করিয়া যান। শাসনপ্রণালী পরিবর্ত্তিত হইলে তিনি আয়র্লণ্ডের সহকারী ধনরক্ষক (Joint Vice-treasurer) এবং সৈনিকদলের বেতন সম্পর্কীয় অধিনায়ক (Pay-master-general) পদ প্রাপ্ত হন, কিন্তু কিছু পরেই ১৭৫৫ খৃঃ অব্দে তিনি উক্ত পদ হইতে অব্যাহতি গ্রহণ করেন এবং পর বৎসরেই রাজকীয়-প্রধান-সম্পাদক পদ (Secretary of the State) গ্রহণ ও কএকমাস কার্য্য করিয়া অবসর লয়েন। ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে রাজকার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহের জন্ত নূতন শাসনবিধি প্রবর্ত্তিত হওয়ায় তিনি পুনরায় সম্পাদক-পদে বরিত হইলেন। এই সময় হইতে তাঁহার অদৃষ্টাকাশে রাজনৈতিক শক্তি-চ্ছটা ক্রমবিকাশ পাইতেছিল, তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তির বিকীর্ণ জ্যোতির্মালায় দিক্‌বিদিক্ প্রভাসিত হইয়া উঠিল। পার্লিয়ামেণ্ট-মহাসভা ও মন্ত্রিদল তাঁহাকে উচ্চাসনে বসাইলেন।

এই সময়ে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছিল। তাঁহার মোহমন্ত্রে মুগ্ধপ্রায় ইংরাজগণ নবভাবে সজ্জিত হইল। গবর্মেণ্টের সকল বিভাগেই নবশক্তিসঞ্চারে প্রভূত উৎসাহে কার্য্য আরম্ভ হইল। ফরাসীগণ জলে ও স্থলে ইংরাজ সৈন্তের নিকট পরাজিত হইলেন। এই সময়ে ইংলণ্ডের গৌরব-ধ্বজা পৃথিবী ব্যাপিয়া পড়িল, য়ুরোপের স্থানে স্থানে যুদ্ধ-বিজয়ে ইংলণ্ডের খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। আমে-রিকা ও পূর্ব্বভারতের কতকাংশ ইংরাজ-করতলগত হইল। যখন ইংলণ্ড এইরূপ করালগ্রাসী হস্ত বিস্তার করিতেছিল, তখন ইংলণ্ডেশ্বর ২য় জর্জের মৃত্যু ঘটে এবং লর্ড বিউট রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠেন। পীট গত্যন্তর নাই দেখিয়া পদত্যাগ করিলেন। ১৭৬৩ খৃঃ অব্দে সন্ধিস্থাপিত হইলেও উভয়দলে মনোমালিন্ত বিদূরিত হয় নাই।

১৭৬৬ খৃঃ অব্দে নূতন শাসননীতি প্রবর্ত্তিত হইলে পীট লর্ড প্রিভি-সিলের (Lord Privy Seal) ক্ষমতা প্রাপ্ত এবং আর্ল্ অব চাথাম্ উপাধিতে ভূষিত হন। ১৭৬৮ খৃঃ অব্দে এই মন্ত্রিসভা পুনরায় ভাঙ্গিয়া যায়। এই সময়ে ইংলণ্ডের পক্ষপাতিত্বে ও অবিচারে উত্যক্ত হইয়া ইউনাইটেড্‌ষ্টেটের অধিবাসিগণ স্বাধীনতালাভে প্রয়াসী হন। পীট স্বেচ্ছায় তাহার প্রতিবাদ করেন।

আমেরিকার যুক্তরাজ্য ইংলণ্ডের শাসন-বিচ্যুত হইলেও ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে ৮ই এপ্রিল তারিখে পীট লর্ডসভায় এরূপ হৃদয়োন্মাদকর বক্তৃতা করেন যে নিজেই হতজ্ঞান হইয়া পড়েন এবং সঙ্গে সঙ্গে ধনুষ্টঙ্কার রোগ তাঁহাকে আক্রমণ করে। অতঃপর তিনি আর রোগমুক্ত হইতে পারেন নাই। এই বৎসর ১১ মে তারিখে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করে। তাহার নশ্বর দেহ ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টার এবিতে কবরস্থ হয়। তিনি একজন তৎকালের বিখ্যাত ও স্পষ্ট বক্তা ছিলেন। তিনি ভাষার সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া সময় সময় ছন্দোভঙ্গ করিতেন এবং নাট্যালঙ্কারপ্রয়োগে একজন সুপণ্ডিত ছিলেন।

২ উক্ত মহাত্মার দ্বিতীয় পুত্র। আর্ল্ টেম্পলের কন্তা হেষ্টার গ্রান্‌ভিলের গর্ভজাত। ইনিও পিতার স্তায় আজীবন রাজনৈতিক কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। ১৭৫৯ খৃঃ অব্দে কেণ্ট-প্রদেশে হেজ নগরে তাঁহার জন্ম হয়। পিতার তত্ত্বাবধানে থাকিয়া সুমতি বালক ক্রমশঃই বিদ্যালাভ করিতে লাগিলেন। পুত্রের অভাবনীয় ভাবী উন্নতি লক্ষ করিয়া তিনি নিজ সন্তানকে পীটবংশের আশাস্থল বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। স্বাস্থ্যহানি-নিবন্ধন নানা প্রতিবন্ধকতা সত্বেও বালক আপন প্রতিভাবলে এম্ এ উপাধি লাভ করেন এবং লিন্‌কল্‌ন্ ইনে তিন বৎসর কাল থাকিয়া ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৭৮০ খৃঃ অব্দের কোন সময়ে তিনি পার্লিয়ামেণ্ট-মহাসভার সভ্যপদে

বরিত হন। এই পদে থাকিয়া তিনি লর্ড নর্থ ও আমেরি-কার যুদ্ধের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন। ২৪ বৎসর বয়সে তিনি চান্সেলার অব দি এক্সচেকার পদ লাভ করেন। অতঃপর বিরোধমন্ত্রিসভার (Collision-ministry) অবসানে তিনি ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ধনাগারের সর্ব্বাধ্যক্ষ (Lord of Treasury) পদে অভিষিক্ত হন। ইহার একমাস পরেই তিনি ভারত-শাসন-বিধির পরিবর্ত্তন লইয়া অনেক বাদানুবাদ করেন; অবশেষে বহুবিধ বিপদ্ অতিক্রম করিয়া উভয় সভায় নিজ মত সমর্থনে তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তিনি বাণিজ্যের সুবিধার্থ ইংলণ্ডের সহিত ফ্রান্সের সন্ধিস্থাপন, জাতীয় ঋণশোধ, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর নূতন বন্দোবস্ত, রোমান কাথলিক মত-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কার্য্যে বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন এবং রাজার বর্ত্তমানে রাজ্যরক্ষার ভার একমাত্র পার্লিয়ামেণ্টের হস্তে থাকিবে, এই কথা লইয়া তিনি মিঃ ফক্সের বিরুদ্ধবাদী হইয়া-ছিলেন। ইহাতে সমগ্র ইংলণ্ড মধ্যে তাঁহার যশ ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ১৮০০ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ড ও আয়র্লণ্ডের মিলন করিয়া তিনি পদত্যাগ করেন। কিন্তু পুনরায় ১৮০৪ খৃঃ অব্দে কার্য্য-গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সময়ে তাহার শত্রুপক্ষ ও সমকক্ষ ব্যক্তিগণ তাহার বিরুদ্ধমতের পোষকতা করিতে লাগিল।

পীট রুষ ও অষ্ট্রিয়দিগকে ফরাসীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নেপোলিয়ান অদম্য উৎসাহে এই ষড়যন্ত্র উপেক্ষা করিলেন। পীট কৃতকার্য্য হইতে না পারায় তাঁহার মনোভঙ্গ হইল; একে বাতগ্রস্ত ও অবিশ্রান্ত মানসিক চিন্তায় পীড়িত, তায় অপরিমিত মদ্যসেবন জন্য ক্রমেই তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া পড়িল। পিতার ন্যায় প্রতিভা ও ধীশক্তিসম্পন্ন না হইলেও তিনি উন্নতমনা ও গম্ভীরপ্রকৃতির লোক ছিলেন। উচ্চাভিলাষ, কার্য্যে সুদক্ষতা, বাক্‌পটুতা, ও নিরপেক্ষতা প্রভৃতি তাঁহার কতকগুলি গুণ ছিল। এতকাল রাজকার্য্যে অতিবাহিত হইলেও তিনি ঋণ রাখিয়া পরলোকগত হন। পার্লিয়ামেণ্ট-সভা ৪০০০০ পাউণ্ড দিয়া তাঁহার ঋণপরিশোধ করেন। ১৮০৬ খৃঃ অব্দে পুটনে নগরে তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় শবদেহ ওয়েষ্টমিনিষ্টর-এবিতে কবরস্থ হয়। পূর্ব্বোক্ত কার্য্য ব্যতীত তিনি ওয়ার্ডেন অব সিঙ্কফোর্ট, চার্টার হাউসের গবর্ণর, ট্রিনিটী হাউসের মাষ্টার ও কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সি-টীর হাই-ষ্টিউয়ার্ডের কার্য্য করিতেন।

পীঠ (ত্রি) পেঠন্ত্যুপবিশন্ত্যস্মিন্নিতি পিঠ-ঘঞ্। (হলশ্চ। পা ৩।৩।১২১) বাহুলকাৎ ইকারস্য দীর্ঘঃ। অথবা পীয়তে-হত্রেতি পীঙ্ পানে বাহুলকাৎ ঠক্। ১ উপবেশনাধার, যাহাতে উপবেশন করা যায়। চলিত পিড়ী, চৌকী ইত্যাদি। পর্য্যায়—আসন, উপাসন, পৈঠী, বিষ্টর। (শব্দরত্নাবলী) ২ ব্রতীদিগের কুশাসন প্রভৃতি আসন। পর্য্যায়—বিষ্টর, বৃষী। (হেম) অভ্যাগত সাধুদিগকে প্রথমেই পীঠ-দান করিতে হয়।

"পীঠং দত্ত্বা সাধবেঽভ্যাগতায় আনীয়াপঃ পরিনির্ণিজ্য পাদৌ।
সুখং পৃষ্ট্বা প্রতিবেদ্যাত্মসংস্থাং ততো দদ্যাদন্নমবেক্ষ্য ধীরঃ॥"
(মহাভারত ৫।৩৮।২)

যুক্তিকল্পতরুতে লিখিত আছে,—পীঠ তিন প্রকার—ধাতুপীঠ, শিলাপীঠ ও কাষ্ঠপীঠ। সর্ব্বপ্রকার ধাতু, সর্ব্বপ্রকার শিলা এবং নানাবিধ কাষ্ঠদ্বারাই পীঠ প্রস্তুত হইয়া থাকে।[১] তন্মধ্যে কোন্‌টী বিহিত এবং কোন্‌টী নিষিদ্ধ তাহা শাস্ত্রানুসারে বিচার করিয়া ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

পীঠমান।—সাধারণতঃ যে পীঠ দৈর্ঘ্যে দুই হাত, প্রস্থে একহাত এবং উচ্চতায় অর্দ্ধহাত হইবে, তাহাকে সুখপীঠ কহে। এতদ্ভিন্ন যথাক্রমে দুই দুই হাত আধিক্যে সুখ, জয়, শুভ, সিদ্ধি এবং সম্পৎ নামে আরও পাঁচটী পীঠ আছে, এই পঞ্চপীঠের প্রত্যেকেই ক্রমান্বয়ে ধন, ভোগ, সুখ, ঐশ্বর্য্য ও বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিয়া থাকে। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে সমান পীঠই সুখদায়ক, অন্যথা বিঘ্ন উৎপাদন করে।[২]

যে পীঠ দৈর্ঘ্যপ্রস্থে দুইহাত এবং উচ্চতায় অর্দ্ধহাত, তাহার নাম জারক এবং দৈর্ঘ্যে, উন্নতিতে ও বিস্তারে যে পীঠ চারিহাত, তাহাকে রাজপীঠ কহে। এই রাজপীঠ সকল অর্থ সাধন করে এবং ইহাতেই রাজাদিগের শাস্ত্রসঙ্গত অভিষেক হইয়া থাকে।[৩] দৈর্ঘ্য, উন্নতি ও বিস্তারে যে পীঠ ছয় হাত, তাহার নাম কেলিপীঠ, ইহা রাজাদিগের চিত্তবিনোদের জন্যই নির্ম্মিত হয়।[৪]

---

(১) "ধাতুপাষাণকাষ্ঠৈশ্চ পীঠস্ত্রিবিধ উচ্যতে।
ধাতবশ্চ শিলাশ্চৈব কাষ্ঠানি বিবিধানি চ॥" (যুক্তিকল্পতরু)

(২) "হস্তদ্বয়ন্তু দৈর্ঘ্যেণ তদর্দ্ধে পরিণাহতঃ।
তদর্দ্ধেনোন্নতঃ পীঠঃ সুখ ইত্যভিধীয়তে॥
হস্তদ্বয়দ্বয়াধিক্যাৎ পঞ্চপীঠা ভবন্তি হি।
সুখং জয়ঃ শুভঃ সিদ্ধিঃ সম্পচ্চেতি যথাক্রমম্॥
ধনভোগসুখৈশ্বর্য্যবাঞ্ছিতার্থপ্রদায়কঃ।
সমদীর্ঘসুখাবাপ্তির্বিষমে বিষমাপদঃ॥
আয়ামপরিণাহাভ্যাং হস্তদ্বয়মিতোহি যঃ।
অর্দ্ধহস্তোন্নতপীঠো জারকো নাম বিশ্রুতঃ॥"

(৩) "দৈর্ঘ্যোন্নতিপরীণাহৈশ্চতুর্হস্তমিতো হি যঃ॥
রাজপীঠ ইতি জ্ঞেয়ঃ সকলার্থপ্রসাধকঃ।
অত্রাভিষেকমিচ্ছন্তি ক্ষিতিপস্য পুরাবিদঃ॥"

(৪) "দৈর্ঘ্যোন্নতিপরীণাহৈশ্চতুর্হস্তমিতো হি যঃ।
রাজ্ঞাং চিত্তপ্রসাদার্থং কেলিপীঠাভিধানকঃ॥"

দৈর্ঘ্য, উন্নতি ও বিস্তারে যে পীঠ আট হাত, তাহার নাম অঙ্গপীঠ, ইহা বিশেষ সুখদায়ক। রাজপীঠ কনক দ্বারা এবং জয় ও সুখপীঠ রৌপ্য দ্বারা নির্ম্মিত হইবে, উক্ত পীঠত্রয় কেবল রাজাদিগেরই ব্যবহার্য্য। রাজা ভিন্ন অন্য সাধারণ লোকে অপরাপর ধাতুপীঠ সকল ব্যবহার করিবে। রাজপীঠে দীর্ঘায়ু এবং জয়পীঠে সমস্ত পৃথিবী জিত হয়। জারকে শত্রুনাশ এবং সুখপীঠে সুখ হইয়া থাকে। রৌপ্যপীঠে কীর্ত্তি ও ধনবৃদ্ধি, এবং তাম্রপীঠে তেজঃ ও শত্রুক্ষয় হয়। লৌহপীঠ উচ্চাটনকার্য্যে এবং অন্যান্য সকল কার্য্যেই সমর্থ। তদ্ভিন্ন পিত্তল, সীসক ও রঙ্গ প্রভৃতি অপরাপর ধাতু দ্বারা নির্ম্মিত পীঠ সকল শত্রুনাশরূপ ফলদান করিয়া থাকে।[১]

শিলাপীঠ।—শিলাপীঠেরও পূর্ব্বোক্ত ধাতুপীঠের ন্যায় গুণ ও পরিমাণ জানিতে হইবে। শিলানির্ম্মিত রাজপীঠ কেবল ইন্দ্রেরই হইয়া থাকে, উহা অন্য কাহারও দেখা যায় না। ঐরূপ সূর্য্যচন্দ্রাদিরও এক একটী পীঠ আছে, তন্মধ্যে সূর্য্যের পদ্মরাগ, চন্দ্রের চন্দ্রকান্ত, রাহুর মরকত, শনির নীলকান্ত, বুধের গোমেদক, বৃহস্পতির স্ফটিক, শুক্রের বৈদূর্য্য এবং মঙ্গলের পীঠ প্রবাল দ্বারা নির্ম্মিত। ইহা ছাড়া উক্ত গ্রহ কয়েকটীর মধ্যে যে ব্যক্তি যে গ্রহের দশায় জন্মিবে, তাহার সেই গ্রহ সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট পীঠই ব্যবহার্য্য হইবে; কিন্তু স্ফটিকপীঠ ক্ষিতিপতিদিগেরই ব্যবহার্য্য। রাজাদিগের অভিষেক, যাত্রা, উৎসব, জয়, কার্য্য, অথবা সংগ্রাম এই সকল বিষয়ে অয়স্কান্তরচিত পীঠই প্রশস্ত। নৃপতিগণ বর্ষাকালে গারুড়রচিত পীঠে এবং মেঘগর্জ্জনকালে বিশুদ্ধ রত্নময় পীঠে উপবেশন করিবেন। এতদ্ভিন্ন বিলাসকালীন তাঁহাদের সাধারণ প্রস্তরনির্ম্মিত পীঠই প্রশস্ত।[২]

কাষ্ঠ-পীঠ।—কাষ্ঠপীঠেরও পূর্ব্বের ন্যায় পরিমাণ জানিতে হইবে। গাম্ভারীনির্ম্মিত জয়পীঠ সম্পত্তি এবং সুখকর। জারক রোগনাশক। সুখ শত্রুনাশক। সিদ্ধি সর্ব্বার্থসাধক এবং শত্রুজয়কারক। শুভ অভিষেকে প্রশস্ত। সম্পৎ বৈরিনিবারক। গাম্ভারী বৃক্ষের ন্যায় পনস, চন্দন ও বকুল প্রভৃতি বৃক্ষেরও জয়, জারক ও শুভাদি নামক পীঠ প্রস্তুত হইয়া থাকে, সেই সকল পীঠেরও ক্রিয়াবিশেষে বিশেষ বিশেষ ফল উক্ত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন সুগন্ধি কুসুমশালী যে সকল সারবান্ বৃক্ষ আছে, তাহাদ্বারা পীঠ প্রস্তুত হইলে বকুলের ন্যায়ই সেই সকল পীঠের গুণাগুণ জানিতে হইবে। এই প্রকার মৃদু অথবা লঘু যে সকল শুষ্ক কাষ্ঠ আছে, তন্নির্ম্মিত পীঠ সকলেরও গাম্ভারী-কাষ্ঠজাত পীঠের ন্যায় কার্য্য ও গুণ। অতঃপর যে সকল বৃক্ষ ফলবান্, সারবান্ ও রক্তবর্ণ-সারবিশিষ্ট, তাহা দ্বারা প্রস্তুত পীঠও পানসপীঠের ন্যায় গুণশালী বলিয়া বুঝিতে হইবে।[৩]

---

(১) "দৈর্ঘ্যোন্নতিপরীণাহৈরষ্টহস্তমিতো হি যঃ।
অঙ্গপীঠো হ্যয়ং নাম্না ভবেৎ স চ সুখপ্রদঃ॥
কানকো রাজপীঠঃ স্যাৎ জয়ো বা রাজতঃ সুখঃ।
রাজ্ঞামেবোপযোক্তব্যো অযবস্তোত্তরোত্তরম্॥
রাজপীঠে চিরায়ুঃ স্যাৎ জয়ে সর্ব্বাং মহীং জয়েৎ।
জারকো জারয়েৎ শত্রূন্ সুখে সুখমবাপ্নুয়াৎ॥
রাজতঃ কীর্ত্তিজননো ধনবৃদ্ধিকরঃ পরঃ।
তাম্রঃ প্রতাপজননো বিপক্ষক্ষয়কারকঃ॥
লৌহস্তূচ্চাটনে সার্ব্বঃ সর্ব্বকর্ম্মসু যুজ্যতে।
ত্রপুসীসকরঙ্গাদ্যাঃ শত্রুক্ষয়ফলপ্রদাঃ॥"

(২) "রাজপীঠো বজ্রপাণেরেব নান্যস্য দৃশ্যতে।
পদ্মরাগো দিনেশস্য চান্দ্রকান্তো বিধোরপি॥
রাহোর্মারকতঃ পীঠঃ শনের্নীলসমুদ্ভবঃ।
গোমেদকস্তু সৌম্যস্য স্ফাটিকস্তু বৃহস্পতেঃ॥
শুক্রস্য বৈদূর্য্যভবঃ প্রাবালো মঙ্গলস্য হি॥
যো যস্য হি দশা জাতঃ পীঠস্তস্য হি তন্ময়ঃ॥
স্ফাটিকস্তু মহীন্দ্রাণাং সর্ব্বেষামেব যুজ্যতে।
অভিষেকে চ যাত্রায়ামুৎসবে জয়কর্ম্মণি॥
অয়স্কান্তোপঘটিতঃ সংগ্রামে পীঠ ইষ্যতে।
গারুড়োদ্গাররচিতে বর্ষাসু নৃপতির্বসেৎ॥
শুদ্ধরত্নময়ং পীঠং ভজতে ঘনগর্জ্জিতে।
সামান্যঃ প্রাস্তরঃ পীঠো বিলাসায় মহীভুজাম্॥"

(৩) "সম্পত্তিসুখবৃদ্ধ্যর্থং গাম্ভারীজনিতো জয়ঃ।
জারকো রোগনাশায় সুখং শত্রুবিনাশনঃ॥
সিদ্ধিঃ সর্ব্বার্থ-সংসিদ্ধ্যৈ বিজয়ায় চ বৈরিণাম্।
শুভঃ স্যাদভিষেকে চ সম্পদ্বৈরিনিবারণঃ॥
পানসো রাজকঃ পীঠঃ সুখসম্পত্তিকারকঃ।
জয়ঃ স্যাদভিষেকে চ শুভঃ শত্রুবিনাশনঃ॥
সুখো রোগবিনাশায় সিদ্ধিঃ সর্ব্বার্থদায়িকা।
সম্পদুচ্চাটনবিধৌ বিজ্ঞেয়ং পীঠলক্ষণম্॥
চান্দনস্তু সুখঃ পীঠো অভিষেকে মহীভুজাং।
জয়ঃ স্যাদ্রোগনাশায় শুভঃ সৌখ্যং প্রযচ্ছতি॥
জারকো গ্রহতুষ্ট্যর্থং অন্যে তু রতিদুষ্করাঃ।
যজ্ঞতো নির্ম্মিতাস্তে তু সাম্রাজ্যফলদায়কাঃ॥
কালকেয়ো যাবকো হি ভূভুজামভিষেচনে।
পীঠানগুরুকাদীনামন্যে চন্দনবদ্বিদুঃ॥
বাকুলস্তু শুভঃ পীঠো ভূভুজামভিষেচনে।
জয়ো রোগবিনাশায় সুখসম্পত্তিকারকঃ॥
সিদ্ধিঃ সিদ্ধিপ্রদা সম্পৎ সংগ্রামে বিজয়প্রদঃ।
জারকো জারণায় স্যাদিতি ভোজস্য সম্মতম্॥

নিষিদ্ধ পীঠ।—সর্ব্বপ্রকার ধাতুজাত পীঠের মধ্যে লৌহ-নির্ম্মিত পীঠই শাস্ত্রে নিন্দিত হইয়াছে। এইপ্রকার শিলাপীঠে শার্কর ও কর্কর পীঠ বর্জ্জনীয়। কাষ্ঠপীঠের মধ্যে যাহারা সারহীন এবং যাহারা অত্যন্ত সারবান্, এবংবিধবৃক্ষজাত পীঠ দোষার্হ।

"বিজ্ঞেয়ো নিন্দিতঃ পীঠো লৌহোত্থঃ সর্ব্বধাতুজে
শিলোত্থঃ শার্করো বর্জ্যঃ কর্করশ্চ বিশেষতঃ।
কাষ্ঠজেষু চ পীঠেষু নাসারা নাতিসারিণঃ।" তথাহি—
"আম্রজম্বুকদম্বানামাসনং বংশনাশনম্॥" (যুক্তিকল্পতরু)

ভোজের মত অন্য প্রকার। তিনি বলেন,—গুরুপীঠই গৌরবজনক এবং লঘুপীঠ লাঘবকর।

"গুরুঃ পীঠো গৌরবায় লঘুর্লাঘবকারকঃ।" (ভোজ)

পীঠ সম্বন্ধে পরাশর বলিয়াছেন,—যে পীঠ গ্রন্থিহীন নয় এবং অত্যন্ত গ্রন্থিশালীও নয়, এইপ্রকার সমানাকৃতি নাতি-হ্রস্ব নাতিদীর্ঘ ও ভারযুক্ত পীঠই সুখ এবং সম্পত্তির কারণ হইয়া থাকে। শিল্পিগণ ধাতু, শিলা ও কাষ্ঠ দ্বারা পীঠের ন্যায় অন্য যে সকল বস্তু নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, তাহাদিগেরও গুণ দোষ ও পরিমাণ সাধারণ পীঠের ন্যায়ই আদিষ্ট হইয়াছে। যাহারা বিধি অনুসারে পীঠের গুণ দোষ বিচার করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহারাই স্থির লক্ষ্মীলাভ করে, লক্ষ্মী কোন সময়েই তাহাদিগের গৃহ পরিত্যাগ করেন না। যে ব্যক্তি অজ্ঞান অথবা মোহবশতঃ শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিয়া পীঠ সম্বন্ধে অন্যথা ব্যবহার করে, তাহার লক্ষ্মী, আয়ুঃ, বল এবং কুল একেবারেই বিনষ্ট হইয়া যায়।—

"নাগ্রন্থির্নাতিগ্রন্থিশ্চ নাগুরুর্নাসমাকৃতিঃ।
পীঠঃ স্যাৎ সুখসম্পত্ত্যৈ নাতিদীর্ঘো ন বামনঃ॥
যে চান্যে পীঠসদৃশা দৃশ্যাঃ শিল্পিবিনির্ম্মিতাঃ।
গুণান্ দোষাংশ্চ মানঞ্চ তেষাং পীঠবদাদিশেৎ।
বিচার্য্যানেন বিধিনা যঃ শুদ্ধং পীঠমাচরেৎ।
তস্য লক্ষ্মীরিয়ং বেশ্ম কদাচিন্ন বিমুঞ্চতি॥
অজ্ঞানাদথবা মোহাৎ যোঽন্যথা পীঠমাচরেৎ।
এতানি তস্য নশ্যন্তি লক্ষ্মীরায়ুর্বলং কুলং॥" (যুক্তিকল্প° পরাশর)

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে ও জ্ঞানরত্নকোষে এই পীঠসম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ লিখিত আছে।

৩ মন্ত্রসিদ্ধির নিমিত্ত জপস্থান-ভেদ। যে সকল স্থানে থাকিয়া জপাদি করিয়া সিদ্ধ হয়, সেই সকল স্থান পীঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

৪ দক্ষযজ্ঞ অন্তে বিষ্ণুচক্রবিভক্ত সতীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পতনে একএকটী স্থান দেবীপীঠ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ঐ সকল স্থানের পূজ্যতা ও পবিত্রতাসম্বন্ধে পুরাণাদিতে লিখিত আছে,—সত্যযুগে একদা দক্ষপ্রজাপতি শিব কর্ত্তৃক অবমানিত হইয়া বৃহস্পতি নামে একটী যজ্ঞ আরম্ভ করেন, প্রজাপতি দক্ষ ঐ যজ্ঞে শিবকে এবং নিজ কন্যা সতীকেও নিমন্ত্রণ না করিয়া ত্রিভুবনবাসী অপর সকলকেই নিমন্ত্রণ করেন। পিত্রালয়ে মহাসমারোহে যজ্ঞ হইতেছে শুনিয়া, ভগবতী সতী নিমন্ত্রণ না পাইলেও পিতৃগৃহে গিয়া যজ্ঞ দেখিতে একান্ত সমুৎসুক হইলেন এবং মহাদেবের নিকট স্বীয় অভি-প্রায় জানাইলেন। শিব প্রথমে অসম্মত হইলেন। কিন্তু শেষে সতীর আগ্রহাতিশয়ে বাধ্য হইয়া সতীকে যজ্ঞে যাইতে অনুমতি দিলেন। সতী অনুচরগণের সহিত পিতৃগৃহে উপনীত হইলেন সত্য, কিন্তু পিতা দক্ষ তাঁহাকে কোনরূপ সমাদর করিলেন না, অধিকন্তু তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া সেই ত্রিলোকপতি ভগবান্ ভূতভাবন ভবানীপতির যথেষ্ট নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন। ভগবতী সতী পিতৃমুখে পতির তাদৃশ নিন্দাবাদশ্রবণে নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া সেই যজ্ঞস্থলেই দেহ-ত্যাগপূর্ব্বক সতীত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। মহাদেব এই বৃত্তান্ত শুনিতে পাইয়া উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় তথায় উপস্থিত হইলেন এবং বীরভদ্রাদি অনুচর দ্বারা যজ্ঞসহ দক্ষকে বিনষ্ট করিলেন। শিব এই নিখিল জগতের একমাত্র পরমেশ্বর হইয়াও শোকে বিমুগ্ধ হইয়া সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে স্থাপনপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে উদ্ভটভাবে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ভগবান্ বিষ্ণু স্বীয় চক্রদ্বারা সতীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছেদন করিলেন। বিষ্ণু-চক্র-ছিন্ন ঐ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল এক পঞ্চাশৎ খণ্ডে বিভক্ত হইয়া যে যে স্থানে পড়িয়াছিল, তথায় এক এক জন ভৈরব ও এক একটী শক্তি নানাবিধ মূর্ত্তিধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন। এজন্য সেই সেই স্থান মহাপীঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল। কোন্ কোন্ স্থানে কোন্ কোন্ অঙ্গ পড়িয়াছিল এবং কোন্ কোন্ ভৈরব ও শক্তি তথায় অবস্থিত আছেন, এই বিষয়ে তন্ত্রচূড়ামণিতে যেরূপ লিখিত আছে, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

স্থানের নাম।	অঙ্গের ও অঙ্গভূষণের নাম।	শক্তি।	ভৈরব।
১। হিঙ্গুলা	ব্রহ্মরন্ধ্র	কোট্টরীশা	ভীমলোচন।
২। শর্করার	তিন চক্ষু	মহিষমর্দ্দিনী	ক্রোধীশ।

এবং সুগন্ধিকুসুমাঃ সসারা যে চ পাদপাঃ।
বাকুলেন সমঃ কার্য্য এবং পীঠস্য নির্ণয়ঃ॥
যে শুষ্ককাষ্ঠা বৃক্ষাস্তু মৃদবো লঘবোঽথবা।
গান্ধারীসদৃশঃ পীঠস্তেষাং কার্য্যাস্তথা গুণঃ॥
ফলিনশ্চ সসারাশ্চ রক্তসারাশ্চ যে নগাঃ।
তেষাং পানসবৎ পীঠস্তথৈব গুণমাবহেৎ॥" (যুক্তিকল্পতরু)

৩। সুগন্ধা	নাসিকা	সুনন্দা	ত্র্যম্বক।
৪। কাশ্মীর	কণ্ঠদেশ	মহামায়া	ত্রিসন্ধ্যেশ্বর।
৫। জ্বালামুখী	মহাজিহ্বা	সিদ্ধিদা	উন্মত্তভৈরব।
৬। জালন্ধর	স্তন	ত্রিপুরমালিনী	ভীষণ।
৭। বৈদ্যনাথ	হৃদয়	জয়দুর্গা	বৈদ্যনাথ।
৮। নেপাল	জানু	মহামায়া	কপালী।
৯। মানস	দক্ষিণ হাত	দাক্ষায়ণী	অমর।
১০। উৎকলে বিরজাক্ষেত্র	নাভিদেশ	বিমলা	জগন্নাথ।
১১। গণ্ডকী	গণ্ডস্থল	গণ্ডকী	চক্রপাণি।
১২। বহুলা	বামবাহু	বহুলাদেবী	ভীরুক।
১৩। উজ্জয়িনী	কূর্পর	মঙ্গলচণ্ডিকা	কপিলাম্বর।
১৪। চট্টল	দক্ষিণ বাহু	ভবানী	চন্দ্রশেখর।
১৫। ত্রিপুরা	দক্ষিণ পদ	ত্রিপুরসুন্দরী	ত্রিপুরেশ।
১৬। ত্রিস্রোতা	বামপাদ	ভ্রামরী	ভৈরবেশ্বর।
১৭। কামগিরি*	যোনিদেশ	কামাখ্যা	উমানন্দ।
১৮। প্রয়াগ	হস্তাঙ্গুলী	ললিতা	ভব।
১৯। জয়ন্তী	বামজঙ্ঘা	জয়ন্তী	ক্রমদীশ্বর।
২০। যুগাদ্যা	দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ	ভূতধাত্রী	ক্ষীরখণ্ডক।
২১। কালীপীঠ	দক্ষিণ-পাদাঙ্গুলি	কালিকা	নকুলীশ।
২২। কিরীট	কিরীট	বিমলা	সম্বর্ত্ত।
২৩। বারাণসী	কর্ণকুণ্ডল	বিশালাক্ষী মণিকর্ণী	কালভৈরব।
২৪। কন্যাশ্রম	পৃষ্ঠ	সর্ব্বাণী	নিমিষ।
২৫। কুরুক্ষেত্র	গুল্ফ	সাবিত্রী	স্থাণু।
২৬। মণিবন্ধ	দুই মণিবন্ধ	গায়ত্রী	সর্ব্বানন্দ।
২৭। শ্রীশৈল	গ্রীবা	মহালক্ষ্মী	শম্বরানন্দ।
২৮। কাঞ্চী	অস্থি	দেবগর্ভা	রুরু।
২৯। কালমাধব†	নিতম্ব	কালী	অসিতাঙ্গ।
৩০। শোণদেশ	নিতম্বক	নর্ম্মদা	ভদ্রসেন।

* এই স্থানে দেবী শ্রীভৈরবী, নক্ষত্র দেবতা, প্রচণ্ডচণ্ডিকা, মাতঙ্গী, ত্রিপুরাম্বিকা, বগলা, কমলা, ভুবনেশী ও সুধূমিনী এই কয়টী পীঠ ও দশজন ভৈরব আছেন। (তন্ত্রচূ)

† এই স্থানে দেবী সর্ব্বদা বিহার করেন, এখানে মুক্তি নিঃসন্দেহ। এই স্থান দর্শন মাত্রেই মন্ত্রসিদ্ধি হয় এবং মঙ্গলবার চতুর্দ্দশীর দিন অর্দ্ধরাত্র সময় যদি কোন সাধক এই পীঠ নমস্কার এবং প্রদক্ষিণ করে, তাহারও মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে। (তন্ত্রচূ)

৩১। রামগিরি	অন্য স্তন	শিবানী	চণ্ডভৈরব।
৩২। বৃন্দাবন	কেশপাশ	উমা	ভূতেশ।
৩৩। শুচি	ঊর্দ্ধদন্ত	নারায়ণী	সংহার।
৩৪। পঞ্চসাগর	অধোদন্ত	বারাহী	মহারুদ্র।
৩৫। করতোয়াতট	তল্প	অর্পণা	বামনভৈরব।
৩৬। শ্রীপর্ব্বত	দক্ষিণগুল্ফ	শ্রীসুন্দরী	সুন্দরানন্দভৈরব।
৩৭। বিভাষ	বামগুল্ফ	কপালিনী	সর্ব্বানন্দ।
৩৮। প্রভাস	উদর	চন্দ্রভাগা	বক্রতুণ্ড।
৩৯। ভৈরবপর্ব্বত	ঊর্দ্ধওষ্ঠ	অবন্তী	লম্বকর্ণ।
৪০। জনস্থল	চিবুকদ্বয়	ভ্রামরী	বিকৃতাক্ষ।
৪১। গোদাবরীতীর	গণ্ড	বিশ্বেশী	দণ্ডপাণি।
৪২। সর্ব্বশৈল*	বামগণ্ড	রাকিনী	বৎসনাভ†।
৪৩। রত্নাবলী	দক্ষিণস্কন্ধ	কুমারী	শিব।
৪৪। মিথিলা	বামস্কন্ধ	উমা	মহোদর।
৪৫। নলহাটী	নলা	কালিকাদেবী	যোগেশ।
৪৬। কর্ণাট	কর্ণ	জয়দুর্গা	অভীরু।
৪৭। বক্রেশ্বর	মনঃ	মহিষমর্দ্দিনী	বক্রনাথ।
৪৮। যশোর	পাণিপদ্ম	যশোরেশ্বরী	চণ্ড।
৪৯। অট্টহাস	ওষ্ঠ	ফুল্লরা	বিশ্বেশ।
৫০। নন্দিপুর	কণ্ঠহার	নন্দিনী	নন্দিকেশ্বর।
৫১। লঙ্কা	নূপুর	ইন্দ্রাক্ষী	রাক্ষসেশ্বর।
বিরাট	পাদাঙ্গুলি	অম্বিকা	অমৃত।
মগধ	দক্ষিণজঙ্ঘা	সর্ব্বানন্দকরী	ব্যোমকেশ।

কোন কোন পুস্তকে শেষোক্ত দুইটী পীঠের উল্লেখ নাই। এক পঞ্চাশৎ পীঠই অনেক পুস্তকে গৃহীত হইয়াছে। তন্ত্রোক্ত এই সমুদায় পীঠের অধিদেবতা ভিন্ন তথায় থাকিয়া যদি কেহ অন্য দেবতা পূজা করেন, তাহা হইলে তাঁহার সেই পূজা ভৈরবগণ অপহরণ করিয়া লইয়া যায়, সুতরাং সে পূজায় আর কোন ফলই হয় না। কোন্ পীঠের কে শক্তি, কে ভৈরব, ইহা না জানিয়াও যদি কেহ জপ কিংবা অন্যরূপ উপাসনায় প্রবৃত্ত হন, তবে তাহাও বিফল হইয়া থাকে। (কালিকাপুরাণে ১৯ অধ্যায়ে ইহার বিবরণ বিশেষরূপে লিখিত আছে।)

দেবী ভাগবতে একশত আটটী পীঠ-স্থানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থের (৭।৩০) অধ্যায়ে লিখিত আছে, ভগবান্ শঙ্কর সেই চিদ্রূপিনী সতীকে হুতাশনে দগ্ধ হইতে দেখিয়া তাঁহাকে স্কন্ধে স্থাপনপূর্ব্বক নানা দেশে ভ্রমণ করিতে লাগি-

* পুস্তকান্তরে গোদাবরীতীর। † পুস্তকান্তরে অমারী।

লেন, ইহা দেখিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। ভগবান্ বিষ্ণু সতীর অবয়ব সকল শরদ্বারা ছেদন করিয়া দিলেন। অবয়ব সকল নানা স্থানে পতিত হইল। ভগবান্ শঙ্কর সেই সেই স্থানে নানা প্রকার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবস্থান-পূর্ব্বক দেবগণকে বলিলেন, যদি কেহ এই সকল স্থানে ভক্তি-পূর্ব্বক ভগবতী শিবাকে আরাধনা করেন, তবে তাহাদিগের কিছুই দুর্লভ হয় না। এখানে ভগবতী অম্বিকা নিজ অঙ্গে সর্ব্বদাই সন্নিহিত রহিয়াছেন। মানবগণ এই স্থানে থাকিয়া পুরশ্চরণ, বিশেষতঃ মায়াবীজ জপ করিলে তাহাদিগের সেই সমুদায় মন্ত্র সিদ্ধ হইয়া থাকে। বিরহাতুর শঙ্কর এই কথা বলিয়া জপ, ধ্যান ও সমাধি দ্বারা সেই সেই স্থানে থাকিয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। *

তন্ত্রচূড়ামণিতে যেরূপ স্থান, অঙ্গ, ভৈরব ও শক্তি নামের বিশেষরূপে উল্লেখ আছে, এই দেবীভাগবতে সেরূপ নাই। ইহাতে মহর্ষি বেদব্যাস জন্মেজয়ের প্রশ্নানুসারে পীঠস্থান ও তথাকার অধিদেবতার নাম উল্লেখ করিয়াছেন, সুতরাং তৎ-কথিত স্থান এবং দেবতার নামই নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। বারাণসী বিশালাক্ষী।
২। নৈমিষারণ্য লিঙ্গধারিণী
৩। প্রয়াগ ললিতা।
৪। গন্ধমাদন কামুকী।
৫। দক্ষিণ মানস কুমুদা।
৬। উত্তর মানস বিশ্বকামা।
৭। গোমন্ত গোমতী।
৮। মন্দর কামচারিণী।
৯। চৈত্ররথ মদোৎকটা।
১০। হস্তিনাপুর জয়ন্তী।
১১। কান্যকুব্জ গৌরী।
১১। মলয় রম্ভা।
১৩। একাম্র কীর্ত্তিমতী
১৪। বিশ্ব বিশ্বেশ্বরী।
১৬। পুষ্কর পুরুহূতা
১৭। হিমবৎপৃষ্ঠ মন্দা।
১৮। গোকর্ণ ভদ্রকর্ণিকা।
১৯। স্থানেশ্বর ভবানী।
২০। বিল্বক বিল্বপত্রিকা
২১। শ্রীশৈল মাধবী।
২২। ভদ্রেশ্বর ভদ্রা।
২৩। বরাহশৈল জয়া।
২৪। কমলালয় কমলা।
২৫। রুদ্রকোটী রুদ্রাণী।
২৬। কালঞ্জর কালী।
২৭। শালগ্রাম মহাদেবী।
২৮। শিবলিঙ্গ জলপ্রিয়া।
২৯। মহালিঙ্গ কপিলা।
৩০। মাকোট মুকুটেশ্বরী।
৩১। মায়াপুরী কুমারী।
৩২। সন্তান ললিতাম্বিকা।
৩৩। গয়া মঙ্গলা।
৩৪। পুরুষোত্তম বিমলা।
৩৫। সহস্রাক্ষ উৎপলাক্ষী
৩৬। হিরণ্যাক্ষ মহোৎপলা
৩৭। বিপাশা অমোঘাক্ষী
৩৮। পুণ্ড্রবর্দ্ধন পাটলা।
৩৯। সুপার্শ্ব নারায়ণী।
৪০। ত্রিকটু রুদ্রসুন্দরী
৪১। বিপুল বিপুলা।
৪২। মলয়াচল কল্যাণী।
৪৩। সহ্যাদ্রি একবীরা।
৪৪। হরিশ্চন্দ্র চন্দ্রিকা।
৪৫। রামতীর্থ রমণী।
৪৬। যমুনা মৃগাবতী।
৪৭। কোটতীর্থ কোটবী।
৪৮। মধুবন সুগন্ধা।
৪৯। গোদাবরী ত্রিসন্ধ্যা।
৫০। গঙ্গাদ্বার রতিপ্রিয়া।
৫১। শিবকুণ্ড শুভানন্দা।
৫২। দেবিকাতট নন্দিনী।
৫৩। দ্বারবতী রুক্মিণী।
৫৪। বৃন্দাবন রাধা।
৫৫। মথুরা দেবকী।
৫৬। পাতাল পরমেশ্বরী।
৫৭। চিত্রকূট সীতা।
৫৮। বিন্ধ্য বিন্ধ্যাধিবাসিনী
৬০। বিনায়ক উমাদেবী।
৬১। বৈদ্যনাথ আরোগ্যা।
৬২। মহাকাল মহেশ্বরী।
৬৩। উষ্ণতীর্থ অভয়া।
৬৪। বিন্ধ্যপর্ব্বত নিতম্বা।
৬৫। মাণ্ডব্য মাণ্ডবী।
৬৬। মাহেশ্বরীপুর স্বাহা।
৬৭। ছগলণ্ড প্রচণ্ডা।
৬৮। অমরকণ্টক চণ্ডিকা।
৬৯। সোমেশ্বর বরারোহা।
৭০। প্রভাস পুষ্করাবতী
৭১। সরস্বতী দেবমাতা।
৭২। তট পারাবারা।
৬৩। মহালয় মহাভাগা।
৭৪। পয়োষ্ণী পিঙ্গলেশ্বরী।
৭৫। কৃতশৌচ সিংহিকা।
৭৬। কার্ত্তিক অতিশাঙ্করী।
৭৭। উৎপলাবর্ত্তক লোলা।
৭৮। শোণসঙ্গম সুভদ্রা।
৭৮। সিদ্ধবন লক্ষ্মী।
৮০। ভরতাশ্রম অনঙ্গা।
৮১। জালন্ধর বিশ্বমুখী।
৮২। কিষ্কিন্ধপর্ব্বত তারা।
৮৩। দেবদারুবন পুষ্টি।
৮৪। কাশ্মীরমণ্ডল মেধা।
৮৫। হিমাদ্রি—ভীমাদেবী, তুষ্টি, বিশ্বেশ্বরী।
৮৬। কপালমোচন শুদ্ধি।
৮৭। কায়াবরোহণ মাতা।
৮৮। শঙ্খোদ্ধার ধরা।
৮৯। পিণ্ডারক ধৃতি।
৯০। চন্দ্রভাগা কলা।
৯১। অচ্ছোদ শিবধারিণী।
৯২। বেণা অমৃতা।
৯৩। বদরী উর্ব্বশী।
৯৪। উত্তরকুরু ঔষধি।
৯৫। কুশদ্বীপ কুশোদকা।
৯৬। হেমকূট মন্মথা।
৯৭। কুমুদ সত্যবাদিনী।

* "অপশ্যত্তাং সতীং বহ্নৌ দহ্যমানাস্ত চিৎকলাং।
স্কন্ধেঽপ্যারোপয়ামাস হা সতীতি বদন্ মুহুঃ॥
বভ্রাম ভ্রান্তচিত্তঃ সন্নানাদেশেষু শঙ্করঃ।
তদা ব্রহ্মাদয়ো দেবাশ্চিন্তামাপুরনুত্তমাম্॥
বিষ্ণুস্তু ত্বরয়া তত্র ধনুরুদ্যম্য মার্গণৈঃ।
চিচ্ছেদাবয়বান্ সত্যাস্তত্তৎ স্থানেষু তেঽপতন্॥
তৎ তৎ স্থানেষু তত্রাসীন্নানামূর্ত্তিধরো হরঃ।
উবাচ চ ততো দেবান্ স্থানেষ্বেতেষু যে শিবাম্॥
ভজন্তি পরয়া ভক্ত্যা তেষাং কিঞ্চিন্ন দুর্লভম্।
নিত্যং সন্নিহিতা যত্র নিজাঙ্গেষু পরাম্বিকা॥
স্থানেষ্বেতেষু যে মর্ত্ত্যাঃ পুরশ্চরণকর্ম্মিণঃ।
তেষাং মন্ত্রাঃ প্রসিধ্যন্তি মায়াবীজং বিশেষতঃ॥
ইত্যুক্ত্বা শঙ্করস্তেষু স্থানেষু বিরহাতুরঃ।
কালং নিন্যে নৃপশ্রেষ্ঠ জপধ্যানসমাধিভিঃ॥" (দেবীভা° ৭।৩০।৪৪-৫০)

৯৮। অশ্বত্থ	বন্দনীয়া।	১০৪। সূর্য্যবিম্ব	প্রভা।
৯৯। কুবেরালয়	নিধি।	১০৫। মাতৃমধ্য	বৈষ্ণবী।
১০০। বেদবদন	গায়ত্রী।	১০৬। সতীমধ্য	অরুন্ধতী।
১০১। শিবসন্নিধি	পার্ব্বতী।	১০৭। স্ত্রীমধ্যে	তিলোত্তমা
১০২। দেবলোক	ইন্দ্রাণী।	১০৮। চিত্তে	ব্রহ্মকলা এবং শরীরীদিগের শক্তি।
১০৩। ব্রহ্মমুখ	সরস্বতী।		

একান্তমনে এই সকল পীঠনাম ও পীঠদেবতার স্মরণ করিলে দেহিমাত্রেই নিখিল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া দেবীলোক প্রাপ্ত হয় এবং যাত্রা করিয়া এই সকল স্থানে গমনপূর্ব্বক যদি কেহ পুরশ্চরণ প্রভৃতি সৎকার্য্য অনুষ্ঠান করে, তবে সে সমুদায়ও সিদ্ধ হইয়া থাকে। (দেবীভা° ৭।৩০ অঃ)

কুব্জিকাতন্ত্রের ৭ম পটলে যে সকল স্থান সিদ্ধপীঠ বলিয়া কথিত হইয়াছে, নিম্নে সেই সেই স্থানেরও নাম প্রদত্ত হইল—

মায়াবতী, মধুপুরী, কাশী, গোরক্ষচারিণী, হিঙ্গুলা, জালন্ধর, জালামুখী, নগরসম্ভব, রামগিরি, গোদাবরী, নেপাল, কর্ণস্বর্ণ, মহাকর্ণ, অযোধ্যা, কুরুক্ষেত্র, সিংহল, মণিপুর, হৃষীকেশ, প্রয়াগ, তপোবন, বদরী, ত্রিবেণী, গঙ্গাসাগরসঙ্গম, নারিকেলা, বিরজা, কমলা, বিমলা, মাহেশ্বতীপুরী, বারাহী, ত্রিপুরা, বাগ্মতী, নীলবাহিনী, গোবর্দ্ধন, বিন্ধ্যগিরি, কামরূপ, ঘণ্টাকর্ণ, অক্ষরগ্রীব, মাধব, ক্ষীরগ্রাম ও বৈদ্যনাথ। এতদ্ভিন্ন পুষ্কর, গয়াক্ষেত্র, অক্ষয়বট, বরাহপর্ব্বত, অমরকণ্টক, নর্ম্মদা, যমুনা, পিঙ্গা, গঙ্গাদ্বার, বিল্বক, শ্রীনীলপর্ব্বত, কলাম্ব, কুব্জিক, ভৃগুতুঙ্গ, কেদার, কৈলাস, ললিতা, সুগন্ধা, শাকম্ভরীপুর, কর্ণতীর্থ, মহাগঙ্গা, তণ্ডিকাশ্রম, কুমার, প্রভাস, সরস্বতী, অগস্ত্যাশ্রম, কন্যাশ্রম, কৌশিকী, সরযূ, জ্যোতিঃসর, কালোদক, উত্তর মানস, বৈদ্যনাথ, কালঞ্জরগিরি, রাগোদ্ভেদ, গঙ্গোদ্ভেদ, ভদ্রেশ্বর, লক্ষ্মণোদ্ভেদ, কাবেরী, সোমেশ্বর, শুক্লতীর্থ, পাটনা, মহাবোধি, নগতীর্থ, রামেশ্বর, মেঘবন, ঐলেয়বন, গোবর্দ্ধন, অজপ্রিয়, হরিশ্চন্দ্র, পৃথূদক, ইন্দ্রনীল, মহানাদ, মৈনাক, পঞ্চাপ্সর, পঞ্চবটী, পর্ব্বটিকা, গঙ্গাবিল্বপ্রসঙ্গ, প্রিয়নাদবট, গঙ্গা, রামাচল, ঋণমোচন, গৌতমেশ্বর তীর্থ, বশিষ্ঠতীর্থ, হারিত, ব্রহ্মাবর্ত্ত, কুশাবর্ত্ত, হংসতীর্থ, পিণ্ডারকবন, হরিদ্বার, বদরীতীর্থ, রামতীর্থ, জয়ন্ত, বিজয়ন্ত, বিজয়া, সারদাতীর্থ, ভদ্রকালেশ্বর, অশ্বতীর্থ, ঔঘবতী নদী, অশ্বপ্রদতীর্থ, সপ্তগোদাবর, লিঙ্গতীর্থ, কিরীটতীর্থ, বিশালতীর্থ, বৃন্দাবন ও গণেশ্বরতীর্থ।

এই সকল স্থানে দেবগণ, মহর্ষিগণ, পিতৃগণ এবং অন্যান্য সিদ্ধগণ সর্ব্বদাই অবস্থান করিতেছেন। শ্রদ্ধা ও ভক্তিযুক্ত হইয়া এই সমুদায় স্থানে ধর্ম্ম কর্ম্ম করিলে শীঘ্রই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

কুব্জিকাতন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত পীঠস্থানসমূহ এবং আরও যে সকল স্থান ও তদধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম আছে, তাহাও লিপিবদ্ধ হইল :—

পুষ্কর	কমলাক্ষী।
গয়া	গয়েশ্বরী।
অক্ষয়বট	অক্ষয়া।
অমরকণ্টক	অমরেশী।
বরাহপর্ব্বত	বারাহী।
নর্ম্মদা	নর্ম্মদা।
যমুনাজল	কালিন্দী।
গঙ্গা	শিবামৃতা।
দেহলিকাশ্রম	অম্বা।
সরযূতীর	শারদা।
শোণ	কনকেশ্বরী।
সমুদ্রসঙ্গম	জ্যোতির্ম্ময়ী।
শ্রীপর্ব্বত	শ্রী।
কালোদক	কালী।
মহাতীর্থ	মহোদরী।
উত্তরমানস	নীলা।
মতঙ্গ	মাতঙ্গিনী।
বিষ্ণুপাদ	গুপ্তার্চ্চিঃ।
স্বর্গমার্গ	স্বর্গদা।
গোদাবরী	গবেশ্বরী।
গোমতী	বিমুক্তি।
বিপাশা	মহাবলা।
শতদ্রু	শতরূপা।
চন্দ্রভাগা	চন্দ্রভাগা।
ঐরাবতী	ঐরাবতী।
সিদ্ধিতীর	সিদ্ধিদা।
পঞ্চনদ	দক্ষা, দক্ষিণা।
ওজস	বীর্য্যদা।
তীর্থসঙ্গম	সঙ্গমা।
বাহুদা	অনন্তা।
কুরুক্ষেত্র	অরুণেক্ষণা।
ভরতাশ্রম	ভারতী।
নৈমিষারণ্য	সুকথা।
পাণ্ডু	পাণ্ডরানন্দা।
বিশালা	বিশালাক্ষী।
মুণ্ডপৃষ্ঠ	শিবাত্মিকা।
কনখল	শ্রদ্ধা, মুনীশ্বরী, শুদ্ধবুদ্ধি।

মানস সরোবর	সুবেশা, সুমলা, গৌরী।
নন্দাপুর	মহানন্দা।
ললিতাপুর	ললিতা।
ব্রহ্মশিরঃ	ব্রহ্মাণী।
ইন্দুমতী	পূর্ণিমা।
সিন্ধু	অতিপ্রিয়া।
জাহ্নবী-সঙ্গম	তৃপ্তি, স্বধা।
বহুসিতা	পুণ্যা।
প্রপা	পাপনাশিনী।
শঙ্খসংহরণ	ঘোররূপা।
স্বর্গোদ্ভেদ	মহাকালী।
মহাবন	প্রবলা।
ভদ্রেশ্বর	ভদ্রা, ভদ্রকালী।
বিষ্ণুপদ	বিষ্ণুপ্রিয়া।
নর্ম্মদোদ্ভেদ	দারুণা।
কাবেরী	কপিলেশ্বরী।
কৃষ্ণবেণা	ভেদিনী।
সংভেদ	শুভবাসিনী।
শুক্রতীর্থ	শ্রদ্ধা।
প্রভাস	ঈশ্বরী।
মহাবোধি	মহাবুদ্ধি।
পাটল	পাটলেশ্বরী।
নাগতীর্থ	সুবলা, নাগেশী।
মদন্তি	মদন্তী, প্রমদা, মদন্তিকা।
মেঘবাস	মেঘস্বনা, বিদ্যুৎ, সৌদামিনী।
রামেশ্বর	মহাবুদ্ধি।
ঐলাপুর	বীরা।
পিয়ালমার্গ	দুর্গা, সুবেশা, সুরসুন্দরী।

গোবর্দ্ধন	কাত্যায়নী, মহাদেবী।
হরিশ্চন্দ্র	শুভেশ্বরী।
পুরশ্চন্দ্র	পুরেশ্বরী।
পৃথূদক	মহাবেগা।
মৈনাক	অখিলবৰ্দ্ধিনী।
ইন্দ্রনীল	মহাকান্তা, রত্নরেখা।
মহানাদ	মাহেশ্বরী।
মহাবন	মহাতেজা।
পঞ্চাপ্সরঃ	সারঙ্গা।
পঞ্চবটী	তপস্বিনী।
বটিকা	বটীশী।
সর্ব্ববর্ণ	সুরঙ্গিণী।
সঙ্গম	বিন্ধ্যগঙ্গা।
বিন্ধ্য	বিন্ধ্যবাসিনী।
নন্দবট	মহানন্দা।
গঙ্গবাটাচল	শিবা।
আর্য্যাবর্ত্ত	মহার্য্যা।
ঋণমোচন	বিমুক্তি।
অট্টহাস	চামুণ্ডা।
তন্ত্র	শ্রীগৌতমেশ্বরী, বেদময়ী, ব্রহ্মবিদ্যা।
বশিষ্ঠ	অরুন্ধতী।
হারিত	হরিণাক্ষী।
ব্রহ্মাবর্ত্ত	ব্রজেশ্বরী, গায়ত্রী, সাবিত্রী।
কুশাবর্ত্ত	কুশপ্রিয়া।
মহাতীর্থ	হংসেশ্বরী।
পিণ্ডারকবন	সুরমা, ধন্যা।
গঙ্গাদ্বার	নারায়ণী, বৈষ্ণবী।
বদরীতীর্থ	শ্রীবিদ্যা।
রামতীর্থ	মহাধৃতি।
জয়ন্ত	জয়ন্তী।

বৈজয়ন্ত	অপরাজিতা। বিজয়া। মহাশুদ্ধি।
সারদা	সারদা।
সুভদ্র	ভদ্রদা।
ভদ্রকালেশ্বর	ভব্যা, মহাভদ্রা, মহাকালী।
হয়তীর্থ	গবেশ্বরী।
বিদিশা	বেদদা।
বেদমস্তক	বেদমাতা।
যুবতী	মহাবিদ্যা।
মহানদী	মহোদয়া।
ত্রিপাদ	চণ্ডা।
ছাগলিঙ্গ	বলিপ্রিয়া।
মাতৃদেশ	জগন্মাতা।
করবীরপুর	সতী।
মানব	রঞ্জিণী।
সপ্তগোদাবরতীর্থ	পরমেশ্বরী।
দেবর্ষি	অখিলেশ্বরী।

অযোধ্যা—ভবানী, জয়মঙ্গলা।
মথুরা—মাধবী, দেবকী, যাদবেশ্বরী।
বৃন্দাবন—বৃন্দা, গোপেশ্বরী, রাধা, কাত্যায়নী, মহামায়া, ভদ্রকালী, কলাবতী, চন্দ্রমালা, মহাযোগা, মহাযোগিশ্বধীশ্বরী, বজ্রেশ্বরী, যশোদা, বজ্রগোকুলেশ্বরী।

কাঞ্চী	কনককাঞ্চী।
অবন্তী	অতিপাবনী।
বিদ্যাপুর	বিদ্যা।
নীলপর্ব্বত	বিমলা।
সেতুবন্ধ	রামেশ্বরী।
পুরুষোত্তম	বিমলা।
নাগাপুরী	বিরজা।
ভদ্রাখ	ভদ্রকর্ণিকা।
তমোলিপ্তি	তমোঘ্নী।
সাগরসঙ্গম	স্বাহা।
মঙ্গলকোট	মঙ্গলা।
রাঢ়	মঙ্গলচণ্ডিকা।

শিবাপীঠ	জ্বালামুখী।	কালীঘাট গুহ্যকালী, মহেশ্বরী।
মন্দর	ভুবনেশ্বরী।	কিরীট কিরীটেশ্বরী, মহাদেবী।

অতঃপর অন্যান্য পীঠস্থান ও তদধিষ্ঠিত শিব ও শক্তির নাম। যথা—

স্থান।	দেবতা।	শিব।
অমরেশ	চণ্ডিকা, মহেশ্বরী	কুশতুন্দার।
প্রভাস	পুষ্করেক্ষণা	সোমনাথ।
নিমিষ	প্রজ্ঞা, শিবানী	মহেশ্বর।
পুষ্কর	পুরহূতা	রাজগন্ধি।
শ্রীপর্ব্বত	মায়াবী, শঙ্করী	ত্রিপুরান্তক, শ্রীশঙ্কর।
জয়েশ্বর	ত্রিশূলিনী	ত্রিশূলী।
আম্রাতকেশ্বর	সূক্ষ্মা	সূক্ষ্ম।
গণক্ষেত্র	মঙ্গলা	প্রপিতামহ।
কুরুক্ষেত্র	স্থাণুপ্রিয়া	স্থাণু।
ইষ্টনাভ	স্বায়ম্ভুবা	স্বয়ম্ভু।
কনখল	শিবব্রহ্মভা	উগ্র।
অট্টহাস	মহানন্দা	মহানন্দ।
বিমলেশ্বর	বিশ্বপ্রিয়া	বিশ্বশম্ভু।
মহেন্দ্র	মহান্তকা	মহান্তক।
ভীমপীঠ	ভীমেশ্বরী	ভীমেশ্বর।
বস্ত্রাপথ	ভুবনেশ্বরী	ভব।
অদ্রিকুট	রুদ্রাণী	মহাযোগী।
অবিমুক্ত	বিশালাক্ষী	মহাদেব।
মহামায়া	মহাভাগা	রুদ্র।
গোকর্ণ	শিবভদ্রা	মহাবল।
ভদ্রকর্ণ	ভদ্রা, কর্ণিকা	মহাদেব।
সুপর্ণ	উৎপলা	সহস্রাক্ষ।
স্থাণুপীঠ	শ্রীধরা	স্থাণু।
কমলালয়পীঠ	কমলাক্ষী	কমল।
অরণ্য	সন্ধ্যা	উর্দ্ধরেতা।
মাকোট	মুণ্ডকেশ্বরী	মহাকোট।

(কুব্জিকাতন্ত্র ৭প°)

পীঠের নাম সম্বন্ধে ঐরূপ নানাগ্রন্থে নানারূপ মত দৃষ্ট হয়। দুঃখের বিষয় এই সকল গ্রন্থের মধ্যে কোনরূপ ঐক্য নাই। চূড়ামণি প্রভৃতি তন্ত্রে একান্ন পীঠের কথা আছে, তাহা পূর্ব্বে লিখিয়াছি,—কিন্তু তাহার সহিত অন্নদা-মঙ্গলের পীঠসংখ্যার ঐক্য নাই। ভারতচন্দ্রের গ্রন্থে যে সকল পীঠের নাম

প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ৯টীর আদৌ উল্লেখ নাই। তাহার কারণও স্পষ্ট বুঝা যায় না। তিনি লিখিয়াছেন—

"প্রয়াগেতে দুহাতের অঙ্গুলি সরস।
তাহাতে ভৈরব দশ মহাবিদ্যা দশ॥"

ইহাতেই স্পষ্ট বোধ হয়, ভারতচন্দ্র দশ অঙ্গুলিকে দশটী পীঠ মনে করিয়া এবং পীঠ স্থানে দশ মহাবিদ্যা দেবী ও দশ ভৈরব দেবরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। তন্ত্রমতে যেখানে দশাঙ্গুলি পড়িয়াছে, তথায় ভৈরবীর নাম কমলা বা কল্যাণী ও ভৈরবের নাম বেণীমাধব। আর উক্ত চূড়ামণিতন্ত্রে দেখা যায় যে, কামাখ্যাতেই কেবল দশমহাবিদ্যার মূর্ত্তি আছে। শুনা যায়, ফাল্গুন ও চৈত্র মাস ব্যতীত অন্য সময়ে তাঁহার দর্শন পাওয়া যায় না।

শিবচরিত নামক গ্রন্থে নানা গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া সর্ব্বশুদ্ধ ৭৭টী পীঠ বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৫১টী মহাপীঠ আর বাকী ২৬টী উপপীঠ। যথা—

মহাপীঠ।

	অঙ্গের নাম।	যে স্থানে পতিত	ভৈরবীর নাম।	ভৈরবের নাম।
১	ব্রহ্মরন্ধ্র	হিঙ্গলা	কোট্টরী	ভীমলোচন
২	ত্রিনেত্র	সর্কর	মহিষ-মর্দ্দিনী	ক্রোধীশ
৩	নেত্রাংশতারা	তারা	তারিণী	উন্মত্ত
৪	বামকর্ণ	করতোয়াতট	অপর্ণা	বামেশ
৫	ডানকর্ণ	শ্রীপর্ব্বত	সুন্দরী	সুন্দরানন্দ
৬	নাসিকা	সুগন্ধা	সুনন্দা	ত্র্যম্বক
৭	মনঃ	বক্রনাথ	পাপহরা	বক্রনাথ
৮	বামগণ্ড	গোদাবরী	বিশ্বমাতৃকা	বিশ্বেশ
৯	ডানগণ্ড	গণ্ডকী	গণ্ডকীচণ্ডী	চক্রপাণি
১০	ঊর্দ্ধদন্ত	অনল	নারায়ণী	সংক্রূর
১১	অধোদন্ত	পঞ্চসাগর	বারাহী	মহারুদ্র
১২	জিহ্বা	জ্বালামুখী	অম্বিকা	বটকেশ্বর বা উন্মত্ত
১৩	কণ্ঠ	কাশ্মীর	মহামায়া	ত্রিসন্ধ্য
১৪	গ্রীবা	শ্রীহট্ট	মহালক্ষ্মী	সর্ব্বানন্দ
১৫	ওষ্ঠ	ভৈরব পর্ব্বত	অবন্তী	লম্বকর্ণ
১৬	অধর	প্রভাস	চন্দ্রভাগা	বক্রতুণ্ড
১৭	মর্ম্ম	প্রভাসখণ্ড	সিদ্ধেশ্বরী	সিদ্ধেশ্বর
১৮	চিবুক	জনস্থান	ভ্রামরী	বিকৃতাক্ষ
১৯	দ্বিহস্তাঙ্গুলি	প্রয়াগ	কমলা	বেণীমাধব
২০	ডান হস্তার্দ্ধ বা বামহস্ত	মান সরোবরে	দাক্ষায়ণী	হর
২১	ডান হস্তার্দ্ধ	চট্টগ্রাম	ভবানী	চন্দ্রশেখর
২২	বামস্কন্ধ	মিথিলা	মহাদেবী	মহোদর
২৩	ডানস্কন্ধ	রত্নাবলী	শিবা	শিব বা কুমার
২৪	বামমণিবন্ধ	মণিবন্ধ	গায়ত্রী	শঙ্কর বা সর্ব্বান
২৫	ডান মণিবন্ধ	মণিবেদ	সাবিত্রী	স্থাণু
২৬	বামকণুই	উজানি	মঙ্গলচণ্ডী	কপিলাম্বর
২৭	ডানকণুই	রণখণ্ড	বহুলাক্ষী	মহাকাল
২৮	বামবাহু	বহুলা	বহুলা	ভীরুক
২৯	ডানবাহু	বক্রেশ্বর	বক্রেশ্বরী	বক্রেশ্বর
৩০	বামস্তন	জালন্ধর	ত্রিপুরমালিনী	ভীষণ
৩১	ডানস্তন	রামগিরি	শিবানী	চণ্ড
৩২	পৃষ্ঠ	বৈবস্বত	ত্রিপুটা	শমনকর্ম্মা
৩৩	হৃদয়	বৈদ্যনাথ	নবদুর্গা বা জয়দুর্গা	বৈদ্যনাথ
৩৪	নাভি	উৎকল	বিজয়া	জয়
৩৫	জঠর	হরিদ্বার	ভৈরবী	বক্র
৩৬	কোঁক	কোঁকামুখ	কোঁকেশ্বরী	কোঁকেশ্বর
৩৭	কাঁকালি	কাঞ্চীদেশ	বেদগর্ভা	রুরু
৩৮	বামনিতম্ব	কালমাধব	কালী	অসিতাঙ্গ
৩৯	ডাননিতম্ব	নর্ম্মদা	সোণাক্ষী	ভদ্রসেন
৪০	মহামুদ্রা	কামরূপ	কামাখ্যাদেবী বা নীলপার্ব্বতী	রাবানন্দ বা উমানন্দ
৪১	বামজানু	মালব	শুভচণ্ডী	তাম্র
৪২	ডানজানু	ত্রিস্রোতা	চণ্ডিকা	সদানন্দ
৪৩	বামজঙ্ঘা	জয়ন্তী	জয়ন্তী	ক্রমদীশ্বর
৪৪	ডানজঙ্ঘা	নেপাল	মহামায়া বা নবদুর্গা	কপালী
৪৫	বামপদ	ত্রিহুত	অমরী	অমর
৪৬	ডানপদ	ত্রিপুরা	ত্রিপুরা	নল
৪৭	ডানপদাঙ্গুষ্ঠ	ক্ষীরগ্রাম	যোগাদ্যা	ক্ষীরখণ্ড
৪৮	ডান পদাঙ্গুলি	কালীঘাট	কালিকা	নকুলেশ
৪৯	বামগুল্ফ	বিভাস	ভীমরূপা	কাপালী
৫০	ডানগুল্ফ	কুরুক্ষেত্র	সম্বরী বা বিমলা	সম্বর্ত্ত
৫১	বাম পদাঙ্গুলি	বিন্ধ্যশেখর	বিন্ধ্যবাসিনী	পুণ্যভাজন

উপপীঠ।

	যে অঙ্গ	যে স্থানে পতিত	যে দেবী।	যে ভৈরব।
১	কিরীট	কিরীটকোণা	ভুবনেশী	কিরীটী
২	কেশ	কেশজাল	উমা	ভূতেশ
৩	কুণ্ডল	বারাণসী	বিশালাক্ষী বা অন্নপূর্ণা	কালভৈরব বা বিশ্বেশ্বর
৪	বামগণ্ডাংশ	উত্তরা	উত্তরিণী	উৎসাদন
৫	ডানগণ্ডাংশ	নলস্থান	ভ্রমরী	বিরূপাক্ষ
৬	ওষ্ঠাংশ	অট্টহাস	ফুল্লরা	বিশ্বনাথ
৭	দন্তাংশ	সংহর	শূরেশী	শূরেশ
৮	উচ্ছিষ্ট	নীলাচল	বিমলা	জগন্নাথ
৯	কণ্ঠহার	অযোধ্যা	অন্নপূর্ণা	হরিহর
১০	হারাংশ	নন্দীপুর	নন্দিনী	নন্দীশ্বর
১১	গ্রীবাংশ	শ্রীশৈল	সর্ব্বেশ্বরী	চর্চ্চিতানন্দ
১২	শিরোংশ	কালীপীঠ	চণ্ডেশ্বরী	চণ্ডেশ্বর
১৩	অস্ত্র	চক্রদ্বীপ	চক্রধারিণী	শূলপাণি
১৪	পাণিপদ্ম	যশোর	যশোরেশ্বরী	প্রচণ্ড
১৫	করাংশ	সতীচল	সুনন্দা	সুনন্দ
১৬	স্কন্ধাংশ	বৃন্দাবন	কুমারী	কুমার
১৭	বসাচর্ব্বি	গৌরীশেখর	যুগাদ্যা	ভীম
১৮	শিরানলি	নলহাটী	সেফালিকা	যোগীশ
১৯	কক্ষাংশ	সর্ব্বশৈল	বিশ্বমাতা	দণ্ডপাণি
২০	নিতম্বাংশ	শোণ	ভদ্রা	ভদ্রেশ্বরী
২১	পদাংশ	ত্রিস্রোতা	পার্ব্বতী	ভৈরবেশ্বর
২২	নূপুর	লঙ্কা	ইন্দ্রাক্ষী	রক্ষেশ্বর
২৩	চর্ম্মাংশ	কটক	কটকেশ্বরী	বামদেব
২৪	লোম	পুণ্ড্র	সর্ব্বাঙ্গী	সর্ব্ব
২৫	লোমখণ্ড	তৈলঙ্গ	চণ্ডদায়িকা	চণ্ডেশ
২৬	ভগ্নাংশ	শ্বেতবন্ধ	জয়া	মহাভীমা

পূর্ব্বে যে সকল পীঠস্থানের নাম লিখিত হইল, মানবমাত্রেই সেই সকল স্থানে গমনপূর্ব্বক দান, হোম, জপ ও স্নান করিলে অক্ষয়পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারেন। (কালিকাপুরাণে ১৮, ৫০ ও ৬১ অধ্যায়ে পীঠ সম্বন্ধে অনেক কথা আছে।)

(পুং) ৩ কংসের মন্ত্রী। (হরিব° ১৬১ অঃ) ৪ অসুরভেদ, (ভারত দ্রোণ ১৩ অঃ)

৫ দেবতা-মূর্ত্তিস্থাপনাধার। ৬ দেবতাপূজনাঙ্গ হৃদয়রূপ আধার।

পীঠক (পুং) ১ আসন, চৌকী। ২ পৃষ্ঠস্থ আসন।

পীঠকেলি (পুং) পীঠে আসনে কেলিঃ নর্ম্মাদি যস্য। পীঠমর্দ্দ নায়ক।

'ষিড়্গো ব্যালীকঃ ষট্প্রজ্ঞঃ কামকেলির্বিদূষকঃ।
পীঠকেলিঃ পীঠমর্দ্দো ভবিলশ্চিত্তুরো বিটঃ॥' (ত্রিকা°)

পীঠগ (ত্রি) পীঠে গচ্ছতীতি গম-ড। ১ পীঠগামী, পীঠসর্প। ২ খঞ্জ।

পীঠগর্ত্ত (পুং) দেবমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য মূলদেশস্থ গর্ত্ত। ২ পীঠবিবর।

পীঠচক্র (পুং) রথবিশেষ। (আশ্ব° গৃহ্য° ৪।২)

পীঠদেবতা (স্ত্রী) আধারশক্তি প্রভৃতি দেবতাগণ।

পীঠনায়িকা (স্ত্রী) পীঠস্থানে যা নায়িকা, অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ভগবতী, দুর্গা। পীঠস্থানাধিষ্ঠাত্রী শক্তিভেদ।

পীঠন্যাস (পুং) পীঠে ন্যাসঃ। তন্ত্রসারোক্ত ন্যাসভেদ। আধারশক্তি প্রভৃতি পীঠদেবতার প্রণবাদি নমোহন্তদ্বারা অর্থাৎ মন্ত্রের আদিতে ওঁ এবং অন্তে নমঃ শব্দ উচ্চারণ করিয়া ন্যাস করিতে হয়। প্রায় সকল পূজাতেই পীঠন্যাস আবশ্যক। তন্ত্রসারে এই ন্যাসের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। [ন্যাস শব্দ দেখ।]

পীঠপুরি, দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত একটী প্রাচীন জনপদ। [পিষ্টপুর দেখ।]

পীঠভূ (স্ত্রী) প্রাকারসমীপস্থ ভূভাগ। (হেম)

পীঠমর্দ্দ (পুং) মৃদ্নাতীতি মৃদ-অচ, পীঠস্য আসনস্য মর্দ্দঃ। নায়কবিশেষ। পীঠমর্দ্দনায়ক নায়কের সাধারণ গুণ হইতে অল্প গুণবিশিষ্ট এবং নায়কের প্রধান সহায়। রামচন্দ্রাদির সুগ্রীবাদির ন্যায়। ইহার লক্ষণ—

"দূরানুবর্ত্তিনি স্যাৎ তস্য প্রাসঙ্গিকে হতিবৃত্তে তু।
কিঞ্চিত্তদ্‌গুণহীনঃ সহায় এবাস্য পীঠমর্দ্দাখ্যঃ॥" (সাহিত্যদর্পণ)

রসমঞ্জরী-মতে—এই নায়ক কুপিত, স্ত্রীপ্রসাদক এবং নর্ম্মসচিব। উদাহরণ—

"কোঽয়ং কোপবিধিঃ প্রযচ্ছ করুণাগর্ভং বচো জায়তাং
পীযূষদ্রবদীর্ঘিকাপরিমলৈরামোদিতা মেদিনী॥
আস্তাং বা স্পৃহয়ালু লোচনমিদং ব্যাবর্ত্তয়ন্তী মুহু-
র্যস্মৈ কুপ্যসি তস্য সুন্দরি! তপোবৃন্দানি বন্দামহে॥"

২ নায়কপ্রিয়। ৩ অতি ধৃষ্ট।

'পীঠমর্দ্দোঽতিধৃষ্টে স্যাৎ নায়কস্য প্রিয়েঽপি চ।' (মেদিনী)

পীঠসর্প (ত্রি) পীঠে সর্পতি সৃপ-অণ্। খঞ্জ, খোঁড়া।

পীঠসর্পিন্ (ত্রি) পীঠেন সর্পতীতি সৃপ-ণিনি। খঞ্জ। পর্য্যায়—পাংগুর। (হারাবলী)

পীঠস্থান (ক্লী) পীঠস্য স্থানম্। দেবতাধিষ্ঠিত দেশ। [পীঠ দেখ।]

পীঠিকা (স্ত্রী) ১ পিঁড়ি, আসন, চৌকী। ২ মূর্ত্তি বা স্তম্ভাদির মূলভাগ। ৩ অংশ, অধ্যায়।

পীঠী (স্ত্রী) পীঠ স্বল্পার্থে ঙীষ্। আসন। চলিত পীঁড়ী। (শব্দর°)

পীড়, ১ বধ। ২ অবগাহন। চুরাদি, উভয়, সক, সেট্। লট্ পীড়য়তি-তে। লোট্ পীড়য়তু-তাং। লিট্ পীড়য়াঞ্চকার-চক্রে। লুঙ্ অপিপীড়ৎ। অপীপিড়ৎ-ত। লৃট্ পীড়য়িষ্যতি-তে। আ-পীড়। ১ ভূষণ। ২ ক্লেশ। আপীড়য়তি। উদ্-পীড়। ১ উৎপীড়ন। ২ ক্লেশ। উৎপীড়য়তি।
উপ-পীড়, ১ দৃঢ় গ্রহণ। ২ সংশ্লেষ। উপপীড়য়তি। নি-পীড়, ১ দৃঢ়গ্রহণ, ২ সম্পীড়ন। নিপীড়য়তি। নির্-পীড়। নিষ্পীড়ন, আর্দ্রবস্ত্রাদির নির্জ্জলীকরণ। যথা—নিষ্পীড়য়তি।

পীড়ক (পুং) ১ যন্ত্রণাদাতা। ২ ব্রণ চক্র প্রভৃতি চর্ম্মরোগবিশেষ। বালকবালিকাদিগের তালুদেশে পীড়ক রোগ জন্মে। [তালু-পীড়ক দেখ।]

পীড়ন (ক্লী) পীড়-বাধে অবগাহে বা ভাবে-ল্যুট্। ১ শস্যাদি সম্পন্ন দেশের পরচক্র দ্বারা পীড়ন, পররাষ্ট্রপীড়ন, পরের দেশ অবরোধ। "পীড়নঞ্চৈব পাঞ্চাল্যাস্তথা দ্যূতে পরাজয়ঃ।" (দেবীভাগ° ৩।১২।১৩) ২ দুঃখ দেওয়া।

"ভরণং পোষ্যবর্গস্য প্রশস্তং স্বর্গসাধনম্।
নরকং পীড়নে চাস্য তস্মাদ্‌যত্নেন তং ভরেৎ ॥"
(দায়ভাগধৃত মনুবচন)

৩ মর্দ্দন, চলিত টিপন্, চাপন ইত্যাদি। ৪ উচ্ছেদ। ৫ বিনাশ। ৬ অভিভব। ৭ সাগ্রহগ্রহণ। ৮ নিপীড়ন। ৯ বায়ুজন্য ব্রণবেদনা। ১০ ব্রণের পূয নির্গমনার্থ অঙ্গুলাদি দ্বারা পীড়া অর্থাৎ টেপা।

পীড়নীয় (ত্রি) পীড়-অনীয়র্। পীড়ার্হ, পীড়ার যোগ্য।

পীড়া (স্ত্রী) পীড়নমিতি পীড়-অঙ্ (ষিদ্‌ভিদাদিভ্যোঽঙ্। পা ৩।৩।১০৪) ততষ্টাপ্। পীড়ন, পর্য্যায়—বাধা, ব্যথা, দুঃখ, অমানস্য, প্রসূতিজ, কষ্ট, কৃচ্ছ্র, আভীল, আবাধা, আমানস্য, রুজ্, বেদনা, আর্ত্তি, তোদ, রুজা। (বৈদ্যকরত্নমালা)

শরীরাদিতে বহুবিধ রোগ আছে। শরীরগত রোগই পীড়া নামে অভিহিত। পীড়ামাত্রই কষ্টদায়ক।

শাস্ত্রোক্ত নিয়ম লঙ্ঘন করিলে পীড়া জন্মে। আত্মার পীড়নকেই পীড়া কহে। দুঃখমাত্রই পীড়া পদবাচ্য। এই দুঃখ বা পীড়া আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ভেদে ত্রিবিধ। [আধ্যাত্মিক প্রভৃতি দুঃখের বিবরণ দুঃখ শব্দে দেখ।]

পীড়ার মূলকারণ অধর্ম্ম। অধর্ম্ম আচরণে দুরদৃষ্ট জন্মে। দুরদৃষ্টবশতঃই রোগ, শোক প্রভৃতি নানাবিধ পীড়া হয়। যাহাতে দুরদৃষ্ট জন্মিতে না পারে, এইরূপ আচরণই বিধেয়।

বর্ত্তমান স্থলে শারীরিক পীড়ার বিষয় অতি সংক্ষেপে আলোচিত হইল। বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মাই সকল রোগ বা পীড়ার মূল। সকল পীড়াতেই ইহাদের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। এই জগৎ যেরূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ ব্যতিরেকে থাকিতে পারে না। তদ্রূপ দেহস্থিত রোগসমূহ বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিন ব্যতীত কিছুতেই জন্মে না। দোষ, ধাতু এবং মলের পরস্পর সংসর্গভেদে, স্থানভেদে এবং কারণ ভেদে দেহস্থ রোগ বিবিধ প্রকার হইয়া থাকে। সপ্তধাতু দূষিত হইয়া যে সকল রোগ উৎপন্ন করে, তাহাদের রসজ, রক্তজ, মাংসজ, মেদজ, অস্থিজ, মজ্জ এবং শুক্রজ প্রভৃতি নাম দেওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে রসধাতু দূষিত হইলে অন্নে অশ্রদ্ধা, অরুচি, অপাক, অঙ্গমর্দ্দ, জ্বর, হৃল্লাস, অক্ষুধা, শরীরের গুরুতা, পাণ্ডু, হৃদ্রোগ, মার্গের উপরোগ, কৃশতা, মুখের বিরসতা, অবসন্নতা, অকালে ত্বকের সঙ্কোচ ও কেশপক্ব হওয়া প্রভৃতি বিকার জন্মে। শোণিত দূষিত হইলে কুষ্ঠ, পীড়ক, বিসর্প, নীলিকা, তিল, ব্যঙ্গ, অচ্ছ, ইন্দ্রলুপ্ত, প্লীহা, গুল্ম, বাতরক্ত, অর্শঃ ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগোৎপত্তি হয়। মাংস দূষিত হইলে হইলে অধিমাংস, অর্ব্বুদ, অধিজিহ্বা, গলগণ্ডিকা প্রভৃতি মাংসসংঘাত প্রভৃতি বিকার; মেদ দূষিত হইলে গ্রন্থি, বৃদ্ধি, গলগণ্ড, অর্ব্বুদ, ওষ্ঠপ্রকোপ, মধুমেহ, অতিস্থূলতা ও অতিশয় ঘর্ম্মনির্গম প্রভৃতি বিকৃতি; অস্থি দূষিত হইলে অধ্যস্থি, অধিদন্ত, অস্থিতোদ ও কুনখ প্রভৃতি বিকার এবং মজ্জা দূষিত হইলে তমোদৃষ্টি, মূর্চ্ছা, ভ্রম, শরীরের গুরুতা, উরু, ও জঙ্ঘার স্থূলতা প্রভৃতি পীড়া জন্মে। শুক্র দূষিত রোগে ক্লীবতা, শুক্রাশ্মরী ও শুক্রমেহ প্রভৃতি পীড়া এবং মলাশয় দূষিত হইলে ত্বক্‌রোগ, মলরুদ্ধ বা অতিশয় নিঃসরণ প্রভৃতি পীড়া উপস্থিত হয়।

শারীরিক কোন ইন্দ্রিয়ের স্থান দূষিত হইলে ইন্দ্রিয়-কার্য্যের অপ্রবৃত্তি অথবা অস্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। দোষ কুপিত হইয়া শরীরের সর্ব্বস্থানে ধাবিত হয়। শরীর মধ্যে যে স্থানে সেই কুপিত দোষের সংসর্গে অন্য দোষ বিগুণ হইয়া পড়ে, তৎস্থানেই পীড়ার উৎপত্তি দেখা যায়।

এইরূপ সন্দেহ হয় যে জ্বর প্রভৃতি রোগ বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিন দোষকে নিত্য আশ্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু নিরন্তর আশ্রয় একান্ত অসম্ভব, কারণ তাহা হইলে সকল প্রাণীকেই নিত্য পীড়িত থাকিতে হয়। বায়ু, পিত্ত ও কফ জ্বরের প্রকৃত লক্ষণ হইলেও উহা অবান্তরভাবে জ্বরাদিতে নিয়ত লিপ্ত থাকে না। যেমন বিদ্যুৎ, বাত, বজ্র, বর্ষা আকাশ ব্যতীত প্রকাশ পায় না, অথচ তাহারা নিত্য আকাশে

থাকে না। অন্য কোন কারণ যোগে আকাশে উদ্ভূত হয়। আরও সেইরূপ অন্য কারণে বায়ু, পিত্ত ও কফকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায়। তরঙ্গ অথবা বুদ্‌বুদ্ যেমন জল হইতে ভিন্ন নহে, অথচ জল থাকিলেই তাহাতে নিরবচ্ছিন্ন তরঙ্গ বা বুদ্‌বুদ থাকে না, অন্য কারণে তাহারা জলে উৎপাদিত হয়, তদ্রূপ জ্বরাদি পীড়াসমূহও অন্য কারণযোগে বায়ু, পিত্ত ও কফ দুষ্ট হইয়া প্রকাশিত হয়।

পুরুষে দুঃখসংযোগ হইলে তাহাকে পীড়া কহে। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, দুঃখ ত্রিবিধ, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক। এই তিন প্রকার দুঃখ সপ্তপ্রকার ব্যাধিতে প্রবর্ত্তিত হয়। উহার নাম আদিবলজাত, জন্মবলজাত, দোষবলজাত, সংঘাতবলজাত, কালবলজাত এবং স্বভাববলজাত। শুক্রশোণিতদোষে কুষ্ঠ অর্শ প্রভৃতি যে সকল পীড়া হয়, তাহারা আদিবলজাত। আদিবলজাত পীড়া দুই প্রকার—মাতৃ ও পিতৃদোষজাত। মাতৃদোষপ্রযুক্ত জন্মান্ধ, বধির, মূক ও বামন প্রভৃতি। মাতৃদোষ দুই প্রকার—রস এবং দৌহৃদজনিত। আতঙ্ক অথবা মিথ্যা-আহার-বিহার-জনিত রোগই দোষবল জাত। উহা দুই প্রকার শারীরিক ও মানসিক। শারীরিক দোষ দুই প্রকার আমাশয় আশ্রিত ও পক্বাশয় আশ্রিত। এই সকল পীড়া আধ্যাত্মিক নামে অভিহিত।

আগন্তু রোগই সংঘাতবলজাতব্যাধি। আগন্তু ব্যাধি দুই প্রকার—শস্ত্রাঘাতজনিত ও হিংস্রজন্তুকৃত। আগন্তু পীড়াই আধিভৌতিক। শীত, উষ্ণ, বাত, বর্ষা প্রভৃতি কারণে যে পীড়া হয়, তাহাদিগকে কালবলজাত পীড়া কহে। এই পীড়া আবার দ্বিবিধ—ঋতুবিপর্য্যয় ও স্বাভাবিক ঋতুজনিত। দেবদ্রোহ ও অভিশাপপ্রযুক্ত অথবা অথর্ব্ববেদোক্ত অভিচার ও উপসর্গজনিত পীড়া দৈববলজনিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। আধিদৈবিক পীড়াও দুই প্রকার—বজ্রাঘাত বা পিশাচাদি কৃত। ক্ষুধা, পিপাসা, জরা, মৃত্যু ও নিদ্রা প্রভৃতি স্বভাববলজাত পীড়া। ইহাও দ্বিবিধ কালকৃত এবং অকালকৃত। অতি যত্নেও যাহা নিবারণ করা যায় না, তাহা কালজন্য এবং যত্ন না করা প্রযুক্ত যাহা ঘটে, তাহাই অকালসম্ভূত।

(সুশ্রুত সূত্রস্থা° ২৪ অ°)

২ কৃপা। ৩ শিরোমালা। ৪ সরলদ্রু।

'পীড়া কৃপা শিরোমালা হপমর্দ্দসরলদ্রুষু।' (মেদিনী)

পীড়াভঞ্জীরস (পুং) রসৌষধভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী—অভ্রভস্ম তিনভাগ, পারদ এক ভাগ, গন্ধক একভাগ, জয়পালবীজ ২ ভাগ, টঙ্কণক্ষার ৩ ভাগ, এই সকল দ্রব্য জম্বীর রসে মর্দ্দন করিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইবে। মাত্রা কোল পরিমাণ। অনুপান শুড়কাঞ্জিক। এই ঔষধ সেবনে শূলরোগ প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রচিন্তা°)

পীড়াস্থান (ক্লী) পীড়ায়াঃ স্থানং ৬তৎ। পীড়ার স্থান। রাশির উপচয় ভিন্ন স্থানকে পীড়াস্থান কহে। জন্মরাশি হইতে যেস্থলে অশুভ গ্রহাদি থাকে, তাহাই পীড়াস্থান।

"রাশের্যস্য ক্রূরাঃ পীড়াস্থানেষু সংস্থিতাঃ বলিনঃ।
তৎপ্রোক্তদ্রব্যাণাং মহার্ঘতা দুর্লভত্বঞ্চ॥"

(বৃহৎসংহিতা ৪১।১১)

পীড়িত (ত্রি) পীড়-ক্ত অথবা পীড়াহস্য জাতেতি তারকাদিত্বাদিতচ্। ১ ব্যথিত, দুঃখিত। ২ পীড়াযুক্ত, রুগ্ন। ৩ উচ্ছিন্ন। ৪ মর্দ্দিত। ৫ স্ত্রীদিগের করণ ভেদ।

'পীড়িতং করণে স্ত্রীণাং যন্ত্রিতে বাধিতেঽপি চ।' (মেদিনী)

ভাবে-ক্ত। (ক্লী) ৬ পীড়া। (পুং) ৭ তন্ত্রসারোক্ত মন্ত্রভেদ।

"সহস্রার্ণাধিকা মন্ত্রা দণ্ডকাঃ পীড়িতাহ্বয়াঃ॥" (তন্ত্রসার)

পীত (ক্লী) পা ভাবে ক্ত। ১ পান। (মেদিনী) পীতো বর্ণোহস্যাস্তীতি অচ্ পীতাভত্বাদস্য তথাত্বং। ২ হরিতাল। (রাজনি°) ৩ হরিচন্দন।

"পীতসারং সুশীতঞ্চ তৎপীতং হরিচন্দনম্।" (বৈদ্যকরত্নমালা)

(পুং) পিবতি বর্ণান্তরমিতি পা কর্ত্তরি ঔণাদিকঃ ক্ত। ৪ বর্ণবিশেষ, হলদে রঙ্। পর্য্যায়—গৌর, হরিদ্রাভ, কুসুম্ভ, অঙ্কোঠ, শাখোট, পুষ্পরাগ। (রাজনি°) কবিকল্পলতায় পীত বস্তুর এইরূপ নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—১ ব্রহ্মা ২ জীব ৩ ইন্দ্র ৪ গরুড় ৫ ঈশ্বরদৃগ্ ৬ জটা ৭ গৌরী ৮ দ্বাপর ৯ গোমূত্র ১০ মধু ১১ বীররস ১২ রজঃ ১৩ হরিদ্রা ১৪ রোচনা ১৫ রীতি ১৬ গন্ধক ১৭ দীপ ১৮ চম্পক ১৯ কিঞ্জল্ক ২০ বকুল ২১ শালি ২২ হরিতাল ২৩ মনঃশিলা ২৪ কর্ণিকার ২৫ চক্রবাক ২৬ বানর ২৭ শারিকামুখ ২৮ কেশবাংশুক ২৯ মণ্ডূক ৩০ সরাগ এবং ৩১ কনকাদি। এই সকল শব্দ পীতবস্তুবাচক।* কাব্যে এই সকল পীত বর্ণ বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে।

---

* "পীতানি ব্রহ্মজীবেন্দ্রগরুড়েশ্বরদৃগ্‌জটাঃ।
গৌরীদ্বাপরগোমূত্রমধুবীররসা রজঃ।
হরিদ্রা রোচনা রীতিগন্ধকে দীপচম্পকৈঃ।
কিঞ্জল্কবকুলে শালিহরিতালমনঃশিলাঃ।
কর্ণিকারচক্রবাকবানরে শারিকামুখম্।
কেশবাংশুকমণ্ডূকসরাগকনকাদয়ঃ।" (কবিকল্পলতা)

পীতশ্বেতবাচক শব্দ—গৌর, দ্বিজরাজ, কপর্দ্দ, শস্তু, হরি, তার্ক্ষ্য, হৈমস্তোম, অষ্টাপদ, মহারজত, চন্দ্র ও কলধৌত। পীতশ্যামবাচক—কৃষ্ণাম্বর, মধুজিত, ধ্বান্তকেতু, বিদ্যুৎকান্ত, ধ্বান্তদ্বেষী, হরি ও স্বর্ণবচ্ছায়া। (কবিকল্পলতা) ৫ পর্ব্বতবিশেষ।

"প্রথমঃ সূর্য্যসঙ্কাশঃ সুমনা নাম পর্ব্বতঃ।
পীতস্তু মধ্যমস্তত্র শাতকৌম্ভময়ো গিরিঃ॥" (মৎস্যপু° ১২১।৯৩)

(ত্রি) পীতবর্ণোঽস্ত্যাস্তীতি, অচ্। ৬ পীতবর্ণযুক্ত। (ভারত ৪।৪১।২০) পা-কর্ম্মণি-ক্ত। কৃতপান।

"হালাহলমপি পীতং বহুশো ভিক্ষাপি ভক্ষিতা ভবতা।
অনয়োরবগতরসয়োঃ কিয়দন্তরং বদ যোগিন্॥" (উদ্ভট)

পীতং পানমস্ত্যস্যেতি অচ্, বা পীতং নীরং ক্ষীরং বা যেন ইত্যুত্তরপদলোপঃ। ৮ পীত দুগ্ধাদিক।

"অথ প্রজানামধিপঃ প্রভাতে জায়াপ্রতিগ্রাহিতগন্ধমাল্যাং।
বনায় পীতপ্রতিবদ্ধবৎসাং যশোধনো ধেনুমৃষের্মুমোচ॥"
(রঘু ২।১)

(পুং) ৯ বেতসলতা, বেতগাছ। (রত্নমা°) ১০ পুষ্পরাগমণি। (রাজনি°) ১১ শনিধানবিশেষ। ১২ নন্দিবৃক্ষ। ১৩ সোমলতাভেদ। ১৪ পীতঝিণ্টী। ১৫ পদ্মকাষ্ঠ। ১৬ পীতোশীর। ১৭ কুসুম্ভ। ১৮ প্রবাল। ১৯ পীতচন্দন। (বৈদ্যকনি°)

পীতক (ক্লী) পীত (যাবাদিভ্যঃ কন্। পা ৫।৪।২৯) ইতি স্বার্থে কন্। ১ হরিতাল। পীতেন পীতবর্ণেন কায়তীতি কৈ-ক। ২ কুঙ্কুম। (জটাধর) [কুঙ্কুম শব্দ দেখ।]

৩ অগুরু। ৪ পদ্মকাষ্ঠ। ৫ পিত্তল। ৬ মাক্ষিক। (রাজনি°) ৭ নন্দিবৃক্ষ। ৮ পীতশাল। (রত্নমালা) ৯ শ্যোণাকবৃক্ষ। ১০ হরিদ্রু। ১১ কিঙ্কিরাতবৃক্ষ। পীতেন পীতবর্ণেন রক্তমিতি পীত-(লাক্ষারোচনাৎ ঠক্ চ। পা ৪।২।২) ইত্যস্য পীতাৎ কন্, ইতি বার্ত্তিকোক্ত্যা কন্। ১১ পীতবর্ণরঞ্জিত। ১২ পীতবর্ণবিশিষ্ট। (পুং) পীত স্বার্থে কন্। ১৩ পীতবর্ণ।

"ব্রাহ্মণানাং সিতো বর্ণঃ ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ লোহিতঃ।
বৈশ্যানাং পীতকো বর্ণঃ শূদ্রাণামসিতস্তথা॥" (মহা° ১২।১৮৮।৫)

১৪ বর্ব্বুর ভেদ। ১৫ মধু। ১৬ গর্জ্জরমূল। ১৭ পীতজীরক। ১৮ পীতলোধ্র। ১৯ কিরাততিক্ত, চলিত চিরাতা। (বৈদ্যকনি°) ২০ পৃথুশিম্বশ্যোণাক বৃক্ষ। (রাজনি°)

পীতকচূর্ণ (ক্লী) চূর্ণৌষধভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী—মনঃশিলা, যবক্ষার, হরিতাল, সৈন্ধব ও দার্ব্বীত্বক্, এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া মাক্ষিকের সহিত মিশ্রিত করিয়া পরে ঘৃতমণ্ড দ্বারা মূর্চ্ছিত করিলে এই চূর্ণ প্রস্তুত হয়। ইহা মুখরোগে বিশেষ উপকারক। (চরক চিকিৎসিতস্থান ২৬ অ°)

পীতকটুকী (স্ত্রী) পীতরোহিণী, পীতবর্ণ কটকী।
(পর্য্যায়মুক্তাবলী)

পীতকদলী (স্ত্রী) পীতা কদলীতি নিত্যকর্ম্মধা°। স্বর্ণকদলী, চাঁপাকলা। (বৈদ্যকনি°)

পীতকদ্রুম (পুং) পীতকো দ্রুমঃ। হরিদ্রুবৃক্ষ। (রাজনি°)

পীতকন্দ (পুং) পীতঃ কন্দোঽস্য। গর্জ্জরমূলক, গাঁজর।

পীতকরবীরক (পুং) পীতঃ করবীর ইতি নিত্যকর্ম্মধারয়ঃ, ততঃ স্বার্থে কন্। ১ পীতবর্ণ করবীরপুষ্পবৃক্ষ। পর্য্যায়—পীতপ্রসব, সুগন্ধিকুসুম। ইহা সামান্য করবীর তুল্য গুণযুক্ত। (রাজনি°)

পীতকা (স্ত্রী) পীতক-টাপ্। ১ হরিদ্রা। ২ দারুহরিদ্রা। ৩ স্বর্ণযূথিকা। ৪ কুষ্মাণ্ড। ৫ ঘোষালতা। (বৈদ্যকনি°) ৬ স্পৃক্কা, পিড়িংশাক। ৭ শতপদী নামে কীটভেদ, কৃচ্ছ্রসাধ্যলূতাবিশেষ, একপ্রকার মাকড়সা। ইহার দংশনে শরীরে পীড়কা জন্মে এবং বমন, শিরঃশূল ও চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ এই সকল উপদ্রব ঘটে। ইহাতে কুটজ, বেণামূল, পদ্মকাষ্ঠ, অশোক, শিরীষ, শেলু (চাল্‌তা), অপামার্গ, কদম্ব ও অর্জ্জুনত্বক্ এই সকল হিতকর। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ৮ অধ্যায়) ইহার নামান্তর পীতিকা।

পীতকাঞ্চন (পুং) পীতপুষ্প কাঞ্চনভেদ। ইহার গুণ—গ্রাহী, দীপন, ব্রণরোপণ, মূত্রকৃচ্ছ্র, কফ ও বায়ুনাশক।

পীতকায়তা (স্ত্রী) পিত্তজ রোগভেদ। এই রোগে শরীর পীতবর্ণ হয়।

পীতকাবের (ক্লী) কুৎসিতং বেরং শরীরং কাবেরং, পীতং কাবেরং কুৎসিতশরীরমপি যস্মাৎ। ১ কুঙ্কুম। ২ পিত্তল।
(মেদিনী)

পীতকাষ্ঠ (ক্লী) পীতকাষ্ঠমিতি নিত্যকর্ম্মধা°। পীতচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ। (রাজনি°)

পীতকীলা (স্ত্রী) পীতা কীলা কীলতুল্যা লতেতি। আবর্ত্তকীলতা। (রাজনি°)

পীতকুরবক (পুং) পীতঃ কুরবকঃ। পীতঝিণ্টী ক্ষুপ, পীত ঝাঁটী। (রাজনি°)

পীতকুষ্মাণ্ড (ক্লী) পীতং কুষ্মাণ্ডং কর্ম্মধা°। বৈদেশিক কুষ্মাণ্ড, চলিত বিলাতিকুমড়া।

"অপরং পীতকুষ্মাণ্ডং গুরুপিত্তকরং পরম্।
অগ্নিমান্দ্যকরং স্বাদু শ্লেষ্মঘ্নং বাতকোপনম্॥" (আত্রেয়স°)

ইহার গুণ—গুরু, অতিশয় পিত্তবর্দ্ধক, অগ্নিমান্দ্যকর, স্বাদু, শ্লেষ্মনাশক ও বায়ুবৃদ্ধিকর।

পীতকুসুম (পুং) পীত ঝিণ্টীক্ষুপ, পীতঝাঁটীগাছ।

পীতগন্ধ (ক্লী) পীতমপ চ গন্ধং গন্ধযুক্তং। পীতচন্দন। (রাজনি°)

পীতগন্ধক (পুং) গন্ধক। (বৈদ্যকনি°)

পীতঘোষা (স্ত্রী) পীতানি পুষ্পাণি সন্ত্যস্যা ইতি পীতা, পীতপুষ্পা, পীতা ঘোষা কর্ম্মধা°। পীতপুষ্প, ঘোষালতা। (রত্নমা°) চলিত ঝিঙে।

পীতচন্দন (ক্লী) পীতং পীতবর্ণং চন্দনমিতি কর্ম্মধা°। পীতবর্ণ চন্দন, এই চন্দন দ্রাবিড় দেশে কম্বলক নামে প্রসিদ্ধ। পর্য্যায়—পীতগন্ধ, কালেয়, পীতক, মাধবপ্রিয়, কালেয়ক, পীতকাষ্ঠ, বর্ব্বর। (রাজনি°) কালীয়ক, কালীয়, পীতাভ, হরিচন্দন, হরিপ্রিয়, কালসার, কালানুসার্য্যক, ইহা রক্তচন্দনের ন্যায় গুণবিশিষ্ট। অঙ্গনাশক। (ভাবপ্র°)

শীতল, তিক্ত; কুষ্ঠ, শ্লেষ্ম, কণ্ডূ, বিচর্চ্চিকা, দদ্রু ও কৃমিনাশক এবং কান্তিকর। (রাজনি°)

পীতচম্পক (পুং) পীতং চম্পকমিব শিখা যস্য। ১ প্রদীপ। (জটাধর) পীতং চম্পকং তৎ পুষ্পমস্য। ২ পীতবর্ণ চম্পকপুষ্পবৃক্ষ।

পীতজাতি (স্ত্রী) পীতা জাতিঃ কর্ম্মধা°। স্বর্ণজাতি বৃক্ষ।

পীতঝিণ্টী (স্ত্রী) ১ পীতপুষ্প ঝিণ্টীক্ষুপ। ২ কুরিকা বৃহতী।

পীততণ্ডুল (পুং) পীতস্তণ্ডুলো যস্য। কঙ্গুনী ধান্য। চলিত কাঙ্‌নীধান। (রাজনি°) ২ সর্জ্জতরু, সালগাছ। (বৈদ্যকনি°)

পীততণ্ডুলা (স্ত্রী) পীততণ্ডুল-টাপ্। ক্ষবিকা বৃক্ষ।

পীততণ্ডুলিকা (স্ত্রী) সর্জ্জবৃক্ষ, শালগাছ। (বৈদ্যকনি°)

পীততা (স্ত্রী) পীতস্য ভাবঃ, পীত-তল্-টাপ্। হরিদ্রাভতা, পীতত্ব।

"দ্বাপরেঽপি যুগে ধর্ম্মো দ্বিভাগো নঃ প্রবর্ত্ততে।
বিষ্ণুর্বৈ পীততাং যাতি চতুর্দ্ধা বেদ এব চ॥"(ভার° ৩।১৪০।২৬)

পীততুণ্ড (পুং) পীতং তুণ্ডং যস্য। কারণ্ডব পক্ষী। পর্য্যায়—চঞ্চুসূচি, সুগৃহ। (ত্রিকা°)

পীততৈলা (স্ত্রী) জ্যোতিষ্মতীলতা, লতাফট্‌কী। মহাজ্যোতিষ্মতী। (রাজনি°)

পীতদন্ততা (স্ত্রী) পিত্তজন্য দন্তরোগবিশেষ।

পীতদারু (ক্লী) পীতঞ্চ তৎ দারু চেতি কর্ম্মধা°। দেবদারু।

"সুরদারু দ্রুকিলিমং সুরাহ্বং ভদ্রদারু চ।
দেবকাষ্ঠম্পীতদারু দেবদারু চ দারু চ॥" (বৈদ্যকরত্নমালা)

২ সরল কাষ্ঠ। ৩ হরিদ্রা। ৪ হরিদ্রুবৃক্ষ। ৫ কিরাততিক্তক। ৬ পূতিকরঞ্জ।

পীতদুগ্ধা (স্ত্রী) স্বর্ণক্ষীরী, শেয়ালকাঁটা। হিন্দী চোক। ২ ক্ষীরিণী, চলিত খিরুই। (রাজনি°) ৩ সাতলা। (বৈদ্যকনি°)

"কটুপর্ণী হৈমবতী হেমক্ষীরী হিমাবতী।
হেমাহ্বা পীতদুগ্ধা চ তন্মূলঞ্চোকমুচ্যতে॥" (ভাবপ্র° পূর্ব্বখ°)

পীতং দুগ্ধং যস্যাঃ। ৪ আহিতগবী, ধেনুষ্যা, সুদের পরিবর্ত্তে যে গাভীর দুগ্ধ উত্তমর্ণ পান করে, তাদৃশ গাভী। যে গাভীর দুধ বন্ধক থাকে। (হেম)

পীতদ্রু (পুং) পীতো দ্রুরিতি নিত্যকর্ম্মধারয়ঃ। ১ সরলবৃক্ষ, দেবদারুভেদ। ২ দারুহরিদ্রা। (রাজনি°)

পীতন (ক্লী) পীতং করোতীতি তৎকরোতীতি ণিচ্, ততো ল্যু বা পীতং পীতবর্ণং নয়তীতি নী-ড। ১ কুঙ্কুম।

"অপহৃত্য পীতনমশেষমমরসুদৃশাং শরীরতঃ।
ভীত ইব গহননাভিগুহাং প্রপলায্য তূর্ণমবিশৎ পয়োধরঃ॥"
(শ্রীকণ্ঠচরিত ৯।৩৪)

২ হরিতাল। ৩ দেবদারু। (মেদিনী) ৪ আম্রাতক বৃক্ষ, আমড়াগাছ। ৫ প্লক্ষবৃক্ষ। (রাজনি°)

পীতনক (পুং) পীতন এব, পীতন-স্বার্থে কন্। আম্রাতক। পীতন শব্দার্থ।

পীতনখতা (স্ত্রী) পিত্তজন্য নখরোগভেদ। (বৈদ্যকনি°)

পীতনাশ (পুং) ক্ষুদ্র পনস, আনারস। (বৈদ্যকনি°)

পীতনী (স্ত্রী) পীতন-স্ত্রিয়াং ঙীষ্। শালপর্ণী। (মদনপাল)

পীতনেত্রতা (স্ত্রী) পীতং নেত্রং যস্য, তস্য ভাবঃ, তল্-টাপ্। পিত্তজন্য নেত্ররোগ। (ভাবপ্র°)

পীতপরাগ (পুং) পদ্মকেসর। (বৈদ্যকনি°)

পীতপর্ণী (স্ত্রী) পীতানি পীতবর্ণানি পর্ণানি যস্যাঃ ঙীষ্। খিরুগ্নী, বৃশ্চিকালী। (শব্দচ°) চলিত বিছুটী।

পীতপাকিন্ (পুং) বাতালকভেদ। (চরক)

পীতপাঠিন্ (পুং) চিত্রকবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

পীতপাদপ (পুং) পৃথুশিম্ব-শ্যোনাক বৃক্ষ, চলিত বড় শোণাগাছ। (রাজনি°) ২ পীত লোধ্রবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

পীতপাদা (স্ত্রী) পীতৌ পাদৌ যস্যাঃ। শারিকা পক্ষী, শালিখ্‌পাখী। (হেম) (ত্রি) ২ পীতচরণযুক্ত।

পীতপিষ্ট (ক্লী) সীসক। (বৈদ্যকনি°)

পীতপুষ্প (ক্লী) পীতানি পুষ্পাণি যস্য। ১ আহুল্যবৃক্ষ। (রাজনি°) ২ কুষ্মাণ্ড।

"কুষ্মাণ্ডং স্যাৎ পুষ্পফলং পীতপুষ্পং বৃহৎফলম্।" (ভাবপ্র°)

৩ হরিদ্রাভ কুসুমগাত্র। (পুং) ৪ কর্ণিকারবৃক্ষ। (শব্দচ°) ৫ চম্পক বৃক্ষ। (রাজনি°) ৬ পীতঝিণ্টী। ৭ পিণ্ডীতকভেদ। (রত্নমা°) ৮ ইঙ্গুদীবৃক্ষ।

"পীতপুষ্পোঽঙ্গারপুষ্প ইঙ্গুদী তাপসপ্রিয়ঃ।" (বৈদ্যকরত্ন°)

৯ রাজকোষাতকী। ১০ কাঞ্চনার বৃক্ষ, রক্তকাঞ্চন গাছ। ১১ চম্পকবৃক্ষ। (রাজনি°)

পীতপুষ্পক (পুং) বর্ব্বূর বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°) স্বার্থে কন্। পীতপুষ্পশব্দার্থ।

পীতপুষ্পকা (স্ত্রী) পীতপুষ্পক স্ত্রিয়াং টাপ্। কর্কটীভেদ, বনকাঁকড়ী। (বৈদ্যকনি°)

পীতপুষ্পা (স্ত্রী) পীতং পুষ্পং যস্যাঃ। ১ ইন্দ্রবারুণী লতা, চলিত রাখালশশা। ২ কোষাতকীলতা, ঝিঙে। ৩ পীতপুষ্পবাট্টালক, পীতবেড়েলা। ৪ পীতঝিণ্টী, পীতঝাঁটী। ৫ ঝিঞ্ঝিরীটা। (রাজনি°) ৬ আঢ়কী। ৭ পীতকরবীর। ৮ স্বর্ণযূথিকা। ৯ গণিকারিকা। (বৈদ্যকনি°)

পীতপুষ্পী (স্ত্রী) পীতং পুষ্পং যস্যাঃ, জাতিত্বাৎ ঙীষ্। ১ মহাবলা। ২ ত্রপুষী, শশা। ৩ ইন্দ্রবারুণীলতা, রাখালশশা। ৪ শঙ্খপুষ্পী, শ্বেত অপরাজিতা। ৫ মহাকোষাতকী। ৬ পীতযূথিকা। ৭ অতিবলা। ৮ মহাশণবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°) শেতপুষ্পিকা শব্দেও এই সকল অর্থবোধ হয়।

পীতপৃষ্ঠা (স্ত্রী) বরাটিকাভেদ। (রাজনি°)

পীতপ্রসব (পুং) পীতকরবীর বৃক্ষ, পীতকরবী। (রাজনি°)

পীতফল (পুং) পীতানি ফলানি যস্য। ১ শাখোট বৃক্ষ, শেওড়া-গাছ। ২ ধববৃক্ষ, ধাওয়া গাছ। (ত্রিকা°) ৩ কর্ম্মরঙ্গ বৃক্ষ, কামরাঙা গাছ। (রাজনি°)

পীতফলক (পুং) পীতফল এব স্বার্থে কন্। শাখোট বৃক্ষ, পীতফল শব্দার্থ। (ভাবপ্র°) চলিত রীঠাগাছ।

পীতফেন (পুং) অরিষ্টক বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

পীতবলি (পুং) গন্ধক। (বৈদ্যকনি°)

পীতবালুকা (স্ত্রী) পীতা বালুকেব চূর্ণনরজো যস্যাঃ। হরিদ্রা। (ত্রিকা°) ২ পীতবর্ণ সিকতা।

পীতবীজা (স্ত্রী) পীতং বীজং যস্যাঃ। ১ মেথিকা। (রাজনি°) (ত্রি) ২ পীতবর্ণবীজযুক্ত।

পীতভদ্রক (পুং) দেববর্ব্বূর বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

পীতভস্মন্ (ক্লী) পীতং ভস্ম। পারদ ভস্ম করিয়া পীতীকরণ, পারদ এইরূপ ভস্ম করিতে হয়, যাহাতে ঐ ভস্ম পীতবর্ণ হয়। এই পীতভস্ম সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নামে অভিহিত।

[এই পীতভস্মের বিষয় পারদ শব্দে দেখ।

পীতভৃঙ্গরাজ (পুং) পীতো ভৃঙ্গরাজঃ। পীতপুষ্প ভৃঙ্গরাজক্ষুপ। চলিত হলদে ভীমরাজ, কেশুরে। পর্য্যায়,—স্বর্ণভৃঙ্গার, হরিপ্রিয়, দেবপ্রিয়, নন্দনীয়, পাবন। ইহার গুণ তিক্ত, উষ্ণ, চক্ষুষ্য, কেশরঞ্জন, কফ, আম ও শোফনাশক। (রাজনি°)

পীতমণি (পুং) পীতো মণিরিতি কর্ম্মধা°। পুষ্পরাগমণি।

পীতমণ্ডী, রাঢ়ীয়শ্রেণী ব্রাহ্মণগণের একটী গাঞি।

পীতমণ্ডলদর্শন (পুং) পিত্তজন্য রোগ। (নিদান)

পীতমণ্ডূক (পুং) পীতঃ মণ্ডূকঃ, কর্ম্মধা°। স্বর্ণমণ্ডূক, চলিত সোণা-ব্যাঙ। (বৈদ্যকনি°)

পীতমস্তক (পুং) পীতং মস্তকং যস্য। খগভেদ, বৃদ্ধ শ্যেন-পক্ষী। (বৈদ্যকনি°)

পীতমাক্ষিক (ক্লী) পীতং মাক্ষিকম্। স্বর্ণমাক্ষিক। (রাজনি°)

পীতমুণ্ড (পুং) পীতং মুণ্ডং যস্য। হরিণভেদ। (বৈদ্যকনি°)

পীতমুদ্গ (পুং) পীতঃ পীতবর্ণো মুদ্গঃ। মুদ্গবিশেষ, চলিত সোণামুগ। পর্য্যায়—বসু, খণ্ডীর, প্রবেল, জয়, শারদ। (হেম)

পীতমূত্রতা (স্ত্রী) পীতং মূত্রং যস্য, তস্য ভাবঃ, তল্-টাপ্। পিত্তজ মূত্ররোগভেদ। এই রোগে মূত্র পীতবর্ণ হয়। (ভাবপ্র°)

পীতমূলক (ক্লী) পীতং মূলং যস্য, কপ্। গর্জ্জর, চলিত গাজরমূল। (রাজনি°)

পীতমূলী (স্ত্রী) রেচক মূলবিশেষ, চলিত রেউচিনি। ইহার গুণ বলকর, মৃদুরেচক, অজীর্ণ, অতীসার, অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি-নাশক।

"গন্ধিনী পীতমূলী চ বল্যা সা মৃদুরেচনী।
হন্ত্যজীর্ণমতীসারং বহ্নিমান্দ্যমরোচকম্॥" (বৈদ্যকনি°)

পীতযূথী (স্ত্রী) পীতা যূথী। স্বর্ণযূথী, স্বর্ণজুই। (রাজনি°)

পীতরক্ত (ক্লী) পীতং রক্তঞ্চেতি 'বর্ণো বর্ণেনেতি' সমাসঃ। ১ পুষ্পরাগমণি। (রাজনি°) ২ পদ্মকাষ্ঠ। (বৈদ্যকনি°) ৩ মণিবিশেষ, চলিত পুখরাজ মণি। (ভাবপ্র° পূর্ব্বভা°)

পীতরম্ভা (স্ত্রী) পীতা রম্ভা যত্র। সুবর্ণকদলী বৃক্ষ, চাঁপা-কলার গাছ। (রাজনি°)

পীতরস (পুং) কশেরু, কেশুর। (পর্য্যায়মুক্তা°)

পীতরাগ (ক্লী) পীতো রাগো বর্ণো যস্য। ১ কিঞ্জল্ক, পদ্ম-কেসর। (রাজনি°) ২ সিক্থক, মোম্। (পুং) ৩ পীতবর্ণ। (ত্রি) ৪ পীতবর্ণযুক্ত।

পীতরোহিণী (স্ত্রী) পীতা সতী রোহতীতি রুহ-ণিনি ঙীপ্। কাশ্মরী, চলিত গামার।

"কাশ্মীরী কাশ্মরী হীরা কাশ্মর্য্যঃ পীতরোহিণী।" (ভাবপ্র° পূ°)

২ পীতকটুকী, পীতকটকী। (পর্য্যায়-মুক্তা°)

পীতল (পুং) পীতং লাতীতি লা-ক। ১ পীতবর্ণ। (ত্রি) ২ তদ্‌যুক্ত, পীতবর্ণবিশিষ্ট। ৩ পিত্তল। (রাজনি°)

পীতলক (ক্লী) পীতলেন পীতেন বর্ণেন কায়তি প্রকাশতে ইতি কৈ-ক। পিত্তল। (রাজনি°)

পীতলোহ (ক্লী) পীতং লোহমিতি নিত্যকর্ম্মধা°। পিত্তল।

পীতবর্ণ (পুং) ১ স্বর্ণমণ্ডূক। ২ তালবৃক্ষ। ৩ কদম্ববৃক্ষ। ৪ হরিদ্রুবৃক্ষ। ৫ কাঞ্চন বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°) (ক্লী) ৬ মনঃশিলা। ৭ পীতচন্দন। ৮ কুঙ্কুম।

পীতবল্লী (স্ত্রী) আকাশলতা। চলিত আলোকলতা। (বৈদ্যকনি°)

পীতবাসস্ (পুং) পীতং বাসো বস্ত্রং যস্য। ১ শ্রীকৃষ্ণ। (ত্রি°) ২ পীতবস্ত্রযুক্ত।

"যঃ সচক্রগদাপাণিঃ পীতবাসাঃ শিতিপ্রভঃ।" (ভারত ১।৬৪।৫৩)

পীতবিট্‌কতা (স্ত্রী) পিত্তবিকারজ রোগ।

পীতবৃক্ষ (পুং) পীতো বৃক্ষঃ। শ্যোনাকভেদ। পৃথুশিম্ব-শ্যোণাক বৃক্ষ, বড়শোণা গাছ। ২ পীতলোধ্র বৃক্ষ। ৩ সরল দেবদারু। (রাজনি°)

"সরলঃ পীতবৃক্ষঃ স্যাত্তথা সুরভিদারুকঃ।" (ভাবপ্র° পূর্ব্বখ°)

পীতশা(সল) (পুং) অসন বৃক্ষ।

"পীতশালঃ পরিমলো বিমর্দ্দী কাসনস্তথা।" (কালিকাপু° ৬৮ অ°)

পিয়াল বৃক্ষ, পিয়াশাল। হিন্দী অসন, অস্‌না। মহারাষ্ট্র বিবলা। তৈলঙ্গ মদ্দি। বম্বে অইন্। ইহার ত্বকের কাথ উদরাময়নাশক এবং প্রলেপ নাড়ীব্রণে হিতকর।

পীতশালি (পুং) পীতঃ শালিঃ। সুগন্ধধান্য, সরু ধান। (রাজনি°)

পীতসহাচর (পুং) পীতঝিণ্টী। (চক্রদত্ত বাতব্যাধি)

পীতসার (ক্লী) পীতঃ সারো যস্য। ১ পীতবর্ণ চন্দনকাষ্ঠ। হরিচন্দন। (শব্দচ°)

"পীতসারং সুশীতঞ্চ তৎপীতং হরিচন্দনম্।" (বৈদ্যকরত্নমালা)

(পুং) ২ মলয়জ। ৩ গোমেদকমণি। (মেদিনী) ৪ অঙ্কোঠ বৃক্ষ, আঁকোট গাছ। ৫ তুরুষ্ক। ৬ বীজক। (রাজনি°) ৭ সিহ্লক, শিলারস। ৮ গোমেদমণি।

'পীতসারো মলয়জে গোমেদকমণাবপি।' (মেদিনী)

পীতসারক (পুং) পীতঃ সারো যস্য, কপ্। ১ নিম্ববৃক্ষ। ২ অঙ্কোঠ বৃক্ষ। (রাজনি°)

পীতসারি (ক্লী) পীতং পীতবর্ণং সরতি প্রাপ্নোতীতি সৃ-ণিনি। স্রোতোঽঞ্জন, সুর্ম্মা। (শব্দচ°)

পীতস্কন্ধ (পুং) পীতঃ স্কন্ধো যস্য। ১ হরিদ্রাভ স্কন্ধযুক্ত বৃক্ষভেদ। (শব্দার্থকল্প°) ২ শূকর। (বৈদ্যকনি°)

পীতস্ফটিক (পুং) পীতঃ স্ফটিকঃ। পুষ্পরাগমণি। (রাজনি°)

পীতস্ফোট (পুং) পীতঃ স্ফোটঃ। পীতবর্ণস্ফোটক। (বৈদ্যকনি°) ২ পামা। (রাজনি°) স্ত্রিয়াং টাপ্।

পীতহরিত (পুং) পীতঞ্চ, হরিতঞ্চ 'বর্ণোবর্ণেনেতি' সমাসঃ। পীত এবং হরিদ্বর্ণ।

পীতা (স্ত্রী) পীতো বর্ণোঽস্ত্যস্যা ইতি অচ্ টাপ্। ১ হরিদ্রা।

"হরিদ্রা পীতকা গৌরী কাঞ্চনী রজনী নিশা।
মেহঘ্নী রজনী পীতা বর্ণিনী রাত্রিনামিকা॥" (বৈদ্যকরত্নমালা)

২ দারুহরিদ্রা। ৩ মহাজ্যোতিষ্মতীলতা, বড়লতাকটুকী। ৪ গোরোচনা। ৫ প্রিয়ঙ্গু। ৬ বনবীজপূরক, বনমাতুলঙ্গ ৭ কপিলশিংশপা। (রাজনি°) ৮ অতিবিষা, চলিত আতইচ্। (শব্দচ°) ৯ স্বর্ণকদলী, চাঁপাকলা। ১০ হরিতাল। ১১ পীতজাতি, পীতজাতিফুলের গাছ। ১২ ধুনক। ১৩ দেবদারু। ১৪ শালপর্ণী। ১৫ অশ্বগন্ধা। ১৬ আকাশলতা। (বৈদ্যকনি°) (ত্রি) ১৭ পীতবর্ণযুক্ত।

"শ্বেতারক্তা তথা পীতা কৃষ্ণাবর্ণানুপূর্ব্বশঃ।" (বিশ্বকর্ম্মপ্র° ১।২৪)

পীতাঙ্গ (পুং) পীতং অঙ্গং যস্য। ১ শ্যোনাক ভেদ। বড় শোণা গাছ। (রাজনি°) ২ পীতলোধ্র বৃক্ষ। ৩ পীতমণ্ডূক, সোণা বেঙ। ৪ নাগরঙ্গ বৃক্ষ। (স্ত্রী) ৫ হরিদ্রা। (বৈদ্যকনি°)

পীতাব্ধি (পুং) পীতঃ অব্ধিঃ সমুদ্রো যেন। অগস্ত্যমুনি। অগস্ত্যমুনি সমুদ্র পান করিয়াছিলেন, এই জন্য ঐ মুনি পীতাব্ধি নামে খ্যাত। [সমুদ্রপানের বিবরণ অগস্ত্যশব্দে দেখ।]

পীতাভ (পুং ক্লী) ১ পীতচন্দন। (বৈদ্যকনি°) পীতস্য পীতবর্ণস্য আভা ইব আভা যস্য। (ত্রি) ২ পীতবর্ণ আভাযুক্ত।

পীতাভ্র (ক্লী) পীতং অভ্রং। পীতবর্ণ অভ্রভেদ। (রাজনি°)

পীতাম্বর (পুং) পীতং অম্বরং বস্ত্রং যস্য। ১ বিষ্ণু, কৃষ্ণ। ২ শৈলূষনট। (মেদিনী) (ত্রি) ৩ পীতবস্ত্রযুক্ত। (ক্লী) পীতং অম্বরং কর্ম্মধা°। ৪ পীতবসন, হরিদ্রাভ বসন।

'পীতাম্বরঃ পদ্মনাভে ভবেৎ পীতাম্বরো নটে।' (বিশ্ব)

পীতাম্বর, কএকজন সংস্কৃত গ্রন্থকারের নাম। ১ সূক্তিকর্ণামৃত ধৃত একজন কবি। ২ অনুপমঞ্জরীপ্রণেতা। ৩ গীতগোবিন্দ-টীকারচয়িতা। ৪ দুর্গাসন্দেহবেদিকা নামে দেবীমাহাত্ম্যের এক টীকাকার। ৫ রত্নমঞ্জরী নামে কর্পূরমঞ্জরীর টীকারচয়িতা। ৬ সৎকীর্ত্তিচন্দ্রোদয়প্রণেতা। ৭ গাথাসপ্তসতীর একজন টীকাকার। ৮ যদুপতির পুত্র এবং বিট্‌ঠলেশের শিষ্য, ইনি বল্লভাচার্য্যের পুষ্টিপ্রবাহমর্য্যাদাভেদ নামক গ্রন্থের একখানি টীকা ও ভাগবততত্ত্বদীপপ্রকাশাবরণভঙ্গ নামে আর একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

পীতাম্বর ভট্ট, কাশ্যপের পুত্র। ইনি ধর্ম্মার্ণব নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

পীতাম্বর মিত্র, সুপ্রসিদ্ধ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রপিতামহ। খড়িসার মিত্রবংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতামহ অযোধ্যারাম ও প্রপিতামহ রামরাম উভয়েই মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারে দেওয়ান নিযুক্ত ছিলেন ও রায়রাইয়াঁ উপাধি পাইয়াছিলেন। পীতাম্বর আপনার বুদ্ধিমত্তা ও ধীশক্তিপ্রভাবে অল্প বয়সেই পারস্য ভাষায় পাণ্ডিত্যলাভ করেন। তিনি প্রথমে দিল্লীর দরবারে অযোধ্যার নবাব উজিরের পক্ষে উকিল নিযুক্ত ছিলেন। দিল্লীশ্বর শাহআলাম

তাঁহার কার্য্যদক্ষতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে 'তেহাজারি-মন-সব্দার' অর্থাৎ তিন সহস্র সৈন্যের অধিনায়ক এই উচ্চ পদ ও রাজাবাহাদুর উপাধি প্রদান করেন। তাঁহার মর্য্যাদা-রক্ষার জন্য তিনি দোয়াবের অন্তর্গত করা নামক জেলা জায়গীর স্বরূপ পাইয়াছিলেন। তাঁহার দুই সহোদর বাদশাহের অনুগ্রহে রায়বাহাদুর হইয়াছিলেন।

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে কাশীরাজ চেতসিং ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে ইংরাজ-সেনাপতি জেনারেল্ পামারের সহিত রামনগর দুর্গ অবরোধকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, এই সময়ে তিনি ইংরাজরাজের গৌরবরক্ষার জন্য যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিয়াছিলেন। যুদ্ধাবসান হইলে তিনি ১৭৮৭ কি ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। ইহার তিন বৎসর পরে তিনি বৈষ্ণব হইয়া ভেক লইয়াছিলেন।

রাজা পীতাম্বর যে সময়ে দিল্লীর বাদশাহের কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, সেই সময়ে তাঁহার অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার নিকট ৯০০০০০ টাকা পাওনা হইয়াছিল, সেই টাকা লইয়া তিনি কলিকাতায় আসেন। তাঁহার করার জায়গীরেও প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা আয় ছিল; কিন্তু মহারাষ্ট্র-যুদ্ধকালে ঐ জায়গীর তাঁহার হস্তচ্যুত হয়।

রাজা পীতাম্বর ভেক গ্রহণ করিবার পর কলিকাতার মেছুয়াবাজারের ভবন পরিত্যাগ করিয়া শুঁড়ার বাগানে বাস করেন, এই সময় হইতে তিনি কেবল শাস্ত্রচর্চ্চা ও ঈশ্বর-চিন্তায় কাল অতিবাহিত করিতেন। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বৃন্দাবনচন্দ্র নামে এক পুত্র রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

পীতাম্বর শর্ম্মা, ছাত্রব্যুৎপত্তি ও সারসংগ্রহ-রচয়িতা।

পীতাম্বর সিংহ, আবার অধিপতি। ইনি থেরা কুণ্ডলপুরের বৌদ্ধমন্দির ভাঙ্গিয়া, আবার আপন আবাসের নিকট কএকটী মন্দির ও বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

পীতাম্লান (পুং) পীতঝিণ্টী ক্ষুপ। পীতঝাঁটী। (রাজনি°)

পীতারুণ (পুং) পীতঃ অরুণঃ 'বর্ণোবর্ণেনেতি' সমাসঃ। ১ পীত এবং অরুণবর্ণ। (ত্রি) ২ পীতরক্তমিশ্রিত বর্ণযুক্ত।

পীতাবলোকন (পুং) পীতং অবলোকনং যস্ত। পিত্তজন্য দৃষ্টিরোগ। এই রোগ হইলে দৃষ্টি পীতবর্ণ হইয়া থাকে।

পীতাশ্মন্ (পুং) পীতঃ অশ্মা। পুষ্পরাগমণি। (রাজনি°)

পীতাহ্ব (পুং) সর্জ্জরস, ধুনা। (বৈদ্যকনি°)।

পীতি (পুং) পিবতীতি পা-ক্তিচ্ (ঘুমাস্থাগাপেতি। পা ৬।৪।৬৬) ইতি ঈত্বং। ১ ঘোটক। (স্ত্রী) পা-ভাবে ক্তিন্। ২ পান। "ইন্দ্রসোমস্ত পীতয়ে।" (ঋক্ ১।১৬।৩) 'সোমস্ত পীতয়ে সোমপানার্থং' (সায়ণ) পীয়তেঽনয়েতি করণে ক্তিন্। ৩ শুণ্ডা। (শব্দচ°) ৪ গতি।

পীতিকা (স্ত্রী) পীতবর্ণোঽস্ত্যস্যা ইতি ঠন্। ১ হরিদ্রা। ২ দারুহরিদ্রা। (রাজনি°) ৩ স্বর্ণযূথী। (জটাধর)

পীতিন্ (পুং) পীতং পানং প্রাচুর্য্যেণাস্ত্যস্যেতি, ইনি। ১ পীতি। ২ ঘোটক। (অমরটীকায় রায়মুকুট)

পীতিনী (স্ত্রী) পীতিন্ স্ত্রিয়াং ঙীষ্। শালপর্ণী ক্ষুপ। (রাজনি°)

পীতু (পুং) পীবতি রসাদীনিতি পা-ক্তুন্ (পা কিচ্চ। উণ্ ১।৭১) সচ কিৎ কিত্বাৎ ঈত্বং। ১ সূর্য্য। ২ অগ্নি। ৩ যূথপতি। (সংক্ষিপ্তসার উণা°)

পীতুদারু (পুং) পীতুরিব অগ্নিতুল্যং সূর্য্যাভং বা দারু যস্ত। ১ উদুম্বর। (শত° ব্রা° ৩।৫।২।১৫) ২ দেবদারু। (কাত্যায়নশ্রৌ° ২৪।৩।১২)

পীত্বাস্থিরক (ত্রি) পীত্বা স্থিরঃ, ময়ূরব্যংসকাদিত্বাৎ সমাসঃ কন্। পানোত্তর-স্থিরীভূত।

পীথ (ক্লী) পীয়তে ইতি পা-থক্ (পাতৃতুদীতি। উণ্ ২।৭) ১ জল। ২ ঘৃত। (উজ্জ্বল) পিবতি রসাদীনিতি পা-কর্ত্তরি থক্। ৩ সূর্য্য। ৪ অগ্নি। ৫ কাল। (ত্রিকাণ্ড)
'পীথোঽর্কেঽগ্নৌ জলে পীথং' (মেদিনী।)

পীথি (পুং) পীতি পৃষোদরাদিত্বাৎ তস্য থ। পীতি, ঘোটক।

পীথিন্ (ত্রি) পীতিন্ পৃষোদরা° সাধুঃ। পীতিন্ শব্দার্থ।

পীন (ত্রি) প্যায় বৃদ্ধৌ ক্ত (ওদিতশ্চ। পা ৮।২।৪৫) ইতি নিষ্ঠাত-কারস্য নঃ, ততো দীর্ঘঃ। স্থূল, কঠিন।
"বক্ষঃস্থলসুপ্তে মম মুখমুপধাতুং ন মৌলিমালভসে।
পীনোত্তুঙ্গস্তনভরদূরীভূতং রতশ্রান্তৌ॥"(আর্য্যাসপ্তশতী ৫৬১)
২ প্রবৃদ্ধ। ৩ সম্পন্ন। ভাবে-ক্ত। ৪ স্থূলতা।

পীনতা (স্ত্রী) পীনস্য ভাবঃ, ভাবে তল্-টাপ্। স্থূলত্ব, স্থূলতা, পীনের ভাব বা ধর্ম্ম।

পীনর (ত্রি) পীনস্য অদূরদেশাদি অশ্মাদিত্বাৎ র (পা ৪।২।৮০)। পীন-সন্নিকৃষ্ট দেশাদি।

পীনস (পুং) পীনং স্থূলমপি জনং স্যতি নাশয়তীতি সো-ক। নাসিকারোগবিশেষ। চলিত পীনাস। পর্য্যায়—প্রতিশ্যায়, অপীনস, প্রতিশ্যা, নাসিকাময়। (শব্দরত্না°)
"আনহ্যতে যস্য বিশুষ্যতে চ প্রক্লিদ্যতে ধূপ্যাতি চৈব নাসা।
ন বেত্তি যো গন্ধরসাংশ্চ জন্তুর্জুষ্টং ব্যবস্যেৎ খলু পীনসেন॥"(নিদান)

ইহার লক্ষণ—যাহাতে নাসিকা শুষ্ক, কফ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ, ক্লিন্ন বা সন্তাপযুক্ত হয় এবং ঘ্রাণ ও রসবোধ থাকে না, তাহাকে পীনস বা অপীনস রোগ কহে। এই পীনসরোগ বাতশ্লৈষ্মিক প্রতিশ্যায়ের ন্যায় লক্ষণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। এই পীনসরোগ আম ও পক্কভেদে দ্বিবিধ।

আম পীনসের লক্ষণ—মস্তকের গুরুতা, অরুচি, নাসিকা হইতে স্রাব, স্বরভঙ্গ এবং বারংবার নিষ্ঠীবন হইলে তাহাকে অপক্ব পীনস কহে।

পক্বপীনসের লক্ষণ—পূর্ব্বোক্ত আমপীনসের লক্ষণান্বিত শ্লেষ্মা গাঢ় হইয়া নাসারন্ধ্রে সংলগ্ন এবং স্বর প্রসন্ন ও শ্লেষ্মার বর্ণ বিশুদ্ধ হইলে পক্বপীনস স্থির করিতে হইবে। (ভাবপ্র°)

গরুড়পুরাণে লিখিত আছে—

"পিপ্পলী ত্রিফলা চূর্ণং মধুসৈন্ধবসংযুতম্।
সর্ব্বরোগজ্বরশ্বাস-শোষপীনসহৃদ্-ভবেৎ ॥" (গরুড়পু° ১৮৯)

পিপ্পলী ও ত্রিফলাচূর্ণ, মধু এবং সৈন্ধবের সহিত প্রয়োগ করিলে পীনসরোগ প্রশমিত হয়।

চরক চিকিৎসিত স্থান ২৬ অধ্যায়ে এবং উত্তরতন্ত্রে ২৪ অধ্যায়ে এই পীনস রোগের চিকিৎসাদির বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। [নাসারোগ দেখ।]

পীনসা (স্ত্রী) পীনস-টাপ্। কর্কটী, কাকুড়। (রাজনি°)

পীনসিন্ (ত্রি) পীনস অস্ত্যর্থে ইন্। পীনসরোগী।

"বহুদ্রবৈর্বাতকফোপসৃষ্টং প্রচ্ছর্দ্দয়েৎ পীনসিনং বয়ঃস্থম্।"
(সুশ্রুত উত্তরতন্ত্র ২৪ অঃ)

পীনোঘ্নী (স্ত্রী) পীনং স্থূলমূধো যস্যাঃ (বহুব্রীহেরূধসো ঙীষ্। পা ৪।১।২৫) ইতি ঙীষ্, (উধসোঽনঙ্। পা ৫।৪।১৩১) ইতি উধোঽন্তস্য বহুব্রীহেরনঙাদেশঃ। পীবরস্তনী গাভি, যে গাভির পালান অতি স্থূল।

পীপরি (পুং) অপি পিপর্ত্তীতি পৃ-ইন্, অপেরল্লোপঃ দীর্ঘশ্চ। হ্রস্বপ্লক্ষ, চলিত ছোটপাকুড়। (রাজনি°)

পীপা বা পীপাজী, গাঙ্গরোলের জনৈক হিন্দু রাজা। প্রথমে পীপা একজন মহাশাক্ত ছিলেন। একদা এক বৈষ্ণব সাধু রাজপুরে আসিয়া অতিথি হইলে রাজা অবহেলা করিয়া তাঁহাকে সামান্য খাদ্য দ্রব্য ভোজন করিতে দিলেন। সাধু পাক করিয়া খাইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পরিতৃপ্তি হইল না। রাজাকে কৃষ্ণভক্তিহীন জ্ঞানে এবং বৈষ্ণবসেবায় তাঁহার অনুরাগ নাই দেখিয়া মনে মনে ক্ষুব্ধ হইলেন। সাধু, রাজাকে দেবীর কৃপাপাত্র জানিয়া দেবীর স্তুতি করিতে লাগিলেন এবং প্রার্থনা করিলেন, তাঁহার বরে যেন রাজার মতি গতি ফিরিয়া কৃষ্ণ ও কালী এই ভেদজ্ঞান দূরীভূত হয়, তাহা হইলে মানব-জন্ম, ধন, রাজ্য সকলই সফল হইবে, অন্যথা সকলই বৃথা। ভক্তির ভগবান্। প্রার্থনামাত্রই ভগবতীর অন্তরে বাজিয়া উঠিল; দেবী ডাকিনী, যোগিনী ও শঙ্খিনী সঙ্গে লইয়া রাজার বক্ষস্থলে চাপিয়া বসিলেন এবং ক্রোধপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, রে মূঢ়! তুই আত্মাভিমানে কৃষ্ণভক্ত সাধুর অবমাননা করিলি, কল্য প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ বৈষ্ণবচরণে প্রণিপাত করিবি এবং আপন অপরাধ জ্ঞাপন করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবি, তাহা না হইলে বিশেষ প্রমাদ ঘটিবে। স্বপ্নাদিষ্ট রাজা প্রাতে উঠিয়াই বৈষ্ণবচরণে প্রণামপূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং তাঁহাকে দেবীর আগমন, কৃষ্ণপূজা ও বৈষ্ণবসেবার অনুমতি জানাইলেন। তদনুসারে দেবীর অনুগ্রহে কৃষ্ণভক্তি লাভ করিয়া রাজার দিব্য চক্ষু খুলিল। তিনি রাজ্য সম্পদ্ অনর্থ জ্ঞানে সংসারাশ্রম ত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন, কিন্তু তাঁহার আরাধ্য মহামায়াকে জানাইয়া গৃহত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন এবং যাঁহার কৃপায় তিনি এই সারধন উপভোগ করিতে পারেন, এরূপ গুরু কোথায় পাইবেন, তাহার প্রার্থনা করিলেন। দেবী রাজাকে কাশীধামে রামানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে উপদেশ দিলেন। রাজা রামানন্দের নিকট দীক্ষা লইলেন। গুরুর কৃপায় তাঁহার পরমপদ লাভ হইল। অনন্তর রাজা গুরুর আদেশানুসারে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া হরির সেবায় অনুরক্ত হইলেন। অন্তঃপুরচারিণী রমণীদিগের পারত্রিক মঙ্গল-বিধানহেতু তিনি রামানন্দকে কাশীধাম হইতে আনাইলেন। গুরু আসিয়া রাণীগণকে দীক্ষা দিলেন। সাত রাণীই বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া রাজার সমভিব্যাহারে গমন করিতে ইচ্ছুক হইলে, রাজা সকলকেই নগ্নবেশে তাঁহার অনুসরণ করিতে কহিলেন। সর্ব্বাগ্রে সীতা নাম্নী কনিষ্ঠা রাণী অলঙ্কার ও জরির কাপড় ফেলিয়া কৃষ্ণবিরহে উন্মত্তা হইয়া রাজার অনুগামিনী হইলেন। প্রথমে উভয়ে দ্বারকায় আসিলেন। কৃষ্ণ অদর্শনে ক্ষিপ্তপ্রায় রাজা চতুর্দ্দিকের লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, কৃষ্ণ কোথায়? তাহারা উত্তর দিল, কৃষ্ণলীলার সপ্তরাত্রি পরে দ্বারাবতী কৃষ্ণ সহ সাগরগর্ভে লীন হইয়াছেন। শুনিবামাত্রই রাজা ও রাণী জলে ঝাঁপ দিলেন। নারায়ণ যুগলরূপে দেখা দিলেন। অতঃপর কৃষ্ণের আজ্ঞাতে তাহারা পুনরায় দ্বারকাকূলে উঠিলেন। রাজা দ্বারকাপুরী প্রকাশকরণার্থ রণছোড়জী ও টীকমজী নামে দুইটী বিগ্রহ মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া তীর্থপর্য্যটনে বাহির হইলেন।

ভ্রমণকালে বনমধ্যে এক ব্যাঘ্র ধরিতে আসিল, রাজা তাহার কর্ণে কৃষ্ণমন্ত্র দান করিলে বাঘ পলাইয়া গেল। বৃন্দাবনধামে শেষশায়ী গৃহে শ্রীধর নামক এক দরিদ্র বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের গৃহে সস্ত্রীক অতিথি হইলেন। তখন ব্রাহ্মণগৃহে খাদ্যাদি ছিল না। ব্রাহ্মণী পরিধেয় বস্ত্র বিক্রয় করিয়া অতিথি সৎকার করাইলেন এবং নিজে উলঙ্গ রহিলেন। আহারের সময় চারিজনে একত্র ভোজন করিবার জন্য পীপা অনুরোধ

করিলেন; কিন্তু ব্রাহ্মণী নগ্না, লজ্জায় বাহির হইতে পারিলেন না। সীতা যাইয়া তাঁহাকে টানিয়া বাহির করিলেন এবং আপনার বস্ত্রার্দ্ধ দুই খণ্ড করিয়া তদর্দ্ধে তাঁহার লজ্জা রক্ষা করিলেন। প্রত্যাগমনকালে তাঁহারা সাধু বৈষ্ণবের দারিদ্র্যমোচনার্থ শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিয়া তাঁহাদের সংস্থান করিয়া আসিলেন। পরে রাজা নদীতীরে এক টোটা বান্ধিয়া সাধুসেবায় মনোনিবেশ করিলেন। সীতাদেবী উল্লাসে রন্ধন করিতে লাগিলেন। একদিন সাধু ভোজন করাইতে করাইতে অন্ন ব্যঞ্জনাদি ফুরাইয়া গেল। ঘরে চাউল নাই, ঠাকুরাণী ভিক্ষায় বাহির হইয়া নদীর অপর পারে বেড়াইতে লাগিলেন। এক দুষ্ট বণিক সুন্দরীকে দেখিয়া কহিলেন,—

"সেবা উপযুক্ত সে সামগ্রী দেহ মোরে।
যাহা আজ্ঞা কর তাহা করিব অদূরে॥"

সেই দুষ্ট বণিক তাঁহাকে সন্ধ্যা অন্তে আসিতে প্রতিশ্রুত করাইয়া অনেক সামগ্রী দিল। ঠাকুরাণী হৃষ্টমনে সাধুসেবা করাইলেন। পীপাজী সীতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এই সকল দ্রব্য কোথায় পাইলে? আমূল বৃত্তান্ত শুনিয়া পীপা সীতাকে সত্যে বদ্ধ করিয়া সন্ধ্যাকালে বণিকগৃহে যাইতে অনুযোগ করিলেন। নদীজলে বস্ত্র ভিজিয়া যায় দেখিয়া পীপা স্বয়ং স্ত্রীকে নদী পার করিয়া দিলেন। বণিকগৃহে গিয়া ঠাকুরাণী কৃষ্ণচিন্তায় বসিয়া রহিলেন। বণিক আসিয়া তাঁহার অঙ্গস্পর্শ করিতে গেলে যেন তাহার গাত্র পুড়িয়া যাইতে লাগিল। শেষে বণিক আর্ত্তনাদ করিয়া সীতার চরণে লুণ্ঠিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং শেষজীবন সাধুসঙ্গে কাটাইয়া দিল।

পীয়, প্রীণন। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ পীয়তি। লোট্ পীয়তাং। লিট্ পিপীয়। লুঙ্ অপীয়ীৎ। এই 'পীয়' সৌত্র ধাতু।

পীয়ত্নু (ত্রি) পী হিংসায়াং বাহুলকাৎ কত্নু। হিংসাশীল শত্রু।
"মা ন ইন্দ্রপীয়ত্নবে।" (ঋক্ ৮।২।১৫) 'পীয়ত্নবে পীড়য়িতির্বধকর্ম্মা বধশীলায় হিংসাকারিণে শত্রবে' (সায়ণ)

পীয়ু (পুং) পিবতীতি পা-কু, নিপাতনাৎ যুগাগমঃ, ঈত্বং চান্তাদেশঃ (ধক শক্ষু পীয়ু নীলঙ্গুলিগু। উণ্ ১।৩৭) ১ কাল। ২ রবি। ৩ ঘূক। 'পীয়ুঃ কালে রবৌ ঘূকে' (বিশ্ব)
৪ কাক। ৫ পেচক। (ত্রিকা°) (ত্রি) ৬ হিংসক। ৭ প্রতিকূল। "বধয় দেবস্ত পীয়োঃ" (ঋক্ ১।১৯০।৪।৮) 'পীয়োঃ প্রতিকূলস্ত বৃত্রস্য' (সায়ণ)

পীয়ুক্ষা (স্ত্রী) বৃক্ষভেদ, শালবৃক্ষবিশেষ। তস্যাঃ বিকারঃ অণ্। পৈয়ুক্ষ তদ্বিকার। পীয়ুক্ষা শব্দের পর বনশব্দের ন ণত্ব হয়। যথা—'পীয়ুক্ষাবণম্'।

পীয়ুক্ষিল (ত্রি) পীয়ুক্ষা তস্যাঃ অদূরদেশাদি কাশ্যাদিত্বাদিল (পা ৪।২।৮০) তৎসন্নিকৃষ্ট দেশাদি।

পীয়ূষ (ক্লী) পীয়তে ইতি পীয় সৌত্রধাতু ঊষন্। (পীয়েরূষন্। উণ্ ৪।৭৬) অমৃত, দেবখেদ্য।
"খরসন্তাপশমনী খনিঃ পীয়ূষপাথসাম্।" (কাশীখণ্ড ২৯।৪৯)
২ দুগ্ধ। (রাজনি°) ৩ নবপ্রসূতা গাভির সপ্তদিনাভ্যন্তরীণ দুগ্ধ, গাজলাদুধ, অভিনব দুগ্ধ।
"আসপ্তরাত্রপ্রভবং ক্ষীরং পীয়ূষমুচ্যতে।" (সুশ্রুত সূত্র ৪৫)
ইহার গুণ মধুর, বৃংহণ ও বলকর।
'অথ পীয়ূষপেযূষে নবং সপ্তদিনাবধি।' (শব্দার্ণব)

পীয়ূষমহস্ (পুং) পীয়ূষবদমৃতময়ং মহঃ কিরণং যস্য, বা পীয়ূষমিব মহো যস্য। চন্দ্র, চন্দ্রের কিরণ অমৃততুল্য। (শব্দর°)

পীয়ূষরুচি (পুং) পীয়ূষং পীয়ূষময়ী রুচির্যস্য। ১ চন্দ্র। (হলায়ুধ) পীয়ূষে অমৃতে রুচির্যস্য। ২ অমৃতপ্রিয়।

পীয়ূষবর্ষ (পুং) পীয়ূষং বর্ষতি বৃষ-অণ্। ১ চন্দ্র। ২ কর্পূর। ৩ চন্দ্রালোক নামক অলঙ্কার গ্রন্থপ্রণেতা।

পীয়ূষবল্লীরস (পুং) রসৌষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—পারা, গন্ধক, অভ্র, রৌপ্য, লৌহ, সোহাগা, রসাঞ্জন ও মাক্ষিক প্রত্যেকে অর্দ্ধতোলা, লবঙ্গ, চন্দন, মুতা, আকনাদি, জীরা, ধনে, বরাহক্রান্তা, আতইচ, লোধ, কুড়চী, ইন্দ্রযব, দারুচিনি, জায়ফল, শুঁঠ, বেলশুঁঠ, বালা, দাড়িমছাল, বরাহক্রান্তা, ধাইফুল ও কুড় প্রত্যেকে একতোলা। এই সকল দ্রব্য কেশুরের রসে ভাবনা দিয়া ছাগদুগ্ধে পিষিয়া চণকপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহার অনুপান সমভাগে বেল-পোড়া ও গুড়। এই ঔষধ সেবনে সকল প্রকার অতিসার ও গ্রহণীরোগ নিরাকৃত হয়। ইহা আমপাচক ও অগ্নিদীপক। (রসেন্দ্রসারস° গ্রহণীচিকিৎসা)

পীয়ূষসিন্ধুরস (পুং) রসৌষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—বালুকাযন্ত্রে ষড়্গুণ গন্ধকের সহিত পারদ ভস্ম করিয়া ঐ পারদ, স্বর্ণ, লৌহভস্ম, অভ্রভস্ম ও গন্ধক এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া শূরণ (ওল), দন্তীমূল, মুণ্ডীরী, কাকমাচী, ভৃঙ্গরাজ, আকন্দ ও চিত্রক এই সকল দ্রব্যের রসে ৭ বার মর্দন করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনে শূলরোগ প্রশমিত হয়। (রসচিন্তামণি)

পীয়ূষোত্থা (স্ত্রী) শালুম্ মিস্রি, (Eulophia campestris) ইহা বলকর।

পীর, ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান। যাঁহারা আজীবন ঈশ্বরচিন্তায় কাল কাটান, এরূপ সংসারত্যাগী মুসলমান সন্ন্যাসীরা পীর নামে খ্যাত হন। পারস্যের দুর্দ্দেরা বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা নরনারী

মাত্রকেই পীর নামে অভিহিত করেন। সাধু পীরগণ অভ্যাগত আতুরদিগকে ঔষধাদি দানে এবং সাধারণ ব্যক্তিকে ঈশ্বরতত্ত্বের উপদেশ ও ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া পূজ্য হইয়া গিয়াছেন। কি হিন্দু, কি মুসলমান, সকলেই পীরের পূজা দিয়া থাকেন। এমন কি, কোন কোন হিন্দু কোন কোন পীরের প্রসাদ খাইতেও কুণ্ঠিত হন না। কোথাও কোথাও রমণীগণের সন্তানাদি না হইলে পীরের পূজা বা 'সিন্নী' মানা হইয়া থাকে। যেখানে মুসলমান সাধুগণ অবস্থান করিতেন, সেই সেই আস্তানা বা তাঁহাদের সমাধিস্তম্ভ সাধারণের আদরের জিনিষ। এই সকল সমাধিক্ষেত্রের কোন কোন স্থানে বাৎসরিক মেলা হয় এবং লক্ষাধিক লোকসমাগম হইয়া থাকে। পীর-মুর্শিদ শব্দে মোক্ষপথপ্রদর্শক এবং পীর-ও-মুর্শদ শব্দে মাননীয় ধর্ম্মোপদেশক। কোন কোন স্থলে ধনী ও মানী ব্যক্তিকে এই উপাধিতে সম্বোধন করা যায়। নিম্নে কএকটী মুসলমান পীরের নাম ও তাঁহাদের আস্তানা বা দরগা লিখিত হইল।

১। পীরকদ্—মৈনপুরী জেলায় রাত্রী গ্রামে।

২। পীর বাজীব—মুজঃফরনগর জেলা ভৈঁসবাল গ্রামে। এখানে মেলা হয়।

৩। পীর কমানী—আজিমগড় জেলা মহম্মদাবাদ, গোহ্ন তহসীলে।

৪। পীর মর্দানাসাহিদ্—সাহারানপুর জেলার সির্সাবা (সিরস্ পত্তনে)। ইনি কিল্‌কিলা সাহেব নামে পরিচিত। এখানে ইনি গোগা চৌহান ও মুসলমান সমাজে গোগা পীর বা পীর জাহির নামে পূজিত হন।

৫। পীর মুবারক শাহ—হামিরপুর জেলার মহোবা-তহসীলে।

৬। পীর মহম্মদ—মুজঃফরনগর জেলার ভাবন থানা। সম্রাট্ আলমগীর কর্ত্তৃক ১১১৪ হিজিরায় ইহার স্মরণার্থ একটী মস্‌জিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

৭। পীর সর্বাণী—জলাউন জেলায় ওরাই নগরে।

৮। পীর তাজ্‌বাজ্—ললিতপুর জেলায় তালবহাত নগরে।

৯। পীর একদিল্ সাহেব—২৪ পরগণায় কাজীপাড়া।

১০। পীর বদর উদ্দীন—বারাসাত, পৃথিবী।

১১। পীর আলী—খুলনা জেলায় বাগের-হাটে।

১২। পীর মংগো—করাচীর ৫ ক্রোশ পশ্চিম। এখানে প্রতি বৎসর বহুসংখ্যক মুসলমান আসিয়া থাকে। এখানকার উষ্ণ প্রস্রবণ ও মকর (কুম্ভীর)-গুলাও দেখিবার জিনিষ।

১৩। পীর-পীরণ, পীরণ-ই-পীর বা পীর-ই-দস্তগীর—একজন বিখ্যাত মুসলমান ফকির (সাধু)। সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া সর্ব্বত্র পূজিত। ইনি গিলানবাসী এবং সুফিমত-প্রচারকর্ত্তা। বোগদাদ-নগরে বিদ্যাশিক্ষার্থ গমন করেন, তথায় দেহত্যাগের পর তাঁহার সমাধি হইয়াছিল। তিনি প্রসিদ্ধ কবি সাদির গুরু ছিলেন, প্রতি বৎসর ১১ই রবি উস্‌সানিতে ইহার স্মরণার্থ একটী মেলা হয়।

১৪। পীর গাজি সাহেব—২৪ পরগণায় খাড়ীপুরে।

দাক্ষিণাত্যে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত বিজাপুর, বায়বাড়, পুণা, সিন্ধু, আহ্মদাবাদ প্রভৃতি জেলায় অনেকগুলি সাধু ব্যক্তির সমাধিমন্দির বা মসজিদ আছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কএকটী দরগা বিশেষ বিখ্যাত।

পীর আমীন—বিজাপুর, ১৫৫৭ খৃঃ অব্দে আলি আদিল শাহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত।

পীর আসদ্দক শাহ, পীর কজল শাহ, পীর হাবিব শাহ, পীর ইমাম শাহ, পীর কাএমুদ্দিন্, পীর কাএম শাহ, পীর কুমাল সাহ, পীর লালপোস্তা, পীর মহম্মদ শাহ, পীর মহম্মদ জমাল্, পীর নূহ হোতানি, পীর পাদশা (৯৬৭ হিজরা) 'আমেদাবাদ জেলার গীর্মঠ পল্লীতে ইহার একটী 'পীরান্' আছে,' এতদ্ভিন্ন ইমাম শাহ, নূর শাহ ধুরাতাই, বলমহম্মদ বক্স আলী নামা কএকজন পীরের রোজা হয়।

কোন ব্যক্তিকে উচ্চধার্ম্মিক বলিয়া উপহাস করিতে হইলে আমরা বলি মহাশয় "পীর না প্যাগম্বর"। মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রে দুইটীই স্বতন্ত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। [প্যাগম্বর শব্দ দেখ।]

ভারতবর্ষের নানাস্থানে অনেক পীর বা ফকিরের আস্তানা বা দরগা দেখিতে পাওয়া যায়। এক একটী পীরের মাহাত্ম্য সীমাবদ্ধ এবং যতদূর তাহার মহিমা জাহির হইয়াছে, ততদূর তিনি পূজিত। বাঙ্গালা বা চট্টগ্রামের পীর তত্তৎ স্থানেই বিশেষ সমাদরে পূজিত হন। কদাচ উত্তরপশ্চিম বা বিহারবাসীরা আসিয়া তাহাতে যোগ দেয় না; কিন্তু পাঁচপীরের কথা ভারতের সর্ব্বস্থানে ব্যাপ্ত আছে। কোন্ পাঁচটী পীর লইয়া যে এই পাঁচপীর হইয়াছে তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে।

[পাঁচপীর দেখ।]

বরাইচ নগরের গাজি মিঞা, তদীয় ভাগিনের পীর-হাথিলা, মঙ্গলীবাসী পীর জলল, জৌনপুরের পীর মহম্মদ ও অন্য একটী লইয়া কেহ পঞ্চপীর কল্পনা করেন। এতদ্ভিন্ন বাঙ্গালায় মুসলমান আগমন হইতে সত্যপীরের সিন্নী বা সত্যনারায়ণপূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই পূজা মুসলমানী ধরণের। মুসলমান রাজার মনস্তুষ্টি করিয়া জাতি ও ধর্ম্ম বজায় রাখা এই পূজার উদ্দেশ্য ছিল।

[সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ দেখ।]

২ সিংহভূম জেলার গ্রামসমষ্টি, যাহা একজন মুণ্ডা বা মান্কীর অধীন। ছোটনাগপুরে উহা পর্ণা নামে খ্যাত।

পীর আলী, একজন মুসলমান সাধু। ইহার প্রকৃত নাম মহম্মদ তাহির। ইনি বঙ্গাধিপ খান জহানের দেওয়ান ছিলেন। সম্ভবতঃ ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে খান্ জাহানের পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী সময়ে ইনি বিদ্যমান ছিলেন। বাগেরহাট নগরে খাঁ জাহানের গড়ের পশ্চিমে ইহার সমাধিমন্দির আছে।

পীর একদলা সাহেব, একজন মুসলমান সাধু। বারাসত উপবিভাগের আনরপুর পরগণার কাজিপাড়া গ্রামে ইহার আস্তানা। প্রতি বৎসর পৌষ মাসে ইহার উদ্দেশে একটী সুবৃহৎ মেলা হয়। তাহাতে হিন্দু ও মুসলমানগণ উভয়েই যোগদান করে। একদলার জন্ম সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ আছে;—"শাহনীল নামে এক রাজা ছিলেন, তদীয় পত্নী অবিক নুরী, অপুত্রক থাকায় মর্ম্মপীড়িতা হইয়া মক্কা প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্রে গমন করেন এবং ধর্ম্মকর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বরানুগ্রহলাভাশায় ৩৬ বৎসরকাল তাঁহার স্তুতি করিতে থাকেন। অতঃপর এক দেবদূত আসিয়া রাণীকে কহিল, তুমি ২॥০ দিনের জন্য একটী পুত্রসন্তান পাইতে পার। দেবদূত অন্তর্হিত হইলে রাণী গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। যথাকালে পুত্র সন্তান জন্মিল। ২॥০ দিন পরে দেবদূত শৃগালরূপে আসিয়া সেই সন্তান লইয়া গেল এবং তাহাকে মোল্লা-তারের বাটীতে রাখিয়া যায়। ৮ বৎসরকাল ঐ মোল্লার গৃহে লালিত পালিত হইয়া তিনি একদা ব্যাঘ্রারোহণে আনরপুরে আগমন করেন। তথায় গঙ্গা পার হইয়া শ্রীকৃষ্ণপুরে চাঁদ খানের বাটীতে গমনপূর্ব্বক খাদ্য চাহিলেন। চাঁদের ভ্রাতা নুর খাঁ এরূপ হৃষ্টপুষ্ট ব্যক্তিকে অযথা ভোজ্য দান করিতে অস্বীকৃত হইলেন এবং বলিলেন, 'যাও আমাদের মস্জিদে কাজ কর, পরে খাইও'। বালক তাহার অলৌকিক ক্ষমতা দেখাইবার জন্য একখানি ২০মণ পাথর উঠাইয়া মস্জিদের চূড়ায় ধরিয়াদিলেন, তদবধি উহা চাঁদ খাঁর ভাঙ্গা মস্জিদ নামে খ্যাত। অতঃপর তিনি দিলমহম্মদ নামে বালকরূপে কাজিপাড়ায় ছুটীমিঞার আলয়ে গমন করেন এবং গোচারণ কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, ক্রমশঃ তাঁহার উপদ্রবে উত্যক্ত হইয়া ছুটী খাঁ তাঁহার কুপ্রবৃত্তিদমনে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু বালকের চাতুরী-জালে একান্ত অভিভূত হইয়া শেষে নিরস্ত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর কবরের উপরে একটী মস্জিদ নির্ম্মিত হয়। ছুটী খাঁর বংশধরগণের প্রায় ১০০০ বিঘা নিষ্কর ভূমির আয় এই মস্জিদ সংক্রান্তে ব্যয়িত হয়।

পীরজাদা, সাধুপুত্র। মুসলমান সম্প্রদায় মধ্যে যাহারা সাধুদিগের পদানুসরণ করিয়া চলে তাহারা এইরূপ সম্ভ্রমসূচক উপাধি পায়।

পীরদ্বার, নামরূপের অন্তর্গত স্থানভেদ। (ব্র° খ° ১৬।৫৩)

পীরনগর, অযোধ্যা প্রদেশের সীতাপুর জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা। ভূপরিমাণ ৪৪ বর্গমাইল। সর্ব্বসমেত ৫৪টী গ্রাম, তন্মধ্যে ৪৮ খানি ক্ষত্রিয়, ৩ খানি ব্রাহ্মণ, ২ খানি কায়স্থ এবং ১ খানিতে মুসলমান অধিষ্ঠিত।

পীরআলিহজ্ বিরি শেখ, একজন মুসলমান গ্রন্থকার, কসফ্ উল্-মাজুব নামক গ্রন্থ প্রচয়িতা। ১০৬৪ খৃষ্টাব্দে লাহোর নগরে ইহার কবর হয়।

পীরবদর, একজন মুসলমান ফকির। বাঙ্গালার অন্তর্গত চট্টগ্রামে ইহার সমাধিস্তম্ভ বিদ্যমান আছে। যে প্রস্তরখণ্ডের উপর বদর সাহেব বসিতেন, সেই স্থানে আজিও নানা স্থান হইতে লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

পীরবাবা, বুনের-নগরস্থিত একটী মুসলমান তীর্থ। এখানে উক্ত সাধুর সমাধিমন্দিরে ৪।৫ শত ফকির বাস করে।

পীরমহম্মদ, জাহাঙ্গীরমীর্জার পুত্র ও আমীর তৈমুরের প্রপৌত্র। ইনি পিতামহের ভারতাগমনের পূর্ব্বে ৭৯৯ হিজিরায় ভারতে আসিয়া মূলতান প্রদেশ অধিকার করেন। তৈমুর উপযুক্ত পৌত্রকে রাজমুকুট প্রদান করিয়া মানবদেহ সম্বরণ করেন। এই সময় মহম্মদ কান্দাহারে ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা খালিল সুলতান ঐ সময়ে সৈন্যদলভুক্ত ছিলেন, কাজেই তিনি সৈন্যদলকে ও অপরাপর সর্দ্দারদিগকে আপনার দলভুক্ত করিয়া রাজধানী সমরকন্দ নগর অধিকার করিলেন। উভয় ভ্রাতার ঘোরতর যুদ্ধ বাঁধিল। যুদ্ধে সুলতানের জয় হইল। মহম্মদ আপন মন্ত্রীর ষড়যন্ত্রকুহকে জড়ীভূত হইয়া তৈমুরের মৃত্যুর ছয়মাস পরে ৮০৮ হিজিরায় জীবলীলা সাঙ্গ করিলেন।

পীরমহম্মদ শাহ, একজন পীরজাদা। সালোন-দরগার মুতবালী। ১০৯৯ খৃঃ অব্দে ইহার মৃত্যু হয়।

পীরমহম্মদ অঘর খান, একজন মুসলমান-সেনানী। ইনি অরঙ্গজেবের অধীনে রাজপুত্র সুজার বিরুদ্ধে আসাম ও কাবুল প্রদেশে যুদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, নূহর বংশধর জাফেট (যাফিস্) হইতে ইহারা আপনাদের উৎপত্তি কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। দিল্লীর নিকটবর্ত্তী অঘরাবাদ গ্রাম ইহাদের প্রতিষ্ঠিত।

পীরপঁইতি, বাঙ্গালার ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত একটী সমৃদ্ধিশালীগ্রাম। এখানে ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর একটী ষ্টেশন আছে। ষ্টেশন হইতে ১ ক্রোশ দূরে গ্রাম এবং প্রায় ॥০ ক্রোশ ব্যাপিয়া একটী বাজার আছে। এই বাজারে স্থানীয় দ্রব্যসমূহের বহুল আমদানী রপ্তানী দৃষ্ট হয়। এখানে পাথর কাটিয়া বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। পীর (বাবা) পঁইতির নাম হইতে এই স্থানের নাম হইয়াছে। উক্ত পীরের মস্জিদ্ দেখিতে সুন্দর।

পীরপঞ্জাল (সাধু পর্ব্বত), কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত একটী পর্ব্বতমালা। উক্ত রাজ্যের দক্ষিণপশ্চিমে পঞ্জাব সীমান্তে অবস্থিত। বারমূলা গিরিসঙ্কট হইতে নন্দনসার বা পীর-পঞ্জাল পর্য্যন্ত ২০ ক্রোশ বিস্তৃত। ইহার সর্ব্বোচ্চশিখর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৫৪০০ ফিট। পীরপঞ্জাল গিরিপথে কোন মুসলমান সাধু বা পীরের কবর আছে। ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান পথিকগণ আপনাপন অভীষ্ট দ্রব্য উৎসর্গ করিবার অভিপ্রায়ে এই পবিত্র ক্ষেত্রে আসিয়া থাকেন। এখান হইতে কাশ্মীরের গুজাবৎ পর্য্যন্ত একটী সরল রাস্তা আছে। পোরহিয়ানার উপরের রাস্তা সুন্দর তৃণপূর্ণ অধিত্যকাময়। হিন্দুদিগের নিকট এই পথ 'সোণাগলি' নামে পরিচিত। পরিব্রাজকদিগের পদব্রজে গমন জন্ত এই পথ বিশেষ সুবিধাজনক। বৎসরের মধ্যে প্রায় ৩॥০ মাস এই রাস্তা বন্ধ থাকে। চৈত্র বা বৈশাখ মাসে লোকগমনাগমনের কোন ব্যাঘাত জন্মে না। কাশ্মীরের শালিমার উদ্যান ও লোহরের শাহদেরা মিনার হইতে এই পথ দৃষ্টিগোচর হয়।

পীর মন্মুস্ (পিডিমন্দস), মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গঞ্জাম্ জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। বেমন-সিংহরাজ-প্রতিষ্ঠিত এখানকার বৈদ্যনাথেশ্বর শিবমন্দির প্রায় ৬৫০ বৎসরের প্রাচীন।

পীর মহম্মদ খাঁ, বাহ্লীক নামক জনপদের একজন মুসলমান রাজা, ৯৫২ হিজিরায় বিদ্যমান ছিলেন। যখন দিল্লীশ্বর হুমায়ুন কামরান্‌কে আক্রমণ করেন, তখন তিনি সসৈন্তে বদাক্‌সানে যাইয়া তাঁহার সহায়তা করেন। মোগলসৈন্ত পলায়ন করিলে ঘোরী ও বকালান্ মীর্জ্জা-কাম্‌রাণের অধিকারভুক্ত হয়। সম্রাট্ হুমায়ুন্ পীরমহম্মদের আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া বাহ্লীক আক্রমণে উদ্যত হইলেন। উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। পীরমহম্মদ সদলে পরাস্ত হইয়া রাজধানীতে পলায়ন করিলেন।

পীর মহম্মদ শীর্ব্বাণি, খান-খানান্ বহ্‌রাম খাঁর উকীল-ই-মুতালক অর্থাৎ ব্যবস্থাসচিব। খান্ খানান্ ঐ দরিদ্র বালককে কান্দাহার হইতে লইয়া আসেন। পূর্ব্বে যখন তিনি শীকারে গমন করিয়া পরিশ্রান্ত হন, তখন এই ব্যক্তি তাঁহাকে সদলে পরিতোষের সহিত ভোজন করাইয়াছিলেন। এই উপকার স্মরণ করিয়া তিনি তাহাকে খান্ ও সুলতান উপাধি দান করেন। আমীর, ওমরাও, সেনানী প্রভৃতি রাজকীয় কর্ম্মচারিগণের আবেদনপত্র তাঁহার নিকটে করিতে হইত। এই উচ্চ সম্মানে ভূষিত হইয়া ক্রমশঃই তাঁহার মস্তিষ্ক গরম হইয়া উঠিল। তিনি আর গৃহ হইতে বাহির হইতেন না, কোন ব্যক্তি আবেদন লইয়া গেলে কর্ণপাত করিতেন না। খাঁ খানান্ স্বয়ং তাঁহার দ্বারদেশে আসিয়া পীরের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলে দ্বাররক্ষক তাঁহাকে না আসা পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকিতে বলিয়া গেল। বহ্‌রাম ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার রাজকীয় কর্ম্ম ও উপাধি কাড়িয়া লইলেন এবং সঙ্গে পতাকা, আসাসোটা ও জয়ঢক্কা প্রভৃতি মান্তসূচক আসবাব ফেরত চাহিয়া পাঠাইলেন। পীরমহম্মদ তাঁহার পায়ে ধরিলেও তিনি তাঁহার কথায় কর্ণপাত করেন নাই। কিছুকাল এইরূপে রাখিয়া খাঁ খানান্ তাঁহাকে বয়ানা-দুর্গে ডাকাইয়া আনেন; তৎপরে তাঁহাকে মক্কা পাঠান; কিন্তু তিনি গুজরাত পর্য্যন্ত গমন করিলে ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে বহ্‌রাম খাঁর পদচ্যুতি ঘটে এবং তিনি রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবৃত্ত হন। দিল্লীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াই তিনি নাসীর-উল্-মুলক্ উপাধি ও পতাকাদি ফিরিয়া পাইলেন, পদচ্যুতির পর খাঁ খানান মক্কা অভিমুখে পলাইতে ছিলেন, সম্রাট্ বহ্‌রামের গতিরোধকরণার্থ একদল সেনা প্রেরণ করেন।

১৫৬১ খৃঃ অব্দে, তিনি সারঙ্গপুরের নিকট মালবরাজ বাজবাহাদুরকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। যুদ্ধাবসানে তাঁহার পত্নী রূপমতী যবনহস্তে পতিত হইবার ভয়ে আত্মহত্যা করেন। বিজয়সংবাদ দিল্লীতে পৌঁছিলে, ৯৬৮ হিজিরায় সম্রাট্ স্বয়ং মালব অভিমুখ অগ্রসর হইলেন। পীর মহম্মদ মালবের জায়গীরদারগণের সহিত সম্রাটের সম্মুখীন হইলেন। এই সময় সকলেই রাজপরিচ্ছদ ও অশ্বাদি উপঢৌকন পাইলেন। অতঃপর ৯৬৯ হিজরা (১৫৬২ খৃঃ) তিনি মালবের শাসনকর্তৃ-পদে অধিষ্ঠিত হইয়া আশীর (খান্দেশ) ও বুর্হানপুরের বিদ্রোহ দমনে গমন করেন। প্রথমে বিজাগড়দুর্গ অবরোধ ও জয় করিয়া আশীর অভিমুখে যাত্রাকালে সুলতানপুর দখল করিয়া লইলেন। নর্ম্মদানদী পার হইয়া তিনি পথিমধ্যে বহু নগর ও গ্রাম উৎসাদিত করিয়া জ্বালাইয়া দেন। বুর্হানপুর নগর সহসা আক্রমণ করিয়া তিনি অযথা নরহত্যার আদেশ দিলেন। তাঁহার সমক্ষে বহুশত মোল্লা, পণ্ডিত ও সৈয়দের মস্তক দ্বিখণ্ডিত হইয়াছিল। এই সময় আশীর ও বুর্হান্‌পুরের শাসন-কর্ত্তা এবং পূর্ব্বতন মালবরাজ বাজবাহাদুর ও স্থানীয় জমিদার-গণ একত্র হইয়া পীর মহম্মদের বিরুদ্ধে উত্থিত হইলেন। উপায় না দেখিয়া পীরমহম্মদ মাণ্ডু অভিমুখে পলাইলেন। কিন্তু নর্ম্মদানদী পার হইবার সময় তিনি জলমগ্ন হইয়া জীবনলীলা শেষ করেন। অকবরের রাজত্বের প্রথম বৎসরে (১৫৫৬ খৃঃ অব্দে) তিনি আল্‌বারপতি হাজিখাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। এই যুদ্ধে হাজি পলাইলেও যুদ্ধান্তে অনেক পলাতক মুসলমান-পরিবার তাঁহার করাল অসি হইতে মুক্তি পায় নাই।

পীর রোশনাই, একজন হিন্দুস্থানবাসী সৈনিক। এই ব্যক্তি মূর্খ আফগানদিগকে নিজধর্ম্মমত বুঝাইয়া আপনার শিষ্য

করিয়া লন। পরে বর্ত্তমান নামগ্রহণ করিয়া বিশেষ খ্যাতি-লাভ করেন।

পীরমৈদ, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর ত্রিবাঙ্কোড় রাজ্যের একটী পার্ব্বতীয় স্বাস্থ্যনিবাস। অক্ষা° ৯° ৩৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° পূঃ, এখানকার উপত্যকা প্রায় তিন হাজার ফিট উচ্চ। ইহার চতুষ্পার্শ্বে প্রায় ৩৫ হাজার বিঘা জমিতে কাফি চাষ হয়। আল্লপ্পী, ত্রিমল্লম্‌ ও মদুরা যাইবার রাস্তা বেশ সুন্দর। এখানে বহুসংখ্যক ইংরাজের বাস এবং কাফি-সঞ্চয়ের একটা প্রধান আড্ডা আছে।

পীরবক্সদোনা, নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত একটী নদী। জোয়ারের জলে ইহাতে বড় বড় নৌকা গমনাগমন করিতে পারে।

পীরশাহ, বাঙ্গালার অঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত কর্ণদুর্গের মধ্যস্থ একটী মুসলমান সাধুর কবর। (দেশাব°)

পীরামিড, ইজিপ্তদেশের অন্তর্গত নীলনদের তীরবর্ত্তী কতকগুলি কোণাকারপ্রস্তরনির্ম্মিত সমাধিস্তম্ভ। ইজিপ্তের প্রাচীনতম রাজগণের মৃতদেহ পূর্ব্বকালে ইহার গর্ভমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইত। এ গুলির নির্ম্মাণ-সম্বন্ধে নানা লোকে নানা কথা বলিয়া থাকে। বস্তুতঃ ইজিপ্তবাসীদিগের ধর্ম্মগ্রন্থের আদেশ মতে ধনী ব্যক্তিগণ এই সকল মহাকীর্ত্তি কবররূপে নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের বিশ্বাস, এরূপস্থানে নিহিত হইলে তাঁহারা পুনরায় জগতীতলে ফিরিয়া আসিতে পারিবেন।

নীলনদের "ব" দ্বীপ হইতে দক্ষিণে মেম্ফিজাতির কবরভূমি সক্কর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূমে এখনও প্রায় ৭০টী পীরামিড্‌ বর্ত্তমান আছে। আধুনিক রাজবংশীয়গণ অপর কতকগুলি ভাঙ্গিয়া উহার প্রস্তরাদি দ্বারা নূতন অট্টালিকা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতেছেন। নীলনদের পশ্চিমকূলে কায়ারো নগরের সন্নিকটে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ তিনটী[১] পীরামিড্‌ দেখা যায়। এগুলির প্রাচীনতা, উচ্চতা ও ভিত্তির বিষয় আলোচনা করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। এ কারণে উহা জগতের নয়টী অলৌকিক কীর্ত্তির মধ্যে একটী বলিয়া গণ্য হইয়াছে। মেদুমের পীরামিড্‌ খৃষ্টের ৫ হাজার বৎসর পূর্ব্বে অথবা আব্রাহামের আবির্ভাবের প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত। পীরামিডের আকৃতি △ ত্রিকোণের ন্যায়[২], কিন্তু চারি ধারবিশিষ্ট।

পার্ব্বত্য ও বালুকাময় স্থানেও পীরামিড্‌ নির্ম্মিত দেখা যায়। জিজে নামক স্থানের পীরামিড্‌ উচ্চে ৪৬১ ফিট্‌ এবং তলদেশ ৭৪৬ ফিট্‌ লম্বা। সর্ব্বসমেত প্রায় ৩৮ বিঘা জমির উপর স্থাপিত[৩]। ইহার প্রস্তরগুলি এত বড়, যে মনুষ্যশ্রমের পরাকাষ্ঠা একখণ্ড উত্তোলনেই অনুমিত হয়। 'দি গ্রেট পীরামিড্‌' খুফুর (Cheops of Dynasty IV.) মসজিদ নামে প্রসিদ্ধ। ইহার পূর্ব্বতন আয়তন—উচ্চ ৪৮১´, ভিত্তি ৭৬৪´ ফিট্‌ ছিল। এখন উহার কতকাংশ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় বর্ত্তমান আয়তন ৪৫১´×৭৪৬´ ফিট্‌ রহিয়াছে।

সক্করের নিকটস্থ পীরামিড্‌গুলির প্রত্যেকের অভ্যন্তরে এক একটী সমাধিগর্ভ এবং প্রবেশদ্বার উত্তরমুখে বিন্যস্ত। নীলনদের অপর তীরবর্ত্তী পর্ব্বতমালা হইতে প্রস্তর কাটিয়া এখানে গ্রথিত করা হইয়াছে। গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোদোতস্‌ লিখিয়াছেন, ইহার একখানি প্রস্তর ২ হাজার লোকে তিন বৎসরকাল বহন করিয়া কর্ম্মস্থানে আনয়ন করিয়াছিল। ঐ প্রস্তরখণ্ড ২১ হাত লম্বা ১৪ হাত চৌড়া ও ৮ হাত থাড়াই-বিশিষ্ট।

ভারতের অনার্য্য জাতি, ফিজি-দ্বীপবাসী এবং মধ্য-আমেরিকা ও পূর্ব্ব পলিনেসিয়াবাসীদিগের মন্দির পীরামিডাকৃতি।

পীরালী, বাঙ্গালার রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণশ্রেণীর একটী থাক। মুসলমান-সংস্পর্শে এই থাকের উৎপত্তি হয়। কেবল ব্রাহ্মণ নহে, কায়স্থ, নাপিত প্রভৃতি জাতিতেও পীরালী-থাক আছে; কিন্তু ব্রাহ্মণের মধ্যে এই থাকের যেমন স্বাতন্ত্র্য আছে, অন্য জাতির মধ্যে তেমন নহে।

এই থাকের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাবিধ কিম্বদন্তী এবং গল্প প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে যেটির সহিত ঐতিহাসিক কথার সংস্রব আছে, বংশগত কথার মিল আছে, সেইটিই উল্লিখিত হইতেছে। প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে খাঁ জাহান্‌ আলী নামে এক ব্যক্তি দিল্লী-দরবার হইতে সুন্দরবন আবাদ করিবার সনন্দ লইয়া যশোরে আসিয়া উপস্থিত হন। ইনি যশোরের এক প্রান্ত হইতে রাস্তা করিয়া উভয় পার্শ্বে বন কাটিতে কাটিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। জঙ্গল পথে জলের অভাব হওয়ায় প্রতি অর্দ্ধক্রোশ দূরে এক একটী পুষ্করণী খনন করাইতে করাইতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, এইরূপে বর্ত্তমান খুলনা জেলার বাঘের-হাট মহকুমা পর্য্যন্ত পরিষ্কার করিয়া ঐ স্থানে জমিদারী স্থাপন করেন। এই খাঁ জাহান্‌ আলীর জমীদারীর পার্শ্বে যশোরের চেঙ্গুটিয়া পরগণার জমীদার রায়-চৌধুরীগণ ব্যতীত আর কেহ প্রবল জমীদার ছিল না। খাঁ জাহান আলী

(১)

		বর্গফিট	থাড়াই
১ম—ভিত্তি	৭৬৭॥০		৪৭৯´ ফিট্‌
২য়—ভিত্তি	৬৯০৮৹	„	ঐ ৪৪৭´ „
৩য়—ঐ	৩৫৪॥০	„	ঐ ২০৩´ „

(২) পীরামিড্‌ চিহ্ন △ সোজা রাখিলে অগ্নি এবং উল্টাইয়া ▽ রাখিলে জল বুঝায়।

(৩) ইহার মধ্যে প্রায় ৪ হাজার বৎসরের প্রাচীন মৃতদেহ রক্ষিত দেখা যায়।

জমীদারী স্থাপন করিয়া তাহার ব্যবস্থার জন্য এই রায়-চৌধুরীগণের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহাদেরই হস্তে জমীদারীর বন্দোবস্তের ভার অর্পণ করেন। খাঁ জাহান্ আলী অতি বিস্তীর্ণ জঙ্গলের অধিপতি হওয়ায় শীঘ্রই নবাব খাঁ-জাহান্ আলী হইয়া পড়িলেন। সামান্যতঃ নবাব খাঞ্জে-আলী নামে ইনি প্রসিদ্ধ। শেষে যখন জমীদারীর কতকটা সুব্যবস্থা হইল, তখন, সানুচর নবাব খাঁ জাহান আলী তৎপ্রদেশের হিন্দুগণকে মুসলমান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এক ব্রাহ্মণ-সন্তান এই সময়ে নবাব খাঁ জাহানের অতি প্রিয়পাত্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইনিই অবশেষে নবাবের অনুরোধে মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া মহম্মদ-তাহের নাম গ্রহণ করেন। মহম্মদ-তাহের মুসলমান হইয়া বড়ই গোঁড়া হইয়া পড়েন। ইঁহার উদ্যোগে নবাব খাঁ জাহান আলী এই অংশে তিনশত ষাটটী মসজিদ ও অন্যান্য কীর্ত্তি স্থাপন করেন। ক্রমে মহম্মদ-তাহের নবাবের উজীর হন এবং ইস্লাম ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধিকামনায় বদ্ধপরিকর হওয়াতে মুসলমানের নিকট 'পীর আলী' নামে খ্যাত হন।

পীর আলী উজীর হইয়া পূর্ব্বোক্ত রায়চৌধুরী-বংশের কয়েক ব্যক্তিকে অনেক প্রধান কর্ম্মে নিযুক্ত করেন। ইঁহারা আবার অধস্তন কর্ম্মেও আপনাদের আত্মীয় স্বজনকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মহম্মদ-তাহের বা পীর-আলী নিজে ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া ব্রাহ্মণ জাতিকে বড়ই শ্রদ্ধা করিতেন এবং বুদ্ধিমান্ ও সদ্বিবেচক বলিয়া এই জাতির কর্ম্মচারী পাইলে, অন্য জাতির লোক রাখিতেন না। রায়-চৌধুরী-বংশের লোকজন সমস্ত উচ্চ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকায় অধস্তন কর্ম্মচারিগণের মধ্যে তাঁহাদের অনেক বিদ্বেষ্টা ছিল। এই রায়-চৌধুরীগণের মধ্যে কামদেব-রায়-চৌধুরী ও জয়দেব-রায় চৌধুরী নামক দুই ভ্রাতা অতি উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। এক সময়ে রোজার উপবাসের মধ্যে একদিন উজীর পীর-আলী খাঁ বারাণ্ডায় বসিয়া আছেন ; নিকটে কামদেব, জয়দেব প্রভৃতি কর্ম্মচারীও আছেন, এমন সময়ে কোন কর্ম্মচারী তাহার নিজের বাগানের ঘৃতকলম্বা নেবু উপহার দিল। পীর-আলী নেবুটির আঘ্রাণ লইয়া বলিলেন—"আঃ কি সুগন্ধ !" রায়-চৌধুরীদ্বয় নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। তাঁহারা আপনাদের ধর্ম্মের ন্যায় অপরের ধর্ম্মকেও শ্রদ্ধা করিতেন। কামদেব রায়-চৌধুরী রোজার দিন উপবাস-কালে উজীর সাহেবকে নেবুর আঘ্রাণ লইতে দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, "হুজুর, কি করি-লেন ? রোজার দিন নেবুর আঘ্রাণ লইলেন কেন ?" উজীর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন দোষ কি"। কামদেব উত্তর করি-লেন, "আমাদের শাস্ত্রে বলে, ঘ্রাণে অর্দ্ধেক ভোজন হয়।"

পীর আলী শুনিয়া অপ্রতিভ হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার ক্রোধ উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিলেন, কামদেব তাঁহার পূর্ব্ব-ব্রাহ্মণত্ব স্মরণ করাইয়া তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতেছেন। কাজেই তিনি বিদ্রূপের প্রতিশোধ লইতে মনস্থ করিলেন। সেদিন মজলিস ভঙ্গ হইলে উজীর রায়চৌধুরীদ্বয়ের সর্ব্বনাশের আয়োজন করিতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি জানিতেন, তাঁহারই অধীনে রায়-চৌধুরীদিগের অনেক বিদ্বেষ্টা আছে। তাহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া পীর আলী স্থির করিলেন যে, উঁহাদিগকে জাতিচ্যুত করিতে পারিলে ঠিক প্রতিশোধ লওয়া হইবে।

পরামর্শ স্থির হইলে, উজীর পীর আলী একদিন হিন্দু মুসলমান সমস্ত কর্ম্মচারী এবং মাতব্বর প্রজাদিগকে দরবারে আহ্বান করিলেন। দরবার-গৃহের পার্শ্বে এক বৃহৎ গৃহে সুগন্ধ মশলা, পলাণ্ডু, লশুনাদি দিয়া গোমাংস রন্ধনের আদেশ দিলেন। দরবারগৃহ সেই গন্ধে আমোদিত হইয়া উঠিল। প্রজা ও কর্ম্মচারী সকলেই উপস্থিত হইলেন। অভ্যাগত অনেকেই সেই গন্ধে নাসিকায় বস্ত্র দিয়া বসিলেন। কামদেব ও জয়দেব চৌধুরীও তদ্রূপ করিয়া বসিয়াছিলেন ; অধিকন্তু উজীরের সম্মুখে বিরক্তি-প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পীর আলী মনে মনে হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "চৌধুরী ব্যাপার কি ?" কামদেব মুখ বিকৃত করিয়া উত্তর দিলেন,—"মাংসের গন্ধ।" উজীর বলিলেন, "আগে গন্ধ পাইয়া পরে মুখে কাপড় দিয়াছ ত ? তাহা হইলে ঘ্রাণে অর্দ্ধভোজন হইয়া গিয়াছে। আজ তোমাদের সকলেরই জাতি গিয়াছে।" কামদেব চম্-কাইয়া উঠিলেন। উজীর সভার দিকে চাহিয়া বলিলেন, কেমন হিন্দুর শাস্ত্রানুসারে ইহা ঠিক। বিদ্বেষীর দল সায় দিল। উজীর তখন বলিলেন, "জমাদার, পাক্‌ড়ো ইয়ে দোনো বদ্‌মাসকো"। তাঁহারা ধৃত হইলেন, বলপূর্ব্বক তাঁহাদের মুখে সেই মাংস দেওয়া হইল। তখন বিপদ্ গুরুতর বুঝিয়া অপর সকলে পলাইলেন। তৎপরে জাতিচ্ছেদের ঘোঁট হইল। গ্রামস্থ জাতক্রোধ লোকেরা সুযোগ পাইয়া একযোগে রায়চৌধুরী-বংশকে পতিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন এবং তাঁহাদের সহিত আচার ব্যবহার বন্ধ করিলেন। কামদেব ও জয়দেবের মুখে গোমাংস পড়িয়াছে, সুতরাং দুই ভ্রাতাকে দেশস্থ জ্ঞাতিবর্গও পরিত্যাগ করিলেন। তখন তাঁহাদের মুসলমান হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই দেখিয়া তাঁহারা নবাবের শরণাগত হইলেন। নবাব খাঁ-জাহান-আলী তাঁহাদের যথাক্রমে জামাল উদ্দীন্ খাঁ চৌধুরী ও কামাল্ উদ্দীন খাঁ চৌধুরী নাম রাখিয়া যশোর হইতে ৫ ক্রোশ দূরে সিংহিয়া গ্রাম জায়গীর দিয়া তথায় বাস করাইলেন।

কামাল উদ্দীন্ খাঁ ও জামাল উদ্দীন্ খাঁ-চৌধুরী নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন, সুতরাং তাঁহারা মুসলমান হইয়াও হিন্দু-আচারেই চলিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বংশ এখনও ঐ গ্রামে আছে। বহুকাল পর্য্যন্ত ইঁহাদের বংশে গোপাল খাঁ, হারাধন খাঁ ইত্যাদি নাম রাখা হইত, বিবাহে পীঁড়া চিত্র হইত, বৃদ্ধা স্ত্রীরা তুলসীগাছে জল দিত, ষষ্ঠীর ব্রত ও শিবরাত্রি করিত এবং চেঙ্গুটিয়া পরগণার অন্তর্গত তরক বাহিরঘাটের মুস্তফীবংশের স্থাপিত বুড়াশিবের পূজা দিত। অন্য মুসলমানের সঙ্গে আদান প্রদান হইত না, উভয় ভ্রাতার বংশেই পরস্পর বিবাহ চলিত। কালে এই দুই ভ্রাতার বংশ বিস্তৃত হইয়া সাতক্ষীরা, মাগুরা, বসুন্দিয়া, কলড়া, হুসেনপুর ও সিংহিয়া প্রভৃতি স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ১০।১৫ বৎসর পূর্ব্ব হইতে ইঁহাদের মধ্যে হিন্দু নাম ও হিন্দু আচার পরিত্যক্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে মাত্র।

এই গোলমালে রায়চৌধুরী-বংশই আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ায় স্বতন্ত্র এক থাক হইয়া পড়িলেন। পীর আলীর উৎপাতে এই গোলমাল ঘটায় রায়-চৌধুরী-বংশকে লোকে "পীরালী" আখ্যা প্রদান করিল।

খুলনা জেলায় বাগের-হাটে নবাব খাঁ জাহান আলীর অসংখ্য কীর্ত্তিমালার ভগ্নাবশেষ এবং তাঁহার নিজের ও উজীর মহম্মদ-তাহের পীর আলীর সমাধি-মন্দির এখনও বর্ত্তমান আছে। উহা হইতে জানা যায় ৮৬৩ হিজিরায় অর্থাৎ ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দের মধ্য সময়ে খাঁ জাহানের মৃত্যু হয় অর্থাৎ বর্ত্তমান ১৯০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৪৪১ বৎসর পূর্ব্বে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। চৈতন্যভক্ত জীবগোস্বামীর জীবনীতে খাঁ জাহানের রাজধানী ফতেহা-আবাদ বা ফয়তাবাদের উল্লেখ আছে।

এতদ্ভিন্ন অন্য যে সকল গল্প বা কিম্বদন্তী চলিত আছে, তাহাতে পীর আলী নামক মুসলমানের সহিত ব্যভিচার, বিবাহ প্রভৃতি সংস্রব ঘটাইয়া এই শ্রেণীর উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। কোন কোনটিতে পীর আলীর প্রতিপালিত পুত্রকন্যায় বা দৌহিত্র-বংশই পীরালী বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। কোন কোনটিতে পীরালীর সহিত প্রকাশ্যে পানভোজন অপরাধে পাতিত্য উল্লিখিত হইয়াছে।

উক্ত রায়-চৌধুরীগণ গুড়গ্রামী সাধ্যশ্রোত্রিয়। সুরাই মেলের আশ্রয়স্থান শুড়ি শরণ কনকদণ্ডী গুড়-বংশের সন্তান। এই গুড়গ্রামী রায়চৌধুরীগণও কনকদণ্ডী-থাকভুক্ত। কেহ বলেন, কনকদণ্ডী নামক গ্রামে বাস-নিবন্ধন রঘুপতি গুড়ের বংশীয়েরা কনকদণ্ডী গুড় বলিয়া খ্যাত হন, কিন্তু পীরালী রায়চৌধুরী-বংশ বলেন, তাঁহাদের এক পূর্ব্বপুরুষ কনক রায় দণ্ডী হইয়া যান, সেই জন্য কনকদণ্ডী নামে পরিচয় চলিতেছে। ঘটক গ্রন্থ মতে, নদীয়া ও যশোহরের মধ্যবর্ত্তী হলদা পরগণার অন্তর্গত মহেশপুর গ্রাম গুড়গ্রামীদিগের প্রধান বাসস্থান এবং সুরাইমেলের আশ্রয়স্থান শরণ গুড়ের বংশ যশোহরের চেঙ্গুটিয়া পরগণার জমীদার হইয়া রায়-চৌধুরী আখ্যা পাইয়াছিলেন। পীরালী রায়চৌধুরীগণও বলেন, তাঁহাদেরও আদিবাস হলদা-মহেশপুর এবং বর্ত্তমান বাস চেঙ্গুটিয়া পরগণায় দক্ষিণ ডিহিগ্রামে। এই দক্ষিণ ডিহিতে এখনও ইঁহাদের বংশ আছে।

যাহা হউক, রায়চৌধুরীগণ পীরালী হইয়া এক মহা বিপদে পড়িলেন। কন্যার বিবাহ দেওয়া একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িল। শেষে তাঁহারা ছলে, বলে, কৌশলে ও অর্থদানে বশীভূত করিয়া কুলীন ও শ্রোত্রিয়পাত্র সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এইরূপে যাঁহারা রায়চৌধুরী-কন্যা গ্রহণ করিতে লাগিলেন, তাঁহারাও আত্মীয়-স্বজন-পরিত্যক্ত হইয়া শ্বশুরগোষ্ঠী-ভুক্ত হইতে লাগিলেন। এইরূপে দৌহিত্রবংশ বৰ্দ্ধিত হইয়া পীরালীদিগের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। অনেকের বিশ্বাস কলিকাতার ঠাকুরবংশই আদি পীরালীবংশ; কিন্তু তাহা নহে। রায়চৌধুরীদিগের ন্যায় ইঁহারও সিদ্ধশ্রোত্রিয় কুশারীবংশীয়। ঠাকুরদিগের মধ্যে অনেকে আপনাদিগকে বন্দ্যঘটীয় বলিয়া পরিচয় দেন, কিন্তু তাহা ভুল। ভট্টনারায়ণ-সন্তান নিহো, নান্নু বা নৃসিংহ কুশারীর অধস্তন ২১শ পুরুষ পুরুষোত্তম বিদ্যা-বাগীশ এই রায়-চৌধুরীবংশে বিবাহ করিয়া পীরালী হন। কোন কোন কিম্বদন্তীতে পুরুষোত্তমও কামদেব রায়ের জাতি-পাতের দিন পীর আলীর সভায় উপস্থিত ছিলেন বলিয়া স্ব-সমাজে অগ্রাহ্য হইয়া পড়েন, কিন্তু তাহার প্রতিপোষক আর কোন কথা পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ ইঁহাদের মূল বাসস্থান যশোরে নহে, ঢাকা জেলার পিঠাভোগ গ্রামে। ঠাকুরবংশ যে রায়চৌধুরীবংশের দৌহিত্র, তাহা রায়-চৌধুরীরাও স্বীকার করেন। ঠাকুর-বংশের কোন ধারায় পুরুষোত্তম হইতে ১২ পুরুষ আবার কোন-ধারায় ১৫ পুরুষ পর্য্যন্ত উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপ রায়চৌধুরী-বংশের আর এক দৌহিত্রবংশ চেঙ্গুটিয়ার মুস্তফীবংশ ফুলের মুখুটী রামের সন্তান (রাম, নৃসিংহ, দ্যাকর) মঙ্গলানন্দ মুখোপাধ্যায় হইতে উৎপন্ন। মঙ্গলানন্দ মুখো-পাধ্যায়ই রায়-চৌধুরী-কন্যা বিবাহ করেন। তাঁহার বংশেও ১৫।১৬ পুরুষ পর্য্যন্ত উৎপন্ন হইয়াছে। এই দুই দৌহিত্র বংশদ্বারাও ৩ পুরুষে শতাব্দী ধরিলে প্রমাণ হয় যে, ৪০০—৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে রায়চৌধুরীগণ পীরালী হন, সুতরাং পীরআলী বা খাঁ জাহান আলী ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন।

ক্রমে পীরালীগণ যশোর জেলার নরেন্দ্রপুর, জগন্নাথপুর,

মহাকাল, বাহিরখাট, পোমভাগ প্রভৃতি গ্রামে এবং ২৪ পরগণার জগদ্দল, বাসুদেবপুর, মূলাজোড়, গালফ, গাইনগর ও হুগলী জেলায় মহীয়াড়ীগ্রামে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন।

পীরালী থাকের উৎপত্তি সম্বন্ধে বহুবিস্তৃত ঘটকগ্রন্থে তেমন বিশেষ কিছু বিবরণ পাওয়া যায় না, তবে মেলমালার দোষকীর্ত্তনস্থলে প্রসঙ্গতঃ অনেক কথা পাওয়া যায়, নিয়ে সেগুলি উদ্ধৃত হইল।

কাঁচনার মুখুটী অর্জ্জুনমিশ্রের ঠাকুর উপাধি ছিল। ঘুলোপঞ্চানন এই ঠাকুর উপাধির কারণ দেখাইতে গিয়া বলিয়াছেন—

"রায় রেঁয়ে সুরূপণে, পীরালী দ্বিজনন্দনে,
অপকৃষ্টে ঠাকুরত্ব ভণে।"

অর্থাৎ দ্বিজনন্দন পীরালীতে যে ঠাকুর উপাধি দেখা যায়, তাহা ব্রাহ্মণের মধ্যে অপকৃষ্টত্বসূচক। এ সম্বন্ধে মেলমালায় একটী কারিকা আছে,—

"শ্বশুর, ভাশুর, গুরু, বাপ যে ঠাকুর।
নিকৃষ্টোৎকৃষ্ট দ্বিজ আর মৃত যে ঠাকুর॥"

অর্থাৎ শ্বশুর, ভাসুর, গুরু, পিতা প্রভৃতিকে যেমন ঠাকুর বলিয়া সম্বোধন করে, তেমনি নিকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট দ্বিজের এবং মৃতের সম্বন্ধেও 'ঠাকুর' শব্দ ব্যবহৃত হয়। ঘুলোপঞ্চানন নিকৃষ্ট দ্বিজের উদাহরণ স্বরূপ পীরালী থাকের ঠাকুর উপাধির কথা তুলিয়াছেন।

ঘুলোপঞ্চানন আরও একটী অর্জ্জুনমিশ্র-সম্পর্কীয় কারিকায় বলিয়াছেন,—

"ভাল খেল্‌লে ঠাকুরালী, রায়রেঁয়ে পীরআলী,
ফুলের মুখে বসে ঠাকুর।
দেখো যেন তোমাদেরে, লোভ হেতু সন্তানেরে
দাসত্বে নাহি করে কুকুর॥"

ঘুলোর এই দুই কারিকার "রায়রেঁয়ে" শব্দের প্রয়োগ পীরালীর সঙ্গে সম্বন্ধ দেখা যাইতেছে। ২৪ পরগণার অন্তর্গত জগদ্দলের পীরালী "রায়বাবু"-বংশীয়েরা বন্দ্যঘটীগ্রামী। তাঁহারা আপনাদিগকে "রায়রেঁয়ে" উপাধিধারী বলিয়া পরিচয় দেন। এই বংশের রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র রায়ের ঊর্দ্ধতন পুরুষ রামতনুরায়ের বিবাহে নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় নিমন্ত্রিত হন। ঐতিহাসিক হিসাবে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ও রামতনুরায় সমসাময়িক বটেন। এই রামতনুরায়ের পিতার 'ঠাকুর' উপাধি বিখ্যাত ছিল, তাঁহার নাম হরেকৃষ্ণ ঠাকুর। এই হরেকৃষ্ণ ঠাকুরই গঙ্গাবাসের নিমিত্ত নবদ্বীপের কোন রাণীর নিকট জগদ্দলগ্রামে ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং "রায়রেঁয়ে ঠাকুর" ঘটকের এই কথার সহিত কিম্বদন্তী এবং ইতিহাস মিলিতেছে।

ঘুলোপঞ্চানন অর্জ্জুনমিশ্রের মহিমাসূচক আর একটী কারিকায় বলিয়াছেন,—

"দাসত্বে কার্পণ্যে দ্বিজনন্দনে পীরালী।"

পূর্ব্বোক্ত দুইটী কারিকাতেও পীরালী-দ্বিজনন্দনের দাসত্ব ও কার্পণ্যের কথা ঘুলো উল্লেখ করিয়াছেন। ৺ প্রসন্নকুমার ঠাকুর স্ববংশের যে বংশ-পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে উল্লেখ আছে যে, যশোহর-বাসত্যাগের পর পঞ্চানন আসিয়া কলিকাতা গোবিন্দপুরে বাস করেন। এই সময়ে ইংরাজদিগের নিকট কলিকাতার ব্রাহ্মণেরা সাধারণতঃ ঠাকুর আখ্যায় অভিহিত হইতেন। কলিকাতা বড়বাজারে গোষ্ঠীপতিবংশীয় বহুকালের বংশজ বন্দ্যঘটীয় ঠাকুরগণ তাঁহাদের ঠাকুর উপাধির কারণও উহাই নির্ণয় করেন, কেহ বা গোষ্ঠীপতিত্ব হইতে ঠাকুর উপাধির সৃষ্টি বলেন। কিম্বদন্তী এই যে, পঞ্চানন ঠাকুর গোবিন্দপুরে যে সময় বাস করেন, সে সময় সে স্থানে মালো, জেলে, কৈবর্ত্ত, পোদ প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতির বাসই বেশী ছিল। এই সকল নিকৃষ্ট জাতির মুখে ব্রাহ্মণ পঞ্চানন 'ঠাকুর' এই উপনামে অভিহিত হন। পরে পঞ্চাননবংশীয়গণ ইংরাজ ও ফরাসী-দরবারে চাকুরী গ্রহণ করিয়া 'ঠাকুর' উপাধিই ব্যবহার করিতেন অথবা রায়রেঁয়ে চাকুরীর কথাও ধরা চলে। সুতরাং ঘটকের দাসত্ব-কথার ঐতিহাসিক মূল পাওয়া গেল, কিন্তু "কার্পণ্য" সম্বন্ধে কোন কিম্বদন্তী জানা যায় নাই। মেলমালায় লিখিত আছে—

"যথা রাঢ়ে সেরখানী পীরালী ভগ্নতা কচিৎ।
বঙ্গে শ্রীমন্তখানী চ ত্রিভির্দগ্ধা বসুন্ধরা॥"

এক সময়ে রাঢ়ীয় কুলীন-ব্রাহ্মণসমাজ সেরখানী, পীরালী ও শ্রীমন্তখানী এই ত্রিবিধ থাক হইতে বিশেষরূপে আক্রান্ত হইয়াছিল, কুলাচার্য্যবচনে তাহাই প্রমাণিত হইতেছে।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে লিখিত আছে—

"পীরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন।
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে।
বিষম পীরল্যাগ্রাম নবদ্বীপের কাছে॥
গৌড়েশ্বর বিদ্যমানে দিল মিথ্যাবাদ।
নবদ্বীপবিপ্র তোমার করিব প্রমাদ॥
গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হব হেন আছে।
নিশ্চিন্তে না থাকিহ প্রমাদ হব পাছে॥
নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ অবশ্য হব রাজা।
গন্ধর্ব্বে লিখন আছে ধনুর্দ্ধর প্রজা॥

এই মিথ্যা কথা রাজার মনেতে লাগিল।
নদীয়া উচ্ছন্ন কর রাজা আজ্ঞা দিল॥
বিশারদসুত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।
স্ববংশে উৎকল গেলা ছাড়ি গৌড়রাজ্য॥" ইত্যাদি।

জয়ানন্দের পিতা সুবুদ্ধিমিশ্র চৈতন্যদেবের একজন প্রিয়-ভক্ত ছিলেন এবং জয়ানন্দ নিজেও মহাপ্রভুর কৃপালাভ করিয়াছিলেন। এরূপ স্থলে, তিনি যে সকল তাৎকালিক কথা লিখিয়াছেন, তাহা অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। অধিক সম্ভব, মুসলমানের দৌরাত্ম্যে খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর প্রথমভাগেই অনেক ব্রাহ্মণসন্তান সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন। ইহা অসম্ভব নহে, নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী পীরলিয়াগ্রামেই ঐরূপ সমাজচ্যুত ব্রাহ্মণের বাস ছিল, তাঁহাদের উৎপাতে তখনকার সর্ব্বপ্রধান ব্রাহ্মণসমাজ নবদ্বীপ বিশেষরূপ আক্রান্ত হইয়াছিল। ঐ সকল সমাজচ্যুত ব্রাহ্মণগণ গৌড়ের মুসলমান রাজদরবারে প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উৎপাত লক্ষ্য করিয়াই জয়ানন্দ লিখিয়াছেন যে, নবদ্বীপ উচ্ছন্ন যাইবার উপক্রম হইয়াছিল এবং কুলাচার্য্যগণ লিখিয়াছেন যে 'বসুন্ধরা দগ্ধ' হইয়াছিল।

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণাদির সামাজিক ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে অনায়াসেই জানা যায় যে, বিশেষ বিশেষ স্থান বা ব্যক্তিবিশেষের নাম হইতে বিভিন্ন সমাজ বা থাকের উৎপত্তি হইয়াছে। এরূপস্থলে 'পীরলিয়া' গ্রাম হইতে পীরালী থাকের উৎপত্তি কল্পনা করা অসঙ্গত নহে। পূর্ব্বে পীরালীদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে প্রবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, প্রায় সাড়ে চারিশত বর্ষ হইল, পীরালী থাকের উৎপত্তি হইয়াছে।

এদিকে জয়ানন্দের সাময়িক উক্তিদ্বারাও ঐ সময়ে পীরলিয়া গ্রামীদের উৎপাতের কথা পাওয়া যাইতেছে। পীরালীদের মধ্যে অনেক সদ্বংশীয় ও সদাচারসম্পন্ন হিন্দু থাকিলেও অনেকে আবার যবন বলিয়াই গণ্য হইয়াছিল। এই কারণ ঐ সকল যবনধর্ম্মা পীরালীর শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথ-মন্দিরে প্রবেশ করিবার অধিকার ছিল না; তাহা ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ৪ আইনের ৭ ধারা হইতে জানা যায়। পরে ১৮১০ খৃষ্টাব্দের ১১ আইন দ্বারা নিষিদ্ধজাতির তালিকা হইতে পীরালী নাম তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। যাহা হউক ঐ নিষিদ্ধ পীরালীর সহিত কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ঠাকুরগোষ্ঠীর কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা বুঝা গেল না*।

পীরোজপুর, বাঙ্গালার বাখরগঞ্জ জেলার একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৬৯২ বর্গমাইল। গ্রামসংখ্যা ৯৪৫টী। কাছনা নদীতে দস্যুবৃত্তিদমনের জন্ম এই উপবিভাগ স্থাপিত হয়। পীরোজপুর, মঠবাড়ী, ভাণ্ডারিয়া ও স্বরূপকাটী নামক স্থানে পুলিসের ফাঁড়ি আছে।

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (দ্বিতীয়াংশে) বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

পীরোত্তর বা পীরান্, মুসলমান সাধু বা ফকিরদিগের অধিকৃত নিষ্কর জমি। ঐ জমি সম্পত্তিশালী মুসলমানগণ সময় সময় দান করিয়াছেন।

পীল, রোধ, ক্রিয়ানিরোধ, জড়ীভাব। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট। লট্ পীলতি। লোট্ পীলতু। লিট্ পিপীল। লুট্ পীলিতা। লুঙ্ অপীলীৎ।

পীলক (পুং) পীলতি স্তম্ভাতীতি পীল-ণ্বুল্। ১ রোধক। ২ পিপীলিকা। (হেমচ°) ৩ কায়স্থদিগের পদ্ধতিবিশেষ। "আদিত্যা বিষ্ণুগুপ্তাশ্চ খিলশ্চ পীলকস্তথা।" (বঙ্গজকুলা°কা°)

পীলা (স্ত্রী) হোমীয় দ্রব্যভেদ।

"গুল্গুলুঃ পীলানলদ্যোঽক্ষগন্ধি।" (অথর্ব্বস° ৪।৩৭।৩)

পীলাজী, পেশবা বাজীরাওর একজন মহারাষ্ট্রীয় জাদুনের পুত্র। মহম্মদ শাহের রাজত্বের সপ্তদশ বৎসরে ইতিমদুদ্দৌলা, কামুদ্দীন্ খাঁ ও পশ্রৎ জঙ্গের সহিত নরবার প্রদেশে ইহার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পীলাজীর জয়লাভ হইয়াছিল। রস্তম আলীকে পরাজিত করিয়া তিনি আহ্মদাবাদ ও বরদার পার্শ্ববর্ত্তী জেলা-সমূহ লুট করেন। মালব অধিকৃত হইবার পর তিনি যমুনা ও গঙ্গার অন্তর্বর্ত্তী অন্তর্বেদ (দোয়াব) রাজ্য অধিকার করিতে আদিষ্ট হন। এই সময়ে নবাব বুর্হান্-উল্-মুলক্ অন্তর্বেদ পার হইয়া আগ্রা যাইতেছিলেন। উভয় দলে ঘোরতর সংঘর্ষের পর পীলাজী প্রত্যাবর্ত্তন করেন। আহ্মদ শাহ আবদালীর বিরুদ্ধে তিনি ৩ হাজার সৈন্য লইয়া গমন করেন। পাণিপথ-ক্ষেত্রে দুরানীর যুদ্ধে তাঁহার জীবন-লীলার শেষ হয়।

পীলু (পুং) পীলতি প্রতিষ্টভ্নাতীতি পীল-কু (মৃগয্বাদয়শ্চ। উণ্ ১।৩৭) ১ প্রসূন। ২ পরমাণু। ৩ মতঙ্গজ। ৪ অস্থি-খণ্ড। ৫ তালকাণ্ড। (মেদিনী)

'পীলুর্গজে দ্রুমে কাণ্ডে পরমাণুপ্রসূনয়োঃ।
পীলুস্তালাস্থিখণ্ডে চ' (বিশ্ব)

৬ বাণ। ৭ কৃমি। (ধরণি) ৮ কোঙ্কণাদি দেশে প্রসিদ্ধ ফলবৃক্ষ বিশেষ। চলিত পীলগাছ। (Salvadora persica) Tooth-bruss tree। হিন্দী—পীল। মহারাষ্ট্র—পিলু। তৈলঙ্গ—গোলু, গুচেট্টু, পিন্নবরগোগু। বম্বে—কক্হন্। তামিল—কোকু। ভূমিজামি ও আখ্রোট নামে প্রসিদ্ধ। সংস্কৃত পর্য্যায়—গুড়ফল, স্রংসী, শীতসহ, ধানী, বিরেচন, ফলশাখী, শ্যাম, করভবল্লভ। ইহার ফলগুণ শ্লেষ্ম, বায়ু ও গুল্মনাশক। পিত্তদ, ভেদক। যে পীলু মধুর ও তিক্তরস, তাহা অতিশয় উষ্ণ নহে এবং ত্রিদোষনাশক।

"পীলু শ্লেষ্মসমীরঘ্নং পিত্তলং ভেদি গুল্মনুৎ।
স্বাদু তিক্তঞ্চ যৎ পীলু তন্নাত্যুষ্ণং ত্রিদোষহৃৎ॥" (ভাবপ্র°)
মেহ, পিত্ত ও সন্ধিবাতনাশক। (অত্রিস° ৯৭ অঃ) স্বাদু, তিক্ত, কটু, উষ্ণ, কফ ও বায়ুনাশক। (সুশ্রুত সূত্র ৩৯ অঃ) ইহার তৈল মূলকতৈলের ন্যায় গুণযুক্ত।

৯ কঞ্চুকশাক। ১০ শরতৃণপুষ্প। ১১ কিঙ্কিরাত বৃক্ষ। ১২ অক্ষোট বৃক্ষ। ১৩ করতল। (বৈদ্যকনি°) ১৪ কাঞ্চনদেশীয় গিরিজাক্ষোড় ফল। (চরক সূত্রস্থা° ৩ অঃ)

বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে—পীলুবৃক্ষের কুসুমের বৃদ্ধি দর্শন করিলে আরোগ্যলাভ হয়।

"আমৈঃ ক্ষেমং ভল্লাতকৈর্ভয়ং পীলুভিস্তথারোগ্যং।"(বৃহৎস° ২৯।১১)

পীলু, রত্নবিশেষ। ইহাতে ঔষধ খাইবার জন্য উত্তম উত্তম খল, দুগ্ধপানপাত্র ও তরবারিমুষ্টি প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা ধূম্র, শুক্ল বা শ্বেত আভাযুক্ত, হরিদ্বর্ণবিশিষ্ট, কঠিন, অস্বচ্ছ ও অল্পপ্রভাশালী।

পীলুক (পুং) পীলুরিব কায়তি কৈ-ক। কৃমিভেদ। (হেম)

পীলুকুন (ক্লী) পীলুনাং পাকঃ, পীল্বাদিত্বাৎ কুণচ্ (পা ৫।২।২৪) পীলুপাক।

পীলুনী (স্ত্রী) পীল বাহুলকাৎ উন, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ মূর্ব্বা। (রত্নমালা) ২ কঞ্চুকশাক। (বৈদ্যকনি°)

পীলুপত্র (পুং) পীলুযুক্তং পত্রং যস্য। মোরটালতা, চলিত লতাকরাড়। ২ অশ্মন্তক বৃক্ষ, চালিতাগাছ। (রাজনি°)

পীলুপত্রা (স্ত্রী) ক্ষীরমোরটা। (বৈদ্যকনি°)

পীলুপর্ণিক, তীর্থভেদ। (প্রভাসখণ্ড)

পীলুপর্ণী (স্ত্রী) পীলুরিব পর্ণান্যস্যাঃ। ততো ঙীষ্ (পাককর্ণপর্ণপুষ্পফলমূলবালোকত্তরপদাচ্চ। পা ৪।১।৬৪) ১ মূর্ব্বা, মুগরা। ২ তুণ্ডিকা, তেলাকুচা। ৩ মোরট, লতাকরাড়। ৪ বিম্বিকা। ৫ ওষধিভেদ। (মেদিনী)

পীলুমূল (ক্লী) পীলোর্মূলম্। ১ পীলুর মূল। (স্ত্রী) ২ শতমূলী। ৩ শালপর্ণী। (ভাবপ্র°) ৪ তরুণী গাভি। স্ত্রিয়াং টাপ্। (রাজনি°)

পীলুবহ (ত্রি) পীলুং বহতীতি বহ-অচ্। পীলুবাহি জলাদি।

পীলুসার (পুং) পর্ব্বতবিশেষ।

পীল্বাদি (পুং) পাকার্থ কুণচ্ প্রত্যয়নিমিত্ত শব্দগণভেদ। গণ যথা—পীলু, কর্কন্ধু, শমী, করীর, কুবল, বদর, অশ্বত্থ, খদির। (পাণিনি ৫।২।২৪)

পীব, স্থৌল্য। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক°, সেট্। লট্ পীবতি। লোট্ পীবতু। লিট্ পিপীব। লুঙ্ অপীবিৎ। লুট্ পীবিতা। লৃট্ পীবিষ্যতি।

পীবন্ (ত্রি) প্যায়তে ইতি কনিপ্ (ধ্যাপ্যোঃ সম্প্রসারণঞ্চ। উণ্ ৪।১১৪) ইতি সম্প্রসারণঞ্চ (হলঃ। পা ৩।১।৬১) ইতি দীর্ঘঃ। ১ স্থূল।

"পীবানং শ্মশ্রুলং প্রেষ্ঠং মীঢ়াংসং যাণ্ডকোবিদম্।
স একোহজবৃষস্তাসাং বহ্বীনাং রতিবর্দ্ধনঃ॥" (ভাগ° ৯।১৯।৬)
২ বায়ু। (ত্রি) ৩ বলযুক্ত।

পীবর (ত্রি) প্যায়তে বর্দ্ধতে ইতি পৌঙ্-ষ্বরচ্, সম্প্রসারণং দীর্ঘশ্চ (ছিত্বরচ্ছত্বরধীবরপীবরেতি। উণ্ ৩।১) ১ উপচিতাবয়ব, চলিত মোটা। পর্য্যায়—পীন, পীবন্, স্থূল। (অমর)

"ভয়পিহিতং বালায়াং পীবরমূরুদ্বয়ং স্মরোন্নিদ্রঃ।
নিদ্রায়াং প্রেমার্দ্রঃ পশ্যতি নিঃশ্বস্য নিঃশ্বস্য॥"(আর্য্যাসপ্ত° ৪২০)
(পুং) ২ তামস মন্বন্তরীয় সপ্তর্ষিভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৬৪।৫৯)
৩ কচ্ছপ। ৪ জটা।

পীবর, ক্রৌঞ্চদ্বীপের অন্তর্গত একটী বর্ষ। (লিঙ্গপু° ৪৬।৩২)

পীবরত্ব (ক্লী) পীবরস্য ভাবঃ, ভাবে ত্ব। স্থূলত্ব, পীবরতা, পীবরের ধর্ম্ম বা ভাব।

পীবরা (স্ত্রী) পীবর-টাপ্। ১ অশ্বগন্ধা। ২ শতাবরী। ৩ স্থূলা।

পীবরী (স্ত্রী) পীবর-ঙীপ্। ১ শতমূলী। (রত্নমালা) ২ শালপর্ণী। ৩ তরুণী। ৪ গাভি। (সংক্ষিপ্ত° উণাদিবৃত্তি) ৫ বর্হিষদ নামক পিতৃগণের মানসী কন্যাগণমধ্যে একটী কন্যা।

"এতেষাং মানসী কন্যা পীবরী নাম বিশ্রুতা।
যোগা চ যোগীপত্নী চ যোগী মাতা তথৈব চ॥"(হরিবংশ ১৮।৪৯)

পীবস্ (ত্রি) স্থূল। "সংপ্রোর্ণুষ পীবসা মেদসা চ" (ঋক্ ১০।১৬।৭) 'পীবসা স্থূলেন' (সায়ণ)

পীবস (ত্রি) পীন, স্থূল। "যুবং বস্ত্রাণি পীবসা" (ঋক্ ১।১৫২।১) 'পীবসা পীনান্যচ্ছিন্নানি' (সায়ণ)

পীবস্পাক (ত্রি) যাহা দ্বারা মেদ পাক হয়। "পীবস্পাক মদায়িং" (অথর্ব্ব ৪।৭।৩) 'পীবস্পাকং পীবো মেদঃ পচতে যেন তৎ, পীবস্পাকং, পচেঃকরণে ঘঞ্'। (সায়ণ)

পীবস্বৎ (ত্রি) পীবস্ মতুপ্, মস্য-ব। প্রবৃদ্ধ। "পীবস্বতীর্জীবধন্যাঃ পিবন্ত" (ঋক্ ১০।১৬৯।১) 'পীবস্বতীঃ প্রবৃদ্ধাঃ' (সায়ণ)

পীবা (স্ত্রী) পীয়তে ইতি পী-বাহুলকাৎ ব, ততষ্টাপ্। উদক।

পীবিষ্ঠ (ত্রি) পীবন্-ইষ্ঠ। সাতিশয় স্থূল। (শতপথব্রা° ২।১।১।৭)

পীবোঽন্ন (ত্রি) প্রভূতান্নযুক্ত। "পীবোঽন্নাঁরয়িবৃধঃ" (ঋক্ ৭।৯১।৩) 'পীবোঽন্নান্ পীবাংসি স্থূলানি প্রভূতান্যন্নানি যেষাং তান্' (সায়ণ)

পীবোঽশ্ব (ত্রি) প্রভূত বা স্থূল অশ্বযুক্ত। "পীবো অশ্বাঃ শুচদ্রথাঃ" (ঋক্ ৪।৩৭।৪) 'পীবোঽশ্বাঃ, পীবানো অশ্বা যেষাং তে তাদৃশাঃ' (সায়ণ)

পীবোপবসন (ত্রি) পীবসঃ উপবসনং সমীপস্থিতিরস্য পুষো-

দয়াদিত্বাৎ সলোপঃ। সূক্ষ্ম। "পীবোপবসনানাং পার্শ্বতঃ শ্রোণিতঃ" (শুক্লযজুঃ ২১।৪৩) 'পীবোপবসনানাং পীবস্পৃশকো-ঽসুমন্তঃ স্থূলবাচী, পবসাং স্থূলানামঙ্গানামুপবসনং স্থিতির্যেষাং তানি পীবোপবসনানি তেষাং স্থূলাঙ্গসমীপস্থিতাং সূক্ষ্মাণামিত্যর্থঃ।' (বেদদীপ)

পীষন্ গাঁও, রাজপুতনার আজমীর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২৬° ২৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ২৫´ পূঃ। আজমীর বন্দর হইতে ১৩ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানে পীষনগাঁওর 'ইস্তিম্‌রারদার' বাস করেন। মারবাড়ের নিকটবর্ত্তী হওয়ায় এস্থলে তুলা ও তামাকুর একটী প্রধান আড্ডা হইয়া উঠিয়াছে। এখানে সরস্বতী ও সাগরমতী নদীর সঙ্গম স্থলে 'প্রিয়সঙ্গম' নামে একটী জৈন-মন্দির আছে।

পুআল (দেশজ) পলাল, খড়।

পুআল ছাতি (দেশজ) ছত্রাকভেদ। [অতিছত্রা দেখ।]

পুঁই (দেশজ) লতাশাকবিশেষ, পুইশাক, পূতিকা। [পূতিকা দেখ।]

পুংজাতুক (পুং) জীবন বৃক্ষ, জীবনগাছ। (হারা°)

পুংযান (ক্লী) পুংসো যানং। পুরুষযান।

পুংযোগ (পুং) পুংসো যোগঃ। পুরুষযোগ।

পুংরত্ন (ক্লী) পুমান্ রত্নমিব। পুরুষরত্ন। পুরুষশ্রেষ্ঠ।

পুংরাশি (পুং) পুমান্ রাশিঃ, কর্ম্মধা°। পুরুষরাশি, বিষমরাশি, মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু ও কুম্ভ এই সকল রাশি পুংরাশি।

পুংরূপ (ক্লী) পুংসো রূপং। পুরুষের রূপ।

পুংধ্বজ (পুং) মূষিক। (বৈদ্যকনি°)

পুংলক্ষণা (স্ত্রী) পুংসো লক্ষণং যস্যাঃ। পুরুষলক্ষণা নপুংসকস্ত্রী। (বৈদ্যকনি°)

পুংলিঙ্গ (ক্লী) পুংসো লিঙ্গং চিহ্নং। পুংচিহ্ন, শিশ্ন।

"কিঞ্চিৎকালান্তরং দাস্যে পুংলিঙ্গং স্বমিদং তব।
আগন্তব্যং ত্বয়া কালে সত্যঞ্চৈব বদস্ব মে॥" (ভারত ৫।১৯৪।৩)

(পুং) ২ শব্দবাচকতা। পুরুষবাচক শব্দ। পুংসো লিঙ্গমস্যেতি। (ত্রি) ৩ পুংলিঙ্গবিশিষ্ট।

"পুংলিঙ্গা ইব নার্য্যস্তু স্ত্রীলিঙ্গাঃ পুরুষাভবন্।
দুর্য্যোধনে তদা রাজন্ পতিতে তনয়ে তব॥" (ভারত ৯।৫৮।৫৭)

পুংবৎ (অব্য) পুংস ইব, ইবার্থে বতি। পুংলিঙ্গের ন্যায়, পুরুষতুল্য। পুংবৎ ভাব, পুংলিঙ্গ শব্দের ন্যায় ভাব, পুরুষ শব্দের ন্যায়।

পুংবৎস (পুং) পুমান্ বৎসঃ। পুরুষরূপ বৎস।

পুংবৎসা (স্ত্রী) পুমান্ বৎসো যস্যাঃ। পুরুষপ্রসবিনী। যে স্ত্রী কেবল পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছে।

(চরক শারীরস্থান ৮ অঃ)

পুংবৃষ (পুং) পুমানিব বর্ষতীতি বৃষ-ক। গন্ধমূষিক, চলিত ছুঁচা (শব্দমালা)

পুংবেশ (পুং) পুংসঃ বেশঃ। পুরুষের বেশ। (ত্রি) পুংসঃ বেশইব বেশঃ যস্য। ২ পুরুষের ন্যায় বেশধারী। (স্ত্রী) স্ত্রিয়াং টাপ্। পুংসঃ বেশইব বেশো যস্যাঃ। ৩ পুরুষ-বেশধারিণী স্ত্রী।

পুংশ্চল (পুং) পুংশ্চলীব, উপচারাৎ পুংত্বং। ব্যভিচারী, যে সকল পুরুষ ব্যভিচার করে।

"ললাটোপস্থতাস্তিস্রো রেখাঃ স্যুঃ শতবর্ষিণাম্।
নৃপত্বং স্যাচ্চতসৃভিরায়ুঃ পঞ্চনবত্যথ॥
অরেখেণায়ুর্নবতির্বিচ্ছিন্নাভিশ্চ পুংশ্চলাঃ॥" (গরুড়পু° ৬৬ অ°)

পুংশ্চলী (স্ত্রী) পুংসো ভর্ত্তুঃ সকাশাৎ চলতি পুরুষান্তরং গচ্ছতীতি চল-অচ্, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। অসতী, বেশ্যা। পর্য্যায়—ধৃষ্টা, ধৃষ্ণী, ধর্ষিতা, (শব্দর°) লক্কা, নিশাচরী, ত্রপারণ্ডা। (জটাধর) পুংশ্চলীর চরিত্রদোষাদির বিষয় ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে,*—

ত্রিভুবনে পুংশ্চলীদিগের মন দুর্জ্জের, অর্থাৎ কোন ব্যক্তিই ইহাদের মনের ভাব অবগত হইতে পারে না। যিনি পুংশ্চলীকে বিশ্বাস করেন, তিনি বিধি কর্ত্তৃক বিড়ম্বিত এবং যশ, ধর্ম্ম ও কুল হইতে বহিষ্কৃত হইয়া থাকেন। পুংশ্চলীরা নূতন উপপতি পাইলে পুরাতনকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। ইহাদের নিকট কেহ প্রিয় বা অপ্রিয় নহে, ইহারা কেবল স্বকার্য্য সাধন করিয়া থাকে। দৈব বা পৈত্র কর্ম্ম এবং পুত্র, বন্ধু ও ভর্ত্তা প্রভৃতির প্রতি ইহাদের চিত্ত অতি কোঠর, ইহারা কেবল সর্ব্বদা শৃঙ্গারকার্য্যে

* "অহো কো বেদ ভুবনে দুর্জ্জেরং পুংশ্চলীমনঃ।
পুংশ্চল্যাং যো হি বিশ্বস্তো বিধিনা স বিড়ম্বিতঃ॥
বহিষ্কৃতশ্চ যশসা ধর্ম্মেণ স্বকুলেন চ।
বাঞ্ছিতং নূতনং প্রাপ্য বিনশ্যতি পুরাতনম্॥
সদা স্বকর্ম্মসাধ্যা সা কো বা তস্যাঃ প্রিয়োঽপ্রিয়ঃ।
দৈবে কর্ম্মণি পৈত্রে চ পুত্রে বন্ধৌ চ ভর্ত্তরি॥
দারুণং পুংশ্চলীচিত্তং সদা শৃঙ্গারকর্ম্মণি।
প্রাণাধিকং রতিজ্ঞং সাম্প্রতদৃষ্টাহি পুংশ্চলী।
সর্ব্বেষাং স্থলমস্ত্যেব পুংশ্চলীনাং ন কুত্রচিৎ।
দারুণা পুংশ্চলী জাতির্নরজাতিভ্য এব চ।
নিষ্কৃতিঃ কর্ম্মভোগান্তে সর্ব্বেষামস্তি নিশ্চিতং।
ন পুংশ্চলীনাং বিপ্রেন্দ্র যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ।
অন্তাসাং কামিনীনাঞ্চ কীটং হন্তুং বা দয়া।
সা নাস্তি পুংশ্চলীনাঞ্চ কান্তং হন্তুং পুরাতনম্।
রতিজ্ঞং নূতনং প্রাপ্য বিষতুল্যং পুরাতনং।
কান্তং দৃষ্ট্বা হিনস্ত্যেব সোপায়েনাবলীলয়া॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্ম° ২২ অ°)

ব্যাপৃত থাকে, রতিজ্ঞ পুরুষকে প্রাণের অধিক ভালবাসে, সন্তানভিজ্ঞ পুরুষ যদি রত্নপ্রদও হয়, তাহা হইলে তাহাকে বিষদৃষ্টিতে অবলোকন করে। সকল ব্যক্তিরই এক একটী নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে, কিন্তু পুংশ্চলীদিগের কোথাও স্থান নাই। সকলই পাপ পুণ্যের কর্ম্মভোগ করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করে, কিন্তু যতদিন চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে, ততদিন পুংশ্চলীদিগের নিস্তার নাই। অন্য কামিনীদিগের সামান্য একটী কীট হনন করিতে যে দয়া আছে, কিন্তু পুংশ্চলীদিগের কান্তকে হনন করিতেও তাদৃশ দয়া নাই। ইহারা রতিজ্ঞ নূতন পুরুষ পাইলে পুরাতনকে বিষতুল্য জ্ঞান করিয়া থাকে এবং তাহাকে অবলীলাক্রমে হনন করিয়া থাকে, তাহাতে কিছুমাত্র ব্যথিত বা ভীত হয় না। পৃথিবীতে যতপ্রকার পাপ আছে, সেই সকল পাপই এক পুংশ্চলীতে অবস্থিত আছে। পুংশ্চলী যে অন্ন পাক করে, তাহা পাতকমিশ্রিত। ইহাদের পকান্ন দৈব বা পৈত্র কর্ম্মে দিতে নাই। পুংশ্চলীদিগের অন্ন বিষ্ঠাতুল্য, জল মূত্রবৎ। যদি কেহ দৈব বা পৈত্র কর্ম্মে ইহাদের অন্ন বা জল ব্যবহার করে বা নিজে ভোজন করে, তাহা হইলে তাহার নরক হইয়া থাকে। যদি কোন ব্যক্তি হঠাৎ পুংশ্চলীর অন্ন ভোজন করে, তাহা হইলে তাহার সপ্তজন্মার্জ্জিত পুণ্য বিনষ্ট এবং আয়ু, শ্রী ও যশের হানি হইয়া থাকে।

যাত্রাকালে যদি পুংশ্চলী দর্শন হয়, তাহা হইলে শুভ হইয়া থাকে, ইহাদের স্পর্শেই পাপ। দৈবাৎ স্পর্শ করিলে তীর্থস্নান দ্বারা বিশুদ্ধি লাভ হয়। পুংশ্চলীদিগের তীর্থস্নান, দান, ব্রত পূজাদি সকলই বিফল, এমন কি তাহাদের জীবনই নিষ্ফল।

যদি কোন পুংশ্চলী সকামা হইয়া গোপনে কোন পুরুষের নিকট উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করিতে নাই। ধর্ম্মভয়ে পরিত্যাগ করিলে তাহার নরক হইয়া থাকে। কিন্তু ইহারা যদি তপস্বীদিগের নিকট গমন করে, তাহা হইলে তাহারা কদাচ পুংশ্চলীদিগের অভিলাষ পূরণ করিবেন না। যদি অভিলাষ পূরণ করেন, তাহা হইলে তাহারা তপস্বিধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট এবং লোকে নিন্দনীয় হইবেন। *

ইহারা মানবের ধন, আয়ু, প্রাণ ও যশোনাশিনী এবং যতপ্রকার বিপদ আছে, ইহারাই তাহার বীজস্বরূপ। ইহাদিগকে বিশ্বাস করিলে প্রতিপদে বিপদ হইয়া থাকে। ইহারা হিংস্রজন্তু অপেক্ষাও ভয়ানক। প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরই যাহাতে ইহাদের ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ না হয়, তাহা করা বিধেয়। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° ২৩—৩২ অঃ) [কুলটা দেখ।]

পুংশ্চলীয় (পুং) বেশ্যাপুত্র।

পুংশ্চলূ (স্ত্রী) পুংশ্চলতি চল-কূ। পুংশ্চলী স্ত্রী, ব্যভিচারিণী স্ত্রী। "কামায় পুংশ্চলূমতিক্রুষ্টায়" (শুক্লযজু° ৩০।৫) 'পুংশ্চলূং ব্যভিচারিণীং' (বেদদীপ°)।

পুংশ্চিহ্ন (পুং) পুংসঃ পুরুষস্য চিহ্নং। শিশ্ন, লিঙ্গ। (হেম)

পুংস্, মর্দ্দ। চুরাদি, উভয়, সক, সেট্। লট্ পুংসয়তি-তে। লোট্ পুংসয়তু-তাং। লিট্ পুংসয়াঞ্চকার-চক্রে। লুঙ্ অপুপুংসৎ-ত।

পুংসবন (ক্লী) পুমাংসমিব সূতে বলপ্রদানেন পুরুষবৎ জনয়ত্যনেনেতি সূ-করণে ল্যুট্। ১ দুগ্ধ। পুমাংসং সূতেঽনেনেতি সু-করণে ল্যুট্। ২ সংস্কারবিশেষ।

"যথাক্রমং পুংসবনাদিকাঃ ক্রিয়াঃ
ধৃতেশ্চ ধীরঃ সদৃশীর্ব্যধত্ত সঃ॥" (রঘু ৩।১০)

এই সংস্কার দশবিধ সংস্কারের মধ্যে দ্বিতীয় সংস্কার। গর্ভ হইলে যাহাতে গর্ভিণী পুত্রসন্তান প্রসব করে, তজ্জন্য এই সংস্কার করিতে হয়। এই জন্য এই সংস্কারের নাম পুংসবন।

গর্ভের তৃতীয় মাসে এই সংস্কার বিধেয়। সংস্কারতত্ত্বে লিখিত আছে, গর্ভগ্রহণের তৃতীয় মাসের দশম দিবসের মধ্যে জ্যোতিষোক্ত দিনে পুংসবন করিতে হয়।

"গোভিলঃ। তৃতীয়স্য গর্ভমাসস্যাদিমদশে পুংসবনস্য কালঃ। গর্ভে সতি তৃতীয়মাসস্য আদিমদশে দশম দিনাভ্যন্তরে জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্তকালে পুংসবনং কার্য্যং।" (সংস্কারতত্ত্ব)

বিশুদ্ধ দিনে পুংসবন করিতে হয়।

পুংসবনের দিন—রবি, মঙ্গল ও বৃহস্পতিবারে, নন্দা অর্থাৎ প্রতিপদ, একাদশী, ষষ্ঠী, ভদ্রা, দ্বিতীয়া, দ্বাদশী ও সপ্তমী তিথিতে, কুম্ভ, সিংহ, ধনু, মীন ও মিথুন লগ্নে, গর্ভিণী স্ত্রীর চন্দ্র ও তারা বিশুদ্ধিতে, পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ, পুষ্যা, পুনর্ব্বসু, মূলা, আর্দ্রা, রেবতী, হস্তা, শ্রবণা ও মৃগশিরা নক্ষত্রে দশযোগভঙ্গ, বিষ্টিভদ্রা, ত্র্যহস্পর্শ প্রভৃতি পরিত্যাগ

* "পুংশ্চলীদর্শনে পুণ্যং যাত্রাসিদ্ধির্ভবেদ্ধ্রুবং।
স্পর্শনে চ মহাপাপং তীর্থস্নানাদ্বিশুধ্যতি॥"
উপস্থিতসকামপুংশ্চলীত্যাগে দোষঃ, যথা—
"রহস্যুপস্থিতাং কামাৎ পুংশ্চলীং যো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
পরিত্যজেদ্ধর্ম্মভয়াদধর্ম্মান্নরকং ব্রজেৎ॥"
সর্ব্বদৈব তত্ত্যাজ্যতপস্বিত্যাজ্যত্বং—
"উপস্থিতা যা যোষিদ্ত্যাজ্যা নাগিণামপি।
ক্রতৌ ক্রতমিতি ত্যাজ্যা সর্ব্বদৈব তপস্বিনাম্।
অহো সর্ব্বৈঃ পরিত্যাজ্যা পুংশ্চলী চ বিশেষতঃ।
ধনায়ুঃপ্রাণযশসাং নাশিনী দুঃখদায়িনী॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ৩২ অ°)

করিয়া পুংসবন কার্য্য করিতে হয়।* এইরূপে দিন স্থির করিয়া পুংসবন সংস্কার বিধেয়।

গর্ভ স্পন্দন হইবার পূর্ব্বেই পুংসবন-সংস্কারের কাল, চতুর্থ মাসে গর্ভস্পন্দন হয়, এই জন্যই গর্ভাধানের তৃতীয় মাসেই পুংসবন প্রশস্ত।

"গর্ভাধানমৃতৌ পুংসঃ সবনং স্পন্দনাৎ পুরা।
ষষ্ঠেঽষ্টমে বা সীমন্তঃ প্রসবে জাতকর্ম্ম চ॥"

চতুর্থে স্পন্দত ইতি বচনাৎ স্পন্দনাৎ পূর্ব্বমাসত্রয়ং পুংসবন কালঃ॥ (সংস্কারতত্ত্ব)।

সামবেদী ব্যতীত সকলের পুংসবন সংস্কারে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। যেহেতু সংস্কারতত্ত্বে লিখিত আছে,—

"নিষেককালে সোমে চ সীমন্তোন্নয়নে তথা।
জ্ঞেয়ং পুংসবনে চৈব শ্রাদ্ধং কর্ম্মাঙ্গমেব চ॥"

"ইত্যনেন ভবিষ্যপুরাণেন শ্রাদ্ধং কর্ম্মাঙ্গত্বেন বিহিতং তচ্ছন্দোগেতরপরং। অতএব ভবদেবভট্টেনাপি ন লিখিতং" (সংস্কারতত্ত্ব)। গর্ভাধান, সীমন্তোন্নয়ন ও পংসবন প্রভৃতি সংস্কারকার্য্যে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ঐ সংস্কার কর্ম্মের অঙ্গ স্বরূপ। কিন্তু এই কর্ম্মাঙ্গ শ্রাদ্ধ ছন্দোগেতরদিগের জানিতে হইবে। এই জন্য ভবদেবভট্টও ইহার বিষয় কিছুই লেখেন নাই। কিন্তু সামগগণ যদি ইহাতে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করেন, তাহা হইলেও কোন দোষ হইবে না।

পুংসবনের বিধান—বিশুদ্ধ দিনে পতি নিত্য ক্রিয়াদি ও বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ সমাপন করিয়া 'চন্দ্র' নামে অগ্নিস্থাপনপূর্ব্বক বিরূপাক্ষজপান্ত কুশণ্ডিকা সমাপন করিবে। তৎপরে কৃতস্নাতা স্ত্রীকে অগ্নির পশ্চিম এবং আপনার দক্ষিণদিকে কুশোপরি পূর্ব্বমুখে উপবেশন করাইয়া প্রকৃত কর্ম্মারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ তূষ্ণীম্ভাবে অগ্নিতে আহুতি দিয়া পরে মহাব্যাহৃতিহোম করিবে। তদনন্তর পতি উঠিয়া স্ত্রীর দক্ষিণ স্কন্ধ স্পর্শ করিয়া তৎপরে দক্ষিণ হস্তে স্ত্রীর নাভিদেশ স্পর্শপূর্ব্বক এই মন্ত্র জপ করিবে।

"প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দো মিত্রাবরুণাশ্বিবায়বো দেবতাঃ পুংসবনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ পুমাংসৌ মিত্রাবরুণৌ পুমাংসাবশ্বিনাবুভৌ।
পুমানগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ পুমান্ গর্ভস্তবোদরে॥"

এইরূপ প্রণালীতে প্রথম পুংসবন, পরে দ্বিতীয় পুংসবন করিতে হইবে। অশক্ত হইলে একদিনেই দুই প্রকার পুংসবন করিবে। তাহার বিধান—

এই পুংসবন কার্য্যে বটবৃক্ষের পূর্ব্বোত্তর শাখায় ফলযুগলশালিনী বটশুঙ্গা যব বা মাষের তিন তিন গুড়ক দ্বারা ৭ বার ৭টি মন্ত্রে ক্রয় করিতে হইবে। মন্ত্র যথা—

'প্রজাপতির্ঋষিঃ সোমবরুণ-বসুরুদ্রাদিত্যমরুদ্ বিশ্বেদেবা দেবতা ন্যগ্রোধশুঙ্গা পরিক্রয়ণে বিনিয়োগঃ।

ওঁ যদ্যসি সৌমী সোমায়ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি।
ইতি গুড়কত্রয়েণ একং ক্রয়ণং। (১)
ওঁ যদ্যসি বারুণী বরুণায়ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি।
ইতি গুড়কত্রয়েণ দ্বিতীয়ং ক্রয়ণং। (২)
ওঁ যদ্যসি বসুভ্যো বসুভ্যস্ত্বা পরিক্রীণামি।
ইতি গুড়কত্রয়েণ তৃতীয়ং ক্রয়ণং।' (৩)

এইরূপে রুদ্র, আদিত্য, মরুৎ ও বিশ্বেদেব দেবতা উল্লেখ করিয়া পরিক্রয়ণ করিবে। এইরূপে বটশুঙ্গা ক্রয় করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে বৃক্ষ হইতে আহরণ করিতে হইবে। মন্ত্র যথা—

"প্রজাপতির্ঋষিরোষধ্যো দেবতা ন্যগ্রোধ-শুঙ্গাচ্ছেদনে বিনিয়োগঃ।" এইরূপে বটশুঙ্গা ছেদন করিয়া রাখিতে হইবে। পরে কৃতশোভন নামক অগ্নির উত্তর দিকে শিলা উত্তমরূপে প্রক্ষালন করিয়া তাহাতে ঐ বটশুঙ্গা নীহার-জলে পেষণ করিতে হইবে। পরে পেষিত বটশুঙ্গা গ্রহণ করিয়া অগ্নির পশ্চিম দিকে উত্তরাগ্র কুশায় পশ্চিমাভিমুখে উপবিষ্টা স্ত্রীর পৃষ্ঠদেশে থাকিয়া দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পত্নীর দক্ষিণ নাসাবিবরে শুঙ্গারস নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া নিঃক্ষেপ করিবেন। মন্ত্র যথা—

"প্রজাপতি ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দোঽগ্নীন্দ্রবৃহস্পতয়ো দেবতা ন্যগ্রোধশুঙ্গারসস্য দানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ পুমানগ্নিঃ পুমানিন্দ্রঃ পুমান্ দেবো বৃহস্পতিঃ।
পুমাংসং পুত্রং বিন্দস্ব তং পুমাননুজায়তাম্॥

ইহার পরে মহাব্যাহৃতিহোম ও অগ্নিতে মন্ত্রহীন ঘৃতাক্ত সমিধ দান করিবে। পরে প্রকৃত কর্ম্ম সমাপন, শাট্যায়নহোমাদি, বামদেব্যগানান্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া এই কর্ম্ম শেষ করিবে। পরে পুরোহিতকে দক্ষিণা দিতে হইবে।

(দশকর্ম্মপদ্ধতি ভবদেবভট্ট)।

এইরূপ প্রণালী অনুসারে পুংসবন সংস্কার করিতে হয়। বাহুল্য ভয়ে সকল মন্ত্রাদির বিষয় লিখিত হইল না।

যদি কেহ মোহবশতঃ গর্ভের তৃতীয় মাসে পুংসবন সংস্কার না করে, তাহা হইলে যেদিন সীমন্তোন্নয়ন সংস্কার হইবে, সেই

* "কুর্য্যাৎ পুংসবনং সুযোগকরণে নন্দে সুভদ্রে তিথৌ
তারাবাঢ়নুপেক্ষয়েষু নৃদিনে বেধং বিনেন্দৌ শুভে।
অক্ষীণে নবপঞ্চককণ্টকগতে সৌম্যোশুভবৃদ্ধিষু
স্ত্রী শুদ্ধ্যা ঘটযুগ্মসূর্য্যা গুরুভেমৃগাংস মাসত্রয়ে।
নৃদিনে, পুংগ্রহবারে। বেধো-দশযোগজঃ। বৃদ্ধিরূপচয়স্থানং।"
(জ্যোতিস্তত্ত্বং পুংসবন)।

দিনে প্রথমে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ মহাব্যাহৃতিহোম করিয়া পুংসবন করিবে, তৎপরে সীমন্তোন্নয়ন করিতে হয়।

আজকাল এই পুংসবন ও সীমন্তোন্নয়ন সংস্কার বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। নিকৃষ্ট জাতি ও কোন কোন ভদ্রলোকের মধ্যে সীমন্তোন্নয়ন সংস্কার থাকিলেও পুংসবন-সংস্কার কাহারও পরিলক্ষিত হয় না। ৩ ব্রতভেদ।

"ব্রতং পুংসবনং ব্রহ্মন্! ভবতা যদুদীরিতং।
তস্য বেদিতুমিচ্ছামি যেন বিষ্ণুঃ প্রসীদতি॥" (ভাগ° ৬।১৯।১)

ভাগবতে এই ব্রতের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। রাজা পরীক্ষিত শুকদেবকে পুংসবন-ব্রতের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাপ্রতিপদ্ তিথিতে স্ত্রীগণ স্বামীর অনুজ্ঞা লইয়া এই ব্রত আরম্ভ করিবে। প্রথমে ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়া বিশুদ্ধচিত্তে মরুদ্গণের জন্মবিবরণ শ্রবণ, তৎপরে শুভ্রবসন পরিধান ও অলঙ্কৃত হইয়া ভগবান্ নারায়ণের পূজা করিতে হইবে। পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবে। মন্ত্র যথা—

"অলং তে নিরপেক্ষায় পূর্ণকাম নমোঽস্তু তে।
মহাবিভূতিপতয়ে নমঃ সকলসিদ্ধয়ে॥
যথা ত্বং কৃপয়া ভূত্যা তেজসা মহিমৌজসা।
জুষ্ট ঈশ গুণৈঃ সর্ব্বৈস্ততোঽসি ভগবান্ প্রভুঃ॥
বিষ্ণুপত্নি মহামায়ে মহাপুরুষলক্ষণে।
প্রীয়েথা মে মহাভাগে লোকমাতর্নমোঽস্তু তে॥"

এইরূপে লক্ষ্মী ও নারায়ণকে প্রণাম করিয়া পরে পাদ্যঅর্ঘ্য প্রভৃতি দ্বারা ভগবানের পূজা করিবে। পূজা শেষ হইলে ভগবানের উদ্দেশে হোম করিতে হইবে। 'ওঁ নমো ভগবতে মহাপুরুষায় মহাবিভূতিপতয়ে স্বাহা' এই মন্ত্রে দ্বাদশ বার আহুতি প্রদান, তদনন্তর লক্ষ্মী ও নারায়ণের স্তব করিবে।

এইরূপে লক্ষ্মীর সহিত ভগবানের স্তব করিয়া আচমনীয়াদি নিবেদন করিয়া পুনরায় পূজা এবং স্তবপাঠ বিধেয়। পরে গৃহীতব্রতা স্ত্রী আপনার পতিকে ঈশ্বরজ্ঞান করিয়া তদীয় প্রিয় বস্তু প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার সেবা করিবে।

এইরূপে এই ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়। এই পুংসবন ব্রত স্ত্রী বা পুরুষের মধ্যে যদি কেহ অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে উভয়েরই ফল হইবে। এই ব্রত করিলে কাহারও সন্তান বিচ্ছেদ হয় না। স্ত্রী এই ব্রত করিতে অসমর্থ হইলে পতিই ব্রত করিবেন। এই ব্রতে ব্রাহ্মণ ও সধবা পূজা এবং লক্ষ্মী ও নারায়ণের আরাধনা করিতে হয়। ব্রত শেষ হইলে উপহার দ্রব্যাদি ব্রাহ্মণকে দিয়া স্বয়ং কিঞ্চিৎ প্রসাদ গ্রহণ করিবে। প্রায় বৎসর এইরূপ নিয়মে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া কার্ত্তিক মাসের শেষ দিনে এই ব্রতের প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। ঐ দিন উপবাস করিয়া তৎপরদিন প্রাতঃকালে চরুপাক করিতে হইবে, ঐ চরুদ্বারা পতি ১২টী আহুতি প্রদান করিবেন। পরে পতি যাহাতে সৎপুত্র ও সৌভাগ্য লাভ হয়, এই-জন্য পত্নীকে চরুশেষ প্রদান করিবেন।

পুরুষে ভগবান্ বিষ্ণুর এই ব্রত যথাবিধি আচরণ করিলে অভীষ্টলাভ, স্ত্রীলোক অনুষ্ঠান করিলে সৌভাগ্য, সম্পদ্, সুসন্তান, অবৈধব্য ও যশোলাভ, অনূঢ়া কুমারী ইহার অনুষ্ঠানে সকল লক্ষণাক্রান্ত বর এবং অবীরা স্ত্রী পাপক্ষয়পূর্ব্বক স্বর্গতি ও মৃতবৎসা স্ত্রী জীবৎপুত্র লাভ করিয়া থাকে। দুর্ভগা নারী সুভগা এবং বিরূপা স্ত্রী মনোহারিণী হইয়া থাকে। রুগ্ন রোগ হইতে মুক্তিলাভ করে। (ভাগবত ৬।১৯ অঃ)

বাহুল্য ভয়ে এই ব্রতের বিষয় অতি সংক্ষেপে লিখিত হইল। পুংবৎ সূয়তে ইতি কর্ম্মণি ল্যুট্। ৪ গর্ভ। "যস্মিন্ প্রবিষ্টেঽসুরবধূনাং প্রায়ঃ পুংসবনানি ভয়াদেব স্রবন্তি পতন্তি চ।" (ভাগবত ৫।২৪।১৫ স্বামী) (ত্রি) ৫ পুত্রোৎপাদক।

"সা তৎ পুংসবনং রাজ্ঞী প্রাশ্য বৈ পত্যুরাদধে।
গর্ভং কাল উপাবৃত্তে কুমারং সুষুবে প্রজাঃ॥"

(ভাগ° ৪।১৩।৩৮)

পুংসবৎ (ত্রি) পুত্রসন্তানবিশিষ্ট।

পুংসানুজ (পুং) পুংসানুজঃ, সমাসে তৃতীয়ায়াঃ অলুক্। (পা ৬।৩।৩) যাহার অনুজ পুরুষ।

পুংসুবন (ক্লী) পুংসবন। "শমীমশ্বত্থ আরূঢ়স্তত্র পুংসুবনং কৃতং" (অথর্ব্ব ৬।১১।১) 'পুংসবনং পুমান্ সূয়তে যেন কর্ম্মণা তৎ পুংসবনং' (সায়ণ)

পুংস্কটী (স্ত্রী) পুরুষের কটী।

পুংস্কামা (স্ত্রী) পুমাংসং কাময়তে কামি-অণ্, পুংসোঽসুলোপে কৃতে বাহুল্যাৎ রোঃ সঃ। পুরুষকামা স্ত্রী। যে স্ত্রী পুরুষ অভিলাষ করে।

পুংস্কোকিল (পুং) পুমান্ কোকিলঃ কর্ম্মধা°। পুরুষ-কোকিল, পুরুষপিকপক্ষী।

"চূতাঙ্কুরাস্বাদকষায়কণ্ঠঃ পুংস্কোকিলো যন্মধুরং চুকূজ।"

(কুমার ৩।৩২)

পুংস্তি (স্ত্রী) সামভেদ।

পুংস্ত্ব (ক্লী) পুংসঃ পুরুষস্য ভাবঃ, পুংস্-ত্ব। ১ শুক্র। ২ পুরুষত্ব, পুরুষের ধর্ম্ম।

"সৌম্যা বৌষট্যেন্তথা শাক্তৈঃ পুংস্ত্বং স্ত্রীত্বং নপুংসকং।
বিভেদ-বহুধা দেবঃ পুরুষৈরমিতৈঃ সিতৈঃ॥" (মার্ক° পু° ৫০।১২)

(পুং) ৩ ভূষণ, গাত্রভূষণ। (মেদিনি°)

পুংস্ত্বদা (স্ত্রী) ১ লক্ষণাকন্দ। (বৈদ্যকনি°) (ত্রি) ২ পুংস্ত্বদায়ী মাত্র।

পুংস্ত্বনাশন (পুং) তৃণভেদ। (বৈদ্যকনি°)

পুংস্ত্ববিগ্রহ (পুং) পুংস্ত্বস্য শুক্রস্যেব বিগ্রহো যস্য। ভূতৃণ, সুগন্ধতৃণবিশেষ। (রাজনি°)

পুংস্পুত্র (পুং) পুমান্ পুত্রঃ কর্ম্মধা°। (পা ৮।৩।৬) পুরুষপুত্র, পুরুষছেলে।

পুংস্প্রজনন (স্ত্রী) পুংলিঙ্গ। (নিরুক্ত ৩।২১)

পুংস্বৎ (ত্রি) পুং-বিশিষ্ট।

পুঁএসাপ (দেশজ) একপ্রকার সর্পজাতি।

পুঁখা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

পুঁচা (দেশজ) মুছা।

পুঁজ (দেশজ) পূয, এই শব্দ পূয-শব্দের অপভ্রংশ। ফোটকাদি নির্গত ক্লেদ। দুষ্টরক্ত।

পুঁজী (দেশজ) ১ মূলধন, সঞ্চয়। ২ ঐশ্বর্য্য।

পুঁজীপাটা (দেশজ) মূলধন, সমস্ত সম্পত্তি।

পুঁজীবালা (দেশজ) ধনী, যে অনেক পুঁজী করিয়াছে।

পুঁটলিয়া (দেশজ) পুটালি, ছোটবোচ্‌কা।

পুঁটলী (দেশজ) বস্ত্রাবৃত দ্রব্যসমূহ। কাপড়ে করিয়া দ্রব্যাদি বাঁধিয়া রাখিলে তাহাকে পুঁটুলী কহে।

পুঁটুলী (দেশজ) পুঁটলী।

পুঁট্‌কী (হিন্দী) মলদ্বার।

পুঁট্যা (দেশজ) ১ পৃষ্ঠ। ২ ছোট, ক্ষুদ্র, সামান্য। ৩ বোতাম।

পুঁট্যাঘরা (দেশজ) বোতামের ঘর।

পুঁট্যাতেলি (দেশজ) অর্থপিশাচ।

পুঁট্যাতেল্যামি (দেশজ) অর্থপিশাচের কার্য্য।

পুঁঠী (দেশজ) একপ্রকার মৎস্য, পুঁঠীমাছ।

পুঁড়া (দেশজ) ১ ভাণ্ডার-গৃহ। ২ শাকসবজী-বিক্রেতা। [পুণ্ড্র দেখ।]

পুঁতা (দেশজ) প্রোথিত করা।

পুঁদিচারী, দাক্ষিণাত্যে ফরাসী অধিকারের প্রধান রাজধানী ও ফরাসীদিগের প্রধান আবাস। ইহার পূর্ব্বসীমা সমুদ্রতীর এবং অপর তিন পার্শ্বে দক্ষিণ অর্করুছ জেলার কদ্দালুর তালুক। পেন্নার নদীর মোহানাস্থিত 'ব' দ্বীপের কতকাংশ লইয়া পুঁদিচারী গঠিত হইয়াছে। ইংরাজ ও ফরাসী অধিকারের মধ্যে যে পর্ব্বতমালা ব্যবধান আছে, ফরাসীভাষায় তাহার নাম Les Montagues Ranges। এখানকার স্বাস্থ্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কএকটী শিল্পকূপ (Artesian well)-খননে উৎকৃষ্ট পানীয় জল পাওয়ায় এই স্থান দ্বিগুণ স্বাস্থ্যপ্রদ হইয়া উঠিয়াছে। এতন্নিবন্ধন অনেকেই এখানে জলবায়ুর পরিবর্ত্তন জন্য আসিয়া বাস করেন। জানুয়ারী মাসে এখানকার উত্তাপ ২৫°—২৮° এবং মে হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ৩°১—৪০° সেণ্টিগ্রেড। পুঁদিচারী নগর অক্ষা° ১১° ৫৫´ ৫১´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ৫২´ ৩৩´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। একটী নহর দ্বারা সহরটী সাদা ও কালা এই দুই পল্লীতে বিভক্ত। সমুদ্রতীরবর্ত্তী শ্বেতসহরে ফরাসীরা বাস করে এবং কালা অংশে দেশীয়দিগের বসতি। রাস্তা বেশ পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও প্রশস্ত, প্রায় দুই ধারেই নারিকেল-বাগান।

এতদ্ভিন্ন এখানে রাজপ্রতিনিধির প্রাসাদ, গির্জ্জাঘর, পাগোডাঘর, নূতন বাজার, ঘটিকাচূড়া (Clock-tower), আলোকবাটিকা, সৈন্যাবাস, টাউন-হল প্রভৃতি কএকটী উৎকৃষ্ট অট্টালিকা এবং সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী জেটী ও আর্টিজেন কূপগুলি* দেখিবার উপযুক্ত। সমুদ্রতীরে জেটীর সম্মুখে বিখ্যাত শাসনকর্ত্তা ডুপ্লে (Dupleix) সাহেবের প্রস্তরমূর্ত্তি বিদ্যমান।

১৭৭৪ খৃঃ, ফ্রান্সো মার্টিন (Francois Martin) নামা জনৈক ফরাসীর অধীনে এখানে সর্ব্বপ্রথম ফরাসী আবাস স্থাপিত হয়। ১৬৯৩ খৃঃ অব্দে ওলন্দাজেরা পুঁদিচারী অধিকার করেন বটে, কিন্তু ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে ছয় বৎসর পরে উহা ফরাসীদিগকে ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হন। কর্ণাটকে ইংরাজ ও ফরাসীদলে ঘোরতর যুদ্ধ বাঁধে। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে নৌসেনাপতি বস্কাওবেল পুঁদিচারি অবরোধ করেন, কিন্তু কৃতকার্য্য না হওয়ায় ইংরাজসেনা প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হন। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে সর-আয়ার-কুট পুঁদিচারী অবরোধ করেন। ফরাসীসেনাপতি লালী (Lally) নগররক্ষণে অসমর্থ হইয়া এই স্থান ইংরাজকরে অর্পণ করেন।

ফরাসী আবাস ও বন্দর মান্দ্রাজ গবর্মেণ্টের হাতে আসিলে এখানকার দুর্গপ্রাকারাদি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইলে ইংরাজ গবর্মেণ্ট এই স্থান ফরাসীদিগকে ফিরাইয়া দেন।

* 'শিল্পকূপ' (Artesian well)-গুলি জল-সরবরাহের বিশেষ উপযোগী। পর্ব্বতগাত্রের জল-অবস্থিত-স্তরের সহিত লোহার নলদ্বারা যোজনা করিয়া দিলে স্বভাবতঃ নলের মধ্য দিয়া জল কূপে উঠিতে থাকে। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে জেনারল হাসপাতালে এবং ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে চবধু লক্ষণস্বামী সেটীর তুলার কলে ঐরূপ কূপ প্রস্তুত হয়, উহাতে ৭।০ ইঞ্চি পাইপ দেওয়া আছে। এই কূপের জল লোহমিশ্রিত ও আস্বাদ ঠিক টিকার জল্ ইটীলের মত। বহুমূত্ররোগাক্রান্ত এবং সাধারণে দৌর্ব্বল্যপ্রপীড়িত ব্যক্তিদিগের পীড়ায় এই জল বিশেষ উপকারী দেখিয়া বহুতর রোগী এখানে আসিয়া বাস করিতেছে। কলবাটীর টাক্ কোয়ার্টার এখন স্বাস্থ্যনিবাসে এবং চতুষ্পার্শ্বে উদ্যানে পরিণত হইয়াছে। শিম্‌স্ উদ্যানের মুডিলিয়ার-পেটনামক স্থানে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে কূপ-খনন হয়। উহার জল ইষ্টকনির্ম্মিত প্রণালী (aqueduct) দ্বারা সহর মধ্যে বীজ এবং শাখানলদ্বারা সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় কর্ণাটিক যুদ্ধের সময় ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে সর্ হেক্টর মনরো পুঁদিচারি অধিকার করিয়া লন। প্রায় সাত বৎসর-কাল ইংরাজ-শাসনাধীনে থাকিয়া ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দের সন্ধির পর উহা ফরাসীদিগকে প্রত্যর্পিত হয়। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রজ্বলিত দাবাগ্নি যে সময়ে পেনিন্সুলার-যুদ্ধে ফরাসী ও ইংরাজগণকে য়ুরোপে বিপর্যাস্ত করিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে প্রতিহিংসাপ্রতিবিধানার্থ ইংরাজরাজ ভারতীয় ফরাসী অধিকারগুলি আক্রমণ করিলেন। সেনাপতি ব্রেবওয়েট ও নৌসেনাপতি কর্ণয়ালিসের অধিনায়কত্বে পুঁদিচারি ইংরাজের করতলগত হয়। প্রায় ২৩ বৎসরকাল উহা ইংরাজের দখলে থাকে। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসীবিপ্লবের অবসান হইলে ফরাসীরা উহা পুনঃ প্রাপ্ত হয়। তদবধি উহা ফরাসীদিগের ভারতীয় রাজধানীরূপে পরিগণিত রহিয়াছে।

সহরটী ছোট হইলেও বেশ সমৃদ্ধিশালী। দক্ষিণভারতীয়-রেলকোম্পানীর শাখাপথ এখানে আসায় বাণিজ্যের বহু সুবিধা হইয়াছে। এখানে খোলাভাটীর কর নির্দিষ্ট না থাকায় দেশী মদ্য অত্যন্ত সস্তা। এই সুবিধায় অনেকেই মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া থাকে। য়ুরোপীয়দিগের থাকিবার জন্য কএকটী উত্তম উত্তম হোটেল এবং অভ্যাগত হিন্দুদিগের বাসের জন্য বিখ্যাত ধনাঢ্য শেঠীদিগের নির্ম্মিত ছত্রবাটিকা ভিন্ন অপর কতকগুলি ক্ষুদ্র ছত্রও আছে। এই সকল বাটীতে বাস করিতে আসিলে আগন্তুক-দিগকে ভাড়া হিসাবে একটী পয়সাও দিতে হয় না। এখানকার ভাষা তামিল ও ফরাসী। বিদ্যাদানার্থ এখানে একটী কলোনিয়াল-কলেজ ও ১৭২টী বিদ্যালয় আছে। এতদ্ভিন্ন একটী সাধারণ পুস্তকাগার, কেথোলিক মিসন-সভা এবং নিরাশ্রয় অনাথ বালকবালিকাদিগের আশ্রয়স্থান ও দাতব্য সমিতিও আছে।

পুক (পুং) পু-বাহুলকাৎ কক্। পবিত্র। তস্য অদূরদেশাদি ইনি-পুকিন্। তৎসন্নিকৃষ্ট দেশাদি।

পুকলস্তি, দাক্ষিণাত্যবাসী জনৈক কবি। মদুরারাজ বম্নগুণ-পাণ্ড্যের সভাপণ্ডিত। ইনি নলবেনৃপ-নামে নলদময়ন্তীর উপাখ্যান এবং ইরুলিন-মুরুকম্ নামে অপর একখানি রূপকা-লঙ্কার রচনা করেন।

পুক্কশ (পুং) পুক্ কুৎসিতং কশতি গচ্ছতীতি কশ-অচ্। চণ্ডাল।

"অকৃতজ্ঞোঽধমঃ পুংসাং বিমুক্তো নরকাররঃ।
মৎস্যস্তু বায়সঃ কূর্ম্মঃ পুক্কশো জায়তে ততঃ॥" (মার্ক পু° ৫০।১২)

২ নিষাদ হইতে শূদ্রাগর্ভজাত জাতিবিশেষ।

"জাতো নিষাদাচ্ছূদ্রায়াং জাত্যা ভবতি পুক্কশঃ(সঃ)।" (মনু ১০।১৮)

উশনা-সংহিতা মতে—শূদ্রের ঔরসে এবং ক্ষত্রিয়ার গর্ভে পুক্কশ জাতির জন্ম।

"নৃপায়াং শূদ্রসংসর্গাজ্জাতঃ পুক্কশঃ উচ্যতে॥" (উশনা)

স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্।

পুকষ (পুং) পুক্ কুৎসিতং কষতীতি কষ-গতৌ অচ্। চণ্ডাল।

পুকস (পুং) পুক্ কুৎসিতং কসতীতি কস-অচ্। চণ্ডাল।

পুকস জাতির সহিত সংসর্গাদি করিলে পতিত হইতে হয়। ইহাদের সংসর্গ বর্জ্জনীয়। [পুক্কশ দেখ।] (ত্রি) ২ অধম।

পুকসী (স্ত্রী) ১ কালিকা। ২ নীলী। (শব্দরত্না°) ৩ পুষ্প-কালিকা। পুকস জাতৌ ঙীষ্। ৪ পুকস-স্ত্রী।

"চণ্ডালেন তু সোপাকো মূলব্যসনবৃত্তিমান্।
পুক্কস্যাং জায়তে পাপঃ সদা সজ্জনগর্হিতঃ॥" (মনু ১০।৩৮)

পুকুর (দেশজ) পুষ্করিণী, জলাশয়।

পুকুরিয়া (দেশজ) পুকুর সম্বন্ধীয়, যাহা পুকুরে হয়।

পুকুরিয়া টেঙ্গ্রা (দেশজ) মৎস্যবিশেষ (Silurus quadri-vittatus)।

পুকুরিয়া পটুকা (দেশজ) মৎস্যভেদ (Tetrodon fornicatus)।

পুকুরিয়া বালিয়া (দেশজ) একপ্রকার মৎস্য (Gobius electris)।

পুখরা, অযোধ্যাপ্রদেশের বড়বাঙ্কি জেলার একটী নগর। গোমতী নদী হইতে ২॥০ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে একটী সুন্দর শিবমন্দির আছে এবং প্রস্তরনির্ম্মিত স্নানঘাটগুলি অপেক্ষাকৃত নয়নমনোহর। আমেঠী-রাজপুতদিগের অধিকৃত পুখরা-অংশারি নামক সম্পত্তির এখানে সদরকাছারী আছে।

পুখরাজ, স্বনামপ্রসিদ্ধ ঈষৎ পীতবর্ণ স্ফটিক (মণি)-বিশেষ। স্থানভেদে ইহার ভিন্ন ভিন্ন নাম। যথা, ফরাসী—Topase, জর্ম্মণ ও রুস—Topas, হিন্দী—পুখ্‌রাজ, পোখরাজ, ইতালী—Topazio, মলয়াল—রক্তচম্পক, পারস্য—জবরজাদ, শিঙ্গা-পুর—পুর্পেরাগন্, স্পেন—Topacio, তামিল ও তেলগু—পুষ্পীয়রাগম্, বাঙ্গালা—পোখরাজ, সংস্কৃত—পুষ্পরাগ, পীতরত্ন, পীতরক্তক, মঞ্জুমণি, বাচস্পতিবল্লভ।

ঈষৎ পীতের আভাযুক্ত মনোহর পাণ্ডুবর্ণ প্রস্তরকে পুষ্প-রাগ কহে। যে পুষ্পরাগ ঈষৎ পীত আভাবিশিষ্ট লোহিত বর্ণ হয়, তাহা কৌরুণ্ট নামে এবং যাহা ঈষল্লোহিতাভ পীতবর্ণ স্বচ্ছ সেগুলি কাষায়ক নামে অভিহিত। লোহিতাভ শুক্লবর্ণ ও স্নিগ্ধ পুষ্পরাগ সোমলক নামে, সম্পূর্ণ লোহিত বর্ণের গুলি পদ্মরাগ ও নীলবর্ণের হইলে ইন্দ্রনীল নামে কথিত হয়। ব্রাহ্মণাদি জাতিভেদে পুষ্পরাগও চারিপ্রকার। সাধারণতঃ ঐ সকল স্ফটিক হইতে শুক্ল, পীত, ঈষৎ শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ ছায়া নির্গত হয় বলিয়া ইহারও চারিটী ভেদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। রত্নশাস্ত্রবিদ্গণ বলিয়া থাকেন, পুষ্পরাগের মূল্য ও ধারণ-ফল

বৈদূর্য্যমণির সদৃশ। কিন্তু ইহার বিশেষ গুণ এই যে, ইহা ধারণে বন্ধ্যা স্ত্রীলোকও পুত্রবতী হইতে পারে। ইহা শণপুষ্পের ন্যায় কান্তিযুক্ত, স্বচ্ছভাব ও চিক্কণ স্বভাব। পুখরাজই পবিত্র এবং ধারণে অপুত্রক পুত্রবান্, নির্ধন ধনী ও পুণ্যবান্ হইয়া থাকে। রত্নকোবিদগণ ঈষৎ পীত, ছায়াযুক্ত, স্বচ্ছ ও মনোহর কান্তিবিশিষ্ট পুষ্পরাগকেই উৎকৃষ্ট ও অতি পবিত্র বলিয়া বিবেচনা করেন। যে ব্যক্তি উত্তম ছায়াবিশিষ্ট, পীতবর্ণ, গুরু, বিশুদ্ধ-বর্ণ, স্নিগ্ধ, নির্ম্মল, সুবৃত্ত ও সুশীতল পুষ্পরাগ ধারণ করে তাহার কীর্ত্তি, শৌর্য্য, সুখ, আয়ু ও অর্থ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কৃষ্ণবিন্দুচিহ্নাঙ্কিত, পক্ষ ধবল অথচ মলিন, ওজনে লঘু, ছায়া-বিহীন ও শর্করাযুক্ত পুষ্পরাগই দোষযুক্ত, ইহার গুণ—অম্লরস, শীতল, বায়ুনাশক, অগ্নিবৃদ্ধিকর এবং ধারণে যশ, লক্ষ্মী ও অভিজ্ঞতাপ্রদায়ক।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও আলোচনা দ্বারা জানা যায় যে, ইহার দানার পলগুলি ত্রিধা বা চৌকা গঠনের। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব হীরক অপেক্ষা বেশী ৩·৬ হইতে ৪·২, কিন্তু উক্ত পদার্থ অপেক্ষা কিছু কোমল। হীরার ন্যায় ইহা নানা আকারে কাটিয়া ব্যবহার করা যায়। উক্ত মণির ন্যায় ইহাও সমধিক স্বচ্ছ, উজ্জ্বল, দীপ্তিশালী ও দ্বিধা জ্যোতির্বিস্ফারক। উত্তাপ, চাপ বা ঘর্ষণে ইহাতে বৈদ্যুতিক শক্তির আভাস পাওয়া যায়। সামান্য অগ্নির উত্তাপে ইহার বিশেষ ক্ষতি হয় না। অত্যধিক উত্তাপ লাগাইলে ইহার গাত্র ফুটিতে থাকে, পরে সেই স্থান কাটিয়া চটা উঠে। সোহাগা সহযোগে ইহা কাচের ন্যায় গলিতে থাকে। সালফিউরিক এসিডে ডুবাইলে হাইড্রোক্লোরিক এসিড পাওয়া যায়, কিন্তু মিউরিএটিক এসিডে মিশাইলে ইহার কোন ব্যতিক্রম লক্ষিত হয় না। পাশ্চাত্য-বৈজ্ঞানিকগণ পুখরাজকে দুইটী শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। ১ম Oriental বা পূর্ব্বদেশজাত, ইহা একমাত্র ফট্‌কিরি ধাতুর রূপান্তর মাত্র। ২য় Occidental বা পাশ্চাত্যদেশোদ্ভব, ইহাতে কেবলমাত্র ৫৭ ভাগ ফট্‌কিরি এবং অবশিষ্টাংশ শিলিকা ও ফ্লোরিন্ আছে। ভারত প্রভৃতি পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী দেশসমূহে যে কোন পুষ্পরাগ মণি খনি মধ্যে পাওয়া যায়, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সমধিক প্রভাবিশিষ্ট। অতঃপর পশ্চিমদিগ্বর্ত্তী আমেরিকার অন্তর্গত ব্রেজিল-দেশোৎপন্ন পুষ্পরাগই সাধারণের আদরের সামগ্রী। এতদ্ভিন্ন ইংলণ্ড, জর্ম্মণি, রুষ প্রভৃতি য়ুরোপের নানাস্থানে, তস্মানিয়ায়, আমেরিকায় বহুতর স্থানে এবং সিংহল প্রভৃতি ভারতীয় দ্বীপে নিকৃষ্ট গুণবিশিষ্ট নানা বর্ণের পোখরাজ দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাচীন হিব্রুগ্রন্থে পুখরাজ পিত্‌দো (Pittdoh) নামে লিখিত আছে। পণ্ডিতবর আয়ন্ পিক্ ইহা সংস্কৃত পীত শব্দ হইতে উৎপন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যেহেতু কতকগুলি পুখরাজও পীতাভ বর্ণের দেখা যায়। উক্ত মহাত্মা আরও বলেন যে, গ্রীকদিগের তোপাজিয়ন্ (Topazion) হিব্রু (Pittdoh or Tipdoh) শব্দের রূপান্তর মাত্র। কিন্তু গ্রীক-দিগের তোপাজিয়ন (বর্ত্তমান Perdot) ইংরাজী (Topaz) (পুষ্পরাগ) হইতে স্বতন্ত্র। প্রাচীন সভ্যজগতে রোমান ও গ্রীকদিগের মধ্যে ভারতীয় পুখরাজ Chrysolite নামে অভিহিত ছিল। বাইবেল গ্রন্থেও এই প্রস্তরের উল্লেখ আছে। মধ্যযুগে সাধু জেমসের (Apostle James the Younger) চিহ্ন বলিয়া বিখ্যাত ছিল। হীরকাদি মণির ন্যায় ইহাও ইচ্ছানুরূপ আকারে কলে কাটিয়া পালিস্ করা হয়। [বিস্তৃত বিবরণ হীরক শব্দে দেখ]।

প্রস্তরাদি সুন্দর আকারে সুচারুরূপে কাটিয়া তাহার জ্যোতির্ব্বৃদ্ধিকরণের নিয়ম প্রচলিত রহিয়াছে। পূর্ব্বকালে হীরক, পোখরাজ, চুণি প্রভৃতি মূল্যবান্ প্রস্তরের উপর নানা কারুকার্য্য খোদাই হইত। কিন্তু তখনকার খোদাইকরগণ এরূপ মনোনিবেশের সহিত উজ্জ্বলতা রক্ষা করিয়া সুকৌশলে উহার উপরে নাম বা অন্য কথা খুদিয়া দিতেন যে, তাহা দেখিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। এখন শিল্পীদিগের সে উন্নতির তৃষ্ণা উপশমিত হইয়াছে। গ্রীকদিগের মধ্যে এখন নানা মূর্ত্তি বা চিত্র-খোদিত পোখরাজ প্রস্তর দেখা যায়। সম্রাট্ হাড্রিয়ানের (Hadrianus Guildmus of Naples) নিকট পুষ্পরাগ-নির্ম্মিত একটী মোহরাঙ্গুরী ছিল। উহার উপর 'Natura deficit Fortuna mutatur Deus omina Cernit' প্রভৃতি কয়টী কথা তিন ছত্রে লিখিত আছে। পারিসনগরের রাজকীয় পুস্তকাগারে পুখরাজনির্ম্মিত একটী অঙ্গুরীয়ক (Signet-ring) ২য় ফিলিপ ও ডন কার্লোসের প্রতিমূর্ত্তি এবং অপর একখানি প্রস্তরে ভারতীয় একটী দেবমূর্ত্তি খোদিত দেখা যায়। সেণ্টপিটার্সবর্গ মহানগরীতে একখণ্ড প্রস্তরে নানা কারুকার্য্যের মধ্যে একটী নক্ষত্রমণ্ডল (Constellation of Sirius) চিত্রিত আছে। একজন পারস্যদেশীয় জহরৎবিক্রেতার নিকট একখানি পুখরাজের তাবিজ ছিল, উহার উপরে আরবী অক্ষরে 'ঈশ্বরই সিদ্ধির মূল' এইরূপ লিখিত আছে। সেলিনী (Cellini) লিখিয়াছেন, যখন তিনি (১৫২৪-২৭ খৃঃ অব্দে) রোমনগরে আসেন, তখন তিনি সরস্বতীমূর্ত্তি-খোদিত একখানি প্রস্তর প্রাপ্ত হন।

চুণী হীরকাদির ন্যায় অন্ধকারে পুখরাজের আলোক-বিকিরণের ক্ষমতা আছে। লেডী হিলডেগার্ড (Lady

Hildegarde, wife of Theodoric Count of Holland) যে পুখরাজখানি মুসোঁ এডেলবার্টকে (Monsieur Adelbert) দিয়াছিলেন, তাহার এতাদৃশ জ্যোতিঃ যে, গির্জ্জামন্দিরে রাত্রির অন্ধকারে প্রদীপালোক বিনা ভজনা-গান পাঠ করা যাইত।

প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র-মতে পুখরাজের গুণ—অম্ল, শীতল, বাতঘ্ন ও দীপন। শোধিত রত্নভস্মরূপে মধুর, সারক, চক্ষুর হিতকর, শীতবীর্য্য ও বিষনাশক প্রভৃতি গুণ দেখা যায়। হস্তে ধারণ করিলে আয়ুঃ, শ্রী ও প্রজ্ঞা বৃদ্ধি হয়। ইহা মঙ্গলজনক, মনোজ্ঞ এবং গ্রহদোষবিনাশক। রত্নমালাকারের মতে বৃহস্পতির সন্তোষার্থ পুষ্পরাগ প্রদান করিলে দোষের প্রতিকার হয়। বিষসংস্পর্শে ইহা বিবর্ণ হয় এবং উত্তপ্ত জলে ফেলিয়া দিলে উহার তাপ বিনষ্ট করে। উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া মদিরামিশ্রণে সেবন করিলে হাঁপানি, অনিদ্রা প্রভৃতি রোগ বিদূরিত হয়।

উজ্জ্বলতা, স্বচ্ছতা, রঙ্গ ও কাটুনি দেখিয়া ইহার দরদাম হয়। ভ্রমণকারী টেভারনিয়ার ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ অরঙ্গজেবের সভায় আসিয়া একখানি ১৮১ রত্তি বা ১৫৭ ক্যারেট ওজনের পোখরাজ দেখিয়া যান। গোয়াবন্দরে সম্রাট্ ঐ প্রস্তর খানি ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা মূল্যে ক্রয় করেন।

পুখুর (দেশজ) পুষ্করিণী, জলাশয়।

পুগাম, ব্রহ্মদেশান্তর্গত ঐরাবতী নদীতীরবর্ত্তী একটী প্রাচীন নগর। [পগান দেখ।]

পুগা, কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত একটী উপত্যকা। এখানে সোহাগা (borax) পরিপূর্ণ একটী ক্ষুদ্র হ্রদ আছে, ঐ হ্রদের যে অংশে সোহাগা ও বোরেট অব সোডা পাওয়া যায়, সেই স্থানে সিন্ধুগামী একটী জলস্রোত ব্যতীত কএকটী উষ্ণ প্রস্রবণ প্রবাহিত থাকিয়া জলসিঞ্চন করিতেছে। হ্রদগর্ভে ও তীরবর্ত্তী সমতল ভূমিতে যে সোহাগা ও শ্বেত লবণ খনন করিয়া আনা হয়, তাহা মিশ্রিত। প্রতি বৎসর এথান হইতে প্রায় ২০ হাজার মণ সোহাগা উত্তোলিত হইয়া শোধনার্থ নূরপুর, রামপুর ও কুলু প্রভৃতি স্থানে প্রেরিত হয়। তথায় অগ্নিসহযোগে শোধিত হইয়া প্রকৃত সোহাগার আকারে বাজারে বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়া থাকে। এখন তিব্বতে ও চীনসাম্রাজ্যান্তর্গত রোদক নামক স্থানে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট শ্বেত লবণ ও সোহাগা বাহির হওয়ায় পুগার বাণিজ্যের হ্রাস হইয়াছে। রোদকের সোহাগা এরূপ নির্ম্মল যে তাহা শোধন করিবার আবশ্যক হয় না। নীতি নামক গিরিপথ দিয়া উক্ত লবণ ও সোহাগা ভারতে এবং তথা হইতে যুরোপখণ্ডে প্রেরিত হয়।

পুঙ্ক্ষীর (ক্লী) পুংপ্রিয়ংক্ষীরং। পুরুষপ্রিয় ক্ষীর।

পুঙ্খ (পুং) পুমাংসং খনতীতি খন-ড। কাণ্ডমূল। বাণমূল, পুঙ্খ নামে খ্যাত। এই শব্দ ক্লীবলিঙ্গও হয়।

"সক্তাঙ্গুলিঃ সায়কপুঙ্খ এব চিত্রার্পিতারম্ভ ইবাবতস্থে।" (রঘু ২।৩১)

২ মঙ্গলাচার। (হেমচন্দ্রটীকা)

পুঙ্খতীর্থ (ক্লী) রামকৃত তীর্থভেদ। (শিবপু°)

পুঙ্খানুপুঙ্খ (দেশজ) সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম, সবিশেষ বিবেচনা।

পুঙ্খিত (ত্রি) পুঙ্খ-ইতচ্। পুঙ্খযুক্ত শর, বাণ।

পুঙ্খিলতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ, রামতীর্থ। (শিবপু°)

পুঙ্খোট (পুং) পুংনক্ষত্র।

পুঙ্গ (পুং ক্লী) পুঙ্গ পুংখোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। সমূহ। (শব্দচ°)

পুঙ্গনূর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তর অরকড্ জেলার অন্তর্গত একটী জমিদারী। পর্ব্বতোপরি অবস্থিত। ভূ-পরিমাণ ৫২৭ বর্গ মাইল। এখানে সর্ব্বসমেত ১টী নগর ও ৬৮ খানি গ্রাম আছে, তন্মধ্যে প্রায় ১৬ খানি গ্রাম প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহে পূর্ণ। এক্ষণে ইক্ষুর বিস্তৃত চাষ ও চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

২ উক্ত সম্পত্তির সদর ও প্রধান নগর। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২০০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত। অক্ষা° ১৩° ২১´ ৪০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৩৬´ ৩১´´ পূঃ। পূর্ব্বে একসময়ে এই নগর অপূর্ব্বশ্রী ধারণ করিয়াছিল। বর্ত্তমান জমিদারের রাজভবন এই নগরে বিদ্যমান। একটী পুরাতন কেল্লা, রাজপ্রাসাদ ও মস্জিদ এখনও ভগ্নাবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে; কিন্তু উহাতে সেরূপ কোন শিল্পচাতুর্য্য লক্ষিত হয় না। এতদ্ভিন্ন কাশীবিশ্বেশ্বর, সোমেশ্বর, মাণিক্য-বরদরাজ, রামস্বামী প্রভৃতি মন্দিরে এবং 'কোণের' স্নানকুণ্ড ও পান্থশালায় কএকখানি শিলালিপি আছে। প্রবাদ এইরূপ, মাণিক্যবরদরাজস্বামীর মন্দির রাজা জনমেজয়ের নির্ম্মিত।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দের মধ্যভাগে সীতাপ্প গৌনি বাবু নামক বর্ত্তমান বংশের কোন পূর্ব্বপুরুষ অনেক সম্পত্তি লাভ করিয়া এই প্রদেশে বাসস্থাপন করেন। ১২৪৯ খৃঃ অব্দে তিনি পুঙ্গনূর নগর ও দুর্গ নির্ম্মাণ করান। ১৪৭৯ খৃঃ অব্দে উক্ত বংশের প্রধান ব্যক্তি তিম্মপ্পগৌনি বাবু কোলার নগর ও দুর্গ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র ইম্মড়ি তিম্মপ্য রাজ্যারোহণ করেন। এই সময় রাজা কৃষ্ণদেবরায় বিজয়নগরে রাজত্ব করিতেছিলেন। ইম্মড়ি আদিলশাহী রাজগণের বিপক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ করেন এবং নিজ অধিকার দুর্ভেদ্য রাখিবার জন্য ১৫১০ খৃষ্টাব্দে ৩টী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। তৎপুত্র চিকরায়-তিম্মপ্য রাজসম্মানিত হন এবং নিজ বাহুবলে অনেক স্থান অধিকার করিয়া যান। তাঁহারই রাজত্ব কালে পুঙ্গনূর নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে তদীয় শিশু

পুত্র চিক্করায় বাসব সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ১৬৩৯ খৃঃ অব্দে মুসলমানগণ এই সম্পত্তির কতকাংশ দখল করিয়া লয় এবং অবশিষ্টাংশ ভোগ দখলের জন্য তাহাকে একখানি সনন্দ প্রদান করে। ১৬৪২ খৃঃ অব্দে মরাঠাগণ এই রাজ্য জয় করিয়া লয়। মুসলমানরাজ তদীয় পুত্র বীর চিক্করায়ের সহিত বিশেষ সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে জমিদার ইম্মড়ি চিক্করায় রাজকরদানে অশক্ত হওয়ায় তাহাদের পূর্ব্বতন সম্পত্তির কতকাংশ রাজকোষে গৃহীত হয়। ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে কড়াপার নবাব মরাঠা-কবল হইতে এইস্থান দখল করিয়া লন। ১৭৫৫ খৃঃ অব্দে মরাঠাদিগের সহিত কড়াপা-নগরে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ইম্মড়ির পুত্র নবাবের সাপক্ষে ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে যুদ্ধে নিহত হন। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হায়দরআলী এখানকার পোলিগারকে সসৈন্যে পরাজিত করিয়া পুঙ্গনুর অধিকার করেন। অনেক গোলযোগের পর ১৭৭৯ খৃঃ অব্দে ইংরাজ-সাহায্যে এখানকার পোলিগার নিজ সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করেন। ১৭৮০ খৃঃ অব্দে হায়দরের সহিত পুনরায় পুঙ্গনুর-জমিদারের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে নিহত হইলে তদীয় পুত্র উক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন, কিন্তু রাজকর যোগাইতে অসমর্থ হওয়ায় পলাইয়া যান এবং ইংরাজের সহযোগে টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে সদলে যুদ্ধ করেন। বিখ্যাত বন্দিবাসের যুদ্ধে ইহারা ইংরাজের সহায়তা করিয়াছিলেন। টিপুর মৃত্যুর পর তাহারা পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার পান, কিন্তু ঐ সম্পত্তি-সমূহের খাজনা দিতে হয়। এখন দিন দিন নগরের উন্নতি দেখা যাইতেছে। প্রতিবৎসর বৈশাখ মাসে এখানে গোমেষাদি বিক্রয়ার্থ একটী সুবৃহৎ মেলা বসে। জমিদার-প্রাসাদের প্রাঙ্গণ ভূমিতে জীবিত ও মৃত পশুপক্ষী প্রভৃতি রক্ষিত আছে।

পুঙ্গল (পুং) পুঙ্গং দেশসমূহং লাতি আদত্তে ইতি পুঙ্গ-লা-ক। আত্মা। (ভূরিপ্রয়োগ)

পুঙ্গব (পুং) পুমান্ গৌঃ (গোরতদ্ধিতলুকি। পা ৫।৪।৯২) ইতি টচ্। বৃষ। (হরিবংশ ৬৩।৪১)

২ ঔষধভেদ। পুঙ্গব শব্দ উত্তর পদস্থ হইলে অর্থাৎ কোন শব্দের পর থাকিলে শ্রেষ্ঠবাচক হয়।

"ইতিমতিরুপকল্পিতা বিতৃষ্ণা ভগবতি সাত্বতপুঙ্গবে বিভূম্নি॥" (ভাগ° ১।৯।৩২) ৪ ঋষভৌষধ। ৫ মহোক্ষ। (রাজনি°)

পুঙ্গবকেতু (পুং) পুঙ্গবঃ বৃষঃ কেতুর্যস্য। বৃষধ্বজ, শিব।

পুচ্ছ, প্রসাদ। ভ্বাদি পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্-পুচ্ছতি লোট্ পুপুচ্ছ। লুঙ্-অপুচ্ছীৎ। লৃট্ পুচ্ছিষ্যতি।

পুচ্ছ (পুং ক্লী) পুচ্ছতীতি পুচ্ছ-অচ্। ১ লাঙ্গূল, লেজ। "খুরঘাতৈস্তথা দেবান্ পুচ্ছস্য ভ্রমণেন চ।" (দেবীভাগ° ৫।৭।১৬) (পুং) ২ পশ্চাদ্ভাগ। (ভারত ৭।৬।২৮) ৩ লোমবৎ লাঙ্গূল। ৪ কলাপ। (উণাদিকোষ) বহুব্রীহি সমাসে পুচ্ছশব্দ অন্তে থাকিলে স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হয়। যথা—কবরপুচ্ছী।

পুচ্ছকণ্টক (পুং) পুচ্ছে কণ্টকো যস্য। বৃশ্চিক। (হেম°)

পুচ্ছটি (ক্লী) পুচ্ছ প্রসাদে ভাবে ক্বিপ্, পুচ্ছং প্রসাদং অটতীতি অটগতৌ ইন্। অঙ্গুলিমোটন, চলিত আঙ্গুল মট্কান। (ত্রিকা°) পুচ্ছটি স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

পুচ্ছটী (স্ত্রী) পুচ্ছটি স্ত্রিয়াং ঙীষ্। অঙ্গুলিমোটন।

পুচ্ছদা (স্ত্রী) পুচ্ছমিব দদাতীতি দা-ক। লক্ষ্মণাকন্দ। (রাজনি°)

পুচ্ছধি (পুং) পুচ্ছং ধীয়তেঽত্র পুচ্ছ-ধা-কি। লোমযুক্ত অবয়ব। "ন তে বিষং কিমুতে পুচ্ছধাবসৎ" (অথর্ব্ব ৭।৫৯।৮) 'তে তব পুচ্ছধৌ পুচ্ছং ধীয়তেঽস্মিন্নিতি পুচ্ছধিঃ, পুচ্ছশব্দেন তদগ্রস্তরোমাণি বিবক্ষ্যন্তে। পুচ্ছধিশব্দেন লোমবান্ অবয়বঃ' (সায়ণ)

পুচ্ছণ্ডক (পুং) তক্ষকবংশীয় নাগভেদ। (ভারত আ° ৫৭ অ°)

পুচ্ছফল (পুং) বদরীবৃক্ষ। (পর্য্যায়মুক্তাবলী)

পুচ্ছমূল (ক্লী) পুচ্ছস্য মূলং। পুচ্ছের মূল, পুচ্ছের গোড়ায় মাংসলভাগ। (জয়দত্ত ২ অ°)

পুচ্ছিকা (স্ত্রী) মাষপর্ণী, মাষাণী। (বৈদ্যকনি°)

পুচ্ছিন্ (পুং) পুচ্ছ-ইনি। ১ অর্কবৃক্ষ, আকন্দগাছ। (রাজনি°) ২ কুক্কুট। (শব্দচ°) (ত্রি) ৩ লাঙ্গূলযুক্ত।

পুচ্ছেশ্বর (পুং) তীর্থস্থানভেদ।

পুছা (দেশজ) ১ জিজ্ঞাসা করা। ২ মুছিয়া ফেলা।

পুঞ্জ (পুং) পিঞ্জতে পিঞ্জয়তীতি বা পিজি-অচ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। সমূহ, রাশি, স্তূপ, চয়। "গৃহীতপক্ষিপুঞ্জস্য শবমাল্যৈরলঙ্কৃতঃ।" (মার্কণ্ডেয় পু° ৮।৮২)

পুঞ্জ, গুজরাতবাসী জনৈক রাজপুত রাজা। ইদারপুরে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। তাঁহার পিতা রাজা রণমল্ল দিল্লীর পাঠান-সম্রাট্ সুলতান নাসীরউদ্দীন্ আহ্মদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া ৮১৪ হিজিরায় বিশেষরূপে নির্জ্জিত হন। অবশেষে নিজের ভুল বুঝিয়া অপরাধ স্বীকার করিলে সুলতান যথাসম্ভব করগ্রহণে তাঁহাকে মার্জ্জনা করিলেন। পিতার মৃত্যুর পর পুঞ্জরাজ ইদারপুরের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। এই সময় তাঁহার অধীনে প্রায় ১০০০ অশ্বারোহী সেনা ছিল। ৮১৬ হিজিরায় সম্রাট্ নাসীরউদ্দীনের নিকট হইতে গুজরাত-অধিকার-মানসে মালবরাজ সুলতান হোসঙ্গপ্রমুখ একটী ষড়যন্ত্র হয়। পুঞ্জরাজ প্রমুখ হিন্দু জমিদারগণও আসিয়া তাহাতে যোগ দেন। ৮১৯ হিজিরায় সুলতান আহ্মদ সসৈন্যে উপস্থিত হইয়া বিদ্রোহ দমন করেন। পুঞ্জরাজ প্রভৃতি হিন্দু-রাজগণ বেগতিক দেখিয়া দিল্লীশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া নিষ্কৃতি-লাভ করিলেন। কিন্তু ৮২৯ হিজিরায় সুলতান আহ্মদ পুনরায়

ইদর আক্রমণ করিলে পুঞ্জরাজ প্রাণভয়ে ভীত হইয়া পর্ব্বতময় জঙ্গলে পলাইয়া যান। দিল্লীশ্বরের আদেশে তদ্রাজ্য মরুভূমে পরিণত হয়। ৮৩১ হিজিরায় তিনি পুনরায় মস্তকোত্তোলন করেন। আপনার পার্ব্বতীয় কক্ষ হইতে নিক্রান্ত হইয়া, তিনি শত্রুদলকে আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করিলেন। অবশেষে রাজসৈন্য একত্র হইয়া পুঞ্জরাজকে বিপর্য্যস্ত করিল। তিনি একটী সঙ্কীর্ণ গিরিপথে লুকাইলেন। হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বিপক্ষ সৈন্য তীব্রবেগে তাঁহার পশ্চাৎ ধাবিত হইল। পুঞ্জের অশ্ব হস্তিদর্শনে ভড়কাইয়া গিরিগহ্বরে আরোহীসহ লাফাইয়া পড়িল। এই খানেই পুঞ্জের জীবলীলা শেষ হইল। পরদিন প্রাতে একজন কাঠুরিয়া রাও জীউ পুঞ্জের মস্তক আনিয়া সম্রাট্‌পদে উপহার দিল। সম্রাট্ পুঞ্জরাজকে দেখিয়া অমাত্যসমীপে তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। অতঃপর ইদর অধিকার করিয়া সম্রাট্ তথাকার শাসনভার তদীয় পুত্র বীররায়ের (হরিরায়) হস্তে সমর্পণ করেন।

পুঞ্জদল (ক্লী) সুনিষণ্ণ শাক, সুষনিশাক।

পুঞ্জরাজ (পুং) পুঞ্জানাং রাজা, টচ্‌সমাসান্তঃ। ১ দলপতি। ২ একজন গ্রন্থকার। মলবার-দেশস্থ শ্রীমালবংশসম্ভূত। জীবনেন্দ্রের পুত্র। ইনি ধ্বনিপ্রদীপ, শিশুপ্রবোধালঙ্কার ও সারস্বতপ্রক্রিয়াটীকা নামে ৩ খানি গ্রন্থ এবং হেলরাজের সহযোগে হরিকারিকাটীকা রচনা করেন।

৩ শম্ভুহোরাপ্রকাশ-প্রণেতা।

পুঞ্জশস্ (অব্য) পুঞ্জ ধারার্থে চশস্। পুঞ্জ পুঞ্জ, রাশি রাশি।

পুঞ্জাজি, চাপোৎকটবংশীয় একজন রাজা।

[চাপোৎকট ও চাবড়া দেখ।]

পুঞ্জাতুক (পুং) বৃক্ষভেদ। জীবনবৃক্ষ। (হারাবলী)

পুঞ্জি (পুং) পিঞ্জয়তি পিজি হিংসাবলদাননিকেতনে ইন্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। সমূহ।

পুঞ্জিক (পুং) পুঞ্জীভূত তুষার।

পুঞ্জিকস্থলা (স্ত্রী) অপ্সরোভেদ।

"পুঞ্জিকস্থলা চ ক্রতুস্থলা চাপ্সরসাবিতি।" (শুক্লযজুঃ ১৫।১৫)

পুঞ্জিকাস্তনা (স্ত্রী) অপ্সরোভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৪ অঃ)

পুঞ্জিষ্ঠ (পুং) পুঞ্জৌ তিষ্ঠতি স্থা-ক, অষাদেত্যাদিনা ষত্বং। পক্ষিপুঞ্জঘাতক।

"নিষাদেভ্যঃ পুঞ্জিষ্ঠেভ্যশ্চ বো নমঃ।" (শুক্লযজুঃ ১৬.২৭)

'পুঞ্জিষ্ঠাঃ পক্ষিপুঞ্জঘাতকাঃ।' (বেদদীপ°)

পুঞ্জীল (পুং) পিজি বাহুলকাৎ ইল, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। পিঞ্জল। চলিত পাঁজ। (তৈত্তি° সং ৬।১।১।৭) এই শব্দ হ্রস্ব ইকার অর্থাৎ 'পুঞ্জিল' এইরূপও দেখিতে পাওয়া যায়।

পুট, শ্লেষ। তুদাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ পুটতি। লোট্ পুটতু। লিট্ পুপোট। লুঙ্ অপুটীৎ।

পুট, সংসর্গ। অদন্তচুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ পুটয়তি-তে। লোট্ পুটয়তু-তাং। লিট্ পুটয়াঞ্চকার-চক্রে। লুঙ্ অপুপুটৎ-ত।

পুট, দীপ্তি, চূর্ণন। চুরাদি, উভয়পদী, দীপ্তি অর্থে অক° চূর্ণন অর্থে সক° সেট্। লট্ পোটয়তি-তে। লুঙ্ অপুপুটৎ-ত।

পুট (ক্লী) পুটতীতি পুট সংশ্লেষে-ক। ১ জাতীফল। (রাজনি°) (পুং) ২ খুর। (শব্দর°) (ত্রি) ৩ আচ্ছাদন। ৪ পত্রাদিরচিত পুষ্পাদির আধার, চলিত ফুলের দোনা বা ঠোঙা।

"দুগ্ধ্বা পয়ঃ পত্রপুটে মদীয়ং
পুত্রোপভুঙ্‌ক্ষ্বেতি তমাদিদেশ।" (রঘু ২।৬৫)

৫ মিথঃসংশ্লেষ। (মুকুট) (ক্লী) ৬ ঔষধপাকপাত্রবিশেষ।

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—রস-প্রদীপোক্ত ধাত্বাদি মারণোপযুক্ত পুটের বিধান বলা যাইতেছে। মারিত লৌহাদি যদ্যপি পুনরায় কোন ক্রমে প্রকৃতিস্থ করা না যায় এবং জলে ফেলিলে ভাসিয়া উঠে, তাহাই প্রকৃত মারিত ও শ্রেষ্ঠগুণদায়ক। এই গুণ পুট দ্বারাই হইয়া থাকে। নিম্নলিখিত প্রণালীতে পুট করিতে হইবে।

দীর্ঘ, প্রস্থ ও গভীর দুইহস্ত পরিমাণ একটী চতুষ্কোণ কুণ্ড (গর্ত্ত) করিয়া তাহার মধ্যে এক হাজার বনঘুঁটে সাজাইবে, তদনন্তর একটী মৃত্তিকা-নির্ম্মিতপাত্রে (মুষাতে) ঔষধ পুরিয়া উত্তমরূপে মুখ বন্ধ করিয়া ঐ কুণ্ডনিঃক্ষিপ্ত ঘুটের উপরি স্থাপন করিতে হইবে। তাহার উপরি আর পাঁচশত ঘুটিয়ায় অগ্নি দিতে হইবে। এই প্রণালীতে পুট করিলে ইহাকে মহাপুট কহে। ইহা ভিন্ন গজপুট, কৌক্কুটপুট ও ভাণ্ডপুট আছে। গজপুটে সওয়াহস্ত (৩০ আঙ্গুল) গভীর এবং দীর্ঘ প্রস্থ একটী কুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে পাঁচশত বনঘুটে দিবে। পরে মৃণ্ময় মুষাতে ঔষধ পুরণ করিয়া মুখবন্ধ করিয়া ঐ ঘুটের উপর দিতে হইবে। অনন্তর উহার উপরি আর পাঁচশত বন-ঘুটে সাজাইয়া উপরে অগ্নি দিতে হইবে। সকল প্রকার পুট অপেক্ষা গজপুট শ্রেষ্ঠ। ত্রিশ অঙ্গুলিতে একগজ, গজপরিমাণ গর্ত্তে পাক হয় বলিয়া ইহার নাম গজপুট হইয়াছে।

কৌক্কুটাদিপুট—অরত্নি (কনিষ্ঠাঙ্গুল ভিন্ন মুষ্টি-পরিমাণ) কুণ্ডে পাক করিলে বারাহপুট, বিতস্তি পরিমাণ কুণ্ডে পাক করিলে কৌক্কুটপুট, কিন্তু কোন কোন পণ্ডিতের মতে ১৬ আঙ্গুল কুণ্ডে পাক করিলেও কৌক্কুটপুট হয়।

কপোতপুট—আটখানা ঘুটের দ্বারা কুণ্ডমধ্যে যে পাক করা যায়, তাহাকে কপোতপুট বলে। গোচারণভূমিস্থ

গোরুর খুর দ্বারা খুর গোময় চূর্ণকে গোবর কহে। এই গোবর রসসাধনে প্রশস্ত।

বৃহৎভাণ্ডস্থিত ঔষধ গোবর দ্বারা পুটপাক করিলে তাহাকে গোবরপুট কহে। গোবরপুটে পারা ভস্ম হয়। তুষপূর্ণ একটী বৃহৎ পাত্র মধ্যে মুষা স্থাপন করিয়া ঐ তুষে অগ্নি নিঃক্ষেপ করিয়া তদুপরি আর একটী পাত্র ঢাকা দিয়া পাক করিলে ভাণ্ডপুট কহে। (ভাবপ্র° দ্বিতীয়ভাগ পুটবিধি)

৫ পত্র, হস্ত, ওষ্ঠ বা চক্ষুর পাতাদ্বারা কৃতপাত্র। ৬ অঞ্জলি। ৭ মুচি। ৮ যুগ্ম। ৯ অশ্বের খুর। ১০ বৃত্তরত্নাকরোক্ত ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ১২টী করিয়া অক্ষর থাকে। লক্ষণ—"বসুযুগবিরতির্নৌ ম্যৌ পুটোঽয়ং।" (বৃত্তরত্নাকর)

এই ছন্দের ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ১০ অক্ষর লঘু, এতদ্ভিন্ন অপর গুরু, ৮ ও ৪ অক্ষরে যতি।

পুটক (স্ত্রী) পুটবৎ কায়তীতি কৈ-ক। ১ পদ্ম। (শব্দরত্না°) স্বার্থে ক। পুট শব্দার্থ। পত্রাদি নির্ম্মিত পাত্র, ঠোঙ্গা।

"অকৃষ্টপচ্যা পৃথিবী আসীৎ বৈণ্যস্য কামধুক্।
সর্ব্বাঃ কামদুঘা গাবঃ পুটকে পুটকে মধু॥"
(ভারত ৭।২৩৮৭)

পুটকন্দ (পুং) পুটমিব কন্দোঽস্য। কোলকন্দ। (রাজনি°)

পুটকিত (ত্রি) পুটক-ইতচ্। আবদ্ধ, আবৃত। "পুটকিত শিবজট বিঘটিত সুবিকট, লটপট কমঠ ভুজঙ্গে।" (অন্নদামঙ্গল)

পুটকিনী (স্ত্রী) পুটকানি সন্ত্যত্রেতি পুটক-ইনি। (পুষ্করাদিভ্যো দেশে। পা° ৫।২।১৩৫) স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ পদ্মযুক্ত দেশ। ২ পদ্মিনী। ৩ পদ্মসমূহ। ৪ পদ্মলতা। (হেম)

পুটগ্রীব (পুং) পুটমিব গ্রীবা যস্য। ১ গর্গরী। ২ তাম্রকুম্ভ।

পুটপাক (পুং) পুটেন পাকঃ। পুটদ্বারা ঔষধ পাক, পুটাভ্যন্তরিত ঔষধ-পচন। পাতার ঠোঙ্গা করিয়া ঔষধ পাক। ভাবপ্রকাশে পুটপাকের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

"পুটপাকস্য কল্কস্য স্বরসো গৃহ্যতে যতঃ।
অতস্তু পুটপাকানাং যুক্তিরত্রোচ্যতে ময়া॥" (ভাবপ্র°)

পুটপাক করিয়া কোন্ কোন্ দ্রব্যের স্বরস গ্রহণ করিতে হয়, নিম্নে তাহার বিধান বলা যাইতেছে।

গাম্ভারী, বট ও জাম প্রভৃতির পত্র দিয়া উত্তমরূপে পরিবেষ্টন করিবে। অনন্তর উহার উপর দুই বা এক আঙ্গুল স্থূল করিয়া মৃত্তিকা লেপন করিতে হইবে। পরে পুট মধ্যে অগ্নিযোগে পাক করিতে হইবে। যতক্ষণ ঐ মৃত্তিকালেপ রক্তবর্ণ না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পাক হয় নাই জানিবে। রক্তবর্ণ হইলেই নামাইতে হইবে। পরে উহার রস একপল পরিমাণে লইয়া তাহাতে এককর্ষ পরিমাণ মধু প্রক্ষেপ দিবে এবং কল্কচূর্ণ বা কোন দ্রব পদার্থ প্রক্ষেপ দিতে হইলে এক কোল পরিমাণ দিতে হয়। (ভাবপ্র°)

২ নেত্রপ্রসাধনের উপায়বিশেষ।

"সেক আশ্চোতনং পিণ্ডী বিড়াল তর্পণং তথা।
পুটপাকোঽঞ্জনঞ্চৈভিঃ কল্পৈর্নেত্রমুপাচরেৎ॥" (ভাবপ্র°)

সেক, আশ্চোতন ও পুটপাক প্রভৃতি দ্বারা নেত্রের প্রসাধন করিবে।

ইহার বিধান এইরূপ—স্নিগ্ধমাংস ২ পল, অপর দ্রব্য এক পল এবং দ্রবপদার্থ ৪ পল, এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া আলোড়ন করিবে। অনন্তর পুটপাকের বিধানানুসারে পত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া পাক করিবে। তৎপরে রোগীকে উত্তানভাবে শয়ন করাইয়া তর্পণোক্ত বিধানানুসারে উহার রস রোগীর নেত্রমধ্যে ঢালিয়া দিবে।

এই পুটপাক তিনপ্রকার—স্নেহন, লেখন ও রোপণ। অত্যন্ত রুক্ষ ব্যক্তির পক্ষে স্নিগ্ধ পুটপাক, স্নিগ্ধ ব্যক্তির পক্ষে লেখন পুটপাক এবং দৃষ্টিবলজননার্থ রক্তপিত্ত ব্রণ ও বায়ুর প্রশমনের জন্য রোপণ-পুটপাক বিধেয়। স্নেহ, মাংস, বসা, মজ্জা, মেদ ও মধুর ঔষধ দ্বারা স্নেহন পুটপাক প্রস্তুত করিয়া দুই শত উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহা নেত্রে ধারণ করিবে। জাঙ্গল প্রাণীর যকৃৎ ও মাংস, লেখন-গুণযুক্ত দ্রব্য, কৃষ্ণলৌহচূর্ণ, তাম্র, শঙ্খ, প্রবাল, সৈন্ধব, সমুদ্রফেন, হিরাকস, রসাঞ্জন এবং দধির মাত এই সকল দ্রব্য দ্বারা পুটপাক প্রস্তুত করিয়া একশত উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে, ততক্ষণ ধারণ করিতে হইবে। দুগ্ধ, জাঙ্গলপ্রাণীর মজ্জা ও ঘৃত এবং তিক্ত দ্রব্য দ্বারা রোপণ-পুটপাক প্রস্তুত করিয়া তিনশত বাক্যোচ্চারণ কাল নেত্রে ধারণ করিবে। তিক্ত দ্রব্য যথা—গুলঞ্চ, বাসক, পটোল, নিম্ব ও কণ্টকারী।

অনিয়মিত পুটপাকপ্রয়োগ দ্বারা কোন উপদ্রব উপস্থিত হইলে তর্পণোক্ত ক্রিয়া দ্বারা তাহার প্রতিকার করিতে হইবে। তর্পণ অথবা পুটপাক-প্রয়োগের পর তেজস্কর পদার্থ, বায়ু, আকাশ, দর্পণ এবং দীপ্তিশীল পদার্থ অবলোকন করিতে নাই। (রসেন্দ্রসার)

রসেন্দ্রসারসংগ্রহের মতে—এক হাত গর্ত্ত করিয়া বনঘুটে, তুষ কিম্বা কাঠদ্বারা তাহার অর্দ্ধাংশ পুরিয়া তদুপরি লৌহ ও তুষ প্রভৃতি চাপা দিয়া অগ্নি দিতে হইবে। দিবা বা রাত্রিতে চারি প্রহর এইরূপ পুটপাক করিয়া দ্রব্য ভস্ম করিতে হয়। পুটপাকে উর্দ্ধদেশে রাখিলে দ্রব্য ভস্ম হইয়া যায় এবং অধোদেশ হইতে দ্রব্য গ্রহণ করিলে ঔষধ বলবীর্য্য হয়। যখন ইহা

সুশীতল হইবে, তখন ছাই ফেলিয়া ঔষধ গ্রহণ করিবে। ঔষধ থাকিতে বাহির করিলে ঔষধের ফল হয় না।

রসায়নে পুটপাক—ভূমিকুষ্মাণ্ড, পিণ্ডিখেজুর, শতমূলী, ভৃঙ্গরাজ, কাঁচিশা, তেলা, গুড়ুচী, চিতা, হস্তিকর্ণ, পলাশ, তালমূলী, যষ্টিমধু, মুণ্ডিরী, ও কেশরাজ এই সকল পদার্থ রসায়নে পুট দিতে হয়। (রসেন্দ্রসারসংগ্রহ)।

চক্রপাণি প্রভৃতির বৈদ্যক গ্রন্থেও এই পুটপাকের বিশেষ বিবরণ সকল লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

পুটভিদ্ (ত্রি) পুটভিদ্-ক্বিপ্। পুটভেদক পাষাণ। "কর্কব্রকোহিঃ পুরুষে কৃত্বা মৃৎপুটভিদপি চ পাষাণঃ।" (বৃহৎস° ৫৪।৫২)

পুটভেদ (পুং) পুটং সংশ্লিষ্টং ভিনত্তীতি ভিদ-অণ্ (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১) ১ নদীচক্র, নদীপ্রভৃতির চক্রাকার জলাবর্ত্ত।

"প্রায়েণৈব হি মলিনা মলিনানামাশ্রয়ত্বমুপযান্তি।
কালিন্দীপুটভেদঃ কালিয়পুটভেদনং ভবতি।"
(আর্য্যাসপ্ত° ৩।৯৮)

২ পত্তন, নগর। ৩ আতোদ্য। (মেদিনী)

পুটভেদক (ত্রি) পুটভিদ্ পাষাণ। (বৃহৎস° ৫৪।৭)

পুটভেদন (ক্লী) পুটরথ্যুরৈ ভিদ্যতে ইতি ভিদ-ল্যুট্। নগর।
"স হাস্তিনপুরে রম্যে কুরূণাং পুটভেদনে।" (ভারত ১।১০০।১২)

পুটাপুটিকা (স্ত্রী) পূর্ব্বং পুটা সংশ্লিষ্টা পশ্চাৎ অপুটিকা মধ্যালো°। পূর্ব্বে সংশ্লিষ্ট এবং পরে অসংশ্লিষ্ট।

পুটালু (পুং) পুটঃ সংশ্লিষ্ট আলুঃ। কোলকন্দ। (রাজনি°)

পুটিকা (স্ত্রী) পুটং অস্ত্যস্যা ইতি ঠন্। এলা। (হারাবলী)

পুটিত (ক্লী) পুটং জাতমস্যেতি পুট-ইতচ্, বা পুট-ক্ত। ১ হস্তপুট। ২ পাটিত। ৩ স্যূত। (ত্রি) ৪ আদ্যন্ত প্রণবাদিযুক্ত মন্ত্রাদি, যে সকল মন্ত্রের আদি ও অন্তে প্রণবাদি থাকে। ৫ পুটপ্রাপ্ত।

পুটিয়া, ১ বাঙ্গালার অন্তর্গত রাজশাহীর একটী উপবিভাগ। এখানে পুলিসের একটী থানা আছে। ২ উক্ত উপবিভাগের একটী নগর, বোয়ালিয়া ও নাটোরের মধ্যভাগে অবস্থিত। এখানকার সম্পত্তিশালী রাজবংশীয়গণ ঠাকুর নামে খ্যাত। সুবিশাল পদ্মা নদীর উত্তর তীরবর্ত্তী লস্করপুর পরগণাই ইহাদের প্রধান সম্পত্তি। কথিত আছে, মুর্শিদাবাদ রাজসরকারে অধস্তন কর্ম্মচারী সেখ লস্কর হইতে তাঁহারা এই সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। মতান্তরে পুটীয়া-রাজবংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ একটী গল্প প্রচলিত হইয়াছে। পূর্ব্বে পুটিয়া-নগরে বৎসাচার্য্য নামে এক ঋষিতুল্য ব্রাহ্মণ সংসারসুখে বীতস্পৃহ হইয়া বানপ্রস্থ অবলম্বনে ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। এই সময়ে লস্কর খাঁন্ দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে লস্করপুর পরগণার জায়গীর সনদ প্রাপ্ত হন। লস্করের মৃত্যু ঘটিলে উক্ত স্থানের করসংগ্রহ কষ্টদায়ক হইয়াছিল। ক্রমে সুবাদারগণ ষড়যন্ত্র করিয়া দিল্লীর রাজকোষে করপ্রেরণ বন্ধ করিয়াছিলেন। সুবাদারদিগের অবাধ্যতাদমনে কৃতসংকল্প হইয়া সম্রাট্ একজন সৈন্যাধ্যক্ষ পাঠাইয়া দেন। তাঁহারা সদলে বৎসাচার্য্যের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হন। উক্ত দেবপ্রকৃতি ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনাপূর্ব্বক অতিথি-সৎকার করিলেন। তদনন্তর তাঁহাদের আগমনবার্ত্তা জানিয়া আপনার আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিলেন। যুদ্ধে সেনানীর জয় হইলে তিনি সম্রাটের নিকট হইতে লস্করপুরের অধিকার প্রার্থনা করিয়া উক্ত ব্রাহ্মণকে দান করিয়া যান। আচার্য্য ঠাকুর জমিদারী লাভ করিলেন বটে, কিন্তু আর বিষয়-মদে লিপ্ত থাকিয়া আপনার তৃপ্ত জীবন উচ্ছৃঙ্খল করিতে চাহিলেন না। তৎপুত্র পীতাম্বর কৌশলক্রমে সম্রাটের মনস্তুষ্টি সাধন করিয়া লইলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় কনিষ্ঠ নীলাম্বর সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। ইঁহার আমলেই উক্ত জমিদারীর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। তদীয় আত্মজ আনন্দ সম্রাটের নিকট রাজা খেতাব পান। তৎপুত্র রতিকান্ত নিজ কর্ম্মদোষে রাজা উপাধি পাইতে সক্ষম হন নাই। তাঁহার অধীনস্থ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে ঠাকুর বলিয়া ডাকিত। তদীয় তনয় রামচন্দ্র "রাধাগোবিন্দ" মূর্ত্তি স্থাপিত করেন। নরনারায়ণ, দর্পনারায়ণ ও জয়নারায়ণ ঠাকুর নামে রামচন্দ্রের তিনটী পুত্র ছিল। নাটোররাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনন্দনের পিতা কামদেব নয়নারায়ণের অধীনে বাকুইহাটীর তহশীলদার পদে নিযুক্ত ছিলেন। নরনারায়ণ লোকান্তরিত হইলে দর্পনারায়ণ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। তাঁহার অধীনে উক্ত রঘুনন্দন পুষ্পচয়ন হইতে ক্রমে মুর্শিদাবাদ-দরবারের ওকালতী পদ প্রাপ্ত হন। [নাটোর দেখ।]

ঠাকুর আনন্দনারায়ণ লর্ড কর্ণওয়ালিসের নিকট লস্করপুর পরগণার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া লন। তদীয় বংশধর রাজন্নারায়ণ ইংরাজরাজের নিকট হইতে রাজাবাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। সন ১২১৪ সালে রাজা জগন্নারায়ণ পুথুরিয়া, কাকীহাট, ভবানন্দদিয়া, কালিগ্রাম কালিসাক্ষা প্রভৃতি আরও কএকটী সম্পত্তি ক্রয় করিয়া যান। বারাণসীধামে তাঁহার নির্ম্মিত ঘাট ও অতিথিশালা বিদ্যমান আছে। বিহার প্রদেশে কল্গুনদীর তীরে আর একটী অতিথিশালা তাঁহার যত্নে নির্ম্মিত হয়। ১২১৬ সালে তিনি রাজা উপাধি বংশগত করিয়া লন। ১২২৩ সালে তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় বিধবা পত্নী পুটিয়ায় একটী শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মৃত রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়ের বিধবাপত্নী মহারাণী শরৎসুন্দরী। দানকর্ম্মে তিনি মুক্তহস্ত

ছিলেন। দুর্ভিক্ষের সময় এবং দাতব্য সমিতিতে উক্ত মহাশয়া বহু অর্থ দান করিয়া যান।

পুটী (স্ত্রী) পুটতীতি পুট-ক, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ কৌপীন। (জটাধর) ২ আচ্ছাদক। ৩ পত্রাদি-রচিত পুষ্পাদির আধার, পাতার ঠোঙা।

"এরণ্ডপত্রশয়না জনয়ন্তী খেদমলঘুজঘনতটা।
ধূলিপুটীব মিলন্তী সম্ভ্রমং হরতি হলিকবধূঃ॥" (আর্য্যাসপ্ত° ১৪৯)

পুটোটজ (ক্লী) পুটং সংশ্লিষ্টমুটজমিব। শ্বেতচ্ছত্র। (ত্রিকা°)

পুটোদক (পুং) পুটে অন্তর্দৃঢ়পাত্রমধ্যে উদকং যস্য। নারিকেল। (ছারা°)

পুট্ট, অনাদর। চুরাদি, উভ, সক, সেট্। লট্ পুট্টয়তি-তে। লোট্ পুট্টয়তু-তাং। লিট্ পুট্টয়াঞ্চকার-চক্রে। লুঙ্ অপপুট্টৎ-ত।

পুড়, মর্দ্দন। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্ ইদিৎ। লট্ পুণ্ডতি। লোট পুণ্ডতু। লিট্ পুপুণ্ড। লুট্ পুণ্ডিতা। লুঙ্ অপুণ্ডীৎ।

পুড়া (দেশজ) অগ্নি প্রভৃতিতে পুড়িয়া যাওয়া।

পুণ, ধর্ম্মাচরণ। তুদাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ পুণতি। লোট্ পুণ্য। লিট্ পুপোণ। লুঙ্ অপোণীৎ। লুট্ পুণিষ্যতি। লুট্ পোণিতা।

পুণা, দাক্ষিণাত্যে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত একটী জেলা। মুসলমান ও মহারাষ্ট্রীয়গণের শাসনকালে ইহার পূর্ণ সমৃদ্ধি লক্ষিত হইয়াছিল। পেশবাগণ অধিকাংশ সময়ই এখানকার রাজধানীতে অতিবাহিত করিতেন। ভূপরিমাণ ৫৩৪৮ বর্গমাইল। অক্ষা° ১৭° ৫৪´ হইতে ১৯° ২৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ২৪´ হইতে ৭৫° ১৩´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তর সীমায় আহ্মদনগর জেলা, পূর্ব্বে আহ্মদনগর ও শোলাপুর, দক্ষিণে নীরা নদী এবং পশ্চিমে কোলাবা ও থানা জেলা। পশ্চিম ও দক্ষিণের 'ভর' সামন্তরাজ্য দুইটীই এই জেলার অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।

জেলার পশ্চিমাংশে সহ্যাদ্রি নামক পর্ব্বতমালা বিরাজিত ও সুদূর উচ্চ হইতে ক্রমশঃই দক্ষিণপূর্ব্বদিকে নিম্ন হইতে নিম্নতর উপত্যকায় পরিণত হইয়া সমতলক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছে। একটী 'ঘাট' বা গিরিপথ ব্যতীত পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া গমনের উপায় নাই। 'বোরঘাট' নামক গিরিপথে রেলগাড়ী ও ছকরগাড়ী যাইবার দুইটী সরল রাস্তা আছে। সহ্যাদ্রিশিখর হইতে অনেকগুলি জলস্রোতঃ পর্ব্বতগাত্র বাহিয়া ভীমানদীতে আসিয়া পড়িয়াছে। এই শাখাস্রোতগুলির মধ্যে মুঠা বা মূলা নদীই বিখ্যাত। পুণানগর ইহার দক্ষিণকূলে অবস্থিত। নগরের ৫ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে খদক্বাসলা হ্রদ। পুণা ও কির্কিনগরে ইহার জল সরবরাহ হয়।

এখানে কির্কি, হাবেলী, জুন্নর, খেড়, সিরুর, পুরন্দরপুর, মাবল, ইন্দুপুর ও ভীমথাড়ি নামে ৮টী উপবিভাগ আছে। জেলার বিচারকার্য্য ঐ কয় স্থানেই পরিচালিত হইয়া থাকে। এখানকার রেশমীবস্ত্র, মোটা কার্পাসবস্ত্র, কম্বল, রূপা ও পিতলের গহনা, পাত্রাদি, সুন্দর মাটীর খেলানা, ঝুড়ি এবং খস্‌খসের পাখা সাধারণের আদরণীয়। ঐ সকল দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া নানাস্থানে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়। এখানে পূর্ব্বে কাগজের বিস্তৃত কারবার ছিল, এখন ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে। বাণিজ্যের সুবিধার্থ প্রস্তরের রাস্তা সত্বেও রেলপথ বিস্তৃত হইয়া দক্ষিণমহারাষ্ট্রে ও বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে গমনাগমনের সুবিধা হইয়াছে। পুণা হইতে মহাবলেশ্বর যাইতে হইলে কর্ক্কীজি, কপরোলি, খণ্ডলা, সেরোল, বাই ও পঞ্চগঞ্জ অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। এখানে প্রায় সকল প্রকার শস্য, কলাই ও আঙ্গুরের চাষ হয়। সময় সময় প্রচুর বৃষ্টিপাত না হওয়ায় চাউলাদি এতই মহার্ঘ হয় যে, এখানে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষের লক্ষণ সূচিত হইয়া থাকে। (১৭৯২-৯৩, ১৮০২, ১৮২৪-২৫, ১৮৪৫-৪৬, ১৮৬৬-৬৭, ১৮৭৬-৭৭ ১৮৯৪ এবং ১৯০০ খৃঃ অব্দে অধিক ও অল্প পরিমাণে দুর্ভিক্ষের আভাস পাওয়া গিয়াছে।) সাধারণ লোকে কৃষিকার্য্য ব্যতীত দাস্যবৃত্তি, ইষ্টকনির্ম্মাণ ও সূত্রধর কর্ম্মকারাদির কার্য্য করে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ও পার্ব্বতীয় অসভ্য জাতির নানা শাখাভুক্ত লোক এখানে বাস করে। বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর অন্যান্য সকল স্থান অপেক্ষা এই স্থানের জলবায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ, শুষ্ক এবং বলকারক।

পার্শ্ববর্ত্তী সাতারা ও শোলাপুরের ইতিহাস লইয়াই পুণার ইতিহাস গঠিত। পূর্ব্বতন হিন্দুরাজগণের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী তৎকালের রাজবংশের সহিত মিশ্রিত ছিল। পুণা বা এরূপ অন্য কোন স্থানবিশেষের নামে তৎকালীন ইতিহাস ছিল না। চালুক্যবংশীয় রাজগণ মহারাষ্ট্রদেশে রাজত্ব করিতেন। [চালুক্য বংশ দেখ।]

মুসলমানগণের রাজত্ব হইতেই বর্ত্তমান ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি ধারাবাহিকরূপে প্রতিফলিত রহিয়াছে। মহারাষ্ট্রীয়গণের অভ্যুদয়ে পুণা মহারাষ্ট্রজগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। সেই অবধি পুণার ইতিহাস সাধারণের অন্তরে উজ্জ্বল ভাষায় গ্রথিত রহিয়াছে। পুণাই মরাঠাদিগের বাসস্থান ও সর্ব্বপ্রধান রাজধানী এবং মহারাষ্ট্র-বিজয়লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠাতা বীরকেশরী শিবাজী-বংশের জন্মস্থান। [বিস্তৃত বিবরণ শিবাজী শব্দে দ্রষ্টব্য।]

পুণার চারিদিকে পর্ব্বতমালা। পর্ব্বতের উপর গিরিদুর্গ থাকায় স্থানটী সুদৃঢ়ভাবে রক্ষিত। দাক্ষিণাত্যে মুসলমান-রাজবংশের প্রথম প্রতিষ্ঠা হইতে আহ্মদনগর ও বিজাপুর রাজগণের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই স্থানের ঐতিহাসিক আলোক

বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। অতঃপর খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দে মহাত্মা শিবাজীর রাজ্যপ্রতিষ্ঠার সঙ্গেই পুণার গৌরব বৃদ্ধি হয়। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দে এই নগর বাঙ্গালা হইতে পঞ্জাব এবং দিল্লী হইতে মহিসুর পর্য্যন্ত একটী বিস্তৃত সাম্রাজ্যের কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় শতাব্দের প্রথমভাগে মহারাষ্ট্রভূমে শালিবাহন নামে একজন হিন্দুনরপতি রাজত্ব করিতেন। গোদাবরীতীরবর্ত্তী পৈঠান নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। রাজা জয়সিংহ পল্লব-দিগকে বিদূরিত করিয়া চালুক্যবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর কর্ণাটিক প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যদেশে চালুক্যবংশীয় রাজপুত-রাজগণ আপনাপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। শোলাপুরের নিকটবর্ত্তী কল্যাণ-নগরে তাঁহাদের রাজকেতন উড্ডীয়মান ছিল। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দে চালুক্যবংশের অবসানে দেবগিরির (দৌলতাবাদের) যাদব-বংশীয়েরা এই প্রদেশে রাজত্ব করিতেন ইহাদের রাজত্বকালে মুসলমানগণ ১২৯৪ খৃঃ অব্দে প্রথম মহারাষ্ট্র আক্রমণ করেন, কিন্তু ১৩১২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত যাদববংশীয় নরপতিগণ এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ফিরিস্তায় লিখিত আছে, সম্রাট্ মহম্মদ তোগলক ১৩৪০ খৃঃ অব্দে এই প্রদেশ আক্রমণ করিয়া কোন্দানা দুর্গ (সিংহগড়) জয় করেন। ১৩৪৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্যভূমি দিল্লীশ্বরের অধীন ছিল। পরে মুসলমান আমীরগণ বিদ্রোহী হইয়া মহম্মদ তোগলকের অধীনতা-পাশ ছেদন করিলেন। এই সময় হইতেই গুলবর্গার (কুলবর্গা) বাহ্মণীরাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। অতঃপর ১৪২৬ খৃষ্টাব্দে আহ্মদশাহ বাহ্মনী প্রাচীন হিন্দুরাজধানী বিদর নগরে (বিদর্ভ) আপনাদের পূর্ব্বতন রাজধানী উঠাইয়া আনেন। খৃষ্টীয় ১৩৯৬ হইতে ১৪০৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রদেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। উহা সাধারণে 'দুর্গাদেবী' নামে খ্যাত। এই দারুণ দুর্ভিক্ষে দাক্ষিণাত্য জনশূন্য হইয়া পড়ে। মহারাষ্ট্র-সর্দারগণ সুবিধা বুঝিয়া মুসলমান কবল হইতে পার্ব্বতীয় প্রদেশ ও দুর্ভেদ্য দুর্গাদি অধিকার করিয়া লন। পুনরধিকার চেষ্টায় বাহ্মণীরাজগণ মহারাষ্ট্র-বিরুদ্ধে কএকটী অভিযান করেন, কিন্তু সকল যুদ্ধেই অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। অবশেষে ১৪৭২ খৃঃ অব্দে বাহ্মণীবংশের শেষ স্বাধীনরাজের মন্ত্রী মাহ্মুদ গবান্ উহার কতকাংশ উদ্ধার করিতে সমর্থ হন। অতঃপর উক্ত রাজমন্ত্রী বাহ্মণীরাজ্যের শাসনকার্য্য নূতন প্রণালীতে বিধিবদ্ধ করিয়া যান। জুন্নর নগর ইন্দাপুর, মান্দেশ, বাই, বেলগাম ও কোঙ্কণের সদর বলিয়া গণ্য হইল এবং আহ্মদনগররাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আহ্মদ-শাহই তথাকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। ভীমানদী-তীরবর্ত্তী জেলাসমূহ বিজাপুরের শাসনকর্তৃত্বে রহিল। আবিসিনীয়-দেশীয় সেনানী দস্তুর-দিনারের হস্তে গুলবর্গা ন্যস্ত হইল এবং জৈনখাঁ ও খাজাজহান্ পুরন্দর, শোলাপুর ও অপর কএকটী জেলার শাসনভার গ্রহণ করিলেন।

আহ্মদশাহ জুন্নরে যাইয়াই মরাঠাদিগের হস্ত হইতে শিবনের, চাবন্দ, লোহগড়, পুরন্দর, কোন্দানা (সিংহগড়) এবং কোঙ্কণের অন্তর্ব্বর্ত্তী অনেকগুলি স্থান অধিকার করিয়া বসিলেন। উত্তরোত্তর জয়শ্রীলাভে ক্রমেই তাঁহার স্পর্দ্ধা বাড়িয়া উঠে। ক্রমশঃই তাঁহারা বাহ্মণীরাজের অধীনতাপাশ উন্মোচন করিতে অগ্রসর হইল। প্রথমেই বরণা নদীর দক্ষিণ-তীরস্থ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা বাহাদুর গেলানি বিদ্রোহী হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে আদিল শাহের সহযোগে চাকনের জায়গীরদার জৈন উদ্দীন্ তাঁহার পদানুসরণ করিলেন। কাজেই ১৪৮৯ খৃঃ অব্দে আহ্মদশাহ তাঁহার বন্ধুত্ব পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। জৈনউদ্দীন্ উত্তেজিত হইয়া তাঁহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন। উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাঁধিল। জৈনউদ্দীন্ উপায়ান্তর না দেখিয়া চাকন-দুর্গমধ্যে লুকাইলেন। আহ্মদের অধীনস্থ সৈন্যগণ ভীমবেগে দুর্গ আক্রমণ করিল। যুদ্ধে জৈনউদ্দীন্ নিহত হইলেন, শত্রুগণ দুর্গ অধিকার করিয়া লইল।

ইত্যবসরে বিজাপুরপতি যুসুফ্ আদিল শাহ আপনাকে ভীমানদীর উত্তরতীরস্থ প্রদেশসমূহে স্বাধীনরাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। দাক্ষিণাত্যের নূতন রাজন্যবর্গের মধ্যে ১৪৯১ খৃঃ অব্দে একটী সন্ধি হইল। এই সন্ধির সর্ত্তানুসারে নিজামশাহী-রাজগণ নীরা নদীর উত্তরবর্ত্তী এবং কর্ম্মাণের পূর্ব্ববর্ত্তী দেশসমূহের অধিকারী হইলেন। নীরা ও ভীমার দক্ষিণাংশ-বর্ত্তী স্থান বিজাপুর-রাজেরই রহিল। অন্যান্য সর্দ্দারেরা বিদ্রোহে যোগ দিলেও স্বাধীনতালাভ করিতে সমর্থ হন নাই। দস্তুর-দিনার যথাক্রমে ১৪৯৫, ১৪৯৮ এবং ১৫০৪ খৃঃ অব্দে বিজাপুরের সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও শেষে হত হইলে তদীয় গুলবর্গা রাজ্যের সিংহাসন বিজাপুরের করতলগত হইয়াছিল। ১৫১১ খৃষ্টাব্দে বিজাপুররাজ শোলাপুর দখল করিলেন।

অতঃপর আমীর বেরিদ্ কর্ত্তৃক গুলবর্গা-অধিকার এবং কমালখাঁর পতনে গুলবর্গার পুনরুদ্ধার সংঘটিত হয়। পুরন্দর ও তন্নিকটস্থ প্রদেশসমূহ কএকবৎসর কাল খাজা জহানের অধিকারভুক্ত থাকে। ১৫২৩ খৃষ্টাব্দে অনেক যুদ্ধের পর বিজাপুর ও আহ্মদনগররাজের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়।

ইস্মাইল আদিলশাহের ভগিনীকে বুর্হান্ নিজাম শাহ বিবাহ করিলেন। বিবাহে কন্যার যৌতুক-স্বরূপ শোলাপুর দান করিবার কথা ছিল, কিন্তু উক্ত সম্পত্তি না পাওয়ায় নিজাম-শাহী রাজগণ দাবী করিয়া পাঠাইলেন। এই সূত্রে উপর্য্যুপরি উভয়পক্ষে প্রায় ৪০ বৎসরকাল যুদ্ধ বাঁধে। অবশেষে

(১৫৬৩-৬৪ খৃষ্টাব্দে) তাঁহারা বিজয়নগরপতি রামরাজকে আপনাদের অপেক্ষা অধিক বলশালী বিবেচনা করিয়া পরস্পর মিলিত এবং রামরাজের ক্ষমতা-হ্রাসকরণার্থ ১৫৬৫ খৃঃ অব্দে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তালিকোটে উভয়দলে ঘোরতর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। যুদ্ধে রামরাজ নিহত ও তাঁহার সৈন্যদল বিধ্বস্ত হইয়াছিল। অতঃপর দাক্ষিণাত্যভূমি কিছুকালের জন্য শান্তভাব ধারণ করে।

১৫৯০ খৃষ্টাব্দে বিজাপুর-প্রতিনিধি দিলাবর খাঁ আহ্মদনগরে পলাইয়া আসেন এবং ২য় বুর্হান্-নিজাম-শাহকে শোলাপুর প্রদান করিবার জন্য অনুরোধ করেন। ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে ইব্রাহিম আদিল শাহ কর্ত্তৃক আহ্মদনগর-সৈন্য পরাজিত হয় এবং দিলাবর বন্দী হইয়া সাতারা-দুর্গে প্রেরিত হন।

এই বার দাক্ষিণাত্যে মোগলরাজবংশের আক্রমণ আরম্ভ হইল। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে আহ্মদনগর অকবরের করকবলিত হইয়াছিল। হাবসী-সর্দ্দার মালিক অম্বর উহা পুনরায় অধিকার করিয়া লইলেন। ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর-পুত্র শাহজাহান্ আহ্মদনগরের কতকাংশ দখল করিয়া লন।

১৬২৯ খৃষ্টাব্দে মোগল-শাসনকর্ত্তা বিদ্রোহী হইলে পুনরায় যুদ্ধ সূচিত হয়। ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে দৌলতাবাদ মোগলের হস্তগত হইল এবং রাজা বন্দী হইলেন। তৎকালের মরাঠাসর্দ্দারগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি শাহজী ভোন্‌সলে পূর্ব্বতন রাজবংশের একজনকে সিংহাসনে বসাইলেন। তিনি বিজাপুর-সৈন্য সহ পরেণ্ডা হইতে মোগলদিগকে তাড়াইয়া দিলেন এবং পুণা ও গঙ্গথর-জেলা লুট করিয়া লইলেন।

শাহজাহান্ পরাজয়-সংবাদ পাইয়াই দাক্ষিণাত্য অভিমুখে সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে বিজাপুররাজ পরাজিত হইয়া তাঁহার পদানত হইল। শাহজীর অধিকৃত স্থানসমূহ অধিকার করিতে তাঁহাকে বিশেষ চেষ্টা করিতে হয় নাই। ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে শাহজী আত্মসমর্পণ করিলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই নিজামশাহী বংশেরও লোপ হইয়াছিল। ভীমানদীর উত্তরতীরবর্ত্তী জুন্নর প্রভৃতি স্থান মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত এবং দক্ষিণতীরবর্ত্তী ভূভাগসমূহ বিজাপুররাজকে প্রদত্ত হইল। শাহজী বিজাপুরের অধীনে কর্ম্মগ্রহণ করিলেন এবং নিজ কার্য্যের পারিতোষিক স্বরূপ পুণা, সুপা, ইন্দাপুর, বারামতি ও মাবল নামক স্থান জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বিজাপুর-রাজের অধীনে মরাঠা-সর্দ্দারের শিক্ষিত "বর্গী" নামক অশ্বারোহী সেনাদল মোগলযুদ্ধে বিশেষ রণপাণ্ডিত্য দেখাইয়া সাধারণে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গগুলি মরাঠাসর্দ্দারদিগের হস্তে ন্যস্ত ছিল। মুসলমান 'মোকাসদারের' অধীনে হিন্দুকর্ম্মচারিগণ রাজস্ব আদায় করিত। এই সময়ে অনেক বনিয়াদি মরাঠাবংশ 'দেশমুখ' ও 'সরদেশমুখের' কার্য্যভার প্রাপ্ত হইলেন। যখন চারিদিকেই মরাঠাগণ রাজকর্ম্মে নিযুক্ত এবং চারিধারের দুর্গগুলি প্রায় মরাঠাসর্দ্দারগণের পরিচালিত, ঠিক সেই সময়েই বিজাপুর-রাজবংশের অবনতির সূত্রপাত আরম্ভ হয়। শাহজীর পুত্র মহাবীর শিবাজী সুযোগ বুঝিয়া মস্তকোত্তোলন করিলেন। তাঁহারই মোহমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া মরাঠাগণ দলে দলে আসিয়া তাঁহার দলভুক্ত হইয়াছিল। [মরাঠাগণের উন্নতি ও অবনতি সম্বন্ধে বিশেষ ইতিহাস শিবাজী প্রভৃতি নামে দ্রষ্টব্য।]

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে শেষ পেশবা বাজীরাওর মৃত্যুতে মরাঠা-পরাক্রমের অবসান হইল। অতঃপর পুণায় আর কোন ঘটনা ঘটে নাই। বিখ্যাত সিপাহীবিদ্রোহের সময়েও এখানে কোনরূপ ঔদ্ধত্যের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। বিদ্রোহগুরু দেশপ্রসিদ্ধ নানাসাহেব এই বাজীরাওর দত্তকপুত্র ছিলেন।

পুণা-নগর দক্ষিণভারতের কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হওয়ায় হিন্দু, মুসলমান, মরাঠা ও ইংরাজ রাজগণের সাময়িক যথাসম্ভব ইতিহাস এস্থানেই বিবৃত হইল। আবশ্যক-মতে জুন্নর প্রভৃতি উপবিভাগের ঐতিহাসিক তত্ত্ব যথাস্থানে আলোচিত হইয়াছে। [জুনার দেখ।]

এই জেলার প্রত্যেক গ্রাম ও নগরে দেবমন্দির স্থাপিত আছে। কোনটী অতি প্রাচীন, কোনটী বা সম্পূর্ণ আধুনিক। কতকগুলি কালের ধ্বংসক্রোড়ে আশ্রয় লইতেছে, কতক বা উর্দ্ধচূড়ে মস্তকোত্তোলন করিয়া পূর্ব্বতন গৌরব রক্ষা করিতেছে। এখানকার হিন্দুগণ অধিকাংশই শৈব, এ কারণ শিবমন্দিরের সংখ্যা অধিক। স্থানে স্থানে অসংখ্য শিলালিপিও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। [বিশেষ বিবরণ তৎ তৎ গ্রাম ও নগরাদি শব্দে দ্রষ্টব্য।]

২ উক্ত জেলার প্রধান নগর এবং দক্ষিণভারতে ইংরাজরাজের প্রধান সেনানিবাস। ইহা দাক্ষিণাত্যের সাময়িক রাজধানী বলিয়া গণ্য। বোম্বাই-নগর হইতে প্রায় ৫৫ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ১৮° ৩০´ ৪১´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ৫৬´ ২১´´ পূঃ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৮৫০ ফিট্ উচ্চ এবং মলবার উপকূল হইতে প্রায় ৩১ ক্রোশ পূর্ব্বে (মুতা) মুঠা নদীর দক্ষিণতটে সুদৃঢ় দুর্গ দ্বারা-সুরক্ষিত। প্রত্যেক বৎসর জুলাই হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত বোম্বাই গবর্মেণ্ট এখানে থাকিয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করেন। এখানে গ্রেট-ইণ্ডিয়ান্-পেনিনসুলা-রেলওয়ের একটী ষ্টেশন আছে। লোকসংখ্যা ১৬১৩৯০।

মুতা ও মুলার সঙ্গম ব্যতীত এখানে নাগঝরি, ভৈরবা,

মাণিক নালা, আম্বিল ওড়া, খড়ক ও বাসলার খাল নগর মধ্যে প্রবাহিত থাকিয়া পার্ব্বতীহ্রদের জলেই এই নগরের জলাভাব পূর্ণ করিয়াছে। এইরূপে জলসিক্ত হইলেও নগরের অধিকাংশ স্থান প্রস্তরময় ও অনুর্ব্বর। পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে অপেক্ষাকৃত সমতল ভূমি দেখা যায়, উত্তরে উচ্চভূমি নাই বলিলেও চলে। একমাত্র দক্ষিণদিকেই সিংহগড়-ভুলেশ্বর পর্ব্বতমালা, উত্তরে মুতা ও মূলার সঙ্গমস্থান, মধ্যভাগে খড়কবাসলা খাল ও দক্ষিণ-দিকে পার্ব্বতীহ্রদতীরবর্ত্তী পার্ব্বতী পর্ব্বতের শিখরোপরি প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দিরই নগরের শোভা বৃদ্ধি ও সাধারণের মনোরঞ্জন করিতেছে। নগর মধ্যে জল সরবরাহের জন্য আরও কতকগুলি খাল বা জল-প্রণালী কাটা হইয়াছে। ৩য় পেশবা বালাজী বাজীরাও কর্ত্তৃক ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে কাট্রাজ খাল ও পার্ব্বতীহ্রদ কাটা হয় এবং আম্বিল ওড়া নামক জলস্রোতের গতি ফিরাইয়া কপাট দিয়া হ্রদের সহিত সংবদ্ধ করা হইয়াছে। ১৭৯০ খৃঃ অব্দে নানাফড়নবিস যে খাল খনন করেন তাহা 'নানার খাল' নামে পরিচিত। এতদ্ভিন্ন রাস্তিয়া খাল, চৌধুরির খাল, মুতা খাল প্রভৃতি কএকটী খাল দেশবাসিগণের উৎসাহে কাটা হইয়াছে। এখানকার জলের কল বোম্বাইবাসী সর জমশেঠজী জিজি ভাইর একমাত্র উৎসাহে স্থাপিত হইয়াছিল। এই ব্যক্তি বিশেষ বদান্যতা দেখাইয়া ৫ লক্ষ ৭ হাজার টাকা উহার নির্ম্মাণকল্পে দান করিয়াছিলেন। নগরে ২১৩টী মাত্র প্রশস্ত রাস্তা আছে, অপর সকলগুলিই ক্ষুদ্র গলি। পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত রাস্তার মধ্যে পেশবাদিগের অধিকার সময়ে এক পার্শ্বের একটী গলি হত্যাপরাধীদিগের দণ্ডার্থ নির্দ্দিষ্ট ছিল। এখানে খুনী আসামীকে আনিয়া হস্তীর পদতলে নিক্ষেপ করা হইত। এখানকার প্রত্যেক গৃহই একতালা, কিন্তু রাস্তার উপরের বাটীগুলি সাধারণতঃ উদ্যানযুক্ত। মহারাষ্ট্র-গৌরব পূর্ব্বতন বীর ও সচিবগণের অট্টালিকাদি অধিকাংশই ভগ্নাবস্থায় পতিত রহিয়াছে। শনিবার-নামক পাড়ায় পেশবার রাজপ্রাসাদ ১৮২৭ খৃঃ অব্দে পুড়িয়া যায়। এখন কেবলমাত্র চতুর্দ্দিকের সুদৃঢ় প্রাকারগুলিই বর্ত্তমান রহিয়াছে।

রাজস্বসংগ্রহ, প্রহরীদিগের থানা ও বিচারাদি রাজকীয় কার্য্যের সুবিধার জন্য বহু পূর্ব্ব হইতেই পুণানগর কএকটী 'পেট' বা পাড়ায় বিভক্ত হইয়াছিল। মুসলমান অধিকারে আরও একটী 'পথ' মুসলমানী নামে স্থাপিত হয়। অবশেষে পেশবাগণের রাজত্ব সময়ে উহা পুনরায় নূতন নামে পরিবর্ত্তিত হয়। নাগঝারি নদীর পূর্ব্বদিকে মঙ্গলবার, সোমবার, রাস্তিয়া, গুহাল, নানা ও ভবানী; পশ্চিমকূলে কস্‌বা, আদিত্যবার, গণেশ, বেতাল, গঞ্জ, মুজঃফর ও ঘোরপাড়ের 'পথ' এবং মুতানদীর নিকট শনিবার, নারায়ণ, সদাশিব, বুধবার ও শুক্রবার এই কয়টী পেট অবস্থিত।

উপরি উক্ত ১৮টী পাড়ায় ও নদীতীরে বহুসংখ্যক প্রাচীন মন্দির এবং কোন কোনটীতে প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকাও দেখিতে পাওয়া যায়।

সোমবার—পূর্ব্বনাম সায়স্তাপুর। (১৬৬২-৬৪ খৃঃ অব্দে) দাক্ষিণাত্যের মোগল-শাসনকর্ত্তা সায়স্তাখান কর্ত্তৃক স্থাপিত। এখানে অনেক ধ্বংসাবশেষ লক্ষিত হয়।

মঙ্গলবার—প্রাচীন নাম শাহাপুর। এখানকার নাগেশ্বরের বিষ্ণুমন্দির দেখিবার জিনিস।

রাস্তিয়া—পেশবার অশ্বারোহীদলের নেতা আনন্দরাও লক্ষ্মণ রাস্তিয়ার শিবমন্দির-স্থাপনার পর এই স্থান শিবপুরী নামে খ্যাত হয়। এখন কেবল উক্ত বংশের নাম ঘোষণা করিতেছে। এখানকার 'রাস্তিয়াভবন' নামক সর্ব্ববৃহৎ প্রাসাদ দর্শকের আগ্রহের সামগ্রী। প্রতিবৎসর শ্রাবণ মাসে শিরাল শেঠ লিঙ্গায়ৎ বাণীর উদ্দেশে একটী মহামেলা হয়।

গুহাল—পেশবা বালাজী বাজীরাওর খাস্‌গিবালের রক্ষক গুহালের নামানুসারে স্থাপিত।

নানা বা হনুমান—১৭৯১ খৃঃ অব্দে নানাফড়নবিস স্থাপিত। পার্শিদিগের অগ্নিমন্দির, ঘোড়েপীরের আস্তানা, নিবছাঙ্গ বিঠোবার মন্দির প্রভৃতি প্রধান।

ভবানী—পেশবা সবাই মাধবরাওর রাজত্বকালে নানাফড়ন-বিস কর্ত্তৃক স্থাপিত। পূর্ব্বনাম বোবন্ বা জেজুব। এখানে ভবানী দেবীর ও তেলঙ্কলাদেবীর মন্দিরই প্রধান।

কসবা—সর্ব্বপ্রাচীন এবং উপবিভাগের সদর। অম্বরখানা, পুরন্দরের ভবন (পুরন্দরবাড়া), শেখসল্লার দুইটী কবর এবং গণপতির মন্দির প্রধান।

আদিত্যবার—পূর্ব্ব নাম মালমপুর; বালাজি বাজীরাওর রাজত্ব-সময়ে মহাজন-ব্যবহার জোষী-প্রতিষ্ঠিত। দুর্জ্জনসিংহের পাগ, ফড়্‌কের প্রাসাদ, বোহোরাদিগের জমাৎখানা, জমা মস্‌জিদ ও সোমেশ্বর-মন্দির প্রধান।

গণেশ—পূর্ব্বোক্ত জীবাজী পন্থ খাস্‌গিবালের প্রতিষ্ঠিত। মারু-তির দোলমন্দির এবং দগড়ী নাগোরার নাগপঞ্চমী মেলাই শ্রেষ্ঠ।

বেতাল—পূর্ব্বনাম গুরুবার। উক্ত জীবাজীপন্থের প্রতিষ্ঠিত। বেতালমন্দির নির্ম্মিত হইবার পর ইহা বর্ত্তমান নামে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীপার্শ্বনাথ ও বেতাল মন্দির এবং রাজা বাগশেরের তকিয়া দেখিবার জিনিস।

মুজফরজঙ্গ—সর্দ্দার মুজঃফর-জঙ্গের প্রতিষ্ঠিত।

ঘোরপড়ে—৭ম পেশবার রাজত্ব সময়ে মালোজীরাও ভোন্‌স্‌লে

ঘোরপড়ে স্থাপিত। এইস্থান পূর্ব্বে ঘোরপড়ে বা অশ্বারোহী সেনাদলের অধিকারভুক্ত ছিল।

শনিবার—পূর্ব্বনাম মুর্ত্তাবাদ। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দের প্রথম ভাগে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত। এখানে শনিবারবাড় বা পুরাতন রাজবাটীর ধ্বংসাবশেষ, মণ্ডই, ওঙ্কারেশ্বর, হরিহরেশ্বর, অমৃতেশ্বর ও শনিবার মারুতিমন্দির এবং পিঁজরাপোল আছে।

নারায়ণ—৫ম পেশবা নারায়ণরাও বল্লালের নামানুসারে খ্যাত মোদিচা ও মাতিচা গণপতির মন্দির, অষ্টভুজা-মন্দির, গায়কবাড়-ভবন এবং মানকেশ্বরের বিষ্ণুমন্দির প্রধান।

সদাশিব—৩য় পেশবার ভ্রাতা সদাশিব রাও ভাউ কর্ত্তৃক স্থাপিত। ইংরাজাধিকারের পর ইহার পুনঃসংস্কার হইয়া 'নবি' নামে খ্যাত হইয়াছে। লকড়ীপুল, বিঠোবা, মুরলীধর ও নরশীশর মন্দির, খাজিনাবিহার, নানাফড়নবিসের জলাধার, বিশ্রামবাগ (১৮৭৯ খৃঃ অঃ অগ্নিতে ইহার কতকাংশ নষ্ট হইয়া যায়), প্রতিনিধির গোট, সোভিয়া মহসোবার মন্দির, সাম্বুনের আতুরাশ্রম, পার্ব্বতীহ্রদ ও মন্দির প্রভৃতি প্রধান।

বুধবার—১৬৯০খৃঃ অব্দে সম্রাট্ অরঙ্গজেবের প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব্বনাম মহজাবাদ। ৮ম পেশবার রাজপ্রাসাদ (১৭৯৬-১৮১৭ খৃঃ) বা বুধবারাবাড়, বেলবাগ, ভাজিয়া মারুতির মন্দির, কোতয়াল চাবড়ি, তাম্বড়ী যোগেশ্বরী, কালী যোগেশ্বরী ও থনালী রামের মন্দির, মোরোবা দাদার ভবন, ভিদের ভবন, ধম্ধারের ভবন, ঠট্টের রামমন্দির ও পাসোদিয়া-মারুতির মন্দিরই প্রধান।

শুক্রবার—জীবাজী পন্থ খাসগিবালে-প্রতিষ্ঠিত। এখানে তালিম্খানা, তুলসীবাগ, লক্কড়খানা, কালাহ্রদ, ভাবনখানী, রামেশ্বরমন্দির, পন্থসচিবের প্রাসাদ, চৌধুরীভবন, হীরাবাগ ও পরেশনাথের মন্দিরই প্রধান।

পুণানগরের মধ্যভাগে ও বহির্দ্দেশে পার্ব্বতী, পাষাণ, বৃদ্ধেশ্বর, ভৈরব, পঞ্চালেশ্বরের গুহামন্দির, ওঙ্কারেশ্বর, হরিহরেশ্বর, অমৃতেশ্বর, নাগেশ্বর, সোমেশ্বর, রামেশ্বর ও সঙ্গমেশ্বর মহাদেবের মন্দির এবং বালাজী, নরপৎসীর, নর্শোবা খুন্ত্যা, মুরলীধর, গোসমপুরের বিষ্ণু, তুলসীবাগের রাম, বেলবাগের বিষ্ণু ও লকড়ীপুলের বিঠোবার মন্দির, এতদ্ভিন্ন ভবানী, তাড়বড়ী, যোগেশ্বরী প্রভৃতি দেবীমন্দির ও গণপতির মন্দির আছে। উক্ত মন্দিরগুলির প্রায়ই নদীতটে অবস্থিত। ইহাদের কারুকার্য্য মন্দ নহে।

উপরি উক্ত মন্দির ও অট্টালিকাদি ব্যতীত কল কৃষি ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার জন্য একটী বৈজ্ঞানিক বিশ্ববিদ্যালয়, সিন্দিয়া ছত্রী, বারুদ ও গুলিখানা, গোরাবাগান, ৭টী খৃষ্টানী গির্জ্জা, পার্শীদিগের প্রেতভবন, হোলকর-সেতু, সঙ্গমপুল ও ওয়েলেস্‌লি প্রভৃতি সেতু, সেনাবারিক, জেলখানা ও সাধারণ পুস্তকালয় প্রভৃতি কএকটী সাধারণ স্থান আছে। মুসলমানাধিকারে (১২৯০-১৬৩৬ খৃঃ অব্দে) কসবা নগরেই সেনানিবাস ছিল। এ কারণে উক্ত নগর শ্বেত প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল। এই প্রাচীন দুর্গ মুতানদীর তীরে এখন জুনাকোট নামে খ্যাত। কোঙ্কণ-দরজা, নগরদ্বার, গালিবেশ, কুম্ভাবাস প্রভৃতি কএকটী দ্বার আছে। কির্কি ও পুণায় সেনার ছাউনী আছে।

পুণার সংস্কৃত নাম পুণ্যপুর। পুণ্যসলিলা ও মুলার সঙ্গমস্থলে অবস্থান জন্য এবং দেবমন্দিরাদিতে ব্যাপ্ত থাকায় ইহা পুণ্যজীবন হিন্দুগণসেবিত একটী প্রাচীন নগর মধ্যে গণ্য হইয়াছে। ভামর্দার পঞ্চালেশ্বর প্রভৃতি শৈব গুহামন্দির এবং গণেশ খিন্দের বহুকালস্থায়ী গুহাগুলিই উহার প্রাচীনত্বের একমাত্র নিদর্শন *। এই প্রাচীন সময়ে পুণানগরে ব্রাহ্মণগণের বাস ছিল। সংস্কার-বশে তাহারা উপদেবতার প্রকোপ হইতে নগরকে রক্ষা করিবার জন্য বহিরোবা, মহাশোবা, নারায়ণেশ্বর, পুণ্যেশ্বর ও মারুতিদেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিতেন। ১২৯০ খৃঃ অব্দে দিল্লীশ্বর আলাউদ্দীন্ খিলজির সৈন্যগণ পুণা অধিকার করিয়া লয়। বিধর্ম্মী মুসলমানের অত্যাচারে ও প্রভাবে পুণ্যেশ্বর ও নারায়ণেশ্বর-মন্দির যথাক্রমে বড় ও ছোট সেথ সল্লার দরগায় রূপান্তরিত হইয়া যায়। শিবাজীর পিতামহ মালোজী ভোন্‌স্‌লেকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে আহ্মদনগরপতি ২য় বাহাদুর নিজাম তাঁহাকে পুণা, সুপা, শিবনের ও চাকন বিভাগ দান করেন। ঐ সম্পত্তির অধিকৃত দুর্গগুলিও তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়।

১৬২০ খৃঃ অব্দে আহ্মদনগরমন্ত্রী মালিক অম্বরের সেনানায়ক সিদ্দি য়াকুবের অত্যাচারে এবং ১৬৩০ খৃঃ অব্দে দুর্ভিক্ষের প্রপীড়নে অনেক লোক পুণা ছাড়িয়া পলায়ন করে। উক্ত সম্বৎসরে বিজাপুররাজ মাহ্মুদের [illegible] মুরার জগদেবরাও মালোজীর পুত্র শাহজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া পুণানগর ধ্বংস করেন। অতঃপর শাহজী বিজাপুররাজের অধীনতা স্বীকার করিলে পুনরায় ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে উক্ত মাহ্মুদ শিবাজীর পিতাকে তদীয়

* স্থানীয় প্রবাদ প্রায় ৫৩৫ শকে, কিন্তু উহার গঠনাদি দেখিয়া কেহ কেহ খৃষ্টীয় ৭ম।৮ম শতাব্দে গঠিত বলিয়া বিবেচনা করেন। লর্ড ভেলেন্সিয়া (Lord Valentia, 1803) টলেমী-কথিত Punnata or Punnatu-কেই বর্ত্তমান পুণা নগর বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। ভ্রমণকারী ফ্রাইয়ার (Fryer) (১৬৭৩-৭৫ খৃঃ অঃ) তদীয় মানচিত্রে পুণা নগরকে Panatu নামে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে অনুমান হয়, প্রাচীন মানচিত্রের 'Panatu' ও টলেমীর Punnatu একই।

পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার প্রদান করেন। প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শাহজী পুণার আপনার বাসস্থান মনোনীত করিলেন এবং দাদাজী কোণ্ডদেব নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে নিজ সম্পত্তি পর্য্যবেক্ষণের ভার দিলেন। ইহারই যত্নে শ্রীহীন পুণানগর পুনরায় লোকাকীর্ণ এবং দিন দিন সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল। মহারাষ্ট্রগৌরব শিবাজী ও তাঁহার মাতা জিজিবাইর বাসের জন্য দাদাজী লালমহাল (বর্ত্তমান অম্বরখানা) নামে একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করান। ১৬৪৭ খৃঃ অব্দে কোণ্ডদেবের মৃত্যু হইলে শিবাজী স্বয়ং শাসনভার গ্রহণ করেন। ১৬৬২ খৃঃ অব্দে মরাঠাদস্যুদিগের উপদ্রব-নিবারণ জন্য আরঙ্গাবাদের শাসনকর্ত্তা সায়েস্তা খাঁ শিবাজীকে আক্রমণ করিলেন। শিবাজী পলাইয়া সিংহগড় দুর্গে আশ্রয় লইলেন। ক্রমে পুণা, সুপা ও চাকনের সমস্ত দুর্গগুলিই মোগল কবলিত হইল। ১৬৬৩ খৃঃ অব্দে সায়েস্তা খাঁ লালমহলে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। আপন কক্ষে যবনের শয়ন শিবাজীর চক্ষে সহিল না। তিনি পুণা আক্রমণে দৃঢ়সংকল্প হইলেন। বরযাত্রীর অভিযানে যাইয়া তিনি নিদ্রিত সায়েস্তা খাঁকে আক্রমণ করিলেন। সায়েস্তা খাঁ প্রাণ লইয়া পলাইলেন, অতঃপর সেনাপতি জয়সিংহ পুণা দখল করিয়া লইলেন। ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে শিবাজীর সুচতুর পলায়নে তুষ্ট হইয়া সম্রাট্ আরঙ্গজেব তাঁহাকে পুণা, চাকন ও সুপা ফিরাইয়া দেন। অতঃপর খানজাহানের পুণা আক্রমণ এবং ১৭৬৩ খৃঃ অব্দে হায়দরাবাদের নিজাম আলী কর্ত্তৃক পুণানগর লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হইয়াছিল।

হোলকর ও সিন্দিয়া-রাজের আধিপত্যে ক্রমশঃই পেশবাদিগের বলক্ষয় হইতেছিল। মহারাষ্ট্রক্ষেত্র দিন দিন রণনিনাদে স্ফুরিত হইতে লাগিল। ক্রমেই ইংরাজরাজের সহায়তা আবশ্যক হইয়া উঠিল। ১৮৮২ খৃঃ অব্দে বসাঁইর (বেসিনের) সন্ধিসর্ত্তে ইংরাজের সাহায্যকারী সেনাদল পেশবার অধিকার মধ্যে রক্ষিত হইয়াছিল। প্রশ্রয় পাইয়া তাহারা রাজকীয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিল। ১৭৯২ খৃঃ অব্দে সর চার্লস ম্যালেট প্রথম প্রতিনিধি হইয়া এখানে আসেন। ১৮১৭ খৃঃ অব্দে পেশবা বাজীরাও ইংরাজের সহিত সন্ধি করিলেন। উহা Treaty of Poona নামে খ্যাত। এই সময় দাক্ষিণাত্যে পেণ্ডারিদস্যুদিগের উপদ্রব হয়। ইংরাজরাজ তাহাদের দমন জন্য পেশবার সাহায্য চাহিলেন। পেশবাও দশেরার পর সৈন্য দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। দশেরাও অতিবাহিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে মরাঠা-সেনা আসিয়া পুণার চারিদিকে সমবেত হইতে লাগিল। মরাঠাগণ জুনমাসের সন্ধি ভুলিয়া উক্ত বৎসরের নবেম্বর মাসে ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিল। কির্কীর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মরাঠাগণ আত্মসমর্পণ করিল। বৃটীশের বিজয়-নিশান পুণাবক্ষে ভাস্মান হইল। এই সময়ে ইংরাজ-সৈন্যের অত্যাচারে পুণাবাসী ধনে প্রাণে নষ্ট হইয়াছিল। ১৮১৮ খৃঃ অব্দে কোরিগাঁওর যুদ্ধে মরাঠাসৈন্য পরাজিত হইলে ইংরাজরাজ পেশবা বাজিরাওকে রাজ্যচ্যুত করিয়া স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করিলেন এবং পেশবাকে কানপুরের নিকটবর্ত্তী বিঠুর নগরে নজরবন্দী রাখিতে পাঠাইয়া দিলেন। ১৮১৯ খৃঃ অব্দে ব্রাহ্মণগণের অধিনায়কতায় পুণানগরে ইংরাজহত্যার জন্য একটী দুষ্টদল গঠিত হয়। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ সাহেব ষড়যন্ত্রকারী দলপতিদিগকে কামানের গোলায় উড়াইয়া দেন। অতঃপর পুণায় আর কোন বিশেষ ঘটনা ঘটে নাই। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় এখানে বিদ্রোহ-লক্ষণ দেখা যায়। ১৮৬০ খৃঃ অব্দে রেলপথ বিস্তৃত হওয়ায় এখানকার বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। ১৮৭৬-৭৭ খৃষ্টাব্দে এক্ষণে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ ঘটে। ১৮৭৯ খৃঃ অব্দে খড়কবাসলায় জলের কল স্থাপিত হওয়ায় নগরের অনুর্ব্বর স্থানও ফলপুষ্পে শোভিত হইয়াছিল। এই সময়ে দস্যুপতি বাসুদেব বলবন্ত ফড়্‌কের উপদ্রবে পুণাবাসী উত্ত্যক্ত হইয়াছিল। এক্ষণে পুণা-নগর দক্ষিণ-ভারতের সামরিক বিভাগের প্রধান কেন্দ্র মধ্যে গণ্য হইয়াছে।

পুণাখ, ভুটান রাজ্যের শৈত্যানিবাস। অক্ষা° ২৭° ৩২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯°৫৩´পূঃ। এই নগর দার্জ্জিলিঙ্গ হইতে প্রায় ৫০ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে ভাম্বনী নদীতীরে অবস্থিত। দারুণ শীতের সময় এখানে ভুটান দরবার বসে এবং ভারতের সমতলক্ষেত্রে গমনাগমনের সুবিধার জন্য এখানে বহু লোক দেখা যায়।

পুণাদ্রা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর মহীকান্থা এজেন্সীর অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। বক্রুখনদীতীরে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ১২॥০ বর্গমাইল। এখানে সর্ব্বসমেত ১১টী গ্রাম আছে। পুণাদ্রার সর্দ্দারগণের উপাধি মিঞা, মিঞা সর্ব্ব অভয়সিংহ সর্দ্দার কোলি জাতির সুখ্‌বানা বংশসম্ভূত। কিন্তু তিনি ইস্‌লাম্ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেও তৎপরবর্ত্তী মিঞা সর্দ্দারগণ বর্দ্ধিষ্ণু মুসলমানগৃহে আপনাদের কন্যার বিবাহ দেন, কিন্তু নিজেরা কোলিসর্দ্দারদিগের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ইহাদের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ক্রিয়াকলাপেও হিন্দু ও মুসলমানভাব জড়িত। ইহারা গোর দেয়। রাজার বাৎসরিক আয় ১৫৭০০ টাকা, তন্মধ্যে ৩৭১৻ টাকা বরোদার গায়কবাড়রাজকে দেয়।

পুণ্ড (পুং) পুণ্ডাতে ইতি পুড়ি মর্দ্দে ঘঞ্। তিলক। (জটাধর)

পুণ্ডরিন্, পুণ্ডং তিলকমৃচ্ছতীতি ঋ-গিনি। ক্ষুদ্রবিটপ, ইহার পত্র শালপর্ণী পত্রের তুল্য। চলিত পুণ্ডারিয়া। পর্য্যায়,—পৌণ্ডরীক, পুণ্ডরীক, পুণ্ডরীয়ক, প্রপৌণ্ডরীক, চক্ষুষ্য, পৌণ্ডর্য্য, স্থল-

পুষ্পক, সালপুষ্প, দৃষ্টিকৃৎ, স্থলপদ্ম, মালক। (শব্দরত্নাবলী)। এই বৃক্ষ হস্তী ও মনুষ্যদিগের চক্ষুরোগে হিতকর।"

পুণ্ডরীক (ক্লী) পুণ্ড মর্দ্দে (ফর্ফরীকাদয়শ্চ। উণ্ ৪।২০) ইতি ঈকন্ প্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ শ্বেতপদ্ম, পর্য্যায়,— সিতাম্ভোজ, শতপত্র, মহাপদ্ম, সিতাম্বুজ। (রত্নমালা)। [বিশেষ বিবরণ শ্বেতপদ্ম দেখ।]

"পুণ্ডরীকাতপত্রস্তং বিকসৎকাশচামরঃ।
ঋতুর্বিড়ম্বয়ামাস ন পুনঃ প্রাপ তচ্ছ্রিয়ম্॥" (রঘু ৪।১৩)

২ পদ্মমাত্র। (ভরতধৃত ব্যাড়ি)। ৩ শ্বেতচ্ছত্র। ৪ ভেষজভেদ। (মেদিনী)। ৫ সাত প্রকার মহা কুষ্ঠের মধ্যে একপ্রকার কুষ্ঠ। ইহার লক্ষণ—

"সশ্বেতং রক্তপর্য্যন্তং পুণ্ডরীকং দলোপমম্।
সোৎসেধঞ্চ সরাগঞ্চ পুণ্ডরীকং তদুচ্যতে॥" (নিদান)।

যে কুষ্ঠে উন্নত মণ্ডল সকল রক্ত পদ্মের পাতার ন্যায় শ্বেত ও রক্তবর্ণ হয়, তাহাকে পুণ্ডরীক কুষ্ঠ কহে। (পুং) পুণ্ডরীকবদ্ বর্ণোঽস্ত্যস্যেতি অচ্। ৬ অগ্নিকোণস্থিত দিগ্‌গজ। ৭ ব্যাঘ্র। ৮ কোষকারভেদ। (মেদিনী) ৯ সহকার। ১০ গণধর। ১১ রাজিলসর্প। ১২ গজজ্বর। (হেম) ১৩ দমনকবৃক্ষ। (রাজনি°) ১৪ ধান্যবিশেষ। "পুষ্পাণ্ডকঃ পুণ্ডরীকস্তথা মহিষমস্তকঃ।" (ভাবপ্র° পূ)। ১৫ কমণ্ডলু। ১৬ শ্বেতবর্ণ। ১৮ ক্রৌঞ্চদ্বীপস্থিত পর্ব্বতবিশেষ।

"দেবাবৃতঃ পরেণাপি পুণ্ডরীকো মহান্ গিরিঃ।
এতে রত্নময়াঃ সপ্ত ক্রৌঞ্চদ্বীপস্য পর্ব্বতাঃ॥"(মৎস্যপু°১২১।৮১)

১৮ তীর্থবিশেষ। শুক্ল পক্ষের দশমী তিথিতে এই পুণ্ডরীক তীর্থে স্নানদানাদি করিলে অশেষ পুণ্য হইয়া থাকে।

"শুক্লপক্ষে দশম্যাঞ্চ পুণ্ডরীকং সমাবিশৎ।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ পুণ্ডরীকফলং লভেৎ॥" (ভা°৩।৩০।১৭)

১৯ যক্ষবিশেষ। ২০ নাগবিশেষ। (ভারত৫।১৩৩।১৩)। ২১ রামচন্দ্রবংশীয় নৃপবিশেষ। (রঘু ১৮।৮)

পুণ্ডরীকাঃ সন্ত্যত্রেতি অচ্। (ত্রি) ২২ পুণ্ডরীক বিশিষ্ট।

"পয়োদস্তু হ্রদোনিলঃ স শুভঃ পুণ্ডরীকবান্।
পুণ্ডরীকাৎ পয়োদাচ্চ তস্মাৎ দ্বে সম্প্রসূয়তাম্॥"(মৎস্যপু°১২০।৬৮)

২৩ শর্করা। ২৪ আজা। (রাজনি°) ২৫ ইক্ষু। (বৈদ্যকনি°)। (স্ত্রী) ২৬ বশিষ্ঠের কন্যা। ২৭ একটী অপ্সরা।

পুণ্ডরীক, ১ নাটকলক্ষণ নামে কাব্যরচয়িতা।

২ রক্তাক্ষীদেবতার ভক্ত এবং ভদ্রমুনির কুলোদ্ভব একজন ক্ষত্রিয় রাজা। (সহ্যাদ্রি° ৩৩।৮৯)

৩ পোদ, তেলিয়া ও কৈবর্ত্তদিগের পদবী।

পুণ্ডরীকপ্লব (পুং) প্লবজাতীয় জলচরপক্ষিভেদ। এই পক্ষী সকল সংঘাতচারী। ইহাদের মাংসগুণ রক্তপিত্তনাশক, শীতল, স্নিগ্ধ, বৃষ্য, বায়ুনাশক, মলমূত্রের বর্দ্ধক, ইহা রসে ও পাকে মধুর। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৪৭ অধ)।

পুণ্ডরীকপুর, জনপদভেদ। স্কন্দপুরাণান্তর্গত পুণ্ডরীকপুর-মাহাত্ম্যে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে।

পুণ্ডরীকমুখী (স্ত্রী) নির্ব্বিষ জলৌকাভেদ। যে জলৌকার মুগের ন্যায় বর্ণ এবং পদ্মের মত মুখ, তাহাদিগকে পুণ্ডরীকমুখী কহে।

পুণ্ডরীক বিট্‌ঠল, একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। কর্ণাটকবাসী মাধব-সিংহরাজের পুত্র। ইনি সম্রাট্ অকবরের সভাপণ্ডিত ছিলেন। নর্ত্তননির্ণয়, এবং রাগমঞ্জরী, শীঘ্রবোধিনী, নামমালা ও ষড়্‌রাগ-চন্দ্রোদয় নামে চারিখানি সঙ্গীতবিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, চট্টগ্রামবাসী, মহাপ্রভুর একজন প্রধান ভক্ত। স্বরূপনির্ণয়ে ইনি বৃষভানু রাজার স্বরূপ বলিয়া কথিত। [চৈতন্যচন্দ্র শব্দের শেষাংশে মহান্তগণের স্বরূপ-নির্ণয় দ্রষ্টব্য।] শ্রীমহাপ্রভু রাধাভাবে ইহাকে "পিতা" বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

পুণ্ডরীক ধনী লোক ছিলেন, নবদ্বীপে তাঁহার একবাড়ী ছিল। একদিন গদাধর ইহাকে দেখিতে গিয়া ইহার জাঁকজমক দর্শনে বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়া ভাবিলেন, "ভাল বৈষ্ণব দেখিতে আইলাম, এ দেখি সৌখিনের চূড়ামণি।" কিন্তু একটু পরেই তাহার ভ্রম অপনোদিত হইল। সঙ্গী মুকুন্দ দত্ত একটী কৃষ্ণনাম করিবামাত্র কৃষ্ণপ্রেমে পুণ্ডরীক অধীর হইলেন, মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার বেশভূষা শিথিল হইল, তিনি ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। গদাধর তাঁহার ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন ও তাঁহার নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া আপন অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন।

পুণ্ডরীকাক্ষ (ক্লী) পুণ্ডরীকবদক্ষিণী যস্মাৎ, ষচ্ সমাসান্তঃ। ১ পুণ্ডার্য্যা। (শব্দচ)। (পুং) পুণ্ডরীকবদক্ষিণী নেত্রে যস্য। ২ বিষ্ণু, নারায়ণ।

"পুণ্ডরীকং পরং ধাম নিত্যমক্ষরমব্যয়ঃ।
তদ্ভাবাৎ পুণ্ডরীকাক্ষোদস্যুত্রাসাজ্জনার্দ্দনঃ॥"(ভারত৫।৭০।৬)।

অপবিত্র বা পবিত্র যে কোন অবস্থায় পুণ্ডরীকাক্ষ নাম স্মরণ করে, তাহা হইলে তাহার বাহ্য ও অভ্যন্তরশুচি হয়।

"অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ॥"
(বামনপু° ৩৩ অঃ)

পূজাদি প্রত্যেক কার্য্য করিবার পূর্ব্বে এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। ৩ জলচর পক্ষিবিশেষ। (চরক সূত্রস্থা° ২৭ অঃ)।

পুণ্ডরীকাক্ষ, একজন পণ্ডিত। ইহার পিতার নাম শ্রীকণ্ঠ। ইনি

কলাপদীপিকা নামে একখানি ভট্টিকাব্যটীকা, কাতন্ত্রপরিশিষ্ট-টীকা ও বক্তব্যবিবেক নামে দুইখানি ব্যাকরণ রচনা করেন।

২ মুনিবিশেষ। ইনি জ্যায়সীকে বিবাহ করেন। (লিঙ্গ৫।৪৮)

৩ পোদজাতির শাখাভেদ। রেশমের গুটী উৎপন্ন করা ইহাদের প্রধান ব্যবসা। [পোদ দেখ।]

পুণ্ডরীয়ক (ক্লী) ১ স্থলপদ্ম। ২ প্রপৌণ্ডরীক। (রাজনি°)

পুণ্ডাক, বিহারবাসী শাকদ্বীপি-ব্রাহ্মণগণের একটী পুর বা থাক।

পুণ্ডার্য্য (ক্লী) পুণ্ডতীতি পুড়ি-অচ্, তস্যার্য্যঃ প্রধানঃ, শকন্ধাদিত্বাৎ সাধুঃ। প্রপৌণ্ডরীক। [পুণ্ডরীক দেখ]।

পুণ্ড্র, বা পট্টসূত্রকার। গুটীর পরিপোষণ এবং রেশম জন্মিলে তাহা নিষ্কাশনপূর্ব্বক সূত্র নির্ম্মাণ ইহাদের প্রধান ব্যবসা ছিল।

পুণ্ড্র (পুং) পুণ্ড্যন্তে গুড়শর্করাদ্যর্থং চূর্ণীক্রিয়ন্ত ইতি পুড়ি মর্দ্দে রক্ (স্ফায়িতঞ্চীতি। উণ্ ২।১৩) ১ ইক্ষুভেদ, চলিত পুঁড়ি আক। ২ দৈত্যবিশেষ। ৩ অতিমুক্তক। ৪ চিত্র। ৫ কৃমি। ৬ পুণ্ডরীক। ৭ ভূমন্। (মেদিনী) ৮ তিলকবৃক্ষ। (হেম) ৯ হ্রস্বপ্লক্ষ। (রাজনি°) ১০ অশ্বদেহস্থিত চিহ্নবিশেষ*। [ইহার বিবরণ পুণ্ড্রক দেখ।]

১১ বলিরাজের ক্ষেত্রজ পুত্রবিশেষ। ইহার নামে পুণ্ড্র-দেশ হইয়াছিল।

"বলিঃ সুদেষ্ণাং ভার্য্যাং স্বাং তস্মৈ তাং প্রাহিণোৎ পুনঃ।
তাং স দীর্ঘতমাঙ্গেষু স্পৃষ্ট্বা দেবীযথাব্রবীৎ॥
ভবিষ্যন্তি কুমারাস্তে তেজসাদিত্যবর্চ্চসঃ।
অঙ্গো বঙ্গঃ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্রঃ সুহ্মশ্চ তে সুতাঃ॥"
(ভারত ১।১০৪।৪৭-৪৮)

* "অত উর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি পুণ্ড্রাণাং লক্ষণং শুভম্।
আনুপূর্ব্ব্যা যথাদৃষ্টং মুনিভিস্তত্ত্ববেদিভিঃ॥
শক্তিশঙ্খগদাখড়্গপদ্মচক্রাঙ্কুশোপমাঃ।
শরাসনসমাকারাঃ প্রশস্তাঃ পুণ্ড্রকাঃ স্মৃতাঃ॥
মৎস্যভৃঙ্গারপ্রাসাদস্রগ্‌বেদীযূপসন্নিভাঃ।
শ্রীবৃক্ষদর্পণাকারাঃ শুভদাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
শিরো ললাটবদনং যঃ পুণ্ড্রো ব্যাপ্য তিষ্ঠতি।
সধন্যঃ পূজিতো নিত্যমৃজুকশ্চৈব যো ভবেৎ॥
পর্ব্বতেন্দুপতাকাভা যে চ স্রক্‌দামসন্নিভাঃ।
তে সর্ব্বে পূজিতাঃ পুণ্ড্রা ধনধান্যফলপ্রদাঃ॥
ইতি পুণ্ড্রাঃ শুভাঃ প্রোক্তাঃ পূর্ব্বশাস্ত্রানুসারতঃ।
অশুভাংশ্চৈব বক্ষ্যামি যথাযোগং সমাসতঃ॥
কাককঙ্ককবন্ধাহি গৃধ্রগোমায়ু-সন্নিভাঃ।
শূলাগ্রা বামদেহস্থাঃ পুণ্ড্রকাঃ ন শুভাঃ স্মৃতাঃ॥
জিহ্মা কল্মষরূক্ষানি ভস্মবর্ণনিভানি চ।
পুণ্ড্রকাণি ন শস্যন্তে বিবর্ণানি বাজিনঃ॥" (অশ্ববৈদ্যক ৩।৭৩-৮১)

বলিরাজের অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম নামে পুত্র জন্মিয়াছিল। এই পুত্রগণ যে যে স্থলে বাস করিয়াছিল, সেই সেই স্থলে সেই সেই নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। এইরূপে অঙ্গ ও বঙ্গ প্রভৃতি দেশ হইয়াছে। স্বার্থে-ক। ১২ মাধবীলতা। ১৩ তিলক, ফোটা। ১৪ বহুবচন অর্থে পুণ্ড্রদেশীয় লোক সকল।

পুণ্ড্র, পুরাণাদি বর্ণিত জনপদবিশেষ ও সেই জনপদের অধিবাসী জাতিভেদ। ঋগ্বেদের ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে সর্ব্বপ্রথম এই জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐতরেয়ব্রাহ্মণে লিখিত আছে—

'ঋষি বিশ্বামিত্রের শতপুত্র ছিল, তন্মধ্যে পঞ্চাশ জন মধুচ্ছন্দা অপেক্ষা বয়সে বড় এবং পঞ্চাশ জন তাঁহা অপেক্ষা ছোট। জ্যেষ্ঠগণ (শুনঃশেপের অভিষেকে) সন্তুষ্ট হইল না। বিশ্বামিত্র তাহাদিগকে এই বলিয়া অভিশাপ দিলেন, 'তোদের বংশধরগণ অন্ত্যজ হইবে। ইহারাই অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর, মূতিব ইত্যাদি অতি নীচ অনেক জাতি। এইরূপে বিশ্বামিত্র-পুত্রগণ হইতে দস্যুগণ উৎপন্ন হইয়াছে।"[১]

মহাভারতেও পুণ্ড্র জাতি দস্যু মধ্যে পরিগণিত, যথা—

"যবনা কিরাতা গান্ধারাশ্চীনাঃ শবরবর্ব্বরাঃ।
শকাস্তুষারা কঙ্কাশ্চ পহ্নবাশ্চান্ধ্রমদ্রকাঃ॥
পৌণ্ড্রাঃ পুলিন্দা রমঠাঃ কাম্বোজাশ্চৈব সর্ব্বশঃ।
ব্রহ্মক্ষত্রপ্রসূতাশ্চ বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ মানবাঃ॥
কথং ধর্ম্মাংশ্চরিষ্যন্তি সর্ব্বে বিষয়বাসিনঃ।
মদ্বিধৈশ্চ কথং স্থাপ্যাঃ সর্ব্বে বৈ দস্যুজীবিনঃ।"
(শান্তিপ° ৬৫ অঃ)

যবন, কিরাত, গান্ধার, চীন, শবর, বর্ব্বর, শক, তুষার, কঙ্ক, পহ্নব, অন্ধ্র, মদ্রক, পৌণ্ড্র, পুলিন্দ, রমঠ ও কাম্বোজ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হইতে প্রসূত মানব সকল কিরূপ ধর্ম্ম আচরণ করিবে এবং দস্যুজীবিদিগকেই বা আমি কি নিয়মে শাসন করিব? [দস্যুদিগের ধর্ম্ম দস্যুশব্দে দ্রষ্টব্য।]

মনুসংহিতার মতে, পৌণ্ড্রাদি সকলে পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ছিল, সংস্কার ও ব্রাহ্মণ অভাবে বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥
পৌণ্ড্রকাশ্চোড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ॥"(মনু ১০।৪৩-৪৪)

মহাভারতকারও পৌণ্ড্রদিগকে এক স্থানে বৃষলত্ব প্রাপ্ত

(১) "অন্তান্ বঃ প্রজা ভক্ষীষ্টেতি ত এতেহন্ধ্রা পুণ্ড্রাঃ শবরাঃ পুলিন্দা মূতিবা ইত্যুদন্ত্যা বহবো ভবন্তি। বৈশ্বামিত্রা দস্যূনাং ভূয়িষ্ঠাঃ।" (৭।১৮)

ক্ষত্রিয় জাতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।২ কিন্তু সভাপর্ব্বে আবার তিনপ্রকার পুণ্ড্রের উল্লেখ আছে। যথা—

"পৌণ্ড্রিকাঃ কুকুরাশ্চৈব শকাশ্চৈব বিশাম্পতে।
অঙ্গা বঙ্গাশ্চ পুণ্ড্রাশ্চ শাণবত্যা গয়াস্তথা॥
সুজাতয়ঃ শ্রেণিমন্তঃ শ্রেয়াংসঃ শস্ত্রধারিণঃ।
আহর্ষুঃ ক্ষত্রিয়াঃ বিত্তং শতশোহজাতশত্রবে॥
বঙ্গাঃ কলিঙ্গাঃ মগধাস্তাম্রলিপ্তাঃ সুপুণ্ড্রকাঃ।
দৌবালিকাঃ সাগরকাঃ পত্রোর্ণাঃ শৈশবাস্তথা॥
কর্ণপ্রাবরণাশ্চৈব বহবস্তত্র ভারত।
তত্রস্থা দ্বারপালৈস্তৈঃ প্রোচ্যন্তে রাজশাসনাৎ॥
কৃতকালাঃ সুবলয়স্ততো দ্বারমবাপ্স্যথ॥" (সভাপ° ৫২।১৬-১৯)

পৌণ্ড্রিক, কুকুর এবং শক প্রভৃতি। অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, শাণবত্য ও গয় নামক জনপদবাসী সুজাতি, গোষ্ঠীমন্ত, শ্রেষ্ঠ ও শস্ত্রধারী ক্ষত্রিয়গণ যুধিষ্ঠিরের নিমিত্ত শত শত ধন আহরণ করিয়াছিলেন। (কিন্তু) বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ, তাম্রলিপ্ত, সুপুণ্ড্রক, দৌবালিক, পত্রোর্ণ*, শৈশব ও বহুসংখ্য কর্ণপ্রাবরণগণ তথায় উপস্থিত হইল, রাজশাসনানুসারে দ্বারপালগণ এইরূপ বলিয়াছিল যে, 'তোমরা যদি কিছুকাল অপেক্ষা কর ও যদি সুন্দর উপহার আনিয়া থাক, তাহা হইলে দ্বার পাইবে।'

মহাভারতের উক্ত প্রমাণে পৌণ্ড্রিক, পুণ্ড্র ও সুপুণ্ড্রক এই তিন জাতির উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। এতন্মধ্যে পৌণ্ড্রকগণ শক, দরদাদি সহ উক্ত থাকায় মনুসংহিতা-বর্ণিত পৌণ্ড্রক নামক বৃষলত্বপ্রাপ্ত ক্ষত্রিয় বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু অপর পুণ্ড্রগণ স্পষ্ট সুক্ষত্রিয় বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে, এজন্য ইহারা দ্বারপ্রবেশকালে দ্বারপাল কর্তৃক নিবারিত হয় নাই, কিন্তু সাগরকাদি নীচ জাতির সহিত সুপুণ্ড্রকগণ দ্বারপাল কর্তৃক নিবারিত হইয়াছে। এরূপ স্থলে সুপুণ্ড্রকদিগকে হীনজাতি বলিয়াই মনে হইতেছে।

কর্ণপর্ব্বে লিখিত আছে, 'কুরু, পাঞ্চাল, শাল্ব, মৎস্য, নৈমিষ, কোশল, কাশ, পৌণ্ড্র, কলিঙ্গ, মগধ ও চেদিদেশীয় মহাত্মারা সকলেই শাশ্বত পুরাতন ধর্ম্ম সবিশেষ অবগত আছেন এবং তদনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন।৩

কর্ণপর্ব্বোক্ত পৌণ্ড্রগণকে সুজাতীয় বলিয়াই বোধ হইতেছে। সম্ভবতঃ ইহাদের সহিত বৃষলত্বপ্রাপ্ত পৌণ্ড্রকগণের অথবা নীচ সুপুণ্ড্রকগণের সম্বন্ধ নাই।

আবার মহাভারতের আদিপর্ব্বে লিখিত আছে,—'ক্ষত্রিয়রাজ বলির পুত্রসন্তান হয় নাই। তিনি একদিন গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়া দেখিলেন, এক অন্ধ ঋষি নদীর স্রোতে ভাসিয়া আসিতেছেন। ধার্ম্মিক রাজা অবিলম্বে তাঁহাকে জল হইতে তুলিয়া আপন আবাসে আনয়ন করিলেন। সেই অন্ধ ঋষির নাম দীর্ঘতমা। রাজা তাঁহাকে তাঁহার ক্ষেত্রে পুত্রোৎপাদন করিবার জন্ত অনুরোধ করিলেন। ঋষি সম্মত হইলে রাজা রাণী-সুদেষ্ণাকে তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। কিন্তু ঋষিকে অন্ধ ও বৃদ্ধ দেখিয়া রাজমহিষী নিজে না গিয়া এক দাসীকে ঋষির নিকট পাঠাইয়া দিলেন। ঋষি সেই শূদ্রাযোনিতে ১১টী পুত্র উৎপাদন করিলেন। বলিরাজ পরে রাণীর আচরণ জানিতে পারিয়া ঋষিকে প্রসন্ন করিয়া সুদেষ্ণাকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। ঋষি দীর্ঘতমা সুদেষ্ণা দেবীর অঙ্গস্পর্শ করিয়া কহিলেন, তোমার আদিত্য তুল্য তেজস্বী পাঁচ পুত্র জন্মিবে। সেই সুপুত্রগণের নাম অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম হইবে। এই ভূমণ্ডলে তাহাদের স্ব স্ব নামে এক এক দেশ বিখ্যাত হইবে।৪ এইরূপে মহর্ষিজাত বলিরাজের বংশ প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।'

হরিবংশে লিখিত আছে, উক্ত মহারাজ বলি একজন পরম যোগী ছিলেন। তাঁহার বংশধর পাঁচ পুত্র—অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র ও কলিঙ্গ। ইহারাই মহারাজ বলির ক্ষত্রিয় সন্তান, কিন্তু বংশধর পুত্রগণ কালক্রমে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন।৫

এখন আদিপর্ব্ব ও হরিবংশ হইতে স্পষ্ট জানা গেল যে, মনুপ্রোক্ত পৌণ্ড্র ভিন্ন আর এক পৌণ্ড্র ছিল, তাহারা

(২) "মেকলা দ্রাবিড়া লাটাঃ পৌণ্ড্রাঃ কাণ্বশিরস্তথা।
শৌণ্ডিকা দরদা দার্ব্বাশ্চৌরাঃ শবরবর্ব্বরাঃ॥
কিরাতা যবনাশ্চৈব তাস্তাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বমনুপ্রাপ্তা ব্রাহ্মণানামমর্ষণাৎ॥" (ভারত অনুশা° ৩৫।১৭-১৮)

* বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় ইহারা পত্রশবর বা পর্ণশবর নামে খ্যাত।

(৩) "কুরবঃ সহপাঞ্চালাঃ শাল্বা মৎস্যাঃ সনৈমিষাঃ।
কোশলাঃ কাশপৌণ্ড্রাশ্চ কালিঙ্গা মাগধাস্তথা॥
চেদয়শ্চ মহাভাগা ধর্ম্মং জানন্তি শাশ্বতম্।" (কর্ণপ° ৪৫।১৪-১৫)

(৪) "অঙ্গো বঙ্গঃ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্রঃ সুহ্মশ্চ তে সুতাঃ।
তেষাং দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনামকথিতা ভুবি॥" (আদিপর্ব্ব ১০৪।৫০)

(৫) "মহাযোগী স তু বলির্বভূব নৃপতিঃ পুরা॥
পুত্রানুৎপাদয়ামাস পঞ্চবংশকরান্ ভুবি॥
অঙ্গঃ প্রথমতো যজ্ঞে বঙ্গঃ সুহ্মস্তথৈব চ॥
পুণ্ড্রঃ কলিঙ্গশ্চ তথা বালেয়ং ক্ষত্রমুচ্যতে।
বালেয়া ব্রাহ্মণাশ্চৈব তস্য বংশকরা ভুবি।" (হরিবংশ ৩১।৩৩-৩৫)

বলির পুত্র পুণ্ড্রের বংশধর। সভাপর্ব্বে তাহারাই সুজাতি ও ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বলিপুত্র পুণ্ড্র হইতে পুণ্ড্রদেশের নাম হইয়াছিল এবং এখানে তাঁহার বংশধরেরা বাস করিত বলিয়া এই স্থান পৌণ্ড্র নামেও খ্যাত ছিল। মৎস্য, মার্কণ্ডেয় ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে এই জনপদ প্রাচ্যদেশের বা পূর্ব্বভারতের অন্তর্গত।

"প্রাগ্‌জ্যোতিষাশ্চ পৌণ্ড্রাশ্চ বিদেহাস্তাম্রলিপ্তকাঃ।
মালা মাগধগোনর্দ্দাঃ প্রাচ্যাং জনপদাঃ স্মৃতাঃ॥"
(ব্রহ্মাণ্ড ১।৪৮।৫৮, বামন ১৩।৪৫, মার্কপু° ৫৮।১৩, মৎস্যপু° ১১৩।৪৫)

এদিকে বিষ্ণু ও মার্কণ্ডেয়পুরাণে দাক্ষিণাত্যগণের সহিত পুণ্ড্রদেশের বর্ণনা আছে;—

"পুণ্ড্রাশ্চ কেরলাশ্চৈব গোলাঙ্গুলাস্তথৈব।" (মার্কপু° ৫৭)
"পুণ্ড্রাঃ কলিঙ্গা মগধা দাক্ষিণাত্যাশ্চ সর্ব্বশঃ।" (বিষ্ণুপু° ২।৩।১৫)

ভবিষ্যৎপুরাণের ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডে লিখিত আছে, ভারতের পূর্ব্বাংশ পুণ্ড্রদেশ—সপ্তখণ্ডে বিভক্ত, যথা—গৌড়, বরেন্দ্র, নিবৃত্তি,সুহ্মের নিকট বনসমাচ্ছন্ন ঝাঁরিখণ্ড, বরাহভূমি, বর্দ্ধমান এবং বিন্ধ্যপাদস্থিত বিন্ধ্যপার্শ্ব।(৬)

উক্ত বিভাগ নির্দ্দেশ হইতে বোধ হইতেছে, ইহার উত্তরসীমা ব্রহ্মপুত্র ও হিমালয়ের পূর্ব্বাংশ, পশ্চিমে বিহার, রেবা ও বুন্দেলখণ্ড ও দক্ষিণে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত। ইহার মধ্যে মুর্শিদাবাদ, রাজশাহী, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, নদীয়ার কিয়দংশ, বীরভূম, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুরের কিয়দংশ, জঙ্গল-মহল, রামগির, পঞ্চকুট ও পালামৌর কিয়দংশ।

ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডের বর্ণনা-পাঠ করিলে খৃষ্টীয় ১৫শ কি ১৬শ শতাব্দের রচনা বলিয়া সহজেই মনে হয়। এরূপ স্থলে ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডের সীমা-নির্দ্দেশ সাবধানে গ্রহণ করা উচিত। বিভিন্ন পুণ্ড্রদেশের বিভিন্ন সময়ের সীমা ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডকার এক করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, মহাভারতে পৌণ্ড্রিক, পুণ্ড্র ও সুপুণ্ড্রক এই তিনটী জনপদের উল্লেখ আছে। ইহার মধ্যে বিষ্ণুপুরাণে দাক্ষিণাত্যের সহিত যে পুণ্ড্রের উল্লেখ আছে, সম্ভবতঃ এই পুণ্ড্র সভাপর্ব্বে সুপুণ্ড্রক নামে বর্ণিত। আবার বৈশ্বামিত্র-পুত্র পুণ্ড্রগণ ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে 'উদন্ত্য' অর্থাৎ 'অত্যন্ত নীচজাতিভব' বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে—

"উদগ্ হিমবতঃ শৈলাদুত্তরস্যাশ্চ দক্ষিণে।
পুণ্ড্রং নাম সমাখ্যাতং নগরং তত্র বৈ স্মৃতম্॥" (অনুষঙ্গপা° ৫৫।৪৮)

উত্তরদিগ্‌বর্ত্তী হিমালয়ের দক্ষিণ দিকে পুণ্ড্র নামক নগর আছে। সম্ভবতঃ মনুপ্রোক্ত বৃষলত্বপ্রাপ্ত পৌণ্ড্র জাতি ঐ উত্তরদিগ্‌বাসী। সভাপর্ব্বে ইহারা শকাদির সহিত উক্ত হইয়াছে। পুণ্ড্র নামক ক্ষত্রিয় জাতির নিবাসভূত প্রাচ্য দেশান্তর্বর্ত্তী পৌণ্ড্র অঙ্গ ও বঙ্গের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া বোধ হইতেছে। এখন ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডের সাহায্যে তিনটী পুণ্ড্রের এইরূপ বর্ত্তমান অবস্থিতি মোটামুটি স্থির করিতে পারি।

১। পৌণ্ড্রিক বা পৌণ্ড্রক—দিনাজপুর ও রঙ্গপুরের উত্তরাংশে এবং হিমালয় প্রদেশের পূর্ব্বাংশে।

২। পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্র—পশ্চিমে অঙ্গ বা ভাগলপুর জেলা, পূর্ব্বে বঙ্গ (ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলা), উত্তরে দিনাজপুরের কতকাংশ, মালদহ, রাজশাহী, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও বর্দ্ধমানের কিয়দংশ।

৩। সুপুণ্ড্রক—(দক্ষিণপুণ্ড্র) বর্দ্ধমানের দক্ষিণাংশ, জঙ্গলমহল ও মেদিনীপুরের পশ্চিমাংশ।

পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্র শব্দের অপভ্রংশে পুঁড়া, পোঁড়ো, পাণ্ডুয়া ইত্যাদি নামকরণ হইয়া থাকিবে। এখনও বর্দ্ধমানে পুঁড়া, ২৪ পরগণায় পুঁড়া, মানভূমে পাণ্ড্রা, পাটনার নিকট পাণ্ডুরক প্রভৃতি নামাবলী প্রাচীন পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্রেরই আভাস দিতেছে। যাহা হউক এই সকলের মধ্যে পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্র নামক জনপদটী বিশেষ প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছিল। ইহারই রাজধানী পুণ্ড্রবর্দ্ধন বা পৌণ্ড্রবর্দ্ধন। [পুণ্ড্রবর্দ্ধন ও পাণ্ডুয়া দেখ।]

এখন পৌণ্ড্রিক জাতির নিদর্শন পাওয়া যায় না। পৌণ্ড্রের প্রাচীনতম রাজধানী পুণ্ড্রবর্দ্ধন বা পুঁড়ুয়ার এখনও ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে, কিন্তু পুণ্ড্র নামক ক্ষত্রিয় জাতিও কালগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। ২৪ পরগণা ও মালদহ জেলার ইক্ষুজীবী ও কৃষিজীবী পুঁড়ানামে এক নীচ জাতি দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে অনেকে প্রাচীন পৌণ্ড্রজাতির সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে উদ্যত হইয়াছেন, পোদজাতির মধ্যেও এক থাক আপনাদিগকে প্রাচীন পৌণ্ড্রজাতীয় বলিয়া পরিচয় দিতেছে, কিন্তু এই সকল নিম্ন শ্রেণীভুক্ত জাতিকে মহাভারতোক্ত সুপুণ্ড্রক জাতি বলিয়া বোধ হইতেছে। [পৌণ্ড্রক বাসুদেব দেখ]।

পুণ্ড্রক (পুং) পুণ্ড্রইব প্রতিকৃতিঃ (ইব প্রতিকৃতৌ। পা ৪।৩।৯৬)। ইতি কন্। ১ মাধবীলতা। ২ তিলকবৃক্ষ। পুণ্ড্র-স্বার্থে কন্। ৩ ইক্ষুভেদ। পর্য্যায়—রসাল, ইক্ষুবাটী, ইক্ষুযোনি। গুণ—মধুর, শীতল, রুচিকারক, মৃদু, পিত্তদাহনাশক, বৃষ্য, ও তেজোবলবিবর্দ্ধক। (রাজনি°)। ৪ তিলক, ফোটা, ব্রাহ্মণ উর্দ্ধপুণ্ড্রক করিবে। [তিলক দেখ]। (পুং স্ত্রী) ৫ অশ্বশরীরস্থিত চিহ্নবিশেষ। অশ্ববৈদ্যকে এই চিহ্নের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—শুক্তি, শঙ্খ, গদা, খড়্গ, পদ্ম, চক্র, অঙ্কুশ ও শরাসন সদৃশ চিহ্ন হইলে তাহাকে পুণ্ড্রক কহে।

(৬) Indian Antiqnary, Vol. XX. 419.

মৎস্য, ভৃঙ্গার, প্রাসাদ, মালা, বেদী, ধূপ, ও শ্রীবৃক্ষ সদৃশাকার যে সকল পুণ্ড্রক চিহ্ন তাহাও শুভ ফলদ হইয়া থাকে। যে অশ্বের মস্তক, ললাট ও বদন ব্যাপিয়া সরল পুণ্ড্রক থাকে, সেই অশ্ব অতি প্রশস্ত। পর্ব্বত, ইন্দু, পতাকা, ও স্রক্‌দাম সদৃশ যে পুণ্ড্রক তাহাও অশ্বগণের মঙ্গলসূচক। এই সকল পুণ্ড্রক শুভসূচক। অশুভ পুণ্ড্রকের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—কাক, কঙ্ক, কবন্ধ, অহি, গৃধ্র ও গোমায়ুসদৃশ, অসিত, পীত ও রক্তবর্ণ পুণ্ড্রক প্রশস্ত নহে। তির্য্যগ্‌গামী, বিচ্ছিন্ন, শৃঙ্খল ও পাশসদৃশ এবং শূলাগ্র ও বাম দেহস্থিত যে পুণ্ড্রক, তাহা শুভদায়ক নহে। যে অশ্বের জিহ্বা কল্মষ ও রুক্ষ এবং ভস্মবর্ণ সদৃশ পুণ্ড্রক তাহাও প্রশস্ত নহে। ৬ পুণ্ড্রদেশের রাজা। (ভারত ১।৪।২৪)।

পুণ্ড্রকা (স্ত্রী) পুণ্ড্রক-টাপ্। ১ মাধবীলতা। ২ তিলক বৃক্ষ। ৩ শুক্লজাতি পুষ্পবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

পুণ্ড্রকেলি (পুং) পুণ্ড্রে ইক্ষুবিশেষে কেলির্যস্য। হস্তী। (শব্দমালা)।

পুণ্ড্রনগর (ক্লী) পুণ্ড্রদেশের রাজধানী।

পুণ্ড্রবর্দ্ধন, পুণ্ড্রদেশের প্রাচীন রাজধানী। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী-মধ্যে এই স্থান 'গৌড়পুর' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রাচীন গ্রন্থে পুণ্ড্রবর্দ্ধন ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধন উভয় নামই দৃষ্ট হয়।

এখন কথা হইতেছে, গৌরবস্পর্দ্ধী গৌড়ের রাজধানী পুণ্ড্রবর্দ্ধন কোথায়? সেই পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের বর্ত্তমান অবস্থিতি-নির্ণয় সম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ একমত নহেন। কেহ বলেন, রঙ্গপুরের মধ্যে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অবস্থিত ছিল। আবার কাহারও মতে, বর্দ্ধন-কুটী নামক স্থানই প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের কতকটা নির্দ্দেশ করিতেছে। কেহ মনে করেন, এখনকার পাবনা সহরই প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন। আবার কেহ মত পরিবর্ত্তন করিয়া বলেন, তা নয়, করতোয়ানদীর ধারে বগুড়া হইতে ৭ মাইল উত্তরে ও বর্দ্ধনকুটীর ১২ মাইল দক্ষিণে মহাস্থানগড় নামে যে এক অতি প্রাচীন স্থান আছে, সেইস্থানেই পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগর ছিল। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, ইহার কোনটীই ঠিক নহে।

কহ্লণের রাজতরঙ্গিণী-পাঠে জানা যায় যে, খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দে, গৌড় নামক ভূভাগের রাজধানীর নাম ছিল পৌণ্ড্রবর্দ্ধন। কথাসরিৎসাগর-পাঠে কতকটা বুঝা যায়, পৌণ্ড্রনগরী গঙ্গার কিছুদূরে অবস্থিত ছিল। চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং এই নগরে আসিয়াছিলেন, অনেক নৌকার্য্যালয় দেখিয়াছিলেন। তিনি গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যে প্রবেশ করেন। রাজতরঙ্গিণীতেও লিখিত আছে, জয়াদিত্য গঙ্গাতীরে সৈন্যগণকে বিদায় দিয়া ছদ্মবেশে গৌড়ের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে উপস্থিত হন। উপরে যে কয়টী বিভিন্ন মত উদ্ধৃত করিয়াছি, পাবনা ব্যতীত আর কোনটীই গঙ্গার নিকটবর্ত্তী নহে। আবার পাবনার পুরাতত্ত্ব ও ভূতত্ত্ব আলোচনা করিলে কোন মতেই ইহাকে অতি প্রাচীন স্থান বলিয়া গণ্য করা যায় না।

প্রসিদ্ধ মালদহ নগরের দুই ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে ও গৌড়নগর হইতে ৮ ক্রোশ উত্তরে ফিরোজাবাদ নামে এক অতি প্রাচীন স্থান আছে। স্থানীয় লোকেরা এই স্থানকে পোঁড়োবা বা পাঁড়ুয়া (বড়পুঁড়ো) নামে অভিহিত করে। এই স্থানের এক ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে ও মালদহের আড়াই ক্রোশ উত্তরে বারদোয়ারী পুঁড়োবার ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান। পোঁড়োবা অথবা পাঁড়ুয়া শব্দ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অথবা পুণ্ড্রবর্দ্ধন শব্দেরই অপভ্রংশ বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। স্থানীয় লোকেরাও বলিয়া থাকেন যে, এখানে বহুকাল হিন্দু রাজগণ আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন হিন্দুকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ, বহুতর ভাস্কর ও শিল্পসমাযুক্ত ভগ্ন মন্দিরাদির নিদর্শন এবং বহুসংখ্যক কূপতড়াগাদির প্রাচীন গর্ভ এখানকার হিন্দুরাজত্বের অতীত কীর্ত্তি বিশেষরূপে ঘোষণা করিতেছি। এই ধ্বংসাবশেষ পুঁড়োবার বারদোয়ারী হইতে দক্ষিণপশ্চিমে গঙ্গাতট পর্য্যন্ত প্রায় ১২ ক্রোশের অধিক স্থান জুড়িয়া আছে।

চীনপরিব্রাজক হিউএন্সিয়াং যখন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজধানীতে আগমন করেন, তৎকালে ইহার আয়তন প্রায় ২॥০ ক্রোশ বিস্তৃত ছিল। তৎকালে এখানে তড়াগ-বাটিকাদি সমাচ্ছাদিত ও বহুসংখ্যক লোকের ঘনবসতি ছিল। তিনি এখানে হীনযান ও মহাযান-মতাবলম্বী বৌদ্ধগণের প্রায় ২০টী সঙ্ঘারাম, শত শত হিন্দু দেবালয়, বহুতর হিন্দু দার্শনিকের সমাবেশ এবং বহুসংখ্যক দিগম্বর নির্গ্রন্থদিগের বাস দেখিয়াছিলেন। চীন-পরিব্রাজক পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের যথেষ্ট সমৃদ্ধি দর্শন করিলেও তৎকালে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন স্বাধীন রাজ্য বলিয়া গণ্য ছিল না এবং আয়তনেও ক্ষুদ্র ছিল। কাশ্মীররাজ জয়াদিত্য আসিয়াও এখানে প্রচুর বিভূতি সন্দর্শন করিয়াছিলেন। তখনও গৌড়াধিপ জয়ন্ত এক সামান্য ভূপতি বলিয়াই গণ্য ছিলেন, কিন্তু যখন তিনি পঞ্চ গৌড়ের অধীশ্বর হইলেন, তখন তাঁহার রাজধানীর সমৃদ্ধি প্রভূত পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান পুঁড়োবা (পাঁড়ুয়া) নামক স্থান, যাহাকে আমরা প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগর বলিয়া স্থির করিয়াছি, এই স্থান এখনকার গঙ্গাস্রোত হইতে প্রায় ৭।৮ ক্রোশ দূরে অবস্থিত; কিন্তু এখানকার নদীর অবস্থা যেরূপ দেখিতেছি, পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। বর্ত্তমান মালদা-সহরের পরপারে যে কালিন্দী নদী বহিতেছে, এক সময়ে ভাগীরথী এই অঞ্চল

দিয়া প্রবাহিত হইত। মালদহের দুই ক্রোশ পশ্চিমে ভাগীরথীপুর নামে একখানি গণ্ডগ্রাম রহিয়াছে। তাহারই কিছু দূরে ভাগীরথী নামে এক ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া বুড়ীগঙ্গায় মিলিত হইয়াছে। অনেকের বিশ্বাস, পূর্ব্বকালে এই ভাগীরথী দিয়াই গঙ্গার মূলস্রোত বহিত ও মালদার পার্শ্বে প্রবাহিত-মহানন্দার অদূরে কালিন্দীর সহিত মিলিত ছিল। সুতরাং বহুজনাকীর্ণ বিখ্যাত পৌণ্ড্র-বর্দ্ধন নগর গঙ্গার অনতিদূরে ও মহানন্দার তট হইতে বর্ত্তমান বারদোয়ারী পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত ছিল, তাহা অসম্ভব নহে। পুঁড়োবার বারদোয়ারীর একক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে হোমদীঘী বা হোমংদীঘী নামে এক প্রাচীন স্থান আছে। কেহ কেহ মনে করেন, এখানে আদিশূরানীত পঞ্চ ব্রাহ্মণ হোম করিতেন।

হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন এই তিন সম্প্রদায়ের নিকটই পুণ্ড্রবর্দ্ধন এক সময়ে পবিত্র পুণ্যস্থান বলিয়া গণ্য ছিল। স্কন্দপুরাণীয় প্রভাসখণ্ডে লিখিত আছে, এখানে 'মন্দার' নামক শিবমূর্ত্তি বিদ্যমান। দেবীভাগবতের মতে, সতীর খণ্ডিত দেহাংশ হইতে যে ১০৮টী পীঠ উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে পুণ্ড্রবর্দ্ধন একটী। এখানে পাটলা নামে দেবীমূর্ত্তি অবস্থান করেন। (দে° ভা° ৭।৩০ অ°) এদিকে স্কন্দপুরাণীয় রেবাখণ্ডে (২৯ অ°) পুণ্ড্রবর্দ্ধন যজ্ঞকারী চক্রবর্ত্তীরাজগণের প্রাচীন নিবাস বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দে যে সময়ে চীন-পরিব্রাজক হিউএন্সিয়াং এখানে আগমন করেন, তখন পূর্ব্বভারতের অনেক বিখ্যাত বৌদ্ধাচার্য্য এখানে অবস্থান করিতেন। পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরের প্রায় আড়াই ক্রোশ পশ্চিমে গগনস্পর্শী চূড়াবিলম্বিত বাশিভা-সঙ্ঘারামের নিকট তিনি অশোকরাজনির্ম্মিত স্তূপ ও সুবৃহৎ বোধিসত্ত্বমূর্ত্তিসমন্বিত একটী বৌদ্ধবিহার দর্শন করিয়াছিলেন। এই চীনপরিব্রাজক লিখিয়াছেন, সেখানে অশোকরাজ স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তথায় পূর্ব্বকালে তথাগত (বুদ্ধ) তিনমাসকাল ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। চাতুর্মাস্যকালে এখানে চারিদিকে উজ্জ্বল আলোক দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। পূর্ব্বে লিখিয়াছি, চীনপরিব্রাজক এখানে সর্ব্বাপেক্ষা বহুসংখ্যক নির্গ্রন্থ (জৈন) দর্শন করিয়াছিলেন। বাস্তবিক জৈনদিগের কল্পসূত্র নামক ধর্ম্মগ্রন্থে 'পুণ্ড্রবর্দ্ধনীয়' নামে একটী জৈনশাখার উল্লেখ পাওয়া যায়। খৃষ্ট জন্মের প্রায় দুইশত বর্ষ পূর্ব্বে এই শাখার উৎপত্তি। এরূপ স্থলে তাহারও পূর্ব্বে যে পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগর স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এক সময়ে ভারতের অপর প্রান্তে পুণ্ড্রবর্দ্ধনবাসী ব্রাহ্মণের সমাদর বিস্তৃত হইয়াছিল। রাষ্ট্রকূটরাজ নিত্যবর্ষ ৮৫৫ শকে কেশবদীক্ষিত নামে এক পুণ্ড্রবর্দ্ধনবাসী কৌশিক গোত্রীয় ব্রাহ্মণকে স্বরাজ্যে (মান্যখেটে) আনাইয়া যে ভূমি দান করেন, তাহা হইতেই প্রতিপন্ন হইতেছে।

পুণ্ড্রশর্করা (স্ত্রী) পুণ্ড্রকেক্ষুভবশর্করা। চলিত পুঁড়ি আকের চিনি। ইহার গুণ স্নিগ্ধ, ক্ষীণ, ক্ষয় ও অরুচিতে হিতকর। (রাজনি°) ২ পঞ্চবিধেক্ষু শর্করা। (বৈদ্যকনি°)

পুণ্ড্রসাহ্ব (পুং) পুণ্ডরীকবৃক্ষ, পুণ্ডারিয়া গাছ। (বৈদ্যকনি°)

পুণ্য (ক্লী) পূয়তেঽনেনেতি পূ-যৎ ণুগাগমঃ হ্রস্বশ্চ (পূঞো যণ্ণুক্হ্রস্বশ্চ। উণ্ ৫।১৫) শুভাদৃষ্ট। পর্য্যায়—ধর্ম্ম, শ্রেয়ঃ, সুকৃত, বৃষ। (অমর) যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়, তজ্জন্য একটী অদৃষ্ট জন্মে। যে কর্ম্মের অনুষ্ঠানে শুভাদৃষ্ট জন্মে, তাহাকে পুণ্য কহে, অশুভাদৃষ্টজনককে পাপ কহে।

[পাপের বিষয় পাপশব্দে দেখ।]

পাপ ও পুণ্য ধর্ম্ম ও অধর্ম্মপদ বাচ্য। পুণ্যকর্ম্মের পরিণাম সুখ। পাপের ফল দুঃখ। পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে স্বর্গাদি ভোগ হয়, আবার পুণ্য ক্ষীণ হইলে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। শ্রুতিতে লিখিত আছে "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি" (শ্রুতি)। সুখাভিলাষী মনুষ্য মাত্রেরই পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান বিধেয়। পুণ্য কারণ, সুখভোগ তাহার কার্য্য।

নিজে পুণ্য করিয়া তাহা লোকের নিকট বলিতে নাই। বলিলে তাহা ক্ষয় হইয়া থাকে।

"ইষ্টং দত্তমধীতং বা বিনশ্যত্যনুকীর্ত্তনাৎ।
শ্লাঘানুশোচনাভ্যাঞ্চ ভগ্নতেজো বিভিদ্যতে॥
তস্মাদাত্মকৃতং পুণ্যং বৃথা ন পরিকীর্ত্তয়েৎ॥" (শুদ্ধিতত্ত্বে দেবল)

পুণ্যকর্ম্ম করিয়া তাহার বিষয় নিজে কীর্ত্তন করিলে আত্মাভিমান বাড়িয়া যায়, এই জন্য শাস্ত্রকারগণ বোধ হয় তাহা কীর্ত্তন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারিবর্ণের যথাশাস্ত্র আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করিলেই পুণ্য হইয়া থাকে। শাস্ত্রের বিধান লঙ্ঘন করিলেই পাপ হয়।

ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠানে পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে। শাস্ত্রে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার অননুষ্ঠানেই পাপ, আর বিহিতের অনুষ্ঠানে পুণ্য হইয়া থাকে।

[ধর্ম্মকার্য্যের বিশেষ বিবরণ ধর্ম্মশব্দ দেখ।]

২ শোভনকর্ম্ম। ৩ পাবন। (ত্রি) ৪ সুন্দর। (হেম) ৫ সুগন্ধি। (জটাধর)

পুণ্যক (ক্লী) পুণ্যায় কায়তি কৈ-ক। ১ ব্রত, যাহার অনুষ্ঠানে পুণ্য হয়, উপবাস প্রভৃতি। ২ বিষ্ণু।

পুণ্যকব্রত (ক্লী) পুণ্যকং নামব্রতং। স্ত্রীকর্ত্তব্য ব্রতবিশেষ।
"হরেরারাধনং কৃত্বা ব্রতং কুরু বরাননে।

ব্রতঞ্চ পুণ্যকং নাম বর্ষমেকং করিষ্যসি॥" (ব্রহ্মবৈ° গণখ° ৩ অ°)

স্ত্রীগণ এই ব্রতানুষ্ঠান করিলে হরিতুল্য পুত্রলাভ করে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এই ব্রতের বিধান এইরূপ লিখিত আছে, বিশুদ্ধকালে মাঘমাসের শুক্লাত্রয়োদশীর দিন এই ব্রতারম্ভ করিতে হইবে এবং একবৎসর যাবৎ এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয়। ব্রতের পূর্ব্বদিন উপবাস করিয়া থাকিয়া ব্রতের দিন স্নানাদির পর যথানিয়মে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিতে হইবে। পরে পুরোহিতকে বরণ এবং স্বস্তিবাচন করিয়া কৃষ্ণের ষোড়শোপচারে পূজা ও হোম প্রভৃতি করিতে হইবে। এই ব্রতারম্ভ করিয়া একবৎসর পর্য্যন্ত প্রথম ৬ মাস হবিষ্যান্ন ভোজন, তৎপরে ৫ মাস ফলাদি ভোজন, তৎপরে ১৫ দিন হবির্ভোজন, তদনন্তর আর ১৫ দিন কেবল জল খাইয়া থাকিতে হয়। এই ব্রতানুষ্ঠান কালে সকল প্রকার বিলাসিতা বিশেষরূপে নিষিদ্ধ। লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ, ভয়, শোক, বিবাদ ও কলহ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিতে হয়। ব্রতারম্ভ কালে কোনরূপে ইন্দ্রিয়াদির অধীন হইলে ব্রতের ফল হয় না। যথানিয়মে ব্রতপ্রতিষ্ঠা করিয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিতে হইবে।

যিনি ভক্তিপূর্ব্বক এই ব্রতানুষ্ঠান করেন, তাঁহার হরির প্রতি দৃঢ়-ভক্তি জন্মে, হরির সদৃশ পুত্রলাভ হয় ও সৌন্দর্য্য, স্বামিসৌভাগ্য, ঐশ্বর্য্য, বিপুল ধন এবং জন্মে জন্মে সকল প্রকার অভিলাষ সিদ্ধি হইয়া থাকে।

অতি সংক্ষেপে এই ব্রতবিধান লিখিত হইল, বিশেষ বিবরণ গণপতিখণ্ডের ৩—৪ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

হরিবংশে এই ব্রতের বিধান এইরূপ লিখিত আছে,—

সোমনন্দিনী অরুন্ধতী পার্ব্বতীকে এই পুণ্যক ব্রতের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, আমি তপঃপ্রভাবে এই ব্রতের বিধান যেরূপ দেখিয়াছি, তাহা বলিতেছি।

যাহারা এই ব্রত করিবে, তাহারা প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া প্রথমে স্বামীর অনুমতি গ্রহণ করিবে, তৎপরে শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের চরণ বন্দনা করিয়া অক্ষত ও কুশযুক্ত ঔড়ুম্বরপত্র গ্রহণপূর্ব্বক ধেনুর দক্ষিণ শৃঙ্গে অভিষেক করিবে। পরে ঐ জল লইয়া স্বামীর ও নিজের মস্তকে দিবে। কারণ এই জল সকল তীর্থ জল অপেক্ষাও পবিত্র। ব্রতের দিন প্রথমে শুক্লাম্বর পরিধান করাই বিধেয়, কিন্তু তন্মধ্যে উরুদেশ পর্য্যন্ত আচ্ছাদন করিয়া আর এক খানি বস্ত্র পরিধান করিবে। পাদরক্ষার্থ তৃণময় পাদুকাও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

অবলাগণ এইরূপ নিয়মে এক বৎসর, ৬ মাস বা একমাস অবস্থানের পর একাদশটী সাধ্বী স্ত্রীকে স্বয়ং নিমন্ত্রণ করিয়া আবাহন করিবে। তাহারা আসিলে প্রথমতঃ দেশকালানুসারে মূল্য দিয়া তাঁহাদিগকে কিনিতে হইবে। অনন্তর সলিলপ্রোক্ষণদ্বারা ঐ সকল স্ত্রী আচার্য্যকে দিতে হইবে, আবার আচার্য্যের নিকট হইতে নিষ্ক্রয়-দানে উঁহাদিগকে ক্রয় করিয়া তাহাদের স্ব স্ব স্বামীর হস্তে অর্পণ করিতে হইবে। তৎপরে একমাস অতীত হইলে শুক্লনবমীতিথিতে যথাবিধি পূজাদি সমাপন করিয়া ব্রত উদ্যাপন করিতে হয়।

এই ব্রত তিন দিন ধরিয়া করিতে হইবে। ব্রতদিনে ভর্ত্তাকে ক্ষৌরকার্য্য করাইয়া বিবাহ-সময়ের ন্যায় একত্র স্নান, একত্র অলঙ্কার পরিধান ও মাল্যধারণ বিধেয়। স্নানকালে ব্রতধারিণী জলপূর্ণ কলসহস্তে করিয়া ভর্ত্তার চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক যথাবিহিত মন্ত্রে তাহাকে স্নান করাইবে। স্নান সমাপন হইলে ভর্ত্তাকে স্বয়ংকৃত সূত্রনির্ম্মিত বস্ত্রযুগল দিতে হইবে। যদি কোন বিঘ্নবশতঃ তাহা ঘটিয়া না উঠে, তাহা হইলে স্বকৃত সূত্রমিশ্রিত অত্যুৎকৃষ্ট শুভ্রবর্ণ অন্য একখানি বস্ত্র দিতে হইবে।

অনন্তর শুদ্ধাচার জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণকে ভর্ত্তার সহিত যথাশক্তি ভোজন করাইবে। পরে ঐ ব্রাহ্মণকে বস্ত্রযুগল, শয্যা, যান, গৃহ, ধান্য, দাস দাসী, যথাশক্তি অলঙ্কার প্রভৃতি দিতে হইবে। দানীয় বস্তু সমুদায় ধান্য ও তিলমিশ্রিত করিয়া বিবিধবর্ণ বস্ত্রে আচ্ছাদন করিয়া দান করা কর্ত্তব্য। সমর্থ হইলে হস্তী ও অশ্ব দান করিবে। অভাবে গোদান অবশ্যকর্ত্তব্য। এই ব্রতে আমাকে (পার্ব্বতী) ও মহেশ্বরকে পূজা করিতে হয়। লবণ, নবনীত, গুড়, মধু, সুবর্ণ, সকল প্রকার গন্ধদ্রব্য, সর্ব্বপ্রকার রস প্রভৃতি যে কোন অভীপ্সিত দ্রব্যদ্বারা পূজা করিতে হয়। কাল, দেশ ও বিভব অনুসারে অল্পই হউক, অথবা অধিকই হউক, যাহা দান করিতে হইবে, তৎসমুদায়ই ভর্ত্তার অনুমতিসাপেক্ষ। তিলপাত্র, কপিলাধেনু, কাংস্য, কৃষ্ণাজিন, সবস্ত্রজলপাত্র, দর্পণ ও ময়ূরপুচ্ছ এই সকল বস্তু অবশ্য দেয়। ব্রতোপলক্ষে এই সকল বস্তু দান করিলে সকল অভিলাষ পূর্ণ হয়। যিনি এই সকল বস্তু দান করিতে পারেন, তিনি পুরনারীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, পুত্রবতী, ধনশালিনী, সৌভাগ্য ও রূপবতী এবং মুক্তহস্তা হইয়া থাকেন। ইচ্ছা করিলে তিনি কন্যারত্নও লাভ করিতে পারেন। ঐ কন্যা গুণে তাঁহারই সদৃশী হইয়া থাকে।

এই পুণ্যকব্রত সর্ব্বপ্রথমে আমি (পার্ব্বতী) করিয়াছিলাম। এই জন্য ইহা উমাব্রত নামেও খ্যাত। স্ত্রীদিগের পক্ষে এই ব্রত অতি উৎকৃষ্ট এবং সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকে। অতএব স্ত্রীলোকমাত্রেরই উহার অনুষ্ঠান বিধেয়। ব্রতাবসানে স্ত্রীদিগকে ভোজন করাইবে

এবং দেশকালানুসারে তাহাদের অভিলষিত বস্তু সমুদায় প্রদান করিবে। ব্রতের নিমিত্ত যে সকল দ্রব্যাদি আহৃত হইবে, ব্রাহ্মণদিগের ইচ্ছানুসারে তাহার এক একটী বস্তু দিতে হইবে। তাহাদিগকে পায়স ভোজন করাইয়া দক্ষিণা দিতে হয়। [বিশেষ বিবরণ হরিবংশ ১৩৫-১৩৯ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।]

পুণ্যকর্তৃ (পুং) পুণ্যানাং কর্তা ৬তৎ। পুণ্যকর্ম্মকারক, যিনি পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন।

পুণ্যকর্ম্মন্ (ক্লী) পুণ্যং পুণ্যজনকং কর্ম্ম। ১ যে কার্য্যের অনুষ্ঠানে পুণ্য হয়, তাহাকে পুণ্যকর্ম্ম কহে, শুভকর্ম্ম। (ত্রি) পুণ্যং কর্ম্ম যস্য। ২ পুণ্যকর্ম্মকারী।

পুণ্যকাল (পুং) পুণ্যনিমিত্তং কালঃ কালভেদঃ। পুণ্যজনক কাল, সূর্য্য প্রভৃতির রাশিবিশেষে প্রবেশ-নিবন্ধন যে পবিত্র কাল হয়, তাহাকে পুণ্যকাল কহে। পুণ্যকালে স্নান দান প্রভৃতি শুভকর্ম্ম করিতে হয়।

"অর্কমানকলাঃ ষষ্ট্যা গুণিতা ভুক্তিভাজিতাঃ।
তদর্দ্ধনাড্যসংক্রান্তেরর্বাক্‌পুণ্যং তথা পরে॥" (সূর্য্যসিদ্ধান্ত)

[সংক্রান্তি প্রভৃতির পুণ্যকালাদির বিষয় তত্তদ্ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

পুণ্যকালতা (স্ত্রী) পুণ্যকালস্য ভাবঃ, তল্-টাপ্। পুণ্যকালত্ব, পুণ্যকালের কার্য্য, পুণ্যকালের ধর্ম্ম। (সূর্য্যসি° ১৪।৩)

পুণ্যকীর্ত্তন (পুং) পুণ্যং পুণ্যজনকং কীর্ত্তনং যস্য। ১ বিষ্ণু। (ত্রি) ২ পুণ্যজনক কীর্ত্তনযুক্ত। (ক্লী) পুণ্যস্য কীর্ত্তনং। ৩ পুণ্যকথন।

পুণ্যকীর্ত্তি (পুং) পুণ্যা কীর্ত্তির্যস্য। ১ পুণ্যশ্লোক। যাহার কীর্ত্তনে পুণ্য হইয়া থাকে। ২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৮৬) পুণ্যা কীর্ত্তিঃ। ৩ পুণ্যজনিকা কীর্ত্তি। ৪ বুদ্ধের নামান্তর। (স্কন্দপু°)

পুণ্যকৃৎ (ত্রি) পুণ্যং করোতি স্মেতি পুণ্য-কৃ-ক্বিপ্। (সুকর্ম্মপাপমন্ত্রপুণ্যেষু কৃঞঃ। পা ৩।২।৮৯) ততো তুগাগমঃ। পুণ্যকর্তা, ধার্ম্মিক, যিনি সর্ব্বদা পুণ্যকর্ম্ম করেন।

"পুণ্যকৃৎ চাটুকারস্তে কিঙ্করঃ সুরতেষু কঃ।" (ভট্টি ৫।৬৮)

পুণ্যকৃত্যা (স্ত্রী) পুণ্যকর্ম্ম। (শতপথব্রা° ১৩।১।৮)

পুণ্যক্ষেত্র (ক্লী) পুণ্যস্য ক্ষেত্রং ৬তৎ। পুণ্যভূমি, আর্য্যাবর্ত্ত। (হলায়ুধ) পুণ্যজনক স্থান, যেথানে গমন করিলে পুণ্য হয়। ২ শাক্যবুদ্ধের নামান্তর। (দিব্যাবদান)

পুণ্যগন্ধ (পুং) পুণ্যঃ পবিত্রো হৃদ্যশ্চ গন্ধো যস্য। ১ চম্পক, মহানাগকেশর চম্পকবৃক্ষ। (ত্রিকাণ্ড) পুণ্যঃ গন্ধঃ। ২ পবিত্র গন্ধ। স্ত্রিয়াং টাপ্। ৩ স্বর্ণযূথিকা। (বৈদ্যকনি°)

পুণ্যগন্ধি (ত্রি) পুণ্যঃ শুভাবহঃ গন্ধো লেশোঽস্য ইৎসমাসান্তঃ। শুভাবহলেশযুক্ত। (ভারত উদ্যোগ ১৮২অঃ) ২ পবিত্র গন্ধযুক্ত।

পুণ্যগর্ভা (স্ত্রী) গঙ্গা। (কাশীখণ্ড ২৯।১০৪)

পুণ্যগৃহ (ক্লী) পুণ্যং পবিত্রং গৃহং। পুণ্যশালা, পবিত্র গৃহ।

"নারাজকে জনপদে কারয়ন্তি জনাঃ সভাম্।
উদ্যানানি চ রম্যাণি প্রপাঃ পুণ্যগৃহাণি চ॥"(গৌঃ রাম° ২।৬৯৯°)

পুণ্যজন (পুং) পুণ্যঃ বিরুদ্ধলক্ষণয়া পাপী চাসৌ জনশ্চেতি। রাক্ষস।

"সর্পৈঃ পুণ্যজনৈশ্চৈব বীরুদ্ভিঃ পর্ব্বতৈস্তথা।" (হরিবং ২।২৬)

পুণ্যাশ্রিতো জনঃ। ২ সজ্জন। (মেদিনী)

পুণ্যজনেশ্বর (পুং) পুণ্যজনানাং যক্ষাণামীশ্বরঃ। কুবের।

"অনুযযৌ যমপুণ্যজনেশ্বরৌ সবরুণাবরুণাগ্রসরং রুচা॥" (রঘু ৯।৬)

পুণ্যজিত (পুং) পুণ্যেন জিতঃ আয়ত্তীকৃতঃ। চন্দ্রলোকাদি।

"এবমমুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে।" (শ্রুতি)

পুণ্যক্ষীণ হইলে চন্দ্রলোকাদি হইতে পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

পুণ্যতা (স্ত্রী) পুণ্যস্য ভাবঃ, তল্-টাপ্। পুণ্যত্ব, পুণ্যকার্য্যের ভাব।

পুণ্যতৃণ (ক্লী) পুণ্যং পবিত্রং তৃণং। শ্বেতকুশ। (রাজনি°)

পুণ্যদর্শন (ত্রি) পুণ্যং শুভজনকং দর্শনং যস্য। ১ দেবপ্রতিমাদি ২ যাহার দর্শনে পুণ্য হয়।

"তাং পুণ্যদর্শনাং দৃষ্ট্বা নিমিত্তজ্ঞস্তপোনিধিঃ।" (রঘু ১।৮৭)

২ চাষপক্ষী। (রাজনি°)

পুণ্যদুহ্ (ত্রি) পুণ্যধুক্, পুণ্যদাতা।

পুণ্যনাথ (পুং) বৈয়াকরণভেদ।

পুণ্যনামন্ (পুং) ১ কুমারানুচরভেদ। (ভারত শল্যপ° ৪৬ অঃ) (ত্রি) ২ পুণ্যসাধক নাম।

পুণ্যপুরুষ (পুং) ১ সৎলোক, সাধুব্যক্তি। ২ পবিত্রচেতা ব্যক্তি।

"একস্মিন্নত্র নিধনং প্রাপিতে দুষ্টকারিণি।
বহূনাং ভবতি ক্ষেমং তত্র পুণ্যপ্রদো বধঃ॥" (হরিব° ৩৫১)

পুণ্যপ্রতাপ (পুং) পুণ্যবলে বলীয়ান্

পুণ্যপ্রদ (ত্রি) পুণং প্রদদাতীতি দা-ক। পুণ্যদানকারী।

পুণ্যপ্রসব (পুং) বৌদ্ধদিগের দেবভেদ।

পুণ্যফল (পুং) পুণ্যানি শুভানি ফলানি যস্য। লক্ষ্যাবাস বনভেদ। পর্য্যায়—লক্ষ্যারাম (শব্দমা°) পুণ্যস্য ফলং পুণ্যজন্যং ফলমিতি ভাবঃ। (ক্লী) ২ ধর্ম্মজন্য ফল, পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে যে ফল।

"বর্ষে বর্ষেঽশ্বমেধেন যো যজেত শতং সমাঃ।
মাংসানি চ ন খাদেদ্‌যস্তয়োঃ পুণ্যফলং সমম্॥" (মনু ৫।৫৩)

পুণ্যভাজ্ (ত্রি) পুণ্যং ভজতীতি ভজ-ণ্বি। পুণ্যবিষ্ট, পুণ্যাত্মা।
"ক্রীড়াবন্তো বিনীতা লঘুমুরতরতাঃ পুণ্যভাজঃ শশাঃ স্যুঃ।"
(পক্ষশাস্ত্রক)

পুণ্যভূ (স্ত্রী) পুণ্যস্য পুণ্যোৎপাদিকা বা ভূর্ভূমিঃ। আর্য্যাবর্ত্ত-দেশ। শাস্ত্রে আর্য্যাবর্ত্তদেশ পুণ্যভূমি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।
'আর্য্যাবর্ত্তো জন্মভূমির্জিনচক্রার্দ্ধচক্রিণাং।
পুণ্যভূরাচারবেদী মধ্যং বিন্ধ্যহিমালয়োঃ ॥' (হেমচ°)

পুণ্যভূমি (স্ত্রী) পুণ্যস্য পুণ্যোৎপাদিকা বা ভূমিঃ। আর্য্যা-বর্ত্তদেশ। ২ পুত্রসূ। (শব্দর°)

পুণ্যময় (ত্রি) পুণ্যস্বরূপে ময়ট্। পুণ্যস্বরূপ।

পুণ্যমিত্র, বৌদ্ধদিগের সপ্তবিংশতিতম ধর্ম্মগুরু বা স্থবির। ইনি দাক্ষিণাত্যবাসী একজন ক্ষত্রিয়-সন্তান। ভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী দেশসমূহ ভ্রমণ করিয়া ৩৮৮ খৃষ্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন।

পুণ্যযশস্, বৌদ্ধদিগের একাদশ ধর্ম্মগুরু। ইহাঁর চীনদেশীয় নাম ফু-ন-য-চি, চীনদেশে কুংপুৎ নগরে তিনি ধর্ম্মপ্রচারক মধ্যে বিখ্যাত হন। ২ (ত্রি) পুণ্যযশোযুক্ত।

পুণ্যরাজ, ভর্ত্তৃহরিকৃত বাক্যপদীয় গ্রন্থের টীকাকার।

পুণ্যরাত্র (পুং) পুণ্যা রাত্রিঃ অচ্ সমাসান্তঃ, রাত্রান্তাৎ পুংস্ত্বং। পবিত্রা রজনী, পুণ্যা রাত্রি।

পুণ্যলোক (পুং) পুণ্যপ্রাপ্যঃ লোকঃ। ১ পুণ্যদ্বারা প্রাপ্ত-লোক, চন্দ্রলোকাদি। পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠানে যে লোকে গতি হয়, সেই লোক। পুণ্যঃ লোকঃ কর্ম্মধা°। ২ ধর্ম্মিষ্ঠজন, ধার্ম্মিক।

পুণ্যবৎ (ত্রি) পুণ্যমস্ত্যস্তীতি পুণ্য-মতুপ্, মস্য ব। পুণ্যযুক্ত, পর্য্যায়—সুকৃতী, ধন্য, সুকৃৎ, পুণ্যকৃৎ, ধর্ম্মবান্, শ্রেয়স্বান্, বৃষবান্ ইত্যাদি।
"ঊর্দ্ধং ভিত্ত্বা প্রতিষ্ঠন্তে প্রাণাঃ পুণ্যবতাং নৃপ।
মধ্যাতো মধ্যপুণ্যানামধো দুষ্কৃতকর্ম্মণাম্ ॥" (ভারত ১২।২৯৭।২৮)

পুণ্যবর্ম্মন্ (পুং) বিদেহরাজপুত্রভেদ। (দশকুমার)

পুণ্যশকুন (ক্লী) পুণ্যসূচকং শকুনং। ১ শুভসূচক শকুন, শুভ-চিহ্ন। (ত্রি) ২ তৎসাধন।
"ময়ূরাঃ পুণ্যশকুনাঃ হংসসারসচাতকাঃ।" (ভারত উ°১৪২অ°)

পুণ্যশালা (স্ত্রী) পুণ্যাশালা গৃহং কর্ম্মধা। পবিত্র গৃহ, পুণ্যগৃহ।

পুণ্যশীল (ত্রি) পুণ্যং শীলয়তীতি শীল-অচ্, বা পুণ্যং পবিত্রং শীলং স্বভাব যস্য। নিয়তপুণ্যানুষ্ঠায়ী, পুণ্যস্বভাব। যিনি সর্ব্বদা পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ গায়ত্রী। (দেবীভাগ° ১২।৬।৯৭)

পুণ্যশ্লোক (পুং) পুণ্যঃ পুণ্যদায়কঃ শ্লোকোযশশ্চরিত্রং বা যস্য। ১ বিষ্ণু। ২ যুধিষ্ঠির। ৩ নলরাজা। (ভারত ৩।৪৪।১১) (ত্রি) ২ পুণ্যচরিত্র, পবিত্র স্বভাব।
"জ্ঞাতুঞ্চ পুণ্যশ্লোকস্য কৃষ্ণস্য চ বিচেষ্টিতম্ ॥" (ভাগ° ১।১৩।১)

পুণ্যশ্লোকা (স্ত্রী) পুণ্যশ্লোক-স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ দ্রৌপদী। ২ সীতা। "পুণ্যশ্লোকো নলো রাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ। পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ ॥" (পুরাণ)

পুণ্যসম (অব্য°) পুণ্যং সমং যত্র, তিষ্ঠদ্গু অব্যয়ী°। তুল্যপুণ্য।

পুণ্যসহম (ক্লী) নীলকণ্ঠতাজিকোক্ত সহমভেদ। নীলকণ্ঠ-তাজিকে ৫০ প্রকার সহম আছে, তাহার মধ্যে পুণ্যসহম প্রথম। ইহার আনয়নপ্রকার এইরূপ, দিবা ও রাত্রি দুই সময়েই সহম সাধন করিতে পারা যায়, ইহার মধ্যে দিবাভাগে সহম সাধন করিতে হইলে চন্দ্রস্ফুট করিয়া, তাহা হইতে রবি-স্ফুট বাদ দিয়া অবশিষ্টাকে লগ্নস্ফুট যোগ করিতে হয় এবং রাত্রিকালে রবিস্ফুট হইতে চন্দ্রস্ফুট বাদ দিয়া অবশিষ্টের সহিত লগ্নস্ফুট যোগ করিলে যাহা হয়, তাহার নাম পুণ্যসহম। কিন্তু শোধ্যরাশি অর্থাৎ যাহাকে বিয়োগ করা হইয়াছে, তাহা হইতে শুদ্ধ রাশি (যে রাশি হইতে বিয়োগ করা হইয়াছে) পর্য্যন্ত ইহাদিগের মধ্যে যদি লগ্ন না থাকে, তাহা হইলে উক্ত সহমে একযোগ করিতে হইবে। আর শোধ্য ও শুদ্ধরাশির মধ্যে লগ্ন থাকিলে এক যোগ করিতে হইবে না। *

পুণ্যসহম—জন্মকালে ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশস্থ হইয়া বর্ষপ্রবেশ কালে পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হইলে সেই বর্ষে ধর্ম্ম, অর্থ ও সুখের হানি হয়। আর সহমাধিপতি অস্তগত হইলেও উক্তরূপ ফল হইবে। জন্মকালে বা বর্ষপ্রবেশকালে পুণ্যসহম বলবান্ স্বীয় স্বামী বা শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট কিংবা যুক্ত হইলে ধর্ম্মবৃদ্ধি ও ধনাগম হয়, ইহার বিপরীতে ফলেও বৈপরীত্য হইয়া থাকে। পুণ্যসহম লগ্নের ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশস্থ হইলে ধর্ম্ম, ভাগ্য ও যশের হানি হয়। ঐ সময়ে শুভগ্রহ বা সহমা-ধিপতির দৃষ্টি বা যোগ থাকিলে বর্ষের শেষভাগে সুখ ও ধর্ম্মাদি হইয়া থাকে। পুণ্যসহম পাপযুক্ত শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে আদিতে অশুভ ও পরে শুভ হয়। আর অশুভযুক্ত ও পাপ-দৃষ্ট হইলে প্রথমে শুভ ও পরে অশুভ হয়।

যে বর্ষে পুণ্যসহম শুভ হইবে, সেই বর্ষের ফলও শুভ। অশুভ হইলে ফলও অশুভ হইয়া থাকে। বর্ষপ্রবেশ ও কোষ্ঠীতে এই সহম কলাদির গণনা করা হয়। [সহম দেখ।]

---

* "সূর্য্যোনচন্দ্রাম্বিতমহ্নিলগ্নং রবীন্দুযুক্তং নিশি পুণ্যসংজ্ঞম্।
শোধ্যার্ক শুদ্ধাপ্রয়তান্তরালে লগ্নং নচেৎ সৈকভমেতদুক্তং ॥
সবলে পুণ্যসহমে ধর্ম্মসিদ্ধির্ধনাগমঃ।
শুভস্বামীক্ষিতযুক্তে ব্যত্যয়ে ব্যত্যয়ং বিদুঃ ॥
যত্রাব্দে পুণ্যসহমে শুভং সোঽব্দঃ শুভাবহঃ।
অনিষ্টেঽস্মিন্ শুভো নেতি পুণ্যমাদৌ বিচারয়েৎ ॥" (নীলকণ্ঠতা°)

পুণ্যসুন্দরগণি, একজন জৈনগ্রন্থকার। ইনি হেমচন্দ্রবিরচিত ধাতু-পাঠের স্বরবর্ণানুক্রম নামে একখানি সরল ব্যাখ্যা রচনা করেন।

পুণ্যসাগর মহামহোপাধ্যায়, এক জন জৈন পণ্ডিত। ইনি জিনহংসসূরির শিষ্য। জসলগীরাধিপতি ভীমরাজের রাজত্ব সময়ে ১৬৭৫ সবতে * ইনি জম্বুদ্বীপপ্রজ্ঞপ্তি নামক জৈনগ্রন্থের এক টীকা ও বৃত্তি রচনা করেন।

পুণ্যসেন (পুং) উজ্জয়িনীর এক জন রাজা। (কথাসরিৎ)

পুণ্যস্তম্ভকর (পুং) পুণতাম্বকর। আত্মতত্ত্বজাতিবিচার ও সাদৃশ্যবাদরচয়িতা।

পুণ্যস্থান (ক্লী) পুণ্যনিমিত্তং স্থানং। ১ পুণ্যোৎপাদনসাধন স্থানভেদ। যে স্থানে গমন করিলে পুণ্য সঞ্চয় হয়, তীর্থাদি স্থান। ২ লগ্নাবধি নবম স্থান। জাতবালক কিরূপ পুণ্য সঞ্চয় করিবে, তাহার বিষয় স্থির করিতে হইলে লগ্ন হইতে নবম স্থান দেখিয়া স্থির করিতে হয়। অতি সংক্ষেপে ইহার জ্যোতিষোক্ত মত লিখিত হইল।

জন্মকালে সূর্য্য নবমস্থ থাকিলে পুণ্যহীন এবং ঐ নবম স্থান যদি সূর্য্যের উচ্চস্থান হয়, তাহা হইলে জাতবালক পুণ্যশীল হইয়া থাকে। পূর্ণচন্দ্র নবমস্থ হইলে পুণ্যবান্ ও চন্দ্র ক্ষীণ হইলে পুণ্যহীন হয়। জাতবালকের নবম স্থানে শুভগ্রহ থাকিলে বা শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে জাতবালক পুণ্যশীল ও অশুভগ্রহ বা অশুভগ্রহের দৃষ্টি থাকিলে পুণ্যহীন হইবে। পুণ্যাদির বিষয় স্থির করিতে হইলে গ্রহগণের বলাবল বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিতে হয়। (জ্যোতিস্তত্ত্ব) [ধর্ম্মস্থান দেখ।]

পুণ্যানন্দনাথ, কামকলাবিলাস নামক গ্রন্থরচয়িতা।

পুণ্যাত্মন্ (ত্রি) পুণ্যঃ আত্মা স্বভাবো যস্য। পুণ্যস্বভাব, পুণ্যশীল। পদ্মপুরাণে ক্রিয়াযোগসারে লিখিত আছে—পুণ্যাত্মাদিগের পন্থা সকল প্রকার উপদ্রবরহিত হয় এবং তাঁহাদের গমন কালে কোন স্থলে গন্ধর্ব্বকন্যাগণ গান করিয়া থাকে, কোথায় বা অপ্সরোগণ নৃত্য করে, কোন স্থলে বীণাধ্বনি, কোথায় বা পুষ্পবৃষ্টি হইয়া থাকে, সুশীতল বায়ু বহিতে থাকে, ইত্যাদি প্রকার সুখভোগ করিতে করিতে পুণ্যাত্মগণ স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন। কেহ বা হস্তী, গজ বা রথারোহণে গমন করেন। গমনকালে দেব ও গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি তাঁহাদের স্তব করিতে থাকেন। কাহাকেও বা দেবকন্যাগণ চামর ব্যজন করিতে করিতে লইয়া যায়। যাইবার কালে যাহার যাহা অভিলাষ হয়, তিনি সেই সকল দ্রব্য ভোজন করিয়া পরম সুখে যমপুরে গমন করিয়া থাকেন। ইহারা উপস্থিত হইলে যমরাজ ও যমকিঙ্করগণ সকলেই নারায়ণের মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে মধুরোক্তিতে সম্ভাষণ করিয়া মিত্রের ন্যায় পূজা করেন। পরে তাঁহাদিগকে উত্তমরূপে ভোজন করাইয়া নিম্নোক্ত বাক্যে তাহাদিগের প্রীতি জন্মাইয়া দিব্য রথে করিয়া নারায়ণপুরে পাঠাইয়া দেন। বাক্য যথা—

"যম উবাচ। যূয়ং সর্ব্বে মহাত্মানো নরকক্লেশভীরবঃ।
নিজপুণ্যপ্রভাবেণ গম্যতাং পরমং পদম্॥
সংসারে জন্ম সংপ্রাপ্য পুণ্যং যঃ কুরুতে নরঃ।
স মে পিতা স মে ভ্রাতা স মে বন্ধুঃ স মে সুহৃৎ॥
ইত্যুক্ত্বা ধর্ম্মরাজেন তে সর্ব্বে দ্বিজসত্তম!।
দিব্যং রথং সমারুহ্য নারায়ণপুরং যযুঃ॥"

(পদ্মপু° ক্রিয়াযোগসা° ২২ অ°)

'আপনারা সকলেই মহাত্মা এবং নরকক্লেশ সহ্য করিতে নিতান্তই অক্ষম। এখন নিজ নিজ পুণ্যকর্ম্মপ্রভাবে পরমপদ প্রাপ্ত হউন। সংসারে জন্ম লাভ করিয়া যে ব্যক্তি পুণ্যসঞ্চয় করেন, তিনি আমার পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু ও সুহৃদ' যম কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া পুণ্যাত্মাগণ বিষ্ণুপুরে গমন করিয়া থাকেন।

(পদ্মপু° ক্রিয়াযোগসার ২২ অঃ)

পুণ্যালঙ্কৃত (ত্রি) পুণ্যেন অলঙ্কৃতঃ। পুণ্য দ্বারা অলঙ্কৃত, পুণ্যাত্মা, যাহাদের পুণ্যই একমাত্র অলঙ্কারস্বরূপ।

পুণ্যাহ (ক্লী) পুণ্যঞ্চ তদহশ্চেতি, ততোঽচ্ সমাসান্তঃ। (উত্তমৈকাভ্যাঞ্চ। পা ৫।৪।৯০) ইতি ন অহ্নাদেশঃ। পুণ্যদিন।

"পুণ্যাহং ব্রজ মঙ্গলং সুদিবসং প্রাতঃ প্রয়াতস্য তে।
যৎস্নেহোচিতমীহিতং প্রিয়তম ত্বং নির্গতঃ শ্রোষ্যতি॥"

(অমরুশতক ৬১)

কোন পূজাদি শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠানে যখন স্বস্তিবাচন করিতে হয়, তখন প্রথমেই 'পুণ্যাহবাচন' বিধেয়।

[স্বস্তিবাচন দেখ।]

পুণ্যাহবাচন (ক্লী) পুণ্যাহস্য বাচনং ৬তৎ। পুণ্যাহ শব্দের বাচন, দৈবাদিকর্ম্মে মঙ্গলের জন্য 'পুণ্যাহ' এই শব্দের বারত্রয় কথন। যে দিন দৈব প্রভৃতি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়, সেই দিন প্রথমে 'পুণ্যাহ, অর্থাৎ অদ্য শুভদিন এইরূপ তিনবার বলিতে হয়। ব্রাহ্মণ ওঙ্কারের সহিত এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যাদি নিরোঙ্কার পুণ্যাহ বাচন করিবেন।

"পুণ্যাহবাচনং দৈবে ব্রাহ্মণস্য বিধীয়তে।
এতদেব নিরোঙ্কারং কুর্য্যাৎ ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োঃ॥

* "শ্রীমজ্জেসলমেরুদুর্গনগরে শ্রীভীমভূমীপতৌ।
রাজ্যং শাসতি বাণবারিধিরসক্ষৌণীমিতে বৎসরে।
পুষ্যার্কে মধুমাসশুক্লদশমীসম্বাসরে ভাস্বরে।
টীকেয়ং বিহিতা সদৈব জয়তাদাচন্দ্রসূর্য্যং ভুবি।" (জম্বুপ্র° টীকা)

সোঙ্কারং ব্রাহ্মণে ব্রূয়াৎ নিরোঙ্কারং মহীপতৌ।
উপাংশু চ তথা বৈশ্যে শূদ্রে স্বস্তি প্রযোজয়েৎ ॥"
(উদ্বাহতত্ত্বে যম°) [স্বস্তিবাচন দেখ।]

পুণ্যোদকা (স্ত্রী) পুণ্যং পুণ্যজনকং স্নানদানাদাবুদকং যস্যাঃ। নদীভেদ। (ভারত অনু° ১৩০ অ°)

পুণ্যোদয় (পুং) পুণ্যানামুদয়ঃ। পুণ্যকর্ম্মের উদয়।

পুৎ (ক্লী) পু-বাহুলকাৎ ড়ুতি পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ নরকভেদ। পুত্রোৎপত্তি দ্বারা এই নরক হইতে মানবগণ নিষ্কৃতি লাভ করিয়া থাকে। (ত্রি) ২ কুৎসিত।

পুত (দেশজ, পুত্র শব্দের অপভ্রংশ) পুত্র।

পুতখাগী (দেশজ) যে পুত খাইয়াছে, গালাগালিবিশেষ। পুত্র খাইয়াছে বলিয়া গালি।

পুতী (দেশজ) পুস্তক, পুস্তক শব্দের অপভ্রংশ, হস্তলিখিত পুস্তক। 'পুথি' নামে সাধারণতঃ অভিহিত।

পুতুল (দেশজ) পুত্তলিকা, পুত্তলী শব্দের অপভ্রংশ।

পুতুর, দাক্ষিণাত্যে মলবার জেলার কালিকট তালুকের অন্তর্গত একটী নগর। কালিকট হইতে ৬। ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানকার চোকুর মন্দিরে একখানি প্রাচীন তামিল অক্ষরে লিখিত শিলালিপি আছে।

পুত্ত, গতি। সৌত্র ধাতু। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ পুত্ততি। লোট্ পুত্ততু। লিট্ পুপুত্ত। লুট্ পুত্তিতা। লুঙ্ অপুত্তীৎ।

পুত্ত, একজন রাজপুত-সামন্ত। ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি চিতোর-রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার বিবাহ হয়। নবপরিণীতা প্রিয়তমা বধূ-পরিত্যাগে পাছে তাঁহার অন্তরে ক্লেশ ও চাঞ্চল্য আসিয়া উপস্থিত হয়, এই আশঙ্কায় তাঁহার বীরমাতা স্বয়ং বালিকা বধূমাতাকে রণসাজে সজ্জিত করিয়া সমরপ্রাঙ্গণে আসিয়া সমুপস্থিত হইলেন। আক্রমণকারীদিগের করাল কবল হইতে রাজপুতানার প্রধান রাজধানী চিতোর-নগরী রক্ষার ভার একমাত্র বালক পুত্ত, রাজমাতা ও কুমারী রাজপুত-বালার উৎসাহে পরিরক্ষিত হইয়াছিল। নির্ভীক রাজপুত যোদ্ধৃগণ রমণীদ্বয়ের অসীম বীরত্বে উৎসাহিত হইয়া জাতীয় গৌরবরক্ষার জন্ম বিশেষ উদ্যোগী হইল। তাহারা উক্ত বীররমণীদ্বয়কে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া শত্রুর শাণিত অস্ত্রে জীবন দান করিতে দেখিয়াছিল। অবশেষে ষোড়শবর্ষীয় বালক পুত্ত মাতা ও স্ত্রীকে নিহত দেখিয়া দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য উন্মত্তের ন্যায় রণসমুদ্রে ঝাঁপ দিল। এই যুদ্ধে পুত্ত আত্মজীবন দান করিয়া ইহলোকের জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিল।

পুত্তল (পুং) পুত্ত-গতৌ ভাবে ঘঞ্, পুত্তং গমনং লাতি অজস্রাদিতি লা-ক। পত্রাদি নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি। চলিত পুতুল।

পুত্তলক (পুং) পুত্তল সংজ্ঞায়াং কন্। পুত্তল শব্দার্থ, পুতুল।

পুত্তলিকা (স্ত্রী) পুত্তলী এব স্বার্থে কন্, টাপ্, ততো ঈকারস্য হ্রস্বঃ। তৃণ, কাষ্ঠ, মৃত্তিকা, প্রস্তর ধাতু বা বস্ত্রাদি নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি।

পুত্তলী (স্ত্রী) পুত্তল-ঙীষ্। মৃদাদিনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি।

"অমাবস্যাং সমাসাদ্য মধ্যরাত্রৌ বিচক্ষণঃ।
মৃণ্ময়ীং পুত্তলীং কৃত্বা দীপাদিভিরলঙ্কৃতাম্ ॥"(উত্তরকামাখ্যা°)

পুত্তলীপূজক (পুং) পুত্তলীনাং পূজকঃ। যাহারা পুতুল পূজা করে। যাহারা দেবপ্রতিমা পূজা করে, বিধর্ম্মীরা তাহাদিগকে পুত্তলীপূজক কহে।

পুত্তলীপূজা (স্ত্রী) পুত্তলীনাং পূজা। পুতুলের পূজা।

পুত্তিকা (স্ত্রী) পুত্তং ইতস্ততো ভ্রমণমস্ত্যস্যা ইতি পুত্ত-ঠন্, ততষ্টাপ্। ১ মধুমক্ষিকা বিশেষ। পর্য্যায় পতঙ্গিকা। ২ পিপীলিকাভেদ, উইপোকা।

"ধর্ম্মং শনৈঃ সঞ্চিনুয়াৎ বল্মীকমিব পুত্তিকাঃ।
পরলোকসহায়ার্থং সর্ব্বভূতান্যপীড়য়ন্ ॥" (মনু ৪।২৩৮)

পুত্তিকা যেরূপ ধীরে ধীরে বল্মীক (মাটীর ঢিবি) প্রস্তুত করে, মানবগণ পরলোকের জন্য সেইরূপ ধীরে ধীরে ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবেন।

পুত্তুর, মান্দ্রাজ প্রদেশে দক্ষিণ-কাণাড়া জেলার উপ্পিনাঙ্গদী তালুকের প্রধান নগর ও সদর। অক্ষা° ১২°৪৫´৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ১৪´ ১০´´ পূঃ। পূর্ব্বে ইহা কোরগরাজ্যের সীমান্তরক্ষার জন্য সৈন্যসমাবেশস্থান মধ্যে গণ্য ছিল। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে এখানে ঘোর রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে। উত্তেজিত বিদ্রোহি-দলের অত্যাচার ও নররক্তে নগর ক্রমশঃই বীভৎসরূপ ধারণ করিয়াছিল। অতঃপর ১৮৫৯ খৃঃ অব্দে ইংরাজরাজ এখানে সৈন্য রাখিবার আড্ডা করিয়াছেন। এখানকার প্রাচীন মন্দির-গাত্রে একখানি অস্পষ্ট শিলালিপি খোদিত আছে।

২ মলবার জেলার কোট্টয়ম্ তালুকের অন্তর্গত একটী গ্রাম, এখানে পর্ব্বতোপরি' দুইটী গুহা খোদিত দেখা যায়।

৩ উক্ত জেলার পালঘাট তালুকের একটী নগর। পালঘাট হইতে ১ ক্রোশ উত্তরে রেল-ষ্টেসনের সন্নিকটে অবস্থিত। এখানকার প্রাচীন বিশ্বনাথ-মন্দিরের পূর্ব্ব প্রাকারে ৬৪০ কোল্লম্ অব্দে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি আছে।

৪ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির মদুরা-জেলার তিরুমঙ্গলম্ তালুকের প্রধান নগর। এখানে হিন্দুর সংখ্যা প্রায় ৭১০০; অপরাপর জাতি ১৩০টী মাত্র।

পুত্র (পুং) ১ লগ্ন হইতে পঞ্চম স্থান।

"পুত্রস্থেহর্কে নরোহসৌ প্রথমস্থতহতঃ সিংহরাশৌ সুপুত্রঃ" (জ্যোতিঃ)

২ পুনাতি পিত্রাদীনিতি পূ-ক্র, ধাতোহ্রস্বশ্চ। (পুবো-হ্রস্বশ্চ। উণ্ ৪।১৬৪) স্বজন্য পুরুষ, পুংসন্তান। চলিত পুত, বেটা, ছেলে, খোকা, লেড়কা, ছেলিয়া। পর্য্যায়—তনয়, সুনু, আত্মজ, দায়াদ, সুত, তনূজ, কুলধারক, নন্দন, আত্মজন্মন্, দ্বিতীয়, প্রসূতি, স্বজ, অপত্য (ক্লী)। (শব্দরত্নাবলী)

"পুত্র" ও "পুত্র" এই দুই প্রকারই পদ হইয়া থাকে। যে স্থলে তকারদ্বয় অর্থাৎ "পুত্র" এইরূপ পদ ব্যবহৃত হইবে, সে স্থলে "পুন্নামনরকাৎ ত্রায়তে" এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে পুংশব্দপূর্ব্বক ত্রৈ ধাতুর উত্তর ড প্রত্যয় দ্বারা সাধিত হইবে।

"পুন্নাম্নো নরকাদ্‌যস্মাৎ পিতরং ত্রায়তে সুতঃ।
তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা॥" (মহাভা° ১।৭৪।৩৭)

স্বয়ং ব্রহ্মা বলিয়াছেন,—সুত পিতাকে পুন্নামক নরক হইতে ত্রাণ করে বলিয়া 'পুত্র' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

"পিতৄন্ পাতি" এই অর্থেও 'পুত্র' এইরূপ পদ হয়।

"তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ পিতৄন্ যঃ পাতি সর্ব্বতঃ॥"
(রামায়ণ ২।১০৭।১২)

'পিতৄন্ পাতি ইত্যর্থে পুত্রস্ত পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুত্বং। পিতৄন্ধিশ্চ ক্রতেষ্টাপূর্ত্তাদিনা স্বর্গলোকপ্রাপণেন তেষাং রক্ষণমিত্যাহঃ।' (টীকাকার)

মনুসংহিতায় লিখিত আছে—

"পুত্রেণ লোকান্ জয়তি পৌত্রেণানন্ত্যমশ্নুতে।
অথ পুত্রস্য পৌত্রেণ ব্রধ্নস্যাপ্নোতি বিষ্টপং॥" (মনু ৯।১৩৮)

পুত্র জন্মিলে স্বর্গাদি লোকপ্রাপ্তি হয়, পুত্রের পুত্র অর্থাৎ পৌত্র জন্মিলে ঐ স্বর্গলোকেই অনন্তকাল বাস করা যায়, পরে যদি প্রপৌত্র জন্মে, তাহা হইলে আদিত্য লোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

মনুর মতে পুত্র দ্বাদশ প্রকার, যথা—ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্তক, কৃত্রিম, গূঢ়োৎপন্ন, অপবিদ্ধ, কানীন, সহোঢ়, ক্রীত, পৌনর্ভব, স্বয়ংদত্ত ও শৌদ্র[১]।

ইহার মধ্যে বিবাহিতা স্বীয় সবর্ণা স্ত্রীতে নিজ ঔরসে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাকে ঔরসপুত্র কহে। এই ঔরস পুত্রই মুখ্য পুত্র। পুত্রহীন অবস্থায় মৃত, নপুংসক অথবা প্রসব-বিরোধী ব্যাধিযুক্ত ব্যক্তির ভার্য্যা স্বধর্ম্ম অনুসারে গুরুজন কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া যে পুত্র উৎপন্ন করে, ঐ পুত্র ক্ষেত্রজ বলিয়া অভিহিত। পিতা এবং মাতা উভয়ে পরিগৃহীতার অপুত্রস্বরূপ আপৎকালে প্রীতভাবে যে সমানজাতীয় পুত্র উদকপূর্ব্বক দান করে, তাহাকে দত্রিম অর্থাৎ দত্তকপুত্র বলে।

পিতামাতার পারলৌকিক শ্রাদ্ধাদিকরণে গুণ ও অকরণে দোষ হয়, ইত্যাদি বিষয়ে যে অভিজ্ঞ এবং পুত্রগুণযুক্ত অর্থাৎ পিতামাতার আরাধনায় তৎপর, তাদৃশ সমান-জাতীয়কে পুত্রত্বে স্থাপন করিলে ঐ পুত্রকে কৃত্রিম বলা যায়। স্বীয় ভার্য্যায় স্বজাতীয় পুরুষ দ্বারা উৎপন্ন; কিন্তু কে উৎপাদন করিয়াছে, তাহার নির্ণয় নাই, এই ভাবে জাত পুত্রকে গূঢ়োৎপন্ন কহে। মাতাপিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত অথবা মাতা এবং পিতা উভয়ের মধ্যে একের অভাবে অন্য কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত কোন বালককে পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিলে তাহাকে অপবিদ্ধ পুত্র বলে। কন্যা পিতৃগৃহে বাসকালীন গুপ্তভাবে যে পুত্র উৎপন্ন করে, ঐ পুত্র কন্যা-পরিগৃহীতার কানীনপুত্র বলিয়া অভিহিত। যে কন্যা পূর্ব্ব হইতেই গর্ভবতী; কিন্তু পরিগৃহীতা বিবাহকালে তাহাকে গর্ভবতী বলিয়া জানিয়া থাকুক আর নাই থাকুক, ঐ কন্যার গর্ভজাত বালককে সহোঢ়পুত্র বলে। পিতামাতার নিকট হইতে পুত্রের নিমিত্ত মূল্য দিয়া যাহাকে ক্রয় করা হয়, সে সদৃশ বা অসদৃশ হইলেও ক্রেতার ক্রীত পুত্র হইয়া থাকে। যে স্ত্রী পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা, বিধবা অথবা স্বেচ্ছা-চারিণী হইয়া অন্য পতিগ্রহণপূর্ব্বক পুত্র উৎপাদন করে, ঐ পুত্র উৎপাদকের পৌনর্ভব পুত্র। যে বালক পিতৃমাতৃ-বিহীন অথবা পিতা এবং মাতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে, সে যদি স্বয়ং আসিয়া বলে "আমি তোমার পুত্র হইলাম" তবে তাহাকে স্বয়ংদত্ত পুত্র বলে। ব্রাহ্মণ বিবাহিতা শূদ্রাণীতে কামবশতঃ যে পুত্র উৎপাদন করে, ঐ পুত্রকে পারশব (শৌদ্র) কহে[২]।

(১) "ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিম এব চ।
গূঢ়োৎপন্নোঽপবিদ্ধশ্চ দায়াদা বান্ধবাশ্চ ষট্॥
কানীনশ্চ সহোঢ়শ্চ ক্রীতঃ পৌনর্ভবস্তথা।
স্বয়ংদত্তশ্চ শৌদ্রশ্চ ষড়দায়াদবান্ধবাঃ॥" (মনু ৯।১৫৯—৬০)

(২) "স্বে ক্ষেত্রে সংস্কৃতায়ান্তু স্বয়মুৎপাদয়েদ্ধি যং।
তমৌরসং বিজানীয়াৎ পুত্রং প্রথমকল্পিতং॥
যস্তল্পজঃ প্রমীতস্য ক্লীবস্য ব্যাধিতস্য বা।
স্বধর্ম্মেণ নিযুক্তায়াং স পুত্রঃ ক্ষেত্রজঃ স্মৃতঃ॥
মাতা পিতা বা দদ্যাতাং যমদ্ভিঃ পুত্রমাপদি।
সদৃশং প্রীতিসংযুক্তং স জ্ঞেয়ো দত্রিমঃ সুতঃ॥
সদৃশন্তু প্রকুর্য্যাদ্‌যং গুণদোষবিচক্ষণম্।
পুত্রং পুত্রগুণৈর্যুক্তং স বিজ্ঞেয়শ্চ কৃত্রিমঃ॥
উৎপদ্যতে গৃহে যস্য ন চ জ্ঞায়েত কস্য সঃ।
স গৃহে গূঢ় উৎপন্নস্তস্য স্যাদ্‌যস্য তল্পজঃ॥
মাতাপিতৃভ্যামুৎসৃষ্টং তয়োরন্যতরেণ বা।
যং পুত্রং পরিগৃহ্নীয়াৎ অপবিদ্ধঃ স উচ্যতে॥

এই যে দ্বাদশ প্রকার পুত্র উক্ত হইল, ইহার মধ্যে ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্তক, কৃত্রিম, গূঢ়োৎপন্ন এবং অপবিদ্ধ অর্থাৎ পরিত্যক্ত ইহারা দায়াদ ও বান্ধব। অপর কানীন, সহোঢ়, ক্রীত, পৌনর্ভব, স্বয়ংদত্ত ও শৌদ্র ইহারা পৈতৃক ধন গ্রহণ করিতে পারে না। ইহারা কেবল বান্ধব অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদির অধিকারী মাত্র।

উক্ত দ্বাদশবিধ পুত্রের মধ্যে ঔরস পুত্রই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মনু বলিয়াছেন,—

"যাদৃশং ফলমাপ্নোতি কুপ্লবৈঃ সন্তরন্ জলং।
তাদৃশং ফলমাপ্নোতি কুপুত্রৈঃ সন্তরংস্তমঃ॥" (মনু ৯।১৬১)

মানব যেরূপ মন্দ ভেলাদ্বারা সমুদ্র পার হইতে গিয়া মন্দ ফল প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ জলে নিমগ্ন হয়, সেইরূপ ক্ষেত্রজাদি নিন্দিত পুত্র দ্বারা পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইতে গিয়া মন্দ ফল পাইতে হয়, অর্থাৎ ঘোর পাপেই লিপ্ত হইতে হয়।

"ক্ষেত্রজাদীন্ সুতানেতানেকাদশ যথোদিতান্।
পুত্রপ্রতিনিধীনাহুঃ ক্রিয়ালোপান্মনীষিণঃ॥" (মনু ৯।১৮০)

ক্ষেত্রজাদি যে একাদশ পুত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে, শাস্ত্রকারগণ ইহাদিগকে ঔরস পুত্রের প্রতিনিধি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ শ্রাদ্ধতর্পণাদির লোপ না হয়, এজন্য পণ্ডিতগণ ক্ষেত্রজাদি একাদশ পুত্রের বিধি প্রদান করিয়াছেন।

ঔরস-পুত্রপ্রসঙ্গে ক্ষেত্রজাদি অন্য বীর্য্যোৎপন্ন যে সকল পুত্র অভিহিত হইল, যদি কোন গৃহীতা ঔরস পুত্র বিদ্যমানে ঐ সকল পুত্র গ্রহণ করে, তাহা হইলে ইহারা গৃহীতার পুত্র না হইয়া উৎপাদকেরই পুত্র হইবে। এক পিতা হইতে উৎপন্ন সহোদরদিগের মধ্যে যদি একজন পুত্রবান্ হয়, তাহা হইলে সেই ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বারা সকলেই পুত্রবান্ হইবে অর্থাৎ ভ্রাতুষ্পুত্র বিদ্যমানে অন্য পুত্রপ্রতিনিধি করা কর্ত্তব্য নয়, কেননা ভ্রাতুষ্পুত্রই তাহাদিগের পিণ্ডপ্রদ ও অংশহর।

এই প্রকার স্ত্রীদিগের মধ্যেও যদি এক পত্নী পুত্রবতী হয়, তাহা হইলে ঐ পুত্র দ্বারা তাহারা সকলেই পুত্রবতী হইবে অর্থাৎ সপত্নীপুত্র বিদ্যমানে স্ত্রীলোকের আর দত্তকাদি পুত্র রাখা কর্ত্তব্য নহে(৩)।

পদ্মপুরাণের প্রকৃতিখণ্ডে আরও চারি প্রকার পুত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় যথা,—ঋণসম্বন্ধী পুত্র, ন্যাসসম্বন্ধী পুত্র, রিপুপুত্র এবং প্রিয়পুত্র।

ন্যাসসম্বন্ধী পুত্র।—যদি কেহ পূর্ব্ব বা ইহজন্মে কাহারও নিকট কোন বস্তু ন্যাস (গচ্ছিত) রাখে এবং যাহার নিকট ন্যাস রাখা হয়, ঐ ব্যক্তি যদি ন্যাসস্বামীকে বঞ্চনা করিয়া ন্যাসীকৃত বস্তু নিজেই অপহরণ করে, তাহা হইলে ন্যাসস্বামী আসিয়া পরজন্মে ন্যাসাপহারকের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করে এবং রূপগুণসম্পন্ন হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক প্রতিদিন প্রিয়বাক্যে পিতার প্রীতি জন্মাইতে থাকে। পিতাও পুত্রের পুত্রোচিত ব্যবহারে ও সমধিক স্নেহমমতায় পুত্রগতপ্রাণ হইয়া সর্ব্বদা আনন্দে ভাসিতে থাকেন, এইরূপে ক্রমে যখন পুত্ররূপী ন্যাসস্বামী পিতাকে নিজের প্রতি সাতিশয় স্নেহবান্ মনে করে, তখন পিতৃকৃত ভরণপোষণে আপন ন্যাসীকৃত ধনের ভাগ গ্রহণ করিয়া অকালে দেহত্যাগপূর্ব্বক পূর্ব্বে ন্যাসাপহরণ জন্য নিজের যেরূপ দুঃখ হইয়াছিল, পিতৃরূপী ন্যাসাপহারককে তাদৃশ কষ্ট দিয়া চলিয়া যায়। পিতা পুত্রের মৃত্যু দেখিয়া যখন হা পুত্র বলিয়া রোদন করেন, তখন সে, 'কে কাহার পুত্র' এই বলিয়া হাস্য করিতে থাকে, এবং বলিতে থাকে, 'পূর্ব্বে তুমি আমার ন্যাসাপহরণ করিয়া আমাকে যেরূপ কষ্ট দিয়াছ, তাহার প্রতিফলে অদ্য আমি তোমাকে তাদৃশ দুঃখ ও পিশাচত্ব প্রদান করিয়া স্বগৃহে গমন করিলাম। আমি কাহারও পুত্র নহি'।*

পিতৃবেশ্মনি কন্যা তু যং পুত্রং জনয়েদ্রহঃ।
তং কানীনং বদেন্নাম্না বোঢ়ুঃ কন্যাসমুদ্ভবং॥
যা গর্ভিণী সংস্ক্রিয়তে জ্ঞাতাজ্ঞাতাপি বা সতী।
বোঢ়ুঃ স গর্ভো ভবতি সহোঢ় ইতি চোচ্যতে॥
ক্রীণীয়াদ্যস্ত্বপত্যার্থং মাতাপিত্রোর্যমন্তিকাৎ।
স ক্রীতকঃ সুতস্তস্য সদৃশোঽসদৃশোঽপি বা॥
যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া।
উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে॥
মাতাপিতৃবিহীনো যস্ত্যক্তো বা স্যাদকারণাৎ।
আত্মানং স্পর্শয়েদ্যস্মৈ স্বয়ংদত্তস্তু স স্মৃতঃ॥
যং ব্রাহ্মণস্তু শূদ্রায়াং কামাদুৎপাদয়েৎ সুতং।
স পারয়ন্নেব শবস্তস্মাৎ পারশবঃ স্মৃতঃ॥" (মনু ৯।৬)

(৩) "য এতেঽভিহিতাঃ পুত্রাঃ প্রসঙ্গাদন্যবীজজাঃ।
যস্য তে বীজতো জাতাস্তস্য তে নেতরস্য তু॥
ভ্রাতৃণামেকজাতানামেকশ্চেৎ পুত্রবান্ ভবেৎ।
সর্ব্বাংস্তান্ তেন পুত্রেণ পুত্রিণো মনুরব্রবীৎ॥
সর্ব্বাসামেকপত্নীনামেকা চেৎ পুত্রিণী ভবেৎ।
সর্ব্বাস্তাস্তেন পুত্রেণ প্রাহ পুত্রবতীর্ম্মনুঃ॥" (মনু ৯।১৮১—৮৩)

* "ন্যাসস্বামী ভবেৎ পুত্রো রূপবান্ গুণবান্ ভুবি।
যেন চাপহৃতং ন্যাসং তস্য গেহে ন সংশয়ঃ॥
গুণবান্ রূপবাংশ্চৈব সর্ব্বলক্ষণসংযুতঃ।
ভক্তিঞ্চ দর্শয়েত্তস্য পুত্রো ভূত্বা দিনে দিনে॥
প্রিয়োবাক্যধরো বাপি বহুস্নেহং প্রদর্শয়েৎ।
শীঘ্রং দ্রব্যং সমুদ্রাহ্য প্রীতিমুৎপাদ্য বাতুলাং॥
ভুক্‌ত্বা চ পোষণাত্তেন তদ্দায়াৎ পুনর্ব্রজেৎ।
যথা তেন প্রদত্তং তন্ন্যাসাপহরণাৎ পুরা॥

ঋণসম্বন্ধী পুত্র,—যদি কোন ব্যক্তি কাহারও নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া মরিয়া যায়, তাহা হইলে ঋণদাতা আসিয়া ঐ ঋণগ্রহণকারীর পুত্র ভ্রাতা অথবা পিতৃরূপে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বাহিরে মিত্ররূপী, কিন্তু অন্তরে সর্ব্বদাই শত্রুতাপূর্ণ হইয়া অবস্থান করে। পুত্ররূপী ঋণদাতা সর্ব্বদাই ক্রূরতা ও নিষ্ঠুরতার আশ্রয় হইয়া থাকে, কাহারও গুণ বুঝে না। মাতা পিতা প্রভৃতি স্বজনবর্গের প্রতি নিরন্তর নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করে, প্রতিদিন মিষ্টভোজন ও নানাবিধ বিলাসিতায় রত থাকে। ঐ পুত্র সকল সময়েই দ্যূতাদি নিন্দিত কার্য্যে আসক্ত হইয়া গৃহ হইতে দ্রব্যাদি হরণ করিয়া লইয়া যায়, তাহাতে মাতা পিতা যদি পুত্রকে নিষেধ করে, তাহা হইলে তাহাদের নিষেধ গ্রাহ্য করে না ; পরন্তু মাতাপিতাকেই দুর্ব্বাক্য বলিতে থাকে। এমন কি দণ্ড এবং কশাঘাত করিয়াও মাতাপিতাকে জর্জ্জরিত করে। ঋণসম্বন্ধী পুত্র দিন দিন মাতাপিতাকে নানাবিধ কষ্ট দেয় এবং বলিতে থাকে, এই গৃহক্ষেত্রাদি যাহা কিছু বস্তু আছে, এ সমুদায়ই আমার, তোমাদের ইহাতে কোন অধিকার নাই। মাতাপিতা পুত্রের ঈদৃশ ব্যবহারে সর্ব্বদা দুঃখিত-হৃদয়ে কালাতিপাত করিয়া অবশেষে মরিয়া যায় ; কিন্তু ঐ পুত্র মাতাপিতা মরিয়া গেলেও ঘৃণা এবং স্নেহশূন্য হইয়া তাহাদিগের পারলৌকিক শ্রাদ্ধাদি কোন কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করে না।১

রিপুপুত্র,—রিপুপুত্র বাল্যকাল হইতেই সর্ব্বদা রিপুর ন্যায় ব্যবহার করে, ক্রীড়া করিতে করিতেও পিতামাতাকে প্রহার করিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া যায়, আবার মাতা-পিতার নিকট ফিরিয়া আসে। রিপুপুত্র কোন সময়েই শান্ত-প্রকৃতি নহে, সুতরাং ক্রোধী হইয়া বৈরকর্ম্ম সাধন করিতে থাকে। এইরূপে পূর্ব্ববৈরিতা মনে করিয়া সেই দুষ্টবুদ্ধি পিতা এবং মাতাকে মারিয়া চলিয়া যায়।১

প্রিয়পুত্র—প্রিয়পুত্র জাতমাত্রই বাল্যকাল হইতে লালন ও ক্রীড়ন দ্বারা মাতাপিতার প্রীতি জন্মাইতে থাকে, পরে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ভক্তি, শুশ্রূষা, স্নেহ ও প্রিয় সম্ভাষণ এই সমু-দায়ে পিতা মাতার প্রিয়বিধান করিতে স্বতই যত্নবান্ হয়। অতঃপর মাতাপিতার মৃত্যু হইলেও প্রিয়পুত্র স্নেহবশতঃ রোদন করে এবং ভক্তিপূর্ব্বক দুঃখিতচিত্তে তাহাদিগের শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান প্রভৃতি ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সকল বিশেষরূপে নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।*

এই পুত্র চতুষ্টয় ব্যতীত উদাসীন পুত্র বলিয়া আরও একটী

দুঃখমেব মহৎ কৃত্বা দারুণং প্রাণনাশনম্।
তাদৃশং তস্য দদ্যাৎ স পুত্রো ভূত্বা মহাগুণৈঃ॥
অল্পায়ুষস্তথা ভূত্বা মরণং যান্তি তে তথা।
যদাহ পুত্রপুত্রেতি প্রলাপং হি করোতি সঃ।
তদা হাস্যং করোত্যেষ কঃ স পুত্রো হি কস্য চ॥"(পদ্মপু° ভূমি° ১২অঃ)

(১) "ঋণং যস্য গৃহীত্বা যঃ প্রযাতি মরণং কিল।
অর্থদাতা সুতো ভূত্বা ভ্রাতা বাথ পিতা প্রিয়ঃ॥
মিত্ররূপেণ বর্ত্তেত হ্যতিদুষ্টঃ সদৈব সঃ।
গুণং নৈব প্রপশ্যেত সক্রূরো নিষ্ঠুরাকৃতিঃ॥
জল্পতে নিষ্ঠুরং বাক্যং সদৈব স্বজনেষু চ।
মিষ্টং মিষ্টং সমশ্নাতি ভোগান্ভুনক্তি নিত্যশঃ॥
দ্যূতকর্ম্মরতো নিত্যং চৌরকর্ম্মণি সস্পৃহঃ।
গৃহদ্রব্যং বলাদ্ভুঙ্ক্তে বার্য্যমাণঃ স কুপ্যতি॥
পিতরং মাতরং চৈব কুৎসতে চ দিনে দিনে।
দ্রাবকত্রাসকশ্চৈব বহুনিষ্ঠুরজল্পকঃ॥
বঞ্চয়িত্বৈব সুদ্রাক্ষ হৃত্বা সুখেন তিষ্ঠতি।
জাতকর্ম্মাদিভির্বাল্যে দ্রব্যং গৃহ্নাতি দারুণঃ॥
পুনর্বিবাহসংবন্ধাৎ নানাভেদৈরনেকধা।
এবং সংজায়তে দ্রব্যমেবমেতদ্দদাত্যপি॥
গৃহক্ষেত্রাদিকং সর্ব্বং মমৈব হি ন সংশয়ঃ।
পিতরং মাতরং চৈব বদত্যেবং দিনে দিনে॥
মুদগৈর্মুসলৈশ্চৈব কষাঘাতৈস্তু দারুণৈঃ।
মৃতে তু তস্মিন্ পিতরি তথা মাতরি নিষ্ঠুরঃ॥
নিঃস্নেহো নিষ্ঠুরশ্চৈব জায়তে নাত্র সংশয়ঃ।
শ্রাদ্ধকার্য্যাণি দানানি ন করোতি কদাচন॥"(পদ্মপু° ভূমিখ° ১২।১-১০)

(১) "রিপুপুত্রং প্রবক্ষ্যামি তবাগ্রে দ্বিজপুঙ্গব!
বাল্যে বয়সি সম্প্রাপ্তে রিপুত্বে বর্ত্ততে সদা॥
পিতরং মাতরং চৈব ক্রীড়মানো হি তাড়য়েৎ।
তাড়য়িত্বা প্রয়াত্যেব প্রহস্যৈব পুনঃ পুনঃ॥
পুনরায়াতি সংক্রুদ্ধঃ পিতরং মাতরং পুনঃ।
সক্রোধো বর্ত্ততে নিত্যং বৈরকর্ম্মণি সর্ব্বদা॥
পিতরং মারয়িত্বা তু মাতরং চ পুনঃ পুনঃ।
প্রয়াত্যেবং সুদুষ্টাত্মা পূর্ব্ববৈরানুভাবতঃ॥"
(পদ্মপু° ভূমিখণ্ড ১২।১১-১৪

* "অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি যস্মাল্লভ্যং ভবেৎ প্রিয়ং।
মাতরঞ্চ প্রিয়ং কুর্য্যাদ্বাল্যে লালনক্রীড়নৈঃ॥
বয়ঃপ্রাপ্য প্রিয়ং কুর্য্যাৎ মাতাপিত্রোরনন্তরং।
ভক্ত্যা সন্তোষয়েন্নিত্যং তাবুভৌ পরিপালয়েৎ॥
স্নেহেন বচসা চৈব প্রিয়সম্ভাষণেন চ।
মৃতে গুরৌ সমাজ্ঞায় স্নেহেন রুদতে পুনঃ॥
শ্রাদ্ধকর্ম্মাণি সর্ব্বাণি পিণ্ডদানাদিকাং ক্রিয়াম্।
করোত্যেব সুদুঃখার্ত্তস্তেভ্যো যাত্রাং প্রযচ্ছতি॥
ঋণত্রয়ান্বিতঃ স্নেহান্নির্বাপয়তি নিত্যশঃ।
যস্মাল্লভ্যং ভবেৎ কাম্য প্রযচ্ছতি ন সংশয়ঃ॥
পুত্রো ভূত্বা মহাপ্রাজ্ঞ অনেন বিধিনা কিল।"
(পদ্মপু° ভূমিখণ্ড ১২।১৫-২০)

পুত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই পুত্র সর্ব্বদা উদাসীনভাবে অবস্থান করে, কাহারও নিকট হইতে কোন বস্তু গ্রহণ করে না বা কাহাকে কোন বস্তু দান করে না। ইহার কোন বিষয়ে ক্রোধ নাই, কোন বিষয়ে পরিতুষ্টিও নাই। উদাসীনপুত্র একস্থান ত্যাগ করিয়া অন্য কোন স্থানে চলিয়াও যায় না, সর্ব্ববিষয়েই ঔদাস্য প্রকাশ করে।*

পুত্র যেমন ঋণসম্বন্ধী হয়, সেইরূপ ভার্য্যা, পিতা মাতা, বন্ধুবর্গ, ভৃত্যগণ এবং তুরগ, গজ, মহিষী ও দাসী ইহারাও ঋণসম্বন্ধী হইয়া থাকে অর্থাৎ ঋণগ্রহণ করিয়া মরিয়া গেলে, ঋণদাতা যেরূপ পরজন্মে ঋণগৃহীতার পুত্ররূপে অবস্থান করে, ভার্য্যা, পিতামাতা প্রভৃতিও সেইরূপ জন্মলাভ করে।

"যথা পুত্রাস্তথা ভার্য্যা পিতামাতাথ বান্ধবাঃ।
ভৃত্যাশ্চান্যে সমাখ্যাতাঃ পশবস্তুরগাস্তথা॥
গজা মহিষ্যো দাস্যশ্চ ঋণসম্বন্ধিনস্তমী॥"

(পদ্মপুরাণ ভূমিখণ্ড ১২ অঃ)

ভূমিখণ্ডের অপর এক স্থানে সুপুত্রের লক্ষণ সম্বন্ধে ভগবান্ বশিষ্ঠ বলিয়াছেন,—যে পুত্র জ্ঞানী, বুদ্ধিমান্, তপস্বী ও বাগ্মী হইবে, যাহার আত্মা পুণ্যকার্য্য ও সত্যধর্ম্মে আসক্ত থাকিবে, যে পুত্র সর্ব্বকার্য্যে ধৈর্য্যাবলম্বী, বেদাধ্যয়নে তৎপর, সর্ব্বশাস্ত্রের বক্তা, দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের পূজক, দাতা, ত্যাগী, প্রিয়ভাষী, সতত বিষ্ণুধ্যানপরায়ণ এবং সর্ব্বদা শান্ত, দান্ত, সুহৃদ্, মাতাপিতার শুশ্রূষাকারী, স্বজনবৎসল, কুলতারক ও কুলের পরিপোষক হইবে, এবম্বিধ গুণশালী পুত্রই সুপুত্র এবং সর্ব্বজনের সুখদাতা।†

শাস্ত্রে সুপুত্রও জঙ্গমতীর্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পুত্রতীর্থ সমস্ত তীর্থ হইতেই শ্রেষ্ঠতীর্থ। সৎপুত্ররূপ পরম তীর্থ পাইয়া পূর্ব্বপুরুষগণ মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন এবং পিতাও পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হন। কথিত আছে, পুরাকালে বেণ রাজা বৈষ্ণবদ্বেষী ছিলেন এবং কোন ধর্ম্মই মানিতেন না, তথাপি তিনি পৃথুরূপ পরমপবিত্র পুত্রতীর্থ দ্বারা পূত হইয়া পরমপদে প্রলীন হইয়াছিলেন।*

পুত্র বৈষ্ণব হইলে পূর্ব্বপুরুষগণকে ত্রাণ করিয়া থাকে, পরন্তু বৈষ্ণবপুত্রের অধস্তন বংশপরম্পরাও অতি পবিত্র হইয়া উদ্ধার পাইয়া থাকে।

"বৈষ্ণবো যদি পুত্রঃ স্যাৎ স তারয়তি পূর্ব্বজান্।
পিতৃনধস্তনা বংশাস্তারয়ন্ত্যতিপাবনাঃ॥" (পদ্মপু° ভূমিখণ্ড)

সুপুত্র জন্মিলে মানবগণের যেরূপ সর্ব্ববিষয়েই সুখ হইয়া থাকে, কুপুত্র জন্মিলেও সেইরূপ পদে পদে দুঃখভোগ করিতে হয়। কুপুত্রদ্বারা পিতামাতার জীবদ্দশায় নানাবিধ কষ্ট হয়, পরে পরকালেও নরকে যাইতে হয়। কুপুত্র জন্মিলে পূর্ব্বপুরুষগণ অতি দুঃখিতভাবে ঘোর নরকে পুনঃ পুনঃ পতিত হইতে থাকেন। যেমন কোন মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তি মন্দ ভেলা দ্বারা নদী পার হইতে গিয়া জলে মগ্ন হইয়া যায়, তদ্রূপ পিতাও কুপুত্র দ্বারা নরক হইতে ত্রাণ পাইতে গিয়া অন্ধতমস নামক ঘোর নরকেই নিমগ্ন হইয়া থাকেন। পুত্র জন্মিবামাত্রই পিতামহগণ সন্দিগ্ধ হইয়া এই বলিয়া চিন্তা করিতে থাকেন, যে, "এই পুত্র কি কুপুত্র হইয়া আমাদিগকে নরকে পাতিত করিবে অথবা বৈষ্ণব হইয়া আমাদিগকে স্বর্গে আরোহণ করাইবে।"†

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের প্রকৃতিখণ্ডে সপ্তবিধ পুত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—বরজ, বীর্য্যজ, ক্ষেত্রজ, পালক, বিদ্যাগ্রহীতা, মন্ত্রগ্রহীতা এবং কন্যাগ্রহীতা।

"বরজো বীর্য্যজশ্চৈব ক্ষেত্রজঃ পালকস্তথা।
বিদ্যামন্ত্রসুতানাঞ্চ গ্রহীতা সপ্তমঃ সুতঃ॥" (প্রকৃতখ° ৫৬ অঃ)

---

* উদাসীনং প্রবক্ষ্যামি তবাগ্রে প্রিয় সাম্প্রতং॥
উদাসীনেন ভাবেন সদৈব পরিবর্ত্ততে।
দদাতি নৈব গৃহ্লাতি ন চ কুপ্যতি তুষ্যতি॥
নো বা দদাতি সন্ত্যজ্য উদাসীনো দ্বিজোত্তম॥" (ভূমিখ° ১১।২০—২২)

† "পুত্রস্য লক্ষণং পুণ্যং তবাগ্রে প্রবদাম্যহং।
পুণ্যপ্রসক্তো যস্যাত্মা সত্যধর্ম্মরতঃ সদা॥
বুদ্ধিমান্ জ্ঞানসম্পন্নস্তপস্বী বাগ্‌বিদাংবরঃ।
সর্ব্বকর্ম্মসু সন্ ধীরো বেদাধ্যয়নতৎপরঃ॥
সর্ব্বশাস্ত্রপ্রবক্তা চ দেবব্রাহ্মণপূজকঃ।
যাজকঃ সর্ব্বযজ্ঞানাং দাতা ত্যাগী প্রিয়ংবদঃ॥
বিষ্ণুধ্যানপরো নিত্যং শান্তো দান্তো সুহৃৎ সদা।
পিতৃমাতৃপরো নিত্যং সর্ব্বস্বজনবৎসলঃ॥
কুলস্য তারকো বিদ্বান্ কুলস্য পরিপোষকঃ।
এবং গুণৈঃ সুসংযুক্তঃ সুপুত্রঃ সুখদায়কঃ॥" (পদ্মপু° ভূমিখ°)

* "সর্ব্বতীর্থাদ্বরং তীর্থং পুত্রতীর্থমুদাহৃতম্।
যদ্‌বেণো বৈষ্ণবদ্বেষী সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ॥
পৃথুনা পুত্রতীর্থেন পবিত্রোঽগাৎ পরং পদম্।
সৎপুত্রং পরমং তীর্থংপ্রাপ্য মুক্তিন্তি পূর্ব্বজাঃ॥
পিতাপি ঋণমুক্তঃ স্যাজ্জাতে পুত্রে মহাত্মনি॥" (পদ্মপু° ভূমিখ°)

† "তথা যদি কুপুত্রঃ স্যাত্তেন মজ্জন্তি পূর্ব্বজাঃ।
সুঘোরে নরকে দীনাঃ পতন্তি চ মুহুর্মুহুঃ॥
যথা জলং কুপ্লবেন তরন্মজ্জতি মূঢ়ধীঃ।
তথা পিতা কুপুত্রেণ তমস্যন্ধে নিমজ্জতি॥
জাতমাত্রে কুলে জন্তৌ সংশেরতে পিতামহাঃ।
কিমেষোঽধো নয়েদস্মানূর্দ্ধং বা বৈষ্ণবো ভবন্॥" (পদ্মপু° ভূমি°)

পদ্মপুরাণের ভূমিখণ্ড হইতে পুত্র সম্বন্ধে যে সকল বচন উদ্ধৃত হইল, ঐ খণ্ডের ১১।১২।১৮ ও ১২০ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

পুত্রের মুখাবলোকন করিলে মাতাপিতার পুণ্যরাশি লাভ হইয়া থাকে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের গণপতিখণ্ডে লিখিত আছে—

পার্ব্বতী পুত্রজন্মিবামাত্র মহাদেবকে বলিয়াছিলেন,—হে প্রাণেশ্বর! তুমি কল্পে কল্পে যাহার কামনা কর, আজ গৃহে আসিয়া তপস্যার ফলস্বরূপ সেই পবিত্র পুত্রমুখ দর্শন কর। পুত্র পিতাকে পুন্নাম নরক ও এই সংসার হইতে পরিত্রাণ করিয়া থাকে। সর্ব্বতীর্থে স্নান, দক্ষিণাপূর্ব্বক যজ্ঞসম্পাদন, বিধিমত দান, পৃথিবীপ্রদক্ষিণ, সর্ব্ববিধ তপস্যা, অনশনব্রত, দেবতার সেবা এবং ব্রাহ্মণভোজন, এই সমুদায় সম্পাদন করিলে যে পুণ্য উৎপন্ন হয়, সৎপুত্রপ্রাপ্তির জন্য পুণ্যরাশি তাহা হইতেও অধিক হইয়া থাকে।*

ধনধান্যাদি সমস্ত বস্তুই পুত্রহেতুক হইয়া থাকে। পুত্র যাহা উপভোগ না করে, তাহা নিষ্ফল। একটী বাপী শতকূপ হইতে অধিক। একটী সরোবর শত বাপীর তুল্য এবং শত সরোবর হইতে একটী যজ্ঞ অধিক হইয়া থাকে। কিন্তু এক মাত্র সৎপুত্র শত যজ্ঞ হইতেও অধিক। নিজের প্রাণ হইতেও সৎপুত্র সমধিক সুখ প্রদান করে। পিতামাতার সম্বন্ধে সৎপুত্র ভিন্ন শ্রেষ্ঠবান্ধব আর কোন কালে হয় নাই এবং হইবেও না।†

পিতামাতা সৎপুত্রের নিকট পরাজিত হইলেও পরম আনন্দপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

"নন্দঃ সপুলকো হৃষ্টঃ সভায়াং সাশ্রুলোচনঃ।
আনন্দযুক্তা মনুজা যদি পুত্রৈঃ পরাজিতাঃ॥"

(ব্রহ্মবৈ° শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ২১ অঃ)

এক পুত্র বিদ্যমান থাকিলেও বহু পুত্র কামনা করা উচিত; কেন না পুত্র অনেক থাকিলে তন্মধ্যে একজনও যদি কৃতী হয়, তাহা হইলে সে গয়াক্ষেত্রগমনপ্রভৃতি সৎক্রিয়া দ্বারা পিতৃগণকে উদ্ধার করিতে পারে।

"এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যপ্যেকো গয়াং ব্রজেৎ।
যজেদ্ বা অশ্বমেধেন নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ॥" (মৎস্যপু° ২২ অঃ)

গুণহীন বহু পুত্র অপেক্ষা গুণশালী একমাত্র পুত্র হইলেও তাহা দ্বারা কুল ভূষিত হইয়া থাকে।

"একেনাপি সুবৃক্ষেণ পুষ্পিতেন সুগন্ধিনা।
বনং সুবাসিতং সর্ব্বং সুপুত্রেণ কুলং যথা॥
একোঽপি গুণবান্ পুত্রো নির্গুণেন শতেন কিম্।
চন্দ্রো হন্তি তমাংস্যেকো ন চ জ্যোতিঃ সহস্রশঃ॥"

(গরুড়পু° ১১৪-১৫ অঃ)

পঞ্চম বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত পুত্রকে লালনপালন করিয়া, পরে দশ বর্ষ পর্য্যন্ত তাড়না করিবে, অতঃপর ষোড়শ বর্ষে উপনীত হইলেই পুত্রের সহিত মিত্রের ন্যায় আচরণ করা উচিত।

পুত্র জন্মিয়া যদি ক্রমে সদ্‌গুণসম্পন্ন হয় ও পরিমিত কাল বাঁচিয়া থাকে, তাহা হইলেই পিতামাতার আনন্দ জন্মিয়া থাকে, অন্যথা পুত্র শত্রুর ন্যায় সর্ব্ববিষয়েই তাঁহাদিগের মহৎ দুঃখ উৎপাদন করে।

"লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ।
প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ॥
জায়মানো হরেদ্দারান্ বর্দ্ধমানো হরেদ্ধনম্।
ম্রিয়মাণো হরেৎ প্রাণান্ নাস্তি পুত্রসমোরিপুঃ॥"

(গরুড়পু° ১১৪-১৫ অঃ)

মার্কণ্ডেয়পুরাণে সাধারণতঃ উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ পুত্রের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে যে পুত্র পূর্ব্বোপার্জ্জিত পৈতৃকধন, বীর্য্য ও যশ এই কয়েকটী অক্ষুণ্ণভাবে রাখিতে পারে, তাহাকে মধ্যম কহে, আর যে পুত্র স্বীয় শক্তি দ্বারা পিতার উপার্জ্জিত ধনাদিকে বৃদ্ধি করিতে পারে, তাহাকে উত্তম কহে, এতদ্ভিন্ন যে পুত্র দ্বারা পৈতৃক ধন, বীর্য্য ও যশঃ ক্রমে নষ্ট পাইতে থাকে, তাহাকে অধম কহে।

"যদুপাত্তং যশঃ পিত্রা ধনং বীর্য্যমথাপি বা।
তন্ন হাপয়তে যস্তু স নরো মধ্যমঃ স্মৃতঃ॥
তদ্বীর্য্যাভ্যধিকং যস্তু পুনরন্যৎ স্বশক্তিতঃ।
নিষ্পাদয়তি তং প্রাজ্ঞা বদন্তি নরমুত্তমং॥
যঃ পিত্রা সমুপাত্তানি ধনবীর্য্যযশাংসি চ।
ন্যূনতাং নয়তি প্রাজ্ঞাস্তমাহুঃ পুরুষাধমম্॥" (মার্কণ্ডেয়পু°)

মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, পুত্র অনেক থাকিলেও কনিষ্ঠ পুত্র যদি পিতামাতার আজ্ঞাকারী হয়, তাহা হইলে ঐ পুত্রই পৈতৃক রাজ্যের অধিকারী হইতে পারে।*

৩ সহমভেদ। [পুত্রসহম শব্দ দেখ।]

---

* "গৃহমাগত্য প্রাণেশ! তপসাং ফলদায়কম্।
কল্পে কল্পে ধ্যায়সে যং তং পশ্যাগত্য মন্দিরম্॥
শীঘ্রং পুত্রমুখং পশ্য পুণ্যবীজং মহোৎসবং।
পুন্নামনরকত্রাণকারণং ভবতারিণম্।" ইত্যাদি (ব্রহ্মবৈ° গণপতিখণ্ড)

† "ধনং ধান্যঞ্চ রত্নং বা তৎসর্ব্বং পুত্রহেতুকম্।
ন ভক্ষিতং যৎপুত্রেণ তদ্‌দ্রব্যং নিষ্ফলং ভুবি॥
শতকূপাধিকা বাপী শতবাপীসমং সরঃ।
সরঃ শতাধিকো যজ্ঞঃ পুত্রো যজ্ঞশতাধিকঃ॥" (ব্রহ্মবৈ° শ্রীকৃষ্ণজন্ম°)

* "যযাতিরুবাচ।
পুত্রোযস্থানুবর্ত্তেত স রাজা পৃথিবীপতিঃ।
ভবন্তঃ প্রতিজানন্তু পুরুরাজ্যেঽভিষিচ্যতাং॥
প্রকৃতয় উচুঃ,
যঃ পুত্রোগুণসম্পন্নো মাতাপিত্রোর্হিতঃ সদা।
সর্ব্বং সোঽর্হতি কল্যাণং কনীয়ানপি স প্রভুঃ।" (মৎস্যপু° ৩৩ অঃ)

পুত্রক (পুং) পুত্র স্বার্থে সংজ্ঞায়ামনুকম্পায়াং বা কন্। ১ পুত্র।

"তথাপি দুঃখং ন ভবান্ কর্ত্তুমর্হতি পুত্রকঃ।
যস্য যাবৎ স তেনৈব স্বেন তুষ্যতি বুদ্ধিমান্॥"
(বিষ্ণুপু° ১।২১।২১)

২ শরভ। ৩ ধূর্ত্ত। ৪ শৈলবিশেষ। ৫ পতঙ্গ। ৬ অনুকম্পান্বিত জন। (শব্দরত্না°) ৭ দমনক বৃক্ষ। ৮ মূষিকভেদ।

পুত্রক-মূষিক দংশন করিলে নিম্নলিখিত উপদ্রব হয়। পুত্রকের বিষ শরীরে অনুপ্রবিষ্ট হইলে শরীর অবসন্ন ও পাণ্ডুবর্ণ হয় এবং অঙ্গে মূষিকসাবকসদৃশ গ্রন্থি জন্মে। ইহাতে শিরীষ ও ইঙ্গুদির বল্কল মধুসহযোগে লেহন করিবে।

"পুত্রকেণাঙ্গসাদশ্চ পাণ্ডুবর্ণশ্চ জায়তে।
চীয়তে গ্রন্থিভিশ্চাঙ্গমাখুশাবকসন্নিভৈঃ॥" (সুশ্রুত কল্পস্থা° ৬ অঃ)

পুত্রকন্দা (স্ত্রী) পুত্রপ্রদো কন্দোঽস্যাঃ। লক্ষণাকন্দ। ইহার কন্দ গর্ভদোষ নাশ করে, এইজন্য ইহার 'পুত্রকন্দা' নাম হইয়াছে।

পুত্রকর্ম্মন্ (ক্লী) পুত্রার্থং কর্ম্ম, পুত্রস্য কর্ম্ম বা। ১ পুত্রের নিমিত্ত কর্ম্ম। ২ পুত্রের কার্য্য।

পুত্রকা (স্ত্রী) পুত্র-স্বার্থে সংজ্ঞায়াং বা কন্, ততষ্টাপ্। (ন যাসয়োঃ। পা ৭।৩।৪৫) ইত্যস্য 'সূতকাপুত্রিকাবৃন্দারকানাং বেতি বক্তব্যং' ইতি বার্ত্তিকোক্ত্যা ঙীন্, ইবর্ণস্য পক্ষেঽকারঃ। পুত্রিকা। ঔরসতুল্যা পুত্রিকা। (শব্দরত্না°)

পুত্রকাম (ত্রি) পুত্রং কাময়তে কাম-অচ্। পুত্রাভিলাষী।

"প্রজা যস্য প্রজয়া পুত্রকাম" (ঋক্ ১০।১৮২।৯)

'হে পুত্রকাম! পুত্রান্ কাময়মান' (সায়ণ) স্ত্রিয়াং টাপ্।

পুত্রকাম্য, নামধাতু। আত্মনঃ পুত্রমিচ্ছতি, পুত্র-কাম্যচ্। ভ্বাদি পরস্মৈ। লট্ পুত্রকাম্যতি। আপনার পুত্রেচ্ছা বুঝাইলে কাম্যচ্ প্রত্যয় হয়। (পা ৩।১।৯)

পুত্রকাম্যা (স্ত্রী) আত্মনঃ পুত্রমিচ্ছতি পুত্র-কাম্যচ্, ভাবে টাপ্। আপনার পুত্রেচ্ছা।

"বিচ্ছিদ্যমানেঽপি কুলে পরস্য
পুংসঃ কথং স্যাদিহ পুত্রকাম্যা।" (ভট্টি ৩।৫২)

পুত্রকার্য্য (ক্লী) পুত্রস্য কার্য্যং। পুত্রের কর্ম্ম।

পুত্রকৃতক (ত্রি) যাহাকে পুত্র করা হইয়াছে, দত্তকপুত্র।

পুত্রকৃত্য (ক্লী) পুত্রস্য কৃত্যং। পুত্রের কার্য্য, পুত্রত্ব।

পুত্রকৃথ (ত্রি) কৃ-ভাবে থক্, পুত্রাণাং কৃথাঃ। পুত্রোৎপাদক।

"স্বস্তি নঃ পুত্রকৃথেষু" (ঋক্ ১০।৬৩।১৫)

'পুত্রকৃথেষু পুত্রাণাং কর্ত্তৃষুৎপাদকেষু স্ত্রীণাং যোনিষু' (সায়ণ)।

পুত্রঘ্নী (স্ত্রী) পুত্রং হন্তি হন-টক্ ঙীষ্। যোনিরোগবিশেষ। এই রোগ হইলে বারংবার গর্ভ বিনষ্ট হয়, থাকিয়া থাকিয়া গর্ভপাত হয়। (সুশ্রুত উত্তরত° যোনিরো° ৩৮ অঃ)

"রৌক্ষ্যাদ্বায়ুর্যদা গর্ভং জাতং জাতং বিনাশয়েৎ।
দুষ্টশোণিতজং নার্য্যাঃ পুত্রঘ্নী নাম সা মতা॥" (চরক)

যাহাতে দুষ্ট শোণিতজাত গর্ভ রুক্ষবায়ু কর্ত্তৃক বারবার বিনষ্ট হয় তাহাকে পুত্রঘ্নী বলা যায়। [বিশেষ বিবরণ যোনিরোগ দেখ।] ২ পুত্রঘাতিনী স্ত্রী।

পুত্রজগ্ধী (স্ত্রী) পুত্রোজগ্ধো যয়া ততো ঙীষ্। পুত্রভক্ষণকর্ত্রী স্ত্রী, পুত্রহন্ত্রী স্ত্রী। যে সকল স্ত্রী পুত্রকে বিনাস করে।

পুত্রজননী (স্ত্রী) পুত্রদাত্রী লতা। (বৈদ্যকনি°)

পুত্রজাত (ত্রি) জাতঃ পুত্রো যস্য, আহিতাগ্ন্যাদিত্বাৎ পুত্রশব্দস্য পূর্ব্বনিপাতঃ। (পা ২।২।৩৭) জাতপুত্র, যাহার পুত্র হইয়াছে। 'জাতপুত্র ও পুত্রজাত' এই দুইটী হইবে।

পুত্রঞ্জীব (পুং) পুত্রং গর্ভং জীবয়তীতি জীবি-অণ্। বৃক্ষবিশেষ, চলিত জিয়াপুতা। হিন্দী ভাষায় পিতৌজিয়া, জিয়াপুতজ ও পুত্রজীব। মহারাষ্ট্র—জীবনপুত্র, বম্বে—জীবনপুতর, মলয়ালম্—পোঙ্গোলম্, পঞ্জাবী—পুতজন, তামিল—করুপলে, তেলগু—কুদুরুজীবী, য়ারলা, পুত্রজীবী, ও মহাপুত্রজীবী এবং ইংরাজী—wild olive (Nageia putranjiva or P. Roxburghii.)

সংস্কৃত পর্য্যায়—শ্লীপদাপহ, পুত্রজীব, কুমারজীব, পুত্রজীবক, পবিত্র, গর্ভদ, সুতজীবক। (রত্নমালা)

এই সুন্দর বৃহদাকার বৃক্ষ ভারতের সর্ব্বত্র হিমালয় হইতে সিংহল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূমে জন্মিতে দেখা যায়। কোথাও ইহার চাষ হয়, কোথাও ইহা স্বভাবতঃ জন্মে। ইহার গুঁড়ি সরল ও সুগোল। প্রত্যেক বৃক্ষে এক একটী চকোর কাষ্ঠ পাওয়া যায়। কাষ্ঠ সাদা, সারাল এবং অতিশয় কঠিন। ইহার এক ঘন ফিটের ওজন প্রায় ২৪ সের। বৃক্ষের মস্তকাগ্রে ডাল পালা বিস্তারিত হইয়া বৃক্ষের শোভা সম্পাদন করে। চৈত্র বৈশাখে বৃক্ষগুলি পুষ্পবতী হয় এবং পৌষমাঘে ফল পাকিয়া উঠে। উত্তরভারতে ইহার বীজে মালা গাঁথিয়া সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণগণ গলায় পরিয়া থাকে। বালকবালিকা পাছে পীড়াগ্রস্ত হয়, এই ভয়ে পিতামাতা নিজ নিজ পুত্রকন্যাগণের গলায় উক্তরূপ মালা পরাইয়া দেয়।

ইহার বীজ-নিষ্পেষণে একপ্রকার গাঢ় তৈল নির্গত হয়। উহাতে আলোক জ্বালা হইয়া থাকে। পঞ্জাব প্রদেশের স্থানে স্থানে ইহার বীজ ও পত্র ঔষধার্থ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।

বৈদ্যক মতে,—ইহার গুণ—হিম, বলকারক, শ্লেষ্মাবর্দ্ধক, গর্ভজীবপ্রদ, চক্ষুর হিতকর, পিত্তনাশক, দাহ ও তৃষ্ণাবারক। (রাজনি°) গুরু, বাত, মল ও মূত্রকারক, স্বাদু, পটু ও কটু। (ভাবপ্র°)

পুত্রজীবক (পুং) পুত্রং গর্ভং জীবয়তীতি জীবি-ণ্বুল্, দ্বিতীয়ায়াঃ অলুক্। পুত্রজীবক বৃক্ষ।

"অনেনৈব বিধানেন পুত্রজীবকজং রসম্।
প্রযুঞ্জীত ভিষক্ প্রাজ্ঞঃ কালসাত্ম্যবিভাগবিৎ॥"
(সুশ্রুত চি° ১৯ অঃ)

(ত্রি) ২ পুত্রের জীবক।

পুত্রতা (স্ত্রী) পুত্রস্য ভাবঃ, পুত্রভাবে তল্ টাপ্। পুত্রের ভাব, পুত্রের ধর্ম্ম, পুত্রের কার্য্য, পুত্রত্ব।

পুত্রদা (স্ত্রী) পুত্রং গর্ভং দদাতি সেবনেনেতি দা-ক ততষ্টাপ্। ১ বন্ধ্যাকর্কোটকী। ২ লক্ষণাকন্দ। ৩ গর্ভদাত্রীক্ষুপ। ৪ শ্বেতকণ্টকারী। ৫ জীবন্তী।

পুত্রদাত্রী (স্ত্রী) পুত্রং দদাতি সেবনেনেতি দা-তৃচ্-ঙীষ্। মালবপ্রসিদ্ধ লতাবিশেষ। পর্য্যায়—বাতারি, ভ্রমরী, শ্বেতপুষ্পিকা, বৃতপত্রা, অতিগন্ধালু, বেণীজাতা, সুবল্লরী। ইহার গুণ—বাত, কটু, উষ্ণ ও কফনাশক, সর্ব্বদা পথ্য ও বন্ধ্যাদোষনাশক। (রাজনি°) ২ বন্ধ্যাকর্কোটকী।

পুত্রপুত্রাদিনী (স্ত্রী) ধর্ম্মমাতা। (পা ৮।৪।৮ বার্ত্তিক)

পুত্রপৌত্র (স্ত্রী) পুত্রশ্চ পৌত্রশ্চ তয়োঃ সমাহারঃ, গবাশ্বাদিত্বাৎ সমাহারদ্বন্দ্বঃ। (পা ২।৪।১১) পুত্র ও পৌত্রের সমাহার।

পুত্রপৌত্রিন্ (ত্রি) পুত্রপৌত্রক্রমিক, পুরুষানুক্রমিক।

পুত্রপৌত্রীণ (ত্রি) পুত্রপৌত্রং তদনুভবতি খ। (পা ৫।২।১০) পুত্রপৌত্র পর্য্যন্তগামী।

পুত্রপৌত্রীণতা (স্ত্রী) পুত্রপৌত্রীণ-ভাবে তল্ তত টাপ্। পুত্রপৌত্রগামিতা।

"লক্ষ্মীং পরম্পরীণাং ত্বং পুত্রপৌত্রীণতাং নয়।" (ভট্টি ৫।১৫)

পুত্রপ্রদা (স্ত্রী) ১ ক্ষবিকা, ক্ষুবিকাবৃহতী। ২ বন্ধ্যাকর্কোটকী।

পুত্রপ্রিয় (পুং) পক্ষিভেদ। (ভারত বনপর্ব্ব ১০৮ অঃ) পুত্রস্য প্রিয়ঃ। ২ পুত্রের প্রিয়।

পুত্রভদ্রা (স্ত্রী) পুত্রস্য ভদ্রং যস্যাঃ। বৃহজ্জীবন্তীলতা। (রাজনি°)

পুত্রভাব (পুং) পুত্রস্য ভাবঃ। ১ পুত্রত্ব। ২ জ্যোতিষোক্ত পঞ্চম ভাব।

লগ্ন হইতে পঞ্চমস্থানকে পুত্রস্থান কহে। এই পঞ্চমস্থানে জ্যোতিষজ্ঞ পণ্ডিতগণ বুদ্ধি, সংসার, পুণ্য, মন্ত্র, বিদ্যা, বিনয় ও নীতি প্রভৃতির আলোচনা করিবেন। এই পুত্রভাব দ্বারা কাহার কটী পুত্র বা কন্যা হইবে এবং কোন্ ব্যক্তি নিঃসন্তান হইবে, তাহা জানা যাইবে। যদি লগ্নপতি লগ্নে, দ্বিতীয়ে, অথবা তৃতীয়গৃহে থাকেন, তাহা হইলে প্রথমে পুত্র এবং যদি ঐ লগ্নাধিপ চতুর্থভবনে থাকেন, তাহা হইলে দ্বিতীয়ে পুত্র হইবে। যদি চতুর্থগৃহে শুক্রের অবস্থিতি বা তাহার দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে পুত্রযোগ হয়। ইহার বিপরীত হইলে অর্থাৎ অশুভগ্রহের অবস্থান বা দৃষ্টি থাকিলে অপুত্রক যোগ হয়। যদি পুত্রভাবে তদধিপতি গ্রহ বা অন্য কোন শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকে, অথবা যদি কোন শুভগ্রহ সেই স্থানে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে পুরুষের সন্তান বৃদ্ধি হয় এবং ঐ স্থান যদি তৎস্বামী কর্ত্তৃক দৃষ্ট না হইয়া ক্রূরগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সন্তানের হানি হইয়া থাকে। লগ্নাধিপতি যদি লগ্নে, দ্বিতীয়ে, কিংবা তৃতীয় স্থানে থাকেন, তাহা হইলে দ্বিতীয় ও তৃতীয়াদি গর্ভে পুত্র উৎপন্ন হয়। শুক্র, মঙ্গল ও চন্দ্র এই তিনটী গ্রহ যদি স্বাত্মক রাশিতে অবস্থান করেন, তাহা হইলে প্রথমে পুত্র হয়, কিন্তু যদি উক্ত গ্রহত্রয় ধনুরাশিগত হয়, তাহা হইলে প্রথমে বা শেষে পুত্রসন্তান হয় না। পুত্রভাবে যতগুলি গ্রহের দৃষ্টি থাকে মানবের ততগুলি সন্তান হয়। ইহাতে বিশেষ এই যে, পুংগ্রহের দৃষ্টিতে পুরুষ এবং স্ত্রীগ্রহের দৃষ্টিতে কন্যা হইয়া থাকে। কাহারও কাহারও মতে সন্তানভাবের অঙ্কের সমান সংখ্যক সন্তান হয়, পঞ্চমস্থানে যে যে গ্রহের দৃষ্টি থাকে, তাঁহারা উচ্চ ও মিত্র গৃহস্থিত হইলে শুভফল ও নীচ মঙ্গল গৃহগত হইলে অশুভ কল হইয়া থাকে। পঞ্চম স্থানের নবাংশসংখ্যক অথবা ঐ স্থানে যতগুলি শুভগ্রহের দৃষ্টি, তাহার দ্বিগুণ অপত্য হইয়া থাকে। সুতভবনে পাপ গ্রহের দৃষ্টি বা যোগদ্বারা সন্তান কৃশ বা রুগ্ন হয়। শুভাশুভ গ্রহের যোগ বা দৃষ্টিতে মধ্যবিধ সন্তান হইয়া থাকে।

যদি শুভভবন কোন পাপগ্রহের গৃহ হয়, তাহাতে কোন পাপগ্রহের যোগ থাকে এবং শুভগ্রহের দৃষ্টি না থাকে, তাহা হইলে তাহাকে সন্তানবিহীন হইতে হয়। যাহার জন্মকালে লগ্নের সপ্তম স্থানে শুক্র, দশমে চন্দ্র ও চতুর্থ স্থানে পাপগ্রহ থাকে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই সন্তানবিহীন হয়।

যদি পুত্রভাব শুক্রের নবাংশ হয় এবং তাহাতে শুক্রের দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে অনেক সন্তান অথবা ঐ অংশ সংখ্যার সমান সন্তান হয়; কিন্তু যে সকল সন্তান হয়, তাহারা কলহরত, পীড়িত ও দাস্যকর্ম্মে নিরত হইয়া থাকে। সন্তান স্থানের অধিপতি গ্রহ যে স্থানে থাকিবেন, সেই স্থান হইতে পঞ্চম, ষষ্ঠ বা দ্বাদশ গৃহে যদি কোন অশুভগ্রহ অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে মনুষ্যের পুত্র জন্মে না এবং জন্মিলেও জীবিত থাকে না। যদি বলবান্ শুক্র পঞ্চম স্থানের অধিপতি হইয়া দশম স্থানে অবস্থিতি করেন, আর চতুর্থাধিপতি যদি একাদশ ভবনে থাকেন এবং ঐ একাদশ গৃহ যদি পাপগ্রহের গৃহ হয়, পাপগ্রহ নবম ও তৃতীয়স্থানস্থিত হয়, তাহা হইলে পুত্র হয় না। যদি চন্দ্র হইতে পঞ্চমস্থানে বুধ থাকেন এবং স্থান যদি

পাপগ্রহের গৃহ হয়, তাহা হইলে পুত্র বা কন্যা কিছুই হইবে না। চন্দ্র হইতে পঞ্চম স্থানে পাপগ্রহ থাকিলে পুত্রহানি এবং পঞ্চম বা একাদশ স্থানে থাকিলে কন্যাহানি হইয়া থাকে। শুভভবন শুক্র বা চন্দ্রের বর্গ অথবা শুক্র বা চন্দ্র কর্তৃক বীক্ষিত বা যুক্ত হইলে এবং ঐ স্থান সমরাশির বর্গ হইলে কন্যা ও বিষম রাশির বর্গ হইলে পুত্র হয়। যাহার পুত্রস্থান শনির গৃহ, শনিযুক্ত বা শনি-দৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি দত্তক পুত্রলাভ করে। এইরূপ বুধ পঞ্চমাধিপতি ও পঞ্চম গৃহস্থিত বা পঞ্চম গৃহে দৃষ্টি থাকিলে মনুষ্য ক্রীতপুত্র লাভ করে। যদি পুত্রভবনে শনির বর্গে কোন গ্রহ অবস্থিতি করে এবং ঐ গ্রহে চন্দ্রের দৃষ্টি থাকে, বা রবি কর্তৃক দৃষ্ট শুক্রের বর্গে কোন গ্রহের সংস্থান হয়, তাহা হইলে পুনর্ভব পুত্র লাভ হয়। পুত্রভাব যদি শনির গৃহ হয় এবং তাহাতে রবি, বুধ বা মঙ্গলের দৃষ্টি থাকে অথবা ঐ স্থান শনি কর্তৃক দৃষ্ট বুধের বর্গীভূত কোন গ্রহের অবস্থান হয়, তাহা হইলে ক্ষেত্রজ পুত্রলাভ হইয়া থাকে। কোন পুরুষের পঞ্চম ভাবের নবাংশে শুভগ্রহের দৃষ্টি না থাকিয়া যতগুলি পাপগ্রহের দৃষ্টে থাকে, ততবার ঐ পুরুষের পত্নীর গর্ভপাত হয়। বৃহস্পতি কর্তৃক দৃষ্ট পুত্রভবনস্থ মঙ্গল পুনঃ পুনঃ জাতবালক নষ্ট করে, আর যদি উক্ত মঙ্গল গ্রহে শুক্রের দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে প্রথম জাত বালক নষ্ট হয়। (জাতকাভরণ)

ইহাতে পুত্রভাবের সকল বিষয় জানা যাইবে, যে যে গ্রহাদির বিষয় লিখিত হইল, তাহাদের স্ফুট করিয়া ফলের বিচার করা বিধেয়, কারণ গ্রহাদির স্ফুট গণনা করা না হইলে ফল ঠিক হয় না।

পুত্রস্থানে কোন্ কোন্ গ্রহ থাকিলে এবং কোন্ গ্রহের দৃষ্টিতে কিরূপ ফল হয়, তাহারও বিষয় অতি সংক্ষিপ্তভাবে লিখিত হইল।

জন্মকালে যদি পঞ্চম গৃহে সূর্য্য এবং সেই গৃহ যদি তাহার নিজগৃহ হয়, তাহা হইলে তাহার প্রথম পুত্র নষ্ট হয়, কিন্তু অন্যান্য পুত্র জীবিত থাকে। ঐ পঞ্চমস্থ সূর্য্য যদি রিপুগৃহগত হন, তাহা হইলে গর্ভেই সন্তান বিনষ্ট হয়। সূর্য্য পুত্রস্থানে থাকিলে মানব বাল্যকালে সুখভোগী হয়, কিন্তু কখন ধনবান্ হয় না এবং যৌবনকালে সর্ব্বদা তাহার পীড়া হয়। তাহার একটী পুত্র জন্মে, এই পুত্র গুণবান্ হয় না, চঞ্চলচিত্ত, নির্লজ্জ, ছিন্ন ও মলিনবস্ত্রপরিধায়ী এবং ক্রূরকর্ম্মা হইয়া থাকে।

জন্মকালে চন্দ্র পুত্রস্থানে থাকিলে মানব ঐশ্বর্য্যশালী, সুখী, বহুপুত্রসম্পন্ন এবং তাহার পরমা রূপবতী ভার্য্যা হইয়া থাকে; কিন্তু ঐ চন্দ্র ক্ষয়শীল হইলে বা ঐ স্থান পাপ বা শত্রুগৃহ হইলে তিনি সমুদায় সুখ নষ্ট করিয়া থাকেন।

জন্মকালে মঙ্গল পুত্রস্থানে থাকিলে এবং ঐ মঙ্গল শত্রু কর্তৃক দৃষ্ট হইয়া শত্রুভাবে থাকিলে অথবা নীচস্থানস্থিত হইলে মানবের পুত্রশোক হয়। মঙ্গল পুত্রস্থানে থাকিলে পুত্রহীন, ধনহীন ও দুঃখভাগী হয়; কিন্তু যদি ঐ স্থান নিজগৃহ-তুঙ্গ স্থান হয়, তাহা হইলে মায়াবী মলিনচিত্ত একটী পুত্র হয়।

জন্ম সময়ে যদি বুধ পুত্রস্থানে থাকিয়া পাপগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট অথবা পাপগ্রহযুক্ত হন, তাহা হইলে সুশীল পুত্র হয়, ইহার বিপরীত হইলে হয় পুত্র নষ্ট হয় অথবা একেবারেই পুত্র হয় না।

জন্মকালে বৃহস্পতি পুত্রস্থানে থাকিলে মনুষ্য ধনশালী, বহুভার্য্যা ও পুত্রযুক্ত এবং সকল প্রকার সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া থাকে।

জন্মকালে শুক্র পুত্রস্থানে থাকিলে মনুষ্য বহুকন্যাবিশিষ্ট, অল্পপুত্রযুক্ত, দাতা, ভোক্তা, গুণবান্, ধনবান্ ও সতত সম্মানিত হয়। জন্মকালে শনি যদি পুত্রস্থানে থাকেন এবং ঐ পুত্রস্থান যদি শনির শত্রুগৃহ হয়, তাহা হইলে সকল পুত্র নষ্ট হয়। ঐ পুত্রস্থান যদি শনির উচ্চস্থান হয় এবং শনি সম্পূর্ণ বলবান্ থাকেন, তাহা হইলে একটীমাত্র রুগ্নপুত্র হয়।

জন্মকালে রাহু পুত্রস্থানে থাকিলে মনুষ্যের একটীমাত্র মলিন দীন পুত্র হয়, কিন্তু যদি পঞ্চম স্থান চন্দ্রের গৃহ হয়, তাহা হইলে সন্তান হয় না। (জ্যোতিঃকল্পলতা)

পুত্রময় (ত্রি) পুত্র স্বরূপে ময়ট্। পুত্রস্বরূপ, পুত্রতুল্য।

পুত্রবৎ (ত্রি) পুত্রো বিদ্যতেঽস্য মতুপ্, মস্য ব। পুত্রযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। (অব্য) পুত্র-ইবার্থে বতি। ২ পুত্রতুল্য, পুত্রসদৃশ।

পুত্রবৎসল (ত্রি) পুত্রে বৎসলঃ। পুত্রের প্রতি অতিশয় স্নেহযুক্ত।

পুত্রবধূ (স্ত্রী) পুত্রস্য বধূঃ। পুত্রের পত্নী, চলিত পুৎবৌ।

পুত্রবল (ত্রি) পুত্রোঽস্ত্যস্য বলচ্। পুত্রযুক্ত, যাহার পুত্র আছে।

পুত্রবিদ্য (স্ত্রী) পুত্রলাভ। "তাস্মা পুত্রবিদ্যায় দৈবীঃ" (অথর্ব্ব ৩।২৩।৬) 'পুত্রবিদ্যায় পুত্রলাভায়' (সায়ণ)

পুত্রশৃঙ্গী (স্ত্রী) পুত্রং পবিত্রং শৃঙ্গমিব পুষ্পং যস্যাঃ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। অজশৃঙ্গী, চলিত মেঢ়াশিঙী। (রাজনি°)

পুত্রশ্রেণী (স্ত্রী) মূষিকপর্ণী। (রত্নমালা)

পুত্রসখ (পুং) পুত্রাণাং সখা, ততষ্টচ্ সমাসান্তঃ। পুত্রের সখা, বন্ধু।

পুত্রসঙ্করিন্ (পুং) পুত্রে পুত্রোৎপাদনে সঙ্করী। ভিন্ন বর্ণা স্ত্রীতে পুত্রোৎপাদন দ্বারা বর্ণসঙ্করকারক, যাহারা অপরের স্ত্রীতে পুত্রোৎপাদন করে।

পুত্রসহম (স্ত্রী) নীলকণ্ঠতাজিকোক্ত সহমভেদ। ৫০ প্রকার সহম, নীলকণ্ঠ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে পুত্রসহম একপ্রকার।

দিবা কিংবা রাত্রিতে বৃহস্পতিস্ফুট হইতে চন্দ্রস্ফুট বিয়োগ

করিয়া অবশিষ্ট অঙ্ককে লগ্নস্ফুটের সহিত যোগ করিলে যাহা হইবে, তাহাই পুত্রসহম।

পুত্রসহমে শুভগ্রহ ও তৎস্বামিগ্রহের যোগ ও দৃষ্টি থাকিলে পুত্রলাভ হয়। আর পাপযুক্ত ও শুভগ্রহের ইথশালে (যোগ-বিশেষে) প্রথমে পুত্রের দুঃখ ও পরে সুখ হয়। পাপযুক্ত ও পাপগ্রহের সহিত ইস্রাফ্ যোগ হইলে পুত্রনাশ হয়। সহমাধিপতি অস্তর্গত ও দুর্ব্বল থাকিলেও পুত্রের অশুভ হয়। জন্মকালে পুত্রস্থানাধিপতি যদি বর্ষপ্রবেশকালে পুত্রসহমাধিপতি হন, আর ঐ পুত্রসহমেতে যদি শুভগ্রহের স্নেহদৃষ্টি থাকে, তবে সেই বর্ষে পুত্রলাভ হয়। (নীলকণ্ঠতাজ°) [সহম দেখ।] বর্ষপ্রবেশে এই সকল সহমাদির বিচার করিয়া ফলাফল স্থির করিতে হয়।

পুত্রসূ (স্ত্রী) পুত্রং সূতে ইতি সূ-ক্বিপ্। পুত্রজনিকা। 'পুত্রসূঃ পুণ্যভূমিঃ স্যাদ্ধনস্থঃ পুত্রিকাপ্রসূঃ।' (শব্দর°)

পুত্রহত (ত্রি) ১ যাহার পুত্র হত হইয়াছে। (পুং) ২ বসিষ্ঠ। (পঞ্চবিংশব্রা° ৮।২।৪) স্ত্রিয়াং ঙীপ্। যে স্ত্রী আপন পুত্রকে হত করিয়াছে।

পুত্রাচার্য্য (পুং) পুত্র আচার্য্যোঽধ্যাপকো যস্য। যিনি পুত্রের নিকট অধ্যয়ন করেন। "ধনুঃ শরাণাং কর্ত্তা চ যশ্চাগ্রেদিধিষূপতিঃ। মিত্রধ্রুগ্ দ্যূতবৃত্তিশ্চ পুত্রাচার্য্যস্তথৈব চ ॥" (মনু ৩।১৬০)

পুত্রাদিন্ (পুং) পুত্রমত্তি, অদ-ণিনি। পুত্রভক্ষক। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। পুত্রভক্ষকী স্ত্রী, চলিত বেটাখাগী।

পুত্রান্নাদ (ত্রি) পুত্রস্য অন্নং তদুপহৃতমন্নমত্তীতি অদ-অণ্। পুত্রান্নভোজী, যিনি পুত্রের অন্ন ভোজন করেন। পর্য্যায়—কুটীচক।

পুত্রিকা (স্ত্রী) পুত্রী স্বার্থে কন্, টাপ্। (কেঽণঃ। পা ৭।৪।১৩) ইতি হ্রস্বঃ। কন্যা, পর্য্যায়—আত্মজা, দুহিতা, পুত্রী, তনুজা, সুতা, অপত্য, পুত্রকা, স্বজা, তনয়া, নন্দিনী। (শব্দরত্না°)

২ পুত্রস্বরূপে কৃত কন্যা।

"অপুত্রোঽনেন বিধিনা সুতাং কুর্ব্বীত পুত্রিকাম্।
যদপত্যং ভবেদস্যাং তন্মম স্যাৎ স্বধাকরং ॥
অনেন তু বিধানেন পুরা চক্রেঽথ পুত্রিকাঃ।
বিবৃদ্ধ্যর্থং স্ববংশস্য স্বয়ং দক্ষঃ প্রজাপতিঃ ॥" (মনু ৯।১২৮)

অপুত্র অর্থাৎ যাহার পুত্র হয় নাই, তিনি কন্যাকে পুত্রিকা অর্থাৎ পুত্ররূপে গ্রহণ করেন, তাহার বিধান মনু এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কন্যার বিবাহ দিবার সময় জামাতার সহিত এইরূপ নিয়ম করিয়া বিবাহ দিবেন যে, এই কন্যার গর্ভে যে পুত্র হইবে, সেই পুত্র আমার 'স্বধাকর' হইবে অর্থাৎ পিণ্ডাদি প্রদান করিবে। পূর্ব্বে দক্ষপ্রজাপতি স্বীয় বংশবৃদ্ধির জন্য এইরূপে ধর্ম্মকে দশটী ও কশ্যপাদিকে অনেক কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন এবং ঐ সকল কন্যা-গর্ভজাত সন্তান দক্ষের পিণ্ডপ্রদ হইয়াছিল। এইরূপ নিয়মে কন্যা সম্প্রদান না করিলে প্রথমে কন্যা পিণ্ডাধিকারিণী, কিন্তু কন্যাকে পুত্রিকা করিয়া কন্যা সম্প্রদান করিলে ঐ কন্যার পুত্রই পিণ্ডাধিকারী হইয়া থাকে।

এইরূপ নিয়মে পুত্রিকা করিয়া তাহার পর যদি নিজের পুত্র হয়, তাহা হইলে পুত্র ও পুত্রিকা উভয়েই তুল্যাংশে ধনভাগী হইবে। পুত্র বলিয়া তাহার কোন প্রাধান্য থাকিবে না। কিন্তু কন্যা জ্যেষ্ঠা বলিয়া উদ্ধার বিষয়ে অর্থাৎ পুন্নামনরক ত্রাণে তাহার শ্রেষ্ঠতা থাকিবে না, কারণ স্ত্রীলোকের জ্যেষ্ঠত্ব আদরণীয় নহে।

"পুত্রিকায়াং কৃতায়ান্তু যদি পুত্রোঽনুজায়তে।
সমস্তত্র বিভাগঃ স্যাৎ জ্যেষ্ঠতা নাস্তি হি স্ত্রিয়াঃ ॥" (মনু ৯।১৩৪)

পুত্রিকা যদি অপুত্র অবস্থায় অর্থাৎ তাহার পুত্রসন্তান না হইতেই মরিয়া যায়, তাহা হইলে তাহার স্বামী সমস্ত ধন প্রাপ্ত হইবেন।

"অপুত্রায়াং মৃতায়ান্তু পুত্রিকায়াং কথঞ্চন।
ধনং তৎপুত্রিকা ভর্ত্তা হরেতৈবা বিচারয়ন্ ॥" (মনু ৯।১৩৫)

পুত্রিকা না করিয়া বিবাহ দিলে তৎস্বামীর কোন রূপেই ধনাধিকার হয় না। পুত্রীব প্রতিকৃতিরস্যা ইতি (ইবে প্রতিকৃতৌ। পা ৫।৩।৯৬)। ইতি কন্ হ্রস্বশ্চ। ৩ পুত্তলিকা। ৪ যাবতুলক। (মেদিনী)

পুত্রিকাপুত্র (পুং) পুত্রিকায়াঃ পুত্রঃ বা পুত্রিকৈব পুত্রঃ, পুত্রিকায়াঃ জাতেঽস্যাঃ পুত্রে স হি মদীয়ঃ পুত্রো ভবিষ্যতীতি পুত্রস্বরূপত্বেন কৃতায়াঃ সুতায়াঃ পুত্রঃ। পুত্রিকার পুত্র, শাস্ত্রানুসারে এই পুত্র পুত্রের সমান।

"অভ্রাতৃকাং প্রদাস্যামি তুভ্যং কন্যামলঙ্কৃতাম্।
অস্যাং যো জায়তে পুত্রঃ স মে পুত্রো ভবেদিতি ॥" (বশিষ্ঠ)

অভ্রাতৃকা অলঙ্কৃতা এই কন্যা তোমাকে দান করিতেছি, এই কন্যার গর্ভে যে পুত্র হইবে, সেই পুত্রই আমার পুত্র স্বরূপ হইবে। অথবা পুত্রিকাই পুত্র। কেননা পুত্র ও কন্যা দুই আত্মা হইতে জন্মগ্রহণ করে, এইজন্য এই দুই তুল্য। পুত্রের পুত্র ও দুহিতার পুত্র অর্থাৎ পৌত্র ও দৌহিত্র এই দুয়ে কোন প্রকার ভেদ নাই।*

* "যথৈবাত্মা তথা পুত্রঃ পুত্রেণ দুহিতা সমা।
তস্যামাত্মনি তিষ্ঠন্ত্যাং কথমন্যো ধনং হরেৎ ॥ ১৩০
মাতুস্তু যৌতকং যৎ স্যাৎ কুমারী ভাগ এব সঃ।
দৌহিত্র এব চ হরেদপুত্রস্যাখিলং ধনম্ ॥ ১৩১

মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ প্রভৃতিতে পুত্রিকা পুত্রধন প্রাপ্ত হইবে, তাহা মীমাংসিত হইয়াছে।

মনুবচনে লিখিত আছে, পুত্রিকা করা হইলে তাহার পর যদি ঐ পুত্রিকা অপুত্রা বা মৃতপুত্রা হইয়া পরলোক গমন করে, তাহা হইলে তাহার স্বামী ধনপ্রাপ্ত হইবে। মনুর এইমত দায়ভাগে খণ্ডিত হইয়াছে, যেহেতু পৈঠীনসি বচনে লিখিত আছে,—

"প্রেতায়াং পুত্রিকায়াং তু ন ভর্ত্তা দ্রব্যমর্হতি।
অপুত্রায়াং কুমার্য্যা বা স্বস্রা গ্রাহ্যং তদগ্রজা॥"

শঙ্খ ও লিখিত-বচনে দেখিতে পাওয়া যায়, "প্রেতায়াঃ পুত্রিকায়াস্ত ন ভর্ত্তা দ্রব্যমর্হত্যপুত্রায়াঃ।" পুত্রিকার মৃত্যু হইলে তৎস্বামী ধনপ্রাপ্ত হইবেন না, এইরূপ হইলে পরস্পর বিরুদ্ধ মত বলিয়া বোধ হয়, কারণ মনু বলিতেছেন, তাহার স্বামী কোনরূপ বিচার না করিয়া ধনগ্রহণ করিবেন, কিন্তু শঙ্খ-লিখিতাদি বচনে ইহার বিপরীত দৃষ্ট হয়। এইজন্য দায়ভাগে ইহার মীমাংসা এইরূপ লিখিত আছে। অপুত্র ব্যক্তি পুত্রিকা করিবে, কারণ তাহার পুত্র সন্তান হয় নাই, পুত্রিকার গর্ভে যে পুত্র হইবে, ঐ পুত্র তাহার স্বধাকর হইবে অর্থাৎ পিণ্ডাদি দিবে; ইহাতে ঐ ব্যক্তি অনায়াসে পুন্নামনরকাদি হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, এই জন্যই ঐ পুত্র ধনভাগী হইবে, কিন্তু পুত্রিকা অপুত্রা বা মৃতপুত্রা হইয়া মরিলে তাহা হইতে আর পিণ্ডাদির সম্ভাবনা থাকেনা, এই জন্যই অপুত্রা বা মৃতপুত্রা হইয়া মরিলে তাহার স্বামী ধনপ্রাপ্ত হইবেন না। যে মুখ্য কারণে তাহার পুত্রিকা করণ, সেই মুখ্য কার্য্যের বাধা এবং শাস্ত্রান্তরের সহিত একবাক্য করা যায় তৎস্বামীর ধনপ্রাপ্তি কিছুতেই স্বীকার করা যাইতে পারে না। এইজন্য তাহার স্বামী ধন পাইবেন না। (দায়ভাগ)। ইহার বিশেষ বিবরণ মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। আজকাল এই পুত্রিকাকরণপ্রথা প্রচলিত নাই। মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যতীত পুরাতন কাব্য ও ইতিহাস প্রভৃতিতেও ইহার প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায় না।

দৌহিত্রো হ্যখিলং রিক্থমপুত্রস্য পিতুর্হরেৎ।
স এব দদ্যাৎ দ্বৌ পিণ্ডৌ পিত্রে মাতামহায় চ॥ ১৩২
পৌত্রদৌহিত্রয়োর্লোকে ন বিশেষোঽস্তি ধর্ম্মতঃ।
তয়োর্হি মাতাপিতরৌ সম্ভূতৌ তস্য দেহতঃ॥ ১৩৩ * * *
অকৃতা বা কৃতা বাপি যং বিন্দেৎ সদৃশাৎ সুতম্।
পৌত্রী মাতামহস্তেন দদ্যাৎ পিণ্ডং হরেদ্ধনং॥ ১৩৬ * * *
মাতুঃ প্রথমতঃ পিণ্ডং নির্ব্বপেৎ পুত্রিকাসুতঃ।
দ্বিতীয়ন্তু পিতুস্তস্যাঃ তৃতীয়ং তৎ পিতুঃ পিতুঃ॥ ১৪০
পৌত্রদৌহিত্রয়োর্লোকে বিশেষো নোপপদ্যতে।
দৌহিত্রোঽপি হ্যমুত্রৈনং সন্তারয়তি পৌত্রবৎ॥"
(মনুসংহিতা ৯ম অধ্যায়)

পুত্রিকাভর্ত্তৃ (পুং) পুত্রিকায়াঃ ভর্ত্তা। পুত্রিকার স্বামী।

পুত্রিকাপ্রসূ (স্ত্রী) পুত্রিকায়াঃ কন্যায়াঃ প্রসূর্জননী। পুত্রিকাজননী। পর্য্যায়—ধনসূ। (শব্দরত্না°)

পুত্রিকাসুত (পুং) পুত্রিকায়াঃ সুতঃ। পুত্রিকার পুত্র। [পুত্রিকাপুত্র দেখ।]

পুত্রিন্ (পুং) পুত্রোঽস্ত্যস্য অস্তীতি পুত্র-ইনি-ঙীপ্। পুত্রযুক্ত, পুত্রবান্। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। পুত্রিণী, পুত্রবতী স্ত্রী।

"সর্ব্বাসামেকপত্নীনামেকা চেৎ পুত্রিণী ভবেৎ।
সর্ব্বাস্তাস্তেন পুত্রেণ প্রাহ পুত্রবতী মনুঃ॥" (দায়ভাগধৃত মনু)

পুত্রী (স্ত্রী) পুত্র-ঙীন্ (শার্ঙ্গরবাদ্যঞোঙীন্। পা ৪।১।৭৩) বা গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। সুতা, কন্যা।

পুত্রীয় (স্ত্রী) পুত্রস্য নিমিত্তং সংযোগ উৎপাতো বা 'পুত্রাচ্ছ' ইতি ছ। ১ পুত্রনিমিত্ত সংযোগ। ২ পুত্রনিমিত্ত উৎপাত। পুত্রস্যেদং ছ। ৩ পুত্রসম্বন্ধী।

"ধন্যং যশস্যং পুত্রীয়মায়ুষ্যং বিজয়াবহম্।" (ভারত ১।৬৭।১৬৩)

পুত্রীয়, নামধাতু, আত্মনঃ পুত্রমিচ্ছতি পুত্র-ক্যচ্। ভ্বাদি, পরস্মৈ। লট্ পুত্রীয়তি। আপনার পুত্রেচ্ছা বুঝাইলে ক্যচ্ ও কাম্য প্রত্যয় হয়।

পুত্রীয়া (স্ত্রী) আপনার পুত্রেচ্ছা।

পুত্রীয়িতৃ (ত্রি) পুত্রীয়-তৃচ্। পুত্রেচ্ছু, পুত্রাভিলাষী।

পুত্রেষ্টি (স্ত্রী) পুত্রনিমিত্তকা ইষ্টিরিতি মধ্যপদলোপিকর্ম্মধা°। পুত্রনিমিত্তক যাগবিশেষ।

"গৃহীত্বা পঞ্চবর্ষীয়ং পুত্রেষ্টিং প্রথমঞ্চরেৎ।" (স্মৃতি)

আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে (২।১০।৮) এই যজ্ঞের বিধান লিখিত আছে। পুত্রাভিলাষী এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন।

পুত্রাভিলাষী পত্নীর ঋতু হইলে যথাবিধানে পুত্রেষ্টি কার্য্য করিয়া পত্নীতে অভিগত হইবেন। চরকের শারীরস্থান ৮ম অধ্যায়ে এই পুত্রেষ্টির বিষয় লিখিত আছে। বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

পুত্রেষ্টিকা (স্ত্রী) পুত্রেষ্টি স্বার্থে কন্ টাপ্ চ। পুত্রনিমিত্তক যাগবিশেষ। (জটাধর)

পুত্রৈষণা (স্ত্রী) পুত্রস্য এষণা। পুত্রেচ্ছা। (শতপথ° ১৪।৬।১১)

পুত্রোৎসব, পুত্রের জন্মাদি জন্য উৎসব। পুত্রের জন্মাদি উপলক্ষে যে সমুদায় শুভকার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে এবং পুত্রের অন্নারম্ভ হইতে বিবাহ পর্য্যন্ত পুত্রসম্বন্ধীয় সমুদয় কার্য্যকেই পুত্রোৎসব কহে। বহু প্রাচীনকাল হইতেই হিন্দুসমাজে এই পুত্রোৎসবপ্রথা প্রচলিত আছে। বর্ত্তমান

সময়ে দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি দেশেই ইহার বিশেষ প্রচলন দেখা যায়। দাক্ষিণাত্যবাসী ব্রাহ্মণদিগের পুত্র-সন্তান জন্মিলে জন্মদিনে আত্মীয় বন্ধুবান্ধব ও অভ্যাগতদিগকে চিনি মিছরি প্রভৃতি মিষ্টান্নদান পিতার একান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। একাদশ দিবসে প্রসূতী গাত্রে তিলতৈল মাখিয়া স্নান করিলে অশৌচান্ত হইয়া থাকে। উক্ত দিবস 'পুণ্যাহ বাচনম্' নামে প্রসিদ্ধ। অতঃপর জাতবালকের 'নামকরণ' করিয়া ঐ দিবস অভ্যাগত বন্ধুবান্ধবের সমক্ষে মাতার ক্রোড়ে পুত্রকে শুয়াইয়া রাখে এবং উপস্থিত সকলেই হরিদ্রা-রঞ্জিত চাউল প্রভৃতি ও পুত্রের মস্তকে দিয়া আশীর্ব্বাদ করে। অনন্তর দরিদ্রকে ভিক্ষাদান ও আত্মীয় স্বজনকে ভোজ দেওয়া হয়। ঐ দিবস সন্ধ্যাকালে কুটুম্বিনীগণ সমবেত হইয়া জাতশিশুকে দোলনায় শুয়াইয়া দেয় এবং নৃত্যগীতিদ্বারা রজনী অতিবাহিত করে। যাইবার সময় প্রত্যেক কুটুম্বিনীর হস্তে পাণ, সুপারি, কলা ও মটর সিদ্ধ দিয়া বিদায় করিতে হয়। কন্যার জন্মে এরূপ কোন উৎসব সংঘটিত হয় না। কারণ তাহাদের বিশ্বাস যে, একমাত্র পুত্রসন্তান হইতে মনুষ্য 'স্বর্গলোক' বা ইন্দ্রপুরীতে গমন করিতে সক্ষম হয়। [অন্নাশনাদি দ্রষ্টব্য।]

পুত্র্য (ত্রি) পুত্রস্য নিমিত্তং সংযোগ উৎপাতো বেতি, পুত্র-যৎ। (পা ৫।১।৪০) পুত্রীয়, পুত্রনিমিত্ত সংযোগ। ২ পুত্রনিমিত্ত উৎপাত।

পুথ, হিংসা। দিবাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ পুথ্যতি। লিট্ পুপোথ। লুট্ পোথিতা, লুঙ্ অপোথীৎ। লৃট্ পোথিষ্যতি। সন্ পুপুথিষতি।

পুথ, ১ বধ। ২ ক্লেশ। বধার্থে সক°, ক্লেশার্থে অক°, পরস্মৈ, সেট্। এই ধাতু ইদিৎ। লট্ পুন্থতি। লোট্ পুন্থতু। লিট্ পুপুন্থ। লুঙ্ অপুন্থীৎ।

পুথ, দীপ্তি। চুরাদি, উভয়, অক, সেট্। লট্ পোথয়তি-তে। লোট্ পোথয়তু-তাং। লুঙ্ অপুপুথৎ-ত।

পুদলপটু, উত্তর অক্কডু জেলার চিত্তুর তালুকের একটী নগর। অয়িরাল ও পোয়িনী নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। এখানে নদীতীরে চোলরাজকৃত একটী মন্দির ও তদগাত্রে শিলালিপি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

পুদুকোট্টাই, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত একটী সামন্ত-রাজ্য। এখন রামগিরি জমিদারী নামে খ্যাত। ইহার চতুর্দ্দিকে তঞ্জাবুর, ত্রিচীনপল্লী ও মদুরা জেলা। অক্ষা° ১০°১৫´ হইতে ১০°২৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°৪৫´ হইতে ৭৯° পূঃ।

অধিবাসীদিগের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই অধিক। অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী।

জেলার অধিকাংশ স্থানই সমতল এবং স্থানে স্থানে পর্ব্বত-মালা প্রসারিত। এই সকল পর্ব্বতের উপরে কএকটী প্রাচীন দুর্গ বিরাজিত। সমগ্র রাজত্বের মধ্যে প্রায় তিনহাজার বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। কৃষিকার্য্য ব্যতীত এখানে বস্ত্র, কম্বল, মাদুর ও রেশমী বস্ত্র ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। স্থানে স্থানে খনিজ লৌহ পাওয়া যায়, কিন্তু কেহই তাহা পরিষ্কারের চেষ্টা করে না।

এখানকার সর্দ্দারেরা তোণ্ডমান নামে পরিচিত। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে ত্রিচীনপল্লীর অবরোধের সময় ইহারা ইংরাজরাজের বিশেষ সহায়তা করেন। এই কারণে উভয়ের মধ্যে বিশ্বাস ও ঘনিষ্টতা বৃদ্ধি হয়। কর্ণাট ইংরাজ হস্তগত হইবার পর মদুরাজেলার শিবগঙ্গা লইয়া পোলিগারদিগের সহিত ইংরাজরাজের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে ইহারা ইংরাজপক্ষ অবলম্বন-পূর্ব্বক বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে তঞ্জাবুর-রাজ প্রতাপসিংহ হইতে প্রাপ্ত কিলনেল্লীকেলা ও দুর্গ পাইবার আশায় পুদুকোট্টাইরাজ ইংরাজ গবর্মেণ্টের নিকট আবেদন করেন। কর্ণেল ব্রেথওয়েট, জেনারল কুট ও লর্ড মেকটীনের সহিত যুদ্ধে সহায়তা করার জন্য মান্দ্রাজ গবর্মেণ্ট তাঁহার উক্ত আবেদন পূর্ণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কথা রহিল, যদি রাজগণ ভবিষ্যতে প্রজাবর্গের উপর অত্যাচার করে, তাহা হইলে কোর্ট অব ডিরেক্টারের আদেশক্রমেই সম্পত্তি পুনরায় ইংরাজ-অধিকারে আসিবে।

বর্ত্তমান রাজা রামচন্দ্র তোণ্ডমান বাহাদুর ইংরাজের নিকট হইতে একখানি সনন্দ পান। তিনি স্বরাজ্য মধ্যে স্বাধীনভাবে কর্ম্ম করিতে পারেন; কিন্তু ইংরাজের মিত্ররূপে থাকিয়া ইংরাজরাজের পরামর্শানুসারে কার্য্য করিতে বাধ্য। তাঁহার অধীনে ১২৭ পদাতিক, ২১টী অশ্বারোহী ও ৩২৭০ জন মিলিসিয়া সৈন্য আছে। এতদ্ভিন্ন অস্ত্রধারী রক্ষক ও পাহারাদার আছে। বংশানুক্রমে জ্যেষ্ঠপুত্রই রাজ্যাধিকার পাইয়া থাকেন। এখানকার রাজার দত্তকগ্রহণের ক্ষমতা আছে।

২ উক্ত সামন্তরাজ্যের প্রধান নগর, অক্ষা° ১০°২৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°৫১´৫১´´ পূঃ। নগরটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সৌধমালায় বিভূষিত।

পুদুগুড়ি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর তিনেবেল্লীজেলার অন্তর্গত একটী নগর। তাম্রপর্ণী নদীর দক্ষিণকূলে শ্রীবৈকুণ্ঠের অপর পারে অবস্থিত। এখানকার বিষ্ণুমন্দির বহুপ্রাচীন। কতকগুলি প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্রের নিদর্শন এ স্থান হইতে পাওয়া গিয়াছে। শাণার জাতির বাসভূমিতে একটী স্তম্ভগাত্রে শিলালিপি খোদিত আছে।

পুদুপালেয়ম, তিনেবেল্লী জেলার শ্রীবল্লীপুত্তুর তালুকের একটী নগর। এখানকার শিব ও বিষ্ণু মন্দির দুইটীই সর্ব্বপ্রধান।

পুদুবেলিগোপুরম্, শিল্পকুশল চীনবাসীদিগের সুচূড় মন্দির, দাক্ষিণাত্যের পাগোডাদির অনুকরণে এই পাগোডা নির্ম্মিত। নাগপত্তন নগরের প্রায় ৮০ পোয়া পথ উত্তরে অবস্থিত। ইহা সাধারণে চীন-পাগোডা, কৃষ্ণপাগোডা ও পুরাণপাগোডা বা জৈন পাগোডা নামে অভিহিত। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ বুর্ণেল সাহেব ইহাকে বিমান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

পুদুশেরি, মলবার জেলার পালঘাট তালুকের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। পালঘাট সদর হইতে ২ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে একটী প্রাচীন দুর্গ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

পুদ্গল (পুং) পূরাৎ পৎ গলনাৎ গলঃ কর্ম্মধারয়ঃ। দেহ; দেহের বৃদ্ধি ও হ্রাস হয়, এইজন্য পুদ্গল শব্দে দেহকে বুঝায়।

"চক্ষুঃ শিরসি ভালে চ নেত্রে সর্ব্বাঙ্গপুদ্গলে।"
(পার্শ্বনাথ চরিত্র ১২।১০০)

২ আত্মা। (শব্দর°) ৩ পরমাণু।

"স্থূলামধ্যাস্তথা সূক্ষ্মাঃ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরাশ্চ যে।
দেহভেদা ভবান্ সর্ব্বে যে কেচিৎ পুদ্গলাশ্রয়াঃ॥"
(বিষ্ণুপু° ৫।২০ অ°)

শ্রীধরস্বামী ইহার অর্থ এইরূপ করিয়াছেন, দেহে ইহা পূরিত ও গলিত হয় বলিয়া পুদ্গল শব্দে পরমাণু। (ত্রি) পুৎ বর্দ্ধনশীল গলো হ্রাসবাংশ্চেতি কর্ম্মধারয়ঃ, বা পুৎ কুৎসিতো গলো যস্মাৎ। সুন্দরাকার। (শব্দর°) ৫ রূপাদিমদ্দ্রব্য।

'পুদ্গলঃ সুন্দরাকারে পুদ্গলশ্চাত্মদেহয়োঃ।' (বিশ্ব)

(ক্লী) ৬ গন্ধতৃণ, রামকর্পূর।

পুনঃখুরিন্ (পুং) অশ্বের পাদরোগভেদ। ইহার লক্ষণ—

"প্রসরন্তি খুরা যস্য অথবা পাদুকোপমাঃ।
পুনঃখুরীতি তং বিদ্যাদশ্বং বিহ্বলগামিনং॥" (জয়দত্ত ৩৯ অ°)

যদি অশ্বের খুর পাদুকার ন্যায় প্রসারিত হয় এবং অশ্ব চলিবার সময় বিহ্বলগামী হয়, তাহা হইলে পুনঃখুরী জানিতে হইবে।

পুনঃপদ (ক্লী) পুনরুক্ত পদ।

পুনঃপরাজয় (পুং) পুনরায় হার।

পুনঃপাক (পুং) পুনর্ব্বার পাক, দ্বিতীয়বার পাক।

"মদ্যৈর্মূত্রৈঃ পুরীষৈর্বা ষ্ঠীবনৈঃ পূয়শোণিতৈঃ।
সংস্পৃষ্টং নৈব শুধ্যেত পুনঃপাকেন মৃণ্ময়ম্॥" (মনু ৫।১২৩)

পুনঃপুনর্ (অব্য) পুনর্ বীপ্সায়াং দ্বিত্বং। বারংবার। পর্য্যায়—মুহুঃ, শশ্বৎ, অভীক্ষ্ণ, অসকৃৎ, বারংবার, পৌনঃপুন্য, প্রতিক্ষণ।
(শব্দরত্না°)

"অতিথির্বালকশ্চৈব রাজা ভার্য্যা তথৈব চ।
অস্তি নাস্তি ন জানন্তি দেহি দেহি পুনঃ পুনঃ॥" (চাণক্য)

পুনপুন্ (পুনঃপুনা) দক্ষিণ বিহার বা প্রাচীন মগধ রাজ্যের অন্তর্গত একটী নদী। এই নদী গয়া জেলার দক্ষিণ প্রান্ত হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। (উৎপত্তিস্থান অক্ষা° ২৪°৩০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৪°১১´ পূঃ।) পরে উত্তরপূর্ব্বগতিতে পাটনা অভিমুখে ধাবিত হইয়া নৌবৎপুরের নিকট বক্র গতি ধারণ করিয়া ফতুয়া নামক স্থানে গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে, গঙ্গাসঙ্গমের প্রায় ৪॥০ ক্রোশ ঊর্দ্ধে (অক্ষা° ২৫°২৮´৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫°১৩´৩০´´ পূঃ) মুরহর নদী আসিয়া মিলিত হইয়াছে। ২ তন্নামক নগরভেদ।

পুনমল্লু, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর চেঙ্গলপট জেলার সৈদাপেট তালুকের প্রধান নগর ও সৈন্যাবাস। মান্দ্রাজ মহানগরী হইতে প্রায় ৬॥০ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ৩০°২´৪০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°৮´১১´´ পূঃ। মান্দ্রাজ এবং ব্রহ্মদেশস্থ ইংরাজ সৈন্যের মধ্যে কেহ পীড়িত হইলে এ স্থানের হাসপাতালে চিকিৎসার্থ আনীত হয়। পুরাতন দুর্গের উপর এই কারণে একটী সুন্দর হাসপাতাল নির্ম্মিত হইয়াছে। কর্ণাটিক যুদ্ধের সময় এই দুর্গ-সম্মুখে ঘোরতর যুদ্ধ হয়, সেই সময় ইহার চতুর্দ্দিকস্থ পরিখাদি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

পুনলপাড়ি, দক্ষিণ অর্কটু জেলার আর্ণি (জায়গীর) সদরের দক্ষিণপূর্ব্ব উপকণ্ঠে অবস্থিত একখানি গণ্ডগ্রাম। এখানে একটী প্রাচীন জৈনমন্দির আছে। এখানকার অয়নার মন্দির সন্নিকটে বিজয়নগরাধিপ বেঙ্কটপতিদেবের রাজত্ব সময়ে (১৫১৫ শকে) উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি আছে।

পুনঃপুনা (স্ত্রী) নদীবিশেষ, চলিত পুনপুন। [পুনপুন্ দেখ।]

"কীকটেষু গয়া পুণ্যা নদী পুণ্যা পুনঃপুনা।
চ্যবনস্যাশ্রমঃ পুণ্যঃ পুণ্যং রাজগৃহং বনম্॥"(বায়ুপুরাণ গয়া-মাহাত্ম্য)

পুনঃপ্রত্যুপকার (পুং) পুনরায় প্রত্যুপকার।

পুনঃপ্রবৃদ্ধ (ত্রি) পুনরায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত।

পুনঃশ্রবণ (ক্লী) বৌদ্ধভিক্ষুকদিগের শ্রমক্রমভেদ। (দিব্যা°)

পুনঃসংস্কার (পুং) পুনঃ পুনর্ব্বারকৃতঃ সংস্কারঃ। দ্বিতীয়বার উপনয়নাদি সংস্কার। গোমাংসাদি ভক্ষণ করিলে প্রায়শ্চিত্ত-নিমিত্ত পুনর্ব্বার উপনয়নভেদ। মনুতে লিখিত আছে—

"অজ্ঞানাৎ প্রাশ্য বিণ্মূত্রং সুরাসংস্পৃষ্টমেব চ।
পুনঃ সংস্কারমর্হন্তি ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ॥
বপনং মেখলা দণ্ডো ভৈক্ষ্যচর্য্যা ব্রতানি চ।
নিবর্ত্তন্তে দ্বিজাতীনাং পুনঃসংস্কারকর্ম্মণি॥" (মনু)

অজ্ঞানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় যদি বিষ্ঠা বা মূত্রভোজন অথবা সুরাসংস্পৃষ্ট অন্নাদি ভোজন করে, তাহা হইলে তাহাদের

পুনরায় সংস্কার অর্থাৎ উপনয়ন বিধেয়। তাহারা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনীত হইলে বিশুদ্ধ হইবেন। কিন্তু পুনঃসংস্কারে শিরোমুণ্ডন, মেখলা ও দণ্ডধারণ, ভৈক্ষ্য ও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে হইবে না। প্রথমে উপনীত হইবার সময় এ সকল অবশ্য কর্ত্তব্য। পুনঃসংস্কার প্রায়শ্চিত্তাত্মক বলিয়া ঐ সকলের অনুষ্ঠান করিতে হইবে না, এইমাত্র বিশেষ।

পুনর্ (অব্য) পনায্যতে স্তূয়তে ইতি পন বাহুলকাৎ অর্, অস্য উত্বঞ্চ। অপ্রথম, দ্বিতীয়।

"ঊর্দ্ধং প্রাণা হ্যুৎক্রামন্তি যূনঃ স্থবির আয়তি।

প্রত্যুত্থানাভিবাদাভ্যাং পুনস্তান্ প্রতিপদ্যতে॥" (মনু ২।১২০)

২ ভেদ। ৩ অবধারণ। ৪ পক্ষান্তর। ৫ অধিকার। (মেদিনী) ৬ বিশেষ। (গণরত্নটীকা)

পুনরপগম (পুং) পুনর্ভূয়ঃ অপগমঃ। পুনর্ব্বার গমন।

পুনরপি (অব্য) ভূয়োঽপি, পুনর্ব্বার।

পুনরভিধান (ক্লী) পুনর্ভূয়ঃ অভিধানং কথনং। পুনর্ব্বার কথন।

পুনরভিষেক (পুং) পুনঃ অভিষেকঃ। পুনর্ব্বার অভিষেক। (ঐত° ব্রা° ৪।৫।৯)

পুনরর্থিতা (স্ত্রী) পুনর্ভূয়ঃ অর্থিতা। পুনর্ব্বার প্রার্থিতা।

"সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং

নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।" (ভাগ° ৫।১৯।২৭)

পুনরসু (পুং) পুনরসুর্জীবনং সম্ভবোঽস্য। পুনর্জাত। (শত° ব্রা° ১।৫।৩।১৪)

পুনরাগত (ত্রি) পুনর্ব্বার আগত, প্রত্যাগত।

"উপবাসকৃশং তন্তু গোব্রজাৎ পুনরাগতং।" (মনু ১১।১৯৬)

পুনরাগম (পুং) পুনর্ব্বার আগমন।

পুনরাগমন (ক্লী) পুনঃ পুনর্ব্বারং আগমনং। দ্বিতীয়বার আগমন, প্রত্যাগমন, ফিরে আসা।

"সংবৎসরব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ।" (দুর্গোৎসবপ°)

পুনরাগামিন্ (ত্রি) ফিরিয়া আসা।

পুনরাদায় (অব্য) পুনগ্র্হণ।

পুনরাদি (ত্রি) পুনরায় আদি, প্রথম।

"প্রথমানি পদানি পুনরাদীনি ভবন্তি॥" (পঞ্চবিংশব্রা° ৯।১।৪)

পুনরাধান (ক্লী) পুনর্ভূয়ঃ আধানং। পুনর্ব্বার আধান। শ্রৌত ও স্মার্ত্তাগ্নির দ্বিতীয়বার আধান।

"ভার্য্যায়ৈ পূর্ব্বমারিণ্যৈ দত্ত্বাগ্নীনন্ত্যকর্ম্মণি।

পুনর্দ্দারক্রিয়াং কুর্য্যাৎ পুনরাধানমেব চ॥" (মনু ৫।১৬৮)।

পত্নীর মৃত্যু হইলে তাহার দাহকার্য্যে অগ্নি সমর্পণ করিয়া গৃহস্থাশ্রমী পুনর্ব্বার বিবাহ এবং পুনরাধান, অর্থাৎ স্মার্ত্ত বা শ্রৌতাগ্নি গ্রহণ করিতে পারিবে।

"অরণ্যোঃ ক্ষয়নাশাগ্নিদাহেম্বগ্নিং সমাহিতঃ।

পালয়েদুপশান্তেঽস্মিন্ পুনরাধানমিষ্যতে॥" (কর্ম্মপ্রদীপ)।

কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রেও পুনরাধানের বিষয় বিহিত হইয়াছে। (কাত্যা° শ্রৌ° ৪।৭।২২)

পুনরাধেয় (ক্লী) পুনর্ভূয়ঃ আধেয়ং অগ্ন্যাধানং। ১ শ্রৌতকর্ম্ম-ভেদ, পুনর্ব্বার অগ্ন্যাধান। ২ সোমযাগভেদ।

পুনরাধেয়ক (ক্লী) পুনরাধেয় স্বার্থে কন্। পুনরাধানকারী।

পুনরাধেয়িক (ত্রি) পুনরাধেয়, পুনর্ব্বার অগ্ন্যাধান সম্বন্ধীয়।

পুনরায় (দেশজ) পুনর্ব্বার।

পুনরায়ন (ক্লী) পুনরাগমন। (আশ্বলায়নশ্রৌ° ২।৫)

পুনরালম্ভ (ক্লী) পুনগ্রহণ। (তৈত্তি-সং ১।৭।৬।৭)

পুনরাবর্ত্ত (ক্লী) ১ পুনর্ব্বার আবর্ত্ত, পুনরাগমন। ২ ঘূর্ণন।

পুনরাবর্ত্তিন্ (ত্রি) পুনঃ পুনর্ব্বারমাবর্ত্ততে আ-বৃত-ণিনি। ভূয়োভূয়ঃ আগন্তা, যাহারা পুনঃ পুনঃ আসে। জীব একবার মরে, আবার জন্মগ্রহণ করে, এইরূপ বারংবার জন্মগ্রহণ করায় মানবকে পুনরাবর্ত্তী বলা যায়। ইহলোকে বারংবার আগমনশীল।

"আব্রহ্মভুবনাল্লোকা পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।

মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥" (গীতা ৮।১৬)

ব্রহ্ম হইতে ভুবনবাসী সকল লোকই পুনরায় জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু যাহারা ভগবানের সহিত মিলিত হইতে পারেন, তাহাদের আর পুনর্ব্বার জন্ম হয় না।

পুনরাবৃত্ত (ত্রি) পুনরায় আবৃত্ত, পুনরুচ্চারিত।

পুনরাবৃত্তি (স্ত্রী) পুনঃ আবৃত্তিঃ। ১ পুনর্জন্ম।

"করোতি পুনরাবৃত্তিস্তেষামিহ ন বিদ্যতে॥" (যাজ্ঞ° ৩।১৯৪)

২ পুনরুচ্চারণ।

পুনরাহার (পুং) পুনঃ পুনর্ব্বারং আহারো ভোজনং। দ্বিতীয়বার ভোজন।

পুনরুক্ত (ক্লী) বচ-ভাবে ক্ত পুনঃ পুনর্ব্বারং উক্তং। পুনর্ব্বার কথন, এককথা দুইবার বলিলে তাহাকে পুনরুক্ত কহে। ২ পুনর্ব্বার কথিত শব্দ ও অর্থ।

"শব্দার্থয়োঃ পুনর্ব্বচনং পুনরুক্তমন্যত্রানুবাদাৎ।" (গৌতম ৫।৫৭-৫৮)

শব্দ ও অর্থের যে পুনঃকথন, তাহার নাম পুনরুক্ত। এক শব্দ দুইবার প্রয়োগ করিলে, বা একঅর্থ ভিন্ন শব্দের দ্বারা দুইবার অভিহিত হইলে পুনরুক্ত হয়। এইরূপ পুনরুক্ত শাস্ত্রে দূষণীয়।

পুনরুক্তজন্মন্ (পুং) পুনরুক্তং জন্ম যস্য। দ্বিজাতি। ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণাদির মৌঞ্জীবন্ধন দ্বারা পুনর্ব্বার জন্ম হয়, এই জন্য পুনরুক্তজন্মন্ শব্দে দ্বিজাতিকে বুঝায়।

পুনরুক্ততা (স্ত্রী) পুনরুক্তস্য ভাবঃ তল্‌-টাপ্‌। পুনরুক্তের ভাব, পুনরুক্তের কথন। সাহিত্যদর্পণে পুনরুক্ততা দোষ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এক বাক্যের পুনর্ব্বার কথন হইলেই এই দোষ হইবে। কাব্যাদিতে এই দোষ বিশেষ নিন্দনীয়। (সাহিত্যদ° ৭ পরি°)।

পুনরুক্তবদাভাস (পুং) পুনরুক্তবৎ আভাসো যত্র। অলঙ্কারবিশেষ। এই অলঙ্কার শব্দালঙ্কার। ইহার লক্ষণ,—

"আপাততো যদর্থস্য পৌনরুক্ত্যাবভাসনম্‌।
পুনরুক্তবদাভাসঃ স ভিন্নাকারশব্দগঃ॥" (সাহিত্যদ° ১০ম পরি°)

আপাততঃ যে স্থলে ভিন্নাকার শব্দদ্বারা পৌনরুক্তের ন্যায় কথন হয়, সেই স্থলে এই অলঙ্কার হইয়া থাকে। যথার্থ পুনরুক্ত নহে, কিন্তু বিভিন্ন শব্দ প্রয়োগে পুনরুক্তের ন্যায় বোধ হইলে পুনরুক্তবদাভাস হয়। ইহার উদাহরণ—

"ভুজঙ্গকুণ্ডলী ব্যক্তশশিশুভ্রাংশুশীতগুঃ।
জগন্ত্যপি সদাপায়াদব্যাচ্চেতোহরঃ শিবঃ॥"
(সাহিত্যদ° ১০ম পরি°)

ভুজঙ্গ ও কুণ্ডলী এই দুই শব্দেরই অর্থ সর্প, আপাততঃ দেখিলে পুনরুক্ত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, 'ভুজঙ্গকুণ্ডলী' এইস্থলে অর্থ এইরূপ, ভুজঙ্গরূপ কুণ্ডল বিদ্যমান আছে যাহার, তিনিই ভুজঙ্গকুণ্ডলী, ইহা মহাদেবের বিশেষণ। কিন্তু এইস্থলে পুনরুক্তের আভাস হওয়ায় এই অলঙ্কার হইল। এইরূপ শশী, শুভ্রাংশু ও শীতগু, 'হর ও শিব' 'পায়াৎ' ও 'অব্যাৎ' ইত্যাদি শব্দ আপাততঃ একার্থের ন্যায় প্রতীয়মান হওয়ায় পুনরুক্তবদাভাস অলঙ্কার হইল।

পুনরুক্তি (স্ত্রী) উৎপন্নের পুনর্ব্বার কথন।

পুনরুৎপত্তি (স্ত্রী) পুনর্ব্বার উৎপত্তি, পুনর্জন্ম। সিদ্ধান্তকারগণ বলেন, উৎপন্নের পুনর্ব্বার উৎপত্তি হইতে পারে না।

পুনরুৎসৃষ্ট (পুং) পশুভেদ। 'পূর্ব্বং বাহিতঃ দৌর্বল্যাৎ স উৎসৃষ্টঃ পুনরপি সবলো জাতঃ, পুনরপি বাহিতঃ পুনশ্চ দৌর্বল্যাদ্য উৎসৃষ্টস্তাদৃশে পশৌ' (কাত্যা° সূত্রভা° ৭।১।৫)।

পুনরুৎস্যূত (ত্রি) পুনরায় যোজিত, পুনরায় তালি দেওয়া।

পুনরুপাগম (পুং) পুনরাগমন।

পুনর্গমন (ক্লী) পুনর্ব্বার গমন।

পুনর্গ্রহণ (ক্লী) ১ পুনরায় গ্রহণ। ২ পুনরুক্তি।

পুনর্জন্মন্‌ (ক্লী) পুনর্ভূয়ো জন্ম। পুনর্ব্বার উৎপত্তি।

পুনর্জাত (ত্রি) পুনরায় উৎপন্ন।

পুনর্ণ(র্ন)ব (পুং) পুনরপি নবঃ, 'পূর্ব্বপদাৎ সংজ্ঞায়ামগঃ' ইতি সংজ্ঞায়াং ণত্বং, অন্যত্র ন ণত্বং। ১ নখ। (হেম)। (ত্রি) ভূয়োনব, এই অর্থে ণত্ব হইবে না,

পুনর্নবা (স্ত্রী) ছিন্নায়াং পুনরপি নবা, বা পুনর্ভূয়োভূয়ঃ নূয়তে স্তূয়তে ইতি নু-অপ্‌, ততষ্টাপ্‌, ক্ষুভ্নাদিত্বাৎ ন ণত্বং। শাকবিশেষ। Boerhavia procumbens. শ্বেতপুণ্যা, গাদাপুণ্যা। হিন্দী শাণ্ড। মহারাষ্ট্র পাণ্ডরী, ঘেণ্ডুলী, রক্তঘেণ্ডুলী। কর্ণাটবিলিয়ল্লবেল্লড়কিলু, কৈং পিনবেল্লড়কিলু। তৈলঙ্গ—অতিকমমেদি। তামিল—মুকরত্তে ফিরে। বঙ্গে পুনর্ণবা। সংস্কৃত পর্য্যায়—শোথঘ্নী, বর্ষাভূ, প্রাবৃষায়ণী, কঠিল্লক এই সকল রক্ত পুনর্নবার পর্য্যায়। শ্বেতপুনর্নবার পর্য্যায়—বৃশ্চিরা, চিরাটিকা, বিশাখ, কঠিল্ল, শশিবাটিকা, পৃথ্বী, সিতবর্ষাভূ, ঘনপত্র, কঠিল্লক।

চরকে সূত্রস্থানে ৩৮ অধ্যায়ে তিন প্রকার পুনর্ণবা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যথা শ্বেতা, রক্তা ও নীলা। কিন্তু ভাবপ্রকাশাদিতে শ্বেতা ও রক্তা এই দুই প্রকারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার গুণ উষ্ণ, তিক্ত, কফ, কাস, হৃদ্রোগ, শূল, অস্র, পাণ্ডু, শোফ ও বায়ুনাশক। (রাজনি°) ভেদক, রসায়ন, আম, ব্রধ্ন ও উদররোগনাশক। (রাজব°)

ভাবপ্রকাশ-মতে শ্বেতমূলার পুনর্নবা গুণ—কটু, কষায়, রুচিকর, শোথ, অর্শ ও পাণ্ডুরোগনাশক এবং দীপন। শোফ, বায়ু, শ্লেষ্ম, ব্রধ্ন ও উদররোগনাশক।

রক্তপুনর্নবার গুণ—তিক্ত, কটুপাক, শীত, লঘু, বাতল, গ্রাহক, শ্লেষ্মা, পিত্ত ও রক্তনাশক। (ভাবপ্র°)

ইহার শাক-গুণ—বীর্য্যবর্দ্ধক, উষ্ণ, ভেদক ও রসায়ন। (রাজব°) মূলের ক্বাথগুণ—ভেদক, উদরাময়নাশক, শীতল, শ্বাসরোগে হিতকর এবং বমনপ্রদ। (রাজব°)

পুনর্নবাগুগ্‌গুলু (পুং) গুগ্‌গুলু ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—শ্বেতপুনর্নবার মূল সাড়ে বারসের, ভেরেণ্ডামূল ১২॥০ সের, শুণ্ঠী ২ সের, এই সকল দ্রব্য এক মণ চব্বিশ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আটভাগের একভাগ থাকিতে নামাইতে হইবে। পরে উহা ছাকিয়া লইয়া এক সের গুগ্‌গুলু মিশাইয়া পাক করিতে হইবে। পরে উহাতে এরণ্ডতৈল অর্দ্ধসের, তেউড়ীচূর্ণ আড়াই পোয়া, দন্তীমূলচূর্ণ অর্দ্ধপোয়া, গুলঞ্চচূর্ণ এক পোয়া, ত্রিফলাচূর্ণ তিন ছটাক, চিতাচূর্ণ তিনছটাক, সৈন্ধব, ভল্লাতক ও বিড়ঙ্গ অর্দ্ধপোয়া করিয়া, স্বর্ণমাক্ষিক দুই তোলা, পুনর্নবাচূর্ণ অর্দ্ধপোয়া, এই সকল দ্রব্যচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া নামাইতে হইবে। পরে ইহা শীতল হইলে ঔষধার্থে প্রয়োগ করা যাইবে। ইহার মাত্রা দুই তোলা। রোগীর বল অনুসারে ইহার কম বেশী অর্থাৎ চিকিৎসক যেরূপ মাত্রা বিবেচনা করিবেন, সেই পরিমাণ মাত্রা ব্যবহার করিতে পারিবেন। এই ঔষধ সেবনে বাতরক্ত, বৃদ্ধি, জঙ্ঘা, উরু, পৃষ্ঠ, ত্রিক ও বস্তিজাত

আমবাত অতি প্রবল হইলেও অচিরে নিরাকৃত হয়। বাত রক্তে ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। (ভাবপ্রকাশ বাতরক্তাধি°)

পুনর্নবাতৈল, তৈলৌষধভেদ। তিলতৈল ৪ সের, পুনর্নবা ১০০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ ত্রিফলা, ত্রিকটু, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ধনিয়া, কঠফল, শঠী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, দেবদারু, রেণুক, কুড়, পুনর্নবামূল, যমানী, কৃষ্ণজীরা, এলাইচ, পদ্মকাষ্ঠ, তেজপত্র ও নাগকেশর প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈলমর্দ্দনে কামলা, পাণ্ডু, হলীমক, রক্তপিত্ত, প্রমেহ, কাস, ভগন্দর, প্লীহা, উদর ও জীর্ণজ্বর প্রভৃতি পীড়ার শান্তি হইয়া কান্তিবৃদ্ধি ও অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া থাকে।

পুনর্নবাদিকাথ (পুং) ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—পুনর্নবা, দারুহরিদ্রা, কট্‌কী, পল্‌তা, হরীতকী, নিম্ব, মুস্তক, শুণ্ঠী ও গুলঞ্চ এই সকল মিলিত ২ তোলা, জল অর্দ্ধসের, শেষ অর্দ্ধপোয়া। এই কাথে গোমূত্র ও গুগ্‌গুলু প্রক্ষেপ দিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিলে সর্ব্বাঙ্গগত শোথ, উদর, কাস, শূল, শ্বাস ও পাণ্ডু প্রশমিত হয়। (ভাবপ্রকাশ উদরা°)

পুনর্নবাদি গুগ্‌গুলু (পুং) বৈদ্যকোক্ত ঔষধভেদ। পুনর্নবা, হরীতকী, দেবদারু ও গুলঞ্চ প্রত্যেক এক তোলা একত্র উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে, পরে ৪ তোলা মহিষাক্ষ, গুগ্‌গুল ও এরণ্ড তৈলের সহিত নিষ্পেষণ করিয়া উল্লিখিত চূর্ণ সকল উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। গোমূত্রের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় সেবনীয়। ইহাতে ত্বকের বিকৃতি, শোথ ও উদরী প্রভৃতি নানা পীড়ার উপশম হয়। (ভৈষজ্যরত্না° শোথ°)

পুনর্নবাদিলেহ, ঔষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—পুনর্নবা, গুলঞ্চ, দেবদারু ও দশমূল একত্র ৮ সের, পাকের জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। আদার রস ৪ সের। ১২॥০ সের পুরাতন গুড় গুলিয়া ও ছাকিয়া এই উভয় রসে ঢালিয়া পাক করিবে। পরে ঘনীভূত হইলে ত্রিকটু, এলাইচ, তেজপত্র, গুড়ত্বক্ ও চই প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে মধু ১ সের মিলাইয়া লইতে হয়। এই ঔষধসেবনে শোথ প্রভৃতি নানা রোগ শান্তি হয় এবং বর্ণ ও অগ্নি বৃদ্ধি পায়। (ভৈষজ্য° শোথ)

পুনর্নবাদ্যঘৃত (ক্লী) ঘৃতৌষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—মিলিত দশমূল ৬০ পল, জল ৫১২ পল, শেষ ১২৮ পল, ঘৃত ৩২ পল, কল্কার্থ পুনর্নবামূল, চিত্রকমূল, দেবদারু, পঞ্চকোল, যবক্ষার ও হরীতকী প্রত্যেক ৮ তোলা। পরে যথানিয়মে এই ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইবে। এই ঘৃত সেবনে শোথ প্রশমিত হয়। (রসরত্নাকর)

পুনর্নবাষ্টক (পুং) শোথরোগে কষায় ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—পুনর্নবা, নিম্বমূলের ছাল, পটোলপত্র, শুঁঠ, কট্‌কী, গুলঞ্চ, দারুহরিদ্রা ও হরীতকী, এই সমুদায়ে ২ তোলা, জল অর্দ্ধসের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া। এই কাথ পান করিলে সার্ব্বাঙ্গিক শোথ, উদরী, পার্শ্বশূল, শ্বাস ও পাণ্ডুরোগ প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° শোথাধি°)

পুনর্নবাদিচূর্ণ (ক্লী) চূর্ণৌষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—পুনর্নবা, দেবদারু, হরীতকী, আকনাদি, বিল্বমূল, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পিপুল, গজপিপুল, চিতামূল ও বাসকছাল এই সকল সমভাগে চূর্ণ করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে শোথ, উদরী ও ব্রণ প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° শোথাধি°)

পুনর্নবাদিতৈল (ক্লী) তৈলৌষধ ভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—তৈল ৪ সের, কাথার্থ পুনর্নবা সাড়ে বার সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—ত্রিকটু, ত্রিফলা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ধনে, কটফল, শটী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, পদ্মকাষ্ঠ, রেণুক, কুড়, পুনর্নবা, যমানী, কৃষ্ণজীরা, এলাইচ, গুড়ত্বক্, লোধ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, বচ, পিপ্পলমূল, চই, চিতামূল, গুল্‌ফা, বালা, মঞ্জিষ্ঠা, রাস্না, দুরালভা, প্রত্যেকে ২ তোলা। পরে যথা নিয়মে এই তৈলপাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে শোথ, পাণ্ডু ও উদররোগ প্রভৃতি নানা প্রকার পীড়া প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° শোথ°)

পুনর্নিষ্কৃত (ত্রি) পুনর্ব্বার সংস্কৃত, জীর্ণসংস্কার। (তৈত্তি°সং ১।৫।২।৪)

পুনর্ব্বাল (ত্রি) পুনর্ব্বার বালকত্বপ্রাপ্ত। বৃদ্ধাবস্থায় বালকের ন্যায় ভাবপ্রকাশ।

পুনর্ভব (পুং) ছিন্নোঽপি পুনর্ভবতীতি ভূ-অচ্। ১ নখ। ২ রক্ত পুনর্নবা। (রাজনি°) পুনর্ ভূ ভাবে-অচ্। ৩ পুনরুৎপত্তি।

"সন্ততিশ্চ প্রবৃত্তিশ্চ জন্মমৃত্যুপুনর্ভবা।" (ভার° ১।১।২০০)

পুনর্ভবতীতি ভূ-অচ্। (ত্রি) ৪ পুনর্ব্বার জাত।

পুনর্ভবিন্ (পুং) পুনর্ভবঃ পুনঃ পুনরুৎপত্তিরস্ত্যস্যেতি পুনর্ভব-ইনি। আত্মা। (হেম) আত্মা পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, এই জন্য 'পুনর্ভবিন্' শব্দে আত্মাকে বুঝায়।

পুনর্ভাব (পুং) পুনর্ব্বার জন্ম। মৃত্যুর পর পুনরায় জন্ম।

পুনর্ভাবিন্ (ত্রি) পুনরায় জন্মযুক্ত। (হরিবংশ)

পুনর্ভূ (স্ত্রী) পুনর্ভবতি জায়াত্বেনেতি ভূ-ক্বিপ্। দ্বিরূঢ়া, বিধবা হইয়া পরে দ্বিতীয়বার বিবাহিতা স্ত্রী। পর্য্যায়—দিধিষু। অমরটীকাকার ভরত পুনর্ভূশব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন—

'অক্ষতযোনিত্বাৎ বিধবা পুনরুহ্যতে ইত্যসাবক্ষতা ভূত্বা অক্ষতা পুনর্ভবতীতি ক্বিপি পুনর্ভূঃ।' (অমরটীকা ভরত ২।২।২৩)

বিবাহিতা স্ত্রী বিধবা হইবার পর পুনরায় বিবাহ করিলে তাহাকে পুনর্ভূ কহে। মিতাক্ষরামতে এই পুনর্ভূ স্ত্রী তিন-

প্রকার, ইহার মধ্যে যে সকল বালিকার বিবাহের পর স্বামীর মৃত্যু হয় অথচ তাহারা অক্ষতযোনি থাকে, পরে তাহাদের বিবাহ দিলে প্রথমা পুনর্ভূ কহে। ইহারা কেবল পাণিগ্রহণ দ্বারা দূষিতা মাত্র। বিধবা হইবার পর উৎপন্নসাহসা অর্থাৎ ব্যভিচারাদিতে ইচ্ছুক হইলে গুরুগণ যে সকল স্ত্রীর দেশকালাদি বিবেচনা করিয়া অন্যের সহিত বিবাহ দেন, তাহাকে দ্বিতীয়া পুনর্ভূ কহে। যে সকল স্ত্রী বিধবা হইবার পর ব্যভিচার করে, তাহাদিগকে পুনরায় বিবাহ দিলে তাহাকে তৃতীয়া পুনর্ভূ কহে। এই পুনর্ভূ শাস্ত্রে বিশেষ নিন্দিতা *। (ত্রি) ২ পুনর্ব্বার জাত।

পুনর্মঘ (ত্রি) পুনঃ পুনঃ অভিবৃদ্ধ ধন। "স ভুবৎ পুনর্মঘঃ" (অথর্ব্ব° ৭।১।২) 'পুনর্মঘ ইতি সমস্তপদং। স্তোতৃভ্যো বহুধনপ্রদানেঽপি পুনঃ পুনঃ অতিবৃদ্ধধনঃ' (ভাষ্য)

পুনর্ম্মন্য (ত্রি) অতিশয় স্তোতব্য। "পুনর্মন্যাবভবতং যুবানা" (ঋক্ ১।১১৭।১৪) 'পুনর্মন্যৌ যথা ভুজ্যোঃ সমুদ্রগমনাৎ পূর্ব্বং যুবাং স্তোতব্যৌ, * * * তদানীং পুনরপ্যতিশয়েন স্তোতব্যৌ জাতাবিত্যর্থঃ। পুনর্মন্যৌ মন জ্ঞানে অত্র স্তুত্যর্থঃ, মন্যতে স্তৌতীতি মনাস্তুতিঃ, পচাদ্যচ্, ছন্দসি চেত্যর্হার্থে যঃ।' (সায়ণ)

পুনর্ম্মৃত্যু (পুং) পুনর্ভূয়ো মৃত্যুঃ। ভূয়োভূয়ঃ মরণ, বারংবার মরণ। জীব একবার জন্মগ্রহণ করে, আবার মৃত্যুমুখে পতিত হয়, এইরূপ বারংবার মৃত্যু। (শতপথব্রা° ২।৩।৩।২০)

পুনর্যজ্ঞ (পুং) পুনর্ব্বার যে যজ্ঞ করা যায়, তাহাকে পুনর্যজ্ঞ কহে। ভূয়ঃ যজ্ঞকার্য্য। (কাত্যা° শ্রৌ° ২৫।১।২০)

পুনর্যাত্রা (স্ত্রী) পুনরপ্রথমা যাত্রা। নিবর্ত্তযাত্রা, ফিরে যাওয়া, প্রত্যাগতি। ২ জগন্নাথ দেবের পুনর্ব্বার রথযাত্রা। আষাঢ় মাসের শুক্লাদ্বিতীয়ায় দিন রথযাত্রা হয়। তাহার পর নয় দিনের দিন আবার পুনর্যাত্রা হইয়া থাকে। শুক্লাদশমীর দিন এই পুনর্যাত্রা হয়। ইহাকে চলিত কথায় ফিরে রথ বা উল্টা রথ বলিয়া থাকে। [যাত্রা শব্দ দেখ।]

"পুনর্যাত্রা বিধাতব্যা তথৈব নবমেহহনি।" (তিথিতত্ত্ব)

পুনর্যুবন্ (ত্রি) পুনর্ব্বার যুবা, তরুণ। "রথং পুনর্যুবানং" (ঋক্ ১০।৩৯।৪) পুনর্যুবানং তরুণং' (সায়ণ)

পুনর্লাভ (পুং) পুনর্ভূয়ঃ লাভঃ। পুনর্ব্বার প্রাপ্তি, যাহা নষ্ট হয়, সেই বস্তু পাইলে তাহাকে পুনর্লাভ কহে।

পুনর্বক্তব্য (ত্রি) পুনঃ ভূয়ঃ বক্তব্যঃ। পুনর্ব্বার বক্তব্য, পুনর্ব্বার বচনীয়।

পুনর্বচন (ক্লী) পুনর্ভূয়ো বচনং। পুনর্ব্বার বচন, বারংবার বাক্যপ্রয়োগ।

পুনর্বৎ (ত্রি) পুনঃ পুনশব্দোঽস্ত্যস্য মতুপ্ মস্য ব। পুনঃ শব্দযুক্ত। 'পুনঃ শব্দোপেতং পুনর্বৎ।' (ঐত° ব্রা° ৫।১৮ টীকায় সায়ণ)

পুনর্বৎস (পুং) ১ যে গোবৎস জন্মগ্রহণ করিয়া পুনরায় মাতৃস্তন পান করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ২ ঋক্‌বেদের ৮ মণ্ডলের ৭ম সূক্ত দ্রষ্টা ঋষি।

পুনর্বরণ (ক্লী) ১ পুনরায় বরণ। ২ মনোনীত করণ। (কাত্যা° শ্রৌ° ২৫।১১।৮)

পুনর্বসু (পুং) পুনঃ পুনঃ শরীরেষু বসতি ক্ষেত্রজ্ঞরূপেণেতি পুনর্-বস-উ। ১ বিষ্ণু। "অধনো বিজয়ো জেতা বিশ্বযোনিঃ পুনর্ব্বসুঃ॥" (ভারত ১৩।১৪৯।৬৯) ২ শিব। ৩ কাত্যায়ন মুনি। ৪ লোকভেদ। ৫ ধনাবস্তু। (শব্দরত্না°) ৬ নক্ষত্রবিশেষ। সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের মধ্যে এই নক্ষত্র সপ্তম। ইহার আকৃতি ধনুকের ন্যায় এবং এই নক্ষত্রে পাঁচটী তারকা আছে।

"মধ্যবর্ত্মনি শরাসনাকৃতাবম্বরস্য সুরমাতৃভে গতাঃ।
লিপ্তিকাঃ সুমুখি! পঞ্চতারকে পক্ষপাবকমিতা ঘটোদয়াৎ॥"
(কালিদাসকৃত রাত্রিলগ্ননিরূপণ)

এই নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অদিতি। এই নক্ষত্রের প্রথম ত্রিপাদে জন্মিলে মিথুনরাশি হয় এবং শেষ পাদে কর্কট রাশি হইয়া থাকে। এই নক্ষত্রে জন্ম হইলে বহুমিত্রযুক্ত, শাস্ত্রাভ্যাসে যত্নবান্, উত্তমরত্নাভিলাষী, উত্তমভূষণান্বিত, দাতা, প্রতাপী ও ভূস্বামী হইয়া থাকে।* এই শব্দ প্রায়ই দ্বিবচনান্ত প্রযুক্ত হইয়া থাকে। পুনর্ব্বসু এই দ্বিবচনান্তের পর্য্যায় 'যামকৌ' 'আদিত্যৌ' (হেম)।

৭ কুকুরবংশীয় নৃপভেদ। (হরিবংশ ৪২ অঃ)

পুনর্বিবাহ (পুং) পুনর্ব্বার বিবাহ। দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিলে তাহাকে পুনর্ব্বিবাহ কহে। গর্ভাধান সংস্কারকে চলিত কথায় পুনর্বিবাহ কহে। [গর্ভাধান দেখ।]

পুনর্হন্ (ত্রি) পুনর্-হন-ক্বিপ্। পুনর্ব্বার হন্তা। "কুমার দেষ্ণা জয়তঃ পুনর্হনো" (ঋক্ ১০।৩৪।৭) 'কিতবস্য পুনর্হনঃ পুনর্হন্তারো ভবন্তি' (সায়ণ)।

পুনর্হবি (ক্লী) যজ্ঞে পুনঃ পুনঃ ঘৃত সমর্পণ। (শত° ব্রা° ৩।৩।১৫)

---

* "পরপূর্ব্বা স্ত্রিয়স্ত্বন্যাঃ সপ্তপ্রোক্তা যথাক্রমং।
পুনর্ভূস্ত্রিবিধা তাসাং স্বৈরিণী তু চতুর্ব্বিধা॥
কন্যা বাক্ষতযোনির্যা পাণিগ্রহণদূষিতা।
পুনর্ভূঃ প্রথমা প্রোক্তা পুনঃ সংস্কারকর্ম্মণা॥
দেশধর্ম্মানবেক্ষ্য স্ত্রী গুরুভির্যা প্রদীয়তে।
উৎপন্নসাহসান্যস্মৈ সা দ্বিতীয়া প্রকীর্ত্তিতা॥
অসৎসু দেবরেষু স্ত্রী বান্ধবৈর্যা প্রদীয়তে।
সবর্ণায় সপিণ্ডায় সা তৃতীয়া প্রকীর্ত্তিতা॥" (মিতাক্ষরা)

* "প্রভূতমিত্রঃ কৃতশাস্ত্রযত্নঃ সদ্রত্নকামী বরভূষণাঢ্যঃ।
দাতা প্রতাপী বসুধাধিপশ্রীঃ পুনর্ব্বসৌ যস্য ভবেৎ প্রসূতিঃ॥"
(কোষ্ঠীপ্রদীপ)

পুনশ্চন্দ্রা (স্ত্রী) নদীভেদ। (মহাভারত বনপ°)

পুনশ্চরণ (ক্লী) পুনঃ পুনঃ চর্ব্বণ বা রোমন্থন।

পুনশ্চিতি (স্ত্রী) পুনঃ পুনঃ সংগ্রহ।

"যজ্ঞং যজমানো যৎপুনশ্চিতিং।" (তৈত্তি° সংহিতা ৫।৪।১০।৩)

পুনাবা, গয়াজেলার অন্তর্গত একখানি প্রাচীন গ্রাম। গয়াধামের ৭ ক্রোশ পূর্ব্বে দুইটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী অধিত্যকাভূমে অবস্থিত। এখানে বুদ্ধকরতাল ও করমারতাল নামে দুইটী পুণ্যসলিলা দীর্ঘিকা বিদ্যমান আছে। ত্রিলোকনাথের মন্দির থাকায় এই স্থানটী সমধিক বিখ্যাত। মন্দিরের দেবতা ত্রিচূড়মুকুটধারী বুদ্ধ মূর্ত্তি, তাহার উভয় পার্শ্বে নয়টী বিভিন্ন মূর্ত্তি যোড়করে দণ্ডায়মান। পর্ব্বতের পাদদেশে অসংখ্য প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি ও প্রস্তর-স্তম্ভ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। ইহাদের গাত্রোপরি অক্ষরগুলি প্রায় হাজার বৎসরের প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। নিকটস্থ ৬০ ফিট উচ্চ চতুরস্র স্তূপের উপরিভাগে বজ্র-বারাহীর ভগ্নমন্দির। দেবীমূর্ত্তির দুইটী মুখ মনুষ্যের মত এবং অপরটী বরাহমুখী। ইদানীন্তন বৌদ্ধগণ এই দেবীমূর্ত্তিপূজায় বিশেষ আস্থাবান্ ছিলেন। পীঠের উপর সাতটী শূকরমূর্ত্তি আছে, 'নার্তিঙ্গ' মন্দিরের সন্নিকটে আরও কতকগুলি ভগ্নস্তম্ভ ও মূর্ত্তি পড়িয়া রহিয়াছে।

পুনাশা, মধ্যভারতের নিমার জেলার উত্তরস্থিত একটী নগর। খণ্ডবা হইতে প্রায় ১৬ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ২২°১৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬°২৬´ পূঃ। তুয়ার-বংশীয় রাজপুত-সর্দ্দারদিগের অধীনে এই নগর বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। এখানে ১৭৩০ খৃঃ অব্দে সর্দ্দার রামকুশলসিংহ কর্ত্তৃক একটী দুর্গ নির্ম্মিত হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরাজগণ এখানে আশ্রয় পাইয়াছিলেন। পিণ্ডারি-দস্যুদিগের অত্যাচারে ক্রমে নগর শ্রীহীন হইয়া পড়ে। ১৮৪৬ খৃঃ অব্দে কাপ্তেন ফ্রেঞ্চ এখানকার পুষ্করিণীর জীর্ণসংস্কার করিয়া দেন। প্রতি শনিবারে এখানে একটী হাট বসে।

পুন্তাম্বা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর আহ্মদনগর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। গোদাবরী নদীতীরে কোপরগাঁও হইতে ৬ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে ধোন্দ-মনমাড় রেলওয়ের একটী ষ্টেশন আছে, এ কারণ এই স্থান একটী বাণিজ্য-স্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখানে গোদাবরীতীরে প্রায় ১৪টী প্রধান মন্দির আছে, সকলগুলির সিঁড়ি গোদাবরীগর্ভবিলম্বিত, তন্মধ্যে ইন্দোর-রাজরাণী অহল্যাবাই (১৭৬৫-৯৫ খৃঃ অব্দে) ও শিবরাম-ভূমল প্রতিষ্ঠিত মন্দির দুইটীই সুন্দর। দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত সাধু চাঙ্গদেব নির্ম্মিত মন্দিরই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। এতদ্ভিন্ন অন্নপূর্ণা, বালাজী, ভদ্রকালী, শঙ্কর, গোপালকৃষ্ণ, জগদম্বা, কালভৈরব, কাশীবিশ্বেশ্বর, কেশবরাজ, মহারুদ্র শঙ্কর, রামচন্দ্র, রামেশ্বর ও ত্রিম্বকেশ্বর নামে কএকটী দেবালয় দেখিতে পাওয়া যায়।

পুন্দীর, বা পুণ্ডীর, রাজপুতজাতির একটী শাখা। ইহারা দহিমা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সাতশতবৎসর পূর্ব্বে দহিমা-রাজপুতগণ বিশেষ প্রতিপত্তি ও সম্ভ্রমের সহিত সদর্পে বীরত্ব করিয়া গিয়াছেন। রাজস্থানের সুপ্রসিদ্ধ কবিগণ আজিও এই দহিমা রাজপুতগণের গুণগরিমা গান করিয়া থাকেন। যখন চৌহান্-সম্রাট্ পৃথ্বীরাজ দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন, তখন উক্ত দহিমাগণ বয়ানা নামক স্থানে আধিপত্য করিতেছিলেন। ইহারা সম্রাট্ পৃথ্বীরাজের অধীনস্থ সামন্তদিগের সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। উক্ত দহিমাবংশের তিনভ্রাতা দিল্লীশ্বরের অধীনে উচ্চপদে অভিষিক্ত ছিলেন। জ্যেষ্ঠ কৌনাস মহামন্ত্রী পদে ও মধ্যম পুন্দীর অধিনায়ক হইয়া সসৈন্যে লাহোর সীমান্তে নিযুক্ত এবং তৃতীয় বা কনিষ্ঠ চাঁদরায় কাগ্গার নদীর সমরে(এই যুদ্ধে রাজা নিহত হন) পৃথ্বীরাজের প্রধান সহকারী ছিলেন। তবকাতি-নাসিরিপাঠে জানা যায় যে, সাহাবুদ্দীনের জীবনীলেখক মুসলমান ঐতিহাসিকগণ বিখ্যাত দহিমাবীর চাঁদরায়কে খণ্ডেরাও নামে উল্লেখ করিয়াছেন। চৌহান-রাজপুতগণের অবনতির সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিভাশালী পরাক্রান্ত দহিমাবংশেরও লোপ হয়। সম্ভবতঃ সীমান্তবাসী পুন্দীরবংশোদ্ভব রাজপুতগণ পুন্দীর নামে আপনাদিগের পরিচয় দিয়া থাকেন।

থানেশ্বর, কুরুক্ষেত্র, কর্ণাল ও অম্বালা প্রভৃতি স্থানে যে সকল পুন্দীর-রাজপুত পূর্ব্বে বাস করিত, এখন তাহারা পঞ্জাব দেশীয় পুন্দীর নামে অভিহিত। পুণ্ড্রী, রস্তা, হাত্রী ও পুণ্ড্রক নগর তাহাদের অধিকারভুক্ত ছিল। চৌহানরাজ রাণা হররায় তাহাদিগকে তাড়াইয়া ঐস্থান নিজে দখল করেন, কাজেই পুন্দীর যমুনার অপর পারে যাইয়া বাসস্থাপন করিতে বাধ্য হন। এই সময় হইতে এই প্রদেশে পুন্দীর রাজপুতদিগের বসবাস আরম্ভ হয়।

দোয়াববাসী পুন্দীরগণ বলে যে, তাহাদের রাজা সর্দ্দার দামরসিংহ আলিগড় জেলার আক্রাবাদ পরগণার অন্তর্গত গম্ভীর নগরে আসিয়া বাস করে এবং নগররক্ষার জন্য নিজ ভ্রাতার বিজয়ের নামানুসারে উক্ত নগরকে বিজয়গড় নামে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে কর্ণেল গর্ডন ও অপর কতকগুলি ইংরাজ সেনানীর মৃত্যুর পর বিজয়গড় দুর্গ ইংরাজের হস্তগত হয়। পরে ইংরাজরাজ উহা আবাদিপতিকে দান করেন। ইহারা উচ্চশ্রেণীর সকল রাজপুতের ঘরেই আদান প্রদান করে।

উত্তর-দোয়াববাসী পুন্দীরগণ বরগুজর, চৌহান, গহলোৎ, কাঠিয়া, তোমর, ছোকর এবং ভট্টি রাজপুতের ঘরে কন্যাদান করে। পক্ষান্তরে তাহারা উপরি উক্ত সপ্তঘর ব্যতীত বৈজ-বংশীয় রাজপুতগৃহের কন্যা গ্রহণ করিয়া থাকে। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে প্রায় ৫৬ হাজার পুন্দীর রাজপুতের বাস আছে, তন্মধ্যে প্রায় ২১ হাজার ইস্‌লাম ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

পুন্দ্রী, পঞ্জাব প্রদেশের কর্ণাল জেলার অন্তর্গত একটী নগর। পুণ্ড্রক তলাও নামক বিস্তীর্ণ পুষ্করিণীতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৯° ৪৫´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৩৮´ ১৫´´ পূঃ। ইহার চতুর্দ্দিকে মৃত্তিকাপ্রাচীর ও চারিটী প্রবেশদ্বার বিদ্যমান আছে। মিউনিসিপালটীর অধীনে থাকায় নগরটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কএকটী সুবৃহৎ অট্টালিকা ও সরাই নগরের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে।

পুষ্প্‌গাম, বিশাখপত্তন জেলার নবরঙ্গপুর তালুকের অন্তর্গত একটী নগর। জয়পুর হইতে ৯ মাইল উত্তরে অবস্থিত। গঙ্গবংশীয় রাজগণের নির্ম্মিত একটী প্রাচীন মন্দির ও প্রস্তরে বাধান পুষ্করিণী বিদ্যমান আছে।

পুন্নাগ (পুং) পুমান্ নাগইব শ্রেষ্ঠত্বাৎ। স্বনামখ্যাত বৃহৎ পুষ্প বৃক্ষবিশেষ। (Calophyllum inophyllum or Alexandrian Laurel) চলিত পুনাং গাছ, স্বাজচম্পক। হিন্দী—মুলতালচম্পক। মহারাষ্ট্র—পুন্নাগ। কলিঙ্গ—সুরহোন্নের ভেড়। তৈলঙ্গ—সুরপোন্নচেট্টু। তামিল—পিন্নয়। উৎকল—পুনাং। বম্বে—উদি। সংস্কৃত পর্য্যায়—পুরুষ, তুঙ্গ, কেশর, দেববল্লভ, কুম্ভীক, রক্তকেশর, পুন্নামন্, পাটলদ্রুম, রক্তপুষ্প, রক্তরেণু, অরুণ। ইহার পুষ্পগুণ—মধুর, শীতল, সুগন্ধি, পিত্তনাশক, অতিশয় দ্রাবক ও দেবতাপ্রসাদন। (রাজব°) কষায়, কফ ও রক্তনাশক। ইহার গাত্রে ছালের উপর আঘাত করিলে ধুনার ন্যায় এক প্রকার কাল আটা নির্গত হয়। কোথাও কোথাও এই নির্য্যাস ঈষৎ জরদাভ ও চট্‌চটে। ইহাতে একরূপ সুন্দর গন্ধ পাওয়া যায়। পরিষ্কৃত সুরাসারে দ্রব হয়। ইহা বিলাতী বাজারে তাকামাহাকা গঁদ (Tacamahaca gum of commerce) নামে খ্যাত। বোর্বো দ্বীপে ইহার শিকড় হইতেও গঁদ বাহির করা হয়।

ইহার টাট্‌কা বীজ হইতে তৈল পাওয়া যায়। উহার বর্ণ কখন হরিতাভ জরদ, কখনও বা গাঢ় হরিদ্বর্ণ হইতে দেখা যায়। বীজের তারতম্যানুসারে তৈলের এই বর্ণবিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। তৈল-লাভার্থ বৎসরে ভাদ্র ও মাঘমাসে দুইবার বীজসংগৃহীত হইয়া থাকে। প্রায় শতকরা ৬০ মণ তৈল বীজ হইতে বাহির করা হয়। তৈলের গন্ধ নিতান্ত মন্দ নহে। বাঙ্গালা, বোম্বাই, ত্রিনেবেলী, ত্রিবাঙ্কোড় ও মান্দ্রাজের স্থানে স্থানে এই তৈলে লোকে প্রদীপ জালিয়া থাকে। পূর্ব্বে এই তৈল ও বীজ সিংহল ও সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দ্বীপে রপ্তানি হইত। কলিকাতায় এরণ্ডতৈলের প্রতিযোগিতা না করিলেও ব্রহ্মদেশে এই তৈল এরণ্ড অপেক্ষা চারিগুণ দামে বিক্রয় হইয়া থাকে। দক্ষিণভারতে ইহা অতি সমাদরে বিক্রীত হয়, কারণ রেড়ীর মত ইহাকে বিশেষ যত্নসহকারে পরিষ্কৃত করা হয় না। কুকসাহেব লিখিয়াছেন, জাহাজের মরিচা-নিবারণ জন্য এই তৈল বিশেষ উপকারী, এতদ্ব্যতীত গেঁটে বাতাশ্রিত স্থানে মর্দ্দনেও বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

কিছুদিন একটী পাত্রে তৈল রাখিয়া দিলে তলায় চর্ব্বির ন্যায় দৃঢ় পদার্থ জমে। নারিকেল তৈলের ন্যায় অল্প ঠাণ্ডা (৫০°) পাইলেই উহা জমিয়া যায়। য়ুরোপে এই তৈল দোম্বা নামে প্রচলিত। ভারতের স্থানবিশেষেও উহা দোম্বা, পুন্ বা পিন্নে নামে খ্যাত। তৈলপ্রস্তুতপ্রণালী ঠিক রেড়ীর মত। তৈল যেমন বাতরোগে উপকারী, বহুদিনস্থায়ী নালী ঘায়ে গঁদও সেইরূপ আশুফলপ্রদ। বৃক্ষগাত্রে আঘাতমাত্রেই অশ্রুবিন্দুর ন্যায় যে তরল নির্য্যাস নির্গত হয়, তাহা এবং ফল বমনকারক ও বিরেচক। গাছের আটায় পত্র ও ডাল মিলাইয়া জলে ডুবাইয়া দিলে যে তৈল ভাসিয়া উঠে, তাহা চক্ষুপ্রদাহে শান্তিদায়ক। যবদ্বীপবাসিগণ ইহা মূত্রবর্দ্ধক ঔষধরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। পত্র জলে ভিজাইয়া চক্ষে দিলে জালা প্রশমিত হয়। গেঁটেবাত ব্যতীত তৈলে খোস্ পাঁচড়া আরোগ্য হইতে দেখা যায়। ছাল ধারকতাগুণবিশিষ্ট, ইহা আভ্যন্তরিক রক্তস্রাবে ও ক্ষতরোগে উপকারী। কাঁচা ছালের রস বিরেচক ও সেবনে অতিরিক্ত ভেদ হইয়া থাকে।

কাষ্ঠের বর্ণ সিন্দুরে লাল। জাহাজের মাস্তুল, রেললাইনের স্লিপার কাঠ, গৃহব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি এবং জাহাজ, নৌকা প্রভৃতি নির্ম্মাণে ইহা ব্যবহৃত হয়। ভারতের সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী স্থানে ইহার চাষ হয়। শুদ্ধ তৈলের জন্য নহে, ইহার ফুলেও বেশ বাহার আছে। উড়িষ্যা, দক্ষিণভারত, সিংহল, ব্রহ্ম, আন্দামান প্রভৃতি স্থানে আপনি জন্মিতে দেখা যায়। মালয়, অষ্ট্রেলিয়া, পোলিনেসিয়া ও পূর্ব্ব আফ্রিকায় লইয়া ইহার চাষ করা হইয়াছে। সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী বালুকাময় বেলাভূমে যেখানে কোনরূপ উদ্ভিদের চাষ অসম্ভব, সেইখানে পুন্নাগই ফল পুষ্প-ভূষিত হইয়া বিরাজ করিতেছে।

২ সিতোৎপল। ৩ জাতিফল। ৪ পাণ্ডুনাগ। ৫ নরশ্রেষ্ঠ, পুরুষশ্রেষ্ঠ, নগশব্দ পুরুষের শ্রেষ্ঠার্থবাচক। (মেদিনী)

'পুন্নাগঃ পুরুষশ্রেষ্ঠে পাণ্ডুনাগো সিতোৎপলে। জাতিফলে চ পুন্নাগঃ' (বিশ্ব) (ক্লী) পুন্নাগের পুষ্প। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৩৮ অঃ)

পুন্নাগকেশর (ক্লী) পুন্নাগস্য কেশরং। পুন্নাগপুষ্পের কিঞ্জল্ক।

পুন্নাট (পুং) পুন্নাড় পৃষোদরাদিত্বাং ডস্য টঃ। চক্রমর্দ্দ। ইহার পাতার রস দদ্রুতে লাগাইলে দদ্রু প্রশমিত হয়।

"চক্রমর্দ্দঃ প্রপুন্নাটো দদ্রুঘ্নো মেষলোচনঃ।
পদ্মাটঃ স্যাদেড়গজশ্চক্রী পুন্নাট ইত্যপি ॥" (ভাবপ্র° পূর্ব্বখ°)

পুন্নাটসঙ্ঘ, জৈনসম্প্রদায়বিশেষ। প্রসিদ্ধ জিনসেন এই সঙ্ঘভুক্ত ছিলেন।

পুন্নাড় (পুং) পুমাংসং নাড়য়তীতি নড়-ভ্রংশে অণ্ (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১) চক্রমর্দ্দ। (রাজনি°)

পুন্নাড় বা পুন্নাড়ু, একটী প্রাচীন হিন্দুরাজ্য। এখানে যে রাজগণ রাজত্ব করিতেন, সেই বংশ পুন্নাড়ুবংশ নামে খ্যাত। বর্ত্তমান কব্বণি ও কাবেরী নদীর সঙ্গমস্থলের সন্নিকটে হদিনাড়ু গ্রামে এখনও অনেক প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহের নিদর্শন পড়িয়া আছে। পুন্নাড়ু রাজবংশ হইতে মহিসুররাজবংশীয় রাজগণ আপনাদের উৎপত্তি কল্পনা করিয়া থাকেন। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দের একখানি শাসন হইতে নিম্নলিখিত কএকজন পুন্নাট রাজার নাম পাওয়া যায়, ১ কাশ্যপরাষ্ট্রবর্ম্মা, ২ তৎপুত্র নাগদত্ত, ৩ তৎপুত্র সিংহবর্ম্মা, ৪ তৎপুত্র, (নাম অজ্ঞান) ৫ সিংহবর্ম্মার পৌত্র রবিবর্ম্মা।

এক সময়ে পুন্নাট-রাজবংশ রাষ্ট্রকূট রাজাদিগের অধীন ছিল। অপর একখানি শিলালিপিপাঠে জানা যায়, গঙ্গরাজ অবিনীত স্কন্দবর্ম্মাকে পরাজিত করিয়া তৎকন্যা বিবাহ ও তদ্রাজ্য নিজ অধিকারভুক্ত করিয়া লন।

পুন্নামন্ (পুং) ১ নাগবৃক্ষ। (রাজনি°) পুদিতি নামা অস্য। ২ নরকভেদ, পুন্নাম নরক।

পুন্নামনরক (পুং) পুন্নামা চাসৌ নরকশ্চেতি। নরক-বিশেষ। পুত্রোৎপত্তিদ্বারা মানবগণ এই নরক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে।

বামনপুরাণে লিখিত আছে, ষোড়শবিধ কারণে এই নরকে মনুষ্যের গতি হইয়া থাকে—পরদারগমন, পাপসেবা ও সকল-ভূতের প্রতি পরুষতা, ইহাতে প্রথম পুন্নাম নরক হইয়া থাকে। ফলস্তেয়, ফলার্হ বস্তুর ও বৃক্ষ সকলের উৎপাটন, ইহাতে দ্বিতীয় নরক; নিন্দনীয় বস্তুর গ্রহণ, অবধ্যের বধ বা বন্ধন এবং অহেতুক বিবাদ ইহাতে তৃতীয় নরক; সকল জীবের প্রতি ভয়প্রদর্শন, মানবের ঐশ্বর্য্যনাশ এবং নিজধর্ম্মের নাশ, ইহাতে চতুর্থ নরক; মারণ, মিত্রের প্রতি কৌটিল্য, মিথ্যাভি-শাপ ও মিষ্টবস্তু একাকী ভক্ষণ, ইহাতে পঞ্চম নরক; যন্ত্রকর প্ররোহণ, যোগনাশ, যমন, মুখ্যযানের হরণ প্রভৃতিতে ষষ্ঠ নরক; রাজভাগের হরণ, রাজজায়ানিষেবণ এবং রাজ্যের অহিতকারিত্ব ইহাতে সপ্তম নরক; স্তব্ধতা, লোলুপতা এবং লব্ধ-ধর্ম্মের অর্থনাশন ও নানাবিধ কর্ম্ম করিলে অষ্টম নরক; ব্রহ্মস্ব-হরণ, ব্রাহ্মণের নিন্দা এবং ব্রাহ্মণের বিরোধ ইহাতে নবম নরক; শিষ্টাচারবিনাশ, মিত্রদ্বেষ, শিশুবধ, শাস্ত্রচৌর্য্য ও ধর্ম্মশূন্যতা ইহাতে দশম নরক; ষড়ঙ্গনিধন ও ষাড়্গুণ্যের প্রতিষেধ ইহাতে একাদশ নরক; অনাচার, অসৎক্রিয়া এবং সংস্কারহীনতা ইহাতে দ্বাদশ নরক; ধর্ম্মার্থকামের হানি, অপবর্গের হরণ ও স্বর্গ হরণ করিতে বুদ্ধিদান ইহাতে ত্রয়োদশ নরক; যাহা বর্জ্জনীয় ও দোষজ, তাহার অনুষ্ঠান ও ধর্ম্মহীনতা ইহাতে চতুর্দ্দশ নরক; নিষ্ঠাহীনতা, অজ্ঞান, অশুভাবহ, অশৌচ, অসত্যবচন ও নিন্দনীয়ের অনুষ্ঠান ইহাতে পঞ্চদশ নরক; আলস্য, সকলের প্রতি আক্রোশ, আততায়িতা, গৃহে অগ্নিদান, পরদারে ইচ্ছা, ঈর্ষাভাব ও সজ্জনের প্রতি ঔদ্ধত্য ইহাতে ষোড়শ নরক হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত পাপের অনুষ্ঠানে এই ষোড়শবিধ পুন্নামনরক হইয়া থাকে। এই নরক অতিশয় কষ্টপ্রদ। পুত্র জন্মিয়া এই সকল পাপ হইতে ত্রাণ করে। (বামনপু° ৫৮ অ°)*

পুপ্পুট (পুং) দন্তপুটগতরোগ।

"দন্তবেষ্টঃ সোপকুশঃ পীতাভো দন্তপুপ্পুটঃ।" (সুশ্রুত)

২ তালুগতরোগভেদ। (সুশ্রুত) ইহার পাঠান্তর 'পুপ্পট' নিদানে ইহা পুপ্পট নামেই অভিহিত হইয়াছে।

পুপ্ফুল (পুং) পুপ্ফুস, পৃষোদরাদিত্বাৎ সস্য লত্বং। উদরস্থ বায়ু, জঠরবাত। (নিদান°)

পুপ্ফুস (পুং) পুপ্ফুসবৎ আকৃতিরস্যাস্তীতি অচ্। ১ পদ্ম-বীজাধার, পর্য্যায়—বীজকোষ, বরাটক। পুপ্ফুস ইতি শব্দো-

---

* "পরদারাভিগমনং পাপানাকোপসেবনং।
পারুষ্যং সর্ব্বভূতানাং প্রথমং নরকং স্মৃতং ॥
ফলস্তেয়ং মহাপাপং ফলার্হস্য চ পাটনং।
পাটনং বৃক্ষজাতীনাং দ্বিতীয়ং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥
বর্জ্জ্যাদানং তথা দ্বিষ্টমবধ্যবধবন্ধনং।
বিবাদিত্বমহেতুত্থং তৃতীয়ং নরকং স্মৃতম্। ইত্যাদি—
আলস্যং বৈ ষোড়শকমাক্রোশঞ্চ বিশেষতঃ।
সর্ব্বস্য চাততায়িত্বমগারেষগ্নিদাপনম্ ॥
ইচ্ছা চ পরদারেষু নরকায় নিগদ্যতে।
ঈর্ষাভাবা চ সত্যেষু ঔদ্ধত্যন্ত বিগর্হিতম্।
এতৈস্তু পাপৈঃ পুরুষঃ পুন্নামনরকে পতেৎ ॥
পুন্নামনরকং ঘোরং বিনাশং প্রাহ সর্ব্বতঃ।
এতস্মাৎ কারণাৎ সাধ্যস্তঃ পুত্রো নিগদ্যতে ॥"(বামনপুরাণ ৫৮ অঃ)

হন্ত্যন্তেতি। ২ বামপার্শ্বস্থ মলাশয়। চলিত ফোঁপড়া বা ফুলফরা। পর্য্যায়—কোষ্ঠ, রক্তফেনজ, তিলক, ক্লোম। (অমর) ইহার পাঠান্তর ফুসফুস্। [ফুস্ফুস শব্দ দেখ।]

পুমস্ (পুং) পাতি রক্ষতীতি পা-ডুমসুন্ (পাতেডুর্মসুন্। উণ্ ৪।১৭৭) ডিত্বাৎ টিলোপঃ। মনুষ্যজাতিপুরুষ। পর্য্যায়—পঞ্চজন, পুরুষ, পূরুষ, না। (অমর)

"স্বদেশজাতস্ত জনস্ত লোকে গুণাধিকে পুংসি ভবত্যবজ্ঞা।
নিজাঙ্গনা যদ্যপি রূপরাশিস্তথাপি পুংসাং পরদারচেষ্টা॥" (উদ্ভট)

কাহারও কাহার মতে 'পুমস্' শব্দের অর্থে মনুষ্যজাতি। অমরটীকাকার ভরত ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। (অমর ২।৬।১)

৩ পুলিঙ্গমাত্র। ৪ কূটস্থপুরুষ।

"সদক্ষরং ব্রহ্ম য ঈশ্বরঃ পুমান্ গুণোর্ম্মিসৃষ্টিস্থিতিকালসংলয়ঃ।
প্রধানবুদ্ধ্যাদিজগৎপ্রপঞ্চসূঃ স নোঽস্তু বিষ্ণুর্গতিভূতিমুক্তিদঃ॥"
(বিষ্ণুপু° ১।১।২)

'অক্ষরমিতি বিকারং নিরাকরোতি পুমান্ কূটস্থঃ' (স্বামী)

পুমনুজা (স্ত্রী) পুমাংসমনুরুধ্য জায়তে অনু-জন-ড, পুমাংসমনুরুধ্য জাতা পুমনুজা। (সিদ্ধান্তকৌ°) পুরুষান্তরজাতা ভগিনী।

পুমপত্য (ক্লী) পুংরূপমপত্যং। পুরুষরূপ অপত্য।

পুমর্থ (পুং) পুরুষার্থ।

পুমাখ্য (পুং) পুমাংসমাখ্যাতি আ-খ্যা-ক। পুরুষবাচক শব্দ। স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ পুরুষসংজ্ঞা।

পুমাচার (পুং) পুরুষের আচার।

পুম্ভূমন্ (পুং) পুংলিঙ্গবহুত্ব। (অমর)

পুয়ার, এক রাজপুতরাজবংশ। ইহারা সূর্য্যবংশীয় এবং পরিহার নামে প্রসিদ্ধ। ইহারা গোয়ালিয়ার রাজ্যে রাজত্ব করিতেন। উক্ত রাজ্যে প্রবাদ আছে যে, পূর্ব্বতন কচ্ছবহ-বংশীয়[1] নরপতিকে পরাজিত করিয়া পুয়ার বা পরিহার-রাজগণ এখানে রাজ্যস্থাপন করেন। বাস্তবিকই কচ্ছবহ-বংশীয়গণ গোয়ালিয়ারে রাজত্ব করিতেন। [কচ্ছবহ শব্দ দেখ।]

কচ্ছপঘাতবংশীয় নরপতিগণ কচ্ছবহ-রাজগণকে পরাজয় করিয়া গোয়ালিয়ার দুর্গের অধিকারী হন। গোয়ালিয়ারে প্রাপ্ত শিলাপ্রশস্তি[২] পাঠে জানা যায় যে, কচ্ছপঘাতবংশতিলক[৩] লক্ষ্মণ নিজবাহুবলে গোয়ালিয়ার পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেন; কিন্তু তৎপুত্র বজ্রদামই সর্ব্বপ্রথমে গোপগিরি দুর্গ[৪] অধিকার করিয়া তূর্য্যধ্বনিতে নগরবাসীদের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করিয়াছিলেন এবং বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়া নিজ বাহুবলের সম্যক্ পরিচয় দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বজ্রদামের পূর্ব্বে তৎপিতা লক্ষ্মণ কিংবা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন রাজা কচ্ছবহদিগকে পরাজিত করায় বর্ত্তমান আখ্যা তাঁহাদের বংশগত হইয়াছে। পুয়ার কর্ত্তৃক কচ্ছবহবিজয় এবং ইতিহাসমূলক বজ্রদাম কর্ত্তৃক গোপগিরি-জয়ের কথা আলোচনা করিলে তাহাকে নিঃসন্দেহে পুয়ারবংশের মুকুট বলিয়া অনুমান করা যায়। ঐতিহাসিক টিফেন্থেলার (Pere Tieffenthaler) গোয়ালিয়ারে পুয়ারঅধিকার সমর্থন করিয়া কএকজন রাজার নাম[৫] দিয়াছেন, বর্ত্তমান শিলালিপি হইতে উহা সম্পূর্ণ পৃথক্; কিন্তু গোয়ালিয়ার হইতে প্রাপ্ত শিলালিপির অনুসরণ করিলে জানিতে পারি যে, মহারাজাধিরাজ বজ্রদাম গোয়ালিয়ার প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে বিন্ধ্যনগরাধিপকে পরাজিত করেন। একটী জৈনপ্রতিমূর্ত্তির মূলদেশে খোদিতলিপি পাঠে জানিতে পারি যে, মহারাজ বজ্রদাম সুচারুরূপ রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়া প্রীতমনে ১০৩৪ সম্বতে (৯৭৭ খৃঃ অব্দে) ঐ প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সুতরাং উক্ত সম্বতের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন সময়ে যে তাঁহার রাজ্যাধিকার কাল নিরূপিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার পরলোকপ্রাপ্তিতে পুত্র পিতৃপদে অভিষিক্ত হইয়া পিতৃপুরুষসেবিত জৈনধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষ্ণুর উপাসনায় জীবন উৎসর্গ করিলেন। তদীয় বংশধর কীর্ত্তিরাজ নিজ ভুজবলে মালব জয় করিয়া স্বরাজ্যভুক্ত করেন। তিনি শৈব ছিলেন। সিংহপানিয়া নগরে পার্ব্বতীপতির প্রতিষ্ঠার জন্য মন্দির-নির্ম্মাণ তাঁহার জীবনের অপূর্ব্বকীর্ত্তি। তৎপুত্র মূলদেব নিজ মহিমাগুণে ভুবনপাল নামে প্রসিদ্ধ হন। তদীয়াত্মজ দেবপাল দানে কর্ণ, রণে অর্জ্জুন ও সত্যে ধর্ম্মরাজ সদৃশ ছিলেন। পিতার লোকান্তরগমনের পর পুত্র পদ্মপাল ছত্র ও রাজদণ্ড প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর দাক্ষিণাত্যবিজয়ে গমন করিয়া তিনি অনার্য্য (রাক্ষস)দিগের সহিত যুদ্ধ করেন। শিব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, লক্ষ্মী ও নরসিংহ মূর্ত্তি স্থাপন এবং অপত্যনির্ব্বিশেষে রাজ্যপালন করিয়া তিনি প্রজা-

(১) অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রপুত্র কুশের বংশধরগণ কচ্ছবহা বা কচ্ছপ নামে প্রসিদ্ধ।

(২) গোয়ালিয়র দুর্গের অভ্যন্তরস্থ সুবৃহৎ জৈনমন্দিরে এইখানি পাওয়া গিয়াছে।

(৩) সম্ভবতঃ কচ্ছপবংশীয় নরপতিকে পরাজিত করিয়া তাহারা 'কচ্ছপঘাত' এই গৌরবসূচক নাম গ্রহণ করেন।

(৪) বর্ত্তমান গোয়ালিয়ার রাজ্যের প্রাচীন নাম।

(৫) টীফেন্থেলারের মতে কুশবংশীয় নরপতি তেজকর্ণকে পরাজিত করিয়া রামদেব গোয়ালিয়ারের রাজা হন। ইনি ১৯ বৎসর এবং পরে পুয়ার রাজগণ—ব্রহ্মদেব (৭), মাথর (মার্কণ্ড বা মাথাল) দেব (১৩), রত্নদেব (১১) লবণক বা লাবণ্যকদেব (১৫), বীরসিংহ দেব (১৭) এবং পরমালদেব (২১ বর্ষ), রাজত্ব করিয়াছিলেন।

বর্গের প্রীতিপাত্র হইয়া উঠেন। শেষে অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকলাপের ফললাভে যশস্বী হইয়া অপুত্রক অবস্থায় নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। তদীয় ভ্রাতা সূর্য্যপালের পুত্র শ্রীমন্মহারাজ মহীপাল দেব পিতৃব্যসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া অশেষবিধ সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে সুকীর্ত্তিলাভ করিয়াছিলেন, তিনি পদ্মনাথ নামে একটী বিষ্ণুবিগ্রহ স্থাপনপূর্ব্বক মন্দিরের ব্যয়বহনের জন্ত ব্রহ্মপুর জেলা দান করেন।

বজ্রদামের জৈনমূর্ত্তির পাদদেশে লিখিত ১০৩৪ সংবৎ এবং মহীপালদেবের সময়ে উৎকীর্ণ শিলালিপির তারিখ ১১৫০ সংবৎ—এতদুভয়ের ব্যবধান কল্পনা করিলে পুন্নার বংশের রাজত্ব কাল ১১৬ বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক হইবে, যেহেতু বজ্রদামের রাজ্যাধিকার ও মৃত্যু তারিখ আমরা অবগত নহি। ডাঃ কনিংহাম উপরি উক্ত হিসাবে ৭ জন রাজার রাজত্ব কালের একটী তালিকা[৬] দিয়াছেন ;—

মহীপালের পর তদীয় পুত্র ভুবনপাল ওরফে মনোরথ পিতৃসিংহাসন লাভ করেন। তিনি কায়স্থপ্রতিপালক ছিলেন। বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তিনি মথুরাধামে গমনপূর্ব্বক বাস করিতে থাকেন। কএক বৎসর রাজত্বের পর তিনি পুত্র মধুসূদনকে রাজ্যভার অর্পণ করেন। কোন্ বৎসরে মধুসূদন সিংহাসন লাভ করেন, তাহা নির্দ্ধারিত নাই। কেবলমাত্র ১১৬১ বিক্রম সংবতে মহাদেবমন্দিরপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তৎপ্রদত্ত একখানি শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। এতদ্দারা কতক অনুমিত হইতেছে যে, মহীপালদেবের রাজত্বের ন্যূনাধিক ১২ বৎসর পরে মধুসূদন রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। মধুসূদনের অধস্তন বংশধরগণ প্রায় শতাব্দ কাল এখানে রাজত্ব করেন ; কিন্তু তাহার প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া যায় না। অতঃপর গোয়ালিয়ার রাজ্যে তোমর বংশীয় রাজপুতগণের অভ্যুদয় হয়[৭]। [তোমর দেখ।]

(৬) লক্ষণ—৯২৫ খৃঃ অঃ।

বজ্রদাম—৯৫০—৯৮০ খৃষ্টাব্দে। ইঁহার রাজত্ব কালে কচ্ছপঘাত বংশের আধিপত্যের প্রকৃত সূত্রপাত।

মঙ্গলরাজ—৯৮০ খৃঃ অঃ।

কীর্ত্তিরাজ—৯৯৫ খৃঃ অঃ

ভুবনপাল—১০১০ " "

দেবপাল— ১০৩০ " "

পদ্মপাল— ১০৫০ " "

মহীপাল দেব— ১০৭৫—১০৯৩ খৃঃ অঃ।

ভুবনপাল ওরফে মনোরথ—১০৯৫ খৃঃ অঃ।

মধুসূদন—১১০৪ খৃঃ অঃ।

(৭) টাফেনথেলার বলেন, দিল্লীশ্বর শামসুদ্দীন্ পুন্নারদিগের নিকট হইতে গোয়ালিয়ার কাড়িয়া লইয়া তোমর রাজপুতদিগের হস্তে শাসনভার অর্পণ করেন। ফিরিস্তায় লিখিত আছে, কুতব্ উদ্দীন্ ১১৯৩ খৃঃ অঃ, গোয়ালিয়ার দুর্গ জয় করেন। কুতবের মৃত্যুর পর একজন তোমররাজ আলতামাসের আজ্ঞাধীনতা স্বীকার করায় তিনি উক্ত প্রদেশের শাসনকর্তৃত্ব লাভ করেন। কিন্তু কুতবের আক্রমণের পূর্ব্বে এখানে কচ্ছপঘাতবংশীয় মধুসূদনের বংশধরগণ রাজত্ব করিতেন কি অন্ত কোন বংশীয় নরপতি রাজা ছিলেন, তাহা নিশ্চিত বলা সুকঠিন।

পুর্ (দেশজ) কচুরী, সিঙ্গাড়া প্রভৃতির মধ্যে যে মসলা বা আলুদাল পুরিয়া দেয়। সমস্ত দ্রব্যের অভ্যন্তরে যাহা দেওয়া যায়। 'পুরী' শব্দে উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে লুচি, কচুরি ইত্যাদি বুঝায়।

পুর, অগ্রগতি। তুদাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ পুরতি। লোট্ পুরতু। লিট্ পুপোর। লুঙ্ অপোরীৎ।

পুর (ক্লী) পিপর্ত্তীতি মূলবিভুজাদিত্বাৎ ক অথবা পুরতি অগ্রে গচ্ছতি পুর-ক। (ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ। পা ৩।১।১৩৫।) ১ বহু গ্রামবাসীর ব্যবহারস্থান, জনপদ, পর্য্যায়—পুর, পুরী, নগর, পত্তন, স্থানীয়, কটক, পট্ট, নিগম, পুটভেদন। (শব্দর°) পুর কিরূপ সুরক্ষিত করিতে হয়, তদ্বিষয়ে মনু এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—

"ধন্বদুর্গং মহীদুর্গমব্দুর্গং বার্ক্ষমেব বা।
নৃদুর্গং গিরিদুর্গং বা সমাশ্রিত্য বসেৎ পুরম্॥" (মনুসং ৭।৭০)

সহস্রাধিপতিই পুর ভোগ করিতে পারেন, মনুসংহিতায় লিখিত আছে,—

"দশী কুলন্তু ভুঞ্জীত বিংশী পঞ্চকুলানি চ।
গ্রামং গ্রামশতাধ্যক্ষঃ সহস্রাধিপতিঃ পুরম্॥" (৭।১১৯)

পুরে চৌর প্রভৃতি থাকা নিষিদ্ধ। রাজা স্বীয় পুর মধ্যে চৌর্য্য প্রভৃতি দুষ্কর্ম্ম দমন করিবেন।

"যস্য স্তেনঃ পুরে নাস্তি নান্যস্ত্রীগো ন দুষ্টবাক্।
ন সাহসিকদণ্ডঘ্নৌ স রাজা শক্রলোকভাক্॥" (৮।৩৮৬)

পুর মধ্যে কথনও কিতবদিগকে স্থান দিবেন না। মনু নগর হইতে তাহাদিগকে তাড়াইবার ব্যবস্থা দিয়াছেন।

"কিতবান্ কুশীলবান্ ক্রূরান্ পাষণ্ডস্থাংশ্চ মানবান্।
বিকর্ম্মস্থান্ শৌণ্ডিকাংশ্চ ক্ষিপ্রং নির্ব্বাসয়েৎ পুরাৎ॥" (মনু ৯।২২৫)

কবিকল্পলতায় লিখিত আছে—পুরের বর্ণন করিতে হইলে হট্ট, প্রতোলী, পরিখা, তোরণ ইত্যাদির বর্ণনা করিতে হয়।

"পুরে হট্টপ্রতোলী চ পরিখাতোরণধ্বজাঃ।
প্রাসাদাধ্বপ্রপারামবাপী বেশ্যাসতীশ্বরী॥" (কবিকল্পলতা)

প্রিয়তে পূর্য্যতে ইতি পৃ-ি পূর্ব্বো-ক। ২ আগার। গেহ, গৃহ। যথা—অন্তঃপুর, নারীপুর।

"অদাং চ তত্রাশ্বতরী সহস্রং নারীপুরম্" (মহাভা° অনু°)

৪ গৃহোপরি গৃহ। (বিশ্ব) ৫ দেহ। 'নবদ্বারে পুরে' (গীতা ৫।১৩ ও শ্বেতাশ্বতর উপ° ৩।১৮)

"আসিস্থল্যোঃ পুরঃ পূর্য্যা নাভিদ্বারমপানতঃ।
তত্রাপান স্ততোমৃত্যুঃ পৃথক্ত্বমুভয়াশ্রয়ম্॥" (ভাগ° ২।১০।২৭)

৬ নগরভেদ। কঠোপনিষদে একাদশ দ্বারবিশিষ্ট পুরের উল্লেখ আছে ;—"পুরমেকাদশদ্বারম্" (কঠোপ° ৫।১)

৭ পাটলিপুত্র নগর। ৮ নাগরমুস্তা। (রত্নমা°) ৯ কুসুমদলাবৃত্তি। (মেদিনী) ১০ চর্ম্ম। (শব্দর°) ১১ পীতঝিণ্টী। ১২ রাশি। ১৩ নক্ষত্রপুঞ্জ। ১৪ পূর্ণ, প্রচুর। ১৫ দৈত্যভেদ। ১৬ গন্ধদ্রব্যবিশেষ। স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্, ঙীপ্ চ। স্ত্রীলিঙ্গে পুরা ও পুরী দুইরূপ প্রয়োগই দেখা যায়। শতপথব্রাহ্মণে অগ্নিপুরা, অশ্মপুরী প্রভৃতি প্রয়োগ আছে। (শতপথব্রা° ৬।৩।৩।২৫ ও ৩।১।৩।১১)। কিরূপে পুরাদি নির্ম্মাণ করিতে হয় তাহার বিশেষ বিবরণ পুরী শব্দে প্রদত্ত হইল। [পুরী দেখ।]

পুর (পুং) পিপর্ত্তীতি পৄ-ক। গুগ্গুলু।

"গুগ্গুলুর্দেবধূপশ্চ জটায়ুঃ কৌশিকঃ পুরঃ।
কুম্ভোলূখলকং ক্লীবে মহিষাক্ষঃ পলঙ্কষঃ॥" (ভাবপ্র°)

পুর, রাজপুতানার অন্তর্গত উদয়পুর রাজ্যের একটী নগর। উদয়পুর রাজধানী হইতে ৩০ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। এই ভাগের আয়ের টাকা রাজপরিবারভুক্ত বালক-বালিকাগণের ভরণপোষণার্থ ব্যয়িত হয়। ইহার পূর্ব্বাংশে নীলবর্ণ শ্লেট প্রস্তরের একটী পাহাড় আছে। মারবার রাজ্যের মধ্যে নগরটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। রাণা বিক্রমের রাজত্বের বহু পূর্ব্বে এই নগর স্থাপিত হইয়াছিল।

২ পুণাজেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। শাসবড় হইতে তিনক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার কালভৈরব মন্দিরে মাঘী পূর্ণিমায় এবং নারায়ণেশ্বর-মন্দিরে উক্ত মাসের কৃষ্ণাত্রয়োদশীতে দুইটী মেলা হইয়া থাকে।

৩ উক্ত জেলার একখানি গণ্ডগ্রাম। জুন্নার উপবিভাগের ৬ ক্রোশ পশ্চিমে পর্ব্বতের উপত্যকাদেশে অবস্থিত। এখানকার জলবায়ু সুখজনক। ককুদী নদীতটে হেমাড়পন্থীদিগের ককুদেশ্বরের ভগ্নমন্দির বিরাজিত আছে। শম্ভু পর্ব্বতমালা ও ঘাটগড় উপত্যকা অতিক্রম করিয়া ককুদীক্ষেত্রে মন্দিরের সম্মুখীন হওয়া যায়। পুরাতত্ত্ববিদ্গণ উহার গঠনকার্য্য দেখিয়া উহা খৃষ্টীয় ১১শ বা ১২শ শতাব্দীতে নির্ম্মিত বলিয়া অনুমান করেন। মন্দিরটী পূর্ব্বপশ্চিমে ৫২ ফিট্ ও উত্তরদক্ষিণে ৩০ ফিট্। মন্দিরাভ্যন্তরস্থ কুলুঙ্গী মধ্যে উত্তরমুখে শবোপরি চামুণ্ডা ও শিব নৃত্য করিতেছেন। দক্ষিণ ও বহির্ম্মুখের মূর্ত্তিগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন হিরণ্যাক্ষ-দলনকারী বরাহাবতার মূর্ত্তি, হরগৌরী মূর্ত্তি ও অপর বিষ্ণু মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। প্রতিবৎসর শিবচতুর্দ্দশীর দিন মহাশিবরাত্র উপলক্ষে এখানে একটী মেলা হয়। ঘাটগড় হইতে ককুদী আসিবার পথে কলঙ্ক নামে দুইটী লিঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। উক্ত মন্দির দুইটী ছাদহীন ; কিন্তু দেউলের চারিধারে প্রাচীন প্রস্তরপ্রাচীরবেষ্টিত দেখা যায়। পাঞ্জলি গ্রামের কোলি জাতীয়েরা ঐ দেবতার উপাসনা করে।

পুরএতৃ (ত্রি) অগ্রে গন্তা, অগ্রযায়ী। "সুপুরএতা ভবা নঃ" (ঋক্ ১।৮৭।৬।২) 'নোঽস্মাকং পুরএতা পুরতোগন্তা' (সায়ণ)

পুরঃসর (ত্রি) পুরোঽগ্রে সরতি গচ্ছতীতি সৃ-ট (পুরোঽগ্রতোঽগ্রেষু সর্ত্তেঃ। পা ৩।২।১১৮) অগ্রগামী।

"যস্যাঃ পুরঃসরা হ্যাসন্ পৃষ্ঠতশ্চানুযায়িনঃ।
সাহমদ্য সুদেষ্ণায়াঃ পুরঃপশ্চাচ্চ গামিনী॥" (ভারত ৪।১৯।২২)

পুরকোট্ট (ক্লী) পুরদুর্গ।

পুরগ (ত্রি) পুরং গচ্ছতীতি গম-ড। নগরগামী।

পুরগাবণ (পুং) বনভেদ। (পা ৮।৪।৬)

পুরগুপ্ত, গুপ্তবংশীয় জনৈক নরপতি। ইনি স্কন্দগুপ্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন।

পুরগ্রাম, দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত একটী গ্রাম। (সহ্যাদ্রি ২।৮।৪৩)

পুরজিৎ (পুং) ১ একজন রাজা। (মহা° ৬।২৫।৫) ২ পুরং ত্রিপুরাসুরং জিতবান্। ত্রিপুরারি, শিব। (ভাগ° ৯।১৩।১৩)

পুরজ্যোতিস্ (পুং) পুরং প্রচুরং জ্যোতিরস্য। অগ্নি। (শব্দার্থ°)

পুরঞ্জন (পুং) পুরং দেহক্ষেত্রং জনয়তীতি জনি বাহুলকাৎ-খ। জীব। "পুরুষং পুরঞ্জনং বিদ্যাৎ যদ্ব্যনক্ত্যাত্মনঃ পুরঃ।
একদ্বিত্রিচতুষ্পাদং বহুপাদমপাদকং॥" (ভাগ° ৪।২৯।২)

শ্রীমদ্ভাগবতে এই পুরঞ্জনের উপাখ্যান অতি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে, অতি সংক্ষেপে তাঁহার বিষয় বলা যাইতেছে।

নারদ প্রাচীনবর্হির পুত্র প্রচেতাগণের নিকট এই উপাখ্যান বর্ণন করিয়াছিলেন। নারদ তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, হে রাজন্! পঞ্চালদেশে পুরঞ্জন নামে মহাযশস্বী এক রাজা ছিলেন, তাঁহার একটী সখা ছিল। তাঁহার নাম ও কর্ম্ম কেহই জানিত না। এই পুরঞ্জন আপনার ভোগস্থান অন্বেষণ করিয়া সমুদয় পৃথিবী ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু তিনি উপযুক্ত স্থান পাইলেন না। অবনীতলে যত স্থান দেখিলেন, তাঁহার কোনটাই মনোমত হইল না। তখন তিনি বিমনা হইয়া পুনরায় পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। একদা হিমালয়ের দক্ষিণ সানুস্থ কর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে পুর তাঁহার নয়নগোচর হইল। ঐ পুর সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন এবং নবদ্বারে উপলক্ষিত। তথায় ত্বক্ প্রভৃতি অবয়বরূপ প্রাচীর ও উপবন অট্টালিকায় সুশোভিত ছিল।

ইন্দ্রিয়রূপ গবাক্ষ ও বহির্দ্বার দেদীপ্যমান, আর আধার চক্রাদিরূপ স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহময় শিখরযুক্ত গৃহ সর্ব্বতোভাবে শোভিত এবং ঐ পুরের শোভা অতি মনোহারিণী হইয়াছিল।

ঐ বনের বহির্ভাগে একটী উপবন, তাহাও অতি মনোরম। পুরঞ্জন ঐ উপবনে যদৃচ্ছাক্রমে আসিয়া একটী উত্তমা প্রমদা দেখিতে পাইলেন। এই প্রমদার সহিত দশটী ভৃত্য ছিল। তাঁহারা প্রত্যেকে শতশত নায়িকার পতি। ঐ প্রমদা অপ্রৌঢ়া এবং কামরূপিণী। পাঁচটী যাহার মস্তক, তাদৃশ এক সর্প দ্বারপাল হইয়া সর্ব্বতোভাবে তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছিল। তিনি অন্য কোন কার্য্যার্থ এই উপবনে আসেন নাই, আপনার ভর্ত্তার অন্বেষণে আসিয়াছিলেন। এই প্রমদা অসামান্য-রূপবতী এবং রমণীজনললামভূতা। পুরঞ্জন এই প্রমদাকে দেখিয়া অত্যন্ত অধীর হইয়া বারংবার তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, অয়ি সুন্দরি! আমি শ্রেষ্ঠবীর এবং আমার কর্ম্ম অতি মহৎ, লক্ষ্মী বিষ্ণুর ন্যায় তুমি আমার সহিত এই পুরী অলঙ্কৃতা করিতে থাক। তোমাকে দেখিয়া আমি নিতান্ত অধীর হইয়াছি। তখন ঐ মহিলা হাস্য করিতে করিতে কহিলেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমার এবং আপনার কর্ত্তা কে, তাহা আমি অবগত নহি, যাহাতে গোত্র ও নাম হয়, তাহাও জানি না, যাহা হউক, আপনি যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন ইহার উত্তর দিতেছি, শ্রবণ করুন।

এই সকল আমার সখা এবং এই নারীগণ আমার সখী, এই সর্প এই পুরীর পালনকর্ত্তা, আমি নিদ্রিতা হইলে এই ব্যক্তি জাগিয়া থাকে। যাহা হউক আমার পরম ভাগ্য যে আপনি এখানে আসিয়াছেন, আপনারই এই পুরী, ইহা নবদ্বারবিশিষ্ট। আপনি শতবৎসর পর্য্যন্ত ইহাতে অধিষ্ঠান করিয়া থাকুন্। আমি আপনার অভিলষিত ভোগ আহরণ করিয়া দিতেছি, গ্রহণ করুন্। এই প্রকারে সেই দম্পতী পরস্পর প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই পুরীতে প্রবেশপূর্ব্বক শতবৎসর আমোদ করিতে লাগিলেন। সেই দম্পতী যে পুরীতে প্রবেশ করিলেন, সেই পুরীতে পৃথক্ পৃথক্ বিষয় অনুভব করিবার নিমিত্ত উপরিভাগে ৭টী এবং অধোদেশে দুটী দ্বার আছে। পুরঞ্জন এই নবদ্বার দ্বারা বিষয় সকল উপভোগ করিয়া থাকেন। পুরঞ্জন যে সময়ে অন্তঃপুরে গমন করেন, তখন সর্ব্বতোমুখ যে মন, তাহার সহিত মিলিত হইয়া কখন মোহ, কখন প্রসন্নতা বা কখন হর্ষপ্রাপ্ত হন। ঐ সকল মোহাদি তাঁহার পুত্র ও কলত্র হইতে উৎপন্ন। এইরূপে পুরঞ্জন কর্ম্মে আসক্ত হইয়া অজ্ঞের তুল্য হইয়া রহিলেন। তখন তিনি সম্পূর্ণরূপে বনিতার করায়ত্ত হইয়া পড়িলেন। পুরঞ্জন এইপ্রকারে আপনার বনিতা কর্ত্তৃক প্রতারিত হওয়াতে তাঁহার অসঙ্গত্বাদি রূপস্বভাব রহিত হইয়া গেল; সুতরাং পরতন্ত্র হওয়াতে ইচ্ছা না থাকিলেও ক্রীড়ামৃগের তুল্য হইয়া বনিতার অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

পরে পুরঞ্জন একদা রথে আরোহণ করিয়া মৃগয়া করিতে যেখানে পাঁচটী সানু আছে, সেই বনে গমন করিলেন। তাঁহার শরাসন অতি মহৎ। তিনি যে রথে আরোহণ করিয়া ছিলেন, ঐ রথ অতি বিচিত্র। ইহাতে পাঁচটী অশ্ব নিয়োজিত ছিল। ইহা দুইটী দণ্ডে নিবদ্ধ। ইহার দুই চক্র, অক্ষ এক, ধ্বজা তিন, বন্ধন পাঁচ, প্রগ্রহ এক, সারথি এক, রথির উপবেশন স্থান এক, এবং যুগবন্ধন স্থান দুই। তাহাতে পাঁচটী বিষয় প্রক্ষিপ্ত হয়। তাহার আবরণ এবং গতি পাঁচ প্রকার, ইহা সুবর্ণনির্ম্মিত আভরণে অলঙ্কৃত ছিল। পুরঞ্জন মৃগয়াকারীর বেশে ঐ রথে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার গাত্রে স্বর্ণময় কবচ এবং পৃষ্ঠদেশে অক্ষয় তূণ ছিল। একাদশ নায়ক তাঁহার সেনাপতি হইয়া চলিলেন। পুরঞ্জনের ধর্ম্মপত্নী ইহাতে বাধা দিলেও ইনি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া মৃগয়ায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং নানাপ্রকার পশুবধ করিয়া ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি মৃগয়া হইতে নিবৃত্ত হইয়া গৃহে গমন করিলেন। গৃহে আসিয়া ক্ষুৎপিপাসা দূর হইলে পত্নীর সহিত ক্রীড়ায় নিযুক্ত হইলেন। এইপ্রকারে কামাসক্তচিত্ত হইয়া মহিষীর সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে পুরঞ্জনের নবীন বয়স মুহূর্ত্তের মধ্যে অতিক্রান্ত হইয়া গেল। তখন তিনি আপন রমণী পুরঞ্জনীর গর্ভে একাদশশত পুত্র এবং একশত দশটী কন্যা উৎপাদন করিলেন। ইহারা সকলে পৌরঞ্জনী নামে খ্যাত হইল। এইপ্রকারে পুরঞ্জন সংসারে আসক্ত হইয়া কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ইতি মধ্যে যে কাল নারীপ্রিয় ব্যক্তির অতিশয় অপ্রিয়, সে আসিয়া নিকটবর্ত্তী হইল। এই কাল চণ্ডবেগ নামে খ্যাত এবং গন্ধর্ব্বদিগের অধিপতি। ইহার অধীনে দিন ও রাত্রিরূপ ৩৬০ জন গন্ধর্ব্ব আছে। ইহারা শুক্ল ও কৃষ্ণ। ঐ সকল গন্ধর্ব্ব মিথুনভাবে অবস্থিতি করে এবং পরিভ্রমণ করিয়া সমস্ত কামনার সহিত নির্ম্মিত পুরীকে (দেহকে) অপহরণ করিয়া থাকে। চণ্ডবেগ কালের অনুচর। ঐ সকল গন্ধর্ব্বমিথুন যখন পুরঞ্জনের পুরী হরণ করিতে আরম্ভ করিল, তখন তত্রস্থ প্রজাগণ তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া বাধা দিতে লাগিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। ইহাকে কাল আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে ইহার কন্যা জরা পুরঞ্জনকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিল।

কালকন্যা তাঁহাকে আক্রমণ করায় তাঁহার শরীরের শ্রী নষ্ট হইয়া গেল। পরে ক্রমে তিনি কালকবলিত হইলেন।

পুরঞ্জন অন্তকালে আপনার প্রমদাকে মনে করিয়া প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছিলেন, অতএব যমালয়ে তিনি স্বীয় কর্ম্মফল ভোগ করিয়া পুনরায় জন্মগ্রহণকালে বিদর্ভরাজের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। মলয়ধ্বজের সহিত ইঁহার বিবাহ হইল। মহা-ভাগবত মলয়ধ্বজও ঐ বৈদর্ভীর গর্ভে একটী কন্যা এবং সাতটী পুত্র উৎপন্ন হইল। মলয়ধ্বজের প্রথমা কন্যার নাম দৃঢ়ব্রতা। মহামুনি অগস্ত্যের সহিত তাহার বিবাহ হয়। মলয়ধ্বজের পুত্রপৌত্রাদি হইলে তাহাদের উপর মেদিনীর ভার সমর্পণ করিয়া মলয়ধ্বজ পত্নীর সহিত তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। তখন বৈদর্ভীও অনন্যকর্ম্মা হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। মলয়-ধ্বজ তপস্যা করিতে করিতে দেহত্যাগ করিলে তৎপত্নী শোকাতুরা হইয়া তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইতে অভিলাষিণী হইলেন। সেই স্থানে প্রাচীন কোন একটী আত্মবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি মলয়ধ্বজের সখা। সেই ব্রাহ্মণ মলয়ধ্বজপত্নীকে ঐ প্রকারে সহমরণোদ্যতা দেখিয়া প্রিয়বচনে বলিতে লাগিলেন, হে সুন্দরি! তুমি কে? কাহার দুহিতা? শয়ান পুরুষই কে, তুমি যাহার নিমিত্ত শোক করিতেছ, তিনিই বা কে? ইহার তথ্য তোমাকে বলিতেছি, তুমি অবহিতচিত্তে শ্রবণ করিলে তোমার আত্মজ্ঞান হইবে। তখন আর তোমার এই শোক থাকিবে না। তখন তাঁহার পূর্ব্বতন পুরুষভাব স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিলেন, সখে! তোমার আপনাকে কি মনে পড়ে, এবং কোনও এক ব্যক্তির সহিত সখ্যতা ছিল, তাহা কি স্মরণ আছে? তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া স্থান অন্বেষণ করিতে করিতে সংসারের ভোগে রত হইয়াছিলে। তুমি এবং আমি দুইজনে মানসসরোবরে দুই হংস হইয়াছিলাম, আমরা দুইজনে বিনা গৃহেই সহস্র বৎসর অর্থাৎ মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত একত্র ছিলাম। আমি তোমাকে চিনিয়াছি, তুমি সেই ব্যক্তি। তোমার সুখভোগার্থ অভিলাষ হইয়াছিল, তাহাতেই তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়াছিলে। পরে তুমি অবনীমণ্ডলে ভ্রমণ করিয়াছ, এবং কোন অবলার নির্ম্মিত একটী স্থান কি তোমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে? ঐ স্থান অতি চমৎকার, তথায় পাঁচটী উপবন, নয়টীদ্বার, এবং একজন পালনকর্ত্তা, তিনটী কোষ্ঠ, ও ছয়টী কুল আছে। অপর তথায় হট্ট পাঁচ ও তাহার প্রকৃতি পাঁচ, এবং বুদ্ধিরূপ এক স্ত্রী তাহার স্বামিনী। পাঁচটী ইন্দ্রিয়বিষয়ই ঐ পাঁচ উপবন, প্রাণ সকলই উহার দ্বার। তেজঃ, জল ও অন্ন এই তিনই তথায় তিন কোষ্ঠ। ইন্দ্রিয় সকলই তথাকার কুল। ক্রিয়াশক্তিই ঐ পাঁচ হট্ট, পঞ্চভূতই ঐ পাঁচ প্রকৃতি। পুরুষ প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়াই ঐ স্থানে প্রবিষ্ট হন, সুতরাং আত্মাকে জানিতে পারেন না। তুমি সেই স্থানে স্ত্রী কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইয়া তাহার সহিত ক্রীড়ায় রত হইয়া-ছিলে, তাহাতে তোমার ব্রহ্মত্ব-বিস্মরণ হয়। সেই নারীর সঙ্গবশতঃই তোমার এতাদৃশ পরিণাম হইয়াছে। তুমি বিদর্ভরাজের দুহিতা বা মলয়ধ্বজের পত্নী নহ। এ সকল আমার সৃষ্ট মায়ার বিলাসমাত্র। তুমি আপনাকে পূর্ব্বে পুরুষ বলিয়া এবং এখন স্ত্রী বলিয়া বিবেচনা করিতেছ, কিন্তু তুমি স্ত্রী বা পুরুষ নহ। তুমি এবং আমি আমরা দুইজনেই শুদ্ধ এবং জ্ঞানস্বরূপ। তুমি আমা হইতে ভিন্ন বা আমিও তোমা হইতে পৃথক্ নহি। ইহাতে যদি তুমি বল, আমরা এক, অথচ তুমি সর্ব্বজ্ঞ এবং আমি অসর্ব্বজ্ঞ, এইরূপ প্রভেদের কারণ কি? কিন্তু সখে বিবেচনা করিয়া দেখিলে এ আশঙ্কা অমূলক; যেহেতু পুরুষ আপনার এক দেহকে আদর্শে নির্ম্মল, মহৎ ও স্থির দেখিয়া থাকে, এবং লোকের চক্ষুতে তদ্বিপরীত দৃষ্ট হয়। এইরূপে দেহ উপাধিভেদে ভিন্ন হয়, আমাদের দুইজনের ভিন্নতাও তদ্রূপ। এইরূপে উপদেশ প্রদান করাতে তখন তাঁহার অজ্ঞান দূর হইল, পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি উদিত হওয়ায় পূর্ব্বতন বৃত্তান্ত সকল চক্ষুর উপর প্রতিভাত হইল।

পুরঞ্জনের উপাখ্যানচ্ছলে আত্মার সংসার, ও তাহার মোক্ষ উভয়ই দেখান হইল। এই উপাখ্যানের প্রকৃত স্বরূপ বলা যাইতেছে, ইহা রূপকচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে পুরঞ্জন শব্দে যিনি উল্লিখিত হইয়াছেন, তাহার নাম পুরুষ। তিনি পুরুষ অর্থাৎ দেহকে প্রকটিত করেন, এই জন্যই তাহার নাম পুরঞ্জন হইয়াছে। ঐ পুরুষ নানাবিধ। যিনি অবিজ্ঞাত শব্দে অভিহিত হইয়াছেন, তিনি ঈশ্বর, ঐ পুরুষের সখা। ঈশ্বর অজ্ঞেয়, কেহই তাঁহাকে নামাদিতে জানিতে পারে না, এইজন্য তিনি অবিজ্ঞেয়। পুরুষ যদিও পুরমাত্র প্রকটিত করাতে পুরঞ্জন শব্দ বাচ্য হন, তথাচ যখন প্রকৃতির সমস্ত গুণ সম্পূর্ণ-রূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তখন নবদ্বারযুক্ত পুর গ্রহণ করিয়া থাকেন। পুরঞ্জনের যে প্রমদার কথা বলিয়াছি, এ প্রমদা বুদ্ধি, ইহা দ্বারাই 'আমি' ও 'আমার' ইত্যাকার জ্ঞান হয়। পুরঞ্জন ঐ বুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত হইয়াই পুরুষ এই দেহে ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা তত্তদ্বিষয় ভোগ করিয়া থাকেন। আর সখা ও সখী নামে যাহারা অভিহিত হইয়াছে, তাহার অর্থ এই, ইন্দ্রিয় সকলই তাহার সখা ও ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তিই তাহার সখী। জ্ঞান ও কর্ম্ম তাহাদের দ্বারা কৃত হয়। পঞ্চশিরা সর্প অর্থে প্রাণ। তাহার পাঁচ প্রকার বৃত্তি, একারণ সে পঞ্চশীর্ষ সর্পের তুল্য। একাদশতম নায়ক শব্দে মন, পঞ্চাল শব্দে শব্দাদি

পাঁচ বিষয়। পুরঞ্জন অন্তঃপুরে গমন করেন, ঐ অন্তঃপুর শব্দের অর্থ হৃদয়, আর সর্ব্বতোমুখ যে মনের উল্লেখ করিয়াছি, তাহার গুণ যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, তদ্দ্বারাই পুরুষ মোহ বা প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয়। বুদ্ধি যেরূপ ভাবে দেখায়, পুরুষও সেই ভাবে অবলোকন করে।

পুরঞ্জনের মৃগয়ার্থ যে রথে আরোহণের কথা বলিয়াছি, সেই রথ এই দেহ, ইন্দ্রিয়গণ সেই রথের অশ্ব, ঐ রথের চক্র পাপ ও পুণ্য। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ ঐ রথের ধ্বজা এবং পঞ্চপ্রাণ তাহার পাঁচ বন্ধন, মন সেই রথের রশ্মি, বুদ্ধি তাহার সারথি, হৃদয় তাহাতে নীড়, অর্থাৎ রথীর উপবেশন স্থান। তাহার যুগন্ধর দুই (শোক ও মোহ), তাহাতে ইন্দ্রিয়ের পাঁচ বিষয় প্রক্ষিপ্ত হয়। পুরুষ ঐ রথে আরূঢ় হইয়া মৃগতৃষ্ণা-রূপ মৃগয়ায় গমন করেন। একাদশ ইন্দ্রিয়ই পুরুষের সেনা, তন্মধ্যে পঞ্চ ইন্দ্রিয়দ্বারা তিনি বিষয় সেবা করিয়া থাকেন। চণ্ডবেগই সম্বৎসর, তাহারই দিন সকল গন্ধর্ব্ব এবং রাত্রি সকল গন্ধর্ব্বী। ঐ সকল দিনের সংখ্যা ৩৬০। তাহারা নিরন্তর ভ্রমণ করিয়া পুরুষের পরমায়ুঃ হরণ করে। কাল-কন্যা শব্দে জরা। আধি ও ব্যাধি সকল মৃত্যুর সঞ্চারিসেনা, এই সেনাগণ অতিশয় বলবান্। দেহী অজ্ঞানে আবৃত হওয়াতে এইরূপে এই দেহে বহুবিধ দুঃখভোগ করিয়া শত-বৎসর পর্য্যন্ত এই দেহে বর্ত্তমান থাকে। আত্মা নির্গুণ-স্বভাব, তথাপি মোহবশতঃ প্রাণের ধর্ম্ম ক্ষুধাতৃষ্ণাদি, ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম কামাদি এবং মনের ধর্ম্ম সঙ্কল্পাদি, তাহা ঐ আত্মাতে আরোপ করিয়া যৎকিঞ্চিৎ বিষয়সুখধ্যানকরতঃ, 'আমি' 'আমার' এই বোধে কর্ম্ম করে।

পুরুষের অজ্ঞানহেতুই অনর্থপরম্পরারূপ সংসার হয়। পরে বাসুদেবে দৃঢ়-ভক্তি হইলে ঐ সংসার নিবৃত্ত হইয়া যায়। পুরঞ্জনের উপাখ্যানদ্বারা রূপকে এই সকল সংসার ও সংসার-নিবৃত্তির বিষয় বলা হইল। (ভাগ° ৪।২৫ হইতে ২৯ অঃ)

পুরঞ্জনী (স্ত্রী) পুরঞ্জন-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। বুদ্ধি।

"আত্মনশ্চ পরস্যাপি গোত্রনাম চ যৎকৃতম্।
রাজন্! মদীয়াঃ সর্ব্বে তে মামাহুশ্চ পুরঞ্জনীম্॥"
(ভাগ° ৪।২৫ অঃ)

পুরঞ্জয় (পুং) পুরং শত্রুপুরং জয়তীতি জি-খচ্। সূর্য্যবংশীয় একজন নরপতি। ইনি মহারাজ বিকুক্ষির পুত্র।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, পুরাকালে দেবাসুরসংগ্রামে পরাজিত হইয়া দেবগণ বৈকুণ্ঠপতি বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন, গোলোকবিহারী শ্রীমধুসূদন তাঁহাদিগকে মহারাজ পুরঞ্জয়ের সাহায্যপ্রার্থনায় প্রেরণ করিলেন এবং আরও বলিয়া দিলেন যে, তিনি নিজ অংশে তাহার শরীরে প্রবেশ করিয়া দৈত্যনাশ করিবেন। ভগবান্ ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করি-লেন। যশোলক্ষ্মী আসিয়া তাহার অদৃষ্টপট উন্মোচিত করিয়া দিলেন। বিষ্ণুতেজে বলীয়ান্ রাজা সহজেই দৈত্যদমনে সক্ষম হইয়াছিলেন। দেবগণ তাহার সম্মুখে আগমন করিলে তিনি শচীপতি ইন্দ্রকে বৃষভরূপ ধারণ করিতে কহিলেন। অতঃপর বৃষভারূঢ় রাজা দৈত্যযুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। বৃষককুদে অবস্থান করিয়া তিনি সমরে অসুরদিগকে নাশ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি 'কাকুৎস্থ' সংজ্ঞায় অভিহিত হন। ভাগবত-পুরাণে লিখিত আছে, তিনি পশ্চিমদিগ্বর্ত্তী দৈত্যপুরী জয় করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার পুরঞ্জয় নাম হয়।

২ পুরুবংশীয় সৃঞ্জয়পুত্র ও জনমেজয়ের পিতা। (হরিবংশ ৩১।১৮) ৩ ভজমান ও সৃঞ্জরীর পুত্র। ৪ অপর নাম কাকুৎস্থ, ইনি শশাদের পুত্র। ৫ বিন্ধ্যশক্তির পুত্র। ৬ ঐরাবণগজের পুত্রভেদ। ৭ মেধাবীর নামান্তর। (বিষ্ণুপু°) পুরং জয়তীতি পুর-জি-খচ্। (ত্রি) ৮ পুরজয়কর্ত্তা। পুরবিজেতা।

"স্বান্যেব তেঽপি রাষ্ট্রাণি জগ্মুঃ পরপুরঞ্জয়াঃ।" (ভারত ১।১০২।১৫)

পুরট (ক্লী) পুরতি অগ্রে গচ্ছতীতি পুর বাহুলকাৎ অটন্। সুবর্ণ।

"হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ।
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ।" (বিদগ্ধমাধব)

পুরণ (পুং) পিপর্ত্তি পূর্য্যতে বেতি পৃ-ক্যু, উত্বং রপরত্বঞ্চ (কৃ-পৃ-বৃজিমন্দিনিধাঞঃ ক্যুঃ। উণ্ ২।৮০) সমুদ্র। (উণাদিকোষ)

পুরতটী (স্ত্রী) পুরস্থা তটীব। ক্ষুদ্র হট্ট। (হারা°)

পুরতস্ (অব্য) পুরতি অগ্রে গচ্ছতীতি পুর-বাহুল° অতসুচ্। অগ্রতঃ, অগ্রে।

"নির্গতে মঞ্জরীকুঞ্জাদপশ্যৎ পুরতস্ততঃ।" (রাজতর° ১।১০৭)

পুরদ্বার (ক্লী) পুরস্য দ্বারম্। নগরদ্বার। গোপুর।

"দক্ষিণেন মৃতং শূদ্রং পুরদ্বারেণ নির্হরেৎ।
পশ্চিমোত্তরপূর্ব্বৈস্তু যথাযোগং দ্বিজন্মনঃ॥" (মনু ৫।৯২)

পুরদ্বিষ্ (পুং) পুরং দ্বেষ্টীতি দ্বিষ-ক্বিপ্। শিব, মহাদেব ময়-নির্ম্মিত পুর দাহ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি 'পুরদ্বিষ্' নামে অভিহিত হন। (ভাগ° ৪।৬।৭)

পুরন্দর (পুং) পুরীণাং পুরো দারয়তীতি দৃ-ণিচ্ (পূঃ সর্ব্বয়োর্দারিসহোঃ। পা ৩।২।৪১) ইতি খচ্, ততঃ (বাচং যমপুরন্দরৌ চ। পা ৬।৩।৬৯) ইতি নিপাতিতঃ। ১ ইন্দ্র। ইন্দ্র শত্রুনগরী বিদারিত করেন বলিয়া তাহার নাম পুরন্দর হই-য়াছে। (ভারত ৩।২০।১৮) পুরং গেহং দারয়তীতি দারি-খচ্। ২ চৌর।

"সমাংসমীনা যদি পাকশালা সমাংসমীনা দশ ধেনবঃ স্যুঃ।
পুরন্দরস্যাবিষয়ং যদি স্যাৎ পুরন্দরস্যাপি পুরং ন যাচে॥"
(উদ্ভট)

(স্ত্রী) ৩ চবিকা, চলিত চই। (শব্দচ°) ৪ মরিচ। (বৈদ্যকনি°) ৫ জ্যেষ্ঠানক্ষত্র। ৬ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৪৯)

পুরন্দর, একজন প্রাচীন হিন্দুরাজা। ইনি মহাদেবের উপাসক এবং কৃপামুনির কুলজাত। মেধাবীর পর ইনি সিংহাসন লাভ করেন। (সহ্যাদ্রি ৩৩।৯৪) ২ বাঙ্গালার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র নদী।

পুরন্দরচাপ (পুং) পুরন্দরস্য চাপঃ। ইন্দ্রের ধনুঃ।

পুরন্দরদাস, কর্ণাটদেশবাসী একজন কবি।

পুরন্দরপুরী (স্ত্রী) পুরন্দরস্য পুরী। ইন্দ্রপুরী।

পুরন্দরা (স্ত্রী) পুরং দারয়তি প্রবাহৈরিতি, দারি-খচ্, তত-টাপ্। গঙ্গা। (হারাবলী) গঙ্গার প্রবাহে পুর বিদারিত হয়, এইজন্য পুরন্দরা শব্দে গঙ্গা।

পুরন্ধর, বোম্বাই প্রদেশের পুণা জেলার অন্তর্গত একটী উপ-বিভাগ। ভূপরিমাণ ৪৭০ বর্গ মাইল। সর্ব্বসমেত ১টী নগর ও ৯১টী গ্রাম ইহার অধীন। পর্ব্বতোপরিস্থ শাস্‌বড় নগরই ইহার সদর। সহ্যাদ্রির শাখাদ্বয় উত্তরপূর্ব্বে ও দক্ষিণপশ্চিমে বিস্তৃত থাকায় সমগ্র উপবিভাগটী উপত্যকাভূমিতে পরিণত হইয়াছে। ভীমা ও নীরা নামক নদীদ্বয় এবং কড়া ও গঞ্জোনী উহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। ঐ পর্ব্বতের ভিন্ন ভিন্ন শিখরে মলহরগড় এবং ভুলেশ্বর ও ধবলেশ্বর দেবমন্দির নির্ম্মিত আছে। দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তী শিখরশিরে পুরন্ধর ও উজীরগড় নামক দুর্গ মস্তকোত্তলন করিয়া দেশের গৌরব রক্ষা করিতেছে। নদী-স্রোত ও নীরার জলের কল ব্যতীত চাসবাসের সুবিধার জন্য এখানে ১৬৭৭ টী কূপ আছে, ইহা ভিন্ন ২৮০টী কূপের জল পানের উপযোগী। এখানে ইক্ষু হইতে যে দেশী চিনি প্রস্তুত হয়, তাহা অত্যুৎকৃষ্ট। এরূপ সুমিষ্ট চিনি প্রস্তুত করিবার জন্য ইক্ষুজীবিগণ প্রায় ১৮ মাস কাল ইক্ষুদণ্ড ক্ষেত্রে রাখিয়া তাহার পাট করে। যেহেতু হতাদর করিলে শীঘ্রই উহাতে পোকা লাগা সম্ভব। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে উচ্চ স্তরে অবস্থান, নিরবচ্ছিন্ন জলসংস্থাপন এবং জলময় পার্ব্বত্য উপত্যকাদির অধিষ্ঠান হেতু এই স্থান সমগ্র জেলার মধ্যে অতীব মনোরম এবং সর্ব্বা-পেক্ষা স্বাস্থ্যকর।

২ উক্ত পুরন্ধর ও উজীরগড় কেল্লাধিষ্ঠিত স্থান। মহা-রাষ্ট্রাধিকারকালে এই দুর্গ মধ্যে মরাঠাসৈন্য দেশরক্ষায় নিযুক্ত থাকিত। বর্ত্তমান ইংরাজ রাজত্বে ঐ দুর্গ ইংরাজসৈন্যদিগের স্বাস্থ্যনিবাসে পরিণত হইয়াছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই স্থান ৪৪৭২ ফিট্ এবং তথাকার সমতল ক্ষেত্র হইতে ২৫৬৬ ফিট্ উচ্চ। অক্ষা° ১৮° ১৬´ ৩৩´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ০´ ৪৫´´ পূঃ।

পূর্ব্বোক্ত দুর্গদ্বয়ের মধ্যে পুরন্ধরই সমধিক বিখ্যাত। দুর্গ-প্রাকার স্থানে স্থানে ভগ্ন হওয়ায় পর্ব্বতগাত্রেই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। পুরন্ধর পর্ব্বতের দুইটী চূড়া। উহার সর্ব্বোচ্চ শিখরে মহাদেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত এবং এই অংশেই পুরন্ধর দুর্গের উচ্চতম অংশ স্থাপিত। মন্দির হইতে ৩০০ ফিট্ নিম্নে উত্তরদিকস্থ পর্ব্বতগাত্রে সরল সোপানসদৃশ ভূমি। এই সুবিস্তৃত সমতল স্থানে সেনাদিগের ছাউনী আছে। ইহার পূর্ব্বদিকে সৈন্যগণের বাসভবন এবং পশ্চিমভাগে পীড়িত সেনাবৃন্দের আরোগ্যমন্দির। শত্রুহস্ত হইতে দেশ রক্ষা করিবার জন্য ইহার উত্তরভাগ প্রাচীরপরিবেষ্টিত এবং বুরুজ-পরিশোভিত। দ্বারদেশের দুই পার্শ্বেই 'বুরুজ' আছে। সোপানস্তরের কেল্লা 'মাচি' নামে অভিহিত। একটু ঘুরিয়া গেলে 'দিল্লী' দ্বার পাওয়া যায়। উহার ঠিক সম্মুখেই বুরুজ বিদ্যমান আছে। এতদ্ভিন্ন খন্দা দরজা, চোরদিণ্ডী দরজা, গণেশদ্বার এবং 'বাবৃতা' বা পতাকা বুরুজ, ফতেবুরুজ, কোঙ্কণী বুরুজ, হাতী ও শেণ্ডীবুরুজ নামে কএকটী প্রধান বুরুজ আছে। ১৬৪৯ খৃঃ অব্দে, শিবাজীর পিতা শাহজী গণেশ-দরজার নিকটবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্রঘরে মাহ্মুদ কর্ত্তৃক কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন। পতাকা-বুরুজের সন্নিকটে আবাজি পুরন্দরের প্রাসাদ ও সাহু নির্ম্মিত রাজবাড়ী দেখিতে পাওয়া যায়। মাচি-সোপানস্তর হইতে অবতরণ করিয়া পতাকা-বুরুজের নিম্নদেশে ভৈরব-দরজা ও সর্ব্বনিম্নে বিনি-দ্বার বর্ত্তমান আছে। এখানে মহারাষ্ট্র সেনানী বিনিবালার (Quarter-master General) অট্টালিকা ছিল, এখন তৎপরিবর্ত্তে কেবল একটী সুবৃহৎ বাঙ্গালা রহিয়াছে। আলাউদ্দীন হোসন গঙ্গ বাহ্মণীর রাজত্ব সময় হইতেই পুরন্ধর দুর্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। উক্ত মুসলমানরাজ কাবেরী নদী হইতে পুরন্ধরগিরিমালা পর্য্যন্ত বিস্তৃত মহারাষ্ট্রক্ষেত্র আপনার অধিকারভুক্ত করিয়া ১৩৫০ খৃঃ অব্দে পুরন্ধর দুর্গ-পরিখা ও প্রাকারাদি দ্বারা সুরক্ষিত করেন। ১৩৮৪ খৃঃ অব্দে বাহ্মণীরাজ ১ম মাহ্মুদ কর্ত্তৃক ইহার জীর্ণসংস্কার ও স্থানে স্থানে বুরুজ পরিশোভিত হয়। ১৪৮৬ খৃঃ অব্দে নিজামশাহীরাজ আহ্মদ এই দুর্গ অধিকার করিয়া লন। প্রায় শতাব্দী পর্য্যন্ত এইস্থান নিজামশাহীদিগের অধীনে থাকে।*

* শেণ্ডী বুরুজ নির্ম্মাণের সময় কএক বার ভাঙ্গিয়া যায়। বিদররাজ নিশাযোগে স্বপ্ন দেখিলেন যে, তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র ও পুত্রবধূকে ঐ স্থানে না পুতিলে বুরুজ কখনই খাড়া হইবে না। এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশীভূত হইয়া সেই রাজা প্রাতঃকালেই ইসাজী-নায়কজীকে ডাকাইলেন,

কিছুকাল পরে ইহা আহ্মদনগর ও বিজাপুর-রাজের অধিকারে আইসে। অতঃপর আহ্মদনগরপতি বাহাদুর নিজাম শাহ (১৫৯৬-১৫৯৯ খৃঃ অব্দে) যখন শিবাজীর পিতামহ মালোজীকে সুপা ও পুণা দান করেন, তখন এই স্থানও তাহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। ১৬২৭ খৃঃ অঃ শাহজীর নিকট হইতে মোগলেরা এই দুর্গ কাড়িয়া লয়। ১৬৩৭ খৃঃ অঃ শাহজী বিজাপুর অধীনে সেনানীপদে বরিত হইয়া মোগলসৈন্যকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন এবং মোগলরাজের সহিত সন্ধি অন্তে উহা বিজাপুরের অধীন হইয়া থাকে। এই সময় হইতে হিন্দুসেনানীদিগের হস্তে ইহার রক্ষার ভার অর্পিত হয়। সেনানায়ক দাদাজী কোণ্ডদেবের মৃত্যুর পর দুর্গাধিকার লইয়া তাঁহার তিন পুত্রে গোল বাধে। পরস্পরের অধিকার সম্বনিরূপণার্থ শিবাজী আমন্ত্রিত হন, তিনি ভ্রাতৃত্রয়ের মনোভাব বুঝিয়া রাত্রি মধ্যেই তাঁহার অধীনস্থ মাবুলীসৈন্য দ্বারা দুর্গ পূর্ণ করিলেন। কাজেই ভ্রাতৃবর্গ তাঁহার অধীন থাকিতে বাধ্য হইলেন। এদিকে ১৬৬৫ খৃঃ অব্দে মোগলসেনাপতি রাজা জয়সিংহের আদেশে দিলাবর খাঁ পুরন্দর আক্রমণে প্রেরিত হন। কএক দিবস অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পর দুর্গরক্ষণে অসমর্থ বুঝিয়া শিবাজী স্বয়ং দুর্গের চাবি লইয়া জয়সিংহ ও দিলাবরের সম্মুখীন হইলেন। ১৬৭০ খৃঃ অঃ, পুনরায় মরাঠাদিগের অধিকারে আইসে। ১৭০৫ খৃঃ অঃ, সম্রাট্ অরঙ্গজেব মরাঠাদিগকে আক্রমণ করিয়া পুরন্দর দখল করেন; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর ১৭০৭ খৃঃ অব্দে রাজারামপত্নী তারাবাইর পৃষ্ঠপোষক শঙ্করজী নারায়ণ সচিব উক্ত দুর্গ পুনরধিকার করেন। উক্ত বৎসরেই শিবাজীর পৌত্র সাহু সম্রাট্ বাহাদুরশাহের আদেশে স্বাধীনতা লাভ করিলেন এবং পুণায় প্রত্যাগত হইয়া পন্থসচিব শঙ্করজীকে দুর্গ প্রত্যর্পণ করিতে বলিলেন, কিন্তু সচিববর তাঁহার কথা উপেক্ষা করিয়া কোন প্রত্যুত্তরই দেন নাই।

১৭১০ খৃষ্টাব্দে নিজাম-সেনানী চন্দ্রসেন যাদবের নায়কতায় মরাঠাদিগের সহিত গোদাবরীতীরে নিজাম সৈন্যের ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। মরাঠাগণ ভীমানদীতীর পর্য্যন্ত পলাইয়া আইসে। সাহু উপায়ান্তর না দেখিয়া পেশবা-বংশের আদিপুরুষ বালাজী বিশ্বনাথকে দেশীয় সৈন্যের সাহায্যার্থ পাঠাইয়া দিলেন। মিলিত মরাঠাসৈন্য পুরন্দর আক্রমণ করিল। যুদ্ধে জয় হইয়াও জয় হইল না। এদিকে দমাজী থোরাত পন্থসচিবকে হিঙ্গল-গাঁমে বন্দী করিয়া রাখিলেন। বালাজী সুযোগ বুঝিয়া তাহাকে ১৭১৪ খৃঃ অব্দে উদ্ধার করিয়া আনিলেন। উপকারের পারিতোষিকস্বরূপ শঙ্করজীর মাতা বালাজীকে পুরন্দর দুর্গ দান করিলেন। সাহুও এই হস্তান্তর অনুমোদন করেন। ১৭৬২ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত এইস্থানে পেশবাদিগের অধিকারে থাকে, কিন্তু ৪র্থ পেশবা মাধবরাওর পিতৃব্য রঘুনাথরাও এই দুর্গ পুরন্দরের বংশধরদিগকে দান করেন। (১৭৭২-৭৩ খৃঃ অঃ) পঞ্চম পেশবা নারায়ণরাওর হত্যার পর, নানাফড়নবিশ ও হরিপন্থফড়্‌কে নারায়ণের গর্ভবতী পত্নীকে পুরন্দর দুর্গে অবরুদ্ধ রাখেন। এখানে গঙ্গাবাই এক পুত্র প্রসব করেন। পুত্রের নাম মাধবরাও রাখা হয়। রঘুনাথরাওর পেশবা হইবার আশা সমূলে উন্মূলিত হইল। তিনি ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাদিগকে দমন করিতে উদ্যোগী হইতেছিলেন; এমন সময়ে তাহারা খবর পাইয়া শাসবড় হইতে দুর্গাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ১৭৭৫ খৃঃ অঃ, নানা ও সখারাম বাপু পুরন্দর হইতেই সকল কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে পুরন্দরের সন্ধিপত্র সাক্ষরিত হইল। ইংরাজরাজকে যুদ্ধব্যয় বাবৎ কতক টাকা এবং গাড়াপুরি (Salsette) ও ভরোচ ছাড়িয়া দেওয়া হইল। রঘুনাথ রাজকোষ হইতে মাসহরা প্রাপ্ত হইলেন। ১৭৭৮ খৃঃ অঃ, নানাফড়নবিস্ ভ্রাতা মোরোবার ভয়ে ভীত হইয়া পুরন্দরে পলাইয়া আসিলেন। মহাদজী সিন্দিয়া ও হরিপন্থফড়্‌কে পুরন্দরে আসিয়া নানার সহিত মিলিত হইলেন, নয়লক্ষ টাকা দিয়া নানা হোলকর-রাজকে বশীভূত করিয়া ফেলিলেন। ১৭৯৬ খৃঃ অঃ, সিন্দিয়ার আক্রমণে ভীত হইয়া নানা দুর্গ মধ্যে পলাইয়া আশ্রয় লইলেন। ১৮১৭ খৃঃ অঃ, ত্রিম্বকজী দেঙ্গলিয়ার পরিবর্ত্তে, ইংরাজশাসনকর্ত্তা মিঃ এলফিন্‌ষ্টোন বাজিরাওর নিকট হইতে এই দুর্গ বন্দকীস্বরূপ প্রাপ্ত হন। কএক মাস পরেই বাজিরাও উহা পুনরায় ফিরিয়া পান। মরাঠাদিগের শেষ যুদ্ধে সিংহগড় দুর্গ করতলগত হইলে ইংরাজসৈন্য পুরন্দর ও বজ্রগড়ের সম্মুখদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। এদিকে সুদৃঢ় শাসবড় দুর্গের অভ্যন্তরে থাকিয়া আরবী ও হিন্দুস্থানী সৈন্যগণ অসীম সাহসে যুদ্ধ করিয়াছিল। অবশেষে বজ্রগড় ইংরাজদিগের হস্তে পতিত হইল। উপায়ান্তর না দেখিয়া পুরন্দর দুর্গের অধ্যক্ষ ইংরাজের আধিপত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। ১৮৪৫ খৃঃ অঃ, রাঘোজী ভাঙ্গ্রিয়ার অধীনস্থ দুর্বৃত্ত বিদ্রোহী দল উত্তেজিত হইয়া পাছে দুর্গবাসীদিগের প্রতি অত্যাচার করে, এই ভয়ে, ইংরাজরাজ তথায় সৈন্যসমাবেশ করিয়াছিলেন।

আশ্বিন মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে তাহাকে সস্ত্রীক কবরস্থ করিলেন এবং মৃত বালকের পিতামাতার ভরণপোষণ জন্য দুই খানি গ্রাম দান করেন।

(Trans. Bom. Geo. Soc. Vol I. 191-258)

পুরন্ধি (স্ত্রী) ১ ইষ্টকাসমূহধারক। "ঘৃতবতী পুরন্ধিঃ স্তোনে"

(শুক্লযজুঃ ১৪।২) 'পুরন্ধিঃ পুরং বহু ইষ্টকাজাতং দধাতীতি পুরু বহুধা ধীয়তে স্থাপ্যতে ইতি বা।' (বেদদীপ)

২ প্রভূতা বুদ্ধি। "কক্ষীবতে অরদত্তং পুরন্ধিং" (ঋক্ ১।১১৬।৭) 'পুরন্ধিং প্রভূতাং ধিয়ং বুদ্ধিং, পুরন্ধির্বহুধিরিতি যাস্কঃ' পৃষোদরাদিত্বাৎ পুরন্ধিভাবঃ, যদ্বা পুরং পুরয়িতব্যং সর্ব্ববিষয়জাতমস্যাং ধীয়তে অবস্থাপ্যতে ইতি পুরন্ধির্বুদ্ধিঃ' (সায়ণ।) ৩ দ্যাবা পৃথিবী, স্বর্গ ও পৃথিবী। এই অর্থে ত্রই শব্দ দ্বিবচনান্ত। (নিঘণ্টু)

পুরন্ধিবৎ (ত্রি) পুরন্ধিঃ অস্ত্যস্যেতি মতুব্, মস্য ব। বুদ্ধিযুক্ত, ধীমৎ। "পুরন্ধিবান্ মনুষ্যো যজ্ঞসাধনঃ" (ঋক্ ৯।৭২।৪) 'পুরন্ধির্বহুধীরিতি যাস্কঃ।' (সায়ণ)

পুরন্ধ্রি (স্ত্রী) [পুরন্ধ্রী দেখ।]

পুরন্ধ্রী (স্ত্রী) স্বজনসহিতং পুরং ধারয়তীতি ধৃঞ্-খচ্, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ হ্রস্বো বা। পতিপুত্রদুহিতাদিবতী। যে স্ত্রীদিগের পতি, পুত্র ও দুহিতাদি বিদ্যমান আছে। পর্য্যায়—কুটুম্বিনী।

"তৌ স্নাতকৈর্বন্ধুমতা চ রাজ্ঞা পুরন্ধ্রিভিশ্চ ক্রমশঃ প্রযুক্তং।
কন্যাকুমারৌ কনকাসনস্থৌ আর্দ্রাক্ষতারোপণমন্বভূতাম্॥"

(রঘু ৭।২৮)

২ স্ত্রীমাত্র। (রাজনি°)

পুরপাল (পুং) পুরং নগরং দেহং বা পালয়তীতি পালি-অণ্। ১ নগরপাল। ২ দেহপালক জীব। (ভাগ° ৪।২৮।১৩)

পুরভিদ্ (পুং) পুরাণি ত্রিপুরাসুরপুরাণি ভিনত্তি ভিদ-ক্বিপ্। মহাদেব, শিব। (হেমচন্দ্র)

পুরমণ্ডন, চন্দ্রবংশীয় একজন নরপতি। কামাক্ষী দেবতার ভক্ত ও কশ্যপমুনির কুলজাত। (সহ্যাদ্রি° ৩১।৫৪)

পুরমণ্ডল, রাজপুতানার অন্তর্গত একটী জনপদ।

পুরমথন (পুং) পুরং ত্রিপুরাসুরং মথ্নাতি মথ-ল্যু। শিব।

পুরমার্গ (পুং) পুরস্য মার্গঃ। নগরের পথ।

পুরমানিনী (স্ত্রী) নদীভেদ। (ভারত ভীষ্মপ° ৯ অঃ)

পুরয় (পুং) নৃপভেদ। "উত ম ঋজ্রে পুরয়স্য" (ঋক্ ৬.৬৩।৯) 'পুরয়স্য পুরয়নামকস্য' (সায়ণ)

পুররক্ষ (পুং) পুরং রক্ষতি রক্ষ-অণ্। নগররক্ষক।

পুররক্ষিন্ (ত্রি) পুর-রক্ষ-ণিনি। পুররক্ষাকারী, যিনি নগর রক্ষা করেন। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। পুররক্ষিণী।

পুরলা (স্ত্রী) দুর্গা। (হেম)

পুরবাল, বা পুরবাড়, উড়িষ্যাবাসী বাণিয়া জাতির শাখাভেদ। সম্ভবতঃ জগন্নাথদেবের অধিষ্ঠিত পুরীবাসী এই অর্থে তাহাদের পুরবাল নাম হইয়াছে। বারাণসীধামেও ইহাদের বাস আছে। ইহাদের মধ্যে ২০টী থাক দৃষ্ট হয়। কতকগুলি বৈষ্ণব ও অপরে জৈন। হিন্দুর সংখ্যা প্রায় ৩১ হাজার এবং জৈন ১৬ হাজার।

পুরবাসিন্ (ত্রি) পুরে বসতি বস-ণিনি। নগরবাসী, পৌরজন, যাহারা পুরে বাস করে। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। পুরবাসিনী।

পুরশাসন (পুং) পুরং শাস্তি শাস্-ল্যু। মহাদেব।

(কুমার ৭।৩১)

পুরশ্চরণ (ক্লী) পুরস্-চর ভাবে ল্যুট্। ১ অগ্রত আচরণ। (পুরোঽগ্রতশ্চরণং মন্ত্রজপাদিপঞ্চাঙ্গকর্ম্মাচরণমিতি) ২ পুরক্রিয়া, মন্ত্রগ্রহণপূর্ব্বক তৎসিদ্ধির নিমিত্ত প্রয়োগবিশেষ।

পুরশ্চরণ সম্বন্ধে যোগিনীহৃদয়ে লিখিত আছে,—পবিত্রচেতা মানব গুরুর আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া মন্ত্রসিদ্ধি করিবার অভিলাষে মন্ত্রের পুরশ্চরণ বিধান করিবেন। পুরশ্চরণ ভিন্ন মন্ত্রসিদ্ধি হইবার আর উপায় নাই। জীবহীন দেহীর যেমন কোন বিষয়ে ক্ষমতা থাকে না, সেইরূপ পুরশ্চরণহীন মন্ত্রেরও কোন সামর্থ্য নাই; সুতরাং গৃহীতমন্ত্র ব্যক্তি প্রথমতঃ স্বয়ংই পুরশ্চরণ করিবেন অথবা গুরুর দ্বারা করাইবেন। গুরুর যদি অভাব হয়, তাহা হইলে সর্ব্বজনপ্রিয়কারী কোন একজন ব্রাহ্মণ, গুণশালী শাস্ত্রজ্ঞ মিত্র, অথবা সদ্গুণশালিনী পুত্রবতী স্ত্রীকে পুরশ্চরণ কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন।[১]

পুরশ্চরণ করিতে হইলে তন্ত্রে যে যে সকল স্থান প্রশস্ত বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে, সেই সেই স্থানে থাকিয়া করাই কর্ত্তব্য। তন্ত্রে লিখিত আছে,—পুণ্যক্ষেত্র, নদীতীর, গুহা, পর্ব্বতশিখর, তীর্থস্থান, সিন্ধুসঙ্গম, পবিত্র বন, পবিত্র উদ্যান, বিল্বমূল, গিরিতট, তুলসীকানন, বৃষশূন্য গোষ্ঠ, শিবালয়, অশ্বত্থমূল, আমলকীমূল, গোশালা, জলমধ্য, দেবায়তন, সমুদ্রকূল, অথবা নিজগৃহ, এই সকল স্থানই মন্ত্রীদিগের সাধনবিষয়ে প্রশস্ত। অথবা যেখানে গিয়া মন প্রসন্নতা লাভ করে, তাদৃশ স্থানে বসিয়াই পুরশ্চরণ করা কর্ত্তব্য।

মন্ত্রী ব্যক্তি গৃহে বসিয়া জপ করিলে শতগুণ পুণ্য হয়,

(১) "গুরোরাজ্ঞাং সমাদায় শুদ্ধান্তঃকরণো নরঃ।
ততঃ পুরক্রিয়াং কুর্য্যান্মন্ত্রসংসিদ্ধিকাম্যয়া॥
জীবহীনো যথা দেহী সর্ব্বকর্ম্মসু ন ক্ষমঃ।
পুরশ্চরণহীনোঽপি তথা মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
তস্মাদাদৌ স্বয়ং কুর্য্যাৎ গুরুং বা কারয়েদ্বুধঃ।
গুরোরভাবে বিপ্রং বা সর্ব্বপ্রাণিহিতে রতম্॥
স্নিগ্ধং শাস্ত্রবিদং মিত্রং নানাগুণসমন্বিতং।
স্ত্রিয়ং বা সদ্গুণোপেতাং সপুত্রাং বিনিযোজয়েৎ॥" (যোগিনীহৃদয়)

এইরূপ* গোষ্ঠে লক্ষগুণ, দেবালয়ে কোটিগুণ এবং শিবসন্নিধানে বসিয়া জপ করিলে অনন্ত পুণ্য লাভ হইয়া থাকে।

"গৃহে শতগুণং বিদ্যাদ্গোষ্ঠে লক্ষগুণং ভবেৎ।
কোটির্দেবালয়ে পুণ্যমনন্তং শিবসন্নিধৌ॥" (যোগিনীহৃদয়)

যে স্থানে ম্লেচ্ছ নাই, যে স্থানে দুষ্টজন্তু ও ভুজঙ্গ প্রভৃতির আশঙ্কায় আকুলিত হইতে হয় না এবং যে স্থান সুভিক্ষ, নিরুপদ্রব ও ভক্তজনগণ কর্ত্তৃক পরিপূর্ণ, তাপস ব্যক্তি এইরূপ রমণীয় ধার্ম্মিক দেশেই বাস করিবেন। এতদ্ভিন্ন গুরুর নিকটে অথবা যে স্থানে চিত্তের একাগ্রতা জন্মে, সেই স্থানে থাকিয়াই জপ করিবেন। মন্ত্রী ব্যক্তি উক্ত স্থানসমূহের মধ্যে যে স্থানে থাকিয়া জপ করিবেন, সেই স্থানকে কূর্ম্মচক্ররূপে ভাবনা করিবেন।

"যত্র গ্রামে জপেন্মন্ত্রী তত্র কূর্ম্মং বিচিন্তয়েৎ।" (যোগিনীহৃদয়)

গৌতমীয়তন্ত্রে লিখিত আছে,—পর্ব্বত, সিন্ধুতীর, পুণ্যারণ্য এবং নদীতট এই সকল স্থানে থাকিয়া পুরশ্চরণ করিলে কূর্ম্মচক্রের চিন্তা করিতে হয় না।

"পর্ব্বতে সিন্ধুতীরে বা পুণ্যারণ্যে নদীতটে।
যদি কুর্য্যাৎ পুরশ্চর্য্যাং তত্র কূর্ম্মং ন চিন্তয়েৎ॥" (গৌতমীয়তন্ত্র)

বৈশম্পায়নসংহিতায় লিখিত আছে,—পুণ্যক্ষেত্র, তীর্থ, দেবালয়, নদীতীর, সিন্ধুসঙ্গম, পর্ব্বতগুহা, পর্ব্বতশিখর, বিল্বমূল, বন এবং উদ্যান এই সকল স্থানে থাকিয়া জপ করিলে কূর্ম্মচক্রের চিন্তা করিতে হয় না। যদি গ্রাম বাস্তু অথবা গৃহে থাকিয়া জপ করা হয়, তাহা হইলেই কূর্ম্মচক্রের চিন্তা করিতে হইবে।†

গৌতমীয়তন্ত্রে লিখিত আছে,—পুরশ্চরণ-চিকীর্ষু ব্যক্তি বিশেষরূপে ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিচার না করিয়া যদি অপ্রশস্ত ভক্ষ্য ভোজন করে, তবে তাহার সিদ্ধি হানি হইয়া থাকে; সুতরাং প্রশস্ত ভক্ষ্য ভোজন করাই কর্ত্তব্য।

অগস্ত্যসংহিতায় লিখিত আছে,—দধি, ক্ষীর, ঘৃত, ইক্ষু, তিল, সিতমুদ্গ, কেমুক ব্যতীত অপর কন্দ, নারিকেল, কদলী, লবলী, আম্র, আমলকী, পনস এবং হরিতকী এই সমুদয় হবিষ্যকার্য্যে প্রশস্ত।

হৈমন্তিক সিতাস্বিন্ন ধান্য, মুদ্গ, তিল, যব, কলায়, কঙ্গু, নীবার, বাস্তুক, হিলমোচিকা, ষষ্টিকা, কালশাক, কেমুক ছাড়া অন্য কন্দ, সৈন্ধব ও সামুদ্রলবণ, গব্য মধ্যে দধি, ঘৃত ও অনুদ্ধৃতসার দুগ্ধ, ফল মধ্যে পনস, আম্র, হরিতকী, পিপ্পলী, জীরক, নাগরঙ্গ, তিন্তিড়ী, কদলী, লবলী ও ধাত্রী এবং ইক্ষুগুড় ও অতৈলপক্ব দ্রব্য, এই সমুদায় মুনিগণ কর্ত্তৃক হবিষ্যান্ন বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। পুরশ্চরণকামী হবিষ্যান্ন ভোজন করিবেন, অথবা বিহিত শাক, যাবক, দুগ্ধ, মূল ও ফল ইহার যাহা যেখানে পাওয়া যায়, তাহা ভোজন করিবেন, ফলের মধ্যে রম্ভা, তিন্তিড়ী, কমলা ও নাগরঙ্গ ভিন্ন অন্য সমুদায় ফল বর্জ্জনীয়।*

এতদ্ভিন্ন মধু, ক্ষার, লবণ, তৈল, তাম্বূল, কাংস্যপাত্র, দিবাভোজন, মাংস, গৃঞ্জন, মাষ, আঢ়ক, মসূর, কোদ্রব, চণক, পর্য্যুষিত অন্ন এবং স্নেহশূন্য অথবা কীটদূষিত বস্তুও পরিত্যাজ্য।
(যোগিনীতন্ত্র)

রামার্চ্চনচন্দ্রিকায় লিখিত আছে,—পুরশ্চরণাভিলাষী মানব মৈথুন, মৈথুনগোষ্ঠী ও তৎকথার সমালোচনা একেবারেই পরিত্যাগ করিবেন। ঋতুকাল ব্যতীত স্ত্রীসঙ্গম করিবেন না এবং ক্ষৌরকর্ম্ম, তৈলম্রক্ষণ, নিবেদন না করিয়া ভোজন, অসঙ্কল্পিত কার্য্য ও মর্দ্দনাদি ত্যাগ করিবেন। তদ্ভিন্ন পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান, মন্ত্রজপ্ত জল ও অন্ন দ্বারা স্নান, আচমন ও ভোজন

---

* "পুণ্যক্ষেত্রং নদীতীরং গুহাপর্ব্বতমস্তকম্।
তীর্থপ্রদেশাঃ সিন্ধূনাং সঙ্গমঃ পাবনং বনং॥
উদ্যানানি বিবিক্তানি বিল্বমূলং তটং গিরেঃ।
তুলসীকাননং গোষ্ঠং বৃষশূন্যং শিবালয়ম্॥
অশ্বত্থামলকীমূলং গোশালাজলমধ্যতঃ।
দেবতায়তনং কূলং সমুদ্রস্য নিজং গৃহং॥
সাধনেষু প্রশস্তানি স্থানান্যেতানি মন্ত্রিণাম্।
অথবা নিবসেত্তত্র যত্র চিত্তং প্রসীদতি॥" (যোগিনীহৃদয়)

† "পুণ্যক্ষেত্রং গৃহী তীর্থং দেবতায়তনং শুভং।
নদীতীরং তথা সিন্ধুসঙ্গমোঽতিমনোহরঃ॥
পর্ব্বতস্য গুহাশ্চৈব তথা পর্ব্বতমস্তকং।
বিল্বমূলং সমুদ্রঞ্চ বনমুদ্যানমেব চ॥
এষু স্থানেষু বিপ্রেন্দ্র! কূর্ম্মচক্রং ন চিন্তয়েৎ।
গ্রামে বা যদি বা বাস্তৌ গৃহে তঞ্চ বিচিন্তয়েৎ॥" (বৈশম্পায়নসংহিতা)

* "হৈমন্তিকং সিতাস্বিন্নং ধান্যং মুদ্গাস্তিলা যবাঃ।
কলায়কঙ্গুনীবারা বাস্তুকং হিলমোচিকা॥
ষষ্টিকা কালশাকঞ্চ মূলকং কেমুকেতরং।
লবণে সৈন্ধবসামুদ্রে গব্যে চ দধিসর্পিষী॥
পয়োঽনুদ্ধৃতসারঞ্চ পনসাম্রহরীতকী।
পিপ্পলী জীরকঞ্চৈব নাগরঙ্গঞ্চ তিন্তিড়ী॥
কদলীলবলীধাত্রীফলানি গুড়মৈক্ষবং।
অতৈলপক্বং মুনয়ো হবিষ্যান্নং প্রচক্ষতে॥
ভুঞ্জীত বা হবিষ্যান্নং শাকং যাবকমেব বা।
পয়ো মূলং ফলং বাপি যত্র যত্রোপলভ্যতে॥
রম্ভা ফলং তিন্তিড়ীকং কমলা নাগরঙ্গকং।
ফলান্যেতানি ভোজ্যানি এভ্যোঽন্যানি বিবর্জ্জয়েৎ॥"
(অগস্ত্যসংহিতা)

এবং যথাবিধি ত্রিসন্ধ্যা দেব অর্চ্চন করিবেন।* পবিত্রভাবে মন্ত্রজপ করিতে হইবে। জপকালীন কোনরূপ অন্য কথা উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ।

"অপবিত্রকরো নগ্নঃ শিরসি প্রাবৃতোঽপি বা।
প্রলপন্ প্রজপেদ্‌যাবৎ তাবৎ নিষ্ফলমুচ্যতে॥"

(রামার্চ্চনচন্দ্রিকা)

নারদীয়তন্ত্রে লিখিত আছে,—সাধক ব্যক্তি মৃদু উষ্ণ, সুপক্ক ও লঘু এবং যাহাতে ইন্দ্রিয়সমবায়ের বৃদ্ধি না হয়, তাদৃশ বস্তু ভোজন করিবেন।

"মৃদু সোষ্ণং সুপক্কঞ্চ কুর্য্যাদ্বৈ লঘুভোজনম্।
নেন্দ্রিয়াণাং যথাবৃদ্ধিস্তথা ভুঞ্জীত সাধকঃ॥" (নারদীয়তন্ত্র)

ভিক্ষাদি নিজ অন্ন দ্বারা জীবন রক্ষা করিয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম করাই কর্ত্তব্য।

ধর্ম্মশীল ব্যক্তি যত্নপূর্ব্বক পরান্ন পরিত্যাগ করিবেন। পরান্নে পরিপুষ্ট হইয়া ধর্ম্ম সঞ্চয় করিলে সম্পূর্ণ ফললাভ করিতে পারা যায় না। পুরশ্চরণই হউক কি অন্য কোন ধর্ম্ম কর্ম্মই হউক, পরান্নে পালিত হইয়া উহার কোন কার্য্য করাই সঙ্গত নয়। যদি কোন পরান্নপুষ্ট ধর্ম্ম সঞ্চয় করিতে প্রবৃত্ত হন, তবে তাঁহার সঞ্চিত ধর্ম্মের অর্দ্ধফল অন্নদাতা লাভ করিয়া থাকেন।†

পরান্নাদি যে সিদ্ধি বিষয়ে প্রতিকূল হয়, তাহা কুলার্ণবে লিখিত হরপার্ব্বতীবাক্যেও জানিতে পারা যায়, যথা—

"জিহ্বা দগ্ধা পরান্নেন করৌ দগ্ধৌ প্রতিগ্রহাৎ।
পরস্ত্রীভির্মনো দগ্ধং কথং সিদ্ধির্বরাননে॥" (কুলার্ণব)

শুধু অন্ন বলিয়া কথা নয়, সম্ভবপক্ষে কেবল অগ্নি ব্যতীত পরের নিকট হইতে সাধুদিগের অন্য কোনও বস্তু গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নয়। একান্ত অসম্ভব হইলে পূর্ণিমাদি পর্ব্বদিন ব্যতীত তীর্থক্ষেত্রের বাহিরে গিয়া যে কোন সৎপ্রতিগ্রহ করিতে পারেন, সাধু যদি তাহাতেও অসমর্থ হন, তবে প্রতিদিন কোনও পবিত্র দাতার নিকট দিনোপযোগী ভৈক্ষ্য যাচ্ঞা করিবেন। অন্যথা সাধক যদি রাগাভিভূত হইয়া অধিক ভৈক্ষ্য সংগ্রহ করেন, তাহা হইলে শতকল্পেও সিদ্ধিলাভ ঘটে না।

"বিহায় বহ্নিং নহি বস্তু কিঞ্চিৎ গ্রাহ্যং পরেভ্যঃ সতি সম্ভবে চ।
অসম্ভবে তীর্থবহির্বিশুদ্ধাৎ পর্ব্বাতিরিক্তে প্রতিগৃহ্য জপ্যাৎ॥
তত্রাসমর্থোঽনুদিনং বিশুদ্ধাৎ যাচেত যাবদ্দিনমাত্রভৈক্ষ্যং।
গৃহ্লাতি রাগাদধিকং ন সিদ্ধিঃ প্রজায়তে কল্পশতৈরমুষ্য॥"

(কুলার্ণবতন্ত্র)

জপকালে একবারমাত্রও যদি অন্য কোন শব্দ উচ্চারণ করা হয়, তবে জপকর্ত্তা প্রণব উচ্চারণ করিবেন এবং যদি পারশব শব্দ উচ্চারিত হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ প্রাণায়াম করিয়া লইবেন।

"সকৃদুচ্চরিতে শব্দে প্রণবং সমুদীরয়েৎ।
প্রোক্তে পারশবে শব্দে প্রাণায়ামং সকৃচ্চরেৎ।" (কুলার্ণবতন্ত্র)

জপ করিতে বসিয়া বহু প্রলাপ বলিলে পুনরায় আচমন ও অঙ্গন্যাস করিয়া জপ করিতে হয়। ক্ষুৎ (হাঁচি) ও অস্পৃশ্য স্থান স্পর্শনেও এইরূপ নিয়ম পালনীয়। পুরশ্চরণকৃৎ ব্যক্তি উক্ত নিয়মাদি কদাপি লঙ্ঘন করিবে না। বিষ্ঠা, মূত্রত্যাগ ও শঙ্কাদিযুক্ত হইয়া যদি কেহ ধর্ম্ম কর্ম্ম করে, তবে তাহার জপার্চ্চনাদি সমুদায় কার্য্য অপবিত্র হইয়া থাকে। যদি জপকর্ত্তার বস্ত্র ও কেশাদি মলিন এবং মুখে দৌর্গন্ধ্য থাকে, তবে তাঁহার আরাধ্য দেবতাই তাঁহাকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হন। জপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আলস্য, জৃম্ভণ, নিদ্রা, ক্ষুত, নিষ্ঠীবন, ভয়, নীচাঙ্গস্পর্শন ও কোপ করা নিষিদ্ধ।*

জপকর্ত্তা পুরশ্চরণসিদ্ধির নিমিত্ত জপকালে ধীর বা দ্রুত ভাব পরিত্যাগ করিয়া যথোক্ত সংখ্যক জপ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। বুদ্ধিপূর্ব্বক দেবতা, গুরু এবং মন্ত্র এই তিনের একতা ভাবিয়া প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্নিন পর্য্যন্ত একতানমনে জপ করিতে হইবে এবং প্রথম দিন যত সংখ্যক জপ করিতে পারি-

---

* "মৈথুনং তৎকথালাপং তদ্গোষ্ঠীঃ পরিবর্জ্জয়েৎ।
ঋতুকালং বিনা মন্ত্রী স্বস্ত্রিয়ং নৈব গচ্ছতি॥
লবণঞ্চ পলঞ্চৈব ক্ষারং ক্ষৌদ্রং রসান্তরং।
কৌটিল্যং ক্ষৌরমভ্যঙ্গমনিবেদিতভোজনং॥
অসঙ্কল্পিতকৃত্যঞ্চ বর্জ্জয়েন্মর্দ্দনাদিকং।
স্নায়াচ্চ পঞ্চগব্যেন কেবলামলকেন বা॥
মন্ত্রজপ্তান্নপানীয়ৈঃ স্নানাচমনভোজনং।
কুর্য্যাদ্‌যথোক্তবিধিনা ত্রিসন্ধ্যং দেবতার্চ্চনং॥" (রামার্চ্চনচন্দ্রিকা)

† "যস্তান্নপানপুষ্টাঙ্গঃ কুরুতে ধর্ম্মসঞ্চয়ং।
অন্নদাতুঃ ফলস্যার্দ্ধং কর্ত্তুশ্চার্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন পরান্নং বর্জ্জয়েৎ সুধীঃ।
পুরশ্চরণকালেষু সর্ব্বকর্ম্মসু শাম্ভবি!॥" (কুলার্ণবতন্ত্র)

* "বহুপ্রলাপী আচম্য ন্যস্যাঙ্গানি ততো জপেৎ।
ক্ষুতেঽপ্যেবং তথাস্পৃশ্যস্থানানাং স্পর্শনেন চ॥
এবমাদীংশ্চ নিয়মান্ পুরশ্চরণকৃচ্চরেৎ।
বিণ্মূত্রোৎসর্গশঙ্কাদিযুক্তঃ কর্ম্ম করোতি যৎ॥
জপার্চ্চনাদিকং সর্ব্বমপবিত্রং ভবেৎ প্রিয়ে!
মলিনাম্বরকেশাদিমুখদৌর্গন্ধ্যসংযুতঃ।
যো জপেত্তং দহত্যাশু দেবতা গুপ্তিসংস্থিতা॥
আলস্যং জৃম্ভণং নিদ্রাং ক্ষুতং নিষ্ঠীবনং ভয়ং।
নীচাঙ্গস্পর্শনং কোপং জপকালে বিবর্জ্জয়েৎ॥" (কুলার্ণবতন্ত্র)

বেন, অন্যান্য দিনেও তত সংখ্যক জপই করিতে হইবে। অন্যথা অর্থাৎ ন্যূনাধিক করিলে ব্রত-ভ্রষ্ট হইতে হয়।*

মুণ্ডমালাতন্ত্রেও লিখিত আছে যে, জপ যত সংখ্যায় আরম্ভ করিবে, যে পর্য্যন্ত সমাপ্ত না হয়, প্রত্যেক দিন তৎসংখ্যকই জপিতে হইবে। ন্যূনাধিক করা কর্ত্তব্য নয় এবং কলিতে যথোক্ত সংখ্যার চতুর্গুণ জপ প্রশস্ত।

"যৎসংখ্যয়া সমারব্ধং তৎ জপ্তব্যং দিনে দিনে।
ন্যূনাধিকং ন কর্ত্তব্যমাসমাপ্তং সদা জপেৎ॥
প্রজপেদুক্তসংখ্যায়াশ্চতুর্গুণজপং কলৌ॥" (মুণ্ডমা°)

উহার আর এক স্থানে লিখিত আছে,—

"কৃতে জপস্তু কল্পোক্তস্ত্রেতায়াং দ্বিগুণো মতঃ।
দ্বাপরে ত্রিগুণঃ প্রোক্তশ্চতুর্গুণজপঃ কলৌ॥" (মুণ্ডমা°)

কুলার্ণবতন্ত্রে লিখিত আছে, যথাবিধানে কর্ম্ম সম্পাদন করিলেই ফল লাভ হইয়া থাকে, ন্যূনাতিরিক্ত করিলে কদাপি ফল লাভ হয় না।

"ন্যূনাতিরিক্তকর্ম্মাণি ন ফলন্তি কদাচন।
যথাবিধিকৃতান্যেব সৎকর্ম্মাণি ফলন্তি হি॥" (কুলার্ণব)

মন্ত্রসিদ্ধি করিতে হইলে প্রথমতঃ ভূমিশয্যা, ব্রহ্মচর্য্য, মৌনাবলম্বন, আচার্য্যসেবা, নিত্যপূজা, নিত্যদান, দেবতার স্তুতি ও কীর্ত্তন, নিত্য ত্রিসন্ধ্যাস্নান, নীচকর্ম্ম পরিত্যাগ, নৈমিত্তিক পূজা, গুরু ও দেবতায় বিশ্বাস এবং জপনিষ্ঠা এই দ্বাদশটী ধর্ম্ম প্রতিপালন করা একান্ত বিধেয়। মন্ত্রসিদ্ধিকামী মিথ্যা বা বক্র উক্তি ত্যাগ করিবেন, বিশেষতঃ জপ, হোম ও পূজাকালে মিথ্যাবাক্য একবারেই প্রয়োগ করিবেন না, কারণ জপহোমাদি যাহা কিছু সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হউক না কেন, একমাত্র অসত্যপ্রয়োগ করিলে তৎসমুদয়ই বিফল হইয়া থাকে। †

কুলার্ণবতন্ত্রে লিখিত আছে,—পুরশ্চরণকালে কোন মৃতাশৌচ বা জাতাশৌচ হইলেও, কৃতসঙ্কল্প ব্যক্তি তাঁহার ব্রত পরিত্যাগ করিবেন না।

"পুরশ্চরণকালে তু যদিস্যান্মৃতসূতকং।
তথা চ কৃতসঙ্কল্পো ব্রতং নৈব পরিত্যজেৎ॥" (কুলার্ণব)

ঐ ব্যক্তি কুশশয্যায় শয়ন, সর্ব্বদা শুচিবস্ত্র পরিধান ও প্রত্যহ শয্যাক্ষালন করিবেন এবং শয়নকালে নিঃশঙ্কচিত্তে একাকীই নিদ্রা যাইবেন। এতদ্ভিন্ন গীতবাদ্যাদি শ্রবণ, নৃত্যদর্শন, অভ্যঙ্গ, গন্ধলেপন, পুষ্পধারণ, উষ্ণোদকে স্নান এবং অন্যদেবতার পূজা এই সকল তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ।

"শয়ীত কুশশয্যায়াং শুচিবস্ত্রধরঃ সদা।
প্রত্যহং ক্ষালয়েৎ শয্যামেকাকী নির্ভয়ঃ স্বপেৎ॥
অসত্যভাষণং বাচং কুটিলাং পরিবর্জ্জয়েৎ।
বর্জ্জয়েদ্গীতবাদ্যাদিশ্রবণং নৃত্যদর্শনং॥
অভ্যঙ্গং গন্ধলেপঞ্চ পুষ্পধারণমেব চ।
ত্যজেদুষ্ণোদকস্নানমন্যদেবপ্রপূজনং॥" (যোগিনীহৃদয়)

একখানি অথবা বহুবস্ত্র ধারণ করিয়া জপ করা নিষিদ্ধ।

"নৈকবাসাজপেন্মন্ত্রং বহুবাসাকুলোঽপি বা।" (যোগিনীহৃদয়)

বৈশম্পায়নসংহিতায় লিখিত আছে,—পুরশ্চরণকামী মোহক্রমেও কখন উপরি, অধ বা বহির্বস্ত্রের বিপর্য্যয় করিবেন না এবং পতিত বা অন্ত্যজ ব্যক্তির দর্শন ও তৎকথা শ্রবণ, ক্ষুত (হাঁচি), পায়ু-বায়ুনিঃসরণ এবং জৃম্ভণ হইলে জপ ত্যাগ করিয়া পুনরায় ষড়ঙ্গক প্রাণায়াম অথবা সূর্য্য, অগ্নি বা ব্রাহ্মণদর্শন করিয়া অবশিষ্ট জপ সম্পন্ন করিবেন।[১]

কি পুরশ্চরণ, কি অন্যবিষয়ক জপ, সমস্ত জপেই তন্ত্রান্তরে এইরূপ নিয়ম করা আছে যে, উষ্ণীষ বা কঞ্চুক ধারণ করিয়া জপ করিবে না এবং নগ্ন, মুক্তকেশ, জনতাবৃত, অপবিত্র হস্ত অথবা স্বয়ং অশুদ্ধ হইয়া বা কথা কহিতে কহিতেও জপ করিবে না। ইহা ভিন্ন আসনহীন অবস্থায় বা শয়ন করিয়া অথবা গমন কিংবা ভোজন করিতে করিতে, অনাচ্ছাদিত করেও জপ নিষিদ্ধ। ক্রুদ্ধ, ভ্রান্ত কিংবা ক্ষুধান্বিত অবস্থায় জপ করা অবিধেয়।

রথ্যা, অমঙ্গল স্থান, অন্ধকার-গৃহ, যজ্ঞকাষ্ঠ, পাষাণ কিংবা

---

* "এবমুক্তবিধানেন বিলম্বং ত্বরিতং বিনা।
উক্তসংখ্যং জপং কুর্য্যাৎ পুরশ্চরণসিদ্ধয়ে॥
দেবতাগুরুমন্ত্রাণামৈক্যং সম্ভাবয়ন্ ধিয়া।
জপেদেকমনাঃ প্রাতঃকালং মধ্যন্দিনাবধি॥
যৎসংখ্যয়া সমারব্ধং তৎকর্ত্তব্যং দিনে দিনে।
যদি ন্যূনাধিকং কুর্য্যাৎ ব্রতভ্রষ্টো ভবেন্নরঃ॥" (কুলার্ণবতন্ত্র)

† "ভূশয্যা ব্রহ্মচারিত্বং মৌনমাচার্য্যসেবিতা।
নিত্যপূজা নিত্যদানং দেবতাস্তুতিকীর্ত্তনং॥
নিত্যং ত্রিসবনং স্নানং ক্ষুদ্রকর্ম্মবিবর্জ্জনং।
নৈমিত্তিকার্চ্চনঞ্চৈব বিশ্বাসো গুরুদেবয়োঃ॥
জপনিষ্ঠা দ্বাদশৈতে ধর্ম্মাঃ স্যুর্মন্ত্রসিদ্ধিদা।
স্ত্রীশূদ্রপতিতব্রাত্যনাস্তিকোচ্ছিষ্টভাষণং।
অসত্যভাষণং জিহ্ম-ভাষণং পরিবর্জ্জয়েৎ॥
সত্যোনাপি চ ভাষেত জপহোমার্চ্চনাদিষু।
অন্যথানুষ্ঠিতং সর্ব্বং ভবত্যেব নিরর্থকং॥" (কুলার্ণবতন্ত্র)

(১) "বিপর্য্যাসং ন কুর্য্যাচ্চ কদাচিদপি মোহতঃ।
উপর্য্যধো বহির্বস্ত্রে পুরশ্চরণকৃন্নরঃ॥
পতিতানামন্ত্যজানাং দর্শনে ভাষণে শ্রুতে।
ক্ষুতেঽধোবায়ুগমনে জৃম্ভণে জপমুৎসৃজেৎ॥
তথা তস্য চ তৎপ্রাপ্তৌ প্রাণায়ামং ষড়ঙ্গকং।
কৃত্বা সম্যক্ জপেৎ শেষং যদ্বা সূর্য্যাদিদর্শনং॥" (বৈশম্পায়নসং°)

কোনরূপ উৎকট আসন অথবা ভূমিতে থাকিয়া জপ করিবে না এবং জপকালে পাদুকাধারণ, যানশয্যায় গমন বা পাদ-প্রসারণ করিয়াও জপ করা নিষিদ্ধ।

জপকালে যদি মার্জ্জার, কুক্কুট, ক্রৌঞ্চ, কুকুর, শূদ্র, বানর অথবা গর্দ্দভ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে পুনর্ব্বার আচমন করিয়া জপ করিতে হইবে এবং ইহাদিগকে স্পর্শ করিলেও স্নান করিয়া পবিত্র হইতে হইবে।

সর্ব্বপ্রকার জপকর্ম্মেই ঐরূপ নিয়ম পালন করিতে হয়; কিন্তু মানসজপে উহার কোন নিয়মই পালন করার প্রয়োজন নাই। মানসজপে মন্ত্রী ব্যক্তি শুচিই থাকুন, কিংবা অশুচিই থাকুন, আর গমনশীল বা শয়ানই হউন, একমাত্র তাঁহার মন্ত্রকেই তিনি অবলম্বন করিয়া সর্ব্বদা মনে মনে অভ্যাস করিবেন। মানসজপে দেশ বা কাল বিষয়েও কোনরূপ নিয়মপালনের আবশ্যকতা নাই। সর্ব্বদেশে সকল সময়েই জপ করা যাইতে পারে; তাহাতে কোনই দোষ হয় না।

জপফলসম্বন্ধে শিবধর্ম্মে লিখিত আছে, দ্বিজ জপনিষ্ঠ হইলে সমুদয় যজ্ঞের ফললাভ করিতে পারেন। সর্ব্বদা জপ দ্বারা দেবতাকে স্তব করিলে দেবতা প্রসন্ন হইয়া সমুদায় অভিলাষ এবং শাশ্বতী মুক্তি প্রদান করেন।

"জপনিষ্ঠো দ্বিজশ্রেষ্ঠোঽখিলযজ্ঞফলং লভেৎ।
সর্ব্বেষামেব যজ্ঞানাং জায়তেঽসৌ মহাফলঃ॥
জপেন দেবতা নিত্যং স্তূয়মানা প্রসীদতি।
প্রসন্না বিপুলান্ কামান্ দত্ত্বামুক্তিঞ্চ শাশ্বতীং॥" (শিবধর্ম্ম)

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে,—যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, গ্রহ কিংবা ভয়ঙ্কর সর্প ইহাদের কেহই জপনিরত ব্যক্তির কোন অনিষ্ট করিতে পারে না, অধিকন্তু ভীত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে থাকে।

"যক্ষরক্ষঃ পিশাচাশ্চ গ্রহাঃ সর্পাশ্চ ভীষণাঃ।
জাপিনং নোপসর্পন্তি ভয়ভীতাঃ সমন্ততঃ॥" (পদ্মপু°)

সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম, যজ্ঞ ও তপস্যা হইতে জপযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ! উক্ত মাহাত্ম্য সকল কেবল বাচিক জপযজ্ঞ সম্বন্ধেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উপাংশু ও মানস-জপযজ্ঞের মাহাত্ম্য উহা হইতেও অধিক।

"যাবন্তঃ কর্ম্মযজ্ঞাঃ স্যুঃ প্রদিষ্টানি তপাংসি চ।
সর্ব্বে তে জপযজ্ঞস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং॥
মাহাত্ম্যং বাচিকস্যৈতজ্জপযজ্ঞস্য কীর্ত্তিতং।
তস্মাচ্ছতগুণোপাংশুঃ সহস্রো মানসঃ স্মৃতঃ॥" (পাদ্ম ও নার°পু°)

বাচিক, উপাংশু ও মানস এই ত্রিবিধ জপের মধ্যে বাচিক মারণে, উপাংশু পুষ্টিকামে এবং মানসজপ সিদ্ধিকামনায় প্রশস্ত।

"মানসঃ সিদ্ধিকামানাং পুষ্টিকামৈরুপাংশুকঃ।
বাচিকো মারণে চৈব প্রশস্তো জপ ঈরিতঃ॥" (তন্ত্র)

অক্ষরাবৃত্তির নাম জপ। ঐ জপ মানস, উপাংশু ও বাচিক ভেদে তিন প্রকার, এই ত্রিবিধ জপের মধ্যে বুদ্ধিপূর্ব্বক বর্ণ-স্বর ও পদসম্বলিত অক্ষরশ্রেণীর অর্থচিন্তা করিয়া যে উচ্চারণ করা হয়, তাহাকে মানস জপ কহে। এই মানসজপই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

"জপঃ স্যাদক্ষরাবৃত্তির্মানসোপাংশুবাচিকৈঃ।
উচ্চরেদর্থমুদ্দিশ্য মানসঃ স জপঃ স্মৃতঃ॥" (গৌতমীয়)

মন্ত্রনির্ণয়ে লিখিত আছে,—মনে মনে মন্ত্রবর্ণের চিন্তা করার নামই মানস জপ। দেবতার প্রতি চিত্তসমর্পণপূর্ব্বক জিহ্বা ও ওষ্ঠ দুয়ের কিঞ্চিৎ পরিচালনা এবং জপকালে মন্ত্রবর্ণ সকলের কিছু কর্ণগোচরতা হইলে তাহাকে উপাংশু জপ কহে, এতদ্ভিন্ন বাক্য দ্বারা যে মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়, তাহাকে বাচিক জপ কহে।

"মানসং মন্ত্রবর্ণস্য চিন্তনং মানসঃ স্মৃতঃ।
জিহ্বৌষ্ঠে চালয়েৎ কিঞ্চিৎ দেবতাগতমানসঃ।
কিঞ্চিৎ শ্রবণযোগ্যঃ স্যাৎ উপাংশুঃ স জপঃ স্মৃতঃ।
মন্ত্রমুচ্চারয়েদ্বাচা বাচিকঃ স জপঃ স্মৃতঃ॥" (মন্ত্রনির্ণয়)

অন্যত্র লিখিত আছে, যে জপ স্বীয় কর্ণের অগোচর, তাহার নাম মানস, নিজকর্ণের গোচরীভূত জপের নাম উপাংশু এবং যে উচ্চারিত বাক্য অন্য লোকেও শুনিতে পারে, তাহার নাম বাচিক।

"নিজকর্ণাগোচরো যো মানসঃ স জপস্মৃতঃ।
উপাংশুর্নিজকর্ণস্য গোচরঃ স প্রকীর্ত্তিতঃ॥
নিগদন্তু জনৈর্বেদ্যস্ত্রিবিধোঽয়ং জপঃ স্মৃতঃ॥" (তন্ত্রান্তর)

এই ত্রিবিধ জপের মধ্যে বাচিক অধম, উপাংশু মধ্যম এবং মানস জপ উত্তম বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

"উচ্চৈর্জপোঽধমঃ প্রোক্ত উপাংশুর্মধ্যমঃ স্মৃতঃ।
উত্তমো মানসো দেবি! ত্রিবিধঃ কথিতো জপঃ॥" (তন্ত্রান্তর)

মনকে যাবতীয় বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া মন্ত্রের অর্থ ভাবনাপূর্ব্বক নাতিহ্রস্ব ও নাতিদীর্ঘভাবে জপ করা কর্ত্তব্য। অতিহ্রস্ব বা অতিদীর্ঘভাবে কখনই জপ করিবে না। কারণ অতিহ্রস্ব জপে ব্যাধি এবং অতিদীর্ঘ জপে ধনক্ষয় হইয়া থাকে। এজন্য জপকর্ত্তা মৌক্তিকহারের ন্যায় মন্ত্রের অক্ষরে অক্ষরে সংযোগ করিয়া জপ করিবেন। জপ করিবার সময় যিনি মুখে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া মনে মনে স্তোত্র স্মরণ করেন, তাঁহার মন্ত্র বা স্তব দুইই ভিন্নভাণ্ডনিহিত জলের ন্যায় ব্যর্থ হইয়া থাকে।[১]

(১) "অতিহ্রস্বো ব্যাধিহেতুরতিদীর্ঘো বসুক্ষয়ঃ।
অক্ষরাক্ষরসংযুক্তং জপেন্মৌক্তিকহারবৎ॥

জপাদি করিতে হইলে মনে মনে শিব ও শক্তি প্রভৃতির ঐক্য ভাবনা করিয়া করিতে হয়। অন্যথা শতকোটিকল্পেও সিদ্ধিলাভ হয় না।

"মনোঽন্যত্র শিবোঽন্যত্র শক্তিরন্যত্র মারুতঃ।
ন সিদ্ধ্যতি বরারোহে! কল্পকোটিশতৈরপি॥" (কুলার্ণবতন্ত্র)

গৌতমীয়ে লিখিত আছে, শক্তি অনুসারে ত্রিসন্ধ্যাই স্নান করিবে। অন্যথা দুইবার বা একবার স্নান করিলেই চলিবে। পরন্তু পূজা ও জপ তিন সন্ধ্যাই করণীয়।

"শক্ত্যা ত্রিসবনং স্নানমন্যথা দ্বিঃ সকৃচ্চরেৎ।
ত্রিসন্ধ্যাং প্রজপেন্মন্ত্রং পূজনং তৎসমং ভবেৎ॥" (গৌতমীয়)

মন্ত্র জপ করিতে হইলে যে দেবতার মন্ত্র জপ করা যায়, সেই দেবতার পূজা করিয়া লইতে হয়। পূজা ব্যতীত কখনই জপ করা কর্ত্তব্য নয়। জপ করিবার আদিতে অথবা জপ শেষ হইলে, যে সময়েই হউক, দেবতার পূজা করিতেই হইবে।

"একদা বা ভবেৎ পূজা ন জপেৎ পূজনং বিনা।
জপান্তে বা ভবেৎ পূজা পূজান্তে বা জপেন্মনুং॥" (গৌতমীয়)

কুলার্ণবে লিখিত আছে,—মন্ত্র জপ করিবার পূর্ব্বে জাতসূতক এবং অন্তে মৃতসূতক উপস্থিত হইলে মন্ত্রসিদ্ধি হয় না। এজন্য মন্ত্রমুক্ত করিয়া জপ করিতে প্রবৃত্ত হইবে। উক্ত সূতকদ্বয় হইতে মুক্ত হইলে মন্ত্র সকল সিদ্ধি প্রদান করিতে সক্ষম হয়(৩)। মন্ত্রসিদ্ধি করিতে হইলে মন্ত্রের অর্থ এবং মন্ত্রচৈতন্য জানা আবশ্যক।

কুলার্ণবতন্ত্রে লিখিত আছে,—মন্ত্রের অর্থ এবং মন্ত্রচৈতন্য না জানিয়া জপ করিলে শতকোটি জপেও সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায় না। লুপ্ত বীজ ও চৈতন্যহীন মন্ত্রে কোন ফলই হয় না। চৈতন্যযুক্ত মন্ত্রই সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান করিতে পারে। মন্ত্র চৈতন্যহীন হইলে লক্ষকোটি জপেও ফল পাওয়া যায় না। মন্ত্র যদি একবার মাত্র চৈতন্যযুক্ত হয়, তাহা হইলেও প্রভূত ফল লাভ হইয়া থাকে। সহসা হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হইয়া যায় এবং নেত্র হইতে আনন্দ-জল পতিত হইয়া জপকর্ত্তার দেহ পুলকিত হইতে থাকে ও তাহার মুখ হইতে গদগদ ভাবে নিঃসন্দেহে বাক্য নিঃসৃত হয়(৪)।

ঐ কুলার্ণবতন্ত্রেই লিখিত আছে,—ভূতলিপি দ্বারা মন্ত্র সম্পুটিত করিয়া একমাসকাল যদি জপ করা যায়, তবে অবশ্যই মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে।

ভূতলিপি করিতে হইলে প্রথমতঃ পাঁচটী হ্রস্ববর্ণ, চারিটী সন্ধিবর্ণ এবং ব্যোম, আর, অগ্নি, জল ও ধরা এই কএকটীর বীজ যোজনা করিতে হইবে, অর্থাৎ অ ই উ ঋ ঌ এ ঐ ও ঔ হ য র ব ল এবং পঞ্চবর্গের অক্ষর সমুদায় ক্রমান্বয়ে অন্ত, আন্ত, দ্বিতীয়, চতুর্থ ও মধ্যম বর্ণত্রয় যথা—"ঙ ক খ ঘ গ ঞ চ ছ ঝ জ ণ ট ঠ ঢ ড ন ত থ ধ দ ম প ফ ভ ব শ ষ স" এই দ্বিচত্বারিংশৎটী বর্ণ শ্বেতেন্দুসহ মন্ত্র উচ্চারণ করিবার পূর্ব্বে ও পরে আবৃত্তি করিয়া লইতে হইবে। ইহাকেই ভূতলিপি কহে।

গৌতমীয়ে লিখিত আছে,—উক্ত ভূতলিপি দ্বারা সম্পুটিত মন্ত্র যথোক্ত নিয়মে প্রথমতঃ জপ করিয়া পরে কুশ, পুষ্প, অর্ঘ্য ও জল দ্বারা যে দেব উদ্দেশ্যে জপ করিবে, পরে তাঁহারই দক্ষিণ হস্তে ঐ জপ সমর্পণ করিতে হইবে। কিন্তু শক্তিবিষয় হইলে গন্ধ, অক্ষত ও কুশোদক দ্বারা দেবতার বামহস্তে জপ সমর্পণ করা কর্ত্তব্য। জপের আদি ও অন্তে জপের উদ্দেশ্য সকল ভাবনা করিয়া তিন তিন বার প্রাণায়াম করিতে হইবে।

জপ করিতে গিয়া জপের সংখ্যা রাখিতে হয়। অক্ষত, হস্তপর্ব্ব, ধান্য, চন্দন, পুষ্প বা মৃত্তিকা এই সমুদায় দ্বারা জপের সংখ্যা রাখা নিষিদ্ধ। লাক্ষা, কুশীদ, সিন্দূর, গোময় ও ও করীষ (শুষ্কগোময়) এই সমুদয়ের বিলোড়নে গুটিকা নির্ম্মাণ করিয়া জপের সংখ্যা রাখা কর্ত্তব্য।

"নাক্ষতৈর্হস্তপর্ব্বৈর্বা ন ধান্যৈর্ন চ পুষ্পকৈঃ।
ন চন্দনৈর্মৃত্তিকয়া জপসংখ্যান্তু কারয়েৎ॥
লাক্ষাকুশীদসিন্দূরং গোময়ঞ্চ করীষকং।
বিলোড্য গুটিকাং কৃত্বা জপসংখ্যান্তু কারয়েৎ॥" (মুণ্ডমালা)

মনসা যঃ স্মরেৎ স্তোত্রং বচসা বা মনুং জপেৎ।
উভয়ং নিষ্ফলং যাতি ভিন্নভাণ্ডোদকং যথা॥"

(৩) "জাতসূতকমাদৌ স্যাদন্তে চ মৃতসূতকং।
সূতকদ্বয়সংযুক্তো যো মন্ত্রঃ স ন সিদ্ধ্যতি॥
গুরোস্তত্রহিতং কৃত্বা মন্ত্রং যাবজ্জপেদ্দ্বিয়া।
সূতকদ্বয়নির্ম্মুক্তঃ স মন্ত্রঃ সর্ব্বসিদ্ধিদঃ॥
ব্রহ্মবীজং মনোর্দত্বা চাদ্যন্তে পরমেশ্বরি।
সপ্তবারং জপেন্মন্ত্রং সূতকদ্বয়মুক্তয়ে॥" (কুলার্ণবতন্ত্র)

(৪) "মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যোনিমুদ্রাং ন বেত্তি যঃ।
শতকোটিজপেনাপি তস্য সিদ্ধি র্ন জায়তে॥
লুপ্তবীজাশ্চ যে মন্ত্রা ন দাস্যন্তি ফলং প্রিয়ে।
মন্ত্রাশ্চৈতন্যসহিতাঃ সর্ব্বসিদ্ধিকরাঃ স্মৃতাঃ॥
চৈতন্যরহিতা মন্ত্রাঃ প্রোক্তা বর্ণাস্তু কেবলং।
ফলং নৈব প্রযচ্ছন্তি লক্ষকোটিজপৈরপি॥
মন্ত্রোচ্চারে কৃতে যাদৃক্ স্বরূপং প্রথমং ভবেৎ।
শতে সহস্রে লক্ষে বা কোটিজাপে ন তৎফলং।
হৃদয়গ্রন্থিভেদশ্চ সর্ব্বাবয়ববর্দ্ধনঃ॥
আনন্দাশ্রূণি পুলকো দেহাবেশঃ কুলেশ্বরি।
গদ্গদোক্তিশ্চ সহসা জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥" (কুলার্ণবতন্ত্র)

জপকর্ত্তা প্রতিদিন যতসংখ্যক জপ করিবেন, জপ শেষ হইয়া গেলে, প্রত্যেক দিন তাহার দশাংশানুক্রমে হোম, তর্পণ এবং অভিষেক করিবেন। জপের ন্যূনাধিক্য-প্রশমনের জন্য প্রত্যহ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন। অথবা সমুদায় জপ হইয়া গেলে হোম ও তর্পণাদি সম্পন্ন করিবেন।৫

মুণ্ডমালাতন্ত্রে লিখিত আছে,—যে দেবতার যত পরিমাণে জপ উক্ত হইয়াছে, জপান্তে প্রতিদিনই তাহার দশাংশ অনুক্রমে সেই সেই দেবতার যথোক্ত হোমাদি করিতে হইবে।

"যস্য যাবান্ জপঃ প্রোক্তস্তদ্দশাংশমনুক্রমাৎ।
তত্তদ্দৈবোর্জপস্যান্তে হোমং কুর্য্যাদ্দিনে দিনে॥" (মুণ্ডমালাতন্ত্র)

পুরশ্চরণচন্দ্রিকায় লিখিত আছে—প্রতিদিন যত জপ হইবে তাহার দশাংশ হোম করিবে। অথবা লক্ষ জপ পূর্ণ হইলে হোম করিতে হইবে।

"ততো জপদশাংশেন হোমং কুর্য্যাদ্দিনে দিনে।
অথবা লক্ষসংখ্যায়াং পূর্ণায়াং হোমমাচরেৎ॥"(পুরশ্চরণচন্দ্রিকা)

সনৎকুমারীয়ে লিখিত আছে—জপকর্ত্তা জপের যে যে অঙ্গহীন হইবে, তাহার দ্বিগুণ জপ করিবেন। ব্রাহ্মণপক্ষেই এই নিয়ম জানিতে হইবে, কিন্তু হোম করিতে না পারিলে ব্রাহ্মণ-পত্নীর হোমসংখ্যার চতুর্গুণ জপ বিধেয়। তদ্ভিন্ন ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যপত্নীদিগের ক্রমে ছয় গুণ ও আট গুণ জপ করা প্রশস্ত। শূদ্র যদি ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যের আশ্রিত হয়, তবে যাহার আশ্রয়ে থাকিয়া জপ করিবে, তৎসম্বন্ধে যে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাকেও সেই নিয়মেই চলিতে হইবে। পরন্তু শূদ্র যদি কাহারও আশ্রয়ে না থাকিয়া জপ করে, তবে তাহাকে দশগুণ জপ করিতে হইবে এবং শূদ্র যদি ব্রাহ্মণের ভৃত্য হয়, তবে তৎপক্ষে ব্রাহ্মণ-পত্নীর তুল্য জপ প্রশস্ত।৬

মোট কথা, হোমাভাবে ব্রাহ্মণ দ্বিগুণ ও ব্রাহ্মণপত্নী চারিগুণ জপ করিবেন, এতদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণেতর ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র ইহাদিগের ক্রমে তিন গুণ, চারি গুণ ও পাঁচগুণ জপিতে হইবে এবং ইহাদিগের পত্নীগণ, ক্রমান্বয়ে উক্ত নিয়মের দ্বিগুণ অধিক জপ করিবেন। সর্ব্বত্রই স্ত্রীদিগের পুরুষাপেক্ষা দ্বিগুণ জপ প্রশস্ত।

এদিকে যোগিনীহৃদয় এবং কুলার্ণবেও লিখিত আছে,—ব্রাহ্মণ হোমকর্ম্মে অশক্ত হইলে দ্বিগুণ জপ করিবেন, ব্রাহ্মণ ভিন্ন ইতর বর্ণ অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ইহাদিগের ক্রমে তিন, চারি এবং পাঁচগুণ জপ করিতে হইবে।

"হোমকর্ম্মণ্যশক্তানাং বিপ্রাণাং দ্বিগুণো জপঃ।
ইতরেষান্তু বর্ণানাং ত্রিগুণাদিঃ সমীরিতঃ॥" (যোগিনীহৃদয়)
"যদ্যদঙ্গং বিহীনং স্যাৎ তৎসংখ্যাদ্বিগুণো জপঃ।
কুর্ব্বীত ত্রিচতুঃপঞ্চ যথাসংখ্যং দ্বিজাদয়ঃ॥" (কুলার্ণবতন্ত্র)

অগস্ত্যসংহিতায় লিখিত আছে,—যদি জপকর্ত্তা হোম, পূজা কিংবা তর্পণ করিতেও অশক্ত হন, তাহা হইলে সেই নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক জপ এবং ব্রাহ্মণারাধন এই দুইটী করিলেও তাঁহার পুরশ্চরণ সিদ্ধ হইবে।

"যদি হোমেঽপ্যশক্তঃ স্যাৎ পূজায়াং তর্পণেঽপি বা।
তাবৎ সংখ্যজপেনৈব ব্রাহ্মণারাধনেন চ।
ভবেদঙ্গদ্বয়েনৈব পুরশ্চরণমার্য্য বৈ॥" (অগস্ত্যসং)

বীরতন্ত্রে লিখিত আছে—জপবিষয়ে স্ত্রীলোকের পূজাদি কোন নিয়মই পালন করিবার আবশ্যক নাই। কেবল জপ করিলেই স্ত্রীদিগের মন্ত্রসিদ্ধি হইবে। পূজাদি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম সকল পুরুষসম্বন্ধেই জানিতে হইবে।

"নিয়মঃ পুরুষে জ্ঞেয়ো ন যোষিৎসু কদাচন।
ন ন্যাসো যোষিতামত্র ন ধ্যানং ন চ পূজনং।
কেবলং জপমাত্রেণ মন্ত্রাঃ সিদ্ধ্যন্তি যোষিতাং॥" (বীরতন্ত্র)

বীরতন্ত্রেরই আর এক স্থানে লিখিত আছে,—গুরুকে যথাযোগ্য দক্ষিণা এবং অন্নবস্ত্রাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করিতে হইবে। গুরু সন্তুষ্ট হইলে নিশ্চয়ই মন্ত্রসিদ্ধি হইবে।

"গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাৎ ভোজনাচ্ছাদনাদিভিঃ।
গুরুসন্তোষমাত্রেণ মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেদ্ধ্রুবং॥" (বীরতন্ত্র)

যোগিনীহৃদয়ে লিখিত আছে,—গুরুর অভাব হইলে

(৫) "এবং জপং পুরা কৃত্বা তেজোরূপং সমর্পয়েৎ।
দেবস্য দক্ষিণে হস্তে কুশপুষ্পার্ঘ্যবারিভিঃ॥
সফলং তদ্বিভাব্যৈবং প্রাণায়ামং সমাচরেৎ।
জপস্যাদৌ জপান্তে চ ত্রিতয়ং ত্রিতয়ং চরেৎ॥ (গৌতমীয়)
এবং জপং পুরা কৃত্বা গন্ধাক্ষতকুশোদকৈঃ।
জপং সমর্পয়েদ্দেব্যা বামহস্তে বিচক্ষণঃ॥
জপান্তে প্রত্যহং মন্ত্রী হোময়েত্তদ্দশাংশতঃ।
তর্পণঞ্চাভিষেকঞ্চ তত্তদ্দশাংশতো মুনে॥
প্রত্যহং ভোজয়েদ্বিপ্রান্ ন্যূনাধিকপ্রশান্তয়ে।
অথবা সর্ব্বপূর্ত্তৌ চ হোমাদিকমথাচরেৎ।
সম্পূর্ণায়াং প্রতিজ্ঞায়াং তর্পণাদিকমাচরেৎ॥" (গৌতমীয়)

(৬) "যদ্যদঙ্গং ভবেদ্ভগ্নং তৎসংখ্যাদ্বিগুণো জপঃ।
হোমাভাবে জপঃ কার্য্যো হোমসংখ্যাচতুর্গুণঃ॥
বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ রসসংখ্যাগুণঃ স্মৃতঃ।
বৈশ্যানাং বসুসংখ্যাকমেষাং স্ত্রীণাময়ং বিধিঃ॥
যং বর্ণমাশ্রিতঃ শূদ্রঃ স চ তস্য বিধিং চরেৎ।
অনাশ্রিতস্য শূদ্রস্য দিক্‌সংখ্যাকঃ সমীরিতঃ॥
শূদ্রস্য বিপ্রভৃত্যস্য তৎপত্ন্যাঃ সদৃশো জপঃ।" (সনৎকুমারীয়)

গুরুপুত্র অথবা গুরুপত্নীকে দক্ষিণাদি প্রদান করিবে। যদি তাঁহাদিগেরও অভাব হয়, তবে ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবে। যথানিয়মে জপ, হোম, তর্পণ, অভিষেক ও ব্রাহ্মণ-ভোজন এই পঞ্চাঙ্গ দ্বারা যিনি এক মন্ত্রের সিদ্ধি করিতে পারিবেন, তাঁহার নিকট অন্যান্য কোন মন্ত্রই অসিদ্ধ থাকে না, সমস্ত মন্ত্রেই তিনি সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। এই সমুদায় পুরশ্চরণ প্রভৃতি তান্ত্রিক কার্য্যে একমাত্র গুরুকেই মূল বলিয়া জানিতে হইবে। গুরু ভিন্ন এই সকল কার্য্য কখনই সম্পন্ন হইতে পারে না। গুরু যদি এক গ্রামে বাস করেন, তাহা হইলে প্রতিদিন গুরু-গৃহে গিয়া তাঁহার চরণবন্দন করিতে হইবে। একমাত্র গুরুকেই পরমব্রহ্ম জানিয়া অর্চ্চনা করিবে। সাধক ব্যক্তি কার্য্যাবসানে মহতী পূজা বিধান করিয়া সুভাষিণী কুমারীকে বিবিধ ভূষণে ভূষিত এবং বহুবিধ মিষ্টান্ন দ্বারা বান্ধবগণের সহিত ভোজন করিবেন। মন্ত্রী ব্যক্তি এইরূপে মন্ত্রসিদ্ধি করিয়া নিখিল অভীপ্সিতই সাধন করিতে সক্ষম হন।৭

বশিষ্ঠ বলিয়াছেন,—পুরশ্চরণের যদি কোন অঙ্গহীন হয়, তাহা পূরণের জন্য যত জপ নির্দ্দিষ্ট আছে, ভক্তিপূর্ব্বক তাহার দ্বিগুণ জপ করিতে হইবে, তাহা হইলেই আর অঙ্গহানি হইবে না। এই নিয়ম কেবলমাত্র অশক্তপক্ষে। শক্তি পক্ষে অঙ্গহানি না করিয়া যথোক্ত নিয়মে সম্পন্ন করিতে পারিলেই সর্ব্বতোভাবে উত্তম। পক্ষান্তরে কেবল ব্রাহ্মণ-ভোজনেও অঙ্গহীনতা লুপ্ত হইয়া থাকে। কেন না যেখানে ব্রাহ্মণ ভোজন করেন, তথায় স্বয়ং ভগবান্ হরি ভোজন করিয়া থাকেন।

"যদ্যদঙ্গং বিহীয়েত তৎসংখ্যাদ্বিগুণো জপঃ।
কর্ত্তব্যশ্চাঙ্গসিদ্ধ্যর্থং তদশক্তেন ভক্তিতঃ॥
ন চেদঙ্গং বিহীয়েত তদ্বিশিষ্টমবাপ্নুয়াৎ।
বিপ্রভোজনমাত্রেণ ব্যঙ্গং সাঙ্গং ভবেদ্ধ্রুবং।
যত্র ভুঙ্‌ক্তে দ্বিজস্তস্মাৎ তত্র ভুঙ্‌ক্তে হরিঃ স্বয়ং॥" (বশিষ্ঠ)

(৭) "গুরোরভাবে পুত্রায় তৎপত্ন্যৈ বা নিবেদয়েৎ।
তয়োরভাবে দেবেশি! ব্রাহ্মণেভ্যো নিবেদয়েৎ॥
সম্যক্‌সিদ্ধৈকমন্ত্রস্য পঞ্চাঙ্গোপাসনেন চ।
সর্ব্বে মন্ত্রাশ্চ সিদ্ধ্যন্তি ত্বৎপ্রসাদাৎ কুলেশ্বরি॥
গুরুমূলমিদং সর্ব্বমিত্যাহুস্তন্ত্রবেদিনঃ।
একগ্রামে স্থিতো নিত্যং গত্বা বন্দেত বৈ গুরুং॥
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মাদাদৌ তমর্চ্চয়েৎ।
তদন্তে মহতীং পূজাং কুর্য্যাৎ সাধকসত্তমঃ॥
সুভাষিণীং কুমারীঞ্চ ভূষণৈরপি ভূষয়েৎ।
মিষ্টান্নং বহুশঃ কার্য্যং ভুঞ্জীত বন্ধুভিঃ সহ।
এবং সিদ্ধমনুর্মন্ত্রী সাধয়েৎ সকলেপ্সিতান্॥" (যোগিনীহৃদয়)

শাস্ত্রে কথিত আছে, স্ত্রী এবং শূদ্রদিগের হোমাদি কোন-রূপ বৈদিককর্ম্মেই অধিকার নাই; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সনৎ-কুমারীয়, যোগিনীহৃদয় ও কুলার্ণবতন্ত্রের কএকটী বচন দ্বারা স্ত্রী এবং শূদ্রাদিগকে হোমাধিকারী বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে; এখন এই বিধানদ্বয়ের মীমাংসা সম্বন্ধে প্রথমতঃ হোমকুণ্ডের বিষয়ে বলিয়াছেন,—

"বণিজামর্দ্ধশশাঙ্ককোণং ত্র্যস্রং ভবতি শূদ্রাণাং"
(নাগভট্ট-নিবন্ধ)

অর্থাৎ বৈশ্যের হোমকুণ্ড অর্দ্ধচন্দ্র কোণাকৃতি, এবং শূদ্রের ত্রিকোণাকৃতি হইবে, স্ত্রীদিগের হোমকর্ম্ম ব্রাহ্মণদ্বারা বিধেয়। কিন্তু বারাহী-তন্ত্রে শূদ্রদিগের স্বকর্তৃক হোম বিহিত হইয়াছে।

"যদি কামী ভবত্যেব শূদ্রোঽপি হোমকর্ম্মণি।
বহ্নিজায়াং পরিত্যজ্য হৃদয়ান্তেন হোময়েৎ॥" (বারাহীতন্ত্র)

অর্থাৎ শূদ্র যদি হোম করিতে ইচ্ছা করে, তবে 'স্বাহা' শব্দ পরিত্যাগ করিয়া তৎস্থানে নমঃ শব্দ উচ্চারণ করিয়া হোম করিবে।

নারায়ণ-কল্পে লিখিত আছে—স্ত্রী এবং শূদ্রদিগের পক্ষে প্রণবাদি মন্ত্রও উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ।

"অষ্টাক্ষরো মহামন্ত্রঃ সপ্তার্ণঃ শূদ্রযোষিতোঃ।
প্রণবাদিশ্চ যো মন্ত্রো ন স্ত্রীশূদ্রে প্রশস্যতে॥" (নারায়ণকল্প)

পুরশ্চরণের কালসম্বন্ধে বারাহীতন্ত্রে লিখিত আছে,—চন্দ্র তারা শুদ্ধ দেখিয়া শুক্লপক্ষে এবং শুভদিনে পুরশ্চরণ আরম্ভ করিবে, কিন্তু হরিশয়নে নিষিদ্ধ।

"চন্দ্রতারানুকূলে চ শুক্লপক্ষে শুভেঽহনি।
আরভেত পুরশ্চর্য্যাং হরৌ সুপ্তে ন চাচরেৎ॥" (বারাহী)

রুদ্রযামলে আবার ঐ বচনের প্রতিপ্রসব দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"কার্ত্তিকাশ্বিনবৈশাখমাঘেঽথ মার্গশীর্ষকে।
ফাল্গুনে শ্রাবণে দীক্ষা পুরশ্চর্য্যা প্রশস্যতে॥" (রুদ্রযামল)

তন্ত্রান্তরে লিখিত আছে, গ্রস্তাস্ত এবং গ্রস্তোদয়ে পুরশ্চরণ কিংবা দীক্ষা ইহার কিছুই করিতে নাই, কারণ ঐ সময়ে পুর-শ্চরণাদি করিলে আয়ু, লক্ষ্মী, পুত্র ও সম্পদ্ এই সমুদায়ই নষ্ট হইয়া থাকে।৮

পুরশ্চরণ করিতে হইলে প্রথমতঃ পুণ্যক্ষেত্রাদি কোন একটী স্থান নির্ণয় করিতে হয়, পরে তথায় গিয়া "আমি অমুক মন্ত্র পুর-শ্চরণ সিদ্ধির জন্য এই স্থান গ্রহণ করিলাম, আমার মন্ত্র সিদ্ধ

(৮) "গ্রস্তাস্তে হ্যদিতে নৈব কুর্য্যাদ্দীক্ষাং জপং প্রিয়ে।
কৃতে নাশো ভবেদাশু আয়ুঃশ্রীসুতসম্পদাম্॥" (তন্ত্র)

হউক” এইরূপ ভাবনা করিবে। পরে পুরশ্চরণ-ক্রিয়ার পূর্ব্ব তৃতীয়দিবসে ক্ষৌরাদি সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া বেদিকার চারিদিকে আহারবিহারাদির জন্ত এক ক্রোশ বা দুই ক্রোশ পরিমিত স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া তথায় কূর্ম্মচক্রানুরূপ একটী মণ্ডল প্রস্তুত করিয়া একাহারে থাকিবে। অনন্তর তৎপর দিবস স্নানাদি করিয়া বিশুদ্ধভাবে বেদিকার চারিদিকে অশ্বথ, উডুম্বর বা প্লক্ষ বৃক্ষদ্বারা বিতস্তিমাত্র দশটী কীলক নির্ম্মাণপূর্ব্বক "ওঁ নমঃ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্রদ্বারা অষ্টোত্তরশতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া বেদিকার দশদিকেই—

"ওঁ যে চাত্র বিঘ্নকর্ত্তারো ভুবি দিব্যন্তরীক্ষগাঃ।
বিঘ্নভূতাশ্চ যে চান্তে মম মন্ত্রস্য সিদ্ধিষু॥
ময়ৈতৎ কীলিতং ক্ষেত্রং পরিত্যজ্য বিদূরতঃ।
অপসর্পন্তু তে সর্ব্বে নির্বিঘ্নং সিদ্ধিরস্তু মে॥"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া নিখনন করিতে হইবে। পরে ঐ দশটী কীলকে 'ওঁ নমঃ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফট্' এই মন্ত্রদ্বারা অস্ত্র পূজা করিয়া পূর্ব্বাদিক্রমে ইন্দ্রাদি লোকপালদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া মধ্যস্থলে ক্ষেত্রপালের পূজা এবং সঙ্কল্পপূর্ব্বক সর্ব্ববিঘ্নবিনাশের জন্ত বেদী মধ্যে পঞ্চোপচারে গণপতির পূজা করিতে হইবে।৯ সঙ্কল্প যথা,—ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা মৎকর্ত্তব্যামুক-মন্ত্রপুরশ্চরণকর্ম্মণি সর্ব্ববিঘ্নবিনাশার্থং গণেশপূজামহং করিষ্যে'।

অনন্তর মাসভক্তাদি দ্বারা পূজিত দেবতাদিগকে বলি দান করিবে। পরে

"ও যে রৌদ্রা রৌদ্রকর্ম্মাণো রৌদ্রস্থাননিবাসিনঃ।
মাতরোঽপ্যুগ্ররূপাশ্চ গণাধিপতয়শ্চ যে॥
বিঘ্নভূতাশ্চ যে চান্যে দিগ্বিদিক্ষু সমাশ্রিতাঃ।
সর্ব্বে তে প্রীতমনসঃ প্রতিগৃহ্ণন্ত্বিমং বলিং॥"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দশদিকস্থ ভূতদিগকে বলি দান করিয়া গায়ত্রী জপ করিতে হইবে।

"প্রাতঃ স্নাত্বা তু গায়ত্র্যাঃ সহস্রং প্রযতো জপেৎ।
জ্ঞাতাজ্ঞাতস্য পাপস্য ক্ষয়ার্থং প্রথমং ততঃ॥" (বিদ্যাধরাচার্য্য)

এই গায়ত্রীজপেও প্রথমতঃ সঙ্কল্প করিয়া লইতে হয়। সঙ্কল্প যথা—"ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা জ্ঞাতাজ্ঞাতপাপক্ষয়কামোঽষ্টোত্তরসহস্রগায়ত্রীজপমযুতগায়ত্রীজপং বা অহং করিষ্যে" এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া গায়ত্রী জপ করিবে। পরে ঐ দিবস উপবাসী থাকিবে অথবা হবিষ্যাশী হইবে। তৎপরদিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে স্নানাদি সমুদায় কার্য্য শেষ করিয়া স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক পুরশ্চরণের সঙ্কল্প করিতে হইবে, যথা,—বিষ্ণুঃ ওম্ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকদেবতায়া অমুকমন্ত্রসিদ্ধিপ্রতিবন্ধকতাশেষপাপক্ষয়পূর্ব্বকতন্মন্ত্রসিদ্ধিকামোঽ-দ্যারভ্য যাবতাকালেন সেৎস্যতি তাবৎকালমমুকদেবতায়া অমুকমন্ত্রস্যোয়ৎসংখ্যজপতদ্দশাংশহোমতদ্দশাংশতর্পণতদ্দশাংশা-ভিষেকতদ্দশাংশব্রাহ্মণভোজনরূপপুরশ্চরণমহং করিষ্যে।'১০

এই সঙ্কল্প করিয়া পরে ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়ামাদি এবং যিনি যে দেবতার উপাসক, তিনি সেই দেবতার মুদ্রাবন্ধন ও স্ব স্ব পূজা অনুসারে পূজা করিয়া একটী প্রদীপ প্রজ্বলিত রাখিয়া প্রাতঃ-কাল হইতে মধ্যন্দিন পর্য্যন্ত জপ করিবেন। অনন্তর দশাংশানু-ক্রমে হোম, তর্পণ, অভিষেক ও ব্রাহ্মণভোজন করান আবশ্যক।

তর্পণ সম্বন্ধে লিখিত আছে, ভক্তিযুক্ত হইয়া জল মধ্যে দেবতাকে আবাহনপূর্ব্বক জল দ্বারাই পাদ্যাদি দানে পরিবার সহ পূজা করিবে। পরে চন্দনমিশ্রিত তীর্থজল দ্বারা হোম দশাংশে পরদেবতাকে তর্পণ করিয়া সংখ্যা পূর্ণ হইলে অঙ্গাদি পরিবারদিগকেও পুনরায় এক এক অঞ্জলি দান করিয়া বিস-র্জ্জন করিবে।১১

(৯) "পুণ্যক্ষেত্রাদিকং গত্বা কুর্য্যাদ্ভূমেঃ পরিগ্রহং।
তথাহ্যমুকমন্ত্রস্য পুরশ্চরণসিদ্ধয়ে।
ময়েয়ং গৃহ্যতে ভূমির্নির্মন্ত্রোঽয়ং সিধ্যতামিতি॥...
গ্রামে ক্রোশমিতং স্থানং নদ্যাদৌ স্বেচ্ছয়া মতং।
নগরাদাবপি ক্রোশং ক্রোশযুগ্মমথাপি বা॥
ক্ষেত্রং বা যাবদিষ্টং তু বিহারার্থং প্রকল্পয়েৎ।
আহারাদিবিহারার্থং তাবতীং ভূমিমাক্রমেৎ॥
ক্ষীরিবৃক্ষোদ্ভবান্ কীলান্ অস্ত্রমন্ত্রাভিমন্ত্রিতান্।
নিখনেদ্দশদিগ্ভাগে তেষস্ত্রঞ্চ প্রপূজয়েৎ॥
লোকপালান্ পুনস্তেষু গন্ধাদ্যৈঃ পূজয়েৎ সুধীঃ।...
ক্ষেত্রপালাদিকং তত্র পূজয়েদ্বিধিবত্ততঃ।
ক্ষেত্রেশং বাস্তুনামানং বিঘ্নরাজং সমর্চ্চয়েৎ।
দিক্পালেভ্যো বলিং দদ্যাৎ ততঃ ক্ষেত্রং সমাবিশেৎ॥" (মুণ্ডমালাতন্ত্র)

(১০) "প্রণবং তৎসদদ্যেতি মাসপক্ষতিথীনপি।
অমুকামুকগোত্রোঽহং মূলমুচ্চার্য্য তৎপরং॥
সিদ্ধিকামোঽস্য মন্ত্রস্য ইয়ৎ সংখ্যং জপং ততঃ।
দশাংশং হবনং হোমাদ্দশাংশং তর্পণং ততঃ॥
দশাংশমার্জ্জনং তস্মাদ্দশাংশং বিপ্রভোজনং।
পুরশ্চরণমেবং হি করিষ্যে প্রাগুদঙ্মুখঃ॥" (সনৎকুমারতন্ত্র)

(১১) "তর্পণন্তু ততঃ কুর্য্যাৎ তীর্থোদৈশ্চন্দ্রমিশ্রিতৈঃ।
জলে দেবং সমাবাহ্য পাদ্যাদ্যৈরম্বুকাম্বুকৈঃ॥
সম্পূজ্য বিধিবদ্ভক্ত্যা পরিবারসমন্বিতম্।
একৈকমঞ্জলিং তোয়ঃ পরিবারান্ প্রতর্পয়েৎ॥
ততো হোমদশাংশেন তর্পয়েৎ পরদৈবতং।
সম্পূর্ণাস্তু সংখ্যায়াং পুনরেকৈকমঞ্জলিং।
অঙ্গাদিপরিবারেভ্যো দত্বা দেবং বিসর্জ্জয়েৎ॥" (তন্ত্র)

বিষ্ণুবিষয়ে তর্পণ করিতে হইলে প্রথমে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া 'শ্রীঅমুকং তর্পয়ামি নমঃ,' এইরূপ বাক্য করিয়া তর্পণ করিতে হয়।

"আদৌ মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য শ্রীপূর্ব্বং কৃষ্ণমিত্যপি।
তর্পয়ামি পদঞ্চোক্ত্বা নমোঽন্তং তর্পয়েন্নরঃ॥" (গৌতমীয়)

শক্তিবিষয়েও প্রথমে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া 'অমুক দেবতাং তর্পয়ামি' এই বাক্যে তর্পণ করিতে হয়।

"তর্পয়ামি পদঞ্চোক্ত্বা মন্ত্রান্তে শেষু নামসু।
দ্বিতীয়ান্তেষু চেত্যেবং তর্পণস্য মনুর্মতঃ॥" (গৌতমীয়)

উক্ত শক্তিবিষয়ক তর্পণবাক্যসম্বন্ধে নীলতন্ত্রে ও বিশুদ্ধেশ্বরতন্ত্রে একটু পার্থক্য দেখা যায়, উক্ত তন্ত্রদ্বয়ে লিখিত আছে, প্রথমে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পরে 'অমুকীং তর্পয়ামি স্বাহা' এইরূপ বাক্য করিতে হইবে।

"মন্ত্রান্তে নাম চোচ্চার্য্য তর্পয়ামি ততঃ পরং।
কুর্য্যাচ্চৈব বরারোহে! স্বাহান্তং তর্পণে মতং॥" (নীলতন্ত্র)
"বিদ্যাং পূর্ব্বং সমুচ্চার্য্যং তদন্তে দেবতাভিধাং।
তর্পয়ামীতি সম্প্রোক্ত্বা স্বাহান্তং তর্পণো মতঃ॥" (বিশুদ্ধেশ্বর)

এইরূপ তর্পণান্তে অভিষেককালেও অন্তে নমঃ শব্দ উচ্চারণ করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক 'অমুকদেবতামভিষিঞ্চামি' এই বাক্য করিয়া কুম্ভমুদ্রা দ্বারা নিজ মস্তকে অভিষেক করিতে হয়।

"নমোঽন্তং মূলমুচ্চার্য্য তদন্তে দেবতাভিধাং।
দ্বিতীয়ান্তামহং পশ্চাৎ অভিষিঞ্চাম্যনেন তু।
অভিষিঞ্চেৎ স্বমূর্দ্ধানং তোয়ৈঃ কুম্ভাখ্যমুদ্রয়া॥" (গৌতমীয়তন্ত্র)

শক্তিবিষয়ে আগে দেবতার মন্ত্র এবং পরে নাম উচ্চারণ করিয়া 'সিঞ্চামি নমঃ' এইরূপ বাক্য করিয়া লইতে হয়।

"মন্ত্রান্তে নাম চোচ্চার্য্য সিঞ্চামীতি নমঃপদং।" (নীলতন্ত্র)

অভিষেক শেষ হইলে ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইয়া পরে পুরশ্চরণের দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে।

তন্ত্রোল্লিখিত এই একপ্রকার পুরশ্চরণের বিষয় লিখিত হইল। তন্ত্রান্তরে গ্রহণ-পুরশ্চরণ সম্বন্ধেও যেরূপ লিখিত হইয়াছে, তাহাও বলা যাইতেছে।

রুদ্রযামলে লিখিত আছে, যদি সূর্য্য কিংবা চন্দ্রগ্রহণ ঘটে, তাহা হইলে পুরশ্চরণাভিলাষীর পূর্ব্বদিন পবিত্র ভাবে উপবাসী থাকা আবশ্যক। পরে কোন একটী সমুদ্রগামিনী নদীর মধ্যে আনাভি জলে মগ্ন থাকিয়া স্পর্শ হইতে বিমুক্তি পর্য্যন্ত অনন্যচিত্তে মন্ত্র জপ করিতে হয়। যদি নদী মধ্যে নক্র প্রভৃতি কোন দুষ্ট জলজন্তুর আশঙ্কা থাকে, অথবা যদি নদীর অভাব হয়, তাহা হইলে পবিত্র জলে স্নান করিয়া সমাহিতচিত্তে কোন একটী পুণ্যস্থানে অবস্থানপূর্ব্বক গ্রাস হইতে মোক্ষ পর্য্যন্ত জপ করিবে।১২

উক্ত রুদ্রযামলেরই আর এক স্থানে লিখিত আছে, যদি উপবাস করিতে অসমর্থ হয়, তবে গ্রহণকালে স্নান করিয়া সংযত চিত্তে গ্রাস হইতে মোক্ষ পর্য্যন্ত জপ করিতে হইবে এবং পরে যত সংখ্যা জপ সম্পূর্ণ হইবে, তাহার দশাংশানুক্রমে হোম ও তর্পণ করিবে। এইরূপ করিলে মন্ত্রের সিদ্ধি হইয়া থাকে; কিন্তু গোপালমন্ত্রের পুরশ্চরণ করিতে হইলে ব্রাহ্মণাদি সমস্ত বর্ণেরই হোম-সংখ্যায় তর্পণ করা বিধেয়।

যোগিনীহৃদয়ে লিখিত আছে,—মন্ত্রী ব্যক্তি জপ করিয়া যথোক্ত বিধানে হোমাদি সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে অথবা তাহার দশাংশানুক্রমে হোমাদি করিবে।

"কল্পোক্তবিধিনা মন্ত্রী কুর্য্যাদ্ধোমাদিকং ততঃ।
অথবা তদ্দশাংশেন হোমাদীংশ্চ সমাচরেৎ॥" (যোগিনীহৃদয়)

জপ সম্পূর্ণ করিয়া গুরুর পরিতোষ এবং ব্রাহ্মণ ভোজন করান নিতান্ত আবশ্যক।

"ততো মন্ত্রস্য সিদ্ধ্যর্থং গুরুং সম্পূজ্য তোষয়েৎ।
এবঞ্চ মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যাৎ দেবতা চ প্রসীদতি॥
বিপ্রারাধনমাত্রেণ ব্যঙ্গং সাঙ্গং ভবেদ্ধ্রুবং।
সর্ব্বথা ভোজয়েদ্বিপ্রান্ কৃতসাঙ্গত্বসিদ্ধয়ে॥" (যোগিনীহৃদয়)

ক্রিয়াসারের মতে যাহারা দীক্ষা গ্রহণ করে নাই, তাহাদিগকে ভোজন করান নিষিদ্ধ।

"দীক্ষাহীনান্ পশূন্ যস্ত ভোজয়েদ্বা স্বমন্দিরে।
স যাতি পরমেশানি! নরকানেকবিংশতিং॥" (ক্রিয়াসার)

গ্রহণপুরশ্চরণেও সঙ্কল্প করিয়া লইতে হয়, যথা—'ওঁ অদ্যেত্যাদি রাহুগ্রস্তে নিশাকরে দিবাকরে বা অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকদেবতায়া অমুকমন্ত্রসিদ্ধিকামো গ্রাসাদিমুক্তিপর্য্যন্তং অমুকদেবতায়া অমুকমন্ত্রজপরূপপুরশ্চরণমহং করিষ্যে।' এই সংকল্প করিয়া পরে সেই দিনে অথবা তৎপর দিনে স্নানানন্তর আরও একটী সঙ্কল্প করিতে হয়।১৩ অতঃপর

(১২) "গ্রহণেঽর্কস্য চেন্দোর্ব্বা শুচিঃ পূর্ব্বমুপোষিতঃ।
নদ্যাং সমুদ্রগামিন্যাং নাভিমাত্রোদকে স্থিতঃ॥
স্পর্শাদ্বিমুক্তিপর্য্যন্তং জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ।
অপি শুদ্ধোদকৈঃ স্নাত্বা শুচৌ দেশে সমাহিতঃ।
গ্রাসাদ্বিমুক্তিপর্য্যন্তং জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ॥
নদ্যভাবে—
যদ্বা পুণ্যোদকৈঃ স্নাত্বা শুচিঃ পূর্ব্বমুপোষিতঃ।
গ্রহণাদিবিমোক্ষান্তং জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ॥" (রুদ্রযামল)

(১৩) "অদ্যেত্যাদি অমুকদেবতায়া অমুকমন্ত্রস্য কৃতৈতৎগ্রহণকালীনইয়ৎসংখ্যজপতদ্দশাংশহোমতদ্দশাংশতর্পণতদ্দশাংশাভিষেকতদ্দশাংশব্রাহ্মণভোজনকর্ম্মাণ্যহং করিষ্যে।" (তন্ত্রসার)

হোমাদি করিয়া দক্ষিণাদি পূর্ব্ববৎই করিতে হইবে। (তন্ত্রসার)

সনৎকুমারীর মতে, গ্রহণ হইলে জপ করা একান্ত আবশ্যক। শ্রাদ্ধাদির অনুরোধে যদি কোন ব্যক্তি জপ পরিত্যাগ করে, তবে ঐ দেবতাদ্রোহী ব্যক্তি সপ্তপুরুষ অধোগামী হয়।

"শ্রাদ্ধাদেরনুরোধেন যদি জপাং ত্যজেন্নরঃ।
স ভবেৎ দেবতাদ্রোহী পিতৃন্ সপ্ত নরতাপঃ॥" (সনৎকুমারীয়)

বাস্তবিক পক্ষে উক্ত বচনের মীমাংসা-স্থলে এইরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, যদি পুরশ্চরণ আরম্ভ করিলে পর গ্রহণ হয়, এবং সেই সময়েই যদি কোন শ্রাদ্ধাদি করা আবশ্যক হইয়া উঠে, তাহা হইলে এরূপ স্থলে জপ পরিত্যাগ করিবে না।

ক্রিয়াসারের মতে জপহোমাদি পঞ্চাঙ্গ-উপাসনাই পুরশ্চরণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, কিন্তু গ্রহণস্থলে পুরশ্চরণ শব্দ গৌণ বলিয়া জানিতে হইবে। গ্রহণে জপই প্রধান।

এই দ্বিবিধ পুরশ্চরণ ব্যতীত তন্ত্রাদিতে আরও নানা প্রকার পুরশ্চরণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে মহাদেব পার্ব্বতীর প্রশ্নোত্তরে রাশি, নক্ষত্র ও তিথ্যাদিবিশেষে যত সংখ্যক জপের নিয়মানুসারে যত প্রকার পুরশ্চরণের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

রাশির নাম।		জপসংখ্যা।
মেষ	...	দশ সহস্র
বৃষ	...	দুই অযুত।
মিথুন	...	তিন অযুত।
কর্কট	...	প্রত্যহ সহস্র।
সিংহ	...	দুই অযুত।
কন্যা	...	১২ সহস্র।
তুলা	...	প্রত্যহ সহস্র।
বৃশ্চিক	...	এক অযুত। এই জপ শয্যায় বসিয়া করিতে হয়।
ধনুঃ	...	১ অযুত।
মকর	...	৪ অযুত।
কুম্ভ	...	১ অযুত।
মীন	...	২ অযুত।

নক্ষত্র বিশেষে জপ যথা—

নক্ষত্রের নাম।		জপসংখ্যা।
অশ্বিনী	...	সহস্র।
ভরণী	...	দুই সহস্র।
কৃত্তিকা	...	৩ সহস্র।
রোহিণী	...	১ সহস্র অথবা ১ শত।
মৃগশীর্ষ	...	৫ সহস্র।
আর্দ্রা	...	৬ সহস্র।
পুনর্বসু	...	১ সহস্র।
পুষ্যা	...	৭ হাজার।
অশ্লেষা	...	৬ হাজার।
মঘা	...	১০ হাজার।
পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ, পূর্ব্বফল্গুনী	...	১১ হাজার।
উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, উত্তরফল্গুনী	...	১২ হাজার।
হস্তা	...	১৩ হাজার।
চিত্রা	...	২ হাজার।
বিশাখা	...	৪ হাজার।
অনুরাধা	...	"
জ্যেষ্ঠা	...	২ হাজার।
মূলা	...	৫ হাজার।
শতভিষা	...	২ হাজার।
রেবতী	...	৪ হাজার। (স্বতন্ত্রতন্ত্র)

দেবতা ভেদে মন্ত্রাদির ও জপ সংখ্যাদির বিভিন্নতা নির্দ্দিষ্ট আছে। [মন্ত্রশব্দে দ্রষ্টব্য।]

পুরশ্ছদ (পুং) পুরশ্ছদতি ছাদয়তীতি ছদ-অচ্। যা পুরোঽগ্রতশ্ছদাঃ পত্রাণ্যস্য। তৃণবিশেষ, চলিত উলু (Imperata Cylindrica)। পর্য্যায় দর্ভ, শত্ত, সোমপত্র, পরাৎপ্রিয়।

পুরস্ (অব্য) পূর্ব্বস্মিন্ পূর্ব্বস্মাৎ পূর্ব্বে এবং পূর্ব্বস্যাঃ পূর্ব্বস্যামিত্যাদি পূর্ব্ব-অসি-তদযোগেন পুর্ ইত্যাদেশশ্চ। (পূর্ব্বাধরাবরাণামসি পুরধবশ্চৈষাং। পা ৫।৩।৩৯) অগ্রতঃ, অগ্রে। "সমাগ্নিমিদ্ধতাং পুরঃ" (ঋক্ ১।১৭০।৪) 'পুরঃ পুরস্তাৎ' (সায়ণ)
"অয়ি জীবিতনাথ! জীবসীত্যভিধায়োত্থিতয়া তয়া পুরঃ।
দদৃশে পুরুষাকৃতিক্ষিতৌ হরকোপানলভস্মকেবলম্।" (কুমার ৪।৩)
২ পূর্ব্বদিকে, পূর্ব্বকালে, পূর্ব্বদেশে। ৩ প্রথমকালে।
"নিমিত্তনৈমিত্তিকয়োরয়ং বিধিস্তব প্রসাদস্য পুরস্তু সম্পদঃ।" (শকুন্তলা ৭ অং) ৪ পুরার্থ। ৫ অতীতার্থ। (ভরত)

পুরসংস্কার (পুং) পুরস্য সংস্কারঃ ৬তৎ। নষ্টদুর্গের সংস্কার, পুরের সংস্কার। (হারা°)

পুরস্কর্ত্তব্য (ত্রি) পুরস্-কৃ-তব্য। ১ অগ্রে করণীয়। ২ ভক্তি বা মাত্র সম্পর্কে অগ্রে সম্পাদনীয়।

পুরস্কার (পুং) পুরস্করমিতি পুরস্-কৃ-ভাবে ঘঞ্। ১ পুর-

ক্রিয়া। ২ অভিভাব। ৩ পরিগ্রহণ। ৪ অগ্রকরণ। পুরঃক্রিয়তেঽনেনেতি। ৫ পূজন। ৬ স্বীকার। ৭ সেক। ৮ পারিতোষিক দান।

"দানমানপুরস্কারৈরাচার্য্যান্ প্রত্যুপূজয়েৎ।"
(গৌঃ রামা° ১।৮০।১১)

পুরস্কার্য্য (ত্রি) অগ্রে করণীয়। "ত্বং হি ভোজ্যে পুরস্কার্য্যো ভক্ষে পেয়ে চ" (মহাভা° উদ্যোগ ৫)

পুরস্কৃত (ত্রি) পুরস্ক্রিয়তে স্মেতি পুরস্-কৃ-ক্ত। ১ অভিশপ্ত। ২ পরিগ্রস্ত। ৩ অগ্রকৃত। ৪ পূজিত। (মেদিনী) ৫ স্বীকৃত। ৬ সিক্ত। (হেম)।

পুরস্ক্রিয়া (স্ত্রী) পুরস্কার। কোন কার্য্যের (যজ্ঞাদির) অগ্রে যাহা অনুধাবন করা যায়।

পুরস্তাজ্জপ (পুং) অগ্রবর্ত্তী জপ। (শাঙ্খায়নব্রা ১।১।৩৮ ও লাট্যায়ন ২।৭।১৩)

পুরস্তাজ্জ্যোতিস্ (ত্রি) ত্রিষ্টুভ্ ছন্দোভেদ। ইহার প্রথম পাদে আটটী চরণ আছে। (ঋক্প্রাতি ১৬।৪৬)

পুরস্তাৎ (অব্য) পূর্ব্বস্মিন্ পূর্ব্বস্যাং পূর্ব্বস্মাৎ পূর্ব্বস্যাঃ বা পূর্ব্বঃ পূর্ব্বা বেতি, পূর্ব্ব-অস্তাতি (দিক্শব্দেভ্যঃ সপ্তমীপঞ্চমীপ্রথমাস্তো দিগ্দেশকালেষ্বস্তাতিঃ। পা ৫।৩।২৭) ততঃ অস্তাতি চ। পা ৫।৩।৪০) ইতি পুরাদেশঃ। ১ পূর্ব্বদিকে। "উৎপুরস্তাৎ সূর্য্য এতি" (ঋক্ ১।১৯১।৮) 'পুরস্তাৎ পূর্ব্বস্যাংদিশ্যুদেতি' (সায়ণ) ২ প্রথম কালে। ৩ পুরার্থে। ৪ অতীতকালে। ৫ অগ্রদেশে।

"মান্যঃ স মে স্থাবরজঙ্গমানাং সর্গস্থিতিপ্রত্যবহারহেতুঃ।
গুরোরপীদং ধনমাহিতাগ্নের্নশ্যৎ পুরস্তাদনুপেক্ষণীয়ম্॥"
(রঘু ২।৪৪)

পুরস্তাত্ন (ত্রি) অগ্রবর্ত্তী, পুরতোগন্তা।

পুরস্তাদুদ্ধার (পুং) উদ্ধারানুমানে অগ্রে প্রদত্ত। (শত° ব্রা° ৯।১।১।১৫)

পুরস্তাদ্ধোম (পুং) হোম করিবার অগ্রে উৎসর্গাদি। (কৌশিক)

পুরস্তাদ্বৃহতী (স্ত্রী) বৃহতী ছন্দোভেদ। (ঋক্প্রাতি ১৬।৩১)

পুরঃসদ্ (ত্রি) ১ পূর্ব্বদিক্স্থিত। "দেবেভ্যঃ পুরঃসদ্ভ্যঃ স্বাহা" (শুক্লযজুঃ ৯।৩৫) 'পুরঃ পুরস্তাৎ পূর্ব্বস্যাং দিশি সীদন্তীতি পুরঃসদস্তেভ্যঃ' (বেদদীপ)

(পুং) ২ অগ্রে উপবিষ্ট পুরুষ। "পুরঃ সদঃ শর্ম্মসদো ন বীরা" (ঋক্ ১।৭৩।৩) 'পুরঃ সদঃ পুরস্তাৎ সীদন্ত উপাবিশন্তঃ পুরুষাঃ' (সায়ণ)

পুরঃসর (স্ত্রী) পুরঃ অগ্রতোসরতীতি। অগ্রগন্তা, অগ্রগামী।
"যন্তা পুরঃসরা আসন্ পৃষ্ঠতশ্চানুগামিনঃ" (মহাভা° ৪।৬৩০)
২ সঙ্গে করিয়া বা সঙ্গী, সাথী। 'বীণাপুরঃসরং গানম্' ৩ সবলিত, সমন্বিত। "গুরৌ চ শ্রদ্ধাভক্তিপুরঃসরাঃ" (মুণ্ডক) (ত্রি) ৪ অগ্র, পূর্ব্ব। "পিতরং প্রাহ প্রণিপাতপুরঃসরম্" (মার্কপু° ৭৭।৩০)

পুরঃস্থাতৃ (পুং) দলপতি। "মনো বাজেষবিতা পুরূবসুঃ পুরঃ স্থাতা।" (ঋক্ ৮।৪৬।১৩) 'পুরঃস্থাতা তদর্থং পুরতো বর্ত্তমানো ভবৎ।' (সায়ণ)

পুরহন্ (পুং) পুরহন্তা বিষ্ণু।
"এবং দগ্ধ্বা পুরস্তিস্রো ভগবান্ পুরহা নৃপ।" (ভাগ° ৭।১০।৬৯)

পুরা (অব্য) পুরতি অগ্রে গচ্ছতীতি পুর বাহুলকাৎ কা। ১ প্রবন্ধ। বাক্যরচনা, পুরাণাদি। পুরাবিদ্, চির, চিরন্তন, পুরাণ। ২ অতীত ভূত, চিরাতীত। ৩ ইতিহাস ও পুরাবৃত্ত। (কেচিৎ) ৪ নিকট, সন্নিহিত। ৫ আগামিক। ৬ অনাগত। ৭ নিকটাগামিক। ৮ ভবিষ্যদাবৃত্তি। (অমর ভরত) ৯ তীক্ষ্ন। (শব্দর°) ১০ প্রাক্, প্রথম। (হেম)

"ইদং সর্ব্বং পুরা সৃষ্টেরেকমেবাদ্বিতীয়কম্।
সদেবাসীন্নামরূপে নাস্তামিত্যারুণের্বচঃ॥" (পঞ্চদশী ২।১৪)

(স্ত্রী) পুরতীতি পুর বা টাপ্। ১১ পূর্ব্বদিক্। ১২ সুগন্ধি-গন্ধদ্রব্য বিশেষ, মুরামাংসী। পর্য্যায়,—গন্ধবতী, দিব্যা, গন্ধাঢ্যা, গন্ধমাদিনী, সুরভি, ভূরিগন্ধা, কুটী, গন্ধকুটী। ইহার গুণ—তিক্ত, কটু, শীত, কষায়, কফ, পিত্ত, শ্বাস, অস্র, বিষ, দাহার্ত্তি, ভ্রম, মূর্চ্ছা ও তৃষ্ণানাশক। (রাজনি°)

পুরাকথা (স্ত্রী) পুরা প্রাচীনা কথা। ইতিহাস। (ভাগ° ৩।১৩।৪৯)

পুরাকল্প (পুং) পুরা পুরাণঃ কল্পঃ। প্রাচীনকল্প।

"দ্যূতমেতৎ পুরাকল্পে দৃষ্টং বৈরকরং মহৎ।
তস্মাদ্দ্যূতং ন সেবেত হাস্যার্থমপি বুদ্ধিমান্॥" (মনু ৯।২২৭)

২ অর্থবাদভেদ। (গৌতম ১।২।১০) [অর্থবাদ দেখ।]

পুরাকৃত (ত্রি) পুরা পূর্ব্বস্মিন্ কালে বা কৃতং। প্রারব্ধ কর্ম্ম, পূর্ব্বকালকৃত পুণ্যাদি, পূর্ব্বকালে পাপ বা পুণ্য যাহা অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাই পুরাকৃত।

"অকালে দর্শনং বিষ্ণোর্হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতং।" (স্মৃতি)

পুরাগ (ত্রি) পুরা গচ্ছতীতি গম-ড। পূর্ব্বগামী। পুরাগ কৃশাশ্বাদিত্বাৎ-ছণ্ (পা ৪।২।৮০) পৌরাগীয়, পুরাগসন্নিকৃষ্ট দেশাদি।

পুরাটঙ্ক (পুং) মুনিভেদ।

পুরাজ (ত্রি) পুরা জায়তে জন-ড। পূর্ব্বকালে জাত। 'তে বিবিষন্তঃ পুরাজাঃ' (ঋক্ ৬।২।২১) 'পুরাজাঃ পূর্ব্বস্মিন্ কালে জাতাঃ' (সায়ণ)

পুরাণ, আখ্যান। কণ্ড্বাদেরাকৃতিগণত্বাৎ যক্। পরস্মৈ, সক, সেট্। ইহা নামধাতু। লট্ পুরাণ্যতি। লোট্ পুরাণ্যতু। লুঙ্ অপুরাণ্যৎ।

পুরাণ (ক্লী) পুরা ভবমিতি পুরা-ট্যু (সায়ং চিরং প্রাহ্নে প্রাগে হ্ব্যয়েভ্যষ্ট্যু ট্যুলৌ তুট্‌চ। পা ৪।৩।২৩) বা পূর্ব্বকালৈক-সর্ব্বজরৎপুরাণনবকেবলাঃ সমানাধিকরণেন। পা ২।১।৪৯) ইতি নিপাতনাৎ তুড়ভাবঃ। যদ্বা (পুরাণপ্রোক্তেষু ব্রাহ্মণ-কল্পেষু। পা ৪।৩।১০৫) ইতি নিপাতিতঃ। অথবা পুরা নীয়তে নী-ড, ণত্বঞ্চ।

পুরাণ শব্দের অর্থ পূর্ব্বতন। তদনুসারে প্রথমে 'পুরাণ' বলিলে প্রাচীন আখ্যায়িকাদি-সম্বলিত গ্রন্থ বিশেষ বুঝাইত। অথর্ব্ববেদ, শতপথব্রাহ্মণ, বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্যোপনিষৎ, তৈত্তিরীয় আরণ্যক, আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্র, আপস্তম্বধর্ম্মসূত্র, মনুসংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি আর্য্যজাতির সুপ্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থসমূহে পুরাণপ্রসঙ্গ আছে।

উৎপত্তি-নির্ণয়।

অথর্ব্বসংহিতার মতে, 'যজ্ঞের উচ্ছিষ্ট হইতে যজুর্ব্বেদের সহিত ঋক্, সাম, ছন্দ ও পুরাণ উৎপন্ন হইয়াছিল।'১

শতপথব্রাহ্মণে লিখিত আছে, 'পুরাণ বেদ; এই সেই বেদ; এই কথা বলিয়া অধ্বর্য্যু পুরাণ কীর্ত্তন করিতে থাকেন।'২

বৃহদারণ্যকে ও শতপথব্রাহ্মণের আর একস্থানে লিখিত আছে, 'আর্দ্রকাষ্ঠে-উৎপন্ন অগ্নি হইতে যেমন পৃথক্ পৃথক্ ধূম নির্গত হইয়া থাকে, সেইরূপ এই মহান্ ভূতের নিশ্বাস হইতে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্বাঙ্গিরস, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষৎ, শ্লোক, সূত্র, ব্যাখ্যান ও অনুব্যাখ্যান হইয়াছে—এই সমস্তই ইহার নিঃশ্বাস।'৩

এই স্থলে বৃহদারণ্যকভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন, নিঃশ্বাসের মত অর্থাৎ 'বিনায়ত্নে যাহা পুরুষ হইতে উৎপন্ন।'৪

ছান্দোগ্যোপনিষদের মতে—'ইতিহাস ও পুরাণ বেদসমূহের পঞ্চম-বেদ।'৫

(১) "ঋচঃ সামানি ছন্দাংসি পুরাণং যজুষা সহ।" (অথর্ব্ব ১১।৭।২৪)

(২) "অধ্বর্য্যুস্তার্ক্ষ্যো বৈ পশ্যতো রাজেত্যাহ...............পুরাণং বেদঃ সোঽয়মিতি কিঞ্চিৎ পুরাণমাচক্ষীত।" (শতপথব্রা° ১৩।৪।৩।১৩)

(৩) "স যথা আর্দ্রৈধাগ্নেরভ্যাহিতাৎ পৃথগ্‌ধূমা বিনিশ্চরন্তি এবং বা অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানানি অস্যৈব এতানি সর্ব্বাণি নিশ্বসিতানি।"

(বৃহদারণ্যক ২।৪।১০ = শতপথ ১৪।৬।১০।৬)

(৪) "নিশ্বসিতমিব নিশ্বসিতম্। যথা অপ্রযত্নেনৈব পুরুষনিশ্বাসো ভবত্যেবং বা। * * * পুরাণং অসদ্ বা ইদমগ্রে আসীৎ' ইত্যাদি।"

(শাঙ্করভাষ্য).

(৫) "স হোবাচ ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদ মাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদম্।" (ছান্দোগ্য উ° ৭।১।১)

পুরাণ বলিলে যেমন আমরা আধুনিক শাস্ত্র মনে করি, কিন্তু উক্ত বৈদিক প্রমাণগুলি দেখিলে আর তেমন আধুনিক বলিয়া মনে হয় না। বৈদিককালে 'পুরাণ' প্রচলিত ছিল এবং তাহা বেদের ন্যায় আর্য্যসমাজে আদৃত হইত, এজন্য পুরাণ পঞ্চম বেদ স্বরূপে গণ্য হইয়াছিল। উপরোক্ত বৃহদারণ্যক ও শাঙ্করভাষ্য আলোচনা করিলে মনে হয়, ভগবানের অযত্নক্রমে যেমন চারিবেদ উৎপন্ন হইয়াছিল, পুরাণের উৎপত্তিও বা তদ্রূপ!

ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে মীমাংসকের মুখে (পূর্ব্বপক্ষে) শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন, 'ইতিহাসপুরাণমপি পৌরুষেয়ত্বাৎ প্রমাণান্তর-মূলতামাকাঙ্ক্ষতে' (১।৩।৩২) অর্থাৎ ইতিহাস ও পুরাণও পৌরুষেয় বলিয়া প্রমাণান্তরমূলতা (অর্থাৎ বেদের পর গৌণপ্রমাণ বলিয়া) স্বীকার হইতে হইবে।'

সায়ণাচার্য্য বেদভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

"দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন্নিত্যাদয় ইতিহাসাঃ। ইদং বা অগ্রেনৈব কিঞ্চিদাসীদিত্যাদিকং জগতঃ প্রাগবস্থামুপক্রম্য সর্গপ্রতিপাদকং বাক্যজাতং পুরাণম্।" (ঐতরেয় ব্রাহ্মণোপক্রম।)

বেদের অন্তর্গত দেবাসুরের যুদ্ধ বর্ণনা ইত্যাদির নাম ইতিহাস। আর অগ্রে এই অসৎ ছিল, আর কিছু ছিল না, ইত্যাদি জগতের প্রথম অবস্থা আরম্ভ করিয়া সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বিবরণের নাম পুরাণ।

শঙ্করাচার্য্যও বৃহদারণ্যক ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"ইতিহাস ইত্যুর্ব্বশীপুরূরবসোঃ সংবাদাদিরুর্ব্বশীহাপ্সরা ইত্যাদি ব্রাহ্মণমেব পুরাণমসদ্বা ইদমগ্র আসীদিত্যাদি।" (বৃহদারণ্যকভাষ্য ২।৪।১০)

উর্ব্বশী পুরূরবার কথোপকথনাদিস্বরূপ ব্রাহ্মণ-ভাগের নাম ইতিহাস এবং 'সর্ব্বপ্রথমে একমাত্র অসৎ ছিল' ইত্যাদি সৃষ্টিপ্রক্রিয়াঘটিত বিবরণের নাম পুরাণ।

এখন জানা গেল, 'সৃষ্টিপ্রক্রিয়া-ঘটিত বিবরণমূলক পুরাণ' বৈদিকযুগে প্রচলিত ছিল। বিষ্ণু, ব্রহ্মাণ্ড, মৎস্য প্রভৃতি মহাপুরাণে পুরাণের পঞ্চ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

"সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥"

সর্গ বা সৃষ্টিতত্ত্ব, প্রতিসর্গ বা পুনঃসৃষ্টি ও লয়, দেব ও পিতৃগণের বংশাবলী, মন্বন্তর সকল অর্থাৎ কোন্ কোন্ মনুর কতকাল অধিকার এবং বংশানুচরিত বা সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় রাজগণের সংক্ষিপ্ত বংশবর্ণনা পুরাণের এই পাঁচটী লক্ষণ। কিন্তু পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির মতে বৈদিক পুরাণে কেবল সৃষ্টিতত্ত্ব লিখিত ছিল। তবে কি আর চারিটী পরবর্ত্তী কালে পুরাণের বিষয়ীভূত হইয়াছিল?

প্রাচীনতম পুরাণের প্রতিপাদ্য বিষয়।

প্রাচীনতম পুরাণাদিতে সৃষ্টিতত্ত্ব ছাড়া অপর বিষয়ও বর্ণিত ছিল, তাহা মহাভারত, রামায়ণ ও নানা পুরাণ হইতেই জানা গিয়াছে। যথা—

মহাভারতে আদিপর্ব্বে মহর্ষি শৌনক বলিতেছেন,—

"পুরাণে হি কথা দিব্যা আদিবংশাশ্চ ধীমতাম্।

কথ্যন্তে হি পুরাস্মাভিঃ শ্রুতপূর্ব্বা পিতুস্তব॥" (ভারত ১।৫।২)

পুরাণে সমুদায় মনোহর কথা ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের আদিবংশের বৃত্তান্ত আছে। পূর্ব্বে আমরা তোমার পিতার নিকট সে সকল কথা শুনিয়াছি। ভারতবক্তা উগ্রশ্রবা বলিয়াছিলেন—

"ইমং বংশমহং পূর্ব্বং ভার্গবং তে মহামুনে।

নিগদামি যথাযুক্তং পুরাণাশ্রয়সংযুতম্॥" (ভারত ১।৫।৮-৭)

এমন কি মহাভারতে আদিপর্ব্বে প্রথমাধ্যায়ে স্পষ্টই লিখিত আছে, 'পূরু, কুরু, যদু, শূর, বিশ্বগশ্ব, অণুহ, যুবনাশ্ব, ককুৎস্থ, রঘু, বিজয়, বীতিহোত্র, অঙ্গ, ভব, শ্বেত, বৃহদ্গুরু, উশীনর, শতরথ, কঙ্ক, দলিদুহ, দ্রুম, দম্ভোদ্ভব, বেন, সগর, সঙ্কৃতি, নিমি, অজেয়, পরশু, পুণ্ড্র, শম্ভু, দেবাবৃধ, দেবাহ্বয়, সুপ্রতিম, সুপ্রতীক, বৃহদ্রথ, সুক্রতু, নিষধাধিপতি নল, সত্যব্রত, শান্তভয়, সুমিত্র, সুবল, জানুজঙ্ঘ, অনরণ্য, অর্ক, প্রিয়ভৃত্য, বলবন্ধু, নিরামর্দ্দ, কেতুশৃঙ্গ, বৃহদ্বল, ধৃষ্টকেতু, বৃহৎকেতু, দীপ্তকেতু, অবিক্ষিৎ, চপল, ধূর্ত্ত, কৃতবন্ধু, দৃঢ়েষুধি, মহাপুরাণসম্ভাব্য, প্রত্যঙ্গ, প্রবহা, শ্রুতি ইত্যাদি সহস্র সহস্র নরপতির কর্ম্ম, বিক্রম, দান, মাহাত্ম্য, আস্তিক্য, সত্য, শৌচ, দয়া ও আর্জবাদির বিবরণ বিদ্বান্ সৎকবিগণ কর্ত্তৃক পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে।'৬

উক্ত প্রমাণ হইতে স্পষ্ট জানিতেছি যে, বর্ত্তমান মহাভারত রচিত হইবার পূর্ব্বেও বিভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত ও বিভিন্ন কবিরচিত পুরাণ প্রচলিত ছিল। পরে দেখাইব, এখন যে সকল পুরাণ প্রচলিত আছে, ঐ সকল গ্রন্থও পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীনতম পুরাণ-দৃষ্টে সঙ্কলিত হইয়াছে।

মনুসংহিতায়ও স্পষ্ট লিখিত আছে—

"স্বাধ্যায়ং শ্রাবয়েৎ পিত্রে ধর্ম্মশাস্ত্রাণি চৈব হি।

আখ্যানানীতিহাসাংশ্চ পুরাণানি খিলানি চ॥" (৩।২৩২)

শ্রাদ্ধাদি পিতৃকার্য্যে বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ, আখ্যানাবলী, ইতিহাস, পুরাণ সকল ও খিল সমূহ শুনাইতে হইবে। আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্রেও এই কথা দেখিতেছি,—

"আয়ুষ্মতাং কথাঃ কীর্ত্তয়ন্তো মাঙ্গল্যানীতিহাসপুরাণানীত্যাখ্যাপয়মানাঃ।" (আশ্বলায়নগৃহ্য ৪।৬)

পুরাণের রচয়িতা কে?

বৈদিক যুগে পুরাণ প্রচলিত থাকিলেও পুরাণ কাহার রচিত? তাহার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় না। বৃহদারণ্যকভাষ্য অনুসরণ করিলে বলিতে হয়, বেদ যেমন আর্য্য ঋষিগণের হৃদয়াকাশে সমুদিত হইয়াছিল, পুরাণও সেইরূপ বিনা আয়াসেই আর্য্য ঋষিগণ লাভ করিয়াছিলেন। আবার মনুসংহিতা, আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্র ও মহাভারতের বচন লক্ষ্য করিলে বলিতে হয়, বহুসংখ্যক পুরাণ ছিল।

শিবপুরাণীয় রেবামাহাত্ম্যে লিখিত আছে—

"পুরাণমেকমেবাসীদস্মিন্ কল্পান্তরে মুনে।

ত্রিবর্গসাধনং পুণ্যং শতকোটিপ্রবিস্তরম্॥

স্মৃত্বা জগাদ চ মুনীন্ প্রতি দেবশ্চতুর্ম্মুখঃ।

প্রবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং পুরাণস্যাভবত্ততঃ॥

কালেনাগ্রহণং দৃষ্ট্বা পুরাণস্য ততো মুনে।

ব্যাসরূপং বিভুং কৃত্বা সংহরেৎ স যুগে যুগে॥

চতুর্লক্ষপ্রমাণেন দ্বাপরে দ্বাপরে সদা।

তদষ্টাদশধা কৃত্বা ভূর্লোকেঽস্মিন্ প্রভাষ্যতে॥

অদ্যাপি দেবলোকে তচ্ছতকোটীপ্রবিস্তরম্।

(৬) "পূরুঃ কুরুর্যদুঃ শূরো বিশ্বগশ্বো মহাদ্যুতিঃ।
অণুহো যুবনাশ্বশ্চ ককুৎস্থো বিক্রমী রঘুঃ॥
বিজয়ো বীতিহোত্রোঽঙ্গো ভবঃ শ্বেতো বৃহদ্গুরুঃ।
উশীনরঃ শতরথঃ কঙ্কো দুলিদুহো দ্রুমঃ॥
দম্ভোদ্ভবঃ পরো বেনঃ সগরঃ সংকৃতির্নিমিঃ।
অজেয়ঃ পরশুঃ পুণ্ড্রঃ শম্ভুর্দেবাবৃধোঽনঘঃ॥
দেবাহ্বয়ঃ সুপ্রতিমঃ সুপ্রতীকো বৃহদ্রথঃ।
মহোৎসাহো বিনীতাত্মা সুক্রতুর্নৈষধো নলঃ॥
সত্যব্রতঃ শান্তভয়ঃ সুমিত্রঃ সুবলঃ প্রভুঃ।
জানুজঙ্ঘোঽনরণ্যোঽর্কঃ প্রিয়ভৃত্যঃ শুচিব্রতঃ॥
বলবন্ধুর্নিরামর্দ্দঃ কেতুশৃঙ্গো বৃহদ্বলঃ।
ধৃষ্টকেতুর্বৃহৎকেতুর্দীপ্তকেতুর্নিরাময়ঃ॥
অবিক্ষিচ্চপলো ধূর্ত্তঃ কৃতবন্ধুর্দৃঢ়েষুধিঃ।
মহাপুরাণসংভাব্যঃ প্রত্যঙ্গঃ প্রবহা শ্রুতিঃ॥
এতে চান্যে চ রাজানঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
শ্রূয়ন্তে শতশশ্চান্যে সংখ্যাতাশ্চৈব পদ্মশঃ॥
হিত্বা সুবিপুলান্ ভোগান্ বুদ্ধিমন্তো মহাবলাঃ।
রাজানো নিধনং প্রাপ্তাস্তব পূর্ব্বা ইব প্রভো॥
যেষাং দিব্যানি কর্ম্মাণি বিক্রমস্ত্যাগ এব চ।
মাহাত্ম্যমপি চাস্তিক্যং সত্যং শৌচং দয়ার্জ্জবম্॥
বিদ্বদ্ভিঃ কথ্যতে লোকে পুরাণে কবিসত্তমৈঃ।"
(মহাভারত আদি° ১।২৩৯-২৪২)

তদর্থোঽত্র চতুর্লক্ষসংক্ষেপেন নিবেশিতঃ॥
পুরাণানি দশাষ্টৌ চ সাম্প্রতং তদিহোচ্যতে।"

(রেবামাহাত্ম্য ১।২৩-৩০)

এই রেবামাহাত্ম্যে স্পষ্টই আছে—সত্যবতীনন্দন ব্যাস অষ্টাদশ-পুরাণের বক্তা।

"অষ্টাদশ পুরাণানাং বক্তা সত্যবতীসুতঃ।" (রেবাখণ্ড)

পদ্মপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডেও রেবামাহাত্ম্য সমর্থিত হইয়াছে—

"প্রবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং পুরাণস্যাভবত্ততঃ।
কালেনাগ্রহণং দৃষ্ট্বা পুরাণস্য তদা বিভুঃ॥
ব্যাসরূপী তদা ব্রহ্মা সংগ্রহার্থং যুগে যুগে।
চতুর্লক্ষপ্রমাণেন দ্বাপরে দ্বাপরে বিভুঃ॥
তদষ্টাদশধা কৃত্বা ভূর্লোকেঽস্মিন্ প্রকাশতে।" (সৃষ্টিখ° ১অঃ)

উপরোক্ত পুরাণবচনের উপর নির্ভর করিয়া অনেকেই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকেই অষ্টাদশপুরাণের রচয়িতা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। প্রকৃত কি ১৮ খানি পুরাণ একজনের শ্রীকর-প্রসূত? পণ্ডিতবর স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"সকল পুরাণ অপেক্ষা বিষ্ণুপুরাণের রচনা প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। যাবতীয় পুরাণ বেদব্যাস প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, কিন্তু পুরাণ সকলের রচনা পরস্পর এত বিভিন্ন, যে এক ব্যক্তির রচিত বলিয়া বোধ হয় না। বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের এক এক অংশ পাঠ করিলে এই তিন গ্রন্থ এক লেখনীর মুখ হইতে বিনির্গত বলিয়া প্রতীতি হওয়া দুষ্কর। বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতির সহিত মহাভারতের রচনার এত বিভিন্নতা যে যিনি বিষ্ণুপুরাণ কিম্বা ভাগবত, অথবা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ রচনা করিয়াছেন, তাঁহার রচিত বোধ হয় না।"

মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে—

"পুরাণমেকমেবাসীৎ তদা কল্পান্তরেঽনঘ।
ত্রিবর্গসাধনং পুণ্যং শতকোটিপ্রবিস্তরম্॥
নির্দ্দগ্ধেষু চ লোকেষু বাজিরূপেণ বৈ ময়া।
অঙ্গানি চতুরো বেদাঃ পুরাণং ন্যায়বিস্তরম্॥
মীমাংসা ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ পরিগৃহ্য ময়া কৃতম্।
মৎস্যরূপেণ চ পুনঃ কল্পাদাবুদকার্ণবে॥" (৫৩।৪-৭)

মৎস্যপুরাণ স্পষ্টই নির্দ্দেশ করিতেছে যে, সর্ব্বপ্রথমে এক খানি পুরাণই ছিল। তাহা হইতে ক্রমে ১৮ খানি পুরাণ উৎপন্ন হইয়াছে। প্রথমে যে ১৮ খানি পুরাণ ছিল এবং ব্যাস ১৮ খানি পুরাণ প্রকাশ করেন নাই, এ সম্বন্ধে পরবর্ত্তী বিষ্ণুপুরাণ ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের বিবরণ পাঠ করিলেই সন্দেহ দূর হইবে।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে[৭] এইরূপ লিখিত আছে—

"প্রথমং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং পুরাণং ব্রহ্মণা স্মৃতম্।
অনন্তরঞ্চ বক্ত্রেভ্যো বেদাস্তস্য বিনিঃসৃতাঃ॥" (১।৫৮)

সকল শাস্ত্রের অগ্রে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক পুরাণ উৎপন্ন হইয়াছে, পরে তাঁহার মুখ হইতে বেদসমূহ বিনির্গত হইয়াছিল। পরে অপর এক স্থলে (৬৫ অঃ) লিখিত আছে, বেদব্যাসই একখানি মাত্র পুরাণসংহিতা প্রচার করেন।[৮]

বিষ্ণুপুরাণে স্পষ্ট লিখিত আছে—

"আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কল্পশুদ্ধিভিঃ।
পুরাণসংহিতাং চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ॥
প্রখ্যাতো ব্যাসশিষ্যোঽভূৎ সূতো বৈ রোমহর্ষণঃ।
পুরাণসংহিতাং তস্মৈ দদৌ ব্যাসো মহামুনিঃ॥
সুমতিশ্চাগ্নিবর্চ্চাশ্চ মিত্রয়ুঃ শাংশপায়নঃ।
অকৃতব্রণোঽথ সাবর্ণিঃ ষট্‌শিষ্যাস্তস্য চাভবন্॥
কাশ্যপঃ সংহিতাকর্ত্তা সাবর্ণিঃ শাংশপায়নঃ।
রোমহর্ষণিকা চান্যা তিসৃণাং মূলসংহিতা॥
চতুষ্টয়েনাপ্যেতেন সংহিতানামিদং মুনে।
আদ্যং সর্ব্বপুরাণানাং পুরাণং ব্রাহ্মমুচ্যতে॥
অষ্টাদশ পুরাণানি পুরাণজ্ঞাঃ প্রচক্ষতে।"

(বিষ্ণুপু° ৩।৬।১৬-২১)

তৎপরে পুরাণার্থবিশারদ (ভগবান্ বেদব্যাস) আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও কল্পশুদ্ধির[৯] সহিত পুরাণসংহিতা রচনা

(৭) অধ্যাপক উইলসন ও রাজা রাজেন্দ্রলালপ্রমুখ কোন কোন পুরাবিদ্ এই পুরাণকে বায়ুপুরাণ মনে করিয়া মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন। এখন যে সমস্ত পুরাণ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে এইখানিই সর্ব্বতোভাবে পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত ও সর্ব্ব প্রাচীন বলিয়া অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন।

(৮) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে চারি সংহিতামূলক পুরাণসংহিতার প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু তাহাতে অষ্টাদশ পুরাণের আদৌ প্রসঙ্গ নাই। বিষ্ণুপুরাণের টীকাকার শ্রীধরস্বামীর মতে "এতেষাং সংহিতানাং চতুষ্টয়েন সারোদ্ধাররূপমিদং বিষ্ণুপুরাণং * * * কেচিত্তু সংহিতানাং চতুষ্টয়েন ইদমাদ্যং ব্রাহ্মমুচ্যতে ইতি বদন্তি।' অর্থাৎ এই চারিখানি সংহিতার সারোদ্ধার-স্বরূপ এই বিষ্ণুপুরাণ, আবার কেহ কেহ বলেন, এই চারিখানি সংহিতার সাহায্যে এই আদি ব্রাহ্মপুরাণ হইয়াছে।

(৯) বিষ্ণুপুরাণের টীকাকার শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন,—

'স্বয়ং দৃষ্টার্থকথনং প্রাহুরাখ্যানকং বুধাঃ।
শ্রুতস্যার্থস্য কথনমুপাখ্যানং প্রচক্ষতে।
গাথাস্তু পিতৃপৃথ্বীপ্রভৃতিগীতয়ঃ। কল্পশুদ্ধিঃ শ্রাদ্ধকল্পাদিনির্ণয়ঃ।'

অর্থাৎ স্বয়ং দেখিয়া যে সকল বিষয় বলা হইয়াছে, তাহার নাম আখ্যান, পরম্পরাশ্রুত কথার নাম উপাখ্যান, পিতৃবিষয়ক ও পরলোক-

করিলেন। ব্যাসের সূতজাতীয় লোমহর্ষণনামে এক বিখ্যাত শিষ্য ছিলেন। মহামুনি ব্যাস তাঁহাকে পুরাণসংহিতা অর্পণ করিয়াছিলেন। রোমহর্ষণের ছয় জন শিষ্য। তাঁহাদের নাম—সুমতি, অগ্নিবর্চ্চা, মিত্রয়ু, শাংশপায়ন, অকৃতব্রণ ও সাবর্ণি। ইহাদের মধ্যে কশ্যপবংশীয় অকৃতব্রণ, সাবর্ণি ও শাংশপায়ন এই তিন ব্যক্তি রোমহর্ষণ হইতে অধীত মূল-সংহিতা অবলম্বনে প্রত্যেকে এক এক খানি পুরাণসংহিতা রচনা করিয়াছিলেন। উক্ত চারিসংহিতার সারসংগ্রহ করিয়া এই পুরাণ-সংহিতা রচিত হইয়াছে। ব্রাহ্মপুরাণই সকল পুরাণের আদি বলিয়া কীর্ত্তিত। পুরাণবিদ্‌গণ পুরাণগুলির অষ্টাদশ সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।১০

বিষ্ণু ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ব্যাস পুরাণসংহিতা-কর্ত্তা বলিয়া অভিহিত হইলেও তিনি যে অষ্টাদশ পুরাণ প্রচার করিয়াছিলেন এ কথার প্রসঙ্গ নাই, বরং তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যগণের প্রবর্ত্তিত পুরাণসংহিতাসমূহের সাহায্যে বর্ত্তমান পুরাণসমূহের উৎপত্তি হইয়াছে, এইরূপ কথাই পাওয়া যাইতেছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে,—বিষ্ণু ও ব্রহ্মাণ্ডের রচনা অপরাপর সকল পুরাণ অপেক্ষা প্রাচীন। এরূপ স্থলে পাদ্মোক্ত ব্যাস-কর্ত্তৃক অষ্টাদশ পুরাণ-রচনাপ্রসঙ্গ যে পরবর্ত্তিকালে যোজিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যিনি বেদ সমুদয় সংগ্রহ ও বিভাগ করেন, তাঁহার পুরাণ ও ইতিহাস-সঙ্কলনে ইচ্ছা হইতে পারে, তাহা অসম্ভব নহে। বোধ হয় তৎকালে সূতেরা যে সকল পুরা কাহিনী কীর্ত্তন করিত, বেদব্যাস তাহাই সঙ্কলিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া ইহার পঠনপাঠন-সম্বন্ধে উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকিবেন, বিষ্ণু ও ব্রহ্মাণ্ড হইতে তাহারই আভাস পাওয়া যাইতেছে।

পুরাণ-বিভাগ।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, ভগবান্ বেদব্যাস একখানি মাত্র পুরাণসংহিতা রচনা করেন, তাহা হইতে লোমহর্ষণ-শিষ্যত্রয় তিনখানি সংহিতা প্রকাশ করেন, প্রথমে এই চারিখানি মাত্র পুরাণসংহিতা প্রচলিত ছিল। এই চারিখানি হইতেই ১৮ খানি মহাপুরাণ ও তাহার বহু পরে বহুতর উপপুরাণ সঙ্কলিত হইয়াছিল।

আদি পুরাণ-সংহিতা হইতে যে সকল পুরাণ সঙ্কলিত হইয়াছে, প্রত্যেক পুরাণ মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বিষ্ণু, মৎস্য, ব্রহ্মাণ্ড, পদ্ম প্রভৃতি পুরাণের সৃষ্টিপ্রক্রিয়া পাঠ করুন, দেখিবেন, সকল পুরাণেই এক কথা, এক বিষয়, এমন কি শ্লোকে শ্লোকে মিল রহিয়াছে, কোন পুরাণে দুই চারিটী শ্লোক অধিক, আবার কোন পুরাণে দুই চারিটী শ্লোক কম; এই মাত্র প্রভেদ। সকল পুরাণেরই আদর্শ এক, সেই জন্য এরূপ শ্লোকসাদৃশ্য ও বর্ণনাসাদৃশ্য লক্ষিত হইতেছে। যদি বিভিন্ন পুরাণ পূর্ব্বে থাকিত এবং সেই বিভিন্ন পুরাণ দৃষ্টে এখনকার বিভিন্ন পুরাণ সঙ্কলিত হইত, তাহা হইলে এরূপ মিল পাওয়া যাইত না।

বিষ্ণুপুরাণে যথাক্রমে এই ১৮ খানি পুরাণের নাম আছে—"প্রথম ব্রাহ্ম, দ্বিতীয় পাদ্ম, তৃতীয় বৈষ্ণব (বা বিষ্ণুপুরাণ), চতুর্থ শৈব, পঞ্চম ভাগবত, ষষ্ঠ নারদীয়, সপ্তম মার্কণ্ডেয়, অষ্টম আগ্নেয়, নবম ভবিষ্য, দশম ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, একাদশ লৈঙ্গ, দ্বাদশ বারাহ, ত্রয়োদশ স্কান্দ, চতুর্দ্দশ বামন, পঞ্চদশ কৌর্ম্ম, ষোড়শ মাৎস্য, সপ্তদশ গারুড়, তৎপরে ব্রহ্মাণ্ড। এই সকল পুরাণেই সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত কথিত হইয়াছে। হে মৈত্রেয়! তোমার নিকট যে পুরাণ বলিতেছি, ইহার নাম বিষ্ণুপুরাণ। ইহা পদ্মপুরাণের শেষে রচিত হইয়াছে।"

বিষ্ণুপুরাণের উক্ত প্রমাণ দ্বারা বোধ হইতেছে যে এক সময়েও ১৮ খানি পুরাণ সঙ্কলিত হয় নাই, প্রথমে ব্রহ্মপুরাণ, তৎপরে পদ্ম, তৎপরে বিষ্ণু এইরূপে পরে পরে ১৮ খানি পুরাণ সঙ্কলিত ও প্রচারিত হইয়াছিল।

শৈব, ভাগবত, নারদীয়, আগ্নেয়, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, লৈঙ্গ, বারাহ, কূর্ম্ম, মৎস্য ও পদ্মপুরাণাদিতে অগ্রপশ্চাৎ যেরূপ অষ্টাদশ পুরাণের উল্লেখ আছে, তাহার একটী তালিকা পর পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল।

ঐ তালিকা দেখুন, পুরাণের অগ্রপশ্চাৎ সম্বন্ধে সকলে এক-মত নহেন। এরূপ স্থলে নিঃসন্দেহ কোন্ পুরাণ অগ্রে ও কোন্ পুরাণ পরে রচিত হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। তবে যখন বিষ্ণুপুরাণের সহিত অধিকাংশ পুরাণের মিল রহিয়াছে, তখন বিষ্ণুপুরাণের মত অনেকটা প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে? কিন্তু যখন প্রত্যেক পুরাণ পাঠ করা যায়, তখন আবার অন্যরূপ বোধ হয়। যেমন, বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে,—তৎপূর্ব্বে ব্রহ্ম ও পদ্মপুরাণ সঙ্কলিত হইয়াছিল, কিন্তু যে সকল পুরাণ তাহার পরে প্রচারিত

বিষয়ক গীত ও অন্যান্য কোন কোন্ গীতের নাম গাথা এবং শ্রাদ্ধকল্পাদি নির্ণয়ের নাম কল্পশুদ্ধি। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে "কল্পশুদ্ধি" স্থানে 'কুলকর্ম্ম' পাঠ আছে।

(১০) "সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
সর্ব্বেষ্বেতেষু কথ্যন্তে বংশানুচরিতঞ্চ যৎ॥
যদেতৎ তব মৈত্রেয় পুরাণং কথ্যতে ময়া।
এতদ্বৈষ্ণবসংজ্ঞং বৈ পাদ্মস্য সমনন্তরম্॥" (বিষ্ণুপু° ৩।৬।২৫—২৬)

বিভিন্ন পুরাণ হইতে অষ্টাদশ পুরাণের ক্রম ও শ্লোকসংখ্যা।

বিষ্ণুপুরাণ মতে	শিবপুরাণীয় রেবামাহাত্ম্য মতে	দেবীভাগবত মতে	শ্রীভাগবত মতে	নারদীয় মতে	মার্কণ্ডেয় মতে	ব্রহ্মবৈবর্ত্ত মতে	লিঙ্গপুরাণ মতে	বারাহ মতে	কৌর্ম্ম মতে	মাৎস্য মতে	পাদ্ম মতে
১ম ব্রাহ্ম	ব্রহ্মপুরাণ	মাৎস্য	ব্রহ্মপুরাণ	ব্রাহ্ম	ব্রাহ্ম	ব্রহ্মপুরাণ	ব্রাহ্ম	ব্রাহ্ম	ব্রাহ্ম	ব্রাহ্ম	ব্রাহ্ম
	১০০০০শ্লোক	১৪০০০শ্লোক	১০০০০	১০০০০		১০০০০				১৩০০০	
২য় পাদ্ম	পাদ্ম	মার্কণ্ডেয়	পাদ্ম	পাদ্ম	পাদ্ম	পাদ্ম	পাদ্ম	পাদ্ম	পাদ্ম	পাদ্ম	পাদ্ম
	৫৫০০০	৯০০০০	৫৫০০০	৫৫০০০		৫৯০০০				৫৫০০০	
৩য় বৈষ্ণব	বৈষ্ণব	ভবিষ্য	বিষ্ণু	বৈষ্ণব	বৈষ্ণব	বৈষ্ণব	বৈষ্ণব	বৈষ্ণব	বৈষ্ণব	বৈষ্ণব	বৈষ্ণব
	২৩০০০	১৪৫০০	২৩০০০	২৩০০০		২৩০০০				২৩০০০	
৪র্থ শৈব	শৈব=বায়ু	ভাগবত	শৈব	বায়ু	শৈব	শৈব	শৈব	শৈব	শৈব	বায়বীয়	শৈব
	২৪০০০	১৮০০০	২৪০০০	২৪০০০		২৪০০০				২৪০০০	
৫ম ভাগবত	ভবিষ্য	ব্রহ্ম	শ্রীভাগবত	শ্রীমদ্ভাগবত	ভাগবত	শ্রীমদ্ভাগবত	ভাগবত	ভাগবত	ভাগবত	ভাগবত	ভাগবত
	১৪৫০০	১০০০০	১৮০০০	১৮০০০		১৮০০০				১৮০০০	
৬ষ্ঠ নারদীয়	মার্কণ্ড	ব্রহ্মাণ্ড	নারদীয়	নারদীয়	নারদীয়	নারদীয়	ভবিষ্য	নারদীয়	ভবিষ্য	নারদীয়	নারদীয়
	৯০০০	১২১০০	১৫০০০	২৫০০০		২৫০০০				২৫০০০	
৭ম মার্কণ্ডেয়	আগ্নেয়	ব্রহ্মবৈবর্ত্ত	মার্কণ্ডেয়	মার্কণ্ডেয়	মার্কণ্ডেয়	মার্কণ্ড	নারদীয়	মার্কণ্ডেয়	নারদীয়	মার্কণ্ডেয়	মার্কণ্ডেয়
	১৬০০০	১৮০০০	৯০০০	৯০০০		৯০০০				৯০০০	
৮ম আগ্নেয়	নারদীয়	বামন	আগ্নেয়	আগ্নেয়	আগ্নেয়	অগ্নিপুরাণ	মার্কণ্ডেয়	আগ্নেয়	মার্কণ্ডেয়	আগ্নেয়	আগ্নেয়
	২৫০০০	১০০০০	১৫৪০০	১৫০০০		১৫৪০০				১৬০০০	
৯ম ভবিষ্য	ভাগবত	বায়ব্য	ব্রহ্মবৈবর্ত্ত	ভবিষ্য	ভবিষ্য	ভবিষ্য	আগ্নেয়	ভবিষ্য	ব্রহ্মবৈবর্ত্ত	ভবিষ্য	ভবিষ্য
	১৮০০০	১০৬০০	১৮০০০	১৪০০০		১৪৫০০				১৪৫০০	
১০ম ব্রহ্মবৈবর্ত্ত	ব্রহ্মবৈবর্ত্ত	বৈষ্ণব	ভবিষ্য	ব্রহ্মবৈবর্ত্ত	ব্রহ্মবৈবর্ত্ত	ব্রহ্মবৈবর্ত্ত	ব্রহ্মবৈবর্ত্ত	ব্রহ্মবৈবর্ত্ত	লৈঙ্গ	ব্রহ্মবৈবর্ত্ত	ব্রহ্মবৈবর্ত্ত
	১৮০০০	২৩০০০	১৪৫০০	১৮০০০		১৮০০০				১৮০০০	
১১ লৈঙ্গ	লৈঙ্গ	বারাহ	লিঙ্গ	লিঙ্গ	নৃসিংহ	লিঙ্গ	লৈঙ্গ	লৈঙ্গ	বরাহ	লৈঙ্গ	লৈঙ্গ
	১১০০০	২৪০০০	১১০০০	১১০০০		১১০০০				১১০০০	
১২শ বারাহ	বারাহ	অগ্নি	বারাহ	বারাহ	বারাহ	বারাহ	বারাহ	বারাহ	স্কন্দ	বারাহ	বারাহ
	২৪০০০	১৬০০০	২৪০০০	২৪০০০		২৪০০০				২৪০০০	
১৩শ স্কান্দ	স্কান্দ	নারদীয়	স্কান্দ	স্কন্দ	স্কান্দ	স্কান্দ	বামন	স্কান্দ	বামন	স্কান্দ	স্কান্দ
	৮৪০০০	২৫০০০	৮১১০০	৮১০০০		৮১০০০				৮১১০০	
১৪শ বামন	বামন	পদ্ম	বামন	বামন	বামন	বামন	কূর্ম্ম	বামন	কৌর্ম্ম	বামন	বামন
	১০০০০	৫৫০০০	১০০০০	১০০০০		১০০০০				১০০০০	
১৫শ কৌর্ম্ম	কৌর্ম্ম	লিঙ্গ	কৌর্ম্ম	কূর্ম্ম	কৌর্ম্ম	কৌর্ম্ম	মাৎস্য	কৌর্ম্ম	মাৎস্য	কূর্ম্ম	কৌর্ম্ম
	১৭০০০	১১০০০	১৭০০০	১৭০০০		১৭০০০				১৮০০০	
১৬শ মাৎস্য	মাৎস্য	গারুড়	মাৎস্য	মাৎস্য	মাৎস্য	মাৎস্য	গারুড়	মাৎস্য	গরুড়	মাৎস্য	মাৎস্য
	১৪০০০	১৯০০০	১৪০০০	১৫০০০		১৪০০০				১৪০০০	
১৭শ গারুড়	গারুড়	কূর্ম্ম	গারুড়	গারুড়	গারুড়	গারুড়	স্কান্দ	গারুড়	বায়বীয়	গারুড়	গারুড়
	১৯০০০	১৭০০০	১৯০০০	১৯০০০		১৯০০০				১৮০০০	
১৮শ ব্রহ্মাণ্ড	ব্রহ্মাণ্ড	স্কান্দ	ব্রহ্মাণ্ড	ব্রহ্মাণ্ড	ব্রহ্মাণ্ড	ব্রহ্মাণ্ড	ব্রহ্মাণ্ড	ব্রহ্মাণ্ড	ব্রহ্মাণ্ড	ব্রহ্মাণ্ড	ব্রহ্মাণ্ড
	১২২০০	৮১০০০	১২০০০	১২০০০		১২০০০				১২২০০	

হইয়াছে, সেই সকল পুরাণের নাম কিরূপে বিষ্ণুপুরাণ মধ্যে আসিল? অপরাপর পুরাণ-সম্বন্ধেও এইরূপ। কেবল নামোল্লেখ নহে; এক পুরাণ হইতে পুরাণান্তরের বিবরণাদি উদ্ধৃত দেখা যায়। যথা বামনপুরাণে—

"শৃণুষ্বাবহিতো ভূত্বা কথামেতাং পুরাতনীম্।
প্রোক্তামাদিপুরাণে চ ব্রহ্মণা ব্যক্তরূপিণা॥" (৩ অঃ)

এখানে বামনপুরাণে আদিপুরাণ হইতে কথাসংগ্রহ। এইরূপ বরাহপুরাণে—

"রবিং প্রপচ্ছ ধর্ম্মাত্মা পুরাণং সূর্য্যভাষিতম্।
ভবিষ্যৎপুরাণমিতি খ্যাতং কৃত্বা পুনর্নবম্॥" (১৭৭।৫১)

এইরূপ নারদীয় ৬ষ্ঠ ও মৎস্য ১৬শ পুরাণ মধ্যে গণ্য হইলেও এই দুই পুরাণে অষ্টাদশ পুরাণেরই প্রতিপাদ্য বিষয়াদির উল্লেখ আছে। এইরূপ পুরাণের অবস্থা দেখিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ও দেশীয় পুরাবিদ্‌গণ বর্ত্তমান পুরাণসমূহের নিতান্ত আধুনিকতা স্বীকার করিয়াছেন।

অষ্টাদশ পুরাণ কত দিনের?

বিষ্ণুপুরাণের প্রসিদ্ধ অনুবাদক উইল্‌সন্ সাহেব প্রচলিত ১৮ খানি পুরাণের আলোচনা করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন—

"১ম ব্রহ্মপুরাণ—উৎকলের জগন্নাথমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করাই ব্রহ্মপুরাণের উদ্দেশ্য। পুরাণের পঞ্চলক্ষণ ইহাতে নাই। উৎকলের মন্দিরাদির বিবরণ দৃষ্টে বোধ হয় যে এই পুরাণ খৃষ্টীয় ১৩শ ও ১৪শ শতাব্দীর পূর্ব্বে রচিত হয় নাই।

২য় পদ্মপুরাণ—এই পুরাণের সকল খণ্ড পাঠ করিলে কোন খানিতেই পুরাণের প্রকৃত লক্ষণ আছে বলিয়া বোধ হয় না। কোন কোন খণ্ডে জৈনদিগের আচার ব্যবহারের কথা, ভারতে ম্লেচ্ছের প্রাদুর্ভাব ও আধুনিক বৈষ্ণবদিগের চিহ্নাদি ধারণের এমন কথা আছে, যাহা পাঠ করিলে কখনই প্রাচীন পুরাণ বলিয়া বোধ হয় না। পদ্মপুরাণের ক্রিয়াযোগসারখানি পাঠ করিলে আধুনিক বাঙ্গালীর রচনা বলিয়া বোধ হয়। পদ্মপুরাণের কোন খণ্ডই খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বোধ হয় না। এমন কি ইহার শেষ খণ্ড খৃষ্টীয় ১৫শ বা ১৬শ শতাব্দীতে রচিত হইতে পারে।

৩য় বিষ্ণুপুরাণ—এই পুরাণে বৌদ্ধ ও জৈনপ্রসঙ্গ আছে। বৌদ্ধগণ ভারতে খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। সম্ভবতঃ তৎপূর্ব্বে এই পুরাণ রচিত হইয়াছে। কুরুপাণ্ডবের মহাসমর হইতে (ভবিষ্য) রাজবংশ পর্য্যন্ত যেরূপ রাজ্যকাল নির্ণীত হইয়াছে, তাহাতে কলির ৪১৪৬ বর্ষ=১০৪৫ খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়। ঐ সময়ে বিষ্ণুপুরাণের রচনাকাল অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

৪ বায়ুপুরাণ—এখন যে সকল পুরাণ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে এই বায়ুই সর্ব্বপ্রাচীন ও মূল পুরাণের সর্ব্বলক্ষণযুক্ত বলিয়া ধরা যায়।

৫ শ্রীভাগবত—কেহ কেহ এই পুরাণকে বোপদেবের রচনা বলিয়া মনে করেন। মোটের উপর এই পুরাণ খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর রচনা বলিয়া ধরা যায়।

৬ নারদীয়পুরাণ—ইহাতে পুরাণের লক্ষণ নাই, আলোচনা করিলে আধুনিক ভক্তিগ্রন্থ বলিয়া মনে হয়। ভারত মুসলমান-করতলগত হইবার পর এই পুরাণ রচিত হইয়াছে। ইহার শেষাংশে লিখিত আছে—যেন গোঘাতক ও দেবনিন্দকের নিকট কেহ এই পুরাণ পাঠ না করে। সম্ভবতঃ এই পুরাণ খৃষ্টীয় ১৬শ বা ১৭শ শতাব্দীর সংগ্রহ।

বৃহন্নারদীয় নামে আর একখানি পুরাণ পাওয়া যায়। ইহাও পূর্ব্বোক্ত নারদীয় পুরাণের সমশ্রেণীর গ্রন্থ। এই পুরাণের অধিকাংশ বিষ্ণুর স্তুতি ও বৈষ্ণবদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয়েই পূর্ণ। দেখিলেই আধুনিক গ্রন্থ বলিয়া বোধ হয়।

৭ মার্কণ্ডেয়পুরাণ—এখন আমরা যে মার্কণ্ডেয়পুরাণ পাই, তাহা সম্পূর্ণ নহে। ব্রহ্ম, পদ্ম ও নারদীয় অপেক্ষা এই পুরাণ অতি প্রাচীন। মোটামুটী এখানি খৃষ্টীয় নবম বা দশম শতাব্দীর সংগ্রহ বলিয়া মনে হয়।

৮ অগ্নিপুরাণ—বহুশাস্ত্রবিষয়ক এই পুরাণের আলোচনা করিলে এখানিকে মূল পুরাণ বা বেশী প্রাচীন সংগ্রহ বলিয়াই মনে হয় না। ইতিহাস, ছন্দঃ, ব্যাকরণ ও তান্ত্রিক পূজাদি প্রচলিত হইবার পরে এই পুরাণ সঙ্কলিত হইয়াছে। তবে আধুনিককালে সঙ্কলিত হইলেও ইহাতে বহু পুরাণকথার সমালোচনা থাকায় এই গ্রন্থখানি অতি মূল্যবান্।

৯ ভবিষ্যপুরাণ—এখন যে ভবিষ্যপুরাণ প্রচলিত দেখা যায়, তাহা 'পুরাণ' বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। প্রথমাংশে অতি সংক্ষেপে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণিত হইলেও অবশিষ্ট অংশ প্রায় ব্রতপূজার বর্ণনায় পরিপূর্ণ। ভবিষ্যপুরাণেও কেবল ব্রতপূজাদি বর্ণিত হইয়াছে।

১০ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ—মৎস্যপুরাণে ব্রহ্মবৈবর্ত্তের যে লক্ষণ নির্ণীত আছে, তাহার সহিত এখনকার ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কিছুমাত্র মিল নাই, বর্ত্তমান ব্রহ্মবৈবর্ত্তের আলোচনা করিলে ইহাকে কিছুতেই পুরাণ বলিয়া মনে করা যায় না।

১১ লিঙ্গপুরাণ—পুরাণ না বলিয়া ইহা একখানি কর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। পৌরাণিকতা রক্ষার জন্য ইহার মধ্যে পুরাণ-কথা সংযোজিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে অনেক পুরাতন

শৈব আখ্যান বর্ণিত হইলেও ইহার অধিকাংশই নিতান্ত আধুনিক কালে রচিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

১২ বরাহপুরাণ—লিঙ্গপুরাণের ন্যায় এই বরাহপুরাণকে প্রকৃত পুরাণ না বলিয়া একখানি কর্ম্মগ্রন্থ বলা যাইতে পারে। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব রামানুজের সময়ের আভাস এই পুরাণে আছে।

১৩ স্কন্দপুরাণ—এই পুরাণ নানাখণ্ডে বিভক্ত। তন্মধ্যে উৎকলখণ্ড, কাশীখণ্ড ইত্যাদি বিশেষ প্রচলিত। উৎকলখণ্ডে জগন্নাথের মাহাত্ম্য-বর্ণিত। [পূর্ব্বে ব্রহ্মপুরাণের বিবরণ দেখ।]

১৪ বামনপুরাণ—ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়াদি আলোচনা করিলে এই বামনকেও পুরাণ বলিয়া মনে করা যায় না। এখানি তিন চারি শত বর্ষ পূর্ব্বে কাশীবাসী কোন ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক সংগৃহীত।

১৫ কূর্ম্মপুরাণ—এই পুরাণে ভৈরব, বাম, যামল প্রভৃতি তন্ত্রশাস্ত্রের উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থ প্রাচীন হইতে পারে না। কারণ তান্ত্রিক, শাক্ত ও জৈনসম্প্রদায়ের উৎপত্তির বহু পরে এই পুরাণ রচিত হইয়াছে।

১৬ মৎস্যপুরাণ—এই পুরাণে নানাবিষয় থাকিলেও ইহাতে মহাপুরাণের পঞ্চলক্ষণ আছে; কিন্তু পদ্মপুরাণ হইতে এই পুরাণ সঙ্কলিত হইয়া থাকিলে (কারণ এক স্থানে এরূপ প্রসঙ্গ আছে) এবং উপপুরাণসমূহের বর্ণনা থাকায়, ইহা পরের রচনা এবং বেশী পুরাতন বলিয়া বোধ হয় না।

১৭ গরুড়পুরাণ—মৎস্যপুরাণে গরুড়পুরাণের যে লক্ষণ আছে, তাহার সহিত এখনকার গরুড়পুরাণের কিছুমাত্র মিল নাই। ইহা নামমাত্র গরুড় পুরাণ। গরুড়ের বিষয় কিছুমাত্র নাই।

১৮ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ—স্কন্দপুরাণের ন্যায় একখানিও একখানি পুরাণের আকারে পাওয়া যায় না। বহুতর খণ্ড ও মাহাত্ম্য এই পুরাণের অন্তর্গত বলিয়া খ্যাত। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ নামে কথন কথন বায়ুপুরাণের পুথি পাওয়া যায়। বায়ুপুরাণের শেষাংশের নাম ব্রহ্মাণ্ডখণ্ড। সম্ভবতঃ অজ্ঞ লেখক তদ্দৃষ্টে সমস্ত অংশকেই ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ বলিয়া মনে করিয়া থাকিবে। ব্রহ্মাণ্ডের দ্বিতীয়াংশ সংহিতা বা খণ্ডে বিভক্ত, ইহা দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত।"

এইরূপ অধ্যাপক হ হ উইলসন্ সাহেব পুরাণ সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, বহু পাশ্চাত্য এবং এদেশীয় অক্ষয়কুমারদত্তপ্রমুখ পুরাবিদ্‌গণও ঐ মতের অনুসরণ করিয়াছেন।

এখন কথা হইতেছে, সত্যই কি পুরাণগুলি এত আধুনিক? বৈদিক গ্রন্থে ও প্রাচীন স্মার্ত্তগ্রন্থে যে পুরাণের প্রসঙ্গ রহিয়াছে, সেই সকল পুরাণ কি এককালে লোপ হইয়াছে? এখন যে সকল পুরাণ পাইতেছি, সমস্তই কি এত আধুনিক?

প্রচলিত পুরাণসমূহের সঙ্কলনকাল।

আরণ্যক, গৃহ্য ও ধর্ম্মশাস্ত্ররচিত হইবার সময় যে একাধিক পুরাণ প্রচলিত ছিল, শ্রাদ্ধাদি ধর্ম্মকার্য্যে তাহার প্রয়োজন হইত, তাহা ইতিপূর্ব্বে লিখিয়াছি। কিন্তু তৎকালে কোন্ কোন্ পুরাণ প্রচলিত ছিল, তাহার স্পষ্ট আভাস দিই নাই। বেদব্যাস পুরাণকে অষ্টাদশভাগে বিভাগ করিয়াছেন এ কথা সম্ভবপর নহে, এ কথা প্রাচীন পুরাণসম্মতও নহে, তাই বলিয়া কি পূর্ব্বকালে বিভিন্ন নামধেয় পুরাণ ছিল না? অধ্যাপক উইলসন্ ও ৺অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের মত পর্য্যালোচনা করিলে সকলেই একবাক্যে বলিবেন যে, ধর্ম্মশাস্ত্র-রচনার সময় এতগুলি পুরাণ বা পুরাণবিভাগ ছিল না। পুরাণ নামে পূর্ব্বকালে যে শাস্ত্র প্রচলিত ছিল, তাহা বর্ত্তমান পুরাণ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিস। কিন্তু এখন দেখাইতেছি, উপরোক্ত পণ্ডিতগণ পুরাণগুলিকে যেরূপ আধুনিক মনে করেন, প্রকৃত প্রস্তাবে এত আধুনিক নহে। কোন কোন পুরাণে আধুনিক বিষয় প্রক্ষিপ্ত হইলেও বহু পূর্ব্বকাল হইতে ভারতে অষ্টাদশ পুরাণ প্রচলিত আছে, এ সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার বিশেষ কারণ দেখি না। দুই একটী উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে।

আপস্তম্বধর্ম্মসূত্রে এইরূপে পুরাণবচন উদ্ধৃত হইয়াছে—

"অথ পুরাণে শ্লোকাবুদাহরন্তি।
অষ্টাশীতিসহস্রাণি যে প্রজামীষিরর্ষয়ঃ।
দক্ষিণেনার্য্যম্ণঃ পন্থানং তে শ্মশানানি ভেজিরে॥
অষ্টাশীতিসহস্রাণি যে প্রজাং নেষিরর্ষয়ঃ।
উত্তরেণার্য্যম্ণঃ পন্থানং তেঽমৃতত্বং হি কল্পতে॥"

(আপস্তম্বধর্ম্মসূত্র ২।২৩।৩-৫)

'অনন্তর তাহারা পুরাণ হইতে (এই) দুইটী শ্লোক উদাহরণ দিয়া থাকেন,—

'সেই অষ্টাশীতি সহস্র ঋষি যাঁহারা প্রজাকামনা করেন, তাঁহারা অর্য্যমার দক্ষিণ পথে গিয়া শ্মশান পাইয়াছিলেন এবং যে অষ্টাশীতি সহস্র ঋষি, প্রজা কামনা করেন না, তাঁহারা অর্য্যমার উত্তর পথে গিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন।'

আপস্তম্বধর্ম্মসূত্রে যে পুরাণবচন উদ্ধৃত হইয়াছে, পুরাণেও ঐরূপ বচন পাইয়াছি। যথা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

"অষ্টাশীতি সহস্রাণি মুনিনাং গৃহমেধিনাম্।
সবিতুর্দক্ষিণং মার্গং শ্রিতা হ্যাচন্দ্রতারকম্।
ক্রিয়াবতাং প্রসংখ্যেষা যে শ্মশানানি ভেজিরে।
লোকসংব্যবহারেণ ভূতারম্ভকৃতেন চ।
ইচ্ছাদ্বেষরতাচ্চৈব মৈথুনোপগমাচ্চ বৈ।

তথা কামকৃতেনেহ সেবনাদ্বিষয়স্য চ।
ইত্যেতৈঃ কারণৈঃ সিদ্ধাঃ শ্মশানানীহ ভেজিরে॥
প্রজৈষিণস্তে মুনয়ো দ্বাপরেম্বিহ জজ্ঞিরে।
নাগবীথ্যুত্তরে যচ্চ সপ্তর্ষিভ্যশ্চ দক্ষিণম্।
উত্তরঃ সবিতুঃ পন্থা দেবযানস্তু স স্মৃতঃ॥
যত্র তে বশিনঃ সিদ্ধা বিমলা ব্রহ্মচারিণঃ।
সন্ততিং তে জুগুপ্সন্তি তস্মান্মৃত্যুর্জিতস্তু তৈঃ।
অষ্টাশীতিসহস্রাণি তেষামপ্যূর্দ্ধরেতসাম্।
উদক্পন্থানমর্যমণঃ শ্রিতা হ্যাভূতসংপ্লবাৎ।
ইত্যেতৈঃ কারণৈঃ শুদ্ধৈস্তেঽমৃতত্বং হি ভেজিরে।
আভূতসংপ্লবস্থানামমৃতত্বং বিভাব্যতে।"

(ব্রহ্মাণ্ডপু° অনুষঙ্গ° ৫৪।১৫৯-১৬৬)

যত দিন চন্দ্রতারা, ততদিন অষ্টাশীতি সহস্র গৃহমেধী মুনিগণ সূর্য্যের (অর্য্যমার) দক্ষিণপথ আশ্রয় করিয়া আছেন, ইহারা ক্রিয়াবান্ বলিয়া গণ্য ও শ্মশানলাভ করিয়া থাকেন। লোক-ব্যবহার, ভূতারম্ভক ক্রিয়া, ইচ্ছাদ্বেষে রতি, মৈথুনোপভোগ, কাম ও বিষয়সেবা এই সমস্ত কারণে তাঁহারা সিদ্ধ হইয়া শ্মশান লাভ করিয়া থাকেন। সেই প্রজাভিলাষী মুনিগণ দ্বাপরযুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নাগবীথির উত্তরদিকে ও সপ্তর্ষি মণ্ডলের দক্ষিণদিকে যে পথ, তাহাই দেবযান নামক সূর্য্যের উত্তর পথ বলিয়া কথিত। তথায় জিতেন্দ্রিয় নির্ম্মল-স্বভাব সিদ্ধ ব্রহ্মচারিগণ বাস করেন, তাঁহারা সন্তান কামনা করেন না ও মৃত্যু জয় করিয়াছেন। সেই অষ্টাশীতি সহস্র ঊর্দ্ধরেতা মুনিগণ প্রলয়কাল পর্য্যন্ত অর্যমার উত্তরপথে থাকেন। এই সকল কারণে (অর্থাৎ ঊর্দ্ধরেতা বলিয়া) পবিত্র হইয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। প্রলয়কাল পর্য্যন্ত অবস্থানকেই অমরত্ব বলা যায়। (বিষ্ণুপুরাণ ৩.৮ অঃ, ও মৎস্যপুরাণেও ১২৪।১০২-১১০ উক্ত শ্লোকগুলি আছে।)

এখন আপস্তম্বের ধর্ম্মসূত্রোক্ত বচন দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম্মসূত্র-রচনাকালে পুরাণ প্রচলিত ছিল এবং সেই পুরাণের বিষয় সামান্য ভাষা ভিন্ন অপর কোন অংশে ব্রহ্মাণ্ড, বিষ্ণু ও মৎস্যপুরাণ হইতে বিভিন্ন ছিল না। তবে এই শেষোক্ত তিন খানি পুরাণের সমস্ত অংশই ধর্ম্মসূত্র রচনাকালে প্রচলিত ছিল কিনা, তাহা ঠিক হয় নাই।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের আর এক স্থানেও এইরূপ শ্লোক দৃষ্ট হয়। যথা—

"অষ্টাশীতিসহস্রাণি প্রোক্তানি গৃহমেধিনাম্।
অর্যমণো দক্ষিণা যে তু পিতৃযানং সমাশ্রিতাঃ॥
দারাগ্নিহোত্রিণস্তে বৈ যে প্রজাহেতবঃ স্মৃতাঃ॥
গৃহমেধিনাস্তু সংখ্যোয়াঃ শ্মশানান্যাশ্রয়ন্তি যে।
অষ্টাশীতিসহস্রাণি নিহিতা উত্তরায়নে॥
যে শ্রূয়ন্তে দিবং প্রাপ্তা ঋষয় ঊর্দ্ধরেতসঃ।" (৬৫।১০৩-৪)

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের উক্ত শ্লোকগুলির সহিত ধর্ম্মসূত্র-উদ্ধৃত পুরাণ-বচনের যথেষ্ট মিল আছে।

পদ্মপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডেও ঐরূপ শ্লোক আছে,—

"অষ্টাশীতিসহস্রাণাং যতীনামূর্দ্ধরেতসাম্।
স্মৃতং যেষাং তু তৎস্থানং তদেব গুরুবাসিনাম্।" (৩।১৫০)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রথমে একখানি মাত্র পুরাণসংহিতা ছিল, তাহাই বেদব্যাসের সঙ্কলন। এখন কেহ কেহ বলিতে পারেন, সম্ভবতঃ ধর্ম্মসূত্রকার সেই পুরাণসংহিতা হইতেই বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। তখন কি এখনকার মত অষ্টাদশ পুরাণ প্রচলিত ছিল? তাহার প্রমাণ কি? আপস্তম্ব-ধর্ম্মসূত্রের পূর্ব্বে একাধিক পুরাণ প্রচলিত ছিল, তাহা উক্ত ধর্ম্মসূত্র হইতেই জানা যায়।

এই ধর্ম্মসূত্রে স্পষ্ট ভবিষ্যৎপুরাণ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা—

"আভূতসংপ্লবাত্তে স্বর্গজিতঃ।
পুনঃ সর্গে বীজার্থা ভবন্তীতি ভবিষ্যৎপুরাণে॥"

(আপস্তম্বধর্ম্মসূত্র ২।২৪।৫-৬)

অর্থাৎ তাহারা (পিতৃগণ) প্রলয় পর্য্যন্ত স্বর্গজয় করিয়াছেন অর্থাৎ স্বর্গে বাস করিয়া থাকেন। পুনরায় সৃষ্টিকালে বীজার্থ হইয়া থাকেন, ভবিষ্যৎপুরাণে এ কথা আছে।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ইহার বিস্তৃত প্রসঙ্গ দেখা যায়।

'কল্পস্যাদৌ কৃতযুগে প্রথমে সোঽসৃজৎ প্রজাঃ। ২২
প্রাগুক্তা যা ময়া তুভ্যং পূর্ব্বকালং প্রজাস্তু তাঃ।
তস্মিন্ সংবর্ত্তমানে তু কল্পে দগ্ধাস্তদাগ্নিনা॥
অপ্রাপ্তা যাস্তপোলোকং জনলোকং সমাশ্রিতাঃ।
প্রবর্ত্তন্তে পুনঃ সর্গে বীজার্থং তা ভবন্তি হি॥
বীজার্থেন স্থিতাস্তত্র পুনঃ সর্গস্য কারণাৎ।
ততস্তাঃ সৃজ্যমানাস্তু সন্তানার্থং ভবন্তি হি॥" (অনুষঙ্গ ৮।২২-২৫)

কল্পারম্ভে সত্যযুগে প্রজাপতি প্রথমে প্রজা সৃষ্টি করেন; পূর্ব্বে যে সকল প্রজার কথা বলিয়াছি, তাহারাই সত্যযুগের প্রজা। ঐ যুগে কল্পসংবর্ত্তমানে যাহারা তপোলোকে যাইতে না পারিয়া জনলোকে অবস্থান করিতেছিলেন, তাহারাই সম্বর্ত্তকাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া বীজের জন্য পুনরায় সৃষ্ট হইয়া থাকে এবং সন্তানাদির দ্বারা সৃষ্টি বৃদ্ধি করে।

এখন বুঝিলাম, আপস্তম্বধর্ম্মসূত্রকার কোন (অনির্দ্দিষ্ট) পুরাণ ও ভবিষ্যৎপুরাণ হইতে প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে পুরাণ-বিভাগ বা নানা পুরাণ প্রচলিত না হইলে

তিনি কেন ভবিষ্যৎপুরাণের নাম দিয়া নির্দ্দিষ্ট পুরাণের উল্লেখ করিবেন। এরূপ স্থলে তাঁহার পূর্ব্বে একাধিক পুরাণ বিরচিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইতিপূর্ব্বে বিষ্ণুপুরাণ হইতে দেখাইয়াছি যে, ভবিষ্যৎপুরাণ ৯ম অর্থাৎ তৎপূর্ব্বে ৮খানি পুরাণ প্রচলিত হইয়াছিল।

আপস্তম্বধর্ম্মসূত্রের সুপ্রসিদ্ধ অনুবাদক ডাক্তার বুহ্লার (Dr. Buhler) সাহেবই বলিয়াছেন, যে আপস্তম্ব-ধর্ম্মসূত্র খৃষ্ট পূর্ব্ব ৩য় শতাব্দীর এদিকে রচিত হয় নাই, এমন কি পাণিনির পূর্ব্বেও রচিত হইতে পারে। কিন্তু আপস্তম্ব-ধর্ম্মসূত্রে বৌদ্ধ না জৈনপ্রভাবের কিছুমাত্র উল্লেখ না থাকায় আমরা অনায়াসেই খৃষ্টপূর্ব্ব ৫ম বা ষষ্ঠ শতাব্দীরও পূর্ব্বকালে এই ধর্ম্মসূত্র প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। তাহারও পূর্ব্বে বিভিন্ন পুরাণের উৎপত্তি অনায়াসেই কল্পনা করা যাইতে পারে। আপস্তম্ব-ধর্ম্মসূত্রের প্রমাণ হইতে বুঝিলাম যে, সর্গ ও প্রতিসর্গ বর্ণনা করা পুরাণের প্রধান উদ্দেশ্য। আরও বুঝিলাম যে, পূর্ব্বকালে ভবিষ্যৎ প্রভৃতি কোন কোন পুরাণ বৈদিক ও লৌকিক ভাষা মিশ্রণে রচিত হইয়াছিল। শঙ্করাচার্য্য ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌ভাষ্যে (৩।৯) যে পৌরাণিক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"যে প্রজামীষিরে ধীরাস্তে শ্মশানানি ভেজিরে।
যে প্রজাং নেষিরে ধীরাস্তেঽমৃতত্বং হি ভেজিরে॥"

উহা হইতেও কতকটা বুঝা যাইতেছে। এই কারণে সকল পুরাণেই আর্ষপ্রয়োগের ছড়াছড়ি।

কেবল ভবিষ্যৎপুরাণের প্রসঙ্গে হয়ত অনেকে তৃপ্ত না হইতে পারেন, এজন্য আর দুই একখানি পুরাণের প্রাচীনতার প্রমাণ দিতেছি। প্রচলিত প্রায় সকল পুরাণমতেই অষ্টাদশ বা শেষ পুরাণের নাম ব্রহ্মাণ্ড। এই শেষ পুরাণের আলোচনা করিয়াই দেখা যাউক।

উপরে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ হইতে যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ধর্ম্মসূত্রোক্ত পুরাণ-বচনের সহিত মিলাইতে চেষ্টা করিয়াছি, ঐ শ্লোক হইতেই ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের ঐ সকল অংশ যে অতি প্রাচীন তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। এখন দেখা যাউক, অপরাপর অংশ কত প্রাচীন।

খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে অর্থাৎ এখন হইতে চতুর্দ্দশ শত বর্ষ পূর্ব্বে ভারতীয় হিন্দুগণ যবদ্বীপে পদার্পণ করেন, সেই সময়ে তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ সঙ্গে লইয়া যান। যবদ্বীপ হইতে বালিদ্বীপে ঐ সকল সংস্কৃত গ্রন্থ পরে তত্রত্য ব্রাহ্মণগণ মধ্যে প্রচলিত হয়। সুখের বিষয়, ঐ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ অদ্যাপি বালিদ্বীপের শৈবব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বেদবৎ পূজিত হইতেছে।[১] বহুকাল হইল, এই ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ যবদ্বীপের কবিভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে।

ডাক্তার ফ্রেডারিক সাহেব ওলন্দাজ ভাষায় সর্ব্বপ্রথম এই কবি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করেন।[২] তিনি কবিব্রহ্মাণ্ডপুরাণ হইতে কএকটী শ্লোকও উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"অগ্রে সসর্জ্জ ভগবান্‌মানসমাত্মনঃ সমাম্।"

এই শ্লোকটী বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়ে সংগৃহীত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে (৬।৬৭) ঠিক আছে।

আর একস্থানে কবিব্রহ্মাণ্ড হইতে এই শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে,—

"ততো দেবাসুরপিতৄন্ মনুষ্যাখ্যোঽসৃজৎ প্রভুঃ।"

এই শ্লোকটীও এখানকার ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে (৯।২)* পাইয়াছি।

ফ্রেডারিক সাহেব কবিব্রহ্মাণ্ডপুরাণের সৃষ্টিবর্ণনাপ্রসঙ্গে জগদুৎপত্তি, ব্রহ্মার তপস্যা হইতে সনক সনন্দাদি মানসপ্রজা-সৃষ্টি, মাহেশ্বরপ্রাদুর্ভাব, কল্পবর্ণন, দেবাসুরোৎপত্তি, মন্বন্তর ও যুগাদি নির্ণয়, সপ্তদ্বীপের বিবরণ প্রভৃতি যে সকল কথা লিখিয়াছেন, এই সকল কথাই আমাদের ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে যথাযথ বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং যবদ্বীপের ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ও ভারতীয় ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অভিন্নতা সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকিতেছে না। †

এখন দেখিতেছি—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণকে অধ্যাপক উইল্‌সন্‌প্রমুখ পণ্ডিতগণ যেরূপ আধুনিক গ্রন্থ বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, বাস্তবিক এই গ্রন্থখানি সেরূপ আধুনিক নহে। কিঞ্চিদূন দেড়হাজার বর্ষ হইতে চলিল এই গ্রন্থ যবদ্বীপে গিয়াছে, সুতরাং তাহারও পূর্ব্বে যে এই পুরাণ সঙ্কলিত হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

পণ্ডিতবর উইল্‌সন্, বেবার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ স্কন্দপুরাণকে মোটেই পুরাণ মধ্যে স্থানদান করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহাদের মতে বহুখণ্ডাত্মক এই গ্রন্থ নিতান্ত আধুনিক। কিন্তু আমরা এই গ্রন্থ অপ্রাচীন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি-

(১) An account of Bali by R. Friederich, in the *Essay's Relating Cochin-China* (Trubner's Oriental Series), Vol. II. p. 74.

(২) Verhandelingen Van het Bataviaasch Genootschap, Vols. XXII—XXIII, (1849-50).

* মুদ্রিত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ইহার পাঠান্তর লক্ষিত হয় যথা—

"ততো দেবাসুরপিতৄন্ মানবঞ্চ চতুষ্টয়ম্।
সিসৃক্ষুরম্ভাংস্যেতানি স্বাত্মনা সমযূযুজৎ॥" (৯।৩)

† অতঃপর অষ্টাদশ পুরাণের সূচী ও আলোচ্য বিবরণ মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

লাম না। সম্প্রতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর লেখা স্কন্দপুরাণীয় নন্দিকেশ্বর-মাহাত্ম্যের একখানি পুথি পাইয়াছেন। বিশ্বকোষকার্য্যালয়েও ৬৩৩ শকের লেখা স্কন্দপুরাণীয় কাশীখণ্ডের একখানি পুথি রহিয়াছে। এই সকল প্রমাণে এখনকার প্রচলিত মূল স্কন্দপুরাণকে নিতান্ত আধুনিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। স্কন্দপুরাণ যে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীরও পূর্ব্বে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। *

এতদ্ভিন্ন শঙ্করাচার্য্য মার্কণ্ডেয়পুরাণ১ হইতে বচন, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বাণ-কর্ত্তৃক মার্কণ্ডেয়পুরাণের দেবীমাহাত্ম্য হইতে বিষয়সংগ্রহ ও পবনপ্রোক্তপুরাণের উল্লেখ,২ বাণের সমসাময়িক ময়ূরভট্টকর্ত্তৃক সৌরপুরাণ হইতে সূর্য্যশতকের বিবরণসংগ্রহ, ঐ সময়ে ব্রহ্মগুপ্ত কর্ত্তৃক বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরপুরাণ অবলম্বনে ব্রহ্মসিদ্ধান্তরচনা, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে আল্‌বেরুণী কর্ত্তৃক আদিত্য, বায়ু, মৎস্য, বিষ্ণু ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-পুরাণ হইতে প্রমাণ উদ্ধার, খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে গৌড়াধিপ বল্লালসেন কর্ত্তৃক তদীয় দানসাগরে ব্রহ্ম, মৎস্য, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, ভবিষ্য, বরাহ, কূর্ম্ম ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরপুরাণ এবং আদ্য, কালিকা, নন্দি, নারসিংহ ও শাম্ব উপপুরাণ হইতে নানা বচন-প্রমাণাদি দ্বারা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, অধ্যাপক উইল্‌সন্ ও ৺ অক্ষয়কুমারপ্রমুখ পণ্ডিতগণের মত গ্রাহ্য নহে। অষ্টাদশপুরাণ যে শঙ্করাচার্য্য, বাণভট্ট প্রভৃতির ও পূর্ব্বে সঙ্কলিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিষ্ণুপুরাণোক্ত অষ্টাদশ-পুরাণের উৎপত্তি-পারম্পর্য্য যদি প্রকৃত হয়, তাহা হইলে অন্ততঃ আপস্তম্বধর্ম্মসূত্র রচিত হইবার পূর্ব্বেই মূল ৯ খানি পুরাণ সঙ্কলিত হইয়াছিল, তাহা স্বীকার করা যাইতে পারে। তাহা হইলে প্রধান প্রধান পুরাণের প্রথম সঙ্কলনকাল বৈদিক যুগের অব্যবহিত পরেই পড়িতেছে।

এখন কথা হইতেছে, তবে কি, যে অষ্টাদশ মহাপুরাণ এখন প্রচলিত দেখা যাইতেছে, এই সকলগুলিই বর্ত্তমানরূপ-যুক্ত আদ্যোপান্ত সেই পূর্ব্বতন কালেও প্রচলিত ছিল? বর্ত্তমান পুরাণগুলি আলোচনা করিলে, তাহা কখনই স্বীকার করিতে পারা যায় না।

প্রকৃত পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত ব্রহ্মাণ্ড, বিষ্ণু ও মৎস্যপুরাণে ভবিষ্য রাজবংশপ্রসঙ্গে যে সকল ঐতিহাসিক কথা বিবৃত হইয়াছে, তৎপাঠে ঐ মূল তিনখানি পুরাণকেই কোনক্রমেই খৃষ্টীয় ষষ্ঠশতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মনে হয় না। ঐ তিনখানি পুরাণেই গুপ্তসম্রাট্‌গণ ও তাঁহাদের সমসাময়িক রাজগণের স্পষ্ট প্রসঙ্গ আছে। খৃষ্টীয় ষষ্ঠশতাব্দীর মধ্যভাগে গুপ্ত-সম্রাট্‌গণের গৌরবরবি অস্তমিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ এই সময়ে পুরাণীয় ভবিষ্য-রাজবংশাখ্যান লিখিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ তৎপরবর্ত্তী কালের রাজবংশের প্রসঙ্গ না থাকায়, ঐ সময়ে (৬ষ্ঠ শতাব্দীতে) ঐ অংশ রচিত হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতেছে না। এখন কথা এই, ষষ্ঠ শতাব্দীর কথা যখন ঐ তিনখানি পুরাণে পাওয়া যাইতেছে, তখন কি করিয়া বলিব, উক্ত পুরাণগুলি আপস্তম্বধর্ম্মসূত্র-রচিত হইবার পূর্ব্বে বৈদিকযুগের নিকটবর্ত্তী সময়ে সঙ্কলিত হইয়াছিল? ইহার উত্তর এই—

বালিদ্বীপ হইতে যে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ভবিষ্যরাজবংশপ্রসঙ্গ নাই। ঐ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে পাণ্ডুবংশীয় জনমেজয়ের প্রপৌত্র অধিসীমকৃষ্ণের নাম পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে, খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে ভারত হইতে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ যবদ্বীপে গিয়াছিল। অতএব খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে যে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ প্রচলিত ছিল, তাহাতে ভবিষ্যরাজবংশবিষয়ক অংশ ছিল না। আমরা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের যে সকল প্রাচীন পুথি পাইয়াছি, তন্মধ্যে ভবিষ্যরাজবংশ-বর্ণনার পূর্ব্বে এইরূপ শ্লোকাবলী দৃষ্ট হয়—

"তস্য পুত্রঃ শতানীকো বলবান্ সত্যবিক্রমঃ।
ততঃ সুতং শতানীকং বিপ্রাস্তমভ্যষেচয়ৎ॥
পুত্রোঽশ্বমেধদত্তোঽভূৎ শতানীকস্য বীর্য্যবান্।
পুত্রোঽশ্বমেধদত্তাদ্বৈ জাতঃ পরপুরঞ্জয়ঃ॥
অধিসীমকৃষ্ণো ধর্ম্মাত্মা সাম্প্রতোঽয়ং মহাযশাঃ।
যস্মিন্ প্রশাসতি মহীং যুষ্মাভিরিদমাহৃতম্॥
দুরাপং দীর্ঘসত্রং বৈ ত্রীণি বর্ষাণি পুষ্করম্।
বর্ষদ্বয়ং কুরুক্ষেত্রে দৃষদ্বত্যাং দ্বিজোত্তমাঃ॥"

(ব্রহ্মাণ্ড—উপসংহারপাদ)

তাঁহার (জনমেজয়ের) পুত্র বলবান্ ও সত্যবিক্রম শতানীক। অনন্তর ব্রাহ্মণেরা সেই শতানীকপুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। শতানীকের অশ্বমেধদত্ত নামে এক বীর্য্যবান্ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। এই অশ্বমেধদত্তের পুত্র পরপুরঞ্জয়কারী ধর্ম্মাত্মা অধিসীমকৃষ্ণ। এই মহাযশাই এখন পৃথিবী শাসন করিতেছেন। আপনারা ইঁহারই শাসন সময়ে ত্রিবর্ষব্যাপী পুষ্করে এবং এই দুই বর্ষকাল দৃষদ্বতীর তীরে কুরুক্ষেত্রে দীর্ঘযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন।

* পরে স্কন্দপুরাণের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

(১) Prof. Deussen's Das System Des Vedanta, p. 36

(২) বাণভট্টের শ্রীহর্ষচরিত (নির্ণয়সাগরপ্রেসে মুদ্রিত) ৮৫ পৃষ্ঠা।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের উক্ত অংশ পাঠ করিলে বুঝিব যে জনমেজয়ের পৌত্র অধিসীমকৃষ্ণের সময়ে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের ঐ অংশ রচিত হইয়াছিল, নচেৎ বর্ত্তমানকালের প্রয়োগ থাকিবে কেন?

এদিকে বিষ্ণুপুরাণের ভবিষ্যরাজবংশের অংশ বাদ দিয়া তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ব অংশ দেখুন—

"অভিমন্যোরুত্তরায়াং পরিক্ষীণেষু কুরুষশ্বত্থামপ্রযুক্তব্রহ্মাস্ত্রেণ গর্ভএব ভস্মীকৃতো ভগবতঃ সকলসুরাসুরবন্দিতচরণযুগলস্যাত্মেচ্ছাকারণমানুষরূপধারিণোঽনুভাবাৎ পুনর্জীবিতমবাপ্য পরিক্ষিৎ যজ্ঞে॥ যোঽয়ং সাম্প্রতমেতদ্ভূমণ্ডলমখণ্ডিতায়তিধর্ম্মেণ পালয়তীতি।" (বিষ্ণুপু° ৪।২০।১২-১৩)

মৎস্যপুরাণেও এইরূপ লিখিত আছে—

"অথাশ্বমেধেন ততঃ শতানীকস্য বীর্য্যবান্।
যজ্ঞেঽধিসীমকৃষ্ণাখ্যঃ সাম্প্রতং যো মহাযশাঃ॥
তস্মিন্ শাসতি রাষ্ট্রন্তু যুষ্মাভিরিদমাহৃতম্।
দুরাপং দীর্ঘসত্রং বৈ ত্রিণি বর্ষাণি পুষ্করে।
বর্ষদ্বয়ং কুরুক্ষেত্রে দৃশদ্বত্যাং দ্বিজোত্তমাঃ॥"
(মৎস্যপু° ৫০।৬৬-৬৭)

ইহার পরেই মৎস্যপুরাণেও ভবিষ্যরাজবংশ বর্ণিত আছে।

গরুড়পুরাণেও লিখিত আছে—

"সুহোত্রোনিরমিত্রশ্চ পরীক্ষিদভিমন্যুজঃ।
জনমেজয়োঽস্য চ সুতো ভবিষ্যাংশ্চ নৃপান্ শৃণু॥"(গরুড় ১৪৪।৪২)

এখানে জনমেজয়ের পর ভবিষ্যরাজবংশ বর্ণিত হইয়াছে। উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা মনে করা যায় যে আদিবিষ্ণুপুরাণ পরীক্ষিতের সময়, গরুড়পুরাণ পরীক্ষিৎপুত্র জনমেজয়ের পর এবং মৎস্য ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ জনমেজয়ের প্রপৌত্র অধিসীমকৃষ্ণের সময় সঙ্কলিত হইয়াছিল।

ভবিষ্যরাজবংশের অংশ পরবর্ত্তী কালে সংযোজিত হইয়াছে। আদিম পুরাণসমূহের যে পঞ্চলক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা হইতে ভবিষ্যরাজবংশ-কীর্ত্তন যে পুরাণের একটী প্রধান অঙ্গ তাহা বোধ হয় না। এই পঞ্চলক্ষণ মধ্যে বংশানুচরিত একটী। প্রথিত রাজা ও তাঁহাদের বংশধরের চরিত্রবর্ণনার নাম বংশানুচরিত। বংশানুচরিতে যে ভবিষ্যবংশ থাকিবে, বিষ্ণু, মৎস্য, অথবা ব্রহ্মাদি প্রাচীনতম পুরাণসমূহে তাহা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। আধুনিক শ্রীমদ্ভাগবতে[১] বংশানুচরিত শব্দে ভূত, ভবিষ্য ও বর্ত্তমান এই তিনকালের বংশাখ্যান, এইরূপ অর্থ স্থিরীকৃত হইয়াছে[২]। কিন্তু ভাগবতের একথা সুপ্রাচীন নহে। বংশানুক্রমণ ও ভাবীকথন যে দুইটী স্বতন্ত্র, তাহা কুমারিলের তন্ত্রবার্ত্তিকে স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর রাজগণের প্রসঙ্গ পুরাণের ভবিষ্যরাজবংশবর্ণনস্থলে আছে। "অসম্ভব নহে, ভারতের পূর্ব্বতন হিন্দুরাজগণ স্ব স্ব নাম ও বংশ চিরস্মরণীয় করিবার জন্য পৌরাণিকদিগের সাহায্যে পুরাণ মধ্যে স্ব স্ব বংশবিবরণ প্রক্ষেপ করিয়া থাকিবেন। যদিও যবদ্বীপের খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ভবিষ্যরাজবংশের কথা নাই, কিন্তু ঐ সময় হইতেই যে ভবিষ্যরাজবংশাবলী বিভিন্ন পুরাণ মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইতেছিল, সুপ্রসিদ্ধ কুমারিল ভট্টের তন্ত্রবার্ত্তিক হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ভট্টকুমারিল এক স্থানে লিখিয়াছেন, 'পৃথিবীবিভাগ, বংশানুক্রমণ, দেশকাল-পরিমাণ, ভাবীকথন ইত্যাদি পুরাণের বিষয়।'[৩]

বিভিন্ন পুরাণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের হাতে পড়িয়া খাঁটী জিনিসে ভেজাল মিশিয়াছে। খাদ পুড়াইয়া খাঁটি সোণা বাছিয়া লওয়া সহজ কথা নহে। অষ্টাদশপুরাণের প্রথমাবস্থায় কিরূপ ছিল, মৎস্যপুরাণে তাহার পরিচয় আছে। পরবর্ত্তী সংশোধিতরূপের পরিচয় নারদীয়পুরাণে উপবিভাগখণ্ডে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে,[৪] যথাস্থানে তাহার পরিচয়াদি লিখিত হইল।

পুরাণের প্রামাণিকতা।

সুপণ্ডিত অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন, "পুরাণে সৃষ্টি, বিশেষ সৃষ্টি, বংশবিবরণ, মন্বন্তর এবং প্রধান প্রধান বংশোদ্ভব ব্যক্তিদিগের চরিত্রবিষয়ের বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত ছিল। ধর্ম্মসংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপাদি উপদেশ দেওয়া ইহার একটী বিষয়েরও উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু এখনকার প্রচলিত পুরাণ ও উপপুরাণ সমুদায় দেবদেবীর মাহাত্ম্যকথন, দেবার্চ্চনা, দেবোৎসব ও ব্রতনিয়মাদির বিবরণেতেই পরিপূর্ণ। তাহাতে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চলক্ষণের অন্তর্গত যে যে বিষয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা আনুষঙ্গিক মাত্র। যদি ধর্ম্মোপদেশদান ইদানীন্তন প্রচলিত পুরাণের ন্যায় পূর্ব্বতম পুরাণেরও উদ্দেশ্য থাকিত, তাহা হইলে উহা সূতজাতির ব্যবসায় না হইয়া অধুনাতন ব্রাহ্মণকথকের ন্যায় ষট্‌কর্ম্মশালী ব্রাহ্মণবর্ণেরই বৃত্তিবিশেষ বলিয়া ব্যবস্থিত হইত। ঋষি, মুনি ও অপর সাধারণ ব্রাহ্মণগণকে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া সূতাদি নিকৃষ্ট জাতির ব্যবসায় হওয়া কদাচ সম্ভব নয়।"[৫]

(১) শ্রীমদ্ভাগবতের বিবরণ পরে দ্রষ্টব্য।
(২) "রাজ্ঞাং ব্রহ্মপ্রসূতানাং বংশস্ত্রৈকালিকোঽন্বয়ঃ।
বংশানুচরিতং তেষাং বৃত্তং বংশধরাশ্চ যে॥" (১২।৭।১২)

(৩) তন্ত্রবার্ত্তিক ৭৯ পৃষ্ঠা (বারাণসী হইতে প্রকাশিত)।
(৪) পরবর্ত্তী বিবরণ দ্রষ্টব্য।
(৫) উপাসক-সম্প্রদায় ২য় ভাগ ১৭০ পৃঃ।

সংস্কৃতবিদ্ মুইর সাহেব আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন,— "ইতিহাস ও পুরাণগুলিকে প্রাচীনতম সংস্কৃত পুস্তক বলিয়া কখনই গণ্য করা যায় না। কারণ যখন ঐ সকল গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছিল, তৎপূর্ব্বে বহুতর প্রাচীন গ্রন্থ ও গাথা প্রচলিত ছিল, তাহা ঐ সকল গ্রন্থ পাঠেই জানা যায়।" "ইতিহাস ও পুরাণসংহিতা হইতে বৈদিক মন্ত্রসমূহ অতি প্রাচীন। বেদ হইতে ভারতের অতিপ্রাচীন ইতিবৃত্তের প্রকৃত জ্ঞানলাভ হয়, কিন্তু ইতিহাস ও পুরাণসংগ্রহে বহুতর প্রকৃত প্রাচীন প্রবাদমালা ও ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত থাকিলেও আধুনিক লেখকদিগের ইচ্ছাক্রমে অনেক কল্পিত কথা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। কিন্তু বেদে এরূপ ঘটে নাই, অতি প্রাচীনতমকাল হইতে বেদ এ পর্য্যন্ত অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।"*

উপরোক্ত প্রমাণ দেখিলে পুরাণগুলিকে আর প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া গণ্য করা যায় না? প্রকৃত কি পুরাণ উপদেশমূলক গ্রন্থ নহে? প্রাচীনতম পুরাণগুলি কি প্রকৃত ধর্ম্মগ্রন্থ হিসাবে রচিত হয় নাই? তবে বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদে পুরাণ পঞ্চমবেদ বলিয়া গণ্য হইল কিরূপে? মনুসংহিতায় স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণদিগকে পুরাণ শুনাইতে হইবে। পুরাণ ধর্ম্ম বা উপদেশমূলক গ্রন্থমধ্যে গণ্য না হইলে এরূপ প্রসঙ্গ থাকিবে কেন?

পুরাণগুলি সূতমুখনির্গলিত হইলেও প্রামাণিক ও অষ্টাদশবিদ্যার অন্তর্গত। ভট্টকুমারিল পুরাণসমূহের প্রামাণিকতা স্বীকার করিয়াছেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এ সম্বন্ধে এইরূপ আলোচনা করিয়াছেন—

'ইতিহাসপুরাণমপি ব্যাখ্যাতেন মার্গেণ সম্ভবন্ মন্ত্রার্থবাদমূলত্বাৎ প্রভবতি দেবতাবিগ্রহাদি প্রপঞ্চয়িতুম্। প্রত্যক্ষমূলমপি সম্ভবতি। ভবতি হি অস্মাকমপ্রত্যক্ষমপি চিরন্তনানাং প্রত্যক্ষম্। তথা চ ব্যাসাদয়ো দেবতাভিঃ প্রত্যক্ষং ব্যবহরন্তীতি স্মর্য্যতে। যস্তু ব্রূয়াদিদানীন্তনানামিব পূর্ব্বেষামপি নাস্তি দেবাদিভির্ব্যবহর্ত্তুং সামর্থ্যমিতি স জগদ্বৈচিত্র্যং প্রতিষেধেৎ। ইদানীমিব চ নান্যদাঽপি সার্ব্বভৌমঃ ক্ষত্রিয়োঽস্তীতি ব্রূয়াৎ। ততশ্চ রাজসূয়াদিচোদনা উপরুন্ধ্যাৎ। ইদানীমিব চ কালান্তরেঽপ্যব্যবস্থিতপ্রায়ান্ বর্ণাশ্রমধর্ম্মান্ প্রতিজানীত ততশ্চ ব্যবস্থাবিধায়িশাস্ত্রমনর্থকং কুর্য্যাৎ। তস্মাদ্ধর্ম্মোৎকর্ষবশাচ্চিরন্তনা দেবাদিভিঃ প্রত্যক্ষং ব্যবজহ্রুরিতি শ্লিষ্যতে। অপি চ স্মরন্তি স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতাসংপ্রয়োগ ইত্যাদি। যোগোঽপ্যণিমাদ্যৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তিফলকঃ স্মর্য্যমাণো ন শক্যতে সাহসমাত্রেণ প্রত্যাখ্যাতুম্। শ্রুতিশ্চ যোগমাহাত্ম্যং প্রত্যাখ্যাপয়তি। পৃথিব্যপ্তেজোঽনিল-খেসমুত্থিতে পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে। ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরমিতি। ঋষীণামপি মন্ত্রব্রাহ্মণদর্শিনাং সামর্থ্যং নাস্মদীয়েন সামর্থ্যেনোপমাতুং যুক্তং, তস্মাৎ সমূলমিতিহাসপুরাণং।"

(শারীরকভাষ্য ১।৩।৩৩)

ইতিহাস ও পুরাণগুলিও যেরূপ ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, মন্ত্রও অর্থবাদমূলক বলিয়া দেবতাবিগ্রহাদির প্রপঞ্চনির্ণয়ে সমর্থ। ইহাও সম্ভবপর যে ঐ গুলি প্রত্যক্ষমূলক। আমাদের পক্ষে অপ্রত্যক্ষ হইলেও প্রাচীনদিগের প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। এই কারণেই স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে, ব্যাস প্রভৃতি দেবতাদিগের সহিত প্রত্যক্ষরূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন। যিনি বলেন, এখনকার লোকদিগের ন্যায় প্রাচীনদিগেরও দেবতাদিগের সহিত ব্যবহারে সামর্থ্য ছিল না, তিনি জগৎবৈচিত্র্য প্রতিষেধ করিবেন এবং বলিবেন যে, এখন যেমন কোন ক্ষত্রিয়ই সার্ব্বভৌম নহেন, এইরূপ অন্য সময়েও এরূপ কোন সার্ব্বভৌম রাজা ছিল না। তাই বলিয়া কেহ রাজসূয়-যজ্ঞাদির শাস্ত্রবাক্য স্বীকার করিবেন না এবং এখন যেমন বর্ণাশ্রমের অব্যবস্থা, পূর্ব্বেও এইরূপই অব্যবস্থা ছিল এইরূপ বুঝিয়া তিনি হয়ত ব্যবস্থাবিধায়ী শাস্ত্রকেও অনর্থক মনে করিতে পারেন। বাস্তবিক ধর্ম্মোৎকর্ষবশে পূর্ব্বতনেরা দেবতাদিগের সহিত প্রত্যক্ষ ব্যবহার করিতেন এবং এই জন্যই স্মৃতিতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, 'স্বাধ্যায়াদি দ্বারাই দেবতার সহিত সম্প্রয়োগ ঘটে ইত্যাদি'। এইরূপে যখন স্মৃতিতে যোগই অণিমাদি ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তিফলক বলিয়া কথিত রহিয়াছে, তখন এ উক্তি সাহসমাত্র বলিয়া প্রত্যাখ্যানযোগ্য নহে। শ্রুতিও যখন যোগমাহাত্ম্য নির্দ্দেশ করিতেছে—'পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশসমুত্থিত পঞ্চাত্মক যোগগুণ প্রবৃত্ত আছে এবং যোগ প্রাপ্ত ব্যক্তির নিমিষ শরীর, তাহার রোগ, জরা বা মৃত্যু নাই।' এইরূপ আমাদের সামর্থ্য দেখিয়া মন্ত্রব্রাহ্মণদর্শী ঋষিদিগের সামর্থ্য আমাদিগের সামর্থ্যের সহিত উপমা করাই যুক্তিযুক্ত নহে। তজ্জন্যই ইতিহাস ও পুরাণ সমূলক অর্থাৎ প্রামাণিক।

সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ।

আদি পুরাণসংহিতা সার্ব্বজনিক গ্রন্থ হইলেও বর্ত্তমান পুরাণগুলি পাঠ করিলে আর সেরূপ বোধ হয় না। প্রত্যেক পুরাণই যেন কোন বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য রচিত হইয়াছে, নহিলে যখন আমরা দেখি, এক পুরাণের মূলবিষয় সকল পুরাণেই রহিয়াছে, যখন প্রত্যেক মূল পুরাণেরই উদ্দেশ্য পঞ্চপ্রকার বিষয় বর্ণনা, তখন এতগুলি পুরাণ রচিত হইবার কারণ কি?

* Muir's Sanskrit Texts,

আমাদের বিশ্বাস, পঞ্চলক্ষণ সকল পুরাণের মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও এক একখানি পুরাণে এক একটী বিষয় বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করাই প্রথমতঃ সাবেক অষ্টাদশ পুরাণের উদ্দেশ্য ছিল; কেবল তাহাই নহে, বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রভাবও লক্ষিত হয়। কোন কোন সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন কোন পুরাণ রচিত হইয়াছে। পুরাণের নামমাত্র আলোচনা করিলেই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি,—ধর্ম্মসূত্ররচনাকালে অর্থাৎ বৈদিক যুগের অন্তে অষ্টাদশ পুরাণ সঙ্কলিত হইয়াছিল। ব্রাহ্ম, শৈব, বৈষ্ণব, ভাগবত, প্রভৃতি পুরাণ নাম গুলি পাঠ করিলে ঐ সকল পুরাণ শিবাদি সম্প্রদায়ের গ্রন্থ বলিয়া মনে হয়। এখন কথা হইতেছে, সেই প্রাচীনতম ধর্ম্মসূত্রযুগে কি ঐ সকল নানা সম্প্রদায় প্রবল হইয়াছিল, তাঁহাদের স্ব স্ব সম্প্রদায়ের মত ঘোষণা করিবার জন্যই কি ঐ সকল পুরাণের সৃষ্টি?

ধর্ম্মসূত্রগুলি ঠিক কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছে, তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎপত্তির পূর্ব্বে যে ঐ সকল ধর্ম্মগ্রন্থ প্রচলিত হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ৭৭৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে জৈনধর্ম্মপ্রচারক পার্শ্বনাথ স্বামীর নির্ব্বাণ হয়। ইঁহার জীবনীতে ব্রহ্মা, শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের উপাসকের নাম পাওয়া যায়। এইরূপে বৌদ্ধ-ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক শাক্যবুদ্ধের জীবনীতেও শিব, ব্রহ্মা, নারায়ণ প্রভৃতির উপাসকের প্রসঙ্গ আছে। খৃষ্ট পূর্ব্ব ৩য় শতাব্দে রচিত ললিতবিস্তর এবং তৎপূর্ব্বে রচিত পালি বৌদ্ধগ্রন্থসমূহেও শিবব্রহ্মাদি হিন্দুদেবগণের নামোল্লেখ আছে। এইরূপ জৈনদিগের প্রাচীন অঙ্গের মধ্যেও পাওয়া যায়। এই সকল প্রমাণ দ্বারা বলিতে পারা যায়; জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তির পূর্ব্বে অন্ততঃ খৃষ্ট পূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দীতে শিব, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবোপাসক বর্ত্তমান ছিল। এমন কি আনাম ও কাম্বোডিয়া হইতে যে সকল প্রাচীন হিন্দু শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, খৃষ্ট পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীরও বহু পূর্ব্বে সেই সুদূর পূর্ব্ব উপদ্বীপের পূর্ব্বপ্রান্তে শিব-ব্রহ্মাদির উপাসনা প্রচলিত ছিল।

মোটামুটি আমরা বলিতে পারি, যে খৃষ্ট পূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দীতে ভারতে শিবব্রহ্মাদির উপাসনা প্রচলিত হইয়াছিল এবং প্রত্যেক দেবের উপাসকেরা এক একটী বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিল, তাহাও অসম্ভব নহে। সুতরাং ঐ সকল সম্প্রদায়ের মত-পরিপোষক পুরাণগুলি ঐ সময়ে প্রচলিত থাকিতে পারে।১

(১) বিষ্ণু প্রভৃতি কোন কোন পুরাণে জৈন ও বৌদ্ধ প্রসঙ্গ আছে। অধিক সম্ভব, যখন জৈন ও বৌদ্ধমত বিশেষ প্রবল হইয়া পড়িয়াছিল, সেই সময়ে পৌরাণিক বা সম্প্রদায়িকগণ ঐ সকল বিরুদ্ধবাদীদিগের মত খণ্ডন বা তাহাদিগকে জন সমাজে নিন্দিত করিবার অভিপ্রায়ে ঐ সকল অংশ পুরাণে প্রক্ষেপ করিয়া থাকিবে।

পুরাণে অবতারবাদ।

অবতারবাদ পুরাণের একটী প্রধান অঙ্গ। প্রায় সকল পুরাণেই অবতারপ্রসঙ্গ আছে। শৈবমত-পরিপোষক পুরাণে শিবের নানা অবতার ঘোষিত হইয়াছে। এইরূপ বৈষ্ণব-পুরাণ সমূহে বিষ্ণুর নানা অবতার কীর্ত্তিত হইয়াছে। অনেকের বিশ্বাস, অবতারবাদ বেশী পুরাতন নহে। যে সময়ে বুদ্ধদেব হিন্দুসমাজে দেব বলিয়া গণ্য হন, সেই সময়ে অবতারবাদ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। দশাবতারবাদ-সম্বন্ধে এ কথা অনেকটা খাটিতে পারে। কিন্তু প্রকৃত অবতারবাদের সূচনা, তাহারও বহু পূর্ব্বে বৈদিক গ্রন্থেই দৃষ্ট হয়।

শতপথব্রাহ্মণে (১।৮।১।২-১০) মৎস্যাবতার, তৈত্তিরীয় আরণ্যক (১।২৩।১) ও শতপথব্রাহ্মণে (৭।৪।৩।৫) কূর্ম্মাবতারের প্রসঙ্গ, তৈত্তিরীয়সংহিতা (৭।১।৫।১), তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (১।১।৩।৫) ও শতপথব্রাহ্মণে (১৪।১।২।১১) বরাহাবতারের বিষয়, ঋক্‌সংহিতা (১।২২।১৭) ও শতপথব্রাহ্মণে (১।২।৫।১-৭) বামন অবতার, ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে রামভার্গবেয়, ছান্দোগ্যোপনিষদে (৩।১৭) দেবকীপুত্র কৃষ্ণ ও তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১০।১।৬) বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের বিবরণ আছে। অধিকাংশ বৈদিক গ্রন্থের মতে কূর্ম্মবরাহাদি যে অবতারের কথা লিখিত আছে, তাহা ব্রহ্মার অবতার। কিন্তু বৈষ্ণবীয় পুরাণসমূহে তাহাই বিষ্ণুর অবতার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

আবার ব্রহ্মাণ্ডাদি শৈবপুরাণসমূহে শিবেরও নানা অবতার স্বীকৃত হইয়াছে। এইরূপ ভবিষ্যাদি কোন কোন সৌর-পুরাণে সূর্য্যের অবতারপ্রসঙ্গ পরিত্যক্ত হয় নাই। যেমন এক দিকে ব্রাহ্ম, বৈষ্ণব, শৈব ও সৌরগণ স্ব স্ব উপাস্য দেবতার মহিমাঘোষণার্থ তাঁহার নানা অবতারের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, শাক্তগণও নিশ্চিন্ত ছিলেন না, সেইরূপ মার্কণ্ডেয়াদি শাক্ত পুরাণে দেব্যবতারের প্রসঙ্গ বিবৃত হইয়াছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ও এদেশীয় ৺অক্ষয়কুমারদত্তপ্রমুখ কোন কোন পণ্ডিতের বিশ্বাস, বৈদিক ব্রহ্মোপাসনাই সর্ব্ব প্রাচীন; বিষ্ণু, শিবাদির উপাসনা সেরূপ প্রাচীন নহে, সেইজন্য বৈদিকগ্রন্থে বিষ্ণু ও শিবের উপাসনাবর্ণিত হয় নাই। বৈদিক গ্রন্থে ব্রহ্মাই নারায়ণ নামে অভিহিত, কিন্তু পশ্চাৎ অপ্রাচীনতর গ্রন্থে তাহাই বিষ্ণুর নামাবলী মধ্যে গৃহীত হইয়াছে।২

(২) উপাসক সম্প্রদায় ২য় ভাগ উপ° ২১৭ পৃষ্ঠা।

বেদে বিষ্ণুর প্রসঙ্গ।

ব্রহ্মই আর্য্যসন্তানগণের প্রাচীনতর উপাস্য দেবতা বটে, কিন্তু বিষ্ণু, শিব প্রভৃতির উপাসনা তাই বলিয়া নিতান্ত অপ্রাচীন নহে।

ঋক্‌সংহিতায় ১।২২।১৬-২১, ১।৮৫।৭, ১।৯০।৫ ৯, ১।১৫৪।২-৬, ১।১৫৫।১-৬, ১।১৫৬।১-৫, ১।১৬৪।৩৬, ১।১৮৬।১০, ২।১।৩, ২।২২।১, ৩।৬।৪, ৩।৫৪।১৪, ৪।৫৫।১০, ৪।২।৪, ৪।৩।৭, ৪।১৮।১১, ৮।৮৯।১২, ইত্যাদি শত শত মন্ত্রে বিষ্ণুর প্রসঙ্গ রহিয়াছে, সামবেদ, যজুর্ব্বেদ ও অথর্ব্ববেদেও বিষ্ণুমাহাত্ম্যপ্রকাশক বহুতর মন্ত্রের অভাব নাই। কেবল মাত্র চতুর্ব্বেদের সংহিতা-ভাগ হইতেই প্রমাণ করা যায় যে, বিষ্ণু ভারতীয় আর্য্যগণের এক অতিপ্রাচীন উপাস্য দেবতা। বেদের ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদের সময় ব্রহ্মের উপাসনা সমধিক প্রবল হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহারও বহু পূর্ব্বে বেদের সংহিতা প্রচারিত হইবার সময়ে বিষ্ণু যেরূপ আর্য্যঋষিগণের হৃদয়ে উচ্চাসন লাভ করিয়া ছিলেন, ব্রহ্ম সেইরূপ শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন কিনা সন্দেহ।

বেদে মহাদেবের প্রসঙ্গ।

ঋক্‌সংহিতায় মহাদেব রুদ্র নামেই প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চারি বেদসংহিতায় রুদ্রের স্তুতি দৃষ্ট হয়। এই সকল স্তুতির মধ্যে 'যজুর্বেদের' অন্তর্গত 'রুদ্রী'[১] বা রুদ্রাধ্যায় বিশেষ প্রসিদ্ধ। যদিও অধুনাতন বেদবিৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বর্ত্তমান মহাদেব ও বৈদিক রুদ্রের অভিন্নতা স্থাপনে অগ্রসর নহেন। কিন্তু বাজসনেয়সংহিতায় শতরুদ্রীয় মধ্যে যখন শিব, গিরিশ, পশুপতি, নীলগ্রীব, সিতিকণ্ঠ, ভব, শর্ব্ব, মহাদেব ইত্যাদি নাম দেখিতে পাই, তখন আর রুদ্রদেবকে মহাদেব বলিয়া গ্রহণ করিতে আপত্তি থাকে না। বিশেষতঃ অথর্ব্বসংহিতায় 'মহাদেব' (৯।৭।৭), 'ভব' (৬।৯৩।১), 'পশুপতি' (৯।২।৫) প্রভৃতি নামগুলি দেখিলে আর কি সন্দেহ থাকে? শতপথব্রাহ্মণে (৬।১।৩।৭-১৯) এবং শাঙ্খায়ন-ব্রাহ্মণে (৬।১।১-৯) যেরূপ ভাবে রুদ্রদেবের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে, আধুনিক মার্কণ্ডেয়পুরাণ° (৫২।২) ও বিষ্ণুপুরাণের সহিত মিলাইয়া দেখিলে বৈদিক রুদ্র হইতে লৌকিক রুদ্র বেশী পৃথক্ হইয়া পড়িবেন না।

বেদে সূর্য্যের প্রসঙ্গ।

বিষ্ণু ও রুদ্রের উপাসনা যেরূপ অতি প্রাচীন, সূর্য্য বা আদিত্যের উপাসনাও তদ্রূপ প্রাচীন। ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চারি সংহিতাতেই নানা স্থানে আদিত্যদেবের স্তব দৃষ্ট হয়। সুতরাং এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। [সূর্য্য দেখ।]

(১) তৈত্তিরীয় ও বাজসনেয় এই উভয় সংহিতার মধ্যেই রুদ্রাধ্যায় আছে।

বেদে শক্তির প্রসঙ্গ।

যাঁহারা শিব দুর্গা নাম শুনিয়াই আধুনিক কালের দেব দেবী মনে করিয়া থাকেন, তাঁহাদের জানা উচিত, দুর্গা বা শক্তির উপাসনা প্রকৃত প্রস্তাবে আধুনিক নহে। [দুর্গা দেখ।] বাজসনেয়সংহিতায় 'অম্বিকা' (৩।৫৭) ও 'শিবা' (১৬।১), তলবকার উপনিষদে (৩।১১-১২, ৪।১-২) ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণী 'উমা হৈমবতী', তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১০প্র) 'কন্যাকুমারী' 'কাত্যায়নী', 'দুর্গা', ইত্যাদি প্রসঙ্গ পাঠ করিলে শিবসীমন্তিনী দুর্গার কথাই মনে পড়ে। সেই প্রাচীন সময় হইতেই যে ব্রহ্মস্বরূপিণী আদ্যাশক্তির পূজার সূচনা হইতেছিল, ঐ সকল বৈদিক গ্রন্থ পাঠ করিলে এ সম্বন্ধে কতকটা আভাস পাওয়া যায়।

বেদে ও পুরাণে দেবতত্ত্ব।

বৈদিক গ্রন্থে যাহার সূচনা, পুরাণে তাহার বিস্তৃতি ও পরিণতি দৃষ্ট হয়। উপাখ্যানের এইরূপ বিস্তৃতি বা পরিণতি দৃষ্টেই অনেকে পুরাণকে আধুনিক বলিয়া মনে করেন। পূর্ব্ব পক্ষীয়গণের বিশ্বাস যে, "বৈদিক গ্রন্থে দেবতত্ত্বের যেরূপ আভাস, পুরাণে তাহাই সম্পূর্ণ বিকৃত হইয়া বিপুল আয়তন লাভ করিয়াছে। ফলতঃ পূর্ব্বতন দেবতাবিশেষের অনেকানেক উপাখ্যান পশ্চাৎ রূপান্তরিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া পৌরাণিক বিষ্ণুর মহিমা-প্রকাশ-উদ্দেশে নিয়োজিত হইয়াছে, ইহা হিন্দুশাস্ত্রের বহুতর স্থলে দেদীপ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্ত জনেরা অন্যদীয় সুশোভন অলঙ্কার অপহরণ করিয়া আপন আপন ইষ্টদেবের মনোমত সজ্জা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। এইরূপে, 'উদোর পিণ্ড বুধোর স্কন্ধে' স্থাপন করিয়া হিন্দুধর্ম্মের অভিনবরূপ উৎপাদন করা হইয়াছে। হিন্দুশাস্ত্র ক্রমশঃ কতই পরিবর্ত্তিত ও কি বিপর্য্যস্তই হইয়াছে!"[১]

তাঁহারা যে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন পুরাণে লক্ষ্য করিয়াছেন, আমরা বৈদিকগ্রন্থেই এই পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনের অনেক প্রমাণ পাইয়াছি। এখানে একটী প্রমাণ দিলেই যথেষ্ট হইবে—

ঋক্‌সংহিতায়—

"ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং।
সমূঢ়মস্য পাংসুরে॥" (১।২২।১৭)

'ত্রীণি পদা বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ।
অতো ধর্ম্মাণি ধারয়ন্॥' (১।২২।১৮)

বিষ্ণু এই জগতে তিন পদ বিক্ষেপ করিয়াছিলেন; সমুদয় জগৎ তাঁহার ধূলিযুক্ত পদদ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে। দুর্দ্ধর্ষ ও সকল জগতের রক্ষাকারী বিষ্ণু ধর্ম্মরক্ষণার্থ পৃথিবী প্রভৃতি স্থানে তিন পদ বিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

(১) উপাসক-সম্প্রদায় ২য় ভাগ উপ° ২১৭ পৃষ্ঠা।

নিরুক্তকার উক্ত দুইটী শ্লোকের সৌরকীর্ত্তিরূপ রূপক ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াসী হইলেও শতপথব্রাহ্মণে এইরূপ স্পষ্ট উপাখ্যান আছে—

"দেবাশ্চ বা অসুরাশ্চ উভয়ে প্রাজাপত্যাঃ পস্পৃধিরে। ততো দেবা অনুব্যমিবাসুররথহাসুরা মেনিরেঽস্মাকমেবেদং খলু ভুবনমিতি ॥ ১ ॥

তে হোচুর্হন্তেমাং পৃথিবীং বিভজামহৈতাং বিভজ্যোপজীবামেতি। তামৌক্ষৈশ্চর্ম্মভিঃ পশ্চাৎ প্রাঞ্চো বিভুজমানা অভীয়ুঃ ॥২॥

তদ্বৈ দেবাঃ শুশ্রুবুর্বিভজন্তে হ বা ইমামসুরাঃ পৃথিবীং প্রেত তদেষ্যামো যত্রেমামসুরা বিভজন্তে। কে ততঃ সাম যদস্যৈ ন ভজেমহীতি। তে যজ্ঞমেব বিষ্ণুং পুরস্কৃত্যেয়ুঃ ॥ ৩ ॥

তে হোচুঃ অনুনোঽস্যাং পৃথিব্যামাভজতাস্ত্বেব নোঽপ্যস্যাং ভাগ ইতি। তেঽসুরা অসূয়ন্ত ইবোচুর্যাবদেবৈষ বিষ্ণুরভিশেতে তাবদ্বোঽদম ইতি ॥ ৪ ॥

বামনো হি বিষ্ণুরাস। তদ্দেবা ন জিহীড়িরে মহদ্বৈ নোঽদুর্যে নো যজ্ঞসম্মিতমদুরিতি ॥ ৫ ॥

তে প্রাঞ্চং বিষ্ণুং নিপাদ্য ছন্দোভিরভিতঃ পর্য্যগৃহ্নন্ গায়ত্রেণ ত্বাচ্ছন্দসা পরিগৃহ্নামীতি দক্ষিণতস্ত্রৈষ্টুভেন ত্বাচ্ছন্দসা পরিগৃহ্নামীতি পশ্চাজ্জাগতেন ত্বাচ্ছন্দসা পরিগৃহ্নামীত্যুত্তরতঃ॥৬

তং ছন্দোভিরভিতঃ পরিগৃহ্য অগ্নিং পুরস্তাৎ সমাধায় তেনার্চন্তঃ শ্রাম্যন্তশ্চেরুস্তেনেমাং সর্ব্বাং পৃথিবীং সমবিন্দন্ত ॥"

(শতপথ° ১।২।৫।৭)

দেবগণ ও অসুরগণ উভয়ে প্রজাপতির সন্তান। তাঁহারা পরস্পর বিবাদ করিয়াছিলেন; দেবতারাই পরাজিত হইয়াছিলেন। অসুরেরা মনে করিল, এই পৃথিবী নিশ্চয় আমাদের। পরে তাহারা বলিয়াছিল, এস আমরা এই পৃথিবী ভাগ করিয়া লই ও তদ্দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে থাকি। তাহারা বৃষচর্ম্ম দিয়া পূর্ব্বপশ্চিমে বিভাগ করিতে লাগিল। দেবগণ শুনিয়া বলিলেন, অসুরেরা পৃথিবী ভাগ করিতেছে, আমরাও চল সেই স্থানে গমন করি। যদি আমরা উহার অংশ না পাই, তাহা হইলে আমাদের কি হইবে? দেবগণ যজ্ঞরূপী বিষ্ণুকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া তথায় চলিলেন ও বলিলেন, আমাদিগকে পৃথিবীর অধিকারী কর। আমাদিগকেও ইহার ভাগ দাও। অসুরেরা অসূয়াবশে উত্তর করিল, বিষ্ণু যে প্রমাণ স্থান ব্যাপিয়া থাকিতে পারেন, তাহাই দিব। বিষ্ণু বামন ছিলেন। দেবগণ তাহাতে অস্বীকার করিলেন না। আপনাদের মধ্যে এই বলাবলি করিতে লাগিলেন, অসুরেরা আমাদিগকে যজ্ঞপরিমিত স্থান দান করিয়াছে। সুতরাং যথেষ্ট দিয়াছে। পরে তাঁহারা (দেবগণ) বিষ্ণুকে পূর্ব্বদিকে রাখিয়া ছন্দ পরিবৃত করিলেন; বলিলেন, 'তোমাকে দক্ষিণদিকে গায়ত্রীছন্দে, পশ্চিমদিকে ত্রিষ্টুভছন্দে ও উত্তরদিকে জগতীছন্দে পরিবেষ্টিত করি।' এইরূপে তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে ছন্দে পরিবেষ্টিত করিয়া তাঁহারা অগ্নিকে পূর্ব্বদিকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং পূজা ও শ্রম করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা সমস্ত ভুবন লাভ করিলেন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বিশ্বাস, উক্ত সৌরকীর্ত্তি ও যজ্ঞমহিমাপ্রতিপাদক বৈদিক উপাখ্যান হইতে বৈকুণ্ঠবাসী বিষ্ণুর বলি-ছলনা ও বামনাবতার-বিষয়ক কি অদ্ভুত উপাখ্যানের সৃষ্টি হইয়াছে!

পৌরাণিকগণ সকলেই স্বীকার করেন যে পুরাণোক্ত অধিকাংশ উপাখ্যান রূপক। উপরে যে বৈদিক প্রসঙ্গ উদ্ধৃত হইল, বামনপুরাণে ঐ উপাখ্যানটীই ত্রিবিক্রমনামা বামন-অবতার প্রসঙ্গে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বামনপুরাণ হইতে জানা যায় ভগবান্ বিষ্ণু একাধিকবার বামনরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। ত্রিবিক্রম নামক বামন অবতারে তিনি ধুন্ধুনামক অসুরকে ছলনা করিয়া ত্রিপাদে সমস্ত ভুবন অধিকার করিয়াছিলেন। বিস্তৃতভাবে কোন আখ্যায়িকা কীর্ত্তন করা বেদের উদ্দেশ্য নহে। বেদে যে কথা অতি সংক্ষেপে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে বর্ণিত, পুরাণে তাহাই বিস্তৃত আখ্যায়িকারূপে বর্ণিত হইয়াছে। পৌরাণিক কবিগণের হাতে সাধারণ জনগণের কৌতূহল উদ্দীপনার জন্য ক্ষুদ্র বিষয় বৃহৎ আখ্যায়িকায় পরিণত হইবে, তাহা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। এই বৃহৎ আখ্যায়িকায় অনেক অবান্তর কথা যে আসিবে, তাহাও কিছু অসম্ভব নহে। ইহাও সম্ভব, বেদব্যাস কর্ত্তৃক বেদ সংগৃহীত হইবার পূর্ব্বেও অনেক উপাখ্যান আর্য্যগণের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছিল। এই সকল উপাখ্যানের ইঙ্গিতমাত্র বেদে দৃষ্ট হয়, কারণ বেদ উপাখ্যানমূলক গ্রন্থ নহে, বেদে স্থলবিশেষে উদাহরণস্বরূপ উপাখ্যান বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু পুরাণে ঐ সকল উপাখ্যান একত্র সমাবেশ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, তাই বেদ অপেক্ষা পুরাণে আখ্যায়িকার বাহুল্য ও বিস্তার লক্ষিত হয়। বিশেষতঃ একটী বহুকালের রূপক উপাখ্যান বহুকাল পরে কেহ লিপিবদ্ধ করিতে গেলে, তন্মধ্যে যে অনেক কাল্পনিক কথা আশ্রয় লাভ করিবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। বেদের ক্ষুদ্র প্রসঙ্গ পুরাণে বিপুল কায়া ধারণ করিতে গিয়া একটু স্বাতন্ত্র্যরূপ ধারণ করিয়াছে, আমরা সেই জন্য বেদে ও পুরাণে সামান্য বৈলক্ষণ্য দেখিতেছি, তাহা বলিয়া আমরা শেষোক্ত আখ্যায়িকাকে অদ্ভুত উপাখ্যান বা নিতান্ত আধুনিক জিনিস বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পারি না।

বিভিন্ন পুরাণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের।

যখন দেখা যাইতেছে, অতি প্রাচীনকাল হইতেই নানা দেবদেবীর উপাসকের উৎপত্তি হইয়াছে, তখন সেই সঙ্গে যে পৃথক্ পৃথক্ দেবোপাসক বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সূচনা হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এ দেশের ধর্ম্মনৈতিক ইতিহাস পাঠ করিলে তাহার আভাস পাওয়া যায়। আমি যাহাকে প্রাণের মত ভালবাসি, অপর সকলেই তাহাকে এইরূপ ভাল বাসুক, ইহা কাহার না ইচ্ছা? যে ঋষি যে দেবের আরাধনায় অভীষ্ট লাভ করিয়াছেন, তিনি যে তাঁহাকে ভক্তি করিবেন, প্রাণের সহিত ভাল বাসিবেন, ইহা স্বভাবসিদ্ধ। অপরেও যাহাতে তাঁহার সেই ইষ্টদেবকে সেইরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা করেন, আপনার মত দেখেন, ইহা ভক্তমাত্রেরই হৃদয়ের অভিলাষ। এইরূপ ভক্তি বা প্রেম হইতে এক ঋষি বা তাঁহার অনুবর্ত্তী শিষ্যসম্প্রদায় হইতে এক এক দেবের উপাসনা প্রচলিত হইয়াছে। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন দেবভক্ত ঋষির অনুগামী শিষ্যসম্প্রদায় হইতে পরবর্ত্তী কালে নানা ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। [সম্প্রদায় শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

বেদ সাধারণের সম্পত্তি নহে। ঋত্বিক্, হোতা, উদ্গাতা প্রভৃতি বিভিন্ন যাজ্ঞিকগণের উপজীব্য সম্পত্তি। কিন্তু ইতিহাস ও পুরাণ নরনারী সাধারণের সম্পত্তি। প্রাচীন আখ্যান, উপাখ্যানাদি বর্ণনাচ্ছলে নানা বিষয়ক উপদেশ দিবার জন্য পুরাণের সৃষ্টি। এই জন্যই ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে—

"যো বিদ্যাচ্চতুরো বেদান্ সাঙ্গোপোনিষদো দ্বিজঃ।
ন চেৎ পুরাণং সংবিদ্যান্নৈব স স্যাদ্বিচক্ষণঃ॥
ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি॥
যস্মাৎ পুরা হ্যনতীদং পুরাণং তেন তৎস্মৃতং।
নিরুক্তমস্য যো বেদ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥"

(ব্রহ্মাণ্ডপু° প্রক্রিয়াপাদ ১ অঃ)

যে ব্রাহ্মণ অঙ্গ ও উপনিষদসহ চারিবেদ অধ্যয়ন করিয়াও পুরাণ অধ্যয়ন করেন নাই, তিনি বিচক্ষণ হইতে পারেন না। কারণ ইতিহাস ও পুরাণেই বেদ উপবৃংহিত আছে অর্থাৎ ইতিহাস ও পুরাণই বেদের বিস্তার করিয়াছে। অধিক কি পুরাণাদি জ্ঞানবিহীন অল্পজ্ঞ ব্যক্তিকেই বেদ ভয় করেন, কারণ এইরূপ ব্যক্তিই বেদের অবমাননা করিয়া থাকে। ইহা অতি প্রাচীন বলিয়া এবং বেদের নিরুক্তস্বরূপ বলিয়া ইহার নাম 'পুরাণ' হইয়াছে। যে এই পুরাণ জানে, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়।

বাস্তবিক বিভিন্ন সম্প্রদায় স্ব স্ব ইষ্টদেবের পূজা ও মাহাত্ম্য-প্রচার উদ্দেশ্যে বেদের বিভিন্ন উপাখ্যান স্ব স্ব মতানুযায়ী করিয়া প্রচার করিয়াছেন, সেইজন্য বোধ হয় প্রাচীন আখ্যানগুলি সকল পুরাণে ঠিক একরূপ পাওয়া যায় না।

বিভিন্ন পুরাণ যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া গণ্য ছিল, এ সম্বন্ধে প্রমাণও পাওয়া যায়। বালিদ্বীপে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী যে সকল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বাস করেন, তাঁহারা সকলেই শৈব। তাঁহারা শিবমাহাত্ম্যপ্রকাশক ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ অতি গুহ্য শাস্ত্র বলিয়া রক্ষা করেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণেতর অপর কোন জাতিকে এই পুরাণ দেখিতে দেন না। তাঁহাদের বিশ্বাস, এই একমাত্র ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ আছে, আর পুরাণ নাই। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ব্যতীত আর যে ১৭খানি মহাপুরাণ আছে, এ সংবাদই তাঁহারা রাখেন না, অথবা অপর পুরাণের নামও তাঁহারা কখন শ্রবণ করেন নাই। এখন কথা এই, যদি পূর্ব্বকালে সকল সম্প্রদায় সকল পুরাণ অভ্যাস করিতেন, তাহা হইলে যবদ্বীপাগত শৈব ব্রাহ্মণেরা নিশ্চয় অপর পুরাণের বিষয় অবগত হইতেন। পূর্ব্বকালে প্রত্যেক শাখা বা সম্প্রদায় সেই শাখা বা সম্প্রদায়ের আলোচ্য শাস্ত্রাদিই আজীবন অধ্যয়ন ও তদনুসারে ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান করিতেন, অপর শাখা বা সম্প্রদায়ের গ্রন্থ তাঁহারা আলোচ্য বা অবশ্য পাঠ্য বলিয়া মনে করিতেন না। ইহাঁরই ফলে যবদ্বীপগামী ভারতীয় ব্রাহ্মণগণের সহিত অপর পুরাণ যাইতে পারে নাই। তাঁহারা শৈব ছিলেন, তাই শিবমাহাত্ম্য-প্রধান ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। বাস্তবিক বিষ্ণু, মৎস্য প্রভৃতি পুরাণে যেরূপ অষ্টাদশ পুরাণের নামোল্লেখ আছে, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণমধ্যে সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ড ব্যতীত অপর সপ্তদশ পুরাণেরও নাম পাইলাম না। এরূপ স্থলে খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর পূর্ব্বে বিষ্ণু, মৎস্যাদি পুরাণ মধ্যে অপরাপর পুরাণের উল্লেখ ছিল কিনা সন্দেহ?

এক পুরাণে অষ্টাদশ পুরাণের উল্লেখ, যে পরবর্ত্তী কালের যোজনা, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিভিন্ন শাস্ত্র যে ভিন্ন সম্প্রদায়ের জিনিষ, তাহা ভবিষ্য-পুরাণ হইতে কতকটা আভাস পাওয়া যায়;—

"জয়োপজীবী যো বিপ্রঃ স মহাগুরুরুচ্যতে।
অষ্টাদশ-পুরাণানি রামস্য চরিতং তথা॥
বিষ্ণুধর্ম্মাদিত্যধর্ম্মাঃ শিবধর্ম্মাশ্চ ভারত।
কার্ষ্ণং বেদং পঞ্চমন্ত যন্মহাভারতং স্মৃতং॥
সৌরাশ্চ ধর্ম্মা রাজেন্দ্র নারদোক্তা মহীপতে।
জয়েতি নাম এতেষাং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥" (ভবিষ্য° ২ অঃ)

জয় যাহার উপজীবিকা, সেই ব্রাহ্মণকে মহাগুরু বলা যায়। হে ভারত! অষ্টাদশ পুরাণ ও রামচরিত, বিষ্ণুধর্ম্ম, আদিত্যধর্ম্ম

ও শিবধর্ম্ম বা পঞ্চম বেদ কার্ষ্ণ স্বরূপ মহাভারত ও নারদকথিত সৌরদিগের ধর্ম্ম (এই ভবিষ্যপুরাণে কীর্ত্তিত হইয়াছে।) মনীষিগণ ঐ সমস্ত শাস্ত্রই জয় নামে আখ্যাত করেন।

উক্ত শ্লোক হইতে বোধ হইতেছে, বৈষ্ণবাদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্ম পুরাণাদি বিভিন্ন ধর্ম্মগ্রন্থ প্রচলিত ছিল।

স্কন্দপুরাণীয় কেদারখণ্ডে স্পষ্ট লিখিত আছে—

"অষ্টাদশ-পুরাণেষু দশভির্গীয়তে শিবঃ।
চতুর্ভির্ভগবান্ ব্রহ্মা দ্বাভ্যাং দেবী তথা হরিঃ॥" কেদার ১অঃ)

১৮খানি পুরাণের মধ্যে দশখানিতে শিব, চারিখানিতে ব্রহ্মা, দুইখানিতে দেবী ভগবতী এবং দুইখানিতে বিষ্ণুমাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।

এ সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণীয় শিবরহস্যখণ্ডান্তর্গত সম্ভবকাণ্ডে লিখিত আছে—

"তত্র শৈবানি শৈবঞ্চ ভবিষ্যঞ্চ দ্বিজোত্তমাঃ।
মার্কণ্ডেয়ং তথা লৈঙ্গং বারাহং স্কান্দমেব চ॥
মাৎস্যমন্যত্তথা কৌর্ম্মং বামনঞ্চ মুনীশ্বরাঃ।
ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ দশেমানি ত্রীণি লক্ষাণি সংখ্যয়া॥
গ্রন্থানাং মহিমা সর্ব্বৈঃ শিবস্যৈব প্রকাশ্যতে।
অসাধারণয়া মূর্ত্ত্যা নাম্না সাধারণেন চ॥
বদন্তি শিবমেতানি শিবতত্ত্বেষু প্রকাশ্যতে।
বিষ্ণোর্হি বৈষ্ণবং তচ্চ তথা ভাগবতং তথা॥
নারদীয়পুরাণঞ্চ গারুড়ং বৈষ্ণবং বিদুঃ।
ব্রাহ্মং পাদ্মং ব্রহ্মণোহস্থে অগ্নেরাগ্নেয়মেককং॥
সবিতুর্ব্রহ্মবৈবর্ত্তমেবমষ্টাদশ স্মৃতং।
চত্বারি বৈষ্ণবানীশবিষ্ণোঃ সাম্যপরাণি বৈ॥
ব্রহ্মাদিভ্যোঽধিকং বিষ্ণুং প্রবদন্তি জগৎপতিং।
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানাং সাম্যং ব্রাহ্মে পুরাণকে॥
অন্যেষামধিকং দেবং ব্রাহ্মণং জগতাং পতিং।
প্রবদন্তি দিনাধীশং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকম্।"

(সম্ভবকাণ্ড ২।৩০—৩৯)

শৈব, ভবিষ্য, মার্কণ্ডেয়, লৈঙ্গ, বারাহ, স্কান্দ, মাৎস্য, কৌর্ম্ম, বামন ও ব্রহ্মাণ্ড এই দশখানি পুরাণ শৈব, এই দশখানির শ্লোকসংখ্যা তিন লক্ষ। এই সকল গ্রন্থে শিবের মহিমা প্রকাশিত হইয়াছে। বৈষ্ণব, ভাগবত, নারদীয় ও গারুড় এই চারিখানি বৈষ্ণব, সুতরাং বিষ্ণুমহিমাপ্রকাশক। ব্রাহ্ম ও পাদ্ম এই দুইখানি ব্রহ্মার, একমাত্র আগ্নেয়পুরাণ অগ্নির এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত সবিতার মহিমাপ্রকাশক। এই ১৮ খানি পুরাণ। চারিখানি বৈষ্ণবপুরাণে মহাদেব ও বিষ্ণুর সাম্যপ্রতিপাদিত, তবে ব্রহ্মাদি অপেক্ষা জগৎপতি বিষ্ণুকে অধিক বলা হইয়াছে, ব্রহ্মপুরাণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিনের সাম্য বর্ণিত হইলেও অপর সকল অপেক্ষা ব্রহ্মাকে শ্রেষ্ঠ এবং সূর্য্যকে ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মক বলা হইয়াছে।

বিভিন্ন পুরাণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জিনিষ হইলেও বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্তপুরাণে অষ্টাদশ পুরাণ পাঠের ফল বর্ণিত হইয়াছে—

"অষ্টাদশপুরাণানাং নামধেয়ানি যঃ পঠেৎ।
ত্রিসন্ধ্যং জপতে নিত্যং সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ" ॥ (মার্কণ্ডেয়)
"যস্ত্বেতানি সমস্তানি পুরাণানীহ জানতে।
ভারতং চ মহাবাহো! স সর্ব্বজ্ঞো মতো নৃণাম্॥"

(ভবিষ্যপু° ২ অঃ)

যাহা হউক মার্কণ্ডেয়াদি পুরাণে অষ্টাদশপুরাণপাঠের প্রশংসা থাকিলেও প্রত্যেক পুরাণই যে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক পুরাণেই কোন বিশেষ সাম্প্রদায়িক ভাব নিহিত আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই জন্যই শৈবপুরাণকার[১] মহাদেবকে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর স্রষ্টা, বৈষ্ণবপুরাণকার[২] বিষ্ণুকে ব্রহ্মা ও মহাদেবের জনক, শাক্তগ্রন্থকার[৩] ভগবতীকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই তিনেরই প্রসবিত্রী এবং

---

(১) লিঙ্গপুরাণে (১৭।১-৩)—

"অথোবাচ মহাদেবঃ প্রীতোঽহং সুরসত্তমৌ।
পশ্য তং মাং মহাদেবং ভয়ং সর্ব্বং বিমুচ্য তম্॥
যুবাং প্রসূতৌ গাত্রাভ্যাং মম পূর্ব্বং মহাবলৌ।
অয়ং মে দক্ষিণে পার্শ্বে ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
বামে পার্শ্বে চ মে বিষ্ণুর্বিশ্বাত্মা হৃদয়োদ্ভবঃ॥"

অনন্তর মহাদেব বলিলেন, হে সুরসত্তম ব্রহ্মা ও বিষ্ণু! আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমিই মহাদেব, আমাকে নির্ভয়ে দর্শন কর। পূর্ব্বে তোমরা দুই মহাবলই আমার শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়াছ। এই লোকপিতামহ ব্রহ্মা আমার দক্ষিণ পার্শ্বে ও জগতের আত্মাস্বরূপ হৃদয়োদ্ভব বিষ্ণু আমার বাম পার্শ্বে উৎপন্ন হইয়াছে।

এই লিঙ্গপুরাণে শিব বিষ্ণুকে 'বাছা' 'বাছা' বলিয়া স্নেহভাবে সম্বোধন করিতেছেন—

"বৎস বৎস হরে বিষ্ণো পালয়ৈতচ্চরাচরম্।" (১৭।১১)

(২) পরমবৈষ্ণব ভাগবতপুরাণকার লিখিয়াছেন—

"সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।" (২।৬।৩০)

আমি ব্রহ্মা তাঁহার (বিষ্ণু) কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া সৃষ্টি করিতেছি এবং মহাদেব তাঁহার বশে সংহার করিতেছেন।

(৩) মার্কণ্ডেয়পুরাণে (দেবী মাহাত্ম্যে)—

"বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশান এব চ।
কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ॥"

হে দেবি! তুমি আমার (অর্থাৎ ব্রহ্মার), বিষ্ণুর ও ঈশানের শরীর উৎপাদন করিয়াছ। অতএব কে তোমার স্তব করিতে সক্ষম।

সৌরগণ সূর্য্যকেই সকলের প্রসবিতা বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।[১]

আনন্দগিরিরচিত শঙ্করবিজয়ে লিখিত আছে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতমতস্থাপনার্থ শৈব, ভাগবত, বৈষ্ণব, পঞ্চরাত্র, বৈখানস, কর্ম্মহীন বৈষ্ণব, হৈরণ্যগর্ভ, অগ্নিবাদী, সৌর, মহাগণপতি, গাণপত্য, উচ্ছিষ্টগণপতি, শাক্ত, কাপালিক, চাৰ্বাক, সৌগত, জৈন, বৌদ্ধ, মল্লারি, বিষ্বক্‌সেন, মান্মথ, কৌবের, ঐন্দ্র, বারুণ, শূন্যবাদী, গুণবাদী, সাংখ্য, যোগী, পীলু, চান্দ্র, ভৌমাদি গ্রহবাদী, ক্ষপণক, শেষ, গারুড়, সিদ্ধ, ভূতবেতাল ইত্যাদি বিভিন্নমতাবলম্বীদিগের মত খণ্ডন করিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্যের শারীরক ভাষ্যেও ভাগবত, পাঞ্চরাত্র, পাশুপত, সৌর, সাংখ্য, কাণাদ, সৌগত, আর্হত প্রভৃতি নানা ধর্ম্মসম্প্রদায় ও তত্ত্বমতের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এতদ্দ্বারা বলিতে পারা যায় যে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মত-প্রতিপাদ্য অষ্টাদশ পুরাণ ও কোন কোন উপপুরাণ শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে সঙ্কলিত হইয়াছিল।[২]

অষ্টাদশপুরাণের মুখ্য উদ্দেশ্য।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই ত্রিমূর্ত্তির উপাসনা-প্রচার, বিশেষতঃ শিব, বিষ্ণু ও তাঁহাদের শক্তিগণের মহিমাকীর্ত্তন ও পূজা প্রচার বর্ত্তমান পুরাণসমূহের প্রধানতঃ উদ্দেশ্য। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই উক্ত উদ্দেশ্যসাধনার্থ অষ্টাদশ পুরাণ প্রচলিত হইয়াছিল। সেই অষ্টাদশপুরাণের লক্ষণ মৎস্যপুরাণে ও নারদীয়পুরাণে কতকটা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। প্রত্যেক পুরাণের আলোচনাপ্রসঙ্গে সেই সেই পুরাণের বিশেষত্ব, ঐতিহাসিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা নির্ণীত হইবে।

পরস্পর পুরাণে বিরোধ।

সাম্প্রদায়িকতাই পরস্পর পুরাণবচনের বিরোধিতার কারণ। একসম্প্রদায় যেরূপ বুঝিয়াছেন, সেই সম্প্রদায়ের অবলম্বিত পুরাণে সেই মত প্রচারিত হইয়াছে। সেই জন্য এক পুরাণে কোন বিষয়ের যেরূপ অবতারণা দৃষ্ট হয়, অপর পুরাণে তাহাই আবার ভিন্নরূপ বর্ণিত। এই বিরোধভঞ্জনের কারণ বর্ত্তমান পৌরাণিকেরা বলিয়া থাকেন, কল্পভেদে এরূপ রচনাভেদ ঘটিয়াছে। তাঁহারা এই শ্লোকটী পাঠ করেন—

"কচিৎ কচিৎ পুরাণেষু বিরোধো যদি লভ্যতে।
কল্পভেদাদিভিস্তত্র ব্যবস্থা সদ্ভিরিষ্যতে॥"

(১) ভবিষ্যপুরাণে (৪৭ অধ্যায়ে)
"ভূতগ্রামস্য সর্ব্বস্য সর্ব্বহেতু দিবাকরঃ।
অস্যেচ্ছয়া জগৎ সর্ব্বমুৎপন্নং সচরাচরম্॥"

(২) পদ্ম প্রভৃতি কোন কোন পুরাণে শঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী কালের কথা পাওয়া যায়, ঐ সকল শ্লোক প্রক্ষিপ্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

নিম্নে ১৮খানি পুরাণের অধ্যায়ানুসারে বিষয়ানুক্রম ও প্রত্যেক প্রত্যেক পুরাণের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা প্রদত্ত হইল।

১ম ব্রহ্মপুরাণ।

ইহার ১ম * মঙ্গলাচরণ, নৈমিষারণ্যবর্ণন, লোমহর্ষণের পুরাণকথনোপক্রম, সৃষ্টিকথনারম্ভ, ২ স্বায়ম্ভুব মনুর সহিত শতরূপার বিবাহ, প্রিয়ব্রতোত্তানপাদের উৎপত্তি, কাম্যাখ্যকন্যার জন্ম, উত্তানপাদবংশ, পৃথুজন্ম, প্রচেতাগণের উৎপত্তি, দক্ষের জন্ম ও দক্ষসৃষ্টিকথন, ৩ দেবাদির উৎপত্তি, হর্য্যশ্ব ও শবলাশ্বজন্ম, দক্ষ কর্তৃক ষষ্টিকন্যাসৃষ্টি, ষষ্টিকন্যার সন্ততি ও মরুদ্গণের উৎপত্তি; ৪ ব্রহ্মকর্তৃক দেবগণের স্ব স্ব প্রদেশে অভিষেক ও পৃথুচরিত, ৫ মন্বন্তরকথারম্ভ, মহাপ্রলয় ও অল্পপ্রলয়-কথন, ৬ সূর্য্যবংশকথন, ছায়া ও সংজ্ঞার চরিত ও যমুনাদি সূর্য্যকন্যাগণের বর্ণন, ৭ বৈবস্বতমনুবংশ, কুবলয়াশ্বচরিত, ধুন্ধুমার ও তদ্বংশীয় রাজগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, সত্যব্রত ও গালবচরিত-কথন, ৮ সত্যব্রতের ত্রিশঙ্কুনামপ্রাপ্তির কারণ, হরিশ্চন্দ্র, সগর ও ভগীরথের বিবরণ, গঙ্গার ভাগীরথী নামকরণ, ৯ সোম ও বুধচরিত, ১০ পুরূরবার চরিত, পুরূরবার বংশ, গাধিচরিত, জমদগ্নি, পরশুরাম ও বিশ্বামিত্রোৎপত্ত্যাদি কথন, ১১ আয়ুর পঞ্চপুত্রোৎপত্তি ও রজেশ্চরিত্রবর্ণন, অনেনার বংশ, ধন্বন্তরির জন্ম ও আয়ুর্ব্বেদবিভাগ, ১২ যযাতিবংশ, ১৩ পুরুবংশ, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের বিবরণ ও তৎপ্রতি আপব মুনির শাপ, ১৪ বসুদেবজন্ম ও তৎপত্নীগণের নামকীর্ত্তন, ১৫ জ্যামঘচরিত্র, বভ্রু ও দেবাবৃধের মহিমা, দেবকের সপ্তকুমারীলাভ ও কংসজন্মকথন, ১৬ সত্রাজিতচরিত্র, স্যমন্তকোপাখ্যান, কৃষ্ণের সহিত জাম্ববতী ও সত্যভামার বিবাহ, ১৭ শতধন্বা কর্তৃক সত্রাজিতবধ-নিরূপণ ও অক্রূরের নিকট স্যমন্তকমণি রাখিবার কথা, ১৮ ভূগোল বর্ণনে সপ্তদ্বীপবর্ণন, ১৯ ভারতবর্ষবর্ণন, ২০ প্লক্ষ, শাল্মল, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্করদ্বীপ এবং লোকালোকপর্ব্বতকথন, ২১ পাতালাদি সপ্তলোক বর্ণন, ২২ রৌরবাদি নরক, স্বর্গনরকব্যাখ্যা, ২৩ আকাশ ও পৃথিবীর প্রমাণ, সৌরাদিমণ্ডল ও ভূরাদি সপ্তলোকের প্রমাণ, মহদাদির উৎপত্তিবর্ণন, ২৪ শিশুমারচক্র ও ধ্রুবসংস্থাননিরূপণ, ২৫ শারীর তীর্থ কথন, ২৬ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-সংবাদ, ২৭ ভরতখণ্ড ও তদন্তর্গত গিরিনদী দেশাদি বর্ণন, ২৮ ঔড্রদেশস্থ ব্রাহ্মণপ্রশংসা, কোণাদিত্য ও রামেশ্বরলিঙ্গবর্ণন, ২৯ সূর্য্যপূজামাহাত্ম্য, ৩০ সূর্য্য হইতে সর্ব্বজগদুৎপত্তি, দ্বাদশা-

* সুবিধার জন্য প্রত্যেক বিষয়ের পূর্ব্বে 'অধ্যায়' না লিখিয়া কেবল অধ্যায়-সংখ্যা লিখিত হইল।

দিত্য মূর্ত্তিকথন এবং মিত্রনামা সূর্য্য ও নারদসংবাদ, ৩১ চৈত্রাদি-ক্রমে দ্বাদশাদিত্যের নাম কথন, ৩২ অদিতির সূর্য্যারাধনা, অদিতির সূর্য্যদর্শন, অদিতির গর্ভে সূর্য্যের জন্ম, ইত্যাদি সূর্য্য-চরিতবর্ণন, ৩৩ ব্রহ্মাদি দেবগণকে সূর্য্যের বরদান ও সূর্য্যের অষ্টোত্তরশতনাম, ৩৪ রুদ্রমহিমা, দাক্ষায়ণী সংবাদ, পার্ব্বতীর আখ্যান, ৩৫ উমাত্রিদশসংবাদ, শিবপার্ব্বতীসংবাদ, ৩৬ পার্ব্বতীস্বয়ম্বরকথন, স্বয়ম্বরে দেবাদির আগমন, শিবপার্ব্বতী-বিবাহ, ৩৭ দেবকৃত মহেশ্বরস্তব, মহেশ্বরের স্বস্থানে বাস, ৩৮ হরনেত্রানলে মদনদাহ, রতির শিববরে ইষ্টদেশে গমন, পার্ব্বতীর কোপশান্ত্যর্থ মহেশ্বরের নর্মসম্ভাষণ, ৩৯ দক্ষযজ্ঞারম্ভে, দধীচিদক্ষসংবাদ, উমামহেশ্বরসংবাদ, বীরভদ্রোৎপত্তি ও তাহার দক্ষযজ্ঞভঙ্গ, ক্রুদ্ধ গণেশের ললাটস্বেদ-বিন্দু হইতে অগ্ন্যুৎপত্তি, তৎকর্ত্তৃক যজ্ঞবিধ্বংস, শিবকে যজ্ঞভাগদান ও শিব হইতে দক্ষের বরলাভ, দক্ষকৃত শিবাষ্টসহস্রনাম, ৪০ শিব কৃত জ্বরবিভাগ, ৪১ একাম্রক্ষেত্রবর্ণন, ৪২ বিরজাক্ষেত্র ও তদন্তর্গত অপর তীর্থগুলি এবং পুরুষোত্তমাদি তীর্থবর্ণন, ৪৩ অবন্তিমাহাত্ম্য, ৪৪ ইন্দ্রদ্যুম্নাখ্যান, ৪৫ বিষ্ণুকৃত সৃষ্টিবর্ণন, পুরুষোত্তমক্ষেত্রস্থ ন্যগ্রোধ ও তাহার দক্ষিণপার্শ্বস্থ বিষ্ণুমূর্ত্তিবর্ণন, ৪৬ পুরুষোত্তমক্ষেত্র, তত্রস্থ চিত্রোৎপলানদী ও নদ্যন্তরতীরস্থ গ্রাম ও গ্রামবাসীর বর্ণন, ৪৭ ইন্দ্রদ্যুম্নকৃত প্রাসাদারম্ভ, যজ্ঞ-কার্য্য ও প্রাসাদনির্ম্মাণ, ৪৮ প্রতিমাপ্রাপ্তির আশায় ইন্দ্র-দ্যুম্নের সর্ব্বভোগত্যাগ, ৪৯ তৎকর্ত্তৃক বিষ্ণুস্তব, ৫০ চিন্তাতুর রাজার স্বপ্নে ভগবদ্দর্শন ও প্রতিমাপ্রাপ্ত্যুপায়কথন, বিশ্বকর্ম্ম-কর্ত্তৃক মূর্ত্তিত্রয়নির্ম্মাণ, ৫১ ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রতি বিষ্ণুর বরদান, পুরুষোত্তমক্ষেত্রে মূর্ত্তিত্রয় আনয়ন, ৫২ রাজার বিষ্ণুপদলাভ, ব্রহ্মকর্ত্তৃক পুরুষোত্তমান্তর্গত পঞ্চতীর্থ বর্ণন, ৫৩ মার্কণ্ডেয়াখ্যান ও কল্পবটদর্শন, মার্কণ্ডেয়ের ভগবদ্দর্শন ও তৎপ্রতি ভগবানের আশ্বাস, ৫৪ ভগবানের উদরে মার্কণ্ডেয়ের প্রবেশ ও উদরস্থ পৃথিবীদর্শন, ৫৫ মার্কণ্ডেয়ের বহিরাগমন ও তৎকর্ত্তৃক বাল-মুকুন্দস্তুতি, ৫৬ ভগবানের অন্তর্ধানবর্ণন, ৫৭ মার্কণ্ডেয়হ্রদ-প্রশংসা ও পঞ্চতীর্থবর্ণন, ৫৮ নরসিংহপূজাবিধি, ৫৯ কপাল-গৌতম ঋষির মৃতপুত্র বাঁচাইবার জন্ম শ্বেতনৃপের প্রতিজ্ঞা, শ্বেতমাধবস্থাপনপ্রসঙ্গ ও শ্বেতপ্রতি বিষ্ণুর বরদান, ৬০ নারায়ণ-কবচ ও সমুদ্রস্নানবিধি, ৬১ কায়শুদ্ধি ও পূজাবিধিকথন, ৬২ সমুদ্রস্নানমাহাত্ম্য, ৬৩ পঞ্চতীর্থমাহাত্ম্য, ৬৪ মহাজ্যৈষ্ঠীপ্রশংসা, ৬৫ কৃষ্ণের স্নানবিধি ও স্নানমাহাত্ম্য, ৬৬ গুণ্ডিচাযাত্রামাহাত্ম্য, ৬৭ প্রতিযাত্রা ও দ্বাদশ যাত্রাফল নিরূপণ, ৬৮ বিষ্ণুলোক-বর্ণন, ৬৯ পুরুষোত্তমমাহাত্ম্য, ৭০ চতুর্বিংশতি তীর্থলক্ষণ ও গৌতমীমাহাত্ম্য, ৭১ গঙ্গোৎপত্তিকথোপক্রম, তারকাসুরের প্রসঙ্গ, মদনভস্ম, ৭২ হিমবদ্বর্ণন, শম্ভুবিবাহ, গৌরীর রূপদর্শনে ব্রহ্মার বীর্য্যপাত, সেই বীর্য্য হইতে বালখিল্যগণের উৎপত্তি, শিবের নিকট ব্রহ্মার কমণ্ডলুপ্রাপ্তি, ৭৩ বলি ও বামনাবতার-প্রসঙ্গ ও গঙ্গার মহেশের জটায় গমন, ৭৪ গঙ্গার দ্বৈরূপ্য কথন, গৌতমের গোবধ পাপ ও সেই পাপ হইতে মুক্তিলাভ, গৌতমের কৈলাসগমন, ৭৫ তৎকৃত উমামহেশ্বরস্তব, গৌতমের গঙ্গা-প্রার্থনা ৭৬ পঞ্চদশাকৃতিতে গঙ্গার নির্গমন ও গোদাবরীস্নানবিধি-কথন, ৭৭ গৌতমীর শ্রেষ্ঠতাকথন, ৭৮ বশিষ্ঠবরে পুত্রপ্রাপ্তি, সগ-রের অশ্বমেধ, কপিলকোপে সগরপুত্রনাশ, অসমঞ্জের দেশত্যাগ, ভগীরথের জন্ম ও গঙ্গানয়ন, ৭৯ বারাহতীর্থবর্ণন, ৮০ লুব্ধক চরিত্র, ৮১ স্কন্দের বিষয়াশক্তি ও ভোগার্থ আহূত স্ত্রীগণের মাতৃরূপতাদর্শনে বিষয়নিবৃত্তি, কুমারতীর্থকথন, ৮২ কৃত্তিকা-তীর্থবর্ণন, ৮৩ দশাশ্বমেধতীর্থকথন, ৮৪ কেশরিবানরের দক্ষিণার্ণবে গমন, অঞ্জনা ও অদ্রিকার পুত্রজন্মকথন এবং পৈশাচতীর্থকথন, ৮৫ ক্ষুধাতীর্থ উৎপত্তিকথন, ৮৬ বিশ্বধর বৈশ্যকথা ও চক্রতীর্থোৎপত্তিকীর্ত্তন, ৮৭ অহল্যাপ্রাপ্তির জন্ম গৌতমের পৃথিবীপ্রদক্ষিণ, অহল্যা ও ইন্দ্রসংবাদ, গৌতমের অভিশাপ, অহল্যার পূর্ব্বরূপপ্রাপ্তি, ইন্দ্রতীর্থাখ্যায়িকা, ৮৮ বরুণ-যাজ্ঞবল্ক্যসংবাদ ও জনস্থান-তীর্থকীর্ত্তন, উষাসূর্য্যসমাগম ও উভয়বীর্য্যে গঙ্গায় অশ্বিনীকুমারোৎপত্তি, ত্বষ্টার প্রতি সূর্য্য-সম্ভাষণ, ৮৯ শেষপুত্র মণিনাগকর্ত্তৃক শিবস্তুতি, ৯০ বিষ্ণু কর্ত্তৃক গরুড়ের দর্পচূর্ণ, গরুড়ের বিষ্ণুস্তুতি, গঙ্গাস্নানে গরুড়ের বজ্রদেহপ্রাপ্তি ও বিষ্ণুপ্রাপ্তি, ৯১ গোবর্দ্ধনতীর্থাখ্যায়িকা, ৯২ ধৌতপাপতীর্থোৎপত্তি, ৯৩ বিশ্বামিত্র বা কৌশিকতীর্থস্বরূপ-কথন, ৯৪ শ্বেতাখ্যান ও যমের পুনর্জ্জীবনপ্রাপ্তিকথন, ৯৫ শুক্রকর্ত্তৃক শিবস্তুতি ও শিবের নিকট তাঁহার মৃতসঞ্জীবনী-বিদ্যাপ্রাপ্তি, ৯৬ মালবদেশাভিধানহেতুকথন, ৯৭ রাবণ কর্ত্তৃক কুবেরপরাভব ও কুবেরের শিবস্তুতি, ৯৮ অগ্নিতীর্থোৎপত্তি-কথন, ৯৯ কক্ষীবানের পুত্রগণের প্রতি ঋণত্রয়মোচনার্থ দার-সংগ্রহে উপদেশ, তাঁহাদের উপেক্ষা, তাঁহাদিগের প্রতি পিতৃগণের গৌতমীস্নানে আদেশ, ১০০ বালখিল্যগণের কাশ্যপ প্রতি পুত্রো-পাদনকথা, সুপর্ণের জন্ম, ঋষিসত্রে কদ্রু ও সুপর্ণের গমন, তৎ-প্রতি 'নদী হইবে' বলিয়া ঋষিগণের অভিশাপ, ১০১ পুরূরবা-উর্ব্বশীসংবাদ, সরস্বতীর প্রতি ব্রহ্মার অভিশাপ ও স্ত্রীস্বভাববর্ণন, ১০২ মৃগরূপধারী ব্রহ্মার প্রতি মৃগব্যাধ-রূপধারী শিবের উক্তি, সাবিত্র্যাদি পঞ্চনদীর ব্রহ্মসমীপে গমন, ১০৩ শম্যাদিতীর্থবর্ণন, ১০৪ হরিশ্চন্দ্রাখ্যান, বরুণপ্রসাদে হরিশ্চন্দ্রের পুত্রপ্রাপ্তি, তৎ-পুত্র রোহিতকে লইবার জন্ম বরুণের প্রার্থনা, রোহিতের বন-গমন, অজীগর্ত্তের পুত্রবিক্রয়, অজীগর্ত্তের পুত্র শুনঃশেপের বিশ্বা-

মিত্রাস্থগ্রহলাভ ও বিশ্বামিত্র কর্তৃক শুনঃশেপের জ্যেষ্ঠপুত্রত্ব-কথন, ১০৫ গঙ্গাসঙ্গত নন্দনদীবর্ণন, ১০৬ দেবদানবের মন্ত্রণা, সমুদ্রমন্থন, অমৃতোৎপত্তি, বিষ্ণুকর্তৃক রাহুর শিরশ্ছেদ, রাহুর অভিষেক, ১০৭ বৃদ্ধাগৌতমসংবাদ, গঙ্গার বরে বৃদ্ধার যৌবনপ্রাপ্তি ও বৃদ্ধাগৌতমসহবাস, ১০৮ ইলাতীর্থবর্ণন ও তৎপ্রসঙ্গে ইলাচরিত্রকীর্তন, ১০৯ চক্রতীর্থবর্ণন ও তৎপ্রসঙ্গে দক্ষযজ্ঞকথন, ১১০ দধীচি, লোপামুদ্রা ও দধীচিপুত্র পিপ্পলাদ-চরিত ও পিপ্পলেশ্বরতীর্থবর্ণন, ১১১ নাগতীর্থকথন ও তৎপ্রসঙ্গে সোমবংশীয় শূরসেনরাজাখ্যান, ১১২ মাতৃতীর্থবর্ণন, ১১৩ ব্রহ্ম-তীর্থবর্ণন, তৎপ্রসঙ্গে ব্রহ্মার পঞ্চমমুখবিদারণ ও শিবের ব্রহ্মশিরোধারণবৃত্তান্ত, ১১৪ অবিঘ্নতীর্থবর্ণন, ১১৫ শেষতীর্থ-বর্ণন, ১১৬ বড়বাদিতীর্থবর্ণন, ১১৭ আত্মতীর্থবর্ণন ও তদুপ-লক্ষে দত্তাখ্যান, ১১৮ অশ্বত্থাদিতীর্থকীর্তন ও তদুপলক্ষে অশ্বত্থ ও পিপ্পলনামক রাক্ষসাখ্যান, ১১৯ সোমতীর্থবর্ণন ও তদুপলক্ষে গঙ্গাদ্বারা সোম ও ওষধিগণের বিবাহবৃত্তান্ত, ১২০ ধান্যতীর্থবর্ণন, ১২১ ভরদ্বাজকৃত রেবতীর সহিত কঠের বিবাহ, ১২২ পূর্ণতীর্থবর্ণন, তদুপলক্ষে ধন্বন্তরিসংবাদ ও বৃহস্পতিকৃত ইন্দ্রাভিষেক, ১২৩ রামতীর্থবর্ণন ও তদুপলক্ষে রামচরিতপ্রসঙ্গ, ১২৪ পুত্রতীর্থবর্ণন ও তদুপলক্ষে পরমেষ্ঠিপুত্রাখ্যান, ১২৫ যমতীর্থ-ও অগ্নিকৃত তীর্থবর্ণন, ১২৬ তপস্তীর্থবর্ণন, ১২৭ দেবতীর্থবর্ণন ও তদনুসারে আর্ষ্টিষেণনৃপাখ্যান, ১২৮ তপোবনাদি তীর্থবর্ণন ও সংক্ষেপে কার্ত্তিকেয়াখ্যান, ১২৯ গঙ্গাফেনা-সঙ্গমবর্ণন ও তদুপলক্ষে ইন্দ্রমাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে ফেননামা নমুচিবধ, হিরণ্যদৈত্যপুত্র মহাশনি-বধ এবং ইন্দ্রবর্ণিত বৃষাকপ্যাদির মাহাত্ম্য, ১৩০ আপস্তম্বতীর্থ ও তদুপলক্ষে আপস্তম্বচরিতকীর্তন, ১৩১ যমতীর্থবর্ণন ও তদুপলক্ষে সরমাখ্যান, ১৩২ যক্ষিণীসঙ্গমমাহাত্ম্য ও তদুপলক্ষে বিশ্বাবসুভার্য্যাখ্যান ও দুর্গাতীর্থবর্ণন, ১৩৩ শুক্রতীর্থাখ্যায়িকা ও তদুপলক্ষে ভরদ্বাজযজ্ঞবর্ণন, ১৩৪ চক্রতীর্থাখ্যান ও তদুপলক্ষে বসিষ্ঠপ্রমুখমুনিগণকৃত যজ্ঞবিবরণ ১৩৫ বাণীসঙ্গমাখ্যান ও তদু-পলক্ষে জ্যোতির্লিঙ্গপ্রসঙ্গ ১৩৬ বিষ্ণুতীর্থবর্ণন ও তদুপলক্ষে মৌদ্গল্যাখ্যান, ১৩৭ লক্ষ্মীতীর্থাদি ষট্সহস্র তীর্থাখ্যান, তদুপলক্ষে লক্ষ্মী ও দরিদ্রাখ্যান, ১৩৮ ভানুতীর্থবর্ণন ও তৎপ্রসঙ্গে শর্যাতিরাজ-চরিত, ১৩৯ খড়্গাতীর্থবর্ণন ও তৎপ্রসঙ্গে কবষসুত ঐলূষমুনি-চরিত, ১৪০ আত্রেয়তীর্থবর্ণন ও তৎপ্রসঙ্গে আত্রেয় ঋষির আখ্যান, ১৪১ কপিলাসঙ্গমতীর্থবর্ণন ও তৎপ্রসঙ্গে কপিলামুনির ও পৃথুরাজের সংক্ষেপচরিতকথন, ১৪২ দেবস্থাননামক তীর্থ ও তৎপ্রসঙ্গে সৈংহিকেয় রাহুপুত্র মেঘহাস দৈত্যের চরিতবর্ণন, ১৪৩ সিদ্ধতীর্থ ও তৎপ্রসঙ্গে রাবণতপঃপ্রভাববর্ণন, ১৪৪ পরুষ্ণীসঙ্গমতীর্থ ও তৎপ্রসঙ্গে অত্রিঋষি ও তৎকন্যা আত্রেয়ীর চরিতবর্ণন ১৪৫ মার্কণ্ডেয়তীর্থ ও তৎপ্রসঙ্গে মার্কণ্ডেয়প্রস্তাব-বর্ণন, ১৪৬ কালঞ্জরতীর্থ ও তৎপ্রসঙ্গে যযাতিচরিত, ১৪৭ অপ্স-রোযুগ-সঙ্গমতীর্থ ও তৎপ্রসঙ্গে অপ্সরোযুগের বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গ ও বিশ্বামিত্রশাপে নদীরূপপ্রাপ্তি, ১৪৮ কোটীতীর্থ ও তৎপ্রসঙ্গে কংষসুত বাহ্লীকচরিত, ১৪৯ নারসিংহতীর্থ ও তৎপ্রসঙ্গ নারসিংহ কর্তৃক হিরণ্যকশিপুর বধাখ্যান, ১৫০ পৈশাচতীর্থ ও তৎপ্রসঙ্গ শুনঃশেপের জন্মদাতা অজী-গর্ত্তাখ্যান, ১৫১ উর্ব্বশীত্যক্ত পুরূরবার প্রতি বসিষ্ঠের উপদেশ, ১৫২ চন্দ্র কর্তৃক তারাহরণ ও তারাউদ্ধার, ১৫৩ ভাব-তীর্থাদি সপ্ততীর্থবর্ণন, ১৫৪ সহস্রকুণ্ডাদি তীর্থপ্রসঙ্গে রাবণ-বধ করিয়া সপরিবারে রামের অযোধ্যায় গমন; সীতার বনবাস ও রামাশ্বমেধে লবকুশবৃত্তান্ত, ১৫৫ কপিলাসঙ্গমাদি দশতীর্থ ও তৎপ্রসঙ্গে অঙ্গিরাকে আদিত্যের ভূমিদানবর্ণন, ১৫৬ শঙ্খ-তীর্থাদি অযুততীর্থ ও তৎপ্রসঙ্গে ব্রহ্মযজ্ঞে আগত রাক্ষসগণের বিষ্ণুচক্রে হননবর্ণন, ১৫৭ কিষ্কিন্ধ্যাতীর্থমহিমা ও তৎপ্রসঙ্গে রাবণবধোত্তর সীতাদি সহ রামের গৌতমীপ্রত্যাগমনবর্ণন, ১৫৮ ব্যাসতীর্থ ও তৎপ্রসঙ্গে আঙ্গিরসাখ্যায়িকা, ১৫৯ বঞ্জরা-সঙ্গম ও তৎপ্রসঙ্গে গরুড়াখ্যানবর্ণন, ১৬০ দেবাগমতীর্থ ও তৎপ্রসঙ্গে দেবাসুরযুদ্ধবর্ণন, ১৬১ কুশতর্পণতীর্থ ও তদুপলক্ষে ব্রহ্মা ও বিরাড়োৎপত্ত্যাদি বর্ণন, ১৬২ মন্যুপুরাখ্যান, ১৬৩ ব্রহ্মরূপধারি পরশুনামক রাক্ষস ও শাকল্যমুনিপ্রসঙ্গ, ১৬৪ পবমাননৃপ ও চিচ্চিকপক্ষিসংবাদ, ১৬৫ ভদ্রতীর্থ ও তৎপ্রসঙ্গে কন্যাবিবাহবিষয়ক সূর্য্যবিকার ও হর্ষণের যমালয়ে গমন ইত্যাদি বর্ণন, ১৬৬ পতত্রিতীর্থবর্ণন, ১৬৭ ভানু আদি শততীর্থ ও তৎ-প্রসঙ্গে অভিষ্টুতরাজের হয়মেধাখ্যান, ১৬৯ বেদনামক দ্বিজ ও শিবপূজক ব্যাধপ্রসঙ্গ, ১৭০ চক্ষুতীর্থ ও তৎপ্রসঙ্গে গৌতম ও কুণ্ডলক নামক বৈশ্যাখ্যান, ১৭১ উর্ব্বশীতীর্থ ও তৎপ্রসঙ্গে ইন্দ্রপ্রমতির বৃত্তান্ত, ১৭২ সামুদ্রতীর্থপ্রসঙ্গে গঙ্গাসাগরসংবাদ, ১৭৩ ভীমেশ্বরতীর্থ ও তত্তৎপ্রসঙ্গে সপ্তধা প্রবাহিতা গঙ্গা ও ঋষিযজ্ঞে দেবরিপু বিশ্বরূপবৃত্তান্ত, ১৭৪ গঙ্গাসাগরসঙ্গম, সোমতীর্থ ও বার্হস্পত্যাদি তীর্থবর্ণন, ১৭৫ গৌতমীমাহাত্ম্যসমাপ্তিপ্রসঙ্গে গঙ্গাবতারবর্ণন, ১৭৬ অনন্ত-বাসুদেবমাহাত্ম্য ও তৎপ্রসঙ্গে দেবগণের সহিত রাবণসংগ্রাম ও রামরাবণযুদ্ধবর্ণন, ১৭৭ পুরুষোত্তমমাহাত্ম্য-কীর্তন, ১৭৮ কণ্ডুমুনির চরিত, ১৭৯ বাদরায়ণ প্রতি শ্রীকৃষ্ণাবতারপ্রশ্ন, ১৮০ কৃষ্ণচরিতারম্ভ, ১৮১ অবতারপ্রয়োজন ও কংস কর্তৃক দেবকীর কারাগারপ্রসঙ্গ, ১৮২ ভগবানের আদেশে দেবকীর গর্ভ আকর্ষণপূর্ব্বক রোহিণীর উদরে মায়ার গর্ভস্থাপন, দেবকীর উদরে ভগবৎপ্রবেশ, দেবকীর প্রতি ভগবদ্ভক্তি, বসুদেবের

গোকুলে আসিয়া পুত্রস্থাপন, মায়ার স্বরূপধারণপূর্ব্বক স্বর্গগমন ও কংসকে ভর্ৎসনা, দেবগণ কর্তৃক মায়াস্তুতি, ১৮৩ কংসের বালবিনাশে দৈত্যদিগের প্রতি আদেশ ও বসুদেব-দেবকীর কারামোচন, ১৮৪ বসুদেব ও নন্দের আলাপ, পুতনাবধ, শকটপাতন, গর্গ কর্তৃক বালকের নামকরণ, যমলার্জ্জুনভঙ্গ, কৃষ্ণের বাল্যলীলাবর্ণন, ১৮৫ কালিয়দমন, ১৮৬ ধেনুকবধ, ১৮৭ রামকৃষ্ণের বহুলীলা-কীর্ত্তন, প্রলম্বাসুর বধ, গোবর্দ্ধনাথ্যারিকা আরম্ভ, ১৮৮ ইন্দ্রের গোকুলনাশার্থ মেঘপ্রেরণ, ভক্তের দুঃখ নাশার্থ কৃষ্ণের গোবর্দ্ধনধারণ, ইন্দ্রের কৃষ্ণস্তুতি, ইন্দ্রের প্রতি কৃষ্ণের ভূভারহরণকথা, গোবর্দ্ধনযাগসমাপ্তি, ১৮৯ রাসক্রীড়াবর্ণন ও কৃষ্ণকৃত অরিষ্টাসুরবধ, ১৯০ কংসনারদসংবাদ, অক্রূরপ্রেরণ, কেশিবধবর্ণন, ১৯১ নন্দগোকুলে অক্রূরাগমন, ১৯২ কৃষ্ণাক্রূরসংবাদ ও মথুরায় রামকৃষ্ণের গমন, ১৯৩ কুব্জা সহ কৃষ্ণের আলাপ, চাণূরমুষ্টিকবধ, কংসবধ, বসুদেবকৃত ভগবৎস্তুতি, ১৯৪ দেবকী-বসুদেবের নিকট কৃষ্ণের আগমন, উগ্রসেনের রাজ্যাভিষেক, রামকৃষ্ণের সান্দীপনির নিকট অস্ত্রপ্রাপ্তি ও সান্দীপনির পুত্রপ্রাপ্তি, ১৯৫ রামকৃষ্ণের জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধ ও জরাসন্ধের পরাজয়, ১৯৬ কালযবনোৎপত্তি, মুচুকুন্দ কর্তৃক কালযবন-বধ ও মুচুকুন্দকৃত ভগবৎবর্ণন, ১৯৭ মুচুকুন্দকে ভগবানের বরদান, গোকুলে বলদেবাগমন, ১৯৮ বরুণবারুণী ও যমুনাবলদেবসংবাদ, মথুরায় বলদেবের গমন, ১৯৯ কৃষ্ণের রুক্মিণীহরণ, প্রদ্যুম্নোৎপত্তি, ২০০ শম্বরাসুর কর্তৃক প্রদ্যুম্নহরণ, শম্বরাসুরবধ, প্রদ্যুম্নের দ্বারকা আগমন, শ্রীকৃষ্ণনারদসংবাদ, ২০১ রুক্মিণী-পুত্রগণের নাম ও কৃষ্ণভার্য্যাগণের নাম, বলদেব কর্তৃক রুক্মিবধ, ২০২ কৃষ্ণের প্রাগ্জ্যোতিষপুরে গমন ও নরকাসুরবধ, ২০৩ কৃষ্ণাদিতিসংবাদ, পারিজাতহরণ, ২০৪ ইন্দ্রকৃষ্ণসংবাদ, উষানিরুদ্ধবিবাহকথন, চিত্রলেখার আলেখ্য-নির্ম্মাণকৌশল, ২০৫ বাণপুরে অনিরুদ্ধকে আনয়ন, ২০৬ কৃষ্ণবলদেবের যুদ্ধার্থ আগমন, কৃষ্ণের সহিত শঙ্করের যুদ্ধ, কৃষ্ণের অনিরুদ্ধ সহ দ্বারকায় আগমন, ২০৭ পৌণ্ড্রকবাসুদেববৃত্তান্ত, পৌণ্ড্রক ও কাশিরাজবধ, কৃষ্ণচক্রে বারাণসীদাহ, পুনঃ কৃষ্ণহস্তে চক্রাগমন, ২০৮ শাম্ব কর্তৃক দুর্য্যোধনকন্যাহরণ, দুর্য্যোধনাদি কর্তৃক শাম্বনিগ্রহ, বলদেবের সহিত কৌরবগণের যুদ্ধ ও বলদেবের হস্তিনাপুর-অধিকার, কৌরবগণের প্রার্থনা, ২০৯ বলদেব কর্তৃক দ্বিবিধ বানরবধ, ২১০ কৃষ্ণের দ্বারকাত্যাগ, প্রভাসে যদুবংশধ্বংস, ২১১ কৃষ্ণের প্রসাদে লুব্ধকের স্বর্গগমন, ২১২ রুক্মিণী প্রভৃতির অবসান, আভীরগণের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ, ম্লেচ্ছ কর্তৃক যাদবস্ত্রীহরণ, অর্জ্জুনবিষাদ ও ব্যাসার্জ্জুনসংবাদ, অষ্টাবক্রচরিত কীর্ত্তন, অর্জ্জুনমুখে সকল বৃত্তান্ত শ্রবণান্তর যুধিষ্ঠিরের সবান্ধবে মহাপ্রস্থানোপক্রম, পরীক্ষিতে রাজ্যদানপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরাদির বনগমন, কৃষ্ণচরিতসমাপ্তি, ২১৩ বরাহাবতার, নৃসিংহাবতার, বামনাবতার, দত্তাত্রেয়াবতার, জামদগ্ন্যাবতার, দাশরথি রামাবতার, শ্রীকৃষ্ণাবতার ও কল্ক্যবতারবর্ণন, ২১৪ নরক ও যমলোকবর্ণন, ২১৫ দক্ষিণমার্গে গমনকারী প্রাণীদিগের ক্লেশবর্ণন, চিত্রগুপ্তকৃত পাপবর্ণন, পাতকানুসারে নরকপ্রাপ্তিকথন, ২১৬ ব্যাসকথিত ধর্ম্মাচরণ ও সুগতিপ্রাপ্তিবর্ণন, ২১৭ নানা যোনিতে জন্মপ্রসঙ্গ, ২১৮ অন্নদানে শুভপ্রাপ্তিকথা, ২১৯ শ্রাদ্ধবিধিনিরূপণ, ২২০ প্রতিপদাদি শ্রাদ্ধকল্প ও পিণ্ডদানকথন ২২১ সদাচার ও বিপ্রবসতিযোগ্য দেশসমূহকথন, সূতকবিচার, ২২২ বর্ণধর্ম্মকথন, ২২৩ ব্রাহ্মণদিগের শূদ্রত্বপ্রাপ্তি ও শূদ্রাদির উত্তমগতিপ্রাপ্তিকথন, সঙ্করজাতি লক্ষণ, ২২৪ মানবধর্ম্মফল ও কর্ম্মফলকথন, ২২৫ দেবলোকপ্রাপ্তি ও নিরয়প্রাপ্তিকারণ, ২২৬ বাসুদেবমহিমা, মনুবংশ ও বাসুদেবপূজাকথন, ২২৭ বিষ্ণুপূজাকথনপ্রসঙ্গে উর্ব্বশী-মূর্খব্রাহ্মণসংবাদ ও শকটদানকথন, ২২৮ কপালমোচনতীর্থ ও তৎপ্রসঙ্গে সূর্য্যাদির আরাধনা, কামদসমাখ্যান ও মায়াপ্রাদুর্ভাব, ২২৯ মহাপ্রলয়বর্ণন ও কলিগত ভবিষ্যকথন, ২৩০ দ্বাপর যুগান্ত ও ভবিষ্যকথন, ২৩১ প্রাকৃতসর্গ, কল্পমান ও নৈমিত্তিকলয়স্বরূপকথন, ২৩২ প্রাকৃত লয়স্বরূপকথন, ২৩৩ আত্যন্তিক লয়, আধ্যাত্মিক তাপত্রয়, আধিভৌতিক তাপ ও আধিদৈবিক তাপ বর্ণন, মুক্তিজ্ঞানমহিমা, ২৩৪ যোগাভ্যাসফল, ২৩৫ যোগ ও সাংখ্য নিরূপণ, ২৩৬ মোক্ষপ্রাপ্তি ও পঞ্চমহাভূতকথন, ২৩৭ সর্ব্বধর্ম্মের বিশিষ্টধর্ম্ম নিরূপণ, ২৩৮ যোগবিধি-নিরূপণ, ২৩৯ সাংখ্যবিধি নিরূপণ, ২৪০ ক্ষরাক্ষরবিচারনিরূপণ ও চতুর্বিংশতিতত্ত্ব-প্রতিপাদন, ২৪১ অভিমানিগণের বহুবিধ সাধনকথন, ২৪২ সাংখ্যজ্ঞান ও ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণকথন, ২৪৩ অভেদে সাংখ্যযোগকথন, ২৪৪ জনকের প্রতি বশিষ্ঠের ব্রহ্মসকাশে মহাজ্ঞানপ্রাপ্তি ও জ্ঞানপ্রাপ্তিপরম্পরাকথন, ২৪৫ ব্যাসপ্রশংসা, ব্রহ্মপুরাণ-শ্রবণ-ফল ও ধর্ম্মপ্রশংসা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি উইলসন্‌প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ উক্ত ব্রহ্মপুরাণকেই পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত পুরাণ অথবা মৎস্যপুরাণবর্ণিত ব্রহ্মপুরাণ বলিয়াও স্বীকার করেন না। এখন দেখা যাউক মৎস্যপুরাণে ব্রাহ্মের কিরূপ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"ব্রহ্মণাভিহিতং পূর্ব্বং যাবন্মাত্রং মরীচয়ে।
ব্রাহ্মং ত্রিদশসাহস্রং পুরাণং পরিকীর্ত্ত্যতে॥" (৫৩।১২)

পুরাকালে ব্রহ্মা মরীচিকে এই পুরাণ বলিয়াছিলেন, এই

ইহা ব্রাহ্ম নামে কীর্ত্তিত। ইহার শ্লোকসংখ্যা ১৩০০০। এদিকে প্রচলিত ব্রহ্মপুরাণের ১ম অধ্যায়েই লিখিত আছে—

"কথয়ামি যথাপূর্ব্বং দক্ষাদ্যৈর্মুনিসত্তমৈঃ।
পৃষ্টঃ প্রোবাচ ভগবানজযোনিঃ পিতামহঃ॥" (১৩৩)

এই বচনানুসারে অধ্যাপক উইলসন্ সাহেব মনে করিয়াছিলেন, ব্রহ্মা দক্ষকে যখন এ পুরাণ শুনাইয়াছিলেন, তখন মরীচিশ্রুত ব্রাহ্ম ও দক্ষশ্রুত ব্রাহ্ম এক হইতে পারে না; কিন্তু অধুনাপ্রচলিত ব্রাহ্মপুরাণের (২৬৩৬) এই শ্লোকটী পাঠ করিলে আর বিশেষ সন্দেহ থাকে না;—

"মরীচ্যাদ্যা⁽¹⁾ সুদা দেবং প্রণিপত্য পিতামহম্।
ইমমর্থমৃষিবরাঃ পপ্রচ্ছুঃ পিতরং দ্বিজাঃ॥" (২৬৩৬)

উক্ত শ্লোক হইতে জানিতেছি, মরীচি প্রভৃতি ব্রহ্মার নিকট পুরাণাখ্যান শুনিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী শ্লোক দেখিলে এ সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকে না—"ব্রহ্মোবাচ।

শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সর্ব্বে যন্মো বক্ষ্যামি সাম্প্রতম্।
পুরাণং বেদসংবদ্ধং ভুক্তিমুক্তিপ্রদং শুভম্॥"

বাস্তবিক প্রচলিত ব্রাহ্মপুরাণের ২৭ অধ্যায় হইতে শেষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মা বক্তা ও মরীচ্যাদি মুনিগণ শ্রোতা। সুতরাং মৎস্য-বর্ণিত ব্রাহ্মের সহিত এখনকার ব্রহ্মপুরাণের সম্পূর্ণ পার্থক্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। নারদ-পুরাণের পূর্ব্বভাগে ব্রহ্মপুরাণের যে বিষয়ানুক্রম প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে পূর্ব্বতন ব্রহ্মপুরাণ ও এখনকার ব্রহ্মপুরাণের সাদৃশ্য উপলব্ধি হইবে—

"ব্রহ্মং পুরাণং তত্রাদৌ সর্ব্বলোকহিতায় চ।
ব্যাসেন বেদবিদুষা সমাখ্যাতং মহাত্মনা॥
তদ্বৈ সর্ব্বপুরাণাগ্র্যং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদম্।
নানাখ্যানেতিহাসাঢ্যং দশসাহস্রমুচ্যতে॥
(তৎপূর্ব্বভাগে)
দেবানামসুরাণাঞ্চ যত্রোৎপত্তিপ্রকীর্ত্তিতাঃ।
প্রজাপতীনাঞ্চ তথা দক্ষাদীনাং মুনীশ্বর!
ততো লোকেশ্বরস্যাত্র সূর্য্যস্য পরমাত্মনঃ।
বংশানুকীর্ত্তনং ব্রহ্মং মহাপাতকনাশনম্॥
যত্রাবতারঃ কথিতঃ পরমানন্দরূপিণঃ।
শ্রীমতোরামচন্দ্রস্য চতুর্ব্যূহাবতারিণঃ॥
ততশ্চ সোমবংশস্য কীর্ত্তনং যত্র বর্ণিতম্।
কৃষ্ণস্য জগদীশস্য চরিতং কল্মষাপহম্॥
দ্বীপানাঞ্চৈব সিন্ধুনাং বর্ষাণাং বাপ্যশেষতঃ।
বর্ণনং যত্র পাতালস্বর্গাণাঞ্চ প্রদৃশ্যতে॥
নরকানাং সমাখ্যানং সূর্য্যস্তুতিকথানকম্।
পার্ব্বত্যাশ্চ তথা জন্ম বিবাহশ্চ নিগদ্যতে॥
দক্ষাখ্যানং ততঃ প্রোক্তমেকাম্রক্ষেত্রবর্ণনম্।
পূর্ব্বভাগোহয়মুদিতঃ পুরাণস্যাস্য মানদ!।
(তদুত্তরভাগে)
অস্যোত্তরবিভাগে তু পুরুষোত্তমবর্ণনম্।
বিস্তরেণ সমাখ্যাতং তীর্থযাত্রাবিধানতঃ॥
অত্রৈব কৃষ্ণচরিতং বিস্তরাৎ সমুদীরিতম্।
বর্ণনং যমলোকস্য পিতৃশ্রাদ্ধবিধিস্তথা॥
বর্ণাশ্রমাণাং ধর্ম্মাশ্চ কীর্ত্তিতা যত্র বিস্তরাৎ।
বিষ্ণুধর্ম্মযুগাখ্যানং প্রলয়স্য চ বর্ণনম্॥
যোগানাঞ্চ সমাখ্যানং সাঙ্খ্যানাঞ্চাপি বর্ণনম্।
ব্রহ্মবাদসমুদ্দেশঃ পুরাণস্য চ শাসনম্॥
এতদ্ব্রহ্মপুরাণন্তু ভাগদ্বয়সমর্চ্চিতম্।
বর্ণিতং সর্ব্বপাপঘ্নং সর্ব্বসৌখ্যপ্রদায়কম্॥"(নারদপু° ৪র্থ, ৯২অঃ)

মহাত্মা বেদবিৎ ব্যাস কর্ত্তৃক প্রথমতঃ সর্ব্বলোকের হিতের নিমিত্ত (এই) পবিত্র পুরাণ সমাখ্যাত হইয়াছে, ইহা সর্ব্ব পুরাণ হইতে শ্রেষ্ঠ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, নানাবিধ আখ্যান ও ইতিহাসযুক্ত এবং দশ সহস্র শ্লোকে পরিপূর্ণ। হে মুনীশ্বর! অগ্রে যাহাতে দেবাসুরগণের এবং প্রজাপতিগণ ও দক্ষাদির উৎপত্তি কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং পরে লোকেশ্বর পরমাত্মা সূর্য্যদেবের মহাপাতকনাশন বংশানুকীর্ত্তন হইয়াছে। যাহাতে পরমানন্দরূপী চতুর্ব্যূহাবতার শ্রীমান্ রামচন্দ্রের অবতার কথিত হইয়াছে, এবং তৎপর সোমবংশের কীর্ত্তন ও জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পাপহর চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে; যাহাতে অশেষ প্রকারে সমস্ত দ্বীপ, সিন্ধু, বর্ষ, পাতাল ও স্বর্গের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় এবং নরক সমুদায়ের নাম, সূর্য্যের স্তুতি, পার্ব্বতীর জন্ম এবং বিবাহ কথিত হইয়াছে। তৎপরে যাহাতে দক্ষের আখ্যান ও একাম্রক্ষেত্র বর্ণিত আছে। হে মানদ! এই পুরাণের এই পূর্ব্বভাগ বর্ণিত হইল। ইহার উত্তরভাগে বিস্তৃতরূপে তীর্থযাত্রাবিধানক্রমে পুরুষোত্তমবর্ণনা কথিত আছে। পুনরায় ইহাতেও বিস্তৃতভাবে কৃষ্ণচরিত উক্ত হইয়াছে। তৎপর যমলোকবর্ণন, পিতৃশ্রাদ্ধবিধি ও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সমুদায় সবিস্তর কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং বিষ্ণুধর্ম্ম, যুগাখ্যান, প্রলয়বর্ণন, ব্রহ্মবাদসমুদ্দেশ ও পুরাণশাসন কথিত হইয়াছে। এই ব্রহ্মপুরাণ দুই ভাগে বিভক্ত, সর্ব্বপাপহর এবং সর্ব্বসৌখ্যদায়ক।

নারদপুরাণে ব্রহ্মপুরাণের যে সূচী প্রদত্ত হইয়াছে, এখনকার প্রচলিত ব্রহ্মপুরাণে তাহার কোন বিষয়েরই অভাব নাই, এরূপস্থলে বর্ত্তমান আকারের ব্রহ্মপুরাণ, নারদীয় পুরাণ সঙ্কলিত হইবার পূর্ব্বে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা অনায়াসেই স্বীকার করা যাইতে পারে।

(১) পুণা হইতে প্রকাশিত ব্রহ্মপুরাণে 'কৃষ্ণাদ্যাস্তং' এইরূপ পাঠ আছে, কিন্তু হস্তলিখিত পুথিতে উক্ত পাঠ দৃষ্ট হয় না।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলিতেছেন, প্রচলিত ব্রহ্মপুরাণে পুরাণের পঞ্চলক্ষণ নাই। প্রকৃত কি তাই? কিন্তু প্রচলিত ব্রহ্মপুরাণ মনোযোগপূর্ব্বক আলোচনা করিলে পঞ্চলক্ষণ সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকে না। ১ম চারি অধ্যায়ে সর্গ ও প্রতি-সর্গ বর্ণন, ৫ম অধ্যায়ে মন্বন্তরকথা, তৎপরবর্ত্তী শতাধিক অধ্যায়ে বংশ ও বংশানুচরিত কীর্ত্তিত হইয়াছে।

এখনকার ব্রহ্মপুরাণ কত প্রাচীন? পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে ব্রহ্মপুরাণ সঙ্কলিত হইয়াছে। কিন্তু এরূপ অপূর্ব্ব কথার অনুমোদন করিতে পারিলাম না। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে রচিত দানসাগরে, হলায়ুধের ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে ও তৎপরে হেমাদ্রির পরিশেষখণ্ডে প্রচলিত ব্রহ্মপুরাণের শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, এরূপস্থলে কেমন করিয়া বলিব যে প্রচলিত ব্রহ্মপুরাণ খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছে?

এই পুরাণে ১১৬ম অধ্যায়ে অনন্তবাসুদেবমাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। উৎকলের সুপ্রসিদ্ধ ভুবনেশ্বরক্ষেত্রে এখনও এই অনন্তবাসুদেবের মন্দির বিদ্যমান। এ দেশীয় সামবেদি-গণের পদ্ধতিকার অদ্বিতীয় পণ্ডিত ভবদেব ভট্ট খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে উক্ত মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, ব্রহ্মপুরাণে উক্ত অনন্তবাসুদেবমূর্ত্তির উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য বর্ণিত হইলেও মন্দিরের প্রসঙ্গ কিছুমাত্র নাই। উক্ত মাহাত্ম্যরচিত হইবার সময় মন্দির নির্ম্মিত হইয়া থাকিলে অবশ্যই পুরাণে এ বিষয়ের প্রসঙ্গ থাকিত, এতদ্দ্বারাও উক্ত মাহাত্ম্যের রচনাকাল খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী হইতেছে। পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে পুরুষোত্তমপ্রাসাদের কথা থাকিলেও তাহা বর্ত্তমান প্রাসাদ বলিয়া বোধ হয় না। আমরা 'গাঙ্গেয়' শব্দে দেখাইয়াছি, বর্ত্তমান পুরুষোত্তম মন্দির গঙ্গেশ্বর চোড়গঙ্গ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। চোড়গঙ্গ ৯৯৯ শকে অর্থাৎ ১০৭৭ খৃষ্টাব্দে কলিঙ্গের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তাঁহার চরিত পাঠ করিলে বোধ হয় যে, ইহার ৩০।৩৫ বর্ষ পরে তিনি উৎকল আক্রমণ করিয়াছিলেন। একূপ স্থলে ১১০৭ হইতে ১১১২ খৃষ্টাব্দে তৎকর্ত্তৃক পুরুষোত্তমের মন্দির নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। এই চোড়গঙ্গ ও গৌড়াধিপ বল্লালসেন উভয়ে সমসাময়িক। অথচ বল্লালসেন আপন দানসাগরে প্রচলিত ব্রহ্মপুরাণ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, এরূপস্থলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে বর্ত্তমান প্রাসাদ নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে ব্রহ্মপুরাণ নিঃসন্দেহে প্রচলিত হইয়াছিল। সেনরাজ লক্ষ্মণের শিলালিপিতেও এই পুরুষোত্তমক্ষেত্রের উল্লেখ আছে। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং আসিয়া চি-লি-তি-লো (চিত্রোৎপল)[১] (বর্ত্তমান পুরীতে) আসিয়া পাঁচটী

---

(১) হিউএন্‌সিয়াংএর ভ্রমণবৃত্তান্তের অনুবাদক চি-লি-তি-লো-কে চরিত্রপুর নামে উল্লেখ করিয়াছেন, এখন ব্রহ্মপুরাণের ৪৬ অধ্যায় পাঠে উহাকে চিত্রোৎপল বা চিত্রোৎপলপুর বলিয়াই মনে হইতেছে।

(২) A. ব্রহ্মপুরাণে ১৮৯ অধ্যায়ে—

"গোপীপরিবৃতো রাত্রিং শরচ্চন্দ্রমনোরমাম্।
মানয়ামাস গোবিন্দো রাসারম্ভরসোৎসুকঃ॥ ২১॥
গোপ্যশ্চ বৃন্দশঃ কৃষ্ণচেষ্টাভ্যায়ত্তমূর্ত্তয়ঃ।
অন্যদেশং গতে কৃষ্ণে চেরুর্ব্বৃন্দাবনান্তরম্॥ ২২॥
(বভ্রমুস্তাস্ততো গোপ্যো নিরাশা কৃষ্ণদর্শনে।
কৃষ্ণস্য চরণং রাত্রৌ দৃষ্ট্বা বৃন্দাবনে দ্বিজাঃ॥ ২৩॥)

এবং নানাপ্রকারাসু কৃষ্ণচেষ্টাসু তাসু চ।
গোপ্যো ব্যগ্রাঃ সমং চেরূ রম্যং বৃন্দাবনং বনং॥" ২৪॥ ইত্যাদি।

A. বিষ্ণুপুরাণে (৫।১৩ অধ্যায়ে)—

"গোপীপরিবৃতো রাত্রিং শরচ্চন্দ্রমনোরমাম্।
মানয়ামাস গোবিন্দো রাসারম্ভরসোৎসুকঃ॥ ২৩॥
গোপ্যশ্চ বৃন্দশঃ কৃষ্ণচেষ্টাবায়ত্তমূর্ত্তয়ঃ।
অন্যদেশং গতে কৃষ্ণে চেরুর্ব্বৃন্দাবনান্তরম্॥ ২৪॥
কৃষ্ণে নিরুদ্ধহৃদয়া ইদমূচুঃ পরস্পরম্।
কৃষ্ণোঽহমেতল্ললিতং ব্রজাম্যালোক্যতাং গতিঃ।
অন্যা ব্রবীতি কৃষ্ণস্য মম গীতির্নিশম্যতাম্॥ ২৫॥
দুষ্টকালিয় তিষ্ঠাত্র কৃষ্ণোঽহমিতি চাপরা।
বাহুমাস্ফোট্য কৃষ্ণস্য লীলাসর্ব্বস্বমাদদে॥ ২৬॥
অন্যা ব্রবীতি ভো গোপা নিঃশঙ্কৈঃ স্থীয়তামিহ।
অলং বৃষ্টিভয়েনাত্র ধৃতো গোবর্দ্ধনো ময়া॥ ২৭॥
ধেনুকোঽয়ং ময়া ক্ষিপ্তো বিচরন্তু যথেচ্ছয়া।
গোপী ব্রবীতি বৈ চান্যা কৃষ্ণলীলানুকারিণী।
এবং নানাপ্রকারাসু কৃষ্ণচেষ্টাসু তাস্তদা।
গোপ্যো ব্যগ্রাঃ সমঞ্চেরূ রম্যং বৃন্দাবনং বনম্॥" ২৯॥ ইত্যাদি।

প্রাসাদের উচ্চচূড়া দর্শন করিয়াছেন, ইহার কোনটী পুরুষোত্তম প্রাসাদ হওয়া অসম্ভব নহে। [জগন্নাথ শব্দ ৫৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

দেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতগণ প্রায় সকলেই বলেন যে, এখন যে বিষ্ণুপুরাণ প্রচলিত তাহা ব্রহ্ম প্রভৃতি সকল পুরাণ অপেক্ষাই প্রাচীন। কিন্তু ইহার সার্থকতা বুঝিলাম না। বরং ব্রহ্মপুরাণের কৃষ্ণচরিত ও বিষ্ণুপুরাণের কৃষ্ণচরিত উভয়ের পাঠ মিলাইয়া দেখুন, এইরূপ ব্রহ্মপুরাণের পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্য ও নারদীয় মহাপুরাণের পুরুষোত্তমমাহাত্ম্য মিলাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, ব্রহ্মপুরাণের শ্লোকগুলিই অবিকল পরিবর্দ্ধিত আকারে বিষ্ণু ও নারদপুরাণে গৃহীত হইয়াছে।[২] এরূপ স্থলে ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও নারদ এই তিনখানি পুরাণ মধ্যে ব্রহ্মপুরাণকেই আদি ও সর্ব্বপ্রাচীন বলিয়া অনায়াসেই স্বীকার করা যায়। ব্রহ্মপুরাণ যে অষ্টাদশ-পুরাণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম, তাহা বিষ্ণুপুরাণেই বর্ণিত আছে। ব্রহ্মপুরাণ-দৃষ্টে যে বিষ্ণুপুরাণে কৃষ্ণচরিত ও নারদপুরাণে পুরুষোত্তমমাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

কেবল তাহাই নহে, এই ব্রহ্মপুরাণের অনেক প্রসঙ্গ মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বে অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে। এই ব্রহ্মপুরাণের ২২৩ হইতে ২২৫ অধ্যায় ও অনুশাসনপর্ব্বের ১৪৩ হইতে ১৪৫ অধ্যায়ের সহিত এবং ব্রাহ্মের ২২৬ অধ্যায় এবং অনুশাসন পর্ব্বের ১৪৬ অধ্যায়ে শ্লোকে শ্লোকে অবিকল মিল আছে। এই সকল উদ্ধৃত শ্লোক দৃষ্টে হয়ত কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, মহাভারত হইতেই ব্রহ্মপুরাণে ঐ সকল শ্লোক সন্নিবেশিত হইয়াছে।

কিন্তু অনুশাসনোক্ত—"ইদং চৈবাপরং দেবি ব্রহ্মণা-সমুদাহৃতং।" (১৪৩।১৬) ও "পিতামহমুখোৎসৃষ্টং প্রমাণ-মিতি মে মতিঃ।" (১৪৩।১৮) ইত্যাদি মহাভারতীয় শ্লোক দেখিলে ব্রহ্মের বচন মহাভারতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তৎপক্ষে আর সন্দেহ থাকে না। বেদকে বাড়ানই পুরাণের উদ্দেশ্য, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই ব্রহ্মপুরাণেও লিখিত আছে—

"প্রাদুর্ভাবাঃ পুরাণেষু গীয়ন্তে ব্রহ্মবাদিভিঃ।
যত্র দেবা বিমুহ্যন্তি প্রাদুর্ভাবানুকীর্ত্তনে॥
পুরাণং বর্ত্ততে যত্র বেদশ্রুতিসমাহিতম্।
এতদুদ্দেশমাত্রেণ প্রাদুর্ভাবানুকীর্ত্তনম্॥" (২১৩।১৬৬-১৬৭)

বাস্তবিক এই ব্রহ্মপুরাণে তীর্থবর্ণনাপ্রসঙ্গে শত শত বৈদিক উপাখ্যান বা বংশানুচরিত কীর্ত্তিত হইয়াছে। ঋক্‌সংহিতা, ঐতরেয়ব্রাহ্মণ, শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণ, শতপথব্রাহ্মণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ এবং বৃহদ্দেবতায় যে সকল বৈদিক উপাখ্যান আছে, তাহারই অনেক উপাখ্যান এই ব্রহ্মপুরাণে সংক্ষিপ্ত বা বর্দ্ধিতাকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এতন্মধ্যে বলি ও বামনাখ্যান, অহল্যাসংবাদ, পুরুরবা-উর্ব্বশীসংবাদ, হরিশ্চন্দ্র ও শুনঃশেপ-উপাখ্যান, কঠোপাখ্যান, আর্ষ্টিষেণ ও দেবাপি-উপাখ্যান, বৃষাকপির বৃত্তান্ত, সরমাখ্যান, শর্য্যাতি-রাজচরিত, কবষ ঐলূষচরিত, আত্রেয় ও তৎকন্যা আত্রেয়ীর কথা,

---

(২) পূর্ব্বপৃষ্ঠার টিপ্পনীতে ব্রহ্ম ও বিষ্ণুপুরাণের শ্লোকসাদৃশ্য দ্রষ্টব্য।

B. ব্রহ্মপুরাণে (৫০।৪৮—৫৬ শ্লোকে—	B. নারদপুরাণে পূর্ব্বভাগে (৫৪ অধ্যায়ে)
"শ্রুত্বৈতদ্বচনং তস্য বিশ্বকর্ম্মা সুকর্ম্মকৃৎ।	"শ্রুত্বৈতদ্বচনং তস্য বিশ্বকর্ম্মা সুকর্ম্মকৃৎ।
তৎক্ষণাৎ কারয়ামাস প্রতিমাঃ শুভলক্ষণাঃ॥ ৪৮॥	তৎক্ষণাৎ কারয়ামাস প্রতিমাঃ শুভলক্ষণাঃ॥ ৫৮॥
	কুণ্ডলাভ্যাং বিচিত্রাভ্যাং কর্ণাভ্যাং সুবিরাজিতাঃ।
	চক্রলাঙ্গলবিন্যাসহস্তাভ্যাং সাধুসম্মতাঃ॥ ৫৯॥
প্রথমং শুক্লবর্ণাভং শারদেন্দুসমপ্রভম্।	প্রথমং শুক্লবর্ণাভং শারদেন্দুসমপ্রভম্।
আরক্তাক্ষং মহাকায়ং জটাবিকটমস্তকম্॥ ৪৯॥	সুরকাক্ষ মহাকায়ং জটাবিকটমস্তকম্॥ ৬০॥
নীলাম্বরধরং চোগ্রং বলং বলমদোদ্ধতম্।	নীলাম্বরধরং চোগ্রং বলং বলমদোদ্ধতম্।
কুণ্ডলৈকধরং দিব্যং গদামুসলধারিণম্॥ ৫০॥	কুণ্ডলৈকপরং দিব্যং মহামুষলধারিণম্॥ ৬১॥
দ্বিতীয়ং পুণ্ডরীকাক্ষং নীলজীমূতসন্নিভম্।	দ্বিতীয়ং পুণ্ডরীকাক্ষং নীলজীমূতসন্নিভম্।
অতসীপুষ্পসঙ্কাশং পদ্মপত্রায়তেক্ষণম্॥ ৫১॥	অতসীপুষ্পসঙ্কাশং পদ্মপত্রায়তেক্ষণম্॥ ৬২॥
পীতবাসসমত্যুগ্রং শুভং শ্রীবৎসলক্ষণম্।	শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎ পীতবাসসমচ্যুতম্।
চক্রপূর্ণকরং দিব্যং সর্ব্বপাপহরং হরিম্॥ ৫২॥	চক্রপূর্ণকরং দিব্যং সর্ব্বপাপহরং হরিম্॥ ৬৩॥
তৃতীয়াং স্বর্ণবর্ণাভাং পদ্মপত্রায়তেক্ষণাম্।	তৃতীয়াং স্বর্ণবর্ণাভাং পদ্মপত্রায়তেক্ষণাম্।
বিচিত্রবস্ত্রসংছন্নাং হারকেয়ূরভূষিতাম্॥ ৫৩॥	বিচিত্রবস্ত্রসংছন্নাং হারকেয়ূরভূষিতাং॥ ৬৪॥
বিচিত্রাভরণোপেতাং রত্নহারবিলম্বিতাম্।	বিচিত্রাভরণোপেতাং রত্নমালাবিলম্বিতাম্।
পীনোন্নতকুচাং রম্যাং বিশ্বকর্ম্মা বিনির্ম্মমে॥ ৫৪॥	পীনোন্নতকুচাং রম্যাং বিশ্বকর্ম্মা বিনির্ম্মমে॥ ৬৫॥"

অজীগর্ত্তাখ্যান, আঙ্গিরস, শাকল্য, অভিষ্টুত প্রভৃতির আখ্যানগুলি পাঠ করিলে জানিবেন, সমস্তই বৈদিক গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত ও পরে পুরাণে বিস্তৃত হইয়াছে।

ঐতরেয়ব্রাহ্মণে (৭।৩ অঃ) ও শাঙ্খায়নব্রাহ্মণে (১৫।১৭) যেরূপ রাজা হরিশ্চন্দ্র, তৎপুত্র রোহিত ও শুনঃশেপের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই একটু বিস্তৃত ভাবে ব্রহ্মপুরাণে বর্ণিত দেখা যায়। বাস্তবিক ঐতরেয়ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মপুরাণের বিবরণে যেরূপ একতা আছে, অপর কোন গ্রন্থে এরূপ মিল নাই। এমন কি ব্রহ্মপুরাণে এইরূপ উপাখ্যানভাগে এমন অনেক বৈদিক কথা রহিয়াছে, যাহার অর্থ করিতে সাধারণ পৌরাণিকেরা অপারক*। যাহারা সভাষ্যবেদের ব্রাহ্মণভাগ পাঠ না করিয়াছেন, তাহারা সহজে ঐ সকল উপাখ্যান হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন বলিয়া বোধ হয় না।

উপরোক্ত প্রমাণাদি দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, আদি ব্রহ্মপুরাণ বহু পূর্ব্বকালে এমন কি আপস্তম্বধর্ম্মসূত্র রচিত হইবারও পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, এই জন্যই এই পুরাণে বহুতর প্রাচীন বৈদিক আখ্যান ও বহুতর স্থানে আর্ষ-প্রয়োগপরিপূর্ণ সুপ্রাচীন সংস্কৃত ভাষার প্রয়োগ আছে।

এখন কথা হইতেছে, তবে কি আমরা এখন যে ব্রহ্মপুরাণ পাইতেছি, এই আকারেই কি সেই পূর্ব্বতনকালে এই মহাপুরাণ প্রচলিত ছিল। বাস্তবিক আলোচনা করিলে সেরূপ বহু প্রাচীন বলিয়া সকল অংশ গ্রহণ করা যায় না। তীর্থমাহাত্ম্যের উপক্রম ও তৎপ্রসঙ্গে বর্ণিত প্রাচীন আখ্যায়িকা উভয়ের ভাষাগত আলোচনা করিলে এক সময়ের রচনা বলিয়া গ্রহণ করিতে বিশেষ সন্দেহ উপস্থিত হয়। বাস্তবিক স্থানমাহাত্ম্য এরূপ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা প্রাচীনতম পুরাণসমূহের উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া বোধ হয় না। অধিক সম্ভব, বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাধান্য কমিয়া আসিলে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় হইতেই ঐ সকল মাহাত্ম্য-রচনার সূত্রপাত। প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ ও বৌদ্ধপরিব্রাজকগণের ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠ করিলে বিশেষরূপে জানা যায় যে, যখন বৌদ্ধধর্ম্ম হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, সেই সময় ধার্ম্মিক বৌদ্ধগণ ভারতীয় প্রায় সকল জনপদেই শাক্যবুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণের আবির্ভাব-প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া সকল স্থানকেই এক প্রকার বৌদ্ধপুণ্যক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎপরে ব্রাহ্মণগণ আবার প্রধান হইয়া উঠিলে তাঁহারাও একপ্রকার প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। বৌদ্ধগণ যেখানে একটী তীর্থ স্থাপন করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব প্রাধান্য ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তথায় শত শত তীর্থ আবিষ্কার করিলেন এবং সাধারণের ভক্তিশ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবার জন্য প্রাচীন পুরাণাখ্যানের সহিত সেই সকল তীর্থমাহাত্ম্য যোজিত করিতে লাগিলেন। বাস্তবিক ব্রাহ্মণধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের সহিত যতগুলি দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল, তাঁহাদের পূজা প্রচার ও সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণগণের নানা প্রকারে ইষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা থাকায় বহুতর মাহাত্ম্যও রচিত হইতেছিল, এইরূপে প্রাচীনতম পুরাণসমূহে নানা মাহাত্ম্য প্রবেশ লাভ করিয়াছে। সেই জন্যই আদিব্রহ্মপুরাণে কতকগুলি ভেজাল মিশিয়া লোকের চক্ষে ধাঁধা উৎপাদন করিয়াছে।

অধিকাংশ পুরাণের মতেই ব্রহ্মপুরাণের শ্লোকসংখ্যা ১০০০০। কিন্তু প্রচলিত ব্রহ্মপুরাণে ১৩৭৮৩ শ্লোক দৃষ্ট হয়*। এখন দেখুন, ব্রহ্মপুরাণে ৩৭৮৩টী অতিরিক্ত শ্লোক আসিতেছে। এরূপস্থলে তীর্থমাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে প্রচলিত পুরাণে প্রায় ৪০০০ শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, সুতরাং প্রক্ষিপ্তের অংশ বড় কম নহে। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, প্রক্ষিপ্ত অংশসংযুক্ত হইয়া কতদিন হইল ব্রহ্মপুরাণ বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে?

এই পুরাণে ২১ অধ্যায়ে রামকৃষ্ণাদি অবতারের সহিত কল্কী অবতারেরও প্রসঙ্গ আছে। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় বুদ্ধাবতারের প্রসঙ্গ আদৌ নাই। প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ বুহ্লার সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন যে, খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে বুদ্ধদেব হিন্দুদিগের দশাবতার মধ্যে গণ্য হন। সুতরাং বুদ্ধদেব হিন্দুসমাজে অবতার বলিয়া গণ্য হইবার বহুপূর্ব্বে এই পুরাণ সঙ্কলিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণভক্ত সাতবাহনবংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন। মহারাষ্ট্র হইতে মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত ইঁহাদের আধিপত্য বিস্তৃত ছিল। এই বংশের পূর্ব্ববর্ত্তী দাক্ষিণাত্য নরপতিগণ অধিকাংশই বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী বা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন; কিন্তু এই সাতবাহন-বংশের সময় দাক্ষিণাত্যে বৌদ্ধপ্রভাব হ্রাস না হইলেও ইঁহারা যেরূপ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে অনুরাগ প্রকাশ করিয়া-

* ব্রহ্মপুরাণে হরিশ্চন্দ্রবরুণসংবাদে লিখিত আছে—

"নির্দ্দশে পুনরভ্যেত্য যজস্বেত্যাহ তং নৃপম্।" (১০৪।৩৬) ঐতরেয়ব্রাহ্মণে (৭।৩,২) এইরূপ আছে, "তং হোবাচ নির্দ্দশোন্বভূদ্ যজস্বমানেনেতি"—এখানে সায়ণাচার্য্য ভাষ্যে 'নির্দ্দশ' শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, 'নির্গতানি অশৌচদিনানি দশসংখ্যাকানি যস্মাৎ পশোঃ সোঽয়ং নির্দ্দশঃ।'

কথা এই, যাহারা মূল ব্রাহ্মণ ও ভাষ্য না দেখিয়াছেন, তাঁহারা কেবল পুরাণের উক্তি দেখিয়া যে ঐরূপ অর্থ করিতে পারিবেন, এরূপ বোধ হয় না। ব্রহ্মপুরাণের উপাখ্যানভাগে এরূপ অনেক প্রয়োগ আছে।

* পুণার আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত ব্রহ্মপুরাণ দ্রষ্টব্য।

ছিলেন, যেরূপ সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ ইঁহাদের নিকট বৃত্তিলাভ করিয়াছিলেন এবং শত শত হিন্দুদেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতেই বোধ হয় যে সেই বৌদ্ধপ্রভাবের সময়েই ইঁহারা ব্রহ্মণ্যধর্ম্মস্থাপনে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

এই সময়ে পুড়ুমায়ী, উষবদাত, গোতমীপুত্র শাতকর্ণী প্রভৃতি বহু রাজা 'দ্বিজবরকটুম্ববিবর্দ্ধন', 'ব্রহ্মণ্য' ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন। ঐ সকল রাজন্যবর্গ দেবব্রাহ্মণের উদ্দেশ্যে সহস্র সহস্র গোদান, শত শত গ্রাম ও মন্দির দান করিয়া অশেষ কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, যদিও তাঁহারা বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগকে সম্মানপ্রদর্শন করিতে ক্রটী করেন নাই, কিন্তু দেবব্রাহ্মণদিগের উপর তাঁহাদের প্রগাঢ় অনুরাগ ও ভক্তি প্রকটিত হইয়াছে, এমন কি রাজা উষবদাত প্রভাসক্ষেত্রে আট জন ব্রাহ্মণকে আটটী কন্যাদান করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। সুতরাং এই সময় হইতে ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের সূত্রপাত বলা যাইতে পারে। এই সময়ে 'রামতীর্থ' প্রভৃতি কোন কোন তীর্থ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল, ঐ সময়ের শিলালিপি হইতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাই। আমাদের বোধ হয়, এই সময় হইতেই ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের সহিত নানা তীর্থের উৎপত্তি ও নানা তীর্থমাহাত্ম্য রচিত হইতে থাকে। এই সাতবাহনবংশের একজন প্রধান রাজ্ঞীর নাম গোতমী। এই বংশীয় কএকজন রাজাও গৌরবের সহিত 'গোতমীপুত্র' নামে পরিচিত হইয়াছেন। ইহাও অসম্ভব নহে, রূপকপ্রিয় পৌরাণিক ব্রাহ্মণগণ গোদাবরীমাহাত্ম্য সেইজন্য 'গৌতমীমাহাত্ম্যে' পরিচিত করিয়াছেন। ব্রহ্মপুরাণের সকল মাহাত্ম্যই যে এক সময়ে সঙ্কলিত হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় না। তবে বুদ্ধদেব হিন্দুসমাজে অবতার বলিয়া গণ্য হইবার পূর্ব্বে প্রায় খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর মধ্যে একত্র হইয়া ব্রহ্মপুরাণে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল।

প্রথমে এই পুরাণ ব্রাহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মমাহাত্ম্যসূচক বলিয়াই গণ্য ছিল, স্কন্দপুরাণ হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এই নবকলেবর-ধারণকালে ইহা বৈষ্ণবের পুরাণ বলিয়া গণ্য হইল ;—"পুরাণং বৈষ্ণবং ত্বেতৎ সর্ব্বকিল্বিষনাশনম্।"(২৪৫।২০)

পরবর্ত্তীকালে দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণগণ ঋষিপঞ্চমীব্রত, কর্ম্মবিপাকসংহিতা, কালহস্তীমাহাত্ম্য, চম্পাষষ্ঠীব্রত, নাসিকোপাখ্যান, প্রয়াগমাহাত্ম্য, ক্ষেত্রখণ্ডে মল্লারিমাহাত্ম্য, মার্ত্তণ্ডমাহাত্ম্য, মায়াপুরীমাহাত্ম্য, ললিতাখণ্ড, বেঙ্কটগিরিমাহাত্ম্য, শ্রীরঙ্গমাহাত্ম্য, শ্বেতগিরিমাহাত্ম্য, হস্তিগিরিমাহাত্ম্য প্রভৃতি মাহাত্ম্যগুলি ব্রহ্মপুরাণের অন্তর্গত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু ঐগুলি মূল ব্রহ্মপুরাণে স্থান পায় নাই, ঐ সকল মাহাত্ম্য খৃষ্টীয় ১১শ বা ১২শ শতাব্দীর রচনা বলিয়া বোধ হয়।

২য় পদ্মপুরাণ।

এখনকার প্রচলিত পদ্মপুরাণ সৃষ্টাদি পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত। তদনুক্রমে সূচী প্রদত্ত হইল :—

১ম সৃষ্টিখণ্ডে—১ সূতের প্রতি ঋষিদিগের পুরাণকথনাজ্ঞা, নৈমিষারণ্যব্যাখ্যান, সূতশৌনকসংবাদ, পুরাণপ্রসঙ্গে সূতব্যাসাদির উৎপত্তিকথন, ব্যাসের পুরাণকরণকারণ-বর্ণন, ২ সৃষ্টিখণ্ডোক্ত বিষয়ের পরিগণনা, পুলস্ত্যভীষ্মসংবাদে সৃষ্টিকথন এবং অহঙ্কারাদি যাবতীয় পদার্থের উৎপত্তিবর্ণন, ৩ মন্বন্তরাদির পরিমাণকথন, প্রলয়বর্ণন, জলে নিমজ্জমানা পৃথিবীর বিষ্ণুস্তুতি, বরাহরূপে ভগবান্ কর্ত্তৃক তাঁহার উদ্ধার, প্রজাপতির নবধা সৃষ্টিকথন, দেবগণের দিবাভাগে ও অসুরদিগের রাত্রিকালে বলাধিক্যকারণকথন, ব্রাহ্মণাদির উৎপত্তিকথন, ব্রহ্মক্রোধে রুদ্রোৎপত্তিকথন, স্বায়ম্ভুবাদির উৎপত্তি-কথন, ৪ ইন্দ্রের প্রতি দুর্ব্বাসার অভিশাপ, সমুদ্রমন্থন, ভৃগুশপ্ত বিষ্ণুর সহিত ব্রহ্মার কথোপকথন, নারদের ব্রহ্মস্তোত্র ও বরপ্রাপ্তি, ৫ দক্ষযজ্ঞবিনাশকথন, দক্ষের শিবস্তুতি ও বরলাভ, ৬ দেবদানবগন্ধর্ব্বোরগরক্ষ প্রভৃতির সৃষ্টিকথনারম্ভ, প্রচেতা-দক্ষসংবাদে পূর্ব্ব সৃষ্টির হেতুত্বজিজ্ঞাসা ; দেবতা, বসু, রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য ও হিরণ্যকশিপুপ্রমুখ দৈত্যেন্দ্রাদির উৎপত্তিকথা, বাণাসুরচরিতাখ্যান, বিনতাগর্ভে গরুড়ের উৎপত্তিকীর্ত্তন, সম্পাতি ও জটায়ুর উৎপত্তিবৃত্তান্ত ; মুনি, অপ্সরা, কিন্নর ও গন্ধর্ব্বাদির উৎপত্তিকথন, ৭ জ্যৈষ্ঠপূর্ণিমাব্রতকথা, দিতির গর্ভে ইন্দ্রকর্ত্তৃক ভ্রূণচ্ছেদ, মরুতের উৎপত্তিবৃত্তান্ত, প্রতিসর্গকথন, মন্বন্তরবর্ণন, ৮ পৃথূপাখ্যান, আদিত্যবংশকথন, সাবর্ণিমনুর উৎপত্তিবর্ণন, ছায়ার উপাখ্যান ও রবিতেজ-হরণবৃত্তান্ত, অশ্বিনীকুমারের উৎপত্তিবর্ণন, শনির গ্রহত্বসম্পত্তিকথা, ইলোপাখ্যান ও ইলের স্ত্রীত্ব প্রাপ্তি ও বুধাশ্রমে বাস, ঐলের উৎপত্তিকথন, ইক্ষ্বাকু প্রভৃতির বংশবর্ণন, ভগীরথবংশকথন, দিলীপ-বংশকথন, ৯ পিতৃবংশকথা, অগ্নিকরণবর্ণন, শ্রাদ্ধপ্রশংসা, নিষিদ্ধ বস্তুবর্ণন, শ্রাদ্ধকালনির্ণয়, বিষুবায়ন দিনে সাধারণ শ্রাদ্ধবিধান, ১০ একোদ্দিষ্টবিধি, সপিণ্ডবিধান, অশৌচাদি নির্ণয়, কৃতশ্রাদ্ধের ফলাফলকথন, ১১ শ্রাদ্ধপ্রশস্ত দেশকালকথা, নৈমিষ, গয়া, ও তীর্থক্ষেত্রাদিতে শ্রাদ্ধপ্রাশস্ত্য, বিষ্ণুদেহ হইতে কুশতিলাদির উদ্ভবকথা, ১২ সোমোপাখ্যান, বুধের জন্মকথা, ইলার গর্ভে পুরূরবার জন্ম ও চরিতাখ্যান, তদ্বংশকথন, কার্ত্তবীর্য্যোপাখ্যান ও তদ্বংশকীর্ত্তন, ১৩ ক্রোষ্টুবংশকথা, স্যমন্তোপাখ্যান, কুন্ত্যাখ্যান, ত্রিপুরুষ হইতে অর্জ্জুনের উৎপত্তি, মাদ্রবতীর গর্ভে নকুল সহদেবের উৎপত্তি, রামকৃষ্ণের উপাখ্যান,

কৃষ্ণের জন্মকথা, বসুদেব-দেবকী নন্দ ও যশোদার পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত, কৃষ্ণবংশচরিত, দশাবতাররূপ-ধারণের কারণনির্দ্দেশ, শুক্রকৃত তপশ্চর্য্যা, দেবপরাজিত দৈত্যগণের কাব্যমাতার নিকট গমন, শুক্রমাতা হইতে দেবপ্রদ্রাবণ, বিষ্ণু কর্ত্তৃক শুক্রমাতার বধবর্ণন, ভৃগুদত্ত বিষ্ণুশাপবর্ণন, ভৃগুকৃত মাতৃসঞ্জীবনবর্ণন, শুক্রের তপশ্চর্য্যাভঙ্গের জন্ম ইন্দ্রের জয়ন্তীকন্যার প্রেরণ, শুক্রের শিববরলাভ, জয়ন্তীর সহিত শুক্রের শতবর্ষরতিবর্ণন, শুক্রবেশে বৃহস্পতির দানবসকাশে গমন, নাস্তিকমতপ্রচার ও দীক্ষাদান, দানবগণের প্রতি শুক্রের অভিশাপ, ১৪ শিবকৃত শিরশ্ছেদরুষ্ট ব্রহ্মার স্বেদ হইতে পুরুষের উৎপত্তি, স্বেদভয়ে ভীত শঙ্করের বিষ্ণুসমীপে গমন এবং বিষ্ণুর দক্ষিণ ভুজ ত্রিশূল দ্বারা ছেদন, ভুজোৎপন্ন রক্ত হইতে অপর পুরুষের উৎপত্তি, উভয়ের যুদ্ধ, স্বেদজের পরাভব, উভয়ের অনুক্রমে সুগ্রীব ও বালিরূপে জন্ম, উক্ত পুরুষদ্বয়ের কর্ণার্জ্জুনরূপে পুনর্জন্মবৃত্তান্ত, শিবকৃত ব্রহ্মশিরশ্ছেদকারণবর্ণন, শঙ্করকৃত ব্রহ্মস্তোত্র, ব্রহ্মহত্যাক্ষালন জন্ম শঙ্করের প্রতি বিষ্ণুর উপদেশ, রুদ্রকৃত সকল তীর্থগমন, পুষ্করে রুদ্রকৃত কাপালিকব্রতকথা ও ব্রহ্মবরপ্রাপ্তি, কপালমোচনতীর্থোৎপত্তি, বারাণসীমাহাত্ম্যবর্ণন ও ব্রহ্মাজ্ঞায় শিবের কাশীধামে গমন, ১৫ মেরুশিখরস্থ কান্তিমতীসভায় ব্রহ্মার চিন্তাবর্ণন, ব্রহ্মার বনগমন, পুষ্করোৎপত্তিকথন, তথায় দেবতাসম্মিলন, পুষ্করতীর্থবাসীদিগের ধর্ম্মাচার, চান্দ্রায়ণ ও মৃত্যুফলকথন, ব্রাহ্মণলক্ষণবর্ণন ও ভিক্ষুধর্ম্মকথন, ১৬ ব্রহ্মকৃত যজ্ঞানুষ্ঠান ও তৎকর্ত্তৃক গোপকন্যার পাণিগ্রহণ, ১৭ ব্রহ্মযজ্ঞে রুদ্রের ভিক্ষার্থ আগমন, ব্রহ্মরুদ্রসংবাদ, গোপকন্যা সহ যজ্ঞে প্রবৃত্ত ব্রহ্মার প্রতি সাবিত্রীর শাপদান, বিষ্ণুকৃত সাবিত্রীস্তোত্র, বিষ্ণুর সাবিত্রীবরলাভ, কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে গায়ত্রীর উপদেশে ব্রহ্মার ব্রত, রুদ্রকৃত গায়ত্রীস্তব ও বরলাভ, ১৮ ব্রহ্মযজ্ঞকথা, দানবগণের সহিত বিষ্ণুর কলহ, পুষ্করস্নানে মুখবিরূপ ঋষির সুরূপতাপ্রাপ্তি, প্রাচীন সরস্বতীচরিত্র, মঙ্কণক ব্রাহ্মণের উপাখ্যান, সরস্বতীমাহাত্ম্যকথন, প্রসঙ্গক্রমে উতঙ্কাশ্রমে আগমন, গঙ্গাসংবাদ, সমুদ্রগমন ও বড়বানল-গ্রহবর্ণন, সরস্বতীর নন্দা নামপ্রাপ্তি, প্রভঞ্জন রাজার উপাখ্যান ও নন্দার প্রসঙ্গ, ১৯ তীর্থবিভাগবর্ণন, বৃত্রাসুরোপাখ্যান, দধীচির আখ্যান, বৃত্রবধবর্ণন, কালকেয়গণের সমুদ্রস্থিতি, অগস্ত্যাখ্যান, বিন্ধ্যপর্ব্বতের মস্তকনতি, অগস্ত্যকৃত সমুদ্রপ্রাশন, কালেয়বধবৃত্তান্ত, পুষ্করমাহাত্ম্যজ্ঞাপক আখ্যায়িকারম্ভ, অন্নদানাদিপ্রশংসা, মধ্যমপুষ্করপ্রশংসা, ২০ দানপ্রশংসাপ্রসঙ্গে পুষ্পবাহন নৃপতির আখ্যান, ২১ ধর্ম্মমূর্ত্তি নামক রাজাখ্যান, সৌরধর্ম্মকথন, বিশোকাদি সপ্তমীব্রতকথা, ২২ অগস্ত্যচরিত, গৌরীব্রত ও সারস্বতব্রতবিধি, ২৩ ভীমদ্বাদশীব্রতকথনে কৃষ্ণপত্নীদিগের সহিত দাল্ভ্যসংবাদ, দাল্ভ্য কর্ত্তৃক বেশ্যাধর্ম্মকথন, ২৪ অশূন্যশয়নব্রতবিধি, তৎপ্রসঙ্গে বীরভদ্রোৎপত্তিকথন, আদিত্য, রোহিণী, ললিতা ও সৌভাগ্যশয়নব্রতবিধি, ২৫ বামনাবতারকথন, ২৬ নাগতীর্থোৎপত্তি, তৎপ্রসঙ্গে শিবদূতের আখ্যান, ২৭ প্রেতপঞ্চকের আখ্যান, সুধাবটতীর্থবর্ণন, ২৮ মার্কণ্ডেয়োৎপত্তিকথন, রামের রেবাগমনাদি বর্ণন, ২৯ ব্রহ্মকৃত যজ্ঞকালবর্ণন, ঋত্বিক্পরিমাণকথন, পুষ্করমাহাত্ম্য, ৩০ ক্ষেমঙ্করীর উপাখ্যান, ক্ষেমঙ্করীস্তোত্র, ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রশক্তিসমূহের বহুভেদকথন, ৩১ বৈষ্ণবী ও চামুণ্ডারূপী শক্তির দৈত্যবধবর্ণন, মহিষাসুরবধ, নবগ্রহব্রত ও ব্রহ্মাণ্ডদানবিধি, ৩২ রামকৃত শূদ্রক-বধাখ্যান, ৩৩ রাম-অগস্ত্যসংবাদে ক্ষত্রিয়ের প্রতিগ্রহাধিকার ও শ্বেতনামক রাজোপাখ্যান, ৩৪ গৃধ্রোলূকাখ্যান, ৩৫ কান্যকুব্জে রামকর্ত্তৃক বামনপ্রতিষ্ঠাদি কথা, ৩৬ বিষ্ণুর নাভি হইতে হিরণ্ময়পদ্মোৎপত্তিকথা, ৩৭ মধুকৈটভবধ, প্রাজাপত্যসৃষ্টি, তারকাময়সংগ্রাম, ৩৮ বিষ্ণু কর্ত্তৃক ইন্দ্রাদির অধিকারপ্রদান, ৩৯ তারকাসুরকথা, ৪০ হিমালয়ে পার্ব্বত্যুৎপত্তিকথা, পার্ব্বতীর বিবাহবর্ণন, ৪১ কার্ত্তিকেয়োৎপত্তি ও তারকাসুরবধকথা, ৪২ হিরণ্যকশিপুবধাখ্যান, ৪৩ অন্ধকাসুরাখ্যান, গায়ত্রীজপবিধি, ৪৪ অধমব্রাহ্মণলক্ষণ, তৎপ্রসঙ্গে গরুড়োৎপত্তিকথন, ৪৫ অগ্নিদ-গরদাদি ব্রাহ্মণবধে পাপাভাবকথন, সত্য ও গোমাহাত্ম্য, ৪৬ সদাচারকথা, ৪৭ পিতৃসেবাপ্রশংসাকথনে মূক, পতিব্রতা, তুলাধার ও মদ্রোহক উপাখ্যান, শ্রাদ্ধপ্রশংসা, ৪৮ পতিব্রতাকথনে মাণ্ডব্যচরিত, ৪৯ সহগমনবিধি ও ও স্ত্রীধর্ম্ম, ৫০ তুলাধারচরিত, অলোভ-প্রশংসায় শূদ্রাখ্যান, ৫১ অহল্যাধর্ষণ, ৫২ পরমহংসাখ্যান ও লৌহিত্যমাহাত্ম্য, ৫৩ পঞ্চাখ্যান, ৫৪ জলদানপ্রশংসা, ৫৫ অশ্বত্থাদি দানবিধি, ৫৬ সেতুবন্ধকথা, শ্রোত্রিয়গৃহকরণ-ফল, ৫৭ রুদ্রাক্ষমাহাত্ম্য ও তাহার আখ্যায়িকা, ৫৮ ধাত্রীফল ও তুলসীমাহাত্ম্য, ৫৯ তুলসীস্তব, ৬০ গঙ্গামাহাত্ম্য, ৬১ গণেশের অগ্রপূজাকথা, ৬২ গণেশস্তোত্র, ৬৩ নান্দীমুখাদি গণেশপূজাকরণে ফল ও দেবাসুরসংগ্রামে চিত্ররথ কর্ত্তৃক কালকেয়-বধবৃত্তান্ত, ৬৪ কালেয়বধকথা, ৬৫ বলনমুচি বধ, ৬৬ মুচিবধ (?), ৬৭ কার্ত্তিক হস্তে তারের বধ, ৬৮ দুর্ম্মুখবধ, ৬৯ ২য় নমুচিবধ, ৭০ মধুদৈত্যবধ, ৭১ বৃত্রাসুরবধ, ৭২ গণেশ কর্ত্তৃক ত্রৈপুরী বধ, ৭৩ বরাহরূপধারী বিষ্ণুর হিরণ্যাক্ষবধ, ৭৪ দৈত্যস্বভাববর্ণন, প্রহ্লাদাদির সুরত্বপ্রাপ্তি, ভীষ্মকর্ণ-দ্রোণাদির

দেবত্বকথন, ৭৫ সূর্য্যচরিত, ৭৬ বহুবিধ সূর্য্যব্রতকথা, ৭৭ সূর্য্যমাহাত্ম্যে ভদ্রেশ্বর রাজাখ্যান, ৭৮ সোমপূজা ও সোমোদ্দেশে দানবিধি, ৭৯ ভৌমের (মঙ্গলের) উৎপত্তি ও পূজাকথন, ৮০ চণ্ডিকামাহাত্ম্য, ৮১ দুর্গাপূজাবিধি, ৮২ বুধ-গুরু-শুক্রাদির পূজাবিধি, নবগ্রহমন্ত্র, পদ্মপুরাণপঠনফল, সৃষ্টিখণ্ডের শ্রবণশ্রাবণপঠন-ফল।

২য় ভূমিখণ্ডে—১ প্রহ্লাদের জন্মান্তর, শিবশর্ম্মপুত্র বিষ্ণুশর্ম্মাদির আখ্যান, ২ ধর্ম্ম ও ধর্ম্মশর্ম্মসংবাদ, ৩ মেনকা ও বিষ্ণুশর্ম্মসংবাদ, ৪ সোমশর্ম্মাদির পিতৃভক্তি ও শিবশর্ম্মার গোলোকপ্রাপ্তি, ৫ ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বলাভপ্রসঙ্গ, ৬ কশ্যপভার্য্যা দিতি ও দনুর কথা, ৭ দিতির প্রতি কশ্যপের আত্মজ্ঞানকথন, ১০ কশ্যপ ও হিরণ্যকশিপুসংবাদ ১১ সুব্রতোপাখ্যান, ১২ ঋণসম্বন্ধী পুত্র ও পুণ্যধর্ম্মাদি কথন, ১৩ ব্রহ্মচর্য্যালক্ষণ, ১৪ ধর্ম্মাখ্যান, ১৫ পাপীদিগের মরণবৃত্তান্ত, ১৬ বশিষ্ঠের নিকট সোমশর্ম্মার বিভিন্ন পুত্রলক্ষণশ্রবণ, ১৭ বিপ্রত্বপ্রাপ্তির কারণ, ১৮ সোমশর্ম্মার বিষ্ণুদর্শন, ১৯ সোমশর্ম্মা ও সুমনা-সংবাদ, সোমশর্ম্মার সুপুত্রলাভ, ২০ সুব্রতচরিত, ২১ সুব্রতের পূর্ব্বজন্ম, রুক্মভূষণাখ্যান, ২২ সৃষ্টিতত্ত্বকথন, ২৩ বৃত্রাখ্যান, ২৪ বৃত্রের ইন্দ্রত্বলাভ, সুরাপানে বৃত্রের পতন ও তদবসরে বজ্রপ্রহারে ইন্দ্র কর্ত্তৃক বৃত্রসংহার, ২৫ দিতির শোক ও মরুৎ উৎপত্তি, ২৬ পৃথুচরিতারম্ভ, ২৭ পৃথুর জন্মাদি কথন, ২৮ পৃথু-ধরিত্রীসংবাদ, ২৯ বেণচরিত, ৩০ অত্রিপুত্র অঙ্গসংবাদ, ৩১ অঙ্গের বাসুদেবদর্শন, ৩২ সুশঙ্খগন্ধর্ব্ব ও সুনীথাচরিত, ৩৩ সুশঙ্খের প্রতি শাপবর্ণন, ৩৪ ইন্দ্রসম্পদদৃষ্টে তৎসদৃশ পুত্রলাভের জন্য অঙ্গের তপস্যা, ৩৫ অঙ্গের সুনীথার পাণিগ্রহণ, ৩৬ বেণের পাপপ্রসঙ্গ ও তৎসঙ্গে জৈনধর্ম্মকথন, ৩৭ ঋষিগণ কর্ত্তৃক বেণের দক্ষিণপাণিমন্থন ও পৃথুর জন্ম, ৩৮ বেণের স্বর্গপ্রাপ্তি-কথন, ৩৯ দানকালকথন, ৪০ নৈমিত্তিক দানকথন, ৪১ পুত্র-ভার্য্যাদিরূপ তীর্থপ্রসঙ্গে কৃকল নামক বৈশ্যোপাখ্যান, ৪২ সদাচারপ্রসঙ্গে ইক্ষ্বাকু ও তৎপত্নী সুদেবার কথা, ৪৩-৪৫ শূকরোপাখ্যান, ৪৬ শূকরের জীবনলাভপ্রসঙ্গে গীতবিদ্যাধর-কথা, ৪৭ শ্রীপুরস্থ বসুদত্তদ্বিজকথা, ৪৮-৪৯ উগ্রসেনাখ্যান, ৫০ পদ্মাবতীগোভিলসংবাদ, ৫১ পদ্মাবতীর গর্ভ ও কংসজন্মকথন, ৫২ শিবশর্ম্মদ্বিজ-সংবাদ, ৫৩-৫৬ সুকলা-বিষ্ণুসংবাদ, ৫৭ সুকলা-কামসংবাদ, ৫৮ সুকলার নিজগৃহে আগমন ও পতিলাভ, ৫৯ ধর্ম্মকর্ত্তৃক পতির কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয়, ৬০ ধর্ম্মাদেশে কৃকল নামক বৈশ্যের স্বগৃহে আগমন ও ভার্য্যাতীর্থলাভ, ৬১ পিতৃতীর্থপ্রসঙ্গে কুণ্ডলপুত্র সুকর্ম্মা ও কশ্যপকুলোদ্ভব পিপ্পলের কথা, ৬২ সুকর্ম্মার বালকের নিকট পিপ্পলের জ্ঞানলাভ, ৬৩ সুকর্ম্মা কর্ত্তৃক পিতৃমাতৃসেবার অশেষ পুণ্যকথন, ৬৪ নহুষ ও যযাতির আখ্যান, ৬৫-৬৬ যযাতি ও মাতলি-সংবাদ, মাতলি কর্ত্তৃক গর্ভবাসাদি কায়দুঃখকথন, ৬৭ মাতলি কর্ত্তৃক কর্ম্মবিপাকবর্ণন, ৬৮ দানফল, ৬৯ শিবধর্ম্মকথন, ৭০ যমপীড়াকথন, ৭১ শিব, বিষ্ণু ও ব্রহ্ম এই তিনের অভেদকথন, ৭২ যযাতির শরীরত্যাগপূর্ব্বক ইন্দ্রপুরে যাইতে অস্বীকার, ৭৩ নামামৃতকথন, ৭৪ হরিনামপ্রচার, ৭৫ বিষ্ণুনামকথন, ৭৬ যযাতিচরিতে যযাতির বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচারকথা, ৭৭ বিশালা-যযাতি-সংবাদবৃত্তান্ত, ৭৮ পুত্রগণের প্রতি যযাতির জরাগ্রহণে আদেশ, পুরুর পিতৃজরাগ্রহণ, ৭৯ কামকন্যার সহিত যযাতির বিবাহ ও বিহার, ৮০ যযাতি-কর্ত্তৃক যদুর প্রতি মাতৃশিরশ্ছেদনে আদেশ, ৮১ যযাতির কৃষ্ণভক্তি, ৮২ পুরুর নিকট হইতে যযাতির পুনরায় জরাগ্রহণ ও পুরুর রাজ্যাভিষেক, ৮৩ যযাতির স্বর্গারোহণ, ৮৪ গুরুতীর্থপ্রসঙ্গে চ্যবনচরিতে কুঞ্জল নামক শুকাখ্যান ও প্লক্ষদ্বীপরাজকন্যা দিব্যাদেবীর কথা, ৮৫ দিব্যাদেবীর পূর্ব্বজন্মাখ্যান, ৮৬ জয়াদিব্রতভেদকথন, ৮৭ উজ্জ্বল পক্ষী ও দিব্যাদেবীসংবাদ, দিব্যাদেবীর বিষ্ণুদর্শন, সমুজ্জ্বল পক্ষী কর্ত্তৃক হিমালয়ের হংসাখ্যান, ৯০ ইন্দ্রনারদসংবাদে তীর্থপ্রশংসা, ৯১ পাঞ্চালদেশবাসী বিদুর নামক ক্ষত্রিয়কথা, ৯২ বারাণস্যাদি তীর্থস্নানমাহাত্ম্য, ৯৩ বিজ্বলপক্ষী কর্ত্তৃক আনন্দকাননস্থ দম্পতীবর্ণন, ৯৪ কুঞ্জল পক্ষী কর্ত্তৃক কর্ম্মফল ও জৈমিনি কর্ত্তৃক অন্নদানফলকথন, ৯৫ স্বর্গগুণবর্ণন, ৯৬ কর্ম্মফলে সুগতি ও দুর্গতিকথন, ৯৭ ধর্ম্মাধর্ম্মগতিবর্ণন, ৯৮ বাসুদেবস্তোত্র, ৯৯ স্তোত্রপাঠফল, ১০০ কুঞ্জলাখ্যানসমাপ্ত, ১০১ কপিঞ্জলপক্ষীকর্ত্তৃক রত্নেশ্বরপ্রসঙ্গ, ১০২ শিবপার্ব্বতী-সংবাদে অশোকসুন্দরীকথা, ১০৩ অশোকসুন্দরীর উপাখ্যান, ১০৪ ইন্দুমতীদত্তাত্রেয়সংবাদ, ১০৫ ইন্দুমতীর গর্ভে নহুষজন্ম ও নহুষের অস্ত্রশিক্ষাদি কথন, ১০৬ ইন্দুমতী ও আয়ুর শোকসংবাদ, ১০৭ আয়ুর প্রতি নারদের আশ্বাসন, ১০৮ বশিষ্ঠনহুষসংবাদ, ১০৯ নহুষের মৃগয়া, ১১০ হুণ্ডদানব-নিধনার্থ নহুষের যাত্রা, ১১১ নহুষের নন্দনগমন, ১১২ নহুষের জন্য অশোকসুন্দরীর বিরহ, ১১৩ নহুষের নিকট অশোক-সুন্দরীর গমন, ১১৪ নহুষের সহিত দানবগণের যুদ্ধ, ১১৫ নহুষ কর্ত্তৃক হুণ্ডদানববধ, ১১৬ ইন্দুমতীর নহুষপুত্রলাভ, ১১৭ অশোকসুন্দরীর সহিত নহুষের বিবাহ, ১১৮ হুণ্ডপুত্র বিহুণ্ডাখ্যান, ১১৯ কামোদোৎপত্তিকথন, ১২০ কামোদাখ্যপুর-বর্ণন, ১২১ বিহুণ্ডবধ, ১২২ কুঞ্জলপক্ষীচ্যবন-সংবাদ, ১২৩ বেণাখ্যানে বেণের জ্ঞানপ্রাপ্তি, ১২৪ পৃথুর প্রতি বেণের আদেশ, ১২৫ বেণের স্বর্গলাভ ও ভূমিখণ্ডপাঠফল।

৩য় স্বর্গখণ্ডে—১ স্বর্গখণ্ডবিষয়ানুক্রম, শেষবাৎস্যায়নসংবাদে দুষ্মন্তচরিত, শকুন্তলার উপাখ্যান, ২ কণ্বশকুন্তলাসংবাদ, শকুন্তলার দুষ্মন্তপুরে আগমন, ৩ দুষ্মন্তের শকুন্তলাগ্রহণে অস্বীকার, শকুন্তলার দুষ্মন্তপুরত্যাগ, মেনকাশকুন্তলা-সংবাদ, ৪ মেনকাসহ শকুন্তলার স্বর্গগমন, ৫ ধীবরের নিকট হইতে দুষ্মন্তের অঙ্গুরীপ্রাপ্তি, অঙ্গুরীদর্শনে দুষ্মন্তের পূর্ব্বকথাস্মরণ ও শকুন্তলার জন্য দারুণ মনস্তাপ, ভরতদুষ্মন্তসংবাদ, শকুন্তলা-সমাগম, ৬ সপরিবার দুষ্মন্তের নিজালয়ে গমন, ভরতের অভিষেক, ভরতাখ্যান, চন্দ্রসূর্য্যাদির মণ্ডল পরিমাণ ও দূরত্বাদি কথন, ভূলোকাদির পরিমাণ, ৭ ভূতপিশাচগন্ধর্ব্বাদি লোক-বর্ণন, অপ্সরালোকবর্ণনে উর্ব্বশীপুরূরবার আখ্যান, ৮ সূর্য্য-লোকবর্ণন, পরমেষ্টিব্রহ্মার শম্ভুপুত্ররূপে প্রাদুর্ভাবাখ্যান, রুদ্রসর্গবর্ণন, সংযমনী পুরী, বরুণোপাখ্যান, ১০ গন্ধবতী পুরী ও বায়ুর আখ্যান, কুবের ও রাবণোৎপত্তিবর্ণন, ১১ নক্ষত্র, তারা ও গ্রহলোকাদি বর্ণন, ১২ ধ্রুবলোকবর্ণনে ধ্রুবচরিত্রোল্লেখ, ১৩ ধ্রুবচরিত্র, ১৪ স্বর্লোক ও মহর্লোক বর্ণন, ১৫ বৈকুণ্ঠলোক-বর্ণন, সগরাখ্যান, কপিলশাপে সগরপুত্রনাশবৃত্তান্ত, অংশুমানের উৎপত্তি, অসমঞ্জের অভিষেক, ১৬ ভগীরথের জন্ম ও গঙ্গানয়ন, ১৭ ধুন্ধুমারচরিত, ১৮ শিবি ও উশীনরাখ্যান, ১৯ মরুত্তচরিত, ২০ মরুত্তসম্বর্ত্তসংবাদ, মরুত্তরাজের যজ্ঞারম্ভ, ২১-২২ মরুত্তের যজ্ঞে দেবগণের আগমন ও মরুত্তের স্বর্গলোকপ্রাপ্তি, ২৩ দিবোদাসচরিত, ২৪ হরিশ্চন্দ্রচরিত, ২৫ মান্ধাতার উপাখ্যান, ২৬ নারদমান্ধাতৃসংবাদে ব্রাহ্মণাদির বর্ণোৎপত্তি ও বর্ণধর্ম্ম-কথন, ২৭ আশ্রমধর্ম্মনিরূপণ ও যোগকথন, ২৮ চাতুর্বর্ণ্যের ধর্ম্মপ্রশংসা, ২৯ চাতুর্বর্ণ্যের আহ্নিককৃত্যবর্ণন, শালগ্রামশিলা-মাহাত্ম্য, ৩০ পরলোকসাধন, সদাচার, ৩১ ব্রাহ্মণগণের ভক্ষ্যাভক্ষ্য সদাচারনির্ণয়, ৩২ ব্রহ্মকেতুর উপাখ্যান, ৩৩ দক্ষযজ্ঞ, সতীর দেহত্যাগ, দক্ষশাপবর্ণন, ৩৪ পরলোকবর্ণন, ৩৫ শ্রাদ্ধ-পাত্রনির্ণয়, ৩৬ রাজার কর্ত্তব্য, ৩৭ রাজধর্ম্মনিরূপণ, ৩৮ রাজসাধারণ ধর্ম্মকথন, ৩৯ প্রলয়লক্ষণ, সৌভরিপ্রোক্ত বিবাহ, মান্ধাতার স্বর্গগমন, স্বর্গখণ্ডের অনুক্রম-বর্ণন।

৪র্থ পাতালখণ্ডে—১ সূতশৌনকসংবাদ, শেষের প্রতি বাৎস্যায়নের রামচরিতপ্রশ্ন, রাবণবধান্তে রামের অযোধ্যাভিমুখে গমন, সীতার সহিত রামের ভরতাবাস নন্দিগ্রামদর্শন, ২ শ্রীরামভরতসমাগম ও ভরতসহ রামের অযোধ্যায় আগমন, ৩ রামের মাতৃদর্শন ও পৌরাঙ্গনা-সংবাদ, ৪ রামের রাজ্যাভিষেক, রামকর্তৃক সীতানির্ব্বাসন ও রামের নিকট অগস্ত্যের আগমন, ৬ অগস্ত্য কর্তৃক রাবণ কুম্ভকর্ণ বিভীষণাদির জন্ম-কথন, রাবণের মাতৃসমীপে প্রতিজ্ঞা, ৭ রাবণাদির উগ্রতপ, ব্রহ্মার বরদান, রাবণাক্রান্ত দেবগণের ব্রহ্মলোকে গমন, দেবগণ সহ ব্রহ্মা ও শিবের বৈকুণ্ঠগমন, বিষ্ণুস্তুতি, বিষ্ণুর রামরূপে অবতার, ৮ রাবণবধজনিত ব্রহ্মহত্যা হইতে নিষ্কৃতি-লাভার্থ রামের অশ্বমেধযজ্ঞ, ৯ অশ্বমেধযাগ, অশ্বলক্ষণ, রামের প্রতি ঋষিগণের বর্ণাশ্রমধর্ম্মকথন, ১০ রামের যজ্ঞদীক্ষা, স্বর্ণসীতাসহ রামের কুণ্ডমণ্ডপাদি করণ, অশ্বরক্ষার্থ শত্রুঘ্নের গমন, ১১ পুষ্কলাগমন ও অশ্বনির্গম, ১২ অহিচ্ছত্রায় অশ্বাগমন, কামাক্ষা-চরিত, তৎপ্রসঙ্গে সুমদরাজচরিত, ১৩ সুমদের কামাক্ষাদর্শন, সুমদশত্রুঘ্নসমাগম, শত্রুঘ্নের অহিচ্ছত্রাপুরীপ্রবেশ, ১৪ অশ্বের সহিত শত্রুঘ্নের চ্যবনাশ্রমে গমন, চ্যবনসুকন্যাচরিত, ১৫ সুকন্যার সহিত চ্যবনের তপোভোগবর্ণন, ১৬ শর্য্যাতিসুকন্যা-চরিত, চ্যবনের রামযজ্ঞদর্শনে গমন ১৭, অশ্বের বাজীপুরে গমন, বাজীপুরাধিপ বিমলরাজের শত্রুঘ্নকে সর্ব্বস্বপ্রদান, নীলগিরিমাহাত্ম্য ও তৎপ্রসঙ্গে রত্নগ্রীবরাজচরিত, ১৮ নীল-গিরিবাস-পুণ্যে চতুর্ভুজত্বপ্রাপ্তিকথন, ১৯ নীলগিরিযাত্রাবিধি, ২০ গণ্ডকীমাহাত্ম্যে শালগ্রামশিলামাহাত্ম্য ও পুল্কস নামক শবরচরিত্র, ২১ রত্নগ্রীবকৃত পুরুষোত্তমস্তোত্র, ২২ রত্নগ্রীবের চতুর্ভুজপ্রাপ্তি, নীলপর্ব্বত নিকটে অশ্বাগমন, ২৩ পরে সুবাহু-রাজের চক্রাঙ্কনগরগমন, সুবাহুপুত্র দমন কর্তৃক প্রতাপাগ্র্য-বধ, ২৪ পুষ্কলবিজয়, ২৫ সুবাহু সেনাপতির ক্রৌঞ্চব্যূহনির্ম্মাণ, ২৬ লক্ষ্মীনিধির সহিত সুকেতুর যুদ্ধ, সুকেতুবধ, ২৭ পুষ্কলের সহিত চিত্রাঙ্গের যুদ্ধ, চিত্রাঙ্গবধ, ২৮ সুবাহুর সহিত হনুমানের যুদ্ধ, সুবাহুর মূর্চ্ছা ও স্বপ্নে রামদর্শন, ২৯ শত্রুঘ্নবিজয়, ৩০ অশ্বসহ শত্রুঘ্নের তেজপুরে আগমন, ঋতম্ভর নামক নৃপাখ্যান, জনকো-পাখ্যান, ৩১ জনকের নরকদর্শনকারণ, ঋতম্ভর ঋতুপর্ণসমাগম, ৩২ সত্যবানের আখ্যান, শত্রুঘ্নসত্যবান্‌সংবাদ, ৩৩ রাবণসুহৃদ বিদ্যুন্মালীর অশ্বহরণ, ৩৪ বিদ্যুন্মালীবধ, ৩৫ অশ্বের আরণ্যক ঋষির আশ্রমে গমন, আরণ্যক ঋষির আখ্যান, ৩৬ লোমশ কর্তৃক আরণ্যক প্রতি রামচরিত্রনিরূপণ, ৩৭ আরণ্যক মুনির সাযুজ্যপ্রাপ্তি, ৩৮ নর্ম্মদাহ্রদে অশ্বনিমজ্জন, যমুনাহ্রদে শত্রুঘ্নের মোহনাস্ত্রবিদ্যাপ্রাপ্তি, ৩৯ অশ্বের দেবপুর নামক বীরমণি নগরে প্রত্যাগমন, বীরমণিপুত্র কর্তৃক অশ্বগ্রহণ, শিববীরমণিসংবাদ, ৪০ সুমতির নিকট শত্রুঘ্নের বীরমণিচরিতশ্রবণ, উভয় পক্ষে যুদ্ধোপক্রম, ৪১ রুক্মাঙ্গদ ও পুষ্কলের যুদ্ধ, ৪২ পুষ্কলবিজয়, ৪৩ বীরভদ্রের সহিত পুষ্কলের যুদ্ধ, পুষ্কলবধ, বীরভদ্রশত্রুঘ্ন-যুদ্ধ, শত্রুঘ্নপরাজয়, ৪৪ হনুমানের সহিত শিবের যুদ্ধ, হনুমানের প্রতি শিবের বরদান, হনুমানের দ্রোণাচল আনয়ন, মৃত সঞ্জীবনী ঔষধ প্রভাবে সকলের জীবনলাভ, শিবের নিকট শত্রুঘ্নের পরাজয়, যুদ্ধে শ্রীরামের আগমন, ৪৫-৪৬ শ্রীরামশিব

সমাগম, রামদর্শনে সকলের আনন্দ, হয়প্রস্থান, ৪৭ হয়ের হেমকুটে গমন ও হয়গাত্রস্তম্ভ, শৌনক কর্তৃক হয়স্তম্ভ-কারণ-নিবেদন, ৪৮ শৌনক কর্তৃক বিবিধ কর্ম্মবিপাককথন, হয়ের স্তম্ভন হইতে মুক্তি, ৪৯ সুরথের কুণ্ডলনামক নগরে হয়ের গমন, সুরথচরিত্র, ৫০ সুরথঅঙ্গদসংবাদ, ৫১ চম্পকের সহিত পুষ্কলের যুদ্ধ, পুষ্কলবন্ধন, চম্পকপরাজয়, পুষ্কলমোচন, ৫২ সুরথ হনুমৎসংবাদ, সুরথের যুদ্ধে শত্রুঘ্নের পরাজয়, ৫৩ সুগ্রীবের সহিত সুরথের তুমুলযুদ্ধ, রামাস্ত্রে সুরথ কর্তৃক রামপক্ষীয় সকলকে বন্ধনপূর্ব্বক নিজ পুরে আনয়ন, হনুমান কর্তৃক রামস্তব, শ্রীরামের আগমন, সুরথরামসমাগম, সকলের মুক্তি, বাল্মীকির আশ্রমে অশ্বাগমন, ৫৪ লব কর্তৃক অশ্ববন্ধন, ৫৫ বাৎস্যায়ন কর্তৃক সীতাত্যাগাখ্যানকথনে রামকীর্ত্তিশ্রবণার্থ নগরে চারগণের গমন, ৫৬ রামের নিকট চারকর্তৃক রজকদুরুক্তি নিবেদন, রামভরতসংবাদ, ৫৭ রজকের পূর্ব্বজন্মচরিত, ৫৮ সীতাত্যাগার্থ শত্রুঘ্নের প্রতি রামাজ্ঞা, শত্রুঘ্নরামসংবাদ, লক্ষ্মণের প্রতি সীতাত্যাগার্থ আদেশ, সীতার বনগমন, বনে গঙ্গাদর্শন, ৫৯ বাল্মীকি-আশ্রমে সীতার গমন, বাল্মীকি কর্তৃক সীতাসান্ত্বন, কুশলবের জন্মকথা, ৬০ শত্রুঘ্নসেনানী কালজিতের সহিত লবের যুদ্ধ, কালজিতের মরণ, ৬১ হনুমানের সহিত লবের যুদ্ধ, রণে হনুমানের মূর্চ্ছা, ৬২ শত্রুঘ্নের সহিত লবের তুমুল যুদ্ধ, লবের মূর্চ্ছা, ৬৩ লবের পতনে শোক, কুশের আগমন, কুশের সহিত যুদ্ধে শত্রুঘ্নের মূর্চ্ছা, ৬৪ হনুমান্ ও সুগ্রীবের সহিত লবের যুদ্ধ, উভয়কে বন্ধন, কুশলবের সীতার নিকট যুদ্ধ-বৃত্তান্তকথন ও বদ্ধ কপিপ্রদর্শন, সীতাকর্তৃক রামসৈন্যসঞ্জীবন, কুশলবের শত্রুঘ্নের নিকট হয়ত্যাগ, ৬৫ শত্রুঘ্নাদির হয়সহ অযোধ্যায় আগমন ও সুমতি কর্তৃক রামের নিকট আমূল বৃত্তান্তকথন, ৬৬ রামবাল্মীকিসংবাদ, সীতা আনয়নার্থ লক্ষ্মণের গমন, সীতার আদেশে লক্ষ্মণের সহিত কুশলবের অযোধ্যায় গমন, বাল্মীকির আজ্ঞায় কুশলবের রামচরিতগান, রাম কর্তৃক পুত্রদ্বয়কে অঙ্কে আরোপ, রামায়ণ-রচনা-কারণ ও বাল্মীকির পূর্ব্বচরিতবর্ণন, ৬৭ সীতানয়নার্থ বনে লক্ষ্মণের পুনরায় গমন, রামসীতা-সমাগম, যজ্ঞারম্ভ, রামাশ্বমেধযজ্ঞ-বর্ণন, ৬৮ রামাশ্বমেধসমাপ্তি ও রামাশ্বমেধশ্রবণ-পঠনফল, ৬৯ শ্রীকৃষ্ণচরিতারম্ভ, বৃন্দাবনাদি কৃষ্ণক্রীড়াস্থলবর্ণন, বৃন্দাবন-মাহাত্ম্য, ৭০ শ্রীকৃষ্ণপার্ষদগণ নিরূপণ, রাধামাহাত্ম্য, গোপিকা-গণ-মধ্যস্থ, পরব্রহ্ম কৃষ্ণস্বরূপবর্ণন, ৭১ বৃন্দাবনমথুরাদি-ক্ষেত্রমহিমা, গোপদিগের উৎপত্তি, ৭২ প্রধান কৃষ্ণবল্লভ-দিগের বর্ণন, ৭৩ মথুরাবৃন্দাবনমহিমা, ৭৪ অর্জ্জুনের রাধালোকদর্শন, স্ত্রীত্বপ্রাপ্তি, ৭৫ নারদের রাধালোকদর্শন, স্ত্রীত্বপ্রাপ্তি, ৭৬ সংক্ষেপে কৃষ্ণচরিত্রকীর্ত্তন, ৭৭ কৃষ্ণতীর্থ ও কৃষ্ণরূপগুণবর্ণন, ৭৮ শালগ্রামনির্ণয়, ৭৯ শালগ্রামমহিমা, বৈষ্ণবদিগের তিলকবিধি ও বৈষ্ণবদিগের বিবিধ নিয়ম-নিরূপণ, ৮০ কলিসন্তারক হরিনামমহিমা ও হরিপূজাবিধি, ৮১ কৃষ্ণমন্ত্র-দীক্ষাবিধান ও মন্ত্রশব্দার্থ-নিরূপণ, ৮২ মন্ত্রদীক্ষাবিধি, ৮৩ কৃষ্ণের বৃন্দাবনে দৈনন্দিনচর্য্যানিরূপণ, তৎপ্রসঙ্গে রাধাবিলাসাদি বর্ণন, বৃন্দাবনমাহাত্ম্যসমাপ্তি, ৮৪ বৈশাখ-মাহাত্ম্য আরম্ভ, বৈষ্ণবধর্ম্মকথন, ৮৫ অম্বরীষনারদ-সংবাদে ভক্তিলক্ষণ ও মাধবমাসমহিমা, ৮৬-৮৭ মাধবমাস-ব্রতবিধি, বৈশাখ স্নান-মাহাত্ম্য, ৮৮ পাপপ্রশমনার্থ স্তোত্র, তৎপ্রসঙ্গে মুনিশর্ম্মচরিত, ৮৯ বৈশাখ মাসে বিবিধ ব্রতনিয়মকথন, ৯০ বিষ্ণুপূজাবিধি, ৯১ মাধবমাসে মাধবপূজাজনিত পুণ্যমহিমা, তৎপ্রসঙ্গে ব্রাহ্মণযমসংবাদ, ৯২-৯৩ নারকীদিগের পাপ ও স্বর্গিগণের পুণ্যনিরূপণ, বৈষ্ণবদিগের বিবিধ নিয়মনির্ণয়, ৯৪ মাধবমাস-স্নান-প্রসঙ্গে ধনধর্ম্মাবিপ্র চরিত, ৯৫-৯৬ মহীরথরাজচরিত, বৈশাখ-স্নান পুণ্যাদি বর্ণন, ৯৭ বিবিধ পাপপুণ্য কথন, ৯৮ মহীধর-দত্ত পুণ্যফলে নারকীদিগের মুক্তি, ৯৯ বিষ্ণুধ্যাননিরূপণ, বৈশাখমাহাত্ম্যসমাপ্তি, ১০০ রামচরিত-নিরূপণে শিবের রাম-মন্দিরাগমন, রামের বিভীষণবন্ধনবার্ত্তাশ্রবণ, অষ্টাদশপুরাণ-নিবেদন, পুরাণশ্রবণবিধি, বিভীষণমোচন, বিপ্রাবজ্ঞাজনিত পাপজ দুঃখকথন, ১০১ শ্রীরামের পুষ্পকারোহণে শ্রীরঙ্গনগরে গমন, রামের বৈকুণ্ঠগমন, রামলক্ষ্মীসংবাদ, শ্রাদ্ধকালনির্ণয়, শিবলিঙ্গস্থাপন, পূজনবিধি, ভস্মমহিমা, ভস্মমাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে ধনঞ্জয় নামক বিপ্রচরিত, ভস্মস্নান, ১০২ ভস্মমহিমায় কুকুরের মুক্তি, সহগামিনী স্ত্রীমাহাত্ম্যবর্ণনপ্রসঙ্গে অব্যয়াচরিত, ১০৩ ত্র্যায়ষ-মন্ত্রাখ্যান, ১০৪ ভস্মোৎপত্তি, ভস্মাদানধারণ-পুণ্যকথন, ১০৫ শিবলিঙ্গার্চ্চননিয়ম, ১০৬ অগ্নিমুখনামক শিবগণ-কথন-প্রসঙ্গে কারাঙ্কিকা নাম্নী বেশ্যাচরিত, ১০৭ হরনামমাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে বিধৃতরাজচরিত, ১০৮ শিবনামপ্রসঙ্গে দেবরাতসুতা কলার চরিত্র, ১০৯ পুরাণশ্রবণমহিমা ও পৌরাণিক পূজা-বিধি, ১১০-১১১ শিবপূজাবর্ণন, পুরাণশ্রবণপঠনক্রমে ভারত-শ্রবণবিধি, মহাপুরাণ ও উপপুরাণের সংখ্যাকথন, ১১২ রামজাম্ববৎ সংবাদে পুরাকল্পীয় রামায়ণকথন, ১১৩ দেবপূজাদি ধর্ম্মপুণ্যপ্রসঙ্গে মঙ্গলপুত্র আকথের চরিত, রামকৃত কৌশল্যার শ্রাদ্ধবিধি, রূপকরাক্ষসচরিত, উপহৃত দ্রব্যপূজাকথনে চেকিতানিব্রাহ্মণ ও মন্দচরিত, পাতালখণ্ডশ্রবণফল, পুরাণবক্তার সৎকার-কথন।

৫ম উত্তরখণ্ডে—১ নারদমাহেশ্বরসংবাদ, উত্তরখণ্ডোক্ত বিষয়ানুক্রম, ২ বদরিকাশ্রমবর্ণন, ৩ জালন্ধর উপাখ্যান,

জালন্ধরের ব্রহ্মার নিকট বরপ্রাপ্তি, ৪ জালন্ধরের বিবাহাদি বর্ণন, ৫ ইন্দ্রের নিকট জালন্ধরের দূতপ্রেরণ, ৬ জালন্ধর পক্ষীয় দৈত্যাদিগের সহিত দেবগণের যুদ্ধ, ৭ বল হইতে হীরকাদি নানাধাতুর উৎপত্তি, ৮ জালন্ধরের নিকট ইন্দ্রের পরাভব, বিষ্ণুর মূর্চ্ছা ও বিষ্ণুর জালন্ধরগৃহবাসরবর্ণন, ৯ জালন্ধরের রাজ্যবর্ণন, ১০ শঙ্করকৃত সকল দেবতেজোময় চক্রবিধাননির্ম্মাণ, ১১ কীর্ত্তিমুখোৎপত্তিবর্ণন, ১২ জালন্ধরসৈন্যপরাভব, ১৩ শঙ্করযুদ্ধে দৈত্যগণের পরাভব, ১৪ মায়াশঙ্কর ও পার্ব্বতীসংবাদ, ১৫ জালন্ধরপত্নী বৃন্দার স্বপ্নবর্ণন, বৃন্দার রাক্ষসহস্তে পতন, ১৬ তাপসবেশধারী বিষ্ণুকর্ত্তৃক বৃন্দার মোচন, মায়া-জালন্ধররূপে বিষ্ণুর বৃন্দাসহ সঙ্গম, বৃন্দার দেহত্যাগ ও বৃন্দাবন নামকথন, ১৭ ভার্য্যার পাতিব্রত্যভঙ্গশ্রবণান্তে জালন্ধরের যুদ্ধে গমন, ১৮ জালন্ধরের সহিত শঙ্করের যুদ্ধ, শুক্র কর্ত্তৃক মৃতদৈত্যগণের পুনর্জীবনপ্রাপ্তি, ১৯ জালন্ধরের শিবসাযুজ্যপ্রাপ্তি ও তুলসীমাহাত্ম্যবর্ণন, ২০ শ্রীশৈলমাহাত্ম্য, ২১-২২ হরিদ্বারমাহাত্ম্য, ২৩ গঙ্গামাহাত্ম্য ও গয়ামাহাত্ম্য, ২৪ তুলসীমাহাত্ম্য, ২৫ প্রয়াগমাহাত্ম্য, ২৬ তুলসীত্রিরাত্রব্রত, ২৭ অন্নদানমাহাত্ম্য, ২৮ ইতিহাসপুরাণাদির পঠনবিধি, ২৯ ইতিহাস ও পুরাণপঠনে মহাফলপ্রাপ্তি, ৩০ গোপীচন্দনমাহাত্ম্য, ৩১ দীপব্রতবিধান, ৩২ জন্মাষ্টমীব্রত, ৩৩ দানপ্রশংসা, ৩৪ দশরথকৃত শনিস্তোত্র, ৩৫ ত্রিস্পৃশৈকাদশীব্রত, ৩৬ গ্রাহ্যৈকাদশী ও ত্যাজ্যৈকাদশী, ৩৭ উন্মীলন্যেকাদশীব্রত, ৩৮ পক্ষবর্দ্ধিন্যেকাদশীব্রত, ৩৯ একাদশীমাহাত্ম্য, ৪০ জয়াবিজয়া ও জয়ন্ত্যেকাদশী, ৪১ অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষীয় মোক্ষা নাম্নী একাদশীমাহাত্ম্য, ৪২ পৌষকৃষ্ণা সফলা নাম্নী একাদশীমাহাত্ম্য, ৪৩ পৌষশুক্লা পুত্রদা একাদশীমাহাত্ম্য, ৪৪ মাঘকৃষ্ণা ষট্তিলা একাদশীমাহাত্ম্য, ৪৫ মাঘশুক্লা জয়া একাদশীমাহাত্ম্য, ৪৬ ফাল্গুনকৃষ্ণা বিজয়া একাদশীমাহাত্ম্য, ৪৭ ফাল্গুন শুক্লা আমলকী একাদশীমাহাত্ম্য, ৪৮ চৈত্র কৃষ্ণা পাপমোচনী একাদশীমাহাত্ম্য, ৪৯ চৈত্রশুক্লা কামদা একাদশীমাহাত্ম্য, ৫০ বৈশাখ কৃষ্ণা বরূথিনী একাদশীমাহাত্ম্য, ৫১ বৈশাখশুক্লা মোহিনী একাদশী মাহাত্ম্য, ৫২ জ্যৈষ্ঠকৃষ্ণা পরা একাদশীমাহাত্ম্য, ৫৩ জ্যৈষ্ঠশুক্লা নির্জ্জলা একাদশী মাহাত্ম্য, ৫৪ আষাঢ়কৃষ্ণা যোগিনী একাদশীমাহাত্ম্য, ৫৫ আষাঢ়শুক্লা শয়নী একাদশীমাহাত্ম্য, ৫৬ শ্রাবণশুক্লা পুত্রদা একাদশীমাহাত্ম্য, ৫৮ ভাদ্রপদকৃষ্ণা অজা একাদশীমাহাত্ম্য, ৫৯ ভাদ্রপদশুক্লা পদ্মনাভ একাদশীমাহাত্ম্য, ৬০ আশ্বিনকৃষ্ণা ইন্দিরা একাদশীমাহাত্ম্য, ৬১ আশ্বিনশুক্লা পাপাঙ্কুশ একাদশীমাহাত্ম্য, ৬২ কার্ত্তিককৃষ্ণা রমা একাদশীমাহাত্ম্য, ৬৩ কার্ত্তিকশুক্লাপ্রবোধিনী একাদশীমাহাত্ম্য, ৬৪ পুরুষোত্তম মাসের কৃষ্ণা কমলা একাদশীর মাহাত্ম্য এবং একাদশী মাহাত্ম্যসমাপ্তি, ৬৬ চাতুর্ম্মাস্যব্রতবিধি, ৬৭ চাতুর্ম্মাস্য ব্রতোদ্যাপনবিধি, ৬৮ মুদ্গলমুনির আখ্যান, বৈতরণীব্রতবিধি ও গোপীচন্দনমাহাত্ম্য, ৬৯ বৈষ্ণবলক্ষণ ও প্রশংসা, ৭০ শ্রবণদ্বাদশীব্রতবিধি ও তৎপ্রশংসাবোধক আখ্যায়িকা, ৭১ নদীত্রিরাত্রব্রতবিধান, ৭২ ভগবানের নামমাহাত্ম্যকথন, পার্ব্বতী ও মহেশ্বরসংবাদে বিষ্ণুর সহস্রনামস্তোত্রকথন এবং রামসহস্রনামের সহিত তুল্যতা, ৭৩ বিষ্ণুসহস্রনামের প্রশংসা, ৭৪ পার্ব্বতীমহেশ্বরসংবাদে রামরক্ষাস্তোত্রকথন, ৭৫ ধর্ম্মপ্রশংসা ও অধর্ম্মহেতু অধোগতিবর্ণন, ৭৬ গণ্ডিকানদীমাহাত্ম্য ও বস্ত্রস্নানপ্রশংসা, ৭৭ আভ্যুদয়িক স্তোত্র, পাঠবিধি ও ফলকথন, ৭৮ ঋষিপঞ্চমীব্রতফল ও আখ্যায়িকা, ৭৯ অপামার্জ্জনস্তোত্র, ৮০ অপামার্জ্জনস্তোত্রপঠনফল ও ধারণপ্রণালী এবং বালকদিগের জীবনরক্ষাহেতু স্তোত্রপাঠের বিধান, ৮১ বিষ্ণুমাহাত্ম্য, বিষ্ণুর মহামন্ত্রপ্রশংসা, বিষ্ণুমাহাত্ম্যজ্ঞাপক পুণ্ডরীকাখ্যান, নারদ কর্ত্তৃক পুণ্ডরীকের প্রতি শাস্ত্ররহস্য উপদেশ, ৮২ সংক্ষেপে গঙ্গামাহাত্ম্য, ৮৩ বৈষ্ণবলক্ষণ, বিষ্ণুমূর্ত্তি ও শালগ্রামপূজাফলকথন, ৮৪ দাস, বৈষ্ণব ও ভক্তের লক্ষণ, শূদ্রাদির দাসত্ব, নারদাদির বৈষ্ণবত্ব ও প্রহ্লাদ প্রভৃতির ভক্তিবর্ণন, ৮৫ চৈত্রশুক্লা একাদশীতে দোলোৎসববিধি, ৮৬ চৈত্রশুক্লা দ্বাদশীর দমনকোৎসববিধি, ৮৭ দেবশয়নী উৎসব, ৮৮ শ্রাবণে পবিত্রারোপণবিধি, প্রসঙ্গক্রমে পবিত্র করিবার প্রকারবর্ণন, ৮৯ চৈত্রাদি মাসে চম্পকাদি পুষ্পদ্বারা বিষ্ণুপূজাবিধি ও ফল, ৯০ কার্ত্তিকের মাহাত্ম্যারম্ভ, নারদানীত কল্পবৃক্ষপুষ্প অপ্রদানে ক্রুদ্ধ সত্যভামাকে কৃষ্ণকর্ত্তৃক স্বর্গস্থ কল্পবৃক্ষপ্রদান, সত্যভামাকৃত তুলাপুরুষদান ও কার্ত্তিকপ্রশংসাবোধক সত্যভামার পূর্ব্বজন্মবর্ণন, ৯১ সত্যভামার পূর্ব্ববৃত্তান্ত কথন, ৯২ শঙ্খাসুরাখ্যানপ্রসঙ্গে শঙ্খাসুর কর্ত্তৃক বেদহরণ ও দেবগণের প্রতি বিষ্ণুকৃত কার্ত্তিকপ্রশংসাবর্ণন, ৯৩ মৎস্যরূপধারী বিষ্ণু কর্ত্তৃক শঙ্খাসুরবধ, প্রয়াগোৎপত্তিবর্ণন, ৯৪ কার্ত্তিকব্রতীদিগের শৌচপ্রত্যাচারকথন, ৯৫ কার্ত্তিকস্নানবিধিকথন, ৯৬ কার্ত্তিকব্রতীদিগের নিয়মকথন ও প্রশংসাবর্ণন, ৯৭ কার্ত্তিকব্রতের উদ্যাপন, ৯৮ তুলসীমাহাত্ম্য, জলন্ধরাখ্যায়িকা, শঙ্করের নীলকণ্ঠত্ব প্রাপ্তি, জলন্ধরোৎপত্তিবর্ণন, ৯৯ জলন্ধর কর্ত্তৃক দেবগণের পরাজয়, ১০০ দেবকৃত বিষ্ণুস্তোত্র, বিষ্ণুজলন্ধরযুদ্ধ, শ্রীসহ জলন্ধরগৃহে বিষ্ণুর বাসাঙ্গীকার, ১০১ নারদমুখে পার্ব্বতীর রূপাতিশয় শুনিয়া জলন্ধর কর্ত্তৃক শঙ্কর সকাশে রাহুকে দূতরূপে প্রেরণ, কীর্ত্তিমুখোৎপত্তি, তৎপূজার অকরণে শিবপূজার নিষ্ফলত্ব, রাহুর বর্ব্বরদেশোৎপত্তি-বর্ণন, ১০২

সমস্ত দেবতেজোদ্বারা শঙ্কর কর্তৃক সুদর্শননির্ম্মাণ ও দৈত্যগণের সহিত শিবসৈন্যের যুদ্ধ, ১০৩ নন্দী প্রভৃতির কালনেমি আদি অসুরদিগের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ, ১০৪ শিবকৃত দৈত্যপরাভব, শিব ও জলন্ধরের যুদ্ধ, গান্ধর্ব্বমায়ায় শিবকে মুগ্ধ করিয়া শিবরূপে জলন্ধরের পার্ব্বতীসমীপে গমন, পার্ব্বতীর অন্তর্ধান ও স্মরণমাত্রে বিষ্ণুর পার্ব্বতী সকাশে আগমন, এতৎ বৃত্তান্তশ্রবণে বৃন্দার সতীত্ব নষ্ট করিবার জন্য বিষ্ণুর সঙ্কল্প, ১০৫ বিষ্ণু কর্তৃক জলন্ধররূপে বৃন্দার সতীত্বনাশ, রতি অবসানে বিষ্ণুরূপদর্শনে ক্রুদ্ধবৃন্দাকর্তৃক বিষ্ণুর প্রতি রাক্ষসকৃত ভার্য্যাহরণরূপ অভিশাপ এবং বৃন্দার অগ্নিপ্রবেশন, চিতাভস্ম মাখিয়া বিষ্ণুর চিতায় বাস, ১০৬ শঙ্কর কর্তৃক জলন্ধরবধ, শঙ্করাদেশে বিষ্ণুর মোহদূর করিবার জন্য দেবকৃত আদিমায়াস্তোত্র, ১০৭ স্ত্রীরূপধারি-ধাত্রী প্রভৃতিদর্শনে বিষ্ণুর ভ্রম, মালতীর বর্ব্বরী আখ্যাপ্রাপ্তিনির্দ্দেশ, ধাত্রী ও তুলসীমাহাত্ম্য, জলন্ধরাখ্যানসমাপ্তি, ১০৮ কার্ত্তিকপ্রশংসাবোধক কলহোপাখ্যানারম্ভ, ১০৯ ধর্ম্মদত্ত কর্তৃক দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রপাঠনান্তর তুলসীযুক্ত জলাভিষেচনে রাক্ষসীর দিব্যদেহপ্রাপ্তি, ১১০ বিষ্ণুদাস ব্রাহ্মণ ও চোল নৃপতির আখ্যান, ১১১ বিষ্ণুদাস ও চোলনৃপতির বৈকুণ্ঠগমন, এবং মুদ্গল গোত্রীয়দিগের শিখাশূন্যত্বের কারণ-কথন, ১১২ কার্ত্তিকপ্রশংসাবোধক জয় ও বিজয়ের পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত, কলহার বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি, ১১৩ কৃষ্ণবেণ্যাদি নদীর উৎপত্তিকথনে ব্রহ্মাকর্তৃক যজ্ঞাখ্যানবর্ণন, অপূজ্যপূজনে দুর্ভিক্ষ, মরণ ও ভয়, ইহার অন্যতমের প্রাপ্তি, এবং কৃষ্ণবেণ্যাদি মাহাত্ম্য, ১১৪ শ্রীকৃষ্ণসত্যভামাসংবাদ, ১১৫ মহাপাতকী ধনেশ্বর বিপ্রাখ্যান, ১১৬ ধনেশ্বরের নরকদর্শন ও কার্ত্তিকব্রতফলে যক্ষলোকে গমন, ১১৭ কার্ত্তিকব্রতের বিধি, অশ্বত্থ ও বটব্রতবিধি এবং তাহাদের বিষ্ণ্বাদি তুল্যত্বে আখ্যায়িকা, ১১৮ শনিবার ভিন্ন অন্যবারে অশ্বত্থবৃক্ষ স্পর্শ না করিবার কারণ নির্দ্দেশ, ১১৯ কার্ত্তিকস্নানবিধি ও বায়ব্যাদি চতুর্ব্বিধ স্নানকথন, ১২০ কার্ত্তিকে তিলধেনু প্রভৃতি দানে মহাফলত্ব, কার্ত্তিকব্রতীদিগের পরান্নত্যাগাদি নিয়ম এবং কার্ত্তিকে পূজাদি বিধিকথন, ১২১ মাঘস্নান ও শূকরক্ষেত্রমাহাত্ম্য এবং মাসাবধি উপবাসে ব্রতের বিধান, ১২২ শালগ্রাম শিলার্চ্চনবিধি ও শালগ্রামে বাসুদেবাদি মূর্ত্তির লক্ষণ, ১২৩ ধাত্রীচ্ছায়ায় পিণ্ডদানপ্রশংসা, কার্ত্তিকে কেতক্যাদি দ্বারা পূজাবিধি, দীপদানবিধি ও তদাখ্যায়িকা, ১২৪ ত্রয়োদশ্যাদি দ্বিতীয়া পর্য্যন্ত দীপাবলীদানবিধি, রাজকর্ত্তব্য ও যমদ্বিতীয়াকথন, ১২৫ প্রবোধিনীমাহাত্ম্য ও তদ্‌ব্রতবিধি, ভীষ্মপঞ্চক ব্রতবিধি এবং কার্ত্তিকমাহাত্ম্য শ্রবণফল, ১২৬ বিষ্ণুভক্তির মাহাত্ম্য ও লক্ষণ এবং তৎহীনের নিন্দা, ১২৭ শালগ্রাম শিলাপূজার ফল, ১২৮ অনন্তবাসুদেবের মাহাত্ম্য ও বিষ্ণু স্মরণের প্রকার, ১২৯ জম্বুদ্বীপস্থ যাবতীয় তীর্থ ও তত্তৎমাহাত্ম্যকথন, ১৩০ বেত্রবতীমাহাত্ম্য, ১৩১ সাভ্রমতী ও তত্তীরস্থ নীলকণ্ঠাদি তরুগণের মাহাত্ম্য ১৩২ নন্দি ও কপালমোচনতীর্থের মাহাত্ম্য, ১৩৩ বিকীর্ণতীর্থ, শ্বেততীর্থাদির মাহাত্ম্য, ১৩৪ অগ্নিতীর্থমাহাত্ম্য ও তৎপ্রসঙ্গে কুকর্দ্দম নৃপাখ্যান, ১৩৫ হিরণ্যাসঙ্গমতীর্থ ও ধর্ম্মাবতীসাভ্রমতীসঙ্গম, তৎপ্রসঙ্গে মাণ্ডব্যাখ্যান, ১৩৬ কম্বুপ্রভৃতি তীর্থমাহাত্ম্য, মঙ্কিতীর্থমাহাত্ম্যে মঙ্কিনামক ঋষির আখ্যান, ১৩৭ ব্রহ্মবল্লী ও খণ্ডতীর্থমাহাত্ম্য, ১৩৮ সঙ্গমেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্য, ১৩৯ রুদ্রমহালয়তীর্থ, ১৪০ খড়্গাতীর্থমাহাত্ম্য, ১৪১ চিত্রাঙ্গবদনতীর্থমাহাত্ম্য, ১৪২ চন্দনেশ্বরমাহাত্ম্য, ১৪৩ জম্বুতীর্থমাহাত্ম্য, ১৪৪ ইন্দ্রগ্রামতীর্থ ও ধবলেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্য, তৎপ্রসঙ্গে কিরাতাখ্যায়িকা, ১৪৫ কণ্বমুনি-কন্যা ও বৃদ্ধমহিমাখ্যান, ১৪৬ দুর্দ্ধর্ষেশ্বরমাহাত্ম্য, তৎপ্রসঙ্গে পাশুপত অস্ত্রদ্বারা ইন্দ্রকর্তৃক বৃত্রবধাখ্যান, ১৪৭ খড়্গধারতীর্থমাহাত্ম্য, তৎপ্রসঙ্গে চণ্ডকিরাতাখ্যান, ১৪৮ দুগ্ধেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্য, ১৪৯ চন্দ্রভাগামাহাত্ম্য, ১৫০ পিপ্পলাদতীর্থমাহাত্ম্য, ১৫১ পিচুমর্দ্দার্কতীর্থমাহাত্ম্য, ১৫২ সিদ্ধক্ষেত্রমাহাত্ম্যে কোটরাক্ষীস্তোত্র, ১৫৩ তীর্থরাজতীর্থমাহাত্ম্য, ১৫৪ সোমতীর্থ, ১৫৫ কপোততীর্থ, ১৫৬ গোতীর্থমাহাত্ম্য, ১৫৭ কাশ্যপতীর্থমাহাত্ম্য, ১৫৮ ভূতালয়তীর্থমাহাত্ম্য, ১৫৯ ঘটেশ্বরমাহাত্ম্য, ১৬০ বৈদ্যনাথমাহাত্ম্য, ১৬১ দেবতীর্থমাহাত্ম্য, ১৬২ চণ্ডেশতীর্থমাহাত্ম্য, ১৬৩ গাণপত্যতীর্থ, ১৬৪ সাভ্রমতীতীর্থমাহাত্ম্য, ১৬৫ বরাহতীর্থ, ১৬৬ সঙ্গমতীর্থ, ১৬৭ আদিত্যতীর্থ, ১৬৮ নীলকণ্ঠতীর্থ, ১৬৯ সাভ্রমতীসাগরসঙ্গমমাহাত্ম্য, ১৭০ নৃসিংহতীর্থমাহাত্ম্য, ১৭১ গীতামাহাত্ম্য, ১৭২ গীতার দ্বিতীয়াধ্যায়মাহাত্ম্যে দেবশর্ম্মাখ্যান, ১৭৩ তৃতীয়াধ্যায়মাহাত্ম্যে জড়াখ্যান, ১৭৪ চতুর্থাধ্যায়মাহাত্ম্যে বদরীমোচন, ১৭৫ পঞ্চমাধ্যায়মাহাত্ম্যে কণ্বাখ্যান, ১৭৬ ষষ্ঠাধ্যায়মাহাত্ম্যে জানশ্রুতি নৃপাখ্যান, ১৭৭ সপ্তমাধ্যায় মাহাত্ম্যে তত্ত্বাখ্যান, ১৭৮ অষ্টাধ্যায়মাহাত্ম্যে ভাবশর্ম্মাখ্যান, ১৭৯ নবমাধ্যায়-মাহাত্ম্য, ১৮০ দশমাধ্যায়-মাহাত্ম্য, ১৮১ বিশ্বরূপনামক গীতৈকাদশাধ্যায়মাহাত্ম্য ও তদাখ্যায়িকা, ১৮২ দ্বাদশাধ্যায়-মাহাত্ম্য, ১৮৩ ত্রয়োদশাধ্যায়-মাহাত্ম্যে দুরাচারাখ্যান, হরিদীক্ষিতপত্নীর ব্যভিচারপ্রসঙ্গ, ১৮৪-১৮৮ চতুর্দ্দশ হইতে অষ্টাদশ অধ্যায়-মাহাত্ম্য, ১৮৯ ভাগবতমাহাত্ম্য ও তৎপ্রসঙ্গে ভবিষ্যদ্বক্তকথন, ১৯০ নারদ কর্তৃক ভক্তিমাহাত্ম্যকথন, ১৯১

ভক্তির হরিদাসচিত্তে স্থিতিবর্ণন, ১৯২ গোকর্ণাখ্যান, ১৯৩ ভাগবত-সপ্তাহে গোকর্ণমুক্তিবর্ণন, ১৯৪ ভাগবতপ্রশংসা, ১৯৫ কালিন্দী-মাহাত্ম্য, ১৯৬ বিষ্ণুশর্ম্মার পূর্ব্বজন্মস্মৃতি, ভিল্লসিংহের মুক্তিকথন, ১৯৭ নিগমোদ্বোধতীর্থপ্রসঙ্গে শরভ নামক বৈশ্যাখ্যান, ১৯৮ দেবলকৃত দিলীপাখ্যান, ১৯৯ রঘুদ্বিতীয় সর্গপ্রসিদ্ধ দিলীপের গোপ্রাসাদবর্ণন, ২০০ শরভের ইন্দ্রপ্রস্থগমন ও বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি, ২০১ ইন্দ্রপ্রস্থমাহাত্ম্য, শিবশর্ম্মা বিষ্ণুশর্ম্মার বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি-কথন, ২০২ দ্বারকামাহাত্ম্য ও তৎপ্রসঙ্গে পুষ্পেষু-দ্বিজের আখ্যান, ২০৩ বিমলাখ্যান ও মিত্র-লক্ষণ, ২০৪ মরুদেশস্থ রাক্ষসীদিগের প্রসঙ্গে উত্তমলোকপ্রাপ্তিবর্ণন, ২০৫।২০৬ ইন্দ্রপ্রস্থগত কোশলা-মাহাত্ম্যে মুকুন্দাখ্যান, ২০৭ চণ্ডক নামক নাপিতের ব্রাহ্মণবধহেতু সর্পযোনিপ্রাপ্তি ও কোশলা-প্রভাবে তাহার মুক্তি, ২০৮ কোশলাপ্রাপ্ত দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণকৃত বিষ্ণুস্তোত্র ও দাক্ষিণাত্যদিগের বৈকুণ্ঠগমন, ২০৯ কালিন্দীতীরস্থ মধুবনগত বিশ্রান্তিতীর্থমাহাত্ম্য ও তৎপ্রসঙ্গে ব্যভিচারিণী কুশলপত্নীর আখ্যান ও তাহার গোধাযোনি-প্রাপ্তি, ২১০ উক্ত গোধাদর্শনে কোন মুনিপুত্রের মাতৃত্বজ্ঞান ও গোধার উত্তমগতিপ্রাপ্তি, ২১১ স্বৈরিণী হইবার কারণ-কথনপ্রসঙ্গে চন্দ্রকৃত গুরুভার্য্যাহরণপ্রসঙ্গ, ২১২ ইন্দ্রপ্রস্থগত বদরীমাহাত্ম্যে দেবদাস নামক ব্রাহ্মণাখ্যান, ২১৩ হরিদ্বার-মাহাত্ম্যে কালিঙ্গ-চণ্ডালাখ্যান, ২১৪ পুষ্করমাহাত্ম্যে পুণ্ডরী-কাখ্যান, ২১৫ ভরতকৃত পূর্ব্বপুণ্যকথন, ও পুণ্ডরীকের সাযুজ্য-প্রাপ্তি, ২১৬ প্রয়াগমাহাত্ম্যে মোহিনী বেশ্যার আখ্যান, ২১৭ বীরবর্ম্মার মহিষীর আখ্যান, ২১৮ কাশী, গোকর্ণ, শিবকাঞ্চী, দ্বারকা ও ভীমকুণ্ডাদির মাহাত্ম্য, চৈত্র কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে ইন্দ্রপ্রস্থ-প্রদক্ষিণফল, ২১৯ মাঘমাহাত্ম্যে দেবলাদি মুনিসহ সূতসংবাদ, ২২০ মাঘমাহাত্ম্যে দিলীপমৃগয়া ও মাঘস্নানমাহাত্ম্য, ২২১ মাঘস্নানে বিদ্যাধরের সুমুখত্বপ্রাপ্তি, ২২২ কুৎসমুনিপুত্র বৎসাখ্যান, ২২৩ উদ্বাহযোগ্য কন্যালক্ষণ, ও অযোগ্যা কন্যা-বিবাহে মহাপাতক, ২২৪ উচথ্য মুনিকন্যার সখীসহ মাঘস্নান, মৃগশৃঙ্গসংবাদ, মৃগশৃঙ্গের মৃত্যুস্তোত্র, গজমুক্তি, ২২৫ মৃগশৃঙ্গ কৃত যমস্তোত্র ও উচথ্যকন্যার পুনর্জ্জীবনপ্রাপ্তি, ২২৬ যমপুরী-বৃত্তান্ত, ২২৭ পাপিদিগের নরকভোগ, ও কীটযোনিপ্রাপ্তি-কথন, ২২৮ শালগ্রামপূজার একাদশ্যাদি ব্রতকরণরূপ সাধন-কথন, ২২৯ কৃতত্রেতাদি ক্রমে চতুর্যুগবর্ণন, যমলোকগত পুনরায় মৃত্যুলোকপ্রাপ্ত পুষ্কর নামক বিপ্রের আখ্যান, ২৩০-২৩১ রামকর্ত্তৃক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সান্দীপনিপুত্রের পুনরুজ্জীবন ও কৃষ্ণসমাগম, ২৩২ উচথ্যকন্যা সুবৃত্তা ও তাহার তিন সখীর সহিত মৃগশৃঙ্গের বিবাহ, ব্রাহ্মাদি অষ্টবিধ বিবাহলক্ষণ ও তৎ প্রসঙ্গে সৌভরি কর্ত্তৃক পঞ্চাশ জন রাজকন্যার পাণিগ্রহণাখ্যান, ২৩৩ গৃহস্থাশ্রমধর্ম্ম, ২৩৪ পতিব্রতাধর্ম্ম, ২৩৫ মৃগশৃঙ্গের পুত্র-চতুষ্টয়োৎপত্তি, শ্বেতবরাহকল্পে প্রভুর অবতার, মৃগশৃঙ্গপুত্র মৃকণ্ডুর স্বমাতৃগণসহ কাশীগমন ও কাশীপ্রশংসা, ২৩৬ মৃকণ্ডুর আখ্যান, মার্কণ্ডেয়োৎপত্তি, মার্কণ্ডেয়কর্ত্তৃক মৃত্যুঞ্জয়স্তোত্র, মাঘস্নানাদি পুণ্যকথন, ২৩৭ প্রধান প্রধান তীর্থে মাঘস্নানবিধি, মাঘে বিষ্ণুপূজাবিধি, ২৩৮ উত্তমগতি-প্রাপ্তির উপায় ও পাপ-কর্ম্মনিরূপণ, ২৩৯ ভীমৈকাদশীব্রতকথা, ২৪০ শিবরাত্রি-মাহাত্ম্য ও তৎপ্রসঙ্গে নিষাদের উপাখ্যান, ২৪১ শিবরাত্রি-ব্রতবিধি, ২৪২ তিলোত্তমাখ্যানে সুন্দ ও উপসুন্দবধাখ্যান, ২৪৩ কুণ্ডল ও বিকুণ্ডলের আখ্যান, ২৪৪ বিকুণ্ডলযমসংবাদে যমলোক-গমনাভাবকারণ, তুলসীপ্রশংসা ও নরকপ্রাপ্তিকর ধর্ম্মনিরূপণ, ২৪৫ বিকুণ্ডলযমসংবাদে গঙ্গাপ্রশংসা, স্বর্গপ্রাপ্তির কারণ, শালগ্রামশিলা মূল্য দিয়া ক্রয় করিলে মহাপাতক, একা-দশীব্রতনিবন্ধন দুর্গতিনাশ, বিকুণ্ডল কর্ত্তৃক নরকপতিত স্ব বন্ধুগণের উদ্ধার এবং শ্রীকুণ্ডল ও বিকুণ্ডলের স্বর্গগমনকথন, ২৪৬ মাঘস্নানমাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে কাঞ্চনমালিনীকৃত মাঘস্নান-পুণ্যে রাক্ষসের মুক্তিকথন, ২৪৭ মাঘস্নানপ্রশংসা ও গন্ধর্ব্ব-কন্যাখ্যান, ২৪৮ গন্ধর্ব্বকন্যা কর্ত্তৃক কামুক ঋষিপুত্রের পিশাচ-যোনি-গমনরূপ শাপ, লোমশের মাঘস্নানোপায়-কথন ও ঋষি-পুত্রের শাপমুক্তি, ২৪৯ প্রয়াগস্নানমাহাত্ম্যে ভদ্রক নামক ব্রাহ্মণাখ্যান, দেবদ্যুতিকৃত যোগসারস্তোত্র, ২৫০ বেদনিধি-লোমশসংবাদ, বেদনিধির গন্ধর্ব্বকন্যার পাণিগ্রহণ, মাঘমাহাত্ম্য-সমাপ্ত, ২৫১ বিষ্ণুমন্ত্রপ্রশংসা, প্রতপ্তশঙ্খচক্রাঙ্কনবিধি, ব্রহ্মশরীরে বিষ্ণু কর্ত্তৃক চক্রাঙ্কনকথন, দ্বৈত ও তদধিকারীদিগের পরম ধর্ম্মকথন, ২৫২ বিষ্ণুভক্তিনিরূপণ, শঙ্খচক্রাঙ্কবিহীনের নিন্দা, ২৫৩ ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারণবিধি, ২৫৪ উপদিষ্ট অবৈষ্ণবের পুনর্বৈষ্ণবমন্ত্রগ্রহণবিধি, দ্বৈতাভ্যাসের মহত্ত্বকথন, অষ্টাক্ষরমন্ত্র, ২৫৫ বিষ্ণুস্বরূপ কথন, ত্রিপাদ্বিভূতিস্বরূপকথন, ২৫৬ মহামায়ার প্রার্থনায় বিষ্ণুকর্ত্তৃক সৃষ্টিবচন, ২৫৭ সবিস্তার সৃষ্টিকথন, যোগনিদ্রাভিভূত বিষ্ণুর নাভিপঙ্কজ হইতে ব্রহ্মার কপালের স্বেদ হইতে রুদ্র, নেত্র হইতে চন্দ্রসূর্য্যাদি, মুখাদি হইতে ব্রাহ্মণাদির উৎপত্তি, দশাবতার, বৈকুণ্ঠলোক ও অষ্টাক্ষর-জপে বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তিকথন, ২৫৮ মৎস্যাবতারচরিত, ২৫৯ কূর্ম্মাবতারচরিত, ২৬০ সমুদ্রমন্থনাখ্যান, ২৬১ বিষ্ণু কর্ত্তৃক একাদশী ও দ্বাদশী-প্রশংসা এবং দেবগণের কূর্ম্মাবতারস্তুতি, ২৬২ একাদশী ব্রত-বিধি, ২৬৩ পাষণ্ডিলক্ষণ এবং তামস দর্শনস্মৃতি ও পুরাণাদির ত্যাজ্যত্ব কথন, ২৬৪ বরাহাবতারচরিত, ২৬৫ নৃসিংহাবতার-বর্ণন, ২৬৬ বামনাবতারচরিত, কশ্যপের পুত্ররূপে বিষ্ণুর

প্রাদুর্ভাবসঙ্কর, ২৬৭ অদিতিগর্ভে বামনরূপে বিষ্ণুর প্রাদুর্ভাব ও বলিছলনা, ২৬৮ পরশুরামচরিত, ২৬৯ রামচরিত, ২৭০-৭১ লঙ্কাপ্রত্যাগত রামের রাজ্যাভিষেক, শিবকৃত রামসীতাস্তুতি, রামের পরলোকগমন, ২৭২ শ্রীকৃষ্ণচরিত, ২৭৩ রামকৃষ্ণের উপনয়ন-সংস্কার হইতে মুচুকুন্দ-কৃষ্ণসংবাদ পর্য্যন্ত, ২৭৪ রামকৃষ্ণের সহিত জরাসন্ধের যুদ্ধ ও রুক্মিণীহরণপ্রসঙ্গ, ২৭৫ স্যমন্তক ও পারিজাতহরণ-উপাখ্যান, ২৭৬ উষানিরুদ্ধাখ্যান, ২৭৭ কৃষ্ণকর্ত্তৃক পৌণ্ড্রক বাসুদেব ও তৎসুতবধ, ২৭৮ জরাসন্ধবধ, শিশুপালবধ, দন্তবক্রবধ, সুদামাচরিত, মুসলোৎপত্তি, যদুবংশধ্বংস, কৃষ্ণের দেহত্যাগ, অর্জ্জুনের দ্বারকায় আগমন, অর্জ্জুনসহগামিনী কৃষ্ণপত্নীগণের হরণ, কৃষ্ণমন্ত্রমহিমা ইত্যাদি কথন, ২৮০ বৈষ্ণবাচারকথন, ২৮১ পার্ব্বতীকৃত বিষ্ণুর পূজা, রামচন্দ্রের অষ্টোত্তরশতনাম, ২৮২ বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তমত্বকথন, বিষ্ণুপূজনান্তে দিলীপের হরিপদগমন।

উপরে পদ্মপুরাণের যে বিষয়ানুক্রম প্রদত্ত হইল, উহার পাতালখণ্ড ও উত্তরখণ্ডের বিষয়গুলি পর্য্যালোচনা করিলে কখনই উহার অনেকাংশ পুরাণশ্রেণীতে গণ্য করা যায় না। আদি পদ্মপুরাণে ঐ সকল বিষয় বর্ণিত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। এখন দেখা যাউক, মূল পদ্মপুরাণের লক্ষণ কি? এবং তাহাতে কোন্ কোন্ বিষয়ই বা বর্ণিত ছিল।

মৎস্যপুরাণে (৫৩।১৪) লিখিত আছে—

"এতদেব যদা পদ্মমভূদ্ধৈরণ্ময়ং জগৎ।
তদ্বৃত্তান্তাশ্রয়ং তদ্বৎ পাদ্মমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥
পাদ্মং তৎ পঞ্চপঞ্চাশৎ সহস্রাণীহ পঠ্যতে।"

এই পদ্মের শ্লোকসংখ্যা ৫৫০০০, ইহাতে হিরণ্ময় পদ্মে জগদুৎপত্তিবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে, সেইজন্য এই পুরাণকে বুধগণ "পাদ্ম" বলিয়া থাকেন।

মৎস্যপুরাণ পদ্মপুরাণের যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতেছেন, এখনকার প্রচলিত পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে তাহার অভাব নাই। সৃষ্টিখণ্ডে ৩৬ অধ্যায়ে এই হিরণ্ময় পদ্ম ও তন্মধ্যে জগদুৎপত্তি-কথা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।(১)

এই পদ্মপুরাণের অন্তর্গত সৃষ্টিখণ্ডে লিখিত আছে—

"এতদেব চ বৈ ব্রহ্মা পাদ্মং লোকে জগাদ বৈ।
সর্ব্বভূতাশ্রয়ং তচ্চ পাদ্মমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥
পাদ্মং তৎপঞ্চপঞ্চাশৎ সহস্রাণীহ পঠ্যতে।
পঞ্চভিঃ পর্ব্বভিঃ প্রোক্তং সংক্ষেপাদ্ব্যাসকারণাৎ॥
পৌষ্করং প্রথমং পর্ব্ব যত্রোৎপন্নঃ স্বয়ং বিরাট্।
দ্বিতীয়ং তীর্থপর্ব্বস্যাৎ সর্ব্বগ্রহগণাশ্রয়ম্॥
তৃতীয়পর্ব্বগ্রহণে* রাজানো ভূরিদক্ষিণাঃ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব চতুর্থে পরিকীর্ত্তিতম্॥
পঞ্চমে মোক্ষতত্ত্বং চ সর্ব্বতত্ত্বং নিগদ্যতে।
পৌষ্করে নবধা সৃষ্টিঃ সর্ব্বেষাং ব্রহ্মকারিকা॥
দেবতানাং মুনীনাঞ্চ পিতৃবর্গস্তথাপরঃ।
দ্বিতীয়ে পর্ব্বতানাঞ্চ দ্বীপাঃ সপ্ত চ সাগরাঃ॥
তৃতীয়ে রুদ্রসর্গস্তু দক্ষশাপস্তথৈব চ।
চতুর্থে সম্ভবো রাজ্ঞাং সর্ব্ববংশানুকীর্ত্তনম্॥
অপবর্গস্য সংস্থানং মোক্ষশাস্ত্রানুকীর্ত্তনম্।
সর্ব্বমেতৎ পুরাণেঽস্মিন্ কথয়িষ্যামি বো দ্বিজাঃ॥"

(সৃষ্টিখণ্ড ১।৫৪-৬০)

এই পুরাণে ব্রহ্মা সর্ব্বভূতাশ্রয় পদ্মসম্বন্ধীয় কথা লোকে প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই জন্য ইহার নাম পাদ্ম। এই পদ্মপুরাণের ৫৫০০০ শ্লোক। ব্যাসের জন্য সংক্ষেপে ইহা পঞ্চপর্ব্বে বিভক্ত। প্রথম পৌষ্করপর্ব্ব, এই পর্ব্বে বিরাট্ পুরুষের উৎপত্তি বিবৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় তীর্থপর্ব্ব ইহাতে সকল গ্রহগণের কথা বর্ণিত আছে। তৃতীয়পর্ব্বে প্রভূতদানকারী রাজগণের বিবরণ, চতুর্থপর্ব্বে বংশানুচরিত, পঞ্চমপর্ব্বে মোক্ষ-তত্ত্ব ও সর্ব্বতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। পৌষ্কর বা প্রথমপর্ব্বে ব্রহ্মকৃত নয়প্রকার সৃষ্টিবর্ণনা, দেবতা মুনি ও পিতৃগণের কথা, দ্বিতীয় পর্ব্বে পর্ব্বতসমূহ, দ্বীপ সকল ও সপ্তসাগরের বিবরণ; তৃতীয় পর্ব্বে রুদ্রসর্গ ও দক্ষশাপ, চতুর্থ পর্ব্বে রাজগণের উৎপত্তি ও সর্ব্ববংশানুকীর্ত্তন এবং পঞ্চমপর্ব্বে অপবর্গ-সাধন মোক্ষশাস্ত্রের পরিচয় এই পুরাণে এই সকল বলিব।

সৃষ্টিখণ্ডে এইরূপ পঞ্চপর্ব্বাত্মক পদ্মপুরাণের উল্লেখ থাকিলেও এখন আমরা পদ্মপুরাণে এরূপ কোন পর্ব্ব দেখিতে পাই না। সৃষ্টিখণ্ডে এরূপ বর্ণিত হইলেও উত্তরখণ্ডে আবার অন্যরূপ খণ্ডবিভাগের পরিচয় পাই। যথা—

দাক্ষিণাত্যে প্রচারিত পদ্মপুরাণীয় উত্তরখণ্ডে (১)—

"প্রথমং সৃষ্টিখণ্ডঞ্চ দ্বিতীয়ং ভূমিখণ্ডকম্।
পাতালঞ্চ তৃতীয়ং স্যাচ্চতুর্থং পুষ্করং তথা॥

(১) "পদ্মরূপমভূদেতৎ কথং পদ্মময়ং জগৎ।
কথঞ্চ বৈষ্ণবী সৃষ্টিঃ পদ্মমধ্যেঽভবৎ পুরা॥
কথং পাদ্মে মহাকল্পেঽভবৎ পদ্মময়ং জগৎ।
জলার্ণবগতস্যেহ নাভৌ জাতং জলোদ্ভবম্।" ইত্যাদি (৩৬।২-৩)

* গৌড়ীয় কোন কোন পুথিতে "তৃতীয়ং পর্ব্ব স্বর্গঞ্চ (অর্থাৎ 'তৃতীয় স্বর্গপর্ব্ব' এইরূপ) লিখিত আছে, কিন্তু দাক্ষিণাত্যের কোন পুথিতে এ পাঠ নাই।

(১) এই উত্তরখণ্ড পুণা আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, ইহার সহিত গৌড়দেশে প্রচলিত উত্তরখণ্ডের অনেক বিষয়ে মিল নাই।

(২) এখনকার দাক্ষিণাত্যের পদ্মপুরাণ হইতেও এই পুষ্করখণ্ড বিলুপ্ত হইয়াছে।

উত্তরং পঞ্চমং প্রোক্তং খণ্ডাত্মনুক্রমেন বৈ।
এতৎ পদ্মপুরাণন্তু ব্যাসেন চ মহাত্মনা ॥
কৃতং লোকহিতার্থায় ব্রাহ্মণশ্রেয়সে তথা।" (১৬৬-৬৮)

১ম সৃষ্টিখণ্ড, ২য় ভূমিখণ্ড, ৩য় পাতালখণ্ড, ৪র্থ পুষ্করখণ্ড এবং পঞ্চম উত্তরখণ্ড, লোকহিত ও ব্রাহ্মণের শ্রেয়কারণ মহাত্মা ব্যাস কর্ত্তৃক খণ্ডানুক্রমে পদ্মপুরাণ রচিত হইয়াছে।

উপরে যে পঞ্চখণ্ডের উল্লেখ করা গেল, এখনকার প্রচলিত পদ্মপুরাণে পুষ্করখণ্ডের সম্পূর্ণ অভাব। প্রচলিত পদ্মপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডের কয়েক অধ্যায়ে পুষ্করমাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

আবার গৌড়ীয় উত্তরখণ্ডে লিখিত আছে—

"এতদাদিপুরাণং বঃ কথিতং বহুবিস্তরম্।
পদ্মাখ্যং সর্ব্বপাপঘ্নং পঞ্চপর্ব্বাত্মকং দ্বিজাঃ ॥
প্রথমং সৃষ্টিখণ্ডন্তু দ্বিতীয়ং ভূমিখণ্ডকম্।
তৃতীয়ং স্বর্গখণ্ডঞ্চ তুর্য্যং পাতালখণ্ডকম্ ॥
পঞ্চমন্তূত্তরং খণ্ডং প্রত্যেকং মোক্ষদায়কম্।
পরিশিষ্টং ক্রিয়াযোগসারং বক্ষ্যামি বঃ পুনঃ ॥"

এই আদিপুরাণ বহু বিস্তৃত, ইহার নাম পদ্ম, ইহা পঞ্চপর্ব্বাত্মক ও সর্ব্বপাপনাশক। ইহার প্রথম সৃষ্টিখণ্ড, দ্বিতীয় ভূমিখণ্ড, তৃতীয় স্বর্গখণ্ড, ৪র্থ পাতালখণ্ড ও ৫ম উত্তরখণ্ড। প্রত্যেক খণ্ডই মোক্ষদায়ক। ইহার পরিশিষ্ট ক্রিয়াযোগসার।

বাস্তবিক গৌড়ীয় পাদ্মোত্তরখণ্ডে যেরূপ খণ্ড বিভাগ বর্ণিত হইয়াছে, নারদপুরাণেও ঠিক এইরূপ পঞ্চখণ্ডাত্মক পদ্মপুরাণের বিষয়ানুক্রম প্রদত্ত হইয়াছে, নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"শৃণু পুত্র! প্রবক্ষ্যামি পুরাণং পদ্মসংজ্ঞিকম্।
মহৎপুণ্যপ্রদং নৃণাং শৃণ্বতাং পঠতাং মুদা ॥
যথা পঞ্চেন্দ্রিয়ঃ সর্ব্বং শরীরীতি নিগদ্যতে।
তথেদং পঞ্চভিঃ খণ্ডৈরুদিতং পাপনাশনম্ ॥
(১ম সৃষ্টিখণ্ডে) পুলস্ত্যেন তু ভীষ্মায় সৃষ্ট্যাদিক্রমতো দ্বিজ।
নানাখ্যানেতিহাসাদ্যৈর্যত্রোক্তো ধর্ম্মবিস্তরঃ ॥
পুষ্করস্য তু মাহাত্ম্যং বিস্তরেণ প্রকীর্ত্তিতম্।
ব্রহ্মযজ্ঞবিধানঞ্চ বেদপাঠাদিলক্ষণম্ ॥
দানানাং কীর্ত্তনং যত্র ব্রতানাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্।
বিবাহশৈলজায়াশ্চ তারকাখ্যানকং মহৎ।
মাহাত্ম্যঞ্চ গবাদিনাং কীর্ত্তিদং সর্ব্বপুণ্যদম্।
কালকেয়াদি-দৈত্যানাং বধো যত্র পৃথক্ পৃথক্ ॥
গ্রহাণাং অর্চ্চনং দানং যত্র প্রোক্তং দ্বিজোত্তম।
তৎসৃষ্টিখণ্ডমুদ্দিষ্টং ব্যাসেন সুমহাত্মনা ॥
(২য় ভূমিখণ্ডে) পিতৃমাত্রাদিপূজ্যত্বে শিবশর্ম্মকথা পুরা।
সুব্রতস্য কথা পশ্চাৎ বৃত্রস্য চ বধস্তথা ॥
পৃথোর্বেণস্য চাখ্যানং ধর্ম্মাখ্যানং ততঃ পরম্।
পিতৃশুশ্রূষণাখ্যানং নহুষস্য কথা ততঃ ॥
যযাতিচরিতঞ্চৈব গুরুতীর্থনিরূপণম্।
রাজ্ঞা জৈমিনিসংবাদো বহ্বাশ্চর্য্যকথাযুতঃ ॥
কথাহাশোকসৌন্দর্য্যা হুণ্ডদৈত্যবধাচিতা।
কামোদাখ্যানকং তত্র বিহুণ্ডবধসংযুতং ॥
কুণ্ডলস্য চ সংবাদশ্চ্যবনেন মহাত্মনা।
সিদ্ধাখ্যানং ততঃ প্রোক্তং খণ্ডস্যাস্য ফলোহনম্ ॥
সূতশৌনকসংবাদং ভূমিখণ্ডমিদং স্মৃতম্।
(৩য় স্বর্গখণ্ডে) ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তিরুদিতা যত্রর্ষিভিশ্চ সৌতিনা।
সভূমিলোকসংস্থানং তীর্থাখ্যানং ততঃ পরম্ ॥
নর্ম্মদোৎপত্তিকথনং তত্তীর্থানাং কথা পৃথক্।
কুরুক্ষেত্রাদিতীর্থানাং কথাঃ পুণ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
কালিন্দীপুণ্যকথনং কাশীমাহাত্ম্যবর্ণনম্ ॥
গয়ায়াশ্চৈব মাহাত্ম্যং প্রয়াগস্য চ পুণ্যকম্।
বর্ণাশ্রমানুরোধেন কর্ম্মযোগনিরূপণম্ ॥
ব্যাসজৈমিনিসংবাদঃ পুণ্যকর্ম্মকথাচিতঃ।
সমুদ্রমথনাখ্যানং ব্রতাখ্যানং ততঃ পরম্ ॥
ঊর্জ্জপঞ্চাহমাহাত্ম্যং স্তোত্রং সর্ব্বাপরাধনুৎ।
এতৎ সর্ব্বাভিধং বিপ্র সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥
(৪র্থ পাতালখণ্ডে) রামাশ্বমেধে প্রথমং রামরাজ্যাভিষেচনম্।
অগস্ত্যাদ্যাগমশ্চৈব পৌলস্ত্যাচয়কীর্ত্তনম্ ॥
অশ্বমেধোপদেশশ্চ হয়চর্য্যা ততঃ পরম্।
নানারাজকথাঃ পুণ্যা জগন্নাথানুবর্ণনম্ ॥
বৃন্দাবনস্য মাহাত্ম্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
নিত্যলীলানুকথনং যত্র কৃষ্ণাবতারিণঃ ॥
মাধবস্নানমাহাত্ম্যে স্নানদানার্চ্চনে ফলম্।
ধরাবরাহসংবাদো যমব্রাহ্মণয়োঃ কথা ॥
সংবাদো রাজদূতানাং কৃষ্ণস্তোত্রনিরূপণম্।
শিবশম্ভুসমাযোগো দধীচ্যাখ্যানকস্ততঃ ॥
ভস্মমাহাত্ম্যমতুলং শিবমাহাত্ম্যমুত্তমম্।
দেবরাতসুতাখ্যানং পুরাণজ্ঞপ্রশংসনম্ ॥
গৌতমাখ্যানকঞ্চৈব শিবগীতা ততঃ স্মৃতা।
কল্পান্তরী রামকথা ভরদ্বাজাশ্রমস্থিতৌ ॥
পাতালখণ্ডমেতদ্ধি শৃণ্বতাং জ্ঞানিনাং সদা।
সর্ব্বপাপপ্রশমনং সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদম্ ॥
(৫ম উত্তরখণ্ডে) পর্ব্বতাখ্যানকং পূর্ব্বং গৌর্য্যৈ প্রোক্তং শিবেন বৈ।
জালন্ধরকথা পশ্চাচ্ছ্রীশৈলাদ্যনুকীর্ত্তনম্ ॥

সগরস্য কথা পুণ্যা ততঃ পরমুদীরিতম্।
গঙ্গাপ্রয়াগকাশীনাং গয়ায়াশ্চাদিপুণ্যকম্॥
আন্নাদিদানমাহাত্ম্যং তন্মহাদ্বাদশীব্রতম্।
চতুর্বিংশৈকাদশীনাং মাহাত্ম্যং পৃথগীরিতম্॥
বিষ্ণুধর্ম্মসমাখ্যানং বিষ্ণুনামসহস্রকম্।
কার্ত্তিকব্রতমাহাত্ম্যং মাঘস্নানফলস্ততঃ॥
জম্বূদ্বীপস্থ তীর্থানাং মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্।
সাভ্রমত্যাশ্চ মাহাত্ম্যং নৃসিংহোৎপত্তিবর্ণনম্॥
দেবশর্ম্মাদিকাখ্যানং গীতামাহাত্ম্যবর্ণনে।
ভক্তাখ্যানঞ্চ মাহাত্ম্যং শ্রীমদ্ভাগবতস্য হ॥
ইন্দ্রপ্রস্থস্য মাহাত্ম্যং বহুতীর্থকথাচিতম্।
মন্ত্ররত্নাভিধানঞ্চ ত্রিপাদ্ভূত্যানুবর্ণনম্॥
অবতারকথা পুণ্যা মৎস্যাদীনামতঃ পরম্।
রামনামশতং দিব্যং তন্মাহাত্ম্যঞ্চ বাড়ব॥
পরীক্ষণঞ্চ ভৃগুণা শ্রীবিষ্ণোর্বৈভবস্য চ।
ইত্যেতদুত্তরং খণ্ডং পঞ্চমং সর্ব্বপুণ্যদম্॥"

'ব্রহ্মা কহিলেন, হে পুত্র! মনুষ্যদিগের অধিকপুণ্যজনক পদ্মপুরাণনামক পুরাণ বলিব শ্রবণ কর।

যেমন পঞ্চইন্দ্রিয়বিশিষ্ট সকলেই শরীরী বলিয়া কথিত হয়, সেইরূপ পাপনাশকারী এই পদ্মপুরাণ পাঁচখণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রথম সৃষ্টিখণ্ডে পুলস্ত্য কর্ত্তৃক ভীষ্মকে সৃষ্ট্যাদিক্রমে নানাখ্যান ও ইতিহাসের সহিত বিস্তর ধর্ম্ম-কথন, পুষ্করমাহাত্ম্য, ব্রহ্মযজ্ঞবিধান, বেদপাঠাদির লক্ষণ, দান ও পৃথক্ পৃথক্ ব্রত, শৈলজার বিবাহ ও তারকাখ্যান, কীর্ত্তিপ্রদ ও সর্ব্বপুণ্যপ্রদ গবাদির মাহাত্ম্য ও কালকেয়াদি দৈত্যের বধ, গ্রহগণের অর্চ্চনা ও দান ইত্যাদি পৃথক্ পৃথক্ রূপে ব্যাস কর্ত্তৃক এই সৃষ্টিখণ্ডে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

দ্বিতীয় ভূমিখণ্ডে—পিতামাতাদির পূজা, শিবশর্ম্মকথা, সুব্রতের কথা, বৃত্রবধকথা, পৃথু ও বেণরাজোপাখ্যান এবং ধর্ম্মাখ্যান, পিতৃশুশ্রূষা, নহুষবৃত্তান্ত, যযাতি, গুরু ও তীর্থনিরূপণ, রাজা ও জৈমিনিসংবাদ, অত্যাশ্চর্য্য হুণ্ডদৈত্যচরিত, অশোকসুন্দরীর কথা, বিহুণ্ডবধসংযুক্ত কামোদাখ্যান, মহাত্মা চ্যবনকুণ্ডলসংবাদ, তদনন্তর সিদ্ধাখ্যান, সূতশৌনক সংবাদে এই ভূমিখণ্ডের বিষয় বিবৃত হইয়াছে।

তৃতীয় স্বর্গখণ্ডে—সৌতি-ঋষিসংবাদ, ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, ভূমির সহিত লোকসংস্থান, তীর্থাখ্যান, নর্ম্মদার উৎপত্তি-কথন, সেই তীর্থের পৃথক্কথা, কুরুক্ষেত্রাদি তীর্থ সকলের পবিত্র কথা, কালিন্দীর পুণ্যকথা, কাশীমাহাত্ম্য, পবিত্র গয়ামাহাত্ম্য, প্রয়াগমাহাত্ম্য, বর্ণাশ্রমের অনুরোধে কর্ম্মযোগনিরূপণ, পুণ্যকথাযুক্ত ব্যাস ও জৈমিনিসংবাদ, সমুদ্রমথনাখ্যান, ব্রতাখ্যান, ঊর্জ্জ ও পঞ্চাহমাহাত্ম্য, সর্ব্বাপরাধভঞ্জনস্তোত্র প্রভৃতি সর্ব্বপাতকনাশন কার্য্যের উল্লেখ আছে।

চতুর্থ পাতালখণ্ডে—প্রথমে রামাশ্বমেধ, রামের রাজ্যাভিষেক, অগস্ত্যের আগমন, পৌলস্ত্যচরিত, অশ্বমেধোপদেশ, হয়চর্য্যা, নানা রাজকথা, জগন্নাথাখ্যান, বৃন্দাবনমাহাত্ম্য, কৃষ্ণাবতারে নিত্যলীলাকথন, মাধবস্নান, দান ও পূজাফল, ধরণী-বরাহসংবাদ, যম ও ব্রাহ্মণের কথা, রাজদূতগণের সংবাদ, কৃষ্ণস্তোত্র, শিবশম্ভুসমাযোগ, দধীচির আখ্যান, ভস্মমাহাত্ম্য, শিবমাহাত্ম্য, দেবরাতসুতাখ্যান, পুরাণজ্ঞপ্রশংসা, গৌতমাখ্যান, শিবগীতা, ভরদ্বাজাশ্রমস্থ কল্পান্তরী রামকথা, সর্ব্বপাপনাশক ও সর্ব্বাভিষ্টফলপ্রদ পাতালখণ্ডে এই সকল বৃত্তান্ত আছে।

পঞ্চম উত্তরখণ্ডে—প্রথমে গৌরীর প্রতি শিবপ্রোক্ত পর্ব্বতাখ্যান, জালন্ধরকথা, শ্রীশৈলমাহাত্ম্য, সগরের কথা, গঙ্গা-প্রয়াগ-কাশী ও গয়ার পুণ্যকথা, ২৪ প্রকার একাদশী কথা, একাদশীমাহাত্ম্য, বিষ্ণুধর্ম্ম, বিষ্ণুর সহস্রনাম, কার্ত্তিকব্রতমাহাত্ম্য, মাঘস্নানফল, জম্বূদ্বীপের অন্তর্গত পাপনাশক তীর্থসমূহের মাহাত্ম্য, সাভ্রমতীমাহাত্ম্য, নৃসিংহোৎপত্তি, দেবশর্ম্মাদির কথা, গীতামাহাত্ম্য, ভক্তাখ্যান, শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্য, ইন্দ্রপ্রস্থমাহাত্ম্য, বহুতীর্থকথা, মন্ত্ররত্ন, ত্রিপাদ্ভূতিবর্ণন, মৎস্যাদি ক্রমে পুণ্যময়ী অবতারকথা, রামশতনাম ও তন্মাহাত্ম্য, ভৃগুর পরীক্ষা ও শ্রীবিষ্ণুর বৈভব, এই সর্ব্বপুণ্যদায়ক পঞ্চম উত্তরখণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে।

উপরে যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, এখনকার পদ্মপুরাণের সহিত মিলাইয়া দেখিলে আমরা এইরূপ জানিতে পারি যে, আদি পদ্মপুরাণের লক্ষণ ও বিষয়াদি প্রচলিত পদ্মপুরাণে এককালে অভাব নাই। মৎস্য ও নারদ-পুরাণে যেরূপ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার প্রায় সমস্তই প্রচলিত পদ্মপুরাণে পাওয়া যাইতেছে অর্থাৎ আদি পদ্মপুরাণের অনেক জিনিস প্রচলিত পদ্মপুরাণে রহিয়াছে। কিন্তু প্রথমে পদ্মপুরাণের যেরূপ খণ্ড বিভাগ ছিল, তাহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

এখনকার পদ্মপুরাণ-দৃষ্টেই আমরা পদ্মপুরাণের ৩টী সংস্করণের পরিচয় পাইতেছি:—১ম সংস্করণে পৌষ্করাদি করিয়া ৫টী 'পর্ব্বে' পদ্মপুরাণ বিভক্ত ছিল, পঞ্চ 'খণ্ডে' বিভক্ত ছিল না। সৃষ্টিখণ্ড হইতে আমরা এই পঞ্চপর্ব্বা[illegible] সন্ধান পাইতেছি। বিষ্ণুপুরাণে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী যে পদ্ম[illegible]ণের উল্লেখ আছে, সম্ভবতঃ তাহাই পঞ্চপর্ব্বাত্মক ছিল। ১ম সংস্করণে পৌষ্কর প্রথম পর্ব্ব বলিয়া গণ্য থাকিলেও, দ্বিতীয় সংস্করণে আবার 'পৌষ্কর' দ্বিতীয়খণ্ড মধ্যে পরিগণিত হয় এবং সৃষ্টিখণ্ড প্রথম পর্ব্বের স্থান অধিকার করে। দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত পাদ্মোত্তরখণ্ড হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। তৃতীয় সংস্করণে পৌষ্করখণ্ড লোপ হইল, সম্ভবতঃ সৃষ্টিখণ্ডের পুষ্করমাহাত্ম্যের অন্তর্গত হইল, স্বর্গখণ্ড তাহার স্থান অধিকার করিল, গৌড়ীয় পদ্মপুরাণ ও নারদ-পুরাণ হইতে এই ৩য় সংস্করণের লক্ষণাদি পাইলাম। কিন্তু ইহার পরও ৪র্থ সংস্করণ হইল, দাক্ষিণাত্যেরা "স্বর্গ খণ্ড" গ্রহণ করেন নাই,

তাঁহারা "স্বর্গখণ্ড" স্থানে ব্রহ্মখণ্ড গ্রহণ করিলেন এবং যথাক্রমে আদিখণ্ড, ভূমিখণ্ড, ব্রহ্মখণ্ড, পাতালখণ্ড, সৃষ্টিখণ্ড ও উত্তরখণ্ড এই ছয় খণ্ডে পদ্মপুরাণ বিভক্ত করিয়া লইলেন।১

পদ্মপুরাণের প্রথম সংস্করণ ধর্ম্মসূত্রের রচনাকালে এবং দ্বিতীয় সংস্করণ (ব্রহ্মপুরাণের ২য় সংস্করণের মত) ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়কালে প্রচলিত হইয়াছিল। তৃতীয়সংস্করণের রূপ নারদ-পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। যে সময়ে বুদ্ধদেব হিন্দু সমাজে ভগবদবতার বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন, সম্ভবতঃ সেই সময় (খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে) এই সংস্করণ হইয়া থাকিবে; কারণ বিষ্ণুর সকল অবতারের কথা এই সংস্করণে বর্ণিত। খৃষ্টীয় ১১শ ও ১২শ শতাব্দীতে রামানুজ ও মধ্বাচার্য্যের মত বিশেষরূপে প্রচলিত হইলে সেই সঙ্গে পদ্মপুরাণের ৪র্থ সংস্করণের সূত্রপাত। 'পাষণ্ডিলক্ষণ' 'মায়াবাদনিন্দা' 'তামস-পুরাণ বর্ণনা', ঊর্দ্ধপুণ্ড্র প্রভৃতি বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণের কথা ও দ্বৈতবাদের সুখ্যাতি ইত্যাদি ৩য় সংস্করণে ছিল না, কিন্তু এই ৪র্থ সংস্করণকালে ঐ সকল আধুনিক কথা প্রবেশ লাভ করিল। এই ৪র্থ সংস্করণের উত্তরখণ্ডে (২৬৩।৬৬-৮৯) লিখিত আছে—

'রুদ্র বলিলেন, হে দেবি! তামস শাস্ত্রের কথা শ্রবণ কর, এই শাস্ত্র শ্রবণমাত্রই জ্ঞানীদিগের পাতিত্য জন্মে। আমি প্রথমে শৈবপাশুপতাদি শাস্ত্র বলিয়াছিলাম, তৎপরে আমার শক্তিতে আসক্ত বিপ্রগণ যে সকল তামসশাস্ত্র বলিয়া ছিল তাহা শ্রবণ কর। কণাদ বৈশিষিক শাস্ত্র, গৌতম ন্যায়, কপিল সাংখ্য, ধিষণা অতিগর্হিত চার্ব্বাক মত এবং দৈত্যদিগের বিনাশনার্থ বুদ্ধরূপী বিষ্ণু নগ্ন নীলবস্ত্রধারীদিগের অসৎ বৌদ্ধশাস্ত্র বলিয়াছিলেন। মায়াবাদরূপ অসৎ-শাস্ত্র প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়া গণ্য। কলিকালে ব্রাহ্মণরূপে আমিই এই মায়াবাদ প্রচার করিয়াছি। ইহাতে লোকগর্হিত শ্রুতিবাক্য-সমূহের কদর্থ, কর্ম্মস্বরূপ পরিত্যাগ, সর্ব্বকর্ম্মপরিভ্রষ্টরূপ বিধর্ম্মীর কথা, পরমাত্মার সহিত জীবের ঐক্য, ব্রহ্মের নির্গুণরূপ ইত্যাদি প্রতিপাদিত হইয়াছে। কলিকালে লোকদিগকে মুগ্ধ করিবার জন্যই জগতে এই সকল শাস্ত্রপ্রচার হইয়াছে। আমি জগতের নাশের জন্য এই সকল অবৈদিক বেদার্থবৎ মহাশাস্ত্র রক্ষা করিতেছি। পূর্ব্বকালে জৈমিনি ব্রাহ্মণও নিরীশ্বরবাদ প্রচার করিবার জন্য বেদের কদর্থযুক্ত পূর্ব্বমীমাংসা প্রণয়ন করিয়াছেন। আমি তামস পুরাণগুলি বলিতেছি—

---

(১) পুণার আনন্দাশ্রম হইতে যে পদ্মপুরাণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা এই ছয়খণ্ডে বিভক্ত। ইহার আদিখণ্ড ও ব্রহ্মখণ্ডকে গৌড়ীয় পৌরাণিকেরা কেহই 'পাদ্ম' বলিয়া স্বীকার করেন না। এদেশীয় বহু সৃষ্টিখণ্ডের পুথি আদি বা প্রথমখণ্ড বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পুরাণ লক্ষণ অনুসারে সৃষ্টি-খণ্ডই প্রথম বটে। উক্ত আদি ও ব্রহ্মখণ্ড দেখিলেই নিতান্ত আধুনিক গ্রন্থ বলিয়া বোধ হয়। নিম্নে এই দুই খণ্ডের বিষয়সূচী প্রদত্ত হইল—

আদিখণ্ডে—১ পদ্মপুরাণের খণ্ডবিভাগ, নির্ণয় ও পাঠফল, ২ প্রাকৃত সর্গবর্ণন, ৩ জনপদ, নদী ও পর্ব্বতাদি বর্ণন, ৪ উত্তরকুরু প্রভৃতি বর্ণন, ৫ রমণকাদি বর্ষনির্ণয়, ৬ ভারতবর্ষবর্ণন, ৭ ভারতের চতুর্যুগ বর্ণন, ৮ শাক-দ্বীপাদি বর্ণন, ৯ শাল্মলি ও ক্রৌঞ্চদ্বীপ বর্ণন, ১০ দিলীপাখ্যান, ১১ পুষ্করতীর্থ-মাহাত্ম্য, ১২ জম্বুমার্গাদি তীর্থকথন, ১৩-১৫ নর্ম্মদামাহাত্ম্য, ১৬ কাবেরী-সঙ্গমমাহাত্ম্য, ১৭-১৮ নর্ম্মদাকূলস্থ তীর্থসমূহবর্ণন, ১৯ শুক্লতীর্থবর্ণন, ২০ ভৃগুতীর্থমাহাত্ম্য, ২১ নর্ম্মদাস্থ অশ্বতীর্থাদি বহুতীর্থ বর্ণন, ২২ নর্ম্মদা-তীর্থমাহাত্ম্য, ২৩ নর্ম্মদাস্নানমাহাত্ম্য, ২৪ চর্ম্মণ্বতী প্রভৃতি নদীতীরস্থ তীর্থ-বর্ণন, ২৫ বিতস্তামাহাত্ম্য, ২৬ কুরুক্ষেত্রমাহাত্ম্য, ২৭ স্যমন্তপঞ্চকমাহাত্ম্য, ২৮ ধর্ম্মতীর্থ, নাগতীর্থাদি মাহাত্ম্য, ২৯ কালিন্দীতীর্থমাহাত্ম্য, ৩০-৩১ বিকুণ্ডলাখ্যান, ৩২ সরস্বতী, গোমতী প্রভৃতি তীরস্থ তীর্থপ্রসঙ্গ, ৩৩ বারাণসীমাহাত্ম্য, ৩৪ ওঙ্কারমাহাত্ম্য, ৩৫ কপালমোচনমাহাত্ম্য, ৩৬ মধ্যমেশ্বরমাহাত্ম্য, ৩৭ বারাণসীস্থ তীর্থমাহাত্ম্য, ৩৮-৩৯ গয়া প্রভৃতি বহুতর তীর্থকথন, ৪০ তীর্থসেবাদি ফল, ৪১-৪২ প্রয়াগমাহাত্ম্য, ৪৩ প্রয়াগযাত্রাবিধি, ৪৪ প্রয়াগযাত্রাফল, ৪৫ অনাশক ফলবর্ণন, ৪৬-৪৯ প্রয়াগমাহাত্ম্য, ৫০ তীর্থকৃত কর্ম্মভোগকথন, ৫১ কর্ম্মযোগ, ৫২ নরকৃত্যনির্ণয়, ৫৩ সাধ্বাচার, ৫৪ দ্বিজকর্ম্মকথন, ৫৫ বৈষ্ণবাচার, ৫৬ দ্বিজের অভক্ষ্যনির্ণয়, ৫৭ দানধর্ম্ম, ৫৮ বানপ্রস্থাশ্রমবর্ণন, ৫৯ সন্ন্যাসবর্ণন, ৬০ ভিক্ষাচর্য্যা, ৬১ বিষ্ণুরহস্য, ৬২ পুরাণাবয়বকথনে পাদ্মের শ্রেষ্ঠতাকথন।

ব্রহ্মখণ্ডে—১ সূতশৌনকসংবাদে হরিভক্তিবর্ণন ও বৈষ্ণব লক্ষণ নিরূপণ, ২ হরিমন্দিরলেপনমহিমা, দণ্ডক নাম চৌরচরিত্র, ৩ ব্যাসজৈমিনি-সংবাদে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যারম্ভ, দীপদানমাহাত্ম্য, ৪ ব্রহ্মনারদসংবাদে জয়ন্তী-ব্রতমহিমা, ৫ পুত্রজন্মোপায়, শ্রীধর নামক দ্বিজচরিত, ৬ বারনারীচরিত, ৭ রাধাজন্মাষ্টমী, রাধাজন্মাষ্টমীপ্রভাবে কলাবতী নামক বারাঙ্গনা উদ্ধার, ৮ সমুদ্রমথনকথারম্ভ, ইন্দ্র প্রতি দুর্ব্বাসার শাপ, বিষ্ণুর আদেশে সমুদ্র-মথনোপক্রম, ৯ কূর্ম্মরূপে হরির গিরিধারণ, হরের বিষপান ও অলক্ষ্মীর উৎপত্তি, ১০ ঐরাবত, মহালক্ষ্মী ও অমৃতের উৎপত্তি, বিষ্ণুর মোহিনীরূপ-ধারণ, রাহুর শিরশ্ছেদ, সমুদ্রমথনকথা সমাপ্ত, ১১ গুরুবারব্রত ও তৎপ্রসঙ্গে ভদ্রশ্রব-রাজকন্যা শ্যামবালার চরিত্র, ১২ দীননাথরাজের চরিত, গালব-কর্ত্তৃক নরমেধযজ্ঞনিরূপণ, ১৩ কৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রতমাহাত্ম্য ও তৎপ্রসঙ্গে চিত্রসেনরাজচরিত, ১৪ ব্রাহ্মণমহিমা ও তৎপ্রসঙ্গে ভীম নামক শূদ্রচরিত, ১৫ একাদশীমাহাত্ম্য ও তৎপ্রসঙ্গে বল্লভবৈশ্য ও তৎপত্নী মহারূপার চরিত্র, ১৬ পূর্ণিমায় বিষ্ণুপূজাব্রত ও তৎপ্রসঙ্গে কালদ্বিজচরিত, ১৭ হরিচরণোদকবর্ণন, তৎপ্রসঙ্গে সুদর্শনবিপ্রচরিত, ১৮ অগম্যাগমন-প্রায়শ্চিত্ত, ১৯ অভক্ষ্য ভক্ষণপ্রায়শ্চিত্ত, ২০ কার্ত্তিকমহিমা, কার্ত্তিকে রাধাদামোদরপূজা, তৎপ্রসঙ্গে শঙ্কর ও তৎপত্নী কলিপ্রিয়ার চরিত, ২১ কার্ত্তিকমাসব্রতবিধি, ২২ তুলসী ও ধাত্রীমহিমা, ২৩ বিষ্ণুপঞ্চক বিধি ও তৎপ্রভাবে দণ্ডক-চৌরোদ্ধার, কার্ত্তিকমাহাত্ম্যসমাপ্তি, ২৪ নানাবিধ দান ও তৎফল, ২৫ হরিনামমহিমা ও পুরাণ-শ্রবণফল, ২৬ প্রতিজ্ঞাখণ্ডন-দোষবর্ণনে সুন্দর চরিত্র, ব্রহ্মখণ্ড-শ্রবণফল।

মাৎস্য, কৌর্ম্ম, লৈঙ্গ, শৈব, স্কান্দ ও আগ্নেয় এই ছয়খানি তামস। বৈষ্ণব, নারদীয়, ভাগবত, গারুড়, পাদ্ম ও বারাহ এই ছয় খানি সাত্ত্বিক এবং ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, বামন ও ব্রাহ্ম এই ছয়খানি রাজস। সাত্ত্বিক পুরাণগুলি মোক্ষদায়ক, রাজসগুলি স্বর্গদায়ক এবং তামস পুরাণগুলি নরকপ্রাপ্তির হেতু। এইরূপ বসিষ্ঠ, হারীত, ব্যাস, পরাশর, ভরদ্বাজ ও কশ্যপ রচিত ছয়খানি স্মৃতিই সাত্ত্বিক। যাজ্ঞবল্ক্য, আত্রেয়, তৈত্তির, দাক্ষ, কাত্যায়ন ও বৈষ্ণব এই স্মৃতিগুলি স্বর্গদায়ক রাজস এবং গৌতম, বার্হস্পত্য, সাম্বর্ত্ত, যম, শাঙ্খ ও উশনস এই স্মৃতিগুলি নিরয়প্রদ তামস বলিয়া গণ্য।'২

উক্ত বিবরণটী কোন শ্রীসম্প্রদায়ী বা কোন মাধ্বমতাবলম্বীর রচনা। এই উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই শঙ্করাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত মায়াবাদের যথেষ্ট নিন্দা করিয়া থাকেন, শঙ্করাচার্য্য উপনিষদ্ভাষ্যে যেরূপ শ্রুতিব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহারা তাহা অবৈদিক বলিয়া মনে করেন। খৃষ্টীয় ১১শ ও ১২শ শতাব্দীতে উক্ত উভয় মত প্রবল হয়। বিশেষতঃ খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতে বিজ্ঞানভিক্ষু 'মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং' ইত্যাদি শ্লোকাবলী আপনার সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন, এরূপ স্থলে তৎপূর্ব্বে যে ঐ সকল শ্লোক পদ্মপুরাণে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপস্থলে খৃষ্টীয় ১২শ বা ১৩শ শতাব্দীর কোন সময়ে পদ্মপুরাণ বর্ত্তমানরূপ ধারণ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। দাক্ষিণাত্যের পদ্মপুরাণে যেরূপ বহুসংখ্যক শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, গৌড়ীয় পদ্মপুরাণে এত অধিক শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে নাই। উভয় স্থানের পদ্মপুরাণের অধ্যায়-সংখ্যা দৃষ্টি করুন।

গৌড়ীয় পদ্মপুরাণে		দাক্ষিণাত্যের পদ্মপুরাণে	
সৃষ্টিখণ্ডে	৪৬ অধ্যায়	সৃষ্টিখণ্ডে	৮২ অধ্যায়
ভূমিখণ্ডে	১০৩ „	ভূমিখণ্ডে	২১৫ „
পাতালখণ্ডে	১১২ „	পাতালখণ্ডে	১১৩ „
উত্তরখণ্ডে	১৭৪ „	উত্তরখণ্ডে	২৮২ „

গৌড়ীয় পাদ্মের স্বর্গখণ্ডে ৪০টী মাত্র, অধ্যায় দাক্ষিণাত্যের পাদ্মে এই স্বর্গখণ্ডের পরিবর্ত্তে আদিখণ্ডে ৬২ অধ্যায় ও ব্রহ্মখণ্ডে ২৬ অধ্যায় দৃষ্ট হয়। গৌড়ীয় পদ্মপুরাণের কএকখানি পুথি আলোচনা করিলে বোধ হয় যে, নারদপুরাণে পদ্মপুরাণের যে আকার বর্ণিত হইয়াছে, গৌড়ীয় পদ্মপুরাণেও বহুকাল সেই রূপই ছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের প্রাদুর্ভাবকালে দাক্ষিণাত্যবৈষ্ণবদিগের সংস্রবে এখানকার পদ্মপুরাণও বিকৃত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। তাই এখন গৌড়ীয় স্বর্গখণ্ডও অনেকটা রূপান্তরিত হইয়া পড়িয়াছে, নারদোক্ত স্বর্গখণ্ডের সহিত সকল বিষয়ে মিল নাই।

(২) "রুদ্র উবাচ—শৃণু দেবী প্রবক্ষ্যামি তামসানি যথাক্রমম্।
যেষাং স্মরণমাত্রেণ পাতিত্যং জ্ঞানিনামপি॥ ৬৬
প্রথমং হি ময়া প্রোক্তং শৈবং পাশুপতাদিকম্।
মচ্ছক্ত্যাবেশিতৈর্বিপ্রৈঃ প্রোক্তানি চ ততঃ শৃণু। ৬৭
কণাদেন তু সংপ্রোক্তং শাস্ত্রং বৈশেষিকং মহৎ।
গৌতমেন তথা ন্যায়ং সাংখ্যং তু কপিলেন বৈ॥ ৬৮
ধিষণেন তথা প্রোক্তং চার্ব্বাকমতিগর্হিতম্।
দৈত্যানাং নাশনার্থায় বিষ্ণুনা বুদ্ধরূপিণা। ৬৯
বৌদ্ধশাস্ত্রমসৎ প্রোক্তং নগ্ননীলপটাদিকম্।
মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে॥ ৭০
ময়ৈব কথিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা।
অপার্থং শ্রুতিবাক্যানাং দর্শয়ল্লোকগর্হিতম্। ৭১
কর্ম্মস্বরূপত্যাজ্যত্বমত্র বৈ প্রতিপাদ্যতে।
সর্ব্বকর্ম্মপরিভ্রষ্টং বৈধর্ম্মত্বং তদুচ্যতে॥ ৭২
পরেশ-জীবয়োরৈক্যং ময়া তু প্রতিপাদ্যতে।
ব্রহ্মণোঽস্য স্বয়ং রূপং নির্গুণং বক্ষ্যতে ময়া॥ ৭৩
সর্ব্বস্য জগতোঽপ্যত্র মোহনার্থং কলৌ যুগে।
বেদার্থবন্মহাশাস্ত্রং মায়য়া যদবৈদিকম্॥ ৭৪
ময়ৈব রক্ষ্যতে দেবী জগতাং নাশকারণাৎ।
দ্বিজন্মনা জৈমিনিনা পূর্ব্বং বেদমপার্থকম্॥ ৭৫
নিরীশ্বরেণ বাদেন কৃতং শাস্ত্রং মহত্তরম্।
শাস্ত্রাণি চৈব গিরিজে তামসানি নিবোধ মে॥ ৭৬
মাৎস্যং কৌর্ম্মং তথা লৈঙ্গং শৈবং স্কান্দং তথৈব চ॥
আগ্নেয়ং চ ষড়েতানি তামসানি নিবোধ মে।
বৈষ্ণবং নারদীয়ঞ্চ তথা ভাগবতং শুভং॥ ৮২
গারুড়ং চ তথা পাদ্মং বারাহং শুভদর্শনে।
সাত্ত্বিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি শুভানি বৈ॥ ৮৩
ব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং মার্কণ্ডেয়ং তথৈব চ।
ভবিষ্যং বামনং ব্রাহ্মং রাজসানি নিবোধ মে। ৮৪
সাত্ত্বিকা মোক্ষদাঃ প্রোক্তা রাজসাঃ স্বর্গদাঃ শুভাঃ।
তথৈব তামসা দেবি নিরয়প্রাপ্তিহেতবঃ। ৮৫
বাসিষ্ঠং চৈব হারীতং ব্যাসং পারাশরং তথা।
ভারদ্বাজং কাশ্যপঞ্চ সাত্ত্বিকা মুক্তিদাঃ শুভাঃ। ৮৭
যাজ্ঞবল্ক্যং তথাত্রেয়ং তৈত্তিরং দাক্ষমেব চ।
কাত্যায়নং বৈষ্ণবঞ্চ রাজসাঃ স্বর্গদাঃ শুভাঃ॥ ৮৮
গৌতমং বার্হস্পত্যঞ্চ সাম্বর্ত্তঞ্চ যমং স্মৃতম্।
শাঙ্খং চৌশনসং দেবী তামসা নিরয়প্রদাঃ। ৮৯
কিমত্র বহুনোক্তেন পুরাণেষু স্মৃতিষ্বপি।
তামসা নরকায়ৈব বর্জয়েত্তান্ বিচক্ষণঃ॥" ৯০

(পদ্মপু' উত্তর' ২৬৩ অঃ)

ক্রিয়াযোগসার পদ্মপুরাণের পরিশিষ্টস্বরূপ। ইহাতে বৈষ্ণবদিগের ক্রিয়াকাণ্ড ও চিহ্নাদি ধারণের কথা বর্ণিত হইয়াছে। অধ্যাপক উইলসনের বিশ্বাস এখানি খৃষ্টীয় ১৫শ বা ১৬শ শতাব্দীতে কোন বাঙ্গালী কর্ত্তৃক বিরচিত; কিন্তু যখন ঐ সময়ের চৈতন্যভক্ত অনেক বৈষ্ণব-গ্রন্থকার এই ক্রিয়াযোগসার হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তখন এই গ্রন্থ তাহার বহুপূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এখনকার কোন পদ্মপুরাণে ৫৫০০০ শ্লোক পাওয়া যায় না, বোম্বাই অঞ্চলে মুদ্রিত পদ্মপুরাণে ৪৮৪৫২ শ্লোক দৃষ্ট হয়, তবে ইহার সহিত স্বর্গখণ্ড ও ক্রিয়াযোগসারের শ্লোকসমূহ একত্র গণনা করিলে ৫৫০০০ হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, আদি পদ্মপুরাণের অধিকাংশ শ্লোকলুপ্ত এবং তাহাতে অনেকানেক অভিনব শ্লোক সংযোজিত হইয়াছে। স্কন্দপুরাণের শিবরহস্যখণ্ড হইতে জানা যায় যে, এক সময়ে পূর্ব্বতন পদ্মপুরাণ ব্রহ্মার মাহাত্ম্যসূচক অর্থাৎ ব্রাহ্মগ্রন্থ বলিয়া গণ্য ছিল, কিন্তু এখন ব্রহ্মার মাহাত্ম্য লোপ হইয়া গোঁড়া বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

নিম্নলিখিত ক্ষুদ্র পুথিগুলি পদ্মপুরাণের অন্তর্গত বলিয়া লিখিত ;—

অষ্টমূর্ত্তিপর্ব্ব, অযোধ্যামাহাত্ম্য, উৎপলারণ্যমাহাত্ম্য, কদলীপুরমাহাত্ম্য, কমলালয়মাহাত্ম্য, কপিলগীতা, করবীরমাহাত্ম্য, কর্ম্মগীতা, কল্যাণকাণ্ড, কায়স্থোৎপত্তি ও কায়স্থস্থিতিনিরূপণ, কালঞ্জরমাহাত্ম্য, কালিন্দীমাহাত্ম্য, কাশীমাহাত্ম্য, কৃষ্ণনক্ষত্রমাহাত্ম্য, কেদারকল্প, গণপতিসহস্রনাম, গৌতমীমাহাত্ম্য, চিত্রগুপ্তকথা, জগন্নাথমাহাত্ম্য, তপ্তমুদ্রাধারণমাহাত্ম্য, তীর্থমাহাত্ম্য, ত্র্যম্বকমাহাত্ম্য, দেবিকামাহাত্ম্য, ধর্ম্মারণ্যমাহাত্ম্য, ধ্যানযোগসার, পঞ্চবটীমাহাত্ম্য, পুষ্করখণ্ডোক্ত পায়িণীমাহাত্ম্য, প্রয়াগমাহাত্ম্য, ফাল্গুনীকৃষ্ণবিজয়ামাহাত্ম্য, ভক্তবৎসলমাহাত্ম্য, ভস্মমাহাত্ম্য, ভাগবতমাহাত্ম্য, ভীমামাহাত্ম্য, ভূতেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্য, মলমাসমাহাত্ম্য, মল্লারিসহস্রনামস্তোত্র, যমুনামাহাত্ম্য, রাজরাজেশ্বরযোগকথা, রামসহস্রনামস্তোত্র, রুক্মাঙ্গদকথা, রুদ্রহৃদয়, রেণুকাসহস্রনাম, বিকৃতজননশান্তিবিধান, বিভূতিমাহাত্ম্য, বিষ্ণুসহস্রনাম, বৃন্দাবনমাহাত্ম্য, বেঙ্কটস্তোত্র, বেদান্তসার শিবসহস্রনাম, বেণোপাখ্যান, বৈতরিণীব্রতোদযাপনবিধি, বৈদ্যনাথমাহাত্ম্য, বৈশাখমাহাত্ম্য, শতাশ্ববিজয়, শিবগীতা, শিবালয়মাহাত্ম্য, শিবসহস্রনামস্তোত্র, শীতলাস্তোত্র, শোণীপুরমাহাত্ম্য, শ্বেতগিরিমাহাত্ম্য, সঙ্কটানামাষ্টক, সত্যোপাখ্যান, সরস্বত্যষ্টক, সিন্দুরাগিরিমাহাত্ম্য, সুদর্শনমাহাত্ম্য, হনুমৎকবচ, হরিশ্চন্দ্রোপাখ্যান, হরিতালিকাব্রতকথা, হর্ষেশ্বরমাহাত্ম্য, হোলিকামাহাত্ম্য ইত্যাদি।

৩য় বিষ্ণুপুরাণ।

প্রচলিত বিষ্ণুপুরাণে এইরূপ বিষয়ানুক্রম দৃষ্ট হয় :—

প্রথমাংশে—১ মঙ্গলাচরণ, পরাশরের প্রতি মৈত্রেয়ের প্রশ্নজিজ্ঞাসা, তৎপ্রতি পরাশরের উত্তরবাক্য, ২ বিষ্ণুস্তুতি, সৃষ্টিপ্রক্রিয়া, ৩ ব্রহ্মার সর্গাদি কর্তৃত্বশক্তির বিবরণ, ব্রহ্মার আয়ুকথন, কল্পান্তে সর্গবর্ণন, ৫ দেবদানবাদি সৃষ্টিকথন, স্থাবরাদি সৃষ্টিকথা, ৬ ব্রাহ্মণাদি সৃষ্টিকথা, ক্রিয়াবান্ ব্রাহ্মণাদি বর্ণের স্থাননিরূপণ, ৭ মানসপ্রজাসৃষ্টিবর্ণন, রুদ্রসৃষ্টিকথন, মনুসৃষ্টিকথন, চতুর্ব্বিধ প্রলয়বৃত্তান্ত, ৮ লক্ষ্মী হইতে ভৃগুর উৎপত্তিকীর্ত্তন, ৯ ইন্দ্রের প্রতি দুর্ব্বাসার শাপকথা, ত্রৈলোক্যের শ্রীহীনত্বহেতু যজ্ঞাদির বিঘ্ন দেখিয়া দেবতাগণের ব্রহ্মাসমীপে গমন, বিষ্ণুস্তুতি, সমুদ্রমন্থন, শ্রীর সমুত্থান, ইন্দ্রের লক্ষ্মীস্তুতি, ১০ ভৃগুবংশ হইতে অপরাপর বংশের উৎপত্তিকথন, ১১ ধ্রুবোপাখ্যান, ১২ ধ্রুবের মধু নামক যমুনাতটে গমন, ধ্রুবের উৎকট তপস্যায় ত্রাসিত দেবগণের ভগবৎসমীপে গমন, ধ্রুবের ভগবদ্বরপ্রাপ্তি, ১৩ ধ্রুববংশ-কথন, বেণনামক রাজার উপাখ্যান, পৃথুচরিত্রকথন, ১৪ প্রচেতা কর্ত্তৃক সমুদ্রজলে তপশ্চর্য্যা, ১৫ প্রচেতার তপস্যায় প্রজাক্ষয়, কণ্ডু মুনির চরিত, মৈথুনধর্ম্মসাহায্যে দক্ষের প্রজাসৃষ্টি, ১৬ মৈত্রেয়ের প্রহ্লাদবিষয়ক প্রশ্ন, ১৭ প্রহ্লাদচরিত্রকথা, ১৮ প্রহ্লাদবধে হিরণ্যকশিপু কর্ত্তৃক সূদাদির নিয়োগ, ১৯ প্রহ্লাদের প্রতি হিরণ্যকশিপুর বাক্য, প্রহ্লাদের বিষ্ণুস্তুতি, ২০ প্রহ্লাদস্তবে পরিতুষ্ট ভগবানের প্রহ্লাদকে স্বরূপদর্শনদান, হিরণ্যকশিপুবধ, ২১ প্রহ্লাদের বংশ আখ্যা, ২২ বিষ্ণুর বিভূতিবর্ণন, পরমাত্মার চতুঃপ্রকারত্ব-কথন।

২য় অংশে—১ প্রিয়ব্রতের দশপুত্রের মধ্যে তিনের যোগপরত্ব কীর্ত্তন, অপরের সপ্তদ্বীপাধিপতিত্বকথন, জম্বুদ্বীপপতি অগ্নীধ্রের শালগ্রামক্ষেত্রে গমন, ভরতবংশবিস্তার, ২ ভূমণ্ডলবর্ণন, ৩ ভারতবর্ষ-নিরূপণ, ৪ প্লক্ষদ্বীপ-বর্ণন, শাল্মলীদ্বীপবর্ণন, কুশদ্বীপকথন, ক্রৌঞ্চদ্বীপকথন, শাকদ্বীপবিবরণ, পুষ্করদ্বীপকথন, লোকালোকপর্ব্বতবৃত্তান্ত, ৫ সপ্তপাতালকথন, অনন্তগুণবর্ণন, ৬ নরকবর্ণন, হরিনামস্মরণে সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্ত ও পাপক্ষয়কথা, ৭ সূর্য্যাদি গ্রহের সংস্থানকথন, ভূর্লোক ও ভুবর্লোকাদির সংস্থানবর্ণন, ৮ সূর্য্যরথ সংস্থান, সূর্য্যের উদয়াস্তকথন, ভানুর রাশিভেদ কথন, কালগণনা ও গঙ্গার উৎপত্তিবর্ণন, ৯ বৃষ্টির কারণনির্দ্দেশ, ১০ সূর্য্যরথাধিষ্ঠাতৃগণের বিবরণ, ১১ সূর্য্যরথে ত্রয়ীময়ী বিষ্ণুশক্তির অবস্থান কথন, ১২ চন্দ্ররথবর্ণন, চন্দ্রের হ্রাস ও বৃদ্ধিকথন, বুধাদি গ্রহের রথবর্ণনা, প্রবহ বায়ুকথন, বিষ্ণুমহিমা, ১৩ জড়ভরতোপাখ্যান, সৌবীরের প্রতি ভরতের তত্ত্বজ্ঞানোপদেশারম্ভ, ১৪ ভরতের প্রতি সৌবীরের আত্মবিষয়কপ্রশ্নজিজ্ঞাসা, ভরতের উত্তরপ্রদান, ১৫ ঋভু-নিদাঘসংবাদ, ১৬ ঋভুসমীপে নিদাঘের পুনর্গমন, আত্মতত্ত্ববিষয়ক উপদেশ।

৩য় অংশে—১ মন্বন্তরকথাশ্রবণে মৈত্রেয়ের প্রশ্ন, অতীত ছয় মনুর নামকথন, স্বারোচিষাদি মন্বন্তরকথন, ২ ভবিষ্যমন্বন্তরবিষয়িণী জিজ্ঞাসা, সূর্য্যপত্নী ছায়ার বিবরণ, সাবর্ণি মন্বন্তরকথন, কল্পপরিমাণ, ৩ বেদব্যাসের অষ্টাবিংশতি নামকথন, কৃষ্ণদ্বৈপায়নমাহাত্ম্য, নিরুক্তিকথন, ৫ যজুর্ব্বেদশাখাবিভাগ, যাজ্ঞবল্ক্যকৃত সূর্য্যস্তোত্র ; ৬ সামবেদের শাখাবিভাগ, অথর্ব্ববেদের শাখাবিভাগ, অষ্টাদশপুরাণ-কথন, পুরাণলক্ষণ, চতুর্দ্দশ বিদ্যা, অষ্টাদশবিদ্যা, ঋষিত্রয়কথন, ৭ যমগীতা, ৮ বিষ্ণু আরাধনপ্রশ্ন, বিষ্ণুপূজার ফলশ্রুতি, ব্রাহ্মণাদিবর্ণের ধর্ম্মকথন, ৯ ব্রহ্মচর্য্যাকথন, গার্হস্থ্যধর্ম্মকথন, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষাশ্রমবর্ণন, ১০ জাতকর্ম্মাদি কথন, বিবাহযোগ্যা কন্যার লক্ষণ, ১১ গৃহস্থের সদাচারকথন, মূত্রপুরীষোৎসর্গবিধি, ধনোপার্জ্জনবিধি, স্নানবিধি, ১২ গৃহস্থের বিবিধাচারকথন, ১৩ জাতকর্ম্মাদিকথন, প্রেতদাহবিধি, অশৌচপ্রকরণ, একোদ্দিষ্টবিধি, সপিণ্ডকরণবিধি, ১৪ শ্রাদ্ধফলশ্রুতি, বিশেষ শ্রাদ্ধকালকথন, পিতৃগীতা, ১৫ শ্রাদ্ধভোজীব্রাহ্মণগণের লক্ষণ, শ্রাদ্ধান্তে নিষিদ্ধ কর্ম্মকথন, মাতামহশ্রাদ্ধবিধি, শ্রাদ্ধপ্রকরণ, পিতৃপিণ্ডদান-নিয়ম, যোগীপ্রশংসা, ১৬ শ্রাদ্ধে মধুমাংসাদি দানফল, বৃষাদির শ্রাদ্ধদর্শনে দোষকথন, ১৭ নগ্নলক্ষণ, ভীষ্মবসিষ্ঠসংবাদ, দেবগণের বিষ্ণুস্তুতি, মায়ামোহোৎপত্তি, ১৮ অসুরদিগের প্রতি মায়ামোহের উপদেশ কথা, আর্হৎদর্শনোৎপত্তিকথন, বৌদ্ধধর্ম্মোৎপত্তিকথন, নগ্নসম্পর্কদোষকথন, শতধনুনামক রাজোপাখ্যান।

৪র্থ অংশে—১ বংশবিস্তার, প্রশ্নজিজ্ঞাসা, মনুবংশস্মরণ ও শ্রবণ ফল, ব্রহ্মার উৎপত্তি, দক্ষাদির উৎপত্তি, বুধের ঔরসে ইলার গর্ভে পুরূরবার জন্মকথন, রেবতের বংশে রেবতীর উৎপত্তিকথা, রেবতীর সহিত বলদেবের বিবাহ, ২ ইক্ষ্বাকুর জন্ম, ককুৎস্থবংশবিস্তারকথন, যুবনাশ্বোপাখ্যান, সৌভরির উপাখ্যান, ৩ সৌভরির বনগমন, সৌভরিচরিত্রশ্রবণে ফলকথন, সর্পবিনাশমন্ত্র, অনরণ্যের বংশবিস্তার, ত্রিশঙ্কুবংশে সগরোৎপত্তিকথা, ৪ সগরবংশধরগণের জন্মবিবরণ, সগরের অশ্বমেধযজ্ঞকথা, সগরপুত্রগণের মরণবৃত্তান্ত, ভগীরথের গঙ্গানয়ন, রামাদির জন্মকথন, ৫ নিমির যজ্ঞানুষ্ঠান, নিমি ও বসিষ্ঠের পরস্পরশাপে দেহত্যাগ, মিত্রাবরুণের প্রভাবে পুনরায় বসিষ্ঠের জন্ম, সীতার উৎপত্তি, কুশধ্বজবংশাখ্যান, ৬ চন্দ্রবংশকথা, চন্দ্রের গুরুপত্নীহরণবৃত্তান্ত, তারার গর্ভ, বুধের উৎপত্তি, যজ্ঞে অগ্নিত্রয়ের উৎপত্তি, ৭ পুরূরবার বংশকীর্ত্তন, জহ্নু কর্ত্তৃক গঙ্গাপান, জহ্নুর বংশবিবরণ, জমদগ্নিবিশ্বামিত্র প্রভৃতির জন্মকথন, ৮ আয়ুবংশ-কথন, ধন্বন্তরির জন্ম ও তদ্বংশবিস্তার কথন, ৯ ইন্দ্রসাহায্যার্থ রজের দৈত্যসহ যুদ্ধ, ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশাবলীকথন, ১০ নহুষবংশানুচরিত, যযাতির উপাখ্যান, ১১ যদুর বংশ, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের জন্ম, ১২ ক্রোষ্টুর বংশ, ১৩ সমন্তোপাখ্যান, কৃষ্ণের সহিত জাম্ববতীর বিবাহ, কৃষ্ণ কর্ত্তৃক সত্যভামার পাণিগ্রহণ, গান্দিনীর উপাখ্যান, ১৪ শিনির বংশাবলী কীর্ত্তন, অন্ধকবংশবিস্তার, শ্রুতশ্রবার বংশকথন, শিশুপালোৎপত্তি, ১৫ শিশুপালের মুক্তিকারণকথন, বসুদেবপত্নীগণের নামকীর্ত্তন, শ্রীকৃষ্ণজন্মকথা, যদুবংশীয়গণের সংখ্যানিরূপণ, ১৬ তুর্ব্বসুর বংশ, ১৭ দ্রুহ্যের বংশবিবরণ, ১৮ অনুর বংশকথন, কর্ণোৎপত্তি, ১৯ জনমেজয়ের বংশকথন, ভরতের জন্মবৃত্তান্ত, বৃহদিষুর জন্ম, কৃপীকৃপের উৎপত্তি, জরাসন্ধের উৎপত্তি, ২০ জহ্নুর বংশ, পাণ্ডুবংশাখ্যান, ২১ ভবিষ্যভূপালগণের বংশাখ্যান, পরীক্ষিদ্বংশকথন, ২২ ইক্ষ্বাকুবংশীয় ভবিষ্যভূপালগণের আখ্যান, ২৩ বৃহদ্রথবংশীয় ভবিষ্যভূপালগণ, ২৪ প্রদ্যোতবংশীয় ভবিষ্যভূপালবিবরণ, নন্দ (মৌর্য্য) বংশের ইতিহাস, ভবিষ্যকালের বিবিধরাজবংশের বিবরণ, কালপ্রভাবে রাজগণের চরিত্রান্তরহেতুনির্ণয়, কৃতযুগারম্ভসময়, কলির প্রাদুর্ভাব-কালনির্ণয়।

৫ম অংশে—১ বসুদেব কর্ত্তৃক দেবকীর পাণিগ্রহণ, কংসভারে নিপীড়িত পৃথিবীর দেবসমীপে গমন, ব্রহ্মাকৃত বিষ্ণুস্তোত্র, বিষ্ণুর কংসবধে অঙ্গীকার, ২ যশোদাগর্ভে যোগনিদ্রার জন্ম, দেবকীগর্ভে ভগবানের প্রবেশ, দেবগণকৃত দেবকীস্তুতি, ৩ শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা, বসুদেবের গোকুলগমন, কংসপ্রতি শূন্যমার্গপ্রস্থায়ী মহামায়ার উপদেশবাক্য, ৪ আত্মরক্ষার্থ কংসের উপায়চিন্তন, দেবকী বসুদেবের বন্ধনমোচন, ৫ পূতনাবধ, ৬ বালকরূপী কৃষ্ণ কর্ত্তৃক শকটপরিবর্ত্তন, কৃষ্ণবলরামের নামকরণ, ৭ কালিয়দমন, ৮ ধেনুকবধ, ৯ প্রলম্বাসুরবধোপাখ্যান, ১০ শক্রোৎসববর্ণন, কৃষ্ণাদেশে গিরিপূজা, ১১ ইন্দ্রের কোপ, মহাবৃষ্টিকথন, গোবর্দ্ধনধারণ, ১২ শ্রীকৃষ্ণসমীপে দেবরাজের আগমন, অর্জ্জুনরক্ষার্থ দেবরাজের উপদেশ, ১৩ রাসবর্ণন, গোপীগণের সঙ্গীতাদিকথন, ১৪ অরিষ্টবধ, ১৫ কংসসকাশে নারদের কৃষ্ণগুণকীর্ত্তন, ১৬ কেশীবধ, ১৭ অক্রূরের বৃন্দাবনগমন, ১৮ শ্রীকৃষ্ণাক্রূরসংবাদ, শ্রীকৃষ্ণের মথুরাযাত্রা, পথিমধ্যে যমুনাজলে অক্রূরের রামকৃষ্ণমূর্ত্তিদর্শন, শ্রীকৃষ্ণস্তোত্র, ১৯ রাম কৃষ্ণের মথুরাপ্রবেশ, রজকবধ, মালাকারগৃহে গমন, ২০ কুব্জার নিকট হইতে চন্দনাদি অনুলেপগ্রহণ, ধনুঃশালাপ্রবেশ, রঙ্গভূমে প্রবেশ ও কংসবধ, ২১ কংসপত্নীগণের বিলাপ, উগ্রসেনাভিষেক, ইন্দ্রের নিকট হইতে সুধর্ম্মপ্রার্থনা, ২২ জরাসন্ধপরাভব, ২৩ কালযবনের উৎপত্তি, কালযবনের মথুরাগমন, কাল যবনবধ, ২৪ বলদেবের বৃন্দাবনে আগমন, ২৫ বলদেবের

বারুণীপ্রাপ্তি, যমুনাকর্ষণ, রেবতীপরিণয়, ২৬ রুক্মিণীহরণ, প্রদ্যুম্নোৎপত্তি, ২৭ প্রদ্যুম্নহরণ, মৎস্যজঠরে মায়াবতীর প্রদ্যুম্নপ্রাপ্তি, শম্বরবধ, ২৮ রুক্মিবধ, ২৯ দেবরাজের দ্বারকাগমন, শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শসহস্রকন্যাপ্রাপ্তি, ৩০ কৃষ্ণের স্বর্গগমন, পারিজাতহরণ, ইন্দ্রাদির সহিত শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ, দেবগণের পরাজয়, ৩১ দেবরাজের ক্ষমাপ্রার্থনা, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় প্রত্যাগমন, ৩২ কৃষ্ণমহিষীগণের সন্তানোৎপত্তি, বাণযুদ্ধবিবরণ, উষার স্বপ্নদর্শন, ৩৩ অনিরুদ্ধহরণ, বাণপুরী অবরোধ, শিবকৃষ্ণের যুদ্ধ, বাণের বাহুচ্ছেদ, ৩৪ পৌণ্ড্রক-কাশিরাজ বধ, বারাণসী দাহন, ৩৫ শাম্ববন্ধন, বলদেবের হস্তিনাপুরগমন, বলদেবের কোপশান্তি, ৩৬ দ্বিবিদের দৌরাত্ম্য, দ্বিবিদবধ, ৩৭ মুষলোৎপত্তিকথন, যদুবংশীয়গণের প্রভাসতীর্থে গমন, যদুকুলক্ষয়কথন, শ্রীকৃষ্ণের কলেবরত্যাগ, ৩৮ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক যাদবগণের সৎকারকথন, কলির আগমনবৃত্তান্ত, আভীরাক্রমণ, অর্জ্জুনের প্রতি ব্যাসের উপদেশ, পরীক্ষিতের অভিষেক।

৬ষ্ঠ অংশে—১ কলির স্বরূপবর্ণন, কলিধর্ম্মকথন, ২ অল্প ধর্ম্মে অধিক ফললাভ, ৩ কল্পকথন, ব্রহ্মার দিননির্ণয়, ৪ প্রলয়ে ব্রহ্মার অবস্থান, প্রাকৃতপ্রলয়, ৫ ত্রিবিধ দুঃখকথন, গর্ভজন্মাদি দুঃখকথন, নরকযন্ত্রণা, দুঃখধ্বংসকরীমুক্তি, ব্রহ্মদ্বয়নিরূপণ, ৬ স্বাধ্যায়যোগকথন, যোগনিরূপণ, কেশিধ্বজোপাখ্যান, ধর্ম্মধেনুবিনাশ, প্রায়শ্চিত্তপরিজ্ঞানার্থ খাণ্ডিক্যাভিগমন, মন্ত্রিগণ সঙ্গে খাণ্ডিক্যের মন্ত্রণা, ৭ কেশিধ্বজের আত্মজ্ঞানকথনারম্ভ, দেহাত্মবাদিগণের নিন্দা, যোগবিষয়ক প্রশ্ন, ত্রিবিধভাবনা, ব্রহ্মজ্ঞানকথন, নিরাকারধারণা, সাকার ধারণা, কেশীধ্বজের গৃহাগমন, খাণ্ডক্য ও কেশিধ্বজের মুক্তিলাভ, ৮ সর্ব্বশাস্ত্রাপেক্ষা বিষ্ণুপুরাণের শ্রেষ্ঠত্ব, পরাশর সমীপে মৈত্রেয়ের প্রশ্ন, কথিতবিষয়ের সংক্ষেপকথন, বিষ্ণুনামস্মরণমাহাত্ম্য, বিষ্ণুপুরাণবিষয়ক ফলশ্রুতি, বিষ্ণুমাহাত্ম্যকীর্ত্তন।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে*—শতানীক-জনমেজয় সংবাদে শ্রীকৃষ্ণারাধনোপযোগী ক্রিয়াযোগকথন, ভগবন্মাহাত্ম্যকীর্ত্তন, ইন্দ্ররূপধারী উপেন্দ্রের সহিত তপশ্চারী অম্বরীষসংবাদ-কথনপ্রসঙ্গে ভক্তিযোগমাহাত্ম্যকীর্ত্তন, ভক্তিযোগের ক্রিয়াযোগাশ্রিতত্বকথন, শুক্রপ্রহ্লাদসংবাদে ভক্তিযোগবর্ণন, উপবাসলক্ষণ, উপবাসে ভগবৎ প্রীত্যাধায়কত্বকথন, তৎপ্রসঙ্গে সুগতিদ্বাদশীব্রতবিধানকীর্ত্তন, যাম্যক্লেশবিমুক্তিকারণকথন, একভক্তব্রতবিধিকথা, দ্বাদশমাসিক কৃষ্ণাষ্টমীব্রতবিধি, চাতুর্ম্মাস্যব্রতবিধি, কুলাপ্তিদ্বাদশীব্রতবিধিকথন, বিজয়দ্বাদশীব্রতবিধি, জয়ন্ত্যাষ্টমীব্রতবিধান, অজিতৈকাদশীব্রতবিধান, ঘৃতধারা বিষ্ণুস্নপনবিধি, বিষ্ণুব্রতবিধি, সম্প্রাপ্তিদ্বাদশীব্রবিধি ও গোবিন্দদ্বাদশীব্রতবিধি, অখণ্ডদ্বাদশীব্রতবিধি, পাপনাশিনীদ্বাদশী, পদদ্বয়ব্রতবিধি, মনোরথদ্বাদশীব্রতকথা, অশোকপৌর্ণমাসীব্রতবিধান, সুকলত্রপ্রাপ্তিব্রতবিধান, পতিব্রতাধর্ম্মাদিকথন, স্ত্রীধর্ম্মব্রতকথন, নরকবর্ণন, পাপবিশেষে নরকবিশেষের কথা, নরকদ্বাদশীব্রতকথন, পাষণ্ডগণের স্বরূপবর্ণন, তাহাদিগের সহিত আলাপে প্রায়শ্চিত্তবিধান, মাসর্ক্ষপূজাবিধি, সান্তরায়ণের উপাখ্যান, সর্ব্ববাধাপ্রশমনবিধি, নক্ষত্রপুরুষব্রতবিধান, অনন্তব্রতবিধি, দেবগৃহলেপনবিধি, দেবগৃহে দীপদানবিধিকথন, দেবাদিস্তুতিপ্রশংসাকথন, তিলদ্বাদশীব্রতবিধান, অর্জ্জুনভগবৎসংবাদে স্তোত্রমাহাত্ম্যকথন ও স্থানবিশেষে পঞ্চান্নটী বিষ্ণুনামের প্রাধান্য ও মাহাত্ম্যকথন, বীরভদ্রগীতোক্ত সুব্রতদ্বাদশী ব্রতকথা, অশ্বিপুরূরবা প্রভৃতির মঙ্গলস্তোত্রকথন, ব্রহ্মাখ্যানক কীর্ত্তন, অশূন্যশয়নদ্বিতীয়াব্রত, সংসারহেতু মুক্ত্যাখ্যানকথন, শ্রীকৃষ্ণযুধিষ্ঠিরসংবাদে যাম্যপথাখ্যানকীর্ত্তন, গোদানমাহাত্ম্যাদি কথন, দানমৌনব্রতচর্য্যাদি নিয়মফলকথন, দ্রব্যদানবিশেষে বিশেষ ফলকীর্ত্তন, বৃথাদান নিরূপণ, বিপ্রের অবমাননা ও পূজাফল, বিপ্রমাহাত্ম্যকীর্ত্তন, দানপ্রশংসা, তপঃপ্রশংসা, সত্যপ্রশংসা, উপবাসপ্রশংসা, একভক্ত্যাদি প্রশংসা, ব্রাহ্মণাদি বর্ণান্তরপ্রাপ্তিকারণবর্ণন, সুবর্ণদানমাহাত্ম্যকীর্ত্তন, বিশেষরূপে গোদানমাহাত্ম্যকথন, ভূমিদানমাহাত্ম্যকীর্ত্তন, সংগ্রামমাহাত্ম্যবর্ণন, মাংসভক্ষণত্যাগমাহাত্ম্যকীর্ত্তন, দণ্ডনীতিকথন, হরিভক্তিমাহাত্ম্যকথন, যুধিষ্ঠির-চণ্ডালপ্রশ্নসংবাদ, জনকগীতাকথন, অম্বরহস্যকথন, গজেন্দ্রমোক্ষবিবরণ, অনুস্মৃতিকীর্ত্তন, বিপ্রপঞ্জরকথন, সারস্বতস্তব, বিষ্ণ্বষ্টক কথন, ব্রহ্মসুরসংবাদ কথন, ভক্তিমাহাত্ম্যাদি বর্ণন, বিষ্ণুশ্রীসংবাদ, স্বধর্ম্মাচরণপ্রশংসা, অদিতিস্তবকথন, বামনস্তবকথন, বলিবন্ধনবিবরণ, চক্রস্তবকীর্ত্তন, উৎক্রান্তিস্মরণকথন, বৈবস্বতগাথাকীর্ত্তন, পুষ্পাদিবিভাগ-কথন, মান্ধাতার রাজ্যপ্রাপ্তিহেতুকথন, ত্রিবিক্রমব্রতকথা, পদত্রয়-ব্রতকথন, গোদানবিধি, তিলধেনুদানবিধি, ঘৃতধেনুকল্পবিধি, জলধেনুদানবিধি, কথনপ্রসঙ্গে পুঙ্গবগাথাকীর্ত্তন, শুদ্ধিব্রতকথন, দেবকীব্রত, কথন, প্রহ্লাদবলিসংবাদ, পাপপ্রশমনস্তবকীর্ত্তন, অন্তবিধ পাপপ্রশমনস্তব-কথন, ক্ষত্রবন্ধ্বুপাখ্যানে কারুণ্যস্তবকথন, পরমপদাখ্যানকথন, ব্রহ্মাদ্বৈতরূপাদি কীর্ত্তন, পাপক্ষয়োপায় কথন, যোগস্বরূপাদি কথন, যমনিয়মাদিসমাধ্যান-নিরূপণ, বর্ণাশ্রমধর্ম্মকথন, নরনারায়ণাখ্যান-প্রসঙ্গে ঊর্ব্বশীর সম্ভবাদি কথন, বিশ্বরূপদর্শনপ্রসঙ্গ, চতুর্যুগাবস্থাকথন, বিস্তারপূর্ব্বক

* অধ্যায়ের সংখ্যা পাওয়া গেল না।

কলিধর্ম্মকথা, তৎপ্রসঙ্গে নরগণের চরিত্রবর্ণন, শাস্ত্রমাহাত্ম্য-কীর্ত্তন, অনুক্রমণিকাকথন।

এখন দেখা যাউক, বিষ্ণুপুরাণের লক্ষণ অপর পুরাণে কিরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে? মৎস্যপুরাণের মতে বরাহকল্পবৃত্তান্ত আরম্ভ করিয়া পরাশর যাহাতে অখিল ধর্ম্মকথা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই বৈষ্ণব। পণ্ডিতেরা ইহার শ্লোক-সংখ্যা ২৩০০০ বলিয়া জানেন।(১) নারদপুরাণে এইরূপ অনুক্রম আছে—

"শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি পুরাণং বৈষ্ণবং মহৎ।
ত্রয়োবিংশতিসাহস্রং সর্ব্বপাতকনাশনম্॥
যত্রাদিভাগে নির্দ্দিষ্টাঃ ষড়ংশাঃ শক্ত্রজেন হ।
মৈত্রেয়ায়াদিমে তত্র পুরাণস্যাবতারিকাঃ॥
প্রথমাংশে—আদিকারণসর্গশ্চ দেবাদীনাঞ্চ সম্ভবঃ।
সমুদ্রমথনাখ্যানং দক্ষাদীনাং ততোঽন্বয়াঃ॥
ধ্রুবস্য চরিতং চৈব পৃথোশ্চরিতমেব চ।
প্রচেতসং তথাখ্যানং প্রহ্লাদস্য কথানকম্॥
পৃথগ্‌রাজ্যাধিকারাখ্যো প্রথমো ঽংশ ইতীরিতঃ॥
দ্বিতীয়াংশে—প্রিয়ব্রতাৎন্বয়াখ্যানং দ্বীপবর্ষনিরূপণম্।
পাতালনরকাখ্যানং সপ্তস্বর্গনিরূপণং॥
সূর্য্যাদিচারকথনং পৃথগ্‌লক্ষণসংযুতম্।
চরিতং ভরতস্যাথ মুক্তিমার্গনিদর্শনম্॥
নিদাঘঋভুসংবাদো দ্বিতীয়োঽংশ উদাহৃতঃ॥
তৃতীয়াংশে—মন্বন্তরসমাখ্যানং বেদব্যাসাবতারকম্।
নরকোদ্ধারকং কর্ম্ম গদিতঞ্চ ততঃ পরম্॥
সগরসৌর্ব্বসংবাদে সর্ব্বধর্ম্মনিরূপণম্।
শ্রাদ্ধকল্পং তথোদ্দিষ্টং বর্ণাশ্রমনিবন্ধনে॥
সদাচারশ্চ কথিতো মায়ামোহকথা ততঃ।
তৃতীয়োঽংশোঽয়মুদিতঃ সর্ব্বপাপপ্রণাশনঃ॥
চতুর্থাংশে—সূর্য্যবংশকথা পুণ্যা সোমবংশানুকীর্ত্তনম্।
চতুর্থেঽংশে মুনিশ্রেষ্ঠঃ নানারাজকথাচিতম্॥
পঞ্চমাংশে—কৃষ্ণাবতারসংপ্রশ্নো গোকুলীয়কথা ততঃ।
পূতনাদিবধো বাল্যে কৌমারেঽঘাদিহিংসনম্॥
কৈশোরে কংসহননং মাথুরং চরিতং তথা।
ততস্তু যৌবনে প্রোক্তা লীলাদ্বারবতীভবা॥
সর্ব্বদৈত্যবধো যত্র বিবাহাশ্চ পৃথগ্বিধাঃ।
যত্র স্থিত্বা জগন্নাথঃ কৃষ্ণযোগেশ্বরেশ্বরঃ॥
ভূভারহরণং চক্রে পরস্বহননাদিভিঃ।
অষ্টাবক্রীয়মাখ্যানং পঞ্চমোঽংশ ইতীরিতঃ॥
ষষ্ঠাংশে—কলিজং চরিতং প্রোক্তং চাতুর্বিধ্যং লয়স্য চ।
ব্রহ্মজ্ঞানসমুদ্দেশঃ খাণ্ডিক্যস্য নিরূপিতঃ॥
কেশিধ্বজেন চেত্যেষ ষষ্ঠেঽংশে পরিকীর্ত্তিতঃ॥
উত্তরভাগে—অতঃপরন্তু সূতেন শৌনকাদিভিরাদরাৎ।
পৃষ্টেন চোদিতাঃ শশ্বদ্বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাহ্বয়াঃ॥
নানাধর্ম্মকথাঃ পুণ্যা ব্রতানি নিয়মাঃ যমাঃ।
ধর্ম্মশাস্ত্রং চার্থশাস্ত্রং বেদান্তং জ্যোতিষং তথা॥
বংশাখ্যানপ্রকরণাৎ স্তোত্রাণি মনবস্তথা।
নানাবিদ্যাশ্রয়াঃ প্রোক্তাঃ সর্ব্বলোকোপকারকাঃ॥
এতদ্বিষ্ণুপুরাণং বৈ সর্ব্বশাস্ত্রার্থসংগ্রহং॥"

হে বৎস! শ্রবণ কর, আমি তোমার নিকট এই সর্ব্বপাপহর ত্রয়োবিংশতিসহস্র শ্লোকপূর্ণ বৈষ্ণব মহাপুরাণ কীর্ত্তন করিতেছি, যাহার আদিভাগে শক্ত্রনন্দন মৈত্রেয়ের নিকট পুরাকালে পুরাণের অবতারিকা ছয়টী অংশে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন।

আদি কারণ, সৃষ্টি, দেবাদির উৎপত্তি, সমুদ্রমথন ও দক্ষাদির বৃত্তান্ত, ধ্রুব ও পৃথুচরিত, প্রচেতার আখ্যান, প্রহ্লাদকথা এবং পৃথক্ পৃথক্ রাজ্যাধিকারবৃত্তান্ত এই সমুদায় প্রথমাংশে উক্ত হইয়াছে।

প্রিয়ব্রতাখ্যান, দ্বীপ ও বর্ষনিরূপণ, পাতাল ও নরকাখ্যান, সপ্তস্বর্গনিরূপণ, পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণযুক্ত সূর্য্যাদির চারকথন, ভরতচরিত, মুক্তিমার্গনিদর্শন এবং গ্রীষ্ম ঋতুর সংবাদ, দ্বিতীয়াংশে এই সকল উক্ত হইয়াছে।

মন্বন্তরাখ্যান, বেদব্যাসের অবতার, নরকোদ্ধারক কর্ম্ম, অতঃপর সগর ও ঔর্ব্বসংবাদে সর্ব্বধর্ম্মের নিরূপণ, বর্ণাশ্রমনিবন্ধনে শ্রাদ্ধকল্পনির্দ্দেশ, সদাচার এবং মায়ামোহকথা এই সমুদায় বৃত্তান্তসম্বলিত তৃতীয়াংশ উক্ত হইয়াছে, ইহা সর্ব্বপাপনাশক। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সূর্য্যবংশের পবিত্র কথা ও সোমবংশের অনুকীর্ত্তন নানাবিধ রাজগণের বৃত্তান্তও এই চতুর্থাংশে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রথমতঃ কৃষ্ণাবতারবিষয়ক প্রশ্ন, পরে গোকুলীয় কথা, বাল্যকালে পূতনা প্রভৃতির বধ, কৌমারে অঘাসুরাদির হত্যা, কৈশোরে কংসবিনাশ ও মাথুরচরিত, অতঃপর যৌবনে দ্বারকাপুরীকৃত লীলা, সর্ব্বদৈত্যবধ, পৃথক্ পৃথক্ প্রকার বিবাহ, দ্বারকাপুরীতে থাকিয়া কৃষ্ণকর্ত্তৃক শত্রুহননাদি দ্বারা ভূভারহরণ-কারণ এবং অষ্টাবক্রীয় আখ্যান প্রভৃতি পঞ্চম অংশে বিবৃত হইয়াছে।

কলিজাত চরিত, লয়ের চতুর্বিধ অবস্থা এবং কেশিধ্বজের সহিত খাণ্ডিক্যের ব্রহ্মজ্ঞান-সমুদ্দেশ ইত্যাদি ষষ্ঠাংশে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

অতঃপর সূতশৌনকাদি কর্ত্তৃক যত্নপূর্ব্বক জিজ্ঞাসিত হইয়া বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর নামক পরমপবিত্র নানাবিধ ধর্ম্মকথা, ব্রত, নিয়ম, যম, ধর্ম্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, বেদান্ত, জ্যোতিষ, বংশাখ্যান, স্তোত্র, মন্ত্র এবং সর্ব্বলোকোপকারক

(১) "বরাহকল্পবৃত্তান্তমধিকৃত্য পরাশরঃ।
যৎপ্রাহ ধর্ম্মানখিলাংস্তদুক্তং বৈষ্ণবং বিদুঃ॥
ত্রয়োবিংশতিসাহস্রং তৎপ্রমাণং বিদুর্ব্বুধাঃ।" (মৎস্য)

নানাবিধ বিদ্যা এই সমুদায় কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই বিষ্ণুপুরাণে সকল শাস্ত্রের সংগ্রহ আছে।

মৎস্যে বিষ্ণুপুরাণের যে লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, প্রচলিত বিষ্ণুপুরাণে তাহার অভাব নাই। বরাহকল্পপ্রসঙ্গের পরই (১।৩।২৫) প্রকৃত প্রস্তাবে এই পুরাণ আরম্ভ হইয়াছে।১

তৎপরে নারদপুরাণে যে বিষয়ানুক্রম প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাও যথাযথ বর্ণিত দেখা যায়। কিন্তু প্রধান গোল শ্লোক লইয়া, ২৩০০০ মধ্যে অধ্যাপক উইলসন যোটে ৭০০০ শ্লোক পাইয়াছেন। তিনি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকে বিষ্ণুপুরাণের উত্তরভাগ বলিয়া গণ্য করেন নাই। তাহাতেই বোধ হয়, এত কম শ্লোক পাইয়াছেন; কিন্তু উদ্ধৃত নারদপুরাণীয় বচন, এতদ্ভিন্ন অলবেরুণীর উক্তি পাঠ করিলে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকে বিষ্ণুপুরাণের উত্তরভাগ বলিয়া গ্রহণ করিতে আর কোন আপত্তি থাকে না। এখনকার বিষ্ণুপুরাণ ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর একত্র করিলে ১৬০০০ বেশী শ্লোক পাওয়া যায় না, ইহাতেও ন্যূনাধিক ৭০০০ শ্লোক কম পড়িতেছে। এত শ্লোক কোথায় গেল, তাহা নির্ণয় করা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। তবে এখনকার প্রচলিত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর সম্পূর্ণ গ্রন্থ বলিয়া বোধ হয় না। নারদপুরাণে যে লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহারও সকল লক্ষণ এখনকার বিষ্ণুধর্ম্মে পাওয়া যাইতেছে না। যে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের জ্যোতিষাংশ লইয়া ব্রহ্মগুপ্ত ব্রহ্মসিদ্ধান্ত রচনা করেন, নারদপুরাণে তাহার পরিচয় থাকিলেও এখনকার বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তাহার অধিকাংশই অভাব।২

অধ্যাপক উইলসন্ ও তাঁহার অনুবর্ত্তী ৺অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় বলেন, 'এই পুরাণে বৌদ্ধ ও জৈন-সম্প্রদায়ের নিন্দা আছে। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত না থাকিলে এরূপ বিদ্বেষ ভাবপ্রকাশ সম্ভবে না। বৌদ্ধেরা খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে বিদ্যমান ছিল। এরূপ স্থলে উহারই কিছু পূর্ব্বে বিষ্ণুপুরাণ সঙ্কলিত হওয়া সম্ভব।'

আদি বৈষ্ণবপুরাণ ধর্ম্মসূত্র রচনাকালে প্রচলিত ছিল তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু এখনকার প্রচলিত বিষ্ণুপুরাণে জৈন ও বৌদ্ধপ্রসঙ্গ থাকায় কোন ক্রমে উহাকে সেই ধর্ম্মসূত্রযুগের গ্রন্থ বলিয়া মনে করিতে পারি না। তবে অধ্যাপক উইলসনপ্রমুখ পণ্ডিতগণ বিষ্ণুপুরাণের যে কাল নিরূপণ করিয়াছেন, তাহাও ঠিক বলিতে পারি না। কারণ ৬২৮ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ আর্য্যজ্যোতির্ব্বিদ্ ব্রহ্মগুপ্ত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর অবলম্বনে ব্রহ্মসিদ্ধান্ত রচনা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ভবিষ্যরাজবংশ-বর্ণনাস্থলে গুপ্ত ও তৎসাময়িক রাজগণের প্রসঙ্গ থাকায় খৃষ্টীয় ষষ্ঠশতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী রচনা বলিয়া বোধ হয় না। আবার অধ্যাপক উইলসনের উক্তির উপর নির্ভর করিয়া খৃষ্টীয় ১২শ বা তাহার কিছু পূর্ব্ববর্ত্তীকালের রচনা বলিয়াও মনে করিতে পারি না, কারণ বৌদ্ধ ও জৈনদিগের প্রভাব খৃষ্টজন্মের বহুপূর্ব্ব হইতেই লক্ষিত হয়। অতএব ভবিষ্যরাজবংশ ও ব্রহ্মগুপ্ত কর্ত্তৃক বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের উল্লেখ থাকায় আমরা বিষ্ণুপুরাণ খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর কোন সময়ে বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে বলিতে পারি।

(১) "দ্বিতীয়স্য পরার্দ্ধস্য বর্ত্তমানস্য বৈ দ্বিজ।
বারাহ ইতি কল্পোঽয়ং প্রথমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥" (১।৩।২৫)

(২) কাশ্মীর হইতে আবিষ্কৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ইহার অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়। (Indian Antiquary, Vol. XIX দ্রষ্টব্য)

কন্যাকুব্জমাহাত্ম্য কলিস্বরূপাখ্যান, কৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রতকথা, জড়ভরতাখ্যান, দেবীস্তুতি, মহাদেবস্তোত্র, লক্ষ্মীস্তোত্র, বিষ্ণুপূজন, বিষ্ণুশতনামস্তোত্র, সিদ্ধলক্ষ্মীস্তোত্র, সুমনঃশোধন, সূর্য্যস্তোত্র, ইত্যাদি নামধেয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুথি বিষ্ণুপুরাণের অন্তর্গত বলিয়া প্রচলিত দেখা যায়, কিন্তু এ সকল ক্ষুদ্র পুথি দেখিলেই আধুনিক রচনা বলিয়া বোধ হয়।

হেমাদ্রি ও স্মৃতিরত্নাবলীকার বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু এই পুরাণ এখন পাওয়া যায় না।

বিষ্ণুপুরাণের বহুসংখ্যক টীকা দৃষ্ট হয় তন্মধ্যে চিৎসুখমুনি, জগন্নাথ পাঠক, নৃসিংহভট্ট, রত্নগর্ভ, বিষ্ণুচিত্তি, শ্রীধরস্বামী ও সূর্য্যাকরমিশ্রের টীকা উল্লেখযোগ্য।

৪র্থ শৈব বা বায়ু।

কেহ বলেন, শৈব ও বায়ুপুরাণ এক, আবার কেহ বলেন শৈব ও বায়ু ভিন্ন। বিষ্ণু, পদ্ম, মার্কণ্ডেয়, কৌর্ম্ম, বরাহ, লিঙ্গ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, ভাগবত ও স্কন্দপুরাণে "শিব" এবং মৎস্য, নারদ ও দেবীভাগবতে শৈবের স্থানে "বায়বীয়ের" এবং মুদ্গলপুরাণে শিব ও বায়ু উভয়ের উল্লেখ আছে। বায়ুপুরাণীয় রেবামাহাত্ম্যে লিখিত আছে—

"পুরাণং যন্ময়োক্তং হি চতুর্থং বায়ুসংজ্ঞিতম্।
চতুর্বিংশতিসাহস্রং শিবমাহাত্ম্যসংযুতম্॥
মহিমানং শিবস্যাহ পূর্ব্বে পারাশরঃ পুরা।
অপরার্দ্ধে তু রেবায়া মাহাত্ম্যমতুলং মুনে॥
পুরাণেষূত্তমং প্রাহুঃ পুরাণং বায়ুনোদিতং।
যস্য শ্রবণমাত্রেণ শিবলোকমবাপ্নুয়াৎ॥
যথাশিবস্তথা শৈবং পুরাণং বায়ুনোদিতম্।
শিবভক্তিসমাযোগান্নামদ্বয়বিভূষিতম্।"

আমি যে চতুর্থ পুরাণের কথা বলিলাম, তাহার নাম বায়ু, ইহা ২৪০০০ শ্লোক ও শিবমাহাত্ম্যযুক্ত। পরাশরসুত কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ইহার পূর্ব্বভাগে শিবের মহিমা এবং অপরার্দ্ধে বা উত্তরভাগে অতুলনীয় রেবার মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছিলেন।

পুরাণের মধ্যে এই বায়ুপ্রোক্ত পুরাণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। ইহার কথা শুনিলেই শিবলোক লাভ হয়। শিব ও বায়ুপ্রোক্ত শিবপুরাণ একই, শিবভক্তি-সমাযোগ হেতু দুইটী নামে বিভূষিত হইয়াছে। এই রেবামাহাত্ম্যের প্রথমেও এই কথা লিখিত আছে—

"চতুর্থং বায়ুনা প্রোক্তং বায়বীয়মিতি স্মৃতং।
শিবভক্তিসমাযোগাৎ শৈবং তচ্চাপরাখ্যয়া॥
চতুর্বিংশতিসংখ্যাতং সহস্রাণি তু শৌনক।
চতুর্ভিঃ পর্ব্বভিঃ প্রোক্তং"

রেবাখণ্ডের উক্ত বচন হইতে বোধ হইতেছে, বায়ু ও শিবপুরাণ একই, ইহা পূর্ব্ব ও উত্তর ভাগ এবং চারি পর্ব্বে বিভক্ত। নারদপুরাণে বায়ুপুরাণের এইরূপ বিষয়ানুক্রম প্রদত্ত হইয়াছে—

"শৃণু বিপ্র প্রবক্ষ্যামি পুরাণং বায়বীয়কম্।
যস্মিন্ শ্রুতে লভেদ্ধাম রুদ্রস্য পরমাত্মনঃ॥
চতুর্বিংশতিসাহস্রং তৎপুরাণং প্রকীর্ত্তিতম্।
শ্বেতকল্পপ্রসঙ্গেন ধর্ম্মাণ্যত্রাহ মারুতঃ॥
তদ্বায়বীয়মুদিতং ভাগদ্বয়সমাচিতম্।
(পূর্ব্বভাগে) স্বর্গাদিলক্ষণং যত্র প্রোক্তবিপ্রসবিস্তরম্॥
মন্বন্তরেষু বংশাশ্চ রাজ্ঞাং যে যত্র কীর্ত্তিতাঃ।
গয়াসুরস্য হননং বিস্তরাৎ যত্র কীর্ত্তিতম্॥
মাসানাঞ্চৈব মাহাত্ম্যং মাঘস্যোক্তং ফলাধিকম্।
দানধর্ম্মা রাজধর্ম্মা বিস্তারেণোদিতাস্তথা॥
ভূপাতালককুব্ব্যোমচারিণাং যত্র নির্ণয়।
ব্রতাদিনাঞ্চ পূর্ব্বোঽয়ং বিভাগ সমুদাহৃতঃ॥
(তদুত্তরভাগে) উত্তরে তস্য ভাগে তু নর্ম্মদাতীর্থবর্ণনম্।
শিবস্য সংহিতাখ্যা বৈ বিস্তরেণ মুনীশ্বর॥
যো দেবঃ সর্ব্বদেবানাং দুর্ব্বিজ্ঞেয় সনাতনঃ।
স তু সর্ব্বাত্মনা যস্যাস্তীরে তিষ্ঠতি সন্ততম্॥
ইদং ব্রহ্মা হরিরিদং সাক্ষাচ্চেদং পরোহরঃ।
ইদং ব্রহ্ম নিরাকারং কৈবল্যং নর্ম্মদাজলং॥
ধ্রুবং লোকহিতার্থায় শিবেন স্বশরীরতঃ।
শক্তিঃ কাপি সরিদ্রূপা রেবেয়মবতারিতা॥
যে বসন্ত্যুত্তরে কূলে রুদ্রস্যানুচরা হি তে।
বসন্তি যাম্যতীরে যে লোকং তে যান্তি বৈষ্ণবম্॥
ওঙ্কারেশ্বরমারভ্য যাবৎপশ্চিমসাগরম্।
সঙ্গমাঃ পঞ্চ চ ত্রিংশন্নদীনাং পাপনাশনাঃ॥
দশৈকমুত্তরে তীরে ত্রয়োবিংশতি দক্ষিণে।
পঞ্চত্রিংশত্তমঃ প্রোক্তা রেবাসাগরসঙ্গমঃ॥
সঙ্গমৈঃ সহিতান্ত্যেবং রেবাতীরদ্বয়েঽপি চ।
চতুঃশতানি তীর্থানি প্রসিদ্ধানি চ সন্তি হি॥
ষষ্টিতীর্থসহস্রাণি ষষ্টিকোট্যা মুনীশ্বর।
সন্তি চান্যানি রেবায়াস্তীরযুগ্মে পদে পদে॥
সংহিতেয়ং মহাপুণ্যা শিবস্য পরমাত্মনঃ।
নর্ম্মদাচরিতং যত্র বায়ুনা পরিকীর্ত্তিতম্॥"

হে বিপ্র! আমি তোমার নিকট বায়বীয় পুরাণ কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। যাহা শ্রবণ করিলে পরমাত্মা রুদ্রের লোক লাভ করা যায়। এই পুরাণে চতুর্বিংশতি সহস্র শ্লোক গীত হইয়াছে। শ্বেতকল্পপ্রসঙ্গে বায়ু এই পুরাণ বলিয়াছেন। বায়ুপুরাণ দুইভাগে বিভক্ত। ইহার পূর্ব্বভাগে সর্গাদি লক্ষণ, মন্বন্তর ও রাজাদিগের বংশ সমুদায় বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। পরে গয়াসুরবিনাশ, মাস সমুদায়ের মাহাত্ম্য, মাঘমাসের ফলাধিক্য, দানধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম ও ভূমি, পাতাল, দিক্ ও আকাশচারীদিগের নির্ণয় এবং ব্রতাদির নিয়ম কথিত হইয়াছে।

হে মুনীশ্বর! ইহার উত্তরভাগে নর্ম্মদাতীর্থবর্ণন, শিব-সংহিতাখ্যান এবং যে দেব সর্ব্বদেবের দুর্বিজ্ঞেয় ও সনাতন, তিনি সর্ব্বপ্রকারে যাহার তীরে সর্ব্বদা বিরাজমান এবং সেই নর্ম্মদাজল সাক্ষাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও মোক্ষস্বরূপ। নিশ্চয়ই লোকহিতের নিমিত্ত ভগবান শিব নিজ শরীর হইতে সরিৎরূপে কোন একটী শক্তিস্বরূপ এই রেবাকে অবতারিত করিয়াছেন, যাহারা ইহার উত্তরকূলে বাস করে, তাহারা রুদ্রের অনুচর ও যাহারা তাহার দক্ষিণ তীরে বাস করে তাহারা বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়। ওঁকারেশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমসাগর পর্য্যন্ত নদীসমবায়ের পঞ্চত্রিংশৎ পাপনাশন সঙ্গম আছে। উত্তর তীরের একাদশ ও দক্ষিণে ত্রয়োবিংশতি সঙ্গম। তন্মধ্যে এই রেবাসাগরসঙ্গমই পঞ্চত্রিংশত্তম বলিয়া কথিত। রেবার দুই তীরে সঙ্গমসহ প্রসিদ্ধ চতুঃশত তীর্থ বিরাজমান। হে মুনীশ্বর! রেবার তীরদ্বয়ে পদে পদে অন্য আরও ষষ্টিসহস্র তীর্থ বিদ্যমান আছে। মহাত্মা শিবের এই মহাপুণ্য সংহিতা। যাহাতে বায়ু কর্ত্তৃক নর্ম্মদাচরিত কীর্ত্তিত হইয়াছে।

নারদীয় পুরাণে যেরূপ বায়ুপুরাণের অনুক্রমণিকা রহিয়াছে, ইহার সহিত রেবাখণ্ডবর্ণিত বায়ু বা শৈবের বিশেষ পার্থক্য নাই, তবে রেবায় গয়ামাহাত্ম্যের প্রসঙ্গ নাই, এই মাত্র প্রভেদ। আবার নারদপুরাণ বলিতেছেন, পূর্ব্বভাগেই গয়ামাহাত্ম্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে স্বতন্ত্র আকারেই আমরা বায়ুপুরাণীয় গয়ামাহাত্ম্য ও রেবা বা নর্ম্মদামাহাত্ম্য পাইয়াছি, কিন্তু একত্র রেবামাহাত্ম্যবর্ণিত চতুষ্পর্ব্বাত্মক বায়ুপুরাণের সন্ধানই পাওয়া যায় নাই।

কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে একখানি বায়ুপুরাণ-নামধেয় পুস্তক বাহির হইয়াছে(১)। কিন্তু ইহাতেও চারিপর্ব্ব অথবা পূর্ব্বভাগে গয়ামাহাত্ম্য বর্ণিত হয় নাই। সম্পাদক স্বেচ্ছায় ইহার শেষে গয়ামাহাত্ম্য যোগ করিয়া

(১) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের বিচারপ্রসঙ্গে ইহার বিস্তৃত সমালোচনা দ্রষ্টব্য।

লইয়াছেন। এ ছাড়া 'শিবসংহিতা' বা রেবামাহাত্ম্যের কোন কথাই নাই। বোম্বাই নগরে ও এদেশে শিবপুরাণ মুদ্রিত হইয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাতেও আমরা ঐরূপ পূর্ব্বোত্তরভাগ ও চারি পর্ব্ব দেখিতে পাইলাম না। এই শিবপুরাণের বায়ুসংহিতায় লিখিত আছে—

"তত্র শৈবং তুরীয়ং যচ্ছার্ব্বং সর্ব্বার্থসাধকম্।
গ্রন্থলক্ষপ্রমাণং তদ্ব্যস্তং দ্বাদশসংহিতম্॥ ৪১॥
নির্ম্মিতং তচ্ছিবেনৈব তত্র ধর্ম্মঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
তদুক্তেনৈব ধর্ম্মেণ শৈবাস্ত্রৈবর্ণিকা নরাঃ॥
একজন্মনি মুচ্যন্তে প্রসাদাৎ পরমেষ্ঠিনঃ।
তস্মাদ্বিমুক্তি মন্বিচ্ছন্ শিবমেব সমাশ্রয়েৎ॥
তমাশ্রিত্যৈব দেবানামপি মুক্তির্ন চান্যথা।
যদিদং শৈবমাখ্যাতং পুরাণং বেদসম্মিতম্॥
তস্য ভেদান্ সমাসেন ব্রুবতো মে নিবোধত।
বিদ্যেশ্বরং তথা রৌদ্রং বৈনায়কমনুত্তমম্॥
ঔমং মাতৃপুরাণঞ্চ রুদ্রৈকাদশকং তথা।
কৈলাসং শতরুদ্রঞ্চ কোটিরুদ্রাখ্যমেব চ॥
সহস্রকোটিরুদ্রাখ্যং বায়বীয়ং ততঃ পরম্।
ধর্ম্মসংজ্ঞং পুরাণঞ্চেত্যেবং দ্বাদশসংহিতাঃ॥ ৪৭॥
বিদ্যেশং দশসাহস্রমুদিতং গ্রন্থসংখ্যয়া।
রৌদ্রং বৈনায়কঞ্চৌমং মাতৃকাখ্যং ততঃ পরম্॥
প্রত্যেকমষ্টসাহস্রং ত্রয়োদশ সহস্রকম্।
রুদ্রৈকাদশকাখ্যং যৎ কৈলাসং ষট্সহস্রকম্॥
শতরুদ্রং দশপ্রোক্তং কোটিরুদ্রং তথৈব চ।
সহস্রকোটিরুদ্রাখ্যং দশসাহস্রকং তথা॥
যদেতদ্বায়ুনা প্রোক্তং চতুঃসাহস্রমীরিতম্।
তথা পঞ্চসহস্রন্তু যদেতদ্ধর্ম্মনামকম্॥
তদেবং লক্ষমুদ্দিষ্টং শৈবং শাখাবিভেদতঃ।"৫২ (বায়ুস° ১ অঃ)

পুরাণসমূহের মধ্যে শৈব চতুর্থ, ইহা শার্ব্ব বা শিবমহিমা-সূচক ও সর্ব্বার্থসাধক, ইহার গ্রন্থসংখ্যা লক্ষ ও ইহা দ্বাদশ সংহিতায় বিভক্ত। শৈবধর্ম্মপ্রকাশার্থ শিবকর্তৃক বিরচিত, তদুক্ত ধর্ম্মপ্রভাবে পরমেষ্ঠির প্রসাদে ত্রৈবর্ণিক শৈবগণ এক জন্মেই মুক্তিলাভ করিতে পারে। বেদসম্মিত শৈবনামে আখ্যাত যে পুরাণ, তাহার সংহিতাভেদ বলিতেছি—বিদ্যেশ্বর, রৌদ্র, বিনায়ক, ঔম, মাতৃ, একাদশ-রুদ্র, কৈলাস, শতরুদ্র, কোটীরুদ্র, সহস্রকোটীরুদ্র, বায়বীয় ও ধর্ম্ম এই দ্বাদশ সংহিতায় বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে—

বিদ্যেশ্বরসংহিতা	গ্রন্থসংখ্যা	১০০০০
রৌদ্রসংহিতা	"	৮০০০
বিনায়কসংহিতা	গ্রন্থসংখ্যা	৮০০০
ঔমসংহিতা	"	৮০০০
মাতৃসংহিতা	"	৮০০০
রুদ্রৈকাদশসংহিতা	"	১৩০০০
কৈলাসসংহিতা	"	৬০০০
শতরুদ্রসংহিতা	"	১০০০০
কোটীরুদ্রসংহিতা	"	১০০০০
সহস্রকোটীরুদ্রসংহিতা	"	১০০০০
বায়ুপ্রোক্তসংহিতা	"	৪০০০
ধর্ম্মসংহিতা	"	৫০০০
	মোট গ্রন্থসংখ্যা	১০০০০০

উপরে যে ১২শ সংহিতার উক্ত হইল, উক্ত দ্বাদশসংহিতাযুক্ত শিবপুরাণ এখন প্রচলিত নাই। রৌদ্রসংহিতা, বিনায়কসংহিতা, মাতৃসংহিতা ও চারিপ্রকার রুদ্রসংহিতা এই কয় সংহিতা মুদ্রিত শিবপুরাণে নাই। বোম্বাই হইতে যে শিবপুরাণ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে বিদ্যেশ্বর, ঔম বা জ্ঞান, কৈলাস, বায়বীয় ও ধর্ম্ম এই কয় সংহিতা, এতদ্ভিন্ন সনৎকুমার নামে একখানি অতিরিক্ত সংহিতা আছে। নারদপুরাণে উক্ত রুদ্রসংহিতাগুলিই বোধ হয় শিবসংহিতা নামে আখ্যাত হইয়াছে। নর্ম্মদামাহাত্ম্য বোধ হয় উক্ত কোন সংহিতার অন্তর্গত। মাঘমাহাত্ম্য ও মাসমাহাত্ম্য স্বতন্ত্র পাওয়া যায়, কিন্তু কোন শিবপুরাণ মধ্যে পাওয়া যায় না।

নিম্নে প্রচলিত শিবপুরাণের বিষয়ানুক্রম প্রদত্ত হইল ;—

জ্ঞানসংহিতা।

১ সূতের প্রতি ঋষিগণের প্রশ্ন, ২ ব্রহ্মনারদসংবাদে জ্যোতির্লিঙ্গপ্রাদুর্ভাবকথন, ৩ ওঙ্কার-প্রাদুর্ভাব, শিবের শব্দময়ত্ব, ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুসহ শিবের উক্তি প্রত্যুক্তি, ৪ শিবপ্রসাদ, বিষ্ণুকৃত শিবের স্তব, ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুর প্রতি শিবের বরদান, ৫ ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর হংসবরাহরূপ ধারণের কারণনির্দেশ, ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, ৬ সৃষ্টিনিরূপণের জন্য ঋষিগণের সৃষ্টি, ৭ সংক্ষেপে দাক্ষায়ণীর দেহত্যাগকথন, শিব-পূজাবিধান, ৮ পাবমানমন্ত্রাদিদ্বারা শিবপূজাবিধি, ৯ তারক উপাখ্যানে ব্রহ্মার সমীপে দেবতাগণের গমন, ১০ ব্রহ্মা এবং দেবগণের সংবাদ, শিবের তপ-বর্ণনা, ১১ মদনভস্ম এবং পার্ব্বতীর প্রত্যাবর্তন, ১২ পার্ব্বতীতপস্যা, ১৩ পার্ব্বতীর কঠোর তপস্যায় উত্তপ্ত দেবতা ও ঋষিগণের শিবসন্নিধানে গমন এবং শিবের ব্রহ্মচারীবেশে পার্ব্বতীসমীপে আগমন ও পার্ব্বতীপ্রতি শিবের উক্তি, ১৪ হরপার্ব্বতীসংবাদ, ১৫ শিববিবাহের উদ্যোগ, ১৬ বিবাহ-ব্যাপারে বর এবং তাহার অনুযাত্রিগণের হিমালয়নগরে গমন, ১৭ শিবের বিরূপ দেখিয়া মেনকার খেদ এবং পার্ব্বতীর

প্রতি জ্ঞানউপদেশ, ১৮ পার্ব্বতীর পরিণয়, কার্ত্তিকের জন্ম, তাঁহার দেবসেনাপতিত্ব, তারকবধ, ২০ ত্রিপুরনাশের জন্ত বিষ্ণুর উপায়নির্দ্ধারণ, ২১ বিষ্ণুসৃষ্ট মুণ্ডিনদৈত্যের মোহ-উৎপাদন, ২২ বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার শিবস্তব, ২৩ বিশ্বকর্ম্ম-বিনির্ম্মিত দেবময় রথে আরোহণ করিয়া শিবের ত্রিপুরনাশ, দেবতাগণের শিবের স্তব এবং দেবতাগণের বরপ্রাপ্তি, ২৫ শিব কর্ত্তৃক লিঙ্গার্চ্চনবিধিকথন, ২৬ দেবতাগণের প্রতি ব্রহ্মার শিবপূজাবিধিকথন, ২৭ আহ্নিক কর্ত্তব্য শিবপূজাবিধি, ২৮ ষোড়শোপচারে শঙ্করপূজাকথন, ২৯ ধান্তাদিদ্বারা শিব-পূজার ফলবিশেষ কথন, ৩০ জানকীর শাপে শিবপূজায় কেতকীকুসুমব্যবহারনিষেধ এবং রামচরিত্রবর্ণন, ৩১ ব্রাহ্মণ ও চম্পককুসুমের প্রতি নারদের শাপ, ৩২ গণেশচরিত্র, ৩৩ গণেশ কর্ত্তৃক শিবগণের পরাজয় এবং শিব কর্ত্তৃক গণেশের শিরশ্ছেদন, ৩৪ গণেশের শিরশ্ছেদনবার্ত্তাশ্রবণে দেবীর ক্রোধ, শিবকর্ত্তৃক গণেশের জীবনদান ও গাণপত্যপ্রদান, ৩৫ আমি পূর্ব্বে বিবাহ করিব বলিয়া গণেশ এবং কার্ত্তিকের বিবাদ এবং গণেশের জয়, ৩৬ গণেশের বিবাহ-শ্রবণে রাগান্বিত কার্ত্তিকের ক্রৌঞ্চপর্ব্বতে গমন, ৩৭ রুদ্রাক্ষধারণমাহাত্ম্যবর্ণন, ৩৮ প্রধান প্রধান জ্যোতির্লিঙ্গ ও উপলিঙ্গের নাম ও স্থানের মাহাত্ম্যকীর্ত্তন, ৩৯ নন্দিকেশতীর্থমাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে গোবৎস-সংবাদ, ৪০ নন্দিকেশতীর্থমাহাত্ম্য, ৪১ উত্তমলিঙ্গকথাপ্রস্তাবে অত্রীশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণন, ৪২ জ্যোতির্লিঙ্গ ভিন্ন অন্যান্ত লিঙ্গের ইতিহাসবর্ণন এবং শিবলিঙ্গের মাহাত্ম্যবর্ণন, ৪৩ অন্ধকেশ্বর বর্ণনাপ্রসঙ্গে অন্ধকমর্দ্দনাদি কথন, ৪৪ শিবরাত্রির ব্রত নষ্ট হওয়ায় দধীচি-তনয়ের দোষ-কথন, ৪৫ সোমেশ্বরকথা এবং জ্যোতির্লিঙ্গের উৎপত্তি, ৪৬ মহাকাল এবং ওঙ্কারেশ্বরের প্রাদুর্ভাব, ৪৭ কেদারেশ্বরোত্থান, ৪৮ ভীমশঙ্কর-প্রাদুর্ভাব-কথা, ৪৯ বিশ্বেশ্বরমাহাত্ম্য, পঞ্চক্রোশ্যাদিকথা, ৫০ গৌরীর প্রতি শিবের কাশীক্ষেত্রের মাহাত্ম্যকীর্ত্তন, ৫১ কাশীতে মরণমাত্র মোক্ষপ্রাপ্তির বিবরণ, ৫২ গৌতমতপস্যা, গৌতম-ক্ষেত্রমাহাত্ম্যকথন, ৫৩ গৌতমপীড়নার্থ বিপ্রগণের গণেশ-পূজা, গৌতম-চরিত, ৫৪ গৌতমপ্রশংসা, গঙ্গাস্থিতি, কুশাবর্ত্ত সম্ভব, ত্র্যম্বকমাহাত্ম্য, ৫৫ রাবণতপস্যা, বৈদ্যনাথের উৎপত্তি, ৫৬ নাগেশমাহাত্ম্য, ৫৭ রামেশ্বরমাহাত্ম্য, ৫৮ ঘুশ্মেশ্বরশিব-মাহাত্ম্য, ৫৯ বরাহরূপে বিষ্ণুর হিরণ্যাক্ষবধ ও প্রহ্লাদচরিত্র, ৬০ প্রহ্লাদচরিত্রে প্রহ্লাদ ও হিরণ্যকশিপুসংবাদ, ৬১ হিরণ্য-কশিপু-বধ, নৃসিংহচরিত, ৬২ দলজন্মান্তরকথা, ৬৩ পাণ্ডব-গণ কর্ত্তৃক দুর্ব্বাসার সন্তোষবিধান, ৬৪ ব্যাসাজ্ঞায় অর্জ্জুনের ইন্দ্রকীলপর্ব্বতে তপশ্চর্য্যা ও ইন্দ্রসমাগম, ৬৫ শিবার্জ্জুন-কর্ত্তৃক শূকররূপী মূক-দৈত্যবধ, ৬৬ বাণ-শিক্ষার্থ অর্জ্জুনের সহিত শিবভৃত্যের বিবাদ-শ্রবণে শিবের ভিল্লরূপে তথায় গমন, ৬৭ ভিল্লরূপিশিবের সহিত অর্জ্জুনের সংগ্রাম, অর্জ্জুনের প্রতি শিবের বরদান, ৬৮ পার্থিব-শিবপূজন-বিধি, ৬৯ বিশ্বেশ্বরমাহাত্ম্য, ৭০ শিব কর্ত্তৃক বিষ্ণুকে সুদর্শনচক্রদান, ৭১ শিবের সহস্রনাম, ৭২ বিষ্ণুর প্রতি শিবের শিবরাত্রিব্রতকথন, ৭৩ শিবরাত্রিব্রত-উদ্‌যাপনবিধি, ৭৪ ব্যাধ কর্ত্তৃক শিবরাত্রিব্রতের প্রশংসা, ৭৫ শিবরাত্রিব্রতফলশ্রবণে মহাপাপী বেদনিধি বিপ্রের মুক্তি, ৭৬ চারিপ্রকার মুক্তি ও ব্রহ্মলক্ষণকথন, ৭৭ শিব কর্ত্তৃক বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের উৎপত্তিকথন, ৭৮ শিবভক্তত্বানুসন্ধিৎসু সাধকবৃন্দের সাধনৈকলভ্যত্বকথন, জ্ঞানসংহিতা-সমাপ্তি।

বিদ্যেশ্বর-সংহিতা*।

১ সাধ্যসাধন-নিরূপণ, ২ মননাদি স্বরূপকথন, ৩ শ্রবণাদি অশক্তপক্ষে লিঙ্গপূজনরূপসাধনকথন, ৪ ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিয়া দেবতাগণের শিবসমীপে আগমন, ৫ তেজোময় শিবলিঙ্গের প্রাদুর্ভাব, তদ্দর্শনে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর বিবাদশান্তি, ৬ শিবসৃষ্ট ভৈরব কর্ত্তৃক ব্রহ্মার শিরশ্ছেদ, ব্রহ্মার প্রতি শিবের অনুগ্রহ, ৭ ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুর শিবপূজা, তাহাদের প্রতি শিবের লিঙ্গপূজাপ্রকরণকথন, ৮ ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর প্রতি শিবের সৃষ্ট্যাদি-স্বীয়কৃত্যপঞ্চক প্রণবাদিস্বরূপ-কথন, ৯ লিঙ্গনির্ম্মাণ, তৎপ্রতিষ্ঠা-বিধি ও মূর্ত্তিপূজাপ্রকারকথন, ১০ শিবক্ষেত্রতীর্থসেবনাদি-মাহাত্ম্য, ১১ বিপ্রগণের সদাচার ও নিত্যকর্ত্তব্যবিষয়কথন, ১২ পঞ্চমহাযজ্ঞ-কথন, বাসরবিশেষে দেবপূজার কর্ত্তব্যতা-বিধান, ১৩ দেশবিশেষে পূজা-ফল-বর্ণন, ১৪ পার্থিবপ্রতিমা-পূজাবিধি, ১৫ প্রণবষড়্‌লিঙ্গমাহাত্ম্য ও শিবভক্তের পূজাকথন, বন্ধন ও মোক্ষের স্বরূপকথন, লিঙ্গক্রমকথন, বিদ্যেশ্বরসংহিতা সমাপ্তি।

কৈলাস-সংহিতা।

১ বারাণসীতে মুনিগণের প্রতি সূতের প্রণবার্থ কথনারম্ভ, ২ কৈলাসে শিবের প্রতি দেবীর প্রণবার্থাদি জিজ্ঞাসা, ৩ প্রণবোদ্ধার ও মন্ত্রদীক্ষাদিকথন, ৪ প্রণবার্থপ্রকাশক যন্ত্র-লিখনপরিপাটী, ৫ প্রণবোদ্ধার, বিবিধপূজন ও ন্যাসান্তরাদিবিধি, ৬ শঙ্খপূজা ও গুর্ব্বাদিপূজা, তদনন্তর সগণশিবপূজাবিধি, ৭ গুহের প্রতি বামদেবের প্রণবার্থ প্রশ্নজিজ্ঞাসা, ৮ বামদেব মুনির প্রতি গুহের প্রণবোপাসনাদি কীর্ত্তন, ৯ গুরুর উপদিষ্ট-মার্গে প্রণবোপাসনা ও সপ্তন্যাসবিধি, ১০ ষড়্‌বিধার্থপরিজ্ঞান ও বিস্তৃতপ্রণবার্থকলাতত্ত্বাদি বিবৃতি, ১১ যোগপট্টাদিকথন, ১২ যতিগণের অন্ত্যেষ্টিকর্ম্মগতিকথন, কৈলাসসংহিতা-সমাপ্তি।

* 'বিদ্যেশ', 'বিদ্যেশ্বর' এইরূপ নামান্তর পাওয়া যায়।

সনৎকুমার-সংহিতা।

১ নৈমিষারণ্যে সনৎকুমারের আগমন, ব্যাসাদি মুনির সমাগম, ঋষিগণের শিবপূজাবিষয়ক প্রশ্ন, ২ পৃথিব্যাদির সংস্থান-ক্রমাদিকথন, ৩ প্রকৃতি হইতে মহদাদিক্রমে জগৎসৃষ্টি, সপ্তদ্বীপবর্ণন, ৪ অধোলোকবর্ণন, নরকাদি বিবৃতি, ৫ ঊর্দ্ধলোক-যোগমাহাত্ম্যবর্ণন, ৬ রুদ্রমাহাত্ম্য, বিস্তৃতরূপে পঞ্চমূর্ত্তিবর্ণন, ৭ রুদ্রকীর্ত্তনফল, রুদ্রের স্তব, ৮ সনৎকুমার-চরিতাখ্যানে তাঁহার পরম সিদ্ধিপ্রাপ্তিকথন, ৯ সনৎকুমারের শিবসর্ব্বজ্ঞাদিকথন, ১০ ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুলোক ও রুদ্রলোক-নিরূপণ, ১১ রুদ্রস্থান-সপ্তককথন, ১২ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রুদ্রস্থানকথন, ১৩ বিভীষণমহেশ্বরসংবাদ, ১৪ লিঙ্গপূজা ও শিবনামকীর্ত্তনফলকথন, ১৫ স্থানমাহাত্ম্যকথন, ১৬ তীর্থাদিকথন, ১৭ পূর্ব্বাধ্যায়ে কথিত তীর্থমাহাত্ম্য, ১৮ ব্যাসের প্রশ্নে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মধ্যে কে প্রধান সে বিষয়ে সনৎকুমারের উত্তর-কথন, শিবলিঙ্গের মাহাত্ম্যাদি কথন, ১৯ লিঙ্গস্থাপনের ফল, ২০ শিবসন্তোষকর পূজাবিধি, ২১ শিবের পুষ্পাদি নিরূপণ, ২২ বিস্তৃতরূপে সপ্রসঙ্গ অনশনবিধিকথন, ২৩ সংক্ষেপে শিবপ্রীতিকর ধর্ম্মের উপদেশ, ২৪ রূপপাষ্ঠীব্রত, ২৫ অন্নদানমাহাত্ম্য, দানান্তর-প্রশংসা, ২৬ বিবিধ ধর্ম্মকার্য্যের উপদেশ, ২৭ বিস্তৃতরূপে নিয়মফলকীর্ত্তন, ২৮ পার্ব্বতীর প্রশ্নানুসারে শিবের চন্দ্রমণ্ডল-ধারণ ও বিষভোজন-কারণ-কথন, ২৯ ভস্মপ্রশংসা ও ভস্মধারণ-ফল, ৩০ নিজ পূজাফলকথন, শিব কর্ত্তৃক নিজ শ্মশানবাস হেতুনির্দ্দেশ, ৩১ শিববিভূতিকথন, শিবজ্ঞানফলকীর্ত্তন, ৩২ প্রণবোপাসনার ফল ও দেবতাকীর্ত্তন, ৩৩ সপ্রপঞ্চধ্যানাদিক্রম-কথন, ৩৪ দুর্ব্বাসার প্রতি শিবের ধ্যানযোগের উপদেশ, ৩৫ পুনরায় ধ্যান-বর্ণন, অশক্তপক্ষে কাশীবাসবিধি, ৩৬ বায়ুনাড়িকাদি নিরূপণ, ৩৭ ধ্যানবিধিপ্রশংসা, ৩৮ প্রাণায়ামলক্ষণ ও প্রণব উপাসনা-কথন, ৩৯ শরীরের সর্ব্বদেবময়ত্বকীর্ত্তন, ৪০ সনৎকুমার কর্ত্তৃক নাড়ীবিস্তারকথন, ৪১ হরপার্ব্বতীসংবাদে কাশী-মাহাত্ম্য, ৪২ শিবানুগ্রহে হরিকেশগুহ্যকের দণ্ডপাণিত্ব-কীর্ত্তন, ৪৩ দণ্ড্যাখ্যান, পুত্রসহ প্রতাপমুকুট নৃপতির ওঙ্কারেশ্বর-দর্শনে কাশীপুরে আগমন ও ওঁকার-স্তব, ৪৪ সবিস্তর ওঁকারেশ্বর-বর্ণনা, ৪৫ ওঁকারেশস্থানবাসী পুষ্পবাহনের ইতিহাস-কীর্ত্তন, ৪৬ নন্দির দুষ্কর তপস্যা, ৪৭ নন্দির প্রতি শিবের বরদান, ৪৮ মহাদেবের স্মরণমাত্র দেবতাগণের তৎসমীপে আগমন, ৪৯ শিবাজ্ঞায় দেবগণ কর্ত্তৃক নন্দিকে গাণপত্যে অভিষেক, স্তব-কথন, ৫০ নন্দির বিবাহ, ৫১ নীলকণ্ঠমাহাত্ম্যকীর্ত্তন, ৫২ ত্রিপুরবৃত্ত, দেবগণের স্তুতিতে মহেশ্বরের তুষ্টি, ৫৩ ত্রিপুর-নাশোদ্যোগ, নারদমন্ত্রণায় ময়াদির যুদ্ধোদ্যোগ, ৫৪ ত্রিপুরদাহ, ৫৫ পার্ব্বতীর প্রশ্নানুসারে শিবের বিপ্রমাহাত্ম্যবর্ণন, ৫৬ সনৎকুমারের পাশুপতযোগকথন, ৫৭ দেহস্থিত নাড়ীবিবরণ, ৫৮ বিমল জ্ঞানে ঈশপদপ্রাপ্তিপ্রকার, ৫৯ শিবস্থিতিলোক-কথন, সনৎকুমারসংহিতা-সমাপ্তি।

বায়বীয়-সংহিতা।

পূর্ব্বভাগে—১ মহাদেব-প্রসাদে কৃষ্ণের পুত্রলাভ, বেদাদির ব্যবস্থা, পুরাণাদির প্রশংসা, ২ ঋষিগণের ব্রহ্মার নিকট শৈব-তত্ত্ব শুনিয়া ব্রহ্মোক্ত যজ্ঞকরণার্থ নৈমিষারণ্যে গমন, ৩ নৈমিষারণ্যে গমন করিয়া বায়ুর প্রতি কুশল প্রশ্নজিজ্ঞাসা, ৪ পাশু-পততত্ত্ব, মায়াস্বরূপ বর্ণন, ৫ বায়ু কর্ত্তৃক সবিস্তর শম্ভুর কালরূপত্বপ্রকটন, ৬ কালমানকথন, ৭ সংক্ষেপে ঈশ কর্ত্তৃক শক্ত্যাদি সৃষ্টিকথন, পুরুষাধিষ্ঠিত প্রকৃতি হইতে সৃষ্টিকথন, ৯ ব্রহ্মার বরাহরূপে প্রাদুর্ভাব ও জগতের ব্যবস্থাপন, ১০ শিবানুগ্রহে ব্রহ্মার জগৎসৃষ্টি, ১১ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব পরস্পর পরস্পরের বশবর্ত্তিত্ব, ব্রহ্মার রুদ্রোৎপত্তি, ১২ রুদ্রসৃষ্টির পর ব্রহ্মার প্রতি সৃষ্টির আদেশ, ১৩ প্রজাবৃদ্ধির জন্য ব্রহ্মার স্তবে অর্দ্ধনারীশ্বরপ্রসাদলাভ, ১৪ ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে রুদ্রকর্ত্তৃক শক্তিরূপিণী স্ত্রীগণের সৃষ্টি, ১৫ শিবের বরে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক স্বায়ম্ভুবাদি দ্বারা মৈথুন-সৃষ্টি, ১৬ দক্ষযজ্ঞবৃত্তান্তে পিতৃগণের দক্ষের প্রতি অভিশাপ, সতীদেহত্যাগ, ১৭ দক্ষযজ্ঞধ্বংসের জন্য শিবের বীরভদ্র ও ভদ্রকালীর সৃষ্টি, ১৮ দক্ষযজ্ঞনাশ, ১৯ শিবের প্রসাদে বীর-ভদ্র কর্ত্তৃক বিষ্ণ্বাদির পরাজয়, ২০ ব্রহ্মাদি-স্তুত বীরভদ্র কর্ত্তৃক দেবাদির শিবসমীপে আনয়ন, দক্ষের ছাগমুণ্ডের বিষয়-কথন, ২১ শুম্ভনিশুম্ভ-বধের জন্য গৌরীর কৌশিকীরূপে আবির্ভাব, ২২ ব্যাঘ্রের প্রতি পার্ব্বতীর অনুগ্রহ, ২৩ দেবীর শিবসমীপে গমন ও ব্যাঘ্রের সোমনন্দী নামকরণ, ২৪ দেবী সমীপে শিবের অগ্নীষোমাত্মক বিশ্বপ্রপঞ্চকথন, ২৫ ত্রিবিধ শব্দার্থ-কথন, জগতে তদ্রূপত্বকীর্ত্তন, ২৬ মহর্ষিগণের শিবচরিত্রানু-বাদ, ২৭ ঋষির প্রশ্নানুসারে বায়ুর সবিস্তর শিবতত্ত্ব ও মুক্তি-কারণ-জ্ঞানোপদেশ, ২৮ কর্ম্মাদি দ্বারা পাশুপতযোগে মুক্তিলাভকথন, ২৯ পাশুপতব্রতকথন, ভস্মমাহাত্ম্যবর্ণন, ৩০ শিবপ্রসাদে ঋষিকুমারের ক্ষীরসমুদ্রপ্রাপ্তি, বায়বীয়-সংহিতা-পূর্ব্বভাগ-সমাপ্তি।

উত্তর ভাগে—১ শ্বেতকল্পে বায়ুকথিত শিবমাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে প্রয়াগে মুনিগণের প্রশ্নে সূতের উক্তি, ২ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উপমন্যুর পাশুপতজ্ঞান-কথন, ৩ সুরেন্দ্রাদি পরীক্ষা, ৪ ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের শিবরূপত্বকথন, ৫ উমামহেশ্বর স্ত্রীপুংসা-ত্মক জগৎপ্রপঞ্চত্বকথন, ৬ পরাপরাদি ভেদে বিবিধ

ব্রহ্মরূপের বাস্তবিকৈকত্ব-কথন, ৭ প্রণবের রূপকথন, ৮ সদ্বৃত্যাদি ভক্ত সাধনদ্বারা শিবপ্রাপ্তিক্রমত্বকথন, ৯ ব্রহ্মাদি দেবদেবীর প্রতি শঙ্করের বেদসারজ্ঞানের উপদেশ, ১০ দ্বাদশাধিকশত শিবাবতারকল্পযোগেশ্বর-কথন, ১১ দেবীর প্রতি শিবের সর্ব্ববর্ণোচিত শিবধর্ম্ম-কথন, ১২ শিব পঞ্চাক্ষর-মন্ত্রস্বরূপ মাহাত্ম্যকীর্ত্তন, ১৩ শিবমন্ত্রগ্রহণাদি কথা, ১৪ দীক্ষাপ্রয়োগ, ১৫ ষড়ধ্বশুদ্ধিশিবপূজাবিধি, বহ্নপাবনাদি কথন, ১৬ শৈবদিগের মন্ত্রসাধনবিধি, ১৭ অভিষেকাদি সংস্কারকথন, ১৮ শৈবদিগের আহ্নিক কর্ম্ম, ১৯ অন্তর্যাগ ও বহির্যাগ-কথনক্রম, ২০ নানাবিধ বিধানে হরপার্ব্বতীর পূজাবিধি, ২১ হোমকুণ্ডমানাদিনির্ণয়, ২২ মাসাদি বিশেষে নৈমিত্তিক শিবপূজা-কথন, ২৩ কাম্য শিবপূজাকথন, ২৪ শিবস্তোত্র, ২৫ প্রকারান্তরে শিবপূজা, ২৬ শিবপূজাফলে ব্রহ্মাদির স্ব স্ব পদপ্রাপ্তি, ২৭ ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুর লিঙ্গসাক্ষাৎকারকথা, ২৮ শিবপ্রতিষ্ঠা-সম্প্রোক্ষণবিধি, ২৯ যোগ উপদেশ, ৩০ মুনিগণ-সমীপে শিবচরিত্রবর্ণন ও বায়ুর অন্তর্ধান, নন্দিসমাগম, নন্দির শিবকথা-বর্ণন, বায়বীয়-সংহিতোত্তর-ভাগ সমাপ্তি।

ধর্ম্ম-সংহিতা।

১ শিবমাহাত্ম্য-নিরূপণ, ২ শ্রীকৃষ্ণের শিবমন্ত্রদীক্ষা, ৩ ত্রিপুরদাহবর্ণনা, ৪ অন্ধকমর্দ্দন, ৫ শুক্রের শিবজঠরে গমন, শুক্রের প্রতি দেবীর অনুগ্রহ, অন্ধকসিদ্ধি, ৬ রুরুদৈত্যবধ, ৭ গৌরীবেশে অপ্সরাগণের মহাদেব সহ বিহার, উষানিরুদ্ধ-সঙ্গম, বাণযুদ্ধ-বর্ণন, ৮ কামতত্ত্বাদি নিরূপণ, ৯ কাম-প্রকার, ১০ কালীতপস্যা, আড়ি দৈত্যের বৃত্তান্ত, বীরের নন্দিরূপে জন্মগ্রহণ-কারণ, শিবের কামচার, লিঙ্গোদ্ভবকথন, ১১ কাম-বিক্রম-কথনে শক্রাদির কামবিক্রমত্বকথন, ১২ মহাত্মগণের কামক্ষোভকথা, ১৩ বিশ্বামিত্র প্রভৃতির কামবশ্যতাকীর্ত্তন, ১৪ শ্রীরামের কামাধীনত্বপ্রস্তাব, ১৫ নিত্যনৈমিত্তিক শিবপূজা-বিধি, ১৬ শঙ্করক্রিয়াযোগ ও তাহার ফলকথন, ১৭ শিবভক্ত-পূজাদি-ফলকথন, ১৮ বিবিধ পাপকথন, ১৯ পাপফলকথন, ২০ ধর্ম্মপ্রসঙ্গ, ২১ অন্নদানবিধি, ২২ জলদান, তপ এবং পুরাণ-পাঠের মাহাত্ম্যকথন, ২৩ ধর্ম্মশ্রবণমাহাত্ম্য, ২৪ মহাদান-কথন, ধর্ম্মপ্রসঙ্গ, ২৫ সুবর্ণাদি পৃথিবীদানকথা, ২৬ কান্তার-হস্তিদানকথা, ২৭ একদিনের আরাধনায় শঙ্করের প্রসাদ-কথা, ২৮ শিবের সহস্রনাম, ২৯ ধর্ম্মোপদেশ ও তুলাপুরুষ-দানবিধি, ৩০ পরশুরামের তুলাপুরুষদানকথা, ৩১ ব্রহ্মাণ্ড-প্রসঙ্গ, ৩২ নরকাদি কীর্ত্তন, ৩৩ দ্বীপাদি কথন, ৩৪ ভারত-বর্ষাদির বর্ণনা, ৩৫ গ্রহাদি কথা, মৃত্যুঞ্জয় উদ্ধারকথা, ৩৬ মন্ত্ররাজপ্রভাবকীর্ত্তন, ৩৭ পঞ্চব্রহ্মাখ্যান, ৩৮ পঞ্চব্রহ্মবিধান, ৩৯ তৎপুরুষ-বিধান, ৪০ অঘোরকল্প, বামদেবকল্প, সদ্যো-জাত-কল্পাদি কথন, ৪১ ব্রাহ্মণকার্য্য, সংগ্রামমাহাত্ম্য, যুদ্ধ-মৃতগণের সদ্‌গতিলাভকথা, ৪২ সংসারকথা, ৪৩ স্ত্রীস্বভা-বাদি কথন, ৪৪ অরুন্ধতীদেবগণসংবাদ, ৪৫ বিবাহকথা, ৪৬ মৃত্যু-চিহ্ন, আয়ু প্রমাণাদি কথন, ৪৭ কালজয়াদি কথা, ৪৮ ছায়াপুরুষলক্ষণ, ৪৯ ধার্ম্মিক-গতিকথা, লিঙ্গপূজার কারণ-নির্দ্দেশ, ৫০ বিষ্ণু কর্ত্তৃক শিবের স্তব, লিঙ্গপূজার ফলকথন, ৫১ সৃষ্টিকথন, ৫২ প্রজাপতিকৃত সর্গকথন, ৫৩ পৃথু-পুত্রাদি কথা, ৫৪ দেবদানবগন্ধর্ব্বগণের বিস্তৃতরূপে সৃষ্টিকথন, ৫৫ আধিপত্যকল্পনা, ৫৬ অঙ্গবংশ-কথন, ৫৭ পৃথুচরিত, ৫৮ মন্বন্ত-রাদি কীর্ত্তন, ৫৯ সংজ্ঞা ও ছায়াদির কথা, ৬০ সূর্য্যবংশবর্ণনা, ৬১ সূর্য্যবংশবর্ণনপ্রসঙ্গে সত্যব্রত ও সগরাদির কথা, ৬২ পিতৃকল্প-শ্রাদ্ধাদি কথন, ৬৩ পিতৃসপ্তকবর্ণন, মুনিগণের জাত্যন্তরপ্রাপ্তি-কথন, ৬৪ সাধুসঙ্গে তাহাদের পরম গতিলাভ, ৬৫ ব্যাসের পূজা-প্রকার-কথন, ধর্ম্মসংহিতা সমাপ্তি।

এখন কথা হইতেছে, উক্ত বিষয়ীভূত শিবপুরাণকে আমরা মহাপুরাণ বলিয়া গণ্য করিতে পারি কি না?

মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে—

"শ্বেতকল্পপ্রসঙ্গেন ধর্ম্মান্ বায়ুরিহাব্রবীৎ।
যত্র তদ্বায়বীয়ং স্যাদ্রুদ্রমাহাত্ম্যসংযুতম্।
চতুর্বিংশৎ সহস্রাণি পুরাণং তদিহোচ্যতে॥" ৫৩।১৮

যাহাতে শ্বেতকল্প-প্রসঙ্গে বায়ু ধর্ম্মকথা ও রুদ্রমাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাই বায়ু, ইহার শ্লোকসংখ্যা ২৪০০০।

শিবপুরাণে যে বায়ুসংহিতার নাম পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে ঐ বায়ুসংহিতায় বায়ু কর্ত্তৃক শ্বেতকল্পপ্রসঙ্গ ও রুদ্রমাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে মুদ্রিত আল বায়ুপুরাণে শ্বেতকল্পপ্রসঙ্গে বায়ু কর্ত্তৃক কোন কথা নাই। অথবা রেবামাহাত্ম্য, নারদপুরাণ প্রভৃতির লক্ষণের সহিতও মিলে না। এজন্য তাহাকে আমরা বায়ুপুরাণ বলিয়াই গণ্য করিনা। কিন্তু এই বায়ুসংহিতার ৪র্থ অধ্যায় হইতে পাঠ করিলে জানা যায়, শ্বেতকল্পপ্রসঙ্গেই এই বায়বীয় রুদ্র-মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।[১] এই বায়বীয়-সংহিতার উত্তরভাগে ১ম অধ্যায়ে স্পষ্টই লিখিত আছে:—

"বক্ষ্যামি পরমং পুণ্যং পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।
শিবজ্ঞানার্ণবং সাক্ষাদ্ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদম্॥

(১) "একোনবিংশতিকল্পো বিজ্ঞেয়ঃ শ্বেতলোহিতঃ।
তস্মিন্ কল্পে চতুর্বক্ত্রঃ স্রষ্টুকামোহতপৎ তপঃ।
শ্বেতো নাম মুনির্ভূত্বা দিব্যাং বাচমুদীরয়ন্।
দর্শনং প্রদদৌ তস্মৈ দেবদেবো মহেশ্বরঃ॥" ৪।৫।

শব্দার্থন্যায়সংযুক্তৈরাগমার্থৈ বিভূষিতম্।
শ্বেতকল্পপ্রসঙ্গেন বায়ুনা কথিতং পুরা॥" (১২৪)

এই বায়ুসংহিতায় শিব বা বায়ুপুরাণের প্রাচীন লক্ষণ আছে, কিন্তু ইহার শ্লোকসংখ্যা চারি সহস্রের অধিক হইবে না। যে শিবপুরাণ মুদ্রিত হইয়াছে, ইহার শ্লোক সংখ্যা প্রায় ১৮০০০; কিন্তু ইহার মধ্যেও বায়ুসংহিতা-বর্ণিত অনেক সংহিতা নাই, বোধ হয় সকল সংহিতা একত্র হইলে ২৪ হাজারের অধিক হইতে পারে। তবে যে এই সংহিতায় দ্বাদশ সংহিতাযুক্ত শিবপুরাণের লক্ষ শ্লোকের কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা আড়ম্বরসূচক পরবর্ত্তীকালের যোজনা বলিয়া বোধ হয়। রেবামাহাত্ম্যে যে পূর্ব্বোত্তর ভাগ ও পঞ্চপর্ব্বাত্মক শিবপুরাণের উল্লেখ আছে, ইহাই সম্ভবতঃ ২৪০০০ গ্রন্থাত্মক শিবপুরাণ। রেবামাহাত্ম্য ঐ পঞ্চপর্ব্ব বা পঞ্চসংহিতার মধ্যে কোন পর্ব্বের অন্তর্গত।[১] আদি শিব বা বায়ুপুরাণ এক কিনা এইরূপ বিচার যে সময় চলিতে ছিল, বোধ হয় সেই সময় এই রেবামাহাত্ম্য সঙ্কলিত হইয়াছিল।[২] কিন্তু এই সময়ে গয়ামাহাত্ম্যযুক্ত বা দ্বাদশসংহিতাত্মক বলিয়া শিবপুরাণ গণ্য হয় নাই। গয়ামাহাত্ম্য কিরূপে শৈব বায়ুপুরাণে সংযুক্ত হইল, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। বৈষ্ণবগণ বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনার্থ

(১) একখানি শিবপুরাণীয় উত্তরখণ্ড পাওয়া গিয়াছে। ইহার মতে—
"যত্র পূর্ব্বোত্তরে খণ্ডে শিবস্য চরিতং বহু।
শৈবমেতৎ পুরাণং হি পুরাণজ্ঞা বদন্তি হি॥"
কিন্তু এ খানিকে আমরা শৈব উপপুরাণ বলিয়া মনে করি, ইহার বিবরণ পরে দ্রষ্টব্য।

(২) এই রেবা বা নর্ম্মদামাহাত্ম্যে এইরূপ বিষয়ানুক্রম দৃষ্ট হয়—
পুরাণোৎপত্তি, যুধিষ্ঠির-মার্কণ্ডেয়সংবাদে নর্ম্মদামাহাত্ম্য, কল্পসমুদ্ভব, মায়ূরকল্প, কূর্ম্মকল্প, বককল্প, মাৎস্যকল্প ও বারাহকল্প সমুদ্ভব, কপিলাপূর্ব্ব ও বিশল্যাসম্ভব, বিশল্যাসঙ্গম, করমর্দ্দাসঙ্গম, নীলগঙ্গাসঙ্গম প্রভৃতি মাহাত্ম্য, মধুকব্রত, ত্রিপুরবিধ্বংসে জ্বালেশ্বরতীর্থ, রেবাকাবেরীসঙ্গম, বারাহীসঙ্গম, চণ্ডবেগাসঙ্গম, এরণ্ডীসঙ্গম, পিতৃতীর্থ, ওঙ্কারোৎপত্তি, কোটীতীর্থ, কাকহ্রদ, জম্বুকেশ্বরতীর্থ, সারস্বততীর্থ ও কপিলাসঙ্গমমাহাত্ম্য, নরকবর্ণন, শরীরব্যবস্থা, অমরেশ্বরতীর্থপ্রসঙ্গে গোদানমহিমা, অশোকবনিকাতীর্থ, মতঙ্গতীর্থ, মৃগবনতীর্থ, মনোরথতীর্থ, অঙ্গারগর্ত্তাসঙ্গম, কৃষ্ণারেণাসঙ্গম, বিল্বাম্রক, সুবর্ণদ্বীপ, হিরণ্যগর্ভাসঙ্গম, অশোকেশ্বরতীর্থ, বাগুরেবাসঙ্গম, সহস্রাবর্ত্তকতীর্থ, সৌগন্ধিকবন, সরস্বতী, ব্রহ্মোদ, শঙ্কর, সোম, সহস্রযজ্ঞ, কপালমোচন, অগ্নি, অদিতীশ্বর, বারাহ, দেবপথ, শুক্র, দীপ্তিকেশ্বর, বিষ্ণু, যোধনপুরে মারুতেশ্বর, যোগেশ্বর, রোহিণী, দারু, ব্রহ্মাবর্ত্ত, পত্রেশ্বর, আদিত্য, মেঘনাদ, নর্ম্মদেশ্বর, কপিলা, করঞ্জেশ্বর, কুলেশ্বর, পিপ্পলাদ, বিমলেশ্বর, পুষ্করিণীসঙ্গমমাহাত্ম্য, শূলভেদপ্রশংসা, অন্ধকবরদান, অন্ধকযুদ্ধে শচীগ্রহণ, গীর্ব্বাণবাস, অন্ধকবধ, শূলভেদোৎপত্তি, পাত্রপরীক্ষা, দানধর্ম্ম, দীর্ঘতপার আখ্যান, ঋষিশৃঙ্গের স্বর্গগমন, দীর্ঘতপার স্বর্গগমন, কাশীরাজমোক্ষ, ব্যাধবাক্য, ব্যাধস্বর্গগমন, শূলভেদমাহাত্ম্যসমাপ্তি, আদিত্যেশ্বর, শক্রেশ্বর, করোটেশ্বর, কুমারেশ্বর, অগস্ত্যেশ্বর, ব্যাসেশ্বর, বৈদ্যনাথ, কেদার, আনন্দেশ্বর, মাতৃ, নর্ম্মদা, মুণ্ডেশ্বর, অনঙ্গবাহীসঙ্গম, ভীমেশ্বর, অর্জ্জুনেশ্বর, ধর্ম্মেশ্বর, লুকেশ্বর, ধনদ, জটেশ্বর, রবি, কামেশ্বর, মঙ্গলেশ্বরী, কপিলেশ্বর, গোপারেশ্বর, মণীশ্বর, তিলকেশ্বর, গোমতেশ্বর, শঙ্খচূড়েশ্বর, কেদার, পরাশরেশ্বর, ভীমেশ্বর, চন্দ্রেশ্বর, অশ্বপর্ণীসঙ্গমে বহ্নীশ্বর, নারদেশ্বর, বৈদ্যনাথ, তেজোনাথ, বানরেশ্বর কুণ্ডেশ্বর, রামেশ্বর, মেঘেশ্বর, মধুচ্ছন্দ, নন্দিকেশ্বর, বরুণেশ্বর, পাবকেশ্বর, কুবের, কপি, হনুমন্তেশ্বর, পুত্তিকেশ্বর, সোমনাথ, নন্দা, পিঙ্গলেশ্বর, ঋণমোচন, কপিলেশ্বর, চক্র, জলশায়ী, চণ্ডাদিত্য, যমহাসেশ্বর, কল্লোড়ীগঙ্গেশ্বর, নন্দিকেশ্বর, বদরিকেশ্বর, মলেশ্বর, মার্কণ্ডেশ্বর, ব্যাস, কোটীশ্বর, প্রভেশ্বর, শুক্লেশ্বর, নাগেশ্বর, মার্কণ্ডেশ্বর, সঙ্কর্ষণেশ্বর, জনকেশ্বর, মন্মথেশ্বর, অনসূয়া, এরণ্ডীসঙ্গম, সুবর্ণশিলেশ্বর, অম্বিকেশ্বর, করঞ্জেশ্বর, ভরতেশ্বর, নাগেশ্বর, মুকুটেশ্বর, সৌভাগ্যসুন্দরী, ধনদেশ্বর, রোহিণেশ্বর, সেনাপুরে চক্রতীর্থ, উত্তরেশ্বর, ভোগেশ্বর, কেদার, নিষ্কলঙ্ক, মার্কণ্ডেশ্বর, ধুতপাপেশ্বর, আঙ্গিরসেশ্বর, কোটীশ্বর অযোনিজেশ্বর, অঙ্গারকেশ্বর, স্কন্দেশ্বর, নর্ম্মদেশ্বর, ব্রহ্মেশ্বর, ধাতকী, বাল্মীকীশ্বর, কপালেশ্বর, পাণ্ডু, ত্রিলোচনেশ্বর, কপিলেশ্বর, কম্বুকেশ্বর, চন্দ্রপ্রভাস, কোহলেশ্বর, ইন্দ্রেশ্বর, বাহকেশ্বর, দেবেশ, শক্রেশ্বর, নাগেশ্বর, গৌতমেশ্বর, অহল্যেশ্বর, রামেশ্বর, মোক্ষ, নর্ম্মদেশ্বর, কপর্দ্দীশ্বর, সাগরেশ্বর, ধৌরাদিত্য, অযোনিজ, কোরিলাপুরে অগ্নি, কপিলেশ্বর, ভৃগ্বীশ্বর, আদিবরাহ, কৌবের, যাম্য, বাতেশ্বর, রামেশ্বর, কর্কটেশ্বর, শক্রেশ্বর, সোম, নন্দাহ্রদ, দ্বাদশী, জয়বারাহ, শিব, যোধনীপুরে রামকেশব, রুক্মিণী, অনাহকেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর, তাপেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর, দারুণেশ্বর, অঙ্গারক, লিঙ্গবারাহ, অঙ্কোল, কুসুমেশ্বর, কলকলেশ্বর, শ্বেতবারাহ, ভার্গলেশ্বর, আদিত্যেশ্বর ও হুঙ্কার ইত্যাদি তীর্থমাহাত্ম্য, চাণক্য-নৃপসিদ্ধি, মধুমতীসঙ্গমেশ্বর, নর্ম্মদেশ্বর, অনরকেশ্বর, সর্পেশ্বর, গোপেশ্বর, মার্কণ্ডেশ্বর, কুব্জেশ্বরীসঙ্গম, সৌরতীর্থ, শাম্বাদিত্য, সিদ্ধেশ্বর, গোপেশ্বর, কপিলেশ্বর, বৈদ্যনাথেশ্বর, যোড়েশ্বর, পিঙ্গলেশ্বর, ভৃতীশ্বর, গঙ্গাবরাহ, শঙ্খোদ্ধার, গৌতমেশ্বর, দশাশ্বমেধ, ভৃগুকচ্ছ, কেদার, ধুতপাপা, এরণ্ডী, কনকেশ্বরী, জালেশ্বর, কালাগ্নিরুদ্র, শালগ্রাম, চন্দ্রহাস, উদীর্ণবরাহ, চন্দ্রপ্রভাস, দ্বাদশাদিত্য, সিদ্ধেশ্বর, কপিলেশ্বর, ত্রিবিক্রম, বিশ্বরূপ, নারায়ণ, মূলশ্রীপতি, চৌলশ্রীপতি, হংস, প্রভা, ভাস্কর, মূলস্থান, কঠেশ্বর, অট্টহাসেশ্বর, ভূর্জ্জবেশ্বর, শূলেশ্বর, সরস্বতী, দারুকেশ্বর, অশ্বিনীকুমার, গোনাগোনী, সাবিত্রী, মাতৃ, মৎস্যেশ্বর, দেব, শিখি, কোটী, পিতামহ, মাণ্ডব্যেশ্বর, অক্রূরেশ্বর, সিদ্ধরুদ্রেশ্বর, ভটভটমাতৃ, কুব্জেশ্বর, টৌটেকা, ক্ষেত্রপাল, সুকণ্ঠ, স্বর্ণবিন্দু, ঋণমোচন, ভারভূতি, মুণ্ডেশ্বর, একশালায় ডিণ্ডিমেশ্বর, অপ্সরেশ্বর, মুন্যালয়, মার্কণ্ডেশ্বর, গণিতাদেবী, আমলীশ্বর, কঠেশ্বর, আষাঢীশ্বর, শৃঙ্গীশ্বর, বলকেশ্বর, কপালেশ্বর, এরণ্ডীসঙ্গম, রামপুষ্কিল, জমদগ্নি, রেবাসাগর, লুণ্ঠনেশ্বর, লুণ্ঠেশ্বর, হংসেশ্বর, তিলদেশ্বর, বাসবেশ্বর, কোটীশ্বর, অলিকা, বিমলেশ্বর ও ওঙ্কার ইত্যাদি বহুতর তীর্থমাহাত্ম্য।

নারদপুরাণে যে মাঘ ও মাসমাহাত্ম্যের উল্লেখ আছে এই দুইখানির মধ্যে মাঘমাহাত্ম্য পাওয়া যায়। মাঘমাহাত্ম্য ৩০ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ।

এই মাহাত্ম্য রচনা করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্য আর কিছু নহে, গয়ায় বৌদ্ধপ্রভাব-ধ্বংসের পর বৈষ্ণবপ্রভাব প্রসারিত হইলে, বৌদ্ধরূপী গয়াসুরের উপর বিষ্ণুরূপী গদাধরের পাদপদ্ম স্থাপন করিয়া বিষ্ণুমাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইল। যে সময় ব্রাহ্ম, পদ্ম প্রভৃতি ভিন্ন সম্প্রদায়ের পুরাণে বিষ্ণু বা বৈষ্ণব মাহাত্ম্য-সূচক শ্লোকাবলী প্রক্ষিপ্ত হইয়া প্রত্যেক পুরাণ নবকলেবর ধারণ করিয়াছিল, সম্ভবতঃ সেই সময় বা তাহার পরে অনেকাংশ সঙ্কলিত হয়। এই সময় গয়ামাহাত্ম্য রচিত হয় এবং শিব বা বায়ুপুরাণ মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করিবার চেষ্টা হয়। অধিক সম্ভব বায়ুসংহিতাই বায়ু বা শিবপুরাণের প্রাচীনতম রূপ। ক্রমে তাহাতে নানা সংহিতা ও মাহাত্ম্যসংযুক্ত হইয়া বিরাটকায় ধারণ করিয়াছিল। বৈষ্ণবপ্রধান নারদপুরাণে গয়ামাহাত্ম্য ও মাঘমাহাত্ম্যকে বায়ুর অন্তর্গত করিলেও কোন শৈবগ্রন্থে গয়ামাহাত্ম্য বা মাঘমাহাত্ম্য শিবপুরাণের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য হয় নাই। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র দেখাইয়াছেন যে, খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর পর গয়ামাহাত্ম্য রচিত হইয়াছে; কিন্তু ৭ম শতাব্দীর প্রথমভাগে বাণভট্টের গ্রন্থে বায়ুপ্রোক্ত পুরাণের উল্লেখ আছে।

মহাকবি কালিদাস এই শিবপুরাণ-সাহায্যেই আপনার কুমারসম্ভব প্রণয়ন করিয়াছেন। জ্ঞানসংহিতায় ৯ম হইতে ২৪শ অধ্যায়ে কুমারসম্ভবের প্রসঙ্গ আছে। মুদ্রিত শিবপুরাণে ১২ খানি সংহিতা না থাকিলেও একাদশ-রুদ্র, কোটি-রুদ্র, শতরুদ্র প্রভৃতি সংহিতা স্বতন্ত্র আকারে পাওয়া যাইতেছে।

নিম্নলিখিত পুথিগুলি বায়ুপুরাণের অন্তর্গত বলিয়া প্রচলিত আছে—

আনন্দকানন বা কাশীমাহাত্ম্য, কেদারমাহাত্ম্য, গীতা-মাহাত্ম্য, গোস্তনীমাহাত্ম্য, তিলপদ্মদানপ্রয়োগ, তুলসীমাহাত্ম্য, দ্বারকামাহাত্ম্য, মাধবমাহাত্ম্য, রাজগৃহমাহাত্ম্য, রুদ্রকবচ, লক্ষ্মীসংহিতা, বেঙ্কটেশস্তোত্র, ব্রণদ্রদানবিধি, সীতাতীর্থমাহাত্ম্য, হনুমৎকবচ।

মাঘমাহাত্ম্যে ১ ব্রহ্মনারদসংবাদে মাঘস্নানপ্রশংসা, ২ মাঘকৃত্য, ৩-৪ সুধর্ম্মকন্যা রোচিষ্মতীর আখ্যান, রোমশশাপে সর্পযোনিপ্রাপ্ত শ্বেত গুহ্যকের মাঘস্নানহেতু মুক্তি, ৬-৭ শুভদিন ও পুণ্যক্ষেত্রকথা, ৮ শূদ্র শতবল্লীপুত্র ভদ্র ও সুভদ্রের উপাখ্যান, ৯ ঋষি প্রগাধশিষ্য পরিধির কথা, ১০-১১ কৌশিকীস্নানপ্রসঙ্গে জাবালি ও শাণ্ডিল্যশিষ্য সুযজ্ঞের কথা, ১২-১৩ সপ্ত কুষ্মাণ্ড ও ডাকিনীগণাখ্যান, ১৪ তুণ্ডিল উর্ম্মিল, তিন গৃধ্রশির (কদম্বগ) ও দুই উদুম্বরাশ্রয়ের কথা, ১৫ সুযজ্ঞসংবাদে নিসর্গ কথন, শাণ্ডিল্যের শিষ্যান্বেষণ, ১৬-২৪ প্রকৃত বিষ্ণুপূজাকথন, ২৫-৩০ গালবমুনি কর্ত্তৃক বিষ্ণুমাহাত্ম্য ও বিষ্ণুপূজাদি কথন।

আবার নিম্নলিখিত ক্ষুদ্র পুথিগুলি শিবপুরাণের অন্তর্গত বলিয়া প্রচলিত—

অবিমুক্তমাহাত্ম্য, আদিচিদম্বরমাহাত্ম্য, জ্যেষ্ঠললিতাব্রত, তৃতীয়াব্রত, বদরীবনমাহাত্ম্য, বিল্ববনমাহাত্ম্য, ভৌমসংহিতা, ময়ূরপুরমাহাত্ম্য, ব্যাসপূজনসংহিতা, সাধ্যসাধনখণ্ড, হেম-সভানাথমাহাত্ম্য।

কিন্তু উক্ত পুথিগুলি দেখিলেই আধুনিক বলিয়া বোধ হয়, প্রাচীন পুরাণের অন্তর্গত বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না।

৫ম ভাগবত।

এই ভাগবতের মহাপুরাণত্ব ও মৌলিকত্ব সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে। বৈষ্ণবেরা বিষ্ণুমহিমাপ্রকাশক শ্রীমদ্ভাগবতকে এবং শাক্তেরা শক্তিমাহাত্ম্যপূর্ণ দেবীভাগবতকেই মহাপুরাণ বলিয়া স্বীকার করেন। এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে উভয় ভাগবতে কি কি বিষয় আছে জানা আবশ্যক, তদ্দৃষ্টে বিচার করিতে সুবিধা হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবত।

১ম স্কন্ধে—১ মঙ্গলাচরণ, নৈমিষীয়োপাখ্যান, ঋষিপ্রশ্ন, ২ ঋষি-প্রশ্নের উত্তর এবং ভগবদ্বর্ণন, ৩ অবতারকথনপ্রসঙ্গে ভগবানের চরিত্রবর্ণন, ৪ তপস্যাদি দ্বারা চিত্তসন্তোষ না হওয়াতে বেদ-ব্যাসের ভাগবতারম্ভ-প্রবৃত্তি, ৫ বেদব্যাসের চিত্তপ্রসাদার্থ নারদ কর্ত্তৃক হরিসংকীর্ত্তনের গৌরব-বর্ণন, ৬ ভগবৎ পরিচর্য্যার অসাধারণ ফলকথন, তদ্বিষয়ে বেদব্যাসের বিশ্বাসজননার্থ নারদ কর্ত্তৃক কৃষ্ণসংকীর্ত্তনজনিত পূর্ব্বজন্মসম্ভূত স্বীয় সৌভাগ্য-বর্ণন, ৭ ভাগবতশ্রোতা রাজা পরীক্ষিতের জন্মবৃত্তান্তবর্ণন, নিদ্রিত বালকবধজন্য অশ্বত্থামার দণ্ডবর্ণন, ৮ ক্রোধান্ধ অশ্বত্থামার অস্ত্র হইতে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পরীক্ষিতের রক্ষা, কুন্তীর স্তব ও রাজার শোকবর্ণন, ৯ যুধিষ্ঠিরের নিকট ভীষ্মের সকল ধর্ম্মনিরূপণ, তৎকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণস্তুতি ও তাঁহার মুক্তিবর্ণন, ১০ শ্রীকৃষ্ণের কৃতকার্য্য হইয়া হস্তিনাপুর হইতে দ্বারকাগমন, স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক স্তব, ১১ দ্বারকাবাসী জনগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান শ্রীকৃষ্ণের পুরী-প্রবেশ, তাঁহার রতিবর্ণন, ১২ পরীক্ষিতের জন্মবিবরণ, ১৩ বিদুরের বাক্যে ধৃতরাষ্ট্রের মহাপথগমনার্থ নির্গম, ১৪ অরিষ্ট-দর্শন জন্য রাজা যুধিষ্ঠিরের শঙ্কা, অর্জ্জুনের মুখে শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানবার্ত্তা-শ্রবণ, ১৫ অবনীমণ্ডলে কলির প্রবেশ-দর্শনে পরীক্ষিতের হস্তে রাজ্যভারসমর্পণপূর্ব্বক রাজা যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ, ১৬ কলি দ্বারা খিন্ন হইয়া পৃথিবী ও ধর্ম্মের পরীক্ষিৎ-সন্নিধানে উপস্থিতিবৃত্তান্ত, ১৭ পরীক্ষিৎ কর্ত্তৃক কলিনিগ্রহ, ১৮ পরীক্ষিতের প্রতি ব্রহ্মশাপ ও তাহার বৈরাগ্য, ১৯ গঙ্গায় দেহ-পরিত্যাগার্থ মুনিগণাবৃত রাজা পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশ এবং তাহার সমীপে শুকদেবের আগমন।

২য় স্কন্ধে—১ কীর্ত্তনশ্রবণাদি দ্বারা ভগবানের ধারণা ও মহাপুরুষসংস্থান-বর্ণন, ২ স্থূল ধারণা দ্বারা জিত মনের সর্ব্বান্তর্যামী বিষ্ণুধারণার কথা, ৩ বিষ্ণুভক্তের বিশেষ কথা শুনিয়া রাজার তত্ত্বক্‌্রেক ও তৎকর্ম্মশ্রবণে আদর, ৪ শ্রীহরিচেষ্টিত সৃষ্ট্যাদি বিষয়ে রাজা পরীক্ষিতের প্রশ্ন, ব্রহ্মা-নারদসংবাদে তদুত্তর দানার্থ শুকদেবের মঙ্গলাচরণ, ৫ নারদের জিজ্ঞাসায় ব্রহ্মার সৃষ্ট্যাদি, হরিলীলা ও বিরাটসৃষ্টিকথন, ৬ অধ্যাত্মাদি ভেদে বিরাট-পুরুষের বিভূতিকথন, পুরুষসূক্ত দ্বারা পূর্ব্বোক্ত বিষয় সকলের দৃঢ়তা-সম্পাদন, ৭ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক নারদ সন্নিধানে ভগবানের লীলাবতারকথন, তত্তদবতারের কর্ম্মপ্রয়োজন ও গুণবর্ণন, ৮ রাজা পরীক্ষিতের পুরাণার্থবিষয়ক প্রশ্ন, ৯ পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরদানার্থ শুকদেব কর্ত্তৃক ভগবদুক্ত ভাগবতকথন, ১০ ভাগবতব্যাখ্যা দ্বারা শুকদেবের রাজপ্রশ্নোত্তরদানারম্ভ।

৩য় স্কন্ধে—বিদুর-উদ্ধবসংবাদ, ২ শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদে শোকার্ত্ত উদ্ধবের বিদুর সন্নিধানে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যচরিত্রবর্ণন, ৩ উদ্ধব কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় আগমন, কংসবধাদি ও দ্বারকার কার্য্যবর্ণন, ৪ বন্ধুনিধনশ্রবণে আত্মজ্ঞানলিপ্সু বিদুরের উদ্ধবোপদেশে মৈত্রেয় সন্নিধানে গমন, ৫ বিদুরের প্রশ্নে মৈত্রেয় কর্ত্তৃক ভগবল্লীলা ও মহদাদিসৃষ্টিকথন, শ্রীকৃষ্ণের স্তব, ৬ মহদাদি ঈশ্বরে আবিষ্ট হেতু বিরাট্‌ পুরুষের সৃষ্টি, ভগবৎকৃত আধিদৈবাদিভেদ-কথন, ৭ মৈত্রেয়মুনির বচন-শ্রবণে আনন্দিত বিদুরের নানাপ্রশ্ন, ৮ জলশায়ি-ভগবানের নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার উদ্ভব, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ভগবানের তপস্যা, ৯ লোকসৃষ্টি-কামনায় ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ভগবৎস্তুতি, ভগবৎসন্তোষ, ১০ প্রাকৃতাদি ভেদে দশবিধ সৃষ্টির বিবরণ, ১১ পরমাণু প্রভৃতির লক্ষণ দ্বারা কাল-নিরূপণ, যুগ ও মন্বন্তরাদির কল্পনাদি কথন, ১২ ব্রহ্মার সৃষ্টিবর্ণন, ১৩ বরাহরূপী ভগবান্‌ কর্ত্তৃক জলমগ্না ধরার উদ্ধার, হিরণ্যাক্ষবধ, ১৪ দিতির কামনায় কশ্যপ হইতে সন্ধ্যাকালে তাহার গর্ভোৎপত্তি, ১৫ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক বৈকুণ্ঠস্থ বিষ্ণুভৃত্যদ্বয়ের শাপবৃত্তান্তকথন, ১৬ ভগবান্‌ কর্ত্তৃক অনুতপ্ত বিপ্রগণের সান্ত্বনা, ভৃত্যদ্বয়ের প্রতি হরির অনুগ্রহ, বৈকুণ্ঠ হইতে তাহাদের পতন, ১৭ ভগবদ্ভৃত্যদ্বয়ের অসুররূপে জন্ম, হিরণ্যাক্ষের অদ্ভুত প্রভাব, ১৮ পৃথিবী-উদ্ধারকারীর মহাবরাহের সহিত হিরণ্যাক্ষের যুদ্ধ, ১৯ ব্রহ্মার প্রার্থনায় আদি বরাহ কর্ত্তৃক হিরণ্যাক্ষবধ, ২০ পূর্ব্বপ্রস্তাবিত মনুবংশ-বর্ণনার্থ সৃষ্টি-প্রকরণানুস্মরণ, ২১ ভগবানের প্রসাদে কর্দ্দম ঋষির মনুকন্যা-বিবাহঘটনা, ২২ ভগবানের আদেশানুসারে মনু কর্ত্তৃক কর্দ্দম-হস্তে কন্যাসম্প্রদান, ২৩ তপঃপ্রভাবে বিমানদেশে কর্দ্দম ও দেবহূতির বিহার, ২৪ দেবহূতির গর্ভে কপিলের জন্ম এবং কপিলানুজ্ঞায় কর্দ্দমের ঋণত্রয়মুক্ত প্রব্রজ্যাগমন, ২৫ জননীর জিজ্ঞাসায় কপিল কর্ত্তৃক বন্ধবিমোচনকারী ভক্তিলক্ষণ-কথন, ২৬ প্রকৃতিপুরুষবিবেচনার্থ সাংখ্যতত্ত্বনিরূপণ, ২৭ পুরুষ ও প্রকৃতির বিবেক দ্বারা মোক্ষরীতিবর্ণন, ২৮ ধ্যানশোভিত অষ্টাঙ্গযোগদ্বারা সর্ব্বোপাধিবিনির্মুক্ত স্বরূপ জ্ঞানকথন, ২৯ ভক্তিযোগ, বৈরাগ্যোৎপাদনার্থ কাল বল ও ঘোর সংসার-বর্ণন, ৩০ পুত্রকলত্রাদিতে আসক্তচিত্ত কামীদিগের তামসী গতির বিবরণ, ৩১ মিশ্রিত পুণ্যপাপ দ্বারা মনুষ্যযোনি প্রাপ্তি-রূপ রাজসী গতির বিবরণ, ৩২ ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সাত্বিকগণের ঊর্দ্ধগতি ও তত্ত্বজ্ঞানবিহীন ব্যক্তির পুনরাবৃত্তির বিবরণ, ৩৩ ভগবান্‌ কপিলের উপদেশে দেবহূতির জ্ঞানলাভ এবং জীবন্মুক্তি।

৪র্থ স্কন্ধে—১ মনুকন্যাদিগের পৃথক্‌ পৃথক্‌ বংশবর্ণন, ২ ভব ও দক্ষের পরস্পর বিদ্বেষের মূল বিশ্বস্রষ্টাদিগের যজ্ঞবৃত্তান্ত, ৩ দক্ষযজ্ঞদর্শনার্থ সতীর পিতৃগৃহে গমনপ্রার্থনা, গিরিশ কর্ত্তৃক নিবারণ, ৪ ভবের বাক্যোল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক ভবানীর পিতৃযজ্ঞে গমন ও পিতার অপমানে দেহত্যাগ, ৫ সতীদেহত্যাগশ্রবণে শঙ্করের রোষ, বীরভদ্রসৃষ্টি, যজ্ঞনাশ ও দক্ষবধ, ৬ দক্ষাদির জীবনদানার্থ দেবগণ-পরিবৃত ব্রহ্মার ভব-সান্ত্বনা, ৭ দক্ষভবাদির স্তবে ভগবান্‌ বিষ্ণুর আবির্ভাব, তৎসাহায্যে দক্ষদ্বারা যজ্ঞ-নিষ্পাদন, ৪ বিমাতার বাক্যে রোষপরবশ হইয়া পুরনিষ্ক্রান্ত ধ্রুবের তপস্যা ও হরিপ্রীতিলাভ, ৯ ভগবানের আরাধনায় বরপ্রাপ্ত ধ্রুবের প্রত্যাগমন ও পিতৃরাজ্যপালন, ১০ ধ্রুবের পরাক্রমবর্ণন, ১১ যক্ষগণের ক্ষয়দর্শনে মনুর রণক্ষেত্রে আগমন ও তত্ত্বোপদেশ দ্বারা ধ্রুবকে সংগ্রাম হইতে নিবৃত্তি, ১২ কুবের কর্ত্তৃক অভিনন্দিত ধ্রুবের স্বপুরে প্রত্যাগমন ও যজ্ঞানুষ্ঠান, তদনন্তর হরিধামে আরোহণ, ১৩ ধ্রুববংশে পৃথু-জন্ম-কথন-প্রসঙ্গে বেণ-পিতা অঙ্গের বৃত্তান্ত, ১৪ অঙ্গরাজের প্রব্রজ্যাগমন, ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক বেণের রাজ্যাভিষেক, বেণ-চরিত্র, ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক বেণ-বধ, ১৫ বিপ্রগণ কর্ত্তৃক মথ্যমান বেণবাহু হইতে পৃথুর জন্ম ও রাজ্যাভিষেক, ১৬ মুনিদিগের নিয়োগে সূতাদি কর্ত্তৃক সভার্য্যা-পৃথুর স্তব, ১৭ প্রজাগণকে ক্ষুধাকাতর দেখিয়া ধরণী-বধার্থ পৃথুর উদ্যোগ, ধরণী কর্ত্তৃক পৃথুর স্তব, ১৮ পৃথু প্রভৃতি কর্ত্তৃক বৎসপাত্রাদি-ভেদে ক্রমশঃ পৃথিবীদোহন, ১৯ অশ্বমেধযজ্ঞে অশ্বাপহারী ইন্দ্রবধার্থ পৃথুর উদ্যম, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক তন্নিবারণ, ২০ যজ্ঞে বরদান-প্রসঙ্গে ভগবান্‌ কর্ত্তৃক পৃথুর প্রতি সাক্ষাৎ উপদেশ, পৃথুর স্তব, পরস্পরের প্রীতি, ১২ মহাযজ্ঞে দেবতা প্রভৃতির সভায় পৃথু কর্ত্তৃক প্রজাদের অনুশাসন, ২২ ভগবানের আদেশে পৃথুর প্রতি সনৎকুমারের পরম জ্ঞানোপদেশ, ২৩ ভার্য্যাসহ

বনপ্রস্থান করিয়া সমাধিপ্রভাবে পৃথুর বৈকুণ্ঠগমন, ২৪ পৃথু-বংশকথা, পৃথুপৌত্র প্রাচীনবর্হি হইতে প্রচেতাদির উৎপত্তি ও তাঁহাদিগের রুদ্রগীতাশ্রবণ, ২৫ প্রচেতাগণ তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে প্রাচীনবর্হির সন্নিধানে নারদাগমন ও পুরঞ্জন-কথাচ্ছলে বিবিধসংসারকথন, ২৬ পুরঞ্জনের মৃগয়াবর্ণনচ্ছলে স্বপ্ন ও জাগরণাবস্থাকথন, সংসারপ্রপঞ্চ-কথন, ২৭ পুত্রকলত্রাদিতে আসক্তিহেতু পুরঞ্জনের আত্মবিস্মরণ, গন্ধর্ব্বযুদ্ধ, কালকন্যাদির উপাখ্যান দ্বারা জরারোগাদি বর্ণন, ২৮ পুরঞ্জনের পূর্ব্ব দেহত্যাগ, স্ত্রীচিন্তাহেতু স্ত্রীত্বপ্রাপ্তি ও অদৃষ্টবশতঃ জ্ঞানোদয়ে মুক্তিলাভ, ২৯ উপাখ্যানের অর্থব্যাখ্যাদ্বারা সংসার ও মুক্তিতাৎপর্য্যকথন, ৩০ তপস্যায় তুষ্ট বিষ্ণুর বরলাভানন্তর প্রচেতাগণের দারপরিগ্রহ, রাজ্যকরণ ও পুত্রোৎপাদন, ৩১ দক্ষহস্তে রাজ্যভারসমর্পণপূর্ব্বক প্রচেতাদের বনগমন ও নারদোক্ত মোক্ষকথন।

৫ম স্কন্ধে—১ প্রিয়ব্রতের রাজ্যভোগ ও জ্ঞাননিষ্ঠা, ২ অগ্নীধ্র-চরিতবর্ণন, পূর্ব্বচিত্তিনামক অপ্সরাগর্ভে তাঁহার পুত্রোৎপাদন, ৩ অগ্নীধ্রপুত্র নাভির মঙ্গলাবহ চরিত্র, যজ্ঞে তুষ্ট ভগবানের তদীয় পুত্রত্বস্বীকার, ৪ মেরুবতীর গর্ভে নাভিপুত্র ঋষভের জন্ম ও রাজ্যবর্ণন, ৫ ঋষভ কর্ত্তৃক পুত্রদিগের প্রতি মোক্ষ-ধর্ম্মোপদেশ এবং পারমহংস্যজ্ঞানকথন, ৬ ঋষভদেবের দেহত্যাগ-ক্রমকথন, ৭ রাজা ভরতের বিবাহ, ও হরিক্ষেত্রে হরিভজন-কথা, যাগাদিতে হরিপূজা, ৮ ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ ভরতের মৃগশিশু-রক্ষণে আসক্তিহেতু রাজার মৃগত্বপ্রাপ্তি ও দেহত্যাগ, ৯ প্রারব্ধ কর্ম্মফলে ভরতের জড় বিপ্ররূপে জন্মগ্রহণ, ১০ জড়ভরত ও রহূগণ উপাখ্যান, ১১ রহূগণকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত জড়-ভরতের তৎপ্রতি জ্ঞানোপদেশ, ১২ রহূগণ নরপতির পুনর্জিজ্ঞাসায় জড়ভরত কর্ত্তৃক তাঁহার সন্দেহভঞ্জন, ১৩ রহূগণ রাজার বৈরাগ্য-দার্ঢ্যার্থ ভরতকর্ত্তৃক ভবাটবীবর্ণন, ১৪ রূপক-রূপে বর্ণিত ভবাটবীর ব্যাখ্যা, ১৫ জড়ভরতবংশে উৎপন্ন নৃপতিদিগের বিবরণ, ১৬ প্রিয়ব্রতের চরিত্রপ্রসঙ্গে দ্বীপাদির বর্ণন, তদ্বিষয়-পরিজ্ঞানেচ্ছায় পরীক্ষিতের প্রশ্ন ও ভুবনকোষ-বর্ণন, জম্বুদ্বীপকথনপ্রস্তাবে মেরুর অবস্থান-বর্ণন, ১৭ ইলাবৃত-বর্ষের চতুর্দ্দিকে গঙ্গাগমন ও রুদ্রকর্ত্তৃক সঙ্কর্ষণস্তব, ১৮ সুমেরুর পূর্ব্বাদিক্রমে তিনদিকে উত্তরবর্ষত্রয়, সেব্যসেবকবর্ণন, ১৯ কিম্পুরুষবর্ষ ও ভারতবর্ষে সেব্যসেবক কথন ও ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠত্বনিরূপণ, ২০ সাগরসহ প্লক্ষাদি ছয়দ্বীপ ও অন্তর বহির্ভাগাদির পরিমাণানুসারে লোকালোকপর্ব্বতের স্থিতিবর্ণন, ২১ কালচক্রযোগে ভ্রমণশীল সূর্য্যের গতি, রাশিসঞ্চার ও তদ্দ্বারা লোকযাত্রানিরূপণ, ২২ খগোল মধ্যে সোমশুক্রাদির অবস্থান ও তাহাদের গত্যনুসারে মানবগণের ইষ্টানিষ্ট ফল, ২৩ জ্যোতিশ্চক্রের আশ্রয়, ধ্রুবস্থান ও শিশুমার স্বরূপে ভগবানের স্থিতিকথন, ২৪ সূর্য্যের নীচে রাহু প্রভৃতির অবস্থান ও অতলাদি অধোভুবন ও তন্নিবাসীর বিবরণ, ২৫ পাতালের অধোভাগে শেষনাগ অনন্ত যে প্রকারে আছেন তাহার বিবরণ, ২৬ পাতালের অধোভাগস্থ নরক সকলের বিবরণ এবং তথায় পাপীদের দণ্ড।

৬ষ্ঠ স্কন্ধে—১ অজামিল-কথা, অজামিল-মোচনার্থ আগত বিষ্ণুদূতের প্রশ্নে যমদূত কর্ত্তৃক ধর্ম্মাদিলক্ষণকথন ও অজামিলের পাপবর্ণন, ২ বিষ্ণুদূতগণ কর্ত্তৃক যমদূতদিগের নিকট হরিনামমাহাত্ম্যবর্ণন, অজামিলের বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি, যম ৩ কর্ত্তৃক বৈষ্ণব ধর্ম্মোৎকর্ষবর্ণন ও স্বীয় দূতগণের সান্ত্বনা, ৪ প্রজাসৃষ্ট্যর্থ দক্ষ কর্ত্তৃক হংসগুহ্যাখ্য স্তোত্র দ্বারা হরির আরাধন, ৫ নারদের কূটবাক্যে পুত্রনাশের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তৎপ্রতি দক্ষের অভিশাপ, ৬ দক্ষসৃষ্ট কন্যাগণের বংশবর্ণন, বিশ্বরূপোৎপত্তি, ৭ বৃহস্পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ইন্দ্রের দৈত্যভয়নিবারণ জন্য ব্রহ্মোপদেশে দেবগণ কর্ত্তৃক বিশ্বরূপের পৌরোহিত্যে বরণ, ৮ বিশ্বরূপ কর্ত্তৃক ইন্দ্রের প্রতি নারায়ণ-কবচোপদেশ, তদ্দ্বারা ইন্দ্রের দানবজয়, ৯ ইন্দ্র কর্ত্তৃক রোষবশতঃ বিশ্বরূপহত্যা, ত্বষ্টার বৃত্রাসুরসৃষ্টি, ভীত দেবগণের ভগবৎস্তুতি, ১০ ভগবদাদেশে দধ্যঙ্ মুনির অস্থিনির্ম্মিত বজ্রধারণপূর্ব্বক বৃত্রাসুর-সহ দেবেন্দ্রের সংগ্রাম, ১১ বজ্রধারী ইন্দ্রসহ যুধ্যমান বৃত্রাসুরের ভক্তি, জ্ঞান ও বিক্রমসংক্রান্ত বিচিত্র কথা, ১২ মহাযুদ্ধে স্বয়ং বৃত্র কর্ত্তৃক উৎসাহিত হইয়া মহেন্দ্রের বৃত্রবধ, ১৩ বৃত্রবধানন্তর ব্রহ্মহত্যাভয়ে ইন্দ্রের পলায়ন, ভগবান্ কর্ত্তৃক তাঁহার রক্ষা, ১৪ বৃত্রের পূর্ব্বজন্মকথন, বৃত্রাসুরবধে চিত্রকেতুরাজের শোক, ১৫ নারদ ও অঙ্গিরার তত্ত্বোপদেশে চিত্রকেতুর শোকাপনোদন, ১৬ মৃত পুত্রের উক্তিতে চিত্রকেতুর শোকহ্রাস ও তৎপ্রতি নারদের অনন্তহিতৈষিণী মহাবিদ্যোপদেশ, ১৭ চিত্রকেতুর মহাদেবকে উপহাস ও উমাশাপে বৃত্রত্বপ্রাপ্তি, ১৮ ত্বষ্টৃবংশপ্রসঙ্গে আদিত্য ও অন্যান্য দেববংশকীর্ত্তন, ১৯ দিতির প্রতি কশ্যপের লোকহিতার্থ হরিতোষণব্রতের কথা।

৭ম স্কন্ধে—১ বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদের প্রতি হিরণ্যকশিপুর শত্রুতাপ্রকাশক পূর্ব্ববৃত্তান্ত, ২ হিরণ্যাক্ষবধে ক্রুদ্ধ হিরণ্যকশিপুর ত্রিজগৎবিপ্লাবন, হিরণ্যকশিপুকর্ত্তৃক সাধুদিগের কদনার্থ দানবগণের প্রতি উপদেশ, তত্ত্বকথন দ্বারা আত্মীয় ও বান্ধবদিগের শোকাপনোদন, ৩ হিরণ্যকশিপুর উগ্রতপস্যায় জগতের সন্তাপ-দর্শনে ব্রহ্মার আগমন এবং স্তুত হইয়া তৎপ্রতি বরদান, ৪ বরলাভানন্তর হিরণ্যকশিপুর অখিল লোকজয় এবং বিষ্ণুদ্বেষী

সর্ব্বজনপীড়ন, ৫ গুরূপদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রহ্লাদের বিষ্ণুস্তবে মতি, হস্তিসর্পাদি দ্বারা তদীয় প্রাণবধার্থ হিরণ্যকশিপুর যত্ন, ৬ দৈত্যবালকদিগের প্রতি প্রহ্লাদের নারদোক্ত উপদেশ, ৭ দৈত্যবালকদিগের বিশ্বাসার্থ প্রহ্লাদ কর্ত্তৃক মাতৃগর্ভে বাসকালীন নারদোপদেশশ্রবণবৃত্তান্তকথন, ৮ প্রহ্লাদকে মারিতে গিয়া হিরণ্যকশিপুর নৃসিংহহস্তে আত্মবিনাশ, ৯ নরসিংহের কোপপ্রশমনার্থ ব্রহ্মার নিয়োগে প্রহ্লাদ কর্ত্তৃক ভগবানের স্তব, ১০ প্রহ্লাদের প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ ও অন্তর্ধান, প্রসঙ্গতঃ রুদ্রের প্রতি অনুগ্রহবিবরণ, ১১ সামান্যতঃ মনুষ্যধর্ম্ম এবং বিশেষরূপে বর্ণধর্ম্ম, তথা স্ত্রীধর্ম্ম-কথন, ১২ ব্রহ্মচারী ও বানপ্রস্থের অসাধারণ ধর্ম্ম এবং আশ্রম চতুষ্টয়ের সাধারণ ধর্ম্মকথন, ১৩ সাধক ও যতির ধর্ম্ম এবং অবধূতের ইতিহাসকথন দ্বারা সিদ্ধাবস্থাবর্ণন, ১৪ গৃহস্থের ধর্ম্ম এবং দেশকালাদিভেদে বিশেষ বিশেষ কর্ম্ম, ১৫ সারসংগ্রহ-পূর্ব্বক সর্ব্ববর্ণাশ্রমনিবন্ধন মোক্ষলক্ষণবর্ণন।

৮ম স্কন্ধে—১ স্বায়ম্ভুব স্বারোচিষ উত্তম এবং তামস এই চারি মনু-নিরূপণ, ২ গজেন্দ্রমোক্ষণ, হস্তিনীগণ সহ ক্রীড়াকারী গজেন্দ্রের দৈবাৎ গ্রাহ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া হরিস্মরণ, ৩ স্তবে তুষ্ট হইয়া ভগবান্ কর্ত্তৃক গজেন্দ্রের মোক্ষণ এবং দেবল শাপ হইতে গ্রাহকে মুক্তকরণ, ৪ গ্রাহ ও গজেন্দ্রের মধ্যে গ্রাহের পুনরায় গন্ধর্ব্বত্বপ্রাপ্তি এবং গজেন্দ্রের ভগবৎ পার্ষদ হইয়া তৎপদলাভ, ৫ পঞ্চম ও ষষ্ঠ মনুর বিবরণ, তথা বিপ্রশাপে শ্রীভ্রষ্ট দেবগণসহ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক হরিস্তব, ৬ বিষ্ণুর আবির্ভাবান্তর পুনরায় দেবগণ কর্ত্তৃক তদীয় স্তুতি এবং অসুরদিগের সহিত অমৃতোৎপাদনার্থ উদ্যম, ৭ ক্ষীরোদমথনে কালকূটোৎপত্তি এবং অখিল লোকের ভয়-দর্শনে রুদ্রকর্ত্তৃক তৎপান, ৮ সমুদ্রমথনে লক্ষ্মীর বিষ্ণুকে বরণ এবং ধন্বন্তরিসহ অমৃতোত্থান, তদনন্তর বিষ্ণুর মোহিনী রূপ ধারণ, ৯ মুগ্ধ দানবগণ কর্ত্তৃক মোহিনীহস্তে অমৃতপাত্রা-র্পণ এবং দানবদিগকে বঞ্চনা করিয়া মোহিনীরূপে দেবতা-দিগকে অমৃতদান, ১০ মৎসরহেতু দেবগণের সহিত দানব-দিগের সমর এবং বিষণ্ণ দেবতাদিগের মধ্যে বিষ্ণুর আবির্ভাব, ১১ দানব-সংহার-দর্শনে দেবর্ষি কর্ত্তৃক দেবতাদিগকে নিবারণ এবং শুক্রাচার্য্য দ্বারা মৃত দৈত্যগণের পুনর্জীবন, ১২ মোহিনী-রূপ ধারণপূর্ব্বক ভগবান্ কর্ত্তৃক ত্রিপুরারির মোহন, ১৩ সপ্তমাদি ষড়্‌বিধ মন্বন্তরের পৃথক্ পৃথক্‌বিবরণ, ১৪ ভগবদ্দশ-বর্ত্তি মন্বাদি সকলের পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মাদি বর্ণন, ১৫ বলির বিশ্বজিৎ যজ্ঞ এবং তৎকর্ত্তৃক স্বর্গজয়, ১৬ দেবগণ অদর্শন হইলে দেবমাতা অদিতির শোক এবং তাঁহার প্রার্থনায় কশ্যপ কর্ত্তৃক পয়োব্রতোপদেশ, ১৭ অদিতির পয়োব্রত দ্বারা তদীয় কামনাপূরণার্থ ভগবান্ হরির তৎপুত্রত্বস্বীকার, ১৮ বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়া ভগবানের বলিযজ্ঞে গমন এবং বলির তাঁহাকে সৎকার করিয়া বরদান, ১৯ বামন কর্ত্তৃক বলি সন্নিধানে ত্রিপাদপরিমিত ভূমিযাচন, দানার্থ বলির অঙ্গীকার, ভৃগুর তন্নিবারণ, ২০ ভগবানের কপটতা জানিতে পারিয়াও অনৃত ভয়ে বলির প্রতিশ্রুত দান, তদনন্তর সহসা অদ্ভুত-রূপে বামনের বৃদ্ধি, ২১ লোক মধ্যে বলির উৎকর্ষ প্রকাশার্থ তৃতীয়পাদপূরণচ্ছলে বিষ্ণুকর্ত্তৃক বলির বন্ধন, ২২ পাতালে প্রস্থানানন্তর ন্যূনতাবোধে বলির প্রতি বরদানপূর্ব্বক ভগবানের তদ্দ্বারপালতাস্বীকার, ২৩ পিতামহ সহিত বলি সুতল গমন করিলে ইন্দ্রের উপেন্দ্রসহ স্বর্গারোহণপুরঃসর পূর্ব্ববৎ ঐশ্বর্য্যভোগ, ২৪ মৎস্যরূপী ভগবানের লীলাবৃত্তান্ত।

৯ম স্কন্ধে—১ বৈবস্বতপুত্রের বংশবর্ণনপ্রসঙ্গে ইলোপাখ্যান, ২ করূষাদি পঞ্চ মনুপুত্রের বংশবিবরণ, ৩ সুকন্যাখ্যান ও রেবতাখ্যান সমেত শর্য্যাতির বংশবিবরণ, ৪ মনুপুত্র নাভাগের এবং তৎপুত্র অম্বরীষের কথা, ৫ বিষ্ণুচক্রকে প্রসন্ন করিয়া অম্বরীষের কথা, ৬ শশাদ অবধি মান্ধাতৃ-পর্য্যন্ত অম্বরীষবংশ-বৃত্তান্ত এবং প্রসঙ্গক্রমে মান্ধাতৃতনয়াপতি সৌভরির উপাখ্যান, ৭ মান্ধাতার বংশবৃত্তান্তপ্রসঙ্গে পুরুকুৎস, ও হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান, ৮ রোহিতাশ্ববংশ এবং কপিলাক্ষেপে সগর-সন্তান-দিগের বিনাশবৃত্তান্ত, ৯ খট্টাঙ্গ অবধি অংশুমদ্বংশ এবং ভগীরথের গঙ্গানয়ন, ১০ খট্টাঙ্গবংশে শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম এবং রাবণ বধ করিয়া অযোধ্যাগমন পর্য্যন্ত তদীয় চরিত্র, ১১ রাম অযোধ্যায় স্থিতি, অশ্বমেধযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, ১২ শ্রীরামসুত কুশ এবং ইক্ষ্বাকুপুত্র শশাদের বংশবিবরণ, ১৩ ইক্ষ্বাকুপুত্র নিমির বংশবিবরণ, ১৪ বৃহস্পতির বনিতায় সোম হইতে বুধের জন্ম, বুধের ঔরসে উর্ব্বশীগর্ভে আয়ুমুখ্য প্রভৃতির উৎপত্তিকথন, ১৫ ঐলপুত্রের বংশে গাধির জন্ম, গাধির দৌহিত্র-সন্তান রাম কর্ত্তৃক কার্ত্তবীর্য্যবধ, ১৬ জমদগ্নিহনন, পরশুরাম কর্ত্তৃক বারংবার ক্ষত্রিয়বধ, বিশ্বামিত্রবংশানুচরিত, ১৭ আয়ুর পঞ্চপুত্র-মধ্যে ক্ষত্রবৃদ্ধাদি চারিজনের বংশবিবরণ, ১৮ নহুষসুত যযাতির উপাখ্যান, ১৯ যযাতির বৈরাগ্যোদয় ও নির্ব্বেদার্থ প্রিয়ার প্রতি আত্মবৃত্তান্তকথন, ২০ পুরুবংশ-বিবরণ ও তদ্বংশীয় দুষ্মন্ততনয় ভরতের যশঃকীর্ত্তন, ২১ ভরতের বংশবিবরণ ও প্রসঙ্গক্রমে রন্তিদেব, অজমীঢ়াদির কীর্ত্তিবর্ণন, ২২ দিবোদাসের বংশ, ঋক্ষবংশীয় জরাসন্ধযুধিষ্ঠিরদুর্য্যোধনাদির বিবরণ, ২৩ অনু, দ্রুহ্য ও তুর্ব্বসুর বংশ এবং জ্যামঘের উৎপত্তি, যদুবংশবিবরণ, ২৪ রামকৃষ্ণের উদ্ভব, বিদর্ভসুতত্রয়োৎপন্ন বিবিধবংশ।

১০ম স্কন্ধে—১ দেবকীর পুত্রহস্তে কংসের নিজ মৃত্যুকথা শুনিয়া তৎকর্ত্তৃক দেবকীর ছয় গর্ভনাশ, ২ কংসবধার্থ দেবকীগর্ভে ভগবান্ হরির জন্ম, ব্রহ্মাদি কর্ত্তৃক তাঁহার স্তব, দেবকীর সান্ত্বনা, ৩ ভগবানের নিজরূপে উদ্ভব, মাতাপিতা কর্ত্তৃক তদীয় স্তুতি এবং বসুদেব কর্ত্তৃক গোকুলে আনয়ন, ৪ চণ্ডিকাবাক্যশ্রবণে কংসের ভয় এবং মন্ত্রীদিগের কুমন্ত্রণায় বালকাদি হিংসায় প্রবৃত্তি, ৫ পুত্রজাতোৎসব-সমাপনান্তে নন্দের মথুরাগমন এবং বসুদেবসমাগমোৎসব, ৬ গোকুল-প্রত্যাগমনকালে নন্দের পথিমধ্যে মৃতরাক্ষসীদর্শন ও তন্মরণ-বিবরণ-শ্রবণে বিস্ময়, ৭ আকাশে শকটোৎক্ষেপণ, তৃণাবর্ত্তকে অধঃক্ষিপ্তকরণ, মুখমধ্যে বিশ্বপ্রদর্শন প্রভৃতি কৃষ্ণলীলাকথন, ৮ নন্দনন্দনের নামকরণ, বালক্রীড়াচ্ছলে মৃত্তক্ষণাভিযোগরূপে বিশ্বরূপ নিরূপণ, ৯ ভাণ্ডভঙ্গাদি দর্শনে গোপী কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন, তদুদরস্থিত বিশ্বনিরীক্ষণে বিস্ময়, ১০ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক যমলার্জ্জুনভঙ্গ, তাহাদের স্বরূপধারণ, শ্রীকৃষ্ণের স্তব, ১১ বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বৎসাসুর ও বকাসুরবধ, ১২ অঘাসুর কর্ত্তৃক সর্পশরীরধারণ, গোবৎসগ্রাস, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক তাহার বধ, ১৩ ব্রহ্মমায়ায় গোপবালক ও গোবৎস-হরণ, শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক সংবৎসর পূর্ব্ববৎ ভাবরক্ষা, ১৪ অদ্ভুতলীলায় মোহিত ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ভগবানের স্তব, ১৫ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ধেনুকাসুরমর্দ্দন, কালিয়নাগ হইতে গোপবালকদিগের রক্ষা, ১৬ যমুনাহ্রদে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কালিয়-নিগ্রহ, তৎপত্নীদিগের স্তবে শ্রীকৃষ্ণের করুণাপ্রকাশ, ১৭ নাগালয় হইতে কালিয়ের নির্গমন, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক শ্রান্তসুপ্তবন্ধুগণকে দাবানল হইতে পরিত্রাণ, ১৮ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বলভদ্র দ্বারা প্রলম্বাসুরবধ, ১৯ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক মুঞ্জারণ্যে গোপ ও গোকুলবাসীদিগকে অরণ্যাগ্নি হইতে রক্ষাকরণ, ২০ বর্ষা ও শরৎ ঋতুর শোভাবর্ণন, গোপগণসহ রামকৃষ্ণের প্রাবৃট্‌কালীন ক্রীড়া, ২১ শরৎকালীন রম্য-বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ, তদীয় বংশীধ্বনিশ্রবণে গোপীদিগের গীত, ২২ বস্ত্রহরণলীলা, গোপকন্যাদির প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বরদান, তদনন্তর যজ্ঞশালায় গমন, ২৩ যজ্ঞদীক্ষিতদিগের নিকট গোপালগণের অন্নভিক্ষা, তাহাদিগের অনুতাপ, ২৪ শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রার্চ্চননিবারণ, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক গোবর্দ্ধনোৎসবপ্রবর্ত্তন, ২৫ ইন্দ্র কর্ত্তৃক ব্রজবিনাশার্থ ভয়ঙ্কর বারিবর্ষণ, শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধনধারণ ও গোকুলরক্ষা, ২৬ শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুতকর্ম্মদর্শনে গোপীদিগের বিস্ময়, নন্দ কর্ত্তৃক গর্গকথিত কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যবর্ণন, ২৭ শ্রীকৃষ্ণের প্রভাতাবলোকনে সুরভি ও সুরেন্দ্র কর্ত্তৃক অভিষেক-মহোৎসব, ২৮ বরুণালয় হইতে নন্দানয়ন, গোপদিগের বৈকুণ্ঠদর্শন, ২৯ কৃষ্ণসংবাদে গোপীরাসবিহারকথন, রাসারম্ভে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান, ৩০ গোপীগণের উন্মত্তভাব, শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ, ৩১ গোপীগণের কৃষ্ণগান ও তদাগমনপ্রার্থনা, ৩২ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ও গোপীগণের প্রতি সান্ত্বনা, ৩৩ গোপীমণ্ডলমধ্যস্থ শ্রীকৃষ্ণের যমুনা ও বনকেলি, ৩৪ ভগবান্ কর্ত্তৃক সর্পগ্রস্ত নন্দের মোচন ও শঙ্খচূড়বধ, ৩৫ গোকুলে বালকগণের কৃষ্ণগুণগান, ৩৬ অরিষ্টবধ, নারদ-বাক্যে রামকৃষ্ণকে বসুদেবপুত্র জানিয়া কংস কর্ত্তৃক তদ্বধমন্ত্রণা ও কৃষ্ণানয়নার্থ অক্রূরের প্রতি আদেশ, ৩৭ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কেশীবধ, ব্যোমাসুরসংহার, ৩৮ অক্রূরের গোকুলগমন ও শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক তাহার সম্মান, ৩৯ অক্রূরসহ শ্রীকৃষ্ণের মথুরাযাত্রা, গোপীগণের খেদোক্তি, যমুনায় অক্রূরের বিষ্ণুলোকদর্শন, ৪০ শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর জানিয়া সগুণনির্গুণভেদে অক্রূরের স্তব, ৪১ শ্রীকৃষ্ণের মথুরাসন্দর্শন, পুরীপ্রবেশ, রজকবধ, সুদামার প্রতি বরদান, ৪২ কুব্জাকে ঋজুকরণ, ধনুর্ভঙ্গ ও রক্ষিবধাদি, ৪৩ গজেন্দ্রবধ, রামকৃষ্ণের মল্লরঙ্গে প্রবেশ, চানূর সহ সম্ভাষণ, ৪৪ মল্লকংসাদির মর্দ্দন, কৃষ্ণ কর্ত্তৃক কংসপত্নীদিগের প্রতি আশ্বাসদান, রামকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পিতৃমাতৃদর্শন, ৪৫ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পিতামাতার সান্ত্বনা ও উগ্রসেনাভিষেক, ৪৬ উদ্ধবকে ব্রজপুরে প্রেরণ, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক যশোদানন্দাদির শোকাপনোদন, ৪৭ কৃষ্ণাদেশে উদ্ধব কর্ত্তৃক গোপীদের প্রতি তত্ত্বোপদেশ, ৪৮ কুব্জার সহিত বিহার, অক্রূরের মনোপূরণ ও পাণ্ডবসান্ত্বনা, ৪৯ অক্রূরের হস্তিনাপুরে গমন, তৎকর্ত্তৃক পাণ্ডবদিগের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের বৈষম্যব্যবহার দর্শনানন্তর প্রত্যাগমন, ৫০ শ্রীকৃষ্ণের জরাসন্ধভয়ে সমুদ্রমধ্যে দুর্গনির্ম্মাণ, শঙ্কটদানব-বধানন্তর জরাসন্ধজয়, ৫১ মুচুকুন্দ কর্ত্তৃক যবনবধ, ৫২ শ্রীকৃষ্ণের গমন ব্রাহ্মণমুখে রুক্মিণীর সংবাদশ্রবণ, ৫৩ শ্রীকৃষ্ণের বিদর্ভনগরে গমন, রুক্মিণীহরণ, ৫৪ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক রুক্মিণীকে নিজপুরীতে আনয়ন ও রুক্মিণীর পাণিগ্রহণ, ৫৫ শ্রীকৃষ্ণ হইতে প্রদ্যুম্নের জন্ম ও শম্বর কর্ত্তৃক প্রদ্যুম্নহরণ, শম্বরবধ, ৫৬ শ্রীকৃষ্ণের মণিহরণ, জাম্ববানের ও সত্রাজিতের কন্যাপ্রাপ্তি, অনন্তর অন্য দারগ্রহণ ও স্যমন্তকহরণাদি দ্বারা অর্থের অনর্থতা কথন, ৫৭ শতধন্বাবধ, অক্রূর কর্ত্তৃক আহৃত মণিবৃত্তান্ত, ৫৮ শ্রীকৃষ্ণের কালিন্দী প্রভৃতি পঞ্চকন্যার পাণিগ্রহণ, তপস্বিনী কালিন্দীকে বিবাহার্থ ইন্দ্রপ্রস্থে গমন, ৫৯ শ্রীহরিকর্ত্তৃক ভৌমহনন, তদাহৃত সহস্রকন্যা ও স্বর্গ হইতে পারিজাতহরণ, সহস্র কন্যাসহবাস, ৬০ শ্রীকৃষ্ণের পরিহাসে রুক্মিণীর কোপ, প্রেম-কলহে তাঁহার সান্ত্বনা, প্রেম-কলহের ঐশ্বর্য্যবর্ণন, ৬১ শ্রীকৃষ্ণের পুত্রপৌত্রাদি সন্ততি ও অনিরুদ্ধবিবাহে বলরাম কর্ত্তৃক রুক্মিকালিঙ্গবধ, ষোড়শসহস্র একশত অষ্ট সংখ্যক স্ত্রীতে

সমুদ্ভূত কোটীপুত্রপৌত্রাদির বিবাহবর্ণন, ৬২ উষার সহিত রমমাণ অনিরুদ্ধের বাণ কর্ত্তৃক অবরোধ, অনিরুদ্ধের জন্য বাণযাদবযুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের হরজয়, বাণরাজের বাহুচ্ছেদন, ৬৩ বাণযাদবযুদ্ধে মাহেশ্বজ্বর কর্ত্তৃক বাণবাহুচ্ছেত্তা হরির স্তুতি, ৬৪ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নৃগের শাপমোচন ও ব্রহ্মস্বহরণ-দোষ উক্তি, বিভূতি-মদোন্মত্ত যদুগণকে নৃগোদ্ধারপ্রসঙ্গে শিক্ষাদান, ৬৫ বলরামের গোকুলাগমন ও গোপীগণের সহিত রমণ, মত্ততাবশতঃ কালিন্দী আকর্ষণ, বলরামের চরিত্রবর্ণন, ৬৬ শ্রীকৃষ্ণের কাশীতে আগমন, পৌণ্ড্রিক ও কাশীরাজবধ, সুদক্ষিণবধ, ৬৭ বলরামের রৈবতপর্ব্বতে স্ত্রীগণ সহ ক্রীড়া, দ্বিবিদবানর-বধ, ৬৮ যুদ্ধে কৌরব কর্ত্তৃক শাম্বরোধ, শাম্বমোচনার্থ বলরামের গমন, ৬৯ নারদ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব, ৭০ শ্রীকৃষ্ণের দৈনন্দিন কর্ম্ম উপলক্ষে দূত ও নারদের কার্য্যে কার্য্যমন্ত্রবিচার ও জগদীশ্বরের আহ্নিক ও জগন্মঙ্গল চরিত্র দেখিয়া নারদের উক্তি, ৭১ উদ্ধবের মন্ত্রণায় শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থে গমন, ৭২ শ্রীকৃষ্ণ ও ভীমের জরাসন্ধবধ, ৭৩ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক রাজগণের মোচন ও নিজরূপ সন্দর্শন, ৭৪ রাজসূয়যজ্ঞানুষ্ঠান, ঐ যজ্ঞে অগ্রেপূজা প্রসঙ্গে চৈদ্যরাজ শিশুপালবধ, ৭৫ যুধিষ্ঠিরের অবভৃথসম্ভ্রম ও দুর্য্যোধনের মানভঙ্গ, ৭৬ বৃষ্ণিশাম্ব মহাযুদ্ধে দ্যুমদ্গদাপ্রহারে প্রদ্যুম্নের রণক্ষেত্র হইতে অপসরণ, ৭৭ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক শাম্ববধ, ৭৮ দন্তবক্র ও বিদূরথহত্যা, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক তৎপুরী আক্রমণ, বলরাম কর্ত্তৃক সূতবধ, ৭৯ বল্বলহনন ও পরে তীর্থস্নানাদি দ্বারা বলদেবের সূতহত্যাজনিত পাপমুক্তি, ৮০ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক শ্রীদাম নামক ব্রাহ্মণের পূজা, ৮১ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক স্বীয় সখা শ্রীদাম ব্রাহ্মণের পৃথক্ তণ্ডুল-ভোজন ও তাঁহাকে ইন্দ্রদুর্লভসম্পত্তিদান, ৮২ কুরুক্ষেত্রে রবিগ্রহে বৃষ্টিসমাবেশ ও ভূপগণের পরস্পর কৃষ্ণকথা, শ্রীকৃষ্ণের কুরুক্ষেত্রে গমন, ৮৩ শ্রীকৃষ্ণভার্য্যাগণের দ্রৌপদীর নিকট নিজ নিজ উদ্বাহবিষয়ক উক্তি, ৮৪ মুনি-সমাগম ও বসুদেবাদির প্রস্থান, ৮৫ পিতামাতার প্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণবলরাম কর্ত্তৃক পিতাকে জ্ঞানদান ও মাতাকে মৃতপুত্রপ্রদান, তৎপ্রসঙ্গে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ, ৮৬ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক সুভদ্রাহরণ, শ্রীকৃষ্ণের মিথিলায় গমন, ভক্ত নৃপ ও বিপ্রকে সদ্গতিপ্রদান, ৮৭ নারদ-নারায়ণ-সংবাদ, বেদ কর্ত্তৃক নারায়ণের স্তুতি, ৮৮ বিষ্ণুভক্তের মুক্তি ও অন্য দেবতাভক্তের বিভূতিপ্রাপ্তিকথন, ৮৯ ভৃগু কর্ত্তৃক মুনিগণের নিকট বিষ্ণুর উৎকর্ষতাবর্ণন, ৯০ পুনর্ব্বার সংক্ষেপে কৃষ্ণলীলা ও যদুবংশ বর্ণন।

১১শ স্কন্ধে—১ যদুবংশনাশহেতু মৌষল কথার উপক্রম, ২ নারদনিমিজয়ন্তসংবাদ, তৎপ্রসঙ্গে বসুদেবের নিকটে ভাগবত-ধর্ম্মপ্রকাশ, ৩ মুনিগণ কর্ত্তৃক মায়া, তদুত্তরণ, ব্রহ্ম ও কর্ম্ম এই চারিটী প্রশ্নের উত্তরপ্রদান, ৪ জয়ন্তীনন্দন দ্রবিড়-সত্তম কর্ত্তৃক অবতারঘটিত কার্য্যবিষয়ক প্রশ্নের উত্তর, ৫ যুগে যুগে ভক্তিহীন কনিষ্ঠাধিকারীদিগের নিষ্ঠা ও উপযুক্ত বিষ্ণুপূজা-বিধি, ৬ উদ্ধবের ব্রহ্মধামে গমনার্থ হরির নিকট প্রার্থনা, ৭ উদ্ধবের আত্মজ্ঞানসিদ্ধির হেতু শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অবধূত ইতি-হাসোক্ত অষ্ট গুরুর বিবরবর্ণন, ৮ অবধূত-ইতিহাস-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অবধূতশিক্ষাবর্ণন, ৯ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কুররাদি হইতে শিক্ষা করিয়া যদুরাজের কৃতার্থতা বর্ণন, ১০ চতুর্ব্বিংশতি গুরুর উপাখ্যানশ্রবণে বিশুদ্ধচিত্ত উদ্ধবের আত্মতত্ত্বজ্ঞানসাধনরূপ দেহসম্বন্ধবিচার ও আত্মা সংসার-স্বরূপ নহে, এই মত-নিরাশ, ১১ বদ্ধ মুক্ত সাধু ও ভক্তের লক্ষণ, ১২ সাধুসঙ্গের মহিমা ও কর্ম্মানুষ্ঠান, কর্ম্ম-ত্যাগরূপ ব্যবস্থাবর্ণন, ১৩ সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানোদয়ের ক্রম, হংসেতিহাস দ্বারা চিত্তগুণবিশ্লেষবর্ণন, ১৪ ভক্তির সাধন-শ্রেয়স্ত্বকথন, সাধনা সহ ধ্যানযোগবর্ণন, ১৫ বিষ্ণুপদ প্রাপ্তির বহিরঙ্গসাধন, চিত্তধারণানুগত অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য কথন, ১৬ জ্ঞানবীর্য্যপ্রভাবাদি বিশেষ দ্বারা হরি আবির্ভাবযুক্ত বিভূতিবর্ণন, ১৭ ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থদিগের ভক্তিলক্ষণ, স্বধর্ম্মবিষয়ক উদ্ধবের প্রশ্নে ভগবান্ কর্ত্তৃক হংসোক্ত ধর্ম্মরূপ বর্ণাশ্রমবিভাগ-কথন, ১৮ বানপ্রস্থ ও যতিধর্ম্মনির্ণয়, অধিকারবিশেষে ধর্ম্ম-কথন, ১৯ পূর্ব্বনির্ণীত জ্ঞানাদির পরিত্যাগরূপ শ্রেয়ো-কথন, ২০ অধিকারীবিশেষে গুণদোষব্যবস্থা, তৎপ্রসঙ্গে ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ ও ক্রিয়াযোগকথন, ক্রিয়াযোগ, জ্ঞান-যোগ ও ভক্তিযোগে অনধিকারী কামাসক্ত লোকদিগের সম্বন্ধে দ্রব্যদেশাদির গুণদোষকথন, ২২ তত্ত্বসংখ্যার অবি-রোধ, প্রকৃতিপুরুষবিবেক ও জন্মমৃত্যুকথন, ২৩ ভিক্ষুগীতা-কথন, তিরস্কার-সহনোপায় ও বুদ্ধিদ্বারা মনের সংযমবর্ণন, ২৪ আত্মার ও অন্য সকলপদার্থের আবির্ভাব-তিরোভাবচিন্তা, তৎপ্রসঙ্গে সাংখ্যযোগনিরূপণ দ্বারা মনের মোহনিবারণ, ২৫ ভগবান্ কর্ত্তৃক অন্তঃকরণসম্ভূত সত্ত্বাদি গুণের বৃত্তিনিরূপণ, ২৬ দুষ্ট সংসর্গে যোগনিষ্ঠার ব্যাঘাত ও সাধুসঙ্গে তন্নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠাবর্ণন, দুষ্টসংসর্গনিবৃত্ত্যর্থ ঐলগীতবর্ণন, ২৭ সংক্ষেপে ক্রিয়াযোগবর্ণন, পরমার্থনির্ণয়, জ্ঞানযোগের সংক্ষেপবর্ণন, ২৯ পূর্ব্বকথিত ভক্তিযোগের পুনর্ব্বার সংক্ষেপবর্ণন এবং যোগকে অতি ক্লেশকর জানিয়া উদ্ধব কর্ত্তৃক তদ্বিষয়ে সুখোপায়-প্রশ্নজিজ্ঞাসা, ৩০ মুষলোৎপত্তির কথা, শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় ধামে গমনেচ্ছা, সেই মুষলচ্ছলে নিজ কুলসংহার, ৩১ যদুবংশের পুনর্ব্বার

দেবভাবপ্রাপ্তি, শ্রীকৃষ্ণের সশরীরে স্বীয় ধামে গমন ও বসুদেবাদির তাঁহার অনুগমন।

১২শ স্কন্ধে—১ কলিপ্রভববর্ণন, বর্ণসাঙ্কর্য্যকথন, ভাবী মাগধবংশীয় রাজাদিগের নামকীর্ত্তন, কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত মুক্তির অন্য পথ নাই ইহা বর্ণন, ২ কলির দোষবৃদ্ধি, কল্কি অবতার ও অধার্ম্মিকদিগের নাশ, পুনর্ব্বার সত্যযুগাগমবর্ণন, ৩ ভূমিগীতদ্বারা রাজ্যের দোষাদিবর্ণন, দোষবহুল কলিতে হরির স্তবকথন, ৪ নৈমিত্তিকাদি চারি প্রকার লয়কথনপূর্ব্বক হরিসংকীর্ত্তন দ্বারা সংসারনিস্তারবর্ণন, ৫ সংক্ষেপে পরব্রহ্মোপদেশ দ্বারা রাজার তক্ষকদংশনে মৃত্যুভয়নিবারণ, ৬ রাজা পরীক্ষিতের মোক্ষপ্রাপ্তি, তৎপুত্র জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ ও শাখা বিভাগকথন দ্বারা ব্যাসদেবের বর্ণন, ৭ অথর্ব্ববেদের বিস্তার, পুরাণবিভাগ ও তল্লক্ষণ, ভাগবতশ্রবণফলকথন, ৮ মার্কণ্ডেয়ের তপস্যাচরণ, কামাদিতে অমোহ নারায়ণের স্তুতি, ৯ মার্কণ্ডেয় মুনির প্রলয়সমুদ্রে মায়াশিশুদর্শন, মুনির শিশুঅন্তরে প্রবেশ ও নির্গম বর্ণন, ১০ শিবের আগমন ও মার্কণ্ডেয়-সম্ভাষণ, তৎপ্রতি শিবের বরদান, ১১ মহাপুরুষবর্ণন, প্রতিমাসে পৃথক্ পৃথক্ পূজায় হরির অবতারব্যূহের আখ্যান, মার্কণ্ডেয় মানব হইয়াও যেরূপ অমৃত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই ক্রিয়াযোগের সাঙ্গোপাঙ্গবর্ণন, ১২ এই পুরাণের প্রথমস্কন্ধাবধি উক্ত সমুদায় অর্থের সামান্য বিশেষরূপে একত্রকথন, ১৩ যথাক্রমে পুরাণসংখ্যাকথন, শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের দানমাহাত্ম্যবর্ণন।

দেবীভাগবত।

এবার দেবীভাগবতের বিষয়সূচী প্রদত্ত হইল—

১ম স্কন্ধে—১ সূতসমীপে শৌনকাদি ঋষিগণের পুরাণপ্রশ্ন, পুরাণশ্রবণপ্রশংসা, ভাগবতপ্রশংসা, ২ ভগবতীর স্তুতি, গ্রন্থের সংখ্যানির্দ্দেশ, পুরাণলক্ষণ, শৌনকাদি মুনিগণ কর্ত্তৃক নৈমিষারণ্যের মাহাত্ম্যবর্ণন, ৩ অষ্টাদশ মহাপুরাণের নাম ও সংখ্যাকথন, উপপুরাণের নাম কথন, যে যে দ্বাপরে যে যে ব্যাসের উৎপত্তি তাহার বিষয়, ভাগবতমাহাত্ম্যকথন, ৪ সূতসমীপে শুকদেবজন্মবিষয়ক প্রশ্ন, ব্যাসদেবের অপুত্রনিবন্ধন চিন্তা, ব্যাসসমীপে নারদের আগমন, পুত্র জন্য নারদের নিকট ব্যাসের প্রশ্ন, হরিকে ধ্যানস্থ দেখিয়া ব্রহ্মার সংশয়, বিষ্ণু কর্ত্তৃক শক্তিই সকলের কারণ এতদ্বিষয়ক বর্ণন, দেবীমাহাত্ম্যবর্ণন, ৫ ঋষিগণের হয়গ্রীববিষয়ক প্রশ্ন, দেবগণের নিদ্রাগত বিষ্ণুসমীপে গমন, ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক ভগবানের নিদ্রাভঙ্গে মন্ত্রণা, বম্রীনাম কীটের উৎপত্তি, বিষ্ণুর ছিন্নমস্তকের অন্তর্দ্ধান, দুঃখিত দেব ও দেবগণ কর্ত্তৃক জগদম্বিকার স্তুতি, দেবগণের প্রতি আকাশবাণী, বিষ্ণুর মস্তকচ্ছেদনের কারণ, দৈত্য হয়গ্রীবের তপস্যাদি, হয়গ্রীব-দৈত্যের মস্তকচ্ছেদন ও বিষ্ণুর গ্রীবাদেশে সংযোজন, ঋষিগণের মধুকৈটভযুদ্ধবিষয়ক প্রশ্ন, মধুকৈটভের উৎপত্তি, দৈত্যদ্বয়ের নিজোৎপত্তির কারণানুসন্ধান, দৈত্যদ্বয়ের বাগ্‌বীজের উপাসনা, দৈত্যদ্বয়ের বিষ্ণুনাভি কমলোৎপন্ন ব্রহ্মার দর্শন, দৈত্যদ্বয়ের যুদ্ধ জন্য ব্রহ্মার নিকট প্রার্থনা, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক বিষ্ণুর স্তব, বিষ্ণুর নিদ্রাভঙ্গ না হওয়ায় ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ভগবতীর স্তব, বিষ্ণুর শরীর হইতে যোগনিদ্রার নিঃসরণ ও পার্শ্বে অবস্থান, ৮ সূতসমীপে ঋষিগণের শক্তিবিষয়ক প্রশ্ন, শক্তির প্রাধান্যবর্ণন, ৯ বিষ্ণুর নিদ্রাভঙ্গ, বিষ্ণুর সহিত মধুকৈটভের যুদ্ধোদ্যোগ, বিষ্ণু কর্ত্তৃক মহামায়ার স্তব, মধুকৈটভবধ, ১০ ঋষিগণের শুকদেবোৎপত্তিবিষয়ক প্রশ্ন, ব্যাসদেবের ভগবতীর আরাধনায় গমন, ব্যাসের ঘৃতাচী অপ্সরার দর্শন, ১১ বৃহস্পতি-পত্নী তারার সহিত চন্দ্রের মিলন, চন্দ্রের প্রতি বৃহস্পতির তিরস্কার, চন্দ্র কর্ত্তৃক বৃহস্পতিনিরাকরণ ও ইন্দ্রকর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যান, চন্দ্র কর্ত্তৃক ইন্দ্রদূতের নিরাকরণ, চন্দ্রের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধোদ্যোগ, বুধের উৎপত্তি, ১২ সুদ্যুম্ন নৃপতির বনগমন, সুদ্যুম্ন-নৃপতির রমণীত্বলাভ, সুদ্যুম্ননৃপতির ইলানামপ্রাপ্তি, ইলার সহিত বুধের মিলন, পুরূরবার উৎপত্তি, ইলাকর্ত্তৃক ভগবতীর স্তব, সুদ্যুম্নের মুক্তি, ১৩ পুরূরবা সমীপে উর্ব্বশীর নিয়ম, উর্ব্বশী আনয়নের নিমিত্ত গন্ধর্ব্বগণের আগমন, উর্ব্বশীর অন্তর্ধান, কুরুক্ষেত্রে পুরূরবার পুনর্ব্বার উর্ব্বশীদর্শন, ১৪ ঘৃতাচীর শুকীরূপ ধারণ, শুকোৎপত্তি, শুককে গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করাইতে ব্যাসের অনুরোধ, শুকদেবের বিবাহে অস্বীকার, ১৫ শুকদেবের বৈরাগ্য, ব্যাসের প্রতি শুকদেবের উক্তি, শুকদেবকে ভাগবত অধ্যয়ন করিবার জন্য ব্যাসের অনুরোধ, বটপত্রশায়ী ভগবানের শ্লোকার্দ্ধ শ্রবণ, বিষ্ণু সমীপে ভগবতীর প্রাদুর্ভাব, ১৬ বিষ্ণুকে বিস্মিত দেখিয়া ভগবতীর উক্তি, বিষ্ণু কর্ত্তৃক শ্লোকার্দ্ধবিষয়ে প্রশ্ন, শ্লোকার্দ্ধের মাহাত্ম্যবর্ণন, ব্রহ্মার নিকট বিষ্ণু কর্ত্তৃক ভগবতীমাহাত্ম্যকীর্ত্তন, ভাগবতের লক্ষণ, শুকদেবকে চিন্তিত দেখিয়া জীবন্মুক্ত জনকের নিকট গমনার্থ ব্যাসের উপদেশ, শুকের মিথিলাগমনেচ্ছা, ১৭ শুকের মিথিলাগমন, শুকের সহিত দ্বারপালের কথোপকথন, শুকদেবের জনকগৃহে বিশ্রাম, ১৮ শুকের আগমনবার্ত্তাশ্রবণে সৎকার-মানসে রাজা জনকের তৎসমীপে গমন, শুকের আগমনকারণ বর্ণন, শুকের প্রতি জনকের উপদেশ, জনকের সহিত শুকের বিচার, ১৯ শুকদেবের সন্দেহনিরাকরণ, শুকদেবের বিবাহ, শুকের তপস্যা ও অন্তর্দ্ধান, ব্যাসদেবের 'পুত্র পুত্র' বলিয়া

আহ্বানে পর্ব্বতাদির প্রত্যুত্তর দান, ব্যাসসমীপে মহাদেবাগমন, ব্যাসদেব কর্ত্তৃক শুকের ছায়াদর্শন, ২০ পুত্রবিরহাতুর ব্যাসদেবের স্বজন্মস্থান দ্বীপমধ্যে আগমন ও দাশরাজের সহিত মিলন, সরস্বতীতটে ব্যাসের বাস, শন্তনুরাজের মৃত্যুবর্ণন, চিত্রাঙ্গদের রাজ্যপ্রাপ্তি, চিত্রাঙ্গদের সহিত গন্ধর্ব্ব-চিত্রাঙ্গদের যুদ্ধ, চিত্রাঙ্গদের মৃত্যু ও বিচিত্রবীর্য্যের রাজ্যপ্রাপ্তি, স্বয়ংবরে ভীষ্ম কর্ত্তৃক কাশীরাজের কন্যাত্রয়হরণ, ভীষ্ম কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত কাশীরাজের জ্যেষ্ঠকন্যার শাল্বসমীপে গমন, ভীষ্ম ও শাল্ব কর্ত্তৃক নিরাকৃত কাশীরাজকন্যার তপস্যার্থ বনগমন, বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যু, ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির উৎপত্তি।

দ্বিতীয় স্কন্ধে—১ ঋষিগণের সত্যবতীবিষয়ক প্রশ্ন, উপরিচর নৃপতিবৃত্তান্ত, মৎস্যরাজ ও মৎস্যগন্ধার উৎপত্তি, ২ পরাশর মুনির আগমন, কামার্ত্ত পরাশরের প্রতি মৎস্যগন্ধার উক্তি, মৎস্যগন্ধার যোজনগন্ধা-নামপ্রাপ্তি, ব্যাসদেবের উৎপত্তি, ৩ মহাভিষ নৃপতির ব্রহ্মসদনে গমন, মহাভিষ ও গঙ্গার প্রতি ব্রহ্মার অভিশাপ, অষ্টবসুর বশিষ্ঠাশ্রমে গমন, দ্যৌ নামক বসু কর্ত্তৃক বশিষ্ঠের গোহরণ, বসুগণের প্রতি বশিষ্ঠের শাপ, গঙ্গা ও বসুগণের মিলন, শন্তনুরাজের উৎপত্তি, ৪ শন্তনুরাজ কর্ত্তৃক মানবরূপধারিণী গঙ্গার বিবাহ, সপ্তবসুগণের ক্রমান্বয় গঙ্গাগর্ভে উৎপত্তি ও তৎকর্ত্তৃক জলে নিক্ষেপ, ভীষ্মের উৎপত্তি, ভীষ্মকে গ্রহণ করিয়া গঙ্গার অন্তর্দ্ধান, শন্তনুরাজের গঙ্গাসমীপ হইতে পুনরায় ভীষ্মপ্রাপ্তি, ৫ শন্তনুরাজের সত্যবতীদর্শন, শন্তনুর দাশগৃহে গমন, দাশ নিকটে সত্যবতী প্রার্থনা, দাশবাক্যে শন্তনুর চিন্তা ও গৃহে প্রত্যাগমন, শন্তনুর প্রতি ভীষ্মের উক্তি, ভীষ্মের দাশগৃহে গমন, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ও সত্যবতী আনয়ন, ৬ কর্ণোৎপত্তি বিবরণ, দুর্ব্বাসামুনির কুন্তিভোজগৃহে আগমন, কুন্তীকে দুর্ব্বাসার মন্ত্রদান, কুন্তী কর্ত্তৃক সূর্য্যের আহ্বান, কর্ণের উৎপত্তি, মঞ্জুষা কর্ত্তৃক কর্ণকে গঙ্গাজলে পরিত্যাগ, পাণ্ডুর সহিত কুন্তীর বিবাহ, পাণ্ডুর প্রতি মৃগরূপী মুনির শাপ, যুধিষ্ঠির প্রভৃতির উৎপত্তি, পাণ্ডুর মৃত্যু, পুত্রগণের সহিত কুন্তীর হস্তিনায় গমন, ৭ পরীক্ষিতের উৎপত্তি, ধৃতরাষ্ট্রের বনগমন, বিদুরের মৃত্যু, দেবীপ্রসাদে যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতির মৃত-দুর্য্যোধনাদি দর্শন, ধৃতরাষ্ট্রের মৃত্যু, যাদবগণের ও রামকৃষ্ণের মৃত্যু, অর্জ্জুনের দ্বারকাগমন ও দস্যুকর্ত্তৃক কৃষ্ণপত্নীহরণ, পরীক্ষিতের রাজ্যপ্রাপ্তি, পরীক্ষিৎ কর্ত্তৃক শমীক মুনির গলে সর্পপ্রদান, পরীক্ষিতের প্রতি ব্রহ্মশাপ, রুরু-বৃত্তান্তবর্ণন, ৯ রুরুর বিবাহোদ্যোগ, রুরুপত্নীর সর্পদংশনে মৃত্যু, রুরু কর্ত্তৃক পত্নীর জীবনদানের উদ্যোগ, রুরুপত্নীর জীবনলাভ, পরীক্ষিতের তক্ষকভয়নিবারণের চেষ্টা, ১০ তক্ষকের আগমন ও পথিমধ্যে কশ্যপ-ব্রাহ্মণকে দর্শন, তক্ষকের ন্যগ্রোধ-বৃক্ষদংশন, কশ্যপ কর্ত্তৃক বৃক্ষের জীবনদান, কশ্যপের গৃহে প্রত্যাগমন, পরীক্ষিৎকে মন্ত্রাদি দ্বারা বেষ্টিত দেখিয়া তক্ষকের চিন্তা, অনুচর সর্পগণের ব্রাহ্মণবেশে পরীক্ষিৎসমীপে গমন, ব্রাহ্মণরূপধারী সর্পসকাশে রাজার ফলগ্রহণ, রাজার তক্ষকদংশনে মৃত্যু, ১১ জনমেজয়ের রাজ্যপ্রাপ্তি, জনমেজয়ের বিবাহ, উতঙ্কমুনির হস্তিনাপুরে আগমন, উতঙ্কমুনির সহিত জনমেজয়ের কথোপকথন, রুরুর সর্পহননে প্রতিজ্ঞা, ডুণ্ডুভ সর্পের সহিত রুরুর কথোপকথন, সর্পযজ্ঞারম্ভ, আস্তীক কর্ত্তৃক সর্পযজ্ঞনিবারণ, ১২ জরৎকারু-মুনি কর্ত্তৃক গর্ত্তে লম্বমান পিতৃগণের দর্শন, আদিত্য-অশ্ব দর্শনে বিনতা ও কদ্রুর কথোপকথন, সর্পগণের প্রতি কদ্রুর শাপ, গরুড়ের ইন্দ্রলোক হইতে অমৃত আহরণ, বাসুকিপ্রভৃতি সর্পগণের ব্রহ্মাসমীপে গমন, জরৎকারুমুনির দারপরিগ্রহ, আস্তীকের উৎপত্তি, জনমেজয়ের প্রতি ভাগবতশ্রবণে ব্যাসের আদেশ।

৩য় স্কন্ধে—১ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের বিভূতিকথনে ব্যাসসমীপে জনমেজয়ের প্রশ্ন, ব্যাসদেবের উত্তর, ২ ব্রহ্মার নিকট নারদের আরাধ্যনির্ণয়প্রশ্ন, ব্রহ্মার স্বকারণঅন্বেষণার্থ পদ্ম হইতে নিম্নে আগমন, ব্রহ্মার শেষশায়িজনার্দ্দন-দর্শন, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুসমীপে রুদ্রের আগমন, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্রের প্রতি দেবীর উক্তি, দেবীদত্ত বিমানে ব্রহ্মাদির আরোহণ, ৩ বিমানে আরোহণ করিয়া ব্রহ্মাদির নানাবিধ বস্তুদর্শন, অন্য ব্রহ্মা-দর্শন, অন্য শিব-দর্শন, অন্য বিষ্ণু-দর্শন, ব্রহ্মাদির দেবীদর্শন, ৪ ভগবতীসমীপে গমনোদ্যত ব্রহ্মাদির রমণীত্বপ্রাপ্তি, দেবীপাদপদ্মে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডদর্শন, বিষ্ণু কর্ত্তৃক ভগবতীর স্তুতি, ৫ শিবকৃত ভগবতীস্তব, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ভগবতীস্তব, ৬ ব্রহ্মাদির প্রতি ভগবতীর উপদেশ, ব্রহ্মাকে মহাসরস্বতীপ্রদান, বিষ্ণুকে মহালক্ষ্মীপ্রদান, মহাদেবকে মহাকালীপ্রদান, ব্রহ্মার পুনর্ব্বার পুরুষত্বপ্রাপ্তি, ৭ নির্গুণতত্ত্বকথন, গুণপ্রভেদদ্বারা তত্ত্বস্বরূপবর্ণন, ৮ গুণসমূহের রূপসংস্থানবর্ণন, ৯ গুণনিকরের লক্ষণ, জনমেজয়সমীপে ব্যাস কর্ত্তৃক আরাধ্যনির্ণয়, ১০ মুনিসমাজে আরাধ্যনির্ণয়ে সন্দিহান জমদগ্নির প্রশ্ন, লোমশদ্বারা পূর্ব্বপ্রশ্নের মীমাংসা, সত্যব্রত ঋষির উপাখ্যান, বিপ্র-দেবদত্তের পুত্রকামনায় যজ্ঞারম্ভ, দেবদত্তপ্রতি গোভিলের শাপ, দেবদত্তের পুত্রোৎপত্তি, উতথ্যের বৈরাগ্যলাভে বনগমন, ১১ উতথ্যের সত্যব্রতনামপ্রাপ্তি, সত্যব্রতের সরস্বতীবীজের উচ্চারণ, বীজমাহাত্ম্যে সর্ব্বজ্ঞত্বপ্রাপ্তি, দেবীমাহাত্ম্য, ১২ অম্বাযজ্ঞবিধিবর্ণন, জনমেজয়ের প্রতি অম্বাযজ্ঞ করিতে বেদব্যাসের উপদেশ, বিষ্ণুপ্রতি দৈববাণী, ১৪

ধ্রুবসন্ধিরাজের বৃত্তান্ত, ধ্রুবসন্ধির মৃত্যু, নৃপপুত্র সুদর্শনকে রাজ্যপ্রদানের মন্ত্রণা, যুধাজিতের আগমন, বীরসেনের আগমন, ১৫ যুধাজিৎ ও বীরসেনের যুদ্ধ, বীরসেনের মৃত্যু, সুদর্শনকে লইয়া লীলাবতীর প্রস্থান, সুদর্শনের ভরদ্বাজাশ্রমে বাস, ১৬ সুদর্শন-বিনাশেচ্ছায় যুধাজিতের ভরদ্বাজাশ্রমে গমন, জয়দ্রথের দ্রৌপদীহরণবৃত্তান্ত, ১৭ বিশ্বামিত্রকথা, যুধাজিতের স্বপুরে প্রত্যাগমন, সুদর্শনের কামরাজবীজপ্রাপ্তি, কাশীরাজকন্যা শশিকলার সুদর্শনের প্রতি অনুরাগ, ১৮ শশিকলার স্বয়ংবরোদ্যোগ, ১৯ সুদর্শনের প্রতি শশিকলার গাঢ়ানুরাগবর্ণন, সুদর্শন ও অন্যান্য রাজার কাশীতে আগমন, ২০ সুদর্শন ও নৃপগণের কথোপকথন, শশিকলার স্বয়ংবরসভায় আগমনে অনিচ্ছা, ২১ কাশীপতিমুখে তৎকন্যার অন্য নৃপতিকে বরণ করিবার অনিচ্ছাশ্রবণে যুধাজিতের তিরস্কার, যুদ্ধের আশঙ্কায় কাশীপতির কন্যার প্রতি উক্তি, ২২ সুদর্শনের বিবাহ, কাশীপতি কর্তৃক নৃপতিগণের বিদায়, ২৩ কাশী হইতে সুদর্শনের বিদায়, যুদ্ধেচ্ছায় অন্য রাজগণের আগমন, সুদর্শনের সহিত রাজগণের যুদ্ধ ও দেবীর আবির্ভাব, যুধাজিতের মৃত্যু, কাশীপতি কর্তৃক দেবীর স্তব, ২৪ দুর্গার কাশীতে বাস, সুদর্শনের অযোধ্যায় আগমন, ২৫ সুদর্শনের অযোধ্যায় দেবীস্থাপন, ২৬ নবরাত্রব্রতবিধি, কুমারীবিধিবর্ণন, ২৭ বর্জ্জনীয়কুমারীবর্ণন, সুশীল বণিকের উপাখ্যান, ২৮ রামলক্ষ্মণভরত ও শত্রুঘ্নের উৎপত্তি, রামের দণ্ডকারণ্যে গমন, মায়ামৃগবধ, ভিক্ষুকবেশে রাবণের আগমন, সীতাসমীপে রাবণের পরিচয়দান, ২৯ সীতাহরণ, রামের জানকী অন্বেষণের উদ্যোগ, জটায়ুদর্শন, সুগ্রীবের সহিত রামচন্দ্রের মিত্রতা, শোকান্বিত রামের প্রতি লক্ষ্মণের উক্তি, ৩০ রাম ও লক্ষ্মণসমীপে নারদের আগমন, নবরাত্রব্রত করিবার উপদেশ, রামচন্দ্রের ব্রতবিধান, রামের প্রতি ভগবতীর বাক্য, রাবণবধ।

৪র্থ স্কন্ধে—১ বেদব্যাসসমীপে জনমেজয় কর্তৃক কৃষ্ণাবতারাদি বিষয়ের প্রশ্ন, ২ কর্ম্মফলের প্রাধান্যনির্ণয়, ৩ কশ্যপ কর্তৃক বরুণের ধেনুহরণ, কশ্যপপ্রতি বরুণের অভিশাপ, কশ্যপের প্রতি ব্রহ্মার শাপ, পুত্রনিমিত্ত দিতির ব্রতকরণ, অদিতির প্রতি দিতির শাপ, দিতির সেবার্থ তৎসমীপে ইন্দ্রের গমন, ইন্দ্র কর্তৃক বজ্রদ্বারা দিতির গর্ভচ্ছেদন, ৪ কশ্যপের চৌরবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া জনমেজয়ের সংশয়, মায়ার প্রাধান্যকীর্ত্তন, ৫ নরনারায়ণবৃত্তান্ত, ঋষিদ্বয়ের তপস্যা-দর্শনে ইন্দ্রের চিন্তা, তপস্যাভঙ্গজন্য ইন্দ্রের অপ্সরাগণকে প্রেরণ, ৬ নরনারায়ণের আশ্রমে সহসা বসন্তঋতুর আবির্ভাব, অকালবসন্ত দর্শনে নারায়ণের চিন্তা, ঋষিদ্বয়ের সম্মুখে অপ্সরাগণের আগমন, উর্ব্বশীর উৎপত্তি, ৭ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অহঙ্কারাবৃততা-বর্ণন, ৮ প্রহ্লাদের রাজ্যলাভ, প্রহ্লাদসমীপে চ্যবনের তীর্থবিষয়ক উক্তি, প্রহ্লাদের নৈমিষারণ্যে আগমন, ৯ প্রহ্লাদের নরনারায়ণ-দর্শন, প্রহ্লাদের সহিত নরনারায়ণ ঋষির যুদ্ধ, প্রহ্লাদ সমীপে বিষ্ণুর আগমন, প্রহ্লাদের প্রতি বিষ্ণুর উক্তি, ১০ প্রহ্লাদের ইন্দ্রসহ যুদ্ধ এবং পরাজয় ও তপস্যায় গমন, পরাজিত দৈত্যগণের শুক্রসমীপে গমন, ১১ শুক্রাচার্য্যের পুত্রলাভজন্য মহাদেবসমীপে গমন, শুক্রের তপস্যা, দেবপীড়িত দৈত্যগণের শুক্রজননীসমীপে গমন, শুক্রজননীর সহিত দেবগণের যুদ্ধ, শুক্রজননীবধ, ১২ বিষ্ণুর প্রতি ভৃগুর শাপ, শুক্রজননীর জীবনলাভ, ইন্দ্র কর্তৃক শুক্রসমীপে স্বকন্যা জয়ন্তীর প্রেরণ, জয়ন্তী কর্তৃক শুক্রের পরিচর্য্যা, শুক্রাচার্য্যের বরলাভ, শুক্রের জয়ন্তীকে পত্নীত্বে বরণ, দৈত্যগণসমীপে শুক্ররূপে বৃহস্পতির আগমন, ১৩ বৃহস্পতির শুক্ররূপে দৈত্যদিগকে বঞ্চনা, শুক্রাচার্য্যের দৈত্যসমীপে গমন ও স্বরূপধারি-বৃহস্পতিদর্শন, ১৪ দৈত্যগণের প্রতি শুক্রাচার্য্যের উক্তি, দৈত্যগণ কর্তৃক শুক্রাচার্য্যের প্রত্যাখ্যান, দৈত্যগণ প্রতি শুক্রাচার্য্যের শাপ, প্রহ্লাদ প্রভৃতি দৈত্যগণের শুক্রসমীপে গমন, শুক্রাচার্য্যের পুনর্ব্বার দৈত্যপক্ষাবলম্বন, ১৫ দেবদানবযুদ্ধ, দেবগণের পরাজয় ও ইন্দ্র কর্তৃক ভগবতীর স্তুতিপাঠ, ভগবতীর আবির্ভাব, প্রহ্লাদ কর্তৃক ভগবতীর স্তব, দৈত্যগণের পাতালপ্রবেশ, ১৬ বিষ্ণুর নানা অবতার কথন, ১৭ অপ্সরাগণের প্রতি নারায়ণের উক্তি, উর্ব্বশীকে লইয়া অপ্সরাদিগের স্বর্গগমন, কৃষ্ণাবতার-বিষয়ে জনমেজয়ের প্রশ্ন, ১৮ ভারাক্রান্ত পৃথিবী স্বর্গলোকে গমন, দেবগণের সহিত ব্রহ্মার বিষ্ণুসদনে গমন, বিষ্ণুর নিজপরাধীনত্বকথন, ১৯ বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ কর্তৃক ভগবতীর স্তুতি, দেবগণ-প্রতি ভগবতীর উক্তি, ২০ দেবীমাহাত্ম্য, বসুদেবের সহিত দেবকীর বিবাহ ও কংসপ্রতি দৈববাণী, কংসের দেবকীহননে উদ্যোগ, কংসপ্রতি বসুদেবের উক্তি, কংসহস্ত হইতে দেবকীর মুক্তি, ২১ দেবকীর পুত্রোৎপত্তি, কংসকে পুত্রপ্রদান জন্য বাসুদেব ও দেবকীর কথোপকথন, বসুদেবের কংসকে পুত্রদান, কংসসমীপে নারদের আগমন, কংস কর্তৃক ক্রমান্বয়ে বসুদেবের পুত্র সকলের হত্যা, ২২ ষড়্গর্ভবৃত্তান্ত, মরীচিপুত্রগণের প্রতি ব্রহ্মার শাপ ও তাহাদিগের দৈত্যযোনিতে জন্মগ্রহণ, হিরণ্যকশিপু-পুত্রগণের ব্রহ্মার নিকট হইতে বরপ্রাপ্তি, পুত্রগণের প্রতি হিরণ্যকশিপুর শাপ, ষড়্গর্ভের দেবকী গর্ভে উৎপত্তি, দেবগণের অংশাবতারকথন, অসুরগণের অংশাবতারকথন, ২৩ দেবকীর অষ্টমগর্ভের আবির্ভাব, দেবকীকে কারাগারে রক্ষণ, শ্রীকৃষ্ণের প্রাদুর্ভাব, বসুদেব কর্তৃক গোকুলে

স্বপুত্রের রক্ষণ, গোকুল হইতে যশোদাকন্যার আনয়ন, কংস কর্ত্তৃক কন্যাবিনাশের উদ্যোগ ও কংসের প্রতি ভগবতীর উক্তি, পুতনা ধেনুক প্রভৃতি দৈত্যগণের গোকুলে গমন, ২৪ কৃষ্ণের পুতনাদি বধ, কৃষ্ণবলরামের মথুরায় আগমন ও কংসবধ, কৃষ্ণ প্রভৃতির দ্বারবতীগমন, রুক্মিণীহরণ, প্রদ্যুম্নহরণ ও কৃষ্ণ কর্ত্তৃক ভগবতীর স্তব, ২৫ কৃষ্ণের শোকমোহাদি দর্শনে জনমেজয়ের প্রশ্ন, ব্যাসের উত্তর-প্রদান, কৃষ্ণের শিবারাধনা, কৃষ্ণের প্রতি মহাদেবের বরদান, কৃষ্ণের প্রতি দেবীর উক্তি, মহামায়া ভগবতীর সর্ব্বেশ্বরত্ব-সংস্থাপন।

৫ম স্কন্ধে—১ সূত সমীপে শৌনকাদি ঋষিগণের কৃষ্ণবিষয়ক প্রশ্ন, ব্যাস সমীপে জনমেজয়ের শিবোপাসনাবিষয়ক প্রশ্ন, বিষ্ণু অপেক্ষা রুদ্রের প্রাধান্তবর্ণন, ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থের মায়াধীনত্ববর্ণন, ২ ব্যাসসমীপে জনমেজয়ের দেবীমাহাত্ম্য-শ্রবণেচ্ছা, মহিষাসুরের তপশ্চর্য্যা, মহিষাসুরের বরপ্রাপ্তি, রম্ভ ও করম্ভের তপস্যা এবং করম্ভবধ, রম্ভের মহিষলাভ, রম্ভাসুরের মৃত্যু, মহিষাসুরের ও রক্তবীজের উৎপত্তি, ৩ মহিষাসুরের ইন্দ্র সমীপে দূতপ্রেরণ, ইন্দ্র কর্ত্তৃক দূতসমীপে মহিষাসুরের নিন্দা, মহিষাসুরের সমীপে দূতের প্রত্যাগমন, দূতবাক্যশ্রবণে মহিষাসুরের যুদ্ধোদ্যোগ, ৪ দেবগণের সহিত ইন্দ্রের মন্ত্রণা, ইন্দ্রের প্রতি বৃহস্পতির উপদেশ, ৫ ব্রহ্মার নিকটে ইন্দ্রের গমন, ইন্দ্রের সহিত ব্রহ্মার কৈলাসে এবং তদনন্তর বৈকুণ্ঠে গমন, দানবগণের সহিত দেবগণের যুদ্ধ, বিড়ালাখ্যের যুদ্ধ, তাম্রাসুরের যুদ্ধ, ৬ দিক্‌পালগণের সহিত মহিষাসুরের যুদ্ধ, ৭ দেব ও দানব-সৈন্যের তুমুল যুদ্ধ, মহিষাসুরের বিভিন্নরূপ গ্রহণ করিয়া তুমুল যুদ্ধ, দেবগণের রণভঙ্গ, মহিষাসুরের ইন্দ্রপদগ্রহণ, দেবগণ কর্ত্তৃক ব্রহ্মার স্তব, দেবগণের ব্রহ্মা ও শঙ্করের সহিত বৈকুণ্ঠে গমন, ৮ বিজয়ের বিষ্ণু সমীপে দেবগণের আগমনবৃত্তান্ত-কথন, বিষ্ণুর সহিত দেবগণের মহিষাসুরবধের মন্ত্রণা, প্রত্যেক দেবগণের শরীর হইতে তেজের উৎপত্তি, দেবতেজ হইতে ভগবতীর উৎপত্তি, কোন্ দেব হইতে ভগবতীর কোন্ অঙ্গের উৎপত্তি হইয়াছিল তদ্বিষয়ক বর্ণন, ৯ দেবগণের প্রতি ভগবতীর উচ্চৈঃস্বরে অট্টহাসকরণ, শব্দানুসরণ জন্য মহিষাসুরের দূতপ্রেরণ, মহিষাসুর-নিকটে দূতের সমস্ত বৃত্তান্তকথন, দেবী সমীপে মহিষাসুরের দূতপ্রেরণ, ১০ দেবগণকে রাজ্যপ্রত্যর্পণ করিয়া মহিষাসুরের পাতালগমন করিবার জন্য দূতসমীপে ভগবতীর কথন, মহিষাসুর-সমীপে দূতের ভগবতীকথিত বাক্যকথন, ১১ মন্ত্রিগণের সহিত মহিষাসুরের মন্ত্রণা, তাম্রাসুরের যুদ্ধে গমন, ১২ তাম্রসমীপে দেবীর উক্তি, মহিষাসুরের পুনর্ব্বার মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা, বিড়ালাখ্যের উক্তি, দুর্ম্মুখের উক্তি, বাস্কলের উক্তি, দুর্দ্ধরের উক্তি, ১৩ বাস্কলের ও দুর্ম্মুখের যুদ্ধে গমন, বাস্কলের যুদ্ধ, বাস্কলের মৃত্যু, দুর্ম্মুখের যুদ্ধ, দুর্ম্মুখের মৃত্যু, ১৪ চিক্ষুরাখ্য ও তাম্রের যুদ্ধে গমন, চিক্ষুরাখ্য ও তাম্রের যুদ্ধ, চিক্ষুরাখ্য ও তাম্রের মৃত্যু, ১৫ অসিলোমা ও বিড়ালাখ্যের যুদ্ধে গমন, অসিলোমা ও বিড়ালাখ্যের মন্ত্রণা, বিড়ালাখ্যের যুদ্ধ ও মৃত্যু, অসিলোমার যুদ্ধ, অসিলোমার মৃত্যু, দানবসৈন্যের রণভঙ্গ, ১৬ মহিষাসুরের মানবরূপ ধারণপূর্ব্বক যুদ্ধে গমন, দেবীর প্রতি মহিষাসুরের উক্তি, ১৭ দেবী সমীপে মহিষাসুরের মন্দোদরীর উপাখ্যান, মন্দোদরীর বিবাহোদ্যোগ, মন্দোদরীর বিবাহে অনিচ্ছাপ্রকাশ, বীরসেন নরপতির মন্দোদরী-দর্শন, বীরসেনের বিবাহেচ্ছা ও মন্দোদরী কর্ত্তৃক তাহার প্রত্যাখ্যান, ১৮ মন্দোদরীর ভগিনী ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর, উক্ত স্বয়ংবরে মন্দোদরীর বিবাহ, মন্দোদরীর অনুতাপ, মহিষাসুরের প্রতি দেবীর তিরস্কার, মহিষাসুরের নানারূপধারণে দেবীর সহিত যুদ্ধ, দেবী কর্ত্তৃক মহিষাসুরবধ, ১৯ দেবগণের ভগবতীস্তুতি, দেবগণের প্রতি ভগবতীর উক্তি, ২০ জনমেজয় কর্ত্তৃক দেবীলীলার মাহাত্ম্যকীর্ত্তন, অযোধ্যাধিপতি শত্রুঘ্নের মহিষরাজ্যপ্রাপ্তি, মহিষাসুরবধ জন্য জগন্মঙ্গল বর্ণন, ২১ শুম্ভনিশুম্ভ-কথারম্ভ ও শুম্ভনিশুম্ভের তপস্যা, শুম্ভ ও নিশুম্ভের বরপ্রাপ্তি, শুম্ভের স্বর্গবিজয়, ২২ বৃহস্পতির সহিত দেবগণের মন্ত্রণা, দেবগণের প্রতি বৃহস্পতির ভগবত্যারাধনা-উপদেশ, দেবগণ কর্ত্তৃক ভগবতীর স্তব, দেবগণসমীপে ভগবতীর আবির্ভাব, ২৩ কৌশিকী ও কালিকার উৎপত্তি, চণ্ড ও মুণ্ডের অম্বিকাদর্শনান্তর শুম্ভসমীপে গমন করিয়া দেবীকে গৃহে আনিবার উপদেশপ্রদান, অম্বিকা নিকটে দূত-সুগ্রীবের উক্তি, সুগ্রীবের প্রতি দেবীর উক্তি, ২৪ সুগ্রীবের সমীপে দেবীর প্রতিজ্ঞাকথন, দূতবাক্যশ্রবণে শুম্ভ ও নিশুম্ভের পরামর্শ, ধূম্রলোচনের যুদ্ধে গমন, ২৫ ধূম্রলোচনের প্রতি দেবীর উক্তি, ধূম্রলোচনের যুদ্ধ, ধূম্রলোচনবধ, ধূম্রলোচনবধশ্রবণে শুম্ভ ও নিশুম্ভের পরামর্শ, ২৬ চণ্ড ও মুণ্ডের যুদ্ধে গমন ও দেবীর প্রতি উক্তি, চণ্ড ও মুণ্ডের প্রতি দেবীর তিরস্কার, চণ্ড ও মুণ্ডের দেবীর সহিত যুদ্ধ, কালীর উৎপত্তি, চণ্ডমুণ্ডবধ, দেবীর চামুণ্ডা-নামকরণ, ২৭ শুম্ভসমীপে রণভগ্নসৈন্যের উক্তি, ভগ্নসৈন্যদিগের প্রতি শুম্ভের তিরস্কার, রক্তবীজের যুদ্ধে গমন, দেবীর প্রতি রক্তবীজের উক্তি, ২৮ শুম্ভসৈন্যের উদ্যোগ-দর্শনে ব্রহ্মাণী প্রভৃতি দেবশক্তিগণের আগমন, শিবদূতীর বিবরণ, দানবগণসমীপে শিবের দৌত্যকার্য্য, দেবশক্তিগণের যুদ্ধ, ২৯ রক্তবীজের যুদ্ধে আগমন, বহু রক্তবীজের উৎপত্তি ও দেবগণের ত্রাস, দেবগণকে ভীত দেখিয়া কালীর প্রতি অম্বিকার উক্তি,

রক্তবীজবধ, ভয়াতুর দানবগণের প্রতি শুম্ভের উক্তি, নিশুম্ভের সমরগমনোদ্‌যোগ, ৩০ নিশুম্ভ ও শুম্ভের যুদ্ধে আগমন, নিশুম্ভের সহিত দেবীর ঘোরতর যুদ্ধ, নিশুম্ভের মৃত্যু, শুম্ভের নিকট রণভগ্নসৈন্যগণের উক্তি, ৩১ ভগ্নসৈন্যগণের প্রতি শুম্ভের তিরস্কার, শুম্ভের যুদ্ধে আগমন, দেবীর সহিত শুম্ভের যুদ্ধ, শুম্ভবধ, ৩২ ব্যাসসমীপে জনমেজয়ের ভগবতীমাহাত্ম্যবিষয়ক প্রশ্ন, সুরথ ও সমাধির বৃত্তান্তারম্ভ, সুরথরাজের বনগমন ও সুমেধা ঋষির আশ্রমে স্থিতি, সুরথনৃপতির সহিত সমাধিবৈশ্যের মিলন, সুরথের সহিত সমাধির কথোপকথন, ৩৩ ঋষিসমীপে সুরথের মহামায়াবিষয়ক প্রশ্ন, সুরথ ও সমাধি-নিকটে মহামায়ামাহাত্ম্যকথন, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর বাক্যযুদ্ধ, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর লিঙ্গমূর্তিদর্শন, লিঙ্গের আদি অন্ত নিরাকরণ জন্য বিষ্ণুর পাতালে ও ব্রহ্মার ঊর্দ্ধে গমন, ব্রহ্মার কেতকীদলগ্রহণ ও বিষ্ণুসকাশে মিথ্যাকথন, কেতকীর মিথ্যাসাক্ষ্যদান, কেতকীর প্রতি মহাদেবের শাপপ্রদান, ৩৪ ভগবতীর পূজাবিধি, নবরাত্রব্রতবিধিকথন, সুরথ ও সমাধির প্রতি দেবীর আরাধনবিষয়ক উপদেশ, ৩৫ সুরথ ও সমাধির দেবী উপাসনা, দেবীর প্রত্যক্ষে আগমন, সুরথ ও সমাধির বরপ্রাপ্তি।

৬ষ্ঠ স্কন্ধে—১ ঋষিগণসমীপে সূতের বৃত্রাসুর-বৃত্তান্তকথন, বিশ্বরূপের উৎপত্তি, বিশ্বরূপের তপস্যা, ২ বিশ্বরূপের বধসাধন জন্য ইন্দ্রের গমন, বিশ্বরূপের মৃত্যু, বিশ্বরূপকে ছেদনার্থ ইন্দ্রের ও তক্ষার কথোপকথন, বৃত্রাসুরের উৎপত্তি, ৩ ইন্দ্র বিজয়ের জন্য বৃত্রাসুরের স্বর্গে গমন, বৃহস্পতির সহিত ইন্দ্রের মন্ত্রণা, ইন্দ্রের যুদ্ধে গমন, দেবগণের পলায়ন, বৃত্রাসুরের তপস্যায় গমন, ৪ বৃত্রাসুরের প্রতি ব্রহ্মার বরদান, বৃত্রাসুরের সহিত দেবগণের পুনর্ব্বার যুদ্ধ, জৃম্ভিকার সৃষ্টি, দেবগণের পলায়ন ও বৃত্রাসুরের স্বর্গরাজ্যলাভ, বৃত্রাসুরবধের নিমিত্ত সর্ব্বদেবগণের বৈকুণ্ঠে গমন, ৫ দেবগণের প্রতি বিষ্ণুর উক্তি, দেবীর আরাধনার জন্য বিষ্ণুর উপদেশ, দেবগণ কর্ত্তৃক ভগবতীর স্তুতি, দেবগণকে দেবীর বরদান, ৬ ইন্দ্রের সহিত বৃত্রের বন্ধুতাস্থাপনার্থ ঋষিগণের গমন, বৃত্রের সহিত ইন্দ্রের কপটবন্ধুত্বস্থাপন, সমুদ্রসমীপে ইন্দ্র কর্ত্তৃক বৃত্রাসুরবধ, ৭ ইন্দ্রের প্রতি তক্ষার শাপপ্রদান, দেবগণ কর্ত্তৃক ইন্দ্রের নিন্দা, ইন্দ্রের গৃহপরিত্যাগপূর্ব্বক মানসসরোবরে গমন, নহুষের ইন্দ্রত্বপ্রাপ্তি, ৮ নহুষের শচীলাভেচ্ছা, নহুষের সহিত শচীর নিয়মকরণ, শচীর ভগবতীপূজা, শচীর প্রতি ভগবতীর বরদান, ৯ ইন্দ্রের সহিত শচীর মিলন, নহুষের সপ্তর্ষিযানে আরোহণ, নহুষের প্রতি অগস্ত্যমুনির শাপ, ইন্দ্রের পুনঃ স্বর্গরাজ্যপ্রাপ্তি, ১০ কর্ম্মফলাফলকথন, ১১ যুগভেদে ধর্ম্মকথন, কলিযুগের মাহাত্ম্যকীর্ত্তন, ১২ তীর্থনামকথন, জনমেজয়ের আড়ীবকযুদ্ধের কারণজিজ্ঞাসা, সংক্ষেপে হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান, বরুণের প্রতি হরিশ্চন্দ্রের ছলনা, হরিশ্চন্দ্রের প্রতি বরুণের অভিশাপ, ১৩ হরিশ্চন্দ্রের প্রতি বশিষ্ঠের ক্রীতপুত্র দ্বারা যজ্ঞকরণের উপদেশ, যজ্ঞপশু জন্য শুনঃশেপকে আনয়ন, শুনঃশেপের ক্রন্দনে বিশ্বামিত্রের করুণা, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের পরস্পর শাপপ্রদান, আড়ীবকের যুদ্ধ, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের শাপমুক্তি, ১৪ বশিষ্ঠের মৈত্রাবরুণি নামের হেতুকথন, নিমির যজ্ঞকরণেচ্ছা, নিমির প্রতি বশিষ্ঠের শাপ, বশিষ্ঠের প্রতি নিমির শাপ, অগস্ত্য ও বশিষ্ঠের উৎপত্তি, ১৫ সর্ব্বপ্রাণিনেত্রে নিমির বাস, জনকের উৎপত্তি, কামক্রোধাদির দুর্জ্জয়ত্বকথন, ১৬ হৈহয়গণ দ্বারা ভৃগুবংশীয়গণের নিকট ধনপ্রার্থনা, হৈহয়গণ দ্বারা ভৃগুবংশীয়গণের বিনাশ, লোভনিন্দাকথন, ১৭ হৈহয়পত্নীগণের গৌরীপূজা, ঔর্ব্বঋষির উৎপত্তি, হৈহয়গণের শাস্তি, লক্ষ্মীর রেবন্তদর্শন, লক্ষ্মীর প্রতি নারায়ণের শাপ, ১৮ লক্ষ্মীর বড়বারূপ ধারণপূর্ব্বক শঙ্করের আরাধনা, লক্ষ্মী কর্ত্তৃক হরি ও হরের ঐক্যভাব কথন, লক্ষ্মীর প্রতি শঙ্করের বরদান, ১৯ হর কর্ত্তৃক বিষ্ণুসমীপে চিত্ররূপের প্রেরণ, বিষ্ণুসমীপে দূতের উক্তি, বিষ্ণুর ঘোটকরূপ ধারণ ও লক্ষ্মীর নিকট গমন, হৈহয়ের উৎপত্তি, লক্ষ্মীর নবজাতপুত্রপরিত্যাগ ও বৈকুণ্ঠে গমন, ২০ চম্পাখ্য বিদ্যাধরের শিশুপ্রাপ্তি, বিদ্যাধরের শিশু লইয়া ইন্দ্রের নিকট গমন, ইন্দ্রবাক্যে বিদ্যাধর কর্ত্তৃক শিশুটীকে স্বস্থানে রক্ষণ, তুর্ব্বসুর নিকট নারায়ণের গমন, তুর্ব্বসুর পুত্রলাভ, ২১ হৈহয়কে রাজ্যে স্থাপনানন্তর তুর্ব্বসুর বনগমন, ২২ কালকেতু কর্ত্তৃক একাবলীর হরণ, একাবলীর হৈহয়-বরণেচ্ছাকথন, হৈহয়ের কালকেতুভবনে গমন, কালকেতুর সহিত হৈহয়ের যুদ্ধ ও কালকেতুর মৃত্যু, একাবলীর সহিত হৈহয়ের বিবাহ, ২৪ জনমেজয় কর্ত্তৃক বিষ্ণুর অশ্বযোনিপ্রাপ্তির কারণজিজ্ঞাসা, নারদসমীপে ব্যাসের সংসারবিষয়ক প্রশ্ন, ব্যাসের সহিত সত্যবতীর কথোপকথন, ২৫ কাশীরাজসুতার পুত্রোৎপত্তি, নারদ সমীপে ব্যাসের মোহকারণ জিজ্ঞাসা, ২৬ সংসারে সকলেই মোহের অধীন এতদ্‌বৃত্তান্ত কথন, সঞ্জয়গৃহে পর্ব্বতনারদের অবস্থিতি, নারদের প্রতি দময়ন্তীর অনুরাগ, পর্ব্বতশাপে নারদের বানরমুখপ্রাপ্তি, নারদের সহিত দময়ন্তীর বিবাহ, পর্ব্বতবরে নারদের চারুবদনপ্রাপ্তি, মহামায়ার বলকথন, ২৮ নারদের শ্বেতদ্বীপে বিষ্ণুসমীপে গমন, বিষ্ণু কর্ত্তৃক নারদসমীপে মায়ার অজেয়ত্বকথন, নারদের মায়াদর্শনেচ্ছা, নারদের স্ত্রীরূপপ্রাপ্তি, নারদের তালধ্বজনৃপদর্শন, ২৯ নারদের সহিত তালধ্বজ নৃপতির বিবাহ, নারদের পুত্রোৎপত্তি, নারদের মায়ামগ্নতাবর্ণন,

নারদের পুত্রমৃত্যুশ্রবণে বিলাপ ও নারায়ণের ব্রাহ্মণবেশে তথায় আগমন, নারদের পুনর্ব্বার পুরুষরূপপ্রাপ্তি, ৩০ তালধ্বজ নৃপতির পত্নীবিরহে বিলাপ, তালধ্বজের প্রতি ভগবানের উপদেশ, মহামায়ার মহিমাবর্ণন, ৩১ নারদকে বিষণ্ণ দেখিয়া ব্রহ্মার জিজ্ঞাসা, ব্রহ্মাসমীপে নারদের স্ববৃত্তান্তকথন, ব্যাস কর্ত্তৃক গুণমাহাত্ম্যকীর্ত্তন।

৭ম স্কন্ধে—১ চন্দ্র ও সূর্য্যবংশের কথারম্ভ, দক্ষপ্রজাপতি কর্ত্তৃক প্রজাসৃষ্টি, নারদ কর্ত্তৃক দক্ষপুত্রগণের দূরীকরণ, নারদের প্রতি দক্ষের শাপপ্রদান, ২ সূর্য্যবংশবর্ণন, চ্যবনমুনির উপাখ্যান, শর্য্যাতিদুহিতৃ-কর্ত্তৃক চ্যবনের নেত্রবিদ্ধকরণ, চ্যবনের নিকট শর্য্যাতির অনুনয়, চ্যবন কর্ত্তৃক শর্য্যাতির কন্যাপ্রার্থনা, কন্যাপ্রদানবিষয়ে মন্ত্রিগণের সহিত রাজার মন্ত্রণা, শর্য্যাতির চ্যবনঋষিকে কন্যাদান, ৪ শর্য্যাতি-কন্যার পতিসেবা, অশ্বিনীকুমারের চ্যবন-পত্নীদর্শন, অশ্বিনীকুমারের চ্যবনপত্নীর প্রতি উক্তি, ৫ চ্যবনের যৌবনপ্রাপ্তি, চ্যবন ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সমানাকৃতি-দর্শন করিয়া সুকন্যার ভগবতীস্তুতি, ভগবতীপ্রসাদে সুকন্যার চ্যবনলাভ, ৬ শর্য্যাতির চ্যবনাশ্রমে গমন, শর্য্যাতির প্রতি যজ্ঞকরণ জন্য চ্যবনের উক্তি, শর্য্যাতিযজ্ঞে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সোমপান, ৭ শর্য্যাতি-যজ্ঞে ইন্দ্রের সহিত চ্যবনের বিবাদ, চ্যবনবিনাশের জন্য ইন্দ্রের বজ্রত্যাগ, ইন্দ্রবিনাশ জন্য চ্যবনকর্ত্তৃক মহাসুরের উৎপাদন, চ্যবনের নিকট ইন্দ্রের ক্ষমাপ্রার্থনা, রেবত নৃপতির উৎপত্তি, রেবতের স্বকন্যা রেবতীকে গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন, ৮ ব্রহ্মাসমীপে রেবতের স্বকন্যার বরজিজ্ঞাসা, বলদেবকে রেবতীর বরনির্দ্দেশ, রেবতনৃপতির বলদেবকে কন্যাদান, ইক্ষ্বাকুর জন্মকথন, ৯ ইক্ষ্বাকুর স্বপুত্র বিকুক্ষির শশাদ নামপ্রাপ্তি, ককুৎস্থের রাজ্যলাভ, ইন্দ্রের ককুৎস্থ নৃপতির বাহনত্ব, ককুৎস্থের বংশকীর্ত্তন, যৌবনাশ্বের পুত্রজন্য ঋষিগণসমীপে গমন, যৌবনাশ্ব হইতে মান্ধাতার উৎপত্তি, ১০ মান্ধাতার বংশবর্ণন, সত্যব্রতের উৎপত্তি, সত্যব্রতের রাজ্যত্যাগ, বিশ্বামিত্রপুত্র গালবের বৃত্তান্ত, সত্যব্রত কর্ত্তৃক বশিষ্ঠের ধেনুহত্যা, বশিষ্ঠশাপে সত্যব্রতের ত্রিশঙ্কু নামপ্রাপ্তি, ১১ সত্যব্রতের মনস্তাপে মৃত্যুদ্যোগ, সত্যব্রতের প্রতি ভগবতীর প্রসন্নতা, নৃপতি কর্ত্তৃক সত্যব্রতকে অযোধ্যায় আনয়ন, সত্যব্রতের প্রতি নৃপতির উপদেশ, ১২ ত্রিশঙ্কুর রাজ্যপ্রাপ্তি, ত্রিশঙ্কুর স্বশরীরে স্বর্গগমন জন্য বশিষ্ঠের প্রতি উক্তি, বশিষ্ঠশাপে ত্রিশঙ্কুর চাণ্ডালত্বপ্রাপ্তি, ত্রিশঙ্কুর রাজ্যত্যাগ, হরিশ্চন্দ্রের রাজ্যলাভ, ১৩ বিশ্বামিত্রের চণ্ডালগৃহে কুক্কুরমাংসভক্ষণেচ্ছা, আপদ্‌কালে দেহরক্ষাবিধিকথন, বিশ্বামিত্রসকাশে তৎপত্নীর দুর্ভিক্ষ বিবরণ, ত্রিশঙ্কুকৃত উপকারবর্ণন, ত্রিশঙ্কুর প্রত্যুপকারার্থ বিশ্বামিত্রের তৎসমীপে গমন, ১৪ ত্রিশঙ্কুর স্বর্গগমন, ত্রিশঙ্কুর স্বর্গচ্যুতি, বিশ্বামিত্রপ্রভাবে ত্রিশঙ্কুর ইন্দ্রলোকে গমন, হরিশ্চন্দ্রের পুত্রজন্য বরুণের তপস্যা, হরিশ্চন্দ্রের প্রতি বরুণের বরদান, হরিশ্চন্দ্রের পুত্রোৎপত্তি, হরিশ্চন্দ্রের পুত্রদ্বারা যজ্ঞ করিবার প্রতিজ্ঞা, ১৫ হরিশ্চন্দ্রগৃহে বরুণের আগমন, হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিতের নামকরণ, হরিশ্চন্দ্রের গৃহে পুনর্ব্বার বরুণের আগমন, রোহিতের পলায়ন, বরুণশাপে হরিশ্চন্দ্রের জলোদররোগপ্রাপ্তি, হরিশ্চন্দ্রের গৃহে পুনর্ব্বার বরুণের আগমন, ১৬ রোহিতের সহিত ইন্দ্রের কথোপকথন, হরিশ্চন্দ্রের প্রতি বশিষ্ঠের ক্রীতপুত্রদ্বারা যজ্ঞকরণের উপদেশ, অজীগর্ত্তের পুত্রবিক্রয়, শুনঃশেফের ক্রন্দন, শুনঃশেফকে পরিত্যাগ করিতে বিশ্বামিত্রের উপদেশ, শুনঃশেফকে পরিত্যাগ করিতে হরিশ্চন্দ্রের অস্বীকার, ১৭ শুনঃশেফকে বিশ্বামিত্রের বরুণমন্ত্রপ্রদান, বরুণের শুনঃশেফ মুক্তি ও রাজাকে নীরোগকরণ, বিশ্বামিত্রের পুত্র হইয়া শুনঃশেফের তৎসঙ্গে গমন, রোহিতের সহিত হরিশ্চন্দ্রের মিলন, হরিশ্চন্দ্রকে লইয়া বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের বিবাদ, ১৮ হরিশ্চন্দ্র কর্ত্তৃক বনমধ্যে রোরুদ্যমানা রমণীদর্শন, বিশ্বামিত্রকে লোকপীড়াকর তপস্যা করিতে হরিশ্চন্দ্রের নিষেধ, বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক হরিশ্চন্দ্রভবনে মায়াশূকরপ্রেরণ, শূকর কর্ত্তৃক রাজার উপবন-ভঙ্গ, শূকরের অনুসরণ ক্রমে রাজার গহন-বনে প্রবেশ, হরিশ্চন্দ্র সমীপে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে বিশ্বামিত্রের আগমন, ১৯ পুত্র বিবাহ জন্য ব্রাহ্মণবেশধারী বিশ্বামিত্রের ধনপ্রার্থনা, বিশ্বামিত্রকে হরিশ্চন্দ্রের রাজ্যদান, হরিশ্চন্দ্র নিকটে বিশ্বামিত্রের দক্ষিণাপ্রার্থনা, হরিশ্চন্দ্র-পুত্র ও ভার্য্যার সহিত রাজ্যপরিত্যাগ, ২০ দক্ষিণা জন্য বিশ্বামিত্রের উৎপীড়ন, হরিশ্চন্দ্রের বারাণসীতে গমন, পত্নীবিক্রয়কথাশ্রবণে রাজার মোহ, ২১ হরিশ্চন্দ্রের নিকটে বিশ্বামিত্রের পুনর্ব্বার দক্ষিণা প্রার্থনা, হরিশ্চন্দ্রপত্নীর কোনও ব্রাহ্মণ সমীপে ধনপ্রার্থনা করিতে অনুরোধ, ক্ষত্রিয়ের ভিক্ষা-নিষেধত্ব কথন, ২২ হরিশ্চন্দ্রের পত্নীবিক্রয়ার্থ রাজমার্গে গমন, ব্রাহ্মণবেশে বিশ্বামিত্রের রাজপত্নীক্রয়, মাতৃবিরহে রোহিতের ক্রন্দন, ব্রাহ্মণের রাজপুত্রক্রয়, হরিশ্চন্দ্রের বিলাপ, বিশ্বামিত্রকে হরিশ্চন্দ্রদক্ষিণাদান, অল্প ধনদর্শনে বিশ্বামিত্রের ক্রোধ, ২৩ আত্মবিক্রয়ার্থ হরিশ্চন্দ্রের গমন, হরিশ্চন্দ্রকে ক্রয় করিতে চণ্ডালের আগমন, চণ্ডালকে আত্মসমর্পণে অসম্মত দেখিয়া বিশ্বামিত্রের কটূক্তি, বিশ্বামিত্রের দক্ষিণা লইয়া প্রস্থান, ২৪ হরিশ্চন্দ্রের কাশীস্থ শ্মশানরক্ষা, হরিশ্চন্দ্রের অনুতাপ, ২৫ রোহিতকে সর্পদংশন, রাজপত্নীকে রোরুদ্যমানা দেখিয়া ব্রাহ্মণের তিরস্কার,

রাজপত্নীর বিলাপ, নগরপাল কর্তৃক রাজপত্নীর অবমাননা, চণ্ডাল কর্তৃক হরিশ্চন্দ্রকে রাজপত্নী-বধ করিতে আদেশ, হরিশ্চন্দ্রের স্ত্রীবধ করিতে নিষেধ, ২৬ চণ্ডাল বাক্যে স্ত্রীবধ করিতে হরিশ্চন্দ্রের উদ্‌যোগ, হরিশ্চন্দ্রের নামোচ্চারণপূর্ব্বক রাজপত্নীর বিলাপ, রাজা ও রাণীর পরস্পর প্রত্যভিজ্ঞান, রাজার বিলাপ, ২৭ চিতায় পুত্রকে রাখিয়া রাজার ভগবতী-স্তুতি, হরিশ্চন্দ্র সমীপে দেবগণের আগমন, রাজপুত্রের জীবনলাভ, হরিশ্চন্দ্রের সহিত ইন্দ্রাদির কথোপকথন, হরিশ্চন্দ্র-প্রভাবে প্রজাগণের স্বর্গগমন, রোহিতের রাজ্যাভিষেক, ২৮ শতাক্ষীমাহাত্ম্যকথন, দুর্গমনামক দানবের যজ্ঞাদিনাশকরণ, শতবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি, ঋষিগণ কর্তৃক ভগবতীর পূজা, ভগবতীর শাকম্ভরী নামপ্রাপ্তি, দুর্গমাসুরের যুদ্ধে আগমন, দেবীশরীর হইতে শক্তিগণের আবির্ভাব, দুর্গমাসুর বধ, ভগবতীর দুর্গানামপ্রাপ্তি, ২৯ ভুবনেশ্বরীরূপ কথন, হরি ও হরের শক্তিশূন্যতা, ব্রহ্মা কর্তৃক সনকাদির প্রতি মহাশক্তির আরাধনা করিতে আদেশ, ৩০ সনকাদির তপস্যায় গমন, সনকাদিসমীপে দেবীর উক্তি, হরি ও হরের প্রকৃতিস্থ হওন, দক্ষগৃহে সতীর উৎপত্তি, দক্ষের শিববিদ্বেষকারণ-নির্ণয়, বিষ্ণু কর্তৃক সতীর দেহচ্ছেদ, পীঠস্থানকথন, পীঠস্থানমাহাত্ম্য, ৩১ তারকাসুরের বিবরণ, দেবগণের দেবীপূজা, দেবগণ সমীপে দেবীর আবির্ভাব, দেবগণের দেবীস্তুতি, হিমালয়গৃহে দেবীর জন্মগ্রহণকথন, ৩২ সুরগণ সমীপে দেবীর আত্মতত্ত্বপ্রকাশ, সৃষ্টিপ্রক্রিয়া কথন, পঞ্চীকরণ, ৩৩ তত্ত্বদৃষ্টিতে মায়ার অভাবত্ব-কথন, দেবগণকে দেবীর বিরাট্‌মূর্ত্তিপ্রদর্শন, দেবীর প্রতি দেবগণের স্তুতি, ৩৪ জন্মগ্রহণের কর্ম্মজন্যত্ব-কথন, জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব-কথন, বেদান্তদর্শনের সারনিরূপণ, হ্রীঙ্কার-বীজের স্বরূপ-বর্ণন, ৩৫ যোগস্বরূপ বর্ণন, যোগাসন-কথন, প্রাণায়াম-কথন, প্রত্যাহারাদি কথন, মন্ত্রযোগকথন, ষট্‌চক্রাদির স্থান-নির্ণয়, ৩৬ ব্রহ্মতত্ত্ব-নিরূপণ, ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশের পাত্রনির্দ্দেশ, ব্রহ্মজ্ঞান-দাতার গুরুত্ব-কথন, ৩৭ ভক্তিস্বরূপাদি কীর্ত্তন, জ্ঞানের মুক্তিকারণত্ব-কথন, ৩৮ শক্তিমূর্ত্তির সহিত দেবীর স্থানকীর্ত্তন, দেবীনাম-পাঠের ফলকীর্ত্তন, ৩৯ দেবী-পূজা-নিরূপণ, দেবীর ধ্যান, ৪০ দেবীর বাহ্যপূজাক্রমকীর্ত্তন।

৮ম স্কন্ধে—১ নারদনারায়ণসংবাদ, নারদের প্রতি নারায়ণের দেবীস্বরূপ বর্ণন, স্বায়ম্ভুব মনুর দেবীস্তুতি, মনুর প্রতি দেবীর বরদান, ২ ব্রহ্মার নাসিকা হইতে বরাহের উৎপত্তি, বরাহ-কর্তৃক পৃথিবীর উদ্ধার, ব্রহ্মার বরাহমূর্ত্তির স্তুতি, হিরণ্যাক্ষবধ, ৩ স্বায়ম্ভুব মনুর পৃথিবীপ্রাপ্তি, স্বায়ম্ভুবের প্রজাসর্গ, ৪ প্রিয়ব্রতবংশকীর্ত্তন, সপ্তদ্বীপের সামান্য বিবরণ, ৫ জম্বুদ্বীপের বিবরণ, ইলাবৃতাদি বর্ষের বৃত্তান্ত, ৬ জাম্বূনদ সুবর্ণের উৎপত্তি, নদনদী ও দেবীমূর্ত্তির বৃত্তান্ত, ৭ সুমেরুগিরির বিবরণ, ধ্রুবনক্ষত্র-বৃত্তান্ত, গঙ্গাধারা-বৃত্তান্ত, ৮ ইলাবৃতবর্ষের বিবরণ, ভদ্রাশ্ববর্ষের বিবরণ, ৯ হরিবর্ষ-বৃত্তান্ত, কেতুমালবর্ষের বিবরণ, রম্যকবর্ষবৃত্তান্ত, ১০ হিরণ্ময়বর্ষ-বিবরণ, উত্তরকুরুর বিবরণ, কিম্পুরুষবর্ষকথন, ১১ ভারতবর্ষ-বৃত্তান্ত, পর্ব্বত ও নদীর বিবরণ, ভারতবর্ষের প্রাধান্যকথন, ১২ প্লক্ষদ্বীপবৃত্তান্ত, শাল্মলদ্বীপবৃত্তান্ত, কুশদ্বীপ-বিবরণ, ১৩ ক্রৌঞ্চদ্বীপবিবরণ, শাকদ্বীপবৃত্তান্ত, পুষ্করদ্বীপ-বিবরণ, ১৪ লোকালোকগিরিবর্ণন, উত্তরায়ণাদি কথন, ১৫ সূর্য্যগতিবর্ণন, সূর্য্যরথবর্ণন, ১৬ মাসাদির বিষয়বর্ণন, চন্দ্রস্থিতি-কথন, চন্দ্রগতিবর্ণন, শুক্রাদিগ্রহগণের গতিবর্ণন, ১৭ ধ্রুবসংস্থান-কীর্ত্তন, জ্যোতিশ্চক্রবর্ণন, ১৮ রাহুর স্থিতিকীর্ত্তন, পৃথিবী ও অতলাদির পরিমাণনির্ণয়, ১৯ অতলের বিবরণ, বিতলের বিবরণ, সুতল-বৃত্তান্ত, ২০ তলাতল ও মহাতলের বৃত্তান্ত, রসাতল ও পাতালের বিবরণ, অনন্তমূর্ত্তির মাহাত্ম্যকথন, ২১ সনাতনকৃত অনন্তস্তুতি, নরকনামকথন, ২২ বিশেষ পাপহেতু বিশেষ বিশেষ নরকপ্রাপ্তি, ২৩ অবীচিপ্রমুখ নরকবর্ণন, ২৪ তিথি-বিশেষে দেবীপূজাবিধি, বার ও নক্ষত্রবিশেষে দেবীপূজাবিধি, যোগ, করণ, ও মাসবিশেষে দেবীপূজাবিধি, দেবীস্তুতি।

৯ম স্কন্ধে—১ পরব্রহ্মরূপিণী প্রকৃতি, সৃষ্টিবিষয়ে গণেশজননী, দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও সাবিত্রী প্রভৃতির পঞ্চবিধ রূপধারণ-বিষয়ক বর্ণন, নিত্যপ্রকৃতিবর্ণন, গণেশজননী, দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও সাবিত্রী এই পঞ্চপ্রকৃতির বর্ণন, প্রকৃতির অংশ-রূপিণী গঙ্গা, তুলসী, মনসা, ষষ্ঠী, মঙ্গলচণ্ডিকা, কালী ও বসুন্ধরাদির বর্ণন, প্রকৃতির কলারূপিণী বহ্নিপত্নী স্বাহা, যজ্ঞপত্নী দক্ষিণা, দীক্ষা, স্বধা, স্বস্তি, পুষ্টি, তুষ্টি, সম্পত্তি, বৃত্তি, সতী, দয়া, প্রতিষ্ঠা, কীর্ত্তি, ক্রিয়া, মিথ্যা, শান্তি, লজ্জা, বুদ্ধি, মেধা, ধৃতি, মূর্ত্তি, শোভাস্বরূপা লক্ষ্মী ও নিদ্রাদির বর্ণন, দুর্গা, সাবিত্রী ও লক্ষ্মী প্রভৃতির প্রথমপূজাবিধি, গ্রামদেবীগণের পূজাকথন, ২ মূলপ্রকৃতির বিষয় ও ভগবতীর পঞ্চ প্রকৃতিরূপধারণ-বিষয়ক বর্ণন, গোলোকস্থিত প্রকৃতি-পুরুষবর্ণন, প্রকৃতিতে শ্রীকৃষ্ণের বীর্য্যাধান, কমলা ও রাধিকার উৎপত্তি, দুর্গার আবির্ভাব, শ্রীকৃষ্ণের গোপিকাপতি ও মহাদেবমূর্ত্তিধারণ, ৩ মূলশক্তিপ্রসূত ডিম্বের বিবরণ, মহাবিরাটের উৎপত্তি, বিষ্ণু ও মহাদেবের উৎপত্তি, ৪ নারদের দুর্গাদি পঞ্চপ্রকৃতি ও কলা-প্রকৃতিবিষয়ক প্রশ্ন, সরস্বতীর পূজা, স্তোত্র ও কবচাদিবর্ণন, বিশ্বজয় নামক সরস্বতীকবচ-ধারণের ফল, ৫ যাজ্ঞবল্ক্যকৃত সরস্বতী-মহাস্তোত্র, ৬ গঙ্গাশাপে সরস্বতীর নদীরূপে পৃথিবীতে অবতরণ ও সেই নদীর মাহাত্ম্যবর্ণন, বিস্তারিতরূপে সরস্বতীর

অবতরণবর্ণনা, পদ্মার প্রতি রাণীর অভিশাপ, লক্ষ্মী, গঙ্গা ও সরস্বতীর ভূলোকে সরিদাদিরূপে অবতরণ, ৭ শাপোদ্ধারার্থ নারায়ণের নিকট সরস্বতী, গঙ্গা ও কমলার নিবেদন, সরস্বতী, গঙ্গা ও লক্ষ্মীর শাপমোচন, ভক্তলক্ষণ-কথন, ৮ সরস্বতী প্রভৃতির ভারতে গমন, কলির বিবরণ, কল্কি-অবতার বর্ণন, পুনঃ সত্যযুগপ্রবৃত্তিবর্ণন, প্রাকৃত প্রলয় বর্ণন, ৯ সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা হইতে ব্রহ্মাদি সমস্ত শক্তির উৎপত্তি, বসুন্ধরার উৎপত্তিবিবরণ, বরাহ কর্ত্তৃক পৃথিবীর উদ্ধার-কথন, পৃথিবীর পূজাবিবরণ, পৃথিবীর ধ্যান, স্তব ও মন্ত্রাদি কথন, ১০ পৃথিবীর প্রতি অপরাধ করিলে নরকাদি ফলপ্রাপ্তি, ভূমি ও পৃথিবী প্রভৃতি শব্দের ব্যুৎপত্তি, ১১ গঙ্গার উৎপত্তি ও মাহাত্ম্যবর্ণন, ভগীরথের গঙ্গাপূজা, ১২ কণ্বশাখোক্ত গঙ্গার ধ্যান, বিষ্ণুপদী নামে গঙ্গাস্তোত্র, গোলোক হইতে গঙ্গার প্রথোমৎপত্তিবর্ণন, ১৩ গঙ্গাদেবী কিরূপে বিপ্র-পাদপদ্ম হইতে উৎপন্ন হইলেন, কিরূপে বা ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে অবস্থিতি করিলেন ও কিরূপেই বা শিবের প্রেয়সী হইলেন, তদ্বিষয়ে নারদের প্রশ্ন; গঙ্গা কিরূপে নারায়ণপ্রিয়া হইলেন, তদ্বিষয়ক বৃত্তান্তবর্ণন, কৃষ্ণের প্রতি রাধার তিরস্কার, রাধিকার ভয়ে গঙ্গার কৃষ্ণচরণে প্রবেশ, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবাদির গোলোকে গমন, ব্রহ্মা ও মহেশ্বরের প্রতি কৃষ্ণের উক্তি, কৃষ্ণপাদপদ্ম হইতে গঙ্গার বহির্গমন, গঙ্গাবারির কিয়দংশ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক স্বীয় কমণ্ডলুতে ও কিয়দংশ শিবের স্বীয় মস্তকে ধারণ, ১৪ জাহ্নবীর নারায়ণপত্নীত্বের কারণনির্দ্দেশ, ১৫ তুলসীর উপাখ্যান, তদ্বিষয়ে নারদের প্রশ্ন, বৃষধ্বজের উপাখ্যান, ১৬ কুশধ্বজপত্নী মালাবতীর গর্ভে লক্ষ্মীর বেদবতীরূপে জন্মগ্রহণ-কথা, বেদবতীর তপস্যা, রাবণের প্রতি বেদবতীর অভিশাপ, বেদবতীর সীতারূপে জন্মগ্রহণ ও রামের বনগমন, মায়াসীতার উৎপত্তি, রাবণের মায়াসীতাহরণ, সীতার দ্রৌপদীরূপে জন্মগ্রহণ, দ্রৌপদীর পঞ্চপতি হইবার কারণ, ১৭ ধর্ম্মধ্বজের নিজপত্নী মাধবীর সহিত বিহার, ধর্ম্মধ্বজের ঔরসে তুলসীর উৎপত্তি ও তাঁহার নামনিরুক্তি, তুলসীর তপস্যা, তুলসীর বৃক্ষরূপত্ববর্ণন, ১৮ তুলসীর মদনাবস্থাবর্ণন, শঙ্খচূড়ের তুলসীসাক্ষাতে কথোপকথন, তুলসীকে গ্রহণার্থ শঙ্খচূড়ের প্রতি ব্রহ্মার উপদেশ, ১৯ শঙ্খচূড়ের সহিত তুলসীর বিবাহ, দেবগণের প্রতি শঙ্খচূড়ের উপদ্রব, দেবগণের বৈকুণ্ঠে গমন, শঙ্খচূড়ের বৃত্তান্ত-কথন, ২০ মহাদেব কর্ত্তৃক চিত্ররথকে দূতরূপে শঙ্খচূড়ের নিকট প্রেরণ, মহাদেবের সহিত স্কন্দ-বীরভদ্রাদি, ইন্দ্রযমাদি ও শক্তিগণের সম্মিলন, তুলসীর সহিত শঙ্খচূড়ের কথোপকথন, ২১ শঙ্খচূড়ের যুদ্ধোদ্যোগ, শঙ্খচূড়ের মহাদেবের নিকট গমন, শঙ্খচূড়ের প্রতি মহাদেবের উক্তি, মহাদেবের প্রতি শঙ্খচূড়ের প্রত্যুক্তি, শিবের পুনঃকথন, ২২ দেবগণের সহিত অসুরগণের পরস্পর যুদ্ধারম্ভ, স্কন্দের সহিত অসুরগণের যুদ্ধ, কালীর সহিত শঙ্খচূড়ের যুদ্ধ, মহাদেবের নিকট কালীর সংগ্রামসংবাদপ্রদান, ২৩ শিবের সহিত শঙ্খচূড়ের সংগ্রাম, হরির বৃদ্ধব্রাহ্মণবেশে শঙ্খচূড়ের কবচহরণ ও তুলসীর নিকট গমন, শঙ্খচূড়বধ, ২৪ নারায়ণের শঙ্খচূড়রূপ-ধারণ ও তুলসীর নিকট গমন, তুলসীর সহিত নারায়ণের সহবাস, নারায়ণের প্রতি তুলসীর অভিশাপ, তুলসীর মাহাত্ম্যবর্ণন, গণ্ডকীজাত শালগ্রামশিলাসমূহের বিবরণ ও তাহাদের মাহাত্ম্যবর্ণন, ২৫ মহামন্ত্র সহিত তুলসীপূজা, ২৬ সাবিত্রীর উপাখ্যানশ্রবণ নিমিত্ত নারায়ণের নিকট নারদের প্রশ্ন, অশ্বপতিবৃত্তান্তকথন, গায়ত্রীজপের ফল ও জপের প্রকার নির্দ্দেশ, সাবিত্রীব্রতকথন, সাবিত্রীর ধ্যান, সাবিত্রীস্তব, ২৭ অশ্বপতিকন্যারূপে সাবিত্রীর জন্মগ্রহণ, যমসাবিত্রীসংবাদ, ২৮ যমের নিকট সাবিত্রীর ধর্ম্মকর্ম্মাদি বিষয়ে প্রশ্ন, ধর্ম্মকর্ম্মাদি বিষয়ে যমের প্রত্যুত্তর-প্রদান, কোন্ কোন্ কর্ম্ম করিলে জীবগণ কিরূপগতি প্রাপ্ত হয়, তদ্বিষয়ে ধর্ম্মের প্রতি সাবিত্রীর প্রশ্ন, ২৯ সাবিত্রীর প্রতি ধর্ম্মের বরদানাভিপ্রায়প্রকাশ, ধর্ম্মের নিকট সাবিত্রীর সত্যবানের ঔরসে শতপুত্রাদি প্রাপ্তি ও জীবের কর্ম্মবিপাক-শ্রবণের প্রার্থনা, সাবিত্রীর প্রতি ধর্ম্মের বরদান, জীবের কর্ম্মবিপাক ও দানধর্ম্মাদির ফলকথন, ৩০ কোন্ কোন্ কর্ম্মদ্বারা স্বর্গলাভ ও অন্যান্য কোন্ কোন্ কর্ম্মদ্বারা বা মানবগণের পুণ্যলাভ হয় তদ্বিষয়ে ধর্ম্মের প্রতি সাবিত্রীর প্রশ্ন ও যমের তদ্বিষয়ক উত্তরে দানাদির ফলকথন, জন্মাষ্টমী ও শিবরাত্রি প্রভৃতি ব্রতফল-কথন, হরিপূজা ও শিবপূজাদির ফলকথন, ৩১ যমের সাবিত্রীকে শক্তিমন্ত্রপ্রদান, ৩২ পাপিগণের পাপের ফলভোগার্থ নরককুণ্ড-কথন, ৩৩ ভিন্ন ভিন্ন পাতকিগণের ভিন্ন ভিন্ন কুণ্ডপাতবর্ণন, ৩৪ বিবিধ পাপফল-কথন, বিবিধ নরককুণ্ডবর্ণন, ৩৫ পাপিগণের নিমিত্ত অবশিষ্ট কুণ্ডবর্ণন, ৩৬ কুণ্ড কিরূপ? পাপিগণ তাহাতে কিরূপে অবস্থিতি করে? তদ্বিষয়ে যমের প্রতি সাবিত্রীর প্রশ্ন, কিরূপে কর্ম্মবন্ধন বিনষ্ট হয় ও যমপুরীর ভয় থাকে না ধর্ম্মের তদ্বিষয়-কীর্ত্তন, জীবের ভোগদেহকথন, ৩৭ ষড়শীতিকুণ্ড সংখ্যা ও সেই সকলের লক্ষণনির্দ্দেশ, ৩৮ যমের নিকট সাবিত্রীর দেবীভক্তিপ্রার্থনা, যমের সাবিত্রীকে শক্তিভক্তির বরপ্রদান, দেবীর গুণকীর্ত্তন ও দেবীর উৎকর্ষবর্ণন, ৩৯ মহালক্ষ্মীর উপাখ্যান, ৪০ নারায়ণের নিকট লক্ষ্মীর সমুদ্রকন্যা হইবার বিষয়ে নারদের প্রশ্ন ও নারায়ণের উত্তর, ইন্দ্রের প্রতি দুর্ব্বাসার অভিশাপবর্ণন, ইন্দ্রের স্বর্গরাজ্যভ্রংশ, ইন্দ্রের প্রতি বৃহস্পতির উপদেশ, রাজ্যভ্রংশ নিবেদনার্থ

ইন্দ্রের ব্রহ্মার নিকট গমন, ৪১ সমস্ত দেবগণের সহিত ব্রহ্মার বিষ্ণুসন্নিধানে গমন, লক্ষ্মীর পরিত্যাজ্যস্থানসমূহ কথন, সমুদ্রে জন্মগ্রহণার্থ লক্ষ্মীর প্রতি বিষ্ণুর আদেশ, সাগরমন্থন ও লক্ষ্মীর উৎপত্তি, ৪২ মহালক্ষ্মীর অর্চ্চনাক্রম, মহালক্ষ্মীর ধ্যান, মহালক্ষ্মীর স্তোত্র, ৪৩ স্বাহার উপাখ্যান, রাধার ভয়ে কৃষ্ণের পলায়ন, দক্ষিণার প্রতি রাধার অভিশাপ, কৃষ্ণবিরহে রাধার খেদোক্তি, লক্ষ্মীর অঙ্গ হইতে দক্ষিণার উৎপত্তি, দক্ষিণার স্তব, দক্ষিণার ধ্যান ও পূজাবিধি, ৪৬ নারায়ণের নিকট নারদের ষষ্ঠী, মঙ্গলচণ্ডী ও মনসার বিবরণ-জিজ্ঞাসা, প্রিয়ব্রতের সহিত ষষ্ঠীদেবীর সাক্ষাৎ, ষষ্ঠীদেবী কর্ত্তৃক প্রিয়ব্রতের মৃতপুত্রের জীবনদান, ষষ্ঠীপূজাবিধি, ষষ্ঠীস্তোত্র, ৪৭ মঙ্গলচণ্ডীর পূজা ও কথা, মনসার উপাখ্যান, ৪৮ মনসার ধ্যান ও পূজাবিধি, জরৎকারু ও মনসার বিবরণ, আস্তীকের জন্ম, মনসামাহাত্ম্য ও পূজাদি, ৪৯ সুরভির উপাখ্যান, সুরভিপূজা, সুরভিস্তোত্র, ৫০ রাধা-ও দুর্গামাহাত্ম্যবর্ণন, রাধার বীজমন্ত্রাদি, রাধাস্তোত্র, দুর্গাদেবীর মাহাত্ম্য ও তাঁহার পূজাদি বিবরণ।

১০ম স্কন্ধে—১ স্বায়ম্ভুব মনুর বৃত্তান্তকথনে দেবীমাহাত্ম্য কথন, স্বায়ম্ভুব মনুর উৎপত্তি ও তাঁহার দেবী আরাধনা, ২ স্বায়ম্ভুব মনুর প্রতি দেবীর বরদান, দেবীর বিন্ধ্যপর্ব্বতে গমন, বিন্ধ্যাচলের বৃত্তান্তকথন, ৩ বিন্ধ্যাচলের সূর্য্যগতিনিরোধ, ৪ দেবগণের শিবসন্নিধানে গমন ও সূর্য্যগতিনিরোধ-কথন, ৫ দেবগণের বিষ্ণুর নিকট গমন ও বিষ্ণুস্তুতি, দেবগণের প্রতি বিষ্ণুর অভয়দান, ৬ দেবগণের বিষ্ণুসন্নিকটে বিন্ধ্যের সূর্য্যগতি-নিরোধ কথন, অগস্ত্যের নিকট গমনার্থ দেবগণের প্রতি বিষ্ণুর উপদেশ, দেবগণের বারাণসীগমন, কার্য্যসিদ্ধিকরণার্থ অগস্ত্যের অঙ্গীকার, ৭ অগস্ত্যদ্বারা বিন্ধ্যাচলের উন্নতি-নিবারণ ৮ স্বারোচিষ মনুর উৎপত্তি ও বৃত্তান্ত-কথন, ৯ চাক্ষুষ মনুর উৎপত্তি ও বৃত্তান্ত-কথন, চাক্ষুষ মনুকে দেবীর রাজ্যপ্রদান, ১০ বৈবস্বত মনু ও সাবর্ণি-মনুর বৃত্তান্ত কথন, সুরথ নৃপতির উপাখ্যান, ১১ মহাকালীর চরিত্রকথন, মধুকৈটভ-বধার্থ ব্রহ্মার মহামায়াস্তব, মধুকৈটভবধ, ১২ সাবর্ণি মনুর বৃত্তান্ত-কথনে মহিষাসুরবধ, শুম্ভ ও নিশুম্ভবধ-বর্ণন, ১৩ অবশিষ্ট ছয় মনুর বৃত্তান্ত কথনে করূষ, পৃষধ্র, নাভাগ, দিষ্ট, শর্য্যাতি ও ত্রিশঙ্কু এই ছয় রাজার ভ্রামরীশক্তির আরাধনা, উক্ত ছয় রাজাকে মন্বন্তরাধিপত্যপ্রাপ্তির বরপ্রদানপূর্ব্বক ভ্রামরীদেবীর অন্তর্ধান, ভ্রামরীদেবীর বৃত্তান্তকথন, ভ্রামরীবৃত্তান্ত-শ্রবণের ফলশ্রুতি।

১১শ স্কন্ধে—১ সদাচারকথনে প্রাতঃকৃত্যবর্ণন, প্রাণায়াম-বিবরণ, ২ শৌচাদিবিধি, ৩ স্নানবিধি, রুদ্রাক্ষমাহাত্ম্য ও রুদ্রাক্ষধারণবিধি, ৪ একমুখ, দ্বিমুখ, ত্রিমুখ, চতুর্ম্মুখ ও পঞ্চমুখাদি চতুর্দ্দশমুখ পর্য্যন্ত রুদ্রাক্ষধারণের ফল, দেহের কোন্ কোন্ স্থানে কতসংখ্যক রুদ্রাক্ষ ধারণ করিতে হয় তাহার বিবরণ, ৫ জপমালার বিধান, রুদ্রাক্ষমাহাত্ম্যবর্ণন, ৬ রুদ্রাক্ষের আত্যন্তিক মাহাত্ম্যবর্ণন, ৭ একমুখাদি রুদ্রাক্ষধারণের মাহাত্ম্য, ৮ ভূতশুদ্ধির বিবরণ, ৯ শিরোব্রত বিধানবর্ণন, ১০ গৌণ ভস্মের বিবরণ, ১১ গৌণভস্মের ত্রিবিধত্ব-কারণ কথন, ত্রিপুণ্ড্র-ধারণের বিবরণ, ১২ ভস্মধারণমাহাত্ম্যবর্ণন, ১৩ ভস্মমাহাত্ম্য-কীর্ত্তন, ১৪ বিভূতিধারণমাহাত্ম্য, ১৫ ত্রিপুণ্ড্রধারণমাহাত্ম্য, দুর্ব্বাসার ললাটভূত ভস্মপতনহেতু কুম্ভীপাকনরকস্থ পাপিগণের সুখ ও আনন্দপ্রাপ্তি, কুম্ভীপাকের পুণ্যতীর্থকথন, পুনর্ব্বার অন্য কুম্ভীপাক-নির্ম্মাণ, ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারণমাহাত্ম্য, ১৬ সন্ধ্যাবিধি, গায়ত্রীর উপাসনা, আচমনবিধি, রেচক, পূরক ও কুম্ভককালে যে যে দেবতা ধ্যেয় তদ্বিবরণ, সন্ধ্যোপাসনা দ্বারা সূর্য্য-ভক্ষক মন্দেহ নামক ত্রিংশৎকোটি রাক্ষসদাহন-বিবরণ, সিদ্ধাসনবর্ণন, শ্বাসবিধি, গায়ত্রীর চতুর্বিংশতি মুদ্রাপ্রকরণ, ১৭ ত্রিবিধা গায়ত্রীর বিবরণ, গায়ত্রীর আরাধনা, পুষ্পসমূহের দেবদেবী-বিশেষের প্রিয়ত্বকথন, ১৮ দেবীপূজার বিশেষবিধান, দেবীপূজাকালে দেয় পুষ্পাদির সংখ্যানির্দ্দেশ ও ফললাভ, দেবীপূজামাহাত্ম্য, ১৯ মধ্যাহ্নসন্ধ্যাকথন, ২০ ব্রহ্মযজ্ঞাদি কীর্ত্তন, সায়াহ্নসন্ধ্যাবর্ণন, ২১ গায়ত্রীর পুরশ্চরণ, ২২ বৈশ্বদেবাদি পঞ্চযজ্ঞের বিবরণ, প্রাণাগ্নিহোত্র ২৩ ভোজনান্তে পাত্রান্নপ্রদান, প্রাজাপত্য, কৃচ্ছ্র, সান্তপনাদি, পারক ও চান্দ্রায়ণাদির লক্ষণ-নিরূপণ, ২৪ গায়ত্রীর শান্তিকথন, দোষ ও রোগাদির শান্তি, হোম ও জপাদিদ্বারা জয় ও বৃষ্ট্যাদিলাভ, গায়ত্রীজপদ্বারা অনিমাদি ঐশ্বর্য্য, ইন্দ্র ও ব্রহ্মত্বাদি প্রাপ্তি, গায়ত্রীজপ দ্বারা পঞ্চমহাপাতক হইতে মুক্তিলাভ।

১২শ স্কন্ধে—১ নারায়ণের নিকট নারদের সুখসাধ্য পুণ্য-কর্ম্মসমূহের প্রশ্ন, গায়ত্রীর মধ্যে অধিক পুণ্যপ্রদ মুখ্যতম কি ও গায়ত্রীর ঋষি ও ছন্দঃ প্রভৃতি বিষয়ে প্রশ্ন, গায়ত্রী জপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব বর্ণন, গায়ত্রীর ছন্দ ও দেবতাদি কথন, ২ গায়ত্রীর প্রত্যেক বর্ণের শক্তিকথন, গায়ত্রীর বর্ণসমূহের তত্ত্বকথন, গায়ত্রীবর্ণের মুদ্রা, ৩ গায়ত্রীকবচ, ৪ অথর্ব্ববেদোক্ত গায়ত্রী-হৃদয়, ৫ গায়ত্রীস্তোত্র, ৬ গায়ত্রীর সহস্রনামস্তোত্র, ৭ দীক্ষা বিষয়ে নারদের প্রশ্ন, দীক্ষাশব্দের ব্যুৎপত্তি ও দীক্ষাবিধি-কথন, তৎপ্রসঙ্গে ভূতশুদ্ধ্যাদি কথন, মণ্ডললিখন, সর্ব্বতোভদ্র-মণ্ডল, কুণ্ডসংস্কার, স্রুকস্রুবাদি ও আজ্যসংস্কার, হোমবিধি, পূর্ণাহুতি, মন্ত্রগ্রহণ, ৮ শক্তি ভিন্ন দ্বিজগণের অন্য উপাসকত্বের কারণ, জগদম্বিকার যক্ষরূপে আবির্ভাব, যক্ষের নিকট ইন্দ্র

কর্তৃক বহ্নিকে প্রেরণ, যক্ষের নিকট বহ্নির তৃণচালনে অসামর্থ্য-কথন, ইন্দ্রাজ্ঞায় যক্ষের নিকট বায়ুর গমন, যক্ষের নিকট বায়ুর তৃণচালনে অসামর্থ্য-কথন, যক্ষের নিকট ইন্দ্রের গমন, যক্ষের অন্তর্ধান, ইন্দ্রের প্রতি মায়াবীজ জপের নিমিত্ত আকাশবাণী, ইন্দ্রের উমামূর্ত্তিদর্শন, ইন্দ্রের নিকট ভগবতীর মায়াধিষ্ঠিত ব্রহ্মমূর্ত্তির সর্ব্ববিষয়ক কারণত্ববর্ণন, শক্ত্যুপাসনার নিত্যত্ববর্ণন, ৯ গৌতমশাপে ব্রাহ্মণগণের অন্যদেবতার উপাসনায় শ্রদ্ধা, দুর্ভিক্ষহেতু ব্রাহ্মণগণের গৌতমের নিকট গমন, গৌতমস্তবে সন্তুষ্টা গায়ত্রীর গৌতমকে পূর্ণপাত্রপ্রদান, পূর্ণপাত্রদ্বারা গৌতমের সমস্ত লোককে অন্নদান, নারদের গৌতমসভায় আগমন, ব্রাহ্মণগণের প্রতি গৌতমের গায়ত্রীশক্তিরহিতার্থ অভিশাপ, ব্রাহ্মণগণের বেদ ও গায়ত্র্যাদি বিস্মরণ, ১০ মণিদ্বীপবর্ণন, ১১ পদ্মরাগাদি প্রাকার ও তন্মধ্যে সেনা ও শক্তি প্রভৃতির সন্নিবেশ বর্ণন, ১২ চিন্তামণি গৃহাদি বর্ণন, দেবীর ধ্যান, চিন্তামণি-গৃহের পরিমাণাদি, ১৩ জনমেজয়-কৃত দেবীমুখবর্ণন, ১৪ দেবীভাগবতপুরাণপাঠের ফলবর্ণন, মুনিগণের নিকট হইতে সূতের পূজাপ্রাপ্তি, নৈমিষারণ্য হইতে সূতের নির্গমন।

উপরে উভয় ভাগবতের সূচীই উদ্ধৃত হইল, বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় উভয় ভাগবতের শ্লোকসংখ্যা ১৮০০০ এবং উভয় ভাগবতই দ্বাদশস্কন্ধে বিভক্ত। এরূপ স্থলে কোন্খানিকে মহাপুরাণ ও কোন্খানিকে উপপুরাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায়! বড়ই বিষম সমস্যা! মৎস্যপুরাণের মতে—

"যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্ম্মবিস্তরঃ।
বৃত্রাসুরবধোপেতং তদ্ভাগবতমুচ্যতে॥
সারস্বতস্য কল্পস্য মধ্যে যে স্যুর্নরামরাঃ।
তদ্‌বৃত্তান্তোদ্ভবং লোকে তদ্ভাগবতমুচ্যতে॥…
অষ্টাদশসহস্রাণি পুরাণং তৎপ্রকীর্ত্তিতম্।"

যে গ্রন্থে গায়ত্রীকে অবলম্বনপূর্ব্বক সবিস্তার ধর্ম্মতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে এবং যাহা বৃত্রাসুরবধ-বৃত্তান্তপূর্ণ, তাহাই ভাগবত নামে প্রসিদ্ধ। সারস্বতকল্পমধ্যে যে সমস্ত নর বা অমরগণের কথা আছে, তদ্‌বৃত্তান্তসমুদ্ভব গ্রন্থই মানবসমাজে ভাগবত নামে বিশ্রুত।…—ইহার শ্লোকসংখ্যা ১৮০০০।

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে—

"পুরাণেষু চ সর্ব্বেষু শ্রীমদ্ভাগবতং পরম্।
যত্র প্রতিপদং কৃষ্ণো গীয়তে বহুধর্ষিভিঃ॥ ৩…
শ্রীমদ্ভাগবতং শাস্ত্রং কলৌ কৃষ্ণেন ভাষিতম্।
পরীক্ষিতোঃ কথাং বক্তুং সভায়াং সংস্থিতে শুকে।" ১৫।

(উত্তরখণ্ড ১৮৯ অঃ)

সকল পুরাণ অপেক্ষা এই শ্রীমদ্ভাগবতই শ্রেষ্ঠ, যে গ্রন্থের প্রতিপদে ঋষিগণ কর্তৃক নানা প্রকারে কৃষ্ণমাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। কলিকালে কৃষ্ণভাষিত এই ভাগবতশাস্ত্র। এই শাস্ত্রকথা পরীক্ষিতের সভাতে থাকিয়া শুকদেব পরীক্ষিতকে বলিয়াছিলেন।

আবার নারদপুরাণে অতি সংক্ষেপে ভাগবতের এইরূপ বিষয়ানুক্রম প্রদত্ত হইয়াছে—

"মরীচে শৃণু বক্ষ্যামি বেদব্যাসেন যৎকৃতম্।
শ্রীমদ্ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্॥
তদষ্টাদশসাহস্রং কীর্ত্তিতং পাপনাশনম্।
সুরপাদপরূপোঽয়ং স্কন্ধৈর্দ্বাদশভির্যুতঃ॥
ভগবানেব বিপ্রেন্দ্র বিশ্বরূপী সমীরিতঃ।
তত্র তু প্রথমে স্কন্ধে সূতর্ষীণাং সমাগমঃ॥
ব্যাসস্য চরিতং পুণ্যং পাণ্ডবানাং তথৈব চ।
পারিক্ষিতমুপাখ্যানমিতীদং সমুদাহৃতম্॥
পরীক্ষিচ্ছুকসংবাদে সৃতিদ্বয়নিরূপণম্।
ব্রহ্মনারদসংবাদে হবতারচরিতামৃতম্॥
পুরাণলক্ষণঞ্চৈব সৃষ্টিকারণসম্ভবঃ।
দ্বিতীয়োঽয়ং সমুদিতঃ স্কন্ধো ব্যাসেন ধীমতা॥
চরিতং বিদুরস্যাথ মৈত্রেয়েণাস্য সঙ্গমঃ।
সৃষ্টিপ্রকরণং পশ্চাৎ ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ॥
কাপিলং সাঙ্খ্যমপ্যত্র তৃতীয়োঽয়মুদাহৃতঃ।
সত্যাশ্চরিতমাদৌ তু ধ্রুবস্য চরিতং ততঃ॥
পৃথোঃ পুণ্যসমাখ্যানং ততঃ প্রাচীনবর্হিষঃ।
ইত্যেষ তুর্য্যোগদিতো বিসর্গে স্কন্ধ উত্তমঃ॥
প্রিয়ব্রতস্য চরিতং তদ্বংশ্যানাঞ্চ পুণ্যদম্।
ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতানাঞ্চ লোকানাং বর্ণনন্ততঃ॥
নরকস্থিতিরিত্যেষ সংস্থানে পঞ্চমোমতঃ।
অজামিলস্য চরিতং দক্ষসৃষ্টিনিরূপণম্॥
বৃত্রাখ্যানং ততঃ পশ্চান্মরুতাং জন্মপুণ্যদম্।
ষষ্ঠোঽয়মুদিতঃ স্কন্ধো ব্যাসেন পরিপোষণে॥
প্রহ্লাদচরিতং পুণ্যং বর্ণাশ্রমনিরূপণম্।
সপ্তমো গদিতো বৎস বাসনাকর্ম্মকীর্ত্তনে॥
গজেন্দ্রমোক্ষণাখ্যানং মন্বন্তরনিরূপণম্।
সমুদ্রমথনঞ্চৈব বলিবৈভববন্ধনম্॥
মৎস্যাবতারচরিতং অষ্টমোঽয়ং প্রকীর্ত্তিতঃ।
সূর্য্যবংশসমাখ্যানং সোমবংশনিরূপণম্॥
বংশানুচরিতে প্রোক্তো নবমোঽয়ং মহামতে।
কৃষ্ণস্য বালচরিতং কৌমারঞ্চ ব্রজস্থিতিঃ॥

কৈশোরং মথুরাস্থানং যৌবনং দ্বারকাস্থিতিঃ।
ভূভারহরণঞ্চাত্র নিরোধে দশম স্মৃতঃ॥
নারদেন তু সংবাদো বসুদেবস্য কীর্ত্তিতঃ।
যদোশ্চ দত্তাত্রেয়েণ শ্রীকৃষ্ণেনোদ্ধবস্য চ॥
যাদবানাং মিথোঽন্তশ্চ মুক্তাবেকাদশঃ স্মৃতঃ।
ভবিষ্যকলিনির্দ্দেশো মোক্ষো রাজ্ঞঃ পরীক্ষিতঃ॥
বেদশাখাপ্রণয়নং মার্কণ্ডেয়তপঃ স্মৃতং।
সৌরীবিভূতিরুদিতা সাত্বতী চ ততঃপরম্॥
পুরাণসংখ্যাকথনমাশ্রয়ে দ্বাদশোহয়ম্।
ইত্যেবং কথিতং বৎস শ্রীমদ্ভাগবতং তব॥"

হে মরীচে! শ্রবণ কর, আমি তোমার নিকট বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ভাগবত নামক ব্রহ্মসম্মিত পুরাণ বলিতেছি। ইহা অষ্টাদশ-সহস্র শ্লোকে পূর্ণ এবং পাপনাশক। ইহা দ্বাদশস্কন্ধযুক্ত ও কল্পবৃক্ষস্বরূপ। হে বিপ্রেন্দ্র! এই পুরাণে বিশ্বরূপী ভগবানেরই কীর্ত্তন করা হইয়াছে।

ইহার প্রথমস্কন্ধে সূত এবং ঋষিগণের সমাগম, পুণ্যজনক ব্যাস ও পাণ্ডবদিগের চরিত এবং পরীক্ষিতের উপাখ্যান। পরীক্ষিৎ এবং শুক-সংবাদ, সৃতিদ্বয়নিরূপণ, ব্রহ্ম ও নারদসংবাদে অবতারচরিত, পুরাণলক্ষণ, এবং সৃষ্টিকারণসম্ভব, এই সমুদয় ধীমান্ ব্যাস কর্ত্তৃক দ্বিতীয়স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে। বিদুরচরিত ও বিদুরের মৈত্রেয় সহ সমাগম, তৎপর পরমাত্মা ব্রহ্মের সৃষ্টিপ্রকরণ এবং কপিলের সাংখ্যযোগ কীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রথমে সতীচরিত, তৎপরে ধ্রুবচরিত এবং পৃথুর ও প্রাচীনবর্হির পুণ্যাখ্যান চতুর্থ স্কন্ধে এই চারিটী উক্ত হইয়াছে। প্রিয়ব্রত ও তদ্বংশোৎপন্ন অন্যান্যদিগের পুণ্যপ্রদ চরিত, ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত লোকসমূহের বর্ণন এবং নরকস্থিতি প্রভৃতি পঞ্চমে বর্ণিত হইয়াছে। অজামিলচরিত, দক্ষসৃষ্টিনিরূপণ, বৃত্রাখ্যান এবং পুণ্যপ্রদ মরুদ্গণের জন্ম ষষ্ঠস্কন্ধে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ৭ম স্কন্ধে পুণ্যময় প্রহ্লাদচরিত এবং বর্ণাশ্রম নিরূপিত হইয়াছে, গজেন্দ্রের মোক্ষণাখ্যান, মন্বন্তর-নিরূপণ, সমুদ্রমন্থন, বলিবন্ধন, মৎস্যাবতার চরিত প্রভৃতি সমুদায় কথা অষ্টমে কীর্ত্তিত হইয়াছে। নবম স্কন্ধে সূর্য্যবংশাখ্যান, সোমবংশনিরূপণ এবং বংশানুচরিত প্রভৃতি উক্ত হইয়াছে। কৃষ্ণের বাল্য ও কৌমারচরিত, ব্রজে স্থিতি, কৈশোরে মথুরাবাস, যৌবনে দ্বারকাবাস ও ভূভার-হরণ এই সমুদায় বিষয় দশমে বর্ণিত হইয়াছে। বসুদেব-নারদসংবাদ, দত্তাত্রেয়ের সহিত যদুর এবং উদ্ধবের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ এবং যদুগণের পরস্পর বিনাশ একাদশে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ভবিষ্যকলিনির্দ্দেশ, রাজা পরীক্ষিতের মোক্ষ, বেদশাখাপ্রণয়ন, মার্কণ্ডেয়ের তপস্যা, গৌরী ও সাত্বতী বিভূতি এবং পুরাণসংখ্যাকথন দ্বাদশ স্কন্ধে কীর্ত্তিত হইয়াছে। হে বৎস! এই দ্বাদশ স্কন্ধাত্মক শ্রীমদ্ভাগবত তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম।

মৎস্য, নারদ ও পদ্মপুরাণে ভাগবতের যে সকল লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবতে তাহার অভাব নাই। নারদীয়ের বচনানুসারে বলা যাইতে পারে, প্রচলিত শ্রীমদ্ভাগবতই প্রকৃত মহাপুরাণ মধ্যে গণ্য হইতে পারে, কারণ নারদীয়ের উক্তিতে শ্রীমদ্ভাগবতের লক্ষণই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, দেবীভাগবতের নহে। কিন্তু মৎস্যবর্ণিত বিস্তৃতভাবে সারস্বত-কল্পপ্রসঙ্গ শ্রীমদ্ভাগবতে নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে 'পাদ্মং কল্পমথো শৃণু' এইরূপে পাদ্মকল্পের প্রসঙ্গই বিবৃত হইয়াছে। এরূপস্থলে আবার শ্রীমদ্ভাগবতকে সারস্বতকল্পাশ্রিত মহাপুরাণ বলিয়া গ্রহণ করিতেও আপত্তি জন্মে।

আবার শৈবপুরাণ উত্তরখণ্ডে লিখিত আছে—

"ভগবত্যাশ্চ দুর্গায়াশ্চরিতং যত্র বিদ্যতে।
তত্তু ভাগবতং প্রোক্তং নতু দেবীপুরাণকম্॥"

যে গ্রন্থে ভগবতী দুর্গার চরিত বর্ণিত আছে, তাহাই দেবী-ভাগবত নামে প্রসিদ্ধ, পরন্তু দেবীপুরাণ নহে।

শৈবনীলকণ্ঠধৃত কালিকাপুরাণের হেমাদ্রি-প্রস্তাবে আছে—

"যদিদং কালিকাখ্যং তন্মূলং ভাগবতং স্মৃতম্।"

কালিকা নামক যে উপপুরাণ তাহার মূল ভাগবত।

দেবীযামলে এইরূপ পাওয়া যায়—

"শ্রীমদ্ভাগবতং নাম পুরাণং বেদসম্মিতম্।
পারীক্ষিতায়োপদিষ্টং সত্যবত্যাঙ্গজন্মনা॥
যত্র দেব্যবতারাশ্চ বহবঃ প্রতিপাদিতাঃ।
ইদং রহস্যঞ্চরিতং রাধোপাসনমুত্তমম্॥
ব্যাসায় মম ভক্তায় প্রোক্তং পূর্ব্বং ময়াদ্রিজে।
মত্তো রহস্যং জ্ঞাত্বৈব রাধোপাসনমুত্তমম্॥
এতস্য বিস্তরং চক্রে শ্রীমদ্ভাগবতে তথা।
নারদে ব্রহ্মবৈবর্ত্তে লোকানাং হিতকাম্যয়া॥"

শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ বেদসম্মিত, সত্যবতীসুত ব্যাস পরীক্ষিৎ-পুত্র জনমেজয়কে এই পুরাণ উপদেশ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে দেবীর নানাবতার, দেবীর রহস্য ও চরিত এবং রাধার উপাসনা বর্ণিত হইয়াছে, হে অদ্রিজে! আমি পূর্ব্বকালে আমার ভক্ত ব্যাসকে এই রাধার উপাসনা প্রকাশ করিয়াছিলাম। এই রহস্যে মত্ত হইয়া ব্যাস লোকদিগের হিতকামনায় শ্রীমদ্ভাগ-বতে, নারদে ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এই রাধার কথা সবিস্তর বর্ণন করিয়াছেন।

চিৎসুখের ভাগবতকথাসংগ্রহে উদ্ধৃত আছে—

"গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রো দ্বাদশস্কন্ধসম্মিতঃ।
হয়গ্রীবব্রহ্মবিদ্যা যত্র বৃত্রবধস্তথা॥
গায়ত্র্যা চ সমারম্ভস্তদ্বৈ ভাগবতং বিদুঃ।"

গ্রন্থ ১৮০০০ ও ১২টী স্কন্ধযুক্ত, যাহাতে হয়গ্রীবের ব্রহ্মবিদ্যালাভের কথা ও বৃত্রবধকথা বর্ণিত আছে এবং গায়ত্রী অবলম্বন করিয়া যে পুরাণ আরম্ভ হইয়াছে, তাহাই ভাগবত।

উপরে যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত হইল, তাহাতে আবার দেবীভাগবতকেই মহাপুরাণ বলিয়া ধরা যায়।

দেবীভাগবতের প্রথমেই ত্রিপদাগায়ত্রী, কিন্তু বিষ্ণুভাগবতে

গায়ত্রীর 'ধীমহি' এই অংশ টুকু আছে। উভয় পুরাণেই বৃত্রাসুরবধের কথা থাকিলেও বিষ্ণুভাগবতে হয়গ্রীবের নাম মাত্র (৫।১৮।১) উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু হয়গ্রীবের ব্রহ্মবিদ্যা-লাভের কথা আদৌ নাই। দেবীভাগবতে (১।৫ অঃ) হয়গ্রীব নামক দৈত্যের ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণী মহামায়ার তপস্যা ও হয়-গ্রীবরূপধারী বিষ্ণুর মাহাত্ম্য প্রভৃতি বিশেষরূপে বর্ণিত হই-য়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মাৎস্যোক্ত সারস্বতকল্পের প্রসঙ্গ বিষ্ণুভাগবতে নাই। স্কন্দপুরাণীয় নাগরখণ্ডে লিখিত আছে, "সারস্বতস্ত দ্বাদশ্যাং শুক্লায়াং ফাল্গুনস্ত চ।" অর্থাৎ ফাল্গুনের শুক্লদ্বাদশী তিথিতে সারস্বতকল্পের আবির্ভাব হইয়াছে।

শিবপুরাণীয় উমসংহিতায় লিখিত আছে—

"ব্রহ্মণা সংস্তুতা সেয়ং মধুকৈটভনাশনে।
মহাবিদ্যা জগদ্ধাত্রী সর্ব্ববিদ্যাধিদেবতা॥
দ্বাদশ্যাং ফাল্গুনস্যৈব শুক্লায়াং সমভূন্নৃপ।"

হে রাজন্! ইনিই সেই বিদ্যাসমস্তের অধিষ্ঠাত্রী জগদ্ধাত্রী মহাবিদ্যা, ইনি মধুকৈটভবিনাশ জন্য ব্রহ্মা কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া ফাল্গুনের শুক্ল-দ্বাদশীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। উমসংহিতার উক্ত বচনানুসারে দেবীভাগবতের ১ম স্কন্ধের ৭ম অধ্যায়ে ব্রহ্মস্তুতি ও মধুকৈটভনাশার্থ দেবীর প্রাদুর্ভাব পাঠ করিলে এই দেবীভাগবতকেই সারস্বতকল্পাশ্রিত পুরাণ বলিয়া বোধ হয়।

যাহা হউক, এখন দুইটী মত পাওয়া যাইতেছে, নারদ ও পাদ্মমতে বিষ্ণুভাগবতই মহাপুরাণ মধ্যে গণ্য, কিন্তু আবার মৎস্যাদি মতে দেবীভাগবতই মহাপুরাণমধ্যে পরিগণিত। এইরূপ মতভেদ হইবার কারণ কি? উপপুরাণের তালিকা হইতে জানা যায় যে, "ভাগবত" নামে একখানি উপপুরাণও আছে; যথা—

"আদ্যং সনৎকুমারোক্তং নারসিংহমতঃপরম্।
পরাশরোক্তং প্রবরং তথা ভাগবতাহ্বয়ম্॥"

নীলকণ্ঠধৃত গরুড়পুরাণে তত্ত্বরহস্যের দ্বিতীয়াংশে ধর্ম্মকাণ্ডে লিখিত আছে—

"পুরাণং ভাগবতং দৌর্গং নন্দিপ্রোক্তং তথৈব চ।"

অর্থাৎ দুর্গামাহাত্ম্যসম্বলিত ভাগবত ও নন্দিকেশ্বরপ্রোক্ত পুরাণাদি উপপুরাণ মধ্যে গণ্য।

রামাশ্রমের দুর্জ্জনমুখচপেটিকায়ও পদ্মপুরাণের দোহাই দিয়া এই শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে—

"শৈবং ভাগবতং দৌর্গং ভবিষ্যোত্তরমেব চ।"

এইরূপে মধুসূদন সরস্বতীর সর্ব্বশাস্ত্রার্থসংগ্রহে, নাগোজী-ভট্টের নিবন্ধে, দুর্জ্জনমুখপদ্মপাদুকায় ও পুরুষোত্তমের 'ভাগবত-স্বরূপ-বিষয়শঙ্কানিরাশত্রয়োদশ' প্রভৃতি গ্রন্থে দেবীভাগবতের উপপুরাণত্ব ও বিষ্ণুভাগবতের মহাপুরাণত্বস্থাপনের চেষ্টা হইয়াছে।

এদিকে মিতাক্ষরাটীকাকার প্রসিদ্ধ বালম্ভট্ট শ্রীমদ্ভাগ-বতকে এককালে পুরাণ বলিয়া গণ্য করেন নাই।

এ দেশীয় অনেক লোকের বিশ্বাস, বিষ্ণুভাগবত সুপ্রসিদ্ধ বোপদেবের বিরচিত। বাস্তবিক বোপদেবচরিত ভাগবতানু-ক্রমও পাওয়া গিয়াছে। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, কোলব্রুক-প্রমুখ অনেক পাশ্চাত্যপণ্ডিতও বোপদেবকে ভাগবত-রচয়িতা বলিয়া বিশ্বাস করেন। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর শেষভাগে বোপদেব দেবগিরিতে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি মুক্তাফল নামে ভাগবতের তাৎপর্য্যার্থজ্ঞাপক একখানি গ্রন্থও লিখিয়া-ছেন, তাঁহার আশ্রয়দাতা হেমাদ্রিও শ্রীমদ্ভাগবত হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, এরূপস্থলে বোপদেবকে ভাগবত-রচয়িতা বলিয়া মনে করা যায় না।

এখন দেখা যাউক, বিষ্ণু-ভাগবত ও দেবীভাগবত উভয়গ্রন্থ আলোচনা করিলে প্রকৃত প্রস্তাবে কাহাকে আমরা মহাপুরাণ বলিয়া গণ্য করিতে পারি।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীধরস্বামী প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন—"ভাগবতং নামান্যদিত্যপি নাশঙ্কনীয়ম্।"

অর্থাৎ ভাগবত নামে অন্যপুস্তক আছে, এরূপ শঙ্কা করা কর্ত্তব্য নহে। শ্রীধরস্বামীর এই উক্তির দ্বারাই বোধ হইতেছে যে তাঁহার সময়েও এই ভাগবতের পুরাণত্ব লইয়া গোল চলিতে-ছিল ও অপর একখানি ভাগবতও প্রচলিত ছিল, নহিলে তিনি এরূপ কথা বলিবেন কেন?

শ্রীধরস্বামী এই টীকোপক্রমে লিখিয়াছেন,

'দ্বাত্রিংশত্রিশতঞ্চ যস্য বিলসৎ" অর্থাৎ যাহার অধ্যায় সংখ্যা ৩৩২।

কাশীনাথ (দুর্জ্জনমুখমহাচপেটিকায়) পুরাণার্ণব হইতে চিৎসুখোদ্ধৃত উক্তশ্লোক কয়টীর সঙ্গে এই চারিচরণও উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"স্কন্ধা দ্বাদশ এবাত্র কৃষ্ণেন বিহিতাঃ শুভাঃ।
দ্বাত্রিংশত্রিশতং পূর্ণমধ্যায়াঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥"

এই গ্রন্থে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক দ্বাদশস্কন্ধ বিহিত হইয়াছে এবং ৩৩২ অধ্যায় পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

শ্রীধরস্বামীর উক্তি ও পুরাণার্ণবের উক্ত বচন পাঠ করিলে বিষ্ণুভাগবতকেই মহাপুরাণ বলিয়া স্বীকার করা যায়।

বিষ্ণুভাগবতে তদুৎপত্তি সম্বন্ধে লিখিত আছে, 'চারিবেদ-বিভাগ ও পঞ্চমবেদস্বরূপ ইতিহাস-পুরাণ-সমূহ সঙ্কলন, এবং স্ত্রী, শূদ্র ও নিন্দিত ব্রাহ্মণদিগের জন্য মহাভারত রচনা করিয়াও বেদব্যাসের মনে তৃপ্তি হইল না। অবশেষে তিনি

নারদের উপদেশে হরিকথামৃতরূপ ভাগবত রচনা করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন।' (১ম স্ক° ৪র্থ—৬ষ্ঠ অঃ) ভাগতের উক্ত প্রমাণ অনুসারেই জানা যাইতেছে, পুরাণ-ইতিহাসাদি রচিত হইবার পর, এই শ্রীমদ্ভাগবত রচিত হইয়াছে; কিন্তু প্রথমেই বলিয়াছি, বিষ্ণু প্রভৃতি পুরাণের মতে ভাগবত পঞ্চম-পুরাণ বলিয়া গণ্য, এরূপস্থলে সর্ব্বশেষে রচিত বিষ্ণুভাগবত পঞ্চমেতর পুরাণ হইতেছে। এই বিষ্ণুভাগবতে পুরাণ-লক্ষণ-কথনে লিখিত আছে—

"সর্গোঽস্যাথ বিসর্গশ্চ বৃত্তিরক্ষান্তরাণি চ।
বংশো বংশানুচরিতং সংস্থা হেতুরপাশ্রয়ঃ॥
দশভির্লক্ষণৈর্যুক্তং পুরাণং তদ্বিদো বিদুঃ।
কেচিৎ পঞ্চবিধং ব্রহ্মন্ মহদল্পব্যবস্থয়া॥
অব্যাকৃতগুণক্ষোভান্মহতস্ত্রিবৃতোঽহমঃ।
ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়ার্থানাং সম্ভবঃ সর্গ উচ্যতে॥
পুরুষানুগৃহীতানামেতেষাং বাসনাময়ঃ।
বিসর্গোঽয়ং সমাহারো বীজাদ্বীজং চরাচরম্॥
বৃত্তির্ভূতানি ভূতানাং চরাচরমচরাণি চ।
কৃতা স্বেন নৃণাং তত্র কামাচ্চোদনয়াপি বা॥
রক্ষাঽচ্যুতাবতারেহা বিশ্বস্যানুযুগে যুগে।
তির্য্যঙ্মর্ত্ত্যর্ষিদেবেষু হন্যন্তে যৈস্ত্রয়ীদ্বিষঃ॥
মন্বন্তরং মনুর্দেবা মনুপুত্রাঃ সুরেশ্বরাঃ।
ঋষয়োঽংশবতারাশ্চ হরেঃ ষড়্‌বিধমুচ্যতে॥
রাজ্ঞাং ব্রহ্মপ্রসূতানাং বংশস্ত্রৈকালিকোঽন্বয়ঃ।
বংশানুচরিতং তেষাং বৃত্তং বংশধরাশ্চ যে॥
নৈমিত্তিকঃ প্রাকৃতিকো নিত্য আত্যন্তিকো লয়ঃ।
সংস্থেতি কবিভিঃ প্রোক্তশ্চতুর্দ্ধাস্য স্বভাবতঃ॥
হেতুর্জীবোঽস্য সর্গাদেরবিদ্যাকর্ম্মকারকঃ।
যঞ্চানুশায়িনং প্রাহুরব্যাকৃতমুতাপরে॥
ব্যতিরেকান্বয়ো যস্য জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু।
মায়াময়েষু তদ্ব্রহ্ম জীববৃত্তিষপাশ্রয়ঃ॥
পদার্থেষু যথা দ্রব্যং সন্মাত্রং রূপনামসু।
বীজাদিপঞ্চতান্তাসু হ্যবস্থাসু যুতাযুতম্॥
বিরমেত যদা চিত্তং হিত্বা বৃত্তিত্রয়ং স্বয়ম্।
যোগেন বা তদাত্মানং বেদেহায়া নিবর্ত্ততে॥
এবং লক্ষণলক্ষ্যাণি পুরাণানি পুরাবিদঃ।
মুনয়োঽষ্টাদশ প্রাহুঃ ক্ষুল্লকাণি মহান্তি চ॥" (ভা° ১২।৭।৯—২২)

সর্গ, বিসর্গ, সংস্থা, রক্ষা, মন্বন্তর, বংশকথন, বংশানুচরিত, প্রলয়, হেতু ও অপাশ্রয় পণ্ডিতেরা পুরাণের এই দশটী লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেহ কেহ পঞ্চলক্ষণযুক্ত গ্রন্থকেও পুরাণ বলেন। তাঁহাদের ব্যবস্থা এই যে, দশলক্ষণ মহাপুরাণ ও পঞ্চলক্ষণ অল্প বা উপপুরাণ। প্রকৃতির গুণত্রয় সমাহার হইতে মহান্, তাহা হইতে ত্রিগুণাত্মক অহঙ্কার, ভূত ও সূক্ষ্মেন্দ্রিয় এবং তজ্জন্য যে স্থূল সৃষ্টি, তাহার নাম সর্গ। ঈশ্বরানুগৃহীত মহদাদির পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাসনাময় বীজ হইতে বীজোৎপত্তির ন্যায় সমাহার-রূপ চরাচর উৎপত্তিকে বিসর্গ বা অবান্তর সৃষ্টি বলা যায়। চরভূতের কাম-বিষয় চরাচররূপ ও মনুষ্যদিগের স্বভাবতঃ ও কামকৃত বা বিধিবোধিত যে জীবনোপায়, তাহার নাম সংস্থা বা স্থিতি। বিশ্বমধ্যে যুগে যুগে বেদদ্বেষী দৈত্য কর্ত্তৃক দেব, তির্য্যক্, মনুষ্য ও ঋষিদিগের কার্য্যনাশোপক্রমে নারায়ণের যে বিশেষ বিশেষ অবতার, তাহার নাম রক্ষা। মনু, দেবগণ, মনু-পুত্রগণ, সুরেশ্বরগণ ও ঋষিগণ ইহারা হরির অংশাবতার, ইহাদের স্ব স্ব অধিকার-কালকে মন্বন্তর বলে। ব্রহ্মোদ্ভব শুদ্ধবংশীয় রাজাদিগের ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রৈকালিক পুরুষ-পরম্পরার বর্ণনের নাম বংশ-কথন, এবং তাঁহাদিগের বংশে উৎপন্ন বংশধরগণের চরিত্র-বর্ণনের নাম বংশানুকথন। নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, নিত্য ও আত্যন্তিক, স্বভাবতঃই হউক আর ঈশ্বর-মায়াক্রমেই হউক, এই চারি প্রকার লয়ের নাম প্রলয়। অজ্ঞানবশে কর্ম্মকর্ত্তা জীব এই বিশ্বের জন্ম স্থিতি ও নাশের কারণ, ইহারই নাম হেতু। মায়াময় বিশ্ব তৈজস প্রজ্ঞাদি জীবনিষ্ঠ জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায় সাক্ষিরূপে যাঁহার অন্বয় ও সমাধিকালে সেই সকল অবস্থায় যাঁহার ব্যতিরেক, সেই অধিষ্ঠানের নাম অপাশ্রয়। যেমন ঘটাদি পদার্থে মৃত্তিকাদি দ্রব্য ও রূপনামাদিতে সত্তামাত্র, তাহার ন্যায় বীজ অবধি পঞ্চত্ব পর্য্যন্ত জীবের সমুদয় অবস্থাতে যিনি যুক্ত ও অযুক্ত আছেন, তিনিই অপাশ্রয়। পুরাণবেত্তা পণ্ডিতেরা এই সকল লক্ষণযুক্ত অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণ নির্ণয় করিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সকল প্রধান পুরাণমতে মহাপুরাণ পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত।[১] অমরসিংহাদিপ্রমুখ অভিধানকারগণও পুরাণের পঞ্চলক্ষণ স্বীকার করিয়াছেন, শ্রীভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ব্যতীত আর কেহই পুরাণের দশ লক্ষণ গ্রহণ করেন নাই। ভাগবতের উক্ত লক্ষণ-নির্দ্দেশ হইতেও উহার অমরকোষের পরবর্ত্তিত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। উক্ত লক্ষণদ্বারাও ভাগবতকে প্রাচীন পুরাণশ্রেণীতে গণ্য করিতে সন্দেহ উপস্থিত হয়।

ভাগবতে 'বংশ' লক্ষণের যেরূপ নিরুক্তি দেওয়া হইয়াছে, তাহাও প্রাচীন শাস্ত্রসম্মত নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কুমারিল-ভট্টের সময়েও বংশানুক্রম ও ভাবীকথন এই দুইটী স্বতন্ত্র বিষয় ছিল।[২] কিন্তু যে সময়ে ভবিষ্যরাজবংশ-বর্ণন পুরাণের বিষয়ীভূত হইয়া পড়িয়াছিল, ভাগবত তাহার পরে রচিত হইয়াছে, উক্ত নিরুক্তিদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে। ভবিষ্যরাজবংশপ্রসঙ্গে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীরও কথা পাওয়া যায়। উক্ত বিভিন্ন প্রমাণদ্বারা ভাগবতকে খৃষ্টীয় ৭ম হইতে ৯ম শতাব্দীর দর্শনপরিপোষক পৌরাণিক গ্রন্থ বলিয়া মনে করা

(১) ৫৫৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
(২) ৫৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

যাইতে পারে'। তাহা বলিয়া এই গ্রন্থে অতি প্রাচীন পুরাণাখ্যায়িকারও অভাব নাই।

হিন্দুসমাজে পুরাণ, ভাগবত ও মহাভারত একের শ্রীকরনিঃসৃত বলিয়া প্রচলিত আছে। কিন্তু ভাষার আলোচনা করিলে এরূপ বোধ হয় না। ব্রহ্ম, বিষ্ণু, ব্রহ্মাণ্ড ও মহাভারতের ভাষা যেরূপ সরল, ওজস্বী ও মধ্যে মধ্যে গাম্ভীর্য্যশালী, ভাগবতের ভাষা সেরূপ নহে। ভাগবতের অনেক স্থানই কঠিন, অলঙ্কৃত, বিবিধ ছন্দোবিশিষ্ট ও গভীর চিন্তাসমুদ্ভুত। ভাগবতের নিজ উক্তি অনুসারেই ভাগবত মহাপুরাণ হইতে পারে না, কারণ তাহার পূর্ব্বে মহাভারত ও সকল পুরাণ প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা ভাগবতকার নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। ইহা যে পঞ্চমপুরাণ তাহা ভাগবতকার কোথাও প্রকাশ করেন নাই, বরং তিনি অষ্টাদশ পুরাণ-গণনা-কালে অষ্টাদশ পুরাণান্তর্গত ভাগবতকে একবার ৮ম * ও একবার ৫ম† পুরাণ বলিয়া গোল বাঁধাইয়াছেন।

পুরাণার্ণবের শ্লোক অনুসারে আবার বিষ্ণুভাগবতকেই মহাপুরাণ বলিয়া মনে হয়। বাস্তবিক এই শ্রীভাগবত নানাখ্যানযুক্ত একখানি বৈষ্ণবীয় দার্শনিক গ্রন্থ। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে অপূর্ব্বমত প্রকাশ করিয়াছেন, পাঞ্চরাত্র ও ভাগবতগণ যে দার্শনিকমত স্বীকার করেন, বৈদান্তিক মতের সহিত সেই সকল তত্ত্ব নানা-উপাখ্যানাদি দ্বারা সবিস্তারে বুঝাইবার জন্য ভাগবতের সৃষ্টি। সেই জন্য দার্শনিক জগতে ভাগবতের সমধিক আদর। এই জন্যই অপর সকল পুরাণ অপেক্ষা এই ভাগবতের উপর হিন্দুসাধারণের প্রগাঢ় অনুরাগ, যথেষ্ট সম্মান ও অচলা ভক্তি লক্ষিত হয়। বিশুদ্ধ বেদান্ত-মত এই ভাগবতে অতি সুন্দর উপায়ে বিবৃত হইয়াছে।[১] সেই জন্যই ভাগবতকার লিখিয়াছেন—

"সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ কচিৎ॥" (১২।১৩।১৫)

এখন দেখা যাউক, দেবীভাগবতের মূল আলোচনা করিয়া কিরূপ পাওয়া যায়। দেবীভাগবতে দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিখিত আছে—

"পুরাণমুত্তমং পুণ্যং শ্রীমদ্ভাগবতাভিধম্।
অষ্টাদশসহস্রাণি শ্লোকাস্তত্র তু সংস্কৃতাঃ॥
স্কন্ধা দ্বাদশ এবাত্র কৃষ্ণেন বিহিতাঃ শুভাঃ।
ত্রিশতং পূর্ণমধ্যায়া অষ্টাদশযুতাঃ স্মৃতাঃ॥ ১২
সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥" (১।২।১৮)

এই শ্রীমদ্ভাগবত নামক পুরাণ সর্ব্বোত্তম ও পুণ্যপ্রদ, ইহা অষ্টাদশসহস্র-সংখ্যক বিশুদ্ধ শ্লোকমালাসম্বলিত, ৩১৮অধ্যায় পূর্ণ ও মঙ্গলময় ১২টী স্কন্ধবিশিষ্ট। সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশাবলী, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত এই পঞ্চলক্ষণযুক্ত (এই) পুরাণ।

পঞ্চলক্ষণ ধরিলে এই দেবীভাগবতই মহাপুরাণ মধ্যে গণ্য। মৎস্য প্রভৃতি পুরাণোক্ত লক্ষণও সমস্তই এই দেবীভাগবতে আছে। পুরাণার্ণবের বচনে ভাগবতে ৩৩২ অধ্যায় আছে; কিন্তু দেবীভাগবতের মতে ৩১৮ অধ্যায় মাত্র। কাজেই অধ্যায় সংখ্যা লইয়া আবার মহাপুরাণত্ব সম্বন্ধে গোল থাকিতেছে।

বিষ্ণুভাগবতে যেমন ভদ্রকালীর মাহাত্ম্য সূচিত হইয়াছে, এই দেবীভাগবতে সেইরূপ রাধার মাহাত্ম্য বিবৃত হইয়াছে।

বিষ্ণুভাগবত যেমন দার্শনিক-প্রধান, এই দেবীভাগবত সেইরূপ তন্ত্রানুসারী। ইহাতে যথেষ্ট তন্ত্রের প্রভাব লক্ষিত হয়, এই জন্যই দেবীযামল প্রভৃতি তান্ত্রিকগ্রন্থে এই দেবীভাগবতের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। তন্ত্রপ্রধান বলিয়াই কেহ যেন এমন মনে না করেন, যে দেবীভাগবত নিতান্ত আধুনিক। নেপাল হইতে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে লিখিত তন্ত্রগ্রন্থের পুথি পাওয়া গিয়াছে। এখন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতেও তান্ত্রিক মত-বিশেষ প্রচলিত হইয়াছিল। দেবতাদির মূর্ত্তি-নির্ম্মাণ করিয়া প্রতিষ্ঠা, ইহা তান্ত্রিক প্রভাব সময়েই প্রবর্ত্তিত হয়। দেবীভাগবত-নামধেয় শ্রীমদ্ভাগবতে বহু প্রাচীন কথা থাকিলেও তান্ত্রিকপ্রভাবের সময় ইহার পুনর্সংস্কার হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। রাধার উপাসনাও তান্ত্রিক প্রভাবের ফল। বিষ্ণুভাগবতে সবিস্তর শ্রীকৃষ্ণচরিত ও গোপীগণের প্রসঙ্গ থাকিলেও রাধাচরিত নাই, স্পষ্টতঃ রাধার নামটী পর্য্যন্ত নাই। বিষ্ণুভাগবত-রচনাকালে রাধার উপাসনা প্রচলিত হইলে অবশ্যই তন্মধ্যে রাধামাহাত্ম্য কথিত হইত, কিন্তু না থাকায় বলিতে হইবে, তখনও রাধা বৈষ্ণবসমাজে গৃহীত

---

* শ্রীভাগবত ১২।৭।২৩।   † শ্রীভাগবত ১২।১৩।৫।

(১) এই শ্রীমদ্ভাগবতের বহুসংখ্যক টীকা দৃষ্ট হয়—অমৃততরঙ্গিণী, আত্মপ্রিয়া, কৃষ্ণপদী, চৈতন্যচন্দ্রিকা, জয়মঙ্গলা, তত্ত্বপ্রদীপিকা, তাৎপর্য্যচন্দ্রিকা, তাৎপর্য্যদীপিকা, ভগবল্লীলাচিন্তামণি, রসমঞ্জরী, শুকপক্ষীয়, আনন্দতীর্থকৃত ভাগবততাৎপর্য্যনির্ণয়, এবং জনার্দ্দনভট্ট, নরহরি, ও শ্রীনিবাসরচিত তাহার টীকা, শ্রীধরস্বামি-কৃত ভাবার্থদীপিকা ও কেশবদাসকৃত ভাবার্থদীপিকাস্নেহপূরিণী, কল্যাণরায় কর্ত্তৃক তত্ত্বদীপিকা, কৌরসাধু, কৃষ্ণভট্ট, ও গোপাল চক্রবর্ত্তীর টীকা, চূড়ামণি-চক্রবর্ত্তীর অন্বয়বোধিনী, নরসিংহাচার্য্যের ভাবপ্রকাশিকা, নৃহরির তাৎপর্য্যদীপিকা, নারায়ণ, ভেদবাদী, যদুপতি, বল্লভাচার্য্য, বিজয়ধ্বজতীর্থ, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, বিষ্ণুস্বামী, বীররাঘব, শিবরাম, শ্রীনিবাসাচার্য্য, সত্যাভিনবতীর্থ, সুদর্শনসূরি, হরিভানুশুক্ল প্রভৃতির টীকা, এতদ্ভিন্ন মধুসূদন সরস্বতীর ভাগবতপুরাণাদ্যশ্লোকত্রয়টীকা, কৃষ্ণদীক্ষিতের সুবোধিনী, সনাতন গোস্বামীর বৈষ্ণবতোষিণী, বাসুদেবের বুধরঞ্জিনী, বিট্‌ঠল-দীক্ষিতের নিবন্ধবিবৃতিপ্রকাশ, ব্রহ্মানন্দভারতীর একাদশস্কন্ধসার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

হন নাই। এরূপ স্থলে দেবীভাগবতের যে অংশে রাধাচরিত আছে, তাহা যে বিষ্ণুভাগবত-রচনার পর রচিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপস্থলে দেবীভাগবতের কোন অংশ বিষ্ণুভাগবত অপেক্ষা প্রাচীন হইলেও, বিষ্ণুভাগবত সম্পূর্ণ হইবার পর খৃষ্টীয় ৯ম হইতে ১১শ শতাব্দীর মধ্যে দেবীভাগবত বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। শৈব নীলকণ্ঠ ও স্বামী এই দেবীভাগবতের টীকা লিখিয়াছেন।

উপরোক্ত উভয়বিধ ভাগবত আলোচনা করিলে বোধ হয়, পূর্ব্বকালে একখানি ভাগবতই সম্ভবতঃ ভাগবতদিগের গ্রন্থ বলিয়া আদৃত ছিল। বৌদ্ধপ্রভাবে ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মের শোচনীয় পরিণামের সহিত সেই পুরাতন ভাগবত লোপ হইতে বসিয়াছিল। পরে আবার ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সহিত বৈষ্ণবাদি নানা সম্প্রদায় প্রবল হইয়া উঠিলে সেই পুরাতন ভাগবতের আকার লইয়া বৈষ্ণব দার্শনিক শ্রীমদ্ভাগবত ও শাক্ত পৌরাণিক দেবীভাগবত প্রচার করিলেন। তাই উভয় গ্রন্থে পূর্ব্বতন ভাগবতের লক্ষণ বিদ্যমান। পূর্ব্বতন ভাগবত ১৮০০১ গ্রন্থবিশিষ্ট ছিল বলিয়া উভয় পক্ষীয়েরাই স্ব স্ব ভাগবতে ১৮০০০ শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। উপসংহারে ইহাও বলা উচিত যে দেবীভাগবতে মঙ্গলচণ্ডী, ষষ্ঠী, মনসা প্রভৃতি আধুনিক দেবীপূজার প্রসঙ্গ থাকায় ইহাকে প্রাচীন পুরাণ শ্রেণীতে গণ্য করিতে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হয়।

৬ষ্ঠ নারদপুরাণ।

১—৪ নারদ-সনৎকুমারসংবাদ, ৫ ভগবানের মৃকণ্ডপুত্ররূপতা-কথন, ৬-১১ গঙ্গার উৎপত্তি ও মাহাত্ম্যাদি বর্ণন, ১২ বর্ণসমূহের মধ্যে ব্রাহ্মণের দানপাত্রত্ব-কথন, ১৩ দেবতায়তনস্থাপনে পুণ্য-কথন, ১৪ ধর্ম্মশাস্ত্রনির্দেশ, ১৫ নরকবর্ণন, ১৬ ভগীরথের গঙ্গানয়নবৃত্তান্ত, ১৭-২৩ বিষ্ণুব্রতকথন, ২৪-২৫ বর্ণাশ্রমাচার-কথন, ২৬ স্মার্ত্তধর্ম্ম-কথন, ২৭-২৮ শ্রাদ্ধবিধি, ২৯ তিথ্যাদিনির্ণয়, ৩০ প্রায়শ্চিত্ত-নির্ণয়, ৩১ যমমার্গ-নিরূপণ, ৩২ ভবাটবী-নিরূপণ, ৩৩-৩৪ হরিভক্তি-লক্ষণ, ৩৫ জ্ঞাননিরূপণ, ৩৬ বিষ্ণুসেবাপ্রভাব, ৩৭-৪০ বিষ্ণুমাহাত্ম্য, ৪১ যুগধর্ম্ম-কথন, ৪২ সৃষ্টিতত্ত্ব-নিরূপণ, ৪৩ জীবতত্ত্বকথন, ৪৪ পরলোক-নিরূপণ, ৪৫ মোক্ষধর্ম্ম-নিরূপণ, ৪৬ আধ্যাত্মিকাদি দুঃখত্রয়নিরূপণ, ৪৭ যোগস্বরূপবর্ণন, ৪৮-৪৯ পরমার্থ-নিরূপণ, ৫০ বেদাঙ্গশিক্ষাদিশাস্ত্র, ৫১ কল্পশাস্ত্রনিরূপণ, ৫২ ব্যাকরণশাস্ত্র নিরূপণ, ৫৩ নিরুক্তশাস্ত্র নিরূপণ, নিরূপণ, ৫৪-৫৬ জ্যোতিঃশাস্ত্রনিরূপণ, ৫৭ ছন্দঃশাস্ত্র নিরূপণ, ৫৮ শুকোৎপত্তিকথন, ৫৯ ব্রাহ্মণকর্ত্তব্যকর্ম্মনিরূপণ, ৬০ বায়ুর উৎপত্ত্যাদি বর্ণন, ৬১ শান্তিকর-শাস্ত্রনিরূপণ, ৬২ মোক্ষশাস্ত্র সমাদেশ, ৬৩ ভাগবততন্ত্র নিরূপণ, ৬৪-৬৬ দীক্ষাবিধি, অভীষ্টদেবপূজাবিধি, ৬৮ গণেশমন্ত্রনিরূপণ, ৬৯ ত্রয়ীমূর্ত্তিনিরূপণ, ৭০-৭২ বিষ্ণুমন্ত্র-নিরূপণ, ৭৩ রামমন্ত্র-নিরূপণ, ৭৪ হনুমন্মন্ত্র-নিরূপণ, ৭৫ হনুমদ্দীপবিধান, ৭৬ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনমন্ত্রপূজাদি-বিধান, ৭৭ কার্ত্তবীর্য্যকবচ, ৭৮ হনুমৎকবচ, ৭৯ হনুমচ্চরিত, ৮০-৮১ কৃষ্ণমন্ত্র-নিরূপণ, ৮২ পূর্ব্বজন্মে নারদের মহাদেব-সকাশে কৃষ্ণতত্ত্বপ্রাপ্তিবৃত্তান্ত-কথন, ৮৩ রাধাংশাবতার-নিরূপণ, ৮৪ মধুকৈটভোৎপত্তি-বিবরণ, ৮৫ কালীমন্ত্র-নিরূপণ, ৮৬ সরস্বত্যবতারবর্ণন, ৮৭ দুর্গাবতারবর্ণন, ৮৮ রাধাবতারচরিতবর্ণন, ৮৯ শক্তিসহস্রনামকথন, ৯০ শক্তিপটল, ৯১ মহেশমন্ত্রনিরূপণ, ৯২ পুরাণাখ্যান-নিরূপণ, ৯৩ ব্রহ্ম ও পদ্ম-পুরাণানুক্রমণিকা, ৯৪ বিষ্ণুপুরাণানুক্রমণিকা, ৯৫ বায়ুপুরাণানুক্রমণিকা, ৯৬ ভাগবতানুক্রমণিকা, ৯৭ নারদপুরাণানুক্রমণিকা, ৯৮ মার্কণ্ডেয়পুরাণানুক্রমণিকা, ৯৯ আগ্নেয়পুরাণানুক্রমণিকা, ১০০ ভবিষ্যপুরাণানুক্রমণিকা, ১০১ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণানুক্রমণিকা, ১০২ লিঙ্গপুরাণানুক্রমণিকা, ১০৩ বরাহপুরাণানুক্রমণিকা, ১০৪ স্কন্দপুরাণানুক্রমণিকা, ১০৫ বামনপুরাণানুক্রমণিকা, ১০৬ কূর্ম্মপুরাণানুক্রমণিকা, ১০৭ মৎস্যপুরাণানুক্রমণিকা, ১০৮ গরুড়-পুরাণানুক্রমণিকা, ১০৯ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণানুক্রমণিকা, ১১০ প্রতিপদব্রতনিরূপণ, ১১১ দ্বিতীয়াব্রতনিরূপণ, ১১২ তৃতীয়াব্রত-নিরূপণ, ১১৩ চতুর্থীব্রতনিরূপণ, ১১৪ পঞ্চমীব্রতনিরূপণ, ১১৫ ষষ্ঠীব্রতনিরূপণ, ১১৬ সপ্তমীব্রতনিরূপণ, ১১৭ অষ্টমীব্রত-নিরূপণ, ১১৮ নবমীব্রতনিরূপণ, ১১৯ দশমীব্রতনিরূপণ, ১২০ একাদশীব্রতনিরূপণ, ১২১ দ্বাদশীব্রতনিরূপণ, ১২২ ত্রয়োদশীব্রতনিরূপণ, ১২৩ চতুর্দ্দশীব্রতনিরূপণ, ১২৪ পূর্ণাব্রত নিরূপণ, ১২৫ পুরাণমহিমা।

উত্তরভাগে—১ দ্বাদশীমাহাত্ম্য, ২ তিথিবিচার, ৩ বিষ্ণুর ভক্ত্যাধীনত্ব-কথন, ৪ নিয়োগাচরণ-নিরূপণ, ৫ যমবিলাপ, ৬ যমের প্রতি ব্রহ্মার বাক্য, ৭ লোকমোহনার্থ ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক মোহিনী প্রমদার উৎপত্তি, ৮ মোহিনীচরিত, ৯ রাজা রুক্মাঙ্গদের মৃগয়ায় গমন ও তৎপুত্র ধর্ম্মাঙ্গদের রাজ্যাভিষেক, ১০ মৃগয়াদি বারণোদ্দেশে রাজা রুক্মাঙ্গদের প্রতি অহিংসাধর্ম্মোপদেশ, ১১ রুক্মাঙ্গদ রাজার মৃগয়াজন্য বনগমন ও মোহিনীদর্শন, ১২ মোহিনীর সহিত রুক্মাঙ্গদের বিবাহ-প্রতিজ্ঞা, ১৩ রুক্মাঙ্গদের সহিত মোহিনীর বিবাহ, ১৪ রুক্মাঙ্গদ কর্ত্তৃক গৃহগোধাবিমুক্তি, ১৫ রুক্মাঙ্গদের স্বনগরপ্রস্থান, ১৬ পতিব্রতোপাখ্যান, ১৭ মাতার প্রতি ধর্ম্মাঙ্গদের প্রবোধবাক্য, ১৮ মাতৃগণকে সন্তোষার্থ ধর্ম্মাঙ্গদের বিবিধ অর্থ প্রদান, ১৯ মোহিনীর প্রণয়ে মুগ্ধ রাজার মোহিনী সহ পুনর্বিহারার্থ পুত্রকে রাজ্যার্পণ, ২০ ধর্ম্মাঙ্গদের দিগ্বিজয়, ২১ কামপীড়িত

রাজকর্ত্তৃক মোহিনীকে বিত্তদান, ২২-২৭ হরিবাসর-দিনে রাজাকে খাওয়াইতে মোহিনীর অনুরোধ ও রুক্মাঙ্গদরাজার হরিবাসরমাহাত্ম্যবর্ণন, ২৮-৩৪ মোহিনী কর্ত্তৃক স্বামী রুক্মাঙ্গদকে বহুতর ক্লেশদানবৃত্তান্ত, ৩৫-৩৭ মোহিনীর প্রতি বসুগণের শাপদান, শাপ হইতে উদ্ধার জন্য তীর্থসেবাদি উপদেশ, ৩৮-৪৩ গঙ্গামাহাত্ম্য, ৪৪-৪৭ গয়ামাহাত্ম্য, ৪৮-৫১ কাশীমাহাত্ম্য, ৫২-৬১ পুরুষোত্তমমাহাত্ম্য, ৬২-৬৩ প্রয়াগমাহাত্ম্য, ৬৪-৬৫ কুরুক্ষেত্রমাহাত্ম্য, ৬৬ হরিদ্বারমাহাত্ম্য, ৬৭ বদরিকাশ্রমমাহাত্ম্য, ৬৮ কামোদামাহাত্ম্য, ৬৯ কামাখ্যামাহাত্ম্য, ৭০ প্রভাসতীর্থমাহাত্ম্য, ৭১ পুষ্করমাহাত্ম্য, ৭২ গৌতমাশ্রমমাহাত্ম্য, ৭৩ ত্র্যম্বকমাহাত্ম্য, ৭৪ গোকর্ণতীর্থমাহাত্ম্য, ৭৫ লক্ষ্মণমাহাত্ম্য, ৭৬ সেতুমাহাত্ম্য, ৭৭ নর্ম্মদাতীর্থমাহাত্ম্য ৭৮ অবন্তীমাহাত্ম্য, ৭৯ মথুরামাহাত্ম্য, ৮০ বৃন্দাবনমাহাত্ম্য, ৮১ বসুর ব্রহ্মসমীপে গমনবৃত্তান্ত, ৮২ মোহিনীতীর্থসেবনবৃত্তান্ত।

নারদপুরাণেই নারদমহাপুরাণের এইরূপ বিষয়ানুক্রম আছে—

"শৃণু বিপ্র প্রবক্ষ্যামি পুরাণং নারদীয়কং।
পঞ্চবিংশতিসাহস্রং বৃহৎকল্পকথাশ্রয়ম্॥
সূতশৌনকসংবাদ সৃষ্টিসংক্ষেপবর্ণনম্।
নানাধর্ম্মকথাঃ পুণ্যাঃ প্রবৃত্তে সমুদাহৃতাঃ॥
প্রাগ্‌ভাগে প্রথমে পাদে সনকেন মহাত্মনা॥
দ্বিতীয়ে মোক্ষধর্ম্মাখ্যে মোক্ষোপায়নিরূপণম্।
বেদাঙ্গানাঞ্চ কথনং শুকোৎপত্তিশ্চ বিস্তরাৎ॥
সনন্দনেন গদিতা নারদায় মহাত্মনে॥
মহাতন্ত্রে সমুদ্দিষ্টং পশুপাশবিমোক্ষণম্।
মন্ত্রাণাং শোধনং দীক্ষা মন্ত্রোদ্ধারশ্চ পূজনম্॥
প্রয়োগাঃ কবচং নামসহস্রং স্তোত্রমেব চ।
গণেশসূর্য্যবিষ্ণুনাং নারদায় তৃতীয়কে॥
পুরাণং লক্ষণঞ্চৈব প্রমাণং দানমেব চ।
পৃথক্ পৃথক্ সমুদ্দিষ্টং দানফলপুরঃসরম্।
চৈত্রাদি সর্ব্বমাসেষু তিথিনাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্॥
প্রোক্তং প্রতিপদাদীনাং ব্রতং সর্ব্বাঘনাশনম্।
সনাতনেন মুনিনা নারদায় চতুর্থকে॥
পূর্ব্বভাগোঽয়মুদিতো বৃহদাখ্যানসংজ্ঞিতঃ॥
অস্যোত্তরবিভাগে তু প্রশ্ন একাদশীব্রতে।
বশিষ্টেনাথ সংবাদো মান্ধাতুঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
রুক্মাঙ্গদকথা পুণ্যা মোহিন্যুৎপত্তিকর্ম্ম চ।
বসুশাপশ্চ মোহিন্যৈ পশ্চাদুদ্ধরণক্রিয়া॥
গঙ্গাকথা পুণ্যতমা গয়াযাত্রানুকীর্ত্তনম্।
কাশ্যা মাহাত্ম্যমতুলং পুরুষোত্তমবর্ণনম্॥
যাত্রাবিধানং ক্ষেত্রস্য বহ্বাখ্যানসমন্বিতম্॥
প্রয়াগস্যাথ মাহাত্ম্যং কুরুক্ষেত্রস্য তৎপরম্।
হরিদ্বারস্য চাখ্যানং কামোদাখ্যানকং তথা॥
বদরীতীর্থমাহাত্ম্যং কামাখ্যায়াস্তথৈব চ।
প্রভাসস্য চ মাহাত্ম্যং পুরাণাখ্যানকং তথা॥
গৌতমাখ্যানকং পশ্চাদ্বেদপাদস্তবস্ততঃ।
গোকর্ণক্ষেত্রমাহাত্ম্যং লক্ষ্মণাখ্যানকং তথা॥
সেতুমাহাত্ম্যকথনং নর্ম্মদাতীর্থবর্ণনম্।
অবন্ত্যা চৈব মাহাত্ম্যং মথুরায়াস্ততঃ পরম্॥
বৃন্দাবনস্য মহিমা বসোর্ব্রহ্মান্তিকে গতিঃ।
মোহিনীচরিতং পশ্চাদেবং বৈ নারদীয়কম্॥"

হে বিপ্র! শ্রবণ কর, তোমায় নিকট নারদীয় পুরাণ বলিতেছি, এই পুরাণ পঞ্চবিংশতিসহস্র শ্লোকে পূর্ণ এবং বৃহৎ কল্পের কথাযুক্ত।

ইহার পূর্ব্বভাগের প্রথমপাদে সূতশৌনকসংবাদে সংক্ষেপে সৃষ্টিবর্ণন এবং মহাত্মা সনক কর্ত্তৃক নানাবিধ ধর্ম্মকথা উক্ত হইয়াছে।

মোক্ষধর্ম্মাখ্য দ্বিতীয়পাদে মোক্ষের উপায়-নিরূপণ, বেদাঙ্গ সমুদায়ের কথন এবং বিস্তৃতরূপে শুকের উৎপত্তি, এই সমুদায় মহাত্মা নারদের নিকট সদানন্দ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে।

মহাতন্ত্রোদ্দিষ্ট পশুপাশবিমোক্ষণ, মন্ত্রসমুদায়ের শোধন, দীক্ষা, উদ্ধার, পূজা ও প্রয়োগ এবং গণেশ, সূর্য্য ও বিষ্ণুর সহস্রনামস্তোত্র, পুরাণের লক্ষণ ও প্রমাণ, দান ও দানের পৃথক্ পৃথক্ ফল-উদ্দেশ এবং চৈত্রাদি মাসে প্রতিপদাদি তিথিক্রমে পৃথক্ পৃথক্ ব্রতনিরূপণ, এই সমুদায় সনাতন মুনি নারদকে এই চতুর্থভাগে বলিয়াছেন।

ইহার উত্তরভাগে একাদশীব্রত বিষয়ে প্রশ্ন, বশিষ্ঠ সহ মান্ধাতার সংবাদ, পবিত্র রুক্মাঙ্গদকথা, মোহিনীর উৎপত্তি ও কর্ম্ম, মোহিনীপ্রতি বসুশাপ, পশ্চাৎ উদ্ধারক্রিয়া, পুণ্যতম গঙ্গাকথা, গয়াযাত্রাকীর্ত্তন, কাশীমাহাত্ম্য, পুরুষোত্তমবর্ণন, বহু আখ্যানযুক্ত পুরুষোত্তমক্ষেত্রের যাত্রাবিধান, প্রয়াগমাহাত্ম্য, কুরুক্ষেত্রমাহাত্ম্য, হরিদ্বারাখ্যান, কামোদাখ্যান, বদরীতীর্থমাহাত্ম্য, কামাখ্যামাহাত্ম্য, প্রভাসমাহাত্ম্য, পুরাণাখ্যান, গৌতমাখ্যান, বেদপাদস্তব, গোকর্ণক্ষেত্রমাহাত্ম্য, লক্ষ্মণাখ্যান, সেতুমাহাত্ম্য, নর্ম্মদাতীর্থবর্ণন, অবন্তী ও মথুরার মাহাত্ম্য, বৃন্দাবনমহিমা, ব্রহ্মার নিকট বসুর গমন এবং পুনঃ মোহিনীচরিত এই সমুদায় নারদীয়ে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

নারদপুরাণোক্ত বিষয়ানুক্রমের সহিত নারদীয়পুরাণের পূর্ব্বোদ্ধৃত সূচীর সম্পূর্ণ মিল আছে। যে নারদপুরাণের পুথি হইতে সূচী ও সমস্ত পুরাণের বিষয়ানুক্রম প্রদত্ত হইল, সেই নারদীয় পুরাণের গ্রন্থসংখ্যা প্রায় ২২০০০।

অধ্যাপক উইলসন্ সাহেব নারদপুরাণের ৩০০০ মাত্র শ্লোক পাইয়াছেন। বোধ হয়, তিনি সম্পূর্ণ নারদপুরাণ দেখেন নাই। তাঁহার বিবরণ পাঠ করিলে জানা যায়, নারদপুরাণের উত্তরভাগে ১ম হইতে ৩৭ অধ্যায়ে যে অংশটুকু আছে, সেই অংশমাত্র তিনি পাইয়াছেন[১]। এই জন্যই বোধ হয়, তিনি নারদ-

(১) Wilson's Visnu Purana, ed., by Hall, Vol I. p. LI.

পুরাণে পুরাণের পঞ্চলক্ষণ পান নাই ও ইহাকে পুরাণ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। এখন দেখা যাউক, এই বৃহৎ পুরাণকে আমরা মহাপুরাণ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি কি না?

মৎস্যপুরাণের মতে—

"যত্রাহ নারদোধর্ম্মান্ বৃহৎকল্পাশ্রয়াণিহ।
পঞ্চবিংশৎ সহস্রাণি নারদীয়ং তদুচ্যতে॥"

যে গ্রন্থে নারদ বৃহৎকল্পপ্রসঙ্গে নানাধর্ম্মকথা বলিয়াছেন, তাহাই ২৫০০০ শ্লোকযুক্ত নারদপুরাণ।

শিব উপপুরাণের উত্তরখণ্ডে আছে—

"নারদোক্তং পুরাণন্ত নারদীয়ং প্রচক্ষতে।"

নারদোক্ত পুরাণই নারদীয় নামে খ্যাত।

উক্ত লক্ষণ অনুসারে আমরা যে নারদপুরাণ পাইয়াছি, তাহা নারদীয় মহাপুরাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

অধ্যাপক উইলসন্ এই নারদপুরাণকে খৃষ্টীয় ১৬শ বা ১৭শ শতাব্দে রচিত ভক্তিগ্রন্থ বলিয়া অনুমান করেন; কিন্তু খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে আল্‌বেরুণী কর্ত্তৃক নারদের উল্লেখ ও ১২শ শতাব্দীতে গৌড়াধিপ বল্লালসেনের দানসাগরে এই নারদপুরাণ হইতে বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। বিশেষতঃ নারদপুরাণের বিষয় আলোচনা করিলে কেবল ইহাকে ভক্তিগ্রন্থ বলা যায় না, তান্ত্রিক বৈষ্ণবদিগের অনুষ্ঠানাদি ও নানা সম্প্রদায়ের দীক্ষাদির বিধানও এই পুরাণে বর্ণিত দেখা যায়। এই গ্রন্থের উত্তরভাগ আলোচনা করিলে বৈষ্ণবসম্প্রদায়-বিশেষের গ্রন্থ বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু পূর্ব্বভাগের নানাবিষয় আলোচনা করিলে কোন বিশেষ সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ বলিয়া মনে হয় না। ইহাতে যেরূপ সকল পুরাণের বিষয়ানুক্রম প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয় যে, দুই এক খানি ব্যতীত সকল পুরাণ বর্ত্তমান আকার ধারণ করিবার পর এই পুরাণ সঙ্কলিত হইয়াছে। সুতরাং একসময়ে এই পুরাণ ষষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইলেও এখন ষষ্ঠত্ববিহীন হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই পুরাণের অধিকাংশ প্রাচীনাংশই বিলুপ্ত হইয়াছে। বিশেষরূপে তান্ত্রিক মত প্রচলিত হইবার পর, নারদপুরাণ বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। আল্‌বেরুণীর 'ভারত' বর্ণিত তাঁহার সময়কার চিত্র হইতে জানা যায়, তৎকালে ভারতে তান্ত্রিক ও পৌরাণিক সকলপ্রকার দেবপ্রতিষ্ঠা, মন্ত্র ও দীক্ষাদি প্রচলিত ছিল, এই নারদপুরাণ পাঠ করিলে এমন কোন বিশেষ কথা পাওয়া যায় না, যাহাতে তৎপরবর্ত্তী কালের রচনা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

ইতিপূর্ব্বে পদ্মপুরাণের আলোচনাস্থলে দেখাইয়াছি, এখনকার পদ্মপুরাণে যেরূপ পাষণ্ডিলক্ষণ ও মায়াবাদের নিন্দা রহিয়াছে, নারদপুরাণ সঙ্কলনকালে পদ্মপুরাণ মধ্যে সেরূপ কোন বিষয় ছিল না, আরও দেখাইয়াছি যে শ্রীসম্প্রদায় বা মাধবসম্প্রদায়ের হাতেই পাষণ্ডিলক্ষণ ও মায়াবাদ-নিন্দার অংশ রচিত হইয়াছে। এরূপস্থলে খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর পূর্ব্বে নারদপুরাণ যে বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বৃহন্নারদীয়পুরাণ নামেও একখানি বৈষ্ণবগ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। এখানি মহাপুরাণ নহে, উপপুরাণশ্রেণীতে গণ হইতে পারে। লঘুবৃহন্নারদীয়পুরাণ নামেও একখানি ক্ষুদ্র পুথি পাওয়া যায়। এখানি পুরাণ কি উপপুরাণ উভয় শ্রেণীতে গণ্য হইবার যোগ্য নহে।

কার্ত্তিকমাহাত্ম্য, দত্তাত্রেয়স্তোত্র, পার্থিবলিঙ্গমাহাত্ম্য, মৃগব্যাধকথা, যাদবগিরিমাহাত্ম্য, শ্রীকৃষ্ণমাহাত্ম্য, সঙ্কটগণপতিস্তোত্র ইত্যাদি নামধেয় কএকখানি পুথি নারদপুরাণের অন্তর্গত বলিয়া প্রচলিত।

৭ম মার্কণ্ডেয়-পুরাণ।

১ মার্কণ্ডেয়ের সমীপে জৈমিনির ভারতবিষয়ক প্রশ্ন, তাহার উত্তরে মার্কণ্ডেয়ের বপুশাপকথন, ২ কন্ধর ও বিদ্যুদ্রূপের যুদ্ধ-বর্ণন, চটকের উৎপত্তিকথন, ৩ শমীকমুনির নিকটে পিঙ্গাক্ষাদি বিহগগণের শাপকারণবর্ণন, তাহাদের বিন্ধ্যাচলপ্রাপ্তি, ৪ বিন্ধ্যাচলস্থ পক্ষিচতুষ্টয় সমীপে গমনপূর্ব্বক জৈমিনির প্রশ্ন-চতুষ্টয়-কথন, তদুত্তরে তাঁহার প্রতি চতুর্ব্যূহাবতারবর্ণন, ৫ দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীর কারণ, ইন্দ্রবিক্রিয়াকথন, ৬ বলদেব-কৃত ব্রহ্মহত্যার কারণ-কথন, ৭ বিশ্বামিত্রের ক্রোধে হরিশ্চন্দ্রের রাজ্যচ্যুতি, দ্রৌপদীর বিবরণ, ৮ হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান, ৯ আড়িবকযুদ্ধপ্রস্তাব, ১০ পক্ষিগণ সকাশে জৈমিনির প্রাণি-জন্মাদি বিষয়ক প্রশ্ন, ১১ পিতৃ-সমীপে পুত্রের নিষেকাদি বৃত্তান্ত-বর্ণন, ১২ মহারৌরবাদি নরকবৃত্তান্তবর্ণন, ১৩ বৈশ্যরাজ এবং যমপুরুষসংবাদ, ১৪-১৫ বৈশ্যরাজপ্রতি যমপুরুষের কর্ম্মফল-কথন, বৈশ্যরাজের স্বর্গগমন, ১৬ পতিব্রতামাহাত্ম্য, অনসূয়ার বরলাভ, ১৭ দত্তাত্রেয়ের উৎপত্তি, ১৮ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের প্রতি গর্গের উপদেশ কথনপূর্ব্বক দত্তাত্রেয়-বৃত্তান্ত-বর্ণন, ১৯ দত্তাত্রেয় এবং কার্ত্তবীর্য্যের সংবাদ, ২০ নাগরাজাশ্বতর-সকাশে তাহার পুত্র কুবলয়াশ্বের বৃত্তান্তবর্ণনা প্রারম্ভ, ২১ কুবলয়াশ্বের স্ববাণবিদ্ধ পাতালকেতু দৈত্যের অনুসরণে পাতালে গমন, তথায় মদালসার পাণিগ্রহণ, সসৈন্য পাতাল-কেতুবধ, ২২ মদালসা-বিয়োগ, ২৩ অশ্বতরের তপশ্চরণ দ্বারা মদালসাপ্রাপ্তি, কুবলয়াশ্বের নাগরাজভবনে গমন, ২৪ কুবলয়াশ্বের পুনরশ্বতর সকাশে মদালসা লাভ, ২৫ মদালসার বালোল্লাপন, ২৬ মদালসার পুত্রত্রয়ের তপশ্চরণ, পুত্র অলর্কের

প্রতি তাঁহার উল্লাপণবাক্য, ২৭ মদালসার পুত্রানুশাসন, ২৮ অলর্কের প্রতি মদালসার আশ্রম-চতুষ্কের ধর্ম্মকর্ম্মাদির কথন, ২৯ বিস্তারিত ভাবে গার্হস্থ্যধর্ম্মনিরূপণ, ৩০ নিত্য নৈমিত্তিকাদি শ্রাদ্ধকল্প, ৩১ পার্ব্বণ শ্রাদ্ধকল্প, ৩২ শ্রাদ্ধকল্প, ৩৩ কাম্যশ্রাদ্ধফল-কথন, ৩৪ সদাচারাদি ব্যবস্থানিরূপণ, ৩৫ বর্জ্জ্যাবর্জ্জ্যাদি নিরূপণ, ৩৬ মদালসার পুত্রকে অঙ্গুরীয়কদান, ৩৭ অলর্কের আত্মবিবেক, ৩৮ দত্তাত্রেয় ও অলর্কের সংবাদ, ৩৯ যোগাধ্যায়, ৪০ যোগসিদ্ধি, ৪১ যোগিচর্য্যা, ৪২ অঙ্কারের রূপকথন, ৪৩ অরিষ্টকথন, ৪৪ সুবাহু এবং কাশিরাজের কথোপকথন, ৪৫ ক্রৌষ্টুকির প্রতি মার্কণ্ডেয়ের ব্রহ্মোৎপত্তি-কথন, ৪৬ কালনিরূপণ, ব্রহ্মায়ুর পরিমাণ, ৪৭ প্রাকৃতবৈকৃত সর্গ-বিধান, ৪৮-৪৯ বিস্তারিত ভাবে দেবাদি সৃষ্টিকথন, ৫০ যজ্ঞানুশাসন, ৫১ দৌঃসহোৎপত্তি, ৫২ রুদ্রসর্গ, ৫৩ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর কথন, ৫৪-৫৫ ভুবনকোষ-কথনপ্রসঙ্গে জম্বুদ্বীপ-বর্ণন, ৫৬ গঙ্গাবতার, ৫৭ ভারতবর্ষবিভাগ, ৫৮ কূর্ম্মসংস্থান, ৫৯-৬০ বর্ষবর্ণন, ৬১ স্বারোচিষ-মন্বন্তরকথন-প্রারম্ভ, ৬২ কলিবরূথিনী-সমাগম, ৬৩ স্বরোচিষের জন্ম, স্বরোচিষের সহিত মনোরমার বিবাহ, ৬৪ স্বরোচিষের সহিত মনোরমার সখিদ্বয়ের বিবাহ, ৬৫ চক্রবাক ও মৃগের প্রতি স্বরোচিষের তিরস্কার, ৬৬ স্বারোচিষের উৎপত্তি, ৬৭ স্বারোচিষমন্বন্তরকথন, ৬৮ নিধিনির্ণয়, ৬৯ উত্তমমন্বন্তরকথন-প্রারম্ভ, উত্তমের পত্নীপরিত্যাগ, দ্বিজের ভার্য্যান্বেষণ, ৭০ দ্বিজের ভার্য্যানয়ন, ৭১ রাজা এবং রাক্ষসের সংবাদ, ৭২ রাজমহিষীর আনয়ন, ঔত্তম মুনির উৎপত্তি, ৭৩ ঔত্তমমন্বন্তর কথন, ৭৪ তামসমন্বন্তর কথন, ৭৫ রৈবতমন্বন্তর কথন, ৭৬ চাক্ষুষমন্বন্তর কথন, ৭৭ বৈবস্বত মন্বন্তর-কথন, বৈবস্বতমনুর উৎপত্তি, সূর্য্যশাতন, ৭৮ দেবর্ষিকৃত সূর্য্যস্তব, অশ্বিনীকুমার উৎপত্তিকথন, ৭৯ বৈবস্বত মন্বন্তর, ৮০ সাবর্ণিক মন্বন্তরকথন, ৮১ দেবী মাহাত্ম্যারম্ভ, মধুকৈটভবধ, ৮২ মহিষাসুরসৈন্তনিধন, ৮৩ মহিষাসুরবধ, ৮৪ শক্রাদিমাহাত্ম্য, ৮৫ দেবীদূতসংবাদ, ৮৬ ধূম্রলোচনবধ, ৮৭ চণ্ডমুণ্ডবধ, ৮৮ রক্তবীজবধ, ৮৯ নিশুম্ভবধ, ৯০ শুম্ভবধ, ৯১ দেবীস্তুতি, ৯২ দেবীর বরদান, ৯৩ দেবীমাহাত্ম্য-ফলশ্রুতি, ৯৪ দেবীমাহাত্ম্যসমাপ্তি, ৯৫ সর্ব্বসাবর্ণ মন্বন্তর, ৯৬ রুচির উপাখ্যান, ৯৭ পিতৃগণ কর্ত্তৃক রুচির বরপ্রদান, ৯৮ রৌচ-মনুর উৎপত্তি, ৯৯-১০০ ভৌত্যমন্বন্তর-কথন, ১০১ ভূপালবংশানুকীর্ত্তন, মার্ত্তণ্ডোৎপত্তি, ১০২ ব্রহ্মার সৃষ্টি ও ভাস্বৎউৎপত্তি, ১০৩ ব্রহ্মকৃত দিবাকর স্তুতি, ১০৪ কাশ্যপান্বয়-কীর্ত্তন, অদিতিকৃত সূর্য্য স্তুতি, ১০৫ ভাস্বানের বরদান, অদিতি-গর্ভে তাঁহার জন্ম, ১০৬ সূর্য্যের তনুলিখন, ১০৭ বিশ্বকর্ম্মা কৃত সূর্য্যস্তব, ১০৮ মন্বন্তরশ্রবণফল, ১০৯ ভানুসন্ততিসম্ভূতি বর্ণনে রাজবর্দ্ধনাখ্যান, ১১০ ভানুমাহাত্ম্য, ১১১ সূর্য্যবংশানুক্রম, ১১২ পৃষধ্রের শূদ্রতাপ্রাপ্তি, ১১৩ নাভাগচরিত, ১১৪ প্রমতিশাপ, ১১৫ নাভাগচরিত, ১১৬ ভলন্দন বৎসপ্রীচরিত, ১১৭-১১৯ খনিত্রচরিত, ১২০ বিবিংশচরিত, ১২১ খনীনেত্র-চরিত, ১২২ করন্ধম-চরিত, ১২৩ অবীক্ষিতচরিত ও তৎকর্ত্তৃক বৈশালিনী-হরণ, ১২৪ অবীক্ষিতের বন্দীত্ব, ১২৫-১২৬ অবীক্ষিতের উদ্ধার ও বৈরাগ্যপ্রাপ্তি, মাতার কিমিচ্ছিকব্রতে অবীক্ষিতের পৌত্রমুখপ্রদর্শনার্থ পিতৃসমীপে অঙ্গীকার, ১২৭ দানবহস্ত হইতে অবীক্ষিতের বৈশালিনীপরিত্রাণ, ১২৮ অবীক্ষিতের বৈশালিনী-বিবাহ ও মরুত্তের জন্ম-কথন, ১২৯ মরুত্তাভিষেক, ১৩০-১৩২ মরুত্ত-চরিত, ১৩৩ নরিষ্যন্তচরিত, ১৩৪ সুমনাস্বয়ম্বর, ১৩৫ নরিষ্যন্ত বধ, ১৩৬ বপুষ্মৎবধার্থ দমবাক্য, ১৩৭ বপুষ্মদ্বধ ও দমচরিত, ১৩৮ মার্কণ্ডেয়-পুরাণফলশ্রুতি।

প্রচলিত মার্কণ্ডেয়-পুরাণের বিষয়সূচী দেওয়া হইল। দেখা যাউক, অপরাপর পুরাণে মার্কণ্ডেয়ের কিরূপ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ঃ—

নারদপুরাণ-মতে—

"অথাত সংপ্রবক্ষ্যামি মার্কণ্ডেয়াভিধং মুনে।
পুরাণং সুমহৎ পুণ্যং পঠতাং শৃণ্বতাং সদা॥
যাত্রাধিকৃত্য শকুনীন্ সর্ব্বধর্ম্মনিরূপণম্।
মার্কণ্ডেয়েন মুনিনা জৈমিনেঃ প্রাক্সমীরিতম্॥
পক্ষিণাং ধর্ম্মসংজ্ঞানং ততো জন্মনিরূপণম্।
পূর্ব্বজন্মকথা যেষাং বিক্রিয়া চ দিবস্পতে॥
তীর্থযাত্রা বলস্যাতো দ্রৌপদেয়-কথানকম্।
হরিশ্চন্দ্রকথা পুণ্যা যুদ্ধমাড়ীবকাভিধম্॥
পিতাপুত্রসমাখ্যানং দত্তাত্রেয়কথা ততঃ।
হৈহয়স্যাথ চরিতং মহাখ্যানসমাচিতম্॥
মদালসাকথাপ্রোক্তা অলর্কচরিতাচিতা।
সৃষ্টিসংকীর্ত্তনং পুণ্যং নবধাপরিকীর্ত্তিতম্॥
কল্পান্তকালনির্দ্দেশো যক্ষসৃষ্টিনিরূপণম্।
রুদ্রাদিসৃষ্টিরপ্যুক্তা দ্বীপবংশানুকীর্ত্তনম্॥
মনুনাঞ্চ কথা নানা কীর্ত্তিতাঃ পাপহারিকাঃ।
তাসু দুর্গা কথাত্যন্তং পুণ্যদা হাষ্টমেঽন্তরে॥
তৎপশ্চাৎ প্রণবোৎপত্তিস্ত্রয়ীতেজসমুদ্ভবঃ।
মার্কণ্ডেয়স্য জন্মাখ্যা তন্মাহাত্ম্যসমাচিতা॥
বৈবস্বতাচয়শ্চাপি বৎসপ্রাশ্চরিতং ততঃ।
খনিত্রস্য ততো প্রোক্তা কথা পুণ্যা মহাত্মনঃ॥

অবিক্ষিচ্চরিতং চৈব কিমিচ্ছুব্রতকীর্ত্তনম্।
নরিষ্যন্তস্য চরিতমিক্ষ্বাকুচরিতং ততঃ।
তুলস্যাশ্চরিতং পশ্চাদ্রামচন্দ্রস্য সৎকথা।
কুশবংশসমাখ্যানং সোমবংশানুকীর্ত্তনম্॥
পুরূরবঃ কথা পুণ্যা নহুষস্য কথাদ্ভুতা।
যযাতিচরিতং পুণ্যং যদুবংশানুকীর্ত্তনম্॥
শ্রীকৃষ্ণবালচরিতং মাথুরং চরিতং ততঃ।
দ্বারকাচরিতঞ্চাথ কথা সর্ব্বাবতারজা॥
ততঃ সাংখ্য-সমুদ্দেশঃ প্রপঞ্চাসত্ত্বকীর্ত্তনম্।
মার্কণ্ডেয়স্য চরিতং পুরাণশ্রবণে ফলম্॥"

হে মুনে! অনন্তর তোমার নিকট মার্কণ্ডেয়-পুরাণ বলিতেছি। এই পুরাণের শ্রোতা এবং পাঠক উভয়েরই সুমহৎ পুণ্য হইয়া থাকে। যাহাতে শকুনিদিগকে অবলম্বন করিয়া মার্কণ্ডেয় মুনি সমস্তধর্ম্মের নিরূপণ করিয়াছেন এবং পক্ষীদিগের ধর্ম্মসংজ্ঞা, জন্মনিরূপণ, ও পূর্ব্বজন্ম-কথা, দিবস্পতির বিক্রিয়া, বলদেবের তীর্থযাত্রা, দ্রৌপদেয়-কথা, হরিশ্চন্দ্র-কথা, আড়ীবকাভিধযুদ্ধ, পিতাপুত্র-সমাখ্যান, দত্তাত্রেয়কথা, হৈহয়-চরিত, মদালসাকথা, অলর্কচরিত, নবধা সৃষ্টিকীর্ত্তন, কল্পান্তকাল-নির্দ্দেশ, যক্ষসৃষ্টিনিরূপণ, রুদ্রাদিসৃষ্টি, দ্বীপবংশানুকীর্ত্তন, মনুদিগের নানাবিধ পাপহারক কথা, তন্মধ্যে অষ্টম মন্বন্তরে অত্যন্ত পুণ্যপ্রদ দুর্গার কথা, প্রণবোৎপত্তি, ত্রয়ীতেজ-উদ্ভব, মার্কণ্ডেয়ের সমাখ্যান ও তাহার মাহাত্ম্য, বৈবস্বতচরিত, এবং বৎসপ্রীচরিত। অতঃপর পুণ্যদায়ক খনিত্রকথা, অবিক্ষিচ্চরিত, কিমিচ্ছুব্রতকীর্ত্তন, নরিষ্যন্তচরিত, ইক্ষ্বাকু চরিত, তুলসীচরিত, রামচন্দ্রের সৎকথা, কুশবংশসমাখ্যান, সোমবংশানু কীর্ত্তন, পুরূরবার কথা, নহুষকথা, যযাতিচরিত, যদুবংশকীর্ত্তন, শ্রীকৃষ্ণের বাল্য ও মাথুরচরিত, দ্বারকাচরিত, সাংখ্যসমুদ্দেশ, প্রপঞ্চাসত্ত্বকীর্ত্তন, এবং মার্কণ্ডেয়-চরিত এই সমুদায় কীর্ত্তিত হইয়াছে।

মৎস্যপুরাণের মতে—

"যত্রাধিকৃত্য শকুনীন্ ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারণাম্।
ব্যাখ্যাত বৈ মুনিপ্রশ্নে মুনিভির্ধর্ম্মচারিভিঃ॥
মার্কণ্ডেয়েন কথিতং তৎসর্ব্বং বিস্তরেণ তু।
পুরাণং নবসাহস্রং মার্কণ্ডেয়মিহোচ্যতে॥" (৫৩।২৬)

যে গ্রন্থ ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারজ্ঞ পক্ষীদিগের প্রসঙ্গে আরম্ভ হইয়া ধার্ম্মিক মুনিগণ কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত সকল বিষয় মুনিপ্রশ্নানুসারে মার্কণ্ডেয় কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে, তাহাই ৯০০০ গ্রন্থযুক্ত মার্কণ্ডেয়-পুরাণ।

শৈবপুরাণে উত্তরখণ্ডে লিখিত আছে—

"যত্র বক্তাঽভবৎতণ্ডে মার্কণ্ডেয়ো মহামুনিঃ।
মার্কণ্ডেয়-পুরাণং হি তদাখ্যাতঞ্চ সপ্তমম্॥"

হে তণ্ডে! যে পুরাণে মহামুনি মার্কণ্ডেয় বক্তা হইয়াছিলেন, তাহাই সপ্তম মার্কণ্ডেয়-পুরাণ নামে আখ্যাত। মৎস্যনারদাদি পুরাণে মার্কণ্ডেয়-পুরাণের যে লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, প্রচলিত মার্কণ্ডেয়-পুরাণে তাহার কিছুমাত্র অভাব নাই।

কি দেশীয়, কি অধ্যাপক উইলসন্-প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গণ সকলেই একবাক্যে এই মার্কণ্ডেয়-পুরাণের মৌলিকতা স্বীকার করেন। অধ্যাপক উইলসন্ সাহেব লিখিয়াছেন, প্রচলিত মার্কণ্ডেয়-পুরাণে ৬৯০০ মাত্র শ্লোক দৃষ্ট হয়। তাহা হইলে ২১০০ শ্লোক কোথায় গেল? কেহই ইহার সদুত্তর দেন নাই। কোন কোন পণ্ডিত লিখিয়াছেন, যে অংশ পাওয়া যায়, উহা প্রথম খণ্ড। এখন শেষ খণ্ড কোথায়? নারদ-পুরাণের বিষয়ানুক্রম হইতে জানা যায়, নরিষ্যন্ত-চরিতের পর ইক্ষ্বাকুচরিত, তুলসী-চরিত, রামচন্দ্রকথা, কুশবংশ, সোম-বংশ, পুরূরবা, নহুষ ও যযাতি-চরিত, যদুবংশ, শ্রীকৃষ্ণের বাল্য ও মাথুরলীলা, দ্বারকাচরিত, সাংখ্যকথা, প্রপঞ্চসত্ত্ব ও মার্কণ্ডেয়-চরিত বর্ণিত ছিল। কিন্তু প্রচলিত মার্কণ্ডেয়-পুরাণে নরিষ্যন্ত চরিতের পরবর্ত্তী বিষয়গুলি এককালেই নাই। এই সমস্ত বিষয় একত্র করিলে মার্কণ্ডেয়-পুরাণের শ্লোকসংখ্যা পূর্ণ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই পুরাণে সাম্প্রদায়িক ভাব নাই, এমন অনেক কথা আছে, যাহা কোন পুরাণে নাই, বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই পুরাণ সম্পর্কে বেদব্যাসের নামগন্ধ নাই। প্রচলিত পুরাণ-সমূহে যেরূপ ভেজাল মিশিয়াছে, এই মহাপুরাণে সেরূপ ভেজালের সন্ধান পাওয়া যায় না। ইহার দেবীমাহাত্ম্য বা চণ্ডী, সকল হিন্দু সম্প্রদায়ের অবশ্য অবলম্বনীয় ও অত্যাজ্য সম্পত্তি। হিন্দুর সকল প্রধান ধর্ম্মকর্ম্মে এই দেবীমাহাত্ম্য পাঠ না করিলে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না, সম্পদে বিপদে হিন্দুর ঘরে ঘরে মার্কণ্ডেয় পুরাণীয় সপ্তশতী চণ্ডী পঠিত হইয়া থাকে।

ইহার প্রাচীনত্ব স্বীকার করিয়াও অধ্যাপক উইলসন্ খৃষ্টীয় ৯ম বা ১০ম শতাব্দীতে ইহার রচনাকাল স্থির করিয়াছেন। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য, বাণ ও ময়ূরভট্ট কর্ত্তৃক এই মার্কণ্ডেয় পুরা-ণের উল্লেখ থাকায়, ইহা বহু প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়াই স্বীকার করিতে পারি। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, বৌদ্ধগণও সপ্তশতী চণ্ডীর আদর করিয়া থাকেন, নেপাল হইতে একজন বৌদ্ধা-চার্য্যের হস্তলিখিত ৮০০ বর্ষের সপ্তশতী পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ বৌদ্ধপ্রভাবকালেও এই পুরাণ ভ্রষ্ট হয় নাই। এখানি আমরা বহু প্রাচীন খাঁটি পুরাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

৮ম আগ্নেয়পুরাণ।

এখন দুই প্রকার অগ্নি বা বহ্নিপুরাণ প্রচলিত দেখা যায়। নিম্নে দুই প্রকার আগ্নেয়েরই বিষয় সূচী প্রদত্ত হইল:—

১ম বহ্নি পুরাণে—১ ঋষিপ্রশ্ন, ২ অগ্নিস্তব, ৩ ব্রহ্মস্তুতি, ৪ স্নানবিধি,

৫ আহ্নিকস্নানবিধি, ৬ ভোজনবিধি, ৭ আগ্নিকতপঃ, ৮ আশ্বমেধিক (বেণুকথা), ৯ পৃথুর উপাখ্যান, ১০ গায়ত্রীকল্প, ১১ ব্রাহ্মণপ্রশংসা, ১২ সর্গানুশাসন, ১৩ গণভেদ, ১৪ যোগনির্ণয়, ১৫ সর্ব্বকথন, ১৬ সর্গানুকীর্ত্তন, সতীদেহত্যাগ, ১৭ বরুসর্গ, ১৮ কাশ্যপীয় প্রজাসর্গ, ১৯ কাশ্যপীয়বংশ, ২০ প্রজাপতিসর্গ, ২১-২৩ বরাহপ্রাদুর্ভাব, ২৪-২৭ নরসিংহপ্রাদুর্ভাব, ২৮ দেবাশ্বরীষসংবাদ, ২৯ বৈষ্ণবধর্ম্মে যুগানুকীর্ত্তন, ৩০ বৈষ্ণবধর্ম্মে ক্রিয়াযোগবিধি, ৩১ বৈষ্ণবধর্ম্মে শুদ্ধিব্রত, ৩২ সুনামদ্বাদশী, ৩৩-৩৫ ধেনুমাহাত্ম্য, ৩৬ ঘৃতধেনুবিধি, ৩৭ বৃষদান, ৩৮ পাশুপতদান, ৩৯ পাপনাশন বৃষদান, ৪০ ভদ্রনিধিদান, ৪১ শিবিকাদান, ৪২ বিদ্যাদান, ৪৩ গৃহদান, ৪৪ দাসীদান, ৪৫ ব্রাহ্মণকথন, ৪৬ অন্নদান, ৪৭ প্রেতোপাখ্যান, ৪৮ দীপমালিকাস্থাপন, ৪৯ চ্যবননহুষসংবাদ, ৫০ তুলাপুরুষদান, ৫১ লর্ম্মিলোপাখ্যান, ৫৩ তড়াগবৃক্ষপ্রশংসা, ৫৪ দানাদি বন্ধকরণ, ৫৫ বারুণারামপ্রতিষ্ঠা, ৫৬-৬০ বামনপ্রাদুর্ভাব, ৬১ ক্রিয়াযোগ, ৬২ কামধেনুপ্রদান, ৬৩ মুদ্গলোপাখ্যান, ৬৪ শিবের উপাখ্যান, ৬৫ দানাবস্থানির্ণয়, ৬৬ সংগ্রামপ্রশংসা, ৬৭ রোহিণীর অষ্টমীকল্প, ৬৮ বৈবস্বতানুকীর্ত্তন, ৬৯ সগরোপাখ্যান, ৭০-৭১ গঙ্গাবতার, ৭২ গঙ্গামাহাত্ম্য, ৭৩-৭৪ সূর্য্যবংশমাহাত্ম্যকীর্ত্তন, ৭৫ সীতাশাপকথন, ৭৬ বৈশ্রবণ-বরপ্রদান, ৭৭ কপিলদর্শন, ৭৮ রাক্ষসযুদ্ধ, ৭৯ বিশ্বামিত্রযজ্ঞ, ৮০ অহল্যাশাপ-মোচন, ৮১ সীতার বিবাহ, ৮২ সুমন্ত্রপ্রেষণ, ৮৩ রামনির্গম, ৮৪ জনসংলাপ, ৮৫ চিত্রকূটনিবাস, ৮৬ কৈকেয়ীবাক্য, ৮৭ নন্দিগ্রামবাস, ৮৮ ত্রিশিরা-বধ, ৮৯ খর-বধ, ৯০ রাবণবাক্য, ৯১ অশোকবনিতাপ্রবেশ, ৯২ বনগবেষণ, ৯৩ রামক্রোধ, ৯৪ জটায়ু-দর্শন, ৯৫ জটায়ুর সৎকার, ৯৬ অয়োমুখের মুক্তি, ৯৭ কবন্ধদর্শন, ৯৮ কবন্ধবাক্য, ৯৯ কবন্ধোপদেশ, ১০০ সুগ্রীবদর্শন, ১০১ সুগ্রীববাক্য, ১০২ হনুমান্-বাক্য, ১০৩ রামবাক্য, ১০৪ বালিসংগ্রাম, ১০৫ বালির বাক্য, ১০৬ সুগ্রীবাভিষেক, ১০৭ বর্ষানিবৃত্তি, রামবিষাদ, ১০৮ লক্ষ্মণের ক্রোধ, ১০৯ বানরসৈন্যসমাগম, ১১০ সুগ্রীববাক্য, ১১১ বানরযূথপপ্রত্যাগমন, ১১২ হনুমৎপ্রস্থান, ১১৩ বানরপ্রত্যাগমন, ১১৪ বনবিবরণ, ১১৫ রাঘবচরিত্রপ্রসঙ্গে বানরবিবাদ, ১১৬ প্রায়োপবেশন, ১১৭ সীতাবার্ত্তোপলব্ধি, ১১৮ সম্পাতিপক্ষবিনাস, ১১৯ বানর-প্রত্যাগমন, ১২০ হনুমানের গর্জ্জন, ১২১ লঙ্কাবলোকন, ১২২ লঙ্কান্বেষণ, ১২৩ অবরোধদর্শন, ১২৪ সীতোপলম্ভন, ১২৫ রাক্ষসীসমাদেশ, ১২৬ সীতাবিলাপ, ১২৭ স্বপ্নদর্শন, ১২৮ সীতাসম্বোধন, ১২৯ সীতাপ্রশ্ন, ১৩০ বনভঙ্গ, ১৩১ কিঙ্করবধ, ১৩২ অমাত্যবধ, ১৩৩ সেনাপতিবধ, ১৩৪ অক্ষকুমারবধ, ১৩৫ রাবণবাক্য, ১৩৬ পুচ্ছনির্ব্বাপণ, ১৩৭ লঙ্কাদাহ, ১৩৮ সীতাসমাশ্বাসন, ১৩৯ হনুমৎকথন, ১৪০ মধুভক্ষণ, ১৪১ সীতাবাক্য, ১৪২ সুগ্রীববাক্য, ১৪৩ সেনানিবেশ, ১৪৪-১৪৬ বিভীষণবাক্য, ১৪৭ বিভীষণগমন, ১৪৮ সেতুবন্ধপ্রারম্ভ, ১৪৯ সেতুবন্ধন, ১৫০ মায়াময় রাম-দর্শন, ১৫১ সীতার প্রলাপ, ১৫২ প্রহস্তবধ, ১৫৩ সুগ্রীববিগ্রহ, ১৫৪ কুম্ভকর্ণবধ, ১৫৫ নরান্তকবধ, ১৫৬ ত্রিশীর্ষবধ, ১৫৭ অতিকায়বধ, ১৫৮ ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ, ১৫৯ ঔষধানয়ন, ১৬০ কুম্ভবধ, ১৬১ নিকুম্ভবধ, ১৬২ মকরাক্ষবধ, ১৬৩ মায়াময় সীতাবধ, ১৬৪ ইন্দ্রজিদ্ধোম, ১৬৫ রামোত্থাপন, ১৬৬ ইন্দ্রজিৎদর্শন, ১৬৭ বিরথীকরণ, ১৬৮ ইন্দ্রজিৎবধ, ১৬৯ বিজয়াখ্যাপন, ১৭০ সুপার্শ্ববাক্য, ১৭১ পরিবেদন, ১৭২ বিরূপাক্ষবধ, ১৭৩ মহাপার্শ্ববধ, ১৭৪ শক্তিভেদ, ১৭৫ রামরাবণযুদ্ধ, ১৭৬ রাবণশিরশ্ছেদ, ১৭৭ বিভীষণাভিষেক, ১৭৮ বিমানারোহণ, ১৭৯ অযোধ্যাপুরে রামচন্দ্রের প্রবেশ, ১৮০ রামাভিষেক, ১৮১ রাজ্যবর্ণন-শ্রবণফল, অনুক্রমণিকাবর্ণন, অগ্নিপুরাণ-পঠনফল।

২য় অগ্নিপুরাণে—১ অগ্নিপুরাণারম্ভক প্রশ্ন, ২ মৎস্যাবতারকথন, ৩ কূর্ম্মাবতারকথা, ৪ বরাহাদ্যবতারবর্ণন, ৫ রামায়ণের আদিকাণ্ডকথা, ৬ অযোধ্যাকাণ্ডকথা, ৭ অরণ্যকাণ্ডবর্ণন, ৮ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডবর্ণন, ৯ সুন্দরকাণ্ডবর্ণন, ১০ লঙ্কাকাণ্ডবর্ণন, ১১ উত্তরকাণ্ডবর্ণন, ১২ হরিবংশকথন, ১৩ ভারতাখ্যানে আদিপর্ব্ব হইতে উদ্‌যোগপর্ব্ব পর্য্যন্ত কথন, ১৪ আশ্বমেধিক পর্ব্ব পর্য্যন্ত কথন, ১৫ আশ্রমিক পর্ব্ব শেষ পর্য্যন্ত কথন, ১৬ বুদ্ধকল্প হইতে অবতার-কথন, ১৭ জগৎসৃষ্টি, ১৮ স্বায়ম্ভুবাদিকৃত সৃষ্টিকথন, ১৯ কশ্যপসৃষ্টিকথন, ২০ সৃষ্টিবিভাগ, ভৃগ্বাদি কৃত সৃষ্টিকথন, ২১ বিষ্ণু প্রভৃতির পূজাকথন, ২২ স্নানবিধিকথন, ২৩ পূজাবিধি, ২৪ অগ্নিকার্য্যাদি, ২৫ মন্ত্রপ্রদর্শন, ২৬ মুদ্রাপ্রদর্শন, ২৭ দীক্ষাবিধিকথন, ২৮ অভিষেকবিধি, ২৯ মণ্ডলাদি লক্ষণ, ৩০ মণ্ডলাদিবর্ণন, ৩১ কুশাপমার্জ্জনাত্মক রক্ষাবিধি, ৩২ অষ্টাচত্বারিংশৎ সংস্কার-কথন, ৩৩ পবিত্রারোহণপ্রসঙ্গ, ৩৪ পবিত্রারোহণে অগ্নিকার্য্যকথন, ৩৫ পবিত্র অধিবাস, ৩৬ বিষ্ণুপবিত্রারোহণ, ৩৭ সংক্ষেপপবিত্রারোহণ, ৩৮ দেবালয়াদির মাহাত্ম্যবর্ণন, ৩৯ প্রতিষ্ঠাদি কার্য্য, ভূপরিগ্রহকথন, ৪০ অর্ঘ্যদানবিধি, ৪১ শিলাবিন্যাসবিধি, ৪২ প্রাসাদলক্ষণ, ৪৩ দেবতাগণের প্রাসাদে শাস্ত্যাদি স্থাপনবর্ণন, ৪৪ বাসুদেবাদি প্রতিমালক্ষণ, ৪৫ পিণ্ডিকালক্ষণ-কথন, ৪৬ শালগ্রাম ইত্যাদি মূর্ত্তিলক্ষণ, ৪৭ শালগ্রামাদি পূজা, ৪৮ চতুর্ব্বিংশতি মূর্ত্তির স্তব, ৪৯ দশাবতার-প্রতিমালক্ষণ, ৫০ দেবীপ্রতিমালক্ষণ, ৫১ সূর্য্যাদি প্রতিমালক্ষণ, ৫২ যোগিন্যাদি প্রতিমালক্ষণ, ৫৩ লিঙ্গলক্ষণ, ৫৪ লিঙ্গমানাদিকথন, ৫৫ প্রতিমা-

পিণ্ডিকা-লক্ষণ, ৫৬ দিক্‌পাল-যাগকথন, ৫৭ কলসাধিবাস-বিধি, ৫৮ স্নপনাদিবিধি, ৫৯ অধিবাসলক্ষণপ্রকার কথন, ৬০ পিণ্ডিকাস্থাপন জন্য ভাগনির্ণয় ও প্রতিষ্ঠাদিকথন, ৬১ ধ্বজারোহণ, ৬২ লক্ষ্মীস্থাপন, ৬৩ তার্ক্ষ্যাদি প্রতিষ্ঠাকথন, ৬৪ কূপবাপীতড়াগাদির প্রতিষ্ঠাকথন, ৬৫ সভাদি স্থাপন, ৬৬ সাধারণপ্রতিষ্ঠা, ৬৭ জীর্ণোদ্ধারকথন, ৬৮ যাত্রীর স্তবাদিকথন, ৬৯ অবভৃথ-স্নানবিধি, ৭০ বৃক্ষারামপ্রতিষ্ঠা, ৭১ গণেশপূজা, ৭২ স্নানতর্পণাদিকথন, ৭৩ সূর্য্যপূজা, ৭৪ শিবপূজাবিধি, ৭৫ অগ্নিস্থাপনাদিবিধি, ৭৬ শিবপূজাশেষ-চণ্ডপূজাবিধি, ৭৭ কপিলাদি পূজনবিধি, ৭৮ পবিত্রারোহণে অধিবাস প্রকার নির্ণয়, ৭৯ পবিত্রারোহণ-বিধি, ৮০ দমনকারোহণ-বিধি, ৮১ সময়দীক্ষাবিধি, ৮২ সংস্কারদীক্ষাবিধি, ৮৩ নির্ব্বাণদীক্ষার প্রতি দীক্ষাধিবাসনবিধি, ৮৪ নিবৃত্তিকলাশোধন, ৮৫ প্রতিষ্ঠাকলা-শোধন, ৮৬ বিদ্যাকলা-শোধন, ৮৭ শান্তিকলা-শোধন, ৮৮ নির্ব্বাণদীক্ষাসমাপ্তি, ৮৯ একতত্ত্ব-দীক্ষাবিধি, ৯০ অভিষেকাদি কথন, ৯১ নানামন্ত্রাদি কথন, ৯২ প্রতিষ্ঠাবিশেষ কথন, ৯৩ বাস্তুপূজা, ৯৪ শিলাবিন্যাসকথন, ৯৫ প্রতিষ্ঠোপকরণকথন, ৯৬ অধিবাসনবিধি, ৯৭ শিবপ্রতিষ্ঠাকথন, ৯৮ গৌরীপ্রতিষ্ঠা-কথন, ৯৯ সূর্য্যপ্রতিষ্ঠা, ১০০ দ্বারপ্রতিষ্ঠা, ১০১ প্রাসাদপ্রতিষ্ঠা, ১০২ ধ্বজারোহণবিধান, ১০৩ জীর্ণোদ্ধারক্রিয়া, ১০৪ সামান্য-প্রাসাদলক্ষণ, ১০৫ গৃহাদি বাস্তুকথন, ১০৬ নগরাদি বাস্তুকথন, ১০৭ স্বায়ম্ভুব সর্গকথন, ১০৮ ভুবনকোষবর্ণনা, ১০৯ তীর্থমাহাত্ম্য-কথন, ১১০ গঙ্গামাহাত্ম্য, ১১১ প্রয়াগমাহাত্ম্য, ১১২ কাশীমাহাত্ম্য, ১১৩ নর্ম্মদাদি-মাহাত্ম্য, ১১৪ গয়ামাহাত্ম্য, ১১৫ গয়ামাহাত্ম্য-বিবিধ বিষয়, ১১৬ গয়ামাহাত্ম্যকথা-সমাপ্তি, ১১৭ শ্রাদ্ধকল্প, ১১৮ জম্বূদ্বীপবর্ণন, ১১৯ দ্বীপান্তরবর্ণন, ১২০ ব্রহ্মাণ্ডবর্ণন, ১২১ জ্যোতিঃশাস্ত্রানুসারে দিনদশাবিবেকাদি, ১২২ কালগণনা, ১২৩ বিবিধযোগকথন, ১২৪ যুদ্ধজয়ার্ণবকথন, ১২৫ যুদ্ধ-জয়ার্ণবে নানাচক্রকথন, ১২৬ নক্ষত্রনির্ণয়, ১২৭ বলনির্দ্দেশ, ১২৮ কোটচক্রকথন, ১২৯ অর্ঘ্যকাণ্ডকথন, ১৩০ মণ্ডল-নিরূপণ, ১৩১ ঘাতচক্রাদি, ১৩২ সেবাচক্রাদি, ১৩৩ নানাফল-কথন, ১৩৪ ত্রৈলোক্যবিজয়বিদ্যা, ১৩৫ সংগ্রামবিজয়বিদ্যা, ১৩৬ নক্ষত্রচক্র, ১৩৭ মহামায়াবিদ্যা, ১৩৮ ষট্‌কর্ম্মকথন, ১৩৯ ষষ্টিসংবৎসরকথন, ১৪০ বশ্যাদি যোগকথন, ১৪১ ষট্‌ত্রিংশৎপদকজ্ঞান, ১৪২ মন্ত্রৌষধাদিকথন, ১৪৩ কুব্জিকাক্রম-পূজা, ১৪৪ কুব্জিকাপূজা, ১৪৫ ষোঢ়ান্যাসাদিকথন, ১৪৬ অষ্টাষ্টকদেবীকথন, ১৪৭ ত্বরিতাপূজাদি, ১৪৮ সংগ্রামবিজয়-পূজা, ১৪৯ অযুত-লক্ষ-কোটী-হোমকথন, ১৫০ মন্বন্তরকথন, ১৫১ বর্ণাশ্রমেতর ধর্ম্মকথন, ১৫২ গৃহস্থবৃত্তিকথন, ১৫৩ ব্রহ্মচর্য্যধর্ম্ম, ১৫৪ বিবাহপ্রকরণ, ১৫৫ আচারাধ্যায়, ১৫৬ দ্রব্যশুদ্ধি, ১৫৭ শাবাদ্যাশৌচকথন, ১৫৮ স্রাবাদ্যাশৌচকথন, ১৫৯ শৌচকথন, ১৬০ বানপ্রস্থধর্ম্ম, ১৬১ যতিধর্ম্ম, ১৬২ ধর্ম্মশাস্ত্র, ১৬৩ শ্রাদ্ধবিধি, ১৬৪ গ্রহযজ্ঞবিধি, ১৬৫ নানাধর্ম্ম-কথন, ১৬৬ বর্ণধর্ম্মাদিকথন, ১৬৭ ত্রিবিধ গ্রহযজ্ঞকথন, ১৬৮ মহাপাতকাদি কথন, ১৬৯ মহাপাতকাদি প্রায়শ্চিত্তকথন, ১৭০ সংসর্গাদি প্রায়শ্চিত্ত-কথন, ১৭১ রহস্যাদি প্রায়শ্চিত্ত-কথন, ১৭২ পাপনাশক স্তোত্র, ১৭৩ হননাদি নিরূপণ, প্রায়শ্চিত্ত বিশেষবিধি, ১৭৪ পূজালোপাদিতে প্রায়শ্চিত্ত-বিশেষের উপদেশ, ১৭৫ ব্রতপরিভাষা, ১৭৬ প্রতিপদ্‌ব্রত, ১৭৭ দ্বিতীয়া-ব্রত, ১৭৮ তৃতীয়াব্রত, ১৭৯ চতুর্থীব্রত, ১৮০ পঞ্চমীব্রত-কথন, ১৮১ ষষ্ঠীব্রতকথন, ১৮২ সপ্তমীব্রতকথন, ১৮৩ জয়ন্তাষ্টমীব্রত, ১৮৪ অষ্টমীব্রতকথন, ১৮৫ নবমীব্রতকথন, ১৮৬ দশমীব্রতকথন, ১৮৭ একাদশীব্রতকথন, ১৮৮ দ্বাদশী-ব্রতকথন, ১৮৯ শ্রবণদ্বাদশীব্রতকথন, ১৯০ অখণ্ডদ্বাদশী-ব্রতকথন, ১৯১ ত্রয়োদশীব্রতকথন, ১৯২ চতুর্দ্দশীব্রতকথন, ১৯৩ শিবরাত্রিব্রত, ১৯৪ পূর্ণিমাব্রতকথন, ১৯৫ বারব্রত-কথন, ১৯৬ নক্ষত্রব্রতকথন, ১৯৭ দিবসব্রতকথন, ১৯৮ মাসব্রতকথন, ১৯৯ ঋতুব্রতকথন, ২০০ দীপদানব্রতকথন, ২০১ নবব্যূহপূজা, ২০২ পুষ্পাধ্যায়, ২০৩ নরকের রূপবর্ণন, ২০৪ মাস উপবাসব্রত, ২০৫ ভীষ্মপঞ্চকব্রত, ২০৬ অগস্ত্যার্ঘ্যদান, ২০৭ কৌমুদব্রত, ২০৮ সামান্যব্রতদানকথন, ২০৯ দানধর্ম্ম ও দানপরিভাষাকথন, ২১০ মহাদানকথন, ২১১ গোদানাদি বিবিধ ধর্ম্মকথন, ২১২ মেরুদানকথন, ২১৩ পৃথিবী-দানকথন, ২১৪ মন্ত্রমহিমা, ২১৫ সন্ধ্যাবিধি, ২১৬ গায়ত্র্যর্থ, ২১৭ গায়ত্রীনির্ব্বাণ, ২১৮ রাজাভিষেকপ্রকার, ২১৯ রাজ্যাভি-ষেকের মন্ত্রকথন, ২২০ সহায়সম্পত্তি, ২২১ রাজসমীপে অনুজীবি-বৃত্তিকথন, ২২২ রাজধর্ম্ম, ২২৩ গ্রামাদি রক্ষার উপায়বিধান, ২২৪ স্ত্রীরক্ষা, কামশাস্ত্রকথন, ২২৫ রাজকর্ত্তব্য নির্দ্দেশ, ২২৬ সামাদ্যুপায়নির্দ্দেশ, ২২৭ দণ্ডপ্রণয়ন, ২২৮ যুদ্ধযাত্রা, ২২৯ স্বপ্নাধ্যায়, ২৩০ মাঙ্গল্যাধ্যায়, ২৩১ শকুনবিভেদস্বরূপ কীর্ত্তন, ২৩২ শকুনকথন, ২৩৩ যাত্রামণ্ডলচিন্তাদি, ২৩৪ উপায়ষড়্‌-গুণকথন, ২৩৫ রাজনিত্যকর্ম্মনির্দ্দেশ, ২৩৬ সংগ্রামদীক্ষা, ২৩৭ লক্ষ্মীর স্তব, ২৩৮ রামকথিত নীতি, ২৩৯ রাজধর্ম্মকথন, ২৪০ ষড়্‌গুণকথন, ২৪১ প্রভাবাদি শক্তিনির্দ্দেশ, ২৪২ রাম-কথিত নীতিশেষ, ২৪৩ স্ত্রী-পুরুষলক্ষণ-বিচারে পুরুষ-লক্ষণ-নির্দ্দেশ, ২৪৪ স্ত্রীলক্ষণকথন, ২৪৫ চামরাদিলক্ষণকথন, ২৪৬ রত্নলক্ষণকথন, ২৪৭ বাস্তুলক্ষণকথন, ২৪৮ পুষ্পাদির মহিমা, ২৪৯ ধনুর্ব্বেদকথারম্ভ, ২৫০ অস্ত্রশিক্ষা প্রকরণ, ২৫১

বাহনারোহণ-প্রকার, ২৫২ গতিস্থিত্যাদি কথন, ২৫৩ ব্যবহার-নির্ণয়, ২৫৪ ঋণাদি বিচার, ২৫৫ দিব্যকথন, ২৫৬ দায়ভাগ, ২৫৭ সীমাবিবাদাদিপ্রকরণ, ২৫৮ বাক্‌পারুষ্যাদি দণ্ড, ২৫৯ ঋগ্বিধান, ২৬০ যজুর্ব্বিধান, ২৬১ সামবিধান, ২৬২ অথর্ব্ববিধান, ২৬৩ শ্রীযুক্তাদিবিশেষ নিয়ম, ২৬৪ দেবপূজা, বৈশ্বদেবাদি, ২৬৫ দিক্‌পালস্নান, ২৬৬ বিনায়কস্নান, ২৬৭ মাহেশ্বরস্নান, ২৬৮ নীরাজন, ২৬৯ ছত্রাদি মন্ত্রকথন, ২৭০ বিষ্ণুপঞ্জরকথন, ২৭১ বেদশাখাদি কীর্ত্তন, ২৭২ দানমাহাত্ম্যকথন, ২৭৩ সূর্য্যবংশ, ২৭৪ চন্দ্রবংশ, ২৭৫ যদুবংশ, ২৭৬ দ্বাদশ সংগ্রামকথন, ২৭৭ তুর্ব্বসু, অনু ও দ্রুহ্যবংশকীর্ত্তন, ২৭৮ পুরুবংশ, ২৭৯ আয়ুর্ব্বেদে সিদ্ধৌষধকীর্ত্তন, ২৮০ সর্ব্বরোগহর ঔষধকীর্ত্তন, ২৮১ রসাদি ভেষজগুণকথন, ২৮২ বৃক্ষায়ুর্ব্বেদকীর্ত্তন, ২৮৩ ঔষধপ্রকরণ, ২৮৪ বিষ্ণুনামমন্ত্রকীর্ত্তন, ২৮৫ সিদ্ধযোগকীর্ত্তন, ২৮৬ মৃত্যুঞ্জয়-কল্পকথন, ২৮৭ হস্তিচিকিৎসা, ২৮৮ অশ্বচিকিৎসা, ২৮৯ অশ্ব-লক্ষণ, ২৯০ অশ্বশান্তি, ২৯১ গজশান্তি, ২৯২ গোশান্তি, ২৯৩ মন্ত্রপরিভাষা, ২৯৪ নাগলক্ষণ, ২৯৫ নাগদষ্টচিকিৎসা, ২৯৬ পঞ্চাঙ্গরুদ্রবিধি, ২৯৭ বিষহরণ-মন্ত্রাদিকথন, ২৯৮ গোনসাদি চিকিৎসা, ২৯৮ বালগ্রহচিকিৎসা, ৩০০ বালগ্রহহর মন্ত্রকথন, ৩০১ সূর্য্যের অর্চ্চনা, ৩০২ বিবিধমন্ত্রকথন, ৩০৩ অষ্টাক্ষরঅর্চ্চনা, ৩০৪ পঞ্চাক্ষরাদি পূজার মন্ত্র, ৩০৫ পঞ্চপঞ্চাশৎ বিষ্ণুনাম-কীর্ত্তন, ৩০৬ নারসিংহাদি মন্ত্রকথন, ৩০৭ ত্রৈলোক্যমোহনমন্ত্র-কথন, ৩০৮ ত্রৈলোক্যমোহিনী লক্ষ্যাদি পূজা, ৩০৯ ত্বরিতাপূজা, ৩১০ ত্বরিতামন্ত্রকথন, ৩১১ ত্বরিতামূলমন্ত্রকথন, ৩১২ ত্বরিতা-বিদ্যাকথন, ৩১৩ বিনায়কপূজাদিকথন, ৩১৪ ত্বরিতাজ্ঞান, ৩১৫ স্তম্ভনাদি মন্ত্রকীর্ত্তন, ৩১৬ সর্ব্বকর্ম্মকর মন্ত্রাদিকথন, ৩১৭ সকলাদি মন্ত্রোদ্ধার, ৩১৮ গণপূজা, ৩১৯ বাগীশ্বরীপূজা, ৩২০ সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলকীর্ত্তন, ৩২১ অঘোরাস্ত্রাদি শান্তিকল্প, ৩২২ পাশুপতাস্ত্রশান্তি, ৩২৩ ষড়ঙ্গাঘোরাস্ত্রকথন, ৩২৪ শিবশান্তি, ৩২৫ অংশুকাদি কীর্ত্তন, ৩২৬ গৌর্য্যাদি পূজা, ৩২৭ দেবালয়-মাহাত্ম্য, ৩২৮ ছন্দসার আরম্ভ, ৩২৯ গায়ত্রীভেদকথন, ৩৩০ ছন্দোজাতিনিরূপণ, ৩৩১ বৈদিকলৌকিকছন্দোভেদকথন, ৩৩২ বিষমবৃত্তকথন, ৩৩৩ অর্দ্ধসমবৃত্তনিরূপণ, ৩৩৪ সমবৃত্তনিরূপণ, ৩৩৫ প্রস্তাবনিরূপণ, ৩৩৬ শিক্ষানির্দ্দেশ, ৩৩৭ কাব্যাদিলক্ষণ, ৩৩৮ নাটকনিরূপণ, ৩৩৯ রসনিরূপণ, ৩৪০ রীতিনির্দ্দেশ, ৩৪১ নৃত্যাদি রঙ্গকর্ম্মনিরূপণ, ৩৪২ অভিনয়াদিনিরূপণ, ৩৪৩ শব্দালঙ্কারকথন, ৩৪৪ অর্থালঙ্কারকথন, ৩৪৫ শব্দার্থালঙ্কার-কথন, ৩৪৬ কাব্যগুণবিবেক, ৩৪৭ কাব্যদোষনিরূপণ, ৩৪৮ একাক্ষরাভিধান, ৩৪৯ ব্যাকরণারম্ভ, ৩৫০ সন্ধিসিদ্ধরূপকথন, ৩৫১ সুবিভক্তিসিদ্ধরূপকথনে পুংলিঙ্গ শব্দসিদ্ধরূপকথন, ৩৫২ স্ত্রীলিঙ্গ শব্দসিদ্ধরূপ কথন, ৩৫৩ নপুংসকশব্দসিদ্ধরূপকথন, ৩৫৪ কারক, ৩৫৫ সমাস, ৩৫৬ তদ্ধিত, ৩৫৭ উণাদিসিদ্ধরূপ-কথন, ৩৫৮ তিঙ্‌বিভক্তি সিদ্ধরূপকথন, ৩৫৯ কৃৎসিদ্ধরূপকথন, ৩৬০ স্বর্গপাতালাদিবর্গ, ৩৬৩ ভূমিবনৌষধ্যাদিবর্গ, ৩৬৪ মনুষ্যবর্গ, ৩৬৫ ব্রহ্মবর্গ, ৩৬৬ ক্ষত্র-বিট্‌-শূদ্রবর্গ, ৩৬৭ সামান্যনামলিঙ্গাদি, ৩৬৮ নিত্যনৈমিত্তিক প্রাকৃতপ্রলয়, ৩৬৯ আত্যন্তিক লয়, গর্ভোৎপত্ত্যাদি, ৩৭০ শরীরাবয়ব, ৩৭১ নরকনিরূপণ, ৩৭২ যমনিয়ম, ৩৭৩ আসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহার, ৩৭৪ ধ্যান, ৩৭৫ ধারণা, ৩৭৬ সমাধি, ৩৭৭-৩৭৯ ব্রহ্মজ্ঞান, ৩৮০ অদ্বৈত-ব্রহ্মবিজ্ঞান, ৩৮১ গীতাসার, ৩৮২ যমগীতা, ৩৮৩ আগ্নেয়-পুরাণমাহাত্ম্যকথন।

উপরে যে দুই শ্রেণীর অগ্নিপুরাণের সূচী দেওয়া হইয়াছে, তন্মধ্যে ২য় খানি মুদ্রিত হইয়াছে, ১ম খানি এখনও মুদ্রিত হয় নাই। এখন দেখা যাউক, এই দুই খানির মধ্যে কোন খানিকে আমরা প্রকৃত ৮ম পুরাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি?

নারদপুরাণে এইরূপ আগ্নেয়ের বিষয়ানুক্রম প্রদত্ত হইয়াছে;—

"অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি তবাগ্নেয়পুরাণকম্।
ঈশানকল্পবৃত্তান্তং বশিষ্ঠায়ানলোঽব্রবীৎ॥
তৎপঞ্চদশসাহস্রং নাম্না চরিতমদ্ভুতম্।
পঠতাং শৃণ্বতাঞ্চৈব সর্ব্বপাপহরং নৃণাম্॥
প্রশ্নপূর্ব্বং পুরাণস্য কথা সর্ব্বাবতারজা।
সৃষ্টিপ্রকরণং চাথ বিষ্ণুপূজাদিকং ততঃ॥
অগ্নিকার্য্যং ততঃ পশ্চান্মন্ত্রমুদ্রাদি-লক্ষণম্।
সর্ব্বদীক্ষাবিধানঞ্চ অভিষেক-নিরূপণম্॥
লক্ষণং মণ্ডলাদীনাং কুশায়া মার্জ্জনং ততঃ।
পবিত্রারোপণবিধির্দেবালয়বিধিস্ততঃ॥
শালগ্রামাদিপূজা চ মূর্ত্তিলক্ষ্ম পৃথক্ পৃথক্।
ন্যাসাদীনাং বিধানঞ্চ প্রতিষ্ঠাপূর্ত্তকং ততঃ॥
বিনায়কাদিদীক্ষাণাং বিধিস্তেঽস্ততঃ পরম্।
প্রতিষ্ঠা সর্ব্বদেবানাং ব্রহ্মাণ্ডস্য নিরূপণম্॥
গঙ্গাদিতীর্থমাহাত্ম্যং জম্ব্বাদিদ্বীপবর্ণনম্।
ঊর্দ্ধাধোলোকরচনা জ্যোতিশ্চক্রনিরূপণম্॥
জ্যোতিষঞ্চ ততঃ প্রোক্তং শাস্ত্রং যুদ্ধজয়ার্ণবম্।
ষট্‌কর্ম্ম চ ততঃ প্রোক্তং মন্ত্রযন্ত্রৌষধীগণঃ॥
কুব্জিকাদিসমর্চ্চা চ ষোঢ়ান্যাসবিধিস্তথা।
কোটিহোমবিধানঞ্চ তদন্তরনিরূপণম্॥
ব্রহ্মচর্য্যাদিধর্ম্মাশ্চ শ্রাদ্ধকল্পবিধিস্ততঃ।
গ্রহযজ্ঞস্ততঃ প্রোক্তো বৈদিকস্মার্ত্তকর্ম্ম চ॥

প্রায়শ্চিত্তানুকথনং তিথীনাঞ্চ ব্রতাদিকম্ ।
বারব্রতানুকথনং নক্ষত্রব্রতকীর্ত্তনম্ ॥
মাসিকব্রতনির্দ্দেশো দীপদানবিধিস্তথা ।
নবব্যূহার্চ্চনং প্রোক্তং নরকাণাং নিরূপণম্ ॥
ব্রতানাঞ্চাপি দানানাং নিরূপণমিহোদিতম্ ।
নাড়ীচক্রসমুদ্দেশঃ সন্ধ্যাবিধিরনুত্তমঃ ॥
গায়ত্র্যর্থস্য নির্দ্দেশো লিঙ্গস্তোত্রং ততঃ পরম্ ।
রাজাভিষেকমন্ত্রোক্তি ধর্ম্মকৃত্যঞ্চ ভূভুজাম্ ॥
স্বপ্নাধ্যায়স্ততঃ প্রোক্তঃ শকুনাদিনিরূপণম্ ।
মণ্ডলাদিকনির্দ্দেশো রণদীক্ষাবিধিস্ততঃ ॥
রামোক্ত নীতিনির্দ্দেশো রত্নানাং লক্ষণং ততঃ ।
ধনুর্বিদ্যা ততঃ প্রোক্তা ব্যবহারপ্রদর্শনম্ ॥
দেবাসুরবিমর্দ্দাখ্যা হ্যায়ুর্ব্বেদনিরূপণম্ ।
গজাদীনাং চিকিৎসা চ তেষাং শান্তিস্ততঃ পরম্ ॥
গোনসাদিচিকিৎসা চ নানা পূজাস্ততঃপরম্ ।
শান্তয়শ্চাপি বিবিধা ছন্দঃশাস্ত্রমতঃ পরম্ ॥
সাহিত্যঞ্চ ততঃ পশ্চাদেকার্ণাদি সমাহ্বয়াঃ ।
সিদ্ধশিষ্টানুশিষ্টিশ্চ কোষঃ স্বর্গাদিবর্গকে ॥
প্রলয়ানাং লক্ষণঞ্চ শারীরকনিরূপণম্ ।
বর্ণনং নরকাণাঞ্চ যোগশাস্ত্রমতঃ পরম্ ॥
ব্রহ্মজ্ঞানং ততঃ পশ্চাৎ পুরাণশ্রবণে ফলম্ ।
এতদাগ্নেয়কং বিপ্র পুরাণং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥"

অতঃপর তোমার নিকট আগ্নেয়পুরাণ বলিতেছি, অগ্নি বসিষ্ঠের নিকট এই ঈশানকল্পবৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন। ইহা শ্রবণ বা পাঠ করিলে মানবগণের সর্ব্বপাপ দূর হয়। ইহাতে প্রশ্নপূর্ব্বক সমস্ত অবতারের কথাই আছে। ইহার প্রথমে সৃষ্টিপ্রকরণ, পরে বিষ্ণুপূজাদি এবং ক্রমে অগ্নিকার্য্য, মন্ত্রমুদ্রাদির লক্ষণ, সমুদায় দীক্ষাবিধান, অভিষেক-নিরূপণ, মণ্ডলাদির লক্ষণ, কুশার মার্জ্জন, পবিত্রারোপণবিধি, দেবালয়বিধি, শালগ্রামাদি পূজা, পৃথক্ পৃথক্ মূর্ত্তিচিহ্ন, ন্যাসাদির বিধান, প্রতিষ্ঠা, পুস্তক, বিনায়কাদির দীক্ষাবিধি, সর্ব্বদেবপ্রতিষ্ঠা, ব্রহ্মাণ্ডনিরূপণ, গঙ্গাদি তীর্থ-মাহাত্ম্য, জম্বু প্রভৃতি দ্বীপবর্ণন, ঊর্দ্ধ এবং অধোলোকরচনা, জ্যোতিশ্চক্র-নিরূপণ, জ্যোতিষ, মন্ত্র ও মন্ত্রৌষধিসমূহ, ষট্‌কর্ম্ম, যুদ্ধজয়শাস্ত্র, কুব্জিকাদি সমর্চ্চা, ষোঢ়ান্যাসবিধি, কোটিহোমবিধান, তদন্তর-নিরূপণ, ব্রহ্মচর্য্যাদি ধর্ম্ম, শ্রাদ্ধকল্পবিধি, গ্রহযজ্ঞ, বৈদিক ও স্মার্ত্তকর্ম্ম, প্রায়শ্চিত্তানুকথন, তিথি অনুসারে ব্রতাদি, বারব্রতানুকথন, নক্ষত্রব্রতকীর্ত্তন, মাসিকব্রত নির্দ্দেশ, দীপদানবিধি, নবব্যূহার্চ্চন, নরক সমুদায়ের নিরূপণ, ব্রত ও দান-সমুদায়ের নিরূপণ, নাড়ীচক্রসমুদ্দেশ, সন্ধ্যাবিধি, গায়ত্র্যর্থের নির্দ্দেশ, লিঙ্গস্তোত্র, রাজাদিগের অভিষেকমন্ত্র, রাজাদিগের ধর্ম্মকার্য্য, স্বপ্নাধ্যায়, শকুনাদি নিরূপণ, মণ্ডলাদির নির্দ্দেশ, রণদীক্ষাবিধি, রামোক্ত নীতি-নির্দ্দেশ, রত্নসমূহের লক্ষণ, ধনুর্বিদ্যা ও ব্যবহারপ্রদর্শন, দেবাসুর-বিমর্দ্দাখ্যান, আয়ুর্ব্বেদনিরূপণ, গজাদির চিকিৎসা, তাহাদিগের শান্তি, গোনসাদি চিকিৎসা, নানাবিধ পূজা, বিবিধপ্রকার শান্তি, ছন্দঃশাস্ত্র, সাহিত্য, একার্ণাদি সমাহ্বয় সিদ্ধ, শিষ্টানুশিষ্ট, স্বর্গাদিবর্গবিশিষ্টকোষ, প্রলয় সমুদায়ের লক্ষণ, শারীরক-নিরূপণ, নরকবর্ণন, যোগশাস্ত্র, ব্রহ্মজ্ঞান এবং পুরাণশ্রবণফল এই সমুদায় আগ্নেয়পুরাণে উক্ত হইয়াছে। হে বিপ্র! এই আগ্নেয়পুরাণ কীর্ত্তন করিলাম।

মৎস্যপুরাণে আছে—

"যৎ তদীশানকং কল্পং বৃত্তান্তমধিকৃত্য চ।
বসিষ্ঠায়াগ্নিনা প্রোক্তমাগ্নেয়ং তৎপ্রচক্ষতে ॥
তচ্চ ষোড়শসাহস্রং সর্ব্বক্রতুফলপ্রদম্ ॥" (৫৩।২৮)

ঈশানকল্পের বৃত্তান্তপ্রসঙ্গে অগ্নি বসিষ্ঠের নিকট যে পুরাণ বলিয়াছেন, তাহাই আগ্নেয় নামে খ্যাত। তাহা ১৬০০০ শ্লোকযুক্ত ও সর্ব্বযজ্ঞফলপ্রদ।

নারদপুরাণোক্ত বিষয়ানুক্রম এখনকার মুদ্রিত অগ্নি-পুরাণে পাওয়া গেলেও তাহাতে ঈশানকালবৃত্তান্ত অথবা মাৎস্যোক্ত কোন লক্ষণই নাই।

প্রচলিত অগ্নিপুরাণে ২য় অধ্যায়ে বরং—

"প্রাপ্তে কল্পেঽথ বারাহে কূর্ম্মরূপোঽভবদ্ধরি।"

এইরূপে বারাহকল্পের প্রসঙ্গ আছে। সুতরাং বারাহকল্প-প্রসঙ্গাধীন অগ্নিপুরাণকে আমরা প্রাচীনতম 'আগ্নেয়' পুরাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। বহ্নিপুরাণ নামে যে স্বতন্ত্র ১ম পুরাণের সূচী দিয়াছি, ইহার মধ্যে ঈশানকল্প বা বশিষ্ঠের সহিত অগ্নির কথার কোন প্রসঙ্গ নাই। ব্রহ্মার পুত্র মরীচি দ্বাদশবার্ষিক সত্রে অগ্নির নিকট যে ধর্ম্মানুষ্ঠানাদির উপদেশ পাইয়াছিলেন, তদবলম্বনে এই পুরাণের প্রথমাংশ আরম্ভ।

উভয় পুরাণেই প্রাচীন লক্ষণের অভাব হইলেও সর্গাদি পঞ্চলক্ষণোক্তি দ্বারা স্ব স্ব মহাপুরাণত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা আছে।

নারদপুরাণের বিষয়ানুক্রম ও প্রচলিত অগ্নিপুরাণের বিষয়-সূচী মিলাইয়া দেখিলে অনায়াসেই জানা যায়, ঈশানকল্প ও অগ্নিবশিষ্ঠসংবাদ ব্যতীত আর সকল কথাই এখনকার অগ্নি-পুরাণে রহিয়াছে। সম্ভবতঃ ইহাই অগ্নিপুরাণের সংশোধিত রূপ। ইহার গ্রন্থসংখ্যা কিঞ্চিদধিক ১৫০০০। তবে বহ্নি-পুরাণের সহিত না মিলিলেও ইহাতেও অনেক প্রাচীন কথা রহিয়াছে। স্কন্দপুরাণীয় শিবরহস্যখণ্ডে লিখিত আছে, অগ্নির মাহাত্ম্য প্রকাশ করাই আগ্নেয়পুরাণের উদ্দেশ্য; কিন্তু এবিষয়ে কোন কথা আমরা ২য় অগ্নিপুরাণে দেখি নাই; কিন্তু ১ম বহ্নিপুরাণে প্রথমাধ্যায়েই বেদমন্ত্রদ্বারা অগ্নিমাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। বল্লালসেনের দানসাগরে অগ্নিপুরাণ হইতে যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার কএকটী শ্লোক এই বহ্নিপুরাণে

পাওয়া গিয়াছে ; কিন্তু সেই সকল শ্লোক প্রচলিত অগ্নিপুরাণে পাওয়া যায় নাই। এই সকল প্রমাণ দ্বারা এই বহ্নিপুরাণও উপেক্ষার জিনিস নহে। পুরাণোদ্ধারকালে এই সংশোধিতরূপ প্রকাশিত হইলেও আদি অগ্নিপুরাণের অনেক জিনিস এই বহ্নিপুরাণে রহিয়াছে।

৯ম ভবিষ্য।

এই ভবিষ্যপুরাণ লইয়া ভারী গোল। আমরা চারি প্রকার* ভবিষ্যপুরাণ পাইয়াছি। এই চারিখানিতেই ভবিষ্যপুরাণের কোন কোন লক্ষণ লক্ষিত হয়। এই কারণে সমালোচনা করিবার পূর্ব্বে নিম্নে এই চারিখানি পুথির অধ্যায় ও বিষয় সূচী প্রদত্ত হইল।

১ ভবিষ্য।[১]

ব্রাহ্মপর্ব্বে—১ সুমন্ত্র-শতানীকসংবাদে বেদপুরাণাদি শাস্ত্রপ্রসঙ্গ, মহাপ্রলয়কালের অবস্থাবর্ণন, ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তি-বিবরণ, সর্গ ও প্রতিসর্গবিবরণ, মন্বন্তরবিভাগ, সত্যত্রেতাদি যুগধর্ম্ম-কথন, ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের কর্ত্তব্যতা-নিরূপণ ও ব্রাহ্মণগণের ব্রহ্মণ্যোৎপাদক ৪০ প্রকার সংস্কার-কথন, ২ ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের সংস্কার-কালনিয়ম ও উপনয়নাঙ্গ দ্রব্যভেদকথন, শুচিলক্ষণ-প্রসঙ্গে উচ্ছিষ্টভোজন-নিষেধ ও আচমনবিধি, ৩ সাবিত্র্যুপদেশ-নিয়ম, ব্রহ্মচারি-ব্রাহ্মণকর্ত্তব্য গুরুশিষ্যকর্ত্তব্য কথন, ৪ নারীদিগের শুভাশুভ লক্ষণ-নির্দ্দেশ, ৫ নির্ধনের দারপরিগ্রহ-বিড়ম্বনা, ভার্য্যাহীন নির্ধন গৃহস্থের ত্রিবর্গসাধনে অধিকারলোপকথা, ৬ বিবাহযোগ্যা কন্যানিরূপণ, অষ্টবিধ বিবাহলক্ষণ ও পুণ্যদেশ-বিবরণ, ৭ বাসোচিতস্থাননির্ণয়, নারীচরিত্র, পতির কর্ত্তব্যতা-কথন, ৮ শাস্ত্র হইতে বিহিতনিষিদ্ধকার্য্যাদি জানিবার নিয়ম, ৯ চরিত্রভেদে স্ত্রীলোকদিগের উত্তমমধ্যমাদি সংজ্ঞাভেদ, কুলস্ত্রীগণের কর্ত্তব্যতানিরূপণ, ১০-১৪ স্ত্রীগণের কর্ত্তব্যনির্ণয়, ১৫ প্রতিপদাদি পঞ্চদশতিথিতে বিশেষ বিশেষ দ্রব্যাহাররূপ ব্রতবিধান, ১৬ ব্রহ্মার্চ্চনমাহাত্ম্য, ১৭ তিথিবিশেষে ব্রহ্মার রথযাত্রাদীপদানাদি বিশেষকর্ম্মবিধান, ১৮ শর্য্যাতি-দুহিতা সুকন্যার সহিত চ্যবনের বিবাহ, সুরূপ-পুত্রাভিলাষ ও শর্য্যাতি-কৃত যজ্ঞকথা, কার্ত্তিকশুক্লা দ্বিতীয়াব্রতবিধি, ১৯ অশূন্য-শয়ন-দ্বিতীয়াব্রতবিধি, ২০ তৃতীয়াগৌরীব্রতবিধি, ২১ বিনায়ক-ব্রতবিধি, ২২-২৫ পুরুষগণের শুভাশুভ লক্ষণ, ২৬ নারীগণের শুভাশুভ লক্ষণ-নিরূপণ, ২৭ বিনায়কের মূর্ত্তিগঠনে পরিমাণভেদ, হোমে দ্রব্যভেদ ও মন্ত্রভেদকথন, ২৮ অঙ্গারকচতুর্থীব্রত, ২৯-৩০ নাগপঞ্চমীব্রতবিধান, সর্পদংশন ও সর্পজাতিভেদকথন, সর্পদংশনের অষ্টবিধহেতু ও লক্ষণাদি কথন, সর্পদংশিতের মৃত্যু, জীবনপ্রাপ্তি-কারণ, তাহার নির্দ্দেশ ও সময়াদি নিরূপণ, ৩১-৩২ নাগগণের জাতিকুলবর্ণ-নিরূপণ, সর্পদষ্টগণের রসরক্তাদি গত বিষে ঔষধকথন, ৩৩-৩৪ ভাদ্রপদ ও আশ্বিন পঞ্চমীতে নাগপূজা-বিধান, ৩৫ কার্ত্তিকষষ্ঠ্যাদি স্কন্দপূজাবিধি, ৩৬-৪১ সবিস্তার ব্রাহ্মণের দশবিধসংস্কারকথা, ৪২ ভাদ্রপদ ষষ্ঠীতে স্নানদানাদি প্রশংসা, কার্ত্তিকেয়পূজামাহাত্ম্য, ৪৩ শাকসপ্তমী-ব্রতবিধি, ৪৪ বাসুদেবশাম্বসংবাদে সূর্য্যমাহাত্ম্য, ৪৫ সূর্য্যার্চ্চন-বিধি, ৪৬ ব্রহ্মযাজ্ঞবল্ক্যসংবাদে সূর্য্যের পরমাত্মস্বরূপকথন, ৪৭ সুমেরুর চতুর্দ্দিকে সূর্য্যরথের পরিভ্রমণ, দুই দুই মাস করিয়া সূর্য্যরথের গন্ধর্ব্বযক্ষাদিলোকে অবস্থান, ৪৮ সূর্য্যের চন্দ্রমণ্ডলে অমৃতোৎপত্তিকারণত্ব ও ওষধি প্রভৃতির হেতুত্ব-কীর্ত্তন, উদয়াস্তমধ্যাহ্নঅর্দ্ধরাত্রাদি সময়ে সংযমনীপুর্য্যাদিতে সূর্য্যরথের অবস্থান-কথন, ৪৯ ব্রহ্মা-যাজ্ঞবল্ক্যসংবাদে সূর্য্যমাহাত্ম্য-কীর্ত্তন, ৫০ সূর্য্যের রথযাত্রাবিধি, ৫১-৫২ সূর্য্যরথযাত্রাকাল-কীর্ত্তন, নবগ্রহ ও গণপত্যাদির একএকখানি নৈবেদ্যদানবিধি, ৫৩ রথশোভাকর দ্রব্যকথন, সুবর্ণদ্বারা রথনির্ম্মাণ-কথন, ৫৪ রথসপ্তমীব্রতবিধি, ৫৫ ব্রহ্মা-মহর্ষিসংবাদে সূর্য্যারাধন ও তৎফল-কীর্ত্তন, ৫৬ ব্রহ্মহত্যাপাপক্ষয় জন্য ক্রিয়াযোগানুষ্ঠানে দণ্ডিনের প্রতি তপঃপ্রীত সূর্য্যের আদেশ, ৫৮—৫৯ ব্রহ্মসকাশে দণ্ডীর ক্রিয়াযোগশ্রবণ, ৬০-৬৮ শঙ্খদ্বিজসংবাদে সূর্য্যের রথযাত্রা ও পূজাবিধি, ৬৯ শাম্বের কুষ্ঠরোগবিবরণ, ৭০-৭১ কৃষ্ণ-নারদসংবাদে শাম্বের কুষ্ঠমুক্তির উপায়-নির্দ্ধারণ, ৭২ কৃষ্ণের আদেশে শাম্বের দ্বারকাগমন ও নারদসকাশে কুষ্ঠরোগশান্তির উপায় প্রপঞ্চাবধারণ, ৭৩ কুষ্ঠরোগ-শান্তির জন্য সূর্য্যোপা-সনাত্মক উপায়-কথন, ৭৪ নারদ-শাম্বসংবাদে সূর্য্যমাহাত্ম্য-কীর্ত্তন, সূর্য্যের জন্মকর্ম্মবিবরণ, ৭৫ সূর্য্যপুত্রগণের জন্মবিবরণ, ৭৬ নারদশাম্বসংবাদে সূর্য্যপূজাবিধি, দ্রব্যবিশেষে পূজামাহাত্ম্য, ৭৭ সময়বিশেষে জয়াবিজয়া প্রভৃতি সংজ্ঞাকথন, বিজয়ালক্ষণ, সূর্য্যার্চ্চনে বিশেষ ফলকীর্ত্তন, ৭৮ আদিত্যোপাসনে নন্দাদি দ্বাদশবারকথন, নন্দাতিথিতে সূর্য্যপূজার বিশেষবিধি, ৭৯

* এতদ্ব্যতীত ভবিষ্যৎ ব্রহ্মখণ্ড বা ব্রহ্মাণ্ডখণ্ড নামে আর একখানি ভৌগোলিক সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। এখানি নিতান্ত আধুনিক বলিয়া উল্লেখ করা গেল না।

(১) এই ভবিষ্যে প্রথমেই এইরূপ পর্ব্ব-বিভাগের কথা আছে—
"প্রথমং কথ্যতে ব্রাহ্মং দ্বিতীয়ং বৈষ্ণবং স্মৃতম্।
তৃতীয়ং শৈবমাখ্যাতং চতুর্থং ত্বাষ্ট্রমুচ্যতে॥
পঞ্চমং প্রতিসর্গাখ্যং সর্ব্বলোকৈঃ সুপূজিতম্॥
এতানি তাত পর্ব্বাণি লক্ষণানি নিবোধ মে।
সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্।" (ভবিষ্য ১ অঃ)

ভদ্রায় পূজাবিধি ও ফল, ৮০ সৌম্যবারলক্ষণ ও পূজাফল-কীর্ত্তন, ৮১ কামদলক্ষণকথন ও পূজাফল, ৮২ পুত্রদলক্ষণ ও পূজাফল, ৮৩ জয়লক্ষণ ও পূজাফল, ৮৪ জয়ন্ত-লক্ষণ ও পূজা ফল, ৮৫-৮৮ যথাক্রমে বিজয়-আদিত্য-রোগহ-মহাশ্বেতবার-লক্ষণ ও পূজাফল, ৮৯-৯০ দেশকালভেদে কর্ম্মানুষ্ঠানে ও দ্রব্যবিশেষোপহারে মার্ত্তণ্ডপূজার ফলশ্রুতি, ৯১-৯৬ জয়া, জয়ন্তী, অপরাজিতা, মহাজয়া, নন্দা, ভদ্রাদি লক্ষণ এবং সেই সেই তিথিতে সূর্য্যার্চ্চনের বিশেষফলকথন, ৯৭ তিথি-নক্ষত্র ও দেবতা-কথন, স্ব স্ব তিথিনক্ষত্রে তত্তদ্দেবতার পূজা-বিধিকথন, ৯৮ সূর্য্যপূজাকরণে ফলশ্রুতি ও অকরণে দোষ-কথন, ৯৯ কামদসপ্তমীব্রতকথা, ১০০ পাপহরসপ্তমীব্রতবিধি, ১০১ সূর্য্যপূজায় গণাধিপসপ্তমীকথা, ১০২ মার্ত্তণ্ডসপ্তমীব্রতকথা, ১০৩ নতসপ্তমী, ১০৪ অভ্যঙ্গসপ্তমীব্রত, ১০৫ ভানুপদসপ্তমী-ব্রত, ১০৬ ত্রিতয়সপ্তমীব্রত, ১০৭ সূর্য্যপ্রতিষ্ঠাফলকীর্ত্তন, ১০৮ সূর্য্যারাধনায় কৌশল্যার স্বর্গাদিগমনরূপ ফলপ্রাপ্তি, সূর্য্যপূজায় দেয় পুষ্পাদি নিরূপণ, ১০৯-১১০ রাজা সত্রাজিৎ ও তৎপত্নীর পূর্ব্বজন্মকৃত সূর্য্যগৃহসম্মার্জ্জনাদি কর্ম্মফলে রাজা ও রাজপত্নীত্ব-প্রাপ্তির কথা, পরাবসুর মুখে শ্রুত হইয়া রাজা সত্রাজিতের পুনরায় সূর্য্যার্চ্চনে মনন ও পরাবসুর নিকট হইতে সূর্য্যার্চ্চন-বিধিশ্রবণ, ১১১ ভদ্রোপাখ্যান, ১১২ সূর্য্যগৃহে দীপদানমাহাত্ম্য, ১১৩ সূর্য্যপূজায় ফলশ্রুতি, ১১৪ আদিত্যস্তবকথন, ১১৫ সূর্য্যের তেজোহরণবিবরণ, তেজ হইতে বিষ্ণুচক্রবিনির্ম্মাণ-কথন, মেরুশৃঙ্গে ইন্দ্রাদি দেবগণের বাসস্থাননির্ম্মাণ, ১১৬ সূর্য্যোপাসনায় শাম্বের কুষ্ঠরোগশান্তি, ১১৭ সূর্য্যস্তবকথন, ১১৮ চন্দ্রভাগা নদীতে স্নানার্থগত শাম্বের তন্নদী হইতে সূর্য্য-প্রতিমা-প্রাপ্তিবিবরণ, ১১৯ নারদমুখে শাম্বের সূর্য্যাদি দেবতার গৃহনির্ম্মাণবিধিশ্রবণ, ১২০ দেবপ্রতিমাকরণে সুবর্ণাদি সপ্তবিধ বস্তুনির্দ্দেশ, প্রতিমাযোগ্য বৃক্ষনিরূপণ, বৃক্ষছেদনবিধি-কথন, ১২১ সূর্য্যপ্রতিমানির্ম্মাণে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি পরিমাণকথন, তৎপ্রতিমার শুভাশুভলক্ষণাদি কথন, ১২২ সূর্য্যের অধিবাস-গৃহ-নির্ম্মাণবিধি, সূর্য্যশরীরে সর্ব্বদেবের অধিষ্ঠান-কীর্ত্তন, ১২৩ সূর্য্যপ্রতিমার প্রতিষ্ঠাসময় নিরূপণ, মণ্ডলবিধিকথন, ১২৪—১২৬ সূর্য্যপ্রতিমাপ্রতিষ্ঠাবিধি, ১২৭ ধ্বজারোপণবিধি, ১২৮ প্রতিষ্ঠিত সূর্য্যের পরিচর্য্যার্থ অধিকারিত্ব-বিবেচন, তৎপ্রসঙ্গে মগ, ভোজক, অগ্নি ও রবিপুত্রাদির উৎপত্তিবিবরণ, মগভোজক-বংশীয়গণের নিবাসস্থানকথন, ১২৯ অব্যঙ্গ সংজ্ঞক বস্ত্রবিশেষের উৎপত্তি কথন, ধারণে ফলকীর্ত্তন, ১৩০ ভোজকগণের জ্ঞানোৎ-কর্ষ কীর্ত্তন, ১৩১-১৩৩ ভোজকগণের মহত্ত্বকীর্ত্তন, আদিত্য মাহাত্ম্য শ্রবণফল।

২ ভবিষ্য।

১ পুরাণোপক্রমে ব্যাসঋষিগণসংবাদ, রাজা অজমীঢ়কে ধর্ম্মশাস্ত্র-কথনার্থ অভ্যর্থিত ব্যাসশিষ্যসংবাদ, ভবিষ্যপুরাণ প্রস্তাব, ব্রাহ্ম-ঐন্দ্র-যাম্য-রৌদ্র-বায়ব্য-বারুণ-সাবিত্র-বৈষ্ণবভেদে অষ্টবিধ ব্যাকরণকথন, মহাপুরাণের নামকীর্ত্তন, ভবিষ্য-পুরাণের ৫০ হাজার শ্লোকসংখ্যাকথন, ২ মহাপুরাণ-লক্ষণ, চতুর্দ্দশবিদ্যা লক্ষণ, অষ্টাদশবিদ্যা-কথন, সৃষ্টিকথনপ্রসঙ্গে ব্রহ্মার জন্মাদিকথন, প্রসঙ্গক্রমে প্রথম জলসৃষ্টিকথন, কালসংখ্যা-নিরূপণ, ব্রাহ্মণের ৪৮ প্রকার সংস্কার-নির্ণয়, জন্মাশৌচাদি লক্ষণ, ৩-৬ জাতকর্ম্মাদি নিরূপণ, ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়গণের নাম লক্ষণ, বেদাধ্যয়নের পর কৃতসমাবর্ত্তনের বিবাহবিধান, স্ত্রী-লক্ষণ, অর্থহীনের বিবাহাদি বিড়ম্বনাকথন, অর্থোপার্জ্জনের আবশ্যকতা, ভার্য্যাহীনের সর্ব্বকর্ম্মে অযোগ্যতাকথন, অসদৃশ-বিবাহসম্বন্ধ নিষেধ, ৭-১৩ বাস্তুনির্ম্মাণযোগ্য দেশাদি নিরূপণ, স্ত্রীরক্ষোপায়বর্ণন, স্ত্রীগণের বৃত্তিনিরূপণ, দেবর ও পতির মিত্রের সহিত তাহাদিগের বিবিক্তদেশাবস্থান ও পরিহাসাদি বর্জ্জ-নীয়তা-কথন, তাহাদিগের সর্ব্বত্র স্বাতন্ত্র্যনিষেধ, গার্হস্থ্যধর্ম্ম-নিরূপণ, ভৃত্যাদিগের বেতনদানব্যবস্থা, সাধ্বীকর্ত্তব্য নিরূপণ, দুর্ভগার লক্ষণাদি, স্বামিদোষে স্ত্রীর দুর্ভগত্বকথন, আশ্রমধর্ম্ম-নির্দ্দেশ, ১৪-২০ প্রতিপদাদি তিথিনিয়ম, বিধাতৃপূজায় কর্ত্ত-ব্যতাবিধান, কার্ত্তিকপৌর্ণমাসীতে ব্রহ্মার রথযাত্রাবিধি, কার্ত্তিকী অমাবস্যায় দীপদানবিধি, যযাতিদুহিতা সুকন্যার সহিত চ্যব-নের বিবাহ, অশ্বিনীকুমারের প্রার্থনায় চ্যবনের সহিত তাঁহার জলপ্রবেশ, শ্রাবণদ্বিতীয়ায় অশূন্যশয়নব্রতবিধি, বৈশাখতৃতীয়ার বীরতৃতীয়াব্রত, গণেশ ও কার্ত্তিকেয়ের বিরোধপ্রসঙ্গে সমুদ্র-গর্ভে স্ত্রীপুরুষলক্ষণজ্ঞানশাস্ত্রনিক্ষেপবৃত্তান্তকীর্ত্তন, বিনায়-কের একদন্তপ্রাপ্তিকথন, ২১-৩১ গণেশের বিঘ্নরাজত্বপ্রাপ্তি-কথন, দুঃস্বপ্নদর্শনশান্তিকথা, সামুদ্রিকশাস্ত্রোৎপত্তিকথন, সামুদ্রিকে স্ত্রী ও পুরুষ-লক্ষণকথন, শ্বেতার্কমূলে গণেশপ্রতিমূর্ত্তি-নির্ম্মাণপূর্ব্বক পূজাবিধানাদিকথন, শ্বেতকরবীরনির্ম্মিত গণেশ-পূজাবিধান, ভাদ্রমাসে শিবাচতুর্থীব্রতবিধান, মাঘমাসে শান্তা চতুর্থীব্রতবিধান, অঙ্গারকসুখাবহচতুর্থীব্রতবিধি, ৩২-৩৩ নাগ-পঞ্চমীবিধান, কদ্রুর অভিশাপ, সর্পভয়-নিবারণার্থ ভাদ্রপঞ্চ-মীতে নাগপূজাবিধান, জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ়ে নাগিনীগণের গর্ভাধান, চারিমাস গর্ভধারণ ও কার্ত্তিকমাসে ২৪০টী করিয়া অণ্ডপ্রসব-কথন, প্রসূতী কর্ত্তৃক প্রসূতসর্পশাবকের ভক্ষণাদিভাগ-নিরূপণ, তাহাদের ১২০ বৎসর পরমায়ু-কথন, দন্তোদ্ভেদ ও কঞ্চুক ত্যাগাদি কালনিরূপণ, সর্পিস্থাপনসংখ্যাকথন, অকালজাত

সর্পের নির্ব্বিষত্বকথন, দ্বিজিহ্ব ও দ্বাত্রিংশদ্দশনত্বকথন, চারি দন্তের বিষাবহত্বকথন ও তল্লক্ষণাদি নিরূপণ, ৩৫-৩৬ দন্তে বিষাগমপ্রকারকথন, সর্পদংশনকারণ নিরূপণ, দষ্টস্থানলক্ষণ, কালদষ্টলক্ষণ, বিষবেগনিরূপণ, ত্বগ্‌গতত্বহেতু বিষের ঔষধত্ব-নিরূপণ, রক্তাদিগত বিষলক্ষণ, তদাবস্থার ঔষধকথন, মৃত সঞ্জীবনী ঔষধকথন, ৩৭-৪০ স্ত্রীপুরুষ নপুংসকসর্পদংশিতগণের লক্ষণ, ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি জাতীয় সর্পদংশিতগণের লক্ষণ, সর্পগণের বাসস্থানাদিভেদকথন, ফণিদিগের ৬৪ প্রকারকথন, সর্পভয়নিবারণার্থ দ্বারের উভয় পার্শ্বে গোময়রেখাদান-কর্ত্তব্যতা-কথন, ভাদ্রশুক্লপঞ্চমীতে নাগপূজাবিধান, কার্ত্তিকমাসে ষষ্ঠীব্রত-বিধান, ব্রাহ্মণত্বজাতিনিরূপণ ও সঙ্কেতকথন, জাতিভেদ-কারণাদিকথন, দশবিধ সংস্কারযুক্ত ব্রাহ্মণত্বকথন, ৪১-৪৬ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতির সাধারণ প্রবৃত্তিকথন ও কৃত্য নিরূপণ, শীলাদিসম্পন্ন শূদ্রের ব্রাহ্মণ অপেক্ষা আধিক্যকথন, ভাদ্রশুক্লষষ্ঠীতে ষষ্ঠীপূজাবিধি, মার্ত্তণ্ডপত্নী দাক্ষায়ণীর বড়বা-রূপে উত্তরকুরুবর্ষে তপস্যা, ছায়ার গর্ভে শনি ও তপতীর উৎ-পত্তিকথন, যমুনা ও তপতীর পরস্পর শাপে নদীভাবপ্রাপ্তি, ছায়ার শাপে যমের প্রাণিহিংসকত্বপ্রাপ্তি, বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক সূর্য্যালচ্ছেদনাদি দ্বারা প্রকাশ্য রূপপ্রকটন, করবীরপুষ্প ও রক্তচন্দনপ্রলেপদানে বেদনাকাতর সূর্য্যের প্রকৃতিস্থ হওন ও তৎপুষ্পাদির সূর্য্যপ্রিয়ত্ব-কথন, অশ্বরূপধারী রবির বড়-বাগর্ভে অশ্বিনীকুমারের উৎপত্তি, শাকসপ্তমীব্রতবিধি, ৪৭-৫৭ শ্রীকৃষ্ণশাম্বসংবাদে সূর্য্যমাহাত্ম্যকীর্ত্তন, সবিস্তারসূর্য্যপূজাবিধি, রথসপ্তমীব্রতবিধান, গ্রহচক্রের সূর্য্যরথত্বনিরূপণ, সূর্য্যকিরণে আকর্ষিত জল হইতে মেঘের উৎপত্তি, উদয়াস্তসময়াদি নিরূপণ, জগতের আদিত্যমূলকত্বকথন, সূর্য্যরথযাত্রাবিধান, গ্রহশান্তিবিধি, ব্রহ্মশিবসূর্য্যাদির প্রিয়বস্তুনিরূপণ, ৫৮-৬৬ ব্রহ্মঋষিগণসংবাদে সূর্য্যোপাসনার মোক্ষসাধকত্বকথন, ডিণ্ডিসূর্য্যসংবাদে ক্রিয়াযোগকথন, দ্বাদশমাসিকব্রতবিধি, ব্রহ্মডিণ্ডিসংবাদে রহস্যসপ্তমীব্রতবিধি, নীলবস্ত্রপরিধানে ব্রাহ্মণের দোষকীর্ত্তন, শঙ্খভোজকুমারসংবাদ, শাম্বকৃত সূর্য্যোপাসনবিবরণ, সূর্য্যের ঐশ্বর্য্যবর্ণন, ৬৭-৭৫ উপচারবিশেষে সূর্য্যপূজার ফলবিশেষকথন, স্বপ্নদর্শনের শুভাশুভনির্ণয়, আদিত্যসর্বপব্রতবিধান, আদিত্যাদি স্তোত্র, শাম্বের প্রতি দুর্ব্বাসার অভিশাপবৃত্তান্ত, শাম্বের সৌন্দর্য্য-দর্শনে বিমুগ্ধ কোন কোন কৃষ্ণমহিষীর কৃষ্ণদত্তশাপবিবরণ, শাম্বের কুষ্ঠরোগপ্রাপ্তি, শাম্বকৃত সূর্য্যপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা, নারদের সূর্য্যলোক গমন, ৭৬-৮৫ সূর্য্যের জন্মাদি বৃত্তান্তকথন, পুরুষনামনির্ব্বচন, সূর্য্যমণ্ডলের বিস্তারকথন, সূর্য্যের তেজোময় গোলোকত্বকথন, সূর্য্যকিরণজালে সমুদ্রতড়াগাদি হইতে জলাকর্ষণ, রশ্মির নামভেদ-কথন, কার্য্যভেদনিরূপণ, মরীচি বৃহস্পতি প্রভৃতির জন্মবৃত্তান্ত, সংজ্ঞার গর্ভে সূর্য্যের পুত্রোৎপাদন, বিজয়সপ্তমীব্রত, সৌম্য-সপ্তমীব্রত ও কামদসপ্তমীব্রতবিধি, পরিজয়বিধি, জয়ন্তবিধি, জয়বিধি, ৮৬-৯৬ উদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত আদিত্যাভিমুখে স্থিতিবিধান, আদিত্যহৃদয়পাঠবিধি, রহস্যবিধি, মহাশ্বেতাবার-বিধি, সূর্য্যগৃহে দীপদানাদিবিধি, পুরাণপাঠবিধি, কার্ত্তিকেয়-ব্রহ্মসংবাদে ধনপালনামক বৈশ্যের উপাখ্যান, সূর্য্যপ্রদক্ষিণ-মাহাত্ম্য, জয়াসপ্তমীব্রতবিধান, জয়ন্তীসপ্তমীব্রতবিধান, অপরা-জিতাসপ্তমীব্রতবিধি, মহাবিজয়াসপ্তমীব্রতবিধান, নন্দাকল্পকথন, ৯৭-১০৭ ভদ্রাকল্পকথন, প্রতিপদাদি তিথির দেবতাবিশেষে প্রিয়ত্বকথন, তত্তদ্দিনে তত্তদ্দেবতার পূজাফল, নক্ষত্রবিশেষে দেবতাবিশেষের পূজাফল, সূর্য্যগৃহমাহাত্ম্যকীর্ত্তন, কামদা-সপ্তমীবিধান, পাপনাশিনীসপ্তমীবিধান, ভানুপদদ্বয়ব্রতবিধান, সর্ব্বাবাপ্তিসপ্তমীব্রতবিধি, মার্ত্তণ্ডসপ্তমীব্রতবিধি, অভ্যঙ্গসপ্তমী ব্রতবিধি, অনন্তসপ্তমীব্রতবিধি, বিজয়সপ্তমীব্রতবিধি, ১০৮-১১৭ সূর্য্যপ্রতিমানির্ম্মাণাদিফলকথন, ঘৃতাদি দ্বারা সূর্য্যপ্রতিমাস্নপন-ফল, গৌতমীকৌশল্যাসংবাদ, আদিত্যবারমাহাত্ম্যকথন, সত্রা-জিৎ নৃপতির উপাখ্যান, উপলেপনমাহাত্ম্যকথন, পুস্তকপাঠ শ্রবণাদিফলকীর্ত্তন, দীপদানকথাপ্রসঙ্গে ভদ্রোপাখ্যানকথন, ব্রহ্মা-বিষ্ণুসংবাদে সূর্য্যমাহাত্ম্যকীর্ত্তন, ভবিষ্যপুরাণবিবরণ, ১১৮-১২৭ দেবগণকৃত সূর্য্যস্তোত্র, দেবগণের প্রার্থনায় বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক সূর্য্যতেজঃশাতন, সূর্য্যের পরিজনাদিকীর্ত্তন, প্রবরকথন, পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্বনিরূপণ, অন্তরীক্ষলোকবর্ণন, ব্যোমমাহাত্ম্য-বর্ণন, সুমেরুসংস্থানাদিকীর্ত্তন, শাম্বকৃত সূর্য্যারাধন, সূর্য্যস্তবরাজ-কীর্ত্তন, শাম্বকৃত সূর্য্যপ্রাসাদলক্ষণ, ১২৮-১৩৭ সূর্য্যের সাতটী বিভিন্ন প্রকারের প্রতিমানির্ম্মাণকথন, দারুপরীক্ষাদিনিরূপণ, প্রতিমালক্ষণকীর্ত্তন, অধিবাসবিধান, মণ্ডলবিধি, প্রতিষ্ঠিতমূর্ত্তির স্নানাদিবিধান, ধ্বজারোপণবিধি, গৌরমুখশাম্বসংবাদে ধ্বজাঙ্ক-মুনির উপাখ্যান, ভোজকগণের উৎপত্তিকথন, অভ্যঙ্গাদি-বিধান, ১৩৮-১৫৯ ঋতুবিশেষে দেবতাগণের সূর্য্যরথাবস্থাননিরূ-পণ, সূর্য্যপূজকগণের নির্ম্মোকধারণে ফলাধিক্য, অব্যঙ্গোৎপত্তি-কথন, ধূপবিধি, বাসুদেবের সম্মুখে কংস কর্ত্তৃক ভোজক-জ্ঞানস্বরূপবর্ণন, ভোজ্যার্হ ব্রাহ্মণনিরূপণ, সূর্য্যের প্রিয়োপাসক-লক্ষণ, সুদর্শনচক্রাগমবিবরণ, সূর্য্যমন্ত্রদীক্ষাবিধান, পুরাণেতিহাস-শ্রবণাদিবিধি, পাঠপ্রকারকীর্ত্তন, আদিত্যমাহাত্ম্যশ্রবণবিধি।

বিষ্ণুপর্ব্বে পূর্ব্বভাগে—১৫১ অষ্টমীকল্পে শিবমাহাত্ম্য, ১৫২ প্রতিষ্ঠাবিধান, ১৫৩ লিঙ্গপ্রতিষ্ঠাবিধান, ১৫৪ মহাদেবমাহাত্ম্য, ১৫৫ লিঙ্গপ্রতিষ্ঠাবিধি, ১৫৬ লিঙ্গলক্ষণ, ১৫৭ লিঙ্গার্চ্চনবিধি, ১৫৮-১৭১ লিঙ্গপ্রতিষ্ঠাসমাপ্তি, ১৭২-১৭৯ বিষ্ণু ও সনৎকুমার

সংবাদ, ১৮০ অষ্টকাষ্টমী, ১৮১ দাম্পত্যপূজন, ১৮২-১৮৩ বিষ্ণুসনৎকুমারসংবাদ, ১৮৪ বিষ্ণুকৃতস্তব, ১৮৫ শতরুদ্রীয়, ১৮৬ মহাদেবমাহাত্ম্য, ১৮৭ মহাদেবের রথযাত্রা, ১৮৮ মহাদেবরূপব্রত, ১৮৯ মহাব্রত, ১৯০-১৯৩ মহাব্রতবিধি, ১৯৪ পুষ্পাধ্যায়, ১৯৫-১৯৬ মহাষ্টমী, ১৯৭ জয়ন্তাষ্টমী, ১৯৮-২০২ গৌরীমাহাত্ম্য, ২০৩-২০৪ গৌরীবিবাহ, ২০৫-২০৬ চিত্রসেনকৃত স্তব, ২০৭-২১০ ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্তবিধি, ২১১-২১৩ ব্রহ্মহত্যা-প্রায়শ্চিত্ত, ২১৪ সুরাপান-প্রায়শ্চিত্তবিধি, ২১৫-২১৮ নবমীকল্পে দুর্গামাহাত্ম্য, ২১৯ ভগবতীস্তোত্র, ২২০-২২১ চণ্ডিকারাধন, ২২২ চণ্ডিকাস্তব, ২২৩-২২৪ দুর্গাস্নানফল, ২২৫-২৩০ দুর্গামাহাত্ম্য, ২৩১ দুর্গামাহাত্ম্যে উত্তমনবমী, ২৩২ ভগবতীনবমী, ২৩৩ রথনবমী, ২৩৪ বিষ্ণুকৃত ভগবতীর স্তব, ২৩৫-২৩৭ মহানবমী, ২৩৮-২৪০ সর্ব্বমঙ্গলার্চ্চনবিধি, ২৪১ মন্ত্রোদ্ধার, ২৪২-২৪৭ ভগবতীযজ্ঞ, ২৪৮-২৪৯ সিদ্ধাধ্যায়, ২৫০ রুরুবধ, ২৫১-২৫২ কৌজম্ভিবধ, ২৫৩ কুম্ভাম্বুকুম্ভবধ, ২৫৪ নিকুম্ভবধ, ২৫৫ কুম্ভবাহবধ, ২৫৬ সুকুম্ভবধ, ২৫৭-২৫৮ ঘণ্টাকর্ণবধ, ২৫৯ রুদ্রধর্ম্মবধ, ২৬০ মেঘনাদবধ, ২৬১ জম্ভাসুরবধ, ২৬২ রুরু উপাখ্যান, ২৬৩ রুরুবধ, ২৬৪ মঙ্গলবিধি, ২৬৫-২৬৭ মাতৃমণ্ডলবিধান, ২৬৮ দেবীর নামবিধান, ২৬৯ রথযাত্রা, ২৭০ দুর্গাযাত্রাসমাপ্তি, ২৭১-২৭৩ মন্ত্রোদ্ধার, ২৭৪-২৭৫ আনন্দনবমীকল্প, ২৭৬ নন্দিনীনবমী, ২৭৬ নন্দানবমী, ২৭৮ নন্দাকল্প, ২৭৯ নন্দিনীপ্রতিষ্ঠা, ২৮০ মহানবমীকল্পসমাপ্তি, ২৮১ প্রতিষ্ঠাতন্ত্রে ভূমিপরীক্ষা, ২৮৩ প্রাসাদলক্ষণ, ২৮৩ শিলালক্ষণ, ২৮৪ ব্রহ্মণ্যার্চ্চালক্ষণ, ২৮৫ প্রতিমালক্ষণ, ২৮৬ প্রতিষ্ঠামন্ত্রে অধিবাসবিধি, ২৮৭ নবমীকল্পসমাপ্তি।

মধ্যতন্ত্রে উপরিভাগে—১ সূতঋষিসংবাদে উপরিভাগপ্রসঙ্গ, ২-৩ পাতালবর্ণনা, ৪ জ্যোতিশ্চক্র, ৫-৬ গুরুমাহাত্ম্যকথন, ৭ পুস্তকাদি মানলক্ষণ, ৮-৯ যূপনিয়ম, ১০-১৭ প্রতিমালক্ষণ, ১৮ ষোড়শোপচারবিধি, ১৯ অগ্নিনাম, ২০ দ্রব্যপরিমাণ, ২১ দ্রব্যনির্ণয়, ২২-২৪ মণ্ডলকথন, ২৫ মণ্ডলাধ্যায়কথন।

মধ্যতন্ত্রে দ্বিতীয় ভাগে—১ মূল্যকথন, ২-৫ তিথিখণ্ড, ৬ ব্রতাদিকথন, ৭ প্রবরকথন, ৮ বাস্তুনির্ণয়, ৯-১০ অর্ঘ্যদানবিধি, ১১-২২ মধ্যপ্রতিষ্ঠাবিধি, ২৩ ক্ষুদ্রারামপ্রতিষ্ঠাবিধি, ২৪-২৫ অশ্বত্থপ্রতিষ্ঠাবিধি, ২৬ বটপ্রতিষ্ঠাবিধি।

তৃতীয় ভাগে—১-৫ পুষ্পারামপ্রতিষ্ঠাবিধি, ৬-৭ সেতুপ্রতিষ্ঠাবিধি, ৮-১১ গ্রহহোমবিধি, ১২-১৪ প্রতিষ্ঠাবিধি, ১৫-১৬ মহালক্ষ্মীব্রতপ্রতিষ্ঠাবিধি, ১৭ একাদশীব্রতপ্রতিষ্ঠাবিধি, ১৮ পবিত্রবিধান, ১৯ ধ্বজারোপণ, ২০ কুম্ভদানবিধি, ২১-২২ প্রাসাদপ্রতিষ্ঠাবিধি।

চতুর্থ ভাগে—১ দানবিধি, ২-৭ ধেনুদানবিধি, ৯-১০ প্রায়শ্চিত্তবিধি, ১১ সুরাপানপ্রায়শ্চিত্ত।

৩ ভবিষ্য।

প্রথম ভাগে—১ সূতের সহিত ঋষিগণের সংবাদে উত্তরবিভাগপ্রতিজ্ঞাদিকথন, গার্হস্থ্যাশ্রমপ্রশংসা, ২ ধর্ম্মমাহাত্ম্যকথন, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিভেদে দ্বিবিধ কর্ম্মনিরূপণ, নিবৃত্তিপ্রশংসা, শমদমাদি ষোড়শবিধ গুণনিরূপণ, ব্রাহ্মণগণের গুণনিরূপণ, রুদ্র হইতে জগৎ সৃষ্টিপ্রক্রিয়াকথন, বিশেষরূপে সেশ্বরসাংখ্যের মতপ্রতিপাদন, রুদ্র হইতে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর উৎপত্তিকথন, যুগমন্বন্তরকালাদিনিরূপণ, ৩-৪ মহর্লোক ও তপোলোকাদির সংস্থানাদিনিরূপণ, সেই সেই স্থানের অধিবাসিকথন, ব্রহ্মলোকাদিবর্ণন, রুদ্রলোকবর্ণন, সপ্তপাতালবর্ণন, জম্বু এবং প্লক্ষ প্রভৃতি সপ্তদ্বীপের বর্ণন, জম্বুদ্বীপের সংস্থানাদিকথন, সেই স্থানের বর্ষ ও পর্ব্বতাদির স্থাননির্দ্দেশ, জ্যোতিশ্চক্রনিরূপণ, সূর্য্য ও চন্দ্রের শীঘ্রগামিত্বনিরূপণ, তাহাদিগের নীচোচ্চাদিকথন, ৫ ব্রাহ্মণপ্রশংসা, ব্রাহ্মণমুখে দেবপিতৃলোক প্রভৃতির ভোগকালকথন, ব্রাহ্মণকে দেখিয়া অভিবাদন না করিলে প্রত্যবায়কথন, মনুষ্যের মধ্যে তিনপ্রকার অধম লক্ষণকথন, দ্বিবিধ বিষমলক্ষণ, চতুর্ব্বিধ পশুলক্ষণ, ত্রিবিধ পাপলক্ষণ, ত্রিবিধ পাপিষ্ঠলক্ষণ, সপ্তবিধ নষ্টলক্ষণ, পঞ্চবিধ লক্ষণ, দ্বিবিধ রুষ্টলক্ষণ, ছয়প্রকার দুষ্টলক্ষণ, দ্বিবিধ পুষ্টলক্ষণ, অষ্টবিধকুষ্টলক্ষণ, দ্বিবিধ আনন্দলক্ষণ, দ্বিবিধ কাণলক্ষণ, সরণ্ডলক্ষণ, ত্রিকুষ্ঠলক্ষণ, চণ্ডচপলমলীমসাদির লক্ষণ, দণ্ড-পণ্ড-খলনীচ-বাচাল-কদর্য্য প্রভৃতির লক্ষণ ও ইহাদিগের অবান্তরভেদকথন, ৬-৭ গুরুনিরূপণ, দ্বাদশী ও অমাবস্যাতিথিতে দানবিধান, অপরপক্ষে তর্পণবিধি, পিতৃস্তোত্রকথন, জ্যেষ্ঠভ্রাতার পিতৃতুল্যত্বকথন, পুরাণশ্রবণফলকথন, তাহাদের ক্রমকথন, ধর্ম্মশাস্ত্র-আগম-তন্ত্র-জামল-ডামর-পারায়ণ প্রভৃতির অধিষ্ঠাতৃদেবতাকথন, মধুক্ষীর-যবক্ষীরাদির পরিভাষাকথন, রুদ্রের অগ্রে বাসুদেবের গুণকীর্ত্তনে ফলকথন, দুর্গাগ্রে বাসুদেবের গুণকীর্ত্তনে দোষকথন, পুস্তকাদি হরণের দোষকীর্ত্তন, পুরাণাদি লিখিবার নিয়মাদিকথন, অব্রাহ্মণের লিখিত পুস্তকের নিষ্ফলত্বকথন, লিপিকরণে দিঙ্-নিরূপণ ও নিষিদ্ধ দিনকথন, লিপিকরণবেতনগ্রহণাদিতে প্রত্যবায়কথন, পুস্তকপরিমাণাদিকথন, তাড়িত-অগুরু-ভূর্জ্জপত্রাদিবিধান, পুরাণপাঠে স্বরাদিবিধিকীর্ত্তন, শূদ্রের ধর্ম্মশাস্ত্রকথননিষেধ, পুরাণবাচকের ব্যাস-উপাধি, ৮-১২ অনধ্যায়কালনিরূপণ, ছাত্রলক্ষণ, অধ্যাপনা প্রকারকথন, ম্লেচ্ছোক্ত শাস্ত্রাদি পরিত্যাগের আবশ্যকতাকথন, কলিতে নিগমজ্যোতিষবেদ প্রভৃতির সংগ্রহে দোষকথন, অন্তর্বেদি-বহির্বেদি কর্ম্মনিরূপণ, দেবগৃহনির্ম্মাণাদির বিধিকথন, পুষ্করিণী ও দীর্ঘিকাদি পরিমাণকথন, প্রাসাদ,

পুষ্করিণী প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা না করার দোষকথন, পতিত দেবগৃহাদি সংস্করণের ফলকথন, জলাশয়দানাদি মাহাত্ম্যকীর্ত্তন, শিবলিঙ্গচালনাদি নিষেধকথন, পুষ্করিণীকরণযোগ্যস্থাননিরূপণ, জলাশয়প্রতিষ্ঠা করিয়া যূপাদি নিরূপণ, ভূমিশোধনাদি বিধিকীর্ত্তন, মুদ্গাদিসপ্তব্রীহিকথন, জলাশয়ও গৃহাদি আরম্ভে বাস্তবলিদানাদিকথন, বৃক্ষরোপণাদি বিধিকথন, নদীতীরে শ্মশানে এবং গৃহের দক্ষিণদিকে তুলসীবৃক্ষরোপণদোষকীর্ত্তন, অশ্বত্থ এবং অশোকবৃক্ষরোপণফলকথন, বৃক্ষচ্ছেদনের দোষকীর্ত্তন, উদ্ভিজ্জবিদ্যাকথন, বৃক্ষদিগের দোহদাদি কথন, ১৩-২০ কূপাদি প্রতিষ্ঠাবিধি, প্রতিমালক্ষণকথন, তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির পরিমাণকথনপূর্ব্বক নির্ম্মাণপ্রকারকীর্ত্তন, কুণ্ডনির্ম্মাণপ্রকারকথন, হোমবিশেষে হোমসংখ্যানিরূপণ, কুণ্ডসংস্কারবিধিকথন, হোমবিধিকথন, বহ্নিজিহ্বাকথন, হোমাবসানে পূজাবিধান, ষোড়শোপচারমন্ত্রকথন, হোমভেদে বহ্নিনামভেদকীর্ত্তন, হোমদ্রব্যপরিমাণকথন, ছিন্ন ভিন্ন বিল্বপত্র দ্বারা হোমকরণে দোষকথন, ২১-২২ প্রতিষ্ঠার বৃক্ষাদিনিরূপণ, স্রুক্স্রুবাদি নির্ম্মাণপ্রকারকথন, হোমসংখ্যা করিবার জন্ত গঙ্গামৃত্তিকা-গুটিকাদি বিধান, তাহার আসনাদি নিরূপণ, দেবতাভেদে মণ্ডলনির্ম্মাণপ্রকারকীর্ত্তন, বেদীনির্ম্মাণপ্রকারকথন, মণ্ডপনির্ম্মাণপ্রকারকথন, মণ্ডপের দ্বারাদিকরণবিধি, পদ্মাদিনির্ম্মাণপ্রকার, ক্রৌঞ্চপ্রাণনির্ম্মাণপ্রকারকীর্ত্তন, প্রাসাদে ময়ূর-বৃষভ-সিংহাদিমূর্ত্তি নির্ম্মাণের ফলশ্রুতিকথন, সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলাদি নির্ম্মাণপ্রকারকথন, রাজদ্রব্যপ্রমাণকীর্ত্তন, যজ্ঞের স্বর্ণদক্ষিণাদি পরিমাণকথন, দক্ষিণাদানের আবশ্যকতাকথন, পুরাণপাঠের দক্ষিণানিরূপণ।

দ্বিতীয় ভাগে—১-৪ শালগ্রামদানের দক্ষিণাকথন, পূর্ণপাত্র-পরিমাণাদিকথন, কুণ্ডাদিনির্ম্মাণবেতনাদি নিরূপণ, পুষ্করিণী প্রভৃতি খননের পরিমাণ ও বেতনাদিনিরূপণ, বস্ত্রনির্ম্মাণাদির বেতনকথন, নরবাহনাদির বেতনাদি নিরূপণ, শান্তিকলসাদি নিরূপণ, তাহাতে পঞ্চপল্লবাদি দানের আবশ্যকতাদিকথন, কলসস্থাপনের বিধিকীর্ত্তন, চন্দ্র-সূর্য্যাদির চতুর্ব্বিধ পরিমাণলক্ষণকথন, কর্ম্মবিশেষে মাসবিশেষের নিয়ম, মলমাসে প্রেতক্রিয়াবিধানকথন, সপিণ্ডনাদিবিধিকীর্ত্তন, শুক্রের উদয় ও অস্তকাল, যুদ্ধাদিকথন, দ্বিরাষাঢ়াদি নিরূপণ, ৫-১০ পূর্ব্বাহ্নে দৈবকার্য্যকর্ত্তব্যতা, মধ্যাহ্নে একোদ্দিষ্টাদিকর্ত্তব্যতা, খর্ব্বদর্পাদি ত্রিবিধ তিথিলক্ষণাদিকীর্ত্তন, শুক্ল কৃষ্ণতিথিব্যবস্থাকথন, যুগ্মাদিতিথিব্যবস্থাকথন, তিথির উপবাসব্যবস্থাকথন, অম্বুঘটশ্রাদ্ধবিধি, ভার্য্যাপুত্ররহিতের যজ্ঞানুষ্ঠানাদিতে অনধিকারকথন, কার্ত্তিকমাসাদিতে স্নানদানাদির ফলশ্রুতিকথন, অশূন্যশয়নব্রতবিধান, শ্রাবণপঞ্চমীতে মনসাপূজা, ভাদ্রমাসে ষষ্ঠীপূজা ও জন্মাষ্টমীব্যবস্থা, দশহরাকথন, একাদশীর উপবাসকথন, বিষ্ণুশৃঙ্খলাদিনিরূপণ, শক্রোত্থানবিধি, রটন্তীচতুর্দ্দশী, শিবচতুর্দ্দশী, চৈত্রাদিপূর্ণিমাতে স্নানদানাদির ফলশ্রুতিকথন, ১১-১৭ কাশ্যপ, গৌতম, মৌদ্গল্য, শাণ্ডিল্য প্রভৃতি গোত্রের প্রবরকীর্ত্তন, বাস্তুযাগবিধানকথন, মণ্ডলনির্ম্মাণাদিকথন, বাস্তুযাগে কথিত সমস্ত দেবতাগণের ধ্যানাদিকথন, তাহাদিগের পূজাবিধিকথন, অর্ঘ্যদানবিধান, গৃহাগ্নিবিধিকীর্ত্তন, হোমবিধানকথন, বহ্নিজিহ্বার ধ্যানকথন, দেবাদিপ্রতিষ্ঠার পূর্ব্বদিনে অধিবাসনবিধিকথন, হোতৃ-আচার্য্যাদি বরণবিধিকীর্ত্তন, সর্ব্বত্র যজ্ঞাদিতে সঙ্কল্পের আবশ্যকতানিরূপণ, সঙ্কল্পবিধিকথন, প্রতিষ্ঠাদির মাসতিথিনক্ষত্রবারাদিনিরূপণ, মণ্ডপবেদী প্রভৃতি নির্ম্মাণপ্রকারকথন, জলাশয়প্রতিষ্ঠাদিবৃদ্ধিশ্রাদ্ধ-কর্ত্তব্যতাকীর্ত্তন, জলাশয়প্রতিষ্ঠাবিধানকথন।

তৃতীয় বিভাগে—১-১১ আরামাদি প্রতিষ্ঠাবিধিকীর্ত্তন, গোপ্রচারবিধানকথন, অনাথমণ্ডপদানবিধিকথন, প্রপাদানবিধিকথন, ক্ষুদ্রারামপ্রতিষ্ঠাবিধিকথন, অশ্বত্থবৃক্ষপ্রতিষ্ঠাবিধিকথন, পুষ্করিণীপ্রতিষ্ঠাপ্রয়োগকথন, বটস্নানবিধিকথন, বিল্বপ্রতিষ্ঠাবিধিকথন, শিলাদারুময়াদিমণ্ডপপ্রতিষ্ঠাবিধি, পুষ্পারামপ্রতিষ্ঠাবিধি, তুলসীপ্রতিষ্ঠাবিধিকথন, সেতুপ্রতিষ্ঠাবিধিকথন, ভূমিদানবিধিকথন, সামান্যপ্রকারে অধিবাসনবিধিকথন, দুর্নিমিত্তনিরূপণ, উত্তরবিভাগের অনুক্রম।

৪ ভবিষ্যোত্তর।

১ ব্যাসাগমন, ২ ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তি, ৩ বৈষ্ণবীমায়াকথন, ৪ সংসারদোষখ্যাপন, ৫ পাপোৎপাদক কর্ম্মভেদকথন, ৬ শুভাশুভকর্ম্মফলনির্দ্দেশ, ৭ শকটব্রতকথন, ৮ তিলকব্রতকথা, ৯ কোকিলব্রত, ১০ বৃহত্তপোব্রত, ১১ নরব্রত, ১২ পঞ্চাগ্নিসাধন, রম্ভাতৃতীয়াব্রতকথা, ১৩ গোষ্পদতৃতীয়াব্রত, ১৪ হরিকালা-ব্রত (হরিতালী বা হরিকালী), ১৫ ললিতাতৃতীয়াব্রত, ১৬ অবিয়োগতৃতীয়াব্রত, ১৭ উমামহেশ্বরব্রত, ১৮ রম্ভাতৃতীয়াব্রত, ১৯ সৌভাগ্যাষ্টকতৃতীয়াব্রত, ২০ অনন্ততৃতীয়াব্রত, ২১ রসকল্যাণিনীব্রত, ২২ আর্দ্রানন্দকরীব্রত, ২৩ চৈত্রভাদ্রপদমাঘতৃতীয়াব্রত, ২৪ অনন্ততৃতীয়াব্রত, ২৫ অক্ষয়তৃতীয়াব্রত, ২৬ অঙ্গারকচতুর্থীব্রত, ২৭ বিনায়কস্নপনচতুর্থীব্রত, ২৯ নাগশান্তিব্রত, ৩০ সারস্বতব্রত, ৩১ পঞ্চমীব্রত, ৩২ শ্রীপঞ্চমীব্রত, ৩৩ অশোকষষ্ঠীব্রত, ৩৪ ফলষষ্ঠীব্রত, ৩৫ মন্দারষষ্ঠীব্রত, ৩৬ ললিতাষষ্ঠীব্রত, ৩৭ কার্ত্তিকেয়-ষষ্ঠীব্রত, তৎপ্রসঙ্গে স্কন্দপুরাণীয় কপিলাষষ্ঠীব্রতকথা, ৩৮ মহাতপঃসপ্তমীব্রত, ৩৯ বিজয়াসপ্তমীব্রত, ৪০ আদিত্যমণ্ডপবিধি, ৪১ ত্রয়োদশবর্জ্যাসপ্তমীব্রত, ৪২ কুক্কুটীমর্কটীব্রত, ৪৩ উভয়সপ্তমীব্রত, ৪৪ কল্যাণসপ্তমীব্রত, ৪৫ সপ্তমীব্রত, ৪৬ কমলাসপ্তমীব্রত, ৪৭ শুভসপ্তমীব্রত, ৪৮ আদিত্যস্নপনসপ্তমীব্রত,

৪৯ অচলাসপ্তমীব্রত, ৫০ উমাসপ্তমীব্রত, তৎপ্রসঙ্গে সূর্য্যপুরাণান্তর্গত পুত্রকামকৃষ্ণপঞ্চমীব্রত, ৫১ সোমাষ্টমীব্রত, ৫২ দূর্ব্বাষ্টমী ব্রত, ৫৩ কৃষ্ণাষ্টমীব্রত, ৫৪ বুধাষ্টমীব্রত, ৫৫ অনঘাষ্টমীব্রত, ৫৬ সোমাষ্টমীব্রত, ৫৭ শ্রীবৃক্ষনবমীব্রত, ৫৮ ধ্বজনবমীব্রত, ৫৯ উল্কানবমীব্রত, ৬০ দশাবতারদশমীব্রত, ৬১ আশাদশমীব্রত, ৬২ তারকদ্বাদশীব্রত, ৬৩ অরণ্যদ্বাদশীব্রত, ৬৪ রোহিণীচন্দ্রব্রত, হরিহরহরিণ্যপ্রভাকরাদির অবিয়োগব্রত, ৬৬ গোবৎসদ্বাদশীব্রত, ৬৭ দ্বাদশজনোত্থাপন, দ্বাদশীব্রত, ৬৮ নীরাজনদ্বাদশীব্রত, ৬৯ ভীমপঞ্চকব্রত, ৭০ মল্লদ্বাদশীব্রত, ৭১ ভীমদ্বাদশীব্রত, ৭২ বণিকব্রত, ৭৩ শ্রবণদ্বাদশীব্রত, ৭৪ সম্প্রাপ্তিদ্বাদশীব্রত, ৭৫ গোবিন্দদ্বাদশীব্রত, ৭৬ অখণ্ডদ্বাদশীব্রত, ৭৭ মনোরথ-দ্বাদশীব্রত, ৭৮ তিলদ্বাদশীব্রত, ৭৯ সুকৃতদ্বাদশীব্রত, ৮০ ধরণীব্রত, ৮১ বিশোকদ্বাদশীব্রত, ধেনুবিধান, ৮২ বিভূতিদ্বাদশীব্রত, ৮৩ অনঙ্গদ্বাদশীব্রত, ৮৪ অঙ্গপাদব্রত, ৮৫ শ্বেতমন্দারনিম্বার্ককরবীরার্কব্রত, ৮৬ যমাদর্শনত্রয়োদশীব্রত, ৮৭ অনঙ্গত্রয়োদশীব্রত, ৮৮ পালীব্রত, ৮৯ রম্ভাব্রত, ৯০ আনন্দচতুর্দ্দশীব্রত, ৯১ শ্রবণিকাব্রত, ৯২ চতুদশ্যষ্টমীনক্তব্রত, ৯৩ শিবচতুর্দ্দশীব্রত, ৯৪ সর্ব্বফলত্যাগচতুর্দ্দশীব্রত, ৯৫ জয়পূর্ণিমাব্রত, ৯৬ বৈশাখী কার্ত্তিকী মাঘী (পূর্ণিমা) ব্রত, ৯৭ যুগাদিতিথিমাহাত্ম্য, ৯৮ সাবিত্রীব্রত, ৯৯ কার্ত্তিকে কৃত্তিকাব্রত, ১০০ পূর্ণমনোরথব্রত, ১০১ অশোকপূর্ণিমাব্রত, ১০২ অনন্তফলব্রত, ১০৩ সাম্ভরায়ণীব্রত, ১০৪ নক্ষত্রপুরুষব্রত, ১০৫ শিবনক্ষত্রপুরুষব্রত, ১০৬ সম্পূর্ণব্রত, ১০৭ কামদানবেশ্যাব্রত, ১০৮ গ্রহনক্ষত্রব্রত, ১০৯ শনৈশ্চরব্রত, ১১০ আদিত্যদিননক্তবিধি, ১১১ সংক্রান্ত্যুদ্যাপনব্রত, ১১২ বিষ্টিব্রত, ১১৩ অগস্ত্যার্ঘ্যবিধিব্রত, ১১৪ অভিনবচন্দ্রার্ঘ্যবিধি, ১১৫ শুক্রবৃহস্পত্যর্ঘ্য, ১১৬ ব্রতপঞ্চাশীতি, ১১৭ মাঘস্নানবিধি, ১১৮ নিত্যস্নানবিধি, ১১৯ রুদ্রস্নানবিধি, ১২০ চন্দ্রাদিত্যগ্রহণস্নানবিধি, ১২১ অনশনব্রতবিধি, ১২২ বাপীকূপতড়াগোৎসর্গব্রতবিধি, ১২৩ বৃক্ষোদ্যাপনবিধি, ১২৪ দেবপূজাফল, ১২৫ দীপদানবিধি, ১২৬ বৃষোৎসর্গবিধি, ১২৭ ফাল্গুনোৎসববিধি, ১২৮ আন্দোলকবিধি, ১২৯ দমনকান্দোলকরথযাত্রোৎসববিধি, ১৩০ মদনমহোৎসব, ১৩১ ভূতমাতোৎসব, ১৩২ শ্রাবণীপূর্ণিমায় রক্ষাবন্ধবিধি, ১৩৩ মহানবম্যুৎসববিধি, ১৩৪ মহেন্দ্রমহোৎসব, ১৩৫ কৌমোদকীনির্ণয়, ১৩৬ দীপোৎসববিধি, ১৩৭ লক্ষহোমবিধি, ১৩৮ কোটিহোমবিধি, ১৩৯ মহাশান্তিবিধি, ১৪০ গণনামশান্তিক, ১৪১ নক্ষত্রহোমবিধিপ্রসঙ্গে, ব্রহ্মপুরাণান্তর্গত অপরাধশতব্রত ও গরুড়পুরাণীয় বিষ্ণুসংবাদে কাঞ্চনব্রতকথা, ১৪২ কন্যাপ্রদান, ১৪৩ ব্রাহ্মণাবিধিশুশ্রূষা, ১৪৪ বৃষদানবিধি, ১৪৫ প্রত্যক্ষধেনুদানবিধি, ১৪৬ তিলধেনুদানবিধি, ১৪৭ জলধেনুবিধি, ১৪৮ ঘৃতধেনুবিধি, ১৪৯ লবণধেনুবিধি, ১৫০ সুবর্ণধেনুবিধি, ১৫১ রত্নধেনুবিধি, ১৫২ উভয়মুখীধেনুবিধি, প্রসঙ্গক্রমে আদিবরাহপুরাণোক্ত কপিলাদানমাহাত্ম্যকথা, ১৫৩ মহিষীদানবিধি, ১৫৪ অবিদানবিধি, ১৫৫ ভূমিদানমাহাত্ম্য, ১৫৬ পৃথিবীদানমাহাত্ম্য, ১৫৭ হলপঙ্ক্তিদানবিধি, ১৫৮ অপাকদানবিধি, বিষ্ণুপূজা, রুদ্রপ্রার্থনা, মন্ত্র, স্কন্দপুরাণোক্ত অর্দ্ধোদয়ব্রতকথা ও বরাহপুরাণোক্ত অর্দ্ধোদয়, পিতৃস্তব, ১৫৯ শুক্লাষ্টমীব্রত প্রসঙ্গক্রমে স্কন্দপুরাণীয় শিবরাত্রিব্রতকথা, ১৬০-১৬১ উমামহেশ্বরসংবাদে শিবরাত্রিব্রতোদ্যাপনবিধি, তৎপ্রসঙ্গে শ্রীসিদ্ধরূপনিবন্ধের দানখণ্ডোক্ত বৃহস্পতিসংবাদে চন্দ্রসহস্রোদ্যাপনবিধি, তথা বৃহস্পতি-বশিষ্ঠ-সংবাদে ভীমরথীব্রত ও স্কন্দপুরাণীয় সিদ্ধিবিনায়কপূজনবিধি, ১৬২ ভৌমস্তুতি, ১৬৩ গৃহদানবিধি, ১৬৪ অন্নদানমাহাত্ম্য, ১৬৫ স্থালীদানবিধি, ১৬৬ দাসীদানবিধি, ১৬৭ প্রপাদানবিধি, ১৬৮ অগ্নিকাষ্টিকা-দানবিধি, ১৬৯ বিদ্যাদানবিধি, ১৭০ তুলাপুরুষদানবিধি, ১৭১ হিরণ্যগর্ভ-দানবিধি, ১৭২ ব্রহ্মাণ্ডদানবিধি, ১৭৩ কল্পবৃক্ষদান, ১৭৪ কল্পলতাদান, ১৭৫ গজরথাশ্বদানবিধি, ১৭৬ কালপুরুষদানবিধি, ১৭৭ সপ্তসাগরদানবিধি, ১৭৮ মহাভূতঘটদানবিধি, ১৭৯ শয্যাদানবিধি, ১৮০ আত্মপ্রকৃতিদানবিধি, ১৮১ হিরণ্যাশ্বদানবিধি, ১৮২ হিরণ্যরথদানবিধি, ১৮৩ কৃষ্ণাজিনদানবিধি, ১৮৪ বিশ্বচক্রদানবিধি, ১৮৫ হেমহস্তিরথিদানবিধি, ১৮৬ ভুবনদানপ্রতিষ্ঠাবিধি, ১৮৭ নক্ষত্রবিশেষে দ্রব্যবিশেষ-দানবিধি, ১৮৮ তিথিবিশেষে দ্রব্যবিশেষদানবিধি, ১৮৯ বরাহদানবিধি, ১৯০ ধান্যপর্ব্বতদানবিধি, ১৯১ লবণপর্ব্বত-দানবিধি, ১৯২ গুড়াচলদানবিধি, ১৯৩ হেমপর্ব্বতদানবিধি, ১৯৪ তিলাচলদানবিধি, ১৯৫ কার্পাসাচলদানবিধি, ১৯৬ ঘৃতাচলদানবিধি, ১৯৭ রত্নাচলদানবিধি, ১৯৮ রৌপ্যাচলদানবিধি, ১৯৯ শর্করাচলদানবিধি।[১]

(১) গ্রন্থান্তরে ১০ করবীরব্রত, ১১ অশ্রোপচার-প্রতিপদব্রত, ১২ অশূন্যশয়নদ্বিতীয়াব্রত, ১৩ গোপদত্রিরাত্রব্রত, ২০ রসকল্যাণীতৃতীয়াব্রত, ২১ রসকল্যাণীব্রত, ২২ আনন্দকতৃতীয়াব্রত, ৩৩ বিশোকষষ্ঠীব্রত, ৩৪ ষষ্ঠীব্রত, ৩৮ শাণ্ডিল্যসপ্তমীব্রত, ৪১ অভীষ্টসপ্তমীব্রত, ৪৫ শর্করাসপ্তমীব্রত, ৫১ জন্মাষ্টমীব্রত, ৮১ অনন্তচতুর্দ্দশীব্রত, ৯০ সাম্ভরায়ণীব্রত, (?) ৯৬ ভদ্রাব্রত, ৯৮ ভার্গবার্ঘ্যবিধি, ১১০ ভূতমালোৎসর্গবিধি, ১১৪ হোমবিধি, ১৩৮ পর ক্ষীরধেনুদানবিধি, দধিধেনুদানবিধি, মধুধেনুদানবিধি, ১৪৮এর পর ফলধেনুদানবিধি, নবনীতধেনুদানবিধি, রসধেনুদানবিধি, ১৪৯ পর কৃষ্ণগোদানবিধি, গোসহস্রদানবিধি, বৃষদানবিধি, ১৫২ পর অশ্বদানবিধি, অশ্বদানবিধি, কর্ত্তব্যনির্ণয়, প্রেতত্বপরিহারক-দানবিধি, শ্রাদ্ধতত্ত্বনির্ণয়, শ্রাদ্ধবিধি, ব্রাহ্মবিবাহাদি লক্ষণ, ১৫৪ পর বিশ্বচক্রদানবিধি, ১৮৫ অধ্যায়ের পর বর্ত্তমানগ্রন্থের ১৭১ অধ্যায়ের সহিত আদর্শগ্রন্থের ১৯৯ অধ্যায়গত শর্করাচলদানমাহাত্ম্যপর্য্যন্ত বিষয়গত মিল আছে।

ভবিষ্যপুরাণের যে চারিপ্রকার পুথির সন্ধান হইয়াছে তাহার বিষয়সূচী দেওয়া হইল। কিন্তু কথা এই এতন্মধ্যে কোন্ খানিকে আমরা আদি ভবিষ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

মৎস্যপুরাণের মতে—

"যত্রাধিকৃত্য মাহাত্ম্যমাদিত্যস্য চতুর্মুখঃ।
অঘোরকল্পবৃত্তান্তপ্রসঙ্গেন জগৎস্থিতম্॥
মনবে কথয়ামাস ভূতগ্রামস্য লক্ষণম্।
চতুর্দ্দশ সহস্রাণি তথা পঞ্চশতানি চ॥
ভবিষ্যচরিতপ্রায়ং ভবিষ্যং তদিহোচ্যতে।"

যে গ্রন্থে চতুর্মুখ ব্রহ্মা সূর্য্যের মাহাত্ম্যবর্ণন করিয়া অঘোর-কল্পবৃত্তান্তপ্রসঙ্গে জগতের স্থিতি ও ভূতগ্রামের লক্ষণবর্ণন করিয়াছেন, যাহাতে অধিকাংশই ভবিষ্যচরিত বর্ণিত ও ১৪৫০০ শ্লোকসমন্বিত, তাহাই ভবিষ্যপুরাণ বলিয়া খ্যাত।

শৈবউত্তরখণ্ডের মতে—"ভবিষোক্তের্ভবিষ্যকম্" অর্থাৎ ভবিষ্যোক্তি বর্ণিত থাকায় ভবিষ্যপুরাণ নাম হইয়াছে।

নারদপুরাণে ও এইরূপ ভবিষ্যানুক্রমণিকা পাওয়া যায়—

"অথাত সংপ্রবক্ষ্যামি পুরণাং সর্ব্বসিদ্ধিদম্।
ভবিষ্যং ভবতঃ সর্ব্বলোকাভীষ্টপ্রদায়কম্॥
যত্রাহং সর্ব্বদেবানামাদিকর্ত্তা সমুদ্যতঃ।
সৃষ্ট্যর্থং তত্র সঞ্জাতো মনুঃ স্বায়ম্ভুবঃ পুরা॥
স মাং প্রণম্য পপ্রচ্ছ ধর্ম্মং সর্ব্বার্থসাধকম্।
অহং তস্মৈ তদা প্রীতঃ প্রোবাচ ধর্ম্মসংহিতাম্॥
পুরাণানাং যদা ব্যাসো ব্যাসঞ্চক্রে মহামতিঃ।
তদা তাং সংহিতাং সর্ব্বাং পঞ্চধা ব্যভজন্ মুনিঃ॥
অঘোরকল্পবৃত্তান্তনানাশ্চর্য্যকথাচিতাম্।
তত্রাদিমং স্মৃতং পর্ব্ব ব্রাহ্মং যত্রাস্ত্যপক্রমঃ।
সূতশৌনকসংবাদে পুরাণপ্রশ্নসংক্রমঃ॥
আদিত্যচরিতং প্রায়ঃ সর্ব্বাখ্যানসমাচিতং॥
সৃষ্ট্যাদিলক্ষণোপেতঃ শাস্ত্রসর্ব্বস্বরূপকঃ।
পুস্তলেখকলেখ্যানাং লক্ষণঞ্চ ততঃ পরম্॥
সংস্কারাণাঞ্চ সর্ব্বেষাং লক্ষণঞ্চাত্র কীর্ত্তিতম্।
পক্ষত্যাদিতিথীনাঞ্চ কল্পাঃ সপ্ত চ কীর্ত্তিতাঃ॥
অষ্টম্যাদ্যা শেষকল্পা বৈষ্ণবে পর্ব্বণি স্থিতাঃ।
শৈবে চ কামতো ভিন্নাঃ সৌরে চান্ত্যকথাচয়ঃ॥
প্রতিস্বর্গাহ্বয়ং পশ্চান্নানাখ্যানসমাচিতম্।
পুরাণস্যোপসংহারসহিতং পর্ব্বপঞ্চমম্॥
এষু পঞ্চসু পূর্ব্বস্মিন্ ব্রহ্মণঃ মহিমাধিকঃ।
ধর্ম্মে কামে চ মোক্ষে তু বিষ্ণোশ্চাপি শিবস্য চ।
দ্বিতীয়ে চ তৃতীয়ে চ সৌর্য্যো বর্গচতুষ্টয়ে॥
প্রতিসর্গাহ্বয়ং ত্বন্ত্যং প্রোক্তং সর্ব্বকথাচিতম্।
সত্তবিষ্যং বিনির্দ্দিষ্টং পর্ব্বব্যাসেন ধীমতা॥
চতুর্দ্দশসহস্রংতু পুরাণং পরিকীর্ত্তিতম্।
ভবিষ্যং সর্ব্বদেবানাং সাম্যং যত্র প্রকীর্ত্তিতম্॥
গুণানাং তারতম্যেন সমং ব্রহ্মেতি হি শ্রুতিঃ॥"

অনন্তর সর্ব্বাভীষ্ট ও সর্ব্বসিদ্ধিদায়ক ভবিষ্যপুরাণ তোমার নিকট বলিতেছি, যে পুরাণে আমি ব্রহ্মা সর্ব্বদেবের আদি বলিয়া উক্ত হইয়াছি। পুরাকালে স্বায়ম্ভুব মনু সৃষ্টির নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আমাকে প্রণাম করিয়া আমার নিকট সর্ব্বার্থসাধক ধর্ম্মজিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তৎকালে আমি প্রীত হইয়া তাহার নিকট ধর্ম্মসংহিতা বলিয়াছিলাম। মহামতি ব্যাসদেব যে সমস্ত পুরাণসমূহের বিভাগ করেন, ঐ সময় মদুক্ত সেই সংহিতা সকল পঞ্চপ্রকারে বিভক্ত করিয়াছিলেন। ইহাতে নানাবিধ আশ্চর্য্য কথাযুক্ত অঘোরকল্পের বৃত্তান্ত আছে।

ইহার আদিতে ব্রাহ্মপর্ব্ব, এই পর্ব্বেই ইহার উপক্রম। ইহার প্রথমে সূত ও শৌনকসংবাদে পুরাণপ্রশ্ন, সর্ব্বাখ্যানযুক্ত আদিত্যচরিত, সৃষ্টি প্রভৃতির লক্ষণযুক্ত শাস্ত্রস্বরূপ, পুস্তকলেখক ও লেখ্যের লক্ষণ, সংস্কার সমুদায়ের লক্ষণ, প্রতিপদাদি তিথিগণের সপ্তকল্প পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে।

বৈষ্ণবপর্ব্বে অষ্টমী প্রভৃতি শেষকল্প, শৈবপর্ব্বে কামানুসারে বিভিন্নতা, সৌরপর্ব্বে অন্তকথাসমূহ এবং পুরাণের উপসংহারসহ প্রতিসর্গপর্ব্বে নানাখ্যান, এইরূপে পঞ্চপর্ব্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় বিষ্ণুপর্ব্বে ধর্ম্ম, কাম ও মোক্ষবিষয়ে, তৃতীয় পর্ব্বে শিবের ও চতুর্থে সূর্য্যের সর্ব্বকথা এবং প্রতিসর্গনামক শেষ পর্ব্বে অবশিষ্ট সমুদায় কথা উক্ত হইয়াছে। ধীমান্ ব্যাস ভবিষ্যে এইরূপ পর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। এই পুরাণ চতুর্দ্দশসহস্র শ্লোকে পরিপূর্ণ। ইহাতে সর্ব্বদেবের কথা সমভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

উদ্ধৃত প্রমাণ অনুসারে—৪র্থ বা ভবিষ্যোত্তর ব্যতীত অপর ১ম ২য় ও ৩য় ভবিষ্য মধ্যে কতক কতক প্রাচীন ভবিষ্যের লক্ষণ রহিয়াছে জানা যায়। এই তিন শ্রেণীর ভবিষ্যমধ্যেই আদিত্যমাহাত্ম্য বর্ণিত হইলেও অঘোরকল্পবৃত্তান্ত অথবা ব্রহ্ম-কর্ত্তৃক মনুর নিকট জগৎ স্থিতির প্রসঙ্গ নাই।

নারদপুরাণের অনুক্রম অনুসারে ভবিষ্য পাঁচপর্ব্বে বিভক্ত—ব্রাহ্ম, বৈষ্ণব, শৈব, সৌর ও প্রতিসর্গ পর্ব্ব। আমাদের আলোচ্য ১ম ভবিষ্যের উপক্রমেও এই পঞ্চপর্ব্বের কথা আছে। এখন নারদীয়-মতে—ঐ ১ম ভবিষ্যের কেবল ব্রাহ্মপর্ব্বের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। এই পুথিতে আর চারি পর্ব্ব নাই। মাৎস্যোক্ত চতুর্মুখ-কথিত আদিত্যমাহাত্ম্য এই ব্রাহ্মপর্ব্বে দৃষ্ট হয়।

উভয়ের মধ্যে যে অসামঞ্জস্য বা বিষয়গত পার্থক্য লক্ষিত হইয়াছে, তাহাই উপরে সন্নিবেশিত হইল, কিন্তু বর্ত্তমানগ্রন্থে অতিরিক্ত আরও কএকটী অধ্যায় দেখা যায়, যথা—১৭২ সদাচারলক্ষণকথন, ১৭৩ ব্রতসমূহের নামকীর্ত্তন, ১৭৪ মৎস্যপুরাণোক্ত তিলপাত্রদানবিধি, ১৭৫ ঋষিপঞ্চমীব্রত, ১৭৬-১৭৭ ঋষিপঞ্চমীব্রতবিধিকথন।

নারদ-মতে—অষ্টমীকল্প হইতে বৈষ্ণবপর্ব্ব আরম্ভ। ২য় ভবিষ্যের ১৫১ অধ্যায় হইতে বিষ্ণুপর্ব্ব ও অষ্টমীকল্পের আরম্ভ দেখা যাইতেছে। কিন্তু এই ২য় ভবিষ্যে তৎপূর্ব্বে যে সকল কথা আছে, কোন কোন স্থানে ১ম ভবিষ্যের সহিত মিল থাকিলেও অধিকাংশ স্থলেই মিল নাই। সম্ভবতঃ এই অংশের অধিকাংশই প্রক্ষিপ্ত বা পরবর্ত্তীকালে সংযোজিত।

কোথায় ১ম ভবিষ্যে ব্রাহ্মপর্ব্বে ১৩১ অধ্যায়, কিন্তু এই ২য় ভবিষ্যে বিষ্ণুপর্ব্বের পূর্ব্বাংশে ১৫০ অধ্যায় পাওয়া যাইতেছে। অধিকাংশ পুরাণের মতে ভবিষ্যের শ্লোকসংখ্যা চৌদ্দ হাজার। কিন্তু ২য় ভবিষ্যে ১ম অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে যে, ভবিষ্য-পুরাণের শ্লোকসংখ্যা ৫০০০০। শিবপুরাণের বায়ুসংহিতায় পরিবর্দ্ধিত ও নবকলেবরপ্রাপ্ত শিবপুরাণ যেমন লক্ষ শ্লোকাত্মক বলিয়া আড়ম্বর রহিয়াছে, ২য় ভবিষ্যের উক্তি সেইরূপ অত্যুক্তি বলিয়া মনে হয়। এই অংশে বহু বিষয় সংযোজিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কারণে রুরুবধ (২৫০ অঃ) প্রভৃতি কোন কোন বিষয় একাধিকবার বর্ণিত দেখা যায়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, নারদপুরাণের মতে—অষ্টমীকল্প হইতে বিষ্ণুপর্ব্ব আরম্ভ। কিন্তু ২য় ভবিষ্যে অষ্টমীকল্প হইতেই বিষ্ণুপর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট হইলেও এই পর্ব্বে বিশেষরূপে রুদ্রমাহাত্ম্য বর্ণিত থাকায় ইহার সহিত শৈবপর্ব্বও সম্মিলিত হইয়াছে বোধ হয়। শেষাংশে সৌরপর্ব্বের বিষয়েরও অভাব নাই। কিন্তু প্রতিসর্গপর্ব্ব পাওয়া গেল না।

পুরাণপ্রবন্ধের উপক্রমে দেখাইয়াছি, আপস্তম্ব-ধর্ম্মসূত্রে ভবিষ্যৎপুরাণের প্রসঙ্গ আছে।* আলোচ্য ২য় ভবিষ্যের ২য় অধ্যায়ে উক্ত বিষয়ের সন্ধান পাইয়াছি। এতদ্দ্বারা মনে হয়, এই অংশে অনেক জিনিস প্রক্ষিপ্ত হইলেও আদি পুরাণের অনেক কথা রহিয়াছে।

উপরোক্ত দুইখানি ভবিষ্য অপেক্ষা ৩য় ভবিষ্যেই কিছু বেশী ভেজাল মিশিয়াছে, ইহাতে ভবিষ্যের কোন কোন লক্ষণ থাকিলেও ইহার বারআনা পরবর্ত্তী কালের রচনা বলিয়া বোধ হয়। যে সময়ে সমস্ত ভারতে তান্ত্রিক প্রভাব বিস্তার-লাভ করিয়াছিল, এই ৩য় ভবিষ্য সম্ভবতঃ সেই সময়ের রচনা। ৩য় ভবিষ্যের ৭ম অধ্যায়ে আগম, তন্ত্র, জামল ও ডামরাদির কথা বিবৃত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে একটী বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য কথা আছে—'পুরাণবাচকের ব্যাস উপাধি।' সাধারণের বিশ্বাস, বর্ত্তমান পুরাণগুলি ব্যাসের রচনা, এখন আমাদের বোধ হইতেছে, পুরাণকথকেরা প্রাচীন পুরাণাখ্যানাদি বর্ত্তমান আকারে সঙ্কলিত করায় পুরাণ ব্যাসের রচনা বলিয়া প্রবাদ চলিয়া গিয়াছে।

মাৎস্য-মতে ভবিষ্যপুরাণে অনেক ভবিষ্য কথা আছে। ১ম ও ৩য় ভবিষ্য হইতে তাহার কতক কতক পরিচয় পাওয়া যায়। ৩য় ভবিষ্যে ৯ম অধ্যায়ে ম্লেচ্ছোক্ত শাস্ত্রাদি পরিত্যাগের কথা, ১০ম অধ্যায়ে কলিতে নিগম জ্যোতিষ ও বেদের সংগ্রহে দোষকথন ও মনসা, ষষ্ঠী, দশহরা প্রভৃতি পূজাকথা আছে। আর একটী বৈজ্ঞানিকদিগের জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, তাহা 'উদ্ভিজ্জবিদ্যার বৃত্তান্ত' (Botany), অপর কোন পুরাণে উদ্ভিজ্জবিদ্যার এরূপ প্রসঙ্গ নাই।

নারদপুরাণের আশ্রয় লইলে বলিতে হয় ১ম ভবিষ্যে অর্থাৎ ব্রাহ্মপর্ব্বে তত ভেজাল চলে নাই, অনেকটা খাঁটী আছে। এই ব্রাহ্মপর্ব্বে একটী অতি গুরুতর ইতিহাসিক কথার আলোচনা পাওয়া গিয়াছে। তাহা এই—

শাম্ব সূর্য্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন, কিন্তু তাঁহার উপযুক্ত পূজক পাইলেন না। তখন নারদের উপদেশে তিনি শাকদ্বীপ হইতে ১৮ প্রকার কুলীন ব্রাহ্মণ আনাইলেন, ইহারা 'মগ' নামে খ্যাত। শ্রীকৃষ্ণের আদেশে এই সকল মগ ব্রাহ্মণ যাদব-কন্যা বিবাহ করিলেন, তাহাতেই ভোজকগণের উৎপত্তি এবং ইহারাই একমাত্র সূর্য্যপূজার অধিকারী বলিয়া গণ্য হইলেন। প্রাচীনকালে আরব ও পারস্যে সৌর বা অগ্নি-পূজকগণ 'মঘ' নামেই খ্যাত ছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহাদেরই কোন শাখা ভারতীয়ের সহিত মিলিত হইয়া শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হইলেন। [মগ ও শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ দেখ।]

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এইরূপ বিষয়সূচী আছে,—

ব্রহ্মখণ্ডে—১ মঙ্গলাচার, সৌতিশৌনকসংবাদ, ২ পরব্রহ্ম-নিরূপণ, ৩ সৃষ্টিনিরূপণ, কৃষ্ণদেহে নারায়ণাদির আবির্ভাব ও শ্রীকৃষ্ণের স্তব, ৪ সাবিত্র্যাদির আবির্ভাব, ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, মহাবিরাড়্ জন্মকথন, ৫ কালসংখ্যান, রাসমণ্ডলে রাধার উৎপত্তি, রাধাকৃষ্ণশরীরে গোপী, গোপ ও গবাদির আবির্ভাব, শিবাদির বাহনদান, গুহ্যকাদি উৎপত্তি-কথন, ৬ শ্রীকৃষ্ণের শঙ্করকে বরদান, শিবনামনিরুক্তিকথন, সৃষ্টি জন্য ব্রাহ্মণ প্রতি নিয়োগ, ৭ পৃথিবী প্রভৃতি ব্রহ্মসৃষ্টিকথন, ৮ ব্রহ্মসর্গ, বেদাদি শাস্ত্রের উৎপত্তি, স্বায়ম্ভুব মনু ও ব্রহ্মমানসপুত্র পুলস্ত্যাদির উৎপত্তি, ব্রহ্মনারদ শাপোপলম্ভন, ৯ কশ্যপাদির সৃষ্টি, ধরাগর্ভে মঙ্গলের উৎপত্তি, কশ্যপ-বংশবর্ণন, চন্দ্রের প্রতি দক্ষের অভিশাপ, শিবশরণাপন্ন চন্দ্রের বিষ্ণুবরলাভ এবং দক্ষের সহিত গমন, ১০ জাতিনির্ণয়প্রস্তাবে ঘৃতাচী ও বিশ্বকর্ম্মের পরস্পর শাপ-

* ৫৬৬ পৃষ্ঠা দেখ।

উপলম্ভন, সম্বন্ধ-নিরূপণ, ১১ আশ্বিনেয়-শাপ বিমোচন প্রস্তাবে বিষ্ণু, বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণপ্রশংসা, ১২ উপবর্হণ গন্ধর্ব্বরূপে নারদের জন্ম, ১৩ ব্রাহ্মণের শাপে উপবর্হণের প্রাণ-বিসর্জ্জন, মালাবতীর বিলাপ, ১৪ ব্রাহ্মণ-বালকবেশে বিষ্ণুর মালাবতী সমীপে আগমন, ব্রাহ্মণ ও মালাবতী-সংবাদে কর্ম্মফল কথন, ১৫ মালাবতী-কাল-পুরুষাদির সংবাদ, ১৬ চিকিৎসাশাস্ত্র প্রণয়ন, ১৭ ব্রাহ্মণ-দেববৃন্দ সংবাদে বিষ্ণুর প্রশংসা, ১৮ মালাবতীকৃত মহাপুরুষস্তোত্র, উপবর্হণের পুনর্জ্জীবনপ্রাপ্তি, ১৯ মহাপুরুষ-ব্রহ্মাণ্ড-পাবনকবচ, বাণাসুর-কৃত শঙ্করের স্তব, ২০ উপবর্হণ গন্ধর্ব্বের শূদ্রাযোনিতে জন্ম, ২১ নারদ প্রভৃতির উৎপত্তি, নারদের শাপবিমোচন, ২২ নারদাদি ব্রহ্মপুত্রগণের নামনিরুক্তি, ২৩ ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদ, ২৪ মন্ত্র গ্রহণ জন্য শিবলোকে গমন, নারদের প্রতি ব্রহ্মার উপদেশ, ২৫ শিব এবং নারদ-সম্মিলন, ২৬ মহাদেবের নারদকে কৃষ্ণমন্ত্রদান, আহ্নিকপ্রকরণকথন, ২৭ ভক্ষ্যাভক্ষ্যাদি নিরূপণ, ২৮ ব্রহ্মনিরূপণ, লব্ধবর নারদের শিবাজ্ঞায় নারায়ণাশ্রমে গমন, ২৯ নারায়ণ এবং ঋষিগণের প্রতি নারদের প্রশ্ন, ৩০ ভগবৎস্বরূপ কথন।

প্রকৃতি-খণ্ডে—১ প্রকৃতিচরিতসূত্র, ২ শক্ত্যাদি শব্দনিরুক্তি, ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, দেবদেবীগণের আবির্ভাব, ৩ বিশ্বনির্ণয়-বর্ণন, ৪ সরস্বতীপূজাবিধি, ধ্যান-কবচাদি কথন, ৫ যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত বাণীস্তব, ৬ বাণী লক্ষ্মী ও গঙ্গা পরস্পর বিবাদ করিয়া একে অন্যের প্রতি অভিশাপ এবং তাহাদের নদীরূপপ্রাপ্তি, ৭ কাল-কলীশ্বর-গুণনিরূপণ, ৮ বসুধার উৎপত্তি, তাহার পূজাবিধি, ধ্যান এবং স্তোত্রাদি কথন, ৯ পৃথিবীর উপাখ্যানে ভূমিদান জন্য পুণ্যাদির কথন, ১০ ভাগীরথী উপাখ্যানে ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন এবং দেবীর স্তব ও পূজাদি কথন, ১১ গঙ্গার বিষ্ণুপদীনামহেতু, শ্রীকৃষ্ণ প্রতি রাধার ভর্ৎসনা এবং ক্রোধপূর্ব্বক রাধা গঙ্গাকে পান করিতে উদ্যত হওয়ায় গঙ্গার শ্রীকৃষ্ণচরণ-শরণগ্রহণ এবং ব্রহ্মাদির প্রার্থনানুসারে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম হইতে গঙ্গার নিষ্ক্রান্তি, ১২ গঙ্গা এবং নারায়ণের বিবাহ, ১৩ তুলসীর উপাখ্যানে তাহার আভিজাত্যাদিকথন, ১৪ বেদবতীর উপাখ্যান, সমাসে রামায়ণকথন, ১৫ তুলসীর জন্ম, বদরিকাশ্রমে তপশ্চরণ ও ব্রহ্মার বরলাভ, ১৬ তুলসীর আশ্রমে শঙ্খচূড়ের আগমন, তাহাদিগের কথোপকথন, বিবাহ, হৃতাধিকার দেবগণের বৈকুণ্ঠে গমনপূর্ব্বক বিষ্ণুর নিকট শঙ্খচূড়ের বৃত্তান্ত নিবেদন এবং তাহার বধজন্য মহাদেবের বিষ্ণুর নিকট হইতে শূলপ্রাপ্তি, ১৭ যুদ্ধের নিমিত্ত শঙ্খচূড়ের নিকট মহাদেবের দূতপ্রেরণ, তুলসী ও শঙ্খচূড়সম্ভোগ, শঙ্খচূড়ের যুদ্ধে গমন এবং শিব ও শঙ্খচূড়সংবাদ, ১৯ দেব এবং দানবসৈন্যের দ্বৈরথযুদ্ধবর্ণন, স্কন্দপরাভব, কালী এবং শঙ্খচূড়যুদ্ধ-কথন, ২০ বৃদ্ধব্রাহ্মণবেশে বিষ্ণুর শঙ্খচূড়সমীপে গমন এবং কবচ-গ্রহণ, মহাদেব কর্ত্তৃক শঙ্খচূড়বধ ও শঙ্খচূড়ের অস্থি হইতে শঙ্খের উৎপত্তি, ২১ বিষ্ণুর শঙ্খচূড়রূপধারণ এবং তুলসী-সম্ভোগ, অভিশপ্ত তুলসীর তাহার সমীপে বরদানচ্ছলে তুলসীপত্রের মাহাত্ম্যকীর্ত্তন, শালগ্রামচক্রনির্দ্দেশ এবং তাহার গুণবর্ণন, ২২ তুলসীর অষ্টনাম ও তাহার পূজাবিধি, ২৩ অশ্বপতির প্রতি পরাশরের উপদেশ, সাবিত্রীর ধ্যান এবং পূজাবিধানাদিকীর্ত্তন, ব্রহ্মকৃত তাহার স্তোত্রকথন, ২৪ সাবিত্রী-সত্যবানের বিবাহ, সত্যবানের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ও সাবিত্রীসমীপে যমকর্ত্তৃক কর্ম্মই সমস্ত হেতু এইরূপ প্রস্তাব, ২৫ সাবিত্রী এবং যমসংবাদ, ২৬-২৭ যমের সাবিত্রীর প্রতি বরদান, শুভকর্ম্মবিপাককথন, ২৮ সাবিত্রী কর্ত্তৃক যমের স্তব, ২৯ নরককুণ্ডের সংখ্যা, ৩০-৩১ পাপভেদে নরকাদির ভেদ, ৩২ শ্রীকৃষ্ণের সেবায় কর্ম্মচ্ছেদ ও লিঙ্গদেহ-নিরূপণ, ৩৩ নরককুণ্ডলক্ষণকথন, ৩৪ শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্যাদি-কথন, সত্যবানের জীবনলাভ ও সাবিত্রীশব্দনিরুক্তি, ৩৫ লক্ষ্মী-স্বরূপকথন ও তাঁহার পূজাকীর্ত্তন, ৩৬ ইন্দ্রের প্রতি দুর্ব্বাসার শাপ, এবং শ্রীভ্রষ্ট ইন্দ্রের তাঁহার নিকট জ্ঞানলাভ ও বরলাভ, ৩৭ সুরগুরুসমীপে ইন্দ্রের গমন ও তাঁহার প্রতি গুরুর প্রবোধ-দান, ৩৮ গুরুর সহিত ইন্দ্র ও দেবগণের ব্রহ্মলোকে গমন, ব্রহ্মার সহিত তাহাদের বৈকুণ্ঠধামে নারায়ণসমীপে গমন, নারায়ণ কর্ত্তৃক লক্ষ্মীস্থানকীর্ত্তন ও তাঁহার উপদেশে সমুদ্র-মন্থনপূর্ব্বক লক্ষ্মীপ্রাপ্তিকথন, ৩৯ ইন্দ্র কর্ত্তৃক লক্ষ্মীর পূজা-প্রস্তাবে মহালক্ষ্মীর মন্ত্রধ্যান-স্তব ও পূজার বিধি, ৪০ স্বাহো-পাখ্যান, ৪১ স্বধোপাখ্যান, ৪২ দক্ষিণোপাখ্যান, যজ্ঞকৃত দক্ষিণা ও স্তব প্রভৃতিকথন, ৪৩ ষষ্ঠীদেবীর উপাখ্যানে প্রিয়-ব্রত নৃপকৃত ষষ্ঠীর পূজা ও স্তবাদিকথন, ৪৪ মঙ্গলচণ্ডীর উপা-খ্যান ও তাহার ধ্যানপূজা, মন্ত্র ও স্তোত্রকথন, ৪৫ মনসা-উপাখ্যানে তাঁহার মনসা প্রভৃতি দ্বাদশনামনিরুক্তি, ৪৬ জরৎ-কারুর মনসাদেবীকে বিবাহ, আস্তীকের জন্ম, ব্রহ্মশাপগ্রস্ত পরীক্ষিতের পরলোকগমনের পর জনমেজয় কর্ত্তৃক নাগযজ্ঞ, আস্তীক কর্ত্তৃক নাগকুলরক্ষণ, মহেন্দ্রকৃত মনসাদেবীর স্তব প্রভৃতি কথন, ৪৭ সুরভ্যুপাখ্যান ও তাহার স্তব, ৪৮ পার্ব্বতীর প্রতি শিবের রাধাশব্দ নিরুক্তিপূর্ব্বক রাধার উপাখ্যানবর্ণন-আরম্ভ, ৪৯ বিরজার সহিত বিহারে প্রবৃত্ত শ্রীকৃষ্ণের রাধার ভয়ে অন্তর্দ্ধান, বিরজাগোপীর নদীরূপত্বপ্রাপ্তি, রাধা এবং সুদামের বিবাদ ও পরস্পর অভিসম্পাত, ৫০ সুযজ্ঞরাজার প্রতি ব্রহ্মশাপ, ৫১-৫২ অতিথিবিনয়চ্ছলে ঋষিদিগের রাজার প্রতি উপদেশ, ৫৩ রাজকর্ত্তৃক অতিথির প্রসাদন ও প্রত্যুপদেশকথন, ৫৪ শ্রীকৃষ্ণ-

স্বরূপবর্ণন-প্রসঙ্গে কালমানকথন, বিপ্রপাদোদক-প্রশংসা, তপস্যাদ্বারা সুযজ্ঞের রাধাকৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার, ৫৫ রাধিকার পূজাবিধি, শ্রীকৃষ্ণকৃত স্তব, ৫৬ রাধিকাকবচ, ৫৭ দুর্গা-উপাখ্যান, দুর্গার দুর্গা প্রভৃতি ষোড়শনাম-নিরুক্তি, ৫৮ দেবী-মাহাত্ম্যে সুরথবংশবর্ণনপ্রসঙ্গে তারাহরণবৃত্তান্তকথন, শরণাগত চন্দ্রের পাপবিমোচন, ৫৯ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় শক্রাদি দেবতা-গণের নর্ম্মদাতটে অবস্থিতি ও সুরগুরুর কৈলাসে গমন, ৬০ শিব ও জীবের কথোপকথন, তাহাদিগের নর্ম্মদাতটে গমন, বিষ্ণুর এবং দৈত্যকর্ম্মে নিযুক্ত ব্রহ্মার শক্রালয়ে গমন, ৬১ ব্রহ্মার প্রার্থনা অনুসারে শুক্রের তারকাপ্রত্যর্পণ, বুধজন্ম, বৃহস্পতির তারালাভ, সুরথ ও বৈশ্যবংশের পরিচয়, ৬২ সুরথ ও মেধ-সংবাদ, ৬৩ সমাহিত বৈশ্যের প্রকৃতিসাক্ষাৎকার-লাভ, অনন্তর মুক্তি, ৬৪ সুরথকৃত প্রকৃতিপূজা-ক্রমকীর্ত্তন, ৬৫ প্রকৃতি-পূজার ফল-কাল-পরিকীর্ত্তন, ৬৬ দুর্গার স্তব ও তাহার কবচ।

গণেশ-খণ্ডে—১ হরপার্ব্বতীসম্ভোগভঙ্গ, ২ শঙ্কর সমীপে পার্ব্বতীর খেদ, ৩ পার্ব্বতীর প্রতি শঙ্করের পুণ্যকব্রত উপদেশ ও গঙ্গাতীরে তাঁহাকে হরিমন্ত্রদান, ৪ পুণ্যকব্রতবিধানকথন, ৫ ব্রতকথাপ্রকরণ ৬ ব্রতমহোৎসব এবং ব্রত-আজ্ঞাগ্রহণ, ৭ ব্রতানুষ্ঠান, শ্রীকৃষ্ণের আদেশে কুমারী পার্ব্বতীকে পতিদক্ষিণা-দান ও পতিপ্রাপ্তি জন্য পার্ব্বতীকৃত পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের স্তব, ৮ পার্ব্বতীর শ্রীকৃষ্ণ সমীপে বরপ্রাপ্তি, সনৎকুমারের নিকট পুনরায় শঙ্করপ্রাপ্তি ও গণেশজন্মকথন, ৯ হরপার্ব্বতীর গণেশ-সন্দর্শন, ১০ গণেশের মঙ্গলের জন্য মঙ্গলাচার, ১১ পার্ব্বতী এবং শনৈশ্চরসংবাদ, ১২ গণেশবিঘ্ন উপশমন, ১৩ গণেশের নাম-করণ, পূজাস্তোত্র এবং কবচাদিকথন, ১৪ কার্ত্তিক-প্রবৃত্তিপ্রাপ্তি, ১৫ কার্ত্তিক আনয়ন জন্য নন্দিকেশ্বরাদি শিব দূতগণকে কৃত্তিকা-ভবনে প্রেরণ, কার্ত্তিকেয় এবং নন্দিকেশ্বরের কথোপ-কথন, ১৬ কার্ত্তিকেয়ের কৈলাসে আগমন, ১৭ কার্ত্তিকেয়ের অভিষেক এবং কার্ত্তিকেয়-গণেশের পরিণয়, ১৮ গণেশের শিরঃ-শূন্যতা-কারণ-প্রদর্শন প্রসঙ্গে শঙ্করের প্রতি কশ্যপের অভিশাপ, ১৯ শ্রীসূর্য্যস্তব এবং কবচাদিকথন, ২০ গণেশের গজাননত্বের কারণ, ২১ শক্রের লক্ষ্মীপ্রাপ্তিকথন, ২২ শক্রকে হরি-মহালক্ষ্মী-স্তব এবং কবচাদিদান, ২৩ লক্ষ্মীচরিতকথন, ২৪ গণেশের একদন্ত হইবার কারণ বনিকে গিয়া জমদগ্নি ও কার্ত্তবীর্য্য-সংবাদ, ২৫ কাপিলসৈন্যযুদ্ধে কার্ত্তবীর্য্যের পরাভবকথন, ২৬ জমদগ্নি সমীপে কার্ত্তবীর্য্যের পরাভব, ২৭ কার্ত্তবীর্য্য-যুদ্ধে জমদগ্নির প্রাণত্যাগ এবং পরশুরামের প্রতিজ্ঞা, ২৮ ভৃগু ও রেণুকাসংবাদ, ব্রহ্মলোকে ব্রহ্ম এবং পরশুরামের কথোপকথন, ২৯ ব্রহ্মার বরপ্রাপ্ত ভার্গবের শিবলোকগমন, তথায় তৎ-কৃত শিবের স্তব, ৩০ শঙ্কর এবং পরশুরামসংবাদ, ৩১ ভার্গ-বের প্রতি শঙ্করের ত্রৈলোক্যবিজয়কবচদান, ৩২ ভার্গবকে শঙ্করের ভগবন্মন্ত্রস্তবাদিদান, ৩৩ ভার্গবের যুদ্ধযাত্রা, স্বপ্নদর্শন, ৩৪ কার্ত্তবীর্য্য-সমীপে ভার্গবের দূতসম্প্রেরণ, স্বভার্য্যা মনোরমার প্রতি কার্ত্তবীর্য্যের স্বপ্নদর্শনবৃত্তান্তবর্ণন, ৩৫ মনোরমার পরলোক-গমন, ভার্গব এবং কার্ত্তবীর্য্যসংবাদ, মৎস্যরাজ এবং পরশুরাম-যুদ্ধ-বর্ণনাবসরে শিবকবচকথন, ৩৬ রাজা সুচন্দ্রের সহিত পরশুরামযুদ্ধ-বর্ণনাবসরে ভৃগুকৃত কালীর স্তবকথন, ব্রহ্ম ও ভার্গবসংবাদ, সুচন্দ্রবধকথন, ৩৭ ভদ্রকালীকবচকথন, ৩৮ পুষ্ক-রাক্ষ ও পরশুরামযুদ্ধবর্ণনপ্রসঙ্গে মহালক্ষ্মীকবচকথন, ৩৯ দুর্গা-কবচকথন, ৪০ কার্ত্তবীর্য্য ও পরশুরামের যুদ্ধে কার্ত্তবীর্য্যের নিকট হইতে মহাদেবের ছলে কবচহরণ, রাজা এবং ভার্গবের কথোপকথন, কার্ত্তবীর্য্যের পরলোক-গমন, ব্রহ্ম এবং পরশুরাম-সংবাদ, ৪১ পরশুরামের কৈলাসে গমন, ৪২ গণেশ-ভার্গব-সংবাদ, ৪৩ ভার্গব-যুদ্ধে গণেশের দন্তভঙ্গ, ৪৪ পার্ব্বতী কর্ত্তৃক তিরস্কৃত পরশুরামের প্রতি শ্রীবিষ্ণুর উপদেশকথন ও গণেশস্তোত্রকথন, ৪৫ পরশুরামকৃত ভগবতীর স্তব, ৪৬ তুলসী বিনা ভার্গবকৃত গণেশপূজাকথনপ্রসঙ্গে তুলসী এবং গণেশের-পরস্পর অভিসম্পাতকথন।

শ্রীকৃষ্ণজন্ম-খণ্ডে—১ নারায়ণঋষির প্রতি নারদের হরিকথা-বিষয়ক প্রশ্ন ও তাহার প্রতি নারায়ণের সেই সমস্ত কথোপকথন-প্রসঙ্গে বিষ্ণু এবং বৈষ্ণবগুণকথন, ২ শ্রীকৃষ্ণের বিরজার সহিত বিহার, রাধিকার ভয়ে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান এবং বিরজার নদী-রূপত্বপ্রাপ্তি, ৩ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাধিকার অভিশাপ, রাধিকা এবং শ্রীদামের পরস্পর অভিশাপ, ৪ স্বীয় ভারহরণ করিবার প্রস্তাব জন্য ক্ষিতির ব্রহ্মলোকগমন, ব্রহ্মসমীপে তাঁহার নিবেদন, দেববৃন্দের হরিভবনে গমন এবং গোলোক-বর্ণনা, ৫ ব্রহ্মা প্রভৃতির গোলোকে গমন, ব্রহ্মকৃত শ্রীহরির স্তব, শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব, ব্রহ্মাদি কর্ত্তৃক ভগবানের স্তব, ভগবানের সহিত তাহাদের কথোপকথন, ৭ পূর্ব্বজন্ম পরিচয়পূর্ব্বক দৈবকী ও বাসুদেবের পরিচয়বৃত্তান্তকীর্ত্তন, কংস কর্ত্তৃক তাঁহাদের ছয়টী পুত্রনিধন, ব্রহ্মাদি কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব, ভগবতীর জন্মবৃত্তান্ত-বর্ণন, বসুদেবকৃত শ্রীকৃষ্ণের স্তব এবং যোগমায়াবৃত্তান্তকথন, ৮ জন্মাষ্টমীব্রতাদি নিরূপণ, ৯ নন্দীর স্তবকথন, ১০ পুতনামোক্ষণ প্রস্তাব, ১১ তৃণাবর্ত্তাসুরবধ, ১২ শকটভঞ্জন, কবচকথন, ১৩ গর্গ এবং নন্দসংবাদ, শ্রীকৃষ্ণের অন্নপ্রাশন এবং নামকরণ প্রস্তাব, ১৪ যমলার্জ্জুনভঞ্জন এবং কুবের-তনয়ের শাপকারণ, ১৫ শ্রীরাধাকৃষ্ণসংবাদ, ব্রহ্মাভিগমন, ব্রহ্মকৃত শ্রীরাধার

স্তবকথন, রাধাকৃষ্ণের বিবাহ-বর্ণন, ১৬ বক, কেশী ও প্রলম্বাসুরবধ, বসুদেবাদি গন্ধর্ব্বগণের শঙ্কর শাপ উপলক্ষণ, এবং বৃন্দাবন-গমন-প্রস্তাব, ১৭ বৃন্দাবন নির্ম্মাণ, কলাবতীর সহিত বৃষভানুর পরিণয়-বৃত্তান্ত, বৃন্দাবন নাম-কারণ-কথন, রাধার ষোড়শনামনিরুক্তি, শ্রীনারায়ণ কর্ত্তৃক শ্রীরাধার স্তব, ১৮ বিপ্রপত্নী-মোক্ষণ, বিপ্রপত্নীকৃত কৃষ্ণের স্তব, বহ্নির সর্ব্বভক্ষত্ব-বীজ-কথন, ১৯ কালীয়দমন, কালীয়-কৃত শ্রীকৃষ্ণের স্তব, নাগপত্নীকৃত শ্রীকৃষ্ণের স্তব, দাবাগ্নিমোক্ষণ, গোপ ও গোপী-কৃত শ্রীকৃষ্ণের স্তব, ২০ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক গোবৎসাদি হরণ এবং ব্রহ্মকৃত শ্রীকৃষ্ণের স্তব, ২১ ইন্দ্রযাগভঞ্জন, নন্দকৃত ইন্দ্রের স্তব, শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন-ধারণ, ইন্দ্র ও নন্দ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব, ২২ ধেনুকবধ, এবং ধেনুক কৃত শ্রীকৃষ্ণের স্তব, ২৩ প্রসঙ্গক্রমে তিলোত্তমা ও বলিপুত্রের ব্রহ্মশাপ-বিবরণ, ২৪ দুর্ব্বাসার বিবাহ এবং পত্নীবিয়োগ, ২৫ উর্ব্বশীর শাপে দুর্ব্বাসার পরাভব, তৎকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব, এবং তাহার মোক্ষণ, ২৬ একাদশীব্রতবিধান, ২৭ গোপকন্যা কৃত শ্রীকৃষ্ণের স্তব, গোপিকার বস্ত্রহরণ, রাধিকাকৃত শ্রীকৃষ্ণের স্তব, গৌরীব্রতবিধান, ব্রতকথা, পার্ব্বতীর স্তব, ব্রতান্তে পার্ব্বতীর বরদান, ২৮ রাসলীলা বর্ণন, ২৯ অষ্টাবক্রমোক্ষণ, তৎ-কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব, ৩০ রাধিকার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অষ্টাবক্র উপাখ্যান-বর্ণন-প্রসঙ্গে অসিত কৃত শিবস্তব-কথন, এবং রম্ভার অভিশাপে দেবলের অষ্টাঙ্গ-বক্রতা কীর্ত্তন, ৩১ ব্রহ্মা এবং মোহিনী-সমাগমে মোহিনীকৃত কামের স্তব, ৩২ ব্রহ্মা এবং মোহিনীর কথোপকথন, ব্রহ্মকৃত শ্রীকৃষ্ণের স্তব, ৩৩ ব্রহ্মার প্রতি মোহিনীর অভিশাপ, ব্রহ্মার দর্পভঙ্গ, ৩৪ গঙ্গার জন্ম, তাঁহার ভাগীরথ্যাদি নামনিরুক্তি ও তাঁহার মাহাত্ম্যকীর্ত্তন, ৩৫ গঙ্গাস্নানে ব্রহ্মার শাপমোচন, তাঁহার ভারতীসম্ভোগ, রতি এবং কামের জন্ম, কন্দর্পের বাণে ব্রহ্মার চিত্তবিকার, সেই সমস্ত ঋষিগণকে নারায়ণের উপদেশপ্রদান, ৩৬ হরের দর্প ভঙ্গ কথন, এবং তাঁহার ঐশ্বর্য্যবর্ণন, ৩৭ পার্ব্বতীর শাপে শিব নৈবেদ্যের অগ্রাহ্যতাকথন ও শিব কর্ত্তৃক পার্ব্বতীর স্তব, ৩৮ দুর্গা দর্পভঙ্গপ্রস্তাবে দর্পনাশের জন্য সতী দেবীর দেহত্যাগ, পার্ব্বতীর জন্ম এবং হর-গিরিসমাগম, ৩৯ হিমালয়ে পার্ব্বতীর শিব-সন্দর্শন ও মদনভস্মবৃত্তান্ত, ৪০ পার্ব্বতীর তপশ্চরণ, বিপ্র বালকরূপে তাঁহার সমীপে শঙ্করের আগমন, তাঁহাদিগের কথোপকথন, পার্ব্বতীর পিতৃগৃহে গমনের পর শঙ্করের ভিক্ষুক-বেশে পার্ব্বতীর নিকট গমন, বৃহস্পতির সহিত দেবগণের মন্ত্রণা, ৪১ হিমালয়-সকাশে ব্রাহ্মণবেশে শঙ্করের শিবনিন্দা, অরুন্ধতী প্রভৃতি সহ সপ্তঋষির হিমালয় সমীপে গমন, তাঁহার নিকট কন্যাদানকথাপ্রসঙ্গে বশিষ্ঠের অনরণ্যোপাখ্যানকথন, ৪২ বশিষ্ঠের পত্নী ও ধর্ম্মসংবাদকথন, এবং সতীর দেহত্যাগ-কথন, ৪৩ শঙ্কর-বিরহশোকাপনোদনকথন, ৪৪ মহাদেবের বিবাহযাত্রা, হিমালয় কর্ত্তৃক শিবের স্তব, ৪৫ শিববিবাহ-বর্ণন, ৪৬ হরগৌরীবিলাসবর্ণন এবং সর্ব্বমঙ্গলবর্ণন, ৪৭ ইন্দ্রের দর্পভঙ্গ, ৪৮ সূর্য্যের দর্পভঙ্গ, ৪৯ বহ্নির দর্পভঙ্গ, ৫০ দুর্ব্বাসার দর্পভঙ্গ, ৫১ ধন্বন্তরির দর্পভঙ্গ এবং মনসাবিজয়, ৫২ রাধিকার খেদ, রাধানামনিরুক্তি, ৫৩ রাধা-কৃষ্ণের বিহার, ৫৪ সমাসে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রবর্ণন, ৫৫ শ্রীকৃষ্ণের প্রভাববর্ণন, ৫৬ মহাবিষ্ণু প্রভৃতির দর্পভঙ্গ, দেববৃন্দ কর্ত্তৃক লক্ষ্মীর স্তব, ৫৭ কৃষ্ণবিচ্ছেদে প্রাণত্যাগে উদ্যত রাধিকার সহিত ব্রহ্মার বৈকুণ্ঠধামে গমন, ৫৮ সংক্ষেপে রাধাবিরহকথন, ৫৯ বিস্তৃতরূপে ইন্দ্রের দর্পভঞ্জন-কথাপ্রসঙ্গে শচী এবং নহুষসংবাদ, ৬০ বৃহস্পতি ও দূতসংবাদ, নহুষের সর্পত্বপ্রাপ্তি এবং শক্রমোক্ষণকথন, ৬১ ইন্দ্র ও অহল্যা-সংবাদ, ইন্দ্রের অহল্যাধর্ষণ, তাঁহাদিগের গৌতমশাপ উপলক্ষণ, ৬২ সমাসে রামায়ণবর্ণন, ৬৩ কংসের দুঃস্বপ্নদর্শন, ৬৪ কংসযজ্ঞ-কথন, ৬৫ অক্রূরানন্দকথন, ৬৬ রাধিকাশোক-অপনোদন, ৬৭ রাধিকার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক যোগকথন, ৬৮ রাধাশোক-বিমোচন, ৬৯ ব্রহ্মার সহিত শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথন, এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রত্নমালাবাক্য, ৭০ অক্রূর-স্বপ্নদর্শন-বৃত্তান্ত-বর্ণন, তাহার কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তবকথন এবং গোপীবিষয়-বর্ণন, ৭১ শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় গমন জন্য মঙ্গলাচার, ৭২ শ্রীকৃষ্ণের মথুরাপ্রবেশ, পুরীদর্শন, রজকের নিগ্রহ, কুব্জার প্রসাদ, কংসনিধন এবং দেবকী ও বাসুদেবের মোচন, ৭৩ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নন্দ প্রভৃতির শোক-বিমোচন, ৭৪ কর্ম্মনিগড়চ্ছেদ উপদেশ, ৭৫ সাংসারিকজ্ঞান উপদেশ, ৭৬ শুভদর্শন পুণ্যকথন এবং দানফলকীর্ত্তন, ৭৭ সুস্বপ্ন ফলকথন, ৭৮ আধ্যাত্মিক উপদেশ ও অশুভ দর্শনজন্য পাপকথন, ৭৯ সূর্য্যগ্রহণবীজকথন, ৮০ চন্দ্রগ্রহণাদি কারণ কথনে চন্দ্রের প্রতি তারার অভিশাপ-কথন, ৮১ তারার-উদ্ধার-কীর্ত্তন, ৮২ দুঃস্বপ্নকথন, তাহার শান্তিকথন, ৮৩ চাতুর্ব্বর্ণের ধর্ম্মনিরূপণ, ৮৪ গৃহস্থ ধর্ম্ম নিরূপণ, স্ত্রীচরিত্র-কীর্ত্তন, ভক্ষলক্ষণ কথন, এবং সমাসে ব্রহ্মাণ্ডের বর্ণন, ৮৫ ভক্ষ্যাভক্ষ্য নিরূপণ এবং কর্ম্মবিপাককথন, ৮৬ কেদার-রাজকন্যার বৃত্তান্ত, ব্রাহ্মণরূপী ধর্ম্মের প্রতি তাহার অভিশম্পাত এবং তথায় উপস্থিত দেবগণের অনুরোধে তাহার শাপমুক্তিকরণ, ৮৭ ভগবান্ সমীপে পুলহাদি ঋষির সমাগম, এবং তাঁহার সহিত ভগবানের সংলাপ, ৮৮ নন্দ রাজাকে ভগবানের মহাদেবকৃত প্রকৃতিস্তোত্রদান, ৮৯ নন্দ রাজার প্রতি ভগবানের উক্তি, ৯০ যুগধর্ম্ম-কথন, ৯১ ভগ-

বানের সহিত দৈবকী ও বাসুদেবের সংবাদ, ৯২ শ্রীকৃষ্ণ-প্রেরিত উদ্ধবের বৃন্দাবনে আগমন, বৃন্দাবন-দর্শন এবং তৎকর্ত্তৃক শ্রীরাধিকার স্তব, ৯৩ রাধিকা এবং উদ্ধবের কথোপকথন, ৯৪ উদ্ধবের প্রতি রাধার সখীর উক্তি, উদ্ধবের কলাবতী উপাখ্যান-কথন, ৯৫ রাধিকার খেদবর্ণন, ৯৬ উদ্ধবের প্রতি রাধার উপদেশ, ৯৭ রাধা এবং উদ্ধবের সংবাদ, ৯৮ মথুরায় উদ্ধবের প্রত্যাগমন, ভগবান্ সমীপে তাঁহার বৃন্দাবন-বার্ত্তা-কথন, ৯৯ বসুদেবসমীপে গর্গের রাম ও কৃষ্ণের উপনয়ন-প্রস্তাব, তথায় ঋষিগণের গমন, বসুদেব কর্ত্তৃক প্রকৃতিবৃত্তান্ত-কথন, ১০০ বসুদেব সমীপে দেবদেবীর সমাগম, ১০১ কৃষ্ণ ও বলরামের উপনয়ন, তথায় সমাগতগণের স্ব স্ব গৃহে গমন, ১০২ সান্দীপনি মুনির নিকট কৃষ্ণ ও বলরামের বেদ অধ্যয়ন, মুনিপত্নীকৃত তাহাদের স্তব এবং গুরুদক্ষিণাদান, ১০৩ দ্বারাবতী-নির্ম্মাণ-জন্ত বিশ্বকর্ম্মার প্রত্যুপদেশকথন-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বাস্তুশুভাশুভ বিবরণাদিকথন, ১০৪ শ্রীকৃষ্ণ সমীপে ব্রহ্মা এবং সনৎকুমার প্রভৃতি দেবগণের সমাগম, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাপ্রবেশপূর্ব্বক উগ্রসেন প্রভৃতির সহিত কথোপকথন, ১০৫ রুক্মিণীর বিবাহে ভীষ্মকরাজ প্রতি শতানন্দবাক্য এবং তচ্ছ্রবণে রুষ্ট রুক্মিণীর বাক্য, ১০৬ রেবতী ও বলদেবের বিবাহ, শ্রীকৃষ্ণের কুণ্ডিন নগরে গমন এবং শাল্ব রাজার ভগবদধিক্ষেপ, ১০৭ হলধর কর্ত্তৃক রুক্মিণীর পরাজয়, শ্রীকৃষ্ণের অধিবাস, বিবাহ-প্রাঙ্গণে শুভাগমন, ভীষ্মকরাজকৃত শ্রীকৃষ্ণের স্তব, ১০৮ রুক্মিণীসম্প্রদান, ১০৯ শ্রীকৃষ্ণের সহিত অরুন্ধতী প্রভৃতির কথোপকথন, বরযাত্রিগণের বধূ ও বর লইয়া দ্বারকায় গমন, ১১০ ভগবানের নিকট হইতে নন্দ ও যশোদার কদলীবন-গমন, রাধা এবং যশোদার সংবাদ, ১১১ যশোদার প্রতি রাধিকার ভক্তিজ্ঞান উপদেশ এবং কৃষ্ণের রাম প্রভৃতি নামনিরুক্তিকথন, ১১২ রুক্মিণীর গর্ভাধান, কাম-জন্ম, কামকর্ত্তৃক শম্বর দৈত্যবধ, রতি এবং কামের দ্বারকায় গমন, শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র কামিনীর পাণিগ্রহণ, তাহাদিগের অপত্যসংখ্যা, দুর্ব্বাসাকে শ্রীকৃষ্ণের কন্যা-সম্প্রদান এবং দুর্ব্বাসা কৃত শ্রীকৃষ্ণের স্তব, ১১৩ কৈলাসগত দুর্ব্বাসার পার্ব্বতীর উপদেশে পুনরায় দ্বারকায় গমন, শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনায় গমন, জরাসন্ধ ও শাল্ববধ, শিশুপাল ও দন্তবক্র-বধ, কুরুপাণ্ডবযুদ্ধে ভূভার-হরণ, সমাতাকে মৃতপুত্রপ্রদান, পারিজাত-হরণ, সত্য-ভামাকে পুণ্যকব্রত [illegible]-কথন, ১১৪ উষা ও অনিরুদ্ধের স্বপ্নসমাগম, চিত্রলেখা কর্ত্তৃক অনিরুদ্ধ-হরণ এবং উষা ও অনি-রুদ্ধের গন্ধর্ব্ববিবাহ, ১১৫ রক্ষক-মুখে উষার গর্ভশ্রবণে রুষ্ট বাণের প্রতি মহাদেব প্রভৃতির হিত উপদেশ, বাণাসুরের যুদ্ধযাত্রা এবং বাণ ও অনিরুদ্ধ-সংবাদ, ১১৬ বাণের প্রতি অনিরুদ্ধের দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামিত্বহেতুকীর্ত্তন, শম্বর কর্ত্তৃক রতিহরণ-বৃত্তান্তকথন এবং অনিরুদ্ধ কর্ত্তৃক বাণ-পরাজয়, ১১৭ গণেশের প্রতি মহাদেবের অনিরুদ্ধ-পরাক্রমকীর্ত্তন, ১১৮ দূত-মুখে শ্রীকৃষ্ণের আগমন-সংবাদ-শ্রবণে মহাদেব এবং পার্ব্বতীর কর্ত্তব্য বিষয়ক পরামর্শ, ১১৯ বাণের সভায় বলির আগমন, হর ও বলির কথোপকথনে হর কর্ত্তৃক বৈষ্ণবগণের প্রশংসা, হরি ও বলির কথোপকথনে বলিকৃত শ্রীকৃষ্ণের স্তব এবং শ্রীকৃষ্ণের বলিকে অভয়দান, ১২০ যাদব এবং অসুর-সৈন্যের যুদ্ধবর্ণনা, বৈষ্ণবজ্বর-উৎপত্তিকথন এবং শ্রীকৃষ্ণের নিকট বাণের পরাভব, ১২১ শৃগালরাজমোক্ষণ, ১২২ স্যমন্তক-উপাখ্যান, ১২৩ সিদ্ধা-শ্রমে রাধা কর্ত্তৃক গণেশপূজা, ১২৪ রাধিকার প্রতি গণেশবাক্য, তাঁহাকে পার্ব্বতীর বরদান, পার্ব্বতীর আজ্ঞায় সখীগণ কর্ত্তৃক রাধার সুবেশাদিকরণ, রাধিকার তেজে বিস্মিত হইয়া সিদ্ধাশ্রম-বাসী দেবতাগণের তাঁহার সমীপে আগমন এবং ব্রহ্মাদিকৃত রাধিকার স্তব, ১২৫ মহাদেব কর্ত্তৃক বাসুদেবের জ্ঞানলাভ, রাজসূয়-যজ্ঞের অনুষ্ঠান, ১২৬ রাধাকৃষ্ণের পুনরায় সম্মিলন, রাধাকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তবাদিকথন, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাধিকার বিনয়গর্ভ বিবিধপ্রশ্ন এবং তাঁহার প্রতি কৃষ্ণের আধ্যাত্মিক জ্ঞানোপদেশকথন, ১২৭ রাধাকৃষ্ণের বিহার এবং যশোদার আনন্দ, ১২৮ নন্দের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কলিধর্ম্মকথন, গোকুল-বাসীর রাধার সহিত গোলোকে গমন, ১২৯ ভাণ্ডীর-বনে আগত ব্রহ্মাদি কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব, যদুকুলধ্বংস, পাণ্ডবগণের স্বর্গা-রোহণ, ভাগীরথীর প্রতি ভগবতীর বরদান এবং গোলোকা-রোহণ, ১৩০ নারদের বদরিকাশ্রম হইতে ব্রহ্মলোকে গমন, সৃঞ্জয়-কন্যার সহিত বিবাহ ও বিহার, সনৎকুমার-উপ-দেশে তপস্যায় গমন, তাহার প্রতি শম্ভুর উপদেশবাক্য এবং নারদের মুক্তি, ১৩১ বহ্নি এবং সুবর্ণের উৎপত্তিকথন, ১৩২ সমাসে ব্রহ্মাদিখণ্ডচতুষ্টয়ার্থ নিরূপণ, ১৩৩ মহাপুরাণ এবং উপপুরাণ-লক্ষণকথন, মহাপুরাণের শ্লোকসংখ্যা, উপপুরাণের নামকীর্ত্তন, ব্রহ্মবৈবর্ত্তের নামনিরুক্তিকথন, তাহার মাহাত্ম্য-বর্ণন, শ্রবণফল এবং শ্রবণক্রমে যথাক্রম অনুকীর্ত্তন।

এখন কথা হইতেছে, উক্ত ব্রহ্মবৈবর্ত্তকে প্রকৃত পুরাণ বা আদি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি কি না?

মৎস্যপুরাণের মতে—

"রথন্তরস্য কল্পস্য বৃত্তান্তমধিকৃত্য যৎ।
সাবর্ণিনা নারদায় কৃষ্ণমাহাত্ম্যসংযুতম্॥
যত্র ব্রহ্মবরাহস্য চরিতং বর্ণ্যতে মুহুঃ।
তদষ্টাদশসাহস্রং ব্রহ্মবৈবর্ত্তমুচ্যতে॥"

রথন্তর-কল্পের বৃত্তান্তপ্রসঙ্গে যে গ্রন্থে সাবর্ণি নারদকে কৃষ্ণমাহাত্ম্য এবং ব্রহ্মবরাহের চরিত বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়াছেন, তাহাই অষ্টাদশসাহস্র ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

শৈবপুরাণের উত্তরখণ্ডে লিখিত আছে—

"বিবর্ত্তনাদ্‌ব্রহ্মণস্ত ব্রহ্মবৈবর্ত্তমুচ্যতে।"

ব্রহ্মার বিবর্ত্তপ্রসঙ্গহেতু এই পুরাণকে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত বলা যায়।

নারদপুরাণে এইরূপ অনুক্রমণিকা প্রদত্ত হইয়াছে—

"শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি পুরাণং দশমং তব।
ব্রহ্মবৈবর্ত্তকং নাম বেদমার্গানুদর্শকম্॥
সাবর্ণির্যত্র ভগবান্ সাক্ষাদ্দেবর্ষয়েঽর্থিতঃ।
নারদায় পুরাণার্থং প্রাহ সর্ব্বমলৌকিকম্॥
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং সারং প্রীতির্হরৌ হরে।
তয়োরভেদসিদ্ধ্যর্থং ব্রহ্মবৈবর্ত্তমুত্তমম্॥
রথন্তরস্ত কল্পস্ত বৃত্তান্তং যন্ময়োদিতম্।
শতকোটিপুরাণে তৎ সংক্ষিপ্য প্রাহ বেদবিৎ॥
ব্যাসশ্চতুর্দ্ধা সংব্যস্ত ব্রহ্মবৈবর্ত্তসংজ্ঞিতম্।
অষ্টাদশসহস্রন্তৎ পুরাণং পরিকীর্ত্তিতম্॥
ব্রহ্মপ্রকৃতিবিঘ্নেশকৃষ্ণখণ্ডসমাচিতম্।
তত্র সূতর্ষিসংবাদে পুরাণীয়ক্রমো মতঃ॥
সৃষ্টিপ্রকরণং ত্বাদ্যং ততো নারদবেধসোঃ।
বিবাদঃ সুমহান্ যত্র দ্বয়োরাসীৎ পরাভবঃ॥
শিবলোকগতিঃ পশ্চাজ্‌জ্ঞানলাভঃ শিবান্মুনেঃ।
শিববাক্যেন তৎপশ্চাৎ মরীচের্নারদস্ত চ॥
মননঞ্চৈব সাবর্ণে র্জ্ঞানার্থং সিদ্ধসেবিতে।
আশ্রমে সুমহাপুণ্যে ত্রৈলোক্যাশ্চর্য্যকারিণি।
এতদ্ধি ব্রহ্মখণ্ডং হি শ্রুতং পাপবিনাশনম্॥
ততঃ সাবর্ণিসংবাদো নারদস্ত সমীরিতঃ।
কৃষ্ণমাহাত্ম্যসংযুক্তো নানাখ্যানকথোত্তরঃ॥
প্রকৃতেরংশভূতানাং কলানাঞ্চাপি বর্ণিতম্।
মাহাত্ম্যং পূজনাদ্যঞ্চ বিস্তরেণ যথাস্থিতম্॥
এতৎ প্রকৃতিখণ্ডং হি শ্রুতং ভূতি-বিধায়কম্॥
গণেশজন্মসংপ্রশ্নসপুণ্যকমহাব্রতম্।
পার্ব্বত্যাঃ কার্ত্তিকেয়েন সহ বিঘ্নেশসম্ভবঃ॥
চরিতং কার্ত্তবীর্য্যস্ত জামদগ্ন্যস্ত চাদ্ভুতম্।
বিবাদঃ সুমহান্ পশ্চাজ্জামদগ্ন্যগণেশয়োঃ॥
এতদ্বিঘ্নেশখণ্ডং হি সর্ব্ববিঘ্নবিনাশনম্।
শ্রীকৃষ্ণজন্মসংপ্রশ্নো জন্মাখ্যানং ততোঽদ্ভুতম্॥
গোকুলে গমনং পশ্চাৎ পূতনাদিবধোঽদ্ভুতঃ।
বাল্যকৌমারজা লীলা বিবিধাস্তত্র বর্ণিতাঃ॥
রাসক্রীড়া চ গোপীভিঃ শারদী সমুদাহৃতা।
রহস্তে রাধয়া ক্রীড়া বর্ণিতা বহুবিস্তরা॥
সহাক্রূরেণ তৎপশ্চান্মথুরাগমনং হরেঃ।
কংসাদীনাং বধে বৃত্তে স্বাদস্ত দ্বিজসংস্কৃতিঃ॥
কাশ্যাং সন্দীপনেঃ পশ্চাদ্বিদ্যোপাদানমদ্ভুতম্।
যবনস্ত বধঃ পশ্চাদ্দ্বারকাগমনং হরেঃ॥
নরকাদিবধস্তত্র কৃষ্ণেন বিহিতোঽদ্ভুতঃ।
কৃষ্ণখণ্ডমিদং বিপ্র নৃণাং সংসারখণ্ডনম্॥"

হে বৎস! শ্রবণ কর, তোমার নিকট ব্রহ্মবৈবর্ত্ত নামক বেদপথানুদর্শক দশমপুরাণ বলিতেছি, যাহাতে সাক্ষাৎ ভগবান্ সাবর্ণি প্রার্থিত হইয়া দেবর্ষি নারদের নিকট অলৌকিক পুরাণার্থ সকল বলিয়াছিলেন। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই সমুদায়ের সার ও ভগবান্ হরি ও হরে প্রীতি, এতদুভয়ের অভেদ-সিদ্ধির নিমিত্তই এই উত্তম ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আমি রথন্তরকল্পের যে বৃত্তান্ত বলিয়াছি, বেদবিৎ ব্যাস তাহা শতকোটি পুরাণে সংক্ষেপরূপে বর্ণন করিয়াছেন, বেদবিৎ ব্যাস এই ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণকে ব্রহ্ম, প্রকৃতি, গণেশ ও কৃষ্ণখণ্ড নামে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া অষ্টাদশসহস্র শ্লোক দ্বারা কীর্ত্তন করিয়াছেন। সূত ও ঋষিসংবাদে পুরাণের উপক্রম হইয়াছে।

ইহার প্রথমে সৃষ্টিপ্রকরণ, পরে নারদ ও বেধার বিবাদ, উভয়েরই পরাভব, শিবলোকে গতি, নারদমুনির শিব হইতে জ্ঞানলাভ এবং শিববাক্যে মরীচি ও নারদের জ্ঞানলাভার্থ সিদ্ধসেবিত পরম পবিত্র ত্রৈলোক্যাশ্চর্য্যকারী আশ্রমে গমন, পাপনাশক এই ব্রহ্মবৈবর্ত্তে এই সকল বর্ণিত আছে।

ইহাতে সাবর্ণিসংবাদ, কৃষ্ণমাহাত্ম্যযুক্ত নানা আখ্যান এবং প্রকৃতির অংশভূত কলাসমুদায়ের মাহাত্ম্য ও পূজনাদির বিস্তৃতরূপে বর্ণন হইয়াছে। এই প্রকৃতিখণ্ড শ্রুত হইলে ঐশ্বর্য্যলাভ হয়।

গণেশজন্মপ্রশ্ন, পার্ব্বতীর পুণ্যকব্রত, কার্ত্তিকের ও গণেশের উৎপত্তি, কার্ত্তবীর্য্য ও জামদগ্ন্যের অদ্ভুতচরিত এবং গণেশ ও জামদগ্ন্যের ঘোর বিবাদ-কথন, সর্ব্ববিঘ্নবিনাশক গণেশখণ্ডে এই সকল আছে।

শ্রীকৃষ্ণ-জন্মসংপ্রশ্ন, পরে জন্মাখ্যান, গোকুলে গমন, পূতনাদি বধ, বাল্যকৌমারজ বিবিধ লীলা, গোপীগণসহ কৃষ্ণের শারদী রাসক্রীড়া, নির্জ্জনে রাধার সহিত ক্রীড়া, পরে অক্রূরের সহিত হরির মথুরাগমন, কংসাদির বধ, কাশীতে সন্দীপনির নিকট বিদ্যাগ্রহণ, যবনের বধ, হরির দ্বারকাগমন এবং কৃষ্ণ কর্ত্তৃক নরকাসুরাদি বধ। এই সমুদায় কৃষ্ণজন্মখণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে। হে বিপ্র! এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে মানবগণের সংসারবন্ধন খণ্ডিত হইয়া থাকে।

মৎস্য, শৈব বা নারদোক্ত লক্ষণের সহিত প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্ত্তের একতা নাই। রথন্তরকথন, সাবর্ণিনারদসংবাদ, ব্রহ্মবরাহের বৃত্তান্ত বা ব্রহ্মার বিবর্ত্তপ্রসঙ্গ, এ সমস্ত কিছুই প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্ত্তে পাওয়া যায় না। এমন কি নারদপুরাণে যে চারি খণ্ডের নাম ও সংক্ষেপে বিষয়ানুক্রম প্রদত্ত হইয়াছে, প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ঐরূপ চারিখণ্ডে বিভক্ত হইলেও অনেক বিষয়ে মিল

নাই। নারদোক্ত ব্রহ্মখণ্ডীয় সৃষ্টিপ্রকরণ, নারদব্রহ্মবিবাদ, নারদের শিবলোকে গতি ও শিব হইতে জ্ঞানলাভ, এই সকল বিষয় এখনকার ব্রহ্মবৈবর্ত্তে থাকিলেও নারদ ও মরীচির মনন ও সিদ্ধাশ্রমে গমন এবং সাবর্ণির কথা এককালেই পরিত্যক্ত হইয়াছে। এইরূপ নারদোক্ত প্রকৃতিখণ্ডে সাবর্ণিনারদসংবাদ ও মুখ্যরূপে কৃষ্ণমাহাত্ম্যের কথা থাকিলেও এখনকার ব্রহ্মবৈবর্ত্তে নাই, গৌণরূপে কৃষ্ণকথা আছে। তবে প্রকৃতির মাহাত্ম্য ও পূজাদি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। নারদে যেরূপ গণেশখণ্ড ও কৃষ্ণজন্মখণ্ডের অনুক্রমণিকা আছে, এখনকার ব্রহ্মবৈবর্ত্তে তাহার সমস্তই পাওয়া যায়। ইহাতে বোধ হয়, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত যখন ক্রমে বর্ত্তমানরূপ ধারণ করিতেছিল, সেই সময়ে নারদীয় অনুক্রমণিকা লিখিত হয়।

এখন কথা এই প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্ত্তকে আদি ব্রহ্মবৈবর্ত্ত বলিয়া গণ্য করিতে পারি কি না?

ব্রহ্মবৈবর্ত্তেই লিখিত আছে—

"বিবৃতং ব্রহ্ম কাৎস্ন্যেন কৃষ্ণেন যত্র শৌনক।
ব্রহ্মবৈবর্ত্তকং তেন প্রবদন্তি পুরাবিদঃ॥
ইদং পুরাণসূত্রঞ্চ পুরা দত্তঞ্চ ব্রহ্মণে।
নিরাময়ে চ গোলোকে কৃষ্ণেন পরমাত্মনা॥
মহাতীর্থে পুষ্করে চ দত্তং ধর্ম্মায় ব্রহ্মণা।
ধর্ম্মেণেদং স্বপুত্রায় প্রীত্যা নারায়ণায় চ॥
নারায়ণোঽহং ভগবান্ প্রদদৌ নারদায় চ।
নারদো ব্যাসদেবায় প্রদদৌ জাহ্নবীতটে॥
ব্যাসঃ পুরাণসূত্রং তৎ সংবস্ত বিপুলং মহৎ।
মহ্যং দদৌ সিদ্ধক্ষেত্রে পুণ্যদে সুমনোহরম্॥
যদিদং কথিতং ব্রহ্মংস্তৎসমগ্রং নিশাময়।
অষ্টাদশসহস্রন্ত ব্যাসেনেদং পুরাণকম্॥" (ব্রহ্মখ° ১।১০-৬)

হে শৌনক! কৃষ্ণ কর্ত্তৃক ব্রহ্ম বিবৃত হইয়াছে বলিয়া পুরাবিদ্গণ (ইহাকে) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত বলেন। নিরাময় গোলোকে পরমাত্মা কৃষ্ণ ব্রহ্মাকে এই পুরাণসূত্র দিয়াছিলেন, পরে পুষ্কর মহাতীর্থে ব্রহ্মা ধর্ম্মকে দান করেন, ধর্ম্ম আবার প্রীত হইয়া স্বপুত্র নারায়ণকে, ভগবান্ নারায়ণ নারদকে, নারদ আবার ব্যাসদেবকে গঙ্গাতীরে এই পুরাণসূত্র অর্পণ করিয়াছিলেন। ব্যাস আবার পুণ্যদায়ক সিদ্ধক্ষেত্রে এই সুমনোহর পুরাণ আমাকে দান করিয়াছেন, এই যে পুরাণের কথা বলিলাম, ব্যাস কর্ত্তৃক ১৮০০০ শ্লোকে ইহা সম্পূর্ণ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তের নিজ উক্তি অনুসারেই ইহাকে মাৎস্য বা শৈববর্ণিত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। এই দুই পুরাণের বর্ণনা অনুসারে ইহাকে ব্রাহ্ম বা ব্রহ্মের মাহাত্ম্যপ্রকাশক পুরাণ বলিয়া মনে হয়। আবার স্কন্দপুরাণীয় শিবরহস্যখণ্ডের মতে "সবিতুর্ব্রহ্মবৈবর্ত্তং" অর্থাৎ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত সবিতার মহিম-প্রকাশক। এমন কি মৎস্যের মতেও, 'যে এই ব্রহ্মবৈবর্ত্ত দান করে, তাহার ব্রহ্মলোকে বাস হয়।'[১] কিন্তু এখনকার ব্রহ্মবৈবর্ত্তের নিজ উক্তিতেই ইহাকে খাঁটী বৈষ্ণবপুরাণ বলিয়াই মনে হয়। এদিকে আবার প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত আলোচনা করিলে ব্রহ্মবৈবর্ত্তের উদ্ধৃত বচনের সহিতও সামঞ্জস্য করা যায় না। কারণ ব্রহ্মবৈবর্ত্তের উপক্রমেই রহিয়াছে, 'কৃষ্ণ এই পুরাণে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়াই ইহার নাম ব্রহ্মবৈবর্ত্ত।' কিন্তু প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্ত্তে এ সম্বন্ধে কিছুই পাওয়া যায় না। তাই বলিতেছিলাম, এখন ব্রহ্মবৈবর্ত্ত এক স্বতন্ত্র জিনিস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন বুঝিতেছি, এই পুরাণে নানা রূপান্তর ঘটিয়াছে। আদি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে বিস্তৃতভাবে ব্রহ্মবরাহের মাহাত্ম্য অথবা ব্রহ্মার বিবর্ত্তবিষয় বর্ণিত ছিল, তৎপরে ইহাতে সাবর্ণি বসিষ্ঠসংবাদে কৃষ্ণমাহাত্ম্য প্রবেশ করিল, এই সময়ে বা তৎপরে আবার ঐ পুরাণ আদিত্যমাহাত্ম্যাত্মক বা সৌর গ্রন্থ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। তৎপরে নব কলেবর ধারণ-কালে বৈষ্ণবগ্রন্থ বলিয়া গণ্য হইল। শ্রীসম্প্রদায়াদি গোঁড়া বৈষ্ণবেরা খাঁটী বৈষ্ণবপুরাণগুলিই সাত্ত্বিকপুরাণ বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের সময়ে এই বৈবর্ত্তে যথেষ্ট তান্ত্রিকতার আড়ম্বর ও শক্তিমাহাত্ম্য বর্ণিত থাকায় তাঁহারা ইহাকে রাজস বলিয়া গণ্য করিলেন। প্রকৃতিরূপী শক্তির প্রাধান্য বর্ণিত থাকায় দেবীযামলাদি তন্ত্রে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত শাক্তপুরাণ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

যাহা হউক, প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্ত্তে এত বেশী ভেজাল মিশিয়াছে যে, আদি ও অকৃত্রিম জিনিস বাছিয়া লওয়া অসম্ভব। প্রচলিত পদ্মপুরাণ অপেক্ষাও এই ব্রহ্মবৈবর্ত্তকে আধুনিক গ্রন্থ বলিয়া মনে হয়। এদেশে মুসলমান-অধিকার বিস্তৃত হইলে ও হিন্দু-মুসলমানের যৌনসম্বন্ধে নানা নীচজাতি উদ্ভূত হইতে থাকিলে এই পুরাণের সৃষ্টি; তাহা এই পুরাণীয় ব্রহ্মখণ্ডের বচন হইতেই জানা যায়;—

"ম্লেচ্ছাৎ কুবিন্দকন্যায়াং জোলাজাতির্বভূব হ।" (১০।১২১)

ম্লেচ্ছের ঔরসে কুবিন্দকন্যার গর্ভে জোলাজাতি হইয়াছে। বঙ্গদেশ ব্যতীত এই জাতি কোথাও জোলা নামে খ্যাত নহে। পশ্চিমাঞ্চলে জোলহা নামেই খ্যাত। ব্রহ্মবৈবর্ত্তের উক্ত প্রমাণ দ্বারাও বোধ হইতেছে, এই অংশ বঙ্গে মুসলমানসংস্রব বিশেষরূপ প্রচলিত হইলে খাঁটি বাঙ্গালীর হাতে রচিত হইয়াছে। ইহা

(১) "পুরাণং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং যো দদ্যান্মাঘমাসি চ।
পৌর্ণমাস্যাং শুভদিনং ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥"

বাঙ্গালীর জিনিস, বলিয়াই শঙ্খচূড়ের যুদ্ধে 'রাঢ়ীয়' ও 'বারেন্দ্র' বীরগণের নামোল্লেখ পাই।১

নির্ণয়সিন্ধুতে লঘুব্রহ্মবৈবর্ত্তের উল্লেখ আছে, কিন্তু ঐ পুরাণ এখন আর পাওয়া যায় না।

দাক্ষিণাত্যে ব্রহ্মকৈবর্ত্ত নামে একখানি পুরাণ প্রচলিত আছে। কেহ কেহ মনে করেন, এই পুরাণেই অনেকটা ব্রহ্মবৈবর্ত্তের লক্ষণ আছে।২

অলঙ্কারদানবিধি, অহিশকুটমাহাত্ম্য-আদিরত্নেশ্বরমাহাত্ম্য, একাদশী-মাহাত্ম্য, কৃষ্ণস্তোত্র, গঙ্গাস্তোত্র, গণেশকবচ, গরুড়াচলমাহাত্ম্য, গর্ভস্তুতি, ঘটিকাচলমাহাত্ম্য, তপস্তীর্থমাহাত্ম্য, তুলাকাবেরীমাহাত্ম্য, পঞ্চানন্দ-মাহাত্ম্য, পরশুরামপ্রতি শঙ্করোপদেশ, পুষ্পবনমাহাত্ম্য, বকুলারণ্যমাহাত্ম্য ব্রহ্মারণ্যমাহাত্ম্য, মুক্তিক্ষেত্রমাহাত্ম্য, রাধোদ্ধবসংবাদ, বৃদ্ধাচলমাহাত্ম্য, শ্রবণদ্বাদশীব্রত, শ্রীগোষ্ঠীমাহাত্ম্য, সর্ব্বপুরক্ষেত্রমাহাত্ম্য, স্বামিশৈলমাহাত্ম্য, এই গুলি ব্রহ্মবৈবর্ত্তের এবং কাশীকেদারমাহাত্ম্য, কাশীমাহাত্ম্য, চম্পকারণ্যমাহাত্ম্য, জম্বেশ্বরমাহাত্ম্য, তুলাকাবেরীমাহাত্ম্য, দুর্গাপুরীমাহাত্ম্য, দেবীপুরীমাহাত্ম্য, পঞ্চনদমাহাত্ম্য, পুষ্পবনমাহাত্ম্য বৃদ্ধিগিরিমাহাত্ম্য, বেতালকবচ, বেদারণ্যমাহাত্ম্য, শ্বেতারণ্যমাহাত্ম্য, সুবর্ণস্নানমাহাত্ম্য ও স্বামিগিরিমাহাত্ম্য এই ক্ষুদ্র পুথিগুলি ব্রহ্মকৈবর্ত্তের অন্তর্গত বলিয়া প্রচলিত আছে।

১শ লিঙ্গ-পুরাণ।

পূর্ব্বভাগে— ১ সূত ও নৈমিষেয়-সংবাদ, ২ সূতের সংক্ষেপে লিঙ্গপুরাণপ্রতিপাদ্যবর্ণন, ৩ প্রাকৃতসর্গ, ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তিকথন, ৪ যুগাদিপরিমাণকথন, ৫ ব্রহ্মকৃতাবিদ্যাদি ব্রহ্মাণ্ডসর্গকথন, ৬ বহ্নিপিতৃ-রুদ্রকৃতসৃষ্টিকথন, ৭ শিব-অনুগ্রহে নির্ব্বৃতিকথন ৮ যোগমার্গদ্বারা শিবারাধনাবিধি, অষ্টাঙ্গসাধনক্রমকথন, ৯ যোগিগণের বিঘ্ন, উপসর্গসিদ্ধিকথন, অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যলাভকথন, ১০ মহেশপ্রসাদপাত্রকথন, লিঙ্গপূজাদিকথন, ১১ শ্বেতলোহিত-কল্পপ্রসঙ্গে সদ্যোজাত ও তচ্ছিষ্যসম্ভবকথন, ১২ রক্তকল্পপ্রসঙ্গে বামদেব ও তচ্ছিষ্যসম্ভববর্ণন, ১৩ পীতবাসকল্পপ্রসঙ্গে তৎপুরুষ গায়ত্রীসম্ভববর্ণন, ১৪ অসিতকল্পপ্রসঙ্গে অঘোরোদ্ভবকথন, ১৫ অঘোরমন্ত্রবিধিকথন, ১৬ বিশ্বরূপকল্পপ্রসঙ্গে ঈশানসম্ভব, পঞ্চব্রহ্মাত্মকস্তোত্র, গায়ত্রীর বিচিত্র মহিম-বর্ণন, ১৭ সদাআত্মভূত মহিমবর্ণন, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর বিবাদভঞ্জনার্থ লিঙ্গোৎপত্তি, ১৮ বিষ্ণুকৃত শিবস্তোত্র, তাহার ফলশ্রুতিকথন, ১৯ ব্রহ্মাবিষ্ণুর বর-প্রাপ্তে আহ্লাদিত মহেশ্বরের মোহনাশবর্ণন, ২০ পাদ্মকল্পপ্রসঙ্গে বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি ও রুদ্রদর্শন, ২১ ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকৃত শিবস্তব, ২২ ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুর মহেশ্বরের বরপ্রাপ্তি, সর্গরুদ্রসম্ভব, ২৩ শ্বেতকল্পপ্রসঙ্গে ব্রহ্মার প্রশ্নানুরোধে শিবের সদ্যআদ্যুৎপত্তি ও গায়ত্রীমহিমকথন, ২৪ ব্রহ্মার নিকট শিবের যোগাচার্য্যাবতার, বিভিন্ন দ্বাপরে তাহার শিষ্য বিভিন্ন ব্যাস ও ভবিষ্য ব্যাসাদির কথন, ২৫ ঋষিগণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া সূতের সংক্ষেপে স্নানবিধি ও ক্রমকথন, ২৬ সন্ধ্যা ও পঞ্চযজ্ঞাদিবিধিকথন, ২৭ লিঙ্গার্চ্চনবিধিকথন, ২৮ মানসশিবপূজাদিকথন, ২৯ দেবদারুবনবাসী ঋষিগণের চরিত্র-বর্ণনপ্রসঙ্গে সুদর্শন উপাখ্যান, ৩০ শঙ্কর আরাধনায় শ্বেতের মৃত্যুগ্রাস হইতে মুক্তি, ৩১ ব্রহ্মার কথিত বিধানে তাপসী ঋষিগণের শিবের সাক্ষাৎ, ৩২ ঋষিগণ কর্ত্তৃক শিবের স্তব, ৩৩ শিবকর্ত্তৃক স্তব এবং শৈবমাহাত্ম্যবর্ণন, ৩৪ ঋষিগণের প্রশ্ন অনুসারে শিবকথিত ভস্মস্নানাদি নিরূপণ, ৩৫ ক্ষুপ-তাড়িত দধীচি কর্ত্তৃক শিবপ্রসাদেবজ্রাস্থি লাভ করিয়া ক্ষুপের মুণ্ডতাড়ন, ৩৬ ক্ষুপকর্ত্তৃক বিষ্ণুর স্তব, দেবগণ সহিত বিষ্ণু ও দধীচির পরাভব, ৩৭ সনৎকুমার কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া নন্দির উৎপত্তিবিবরণকথা, ৩৮ বিধাতাসমীপে বিষ্ণু এবং শিবের মাহাত্ম্যবর্ণন, সৃষ্টিপ্রকরণ, ৩৯ যুগধর্ম্ম, পুরাণক্রমাদি কথন, ৪০ কলিধর্ম্ম, সত্যযুগ আরম্ভ, কল্পমন্বন্তরাদিকীর্ত্তন, ৪১ ব্রহ্মার দেবীপুত্রত্বকথন, ত্রিমূর্ত্তির পরস্পর উৎপাদকত্বকথন, ৪২ তপঃপ্রীণিত মহাদেবের অনুগ্রহে শিলাদের পুত্রলাভ, ৪৩ নন্দীর মনুষ্যাকারলাভ এবং মহাদেবের মহাপ্রসাদপ্রাপ্তি-কথন, ৪৪ নন্দীর শিবকৃতগাণপত্যাভিষেক এবং বিবাহ, ৪৫ ঋষিগণ-সমীপে সূতের শিবের রূপসমষ্টিবর্ণন, অধস্তলাদি কথন, ৪৬ পৃথিবী-দ্বীপ-সাগরকথন, প্রিয়ব্রত-পুত্রের পৃথিবীর আধিপত্যকীর্ত্তন, ৪৭ জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত নববর্ষকথন, অগ্নীধ্রবংশ বর্ণন, ৪৮ সুমেরুমান ও সূর্য্যাষ্টকাদিকথন, ৪৯ জম্বুদ্বীপমান, বর্ষ পর্ব্বতাদিকথন, ৫০ মিতাস্তশিখরাদির শক্রাদির পুণ্যায়তন কীর্ত্তন, ৫১ শিবের প্রধান চতুঃস্থানের কীর্ত্তন, ৫২ গঙ্গা-উদ্ভ-

---

(১) ভাগবতের মত এই পুরাণে ও উপপুরাণের পঞ্চলক্ষণ ও মহাপুরাণের দশ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতং বিপ্র পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥
এতদুপপুরাণানাং লক্ষণঞ্চ বিদুর্ব্বুধাঃ।
মহতাঞ্চ পুরাণানাং লক্ষণং কথয়ামি তে॥
সৃষ্টিশ্চাপি বিসৃষ্টিশ্চ স্থিতিস্তেষাঞ্চ পালনম্।
কর্ম্মণাং বাসনা বার্ত্তা মনুনাঞ্চ ক্রমেণ চ॥
বর্ণনং প্রলয়ানাঞ্চ মোক্ষস্য চ নিরূপণম্।
উৎকীর্ত্তনং হরেরেব দেবানাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্॥
দশাধিকং লক্ষণঞ্চ মহতাং পরিকীর্ত্তিতম্।
সংখ্যানঞ্চ পুরাণানাং নিবোধ কথয়ামি তে॥"

(কৃষ্ণজন্মখণ্ড ১৩২ অঃ)

(ভাগবতের বিবরণে বিষ্ণুভাগবতোক্তপুরাণ লক্ষণাদি দ্রষ্টব্য।)

(২) এ পুরাণের সূচী আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

খাদিকথন, ৫৩ প্লক্ষদ্বীপাদিকথন, ঊর্দ্ধলোক এবং নরকাদি কীর্ত্তন, ৫৪ সূর্য্যের গতিনিরূপণ, ধ্রুবাদিকথন, ৫৫ শিবরূপী সূর্য্যের চৈত্রাদিমাসক্রমে দ্বাদশভেদকথন, ৫৬ সোমরথাদিবর্ণন, ৫৭ বুধাদিরথগ্রহমণ্ডলমানাদিকীর্ত্তন, ৫৮ সূর্য্যপ্রভৃতি গ্রহের আধিপত্যে শিবের অভিষেচন, ৫৯ ত্রিবিধবহ্নি ও সূর্য্যরশ্মি-সহস্র-কার্য্যাদিকথন, ৬০ গ্রহ-প্রকৃত্যাদিকথন, ৬১ গ্রহাদি স্থানাভিমানিদেবকথন, ৬২ ধ্রুবচরিত্র, ৬৩ দক্ষদেব-বসিষ্ঠাদিসর্গ-কথন, ৬৪ বসিষ্ঠের পুত্রশোক, পরাশরের উৎপত্তি, রাক্ষসগণ-দাহন, ৬৫ চন্দ্রসূর্য্যবংশবর্ণনপ্রসঙ্গে তণ্ডিপ্রোক্ত শিবের সহস্রনামকীর্ত্তন, ৬৬ ত্রিধন্বাদি সূর্য্যবংশীয়রাজ যযাতি পর্য্যন্ত চন্দ্রবংশীয় রাজগণবর্ণন, ৬৭ যযাতিচরিত, ৬৮ সাত্বত ও যদু-বংশকীর্ত্তন, ৬৯ কৃষ্ণাবতারকথা, ৭০ শিবকৃত আদিসর্গকথন, ৭১ ত্রিপুরবৃত্তান্ত, তন্নাশে দেবতাগণের যত্ন, ৭২ ত্রিপুরনাশের জন্য ঈশ্বরের অভিপ্রায়, ৭৩ দেবতাগণ-প্রতি ব্রহ্মার লিঙ্গা-র্চ্চনবিধিকথন, ৭৪ লিঙ্গভেদ এবং লিঙ্গসংস্থাপন-ফলকথন, ৭৫ নিগুর্ণ শিবের যোগাগম্যত্বকথন, ৭৬ বিবিধ শিবমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠার ফলকথন, ৭৭ শিবালয়-নির্ম্মাণফল, শিবক্ষেত্রমানাদিকথন, ৭৮ বস্ত্রপূতজলদ্বারা কার্য্যকরণের উপদেশ, অহিংসাভক্তিফল-কথন, ৭৯ উচ্ছিষ্টাদি গণকৃত শিবপূজা, দীপদান প্রভৃতির ফলকথন, ৮০ শিবদেবগণসংবাদ, দেবতাগণের পশুত্বমোচন, ৮১ পাশুপতব্রতকথন, ৮২ ব্যপোহনস্তবকথন, ৮৩ বিবিধ-শিবব্রতকথন, ৮৪ উমামহেশ্বরব্রতকথন, ৮৫ পঞ্চাক্ষর-বিধিকথন, ৮৬ সর্ব্বদুঃখনিবারক শিবকথিত ধ্যানাদিকথন, ৮৭ শিবের অনুগ্রহে সনৎকুমার প্রভৃতির মায়া হইতে মুক্তি, ৮৮ অণিমাদ্যষ্টসিদ্ধি, ত্রিগুণ-সংসারাদিকথন, ৮৯ যোগিসদাচার, দ্রব্যশুদ্ধি, স্ত্রীধর্ম্মনিরূপণ, ৯০ শিবোক্ত যতিপ্রায়শ্চিত্তবিধি, ৯১ মৃত্যুচিহ্ন, প্রণবমাহাত্ম্য ও শিবোপাসনাদিকথন, ৯২ বারাণসী-মাহাত্ম্যকথন, ৯৩ অন্ধকাসুরনিগ্রহ, বলরাম-গাণপত্যপ্রাপ্তি, ৯৪ বরাহ কর্ত্তৃক হিরণ্যাক্ষবধ ও উদ্ধার, ৯৫ নৃসিংহের হিরণ্যকশিপুবধ, ৯৬ নৃসিংহবীরভদ্রসংবাদ, নৃসিংহপরাজয়, ৯৭ জলন্ধরবধাদিকথন, ৯৮ শিবের সহস্রনাম শ্রবণ করিয়া নিজ নেত্রকমল প্রদানপূর্ব্বক পূজা করিয়া বিষ্ণুর সুদর্শনচক্রলাভ, ৯৯ দেবীর শিব-বামাঙ্গত্ব ও দক্ষ-হিমালয়সম্ভবত্ব-কথনপ্রসঙ্গ, ১০০ দক্ষযজ্ঞধ্বংস, ১০১ পার্ব্বতীর তপস্যা, মদনভস্ম, ১০২ দেবীর শঙ্করপ্রসাদলাভ, ১০৩ শিববিবাহ এবং পুত্র উৎপাদন, ১০৪ গণেশ-সৃষ্টির জন্য সর্ব্বদেবতাকৃত শিবের স্তব, ১০৫ গণেশ-উৎপত্তি, ১০৬ শিবের নৃত্যারম্ভপ্রসঙ্গে কালীর উদ্ভব, ১০৭ ভক্ত উপমন্যুর প্রতি শিবের প্রসাদ, ১০৮ উপমন্যুর নিকট শ্রীকৃষ্ণের শৈবদীক্ষাগ্রহণ।

উপরিভাগে—১ মার্কণ্ডেয়াম্বরীষসংবাদে কৌশিকবৃত্তান্তকথন, ২ বিষ্ণুমাহাত্ম্যকীর্ত্তন, ৩ নারদের গীতবাদ্যলাভ, ৪ বিষ্ণুভক্ত-লক্ষণ এবং তাহার মাহাত্ম্যবর্ণন, ৫ অম্বরীষচরিত, ৬ অলক্ষ্মী-সমুৎপত্ত্যাদিকথন, ৭ অলক্ষ্মী-নিরাকরণ, লক্ষ্মীপ্রাপ্তির উপায়-কথন, ৮ ধৌন্ধুমূকচরিত, ৯ পশুনিরূপণ, পাশকথন, শিবের পশুপতি-নামনিরুক্তি, ১০ শিবসাক্ষাতে সর্ব্বস্থিতিকথন, ১১ শিবের বিভূতিকথন, লিঙ্গপূজামাহাত্ম্য, ১২ অষ্টমূর্ত্তিকথন, ১৩ অষ্টমূর্ত্তির পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞা, স্ত্রী-পুত্রকথন, ১৪ শিবের পঞ্চব্রহ্মরূপবর্ণন, ১৫ শিবের রূপনিরূপণে ঋষিগণের মত, ১৬ শিবের নানাবিধ নামরূপকীর্ত্তন, ১৭ সগুণরুদ্রবিগ্রহে বিশ্বের উৎপত্তিকথন, ১৮ ব্রহ্মাদিকৃত শিবের স্তব, ১৯ মণ্ডলে শিব-পূজাবিধি, ২০ মণ্ডলপূজা-অধিকারিগণের শিবদীক্ষাবিধিকথন, ২১ শিবপূজানিয়মাদিকথন, ২২ সৌরস্নানাদি নিরূপণ, ২৩ মানসশিবপূজা, ২৪ শিবপূজার বিশেষ উক্তি, ২৫ শিবকথিত অগ্নিকার্য্যকথন, ২৬ অঘোরপূজাকথন, ২৭ জয়াভিষেক-কথন, ২৮ তুলাদানকথন, ২৯ হিরণ্যগর্ভবিধি, ৩০ তিলপর্ব্বত-দানবিধি, ৩১ স্বল্পতিলপর্ব্বত-দানবিধি, ৩২ সুবর্ণমেদিনীদান-বিধি, ৩৩ কল্পপাদপদানবিধি, ৩৪ গণেশদানবিধি, ৩৫ হেম-ধেনুদানবিধি, ৩৬ লক্ষ্মীদানবিধি, ৩৭ তিলধেনুদানবিধি, ৩৮ গোসহস্রপ্রদানবিধি, ৩৯ হিরণ্যাশ্বদানবিধি, ৪০ কন্যাদানকথন, ৪১ হিরণ্যবৃষদানবিধি, ৪২ গজদানবিধি, ৪৩ অষ্টলোকপাল-দানবিধি, ৪৪ শ্রেষ্ঠদানকথন, ৪৫ জীবশ্রাদ্ধকথন, ৪৬ ঋষি-গণের প্রতিষ্ঠাবিষয়ক প্রশ্ন, ৪৭ লিঙ্গস্থাপন, ৪৮ সূর্য্যাদি দেবতা-স্থাপনবিধি, ৪৯ অঘোরেশপ্রতিষ্ঠাকথন, ৫০ শত্রুনিগ্রহপ্রকার কথন, ৫১ বজ্রবাহনিকাবিদ্যাকথন, ৫২ তদ্বিনিয়োগপ্রকার, ৫৩ মৃত্যুঞ্জয়বিধিকথন, ৫৪ ত্রিয়ম্বকমন্ত্রদ্বারা শিবপূজাকথন, ৫৫ যোগকথন, লিঙ্গপুরাণপাঠ, শ্রবণ ও শ্রাবণফলকথন।

এখন কথা এই, উক্ত লিঙ্গকে প্রকৃত পুরাণ মধ্যে গণ্য করিতে পারি কি না? মৎস্যপুরাণের মতে—

"যত্রাগ্নিলিঙ্গমধ্যস্থঃ প্রাহ দেবো মহেশ্বরঃ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষার্থমাগ্নেয়মধিকৃত্য চ॥
কল্পান্তং লৈঙ্গমিত্যুক্তং পুরাণং ব্রহ্মণা স্বয়ম্।
তদেকাদশসাহস্রং ফাল্গুন্যাং যঃ প্রযচ্ছতি॥" (৫৩।৩৭)

যে গ্রন্থে দেব মহেশ্বর অগ্নিলিঙ্গমধ্যস্থ হইয়া অগ্নিকল্পান্তে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষার্থ কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন, একাদশসহস্রযুক্ত সেই পুরাণই ব্রহ্মা কর্ত্তৃক লিঙ্গ নামে বর্ণিত হইয়াছে।

আবার নারদপুরাণে লৈঙ্গপুরাণের এইরূপ অনুক্রমণিকা পাওয়া যায়:—

"শৃণু পুত্র প্রবক্ষ্যামি পুরাণং লিঙ্গসংজ্ঞিতম্।
পঠতাং শৃণ্বতাঞ্চৈব ভক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্॥
যচ্চ লিঙ্গাভিধং তিষ্ঠন্ বহ্নিলিঙ্গে হরোঽভ্যধাৎ।
মহ্যং ধর্ম্মাদিসিদ্ধ্যর্থং অগ্নিকল্পকথাশ্রয়ম্॥
তদেব ব্যাসদেবেন ভাগদ্বয়সমাচিতম্।
পুরাণং লিঙ্গমুদিতং বহ্বাখ্যানবিচিত্রিতম্॥
তদেকাদশসাহস্রং হরমাহাত্ম্যসূচকম্।
পরং সর্ব্বপুরাণানাং সারভূতং জগত্রয়ে॥
পুরাণোপক্রমে প্রশ্নস্সৃষ্টি সংক্ষেপতঃ পুরা।
যোগাখ্যানং ততঃ প্রোক্তং কল্পাখ্যানং ততঃ পরম্॥
লিঙ্গোদ্ভবস্তদর্চ্চা চ কীর্ত্তিতা হি ততঃপরম্।
সনৎকুমারশৈলাদিসংবাদশ্চাথ পাবনঃ॥
ততো দধীচিচরিতং যুগধর্ম্মনিরূপণম্।
ততো ভুবনকোষাখ্যো সূর্য্যসোমান্বয়স্ততঃ॥
ততশ্চ বিস্তরাৎ সর্গস্ত্রিপুরাখ্যানকং তথা।
লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা চ ততঃ পশুপাশবিমোক্ষণম্॥
শিবব্রতানি চ তথা সদাচারনিরূপণম্।
প্রায়শ্চিত্তান্যরিষ্টানি কাশীশ্রীশৈলবর্ণনম্॥
অন্ধকাখ্যানকং পশ্চাদ্বারাহচরিতং পুনঃ।
নৃসিংহচরিতং পশ্চাজ্জলন্ধরবধস্ততঃ॥
শৈবং সহস্রনামাথ দক্ষযজ্ঞবিনাশনম্।
কামস্য দহনং পশ্চাৎ গিরিজায়াঃ করগ্রহঃ॥
ততো বিনায়কাখ্যানং নৃত্যাখ্যানং শিবস্য চ।
উপমন্যুকথা চাপি পূর্ব্বভাগ ইতীরিতঃ॥
বিষ্ণুমাহাত্ম্যকথনমম্বরীষকথা ততঃ।
সনৎকুমারনন্দীশসংবাদশ্চ পুনর্মুনে॥
শিবমাহাত্ম্যসংযুক্তস্নানযাগাদিকং ততঃ।
সূর্য্যপূজাবিধিশ্চৈব শিবপূজা চ মুক্তিদা॥
দানানি বহুধোক্তানি শ্রাদ্ধপ্রকরণন্ততঃ।
প্রতিষ্ঠা তত্র গদিতা ততোঽঘোরস্য কীর্ত্তনম্॥
ব্রজেশ্বরী মহাবিদ্যা গায়ত্রীমহিমা ততঃ।
ত্র্যম্বকস্য চ মাহাত্ম্যং পুরাণশ্রবণস্য চ॥
এতস্যোপরিভাগস্তে লৈঙ্গস্য কথিতো ময়া।
ব্যাসেন হি নিবদ্ধস্য রুদ্রমাহাত্ম্যসূচিনঃ॥"

হে পুত্র! শ্রবণ কর, আমি তোমার নিকট লিঙ্গপুরাণ কীর্ত্তন করিতেছি। ভগবান্ হর বহ্নিলিঙ্গমধ্যে থাকিয়া আমার নিকট ধর্ম্মাদি সিদ্ধির নিমিত্ত যে অগ্নিকল্পকথাশ্রয় লিঙ্গপুরাণ বলিয়াছিলেন, ব্যাসদেব তাহাই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এই লিঙ্গপুরাণ অগ্নির আখ্যানে বিচিত্রিত হইয়াছে। ইহা হরমাহাত্ম্যসূচক একাদশ সহস্র শ্লোকে পরিপূর্ণ এবং জগৎত্রয়ে সর্ব্বপুরাণের সারস্বরূপ। ইহাতে প্রথমতঃ পুরাণোপক্রমপ্রশ্ন ও সংক্ষেপে সৃষ্টিবর্ণন আছে। এই পূর্ব্বভাগে যোগাখ্যান, কল্পাখ্যান, লিঙ্গোৎপত্তি, ও তাহার অর্চ্চনা, সনৎকুমার ও শৈলাদির পবিত্র সংবাদ, দধীচি-চরিত, যুগধর্ম্ম-নিরূপণ, ভুবনকোষাখ্যান, সূর্য্য ও সোমবংশ, বিস্তৃতরূপে সৃষ্টি, ত্রিপুরাখ্যান, লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা, পশুপাশবিমোক্ষণ, সমুদয় শিবব্রত, সদাচার-নিরূপণ, সর্ব্ববিধ প্রায়শ্চিত্ত ও অরিষ্ট, কাশী ও শ্রীশৈলবর্ণন, অন্ধকাখ্যান, বারাহচরিত, নৃসিংহচরিত, জলন্ধরবধ, শিবসহস্রনাম, দক্ষযজ্ঞবিনাশ, মদনমোহন, গিরিজার পাণিগ্রহণ, বিনায়কাখ্যান, শিবের নৃত্যাখ্যান এবং উপমন্যুকথা এই সমুদায় উক্ত হইয়াছে।

হে মুনে! উত্তরভাগে বিষ্ণুমাহাত্ম্য, অম্বরীষকথা, সনৎকুমার ও নন্দীশ-সংবাদ, শিবমাহাত্ম্যসংযুক্ত স্নানযাগাদি, সূর্য্যপূজাবিধি, মুক্তিদায়িনী শিব-পূজা, বহুপ্রকার দান, শ্রাদ্ধপ্রকরণ, প্রতিষ্ঠা, অঘোর-কীর্ত্তন, ব্রজেশ্বরী মহাবিদ্যা ও গায়ত্রীর মহিমা, ত্র্যম্বকমাহাত্ম্য এবং পুরাণশ্রবণমাহাত্ম্য এই সমুদায় কীর্ত্তিত হইয়াছে।

আবার শৈবপুরাণে উত্তরখণ্ডে লিখিত আছে—

"লিঙ্গস্য চরিতোক্তত্বাৎ পুরাণং লিঙ্গমুচ্যতে।"

লিঙ্গের চরিত বর্ণিত থাকায় লিঙ্গপুরাণ নাম হইয়াছে। বিভিন্ন পুরাণ হইতে লিঙ্গপুরাণের যে লক্ষণ উদ্ধৃত হইল, প্রচলিত লিঙ্গপুরাণে তাহার অভাব নাই।

প্রচলিত লিঙ্গপুরাণেই লিখিত আছে,—

"ঈশানকল্পবৃত্তান্তমধিকৃত্য মহাত্মনা।
ব্রহ্মণা কল্পিতং পূর্ব্বং পুরাণং লৈঙ্গমুত্তমম্॥" (২।১)

ঈশানকল্প বৃত্তান্তপ্রসঙ্গে পূর্ব্বকালে মহাত্মা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক যে পুরাণ কল্পিত হইয়াছিল, তাহার নাম লৈঙ্গ। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মাৎস্য ও নারদীয়ের মতে অগ্নিকল্পপ্রসঙ্গে লৈঙ্গপুরাণ এবং ঈশানকল্পপ্রসঙ্গে অগ্নিপুরাণ বর্ণিত হইয়াছে। (মৎস্যপু° ৫৩ অঃ) এরূপ স্থলে ঈশানকল্পাশ্রয়ী লৈঙ্গ ও অগ্নিকল্পাশ্রয়ী লৈঙ্গ এক কিনা? অধিক সম্ভব, বৌদ্ধপ্রভাব খর্ব্ব ও ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবের অভ্যুদয়ের সহিত যখন পুরাণসমূহের পুনঃসংস্কার হইতেছিল, সেই সময়ে আগ্নেয়পুরাণোক্ত ঈশানকল্পের কথা আসিয়া লৈঙ্গপুরাণে প্রবেশ করে ও অগ্নিকল্পের প্রসঙ্গ সম্ভবতঃ আগ্নেয়পুরাণের বিষয়ীভূত মনে করিয়া পৌরাণিকেরা লৈঙ্গ মধ্যে অগ্নিকল্পের কথা স্পষ্ট উল্লেখ করিলেন না। কিন্তু লিঙ্গ-পুরাণের প্রতিপাদ্য আর সকল কথাই, এমন কি অগ্নির লিঙ্গের কথাও বিবৃত হইয়াছে। যাহা হউক, এই লৈঙ্গ মধ্যে আদি লিঙ্গপুরাণের অধিকাংশ কথাই আছে, তবে পরবর্ত্তী কালে গোঁড়া শৈবদিগের হাতে পড়ায় মধ্যে মধ্যে শিবের গোঁড়ামী ও বিষ্ণুর নিন্দার কথাও নিবেশিত হইয়াছে। আদি পুরাণগুলি কোন কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের জিনিস হইলেও তাহাতে সম্প্রদায় বা দেবতাবিশেষের নিন্দার কথা ছিল বলিয়া মনে হয় না, সম্প্রদায়ের দ্বেষাদ্বেষীতে পুরাণ মধ্যে এইরূপ বিদ্বেষসূচক শ্লোকাবলী বহু পরে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এরূপ স্থলে সামান্য প্রক্ষিপ্ত শ্লোকগুলি

বাদ দিলে এই লিঙ্গপুরাণকে একখানি অতি প্রাচীন পুরাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায়।

অরুণাচলমাহাত্ম্য, গৌরীকল্যাণ, পঞ্চাক্ষরমাহাত্ম্য, রামসহস্রনাম, রুদ্রাক্ষমাহাত্ম্য ও সরস্বতীস্তোত্র ইত্যাদি নামধের কএকখানি ক্ষুদ্র পুথি লিঙ্গপুরাণের অন্তর্গত বলিয়া প্রচলিত। এতদ্ভিন্ন বাশিষ্ঠ-লৈঙ্গ-নামধের একখানি উপপুরাণও পাওয়া যায়। হলায়ুধের ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে বৃহল্লিঙ্গপুরাণ হইতে বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু এখন আর এই পুরাণ দেখা যায় না।

১২শ বরাহপুরাণ।

১ মঙ্গলাচরণ, সূতকৃত প্রস্তাবনা, পৃথিবীর প্রশ্ন, পৃথিবীকৃত পরমেশ্বরস্তুতি, ২ সূতোক্তি, বরাহ কর্তৃক পুরাণলক্ষণকথন-পূর্ব্বক সৃষ্টিকথা, আদিসর্গ, পৃথিবীর প্রশ্ন, বরাহ কর্তৃক বিস্তৃতরূপে আদি সর্গবর্ণন, বরাহ কর্তৃক রুদ্র সনৎকুমার ও মরীচি প্রভৃতির উৎপত্তিকথা, প্রিয়ব্রতকথা ও প্রিয়ব্রত-নারদ-সংবাদ, ৩ নারদ কর্তৃক ব্রহ্মপারকথন, ৪ বরাহ কর্তৃক দশা-বতারকথনপূর্ব্বক নারায়ণের রূপবর্ণন, অশ্বশিরার উপা-খ্যান, ৫ অশ্বশিরা এবং কপিলের সংবাদ, রৈভ্য উপাখ্যান, যজ্ঞতনুস্তোত্র, ৬ পুণ্ডরীকাক্ষ-পারস্তোত্র ও ধর্ম্মব্যাধ উপাখ্যান, ৭ রৈভ্য এবং সনৎকুমারসংবাদ, রৈভ্য কর্তৃক পিতৃদর্শন, রৈভ্য কৃত গদাধরস্তোত্র, ৮ ধর্ম্মব্যাধের উপাখ্যান, ধর্ম্মব্যাধকৃত পুরুষো-ত্তমাখ্যস্তোত্র, ৯ আদি কৃতযুগ-বৃত্তান্ত, ১০ বিরাট্‌রূপ দর্শন ও সুপ্রতীক উপাখ্যান, ১১ গৌরমুখ উপাখ্যান, ১২ দুর্জ্জয়কৃত নারায়ণের স্তোত্র, ১৩ গৌরমুখ-মার্কণ্ডেয়-সংবাদ, শ্রাদ্ধকাল, পিতৃগীতা, ১৪ শ্রাদ্ধভোজনযোগ্য ব্যক্তিগণের নাম, শ্রাদ্ধে বর্জ্জ-নীয়দিগের নাম, শ্রাদ্ধানুষ্ঠানপদ্ধতি, গৌরমুখের পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত, গৌরমুখকৃত নারায়ণের স্তোত্র, ১৬ দুর্জ্জয়কৃত স্বর্গ-জয়, ১৭ প্রজাগণের চরিত্র, ১৮ অগ্নির উৎপত্তি-কথা, ১৯ তিথিমাহাত্ম্যকথা, ২০ অশ্বিনীকুমারের জন্মকথা, দ্বিতীয়াকৃত্য, ২১ গৌরী-প্রাদুর্ভাব-কথা, দক্ষযজ্ঞকথা, রুদ্র-সর্গ, ২২ দক্ষযজ্ঞবিনাশ, রুদ্রস্তোত্র, রুদ্রপ্রসাদ, পার্ব্বতী-জন্ম-কথা, হরপার্ব্বতীর বিবাহ, তৃতীয়াকৃত্য, ২৩ গণেশজন্মকথা, গণে-শের প্রতি মহাদেবের শাপ, গণেশের স্তোত্র, চতুর্থীকৃত্য, ২৪ নাগোৎপত্তিকথা, পঞ্চমীকৃত্য, ২৫ কার্ত্তিকেয়ের উৎপত্তিকথা, দেবগণকৃত মহাদেবের স্তোত্র, ২৬ ষষ্ঠীমাহাত্ম্য, আদিত্যোৎপত্তি-কথা, সপ্তমীকৃত্য, ২৭ অন্ধকাসুরবধকথা, মাতৃগণোৎপত্তিকথন, অষ্টমীকৃত্য, ২৮ কাত্যায়নীর উৎপত্তিকথা, বেত্রাসুরবৃত্তান্ত, মহেশ্বরকৃত কাত্যায়নীর স্তোত্র, নবমীকৃত্য, ২৯ দিগুৎপত্তি-কথা, দশমীকৃত্য, ৩০ কুবেরোৎপত্তিকথা, একাদশীকৃত্য, ৩১ নারায়ণকৃত মনুরূপ গ্রহণ, দ্বাদশীকৃত্য, ৩২ ধর্ম্মোৎপত্তিকথা, ত্রয়োদশীকৃত্য, ৩৩ রুদ্রের উৎপত্তি-কথা, দেবগণকৃত রুদ্রস্তোত্র, রুদ্র-পশুপতিকথা, চতুর্দ্দশী-কার্য্য, ৩৪ পিতৃসম্ভবকথা, অমাবস্যা-কার্য্য, ৩৫ চন্দ্রের প্রতি দক্ষের শাপ, পৌর্ণমাসীকৃত্য, ৩৬ মণিজনৃপতিগণের বৃত্তান্ত, প্রজাপালকৃত গোবিন্দের স্তোত্র, বিষ্ণুর আরাধনাপ্রকার, ৩৭ আরুণিকবৃত্তান্ত, ৩৮ সত্যতপোনাম-ব্যাধের বৃত্তান্ত, ৩৯ পৃথিবীকৃত ব্রতোপাখ্যান, ৪০ পৌষশুক্ল দশমীব্রতকথা, ৪১ মাঘশুক্লদ্বাদশীব্রতকথা, ৪২ ফাল্গুনশুক্লৈকা-দশীব্রতকথা, ৪৩ চৈত্রশুক্লদ্বাদশীব্রতকথা, ৪৪ বৈশাখশুক্লদ্বাদশী-কৃত্য জামদগ্ন্যব্রতকথা, ৪৫ জ্যৈষ্ঠমাসীয় রামদ্বাদশীব্রতকথা, ৪৬ আষাঢ়মাসীয় কৃষ্ণদ্বাদশীব্রতকথা, ৪৭ শ্রাবণমাসীয় বুদ্ধদ্বাদশী ব্রতকথা, ৪৮ ভাদ্রমাসীয় কল্কিদ্বাদশীব্রতকথা, ৪৯ আশ্বিনমাসীয় পদ্মনাভদ্বাদশীব্রতকথা, ৫০ কার্ত্তিকদ্বাদশীব্রতকথা, ৫১ অগস্ত্য-গীতারম্ভ, উত্তম ভর্তৃলাভব্রতকথা, শুভব্রতকথা, বৎসশ্রীনৃপ-কৃত নারায়ণের স্তোত্র, ৫৬ ধন্যব্রতকথা, ৫৭ কান্তিব্রতকথা, ৫৮ সৌভাগ্যব্রতকথা, ৫৯ বিঘ্নহরব্রতকথা, ৬০ শান্তিব্রতকথা, ৬১ কামব্রতকথা, ৬২ আরোগ্যব্রতকথা, ৬৩ পুত্রপ্রাপ্তিব্রতকথা, ৬৪ শৌর্য্যব্রতকথা, ৬৫ সার্ব্বভৌমব্রতকথা, ৬৬ নারদ ও বিষ্ণু সংবাদ, ৬৭ অহোরাত্রচন্দ্রসূর্য্যাদির রহস্যকথা, ৬৮ যুগভেদে ধর্ম্মভেদকথা, গম্যাগম্যানিরূপণ-কথা, অগম্যাগমন-জন্য প্রায়-শ্চিত্তবিধি, ৬৯ অগস্ত্যশরীরবৃত্তান্ত, ৭০ অগস্ত্যের অবদান, ৭২ ত্রিদেবাভেদপ্রসঙ্গে রুদ্রোপদেশ, গৌতম, মারীচ এবং শাণ্ডিল্য প্রভৃতির সংবাদ, কালভেদে ব্রহ্মাদি দেবত্রয়ের প্রাধান্য নিরূ-পণ, ৭৩ রুদ্র কর্তৃক নারায়ণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন, রুদ্র কর্তৃক নারায়ণের স্তোত্র, ৭৪ ভূমিপ্রমাণাদি কথন, জম্বুদ্বীপপ্রমাণাদি কথা, ৭৫-৭৬ অমরাবতীবর্ণন, ৭৭ মেরুমূলবর্ণন, ৭৮ চৈত্র-রথাদি শৈলচতুষ্টয়ের বর্ণনা, সুরোচনী-প্রমুখ স্থানবর্ণন, ৭৯ পর্ব্বতান্তে দেবগণের অবকাশবর্ণন, নিষধাচলপশ্চিমবর্ত্তী পর্ব্বতাদির বর্ণনা, ভারতবর্ষবর্ণনা, শাকদ্বীপবর্ণনা, কুশদ্বীপবর্ণনা, ক্রৌঞ্চদ্বীপবর্ণনা, শাল্মল প্রভৃতি দ্বীপের বর্ণনা, ব্রহ্মাদি তিন দেবতার পরাপরত্ববিবেক, অন্ধকাসুরকথা, ৯১ বৈষ্ণবদিগের উৎপত্তিকথা, ব্রহ্মকৃত শক্তির স্তোত্র, ৯২ বৈষ্ণবীচরিত, ৯৩ বৈষ্ণবীগ্রহণ জন্য মহিষাসুরের নিজ মন্ত্রীদিগের অভিমন্ত্রণা, বৈষ্ণবীগ্রহণ জন্য মহিষাসুরের মেরুপর্ব্বতের দিকে প্রস্থানবর্ণন, বৈষ্ণবী ও মহিষাসুরের সমক্ষে দূতের সংবাদ, ৯৪ মহিষাসুর-বধবৃত্তান্ত, দেবগণকৃত বৈষ্ণবীস্তোত্র, ৯৫ রৌদ্রীচরিত, রুরু-দৈত্যের উপাখ্যান, ৯৬ রুরুদৈত্যবধ, রুদ্রকৃত কালরাত্রিস্তোত্র, চামুণ্ডাভেদকথন, ৯৭ রুদ্রের কপালিত্ব, রুদ্রকৃত কাপালিক ব্রতের অনুষ্ঠান, রুদ্রের কপালমোচন, কপালব্রতের ফলবর্ণন, ৯৮ সত্যতপার সিদ্ধি, ৯৯ চৈত্রাসুরকথা, পঞ্চপাতক নাশের উপায়কথন, বিশেষপ্রকারে বিষ্ণুপূজার বর্ণন, বরাহপুরাণ-

শ্রবণের ফল, তিলধেনুদানের ফল, ১০০ জলধেনুদানের ফল, ১০১ রসধেনুদানের ফল, ১০২ গুড়ধেনুদানের ফল, ১০৩ শর্করাধেনুদানফল, ১০৪ মধুধেনুদানফল, ১০৫ ক্ষীরধেনুদানফল, ১০৬ দধিধেনুদানফল, ১০৭ নবনীতধেনুদানফল, ১০৮ লবণ-ধেনুদানফল, ১০৯ কার্পাসধেনুদানের ফল, ১১০ ধান্যধেনু-দানের ফল, ১১১ কপিলাধেনুদানের ফল, ১১২ উভয়মুখী-ধেনুদানের ফল, বরাহপুরাণের প্রচারক্রম, পুরাণসমষ্টির নামের সংখ্যা, ১১৩ পৃথিবী এবং সনৎকুমারের সংবাদ, ১১৪ পৃথিবীর প্রতি নারায়ণের প্রসাদ, ১১৫-১১৮ নারায়ণ এবং পৃথিবীর সংবাদ, ১১৯ বিষ্ণুর আরাধনাপ্রকার বর্ণন, সুখদুঃখভেদ-কথা, দ্বাবিংশপ্রকার অপরাধের কথা, ভক্তস্বরূপকথা, অপরাধ-ভঞ্জনপ্রায়শ্চিত্ত, প্রাপণ-নির্মাণ-বিধান, ১২০ ত্রিসন্ধ্যাবিষ্ণু-পাসনাবিধি, ১২১ পুনর্জন্মবারণকর্ম্মবিধি, ১২২ সনাতনধর্ম্ম স্বরূপকথন, গর্ভোৎপত্তিবারণ কর্ম্মবিধি, তির্য্যগ্‌যোনিপতন-বারণকর্ম্মবিধি, কোকামুখক্ষেত্রপ্রশংসা, ১২৩-১২৪ গন্ধপুষ্প বিশেষে দানমাহাত্ম্য, ঋতুপকরণদানের ফল, ১২৫ মায়াস্বরূপ-কথন, ১২৬ কুব্জাম্রকমাহাত্ম্য, ১২৭ সংসারমোক্ষকর্ম্মকথন, ১২৮-১২৯ ক্ষত্রিয়গণের দীক্ষাবিধি, বৈশ্যগণের দীক্ষাবিধি, শূদ্র-গণের দীক্ষাবিধি, দীক্ষিতগণের কর্ত্তব্যবিধি, দীক্ষিতদিগের বিষ্ণু-পূজাবিধি, ১৩০-১৩৬ অপরাধপ্রায়শ্চিত্তবিধি, দন্তকাষ্ঠভক্ষণ জন্য প্রায়শ্চিত্তবিধি, মৃতস্পর্শ জন্য প্রায়শ্চিত্তবিধি, বিষ্ঠাত্যাগ জন্য প্রায়শ্চিত্তবিধি, দুষ্কর্ম্মকরণ জন্য প্রায়শ্চিত্ত, জালপাদাদ্য ভক্ষণ জন্য প্রায়শ্চিত্তবিধি, ১৩৭ প্রায়শ্চিত্তকর্ম্মের সূত্র, ১৩৮ সৌকর-ক্ষেত্রের মাহাত্ম্যবর্ণন, গৃধ্র এবং শৃগালীর ইতিহাস, বৈবস্বত-তীর্থের মাহাত্ম্যবর্ণন, খঞ্জরীট উপাখ্যান, সৌকরকৃত কর্ম্ম-ফলকথন, গোময়লেপনাদি ফলকথন, চাণ্ডাল-ব্রহ্মরাক্ষস-সংবাদ, ১৪০ কোকামুখের শ্রেষ্ঠত্ব-নিরূপণ, ১৪১ বদরিকা-শ্রমের মাহাত্ম্য, ১৪২ রজস্বলাকর্ত্তব্য শুদ্ধকর্ম্মের আখ্যান, ১৪৩ মথুরাক্ষেত্রমাহাত্ম্যবর্ণন, ১৪৪ শালগ্রামের মাহাত্ম্য-বর্ণন, ১৪৫ শালঙ্কায়নক উপাখ্যান, ১৪৬ রুরুর উপাখ্যান এবং রুরুক্ষেত্রের মাহাত্ম্যবর্ণন, ১৪৭ হৃষীকেশমাহাত্ম্যবর্ণন, গো-নিষ্ক্রমণমাহাত্ম্যবর্ণন, ১৪৮ স্তুতস্বামিতীর্থের মাহাত্ম্যবর্ণন, ১৪৯ দ্বারবতীমাহাত্ম্যবর্ণন, ১৫০ সানন্দুরমাহাত্ম্যবর্ণন, ১৫২ লোহার্গলমাহাত্ম্যবর্ণন, পঞ্চসরঃক্ষেত্রমাহাত্ম্যবর্ণন, ১৫৩-১৫৪ মথুরামণ্ডলমাহাত্ম্যবর্ণন, ১৫৫ মথুরামণ্ডলে অক্রুর-তীর্থের মাহাত্ম্যবর্ণন, ১৫৬ মথুরামণ্ডলে বৎসক্রীড়নতীর্থের মাহাত্ম্য-বর্ণন, ১৫৭ মথুরামণ্ডলে মলয়ার্জ্জুনতীর্থ মাহাত্ম্যবর্ণন, ১৫৮ মথুরাপরিক্রমণ-ফল, ১৫৯ বিশ্রান্তিতীর্থের মাহাত্ম্য ফল, ১৬০ দেববন-প্রভাববর্ণনা, ১৬২ চক্রতীর্থের মাহাত্ম্যবর্ণন, ১৬৩ বৈকুণ্ঠাদি তীর্থমাহাত্ম্য, কপিলচরিত, ১৬৪ গোবর্দ্ধন মাহাত্ম্যবর্ণনা, ১৬৫ মথুরামণ্ডলে কূপমাহাত্ম্যবর্ণনা, ১৬৬ অসিকুণ্ডমাহাত্ম্যবর্ণনা, ১৬৭ বিশ্রান্তিক্ষেত্র, ১৬৮ ক্ষেত্রপালগণ, ১৬৯ অর্দ্ধচন্দ্রক্ষেত্র, ১৭০ মথুরামণ্ডলে গোকর্ণমাহাত্ম্যবর্ণন শুকেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনা, মহানসপ্রেতসংবাদ, ১৭১ সরস্বতী-যমুনাসঙ্গমে বিষ্ণুপূজার ফলকথা, কৃষ্ণগঙ্গার মাহাত্ম্যবর্ণন, পাঞ্চাল-ব্রাহ্মণগণের ইতিহাসবর্ণনা, শাম্বের উপাখ্যান, ১৭৮ রামতীর্থে দ্বাদশীব্রতমাহাত্ম্যফল, ১৭৯ প্রায়শ্চিত্তনিরূপণবিধি, ১৮০ সেতিহাস ধ্রুবতীর্থের মাহাত্ম্যবর্ণনা, ১৮১ কাষ্ঠপ্রতিমা-স্থাপনবিধি, ১৮২ শৈলপ্রতিমা স্থাপনবিধি, ১৮৩ মৃণ্ময়প্রতিমা-স্থাপনবিধি, ১৮৪ তাম্রপ্রতিমা স্থাপনবিধি, ১৮৫ কাংস্যপ্রতিমা স্থাপনবিধি, রজতপ্রতিমাস্থাপনবিধি, ১৮৭-১৯০ শ্রাদ্ধের উৎ-পত্তিবর্ণনা, অশৌচ-নিরূপণবিধি, মেধাতিথিপিতৃসংবাদ, পিণ্ড-সম্বন্ধপ্রকার, ১৯১ মধুপর্কনিরূপণবিধি, মধুপর্কদানপ্রকার-কথন, ১৯৩-১৯৬ যমালয়াদিস্বরূপকথন, নাচিকেতের যমা-লয় হইতে প্রত্যাগমনবৃত্তান্ত, ১৯৭ যমনগরের প্রমাণাদিকথন, ১৯৮ যমের সভাবর্ণনা, ১৯৯ পাপীদিগের গতিবর্ণনা, ২০০ নরকবর্ণনা, ২০১ যমদূতগণের স্বরূপবর্ণনা, ২০২ চিত্রগুপ্তের প্রভাববর্ণনা, ২০৩ চিত্রগুপ্ত কর্ত্তৃক প্রায়শ্চিত্ত-নির্দ্দেশ, ২০৪ চিত্রগুপ্ত কর্ত্তৃক দূতপ্রেরণবৃত্তান্ত, যম এবং চিত্রগুপ্তের সংবাদ, ২০৫-২০৬ চিত্রগুপ্ত কর্ত্তৃক শুভাশুভ কর্ম্মের ফলনির্দ্দেশ, ২০৭ নারদসন্দিষ্ট পুরুষবিলোভনগুণ, ২০৮ পতিব্রতোপাখ্যান, ২০৯ যমনারদসংবাদ, ২১০ ভাস্কর কর্ত্তৃক ধর্ম্ম উপদেশ, ২১১-২১২ প্রবোধিনীমাহাত্ম্যকথন, ২১৩ গোকর্ণেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণন, ২১৪ নন্দিকেশ্বর-বর-প্রদান, ২১৫ জলেশ্বরের মাহাত্ম্য, ২১৬ শৃঙ্গেশ্বরের মাহাত্ম্যবর্ণনা, ২১৭ ফলশ্রুতিবর্ণনা, ২১৮ বিষ-য়ানুক্রমণী।

উপরে যে বরাহপুরাণের সূচী দেওয়া হইল, এইখানিই এখন প্রচলিত ও মুদ্রিত দেখা যায়। এখানি গৌড়সম্মত বরাহ। এছাড়া দাক্ষিণাত্যে বিরলপ্রচার আর একখানি বরাহ পাওয়া যায়। একবিষয়ক হইলেও গৌড়ীয় রামায়ণ ও দাক্ষিণাত্য রামায়ণে যেমন বহুপাঠান্তর ও অধ্যায়ান্তর দেখা যায়, ঐ দুই বারাহেও সেইরূপ বহুপাঠান্তর দৃষ্ট হয়। একবিষয়ক বর্ণনায় অনেক স্থলে এরূপ ভিন্নরূপ শ্লোক পাওয়া যায়, যেন দেখিলেই ভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থ ও ভিন্ন হস্তে প্রস্তুত বলিয়া বোধ হয়। বার্লিনের রাজপুস্তকালয়ের তালি-কায়ও এই পুস্তকের সন্ধান পাওয়া গেল। উভয় পুস্তকে অধ্যায় সংখ্যা ও পাঠের মিল না হইলেও একই বিষয়ের আলোচনা আছে।

এখন কথা হইতেছে, উপরোক্ত বিবরণমূলক বারাহকে আদি-বারাহ-পুরাণমধ্যে গণ্য করা যায় কি না? পুরাণের সংস্কার হইবার পর নারদপুরাণে বারাহের এইরূপ অনুক্রমণিকা প্রদত্ত হইয়াছে—

"শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি বরাহং বৈ পুরাণকম্।
ভাগদ্বয়যুতং শশ্বদ্বিষ্ণুমাহাত্ম্যসূচকম্॥
মানবস্য তু কল্পস্য প্রসঙ্গং মৎকৃতং পুরা।
নিববন্ধ পুরাণেঽস্মিংশ্চতুর্ব্বিংশসহস্রকে॥
ব্যাসো হি বিদুষাং শ্রেষ্ঠঃ সাক্ষান্নারায়ণো ভুবি।
তত্রাদৌ শুভসংবাদঃ স্মৃতো ভূমিবরাহয়োঃ॥
অথাদিকৃতবৃত্তান্তে রৈভ্যস্য চরিতং ততঃ।
দুর্জ্জয়ায় চ তৎপশ্চাচ্ছ্রাদ্ধকল্প উদীরিতঃ॥
মহাতপস আখ্যানং গৌর্য্যুৎপত্তিস্ততঃ পরম্।
বিনায়কস্য নাগানাং সেনান্যাদিত্যয়োরপি॥
গণানাঞ্চ তথা দেব্যা ধনদস্য বৃষস্য চ।
আখ্যানং সত্যতপসো ব্রতাখ্যান-সমন্বিতম্॥
অগস্ত্যগীতা তৎপশ্চাৎ রুদ্রগীতা প্রকীর্ত্তিতা।
মহিষাসুরবিধ্বংসে মাহাত্ম্যঞ্চ ত্রিশক্তিজম্॥
পর্ব্বাধ্যায়স্ততঃ শ্বেতোপাখ্যানং গোপ্রদানিকম্।
ইত্যাদিকৃতবৃত্তান্তং প্রথমোদ্দেশ-নামকম্॥
ভগবদ্ধর্ম্মকে পশ্চাৎ ব্রততীর্থকথানকম্।
দ্বাত্রিংশদপরাধানাং প্রায়শ্চিত্তং শরীরকম্॥
তীর্থানাঞ্চাপি সর্ব্বেষাং মাহাত্ম্যং পৃথগীরিতম্।
মথুরায়াং বিশেষেণ শ্রাদ্ধাদীনাং বিধিস্ততঃ॥
বর্ণনং যমলোকস্য ঋষিপুত্রপ্রসঙ্গতঃ।
বিপাকঃ কর্ম্মণাঞ্চৈব বিষ্ণুব্রতনিরূপণম্॥
গোকর্ণস্য চ মাহাত্ম্যং কীর্ত্তিতং পাপনাশনম্।
ইত্যেব পূর্ব্বভাগোঽস্য পুরাণস্য নিরূপিতঃ॥
উত্তরে প্রবিভাগে তু পুলস্ত্যকুরুরাজয়োঃ।
সংবাদে সর্ব্বতীর্থানাং মাহাত্ম্যং বিস্তারাৎ পৃথক্।
অশেষধর্ম্মাশ্চাখ্যাতাঃ পৌষ্করং পুণ্যপর্ব্ব চ।
ইত্যেবং তব বারাহং প্রোক্তং পাপবিনাশনম্॥"

হে বৎস! শ্রবণ কর, আমি বরাহপুরাণ কীর্ত্তন করিতেছি, এই পুরাণ দুইভাগে বিভক্ত ও সর্ব্বদা বিষ্ণুমাহাত্ম্যসূচক। মানবকল্পের যে কিছু প্রসঙ্গ পূর্ব্বে মৎকর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, সাক্ষাৎ নারায়ণস্বরূপ বিদ্যাপ্রবর ব্যাস সে সমুদয় এই চতুর্বিংশসহস্র শ্লোকপূর্ণ পুরাণে গ্রথিত করিয়াছেন, ইহার প্রথমেই ভূমি ও বরাহের শুভসংবাদ, আদি বৃত্তান্তে রৈভ্যচরিত, শ্রাদ্ধকল্প, মহাতপার আখ্যান, গৌরীর উৎপত্তি, বিনায়ক, নাগগণ, সেনানী (কার্ত্তিকেয়), আদিত্য, গণসমুদায়, দেবী, ধনদ ও বৃষের আখ্যান, সত্যতপার ব্রত, অগস্ত্যগীতা, রুদ্রগীতা, মহিষাসুরধ্বংসমাহাত্ম্য, পর্ব্বাধ্যায়, শ্বেতোপাখ্যান ইত্যাদিবৃত্তান্ত এবং পরে ভগবদ্ধর্ম্মে ব্রততীর্থকথা, দ্বাত্রিংশৎ অপরাধের শারীরিক প্রায়শ্চিত্ত-সমুদায়, তীর্থের পৃথক্ পৃথক্ মাহাত্ম্য, মথুরায় বিশেষরূপে শ্রাদ্ধাদির বিধি, ঋষিপুত্রপ্রসঙ্গে যমলোকবর্ণন, কর্ম্মবিপাক, বিষ্ণুব্রতনিরূপণ এবং গোকর্ণ-মাহাত্ম্য, এই সমুদায় বৃত্তান্ত ইহার পূর্ব্বভাগে নিরূপিত হইয়াছে।

উত্তর ভাগে পুলস্ত্য ও কুরুরাজের সংবাদে বিস্তৃতরূপে সর্ব্বতীর্থের পৃথক্ পৃথক্ মাহাত্ম্য, অশেষ ধর্ম্মাখ্যান এবং পৌষ্কর নামক পুণ্যপর্ব্ব ইত্যাদি কথিত হইয়াছে। তোমার নিকট এই পাপনাশন বারাহপুরাণ কীর্ত্তন করিলাম।

মৎস্যপুরাণের মতে—

"মহাবরাহস্য পুনর্মাহাত্ম্যমধিকৃত্য চ।
বিষ্ণুনাভিহিতং ক্ষৌণ্যৈ তদ্বারাহমিহোচ্যতে॥
মানবস্য প্রসঙ্গেন কল্পস্য মুনিসত্তমাঃ।
চতুর্ব্বিংশৎসহস্রাণি তৎপুরাণমিহোচ্যতে॥"

যে গ্রন্থে মানব-কল্প-প্রসঙ্গে বিষ্ণু কর্ত্তৃক পৃথিবীর সমক্ষে মহাবরাহের মাহাত্ম্য বিবৃত হইয়াছে, সেই ২৪০০০ শ্লোকযুক্ত পুরাণ 'বারাহ' নামে খ্যাত।

নারদীয়ের লক্ষণের সহিত প্রচলিত বারাহের অনেকটা মিল থাকিলেও মানবকল্পপ্রসঙ্গে মহাবরাহের মাহাত্ম্য বর্ণিত নাই। অথবা এখন যেমন বারাহে বহুসংখ্যক ব্রতাদির উল্লেখ আছে, প্রাচীন বরাহে অথবা নারদীয়পুরাণের সঙ্কলন-কালে যে বরাহ প্রচলিত ছিল, তাহাতে ঐ সমস্ত ছিল কি না সন্দেহ। এখনকার বরাহ ভবিষ্যোত্তরের মত নানাপুরাণ হইতে সঙ্কলিত, তাহা বরাহপাঠেই জানা যায়, যথা—মথুরামাহাত্ম্যে—

"শাম্বপ্রখ্যাততীর্থে তু তত্রৈবাস্তরধীয়ত।
শাম্বস্য সহ সূর্য্যেণ রথস্থেন দিবানিশম্॥ ৫০
রবিং পপ্রচ্ছ ধর্ম্মাত্মা পুরাণং সূর্য্যভাষিতম্।
ভবিষ্যপুরাণমিতি খ্যাতং কৃত্বা পুনর্নবম্॥" (বরাহ° ১৭৭ অঃ)

এই পুরাণে বুদ্ধদ্বাদশীর প্রসঙ্গ আছে, ইহাতেও বোধ হয় বুদ্ধদেব হিন্দুসমাজে অবতার বলিয়া গণ্য হইবার পরে বারাহ বর্ত্তমানরূপ ধারণ করিয়াছে। এই বরাহপুরাণ এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে মুদ্রিত হইয়াছে, ইহার শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১০৫০০। কিন্তু নারদপুরাণের বরাহানুক্রমণিকা পাঠ করিলে এই মুদ্রিত বরাহও অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। এতদনুসারে পূর্ব্বভাগ মাত্র মুদ্রিত হইয়াছে। উত্তরভাগের পুলস্ত্য-কুরুরাজ-সংবাদে বিস্তৃত ভাবে সকল তীর্থের পৃথক্ পৃথক্ মাহাত্ম্য, নানাবিধ ধর্ম্মাখ্যান ও পৌষ্করপর্ব্ব ইত্যাদি মুদ্রিত বরাহে নাই।

সুপ্রসিদ্ধ হেমাদ্রি খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে চতুর্বর্গচিন্তামণি মধ্যে বরাহোক্ত বুদ্ধদ্বাদশীর উল্লেখ এবং খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে গৌড়াধিপ বল্লালসেন দানসাগরে এই বরাহ হইতে শ্লোক

উদ্ধৃত করিয়াছেন. এতদ্দ্বারাও এখনকার এই বরাহকে খৃষ্টীয় ১০ম বা ১১শ শতাব্দীর গ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে আপত্তি থাকিতেছে না।

চাতুর্মাস্যমাহাত্ম্য, ত্র্যম্বকমাহাত্ম্য, ভগবদ্গীতামাহাত্ম্য, মৃত্তিকাশৌচবিধান, বিমানমাহাত্ম্য, বেঙ্কটগিরিমাহাত্ম্য, ব্যতিপাতমাহাত্ম্য ও শ্রীমুষ্ণমাহাত্ম্য এই সকল ক্ষুদ্র পুথি বরাহপুরাণের অন্তর্গত বলিয়া প্রচলিত আছে।

১৩শ স্কন্দ-পুরাণ।

এক্ষণে স্কন্দপুরাণ বলিয়া কোন একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ পাওয়া যায় না। নানা সংহিতা, নানা খণ্ড ও বহুসংখ্যক মাহাত্ম্য এই স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত বলিয়া প্রচলিত আছে। ঐ সকল সংহিতা, খণ্ড ও মাহাত্ম্যগুলি লইয়াই প্রচলিত স্কন্দপুরাণ; কিন্তু ঐ সমস্ত খণ্ডাদির কোন্ খানি অগ্রে বা কোন্ খানি পরে হইবে, কোন্ মাহাত্ম্য কোন্ খণ্ড বা সংহিতার অন্তর্গত, তাহা সহজে স্থির করা যায় না। সুতরাং স্কন্দপুরাণের বিষয়ানুক্রমণিকা প্রকাশের পূর্ব্বে ঐ সকল খণ্ডাদির পারম্পর্য্য-নির্ণয় করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক।

স্কন্দপুরাণীয় শঙ্করসংহিতার হালাস্যমাহাত্ম্যে লিখিত আছে—

"স্কান্দমদ্যাপি বক্ষ্যামি পুরাণং শ্রুতিসারকম্॥ ৬২
ষড়্‌বিধং সংহিতাভেদৈঃ পঞ্চাশৎখণ্ডমণ্ডিতম্।
আদ্যা সনৎকুমারোক্তা দ্বিতীয়া সূতসংহিতা॥ ৬৩
তৃতীয়া শাঙ্করী প্রোক্তা চতুর্থী বৈষ্ণবী তথা।
পঞ্চমী সংহিতা ব্রাহ্মী ষষ্ঠী সা সৌরসংহিতা॥" (১।৬৪)

বেদের সার হইতে সঙ্কলিত স্কন্দপুরাণ ৬ খানি সংহিতা ও ৫০ খণ্ডে বিভক্ত, ইহার আদি সংহিতার নাম সনৎকুমার, দ্বিতীয় সূতসংহিতা, তৃতীয় শঙ্করসংহিতা, চতুর্থ বৈষ্ণব-সংহিতা, পঞ্চম ব্রহ্মসংহিতা এবং ষষ্ঠ সৌর-সংহিতা।

সূতসংহিতায়ও ঐ ছয় খানি সংহিতার উল্লেখ আছে, এবং প্রত্যেক সংহিতার গ্রন্থসংখ্যাও এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—

"গ্রন্থতশ্চৈব ষট্‌ত্রিংশৎ সহস্রেণোপলক্ষিতা।
আদ্যা তু সংহিতা বিপ্রা! দ্বিতীয়া ষট্‌সহস্রিকা॥
তৃতীয়া গ্রন্থতস্ত্রিংশৎসহস্রেণোপলক্ষিতা।
তুরীয়া সংহিতা পঞ্চসহস্রেণাভিনির্ম্মিতা॥
ততোঽন্যা ত্রিসহস্রেণ গ্রন্থেনৈব বিনির্ম্মিতা।
অন্যা সহস্রতঃ সৃষ্টা গ্রন্থতঃ পণ্ডিতোত্তমাঃ॥" (১।২২।২৪)

সনৎকুমার-সংহিতার গ্রন্থসংখ্যা	৩৬০০০
সূতসংহিতা ,,	৬০০০
শঙ্করসংহিতা ,,	৩০০০০
বৈষ্ণবসংহিতার গ্রন্থসংখ্যা	৫০০০
ব্রাহ্মসংহিতা ,,	৩০০০
সৌরসংহিতা ,,	১০০০

স্কন্দপুরাণীয় প্রচলিত প্রভাস-খণ্ডের মতে—

"পুরা কৈলাসশিখরে ব্রহ্মাদীনাঞ্চ সন্নিধৌ।
স্কান্দং পুরাণং কথিতং পার্ব্বত্যাগ্রে পিনাকিনা॥
পার্ব্বত্যা ষণ্মুখস্যাগ্রে তেন নন্দীগণায় বৈ।
নন্দিনাত্রিকুমারায় তেন ব্যাসায় ধীমতে॥
ব্যাসেন তু সমাখ্যাতং ভবতোঽহং প্রকীর্ত্তিয়ে।" (১অঃ)

তৎপর অধ্যায়ে লিখিত আছে—

"স্কান্দন্তু সপ্তধা ভিন্নং বেদব্যাসেন ধীমতা।
একাশীতিসহস্রাণি শতং চৈকং চ সংখ্যয়া॥
তত্রাদিমো বিভাগস্তু স্কন্দমাহাত্ম্যসংযুতঃ।
মাহেশ্বরসমাখ্যাতো দ্বিতীয়ো বৈষ্ণবস্তু চ॥
তৃতীয়ো ব্রহ্মণঃ প্রোক্তঃ সৃষ্টিসংক্ষেপসূচকঃ।
কাশীমাহাত্ম্যসংযুক্তশ্চতুর্থঃ পরিপঠ্যতে।
রেবায়াং পঞ্চমো ভাগ উজ্জয়িন্যাঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
ষষ্ঠঃ কল্পার্চ্চনং বিশ্বং তাপীমাহাত্ম্যসূচকঃ।
সপ্তমোঽথ বিভাগোঽয়ং স্মৃতঃ প্রভাসিকো দ্বিজাঃ।
সর্ব্বে দ্বাদশসাহস্রং বিভাগাঃ সাধিকাঃ স্মৃতাঃ॥"(প্রভাসখ°)

পুরাকালে কৈলাসশিখরে ব্রহ্মাদির সমক্ষে পিনাকী পার্ব্বতীকে স্কন্দপুরাণ বলিয়াছিলেন। পার্ব্বতী ষড়ানন কার্ত্তিকেয়ের নিকট, কার্ত্তিকেয় আবার নন্দীর নিকট, নন্দী অত্রিকুমারকে, তিনি ব্যাসকে এবং ব্যাসদেব আমার (সূতের) নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

এই স্কন্দপুরাণ বেদব্যাস কর্ত্তৃক সপ্তভাগে বিভক্ত ও ৮১১০০ শ্লোকযুক্ত। ইহার আদিভাগের নাম স্কন্দমাহাত্ম্যসংযুক্ত 'মাহেশ্বর' খণ্ড, দ্বিতীয় 'বৈষ্ণব' খণ্ড, তৃতীয় সংক্ষেপে সৃষ্টিবর্ণনা-সূচক 'ব্রহ্ম'খণ্ড, চতুর্থ কাশীমাহাত্ম্যযুক্ত 'কাশী'খণ্ড, পঞ্চম উজ্জয়িনীর কথাযুক্ত 'রেবা'খণ্ড, ষষ্ঠ কল্পপূজা, বিশ্বকথা ও তাপীমাহাত্ম্যসূচক 'তাপী'খণ্ড এবং সপ্তম প্রভাসের কথাযুক্ত 'প্রভাস'খণ্ড। এই সমস্ত খণ্ডে দ্বাদশ-সহস্রাধিক বিভাগ নির্দ্দিষ্ট আছে।

নারদপুরাণের স্কন্দোপক্রমণিকা হইতে আবার এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়—

"শৃণু বৎস্য মরীচে চ পুরাণং স্কান্দসংজ্ঞিতম্।
যস্মিন্ প্রতিপদং সাক্ষান্মহাদেবো ব্যবস্থিতঃ॥
পুরাণে শতকোটৌ তু যচ্ছৈবং বর্ণিতং ময়া।
লক্ষিতস্যার্থজাতস্য সারো ব্যাসেন কীর্ত্তিতঃ॥

স্কন্দাহ্বয়স্তত্রখণ্ডাঃ সপ্তৈব পরিকল্পিতাঃ।
একাশীতিসহস্রন্তু স্কান্দং সর্ব্বাঘকৃন্তনম্ ॥
যঃ শৃণোতি পঠেদ্বাপি স তু সাক্ষাচ্ছিবঃ স্থিতঃ।
(১ম) যত্র মাহেশ্বরা ধর্ম্মা ষণ্মুখেন প্রকাশিতাঃ ॥
কল্পে তৎপুরুষে বৃত্তাঃ সর্ব্বসিদ্ধিবিধায়কাঃ।
তস্য মাহেশ্বরশ্চাদ্যঃ খণ্ডঃ পাপপ্রণাশনঃ ॥
কিঞ্চিন্ন্যূনার্কসাহস্রো বহুপুণ্যো বৃহৎকথঃ।
সুচরিত্রশতৈর্যুক্তঃ স্কন্দমাহাত্ম্যসূচকঃ ॥
যত্র কেদারমাহাত্ম্যে পুরাণোপক্রমঃ পুরা।
দক্ষযজ্ঞকথাপশ্চাচ্ছিবলিঙ্গার্চ্চনে ফলম্ ॥
সমুদ্রমথনাখ্যানং দেবেন্দ্রচরিতং ততঃ।
পার্ব্বত্যাঃ সমুপাখ্যানং বিবাহস্তদনন্তরম্ ॥
কুমারোৎপত্তিকথনং ততস্তারকসঙ্গরঃ।
ততঃ পাশুপতাখ্যানং চণ্ডাখ্যানসমাচিতম্ ॥
দ্যূতপ্রবর্ত্তনাখ্যানং নারদেন সমাগমঃ।
ততঃ কুমারমাহাত্ম্যে পঞ্চতীর্থকথানকম্ ॥
ধর্ম্মবর্ম্ম-নৃপাখ্যানং নদীসাগরকীর্ত্তিতম্।
ইন্দ্রদ্যুম্নকথা পশ্চান্নাড়ীজঙ্ঘকথাচিতা ॥
প্রাদুর্ভাবস্ততো মহ্যাঃ কথা দমনকস্য চ।
মহীসাগরসংযোগঃ কুমারেশকথা ততঃ ॥
ততস্তারকযুদ্ধঞ্চ নানাখ্যান-সমাহিতম্।
বধস্তু তারকস্যাথ পঞ্চলিঙ্গনিবেশনম্ ॥
দ্বীপাখ্যানং ততঃ পুণ্যং ঊর্দ্ধলোকব্যবস্থিতিঃ।
ব্রহ্মাণ্ডস্থিতিমানঞ্চ বর্করেশকথানকম্ ॥
মহাকালসমুদ্ভূতিঃ কথা চাস্য মহাদ্ভুতা।
বাসুদেবস্য মাহাত্ম্যং কোটিতীর্থং ততঃ পরম্ ॥
নানাতীর্থসমাখ্যানং গুপ্তক্ষেত্রে প্রকীর্ত্তিতম্।
পাণ্ডবানাং কথা পুণ্যা মহাবিদ্যাপ্রসাধনম্ ॥
তীর্থযাত্রাসমাপ্তিশ্চ কৌমারমিদমদ্ভুতম্।
অরুণাচলমাহাত্ম্যে সনকব্রহ্মসংকথা ॥
গৌরীতপঃসমাখ্যানং ততস্তীর্থনিরূপণম্।
মহিষাসুরজাখ্যানং বধশ্চাস্য মহাদ্ভুতঃ ॥
শোণাচলে শিবাস্থানং নিত্যদা পরিকীর্ত্তিতম্।
ইত্যেষ কথিতঃ স্কান্দে খণ্ডে মাহেশ্বরোঽদ্ভুতঃ ॥
(২য়) দ্বিতীয়ো বৈষ্ণবো খণ্ডস্তস্যাখ্যানানি মে শৃণু।
প্রথমং ভূমিবারাহং সমাখ্যানং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥
যত্র রোচককুণ্ডস্য মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্।
কমলায়াঃ কথা পুণ্যা শ্রীনিবাসস্থিতিস্ততঃ ॥
কুলালাখ্যানকং যত্র সুবর্ণমুখরীকথা।
নানাখ্যানসমাযুক্তা ভরদ্বাজকথাদ্ভুতা ॥
মতঙ্গাঞ্জনসংবাদঃ কীর্ত্তিতঃ পাপনাশনঃ।
পুরুষোত্তমমাহাত্ম্যং কীর্ত্তিতং চোৎকলে ততঃ ॥
মার্কণ্ডেয়সমাখ্যানমম্বরীষস্য ভূপতেঃ।
ইন্দ্রদ্যুম্নস্য চাখ্যানং বিদ্যাপতিকথা শুভা ॥
জৈমিনেঃ সমুপাখ্যানং নারদস্যাপি বাড়বঃ।
নীলকণ্ঠসমাখ্যানং নারসিংহোপবর্ণনম্ ॥
অশ্বমেধকথা রাজ্ঞো ব্রহ্মলোকগতিস্তথা।
রথযাত্রাবিধিঃ পশ্চাজ্জপস্নানবিধিস্তথা ॥
দক্ষিণামূর্ত্ত্যুপাখ্যানং গুণ্ডিচাখ্যানকং ততঃ।
রথরক্ষাবিধানঞ্চ শয়নোৎসবকীর্ত্তনম্ ॥
শ্বেতোপাখ্যানমত্রোক্তং বহ্ন্যুৎসব-নিরূপণম্।
দোলোৎসবো ভগবতো ব্রতং সাম্বৎসরাভিধম্ ॥
পূজা চ কামিভির্বিষ্ণোরুদ্দালকনিয়োগকঃ।
মোক্ষসাধনমত্রোক্তং নানাযোগনিরূপণম্ ॥
দশাবতারকথনং স্নানাদি-পরিকীর্ত্তিতম্।
ততো বদরিকায়াশ্চ মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্ ॥
অগ্ন্যাদিতীর্থমাহাত্ম্যং বৈনতেয়শিলাভবম্।
কারণং ভগবদ্বাসে তীর্থং কাপালমোচনম্ ॥
পঞ্চধারাভিধং তীর্থং মেরুসংস্থাপনং তথা।
ততঃ কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে মাহাত্ম্যং মদনালসম্ ॥
ধূম্রকেশসমাখ্যানং দিনকৃত্যানি কার্ত্তিকে।
পঞ্চভীষ্মব্রতাখ্যানং কীর্ত্তিদং ভক্তিমুক্তিদম্ ॥
তদ্ব্রতস্য চ মাহাত্ম্যে বিধানং স্নানজং তথা।
পুণ্ড্রাদিকীর্ত্তনং চাত্র মালাধারণপুণ্যকম্ ॥
পঞ্চামৃতস্নানপুণ্যং ঘণ্টানাদাদিজং ফলম্।
নানাপুষ্পার্চ্চনফলং তুলসীদলজং ফলম্ ॥
নৈবেদ্যস্য চ মাহাত্ম্যং হরিবাসরকীর্ত্তনম্।
অখণ্ডৈকাদশী পুণ্যা তথা জাগরণস্য চ ॥
মৎস্যোৎসববিধানঞ্চ নাম মাহাত্ম্যকীর্ত্তনম্।
ধ্যানাদিপুণ্যকথনং মাহাত্ম্যং মথুরাভবম্ ॥
মথুরাতীর্থমাহাত্ম্যং পৃথগুক্তং ততঃ পরম্।
বনানাং দ্বাদশানাঞ্চ মাহাত্ম্যং কীর্ত্তিতং ততঃ ॥
শ্রীমদ্ভাগবতস্যাত্র মাহাত্ম্যং কীর্ত্তিতং পরম্।
বজ্রশাণ্ডিল্যসংবাদ অন্তর্লীলাপ্রকাশকঃ ॥
ততো মাঘস্য মাহাত্ম্যং স্নানদানজপোদ্ভবম্।
নানাখ্যানসমাযুক্তং দশাধ্যায়ে নিরূপিতম্ ॥
ততো বৈশাখমাহাত্ম্যে শয্যাদানাদিজং ফলম্।
জলদানাদিবিধয়ঃ কামাখ্যানমতঃ পরম্ ॥

শ্রুতদেবস্য চরিতং ব্যাধোপাখ্যানমদ্ভুতম্।
তথাক্ষয়তৃতীয়াদের্বিশেষাৎ পুণ্যকীর্ত্তনম্॥
ততস্ত্বযোধ্যামাহাত্ম্যে চক্রব্রহ্মাহ্বতীর্থকে।
ঋণপাপবিমোক্ষাখ্যে তথা ধারসহস্রকম্॥
স্বর্গদ্বারং চন্দ্রহরিধর্ম্মহর্য্যুপবর্ণনম্।
স্বর্ণবৃষ্টেরুপাখ্যানং তিলোদা সরযূযুতিঃ॥
সীতাকুণ্ডং গুপ্তহরিঃ সরযূঘর্ঘরাহ্বয়ঃ।
গোপ্রচারঞ্চ দুগ্ধোদং গুরুকুণ্ডাদিপঞ্চকম্॥
ঘোষার্কাদীনি তীর্থানি ত্রয়োদশ ততঃ পরম্।
গয়াকূপস্য মাহাত্ম্যং সর্ব্বাঙ্গবিনিবর্ত্তকম্॥
মাণ্ডব্যাশ্রমপূর্ব্বাণি তীর্থানি তদনন্তরম্।
অজিতাদিমানসাদি তীর্থানি গদিতানি চ॥
ইত্যেষ বৈষ্ণবঃ খণ্ডো দ্বিতীয়ঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
(৩য়) অতঃপরং ব্রহ্মখণ্ডং মরীচে শৃণু পুণ্যদম্।
যত্র বৈ সেতুমাহাত্ম্যে ফলং স্নানেক্ষণোদ্ভবম্॥
গালবস্য তপশ্চর্য্যা রাক্ষসাখ্যানকং ততঃ।
চক্রতীর্থাদিমাহাত্ম্যং দেবীতপনসংযুতম্॥
বেতালতীর্থমহিমা পাপনাশাদিকীর্ত্তনম্।
মঙ্গলাদিকমাহাত্ম্যং ব্রহ্মকুণ্ডাদিবর্ণনম্॥
হনূমৎকুণ্ডমহিমাগস্ত্যতীর্থভবং ফলম্।
রামতীর্থাদিকথনং লক্ষ্মীতীর্থনিরূপণম্॥
শঙ্খাদিতীর্থমহিমা তথা সাধ্যামৃতাদিকঃ।
ধনুষ্কোট্যাদিমাহাত্ম্যং ক্ষীরকুণ্ডাদিজং তথা।
গায়ত্র্যাদিকতীর্থানাং মাহাত্ম্যং চাত্র কীর্ত্তিতম্॥
রামনাথস্য মহিমা তত্ত্বজ্ঞানোপদেশনম্।
যাত্রাবিধানকথনং সেতৌ মুক্তিপ্রদং নৃণাম্॥
ধর্ম্মারণ্যস্য মাহাত্ম্যং ততঃ পরমুদীরিতম্।
স্থাণুঃ স্কন্দায় ভগবান্ যত্র তত্ত্বমুপাদিশৎ॥
ধর্ম্মারণ্যসুসংভূতিস্তৎপুণ্যপরিকীর্ত্তনম্।
কর্ম্মসিদ্ধেঃ সমাখ্যানং ঋষিবংশনিরূপণম্॥
অপ্সরাতীর্থমুখ্যানাং মাহাত্ম্যং যত্র কীর্ত্তিতম্।
বর্ণানামাশ্রমানাঞ্চ ধর্ম্মতত্ত্বনিরূপণম্॥
দেবস্থানবিভাগশ্চ বকুলার্ককথা শুভা।
ছত্রা নন্দা তথা শান্তা শ্রীমাতা চ মতঙ্গিনী॥
পুণ্যদাত্র্যঃ সমাখ্যাতা যত্র দেব্যঃ সমাস্থিতাঃ।
ইন্দ্রেশ্বরাদিমাহাত্ম্যং দ্বারকাদিনিরূপণম্॥
লোহাসুরসমাখ্যানং গঙ্গাকূপনিরূপণম্।
শ্রীরামচরিতঞ্চৈব সত্যামন্দিরবর্ণনম্॥
জীর্ণোদ্ধারস্য কথনং শাসনপ্রতিপাদনম্।
জাতিভেদপ্রকথনং স্মৃতিধর্ম্মনিরূপণম্॥
ততস্তু বৈষ্ণবা ধর্ম্মাঃ নানাখ্যানৈরুদীরিতাঃ।
চাতুর্ম্মাস্যে ততঃ পুণ্যে সর্ব্বধর্ম্মনিরূপণম্॥
দানপ্রশংসা তৎপশ্চাদ্ব্রতস্য মহিমা ততঃ।
তপসশ্চৈব পূজায়া সচ্ছিদ্রকথনং ততঃ॥
প্রকৃতীনাং ভিদাখ্যানং শালগ্রামনিরূপণম্।
তারকস্য বধোপায়স্ত্র্যাক্ষার্চ্চামহিমা তথা॥
বিষ্ণোঃ শাপশ্চ বৃক্ষত্বং পার্ব্বত্যানুনয়স্ততঃ।
হরস্য তাণ্ডবং নৃত্যং রামনামনিরূপণম্॥
হরস্য লিঙ্গপূজনং কথায়ৈ জবনস্য চ।
পার্ব্বতীজন্মচরিতং তারকস্য বধোঽদ্ভুতঃ॥
প্রণবৈশ্বর্য্যকথনং তারকাচরিতং পুনঃ।
দক্ষযজ্ঞসমাপ্তিশ্চ দ্বাদশাক্ষরনিরূপণম্॥
জ্ঞানযোগসমাখ্যানং মহিমা দ্বাদশার্কজঃ।
শ্রবণাদিকপুণ্যঞ্চ কীর্ত্তিদং শর্ম্মদং নৃণাম্॥
ততো ব্রহ্মোত্তরে ভাগে শিবস্য মহিমাদ্ভুতঃ।
পঞ্চাক্ষরস্য মহিমা গোকর্ণমহিমা ততঃ॥
শিবরাত্রেশ্চ মহিমা প্রদোষব্রতকীর্ত্তনম্।
সোমবারব্রতঞ্চাপি সীমন্তিন্যাঃ কথানকম্॥
ভদ্রায়ুৎপত্তিকথনং সদাচারনিরূপণম্॥
শিবধর্ম্মসমুদ্দেশো ভদ্রায়ুদ্বাহবর্ণনম্।
ভদ্রায়ুমহিমা চাপি ভস্মমাহাত্ম্যকীর্ত্তনম্।
শবরাখ্যানকঞ্চৈব উমামাহেশ্বরব্রতম্॥
রুদ্রাক্ষস্য চ মাহাত্ম্যং রুদ্রাধ্যায়স্য পুণ্যকম্।
শ্রবণাদিকপুণ্যঞ্চ ব্রহ্মখণ্ডোঽয়মীরিতঃ॥
(৪র্থ) অতঃপরং চতুর্থঞ্চ কাশীখণ্ডমনুত্তমম্।
বিন্ধ্যনারদয়োর্যত্র সংবাদঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
সত্যলোকপ্রভাবশ্চাগস্ত্যাবাসে সুরাগমঃ।
পতিব্রতাচরিত্রঞ্চ তীর্থচর্য্যাপ্রশংসনম্॥
ততশ্চ সপ্তপুর্য্যাখ্যা সংযমিন্যানিরূপণম্।
ব্রধ্নস্য চ তথেন্দ্রাগ্ন্যোর্লোকাপ্তিঃ শিবশর্ম্মণঃ॥
অগ্নেঃ সমুদ্ভবশ্চৈব ক্রব্যাদ্বরুণসম্ভবঃ।
গন্ধবত্যালকাপুর্য্যোরীশ্বর্য্যাশ্চ সমুদ্ভবঃ॥
চন্দ্রোড়ুবুধলোকানাং কুজেজ্যার্কভুবাং ক্রমাৎ।
সপ্তর্ষীণাং ধ্রুবস্যাপি তপোলোকস্য বর্ণনং॥
ধ্রুবলোককথা পুণ্যা সত্যলোকনিরীক্ষণম্।
স্কন্দাগস্ত্যসমালাপো মণিকর্ণীসমুদ্ভবঃ॥
প্রভাবশ্চাপি গঙ্গায়া গঙ্গানামসহস্রকম্।
বারাণসীপ্রশংসা চ ভৈরবাবির্ভবস্ততঃ॥

দণ্ডপাণিজ্ঞানবাপ্যোরুদ্ভবঃ সমনন্তরম্ ।
ততঃ কলাবত্যাখ্যানং সদাচারনিরূপণম্ ॥
ব্রহ্মচারিসমাখ্যানং ততঃ স্ত্রীলক্ষণানি চ ।
কৃত্যাকৃত্যবিনির্দ্দেশো হ্যবিমুক্তেশবর্ণনম্ ॥
গৃহস্থযোগিনো ধর্ম্মাঃ কালজ্ঞানং ততঃ পরম্ ।
দিবোদাসকথা পুণ্যা কাশীবর্ণনমেব চ ॥
যোগিচর্য্যা চ লোলার্কোত্তরশাম্বার্কজা কথা ।
দ্রুপদার্কস্য তার্ক্ষ্যাখ্যারুণার্কস্যোদয়স্ততঃ ॥
দশাশ্বমেধতীর্থাখ্যো মন্দরাচ্চ গমাগমঃ ।
পিশাচমোচনাখ্যানং গণেশপ্রেষণস্ততঃ ॥
মায়াগণপতেশ্চাথ ভুবি প্রাদুর্ভবস্ততঃ ।
বিষ্ণুমায়া প্রপঞ্চোঽথ দিবোদাসবিমোক্ষণম্ ॥
ততঃ পঞ্চনদোৎপত্তির্বিন্দুমাধবসম্ভবঃ ।
ততো বৈষ্ণবতীর্থাখ্যা শূলিনঃ কৌশিকাগমঃ ॥
জৈগীষব্যেন সংবাদো জ্যেষ্ঠেশাখ্যা মহেশে তু ।
ক্ষেত্রাখ্যানং কন্দুকেশব্যাঘ্রেশ্বরসমুদ্ভবঃ ॥
শৈলেশরত্নেশ্বরয়োঃ কৃত্তিবাসস্য চোদ্ভবঃ ।
দেবতানামধিষ্ঠানং দুর্গাসুরপরাক্রমঃ ॥
দুর্গায়া বিজয়শ্চাথ ওঙ্কারেশস্য বর্ণনম্ ।
পুনরোঙ্কারমাহাত্ম্যং ত্রিলোচনসমুদ্ভবঃ ॥
কেদারাখ্যা চ ধর্ম্মেশকথা বিশ্বভুজোদ্ভবা ।
বীরেশ্বরসমাখ্যানং গঙ্গামাহাত্ম্যকীর্ত্তনম্ ॥
বিশ্বকর্ম্মেশমহিমা দক্ষযজ্ঞোদ্ভবস্তথা ।
সতীশস্যামৃতেশাদের্ভুজস্তম্ভঃ পরাশরে ॥
ক্ষেত্রতীর্থকদম্বশ্চ মুক্তিমণ্ডপসংকথা ।
বিশ্বেশবিভবশ্চাথ ততো যাত্রাপরিক্রমঃ ॥
(৫ম) অতঃপরং স্ববন্ত্যাখ্যং শৃণু খণ্ডঞ্চ পঞ্চকম্ ।
মহাকালবনাখ্যানং ব্রহ্মশীর্ষচ্ছিদা ততঃ ॥
প্রায়শ্চিত্তবিধিশ্চাগ্নেরুৎপত্তিশ্চ সুরাগমঃ ।
দেবদীক্ষা শিবস্তোত্রং নানাপাতকনাশনম্ ॥
কপালমোচনাখ্যানং মহাকালবনস্থিতিঃ ।
তীর্থং কলকলেশস্য সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥
কুণ্ডমপ্সরসংজ্ঞঞ্চ সর্গে রুদ্রস্য পুণ্যদম্ ।
কুটুম্বেশঞ্চ বিরূপ-কর্কটেশ্বরতীর্থকম্ ॥
দুর্গদ্বারং চতুঃসিন্ধুতীর্থং শঙ্করবাপিকা ।
সকরার্কগন্ধবতীতীর্থং পাপপ্রণাশনম্ ॥
দশাশ্বমেধৈকানংশতীর্থঞ্চ হরিসিদ্ধিদম্ ।
পিশাচকাদিযাত্রা চ হনূমৎকযমেশ্বরৌ ॥
মহাকালেশযাত্রা চ বল্মীকেশ্বরতীর্থকম্ ।
শুক্রেশস্তেশোপাখ্যানং কুশস্থল্যাঃ প্রদক্ষিণম্ ॥
অক্রূরমন্দাকিন্যঙ্কপাদচন্দ্রার্কবৈভবম্ ।
করভেশ-কুক্কুটেশ-লড্ডুকেশাদিতীর্থকম্ ॥
মার্কণ্ডেশং যজ্ঞবাপী সোমেশং নরকান্তকম্ ।
কেদারেশ্বররামেশ-সৌভাগ্যেশনরার্ককম্ ॥
কেশার্কং শক্তিভেদঞ্চ স্বর্ণাক্ষরমুখানি চ ।
ওঙ্কারেশাদিতীর্থানি অন্ধকস্তুতিকীর্ত্তনম্ ॥
কালারণ্যে লিঙ্গসংখ্যা স্বর্ণশৃঙ্গাভিধানকম্ ।
পদ্মাবতীকুমুদ্বত্যমরাবতীতি নামকম্ ॥
বিশালাপ্রতিকল্পাবিধানে চ জ্বরশান্তিকম্ ।
শিপ্রাস্নানাদিকফলং নাগোদ্গীতা (?) শিবস্তুতিঃ ॥
হিরণ্যাক্ষবধাখ্যানং তীর্থং সুন্দরকুণ্ডকম্ ।
নীলগঙ্গাপুষ্করাখ্যং বিন্ধ্যাবাসনতীর্থকম্ ॥
পুরুষোত্তমাধিমাসং তৎতীর্থঞ্চাঘনাশনম্ ।
গোমতীবামনে কুণ্ডে বিষ্ণোর্নামসহস্রকম্ ॥
বীরেশ্বরসরঃ কালভৈরবস্য চ তীর্থকে ।
মহিমা নাগপঞ্চম্যাং নৃসিংহস্য জয়ন্তিকা ॥
কুটুম্বেশ্বরযাত্রা চ দেবসাধককীর্ত্তনম্ ।
কর্করাজাখ্যতীর্থঞ্চ বিঘ্নেশাদিসুরোহণম্ ॥
রুদ্রকুণ্ডপ্রভৃতিষু বহুতীর্থনিরূপণম্ ।
যাত্রাষ্টতীর্থজা পুণ্যা রেবামাহাত্ম্যমুচ্যতে ॥
ধর্ম্মপুত্রস্য বৈরাগ্যে মার্কণ্ডেয়েন সঙ্গমঃ ।
প্রাগ্লয়ানুভবাখ্যানং অমৃতাপরিকীর্ত্তনম্ ॥
কল্পে কল্পে পৃথক্ নাম নর্ম্মদায়াঃ প্রকীর্ত্তিতম্ ।
স্তবমার্ষং নার্ম্মদঞ্চ কালরাত্রিকথা ততঃ ॥
মহাদেবস্তুতিঃ পশ্চাৎ পৃথক্কল্পকথাদ্ভুতা ।
বিশল্যাখ্যানকং পশ্চাজ্জালেশ্বরকথা তথা ॥
গৌরীব্রতসমাখ্যানং ত্রিপুরজ্বালনং ততঃ ।
দেহপাতবিধানঞ্চ কাবেরীসঙ্গমস্ততঃ ॥
দারুতীর্থং ব্রহ্মাবর্ত্তং যত্রেশ্বরকথানকম্ ।
অগ্নিতীর্থং রবিতীর্থং মেঘনাদং শ্রীদারুকম্ ॥
দেবতীর্থং নর্ম্মদেশং কপিলাক্ষং করঞ্জকম্ ।
কুণ্ডলেশং পিপ্পলাদং বিমলেশঞ্চ শূলভিৎ ॥
শচীহরণমাখ্যাতমন্ধকস্য বধস্ততঃ ।
শূলোভেদোদ্ভবো যত্র দানধর্ম্মাঃ পৃথগ্বিধাঃ ॥
আখ্যানং দীর্ঘতপস ঋষ্যশৃঙ্গকথা ততঃ ।
চিত্রসেনকথা পুণ্যা কাশিরাজস্য মোক্ষণম্ ॥
ততো দেবশিলাখ্যানং শবরীচরিতাচিতম্ ।
ব্যাধাখ্যানং ততঃ পুণ্যং পুষ্করিণ্যর্কতীর্থকম্ ॥

আদিত্যেশ্বরতীর্থঞ্চ শক্রতীর্থং করোটিকম্ ।
কুমারেশমগস্ত্যেশং চ্যবনেশঞ্চ মাতৃজম্ ॥
লোকেশং ধনদেশঞ্চ মঙ্গলেশঞ্চ কামজম্ ।
নাগেশঞ্চাপি গোপারং গৌতমং শর্ম্মচূড়জম্ ॥
নারদেশং নন্দিকেশং বরুণেশ্বরতীর্থকম্ ।
দধিস্কন্দাদিতীর্থানি হনূমন্তেশ্বরস্ততঃ ॥
রামেশ্বরাদিতীর্থানি সোমেশং পিঙ্গলেশ্বরম্ ।
ঋণমোক্ষং কপিলেশং পূতিকেশং জলেশয়ম্ ॥
চণ্ডার্কযমতীর্থঞ্চ কহ্লোড়ীশঞ্চ নান্দিকম্ ।
নারায়ণঞ্চ কোটীশং ব্যাসতীর্থং প্রভাসিকম্ ॥
নাগেশং শঙ্কর্ষণকং মন্মথেশ্বরতীর্থকম্ ।
এরণ্ডীসঙ্গমং পুণ্যং সুবর্ণশিলতীর্থকম্ ॥
করঞ্জং কামহং তীর্থং ভাণ্ডীরং রোহিণীভবম্ ।
চক্রতীর্থং ধৌতপাপং স্কান্দমাঙ্গীরসাহ্বয়ম্ ॥
কোটিতীর্থমযোন্যাখ্যমঙ্গারাখ্যং ত্রিলোচনম্ ।
ইন্দ্রেশং কম্বুকেশঞ্চ সোমেশং কোহলেশকম্ ॥
নার্ম্মদং চার্কমাগ্নেয়ং ভার্গবেশ্বরসত্তমম্ ।
ব্রাহ্মং দৈবঞ্চ ভাগেশমাদিবারোহণং রবে (?) ॥
রামেশমথ সিদ্ধেশমাহল্যং কঙ্কটেশ্বরম্ ।
শাক্রং সৌমঞ্চ নান্দেশং তাপেশং রুক্মিণীভবম্ ॥
যোজনেশং বরাহেশং দ্বাদশীশিবতীর্থকে ।
সিদ্ধেশং মঙ্গলেশঞ্চ লিঙ্গবারাহতীর্থকম্ ॥
কুণ্ডেশং শ্বেতবারাহং ভার্গবেশং রবীশ্বরম্ ।
শুক্লাদীনি চ তীর্থানি হুঙ্কারস্বামিতীর্থকম্ ॥
সঙ্গমেশং নারকেশং মোক্ষং সার্পঞ্চ গোপকম্ ।
নাগং শাম্বঞ্চ সিদ্ধেশং মার্কণ্ডাক্রূরতীর্থকে ॥
কামোদশূলারোপাখ্যে মাণ্ডব্যং গোপকেশ্বরম্ ।
কপিলেশং পিঙ্গলেশং ভূতেশং গাঙ্গগৌতমে ॥
অশ্বমেধং ভৃগুকচ্ছং কেদারেশঞ্চ পাপনুৎ ।
কনখলেশং জালেশং শালগ্রামং বরাহকম্ ॥
চন্দ্রপ্রভাসমাদিত্যং শ্রীপত্যাখ্যঞ্চ হংসকম্ ।
মূলস্থানঞ্চ শূলেশমাগ্নেয়ং চিত্রদৈবকম্ ॥
শিখীশং কোটিতীর্থঞ্চ দশকন্তং সুবর্ণকম্ ।
ঋণমোক্ষং ভারভূতিরত্রান্তে পুংখমুণ্ডিতম্ ॥
আমলেশং কপালেশং শৃঙ্গেরণ্ডীভবং ততঃ ।
কোটীতীর্থং লোটনেশং ফলস্তুতিরতঃ পরম্ ॥
ক্রিমিজঙ্গলমাহাত্ম্যে রোহিতাশ্বকথা ততঃ ।
ধুন্ধুমারসমাখ্যানং বধোপায়স্ততোহস্ত চ ॥
বধো ধুন্ধোস্ততঃ পশ্চাৎ ততশ্চিত্রবহোদ্ভবঃ ।
মহিমাস্ত ততশ্চণ্ডীশপ্রভাবো রতীশ্বরঃ ॥
কেদারেশং লক্ষতীর্থং ততো বিষ্ণুপদীভবম্ ।
মুখারং চ্যবনান্ধাখ্যং ব্রহ্মণশ্চ সরস্ততঃ ॥
চক্রাখ্যং ললিতাখ্যানং তীর্থঞ্চ বহুগোমখম্ ।
রুদ্রাবর্ত্তঞ্চ মার্কণ্ডং তীর্থং পাপপ্রণাশনম্ ॥
রাবণেশং শুদ্ধপটং লবাঙ্কুপ্রেততীর্থকম্ ।
জিহ্বোদতীর্থসম্ভূতিঃ শিবোদ্ভেদং ফলশ্রুতিঃ ॥
এষ খণ্ডো হ্যবন্ত্যাখ্যঃ শৃণ্বতাং পাপনাশনঃ ।
(৬ষ্ঠ) অতঃপরং নাগরাখ্যঃ খণ্ডঃ ষষ্ঠোঽভিধীয়তে ॥
লিঙ্গোৎপত্তিসমাখ্যানং হরিশ্চন্দ্রকথা শুভা ।
বিশ্বামিত্রস্য মাহাত্ম্যং ত্রিশঙ্কুস্বর্গতিস্তথা ॥
হাটকেশ্বরমাহাত্ম্যে বৃত্রাসুরবধস্তথা ।
নাগবিলং শঙ্খতীর্থমচলেশ্বরবর্ণনম্ ॥
চমৎকারপুরাখ্যানং চমৎকারকরং পরম্ ।
গয়শীর্ষং বালশাখ্যং বালমণ্ডং মৃগাহ্বয়ম্ ॥
বিষ্ণুপাদঞ্চ গোকর্ণং যুগরূপং সমাশ্রয়ঃ ।
সিদ্ধেশ্বরং নাগসরঃ সপ্তার্ষেয়ং হ্যগস্ত্যকম্ ॥
ভ্রূণগর্ত্তং নলেশঞ্চ ভীষ্ম-দুর্ব্বেরমর্ককম্ ।
শার্ম্মিষ্ঠং শোভনাগঞ্চ দৌর্গমানর্ত্তকেশ্বরম্ ॥
জমদগ্নিবধাখ্যানং নৈঃক্ষত্রিয়কথানকম্ ।
রামহ্রদং নাগপরং জড়লিঙ্গঞ্চ যজ্ঞভূঃ ॥
মুণ্ডীরাদিত্রিকার্কঞ্চ সতীপরিণয়স্তথা ।
বালখিল্যঞ্চ যোগেশং বালখিল্যঞ্চ গারুড়ম্ ॥
লক্ষ্মীশাপঃ সাপ্তবিংশঃ সোমপ্রসাদমেব চ ।
অম্বাবৃদ্ধং পাদুকাখ্যং আগ্নেয়ং ব্রহ্মকুণ্ডকম্ ॥
গোমুখ্যং লোহযষ্ট্যাখ্যমজাপালেশ্বরী তথা ।
শানৈশ্চরং রাজবাপী রামেশো লক্ষ্মণেশ্বরঃ ॥
কুশেশাখ্যং লবেশাখ্যং লিঙ্গং সর্ব্বোত্তমোত্তমম্ ।
অষ্টষষ্টিসমাখ্যানং দময়ন্ত্যাস্ত্রিজাতকম্ ॥
ততোঽম্বারেবতী চাত্র ভট্টিকাতীর্থসম্ভবম্ ।
ক্ষেমঙ্করী চ কেদারং শুক্লতীর্থং মুখারকম্ ॥
সত্যসন্ধেশ্বরাখ্যানং তথা কর্ণোৎপলা কথা ।
অটেশ্বরং যাজ্ঞবল্ক্যং গৌর্য্যং গণেশমেব চ ॥
ততো বাস্তুপদাখ্যানং অজাগৃহকথানকম্ ।
মিষ্টান্নদেশ্বরাখ্যানং গাণপত্যত্রয়ং ততঃ ॥
জাবালিচরিতঞ্চৈব বারকেশকথা ততঃ ।
কালেশ্বর্য্যন্ধকাখ্যানং কুণ্ডমাপ্সরসং তথা ॥
পুষ্যাদিত্যং রোহিতাশ্বং নগরোৎপত্তিকীর্ত্তনম্ ।
ভার্গবং চরিতঞ্চৈব বৈশ্বামিত্রং ততঃ পরম্ ॥

সারস্বতং পৈপ্পলাদং কংসারীশঞ্চ পৈণ্ডিকম্ ।
ব্রহ্মণ্যো যজ্ঞচরিত্তং সাবিত্র্যাখ্যানসংযুতম্ ॥
রৈবত্তং ভর্ত্তৃযজ্ঞাখ্যং মুখ্যতীর্থনিরীক্ষণম্ ।
কৌরবং হাটকেশাখ্যং প্রভাসং ক্ষেত্রকত্রয়ম্ ॥
পৌষ্করং নৈমিষং ধার্ম্মগরণ্যত্রিতয়ম্মৃতম্ ।
বারাণসীদ্বারকাখ্যাবন্ত্যাখ্যেতি পুরীত্রয়ম্ ॥
বৃন্দাবনং খাণ্ডবাখ্যমদ্বৈকাখ্যং বনত্রয়ম্ ।
কল্পঃ শালস্তথা নন্দো গ্রামত্রয়মনুত্তমম্ ॥
অসিশুক্লা পিতৃসংজ্ঞং তীর্থত্রয়মুদাহৃতম্ ।
অর্ব্বুদো রৈবতশ্চৈব পর্ব্বতত্রয়মুত্তমম্ ॥
নদীনাং ত্রিতয়ং গঙ্গা নর্ম্মদা চ সরস্বতী ।
সার্দ্ধকোটিত্রয়ফলমেকৈকস্মৈষু কীর্ত্তিতম্ ॥
কূপিকা শঙ্খতীর্থঞ্চাগরকং বালমণ্ডনম্ ।
হাটকেশক্ষেত্রফলপ্রদং প্রোক্তং চতুষ্টয়ম্ ॥
শাম্বাদিত্যঃ শ্রাদ্ধকল্পঃ যৌধিষ্ঠিরমথান্ধকম্ ।
জলশায়ি-চতুর্ম্মাস্যমশূন্যশয়নব্রতম্ ॥
মঙ্কণেশঃ শিবরাত্রিস্তুলাপুরুষদানকম্ ।
পৃথ্বীদানং বাণকেশং কপালমোচনেশ্বরম্ ॥
পাপপিণ্ডং সাপ্তলৈঙ্গং যুগমানাদিকীর্ত্তনম্ ।
নিম্বেশ-শাকম্ভর্য্যাখ্যা রুদ্রৈকাদশকীর্ত্তনম্ ॥
দানমাহাত্ম্যকথনং দ্বাদশাদিত্যকীর্ত্তনম্ ।
ইত্যেষ নাগরঃ খণ্ডঃ প্রভাসাখ্যোঽধুনোচ্যতে ॥"
(৭ম)—সোমেশো যত্র বিশ্বেশোঽর্কস্থলঃ পুণ্যদো মহৎ ।
সিদ্ধেশ্বরাদিকাখ্যানং পৃথগত্র প্রকীর্ত্তিতম্ ॥
অগ্নিতীর্থং কপর্দ্দীশং কেদারেশং গতিপ্রদম্ ।
ভীমভৈরবচণ্ডীশ-ভাস্করাঙ্গারকেশ্বরাঃ ॥
বুধেজ্যাভৃগুসৌরেন্দু-শিখীশা হরবিগ্রহাঃ ।
সিদ্ধেশ্বরাদ্যাঃ পঞ্চান্যে রুদ্রাস্তত্র ব্যবস্থিতাঃ ॥
বরারোহা হ্যজাপালা মঙ্গলা ললিতেশ্বরী ।
লক্ষ্মীশো বাড়বেশশ্চার্ঘীশঃ কামেশ্বরস্তথা ॥
গৌরীশবরুণেশাখ্যামুষীশঞ্চ গণেশ্বরম্ ।
কুমারেশঞ্চ শাকল্যং নকুলোতঙ্কগৌতমম্ ॥
দৈত্যঘ্নেশং চক্রতীর্থং সন্নিহত্যাহ্বয়ং তথা ।
ভূতেশাদীনি লিঙ্গানি আদিনারায়ণাহ্বয়ম্ ॥
ততশ্চক্রধরাখ্যানিং শাম্বাদিত্যকথানকম্ ।
কথা কণ্টকশোধিন্যা মহিষঘ্ন্যাস্ততঃ পরম্ ॥
কপালীশ্বরকোটীশ-বালব্রহ্মাহ্বসৎকথা ।
নরকেশসম্বর্ত্তেশ-নিধীশ্বরকথা ততঃ ॥
বলভদ্রেশ্বরস্যার্থ (?) গঙ্গায়া গণপস্য চ ।
জাম্ববত্যাখ্যসরিতঃ পাণ্ডুকূপস্য সৎকথা ॥
শতমেধলক্ষমেধকোটিমেধকথা ততঃ ।
দুর্ব্বাসার্কযদুস্থানহিরণ্যসঙ্গমোৎকথা ॥
নগরার্কস্য কৃষ্ণস্য সঙ্কর্ষণসমুদ্রয়োঃ ।
কুমার্য্যা ক্ষেত্রপালস্য ব্রহ্মেশস্য কথা পৃথক্ ॥
পিঙ্গলা সঙ্গমেশস্য শঙ্করার্কঘটেশয়োঃ ।
ঋষিতীর্থস্য নন্দার্কত্রিতকূপস্য কীর্ত্তনম্ ॥
শশোপানস্য পর্ণার্কন্যঙ্কুমত্যোঃ কথাদ্ভুতা ।
বরাহস্বামিবৃত্তান্তং ছায়ালিঙ্গাখ্যগুল্‌ফয়োঃ ॥
কথা কনকনন্দায়াঃ কুন্তীগঙ্গেশয়োস্তথা ।
চমসোদ্ভেদবিদুরত্রিলোকেশকথা ততঃ ॥
মঙ্কণেশত্রৈপুরেশষণ্ডতীর্থকথা তথা ।
সূর্য্যপ্রাচীত্রীক্ষ্ণয়োরুমানাথকথা তথা ॥
ভূদ্ধারশূলস্থলয়োশ্চাবনার্কেশয়োস্তথা ।
অজাপালেশবালার্ককুবেরস্থলজা কথা ॥
ঋষিতোয়াকথা পুণ্যা সঙ্গালেশ্বরকীর্ত্তনম্ ।
নারদাদিত্যকথনং নারায়ণনিরূপণম্ ॥
তপ্তকুণ্ডস্য মাহাত্ম্যং মূলচণ্ডীশবর্ণনম্ ।
চতুর্ব্বক্ত্রগণাধ্যক্ষকলম্বেশ্বরয়োঃ কথা ॥
গোপালস্বামিবকুলস্বামীনোর্মরুত্তী কথা ।
ক্ষেমার্কোন্নতবিঘ্নেশজলস্বামিকথা ততঃ ॥
কালমেঘস্য রুক্মিণ্যা উর্ব্বশীশ্বরভদ্রয়োঃ ।
শঙ্খাবর্ত্তমোক্ষতীর্থগোস্পদাচ্যুতসদ্মনাম্ ॥
মালেশ্বরস্য হুঙ্কারকূপচণ্ডীশয়োঃ কথা ।
আশাপুরস্থবিঘ্নেশকলাকুণ্ডকথাদ্ভুতা ॥
কপিলেশস্য চ কথা জরদ্গবশিবস্য চ ।
নলকর্কোটেশ্বরয়োর্হাটকেশ্বরজা কথা ॥
নারদেশমন্ত্রভূতীদুর্গাকূটগণেশজা ।
সুপর্ণেলাখ্যভৈরব্যোর্ভল্লতীর্থভবা কথা ॥
কীর্ত্তনং কর্দ্দমালস্য গুপ্তসোমেশ্বরস্য চ ।
বহুস্বর্ণেশ-শৃঙ্গেশ-কোটীশ্বরকথা ততঃ ॥
মার্কণ্ডেশ্বর-কোটীশ দামোদরগৃহোৎকথা ।
স্বর্ণরেখা ব্রহ্মকুণ্ডং কুন্তীভীমেশ্বরৌ তথা ॥
মৃগীকুণ্ডঞ্চ সর্ব্বস্বং ক্ষেত্রে বস্ত্রাপথে স্মৃতম্ ।
দুর্গাবিঘ্নেশ-গঙ্গেশ-রৈবতানাং কথাদ্ভুতা ॥
ততোঽর্ব্বুদে শুভ্রকথা অচলেশ্বরকীর্ত্তনম্ ।
নাগতীর্থস্য চ কথা বশিষ্ঠাশ্রমবর্ণনম্ ॥
ভদ্রকর্ণস্য মাহাত্ম্যং ত্রিনেত্রস্য ততঃ পরম্ ।
কেদারস্য চ মাহাত্ম্যং তীর্থাগমনকীর্ত্তনম্ ॥

কোটীশ্বররূপতীর্থহৃষিকেশকথা ততঃ।
সিদ্ধেশশুক্রেশ্বরয়োর্মণিকর্ণীশকীর্ত্তনম্ ॥
পঙ্গুতীর্থযমতীর্থবারাহীতীর্থবর্ণনম্।
চন্দ্রপ্রভাসপিণ্ডোদশ্রীমাতা শুক্লতীর্থকম্ ॥
কাত্যায়ন্যাশ্চ মাহাত্ম্যং ততঃ পিণ্ডারকস্য চ।
ততঃ কনখলস্যাথ চক্রমানুষতীর্থয়োঃ ॥
কপিলাগ্নিতীর্থকথা তথা রক্তানুবন্ধজা।
গণেশ-পার্টেশ্বরয়োর্যাত্রায়ামুদ্গলস্য চ ॥
চণ্ডীস্থানং নাগভবশিবঃকুণ্ডমহেশজা।
কামেশ্বরস্য মার্কণ্ডেয়োৎপত্তেশ্চ কথা ততঃ ॥
উদ্দালকেশ-সিদ্ধেশ-গর্ত্ততীর্থকথা পৃথক্।
শ্রীদেবমত্তোৎপত্তিশ্চ ব্যাসগৌতমতীর্থয়োঃ ॥
কুলসন্তারমাহাত্ম্যং রামকোট্যাহ্বতীর্থয়োঃ।
চন্দ্রোদ্ভেদেশানলিঙ্গব্রহ্মস্থানোদ্ভবোহনম্ ॥
ত্রিপুষ্করং রুদ্রহ্রদং গুহেশ্বরকথা শুভা।
অবিমুক্তস্য মাহাত্ম্যমুমামাহেশ্বরস্য চ ॥
মহোজসঃ প্রভাবস্য জম্বূতীর্থস্য বর্ণনম্।
গঙ্গাধরমিত্রকয়োঃ কথা চাথ ফলস্তুতিঃ ॥
দ্বারকায়াশ্চ মাহাত্ম্যে চন্দ্রশর্ম্মকথানকম্ ॥
জাগরাদ্যাখ্যব্রতঞ্চ ব্রতমেকাদশীভবম্ ॥
মহাদ্বাদশিকাখ্যানং প্রহ্লাদর্ষিসমাগমঃ।
দুর্ব্বাসস উপাখ্যানং যাত্রোপক্রমকীর্ত্তনম্ ॥
গোমত্যুৎপত্তিকথনং তস্যাং স্নানাদিজং ফলম্।
চক্রতীর্থস্য মাহাত্ম্যং গোমত্যুদধিসঙ্গমঃ ॥
সনকাদিহ্রদাখ্যানং নৃগতীর্থকথা ততঃ।
গোপ্রচারকথা পুণ্যা গোপীনাং দ্বারকাগমঃ ॥
গোপীশ্বরং সমাখ্যানং ব্রহ্মতীর্থাদিকীর্ত্তনম্।
পঞ্চনদ্যাগমাখ্যানং নানাখ্যানসমাচিতম্ ॥
শিবলিঙ্গমহাতীর্থকৃষ্ণপূজাদিকীর্ত্তনম্।
ত্রিবিক্রমস্য মূর্ত্ত্যাখ্যা দুর্ব্বাসঃকৃষ্ণসংকথা ॥
কুশদৈত্যবধোঽর্চ্চাখ্যা বিশেষার্চ্চনজং ফলম্।
গোগত্যাং দ্বারকায়াঞ্চ তীর্থাগমনকীর্ত্তনম্ ॥
কৃষ্ণমন্দিরসংপ্রেক্ষং দ্বারবত্যাভিষেচনম্।
তত্র তীর্থাবাসকথা দ্বারকাপুণ্যকীর্ত্তনম্ ॥
ইত্যেষ সপ্তমঃ প্রোক্তঃ খণ্ডঃ প্রাভাসিকো দ্বিজ!।
স্কান্দে সর্ব্বোত্তরকথা শিবমাহাত্ম্যবর্ণনে ॥”*

হে মরীচে! শ্রবণ কর, আমি তোমার নিকট স্কন্দ নামক পুরাণ বলিতেছি। ইহার প্রতিপদে সাক্ষাৎ মহাদেব বর্ত্তমান। আমি শতকোটি পুরাণে যে শৈব বর্ণন করিয়াছি, সেই লক্ষিত অর্থসমূহের সার ব্যাস কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই স্কন্দ নামক পুরাণ সপ্তখণ্ডে বিভক্ত। ইহা একাশীতি সহস্র শ্লোকে পরিপূর্ণ এবং সমস্ত পাপনাশে সমর্থ। যে ব্যক্তি ইহা শ্রবণ অথবা পাঠ করে, সে সাক্ষাৎ শিবরূপে অবস্থান করে। ইহাতে ষণ্মুখ কর্তৃক তৎপুরুষকল্পে সর্ব্বসিদ্ধিবিধায়ক মাহেশ্বর ধর্ম্মসকল প্রকাশিত হইয়াছে।

(১ম মাহেশ্বর খণ্ডে)—বৃহৎকথাযুক্ত মাহেশ্বরখণ্ডই এই পুরাণের আদি ও সর্ব্বপাপনাশক। এই মাহেশ্বরখণ্ড পুণ্যজনক এবং কিছু কম দ্বাদশ সহস্র শ্লোকে পরিপূর্ণ। ইহা স্কন্দমাহাত্ম্যসূচক। ইহার কেদারমাহাত্ম্যে প্রথমে পুরাণোপক্রম হইয়াছে, পরে দক্ষযজ্ঞকথা, শিবলিঙ্গার্চ্চনে ফল, সমুদ্রমথনাখ্যান, দেবেন্দ্রচরিত, পার্ব্বতীর উপাখ্যান ও বিবাহ, কুমারোৎপত্তি, তারকযুদ্ধ, পশুপতির আখ্যান, চণ্ডীর আখ্যান, দূতপ্রবর্ত্তনাখ্যান, নারদের সমাগম, কুমারমাহাত্ম্যে পঞ্চতীর্থকথা, ধর্ম্মবর্ম্ম-নৃপাখ্যান, মহীসাগর-কীর্ত্তন, ইন্দ্রদ্যুম্নকথা, নাড়ীজঙ্ঘকথা, মহীপ্রাদুর্ভাব, দমনককথা, মহীসাগর-সংযোগ, কুমারেশকথা, তারকযুদ্ধ, তারকবধ, পঞ্চলিঙ্গনিবেশন, দ্বীপাখ্যান, ব্রহ্মাণ্ডস্থিতিমান, বর্করেশকথা, বাসুদেবমাহাত্ম্য, কোটিতীর্থ, নানাতীর্থসমাখ্যান, পাণ্ডবদিগের কথা, মহাবিদ্যাপ্রসাধন, তীর্থযাত্রা-সমাপ্তি, অরুণাচলমাহাত্ম্য, সনকব্রহ্মসংবাদ, গৌরীতপোবৃত্তান্ত, ও সেই সেই তীর্থের নিরূপণ, মহিষাসুরজাখ্যান ও বধ এবং শোণাচলে শিবাবস্থান বর্ণিত হইয়াছে।

(২য় বৈষ্ণবখণ্ডে)—ইহার প্রথমে ভূমিবরাহসমাখ্যান, রোচককুধ্রের মাহাত্ম্য, কমলার কথা ও শ্রীনিবাসস্থিতি, পরে কুলাল আখ্যান, সুবর্ণ-মুখরীকথা, নানাখ্যানযুক্ত ভরদ্বাজকথা, মতঙ্গাঞ্জনসংবাদ, পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্য, মার্কণ্ডেয় ও অম্বরীষ প্রভৃতির সমাখ্যান, ইন্দ্রদ্যুম্নাখ্যান, বিদ্যাপতিকথা, জৈমিনীর উপাখ্যান, নারদোপ্যান, নারসিংহ-উপবর্ণন, অশ্বমেধ-কথা, ব্রহ্মলোকগতি, রথযাত্রাবিধি, জন্মস্থানবিধি, দক্ষিণামূর্ত্তির উপাখ্যান, গুণ্ডিচা-আখ্যান, রথরক্ষাবিধান, বহ্ন্যুৎসব নিরূপণ, ভগবানের দোলোৎসব, সম্বৎসর নামে ব্রত, কামিগণের বিষ্ণুপূজা, উদ্দালকনিয়োগ, মোক্ষ-সাধন, নানাযোগনিরূপণ, দশাবতার কথন, স্নানাদিকীর্ত্তন, পাপনাশন বদরিকামাহাত্ম্য, অগ্নি প্রভৃতি তীর্থমাহাত্ম্য, বৈনতেয়-শিলাভব, ভগবদ্-বাসের কারণ, কপালমোচনতীর্থ, পঞ্চধারা নামে তীর্থ, মেরুসংস্থাপন, মদনালসমাহাত্ম্য, ধূম্রকেশ সমাখ্যান, কার্ত্তিকমাসীয় দিনকৃত্য, পঞ্চভীষ্ম ব্রতাখ্যান ও ব্রতমাহাত্ম্যে স্নানবিধি, পুণ্ড্রাদিকীর্ত্তন, মালাধারণ, পুণ্য-পঞ্চামৃতস্নানপুণ্য, ঘণ্টানাদ প্রভৃতিজন্য ফল, নানাপুষ্প ও তুলসীদলার্চ্চন-ফল, নৈবেদ্যমাহাত্ম্য, হরিবাসরকীর্ত্তন, অখণ্ডৈকাদশীপুণ্য, জাগরণপুণ্য, মৎস্যোৎসববিধান, নামমাহাত্ম্যকীর্ত্তন, ধ্যানাদিপুণ্যকথা, মথুরামাহাত্ম্য, মথুরাতীর্থমাহাত্ম্য, দ্বাদশবনমাহাত্ম্য, শ্রীমদ্ভাগবতমাহাত্ম্য, বজ্রশাণ্ডিল্য-মাহাত্ম্য, স্নানদান ও জপজন্য ফল, জলদানাদি বিষয়, কমাখ্যান, শ্রুতদেব চরিত, ব্যাধোপাখ্যান, অক্ষয়াতৃতীয়াদির কথা ও বিশেষপুণ্যকীর্ত্তন, চন্দ্র-হরি ও ধর্ম্মহরি-বর্ণন, স্বর্ণবৃষ্টির উপাখ্যান, তিলোদা-সরযূসঙ্গমে, সীতাকুণ্ড, গুপ্তহরি, গোপ্রচার, দুগ্ধোদ, গুরুকুণ্ডাদি পঞ্চক, ঘোষার্কাদি ত্রয়োদশ তীর্থ, সর্ব্বপাপনাশক গয়াকূপমাহাত্ম্য, মাণ্ডব্যাশ্রম প্রমুখ তীর্থসকল এবং মাসাদি-তীর্থসকল, এইসকল বর্ণিত হইয়াছে।

(৩য় ব্রহ্মখণ্ডে)—হে মরীচে! পুণ্যপ্রদ ব্রহ্মখণ্ড শ্রবণ কর, ইহার সেতু-মাহাত্ম্যে স্নান ও দর্শনজন্য ফল, গালবের তপশ্চর্য্যা, রাক্ষসাখ্যান, চক্র-

* হস্তলিপির অশুদ্ধিতায় অনেক শ্লোকেই সন্দেহ রহিল।

তীর্থাদিমাহাত্ম্য, বেতালতীর্থমহিমা, মঙ্গলাদি মাহাত্ম্য, ব্রহ্মকুণ্ডাদিবর্ণন, হনুমৎকুণ্ডমহিমা, অগস্ত্যতীর্থফল, রামতীর্থাদি কথন, লক্ষ্মীতীর্থনিরূপণ, শঙ্খাদিতীর্থমহিমা, ধনুষ্কোট্যাদিমাহাত্ম্য, ক্ষীরকুণ্ডাদি জন্ত মহিমা, গায়ত্র্যাদি তীর্থমাহাত্ম্য, রামনাথমহিমা, তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ, যাত্রাবিধান, ধর্ম্মারণ্যমাহাত্ম্য, ধর্ম্মারণ্যসমুদ্ভব, কর্ম্মসিদ্ধি-সমাখ্যান, ঋষিবংশ-নিরূপণ, অপ্সরাতীর্থের মাহাত্ম্য, বর্ণ ও আশ্রম সমুদায়ের ধর্ম্ম-নিরূপণ, দেবস্থানবিভাগ, বকুলার্ককথা, ইন্দ্রেশ্বরাদি মাহাত্ম্য, দ্বারকাদি নিরূপণ, লোহাসুরের আখ্যান, গঙ্গাকূপনিরূপণ, শ্রীরামচরিত, সত্যমন্দির-বর্ণন, জীর্ণোদ্ধারকথন, শাসনপ্রতিপাদন, জাতিভেদকথন, স্মৃতিধর্ম্ম-নিরূপণ, বৈষ্ণবধর্ম্মকথন, চাতুর্মাস্য, সর্ব্বধর্ম্মনিরূপণ, দানপ্রশংসা, ব্রতমহিমা, তপস্যা ও পূজার সচ্ছিদ্র-কথন, প্রকৃতির ভিন্নাখ্যান, শালগ্রাম-নিরূপণ, তারকবধোপায়, ত্র্যম্বকার্চ্চনমহিমা, বিষ্ণুর বৃক্ষত্বশাপ ও পার্ব্বতীর অনুনয়, হরের তাণ্ডবনৃত্য, রামনামনিরূপণ, জবনকথার নিমিত্ত হরের লিঙ্গপতন, পার্ব্বতীজন্ম, তারকাচরিত, দক্ষযজ্ঞসমাপ্তি, দ্বাদশাক্ষর-নিরূপণ, জন্মযোগ-সমাখ্যান এবং শ্রবণাদিপুণ্য এই সমুদায় বর্ণিত হইয়াছে।

ব্রহ্মখণ্ডের উত্তরভাগে—শিবমহিমা, পঞ্চাক্ষরমহিমা, গোকর্ণমাহাত্ম্য, শিবরাত্রিমহিমা, প্রদোষব্রতকীর্ত্তন, সমাচারব্রত, সীমন্তিনীকথা, ভদ্রায়ুৎ-পত্তিকথন, সদাচারনিরূপণ, শিববর্মসমুদ্দেশ, ভদ্রায়ুর বিবাহ-বর্ণন, ভদ্রায়ু-মহিমা, ভস্মমাহাত্ম্যকীর্ত্তন, শবরাখ্যান, উমামাহেশ্বরব্রত, রুদ্রাক্ষমাহাত্ম্য, রুদ্রাধ্যায় এবং শ্রবণাদিকপুণ্য এই সমুদায় কীর্ত্তিত হইয়াছে।

অতঃপর অনুত্তম চতুর্থ কাশীখণ্ড কথিত হইতেছে। ইহাতে প্রথমতঃ বিন্ধ্য ও নারদের সংবাদ, সত্যলোকপ্রভাব, অগস্ত্যাবাসে সুরাগমন, পতি-ব্রতাচরিত্র এবং তীর্থচর্য্যাপ্রশংসা, পরে সপ্তপুরী, সংযমিনীনিরূপণ, শিবশর্ম্মার সূর্য্য ইন্দ্র ও অগ্নিলোকপ্রাপ্তি, অগ্নির উৎপত্তি, বরুণোৎপত্তি, গন্ধবতী, অলকাপুরী ও ঈশ্বরীর সমুৎপত্তি-ক্রমে চন্দ্র, বুধ, কুজ, বৃহস্পতি ও সূর্য্যলোক এবং সপ্তর্ষি, ধ্রুব ও তপোলোকের বর্ণন, পবিত্র ধ্রুবলোককথা, সত্যলোকবর্ণন, স্কন্দ ও অগস্ত্যের আলাপন, মণি-কর্ণিসমুদ্ভব, গঙ্গার প্রভাব, গঙ্গার সহস্রনাম, বারাণসীপ্রশংসা, ভৈরবা-বির্ভাব, দণ্ডপাণি ও জ্ঞানবাপীর উদ্ভব, কলাবতীর আখ্যান, সদাচার-নিরূপণ, ব্রহ্মচারী আখ্যান, স্ত্রীলক্ষণ, কৃত্যাকৃত্যনির্দ্দেশ, অবিমুক্তেশ্বর-বর্ণন, গৃহস্থ ও যোগীদিগের ধর্ম্ম-কালজ্ঞান, দিবোদাসকথা, কাশীবর্ণন, যোগীচর্য্যা, লোলার্ক ও শাম্বার্কের কথা, দ্রুপদার্ক, তার্ক্ষ্যাখ্য, অরুণার্কের উদয়, দশাশ্বমেধতীর্থাখ্যান, মন্দর হইতে যাতায়াত, পিশাচমোচনাখ্যান, গণেশপ্রেরণ, মায়াগণপতির পৃথিবীতে প্রাদুর্ভাব, বিষ্ণুমায়াপ্রপঞ্চ, দিবো-দাসবিমোক্ষণ, পঞ্চনদোৎপত্তি, বিন্দুমাধব-সম্ভব, বৈষ্ণবতীর্থাখ্যান, শূলির কৌশিকাগম, জ্যেষ্ঠেশ, জৈগীষব্যের সহিত সংবাদ, ক্ষেত্রাখ্যান, কুন্দকেশ ও ব্যাঘ্রেশ্বরোৎপত্তি, শৈলেশ, রত্নেশ ও কৃত্তিবাসের সংবাদ, দেবতা দিগের অধিষ্ঠান, দুর্গাসুরের পরাক্রম, দুর্গার বিজয়, ওঁকারেশ বর্ণন, ওঁকার-মাহাত্ম্য, ত্রিলোচনসমুদ্ভব, কেদারাখ্যান, ধর্ম্মেশকথা, বিশ্বভুজকথা, বীরে-শ্বর-সমাখ্যান, গঙ্গামাহাত্ম্যকীর্ত্তন, সত্যেশ ও অমৃতেশাদি, পারাশরের ভুজস্তম্ভ, ক্ষেত্রতীর্থসমূহ, মুক্তিমণ্ডপকথা, বিশ্বেশবিভব এবং যাত্রা এই সকল নিরূপিত হইয়াছে।

অতঃপর অবন্তী নামক পঞ্চমখণ্ড শ্রবণ কর। ইহাতে মহাকালাখ্যান, ব্রহ্মশীর্ষচ্ছেদ, প্রায়শ্চিত্তবিধি, অগ্নির উৎপত্তি, সুরাগমন, দেবদীক্ষা, শিবস্তোত্র, কপালমোচনাখ্যান, মহাকালবনস্থিতি, কলকলেশ্বতীর্থ, অপ্সরা নামক কুণ্ড, মর্কটেশ্বরতীর্থ, স্বর্গদ্বার, চতুঃসিন্ধুতীর্থ, শঙ্করবাপিকা, সঙ্করার্কগন্ধ-বতীতীর্থ, দশাশ্বমেধতীর্থ, পিশাচকাদি যাত্রা, মহাকালেশ-যাত্রা, বল্মীকে-শ্বরতীর্থ, শুকেশ ও নক্ষত্রেশের উপাখ্যান, কুশস্থলীপ্রদক্ষিণ, অক্রূরমন্দাকিনী, অঙ্কপাদ, চন্দ্র ও সূর্য্যের বৈভব, করভেশ, কুক্কুটেশ ও লড্ডুকেশ প্রভৃতি তীর্থ, মার্কণ্ডেয়েশ, যজ্ঞবাপী, সোমেশ, নরকান্তক, কেদারেশ্বর, রামেশ, সৌভাগ্যেশ, নরার্ক, কেশার্ক ও শক্তিভেদ প্রভৃতি তীর্থ, অগ্নিকস্তুতি-কীর্ত্তন, শিপ্রাস্নানাদি ফল, শিবস্তুতি, হিরণ্যাক্ষবধাখ্যান, সুন্দরকুণ্ড, অঘনাশন, পুরুষোত্তমতীর্থ, বিষ্ণুর সহস্রনাম, বীরেশ্বর, সরোবর, কালভৈরব-তীর্থ, নাগপঞ্চমীমহিমা, নৃসিংহ, জয়ন্তিকা, মুকুটেশ্বরযাত্রা, দেবসাধককীর্ত্তন, কর্করাজতীর্থ, রুদ্রকুণ্ড প্রভৃতিতে বহুতীর্থনিরূপণ, রেবামাহাত্ম্য, ধর্ম্মপুত্রের মার্কণ্ডেয়সহ মিলন, পুষ্করালয়ভুক্তবাখ্যান, অমৃতকীর্ত্তন, কল্পে কল্পে নর্ম্মদার নামের পৃথকত্ব, ঋষি ও নর্ম্মদার স্তব, কালরাত্রিকথা, মহা-দেবস্তুতি, পৃথক্ কল্পকথা, বিশল্যাখ্যান, ত্রিপুরদহন, দেহপাতবিধান, কাবেরীসঙ্গম, দারুতীর্থ, অগ্নিতীর্থ, রবিতীর্থ, নর্ম্মদেশ প্রভৃতি, শচীহরণ, অন্ধকাসুরবধ, শূলভেদোদ্ভব, ভিন্ন ভিন্ন দানধর্ম্ম, দীর্ঘতপার আখ্যান, ঋষ্যশৃঙ্গকথা, চৈত্রসেনকথা, কাশিরাজের মোক্ষণ, দেবশিলাখ্যান, শবরী-চরিত, ব্যাধাখ্যান, পুষ্করিণ্যর্কতীর্থ, আদিত্যেশ্বরতীর্থ, শক্রতীর্থ, করো-টিক, কুমারেশ, অগস্ত্যেশ, চ্যবনেশ, মাতৃজ, লোকেশ, ধনদেশ, মঙ্গলেশ, কামজ, নারদেশ, নন্দিকেশ ও বরুণেশ্বর প্রভৃতি তীর্থ, দধিস্কন্দাদিতীর্থ, রামেশ্বরাদিতীর্থ, সোমেশ, পিঙ্গলেশ্বর, ঋণমোক্ষ, কপিলেশ, পুতিকেশ, জলেশয় ও চণ্ডার্ক প্রভৃতি তীর্থ, কহোড়ীশ, নন্দিক, নারায়ণ, কোটীশ ও ব্যাসতীর্থ, প্রভাসিক, নাগেশ, সঙ্কর্ষণক ও মন্মথেশ্বরতীর্থ, এরণ্ডীসঙ্গম, সুবর্ণশিলা, করঞ্জ ও কামহতীর্থ, ভাণ্ডীরতীর্থ, চক্রতীর্থ, স্কান্দ, আঙ্গি-রস, অঙ্গারাখ্য, ত্রিলোচন, ইন্দ্রেশ, কম্বুকেশ, সোমেশ, কোহলেশ, নার্ম্মদ, দেবভাগেশ, আদিবারাহ, রামেশ, সিদ্ধেশ, আহল্য, কঙ্কটেশ্বর, শাক্র, সৌম, নান্দেশ, তাপেশ, রুক্মিণীভব, যোজনেশ, বরাহেশ, সিদ্ধেশ, মঙ্গলেশ ও লিঙ্গবারাহ প্রভৃতি তীর্থ, কুণ্ডেশ, শ্বেতবরাহ, ভার্গবেশ, রবীশ্বর ও শুক্র প্রভৃতি তীর্থ, হুঙ্কারস্বামিতীর্থ, সঙ্গমেশ, নারকেশ, মোক্ষ, সার্প, গোপ, নাগ, শাম্ব, সিদ্ধেশ, মার্কণ্ড ও অক্রূর প্রভৃতি তীর্থ, কামোদ, শূলারোপ, মাণ্ডব্য, গোপকেশ্বর, কপিলেশ, পিঙ্গলেশ, ভূতেশ, গাঙ্গ, গৌতম, অশ্বমেধ, ভৃগুকচ্ছ, কেদারেশ, কনখলেশ, জালেশ, শালগ্রাম, বরাহ, চন্দ্র-প্রভা, শ্রীপত্যাখ্য হংসক, মূলস্থান, শূলেশ, চিত্রদৈবক, শিখীশ, কোটিতীর্থ দশকন্য, সুবর্ণক, ঋণমোক্ষ প্রভৃতি তীর্থ, কৃমিজঙ্গলমাহাত্ম্য, রোহিতাশ্ব-কথা, ধুন্ধুমার-সমাখ্যান, ধুন্ধুমার-বধোপাখ্যান, চিত্রবহোদ্ভব, চণ্ডীশপ্রভাব এবং কেদারেশ, লক্ষতীর্থ বিষ্ণুপদীতীর্থ, চ্যবন-অন্ধাখ্য, ব্রহ্মসরোবর, চক্রাখ্য, ললিতাখ্যান, বহুগোময়, রুদ্রাবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, রাবণেশ, শুদ্ধপট, দেবান্ধু, প্রেততীর্থ, জিহ্বোদ তীর্থোদ্ভব ও শিবোদ্ভেদ প্রভৃতি তীর্থ এই সমুদায় বর্ণিত হইয়াছে। ইহা শ্রবণ করিলে সমস্ত পাপ নষ্ট হয়।

(৬ষ্ঠ নাগরখণ্ডে) ইহাতে লিঙ্গোৎপত্তি, হরিশ্চন্দ্রকথা, বিশ্বামিত্রমাহাত্ম্য, ত্রিশঙ্কুর স্বর্গগতি, হাটকেশ্বরমাহাত্ম্য, বৃত্রাসুরবধ, নাগবিল, শঙ্খতীর্থ, অচলেশ্বরবর্ণন, চমৎকার-পুরাখ্যান, গয়শীর্ষ, বালশাখ্য, বালমণ্ড, মৃগা-হ্বয়, বিষ্ণুপাদ, গোকর্ণ, যুগরূপ, সিদ্ধেশ্বর, নাগসরঃ, সপ্তার্ষেয়, অগস্ত্যকথা, ভ্রূণগর্ত্ত, নলেশ, শার্ম্মিষ্ঠ, সোমনাথ ও অমদগ্নিবধোপাখ্যান, নিঃক্ষত্রিয়-

কথা, রামহ্রদ, নাগপুর, জর্ড়লিঙ্গ, মুণ্ডীরাদি ত্রিকার্ক, সতীপরিণয়, বালখিল্য, যোগেশ, গারুড়, লক্ষ্মীশাপ, সোমপ্রসাদ, অম্বাবৃক্ষ, পাদুকাখ্য, আগ্নেয়, ব্রহ্মকুণ্ড, গোমুখ্য, লোহযষ্ট্যাখ্য, অজাপালেশ্বরী, শানৈশ্চর, রাজবাপী, রামেশ, লক্ষ্মণেশ, কুশেশ ও লবেশলিঙ্গ, রেবতী প্রভৃতি তীর্থ, সত্যসন্ধেশ্বরাখ্যান, কর্ণোৎপলাকথা, অটেশ্বর, যাজ্ঞবল্ক্য, গৌর্য্য, গাণেশ ও বাস্তুসমাখ্যান, অজাগৃহকথা, মিষ্টান্নদেশ্বরাখ্যান ও গাণপত্যত্রয়, যাজিলচরিত, মকরেশকথা, কালেশ্বরী, অন্ধকাখ্যান, অপ্সরাকুণ্ড, পুষ্যাদিত্য, রোহিতাশ্ব ও নগরোৎপত্তিকীর্ত্তন, ভার্গব ও বিশ্বামিত্রচরিত, সারস্বত, পৈপ্পলাদ, কংসারীশ, পৈণ্ডিক ও ব্রহ্মার যজ্ঞকথা, সাবিত্র্যাখ্যান, রৈবত, ভর্ত্তৃযজ্ঞ, মুখ্যতীর্থনিরূপণ, কৌরব, হাটকেশ ও প্রভাসক্ষেত্র, পৌষ্কর, নৈমিষ ও ধর্ম্মারণ্য, বারাণসী, দ্বারকা ও অবন্ত্যাখ্য পুরীত্রয়, বৃন্দাবন, খাণ্ডব ও অদ্বৈকাখ্যবনত্রয়, কল্পশাল ও নন্দাখ্য গ্রামত্রয়, অসি, শুক্লা ও পিতৃসংজ্ঞ তীর্থত্রয়, শ্রী, অর্বুদ ও রৈবত নামক পর্ব্বতত্রয়, গঙ্গা, নর্ম্মদা ও সরস্বতী নামক নদীত্রয়, কূপিকা, শঙ্খতীর্থ, অমরক ও বালমণ্ডনতীর্থ, শাম্বাদিত্য, শ্রাদ্ধকল্প, যৌধিষ্ঠির সংবাদ, অন্ধক, জলশায়ী, চাতুর্ম্মাস্য, অশূন্যশয়নব্রত, মঙ্কণেশ, শিবরাত্রি, তুলাপুরুষদান, পৃথ্বীদান, বালকেশ, কপালমোচনেশ্বর, পাপপিণ্ড, সাপ্তলিঙ্গ ও যুগমানাদি কীর্ত্তন, শাকম্ভর্য্যাখ্যান, একাদশরুদ্রকীর্ত্তন, দানমাহাত্ম্যকথন এবং দ্বাদশাদিত্যকীর্ত্তন, এই সমুদায় বর্ণিত হইয়াছে। সম্প্রতি প্রভাসাখ্য সপ্তমখণ্ড কথিত হইতেছে।

(৭ম প্রভাসখণ্ডে) ইহাতে সোমেশ, বিশ্বেশ, অর্কস্থল, সিদ্ধেশ্বরাদিকাখ্যান, অগ্নিতীর্থ, কপর্দ্দীশ, কেদারেশতীর্থ, ভীম, ভৈরব, চণ্ডীশ, ভাস্কর, ও অঙ্গারকেশ্বর প্রভৃতি হরবিগ্রহ, তথায় সিদ্ধেশ্বরাদি অন্য আরও পঞ্চরুদ্রের অবস্থান, বরারোহা, অজাপালা, মঙ্গলা ও ললিতেশ্বরী, লক্ষ্মীশ, বাড়বেশ, অর্ঘ্যেশ, কামেশ্বর, গৌরীশ, বরুণেশ, গণেশ্বর, কুমারেশ, সাকল্য, শকুন, উতঙ্ক, গৌতম, দৈত্যঘ্নেশ ও চক্রতীর্থ, ভূতেশাদিলিঙ্গ সকল, আদিনারায়ণ, চক্রধরাখ্যান, শাম্বাদিত্যকথা, কণ্টকশোধিনীকথা, মহিষঘ্নীর কথা, কপালীশ্বর, কোটীশ ও বালব্রহ্মনামক কথা, নরকেশ, সম্বর্ত্তেশ ও নিধীশ্বরকথা, বলভদ্রেশ্বরকথা, গঙ্গা, গণপতি, জাম্ববতী নামক নদী ও পাণ্ডুকূপের কথা, শতমেধ, লক্ষমেধ ও কোটিমেধকথা, দুর্ব্বাসাদির কথা, নগরার্ক, কৃষ্ণ, সঙ্কর্ষণ, সমুদ্র, কুমারী, মোক্ষপাল ও ব্রহ্মেশের কথা, পিঙ্গলা, সঙ্গমেশ, শঙ্করার্ক, ঘটেশ, ঋষিতীর্থ ও নন্দার্ক, ত্রিতকূপকীর্ত্তন, শশোপান, পর্ণার্ক ও ন্যঙ্কুমতীর কথা, বারাহস্বামি-বৃত্তান্ত, ছায়ালিঙ্গাখ্য ও গুল্ফকথা, কনকনন্দা, কুন্তী ও গঙ্গেশকথা, চমসোদ্ভেদ, বিদুর ও ত্রিলোকেশকথা, মঙ্কণেশ, ত্রিপুরেশ ও ষণ্ডতীর্থকথা, সূর্য্যপ্রাচী, ত্রীক্ষণ ও উমানাথকথা, ভূদ্বার, শূলস্থল, চ্যবন ও অর্কেশের কথা, অজাপালেশ, বালার্ক ও কুবেরস্থলকথা, পবিত্র ঋষিতোয়াকথা, সঙ্গমেশ্বরকীর্ত্তন, নারদাদিত্যকথন, নারায়ণনিরূপণ, তপ্তকুণ্ডমাহাত্ম্য, মূলচণ্ডীশবর্ণন, চতুর্বক্ত্র গণাধ্যক্ষ ও কলম্বেশ্বরকথা, গোপালস্বামী ও বকুলস্বামী, মরুতীকথা, ক্ষেমার্ক, বিঘ্নেশ ও জলস্বামিকথা, কালমেঘ, রুক্মিণী, উর্ব্বশীশ্বর, ভদ্র, শঙ্খাবর্ত্ত, মোক্ষতীর্থ, গোষ্পদ, অচ্যুতগৃহ, মালেশ্বর, হুঙ্কার ও কূপচণ্ডীশকথা, কাপিলেশকথা, জরদ্গবশিবকথা, নল, কর্কটেশ্বর ও হাটকেশ্বর, জরদ্গবেশ প্রভৃতির কথা, সুপর্ণেশ, ভৈরবী ও ভল্লতীর্থকথা, কর্দ্দমাল ও গুপ্তসোমেশ্বরের কীর্ত্তন, বহুস্বর্ণেশ, শৃঙ্গেশ ও কোটীশ্বরকথা, মার্কণ্ডেশ, কোটীশ, দামোদরকথা, স্বর্ণরেখা, ব্রহ্মকুণ্ড, কুন্তীশ, ভীমেশ, মৃগীকুণ্ড, সর্ব্বস্বক্ষেত্র, দুর্গা-বিঘ্নেশ, গঙ্গেশ-রৈবতাদির কথা, শক্রকথা, অচলেশ্বরকীর্ত্তন, নাগতীর্থকথা, বশিষ্ঠাশ্রমবর্ণন, কর্ণমাহাত্ম্য, ত্রিনেত্রমাহাত্ম্য, কেদারমাহাত্ম্য, তীর্থাগমন-কীর্ত্তন, কোটীশ্বর, রূপতীর্থ, হৃষিকেশকথা, সিদ্ধেশ, শুক্রেশ ও মণিকর্ণীশকীর্ত্তন, পঙ্গুতীর্থ, যমতীর্থ ও বারাহীতীর্থবর্ণন, চন্দ্রপ্রভা, সপিণ্ডোদ, শ্রীমাহাত্ম্য ও শুক্লতীর্থমাহাত্ম্য, কাত্যায়নীমাহাত্ম্য, পিণ্ডারক, কনখল, চক্র, মানুষ ও কপিলাগ্নিতীর্থকথা, চণ্ডীস্থানাদিকথা, কামেশ্বর ও মার্কণ্ডেয়োৎপত্তিকথা, উদ্দালকেশ ও সিদ্ধেশতীর্থকথা, শ্রীদেবমাতার উৎপত্তি, ব্যাস ও গৌতমতীর্থের কথা, কুলসন্তার-মাহাত্ম্য, চন্দ্রোদ্ভেদাদি কথা, কাশীক্ষেত্র, উমা ও মহেশ্বরের মাহাত্ম্য, মহৌজার প্রভাব, জম্বুতীর্থবর্ণন, গঙ্গাধর ও মিশ্রকের কথা, দ্বারকামাহাত্ম্য, চন্দ্রশর্ম্মকথা, জাগরাদ্যাখ্যব্রত, একাদশীব্রত, মহাদ্বাদশীকাখ্যান প্রহ্লাদর্ষিসমাগম, দুর্ব্বাসার উপাখ্যান, যাত্রোপক্রমকীর্ত্তন, গোমতীর উৎপত্তিকীর্ত্তন, চক্রতীর্থমাহাত্ম্য, গোমতীর সমুদ্রসঙ্গম, সনকাদি হ্রদাখ্যান, নৃগতীর্থকথা, গোপ্রচারকথা, গোপীদিগের দ্বারকাগমন, গোপীশ্বর সমাখ্যান, ব্রহ্মতীর্থাদি কীর্ত্তন, পঞ্চনদ্যাগমাখ্যান, শিবলিঙ্গ মহাতীর্থ ও কৃষ্ণপূজাদিকীর্ত্তন, ত্রিবিক্রম মূর্ত্ত্যাখ্যান, দুর্ব্বাসা ও কৃষ্ণকথা, কুশদৈত্যবধ, বিশেষার্চ্চনে ফল, গোমতী ও দ্বারকায় তীর্থাগমনকীর্ত্তন, কৃষ্ণমন্দিরসংপ্রেক্ষণ, দ্বারবত্যভিষেচন, তথায় তীর্থাবাস-কথা এবং দ্বারকাপুণ্যকীর্ত্তন, হে দ্বিজ ! এই প্রভাস নামক সপ্তমখণ্ড উক্ত হইল।

উপরে যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত হইল, তাহাতে স্কন্দপুরাণকে প্রধানতঃ সংহিতা ও খণ্ড এই দুই প্রধানভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এতন্মধ্যে সংহিতা ৬ খানি ও খণ্ড ৭ খানি। সংহিতা ও খণ্ডগুলির মধ্যেও কোন কোন খানি আবার নানা ভাগে বিভক্ত। স্কন্দপুরাণ ৮১০০০ হাজার শ্লোকে গ্রথিত হইলেও ঐ সমস্ত সংহিতা ও খণ্ড একত্র করিলে লক্ষাধিক শ্লোকের অধিক হইয়া পড়ে।

সংহিতাগুলিতে অনেক শৈব দার্শনিক মত ও শৈবসম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার ও অনুষ্ঠানাদির পরিচয় আছে। ছয়খানি সংহিতার মধ্যে সনৎকুমার, সূত, শঙ্কর ও সৌরসংহিতা এবং শঙ্করসংহিতার কতকাংশ পাওয়া গিয়াছে। বিষ্ণু ও ব্রহ্মসংহিতা-টীকার সহিত উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বিরলপ্রচার আছে, কিন্তু এদেশে পাওয়া যায় নাই।

যে কয়খানি সংহিতার সন্ধান হইয়াছে, নিম্নে তাহাদের বিষয়ানুক্রমণিকা প্রদত্ত হইল :—

১ম সনৎকুমার-সংহিতা।

১ বিশ্বেশ্বরগণানুবর্ণন, ২ কাশ্যপবর্ণন ৩ মোক্ষোপায়নিরূপণ, ৪ বিশ্বেশ্বরলিঙ্গাবির্ভাব কথন, ৫ পাপহরণোপায়-বর্ণন, ৬ ভবানী-বর্ণন, ৭ যাত্রাবর্ণন ও প্রশংসা, ৮ দেবতাদিগের অবিমুক্তক্ষেত্র প্রবেশবর্ণন, ৯ তীর্থাবলী-পরিবৃত ভাগীরথীপ্রবেশবর্ণন, ১০ শিবনৃত্যকথা, ১১ হিরণ্যপ্রশংসা, ১২ প্রভাকরের কাশীপ্রবেশ, ১৩ পাশুপতব্রতোপদেশ, ১৪ প্রভাকরের কাশীবাসপ্রদান, ১৫ গরুড়েশ্বর যাত্রাবর্ণন, ১৬ কলিব্যাকুল ব্যাসের বারাণসী-

প্রবেশ-কথন, ১৭ ব্যাসভিক্ষাটনবর্ণন, ১৮ ব্যাসক্ষেত্রকথা, ১৯ অদান্ত্যেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণন, ২০ কাশীধর্ম্মনিরূপণ, ২১ ব্যাসচরিত্রবর্ণন।

২য় সূতসংহিতা।

১ম শিবমাহাত্ম্যখণ্ডে—১ গ্রন্থাবতার, ২ পাশুপতব্রত, ৩ নন্দীশ্বর বিষ্ণুসংবাদে ঈশ্বরপ্রতিপাদন, ৪ ঈশ্বরপূজাবিধান ও তৎপূজাফলকথন, ৫ শক্তিপূজাবিধি, ৬ শিবভক্তপূজা, ৭ মুক্তিসাধন, ৮ কালপরিমাণ, তদনবচ্ছিন্নস্বরূপ-কথন, ৯ পৃথিবীর উদ্ধরণ, ১০ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্টিকথা, ১১ হিরণ্যগর্ভাদি বিশেষ সৃষ্টি, ১২ জাতিনির্ণয়, ১৩ তীর্থমাহাত্ম্য।

২য় জ্ঞানযোগখণ্ডে—১ জ্ঞানযোগসম্প্রদায় পরম্পরা, ২ আত্মসৃষ্টি, ৩ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমবিধি, ৪ গৃহাশ্রমবিধি, ৫ বানপ্রস্থাশ্রমবিধি, ৬ সন্ন্যাসবিধি, ৭ প্রায়শ্চিত্তকথা, ৮ দানধর্ম্মফল, ৯ পাপকর্ম্মফল, ১০ পিণ্ডোৎপত্তি, ১১ নাড়ীচক্র, ১২ নাড়ীশুদ্ধি, ১৩ অষ্টাঙ্গযোগে যমবিধি, ১৪ নিয়মবিধি, ১৫ আসনবিধান, ১৬ প্রাণায়ামবিধি, ১৭ প্রত্যাহারবিধান, ১৮ ধারণাবিধি, ১৯ ধ্যানবিধি, ২০ সমাধি।

৩য় মুক্তিখণ্ডে—১ মুক্তি, মুক্ত্যুপায়, মোচক ও মুক্তিপ্রদ চতুর্ব্বিধপ্রশ্ন, ২ মুক্তিভেদ-কথন, ৩ মুক্ত্যুপায় কথন, ৪ মোচক কথন, ৫ মোচনপ্রদ কথন, ৬ জ্ঞানোৎপত্তি-কথন, ৭ গুরুপ্রসাদন ও শুশ্রূষণ-মহিমা, ৮ ব্যাঘ্রপুরে দেবতাদিগের উপদেশ, ৯ ঈশ্বরের নৃত্যদর্শন।

৪র্থ যজ্ঞবৈভবখণ্ডে অধোভাগে—১ বেদার্থপ্রশ্ন, ২ পরাপরবেদার্থবিচার, ৩ কর্ম্মযজ্ঞবৈভব, ৪ বাচিকযজ্ঞ, ৫ প্রণববিচার, ৬ গায়ত্রীপ্রপঞ্চ, ৭ আত্মমন্ত্র, ৮ ষড়ক্ষরবিচার, ৯ ধ্যানযজ্ঞ, ১০ জ্ঞানযজ্ঞ, ১১-১৫ জ্ঞানযজ্ঞবিশেষাদি, ১৬ জ্ঞানোৎপত্তিকারণ, ১৭ বৈরাগ্যবিচার, ১৮ অনিত্যবস্তুবিচার, ১৯ নিত্যবস্তুবিচার, ২০ বিশিষ্টধর্ম্মবিচার, ২১ মুক্তিসাধনবিচার, ২২ মার্গপ্রামাণ্য, ২৩ শঙ্করপ্রসাদ, ২৪-২৫ প্রসাদবৈভব, ২৬ শিবভক্তিবিচার, ২৭ পরাপরস্বরূপবিচার, ২৮ শিবলিঙ্গস্বরূপ কথন, ২৯ শিবস্থানবিচার, ৩০ ভস্মধারণবৈভব, ৩১ শিবপ্রীতিকর ব্রহ্মৈকাবিজ্ঞান, ৩২ ভক্ত্যভাব কারণ, ৩৩ পরতত্ত্বনামবিচার, ৩৪ মহাদেবপ্রসাদকারণ, ৩৫ সম্প্রদায়-পরম্পরাবিচার, ৩৬ সদ্যোমুক্তিকরক্ষেত্রমহিমা, ৩৭ মুক্ত্যুপায়বিচার, ৩৮ মুক্তিসাধনবিচার, ৩৯ বেদাদির অবিরোধ, ৪০ সর্ব্বসিদ্ধিকর কর্ম্মবিচার, ৪১ পাতকবিচার, ৪২ প্রায়শ্চিত্তবিচার, ৪৩ পাপশুদ্ধ্যুপায়, ৪৪ দ্রব্যশুদ্ধ্যুপায়, ৪৫ অভক্ষ্যনিবৃত্তি, ৪৬ মৃত্যুসূচক, ৪৭ অবশিষ্ট পাপস্বরূপ কথন।

উপরিভাগে—১ ব্রহ্মগীতা, ২ বেদার্থবিচার, ৩ সাক্ষিস্বরূপকথন, ৪ সাক্ষ্যস্তিত্বকথন, ৫ আদেশকথন, ৬ দহরোপাসন, ৭ বস্তুস্বরূপবিচার, ৮ তত্ত্ববেদবিধি, ৯ আনন্দস্বরূপকথন, ১০ আত্মার ব্রহ্মতত্ত্বপ্রতিপাদন, ১১ ব্রহ্মার সর্ব্বশরীরে স্থিতিকথা, ১২ শিবের অহংপ্রত্যয়গ্রাহ্যত্ব, ১৩ সূতগীতা, ১৪ আত্মা কর্ত্তৃক সৃষ্টি, ১৫ সামান্যসৃষ্টি, ১৬ বিশেষ সৃষ্টি, ১৭ আত্মস্বরূপকথন, ১৮ সর্ব্বশাস্ত্রার্থসংগ্রহ, ১৯ রহস্যবিচার, ২০ সর্ব্ববেদান্তসংগ্রহ।

৩য় শঙ্করসংহিতা।

এই শঙ্করসংহিতা আবার নানাখণ্ডে বিভক্ত, তন্মধ্যে শিবরহস্যখণ্ডই প্রধান। এই শিবরহস্যখণ্ডে লিখিত আছে—

"তত্র যা সংহিতা প্রোক্তা শাঙ্করী বেদসম্মিতা।
ত্রিংশৎসহস্রৈর্গ্রন্থানাং বিস্তরেণ সুবিস্তৃতা ॥ ৬০
আদৌ শিবরহস্যাখ্যং খণ্ডমদ্য বদামি বঃ।
ত্রয়োদশসাহস্রৈঃ সপ্তকাণ্ডৈরলঙ্কৃতম্ ॥ ৬১
পূর্ব্বঃ সম্ভবকাণ্ডাখ্যো দ্বিতীয়স্ত্বাসুরঃ স্মৃতঃ।
মাহেন্দ্রস্তু তৃতীয়ো হি যুদ্ধকাণ্ডস্ততঃ স্মৃতঃ ॥ ৬২
পঞ্চমো দেবকাণ্ডাখ্যো দক্ষকাণ্ডস্ততঃ পরম্।
সপ্তমস্তু মুনিশ্রেষ্ঠা উপদেশ ইতি স্মৃতঃ ॥" ৬৩

এই স্কন্দপুরাণে বেদসম্মিত শঙ্করসংহিতা ৩০০০০ গ্রন্থে সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। ইহার প্রথমখণ্ডের নাম শিবরহস্য, ইহার শ্লোকসংখ্যা ১৩০০০ ও ইহা সপ্তকাণ্ডে বিভক্ত। প্রথম সম্ভবকাণ্ড, দ্বিতীয় আসুরকাণ্ড, তৃতীয় মাহেন্দ্রকাণ্ড, চতুর্থ যুদ্ধকাণ্ড, পঞ্চম দেবকাণ্ড, ষষ্ঠ দক্ষকাণ্ড এবং সপ্তম উপদেশকাণ্ড।

১ম সম্ভবকাণ্ডে—১ সূতশৌনকসংবাদ; শিবের আদেশে বিষ্ণুর ব্যাসরূপে অবতার ও অষ্টাদশপুরাণ-সঙ্কলন, যে যে পুরাণে ব্রহ্মাদি দেবগণের অন্যতমের মাহাত্ম্য কথিত হইয়াছে, সেই সেই পুরাণের নাম-কীর্ত্তন, স্কন্দপুরাণান্তর্গত ষট্‌সংহিতার নাম কথন, ৩ দাক্ষায়ণীর শিবনিন্দাশ্রবণে নিজদেহত্যাগ ও মায়াময়ী হিমালয়কন্যারূপে আবির্ভাব, ৪ শূরপদ্ম প্রভৃতি অসুরগণের উপদ্রবে পীড়িত ইন্দ্রাদি দেবগণের ব্রহ্মার নিকট গমনকথা, ৫ ব্রহ্মার নিকট শূরপদ্ম, সিংহবক্ত্র ও তারকাসুর প্রভৃতির পরাক্রম ও ইন্দ্রাদির ক্লেশবিজ্ঞাপন, ৬ ইন্দ্রাদি দেবগণসহ ব্রহ্মার বৈকুণ্ঠে গমন ও বিষ্ণুর নিকট অসুরদিগের উপদ্রব-কথন, ৭ ব্রহ্মাদিসহ নারায়ণের কৈলাসে গমন ও শিবের নিকট অসুর কর্ত্তৃক দেবপরাভব-বর্ণন, ৮ কার্ত্তিক উৎপাদনপূর্ব্বক অসুর সংহার করিব ইত্যাদি বাক্যে বিষ্ণু প্রভৃতিকে আশ্বাস দিয়া শিবের সমাধি-অবলম্বন, ৮-১০ শিবের সমাধি ভঙ্গ করিবার জন্য দেবাদেশে মদনের কৈলাসে গমন ও সমাধিভঙ্গের উপায় চিন্তন, ১১ শিবের সমাধিভঙ্গ ও মদনভস্ম, মদনের পুনর্জ্জীবন জন্য রতির প্রার্থনা, পার্ব্বতীকে ছলনা করিবার জন্য বৃদ্ধব্রাহ্মণ

রূপে শিবের হিমালয়-গমন, ১৩-১৪ বৃদ্ধব্রাহ্মণরূপী শিবের পার্ব্বতীসমীপে শিবনিন্দা, তৎশ্রবণে পার্ব্বতীর ক্রোধ ও তাহাকে সন্তুষ্ট করিয়া শিবের কৈলাসে আগমন, ১৫ মহাদেবের সপ্তর্ষিকে স্মরণ ও পার্ব্বতীকে বিবাহ করিবার জন্য তাহাদিগকে হিমালয়ের নিকট প্রেরণ, ১৬ সপ্তর্ষি-হিমালয়-সংবাদ, ১৭ সপত্নী হিমালয়ের গৌরীদানে সম্মতি, সপ্তর্ষির শিবের নিকট আগমন, ১৮-২২ হরপার্ব্বতীর বিবাহাঙ্গ কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও হরপার্ব্বতীর মিলন, ২৩ পার্ব্বতীসহ শিবের কৈলাসে গমন, ২৪-২৬ গণেশের উৎপত্তি-বিবরণ, ২৭ বীরবাহু, বীরকেশরী, বীরমহেন্দ্র, বীরচন্দ্র, বীরমার্ত্তণ্ড, বীরান্তক ও বীর নামক শিবপুত্রগণের জন্মবৃত্ত, ২৮ শরবনে কার্ত্তিকেয়ের জন্ম ও তাহাকে কৈলাসে আনয়ন, ২৯ ক্রীড়াচ্ছলে কার্ত্তিকেয়ের বিক্রমবর্ণন, ৩০ ইন্দ্রাদি দেবগণের কার্ত্তিকেয়ের সহিত যুদ্ধ ও ইন্দ্রাদির পরাভব, ৩১ বৃহস্পতির প্রার্থনায় কার্ত্তিকেয় কর্ত্তৃক দেবগণের পুনর্জীবনদান ও আত্মার বিশ্বাত্মকরূপপ্রদর্শন, ৩২ কার্ত্তিকেয়ের দেব-সেনাপতিত্বে অভিষেক, নারদানুষ্ঠিতযজ্ঞে প্রাপ্ত পশ্বঙ্গ-সম্ভূত এক ছাগদ্বারা ত্রিলোকব্যাকুলীকরণ ও সেই ছাগকে কার্ত্তিকেয়ের বাহনত্বে বরণ, ৩৩ কার্ত্তিকেয় কর্ত্তৃক ব্রহ্মার কারাগাররোধকথন, ৩৪ শিবকর্ত্তৃক ব্রহ্মার কারারোধমোচন, ৩৫-৩৭ কার্ত্তিকেয়ের রূপ বীর্য্য ও বিভূতিকথন, ৩৭ শূরপদ্মপ্রভৃতি অসুরদিগকে বিনাশ করিবার জন্ত কার্ত্তিকেয়ের ও বীরবাহু প্রভৃতির যুদ্ধযাত্রা, ৩৮-৩৯ তারকাসুরের সহিত বীরবাহু প্রভৃতির যুদ্ধবর্ণন, ৪০ বীরবাহুর পরাজয়, ৪১-৪৩ কার্ত্তিকের ও তারকাসুরের যুদ্ধবর্ণন, ৪৪ ক্রৌঞ্চ ও তারকাসুরের বধকথন, ৪৫ ক্রৌঞ্চ তারকাসুরবধ দিবসে ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণসহ কার্ত্তিকেয়ের হিমালয়-পর্ব্বতে অবস্থিতিকথন, ৪৬ তারকাসুরের পত্নীগণের বিলাপ, তারকাসুরপুত্র অসুরেন্দ্রের পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ করিয়া পিতৃব্য শূরপদ্মের নিকট গিয়া কার্ত্তিকেয়ের হস্তে পিতৃবধবৃত্তান্তকথন, ৪৭ কার্ত্তিয়ের বলবিক্রমাদি জানিবার জন্ত তাঁহার নিকট শূরপদ্মাসুর কর্ত্তৃক গুপ্তচর প্রেরণ, ৪৮-৫০ কার্ত্তিকেয়াদি দেবগণের বারাণসীতীর্থাদিগমনবৃত্তান্ত।

২ আসুরকাণ্ডে—১ শূর-পদ্মসিংহাস্ত তারক গজবক্ত্রাদির উৎপত্তিকথন, ২ শূরপদ্ম, সিংহবক্ত্র ও তারকাসুরের তপস্তাকথন, ৩ মহাদেবের নিকট তাহাদিগের বরপ্রাপ্তি, ৪-৭ শূরপদ্মাদি-অসুরকর্ত্তৃক দেবগণের পরাজয়, ৮ ইন্দ্রাদি কর্ত্তৃক শূরপদ্মের রাজ্যাভিষেকবর্ণন, ৯ শূরপদ্মাদির বিবাহ ও বংশবিস্তারকথন, ১০ শূরপদ্মের দৌরাত্ম্যবর্ণন, ১১ বিন্ধ্যপর্ব্বতের পতন ও বাতাপিবধ, ১২ শূরপদ্মভয়ে শ্রীকোষানগরে শচীসহ ইন্দ্রের পলায়ন ও দেবগণের তৎসমীপে আগমন, ১৩ গণ্ডকীর উৎপত্তি, মহাকাল কর্ত্তৃক শূরপদ্মভগিনীর হস্তচ্ছেদ, ১৪ শূরপদ্মসমীপে অজবক্ত্র-কর্ত্তৃক আপনার হস্তচ্ছেদবিবরণ, ১৫ ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তাদি দেবগণ ও শূরপদ্মসুত ভানুকোপাখ্যান, অসুরাদির যুদ্ধবৃত্তান্ত।

৩ বীরকাণ্ডে—১-৭ শূরপদ্মাসুরের বলবীর্য্যাদি-দর্শনার্থ বীরবাহুর প্রত্যাগমন, বীরবাহুমুখে শূরপদ্মের বলবীর্য্য অবগত হইয়া যুদ্ধার্থ কার্ত্তিকেয়ের লঙ্কাগমন।

৪ যুদ্ধকাণ্ডে—১-৩৫ সবিস্তার কার্ত্তিকেয়, বীরবাহু প্রভৃতির সহিত শূরপদ্ম ভানুকোপাদির যুদ্ধবৃত্তান্ত, শূরপদ্মভানুকোপাদির নিধনকীর্ত্তন।

৫ দেবকাণ্ডে—১-৭ কার্ত্তিকেয়ের বিবাহবর্ণন, মুচুকুন্দ নৃপতি চরিতাখ্যান প্রসঙ্গে কার্ত্তিকেয়ের মাহাত্ম্যকীর্ত্তন।

দক্ষখণ্ডে—১-৪ ব্রহ্মদক্ষসংবাদে শম্ভুর জগৎকারণত্বকথন, শিবের সর্ব্বব্যাপিত্বাদিনিরূপণ, জগতের ব্রহ্মাত্মকত্বকথন, শিবের পতিত্ব ও ব্রহ্মাদি যাবতীয় জীবের পশুত্বকথন, শিবারাধনার্থ দক্ষের মানসসরোবরাদিগমনবৃত্তান্ত, শিবলব্ধবরে দক্ষের পুরীনির্ম্মাণবিবরণ, দক্ষপুত্রগণের স্রষ্টৃত্ব প্রাপ্তির ইচ্ছায় মানসসরোবরে তপস্যাদি, নারদসমাগমে বিবেকোদয়হেতু তাহাদের মোক্ষাভিলাষাদিবিবরণ, এতদ্বার্ত্তাশ্রবণে দক্ষের পুনর্ব্বার শতপুত্র সৃষ্টি, মোক্ষকামনায় শতপুত্রের নারদোপদেশে তপশ্চারণা, দক্ষের ক্রোধ ও ত্রয়োবিংশতি কন্যাসৃষ্টি, বশিষ্ঠাত্রিপ্রমুখ ঋষিগণকে সেই কন্যাসম্প্রদান, পুনর্ব্বার সপ্তবিংশতি কন্যাসৃষ্টি ও চন্দ্রকে সম্প্রদান, কৃত্তিকার প্রতি নিরন্তর অনুরক্তিহেতু দক্ষ কর্ত্তৃক চন্দ্রকে অভিশাপ ও চন্দ্রের ক্ষয়রোগ প্রাপ্তিকথা, চন্দ্রের শিবারাধনাদিবৃত্তান্ত, ৫-৯ হরপার্ব্বতীসংবাদে জগৎকারণাদি কথা, শিবের উপদেশে দেবীর কন্যারূপে পদ্মবনে অবস্থান, দক্ষকর্ত্তৃক কন্যাত্বে তাঁহার গ্রহণ, পশুপতিকে পতিরূপে পাইবার আশায় গৌরীর দক্ষগৃহে থাকিয়া তপশ্চর্য্যা, বৃদ্ধব্রাহ্মণবেশে শিবের তপোরতা গৌরীর সমীপে আগমন, শিবদুর্গার বিবাহোৎসববর্ণন, অন্ধকরিপুর অকস্মাৎ অন্তর্ধানে দেবীর পুনর্ব্বার তপস্যা, শিবসমাগমবর্ণন, দুহিতৃজামাতৃদর্শনাভিলাষে দক্ষের কৈলাসগিরিতে আগমন, শিবনিন্দাদিবৃত্তান্ত, ব্রহ্মাকর্ত্তৃক যজ্ঞানুষ্ঠানবিবরণ, নন্দীসহ দক্ষের বিবাদবর্ণন, ১০-১৪ দক্ষযজ্ঞ, যজ্ঞসভায় শিবভক্তগণের অনাগমনে দক্ষের চেষ্টা, দক্ষদধীচিসংবাদ, তৎপ্রসঙ্গে শিবের পরব্রহ্মত্বকীর্ত্তন, রুদ্রনামবিতরণ, দক্ষকর্ত্তৃক শিবচরিত্রে দোষারোপণ, মহাদেবের দিগম্বরত্বের কারণ নির্দ্দেশ, তপস্বিগণকে মোহনার্থ মোহিনীবেশে শ্রীধরের ও যোগীবেশে মহেশ্বরের দারুকবনে প্রবেশ, ব্যাঘ্রচর্ম্মাদি ও পরশুমৃগাদি ভগবদ্ভূষণধারণের কারণ-নির্দ্দেশ, ১৫-২০ বিধাতৃলব্ধবরপ্রভাবে গজাসুরকর্ত্তৃক দেবগণের দুরা-

বস্থাবর্ণন, বিরূপাক্ষকর্তৃক গজনিপাত ও তচ্চর্মধারণাদিবৃত্তান্ত, বরাহরূপে বিষ্ণুকর্তৃক হিরণ্যাক্ষনাশ ও দন্তাঘাতে চরাচর-বিনাশ, ব্রহ্মাদির প্রার্থনায় মহাদেব কর্তৃক তদ্দন্তোৎপাটন ও স্বকরে ধারণ-বিবরণ, সমুদ্রমন্থনকালে শিবকর্তৃক মন্দরাঘাতে চঞ্চল কূর্মের পৃষ্ঠাস্থিগ্রহণাদিবিবরণ, বিষাগ্নিদগ্ধ বিষ্ণুর কৃষ্ণত্বকথন, শিবকৃত বিষপান, দেবগণকৃত নীলকণ্ঠস্তোত্র, শিবের ভিক্ষাবৃত্তির কারণ-নির্দ্দেশ, পদ্মনাভ ও ব্রহ্মার জগৎকর্তৃত্ব লইয়া পরস্পরে বিবাদ ও শিবসমীপে আবির্ভাবাদি, কালভৈরবোৎপত্তি, তৎকর্তৃক ব্রহ্মার শিরশ্ছেদন, বিষ্ণুপ্রভৃতির রুধিরগ্রহণবৃত্তান্ত, ২১-২৫ বৃষরূপধারী হরির হরবাহনত্বপ্রাপ্তিকারণ, শিবের কপালভস্মধারণাদিবিবরণ, হরনোষানলে জালন্ধরের উৎপত্তিকথা, তদুপদ্রুত কেশবাদি দেবগণের প্রার্থনায় মহাদেব কর্তৃক জালন্ধরবধবৃত্তান্তকথন, জালন্ধরকামিনী বৃন্দার প্রতি কামমান বিষ্ণু কর্তৃক জালন্ধরের মৃতশরীরে প্রবেশ ও বৃন্দাসহ সম্ভোগাদি, ব্রহ্মবাক্যে বৃন্দাবীজে শ্মশানোষরভূমে (জাত) তুলসীর আধিক্যবিবরণ, পার্ব্বতীর করতলজাতস্বেদসলিলে গঙ্গার উৎপত্তিবৃত্তান্ত, ২৬-৩৪ শুক্রাচার্য্যোপদিষ্ট মৃতসেনের আদেশে মাগধাধ্যযোগিবরকে মোহনার্থ বিভূতি নাম্নী অসুরকামিনীর মেরুপ্রদেশে গমন, করিণীরূপধারিণী বিভূতির সহিত করিরূপধারী মাগধের বিহার, গজমুখদৈত্যের উৎপত্তিকথন, পার্ব্বতীপরমেশ্বরের অক্ষক্রীড়ায় বিষ্ণুর সাক্ষিরূপে অবস্থানকথন, পার্ব্বতীশাপে বিষ্ণুর অজগররূপপ্রাপ্তি ও বটদ্বীপে অবস্থান, গণেশের সহিত গজমুখমিত্র মৃতসেনের যুদ্ধ, গণেশবাণবিদ্ধ গজমুখের মূষিকরূপগ্রহণবিবরণ, গণেশকর্তৃক তাহাকে বাহনত্বে গ্রহণ ও তদারোহণাদিকীর্ত্তন, শুক্রাচার্য্য-মৃতসেন প্রভৃতির পক্ষিরূপে পলায়ন, গণেশদর্শনে অজগররূপী হরির স্বরূপত্ব-প্রাপ্তি, ৩৫-৪০ শিবমাহাত্ম্যশ্রবণে দক্ষের সুমতি জন্মিল না দেখিয়া দধীচির প্রস্থান, নারদমুখে পিতৃগৃহে যজ্ঞানুষ্ঠান শুনিয়া শিবের আদেশে দাক্ষায়ণীর পিতৃভবনে গমন, দক্ষের শিবনিন্দা শুনিয়া বিমানারোহণে দেবীর পুনরায় কৈলাসে গমন ও শিবসমীপে তদ্বৃত্তান্তকথন, শিব ও শিবার ক্রোধে ভদ্রকালী ও বীরভদ্রের আবির্ভাবপ্রস্তাব, শিবার আজ্ঞায় ডাকিনী, শাকিনী হাকিনী প্রভৃতির সহিত বীরভদ্রাদির দক্ষালয়ে গমন, দক্ষের শিরশ্ছেদ, বীরভদ্রকৃত ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদির দুরবস্থা, বিষ্ণুর সহিত তাহার সমরসম্ভব, বিষ্ণুকৃত তৎস্তোত্র, দেবগণের জীবনপ্রাপ্তি, দক্ষের পুনরুজ্জীবন, দক্ষসমীপে ব্রহ্মাকর্তৃক শিবমাহাত্ম্যকীর্ত্তন, পৃথিবীস্থাপনাদিকথন, ভূগোলকথন।

৭ উপদেশ-কাণ্ডে—১-২ কৈলাসবর্ণন, ৩-৫ অসুরাদির দ্বেষোৎপত্তিকারণনির্দ্দেশ, ৬-৭ অজমুখের আসুরদেহোৎপত্তিহেতু ও পূর্ব্বজন্মকর্ম্মকথন, ৯-১২ ভস্মমাহাত্ম্যকীর্ত্তন, ১৩-১৯ রুদ্রাক্ষমাহাত্ম্যকীর্ত্তন, ২০-২৬ শিবনামমাহাত্ম্যকথন, ২৭ সোমবারব্রতবিধি ও তন্মাহাত্ম্যকীর্ত্তন, ২৮ আর্দ্রাব্রতবিধি, ২৯-৩০ উমামাহেশ্বরব্রতবিধি, ৩১ কেদারব্রতবিধি, ৩২ কল্যাণব্রতবিধি, ৩৩ শূলব্রতবিধি, ৩৪ ঋষভব্রতবিধি, ৩৫ শুক্রবারব্রতবিধি, ৩৬ বিঘ্নেশ্বরব্রতবিধি, ৩৭ কৃত্তিকাদিব্রতমাহাত্ম্যকথন, ৩৮ মাঘমাসের প্রথম দিবসে ও চৈত্রাশ্বিনমাসের ভরণীনক্ষত্রে শিবব্রতবিধান, ৩৯-৪৭ শিবভক্তের লক্ষণাদি, ৪৮ শিবপুরাণশ্রবণফল, ৪৯-৫৭ শিবদ্রোহফলকীর্ত্তন, ৫৮-৬০ শিবনিন্দাদিফলকীর্ত্তন, ৬১-৮১ শিবপূজামাহাত্ম্যকথন, ৮২ শিবযোগকথন, ৮৩-৮৪ শিবজ্ঞানকথন, ৮৫ শিবের পঞ্চবিংশতিমূর্ত্তিকথন।

৬ষ্ঠ সৌরসংহিতা।

১ সূতের সহিত ঋষিগণের সংবাদে অষ্টাদশপুরাণ-কীর্ত্তন, উপপুরাণ কথন, ব্যাসকৃত শিবারাধন-বিবরণ-কথন, তৎকর্তৃক বেদবিভাগ-কথন, ঋগ্বেদের একবিংশতিশাখার বিবরণ, যজুর্ব্বেদের একশতশাখার বিবরণ, সামবেদের সহস্র শাখার বিবরণ, বিভাগপূর্ব্বক জৈমিনিপ্রভৃতিকে বেদদান-বিবরণকথন, মুনিগণের নিকট কৃষ্ণদ্বৈপায়নের পরব্রহ্মের রূপ-বর্ণন, তাহার শিব-শম্ভু-মহাদেবাদি নাম-কথন, ধর্ম্মের চোদনালক্ষণত্বকথন, চোদনা-প্রামাণ্য-নিরূপণ, পুরাণলক্ষণ-কথন, ২-৫ যাজ্ঞবল্ক্যকৃত সূর্য্যের উপাসনাবিবরণ-কথন, তাহাকে সূর্য্যের তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ-কথন, অভেদবাদকথন, জগৎসৃষ্টিকথন, হিরণ্যগর্ভের উপাধিভেদে সপ্তপাতালের স্বরূপকথন, স্বর্গের সংস্থানাদি কথন, বর্ষাদি স্থাননির্দ্দেশপূর্ব্বক জম্বুদ্বীপ-সংস্থানাদি কথন, প্লক্ষদ্বীপের নিরূপণ, আবহ-প্রবহাদি সপ্তবায়ু, নেমিনিরূপণ, নক্ষত্রমণ্ডল, সপ্তর্ষিমণ্ডল, ধ্রুবমণ্ডল ও সূর্য্যাদি কথন, সূর্য্য-চন্দ্র-মণ্ডল প্রভৃতির মণ্ডল-বিস্তারাদি পরিমাণ-কথন, সদাশিবলোকসংস্থানকথনপূর্ব্বক বিস্তৃতরূপে সদাশিবরূপবর্ণন, জগৎকারণ-নিরূপণ-প্রসঙ্গে মায়াবাদ-নিরূপণ, বেদান্তপ্রশংসা, ব্রহ্মকারণতাবাদের অভ্যর্হিতত্ব কথন, অর্হৎ বৌদ্ধ, পাঞ্চরাত্র, বিনায়ক প্রভৃতি তন্ত্রের নিন্দাকীর্ত্তন, ৬-১০ ভস্মত্রিপুণ্ড্রাদি ধারণমাহাত্ম্য-কথন, শাপক্ষয়োপায়কথন, অবিমুক্তমাহাত্ম্য-কথন, বিশ্বেশ্বরমহিমা, বারাণসীবর্ণন, শিবগঙ্গামাহাত্ম্যবর্ণন, গঙ্গাদি নানাতীর্থমাহাত্ম্যকথন, অধ্যারোপাদি স্বরূপ নিরূপণ, অজ্ঞানলক্ষণাদি কথন, আত্মস্বরূপাদি কথন, পরমাত্মা ও জীবাত্মার উপাধিভেদনিরূপণ, বিজ্ঞানমাহাত্ম্যকথন, তাহার উপায় কীর্ত্তন, তাহার স্বরূপ কথন, জ্ঞান-কারণনিরূপণ, ১১-১৬ সত্ত্ব-রজ-তমোগুণাদির প্রকৃতি-নিরূপণ, জীবস্বরূপ বিবেচনা, নির্গুণ আত্মার বন্ধহেতুনিরূপণ, দেহ

ইন্দ্রিয় মন প্রাণ, বিজ্ঞান ও শূন্যাদির আত্মকত্ববাদ-কথন, মোক্ষোপায়-কথন, মোক্ষস্বরূপ নিরূপণ, শ্রুতিকল্পনাযোগ্য বিষয়-নিরূপণ, যাজ্ঞবল্ক্য কর্ত্তৃক সূর্য্যস্তোত্র-কীর্ত্তন।

প্রভাসখণ্ড ও নারদপুরাণে যেরূপ সপ্তখণ্ডের পর পর বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তদনুসারে সপ্তখণ্ডের সূচী প্রদত্ত হইল।

১ম অম্বিকাখণ্ড।

১ কার্ত্তিকেয়ের জন্ম, ২ অনুক্রমণিকা, ৩ নৈমিষারণ্যের উৎপত্তিবিবরণ, ৪ ব্রহ্মের প্রাজাপত্যাভিষেক, ৫ রুদ্রের জন্ম, ৬ ব্রহ্মার শিরশ্ছেদ, ৭ কপালসংস্থাপন, ৮ দেবগণ কর্ত্তৃক রুদ্রদর্শনবৃত্তান্ত, ৯ সুবর্ণাক্ষোৎপত্তিবর্ণন, ১০ দক্ষশাপ-কথা, ১১ উমাতপস্তাবর্ণন, ১২ গ্রাহকর্ত্তৃকবালমোক্ষণ, ১৩ উমার বিবাহ, ১৪ উমাবিবাহস্তব, ১৫ বশিষ্ঠবরপ্রদান, ১৬ শক্তিনামক বসিষ্ঠপুত্রোৎপত্তিকথা, ১৭ কল্মাষপাদশাপবিবরণ, ১৮ রাক্ষসসত্রনিরূপণ, ১৯ বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক বশিষ্ঠের প্রতি বৈর-নিবর্ত্তন, ২০ নন্দীর তপস্তাপ্রবেশ, ২১ নন্দীকর্ত্তৃক মহাদেবের স্তুতি, ২২ জপ্যেশ্বরক্ষেত্রমাহাত্ম্যকথন, ২৩ নন্দীশ্বরের অভিষেকার্থ মহাদেবের ইন্দ্রাদি দেবতাহ্বান, ২৪ নন্দীশ্বরাভিষেকস্তুতি-কথন, ২৫ নন্দীশ্বরবিবাহকথন, ২৬ মেনকাকথিত পতিনিন্দাশ্রবণে দুঃখিতা পার্ব্বতীর শিবসমীপে আগমন-বৃত্তান্ত, ২৭ শিবকে গো-হরিণ্যাদি দানফল, ২৮ শিবপূজাবিধি, ২৯ কুবেরপঞ্চচূড়াবরপ্রদান, ৩০ বারাণসীমাহাত্ম্য, ৩১ দধীচ-মাহাত্ম্য, ৩২ দক্ষযজ্ঞবিনাশবর্ণন, ৩৩ বৃষোৎপত্তিবর্ণন, ৩৪ উপমন্যুবরপ্রদান, ৩৫ সুকেশবরপ্রদান, ৩৬ পিতৃপ্রশ্ন, ৩৭ নরক-সংখ্যাকীর্ত্তন, নরকভীতিবর্ণন, ৩৮ শাল্মলী নামক নরকবর্ণন, ৩৯ কালসূত্রকনরককথন, ৪০ কুম্ভীপাকনরক বর্ণন, ৪১ অসিপত্রবনাখ্যাননরকবর্ণন, ৪২ বৈতরণীনরক-বর্ণন, ৪৩ অযোঘনরক-বর্ণন, ৪৪ পদ্মাখ্যনরকবর্ণন, ৪৫ মহাপদ্মাখ্যনরক-বর্ণন, ৪৬ মহারৌরবনরকবর্ণন, ৪৭ তমোনামনরকবর্ণন, ৪৮ তমস্তমো-নামনরক বর্ণন, ৪৯ যমগীতাকথন, ৫০ সংসারপরিবর্ত্তন-কথন, ৫১ সুকেশমাহাত্ম্য, ৫২ কাষ্ঠকূটকথা, ৫৩ দুর্গাতপঃ-বর্ণন, ৫৪ ব্রহ্মপ্রয়াণবৃত্তান্ত, ৫৫ ব্রহ্মাগমনবৃত্তান্ত, ৫৬ দুর্গাবর-প্রদান, ৫৭ সপ্তব্যাধোপাখ্যান, ৫৮ ব্রহ্মদত্ত রাজার উপাখ্যান, ৫৯ কৌশিকীসম্ভব-বৃত্তান্ত, ৬০ কৌশিকীর বিন্ধ্যগিরি গমন-বৃত্তান্ত, ৬১ দৈত্যোদ্যোগবর্ণন, ৬২ সুন্দরদৈত্যবধবর্ণন, ৬৩ অসুর-বিজয়-বর্ণন, ৬৪ অসুরোদ্যমবর্ণন, ৬৫-৬৬ দেবী কৌশিকীর সহিত অসুরগণের যুদ্ধবৃত্তান্ত, ৬৭ কৌশিকীর অভিষেচন, ৬৮ কৌশিকীদেহসম্ভবা দেবীগণের দেশ ও নগরাদিতে অবস্থান-বৃত্তান্ত, ৬৯ পার্ব্বতীসহ হরের মন্দরগমন, ৭০-৭১ নরসিংহ কর্ত্তৃক হিরণ্যকশিপুবধবৃত্তান্ত, ৭২ স্কন্দোৎপত্তি-বর্ণন, ৭৩ অন্ধকোৎপত্তি-বিবরণ, ৭৪ অন্ধকবরপ্রদান, ৭৫ হিরণ্যাক্ষের স্বপুরপ্রবেশবৃত্তান্ত, ৭৬ হিরণ্যাক্ষের সভাপ্রবেশবৃত্তান্ত, ৭৭ অসুরযাগ বর্ণন, ৭৮-১০৬ দেবাসুরযুদ্ধবর্ণন, ১০৭ বরাহোৎসব-বর্ণন, ১০৮ বরাহপ্রয়াণ-বৃত্তান্ত, ১০৯ মহাদেবের সুমেরুগমন, ১১০ দানফলনিরূপণ, ১১১ উমাসাবিত্রীসংবাদে কৃচ্ছ্রাদি ব্রতফলকথন, ১১২ স্ত্রীধর্ম্মনিরূপণ, ১১৩ অমৃতাক্ষেপবর্ণন, ১১৪ অমৃতমন্থন প্রসঙ্গে নীলকণ্ঠোপাখ্যান, ১১৫ বিষ্ণু কর্ত্তৃক অমৃতাপহরণ ও দেবাসুর-যুদ্ধ, ১১৬-১১৭ বামনপ্রাদুর্ভাব, ১১৮ শুকবাসবসংবাদ, ১১৯-১২১ বামনপ্রাদুর্ভাবে তীর্থযাত্রাবর্ণন, ১২২ সৈংহিকেয়বধবর্ণন, ১২৩ হরিশ্চন্দ্রনির্দ্দেশ, ১২৪ মহাদেবসকাশে পরশুরামের বর-প্রাপ্তি, ১২৫ বসুধাপ্রতিষ্ঠাবর্ণন, ১২৬-১২৮ গঙ্গাবতরণবৃত্তান্ত, ১২৯-১৪৮ অন্ধকাদি অসুরপরাজয়কীর্ত্তন, ১৪৯-১৫১ পার্ব্বতী-কর্ত্তৃক অশোকতরুর পুত্রত্ব-পরিগ্রহণ, ১৫২ শূলী কর্ত্তৃক ধর্ম্ম-পদ্ধতিব্যাখ্যা, ১৫৩ বিষহেতু মহাদেবের কণ্ঠে নীলত্ব-কথন, ১৫৪ পার্ব্বতী কর্ত্তৃক ভস্মরজসাদির বিলেপনত্বপ্রশ্ন ও মহাদেবের তদুত্তর দান, ১৫৫ জগৎপ্রভুর শ্মশানবাসিত্ব-সম্বন্ধে পার্ব্বতীর প্রশ্ন ও শিবোত্তর, ১৫৬ সুগন্ধ জলাদি দ্বারা শিবস্নানের ফল, ১৫৭-১৫৯ পুণ্যায়তনফল, ১৬০ ভৈরবোৎসব-কথা, ১৬১ বিনায়কোৎপত্তি, ১৬২ স্কন্দোৎপত্তি, ১৬৩ স্কন্দ-দর্শনার্থ দেবগণের আগমন, ১৬৪ স্কন্দ-বিনাশার্থ ইন্দ্র কর্ত্তৃক মাতৃগণের প্রেরণ, ১৬৫ স্কন্দের সহিত ইন্দ্রযুদ্ধবৃত্তান্ত, ১৬৬-১৬৭ স্কন্দের দেবসেনাপতিত্ব-কথন, ১৬৮-১৬৯ স্কন্দাভিষেকবর্ণন, ১৭০-১৭৩ তারকাসুরবধবিবরণ, ১৭৪ স্কন্দের প্রতি ইন্দ্রবাক্য, ১৭৫ মহিষাসুরবধ, ১৭৬ মহেশ্বর-নাম কথন, ১৭৭ মহেশ্বরস্তুতি, ১৭৮ শঙ্কুকর্ণ কর্ত্তৃক যমদূতগণের প্রত্যাখ্যান, ১৭৯ কালঞ্জরায়তন-বৃত্তান্ত, ১৮২ দেবায়তনোদ্দেশ, ১৮৩ ভদ্রেশ্বরাখ্যান, ১৮৪ দেব-দারুবনে মহাদেবস্থানমাহাত্ম্য, ১৮৫ আয়তন-বর্ণন, ১৮৬ ময়বর-দান, ১৮৭ ত্রিপুরবর্ণন, ১৮৮-১৯৫ ত্রিপুরবধবৃত্তান্ত, ১৯৬ ক্রৌঞ্চবধ, ১৯৭ ক্রৌঞ্চসঞ্জীবন, ১৯৮-১৯৯ প্রহ্লাদযুদ্ধ, ২০০ প্রহ্লাদবিজয়, ২০১ হিমবৎসম্ভাষণ, ২০২ গিরিবাক্য, ২০৩-২০৪ গিরিপক্ষচ্ছেদবৃত্তান্ত, ২০৫ মেঘোৎপত্তি, ২০৬ পক্ষচ্ছেদন-শ্রবণফল, ২০৭-২০৮ নারায়ণের সহিত প্রহ্লাদের যুদ্ধোদ্যোগ, ২০৯ অনুহ্রাদবধ, ২১০ নারায়ণ-কর্ত্তৃক চক্রসৃষ্টি, ২১১ প্রহ্লাদামরসঙ্গম, ২১২ পরমদৈবতবচন, ২১৩ দেবদানবযুদ্ধ, ২১৪ প্রহ্লাদের তপশ্চরণ, ২১৫ অসুরপ্রয়াণোৎপাতবিবরণ, ২১৬ প্রহ্লাদ-নারায়ণ-যুদ্ধে ইন্দ্রাগমন।

১ মাহেশ্বরখণ্ড।

কেদারখণ্ডে*—১ লোমশ-শৌনকাদি সংবাদ, ২-৩ দক্ষের

* নারদপুরাণ মতে ১ম, কিন্তু প্রভাস মতে নহে।

শিবরহিত যজ্ঞানুষ্ঠান, সতীদেহত্যাগ ও বীরভদ্র কর্ত্তৃক দক্ষযজ্ঞ-বিনাশ, ৪-৫ বীরভদ্রের সহিত ইন্দ্রোপেন্দ্রাদি দেবগণের যুদ্ধবর্ণন, দক্ষের ছাগমুণ্ডপ্রাপ্তি, শিবপূজা ও শিবালয়-নির্ম্মাণ-ফল, ত্রিপুণ্ড্র ও বিভূতিমাহাত্ম্য, ইন্দ্রসেন রাজার উপাখ্যান, অবন্তীপুরবাসী নন্দি-নামক বৈশ্যের উপাখ্যান এবং নন্দ ও কিরাতের শিবলোকে আগমন, ৬-৭ ঋষিশাপে শিবের ষণ্ডত্ব-প্রাপ্তি ও লিঙ্গপতন, তৎস্বরূপ কথন ও অর্চ্চনমাহাত্ম্যকীর্ত্তন, পাশুপতধর্ম্মকীর্ত্তন এবং কাশীরাজদুহিতা সুন্দরীর সহিত উদ্দালক ঋষির সপর্য্যাকরণ, ৮ রত্নমুক্তাতাম্রময়াদি লিঙ্গপূজাকথন, গোকর্ণ পর্ব্বতে রাবণের লিঙ্গপূজা, নন্দির সহ রাবণের বিরোধ ও শাপপ্রাপ্তি, দেবগণের বানররূপে জন্মগ্রহণ, রামাবতারকথন, ৯-১১ বলি কর্ত্তৃক শুক্রৈশ্বর্য্য হরণ, সমুদ্রমন্থন, কালকূটোৎপত্তি, তদ্দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড-ভস্ম, গণেশের উৎপত্তি ও পূজাবিধি, সমুদ্রমন্থনে চন্দ্রাদির উদ্ভব এবং নানারত্নোৎপত্তি, ১২ লক্ষ্মী ও অমৃতোৎপত্তি, বিষ্ণুর মোহিনীরূপধারণ, ১৩ দেবাসুর-যুদ্ধ, ১৪ বলিমুখ সর্ব্বদৈত্যোপস্থাপন, দৈত্যের জয়লাভ, রাহুভয়ে চন্দ্রের শিবসমীপে গমন, বিষ্ণু কর্ত্তৃক কালনেমিবধ, ইন্দ্র-বৃহস্পতির বিরোধ, ইন্দ্র কর্ত্তৃক বিশ্বকর্ম্মসুত বিশ্বরূপের মস্তকচ্ছেদ, বিশ্বরূপের মুখ হইতে কপিঞ্জলের উৎপত্তি, ১৫ নহুষ ও যযাতিরাজের উপাখ্যান, ১৬ বৃত্রাসুরের জন্ম, দধীচির উপাখ্যান, পিপ্পলাদের উৎপত্তি, ১৭ বৃত্রাসুরবধ, ১৮ বলি কর্ত্তৃক অমরাবতীরোধ ও ইন্দ্রাদি দেবগণের ময়ূরাদিরূপে পলায়ন, বামনাবতার-কথন, বলির যজ্ঞ, ১৯ বামনরূপী বিষ্ণুর ছলনা, ত্রিপাদভূমিভিক্ষা ও বলির পাতালে গমন, ২০ গিরিজোৎপত্তি, ২১ গিরিজার শিবশুশ্রূষা ও মদনদাহনাদি উপাখ্যান, ২২ পার্ব্বতীতপঃফল-কথন, ২৩-২৫ শিববিবাহবর্ণন ও চণ্ডীর আবির্ভাব-কথা, ২৬ গন্ধমাদনপর্ব্বতে শিবদুর্গার বিহার, অগ্নির হংসরূপে তথায় গমন, নারদবাক্যে বালখিল্যের জন্ম, ২৭ কার্ত্তিকেয়ের জন্মকথা ও সেনাপতিত্বে বরণ, কার্ত্তিকেয়ের তারকাসুরযুদ্ধ-বৃত্তান্ত, ২৯ তারকাসুরসংগ্রাম, ৩০ তারকাসুরবধ ও কার্ত্তিকেয়ের মাহাত্ম্য-কথন, ৩১ যম কর্ত্তৃক শিবকে জ্ঞানযোগস্বরূপ জিজ্ঞাসা ও অধ্যাত্মনিরূপণ, ৩২ শ্বেতরাজোপাখ্যান, ৩৩ শিবরাত্রিব্রত-মাহাত্ম্য ও পুষ্করবৃত্তান্ত-কথন, ৩৪ তিথ্যাদিনিরূপণ, শিবপার্ব্বতীর দ্যূতক্রীড়া, পরাজিত শিবের কৌপীনগ্রহণরহস্য, পরে কৈলাসত্যাগ ও বনগমন, ৩৫ পার্ব্বতীর শবরীরূপ-ধারণপূর্ব্বক শিবসন্নিধানে গমন।

কুমারিকাখণ্ডে—১ উগ্রশ্রবা-মুনিগণ-সংবাদে দক্ষিণার্ণব-তীরবর্ত্তী কুমারেশ, স্তম্ভেশ, চর্করেশ্বর, মহাকাল ও সিদ্ধেশ প্রভৃতি পঞ্চশিবতীর্থমাহাত্ম্য ও স্নানাদি ফলকথন, সৌভদ্রসাসাদি তীর্থমাহাত্ম্যবর্ণন, ধনঞ্জয়কৃত তীর্থভ্রমণপ্রসঙ্গে স্নানকালে জল হইতে গ্রাহের উত্তোলন, উভয়ের যুদ্ধ ও গ্রাহ-বিস্ফুরণ, কল্যাণী নারীর আবির্ভাব, জলচারিণী কামিনীর পূর্ব্বশাপ ও অপ্সরা জন্মাদি কথন, হংসতীর্থ ও কাকাদিতীর্থপ্রসঙ্গ, অপ্সরার শাপমুক্তি ও স্বর্গলোকে গমন, ২ অপ্সরাপ্রশ্নে অর্জ্জুনের নারদ সকাশে গমন, দ্বাদশ বার্ষিকী মহাযাত্রা-কথা, ফাল্গুন-তীর্থযাত্রামাহাত্ম্যকথা, সরস্বতীতীরে কাত্যায়ন মুনিপ্রশ্নে সারস্বত মুনি কর্ত্তৃক সারস্বতধর্ম্মকথাপ্রসঙ্গে বৃষভবাহন মহাদেব-পূজার শ্রেষ্ঠত্বকথন, দানমাহাত্ম্যকীর্ত্তন, কাশীপতি প্রতর্দ্দনের দাননিষ্ঠা, ব্রাহ্মণকে দান করিলে রুদ্রলোকগতি, ৩-৪ পার্থকর্ত্তৃক বহুদেশ নগরাদি পর্য্যটন, ও কলম্বরাবম্না রেবাতীর সমাগম, তদুত্তরতীরবর্ত্তী মৃগমুনির আশ্রম-সমাখ্যান, মৃগাশ্রমে ভৃগুসমাগম, ভৃগুকর্ত্তৃক বিপ্রযোগ্য স্থানকথন, ভৃগু-নারদ-সংবাদ, মহীনদীতটবর্ত্তী তীর্থ-সমাখ্যান ও মহীসাগরসঙ্গম-মাহাত্ম্যকথা, দেবশর্ম্মা ও সুভদ্রমুনিসংবাদ, ৫ সবিস্তরে মহীসাগর-সঙ্গমমাহাত্ম্যকথন, দানমাহাত্ম্য কথনপ্রসঙ্গে ধেনুপাকদান, চতুর্দ্ধা বৈদিকদান, গৃহাদিদান, অন্ন ও হয়বাহনাদিদানফল-কীর্ত্তন, অর্জ্জুন-নারদসংবাদে ব্রাহ্মণস্থানপ্রতিষ্ঠাকথন, সংসার-বর্ণন, কলাপগ্রামমাহাত্ম্যকীর্ত্তন, ব্রাহ্মণপ্রশংসা, ওঁকারবর্ণন, স্বায়ম্ভুব স্বারোচিষাদি চতুর্দ্দশ মনু আদিত্য ও রুদ্রাদি কথন, শুক্রশোণিত-সঙ্গমে জীবোৎপত্তিকারণ ও গর্ভাবস্থাদি নির্দ্দেশ, লোভনিন্দা, ব্রাহ্মণের শ্রোত্রিয়ত্বকথন, মাসাদিক্রমে ভাস্করপূজা পুণ্যদিননির্ণয়, ৬ নারদ-শাতাতপ-সংবাদে স্তম্ভতীর্থ-প্রশংসা, কলাপগ্রামকথা, কোলম্বাকূপ, দানপ্রসঙ্গ, পিতৃ ও মাতৃ-মাহাত্ম্য, ৭ মহীসাগরমাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজাখ্যান, ৮ ইন্দ্রদ্যুম্ন-নাড়ীজঙ্ঘ-সংবাদ, ৯ উলুকের নিশাচরত্ব প্রাপ্তিকথা, ১০ শিবের দমনকোৎসব, ও শিবের দোলযাত্রা কথন, অগ্নি-বেশ্যাকন্যার আখ্যান, ১১ ইন্দ্রদ্যুম্ন ও দেবদূতসংবাদ, ১২ ইন্দ্রদ্যুম্ন-কূর্ম্মসংবাদে শাণ্ডিল্য বিপ্রাখ্যান, শিবপূজা মাহাত্ম্য-কথন, দশযোজন বিস্তৃত কূর্ম্মোৎপত্তিকথা, ১৩ ইন্দ্রদ্যুম্ন ও লোমশ-সংবাদে বৈষ্ণবী মায়াকথন, শরীরক্ষয়কথন, লোমশের শূদ্ররূপপূর্ব্ব-জন্মাখ্যান, ও শিবপূজা প্রভাবে তাঁহার জাতিস্মরত্ব-কথন, শিবভক্তিপ্রশংসা, ১৪ বক-গৃধ্র-কচ্ছপ-উলূক ও ইন্দ্রদ্যুম্নের লোমশের নিকট শিবদীক্ষাবিধানে লিঙ্গপূজাকথন, সম্বর্ত্ত-মার্কণ্ডেয়-সংবাদ, মালবদেশে মহীনদীর উৎপত্তি ও তাহাতে সর্ব্বতীর্থের প্রাদুর্ভাব-কথন, মহীসাগরসঙ্গমে শিব-পূজামাহাত্ম্য, কপিল বালুকাদি বহুতর লিঙ্গনাম কথন, ১৫ কুমারেশ্বর-মাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে কাশ্যপীয়সর্গ, মারুতোৎপত্তি, বজ্রাঙ্গোৎপত্তি, ১৬-১৮ বরাঙ্গী ও বজ্রাঙ্গসংবাদ, তার-

কাখ্যান, তারকাসুরের সহিত ইন্দ্রাদির সংগ্রাম, ১৯ দেবগণের বিষ্ণুর নিকট আগমন ও সাহায্যপ্রার্থনা, ২০ ইন্দ্রকর্ত্তৃক জম্ভাসুরবধ, তারকের যুদ্ধে দেবগণের পরাজয়, দেবতাদিগের রক্ষণার্থ বিষ্ণুর মর্কটরূপ-ধারণ ও দৈত্যপুরে গমন, ২১ দেবগণের মর্কটরূপ ধারণপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গমন ও দেবগণ কর্ত্তৃক ব্রহ্মস্তব, পার্ব্বতীগর্ভে কুমারোৎপত্তি-প্রসঙ্গ, ২২ তারকপ্রভাববর্ণন, ২৩ হরগৌরীর বিবাহলীলা, ২৪ হর-পার্ব্বতীর বিহার, বীরনামক পুত্রজন্ম, ২৫ দৈত্যরাজের পার্ব্বতীরূপে শিবের নিকট আগমন, শিবের ক্রোধ, 'শিলা হইবে' বলিয়া মাতার প্রতি গণেশের অভিশাপ, কৌশিকীর সিংহবাহিনীরূপ প্রসঙ্গ, বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক শিবের অষ্টোত্তর-শতনাম, কুমারোৎপত্তি, ২৬ কার্ত্তিকেয়ের দেবসেনাপতিত্বে অভিষেক, মহীসাগর স্নানফল, ও কার্ত্তিকেয়ের পার্ষদগণের বর্ণন, ২৭ দৈত্যসেনাপতির ও তারকাসুরের সহ কার্ত্তিকেয়ের যুদ্ধ, তারকবধ, ২৮ লিঙ্গনামনিরুক্তি, লিঙ্গস্থাপনফল, কপালেশ ও ছিদ্রমাহাত্ম্য, ২৯ কুমারেশ্বর-মাহাত্ম্য, ৩০ স্তম্ভেশ্বরমাহাত্ম্য, ৩১ পঞ্চলিঙ্গোপাখ্যান, ৩২ শতশৃঙ্গ-নৃপাত্মজা কুমারীর চরিতপ্রসঙ্গে সপ্তদ্বীপাদি বর্ণন, ৩৩ সূর্য্যমণ্ডলাদি ব্যোমলোককথন, ৩৪ সপ্তপাতালবর্ণন, ৩৫ শতশৃঙ্গরাজকন্যা কুমারীচরিত, ভারতখণ্ডের কুলাচল ও নদনদ্যাদির বিবরণ, ৩৬ বর্ব্বরেশ্বরমাহাত্ম্য, ৩৭ মহাকালপ্রাদুর্ভাব, ৩৮ অষ্টাদশ পুরাণনাম, বরাহকল্পে ধর্ম্মশাস্ত্রকার ব্যাসগণের নাম, বিক্রমাদিত্য, শূদ্রক, বুদ্ধ প্রভৃতির আবির্ভাবকালনির্ণয়, যুগব্যবস্থা, ৩৯ করন্ধম-মহাকালসংবাদে পাপকার্য্যনির্ণয়, লিঙ্গপূজা ও পূজামন্ত্রাদি কথন, মহাকালমাহাত্ম্য, ৪০ মৃত্যুকথন, বাসুদেব-মন্ত্র, বাসুদেবমাহাত্ম্য, ৪১ আদিত্যমাহাত্ম্য, ৪২ দিব্যবর্ণন, ৪৩ কপিলেশ্বরপ্রতিষ্ঠা, স্তম্ভতীর্থে কার্ত্তিকেয় কর্ত্তৃক কুমারেশ-লিঙ্গ-স্থাপনকথা, ৪৪ বহূদককুণ্ড ও নন্দভদ্রাদিত্যমাহাত্ম্য, ৪৫ দেব্যুপাখ্যান, ৪৬ সোমনাথোৎপত্তি, ৪৭ মহীনগরস্থ জয়াদিত্যাদি তীর্থকথন, ৪৮ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, পরলোকাদি নির্ণয়, ৪৯ কর্ম্মফলনির্ণয়, কমঠকৃত জয়াদিত্যস্তোত্র, ৫০ বর্ব্বরীকাখ্যান, ৫১ প্রাগ্‌জ্যোতিষপ্রসঙ্গে ঘটোৎকচের সহিত ভগদত্ত-কন্যাবিবাহ, বর্ব্বরীক-নাম-নিরুক্তি, ৫২ ঘটোৎকচ ও তৎপুত্রের দ্বারকাযাত্রা, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বর্ণধর্ম্ম ও মহাবিদ্যাসাধন, ৫৩ ক্ষেত্রনাথমাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে কালিকাচরিত, ৫৪ ঘটোৎকচপুত্র বর্ব্বরীকাখ্যানে অপরাজিতাস্তোত্র, অঙ্গসিদ্ধিকথন, ৫৫ ভীমেশ্বরমাহাত্ম্য, ৫৬ পদ্মাক্ষীস্তোত্র, দেবীর নন্দগোপকন্যারূপে আবির্ভাব প্রসঙ্গ, দেবীকর্ত্তৃক নিজ ভাবী অবতারকথন, কোলেশ্বরী-বৎসেশ্বরী ও গয়ত্রাড়ামাহাত্ম্য, ৫৭ গুপ্তক্ষেত্রমাহাত্ম্য, ৫৮ কপিলমাহাত্ম্য।

নারদপুরাণ মতে মাহেশ্বরখণ্ডের শেষাংশ অরুণাচল-মাহাত্ম্য, কিন্তু এখন আর এই মাহাত্ম্য দৃষ্টিগোচর হয় না।

২ বৈষ্ণব খণ্ড।

নারদবর্ণিত বৈষ্ণব খণ্ড স্বতন্ত্র পাওয়া যায় না। নারদীয় বিবরণ অনুসারে ভূমিখণ্ড, উৎকলখণ্ড, বদরিকামাহাত্ম্য, কার্ত্তিকমাহাত্ম্য, মথুরামাহাত্ম্য, মাঘমাহাত্ম্য, বৈশাখমাহাত্ম্য, অযোধ্যামাহাত্ম্য, ও গয়াকূপমাহাত্ম্য বৈষ্ণবখণ্ডে বিবৃত হইয়াছে। এই সকল উপখণ্ডগুলি স্বতন্ত্র পাওয়া যায়। উৎকলখণ্ড ব্যতীত আর কোন উপখণ্ড বৈষ্ণব খণ্ডের অন্তর্গত বলিয়া প্রচলিত দেখা যায় না। এমন কি বদরিকামাহাত্ম্য ও কার্ত্তিকমাহাত্ম্য স্পষ্টই স্কন্দপুরাণীয় সনৎকুমারসংহিতার অন্তর্গত বলিয়া প্রত্যেক পুথিতেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এ কারণ কেবল উৎকলখণ্ডের অধ্যায়ক্রমানুসারে সূচী প্রদত্ত হইল।

উৎকলখণ্ডে—১ জৈমিনি প্রভৃতি মুনিগণসংবাদে জগন্নাথপ্রসঙ্গ, ব্রহ্মা-বিষ্ণুসংবাদ, সাগরের উত্তরে ও মহানদীর দক্ষিণে ভগবৎ-ক্ষেত্রনির্ণয়, ২ নীলমাধবাখ্যান, যম কর্ত্তৃক নীলমাধবস্তব, ৩ মার্কণ্ডেয় আখ্যান, ৪ যমেশ্বর-নীলকণ্ঠ-কামাখ্যা-বিমলা-নৃসিংহ-অষ্টশক্তি ও অষ্টলিঙ্গমাহাত্ম্য, ইন্দ্রদ্যুম্ন আখ্যান, ইন্দ্রদ্যুম্নের নীলাচলমাহাত্ম্যশ্রবণ ও তথায় ব্রাহ্মণপ্রেরণ, ৫ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের নীলাচলদর্শন, পুণ্ডরীক কর্ত্তৃক পুরুষোত্তমস্তোত্র, অম্বরীষ-কর্ত্তৃক স্তব, ভগবানের বিভূতিবর্ণন, ৬ উৎকলপ্রশংসা, ৭ ইন্দ্রদ্যুম্নের আখ্যান আরম্ভ, ইন্দ্রদ্যুম্নের নীলগিরির মাহাত্ম্যশ্রবণ, তৎকর্ত্তৃক নীলাচলে নিজপুরোহিতপ্রেরণ, বিশ্বাবসুশবর ও পুরোহিতসংবাদ, ৮ শবর কর্ত্তৃক রোহিণ্যাদি তীর্থপ্রদর্শন, পুরোহিতের অবন্তিপুরে ইন্দ্রদ্যুম্নের নিকট আগমন, ৯ পুরোহিতের মুখে ইন্দ্রদ্যুম্নের নীলমাধবের বর্ণন, ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক নীলমাধবাদির স্তব, বিদ্যাপতি কর্ত্তৃক নীলমাধবের রূপবর্ণন, ১০ বিদ্যাপতি কর্ত্তৃক ক্ষেত্র ও দেবতার মানকথন, ইন্দ্রদ্যুম্ন নারদসংবাদ, নারদ কর্ত্তৃক বিষ্ণুভক্তিকথন, ১১ নারদের সহিত ইন্দ্রদ্যুম্নের নীলাচলযাত্রাপ্রসঙ্গ, ইন্দ্রদ্যুম্নের নীলাচলে আগমন ও উৎকলাধিপের সহিত সম্ভাষণ, ১২ নারদ কর্ত্তৃক একাম্রকাননমাহাত্ম্যকথন, ১৩ ইন্দ্রদ্যুম্ন ও নারদের একাম্রবনে আগমন, বিন্দুতীর্থে স্নান ও লিঙ্গাদিদর্শন, ১৪ কপোতেশস্থলী ও বিল্বেশমাহাত্ম্য, ১৫ বিদ্যাপতির মুখে নীলমাধবের অন্তর্দ্ধানশ্রবণে ইন্দ্রদ্যুম্নের মোহ, নারদের আশ্বাস, শ্বেতদ্বীপ হইতে নারদের মূর্ত্তিআনয়নপ্রসঙ্গ, ১৬ ইন্দ্রদ্যুম্নকৃত পুরুষোত্তমস্তব, ১৭ রাজাভিপ্রায়ে বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক নরসিংহ-প্রাসাদনির্ম্মাণ, ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক নরসিংহস্তব ও নরসিংহক্ষেত্র-মাহাত্ম্য, ১৮ ইন্দ্রদ্যুম্নের অশ্বমেধ, সহস্র অশ্বমেধান্তে ধ্যানে

ইন্দ্রদ্যুম্নের পুরুষোত্তমাদি মূর্ত্তিদর্শন ও তৎকর্ত্তৃক স্তোত্র, ১৯ সমুদ্রতটে মহাবৃক্ষদর্শনপূর্ব্বক রাজার প্রতি সেবকের নিবেদন, নারদ কর্ত্তৃক শ্বেতদ্বীপস্থ বিষ্ণুর রোম হইতে বৃক্ষোৎপত্তিকথন, ইন্দ্রদ্যুম্নের চতুর্ভুজরূপ বৃক্ষদর্শন ও মহোৎসবপূর্ব্বক বেদীতে আনিয়া স্থাপন, বৃদ্ধব্রাহ্মণবেশে বিষ্ণুর মূর্ত্তিনির্ম্মাণার্থ আগমন, জগন্নাথ, বলরাম সুভদ্রা ও সুদর্শনের মূর্ত্তিবর্ণন, ২০ ইন্দ্রদ্যুম্নকৃত স্তব, নারদের উপদেশে ইন্দ্রদ্যুম্নের বাসুদেব, বলভদ্র ও সুভদ্রার পূজা, ২১ নারদ কর্ত্তৃক তারকব্রহ্মের অপৌরুষেয় মূর্ত্তি ও শ্রুতিপ্রমাণতাকথন, ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক জগন্নাথের প্রাসাদনির্ম্মাণ ও প্রাসাদ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ব্রহ্মলোকে গমনোদ্‌যোগ, ২২ ইন্দ্রদ্যুম্নের ব্রহ্মলোকে গমন, ২৩ নারদের সহিত ইন্দ্রদ্যুম্নের ব্রহ্মদর্শন এবং দারুব্রহ্মপ্রতিষ্ঠা করিবার নিমিত্ত রাজার নিবেদন, দেবগণ কর্ত্তৃক ব্রহ্মার নিকট নীলমাধবের দারুব্রহ্মরূপত্বের কারণজিজ্ঞাসা, ২৪ দেবগণ ও ইন্দ্রদ্যুম্নসংবাদ, ২৫ রথত্রয়নির্ম্মাণ, বিভিন্ন রথলক্ষণ ও রথপ্রতিষ্ঠাবিধি, ২৬ গাল নামক রাজা ও তৎকর্ত্তৃক মাধবের প্রস্তরময় প্রাসাদ-নির্ম্মাণকথন, গাল ও ইন্দ্রদ্যুম্নের সদ্ভাব, ২৭ বাসুদেবাদির রথযাত্রা ও মূর্ত্তিত্রয়ের স্তব, ভরদ্বাজ কর্ত্তৃক প্রসাদে দেবপ্রতিষ্ঠা, ২৮ ব্রহ্মকর্ত্তৃক নৃসিংহস্তোত্র, ব্রহ্মাকর্ত্তৃক নৃসিংহ-প্রশংসা, ২৯ দারুব্রহ্ম কর্ত্তৃক নীলাচল ক্ষেত্রে অবস্থানকাল এবং গুণ্ডিচাদি মহাযাত্রা-কথন, ৩০ ভগবানের জ্যৈষ্ঠ-স্নানবিধি ৩১ নরসিংহ-স্নানবিধি, স্নানযাত্রা-ফল, ৩২ দক্ষিণামূর্ত্তিবিধি, ৩৩ বিভিন্ন রথপ্রতিষ্ঠাবিধি, ৩৪ অশ্বমেধসরোমাহাত্ম্য, মহাবেদীমাহাত্ম্য, ৩৫ রথরক্ষাবিধি, ৩৬ শয়নোৎসব, দক্ষিণায়নবিধি, শ্বেতরাজোপাখ্যান, ৩৭ ভগবানের নির্ম্মাল্যমাহাত্ম্য, ৩৮ যুগধর্ম্ম, ৩৯ যাত্রান্তর ফল-নির্ণয়, ৪০ প্রাবরণোৎসব, উত্তরায়ণোৎসব, ৪১ বৈষ্ণব অগ্নিসংস্কারবিধি, ৪২ দোলারোহণবিধি, ৪৩ সাম্বৎসরব্রতকথন, ৪৪ দমনভঞ্জিকা, অক্ষয়যাত্রা, দক্ষাখ্যান, দক্ষকৃত জগন্নাথস্তব, ৪৫ ভগবানের ভূতি ও মহাভূতির উপায় নির্ণয়, ৪৬ ক্ষেত্রমাহাত্ম্য, ৪৭ মোক্ষস্বরূপ নির্ণয়, ৪৮ মুক্তিদ্বারমাহাত্ম্য, ৪৯ দুর্ব্বাসার ক্ষেত্রে গমন, ৫০ দুর্ব্বাসার বিস্ময়, ৫১ নাম ও স্নানমাহাত্ম্য, ৫২ মহামাঘীস্নানবিধি, ৫৩ মহামাঘীস্নানমাহাত্ম্য, ৫৪ কণ্ডুনামক মুনির কথা, মহাদেবোক্ত অর্দ্ধোদয়, ও মহাদানমাহাত্ম্য, ৫৫ স্কন্দমহাদেবসংবাদে দশাবতারমাহাত্ম্য, ইন্দ্রাদির অবতারকথা।

৩ ব্রহ্মখণ্ড। *

২য় ধর্ম্মারণ্যমাহাত্ম্যে†—১ ধর্ম্মারণ্যকথনবিষয়ক সূতনারদাদিপ্রসঙ্গ, ধর্ম্মারণ্যকথাপ্রসঙ্গপ্রোদ্ঘাটন, ২ ধর্ম্মারণ্যবর্ণন, তন্মাহাত্ম্য ও নামার্থ কথন, ৩ ধর্ম্মারণ্যে ধর্ম্মরাজের তপশ্চর্য্যা, ধর্ম্মরাজতপোভীত ব্রহ্মাদি দেবকৃত মহাদেবস্তুতি, ধর্ম্মরাজের তপোবিঘ্নকরণার্থ ইন্দ্র কর্ত্তৃক অপ্সরাপ্রেরণ, নানাভূষণে ভূষিতা বর্দ্ধনী অপ্সরার বীণাহস্তে ধর্ম্মরাজসকাশে গমন, শ্রীমাহাত্ম্যবর্ণনাদি, ৪ বর্দ্ধনী অপ্সরা-যমসংবাদ, ধর্ম্মরাজের পুনস্তপঃ, মহাদেব হইতে ধর্ম্মরাজের বরপ্রাপ্তি, ধর্ম্মকৃত মহাদেবস্তুতি, ধর্ম্মারণ্যমাহাত্ম্যাদি, ৫ ধর্ম্মারণ্যনিবাসিজনকর্ত্তব্য, ধর্ম্মবাপীতে শ্রাদ্ধের কর্ত্তব্যতা, যুগধর্ম্মকথনাদি, ৭ ব্রহ্মার উৎপত্তি, তৎকৃত সৃষ্টি, ৮ বিষ্ণুর সহিত দেবতাসংবাদ, আত্রেয়-বশিষ্ঠ কৌশিকাদির গোত্র ও প্রবরাদির উক্তি, ৯ বিশ্বাবসুগন্ধর্ব্বকন্যাগণের ধর্ম্মারণ্যস্থ বণিগ্‌জনের সহিত বিবাহ, ১০ লোলজিহ্বাখ্য রাক্ষসের ধর্ম্মারণ্যে উপদ্রব, বিষ্ণুকৃত তচ্ছাস্তি, তথাকার সত্যমন্দিরে ধর্ম্মেশ্বর-স্থাপনবৃত্তান্ত, ১১ সত্যমন্দিররক্ষার্থ দক্ষিণদ্বারে গণেশ-স্থাপন, ১২ সত্যমন্দিরের পশ্চিমে বকুলার্কস্থাপন ও রবিকুণ্ডোৎপত্তি, ১৩ হয়গ্রীবদেবের হয়মুখের রমণীয়তা সম্পাদনার্থ ধর্ম্মারণ্যে তপশ্চরণ, হয়মুখোৎপত্তিকথন, ১৪ হয়গ্রীবোপাখ্যান, ১৫ রাক্ষসাদির ভয়নাশার্থ আনন্দাদেবীস্থাপন, ১৬ শ্রীমাতৃদেবীমাহাত্ম্যকথন, ১৭ কর্ণাটক নামক দৈত্যোপাখ্যান, ১৮ ইন্দ্রেশ্বর, জয়ন্তেশ্বরমহিমাদি বর্ণন, ১৯ ধর্ম্মারণ্যস্থ শিবতীর্থ, ধরাক্ষেত্রতীর্থাদি বর্ণন, ২০ ভট্টারিকা-ছত্রাম্বিকাদি কুলদেবীগণের গোত্রপ্রবরকথন, ২১ ধর্ম্মারণ্যদিগ্‌দেবতাস্থাপন, ২২ দেবাসুরযুদ্ধ, দেবপরাজয়, ধর্ম্মারণ্যস্থ ব্রাহ্মণাদির পলায়ন, ধর্ম্মারণ্যে লোহাসুরাদি দৈত্যগণের প্রবেশকথন, ২৩ রামচরিত্রবর্ণন, ২৪ রামের তীর্থযাত্রা, তত্তৎতীর্থস্নানফলাদি কথন, ২৫ ধর্ম্মারণ্যস্থ দেবমন্দিরাদি জীর্ণোদ্ধারকরণার্থ রামের প্রতি দেবীর আদেশ, ২৬ তাম্রপত্রে ধর্ম্মশাসনপত্রলিখনাদি, ২৭ ধর্ম্মারণ্যে রাম কর্ত্তৃক দানযজ্ঞাদিকরণ, ২৮ কলিধর্ম্মকথন, রামদত্ত ব্রহ্মস্বহরণোদ্যত কুমারপালরাজের সহিত বিপ্রসম্ভাষণ, সেতুবন্ধে বিপ্রের গমন, তথায় হনুমানের সমাগম, হনুমানের সহিত দ্বিজের কথোপকথন, ২৯ ব্রাহ্মণবৃত্তির উদ্ধারার্থ হনুমানের উপায়, ৩০ ব্রাহ্মণবৃত্তিপ্রাপ্তি, ৩১ রামদত্তবৃত্তিভোগী ব্রাহ্মণগণের পরস্পরবিরোধোৎপত্তি-কথনাদি, ৩২ সেই দ্বিজগণের অতীত বৃত্তান্ত কথন, এতদ্‌গ্রন্থশ্রবণাদিফলকথন।

৩য় ব্রহ্মোত্তরখণ্ডে—১ সূত ও ঋষিগণসংবাদে শিবমাহাত্ম্যকীর্ত্তন, শিবপঞ্চাক্ষরমন্ত্র, রিরংসের সহধর্ম্মিণী কলাবতী প্রার্থনাকারী মনোহমাদক যাদবের উপাখ্যান-প্রসঙ্গে শৈবমন্ত্রমাহাত্ম্যকথন, শাস্তচতুর্দ্দশীতে শিবার্চ্চনমাহাত্ম্যকথনপ্রসঙ্গে ইক্ষাকুকুলজমিত্রসহ রাজার উপাখ্যান, নরমাংসদানহেতু বশিষ্ঠের

* নারদমতে সেতুমাহাত্ম্য, ধর্ম্মারণ্যমাহাত্ম্য ও ব্রহ্মোত্তরখণ্ড লইয়া ব্রহ্মখণ্ড; কিন্তু ব্রহ্মখণ্ডীয় সেতুমাহাত্ম্য পাওয়া যায় নাই।

† এই ধর্ম্মারণ্যমাহাত্ম্য পাতালখণ্ড নামে খ্যাত।

কোপ, তৎশাপপ্রভাবে রাজার রাক্ষসযোনিত্বপ্রাপ্তি, স্বস্থানগমনকথন,' রাজার কল্মাষপাদত্বপ্রাপ্তিকথন, তৎকৃত মুনিকিশোরভক্ষণাদি বৃত্তান্ত, ৩-৪ গোকর্ণমাহাত্ম্যকীর্ত্তন, গোকর্ণ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে মহর্ষি শৌনক কর্ত্তৃক কুষ্ঠরোগিণী কাঞ্চনচণ্ডালীদর্শন ও তদ্বিবরণকথন, শিবপূজামাহাত্ম্য, বিমর্ষণ রাজার উপাখ্যান ও তৎপত্নীসমক্ষে পূর্ব্বজন্মে নিজের সারমেয়ত্ব বিবরণকথন এবং রাজ্ঞীরও পূর্ব্বজন্মে কপোতীত্ববৃত্তান্তকীর্ত্তন, ৫-৬ উজ্জয়িনীদেশস্থ মহাকালশিবলিঙ্গের মাহাত্ম্য, উজ্জয়িনীনাথ চন্দ্রসেননৃপতির রাজ্যে মণিলুব্ধপ্রতিকূলরাজগণের যুদ্ধার্থ আগমনবৃত্তান্ত, শিবভক্তপঞ্চবর্ষীয় গোপাল বালকের বিবরণ, প্রদোষকালে গিরিশার্চ্চনমাহাত্ম্য, বিদর্ভাধিপতি সত্যরথরাজার উপাখ্যান, সমরসংরম্ভে পুত্রপ্রসবান্তর সত্যরথপত্নী বিক্রুতার জলপানার্থ জলাবতরণ ও গ্রাহোদরে প্রবেশাদি বর্ণন, ৭-৮ শাণ্ডিল্যোক্ত শিবপূজাবিধি, শিবকে তুলসী পত্রদানে অনাবশ্যকতা, শিবস্তোত্রকীর্ত্তন, দ্বিজনন্দন ও রাজনন্দনের নিধানকলসপ্রাপ্তি কথন, গন্ধর্ব্বকুমারীর সহিত ধর্ম্মগুপ্ত নামক রাজকুমারের বিবাহাদি কথন, উপোষ্য সোমবারে শিবপূজাফলশ্রুতি, চিত্রবর্ম্মদুহিতার সহিত নলপৌত্র চিত্রাঙ্গদের বিবাহবর্ণন, সোমবারব্রতমাহাত্ম্য, নৌকারোহণে চন্দ্রাঙ্গদেবের নৌকা বিহার, রাজার জলনিগমন ও নাগরাজের সহিত সাক্ষাৎকার, ৯-১১ বিদর্ভবাসী সামবিদ্ ও বেদবিৎনামা ব্রাহ্মণকুমারদ্বয়ের ধনলাভার্থ দম্পতিবেশে নিষধরাজপত্নীসমীপে উপস্থিতি ও একের স্ত্রীত্বপ্রাপ্তিবিবরণ, সীমন্তিনীর প্রস্তাবকীর্ত্তন, পিঙ্গলানাম্নী বেশ্যার অনুরক্ত নন্দননামা দ্বিজতনয়ের উপাখ্যান, ভদ্রায়ু উপাখ্যান, চন্দ্রাঙ্গের কন্যারূপে পিঙ্গলার জন্মগ্রহণবৃত্তান্ত, ১২-১৬ শিবচিন্তন-প্রকার কথন, শিবকবচকীর্ত্তন, ঋষভ কর্ত্তৃক ভদ্রায়ুকে শঙ্খাদি দান, ভদ্রায়ুর সহিত মগধদিগের যুদ্ধ, কীর্ত্তিমালিনীর সহিত তাঁহার বিবাহ, ভদ্রায়ুর জন্মবৃত্তান্ত, তাঁহার মাহাত্ম্যকীর্ত্তন, বামদেবমুনির ক্রৌঞ্চারণ্যপ্রবেশ বৃত্তান্ত, বামদেব-ব্রহ্মরাক্ষসসংবাদে ভস্মমাহাত্ম্যকীর্ত্তন, সনৎকুমারসমক্ষে শিবের ত্রিপুণ্ড্রধারণবিধিকথন ও তিনটী রেখার প্রত্যেকটীই নারদদত্তাকথন, ১৭-১৯ অভ্যর্হিতত্বকথন, সিংহকেতু কর্ত্তৃক বনমধ্যে জীর্ণদেবালয়দর্শন ও তদভ্যন্তর প্রবিষ্ট গৃহীত শিবলিঙ্গ, শবররাজসংবাদে শিবপূজাবিধিকথন, উমামাহেশ্বর ব্রতবিধান, সর্পদংশনে মৃতভর্ত্তৃকা দেবরথদুহিতা শবরদার সহিত অঙ্কমুনিসংবাদাদি কথন, পার্ব্বতী কর্ত্তৃক তাহাকে বরদান, ২০-২২ রুদ্রাক্ষমাহাত্ম্য, অঙ্গবিশেষে রুদ্রাক্ষধারণমাহাত্ম্য, এক বক্ত্রাদি রুদ্রাক্ষভেদ কথন, কাশ্মীরস্থ সুধর্ম্মতারক নামক রাজা রাজ্যকুমারের উপাখ্যান, শিবব্রত বৈশ্যের উপাখ্যান, রুদ্রাধ্যায় মাহাত্ম্য, কাশ্মীর নৃপতির উপাখ্যান, শিবমাহাত্ম্যপ্রধান পুরাণ শ্রবণমাহাত্ম্য, পুরাণজ্ঞের প্রশংসা, পুরাণনিন্দাকরণে দোষকথন, পুরাণদানমাহাত্ম্যকথন, বিদুর নামক ব্রাহ্মণবেশ্যাপতির উপাখ্যান, তুম্বুরুপিশাচের সংবাদ, ব্রহ্মোত্তরখণ্ডমাহাত্ম্যকথন, পুরাণশ্রবণফলানুবর্ণন।

৪ কাশী-খণ্ড।

পূর্ব্বার্দ্ধে—১ বিন্ধ্যবর্ণন, বিন্ধ্যনারদসংবাদ ও বিন্ধ্যবর্দ্ধন, ২ সূর্য্যগতিরোধ ও দেবগণের সত্যলোকে গমন, ৩ অগস্ত্যের আশ্রমে দেবগণের আগমন ও আশ্রমবর্ণন, ৪ পতিব্রতাখ্যান, ৫ কাশীহইতে অগস্ত্যের প্রস্থান, ৬ তীর্থপ্রশংসা, ৭ শিবশর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণের উৎপত্তিকথন ও সপ্তপুরীবর্ণন, ৮ যমলোকবর্ণন, ৯ অপ্সরা ও সূর্য্যলোকবর্ণন, ১০ ইন্দ্র ও অগ্নিলোকবর্ণন, ১১ বৈশ্বানরের উৎপত্তিকথন, ১২ নির্ঋতি ও বরুণলোকবর্ণন, ১৩ বায়ু ও অলকা-পুরীবর্ণন, ১৪ চন্দ্রলোকবর্ণন, ১৫ নক্ষত্র ও বুধলোকবর্ণন, ১৬ শুক্রলোকবর্ণন, ১৭ মঙ্গল, গুরু এবং শনিলোকবর্ণন, ১৮ সপ্তর্ষিলোকবর্ণন, ১৯ ধ্রুবোপদেশকথন, ২০ ধ্রুবোপাখ্যান ও ধ্রুবের ভগবদ্দর্শন, ২১ ধ্রুবস্তুতি, ২২ কাশীপ্রশংসা, ২৩ চতুর্ভুজাভিষেককথন, ২৪ শিবশর্ম্মার নির্ব্বাণপ্রাপ্তি, ২৫ স্কন্দ ও অগস্ত্যের দর্শন, ২৬ মণিকর্ণিকাখ্যানকথন, ২৭ গঙ্গামহিমাবর্ণন ও দশহরাস্তোত্র, ২৮ গঙ্গামহিমা, ২৯ গঙ্গার সহস্রনাম, ৩০ বারাণসীমহিমা, ৩১ কালভৈরবপ্রাদুর্ভাব, ৩২ দণ্ডপাণিপ্রাদুর্ভাব, ৩৩ জ্ঞানবাপীবর্ণন, ৩৪ জ্ঞানবাপীপ্রশংসা, ৩৫ সদাচারকথন, ৩৬ সদাচারনিরূপণ, ৩৭ স্ত্রী-লক্ষণবর্ণন, ৩৮ সদাচারপ্রসঙ্গে বিবাহাদিকথন, ৩৯ অবিমুক্তেশ্বর ধর্ম্মবর্ণ ও গৃহস্থধর্ম্মকথন, ৪১ যোগকথন, ৪২ মৃত্যুলক্ষণকথন, ৪৩ দিবোদাস নৃপতির প্রতাপবর্ণন, ৪৪ যোগিনীপ্রয়াণ, ৪৫ কাশীতে চতুঃষষ্টি যোগিনীর আগমন, ৪৬ লোলার্ক-বর্ণন, ৪৭ উত্তরার্কবর্ণন, ৪৮ শাম্বাদিত্যমাহাত্ম্যকথন, ৪৯ দ্রৌপদাদিত্য ও ময়ূখাদিত্যবর্ণন, ৫০ গরুড়েশ্বর ও খখোল্কাদিত্যবর্ণন।

পরার্দ্ধে—৫১ অরুণাদিত্য, বৃদ্ধাদিত্য, কেশবাদিত্য, বিমলাদিত্য, গঙ্গাদিত্য এবং যমাদিত্যবর্ণন, ৫২ দশাশ্বমেধবর্ণন, ৫৩ বারাণসীবর্ণন ও কাশীতে গণপ্রেষণ, ৫৪ পিশাচমোচন মাহাত্ম্যকীর্ত্তন, ৫৫ কাশীবর্ণন ও গণেশপ্রেষণ, ৫৬ গণেশমায়াকথন, ৫৭ ঢুণ্ঢি-বিনায়কপ্রাদুর্ভাব, ৫৮ বিষ্ণুমায়া ও দিবোদাস নৃপতির নির্ব্বাণপ্রাপ্তিকথন, ৫৯ পঞ্চনদোৎপত্তিকথন, ৬০ বিন্দুমাধবপ্রাদুর্ভাবকথন, ৬১ বিন্দুমাধবাবির্ভাব ও মাধবাগ্নিবিন্দুসংবাদ এবং বৈষ্ণবতীর্থমাহাত্ম্যকথন, ৬২ মন্দর পর্ব্বত হইতে বিশ্বেশ্বরের কাশীতে আগমন ও

বৃষভধ্বজমাহাত্ম্যকথন, ৬৩ জৈগীষব্যসংবাদ ও জ্যেষ্ঠেশাখ্যান-কথন, ৬৪ বারাণসীক্ষেত্র-রহস্যকথন, ৬৫ পরাশরেশ্বরাদি লিঙ্গ এবং কন্দুকেশ ও ব্যাঘ্রেশ্বরলিঙ্গকথন, ৬৬ শিলেশ্বর-লিঙ্গকথন, ৬৭ রত্নেশ্বরলিঙ্গকথন, ৬৮ কৃত্তিবাসসমুদ্ভব, ৬৯ অষ্টষষ্টি আয়তনসমাগমকথন, ৭০ বারাণসীতে দেবতাগণের অধিষ্ঠান, ৭১ দুর্গনামক অসুরের পরাক্রম, ৭২ দুর্গ-বিজয়-কথন, ৭৩ ওঙ্কারেশ্বরমহিমাবর্ণন, ৭৪ ওঙ্কারেশ্বরলিঙ্গমাহাত্ম্য-কথন, ৭৫ ত্রিলোচনমাহাত্ম্যকথন, ৭৬ ত্রিলোচনপ্রাদুর্ভাব কথন, ৭৭ কেদারেশ্বরমাহাত্ম্যকথন, ৭৮ ধর্ম্মেশ্বরমহিমাকথন, ৭৯ ধর্ম্মেশ্বরকথাপ্রসঙ্গে পক্ষিগণের কথা, ৮০ মনোরথতৃতীয়া ব্রতাখ্যান, ৮১ দুর্দমের ধর্ম্মেশ্বরে আগমন ও ধর্ম্মেশ্বরলিঙ্গ-কথন, ৮২ বীরেশ্বরাবির্ভাবে অমিত্রজিৎপরাক্রমকথন, ৮৩ বীরেশ্বরা-বির্ভাবকথন, ৮৪ বীরেশ্বরমহিমাকথন, ৮৫ দুর্ব্বাসার বর-প্রদানকথন, ৮৬ বিশ্বকর্ম্মেশ্বর-প্রাদুর্ভাব-কথন, ৮৭ দক্ষযজ্ঞ প্রাদুর্ভাবকথন, ৮৮ সতীদেহ-বিসর্জ্জনকথন, ৮৯ দক্ষেশ্বর-প্রাদুর্ভাবকথন, ৯০ পার্ব্বতীশ্বরবর্ণন, ৯১ গঙ্গেশ্বরমহিমা, ৯২ নর্ম্মদেশ্বরাখ্যান, ৯৩ সতীশ্বরাবির্ভাবকথন, ৯৪ অমৃতেশাদি লিঙ্গ-প্রাদুর্ভাবকথন, ৯৫ ব্যাসদেবের ভুজস্তম্ভ কথন, ৯৬ ব্যাসদেবের শাপ-বিমোক্ষণ, ৯৭ ক্ষেত্রতীর্থবর্ণন, ৯৮ বিশ্বেশ্বরের মুক্তি-মণ্ডপে গমন, ৯৯ বিশ্বেশ্বরলিঙ্গ-মহিমাখ্যান, ১০০ অনুক্রমণিকা-খ্যান ও পঞ্চতীর্থাদি যাত্রাকথন।

৫ রেবাখণ্ড।*

১ কথারম্ভ, আদিকল্প, ৩-৫ অবতারবর্ণন, ৬ নর্ম্মদামাহাত্ম্য-কথন, ৭ অশ্বতীর্থ, ৮ ত্রিপুরী, ৯ মর্কটীতীর্থ, ১০-১১ মতঙ্গ (ঋষি) ব্যাখ্যান, ১২ গঙ্গাজলতীর্থ, ১৩ মৎস্যেশ্বরতীর্থ, ১৪ শুক্লতাপী, ১৫ কার্ত্তবীর্য্যোপাখ্যান, ১৬-১৭ নাগেশ্বরতীর্থ, ১৮ জনকযজ্ঞ, ১৯ সপ্তসারস্বততীর্থকথা, ২০ ব্রহ্মহত্যা-পরিচ্ছেদ, ২১ কুব্জা, ২২ বিবাহ্রকোৎপত্তি, ২৩ হরিকেশকথন, ২৪ রেবা-কুব্জাসঙ্গম, ২৫ মাহেশ্বরতীর্থ, ২৬ গর্দ্দভেশ্বরতীর্থ, ২৭ করমর্দ্দেশ্বর-তীর্থ, ২৮ মান্ধাতার উপাখ্যান, ২৯ অমরেশ্বরতীর্থ, ৩০ চতুঃ-সঙ্গম, ৩১ পঞ্চলিঙ্গতীর্থ, ৩২ জাবালী ব্রাহ্মণের সস্ত্রীক স্বর্গা-রোহণ, ৩৩ পাতালেশ্বর, ৩৪ ইন্দ্রদ্যুম্নযজ্ঞে নীলগঙ্গাবতার, ৩৫ বৈদূর্য্যপর্ব্বত, ৩৬ কপিলাবতার, ৩৭ কল্পান্তদর্শন, ৩৮ চক্রস্বামি-বর্ণন, ৩৯ বিমলেশ্বরতীর্থ, ৪০ সুত্রযাগবর্ণন, ৪১ কাবেরীমাহাত্ম্য, ৪২ চণ্ডবেগামাহাত্ম্য, ৪৩ এরণ্ডীসঙ্গম, ৪৪ দুর্ব্বাসাচরিত, ৪৫ শল্যোবিশল্যানদী, ৪৬ ভৃগুপতন, ৪৭ ওঙ্কারমহিমাকথন, ৪৮ পঞ্চব্রহ্মাত্মকস্তব, ৪৯ বারাহস্বর্গারোহণ, ৫০ কপিলাসঙ্গমে ধুন্ধুমারোপাখ্যান, ৫১ মুচুকুন্দ কুবলয়াশ্ব প্রভৃতির স্বর্গারোহণ, ৫২ নরকবর্ণন, ৫৩ নরকলক্ষণ, ৫৪ যমকর্ত্তৃক কর্ম্মগতি-বর্ণনা, ৫৫ গোদানমহিমা, ৫৬ মতঙ্গাশ্রমতীর্থ, ৫৭ নর্ম্মদামাহাত্ম্য, ৫৮ শিবলোকবর্ণন, ৫৯ শিবমহিমাকীর্ত্তন, ৬০ বানরদেহমোহ, ৬১ রন্তিদেব রাজোপাখ্যান, ৬২ মাতৃস্তুতি, ৬৩ কুজকানথ, ৬৪ বিষ্ণুকীর্ত্তন, ৬৫ নর্ম্মদামাহাত্ম্য, ৬৬ অশোকবনিকা, ৬৭ নাগী-শ্বরপুর, ৬৮ বারাহমহিমা, ৬৯ শম্ভুস্তুতি, ৭০ যযাতিগুরুতীর্থ, ৭১ দীপেশ্বরতীর্থ, ৭২ বিষ্ণুস্তুতি, ৭৩ মেঘনাদলিঙ্গ, ৭৪ দারু-তীর্থ, ৭৫ দেবতীর্থ, ৭৬ দারুবচনপ্রসঙ্গে নর্ম্মদেশ্বরমাহাত্ম্য-কীর্ত্তন, ৭৭ করঞ্জেশ্বরতীর্থ, ৭৮ কুণ্ডলেশ্বরতীর্থ, ৭৯ পিপ্পলে-শ্বরতীর্থ, ৮০ শুক্লাবতীর্থ, ৮১ পঞ্চলিঙ্গমহিমা, ৮২ মুকণ্ডাশ্রম, ৮৩ হরিণেশ্বর, বাণেশ্বর, মুক্তকেশ্বর, ধনুরীশ্বর ও রামেশ্বর পঞ্চলিঙ্গমহিম-কথন, ৮৪ অন্ধকবধ, ৮৫ অন্ধকবধবর-প্রদান, ৮৬ শূলভেদোৎপত্তি, ৮৭ শূলভেদমহিমা, ৮৮ দীর্ঘতপা-ঋষিচরিতবর্ণন, ৮৯ চিত্রসেনমাহাত্ম্য, নন্দিগণকথা, ৯০ শবরস্বর্গা-রোহণ, ৯১ ভানুমতীর স্বর্গারোহণ, ৯২ অর্কতীর্থ, ৯৩ আদি-ত্যেশ্বরতীর্থ, ৯৪ অগস্ত্যতীর্থ, ৯৫ অন্ধাকবধ, ৯৬ মণিনাগতীর্থ, ৯৭ গোপালেশ্বরতীর্থ, ৯৮ শঙ্খচূড়াতীর্থ, ৯৯ পরাশরেশ্বরতীর্থ, ১০০ নন্দীতীর্থ, ১০১ হনুমদীশ্বর, ১০২ উরসঙ্গমে সোমনাথ-তীর্থবর্ণন, ১০৩ কপিলেশ্বরতীর্থ, ১০৪ চক্রতীর্থ, ১০৫ চন্দ্রা-দিত্যেশ্বরতীর্থ, ১০৬ যমহাসতীর্থ, ১০৭ ব্যাসতীর্থ, ১০৮ প্রভাসতীর্থ, ১০৯ মার্কণ্ডেশ্বরলিঙ্গ, ১১০ মন্মথেশ্বরতীর্থ, ১১১ এরণ্ডতীর্থ, ১১২ চক্রতীর্থ, ১১৩ রেবা-চরিত্র-কথা।

৫ অবন্তীখণ্ড।

১ ঈশ্বরীশ্বরসংবাদে শ্রাদ্ধদানযোগ্য পুণ্যনদী বন প্রভৃতি নিরূপণপ্রসঙ্গে অশীতিসংখ্যক লিঙ্গমাহাত্ম্যকীর্ত্তন, ২ অবন্তী-দেশস্থ মহাকালবনবর্ণন, ৩ অগস্ত্যেশ্বরমাহাত্ম্যাদি বর্ণন, অসুরারি প্রকৃত দেবগণের মুখমালিন্যদর্শনে সন্তপ্তহৃদয় অগস্ত্যকর্ত্তৃক স্বতেজে দানবকুলভস্মীকরণ, অগস্ত্যেশ্বর-লিঙ্গপ্রতিষ্ঠাবিবরণ, ৪ গুহেশ্বরলিঙ্গমাহাত্ম্যকীর্ত্তন, মঙ্কণমহর্ষির বৃত্তান্ত, ৫ ঢুণ্ঢেশ্বর-লিঙ্গমাহাত্ম্য, গণনায়ক ঢুণ্ঢেশ্বরবৃত্তান্ত, ৬ ডমরুকেশ্বরলিঙ্গমাহাত্ম্য, রুরুপুত্রকর্ত্তৃক সুরপুর হইতে নির্ব্বাসিত বাসবাদি দেবগণের খেদ ও মহাকালবনে তাহাদের পলায়ন, ৭ অনাদিকল্পেশ্বরলিঙ্গ-মাহাত্ম্য, পদ্মনাভ ও পদ্মযোনির বিবাদ এবং পরস্পরের ঊর্দ্ধ ও অধোলোক-প্রমাণাদিকথন, ৮ স্বর্গদ্বারেশ্বরমাহাত্ম্যকীর্ত্তন, বহ্নি-মুখনিহিত সুবর্ণের উদ্ভবাদিকথন, তন্নাভার্থ সুরাসুরাদির পরস্পর প্রহার ও নিধনাদি, ৯ বিটপেশ্বরলিঙ্গমাহাত্ম্য, দেবর্ষির সহিত দেবেন্দ্রের মহাকালবনে গমন, ১০ কপালেশ্বরমাহাত্ম্য, মহাকালবনে কাপালিকবেশে প্রবিষ্ট কপালীর প্রতি বিপ্রগণের

* প্রভাসখণ্ডমতে ৫ম রেবাখণ্ড, কিন্তু নারদপুরাণমতে ৫ম অবন্তীখণ্ড-এই কারণে প্রথমে রেবা ও পরে অবন্তীখণ্ডের সূচী দেওয়া হইল।

লোষ্ট্রাদিনিক্ষেপ, ১১ স্বর্গদ্বারেশ্বর-লিঙ্গমাহাত্ম্যকীর্ত্তন, ১২ বিষ্ণু-কর্ত্তৃক সুদর্শন দ্বারা তাড়িত বীরভদ্রের মৃত্যুবৃত্তান্তশ্রবণে শূলহস্তে শূলপাণির দক্ষযজ্ঞে প্রবেশ, ১৩ উপেন্দ্রাদির অন্তর্দ্ধান, মহেশ-কর্ত্তৃক স্বর্গদ্বারনিরোধ, ১৪ কর্কোটেশ্বরলিঙ্গমাহাত্ম্য, মাতৃশাপে ভীত শেষগণের তপস্যা, কর্কোটকের মহাকালবনে প্রবেশ, ১৫ সিদ্ধেশ্বরলিঙ্গমাহাত্ম্য, মহাকালবনে প্রবেশপূর্ব্বক সিদ্ধগণের তপশ্চরণ, ১৬ লোকপালেশ্বরলিঙ্গমাহাত্ম্য, দানবকুলাকুলিত লোকপালগণের বিষ্ণুউপদেশে মহাকালবনে গমন, ১৭ কামেশ্বর-লিঙ্গ কীর্ত্তন, ব্রহ্মশরীর হইতে কামের উৎপত্তিকথন, কামের প্রতি ব্রহ্মার শাপদানাদি, ১৮ কুটুম্বেশ্বরলিঙ্গমাহাত্ম্য, ভগবান্ নীল-কণ্ঠকর্ত্তৃক সমুদ্রোত্থিত কালকূটপান ও মহাকালবনপ্রবাহিত শিপ্রাজলে তৎপ্রক্ষেপাদিবিবরণ, ১৯ ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বরলিঙ্গমাহাত্ম্য-কথন, ইন্দ্রদ্যুম্নরাজার হিমালয়পার্শ্বে তপস্যাদি, ২০ ঈশানেশ্বর-লিঙ্গমাহাত্ম্য, কুকুণ্ডদানবকর্ত্তৃক তাড়িতদেবগণের নারদোপদেশে মহাকালবনে প্রবেশ, ২১ অপ্সরেশ্বরলিঙ্গমাহাত্ম্যকীর্ত্তন, বাসব কর্ত্তৃক রম্ভার প্রতি অভিশাপ, নারদোপদেশে অভিশপ্তা রম্ভার মহাকালবনে প্রবেশ, ২২ কলকলেশ্বরলিঙ্গমাহাত্ম্যকীর্ত্তন, গিরিজায়ার সহিত গিরিশের কলহবৃত্তান্ত, ২৩ চণ্ডেশ্বরলিঙ্গ-মাহাত্ম্য, নারদসহ দেবগণের মহাকাল উদ্দেশে গমন ও পথি-মধ্যে নাগচণ্ডাখ্য গণনায়কের সহিত সংবাদকথন, ২৪ প্রতি-হারেশলিঙ্গমাহাত্ম্য, হংসরূপধারী জাতবেদাকর্ত্তৃক দ্বারপাল নন্দীকে বঞ্চন ও রমমানশিবাশিবেরসমীপে উপস্থাপন, বিরূপাক্ষ কর্ত্তৃক নন্দিশাপদান, ১৫ কুক্কুটেশ্বরলিঙ্গমাহাত্ম্যকথন, রাত্রে কুক্কুটরূপধারী কৌশিকাখ্যরাজোপাখ্যান, ২৬ কর্কটেশ্বরমাহাত্ম্য, ধর্ম্মমূর্ত্তিনামক রাজার সমীপে বশিষ্ঠকর্ত্তৃক রাজার পূর্ব্বজন্ম ও শূদ্রত্বজাতিকীর্ত্তন, ২৭ মেঘনাদেশ্বরলিঙ্গমাহাত্ম্য, মদান্ধনামক অসুর কর্ত্তৃক উপদ্রুত দ্রুহিণগণের ভগবদ্দর্শনার্থ শ্বেতদ্বীপ গমনাদিকথা, ২৮ মহালয়েশ্বরলিঙ্গমাহাত্ম্যকীর্ত্তন, ২৯ মুক্তীশ্বর লিঙ্গমাহাত্ম্যকীর্ত্তন, মুক্তিনামক ব্রাহ্মণের সহিত তাহাকে বধোদ্যতব্যাধসংবাদ, ৩০ সোমেশ্বরলিঙ্গমাহাত্ম্যকীর্ত্তন, দক্ষকন্যাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক চন্দ্রের রোহিণীর প্রতি অনুরক্তিতে দক্ষের শাপ-দান, ৩১ নরকেশ্বরমাহাত্ম্যকীর্ত্তন, পুরাকল্পীয় কলিযুগে জীবগণের নরকযন্ত্রণাবর্ণন প্রসঙ্গক্রমে নিমিনামক নৃপতির সহিত যম-কিঙ্করের সংবাদকথন, ৩২ জটেশ্বরলিঙ্গমাহাত্ম্যকীর্ত্তন, রথন্তর কল্পীয় বীরধন্বানামক নরপতির উপাখ্যান, ৩৩ পরশুরামেশ্বর-লিঙ্গমাহাত্ম্য পরশুরামকর্ত্তৃক অশ্বমেধ-যজ্ঞানুষ্ঠান ও নারদ-সংবাদ, ৩৪ চ্যবনেশ্বরমাহাত্ম্যকথন, বিতস্তাতীরে তপশ্চর্য্যাকৃত ও বল্মীকভাবপ্রাপ্ত চ্যবন ও শর্য্যাতিকামিনীগণের বৃত্তান্ত, ৩৫ খণ্ডেশ্বরলিঙ্গমাহাত্ম্য, ভদ্রাশ্ব-অগস্ত্যসংবাদ, ৩৬ পত্তনেশ্বরলিঙ্গমাহাত্ম্য, দেবদেবদেবর্ষিসংবাদ, ৩৭ আনন্দেশ্বরলিঙ্গ-মাহাত্ম্য, রথন্তরকল্পীয় অনমিত্রপুত্র আনন্দরাজের উপাখ্যান, ৩৮ কন্টকেশ্বরলিঙ্গমাহাত্ম্য, প্রেতরাজকে জয়করণাভিপ্রায়ে দরিদ্রদ্বিজশিশুর তপস্যা, ৩৯ ইন্দ্রেশ্বরলিঙ্গমাহাত্ম্য, পুত্রনিপাত-শ্রবণে শতক্রতুর ক্রোধ ও জটা ছিঁড়িয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ, তৎ প্রভাবে বৃত্রের উদ্ভবকথন, ৪০ মার্কণ্ডেয়েশ্বরলিঙ্গমাহাত্ম্য, পুত্রলাভার্থ মৃকণ্ডের তপস্যাদি, ৪১ শিবেশ্বরলিঙ্গমাহাত্ম্য, ব্রাহ্ম-কল্পীয় রিপুঞ্জয় নৃপতির উপাখ্যান, ৪৩ কুসুমেশ্বরলিঙ্গমাহাত্ম্য, গণেশের কুসুমক্রীড়াদিকথন, ৪৩ অক্রূরেশ্বর-লিঙ্গমাহাত্ম্য, ভৃঙ্গিরীটের সমীপে অর্চ্চনা জানিতে না পারিয়া পার্ব্বতীর ক্রোধ, তৎসমীপে তাহার নিজ কায় হইতে মাতৃভাগরূপ মাংসশোণিতাদি পরিত্যাগকথন, ৪৪ কুণ্ডেশ্বরলিঙ্গমাহাত্ম্য-কথন, পুত্র বীরকে মহাকালবনে তপোরত শুনিয়া দর্শনার্থ পার্ব্বতী-পরমেশ্বরের তদ্দেশে গমন ও গণাধ্যক্ষ কুণ্ডের সহিত সংবাদ, ৪৫ লুম্পেশ্বরলিঙ্গমাহাত্ম্য কীর্ত্তন, ম্লেচ্ছ-রাজ লুম্প কর্ত্তৃক বলাৎকারপূর্ব্বক হোমধেনুগ্রহণ, ৪৬ গঙ্গেশ্বরমাহাত্ম্যকথন, গঙ্গার প্রতি সমুদ্রের শাপদান, ৪৭ অঙ্গারকেশ্বরমাহাত্ম্য, শিবশরীর হইতে অঙ্গারকের উৎপত্তি-কথা, অঙ্গারকের মঙ্গলাদি নামপ্রাপ্তিকথন, ৪৮ উত্তরেশ্বর লিঙ্গমাহাত্ম্য, ইন্দ্রাজ্ঞায় মেঘাদির বর্ষণকালকথন, ৪৯ নূপুরে-শ্বরমাহাত্ম্য, নূপুরের তপস্যা, ৫০ অভয়েশ্বরমাহাত্ম্য, কমল-জের অশ্রুবিন্দু হইতে হেরম্ব-কালকাখ্য দানবের উৎপত্তি, ৫১ পৃথুকেশ্বরলিঙ্গমাহাত্ম্য, বেণশরীর হইতে পৃথুর উৎপত্তি, তৎকৃত ধরাদোহন, ৫২ স্থাবরেশ্বরমাহাত্ম্যকীর্ত্তন, ছায়ার গর্ভে শনির উৎপত্তিকথা, শনিভয়ে দেবগণের মহাদেব সমীপে গমন, ৫৩ শূলেশ্বরলিঙ্গমাহাত্ম্য, জম্ভাসুর কর্ত্তৃক বাসবাদির পরাজয়, গৌরীপ্রার্থনায় গিরীশ-সমীপে অন্ধকের দূত-প্রের-ণাদি কথা, ৫৪ ওঁকারেশ্বরলিঙ্গমাহাত্ম্য, ওঁকার-নাম কপিলা-কতির উপাখ্যান, ৫৫ বিশ্বেশ্বরলিঙ্গমাহাত্ম্য, ৫৬ কণ্টকেশ্বর-লিঙ্গমাহাত্ম্য, সূর্য্যবংশীয় সত্যবিক্রম রাজার মহাকালবনে গমন, তথায় হুঙ্কারদ্বারা অলৌকিক সৃষ্টিসমর্থ মিত্রচর নামক ব্রাহ্মণের উপাখ্যান, ৫৭ সিংহেশ্বর-লিঙ্গমাহাত্ম্য, পশুপতিকে পতিরূপে পাইবার আশে পার্ব্বতীর তপস্যা, পার্ব্বতী সমীপে ব্রহ্মাকৃত শিবনিন্দা ও পার্ব্বতীর কোপে সিংহাদির উৎপত্তি, ৫৮ রেবন্তেশ্বর লিঙ্গমাহাত্ম্য, বড়বারূপধারিণী সংজ্ঞার গর্ভে অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও রেবন্তের জন্মগ্রহণবৃত্তান্ত, ৫৯ ঘণ্টেশ্বরমাহাত্ম্য, ঘণ্টাখ্যগণের বিধাতৃদ্বারদেশে সম্বৎসর-অবস্থান-কথন, ৬০ প্রয়াগেশ্বরমাহাত্ম্য, নারদকর্ত্তৃক প্রিয়ব্রত সমীপে শ্বেতদ্বীপস্থ সরোবরোদরস্থ কশ্চিৎ কামিনীর বৃত্তান্ত

৬১ সিদ্ধেশ্বরলিঙ্গমাহাত্ম্য, অশ্বশির নামক নরপতির সহিত জৈগীষব্য কপিলাদির সংবাদ, ৬২ মাতঙ্গেশ্বরলিঙ্গমাহাত্ম্য, গর্দভী কর্তৃক মাতঙ্গনামক কোন দ্বিজপুত্রের পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত কথন, ৬৩ সৌভাগ্যেশ্বরলিঙ্গমাহাত্ম্য, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরাধিপতির কন্যা দুর্ভাগা অনঙ্গমঞ্জরীর স্বামিসৌভাগ্যপ্রাপ্তি-বিবরণ, ৬৪ রূপেশ্বরলিঙ্গমাহাত্ম্য, পদ্মকল্পে পদ্মনামক নৃপতির মৃগয়ার্থ বনপ্রবেশ ও কণ্বদুহিতার সহিত পরিণয়াদি কথন, ৬৫ ধনুঃ-সহস্রেশ্বরলিঙ্গমাহাত্ম্য, বনমধ্যে কুজম্ভ দানবের গৃহবিবর দেখিয়া শঙ্কিতহৃদয় বিদূরথ রাজার সহিত ব্রাহ্মণের সংবাদ, ৬৬ পশুপালেশ্বরলিঙ্গমাহাত্ম্য, পশুপালনামক ভূপালের দস্যুকর্তৃক আক্রমণবৃত্তান্ত, ৬৭ ব্রহ্মেশ্বরলিঙ্গমাহাত্ম্য, পুলোম দৈত্যকর্তৃক ক্ষীরসাগরশায়ী পদ্মনাভ-নাভিপদ্মে স্থিত পদ্মোদ্ভবকে আক্রমণ ও তপস্যার্থ মহাকালবনে গমন, ৬৮ জল্পেশ্বরলিঙ্গমাহাত্ম্য, জল্পরাজকুমার সুবাহু, শক্রমর্দ্দ, জয়, বিজয় ও বিক্রান্তাদির বিবরণ, ৬৯ কেদারেশ্বরলিঙ্গমাহাত্ম্য, ব্রহ্মপুরঃসর শীতজর্জ্জরিত নির্জ্জরগণের পুরারি-সমীপে গমন, ৭০ পিশাচেশ্বরমাহাত্ম্য, জন্মান্তরে নাস্তিকতাহেতু পিশাচত্বপ্রাপ্তি, লোমশনামক কোন শূদ্রের শাকটায়নের সহিত সংবাদকথনাদি, ৭১ সঙ্গমেশ্বরমাহাত্ম্য, কলিঙ্গ বিষয়ে সুবাহু নামক কোন নরপতি কর্তৃক মহিষী সমক্ষে নিজ পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্তকীর্ত্তন, ৭২ দুর্দ্দর্শেশ্বরলিঙ্গমাহাত্ম্য, নেপালদেশবাসী দুর্দ্দর্শ নামক রাজার মৃগয়ার্থ বনপ্রবেশ ও তাঁহাকে ভর্ত্তৃরূপ জানিয়া কোন দ্বিজকন্যার উপস্থানাদি বিবরণ, ৭৩ প্রয়াগেশ্বরলিঙ্গমাহাত্ম্য, শত্রুঞ্জয়নামক হস্তিনাপুররাজ কর্তৃক বনমধ্যে মনুষ্যরূপধারিণী গঙ্গার পাণিগ্রহণ, ৭৪ চন্দ্রাদিত্যেশ্বর লিঙ্গমাহাত্ম্য, শম্বরাসুর কর্তৃক ক্রতুভুক্‌ দেবগণের রণভূমে নির্বাণ, রাহুভয়ার্দ্দিত সূর্য্যচন্দ্রের বিষ্ণুসন্নিধানে গমন-বিবরণ, ৭৫ করভেশ্বরলিঙ্গমাহাত্ম্য, মৃগয়ার্থ গহনমধ্যগত অযোধ্যাধিপতি বীরকেতু কর্তৃক শরনিক্ষেপদ্বারা করভরূপী ঋষভদেব-বধবৃত্তান্ত, ৭৬ রাজস্থলেশ্বরলিঙ্গমাহাত্ম্য, ব্রহ্মাজ্ঞায় অবন্তীদেশে নায়কত্বপ্রাপ্তি, রিপুঞ্জয়ের পৃথিবী-পালন সময়ে পৃথিবীতে বৃষ্ট্যভাবাদি কথন, ৭৭ বড়বেশ্বর লিঙ্গমাহাত্ম্য, নরবাহনোদ্যানে বিহরমাণ মণিভদ্রসুত বড়লের উপাখ্যান, ৭৮ অরুণেশ্বরলিঙ্গ-মাহাত্ম্য, অরুণের প্রতি বিনতার শাপদান, ৭৯ পুষ্পদন্তেশ্বর-লিঙ্গমাহাত্ম্য, নিমি নামক ব্রাহ্মণের পুত্রলাভার্থ তপস্যা, শিবপার্ষদ পুষ্পদন্তের অধোগতি, ৮০ অবিমুক্তেশ্বরলিঙ্গমাহাত্ম্য, শাকল-নগরাধিপ চিত্রসেনের উপাখ্যান, ৮১ হনুমন্তেশ্বরলিঙ্গ-মাহাত্ম্য, রাবণবধানন্তর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত রামচন্দ্রের সভায় সমাগত অগস্ত্যাদি মহর্ষিগণ কর্তৃক অঞ্জনা-নন্দনের প্রশংসা, বাল্যকাল্যে রবিধারণার্থ হনুমানের কৃতোদ্যম ও ইন্দ্রকুলিশপাতে ম্রিয়মাণ হনুমানের বরলাভাদি, ৮২ স্বপ্নেশ্বর-লিঙ্গমাহাত্ম্য, ইক্ষ্বাকুবংশীয় কল্মাষপাদ রাজার প্রতি "রাক্ষস হও" বলিয়া বশিষ্ঠের শাপদান, ৮৩ পিঙ্গলেশ্বরমাহাত্ম্য পিঙ্গলেশ্বর উপাখ্যান, ৮৪ বিশ্বেশ্বরমাহাত্ম্য, কপিলবিল্ববৃক্ষ সংবাদ, ৮৫ কাঁয়াবরোহণেশ্বরলিঙ্গমাহাত্ম্য, চন্দ্রের প্রতি দক্ষের "কায়াহীন হও" বলিয়া অভিশাপ, ৮৬ পিণ্ডরেশ্বরলিঙ্গমাহাত্ম্য, ইক্ষ্বাকুকুলতিলক অযোধ্যাপতি পরীক্ষিৎ কর্তৃক মৃগয়ার্থ গহন-বনে প্রবেশ, ও স্মরাভিভূত কোন অপূর্ব্বসুন্দরী কামিনীর সহিত রমণ-বিহারান্তে রমণীর অন্তর্দ্ধানাদি প্রসঙ্গ।

৬ তাপীখণ্ড।*

১ গোকর্ণমুনিগণসংবাদে তাপীর উত্তরতীরবর্ত্তী মহালিঙ্গ-কথা, তপতীর ২১টী নামকীর্ত্তন, ২ রামেশ্বরক্ষেত্রমাহাত্ম্য, ৩ নরভক্তীর্থ ও গোলনদীমহিমা, ৪ সনন্দতীর্থ, ৫ উচ্চৈঃশ্রবেশ্বর-ক্ষেত্র, ৬ স্থানেশ্বরলিঙ্গ, ৭ প্রকাশকক্ষেত্র, ৮ গৌতমেশ্বর, ৯ গৌতমেশ্বর ও অক্ষমালাতীর্থ, ১০ করঞ্জপাবনতীর্থ, ১১ খঞ্জন-মুনির আশ্রমবর্ণন, ১২ ব্রহ্মেশ্বরলিঙ্গ, ১৩ ভীমেশ্বরলিঙ্গ, ১৪ শিবতীর্থ, ১৫ চক্রতীর্থ, কাশ্যপীসরিৎ ও অঙ্করেশ্বরতীর্থ, ১৬ শাম্বাদিত্যতীর্থ, ১৭ গঙ্গেশ্বরতীর্থ, ১৮ অর্জ্জুনেশ্বরতীর্থ, ১৯ বাসবেশ্বর, ২০ মহিষেশ্বর, ২১ ধারেশ্বর, ২২ অম্বিকেশ্বর, ২৩ আমর্দ্দকেশ্বর, ২৪ রামেশ্বরক্ষেত্র, ২৫ কপিলেশ্বর, ২৬ বধিরেশ্বর, ২৭ ব্যাঘ্রেশ্বর, ২৮ বিরহানদী, ২৯ পিঙ্গলপ্রস্থে বৈদ্যনাথতীর্থ ও ধন্বন্তরীতীর্থ, ৩০ রামেশ্বরতীর্থ, ৩১ গৌতমেশ্বরতীর্থ, ৩২ গলিতেশ্বর ও নারদেশ্বরতীর্থ, ৩৩ সোমেশ্বরতীর্থ, ৩৪ রত্নেশ্বরতীর্থ, ৩৫ উদ্ধেশ্বরতীর্থ, ৩৬ বরুণেশ্বরতীর্থ, ৩৭ শঙ্খতীর্থ, ৩৮ কশ্যপেশ্বর, ৩৯ শাম্বার্কতীর্থ, ৪০ মোক্ষেশ্বর-তীর্থ, ৪১ ভৈরবীভুবনেশ্বরীক্ষেত্র, ৪২ কপালেশ্বরতীর্থ, ৪৩ চন্দ্রেশ্বরতীর্থ, ৪৪ কোটীশ্বর ও একবীরাতীর্থ, ৪৫ ভবমোচন-লিঙ্গমাহাত্ম্য, ৪৬ হরিহরক্ষেত্র, ৪৭ অম্বরীষেশ্বর, ৪৮ অশ্বতীর্থ, ৪৯ ভরতেশ্বর, ৫০ গুপ্তেশ্বর, ৫১ বারীতাপ্যক্ষেত্র, ৫২ কুরুক্ষেত্র, ৫৩ অটবোশ্বর, ৫৪ সিদ্ধেশ্বর, ৫৫ শীতলেশ্বর, ৫৫ নাগেশ্বর, ৫৭ জরৎকারেশ্বর, পাতালবিল ও তাপীসাগরসঙ্গম ইত্যাদি মাহাত্ম্য।

৬ষ্ঠ নাগরখণ্ড।

প্রচলিত নাগরখণ্ড ৩টী পরিচ্ছেদে বিভক্ত—১ম বিশ্ব-কর্ম্মোপাখ্যান, ২য় বিশ্বকর্ম্মবংশাখ্যান ও ৩য় হাটকেশ্বর-মাহাত্ম্য।

১ম বিশ্বকর্ম্মোপাখ্যানে—১ শিব-ষণ্মুখসংবাদে দেবীপ্রণয়কথা, ২

* প্রভাসখণ্ডের মতে ৬ষ্ঠ তাপীখণ্ড; কিন্তু নারদপুরাণের মতে ৬ষ্ঠ খণ্ডের নাম নাগরখণ্ড। যাহা হউক উভয় খণ্ডেরই অধ্যায়ানুক্রমণিকা উদ্ধৃত হইল।

বিশ্বকর্ম্মপ্রপঞ্চসৃষ্টি, ৩ জগদুৎপত্তিপ্রকরণ, ৪ ব্রাহ্মণ্যগায়ত্রীনির্ণয়, ৫ উপনয়নসংস্কার, ৬ উপনয়নবিধি, ৭ সকলভূতসম্ভব, ৮ বিশ্বকর্ম্মতনয়োৎপত্তি, ৯ জগদুৎপত্তিনির্ণয়, ১০ জ্যোতিষগ্রহনক্ষত্ররাশিনির্ণয়, ১১ হনূমৎপ্রভব, ১২ বিশ্বকর্ম্মোপাখ্যান।

২য় বিশ্বকর্ম্মবংশবর্ণনে—১ গায়ত্রীমহিমানুবর্ণন, ২ বিশ্বকর্ম্মকুলাচার, ৩-৪ বিশ্বকর্ম্মকুলাচারবিধি, ৫ বিশ্বকর্ম্মবংশানুবর্ণন, ৬ বর্ণতত্ত্বস্থাপন।

৩য় হাটকেশ্বরমাহাত্ম্যে—১ লিঙ্গোৎপত্তি, ২ ত্রিশঙ্কুর উপাখ্যান, ৩ হরিশ্চন্দ্রের রাজ্যত্যাগ, ৪ বিশ্বামিত্রমোহ, ৫ বিশ্বামিত্রপ্রভাব, ৬ বিশ্বামিত্রের বরলাভ, ৭ ত্রিশঙ্কুর স্বর্গলাভ, ৮ হাটকেশ্বরমাহাত্ম্য আরম্ভ, ৯ নাগবিলপূর্ত্তিবিবরণ, ১০ আনর্ত্তাধিপ-চমৎকারসংবাদ, ১১ শঙ্খতীর্থোৎপত্তিকথা, ১২ চমৎকারপুরোৎপত্তি, ১৩ অচলেশ্বরমাহাত্ম্য, ১৪-১৫ চমৎকারপুর-প্রদক্ষিণমাহাত্ম্য, ১৬ চমৎকার-পুরক্ষেত্রমাহাত্ম্য, ১৭ গয়াশির-প্রেতমোক্ষ, ১৮ চমৎকারতীর্থস্নানে লক্ষ্মণের বিশুদ্ধিতালাভ, ১৯ বালসখ্যাতীর্থোৎপত্তি, ২০ বালমণ্ডনমাহাত্ম্য, ২১ মৃগতীর্থমাহাত্ম্য, ২২ বিষ্ণুপদোৎপত্তি, ২৩ বিষ্ণুপদী গঙ্গামাহাত্ম্য, ২৪ গোকর্ণতীর্থোৎপত্তি, ২৫ যুগস্বরূপকথন, ২৬ তীর্থসমাশ্রয়-নামকীর্ত্তন, ২৭ ষড়ক্ষরমন্ত্র ও সিদ্ধেশ্বরমাহাত্ম্য, ২৮ শ্রীহাটকেশ্বরমাহাত্ম্য, ২৯ নাগহ্রদমাহাত্ম্যকথন, ৩০ সপ্তর্ষিগণের আশ্রমমাহাত্ম্যকথন, ৩১ অগস্ত্যাশ্রমমাহাত্ম্যকীর্ত্তন, ৩২ দেবদানবযুদ্ধবিবরণ, ৩৩ অগস্ত্যদেবীসংবাদে সমুদ্রশোষণ ও সগরভগীরথাদির জন্মপ্রসঙ্গ, ৩৪ অগস্ত্যনির্ম্মিত চিত্রেশ্বরীপীঠমাহাত্ম্য, ৩৫ দুঃশীলপ্রাসাদোৎপত্তি, ৩৬ ধুন্ধুমারেশ্বরমাহাত্ম্য, ৩৭ যযাতীশ্বরমাহাত্ম্য, ৩৮ চিত্রশিলামাহাত্ম্য, ৩৯ জলশায়ীর উৎপত্তি, ৪০ চৈত্রতৃতীয়ায় তজ্জলে স্নাত স্ত্রীপুরুষগণের দিব্যরূপপ্রাপ্তিবিবরণ, ৪১ মেনকাতাপসসংবাদে পাশুপতব্রতমাহাত্ম্যকীর্ত্তন, ৪২ বিশ্বামিত্রমাহাত্ম্য ও তীর্থোৎপত্তি, ৪৩ ত্রিপুষ্করমাহাত্ম্য, ৪৪ সরস্বতীতীর্থমাহাত্ম্য, ৪৫ মহাকালমাহাত্ম্য, ৪৬ উমামাহেশ্বরসংবাদ, ৪৭ চমৎকারপুরক্ষেত্রমাহাত্ম্যে কলশেশ্বরাখ্যান, কলশশাপদানকথন, ৪৮ ৪৯ কলশেশ্বরমাহাত্ম্য কীর্ত্তন, ৫০ রুদ্রকোষমাহাত্ম্য, ৫১ ভ্রূণগর্ত্তামাহাত্ম্য, ৫২ নলকৃত চর্ম্মমুণ্ডাস্তুতি, ৫৩ নলেশ্বরমাহাত্ম্য, ৫৪ সাম্বাদিত্যমাহাত্ম্য, ৫৫ গাঙ্গেয়োপাখ্যান, ৫৬ শিবগঙ্গামাহাত্ম্য, ৫৭ বিদুরাগমনোৎপত্তি, ৫৮ নগরাদিত্যমাহাত্ম্য, ৫৯ কর্ম্মবৃদ্ধিতে মানবাদির জন্ম ও কর্ম্মক্ষয়ে জীবাদির নির্ব্বাণপ্রাপ্তিকথন, ৬০ শর্ম্মিষ্ঠাতীর্থমাহাত্ম্য, ৬১ সোমনাথোৎপত্তি, ৬২ দুর্গামাহাত্ম্য, ৬৩ আনর্ত্তকেশ্বর ও শূদ্রকেশ্বরমাহাত্ম্য, ৬৪ জমদগ্নিবধাখ্যান, ৬৫ সহস্রার্জ্জুনবধ, ৬৬ পরশুরামোপাখ্যানে সমুদ্রসন্নিকটে স্থানপ্রার্থনা, ৬৭ রামহ্রদোৎপত্তি, ৬৮ তারকাসুরের উৎপত্তি, দেবদানবযুদ্ধ, কার্ত্তিকেয়োদ্ভবপ্রসঙ্গ, ৬৯ শক্তিমাহাত্ম্য, ৭০ তিলতর্পণ ও দানমাহাত্ম্য, ৭১ আনর্ত্তবিষয়ে হাটকেশ্বরক্ষেত্রোদ্ভবকথন, ক্ষেত্রস্থ প্রাসাদপদ্ধতিকথন, ৭২ যাদবলিঙ্গপ্রতিষ্ঠা, ৭৩ যজ্ঞভূমিমাহাত্ম্য, ৭৪ হরাশ্রয়বেদিকামাহাত্ম্য, ৭৫ রুদ্রশির নাগেশ্বরমাহাত্ম্য, ৭৬ বালিখিল্যাশ্রমকথন, ৭৭ সুপর্ণাখ্যমাহাত্ম্যে গরুড়-নারদের বিষ্ণুদর্শনসংবাদ, ৭৮ সুপর্ণাখ্যোৎপত্তি, ৭৯ সুপর্ণাখ্যমাহাত্ম্য, ৮০ শ্রীকৃষ্ণচরিতাখ্যান ও হাটকেশ্বরমাহাত্ম্য, ৮১ মহালক্ষ্মীমাহাত্ম্য, ৮২ সপ্তবিংশতিকামাহাত্ম্য, ৮৩ সোমপ্রাসাদমাহাত্ম্য-সমাপ্তি, ৮৪ আম্রবৃদ্ধামাহাত্ম্যে কালাদি যবনের অভ্যুত্থান ও দেবগণ কর্ত্তৃক হনন, ৮৪ শ্রীমাতার পাদুকামাহাত্ম্য, প্রথম ও দ্বিতীয়খণ্ড-সমাপ্তি, ৮৫ বসোর্দ্ধারামাহাত্ম্য, ৮৬ অগ্নিতোয়োৎপত্তি, ৮৭ ব্রহ্মকুণ্ডমাহাত্ম্য, ৮৮ গোমুখমাহাত্ম্য ৮৯ মোহযষ্টিমাহাত্ম্য, ৯০ অজপালীশ্বরীমাহাত্ম্যে শঙ্করের ব্যাঘ্ররূপস্থকথন, ৯১ দশরথশনৈশ্চরসংবাদ, ৯২ রাজবাপীমাহাত্ম্যে রামেশ্বর লক্ষ্মণেশ্বর ও সীতাদেবীমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠাকথন, ৯৩ রাম কর্ত্তৃক দুর্ব্বাসার অর্ঘ্যদান ও চাতুর্মাস্যব্রতান্তে দুর্ব্বাসার পারণকথন, ৯৪ কুশকে রাজ্যদানপূর্ব্বক রামের কিষ্কিন্ধ্যাগমন ও সুগ্রীবাদি বানরসহ সম্ভাষণ, ৯৫ রামের পুষ্পকারোহণে লঙ্কাগমন ও বিভীষণসংবাদ, রাম কর্ত্তৃক সেতুপ্রান্তে রামেশ্বরলিঙ্গপ্রতিষ্ঠা, ৯৬ রামচরিতপ্রসঙ্গে লক্ষ্মণেশ্বরমাহাত্ম্য, ৯৭ আনর্ত্তমাহাত্ম্যে বিষ্ণুকূপিকাপ্রশংসা, ৯৮ কুশলবচরিতপ্রসঙ্গে কুশেশ্বর ও লবেশ্বরলিঙ্গমাহাত্ম্য, ৯৯ রাক্ষসলিঙ্গচ্ছেদন, ১০০ লুপ্ততীর্থকথা, ১০১ চিত্রশর্ম্মার লিঙ্গস্থাপন, ১০২ অষ্টষষ্টিতীর্থনাম, ১০৩ অষ্টষষ্টিতীর্থস্থ লিঙ্গনাম ও তন্মাহাত্ম্যকথন, ১০৪ অষ্টষষ্টিতীর্থস্নানমাহাত্ম্য, ১০৫ দময়ন্তীর উপাখ্যান, ১০৬ দময়ন্তীচরিতে উষরোৎপত্তি, ১০৭ আনর্ত্তাধিপের পুরনির্ম্মাণ, ৬৪ গোত্রজ ব্রাহ্মণসংস্থাপন, পুরে মহাব্যাধির প্রকোপ, রাষ্ট্রধ্বংস হইবার উপক্রম, ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক শান্তিকার্য্য, ত্রিজাত নামক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক দ্রব্যদূষণের কথা, অগ্নিকুণ্ডমাহাত্ম্য, যজ্ঞকুণ্ডস্পর্শে ত্রিজাতের শরীরে বিস্ফোটক-উৎপত্তি, ১০৮ ত্রিজাতের বনগমন ও মহেশ্বরপ্রসাদলাভ, মৌদ্গল্যগোত্র দেবরাজপুত্র ক্রাথের নাগপঞ্চমীতে নাগহত্যা, ক্রুদ্ধনাগগণের চমৎকারপুরে আগমন, ব্রাহ্মণগণের চমৎকারপুরত্যাগ, চমৎকারপুরবাসী এক ব্রাহ্মণের বনে ত্রিজাতের সহিত সাক্ষাৎ ও নাগহস্তে চমৎকারপুরের দুর্দ্দশাবর্ণন, শিবের নিকট ত্রিজাতের নাগহরমন্ত্রলাভ, ত্রিজাতের চমৎকারপুরে আগমন, ন-গর-মন্ত্রপ্রভাবে সর্পগণের নির্বিষতা, চমৎকারপুরের 'নগর' নাম, তথাকার ব্রাহ্মণগণের নাগর[১] সংজ্ঞা, ১০৯ নাগর-ব্রাহ্মণ

(১) দেবনাগর ও নাগর শব্দ দ্রষ্টব্য।

গণের গোত্রনির্ণয়, ১১০ অম্বারেবতীমাহাত্ম্য, ১১১ ভট্টিকা-তীর্থোৎপত্তি, ১১২ ক্ষেমঙ্করী ও রৈবতেশ্বরোৎপত্তি, ১১৩ দেবীসৈন্যপরাজয়, মহিষাসুরপ্রভাব, ১১৪ কাত্যায়নীর উৎপত্তি, ১১৫ মহিষাসুর-পরাজয়ে কাত্যায়নীমাহাত্ম্য, ১১৬ কেদারোৎপত্তি, ১১৭ শুক্লতীর্থমাহাত্ম্য, ১১৮ বাল্মীকিনাম-নিরুক্তি, মুখারতীর্থোৎপত্তি, ১১৯ কর্ণোৎপলাতীর্থপ্রসঙ্গে সত্যসন্ধকথা, ১২০ সত্যসন্ধেশ্বরমাহাত্ম্য, ১২১ কর্ণোৎপলা-তীর্থমাহাত্ম্য, ১২২ হাটকেশ্বরোৎপত্তি, ১২৩ যাজ্ঞবল্ক্যাশ্রমমাহাত্ম্য, ১২৪ পঞ্চপিণ্ডিকা গৌরীর উৎপত্তিকথা, ১২৫ পঞ্চপিণ্ডিকা গৌরীমাহাত্ম্য, ঈশানোৎপত্তি, ১২৬ বাস্তুপদোৎপত্তি, ১২৭ অজাগৃহোৎপত্তি, ১২৮ খণ্ডশিলা-সৌভাগ্যকূপিকোৎপত্তি, ১২৯ বদ্ধমানপুরীর পতিব্রতাবরলাভ, ১৩০ দীর্ঘিকামাহাত্ম্য, ১৩১ ধর্ম্মরাজেশ্বরোৎপত্তি, ১৩২ ধর্ম্মরাজেশ্বরমাহাত্ম্য, ১৩৩ ধর্ম্মরাজ-সুতোদ্ভবকথা, ১৩৪ আনর্ত্তাধিপ বসুসেনচরিতপ্রসঙ্গে মিষ্টান্নদে-শ্বরমাহাত্ম্য, ১৩৫ গণপতিত্রয়মাহাত্ম্য, ১৩৬ জাবালি-আখ্যানে জাবালিক্ষোভ, ১৩৭ জাবালি-ফলবতীআখ্যানে চিত্রাঙ্গদেশ্বর-মাহাত্ম্য, ১৩৮ অমরকেশ্বরমাহাত্ম্য, ১৩৯ অমরকুণ্ডমাহাত্ম্য, ১৪০ ব্যাস-শুক-সংবাদ, ১৪১ বটেশ্বরমাহাত্ম্য, ১৪২ অন্ধকা-খ্যান, ১৪৩ অন্ধকাখ্যানে কেলীশ্বরমাহাত্ম্য, ১৪৪ অন্ধকাখ্যানে ভৈরবমাহাত্ম্য, ১৪৫ যুধিষ্ঠিরার্জ্জুন-সংবাদে চক্রপাণিমাহাত্ম্য, ১৪৬ অপ্সরস-কুণ্ডোৎপত্তি, ১৪৭ আনন্দেশ্বরমাহাত্ম্য, ১৪৮ পুষ্পাদিত্যোৎপত্তি, ১৪৯ পুষ্পাদিত্যমাহাত্ম্য, ১৫০ পুষ্পবরলাভ-কথন, ১৫১ মণিভদ্রোপাখ্যান, ১৫২ পুষ্পবিভবপ্রাপ্তি, ১৫৩ পুষ্পাগমন, ১৫৪ পুষ্পাদিত্যমাহাত্ম্য, ১৫৫ পুরশ্চরণসপ্তমীব্রত, ১৫৬ বাহ্যনাগর সংজ্ঞক ব্রাহ্মণোৎপত্তি, ১৫৭ নগরাদিত্য, নগরেশ্বর ও শাকম্ভরীর উৎপত্তি, ১৫৮ অশ্বতীর্থোৎপত্তি, ১৫৯ পরশুরামোৎপত্তি, ১৬০ বিশ্বামিত্ররাজ্যপরিত্যাগ, ১৬১ ধারোৎপত্তি, ১৬২ ধারামাহাত্ম্য, ১৬৩ নাগর-ব্রাহ্মণের কুল-দেবতাবর্ণন, ১৬৪ সরস্বতীর অভিশাপ, ১৬৫ সরস্বত্যোপাখ্যান, ১৬৬ পিপ্পলাদোৎপত্তি, ১৬৭ যাজ্ঞবল্ক্যেশ্বরোৎপত্তি, ১৬৮ কংসারীশ্বরোৎপত্তি, ১৬৯ পঞ্চপিণ্ডিকোৎপত্তি, ১৭০ পঞ্চ-পিণ্ডিকা-গৌরীর উৎপত্তি, ১৭১ পুষ্করোৎপত্তি ও যজ্ঞসমারম্ভ, ১৭২ ব্রহ্মযজ্ঞারম্ভ, ১৭৩ নাগরব্রাহ্মণের গর্ত্ততীর্থে প্রেরণ, গায়ত্রী-বিবাহ ও গায়ত্রীতীর্থোৎপত্তি, ১৭৪ প্রথম যজ্ঞদিবসে রূপতীর্থোৎপত্তি, ১৭৫ নাগতীর্থোৎপত্তি, ১৭৬ দিবসে পিঙ্গলা-খ্যান, ১৭৬ তৃতীয় দিবসে আতিথিতীর্থোৎপত্তি, ১৭৭ অতিথি-মাহাত্ম্য, ১৭৮ রাক্ষসশ্রাদ্ধকথন, ১৭৯ মাতৃগণাগমন, ১৮০ উদুম্বরীর উৎপত্তি, ১৮১ ব্রহ্মযজ্ঞাবভৃথ-যজ্ঞীতীর্থোৎপত্তি, ১৮২ সাবিত্রীমাহাত্ম্য, ১৮৩ গায়ত্রীবরপ্রদান, ১৮৪ ব্রহ্মজ্ঞান-সূচনা, ১৮৫ আনর্ত্তরাজকন্যা রত্নবতীর কথা, ১৮৬ রত্নবতীআখ্যানে বৃহদ্বলরাজসংবাদ, ১৮৭ পদ্মাবসু নামক নাগর-ব্রাহ্মণসংবাদ, ভর্তৃযজ্ঞ, ১৮৮ রত্নবতীর পাণিগ্রহণ-লাভাশায় দশার্ণাধিপতির আগমন, রত্নবতীর বিবাহে অনিচ্ছা ও তপস্যায় ইচ্ছা, শূদ্রা-ব্রাহ্মণীমাহাত্ম্য, ১৮৯ কুরুক্ষেত্র, হাটকেশ্বর, প্রভাস, পুষ্কর, নৈমিষ, ধর্ম্মারণ্য, বারাণসী, দ্বারকা ও অবন্তী প্রভৃতি ক্ষেত্রান্তর্গত পুণ্যতীর্থনিরূপণ, বিশেষদিনে তীর্থস্নানফল, কুশের শাসনবর্ণন, ভর্তৃযজ্ঞপ্রসঙ্গে বিশ্বামিত্র-কথিত কুম্ভকযজ্ঞাখ্যান, ১৯০ অন্ত্যজ-প্রভাববর্ণন, ভর্তৃযজ্ঞমর্য্যাদাকথন, ১৯১ শুদ্ধনাগর ও দেশান্তর-গতনাগরের শুদ্ধি ও শ্রাদ্ধকথন, বিশ্বামিত্রের নাগরপ্রশ্ননির্ণয়, ১৯২ ভর্তৃযজ্ঞপ্রসঙ্গে নাগর-ব্রাহ্মণগণের অথর্ব্ববেদনির্ণয়, ১৯৩ নাগরবিশুদ্ধিকথন, ১৯৪ নাগরব্রাহ্মণের প্রেতশ্রাদ্ধাদিকথন, ১৯৫ শক্রবিষ্ণুসংবাদে প্রেতকৃত্য, ১৯৬ বালমণ্ডনমাহাত্ম্য, ১৯৭ ইন্দ্রমহোৎসব, ১৯৮ গৌতমেশ্বরমাহাত্ম্য, ১৯৯ নাগরখেদ ও শঙ্খাদিত্যোৎপত্তি, ২০০ শঙ্খতীর্থমাহাত্ম্য, ২০১ রত্নাদিত্য-মাহাত্ম্য, ২০২ বিশ্বামিত্র-প্রভাবে শাম্বাদিত্যপ্রভাব, ২০৩ গণপতি পূজামাহাত্ম্য, ২০৪ শ্রাদ্ধকল্প, ২০৫ শ্রাদ্ধোৎসব, ২০৬ শ্রাদ্ধকাল-নির্ণয়, ২০৭ নাগরশাখা ও শ্রাদ্ধে ভোজ্যনির্ণয়, ২০৮ কাম্যশ্রাদ্ধ-নির্ণয়, ২০৯ গজচ্ছায়ামাহাত্ম্য, ২১০ শ্রাদ্ধকল্পপরীক্ষা, ২১১ শ্রাদ্ধকল্পে চতুর্দ্দশীশস্ত্রহতনির্ণয়, ২১২ দ্বাদশবিধপুত্র, শ্রাদ্ধে-অধিকারী ও অনধিকারী পুত্রনির্ণয়, ২১৩ পিতৃপরিতোষার্থ মন্ত্রকথন, ২১৪ একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডীকরণবিধি, ২১৫ ভীষ্মযুধি-ষ্ঠিরসংবাদে নরকগতিকথন, ২১৬ ভীষ্মযুধিষ্ঠিরসংবাদে নরক-বারণকার্য্য, ২১৭ জলশায়িমাহাত্ম্য, ২১৮ ভৃঙ্গরীটের উৎপত্তি, ২১৯ অন্ধকপুত্র বৃকের ইন্দ্ররাজ্যলাভ, ২২০ বৃকাসুরপ্রভাব, অশূন্যশয়নব্রতপ্রসঙ্গে জলশায়ীর উৎপত্তি, ২২১ চাতুর্ম্মাস্য ব্রতনিয়ম, ২২২ অশূন্যশয়নব্রতকথা, ২২৩ হাটকেশ্বরান্তর্গত মঙ্কণক শুদ্ধেশ্বরাদি মুখ্যতীর্থকথন, ২২৪ শিবরাত্রিমাহাত্ম্য, ২২৫ তুলাপুরুষদানমাহাত্ম্য, ২২৬ পৃথ্বীদানমাহাত্ম্য, ২২৭ বাতা-পোশ্বর ও কপালমোচনেশ্বরোৎপত্তি, ২২৮ ইন্দ্রদ্যুম্নাখ্যানে সপ্তলিঙ্গোৎপত্তিবিবরণ, ২২৯ যুগস্বরূপকথন, ২৩০ চূর্ণীলোপা-খ্যানে মাসক্রমে দেবদর্শনফল, ২৩১ একাদশরুদ্রোৎপত্তি ও তন্মাহাত্ম্য, ২৩২ দ্বাদশার্ক, তথা রত্নাদিত্যোৎপত্তিকথা, ২৩৩ হাটকেশ্বরমাহাত্ম্যসমাপ্তি, পুরাণশ্রবণ-ফল।

৭ প্রভাসখণ্ড।

১ লোমহর্ষণ-মুনিগণসংবাদ, ওঁকার-প্রশংসা, পুরাণ ও উপপুরাণের সংখ্যানির্ণয়, প্রত্যেক পুরাণের লক্ষণ ও দানবিধি-কথন, সাত্ত্বিক রাজসাদি পুরাণনির্ণয়, স্কন্দপুরাণের খণ্ডনির্ণয়,

২ সুতর্ষিসংবাদে কৈলাসবর্ণন, দেবীকৃত শিবস্তব, শিবের নিজস্বরূপকথন, ৩ শিবপার্ব্বতী-সংবাদে তীর্থসংখ্যা, তীর্থযাত্রা ও তীর্থমাহাত্ম্যবর্ণন, প্রভাসক্ষেত্রপ্রশংসা, ৪ প্রভাসক্ষেত্রের সীমা, পরিমাণ ও সংক্ষেপে তন্মধ্যগত প্রধান প্রধান তীর্থ, ভৈরব ও বিনায়কাদি কথন, ৫ সোমেশ্বর-বর্ণন, ৬ সোমেশ্বর-মাহাত্ম্য, ৭ প্রভাসের পীঠস্থাননির্ণয়, শিবকথিত প্রধান প্রধান তীর্থস্থাননির্ণয়, রুদ্রবিভাগ, ৮ জম্বূদ্বীপ ও তদন্তর্গত বর্ষবিবরণ, কূর্ম্মলক্ষণ, প্রভাসনামনিরুক্তিকথন, বশিষ্ঠাদি ঋষি-কথিত ঈশ্বরস্তব, অর্কস্থলমাহাত্ম্য, রাজভট্টারকোৎপত্তিকথন, ৯ পরমেশ্বরোৎপত্তি, ১০ পবিত্র নামকরণ ও অর্কস্থল উৎপত্তি, ১১ সিদ্ধেশ্বরোৎপত্তি, ১২ পাপনাশনোৎপত্তি, ১৩ পাতাল-বিবর ও সুনন্দাদি মাতৃগণোৎপত্তি, ১৪ অর্কস্থলমাহাত্ম্যসমাপ্তি, ১৫ বিষ্ণুর অবতার-কথন, ১৬ চন্দ্রোৎপত্তিকথন, ১৭ সোমেশ্বরোৎপত্তিকথন, ১৮ সোমনাথমাহাত্ম্য, ১৯ সোমেশ্বর-প্রতিষ্ঠাকথন, ২০ সোমেশ্বর মহিমাবর্ণন, ২১ সোমেশ্বরব্রত, ২২ গন্ধর্ব্বেশ্বর-মাহাত্ম্য ও যাত্রাবিধান, ২৩ সাগরের প্রতি অভিশাপবর্ণন, ২৪ সোমেশযাত্রা ও তীর্থস্নানকথন, ২৫ বড়বানলোৎপত্তি, ২৬ বড়বানলবর্ণন, ২৭ বড়বানলপ্রভাব, ২৮ সরস্বত্যবতার ও সরস্বতী নদীমহিমা, ২৯ সরস্বতী-সাগর-সঙ্গমে অগ্নিতীর্থমাহাত্ম্য, ৩০ প্রাচী সরস্বতীমাহাত্ম্য, ৩১ কঙ্কণমাহাত্ম্য, ৩২ কপর্দীশমাহাত্ম্য, ৩৩ কেদারেশ্বরমাহাত্ম্য, ৩৪ ভীমেশ্বরমাহাত্ম্য, ৩৫ ভৈরবেশ্বর, ৩৬ চণ্ডীশ, ৩৭ ভাস্করেশ্বর, ৩৮ অঙ্গারকেশ্বর, ৩৯ বুধেশ্বর, ৪০ বৃহস্পতীশ্বর, ৪১ শুক্রেশ্বর, ৪২ শনৈশ্চর, ৪৩ রাহ্বীশ্বর, ৪৪ কেত্বীশ্বর, ৪৫ সিদ্ধেশ্বর, ৪৬ কপিলেশ্বর, ৪৭ বিমলেশ্বর আদি পঞ্চলিঙ্গমাহাত্ম্য, ৪৮ বরারোহ মাহাত্ম্য, ৪৯ অজপালেশ্বরী মাহাত্ম্য, ৫০ রুদ্রশক্তিত্রয়সঙ্কেত, ৫১ মঙ্গলামাহাত্ম্য, ৫২ ললিতামাহাত্ম্য, ৫৩ চতুর্দেবীমাহাত্ম্য, ৫৪ লক্ষ্মীশ্বর, ৫৫ বাড়বেশ্বর, ৫৬ অর্ঘেশ্বর, ও ৫৭ কামেশ্বর-মাহাত্ম্য, ৫৮ গৌরীতপোবনমাহাত্ম্য, ৫৯ গৌরীশ্বর, ৬০ বরুণেশ্বর, ৬১ উষেশ্বর, ৬২ জলবাসগণেশ্বর, ৬৩ কুমারেশ্বর, ৬৪ সাকল্যেশ্বর, ৬৫ কঙ্কলেশ্বর, ৬৬ নকুলেশ্বর, ৬৭ উতঙ্কেশ্বর, ৬৮ বৈশ্বানরেশ্বর, ৬৯ গৌতমেশ্বর, ৭০ দৈত্যঘ্নেশ্বরমাহাত্ম্য, ৭১ চক্রতীর্থ, ৭২ যোগেশাদিলিঙ্গমাহাত্ম্য, ৭৩ আদিনারায়ণ, ৭৪ সন্নিহত্যা, ৭৫ পাণ্ডবেশ্বর, ও ৭৬ একাদশরুদ্রমাহাত্ম্য, ভুতেশ্বর, ৭৭ নীলরুদ্র, ৭৮ কপালেশ্বর, ৭৯ বৃষভেশ্বর, ৮০ ত্র্যম্বকেশ্বর, ৮১ অঘোরেশ্বর, ৮২ ভৈরবেশ্বর, ৮৩ মৃত্যুঞ্জয়েশ্বর, কামেশ্বর, ৮৪ যোগেশ্বর, ৮৫ চন্দ্রেশ্বর, ৮৬ একাদশরুদ্রমাহাত্ম্যসমাপ্তি, ৮৭ চক্রধরমাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে পৌণ্ড্রক বাসুদেবাখ্যান, ৮৮ শাম্বাদিত্য কথা, ৮৯ শাম্বাদিত্যপ্রভাবে শাম্বের রোগমুক্তি, ৯০ কণ্টকশোধিনী ও মহিষঘ্নীমাহাত্ম্য, ৯১ কপালীশ্বর, ৯২ কোটীশ্বর, ৯৩ বালব্রহ্মমাহাত্ম্য, ৯৪ ব্রাহ্মণপ্রশংসা, ৯৫ ব্রহ্মমাহাত্ম্য, ৯৬ প্রত্যূষেশ্বর, ৯৭ অনিলেশ্বর, ৯৮ প্রভাসেশ্বর, ৯৯ রামেশ্বর, ১০০ লক্ষ্মণেশ্বর, ১০১ জানকীশ্বর, ১০২ বামনস্বামী, ১০৩ পুষ্করেশ্বর, ১০৪ কুণ্ডেশ্বরী গৌরী, ১০৫ গৌর্য্যাদিত্য, ১০৬ বলাতিবলদৈত্যঘ্নী ও গোপীশ্বর, ১০৭ জামদগ্ন্যেশ্বর, ১০৮ চিত্রাঙ্গদেশ্বর, ১০৯ রাবণেশ্বর, ১১০ সৌভাগ্যেশ্বর, ১১১ পৌলোমীশ্বরী, ১১২ শাণ্ডিল্যেশ্বর, ১১৩ সাগরাদিত্য, ১১৪ উগ্রসেনেশ্বর, ১১৫ পাশুপতেশ্বর, ১১৬ ধ্রুবেশ্বর, ১১৭ মহালক্ষ্মী, ১১৮ মহাকালী, ১১৯ পুষ্করাবর্ত্তনদী, ১২০ দুঃখান্তগৌরী, ১২১ লোমেশ্বর, ১২২ কঙ্কালভৈরবক্ষেত্রপাল, ১২৩ চিত্রাদিত্য, ১২৪ চিত্রপথানদী, ১২৫ চিত্রেশ্বর, ১২৬ কনিষ্ঠপুষ্কর, ১২৭ ব্রহ্মকুণ্ড, ১২৮ রূপকুণ্ডল, ১২৯ ভৈরবেশ্বর, ১৩০ সাবিত্রীশ্বর, ১৩১ নারদেশ্বর, ১৩২ হিরণ্যেশ্বরভৈরব-মাহাত্ম্য, ব্রহ্মকুণ্ডমাহাত্ম্যসমাপ্তি, ১৩৩ গায়ত্রীশ্বর, ১৩৪ রত্নেশ্বর, ১৩৫ সত্যভামেশ্বর, ১৩৬ অনঙ্গেশ্বর, ১৩৭ রত্নকুণ্ড, ১৩৮ রেবন্ত, ১৩৯ অনন্তেশ্বরমাহাত্ম্য, ১৪০ অষ্টকুলেশ্বর, ১৪১ নাসত্যেশ্বর, ১৪২ সাবিত্রীমাহাত্ম্য আরম্ভ, ১৪৩ সাবিত্রীর প্রভাসে আগমন, ১৪৪ সাবিত্রীমাহাত্ম্যসমাপ্তি, ১৪৫ ভূতমাতৃকা, ১৪৬ শালকটঙ্কটা, ১৪৭ বৈবস্বতেশ্বর, ১৪৮ মাতৃগণবল, ১৪৯ দশরথেশ্বর, ১৫০ ভারতেশ্বর, ১৫১ কুশকেশ্বরাদি লিঙ্গ চতুষ্টয়, ১৫২ কুন্তীশ্বর, অর্কস্থল, সিদ্ধেশ্বর, নকুলীশ, ভার্গবেশ্বর, মাণ্ডবেশ্বর, পুষ্পদন্তেশ্বর, ক্ষেত্রপাল, বক্তনন্দামাতৃগণমুখবিবরণ, ত্রিসঙ্গম, মঙ্কীশ্বর, দেবমাতাগৌরী, নাগস্থান, প্রভাসেশ্বর, ১৫৩ রুদ্রেশ্বর, মোক্ষস্বামী অজাগর্ত্তেশ্বর, বিশ্বকর্ম্মেশ্বর, অনরেশ্বর, বৃদ্ধপ্রভাস, ১৫৪ জলপ্রভাস, জমদগ্নীশ্বর, মহাপ্রভাস, ১৫৫ দক্ষযজ্ঞ-বিধ্বংস, ১৫৬ কাগকুণ্ড, কালভৈরব, রামেশ্বর, ১৫৭ মঙ্কীশ্বর, ১৫৮ সরস্বতীসঙ্গম, ১৫৯ শ্রাদ্ধকল্প, ১৬০ সরস্বতীসাগরসঙ্গমে শ্রাদ্ধবিধি, ১৬১ ব্রাহ্মধর্ম্মে পাত্রাপাত্রবিভেদ, ১৬২ শ্রাদ্ধকল্পসমাপ্তি, ১৬৩ মার্কণ্ডেয়েশ্বর, পুলহেশ্বর, ক্রত্বীশ্বর, কশ্যপেশ্বর, কৌশিকেশ্বর, কুমারেশ্বর, গৌতমেশ্বর, দেবরাজেশ্বর, মানবেশ্বর, মার্কণ্ডেয়েশ্বরমাহাত্ম্যসমাপ্তি, ১৬৪ বৃষধ্বজেশ্বর, ঋণমোচন, পুরুষোত্তম, ১৬৫ সম্বর্ত্তেশ্বর, ১৬৬ বলভদ্রেশ্বর, গঙ্গা, গঙ্গাগণপতি, ১৬৭ জাম্ববতী, পাণ্ডবকূপ, ১৬৮ দশাশ্বমেধিক, মেষাদিলিঙ্গত্রয়, ১৬৯ যাদবস্থলোৎপত্তি, বজ্রেশ্বরমাহাত্ম্য, ১৭০ হিরণ্যানদী, নগরার্ক, ১৭১ বলভদ্র, কৃষ্ণ, শেষ, ১৭২ কুমারী, ১৭৩ ব্রহ্মেশ্বর, পিঙ্গানদী, দিব্যসুখেশ্বর, ব্রহ্মেশ্বর, সঙ্গমেশ্বর, গঙ্গেশ্বর, শঙ্করাদিত্য, শঙ্করনাথ, ঘণ্টেশ্বর, ঋষিতীর্থ, ১৭৩ নন্দাদিত্য, ত্রিতকূপ, শশোপান, কর্ণাদিত্য, সিদ্ধেশ্বর, জম্বুমতী, বারাহ, কনকনন্দা, গঙ্গেশ্বর, চমসোদ্ভেদ, প্রাচীসরস্বতী, ত্র্যক্ষীশ্বর, ১৭৫ জালে-

শ্বর, লিঙ্গত্রয়, ষড়্‌তীর্থ, ত্রিনেত্রেশ্বর, ১৭৬ দেবিকা, উমাপতি, ভূধর, মূলস্থান, ও দেবীমাহাত্ম্যসম্পূর্ণ, ১৭৭ যবনাদিত্যমাহাত্ম্যে সূর্য্যাষ্টোত্তরশতস্তোত্র, ১৭৮ চ্যবনেশ্বরমাহাত্ম্যে চ্যবনাখ্যান, ১৭৯ চ্যবনশর্য্যাতি-সংবাদ, ১৮০ শর্য্যাতির যজ্ঞ, ১৮১ চ্যবন কর্ত্তৃক চ্যবনেশ্বরপ্রতিষ্ঠা, সুকন্যাসরমাহাত্ম্য, চ্যবনেশ্বরমাহাত্ম্য-সমাপ্তি, ১৮২ কুঙ্কুমতীমাহাত্ম্য আরম্ভ, অগস্ত্যাশ্রেয়, গঙ্গেশ্বর, বালার্ক, বালাদিত্য ও কুবেরোৎপত্তি, ১৮৩ ভদ্রকালী, কৌবের ও কুঙ্কুমতীমাহাত্ম্য সম্পূর্ণ, ১৮৪ ত্রিপুষ্কর, চন্দ্রোদক ও ঋষিতোয়া-মাহাত্ম্য সম্পূর্ণ, ১৮৫ গুপ্তপ্রয়াগ, সঙ্গালেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর, ১৮৬ গন্ধর্ব্বেশ্বর, উরগেশ্বর ও গঙ্গা, সঙ্গালেশ্বরমাহাত্ম্য সম্পূর্ণ, ১৮৭ নারদাদিত্য, সাম্বাদিত্য, তপ্তোদককুণ্ড, মূলচণ্ডীশ, চতুর্ম্মুখ, বিনায়ক, কলম্বেশ্বর, গোপালস্বামী, বকুলস্বামী, ঋষিতীর্থ, ক্ষেমাদিত্য, কণ্টকশোধিনী, ব্রহ্মেশ্বর, ১৮৮ স্থলকেশ্বর, দুর্গাদিত্য, গণনাম, উন্নতস্থান, তলস্বামী, রুক্মিণী, তপ্তোদকস্বামী, মধুমতীতে পিণ্ডেশ্বর ও ভদ্রা, ১৮৯ নলস্বামী, ১৯০ গোষ্পতিতীর্থ, কুঙ্কুমতী, নারায়ণগৃহ, ১৯১ দেবিকা, জালেশ্বর, হুঙ্কারকূপ, ১৯২ আশাপুর, বিঘ্নরাজ, ১৯৩ কপিলধারা ও কপিলেশ্বরমাহাত্ম্য, কপিলাষষ্ঠীমাহাত্ম্য, অংশুমতী, জলন্ধরেশ্বর, ১৯৪ নলেশ্বর, কর্কোটকার্ক, অগস্ত্যাশ্রম, হাটকেশ্বর, নারদেশ্বর, দুর্গা, কূটগণপতি, ১৯৫ ভল্লাতীর্থ, গুপ্তেশ্বর, সুপর্ণেশ্বর, শৃঙ্গেশ্বর, শৃঙ্গারেশ্বর, প্রকীর্ণস্থানলিঙ্গ, ২৯৬ দামোদর, বস্ত্রাপথক্ষেত্র, গঙ্গেশ্বর, ভব, ১৯৭ বস্ত্রাপথক্ষেত্র-মাহাত্ম্য, ২৯৮ অন্ধকাসুরবধ, দক্ষযজ্ঞবিধ্বংস, ২৯৯ স্বর্ণরেখা, ২০০ রৈবত, ২০১ সোমেশ্বরোৎপত্তি, ২০২ সরস্বতীতীর্থ-যাত্রা, ২০৩ শিবরাত্রিমহিমা, ২০৪ বস্ত্রাপথক্ষেত্রমাহাত্ম্যে বলি-নিগ্রহ, বস্ত্রাপথ-ক্ষেত্রমাহাত্ম্যসমাপ্তি, ১০৫ প্রভাসক্ষেত্রযাত্রা-প্রশংসা ও প্রভাসখণ্ডসমাপ্তি।

প্রচলিত স্কন্দপুরাণীয় সপ্তখণ্ড হইতে অধ্যায় অনুসারে যে বিষয়ানুক্রমণিকা প্রদত্ত হইল, তদনুসারে নারদীয়পুরাণ-বর্ণিত ব্রহ্মখণ্ড ও বৈষ্ণবখণ্ডের প্রথমাংশ ব্যতীত স্কন্দপুরাণের প্রায় সকল অংশই পাওয়া যাইতেছে। নারদপুরাণে স্কন্দ-পুরাণের যে রূপ চিত্রিত হইয়াছে, প্রচলিত স্কন্দে উপরোক্ত সপ্তখণ্ডে তাহার অভাব নাই। এরূপ স্থলে বলা যাইতে পারে যে, নারদপুরাণের পুরাণানুক্রমণিকা যে সময়ে সঙ্কলিত হইয়াছিল, তৎকালে সপ্তখণ্ডযুক্ত স্কন্দপুরাণ প্রচলিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। অধ্যাপক উইলসন্ সাহেব এইরূপ খণ্ডাত্মক স্কন্দপুরাণকে মহাপুরাণ মধ্যে গণ্য করিতে সন্দেহ করেন। তাঁহার মতে, কাশীখণ্ডের অনেক কথা মহম্মদ গজনীর ভারতাক্রমণের পূর্ব্ববর্ত্তী হইলেও ইহাতে তৎপরবর্ত্তী কথাও আছে। তিনি মনে করেন, উৎকলখণ্ড জগন্নাথদেবের প্রসিদ্ধ মন্দির নির্ম্মিত হইবার পর যখন রচিত হইয়াছে, তখন ইহাকে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্ত্তীকালে রচিত গ্রন্থ বলিয়া অনায়াসে গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু নারদীয় উক্তি-অনুসারে উক্ত উভয় গ্রন্থকেই আমরা খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ বলিয়া অনায়াসে গণ্য করিতে পারি। স্কন্দপুরাণীয় কাশীখণ্ডের একখানি ৯৩০ শকের হস্তলিপি বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়ে রক্ষিত আছে, তাহার সহিত প্রচলিত কাশীখণ্ডের সহিত কোন বিষয়েই প্রায় অনৈক্য নাই, সুতরাং যখন ১০০৮ খৃষ্টাব্দের পুঁথি পাওয়া যাইতেছে, তখন কাশীখণ্ডের রচনাকাল তাহারও বহুবর্ষ পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া অনায়াসে স্বীকার করা যাইতে পারে।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ও বেন্‌ডল্ সাহেব নেপালের রাজপুস্তকাগারে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর হাতের লেখা একখানি স্কন্দপুরাণের পুঁথি দেখিয়া আসিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় নেপালের রাজপুস্তকালয়ের প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথি-সমূহের যে তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে উক্ত স্কন্দ-পুরাণের পুঁথিখানির প্রতি অধ্যায়ের পুষ্পিকা উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু ঐ পুঁথিখানি স্কন্দপুরাণের কোন্ খণ্ডের অন্তর্গত এ সম্বন্ধে কোনকথাই লিখিত হয় নাই, কিন্তু আমরা উক্ত অধ্যায়-পুষ্পিকা আলোচনা করিয়া উহাকে স্কন্দপুরাণের অম্বিকাখণ্ড বলিয়া স্থির করিয়াছি। অম্বিকাখণ্ডের বিষয়ানু-ক্রমণিকা ও উক্ত নেপালের পুঁথির অধ্যায়-পুষ্পিকা পরস্পর মিলাইয়া দেখিলে এবিষয়ে আর কোনও সন্দেহ থাকিবে না। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, নারদীয়পুরাণে এই অম্বিকাখণ্ড সপ্তখণ্ড মধ্যে গণ্য হয় নাই, কিন্তু অম্বিকাখণ্ডের পুঁথি ও শঙ্করসংহিতা-নির্দ্দিষ্ট খণ্ডাদির বিষয় আলোচনা করিলে এই খণ্ডকে স্কন্দ-পুরাণের অন্তর্গত বলিয়া গ্রহণ করিতে আর আপত্তি থাকে না। এপর্য্যন্ত যত পৌরাণিক পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে নেপালের উক্ত পুঁথিখানিই সর্ব্বপ্রাচীন। যাঁহারা প্রচলিত পুরাণগুলিকে নিতান্ত আধুনিক বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের শঙ্কানিরাস করিবার জন্য আমাদের সংগৃহীত অম্বিকাখণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে ইহার অনুক্রমণিকা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"সনৎকুমার উবাচ।
প্রপদ্যে দেবমীশানং সর্ব্বজ্ঞমপরাজিতং।
মহাদেবং মহাত্মানং বিশ্বস্য জগতঃ পতিম্ ॥
শক্তিরপ্রতিঘাতস্য ঐশ্বর্য্যং চৈব সর্ব্বগং।
স্বামিত্বঞ্চ বিভুত্বঞ্চ মুনিশ্চাপি প্রচক্ষ্যতে ॥

তস্মৈ দেবায় সৌমায় প্রণম্য প্রযতঃ শুচিঃ।
পুরাণাখ্যানজিজ্ঞাসোর্বক্ষ্যে স্কন্দোদ্ভবং শুভং॥
দেহাবতারোদেবস্য রুদ্রস্য পরমাত্মনঃ॥
প্রজাপত্যাভিষেকশ্চ হরণং শিরসস্তথা।
দর্শনং ষট্কুলীয়ানি চক্রস্য চ বিসর্জ্জনম্॥
নৈমিষস্যোদ্ভবশ্চৈব সত্রস্য চ সমাপনং।
ব্রহ্মণশ্চাগমস্তত্র তপসশ্চরণং তথা।
শর্ব্বস্য দর্শনং চৈব দেবাশ্চৈব সমুদ্ভবম্॥
সত্যা বিবাদশ্চ তথা দক্ষশাপস্তথৈব চ।
মুনয়োশ্চ সমুৎপত্তিস্তথা দেব্যাঃ স্বয়ম্বরঃ॥
দেবানাং বরদানঞ্চ বশিষ্ঠস্য চ ধীমতঃ।
পারাশর্য্যসুতোৎপত্তির্ব্যাসস্য চ মহাত্মনঃ।
বশিষ্ঠকৌশিকাভ্যাঞ্চ বৈরাদ্ভবসমাসনম্।
বারাণস্যাশ্চ শূন্যত্বং ক্ষেত্রমাহাত্ম্যবর্চ্চসং।
রুদ্রস্য চাত্র সান্নিধ্যং নন্দিনশ্চাপ্যথ গ্রহঃ॥
গণানাং দর্শনং চৈব কথনং চাপ্যশেষতঃ।
কলিব্যাহরণং চৈব তপশ্চরণমেব চ।
সোমনন্দিসমাখ্যানং বরদানং তথৈব চ॥
গৌরীত্বং পুত্রলোভাচ্চ দেব্যা উৎপত্তিরেব চ।
কৌশিক্যা ভূতমাতৃত্বং সিংহাত্বরথিনস্তথা (?)॥
গৌর্য্যাশ্চ নিলয়ো বিন্ধ্যে বিন্ধ্যসূর্য্যাসমাগমঃ।
অগস্ত্যস্য চ মাহাত্ম্যং বধং সুন্দোপসুন্দয়োঃ॥
নিশুম্ভশুম্ভনির্য্যাণং মহিষস্য বধস্তথা।
অভিষেকঞ্চ কৌশিক্যাবরদানমথাপি চ।
অন্ধকস্য তথোৎপত্তিঃ পৃথিব্যাশ্চৈব বর্ণনং।
হিরণ্যাক্ষবধশ্চৈব হিরণ্যকশিপোস্তথা।
বলেঃ সংযমনঞ্চৈব দেব্যাঃ সমর এব চ॥
দেবানামাগমশ্চৈব অগ্নের্ভূতত্বমেব চ।
দেবানাং বরদানঞ্চ শক্রস্য চ বিসর্জ্জনং॥
ব্রতস্য চ তথোৎপত্তির্দেব্যাশ্চান্ধকদর্শনং।
শৈলাদেশ্চাপি সম্মর্দ্দো দেব্যাশ্চাপ্যসুরূপতা॥
আর্য্যাবরপ্রদানঞ্চ শৈলাদেস্তবর্ণনং।
দেবস্যাগমনং চৈব মিত্রস্য কথনং তথা॥
পতিব্রতায়াশ্চাখ্যানং গুরুশুশ্রূষণস্য চ।
আখ্যানং পঞ্চচূড়ায়াস্তেজসশ্চাপ্যধৃষ্যতা॥
দূতস্যাগমনং চৈব সংবাদোহথ বিসর্জ্জনং।
অন্ধকাসুরসংবাদো মন্দরাগমনং তথা॥
গণানামাগমশ্চৈব সংখ্যানং শ্রবণী তথা।
রুদ্রস্য নীলকণ্ঠত্বং তথায়তনবর্ণনম্॥
উৎপত্তির্যক্ষরাজস্য কুবেরস্য চ ধীমতঃ।
নিগ্রহোভুজগেন্দ্রাণাং শিখরস্য চ পাতনং॥
ত্রৈলোক্যস্য সশক্রস্য বশীকরণমেব চ।
দেবসেনাপ্রদানঞ্চ সেনাপত্যাভিষেচনং॥
নারদাগমনং চৈব তারকপ্রেষণং তথা।
বধশ্চ তারকস্যাজৌ যাত্রা রুদ্রজটস্য চ॥
মহিষস্য বধশ্চৈব ক্রৌঞ্চস্য চ নিবর্হণং।
শক্তেরুদ্বহণং চৈব কালস্য চ বধঃ শুভঃ॥
দেবাসুরস্তয়োৎপত্তিস্ত্রিপুরং যুদ্ধমেব চ।
প্রহ্লাদবিগ্রহশ্চৈব কৃতমাখ্যানমেব চ॥
মহাভাগ্যং ব্রাহ্মণানাং বিস্তরেণানুকীর্ত্তনং।
কূটে বিরূপকরণং যোগাস্য চ পরোবিধিঃ॥
এতজ্জ্ঞাত্বা যথাবদ্ধি কুমারানুচরো ভবেৎ।
বলবান্ মতিসম্পন্নঃ পুত্রমাপ্নোতি সম্মতম্॥"

এখন কথা হইতেছে, উপরে যে সমস্ত স্কন্দপুরাণের পরিচয় দিলাম, উহাই আদি স্কন্দপুরাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি কি না? ধর্ম্মসূত্র-রচনা-কালে স্কন্দপুরাণ প্রচলিত ছিল কিনা, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় নাই; তবে মৎস্যপুরাণ হইতে স্কন্দপুরাণের এইরূপ পরিচয় পাইয়াছি—

'যত্র মাহেশ্বরান্ ধর্ম্মানধিকৃত্য চ ষণ্মুখঃ।
কল্পে তৎপুরুষে বৃত্তং চরিতৈরূপবৃংহিতম্॥
স্কান্দং নাম পুরাণং তদেকাশীতি নিগদ্যতে।
সহস্রাণি শতং চৈকমিতি মর্ত্ত্যেষু গদ্যতে॥"

যে পুরাণে ষড়ানন (স্কন্দ) তৎপুরুষ-কল্প-প্রসঙ্গে নানা চরিত ও উপাখ্যান এবং মাহেশ্বর-নির্দ্দিষ্টধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই মর্ত্ত্যলোকে ৮১১০০ শ্লোকযুক্ত স্কন্দপুরাণ নামে খ্যাত হইয়াছে।

মৎস্যপুরাণের উক্ত বচনে দৃষ্টিপাত করিলে পূর্ব্ববর্ণিত ষট্সংহিতা ও সপ্তখণ্ডাত্মক স্কন্দপুরাণকে হঠাৎ মাৎস্যোক্ত স্কান্দ বলিয়া মনে হয় না, কিন্তু উপরোক্ত কেদার-খণ্ডে নন্দি-কুমার-সংবাদ এবং—

"ধর্ম্মা নানাবিধাঃ প্রোক্তা নন্দিনং প্রতি বৈ তদা।
কুমারেণ মহাভাগাঃ শিবশাস্ত্র-বিশারদাঃ॥"

উক্ত শ্লোক পাঠ করিলে প্রচলিত স্কন্দপুরাণেও যে আদি লক্ষণ-সমূহ কতক কতক আছে, তাহা স্পষ্টই জানা যায়। এইরূপে স্কন্দপুরাণে অনেক খাঁটি জিনিস থাকিলেও, এমন কি ইহার কোন কোন খণ্ডের সঙ্কলন-কাল খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর বহু পূর্ব্ববর্ত্তী হইলেও বর্ত্তমান খণ্ডাত্মক বিরাট্-রূপধারী স্কন্দ-পুরাণকে আদি ত্রয়োদশ পুরাণ বলিয়া গণ্য করিতে সন্দেহ

উপস্থিত হয়। এই সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। যদি উক্ত সংহিতা ও খণ্ডগুলি স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত হইবে, তাহা হইলে একই বিষয়ক একই উপাখ্যান বিভিন্ন সংহিতা বা বিভিন্ন খণ্ডে বর্ণিত হইল কেন? এক কুমারোৎপত্তির কথাই অম্বিকাখণ্ড, কেদারখণ্ড, কুমারিকাখণ্ড ও ব্রহ্মখণ্ড প্রভৃতিতে বর্ণিত দেখা যায়, এরূপ আরও অনেক বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে, যদি স্কন্দপুরাণ একখানি পুরাণ হইবে, তবে একই বিষয়ের একাধিকবার অবতারণা কেন হইল? অধিক সম্ভব, আদি স্কন্দপুরাণে এরূপ এক বিষয়ের বহুবার উল্লেখ ছিল না, সম্ভবতঃ তৎপুরুষকল্পপ্রসঙ্গে, মাহেশ্বরধর্ম্ম ও স্কন্দের চরিতই বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত ছিল, তৎপরে আমরা শিবপুরাণে উত্তরখণ্ডে এইরূপে স্কন্দপুরাণের পরিচয় পাইয়াছি—

"যত্র স্কন্দঃ স্বয়ং শ্রোতা বক্তা সাক্ষান্মহেশ্বরঃ।
তত্র স্কান্দং সমাখ্যাতং"

অর্থাৎ যে পুরাণে স্বয়ং স্কন্দ (কার্ত্তিকেয়) শ্রোতা ও সাক্ষাৎ মহেশ্বর বক্তা সেই পুরাণই স্কান্দনামে অভিহিত। শৈব-নির্দ্দিষ্ট লক্ষণও এখনকার স্কন্দপুরাণে নাই, প্রসঙ্গ আছে মাত্র। এরূপ স্থলে আমাদের মনে হয়, সেই আদি স্কন্দপুরাণের মাল মসলা লইয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পুরাণবাচক অর্থাৎ ব্যাসগণ বর্ত্তমান আকারে স্কন্দপুরাণ প্রচার করিয়াছেন। মাহেশ্বর, বৈষ্ণব, অম্বিকা ইত্যাদি খণ্ড এবং শাঙ্করী, বৈষ্ণবী, গৌরী, ব্রাহ্মী, ইত্যাদি নামধেয় সংহিতাগুলিতে সাম্প্রদায়িক প্রভাব প্রকাশ করিতেছে। এরূপ নানা সম্প্রদায়ের হাতে স্কন্দপুরাণ বিভক্ত ও পরিবর্দ্ধিত হইলেও আদি স্কন্দপুরাণ শৈবশাস্ত্র বলিয়াই গণ্য ছিল। এ কারণে শৈবেতর সংহিতা ও খণ্ড-সমূহে এককালে শিবের কথা পরিত্যক্ত হয় নাই। যাহা হউক নেপালের রাজদরবার হইতে আবিষ্কৃত স্কন্দপুরাণের অম্বিকাখণ্ড হইতে জানা যাইতেছে, এই পরিবর্দ্ধিত ও বর্ত্তমানকালে প্রচলিত স্কন্দপুরাণকে আমরা যেরূপ আধুনিক গ্রন্থ বলিয়া মনে করি, বাস্তবিক তেমন আধুনিক নহে। প্রায় দেড় হাজার বৎসর হইতে চলিল, স্কন্দপুরাণ বর্ত্তমানরূপ ধারণ করিয়াছে।

উপরোক্ত সংহিতা ও খণ্ডগুলি ব্যতীত আরও বহুতর মাহাত্ম্য ও খণ্ড স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত বলিয়া প্রচলিত আছে। যথা—

সহ্যাদ্রিখণ্ড, অর্ব্বুদাচলখণ্ড, কনকাদ্রিখণ্ড, কাশ্মীরখণ্ড, কোশলখণ্ড, গণেশখণ্ড, উত্তরখণ্ড, পুষ্করখণ্ড, বদরিকাখণ্ড, ভীমখণ্ড, ভূখণ্ড, ভৈরবখণ্ড, মলয়াচলখণ্ড, মানসখণ্ড, কালিকাখণ্ড, শ্রীমালখণ্ড, পর্ব্বতখণ্ড, সেতুখণ্ড, হালাস্যখণ্ড, হিমবৎখণ্ড, মহাকালখণ্ড, অগস্ত্যসংহিতা, ঈশানসংহিতা, উমাসংহিতা, সদাশিবসংহিতা, প্রহ্লাদসংহিতা ইত্যাদি। অনন্তঃশয়নমী-কথা, অধিমাসমাহাত্ম্য, অম্ভিলাষাষ্টক, অম্বিকামাহাত্ম্য, অযোধ্যামাহাত্ম্য, অরুন্ধতীব্রতকথা, অর্দ্ধোদয়ব্রত, অর্ব্বুদ, আদিকৈলাশ, আলম্পুরি, আষাঢ়, ইন্দ্রাবতারক্ষেত্র, ইষুপাতক্ষেত্র, উৎকণ্ঠ একাদশী, ওঙ্কারেশ্বর, কদম্ববন, কনকাদ্রি, কমলালয়, কলসক্ষেত্র, কাত্যায়নী, কাস্তেশ্বর, কালেশ্বর, কুমারক্ষেত্র, কুরুকাপুরী, কৃষ্ণনাম, কৈবল্যরত্ন, কেশরক্ষেত্র, কোটীশ্বরীব্রত, গণেশ, গরলপুর, গোকর্ণ, গো, চন্দ্রপাল, পরমেশ্বরী, চাতুর্ম্মাস্য, চিদম্বর, জগন্নাথ, জয়ন্তী, তঞ্জাপুরী, বিষ্ণুস্থলী, তপসতীর্থ, তরুগিরি, তিরুনলবাড়ী, তুঙ্গভদ্রা, তুঙ্গশৈল, তুলজা, ত্রিশিরগিরি, ত্রিশূলপুরী, নন্দীক্ষেত্রাদি, নন্দীশ্বর, পঞ্চপার্ব্বতী, পরাশরক্ষেত্র, পাণ্ডুরঙ্গ, পুরাণশ্রবণ, পাবকাচল, পেরলস্থল, প্রবোধিনী, প্রয়াগপুরী, বকুলারণ্য, বদরিকাবন, বিল্ববন, ভাগবত, ভীমেশ্বর, ভৈরব, মথুরা, মন্দাকিনী, ধরাচল, মল্লারি, মহালক্ষ্মী, মায়াক্ষেত্র, মার্গশীর্ষ, মৌনী, যুদ্ধপুরী, রামশিলা, রামায়ণ, রুদ্রকোটী, রুদ্রগয়া, লিঙ্গ, বটতীর্থ, বরলক্ষ্মী, বাঞ্ছেশ্বর, বানরবীর, বানবাসী, বিনায়ক, বিরজা, বৃদ্ধগিরি, বেদপাদশিব, বৈশাখ, বিদ্যারণ্য, বৈশাখ, শঙ্খলগ্রাম, শম্ভুগিরি, শম্ভুমহাদেবক্ষেত্র, শালগ্রাম, শীতলা, শুদ্ধপুরী, শৃঙ্গবেরপুর, শূলটঙ্কেশ্বর, শ্রীমাল, শ্রীমুষ্ণ, শ্রীশৈল, শ্রীস্থল, সিংহাচল, সিদ্ধিবিনায়ক, সুব্রহ্মণ্যক্ষেত্র, সুরভিক্ষেত্র, স্বয়ম্ভুক্ষেত্র, হেমেশ্বর ও হুদালয়মাহাত্ম্য ইত্যাদি বহুসংখ্যক মাহাত্ম্য, এতদ্ভিন্ন দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন মন্দিরসমূহে যে সকল স্থলপুরাণ পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত বলিয়া প্রচলিত আছে। যাহা হউক, এই বিস্তীর্ণ স্কন্দপুরাণীয় বিভিন্ন মাহাত্ম্য হইতে আমরা ভারতের প্রাচীনকালের ভূবৃত্তান্তের যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি, সেই জন্য ঐগুলি ভৌগোলিকের আদরের জিনিস।

১৪ বামনপুরাণ।

১ পুলস্ত্য-নারদসংবাদে বামনপ্রসঙ্গ, হরপার্ব্বতীসংবাদ, ২ দক্ষযজ্ঞ, ৩ শঙ্করের কপালী নামের কারণ, শঙ্করের তীর্থভ্রমণ, ৪ শঙ্কর কপালীপ্রযুক্ত দক্ষের শিবরহিত যজ্ঞ, মন্দরপর্ব্বতে সতীর দেহত্যাগ, শঙ্করের ক্রোধ এবং গাত্র হইতে প্রমথগণের উৎপত্তি, ৫ দক্ষালয়ে যুদ্ধ, রাশিচক্রের সৃষ্টি, ৬ নর ও নারায়ণের উপাখ্যান, সতীর বিরহানলে শঙ্করের ভ্রমণ, দেবগণের স্তব, ৭ নারায়ণের যোগভঙ্গের চেষ্টা, চ্যবনমুনির পাতালগমন, নর-নারায়ণের সহিত প্রহ্লাদের যুদ্ধ, ৮ নর-নারায়ণের পরাজয়-স্বীকার, প্রহ্লাদের বরদান, ৯ অন্ধকের রাজ্যাভিষেক, ১০ দেবগণের সহিত অন্ধকের সংগ্রাম, ১১ সুকেশী নিশাচরের উপাখ্যান, ১২ নরকবর্ণন, যে কার্য্যে যে নরক হয় তাহার নির্ণয়, পুষ্করদ্বীপবর্ণন, ১৩ জম্বুদ্বীপবর্ণন, পর্ব্বতবর্ণন, নদীবর্ণন, ১৪ সুকেশীর ধর্ম্মোপদেশ, ১৫ সাত্ত্বিক কার্য্য, ১৬ বারাণসীর উৎপত্তি, ১৭ কাত্যায়নী ও বিষ্ণুর উৎপত্তিকাল, রক্তবীজের জন্মবৃত্তান্ত, মহিষাসুরের যুদ্ধে দেবগণের পরাজয়, ১৮ দেবগণের দেহ হইতে ভগবতীর উৎপত্তি, ১৯ বিন্ধ্যাচলে দেবীর অধিষ্ঠান, ২০ কাত্যায়নীর সহিত

মহিষাসুরের যুদ্ধ, ২১ শুম্ভ ও নিশুম্ভ-বিনাশের জন্ম দেবীর পুনর্ব্বার জন্ম, পৃথূদকের বৃত্তান্ত, শঙ্করের সহিত তপতীর পরিণয়, ২২ কুরুরাজার উপাখ্যান, ২৩ পার্ব্বতীর তপস্যা, ২৪ পার্ব্বতীর আশ্রমে ছদ্মবেশে শঙ্করের গমন ও কথোপকথন, ২৫ শঙ্করের বিবাহ সম্বন্ধ, শঙ্করের বিবাহ, শঙ্করের মহামৈথুন-ভঙ্গ, ২৬ গণেশের জন্মবৃত্তান্ত, শুম্ভ-নিশুম্ভের সৈন্যসংগ্রহ, দেবীর নিকট দূতপ্রেরণ, ধূম্রলোচন-বধ, চণ্ডমুণ্ডের যুদ্ধ ও বিনাশ, ২৭ রক্তবীজের যুদ্ধ ও বিনাশ, নিশুম্ভের যুদ্ধ ও বিনাশ, শুম্ভের যুদ্ধ ও বিনাশ, দেবগণের স্তব, ২৮ কার্ত্তিকেয়ের জন্ম ও সেনাপতিত্বে বরণ, ২৯ কার্ত্তিকেয়ের সহিত দানবের যুদ্ধ, তারকাসুর-নিধন, ক্রৌঞ্চভেদ ও মহিষাসুরবিনাশ, ৩০ অন্ধকাসুরের ভ্রমণ ও গৌরীর রূপলাবণ্যে মুগ্ধতা, ৩১ মুরদানবের উপাখ্যান, পুন্নাম-নরকনির্ণয়, ৩২ ভিন্ন নরক ও পাপনির্ণয়, পুত্রনির্ণয়, কেশবের দ্বাদশপত্রাখ্য যোগ, ৩৩ মুরদানবনিধন, শঙ্করের যোগ, অঙ্কনের নৃত্য ও স্বর্গগমন, ৩৪ ভার্গবের মৃতসঞ্জীবনী-বিদ্যাদান, অন্ধকাসুরের সহিত শঙ্করের বিবাদ, ৩৫ দণ্ডক রাজার উপাখ্যান, ৩৬ নীলকণ্ঠের স্তব, ৩৭ অন্ধকাসুরের সহিত শঙ্করের যুদ্ধ, ৩৮-৪২ অন্ধকাসুর-নিধন ও ভৃঙ্গীত্ব-প্রদান, ৪৩ মরুতের উৎপত্তি, ৪৪ বলির রাজ্যগ্রহণ, ৪৫ দেবগণের সহিত সংগ্রাম, দেবগণের পরাজয়, প্রহ্লাদের সহিত বলির মন্ত্রণা, ৪৬ দেবগণের মন্ত্রণা, পুরন্দরের তপস্যা, অদিতির তপস্যা, ৪৭ প্রহ্লাদের সহিত বলির কথোপকথন, প্রহ্লাদের ক্রোধ ও অভিসম্পাত, ৪৮ প্রহ্লাদের তীর্থগমন, ধুন্ধুর উপাখ্যান, ধুন্ধুর অশ্বমেধযজ্ঞ, দেবগণের স্তব, বামনরূপে ধুন্ধুর নিকট ত্রিপাদভূমিপ্রার্থনা, ধুন্ধুনিধন, বলির অশ্বমেধযজ্ঞ, ৪৯ দেবগণের স্তব, বামনের জন্ম ও জাতকর্ম্মাদি, ৫০ স্থানবিশেষে ভগবানের রূপধারণ, ৫১ বলির যজ্ঞে বামনের গমন, কোষকারের উপাখ্যান, ৫২ বলির নিকট ত্রিপাদভূমিপ্রার্থনা, বামনের ত্রিপাদভূমিদান, বিরাট্‌মূর্ত্তি-দর্শন, বলির বর্ণন, বাণের সহিত কথোপকথন, ৫৩ বলির পাতালে গমন, ব্রহ্মার স্তব, ৫৪ পাতালপুরীতে সুদর্শন-চক্রের প্রবেশ, সুদর্শন-চক্রের স্তব, বলির প্রতি প্রহ্লাদের ধর্ম্মোপদেশ, ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি, ৫৫ দ্বাদশ মাসে বিষ্ণুপূজার নিয়ম, বৃক্ষের প্রশংসা।

উপরে প্রচলিত বামনপুরাণের সূচী দেওয়া গেল। এখন দেখা যাউক অপরাপর পুরাণে বামনপুরাণের কিরূপ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

নারদপুরাণের মতে—

"শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি পুরাণং বামনাভিধম্।
ত্রিবিক্রমচরিতাঢ্যং দশসাহস্রসংখ্যকম্॥
কূর্ম্মকল্পসমাখ্যানং বর্গত্রয়কথানকম্।
ভাগদ্বয়সমাযুক্তং বক্তৃশ্রোতৃশুভাবহম্॥
পুরাণপ্রশ্নঃ প্রথমং ব্রহ্মশীর্ষচ্ছিদা ততঃ।
কপালমোচনাখ্যানং দক্ষযজ্ঞবিহিংসনম্॥
হরস্য কালরূপাখ্যা কামস্য দহনং ততঃ।
প্রহ্লাদনারায়ণয়োর্যুদ্ধং দেবাসুরাহ্বয়ম্॥
সুকেশ্যর্কসমাখ্যানং ততো ভুবনকোষকম্॥
ততঃ কাম্যব্রতাখ্যানং শ্রীদুর্গাচরিতং ততঃ॥
তপতীচরিতং পশ্চাৎ কুরুক্ষেত্রস্য বর্ণনম্।
সরমাহাত্ম্যমতুলং পার্ব্বতীজন্মকীর্ত্তনম্॥
তপস্তস্যা বিবাহশ্চ গৌর্য্যুপাখ্যানকং ততঃ।
ততঃ কৌশিক্যুপাখ্যানং কুমারচরিতং ততঃ॥
ততোঽন্ধকবধাখ্যানং সাধ্যোপাখ্যানকং ততঃ।
জাবালিচরিতং পশ্চাদরজায়াঃ কথাদ্ভুতা॥
অন্ধকেশ্বরয়োর্যুদ্ধং গণত্বং চান্ধকস্য চ।
মরুতাং জন্মকথনং বলেশ্চ চরিতং ততঃ॥
ততস্তু লক্ষ্ম্যাশ্চরিতং ত্রৈবিক্রমমতঃ পরম্।
প্রহ্লাদতীর্থযাত্রায়াং প্রোচ্যন্তে তৎকথাঃ শুভাঃ॥
ততশ্চ ধুন্ধুচরিতং প্রেতোপাখ্যানকং ততঃ।
নক্ষত্রপুরুষাখ্যানং শ্রীদামচরিতং ততঃ॥
ত্রিবিক্রমচরিত্রান্তে ব্রহ্মপ্রোক্তঃ স্তবোত্তমঃ।
প্রহ্লাদবলিসংবাদে সুতলে হরিশংসনম্॥
ইত্যেষ পূর্ব্বভাগোঽস্য পুরাণস্য তবোদিতঃ॥
শৃণু তস্যোত্তরং ভাগং বৃহদ্বামনসংজ্ঞকম্।
মাহেশ্বরী ভাগবতী সৌরী গাণেশ্বরী তথা॥
চতস্রঃ সংহিতাশ্চাত্র পৃথক্ সাহস্রসংখ্যয়া॥
মাহেশ্বর্য্যান্তু কৃষ্ণস্য তদ্ভক্তানাঞ্চ কীর্ত্তনম্।
ভাগবত্যাং জগন্মাতুরবতারকথাদ্ভুতা॥
সৌর্য্যাং সূর্য্যস্য মহিমা গদিতঃ পাপনাশনঃ।
গাণেশ্বর্য্যাং গণেশস্য চরিতঞ্চ মহেশিতুঃ॥
ইত্যেতদ্বামনং নাম পুরাণং সুবিচিত্রিতম্।
পুলস্ত্যেন সমাখ্যাতং নারদায় মহাত্মনে॥
ততো নারদতঃ প্রাপ্তং ব্যাসেন সুমহাত্মনা।
ব্যাসাত্তু লব্ধবান্ বৎস তচ্ছিষ্যো রোমহর্ষণঃ॥
স চাখ্যাস্যতি বিপ্রেভ্যো নৈমিষীয়েভ্য এব চ।
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তং পুরাণং বামনং শুভম্॥"

হে বৎস! শ্রবণ কর, আমি তোমার নিকট বামন নামক পুরাণ কীর্ত্তন করিতেছি। এই পুরাণ ত্রিবিক্রম-চরিতসম্বলিত ও দশসহস্র শ্লোকে পরিপূর্ণ, ইহা দুইভাগে বিভক্ত এবং ইহাতে কূর্ম্মকল্পের সমাখ্যান ও

বর্গত্রয়কথা নিরূপিত হইয়াছে। ইহা শ্রবণ করিলে বক্তা ও শ্রোতার মঙ্গল হইয়া থাকে।

ইহার প্রথমে পুরাণপ্রশ্ন, ব্রহ্মশীর্ষচ্ছেদ ও কপালমোচনাখ্যান, পরে দক্ষযজ্ঞধ্বংস, হরের কালরূপাখ্যা, মদনদহন, প্রহ্লাদ ও নারায়ণের যুদ্ধ, সুকেশী ও অর্কসমাখ্যান, ভুবনকোষ, কাম্যব্রতাখ্যান, শ্রীদুর্গাচরিত, তপতীচরিত, কুরুক্ষেত্রবর্ণন, সরোমাহাত্ম্য, পার্ব্বতীজন্মকীর্ত্তন, সতীর তপস্যা ও বিবাহ, গৌরীর-উপাখ্যান, কৌশিকী-উপাখ্যান, কুমারচরিত, অন্ধকবধাখ্যান, সাধ্যোপাখ্যান, জাবালিচরিত, অন্ধক ও ঈশ্বরের যুদ্ধ, অন্ধকের গণত্বপ্রাপ্তি, দেবতাদিগের জন্মকথা, বলিচরিত, লক্ষ্মীচরিত, ত্রিবিক্রমচরিত, প্রহ্লাদের তীর্থযাত্রা উপলক্ষে তদীয় কথা, ধুন্ধুচরিত, প্রেতোপাখ্যান, নক্ষত্রপুরুষাখ্যান, শ্রীদামচরিত, ত্রিবিক্রমচরিতান্তে ব্রহ্মপ্রোক্ত উত্তম স্তব, এবং প্রহ্লাদ ও বলিসংবাদে সুতলে হরির বাস, এই সমুদায় পূর্ব্বভাগে কথিত হইয়াছে।

ইহার বৃহদ্বামন নামক উত্তরভাগ শ্রবণ কর, ইহাতে মাহেশ্বরী, ভাগবতী, গৌরী ও গাণেশ্বরী নামে চারিটী সংহিতা আছে। ঐ সংহিতা চতুষ্টয়ের প্রত্যেকটী সহস্র শ্লোকে পরিপূর্ণ ও তন্মধ্যে মাহেশ্বরীতে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তদিগের কীর্ত্তন, ভাগবতীতে জগন্মাতার অবতারকথা, সৌরীতে পাপনাশন সূর্য্যমাহাত্ম্য এবং গাণেশ্বরীতে গণেশের চরিত নিবদ্ধ হইয়াছে। এই বামনপুরাণ প্রথমে পুলস্ত্য নারদের নিকট বলিয়াছিলেন, পরে নারদের নিকট হইতে মহাত্মা ব্যাসমুনি প্রাপ্ত হন, হে বৎস! ব্যাসের নিকট হইতে তাঁহার শিষ্য রোমহর্ষণ ইহা পাইয়াছিলেন এবং তিনিই নৈমিষ্যারণ্যবাসী ঋষিদিগের নিকট ইহা ব্যক্ত করিলেন। ইহা এইরূপে পরাম্পরাগত হইল।

মৎস্যপুরাণের মতে—

"ত্রিবিক্রমস্য মাহাত্ম্যমধিকৃত্য চতুর্ম্মুখঃ।
ত্রিবর্গমভ্যধাত্তচ্চ বামনং পরিকীর্ত্তিতম্॥
পুরাণং দশসাহস্রং খ্যাতং কল্পানুগং শিবম্।"

যে পুরাণে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা ত্রিবিক্রম (বামনের) মাহাত্ম্য অবলম্বন করিয়া ত্রিবর্গের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন ও পরে শিবকল্প বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই দশসাহস্রশ্লোকাত্মক বামনপুরাণ।

উপরে বামনপুরাণের যে লক্ষণ উদ্ধৃত হইল, কেবল নারদোক্তির সহিত প্রচলিত বামনপুরাণের মিল দেখা যায়। কিন্তু উত্তরভাগ এখন আর পাওয়া যায় না।

আবার মৎস্যপুরাণোক্ত ত্রিবিক্রমচরিত থাকিলেও ব্রহ্মা কর্ত্তৃক বর্ত্তমান বামনপুরাণ বর্ণিত হয় নাই, এরূপস্থলে প্রচলিত বামনকে আদি বামন বলিয়া গ্রহণ করিতে সন্দেহ উপস্থিত হয়। আদি বামনের অনেক কথা এই বামনে আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে এইমাত্র বলা যায়, নারদপুরাণের পুরাণোপক্রমণিকা রচিত হইবার পূর্ব্বে বামনপুরাণ বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছিল।

করকচতুর্থীকথা, কার্ত্তলীব্রতকথা, গঙ্গামানসিকস্নান, গঙ্গামাহাত্ম্য, দধিবামনস্তোত্র, বরাহমাহাত্ম্য ও বেঙ্কটগিরিমাহাত্ম্য ইত্যাদি কতকগুলি ক্ষুদ্র পুঁথি বামনপুরাণের অন্তর্গত বলিয়া প্রচলিত আছে।

১৫ কূর্ম্মপুরাণ।

পূর্ব্বভাগে—১ সূত এবং নৈমিষের সংবাদে ইন্দ্রদ্যুম্নকথাপ্রসঙ্গ, কূর্ম্মপুরাণকথন, ২ বর্ণাশ্রমকথন, ৩ আশ্রমক্রমকথন, ৪ প্রাকৃত সর্গ, ৫ কালকথন, ৬ ভূমণ্ডল-উদ্ভব, ৭ তমোময় সর্গাদিকথন, ৮ মিথুনসর্গকথন, ৯ পদ্মোদ্ভবপ্রাদুর্ভাব, ১০ রুদ্রসর্গ, ১১ দেব্যবতার, ১২ দেবতাদিগের সহস্রনাম স্তব, হিমবতের প্রতি দেবতাদিগের উপদেশ, ১৩ ভৃগ্বাদি সর্গকথন, ১৪ স্বায়ম্ভুব মনুসর্গকথন, ১৫ দক্ষযজ্ঞধ্বংস, ১৬ দাক্ষায়ণীবংশকীর্ত্তন, হিরণ্যকশিপুবধ ও অন্ধকপরাজয়, ১৭ বামনাবতারলীলা, ১৮ বলিপুত্রাদি কথাপ্রসঙ্গে বাণপুরদাহবিবরণ, ১৯ ঋষিবংশকীর্ত্তন, ২০ সূর্য্যবংশ-কীর্ত্তনপ্রসঙ্গে ত্রিধন্বা পর্য্যন্ত রাজগণ-কীর্ত্তন, ২১ ইক্ষ্বাকুবংশবর্ণনসমাপ্তি, ২২ পুরূরবার বংশবর্ণন, ২৩ জয়ধ্বজবংশকথন, ২৪ ক্রোষ্টুবংশকথন, রাম এবং কৃষ্ণাবতার-বর্ণন, ২৫ শ্রীকৃষ্ণের তপশ্চর্য্যা, ২৬ শ্রীকৃষ্ণের রুদ্রদর্শন, কৃষ্ণ-মার্কণ্ডেয়-সংবাদে লিঙ্গমাহাত্ম্যকথন, ২৭ বংশানুকীর্ত্তনসমাপ্তি, ২৮ ব্যাসার্জ্জুনসংবাদে সত্যত্রেতাদ্বাপরযুগকথন, ২৯ কলিযুগস্বরূপকথন, ৩০ বারাণসীমাহাত্ম্যে জৈমিনি ও ব্যাসসংবাদ, ৩১ লিঙ্গাদিমাহাত্ম্যকথন, ৩২ ব্যাসের কপর্দ্দীশ্বরাদি লিঙ্গদর্শন, ৩৩ মধ্যমেশ্বরমাহাত্ম্য, ৩৪ জৈমিনিপ্রমুখ শিষ্যপরিবৃত ব্যাসের প্রয়াগ-বিশ্বরূপাদি তীর্থ-পর্য্যটন, ৩৫ প্রয়াগমাহাত্ম্যকথন, ৩৬ প্রয়াগমরণমাহাত্ম্য, ৩৭ মাঘমাসে প্রয়াগে ফলাধিক্য ইত্যাদি কথন, ৩৮ যমুনামাহাত্ম্য, ৩৯ ভুবনকোষ-সংস্থানে সপ্তদ্বীপকথন, ৪০ ত্রৈলোক্যমানকথন, জ্যোতিঃসন্নিবেশ, ৪১ দ্বাদশ আদিত্য এবং তাহাদিগের অধিকারকালকথন, ৪২ সূর্য্যের গ্রহযোনি ও সপ্তরশ্মিকথন, ৪৩ মহর্লোকাদি কীর্ত্তন, ৪৪ ভূলোকনির্ণয়ে দ্বীপ, সাগর এবং পর্ব্বতাদির কথন, ৪৫ মেরু উপরিস্থিত ব্রহ্মপুরীর কথন, ৪৬ কেতুমালবর্ষাদি ভূমিস্বরূপকথন, ৪৭ হেমকূটবর্ণন, ৪৮ প্লক্ষদ্বীপাদিকথন, ৪৯ পুষ্করদ্বীপাদিকথন, ৫০ মন্বন্তর-কীর্ত্তন, ৫১ ব্যাসকীর্ত্তন, ৫২ মহাদেব অবতারকথন।

উপরিভাগে—১ ঈশ্বরীগীতায় ঋষিগণের প্রশ্ন, ২ বক্তব্যজ্ঞানপ্রশংসা, ৩ অব্যক্তাদি জ্ঞানযোগ, ৪ দেবদেবমাহাত্ম্যজ্ঞানযোগ, ৫ দেবদেবের তাণ্ডব-কালীন স্বরূপদর্শন, ৬ ঈশ্বরের নিজরূপ উক্তি, ৭ ঈশ্বরের প্রধান স্বরূপত্ব-কীর্ত্তন, ৮ গুহ্যতম জ্ঞানকথন, ৯ ঈশ্বরজ্ঞানকথন, ১০ লিঙ্গব্রহ্মজ্ঞানযোগ, ১১ অষ্টাঙ্গযোগকথন, ১২ ব্রহ্মচারিধর্ম্ম, ১৩ গমনাদি কর্ম্মযোগ,

কথন, ১৪ অধ্যয়নাদি প্রকারকথন, ১৫ স্নাতক ধর্ম্মকথন, ১৬ আচারাধ্যায়, ১৭ ভক্ষ্যাভক্ষ্যনির্ণয়, ১৮ নিত্যক্রিয়াবিধি, ১৯ ভোজনাদিবিধি, ২০ শ্রাদ্ধকল্পারম্ভ, শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যনির্ণয়, ২১ শ্রাদ্ধকল্পে ব্রাহ্মণবিচার, ২২ শ্রাদ্ধকল্প-সমাপ্তি, ২৩ অশৌচ-প্রকরণ, ২৪ অগ্নিহোত্রাদিবিধি, ২৫ বৃত্তিকথন, ২৬ দানধর্ম্মকথন, ২৭ বানপ্রস্থ-ধর্ম্মকথন, ২৮ যতিধর্ম্মকথন, ২৯ যতিভিক্ষাদি প্রকারকথন, ৩০ প্রায়শ্চিত্তকথন, ৩১ কপালমোচনমাহাত্ম্য, ৩২ সুরাপানাদি প্রায়শ্চিত্তকথন, ৩৩ মনুষ্যস্ত্রীগৃহহরণাদিপ্রায়শ্চিত্ত, ৩৪ বিবিধ-তীর্থ-মাহাত্ম্যকথন, ৩৫ রুদ্রকোট্যাদি তীর্থকথন, ৩৬ মহালয়াদি তীর্থকথন, ৩৭ মহেশ্বরের দেবদারুবনলীলা, ৩৮ নর্ম্মদামাহাত্ম্য, ৩৯ নার্ম্মদ-ভদ্রেশ্বরাদি তীর্থকথন, ৪০ ভৃগুতীর্থকথন, ৪১ নৈমিষ-জাপ্যেশ্বরমাহাত্ম্য, ৪২ তীর্থমাহাত্ম্য সমাপ্তি, ৪৩ প্রলয়-কথন, ৪৪ প্রাকৃতপ্রলয়াদিকথন, কূর্ম্মপুরাণের ষট্‌সংবাদ কথন।

এখন দেখা যাউক, অপরাপর পুরাণে কূর্ম্মপুরাণের কিরূপ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে? নারদপুরাণের মতে—

"শৃণু বৎস মরীচেঽদ্য পুরাণং কূর্ম্মসংজ্ঞিতম্।
লক্ষ্মীকল্পানুচরিতং যত্র কূর্ম্মবপুর্হরিঃ॥
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং মাহাত্ম্যঞ্চ পৃথক্ পৃথক্।
ইন্দ্রদ্যুম্নপ্রসঙ্গেন প্রাহর্ষিভ্যো দয়াস্তিকং॥
তৎসপ্তদশসাহস্রং সুচতুঃসংহিতং শুভম্।
যত্র ব্রাহ্ম্যাং পুরা প্রোক্তা ধর্ম্মা নানাবিধা মুনে॥
নানাকথাপ্রসঙ্গেন নৃণাং সদ্গতিদায়কাঃ॥
তত্র পূর্ব্ববিভাগে তু পুরাণোপক্রমঃ পুরা।
লক্ষ্মীপ্রদ্যুম্নসংবাদঃ কূর্ম্মর্ষিগণসংকথা॥
বর্ণাশ্রমাচারকথা জগদুৎপত্তিকীর্ত্তনম্।
কালসংখ্যাসমাসেন লয়ান্তে স্তবনং বিভোঃ॥
ততঃ সংক্ষেপতঃ সর্গঃ শাঙ্করং চরিতং তথা।
সহস্রনাম পার্ব্বত্যা যোগস্য চ নিরূপণম্॥
ভৃগুবংশসমাখ্যানং ততঃ স্বায়ম্ভুবস্য চ।
দেবাদীনাং সমুৎপত্তির্দক্ষযজ্ঞাহতিস্ততঃ॥
দক্ষসৃষ্টিকথা পশ্চাৎ কশ্যপান্বয়কীর্ত্তনম্।
আত্রেয়বংশকথনং কৃষ্ণস্য চরিতং শুভম্॥
মার্কণ্ডকৃষ্ণসংবাদো ব্যাসপাণ্ডবসংকথা।
যুগধর্ম্মানুকথনং ব্যাসজৈমিনিকী কথা॥
বারাণস্যাশ্চ মাহাত্ম্যং প্রয়াগস্য ততঃ পরম্।
ত্রৈলোক্যবর্ণনং চৈব বেদশাখানিরূপণম্॥
উত্তরেঽস্য বিভাগে তু পুরা গীতেশ্বরী ততঃ।
ব্যাসগীতা ততঃ প্রোক্তা নানাধর্ম্মপ্রবোধিনী॥
নানাবিধানাং তীর্থানাং মাহাত্ম্যঞ্চ পৃথক্ ততঃ।
নানাধর্ম্মপ্রকথনং ব্রাহ্মীয়ং সংহিতা স্মৃতা॥
অতঃ পরং ভগবতী সংহিতার্থনিরূপণে।
কথিতা যত্র বর্ণানাং পৃথগ্‌বৃত্তিরুদাহৃতা॥
(তদুত্তরভাগীয় ভগবত্যাখ্য দ্বিতীয়সংহিতায়াঃ পঞ্চপাদেষু)
পাদেঽস্যাঃ প্রথমপ্রোক্তা ব্রাহ্মণানাং ব্যবস্থিতিঃ।
সদাচারাত্মিকা বৎস ভোগসৌখ্যবিবর্দ্ধনী॥
দ্বিতীয়ে ক্ষত্রিয়াণাস্তু বৃত্তিঃ সম্যক্ প্রকীর্ত্তিতা।
যয়া ত্বাশ্রিতয়া পাপং বিধূয়েহ ব্রজেদ্দিবম্॥
তৃতীয়ে বৈশ্যজাতীনাং বৃত্তিরুক্তা চতুর্ব্বিধা।
যয়া চরিতয়া সম্যক্ লভতে গতিমুত্তমাম্॥
চতুর্থেঽস্যাস্তথা পাদে শূদ্রবৃত্তিরুদাহৃতা।
যয়া সন্তুষ্যতি শ্রীশো নৃণাং শ্রেয়োবিবর্দ্ধনঃ॥
পঞ্চমেঽস্য ততঃ পাদে বৃত্তিঃ সঙ্করজোদিতা।
যয়া চরিতমাপ্নোতি ভাবিনীমুত্তমাং জনিম্॥
ইত্যেষা পঞ্চপদ্যুক্তা দ্বিতীয়া সংহিতা মুনে।
তৃতীয়াত্রোদিতা সৌরী নৃণাং কামবিধায়িনী॥
যোঢ়া ষট্‌কর্ম্মসিদ্ধিং সা বোধয়ন্তী চ কামিনাং।
চতুর্থী বৈষ্ণবী নাম মোক্ষদা পরিকীর্ত্তিতা॥
চতুষ্পদী দ্বিজাদীনাং সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপিণী।
তাঃ ক্রমাৎ ষট্‌চতুর্থীযু সাহস্রাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥"

হে বৎস! মরীচে! লক্ষ্মীকল্পানুচরিত কূর্ম্ম নামক পুরাণ শ্রবণ কর। যাহাতে হরি কূর্ম্মরূপে বর্ণিত এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই সমুদায়ের মাহাত্ম্য পৃথক্ পৃথক্ রূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই পুরাণ ইন্দ্রদ্যুম্ন-প্রসঙ্গে ঋষিদিগের নিকট কথিত এবং সপ্তদশসহস্র শ্লোকে পরিপূর্ণ।

(পূর্ব্বভাগে) ইহার প্রথমে পুরাণোপক্রম, পরে লক্ষ্মী ও প্রদ্যুম্ন-সংবাদ, কূর্ম্ম ও ঋষিগণের সংবাদ, বর্ণাশ্রমাচারকথা, জগদুৎপত্তিকীর্ত্তন, সংক্ষেপে কালসংখ্যা, লয়ান্তে ভগবানের স্তব, সংক্ষেপে সৃষ্টি, শঙ্করচরিত, পার্ব্বতীর সহস্রনাম, যোগনিরূপণ, ভৃগুবংশসমাখ্যান, স্বয়ম্ভু ও দেবাদির উৎপত্তি, দক্ষযজ্ঞধ্বংস, দক্ষসৃষ্টিকথা, কশ্যপবংশকীর্ত্তন, আত্রেয়বংশকথন, কৃষ্ণচরিত্র, মার্কণ্ড ও কৃষ্ণসংবাদ, ব্যাস ও পাণ্ডবসংবাদ, যুগধর্ম্মানুকথন, ব্যাস ও জৈমিনির কথা, বারাণসী ও প্রয়াগমাহাত্ম্য, ত্রৈলোক্যবর্ণন এবং বেদশাখা-নিরূপণ।

(উত্তরভাগে) ইহাতে প্রথমতঃ ঈশ্বরীগীতা, ব্যাসগীতা, নানাবিধতীর্থ-মাহাত্ম্য, নানাধর্ম্মকথা ও ব্রাহ্মীসংহিতা এবং পরে ভাগবতীসংহিতার্থ নিরূপণ এবং বর্ণসমুদায়ের পৃথক্ বৃত্তি নিরূপিত হইয়াছে।

(উত্তরভাগের ভাগবত্যাখ্য দ্বিতীয় সংহিতায়) ইহার প্রথমপাদে ব্রাহ্মণগণের ব্যবস্থিতি, দ্বিতীয়পাদে ক্ষত্রিয়গণের সম্যক্ রূপে বৃত্তিনিরূপণ, তৃতীয়পাদে বৈশ্যজাতির বৃত্তিকথন, চতুর্থপাদে শূদ্রদিগের বৃত্তিকীর্ত্তন এবং পঞ্চমপাদে সঙ্করদিগের বৃত্তি কল্পিত হইয়াছে। হে মুনে! এই পঞ্চপদী

দ্বিতীয় সংহিতা কথিত হইল। ইহার তৃতীয় সৌরীসংহিতা নরগণের কামপ্রদা এবং চতুর্থী বৈষ্ণবীসংহিতা মোক্ষদায়িকা।

মৎস্যপুরাণের মতে—

"যত্র ধর্ম্মার্থকামানাং মোক্ষস্য চ রসাতলে।
মাহাত্ম্যং কথয়ামাস কূর্ম্মরূপী জনার্দ্দনঃ॥
ইন্দ্রদ্যুম্নপ্রসঙ্গেন ঋষিভিঃ শক্রসন্নিধৌ।
সপ্তদশসহস্রাণি লক্ষীকল্পানুষঙ্গিকম্॥"

যে পুরাণে কূর্ম্মরূপী জনার্দ্দন রসাতলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের মাহাত্ম্য ইন্দ্রদ্যুম্নপ্রসঙ্গে ইন্দ্রসন্নিধানে ঋষিগণের নিকট বর্ণনা করিয়াছিলেন এবং যাহাতে লক্ষীকল্পের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই সপ্তদশসহস্রশ্লোকযুক্ত কূর্ম্মপুরাণ।

নারদ ও মাৎস্যে কূর্ম্মের যে লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, প্রচলিত কূর্ম্মপুরাণে তাহার অর্দ্ধেক আছে; আর মূল শ্লোক লইয়াও গোল। এখনকার কৌর্ম্মে ৬০০০ মাত্র শ্লোক পাওয়া যায়। এই পুরাণের উপক্রমেই লিখিত আছে—

"ইদং তু পঞ্চদশমং পুরাণং কৌর্ম্মমুত্তমম্।
চতুর্ধা সংস্থিতং পুণ্যং সংহিতানাং প্রভেদতঃ॥
ব্রাহ্মী ভাগবতী সৌরী বৈষ্ণবী চ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
চতস্রঃ সংহিতাঃ পুণ্যা ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদাঃ॥
ইয়ং তু সংহিতা ব্রাহ্মী চতুর্ব্বেদৈশ্চ সম্মিতা।
ভবন্তি ষট্সহস্রাণি শ্লোকানামত্র সংখ্যয়া॥
যত্র ধর্ম্মার্থকামানাং মোক্ষস্য চ মুনীশ্বরাঃ।
মাহাত্ম্যমখিলং ব্রহ্ম জ্ঞায়তে পরমেশ্বরঃ॥" (১।৩৫)

উক্ত শ্লোক অনুসারে প্রচলিত কূর্ম্মপুরাণ ব্রাহ্মী, ভাগবতী, সৌরী ও বৈষ্ণবী এই চারি সংহিতায় বিভক্ত ও ৬০০০ মাত্র শ্লোকবিশিষ্ট।

পূর্ব্বোক্ত লক্ষণানুসারে কূর্ম্মপুরাণে আদিপুরাণের জিনিসও অনেক আছে। তবে ইহাতে ডামর, যামল, তন্ত্র প্রভৃতির অনেক কথাও পরে সংযোজিত ও অনেক মূল বিষয় পরিত্যক্ত হইয়া ক্ষুদ্রকায় ধারণ করিয়াছে, সন্দেহ নাই।

১৬ মৎস্যপুরাণ।

১ মনু-বিষ্ণুসংবাদ, ২ ব্রহ্মাণ্ডদলন, ৩ ব্রহ্মমুখোৎপত্তি-বৃত্তান্ত, ৪ আদিসৃষ্টিবিবরণ, ৫ দেবাদিসৃষ্টিবিবরণ, ৬ কশ্যপান্বয় বিবরণ, ৭ মদনদ্বাদশীব্রতোপাখ্যান, ৮ আধিপত্যাভিষেচন, ৯ মন্বন্তরানুকীর্ত্তন, ১০ বৈণ্যচরিত, ১১ সোমসূর্য্যবংশবর্ণনবৃত্তান্ত, ১২ সূর্য্যবংশানুকীর্ত্তন, ১৩ পিতৃবংশবর্ণনে অষ্টোত্তরশতগৌরী-নামকীর্ত্তন, ১৪-১৫ পিতৃবংশবর্ণনা, ১৬ শ্রাদ্ধকল্প, ১৭ সাধারণ অভ্যুদয়কীর্ত্তন, ১৮ সপিণ্ডীকরণকল্প, ১৯ শ্রাদ্ধকল্পে ফলানুগমন কথন ২০ শ্রাদ্ধমাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে পিপীলিকাবহাসবৃত্তান্ত, ২১ শ্রাদ্ধকল্পে পিতৃমাহাত্ম্যকথন, ২২ শ্রাদ্ধকল্প সমাপ্তি, ২৩ সোম-বংশাখ্যানে সোমোপচার বর্ণন, ২৪ যযাতিচরিত-কথনারম্ভ, ২৫ কচের সঞ্জীবনীবিদ্যালাভ, ২৬ কচ এবং দেবযানীর পরস্পরে শাপপ্রদান, ২৭ শর্ম্মিষ্ঠা এবং দেবযানীর কলহ, ২৮ শুক্র এবং দেবযানীসংবাদ, ২৯ শর্ম্মিষ্ঠার দেবযানীর দাসীত্বকরণ, ৩০ দেব-যানীর বিবাহ, ৩১ যযাতি ও শর্ম্মিষ্ঠাসঙ্গম, ৩২ যযাতির প্রতি শুক্রের শাপ, ৩৩ পুরুর পিতৃজরা-গ্রহণে অঙ্গীকার, ৩৪ পুরুর রাজ্যাভিষেক, ৩৫ যযাতির স্বর্গারোহণ, ৩৬ ইন্দ্র এবং যযাতির সংবাদ, ৩৭ পুণ্যক্ষয়বশতঃ স্বর্গ হইতে পতিত যযাতির প্রতি অষ্টকদিগের উক্তি, ৩৮ অষ্টক এবং যযাতির সংবাদ, ৩৯ যযা-তির উপদেশ, ৪০ যযাতির আশ্রমধর্ম্মকথন, ৪১ পরপুণ্যে যযাতির স্বর্গারোহণের অঙ্গীকার, ৪২ যযাতির উদ্ধার, ৪৩ যদু-বংশকীর্ত্তন, ৪৪ কার্ত্তবীর্য্যাদির কথা, ৪৫ বৃষ্ণিবংশের কথা আরম্ভ, ৪৬ বৃষ্ণিবংশের বর্ণনা, ৪৭ অসুরশাপ, ৪৮ তুর্ব্বসু প্রভৃতি বংশবর্ণনা, ৪৯ পুরুবংশবর্ণনা, ৫০ পৌরবংশবর্ণনা, ৫১ অগ্নিবংশবর্ণনা, ৫২ যোগমাহাত্ম্য, ৫৩ পুরাণানুক্রমকথন, ৫৪ দানধর্ম্মে নক্ষত্রপুরুষব্রত, ৫৫ আদিত্যশয়নব্রত, ৫৬ কৃষ্ণাষ্টমী-ব্রত, ৫৭ রোহিণীচন্দ্রশয়নব্রত, ৫৮ তড়াগবিধি, ৫৯ বৃক্ষোৎসব-বিধি, ৬০ সৌভাগ্যশয়নব্রত, ৬১ অগস্ত্যের উৎপত্তি ও পূজাবিধি-কথন, ৬২ অনন্ততৃতীয়াব্রত, ৬৩ রসকল্যাণিনীব্রত, ৬৪ আর্দ্রা-নন্দকরী তৃতীয়াব্রত, ৬৫ অক্ষয়তৃতীয়াব্রত, ৬৬ সারস্বতব্রত, ৬৭ চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণস্নানবিধি, ৬৮ সপ্তমীব্রত, ৬৯ ভৈমীদ্বাদশী-ব্রত, ৭০ অনঙ্গদানব্রত, ৭১ অশূন্যশয়নব্রত, ৭২ অঙ্গারকব্রত, ৭৩ গুরু ও শুক্রপূজাবিধি, ৭৪ কল্যাণসপ্তমীব্রত, ৭৫ বিশোক-সপ্তমীব্রত, ৭৬ ফলসপ্তমীব্রত, ৭৭ শর্করাব্রত, ৭৮ কমল ও সপ্তমী-ব্রত, ৭৯ মন্দরসপ্তমীব্রত, ৮০ শুভসপ্তমীব্রত, ৮১ বিশোকদ্বাদশী-ব্রত, ৮২ বিশোকদ্বাদশীব্রতে গুড়ধেনুবিধান, ৮৩ দানমাহাত্ম্য, ৮৪ লবণাচলকীর্ত্তন, ৮৫ গুড়পর্ব্বতকীর্ত্তন, ৮৬ সুবর্ণাচলকীর্ত্তন, ৮৭ তিলাচলকীর্ত্তন, ৮৮ কার্পাসশৈলকীর্ত্তন, ৮৯ ঘৃতাচলকীর্ত্তন, ৯০ রত্নাচলকীর্ত্তন, ৯১ রৌপ্যাচলকীর্ত্তন, ৯২ পর্ব্বতপ্রদান-মাহাত্ম্য, ৯৩ নবগ্রহের হোম ও শান্তিবিধান, ৯৪ গ্রহের উপা-খ্যান, ৯৫ শিবচতুর্দ্দশীব্রত, ৯৬ সর্ব্বফলত্যাগমাহাত্ম্য, ৯৭ আদিত্যবারকল্প, ৯৮ সংক্রান্তি-উদ্‌যাপনবিধি, ৯৯ বিষ্ণুব্রত, ১০০ বিভূতিদ্বাদশীব্রত, ১০১ ষষ্ঠীব্রতমাহাত্ম্য, ১০২ স্নানফল এবং বিধিকথন, ১০৩ প্রয়াগমাহাত্ম্যকথন, ১০৪ প্রয়াগনিরূপণ, প্রয়াগস্মরণাদি ফলকথন, ১০৫ প্রয়াগমরণাদিফলকথন, ১০৬ প্রয়াগে কর্ম্মভেদে ফলভেদকথন, ১০৭ প্রয়াগমাহাত্ম্যে বিবিধ-ধর্ম্মকথন, ১০৮ প্রয়াগে অনশনাদিফলকথন, ১০৯ প্রয়াগের তীর্থরাজত্বকথন, ১১০ প্রয়াগে সর্ব্বতীর্থের অধিষ্ঠান-কথন, ১১১

প্রয়াগমাহাত্ম্যশ্রবণের ফল, বাসুদেব কর্তৃক প্রয়াগের প্রশংসা, ১১৩ দ্বীপাদিবর্ণন, ১১৪ ভারত নিরুক্তিসংস্থান-নির্দেশ, ১১৫ পুরুরবার পূর্ব্বজন্মবিবরণে তপোবনগমনকথন, ১১৬ ঐরাবতী বর্ণনা, ১১৭ হিমালয়বর্ণনা, ১১৮ আশ্রমবর্ণনা, ১১৯ আয়তনবর্ণন, অত্রিপ্রতিষ্ঠিত বাসুদেবমূর্ত্তিকথন, ১২০ পুরুরবার তপশ্চর্য্যাকথন, ১২১ জম্বুদ্বীপবর্ণন, ১২২ শাকদ্বীপাদি বর্ণন, ১২৩ ষষ্ঠ-সপ্তমদ্বীপবর্ণনা, ১২৪ খগোল-কথনে সূর্য্য এবং চন্দ্রমণ্ডলবিস্তারাদি কথন, ১২৫ ধ্রুবকার্য্য, সৌর্য্যচন্দ্রমসচারাদি কথন, ১২৬ সূর্য্যের গতিকথন, ১২৭ বুধভৌমাদির রথবিবরণ এবং ধ্রুবপ্রশংসা, ১২৮ সূর্য্যমণ্ডল-গ্রহস্থান এবং গ্রহসন্নিবেশাদি কথন, ১২৯ ত্রিপুরের উপাখ্যান এবং ত্রিপুরের উৎপত্তি, ১৩০ ত্রিপুরদুর্গপ্রাকারাদি বিভাগকথন, ১৩১ ত্রিপুরপ্রাবল্য, ময়দুঃস্বপ্নবিবরণ, ১৩২ দেবগণকৃত শিবের স্তব, ১৩৩ অদ্ভুত রথনির্ম্মাণ, ১৩৪ নারদের ত্রিপুরে গমন, ১৩৫ দেবাসুরযুদ্ধ, ১৩৬ প্রমথগণ কর্তৃক ত্রিপুরবাসী দানবগণের মর্দ্দন, ১৩৭ ত্রিপুরাক্রমণ, ১৩৮ তারকাক্ষবধ, ১৩৯ দানবময়সংবাদ, রাত্রিসমাগম, ১৪০ ত্রিপুরদাহ, ১৪১ ঐলসোমসমাগম, শ্রাদ্ধভুক্ পিতৃগণকীর্ত্তন, ১৪২ মন্বন্তরানুকল্প, ১৪৩ যজ্ঞপ্রবর্ত্তন, ঋষিদেবগণসংবাদে বসুদেবের পক্ষপাত, তাহার প্রতি ঋষিগণের অভিশাপ, ১৪৪ দ্বাপর-কলিযুগকীর্ত্তন, ১৪৫ যুগভেদে আয়ুরাদিকথন, ধর্ম্মকীর্ত্তন, ১৪৬ সংক্ষেপে তারকবধকথন, ১৪৭ তারকের উৎপত্তি, ১৪৮ তারকবরলাভ, ১৪৯ দেবদানব-সমরোদ্যোগ, ১৫০ মহাসংগ্রামে কালনেমির পরাজয়, ১৫১ গ্রসনদৈত্যবধ, ১৫২ মথনাদি সংগ্রাম, ১৫৩ তারকজয়লাভ, ১৫৪ দেবগণের মন্ত্রণা, পার্ব্বতীর তপস্যা, মদনভস্ম, শিবের বিবাহ, ১৫৫ গৌরীত্ব লাভের জন্য কালিকা পার্ব্বতীর তপস্যায় গমন, ১৫৬ আড়িবধ, ১৫৭ বীরকশাপ, ১৫৮ কার্ত্তিকেয়ের উৎপত্তি, ১৫৯ দেবতাগণের রণোদ্যোগ, ১৬০ তারকবধ, ১৬১ হিরণ্যকশিপুবধপ্রসঙ্গে নরসিংহ-প্রাদুর্ভাব, ১৬২ নরসিংহের প্রতি দৈত্যগণের বিক্রমপ্রকাশ, ১৬৩ হিরণ্যকশিপুবধ, ১৬৪ পাদ্মকল্পকথনপ্রসঙ্গ, ১৬৫ যুগপরিমাণাদি কীর্ত্তন, ১৬৬ সংহারকর্ম্ম, ১৬৭ মার্কণ্ডেয় এবং বিষ্ণুর সংবাদ, ১৬৮ নাভিপদ্ম উৎপাদন, ১৬৯ ব্রহ্মসৃষ্টি, ১৭০ মধুকৈটভ বধ, ১৭১ ব্রাহ্মণগণের সৃষ্টি, ১৭২ বিবিধাত্মকত্বকথন, ১৭৩ দানবগণের যুদ্ধের উদ্যোগ, ১৭৪ দেবগণের সমরায়োজন, ১৭৫ পর্ব্ববিবরণ, ১৭৬ দেবদানবযুদ্ধ, ১৭৭ কালনেমির পরাক্রম, ১৭৮ কালনেমিবধ, ১৭৯ অন্ধকবধ, ১৮০ কাশীমাহাত্ম্যে দণ্ডপাণিবরপ্রদান, ১৮১ হরপার্ব্বতীর সংবাদে অবিমুক্ত মাহাত্ম্যকথন, ১৮২ কার্ত্তিকের কর্তৃক অবিমুক্তমাহাত্ম্যকথন, ১৮৩ অবিমুক্তক্ষেত্র বিষয়ে পার্ব্বতীর প্রশ্ন অনুসারে মহাদেবের উত্তরদান, ১৮৪ অবিমুক্তক্ষেত্রে মরণের ফলকথন, ১৮৫ বারাণসীর প্রতি বেদব্যাসের শাপপ্রদানের উদ্যোগ, ১৮৬ নর্ম্মদার মাহাত্ম্য এবং তথায় স্নানের ফলকথন, ১৮৭ বাণত্রিপুর-মর্দ্দনের উদ্যোগ, ১৮৮ ত্রিপুরমর্দ্দন, ১৮৯ কাবেরীসঙ্গমমাহাত্ম্যকথন, ১৯০ মহেশ্বরাদি তীর্থফলকথন, ১৯১ শূলভেদতীর্থাদিকথন, ১৯২ ভার্গবেশাদিকথা, ১৯৩ অনরকাদিতীর্থপ্রস্তাব, ১৯৪ অঙ্কুলেশ্বর দর্শনফলাদিকথা, ১৯৫ ভৃগুবংশপ্রবরকীর্ত্তন, ১৯৬ অঙ্গিরোবংশকীর্ত্তন, ১৯৭ অত্রিবংশবিবরণ, ১৯৮ বিশ্বামিত্রবংশবিবণ, ১৯৯ কশ্যপবংশবর্ণন, ২০০ বশিষ্ঠবংশানুকীর্ত্তন, ২০১ পরাশরবংশানুকীর্ত্তন, ২০২ অগস্ত্যবংশকীর্ত্তন, ২০৩ ধর্ম্মবংশানুকীর্ত্তন, ২০৪ পিতৃগাথাকীর্ত্তন, ২০৫ ধেনুদান, ২০৬ কৃষ্ণাজিনপ্রদান, ২০৭ বৃষলক্ষণকীর্ত্তন, ২০৮ সাবিত্রী-উপাখ্যানে সাবিত্রীর বনপ্রবেশ, ২০৯ বনদর্শন, ২১০ যম এবং সাবিত্রীসংবাদ, ২১১ যমসমীপে সাবিত্রীর দ্বিতীয় বরলাভ, ২১২ সাবিত্রীর তৃতীয় বরলাভ, ২১৩ সত্যবানের জীবনলাভ, ২১৪ সাবিত্রীর উপাখ্যানসমাপ্তি, ২১৫ রাজনীতিপ্রমাণ, সহায়সম্পত্তিকথন, ২১৬ অনুজীবিবর্ত্তন, ২১৭ সঞ্চয়প্রকরণ, ২১৮ অগদাধ্যায়, ২১৯ রাজরক্ষা, ২২০ রাজাদিগের বিবিধ হিতাহিতকথা, ২২১ দৈবপুরুষকারবর্ণন, ২২২ সামনির্দ্দেশ, ২২৩ ভেদকথন, ২২৪ দানপ্রশংসা, ২২৫ দণ্ডপ্রশংসা, ২২৬ রাজার লোকপালসাম্যের কারণনির্দ্দেশ, ২২৭ দণ্ডপ্রণয়ন, ২২৮ অদ্ভুতশান্তি, ২২৯ উপসর্গপ্রকারাদিকথন, ২৩০ অদ্ভুতশান্তিবিষয়ে দেবপ্রতিমাবৈলক্ষণ্যকীর্ত্তন, ২৩১ অগ্নিবৈকৃত্য, ২৩২ বৃক্ষোৎপাতকথন, ২৩৩ বৃষ্টিবৈকৃত্য, ২৩৪ জলাশয়বিকৃতি, ২৩৫ স্ত্রীপ্রসববৈকৃত্য, ২৩৬ উপস্করবৈকৃত্য, ২৩৭ মৃগপক্ষিবৈকৃত্য, ২৩৮ উৎপাতপ্রশমন, ২৩৯ গ্রহযজ্ঞবিধান, ২৪০ যাত্রাকালবিধান, ২৪১ শুভাশুভনিমিত্ত ভূতাঙ্গস্পন্দনকথন, ২৪২ স্বপ্নাধ্যায়, ২৪৩ মঙ্গলাধ্যায়, ২৪৪ বামনপ্রাদুর্ভাব, ২৪৫ বামনোৎপত্তি, ২৪৬ বলিচ্ছলনা, ২৪৭ বরাহাবতারকথারম্ভ, ২৪৮ পৃথিবীকৃত বিষ্ণুর স্তব, ২৪৯ দেবতাদিগের অমরত্বকথনপ্রস্তাবে অমৃতমন্থনকথারম্ভ, ২৫০ কালকূটের উৎপত্তি, ২৫১ অমৃতমন্থন, ২৫২ বাস্তুভূতোদ্ভব, ২৫৩ একাশীতিপদ বাস্তুনির্ণয়, ২৫৪ গৃহমাননির্ণয়, ২৫৫ বেধপরিবর্জ্জন, ২৫৬ শল্যাদিকথন ও দিগ্‌নির্ণয়, ২৫৭ দার্ব্বাহরণকথা, বাস্তুবিদ্যাকথনসমাপ্তি, ২৫৮ দেবার্চ্চনানুকীর্ত্তনে প্রমাণকথন, ২৫৯ প্রতিমালক্ষণ, ২৬০ অর্দ্ধনারীশ্বরাদি প্রতিমাস্বরূপ কথন, ২৬১ প্রভাকরাদি প্রতিমাকথন, ২৬২ পীঠিকাকথন, ২৬৩ লিঙ্গলক্ষণকথন, ২৬৪ কুণ্ডাদি প্রমাণকথন, ২৬৫ অধিবাসনবিধি, ২৬৬ প্রতিষ্ঠাপ্রয়োগ, ২৬৭ দেবতাস্নানবিধি, ২৬৮ বাস্তুদোষোপশমন, ২৬৯ প্রাসাদনির্দ্দেশ, ২৭০

মণ্ডপলক্ষণাদিকথন, ২৭১ মগধে ইক্ষ্বাকুবংশীয় ভবিষ্যৎ রাজাদের কীর্ত্তন, ২৭২ পুলকাদিবংশীয়ের রাজত্বকথন, ২৭৩ অন্ধ, যবন ও ম্লেচ্ছগণের রাজত্বকীর্ত্তন, যুগক্ষয়কথন, ২৭৪ তুলাপুরুষদান, ২৭৫ হিরণ্যগর্ভপ্রদানবিধি, ব্রহ্মাণ্ডদানবিধি, ২৭৬ কল্পপাদপপ্রদানবিধি, ২৭৭ গোসহস্রপ্রদানবিধি, ২৭৮ হিরণ্যকামধেনুবিধি, ২৭৯ হিরণ্যাশ্বদানবিধি, ২৮০ হিরণ্যকামধেনুবিধি, ২৮১ হিরণ্যাশ্বের প্রদানবিধি, ২৮২ হিরণ্যহস্তিরথপ্রদানবিধি, ২৮৩ পঞ্চলাঙ্গলকপ্রদানবিধি, ২৮৪ হেমপৃথিবীদানবিধি, ২৮৫ বিশ্বচক্রপ্রদানবিধি, ২৮৬ হেমকল্পলতাদানবিধি, ২৮৭ সপ্তসাগরপ্রদানবিধি, ২৮৮ রত্নধেনুপ্রদানবিধি, ২৮৯ মহাভূতঘটদানবিধি, ২৯০ কল্পকীর্ত্তন, ২৯১ মৎস্যপুরাণোক্ত তীর্থ ও ফলশ্রুতি।

নারদপুরাণে মাৎস্যের এইরূপ অনুক্রমণিকা দৃষ্ট হয়—

"অথ মাৎস্যং পুরাণং তে প্রবক্ষ্যে দ্বিজসত্তম।
যত্রোক্তং সপ্তকল্পানাং বৃত্তং সংক্ষিপ্য ভূতলে ॥
ব্যাসেন বেদবিদুষা নরসিংহোপবর্ণনম্।
উপক্রম্য তদুদ্দিষ্টং চতুর্দ্দশসহস্রকম্ ॥
মনুমৎস্যসুসংবাদো ব্রহ্মাণ্ডবর্ণনস্ততঃ।
ব্রহ্মদেবাসুরোৎপত্তির্মারুতোৎপত্তিরেব চ ॥
মদনদ্বাদশীতদ্বৎলোকপালাভিপূজনম্।
মন্বন্তরসমুদ্দেশো বৈণ্যরাজ্যাভিবর্ণনম্ ॥
সূর্য্যবৈবস্বতোৎপত্তির্বুধসঙ্গমনং তথা।
পিতৃবংশানুকথনং শ্রাদ্ধকালস্তথৈব চ ॥
পিতৃতীর্থপ্রচারশ্চ সোমোৎপত্তিস্তথৈব চ।
কীর্ত্তনং সোমবংশস্য যযাতিচরিতং তথা।
কার্ত্তবীর্য্যস্য চরিতং সৃষ্টং বংশানুকীর্ত্তনম্ ॥
ভৃগুশাপস্তথাবিষ্ণোর্দশধা জন্ম চ ক্ষিতৌ।
কীর্ত্তনং পুরুবংশস্য বংশো হৌতাশনঃ পরঃ ॥
ক্রিয়াযোগস্ততঃ পশ্চাৎ পুরাণং পরিকীর্ত্তিতম্।
ব্রতং নক্ষত্রপুরুষং মার্ত্তণ্ডশয়নং তথা।
কৃষ্ণাষ্টমীব্রতং তদ্বদ্রোহিণীচন্দ্রসংজ্ঞিতম্ ॥
তড়াগবিধিমাহাত্ম্যং পাদপোৎসর্গ এব চ।
সৌভাগ্যশয়নং তদ্বদগস্ত্যব্রতমেব চ ॥
তথানন্ততৃতীয়ায়া রসকল্যাণিনীব্রতম্।
তথৈবানন্দকার্য্যাশ্চ ব্রতং সারস্বতং পুনঃ ॥
উপরাগাভিষেকশ্চ সপ্তমীশয়নং তথা।
ভীমাখ্যা দ্বাদশী তদ্বদনঙ্গশয়নং তথা ॥
অশূন্যশয়নং তদ্বৎ তথৈবাঙ্গারকব্রতম্।
সপ্তমীসপ্তকং তদ্বদ্বিশোকদ্বাদশীব্রতম্ ॥
মেরুপ্রদানং দশধা গ্রহশান্তিস্তথৈব চ।
গ্রহস্বরূপকথনং তথা শিবচতুর্দ্দশী ॥
তথা সর্ব্বফলত্যাগঃ সূর্য্যবারব্রতং তথা।
সংক্রান্তিস্নপনং তদ্বদ্বিভূতিদ্বাদশীব্রতম্ ॥
ষষ্টিব্রতানাং মাহাত্ম্যং তথা স্নানবিধিক্রমঃ।
প্রয়াগস্য তু মাহাত্ম্যং দ্বীপলোকানুবর্ণনম্ ॥
তথান্তরীক্ষচারশ্চ ধ্রুবমাহাত্ম্যমেব চ।
ভবনানি সুরেন্দ্রাণাং ত্রিপুরোদ্যোতনং তথা ॥
পিতৃপ্রবরমাহাত্ম্যং মন্বন্তরবিনির্ণয়ঃ।
চতুর্যুগস্য সম্ভূতির্যুগধর্ম্মনিরূপণম্ ॥
বজ্রাঙ্গস্য তু সম্ভূতিস্তারকোৎপত্তিরেব চ।
তারকাসুরমাহাত্ম্যং ব্রহ্মদেবানুকীর্ত্তনম্ ॥
পার্ব্বতীসম্ভবস্তদ্বৎ তথা শিবতপোবনম্।
অনঙ্গদেহদাহশ্চ রতিশোকস্তথৈব চ ॥
গৌরীতপোবনং তদ্বৎ শিবেনাথ প্রসাদনং।
পার্ব্বতীঋষিসংবাদস্তথৈবোদ্বাহমঙ্গলম্ ॥
কুমারসম্ভবস্তদ্বৎ কুমারবিজয়স্তথা।
তারকস্য বধো ঘোরো নরসিংহোপবর্ণনম্ ॥
পদ্মোদ্ভববিসর্গস্তু তথৈবান্ধকঘাতনম্।
বারাণস্যাস্তু মাহাত্ম্যং নর্ম্মদায়াস্তথৈব চ ॥
প্রবরানুক্রমস্তদ্বৎ পিতৃগাথানুকীর্ত্তনম্।
তথোভয়মুখীদানং দানং কৃষ্ণাজিনস্য চ ॥
ততঃ সাবিত্র্যুপাখ্যানং রাজধর্ম্মাস্তথৈব চ।
বিবিধোৎপাতকথনং গ্রহশান্তিস্তথৈব চ ॥
যাত্রানিমিত্তকথনং স্বপ্নমঙ্গলকীর্ত্তনম্।
বামনস্য তু মাহাত্ম্যং বারাহস্য ততঃ পরম্ ॥
সমুদ্রমথনং তদ্বৎকালকূটাভিশান্তনম্।
দেবাসুরবিমর্দ্দশ্চ বাস্তুবিদ্যাস্তথৈব চ ॥
প্রতিমালক্ষণং তদ্বদ্দেবতাস্থাপনং তথা।
প্রাসাদলক্ষণং তদ্বন্মণ্ডপানাং চ লক্ষণম্ ॥
ভবিষ্যরাজ্ঞামুদ্দেশো মহাদানানুকীর্ত্তনম্।
কল্পানুকীর্ত্তনং তদ্বৎপুরাণেহস্মিন্ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥"

হে দ্বিজসত্তম! অনন্তর আমি তোমার নিকট মৎস্যপুরাণ কীর্ত্তন করিতেছি। এই পুরাণে বেদবিৎ ব্যাসমুনি নরসিংহ-বর্ণনোপক্রমে চতুর্দ্দশসহস্র শ্লোক দ্বারা সংক্ষেপে সপ্তকল্পের বৃত্তান্ত সকল কীর্ত্তন করিয়াছেন। ইহার প্রথমে মনু ও মৎস্যের সংবাদ এবং পরে ব্রহ্মাণ্ডবর্ণন, ব্রহ্মা ও দেবাসুরের উৎপত্তি, মারুতের উৎপত্তি, মদনদ্বাদশী, লোকপালপূজা, মন্বন্তরনির্দ্দেশ, বৈণ্যরাজ্যবর্ণন, সূর্য্যবৈবস্বতোৎপত্তি, বুধসঙ্গম, পিতৃবংশানুকথন, শ্রাদ্ধকাল, পিতৃতীর্থপ্রচার, সোম উদ্ভব, সোমবংশ-কীর্ত্তন, যযাতিচরিত ও বংশানুকীর্ত্তন, ভৃগুশাপ, বিষ্ণুর দশাবতার, পুরুবংশ-কীর্ত্তন, হুতাশনবংশ, ক্রিয়াযোগ, পুরাণকীর্ত্তন, নক্ষত্রপুরুষব্রত, মার্ত্তণ্ডশয়ন,

কৃষ্ণাষ্টমীব্রত, রোহিণীচন্দ্রব্রত, তড়াগবিধিমাহাত্ম্য, পাদপোৎসর্গ, সৌভাগ্যশয়ন, অগস্ত্যব্রত, অনন্ততৃতীয়াব্রত, রসকল্যাণীব্রত, আনন্দকারীব্রত, সারস্বতব্রত, উপরাগাভিষেক, সপ্তমীশয়ন, ভীমাদ্বাদশীব্রত, অনঙ্গশয়নব্রত, অশূন্যশয়নব্রত, অঙ্গারকব্রত, সপ্তমীসপ্তকব্রত, বিশোকদ্বাদশীব্রত, মেরুপ্রদান, গ্রহশান্তি, গ্রহস্বরূপকথন, শিবচতুর্দ্দশী, সুধাবারব্রত, সংক্রান্তিস্নান, বিভূতিদ্বাদশীব্রত, ষষ্ঠীব্রতমাহাত্ম্য, স্নানবিধিক্রম, প্রয়াগমাহাত্ম্য, দ্বীপলোকানুবর্ণন, অন্তরীক্ষচার, ধ্রুবমাহাত্ম্য, সুরেন্দ্রদিগের ভবন, ত্রিপুরপ্রভাব, পিতৃপ্রবরমাহাত্ম্য, মন্বন্তরনির্ণয়, চতুর্ব্বর্গের উৎপত্তি, তারকোৎপত্তি, তারকাসুরমাহাত্ম্য, ব্রহ্মদেবানুকীর্ত্তন, পার্ব্বতীসম্ভব, শিবতপোবন, অনঙ্গদাহন, পার্ব্বতী ও ঋষিসংবাদ, বিবাহমঙ্গল, কুমারোৎপত্তি, কুমারবিজয়, তারকবধ, নরসিংহবর্ণন, পদ্মোদ্ভব, বিসর্গ, অন্ধকবধ, বারাণসীমাহাত্ম্য, নর্ম্মদামাহাত্ম্য, প্রবরানুক্রম, পিতৃকথানুকীর্ত্তন, উভয়মুখীদান, কৃষ্ণাজিনদান, সাবিত্র্যুপাখ্যান, রাজধর্ম্ম, বিবিধ উৎপাতকথন, গ্রহশান্তি, যাত্রানিমিত্তকথন, স্বপ্নমঙ্গলকীর্ত্তন, বামন ও বরাহমাহাত্ম্য, সমুদ্রমন্থন, কালকূটাভিশাতন, দেবাসুরসভার্দ্দন, বাস্তুবিদ্যা, প্রতিমালক্ষণ, দেবতাস্থাপন, প্রাসাদলক্ষণ, মণ্ডপলক্ষণ, ভবিষ্য-রাজগণের কথন, মহাদানকীর্ত্তন এবং কল্পকীর্ত্তন এই পুরাণে এই সকল কীর্ত্তিত হইয়াছে।

মৎস্যপুরাণেও লিখিত আছে—

"শ্রুতীনাং যত্র কল্পাদৌ প্রবৃত্ত্যর্থং জনার্দ্দনঃ।
মৎস্যরূপেণ মনবে নরসিংহস্য বর্ণনম্॥
অধিকৃত্যাব্রবীৎ সপ্তকল্পবৃত্তং মুনিব্রতাঃ।
তন্মাৎস্যমিতি জানীধ্বং সহস্রাণাং বিংশতিঃ॥"

যে পুরাণে কল্পের আদিতে জনার্দ্দন মৎস্যরূপে শ্রুত্যর্থ ও নরসিংহবর্ণন-প্রসঙ্গে সপ্তকল্পের বিষয় বর্ণন করিয়াছেন, তাহাই বিংশতিসহস্র-শ্লোকযুক্ত মৎস্যপুরাণ।

নারদ ও মাৎস্যে যে লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, প্রচলিত মৎস্যপুরাণে তাহার কিছু অভাব নাই; তবে প্রচলিত মৎস্যের শ্লোকসংখ্যা ১৪।১৫ হাজার মাত্র; কিন্তু আদি মৎস্যের ২০০০০, এরূপস্থলে আদি মৎস্যের অনেক বিষয়ই পরিত্যক্ত হইয়াছে, বুঝা যাইতেছে। আদি-মৎস্যের অনেক শ্লোক পরিত্যক্ত হইলেও আবার ভবিষ্যরাজবংশপ্রসঙ্গমূলক অনেক শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, মৎস্য হইতেই জানা যায়, অধিসীমকৃষ্ণের সময় এই পুরাণ সঙ্কলিত হইয়াছিল। ভবিষ্যরাজবংশে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর রাজগণের কথা থাকায়, ঐ অংশ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পরবর্ত্তীকালের রচনা বলিয়া ধরা যায়। স্মার্ত্তরঘুনন্দনের বৃষোৎসর্গতত্ত্বে "স্বল্প মৎস্যপুরাণ" হইতে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

১৭ গরুড়পুরাণ।

পূর্ব্বখণ্ডে—১ সূতনৈমিষীয়সংবাদে সূতের গরুড়পুরাণকথন-প্রতিজ্ঞা, ২ গরুড়পুরাণোৎপত্তিকথা, ৩ গরুড়পুরাণ-বর্ণনার নিমিত্ত সূত কর্ত্তৃক শৌনকের অবধানসম্পাদন, ৪ রুদ্র এবং বিষ্ণুসংবাদে সৃষ্টিকথন, ৫ প্রজাপতিসর্গ, ৬ দক্ষের প্রাচেতসরূপে উৎপত্তি, কশ্যপকৃত সৃষ্টি, ৭ সূর্য্যাদির পূজাকথন, ৮ বিষ্ণুপূজাকথন, ৯ দীক্ষাবিধি, ১০ লক্ষ্মীপূজা, ১১ নবব্যূহার্চ্চনা, ১২ পূজাক্রমকথন, ১৩ বিষ্ণুপঞ্জর কথন, ১৪ সংক্ষেপে যোগ উপদেশ, ১৫ বিষ্ণুর সহস্রনামকথন, ১৬ বিষ্ণুর ধ্যানকথন এবং সূর্য্যের পূজাকথন, ১৭ প্রকারান্তরে সূর্য্যের পূজা, ১৮ মৃত্যুঞ্জয়ের পূজা, ১৯ গারুড়বিদ্যা, ২০ শিবের কথিত সর্পমন্ত্র, ২১ পঞ্চবক্ত্র পূজা, ২২ শিবপূজাকথন, ২৩ প্রকারান্তরে শিবপূজাকথন, ২৪ গণপত্যাদির পূজা, ২৫ পাদুকাপূজা, ২৬ করন্যাসাদিকথন, ২৭ বিষহরণ, ২৮ গোপালপূজাকথন, ২৯ শ্রীধরাদিপূজার মন্ত্র-কথন, ৩০ সবিস্তার শ্রীধরপূজাকথন, ৩১ প্রকারান্তরে বিষ্ণুপূজাকথন, ৩২ পঞ্চতত্ত্বার্চ্চন, ৩৩ সুদর্শনপূজাদি, ৩৪ হয়গ্রীবপূজা, ৩৫ হয়গ্রীবপূজাবিধি, ৩৬ গায়ত্র্যাসাদিকথন, ৩৭ গায়ত্রীমাহাত্ম্য, ৩৮ দুর্গাদি পূজনবিধি, ৩৯ প্রকারান্তরে সূর্য্যপূজাকথন, ৪০ মহেশ্বরপূজা, ৪১ নানাবিদ্যাকথন, ৪২ শিবপবিত্রারোহণ, ৪৩ বিষ্ণুপবিত্রারোহণ, ৪৪ মূর্ত্ত্যামূর্ত্তিধ্যান, ৪৫ শালগ্রামলক্ষণকথন, ৪৬ বাস্তুনির্ণয়, ৪৭ প্রাসাদলক্ষণ, ৪৮ দেবপ্রতিষ্ঠাকথন, ৪৯ যোগধর্ম্মাদি কথন, ৫০ আহ্নিকনির্ণয়, ৫১ দানধর্ম্মকথন, ৫২ প্রায়শ্চিত্তবিধি, ৫৩ অষ্টনিধিকথন, ৫৪ প্রিয়ব্রতবংশবর্ণনে সপ্তদ্বীপাদিকথন, ৫৫ সংস্থানকথন, ভারতবর্ষবিবরণ, ৫৬ প্লক্ষদ্বীপের রাজপুত্রগণের নামকীর্ত্তন, ৫৭ সপ্তপাতাল-নরককীর্ত্তন, ৫৮ সূর্য্যাদিপ্রমাণ ও সংস্থানকীর্ত্তন, ৫৯ জ্যোতিঃসারকীর্ত্তনারম্ভ, নক্ষত্রাধিপ যোগিন্যাদি কীর্ত্তন, ৬০ দশাদি বিচার, ৬১ চন্দ্রসূর্য্যাদিকথন, ৬২ লগ্নমানকথন, চরস্থিরাদিভেদে কার্য্যবিশেষের কর্ত্তব্যতানির্ণয়, ৬৩ সংক্ষেপে পুরুষের শুভাশুভসূচকলক্ষণকথন, ৬৪ সংক্ষেপে নারীগণের শুভাশুভসূচকলক্ষণকথন, ৬৫ সামুদ্রিকলক্ষণকীর্ত্তন, ৬৬ শালগ্রামশিলাভেদকথন, তীর্থকথন, প্রভবাদি ষষ্টিবর্ষকীর্ত্তন, ৬৭ পবনবিজয়াদি, ৬৮ রত্নপরীক্ষায় রত্নোৎপত্তিকথন ও রত্নপরীক্ষাকথন, ৬৯ মুক্তাফলপরীক্ষা, ৭০ পদ্মরাগপরীক্ষা, ৭১ মরকতপরীক্ষা, ৭২ ইন্দ্রনীলপরীক্ষা, ৭৩ বৈদূর্য্যপরীক্ষা, ৭৪ পুষ্পরাগ-পরীক্ষা, ৭৫ কর্কেতনপরীক্ষা, ৭৬ ভীষ্মরত্নপরীক্ষা, ৭৭ পুলকপরীক্ষা, ৭৮ রুধিরাখ্যরত্নপরীক্ষা, ৭৯ স্ফটিকপরীক্ষা, ৮০ বিদ্রুমপরীক্ষা, ৮১ সংক্ষেপে বহুতীর্থের মাহাত্ম্যকথন, ৮২ গয়ার মাহাত্ম্য এবং গয়াতীর্থের উৎপত্তিকথা, ৮৩ গয়ার স্থানভেদে ও কার্য্যভেদে ফলভেদকথন, ৮৪ ফল্গুনদীতে স্নান ও রুদ্রপদে পিণ্ডদানের ফলকীর্ত্তন এবং বিশালনৃপতির ইতিহাস, ৮৫ প্রেতশিলাদিতে পিণ্ডদানের ফল, ৮৬

প্রেতশিলায় শ্রাদ্ধকর্ত্তার ফলকথন, ৮৭ চতুর্দ্দশমনু, মনুপুত্র, তদন্তরীয় সপ্তর্ষি ও দেবতাদিগেরকথন, ৮৮ মার্কণ্ডেয় ক্রৌষ্টুকি-সংবাদে রুচ্যুপাখ্যান, ৮৯ রুচিকৃত পিতৃস্তব, পিতৃগণের নিকট হইতে রুচির বরপ্রাপ্তি, ৯০ রুচিপরিণয় এবং রৌচ্যমনুর উৎপত্তিবর্ণন, ৯১ হরিধ্যান, ৯২ প্রকারান্তরে হরির ধ্যানবর্ণন, ৯৩ যাজ্ঞবল্ক্যকথিত ধর্ম্মোদেশাদিকথন, ৯৪ উপনয়নকীর্ত্তন, ৯৫ গৃহধর্ম্মনির্ণয়, ৯৬ সঙ্কীর্ণজাতি, পঞ্চমহাযজ্ঞ, সন্ধ্যা ও উপাসনাদির কীর্ত্তন, গৃহিধর্ম্ম এবং বর্ণধর্ম্মাদিরকথন, ৯৭ দ্রব্যশুদ্ধিকথন, ৯৮ দানধর্ম্ম, ৯৯ শ্রাদ্ধবিধি, ১০০ বিনায়কশান্তি, ১০১ গ্রহ-শান্তি, ১০২ বানপ্রস্থাশ্রমবিবরণ, ১০৩ যতিধর্ম্ম, ১০৪ পাপচিহ্নকথন, ১০৫ প্রায়শ্চিত্তবিধি ১০৬ অশৌচাদি-নির্ণয়, ১০৭ পারাশরধর্ম্মশাস্ত্র, ১০৮ নীতিসার, ১০৯ নীতিসারে ধন-রক্ষণাদির উপদেশ, ১১০ নীতিসারে ধ্রুবপরিত্যাগনিষেধাদির বর্ণন, ১১১ নীতিসারে রাজলক্ষণ, ১১২ নীতিসারে ভৃত্যলক্ষণ-নির্ণয়, ১১৩ নীতিসারে গুণবন্নিয়োগাদির কীর্ত্তন, ১১৪ নীতিসারে মিত্রামিত্রবিভাগ, ১১৫ নীতিসারে কুভার্য্যাদি পরিত্যাগের উপদেশ, ১১৬ ব্রতকথন আরম্ভ, ১১৭ অনঙ্গ-ত্রয়োদশীব্রত, ১১৮ অখণ্ডদ্বাদশীব্রত, ১১৯ অগস্ত্যার্ঘ্যব্রত, ১২০ রম্ভাতৃতীয়াব্রত, ১২১ চাতুর্ম্মাস্যব্রত, ১২২ মাস-উপবাসব্রত, ১২৩ ভীষ্মপঞ্চকাদিব্রতবিধি, ১২৪ শিবরাত্রিব্রত, ১২৫ একাদশী-মাহাত্ম্য, ১২৬ বিষ্ণুপূজন, ১২৭ ভৈমৈকাদশীকীর্ত্তন, ১২৮ ব্রতনিয়ম, ১২৯ প্রতিপদাদি ব্রতকথন, ১৩০ ষষ্ঠীসপ্তমীব্রতকথন, ১৩১ রোহিণ্যষ্টমীব্রতকথন, ১৩২ বুধ-অষ্টমীব্রত, ১৩৩ অশোক-অষ্টমীব্রত, ১৩৪ মহানবমীব্রত, ১৩৫ মহানবমীব্রত-প্রসঙ্গে কৌশিকমন্ত্রকথন, ১৩৬ বীরনবমীব্রত, ১৩৭ দমননবমী ব্রত, ১৩৮ দিগ্‌দশমীব্রত, ১৩৯ একাদশীব্রত, ১৪০ শ্রবণ-দ্বাদশীব্রত, ১৪১ মদনত্রয়োদশীব্রত, ১৪২ সূর্য্যবংশকথন, ১৪৩ চন্দ্রবংশকথন, ১৪৪ চন্দ্রবংশকথনপ্রসঙ্গে পুরুবংশকীর্ত্তন, ১৪৫ জনমেজয়বংশকথন, ১৪৬ বিষ্ণুর অবতারকথা, পতিব্রতার মাহাত্ম্য, ১৪৭ রামায়ণ-কথন, ১৪৮ হরিবংশকথন, ১৪৯ ভারত-কথন, ১৫০ আয়ুর্ব্বেদকথনে সর্ব্বরোগনিদান, ১৫১ জ্বরনিদান, ১৫২ রক্তপিত্তনিদান, ১৫৩ কাসনিদান, ১৫৪ শ্বাসনিদান, ১৫৫ হিক্কারোগনিদান, ১৫৬ যক্ষ্মনিদান, ১৫৭ অরোচকনিদান, ১৫৮ হৃদ্রোগাদি-নিদান, ১৫৯ মদাত্যয়াদি নিদান, ১৬০ অর্শোনিদান, ১৬১ অতীসারনিদান, ১৬২ মূত্রাঘাতনিদান, ১৬৩ প্রমেহনিদান, ১৬৪ বিদ্রধিনিদান, ১৬৫ উদরনিদান, ১৬৬ পাণ্ডুশোথনিদান, ১৬৭ কুষ্ঠরোগনিদান, ১৬৯ ক্রিমিনিদান, ১৭০ বাতব্যাধিনিদান, ১৭১ বাতরক্তনিদান, ১৭২ সূত্রস্থান, ১৭৩ অনুপানাদিকথন, ১৭৪ জ্বরাদি চিকিৎসাকথন, ১৭৫ নাড়ীব্রণাদি চিকিৎসাকথন, ১৭৬ স্ত্রীরোগাদি চিকিৎসাকথন, ১৭৭ দ্রব্যনির্ণয়, ১৭৮ ঘৃত-তৈলাদিকথন, ১৭৯ নানাযোগাদিকথন, ১৮০ নানারোগের ঔষধকথন, ১৮১ নেত্ররোগাদির ঔষধকথন, ১৮২ বশীকরণ, ১৮৩ দন্তশ্বেতীকরণ, ১৮৪ স্ত্রীবশীকরণ এবং মশকবারণাদিকথন, ১৮৫ নেত্রশূলাদির ঔষধকথন, ১৮৬ রতিশক্তিবৃদ্ধিকরণের উপায়-কথন, ১৮৭ গ্রহণাদির ঔষধকথন, ১৮৮ কটিশূলাদির ঔষধকথন, ১৮৯ গণেশপূজা, ১৯০ প্রমেহাদির ঔষধকথন, ১৯১ মেধাবৃদ্ধির ঔষধকথন, ১৯২ আঘাতজরক্ত ও ১৯৩ দন্তব্যথা-প্রশমনের ঔষধকথন, ১৯৪ গণ্ডমালাদির ঔষধকথন, ১৯৫ সর্পের ঔষধকথন, ১৯৬ যোনিব্যথাদির ঔষধকথন, ১৯৭ পশু-চিকিৎসা, ১৯৮ পাণ্ডুরোগাদির ঔষধকথন, ১৯৯ বুদ্ধি নির্ম্মল-করণের ঔষধকথন, ২০০ বিষ্ণুকবচকথন, ২০১ বিষ্ণুবিদ্যা, ২০২ বিষ্ণুধর্ম্মাখ্যবিদ্যা, ২০৩ গারুড়বিদ্যা, ২০৪ ত্রিপুরাকল্প, ২০৫ প্রশ্নগণনা, ২০৬ বাহুজয়, ২০৭ অশ্বচিকিৎসা, ২০৮ ঔষধের নামনির্দ্দেশ, ২০৯ ব্যাকরণনিয়ম, ২১০ উদাহরণ-সমূহ, ২১১ ছন্দোশাস্ত্র আরম্ভ, ২১২ মাত্রাবৃত্তকথন, ২১৩ সমবৃত্তকথন, ২১৪ অর্দ্ধসমবৃত্তকথন, ২১৫ বিষমবৃত্তকথন, ২১৬ প্রস্তারাদি নির্দ্দেশ, ২১৭ ধর্ম্ম উপদেশ, ২১৮ স্নানবিধি, ২১৯ তর্পণবিধি, ২২০ বৈশ্বদেববিধি, ২২১ সন্ধ্যাবিধি, ২২২ শ্রাদ্ধবিধি, ২২৩ নিত্যশ্রাদ্ধবিধি, ২২৪ সপিণ্ডীকরণ, ২২৫ ধর্ম্মসারকথন, ২২৬ শূদ্রের উচ্ছিষ্ট ভোজন জন্য প্রায়শ্চিত্ত-কথন, ২২৭ যুগধর্ম্মকথন, ২২৮ নৈমিত্তিক প্রলয়কথন, ২২৯ সংসারকথনপ্রস্তাবে পাপপরিণামকথন, ২৩০ অষ্টাঙ্গযোগ-কথন, ২৩১ বিষ্ণুভক্তিকথন, ২৩২ নারায়ণ-নমস্কার, ২৩৩ নারায়ণারাধনা, ২৩৪ নারায়ণধ্যান, ২৩৫ বিষ্ণুর মাহাত্ম্য, ২৩৬ নৃসিংহস্তব, ২৩৭ জ্ঞানামৃতকথন, ২৩৮ মার্কণ্ডেয়-কথিত নারা-য়ণের স্তব, ২৩৯ ব্রহ্মকথিত বিষ্ণুর স্তব, ২৪০ ব্রহ্মজ্ঞানকথন, ২৪১ আত্মজ্ঞানকথন, ২৪২ গীতাসার, ২৪৩ অষ্টাঙ্গযোগের প্রয়োজন কথন।

উত্তরখণ্ডে (প্রেতকল্পে)—১ বৈকুণ্ঠে নারায়ণের প্রতি গরুড়ের বিবিধপ্রশ্ন, ২ গরুড়ের প্রতি ভগবানের ঔর্দ্ধদেহিক বিধিকথন, ৩ নরকের রূপবর্ণন, ৪ গর্ভাবস্থাকীর্ত্তন, ৫ দশদানাদিকথন এবং পর্ণ-নরদাহবিধি, ৬ অশৌচলক্ষণকালনিরূপণ, ৭ বৃষোৎসর্গকথন, ৮ পঞ্চপ্রেতের উপাখ্যান, ৯ ঔর্দ্ধদেহিক কর্ম্মাধিকারিকীর্ত্তন, ১০ বভ্রুবাহন ও প্রেতসংবাদ, ১১ নানারূপে শ্রাদ্ধের তৃপ্তি-জনকবিধি, ১২ মনুষ্যজন্মলাভের কারণাদিকথন, ১৩ মনুষ্য-তত্ত্বকথা, ১৪ প্রেতত্বনাশক কর্ম্মকথন, ১৫ আতুর ও ম্রিয়মাণ-দিগের দানবর্ণন, ১৬ যমনগরের পথনির্ণয়, ১৭ যমপুরে গমনের অবস্থা, ১৮ যমমার্গ হইতে নিষ্কৃতির উপায়, ১৯ চিত্রগুপ্তপুরে

গমনের কথা, ২০ প্রেতগণের বাসস্থাননির্ণয়, ২১ প্রেতলক্ষণ এবং প্রেতত্বমুক্তির উপায়, ২২ প্রকারান্তরে পঞ্চপ্রেতের উপাখ্যান, ২৩ প্রেতগণের রূপনিরূপণ, ২৪ মনুষ্যগণের আয়ুনিরূপণ, বালকের পিণ্ডদানাদিকথন, ২৫ শৈশবাদি বিভেদ, আকৌমারদিগের বিশেষ কর্ত্তব্য উপদেশ, ২৬ সপিণ্ডীকরণবিধি, ২৭ বভ্রুবাহন ও প্রেতসংবাদ, ২৮ বিশেষ জ্ঞানের জন্ম নারায়ণের প্রতি গরুড়ের প্রশ্ন, ২৯ ঔর্দ্ধদেহিককৃত্য কথন আরম্ভ, ৩০ দানবিধি, ৩১ দানমাহাত্ম্য, ৩২ জীবের উৎপত্তিকথা, ৩৩ যমলোকের বিস্তারাদির কথন, ৩৪ যুগভেদে ধর্ম্ম-কার্য্যব্যবস্থা, দাহকগণের সগোত্রের কর্ত্তব্যে উপদেশ, অশৌচাদি নিরূপণ, ৩৫ সপিণ্ডীকরণের বিশেষবিধি এবং অবিধিকথন, ৩৬ অনাহারে মরণের ফলকথন, ৩৭ উদকুম্ভদানাদি কথন, ৩৮ অপমৃতগণের গতি এবং তাহাদের উদ্ধারের উপায়, ৩৯ কার্ত্তিক্যাদিতে বৃষোৎসর্গবিধান, ৪০ পূর্ব্ব কৃতকর্ম্মের কর্ত্তৃ-অনুবন্ধিত্বকথন, বিশেষ দানপ্রকার কথন, ৪১ জলাগ্নিবন্ধন ভ্রষ্টাদিগণের প্রায়শ্চিত্তকথন, ৪২ আত্মঘাতিগণের শ্রাদ্ধনিষেধকথন, ৪৩ বার্ষিক শ্রাদ্ধকথন, ৪৪ পাপভেদে চিহ্নভেদ জন্মভেদ প্রভৃতি কথন, ৪৫ মৃতের জন্ম অনুতাপ, তাহার মুক্তির উপায় এবং গরুড়পুরাণপাঠের ফলকথন।

এখন দেখা যাউক, উক্ত গরুড়পুরাণকে আমরা আদি গরুড় বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি কি না? অধ্যাপক উইলসন সাহেব এই গরুড়কে পুরাণ মধ্যেই গণ্য করেন নাই।

মৎস্যপুরাণের মতে—

"যদা চ গারুড়ে কল্পে বিশ্বাণ্ডাদ্গরুড়োদ্ভবম্।
অধিকৃত্যাব্রবীদ্বিষ্ণুর্গারুড়ং তদিহোচ্যতে॥
তদষ্টাদশ চৈকং চ সহস্রাণীহ পঠ্যতে।"

বিষ্ণু গারুড়কল্পে গরুড়ের উদ্ভবপ্রসঙ্গে বিশ্বাণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া যে পুরাণ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার নাম গারুড়। ইহার ১৮০০০ শ্লোক পঠিত হইয়া থাকে।

নারদপুরাণ-মতে—

"মরীচে শৃণু বচ্ম্যদ্য পুরাণং গারুড়ং শুভম্।
গরুড়ায়াব্রবীৎ পৃষ্টো ভগবান্ গরুড়াসনঃ॥
একোনবিংশসাহস্রং তার্ক্ষ্যকল্পকথাচিতম্।
পুরাণোপক্রমো যত্র সর্গসংক্ষেপতস্ততঃ॥
সূর্য্যাদিপূজনবিধির্দীক্ষাবিধিরতঃ পরম্।
শ্র্যাদিপূজা ততঃ পশ্চান্নবব্যূহার্চ্চনং দ্বিজ॥
পূজাবিধানঞ্চ তথা বৈষ্ণবং পঞ্জরং ততঃ।
যোগাধ্যায়স্ততো বিষ্ণোর্নামসাহস্রকীর্ত্তনম্॥
ধ্যানং বিষ্ণোস্ততঃ সূর্য্যপূজামৃত্যুঞ্জয়ার্চ্চনম্।
মালামন্ত্রাঃ শিবার্চ্চাথ গণপূজা ততঃ পরম্॥
গোপালপূজা ত্রৈলোক্যমোহনশ্রীধরার্চ্চনম্।
বিষ্ণ্বর্চ্চা পঞ্চতত্ত্বার্চ্চা চক্রার্চ্চা দেবপূজনম্॥
ন্যাসাদিসন্ধ্যোপাস্তিশ্চ দুর্গার্চ্চাথ সুরার্চ্চনম্।
পূজা মাহেশ্বরী চাতঃ পবিত্রারোহণার্চ্চনম্॥
মূর্ত্তিধ্যানং বাস্তুমানং প্রাসাদানাঞ্চ লক্ষণম্।
প্রতিষ্ঠা সর্ব্বদেবানাং পৃথক্ পূজাবিধানতঃ॥
যোগোঽষ্টাঙ্গো দানধর্ম্মঃ প্রায়শ্চিত্তং নিধিক্রিয়া।
দ্বীপেশনরকাখ্যানং সূর্য্যব্যূহশ্চ জ্যোতিষম্॥
সামুদ্রিকং স্বরজ্ঞানং নবরত্নপরীক্ষণম্।
মাহাত্ম্যমথ তীর্থানাং গয়ামাহাত্ম্যমুত্তমম্॥
ততো মন্বন্তরাখ্যানং পৃথক্ পৃথক্ বিভাগশঃ।
পিত্রাখ্যানং বর্ণধর্ম্মা দ্রব্যশুদ্ধিসমর্পণম্॥
শ্রাদ্ধং বিনায়কস্যার্চ্চা গ্রহযজ্ঞস্তথাশ্রমাঃ।
মননাখ্যা প্রেতাশৌচং নীতিসারো ব্রতোক্তয়ঃ॥
সূর্য্যবংশঃ সোমবংশোঽবতারকথনং হরেঃ।
রামায়ণং হরিবংশো ভারতাখ্যানকং ততঃ॥
আয়ুর্ব্বেদে নিদানং প্রাক্ চিকিৎসাদ্রব্যজা গুণাঃ।
রোগঘ্নং কবচং বিষ্ণোর্গারুড়ং ত্রৈপুরো মনুঃ॥
প্রশ্নচূড়ামণিশ্চান্তে হয়ায়ুর্ব্বেদকীর্ত্তনম্।
ঔষধীনামকথনং ততো ব্যাকরণোহনম্॥
ছন্দঃশাস্ত্রং সদাচারস্ততঃ স্নানবিধিঃ স্মৃতঃ।
তর্পণং বৈশ্বদেবঞ্চ সন্ধ্যাপার্ব্বণকর্ম্ম চ॥
নিত্যশ্রাদ্ধং সপিণ্ডাখ্যং ধর্ম্মসারোঽঘনিষ্কৃতিঃ।
প্রতিসংক্রম উক্তোঽস্মাদযুগধর্ম্মাঃ কৃতেঃ ফলম্॥
যোগশাস্ত্রং বিষ্ণুভক্তির্নমস্কৃতিফলং হরেঃ।
মাহাত্ম্যং বৈষ্ণবঞ্চাথ নারসিংহস্তবোত্তমম্॥
জ্ঞানামৃতং গুহ্যাষ্টকং স্তোত্রং বিষ্ণ্বর্চ্চনাহ্বয়ম্।
বেদান্তসাংখ্যসিদ্ধান্তং ব্রহ্মজ্ঞানং তথাত্মকম্॥
গীতাসারফলোৎকীর্ত্তিঃ পূর্ব্বখণ্ডোঽয়মীরিতঃ।
অথাস্যৈবোত্তরে খণ্ডে প্রেতকল্পঃ পুরোদিতঃ॥
যত্র তার্ক্ষ্যেণ সংপৃষ্টো ভগবানাহ বাড়বঃ।
ধর্ম্মপ্রকটনং পূর্ব্বযোনীনাং গতিকারণম্॥
দানাধিকং ফলঞ্চাপি প্রোক্তমত্রৌর্দ্ধদেহিকম্।
যমলোকস্য মার্গস্য বর্ণনঞ্চ ততঃ পরম্॥
ষোড়শশ্রাদ্ধফলকং বৃত্তাণাঞ্চাত্র বর্ণিতম্।
নিষ্কৃতির্যমমার্গস্য ধর্ম্মরাজস্য বৈভবম্॥
প্রেতপীড়াবিনির্দ্দেশঃ প্রেতচিহ্ননিরূপণম্।
প্রেতানাং চরিতাখ্যানং কারণং প্রেততাং প্রতি॥

প্রেতকৃত্যবিচারশ্চ সপিণ্ডকরণোক্তয়ঃ।
প্রেতত্বমোক্ষণাখ্যানং দানানি চ বিমুক্তয়ে॥
আবশ্যকোত্তমং দানং প্রেতসৌখ্যাকরং হিতম্।
শারীরকবিনির্দ্দেশো যমলোকস্য বর্ণনম্॥
প্রেতত্বোদ্ধারকথনং কর্ম্মকর্ত্তৃবিনির্ণয়ঃ।
মৃত্যোঃ পূর্ব্বক্রিয়াখ্যানং পশ্চাৎকর্ম্মনিরূপণম্॥
মধ্যং ষোড়শকং শ্রাদ্ধং স্বর্গপ্রাপ্তিক্রিয়োহনম্।
সূতকস্যাথ সংখ্যানং নারায়ণবলিক্রিয়া॥
বৃষোৎসর্গস্য মাহাত্ম্যং নিষিদ্ধপরিবর্জ্জনম্।
অপমৃত্যুক্রিয়োক্তিশ্চ বিপাকঃ কর্ম্মণাং নৃণাম্॥
কৃত্যাকৃত্যবিচারশ্চ বিষ্ণুধ্যানং বিমুক্তয়ে।
স্বর্গতৌ বিহিতাখ্যানং স্বর্গসৌখ্যনিরূপণম্॥
ভূর্লোকবর্ণনঞ্চৈব সপ্তধা লোকবর্ণনম্।
পঞ্চোর্দ্ধলোককথনং ব্রহ্মাণ্ডস্থিতিকীর্ত্তনম্॥
ব্রহ্মাণ্ডানেকচরিতং ব্রহ্মজীবনিরূপণম্।
আত্যন্তিকলয়াখ্যানং ফলস্তুতিনিরূপণম্।
ইত্যেতদ্গারুড়ং নাম পুরাণং ভক্তিমুক্তিদম্॥"

হে মরীচে! শ্রবণ কর, আমি তোমার নিকট শুভ গারুড়পুরাণ কীর্ত্তন করিতেছি। এই পুরাণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসিত হইয়া গরুড়ের নিকট বলিয়াছিলেন। ইহা একোনবিংশসহস্র শ্লোকে পরিপূর্ণ এবং তার্ক্ষ্যকল্পীয় কথা-সমন্বিত।

(পূর্ব্বখণ্ড) ইহার প্রথমে সর্গসংক্ষেপে পুরাণোপক্রম এবং পরে সূর্য্যাদি পূজাবিধি, দীক্ষাবিধি, শ্রীপ্রভৃতি পূজা, নবব্যূহাদিঅর্চ্চনা, পূজাবিধান, বৈষ্ণবপঞ্জর, যোগাধ্যায়, বিষ্ণুর সহস্রনামকীর্ত্তন, বিষ্ণুধ্যান, সূর্য্যপূজা, মৃত্যুঞ্জয়পূজা, মালামন্ত্র, শিবার্চ্চন, গণপূজা, গোপালপূজা, শ্রীধরার্চ্চন, বিষ্ণুপূজা, পঞ্চতত্ত্বার্চ্চন, চক্রার্চ্চন, দেবপূজা, ন্যাসাদি, সন্ধ্যোপাসন, দুর্গার্চ্চন, সুরার্চ্চন, মাহেশ্বরীপূজা, পবিত্রারোহণার্চ্চন, মূর্ত্তিধ্যান, বাস্তুমান, প্রাসাদলক্ষণ, সর্ব্বদেবপ্রতিষ্ঠা, অষ্টাঙ্গযোগ, প্রায়শ্চিত্তবিধি, দ্বীপেশনরকাখ্যান, সূর্য্যব্যূহ, জ্যোতিষ, সামুদ্রিক, স্বরজ্ঞান, নবরত্নপরীক্ষা, তীর্থসমুদায়ের মাহাত্ম্য, উত্তমগয়ামাহাত্ম্য, পৃথক্ পৃথক্রূপে মন্বন্তরাখ্যান, পিত্রাখ্যান, বর্ণধর্ম্মসকল, দ্রব্যশুদ্ধি, শ্রাদ্ধ, বিনায়কার্চ্চনা, গ্রহযজ্ঞ, আশ্রমসকল, প্রেতাশৌচ, নীতিসার, সূর্য্যবংশ, সোমবংশ, হরিঅবতার কথা, রামায়ণ, হরিবংশ, ভারতাখ্যান, আয়ুর্ব্বেদে নিদান, চিকিৎসাদ্রব্যগুণ, বিষ্ণুকবচ, গারুড় ও ত্রৈপুরমন্ত্র, প্রশ্নচূড়ামণি, হয়ায়ুর্ব্বেদকীর্ত্তন, ঔষধীনামকীর্ত্তন, ব্যাকরণ ও ছন্দঃশাস্ত্র, সদাচার, স্নানবিধি, বৈশ্বদেবতর্পণ, সন্ধ্যাপার্ব্বণকর্ম্ম, নিত্যশ্রাদ্ধ, সপিণ্ডাখ্যশ্রাদ্ধ, ধর্ম্মসার, যোগশাস্ত্র, বিষ্ণুভক্তি, হরিনমস্কারফল, বৈষ্ণবমাহাত্ম্য, নারসিংহস্তব, স্নানামৃত, গুহ্যাষ্টকস্তোত্র, বেদান্তসাংখ্য সিদ্ধান্ত-ব্রহ্মজ্ঞান এবং গীতাসারফলকীর্ত্তন।

অনন্তর ইহার উত্তরখণ্ডে প্রেতকল্প বর্ণিত হইয়াছে। যাহাতে তার্ক্ষ্যপৃষ্ট হইয়া ভগবান্ কর্ত্তৃক ধর্ম্মপ্রকটন, পর্ব্বযোনি সমুদায়ের গতিকারণ, দানাদিক ফল ও ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া উক্ত হইয়াছে এবং যমলোক-পথের বর্ণন, ষোড়শশ্রাদ্ধের ফল, যমমার্গ-নিষ্কৃতি, ধর্ম্মরাজের বৈভব, প্রেতপীড়ানির্দ্দেশ, প্রেতচিহ্ননিরূপণ, প্রেতগণের চরিতাখ্যান, প্রেতত্বের প্রতিকারণ, প্রেতকৃত্যবিচার, সপিণ্ডকরণোক্তি, প্রেতত্বমোক্ষণকথন, মুক্তিনিমিত্তদান, প্রেতসৌখ্যকর আবশ্যকীয় দান, শারীরকনির্দ্দেশ, যমলোকবর্ণন, প্রেতত্ব-উদ্ধার, কর্ম্মকর্ত্তৃকবিনির্ণয়, মৃত্যুর পূর্ব্বক্রিয়াকথন, কর্ম্মনিরূপণ, ষোড়শকশ্রাদ্ধ, সূতকসংখ্যান, নারায়ণবলিক্রিয়া, বৃষোৎসর্গমাহাত্ম্য, নিষিদ্ধপরিত্যাগ, অপমৃত্যুক্রিয়া উক্তি, মনুষ্যগণের কর্ম্মবিপাক, কৃত্যাকৃত্যবিচার, বিষ্ণুধ্যান, স্বর্গগতিসম্বন্ধে বিহিতাখ্যান, স্বর্গসুখনিরূপণ, ভূলোকবর্ণন, সপ্তলোকবর্ণন, পঞ্চোর্দ্ধলোককথন, ব্রহ্মাণ্ডস্থিতিকীর্ত্তন, ব্রহ্মাণ্ডের বহুচরিত, ব্রহ্মজীবনিরূপণ, আত্যন্তিকলয়কথন এবং ফলস্তুতিনিরূপণ এই সমুদয় কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই গারুড়নামক পুরাণ ভক্তি ও মুক্তি প্রদান করিয়া থাকে।

মাৎস্য ও নারদীয়পুরাণের লক্ষণ অনুসারে এই গরুড়কে আমরা অনায়াসেই মূলপুরাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। প্রচলিত গরুড়পুরাণের ২য় অধ্যায়ে গরুড়ের উৎপত্তি ও গরুড়পুরাণের নাম নিরুক্তি এবং ৩য় অধ্যায়ে ভগবান্ বিষ্ণু-কর্ত্তৃক রুদ্রসমীপে অণ্ড হইতে জগৎসৃষ্টিপ্রসঙ্গে পুরাণাখ্যান পাঠ করিলে এই গরুড়কে আদিগরুড়ের লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে আর কোন আপত্তি থাকে না। নারদপুরাণে যে অনুক্রমণিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার প্রায় সকল বিষয়ই প্রচলিত গরুড়পুরাণে পাওয়া যায়। কেবল শ্লোক লইয়াই প্রধানতঃ গোল। আদিগরুড়ের শ্লোকসংখ্যা ১৮০০০, কিন্তু প্রচলিত গরুড়ের গ্রন্থসংখ্যাস্থলে প্রায় সাতহাজার শ্লোক কম হইতেছে। আবার ভবিষ্যরাজবংশাখ্যানের পূর্ব্বাংশ পাঠ করিলে বোধ হয় যে এই পুরাণখানি জনমেজয়ের সময়ে প্রথম সঙ্কলিত হইয়াছিল। (১৪৪।৪২) তৎপরে ভবিষ্যরাজবংশ বর্ণনাস্থলে রাজা শূদ্রক পর্য্যন্ত নাম থাকায় (১৪৫।৮) এবং বিষ্ণুমৎস্য প্রভৃতির ন্যায় অন্ধ্র,গুপ্ত প্রভৃতি রাজগণের উল্লেখ না থাকায়, প্রচলিত গরুড়কে আমাদের প্রচলিত বিষ্ণুমৎস্য প্রভৃতি পুরাণ অপেক্ষা সমধিক প্রাচীন বলিয়াই বোধ হইতেছে। শূদ্রকের সময়ে হিন্দু ও বৌদ্ধগণ মিলিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার সময়ে রচিত মৃচ্ছকটিকনাটকে তৎকালীন বৌদ্ধ ও হিন্দুসমাজের অবস্থা অনেকটা জানা যায়। তখন অনেকটা বৌদ্ধপ্রভাব ও বুদ্ধের উপাসনা সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল।[১] এই গরুড়পুরাণেও তাই বুদ্ধদেব ২১শ অবতার বলিয়া গণ্য ও বুদ্ধের পিতা ও বংশধরগণের নাম দৃষ্ট হয়।[৩]

(১) গরুড়পুরাণ ১।৩২।

(২) "শুদ্ধোদনো রাহুলশ্চ সেনজিৎ শূদ্রকস্তথা।" ১৪৫।৮

(৩) গয়ামাহাত্ম্যের অংশ এত প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। এই অংশ বৌদ্ধপ্রভাব খর্ব্ব হইলে সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছে।

গরুড়পুরাণে নানা বিষয়ের প্রসঙ্গ দৃষ্টে উইলসন্ সাহেব আধুনিক রচনা মনে করেন, কিন্তু তাহাতে আধুনিকত্ব প্রমাণিত হয় নাই। যে যে বিষয় গরুড়পুরাণে বিবৃত হইয়াছে, গরুড় অপেক্ষা অনেক প্রাচীন গ্রন্থে তাহার পরিচয় পাইয়াছি। যাহা হউক আদি গরুড়পুরাণের সকল অংশ না থাকিলেও এবং বর্ত্তমানরূপ ধারণকালে স্থানবিশেষে প্রক্ষিপ্ত অংশ সংযোজিত হইলেও গয়ামাহাত্ম্য ছাড়া এই প্রচলিত গরুড়পুরাণখানি খৃষ্টীয় ১ম বা ২য় শতাব্দীর সঙ্কলিত গ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়।

ত্রিবেণীস্তোত্র, পঞ্চপর্ব্বমাহাত্ম্য, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর, বেঙ্কটগিরিমাহাত্ম্য, শ্রীরঙ্গমাহাত্ম্য, সুন্দরপুরমাহাত্ম্য প্রভৃতি কএকখানি পুথি গরুড়পুরাণের অন্তর্গত বলিয়া প্রচলিত, কিন্তু এগুলিকে পাঠ করিলে আধুনিক গ্রন্থ বলিয়া মনে হয়।

১৮ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

প্রক্রিয়াপাদে—১ অনুক্রমণিকা, ২ দ্বাদশবার্ষিকযজ্ঞনিরূপণ, ৩ সৃষ্টিবর্ণন, ৪ প্রতিসন্ধিবর্ণন, ৫ বর্ত্তমানকল্পবিবরণ, ৬ দেবাসুরোৎপত্তিকথন, ৭ যোগধর্ম্ম, ৮ যোগোপবর্গ, ৯ যোগৈশ্বর্য্য, ১০ পাশুপতযোগ, ১১ শৌচাচারলক্ষণ, ১২ পরমাশ্রমপ্রাপ্তিকথন, ১৩ যতিপ্রায়শ্চিত্ত, ১৪ অরিষ্টলক্ষণ ১৫ ওঁকারপ্রাপ্তিলক্ষণ, ১৬ কল্পনিরূপণ, ১৭ কল্পসংখ্যা, ১৮ যুগভেদে মাহেশ্বরাবতার, ১৯ ব্রহ্মোৎপত্তি, ২০ কুমারোৎপত্তি, ২১ বিষ্ণু কর্ত্তৃক শিবস্তব, ২২ স্বরোৎপত্তি, ২৩ রুদ্রোৎপত্তি, ২৪ লোকপাল-বালখিল্য ও সপ্তর্ষির উৎপত্তি, ২৫ অগ্নিবংশবর্ণন, ২৬ দক্ষকন্যা ও দক্ষশাপবর্ণন, ২৭ দক্ষ কর্ত্তৃক শিবস্তব, ২৮ জ্বরকথন, ২৯ দেববংশবর্ণন, ৩০ প্রণবনির্ণয়, ৩১ যুগনির্ণয়, ৩২ ভরতবংশবর্ণন, ৩৩ জম্বূদ্বীপবর্ণন, ৩৪ দিগ্‌বিভাগস্থ সরিৎশৈলাদি, ৩৫ জম্বূদ্বীপের বর্ষকথন, ৩৬ বর্ষপর্ব্বতকথন, ৩৭ ঐ দক্ষিণদিকস্থ দ্রোণীকথন, ৩৮ পর্ব্বতাবাসবর্ণন, ৩৯ দেবকূটাদি পর্ব্বতবর্ণন, ৪০ কৈলাসবর্ণন, ৪১ নিষধপর্ব্বতাদিকথন, ৪২ সোম ও নদীকথন, ৪৩ ভদ্রাশ্ববর্ণন, ৪৪ কেতুমালবর্ণন, ৪৫ চন্দ্রদ্বীপবর্ণন, ৪৬ ভারতবর্ষবর্ণন, ৪৭ কিংপুরুষাদিবর্ষবর্ণন, ৪৮ কৈলাসবর্ণন, ৪৯ গঙ্গাবতরণ, ৫০ বর্ষপার্শ্বস্থ নদীবর্ণন, ৫১ ভারতবর্ষীয় অন্তর্দ্বীপকথন, ৫২ প্লক্ষদ্বীপবর্ণন, ৫৩ শাল্মলদ্বীপবর্ণন, ৫৪ কুশদ্বীপবর্ণন, ৫৫ ক্রৌঞ্চদ্বীপবর্ণন, ৫৬ শাকদ্বীপবর্ণন, ৫৭ পুষ্করদ্বীপবর্ণন, ৫৮ বর্ষ ও দ্বীপাদিনির্ণয়, ৫৯ অধঃ ও ঊর্দ্ধভাগনির্ণয়, ৬০ চন্দ্রসূর্য্যাদি জ্যোতিঃনির্ণয়, ৬১ জ্যোতিকবিবরণ, ৬২ গ্রহনক্ষত্রনির্ণয়, ৬৩ নীলকণ্ঠস্তব, ৬৪ লিঙ্গোৎপত্তিকথন, ৬৫ পিতৃবর্ণন, ৬৬ পর্ব্বনির্ণয়, ৬৭ যুগনিরূপণ, ৬৮ যজ্ঞবর্ণন, ৬৯ দ্বাপরযুগবিধি, ৭০ কলিযুগবর্ণন, ৭১ দেবাসুরাদির শরীরপরিমাণ, ৭২ ধর্ম্মাধর্ম্মকথন, ৭৩ মন্ত্রকৃৎ ঋষিবংশ, ৭৪ বেদবিভাগাদি, ৭৫ শাকল্যবৃত্তান্ত, ৭৬ সংহিতাকার ঋষিবংশবর্ণন, ৭৭ মন্বন্তরকথন, ৭৮ পৃথুবংশানুকীর্ত্তন, ৭৯ সায়ম্ভুবাদিসর্গকথন, ৮০ বৈবস্বতসর্গকথন।

মধ্যভাগে উপোদ্ঘাতপাদে—১ প্রজাপতিবংশানুকীর্ত্তন, ২-৫ কাশ্যপীয় প্রজাসর্গ, ৬ ঋষিবংশানুকীর্ত্তন, ৭ শ্রাদ্ধপ্রক্রিয়া আরম্ভ, ৮-১৩ শ্রাদ্ধকল্প, ১৪ শ্রাদ্ধকল্পে ব্রাহ্মণপরীক্ষা, ১৫ শ্রাদ্ধকল্পে দানফল, ১৬ তিথিবিশেষে শ্রাদ্ধফল, ১৭ নক্ষত্রবিশেষে শ্রাদ্ধফল, ১৮ ভিন্নকালিক-তৃপ্তিসাধন, দ্রব্যবিশেষে গয়াশ্রাদ্ধাদি ফলকীর্ত্তন, ১৯ বরুণবংশবর্ণন, ২০ ইক্ষ্বাকুবংশকথন, ২১ মিথিলাবংশকথন, ২২ রাজযুদ্ধ, ২৩-৩৩ ভার্গবচরিত, ৩৪ কার্ত্তবীর্য্যচরিত, ৩৫ জ্যামঘচরিত ৩৬ বৃষ্ণিবংশানুকীর্ত্তন ৩৬ সগরচরিত ৩৭ ভার্গবকথা, ৩৮ দেবাসুরকথা, ৩৯ কৃষ্ণাবির্ভাবকথন, ৪০ ইন্দ্রস্তব, ৪১ ভবিষ্যকথা, ৪২ বৈবস্বতমনুবংশবর্ণন, ৪৩ বৈবস্বতমনুবংশ, গন্ধর্ব্বমূর্চ্ছনালক্ষণ, ৪৪ গীতালঙ্কার, ৪৫ বৈবস্বতমনুবংশবর্ণন, ৪৬ সোমজন্মবিবরণ, ৪৭ চন্দ্রবংশকীর্ত্তন (যযাতিচরিত), ৪৮ বিষ্ণুবংশবর্ণন, ৪৯-৫০ বিষ্ণুমাহাত্ম্যকীর্ত্তন, ৫১ ভবিষ্যরাজবংশ। উত্তরভাগে উপসংহারপাদে, ৫২ বৈবস্বতমন্বন্তরাখ্যান, ৫৩ সপ্তম মন্বাদি চতুর্দ্দশমনুপর্য্যন্ত বিবরণ, ৫৪ ভবিষ্য মনুদিগের বর্ণন, ৫৫ কালমান, ৫৬ চতুর্দ্দশলোকবর্ণন, ৫৭ নরকবর্ণন, ৫৮ মনোময়পুরাখ্যান, ৫৯ প্রাকৃতিক লয়বর্ণন, ৬০ শিবপুরাদিবর্ণন, ৬১ গুণানুসারে জন্তুদিগের গতি, ৬২ অন্বয়ব্যতিরেকানুসারে প্রলয়াদি পুনঃসৃষ্টিবর্ণন।

অধ্যাপক উইলসন্, ৺রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ভাণ্ডারকর প্রভৃতি পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ মূল ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়া গিয়াছেন।[১]

এখন দেখা যাউক উদ্ধৃত বিষয়যুক্ত পুরাণকে আমরা ব্রহ্মাণ্ড বলিতে পারি কিনা, এ সম্বন্ধে অপরাপর পুরাণে ব্রহ্মাণ্ড-মহাপুরাণের কিরূপ লক্ষণাদি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে? মৎস্যপুরাণের মতে—

"ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ডমাহাত্ম্যমধিকৃত্যাব্রবীৎ পুনঃ।
তচ্চ দ্বাদশসাহস্রং ব্রহ্মাণ্ডং দ্বিশতাধিকম্॥ ৫৪॥
ভবিষ্যাণাঞ্চ কল্পানাং শ্রূয়তে যত্র বিস্তরঃ।
তদ্‌ব্রহ্মাণ্ডপুরাণঞ্চ ব্রহ্মণা সমুদাহৃতম্॥ ৫৫॥"

ব্রহ্মাণ্ডের মাহাত্ম্য অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মা যে পুরাণ বলিয়াছিলেন, তাহাই ১২২০০ শ্লোকসমন্বিত ব্রহ্মাণ্ড। যে পুরাণে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক ভবিষ্যকল্পবৃত্তান্ত বিস্তৃতরূপে বিবৃত হইয়াছে, তাহাই ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

শিব উপপুরাণে উত্তরখণ্ডে—

"ব্রহ্মাণ্ডচরিতোক্তত্বাদ্‌ব্রহ্মাণ্ডং পরিকীর্ত্তিতম্।"

---

(১) Wilson's Vishnu-purana, preface, Bhandarkar's Report for 1883-4, p. 45.

ব্রহ্মাণ্ডের চরিত অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের ভূগোল-বিবরণ ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া ইহা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণনামে প্রসিদ্ধ। শিব-মহাপুরাণে বায়ুসংহিতায় ১১ অধ্যায়ে—

"ব্রহ্মাণ্ডং চাতি পুণ্যোঽয়ং পুরাণানামনুক্রমঃ।"

এই ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ অতি পুণ্যপ্রদ এবং সমস্ত পুরাণের অনুক্রমণিকাস্বরূপ। নারদপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের এইরূপ অনুক্রমণিকা প্রদত্ত হইয়াছে—

"শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি ব্রহ্মাণ্ডাখ্যং পুরাতনম্।
যচ্চ দ্বাদশসাহস্রং ভাবিকল্পকথাযুতম্॥
প্রক্রিয়াখ্যোঽনুষঙ্গাখ্য উপোদ্ঘাতস্তৃতীয়কঃ।
চতুর্থঃ উপসংহারঃ পাদাশ্চত্বার এব হি॥
পূর্ব্বপাদদ্বয়ং পূর্ব্বো ভাগোঽত্র সমুদাহৃতঃ।
তৃতীয়ো মধ্যমো ভাগশ্চতুর্থস্তুত্তরো মতঃ॥
(তত্র পূর্ব্বভাগে প্রক্রিয়াপাদে)
আদৌ কৃতসমুদ্দেশো নৈমিষাখ্যানকং ততঃ।
হিরণ্যগর্ভোৎপত্তিশ্চ লোককল্পনমেব চ॥
এষ বৈ প্রথমঃ পাদো দ্বিতীয়ং শৃণু মানদ॥
(পূর্ব্বভাগে অনুষঙ্গপাদে)
কল্পমন্বন্তরাখ্যানং লোকজ্ঞানং ততঃ পরম্।
মানসীসৃষ্টিকথনং রুদ্রপ্রসববর্ণনম্॥
মহাদেববিভূতিশ্চ ঋষিসর্গস্ততঃ পরম্।
অগ্নীনাং বিষয়শ্চাথ কালসদ্ভাববর্ণনম্॥
প্রিয়ব্রতাচয়োদ্দেশঃ পৃথিব্যায়ামবিস্তরঃ।
বর্ণনং ভারতস্যাস্য ততোঽন্যেষাং নিরূপণম্॥
জম্বাদিসপ্তদ্বীপাখ্যা ততোঽধোলোকবর্ণনম্।
ঊর্দ্ধলোকানুকথনং গ্রহচারস্ততঃ পরম্॥
আদিত্যব্যূহকথনং দেবগ্রহানুকীর্ত্তনম্।
নীলকণ্ঠাহ্বয়াখ্যানং মহাদেবস্য বৈভবম্॥
অমাবস্যানুকথনং যুগতত্ত্বনিরূপণম্।
যজ্ঞপ্রবর্ত্তনং চাথ যুগয়োরন্তয়োঃ কৃতিঃ॥
যুগপ্রজালক্ষণঞ্চ ঋষিপ্রবরবর্ণনম্।
বেদানাং ব্যসনাখ্যানং স্বায়ম্ভুবনিরূপণম্॥
শেষমন্বন্তরাখ্যানং পৃথিবীদোহনস্ততঃ।
চাক্ষুষেঽদ্যতনে সর্গো দ্বিতীয়োঽঙ্ঘ্রিঃ পুরোদলে॥
অথোপোদ্ঘাতপাদে তু সপ্তর্ষিপরিকীর্ত্তনম্।
প্রাজাপত্যান্বয়স্তস্মাদ্দেবাদীনাং সমুদ্ভবঃ॥
ততো জয়াভিব্যাহারৌ মরুদুৎপত্তিকীর্ত্তনম্।
কাশ্যপেয়ানুকথনমৃষিবংশনিরূপণম্॥
পিতৃকল্পানুকথনং শ্রাদ্ধকল্পস্ততঃ পরম্
বৈবস্বতসমুৎপত্তিঃ সৃষ্টিস্তস্য ততঃ পরম্॥
মনুপুত্রান্বয়শ্চাতো গান্ধর্ব্বস্য নিরূপণম্।
ইক্ষ্বাকুবংশকথনং বংশোঽত্রেঃ সুমহাত্মনঃ॥
অমাবসোরান্বয়শ্চ রজেশ্চরিতমদ্ভুতম্।
যযাতিচরিতঞ্চাথ যদুবংশনিরূপণম্॥
কার্ত্তবীর্য্যস্য চরিতং জামদগ্ন্যং ততঃ পরম্।
বৃষ্ণিবংশানুকথনং সগরস্যাথ সম্ভবঃ॥
ভার্গবস্যাথ চরিতং তথা কার্ত্তবধাশ্রয়ম্।
সমরস্যাথ চরিতং ভার্গবস্য কথা পুনঃ॥
দেবাসুরাহবকথা কৃষ্ণাবির্ভাববর্ণনে।
ইলস্য চ স্তবঃ পুণ্যঃ শুক্রেণ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
বিষ্ণুমাহাত্ম্যকথনং বলির্বংশনিরূপণম্।
ভবিষ্যরাজচরিতং সম্প্রাপ্তেঽথ কলৌ যুগে॥
এবমুদ্ঘাতপাদোঽয়ং তৃতীয়ো মধ্যমে দলে॥
চতুর্থমুপসংহারং বক্ষ্যে খণ্ডে তথোত্তরে।
বৈবস্বতান্তরাখ্যানং বিস্তরেণ যথাতথম্॥
পূর্ব্বমেব সমুদ্দিষ্টং সংক্ষেপাদিহ কথ্যতে।
ভবিষ্যাণাং মনূনাঞ্চ চরিতং হি ততঃ পরম্॥
কল্পপ্রলয়নির্দ্দেশঃ কালমানং ততঃ পরম্।
লোকাশ্চতুর্দ্দশ ততঃ কথিতা মানলক্ষণৈঃ॥
বর্ণনং নরকানাঞ্চ বিকর্ম্মাচরণৈস্ততঃ।
মনোময়পুরাখ্যানং লয়প্রাকৃতিকস্ততঃ॥
শৈবস্যাথ পুরস্যাপি বর্ণনঞ্চ ততঃ পরম্।
ত্রিবিধাদ্ গুণসম্বন্ধাজ্জন্তূনাং কীর্ত্তিতা গতিঃ॥
অনির্দ্দেশ্যাপ্রতর্ক্যস্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং বর্ণনং হি ততঃ পরম্॥
ইত্যেষ উপসংহারঃ পাদোবৃত্তঃ স চোত্তরঃ।
চতুষ্পাদং পুরাণং তে ব্রহ্মাণ্ডং সমুদাহৃতম্॥
অষ্টাদশমনোপম্যং সারাৎসারতরং দ্বিজ।
ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ চতুর্লক্ষং পুরাণত্বেন পঠ্যতে॥
তদেব ব্যস্যগদিতমত্রাষ্টাদশধা পৃথক্।
পারাশর্য্যেণ মুনিনা সর্ব্বেষামপি মানদ॥
বস্তুদ্রষ্টাথ তেনৈব মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্।
মত্তঃ শ্রুত্বা পুরাণানি লোকেভ্যঃ প্রচকাশিরে॥
মুনয়োধর্ম্মশীলাস্তে দীনানুগ্রহকারিণঃ।
ময়া বেদং পুরাণন্তু বশিষ্ঠায় পুরোদিতম্॥
তেন শক্তিসুতায়োক্তং জাতুকর্ণায় তেন চ।
ব্যাসলব্ধা ততশ্চৈতৎ প্রভঞ্জনমুখোদ্গতম্॥
প্রমাণীকৃতলোকেঽস্মিন্ প্রাবর্ত্তয়দনুত্তমম্।"

হে বৎস! শ্রবণ কর, আমি তোমার নিকট ব্রহ্মাণ্ড নামক পুরাণ কীর্ত্তন করিতেছি। ইহা দ্বাদশসহস্র শ্লোক ও ভাবি-কল্পের কথাদ্বারা পরিপূর্ণ। প্রক্রিয়া, অনুষঙ্গ, উপোদ্ঘাত ও উপসংহার নামে এই পুরাণের চারিটী পাদ আছে। উক্ত পাদ-চতুষ্টয়ের আদি পাদদ্বয় দ্বারা ইহার পূর্ব্বভাগ, তৃতীয়ে মধ্যমভাগ এবং চতুর্থপাদদ্বারা উত্তরভাগ কল্পিত হইয়াছে।

(১ম প্রক্রিয়াপাদ) ইহার প্রথমে কৃতসমুদ্দেশ এবং পরে নৈমিষাখ্যান, হিরণ্যগর্ভোৎপত্তি ও লোককথন এই কয়টী বর্ণিত আছে।

(২ অনুষঙ্গপাদ) ইহাতে কল্পমন্বন্তরাখ্যান, লোকজ্ঞান, মানসী সৃষ্টিকথন, রুদ্রপ্রসববর্ণন, মহাদেববিভূতি, ঋষিসর্গ, অগ্নিগণের বিচয় ?, কালসদ্ভাববর্ণন, প্রিয়ব্রতাচারনির্দ্দেশ, পৃথিবীর দৈর্ঘ্য ও বিস্তার, ভারতবর্ষবর্ণন, জম্বাদি সপ্তদ্বীপবর্ণন, অধোলোকবর্ণন, উর্দ্ধলোকানুকথন, গ্রহচার, আদিত্যব্যূহকথন, দেবগ্রহানুকীর্ত্তন, নীলকণ্ঠাখ্যান, মহাদেবের বৈভব, অমাবস্যাকথন, যুগতত্ত্বনিরূপণ, যজ্ঞপ্রবর্ত্তন, শেষযুগের কার্য্য, যুগপ্রজালক্ষণ, ঋষিপ্রবরবর্ণন, দেবগণের ব্যসনাখ্যান, স্বায়ম্ভুব-নিরূপণ, শেষ মন্বন্তরাখ্যান ও পৃথিবীদোহন এই সমুদায় কীর্ত্তিত হইয়াছে।

(মধ্যম উপোদ্ঘাতপাদ) ইহাতে সপ্তর্ষিকীর্ত্তন, প্রজাপতিসমূহ ও তাহা হইতে দেবাদির উৎপত্তি, জয়াভিব্যাহার, মরুদুৎপত্তিকীর্ত্তন, কাশ্যপেয়ানুকথন, ঋষিবংশনিরূপণ, পিতৃকল্পানুকথন, শ্রাদ্ধকল্প, বৈবস্বতোৎপত্তি, বৈবস্বতসৃষ্টি, মনুপুত্রসমূহ, গান্ধর্ব্বনিরূপণ, ইক্ষ্বাকুবংশকথন, অত্রিবংশকথন, রজির চরিত, যযাতিচরিত, যদুবংশনিরূপণ, কার্ত্তবীর্য্যচরিত, জামদগ্ন্যচরিত, বৃষ্ণিবংশানুকথন, সগরসম্ভব, ভার্গবচরিত, সমরচরিত, ভার্গবকথা, দেবাসুরসংগ্রামকথা, কৃষ্ণাবির্ভাববর্ণন, সূর্য্যস্তব, বিষ্ণুমাহাত্ম্য, বলিবংশনিরূপণ এবং কলিযুগ উপস্থিত হইলে ভবিষ্যরাজ চরিত।

(উত্তরভাগ উপসংহারপাদ) অনন্তর উপসংহার নামে চতুর্থখণ্ড বলিতেছি, ইহার পূর্ব্বে বৈবস্বতান্তরাখ্যান বিস্তৃতরূপে উক্ত হইলেও এখানে সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে এবং ইহার পরে ভবিষ্যমনুগণের চরিত, কল্পপ্রলয়নির্দ্দেশ, কল্পমান, চতুর্দ্দশলোককথন, নরকসমুদায়ের বর্ণন, মনোময়পুরাখ্যান, প্রাকৃতিক লয়, শৈবপুরের বর্ণন, ত্রিবিধ গুণসম্পর্কে প্রাণিগণের গতিকীর্ত্তন এবং অনির্দ্দেশ্য ও অপ্রতর্ক্য পরমাত্মা ব্রহ্মের অন্বয়ব্যতিরেক বর্ণিত হইয়াছে। এই উপসংহার নামক উত্তরভাগ সম্পন্ন হইল। এই সমুদায়ে চতুষ্পাদবিশিষ্ট ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। ইহা অষ্টাদশ ও সার হইতেও সারতর পুরাণ বলিয়া কথিত।

হে দ্বিজ! এই পুরাণ চতুর্লক্ষ শ্লোকরূপেও পঠিত হইয়া থাকে। পরাশরাত্মজ ব্যাস তাহাই অষ্টাদশপ্রকারে বিভক্ত করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন। হে মানদ! বস্তুদ্রষ্টা সেই ব্যাসমুনি আমার নিকট হইতে সমুদায় পুরাণ শ্রবণ করিয়া লোকমধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। আমি এই পুরাণ প্রথমতঃ বশিষ্ঠের নিকট বলিয়াছিলাম। পরে তিনি শক্তিসুত ও জাতুকর্ণের নিকট প্রকাশ করেন। অনন্তর ব্যাস প্রভঞ্জনমুখোচ্চারিত এই ব্রহ্মাণ্ডপুরাণালাভকরত এই লোকে প্রমাণীকৃত করিয়া প্রচার করিয়াছেন।

উদ্ধৃত বচন হইতে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের লক্ষণাদি ও বর্ণিত বিবরণাদির বিষয় একরূপ মোটামুটি জানা যায়। বিশ্বকোষ-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের একমাত্র অনুক্রমণিকা পাঠ করিলেই সাধারণের সন্দেহভঞ্জন হইতে পারে। এই অনুক্রমণিকা মধ্যেই ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের বর্ণনীয় বিষয়গুলির একরূপ মোটামুটি সূচী দেওয়া হইয়াছে। এই অনুক্রমণিকার সহিত নারদীয়পুরাণোক্ত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণাখ্যানের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। এতদ্ব্যতীত মৎস্যপুরাণের মতের সহিতও ইহার অনৈক্য হইতেছে না। মৎস্যপুরাণ বলিতেছে, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ পুরাকালে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছিল। আমাদের আলোচ্য ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের ১ম অধ্যায়ে স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে—

"পুরাণং সম্প্রবক্ষ্যামি ব্রহ্মোক্তং বেদসম্মিতম্।"

মৎস্যের মতে,—যাহাতে ভবিষ্য-কল্প-বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ। আমাদের আলোচ্য এই ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে ভবিষ্যকল্পবৃত্তান্ত বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে, এরূপ বিস্তৃতকল্পবিবরণ অপর কোন পুরাণে পাওয়া যায় না। শিবউপপুরাণের মতে ব্রহ্মাণ্ডের চরিত বর্ণিত হওয়ায় এই পুরাণের নাম ব্রহ্মাণ্ড হইয়াছে। বাস্তবিক এই ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের ৩৩ হইতে ৫৮ অধ্যায়ে যে ভাবে ব্রহ্মাণ্ডের নানাস্থানের ভূগোলবিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, এরূপ অপর কোন পুরাণে হয় নাই। সুতরাং এই ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অস্তিত্ব, মৌলিকত্ব এবং মহাপুরাণত্ব-সম্বন্ধে আর কোন গোলযোগ বা সন্দেহ থাকিতেছে না। তবে কথা এই, অধ্যাপক উইলসন্, রাজা রাজেন্দ্রলাল প্রভৃতি বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কি কারণে সন্দিহান হইয়াছেন? কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের পুঁথিতে প্রতি অধ্যায়ের পুষ্পিকায় "বায়ুপ্রোক্তে সংহিতায়াং" এইরূপ লিখিত আছে। কেবল এইরূপ পুষ্পিকার উপর নির্ভর করিয়া কোন কোন মহাত্মা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণকে বায়ুপুরাণ বলিয়া প্রকাশ করিয়া, শেষে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ হারাইয়া এই মূল মহাপুরাণের অস্তিত্বে সন্দেহ করিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক তাঁহাদের মহাভ্রম বলিতে হইবে; নারদীয় পুরাণে স্পষ্টই লিখিত আছে—

"ব্যাসো লব্ধা ততশ্চৈতৎ প্রভঞ্জনমুখোদ্গতম্।
প্রমাণীকৃত্য লোকেঽস্মিন্ প্রাবর্ত্তয়দনুত্তমম্॥"

এই বচন দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ যখন বায়ুপ্রোক্ত হইতেছে, তখন হস্তলিখিত পুথিতে যে "বায়ুপ্রোক্তে সংহিতায়াং" এইরূপ পুষ্পিকা গৃহীত হইয়াছে, তাহা ভ্রমপূর্ণ নয়। বরং যাঁহারা 'বায়ুপ্রোক্ত' নাম পড়িয়াই তাহা বায়ুপুরাণ বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদিগেরই মহাভ্রম বলিতে হইবে। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে একখানি বায়ুপুরাণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও ঐরূপ মহাভ্রম পরিলক্ষিত হয়।

রাজা তাঁহার প্রকাশিত বায়ুপুরাণের মুখবন্ধে লিখিয়া

গিয়াছেন যে, তিনি ছয়খানি হস্তলিখিত পুথি মিলাইয়া বায়ুপুরাণ প্রকাশ করিয়াছেন। এই ছয়খানি পুথির মধ্যে ভারত-গবর্মেণ্ট-কর্ত্তৃক সংগৃহীত ৯৭৫ নং পুথিখানিই তাঁহার আদর্শ, অপর পুথিগুলি প্রায় অসম্পূর্ণ ও ভ্রমপূর্ণ হওয়ায় পাঠ মিলাইবার জন্ত মধ্যে মধ্যে আলোচিত হইয়াছে। এখন আমরা তাঁহার সেই আদর্শ-পুথি লইয়াই দুই এক কথা বলিব, সেই পুথির লিখিত বিবরণ পাঠ করিলে সহজেই ধারণা হয় যে, তাহা বায়ুপুরাণ নয়, আমাদের আলোচ্য ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ। রাজেন্দ্রলালের আদর্শ পুথির ৮১।২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—

"কৃতে বৈ প্রক্রিয়াপাদশ্চতুঃসাহস্র উচ্যতে।
তস্মাচ্চতুঃশতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ॥
ত্রেতাদীনি সহস্রাণি সংখ্যয়া মুনিভিঃ সহ।
তস্যাপি ত্রিশতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশস্ত্রিশতঃ স্মৃতঃ॥
অনুষঙ্গপাদস্ত্রেতায়াস্ত্রিসাহস্রস্তু সংখ্যয়া।
দ্বাপরে দ্বে সহস্রে তু বর্ষাণাং সম্প্রকীর্ত্তিতম্॥
তস্যাপি দ্বিশতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশো দ্বিশতস্তথা।
উপোদ্ঘাতস্তৃতীয়স্তু দ্বাপরে পাদ উচ্যতে॥
কলের্বর্ষসহস্রন্তু প্রাহুঃ সংখ্যাবিদো জনাঃ।
তস্যাপি শতিকা সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশঃ শতমেব চ॥
সংহারপাদঃ সংখ্যাতশ্চতুর্থো বৈ কলৌ যুগে।
স সন্ধ্যানি সহাংশানি চত্বারি তু যুগানি বৈ॥
এতৎ দ্বাদশসাহস্রং চতুর্যুগমিতি স্মৃতম্।
এবং পাদৈঃ সহস্রাণি শ্লোকানাং পঞ্চ পঞ্চ চ॥
সন্ধ্যাসন্ধ্যাংশকৈরেব দ্বিসহস্রে তথা পরে।
এবং দ্বাদশসাহস্রং পুরাণং কবয়ো বিদুঃ॥
যথা বেদশ্চতুষ্পাদশ্চতুষ্পাদং তথা যুগং।
যথা যুগঞ্চতুষ্পাদং বিধাত্রা বিহিতং স্বয়ং।
চতুষ্পাদং পুরাণন্তু ব্রহ্মণা বিহিতং পুরা॥"

ইতিপূর্ব্বে নারদীয় পুরাণের বচনদ্বারা জানা গিয়াছে, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ চারিপাদে বিভক্ত, প্রক্রিয়াপাদ, অনুষঙ্গপাদ, উপোদ্ঘাতপাদ ও উপসংহারপাদ এবং দ্বাদশসহস্র শ্লোকসমন্বিত। অতএব রাজেন্দ্রলালের আদর্শ পুথিবর্ণিত—

"এবং দ্বাদশসাহস্রং পুরাণং কবয়ো বিদুঃ।
চতুষ্পাদং পুরাণন্তু ব্রহ্মণা বিহিতং পুরা॥" ইত্যাদি

শ্লোকে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেরই পরিচয় দিতেছে। এতদ্ভিন্ন সোসাইটি হইতে প্রকাশিত বায়ুপুরাণের পূর্ব্বভাগে চতুর্থ অধ্যায়োক্ত—

"সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতঞ্চেতি পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥ ১০
ব্রহ্মেত্যোঽপি হি যঃ কল্পঃ শুচিভ্যো নিয়তঃ শুচিঃ।
পুরাণং সম্প্রবক্ষ্যামি মারুতং বেদসম্মিতম্॥ ১১
প্রক্রিয়া প্রথমঃ পাদঃ কথ্যবস্তুপরিগ্রহঃ।
উপোদ্ঘাতোঽনুষঙ্গশ্চ উপসংহার এব চ।
ধর্ম্ম্যং যশস্যমায়ুষ্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্॥"

এই কয়েকটী শ্লোকদ্বারা চতুষ্পাদ-সমন্বিত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেরই আভাস দিতেছে। যদিও উক্ত বচনের মধ্যে "মারুতং বেদসম্মিতং" এইরূপ পাঠ থাকায় উহাকে বায়ুপুরাণ বলিয়া প্রকৃতই সাধারণের ধারণা জন্মিতে পারে, কিন্তু উহা অসঙ্গত পাঠ বলিয়া পরিত্যাগ করাই উচিত। কারণ, আমাদের সংগৃহীত চারিখানি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের প্রাচীন পুথিতে "ব্রহ্মাণ্ডং বেদসম্মিতম্" এইরূপ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণপরিচায়ক প্রকৃত পাঠ দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ রাজেন্দ্রলালের আদর্শ-পুথির সমাপ্তিপুষ্পিকায়—"ইতি মহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে দ্বাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং ব্রহ্মাণ্ডাখ্যং সমাপ্তম্।" এইরূপ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের সমাপ্তিজ্ঞাপক পাঠ পরিলক্ষিত হয়। এই আদর্শ-পুথিখানি ১৬৮৮ সংবতে অর্থাৎ প্রায় দেড়শত বর্ষ পূর্ব্বে নাগরাক্ষরে লিখিত হয়। ইহার শেষপাতে পুরাণখানির শ্লোকসংখ্যাও নিরূপিত হইয়াছে। যথা—

প্রক্রিয়াপাদে শ্লোকসংখ্যা	...	...	৪৮০০
অনুষঙ্গপাদে "	...	...	৩৬০০
উপোদ্ঘাতপাদে "	...	...	২৪০০
উপসংহারপাদে "	...	...	১২০০
		মোট	১২০০০ শ্লোক।[১]

প্রায় অধিকাংশ পুরাণের মতেই ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের শ্লোকসংখ্যা ১২০০০। অতএব রাজা রাজেন্দ্রলাল দ্বাদশসহস্র-শ্লোকাত্মক ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, বায়ুপুরাণ নামে প্রকাশ করিয়া মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, শ্বেতকল্পপ্রসঙ্গে বায়ু এই পুরাণ বর্ণনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সোসাইটির মুদ্রিত বায়ুপুরাণের প্রথমে শ্বেতকল্পের প্রসঙ্গ আদৌ নাই, বরং বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারি-প্রকাশিত শিবপুরাণের বায়ুসংহিতায় শ্বেতকল্পের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত সংহিতার উত্তরভাগে প্রথমাধ্যায়ে স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে—

"বক্ষ্যামি পরমং পুণ্যং পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।
শিবজ্ঞানার্ণবং সাক্ষাদ্ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদম্॥ ২৩

(১) ডাক্তার এগ্‌লিং সাহেব বিলাতের ইণ্ডিয়া-আপিসের পুস্তকালয়স্থ পুথিসমূহের যে বিস্তৃত তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও রাজা রাজেন্দ্রলালের মত ভ্রম পরিলক্ষিত হয়। Eggeling's Sanskrit Manuscripts in the Library of the India Office, p. 1301.

শব্দার্থন্যায়সংযুক্তৈরাগমার্থৈর্বিভূষিতম্।
শ্বেতকল্পপ্রসঙ্গেন বায়ুনা কথিতং পুরা॥"

অতএব স্বীকার করিতে হইবে, শ্বেতকল্পাশ্রয়ী বায়ুপুরাণ সোসাইটি হইতে প্রকাশিত হয় নাই, অন্যান্য স্মৃতিসংগ্রহাদি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে বায়ুপুরাণোদ্ধৃত যে সমস্ত বচন আমরা দেখিতে পাই, তাহা সোসাইটির বায়ুপুরাণে নাই। এখানে একটী প্রসিদ্ধ শ্লোকের কথা বলিব। বিখ্যাত টীকাকার শ্রীধরস্বামী ভাগবতটীকায় নৈমিষ শব্দের নামনিরুক্তিকালে বায়ুপুরাণ হইতে একটী বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহা এই—"তথাচ বায়বীয়ে—

এতন্মনোময়ং চক্রং ময়া সৃষ্টং বিসৃজ্যতে।
যত্রাস্য শীর্য্যতে নেমিঃ স দেশস্তপসঃ শুভঃ॥"

সোসাইটির মুদ্রিত পুস্তকে এই শ্লোকটিও নাই, তাহার পরিবর্ত্তে এইরূপ আছে—

"ভ্রমতো ধর্ম্মচক্রস্য যত্র নেমিরশীর্য্যত।
কর্ম্মণা তেন বিখ্যাতং নৈমিষং মুনিপূজিতম্॥"

সোসাইটি-মুদ্রিত বায়ু ২ অঃ, ৭ শ্লোক।

শ্রীধরস্বামিকৃত বায়ুপুরাণের শ্লোকটী যদিও সোসাইটির মুদ্রিত পুস্তকে নাই, কিন্তু বঙ্গবাসী-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত শিবপুরাণে বায়ুসংহিতায় স্পষ্টই আছে—

"এতন্মনোময়ং চক্রং ময়া সৃষ্টং বিসৃজ্যতে।
যত্রাস্য শীর্য্যতে নেমিঃ স দেশস্তপসঃ শুভঃ॥"

বায়ুসংহিতা পূর্ব্বভাগ ২ অঃ, ৮৮ শ্লোক।

এতদ্দ্বারাও জানা যাইতেছে, সোসাইটি-প্রকাশিত বায়ু বায়ুপুরাণই নয়, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অঙ্গমাত্র এবং সেই মুদ্রিত পুস্তকে গয়ামাহাত্ম্য একত্র প্রকাশিত হওয়ায়, ঐ পুস্তকখানি এক অদ্ভুত জিনিষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, উহাকে এক কথায় বায়ুপুরাণ কি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ কিছুই বলা যাইতে পারে না।

ইতিপূর্ব্বে উপক্রমে বলিয়াছি, যে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে যবদ্বীপে গিয়াছিল, এখনও সেই ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ বালিদ্বীপে কবিভাষায় অনুবাদসহ পাওয়া যায়। প্রচলিত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের সহিত ভবিষ্যরাজবংশবর্ণনাপ্রসঙ্গ ব্যতীত আর সকল অংশেই বালিদ্বীপীয় ব্রহ্মাণ্ডের মিল আছে। এই পুরাণখানি প্রকৃত পঞ্চলক্ষণান্বিত, ইহাতে ভবিষ্যাখ্যান ব্যতীত সেই আদি ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের প্রাচীনরূপ দৃষ্ট হয়, অষ্টাদশ পুরাণ বলিয়া গণ্য হইলেও ইহাকে প্রচলিত সকল পুরাণ অপেক্ষা প্রাচীনতম বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

স্কন্দপুরাণের ন্যায় বহুসংখ্যক মাহাত্ম্য এই ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অন্তর্গত বলিয়া প্রচলিত দেখা যায়, যথা—অগ্নীষর, অঞ্জনাদ্রি, অনন্তশয়ন, অর্জ্জুনপুর, অষ্টনেত্রগ্রাম, আদিপুর, আনন্দনিলয়, ঋষিপঞ্চমী, কঠোরগিরি, কালহস্তী, কামাক্ষীবিলাস, কার্ত্তিক, কাবেরী, কুম্ভকোণ, ক্ষীরসাগর, গোদাবরী, গোপুরী, গোমুক্তি, চম্পকারণ্য, জ্ঞানমণ্ডপ, তঞ্জাপুরী, তারকব্রহ্মমন্ত্র, তুঙ্গভদ্রা, তুলসী, দক্ষিণামূর্ত্তি, দেবদারুবন, নন্দিগিরি, নাচিকেত, নরসিংহ, পক্ষিরঙ্গ, পাপবিনাশ, পারিজাতাচল, পিনাকিনী, পুরাণশ্রবণ, পুরাণদান, পুরাণ-শ্রবণ, পুরুষোত্তম, প্রতিষ্ঠান, বদরিকাশ্রম, বুদ্ধিপুর, ব্রহ্মপুরী, মন্দারবন, ময়ূরস্থল, মল্লাপুর, মল্লারি, মায়াপুরী, রামায়ণ, লক্ষপূজা, লক্ষ্মীপুর, বৃদ্ধক্ষেত্র, বিরজাক্ষেত্র, বেঙ্কটগিরি, বেঙ্কটেশ, বেদগর্ভাপুরী, বেদারণ্য, শিবকাঞ্চী, শিবগঙ্গা, শ্রীগোষ্ঠী, শ্রীনিবাস, শ্রীমুষ্ণ, শ্রীরঙ্গ, সুগন্ধবন, সুন্দরপুর, সুন্দরারণ্য, হস্তিগিরি, হেরম্বকানন ইত্যাদি মাহাত্ম্য, গণেশকবচ, তুলসীকবচ, বেঙ্কটেশকবচ, হনুমৎকবচ ইত্যাদি কবচ, দত্তাত্রেয়-স্তোত্র, নদীস্তোত্র, পক্ষিরঙ্গনাথস্তোত্র, বন্দিস্তোত্র, ব্রহ্মপরাগস্তোত্র, যুগোলকিশোরস্তোত্র, ললিতাসহস্রনামস্তোত্র, বেঙ্কটেশসহস্রনাম, সরস্বতীস্তোত্র সিদ্ধলক্ষ্মীস্তোত্র, সীতাস্তোত্র, এতদ্ভিন্ন উত্তরখণ্ড, ক্ষেত্রখণ্ড, তুঙ্গভদ্রাখণ্ড, পদ্মক্ষেত্র, দেবাঙ্গচরিত্র, ললিতোপাখ্যান, বারিজাক্ষচরিত্র, বিষ্ণুপঞ্জর ও অধ্যাত্মরামায়ণ।

ঐ সকলের অধিকাংশই আধুনিক কালে রচিত, ব্রহ্মাণ্ড মহাপুরাণের অন্তর্গত না ধরিয়া, ব্রহ্মাণ্ড উপপুরাণের অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করিলে গোল মিটিয়া যায়।

১৮ খানি পুরাণের ন্যায় অন্যান্য মুনিরচিত ১৮ খানি উপপুরাণও প্রচলিত আছে। [উপপুরাণ দেখ।] অনেকের বিশ্বাস, উপপুরাণগুলি সেরূপ প্রাচীন গ্রন্থ নহে, কিন্তু উপপুরাণ-সমূহে অনেক প্রক্ষিপ্ত বচন থাকিলেও মূল উপপুরাণগুলি অতি-প্রাচীনকালে সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর শেষভাগে ষড়্গুরুশিষ্য তাঁহার বেদার্থ-দীপিকায় নৃসিংহ উপপুরাণ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং তৎপূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ মুসলমানপণ্ডিত অলবেরুণী নন্দা, আদিত্য, সোম, সাম্ব ও নরসিংহ ইত্যাদি উপপুরাণের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত ১৮খানি মহাপুরাণ ব্যতীত উপপুরাণ ও অতিপুরাণ লইয়া আমরা আরও অনেকগুলি পুরাণনামধেয় গ্রন্থের সন্ধান পাই যথা—

১ সনৎকুমার, ২ নরসিংহ, ৩ বৃহন্নারদীয়, ৪ শিব বা শিবধর্ম্ম, ৫ দুর্ব্বাসস্, ৬ কাপিল, ৭ মানব, ৮ ঔশনস, ৯ বারুণ, ১০ কালিকা, ১১ সাম্ব, ১২ নন্দিকেশ্বর বা নন্দা, ১৩ সৌর, ১৪ পারাশর, ১৫ আদিত্য, ১৬ ব্রহ্মাণ্ড, ১৭ মাহেশ্বর, ১৮ভাগবত, ১৯ বাশিষ্ঠ, ২০ কৌর্ম্ম, ২১ ভার্গব, ২২ আদি, ২৩ মুদ্গল, ২৪ কল্কি, ২৫ দেবী-পুরাণ, ২৬ মহাভাগবত, ২৭ বৃহদ্ধর্ম্ম, ২৮ পরানন্দ, ২৯ পশুপতি-পুরাণ।

অষ্টাদশ প্রাচীন মহাপুরাণ হইতে ভারতীয় হিন্দুসমাজের রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার, ধর্ম্মমত ও বিশ্বাস এবং অনেক পুরা কাহিনী জানিতে পারি। পুরাণকে আমরা প্রাচীন মৌলিক

গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি কি না, পুরাণ শ্রুতি-মূলক কি অবৈদিক, পুরাণের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, এসম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ কুমারিলভট্ট সবিশেষ আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। [কুমারিলভট্ট শব্দ দেখ।]

জৈন-পুরাণ।

হিন্দুদিগের মত জৈন ও বৌদ্ধগণেরও পুরাণ আছে। এই সকল পুরাণ হিন্দুপুরাণেরই আদর্শে রচিত। হিন্দুপুরাণে যেমন হিন্দু দেবদেবীর আখ্যায়িকা ও মাহাত্ম্য এবং পালনীয় ধর্ম্ম ও অনুষ্ঠানাদির প্রসঙ্গ আছে, জৈনপুরাণসমূহে সেইরূপ তীর্থঙ্করাদি মহাপুরুষগণের আখ্যায়িকা, জৈনদিগের ধর্ম্ম ও ব্যবস্থাদির উল্লেখ আছে। রামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির লীলা-খ্যান জৈনেরা কিরূপ ভাবে দেখিতেন ও তাঁহারা কিরূপ বিকৃতভাবে ঐ সকল অবতারলীলা গ্রহণ করিয়াছেন, জৈনপুরাণ-সমূহ হইতে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

জৈনপুরাণ-সংখ্যা।

জৈনদিগের ২৪ জন তীর্থঙ্কর, এই ২৪ জনের আখ্যায়িকা-প্রসঙ্গে দিগম্বর জৈনদিগের মধ্যে ২৪ খানি মহাপুরাণ রচিত হইয়াছে। জিনসেনাচার্য্য-রচিত আদিপুরাণে লিখিত আছে—

"ত্রিষষ্ট্যবয়বঃ সোঽয়ং পুরাণস্কন্ধ ইষ্যতে।
অবান্তরাধিকারাণামপর্য্যন্তো হ্যত্র বিস্তরঃ॥ ১২৬
তীর্থকর্ত্তৃপুরাণেষু শেষাণামপি সংগ্রহাৎ।
চতুর্বিংশতিরেবাত্র পুরাণানীতি কেচন॥ ১২৭
পুরাণং বৃষভস্যাদ্যং দ্বিতীয়মজিতেশিনঃ।
তৃতীয়ং সম্ভবস্যেষ্টং চতুর্থমভিনন্দিনঃ॥ ১২৮
পঞ্চমং সুমতেঃ প্রোক্তং ষষ্ঠং পদ্মপ্রভস্য চ।
সপ্তমং স্যাৎ সুপার্শ্বস্য চন্দ্রাভাসোঽষ্টমং স্মৃতম্॥ ১২৯
নবমং পুষ্পদন্তস্য দশমং শীতলেশিনঃ।
শ্রেয়সং চ পরং তস্মাদ্দ্বাদশং বাসুপূজ্যগম্॥ ১৩০
ত্রয়োদশঞ্চ বিমলে ততোঽনন্তজিতঃ পরম্।
জিনে পঞ্চদশং ধর্ম্মে শান্তেঃ ষোড়শমীশিতুঃ॥ ১৩১
কুন্থো সপ্তদশং জ্ঞেয়মরস্যাষ্টাদশং মতম্।
মল্লেরেকোনবিংশং স্যাদ্বিংশঞ্চ মুনিসুব্রতে॥ ১৩২
একবিংশং নমের্ভর্ত্তুর্নেমের্দ্বাবিংশমর্হতঃ।
পার্শ্বেশস্য ত্রয়োবিংশং চতুর্বিংশঞ্চ সন্মতেঃ॥ ১৩৩
পুরাণান্যেবমেতানি চতুর্বিংশতিরর্হতাম্।
মহাপুরাণমেতেষাং সমূহঃ পরিভাষ্যতে॥ ১৩৪"

(আদিপুরাণ ২ পর্ব্ব)

তীর্থঙ্করদিগের নামানুযায়ী পুরাণমধ্যে শেষ তীর্থঙ্করকেও লইয়া কেহ কেহ চতুর্বিংশতিখানি পুরাণ বলিয়া থাকেন। ঋষভদেবের চরিতজ্ঞাপক পুরাণই আদিপুরাণ, ২য় অজিত-নাথের পুরাণ, ৩য় সম্ভবনাথের পুরাণ, ৪র্থ অভিনন্দীর পুরাণ ৫ম সুমতিনাথের পুরাণ, ৬ষ্ঠ পদ্মপ্রভের পুরাণ, ৭ম সুপার্শ্বের পুরাণ, ৮ম চন্দ্রপ্রভের পুরাণ, ৯ম পুষ্পদন্তের পুরাণ, ১০ম শীতলনাথের পুরাণ, ১১শ শ্রেয়াংসের পুরাণ, ১২শ বাসুপূজ্যের পুরাণ, ১৩শ বিমলনাথের পুরাণ, ১৪শ অনন্তজিতের পুরাণ, ১৫শ ধর্ম্মনাথের পুরাণ, ১৬শ শান্তিনাথের পুরাণ, ১৭শ কুন্থু-নাথের পুরাণ, ১৮শ অরনাথের পুরাণ, ১৯শ মল্লিনাথের পুরাণ, ২০শ মুনিসুব্রতের পুরাণ, ২১শ নমিনাথের পুরাণ, ২২শ নেমি-নাথের পুরাণ, ২৩শ পার্শ্বনাথের পুরাণ ও ২৪শ সন্মতির পুরাণ। ২৪ জন অর্হতের এই ২৪ খানি পুরাণ, এই পুরাণগুলিই জৈন-মহাপুরাণ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

জৈনপুরাণলক্ষণ।

হিন্দুরা যেমন পুরাণের পঞ্চলক্ষণ স্বীকার করেন, জৈনেরা সেরূপ স্বীকার করেন না। আদিপুরাণে লিখিত আছে—

"তীর্থেশমাপি চক্রেশাং হলিনামর্দ্ধচক্রিণাম্।
ত্রিষষ্টিলক্ষণং বক্ষ্যে পুরাণং তদ্বিদামপি॥
পুরাতনং পুরাণং স্যাত্তন্মহন্মহদাশ্রয়াৎ।
মহদ্ভিরুপদিষ্টত্বান্মহাশ্রেয়োঽনুশাসনাৎ॥
কবিং পুরাণমাশ্রিত্য প্রসৃতত্বাৎ পুরাণতা।
মহত্বং স্বমহিম্নৈব তস্যেত্যান্যৈর্নিরুচ্যতে॥
মহাপুরুষসম্বন্ধিমহাভ্যুদয়শাসনম্।
মহাপুরাণমাম্নাতমত এতন্মহর্ষিভিঃ॥" (১।২০-২৩)

তীর্থঙ্কর, চক্রধর, হলধর, অর্দ্ধচক্রধর ও তত্তৎজ্ঞানীদিগের ত্রিষষ্টিপ্রকার লক্ষণযুক্ত পুরাণ বলিতেছি। পুরাতনকেই পুরাণ বলে। এই পুরাণ আবার মহদাশ্রয়, মহতের উপদেশ ও মহামঙ্গলের অনুশাসনবশতঃ মহাপুরাণ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন,—পুরাণকবিকে আশ্রয় করিয়া যাহা বিস্তৃত হয়, তাহাই পুরাণ এবং যাহা স্বীয় মহিমা ও মহা-পুরুষ-সম্বন্ধি মহদভ্যুদয়ের অনুশাসনযুক্ত, তাহাই মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক মহাপুরাণ বলিয়া অভিহিত।

অরুণমণিরচিত অজিতনাথপুরাণেও লিখিত আছে—

"পুরাতনৈর্নরৈরুক্তা ত্রিষষ্টিপুরুষাশ্রিতাঃ।" (১।৮২)

প্রত্যেক জৈনপুরাণেই প্রধানতঃ ৬টী অধিকার দৃষ্ট হয়—১ম লোকসংস্থান, ২ রাজবংশোৎপত্তি, ৩ জিনেন্দ্রের পঞ্চকল্যাণ, ৪ গমনাগমন, ৫ দিগ্বিজয় ও সাম্রাজ্য, ৬ তৎপরিনির্ব্বাণ।*

* অজিতনাথপুরাণে এইরূপ ৬টী অধিকার বর্ণিত হইয়াছে—
"লোকসংস্থানমত্রাদৌ রাজবংশোদ্ভবস্ততঃ।
জিনেন্দ্রপঞ্চকল্যাণং সগরং গমনাগমং।
দিগ্জয়ং দিব্যসাম্রাজ্যং তস্য নির্বৃতিকারণম্।" (১।১১৬)

রবিষেণের মতে সাতটী অধিকার লইয়া পদ্মপুরাণ, ১ম স্থিতি, ২ বংশসমুৎপত্তি, ৩ প্রস্থান, ৪ সংযুগ, ৫ লবণাঙ্কুশোৎপত্তি, ৬ ভবোক্তি অর্থাৎ জিনকৃত তত্ত্বোপদেশ এবং ৭ পরিনির্বৃতি, নানা মনোহর অবান্তর কথাসহ পুরাণের এই সাতটী অধিকার কীর্ত্তিত হইয়াছে।*

হিন্দুগণ যেমন ব্রহ্মা বা নারায়ণ হইতে আদি-পুরাণের উৎপত্তি কল্পনা করিয়াছেন, জৈনগণও সেইরূপ আপনাদিগের তীর্থঙ্কর হইতে এই পুরাণোৎপত্তি স্বীকার করেন।

রবিষেণ-বিরচিত পদ্মপুরাণে লিখিত আছে—প্রথমে মহাবীর তাঁহার প্রিয় গণধর ইন্দ্রভূতির নিকট এই পুরাণকথা প্রকাশ করেন, ইন্দ্রভূতি হইতে সুধর্ম্ম, সুধর্ম্ম হইতে জম্বুস্বামী, তাঁহার নিকট হইতে প্রভব, প্রভব হইতে শিষ্যক্রমানুসারে কীর্ত্তি এবং তাঁহার নিকট হইতে অনুত্তরবাগ্মী এই পুরাণ প্রাপ্ত হন। অনুত্তরবাগ্মীর নিকট রবিষেণ যে পুথি পাইয়াছিলেন, তাহারই সাহায্যে তিনি পদ্মপুরাণ রচনা করেন। আবার এই পদ্মপুরাণের শেষে এইরূপ রচনাকাল পাওয়া যায়—

"দ্বিশতাভ্যধিকে সমাসহস্রে সমতীতেঽর্দ্ধচতুর্থবর্ষযুক্তে।
জিনভাস্করবর্দ্ধমানসিদ্ধে চরিতং পদ্মমুনেরিদং নিবদ্ধং॥"

জিনসূর্য্য বর্দ্ধমানের নির্ব্বাণকাল হইতে একসহস্র দ্বিশত চতুর্থ বর্ষের অর্দ্ধেক গত হইলে (অর্থাৎ বীরগতে ১২০৪ অব্দে = ৬৭৮ খৃষ্টাব্দে) পদ্মমুনির এই চরিত নিবদ্ধ হয়।

জিনসেনের আদিপুরাণেও লিখিত আছে—

'জগদ্গুরু প্রথমেই উৎসর্পিণীকালের পুরুষাশ্রয়ী অতি গভীর পুরাণ ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি অবসর্পিণীকাল আশ্রয়পূর্ব্বক পুরাণকথা প্রস্তুত করিয়া সর্ব্বাগ্রে তাহার পীঠিকা প্রস্তুত করেন। পুরাকল্পে গীষ্পতি যে ইতিবৃত্ত বলিয়া গিয়াছেন, বৃষসেন নামক গণধর অর্থসহ তৎসমুদায় অধ্যয়ন করেন। অতঃপর সেই কৃতী গণধরশ্রেষ্ঠ অর্থসহ স্বয়ম্ভুর বাক্য অবধারণ করিয়া জগতের হিতের নিমিত্ত তাহাকে পুরাণরূপে গ্রথিত করিলেন। ক্রমে অবশিষ্ট তীর্থঙ্কর ও ঋদ্ধিসম্পন্ন গণধরগণও বেদবাক্যানুসারে সেই পুরাণ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর যুগান্তকাল উপস্থিত হইলে একদা অখিলার্থদর্শী সিদ্ধার্থ-নন্দন ভগবান্ মহাবীর বিপুলাচলে অবস্থান করিতেছিলেন। ইত্যবসরে তথায় মগধরাজ শ্রেণিক আসিয়া বিনয়প্রভাবে সেই পরবর্ত্তী তীর্থনায়কের নিকট পুরাণার্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। গণাধিপতি গৌতম শ্রেণিকের প্রতি মহাবীরের অনুগ্রহ বুঝিতে পারিয়া সমুদায় পুরাণসংগ্রহ বলিয়াছিলেন। তথায় মহর্ষি গৌতম কর্ত্তৃক অনুস্মৃত তত্তৎবিষয় বোধি-সুধর্ম্মা জম্বুস্বামীকে অর্পণ করেন। পরে গুরুপরম্পরাক্রমে আগত পুরাণ সম্প্রতি আমরা যথাশক্তি প্রকাশ করিতেছি। শেষ তীর্থঙ্কর ইহার মূলতন্ত্র প্রণয়ন করেন। পরে সান্নিধ্যক্রমাশ্রয়ে গৌতম শ্রেণিক প্রশ্নানুসারে বলিয়াছিলেন। ইত্যাদি অনুসন্ধান করিয়া এই প্রবন্ধ নিবদ্ধ হইল।'[২]

---

* "স্থিতিবংশসমুৎপত্তিঃ প্রস্থানং সংযুগং ততঃ।
লবণাঙ্কুশসম্ভূতির্ভবোক্তিঃ পরিনির্বৃতিঃ॥
অবান্তরভবৈর্ভূরিপ্রকারৈশ্চারুপর্ব্বভিঃ।
যুক্তাঃ সপ্তপুরাণোক্তিরধিকারা ইমে স্মৃতাঃ॥" (পদ্মপুরাণ ১।৪৩-৪৪)

(১) "বর্দ্ধমানজিনেন্দ্রোক্তঃ সোঽয়মর্থো গণেশ্বরম্।
ইন্দ্রভূতিং পরিপ্রাপ্তঃ সুধর্ম্মং ধারণীভবং॥
প্রভবং ক্রমতঃ কীর্ত্তিস্ততোঽনুত্তরবাগ্মিনম্।
লিখিতং তস্য সংপ্রাপ্য রবের্যত্নোঽয়মুদ্গতঃ॥" (পদ্মপু° ১।৪১-৪২)

(২) "প্রাগেবোৎসর্পিণীকালসম্বন্ধিপুরুষাশ্রয়ম্।
পুরাণমতিগম্ভীরং ব্যাজহার জগদ্গুরুঃ॥
ততোঽবসর্পিণীকালমাশ্রিত্য প্রস্তুতাং কথাম্।
প্রস্তোষ্যৎ স পুরাণস্য পীঠিকাং প্রাক্সমাদধে॥
ইতিবৃত্তং পুরাকল্পে যৎপ্রোবাচ গিরাং পতিঃ।
গণী বৃষভসেনাখ্যস্তদাধিজগেঽর্থতঃ॥
ততঃ স্বায়ম্ভুবীবাণীমবধার্য্যার্থতঃ কৃতী।
জগদ্ধিতায় সোঽগ্রন্থীত্তৎপুরাণং গণাগ্রণীঃ॥
শেষৈরপি তথা তীর্থকৃদ্ভির্গণধরৈরপি।
মহর্দ্ধিভির্যথাম্নায়ং তৎপুরাণং প্রকাশিতম্॥
ততো যুগান্তে ভগবান্ বীরঃ সিদ্ধার্থনন্দনঃ।
বিপুলাদ্রিমলংকুর্ব্বন্নেকদাস্তেঽখিলার্থদৃক্॥
অথোপসৃত্য তত্রৈনং পশ্চিমং তীর্থনায়কম্।
প্রপচ্ছামুং পুরাণার্থং শ্রেণিকো বিনয়ানতঃ॥
তং প্রত্যনুগ্রহং ভর্ত্তুরববুধ্য গণাধিপঃ।
পুরাণসংগ্রহং কৃৎস্নমন্ববোচৎ স গৌতমঃ॥
তত্তদানুস্মৃতং তত্র গৌতমেন মহর্ষিণা।
ততো বোধিসুধর্ম্মাঽসৌ জম্বুনাম্নে সমর্পয়ৎ॥
ততঃ প্রভৃত্যবিচ্ছিন্নগুরুপর্ব্বক্রমাগতম্।
পুরাণমধুনাস্মাভির্যথাশক্তি প্রকাশ্যতে॥
ততোঽত্র মূলতন্ত্রস্য কর্ত্তা পশ্চিমতীর্থকৃৎ
গৌতমশ্চানুতন্ত্রস্য প্রত্যাসত্তিক্রমাশ্রয়াৎ॥
শ্রেণিকপ্রশ্নমুদ্দিশ্য গৌতমঃ প্রত্যভাষত।
ইতীদমনুসন্ধায় প্রবন্ধোঽয়ং নিবধ্যতে॥
পুরাণং ঋষিভিঃ প্রোক্তং প্রমাণং সূক্তমঞ্জসা।
ততঃ শ্রদ্ধেয়মধ্যেয়ং ধ্যেয়ং শ্রেয়োঽর্থিনামিদং॥" (১।১৯১-২০৫)

এইরূপ অপরাপর জৈন-পৌরাণিকেরা পুরাণের প্রাচীনতা-সংস্থাপনার্থ মহাবীরকেই পুরাণপ্রকাশক ধরিয়া লইয়াছেন। এরূপ প্রাচীনত্ব-স্থাপনের চেষ্টা হিন্দুপুরাণের অনুকরণফল বলিতে হইবে। তবে এইমাত্র বলিতে পারি, হিন্দুসমাজের মত জৈনসমাজেও অতি প্রাচীনকাল হইতে পুরাণাখ্যান প্রচলিত ছিল, তাহা রবিষেণ, জিনসেন, গুণভদ্র, অরুণমণি প্রভৃতি জৈন-পৌরাণিকগণের উক্তি হইতে জানা যায়।

জিনসেন ৭০৫ শকে (৭৮৩ খৃষ্টাব্দে) হরিবংশ (অরিষ্টনেমি-পুরাণ) রচনা করেন। তাঁহার আদিপুরাণে ২৪ খানি পুরাণের উল্লেখ আছে, তাহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী রবিষেণ ৬৭৮ খৃষ্টাব্দে পদ্মপুরাণ রচনা করেন, ইহাতেও পূর্ব্বতন পুরাণের আভাস আছে। এরূপ স্থলে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে দিগম্বরদিগের মধ্যে পুরাণ প্রচলিত ছিল, তাহা একরূপ গোটামুটী স্বীকার করা যাইতে পারে।

জৈনপুরাণ-শ্রবণফল।

সকল হিন্দুপুরাণেই যেমন পুরাণ-শ্রবণ সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, জৈনপুরাণেও সেইরূপ কথা পাওয়া যায়। যথা আদিপুরাণে—

"পুরাণমৃষিভিঃ প্রোক্তং প্রমাণং সূক্তিমঞ্জসা।
ততঃ শ্রদ্ধেয়মধ্যেয়ং ধ্যেয়ং শ্রেয়োর্থিনামিদং॥
ইদং পুণ্যমিদং পূতমিদং মাঙ্গল্যমুত্তমম্।
ইদমায়ুষ্যমগ্র্যঞ্চ যশস্যং স্বর্গ্যমেব চ॥
ইদমর্চ্চয়তাং শান্তিস্তুষ্টিঃ পুষ্টিশ্চ পৃচ্ছতাম্।
পঠতাং ক্ষেত্রমারোগ্যং শৃণ্বতাং কর্ম্মনির্জ্জরা॥
ইতোদুঃস্বপ্ননির্ণাশঃ সুস্বপ্নপ্রীতিরেব চ।
ইতোভীষ্টফলব্যক্তির্নিমিত্তমতিপশ্যতাম্॥" (১।২৯৫-৮)

জিনসেনাচার্য্যবর্ণিত ২৪ খানি মহাপুরাণ ব্যতীত পুণ্যচন্দ্রোদয়পুরাণ, হরিবংশ, পাণ্ডবপুরাণ ইত্যাদি আরও অনেক পুরাণের নাম শুনা যায়। তন্মধ্যে মহাপুরাণ ও পুরাণগুলির মধ্যে যে যে পুরাণ পাইয়াছি, পর্ব্ব বা সর্গানুসারে তন্মধ্যে কএকখানির অনুক্রমণিকা উদ্ধৃত করিলাম।

আদিপুরাণ। *

১ম পর্ব্বে—বৃষভাদি জিনস্তুতি, মহাপুরাণাদি নিরুক্তি, সিদ্ধসেনাদি পূর্ব্বতন জৈন-কবিদিগের প্রশস্তি, আক্ষেপণ্যাদি কথালক্ষণ, ঋষভের প্রতি ভরতের প্রশ্ন, তদুত্তরে আদিতীর্থঙ্করের পুরাণবর্ণনা, তৎপরে মহাবীর হইতে আচার্য্য-পরম্পরায় পুরাণপ্রাপ্তিকথন, ২ মগধাধিপ শ্রেণিক ও গৌতমসংবাদে পুরাণাখ্যানপ্রসঙ্গ, ধর্ম্মপ্রশংসা, ক্ষেত্রকালতীর্থাদি পঞ্চধা পুরাণকথন, গণধরকৃত আদিজিনস্তোত্র, অনুযোগাদি চারিপ্রকার শ্রুতস্কন্ধবর্ণনা, অনুযোগাদির গ্রন্থসংখ্যানিরূপণ, ত্রিষষ্টাবয়কথন, চতুর্ব্বিংশতি জিনপুরাণনামকথন, গৌতমস্বামীর কালনির্ণয়; কেবলী, দশপূর্ব্বী, একাদশাঙ্গধৃক্‌গণের নাম ও কালনির্ণয়, জিনসেনের আদিপুরাণপ্রসঙ্গে উপোদঘাতবর্ণন, ৩ উৎসর্পিণী ও অবসর্পিণী নামক কালনির্ণয়, মানবের আয়ু ও দেহপরিমাণ, জৈনমতানুসারে ক্ষেমঙ্করাদি মন্বন্তরনির্ণয়, মরুদেবের জন্মকথা, যুগাদিনির্ণয়, পুরাণপীঠিকাবর্ণন, ৪ আদিনাথ ঋষভচরিতপ্রসঙ্গে জম্বূদ্বীপ ও তদন্তর্গত কুলপর্ব্বতাদি বর্ণন, রাজপুরবর্ণন, খেচরেশ্বররূপবর্ণন, মহাবলের অভ্যুদয়-বর্ণন, ৫ সচিবগণের ধর্ম্মনীতি, সংসারের অনিত্যতা ও জীবাজীবাদিতত্ত্বকথন, জাত্যন্তরকথন, শূন্যবাদনিরাকরণ, অরবিন্দরাজাখ্যান, শতবল নামক রাজকথা, ললিতাঙ্গের আখ্যান, ৬ ললিতাঙ্গপুত্র বজ্রজঙ্ঘ ও তাহার বন্ধু কুমুদানন্দের কথা, জ্ঞানপর্য্যায় ও মনপর্য্যায়াদিকথন, কনকেশ্বরের প্রসঙ্গ, যুগন্ধর জিনের কথা, ললিতাঙ্গের স্বর্গচ্যুতিপ্রসঙ্গ, চক্রধরাখ্যান, ৭ শ্রীমতী-বজ্রজঙ্ঘসমাগম, ৮ জিনধর্ম্মপ্রভাববর্ণনে শ্রীমতী-বজ্রজঙ্ঘপাত্রদানানুবর্ণন, ৯ শ্রীমতী ও বজ্রজঙ্ঘের আর্য্যাসম্বন্ধোৎপত্তি, ১০ অচ্যুতেন্দ্রের ঐশ্বর্য্যবর্ণন, ১১ বজ্রনাভির সর্ব্বার্থসিদ্ধিলাভ, ১২ আদিজিনের স্বর্গাবতরণপ্রসঙ্গে ব্যাজস্তুতি, প্রহেলিকা, কালাপক, ক্রিয়াগুপ্ত, স্পষ্টান্ধক, নিরোষ্ঠা, বিন্দুমান্, বিন্দুচ্যুত, মাত্রাচ্যুত, ব্যঞ্জনচ্যুত, অক্ষরচ্যুত, দ্ব্যক্ষরচ্যুত, একাক্ষরচ্যুত, শব্দপ্রহেলিকাদিকথন, ১৩ নাভির ঔরসে মেরুদেবীর গর্ভে নবমমাস গর্ভবাসের পর চৈত্রমাসে কৃষ্ণপক্ষে নবমীতিথিতে ব্রহ্মমহাযোগে আদিজিন ঋষভদেবের জন্ম ও জন্মোৎসব-কথন, ইন্দ্রাদি দেবগণ ও ইন্দ্রাণী প্রভৃতি দেবীগণ কর্ত্তৃক জন্মাভিষেকবর্ণন, ১৪ আদিজিনের জাতকর্ম্মোৎসববর্ণন, ১৫ কুমারকাল, যশস্বতীর সহিত বিবাহ ও তৎপুত্র ভরতের জন্মকথাবর্ণন, ১৬ বৃষভসেনার গর্ভে ৯৯টী পুত্রোৎপত্তি ও তাহাদের নাম ও পুত্রাদিসহ আদিজিনের সাম্রাজ্যভোগবর্ণন, ১৭ আদিজিনের সংসারপ্রতি বীতরাগ ও তাঁহার পরিনিষ্ক্রমণ, ১৮ ধরণেন্দ্র ও বিজয়ের অর্দ্ধপণগমন, ১৯ নমি ও বিনমি নামক রাজপুত্রদ্বয়ের রাজ্যপ্রতিষ্ঠাবর্ণন, ২০ আদিজিনের কৈবল্যোৎপত্তিকথন, ২১ ধ্যানতত্ত্বানুবর্ণন, ২২ আদিজিনের সমবসর ও বিনিবেশবর্ণন, ২৩ আদিজিনের বিভূতিবর্ণন, ২৪ আদিজিনের ধর্ম্মদেশনাকথন, ২৫ তাঁহার তীর্থবিহারবর্ণন, ২৬ ভরতরাজের দিগ্বিজয়োদ্যোগবর্ণন, ২৭ ভরতরাজের বিজয়যাত্রা, ২৮ পূর্ব্বসাগরদ্বারাদি-বিজয়বর্ণন, ২৯ প্রাচী-

* এই আদিপুরাণের ১ম হইতে ৪২শ পর্ব্ব পর্য্যন্ত জিনসেনাচার্য্য এবং ৪৩শ হইতে ৪৭শ পর্ব্ব পর্য্যন্ত গুণভদ্রাচার্য্য রচনা করেন।

দিগ্বর্ত্তী জনপদসমূহ ও দক্ষিণার্ণব পর্য্যন্ত দক্ষিণদিগ্বর্ত্তী জনপদসমূহের বিজয়বর্ণন, ৩০ পশ্চিমার্ণব পর্য্যন্ত পশ্চিমদিগ্বর্ত্তী জনপদসমূহের বিজয়বর্ণন, ৩১ ম্লেচ্ছরাজবিজয়প্রসঙ্গে গুহাদ্বার উদ্ঘাটন, ৩২ ভরতের উত্তর-দিগ্বিজয়বর্ণন, ৩৩ ভরতের কৈলাস-গিরিগমন, ৩৪ ভরতরাজের অনুজগণের দীক্ষাবর্ণন, ৩৫ কুমার বাহুবলির রণোদ্যোগ, ৩৬ কুমার ভুজবলির বিজয়বর্ণন, ৩৭ ভরতে-শ্বরাভ্যুদয়কথন, ৩৮ দ্বিজোৎপত্তিবর্ণনপ্রসঙ্গে গর্ভাধান, প্রীতি, সুপ্রীতি, ধৃতি, মোদ, প্রিয়োদ্ভব, নামকর্ম্ম, বহির্যান, নিষদ্যা, অন্নপ্রাসন, ব্যুষ্টি, কেশবাপ, লিপিসংখ্যানসংগ্রহ, উপনীতি, ব্রতচর্য্যা, ব্রতাবতার, বিবাহ, বর্ণলাভ, কুলচর্য্যা, গৃহীশিতা, প্রশান্তি, গৃহত্যাগ, আদ্যদীক্ষা, জিনরূপতা, মৌনাধ্যয়নবৃত্তি, তীর্থকৃতের ভাবনা, গুরুস্থানগমন, গণাপগ্রহণ, স্বগুরুস্থানপ্রাপ্তি, নিঃসঙ্গত্বাত্ম-ভাবনা, যোগনির্ব্বাণপ্রাপ্তি, যোগনির্ব্বাণসাধন, ইন্দ্রোপপাদ, ইন্দ্রাভিষেক, বিধিদানসুখোদয়, ইন্দ্রত্যাগ, ইন্দ্রাবতার, হিরণ্যোৎকৃষ্টজন্মতা, মন্দরেন্দ্রাভিষেক, গুরুপূজা, যৌবরাজ্য, স্বরাজ্য, চক্রলাভ, দিগ্বিজয়, সাম্রাজ্য, চক্রাভিষেক, পরিনিষ্ক্রান্তি, যোগসম্মহ, আর্হন্ত্য, বিহার, যোগত্যাগ, অগ্রনির্বৃতি, ইত্যাদি গর্ভাধান হইতে নির্ব্বাণ পর্য্যন্ত ৫৩ প্রকার গর্ভান্বয়-ক্রিয়াবর্ণন, * ৩৯ দ্বিজাতিগণের দীক্ষাপ্রসঙ্গে বৃত্তলাভ, পূজারাধ্য, পুণ্যযজ্ঞ, দৃঢ়চর্য্যা, উপযোগিতা, উপনীতি, ব্রহ্মচর্য্যা, ব্রতাবতার, বিবাহ, কুলচর্য্যা, গৃহীশিতা, প্রশান্ততা, গৃহত্যাগ, দীক্ষাদ্য, জিনরূপতা, দীক্ষান্বয়, পারিব্রাজ্য, সুরেন্দ্রতা, সাম্রাজ্য, আর্হন্ত্য ও পরিনির্ব্বাণ-পর্য্যন্ত অষ্টচত্বারিংশপ্রকার দীক্ষান্বয়বর্ণন, ৪০ উত্তরচূলিকা-ক্রিয়া-বর্ণনপ্রসঙ্গে আধানাদিসপ্তক্রিয়া ও মন্ত্রসমূহবর্ণন, ৪১ ভরতরাজের স্বপ্নদর্শন ও তৎফলোপবর্ণন, ৪২ ভরত রাজর্ষির প্রজাপালনস্থিতি-প্রতিপাদন, ৪৩ হস্তিনাপুরপতি জয়রাজ-পুত্রাখ্যান প্রসঙ্গে সুলোচনার স্বয়ম্বর, মালারোপণ ও কল্যাণবর্ণন, ৪৪ জয়বিজয়ের প্রভাববর্ণন, ৪৫ সুলোচনার সুখসৌভাগ্যবর্ণন, ৪৬ জয় ও সুলোচনার জন্মান্তরবর্ণন, ৪৭ শ্রীপালচরিত, যশঃপাল বসুপালাদির প্রসঙ্গ, আদিনাথের গণধর, পূর্ব্বধর, কেবলাগমী, বিক্রিয়র্দ্ধি, ব্রাহ্মী, আর্য্যিকা, শ্রাবক ও শ্রাবিকাদির সংখ্যানির্ণয়, আদিনাথ ও ভরতাদির বিভিন্নজন্মকথন, ভরতের স্বর্গগমন, উপসংহার।

আদিপুরাণরচয়িতা জিনসেন তাঁহার গ্রন্থ-প্রারম্ভে নয়কেশরী সিদ্ধসেন, বাদিচূড়ামণি সমন্তভদ্র, শ্রীদত্ত, যশোভদ্র, চন্দ্রোদয়কার প্রভাচন্দ্র, মুনীশ্বর শিবকোটি, জটাচার্য্য (সিংহ-নন্দী), কথালঙ্কারকার কাণভিক্ষু (দেবমুনি), কবিতীর্থকৃৎ অকলঙ্ক, জিনসেনের গুরু ভট্টারক বীরসেন, ও বাগর্থসংগ্রহকার জয়সেন-গুরুর প্রশংসা করিয়াছেন। জৈনশব্দে [১৭৮-১৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য] দিগম্বরদিগের পট্টাবলী হইতে যে গুরুপরম্পরা উদ্ধৃত হইয়াছে, এই আদিপুরাণে তাহার মতভেদ লক্ষিত হয়। ঐতিহাসিকগণের কাজে আসিতে পারে ভাবিয়া তাহা উদ্ধৃত করিলাম—

"অহং সুধর্ম্মা জম্ব্বাখ্যো নিখিলশ্রুতধারিণঃ।
ক্রমাৎ কৈবল্যমুৎপাদ্য নির্ব্বাণ্যামস্ততো বয়ং॥
ত্রয়াণামস্মদাদীনাং কালঃ কেবলিনামিহ।
দ্বাষষ্টিবর্ষপিণ্ডঃ স্যাত্তগবন্নির্বৃতেঃ পরম্॥
ততো যথাক্রমং বিষ্ণুনন্দিমিত্রোঽপরাজিতঃ।
গোবর্দ্ধনো ভদ্রবাহুরিত্যাচার্য্যা মহাধিয়ঃ॥
চতুর্দ্দশমহাবিদ্যাস্থানানাং পারগা ইমে।
পুরাণং দ্যোতয়িষ্যন্তি কাৎস্নেন শরদঃ শতম্॥
বিশাখপ্রোষ্ঠিলাচার্য্যৌ ক্ষত্রিয়ো জয়সাহ্বয়ঃ।
নাগসেনশ্চ সিদ্ধার্থো ধৃতিষেণস্তথৈব চ॥

* "গর্ভান্বয়ক্রিয়াশ্চৈব তথা দীক্ষান্বয়ক্রিয়াঃ।
কর্ত্রন্বয়ক্রিয়াশ্চেতি তাস্ত্রিধৈবং বুধৈর্মতাঃ॥
আধানাদ্যাস্ত্রিপঞ্চাশজ্জ্ঞেয়া গর্ভান্বয়ক্রিয়াঃ।
চত্বারিংশদথাষ্টৌ চ স্মৃতা দীক্ষান্বয়ক্রিয়াঃ॥
কর্ত্রন্বয়ক্রিয়াশ্চৈব সপ্ত যজ্ঞৈঃ সমুচ্চিতাঃ।
তাসাং যথাক্রমং নামনির্দ্দেশোয়মনূদ্যতে॥
অঙ্গানাং সপ্তমাদঙ্গাদ্দুস্তরাদর্ণবাদপি।
শ্লোকৈরষ্টাভিরন্বিষ্য প্রাপ্তং জ্ঞানবলং ময়া॥
আধানং প্রীতিসুপ্রীতির্ধৃতির্ম্মোদঃ প্রিয়োদ্ভবঃ।
নামকর্ম্মবহির্যাননিষদ্যা প্রাশনং তথা॥
ব্যুষ্টিশ্চ কেশবাপশ্চ লিপিসংখ্যানসংগ্রহঃ।
উপনীতির্ব্রতচর্য্যা ব্রতাবতরণং তথা॥
বিবাহো বর্ণলাভশ্চ কুলচর্য্যা গৃহীশিতা।
প্রশান্তিশ্চ গৃহত্যাগো দীক্ষ্যাদ্যং জিনরূপতা॥
মৌনাধ্যয়নবৃত্তত্বং তীর্থকৃত্ত্বস্য ভাবনা।
গুরুস্থানাভ্যুপগমো গণোপগ্রহণং তথা॥
স্বগুরুস্থানসংক্রান্তির্নিঃসঙ্গত্বাত্মভাবনা।
যোগনির্ব্বাণসংপ্রাপ্তির্যোগনির্ব্বাণসাধনম্।
ইন্দ্রোপপাদাভিষেকৌ বিধিদানসুখোদয়ঃ।
ইন্দ্রত্যাগাবতারৌ চ হিরণ্যোৎকৃষ্টজন্মতা॥
মন্দরেন্দ্রাভিষেকশ্চ গুরুপূজোপলম্ভনম্।
যৌবরাজ্যং স্বরাজ্যং চ চক্রলাভো দিশাংজয়ঃ॥
চক্রাভিষেকসাম্রাজ্যে নিষ্ক্রান্তির্যোগসম্মহঃ।
আর্হন্ত্যং তদ্বিহারশ্চ যোগত্যাগোঽগ্রনির্বৃতিঃ॥
ত্রয়ঃ পঞ্চাশদেতা হি মতা গর্ভান্বয়ক্রিয়াঃ।
গর্ভাধানাদিনির্ব্বাণপর্য্যন্তাঃ পরমাগমে॥" (আদিপুরাণ ৩৮।৫১-৬৩)

বিজয়ো বুদ্ধিমান্ গঙ্গদেবো ধর্ম্মাদিশব্দতঃ।
সেনশ্চ দশপূর্ব্বাণাং ধারকাঃ স্যুর্যথাক্রমং ॥
ত্র্যশীতং শতমব্দানামেতেষাং কালসংগ্রহং।
তদা চ কৃৎস্নমেবেদং পুরাণং বিস্তরিষ্যতে ॥
ততো নক্ষত্রনামা চ জয়পালো মহাতপাঃ।
পাণ্ডুশ্চ ধ্রুবসেনশ্চ কংসাচার্য্য ইতি ক্রমাৎ ॥
একাদশাঙ্গবিদ্যানাং পারগাঃ স্যুর্মুনীশ্বরাঃ।
বিংশদ্বিশতমব্দানামেতেষাং কালমিষ্যতে ॥
তদা পুরাণমেতত্তু পাদোনং প্রথয়িষ্যতে।
জাতাবস্তো ভূয়ো জায়েতাপ্যাকনিষ্ঠতং ॥
সুভদ্রশ্চ যশোভদ্রো ভদ্রবাহুর্মহাযশাঃ।
লোহার্য্যশ্চেত্যমী জ্ঞেয়াঃ প্রথমাঙ্গাব্ধিপারগাঃ ॥
সমানাং শতমেষাং স্যাৎ কালোষ্টাদশভির্যুতঃ।
তুর্যো ভাগঃ পুরাণস্য তদাস্য প্রতনিষ্যতে ॥"
ততঃ ক্রমাৎ প্রহীয়েদং পুরাণং স্বল্পমাত্রয়া।
ধীপ্রমাদাদিদোষেণ বিরলৈর্দ্ধারয়িষ্যতে ॥
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নগুরুপর্ব্বাম্নয়াদিদং।
প্রমাণং যচ্চ যাবচ্চ যদা যত্র প্রকাশতে ॥
তদাপীদমনুস্মর্ত্তুং প্রভবিষ্যন্তি ধীধনাঃ।
জিনসেনাগ্রগাঃ পূজ্যাঃ কবীনাং পরমেশ্বরাঃ ॥"

(আদিপু° ২ পর্ব্ব)

উক্ত শ্লোক কয়টী হইতে এইরূপে গুরুগণের কালনির্ণয় হইতে পারে—

গুরু	পট্টস্থকাল	কাল
গোতম (ইন্দ্রভূতি), সুধর্ম্ম, জম্বুস্বামী		বীরগতে ৬২ বর্ষ।
বিষ্ণু, নন্দিমিত্র, অপরাজিত, গোবর্দ্ধন, ভদ্রবাহু ১ম	চতুর্দ্দশপূর্ব্বী পট্টস্থকাল ১০০ বর্ষ	অর্থাৎ বীরগতে ১৬২ বর্ষ পর্য্যন্ত।
বিশাখ, প্রোষ্ঠিলাচার্য্য, ক্ষত্রিয়, জয়স, নাগসেন, সিদ্ধার্থ, ধৃতিষেণ, বিজয়, বুদ্ধিমান্, গঙ্গদেব, ধর্ম্মসেন	দশপূর্ব্বী পট্টস্থকাল ১৮৩ বর্ষ	অর্থাৎ বীরগতে ৩৫১ বর্ষ পর্য্যন্ত।
নক্ষত্র, জয়পাল, পাণ্ডু, ধ্রুবসেন, কংসাচার্য্য	একাদশাঙ্গী পট্টস্থকাল ২২০ বর্ষ	বীরগতে ৫৭১ বর্ষ পর্য্যন্ত।
সুভদ্র, যশোভদ্র, ভদ্রবাহু ২য়, লোহার্য্য	প্রথমাঙ্গী পট্টস্থকাল ১১৮ বর্ষ	বীরগতে ৬৮৯ বর্ষ পর্য্যন্ত।

এখন কোন কোন পণ্ডিত বলিতেছেন, শঙ্করাচার্য্য খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর শেষভাগে উদিত হইয়াছিলেন(১)। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট শঙ্করজন্মের পূর্ব্বেই জিনসেন শঙ্করাচার্য্যকে জানিতেন। শঙ্করাচার্য্য শারীরক-ভাষ্যের ২য় অধ্যায়ের ১ম পাদে অদ্বিতীয় ব্রহ্মের জগৎসৃষ্টি-সম্বন্ধে যে বিচার করিয়াছেন, জিনসেন এই আদিপুরাণে (চতুর্থ অধ্যায়ে) এইরূপে তাঁহার মতখণ্ডন করিয়াছেন—

"লোকো হ্যকৃত্রিমো জ্ঞেয়ো জীবাদ্যর্থাবগাহকঃ।
নিত্যঃ স্বভাবনির্বৃত্তঃ সোহনন্তাকাশমধ্যগঃ ॥
স্রষ্টাস্য জগতঃ কশ্চিদস্তীত্যেকে জগুর্জড়াঃ।
তদ্দুর্ণয়নিরাসার্থং সৃষ্টিবাদঃ পরীক্ষ্যতে ॥
স্রষ্টা সর্গবহির্ভূতঃ কস্থঃ সৃজতি তজ্জগৎ।
নিরাধারশ্চ কূটস্থঃ সৃষ্ট্বৈতৎ ক নিবেশয়েৎ ॥
নৈকো বিশ্বাত্মকস্তাস্য জগতো ঘটনে পটুঃ।
বিতনোশ্চ ন তন্বাদিমূর্ত্তমুৎপত্তুমর্হতি ॥
কথং চ স সৃজেল্লোকং বিনান্যৈঃ কারণাদিভিঃ।
তানি সৃষ্ট্বা সৃজেল্লোকমিতি চেদনবস্থিতিঃ ॥
তেষাং স্বভাবসিদ্ধত্বে লোকেহপ্যেতৎ প্রসজ্যতে।
কিং চ নির্মাতৃবন্বিশ্বং স্বতঃ সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥
সৃজেদ্বিনাপি সামগ্র্যা স্বতন্ত্রঃ প্রভুরিচ্ছয়া।
ইতীচ্ছামাত্রমেবৈতৎ কঃ শ্রদ্দধ্যাদযুক্তিকম্ ॥
কৃতার্থস্য বিনির্ভিৎসা কথমেবাস্য যুজ্যতে।
অকৃতার্থোহপি ন স্রষ্টুং বিশ্বমীষ্টে কুলালবৎ ॥

(১) এসম্বন্ধে তাঁহারা এই শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া থাকেন—
"নিধিনাগে ভবহ্ন্যব্দে (৩৮৮৯) বিভবে শঙ্করোদয়ঃ।
অষ্টবর্ষে চতুর্ব্বেদান্ দ্বাদশে সর্ব্বশাস্ত্রকৃৎ ॥
ষোড়শে কৃতবান্ ভাষ্যং দ্বাত্রিংশে মুনিরভ্যগাৎ।
কল্যব্দে চন্দ্রনেত্রাঙ্কবহ্ন্যব্দে (৩৯২১) গুহাপ্রবেশঃ।
বৈশাখে পূর্ণিমায়ান্ত শঙ্করঃ শিবতামগাৎ ॥"
উক্ত শ্লোকানুসারে ৩৮৮৯ কল্যব্দে (৭৮৮ খৃষ্টাব্দে) জন্ম ও ৩৯২১ কল্যব্দে (৮২০ খৃষ্টাব্দে) শঙ্করের দেহত্যাগকাল হয় ; কিন্তু ঐ শ্লোকগুলি ঐতিহাসিকের চক্ষে কিছুই মূল্য নাই। কারণ ঐ সময়ের পূর্ব্বেই জিনসেন শাঙ্করমতখণ্ডন করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

অমূর্ত্তো নিষ্ক্রিয়ো ব্যাপী কথমেব জগৎ সৃজেৎ।
ন সিসৃক্ষাপি তস্যাস্তি বিক্রিয়ারহিতাত্মনঃ॥
তথাপ্যস্য জগৎসর্গে ফলং কিমপি মৃগ্যতাং।
নিষ্ঠিতার্থস্য ধর্ম্মাদিপুরুষার্থেষ্বনর্থিনঃ॥
স্বভাবতো বিনৈবার্থাৎ সৃজতো নার্থসঙ্গতিঃ।
ক্রীড়েয়ং কাপি মোহস্য দুরন্তা মোহসন্ততিঃ॥
কর্ম্মাপেক্ষঃ শরীরাদিদেহিনাং ঘটয়েদ্যদি।
নম্বেবমীশ্বরো ন স্যাৎ পারতন্ত্র্যাৎ কুবিন্দবৎ॥
নিমিত্তমাত্রমিষ্টশ্চেৎ কার্য্যে কর্ম্মাদিহেতুকে।
সিদ্ধোপস্থাপ্যসৌ হন্ত পোষ্যতে কিমকারণং॥
বৎসলঃ প্রাণিনামেকঃ সৃজন্নতুজিঘৃক্ষয়া।
নমু সৌখ্যময়ীং সৃষ্টিং বিদধ্যাদনুপপ্লুতাং॥
সৃষ্টিপ্রয়াসবৈয়র্থ্যং সর্জ্জনে জগতঃ সতঃ।
নাত্যন্তমসতঃ সর্গো যুক্তো ব্যোমারবিন্দবৎ॥
নোদাসীনঃ সৃজেন্মুক্তঃ সংসারী সোহপ্যনীশ্বরঃ।
সৃষ্টিবাদাবতারোহয়ং ততশ্চ ন কুতশ্চন॥
মহানধর্ম্মযোগোহস্য সৃষ্ট্বা সংহরতঃ প্রজাঃ।
দুষ্টনিগ্রহবুদ্ধ্যা চেদ্বরং দৈত্যাদ্যসর্জ্জনং॥
বুদ্ধিমদ্ধেতুসান্নিধ্যে তস্মাজ্জগৎপত্তুমর্হতি।
বিশিষ্টসন্নিবেশাদিপ্রতীতের্নগরাদিবৎ॥
ইত্যসাধনমেবৈতদীশ্বরাস্তিত্বসাধনে।
বিশিষ্টসন্নিবেশাদেরন্যথাপ্যুপপত্তিতঃ॥
চেতনাধিষ্ঠিতং হীদং কর্ম্মনির্মাতৃচেষ্টিতং।
তস্মাৎসুখদুঃখাদিবৈশ্বরূপায় কল্পতে॥
নির্ম্মাণকর্ম্মনির্মাতৃকৌশলাপাদিতোদয়ং।
অঙ্গোপাঙ্গাদিবৈচিত্র্যমঙ্গিনাং সংগিরামহে॥
তদেতৎ কর্ম্মবৈচিত্র্যাদ্ভবন্নানাত্মকং জগৎ।
বিশ্বকর্ম্মাণমাত্মানং সাধয়েৎ কর্ম্মসারথিং॥
বিধিঃ স্রষ্টা বিধাতা চ দৈবং কর্ম্ম পুরাকৃতং।
ঈশ্বরশ্চেতি পর্য্যায়া বিজ্ঞেয়াঃ কর্ম্মবেধসঃ॥
স্রষ্টারমন্তরেণাপি ব্যোমাদীনাঞ্চ সম্ভবাৎ।
সৃষ্টিবাদী স নিগ্রাহ্যঃ শিষ্টৈর্দুর্মতদুর্মদী॥
ততোহসাবকৃতোনাদিনিধনঃ কালতত্ত্ববৎ।
লোকো জীবাদিতত্ত্বানামাধারাত্মা প্রকাশতে॥"(১৫-৩৯)

'এই জগৎ অকৃত্রিম, জীব প্রভৃতি অর্থাবগাহক, নিত্য ও স্বভাবসমুৎপন্ন এবং অনন্ত আকাশ মধ্যে বর্ত্তমান।

কোন কোন জড়ব্যক্তি বলিয়া থাকে যে, এই জগতের এক জন সৃষ্টিকর্ত্তা আছে। সেই দুর্নীতি-নিরাকরণের জন্য আমাকর্ত্তৃক সৃষ্টিবাদ পরীক্ষিত হইতেছে। অর্থাৎ পরের মত নিরস্ত করিয়া স্বীয় মত সংস্থাপিত হইতেছে। যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি যদি স্বয়ং সৃষ্টি হইতে বহির্ভূত, তবে তিনি কোথায় থাকিয়া এই জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন? অথবা তিনি যদি নিরাধার এবং কূটস্থ, তবে ইহাকে সৃষ্টি করিয়া কোথায়ই বা রাখিবেন।' এই বিশ্বাত্মা জগতের সৃষ্টিবিষয়ে এক ব্যক্তি কখনও সমর্থ হইতে পারে না এবং যে স্বয়ং শরীরহীন, তাহা হইতেও শরীর প্রভৃতি মূর্ত্তপদার্থ সকল উৎপন্ন হইতে পারে না। আর তিনি কি করিয়াই বা অন্যান্য কারণ-সমবায় ব্যতীত এই জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন। অথবা যদি অন্যান্য কারণ-সমবায় সৃষ্টি করিয়াই জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন, এইরূপ হয়, তবে এই কারণ-সৃষ্টি বিষয়েও অনবস্থাদোষ ঘটিয়া থাকে। আরও যদ্যপি সেই কারণ-সমবায়ের স্বভাবসিদ্ধত্বই প্রতিপন্ন হয়, তবে তাদৃশ স্বভাবসিদ্ধতা জগতেও বিদ্যমান থাকিতে পারে। অথবা স্বতঃসিদ্ধ নির্ম্মাতার ন্যায় বলিলে জগতেরও স্বতঃসিদ্ধতা হইতে পারে। অথবা যদি সেই প্রভু কোন সামগ্রী ব্যতীত কেবল ইচ্ছানুসারেই স্বতন্ত্রভাবে এই জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন, এরূপ হয়, তাহা হইলে এই অযৌক্তিক ইচ্ছামাত্রের প্রতি কে বিশ্বাস স্থাপন করিবে? আর তিনি যদি কৃতার্থ অর্থাৎ নিত্যপূর্ণ, তবে তাঁহার নির্ম্মাণেচ্ছাও অসম্ভব। অথবা যদি অকৃতার্থ হন, তাহা হইলেও কুলালবৎ অর্থাৎ কুলাল যেমন একটা জগৎ তৈয়ারি করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ অকৃতার্থ ঈশ্বরও জগৎসৃষ্টিবিষয়ে অসমর্থ। আর এক কথা এই যে,—যে হইল অমূর্ত্ত অর্থাৎ মূর্ত্তিহীন, নিষ্ক্রিয় এবং ব্যাপী, সে কি প্রকারে জগৎ সৃষ্টি করিবে? এবং বিক্রিয়ারহিতাত্মারও সৃষ্টির ইচ্ছা হইতে পারে না। তথাপি এই নিষ্ঠিতার্থ এবং ধর্ম্মাদি পুরুষকারে প্রয়োজনহীন ঈশ্বরের জগৎসৃষ্টিবিষয়ে কি ফল অনুসন্ধান করিতেছ? পক্ষান্তরে কোন প্রয়োজন ব্যতীত স্বভাবতঃই যদি ঈশ্বরের জগৎ-সৃষ্টি হয়, তাহাতেও কোন অর্থসঙ্গতি দেখা যায় না। অথবা তাঁহার যদি এরূপই কোন ক্রীড়া বলা হয়, তবে সে মোহপরম্পরার অন্ত পাওয়া দুষ্কর। আর এক কথা,—ঈশ্বর যদি কর্ম্মাপেক্ষ হইয়াই দেহীদিগের শরীরাদি ঘটাইতেছেন, এইরূপ হয়, তাহা হইলেও তিনি পারতন্ত্র্যহেতু তন্তুবায়ের ন্যায় ঈশ্বরই হইতে পারেন না। অথবা যদি তিনি কর্ম্মাদিহেতু কার্য্যে নিমিত্তমাত্ররূপে গৃহীত হন—অহো তবে সেই সিদ্ধ বস্তুর উপস্থাপয়িতাকে পোষণ করিয়া রাখার প্রয়োজন কি? অথবা (যদি বল) তিনি ঈশ্বর একমাত্র প্রেমিক, তিনি প্রাণিদিগের প্রতি অনুগ্রহাভিলাষেই এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। ভাল (তাহাতেও বক্তব্য এই যে,) তিনি কেন কেবল বাধা-বিঘ্নরহিত সুখময়ী সৃষ্টিই করিলেন না? (যে)

জগৎ সৎ, তাহার সৃষ্টি করায় সৃষ্টিপ্রয়াস ব্যর্থ এবং (যে) জগৎ অত্যন্ত অসৎ, আকাশকুসুমের ন্যায় তাহার সৃষ্টিও যুক্তিযুক্ত নহে, অথবা উদাসীন বা মুক্ত ঈশ্বর সৃষ্টি করিতেছেন না, সংসারী ঈশ্বর সৃষ্টি করিতেছেন,—এরূপ হইলে তিনি ঈশ্বরই হন না। অতএব এই সৃষ্টিবাদাবতার কোন রূপেই হইতে পারে না। ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়া প্রজাসকল সংহার করেন, এইটী তাঁহার মহান্ অধর্ম। ভাল তিনি যদি দুষ্টদিগের নিগ্রহবুদ্ধিতেই করেন, এরূপ হয়, তবে দৈত্যাদিগেক সৃষ্টি না করাইত ভাল। যাহা হউক, সমকৃরচনাদি-দর্শনে নগরকর্তার ন্যায় বুদ্ধিমৎ হেতুর সন্নিধানে শরীরাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে, এ কথা, ঈশ্বরের অস্তিত্বসাধনে সাধন নয়। কেন না বিশিষ্টসন্নিবেশাদির অন্ত প্রকারেও উপপত্তি হইয়া থাকে। এই বিশ্ব চেতনাধিষ্ঠিত এবং কর্ম্মরূপ নির্মাতার চেষ্টিত, (অতএব) শরীর, ইন্দ্রিয়, সুখ ও দুঃখ ইত্যাদি নানা বিষয়ে কল্পিত হয়। নির্ম্মাণ ও কর্ম্মরূপ নির্মাতার কৌশল দ্বারা উৎপাদিত এই অঙ্গ-উপাঙ্গাদি বৈচিত্র্য সমুদায় অঙ্গীরই স্বীকার করা যাইতেছে। অতএব কর্ম্মবৈচিত্র্যবশতঃ এই নানাত্মক জগৎ, বিশ্বকর্ম্মা আত্মাকে কর্ম্মসারথি সাধন করেন। সেই কর্ম্মবিধাতারই বিধি, স্রষ্টা, বিধাতা, দেব, পুরাকৃত কর্ম্ম ও ঈশ্বর ইত্যাদি পর্য্যায়। ঈশ্বর ব্যতীতও যে আকাশাদির সত্তা স্বীকার করে, তাদৃশ দুর্মতদুর্মদ সৃষ্টিবাদী শিষ্টজন কর্তৃক নিগ্রহণীয়। অতএব এই অনাদিনিধন ও জীবাদিতত্ত্বের আধারাত্মা জগৎ কালতত্ত্বের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে।'

অজিতনাথপুরাণ[১]।

১ম পর্ব্বে মঙ্গলাচরণে চতুর্বিংশতিজিনস্তব, গৌতমসুধর্ম্মাদি ও গুণভদ্রাদি পূর্ব্ববর্ত্তী পুরাণকারগণের বন্দনা, সংবেগিনী ও নির্বেদদায়িনী ধর্ম্মকথা, বর্দ্ধমান হইতে গুরুপরম্পরায় পুরাণপ্রাপ্তিকথা, বিপুলাচলে মহাবীর ও শ্রেণিকসংবাদ, অজিতনাথপুরাণানুক্রমণিকাকথন, ২ শ্রেণিক-ইন্দ্রভূতিসংবাদে পুরাণোপক্রম, ৩ ত্রিলোকরচনাবিধান, ৪ কুলকর্ত্তৃগণের জন্ম ও অভিধান, ৫ ঋষভের উৎপত্তি, নগাধিপে ঋষভের অভিষেক, বিবিধ উপদেশ, লোকদুঃখনাশ, শ্রমণধর্ম্মাশ্রয়, কেবলোৎপত্তি, ৬ আদিজিনের ঐশ্বর্য্য, নর ও অমরাধিপগণের উপর অধ্যক্ষতা, সদ্ধর্ম্মামৃতবর্ষণ, কৈলাসে ঋষভনাথের নির্ব্বাণগমন, ভরতের নির্ব্বাণ, ৭০ রাজগণের-কীর্ত্তন, ভূতিবিক্রমনামক রাজেন্দ্রের তপোবনগমন, সূর্যবিক্রমের বৈরাগ্য, মোক্ষসাধনের কারণ, গুণসেনের মাহাত্ম্য, ৮ বিজয়াদি রাজগণের দীক্ষা ও দীক্ষাযন্ত্রনিরূপণ, বিজয়ের মহাক্ষোভ, তাঁহার অযোধ্যাগমন, ৯ পুষ্পদেবের চরিত, ১০ পুষ্পদেবের মাহাত্ম্য, ১১ সিংহধ্বজের মাহাত্ম্য, ১২ সুকেতুচরিত, জিতশত্রুরাজের রাজ্যলাভবর্ণন, ১৩ তাঁহার বংশাধিকার, ১৪ অজিতজিনোৎপত্তিপ্রসঙ্গ, ১৫ জিনগর্ভাবতার, ১৬ অজিতনাথের জন্মাভিষেক, ১৭ তাঁহার চেষ্টা, ১৮ বাল্যকালে তাঁহার অপরাজয়কথন, তড়িদ্বেগ-তিরস্কার, অজিতনাথের পরাক্রমবর্ণন, ১৯ জিতশত্রুর বৈরাগ্য, অজিতনাথের রাজ্যাভিষেক, ২০ সগরের জন্ম, ২১ অজিতনাথের নিষ্ক্রমণ, ২২ সগরের হরণ, প্রেমশ্রীর প্রেমবন্ধন, ২৩ সগরের জিনবন্দনা, ২৪ সগরের বিবাহ, ২৫ সগরের মতিবর্দ্ধিনীলাভ, ২৬ সগরের শ্রীমালা-লাভকথন, ২৭ মহোদয়ের দীক্ষাবর্ণন, ২৮ সগরের অভ্যুদয়, ২৯ অজিতনাথের কেবলজ্ঞানলাভ, ৩০ সগরের শ্রীরত্নলাভ, ৩১ সগরের দিগ্বিজয়, ৩২ অযোধ্যাগমন, ৩৩ সগরসাম্রাজ্য, ৩৪ ভগীরথের জন্ম, ৩৫ সমবস্রুতিব্যাখ্যান, ৩৬ জিনের বিহারবর্ণন ও সগরের জিনবন্দন, ৩৭ তত্ত্বোপদেশ, ৩৮ সদ্ধর্ম্মোপদেশকথন, ৩৯ দেবীগণের ভবান্তরসম্বন্ধ, ৪০ অজিতনাথের নির্ব্বাণবর্ণন, ৪১ সগরের নির্বেদ, সগরের নিষ্ক্রমণ, ৪২ সগরের কেবলজ্ঞানরূপ সাম্রাজ্যলাভ, ৪৩ চৈত্যালয়, সংযতচৈত্য, সিদ্ধপ্রতিমাদর্শন ও সগরের নির্ব্বাণকথন, ৪৪ ভগীরথের নির্ব্বাণ, জহ্নুর উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য, ৪৫ সম্ভবজিনমাহাত্ম্য ৪৬ অন্ত জিনগণের প্রসঙ্গ, ৪৭ গুরুপরম্পরাকথন।

অজিতনাথপুরাণে এইরূপ অরুণমণির পূর্ব্ববর্ত্তী গুরুপরম্পরা বিবৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ঐতিহাসিক কথা থাকায় উদ্ধৃত হইল—

"ত্রয়ঃ ক্রমাৎ কেবলিনো জিনাৎ পরে
　　দ্বিষষ্টিবর্ষান্তরভাবিনো ভবৎ।
ততঃ পরে পঞ্চসমস্তপূর্ব্বিণঃ তপোধনা বর্ষশতান্তরে গতাঃ॥ ৬৬
ত্র্যশীতিকে বর্ষশতে তু রূপযুগ্ দশৈব গীতাদশপূর্ব্বিণো মতাঃ।
দ্বয়ে চ বিংশেঽঙ্গভৃতোঽপি পঞ্চতো
　　শতে চ সাষ্টাদশদশকে চতুর্মুনিঃ॥ ৬৭
গুরুঃ সুভদ্রো জয়ভদ্রনামা পরো যশোবাহুরনন্তরস্ততঃ।
মহোরুলোহার্য্যগুরুশ্চ যে দধুঃ প্রসিদ্ধমাচারমহঙ্গমত্র তে॥ ৬৮
শ্রীমঙ্গ্রীকাষ্টসঙ্ঘে মুনিগণগণনাতীতদিগম্বরপুষ্টে
তস্মিন্ শ্রীমাথুরাখ্যে বৃষভবৃষযুতে গচ্ছশ্রেষ্ঠাধিপূজ্যে।
তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠে পরমপদপ্রদে পুষ্করাখ্যে গণে চ

(১) আলোচ্য অজিতনাথপুরাণখানি অরুণমণি-বিরচিত, ইহার পূর্ব্বেও ভিন্ন অজিতনাথ পুরাণ প্রচলিত ছিল, তাহা জিনসেনের আদিপুরাণ হইতে জানা যায়। বর্তমান পুরাণে জিনসেন, গুণভদ্র, শ্রুতকীর্ত্তি প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী পুরাণকারগণের প্রশংসা আছে, সুতরাং এখানি খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর পর রচিত, এরূপ অনুমান করা যায়।

লোহাচার্য্যান্বয়ে চ বিগতকলুষিণঃ সংযতানেকজাতাঃ ॥ ৬৯ ॥
কাষ্টসঙ্ঘগণনায়কবীরঃ ধর্ম্মসাধনবিধানপটীয়ম্ ।"
রাজতে সকলসঙ্ঘসমেতঃ ধর্ম্মসেনগুরুরেব চিদেতং ॥ ৭০ ॥
ধর্ম্মো দ্ধারবিধিপ্রবীণমতিকঃ সিদ্ধান্তপারংগমী
শীলাদিব্রতধারকঃ শমদমক্ষান্তিপ্রভাভাসুরঃ ।
বৈভারাদিকতীর্থরাজরচিতপ্রাজ্যপ্রতিষ্ঠোদয়ঃ
তৎপট্টাব্জবিকাসনৈকতরণিঃ শ্রীভাবসেনো গুরুঃ ॥ ৭১ ॥
কর্ম্মগ্রন্থবিচারসারসরণী রত্নত্রয়স্তাকরঃ
শ্রদ্ধাবন্ধুরলোককোকনলিনীনাথোপমঃ সাম্প্রতম্ ।
তৎপট্টাচলচুলিকাসুতরণিঃ কীর্ত্ত্যাদিবিশ্বস্তরো
নিত্যং ভাতি সহস্রকীর্ত্তিযতিকঃ খ্যাতোহংসি দৈগম্বরে ॥ ৭২ ॥
শ্রীমাংস্তস্য সহস্রকীর্ত্তিযতিনঃ পট্টে বিকষ্টে তপঃ
ক্ষীণাঙ্গো গুণকীর্ত্তিসাধুরনঘো বিদ্বজ্জনানন্দিতঃ ।
মায়ামানমদাদিভূরপদবী সিদ্ধান্তবেদী গণী
হেয়াহেয়বিচারচারুধিষণঃ কামেলকণ্ঠীরবঃ ॥ ৭৩ ॥
জীয়াচ্ছ্রী গুণকীর্ত্তিসাধুরসিকশ্চারিত্রদৃগ্জ্ঞানভাক্
শ্রীমন্মাথুরসঙ্ঘপুষ্করশশী নির্মুক্তদন্তীরবঃ ।
নিঃপায়োজিনপাদপঙ্কজধরঃ স্বাবিষ্টচেতো গৃহঃ
শাস্ত্রারম্ভস্তুতুগুতাগুবকরঃ স্যাদ্বাদসংপ্রেক্ষণঃ ॥ ৭৪ ॥
তৎপট্টকে শ্রীজিনচন্দ্রসূরির্বাণী জিনস্যেব বক্তৌ বুধেষু ।
বিদ্যাত্রয়ীকণ্ঠবিরাজমানঃ তস্য ত্রিরত্নৈশ্চ পবিত্রগাত্রঃ ॥
তচ্ছিষ্যজাতঃ শ্রুতকীর্ত্তিসাধুঃ শ্রুতেষু সর্ব্বেষু বিশালকীর্ত্তি-
স্তপোময়ী জ্ঞানময়ী চ কীর্ত্তির্যস্যৈষু সজ্জেষু বক্তৌ শশীব ।
তচ্ছিষ্যজাতো বুধরাঘবাখ্যো গোপালকে কারিতজৈনধামা
তপোধনশ্রীশ্রুতসর্ব্বকোবিদঃ নরেশ্বরৈর্বন্দিতপাদপদ্মঃ ॥
তচ্ছিষ্যজ্যেষ্ঠো বুধরত্নপালো দ্বিতীয়কঃ শ্রীবনমালিনামা ।
তৃতীয়কঃ কাহ্নরসিংহসংজ্ঞঃ তস্যাত্মজো লালমণিঃ প্রবীণঃ ॥
স্বশক্তিভাজা মণিনা সুভক্তিনা ধিয়ায়য়োক্তারবিবংশপদ্ধতি ।
যদত্র কিঞ্চিদ্রচিতং প্রমাদতঃ পরস্পরব্যাহতিদোষদূষিতং ॥
তদপ্রমাদাত্তপুরাণকোবিদঃ সৃজন্তু জন্তুস্থিতিশান্তিবেদিনঃ ।
প্রশস্তবংশো রবিবংশপর্ব্বতঃ ক মে মতিঃ কল্পিতরায়শক্তিকা ॥"

পদ্মপুরাণ ।১

১ জিনস্তুতি, কুশাগ্রগিরিশেখরে মহাবীরের অবস্থান, ইন্দ্রভূতির নিকট শ্রেণিকের প্রশ্ন, পদ্মপুরাণের অনুক্রমণিকা-কথন, ২ ত্রিলোকসংস্থান, ৩ কুলকারিগণের উৎপত্তি, সংসার-দুঃখবর্ণনে ভয়বর্ণন, ৪ আদিজিন ঋষভের উৎপত্তি, নগাধিপে ঋষভের অভিষেক, বিবিধউপদেশ, লোকের আর্ত্তিনাশ, শ্রমণ-ধর্ম্মগ্রহণ, কেবলজ্ঞানোৎপত্তি, বিষ্টপাতিগ ঐশ্বর্য্য, সর্ব্বদেব ও রাজগণের আগমন, নির্ব্বাণসুখসঙ্গম, বাহুবল ও ভরতের নির্ব্বাণবর্ণন, দ্বিজাতিগণের উৎপত্তি, কুতীর্থিকগণের প্রাদুর্ভাব, ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি রাজগণের বংশকীর্ত্তন, বিদ্যাধরের উদ্ভব, বিদ্যুদ্দংষ্ট্রের জন্ম, জয়ন্তের উপসর্গ ও কেবলজ্ঞানসম্পদ্বর্ণন, নাগরাজের সংক্ষোভ, বিদ্যাহরণ-তর্জ্জন, অজিতনাথের অবতার, পূর্ণাম্বুদকন্যার সুখবর্ণন, বিদ্যাধরকুমারের শরণ ও প্রতিসংশ্রয়, রাক্ষসরাজের রক্ষোদ্বীপলাভ, সগরের উৎপত্তি, সগরের দুঃখ, সগরের দীক্ষা ও নির্ব্বাণবর্ণন, ৫ অতিক্রান্ত মহারাক্ষসগণের বংশকীর্ত্তন, ৬ প্রধান প্রধান বানরগণের বংশবিস্তার, ৭ তড়িৎ-কেশের চরিত, উদধির চরিত, অমরচরিত, কিষ্কিন্ধায় অন্ধ-খগোৎপত্তি, শ্রীমালাখেচরের আগমন, বিজয়সিংহবধ, অশনি-বেগজের ক্রোধ, অন্ধকের শক্রলাভ, পুরের বিনিবেশ, মধুপর্ব্বত-শেখরে কিষ্কিন্ধপুরস্থাপন, সুকেশনন্দনাদির লঙ্কাপ্রাপ্তি-নিরূপণ, নির্ঘাতবধহেতু মালির সম্পদবর্ণন, বিজয়ার্দ্ধের দক্ষিণে ইন্দ্রের জন্মকথন, সর্ব্ববিদ্যালাভ, মালির পঞ্চত্বপ্রাপ্তি, বৈশ্র-বণের জন্ম, পুষ্পান্তক-সমাবেশ, কেকয়রাজ সহ সুমালির পুত্রের যোগ, চারুস্বপ্নদর্শন, দশাননের জন্ম ও বিদ্যালাভ, অনা-বৃতের সংক্ষোভ, সুমালির সমাগম, ৮ রাবণের মন্দোদরীলাভ, কন্যাদিগের পরীক্ষা, ভানুকর্ণের চেষ্টা, বৈশ্রবণপুত্রের ক্রোধ, যক্ষরাক্ষসের যুদ্ধ, কুবেরের তপস্যা, দশাননের লঙ্কাগমন, প্রশস্তচৈত্যদর্শন, হরিষেণের মাহাত্ম্য, ত্রিজগদ্ভূষণ নামক করীন্দ্র-দর্শন, যমস্থানচ্যুতি, অর্করজঃ-কিষ্কিন্ধ-সঙ্গম, চোরকর্ত্তৃক কৈকসেয়ীর খরালঙ্কারসংশ্রয়, চন্দ্রোদয়বিয়োগে অনুরাধার মহাদুঃখ, বিরোধিতপুরধ্বংস, ৯ সুগ্রীব-শ্রীসমাগম, বালির প্রব্রজ্যা, অষ্টাপদ-পর্ব্বতের ক্ষোভ, বালি-নির্ব্বাণ, ১০ সুগ্রীবের সুতারালাভ, সাহসগামীর সন্তাপ, রাবণের বিজয়ার্দ্ধপর্ব্বতে গমন, অনরণ্যসহস্রাংশুর বৈরাগ্য, ১১ মরুত্তযজ্ঞনাশ, ১২ মধুর পূর্ব্বজন্মাখ্যান, উপরম্ভার অভিলাষ, মহেন্দ্রের বিদ্যালাভ, ও রাজ্যলক্ষ্মীক্ষয়, ইন্দ্রপরাভব, ১৩ ইন্দ্রনির্ব্বাণ, ১৪ দশাননের মেরুগমন, পুনর্ব্বার প্রত্যাবর্ত্তন, অনন্তবীর্য্যের প্রশ্ন, দশাননের নিয়মকরণ ১৫ হনুমানের উৎপত্তি, ১৬ অষ্টাপদপর্ব্বতে মহেন্দ্রসহ প্রহ্লাদের অভিলাষ, বায়ুর কোপ, তাহার প্রসাদে অঞ্জনাসুন্দরীর বিবাহ, দিগম্বর কর্ত্তৃক হনুমানের পূর্ব্বজন্মকথন, ১৭ পবনাঞ্জনাসম্ভোগ, ভূতাটবীপ্রবিষ্ট বায়ুর ইষ্টদর্শন, বিদ্যাধর-সমাযোগ, অঞ্জনার দর্শনোৎসব, ১৮ হনুমানের জন্ম, রাক্ষসগণে বায়ুর পুত্রসহায় হইতে স্বীকার, ১৯ রাবণের সাম্রাজ্য, ২০

(১) ৬৭৮ খৃষ্টাব্দে রবিষেণ এই পুরাণ রচনা করেন। এই পুরাণ "রামপুরাণ" নামেও খ্যাত। জৈনেরা কিরূপ ভাবে রামকে দেখিয়া থাকেন, তাহা এই পুরাণে পাওয়া যায়।

জৈনউৎসেধ, তীর্থঙ্করাদির জন্মানুকীর্তন, ২১ বজ্রবাহু ও কীর্তিধরের মাহাত্ম্য, ২২ কোশলমাহাত্ম্যবিবরণ, ২৩ বিভীষণ-ব্যঞ্জন, ২৪ দশরথের জন্ম, কেকয়াকে বর প্রদান, ২৫ পদ্ম (রাম), লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন ও ভরতের জন্মবিবরণ, ২৬ সীতার উৎপত্তি, ২৭ ম্লেচ্ছপরাজয়বর্ণন, ২৮ লক্ষ্মণের রত্নলাভ, প্রভাচক্রহরণ, ভন্মাতার শোক, নারদাঙ্কিতা সীতাকে দেখিয়া ভন্মাতার মোহ, সীতাস্বয়ম্বরবৃত্তান্ত, মহাধনুর উৎপত্তি, সর্বভূতশরণ্যের দশরথকে দীক্ষাপ্রদান, ২৯ দশরথের বৈরাগ্য, ৩০ ভামণ্ডল-সমাগম, ৩১ দশরথের প্রব্রজ্যা, ৩২ দশরথের বানপ্রস্থাশ্রম, সীতাদর্শন, কেকয়ার বরে ভরতের রাজ্যলাভ, ৩৩ বৈদেহী, পদ্ম ও সৌমিত্রির দক্ষিণদিকে গমন, বজ্রকর্ণোপাখ্যান, বজ্রকর্ণের চেষ্টা, কল্যাণপত্নীলাভ, রুদ্রভূতির বশীকরণ, ৩৪ বালিখিল্যের-বিমোচন, ৩৫ অরুণগ্রামে রামপুরস্থাপন, ৩৬ কপিলোপাখ্যান, ৩৭ অতিবীর্য্যাখ্যান, ৩৮ অতিবীর্য্যপুত্র পদ্মচরিত, বনমালার সঙ্গম, জিতপদ্মালাভ, ৩৯ দেশভূষণ কুলভূষণের চরিত, ৪০ রামগিরির আখ্যান, বংশপর্বতে রামচৈত্যাদির কারণ, ৪১ জটায়ুর উপাখ্যান, ৪২ দণ্ডকারণ্যনিবাস, পাত্রদানফল, ৪২ মহানাগ-রথারোহ, ৪৩ সম্বুকবিনাশ, ৪৪ কৈকসেয়ীর বৃত্তান্ত, খরদূষণবধ, সীতাহরণ, রামের বিলাপ, ৪৫ সীতাবিয়োগদাহ, ৪৬ বিরাধের আগমন, রত্নজটির ছেদ, ৪৭ সুগ্রীবসমাগম, সাহসগতির নিধন, ৪৮ আকাশে সীতাসংবাদ, ৪৯ হনুমৎপ্রস্থান, ৫০ মহেন্দ্রদুহিতা-সমাগম, ৫১ গন্ধর্বকন্যালাভ, ৫২ হনুমানের লঙ্কাসুন্দরীকন্যালাভ, ৫৩ হনুমানের প্রত্যাগমন, ৫৪ পদ্মের লঙ্কাগমন, ৫৫ বিভীষণের আগমন, ৫৬ উভয় বলপরিমাণ, ৫৭ রাবণ-নির্গমন, ৫৮ হস্তপ্রহস্তের কথা, ৫৯ হস্তপ্রহস্ত ও নলনীলের পূর্বজন্মকথন, ৬০ হরি ও পদ্মের বিদ্যালাভ, ৬১ সুগ্রীবভামণ্ডল-সমাশ্বাস, ইন্দ্রজিৎ ও কুম্ভকর্ণের সুরপন্নগবন্ধন, ৬২ লক্ষ্মণের শক্তিশেল, ৬৩ রামের বিলাপ, ৬৪ বিশল্যের পূর্বজন্ম, ৬৫ বিশল্যার সমাগম, ৬৬ রাবণদূতাগম, ৬৭ রাবণের জিনশান্তিগৃহে প্রবেশ, ৬৮ জিনস্তুতি, ৬৯ ফাল্গুনাহ্নিকনিরূপণ, ৭০ দেবগণের লঙ্কাভবনে প্রাতিহার্য্যকল্পনা, ৭১ বহুরূপ বিদ্যা, ৭২ যুদ্ধনির্ণয়, ৭৩ যুদ্ধোদ্যোগ, ৭৫ চক্রোৎপত্তি, ৭৬ লক্ষ্মণ কর্তৃক কৈকসেয়বধ, রাবণবধ, তাহার নারীগণের ও বিভীষণের বিলাপ, ৭৭ প্রীতিঙ্করোপাখ্যান, ৭৮ কেবলির আগমন, ইন্দ্রজিতাদির দীক্ষা ও নিঃক্রমণ, ৭৯ সীতাসমাগম, ৮০ ময়োপাখ্যান, ৮১ নারদের সম্প্রাপ্তি, অযোধ্যার প্রবেশ, রামলক্ষ্মণ-সমাগম, ৮২ ত্রিভুবনালঙ্কার-সংক্ষোভ, ৮৩ গজের পূর্বজন্মকথা, ৮৪ ত্রিভুবনালঙ্কার-সমাধি ৮৫ ভরতের পূর্বজন্মানুচরিত, ৮৬ ভরতের প্রব্রজ্যা, ৮৭ ভরতের নির্বাণ, ৮৮ শ্রীচক্রধরের সাম্রাজ্য, লক্ষ্মীনিজিতবক্ষের মনোরমালাভ, ৮৯ মধুসুন্দরবধ, লবণদৈত্যের মৃত্যু, ৯০ মথুরাতে উপসর্গ ৯১ শত্রুঘ্নজন্মানুকীর্তন, ৯২ রত্নালাভ, ৯৩ রামলক্ষ্মণের বিভূতি, ৯৪ জিনেন্দ্রপূজা, ৯৫ রামের চিন্তা, ৯৭ সীতানির্বাসন, ৯৮ সীতাসমাশ্বাসন, ৯৯ রামের শোক, সপ্তর্ষির আগমন, বজ্রজঙ্ঘের পরিত্রাণ, ১০০ লবণাঙ্কুশের জন্ম, ১০১ লবণাঙ্কুশের দিগ্বিজয়, ১০২ পিতার(পদ্মের)সহ মহাযুদ্ধ, ১০৩ লবণাঙ্কুশের ঐশ্বর্য্যলাভ, কৈবল্যসম্প্রাপ্তি, ১০৪ লঙ্কাভূষণের অমরাগমন, বৈদেহীর প্রাতিহার্য্য, ১০৫ রামের ধর্মশ্রবণ, ১০৬ রামের পূর্বজন্মাখ্যান, কৃতান্তবক্ত্রের স্তব, স্বয়ম্বরে পরিক্ষোভ, ১০৭ কৃতান্তবক্ত্রের প্রব্রজ্যা, ১০৮ লবণাঙ্কুশের পূর্বজন্মকথন, ১০৯ মধূপাখ্যান ১১০ কুমারগণের শ্রমণধর্ম ও নিষ্ক্রমণকথন, ১১১ ভামণ্ডলের পরলোক, ১১২ হনুমানের নির্বেদ, ১১৩ হনুমানের নির্বাণ, ইন্দ্রপুরসংবাদ, রামপুত্রের তপস্যা, ১১৪ পদ্মের দারুণ শোকবর্ণন, ১১৫ লক্ষ্মণবিয়োগ ও বিভীষণের সংসারস্থিতিবর্ণন, ১১৬ লক্ষ্মণের সংস্কার ও কল্যাণমিত্রের দেবাগম, ১১৭ বলদেবের নিষ্ক্রমণ, ১১৮ দানপ্রসঙ্গ, ১১৯ পদ্মের (রামের) কৈবল্যোৎপত্তি, ১২০ বলদেবের (রামের) সিদ্ধিগমন (নির্বাণ)। (শ্লোকসংখ্যা ১৮৮২৩।)

শান্তিনাথপুরাণ।[১]

১ জিনবন্দনা, সুধর্মাদি গুরুগণের নমস্কার ও পূর্ববর্তী কবিগণের প্রশস্তি, গ্রন্থারম্ভে বক্তৃশ্রোতৃলক্ষণ, জীবাজীবাদি সপ্ততত্ত্বকথন, ২ শান্তিনাথোৎপত্তি-প্রসঙ্গে বিজয়ার্দ্ধপর্বতের মানাদি, তন্নিকটবর্তী নগরসংখ্যা ও নগরমান-কথন, শান্তিনাথের জন্ম অভিষেক এবং স্বয়ংপ্রভাবিবাহবর্ণন, ৩ অমিততেজের রাজ্য, প্রজাপতির জ্বলন, জটীর মুক্তি, শ্রীবিজয়ের বিঘ্নবিনাশবর্ণন, ৪ অমিততেজের ধর্মপ্রশ্নকরণ, ৫ শ্রীষেণরাজের উৎপত্তি ও চরিতকথন, ৬ বিচুলদেব ও বলদেবের আখ্যান, ৭ অনন্তবীর্য্যের দুঃখ ও অচ্যুতেন্দ্রের সুখবর্ণন, ৮ অনন্তবীর্য্যের সম্যক্‌ত্বলাভ, বজ্রায়ুধ ও চক্রবর্তিত্বপ্রাপ্তি, ৯ তাঁহার ইন্দ্রভবপ্ররূপক বর্ণন, ১০ মেঘরথ নৃপতির উৎপত্তি ও চরিতবর্ণন, ১১ মেঘরথের বৈরাগ্যোৎপত্তি ও দীক্ষাগ্রহণ, ১২ শান্তিনাথের গর্ভাবতারবর্ণন, ১৩ শান্তিনাথের জন্ম ও দেবগণের আগমনবর্ণন, ১৪ শান্তিনাথের জন্মাভিষেক ও রাজ্যলক্ষ্মীবর্ণন, ১৫ শান্তিনাথের নিষ্ক্রমণ, ও জ্ঞানকল্যাণকদ্বয়বর্ণন, ১৬ শান্তিনাথের সমবসরণ, ধর্মোপদেশ ও নির্বাণবর্ণন। (শ্লোকসংখ্যা ৪৩৭৫।)

(১) জিনসেনের গ্রন্থে এই পুরাণের উল্লেখ থাকিলেও আমরা কেবল সকলকীর্তি-রচিত শান্তিনাথপুরাণ পাইয়াছি, তাহারই সূচী প্রদত্ত হইল।

অরিষ্টনেমিপুরাণ (হরিবংশ) ।[১]

১ মঙ্গলাচরণ, ধ্রুবসেন-লোহাচার্য্য প্রভৃতি পূর্ব্বাচার্য্যকথন, ২ বিদেহান্তর্গত কুণ্ডপুরাধিপতি সিদ্ধার্থ শ্রীসমুদ্রের পুত্ররূপে জিনের জন্মকথন, ইন্দ্রাদি দেবগণকর্ত্তৃক জিনাভিষেকবর্ণন, জিনের বর্দ্ধমাননামকরণ, ত্রিংশৎবর্ষে তাঁহার বৈরাগ্যোৎপত্তি, বনগমনপূর্ব্বকদ্বাদশবর্ষব্যাপী তপস্তা, ঘাতিসংঘাতিকর্ম্মবিনাশ, কেবলজ্ঞানপ্রাপ্তি, ষট্‌ষষ্টিদিবসমৌনাবলম্বনে বিহরণ, রাজগৃহগমন, তথায় রত্নসিংহাসনোপবিষ্ট জিনেন্দ্রের সমীপে চন্দ্রলোকস্থিত দেবগণ, নাগকুমারগণ ও কিন্নরগন্ধর্ব্বাদির সমাগম, তীর্থার্থপ্রকাশজন্য জিনেন্দ্রসমীপে গৌতমের অনুরোধ, বর্দ্ধমান কর্ত্তৃক জিনধর্ম্মার্থপ্রকাশ, তৎপ্রসঙ্গে সংস্থান, সমবায়, আচারাঙ্গ, সূত্রকৃত, প্রজ্ঞপ্তিদ্বয়, জ্ঞাতৃধর্ম্মকথা, শ্রাবকাধ্যয়ন, অন্তকৃৎদশ, অনুত্তরদশ, প্রশ্নব্যাকরণ, বিপাকসূত্রার্থ এবং দৃষ্টিবাদার্থকথন, অনন্তর সকলের জিনধর্ম্মগ্রহণপুরঃসর স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান, মগধে জিনগৃহাবলীনির্ম্মাণাদিকথন, ধর্ম্মতীর্থপ্রবর্ত্তন। ৩ কাশী-কাঞ্চি-দ্রবিড়-মহারাষ্ট্রগান্ধারাদি সকল দেশে জৈনধর্ম্মপ্রচার, জিনমুখোদ্গত মাগধীভাষায় উপদেশশ্রবণে লোকের শান্তিলাভবর্ণন, জিনের ধর্ম্মশাসনপ্রসঙ্গে সিদ্ধাসিদ্ধ ভেদে দ্বিবিধ জীব, পঞ্চবিধ জ্ঞানাবরণ, নববিধ দর্শনাবরণ, অষ্টাবিংশতিবিধ মোহনীয়, চতুর্ব্বিধ আয়ু, চত্বারিংশৎ নাম, দ্বিবিধ গোত্র ও পঞ্চবিধ অন্তরায়কর্ম্মকথন, কর্ম্মবিধ্বংসে জীবের সিদ্ধত্বকথন; সিদ্ধগণের সম্যক্‌রূপে পরমানন্ত-কেবলজ্ঞান ও কেবলদর্শনাদিরূপ অষ্টবিধ গুণকথন, মোহোদয় ও নাশোপশমরূপ অবস্থাত্রয়যুক্ত ত্রিবিধ অসিদ্ধনিরূপণ; মিথ্যাদৃষ্টি, আসাদন, সম্যঙ্‌মিথ্যাদৃষ্টি, সংযতাসংযতাশ্রয়, সংযত-উপশান্তকষায়, সম্যক্‌দৃষ্টিক্ষীণকষায়াদিরূপ অসিদ্ধের গুণস্থাননিরূপণ, সুখদুঃখপ্রাপ্তিকারণকথন, ভব্যাভব্যভেদে জীবগণের দ্বৈবিধ্যকথন, কুদৃষ্টিমায়ালোভ প্রভৃতির ফলকথন, মধুমাংসাদি বর্জ্জনে সুগাময়ুষ্যপ্রাপ্তি, কুকর্ম্মদ্বারা কুমানুষ্যপ্রাপ্তি, ইন্দ্রিয়নিগ্রহফল, কন্দর্পরঞ্জিত কন্দর্প নামক দেবগণের অভিযোগিতা ও ক্লিষ্টত্বাদি কথন, সম্যক্‌দর্শনের দুর্লভত্ব কথন, তদভাবে সংসারসাগরনিমজ্জন, পূর্ব্বোক্ত সম্যক্‌-পরমানন্তাদির কারণ-কথন, সংক্ষেপে সনৎকুমার-মহেন্দ্র-শুক্র-মহাশুক্রাদিকল্পবিবরণ, দিবশ্চ্যুতিগণের গতিকথন, পূর্ব্বজন্মাভ্যস্ত শুভষোড়শ কারণে জিনশাসনানুষ্ঠানে নির্ব্বাণপ্রাপ্তিকথন, জিতশত্রু নামক শ্রেণিকরাজের নিকট গৌতমের হরিবংশকীর্ত্তন, ৪ অলোকাকাশশব্দনিরুক্তি, তথায় জীব ও পুদ্গলের অবস্থানাভাবকথন, তথায় ধর্ম্মাস্তিকায় ও অধর্ম্মাস্তিকায়াদির গতিস্থানাভাব, অলোকাকাশমধ্যে লোকের স্থিতিকথন, ৫ লোকশব্দনিরুক্তি, লোকের বেত্রাসন-মৃদঙ্গঝল্লরীসদৃশ আকৃতিকথন, তথায় চতুর্দ্দশ রজ্জুবিভাগাদিকথন, লোকের ঘনবাতাদি ত্রিবিধ বায়ুপরিবেষ্টনিরূপণ, বায়ুগণের পরিমাণাদিকথন, ৬ অধোলোকসংস্থান, নরকাদির বৃত্তান্ত, তির্য্যক্‌লোকবর্ণনপ্রসঙ্গে দ্বীপ-সাগরদেশাদিনিরূপণ, তাহাদিগের সংস্থান ও পরিমাণাদিকথন, ঊর্দ্ধলোকবর্ণন, নক্ষত্রলোক ও তদিতর জ্যোতিষাদির ধরাতল হইতে দূরত্বাদিনিরূপণ, সিদ্ধলোককথন, ৭ বর্ণগন্ধাদিহীন কালস্বরূপকথন, মুখ্যগৌণভেদে দ্বিবিধকালনিরূপণ, সময়বৃত্তিক্রমে কালের ত্রিবিধত্বনিরূপণ, নিশ্বাস-উচ্ছ্বাস-প্রাণ-স্তোক-লবাদির লক্ষণ, পরমাণুলক্ষণ, পরমাণুর্ভূতত্বকথন, বর্ণ-গন্ধ-রস-স্পর্শ দ্বারা পূরণ ও গলনহেতু পরমাণুর পুদ্গলাখ্যাকথন, সন্তদ্রক্রটী-রেণু-বালাগ্র-যুকা-যব-অঙ্গুল্যাদির মানলক্ষণ, অবসর্পিণী ও উৎসর্পিণীর লক্ষণ, অনুলোমক্রমে অবসর্পিণীর সুখমাদি ষট্ কালত্বনিরূপণ, যথা—সুখমা সুখমা সুখমা, দুঃখমা সুখমা সুখমা, ইহার বিলোমে উৎসর্পিণীনিরূপণ, অবসর্পিণীর প্রথমত্রিকালে ভারতভূমির কল্পবৃক্ষভূষিতভোগভূমিত্বাদি কথন, তদনন্তর দুঃখমা-অতীতে পরবর্ত্তী কালদ্বয়ে গঙ্গা ও সিন্ধুনদীর মধ্যে ও দক্ষিণ ভারতে কুলকরদিগের উৎপত্তিকথন-প্রসঙ্গে প্রথমে শ্রুতিনামক কুলকরের রাজ্যশাসনাদি বর্ণন, তৎপুত্র সম্মতিনামক কুলকরের বিবরণ, তৎপরে যথাক্রমে ক্ষেমঙ্কর, ক্ষেমন্ধর, সীমঙ্কর, যথার্থ, বিপুলবাহন, চক্ষুষ্যৎ, যশস্বী, অভিচন্দ্র, মল্লদেব, প্রসেনজিতাদি চতুর্দ্দশ কুলকরদিগের উৎপত্ত্যাদি কথন। ৮ আদিজিন ঋষভের জন্মাদিকথন-প্রসঙ্গে দক্ষিণ নাভিরাজ, তাঁহার পত্নী মরুদেবের কথা, তাঁহার গর্ভে ঋষভদেবের জন্ম, ইন্দ্র-শচী প্রভৃতি দেবদেবী কর্ত্তৃক মরুদেবীর সেবা, 'ভগবান্ জিনদেব বৃষরূপে তাহার উদরে মুখপ্রবেশ করিতেছেন', মরুদেবীর এই রূপ সুখস্বপ্নদর্শন, জিনদেবের জন্ম, তীর্থঙ্করদর্শনার্থ সুরাসুরগণের আগমন, সাকেত-নামনিরুক্তি, শচীর জিনসূতিকাগারে প্রবেশ ও তৎকর্ত্তৃক জিনদেবকে সুমেরুশিখরে আনয়ন, ইন্দ্রাদি সুরাসুর কর্ত্তৃক জিনদেবের জন্মাভিষেক, ইন্দ্র কর্ত্তৃক বজ্রসূচিদ্বারা জিনের কর্ণবেধ-সম্পাদন ও তৎকর্ণে রত্নকুণ্ডলদ্বারা অলঙ্কতকরণ, জিনের ঋষভ এই নামকরণ, পৌলোমী কর্ত্তৃক জিনদেবকে পুনরায় অযোধ্যানগরীতে আনয়ন ও তৎপিতার আনন্দবর্দ্ধন, ৯ জিনদেবের বাল্যক্রীড়া, যৌবনে নন্দা ও সুনন্দা নামক কন্যাযুগলের পাণিগ্রহণ, নন্দার গর্ভে ভরত নামক পুত্র ও ব্রাহ্মী নাম্নী কন্যার জন্মবিবরণ, তৎপরে সুনন্দার গর্ভে মহাবল নামক পুত্র ও লোকসুন্দরী নাম্নী কন্যার জন্ম, নন্দার

(১) এই পুরাণ ৭০৫ শকে জিনসেন রচনা করেন।

গর্ভে ক্রমান্বয়ে বৃষভসেনাদি ৯৮ সংখ্যক পুত্র জন্মকথন, অনন্তর আদিনাথ কর্তৃক প্রজাগণের দুরবস্থাদর্শনে দয়ার্দ্র হইয়া ক্ষত-ত্রাণ, বাণিজ্য ও শিল্পাদি সম্বন্ধক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্ররূপ ত্রিবিধবর্ণবিভাগ করণ, নীলাঞ্জসা নাম্নী ইন্দ্রনর্তকীর নৃত্যদর্শনে ঋষভের বৈরাগ্যোৎপত্তি ও ইন্দ্রাদি-বাহ্য শিবিকায় আরোহণ-পূর্ব্বক সিদ্ধার্থবনে গমন, প্রয়াগক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক কেশমুণ্ডন, জিনদেবের ধ্যানাবলম্বন, দৈববাণীশ্রবণে সমাধিস্থ ক্ষত্রিয়গণের ভগবদভিপ্রায় জানিয়া নগ্নদিগের কুশচীবর-বল্কলধারণবৃত্তান্ত-কথন, ষণ্মাস অনশনপূর্ব্বক নগ্ন জিনদেবের পৃথিবীপরিভ্রমণ, একদা সোমপ্রভ নামক রাজার গৃহে জিনদেবের গমন ও রাজা কর্তৃক ইক্ষুরসপূর্ণ কলসদানপ্রসঙ্গে দানতীর্থঙ্করোৎপত্তি, প্রতিগ্রহ, স্থানদান, পাদপ্রক্ষালন, পূজন, প্রণতি, মনঃশুদ্ধি, বাক্যশুদ্ধি, কায়শুদ্ধি ও এষণাশুদ্ধি ইত্যাদি নববিধ দানকথন, পূর্ব্বতাল-পুরাদিপতি বৃষভসেনের শকট নামক মহোদ্যানে ন্যগ্রোধবৃক্ষ-তলে জিনদেবের ধ্যানযোগ আশ্রয়পূর্ব্বক কৈবল্যজ্ঞানপ্রাপ্তি-কথন, তদ্‌বৃত্তান্ত শুনিয়া ভরতাদির তথায় আগমন ও জিনের আর্হতৈশ্বর্য্য-দর্শ ন প্রব্রজ্যাগ্রহণ কথন, ১০ জিনদেবের ধর্ম্ম-দেশনা—দয়া সত্য অস্তেয় ব্রহ্মচর্য্য ও অমোহত্যাদি পঞ্চসূক্ষ্ম যতিধর্ম্ম ও গৃহস্থধর্ম্মনিরূপণ, উক্তবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠানে মোক্ষোদ্ভব-কথন, শ্রুতজ্ঞান হইতে ঐ সকল ধর্ম্মলক্ষণোৎপত্তিকথা, দ্বাদশাঙ্গ-নিরূপণ, পর্য্যায়-অক্ষর-পদ-সংঘাত-প্রতিপত্তি-অনুযোগ-প্রাভৃত প্রাভৃত-বস্তু পূর্ব্ববাদ ইত্যাদিক্রমে শ্রুতজ্ঞানবিকল্প-নিরূপণ, বর্ণপদাদির অবান্তরভেদপ্রপঞ্চ, পর্য্যায়াঙ্গে দৃষ্টিবাদ-প্রদর্শন, ক্রিয়াদৃষ্টিবাদ, নিয়তি-স্বভাব-কাল দৈব ও পৌরুষাদিদ্বারা স্ব-পর-নিত্যানিত্যভেদে প্রত্যেক জীবাজীবাদি নব পদার্থের বিংশতিপ্রকার ভেদকথন, এইরূপে সর্ব্বসমেত ১৮০ প্রকার ভেদ-কথন, ত্রিষষ্টিবিধ ক্রিয়াবাদদৃষ্টিনিরূপণ, বিনয়দৃষ্টিবাদের ৩২ ভেদ যথা—জনক-জননী-দেব-নৃপতি-জ্ঞাতি-বাল-বৃদ্ধ ও তপস্বীতে মন-বচন-কায় ও দানরূপ চতুর্ব্বিধ বিনয়কার্য্য, তথা পরিকর্ম্ম, সূত্র, অনুযোগ, পূর্ব্বগত, চূলিকা প্রভৃতি পরিকর্ম্মাদি ভেদকথনপূর্ব্বক চন্দ্র-সূর্য্য-জম্বূদ্বীপ-দ্বীপসাগরাদির সংস্থাপনাদির নিরূপণ, অক্ষরপদাদি-নিরূপণ, শ্রোতৃগণের শ্রাবকধর্ম্ম-দীক্ষাকথন, ১১ জিনপুত্র ভরতের দিগ্বিজয়বর্ণনপ্রসঙ্গে গঙ্গা-সাগর প্রদেশ, দাক্ষিণাত্য, সিন্ধুদেশ, হিমালয়, বৃষভগিরি, ম্লেচ্ছ-দেশবিজয়াদি কথন, ম্লেচ্ছরাজাদি কর্তৃক ভরতকে কন্যাদান, ভরতের আদেশে তাঁহার ভ্রাতৃগণের স্ব স্ব রাজ্য ত্যাগপূর্ব্বক জিনদেবের শরণ-গ্রহণ ও প্রব্রজ্যাকথন, ভরতের ঐশ্বর্য্যাদি বর্ণন, ভরতমিত্র জয় নামক হাস্তিনপুরপতির তাঁহার ভার্য্যার সহিত জিনধর্ম্মশ্রবণপূর্ব্বক প্রব্রজ্যাগ্রহণ, বৃষভসেন-দৃঢ়রথ-কুম্ভ-শক্রমদন দেবশর্ম্ম-গণধর-ধনদেব-নন্দন প্রভৃতি ৮৪ সংখ্যক গণিগণের নামকথন, ইহাদিগের মধ্যে বৃষভেরই অপর নাম আদি জিনদেব, কৈলাসগিরিগমনপূর্ব্বক গণিগণবেষ্টিত হইয়া ঋষভের সিদ্ধস্থানগমন, দেবগণের গন্ধপুষ্পধূপাদিদ্বারা জিনপূজা-কথন, ১২ ভরতকর্তৃক নিজ পুত্র আদিত্যযশাকে রাজপদে অভি-ষেক, ভরতের জৈনদীক্ষাগ্রহণ, সপুত্র যশপ্রভৃতিকে রাজপদে অভিষেকপূর্ব্বক আদিত্যযশার নিক্রমণ ও নির্ব্বাণবর্ণন, বল-সুবল-অতিবল-মহাবল-অমৃতবল প্রভৃতি চতুর্দশ লক্ষসংখ্যক আদিত্য বংশীয়গণের রাজ্যত্যাগ ও নির্ব্বাণপ্রাপ্তিকথন, জিন-কুমার বাহুবলের ঔরসে সোমযশার উৎপত্তি ও তাহা হইতে সোমবংশপ্রবর্ত্তন, সোমযশার পুত্র মহাবল তৎপুত্র সুবল তৎপুত্র ভুজবল ইত্যাদি পঞ্চশত কোটিলক্ষ সোমবংশীয়গণের নির্ব্বাণ, উগ্রাদি কৌরবগণের নির্ব্বাণ, এবং নাভেয়বংশীয় খেচরনাথ রত্নবজ্র রত্নরথ প্রভৃতির নির্ব্বাণপ্রাপ্তিকীর্ত্তন, ১৩ সগরনায়ক চক্রধরের ষষ্টিসহস্রপুত্র জন্মকথন, দম্ভপূর্ব্বক তাহাদের পৃথিবী-খনন এবং তাহাতে কুপিত নাগরাজ কর্তৃক তাহাদিগকে ভস্মীকরণ, তচ্ছ্রবণে সগরের জৈনদীক্ষা ও মোক্ষপ্রাপ্তি, সগরের অপরপুত্র সম্ভবনাথ তৎপুত্র অভিনন্দন তাঁহার পুত্রপরম্পরায় সুমতিনাথ, পদ্মপ্রভ, সুপার্শ্ব, চন্দ্রপ্রভ, পুষ্পদন্ত ও শীতল জিনেন্দ্র ইত্যাদি ইক্ষ্বাকু বংশবর্ণন, ১৪ বৎসদেশে কৌশাম্বী-রাজ সুমুখের কথা, সুমুখের বসন্তকালে হস্তিযানে কালিন্দী-পুলিনে গমন, বসন্তোৎসবে এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কামিনীদর্শন, তজ্জন্য সুমুখরাজের বিরহ, তদ্‌বৃত্তান্ত শুনিয়া মন্ত্রিগণকর্তৃক বনমালা নাম্নী সেই কন্যাকে আনয়ন, বনমালার সহিত রাজার সমাগম, তাহার গর্ভে হরির জন্ম, হরির পুত্র মোদাগিরি তৎপুত্র হেমগিরি তৎপুত্র সুনয় ইত্যাদি হরিবংশবর্ণন, ১৫ হরিবংশীয় সুমিত্র-রাজাখ্যান, রাজমহিষী পদ্মাবতীর শুভ-স্বপ্নদর্শন, তদ্‌গর্ভে মাঘশুক্লাদ্বাদশীতে শ্রবণানক্ষত্রে জিনের জন্মবৃত্তান্ত, পুরন্দরাদি দেবগণ কর্তৃক হিমালয় অধিত্যকায় জিনের জন্মাভিষেক, কুশাগ্রপুরে জননীর কোলে জিনেন্দ্রের মুনিসুব্রত এই নামকরণ, সুব্রতের পাণিগ্রহণ, জলধরদৃষ্টে বিনশ্বর শরীররায়ু সম্বন্ধে উপদেশ, সুব্রতের রাজ্যাভিষেক ও তৎপিতার সমাধি, সুব্রতের নির্বেদ, ছয় দিন উপবাসপূর্ব্বক তাঁহার ভিক্ষার্থে বহির্গমন, রাজগৃহনিবাসী বৃষভদত্তের ভিক্ষা-দান, তদুপলক্ষে পুষ্পবৃষ্ট্যাদি শুভকল্যাণবর্ণন, নিজপুত্র দক্ষকে রাজ্যপ্রদানপূর্ব্বক সুব্রতের নিক্রমণ ও নির্ব্বাণকথন, দক্ষের ঔরসে তৎপত্নী ইলার গর্ভে ঐলেয় নামক পুত্র ও মনোহরী নাম্নী কন্যাজন্ম একদা দক্ষপ্রজাপতি নবযৌবনা কন্যার রূপ দর্শনে বিক্ষিপ্তহৃদয় হইলে ইলার তৎপ্রতি ক্রোধ ও ইলার পুত্রগৃহ

দুর্গম প্রদেশে গমন, ঐলেরকর্তৃক নর্ম্মদাতীরে মাহিষ্মতী নামে নগরীনির্ম্মাণ ও তৎপুত্র কুনিমকে রাজ্যদানপূর্ব্বক ঐলেয়ের তপস্যার্থ বনগমন, কুনিমকর্তৃক বরদাতীরে কুণ্ডিন নামক নগরস্থাপন, ও পুলোমপুত্রকে রাজ্য দিয়া বানপ্রস্থগ্রহণ, পুলোমের পুত্র চরমপোলোমকর্তৃক রেবাতীরে ইন্দ্রপুর ও তৎপুত্র মহীদত্তকর্তৃক কুলপুরস্থাপন, অনন্তর পুত্রাদিক্রমে মৎস্য, অযোধন, সাল, সূর্য্য ও দেবদত্তাদির বৃত্তান্ত, দেবদত্তপুত্র মিথিলানাথের বিদেহাধিপত্য ও তৎপুত্র হরিষেণ, নভঃ ও অভিচন্দ্রাদির বিবরণ, অভিচন্দ্রপুত্র বসু, তৎপুত্র বৃহদ্বসু মহাবসু প্রভৃতি দশবসুর বিবরণ; বেদবিৎ ক্ষীরকদম্বের পুত্র পর্ব্বত ও শিষ্য বসু ও নারদ, বসুরাজসভায় পর্ব্বত ও নারদের শাস্ত্রার্থপ্রকাশ, নারদের কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদভাগের নিন্দা ও কর্ম্মমার্গসমর্থনে পর্ব্বতের পরাজয়, বসুরাজের পর্ব্বত প্রতি পক্ষপাত, তজ্জন্য তাঁহার অধঃপতন-কথন, ১৮ মথুরাধিপ যদুর উৎপত্তিকথা, তাহা হইতে সুর ও সুবীরের জন্ম, সুর হইতে অন্ধকবৃষ্ণ্যাদি ও সুবীর হইতে ভোজকাদির উদ্ভব, অন্ধকবৃষ্ণির সমুদ্রবিজয় ও বসুদেবাদি দশপুত্র এবং কুন্তী ও মদ্রানামক কন্যাদ্বয়ের জন্মকথা, ভোজকবৃষ্ণি হইতে উগ্রসেন, মহাসেন প্রভৃতি পুত্রের জন্ম; সুবসুর বংশে জরাসন্ধের উদ্ভব ও তৎপুত্র কালযবনাদির জন্মকথা, সুপ্রতিষ্ঠ নামক মুনীশ্বরকর্তৃক রাজগৃহাগত বৃষ্ণিগণের সমক্ষে নমিভাষিত ধর্ম্মদেশনা, যথা—অহিংসা সত্য অস্তেয় ব্রহ্মচর্য্য ও নির্মূর্চ্ছা সাধুদিগের এই পঞ্চ মহাব্রত, কায়িক বাচিক ও মানসিক ভেদে ত্রিবিধ গুপ্তি, সর্ব্বানিষ্টপ্রত্যাখ্যানরূপ সমিতি, হিংসাদি নিবৃত্তিরূপ অণুব্রত, দিগ্দেশ-অনর্থদণ্ডাদি নিবৃত্তিরূপ গুণব্রত, অতিথিপূজাদি রূপব্রত, মাংসমদ্যমধুদ্যূতবেশ্যাদি ত্যাগরূপ নিয়ম এই সকল ব্রত গৃহীদিগের অভ্যুদয়ের সাধক; অনন্তর অনন্তপ্রকার জীবের কর্ম্মবশে কুযোনিপ্রাপ্তি, পৃথিবীসলিলাদিতে জীববিভাগসংখ্যা ও একেন্দ্রিয় হইতে পঞ্চেন্দ্রিয় পর্য্যন্ত জীবগণের শরীরায়ুঃপ্রমাণাদি কথন, অন্ধকবৃষ্ণির পূর্ব্বজন্ম, সমুদ্রবিজয়ের হস্তে রাজ্য ও বসুদেবকে সমর্পণপূর্ব্বক অন্ধকবৃষ্ণির সুপ্রতিষ্ঠের শিষ্যত্বস্বীকার, মথুরায় উগ্রসেনকে অভিষিক্ত করিয়া ভোজকবৃষ্ণির নিগ্রন্থব্রতগ্রহণ, একদা সমুদ্রবিজয়ের আদেশে বসুদেবের রমণীয় উদ্যানে অবস্থান ও এক কুব্জাকর্তৃক তাঁহার অধিক্ষেপ, রাজার প্রতি তাঁহার বীতশ্রদ্ধা ও শ্মশানে গমন, অগ্নিপ্রবেশ-প্রদর্শনপূর্ব্বক ছদ্মবেশে বিজয়খেট নামক পুরে গমন, তথায় গন্ধর্ব্ববিদ্যাপ্রবীণ সুগ্রীবনামক ক্ষত্রিয়ের সোমা ও বিজয়সেনা নাম্নী কন্যাদ্বয়ের পাণিগ্রহণ, বিজয়সেনার গর্ভে অক্রূরের জন্মদানপূর্ব্বক তাঁহার বনগমন, অনন্তর দুইজন বিদ্যাধরকুমারের যত্নে কুঞ্জরাবর্ত্ত নামক বিদ্যাধরপুরে গমন, তথায় শ্যামানাম্নী বিদ্যাধরকুমারীর পাণিগ্রহণ, অঙ্গারক নামক কোন বিদ্যাধর শত্রুকর্তৃক তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক আকাশমার্গে হরণ ও চম্পানগরীতে যক্ষকুমারীকে আনয়ন, চারুদত্তের সহিত তাঁহার মিত্রতা, চারুদত্তের নিকট গন্ধর্ব্ববিদ্যা প্রকাশ ও গন্ধর্ব্বসেনা নাম্নী রাজকুমারীর পাণিপীড়ন। ২০-২১ উজ্জয়িনীনাথ শ্রীধর্ম্মরাজের বলি, বৃহস্পতি, নমুচি ও প্রহ্লাদনামক মন্ত্রিচতুষ্টয়ের প্রসঙ্গ, মন্ত্রিচতুষ্টয়সহ অকম্পনাদি জৈনমুনিদর্শনার্থ রাজার বহিরুদ্যানে আগমন, তাঁহাদের সংসর্গে রাজার নির্ব্বেদ, পদ্মনামক পুত্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণপূর্ব্বক তাঁহার বিষ্ণুকুমারের নিকট জৈনদীক্ষাগ্রহণ, পদ্মকর্তৃক বলিনামক বিপ্রকে সপ্তাহ রাজ্যপ্রদান, বলির নিকট বিষ্ণুকুমারের আগমন ও ত্রিপাদভূমিপ্রার্থনা, বলিকর্তৃক পাদত্রয়ভূমিদান, বিষ্ণুকুমারের মহাকায় ধারণপূর্ব্বক একপাদে জ্যোতিশ্চক্র, দ্বিতীয়পাদে মনুষ্যলোক ও তৃতীয়পাদে অবকাশ অধিকার, দেবগণ কর্তৃক প্রসাদন ও বিষ্ণুকুমারের মহাকায়-সংবরণ, তাঁহার আদেশে দেবগণ কর্তৃক বলির বন্ধন ও দেশ হইতে নির্ব্বাসন, চারুদত্তের চরিত্র ও গণিকা কলিঙ্গসেনাদুহিতা বসন্তসেনার বিবরণ। ২২-২৪ ফাল্গুনোৎসবে গন্ধর্ব্বসেনাসহ বসুদেবের পার্শ্বনাথপ্রতিমাপূজনার্থ তন্মন্দিরে গমন, তথায় নীলোৎপলদলশ্যামা এক কন্যাদর্শনে বসুদেবের মনোবিকার, তদ্দর্শনে গন্ধর্ব্বসেনার ঈর্ষা ও তাঁহাকে জিনেন্দ্রের নিকট আনিয়া স্তোত্রদ্বারা ভগবানের প্রসাদন, পরে স্বগৃহে আনিয়া প্রিয়ার পাদতলে পতিত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা, বসুদেবের নিকট একবৃদ্ধা বিদ্যাধরীর আগমন ও তৎকর্তৃক উগ্রভোজাদি বহু ক্ষত্রিয়রাজের জিনভক্তি ও তপস্যাদিবর্ণন, মনু-মানব-কৌশিক-গৈরিক-গান্ধার-ভূমিতুণ্ড-আদিত্য-ব্যোমচর-মাতঙ্গ প্রভৃতি বিদ্যাচার্য্য, গৌরী প্রজ্ঞপ্তি রোহিণী অঙ্গারিণী মহাগৌরী মহাশ্বেতা মায়ূরী কালমুখী প্রভৃতি বিদ্যা, দৈত্য-পন্নগ-মাতঙ্গাদিভেদে অষ্টবিদ্যাধর ও তাহাদের বিদ্যানামকথন; 'বিনমিকুলতিলক বিদ্যাধরপতি মাতঙ্গের গোত্রজা আমার নাম হিরণ্যবতী' এইরূপে বৃদ্ধা বিদ্যাধরীর পরিচয়দান ও মদনলালিতার প্রীতির জন্য আগমনকারণকথন, বসুদেবকে পাইবার জন্য সেই বিরহিনী বিদ্যাধরীর অবস্থাবর্ণন, একদা নিশাকালে এক বেতালকন্যা কর্তৃক বসুদেবহরণ, শ্রীমন্ত নামক বিদ্যাধরাধিষ্ঠিত গিরিবরে আনয়ন, তথায় বসুদেব কর্তৃক নীলযশার পাণিগ্রহণ ও তাহার জন্মবিবরণ-শ্রবণ, নীলকণ্ঠ নামক বিদ্যাধর কর্তৃক নীলযশা হরণ, বসুদেবের দীনবেশে দেশভ্রমণ, সোমশ্রী নামে কন্যার সহিত বসুদেবের বিবাহপ্রসঙ্গে সগরপুরোহিতকৃত সামুদ্রিকশাস্ত্রাগম ও

নরের শুভাশুভ লক্ষণ-নিরূপণ, অনন্তর বসুদেবের তিলবস্তুপুরে গমন ও তথায় রাক্ষসপ্রধানস্তর পঞ্চশত কন্যার পাণিগ্রহণ, পুরে বসুদেবের বেদসাম নামক পুরে গমন ও কপিলশ্রুতি নামক রাজাকে হত্যাপূর্ব্বক তৎকন্যা কপিলার পাণিগ্রহণ, তাহার গর্ভে কপিল নামক পুত্রজন্ম, অনন্তর বসুদেবের শালি-গুহাপুরী-জয়পুর-ভদ্রিলপুর-ইলাবর্দ্ধনপুরে গিয়া তথাকার রাজকুমারীগণের পাণিগ্রহণ। ২৫-২৮ ইলাবর্দ্ধনপুররাজ দধিমুখসহ বসুদেবের সংবাদপ্রসঙ্গে কৌরববংশীয় কার্ত্তবীর্য্যের কামধেনু নিমিত্ত জমদগ্নিবধ, পরে পরশুরামের হস্তে কার্ত্তবীর্য্যের নিপাতন, পরশুরাম কর্ত্তৃক সপ্তবার পৃথিবী-নিক্ষত্রিয়-করণ, গর্ভবতী কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনমহিষীর জামদগ্ন্যভয়ে কৌশিকমুনির আশ্রমে পলায়ন, তথায় সুভৌম নামক পুত্রজন্ম, সুভৌম কর্ত্তৃক চক্রে জামদগ্ন্যের শিরচ্ছেদনপূর্ব্বক ত্রিসপ্তবার পৃথিবীকে অব্রাহ্মণকরণ, মদনবেগার সহিত বসুদেবের বিবাহ, তদ্গর্ভে অনাবৃষ্টি নামক পুত্রজন্ম, মদনবেগার রূপধারিণী সূর্পনখার বসুদেবকে হরণপূর্ব্বক অন্তরীক্ষে গমন, ভদ্রাসাহায্যে তাঁহার পরিত্রাণ, কন্যাপুরে গমনপূর্ব্বক বেগবতী নাম্নী বিদ্যাধরকুমারীর পাণিগ্রহণ, তৎপ্রসঙ্গে নমিবংশজাত বিদ্যুদ্দংষ্ট্রের বৃত্তান্ত, বিদেহনগরবাসী সঞ্জয়ন্ত নামক মুনিচরিত, শ্রাবস্তীপুররাজ এণীপুত্রের কন্যা প্রিয়ঙ্গুসুন্দরীকে বিবাহ করিবার ইচ্ছায় বসুদেবের তাঁহার বাহ্যোদ্যানে গিয়া অবস্থান, তথায় বিপ্রমুখে মৃগধ্বজ-মহিষীর উপাখ্যানপ্রসঙ্গে নাস্তিক ও একান্তবাদী অলকাপুররাজমন্ত্রী হরিশ্মশ্রুর বিবরণ শ্রবণ। ২৯-৩২ শ্রাবস্তীনগরে কামদেবগৃহ নামক জৈনমন্দিরের নামকরণপ্রসঙ্গে কামদত্তশ্রেষ্ঠী কর্ত্তৃক স্থাপিত রতিকামপ্রতিমাবৃত্তান্ত, কামদত্তের পুত্র কামদেব তৎকন্যা বন্ধুমতী ; প্রত্যহ কামদেবগৃহে গমনপূর্ব্বক বসুদেবের রতিকামের পূজা ও সন্তুষ্ট কামদেব কর্ত্তৃক বসুদেবকে বন্ধুমতীসম্প্রদান, এই বৃত্তান্ত শুনিয়া এণীপুত্ররাজকন্যার বসুদেবপ্রতি অনুরক্তি, পরে তাহার সহিত বসুদেবের বিবাহবর্ণন, পরে ম্লেচ্ছরাজকন্যা জরার পাণিগ্রহণ ও জরাকুমার নামক পুত্রোৎপাদন, অরিষ্টপুররাজকন্যা রোহিণীর স্বয়ম্বর, স্বয়ম্বরসভায় সমুদ্রবিজয়-জরাসন্ধাদি বহু রাজার আগমন, বসুদেবের ভ্রাতৃবেশে তথায় উপস্থিতি, তাঁহার কণ্ঠে রোহিণীর বরমাল্যদান, তাহাতে সমুদ্রবিজয়াদি রাজগণসহ বসুদেবের তুমুল যুদ্ধ, বসুদেবের জয়লাভ, বসুদেবের পরিচয় পাইয়া সমুদ্রবিজয় কর্ত্তৃক ভ্রাতাকে আলিঙ্গন, রোহিণীর গর্ভে রামের জন্ম, রাম ও ভার্য্যাসহ বসুদেবের সাকেতনগরে আগমনমহোৎসববর্ণন। ৩৩-৩৪ ধনুর্বিদ্যাবিশারদ সশিষ্য কংসাদিসহ বসুদেবের জরাসন্ধজয়ার্থ রাজগৃহে গমন, 'যে জীবিত কুম্ভীর ধরিয়া আনিতে পারিবে, তাহাকেই কন্যা দিব' এইরূপ সিংহপুররাজ সিংহরথের ঘোষণা-শ্রবণে বসুদেবের কংস প্রতি বীরপতাকা-ধারণে আদেশ, গুরুর আদেশে কংস কর্ত্তৃক সিংহরথবন্ধন ও জরাসন্ধপুরে নিক্ষেপ, কংসের জন্মবৃত্তান্ত, কোশাম্বীবাসিনী এক মদ্যকারিণীর যমুনাপ্রবাহে মঞ্জুষামধ্যে কংসপ্রাপ্তি, অপত্যনির্বিশেষে প্রতিপালন, জরাসন্ধের সেই মঞ্জুষা-আনয়ন ও মঞ্জুষাসংলগ্ন লিপিপাঠে কংসকে উগ্রসেন ও পদ্মাবতীর পুত্র বলিয়া অবধারণ, জরাসন্ধ কর্ত্তৃক কংসকে স্বকন্যা জীবদ্‌যশা প্রদান, কংসের মথুরায় আগমন ও স্বপিতা উগ্রসেনকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া রাজ্যগ্রহণ, পরে বসুদেবকে আনিয়া গুরুদক্ষিণাস্বরূপ দেবকী নাম্নী আপন ভগিনীকে সমর্পণ। 'বসুদেবপুত্রহস্তে পতিপুত্রের মৃত্যু হইবে' ইত্যাদি কংসপ্রতি জরাসন্ধকুমারীর উক্তি, তাহা শুনিয়া বসুদেবের নিকট প্রতারণাপূর্ব্বক প্রসূতিসময়ে দেবকীকে নিজগৃহে রাখিবার জন্য প্রার্থনা, তাহাতে বসুদেবের সম্মতিদান, দেবকী, বসুদেব ও কংসের অগ্রজের অতিমুক্ত নামক মুনির আশ্রমে গিয়া স্ব স্ব অবস্থা নিবেদন, তথায় উগ্রসেনাদির জন্মাদি কথন, দেবকীর আশ্বাস, দেবকীর গর্ভজাত নৃপদত্ত-দেবপাল-অনীকদত্ত-শত্রুঘ্নাদি ছয়পুত্রের কংসের হস্তে অকালমৃত্যুকথন, দেবকীর সপ্তমগর্ভে শঙ্খ-পদ্ম-গদাসিধারীর জন্ম, তৎকর্ত্তৃক কংসাদির বিনাশ ও পৃথিবীভোগ, জিনেন্দ্র অরিষ্টনেমির চরিত প্রসঙ্গে মহোপবাসবিধি, সর্ব্বতোভদ্র নামক তপোবিধি, মহাসর্ব্বতোভদ্র নামক তপোবিধি, ত্রিলোকসার নামক তপোবিধি, বজ্রমধ্যতপোবিধি, মৃদঙ্গমধ্য, মুরজমধ্য, একাবলী, দ্বিকাবলী, মুক্তাবলী, রত্নাবলী, কনকাবলী ও সিংহনিক্রীড়িত-তপোবিধি, মেরুপংক্তি, বিমানপংক্তি, শাতকুম্ভ, সপ্তসপ্তম, অষ্টাষ্টম, নবনবম, দশদশম ইত্যাদি দ্বাবিংশ পর্য্যন্ত তপোবিধি-কথন, অনন্তর এককল্যাণ হইতে পঞ্চবিংশতি কল্যাণাদি নামধেয় ভাবনা, ভাদ্রশুক্লা সপ্তমীতে পরিনির্ব্বাণ, ভাদ্রকৃষ্ণষষ্ঠীতে সূর্য্যপ্রভ, ত্রয়োদশীতে চন্দ্রপ্রভ এবং কুমার সম্ভব, সুকুমার, সর্ব্বার্থসিদ্ধি প্রভৃতিবিধি, তদনুষ্ঠানে তীর্থঙ্কর-প্রকৃতিলাভ, জ্ঞানাদি ষট্‌কষায় নিবৃত্তিতে বিনয়-সম্পন্নতা, শীলব্রতরক্ষারূপ অনতিচারকথা, জন্ম-জরা-মরণাময়-মানস-শারীর-দুঃখ হইতে সংসারভয়রূপ সম্বেগকথন, ইত্যাদি প্রকারে জ্ঞানযোগ, ত্যাগ, মার্গানুগাবেশ, সমাধি, বৈয়াবৃত্য, বন্ধন, অপ্রতিক্রমণ, কায়োৎসর্গ, মার্গপ্রভাবন, প্রবচন ও বৎসলতাদি লক্ষণকথন। ৩৫-৩৭ দেবকীর যমজপুত্রজন্ম, যমজের স্থানে দুইটী মৃতপুত্র রাখিয়া সে দুইটীকে লইয়া দেবগণের অলকাগমন, কংসকর্ত্তৃক সেই মৃতপুত্রদ্বয়কে শিলাতলে নিক্ষেপ, এইরূপে কংসকর্ত্তৃক দেবকীর ষট্‌পুত্রনাশ, দেবকীর শুভস্বপ্নদর্শনপূর্ব্বক

গর্ভধারণ, ভাদ্রশুক্লদ্বাদশী তিথিতে শঙ্খচক্রাদিচিহ্নিত অধোক্ষজের দেবকীর পুত্ররূপে জন্মকথন, পিতাকর্ত্তৃক বৃষভরূপধারী নগরদেবের নিকট বলদেবকে প্রদর্শন, ভগবৎপ্রভাবে যমুনার ক্ষীণপ্রবাহতা ও নদীপার হইয়া বসুদেবের নন্দালয়ে গমন, তৎকন্যাগ্রহণ, তাহার স্থানে শ্রীকৃষ্ণকে স্থাপনপূর্ব্বক ত্বরিত পদে মথুরায় আগমন, কংসের দেবকীর সূতিকাগারে গমন ও সেই কন্যাকে গ্রহণপূর্ব্বক তাহার নাসিকাচ্ছেদনপূর্ব্বক তাড়ন, দেবকীর নন্দালয়ে গমনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণদর্শন, বলদেব ও কৃষ্ণের মথুরাগমনপূর্ব্বক কেশি, গজ, চানুর, মুষ্টিকপ্রভৃতির বিনাশ, ও কংসবধপূর্ব্বক উগ্রসেনকে রাজ্যদান, রজতাদ্রিরাজ সুকেতুর কন্যা রেবতী ও সত্যভামার সহিত রামকৃষ্ণের বিবাহ, দুহিতৃশোকে সন্তপ্ত হইয়া জরাসন্ধের রামকৃষ্ণনিধনার্থ কালযবন নামক পুত্রকে প্রেরণ, অতুলমালা নামক পর্ব্বতে রামকৃষ্ণের হস্তে কালযবনবধ, জরাসন্ধ কর্ত্তৃক তদ্‌ভ্রাতা অপরাজিত-প্রেরণ, রামকৃষ্ণের নিকট অপরাজিতের পরাজয়। ৩৮-৪০ কুবেরপত্নী শিবার স্বপ্নদর্শন, তদ্‌গর্ভে অরিষ্টনেমি নামক জিনেন্দ্রের জন্ম, ইন্দ্রাদিদেবগণ কর্ত্তৃক তাঁহার অভিষেক, সুমেরুশিখরে আনিয়া তাঁহার নামকরণ, মহেন্দ্রকৃত জিনস্তোত্র, ভ্রাতৃবধশ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া চতুরঙ্গবলসহ জরাসন্ধের মথুরাগমন, বৃষ্ণিভোজাদির মথুরাত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন, জরাসন্ধের তদনুসরণ, যাদবগণের বিন্ধ্যাগিরিতে আগমন ও তথায় জরাসন্ধ কর্ত্তৃক যুদ্ধাহ্বান, দৈবক্রমে তথায় ভরতার্দ্ধবাসী কর্ত্তৃক বহু চিতাসজ্জা, তদ্দৃষ্টে 'যাদবগণ দগ্ধ হইতেছে' জরাসন্ধের এইরূপ কল্পনা, যাদবশিক্ষিত এক বৃদ্ধা কর্ত্তৃক 'জরাসন্ধ ভয়ে যাদবগণ চিতায় দগ্ধ হইতেছে' এইরূপ উক্তি, তচ্ছ্রবণে হৃষ্টচিত্ত জরাসন্ধের রাজগৃহে প্রত্যাগমন ও যাদবগণের শান্তিলাভ। ৪১-৪৪ দ্বারকানির্ম্মাণ, শ্রীকৃষ্ণের বহু রাজকন্যাসহ বিবাহ, নেমিকুমারের সম্বর্দ্ধন, নারদের দ্বারকায় আগমন ও তাহার জন্মবিবরণ, "আমি দৌর্য্যপুরনিবাসী সুমিত্র নামক তাপসের পুত্র, দেবানুগ্রহে অষ্টমবর্ষে সরহস্য জিনাগম অধ্যয়ন করিয়া আকাশগামিনী বিদ্যা ও সংযমাসংযমলাভ করিয়াছি" এইরূপে নারদের পরিচয়দান, নারদের উপদেশে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক রুক্মিণীহরণ, রুক্মিণীমুখচ্যুত তাম্বূল শ্রীকৃষ্ণের কাপড়ে লুকান দেখিয়া সত্যভামার ঈর্ষা, পরে রুক্মিণীকে দেবতাজ্ঞানে তাঁহার পদে কুসুমাঞ্জলিপ্রদান ও স্বসৌভাগ্যপ্রার্থনা, রুক্মিণীর পুত্রজন্ম, ধূমকেতু নামক অসুর কর্ত্তৃক পুত্রহরণ ও খদিরবন মধ্যে শিলাতলে স্থাপন, পরে মেঘকূটরাজ কালসম্বরমহিষী কনকমালা কর্ত্তৃক সেই শিশুগ্রহণ ও পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন, পুত্রের সংবাদ জানিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের নারদকে প্রেরণ, বিদেহবাসী সীমন্ধর নামক জিনেন্দ্রের নিকট নারদের গমন, তন্মুখে মধুকৈটভের প্রদ্যুম্নশাম্বরূপে জন্মান্তর-প্রাপ্তিবিবরণ-শ্রবণ, সীমন্ধরের আদেশে নারদের মেঘকূটে গমনপূর্ব্বক প্রদ্যুম্ন-দর্শন, সত্যভামাপুত্র ভানুর জন্ম, নারদের উপদেশে শ্রীকৃষ্ণের জম্বুপুরাধিপতি জাম্ববের কন্যা জাম্বুবতীকে হরণ ও ভ্রাতা বিষক্সেনসহ তাঁহার দ্বারকায় প্রত্যাগমন, শ্রীকৃষ্ণের সিংহলরাজকন্যা লক্ষ্মণার পাণিগ্রহণ, শ্রীকৃষ্ণের সৌরাষ্ট্রে গমন ও নমুচিকে হত্যা করিয়া তাহার ভগিনী সুসীমার পাণিগ্রহণ, এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের সহিত গৌরী, পদ্মাবতী ও গান্ধারী প্রভৃতির বিবাহ এবং হলধরের সহিত রেবতী, বন্ধুবতী সীতা ও রাজিবনেত্রাদির পরিণয়-কথন। ৪৫-৪৭ যুধিষ্ঠিরাদির জন্মকথনপ্রসঙ্গে কুরুবংশকীর্ত্তন, আদিজিন ঋষভের সমকালীন হস্তিনপুরাধিপ শ্রেয় ও সোমপ্রভের বৃত্তান্ত, সোমপ্রভপৌত্র কুরু হইতে কুরুবংশপ্রবর্ত্তন, অনন্তর ক্রমান্বয়ে তদ্বংশীয় কুরুচন্দ্র, ধৃতিকর, ধৃতিমিত্র, ধৃতিদৃষ্টি, ভ্রমরঘোষ, হরিঘোষ, সূর্য্যঘোষ, পৃথুবিজয়, জয়রাজ, সনৎকুমার, সুকুমার, নারায়ণ, নরহরি, শান্তিচন্দ্র, সুদর্শন, সুচারু, চারু, পদ্মমাল, বাসুকী, বসু, বাসব, ইন্দ্রবীর্য্য, বিচিত্রবীর্য্য, চিত্ররথ, পারসর, শান্তনু, ধৃতকর্ম্মা প্রভৃতির নামকথন, ধৃতপুত্র ধৃতরাজের অম্বা, অম্বালিকা ও অম্বিকার প্রতি আসক্তি, তাহা হইতে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের জন্ম; সুযোধন, যুধিষ্ঠির ও অশ্বত্থামাদির জন্মাদি-কথন, নির্ব্বাসিত-গৃহদাহমুক্ত পাণ্ডবগণের বেশপরিবর্ত্তনপূর্ব্বক কৌশিকপুরী, শ্লেষ্মাতক ও বসুন্ধরাপুরাদি গমন, যুধিষ্ঠিরের বসন্তসুন্দরীসমাগম, পরে তাঁহার ও তদ্‌ভ্রাতৃগণের ত্রিশৃঙ্গপুর-গমনপূর্ব্বক প্রভা, সুপ্রভা ও পদ্মাদি রাজকুমারীগণের পাণিগ্রহণ, হিড়িম্বাদির সংবাদ, পার্থগণের দ্রুপদরাজ্যে গমনপূর্ব্বক দ্রৌপদীলাভ, দ্যূতে পরাজিত পাণ্ডবগণের বনবাস, তাহাদিগের রামগিরিগমন ও তথায় রামলক্ষ্মণপ্রতিষ্ঠিত জৈনালয়াদি দর্শন, পরে বিরাটনগরে বাস ও তাহাদিগের বেশপরিবর্ত্তনাদি বৃত্তান্ত, দ্রৌপদীলুব্ধ কীচকের ভীম হইতে পরিত্রাণ, পরে কীচকের তপশ্চর্য্যাদ্বারা নির্ব্বাণলাভ, দ্রৌপদী ও কীচকের পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত। ৪৭-৫২ প্রদ্যুম্নচরিতকীর্ত্তন, তাঁহার বিবিধ অলঙ্কার কুসুমবাণ ও কুসুমশয়নাদি লাভ, সম্বরনিগ্রহ, তদ্‌গৃহস্থিতা দুর্য্যোধনকন্যা কনকলতার বৃত্তান্ত, প্রদ্যুম্নের কনকলতালাভ-পূর্ব্বক নারদোপদেশে দ্বারকায় আগমনকালে রামকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ, নারদমুখে প্রদ্যুম্নের পরিচয়, ও তাঁহার দ্বারকাপুরীপ্রবেশ-মহোৎসবাদি বর্ণন, সাম্বের জন্মকথন, অক্রূরাদি শ্রীকৃষ্ণপুত্রের নামাদি, প্রাধান্যানুসারে যদুকুলকুমারগণের প্রত্যেকের নাম ও তাঁহাদিগের সার্দ্ধত্রিকোটিসংখ্যাকথন, যশোদাগর্ভজাতা কংস-

নিপীড়িতা দুর্গার পূর্ব্বজন্মাদি বিবরণ, জিনসেবায় দুর্গার নির্ব্বাণ-প্রাপ্তি, কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সসৈন্যে জরাসন্ধের দ্বারকাগমন, যাদব ও মাগধপক্ষীয় প্রত্যেক বীরগণের নাম ও মহাসমর-বর্ণন, কৃষ্ণ কর্ত্তৃক জরাসন্ধ-বধবর্ণন, জরাসন্ধনিধনে দ্রোণ, দুর্য্যোধন, দুঃশাসনাদির নির্বেদন ও বিদুরসমীপে জিন-দীক্ষাগ্রহণ, কর্ণের সুদর্শনোদ্যানে কর্ণকুণ্ডল পরিত্যাগপূর্ব্বক দমবরার নিকট জিনদীক্ষাগ্রহণ ও সেই স্থানের কর্ণসুবর্ণ নামে খ্যাতি-কথন। ৫৩ ৫৪ জরাসন্ধ ও যাদবগণের আনন্দস্থান ও আনন্দপুর নামক জিনমন্দির স্থাপনবর্ণন, শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ-দেশাদি বিজয়, তৎকর্ত্তৃক যদুবংশীয় সহদেবকে রাজগৃহ, উগ্র-সেনসুতকে মাথুর, পাণ্ডবদিগকে হস্তিনাপুর ও রুক্মনাভকে কোশলপুরপ্রদান, নারদের উপদেশে ধাতকীখণ্ড ভারতান্ত-র্গত অমরকঙ্কপুররাজ পদ্মনাভ কর্ত্তৃক দ্রৌপদীহরণ, তদ্বৃত্তান্ত-শ্রবণে পাণ্ডবগণের রামকৃষ্ণাদি ষড়্‌বলসহ দিব্যরথসাহায্যে লবণসমুদ্র পার হইয়া অমরকঙ্কপুরে গমন ও দ্রৌপদীকে উদ্ধার, পুনরায় সাগর পার হইয়া সমুদ্রতটে মলয়াচলের শোভা-দর্শনে হৃতচিত্ত হইয়া তথায় মথুরা নামক পুরী নির্ম্মাণপূর্ব্বক অবস্থানাদি বর্ণন। ৫৫-৫৬ বাণদুহিতা উষার সহিত প্রদ্যুম্ন-তনয় অনিরুদ্ধের বিবাহাদি বর্ণন, শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণ্যাদি সহ রৈব-তকবিহার, নেমিজিনের বৈরাগ্যোৎপত্তি, ইন্দ্রাদিদেবগণ কর্ত্তৃক নেমির অভিষেক, রামকৃষ্ণের নিষেধেও নেমিনাথের তপ-স্যার্থ গিরিরাজে গমন, জিনের ধ্যানানুষ্ঠানপ্রসঙ্গে ধ্যানস্বরূপ-কথন, আর্ত্ত ও রৌদ্রভেদে দ্বিবিধ ধ্যান-কথন, তথা বাহ্য ও আন্তরভেদে দ্বিবিধধ্যান, পরে চতুর্ব্বিধ আন্তরধ্যানলক্ষণ, অনু-পাদেয় দুঃখের সাধন, হিংসা, সংরক্ষা, স্তেয় ও মৃষানন্দভেদে চাতুর্বিধ রৌদ্রধ্যান, তথা ভাবশুদ্ধিসাধন দ্বারা যোগাভ্যাসরূপ ধর্ম্মধ্যান, তাহা আবার বাহ্য ও আধ্যাত্মিকভেদে দ্বিবিধ, আবার অপায়-বিচয়াদি ভেদে দশবিধ, কিরূপে সংসারহেতু প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করা যায়, তাহার চিন্তাই ১ম অপায়-বিচয়, পুণ্য-প্রবৃত্তিসমূহের আত্মসাৎকরণার্থ সঙ্কল্প উদ্ভবের নাম 'উপায়-বিচয়', জীবগণের অনাদিনিধনত্বের উপভোগ স্বলক্ষণাদি-চিন্ত-নই 'জীববিচয়', স্যাদ্বাদপ্রক্রিয়া অবলম্বনে তর্কানুসারী পুরু-ষের সন্মার্গাশ্রয়ই 'হেতুবিচয়', এবম্প্রকার অজীববিচয়, বিপাক-বিচয়, বিরাগবিচয়, ভাববিচয়, সংস্থানবিচয় ও আধ্যাত্মিক বিচয়াদির স্বরূপ কথন, শুক্ল ও পরমশুক্লভেদে দ্বিবিধ শুক্লধ্যান, পরমশুক্লধ্যানপ্রভাবে যোগীর জ্ঞান, দর্শন, সম্যক্, বীর্য্য ও চারিত্রপূর্ব্বক স্বকর্ম্মক্ষয়দ্বারা অনন্তসুখাবহ মোক্ষপ্রাপ্তি-কথন, নেমিনাথের ৫৬ অহোরাত্র তপস্যা করিয়া শুক্লধ্যানাদি দ্বারা ঘাতিকর্ম্ম দহন করিয়া জৈনকৈবল্যপ্রাপ্তিকথন। ৫৭ জিনদিগের সমবস্থানভূমিনিরূপণ প্রসঙ্গে সামান্যভূমি, উদ্যান, সরোবর ও গৃহাদিকথন, বরদত্ত নামক গণধরের প্রতি জিন-দেবের উপদেশ, একাত্মস্বরূপকথন হইতে একরূপা বাণী, দ্বিবিধকথন হইতে দ্বিরূপা, এবম্প্রকারে নবরূপা বাণীর বর্ণনা, জগতের ভাবাভাব, নির্বিকল্প, অহেতু ও অনাদির ক্ষিত্যাদি-কার্য্যপরম্পরায় কর্ত্তৃত্বদ্বারা সহেতুত্বসিদ্ধিকথন, অনাদিত্ব, অপরিণামিত্ব, আত্মপরলোকত্ব, ধর্ম্মাধর্ম্মের অস্তিত্ব, আত্মার কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি কথন, আত্মার অস্তিনাস্তিপদপ্রকার, অবিদ্যাপ্রভাবে আত্মার সংসারবন্ধ ও বিদ্যাপ্রভাবে আত্মার বিমুক্তি, সম্যক্দর্শন, জ্ঞান ও চারিত্র এই ত্রিবিধ বিদ্যোৎপত্তি দ্বারা মোক্ষহেতুত্বনিরূপণ, জীব অজীব আস্রব বন্ধ সম্বর নির্জ্জর ও মোক্ষরূপ সপ্ততত্ত্ব, জ্ঞানেচ্ছা-দ্বেষ-সুখ-দুঃখাদি আত্মলিঙ্গত্ব-কথন, 'পৃথিব্যাদি ভূতগণের সংস্থান বিশেষেই এই জীব, তথা পিষ্টকিণ্বাদি হইতে মদশক্তিবৎ চৈতন্যের উৎপত্তি হইয়াছে, শরীরের চৈতন্যব্যভিচারিত্ব হইতে নহে' এইরূপে চার্ব্বাকমত খণ্ডন, 'আত্মা কেবল সংবিৎমাত্র নহে, ক্ষণেকাত্মায় সংবিত্তে প্রত্যভিজ্ঞানব্যবহার বিলোপ হয়' ইত্যাদিরূপে ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদখণ্ডন, এই আত্মা অণুমাত্রও নহে অথবা অঙ্গুষ্ঠ-মাত্রও নহে, সকল স্থানে যেমন চক্ষুর দৃষ্টি যায় না, সেইরূপ আত্মাও সকলের বিভু হইতে পারেনা, দেহমাত্র-পরিমাণই এই আত্মা, বোধাত্মকজীব, অবোধাত্মক অজীব, অজীবের আকাশ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পুদ্গল ও কাল এই পঞ্চবিধ অস্তিকায়-কথন, সংসারী ও মুক্তভেদে দ্বিবিধজীব, সমনস্ক ও অমনস্কভেদে দ্বিবিধ সংসারী, শিক্ষাক্রিয়ালাপ গ্রহণরূপসংজ্ঞা যাহাতে তাহাই সমনস্ক, যাহাতে ইহার অভাব তাহাই অমনস্ক, এই জীব নয়াদি উপায়দ্বারা প্রতিপত্তিযোগ্য; অনেকাত্মদ্রব্যে নিয়তএকাত্মসংগ্রহের নাম নয়, দ্রব্যার্থিক ও পর্য্যায়ার্থিকভেদে দ্বিবিধ নয়কথন, তাহা আবার নৈগম, সংগ্রহ, ব্যবহার, ঋজুসূত্র, শব্দ ও সমভিরূঢ়ভেদে ষড়্‌বিধ, অণু ও স্কন্দভেদে দ্বিবিধ পুদ্গল, কায় বাক্ ও মনের কর্ম্মযোগরূপ আস্রব, তাহা আবার সকষায় ও অকষায়ভেদে দ্বিবিধ, কুগতি প্রাপ্তিহেতু কষায়সংজ্ঞা, পুনরায় শুভ ও অশুভ-ভেদে দ্বিবিধ আস্রবকথন, সাম্পরায়িকী, কায়িকী, আধ্যা-ত্মিকী, প্রত্যায়িকী ও নৈসর্গিকীভেদে পঞ্চবিধ ক্রিয়ানুপ্রবেশ, ইহার প্রত্যেকটী পঞ্চভেদে পঞ্চবিংশতি প্রকার ক্রিয়ালক্ষণ, এইরূপে সামান্যভাবে কর্ম্মাস্রবের ভেদপ্রদর্শনপূর্ব্বক প্রত্যে-কের বিশেষ কার্য্যনিরূপণ, অনন্তর পূর্ব্বোক্ত অহিংসা, সুনৃত, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহরূপ মহাণুব্রতকথন, সংসার-কারণ হইতে আত্মগোপনের নাম গুপ্তি, কায়িক, বাচিক ও মানসিকভেদে ত্রিবিধগুপ্তি, সাগার ও অনাগারভেদে দ্বিবিধ

ব্রতীকথন, গৃহস্থের কর্ত্তব্যাতানিয়ম, সম্যগ্‌জ্ঞান, সম্যগ্‌দর্শন ও সম্যগ্‌চারিত্ররূপ রত্নত্রয়প্রাপ্ত্যুপায়-কথন, জ্ঞানাবরণ, দর্শনাবরণ, বেদনীয়, মোহনীয়, আয়ু, নাম, গোত্র ও অন্তরায়ভেদে অষ্টবিধ কষায়নিমিত্তক প্রকৃতিনিরূপণ, ইহার অবান্তরভেদাদি, গতিভেদ ও মিথ্যাদর্শনাদিভেদকথন, ত্রস-স্থাবরনামভেদে দ্বিবিধ অমনস্কজীব, চতুর্বিধ দ্বীন্দ্রিয়াদিকথন; সাতপ, উদ্দ্যোত, উচ্ছ্বাস, শরীরসুভগ, দুর্ভগ, সুস্বর, দুঃস্বরাদিভেদে শুভাশুভ সূক্ষ্মাদিলক্ষণ, বিপাকজা ও অবিপাকজা দ্বিবিধা নির্জ্জরাকথন, নিরোধরূপ ও ভাবদ্রব্যভেদে সম্বরকথন, প্রাণিপীড়াপরিহার দ্বারা সম্যগয়নরূপ সমিতি, ঈর্য্যা, ভাষা, এষণা, আদান ও উৎসর্গভেদে পঞ্চধা সমিতি, সমিতি ও গুপ্তির সম্বরকারণতা-কথন, কর্ম্মবন্ধনের অভাবে দুঃখনিবৃত্তরূপ অপবর্গকথন, মোক্ষকারণ জীবাদি সপ্ততত্ত্বশ্রবণে যাদবগণ ও তৎকামিনীগণের অণুব্রত গ্রহণপূর্ব্বক নিজগৃহে গমনবিবরণ। ৫৯-৬৬ নেমিনাথের বিহার নির্ম্মাণপুরঃসর সুরাষ্ট্র, মৎস্য, লাট, কুরুজাঙ্গল, পাঞ্চাল, মাগধ, অঙ্গ ও বঙ্গাদিদেশে ভ্রমণ ও জৈন-ধর্ম্মপ্রচারকথন, কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠভ্রাতৃগণের নেমিনাথের শিষ্যত্বগ্রহণ, নেমিনাথকর্ত্তৃক সত্যভামা রুক্মিণী প্রভৃতির পূর্ব্বজন্মকীর্ত্তন, কৃষ্ণ ও নেমিনাথ সংবাদে চক্রধর, অর্দ্ধচক্রধর, বৃষভ, অভিনন্দন, সুমতি, পদ্মপ্রভ, সুপার্শ্ব, নেমি প্রভৃতি অর্হৎগণের নাম, পার্শ্ব ও মহাবীর প্রভৃতি ভবিষ্য তীর্থকরগণের নামাদি ও সংক্ষেপে সকল তীর্থকরের চরিত-কীর্ত্তন, পূর্ব্বধর, শিক্ষক অবধি, কেবলী, বাদী, বৈক্রিয়র্দ্ধি ও বিপুলাযুতভেদে সপ্তবিধ জিনকথন, ইহাদের মধ্যে ৪৭৫০ পূর্ব্বধরকথন। মহাবীরের সময় পালকরাজের ভাবীজন্মকথন, দ্বৈপায়ন মুনির শাপে যদুবংশধ্বংসকথা, রামকৃষ্ণ ব্যতীত সকল যাদব ও পুরবাসিগণের অগ্নিদাহে বিনাশ, 'জরাকুমারহস্তে কৃষ্ণের নিধন হইবে', এই বার্ত্তা শ্রবণে কৃষ্ণের ভ্রাতা জরাকুমারের দ্বারকাপরিত্যাগপূর্ব্বক দক্ষিণপ্রদেশে গমন, যাদবগণের বিনাশে শোকে সন্তপ্ত রামকৃষ্ণের দক্ষিণ-মথুরাভিমুখে গমন, পথে বনমধ্যে তরুচ্ছায়ায় শায়িত কৃষ্ণের জরাকুমার-নিক্ষিপ্তশরে চরণবেধন ও কৃষ্ণের দেহত্যাগ, বলদেবের বিলাপ, জরাকুমারের মুখে কৃষ্ণের নিধনবার্ত্তাশ্রবণে পাণ্ডবগণের বলদেবসমীপে আগমন ও কৃষ্ণের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াসম্পাদন, বলদেবের তপস্যা, পাণ্ডবগণের প্রব্রজ্যা, তাহাদের নির্ব্বাণ ও নেমিনাথের নির্ব্বাণকীর্ত্তন। (শ্লোকসংখ্যা ৯৩৪৪)।

এই পুরাণে দিগম্বরদিগের মত ও বিশ্বাস সম্বন্ধে অনেক কথা বর্ণিত থাকায় এবং হিন্দুগণের পৌরাণিক বিষয়াদি জৈনদিগের নিকট সেই প্রাচীনকাল হইতেই কিরূপ বিকৃতভাব ধারণ করিয়াছে, তাহার যথেষ্ট প্রসঙ্গ থাকায় এই পুরাণ হইতে অপর জৈনপুরাণ অপেক্ষা বিস্তৃত সূচী দেওয়া গেল।

এই অরিষ্টনেমিপুরাণের শেষে জিনসেন এইরূপে গ্রন্থরচনাকাল ও ঐতিহাসিক কথার অবতারণা করিয়াছেন—

"জয়ত্বজয্যা জিনধর্ম্মসন্ততিঃ প্রজাস্বিহ ক্ষেম সুভিক্ষমস্তুতঃ।
সুখায় ভূয়াৎ প্রতিবর্ষবর্ষণৈঃ সুজাতশস্যা বসুধাসুধারিণাম্ ॥
শাকেষ্বব্দশতেষু সপ্তসু দিশং পঞ্চোত্তরেষূত্তরাম্
পাতীন্দ্রায়ুধনাম্নি কৃষ্ণনৃপজে শ্রীবল্লভে দক্ষিণাম্।
পূর্ব্বাং শ্রীমদবন্তিভূভৃতি নৃপে বৎসাদিরাজেঽপরাং
সৌর্য্যাণামধিমণ্ডলে জয়যুতে বীরে বরাহেঽবতি ॥
কল্যাণৈঃ পরিবর্দ্ধমান-বিপুলশ্রীবর্দ্ধমানে পুরে
শ্রীপার্শ্বালয়নন্নরাজবসতৌ পর্য্যাপ্তশেষঃ পুরা।
পশ্চাদ্দোস্তটিকাপ্রজাপ্রজনিতপ্রাজ্যার্চ্চনাবর্চ্চনে
শান্তেঃ কান্তিগৃহে জিনেশ্বরচিতো বংশে হিরীণাময়ং ॥
ব্যুৎসৃষ্টাপরসজ্ঞসন্ততিবৃহৎপুন্নাটসঙ্ঘান্বয়ে
প্রাপ্তঃ শ্রীজিনসেনসূরিকবিনা লাভায় বোধেঃ পুনঃ।
দৃষ্টোঽয়ং হরিবংশপুণ্যচরিতঃ শ্রীপার্শ্বতঃ সর্ব্বতো-
ব্যাপ্তাশামুখমণ্ডলঃ স্থিরতরঃ স্থেয়ান্ পৃথিব্যাং চিরং ॥"

(অরিষ্টনেমি ৬৬ সর্গ)

মুনিসুব্রতপুরাণ[১]।

১ দুর্জ্জন-নিন্দা, সজ্জনস্তুতি, কবির সামর্থ্য ও অসামর্থ্যকথন, বক্তার লক্ষণ, শ্রোতার লক্ষণ, শাস্ত্রমাহাত্ম্য, ২ মগধবিষয়ে রাজগৃহনগরে শ্রেণিক নামক জিন নরপতির কথা, তাঁহার চেলিনী নামক মহিষীর গর্ভে রূপবিদ্যাসম্পন্ন সপ্ত পুত্রের জন্ম, বৈভারগিরিশিখরে সমাগত মহাবীরের দর্শনার্থ তথায় শ্রেণিকরাজের গমন ও তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক পুরাণশ্রবণার্থ প্রার্থনা, ৩ জম্বুদ্বীপ, ভারতবর্ষ, চম্পানগরী ও তন্নগরাধিপ হরিবর্ম্মার বৃত্তান্ত, ৪ ধর্ম্মিল্লনগরাধিপতি ভানুর বৃত্তান্ত, তাঁহার নাগপুরে গমনপূর্ব্বক নাগকামিনীদর্শন ও তথায় তাঁহার যুদ্ধাদি বর্ণন, কৈলাসগিরিরামনাথ-যোগীন্দ্রের বিবরণ, তৎকর্তৃক বিদেহাধিপতি মহাসেনের বৃত্তান্তবর্ণন, রম্যক-দেশ-রাজপুত্র ত্রিবিক্রমকে তাহার কন্যা সম্প্রদানাদিকথন। ৫ চম্পানগরীরাজ হরিবর্ম্মার নাগকন্যাসহ সমাগম, অনন্তবীর্য্যনামক জিন যোগীন্দ্রের নিকট হরিবর্ম্মার উপদেশলাভ। ৬ ব্রহ্মচর্য্যাদি চতুরাশ্রমধর্ম্মবর্ণন, যোগীন্দ্রের মুখে ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া রাজার নির্ব্বেদ ও স্বীয় পুত্রকে রাজ্যদানপূর্ব্বক তপশ্চরণ। ৭ হরিবর্ম্মার ধ্যানপ্রকার কথন, তাঁহার স্বর্গলাভ ও বৈভব বর্ণন। ৮ আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্গত

(১) আলোচ্য পুরাণখানি কৃষ্ণদাস-রচিত। [বিমলনাথপুরাণ দ্রষ্টব্য।]

শোভাধার মগধের বিবরণ, হরিবংশরাজের বৃত্তান্ত ও তদ্গৃহে নভস্তল হইতে রত্নরাশি-পতনবৃত্তান্ত। ৯ জিনদেবের হরিবংশপুত্ররূপে জন্ম, তাঁহার মুনিসুব্রত এই নামকরণ, তাঁহার অভিষেককালে ইন্দ্রাদি দেবগণ কর্ত্তৃক স্তুতিগান, তাঁহার বাল্যলীলা ও রাজ্যপ্রাপ্তি, তালপুররাজের তাঁহার বাহন-গজরূপে জন্ম ও গার্হস্থ্য-ধর্ম্মকথন। ১১ মুনিসুব্রতের দীক্ষা, কেবলোৎপত্তি ও আর্হত্যকথন, মথুরাধিপতি মল্লরাজের বিবরণ। ১২ মল্লিনগরাধিপতির বৃত্তান্ত, মল্লির প্রতি মুনিসুব্রতের উপদেশপ্রসঙ্গে সংক্ষেপে জৈনধর্ম্মতাৎপর্য্য, অর্হৎপূজার মন্ত্রাদি ও চতুরাশ্রম-ধর্ম্মকীর্ত্তন। ১৩ মুনিসুব্রতের নির্ব্বাণ, মথুরাপতি যশোধরের অনন্তনাথ নামক চতুর্দ্দশ জিনের নিকট দীক্ষাগ্রহণ, হরিষেণের চক্রবর্ত্তিত্ব ও সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রাপ্তিকীর্ত্তন। ১৫ কালপরিমাণ সংখ্যাদি, কুলকরগণের বিবরণ, তদ্বংশে ঋষভদেবের জন্ম ও তৎপুত্র ভরতাদির বৃত্তান্তক্রমে সগরাদির বংশ বর্ণন; সুযোধন-রাজকন্যার স্বয়ম্বরে সগরের গমনবৃত্তান্ত। ১৬ শ্রুতনামক মুনির উপাখ্যান, বসুরাজের উপাখ্যান, নারদ ও পর্ব্বতনামক তপস্বীর সমিৎপুষ্পাহরণার্থ রমণীয় বনে প্রবেশ, তথায় সপ্তসংখ্যক রমণীসহ বিহার ও এক ময়ূর-দর্শন-বিবরণ, সগরানুষ্ঠিত পশুযাগে পর্ব্বত মুনির আর্ত্বিজ্যগ্রহণ, হিংসার দোষাবহত্ব ও অহিংসার পরমধর্ম্মত্বকথন। ১৭ বারাণসীতে দিলীপের রাজত্ব, রঘুর উৎপত্তিকথনপ্রসঙ্গে রঘুবংশ ও রামলক্ষ্মণাদির উৎপত্তিকথন, অযোধ্যায় রাজা দশরথের রাজধানী স্থাপন ও নাগপুরাধিপতি নরদেবের বিবরণ। ১৮ মেঘকূটাধিপতি সহস্রগ্রীব নৃপতির বিবরণ, তদ্‌ভ্রাতুষ্পুত্র সিতকণ্ঠের নিকট যুদ্ধে পরাজিত সহস্রগ্রীবের নির্ব্বাণ, সিতকণ্ঠের লঙ্কায় রাজধানীকরণ, তাঁহার শতকণ্ঠ, পঞ্চাশৎকণ্ঠ, পুলস্ত্যাদি পুত্রপৌত্রাদির বৃত্তান্ত। ১৯ মেঘশ্রীর গর্ভজাত পুলস্ত্যপুত্রের রাবণ এই নামকরণ, বালি সুগ্রীবাদির জন্ম, বালির নিকট সপ্তবার রাবণের পরাজয়, কণ্ঠে হারধারণদ্বারা রাবণের দশকণ্ঠত্বপ্রাপ্তি, রাবণকৃত নন্দীশ্বরব্রতানুষ্ঠান, মন্দোদরী, মনোবেগা, মন্ত্রঘোষা ও মঞ্জুঘোষা প্রভৃতি রাবণ-মহিষীর বিবরণ, মন্দোদরীর গর্ভে সীতার জন্মবৃত্তান্ত, ভূমিখননকালে জনকের মঞ্জুষাস্থিত কন্যাপ্রাপ্তি, রামের সহিত সীতার পরিণয়, দশরথের আজ্ঞায় রামের যৌবরাজ্যে অভিষেক, রামের সীতা ও লক্ষ্মণসহ বারাণসীগমনপূর্ব্বক তদ্‌রাজ্যশাসন, রাবণের সভায় নারদের আগমনবৃত্তান্ত। ২০ বারাণসীস্থ চিত্রকূটোদ্যানে স্ত্রীগণসহ রামলক্ষ্মণের বসন্তোৎসব, নারদবাক্যে সূর্পনখা ও মারীচের সাহায্যে রাবণের সীতাহরণ, সীতাহরণবৃত্তান্ত শুনিয়া জনক, ভরত ও শত্রুঘ্নের রামসমীপে আগমন, এই সময়ে অঞ্জনানন্দন ও সুগ্রীবের স্বয়ং রামসমীপে গমন, অঞ্জনাপুত্রের হনুমান এই নামের কারণ, সীতাদর্শনার্থ হনুমানের ভ্রমররূপে লঙ্কাপ্রবেশ, মন্দোদরীকৃত সীতার আশ্বাসবর্ণন। ২২ রাবণের হনুমান্ সহ সংবাদ, বিভীষণের রামপক্ষপাতিত্ব, এক গজের নিমিত্ত লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধে বালির মৃত্যুপুরে গমন, বানরসৈন্যসহ লঙ্কায় প্রবিষ্ট রামের রাবণবধাদি বৃত্তান্ত, রামলক্ষ্মণের দিগ্বিজয় ও পুনরায় অযোধ্যায় গমন, দশরথকৃত রামের রাজ্যাভিষেক, কার্ত্তিক শুক্ল-দ্বিতীয়ায় জিনপূজাবিধি, রামের জিনমন্দিরে পূজা, সীতার গর্ভে অষ্টপুত্রের জন্ম, তন্মধ্যে লবকে যৌবরাজ্যে অভিষেক, লক্ষ্মণের বিয়োগে রামের আদি জিনের নিকট গিয়া কেবলদীক্ষাগ্রহণ, অন্যান্য তিথিতে জিনপূজাবিধি ও রামের শিবপ্রাপ্তি কথন।

এই পুরাণকার কৃষ্ণদাস শেষে এইরূপে গ্রন্থরচনাকাল ও আপনার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন—

"ইন্দ্বষ্টষট্‌চন্দ্রমিতেঽথ বর্ষে (১৬৮১) শ্রীকার্ত্তিকাখ্যে ধবলে চ পক্ষে
জীবে ত্রয়োদশ্যপরাহ্নযামে কৃষ্ণেন সৌখ্যায় বিনির্ম্মিতোঽয়ম্ ॥
লোহপত্তননিবাসমহেভ্যো হর্ষ এব বণিজামিব হর্ষঃ।
তৎসুতঃ কবিবিধিঃ কমনীয়ো ভাতি মঙ্গলসহোদরকৃষ্ণঃ ॥
শ্রীকল্পবল্লীনগরে গরিষ্ঠে শ্রীব্রহ্মচারীশ্বর এব কৃষ্ণঃ।
কণ্ঠাবলম্ব্যূর্জ্জিতপুরমল্লঃ প্রবর্দ্ধমানো হিতমাততান ॥
পঞ্চবিংশতিসংযুক্তং সহস্রত্রয়মুত্তমম্।
শ্লোকসংখ্যেতি নির্দ্দিষ্টা কৃষ্ণেন কবিবেধসা ॥"

(সংবৎ) ১৬৮১ বর্ষে কার্ত্তিক মাসে শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশী তিথিতে অপরাহ্ণে কৃষ্ণকর্ত্তৃক এই পুরাণ রচিত হইল। লোহপত্তননিবাসী হর্ষ, তৎপুত্র কবি মঙ্গল তাঁহার সহোদর এই কল্পবল্লীনগরবাসী শ্রীব্রহ্মচারীশ্বর কৃষ্ণদাস। এই সময়ে পুরমল্ল রাজত্ব করিতেছিলেন। এই পুরাণের শ্লোকসংখ্যা ৩০২৫

মল্লিনাথ-পুরাণ। (সকলকীর্ত্তি-রচিত)

১ জিনস্তুতি, বিদেহের অন্তর্গত কচ্ছকাবতী নামক পুরীবর্ণন, তথাকার বৈশ্রবণ নামক রাজার কথা, ধর্ম্মোপদেশ, রত্নত্রয়বর্ণন, ২ বৈশ্রব-রাজের দীক্ষাবর্ণন, ৩ ইন্দ্রভবনবর্ণন, ৪ চৈত্রমাসে শুক্ল প্রতিপদে অশ্বিনীনক্ষত্রে মল্লিনাথের গর্ভাবতার, জন্মাভিষেক, কল্যাণবর্ণন, ৫ মল্লিনাথের বৈরাগ্যোৎপত্তি, ৬ তাঁহার নিষ্ক্রমণ ও কৈবল্যোৎপত্তি, ৭ মল্লিনাথের ধর্ম্মোপদেশ ও নির্ব্বাণ-বর্ণন।

বিমলনাথপুরাণ। (কৃষ্ণদাসবিরচিত।)

১ জিনস্তুতি ও সজ্জনস্তুতিপ্রসঙ্গে জম্বূদ্বীপাদি লোকসংস্থান, রাজ-গৃহপুর-বর্ণন, মগধরাজশ্রেণিকের বিবরণ, চন্দ্রপুরাধিপতি সোমশর্ম্মার নিকট শ্রেণিকের পত্রপ্রেরণ, শ্রেণিকপত্নীর বিলাপ, শ্রেণিকের নির্ব্বেদ ও তাঁহার পরিব্রজ্যাশ্রয়, মহাবীরের

নিকট শ্রেণিকের গমন ও পুরাণপ্রশ্ন। ২ বিমলনাথপুরাণ-জিজ্ঞাসা, ধাতকীখণ্ডবর্ণন, পদ্মসেনরাজের বিভূতিবর্ণন। ৩ কপিলাপুরাধিপ কৃতবর্ম্মা ও তাহার মহিষী জয়শ্যামার গর্ভে জ্যৈষ্ঠ মাসে কৃষ্ণাদশমীতে জিনেন্দ্রের আবির্ভাববর্ণন ও ইন্দ্রাদি দেবগণ কর্ত্তৃক তাঁহার অভিষেক ও বিমলনাথ এই নামকরণ। ৪ বিমলনাথের দীক্ষা, মধু, স্বয়ম্ভু ও বলভদ্রের সমৃদ্ধি। ৫ বিমলনাথের নিষ্ক্রমণ, মেরুমন্দরে আগমন ও তৎকৃত ব্রহ্মজ্ঞান-তত্ত্বোপদেশ। ৬ বৈজয়ন্ত ও সংজয়ন্তের দীক্ষা, সংজয়ন্তের শিবপ্রাপ্তি, আদিত্যাভদেবসমাগম। ৭ শ্রীধরদেবের উৎপত্তি ও বিভূতিবর্ণন। ৮ রামদত্ত, রত্নমালা, অচ্যুত, পূর্ণচন্দ্র, রত্নায়ুধ, সিংহাসন, ও বজ্রায়ুধের সর্ব্বার্থসিদ্ধিগমন। ৯ মেরুমন্দরের দীক্ষা ও বিমলনাথের নির্ব্বাণ। বিমলনাথের সংযমী ও শ্রাবক-শ্রাবকাদির সংখ্যানিরূপণ, গ্রন্থকার কৃষ্ণদাসের গুরুপরম্পরা-কীর্ত্তন।

পুরাণের শেষে পুরাণকারের এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়—

"বিখ্যাতে জগতীতলে ত্রিভুবনস্বামিস্তভেহভূন্মহান্।
কাষ্ঠাসঙ্ঘসুনাম্নি প্রভুগতৌ বিদ্যাগণে সূরিরাট্।
সারসার্ণবপারগো বিধুযশাঃ শ্রীরামসেনো জিনঃ।
ধ্যানার্ণোক্ষিতভিপ্রধূতবৃজিতো তাম্রস্তমোরাশিষু॥
তৎক্রমেণ গণভূধরভানুঃ সোমকীর্ত্তিরিব শীতময়ূখৈঃ।
সংবভূব জনতাশিখিভুক্সুনাগনাথদমিতাকৃতভেজাঃ॥
তৎপদে বিজয়সেনভদন্তো বোধিতাহখিলজনঃ কমনীয়ঃ।
কীর্ত্তিকান্তিকমলাজলরাশিঃ সংবভূব বিজয়ী কুমতীনাং॥ ১৭৬
তৎপট্টে সূরিরাজঃ সকলগুণনিধিঃ শ্রীযশঃকীর্ত্তিদেব-
স্তৎপাদাম্ভোজষণ্ড্যাৎসকলশশিমুখো বাদিনাগেন্দ্রসিংহঃ।
সংজজ্ঞে প্রাজ্ঞসেনোদয় ইতি বচসাং বিস্তরে সংপ্রবীণঃ
তত্যাম্বার্জালিশক্তস্ত্রিভুবনমহিমা তন্মুখপ্রাপ্তকীর্ত্তিঃ॥ ১৭৭
রাজতে রজনিনাথযশাঃ কৌ তৎপট্টোদয়নপাহিমদীপ্তিঃ।
তর্কনাটককুলাগমদক্ষো রত্নভূষণমহাকবিরাজঃ॥১৭৮
শ্রীমল্লোহাকরে হভূৎ পরমপুরবরে হর্ষনামা বরীয়ান্
তৎপত্নী সাধুশীলা গুণগণসদনং বীরিকাখ্যেব সাধ্বী।
পুত্রঃ শ্রীকৃষ্ণদাসো রতিপ ইব তয়ো ব্রহ্মচারীশ্বরশ্চ
সৎকীর্ত্তী রাজতে বৈ বৃষভজিনপদাম্ভোজষট্পাতু সমানঃ॥১৭৯
গূর্জ্জরে জনপদে পুরে কৃতঃ কল্পবল্ল্যভিধ এব সাদরাৎ।
বর্দ্ধমানযশসা ময়া পুরোঃ পক্কজাহিতমুচেতসা ধ্রুবম্॥
খত্রিসঙ্খিতশতাহ্বিতোধিকো বেদষট্প্রমিতকাব্যরাজিভিঃ।
পণ্ডিতৈর্মতিবিকারবর্জ্জিতৈঃ সংলিখাপ্য পঠনায় দীয়তাম্॥
দেবর্ষিষট্চন্দ্রমিতেহথ বর্ষে পক্ষে সিতে মাসি নভস্ত লেক্তে।
একাদশী শুক্রযুগর্ক্ষযোগে শ্রোব্যাষিতে নির্ম্মিত এষ এব॥"(১০সর্গ)

উক্ত শ্লোক হইতে এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়, কাষ্ঠাসঙ্ঘে শ্রীরামসেন, তাঁহার শিষ্য সোমকীর্ত্তি, তাঁহার শিষ্য বিজয়সেন, তৎপট্টশিষ্য যশঃকীর্ত্তিদেব, তৎশিষ্য বাদিনাগেন্দ্রসিংহ, তচ্ছিষ্য প্রাজ্ঞসেন, তচ্ছিষ্য মহাকবিরাজ রত্নভূষণ শলোহাকর, তৎপুত্র হর্ষ, হর্ষপত্নী বীরিকা, তৎপুত্র ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণদাস ও তৎকনিষ্ঠ মঙ্গল। গুর্জ্জরদেশে কল্পবল্লীগ্রামে এই পুরাণকারের বাস ছিল। ১৬৭২ অব্দে এই পুরাণ রচিত হয়।

উত্তরপুরাণ।

জিনসেন আদিপুরাণ অসম্পূর্ণ রাখিয়া কালগ্রাসে পতিত হন; তাহার প্রিয়শিষ্য আদিপুরাণের ৪৫ হইতে ৪৭সর্গ শেষ করিয়া জিনচরিত্র সমাধা করিবার অভিপ্রায়ে এই উত্তরপুরাণ রচনা করেন। এই উত্তরপুরাণের শেষে গুণভদ্রশিষ্য লোক-সেন যে প্রশস্তি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা দাক্ষিণাত্য। ঐতিহাসিকগণের আদরের জিনিষ অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব এই প্রশস্তিমধ্যে বর্ণিত থাকায় প্রথমেই এই প্রশস্তি উদ্ধৃত করা হইল—

"শ্রীমূলসঙ্ঘবারাশৌ মণীনামিব সার্চ্চিষাং।
মহাপুরুষরত্নানাং স্থানং সেনান্বয়োহজনি॥ ৩
তত্র বিত্রাসিতাশেষপ্রবাদিমদবারণঃ।
বীরসেনাগ্রণীর্বীরসেনভট্টারকো বভৌ॥ ৪
জ্ঞানচারিত্রসামগ্রীবাগ্রহাদিহ বিগ্রহং।
বিরাজতে বিধাতুং যো বিনেয়ানামনুগ্রহম্॥ ৫
যৎক্রমানম্ররাজন্যমুখাজ্জান্যাদধুঃ শ্রিয়ং।
চিত্রং বিকাশমাসাদ্য নখচন্দ্রমরীচিভিঃ॥ ৬
সিদ্ধিভূপদ্ধতির্যস্ত টীকাং সংবীক্ষ্য ভিক্ষুভিঃ।
টীক্যতে হেলয়ান্যেষাং বিষমাপি পদে পদে॥ ৭
যস্তাস্তাজবাক্প্রিয়া ধবলয়া কীর্ত্ত্যেব সংশ্রব্যয়া
সংপ্রীতিং সততং সমস্তসুধিয়াং সম্পাদয়ন্ত্যা সতাং।
বিশ্বব্যাপ্তিপরিশ্রমাদিব চিরং লোকে স্থিতিঃ সংশ্রিতা
শ্রোত্রালীনমলান্যনাল্পপচিতান্যন্তানি নিঃশেষতঃ॥ ৮
অভবদিব হিমাদ্রের্দেবসিন্ধুপ্রবাহো
ধ্বনিরিব সকলজ্ঞাৎ সর্ব্বশাস্ত্রৈকমূর্ত্তিঃ।
উদয়গিরিতটাদ্বা ভাস্করো ভাসমানো
মুনিরনু জিনসেনো বীরসেনাদমুষ্মাৎ॥ ৯
যস্য প্রাংশুনখাংশুজালবিসরদ্ধারন্তরাবির্ভবৎ
পাদাম্ভোজরজঃ পিশঙ্গমুকুটপ্রত্যগ্ররত্নদ্যুতিঃ।
সংস্মর্ত্তা স্বমমোঘবর্ষনৃপতিঃ পূতোহমদ্যেত্যলং
স শ্রীমাঞ্জিনসেনপূজ্যভগবৎপাদো জগন্মঙ্গলম্॥১০

প্রাবীণাং পদবাক্যয়োঃ পরিণতিঃ পক্ষান্তরাক্ষেপণে
সদ্ভাবাবগতিঃ কৃতান্তবিষয়া শ্রেয়ঃ কথাকৌশলং ।
গ্রন্থগ্রন্থিভিদিঃ সদধ্বকবিতেত্যগ্র্যো গুণানাং গণো
যং সংপ্রাপ্য চিরং কলঙ্কবিকলঃ কালে কলৌ সুস্থিতঃ ॥১১
জ্যোৎস্নেব তারকাধীশে সহস্রাংশাবিব প্রভা ।
স্ফটিকে স্বচ্ছতেবাসীৎ সহজাস্মিন্ সরস্বতী ॥১২
দশরথগুরুরাসীত্তস্য ধীমান্ সধর্ম্মা
শশিন ইব দিনেশো বিশ্বলোকৈকচক্ষুঃ ।
নিখিলমিদমদীপি ব্যাপিতদ্বাঙ্ময়ূখৈঃ
প্রকটিতজিনভাবং নির্ম্মলৈর্ধর্ম্মসারৈঃ ॥ ১৩
সদ্ভাবঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং তদ্ভাস্বদ্বাক্যবিস্তরে
দর্পণার্পিতবিম্বাভো বালৈরপ্যাশু বুধ্যতে ॥ ১৪
প্রত্যক্ষীকৃতলক্ষ্যলক্ষণবিধির্বিশ্বোপবিদ্যান্তরাৎ
সিদ্ধান্তান্ ব্যবসানযানজনিতপ্রাগল্ভ্যবৃদ্ধেদ্ধধীঃ ।
নানানূননয়প্রমাণনিপুণোগণ্যৈ গুণৈর্ভূষিতঃ
শিষ্যঃ শ্রীগুণভদ্রসূরিরনয়োরাসীজ্জগদ্বিশ্রুতঃ ॥ ১৫
পুণ্যশ্রিয়োযমজয়ৎ সুভগত্বদর্প-
মিত্যাকলয্য পরিশুদ্ধমতিস্তপঃশ্রীঃ ।
মুক্তিশ্রিয়া পটুতমা প্রহিতেব দূতী
প্রীত্যা মহাগুণধনং সমশিশ্রিয়ত্তং ॥ ১৬
তস্য বচনাংশুবিসরঃ সন্ততহততদুস্তরান্তরাঙ্গতমাঃ ।
কুবলয়পদ্মাহ্লাদী জিতশশিহরিদশ্বরশ্মিসৎপ্রসরঃ ॥ ১৭
কবিপরমেশ্বরনিগদিতগদ্যকথামাত্রকং পুরোশ্চরিতং ।
সকলচ্ছন্দোঽলঙ্কৃতিলক্ষ্যং সূক্ষ্মার্থগূঢ়পদরচনং ॥ ১৮
ব্যাবর্ণনানুসারং সাক্ষাৎকৃতসর্ব্বশাস্ত্রসদ্ভাবং ।
অপহস্তিতান্যকাব্যং শ্রব্যং ব্যুৎপন্নমতিভিরদেয়ং ॥ ১৯
জিনসেনভগবতোক্তং মিথ্যাকবিদর্পদলনমতিললিতং ।
সিদ্ধান্তোপনিবন্ধনকর্ত্তা ভর্ত্রা বিনেয়ানাং ॥ ২০
অতিবিস্তরভীরুত্বাদবশিষ্টং সংগৃহীতমমলধিয়া ।
গুণভদ্রসূরিণেদং প্রহীনকালানুরোধেন ॥ ২১
ব্যাবর্ণনাদিরহিতং সুবোধমখিলং সুলেখমখিলহিতং । ২২
মহিতং মহাপুরাণং পঠন্তু শৃণ্বন্তু ভক্তিমদ্ভব্যাঃ ॥
ইদং ভাবয়তাং পুংসাং তাপা ভববিভিৎসয়া ।
ভব্যানাং ভাবিসিদ্ধীনাং শুদ্ধদৃষ্ট্যাবেক্ষতাং ॥ ২৩
শান্তির্বৃদ্ধির্জয়ঃ শ্রেয়ঃ প্রায়ঃ প্রেয়ঃসমাগমঃ ।
বিগমো বিরুদ্ধবর্গস্য প্রাপ্তিরণ্যার্থসম্পদাং ॥ ২৪
বন্ধহেতুফলজ্ঞানং স্যাচ্ছুভাশুভকর্ম্মণাম্ ।
বিজ্ঞেয়ো মুক্তিসদ্ভাবো মুক্তিহেতুশ্চ নিশ্চিতঃ ॥ ২৫
নির্বেগত্রিতয়োদ্ভূতির্ধর্ম্মশ্রদ্ধাপ্রবর্দ্ধনম্ ।

অসংখ্যেয়গুণশ্রেণ্যা নির্জ্জরাশুভকর্ম্মণাম্ ॥ ২৬
আস্রবস্য চ সংরোধঃ কৃৎস্নকর্ম্মবিমোক্ষণাৎ ।
সিদ্ধিরাত্যন্তিকী প্রোক্তা সৈব সংসিদ্ধিরাত্মনঃ ॥ ২৭
তদেতদেবং ব্যাখ্যেয়ং শ্রব্যং ভব্যৈর্নিরন্তরম্ ।
চিন্ত্যং পূজ্যং মুদা লেখ্যং লেখনীয়ং চ ভাক্তিকৈঃ ॥২৮
বিদিতসকলশাস্ত্রো লোকসেনো মুনীশঃ
কবিরবিকলবৃত্তস্তস্য শিষ্যেষু মুখ্যঃ ।
সততমিহ পুরাণে প্রাপ্য সাহায্যমুচ্চৈ-
র্গুরুবিনয়মনৈষীন্মান্যতাং স্বস্য সদ্ভিঃ ॥ ২৯
যস্যোত্তুঙ্গমতঙ্গজা নিজমদস্রোতস্বিনীসঙ্গমা-
দ্গাঙ্গং বারি কলঙ্কিতং কটু মুহুঃ পীত্বাপ্যগচ্ছত্তৃষাঃ ।
কৌমারং ঘনচন্দনং বনমপাং পত্যুস্তরঙ্গানিলৈ-
র্মন্দান্দোলিতমস্তভাস্করকরচ্ছায়ং সমাশিশ্রিয়ন্ ॥ ৩০
দুগ্ধাব্ধৌ গিরিণা হরৌ হতসুখা গোপীকুচোদ্ঘট্টনৈঃ
পদ্মে ভানুকরৈর্ভিদেলিমদলে রাত্রৌ চ সঙ্কোচিতে ।
যস্যোরঃশরণে প্রথীয়সি ভুজস্তম্ভান্তরোত্তম্ভিত-
স্থেয়ে হারকলাপতোরণগুণে শ্রীঃ সৌখ্যমাগাচ্চিরং ॥৩১
অকালবর্ষভূপালে পালয়ত্যখিলামিলাং ।
তস্মিন্ বিধ্বস্তনিঃশেষদ্বিষি বীধ্রযশোজুষি ॥৩২
পদ্মালয়মুকুলপ্রবিকাসকসৎপ্রতাপততমহসি ।
শ্রীমতি লোকাদিত্যে প্রধ্বস্তবিততশত্রুসন্তমসে ॥ ৩৩
চেল্লপতাকে চেল্লধ্বজানুজে চেল্লকেতনতনুজে ।
জৈনেন্দ্রধর্ম্মবৃদ্ধিবিধায়িনি খবিধুবীধ্রপৃথুযশসি ॥৩৪
বনবাসদেশমখিলং ভুঞ্জতি নিষ্কণ্টকং সুখং সুচিরং ।
তৎপিতৃনিজনামকৃতে খ্যাতে বঙ্কাপুরে পুরেষ্বধিকে ॥৩৫
শকনৃপকালাভ্যন্তরবিংশত্যধিকাষ্টশতমিতাব্দান্তে ।
মঙ্গলমহার্থকারিণি পিঙ্গলনামনি সমস্তজনসুখদে ॥৩৬
শ্রীপঞ্চম্যাং বুধার্দ্রাযুজি দিবসবরে মন্ত্রিবারে বুধাংশে
পূর্ব্বায়াং সিংহলগ্নে ধনুষি ধরণিজে বৃশ্চিকার্কে তুলায়াং ।
সার্পে শুক্রে কুলীরে রবিজসুরগুরৌ নিষ্ঠিতং ভব্যবর্যৈঃ
প্রাপ্তেজ্যং শাস্ত্রসারং জগতি বিজয়তে পুণ্যমেতৎ পুরাণং ॥৩৭
যাবদ্ধরাজলনিধির্গগনং হিমাংশু-
স্তিগ্মদ্যুতিঃ সুরগিরিঃ ককুভাং বিভাগাঃ ।
তাবৎ সতাং বচসি চেতসি পূতমেত-
চ্ছ্রোত্রব্যাপ্তস্থিতিমুপৈতু মহাপুরাণং ॥৩৮
ধর্ম্মোঽত্র মুক্তিপদমত্র কবিত্বমত্র
তীর্থেশিনাং চরিতমত্র মহাপুরাণে ।
যদ্বা কবীন্দ্রজিনসেনমুখারবিন্দ-
নির্যদ্বচাংসি ন মনাংসি হরন্তি কেষাং ॥৩৯

কবিবরজিনসেনাচার্য্যবর্য্যার্যমাসৌ
মধুরিমণি ন বাচ্যো নান্তিসূনোঃ পুরাণে।
তদনু চ গুণভদ্রাচার্য্যোবাচো বিচিত্রাঃ
সকলকবিকরীন্দ্রব্রাতসিংহো জয়ন্তি॥" ৪০(উত্তরপু° ৭৭ পর্ব্ব)

উক্ত শ্লোকগুলির তাৎপর্য্য এই—মহাপুরুষরূপ রত্নসমূহের আকর মূলসভ্যরূপ সমুদ্রে সেনবংশের উৎপত্তি ; সেই সেনবংশে বাদিমদহস্তিসমূহের বিত্রাসনকারী মহাবীরের সেনাগ্রণী স্বরূপ সেই সেনবংশে বীরসেন ভট্টারক জন্মগ্রহণ করেন, জ্ঞান ও চারিত্র তাঁহাতে মূর্ত্তিমান্ এবং শিষ্যগণের প্রতি তিনি অনুগ্রহপরায়ণ। রাজন্যবর্গ তাঁহাকে প্রণাম করিবার সময় যখন তাঁহাদের মুখাব্জ আনত করিতেন, তখন তাঁহার নখচন্দ্রকিরণে উহা নবশ্রী লাভ করিয়া বিকাশ পাইত। ভিক্ষুবৃন্দ প্রতি পদে দুর্বোধ্য 'সিদ্ধিভূপদ্ধতি' নামক গ্রন্থের তাঁহার রচিত টীকা পাঠ করিয়া অবলীলাক্রমে অর্থগ্রহণ করিতেন। বীরসেনের পর জিনসেন পট্টস্থ হইয়াছিলেন, রাজা অমঘোবর্ষ ইঁহার পদে লুণ্ঠিত হইয়া আপনাকে পবিত্র মনে করিয়াছিলেন। জিনসেন নানাবিদ্যাপারদর্শী, বাদিগণের যুক্তিনিরাশ করিতে সুদক্ষ, সিদ্ধান্তসমূহের প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ, আখ্যানবর্ণনপটু, গ্রন্থসমূহের সমস্তাভেদে সুনিপুণ এবং মহাকবি বলিয়া গণ্য ছিলেন। তাঁহার দশরথ নামক জনৈক সমধর্ম্মী পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার অতি প্রাঞ্জল ব্যাখ্যায় সমস্ত শাস্ত্রার্থ মুকুরে মূর্ত্তির ন্যায় প্রতিবিম্বিত হইত, সেই ব্যাখ্যা বালকেরাও সহজে বুঝিতে পারিত। বিশ্ববিখ্যাত গুণভদ্র এই উভয়ের শিষ্য ছিলেন। তিনি সত্য কি তাহা বুঝিয়াছিলেন এবং যে সমস্ত গ্রন্থে সত্য নিহিত আছে, তাহাও ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন। তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি সিদ্ধান্তসমূহের অন্তর্নিহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়গুলিও উৎকৃষ্টরূপে অধ্যাপনা করিয়া বিশেষরূপ পরিপক্ক হইয়াছিল। তিনি তপোনিরত ছিলেন এবং তাঁহার বাক্যে মনুষ্যহৃদয়ের মহান্ধকার দুর হইত। সিদ্ধান্তের টীকাকার বহুমান্য জিনসেন গুরুর জীবনী (ঋষভচরিত) রচনা করেন। এই গ্রন্থে সমস্তপ্রকার ছন্দ ও অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত আছে এবং ইহাতে পরোক্ষভাবে সমস্ত শাস্ত্রীয় তত্ত্বের উল্লেখ আছে, এই কাব্য অপরাপর সমস্ত কাব্যকে লজ্জিত করিয়াছিল এবং ইহা উচ্চশিক্ষিত পণ্ডিতমণ্ডলীরও বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। জিনসেন যে গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই, গুণভদ্র তাহা শেষ করিয়াছিলেন, কিন্তু দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়াতে তাঁহার গ্রন্থে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিবরণ প্রদত্ত হইতে পারে নাই, সুতরাং রচনা কতক পরিমাণে সংক্ষিপ্ত হইয়াছে, এই পুরাণের পাঠকমণ্ডলী, আত্মার বন্ধনাবস্থা কি? কি কারণে এই বন্ধন উৎপন্ন হয়, ইহার পরিণাম কি, পুণ্য এবং পাপের ব্যাখ্যা এবং আত্মা বন্ধনমুক্ত হইয়া কিরূপে নির্ব্বাণলাভ করিতে পারে? ইত্যাদি শিক্ষালাভ করিবেন। পাঠকের ধর্ম্মবিশ্বাস সুদৃঢ় হইবে এবং কি প্রকারে আস্রব (কর্ম্মপ্রবাহ) শেষ করা যাইতে পারে এবং নির্জ্জর কিরূপে হয়, তাহা তিনি বিশেষরূপে জানিতে পারিবেন, এই জন্য মুমুক্ষুগণ এই পুরাণ সর্ব্বদা পাঠ কিম্বা শ্রবণ করিবেন, তদ্বিষয় চিন্তা করিবেন, এই পুরাণ যত্নের সহিত পূজা করিবেন এবং প্রতিলিপি প্রস্তুত করিবেন, গুণভদ্রের প্রধানশিষ্য লোকসেন তদীয় বিপুল প্রভাববশতঃ এই পুস্তক সম্বন্ধে গুরুর আদেশ প্রতিপালন করিয়াছিলেন, তাঁহার দ্বারা উচ্চশ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে এই পুস্তকের বহুল প্রচার হইয়াছিল, সমস্ত শাস্ত্রের সারস্বরূপ এই পুরাণ ধর্ম্মবিৎ শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণদ্বারা ৮২০ শকে পিঙ্গল সম্বৎসরে ৫ই আশ্বিন (শুক্লপক্ষে) বৃহস্পতিবারে পূজিত হইল, এই সময়ে বিশ্ববিখ্যাতকীর্ত্তি সর্ব্বশত্রুপরাজয়কারী অকালবর্ষনৃপতি সমস্ত পৃথিবীর উপর রাজত্ব করিতেছিলেন, তাঁহার রণহস্তিসমূহ গঙ্গাবারি পান করিয়াও তৃষ্ণা দুর করিতে সমর্থ না হইয়া মলয়বায়ুসঞ্চালিত সূর্য্যকরাস্পৃশ্য নিবিড় চন্দনবনে প্রবেশ করিত, লক্ষ্মী অপরের আবাসে-অতৃপ্ত হইয়া তাঁহার হৃদয়ে চিরসুখাবাস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার অধীনে লোকাদিত্য অপর নাম চেল্লপতাক বনবাস-প্রদেশের অন্তর্গত বঙ্কাপুর শাসন করিতেন, তাঁহার নামানুসারে ঐ স্থান চেল্লপতাক নামে খ্যাত হইয়াছিল, তিনি চেল্লকেতনের পুত্র ও চেল্লধ্বজের কনিষ্ঠ, এবং পদ্মালয়বংশে জন্মগ্রহণ করেন, জৈনধর্ম্মপ্রচারে তাঁহার যথেষ্ট চেষ্টা ছিল।

উক্ত প্রশস্তিবর্ণিত অমোঘবর্ষ ও অকালবর্ষ দাক্ষিণাত্যাধিপতি প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রকূটরাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। অমোঘবর্ষের ৭৭৫ ও ৭৮৭ শকে উৎকীর্ণ তাম্রশাসন হইতে জানা যায় ৭৩৫ শকে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। এদিকে ৭০৫ শকের রচিত জিনসেনের হরিবংশে লিখিত আছে যে, বল্লভরাজ (দ্বিতীয় গোবিন্দ) তাঁহাকে পূজা করিতেন, এরূপস্থলে জিনসেন তাঁহার হরিবংশরচিত হইবার পর ৩০ বর্ষের অধিককাল জীবিত ছিলেন। অমোঘ-পুত্র অকালবর্ষ এই উত্তরপুরাণানুসারে ৮২০ শকে রাজত্ব করিতেছিলেন, তাঁহার ৮২৪ শকে উৎকীর্ণ তাম্রশাসনও পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং উত্তরপুরাণের প্রশস্তি প্রকৃত ইতিহাসমূলক বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। হরিবংশরচনাকাল ৭০৫ শক ও আলোচ্য উত্তরপুরাণের রচনাকাল ৮২০ শকের মধ্যে, রাষ্ট্রকূটবংশে কৃষ্ণরাজপুত্র বল্লভ, অমোঘবর্ষ ও অকালবর্ষ এই তিনজন রাজার পরিচয় এবং জিনসেন, গুণভদ্র ও লোকসেন এই তিনজন জৈনকবির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। অমোঘবর্ষ ও অকালবর্ষের সময়ে খোদিত শিলালিপি

হইতেও বনবাসীর সামন্ত চেল্লকেতনবংশীয় বঙ্কেয়রস ও শঙ্করগণ্ডের নাম পাওয়া যায়।

এই উত্তরপুরাণে ২য় তীর্থঙ্কর অজিতনাথ হইতে ২৪শ তীর্থঙ্কর মহাবীর পর্যন্ত এই ২৩ জনের লীলাখ্যান সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণিত হইবে। এক এক জন তীর্থঙ্করকে লইয়া এই পুরাণ মধ্যে এক এক খানি পুরাণ কল্পিত হইয়াছে অর্থাৎ এই উত্তর-পুরাণে ২৩ খানি পুরাণের সংগ্রহ আছে। কিন্তু ইহার পর্ব্ব-সংখ্যা জিনসেনের আদিপুরাণের পর্ব্ব সংখ্যার পর হইতে আরম্ভ। আদিপুরাণ ৪৭ পর্ব্বে সম্পূর্ণ, ৪৮ম পর্ব্ব হইতে এই উত্তরপুরাণসংগ্রহ আরম্ভ। এতদনুসারে এই পুরাণ-সংগ্রহের অনুক্রমণিকা প্রদত্ত হইল,—

২য় অজিতনাথপুরাণে—৪৮ পর্ব্বে সাকেতনগরাধিপ ইক্ষ্বাকুবংশীয় কাশ্যপগোত্র জিতশত্রুর ঔরসে তৎপত্নী বিজয়সেনার গর্ভে জিনেন্দ্রের আবির্ভাব, জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় রোহিণীনক্ষত্রে ২য় জিনের গর্ভপ্রবেশ, মাঘমাসে শুক্লাদশমীতে তাঁহার জন্ম, ইন্দ্রাদি দেবগণ কর্ত্তৃক তাঁহার জন্মাভিষেক, অজিতনাথ এই নামকরণ, ৭২ লক্ষ বর্ষ তাঁহার আয়ুমান, ৪৫০ ধনু শরীরমান, দেহ বর্ণ সুবর্ণ, মাঘমাসে রোহিণীনক্ষত্রে শুক্লানবমী দিনে সহেতুকবনে সপ্তপর্ণদ্রুমের নিকট সার্দ্ধষষ্ঠোপবাসপূর্ব্বক সংযম, শুক্লৈকাদশী শেষে আত্মজ্ঞান, তাঁহার সিংহসেনাদি ৯০ গণধর, ৩৭৫০ সংখ্যক পূর্ব্বধর, ২১৬০০ শিক্ষক, ৯৪০০ ত্রিজ্ঞানী, ২০০০০ কেবলজ্ঞানী, ২০৪০০ বিক্রিয়র্দ্ধি, ১২৪৫০ মনঃপর্যয়দর্শী, ১২০০০ অনুত্তরবাদী, ১০০০০০ তপোধন, ৩২০০০০ প্রাক্‌কুব্জাদি আর্যিকা, ৩০০০০০ শ্রাবক ও ৫০০০০০ শ্রাবিকার সংখ্যা কথন। পুষ্করবিদেহের অন্তর্গত বৎসকাবন্তীর রাজা জয়সেন ও তৎপুত্র রতিষেণের কথা, সগর ও তাঁহার ষষ্টিসহস্র পুত্রের কথা।

৩য় সম্ভবনাথপুরাণে—৪৯ পর্ব্বে পূর্ব্ববিদেহে কচ্ছবিষয়ের অন্তর্গত ক্ষেমপুরে বিমলবাহনরাজ ও তৎপুত্র বিমলকীর্ত্তি, বিমলকীর্ত্তিকে রাজ্যদানপূর্ব্বক বিমলবাহনের জিনশিষ্যত্ব ও নির্ব্বাণকথন, শ্রাবস্তিরাজ কাশ্যপগোত্র দৃঢ়রাজ ও তন্মহিষী সুষেণা, ফাল্গুনের শুক্লাষ্টমীতে সুষেণার শুভস্বপ্নে গিরীন্দ্রশিখরাকার বারণদর্শন, ও সুষেণার গর্ভে নবম মাসে মৃগশিরা নক্ষত্রে পূর্ণিমার দিনে সম্ভবনাথের জন্ম ও জন্মাভিষেকাদি চরিতকথন, তাঁহার আয়ুমান ৬ লক্ষ বর্ষ, শরীরমান ৪০০ ধনু, দেহ সুবর্ণবর্ণ, তাঁহার চারুষেণাদি গণধরসংখ্যা ১০৫, পূর্ব্বধর ২১৫০, শিক্ষক ১২৩০০, অবধিদর্শী ৯৬০০, কেবলজ্ঞানী ১৫০০০, বৈক্রিয়র্দ্ধি ১৯৮০০, মনঃপর্য্যয়ী ১২১৫০, অনুত্তরবাদী ১২০০০, নির্গ্রন্থ ২০০০০০, ধর্ম্মার্য্যাদি আর্য্যিকা ৩৩০০০০, উপাসক ৩০০০০০ ও শ্রাবিকার সংখ্যা ৫০০০০০। চৈত্রমাসে শুক্লষষ্ঠীতে সম্ভবনাথের নির্ব্বাণবর্ণন।

৪র্থ অভিনন্দনপুরাণে—৫০ পর্ব্বে পূর্ব্ববিদেহে মঙ্গলাবতী নগরে মহাবলের রাজত্ব ও মোক্ষবর্ণন, অভিনন্দনের জন্ম হইতে নির্ব্বাণ পর্যান্ত বর্ণন, তাঁহার গণধর ১০৩, পূর্ব্বধর ১২৫০০, শিক্ষক ২৩০০৫০, ত্রিজ্ঞানী ৯৮০০, কেবলজ্ঞানী ১৬০০০, বৈক্রিয়র্দ্ধি ১৯০০০, মনঃপর্য্যয় ১১৬৫০, অনুত্তরবাদী ১১০০০, যতি, ৩০০০০০ মেরুষেণা প্রভৃতি আর্যিকা, ৩৩০৬০০ উপাসক, ৩০০০০০ ও শ্রাবিকা ৫০০০০০।

৫ম সুমতিনাথপুরাণে—৫১ পর্ব্বে পুষ্কলাবতীর অন্তর্গত পুণ্ডরীকিণীপুরের রাজা রতিষেণের বৈভব ও মোক্ষাদি বর্ণন, সাকেতরাজ মেঘরথ ও তৎপত্নী মঙ্গলার পুত্ররূপে শ্রাবণমাসে শুক্ল-দ্বিতীয়ার মঘা-নক্ষত্রে সুমতিনাথের গর্ভপ্রবেশ ও চৈত্র মাসে শুক্ল-পক্ষে চিত্রানক্ষত্রে সুমতিনাথের জন্ম হইতে চৈত্র মাসে মঘা নক্ষত্রে শুক্লৈকাদশী দিনে তাঁহার মোক্ষ পর্য্যন্ত বর্ণন, তাঁহার আয়ুমান ৪০০০০০০ বর্ষ, শরীরমান ৩০০ ধনু, গণধর সংখ্যা ১১৬৩, পূর্ব্বধর ২৪০০, শিক্ষক ২৫৪৩৫০, অবধিজ্ঞানী ১১০০০, আত্মজ্ঞানী ১৩০০০, বৈক্রিয়ক ১৮৪০০, মনঃপর্যয়ী ১০৪০০, অনুত্তরবাদী ১০৪৫০, সন্ন্যাসী ৩২০০০, অনন্তাদি আর্যিকা ৩৩০০০০, শ্রাবক ৩০০০০০ ও শ্রাবিকা ৫০০০০০।

৬ষ্ঠ পদ্মপ্রভপুরাণে—৫২ পর্ব্বে বিদেহের দক্ষিণে সুসীমা-নগরে অপরাজিত নামক রাজার রাজত্ব ও মোক্ষবর্ণন; কৌশাম্বী নগরে ইক্ষ্বাকুবংশীয় ধরণ নামক রাজা ও তাঁহার মহিষী দেবী সুসীমা হইতে পদ্মপ্রভের জন্ম; মাঘ কৃষ্ণ-ষষ্ঠী তিথিতে তাঁহার গর্ভপ্রবেশ ও কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণ-ত্রয়োদশীতে তাঁহার জন্ম হইতে ফাল্গুন মাসে চিত্রা নক্ষত্রে কৃষ্ণা চতুর্থীতে নির্ব্বাণ পর্য্যন্ত। তাঁহার গণধর সংখ্যা ১১০, পূর্ব্বধর ২৩০০, শিক্ষক ২৯০০০, অবধিজ্ঞানী ১০০০০০, কেবলজ্ঞানী ১২০০০, বিক্রিয়র্দ্ধি ১৬৮০০, মনঃপর্যয় ১৩০০০, অনুত্তরবাদী ৯৬০০, যতীশ্বর ৩৩০০০০, রাত্রিষেণাদি আর্যিকা ৪২০০০০, শ্রাবক ৩০০০০০, ও শ্রাবিকা ৫০০০০০।

৭ম সুপার্শ্বস্বামিপুরাণে—৫৩ পর্ব্বে সুকচ্ছবিষয়ে ক্ষেমপুরাধিপ নন্দিষেণের বৈরাগ্য ও মোক্ষবর্ণন, বারাণসীরাজ সুপ্রতিষ্ঠ ও তাঁহার মহিষী পৃথিবীষেণা হইতে সুপার্শ্বস্বামীর জন্ম, ভাদ্রমাসে বিশাখা নক্ষত্রে শুক্লষষ্ঠীতে তাঁহার গর্ভপ্রবেশ, জ্যৈষ্ঠ শুক্ল-দ্বাদশীতে জন্ম হইতে ফাল্গুন কৃষ্ণসপ্তমী অনুরাধানক্ষত্রে নির্ব্বাণ পর্য্যন্ত। তাঁহার গণধরসংখ্যা ৯৫, পূর্ব্বধর ২৩০, শিক্ষক ২৪৪৯২০, অবধিজ্ঞানী ৯০০০, কেবলজ্ঞানী ১১০০০, বৈক্রিয়ক ১৫৩৩০, মনঃপর্য্যয় ৯১৫০, অনুত্তরবাদী ৮৬০০, যতীশ্বর ৩০০০০০, মীনা প্রভৃতি আর্যিকা ৩৩০০০, শ্রাবক ৩০০০০০, ও শ্রাবিকা ৫০০০০০।

৮ম চন্দ্রপ্রভপুরাণে—৫৪ পর্ব্বে বিদেহের পশ্চিমস্থিত দুর্গ-বনান্তর্গত শ্রীপুর নামক স্থানে শ্রীষেণের রাজত্ব, শ্রীকান্তা নাম্নী তাঁহার মহিষীর কথা, রাজার বৈরাগ্য ও মোক্ষ। ইক্ষ্বাকুবংশীয় চন্দ্রপুরাধিপ মহাসেন ও তন্মহিষী লক্ষ্মণা হইতে চন্দ্রপ্রভের জন্ম, চৈত্রের কৃষ্ণপঞ্চমীতে তাঁহার গর্ভপ্রবেশ, পৌষ-কৃষ্ণ-একাদশীতে জন্মাভিষেক হইতে ফাল্গুনমাসের শুক্লসপ্তমীতে জ্যেষ্ঠানক্ষত্রে নির্ব্বাণ। তাহার গণধর সংখ্যা ৯৩, পূর্ব্বধর ২০০, শিক্ষক ২০০৪০০, অবধিজ্ঞানী ৮০০০, কেবলজ্ঞানী ১০০০০, বিক্রিয়র্দ্ধি ১৪০০০, চতুর্জ্ঞানী ৮০০০, বাদীশ ৭৬০০, সাধু ২৫০০০০, বরুণাদি আর্যিকা ৩৮০০০০।

৯ম পুষ্পদন্তপুরাণে—৫৫ পর্ব্বে—পুষ্কলাবতীর অন্তর্গত পুণ্ডরীকিনীপুরে মহাপদ্মনামক নৃপতির জিনভক্তি ও মোক্ষাদিবর্ণন, কাকুন্দিনগরাধিপতি ইক্ষ্বাকুবংশীয় সুগ্রীবরাজ ও তৎপত্নী জয়রামা হইতে পুষ্পদন্তের আবির্ভাব। ফাল্গুনের কৃষ্ণানবমী মূলানক্ষত্রে তাঁহার গর্ভপ্রবেশ, মার্গশীর্ষে শুক্লপক্ষে চৈত্রযোগে জন্মাভিষেকাদি হইতে ভাদ্রমাসে শুক্লাষ্টমীতে নির্ব্বাণ পর্য্যন্ত। বিদর্ভাদি সপ্তর্দ্ধিসংখ্যা ৮৮, শ্রুতকেবলী ১৫০০, শিক্ষক ১৫৫৫০০, ত্রিজ্ঞানী ৮৪০০, কেবলজ্ঞানী ৭০০০, বিক্রিয়র্দ্ধি ১৩০০০, মনঃপর্যায় ৭৫০০, অনুত্তরবাদী ৬৬০০, পিণ্ডিতর্দ্ধি ২০০০০০, ঘোষাদি আর্যিকা ৩৮০০০০, শ্রাবক ২০০০০০, শ্রাবিকা ৫০০০০০।

১০ম শীতলনাথপুরাণে—৫৬ পর্ব্বে সুসীমানগরাধিপ পদ্মগুল্মের প্রভাব, বৈরাগ্য ও মোক্ষবর্ণন; ভদ্রপুররাজ দৃঢ়রথ ও তন্মহিষী সুনন্দা হইতে শীতলের আবির্ভাব। চৈত্রমাসে পূর্ব্বাষাঢ়া ও কৃষ্ণাষ্টমীতে গর্ভপ্রবেশ, মাঘমাসে শুক্লদ্বাদশীতে জন্মাভিষেক হইতে আশ্বিনে শুক্লাষ্টমী পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্রে সমেদশিখরে নির্ব্বাণপ্রাপ্তিপর্য্যন্তবর্ণন। তাঁহার অনগারাদি গণধর-সংখ্যা ৮১, পূর্ব্বধর ১৪০০, শিক্ষক ৫৯২০০, ত্রিজ্ঞানী ৭২০০, পঞ্চমজ্ঞানী ৭০০০, বৈক্রিয়র্দ্ধি ১২০০০, মনঃপর্যায় ৭২০০, বাদী ৫৭০০, যতি ১০০০০০, ধরণাদি আর্যিকা ৩৮০০০০, শ্রাবক ২০০০০০, শ্রাবিকা ৪০০০০০।

১১শ শ্রেয়াংসনাথপুরাণে—৫৭ পর্ব্বে ক্ষেমপুররাজ নলিনপ্রভের প্রভাব, বৈরাগ্য ও মোক্ষবর্ণন, ইক্ষ্বাকুবংশীয় সিংহপুরাধিপ বিষ্ণুরাজ ও তৎপত্নী নন্দা হইতে শ্রেয়াংসের জন্ম; জ্যৈষ্ঠ মাসে কৃষ্ণাষষ্ঠীতে শ্রবণানক্ষত্রে তাঁহার গর্ভপ্রবেশ। ফাল্গুনমাসে কৃষ্ণএকাদশীতে তাঁহার জন্মাভিষেক হইতে শ্রাবণমাসে পূর্ণিমা তিথি ও ধনিষ্ঠানক্ষত্রে নির্ব্বাণপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত বর্ণন। তাঁহার গণধরসংখ্যা ৭৭, পূর্ব্বধর ১৩০০, শিক্ষক ৪৮২০০, তৃতীয় জ্ঞানী ৬০০০, পঞ্চমজ্ঞানী ৬৫০০, বিক্রিয়র্দ্ধি ১১০০০ মনঃপর্যয় ৬০০০, অনুত্তরবাদী ৫০০০, অখিলদর্শী ৪৫০০০, ধরণাদি আর্যিকা ১২০০০০, শ্রাবক ২০০০০ , শ্রাবিকা ৪০০০০০। রাজগৃহপতি বিশ্বভূতি বিশ্বনন্দি ও তৎপত্নী লক্ষ্মণার কথা, বিষয়পুররাজ পোদন ও তৎপত্নী মৃগবতী, জয়বতীপুরে বিশাখনন্দী ও অলকাপুরে ময়ূরগ্রীবের পুত্র হয়গ্রীবের প্রসঙ্গ।

১২শ বাসুপূজ্যপুরাণে—৫৮ পর্ব্বে রত্নপুরে পদ্মোত্তররাজ-প্রসঙ্গে তাঁহার নির্ব্বাণবর্ণন, ইক্ষ্বাকুবংশীয় চম্পনগরাধিপ বসুপূজ্য ও তৎপত্নী জয়াবতী হইতে বাসুপূজ্যের জন্ম, আষাঢ় কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশীতে তাঁহার গর্ভপ্রবেশ, ফাল্গুন কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে তাঁহার জন্মাভিষেক হইতে ভাদ্রমাসে শুক্লচতুর্দ্দশী বিশাখানক্ষত্রে তাঁহার নির্ব্বাণকথন, তাঁহার গণধর-সংখ্যা ৬৬, পূর্ব্বধর ১২০০, শিক্ষক ২৯২০০, অবধিজ্ঞানী ৫৪০০, শ্রুতকেবলী ৬০০, বিক্রিয়র্দ্ধি ১০০০০, চতুর্জ্ঞানী ৬০০০, অনুত্তরবাদী ৪২০০, যতি ৭২০০০, সেনা প্রভৃতি আর্যিকা ১০৬০০০, শ্রাবক ২০০০০, ও শ্রাবিকা ৪০০০০০। মলয়দেশে বিন্ধ্যপুরে বিন্ধ্যশক্তি নামক রাজকথা, মহাপুররাজ বায়ুরথ, ইন্দ্রকল্পে দ্বারাবতীপুরে ব্রহ্মনামে তাঁহার অবতার ও মোক্ষবর্ণন।

১৩শ বিমলনাথপুরাণে—৫৯ পর্ব্বে রম্যকাবতীরাজ পদ্মসেনের প্রভাব, কাম্পিল্যপুরে পুরুবংশীয় কৃতবর্ম্মা হইতে বিমলনাথের জন্ম, জ্যৈষ্ঠমাসে কৃষ্ণদশমীতে উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্রে তাঁহার গর্ভপ্রবেশ, মাঘশুক্লচতুর্দ্দশীতে তাঁহার জন্মাভিষেক হইতে আষাঢ়মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে নির্ব্বাণ ও তাঁহার শ্রাবকশ্রাবকাদি সংখ্যানিরূপণ, বিমলনাথের তীর্থে রাম, কেশব, ধর্ম্ম ও স্বয়ম্ভুর জন্মাদি আখ্যান।

১৪শ অনন্তনাথপুরাণে—৬০ পর্ব্বে অরিষ্টপুরাধিপতি পদ্মরথের বিবরণ, ইক্ষ্বাকুবংশীয় সাকেতনগরাধিপ সিংহসেন ও তৎপত্নী জয়শ্যামা হইতে অনন্তনাথের জন্মাখ্যান, কার্ত্তিকমাসে কৃষ্ণপ্রতিপদে তাঁহার গর্ভপ্রবেশ, জ্যৈষ্ঠমাসে কৃষ্ণদ্বাদশীতে তাহার জন্মাভিষেক হইতে চৈত্রমাস অমাবস্যায় রেবতীনক্ষত্রে তাঁহার মোক্ষ পর্য্যন্ত, তাঁহার গণধর পূর্ব্বধরাদির সংখ্যাবর্ণন, পোদনাধিপতি বসুসেন, সুপ্রভ, পুরুষোত্তম ও মধুসূদনের প্রসঙ্গ।

১৫ ধর্ম্মনাথপুরাণে—৬১ পর্ব্বে সুসীমানগরাধিপ দশরথের নির্ব্বাণাখ্যান, কুরুবংশীয় রত্নপুরাধিপ ভানুরাজ ও তৎপত্নী সুপ্রভা হইতে ধর্ম্মনাথের জন্মাখ্যান, বৈশাখে শুক্লত্রয়োদশী তিথিতে রেবতীনক্ষত্রে তাঁহার গর্ভপ্রবেশ, মাঘমাসে শুক্লত্রয়োদশীতে তাঁহার জন্মাভিষেক হইতে নির্ব্বাণ পর্য্যন্ত বর্ণন, তাঁহার গণধরাদির সংখ্যা ও সনৎকুমারাদির বিবরণ।(১)

(১) জৈনশব্দে জিনমালার বিবরণে প্রত্যেক জিনের গর্ভপ্রবেশ হইতে নির্ব্বাণ পর্য্যন্ত সকল বিষয় আলোচিত হওয়ায় এখান হইতে আর বিস্তারিত অনুক্রমণিকা প্রদত্ত হইল না।

১৬ শান্তিনাথপুরাণে—৬২ পর্ব্বে তিলকান্তপুররাজ চন্দ্রাভ ও তৎপত্নী সুভদ্রার আখ্যান, শান্তিনাথের গর্ভপ্রবেশ হইতে দীক্ষা পর্য্যন্ত বর্ণনপ্রসঙ্গে অনন্তবীর্য্য ও অপরাজিতের অভ্যুদয়-বর্ণন। ৬৩ বলদেবের কন্যা বিজয়ার স্বয়ম্বরবর্ণন, শান্তিনাথের বৈরাগ্য ও নির্ব্বাণবর্ণন।

১৭ কুন্থুনাথপুরাণে—৬৪ পর্ব্বে সুসীমাপুরাধিপ সিংহরথের আখ্যান, কুন্থুচক্রধরের গর্ভপ্রবেশ হইতে মোক্ষ পর্য্যন্ত বর্ণন।

১৮ অরনাথপুরাণে—৬৫ পর্ব্বে ক্ষেমপুররাজ ধনপতির আখ্যান, অরনাথের গর্ভপ্রবেশ হইতে মোক্ষ পর্য্যন্ত বর্ণনপ্রসঙ্গে সুভৌম চক্রবর্ত্তী, নন্দিষেণ, বনদেব ও পুণ্ডরীক নামক অর্দ্ধচক্রবর্ত্তী ও নিশুম্ভ নামক প্রতিশত্রুর বিবরণ।

১৯ মল্লিনাথপুরাণে—৬৬ পর্ব্বে বীতশোকপুররাজ বৈশ্রবণের আখ্যান, মল্লিনাথের চরিতপ্রসঙ্গে পদ্মচক্রধর, নন্দিমিত্র, দেবদত্ত ও বাসুদেব-বলীন্দ্রের প্রসঙ্গ।

২০ মুনিসুব্রতপুরাণে—৬৭ পর্ব্বে রাজগৃহপুরাধিপ সুমিত্ররাজ ও তৎপত্নী সোমা হইতে সুব্রতের জন্ম ও তাঁহার চরিতাখ্যান, স্বস্তিকাবতীপুরাধিপ বিশ্ববসু ও তাঁহার অধ্যাপক ক্ষীরকদম্বের আখ্যান, নারদ ও পর্ব্বতের কথা, সুমার্গপ্রবর্ত্তন।

২১ নমিনাথপুরাণে—৬৮ পর্ব্বে নাগপুরাধিপ নরদেব-রাজচরিত, রাবণাখ্যান, সীতার জন্মকথা, নমিনাথের চরিতকীর্ত্তন, হরিষেণ-চক্রবর্ত্তী, রামদেব, লক্ষ্মীধর, কেশবাদির আখ্যান, ৬৯ জয়সেন চক্রবর্ত্তীর আখ্যান।

২২ নেমিনাথপুরাণে—৭০ পর্ব্বে নেমিচরিতপ্রসঙ্গে সমুদ্রবিজয় ও কৃষ্ণচরিতবর্ণন, ৭১ নেমিনাথের নির্ব্বাণবর্ণন। ৭২ পদ্মনাভ, বলদেব, কৃষ্ণ, জরাসন্ধ প্রভৃতির পরমায়ুসংখ্যাকথন।

২৩ পার্শ্বনাথপুরাণে—৭৩ পর্ব্বে পার্শ্বনাথের পূর্ব্বজন্ম, অভ্যুদয় ও নির্ব্বাণাখ্যান।

২৪ মহাবীরপুরাণে—৭৪ পর্ব্বে মহাবীরচরিতপ্রসঙ্গে মগধাধিপ শ্রেণিকরাজ ও জয়কুমারাখ্যান, ৭৫ চন্দনানাম্নী আর্য্যিকা ও জীবন্ধরের আখ্যান, ৭৬ মহাবীরের নির্ব্বাণ, ৭৭ জিনসেন ও গুণভদ্রাদির প্রশস্তিবর্ণন।' (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১০০০০)

আদি ও উত্তরপুরাণে প্রত্যেক তীর্থঙ্করের পূর্ব্বে যে সকল রাজচক্রবর্ত্তিগণের আখ্যান বর্ণিত হইয়াছে, পুরাণকারদিগের মতে তীর্থঙ্করগণ পূর্ব্ববর্ত্তী জন্মে সেই সেই রাজরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যেমন 'আদিপুরাণে লিখিত আছে, বৃষভদেব প্রথমে মহাবল চক্রবর্ত্তীরূপে আবির্ভূত হন, তিনি জৈনধর্ম্মে শিক্ষিত হইয়া তৎপরে ললিতাঙ্গদেব নামে জন্মগ্রহণ করেন, তিনিই আবার তৎপরজন্মে উৎপলপুরাধিপ বজ্রবাহুর পুত্র বজ্রজঙ্ঘ নামে জন্মিয়াছিলেন। এই জন্মে তিনি জৈনভিক্ষুকে খাদ্যদান করায় আর্য্য নামক জৈনাচার্য্যরূপে জন্মগ্রহণ করেন, তৎপরে তিনি স্বয়ম্প্রভ নামে দ্বিতীয়স্বর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তৎপরে পুনরায় তিনি সুবেদী নামে শশীনগর-রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন, পরে তিনি ষোড়শস্বর্গে অচ্যুতেন্দ্ররূপে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। তিনি পুনরায় পুণ্ডরীকিণী-নগরাধিপ বজ্রসেনের পুত্র বজ্রনাভ নামে অবতরণ করেন, এজন্মে বিশুদ্ধচারিত্রলাভ করিয়া মোক্ষধামের নিকট ষোড়শস্বর্গে সমুদিত হইলেন, ইঁহারই পরজন্মে বৃষভতীর্থঙ্কর নামে পৃথিবীতে অবতরণ করেন। এই জন্মে তিনি আপন পুত্র ভরতকে নাটক, অপরপুত্র বাহুবলিকে কাব্য, আপন দুহিতা ব্রাহ্মীকে ব্যাকরণ ও অপর কন্যা সুন্দরীকে গণিতশাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন।

আদিপুরাণে যেরূপ প্রথম তীর্থঙ্করের জন্ম বিবৃত হইয়াছে, উক্ত পুরাণেও ঐরূপ ২৩ জন তীর্থঙ্করের পূর্ব্বজন্মাখ্যান পাওয়া যায়। এই উত্তরপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ ত্রিখণ্ডাধিপতি ও তীর্থঙ্কর নেমিনাথের শিষ্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

আদি ও উত্তরপুরাণে ত্রিষষ্টি মহাপুরুষের চরিত বর্ণিত হইয়াছে। যথা—২৪ তীর্থঙ্কর, ১২ চক্রবর্ত্তী, ৯ বাসুদেব, ৯ শুক্রবল ও ৯ জন বিষ্ণুদ্বিষ্। এই ৬৩ জনের চরিত থাকায় উক্ত দুই গ্রন্থ ত্রিষষ্টাবয়বীপুরাণ বলিয়া গণ্য।

জৈনপুরাণের উপসংহার।

রবিষেণের পদ্ম (রাম)-পুরাণ, জিনসেনের অরিষ্টনেমি-পুরাণ (হরিবংশ) ও আদিপুরাণ এবং গুণভদ্রের উত্তরপুরাণ প্রধানতঃ এই চারিখানি পুরাণ পাঠ করিলেই দিগম্বর জৈনদিগের পৌরাণিক তত্ত্ব স্পষ্ট জানিতে পারা যায়।

উক্ত চারিখানি মহা পুরাণ-সাহায্যেই পরবর্ত্তী জৈন কবিগণ নানা পুরাণ রচনা করিয়াছেন। সকলকীর্ত্তি, অরুণমণি, জিনদাস, শ্রীভূষণ ও ব্রহ্মচারী কৃষ্ণদাস সকলেই একবাক্যে স্ব স্ব পুরাণে একথা স্বীকার করিয়াছেন। জৈনগণ বলিয়া থাকেন, সকলকীর্ত্তি ও তাঁহার শিষ্য জিনদাস চতুর্ব্বিংশ জিনের চরিত্রমূলক পুরাণসমূহ রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা সকলকীর্ত্তি-রচিত চক্রধরপুরাণ, মল্লিনাথপুরাণ, শান্তিনাথপুরাণ ও পার্শ্বনাথচরিত এবং জিনদাসরচিত পদ্মপুরাণ ও হরিবংশ দেখিয়াছি। জিনদাস আপনার হরিবংশের ৩৯ সর্গে লিখিয়াছেন—

"শ্রীনেমিনাথস্য চরিত্রমেতদনেন নীত্বা রবিষেণসূরেঃ।
সমুদ্ধৃতং স্বাত্মসুখপ্রবোধহেতোশ্চিরং নন্দতু ভূমিপীঠে॥"

এইরূপে তিনি রবিষেণের গ্রন্থ হইতে তাঁহার হরিবংশ-রচনা-কথা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে জানা যাইতেছে, রবিষেণ হরিবংশও রচনা করিয়াছিলেন। উপরোক্ত পুরাণগুলি ব্যতীত কেশবসেন-কৃষ্ণজিষ্ণু কর্ণামৃতপুরাণ এবং শ্রীভূষণসূরি (খৃষ্টীয়

১৬শ শতাব্দীতে) 'পাণ্ডবপুরাণ রচনা করেন। পাণ্ডবপুরাণে অপূর্ব্ব পাণ্ডবচরিত বর্ণিত হইয়াছে,—মহাভারতের আখ্যানের সহিত অনেক বিষয়েই ইহার মিল নাই।

ঐ সকল পুরাণ সংস্কৃত ভাষায় রচিত, এতদ্‌ব্যতীত প্রভাচন্দ্ররচিত মহাপুরাণটিপ্পনী নামে একখানি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া যায়। প্রাকৃত ভাষায় রচিত মহাপুরাণ-বিশেষের ব্যাখ্যা-স্বরূপ এই টিপ্পনী রচিত হইয়াছে। জিনসেনের আদিপুরাণে তাঁহার গুরুপরম্পরায় প্রভাচন্দ্র ঊর্দ্ধতন সপ্তমপুরুষের স্থান অধিকার করিয়াছেন। যদি এই প্রভাচন্দ্রই মহাপুরাণের টিপ্পনী লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার পূর্ব্বে রচিত মূলগ্রন্থ খৃষ্টীয় পঞ্চম কি ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বতন হইয়া পড়ে। যাহা হউক সেই মূল মহাপুরাণ বাহির হইলে আমরা আদি জৈনপুরাণের অনেকটা পরিচয় পাইতে পারিব।

দাক্ষিণাত্যে জৈন-সমাজে প্রাচীন কর্ণাটীভাষায় রচিত অনেকগুলি পুরাণ পাওয়া যায়, ঐ সকল কর্ণাটী পুরাণ মধ্যে দক্ষিণমথুরারাজ রণমল্লের মন্ত্রী চামুণ্ডরায়-বিরচিত চামুণ্ডরায়-পুরাণ, কমলভববিরচিত শান্তিনাথ-পুরাণ, দ্বারসমুদ্ররাজ বল্লালরায়ের সমসাময়িক গুণবর্ম্মবিরচিত পুষ্পদন্তপুরাণ, বীরসোমসূরি-প্রণীত চতুর্বিংশতিপুরাণ ও মুঙ্গরাসরচিত হরিবংশ উল্লেখযোগ্য।

বৌদ্ধপুরাণ।

বর্ত্তমান নেপালী বৌদ্ধসমাজেও স্বতন্ত্র বৌদ্ধপুরাণ প্রচলিত আছে। কিন্তু বৌদ্ধগ্রন্থে পুরাণের উল্লেখ নাই। এখনকার নেপালী বৌদ্ধগণ ৯ খানি পুরাণ স্বীকার করেন। এই নয় খানি পুরাণ 'নবধর্ম্ম' নামে খ্যাত। আখ্যান, ইতিহাস, বৌদ্ধাসুষ্ঠেয় ব্রতাদি ও প্রধান প্রধান তথাগতের জীবনী এই পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। নবধর্ম্ম যথা—

১ম প্রজ্ঞাপারমিতা (শ্লোক সংখ্যা ৮০০০, ন্যায়শাস্ত্র মধ্যে গণ্য করা উচিত।)

২য় গণ্ডব্যূহ—(শ্লোকসংখ্যা ১২০০, ইহাতে সুধনকুমারের চরিত, ৬৪ জন গুরু হইতে তাঁহার বোধিজ্ঞানের কথা বর্ণিত হইয়াছে।)

৩য়—সমাধিরাজ (শ্লোকসংখ্যা ৩০০০, ইহাতে জপদ্বারা সমাধির বিধিব্যবস্থা আছে।)

৪র্থ লঙ্কাবতার—(শ্লোকসংখ্যা ৩০০০; ইহাতে রাবণের মলয়গিরিগমন ও তথায় শাক্যসিংহের নিকট বুদ্ধচরিতশ্রবণে বোধিজ্ঞানলাভের কথা বর্ণিত হইয়াছে।)

৫ম—তথাগতগুহ্যক।

৬ষ্ঠ সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক—(ইহাতে চৈত্য বা বুদ্ধমণ্ডল-নির্ম্মাণপদ্ধতি ও তৎপূজা-ফল বর্ণিত হইয়াছে।)

৭ম ললিতবিস্তর—(শ্লোকসংখ্যা ৭০০০, ইহা বুদ্ধপুরাণ নামেও গণ্য। ইহাতে শাক্যসিংহের চরিত বিস্তৃতভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে।)

৮ম সুবর্ণপ্রভা—(ইহাতে সরস্বতী, লক্ষ্মী ও পৃথিবীর আখ্যান ও তাঁহাদের শাক্যবুদ্ধপূজা বর্ণিত হইয়াছে।)

৯ম দশভূমীশ্বর (শ্লোকসংখ্যা ২০০০, ইহাতে দশটী ভূমির বৃত্তান্ত বিস্তৃতভাবে কথিত হইয়াছে।)

উক্ত নবধর্ম্ম ব্যতীত নেপালী বৌদ্ধদিগের মধ্যে স্বয়ম্ভূপুরাণ (বৃহৎ ও মধ্যম) পাওয়া যায়। ইহাতে নেপালের প্রসিদ্ধ স্বয়ম্ভুক্ষেত্র ও তথাকার স্বয়ম্ভু-চৈত্যের মাহাত্ম্য বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এ পুরাণখানি খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে রচিত হয়।[১] এই পুরাণের শেষাংশ হইতে বোধ হয়, শৈব হইতেই আধুনিক বৌদ্ধগণের বিষদন্ত ভগ্ন হইয়াছে,—শৈবসম্প্রদায়ই বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছেন। তাই বৃহৎ স্বয়ম্ভূপুরাণে লিখিত আছে—

"যদা ভবিষ্যে কালে চ অত্র নেপালমণ্ডলে।
শৈবধর্ম্মা প্রবর্ত্তন্তে দুর্ভিক্ষঞ্চ ভবিষ্যতি॥
যথা যথা শৈবধর্ম্মং প্রবর্ত্ততেঽত্র মণ্ডলে।
তথা তথা চ অত্যর্থং দুঃখপীড়া ভবিষ্যতি॥
বৌদ্ধলোকগণা যেঽপি শৈবধর্ম্মং করিষ্যতি।
তে সর্ব্বে কৃতপাপাচ্চ নরকঞ্চ গমিষ্যতি॥
শৈবলোকা জনা যেঽপি বৌদ্ধধর্ম্মং প্রবর্ত্ততে।
তস্য পুণ্যপ্রসাদাচ্চ সুখাবতীং গমিষ্যতি॥" (৮ অঃ)

পুরাণ (পুং) ১ পণ। ২ শিব।
"বলবাংশ্চোপশান্তশ্চ পুরাণঃ পুণ্যচুঞ্চুরী।" (ভা° ১৩।১৭।১০৬)
(ত্রি) ৩ পুরাতন। (মনু ৫।২৩)
(পুং ক্লী) ৪ কার্ষাপণ, কাহন।
"তে ষোড়শ স্যাদ্ধরণং পুরাণশ্চৈব রাজতং।
কার্ষাপণস্তু বিজ্ঞেয়স্তাম্রিকঃ কার্ষিকঃ পণঃ॥" (মনু ৮।১৩৬)

পুরাণ, একজন তীর্থিক। অবদানশতকে লিখিত আছে, তাঁহার সহিত অপর এক বৌদ্ধের বিবাদ হয়। মহারাজ প্রসেনজিৎ উভয়ের বিবাদখণ্ডনার্থ একটী সভা আহ্বান করেন এবং তিনি উভয়কেই স্ব স্ব আরাধ্যদেবের পূজানুষ্ঠান করিতে আদেশ দেন। পূজার সময় পুরাণের ইষ্টদেব পুষ্পগ্রহণ করিলেন না দেখিয়া তাঁহার উপাসকগণ উপেক্ষায় তাহার আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ২ তুলামান বিশেষ।

পুরাণ, উড়িষ্যার করদরাজ্যবাসী এক আদিমজাতি। ময়ূরভঞ্জের সামন্তরাজ্যেই ইহাদের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। খড়িয়াদিগের

(১) কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে এই পুরাণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সহিত ইহাদের অনেক সাদৃশ্য আছে। ইহারা বলে পাথ'র (Reafowl) ডিম্ব হইতে তাহাদের উৎপত্তি। বিশেষ এই ডিম্বকুসুম হইতে ভঙ্গরাজগণ, লালা হইতে পুরাণগণ এবং খোলা হইতে থরিয়া জাতির উৎপত্তি হয়। ইহাদের আচার ব্যবহার সকলই প্রায় থরিয়া ও জুয়াঙ্গজাতির মত। [থরিয়া ও জুয়াঙ্গ শব্দ দেখ।]

২ চট্টগ্রামের পার্ব্বত্যপ্রাদেশবাসী জাতিবিশেষ। পার্ব্বত্য ত্রিপুরা (স্বাধীন ত্রিপুরারাজ্যে) আসিয়া বাস করা অবধি ইহারা তিপারা বা টিপ্‌রা নামে অভিহিত হইয়াছে। কর্ণফুলী নদীর উত্তরতীরে ত্রিপুরার অধিকৃত পার্ব্বত্যপ্রদেশেই ইহাদের বসবাস। সকল পার্ব্বত্যজাতির ন্যায় ইহাদের প্রধান ব্যক্তিই অপরাধাদির নিষ্পত্তি করিয়া থাকে। ইহারা চঞ্চলস্বভাব। এক স্থানে অধিককাল থাকিতে ভালবাসে না। পরিচ্ছদাদি সামান্য ধরণের। অলঙ্কারের মধ্যে স্ত্রীপুরুষের কর্ণে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি রৌপ্যফুল। বিবাহিত স্ত্রীলোকমাত্রেই অঙ্গাচ্ছাদনের জন্য জামা ব্যবহার করে; কিন্তু অবিবাহিত-কন্যাগণ একখানি বস্ত্রে তাহাদের বক্ষঃস্থল আবরণ করে মাত্র। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই মাথার চুলে খোঁপা বাঁধে। বিবাহের পূর্ব্বে স্বামীকে শ্বশুরালয়ে তিনবৎসরকাল দাসত্ব করিতে হয়। ঐ সময়ে সে তাহার ভাবী পত্নীকে ভোগ করিবার পূর্ণক্ষমতা পায়। বিবাহের সময় দেবোদ্দেশে শূকরবলি হয়। এই সময় কন্যা বরের পদতলে বসিয়া থাকে ও কন্যার মাতা একপাত্র মদিরা ঢালিয়া কন্যাকে পান করিতে দেয়। কন্যা অর্দ্ধেক পান করিয়া বাকি অংশ পতিকেও প্রিয়তম পত্নীকে পান করাইয়া থাকে। ইহাই বিবাহের ক্রিয়া। ইহার পর ভোজন ও নৃত্যগীতাদি উৎসব। স্বামী ও স্ত্রীতে বাদ বিসম্বাদ ঘটিলে বিবাহপাশ-ছেদন জন্য স্ত্রীকে পঞ্চায়তের নিকট জানাইতে হয়। যদি ঐ গ্রাম্যমণ্ডলী জানিতে পারে যে, যথার্থ স্বামীই দোষী এবং সর্ব্বদাই স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ স্ত্রী স্বামী হইতে পৃথক্ থাকিতে আদেশ পায়, কিন্তু যাইবার সময় স্ত্রীকে তাহার গাত্রের যাবতীয় অলঙ্কার, নগদ ৩০৲টাকা এবং একটী শূকরশাবক ও মদ্য দিয়া যাইতে হয়।

মৃত্যুর পর ইহারা শবদেহ নদী বা বিলাদির তীরে জ্বালাইয়া থাকে। কিন্তু ছাই লইয়া পর্ব্বতোপরি পুতিয়া তন্মধ্যে তাহার অন্নাদিও রাখিয়া দেয়। যে স্থানে গৃহস্থের মৃত্যু ঘটে, তথায় ইহারা প্রথম সাতদিন প্রত্যহ একটী করিয়া কুক্কুটবলি দিয়া থাকে। দাহকালে যেরূপ শবের সম্মুখে খাদ্যাদি লওয়া হয়, তদ্রূপ এক মাস ও একবৎসর অন্তেও হইয়া থাকে।

ইহারা অতিশয় মিথ্যাবাদী। পার্ব্বতীয় জাতির মধ্যে এরূপ আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। যে যে গ্রাম বা নগরাদির নিকটে ইহাদের বাস, তথাকার অধিবাসীদিগের আচার ব্যবহার ইহারা সর্ব্বদাই অনুকরণ করিয়া থাকে। এইরূপে ত্রিপুরার খিয়াঙ্গগণ, লুসাই ও কুকিদিগের আচারের কতকাংশ পাইয়াছে।

মাওবাতিয়াগণ সমতলক্ষেত্রবর্ত্তী বাঙ্গালীদিগের অনুকরণ করিয়া হিন্দুধর্ম্মের অনেক আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছে। ঐরূপ ও দুই জাতিও আরাকানবাসী খিওলথাজাতির ন্যায় আচারসম্পন্ন।

ইহারা আরাকানীভাষায়ও কথা কহিতে পারে। অপর তিনটী ত্রিপুরাবাসীজাতির ভাষা প্রায় একরূপ এবং আচার ব্যবহারে বিশেষ কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না। [ত্রিপুরা দেখ।]

পুরাণক (পুং) পুরাণ-কন্। পুরাণশব্দার্থ।

পুরাণকল্প (পুং) পুরাণঃ কল্পঃ। ১ প্রাচীনকল্প। ২ পুরাণ-প্রকাশিত।

"স ইত্থমাপৃষ্টপুরাণকল্পঃ কুরুপ্রধানেন মুনিপ্রধানঃ।
প্রবৃদ্ধহর্ষো ভগবৎকথায়াং সঞ্চোদিতস্তং প্রহসন্নিবাহ ॥"
(ভাগ° ৩।৭।৪২)

'পুরাণে কল্পতে প্রকাশতে ইতি
পুরাণকল্পঃ বুভুৎসিতোঽর্থঃ' (স্বামী)

পুরাণগ (পুং) পুরাণে গীয়তে ইতি গৈ ঘঞর্থে ক, বা পুরাণং বেদং গায়তীতি গৈ-ক (পা ৩।২।৩) ব্রহ্মা। (হেম) (ত্রি) ২ পুরাণগায়ক, যাহারা পুরাণ গান করে।

পুরাণগিরি, একজন প্রসিদ্ধ ঊর্দ্ধবাহু সন্ন্যাসী। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে তিনি বিদ্যমান ছিলেন। নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া তিনি সাধারণে বিশেষ খ্যাতিপ্রতিপত্তিও লাভ করেন। কেহ কেহ তাঁহাকে পুরাণগিরি গোঁসাই বলিয়া ডাকিত। তদীয় ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠ করিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। তিনি কান্যকুব্জবাসী রাজপুত (ক্ষত্রিয়)-কুলে জন্মগ্রহণ করেন। নয়বৎসর বয়ঃক্রমকালে ১৭৫২-৫৩ খৃষ্টাব্দের কোন সময়ে পরিবারবর্গের অজ্ঞাতসারে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বিঠুর নগরে আগমনপূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেন। কএক বৎসর সাধু-সঙ্গে ধর্ম্মপ্রসঙ্গে কাল কাটাইয়া ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দ মধ্যে তিনি প্রয়াগে গমনপূর্ব্বক ঊর্দ্ধবাহু হন। পরে তিনি উত্তরে ভোট (তিব্বত) ও চীন, দক্ষিণে সিংহল, পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ এবং পশ্চিমে সিন্ধুনদাদি অতিক্রম করিয়া আফগানস্থান, খোরাসান, কাস্পীয়ন্ সাগরের সমীপবর্ত্তী নানাস্থান, রুষিয়ার অন্তর্গত অস্ত্রাখান্ প্রভৃতি বিবিধদেশ, প্রদেশ ও নগরাদি পদব্রজে পর্য্যটন করিয়া এসিয়া-খণ্ডের পশ্চিমসীমায় আসিয়া উপস্থিত হন। এরূপ পরিভ্রমণে পরিতৃপ্ত ও প্রতিনিবৃত্ত না হইয়া তিনি য়ুরোপীয় রুষিয়ার অন্তর্গত

মস্কাউনগরে প্রবেশপূর্ব্বক তথায় নানাস্থানে পর্য্যটন করেন। অতঃপর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে তিনি তুর্কি, ইরাম্, খরকদ্বীপ, বাহরিণ্দ্বীপ, মক্কা, বোখারা, সমর্কন্দ, ভোট প্রভৃতি নানাদেশ, নগর ও গ্রাম অতিক্রম করিয়া স্বীয় নয়ন-যুগলের তৃপ্তিসাধন করেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, "আমি তুর্কিদেশীয় বসোরানগরে গোবিন্দরাও ও কল্যাণরাও নামে দুইটী বিষ্ণুমন্দির দেখিয়া আসিয়াছি। আরবদেশীয় মস্কট নগরে, তাতারদেশীয় বাখ্নগরে ও খরকদ্বীপে আমার সহিত অনেক হিন্দুর সাক্ষাৎ হয়, এতদ্ব্যতীত এসিয়ার অন্তর্গত রুষদেশীয় অস্ত্রাখান্ নগরে অনেকগুলি হিন্দুর অবস্থিতি আছে, তাহাও আমি দেখিয়া আসিয়াছি, তাঁহারা আমাকে যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।"

১৭৭৭-৭৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ভোটরাজ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন, এই সময় তসি-লামা (লামার গুরু) সহিত তাঁহার প্রণয় হয়। এরূপ সাধুসহবাসে মনের আনন্দে তিনি কাল কাটাইতে লাগিলেন। এমন সময় চীনসম্রাট্ উপর্য্যুপরি পত্র দ্বারা তসিলামাকে আমন্ত্রণ করেন। বৃদ্ধ রাজার অনুনয় বিনয়ে এবং ভোট রাজধানী লাসা নগরীর লামার অনুরোধে তিনি চীন-সম্রাটের নিকট যাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন। সম্রাট্ও তাঁহার আগমন জন্য বিশেষ সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। পথে পাছে কোনরূপ কষ্ট হয় বা বিপদ্ ঘটে, তন্নিবারণের জন্য তিনি অধীনস্থ শাসনকর্ত্তৃগণকে লিখিয়া পাঠাইলেন। ১৮৩৭ বিক্রম সম্বতে ২রা শ্রাবণ পুরাণগিরি লামার সঙ্গে চীনরাজধানী পেকিন্ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথি মধ্যে দিচু, থক্থারিং, কালমক কুম্বো, গুম, চুগু, লাঞ্জু, নিসউর, তবুঙ্কাক, খরঘু, চকন্সুবু, তোলোনুর, সিং ডিং, প্রভৃতি নগর ও প্রদেশ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা জিয়াযুখো নামক স্থানে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সম্রাট্ও প্রণামীস্বরূপ তাঁহাকে প্রভূত ধনরত্ন দান করিয়াছিলেন। অবশেষে সম্রাট্ লামা ও পুরাণগিরি প্রভৃতি কএক জনকে লইয়া পিকিন্ প্রাসাদে আসিলেন, এবং তথায় বিশেষ অনুরোধের পর লামা-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করেন। ধর্ম্মমন্ত্রলাভে পরিতৃপ্ত হইলে লামা সম্রাট্কে হিন্দুস্থানের শাসনকর্ত্তার সহিত বন্ধুত্ব-স্থাপনের অনুরোধ করিলেন। লামা ভারতে কখনও আসেন নাই, কাজেই তাঁহার এ বিষয়ে কিছুই জানা ছিল না। তিনি ভারতের শ্রেষ্ঠ সাধু পুরাণগিরিকে সম্রাট্ সমীপে আহ্বান করিয়া সম্রাটের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে কহিলেন। পুরাণগিরি বলিলেন, এখন ভারতে হেষ্টিংস সাহেব (Governor of Hindustan) শাসনকর্ত্তা। এরূপ নানা কথাবার্ত্তার পর তিনি সম্রাটের নিকট হইতে একখানি পত্র লইয়া হেষ্টিংসকে দিতে স্বীকৃত হন। চীন-রাজধানীতেই লামার মৃত্যু ঘটে। তৎপরে পুরাণগিরি অন্যান্য শিষ্যের সহিত তাঁহার পূতদেহ বাক্সে পুরিয়া ভোট রাজ্যাভিমুখে লইয়া আসেন। পিকিন হইতে দিগুর্কী নগরে আসিতে তাঁহার ৭ মাস ৮ দিন লাগিয়াছিল।

যখন তিনি ভোট রাজধানীতে অবস্থিতি করিতে ছিলেন, তখন তথাকার রাজপুরুষেরা রাজ্যসংক্রান্ত কতকগুলি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র লইয়া ভারতের তৎকালীন গবর্ণর জেনারল হেষ্টিংস বাহাদুরকে প্রদান করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। তিনি সেই সমস্ত বিশেষ দরকারী কাগজাদি লইয়া বারওয়েল ও এলিয়ট্ সাহেবের নিকট রাখিয়া চলিয়া যান। এই সমস্ত রাজকীয় কার্য্যে যে রাজ্যের বিশেষ মঙ্গল হইবে, তাহা তিনি বুঝিতেন এবং সেই কারণে নিজের অলৌকিক ক্ষমতা-বলে এই সকল ক্ষুদ্রতর কার্য্য সম্পাদনে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। এতদ্ভিন্ন আর এক বার তাঁহাকে কাশীরাজ চেৎসিংহ ও তথাকার রেসিডেণ্ট গ্রেহাম সাহেবের নিকট কোন কার্য্যোপলক্ষে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কিছুকাল পরে গবর্ণর জেনারল তাঁহাকে আশাপুর নামে একখানি গ্রাম জায়গীর দেন, এবং তিনি তাহা নিষ্কর ভোগ দখল করিয়া আইসেন।
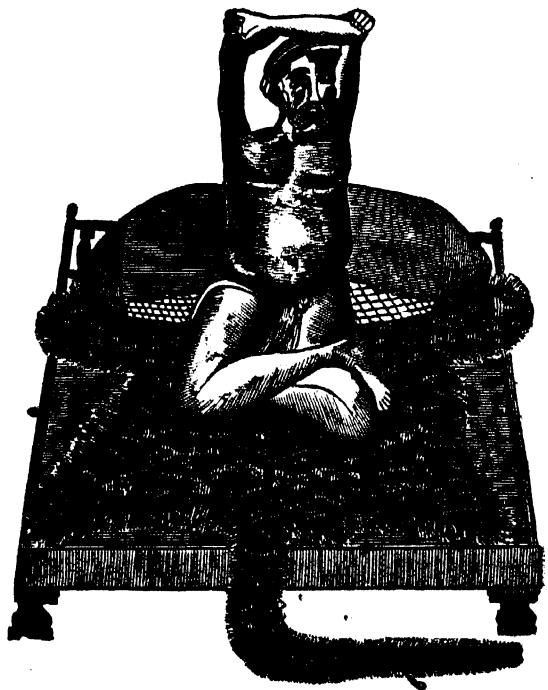
তাঁহার বুদ্ধি, অধ্যবসায়, বীর্য্য ও সাহস প্রভৃতি অনুধাবন করিলে তাঁহাকে একজন মহা পুরুষ বলিয়া মনে হয়।

কত শত পর্ব্বত, নদ, নদী নগর অতিক্রম করিয়া এবং নানা-প্রকার অসভ্য ও বর্ব্বর জাতির মধ্য দিয়া পদব্রজে ভ্রমণ করা সাধারণ সাহস বা উৎসাহের কর্ম্ম নয়। *

পুরাণ-পুরুষ (পুং) পুরাণৈর্বেদাদিভিরুপস্ততঃ পুরুষঃ মধ্যপদ-লোপি-কর্ম্মধারয়; বা পুরাণঃ পুরুষঃ। বিষ্ণু।

"পুরাণপুরুষো নন্দাত্মজঃ শ্রীবৎসলাঞ্ছনঃ।"

(পদ্মপু° উত্তরখ° ১১১ অঃ)

পুরাণপ্রোক্ত (ত্রি) পুরাণে প্রোক্তঃ। পুরাণোক্ত, পুরাণে যাহা কথিত হইয়াছে।

পুরাণবিৎ (ত্রি) পুরাণং বেত্তি বিদ-ক্বিপ্। পুরাণবেত্তা, পুরাণজ্ঞ।

পুরাণবিদ্যা (স্ত্রী) পুরাণস্য পুরাণশাস্ত্রস্য বিদ্যা। পুরাণ-শাস্ত্রে বিদ্যা।

পুরাণান্ত (পুং) পুরাণান্ পুরাতনান্। অন্তয়তি অন্ত ণিচ্-অণ্। ১ যম। (হেম) পুরাণস্য অন্তঃ অবসানং। ২ পুরাণের শেষ।

"শ্মশানান্তে রতিশ্রান্তে পুরাণান্তে চ যা মতিঃ।
সা গতির্দীয়তাং নাথ মম জন্মনি জন্মনি॥" (উদ্ভট)

পুরাণাধিষ্ঠান, কাশ্মীর রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী। তখৎ-ই-সুলিমান নামক স্থানের ১ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে বর্ত্তমান পাণ্ড্রে-থান্ নগরই উহার প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহের পরিচয় প্রদান করি-তেছে। এই নগর ধ্বংসপ্রায় হইয়া আসিলে, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজা প্রবরসেন বর্ত্তমান শ্রীনগর রাজধানী স্থাপন করিয়া যান। চীনপরিব্রাজক হিউএন্-সিয়াং যখন ভারত পরিদর্শনে আগমন করেন, তখন তিনি ৬৩১ খৃঃ অব্দে এই প্রাচীন নগরের সন্নিকটে একটী বিখ্যাত বৌদ্ধস্তূপ দেখিয়া যান। এই স্তূপ মধ্যে শাক্য বুদ্ধের দন্ত প্রোথিত ছিল; কিন্তু প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে ৬৪৩ খৃঃ অব্দে পঞ্জাবে আসিয়া উক্ত পরিব্রাজকশ্রেষ্ঠ আর সেই পবিত্র দন্ত দেখিতে পান নাই। কনোজরাজ হর্ষবর্দ্ধন সসৈন্যে কাশ্মীর-সীমান্তে আসিয়া কাশ্মীরের পতি দুর্লভরাজের নিকট বুদ্ধদন্ত প্রার্থনা করেন, হিন্দুরাজা তখন সাহ্লাদে দন্ত ফিরাইয়া দিয়া হিন্দুত্বের গৌরব-রক্ষা করিলেন।

পুরাতন (পুং) পুরা ভব ট্যুল্‌টুট্ চ। ১ পুরাণ। বৈদিক পর্য্যায় প্রত্ন, প্রদিব, প্রবয়স্, সনেমি, পূর্ব্ব, অহ্নায়। (বেদ-নিঘণ্টু ৩ অঃ)। ২ বিষ্ণু।

"উত্তরো গোপতির্গোপ্তা জ্ঞানগম্যঃ পুরাতনঃ।"

(ভারত ১৩।১৪৯।৭৬)। (ত্রি) পুরা পূর্ব্বস্মিন্ কালে ভবঃ, পুরা ট্যুল্‌টুট্। ৩ পূর্ব্বকালভব, চলিত পুরাণ। পর্য্যায়—প্রতন, প্রত্ন, চিরন্তন, চিরত্ন। (জটাধর)

"নবং বস্ত্রং নবং ছত্রং নব্যা স্ত্রী নূতনং গৃহং।
সর্ব্বত্র নূতনং শস্তং সেবকান্নে পুরাতনে॥" (নীতিশাস্ত্র)

পুরাতন গুড় (পুং) প্রাচীন গুড়। চলিত পুরাণ গুড়, ইহার গুণ—পিত্ত ও বাতনাশক, ত্রিদোষঘ্ন, রুচিকর, হৃদ্য, বিষ্ঠা ও মূত্রশোধক, অগ্নিকর, পাণ্ডু ও প্রমেহনাশক, স্নিগ্ধ, স্বাদুতর, লঘু, শ্রমঘ্ন ও পথ্য। (রাজনি°)

পুরাতন ঘৃত (ক্লী) পুরাতন ঘি, দশাব্দিককৌম্ভঘৃত, একটী কুম্ভে দশ বৎসর ঘৃত থাকিলে তাহা পুরাতন হয়। ঘৃত যত দিনের অধিক হয়, ততই বেশী গুণশালী জানিবে। ইহার গুণ—অপস্মার, মূর্চ্ছাদি, শিরঃশূল ও মূকরোগাদিনাশক। কেহ কেহ বলেন, ঘৃত এক বৎসর থাকিলে পুরাতন হয়।

"অন্নাভিষ্যন্দি মধুরং বল্যং সংবৎসরোষিতম্।
অম্ল ক্লেদঞ্চ দোষাণাং পুরাণং পরিকীর্ত্তিতম্॥" (সিদ্ধযোগ)

পুরাতন ধান্য (ক্লী) পুরাতনং ধান্যং। সংবৎসরাদ্যুষিত ধান্য; পুরাণ ধান। ইহার গুণ—লঘু, অনভিষ্যন্দী। ধান্য এক বৎসরের হইলে তাহার গুরুতা প্রভৃতি দোষ থাকে না।

পুরাতল (ক্লী) তলাতল, সপ্তপাতালের অধোগত ভূমিভেদ।

পুরাধিপ (পুং) পুরস্য অধিপঃ। পুরাধ্যক্ষ, নগরাধিপ।

পুরাধ্যক্ষ (পুং) পুরস্য পুরাধিকৃতো বা অধ্যক্ষঃ। নগরাধি-কৃত, পুরের অধিপতি।

"চিকিৎসকঃ কান্তপৃষ্ঠঃ পুরাধ্যক্ষঃ পুরোহিতঃ।
সাংবৎসরো বৃথাধ্যায়ী সর্ব্বে তে শূদ্রসম্মিতাঃ॥"

(ভারত ১৩।১৩৫।১১)

যুক্তিকল্পতরুতে রাজাদিগের অন্তঃপুরাধ্যক্ষের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে, বৃদ্ধ, কুলোদ্ভূত, কার্য্যকুশল, বিশুদ্ধস্বভাব ও বিনীত এই সকল গুণসম্পন্ন ব্যক্তি রাজাদিগের অন্তঃপুরের অধ্যক্ষ হইবে।

"বৃদ্ধঃ কুলোদ্গতঃ শক্তঃ পিতৃপৈতামহঃ শুচিঃ।
রাজ্ঞামন্তঃপুরাধ্যক্ষো বিনীতশ্চ তথেষ্যতে॥" (যুক্তিকল্পতরু)

পুরাযোনি (পুং) পুরা প্রাচীনা যোনির্যস্য। মহাদেব।

(ভারত বনপঃ ১৮৫ অঃ)

পুরারা, মধ্যপ্রদেশের ভাণ্ডারা জেলার দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত একটী সামন্ত রাজ্য, বাঘ নদীর তীরভূমে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ৩৭ বর্গ মাইল। এখানকার সর্দ্দারগণ গোঁড় জাতীয়, অধিবাসি-গণ গোঁড় ও গোয়ারা। ইহার পার্শ্ববর্তী বিস্তৃত শালবন

---

* পুরাণগিরির যে সকল বৃত্তান্ত হইতে এই সংক্ষিপ্ত জীবনী সংগৃহীত হইল, তাহা ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে যে মাসে Asiatic Researches নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তখনও তিনি পদব্রজে দেশপর্য্যটনে বিরত হন নাই।

ব্যাঘ্রসঙ্কুল। পুরাসা গ্রামই ইহার সদর। অক্ষা° ২১°৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ২৬´ পূঃ।

পুরারাতি (পুং) পুরস্য অরাতিঃ। ত্রিপুরচ্ছেদক, শিব, পুরারি।

পুরারি (পুং) পুরস্য অরিঃ। শিব, মহাদেব।

"পুরারিগিরিসম্ভূতা শ্রীরামার্ণবসঙ্গতা।" (অধ্যাত্মরামা° ১।১।৫)

পুরার্দ্ধবিস্তর (পুং) পুরার্দ্ধে পূর্ব্বার্দ্ধে বিস্তরো বিস্তৃতির্যস্মাত। খেট, খেটকাস্ত্র। (হেম)

পুরাবতী (স্ত্রী) নদীভেদ। (ভারত ভীষ্মপঃ ৯ অঃ)

পুরাবসু (পুং) পুরা পূর্ব্বকালে উৎপন্নেঃ প্রাগিত্যর্থঃ বসুঃ। ভীষ্ম। (ত্রিকা°)

পুরাবিৎ (ত্রি) পুরা পুরাবৃত্তং বেত্তি বিদ্-ক্বিপ্। পুরাবৃত্তাভিজ্ঞ, পুরাণবেত্তা।

পুরাবৃত্ত (ক্লী) পুরা পুরাণং বৃত্তং চরিতং যত্র। পূর্ব্ববৃত্তান্তনিবন্ধন, পর্য্যায় ইতিহাস, পূর্ব্বচরিত।

"শৃণু গুহ্যমিদং পার্থ! পুরাবৃত্তং যথানঘ॥" (ভারত ৭।৮।২৪)

পুরাসাহ্ (পুং) পুরাণি শত্রুপুরাণি সহতে অভিভবতি সহ-ণ্বি পূর্ব্বপদদীর্ঘঃ। ১ শত্রুপুরাভিভাবক, যিনি শত্রুনগর অভিভব করেন। ইন্দ্র। সহধাতুর 'ষাড়্রূপের' ষত্ব বিহিত আছে, এই স্থলে 'ষাড়্' রূপ না হইয়া 'সাহ্' রূপ হইয়াছে, এই জন্য ষত্ব হইল না। 'পুরাষাট্' এইস্থলে ষত্ব হইল। (সহেঃ ষাড়ঃ ষঃ। পা ৮।৩।৫৬)

পুরাসিনী (স্ত্রী) পুরং নগরমস্যতি ত্যজতীতি অস-ণিনি-ঙীপ্। সহদেবীলতা। (রাজনি°)

পুরাসুহৃৎ (পুং) পুরস্য ত্রিপুরস্য অসুহৃৎ শত্রুঃ। শিব।

পুরি (স্ত্রী) পূর্য্যতে ইতি পৄ-ই (কৄগৄশৄপৄ কুটীতি। উণ্ ৪।১৪২) সচ কিৎ। ১ পুরী। ২ নদী। (উজ্জ্বল) ৩ শরীর। (পুরী তৎশব্দটীকায় ভরত) (পুং) পূর্য্যতে যশ আদিভিরিতি। ৪ রাজা। ৫ সন্ন্যাসীবিশেষ। মুণ্ডমালাতন্ত্রে ইহাদের লক্ষণ এরূপ লিখিত আছে—

"দেবতায়াঃ সদা ধ্যানং শ্রীগুরোঃ পূজনং তথা।
অন্তর্যাগেষু যো নিষ্ঠঃ স বীরঃ পুরিরেব চ॥"

(মুণ্ডমালাতন্ত্র ২ প°)

যে বীর সর্ব্বদা দেবতার ধ্যানে নিরত, গুরুপূজারত ও অন্তর্যাগাবলম্বী, তিনি পুরিনামে অভিহিত। ৬ দশনামী সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে একপ্রকার সন্ন্যাসিভেদ। শঙ্করাচার্য্যের প্রধানতঃ পদ্মপাদ, হস্তামলক, মণ্ডন ও তোটক এই চারিজন শিষ্য ছিলেন। ইহাদের মধ্যে আবার তোটকের তিন শিষ্য—সরস্বতী, ভারতী ও পুরি।

"জ্ঞানতত্ত্বেন সম্পূর্ণঃ পূর্ণতত্ত্বপদে স্থিতঃ।
পরব্রহ্মরতো নিত্যং পুরিনামা স উচ্যতে॥"

(প্রাণতোষিণী অবধূতপ্র°)

যিনি জ্ঞানতত্ত্বে সম্পূর্ণ অর্থাৎ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন এবং পূর্ণতত্ত্বপদে অবস্থিত ও সতত পরব্রহ্মে অনুরক্ত, তিনিই পুরিনামে খ্যাত। [ইহাদের অন্যান্য বিবরণ দশনামী দেখ।]

এই পুরি নাম হইতে এই সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসিগণের উদ্ভব। কি কি গুণ থাকিলে পুরি উপাধি লাভ হইয়া থাকে, প্রাণতোষিণীতে তদ্বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে,—

শঙ্করস্বামীর প্রতিষ্ঠিত চারিমঠের মধ্যে শৃঙ্গগিরির মঠে পুরিশ্রেণীস্থ সন্ন্যাসিগণকে দেখিতে পাওয়া যায়। যিনি এই পুরিশ্রেণীতে প্রবেশ করিয়া তন্মতে দীক্ষিত হন, তাঁহারাই পুরি[১] আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বিখ্যাত পুরাণপুরি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। [পুরাণগিরি দেখ।]

পুরিশ্রেণীর মধ্যে কতকগুলি লোক বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। যশোহর জেলার অন্তর্গত স্থানবিশেষে এই সম্প্রদায়ের কতকগুলি ব্যক্তি যোগীবৈষ্ণব বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রবাদ এই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কোন সময়ে কাশীধামের ঈশ্বরেন্দ্রপুরির নিকট উপস্থিত হইয়া বলেন আমি একটী মন্ত্র পাইয়াছি, শ্রবণ করুন। পুরি সেই মন্ত্র শ্রবণমাত্র প্রেমাভিভূত হন এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আপনার আত্মাকে চরিতার্থ করেন। তদীয় গুরু মাধবেন্দ্রপুরিও শিষ্যসমীপে উক্ত মন্ত্রের আস্বাদ পাইয়া বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ক্রমে দশনামী সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের অনেকে বৈষ্ণব-সম্প্রদায় সন্নিবিষ্ট হন। ইহারা উদাসীন, অথচ দার পরিগ্রহ করেন, এই জন্য ইহারা যোগী ও গিরিবৈষ্ণব নামে খ্যাত। উৎকলের স্থানে স্থানে যোগী ও গিরি নামে দুই প্রকার বৈষ্ণব আছে। এই গৃহস্থ যোগী বৈষ্ণবেরা ভিক্ষা দ্বারা দিনাতিপাত করে এবং গিরি বৈষ্ণবেরা কৃষিকার্য্য ও শিষ্য সেবকাদির দানগ্রহণ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। অন্যান্য বৈষ্ণবের ন্যায় ইহাদের স্বতন্ত্র মঠ ও মোহান্ত আছে। সেই মোহান্তের নিকট তাহারা মন্ত্রোপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকে। ২ নদীবিশেষ। (দিগ্বিজয়প্রকাশ ৫৫৫।)

পুরিশ (পুং) পুরি দেহে শেতে শী-অ। পুরুষ। পুরিশয় প্রভৃতিরও এই অর্থ।

পুরী (স্ত্রী) পুরি বা ঙীষ্। নগরী।

"নৃপাবাসঃ পুরী প্রোক্তা বিশাংপুরমপীষ্যতে॥"

(শ্রীধরস্বামিধৃত ভৃগুবচন)

(১) সন্ন্যাসিগণ গিরি, বন, অরণ্য, পর্ব্বত প্রভৃতি শ্রেণীতে দীক্ষিত হইলে তৎ তৎ বিভিন্ন নামে তাঁহারা পরিচিত হন। [দশনামী দেখ।]

রাজা যেখানে বাস করেন সেই স্থলকে পুরী কহে।

রাজগণ শত্রুদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্ত পুরীকে অতি সুদৃঢ় করিবেন। মহাভারতে বনপর্ব্বে সুদৃঢ় পুরীবর্ণনার স্থলে লিখিত আছে, শিশুপালবধের পর রাজা শাল্ব দ্বারকাপুরী আক্রমণ করেন, তৎকালে ঐ পুরী নীতিশাস্ত্র-বিধানানুসারে সকল প্রকারে সুসজ্জিত ছিল। ঐ নগর তোরণ, পতাকা, যোধগণ, তদাশ্রয়স্থান, শত্রুপ্রহারক যন্ত্র-বিশেষ (কামান বন্দুক প্রভৃতি), সুরঙ্গরূপ গুপ্তপথনির্ম্মাতা খনক, লৌহমুখশঙ্কুযুক্ত রথ্যা, খাদ্যদ্রব্যপূরিত অট্টালকযুক্ত পুরদ্বার, চক্রগ্রহণী, বিপক্ষপ্রক্ষিপ্ত উল্কা ও অলাতনিবারক আয়ুধবিশেষ, মৃত্তিকা ও চর্ম্মনির্ম্মিত পাত্রসকল, ভেরী পণব ও আনব প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র, তোমর, অঙ্কুশ, শতঘ্নী, লাঙ্গল, ভুশুণ্ডী, বর্ত্তুলীকৃত পাষাণসমূহ, পরশ্বধ, লৌহময় চর্ম্ম, আগ্নেয় অস্ত্রসমূহ, গুলিকোপক্ষেপক যন্ত্র ও বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রে পরিপূর্ণ ছিল। প্রধান প্রধান বীরগণ এই পুরী রক্ষা করিতেছিলেন।

পুরী সুরক্ষিত করিতে হইলে ঐ সকল দ্রব্য দ্বারা পূর্ণ করিয়া রাখিতে হয়। (ভারত বনপ° ১৫ অ°) [পুর দেখ।]

পুরী, বাঙ্গালার ছোটলাটের অধীন একটী জেলা। উড়িষ্যা-বিভাগের দক্ষিণসীমায় অবস্থিত। অক্ষা° ১৯°২৭´৪০´´ হইতে ২০°১৬´২০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫°০´২৬´´ হইতে ৮৬°২৮´ পূঃ। ভূপরিমাণ ২৪৭৩ বর্গমাইল। উত্তরসীমায় বাঙ্কীজেলা ও আঠ-গড়ের সামন্তরাজ্য, পূর্ব্বে ও উত্তরে কটকজেলা, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে গঞ্জাম্ ও রণপুরের সামন্তরাজ্য। পুরীনগরই জেলার সদর ও বিভাগীয় রাজকর্ম্মচারীদিগের আবাসস্থান।

স্বভাবতঃ পুরীজেলা তিনভাগে বিভক্ত। দয়ানদীর দক্ষিণকূল হইতে দাণ্ডিমাল ও খোরদার পার্ব্বত্যভূমি পর্য্যন্ত স্থান পশ্চিমাংশবর্ত্তী, এখান হইতে মহানদীর অববাহিকা মধ্যভাগ এবং চিল্কাহ্রদ ও সমুদ্র পর্য্যন্ত বিভাগই পূর্ব্ব বলিয়া বিদিত। মধ্য ও পূর্ব্ব প্রদেশের জমি পলিময় এবং সমুদ্রতীর হইতে মধ্য-দেশবর্ত্তী পার্ব্বতীয় উপত্যকাগুলিও সমধিক উর্ব্বরা। মহা-নদীর মোহনা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি স্রোতস্বিনী এখানে প্রবাহিত থাকায় চাষবাসের বিশেষ সুবিধা আছে। কোয়াখাই নদীর প্রাচী ও কুশভদ্রা শাখা কুশভদ্রা নামে বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে এবং ভার্গবী নূনা ও দয়া নামক শাখাত্রয় ভার্গবী ও দয়া নামে চিল্কাহ্রদে আসিয়া মিলিয়াছে। পূর্ব্বাংশ অপেক্ষা মধ্যমাংশের লোকসংখ্যা অধিক। দেবীনদীর মোহানা-স্থিত পূর্ব্বসীমাবর্ত্তীস্থান জঙ্গলে পরিপূর্ণ। বর্ষাকালে জলপূর্ণ নদীগুলিতে নৌকাযোগে পণ্য দ্রব্য লইয়া যাতায়াত করা হয়।

এই সময়ে ভার্গবী, দয়া ও নূনা নদীর অবস্থা ভীষণতর হইয়া উঠে। ভীষণ বন্যায় তীরবর্ত্তী ভূমি ছাপাইয়া জলপ্রবাহে শস্যাদির বিশেষ ক্ষতি করে। দীন দুঃখী প্রজাদিগকে এরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে দেখিয়া ১৮৬৬ খৃঃ অব্দে ৩১৮৬০ মাইল লম্বা একটী সুদীর্ঘ বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। উক্ত বৎসরের বন্যায় জল-প্লাবিত হইয়া ৬৪৩৬৮৩০৲ টাকা মূল্যের জাতশস্য নষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত প্রায় ত্রিশহাজার বিঘা উর্ব্বরা জমী বন্যার ভয়ে কর্ষিত হয় নাই। পূর্ব্বদিকস্থ বঙ্গোপসাগরের বেলাভূমি বালুকাময় বলয়রূপে জেলাকে বেষ্টন করিয়া আছে। কোথাও ঐ বালুকারেখা দুইমাইল প্রশস্ত, কোথাও বা হস্তমাত্র বিস্তৃত। বাণিজ্য বিস্তারের জন্ত এখানে কোন উপযুক্ত বন্দর নাই। পুরীবন্দরে একমাত্র আশ্বিন হইতে মাঘমাস পর্য্যন্ত দেশীয় নৌকাগুলি যাতায়াত করিতে পারে। চিল্কাহ্রদ ব্যতীত এখানে সর নামে আর একটী দুইক্রোশ দীর্ঘ হ্রদ আছে। উহার জলেই ভার্গবীর বৃদ্ধি ও পুষ্টি। ইহা অপেক্ষা চিল্কাহ্রদ ১০ গুণ বড়। এই সমুদ্রাংশের পশ্চিমসীমায় পর্ব্বতমালা ও পূর্ব্বদিকে বালুকাস্তূপ আলিরূপে ব্যবধান আছে। এখানে পলি জমিয়া যে পারিকুদদ্বীপের উৎপত্তি হইয়াছে, এখন তাহাই ঐ বালুকার আলির সহিত সংযুক্ত হওয়ায় সমুদ্র হইতে এই হ্রদ সম্পূর্ণ পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে। এখানকার দৃশ্যাবলী নিত্যই নূতন এবং নয়নমনতৃপ্তিকর। বর্ষাঋতুতে পর্ব্বতগাত্র বহিয়া জলধারা হ্রদমধ্যে আসিয়া পতিত হয়; ঐ সময় ইহার আকার প্রায় ৪৫০ বর্গ মাইল হইয়া উঠে। ইহার উত্তর-মুখে যে সকল জলধারা আসিয়া পড়িয়াছে, বর্ষার সর্ব্বগ্রাসী বন্যায় তথাকার প্রজা ও চাষবাসের অবস্থা প্রায়ই শোচনীয় হইয়া পড়ে। শীতের প্রারম্ভে অগ্রহায়ণ ও পৌষমাসে এখান-কার জল নোনা হয়। পূর্ব্বে এখানে লবণ প্রস্তুত হইত।

[চিল্কা দেখ।]

পুরীজেলার বনবিভাগে শাল, শিশু, কোবিদার (আবলুস্), কাঁঠাল, আম্র, পিয়াশাল ও কূর্ম্মা প্রভৃতি মূল্যবান্ বৃক্ষ থাকায় তথায় চকোর কাষ্ঠের বিশেষ অভাব দেখা যায় না। বনজাত মধু, মোম, তসর, পুণ্ডি রং, নানাজাতীয় ওষধি, বাঁশ ও তল্দা হইতে দেশবাসীদিগের বিশেষ উপকার হয়। শিকার, মাছ-ধরা, ভ্রমণ, প্রাচীন লুপ্তকীর্ত্তিসমূহের সন্দর্শন, দেবালয় ও তীর্থাদির পরিদর্শন প্রভৃতি কৌতূহলোদ্দীপক আরামপ্রদ বিহার এখানে অপ্রতুল নাই। শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথদেবের মন্দির, ভুবনেশ্বর মন্দির, কোণারক, খণ্ডগিরি ও নীলাচল স্থান প্রধান দ্রষ্টব্য।

পুরী জেলায় কোন পৃথক্ ইতিহাস নাই। কটক নগর

উড়িষ্যাবিভাগের রাজধানী ছিল। মুসলমান ও মহারাষ্ট্ররাজগণের সময়ে এখানে যে সমস্ত যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হয়, তাহা কটকের নিকটবর্ত্তী স্থানে ঘটিয়াছিল বলিয়া উড়িষ্যার ইতিহাসের সহিত ইহার ঐতিহাসিক তত্ত্বসমূহ নিবদ্ধ হইয়াছে। এই জেলা ইংরাজ-শাসনে আসিবার পর এখানে দুইটী রাষ্ট্রবিপ্লবের নিদর্শন পাওয়া যায়। ১৮০৪ খৃঃ অব্দে খোরদার মহারাজ ইংরাজ বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। অতঃপর ১৮১৭-১৮ খৃঃ অব্দে পুরীর কৃষিজীবী পাইকসৈন্যগণের বিদ্রোহ-বহ্নিতে অনেকেই পুড়িয়া মরিয়াছিল।

মরাঠাগণের উপর্য্যুপরি আক্রমণে বিপর্য্যস্ত হইয়া খোর্দ্দারাজ নিজ সম্পত্তির অধিকাংশ হারাইলেন। একমাত্র খোর্দ্দার কিল্লা মধ্যে তিনি নিজ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। (১৮০৩ খৃঃ অব্দে) ইংরাজরাজ পুরী প্রদেশে যাইলে খোর্দ্দাপতি বিশেষ সহৃদয় ব্যবহারে ইংরাজের সহিত সখ্যতাস্থাপন করিলেন, ইংরাজ-কমিসনারের পরামর্শে খোর্দ্দারাজ মরাঠাগণকে তাঁহাদের নষ্ট সম্পত্তির অধিকার দিতে সম্মত হইলেন; কিন্তু ইংরাজসৈন্য পুরী পরিত্যাগ করিয়া মান্দ্রাজাভিমুখে প্রস্থান করিলে রাজার মতিগতি ফিরিয়া গেল। তিনি নিজ রাজ্য উদ্ধারের সুবিধা বুঝিয়া ১৮৯৪ খৃঃ অব্দে মোগলবন্দীর অন্তর্গত ভাটগাঁও গ্রামের রাজস্ব তহসীল জন্য লোক পাঠাইলেন। ইংরাজগবর্মেণ্টের আদেশ-অবহেলার জন্য তিনি কমিসনর কর্ত্তৃক বিশেষরূপে ভৎর্সিত হইলেন। ইহাতেও তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল না এবং পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরসংক্রান্ত কার্য্যাবলীতে হস্তক্ষেপ করিয়া সাধারণের অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। কমিসনর বাহাদুর স্পষ্টই তাঁহাকে মোগলবন্দীর রাজস্ব আদায় করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। অতঃপর অক্টোবর মাসে পাইকগণ বিদ্রোহী হইয়া পিপ্‌লীগ্রামের নিকটবর্ত্তীস্থানে ভীষণ অত্যাচার করিল। ইংরাজগণ এরূপ উত্থানে কিছু ত্রস্ত হইলেন। কটক ও গঞ্জাম হইতে ইংরাজসৈন্য প্রেরিত হইল, বিদ্রোহীদল পিপ্‌লী পরিত্যাগ করিয়া খোর্দ্দা দুর্গে যাইয়া আশ্রয় লইল। কএকদিন উপর্য্যুপরি গোলাবর্ষণের পর দুর্গ ইংরাজের করতলগত হয়। রাজা দুর্গ ছাড়িয়া পলাইয়া যান; কিন্তু আত্মসমর্পণ করিলেও নিজ সম্পত্তি ফিরাইয়া পান নাই। ইংরাজ গবর্মেণ্টের অধীনে ঐ সম্পত্তি 'খাসমহল' নামে পরিগণিত হইয়াছে। ১৮০৭ খৃঃ অব্দে রাজা মুক্তিলাভ করিয়া পুরীধামে বাস করিতে আদেশ পান।

১৮১৭ খৃঃ অব্দে সরবরাহকারের অত্যাচারে উত্ত্যক্ত হইয়া পাইকগণ পুনরায় বিদ্রোহী হইয়া উঠে। এবার খোর্দ্দারাজ-সেনাপতি জগবন্ধু তাহাদের অধিনায়ক হইয়া রাজার ন্যায় নেতৃত্ব করিতে লাগিলেন। এই ব্যক্তি পূর্ব্বে প্রবঞ্চিত হইয়া স্বীয় সম্পত্তি হারাইয়াছিলেন। সেই প্রতিশোধ লইবার জন্য তিনি দলবলে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বিদ্রোহীদল সময় পাইয়া বাণপুরের থানা ও গবর্মেণ্ট আফিস লুট করে এবং খোর্দ্দার রাজকীয় প্রাসাদাদি পোড়াইয়া দেয়। বিদ্রোহদমনের জন্য ইংরাজসৈন্য কটক হইতে খোর্দ্দা ও পিপ্‌লী অভিমুখে ধাবিত হইল। উভয় দলে ঘোরতর সংঘর্ষের পর ইংরাজের বিজয়-বাদ্যে চারিদিক্ শুম্ভিত হইয়া উঠিল; শীঘ্রই সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু বন্দিরাজের উপর ইংরাজরাজের সন্দেহনেত্র অপসারিত হইল না। রাজা আর উপায়ান্তর না দেখিয়া পলাইতে মনন করিলেন। ইংরাজ-কৌশলে তিনি পুরীনগরেই ধৃত হন ও ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে বন্দীভাবে প্রেরিত হইলেন। এই বৎসরেই ফোর্ট উইলিয়মে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। অতঃপর ইংরাজশাসনে খোর্দ্দার বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। বর্ত্তমান পুরীরাজ ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে হত্যাপরাধে অভিযুক্ত হন। তদবধি তিনি ইংরাজাধীনে আজীবন দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিতে দণ্ডিত হইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রই এখন জগন্নাথ দেবের সেবাইত হইয়াছেন। জগন্নাথ দেবের মন্দিরে সর্ব্বাগ্রে খোর্দ্দারাজের ভোগ নিবেদন করা হইয়া থাকে, তৎপরে অপর লোকের ভোগ হইতে পারে। শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথ দেবের মন্দির ঐ পুরীজেলায় থাকায় সাধারণের নিকট এই স্থান আদরের সামগ্রী হইয়াছে। [জগন্নাথ দেখ।]

অন্যান্য বিষয়ে পুরীবাসিগণ বিশেষ কার্য্যকুশল না হইলেও তাহারা লবণপ্রস্তুতকরণে সুদক্ষ ছিল। এখন বস্ত্রবয়ন, স্বর্ণ ও রৌপ্যের সূক্ষ্মকার্য্য এবং মৃৎপাত্রাদি নির্ম্মাণ-কার্য্যই প্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা ও মান্দ্রাজে পণ্যদ্রব্য লইয়া বিক্রয় জন্য একটী নিয়ম লিপিবদ্ধ হয়। চিল্কাতীরবর্ত্তী রম্ভানগরই উহার কেন্দ্রস্থানরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে গ্রাণ্ডট্রাঙ্করোড, কটক হইতে পুরী পর্য্যন্ত যাত্রিগমনের রাস্তা এবং তথা হইতে গঞ্জাম্ দিয়া মান্দ্রাজট্রাঙ্করোড, মান্দ্রাজনগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকায় বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

বিয়ালী, শারদ, দালুয়া ও মন্দুয়া নামে এখানে বৎসরে চারিবার চাষ হয়। ইহার মধ্যে শারদ-চাষই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ঐ সময়ে মটরকলাই, পাট, শণ, তিসি, সরিষা, শোরগুজা, তামাকু, তুলা, ইক্ষু, হলুদ, আলু, লঙ্কা ও পাণ এবং শারদধান্য বহুল পরিমাণে জন্মে। জমির পাট করিবার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। জল প্রচুর আছে, এমন কি সময় সময় বন্যার এত অধিক শস্য ভাসিয়া যায় যে, দরিদ্র প্রজা

মণ্ডলীর হাহাকার আর ঘুচে না। ১৮৬৬ খৃঃ অঃ পূর্ব্ববর্ত্তী ৩২ বৎসরের মধ্যে ২৪ বৎসর বন্যা হয়। উক্ত এক বৎসরের বন্যায় ৪ লক্ষ ১২ হাজার লোক, ঘরবাড়ী ও অসংখ্য গোমেষাদি সমস্ত ভাসিয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভিক্ষ আসিয়া দেখা দেয়। বন্যার ভয়ে অধিবাসিগণ প্রত্যেক গৃহেই আত্মজীবন-রক্ষার্থ একএকখানি নৌকা বাঁধিয়া রাখে।

সমগ্র জেলার মধ্যে শতকরা ৯৮ জন হিন্দু, বাকি মুসলমান ও খৃষ্টান। উচ্চশ্রেণীতে ব্রাহ্মণ, রাজপুত, করণ, খণ্ডাইত ও বাণিয়া এবং নিম্ন শ্রেণীতে চাষা, বাউরি, গোয়ালা, তেলী, শূদ্র, কেওট, নাপিত, কাণ্ডার, তাঁতি, মালী, বারুই, কুম্ভার, হাড়ি, লোহান, পান ও বৈষ্ণবগণই প্রধান। অধিবাসীদিগের মধ্যে হিন্দুগণ পূর্ব্বপ্রথানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রভেদে চারিভাগে বিভক্ত। সকলেই প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে স্ব স্ব জাতীয় ব্যবসায়াবলম্বী; একমাত্র এখানকার করণগণ বাঙ্গালার কায়স্থজাতির তুল্য। উড়িয়া ভাষায় সকলে কথাবার্ত্তা কহিলেও সকলে তদ্দেশজাত নহে।

প্রবাসী বঙ্গবাসী বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে এখানে আসিয়া অধিবাসীর ন্যায় অবস্থান করিতেন। তাঁহাদের পূর্ব্বতন পদবী থাকিলেও, আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মকর্ম্মের অনেক পদ্ধতিই উড়িয়াগণের অনুকরণজড়িত। এমন কি অনেকে উড়িয়া-কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া একবারে উড়িয়া হইয়া পড়িয়াছে। এতদ্ভিন্ন নদীমুখে ও চিল্কাহ্রদের সন্নিকটে নৌকাবাহী তৈলঙ্গী, গঞ্জামবাসী কুর্ত্তী, মরাঠা, মুসলমান ও শবরগণ এখানকার অধিবাসী হইয়াছে। ভোজপুর, বুন্দেলখণ্ড ও উত্তরপশ্চিম-প্রদেশ হইতে বহুতর লোক এখানে বাণিজ্যার্থ আসিয়া বাস করিতেছে। সমগ্র জেলায় প্রায় ৩৮৭১টী গ্রাম আছে এবং জগন্নাথাধিষ্ঠিত রাজধানী পুরী, পিপ্‌লী ও ভুবনেশ্বর নগরই প্রধান। [তত্তৎশব্দ দ্রষ্টব্য।]

প্রায় ১০ শতাব্দকাল পর্য্যন্ত এখানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল ছিল। সন্ন্যাসিদিগের গুহাবাস, পর্ব্বতীয় আবাসবাটিকা ও শিলা-লিপিই তাহার নিদর্শন। খণ্ডগিরি নামক পর্ব্বতই বৌদ্ধকীর্ত্তি-ক্ষেত্রের প্রধান স্থান। সর্পগুহা, হস্তী ও ব্যাঘ্র-গুহা এবং রাণীনুর নামক দ্বিতল বৌদ্ধমঠ প্রভৃতি বহুতর বৌদ্ধকীর্ত্তি বাহির হইয়াছে। ঐ সকল কীর্ত্তিগুলি তিনটী বিশিষ্ট-যুগে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ১ম যুগ—বন্যপশুর বাসার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুহা—বৌদ্ধ ভিক্ষুক যোগীদিগের প্রার্থনামন্দির। ২য় যুগ—এই সময়ে পরস্পরের সম্মিলন-স্থান ও সুন্দর মন্দিরাদি নির্ম্মিত হয়। ৩য় যুগ—জাঁকজমকশালী বাটিকা ও মন্দিরাদির নির্ম্মাণকাল। রাণীনুর-প্রাসাদ ইহার নিদর্শন। উক্ত সঙ্ঘ-মন্দিরে স্থাপয়িতার চিত্রিত লীলা খোদিত আছে। সূর্য্যপূজার নিদর্শনভূমি কোণার্কের ধ্বংসাবশিষ্ট মন্দির এখনও উড়িষ্যার উপকূলে বিদ্যমান রহিয়াছে।

অধিবাসিগণ স্বভাবতঃই দরিদ্র। বেশভূষা সামান্য এবং দারিদ্র্যব্যঞ্জক। জেলার দক্ষিণাংশবর্ত্তী ধনবান্ ব্যক্তিগণ কর্ণে ও গলদেশে কণ্ঠহারাদি অলঙ্কার পরিধান করে। ইহাদের গৃহবাস অবস্থা অনুসারে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। এখানকার খাদ্যদ্রব্যাদিও নিতান্ত মূল্যবান্ নহে। পুরী মধ্যে যে সমস্ত প্রসাদ দেখা যায়, তাহা খাইতে তৃপ্তি জন্মিলেও তাহা বিশেষ রুচিকর নহে। বালকবালিকাগণের বিদ্যাশিক্ষার্থ এখানে মহাত্মা সর্ জর্জক্যাম্বেলের উৎসাহে প্রায় ২ হাজার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সংস্কৃত চর্চ্চার জন্য আরও একটী বিদ্যালয় আছে। সাধুসমাগমের স্থান পবিত্র শ্রীক্ষেত্রধামেও বিভিন্ন শঙ্করাদি সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসিগণের মঠ দেখা যায়। ঐ সকল মঠ শাস্ত্রাদি আলোচনা ও সাধুপ্রসঙ্গের একমাত্র পুণ্যময়স্থান এবং ঐ এক এক মহান্ত এক এক মঠের অধিকারী।

২ উক্ত জেলার উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ১৫৩০ বর্গমাইল।

৩ পুরীর প্রধান নগর বা জগন্নাথক্ষেত্র। অক্ষা° ১৯° ৪৮´ ১৭´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫° ৫৬´ ৩৯´´ পূঃ। ষ্টার্লিং সাহেবের ইতিহাসপাঠে জানা যায় যে, ১৮২৪ খৃঃ অব্দে এখানে ৫৭৪১টী বাসবাটী ছিল, এখন উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

পুরী নগরটী নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। পবিত্র শ্রীক্ষেত্রের সীমা লইয়া ইহার আয়তন ৬৫০০ বিঘা। যাত্রিগণের সুবিধার জন্য এখানে অনেক বাসাবাটী আছে। ঘরগুলি ছাঁচাবাঁশে নির্ম্মিত। সমুদ্রতীরবর্ত্তী বালুকাময় স্তূপের মধ্য দিয়া নগরের জল সম্পূর্ণরূপে নির্গত হয় না বলিয়া এবং পথগুলি অল্প পরিসর থাকায় এখানকার স্বাস্থ্য তত ভাল নয়। এজন্য সময় সময় এখানে জ্বরাদি উৎকট পীড়া আসিয়া দেখা দেয়। বিশেষতঃ রথযাত্রা, রাসযাত্রা, দোলযাত্রা, স্নানযাত্রা ও ঝুলনযাত্রা প্রভৃতি পর্ব্বে এখানকার লোকসংখ্যা এত অধিক হয় যে পরস্পরের শারীরিক উত্তাপ এবং মূত্রপুরীষাদি ত্যাগে এখানকার জলবায়ু খারাপ হইয়া পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে মড়ক আসিয়া-উপস্থিত হয়। জগন্নাথদর্শনাভিলাষী কত শত তীর্থযাত্রী অকালে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। এই অকালমৃত্যু নিবারণের জন্য বদ্ধপরিকর ইংরাজ-কর্ম্মচারিগণ তিনটী উপায় অবলম্বন করিয়াছেন—

১ম—নিয়মিত সংখ্যার অতিরিক্ত লোক না আসিতে দেওয়া, ২য়—পথে কোন বিপদাপদ না ঘটে, তাহার উপর লক্ষ্য রাখা, ৩য়—যাহাতে নগর মধ্যে কোন দেশব্যাপক

পীড়া অথবা মড়ক না আসিতে পার, তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকা। বিসূচিকারোগের প্রাদুর্ভাব হইলে অগ্রেই যাত্রীর আগমন বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। দ্বিতীয় খাদ্যাভাবেও তীর্থ যাত্রীদিগের কষ্ট হইয়া থাকে। জাহাজ ও বর্ত্তমান রেলপথ বিস্তারের বহুপূর্ব্ব হইতেই এখানে তীর্থযাত্রিগণ পদব্রজে গমনাগমন করিত। প্রায়ই চাল চিঁড়া ও নদী তড়াগাদির দুষ্ট জল সেবনে রোগাক্রান্ত হইয়া তাহারা পথিমধ্যে নানা ক্লেশ উপভোগ করিত এবং পথেই অনেক লোকের জীবলীলায় শেষ হইত। এরূপ বিপদ্ হইতে তীর্থযাত্রিগণকে পরিত্রাণ-করণাভিপ্রায়ে রাজাদেশে পথে পথে হাঁসপাতাল প্রস্তুত হইয়াছে। শ্রীক্ষেত্র-সমীপবর্ত্তী স্থানসমূহে রোগীদিগের তদারকের জন্ম চিকিৎসা-বিভাগ হইতে একদল চৌকিদার (Medical patrol) নিযুক্ত হইয়াছে। গবর্মেণ্টের এতাদৃশ চেষ্টা থাকিলেও মৃত্যুসংখ্যা কিছুতেই হ্রাস হয় না। কারণ ভক্ত তীর্থযাত্রিগণ যতদিন না মুমূর্ষু অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হন, ততদিন তাঁহারা কিছুতেই হাঁসপাতালে আশ্রয় লইতে ইচ্ছুক নহেন।

ঐতিহাসিক তত্ত্বসমূহের আলোচনা হইতে জানা যায় যে বুদ্ধদেবের পরবর্ত্তী সময় হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত এখানে ধর্ম্মপ্রাণতার পরাকাষ্ঠা লক্ষিত হইয়াছে। সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে এখানে বৌদ্ধধর্ম্ম বিরাজিত ছিল। তৎপরে শৈব এবং ক্রমে রামানুজাদি বৈষ্ণবমতাবলম্বিগণের উত্তেজনায় পুরীক্ষেত্র বৈষ্ণবময় হইয়াছিল। অদ্যাপিও এখানে সেই বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবগণের একপ্রাণতা ও একচ্ছত্রতা একমাত্র শ্রীক্ষেত্রেই বিদ্যমান রহিয়াছে। বাজারে ভোগক্রয়কালে এখানে জাতীয়তার ইতর বিশেষ নাই। একপ্রাণ ও একজাতির ন্যায় আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত সকলেই একপাত্রে ভোজন করিতে পারে এবং একমাত্র জগন্নাথের উপাসনাই এখানকার মুখ্যধর্ম্ম।

কতশত বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুজাতির মহাতীর্থক্ষেত্র জগন্নাথধাম জনসমাজে পরিচিত হইয়াছিল এবং কতকাল পূর্ব্বেই বা বর্ত্তমান শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন। এরূপ বালুকাময় হতাদৃত স্থানে হিন্দুজগতের শ্রেষ্ঠতীর্থের অবস্থান কেন হইল ?

উত্তর পশ্চিমভারতের পবিত্র তীর্থগুলি মুসলমান আক্রমণে বিধ্বস্ত ও অপবিত্র হইয়াছে। বালুকাময় সমুদ্রোপকূলে স্থান পাইয়া জগন্নাথদেবের মন্দির আজিও মস্তক তুলিয়া রহিয়াছে। যখন উড়িষ্যায় আফগান মুসলমানগণ এই প্রদেশ আক্রমণ করে, তখনও জগন্নাথদেবের পাণ্ডাগণের পূর্ণ প্রভাব ছিল। শ্রীক্ষেত্রের দেবমূর্ত্তির উপর পাণ্ডা পুরোহিতগণের পূর্ণস্বত্ব নাই। ইনি কেবল ব্রাহ্মণের নহেন, সমগ্র ভারতবাসীর পূজনীয় দেবতা। উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ হইতে নীচ শবর জাতিরও আধিপত্য দৃষ্ট হয়।

ভারতীয় ইতিহাসের প্রভাতী ঊষায় এখানে নির্ব্বাণপিপাসায় প্রবুদ্ধ বৌদ্ধগণ আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। কএক শতাব্দ ধরিয়া শাক্যবুদ্ধের দন্তদণ্ড এই পুরিধামে প্রোথিত থাকায় সেই কএক শতাব্দকাল এই নগর বৌদ্ধগণের জেরুসালেম বলিয়া পরিগণিত ছিল। সমুদ্রের উচ্ছ্বসিত ঊর্ম্মিমালার ঘোর গভীর কলকলনাদে আত্মবিস্মৃত ও ঈশ্বর প্রকৃতির ওঙ্কারের অনুপ্রাসের শান্তিক হিল্লোলে তন্ময় হইয়া কত শত সাধু সন্ন্যাসী এই তীর্থসঙ্গমে আসিয়া সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্বর্গদ্বার নামক পবিত্রক্ষেত্রে সংসারে উদাসীন হইয়া কালের অনন্ত ক্রোড়ে আশ্রয় লইতেছেন, তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। যাহার ঈশ্বরে ভক্তি ও বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, তিনি যে জীবনে একবার জগন্নাথ দর্শনে আগমন করেন নাই, এরূপ লোক ভারতে বিরল।

খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর প্রারম্ভেই জগন্নাথদেবের প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া যায়। ৩১৮ খৃঃ অব্দে রক্তবাহু কর্ত্তৃক পুরী আক্রমণের কথা ইতিহাসে লিখিত আছে। এই সময় পুরোহিতগণ দেবমূর্ত্তি লইয়া নগর হইতে পলায়ন করিলে দস্যুদল জনশূন্য নগর অধিকার করে। প্রায় দেড়শতাব্দ কাল ঐ বিগ্রহ পশ্চিমদিক্‌বর্ত্তী জঙ্গলমধ্যে লুক্কায়িত ছিল, পরে কোন ধর্ম্মপরায়ণ রাজা বিদেশীয়দিগকে নগর হইতে তাড়াইয়া দিয়া দেবমূর্ত্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিন বার এই দেবমূর্ত্তি চিল্কাহ্রদে নিক্ষিপ্ত হন। সমুদ্রপথে জলদস্যুদ্বারা আক্রমণ অথবা দুর্দ্ধর্ষ আফগান অশ্বারোহিগণের করাল কবল হইতে প্রতিমূর্ত্তি রক্ষা করাই তদ্দেশবাসী প্রাণাপেক্ষা মূল্যবান্ মনে করিতেন। পাণ্ডাগণ শত্রু হস্ত হইতে পবিত্র দেবমূর্ত্তি রক্ষাকরণাভিপ্রায়ে কখনও জলমধ্যে কখনও বা অন্তরালে লুকাইয়া রাখিত।

জগন্নাথের এরূপ বিশ্বব্যাপী ও চিরন্তন খ্যাতিলাভের কারণ এই যে, তিনি আপামর সাধারণের দেবতা। দীন দরিদ্র হইতে ধনধান্যবান্ ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেই সমানভাবে এখানে আচরিত হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণপাণ্ডা হইতে পাষণ্ড কৃষক পর্য্যন্ত সমানাধিকারে ত্রিজগতের অধিপতি নারায়ণের সমক্ষে দাঁড়াইতে পারে। এতন্নিবন্ধন পুরুষোত্তমক্ষেত্রে জাতিবিচার নাই, ব্রাহ্মণ শূদ্রের হস্তে এবং শূদ্রও অপর কোন জাতির হস্তে মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিয়া থাকে। পরমেশ্বরের চক্ষে

মনুষ্য ও কীট সমান। এই জগন্নাথক্ষেত্রে আবহমানকাল তাহার নিদর্শন ত্রিজগৎপতির সমীপে বিদ্যমান আছে। হিন্দু-শাস্ত্রে এই জগন্নাথমূর্ত্তি বৈকুণ্ঠপতি বিষ্ণুর রূপান্তর মাত্র। পরে পাণ্ডাগণ ত্রিমূর্ত্তি বা ত্রিধাশক্তির অবান্তর আশ্রয়গ্রহণে সমগ্র মূর্ত্তিকে জগন্নাথ, ভ্রাতা বলরাম ও ভগিনী সুভদ্রা এই কল্পিত নামে* অভিহিত† করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ভারতের সকল দেবদেবীর মূর্ত্তি পুরীমন্দিরের চতুঃসীমা মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে। এই কারণ ভারতবাসী বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণ এখানে আসিয়া মনের স্বচ্ছন্দে আপনাপন অভীষ্ট দেবের পূজা করিয়া আত্মা চরিতার্থ করিতে সমর্থ হন। দেবমন্দিরের গাত্রে পুরাণাদি হইতে নানা চিত্র প্রস্তরখণ্ডে প্রতিফলিত হইয়াছে।

জগন্নাথদেবের প্রতিমূর্ত্তি কেন এইরূপে গঠিত হইল, তৎসম্বন্ধে দুএকটী প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে। পুরাকালে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা এই দেবমূর্ত্তিস্থাপনমানসে ব্রহ্মার তপস্যা করেন। ব্রহ্মার বরে বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া সমুদ্রসৈকতে এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন, তৎপরে তিনি রাজাকে বলিলেন, আমি জগন্নাথের প্রতিমূর্ত্তি গড়িতে আরম্ভ করিলাম। যত দিন না মূর্ত্তি গঠন সমাধা হয়, তত দিন কেহ এই মন্দিরদ্বার খুলিয়া গৃহে প্রবেশ করিলে কার্য্যে বাধা পড়িবেক। বহুদিন অতিবাহিত হইতে দেখিয়া রাজা বিশেষ ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতিতে মন্দিরদ্বার উন্মুক্ত হইল,—রাজা দেখিলেন মূর্ত্তির বর্ত্তমান আকৃতি পর্য্যন্ত গঠন কার্য্য শেষ হইয়াছে। তদবধি বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত ঐ মূর্ত্তিই জনসমাজে জগন্নাথদেবের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া পূজিত। আবার কেহ কেহ বলেন, এখানকার আদিম-বাসী শবরগণ নিবিড় অরণ্য মধ্যে নীল বর্ণের একখানি প্রস্তর-পূজা করিত। ঐ জাগ্রত দেবতা অনার্য্য জাতির পূজায় ও উৎসর্গীকৃত উপহারাদিতে পরিতুষ্ট না হইয়া আর্য্যগণের পবিত্র ও শুদ্ধভাবে প্রদত্ত ভোগাদি সেবনে ইচ্ছুক হইলেন। প্রাচীন আর্য্যবংশীয় কোন নরপতি এ প্রদেশে আসিলে তাঁহারই যত্নে ঐ প্রস্তরখণ্ড কাটিয়া ছাঁটিয়া নূতনভাবে প্রতিমূর্ত্তি গঠিত হইয়াছে। এখনও প্রায় উড়িষ্যার প্রত্যেক গৃহেই দুই প্রকার পূজাই প্রচলিত আছে। আর্য্য জাতির দেবদেবীর মন্দিরের পার্শ্বেই প্রাচীন অনার্য্যগণের মূর্ত্তিহীন প্রস্তরময় গ্রাম্যদেবতা-দিগেরও স্বতন্ত্র পদ্ধতি অনুসারে পূজাবিধি নিবদ্ধ রহিয়াছে।

উক্ত গল্পাংশ হইতে কেহ উত্তরপশ্চিমদেশবাসী বিষ্ণুপূজক কোন আর্য্যবংশীয় রাজার পুরীধামে আগমন ও অবস্থান কল্পনা করেন। ক্রমে তাঁহারা আদিম অধিবাসীদিগকে অধীনতাপাশে বদ্ধ করিবার আশায়, তাহাদের মনঃতুষ্টির জন্য আর্য্য ও অনার্য্য প্রথায় ক্রিয়াকলাপাদি মিশ্রিত করিয়া রাখিয়াছেন। পুরাণে লিখিত আছে, বিষ্ণু একমাত্র রাজা ও বীরপুরুষগণের দেবতা, উক্ত বিধানে এখানকার জগন্নাথমূর্ত্তিও সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পূজিত না হইয়া রাজকর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথমে পূজা প্রাপ্ত হন এবং রাজাদেশেই পূজাবিধি প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। [জগন্নাথ শব্দে ঐতিহাসিক বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

এই সুদূর জাঙ্গলভূমে প্রথমেই বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারিত হয় নাই। সম্ভবতঃ সর্ব্বাগ্রে এখানে অনার্য্যগণের প্রস্তরপূজারই প্রাধান্য ছিল। ক্রমে আর্য্যগণ স্বধর্ম্মপ্রচারোদ্দেশে আগমন করেন। তৎপরে খৃষ্ট পূর্ব্ব হইতে খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দ পর্য্যন্ত এখানে বৌদ্ধশক্তি ও অর্হৎগণের কলকণ্ঠে উড়িষ্যার কন্দরসমূহ প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। এই সময় সঙ্গে সঙ্গে শৈব ও বৈষ্ণব-গণের অভ্যুদয়। শৈবপ্রভাবের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত ভুবনেশ্বরের মন্দিরেই প্রতিভাত হইয়াছে। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দী হইতেই এখানে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত হইতে থাকে। ১২শ শতাব্দীতে পুরীধামে যে জগন্নাথ উড়িষ্যাপতির চিরসহায় ও সম্পত্তি ছিলেন, রামানুজের ওজস্বিনী বক্তৃতায় ও তেজস্বিনী প্রতিভায় সমগ্র দাক্ষিণাত্যবাসী উক্ত দেবমূর্ত্তি সাধারণের পূজ্য বলিয়া জানিয়াছিল। ১১৫০ খৃঃ অব্দে উক্ত মহাপুরুষ নগরে নগরে বিষ্ণুতে একত্ব, আদিকারণত্ব ও জগৎ-জনকত্ব প্রভৃতির কারণের আরোপ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মপ্রচার করেন। যখন নারায়ণ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, তখন সকল মনুষ্যেরই তাঁহার উপর সমান অধিকার আছে। রামানুজের শিষ্যগণ হইতেই বৈষ্ণবগণের জাতীয় একতার সূত্রপাত হয়।

* বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের পূর্ণাবতার বলিয়া কল্পিত। তাঁহার ভ্রাতা বলরাম ও সুভদ্রা ভগিনী ছিলেন। বিবাহস্থলে কৃষ্ণসখা অর্জ্জুন কর্ত্তৃক সুভদ্রাহরণ যেরূপ ভীতিপ্রদ, এখানেও সুভদ্রার বিবাহব্যাপার সেইরূপ কল্পনাশ্রিত। শ্রীক্ষেত্রে সুভদ্রা সমুদ্রভয়ে ভীতা হইয়া ভ্রাতৃদ্বয়ের শরণাপন্ন হইয়াছেন। ইহাও অলৌকিক যে জগন্নাথমন্দিরের বাহিরে দাঁড়াইয়া সমুদ্র গর্জ্জন শুনা যায়, কিন্তু সিংহদ্বার অতিক্রম করিলেই আর শব্দশ্রুত হয় না। প্রবাদ, সমুদ্র সুভদ্রাপ্রার্থী হইয়া আগমন করিলে, কল্লোলের হুঙ্কারে ত্রস্তা সেই কৃষ্ণভগিনী পলায়মানা হইলেন। ভ্রাতৃ-বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া তিনি ভ্রাতার নিকটেই রহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ (জগন্নাথ) ভগিনীর ভয় নিবারণের জন্য সমুদ্রকে আর অগ্রসর হইতে নিষেধ করি-লেন। তদবধি সমুদ্র দূরে রহিলেন, তাহার গর্জ্জন আর সুভদ্রার কর্ণ-স্পর্শী হইল না।

† জগন্নাথদেবের মূর্ত্তির ন্যায় বৌদ্ধশাস্ত্রেও ঐরূপ চিত্রাঙ্কিত একটী যন্ত্রশক্তির উল্লেখ আছে, রাজা রাজেন্দ্র, কানিংহাম্ প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ উভয়ের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া জগন্নাথ পূর্ব্বতন বৌদ্ধকীর্ত্তির রূপান্তর বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু এ যুক্তি সমীচীন নহে। [জগন্নাথ দেখ।]

তাহারা যখন এক ঈশ্বর হইতে সৃষ্ট-সন্তান, এ কারণ তাহাদের একত্র ভোজন ও শয়ন অবৈধ নহে।

১১০৭ খৃষ্টাব্দে রাজা চোড়গঙ্গদেব উড়িষ্যার সিংহাসনে আসীন ছিলেন। তিনি গঙ্গানদী হইতে গোদাবরীতট পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগে রাজত্ব করিতেন। তদ্বংশীয় অনঙ্গভীম ১০টী সেতু ও ১৫২টী স্নানসোপান নির্ম্মাণ, কূপ তড়াগাদি খনন, পান্থশালা প্রভৃতি সাধারণ আশ্রয়স্থান ইত্যাদি কীর্ত্তিগুলি রাখিয়া যান। বর্ত্তমান জগন্নাথের মন্দির চোড়গঙ্গের অলৌকিক কীর্ত্তি। ১১৯৮ খৃঃ অব্দে এই মন্দিরবাটিকা সংস্কৃত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করে।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ভারতে নবযুগ উপস্থিত হয়। বৈষ্ণব-চূড়ামণি রামানন্দ ও কবীরের বিমোহিনী বক্তৃতায় বিমুগ্ধ হইয়া ভারতবাসী বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে পুণ্যবান্ মনে করিয়াছিলেন। কবীরের পর মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য নয়নাশ্রুতে জগৎবাসীকে ভুলাইয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন। উক্ত মহাপুরুষের মতে জগদীশ্বরের নিকট জাতি বা কুলের বিচার নাই। যিনি কায়মনে তাঁহার সেবায় রত থাকিবেন, তিনি কখনও বিমুখ হইবেন না। চৈতন্যের প্রভাবে পুরীবাসী বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। তথাকার প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ মহাপ্রভুর তর্কে পরাভূত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শ্রীক্ষেত্রেই চৈতন্যের জীবলীলা হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে নারায়ণের অংশ জানিয়া জগন্নাথের মন্দিরের পার্শ্বে তাঁহারও মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সমগ্র উৎকল প্রদেশে আজিও প্রায় ৮ শত চৈতন্যমূর্ত্তি বিরাজিত আছে।

মহাপ্রভুর জীবদ্দশাতেই (১৫২০ খৃঃ অঃ) উত্তর-ভারতে বল্লভস্বামী বৈষ্ণব মত প্রচার করেন। তাঁহার মত উক্ত মহাপুরুষদিগের মত হইতে স্বতন্ত্র। [রামানুজ, রামানন্দ, কবীর, চৈতন্য ও বল্লভস্বামী প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

ধীরে ধীরে এইরূপ ধার্ম্মিকগণের অভ্যুদয় ও পুণ্যক্ষেত্র জগন্নাথতীর্থে সমাগম জন্য এখানে বহুতর মঠের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। জগন্নাথদেবের বাৎসরিক আয় প্রায় ৭ লক্ষ টাকা। এতদ্ভিন্ন যাত্রীদিগের প্রদত্ত অলঙ্কারাদিও নিতান্ত অল্প মূল্যের নহে। এরূপও প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, প্রসিদ্ধ কোহিনূর হীরক যাহা এখন খণ্ডাকারে মহারাণী ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার মুকুটে শোভা পাইতেছে, তাহাই পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহ জগন্নাথদেবকে দান করিয়া যান *। জগন্নাথক্ষেত্রে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের পূর্ণপ্রভাব বিদ্যমান থাকিলেও বিমলা দেবীর মন্দিরে শক্তি-উপাসনার কতক নিদর্শন পাওয়া যায়।

জগন্নাথের সেবকমণ্ডলীর মধ্যে প্রায় ৩৬টী থাক ও ৯৭টী শ্রেণী আছে। খোর্দ্দারাজ সকলের শ্রেষ্ঠ। রাজা স্বয়ং সম্মার্জ্জনী লইয়া দেবমন্দির পরিষ্কারে নিযুক্ত। পাণ্ডাগণের মধ্যে কেহ দেবমূর্ত্তি আভরণাদি ভূষিত করিতেছেন, কেহ পূজার আয়োজনে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। কেহ বা পরিচ্ছদাদি রক্ষায় এবং কেহ বা রন্ধনাদির ভার লইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন সেবানুরত ভৃত্যগণ, নর্ত্তকীগণ, বাদ্যকরগণ, মালাকারগণ ও নানা কারিকর দেবসেবায় কাল কাটাইতেছে। শ্রীমন্দিরের এক এক স্থানে প্রাচীন পুঁথি সকল রক্ষিত আছে; এখানে কতিপয় বিজ্ঞব্যক্তি সর্ব্বদা শাস্ত্রানুশীলনে অতিবাহিত করিতেছেন।

দেবমন্দির চারিভাগে বিভক্ত। ১ম ভোগমন্দির, ২য় নাট-মন্দির, ৩য় দর্শনমন্দির বা জগমোহন ও ৪র্থ পীঠভূমি বা পবিত্র গর্ভগৃহ। এখানে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্ত্তি স্থাপিত। সিংহদ্বারের বহির্দ্দেশে একটী অতি প্রাচীন স্তম্ভ আছে, এখানে দর্শকমণ্ডলী আসিয়া জমায়েত হয়। পুরী উপকূলের ১০ ক্রোশ উত্তরে যেস্থানে সূর্য্যউপাসকদিগের পবিত্র মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে, ঐ স্তম্ভ সেই কোণার্ক হইতে আনীত হয়। কতকাল পূর্ব্বে এখানে সূর্য্যোপাসনা প্রচলিত ছিল, তাহার প্রকৃত সময় নিরূপণ করিবার উপায় নাই।

[মন্দিরের বিস্তৃত বিবরণ জগন্নাথশব্দে দেখ।]

জগন্নাথদেবের রথযাত্রাই এখানকার প্রধান উৎসব। উহা আষাঢ়ী শুক্লা দ্বিতীয়াতে আরম্ভ হইয়া অষ্টাহকাল থাকে। জগন্নাথদেবের রথখানি ৪৫ ফিট্ উচ্চ, ৩৫ ফিট্ চতুরস্র ও ৭ ফিট্ ব্যাসের ১৬ খানি চক্রযুক্ত। সুভদ্রা ও বলরামের রথ দুই খানি উহাপেক্ষা কিঞ্চিৎ ছোট। ঐ দিনে মূর্ত্তি তিনটী রথাধিষ্ঠিত করিয়া মহাসমারোহে উদ্যানবাটিকায় লইয়া যাওয়া হয়। উদ্যানবাটীকা হইতে শ্রীমন্দির পর্য্যন্ত রথযাত্রার উপযোগী একটী মাত্র প্রশস্ত রাস্তা আছে। অপর সকলগুলিই সরু গলি। শ্রীমন্দির হইতে উদ্যানবাটিকা অর্দ্ধ ক্রোশেরও কম। এই পথ দিয়া রথ লইবার কালে বালুকায় চক্র বসিয়া যায়, ৪২০০ শত চাসী ও তীর্থযাত্রীগণ একত্র হইয়া রথ টানে। তথাপিও এই অর্দ্ধ ক্রোশ পথ যাইতে কএক দিন লাগে। সূর্য্যের নিদারুণ উত্তাপে এবং দশ বিশ হাজার জনতার মধ্যে

* প্রবাদ ঐ মণি জগন্নাথেরই ছিল। হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী প্রসিদ্ধ কালাপাহাড় জগন্নাথের অঙ্গ হইতে এই মণি বিচ্ছিন্ন করিয়া তাঁহার দারুময় দেহ পুড়াইয়া চিল্কাহ্রদে নিক্ষেপ করিয়া যান। পাণ্ডাগণ দেবমূর্ত্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এখন প্রতি বৎসর স্নানযাত্রার সময় জগন্নাথের গাত্রে রং দেওয়া হয়। রণজিৎ মুসলমান সাহের নিকট হইতে কোহিনূর লইয়া পুনরায় জগন্নাথকে দেন। এই প্রবাদের মূলে কিছুমাত্র সত্য নাই।

প্রাণপণ জোরে রথ টানায় কাহার কাহারও ছর্দ্দি গর্ম্মিতে মৃত্যু ঘটে। রথ উদ্যানে পৌছিলে সকলের আনন্দের সীমা থাকে না। মহোল্লাসে যাত্রিগণ রাস্তার সেই উত্তপ্ত বালুকার উপর গড়াগড়ি দিয়া থাকে। অনেকক্ষণ পরে আমোদের মাত্রা কমিয়া আসিলে গাত্রোত্থান করিয়া স্নানাহারে গমন করে। পূর্ব্বে কখন কখন উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতে করিতে কোন কোন যাত্রী রথচক্র তলে পড়িয়া প্রাণ হারাইত; কিন্তু এখন আর ঐরূপ অপঘাত মৃত্যু ঘটে না। কখন অসীম জনতায় হুড়াহুড়ি করিতে করিতে কতলোক চক্রতলে পড়িয়া মারা গিয়াছে। আবার কেহ কেহ (যাহারা কঠিন পীড়ায় ভুগিতেছে) স্বেচ্ছায় চক্রতলে পড়িয়া ইহ যন্ত্রণা লাঘব করে। রথ চাপে মরিলে দেবমূর্ত্তির কোন অপবিত্রতা স্পর্শে না, কিন্তু মন্দির-স্বামীর মধ্যে কোন লোকের মৃত্যু ঘটিলে সকল অপবিত্র হইয়া যায়। যথাবিধি স্নান প্রভৃতি দ্বারা দেবমূর্ত্তি শুদ্ধ হইয়া থাকেন, অপর স্থান ধুইয়া ফেলিতে হয়।

জগন্নাথ ভারতবাসী সকলেরই দেবতা। এখানকার দেবমূর্ত্তি সকল পর্য্যবেক্ষণ করিলে অনুমিত হয় যে, এক সময়ে এখানে ভারতবাসী সকল জাতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায় আশ্রয় পাইয়াছিল। কিন্তু বলিতে পারি না, কি কারণে বর্ত্তমান সময়ে পাণ্ডাগণ কর্ত্তৃক শুঁড়ী, চামার, চণ্ডাল, মেথর প্রভৃতি নীচ জাতি, যবন, ম্লেচ্ছ প্রভৃতি বিধর্ম্মী সম্প্রদায় এবং কসাই ও পশুমাংসভোজী আদিম জাতিগণ মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পায় না। যবনসংস্পর্শে দুষ্ট পীরালীগণও পূর্ব্বে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ লাভ করিতে পারিত না। চর্ম্মপাদুকা বা একটী চর্ম্মনির্ম্মিত ক্ষুদ্র ব্যাগহস্তেও মন্দিরে যাইবার আদেশ নাই। দিবারাত্র দলে দলে লোক পুরীনগরে আসিতেছে। যাত্রীদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক। এতদ্ভিন্ন কতশত দীর্ঘশ্মশ্রু জটাবিলম্বী উলঙ্গ সন্ন্যাসী জগন্নাথ-দর্শনে আসিয়া থাকেন। পুরীধামে রেলপথ বিস্তৃত না থাকায় যাত্রীদিগকে প্রায় হাটিয়া যাতায়াত করিতে হইত।* সুন্দর বালুকাময় প্রান্তরমধ্য দিয়া এত অধিকসংখ্যক লোকের গমনাগমন ঠিক সমরবাহিনী সেনাদলের ন্যায় দেখায়। আগত যাত্রীদিগকে ধরিয়া আনিবার জন্য পাণ্ডাদিগের অধীনে প্রায় ৩ হাজার লোক গ্রামগ্রামান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

যাত্রীদল সিংহদ্বারে প্রবেশ করিবামাত্রেই একজন ঝাঁটা হস্তে লইয়া যাত্রীদের গাত্রে মারিতে থাকে। বিশ্বাস, তাহার পূর্ব্বসঞ্চিত পাপসমূহের স্খালন হয়। প্রত্যহ প্রায় ৫ হাজার যাত্রী একবারে স্নান করিতে দেখা যায়। রথযাত্রার সময় স্বর্গদ্বারের নিকট প্রায় ৪০০০০ লোক একবারে স্নান করিতে অবতীর্ণ হয়। পুরীধামে প্রতিবৎসর কত লোক আসিয়া থাকে, তাহার ঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। রথযাত্রা উৎসবে প্রায় ৯০ হাজার লোকের জন্য প্রসাদ প্রস্তুত হয় এবং অন্যান্য উৎসবে প্রায় ৭০ হাজারের খোরাক রাঁধা হয়। মিসনারারিদিগের লিখিত বৃত্তান্ত হইতে জানা যায় যে, কোন কোন বৎসরে রথযাত্রার সময় প্রায় ১॥০ লক্ষ লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

যাত্রিগণ পুরীতে আসিলেই পাণ্ডারা নূতন চুল্লী জালিয়া অন্নাদি পাক করিতে নিষেধ করিয়া থাকেন। কারণ যে পবিত্র নগরে জগন্নাথ প্রসাদ দিতেছেন, তথায় প্রসাদ পরিত্যাগ করিয়া স্বপাক অন্নগ্রহণ মহাপাপ। কাজেই ধর্ম্মপরায়ণ ভারতবাসীর পক্ষে প্রসাদভক্ষণ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। বাসী প্রসাদ-ভক্ষণ এবং অস্বাস্থ্য স্থানে বাসনিবন্ধন সহসাই তীর্থযাত্রিগণ বিসূচিকা রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে। ঘরগুলির জানালা না থাকায় গৃহে পরিষ্কৃত বায়ুপ্রবেশ করিতে পায় না। কাজেই দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু গৃহমধ্যে থাকিয়া রোগীর মারাত্মক হইয়া উঠে। ১৩।১৪ ফিট্ লম্বা ঘরে মহাজনতার সময় ৭০।৮০ জন লোক অনায়াসে রাত্রিযাপন করে। রথযাত্রা দেখিয়া যখন লক্ষাধিক লোক পুরী পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশাভিমুখে চলিয়া আসে, তখন প্রায় সকল নদীর জল বন্যায় পুরিয়া উঠে এবং কাহার সাধ্য যে সেই বেগবতী স্রোতস্বতীকে অতিক্রম করিয়া নৌকাযোগেও পরপারে গমন করিতে পারে, একে পথশ্রম-ক্লেশ, অনাবৃত স্থানে রৌদ্র ও বৃষ্টিতে বাস, তাহার উপর গুড় চিড়া প্রভৃতি আহার্য্য সেবনে শরীর এতই ক্লিষ্ট হয় যে কোনরূপ সামান্য বৈষম্য প্রাপ্তেই মৃত্যু উপস্থিত হইয়া থাকে। কতক বন্যায় ভাসিয়া যায়, ও কতক জ্বরবিকারে কালগ্রাসে নিপতিত হয়।

১৮৭০ ও ১৯০০ খৃঃ অব্দে রথযাত্রা উপলক্ষে এখানে যাত্রী মহলে মহামারী উপস্থিত হয়। শবরাশি দেখিয়া অধিকাংশ যাত্রীই রথ আসিবার পূর্ব্বেই শ্রীক্ষেত্র ছাড়িয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়াছে। ইংরাজ-গবর্মেণ্ট বিশেষ চেষ্টা করিয়াও এরূপ ভয়াবহ মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস করিতে পারিলেন না। এখন যেরূপ সুবন্দোবস্ত হইয়াছে, যাত্রীর দল অল্প অল্প করিয়া পুরীতে যাইতেছে ও আসিতেছে এবং যেরূপ যত্নে হাঁসপাতাল প্রভৃতি রক্ষিত হইয়াছে, তাহাতে কোনক্রমেই গবর্মেণ্টকে দোষী বলা যায় না। হিন্দুতীর্থে বিধর্ম্মী রাজার হস্তক্ষেপ করিবার অধি-

* এখন ষ্টীমারের সাহায্যে কতক লোক সমুদ্রপথে, কতক বা খাল দিয়া কটক পর্য্যন্ত গিয়া গাড়িতে যাইতেছে। বি, এন্, কোংর রেল ১৯০০ খৃঃ অঃ কলিকাতা হইতে মেদিনীপুর তথা হইতে কটক হইয়া ইষ্টকোষ্ট রেলের সহিত মিলিয়া মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত গিয়াছে।

কার নাই। রাজ্যেশ্বর অনাহুত যাত্রীর আগমন বন্ধ করিতে পারেন না, কারণ তাহা হইলে হিন্দুর ধর্ম্মহানি হইতে পারে। পুরীধাম ভারতবাসীর একটী মহাপুণ্যতীর্থ ও বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রকৃত নিদর্শনভূমি।

পুরীতৎ (পুং ক্লী) পুরীং শরীরং তনোতীতি তন ক্বিপ্, (গমঃ ক্বৌ। পা ৬।৪।৪০) ইত্যত্র 'গমাদীনামিতি বক্তব্যং' ইতি বার্ত্তিকোক্ত্যা অনুনাসিকলোপঃ, তুগাগমশ্চ। ততো (নহিবৃতি-বৃষিব্যধিরুচিসহিতনিষু ক্বৌ। পা ৬।৩।১১৬) পূর্ব্বপদস্য দীর্ঘঃ। অন্ত্র, অন্ত্রাখ্যনাড়ীভেদ। চলিত আঁত। পুরি দেহে তনোতি আচ্ছাদয়তি হৃদয়াদি অলুক্‌সমাসঃ, হৃদয়মধ্যঃ। হৃদয়াচ্ছাদক মাংসভেদ। (শুক্লযজুঃ ৩৯।৯) ৩ দেহ। (শত° ব্রা°) *

পুরীদাস (পুং) [পরমানন্দপুরী দেখ।]

পুরীমোহ (পুং) পুরীং শরীরং মোহয়তীতি মুহ-ণিচ্। (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১) ধুস্তূর। (শব্দমা°)

পুরীষ (ক্লী) পিপর্ত্তি শরীরমিতি পৃ-ঈষন্ সচ কিৎ (পৄভূভ্যাং কিচ্চ। উণ্ ৪।২৭) বিষ্ঠা।

যে সকল বস্তু আহার করা যায়, তাহার সারাংশ রস ও রক্তাদিরূপে পরিণত এবং অসার অংশের স্থূলভাগ, বিষ্ঠারূপে এবং জলীয়াংশ মূত্রাকারে পরিণত হয়। যেরূপ প্রতিদিন আহার করিতে হয়, সেইরূপ পুরীষোৎসর্গ বিধেয়। এই পুরীষ অসারাংশ দ্বারা উৎপন্ন, এইজন্য ইহার নাম মল। শাস্ত্রে ভোজনাদির যেরূপ বিধান আছে, তদ্রূপ পুরীষত্যাগের বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়। অতি সংক্ষেপে শাস্ত্রোক্ত পুরীষোৎসর্গের বিষয় বলা যাইতেছে। আহ্নিকতত্ত্বে লিখিত আছে, গৃহী অরুণোদয়কালে উঠিয়া দন্তধাবনের পর পুরীষ ত্যাগ করিবেন। ইহাকে চলিত কথায় 'বাহ্য যাওয়া' কহে। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে চারিদণ্ডকালই অরুণোদয়কাল। মূত্র বা পুরীষের বেগ উপস্থিত হইলে কদাচ ধারণ করিবে না, কিন্তু ইন্দ্রিয়বেগ অতি যত্নপূর্ব্বক ধারণ করিবে। মল ও মূত্রের বেগ ধারণে নানাপ্রকার পীড়া হইয়া থাকে, এই জন্য ধর্ম্মশাস্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদ এই দুয়েই নিষিদ্ধ হইয়াছে। যখন মূত্র ও পুরীষ ত্যাগ করিবে, সেই সময় তৃণ দ্বারা ভূমি আচ্ছাদন এবং মস্তক বস্ত্রে আবৃত ও মৌনী হইয়া ষ্ঠীবন বা উচ্ছ্বাস-(থুথু ফেলা বা হাইতোলা) রহিত হইয়া পুরীষ বা মূত্র ত্যাগ করিবে।

"উত্থায় পশ্চিমে রাত্রেস্তত আচম্য চোদকং।
অন্তর্ধায় তৃণৈর্ভূমিং শিরঃপ্রাবৃত্য বাসসা॥
বাচং নিয়ম্য যত্নেন ষ্ঠীবনোচ্ছ্বাসবর্জ্জিতঃ।
কুর্য্যান্মূত্রপুরীষে তু শুচৌ দেশে সমাহিতঃ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

গৃহ হইতে উঠিয়া নৈঋতকোণে শরনিক্ষেপ করিলে যতদূর যায়, সেই স্থান অতিক্রম করিয়া মূত্র ও পুরীষ ত্যাগ করিতে হয়। মল ও মূত্র-ত্যাগ দিবাভাগে উত্তরমুখে এবং রাত্রিকালে দক্ষিণমুখে বিধেয়। পুরীষত্যাগের সময় দ্বিজ উপবীত কণ্ঠলম্বিত বা দক্ষিণকর্ণে রাখিয়া দিবেন। পাদুকা পায় দিয়া মূত্র বা পুরীষ ত্যাগ করিতে নাই। "ন চ সোপানৎকো মূত্রপুরীষে কুর্য্যাৎ" (আহ্নিকতত্ত্ব) মূত্র বা পুরীষোৎসর্গের সময় জলপাত্র স্পর্শ করিতে নাই, স্পর্শ করিলে ঐ জল মূত্রমধ্যে পরিগণিত হয়। সূর্য্য, জল, দ্বিজ ও গো ইহাদের অভিমুখী হইয়া মলমূত্র ত্যাগ করিলে আয়ুঃক্ষয় হয়।

"প্রত্যাদিত্যং প্রতিজলং প্রতিগাঞ্চ প্রতিদ্বিজং।
মেহন্তি যে চ পথিষু তে ভবন্তি গতায়ুষঃ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

পথ, ভস্ম, গোব্রজ, ফালকৃষ্টস্থল, পর্ব্বত, জীর্ণদেবায়তন, বল্মীক, সসত্ত্ব গর্ত্ত, যে গর্ত্তে জীব থাকে, নদীতীর ও পর্ব্বতমস্তক এই সকল স্থানে মল মূত্র ত্যাগ করিতে নাই। অতি গুপ্তভাবে মূত্র ও পুরীষ ত্যাগ বিধেয়। (আহ্নিকতত্ত্ব)

পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে ৯৪ অধ্যায়ে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে—তাহার সারাংশ অতি সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইল। ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে জাগিয়া রাত্রিবাস ত্যাগ করিয়া হস্ত ও মুখ প্রক্ষালন করিবে। পরে একশত ধনুঃপরিমিত স্থান (শরনিক্ষেপ করিলে যতদূর যায়, তৎপরিমিত স্থান) অথবা গ্রামের বাহিরে পুরীষ ত্যাগ করিতে হইবে। নৈঋতকোণে পূর্ব্বোক্ত পরিমাণ স্থান বাদ দিয়া খনিত্র দ্বারা ত্রিমুষ্টি আয়ত ও ১২ আঙ্গুল গম্ভীর গর্ত্ত করিতে হইবে। পরে মস্তক বস্ত্রে আচ্ছাদন এবং উপবীত দক্ষিকর্ণসংলগ্ন করিয়া পুরীষ ত্যাগ করিবে। পুরীষত্যাগের সময় মৌনী হইয়া থাকিবে এবং এই সময় সূর্য্য, চন্দ্র, ব্রাহ্মণ, গুরু, দেবতামূর্ত্তি, স্ত্রী ও গুরুজন প্রভৃতিকে কদাচ অবলোকন করিবে না। পূর্ব্বাহ্নে পশ্চিমমুখ, অপরাহ্নে পূর্ব্বমুখ, মধ্যাহ্নে উত্তরমুখ এবং রাত্রিকালে দক্ষিণমুখী হইয়া পুরীষত্যাগ করিতে হইবে।

"পূর্ব্বাহ্নে তু দ্বিজঃ কুর্য্যাৎ পশ্চিমাভিমুখোঽথবা।
অপরাহ্নে পূর্ব্বমুখো মূত্রগূথবিসর্জ্জনম্॥

* "যদা সুপ্তো ন কঞ্চন বেদহিতা নামনাড্যো যাসপ্ততিঃ সহস্রাণি হৃদয়াৎ পুরীততমভিপ্রতিষ্ঠন্তে তাভিঃ প্রত্যবসৃপ্য পুরীততি শেতে" (শতপথব্রা° ১৪।৫।১।২১)

'যস্মিন্ কালে জাগ্রৎস্বপ্নয়োর্দ্রষ্টা দর্শনবৃত্তিং স্বপ্নং হিত্বা সুষুপ্তঃ বিশেষজ্ঞানাভাবেন সম্প্রসাদস্বরূপং ব্রহ্মৈক্যং গতো ভবতি হৃদয়ং নামোদরবক্ষঃ-প্রদেশয়োর্মধ্যস্থিতঃ পুণ্ডরীকাকারো মাংসপিণ্ডস্তৎপরিবেষ্টনং পুরীতদিত্যুচ্যতে, ইহ পুরস্তাদুপলক্ষিতং শরীরং পুরীতচ্ছব্দেনাভিপ্রেতং। তথাচ হৃদয়াৎ পুরীতং শরীরমভিপ্রতিষ্ঠন্তে' (ভাষ্য)

মধ্যাহ্নে প্রযতঃ কুর্য্যাৎ বতবাগুত্তরামুখঃ।
দক্ষিণাভিমুখো রাত্রৌ দ্বিজো মৈত্রং প্রযত্নতঃ॥"

(পদ্মপু° উত্তরখ°)

নিশা বা° অন্ধকারে যে কোন মুখে মূত্র পুরীষ ত্যাগ করা যাইতে পারে।

দেবায়তন, বৃক্ষমূল, জল, নদ, নদী, কূপ, মার্গ, বাপী, গোষ্ঠ, ভস্ম, চিতাগ্নি, শ্মশান, উষর, দ্বিজালয়, জলসমীপ, আকাশ, পুণ্ড্র, শাদ্বল, সমুদ্র, তীর্থ, যজ্ঞবৃক্ষমূল, বৈষ্ণবালয়, কালকৃষ্টভূমি, শস্যক্ষেত্র, পুষ্পোদ্যান, পর্ব্বতমস্তক, গোব্রজ, নদীতীর, যজ্ঞভূমি, পবিত্রীকৃত স্থল প্রভৃতি, এই সকল স্থলে কদাচ মূত্র বা পুরীষ ত্যাগ করিবে না। মূত্র ও পুরীষ ত্যাগ করিয়া জলশৌচ করিবে। পরে পবিত্রস্থান হইতে মৃত্তিকা গ্রহণ করিয়া তাহা দ্বারা শৌচ ও তৎপরে পুনরায় জলশৌচ বিধেয়। এইরূপে শৌচ করিলে পুরীষের গন্ধ ক্ষয় হইয়া থাকে।

"প্রথমেহদ্ভির্নরঃ শৌচং কুর্য্যান্মৃত্তিরতঃ পরং।
পুনর্জলৈঃ পুরীষস্য যথা গন্ধক্ষয়ো ভবেৎ॥"

(পদ্মপু° উত্তরখ°)

মৃত্তিকাশৌচে মলদ্বারে তিন, পাঁচ বা সাতবার, শিশ্নদেশে একবার ও বামকরে ৭ বার মৃত্তিকা দিতে হইবে। (পদ্মপু° উত্তরখ°) ২ উদক, জল। "যদক্রন্দঃ প্রথমং জায়মান উদ্যন্ত্সমুদ্রাদুত বা পুরীষাৎ" (ঋক্ ১।১৬৩।১) 'পুরীষাৎ সর্ব্বকামানাং পূরকাদুদকাৎ' (সায়ণ) ৩ পুরীষতুল্য মৃত্তিকা। (বেদদীপ°)

পুরীষণ (পুং) পূর্য্যা দেহাৎ ইষ্যতে ত্যজ্যতে ইতি পুরী-ইষ কর্ম্মণি ল্যুট্। পুরীষ। (ত্রিকা°)

পুরীষম (পুং) পুরীষং মিমীতে মা-ক। মাষ, মাষকলায়। (ত্রিকা°)

পুরীষবৎ (ত্রি) পুরীষ-মতুপ্, মস্য ব। পুরীষবিশিষ্ট।

পুরীষবাহণ (ত্রি) ১ পাংশুরূপ মৃদ্বাহক। ২ যবসবাহক গর্দ্দভ। "পৃথুর্ভব সুষদস্ত্বমগ্নে পুরীষবাহণঃ" (শুক্লযজু° ১১।৪৪) 'পুরীষবাহণঃ পুরীষশব্দেন পাংশুরূপা মৃদুচ্যতে তাং বহতীতি পুরীষং পশব্যং যবসং বহতীতি বা পুরীষবাহণঃ কব্যপুরীষে পুরীষোষ্যুপ্ণ্যুড়িতি ণ্যুট্ প্রত্যয়ঃ। ৩।২।৬৫।' (বেদদীপ°)

পুরীষাধান (ক্লী) পুরীষমাধীয়তেহত্র, আ-ধা-আধারে ল্যুট্। দেহস্থ পুরীষাশয়স্থান, দেহমধ্যে যেস্থলে পুরীষ থাকে।

"ক্ষুদ্রান্ত্রং বৃক্কৌ বস্তিঃ পুরীষাধানমেব চ।" (যাজ্ঞবল্ক্য°৩।৯৪)

পুরীষিন্ (ত্রি) পৃণাতি প্রীণাতীতি বা পুরীষমুদকং ততঃ মত্বর্থে ইনি। জলযুক্ত। "পরে অর্দ্ধে পুরীষিণং" (ঋক্ ১।১৬৪।১২) 'পুরীষিণং বৃষ্ট্যুদকেন তদ্বন্তং প্রীণয়িতারং বা, পুরীষমিত্যুদকনাম' (সায়ণ)

পুরীষ্য (ত্রি) পুরীষায় হিতং যৎ। পুরীষহিত, পশুহিত। "অয়মগ্নিঃ পুরীষ্যো রয়িমান্।" (শুক্লযজু° ৩।৪০)
'পুরীষাঃ পশব্যাঃ...পুরীষ্যা পশুহিত।' (বেদদীপ°)

পুরীষ্যবাহন (ত্রি) পুরীষং বহতি বহ-ণ্যুট্ (কব্যপুরীষপুরীষ্যেষু ণ্যুট্। পা ৩।২।৬৫) পুরীষ্যবাহক, পুরীষ্যবাহনকারী।

পুরু (পুং) পিপর্ত্তি পূর্য্যতে বেতি পৄ-(পৃভিদিব্যধিগৃধিধৃষিদৃশিভ্যঃ। উণ্ ১।২৪) ইতি কু, ততঃ (উদোষ্ঠ্যপূর্ব্বস্য। পা ৭।১।১০২) ইতি উত্বং, (উরণ্ রপরঃ। পা ১।১।৫১) ইতি রপরত্বং। ১ দেবলোক। ২ নৃপভেদ। যযাতির কনিষ্ঠপুত্র। পুরু ইহার 'পূরু' এইরূপ পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়।

মহাভারতে ইহার বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে,—

নহুষতনয় যযাতির দুই স্ত্রী—দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠা। দেবযানীর গর্ভেযদু ও তুর্ব্বসু এবং শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু এই পাঁচ পুত্র হয়। যযাতি শর্ম্মিষ্ঠার আসক্ত হওয়ায় শুক্রাচার্য্যের শাপে জরাগ্রস্ত হইলে পুত্রগণকে ডাকিয়া কহিয়াছিলেন,—হে পুত্রগণ! আমি কামভোগ করিয়া তৃপ্ত হই নাই, অতএব সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত তোমাদের মধ্যে কোন এক জন আমার এই জরাগ্রহণ করিয়া আমাকে যৌবন প্রত্যর্পণ কর, আমি পুনর্ব্বার যুবা হইয়া অভিনব শরীর দ্বারা কাম ভোগ করি।

যদু প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ কেহই তাহার জরা গ্রহণ করিলেন না। অনন্তর কনিষ্ঠ তনয় পুরু তাঁহাকে কহিলেন, রাজন্! আপনি আমার যৌবন গ্রহণ করুন, আপনার আজ্ঞানুসারে আমি জরাগ্রহণ করিতেছি। এইকথা বলিলে যযাতি তাঁহার জরা পুরুতে সংক্রামিত করিলেন।

সহস্র বৎসর অতীত হইয়া গেলে, যযাতি পুনরায় পুরুকে ডাকিয়া আপনার জরাগ্রহণ করিয়া তাঁহাকে তাহার যৌবন প্রত্যর্পণ করিলেন এবং তাহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া কহিলেন, 'তুমি আমার উপযুক্ত সন্তান, তোমা হইতেই আমি পুত্রবান্ হইয়াছি, এইজন্য অদ্য হইতে এই বংশ তোমার নামে অর্থাৎ পৌরব নামে আখ্যাত হইবে।' পুরু যযাতির আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছিলেন বলিয়া কনিষ্ঠ হইয়াও তিনি রাজাধিকারী হইয়াছিলেন। পরে ইহার পৌষ্টি নাম্নী স্ত্রীতে প্রবীর, ঈশ্বর ও রৌদ্রাশ্ব এই তিন পুত্র হয়। (ভারত ৭৫-৯০ অ°)

(পুরুর বংশবৃত্তান্ত মহাভারতে ৯৪,৯৫ অ° দ্রষ্টব্য)

হরিবংশে (২৯-৩২ অধ্যায়ে) পুরুর বিবরণ ও বংশবর্ণন লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত হইল না। ৩ পরাগ

(মেদিনী) ৪ দৈত্য। (উজ্জ্বল) (ত্রি) ৫ নদীভেদ। (শব্দরত্না°) ৬ রাজবিশেষ। "সুকর্ম্মা চেকিতানশ্চ পুরুশ্চামিত্রকর্ষণঃ॥" (ভারত ২।৪।২৭) ৭ চাক্ষুষমনুর পুত্রভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৭৬।৫৫) ৮ পর্ব্বতভেদ। এই পর্ব্বতে পুরূরবা জন্মগ্রহণ করেন এবং ভৃগু তপস্যা করিয়াছিলেন।

"পর্ব্বতশ্চ পুরুর্নাম যত্র জাতঃ পুরূরবাঃ।
ভৃগুর্যত্র তপস্তেপে মহর্ষিগণ-সেবিতে॥" (ভারত ৩।৯০।২২)

৯ শরীর।

"পুরুসংজ্ঞে শরীরেঽস্মিন্ শয়নাৎ পুরুষো হরিঃ।
শকারস্য ষকারোঽয়ং ব্যত্যয়েন প্রযুজ্যতে॥" (শঙ্করবি°১৩অ°)

(ত্রি) ১০ প্রচুর। (নৈষধ ১৯।৫)

পুরু, একজন হিন্দুরাজা। ৩২৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে যখন গ্রীকদিগ্বিজয়ী আলেকসন্দর ভারতাক্রমণে আগমন করেন, তখন মহারাজ পুরু তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া বিতস্তানদীতীরে সদর্পে সসৈন্যে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তিনি পৌরববংশীয় এবং চন্দ্রবংশোদ্ভব নরপতি ছিলেন বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। তাঁহার রাজ্য কত দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তদ্বিষয়ে কোন প্রকৃষ্ট বিবরণ পাওয়া যায় না। হস্তিনাপুরে তাহার রাজধানী ছিল এবং বিতস্তা ও অসিক্নী (চন্দ্রভাগা) নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী সমগ্র ভূভাগ তাঁহার অধিকারভুক্ত থাকে, কিন্তু উত্তরসীমায় পার্ব্বত্য বন্যভূমি ব্যতীত আর অধিক স্থান তাঁহার অধীনে ছিল না।

পার্ব্বত্যভূমে Glancanicæ or Glaussæ জাতির বাস ছিল। মহামতি আলেকসন্দার তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া ৩৭টী নগর অধিকার করেন ও স্বদেশে প্রত্যাগমনকালে তাহা পুরুরাজের শাসনাধীনে রাখিয়া যান। সেই রাজ্যের পূর্ব্বদিকে অসিক্নী ও ঐরাবতী নদী পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণভূমে অপর একজন পুরু নামে রাজা রাজত্ব করিতেন। উভয়ের সঙ্গেই সর্ব্বদা যুদ্ধ বিগ্রহাদি ঘটিত। দক্ষিণপূর্ব্বভাগে কাঠী (Cathæi) ও অন্যান্য স্বাধীন সামন্তরাজগণ রাজত্ব করিতেছিলেন।

মাকিদনাধিপ আলেকসন্দর তাঁহাদের দমনে অগ্রসর হইলে, হিন্দুবীর তাঁহার সবিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। দক্ষিণে মূলতানবাসী মল্ল-(Malli)দের অধিকৃত ভূমি। মহারাজ পুরু পরমাত্মীয় অভিসারপতি (Abissaras) সহিত স্বদলে মিলিত হইয়া মল্লদিগকে* দমনে অগ্রসর হন, কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তদ্রাজ্যের পশ্চিমসীমা বিতস্তানদীর অপর পারে তক্ষশিলারাজ্য†। এই তক্ষশিলাপতি তাঁহার স্বাধীনতালোপী ও পরমশত্রু ছিলেন।

* পূর্ব্বে এই স্থান মল্ল বা মল্লিস্থান, এক্ষণে মূলতান নামে পরিচিত।
† তক্ষশিলার উত্তরে পার্ব্বতীয় Abissares রাজ্য।

যখন মাকিদনপতি আলেকসন্দর ভারতে আসেন, তখন পুরুরাজের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী রাজন্যবর্গ পরস্পর বিরোধী ছিলেন। ভারতের অদৃষ্টে গৃহবিচ্ছেদই সর্ব্বনাশের মূল। আলেকসন্দর কান্দাহার অতিক্রম করিয়া সিন্ধুনদ পার হইলেন। তক্ষশিলাপতি সুযোগ বুঝিয়া আলেকসন্দরকে হস্তগত করিলেন। ছিদ্রান্বেষী গৃহশত্রুর সুচতুর কৌশলে তাড়িত গ্রীকসৈন্য ক্ষত্রিয় বীরদিগকে পরাভব করিতে সমর্থ হইয়াছিল। গ্রীক ইতিহাসে পুরুরাজের নাম জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। কিন্তু নৃশংস, বিশ্বাসঘাতক, স্বদেশদ্রোহী ও হীনচেতা তক্ষশিলাপতি সাধারণের নিকট ঘৃণায় উপেক্ষিত হইতেছেন।

কোথায় তক্ষশিলা গ্রীকসৈন্যের সহিত মিলিত হন এবং কোন স্থানেই বা সমবেত মাকিদন-সৈন্য পুরুর আক্রমণ প্রতীক্ষা করিয়া ছাউনী করিয়াছিল, তদ্বিষয়ের আলোচনায় প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন১; কিন্তু পূর্ব্বতন বড়লাট হার্ডিঞ্জ ও ডাঃ কনিংহাম্ প্রভৃতির অনুসন্ধিৎসু গবেষণাদ্বারা স্থিরীকৃত হয় যে, বিতস্তানদীর পশ্চিমকূলে জালালপুর নামক স্থানে গ্রীকবীরের সসৈন্যে অবস্থান সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। আলেকসন্দরের আগমনপথ লইয়া বাগ্‌বিতণ্ডা করিবার পরিবর্ত্তে তৎপ্রতিষ্ঠিত বুকেফল ও নিকিয় নগরের অবস্থান ও ধ্বংসাবশেষ হইতে সংঘটিত ইতিহাসাবলীর সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে উভয়ের সামঞ্জস্য ও সংস্থান কতকপরিমাণ অনুমান দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে২। আলেকসন্দর ৫০ হাজার সৈন্য* লইয়া (ইহার মধ্যে তক্ষশিলায় ৫ হাজার ছিল) বিতস্তা নদীতীরে জালালপুরের নিকট ছাউনি করিয়া রহিলেন। বর্ষা ঋতুতে নদীতে বন্যা হওয়ায় কিছুতেই বিতস্তা অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না। কেবল সৈন্যদল সঙ্গে লইয়া ইতঃস্তত পার হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অপর পারে মঙ্গ ও মহবৎপুরের নিকটে থাকিয়া পুরু সসৈন্যে তাঁহার সৈন্যচালনা নিরীক্ষণ করিতে ছিলেন। পুরুরাজের অধীনে প্রায় ৩০ হাজার পদাতি ৪

(১) Elphinstone's Kabul I. 109; and Burnes, Bokhara II. 49, Beng. As. Soc Jour. 1850 p. 473. জেনারেল কোর্ট লিখিয়াছেন—বর্ত্তমান ঝেলম নগরে তাহার ছাউনী ছিল। খিলিপত্তন নামস্থানে বিতস্তা পার হইয়া তিনি পট্টিকোটীতে যুদ্ধারম্ভ করেন। Beng. As. Soc. Jour. 1848. p. 619. জেনারল এবট লিখিয়াছেন, ঝেলমে গ্রীক সৈন্য ও নারদাবাদে পুরুসৈন্য অবস্থিত ছিল।

(২) Arch. Sur Rep. II p 179-81.

* কেহ কেহ বলেন আলেকসন্দরের সহিত ১ লক্ষ ৩৫ হাজার পদাতি সৈন্য ও ১৫ হাজার অশ্বারোহী এতদ্ভিন্ন হস্ত্যাদির সৈন্যসংখ্যাও অল্প ছিল না।

হাজার অশ্বারোহী, ২০০ হস্তী ও ৩০০ রথারোহী যোদ্ধা বর্ত্তমান ছিল।

কোন্ স্থানে দুই দলে ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, প্লুটার্ক-প্রাপ্ত আলেক্‌সন্দরের স্বহস্তলিখিত পত্রানুসারে তাহার যতটুকু জানিতে পারা যায়, তাহা নিম্নে লিখিত হইল—

'এইরূপে উপর্য্যুপরি অনুসন্ধান করিয়াও যখন তিনি নদী-পার হইবার সুবিধাজনক পথ উদ্ভাবন করিতে পারিলেন না, তখন তিনি ক্রমশঃই নিরাশ হইতেছিলেন। ইতিমধ্যে একদা রাত্রিযোগে ঘোর ঘনঘটায় আকাশ-দেশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। আলেক্‌সন্দর সুযোগ বুঝিয়া প্রকৃষ্ট সৈন্য লইয়া প্রবল প্রভঞ্জন ও প্রাবৃট্‌ধারার সম্মুখীন হইলেন। একমাত্র বিদ্যুদ্দামই তাঁহার পথের সহায় হইল। নিশান্ধকারে আবরিত গ্রীকসৈন্য লুক্কায়িতভাবে পার্ব্বত্যদেশ বাহিয়া (দারা-পুর অতিক্রমপূর্ব্বক দিলাবরের নিকট) বিতস্তা পার হইলেন। এখানে হিন্দুপ্রহরীগণ গ্রীকদিগকে পার হইবার চেষ্টা করিতে দেখিয়া পুরুরাজকে সংবাদ দিল। পুরুরাজ তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহী সেনাদল সমভিব্যাহারে আসিয়া নদীতীরে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু করিবেন কি, আলেকসন্দর প্রায় ৬ হাজার সৈন্য লইয়া তথায় অবস্থান করিতেছেন। কাজেই আলেক-সন্দরের গতিরোধার্থ তিনি নিজ পুত্রকে প্রেরণ করিলেন। এ সময়ে বর্ষাকাল, ভূমি কর্দ্দমময়, রথচক্র মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত হওয়ায় তাহারা যুদ্ধে অশক্ত হইয়া পড়িল। অশ্বারোহী সেনা লইয়া পুরুপুত্র ভীমরবে শত্রুদিগকে আক্রমণ করিলেন। ঘোরতর যুদ্ধের পর রাজপুত্র এবং সেকেন্দরপ্রিয় প্রসিদ্ধ গ্রীকযোদ্ধা বুকেফলস্ (Bukephalus) উভয়েই নিহত হইলেন। পুরু-রাজ পুত্রের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া প্রতিহিংসার্থ সদলে অগ্রসর হইলেন। শিখ-যুদ্ধের বিখ্যাত চিলিয়ানবালার যুদ্ধক্ষেত্রে (বর্ত্তমান মোঙ্গ্ ও পভি পর্ব্বতমালার মধ্যবর্ত্তী বিস্তৃত সমতল-ক্ষেত্রে) আলেকসন্দর ও পুরুরাজের ভীষণ সমর আরম্ভ হয়। যুদ্ধে পুরুরাজ পরাজিত হইলেন। ক্রেটিরস্ ও অন্যান্য গ্রীকসেনাপতি-গণ নদীর অপর পার হইতে ক্ষত্রিয়সৈন্যের পরাভব দেখিয়া দ্রুত-পদে নদী অতিক্রম করিয়া পলায়মান ভারতীয় সেনার পশ্চাদ-নুসরণ করিল।* ইহাতে স্পষ্টই জানা যায় যে গ্রীকশিবির ও যুদ্ধক্ষেত্র প্রায় পরস্পরের সম্মুখীন ছিল।†

শত্রুশরে বিক্ষিপ্ত হস্তিসেনা ইতঃস্ততঃ ধাবমান্ হইল। পুরুরাজ সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ দেখিয়া প্রাণ লইয়া পলাইলেন। কিন্তু তিনি পথিমধ্যে অনুসরণকারী সেনাদল কর্ত্তৃক ধৃত ও বন্দী-রূপে আলেকসন্দরের সম্মুখে আনীত হইলেন।* রাজার বদা-ন্যতা, বিনয় ও বলবীর্য্যে তৃপ্ত হইয়া মাকিদনপতি তাঁহার বন্ধন-পাশ মোচন করিতে আদেশ দিলেন এবং পরস্পরে বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। অতঃপর রাজা পুরু সেকন্দরের সাহায্যে পূর্ব্ব-কথিত Glausae, মল্ল ও কাঠী জাতি পরাভূত করিয়া নিজ শাসনাধীনে আনিয়াছিলেন। উদারচেতা গ্রীকবীর সেকন্দর পুরুরাজকে পঞ্জাব সিংহাসন দান করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হন। যাইবার পূর্ব্বে আপনার প্রসিদ্ধ অশ্বারোহী সৈনিক বুকে-ফলসের স্মরণার্থ ও বিজয়ঘোষণার্থ নিকিয়া নগর স্থাপন করিয়া যান। সেকন্দর প্রত্যাগত হইলেন বটে, কিন্তু গ্রীক-সৈন্যের রক্ষণাবেক্ষণ-ভার একজন শাসনকর্ত্তার উপর ন্যস্ত থাকে। ৩২৩ খৃঃ পূঃ অব্দে আলেকসন্দরের মৃত্যু হইলে, শাসনকর্ত্তা ইউদিমো (Eudemos) আপনাকে পঞ্জাবপ্রদেশের একেশ্বরা-ধিপতি করণমানসে সেনাপতি ইউমেনিকের সাহায্যে পুরুরাজকে বিনাশ করিলেন। যখন মহারাজ পুরু ষড়যন্ত্রকারিদল কর্ত্তৃক নিষ্ঠুররূপে নিহত হন, তখন মৌর্য্যরাজ অশোক বর্ত্তমান ছিলেন। পুরুর নিধনে ইউদিমোকে বিশেষ বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হয়। অবসর বুঝিয়া হিন্দুবীরগণ অশোকের অধীনে গ্রীকগণকে আক্রমণ করে। শেষে তাহাদিগকে বিশেষরূপে

গ্রীক ঐতিহাসিক ষ্ট্রাবো, প্লুটার্ক, আরিয়ান, দিওদোরস্, কার্টিয়াস্ ও জাষ্টিন্ প্রভৃতির বর্ণনানুসারে জানা যায় যে, বিতস্তানদীর পশ্চিমতীরে সম্রাট্ আলেকসন্দর আপন শিবির রাখিয়া নদীপার হন। এখানে বিখ্যাত সেনানী বুকেফলসের কবরের উপর তিনি 'বুকেফল' নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। দিওদোরাস্ প্রভৃতি স্পষ্টতঃই লিখিয়াছেন যে, নিকিয়া নগরের পশ্চিমে ও নদীর পশ্চিমকূলে 'বুকেফল' নগর স্থাপিত হয়। নিকিয়া নগরের টাঁকশাল (Mint) হইতে যে সমস্ত মুদ্রা প্রচলিত হয়, তাহা বর্ত্তমান মোঙ্গরাজ্যে পাওয়া গিয়াছে। তদ্দেশবাসিগণ অতি প্রাচীন মুদ্রাগুলিকে "মোঙ্গশাহী" মুদ্রা বলিয়া থাকে। কতকগুলি মুদ্রাতেও 'নিক্' শব্দ থাকায় উহা নিকিয়ার রূপান্তর বলিয়া গৃহীত হয়। মোগকরাজ-নামানুসারে ইহার মোঙ নাম হইয়াছে। তক্ষশিলা হইতে প্রাপ্ত শিলালিপিতে মহারাজ মোগের নাম পাওয়া যায়।

* Anabasis, Vol. V. p. 18.

† এতদ্দ্বারা সিদ্ধান্ত হয় যে জালালপুর ও মোঙ্গরাজ্য পরস্পর আড়া-আড়ী থাকায় গ্রীক ও হিন্দুসেনার কেন্দ্রস্থলরূপে পরিগণিত হইয়াছিল।

* প্রবাদ এই, বন্দিভাবে আসিয়াও পুরুরাজ সেকন্দরের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। তিনি সদর্পে উত্তর করিয়াছিলেন, দৈব-দুর্ব্বিপাকে যদিও আমি তোমার নিকট পরাজিত হইয়াছি, তাহা হইলেও এখন আমার বাহুবলের লাঘব হয় নাই। আপনি বীর, বীরধর্ম্ম রক্ষা করুন, আমি আপনাকে রাজোচিত মল্লযুদ্ধে আহ্বান করিতেছি। বীর আলেকসন্দর তাঁহার সাধু-প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। উভয়ে মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হয়। এবার মাকিদনপতি পুরুরাজের বাহুবলে পরাভব স্বীকার করিলেন এবং তাঁহার ভুজবলের বিশেষ প্রশংসাবাদ করিতে লাগিলেন। পক্ষান্তরে পুরুরাজ তাঁহাকে হিন্দুধর্ম্মোচিত সম্মানের সহিত সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন।

নির্জ্জিত ও তাড়িত করিয়া অশোকই পঞ্জাবের রাজা হইলেন। [আলেকসন্দার ও প্রিয়দর্শী দেখ।]

পুরু জয়পাল—পৃথ্বীরাজ-প্রতিদ্বন্দ্বী কনৌজাধিপতি জয়-পৌত্র। ইনি ২য় জয়পাল নামে খ্যাত। পঞ্জাব-রাজধানী লাহোর ও কনৌজে তিনি রাজত্ব করিতেন। সিন্ধুর অধিপতি চাঁদরায়ের সহিত তাঁহার বিলক্ষণ শত্রুতা ছিল। তৎপুত্র ভীম-পালকে কন্যাদান না করায় উভয় পক্ষে বিবাদ বাধিয়া উঠে। ঘোরতর যুদ্ধের পর পুরু জয়পাল ভোজচাঁদের আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। ৪১০ হিজিরায় সুলতান মান্দু্দ কালঞ্জররাজ নন্দকে আক্রমণ করিতে ভারতে আইসেন। কালঞ্জররাজ নন্দকে সাহায্য করিতে আসিয়া যমুনা (রাহিব) নদীতটে তিনি সুলতান মান্দু্দ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। কিন্তু ঐতি-হাসিক অল্ বেরুনি লিখিয়াছেন ৪১২ হিজিরায় তাঁহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সম্ভবতঃ কালঞ্জরযুদ্ধেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল।

পুরুকুৎস (পুং) মান্ধাতার পুত্রভেদ। মান্ধাতার দুই পুত্র পুরুকুৎস ও মুচুকুন্দ। ইহার পত্নী ঋষি শাপে নদী হইয়াছিল। (হরিবংশ ১২ অঃ)।

রাজা শশবিন্দুর দুহিতা ইন্দুমতীর গর্ভে পুরুকুৎসের জন্ম হয়। মহর্ষি সৌভরি তাঁহার ৫০টী ভগিনীকে পত্নীত্বে বরণ করেন। নর্ম্মদা নদীর উভয় পার্শ্ববর্ত্তী দেশসমূহে পুরুকুৎস রাজত্ব করিতেন। পুরাণে লিখিত আছে—উরগগণ আপনাদের ভগিনী নর্ম্মদাকে রাজা পুরুকুৎসহস্তে সম্প্রদান করিলেন। ভুজগরাজের নিয়োগে নর্ম্মদার বিনয়ে বাধ্য হইয়া সেই রাজা রসাতলে মৌনেয়-গন্ধর্ব্বদিগকে বিনাশ করিতে গমন করেন। বিষ্ণুতেজে প্রোৎফুল্ল হইয়া তিনি বথার্থ বহুশত গন্ধর্ব্বকে নিহত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আর্য্যজাতির সর্ব্বপ্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদে লিখিত আছে ইন্দ্র দস্যুনগর ধ্বংসকরণে রাজা পুরু-কুৎসের সহায়তা করিয়াছিলেন। "ত্বং হ ত্যাদিন্দ্র সপ্ত যুধ্যন্ পুরো বজ্রিন্ পুরুকুৎসায় দর্দঃ।" (ঋক্ ১।৬৩।৭, ১।১১২।১৭, ইত্যাদি) নর্ম্মদাগর্ভে তাঁহার ত্রসদস্যু নামে এক পুত্র জন্মে। দক্ষ প্রভৃতি মহর্ষিগণ তাঁহাকে বিষ্ণুপুরাণ শুনাইয়াছিলেন বলিয়া বিবৃত হইয়াছে।

পুরুজিৎ, জনৈক ক্ষত্রিয় রাজা। মহাদেবের ভক্ত ও কৃপামুনির কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। (সহ্যা ৩৩।৯৩)

পুরুকুৎসানী (স্ত্রী) পুরুকুৎসস্য পত্নী বাহুলকাৎ আনঙ্-ঙীষ্। পুরুকুৎসমানয়তি অন-ণিচ্-অণ্, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্ বা। পুরুকুৎসের পত্নী। (ঋক্ ৪।৪২।৯)

পুরুকুৎসব (পুং) ইন্দ্রের শত্রুবিশেষ।

"ইন্দ্রো বিপশ্চিদ্দেবানাং তত্রিপুঃ পুরুকুৎসবঃ।
জঘান হস্তিরূপেণ ভগবান্ মধুসূদনঃ॥" (গরুড়পু° ৮৭ অঃ)
ইহার 'পুরুকুৎসন' এইরূপ পাঠান্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

পুরুকৃৎ (ত্রি) পুরু-কৃ কিপ্, তুক্ চ। প্রভূত-কর্ত্তা। "শচীব ইন্দ্র পুরুকৃৎ" (ঋক্ ১।৫৩।৩) 'পুরুকৃৎ প্রভূতস্য বৃত্রবধাদেঃ কর্ত্তা' (সায়ণ)। ২ কর্ম্মকর্ত্তা। (ঋক্ ২।১৩।৮)

পুরুকৃত্বন্ (ত্রি) বহুকর্ম্মকৃৎ, ইন্দ্র। "পুরুকৃত্বা জিগায়" (ঋক্ ৬।৩২।৩) 'পুরুকৃত্বা বহুকর্ম্মকৃৎ' (সায়ণ)

পুরুক্ষু (ত্রি) পুরবঃ ক্ষুধোঽন্নান্যস্য ছান্দসঃ অন্ত্যলোপঃ। বহুন্নস্বামী, বহু অন্নের অধিপতি। "অগ্নাং সদনং পুরুক্ষোঃ" (ঋক্ ৩।৫৪।২১) 'পুরুক্ষোঃ বহ্বন্নস্য' (সায়ণ) পুরুষু ক্ষীয়তে ক্ষি-নিবাসে ডু। ২ বহুনিকেতন। (শুক্ল যজু ২৭।২০)।

পুরুগূর্ত্ত (ত্রি) বহুদ্বারা উদ্যমিত। "পুরুহূতো যঃ পুরুগূর্ত্তঃ" (ঋক্ ৬।৩৪।২) 'পুরুগূর্ত্তঃ বহুভিরুদ্যমিতঃ' (সায়ণ)।

পুরুচেতন (ত্রি) বহুজ্ঞাতা, যিনি অনেক জানেন। "ভারতো বৃত্রহা পুরুচেতনঃ" (ঋক্ ৬।১৬।১৯) 'পুরুচেতনঃ পুরূণাং বহূনাং চেতয়িতা জ্ঞাতা' (সায়ণ)

পুরুজ (পুং) পুরু-জন-ড। ভরতবংশীয় সুশান্তির পুত্র নৃপভেদ। (ভাগ° ৯।২১।৩১) হরিবংশে 'পুরুজাতি' এইরূপ পাঠান্তর দেখিতে পাওয়া যায়। (হরিবংশ ৩২ অঃ) ২পুরুরাজার পুত্র।

পুরুজাত (ত্রি) বহুপ্রাদুর্ভাব। "অর্যমা পুরুজাতোঽস্তু" (ঋক্ ৭।২৫।২) 'পুরুজাতং বহুপ্রাদুর্ভাবঃ' (সায়ণ)

পুরুজাতি (পুং) পুরুজ, সুশান্তির পুত্র নৃপভেদ। [পুরুজ দেখ।]

পুরুজিৎ (পুং) কুন্তিভোজ-নৃপভেদ। ইনি অর্জ্জুনের মাতুল। "পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ মাতুলঃ সব্যসাচিনঃ।" (ভারত কর্ণ-পর্ব্ব ৬ অধ্যায়) ২ শশবিন্দুবংশীয় রুচকপুত্রভেদ। (ভাগ° ৯।২৪।৪১) ৩ বিষ্ণু। (বিষ্ণুস°) বহুবিজেতা বলিয়া 'পুরু-জিৎ'শব্দে বিষ্ণুকে বুঝায়।

পুরুণীথ (পুং) বহুলোকের নেতা, এতন্নামক নৃপভেদ। "অগ্নিঃ পুরুণীথে জরতে" (ঋক্ ১।৫৯।৭), 'পুরুণীথে বহূনাং নেতর্য্যে-তৎসংজ্ঞকে রাজনি' (সায়ণ)

পুরুত্মন্ (পুং) পুরুরাত্মা যস্য পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। প্রচুরা-ত্মক বহু আত্মা। "সৎপতিং শ্রবস্যামঃ পুরুত্মানং" ঋক্ (৮।২।৩৮) 'পুরুত্মানং বহ্বাত্মানং যদ্বা পুরুষু বহুষু প্রদেশেষ্বস্তৎং গচ্ছন্তং বাজিনং বেগবন্তং এবং গুণকমিন্দ্রং' (সায়ণ)

পুরুত্রা (অব্য) পুরু (দেবমনুষ্যপুরুষপুরুমর্ত্ত্যেভ্যো দ্বিতীয়া-সপ্তম্যোর্বহুলং। পা ৫।৪।৫৬) বহু অবয়ব। "প্রতিমানং বুভূষন্ পুরুত্রা" (ঋক্ ১।৩২।৭ 'পুরুত্রা বহুষু অবয়বেষু' (সায়ণ)

পুরুদংশক (পুং) পুরু বহুলং যথাস্যাত্তথা দশতীতি দন্শ-ণ্বুল্। হংস। (ত্রিকা°)

পুরুদংশস্ (পুং) পুরুং দৈত্যবিশেষং দশতি হিনস্তীতি দন্শ-অসুন্। ইন্দ্র। (জটাধর) (ত্রি) পুরুণি দংশাসি যস্য। বহুকর্ম্মযুক্ত। "অশ্বিনারুকদংশসা নরা" (ঋক্ ১।৩।২) 'পুরুদংশসা বহুকর্ম্মাণৌ' (সায়ণ)

পুরুদত্র (পুং) দা-ক্ত্র, দত্রং ধনং, পুরু দত্রমস্য। বহুধন ইন্দ্র। (ঋক্ ৬।১৮।৯)

পুরুদস্ম (ত্রি) পুরু দসতি বাহু° মন্। ১ বহুনাশক। ২ বহু-কর্ম্মক, বহুকর্ম্মযুক্ত। ৩ বিষ্ণু। "স্তোমাসঃ পুরুদস্মমর্কাঃ" (ঋক্ ৩।৫৪।১৪) 'পুরুদস্মং বহুকর্ম্মাণং যদ্বা বহূন্ দস্যুত্য-পলক্ষয়তীতি পুরুদস্মঃ তং বিষ্ণুং' (সায়ণ)

পুরুদিন (স্ত্রী) বহুদিন, অনেকদিন। "ইন্দ্রঃ পুরুদিনেষু হোতা" (ঋক্ ১০।২৯।১) 'পুরুদিনেষু বহুষহঃসু' (সায়ণ)

পুরুদ্রপ্স (ত্রি) প্রভূতজলযুক্ত। "পুরুদ্রপ্সা আঞ্জিমন্তঃ" (ঋক্ ৫।৫৭।৫) 'পুরুদ্রপ্সাঃ প্রভূতোদকাঃ' (সায়ণ)

পুরুদ্রুহ্ (ত্রি) পুরুভ্যো বহুভ্যঃ পুরবে দৈত্যায় বা দ্রুহ্যতি দ্রুহ-ক্বিপ্। বহুর দ্রোহকারক। পুরুহূত ইন্দ্র। (ঋক্ ৩।১৮।১)

পুরুদ্বৎ (পুং) বৈদর্ভীতে জাত ক্রোষ্টুবংশীয় মধুসুত নৃপভেদ। (হরিবংশ ৩৭ অঃ)

পুরুধা (অব্য°) পুরু বহ্বর্থত্বেন সংখ্যাশব্দত্বাৎ প্রকারে ধাচ্। বহুপ্রকার। (ঋক্ ১।১২২।২)

পুরুপন্থা (পুং) রাজভেদ। "পুরুপন্থা গিরেদাহাৎ" (ঋক্ ৬।৬৩।১০) 'পুরুপন্থাঃ পুরুপন্থানাম রাজা' (সায়ণ)

পুরুপুত্র (ত্রি) বহু ওষধি বনস্পতিরূপ পুত্রযুক্ত। "যে রুপুত্রাং মহীং সহস্রধারাং।" (ঋক্ ১০।৭৪।৪) 'পুরুপুত্রাং বহ্বোষধি-বতিরূপপুত্রাং।' (সায়ণ)

পুরুপেশা (স্ত্রী) বহুরূপা ওষধি। "অগ্নিপুরুপেশাসু গর্ভঃ।" (ঋক্ ২।১০।৩) 'পেশ ইতি রূপনাম বহুরূপাস্বোষধীষু।' (সায়ণ)

পুরুপেশস্ (ত্রি) বহুরূপ। (ঋক্ ৩।৩।৬)

পুরুপ্রজাত (ত্রি) বহুপ্রাদুর্ভাব। "পুরুপ্রজাতস্য গুহা যৎ।" (ঋক্ ১০।৬১।১৩) 'পুরুপ্রজাতস্য বহু প্রাদুর্ভাবস্য' (সায়ণ)

পুরুপ্রশস্ত (ত্রি) বহুধা স্তুত, বহুপ্রকারে স্তুত। "একঃ পুরুপ্রশস্তোহস্তি যজ্ঞে।" (ঋক্ ৬।৩৪।২) 'পুপ্রশস্তোহস্তি বহুধা প্রশস্তস্তুতো ভবতি।' (সায়ণ)

পুরুপ্রিয় (ত্রি) বহুর প্রীত্যাস্পদ। "হববোহং পুরুপ্রিয়ং।" (ঋক্ ১।১২।২) 'পুরুপ্রিয়ং বহূনাং প্রীত্যাস্পদং।' (সায়ণ)

পুরুপ্রৈষ (ত্রি) বহুপ্রেরক। (ঋক্ ৪।৫।৩)

পুরুপ্রৈষা (স্ত্রী) বহুবিধ। "যামনি পুরুপ্রৈষাঃ" (ঋক্ ১।১৬৮।৫) 'পুরুপ্রৈষা বহুবিধং।' (সায়ণ)

পুরুভুজ (ত্রি) পুরু-ভুজ-ক্বিপ্। প্রভূতভোজী। (ঋক্ ১।৩।১)

পুরুভূ (ত্রি) বহু যজ্ঞ-ভবন। (ঋক্ ৯।৯৪।৩)

পুরুভূত (পুং) পুরুহূত পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। পুরুহূত, ইন্দ্র। 'পুরুহূতই সাধুপাঠ, আর্ষপ্রয়োগবশে পুরুভূত হইয়াছে। (হরিবংশ ১৫ অঃ)

পুরুভোজস্ (পুং) পুরূন্ ভুঙ্‌ক্তে ভুজ-অসুন্। ১ মেঘ। (নিঘ°) (ত্রি) ২ প্রচুরভোজক, যিনি প্রচুর পরিমাণে ভোজন করিতে পারেন। (ঋক্ ৩।৩৪।৯)

পুরুমন্তু (ত্রি) বহুবিষয়জ্ঞাতা। "বসূ রুদ্রা পুরুমন্তু।" (ঋক্ ১।১৫৮।১) 'পুরুমন্তু বহূনাং জ্ঞাতারৌ' (সায়ণ)

পুরুমন্দ্র (ত্রি) প্রভূতমদ, বা বহুলোকের মদয়িতা। 'পুরুমন্দ্রা পুরুবসূ' (ঋক্ ৮।৫।৩) 'পুরুমন্দ্রা বহুমদৌ বহূনাং মদয়িতারৌ বা' (সায়ণ)

পুরুমহ্ (ত্রি) আঙ্গিরসগোত্র ব্যক্তিভেদ।

পুরুমায় (ত্রি) বৃত্রহননাদি বহুকর্ম্মা ইন্দ্র। "পুরুমায়ো জিহীতে।" (ঋক্ ৩।৫১।৪) 'পুরুমায়ঃ বৃত্রহননাদি বহুকর্ম্মা স ইন্দ্রঃ।' (সায়ণ)

পুরুমিত্র (পুং) মহারথ নৃপ-ভেদ। (ভারত বনপর্ব্ব ৬ অঃ) ২ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত আদিপর্ব্ব ৬২ অঃ) ৩ রাজবিশেষ। (ঋক্ ১।১১৭।২০)

পুরুমীঢ় (পুং) সুহোত্রের ঔরসে ঐক্ষ্বাকীর গর্ভে অজমীঢ়ের অনুজ কৌরব নৃপভেদ। (ভারত আদিপর্ব্ব ৯৪ অঃ)

পুরুমেধ (ত্রি) বহুবিধযজ্ঞ। "বাতো ন জূতঃ পুরুমেধঃ।" (ঋক্ ৯।৯৭।৫২) 'পুরুমেধশ্চিদ্ বহুবিধযজ্ঞঃ।' (সায়ণ)

পুরুরথ (পুং) রথো রংহতেঃ পুরুঃ রথোরংহণং যস্য। প্রতি-দিন ভুক্তিভেদানুসারে বহুরংহণ আদিত্য। "পুরুরথো অর্যমা।" (ঋক্ ৮।৬৪।৫) 'পুরুরথো রথোরংহতেঃ প্রত্যহং ভুক্তিভেদাদ্বহু-রংহণো ভবতি।' (সায়ণ)

পুরুরবস্ (পুং) পুরুপ্রচুরং যথা স্যাত্তথা রৌতীতি রু-অসি প্রত্য-য়েন নিপাতনাৎ সাধুঃ। সোমবংশীয় নৃপভেদ। [পুরূরবস্ দেখ।]

পুরুরাবন্ (ত্রি) বহুবিরুদ্ধফলদাতা। "পুরুরাব্ণোদেব রিষ-স্পাহি" (শুক্লযজু° ৮।২৭) 'পুরুরাবুঃ পুরু বহুবিরুদ্ধং ফলং

রাতি দদাতীতি পুরুরাবা, রা-দানে বনিপ্ (পা ৩।২।৭৪) বিরুদ্ধফলদায়ী।' (বেদদীপ°)

পুরুরুচ্ (ত্রি) প্রভূতদীপ্তি। (ঋক্ ১০।১০৪।৫)

পুরুরূপ (ত্রি) পুরু বহুরূপং যস্য। বহুরূপযুক্ত, বহুরূপধারী। (শুক্লযজুঃ ২২।২০)। (ঋক্ ২।২।৯)।

পুরুলিয়া, বাঙ্গালা প্রদেশের মানভূম জেলার একটী উপবিভাগ। রাজকার্য্যপরিচালন জন্য পুরুলিয়া সদরে বিচারসংক্রান্ত আদালতাদি অবস্থিত। ভূপরিমাণ ৩৩৪৪ বর্গমাইল। সমগ্র উপবিভাগ মধ্যে ৪৩৬৬ খানি গ্রাম ও নগর আছে। এই উপবিভাগে পুরুলিয়া, জয়পুর, ঝালিদা, বাঘমুণ্ডী, ইছাগড়, বরাভূম, মানবাজার, রঘুনাথপুর গৌরাণ্ডি, পারা, ও চাস প্রভৃতি নগর রক্ষণাবেক্ষণার্থ পুলিস নিযুক্ত আছে। ঝালদায় বিস্তৃত গালার কারবার আছে এবং রঘুনাথপুরে গালা ও উৎকৃষ্ট রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত হয় ও বাণিজ্যার্থ বিদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে গঙ্গানারায়ণ নামক জনৈক ব্যক্তি বরাভূমের পার্ব্বত্য অধিবাসীর দলপতি হইয়া ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। [মানভূম দেখ।]

২ উক্ত জেলার সদর ও প্রধান নগর। অক্ষা° ২৩°১৯´ ৩৮´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৬°২৪´৩৫´´ পূঃ। এখানে বেঙ্গলনাগপুর-রেলওয়ের একটী প্রধান ষ্টেসন আছে। এ কারণ পণ্যদ্রব্যাদি আমদানী রপ্তানীরও বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

পুরুবর্ত্মন্ (ত্রি) বহুপথযুক্ত।

পুরুবার (ত্রি) বহু কর্তৃক বরণীয়। "পুরুবারমশ্বিনা" (ঋক্ ১।১১৯।১০) 'পুরুবারং বহুভির্ব্বরনীয়ং' (সায়ণ)

পুরুবীর (ত্রি) বহুদ্বারা বীর। (ঋক্ ২।২৭।৭)

পুরুবেপস্ (ত্রি) বহুকর্ম্মা, প্রভূতকর্ম্মসম্পন্ন। (ঋক্ ৮।৪৪।২৬)

পুরুব্রত (ত্রি) বহুকর্ম্মা। "পুরব্রতো জজ্ঞাতো" (ঋক্ ৯।৩।১০) 'পুরব্রতো বহুকর্ম্মা' (সায়ণ)

পুরুশাক (ত্রি) বহুকর্ম্মা। (ঋক্ ৭।১৯।৬)

পুরুশ্চন্দ্র (ত্রি) পুরুঃ চন্দ্র আহ্লাদকত্বাৎ দীপ্তিরস্য পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। বহুদীপ্তিক, প্রভূতদীপ্তিযুক্ত। "ধূমকেতুঃ পুরুশ্চন্দ্রঃ" (ঋক্ ১।২৭।১১) 'পুরুশ্চন্দ্রঃ বহুদীপ্তিঃ' (সায়ণ) মন্ত্র বুঝিতে সুড়াগম হইয়া 'পুরুশ্চন্দ্র' হইয়াছে, কিন্তু অন্যত্র অর্থাৎ যখন মন্ত্রস্থলে এই শব্দ ব্যবহার হইবে না, তথায় পুরুচন্দ্র হইবে।

পুরুষ, প্রাচীন ক্ষত্রিয় রাজা। ভৈরবী দেবতার ভক্ত ও ভোমর্ষ মুনির কুলজাত। (সহ্যাদ্রি ৩৪।১১৯)

পুরুষদত্ত, একজন প্রাচীন হিন্দুরাজা। মধ্যদোয়াব ও গোরক্ষপুরের নিকটবর্ত্তী স্থানে ইহার নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ইহার অক্ষরাবলী আলোচনা করিয়া পুরাবিদ্‌গণ অনুমান করেন যে তিনি (খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে রাজা কনিষ্কের সময়ে বিদ্যমান ছিলেন।

পুরুষ (পুং) পুরতি অগ্রে গচ্ছতীতি পুর-কুষণ্ (পুরঃ কুষণ্। উণ্ ৪।৭৪) পিপর্ত্তি পুরয়তি বলং যঃ পুর্ষু শেতে য ইতি বা, পুরি দেহে শেতে শী-ড পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। পুমান্, মনুষ্য, নর।

"দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎপ্রভুঃ॥" (মনু ১।৩২)

বিধাতা আপনার দেহকে দুইভাগ করিয়া অর্দ্ধভাগে পুরুষ এবং অপরার্দ্ধে স্ত্রী সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

পর্য্যায়—পুরুষ, না, নর, পঞ্চজন, পুমান্, অর্থাশ্রয়, অধিকারী, কর্ম্মার্হ, জন, অর্থবান্, মনুষ্য, মানব, মর্ত্ত্য, মানুষ, মনু, রসিকরাজ, ধনকামধামা, মদনশায়কাঙ্ক, মন্মথশায়কলক্ষ্য। (কবিকল্পলতা)

বৈদিক পর্য্যায়—মনুষ্য, নর, ধব, জন্তু, বিশ, ক্ষিতি, কৃষ্টি, চর্ষণি, নহুষ, হরি, মর্য্য, মর্ত্ত, ব্রাত, তুর্ব্বশ, দ্রুহ্যু, আয়ু, যদু, অনু, পুরু, জগত, তস্থুষ, পঞ্চজন, বিবস্বন্ত, পৃতনা। (বেদনিঘণ্টু ২ অ°)

রতিমঞ্জরীতে লিখিত আছে—পুরুষ চারিজাতীয়—শশ, মৃগ, বৃষ ও অশ্ব।* ইহাদের লক্ষণ—বাক্য অতি সুকোমল, সুশীল, কোমলাঙ্গ, উত্তম কেশযুক্ত, সকলগুণাকর ও সত্যবাদী এই সমস্ত লক্ষণযুক্ত পুরুষ শশ। যিনি সর্ব্বদা মধুর বাক্য বলেন, দীর্ঘনেত্র, অত্যন্ত ভীরু, চপলমতি, সুদেহ ও শীঘ্রগামী এই সকল লক্ষণাক্রান্ত পুরুষ মৃগ, বহুগুণ ও অনেক বন্ধুযুক্ত, শীঘ্রকাম, নতাঙ্গ, সুন্দর দেহ ও সত্যবাদী এই সকল লক্ষণযুক্ত পুরুষ বৃষ। যাহার উদর এবং কোটিদেশ কৃশ, কণ্ঠ ও অধরোষ্ঠ উগ্র, দশন, বদন, নাসা ও শ্রোত্র দীর্ঘ—এই সকল লক্ষণ হইলে তাহাকে অশ্বজাতীয় পুরুষ জানিতে হইবে। (রতিম°)

* "মৃদুবচনসুশীলঃ কোমলাঙ্গঃ সুকেশঃ
সকলগুণনিধানঃ সত্যবাদী শশোঽয়ম্।
বদতি মধুরবাণীং দীর্ঘনেত্রোঽতিভীরু-
শ্চপলমতিসুদেহঃ শীঘ্রবেগো মৃগোঽয়ম্॥
বহুগুণবহুবন্ধুঃ শীঘ্রকামো নতাঙ্গঃ
সকলরুচিরদেহঃ সত্যবাদী বৃষোঽয়ম্।
উদরকটিকৃশঃ স্যাদুগ্রকণ্ঠাধরোষ্ঠো
দশনবদননাসা শ্রোত্রদীর্ঘো হি বাজী॥" (রতিমঞ্জরী)

ভারতচন্দ্র রসমঞ্জরীতে পুরুষদিগের জাতিকথনস্থলে লিখিয়াছেন,—

"চারিজাতি নায়িকার শুনহ নায়ক।
শশ মৃগ বৃষ অশ্ব সন্তোষদায়ক॥
পদ্মিনীর শশ পতি মৃগ চিত্রিণীর।
বৃষে শঙ্খিনীর তুষ্টি অশ্বে হস্তিনীর॥
রূপ গুণ দোষ সব নায়িকার মত।
চারিজাতি নায়কেতে লক্ষণ সম্মত॥
রসভাণ্ড মত রসদন্তভেদ হয়।
ছয়, আট, দশ, বার পরিমাণ কয়।" (রসমঞ্জরী)

"পাত্রে ত্যাগী গুণে রাগী ভোগী পরিজনৈঃ সহ।
শাস্ত্রে বোদ্ধা রণে যোদ্ধা পুরুষঃ পঞ্চলক্ষণঃ॥" (প্রাচীন)

যিনি সৎপাত্রে দাতা, গুণে অনুরাগী, পরিজনের সহিত ভোগী, শাস্ত্রজ্ঞ এবং যুদ্ধস্থলে বীরত্ব প্রদর্শন করেন, এই পঞ্চবিধ লক্ষণাক্রান্ত পুরুষপদবাচ্য। সামুদ্রিক মতে পুরুষের শুভাশুভ লক্ষণের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—

"কীদৃশঃ পুরুষো বন্দ্যোঽবন্দ্যো বা কীদৃশো ভবেৎ।"
(সামুদ্রিক)

পুরুষ কিরূপ লক্ষণান্বিত হইলে শ্রেষ্ঠ বা নিন্দনীয় হয়, শ্রীকৃষ্ণ মহাদেবের নিকট ইহা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি ইহার বিষয় যথাযথ বলিয়াছিলেন। যে পুরুষের পঞ্চ অঙ্গ দীর্ঘ, চারি অঙ্গ হ্রস্ব অপর পঞ্চ অঙ্গ সূক্ষ্ম, এবং যাহার ছয় অঙ্গ উন্নত, সপ্ত অঙ্গ রক্তবর্ণ, তিন অঙ্গ গভীর ও অপর তিন অঙ্গ বিশাল হয়, তিনি মহাপুরুষ। অর্থাৎ এই সকল লক্ষণ থাকিলে, তিনি পুরুষশ্রেষ্ঠ হইয়া থাকেন। বাহু ও নয়নযুগল, কুক্ষিদ্বয়, নাসাপুট এবং স্তনদ্বয়ের মধ্যস্থল এই পঞ্চ অঙ্গ দীর্ঘ হইলে প্রশস্ত। গ্রীবা, কর্ণদ্বয়, পৃষ্ঠদেশ ও জঙ্ঘাদ্বয় এই অঙ্গ চতুষ্টয় হ্রস্ব হইলে প্রশংসনীয়। অঙ্গুলিপর্ব্ব, দন্ত, কেশ, নখ ও চর্ম্ম এই পঞ্চ অঙ্গ সূক্ষ্ম হইলে মঙ্গলপ্রদ। নাসিকা, নেত্র, ললাট, দন্ত, মস্তক ও হৃদয় এই ছয় অঙ্গ উন্নত, পাণিতল, পাদতল, নয়নপ্রান্ত, নখ, তালু, অধর, জিহ্বা এই সপ্ত অঙ্গ রক্তবর্ণ হওয়া শুভকর। স্বর, বুদ্ধি ও নাভি গম্ভীর, এবং বক্ষঃস্থল, মস্তক ও ললাট এই তিনস্থল বিস্তীর্ণ হইলে শুভ হয়।

যে পুরুষের নয়নের প্রান্তভাগ রক্তবর্ণ, লক্ষ্মী তাহাকে কখন পরিত্যাগ করেন না, যাহার শরীর তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় গৌরবর্ণ, সে কখন নির্দ্ধন হয় না। যাহার নয়ন স্নিগ্ধ, তিনি সৌভাগ্যশালী, করতল স্নিগ্ধ হইলে ঐশ্বর্য্যভোগী হইয়া থাকে। কর্ম্ম না করিয়াও যাহার হস্তদ্বয় কঠিন, পথভ্রমণ করিয়াও যাহার চরণদ্বয় কোমল এবং যাহার পাণিতল রক্তবর্ণ, তাদৃশ ব্যক্তি রাজ্যলাভ করে। যাহার লিঙ্গ দীর্ঘ সে দরিদ্র, লিঙ্গ স্থূল হইলে নির্ধন, কৃশ হইলে সৌভাগ্যশালী এবং হ্রস্ব হইলে রাজা হয়। (সামুদ্রিক)

[রেখা দ্বারা স্ত্রী বা পুরুষের শুভাশুভ লক্ষণ জানা যায়, ইহার বিবরণ সামুদ্রিক শব্দ দেখ।]

বৃহৎসংহিতায় পুরুষের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—সুনিপুণ দৈবজ্ঞ পুরুষের উন্মান, মান, গতি, সংহতি, সার, বর্ণ, স্নেহ, স্বর, প্রকৃতি, সত্ত্ব, প্রভৃতি অবলোকন করিয়া ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন কালের ফল বলিতে সমর্থ হন। যে চরণদ্বয় সর্ব্বদা ঘর্ম্মাক্ত নহে, যাহার তলদেশ অতীব সুকোমল, বর্ণ গৌর, অঙ্গুলি সকল পরস্পর সুসংশ্লিষ্ট, নখর সমুদায় সুন্দর অথচ তাম্রবর্ণ, পার্ষ্ণিদেশ মনোহর, যাহা সর্ব্বদা ঈষদুষ্ণ, অশিরাল, সুনিগূঢ় গুল্‌ফবিশিষ্ট এবং কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় সমুন্নত, এই সকল লক্ষণযুক্ত পুরুষ রাজা হয়। যাহার চরণ-যুগলের নখর শূর্পের ন্যায় রূক্ষ এবং পাণ্ডুবর্ণ, যাহার পদদ্বয় চক্র, শিরাল, শুষ্কপ্রায় এবং অত্যন্ত বিরলাঙ্গুলিবিশিষ্ট, সেই ব্যক্তি দরিদ্র হইয়া থাকে। অতিদূর পথ গমন না করিলেও যাহার পদযুগল বিষম এবং কষায় সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ হয়, তাহার বংশ থাকে না। পদতল দগ্ধ মৃত্তিকা সদৃশ হইলে ব্রহ্মঘাতী ও পীতবর্ণ হইলে অগম্যারত হইয়া থাকে। যাহার জঙ্ঘা অত্যন্ত বিরল, অথচ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রোমে আচ্ছাদিত ও বর্ত্তুল, যাহার উরুদেশ সুন্দর ও হস্তি-শুণ্ডের ন্যায় এবং যাহার জানুদেশ স্থূল অথচ পরস্পর সমান সেই ব্যক্তি রাজত্ব লাভ করে। কুক্কুর বা শৃগালের ন্যায় জঙ্ঘাবিশিষ্ট হইলে নির্দ্ধন হয়। রাজাদিগের প্রতি লোমকূপে একটী করিয়া লোম এবং পণ্ডিত ও শ্রোত্রিয়ের প্রতি লোমকূপে দুইটী করিয়া লোম হয়। যাহাদের লোমকূপে তিনটী বা তাহারও অতিরিক্ত লোম হয়, তাহারা নিঃস্ব হয়। মস্তকের কেশ সম্বন্ধেও এইরূপ নিয়ম। জানুদেশ মাংসহীন হইলে প্রবাসে মৃত্যু, অল্পমাংসযুক্ত হইলে সৌভাগ্যশালী, বিকট মাংসল হইলে দরিদ্র, ও নিম্নমাংসবিশিষ্ট হইলে স্ত্রীজিত হইয়া থাকে। জানুদেশে সমান মাংস থাকিলে রাজত্বলাভ, এবং বৃহৎ হইলে দীর্ঘায়ুঃ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। পুরুষাঙ্গ ক্ষুদ্র হইলে ধনবান্ ও সন্তানশূন্য এবং স্থূল হইলে ধনহীন হয়। লিঙ্গ বামভাগে নত হইলে পুত্র ও ধনবর্জ্জিত, দক্ষিণভাগে নত হইলে পুত্রবান্, অধোভিনত হইলে দরিদ্র, শিরাল হইলে অল্পতনয়যুক্ত এবং লিঙ্গের গ্রন্থিস্থূল হইলে অত্যন্ত সুখী হয়। যাহার কোষ অতিশয় নিগূঢ়, সেইব্যক্তি রাজা, দীর্ঘ বা ভুগ্নকোষবিশিষ্ট পুরুষ বিত্তহীন এবং যাহার শিশ্ন ঋজু, বৃত্ত ও অল্পশিরাল, সেইব্যক্তি ধনবান্ হয়। যাহার

একটী মাত্র মুষ্ক থাকে, তাহার জলে মৃত্যু ও অসমান মুষ্কবিশিষ্ট ব্যক্তি স্ত্রীচঞ্চল হয়। যাহাদিগের প্রস্রাব-ধারার শব্দ হয়, তাহারা সুখী, এবং নিঃশব্দ ধারায় মূত্র নির্গত হইলে নিঃস্ব হয়। দুই, তিন বা চারি ধারায় প্রস্রাব নির্গত হইয়া আবর্ত্ত-সহ দক্ষিণভাগে তরঙ্গিত হইলে নরপতি হয়। বিক্ষিপ্ত ভাবে মূত্রপাত হইলে ধনহীন হয়। মূত্র একটীমাত্র ধারায় নির্গত হইয়া তরঙ্গযুক্ত হইলে উৎকৃষ্ট সন্তান হয়। শিশ্নমণি স্নিগ্ধ, উন্নত বা সমভাগে থাকিলে ধন, রত্ন এবং বনিতাভোগী হইয়া থাকে। যদ্যপি শিশ্নমণির মধ্যভাগ নিম্ন হয়, তাহা হইলে কন্যা ও ধনহীন হয়। বস্তিদেশের শীর্ষভাগ পরিশুষ্ক হইলে ধনহীন ও দুর্ভাগ্যশালী হয়। শুক্র পুষ্পগন্ধি হইলে রাজা, মধুগন্ধি হইলে প্রভূত ধন, মৎস্যগন্ধি হইলে অনেক সন্তান, ক্ষারগন্ধি হইলে দরিদ্র এবং মদিরাগন্ধ হইলে যাজ্ঞিক হয়। যাহাদের নিতম্বের পশ্চাদ্ভাগ স্থূল, তাহারা দরিদ্র, কিন্তু মাংসল হইলে সুখী, এবং ইহার অর্দ্ধভাগ সুন্দর হইলে বলবান্ এবং মণ্ডূকের ন্যায় হইলে রাজা হয়। কটিদেশ সিংহসদৃশ হইলে নরপতি, এবং বানর বা করিশাবকের ন্যায় হইলে ধনহীন, জঠরদেশ সমান হইলে ভোগী, ঘটতুল্য হইলে নির্ধন, পার্শ্ব-দেশ বিকল না হইলে ধনবান্, নিম্ন বা বক্র হইলে ভোগহীন, উন্নতকক্ষ ব্যক্তি নরপতি, বিষমকক্ষ হইলে কুটিল, উদর সর্পাকৃতি হইলে দরিদ্র ও বহুভোজী, গোলাকার, উন্নত ও বিস্তীর্ণ নাভিবিশিষ্ট হইলে সুখী; স্বল্প, অদৃশ্য ও নিম্ননাভি হইলে ক্লেশভোগী হয়। নাভির মধ্যভাগ তরঙ্গযুক্ত বা বিষম হইলে শূলরোগী ও নিঃস্ব, নাভিদেশ বামভাগে আবর্ত্তযুক্ত হইলে শঠ, এবং দক্ষিণদিকে আবর্ত্ত হইলে মেধাবী হয়। নাভি পার্শ্বদিকে আয়ত হইলে চিরায়ুঃ, উপরি আয়ত হইলে প্রভু, উদর একটী বলিচিহ্নিত হইলে শস্ত্রাঘাতে মৃত্যু, দ্বিবলিবিশিষ্ট হইলে স্ত্রীভোগী, ত্রিবলিযুক্ত হইলে ঔদরিক, এবং চারিটী বলি থাকিলে বহু সন্ততি হয়। রাজাদিগের উদরে বলি থাকে না। যাহার উদরে বলি নতোন্নত, সে পাপিষ্ঠ ও অগম্যাগামী, উদরবলি সরল ভাবে বিদ্যমান থাকিলে সুখী এবং পরদার-বিদ্বেষী হয়। যাহাদের পার্শ্বদেশ মাংসল, মৃদু ও দক্ষিণাবর্ত্ত রোমদ্বারা আচ্ছন্ন, তাহারা রাজা, ইহার বিপরীত হইলে দুঃখী হইয়া থাকে। চুচুক অনুন্নত হইলে সুভগ, বিষম বা দীর্ঘ হইলে নির্ধন, পীন, দগ্ধবর্ণ, বা নিমগ্ন হইলে সুখী হইয়া থাকে।

বক্ষঃস্থল উন্নত, পৃথু ও মাংসল হইলে নরপতি, এতদ্বিপ-রীত বা শিরাল এবং গর্দ্দভের ন্যায় রোমাবলিবিশিষ্ট হইলে দুঃখী, উরঃস্থল সমান হইলে অর্থবান্, এবং যাহাদের বক্ষঃস্থল অবিশাল, তাহারা নির্ধন হইয়া থাকে। গ্রীবাদেশ চিপিটকের ন্যায় আকারবিশিষ্ট, শুষ্ক বা শিরাল হইলে নির্ধন, মহিষ-গ্রীব ব্যক্তি বলবান্, কম্বুর ন্যায় হইলে রাজা, এবং প্রলম্ব হইলে বহুভক্ষক হয়। যাহাদের পৃষ্ঠদেশ অভগ্ন ও অরোমশ তাহারা ধনবান্, এবং তদ্ভিন্ন ব্যক্তিগণ নির্ধন হয়। অংসযুগল মাংসহীন, রোমাচ্ছাদিত, ভগ্নপ্রায় ও ক্ষুদ্র হইলে নির্ধন, বিপুল, সুগোল ও সুশ্লিষ্ট হইলে সুখী হয়। বাহুদ্বয় দ্বিরদ শুণ্ডাকার-বৃত্ত, আজানুলম্বিত, পরস্পর সমান ও পীন হইলে নৃপতি, রোমশ ও হ্রস্ব হইলে দুঃখী, হস্তাঙ্গুলি দীর্ঘ হইলে দীর্ঘায়ু, করতল বানরকরের ন্যায় হইলে ধনবান্ এবং ব্যাঘ্রের ন্যায় হইলে পাপিষ্ঠ হয়। হস্তের মণিবন্ধ যদি নিগূঢ়, দৃঢ় ও সুশ্লিষ্ট সন্ধিবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে নরপতি, করতল নিম্ন হইলে পিতৃধনে বঞ্চিত, করতলের কোনস্থান সংযত বা নিম্ন হইলে ধনবান্, নতোন্নত হইলে অতিশয় নিঃস্ব এবং লাক্ষার ন্যায় রক্ত-বর্ণ হইলে নরপতি, পীতবর্ণ হইলে অগম্যাগামী এবং রুক্ষ হইলে নির্ধন হইয়া থাকে। কুনখ বা বিবর্ণনখ হইলে তার্কিক হয়। অঙ্গুষ্ঠে যবরেখা থাকিলে ধনবান্ এবং অঙ্গুষ্ঠমূলে যব থাকিলে পুত্রবান্ হয়। করতলের রেখা সকল স্নিগ্ধ ও নিম্ন হইলে ধনবান্ এবং ইহার বিপরীত হইলে দরিদ্র, অঙ্গুলি বিরল হইলে নিঃস্ব এবং ঘনাঙ্গুলি থাকিলে ধনবান্ হয়। তিনটী রেখা মণিবন্ধ হইতে উত্থিত হইয়া করতলব্যাপী হইলে পৃথিবী-পতি, হস্ততলে মৎস্যচিহ্ন থাকিলে যাজ্ঞিক, বজ্রচিহ্ন থাকিলে ধনী, মৎস্যপুচ্ছ থাকিলে বিদ্বান্, শঙ্খ, ছত্র, শিবিকা, হস্তী, অশ্ব ও পদ্মচিহ্ন থাকিলে নরপতি, কলস, মৃণাল, পতাকা ও অঙ্কুশচিহ্নে ধনী। চক্র, অসি, পরশু, তোমর, শক্তি, ধনু বা কুন্তা-কার রেখা থাকিলে চমূপতি। মকর, ধ্বজ, প্রকোষ্ঠ ও আগার তুল্য রেখা থাকিলে ধনী, অঙ্গুষ্ঠমূলে বেদীর ন্যায় রেখা থাকিলে অগ্নিহোত্রী, বাপী ও দেবগৃহসদৃশ চিহ্ন থাকিলে ধার্ম্মিক, অঙ্গুষ্ঠমূলে যে কয়টী স্থূলরেখা, সেই কয়টী পুত্র এবং যতগুলি সূক্ষ্মরেখা থাকে, ততগুলি কন্যা হয়। মণিবন্ধোত্থিত রেখা প্রদেশিনী অর্থাৎ তর্জ্জনীমূলে সংলগ্ন হইলে শতায়ু, তদপেক্ষা কম হইলে ঐ অনুপাতানুসারে আয়ুঃ স্থির হইবে। করতলে অধিক রেখা থাকিলে নিঃস্ব, যাহার চিবুক অত্যন্ত কৃশ অথচ দীর্ঘ, সেই ব্যক্তি নিঃস্ব, মাংসল হইলে ধনী, অধর অবক্র অথচ বিম্বফলতুল্য হইলে রাজা এবং সূক্ষ্ম হইলে দরিদ্র, ওষ্ঠদেশ যদ্যপি ফাটা ফাটা বিবর্ণ ও সূক্ষ্ম হয় তাহা হইলে নির্ধন, দশন-পংক্তি ঘন, স্নিগ্ধ এবং সম হইলে শুভ হয়। জিহ্বা ও তালু রক্তবর্ণ, দীর্ঘ, সূক্ষ্ম ও সমতল হইলে ভোগবান্। জিহ্বা ও তালু শ্বেত বা কৃষ্ণবর্ণ হইলে দরিদ্র, মুখ সুন্দর, অসংবৃত, বিমল, চিক্কণ এবং সম হইলে নরপতি, বিপরীত হইলে ক্লেশ-

ভাগী। যাহাদের মুখ অতি বৃহৎ, তাহারা দুঃখী। যাহাদের মুখ স্ত্রীলোকের ন্যায়, তাহাদের সন্তান হয় না। যাহার মুখ গোলাকৃতি, সেই ব্যক্তি অতিশঠ, মুখদীর্ঘ হইলে ধনহীন, চতুষ্কোণাকৃতি মুখমণ্ডলযুক্ত হইলে ধূর্ত্ত, নিম্নমুখ মানব নিঃসন্তান। অতিহ্রস্বমুখ কৃপণ এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দরমুখবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ভোগী হয়। শ্মশ্রু অস্ফুটিতাগ্র, স্নিগ্ধ, কোমল ও সম্যক্‌রূপ নত হইলে শুভ, রক্তবর্ণ, কঠোর ও অল্প হইলে তস্কর হয়। কর্ণদ্বয় নির্ম্মাংস হইলে অশুভ, হ্রস্বকর্ণবিশিষ্ট ব্যক্তি কৃপণ এবং শঙ্কুকর্ণ ব্যক্তি নরপতি, কর্ণ লোমশ হইলে দীর্ঘায়ু, বিপুল হইলে ধনবান্, শিরাল হইলে ক্রূর এবং লম্বা অথচ মাংসল হইলে সুখী ও গণ্ডস্থল অনিম্ন হইলে ভোগী হয়। গণ্ডে অত্যন্ত মাংস থাকিলে মন্ত্রণাদাতা, নাসিকা শুকপক্ষীর ন্যায় হইলে সুখী, শুষ্ক হইলে চিরজীবী, ছিন্ন হইলে অগম্যাগামী, দীর্ঘ হইলে সৌভাগ্যশালী ও বক্র হইলে চৌর হয়। নয়ন কমলদলের ন্যায় হইলে ধনী এবং চক্ষুর প্রান্তভাগ রক্তবর্ণ হইলে শুভ, মধুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ হইলে ধনবান্, মার্জ্জার সদৃশ হইলে পাপিষ্ঠ, হরিণলোচন ও বর্ত্তুল-লোচন হইলে সুভগ, বক্রলোচন হইলে তস্কর, কেকরনেত্র হইলে ক্রূর, হস্তীবৎ হইলে রাজা, গভীর হইলে ঐশ্বর্য্যশালী হয়। ভ্রূযুগল অত্যন্ত উন্নত হইলে অল্পায়ু, কিন্তু বিস্তৃত উন্নত হইলে অত্যন্ত সুখী, পরস্পর অসমানে দরিদ্র, বালেন্দুবৎ বক্র অথচ নিম্ন হইলে ধনী, ও খণ্ডিত হইলে দরিদ্র হয়। শঙ্খ অর্থাৎ ললাটের অস্থি উন্নত অথচ বিপুল হইলে শুভ, নিম্ন হইলে সন্তান ও ধনহীন, নতোন্নত হইলে দরিদ্র, অর্দ্ধচন্দ্রাকারে প্রশস্ত ধনযুক্ত হইয়া থাকে। শুক্তি অর্থাৎ কপালের অস্থিখণ্ড বৃহৎ হইলে বিদ্বান্, শিরাল হইলে অধার্ম্মিক, উন্নত শিরাযুক্ত অথবা স্বস্তিকের ন্যায় হইলে ধনী হয়। নিম্ন ললাটবিশিষ্ট মানব দুঃখী ও ক্রূরকর্ম্মনিরত, অত্যুন্নত হইলে নৃপতি, এবং সঙ্কীর্ণ হইলে কৃপণ হয়। ললাটের উপর তিনটী আয়তরেখা থাকিলে শতায়ু, চারিটী রেখা থাকিলে শতায়ু ও নরপতি, ৫টী রেখায় ৯৫ বৎসর পরমায়ু এবং ললাটের রেখা সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখাদ্বারা ছিন্ন হইলে অগম্যাগামী ও ৯০ বৎসর পরমায়ু হয়। ললাটের রেখা সকল ভ্রূর সহিত সংলগ্ন থাকিলে ৩০ বৎসর পরমায়ু এবং উহা বামভাগে বক্র হইলে ২০ বৎসর ও অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামান্য রেখা সকল ললাটভাগে থাকিলে অল্পায়ু হয়। যাহাদের মস্তক সর্ব্বতোভাগে গোলাকার, তাঁহারা ধনী এবং ছত্রাকার শিরোদেশযুক্ত ব্যক্তি নরপতি হয়। যাহার শিরোভাগের করোটি (খুলি) বৃহৎ তাহারা অল্পায়ু হইয়া থাকে। মস্তক ঘটাকার হইলে চিন্তাশীল, দুইভাগে বিভক্ত হইলে পাপাত্মা ও নির্ধন হয়।

যে মানবের কেশ সকল এক একগাছি করিয়া অবস্থিত, অথচ স্নিগ্ধ, কৃষ্ণবর্ণ, আকুঞ্চিত ও ভিন্নাগ্র এবং সেই কেশসকল যদি কোমল ও অনধিক হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সুখী এবং যাহার কেশ বহুমূল, বিষম, কপিলবর্ণ, স্থূল, স্ফুটিতাগ্র, কর্কশ, ক্ষুদ্র, অত্যন্ত বক্র ও ঘন, সে ব্যক্তি দরিদ্র হয়। রুক্ষ, মাংসহীন ও শিরাল যে কোন স্থল হইলেও তাহা অশুভসূচক। ইহার বিপরীত হইলে শুভ। পুরুষ ও স্ত্রী তুলিত হইলে যদি অর্দ্ধভার হয়, তাহা হইলে সুখী, তদপেক্ষা ন্যূন হইলে দুঃখী হয়। ভারাধিক ব্যক্তি বলবান্ হয়। পুরুষ বা নারীর যখন ২৫ বৎসর বয়স অথবা জীবনের চতুর্থভাগ উপস্থিত হইবে, তখনই মানের (ওজনের) উপযুক্ত সময় বুঝিতে হইবে। পুরুষাদির দেহাভ্যন্তরীণ কোন তেজোময় পদার্থের কান্তিই একমাত্র শুভাশুভ ফল প্রকাশ করে, অর্থাৎ তাহাদ্বারাই শুভ ও অশুভ নির্ণয় করা যায়। দন্ত, ত্বক্, নখ, রোম ও কেশ ইহাদের স্নিগ্ধ ছায়া (কান্তি) যদি সদ্গন্ধশালিনী হয়, তাহা হইলে তাহাকে ভৌমীছায়া কহে, ইহাতে তুষ্টি, অর্থলাভ, অভ্যুদয় এবং প্রতিদিন ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যে ছায়া অর্থাৎ লাবণ্য কৃষ্ণ অথচ নির্ম্মল, হরিদ্বর্ণ ও নয়নসুখকর, তাহাতে সৌভাগ্য, মৃদুতা ও সুখবৃদ্ধি হয়, এই ছায়াকে জলীয়া ছায়া কহে। ইহা জননীর ন্যায় হিতকারী। শরীরের যে ছায়া অতি প্রচণ্ড ও অধৃষ্য, যাহার বর্ণ পদ্ম, সুবর্ণ কিংবা অগ্নির ন্যায়, তাহাকে আগ্নেয়ী ছায়া কহে, এই ছায়া তেজ, বিক্রম ও প্রতাপ বর্দ্ধিত করে। দেহস্থিত যে ছায়া মলিন, পরুষ ও কৃষ্ণবর্ণ এবং দুর্গন্ধবিশিষ্ট সেই ছায়া বায়বীছায়া, ইহাতে প্রাণিদিগের বধ, বন্ধন, ব্যাধি, অনর্থ ও অর্থনাশ প্রভৃতি নানাপ্রকার উপদ্রব হয়, আর যে কান্তি স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল তাহাই আকাশী ছায়া, এই ছায়া অতি শুভকারী। রাজাদিগের স্বর হস্তী, বৃষ, রথস্বন, ভেরী, মৃদঙ্গ, সিংহ বা মেঘের ন্যায় হইয়া থাকে। গর্দ্দভের ন্যায় অথবা বিশীর্ণ কিংবা পরুষস্বরমানব নির্ধন ও অসুখী হয়। মেদ, মজ্জা, ত্বক্, অস্থি, শুক্র, শুষির ও মাংস এই ৭টী অস্থি প্রাণীদিগের সার, ইহাদের যথাযথ ফল বর্ণিত হইতেছে। তালু, ওষ্ঠ, অধর, জিহ্বা, নেত্রপ্রান্ত, পায়ু, করতল ও পদতল এই সকল রক্তবর্ণ ও রক্তযুক্ত হইলে বহুবিধ সুখ হয়। ত্বক্ মসৃণ হইলে ধনী, কোমল হইলে সুভগ এবং পাতলা হইলে বিচক্ষণ হয়। অস্থি স্থূল হইলে বলবান্ ও পণ্ডিত, শুক্র গুরু ও পরিমাণে অধিক হইলে সুভগ ও বিদ্বান্ হয়। বাক্য, জিহ্বা, দন্ত, নেত্র এবং নখ এই পঞ্চ স্থান স্নিগ্ধ হইলে ধন, পুত্র ও সৌভাগ্য এবং রুক্ষ হইলে নির্ধন হয়। বর্ণ স্নিগ্ধ ও কান্তিযুক্ত হইলে রাজ্যলাভ, মধ্যমরূপ হইলে পুত্রবান্ ও ধনী এবং রুক্ষ হইলে নির্ধন হয়।

বর্ণ বিশুদ্ধ হইলে শুভ ও সঙ্কীর্ণবর্ণ অশুভপ্রদ। যাহাদের মুখ গো, বৃষ, শার্দ্দূল, সিংহ বা গরুড়ের ন্যায়, তাহারা পৃথিবীপতি, বানর, মহিষ, বরাহ বা ছাগলের ন্যায় হইলে পুত্র ও ধনহীন, গর্দ্দভ ও হস্তীশাবকের ন্যায় হইলে নিঃস্ব ও অসুখী হয়।

পরিমাণানুসারে পুরুষ উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিনভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে। ইহার মধ্যে যাহারা স্বীয় হস্তাঙ্গুলির ১০৮ অঙ্গুলি পরিমাণ তাহারা উত্তম, ৯৬ অঙ্গুলি পরিমিত পুরুষ মধ্যম এবং ৮৪ অঙ্গুলি হইলে অধম হয়। মৃত্তিকা, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, দেবতা, নর, রাক্ষস, পিশাচ এবং তির্য্যক্‌যোনি ইহাদের স্বভাবেই পুরুষের লক্ষণ জন্মে। নিম্নে সেই সকল লক্ষণ লিখিত হইতেছে। সুন্দর পুষ্পের ন্যায় গন্ধযুক্ত, সম্ভোগনিপুণ, সুন্দর নিশ্বাসযুক্ত ও স্থির হইলে তাহাই মহীস্বভাব; জলস্বভাব পুরুষ অত্যন্ত জলপানানুরক্ত, স্ত্রীলোলুপ এবং রসভোগী, অগ্নিপ্রকৃতিপুরুষ অত্যন্ত চঞ্চল, তীক্ষ্ণ, ভয়ঙ্কর, ক্ষুধাতুর ও ভোজী, বায়ুপ্রকৃতি পুরুষ, কৃশ এবং ক্রোধী, আকাশপ্রকৃতি পুরুষ নিপুণ, বিবৃতমুখ, শব্দজ্ঞ ও ছিদ্রিতাঙ্গবিশিষ্ট, দেবপ্রকৃতি পুরুষ ত্যাগশীল, মৃদু, কোপন এবং স্নেহযুক্ত, নরপ্রকৃতি পুরুষ গীত ও ভূষণপ্রিয় এবং নিরন্তর সংবিভাগনিপুণ, রাক্ষসপ্রকৃতি পুরুষ অত্যন্ত কোপী, খল ও পাপাত্মা, পিশাচপ্রকৃতি পুরুষ চপল, মলিন, বহুপ্রলাপবাদী এবং ব্যক্তদেহ হয়। পুরুষের শার্দ্দূল, হংস, মদমত্ত, মতঙ্গজ, মহাবৃষভ বা ময়ূরের ন্যায় গতি হইলে শুভ, যাহারা নিঃশব্দে ধীরে ধীরে গমন করে, তাহারা ধনবান্, যাহারা দ্রুতগামী বা বহুগামী তাহারা দরিদ্র হইয়া থাকে। (বৃহৎসংহিতা ৬৮ অঃ)

এই সকল লক্ষণদ্বারা পুরুষ কিরূপ হইবে, তাহা জানা যাইবে। নিমিত্তজ্ঞ পণ্ডিতগণ এই সকল লক্ষণদ্বারা শুভাশুভ নির্ণয় করিয়া থাকেন। ইহা সাধারণ পুরুষের লক্ষণ, ইহাভিন্ন বৃহৎসংহিতায় পঞ্চমহাপুরুষের লক্ষণ লিখিত আছে, সংক্ষিপ্তভাবে তাহার সারমাত্র উদ্ধৃত হইল। বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে বৃহৎসংহিতা প্রভৃতি জ্যোতির্গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

পঞ্চমহাপুরুষলক্ষণ—বলবান্ তারাগ্রহ অর্থাৎ মঙ্গলাদি পঞ্চগ্রহ যখন স্বক্ষেত্রে বা উচ্চগৃহে বা কেন্দ্রে থাকেন, তখন মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। বলবান্ বৃহস্পতির সময়ে জন্মগ্রহণ করিলে হংস, শনিগ্রহ সময়ে শশ, মঙ্গলগ্রহে রুচক, বুধগ্রহে ভদ্র এবং শুক্রগ্রহে জন্মিলে মালব্যপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। সূর্য্য বলবান্ হইলে তৎক্ষণজাত ব্যক্তির শরীরগঠন উত্তম ও বলবান্ চন্দ্রের সময়জাত ব্যক্তির মানসিক প্রকৃতির মহত্ত্ব হইয়া থাকে। মহাপুরুষদিগের মধ্যে যাহার চন্দ্র ও সূর্য্য যেরূপ বিভিন্নরাশিগত হইবেন, তাহার লক্ষণও সেইরূপ হইবে। রাশি সকলের যেরূপ ধাতু, মহাভূত, প্রকৃতি, দ্যুতি, বর্ণ, সত্ত্ব ও রূপ সূর্য্য চন্দ্র দ্বারা উপভুক্ত হইবে, তাহার লক্ষণও সেইরূপ স্থির করিতে হইবে। উহা বলহীন সূর্য্য কিংবা চন্দ্র কর্ত্তৃক উপভুক্ত হইলে তৎক্ষণজাত পুরুষগণ সঙ্কীর্ণ পুরুষ বলিয়া অভিহিত হন। লোকের জন্মকালে মঙ্গলগ্রহ বলবান্ থাকিলে পরাক্রম, বুধগ্রহ থাকিলে গুরুতা, বৃহস্পতি থাকিলে স্বর, শুক্র থাকিলে স্নেহ, ও শনি থাকিলে বর্ণ জানিতে হয়। ইহাদের গুণদোষের তারতম্যানুসারে উক্ত সকল সাধুত্ব ও অসাধুত্ব লাভ করিয়া থাকে। সঙ্কীর্ণ পুরুষগণ শ্রেষ্ঠ হন না। হংস, শশ, রুচক, ভদ্র ও মালব্য এই পাঁচপ্রকার পুরুষের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ অভিহিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে লিখিত হইল না। (বৃহৎসংহিতায় ৬৯ অধ্যায়ে বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।)

২ সাংখ্যোক্ত প্রাণীদিগের আত্মাস্বরূপ। সাংখ্যমতে পুরুষ চেতন স্বরূপ, কিন্তু সুখদুঃখাদি শূন্য। ইনি অপরিণামী অর্থাৎ বিকারশূন্য এবং অকর্ত্তা অর্থাৎ কোন কার্য্যই করেন না। এই পুরুষই প্রাণীদিগের আত্মা, সুতরাং যত প্রাণী ততই পুরুষ বলিতে হয়। প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পরসাপেক্ষ। লৌহ যেমন চুম্বক সমীপস্থ হইলে চুম্বকের দিকে গমন করে, সেইরূপ প্রকৃতি ঐ পুরুষ-সন্নিধানপ্রযুক্ত বিশ্বরচনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। প্রকৃতি নিজে জড় হইলেও পুরুষসহযোগে সংসার-ব্যাপার সম্পাদন করিতে সমর্থ।

[সাংখ্য ও প্রকৃতি দেখ।]

৩ বিষ্ণু। (শব্দ°)

"এবং পুরাণঃ পুরুষো বিষ্ণুর্বেদেষু পঠ্যতে।
অচিন্ত্যশ্চাপ্রমেয়শ্চ গুণেভ্যশ্চ পরস্তথা॥" (হরিবং ১২৮।২০)

৪ শিব। (ভারত ১৪।৮।১৪) ৫ জীব। (শিবপু° বায়ুস° পূর্ব্বভা° ৪।১৬) ৬ দুর্গা।

"মহানিতি চ যোগেষু প্রধানশ্চৈব কথ্যতে।
ত্রিগুণাব্যতিরিক্তা সা পুরুষশ্চেতি চোচ্যতে॥"

(দেবীপু° ১৫ অঃ)

৭ অশ্বস্থানকভেদ।

"পশ্চিমেনাগ্রপাদেন ভুবি স্থিত্বাগ্রপাদয়োঃ।
ঊর্দ্ধপ্রেরণয়া স্থানগশ্বানাং পুরুষঃ স্মৃতঃ॥"

(মাঘ ৫।৫৬ শ্লোকটীকায় মল্লিনাথ)

পুরুষরাশি—মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনুঃ ও কুম্ভ।

পুরুষগ্রহ—ভৌম, অর্ক ও জীব ইহারা পুরুষগ্রহ।

পুরুষনক্ষত্র—হস্তা, মূলা, শ্রবণা, পুনর্ব্বসু, মৃগশিরা ও পুষ্যা এই সকল পুরুষনক্ষত্র।

৭ চেতনা ধাতু। "আকাশাদিপঞ্চকং চেতনাধাতবশ্চেতি তন্ময়ঃ পুরুষসঙ্গঃ।" (চরক শারীরস্থা° ১ অঃ) ৮ পুন্নাগবৃক্ষ। চলিত পুনাও্‌। (রাজনি°) ৯ পারদ। (রসরত্না°) ১০ গুগ্‌গুলু। (রসর°) ১১ তিলক। (বৈদ্যকনি°)

পুরুষক (পুং ক্লী) পুরুষ এবেতি পুরুষ স্বার্থে-কন্‌। ঘোটকের ঊর্দ্ধস্থিতি। পীথ পাঁও (হিন্দী)। ২ অশ্বের স্থানকভেদ।

"শ্রীবৃক্ষকীপুরুষকোন্নমিতাগ্রকায়ঃ।" (মাঘ ৫।৫৬)

পুরুষকার (পুং) পুরুষস্য কারঃ করণম্‌। পুরুষের কৃতি, পৌরুষ, চেষ্টা, পুরুষচেষ্টিত। দৈব ও পুরুষকার এই দুয়ে মিলিত হইলে ফল হইয়া থাকে। দৈব হইতে পুরুষকারের প্রাধান্য শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

যেরূপ একচক্রে রথের গতি হয় না, সেইরূপ পুরুষকার বিনা দৈব প্রসন্ন হন না। দৈব শুভ হইলে সামান্য পুরুষকার দ্বারাই মানবগণ শুভফলপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

"যথা হ্যেকেন চক্রেণ ন রথস্য গতির্ভবেৎ।
তথা পুরুষকারেণ বিনা দৈবং ন সিধ্যতি॥" (নীতিশাস্ত্র)

মৎস্যপুরাণে—পুরুষকারের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে।* মনু মৎস্যের নিকট দৈব ও পুরুষকারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? এই প্রশ্ন করিলে মৎস্যদেব নিম্নলিখিতরূপ উত্তর দিয়াছিলেন,—'দেহান্তরে অর্জ্জিত স্বীয় যে কর্ম্ম তাহাকে দৈব কহে, অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাই দৈব নামে আখ্যাত। এই দৈব পুরুষকার হইতে শ্রেষ্ঠ। মঙ্গলাচারযুক্ত ব্যক্তির দৈব প্রতিকূল হইলেও পুরুষকার দ্বারা বিনষ্ট হয়। যাহারা পূর্ব্বজন্মে সাত্ত্বিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারা পুরুষকার ব্যতীতও ফললাভ করে। যাহারা রাজসিক কর্ম্ম করে, তাহারা পুরুষকার ব্যতীত ফললাভ করিতে পারে না। তামস কার্য্যকারীদিগের অতি কঠোর পুরুষকার আবশ্যক। অতি যত্নের সহিত পুরুষকার করিলে অশুভ দৈব নিরাকৃত হইয়া শুভফল হয়। এইজন্য দৈব হইতে পুরুষকার শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। দৈব, পুরুষকার ও কাল° এই তিন একত্র হইয়া ফলপ্রদান করে। ইহাদের মধ্যে একক কেহই ফলপ্রদানে সমর্থ নহে। যেরূপ কৃষি বৃষ্টি সমাযোগে কালে ফলপ্রদ হইয়া থাকে, সেইরূপ দৈব ও পুরুষকার উপযুক্ত কালে নিশ্চয়ই ফলপ্রদ হয়। পুরুষকার করিয়া ফল না পাইলে তাহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হওয়া বিধেয় নহে, উপযুক্ত কাল হইলে তাহার ফল আপনিই হইবে। প্রত্যেক মনুষ্যেরই অতি যত্নপূর্ব্বক পুরুষকারের প্রতি যত্ন করা বিশেষ আবশ্যক। যেরূপ পুরুষকার করা যাইবে, ফলও তদনুরূপ হইবে। কেবল দৈবের উপর নির্ভর করিয়া থাকা উচিত নহে। পুরুষকারের প্রতি যত্ন করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। (মৎস্যপু° দৈবপুরুষকারক নাম ১৯৫ অঃ)।

* "দৈবে পুরুষকারে চ কিং জ্যায়স্তৎ ব্রবীহি মে।
অত্র মে সংশয়ো দেব ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ॥
মৎস্য উবাচ।
স্বমেব কর্ম্ম দৈবাখ্যং বিদ্ধি দেহান্তরার্জ্জিতম্‌।
তস্মাৎ পৌরুষমেবেহ শ্রেষ্ঠমাহুর্মনীষিণঃ॥
প্রতিকূলং তথা দৈবং পৌরুষেণ বিহন্যতে।
মঙ্গলাচারযুক্তানাং নিত্যমুত্থানশীলিনাম্‌॥
যেষাং পূর্ব্বকৃতং কর্ম্ম সাত্ত্বিকং মনুজোত্তম।
পৌরুষেণ বিনা তেষাং কেষাঞ্চিদ্দৃশ্যতে ফলম্‌॥" (মৎস্যপু° ১৯৫)

পুরুষকুঞ্জর (পুং) পুরুষেষু কুঞ্জরঃ শ্রেষ্ঠঃ বা পুরুষঃ কুঞ্জর ইব উপমিতসমাসঃ। পুরুষশ্রেষ্ঠ। ব্যাঘ্র, পুঙ্গব, ঋষভ ও কুঞ্জর প্রভৃতি পুরুষের শ্রেষ্ঠার্থবাচক।

'স্যুরুত্তরপদে ব্যাঘ্রপুঙ্গবর্ষভকুঞ্জরাঃ।
সিংহশার্দ্দূলনাগাদ্যাঃ পুংসি শ্রেষ্ঠার্থবাচকাঃ॥' (অমর ৩।১।৫৯)

পুরুষকেশরিন্‌ (পুং) পুরুষঃ কেশরী ইব। ১ পুরুষশ্রেষ্ঠ। ২ নরসিংহরূপী বিষ্ণু।

পুরুষক্ষেত্র (ক্লী) জ্যোতিষোক্ত যে ক্ষেত্রে পুরুষের জন্ম নির্দ্দিষ্ট হয়।

পুরুষগতি (স্ত্রী) সামভেদ।

পুরুষগন্ধি (ত্রি) পুরুষের আঘ্রাণ।

পুরুষঘ্ন (ত্রি) পুরুষং হন্তি হন-টক্‌। পুরুষ-হনন-সাধন আয়ুধ। "পুরুষঘ্নং ক্ষয়দ্বীর" (ঋক্‌ ১।১১৪।১০) 'পুরুষঘ্নং পুরুষহননং তৎসাধনমায়ুধং' (সায়ণ)। পুরুষঘাতকমাত্র। স্ত্রিয়াং ঙীষ্‌।

পুরুষচ্ছন্দস্‌ (স্ত্রী) পুরুষ ইব দ্বিপাদত্বাৎ ছন্দো যস্যাঃ। দ্বিপদাখ্য ছন্দোভেদ, এই ছন্দে দুই চরণ থাকে বলিয়া ইহার নাম পুরুষছন্দস্‌ হইয়াছে।

"অথ দ্বিপদাঃ পুরুষচ্ছন্দসং বৈ দ্বিপদা দ্বিপাদ্বা অয়ং পুরুষঃ"
(শতপথব্রা° ২।৩।৪।৩৩)।

পুরুষতা (স্ত্রী) পুরুষস্য ভাবঃ তল্‌-টাপ্‌। পুরুষত্ব, পুরুষের ভাব, পুরুষের ধর্ম্ম।

পুরুষতেজস্‌ (ত্রি) পুরুষত্ববিশিষ্ট।

পুরুষত্রা (অব্য) পুরুষ দ্বিতীয়া সপ্তম্যর্থবৃত্তেঃ পুরুষশব্দাৎ ত্রা। (দেব-মনুষ-পুরুষ-পুরুমর্ত্ত্যেভ্যো দ্বিতীয়া সপ্তম্যোর্বহুলম্‌। পা ৫।৪।৫৬)। পুরুষকে, পুরুষবিষয়ে। দ্বিতীয়া ও সপ্তমীর অর্থেই 'ত্রা' প্রত্যয় হয়। এই জন্য পুরুষকে ও পুরুষ বিষয়ে

এইরূপ অর্থ হইবে। "মা নো নিকঃ পুরুষত্রা নমস্তে" (ঋক্‌-৩।৩৩।৮) 'পুরুষত্রা পুরুষেষু' (সায়ণ)।

পুরুষত্ব (ক্লী) পুরুষ ভাবে ত্ব। পুরুষের ধর্ম্ম, পুরুষের ভাব। পুরুষবৃত্তি অসাধারণ ধর্ম্ম। ২ পুংস্ত্ব।

পুরুষত্বৎ (অব্য) পুরুষবত্তা। "প্রভৃতি পুরুষত্বতা" (ঋক্‌-৪।৫৩।৩) 'পুরুষত্বতা পুরুষবত্তয়া' (সায়ণ)

পুরুষদঘ্ন (ত্রি) পুরুষ পরিমাণার্থে দঘ্নট্ প্রত্যয়। পুরুষ-পরিমাণ। পরিমাণার্থে দঘ্নট্ ও দ্বয়সট্ প্রত্যয় হয়। পুরুষদঘ্ন ও পুরুষদ্বয়স্ একই অর্থে এই দুইপদ হইবে।

পুরুষদন্তিকা (স্ত্রী) পুরুষস্য দন্ত ইব আকৃতির্যস্যাঃ, কপ্, কাপি অত ইত্বং। মেদা। (রাজনি°)

পুরুষদ্বয়স্ (ত্রি) পুরুষ পরিমাণ। [পুরুষদঘ্ন দেখ।]

পুরুষদ্বেষিন্ (ত্রি) পুরুষং দ্বেষ্টি দ্বিষ্ ণিন্। পুরুষদ্বেষশীল।

পুরুষধর্ম্ম (পুং) পুরুষস্য ধর্ম্মং ৬তৎ। পুরুষমাত্র ধর্ম্ম। "পুরুষ-ধর্ম্মো বা সম্ভবাৎ" (কাত্যা° শ্রৌ° ৭।২।২৪)। পুরুষের ধর্ম্ম।

পুরুষনাগ (পুং) পুরুষো নাগ ইব। পুরুষশ্রেষ্ঠ।

পুরুষনায় (পুং) পুরুষান্ নয়তি অণ্ উপপদসমাসঃ। ১ নরপাল। ২ সেনাপতি। (ছান্দো উপ° ৬।৮।৩)

পুরুষন্তি (পুং) ঋষিবিশেষ। "পুরুষন্তি মাবস্তং" (ঋক্ ১।১১২। ২৩) 'পুরুষন্তিং এতন্নামানমৃষিম্' (সায়ণ)।

পুরুষপুঙ্গব (পুং) পুরুষঃ পুঙ্গব ইব। পুরুষশ্রেষ্ঠ, পুরুষপ্রধান।

পুরুষপুণ্ডরীক (পুং) পুরুষেষু পুণ্ডরীকঃ, শ্রেষ্ঠঃ, বা পুরুষঃ পুণ্ডরীকো ব্যাঘ্রইব। পুরুষব্যাঘ্র, পুরুষশ্রেষ্ঠ। ২ জিনরাজ বিশেষ। (হেম) জৈনদিগের নব বাসুদেবের অন্তর্গত সপ্তম বাসুদেব।

পুরুষপুর, প্রাচীন গান্ধার রাজ্যের রাজধানী। চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং এই নগরকে পো-লু-ষ-লো নামে উল্লেখ করিয়াছেন। কিংতী-অনুবাদিত বসুবন্ধুর জীবনীপাঠে জানা যায় যে, তিনি ভারতের উত্তরস্থ পুরুষপুর নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। সেই সময়ে এখানে অসঙ্গ বোধিসত্ত্বও বর্ত্তমান ছিলেন। ইহার বর্ত্তমান নাম পেশাবর।

[গান্ধার ও পেশাবর দেখ।]

পুরুষমাত্র (ত্রি) পুরুষ-পরিমাণার্থে মাত্রট্ প্রত্যয়ঃ। পুরুষ পরিমাণ।

"পুরুষমাত্রেণ বিমীমিতে যজ্ঞেন বৈ পুরুষঃ সম্মিতঃ"

(তৈত্তিরীয়সং ৫।২।৫।১)

পুরুষমানিন্ (ত্রি) পুরুষ-মননকারী।

পুরুষমুখ (ত্রি) পুরুষবৎ মুখবিশিষ্ট।

পুরুষমৃগ (পুং) পুংমৃগ। (শুক্লযজুঃ ২৪।৩৫)।

পুরুষরক্ষস্ (পুং) পুরুষাকার রাক্ষসভেদ।

পুরুষরাজ (পুং) পুরুষস্য রাজা টচ্ সমাসান্তঃ। পুরুষশ্রেষ্ঠ।

পুরুষরূপ (ক্লী) পুরুষাকার।

পুরুষমেধ, বৈদিককালে অনুষ্ঠিত যাগভেদ। অশ্বমেধ ও গোমেধ প্রভৃতি যজ্ঞে যেরূপ তত্তৎ পশু বলির ব্যবস্থা আছে, এই নরমেধাত্মক যজ্ঞে সেইরূপ নরবলি দ্বারা সম্পন্ন হইত। ব্রাহ্মণ ও রাজন্য (ক্ষত্রিয়) গণ এ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে অধিকারী। চৈত্রমাসে শুক্লদশমীতে এই যজ্ঞারম্ভকাল। অতিষ্ঠা (অতি-শয়রূপে—প্রাধান্যভাবে অমৃতত্বলাভপূর্ব্বক = জীবন্মুক্তরূপে অধিষ্ঠান) লাভাশায় পূর্ব্ব কালে এই যজ্ঞ ব্যবস্থিত হইত *। এই যজ্ঞে ২৩দীক্ষা, ১২ উপসৎ ও পঞ্চসুত্যা বিহিত হইয়াছে, সুতরাং ইহার সমুদায় ক্রিয়াগুলি সম্পাদন করিতে ৪০ দিন লাগিত। যজ্ঞসমাপনান্তে যজ্ঞকর্ত্তাকে সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বনগমন করিতে হইত।

বাজসনেয়-সংহিতার ত্রিংশ অধ্যায়ে—৫-২২ কণ্ডিকায় লিখিত আছে, ব্রাহ্মণাদি পশুকে অগ্নিষ্ঠাদি একাদশ যূপে বন্ধন করিবে। তন্মধ্যে অগ্নিষ্ঠযূপে ৪৮, দ্বিতীয়যূপে ৩৭টী ও অবশিষ্ট নয়টী যূপের প্রত্যেকটীতে ১১শটী পশুর বন্ধন সম্পন্ন করিতে হইবে। নিম্নে তত্তৎ দেবতা ও ব্রাহ্মণাদি পশুগণের নাম প্রদত্ত হইল। ১ম অগ্নিষ্ঠযূপে১—

ব্রহ্ম—ব্রাহ্মণ,	নৃত্ত—সূত,৬
ক্ষত্র—ক্ষত্রিয়,	গীত—শৈলূষ,৭
মরুদ্গণ—বৈশ্য,	ধর্ম্ম—সভাচর,৮
তমো—তস্কর,	নরিষ্ঠা দেবী—ভীমল,৯
নারক—বীরহা,২	নর্ম্মদেব—রেভ,১০
পাপদেবতা—ক্লীব,	হসদেব—কারি,১১
তপো—শূদ্র,	আনন্দদেব—স্ত্রীসখ,১২
আক্রয়াদেবতা—অয়োগ,৩	প্রমুদ্দেব—কুমারীপুত্র,
কাম—পুংশ্চলূ,৪	মেধাদেবী—রথকার,
অতিক্রুষ্ট—মাগধ,৫	ধৈর্য্যদেব—তক্ষা,

* "পুরুষোহনারায়ণোহকাময়ত। অতিতিষ্ঠেয়ং সর্ব্বাণি ভূতান্যহমে-বেদং সর্ব্বং স্যামিতি স এতং পুরুষমেধং পঞ্চরাত্রং।"

(শতপথব্রাহ্মণ ১৩।৬।১।১)

"ব্রাহ্মণরাজন্যয়োরতিষ্ঠাকাময়োঃ পুরুষমেধসংজ্ঞকো যজ্ঞো ভবতি।"

(শুক্লযজুঃ ২০।৩০ বেদদীপ)

(১) অগ্নির সমীপবর্ত্তী প্রথমযূপ, (২) দস্যু, (৩) খনি হইতে লৌহ-উত্তো-লক, (৪) ব্যভিচারিণী, (৫) ক্ষত্রিয়া-গর্ভে বৈশ্যের ঔরসে উৎপন্ন, (৬) ব্রাহ্মণীগর্ভে ক্ষত্রিয়ৌরসে উৎপন্ন, (৭) নট, (৮) ভাট, (৯) ভীমমূর্ত্তি, (১০) বাচাল, (১১) সর্ব্বদা কার্য্যকরণশীল, (১২) স্ত্রৈণ।

শ্রম বা তপোদেব—কৌলাল,[13]
মায়াদেবী—কর্ম্মার,
রূপ—মণিকার,
[illegible]—বপ,[14]
শরব্যাদেবী—ইষুকার,[15]
হেতিদেবী—ধনুষ্কার,
কর্ম্ম—জ্যাকার,
দিষ্ট—রজ্জু-সর্জ্জ,[16]
মৃত্যু—মৃগয়ু,[17]
অন্তক—শ্বনী,[18]
নদীগণ—পৌঞ্জিষ্ঠ,[19]
ঋক্ষিকা—নৈষাদ,[20]
পুরুষব্যাঘ্র—দুর্ম্মদ,[21]
গন্ধর্ব্বাপ্সরাদিগের—ব্রাত্য,[22]
প্রযুগ্‌দেবতাগণের—উন্মত্ত,
সর্পদেবগণের—অপ্রতিপৎ,[23]
অয়োদেবগণের—কিতব,[24]
ঈর্য়তাদেবীর—অকিতব,[25]
পিশাচগণের—বিদলকারী,[26]
যাতুধানদিগের—কণ্টকীকারী,[27]
সন্ধিদেবতা—জার,[28]
গেহ—উপপতি,
আর্ত্তিদেবী—পরিচিত,[29]
নিঋ তিদেবী—পরিবিদান,[30]
আরাদ্ধিদেবী—এদিধিষুপতি,[31]
নিষ্কৃতিদেবী—পেশস্কারী,[32]
সঞ্জ্ঞানদেবতা—স্মরকারী,[33]
প্রকামোদ্যদেব—উপসদ্।[34]

দ্বিতীয় যূপে—

বর্ণদেবতা—অনুরুধ,[35]
বল—উপদা,[36]
উৎসাদগণ—বক্রাঙ্গ,[37]
প্রমুদ্দেবতা—হ্রস্বাঙ্গ,[38]
দ্বার্‌দেবী—স্রাম,[39]
স্বপ্ন—অন্ধ,
অধর্ম্ম—বধির,
পবিত্র—ভিষক্‌,
প্রজ্ঞান—নক্ষত্রদর্শ,[40]
অশিক্ষাদেবী—প্রশ্নী,[41]
উপশিক্ষাদেবী—অভিপ্রশ্নী।[42]

তৃতীয় যূপে—

মর্য্যাদাদেবী—প্রশ্নবিবাক,[43]
অর্ম্মদিগের—হস্তিপ,[44]
জব—অশ্বপ,
পুষ্টিদেবী—গোপাল,
বীর্য্যাদেবী—অবিপাল,
তেজঃ—অজপাল,
ইরাদেবী—কীনাশ,

---

(১৩) কুলাল (কুম্ভকার), (১৪) যাহারা বীজ বপন করে অর্থাৎ সদ্গোপ বা চাষা, (১৫) বাণনির্ম্মাণকারী, (১৬) রজ্জুনির্ম্মাণকারী, (১৭) ব্যাধ, (১৮) কুক্কুরপোষক, (১৯) পুক্কস (বাগদী) বা জালিয়া, (২০) চণ্ডাল, (২১) পাল্কীবাহক দুলে বেহারা, বেহারা, (২২) উপনয়ন-সংস্কারহীন দ্বিজাতি, (২৩) অব্যবস্থচিত্ত, (২৪) দ্যূতক্রীড়ক (জুয়াড়ী), (২৫) জুয়াড়িদের আড্‌ডাধারী, (২৬) বংশকর্ম্মা (ঘরামি) (২৭) পলাসপত্রাদি কণ্টকদ্বারা বিদ্ধ করিয়া বিক্রয়োপজীবী, (২৮) যাহার সহিত সর্ব্বদা বা দুইচারি বার সম্বন্ধ হইয়াছে, (২৯) যাহার কনিষ্ঠের বিবাহ হইয়াছে, স্বয়ং অবিবাহিত, (৩০) জ্যেষ্ঠের বিবাহ হয় নাই কিন্তু স্বয়ং বিবাহিত, (৩১) জ্যেষ্ঠকন্যা অবিবাহিত থাকিতে যে কনিষ্ঠা বিবাহিতা হয়, তাহার স্বামী, (৩২) বেশরচনাই যাহার উপজীবিকা, (৩৩) কামোদ্দীপনই যাহার ব্যবসা, (৩৪) তোষামোদী, (৩৫) যে ঘুষ লইয়া অকার্য্যকরণে অনুরুদ্ধ হয়, (৩৬) উপায়নপ্রদাতা, (৩৭) কুব্জ, (৩৮) বামন, (৩৯) অহর্নিশ চক্ষুর্জলস্রাবী, (৪০) জ্যোতির্ব্বিদ্‌, (৪১) শকুনজিজ্ঞাসক, (৪২) শকুনজিজ্ঞাসার উত্তরদাতা, (৪৩) গণনাপ্রভাবে প্রশ্নের উত্তরদাতা, (৪৪) মাংসবিক্রয়ী।

কীলালদেব—সুরাকার,
ভদ্র—গৃহপ,
শ্রেয়োদেব—বিত্তধ,[45]
অধ্যক্ষদেব—অনুক্ষত্তা।[46]

চতুর্থ যূপে—

ভাদেবী—দার্ব্বাহার,[47]
প্রভাদেবী—অগ্ন্যেধ,[48]
ব্রধ্নবিষ্টপ—অভিষেক্তা,[49]
বর্ষিষ্ঠনাক—পরিবেশনকর্ত্তা,
দেবলোক—পেশিতা,[50]
মনুষ্যলোক—প্রকরিতা,[51]
সর্ব্বলোক—উপসেক্তা,[52]
অবঋতিদেবী—উপমন্থিতা,[53]
মেধাদেবী—বাসপল্পূলী,[54]
প্রকামদেব—রজয়িত্রী,[55]
ঋতিদেবী—স্তেনহৃদয়।[56]

পঞ্চম যূপে—

বৈরহত্য—পিশুন,[57]
বিবিক্তিদেবী—ক্ষত্তা,[58]
ঔপদ্রষ্ট্র্য—অনুক্ষত্তা,[59]
বল—অনুচর,
ভূমাদেবী—পরিস্কন্দ[60]
প্রিয়দেব—প্রিয়বাদী
অরিষ্টিদেবী—অশ্বসাদ[61]
স্বর্গলোক—ভাগদুঘ[62]
বর্ষিষ্টনাক—পরিবেষ্টা[63]
মন্যু—অয়স্তাপ[64],
ক্রোধ—নিসর।[65]

ষষ্ঠ যূপে—

যোগ—যোক্তা,[66]
শোক—অতিসর্ত্তা,[67]
ক্ষেম—বিমোক্তা,[68]
উৎকূলনিকূল—ত্রিষ্ঠি,[69]
বপু—মানস্কৃত,[70]
শীল—আঞ্জনীকারী,[71]
নিঋ তিদেবী—কোশকারী,[72]
যম—অসূ,[73]
যম—যমসূ,[74]
অথর্ব্বদেবগণ—অবতোকা,[75]
সংবৎসর—পর্য্যায়িণী।[76]

সপ্তম যূপে—

পরিবৎসর—অবিজাতা,[77]
ইদাবৎসর—অতীত্বরী,[78]
ইদ্বৎসর—অতিষ্কদ্বরী,[79]
বৎসর—বিজর্জরা,[80]
সংবৎসর—পলিক্নী,[81]
ঋভুদেব—অজিনসন্ধ,[82]
সাধ্যগণ—চর্ম্মম্ন,[83]
সরোগণ—ধৈবর,[84]
উপস্থাবরাদেবী—দাশ,[85]
বৈশন্তাদেবী—বৈন্দ,[86]
নড়্বলাদেবীদের—শৌষ্কল,[87]

---

(৪৫) কোষাধ্যক্ষ, (৪৬) ভৃত্য (খিদমদ্‌গার), (৪৭) কাঠুরিয়া, (৪৮) উনুন ধরাইবার দাস বা দাসী, (৪৯) পাচক, (৫০) ছবিখোদক (Engraver), (৫১) ভাস্কর, (৫২) স্নান করাইবার ভৃত্য, (৫৩) গাত্রমর্দ্দনাদি করিবার ভৃত্য, (৫৪) রজক, (৫৫) রংরেজ, (৫৬) নাপিত, (৫৭) পরনিন্দক, (৫৮) সারথি, (৫৯) সারথির সহচারী, (৬০) ঝাড়ুবর্দ্দার, (৬১) মাহুতে, (৬২) গোদোহক (৬৩) গোভৃত্য, (৬৪) লোহতপ্তকারী, (৬৫) তপ্তলোহপীটনকারী, (৬৬) যোগী (৬৭) অনুগামী, (৬৮) বিপদুদ্ধারকারী, (৬৯) বিদ্বান্‌, (৭০) মানী, (৭১) চক্ষুরঞ্জনব্যবসায়ী, (৭২) করবালাদির কোশনির্ম্মাণকারক, (৭৩) মৃতবৎসা, (৭৪) যমজপুত্র-প্রসবকারিণী, (৭৫) অপুত্রা, (৭৬) একটী পুত্রের পর একটী কন্যা অথবা দুইটী পুত্রের পর দুইটী কন্যা, এ প্রকার নিয়মে প্রসবকারিণী, (৭৭) বন্ধ্যা, (৭৮) কুলটা, (৭৯) পূর্ণযুবতী, (৮০) শিথিল-গাত্রা, (৮১) পক্ককেশা, (৮২) যাহার শরীর অস্থিচর্ম্মসার, (৮৩) চামার, (৮৪) ধীবর, (৮৫) নৌকাবাহী ধীবর, (৮৬) হাড়ি, (৮৭) মৎস্যজীবী।

অষ্টম যূপে—
পার—মার্গার,[৮৮]
অবার—কৈবর্ত্ত,
তীর্থ—আন্দ,[৮৯]
বিষম—মৈনাল,[৯০]
স্বনগণ—পর্ণক,[৯১]
গুহাদেবী—কিরাত,[৯২]
সানুদেবী—জম্ভক,[৯৩]
পর্ব্বত—কিম্পুরুষ,[৯৪]
বীভৎসাদেবী—পৌল্কস,[৯৫]
বর্ণ—হিরণ্যকার,
তুলাদেবী—বাণিজ।

নবম যূপে—
পশ্চাদোষ—গ্লাবী,[৯৬]
বিশ্বভূত—সিধ্মল,[৯৭]
ভূতিদেবী—জাগরণ,[৯৮]
অভূতিদেবী—স্বপন,[৯৯]
আর্ত্তিদেবী—জনবাদী,[১০০]
বৃদ্ধিদেবী—অপ্রগলভ,
সংশর—প্রচ্ছিদ,[১০১]
অক্ষরাজ—কিতব,[১০২]
কৃত—আদিনবদর্শ,[১০৩]
ত্রেতা—কল্পী,[১০৪]
দ্বাপর—অধিকল্পী।[১০৫]

দশম যূপে—
আস্কন্দ—সভাস্থাণু,
মৃত্যু—গোব্যচ্ছ,[১০৬]
অন্তক—গোঘাত,
ক্ষুধাদেবী—যে গোবধকারী ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে,
দুষ্কৃত—চরকাচার্য্য,
পাপ্মা—সৈলগ,[১০৭]
প্রতিশ্রুৎকাদেবী—অর্ত্তন,[১০৮]
ঘোষ—ভষ,[১০৯]
অন্ত—বহুবাদী,
অনন্ত—মূক,
শব্দ—আড়ম্বরাঘাত,

একাদশ যূপে—
মহোদেব—বীণাবাদ
ক্রোশ—তূণবধ্ম,[১১০]
অবরস্পর—শঙ্খধ্ম,[১১১]
বনদেব—বনপ,[১১২]
অরণ্যদেব—দাবপ,[১১৩]
নর্ম্মদেব—পুংশ্চলূ,[১১৪]
হসদেব—কারি,[১১৫]
যাদোদেব—শাবল্যা,[১১৬]
মহোদেব—গ্রামণী,[১১৭]
গণক ও অভিক্রোশক,[১১৮]

পুনশ্চ উচ্ছ্রিত দ্বিতীয় যূপে—
নৃত্তদেবতা—বীণাবাদ,
পাণিঘ্ন,[১১৯] ও তূণব্ম,[১২০]
আনন্দ—তলব,[১২১]
অগ্নি—পীবা,[১২২]
পৃথিবীদেবী—পীঠসর্পী,[১২৩]
বায়ু—চাণ্ডাল,[১২৪]
অন্তরিক্ষদেব—বংশনর্ত্তী,[১২৫]
দ্যুদেব—খলতি,[১২৬]
সূর্য্য—হর্য্যক্ষ
নক্ষত্রগণ—কির্ম্মির,[১২৭]
চন্দ্রমা—কিলাস,[১২৮]
অহর্দেব—শুক্লপিঙ্গাক্ষ,
রাত্রিদেবী—কৃষ্ণপিঙ্গাক্ষ,

(৮৮) মৃগঘাতক, (৮৯) বন্ধনক্রিয়োপজীবী, (৯০) মৎস্যধর জেলে, ৯১-৯৫ বনচরজাতি, (৯৬) মেহরোগী, (৯৭) ছুলীরোগী, (৯৮) যাহার প্রায় সুনিদ্রা হয় না, (৯৯) নিরন্তর শয্যাশায়ী, (১০০) স্পষ্টবাদী, (১০১) পঞ্চচূলার ব্যবসায়ী, (১০২) ধূর্ত্ত, (১০৩) আত্মদোষদর্শী, (১০৪) কল্পনাকারী, (১০৫) অতিরিক্তকল্পনাকারী, (১০৬) গোতাড়নকারী, (১০৭) ঠগ, (১০৮) আত্মদুঃখকথনোপজীবী, (১০৯) বৃথাবাদী, (১১০) বংশীবাদকোপজীবী, (১১১) শঙ্খবাদকোপজীবী (১১২) বনরক্ষার্থ পটহবাদনোপজীবী, (১১৩) দাবাগ্নি বা গৃহাগ্নি নির্ব্বাপণার্থ ঢক্কাবাদক, (১১৪) ভেড়ুয়া, (১১৫) যাহারা বাহবা' দেয়, (১১৬) যাহারা সাবাস দেয়, (১১৭) গ্রামাপথপ্রদর্শক, (১১৮) পরোন্নতিতে আক্রোশকারী, (১১৯) মৃদঙ্গবাদক (১২০) বৃহদ্বংশীবাদক, (১২১) হস্ততালবাদক, (১২২) স্থূলকায়, (১২৩) পঙ্গু, (১২৪) অস্পৃশ্যাকারী, (১২৫) বাঁশবাজীকর, (১২৬) মাথায় টাকযুক্ত, (১২৭) দদ্রুরোগী, (১২৮) ধবলরোগী।

তদনন্তর প্রজাপতি দেবতায় তূপরস্বরূপে (পরস্পর বিরুদ্ধরূপ) অতিদীর্ঘ, অতিহ্রস্ব, অতিস্থূল, অতিকৃশ, অতিশুক্ল, অতিকৃষ্ণ, অতিকুব্জ ও অতিলোমশ এই অষ্টবিধ পশুবন্ধন করিবে। ইহারা সকলেই অশূদ্র ও অব্রাহ্মণ। মাগধ, পুংশ্চলী, কিতব ও ক্লীব এই চারিটী অশূদ্র ও অব্রাহ্মণ পশুও প্রজাপতি দেবতার জন্য দ্বিতীয় যূপে বন্ধন করিতে হইবে। (বাজসনেয়সংহিতা ৩০।৫-২২)

একমাত্র যজুর্ব্বেদেই যে পুরুষমেধ যাগের প্রসঙ্গ আছে তাহা নহে। শতপথব্রাহ্মণের "যদস্মিন্ মেধ্যান্ পুরুষানাল-ভতে তস্মাদেব পুরুষমেধঃ" (১৩।৬।২।১) বচন এবং ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ ৪।৩, কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্র ২১।১।১, ২১।২।১৩, শাঙ্খায়ন-শ্রৌতসূত্র ১৬।১০।১ ও অথর্ব্ববেদ ১০।২।২৮ প্রভৃতি স্থানে যজ্ঞে পুরুষবলির উল্লেখ আছে। এখন কথা হইতেছে, প্রকৃতই কি বৈদিক সময়ে যজ্ঞাদিতে নরবলি প্রচলিত ছিল? এ সমস্যার মীমাংসা করা বড়ই কঠিন। হিন্দুস্থানবাসী রামকৃষ্ণ-মূর্ত্তি-পূজক বিষ্ণূপাসকগণ কালী প্রভৃতি শক্তিমূর্ত্তির উপাসনায় ছাগাদি বলি দিয়া থাকেন। এ বলি ও এদেশীয়গণের দেবাদি সমক্ষে ছাগাদি বলি একটী স্বতন্ত্র পদার্থ। বলি শব্দের প্রকৃত অর্থ দেবসমীপে পূজোপহার দান, কিন্তু 'বল' ধাতুর বধকরা অর্থ গ্রহণ করিলে, 'দেবোদ্দেশে বিধিপূর্ব্বক পশুঘাতন' এরূপ একটী ভিন্ন অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয়। বর্ত্তমান বিধান হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, হিন্দুস্থানবাসীর উৎসর্গ ও বঙ্গবাসীর 'পশুঘাতন' উৎকৃষ্ট হইতে নিকৃষ্টপথগামী, হিন্দুস্থানবাসিগণ বিধিপূর্ব্বক মন্ত্রপূত জীব মূর্ত্তিসম্মুখে উৎসর্গ করিয়া ছাড়িয়া দেয়। আর এদেশে হৃদয়হীনতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া সেই ক্ষুদ্রপ্রাণ জীবকে দ্বিখণ্ড করিয়া উপভোগ্য প্রসাদী আহার্য্যরূপে উদরসাৎ করা হইয়া থাকে। বাস্তবিক পক্ষে বৈদিকযুগে উক্ত ভিন্ন ভিন্ন দেবতার সমক্ষে ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের বলি হইত কি না? তদুত্তরের যথাযথ কোনরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। কোন কোন পণ্ডিত ইহাকে পুরুষ অর্থে নারায়ণ-গ্রহণে বিষ্ণুমহিমাত্মক যজ্ঞ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। তাঁহারা ইহাকে রূপক বলিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকেন। কখনও নরবলিসমন্বিত মনুষ্য প্রাণঘাতী নিকৃষ্টতর যজ্ঞবিশেষের নাম বলিয়া হৃদয়ে স্থান দান করেন না। সামান্য বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে, মনুষ্য মনুষ্যের প্রাণহন্তা, বিশেষতঃ ভাবী ইষ্টকামনায় নিরপরাধ জীবনের অকারণ উৎসর্গ—সেই বিশ্ববিখ্যাত বেদমন্ত্রদ্রষ্টা মহর্ষিগণের পক্ষে কখনই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। যে বেদে জলদেব বরুণের প্রীত্যর্থে শুনঃশেপের উৎসর্গ এবং অকারণ নিধন আশঙ্কায় রৌদ্রহৃদয় ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্রেরও অন্তঃকরণ করুণাস্রোতে ভাসমান প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে, সেই পুণ্যময়

বৈদিক প্রবাহে যে এইরূপ অঘটন ঘটিবে, তাহা কখনই মনুষ্য-হৃদয়ের বিশ্বাস-মূলে স্থান পাইবার যোগ্য নহে।১

মন্ত্রদ্রষ্টা বৈদিক ঋষিগণ এই মন্ত্রসমূহের দর্শনলাভ কেন যে প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা সুকঠিন। একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায় যে, যজুর্ব্বেদোল্লিখিত দেবতা ও তাহাদের উৎসর্গার্থ জীব প্রায়ই অনুরূপ। উক্ত গ্রন্থবর্ণিত চরিত্রযুক্ত জীবের প্রায়শ্চিত্তার্থ ও তত্তৎ আকৃতিগত মনুষ্য-জীবনের পরমপদলাভার্থ অনুরূপ দেবতার অধিষ্ঠান-কল্পনা মাত্র। আলোচনায় জানা যায় যে, 'ধর্ম্ম' কখন তোষামোদী মিথ্যাবাদী চাটুকারকে ভাল বাসেন না এবং 'জ্ঞান' কখনও কামাদির উদ্দীপন-শিক্ষা করেন নাই। এরূপ স্থানে প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্ম সমীপে পাপের নিধন ও জ্ঞান সমক্ষে রিপুর বর্জ্জন একান্ত অভিপ্রেত। রিপু পরবশ হইলে আত্মাভিমান সহচর হইয়া জ্ঞানলাভের পথে কণ্টকস্বরূপ হয়, এ কারণ জ্ঞান-পিপাসু ব্যক্তির পক্ষে রিপু-পুরুষের বলি বিহিত হইয়াছে। তদনুরূপ ধর্ম্মাচারী কখন যে কুপথগামী হইয়া মিথ্যাবাদী হইবেন, সাধুপ্রাণ ঋষিগণের ইহা কখনও অভিপ্রেত নহে। সেই কারণেই তাঁহারা নিরপেক্ষ ভাবে বিশেষ বিশেষ দেবতার সম্মুখে বিশেষ বিশেষ জীবের উৎসর্গ কথা লিখিয়া গিয়াছেন অর্থাৎ যে যে দেবতার যাহা অপ্রিয় বা যে সকল চরিত্রানুষ্ঠানে যে যে দেবতা রুষ্ট হন, বৈদিক ঋষিগণ দেবতাকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য মানবকে সেই সেই চরিত্র-গুণের উৎসর্গ করিতে আদেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ হে মানব! তুমি ধর্ম্ম সমক্ষে তোমার পাপ বলি দাও, তুমি মোক্ষপদ পাইবে। তোমার পাপ বলি দাও বলিলে যে তুমিই ধর্ম্ম সমীপে উৎসর্গীকৃত হইবে, এরূপ কোন অর্থের আভাস পাওয়া যায় না।২

কিন্তু সাধুযুগের কথা বিকৃতযুগে আসিয়া অধিকতর বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। আচারভ্রষ্ট তান্ত্রিকগণ মন্ত্রপ্রভাব ভুলিয়া যখন লৌকিক আচারে মনোনিবেশ করিলেন, তখনই তাঁহারা বৈদিক মাহাত্ম্য ভুলিয়া ভৌতিক আচারে লিপ্ত হইলেন। বেদে পুরুষমেধযজ্ঞের ব্যবস্থা রহিয়াছে, দেখিয়া তাহারা অভীষ্ট-লাভাশায় উন্মত্ত হইলেন। বৈদিক ক্রিয়াকলাপের উপর লক্ষ্য না রাখিয়া তাঁহারা পাপপথের প্রশ্রয় লইলেন। ক্রমে পুণ্যময় মোক্ষপদ ভ্রষ্ট হইয়া তাঁহারা পাপের অশান্তিনিকেতনে অগ্রসর হইলেন, যথার্থই কালপ্রভাবে ও বুদ্ধিবিপর্য্যয়ে এইরূপ রূপান্তর সংঘটিত হইয়াছিল। বৈদিকযুগে ধর্ম্মই একমাত্র মোক্ষোপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল, একারণ তদ্ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাই তৎকালীন ঋষিগণের মানসিক উৎকর্ষতার ফল। বৈদিক আচারভ্রষ্ট কর্ম্মকাণ্ডে লিপ্ত তান্ত্রিকগণ মোক্ষলাভের জন্য মোহজড়িত ক্রিয়াকাণ্ডের উপর লক্ষ্য রাখিয়া দেবীসমক্ষে নরবলি দিতে কাতর হন নাই। অতঃপর শক্তি-উপাসক কাপালিকগণের অভ্যুদয়। এই নৃশংস ধর্ম্মবীরগণ তান্ত্রিকাচার-অনুষ্ঠানে মুক্তি পাইয়া মোহে সুরাসেবন ও অকারণ শত শত নরহত্যা করিতেন। বনমধ্যে তাঁহারা নরনারী ধৃত করিয়া লইয়া যাইতেন। তথায় যজ্ঞারম্ভের পর পর স্ত্রীলোকের সতীত্বনাশ ও পুরুষের জীবনদানে যজ্ঞানুষ্ঠানের সমাধানই এই সম্প্রদায়প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম-মতের মূল ভিত্তি। [কাপালিক দেখ।]

ঋক্ ও যজুঃসংহিতায় পুরুষমেধের পরিপোষক যে সমস্ত ঘটনা মন্ত্রমধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহা কেবল সূক্ষ্মসূত্রের আভাসমাত্র। সংহিতামধ্যে যাহা অস্পষ্ট ও অস্ফুট, বৈদিক ব্রাহ্মণাদিতে তাহাই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত হইয়াছে। সংহিতায় যাহা সনাতন আর্য্য জাতির অনুষ্ঠেয় কর্ত্তব্যকর্ম্মরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, ব্রাহ্মণযুগে সেই পূর্ব্বতন ক্রিয়াকলাপের কতকাংশ পরিত্যক্ত, কতক বা পরিমার্জ্জিত এবং কতকগুলি নূতনযাগযজ্ঞে পরিপুষ্ট হইয়া কলেবর পরিবর্দ্ধিত করিয়াছে। সংহিতা-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম আদিভাবমিশ্রিত, কিন্তু ব্রাহ্মণনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মপথই হিন্দু-ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার যথার্থ সোপান।

ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের একস্থলে লিখিত আছে যে, দেবগণ যজ্ঞে পুরুষবলি দিতেন, কিন্তু সে গল্পটী পাঠ করিলে ঐতরেয়ব্রাহ্মণ-সময়ে হিন্দুসমাজে যে পুরুষমেধ প্রচলিত ছিল, এরূপ মনে হয় না। দেবগণ মনুষ্যহত্যা করিয়া তাহার দেহ হইতে উৎসর্গযোগ্য বপা গ্রহণ করিতেন। উৎসর্গার্থ উক্ত অংশ লইয়াই তাঁহারা সেই মনুষ্যকে বিদায় দিতেন *। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের উক্ত বাক্যে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তৎকালে প্রাণিবধযজ্ঞ প্রচলিত ছিল না; কিন্তু উক্ত ব্রাহ্মণের

(১) বিগত শতাব্দীর বাঙ্গালী সমাজে প্রথমজাত পুত্রের গঙ্গাগর্ভে উৎসর্গ রোহিতের জীবনরক্ষার্থ বরুণ সমীপে শুনঃশেপ-উৎসর্গের অনুকরণ মাত্র।

(২) সাধারণতঃ পুরুষ ও প্রকৃতিযোগে জীবের সৃষ্টি। প্রকৃতির নাশ নাই, সুতরাং প্রকৃতিই মনুষ্যজীবনের আদিভূত পদার্থ, পুরুষ তাহার উপসঙ্গমাত্র। আত্মা ও পাঞ্চভৌতিক দেহই মানবের প্রকৃতি, কিন্তু পুরুষ তাহার গুণ বা ক্রিয়ার সমষ্টিমাত্র। সেই হেতু দুষ্ক্রিয়াসমন্বিত পুরুষযুক্ত নিকৃষ্ট গুণাবলির নিধনই পুরুষমেধ-যজ্ঞের প্রধান কারণ।

* মনুষ্যের স্থলে অশ্বে প্রবিষ্ট হইলে, সেই অশ্ব ও গো প্রভৃতি যজ্ঞভূমে উৎসর্গার্থ আনীত হইত এবং তাহাদের উক্ত অংশ দেবযজ্ঞে আহুতি দিবার জন্য কাটিয়া লইয়া তত্তৎ জীবকে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। মেধবর্জ্জিত এই জীবসমূহ আর যজ্ঞযূপে বধ্য নহে এবং তন্মাংসও ভোজননিষিদ্ধ। ঐ সকল বপা প্রোথিত করিয়া দেবগণ ধান্য উৎপন্ন করেন।

স্থান বিশেষে যজ্ঞে হত জীবের বপা উৎসর্গ-করণের মন্ত্রবিহিত থাকায় ও উৎসর্গার্থ জীবাদির নির্ব্বাসন, হরণ ও পুরোহিতগণ মধ্যে পরস্পরের বিভাজন প্রভৃতি পাঠ করিলে পুনরায় আর একটী নূতন সন্দেহছায়া মনোমধ্যে উদিত হয়। এই ব্রাহ্মণ-যুগে যে অশ্বমেধ, গোমেধ বা ছাগমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত না একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও পুরুষমেধযজ্ঞের কথা আছে। উক্ত গ্রন্থে আপস্তম্ব বলিয়াছেন যে, এই যজ্ঞ পঞ্চদিনব্যাপী, ব্রাহ্মণ ও রাজন্য (ক্ষত্রিয়) ব্যতীত অপর কাহারও এই যজ্ঞে অধিকার নাই। যজ্ঞাধিকারী বহুফলের অধিকারী হইয়া থাকেন। পঞ্চশারদীয় যজ্ঞের ন্যায় ইহার দিনসংখ্যা বিহিত হইয়াছে এবং অগ্নিষ্টোমে যেরূপ ১১টী বলির বিধান আছে, ইহাতে সেই-রূপ মধ্যদিনে 'দেবসবিতস্তৎ সবিতুর্বিশ্বানি দেবসবিত' ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক সাবিত্রীকে তিনবার আহুতি দিয়া যূপজুষ্ট বধ্যজীবকে উপাকৃত করিতে হয়। "ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণম্ আলভেত" ইত্যাদি মন্ত্রে দ্বাবিংশতি মনুষ্যকে উপাকৃত করিয়া যূপে বন্ধন করিতে হয়। এই সময় ব্রহ্মা (পুরোহিত) 'সহস্রশীর্ষ পুরুষ' ইত্যাদি মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক পরমপুরুষ নারায়ণের স্তুতিপাঠ করিতে থাকেন।* সায়নাচার্য্য আপস্তম্বের মত উদ্ধৃত করিয়া তত্তৎ যূপজুষ্টপশুর ও দেবদেবীগণের অর্থান্তর ব্যাখ্যায় যেরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ব্রাহ্মণ হইতে কুমারী পর্য্যন্ত মনুষ্যরূপধারী প্রত্যেক পশুই পুরুষমেধ-যজ্ঞে মধ্যন্দিনে অন্যান্য পশুর সহিত (আলব্ধব্য) বধযোগ্য †। তাঁহার মতে এই পুরুষমেধ সোমযাগসদৃশ।

আপস্তম্ব কিংবা সায়ণ কেহই পুরুষবলিকে রূপক বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। আপস্তম্ব যে একটী 'উপাকৃত' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা অপরিস্ফুট। উক্ত উপাকৃত শব্দের উপর নির্ভর করিয়া কোনরূপ প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করা যায় না।

যজ্ঞে বলি দিবার পূর্ব্বে সেই পশুকে স্নানাদির পর যথা-নিয়মে উৎসর্গ করিয়া অভীষ্ট দেবতার উদ্দেশে বলি দেওয়া হয়। যূপজুষ্ট পশুকে পবিত্রীকরণের নামই উপাকৃত। মহর্ষি জৈমিনি ও শবরস্বামী পশুবলি দিবার যে যে ক্রিয়া করিতে হয়, তাহাই উপাকরণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।* আপস্তম্বের বচনে আভাস ব্যতীত যদিও কোন স্পষ্টতর উত্তর পাওয়া যায় না, কিন্তু তৎপরবর্ত্তী শতপথব্রাহ্মণে যজ্ঞে বলিদানার্থ নরপশুর উপাকরণাদির প্রকৃষ্ট বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। যথা—

"পুরুষো হ নারায়ণোঽকাময়ত। অতিতিষ্ঠেয়ং সর্ব্বাণি ভূতান্যহমেবেদং সর্ব্বং স্যামিতি। স এতং পুরুষমেধং পঞ্চরাত্রং যজ্ঞক্রতুমপশ্যত্তমাহরত্তেনাযজত তেনেষ্ট্বাত্যতিষ্ঠৎ সর্ব্বাণি ভূতানীদং সর্ব্বং ভবতি য এবং বিদ্বান্ পুরুষমেধেন যজতে যো বৈতদেবং বেদ ॥১॥

তস্য ত্রয়োবিংশতির্দীক্ষাঃ দ্বাদশোপসদঃ পঞ্চসুত্যাঃ স এষ চত্বারিংশদ্রাত্রঃ সদীক্ষোপসৎকশ্চত্বারিংশদক্ষরা বিরাট্ তদ্বিরাজমভিসম্পদ্যতে ততো বিরাড়জায়ত বিরাজোঽধি পুরুষ ইত্যেষা বৈ সা বিরাড়েতস্যা এবৈতদ্বিরাজো যজ্ঞং পুরুষং জনয়তি ॥২॥

তা বাঽ এতাঃ। চতস্রো দশতো ভবন্তি তদ্যদেতাশ্চতস্রো দশতো ভবন্ত্যেষাং চৈব লোকানামাপ্ত্যৈ দিশাং চেমমেব লোকং প্রথময়া দশতাপ্নুবন্নন্তরিক্ষং দ্বিতীয়য়া দিবং তৃতীয়য়া দিশশ্চ-তুর্থ্যাং তথৈবৈতদ্ যজমান ইমমেব লোকং প্রথময়া দশতাপ্নো-ত্যন্তরিক্ষং দ্বিতীয়য়া দিবং তৃতীয়য়া দিশশ্চতুর্থ্যৈতাবদ্বাঽ ইদং সর্ব্বং যাবদিমে চ লোকা দিশশ্চ সর্ব্বং পুরুষমেধঃ সর্ব্বস্যাপ্ত্যৈ সর্ব্বস্যাবরুদ্ধ্যৈ ॥৩॥

একাদশাগ্নিষোমীয়াঃ পশব উপবসথে। তেষাং সমানং কর্ম্মৈকাদশ যূপা একাদশাক্ষরা ত্রিষ্টুব্বজ্রস্ত্রিষ্টুব্বীর্য্যং ত্রিষ্টুব্বজ্রে-ণৈবৈতৎ বীর্য্যেণ যজমানঃ পুরস্তাৎ পাপ্মানমপহতে ॥৪॥

ঐকাদশিনাঃ সুত্যাসু পশবো ভবন্তি। একাদশাক্ষরা ত্রিষ্টুব্বজ্রস্ত্রিষ্টুব্ বীর্য্যং ত্রিষ্টুব্ বজ্রেণৈবৈতদ্বীর্য্যেণ যজমানঃ পুরস্তাৎ পাপ্মানমপহতে ॥৫॥'

যেদ্বৈকাদশিনা ভবন্তি। একাদশিনো বাঽ ইদং সর্ব্বং প্রজাপতির্হ্যেকাদশিনী সর্ব্বং হি প্রজাপতিঃ সর্ব্বং পুরুষমেধঃ সর্ব্বস্যাপ্ত্যৈ সর্ব্বস্যাবরুদ্ধ্যৈ ॥৬॥

স বাঽএষ পুরুষমেধঃ পঞ্চরাত্রো যজ্ঞক্রতুর্ভবতি। [পাঙ্ক্তো

---

* "তত্রাপস্তম্ব আহ। পঞ্চাহঃ পুরুষমেধো ব্রাহ্মণো রাজন্যো বা যজেত। ওজো বীর্য্যমাপ্নোতি সর্ব্বাবৃষ্টীর্ব্যশ্নুতঃ। একাদশস্য যূপেষ্বেকাদশাগ্নী-ষোমীয়াঃ। পঞ্চশারদীয়বদহাস্ত্বগ্নিষ্টোমো বোপোত্তমো দেবসবিতস্তৎ সবিতুর্বিশ্বানি দেবসবিতরিতি তিস্রঃ সাবিত্রীর্হুত্বা মধ্যমেঽহনি পশূনুপা-করোতি। ষয়ানৈকাদশিনানুপাকৃত্য পুরুষান্ ব্রহ্মণে ব্রাহ্মণমালভেত ইত্যেতদ্ যথা সমাম্নাতং তান্যুপান্তরালে ধারয়ন্ত্যপাকৃতাম্। দক্ষিণতোঽ-বস্থায় ব্রহ্মা সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষ ইতি পুরুষেণ নারায়ণেন পরাচানু-শংসতি। পর্য্যগ্নিকৃতানুদীচীনান্ প্রোৎসৃজত্যাজ্যেন তদ্দেবতা আহুতী-র্হুত্বা ষয়েরেকাদশীনাম্ সংস্থাপয়ন্তীতি।"

† "ব্রাহ্মণাদয়ঃ কুমার্য্যন্তাঃ প্রোক্তা মনুষ্যবিশেষরূপাঃ পশবোঽস্মিন্ পুরুষমেধে পঞ্চাহে সোমযাগবিশেষে মধ্যমেঽহনি সবনীয়পশুভিঃ সমচিত্যা-লব্ধব্যাঃ।"

* "উপাকরণং উপানয়নং অক্ষয়াবন্ধো যূপে নিয়োজনং সজ্ঞপনং বিশ-সনং ইত্যেবমাদয়ঃ। * * সবনীয়স্য এতে ধর্ম্মাঃ ভবেয়ুঃ। তুল্যঃ সর্ব্বেষাং পশুবিধিঃ স্যাৎ। যদি প্রকরণে বিশেষো ন ভবেৎ।" (মীমাংসাদর্শন।)

যজ্ঞঃ পাঙ্‌ক্তঃ পশুঃ পঞ্চর্ত্তবঃ সংবৎসরো যৎকিঞ্চ পঞ্চবিধমধিদেবতমধ্যাত্মং তদেতেন সর্ব্বমাপ্নোতি ॥৭॥

তস্যাগ্নিষ্টোমঃ প্রথমমহর্ভবতি। অথোকৃথ্যোঽথাতিরাত্রোঽথৌকৃথ্যোঽথাগ্নিষ্টোমঃ স বাঽ এষ উভয়তো জ্যোতিরুভয়ত উকৃথ্যঃ ॥৮॥

যবমধ্যঃ পঞ্চরাত্রো ভবতি। ইমে বৈ লোকাঃ পুরুষমেধঃ উভয়তো জ্যোতিষো বাঽ ইমে লোকা অগ্নিনেত আদিত্যেনামুতস্তস্মাদুভয়তো জ্যোতিরন্নমকৃথ্যাআত্মাতিরাত্রস্তদ্ যদেতাঽ উকৃথ্যাবতিরাত্রমভিতো ভবতস্তস্মাদয়মাত্মান্নেন পরিবৃঢ়োঽথ যদেষ বর্ষিষ্ঠো হতিরাত্রোঽহ্নাং স মধ্যে তস্মাত্তবমধ্যো যুতে হ বৈ দ্বিষন্তং ভ্রাতৃব্যময়মেবাস্তি বাস্য দ্বিষ ন ভ্রাতৃব্য ইত্যাহর্য এবংবেদ ॥৯॥

তস্যায়মেব লোকঃ প্রথমমহঃ। অয়মস্য লোকো বসন্ত ঋতুর্যদূর্দ্ধমস্মাল্লোকাদবাচীনমন্তরিক্ষাত্তদ্দ্বিতীয়মহস্তদ্বস্য গ্রীষ্মঋতুরন্তরিক্ষমেবাস্য মধ্যমমহরন্তরিক্ষমস্য বর্ষাশরদাবৃতূ যদূর্দ্ধমন্তরিক্ষাদবাচীনং দিবস্তচ্চতুর্থমহস্তদ্বস্য হেমন্তঋতুর্দ্যৌরেবাস্য পঞ্চমমহর্দ্যৌরস্য শিশির ঋতুরিত্যধিদেবতং ॥১০॥

অথাধ্যাত্মং। প্রতিষ্ঠৈবাস্য প্রথমমহঃ প্রতিষ্ঠোঽস্য বসন্তঋতুযদূর্দ্ধং প্রতিষ্ঠায়া অবাচীনং মধ্যাত্তদ্ দ্বিতীয়মহস্তদ্বস্য গ্রীষ্মঋতুর্মধ্যমেবাস্য মধ্যমমহর্মধ্যমস্য বর্ষাশরদাবৃতূ যদূর্দ্ধং মধ্যাদবাচীনং শীর্ষ্ণস্তচ্চতুর্থমহস্তদ্বস্য হেমন্ত ঋতুঃ শির এবাস্য পঞ্চমমহঃ শিরোঽস্য শিশিরঋতুরেবমিমে চ লোকাঃ সংবৎসরশ্চাত্মা চ পুরুষমেধমভিসম্পদ্যন্তে সর্ব্বং বাঽ ইমে লোকাঃ সর্ব্বং সংবৎসরঃ সর্ব্বমাত্মা সর্ব্বংপুরুষমেধঃ সর্ব্বস্যাপ্ত্যৈ সর্ব্বস্যাবরুদ্ধ্যৈ॥"১১॥(১৩।৬।১)

উক্ত মন্ত্রসমূহের তাৎপর্য্য এই—

পুরুষরূপী নারায়ণ ইচ্ছা করিলেন, আমি সর্ব্বভূতে অবস্থান করিব, তখন তিনি এই পঞ্চরাত্রসাধ্য পুরুষমেধ যজ্ঞ দর্শন করিলেন ও তাহা আহরণ করিলেন। তাহা লইয়া তিনি যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। তাহাতে তিনি সর্ব্বভূতস্থ ও সর্ব্ব সৃষ্টিভূত হইলেন। এই যজ্ঞে ২৩টী দীক্ষা, ১২টী উপসদ, ৫ সুত্যা সর্ব্বশুদ্ধ ৪০টী গাত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই ৪০টীর মধ্যে চত্বারিংশদক্ষরা বিরাট্ বিরাট্‌পুরুষরূপে অবস্থিত। এই বিরাট্ হইতে যজ্ঞপুরুষ উৎপন্ন হইয়াছে।

চারিটী দশৎ চারিলোকপ্রাপ্তির উপায়, প্রথম দশতে এই লোক (পৃথিবী), দ্বিতীয় দশতে অন্তরিক্ষ, তৃতীয় দশতে আকাশ ও চতুর্থ দশতে দিক্‌সমূহ লাভ হয়। এইরূপে যজ্ঞকারী দশৎ হইতে চারিলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং এই পুরুষমেধই চারিলোকপ্রাপ্তির ও সর্ব্বাবরোধের উপায়স্বরূপ। এই যজ্ঞে দীক্ষিত হইতে হইলে অগ্নি ও সোমের উদ্দেশে ১১টী পশু (সংগ্রহ করা চাই), তাহাদের জন্য আবার ১১টী যূপ আবশ্যক। একাদশ অক্ষরে ত্রিষ্টুভ্, ত্রিষ্টুভই ব্রজ্র ও বীর্য্যস্বরূপ। ত্রিষ্টুভের বজ্র ও বীর্য্যপ্রভাবে যজমান সকল পাপই নাশ করিয়া থাকে। সুতরাং ১১টী পশু চাই। কারণ এই যজ্ঞে ১১টী পশু নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা দ্বারা পুরুষমেধে সকল লাভ ও সকল জয় করা যাইতে পারে। এই পঞ্চাহসাধ্য পুরুষমেধে পঞ্চবিধ অধিদৈবত ও অধ্যাত্ম সকলই পাওয়া যায়।

এই পঞ্চাহের মধ্যে প্রথম দিন অগ্নিষ্টোম, দ্বিতীয় দিন উক্‌থ্য ও তৎপরদিন অতিরাত্র, তৎপরদিন উক্‌থ্য ও তৎপরদিন অগ্নিষ্টোম হওয়া চাই। এই পঞ্চরাত্রে যবমধ্য হয়। অতিরাত্রই আত্মা, কারণ দুইটী উক্‌থ্যের মধ্যে অবস্থিত। অতিরাত্র মধ্যাহ্নে বলিয়া ইহাই যবমধ্য। এই পুরুষমেধে প্রথমাহ এইলোক, এইলোকে বসন্তই প্রধান। ইহার উর্দ্ধে অন্তরিক্ষ দ্বিতীয়াহ, তথায় গ্রীষ্মঋতু। তৃতীয়াহই অন্তরিক্ষ লোক, তথায় বর্ষা ও শরৎ এই দুই ঋতু। অন্তরিক্ষের উপর দিব চতুর্থাহ, তাহার হেমন্তঋতু, ইহার মাথায় দ্যৌ পঞ্চমাহ তথায় শীতঋতু। অধ্যাত্মভাবেও এইরূপ পঞ্চাহ পঞ্চঋতুর অধিষ্ঠান। এই পুরুষমেধ যজ্ঞ করিলে ঐ সমস্ত লাভ করা যায় ও অবরোধ করা যায়।

শতপথব্রাহ্মণে তৎপর অধ্যায়ে (১৩।৬।২) পুরুষমেধ নাম কেন হইল, তৎসম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

"অথ যস্মাৎ পুরুষমেধো নাম। ইমে বৈ লোকাঃ পুরয়মেব পুরুষো যোঽয়ং পবতে সোঽস্যাং পুরি শেতে তস্মাৎ পুরুষস্তস্য যদেষু লোকেম্বন্নং তদস্যান্নং মেধস্তস্তদস্যৈতদন্নং মেধস্তস্মাৎ পুরুষমেধোঽথো যদস্মিন্ মেধ্যান্ পুরুষানালভতে তস্মাদ্বেব পুরুষমেধঃ ॥১॥ তান্ বৈ মধ্যমেঽহন্নালভতে। অন্তরিক্ষং বৈ মধ্যমমহরন্তরিক্ষস্থ বৈ সর্ব্বেষাং ভূতানামায়তনমথোঽঅন্নং বা এতে পশব উদরং মধ্যমমহরুদরে তদন্নং দধাতি ॥ ২ ॥

তান্ বৈ দশ দশালভতে। দশাক্ষরা বিরাড্বিরাড়ু কৃৎস্নমন্নং কৃৎস্নসৈবান্নাদ্যস্যাবরুদ্ধ্যৈ ॥ ৩ ॥

একাদশ দশত আলভতে। একাদশাক্ষরা ত্রিষ্টুব্বজ্রস্ত্রিষ্টুব্ বীর্য্যং ত্রিষ্টুব্ বজ্রেণৈবৈতদ্বীর্য্যেণ যজমানো মধ্যতঃ পাপ্মানমপহতে ॥ ৪ ॥

অষ্টাচত্বারিংশতং মধ্যমে যূপঽ আলভতে। অষ্টাচত্বারিংশদক্ষরা জগতী জগতাঃ পশবো জগত্যৈবাস্মৈ পশূনবরুন্ধে ॥৫॥

একাদশৈকাদশেতরেষু। একাদশাক্ষরা ত্রিষ্টুব্ বজ্রস্ত্রিষ্টুব্ বীর্য্যং ত্রিষ্টুব্ বজ্রেণৈবৈতদ্বীর্য্যেণ যজমানোঽভিতঃ পাপ্মানমপহতে ॥৬॥

অষ্টাঽউত্তমানালভতে। অষ্টাক্ষরা গায়ত্রী ব্রহ্মগায়ত্রী তদু ব্রহ্মৈ-

বৈতদস্ত সর্ব্বস্তোত্তমং করোতি তস্মাদ্ব্রহ্মাস্ত সর্ব্বস্তোত্তমমিত্যাহুঃ ॥৭॥

তে বৈ প্রাজাপত্যা ভবন্তি। ব্রহ্ম বৈ প্রজাপতির্ব্রাহ্মো হি প্রজাপতিস্তস্মাৎ প্রাজাপত্যা ভবন্তি ॥৮॥

স বৈ পশূনুপাকরিষ্যন্। এতাভিস্তিস্রঃ সাবিত্রীরাহুতীর্জুহোতি দেবসবিতস্তৎসবিতুর্বরেণ্যং বিশ্বানি দেব সবিতরিতি সবিতারং প্রীণাতি সোহস্মৈ প্রীত এতান্ পুরুষান্ প্রসৌতি তেন প্রসূতানালভতে ॥৯॥

ব্রহ্মণে ব্রাহ্মণমালভতে। ব্রহ্ম বৈ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মৈব তদ্ব্রহ্মণা সমর্ধয়তি ক্ষত্রায় রাজন্যং ক্ষত্রং বৈ রাজন্যঃ ক্ষত্রমেব তৎ ক্ষত্রেণ সমর্দ্ধয়তি মরুদ্ভ্যো বৈশ্যং বিশো বৈ মরুতো বিশমেব তদ্বিশা সমর্ধয়তি তপসে শূদ্রং তপো শূদ্রস্তপ এব তত্তপসা সমর্ধয়ত্যেবমেতা দেবতা যথারূপং পশুভিঃ সমর্ধয়তি তা এনং সমৃদ্ধাঃ সমর্ধয়ন্তি সর্ব্বৈঃ কামৈঃ ॥১০॥

আজ্যেন জুহোতি। তেজো বা আজ্যং তজসৈবাস্মিংস্তত্তেজো দধাত্যাজ্যেন জুহোত্যেতদ্বৈ দেবানাং প্রিয়ং ধাম যদাজ্যং প্রিয়েণৈবৈনাং ধাম্না সমর্ধয়তি তহ এনং সমৃদ্ধাঃ সমর্ধয়ন্তি সর্ব্বৈঃ কামৈঃ ॥১১॥

নিযুক্তান্ পুরুষান্। ব্রহ্মা দক্ষিণতঃ পুরুষেণ নারায়ণেনাভিষ্টৌতি সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাদিত্যনেন ষোড়শর্চ্চেন ষোড়শকলং বা ইদং সর্ব্বং সর্ব্বং পুরুষমেধঃ সর্ব্বস্যাপ্ত্যৈ সর্ব্বস্যাবরুদ্ধ্যাহইত্থমসীত্থমসীত্যুপস্তৌত্যেবৈনমেতন্মহয়ত্যেবাথো যথৈষ তথৈনমেতদাহ তৎপর্য্যগ্নিকৃতাঃ পশবা বভূবুরসংজ্ঞপ্তাঃ ॥১২॥

অথ হৈনং বাগভ্যুবাদ। পুরুষ মা সন্তিষ্ঠিপো যদি সংস্থাপয়িষ্যসি পুরুষ এব পুরুষমৎস্যতীতি তান্ পর্য্যগ্নিকৃতানেবোদসৃজত্তদ্দেবত্যা আহুতীরজুহোত্তাভিস্তা দেবতা অপ্রীণাত্তা এনং প্রীতা অপ্রীণস্ত সর্ব্বৈঃ কামৈঃ ॥১৩॥

আজ্যেন জুহোতি। তেজোবা আজ্যং তেজসৈবাস্মিংস্তত্তেজো দধাতি ॥১৪॥

একাদশিনৈঃ সংস্থাপয়তি। একাদশাক্ষরা ত্রিষ্টুব্ বজ্রস্ত্রিষ্টুব্ বীর্য্যং ত্রিষ্টুব্বজ্রেণৈবৈতদ্বীর্য্যেণ যজমানো মধ্যতঃ পাপ্মানমহতে ॥১৫

উদয়নীয়ায়াং সংস্থিতায়াং। একাদশ বশা অনুবন্ধ্যা আলভতে মৈত্রাবরুণীর্বৈশ্বদেবীর্বার্হস্পত্যা এতাসাং দেবতানামাপ্ত্যৈ তদ্বার্হস্পত্যা অন্ত্যা ভবন্তি ব্রহ্ম বৈ বৃহস্পতিস্তদু ব্রহ্মণ্যেবান্ততঃ প্রতিতিষ্ঠতি ॥১৬ ॥

অথ যদেকাদশ ভবন্তি একাদশাক্ষরা ত্রিষ্টুব্ বজ্রস্ত্রিষ্টুব্ বীর্য্যং ত্রিষ্টুব্ বজ্রেণৈবৈতদ্বীর্য্যেণ যজমানো মধ্যতঃ পাপ্মানমপহতে ত্রৈধাতব্যুদবসানীয়াসাবেব বন্ধুঃ ॥১৭॥

অথাতো দক্ষিণানাং। মধ্যং প্রতি রাষ্ট্রস্য যদন্যদ্ভূমেশ্চ ব্রাহ্মণস্য চ বিত্তাৎ সপুরুষং প্রাচীদিগ্ঘোতুর্দক্ষিণা ব্রহ্মণঃ প্রতীচ্যোধ্বর্য্যোরুদীচ্যুদ্গাতুস্তদেব হোতৃকা অন্বাভক্তাঃ ॥১৮॥

অথ যদি ব্রাহ্মণো যজেত। সর্ব্ববেদসং দদাৎ সর্ব্বং বৈ ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বং সর্ব্ববেদসং সর্ব্বং পুরুষমেধঃ সর্ব্বস্যাপ্ত্যৈ সর্ব্বস্যাবরুদ্ধ্যৈ ॥১৯॥

অথাত্মন্নগ্নী সমারোহ্য। উত্তরনারায়ণেনাদিত্যমুপস্থায়ানপেক্ষমাণোঽরণ্যমভিপ্রেয়াৎ তদেব মনুষ্যেভ্যস্তিরো ভবতি যদ্যু গ্রামে বিবৎসেদরণ্যোরগ্নী সমারোহ্যোত্তরনারায়ণেনৈবাদিত্যমুপস্থায় গৃহেষু প্রত্যবস্যেদথ তান্ যজ্ঞক্রতুনাহরেত যানভ্যাপ্নুয়াৎ স বাঽ এষ ন সর্ব্বস্মাঽইবানুবক্তব্যঃ সর্ব্বং হি পুরুষমেধোঽনেৎসর্ব্বস্মাঽইব সর্ব্বং ব্রবাণীতি যো ন্বেব জ্ঞাতস্তস্মৈ ব্রূয়াদথ যোঽনূচানোঽথ যোঽস্য প্রিয়ঃ স্যান্নেত্বেব সর্ব্বস্মাঽইব।"২০॥

(১৩।৬।২)

তাৎপর্য্য এই—এই লোকসমুদায়ই পুর, এই পুরীতে তিনি শয়ন করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহার নাম পুরুষ। অন্নের নামই মেধ। মেধই পুরুষের আহার, সেইজন্যই এই পুরুষমেধ। এই যজ্ঞে মেধ্যপুরুষগণ আলভিত অর্থাৎ হিংসিত হইয়া থাকে বলিয়া ইহার নাম পুরুষমেধ। মধ্যমদিনেই তাহাদিগকে বলি দেওয়া হইয়া থাকে, এই মধ্যম দিনই অন্তরিক্ষ, অন্তরিক্ষই সকল ভূতের আবাস। ঐ মধ্যমদিনই উদর, কারণ উদরেই অন্নধারণ করে। বিরাটের দশটী অক্ষর, এজন্য দশদশটী করিয়াও বলি দেওয়া হইয়া থাকে। ত্রিষ্টুভের অক্ষর একাদশ, তাই একাদশ দশও বলি দেওয়া হয়। জগতী অষ্টাচত্বারিংশৎ অক্ষরা, ৪৮টী পশু বলি দিবার ব্যবস্থাও আছে। গায়ত্রী অষ্টাক্ষরা, তাই উত্তম আটটী পশুহিংসা হইয়া থাকে। ঐ সকল হিংসিত পশু ব্রহ্মপ্রজাপতির। ব্রহ্মপ্রজাপতি সবিতার প্রীতির জন্য সাবিত্রীমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক তিনটী আহুতি করিয়া থাকেন। সেই সবিতাই প্রসন্ন হইয়া পুরুষদিগকে প্রসব করিয়াছেন, সেই জন্য ঐ প্রসূতগণ (বলিস্বরূপ) হিংসিত হইতেছে ইত্যাদি।

শতপথব্রাহ্মণের বিবরণ পাঠ করিলে কি মনে হয় না যে পূর্ব্বকালে কোনরূপ নরবলিপ্রথা প্রচলিত ছিল, তাহারই অনুকল্পের কথা শতপথব্রাহ্মণে বর্ণিত হইয়াছে? মানব-সমাজের শৈশবাবস্থায়, যে সকল আচার ব্যবহার প্রচলিত থাকে, যৌবনকালে তাহা নানাকারণে পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়। বেদ-সৃষ্টির পূর্ব্বে আর্য্যসমাজের যখন শৈশবাবস্থা, তৎকালে স্ব স্ব পরিজন অথবা স্বস্ব উপাস্যদেবতার পরিতুষ্টির জন্য নরবলি প্রদান করিতেন, তাহা অসম্ভব নহে। ঐতরেয়ব্রাহ্মণে শুনঃশেপের

উপাখ্যান পাঠ করিলে, একসময়ে যে যজ্ঞোপলক্ষে নরবলিপ্রথা প্রচলিত ছিল, তাহার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। হরিশ্চন্দ্রের পুত্রসন্তান হয় নাই, তিনি বরুণের আরাধনা করিয়া, তাঁহার বরে রোহিত নামে এক পুত্র লাভ করেন, কথা থাকে হরিশ্চন্দ্রের পুত্র হইলে বরুণকে সেই পুত্র উৎসর্গ করিবেন, এখন বরুণ আসিয়া যথাকালে হরিশ্চন্দ্রের নিকট পুত্রকে প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু হরিশ্চন্দ্র এবার বরুণের প্রার্থনা পূরণ করিতে পারিলেন না. রোহিত প্রাণভয়ে বনে পলাইয়া গেলেন, অজীগর্ত্ত নামক এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। দরিদ্রের অতি দুরবস্থা, পুত্রদিগকে পালন করিবার সামর্থ্য নাই, কাজেই নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি আপন মধ্যম পুত্রকে বিক্রয় করিলেন, রোহিতের পরিবর্ত্তে সেই ব্রাহ্মণকুমারকেই বরুণের নিকট উৎসর্গ করিবার ব্যবস্থা হইল। বিশ্বামিত্র এই যজ্ঞে পুরোহিত হইলেন, উৎসর্গকালে সেই ব্রাহ্মণকুমার শুনঃশেপের কাতরোক্তি শুনিয়া বিশ্বামিত্রেরও হৃদয় টলিয়াছিল। সম্ভবতঃ সেই ব্রাহ্মণকুমারের প্রাণবধ করা বিশ্বামিত্র উপযুক্ত বোধ করেন নাই। বরুণদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া সেই ব্রাহ্মণকুমারের প্রাণ বাঁচাইলেন, এমন কি সেই ব্রাহ্মণকুমার বিশ্বামিত্রের জ্যেষ্ঠপুত্র বলিয়া গৃহীত হইলেন। উক্ত উপাখ্যান হইতে এইরূপ বোধ হয়, অধুনাতনকালে যেমন গঙ্গাসাগরে পুত্রদান অথবা দেবী চামুণ্ডার নিকট নরবলি প্রচলিত ছিল, অতিপূর্ব্বকালে বৈদিক সভ্যতা যখন ততদূর বিস্তৃত হয় নাই, তখন এইরূপ বলিপ্রথা প্রচলিত ছিল।

বৈদিক সভ্যতা-বিস্তারের সঙ্গে এই কার্য্য যখন হেয় বলিয়া লোকে বুঝিতে লাগিল, তখনই তৎবিকল্পে পশুবলি প্রচলিত হয়। কলিকালে পুরুষমেধ নিষিদ্ধ হইয়াছে।*

পুরুষরূপক (ত্রি) নরাকৃতিবিশিষ্ট।

পুরুষরেষণ (ত্রি) পুরুষস্য রেষণঃ। পুরুষহিংসক।

"শাস্তঃ পুরুষরেষণঃ।" (অথর্ব্ব ৩।১১।৯)

'পুরুষরেষণঃ পুরুষস্য হিংসকঃ।' (সায়ণ)

পুরুষরেষিন্ (ত্রি) পুরুষহিংসাশীল।

পুরুষবধ (পুং) নরহত্যা।

পুরুষবৎ (ত্রি) পুরুষ-মতুপ্, মস্য ব। নরবৎ।

পুরুষবাচ্ (স্ত্রী) পুরুষস্যেব বাক্ যস্যাঃ। পুরুষবদ্বাক্যযুক্ত শারি।

"শারিঃ পুরুষবাক্।" (শুক্ল যজু° ২৪।৩৩)

'পুরুষবাক্ মনুষ্যাবদ্বাদিনী শারিঃ শুকী।' (বেদদীপ°)

পুরুষবাহ (পুং) পুরুষমাদিপুরুষং বহতি বহ-অণ্। বিষ্ণুর বাহন গরুড়।

"পতত্রিরাজাধিপতেঃ পুরুষবাহানবরতমুহ্যমানাঃ।"

(ভাগ° ৫।২৪।২৯)

'পুরুষবাহাৎ হরের্বাহনাৎ।' (স্বামী)

পুরুষেণ নরেণ উহ্যতে বহ-কর্ম্মণি ঘঞ্। ২ নরবাহন কুবের। পুরুষস্য বাহঃ বাহনং। ৩ পুরুষের বাহন।

পুরুষবাহম্ (অব্য) পুরুষ-বহ-ণমুল্। পুরুষকর্ম্মক বহন। ণমুল্ প্রত্যয় হইলে যথাবিধি অনুপ্রয়োগ হয়। যথা 'পুরুষবাহং বহতি পুরুষং বহতীত্যর্থঃ।'

পুরুষবিধ (ত্রি) পুরুষস্যেব বিধা যস্য। পুরুষপ্রকার।

(নিরুক্ত ৭।৬)

পুরুষর্ষভ (পুং) পুরুষ ঋষভ ইব উপমিতসমাসঃ। পুরুষশ্রেষ্ঠ।

পুরুষব্যাঘ্র (পুং) পুরুষো ব্যাঘ্র ইব। পুরুষশ্রেষ্ঠ।

"এবমস্তে পুরুষব্যাঘ্রাঃ পাণ্ডবা যুদ্ধনন্দিনঃ।" (ভা° ৬।১১।৪৩)

পুরুষব্রত (ক্লী) সামভেদ।

পুরুষশার্দ্দূল (পুং) পুরুষঃ শার্দ্দূল ইব, উপমিতসমাসঃ। পুরুষশ্রেষ্ঠ।

পুরুষশিরস্ (ক্লী) নরমস্তক।

পুরুষশীর্ষ (ক্লী) পুরুষের মস্তক।

পুরুষশীর্ষক (ক্লী) নরমস্তকযুক্ত চোর ব্যবহৃত যন্ত্রভেদ।

পুরুষসিংহ (পুং) পুরুষঃ সিংহ ইব পুরুষেষু সিংহঃ শ্রেষ্ঠো বা। ১ পুরুষশ্রেষ্ঠ। ২ জিনবিশেষ। পর্য্যায়—শৈবি। (হেম)

পুরুষসূক্ত (ক্লী) পরমপুরুষপ্রতিপাদকং সূক্তং। সূক্তভেদ, এই সূক্ত পাঠ করিয়া অভিষেকাদি অনেক কার্য্য করিতে হয়। ঋগ্বেদে ১০।৯০।১-১৬ পর্য্যন্ত এই পুরুষসূক্ত লিখিত আছে।

পুরুষসূক্ত যথা—

১। সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥

২। পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি॥

৩। এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥

৪। ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎপুরুষঃ পাদোঽস্যেহা ভবৎ পুনঃ।
ততো বিষ্বঙ্ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি॥

৫। তস্মাদ্ বিরাড়জায়ত বিরাজো অধি পুরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ॥

৬। যৎপুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ॥

---

* এক সময়ে সকল সভ্য জগতেই নরবলি প্রচলিত ছিল।

[বলি শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

৭। তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ।
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে॥
৮। তস্মাদ্‌যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ সম্ভৃতং পৃষদাজ্যম্।
পশূংস্তাংশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যান্ গ্রাম্যাশ্চ যে॥
৯। তস্মাদ্‌যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্‌যজুস্তস্মাদজায়ত॥
১০। তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ।
গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মাত্তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ॥
১১। যৎপুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা ঊরূ পাদা উচ্যেতে॥
১২। ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥
১৩। চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত।
মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত॥
১৪। নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাত্তথা লোকা অকল্পয়ন্॥
১৫। সপ্তাস্যাসন্ পরিধয়স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ।
দেবা যদ্‌যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুং॥
১৬। যজ্ঞেন যজ্ঞ মযজন্ত দেবাস্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্।
তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্ব্বে সাধ্যা সন্তি দেবাঃ॥"
(ঋক্ ১০।৯০।১-১৬)

পুরুষসূক্তোপনিষৎ (স্ত্রী) উপনিষদ্ভেদ।

পুরুষাংশক (পুং) পুরুষস্য অংশঃ স্বার্থে কন্। ১ পুরুষাংশ-ভেদ, পুরুষের অংশ। ২ তৎপ্রতিপাদক গ্রন্থ।

পুরুষাদ্ (পুং) পুরুষং অত্তি অদ-ক্বিপ্। ১ নরভক্ষক রাক্ষস। ২ শক্রজনভক্ষক।
"প্রপতাৎ পুরুষাদঃ।" (ঋক্ ১০।২৭।২৩)
'পুরুষাদঃ শক্রজনানামত্তারঃ' (সায়ণ)

পুরুষাদ (পুং, স্ত্রী) পুরুষমত্তি অদ-অণ্ উপপদ সমাসঃ। ১ রাক্ষস (ভারত ১।১৫৩।৩৬)
২ মৎস্যদেশভেদ। (বৃহৎসংহিতা ১৪ অঃ)
স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্।

পুরুষাদক (ত্রি) ১ নরভক্ষক রাক্ষস। ২ জনপদ-ভেদ ও তজ্জনপদবাসী লোক।

পুরুষাদত্ব (ক্লী) পুরুষাদস্য ভাবঃ ত্ব। রাক্ষসের ভাব বা ধর্ম্ম।

পুরুষাদ্য (পুং) পুরুষাণাং জিনপুরুষাণামাদ্যঃ প্রথমঃ। আদি-নাথ নামক জিনবিশেষ। (ধনঞ্জয়) পুরুষেষু জীবেষু আদ্যঃ প্রথমঃ, পুরুষাণাং আদ্যো বা। ২ বিষ্ণু। পুরুষঃ নরঃ আদ্যো যস্য। ৩ রাক্ষস।

পুরুষাধম (পুং) পুরুষেষু অধমঃ অতিনিকৃষ্টঃ। নিকৃষ্টনর, অধম মনুষ্য।
"যং কঞ্চিৎ পুরুষাধমং কতিপয়গ্রামেশমল্পার্থদং।
সেবায়ৈ মৃগয়ামহে নরমহো মূঢ়া বরাকা বয়ম্॥" (শান্তিশতক)

পুরুষান্তর (পুং) অন্যঃ পুরুষঃ। অপর পুরুষ।
"কালেন হ্রাসমাসাদ্য পুরুষাৎ পুরুষান্তরম্।"
(মার্কণ্ডেয়পু° ১১৮।৩১)

পুরুষান্তরাত্মন্ (পুং) জীবাত্মা।

পুরুষায়ণ (ত্রি) পুরুষ আত্মা অয়নং প্রতিষ্ঠা যস্য, ততঃ 'পূর্ব্ব-পদাৎ সংজ্ঞায়ামগঃ' ইতি ণত্বং। আত্ম-প্রতিষ্ঠ প্রাণাদি, প্রাণাদি আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত আছে এই জন্য ঐ নাম হইয়াছে।
"ষোড়শকলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি।"
(প্রশ্নোপনি° ৬।৫)
'ষোড়শকলাঃ প্রাণাদ্যা উক্তাঃ কলাঃ পুরুষায়ণা নদীনামিব সমুদ্রঃ পুরুষোঽয়নমাত্মভাবগমনং যাসাং কলানাং তাঃ পুরুষা-য়ণাঃ' (ভাষ্য) নদী সকল যেরূপ সমুদ্র পাইলে তাহাদের গতির নিবৃত্তি হয়, পুরুষায়ণ (প্রাণাদি)ও সেইরূপ পুরুষে অবস্থিত।

পুরুষায়ুষ (ক্লী) পুরুষস্য আয়ুঃ, অচ্‌সমাসান্তঃ (পা ৫।৪।৭৭)। পুরুষের আয়ুঃকাল, পুরুষের জীবিত কাল, শতবর্ষ, 'শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ, (শ্রুতি) পুরুষ শতবৎসর জীবিত থাকে, এইজন্য পুরুষায়ুষ শব্দে শতবর্ষ বুঝায়।
"পুরুষায়ুষজীবিন্যঃ নিরাতঙ্কাঃ নিরীতয়ঃ।" (রঘু ১।৬৩)।

পুরুষার্থ (পুং) পুরুষস্য অর্থঃ। পুরুষের প্রয়োজন। ইহা চার প্রকার, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ।
"ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষাশ্চ পুরুষার্থা উদাহৃতাঃ।" (অগ্নিপু°)
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধই পুরুষের প্রয়োজন। এই চারির মধ্যে মোক্ষই সর্ব্বপ্রধান। সাংখ্য মতে ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিরূপ মোক্ষই পরম পুরুষার্থ—"অথ ত্রিবিধ-দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তঃ পুরুষার্থঃ॥" (সাংখ্যদ° ১।১।) প্রকৃতি পুরুষার্থের জন্য অর্থাৎ যাহাতে পুরুষ দুঃখনিবৃত্ত হইয়া স্বরূপ হয়, তাহাতে সর্ব্বদা যত্নবতী থাকে, কিন্তু পুরুষ প্রকৃতির ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নিজেই নিজের অনিষ্ট করে, কিন্তু যতদিন না পুরুষ পুরুষার্থ লাভ করে, ততদিন প্রকৃতি পুরুষের সঙ্গত্যাগ করে না, একদিন না একদিন প্রকৃতিপুরুষের প্রয়োজন সাধন করিবেই করিবে। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবিধ পুরুষার্থ নিকৃষ্ট বা মন্দ পুরুষার্থ।
গোস্বামি-মতে ভক্তি পঞ্চম পুরুষার্থ। ২ পুরুষকার।
"দৈবং পুরুষকারেণ কো বঞ্চয়িতুমর্হতি।

দৈবমেব পরং মন্যে পুরুষার্থো নিরর্থকঃ ॥"

(ভারত ৩।১৭৯।২৭)।

পুরুষাশিন্ (পুং) পুরুষমশ্নাতি অশ-ণিনি। নরভক্ষক রাক্ষস। (রাজনি°)। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

পুরুষাস্থিমালিন্ (পুং) পুরুষাণামস্থীনি তেষাং মালা অস্ত্যস্যেতি পুরুষাস্থিমালা ব্রীহ্যাদিত্বাৎ ইনি। শিব। (হেম)।

পুরুষেন্দ্র (পুং) পুরুষেষু ইন্দ্রঃ শ্রেষ্ঠঃ। পুরুষশ্রেষ্ঠ।

পুরুষেষিত (ত্রি) পুরুষ কর্ত্তৃক প্রেরিত। "ক্ষেত্রিয়ানাং যদি বা পুরুষেষিতাঃ" (অথর্ব্ব ২।১৪।৫) 'পুরুষৈঃ শত্রুভিঃ প্রেষিতাঃ' (ভাষ্য)।

পুরুষেশ্বর, জনৈক প্রাচীন ক্ষত্রিয় রাজা। ভৈরবী দেবতার ভক্ত ও ভোমর্ষ মুনিকুলজাত। (সহ্যাদ্রি ৩৪।১৯)

পুরুষোত্তম, কর্ণাট রাজবংশের জনৈক রাজা। ইতিহাস প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব শ্রীরূপ গোস্বামীর পিতামহ মুকুন্দের জ্যেষ্ঠভ্রাতা।

পুরুষোত্তম, পুরী নগরের অন্তর্গত শ্রীক্ষেত্রতীর্থ। এখানকার জগন্নাথ দেবও এই নামে পরিচিত। এখানকার কোন্ কোন্ তীর্থে কি কি ক্রিয়া করিতে হয়, অষ্টাবিংশতি তত্ত্বে তাহার প্রকৃষ্ট বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। [জগন্নাথ দেখ।]

পুরুষোত্তমক্ষেত্র, উৎকলের অন্তর্গত জগন্নাথ দেবাধিষ্ঠিত শ্রীক্ষেত্র ভূমিই পুরুষোত্তম তীর্থ বা ক্ষেত্র নামে খ্যাত।

[জগন্নাথ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

পুরুষোত্তম, (পুং) পুরুষেষু উত্তমঃ। ১ বিষ্ণু।

"হরির্যথৈকঃ পুরুষোত্তমঃ স্মৃতঃ মহেশ্বরস্ত্র্যম্বক এব নাপরঃ।
তথা বিদুর্মাং মুনয়ঃ শতক্রতুং দ্বিতীয়গামী নহি শব্দ এষ নঃ ॥"

(রঘু ৩।৪৯)

২ জিনরাজ-বিশেষ। পর্য্যায়—সোমভূ (হেম)। পুরুষেষু মধ্যে উত্তমঃ। ৩ পুরুষশ্রেষ্ঠ।

"অধিগত্য জগত্যধীশ্বরাদথ মুক্তিং পুরুষোত্তমাত্ততঃ" (নৈ°২।১)

এখানে একপক্ষে পুরুষোত্তম শব্দে পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্থ হইয়াছে।

৪ যিনি নিষ্পাপ, শত্রু মিত্র প্রভৃতির প্রতি সর্ব্বদা উদাসীন, তাহাকে পুরুষোত্তম কহে।

"বিশেষসমভাবস্য পুরুষস্যানঘস্য চ।
অরিমিত্রে হ্যুদাসীনে মনো যস্য সমং ব্রজেৎ ॥
সমো ধর্ম্মঃ সমঃ সর্গঃ সমো হি পরমং তপঃ।
যস্যৈবং মানসং নিত্যং স নরঃ পুরুষোত্তমঃ ॥" (ধর্ম্মপুং)।

পুরুষোত্তমো জগন্নাথো হস্যাত্রেতি, অচ্।

৫ "উৎকলখণ্ডের একদেশ, ইহা পীঠস্থানসমূহের মধ্যে একটী, এইস্থানের শক্তি ভগবতী বিমলা।

"গঙ্গায়াং মঙ্গলা প্রোক্তা বিমলা পুরুষোত্তমে।"

(দেবীভাগ° ৭।৩০।৬৪)

নীলাচলের অপর নাম পুরুষোত্তম, ওড্রদেশে রষিকুল্যা ও বৈতরণী নামক নদীদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত। এই স্থানে স্বয়ং পুরুষোত্তম নারায়ণ অবস্থান করেন বলিয়া ইহার নাম পুরুষোত্তম হইয়াছে।

পুরুষোত্তম, এই নামে অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থকার ও পণ্ডিতের পরিচয় পাওয়া যায়। ১ ছন্দোমঞ্জরীরচয়িতা গঙ্গাদাসের পুত্র। ২ রাধাবিনোদ-প্রণেতা রামচন্দ্রের পিতামহ ও জনার্দ্দনের পিতা। ৩ কুণ্ডকৌমুদীরচয়িতা বিশ্বনাথদেবের পিতা। ৪ বিশ্বপ্রকাশপদ্ধতিকার বিশ্বনাথদেবের পিতা। ৫ অলঙ্কারশাস্ত্রপ্রণেতা কবিচন্দ্র, সাহিত্যদর্পণে ইহার নামোল্লেখ করিয়াছেন। ৬ আবির্ভাব, তিরোভাব, বাদার্থ, গ্রহস্তবাদ, বিশ্বপ্রতিবিম্ববাদ, স্ববৃত্তিবাদ প্রভৃতি গ্রন্থকার। ৭ উৎসবপ্রতানরচয়িতা। ৮ গায়ত্রীকারিকাভাষ্য বা গায়ত্র্যাস্থর্থপ্রকাশকারিকাবিবরণ নামক গ্রন্থকর্ত্তা। ৯ তত্ত্বদীপপ্রকাশাবরণভঙ্গ-রচয়িতা। ১০ নিরোধলক্ষণটীকা প্রণেতা। ১১ নৃসিংহতাপনীয়োপনিষৎটীকারচয়িতা। ১২ পণ্ডিতকর ভিন্দিপালপ্রণয়নকর্ত্তা। ১৩ প্রস্থানরত্নাকররচনাকার। ১৪ ভগবদ্ভক্তিরত্নাবলীপ্রণেতা। ১৫ ভাগবতনিবন্ধযোজনা ও ভাগবতপুরাণস্বরূপ-বিষয়ক শঙ্কানিরাশ-নামক দুইখানি গ্রন্থপ্রণেতা। ১৬ মুক্তি চিন্তামণি ও তট্টিকা-রচয়িতা। ১৭ বেদান্তমালাসঙ্কলনকর্ত্তা। ১৮ শঙ্খচক্রধারণবাদপ্রণয়নকর্ত্তা। ১৯ সন্ন্যাসনির্ণয়-সঙ্কলয়িতা। ২০ সুভাষিত-মুক্তাবলী-প্রণেতা। ২১ একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, পীতাম্বরের পুত্র ও বল্লভাচার্য্যের শিষ্য। ইনি স্বরচিত অবতার-বাদাবলী গ্রন্থে বিট্ঠলেশ্বরের উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন দ্রব্যশুদ্ধি ও দীপিকা, নবরত্নটিপ্পনী, পত্রাবলম্বনটীকা, বল্লভাষ্টকবিবৃতিপ্রকাশ, বিদ্বন্মণ্ডনটীকা, সুবর্ণসূত্র, সিদ্ধান্তরহস্যবিবরণ, সিদ্ধান্তব্যাখ্যা ও সেবাফলস্তোত্রটীকা নামে অপর কএকখানি গ্রন্থ ইহার রচিত দেখা যায়। ২২ একজন বিখ্যাত বৈদান্তিক পণ্ডিত, ইহার উপাধি আশ্রম। ছান্দোগ্যোপনিষৎভাষ্যপ্রণেতা-নিত্যানন্দাশ্রমের গুরু। ২৩ অধ্যাত্মকারিকাবলীরচয়িতা। ২৪ মকরন্দটীকাপ্রণেতা। ২৫ মুক্তিচিন্তামণি-সংকলয়িতা। গজপতি শ্রীপুরুষোত্তম দেব নামে পরিচিত ছিলেন। ২৬ সম্বৎসর-নির্ণয়প্রতানরচয়িতা। ২৭ অগ্নিষ্টোমক্রতুকলিপ্তি নামক গ্রন্থকার। ২৮ মাধবের পুত্র, চক্রদত্তের পৌত্র ও শ্রীকণ্ঠদত্তের প্রপৌত্র। ইনি দ্রব্যগুণ নামে একখানি বৈদ্যকগ্রন্থ রচনা করেন।

পুরুষোত্তম আচার্য্য, ১ বাদিভূষণপ্রণেতা। ২ বেদান্ত-

রত্নমঞ্জুষা-রচয়িতা। ৩ নিম্বার্কসম্প্রদায়ভুক্ত একজন সাধু। ইনি বিশ্বাচার্য্যের শিষ্য ও বিলাসাচার্য্যের গুরু ছিলেন। ৪ ভক্ত্যুৎসবপ্রণেতা। ৫ একজন পণ্ডিত, ইনি বেদান্তরত্নমঞ্জুষা দশশ্লোকীটীকা নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

পুরুষোত্তম কবি, বুন্দেলখণ্ডবাসী জনৈক কবি। খৃঃ ১৬৫০ অব্দে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি বিশেষ ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন এ কারণ সাধারণের নিকট তিনি গুরুর ন্যায় সমাদৃত হইতেন।

পুরুষোত্তম গজপতি নারায়ণদেব, পর্লাকিমেবডীর জনৈক হিন্দুরাজা (খৃঃ অঃ ১৮৩৯-৪৩)

পুরুষোত্তম গজপতি শ্রীবীরপ্রকাশ, দাক্ষিণাত্যের কোণ্ডবিড়ু রাজ্যের অধীশ্বর, খৃঃ ১৪৬১-১৪৯৬ অব্দ পর্য্যন্ত ৩৫ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। ১৪১১ শকে উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, তিনি কোণ্ডবিড়ুবাসিগণকে রাজকর হইতে অব্যাহতি দিয়াছিলেন।

পুরুষোত্তম ত্রিপাঠী, জনৈক কবি। সোগাদিত্যের পুত্র।

পুরুষোত্তমদাস, বৈরাগ্যচন্দ্রিকারচয়িতা।

পুরুষোত্তম দীক্ষিত, রেবতীহালাণ্ডনাটকরচয়িতা।

পুরুষোত্তমদেব, ১ একজন কবি। পদ্যাবলীতে ইঁহার উল্লেখ আছে। ২ গোপালার্চ্চনবিধিপ্রণেতা। ৩ বিখ্যাত বৈয়াকরণ ও আভিধানিক। তৎকৃত হারাবলী গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন যে, জনমেজয় ও ধৃষ্টিসিংহ তাহার সমসাময়িক ছিলেন। উন্মাভেদ, একাক্ষরকোষ, কারকচক্র, জকারভেদ, জ্ঞাপকসমুচ্চয়, দ্বিরূপকোষ, দ্বার্থকোষ, পরিভাষার্থমঞ্জরীবিবরণ, পরিভাষাবৃত্তি, ভাষাবৃত্তি, বর্ণদেশনা, শব্দভেদপ্রকাশকোষ, সকারভেদ প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার রচিত। ৪ তীরভুক্তির অধীশ্বর। ইঁহার পিতার নাম ভৈরব ও মাতা জায়ামহাদেবী। দ্বৈতনির্ণয়প্রণেতা প্রসিদ্ধ বাচস্পতিমিশ্র ইঁহাদের আশ্রিত ছিলেন।

পুরুষোত্তম দেব, উড়িষ্যার জনৈক রাজা। ইঁহারা পুরুষানুক্রমে জগন্নাথদেবের মন্দিরে ঝাড়ুদারের কার্য্য করিতেন বলিয়া কাঞ্চীপতি ইঁহাকে কন্যা দান করিতে অস্বীকৃত হন। নিজ অবমাননার প্রতিশোধগ্রহণার্থ রাজা পুরুষোত্তম কাঞ্চীর আক্রমণ ও তদবধিপতিকে পরাজিত করিয়া বলপূর্ব্বক তদীয় কন্যাহরণ করত পত্নীত্বে বরণ করিলেন। সম্ভবতঃ ১৪৭৮-১৫০৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন।

পুরুষোত্তমপণ্ডিত, গোত্রপ্রবরমঞ্জরী ও মহাপ্রবরমঞ্জরীনামক দুইখানি গ্রন্থপ্রণেতা।

পুরুষোত্তমপত্তন, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কৃষ্ণা জেলার অন্তর্গত একটী নগর। বেজবাড়া হইতে ১২ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে মন্দির সম্মুখস্থ তড়াগতলে ১০৫৫ শকে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি আছে।

পুরুষোত্তম পাণ্ড্য, দাক্ষিণাত্যের পাণ্ড্যবংশীয় একজন নরপতি। [পাণ্ড্য দেখ।]

পুরুষোত্তম পৌরাণিক, ব্রহ্মত্বপদ্ধতিপ্রণেতা। ইনি বালভট্টের পুত্র।

পুরুষোত্তমপুর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গঞ্জামজেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ১৯°৬১´৬৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৪°৫৭´ পূঃ। ঋষিকুল্যানদীতটে অবস্থিত। নদীর ভাঙ্গনে পড়িয়া নগরের অনেকাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখানকার তৌগোড়ের স্তম্ভই সাধারণের দেখিবার জিনিস। উহাতে সম্রাট্ অশোকের অনুশান খোদিত আছে। আলাহাবাদ, দৌলী অথবা কটকের স্তম্ভগুলি যেরূপ আকৃতিবিশিষ্ট, ইহার গঠনও তদনুরূপ। এই স্তম্ভের চতুর্দ্দিকে মৃত্তিকানির্ম্মিত উচ্চ প্রাকার ভূমি বিরাজিত দেখা যায়। উহা একটী প্রাচীন নগর ও দুর্গের নিদর্শন মাত্র। ভূমির পরিমাণ প্রায় ৫০০ বিঘা। অধিবাসীরা ঐ প্রাকারমণ্ডিত স্থানকে লাক্ষাদুর্গ বলিয়া অভিহিত করে। প্রবাদ এই, দুর্গ অভেদ্য ছিল, ইহার গাত্র গালার ন্যায় মসৃণ; কাজেই শত্রুগণ ইহা অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই।

২ উক্ত জেলার বংশধারা নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত একখানি গণ্ডগ্রাম। এখানকার দন্তধরপুকোট নামে মৃত্তিকা দুর্গটী (এক বর্গমাইল ভূমি) কলিঙ্গাধিপতি রাজা দন্তবক্রের নির্ম্মিত বলিয়া খ্যাত, উহা চিকাকোল হইতে ৬॥০ ক্রোশ উত্তরে স্থাপিত। দুর্গাভ্যন্তরে অনেকগুলি শিবলিঙ্গ ও প্রস্তর খোদিত একটী শ্রীমূর্ত্তি আছে। স্থানবাসীরা বলে, উহাই দুর্গের অধীষ্ঠাত্রী দেবীর প্রতিমূর্ত্তি। মুলগবলম্ গ্রামের সন্নিকটে অবস্থিত পর্ব্বতগাত্রে একটা আশ্চর্য্যজনক কালরেখা আছে। প্রবাদ পূর্ব্বে ঐ স্থানে রাজকোষ ছিল। ইহার দুই মাইল দক্ষিণে পাণ্ডবপর্ব্বতে বহুপ্রাচীন প্রস্তরখোদিত প্রতিমূর্ত্তিসমূহ বিরাজিত আছে। এতদ্ব্যতীত এখানে কতকগুলি প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রাও পাওয়া গিয়াছে।

পুরুষোত্তমপ্রসাদ, উপাধি, আচার্য্য, ইনি শ্রীনিবাসের শিষ্য, অধ্যাত্মসুধাতরঙ্গিণী ও শ্রুত্যন্তসুরদ্রুম নামক দুইখানি গ্রন্থ ইঁহার রচিত। ২ নিম্বার্কের শিষ্য, মুকুন্দমহিমস্তবপ্রণেতা।

পুরুষোত্তম ভট্ট, দেবরাজার্য্যের পুত্র, প্রয়োগপারিজাতপ্রণেতা।

পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য, একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। ইনি ১৭৭২ খৃঃ অব্দে কোচবিহারপতি মল্লনরনারায়ণ দেবের আদেশে প্রয়োগরত্নমালা নামে একখানি ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন।

পুরুষোত্তমভট্টাত্মজ, সংহিতাদীপিকারচয়িতা।

পুরুষোত্তমমনুসুধীন্দ্র, কবিতাবতার-প্রণেতা।

পুরুষোত্তমমিশ্র, ১ উপাধি কবিরত্ন। রামচন্দ্রোদয়প্রণেতা। ইনি সঙ্গীতনারায়ণপ্রণেতা নারায়ণদেবের গুরু। ২ উপাধি-দীক্ষিত। মুখবোধদীপিকা-সঙ্কলয়িতা।

পুরুষোত্তম সরস্বতী, ইনি শ্রীপাদের শিষ্য এবং শ্রীধর-সরস্বতী ও মধুসূদনের ছাত্র। ইনি সিদ্ধান্ততত্ত্ববিন্দুসন্দীপন নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

পুরুষোত্তমানন্দ, দক্ষিণামূর্ত্তিস্তুতিটীকাপ্রণেতা।

পুরুষোত্তমানন্দতীর্থ, শিবরামানন্দের শিষ্য। ইনি বেদান্ত-ন্যায়রত্নাবলী-ব্রহ্মাদ্বৈতামৃতপ্রকাশিকা নামে ব্রহ্মসূত্রের একখানি টীকা রচনা করেন।

পুরুষোত্তমানন্দ যতি, একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। সিদ্ধান্ত-তত্ত্ববিন্দুটীকাপ্রণেতা পূর্ণানন্দসরস্বতীর গুরু ও অদ্বৈতানন্দ যতির শিষ্য।

পুরুষ্টুত (ত্রি) বহুপ্রদেশে স্তুত। "ধর্ত্তা বজ্রী পুরুষ্টুতঃ" (ঋক্ ১।১১।৪) 'পুরুষ্টুতঃ বহুষু প্রদেশেষু স্তুতঃ'। স্তুত-সোমেয়োশ্ছন্দসি। পা ৬।২।১৪৪) (সায়ণ)

পুরুষ্য (ত্রি) পুরুষায় হিতং যৎ। পুরুষহিত। (ঋক্ ৭।২৯।৪)

পুরুস্পৃহ (ত্রি) বহুকর্ত্তৃক স্পৃহণীয়। "যা বাং সন্তি পুরুস্পৃহো" (ঋক্ ৪।৪৭।৪) 'পুরুস্পৃহঃ বহুভিঃ স্পৃহণীয়াঃ' (সায়ণ)

পুরুহ (ত্রি) পুরুং প্রচুরং হন্তি গচ্ছতীতি পুরু-হন-ড। প্রচুর।

পুরুহু (ত্রি) পুরুং প্রচুরং হন্তি গচ্ছতীতি হন-গতৌ বাহুলকাৎ ডু। প্রচুর। (অমরটীকায় স্বামী) ইহার 'পুরুহু' এইরূপ পাঠান্তরও দেখিতে পাওয়া যায়।

পুরুহূত (পুং) পুরু প্রচুরং হূতমাহ্বানং যজ্ঞেষু যস্য বা পুরু যথা স্যাৎ তথা হূয়তে যজ্ঞভিরিতি অথবা পুরুণি বহূনি হূতানি নামানি যস্য। ইন্দ্র।

"পুরুহূতাদয়ং যজ্ঞে কুন্ত্যামেব ধনঞ্জয়ঃ।" (ভারত ১।১২৩।২৫)

(ত্রি) ২ প্রচুর নামবিশিষ্ট (বিষ্ণু)। (ভাগ° ৮।১।১৩)

পুরুহূতা (স্ত্রী) ভগবতীর মূর্ত্তিভেদ, পুষ্কর নামক পীঠস্থানে এই মূর্ত্তি বিরাজিত আছেন।

"বিশ্বে বিশ্বেশ্বরীং প্রাহুঃ পুরুহূতাঞ্চ পুষ্করে।" (দেবীভাগ° ৭।৩০।৫৯)

পুরুহূতি (স্ত্রী) ১ দাক্ষায়ণী। পুরবো হূতয়ো নামান্যস্য। (পুং) ২ বিষ্ণু।

পুরুহোত্র (পুং) অংশুনৃপপুত্রভেদ। (ভাগ° ৯।২৪।৪)

পুরূ (বেদে পূরু নামেই খ্যাত) সোমবংশীয় একজন প্রাচীন হিন্দু রাজা। ইহা হইতেই চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের উৎপত্তি। আর্য্যজাতির সর্ব্বপ্রাচীন ঋগ্বেদ গ্রন্থে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন হরিবংশ, শ্রীমদ্ভাগবত, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ও বিষ্ণু-পুরাণাদিতে ইহার যেরূপ পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা যথাযথ সন্নিবেশিত হইল।

ইনি মহাতপা নহুষের পৌত্র ও মহারাজ যযাতির পুত্র। মহারাজ যযাতি নিজ ভুজবলে সসাগরা পৃথিবী জয় করিয়া উশনার পুত্রী দেবযানীকে ভার্য্যারূপে প্রাপ্ত হন। অনন্তর তিনি বৃষপর্ব্বা নামক অসুরের কন্যা শর্ম্মিষ্ঠার পাণিগ্রহণ করেন। দেবযানীর গর্ভে যদু ও তুর্ব্বসু এবং শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্য, অনু ও পুরু নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। ঋগ্বেদে (১।১০৮।৮)ও এই পঞ্চ নামের উল্লেখ আছে।* সায়ণাচার্য্যের ভাষ্য হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ইন্দ্র তাঁহাদের সহায় ছিলেন। উক্ত গ্রন্থের আরও স্থানবিশেষের দৃষ্টান্ত হইতে আমরা যে বৃত্তান্ত অবগত হই, তাহাতে মহারাজ পুরুকে বীর, উদারচেতা ও বংশের একটী উজ্জ্বল রত্ন বলিয়া মনে হয়।

"ত্বদ্ভিয়া বিশ আয়ন্নসিক্নী রসমনা জহতীর্ভোজনানি।
বৈশ্বানর পূরবে শোশুচানঃ পুরো যদগ্নে দরয়ন্নদীদেঃ॥"
(ঋক্ ৭।৫।৩)

অর্থাৎ হে বৈশ্বানর! যখন তুমি পুরুর সমীপে দেদীপ্যমান হইয়া (তাহার শত্রুর) পুরী বিদীর্ণ করিয়া প্রজ্বলিত হইয়াছিলে, তখন তোমার ভয়ে অসিক্নী প্রজাগণ[১] পরস্পর অসমেত হইয়া ভোজন ত্যাগপূর্ব্বক আগমন করিয়াছিল। এতদ্দ্বারা

---

* 'অত্র যদুষিত্যাদীনি পঞ্চ মনুষ্যনামানি। হে ইন্দ্রাগ্নী যদ্যদি যদুষু নিয়ন্তেষু পরেষামহিংসকেষু মনুষ্যেষু স্থঃ ভবথঃ বর্ত্তেথে। যদি বা তুর্ব্বশেষু মনুষ্যেষু বর্ত্তেথে। যদ্যদি বা দ্রুহ্যেষু দ্রোহং পরেষামুপদ্রবমিচ্ছৎসু মনুষ্যেষু বর্ত্তেথে। যদি বানুষু প্রাণৎসু সফলৈঃ প্রাণৈর্যুক্তেষু জ্ঞাতৃষনুষ্ঠাতৃষু মনুষ্যেষু। অন্যেষাং হি প্রাণা নিষ্ফলা জ্ঞানহীনত্বাদনুষ্ঠানাভাবাচ্চ। তেষু যদি ভবথঃ। তথা পূরুষু কামৈঃ পুরয়িতব্যেষন্যেষু স্তোতৃজনেষু যদি ভবথঃ। অতঃ সর্ব্বস্মাৎ স্থানাৎ হে কামাভিবর্ষকাবিন্দ্রাগ্নী আগচ্ছতং। অনন্তরমভিষুতং সোমং পিবতং। যদুষু যম উপরমে নিযম্যন্ত ইন্দ্রিয়াণ্যেভিরিতি যদবঃ। তুর্ব্বশেষু। তুর্ব্বী হিংসার্থঃ। দ্রুহ্যেষু দ্রুহ জিঘাংসায়াং দ্রুহং পরেষামিচ্ছন্তি ছন্দসি পরেচ্ছায়ামপীতি ক্যচ্। অনুষু অন প্রাণনে। পূরুষু। পৃ প্রী আপ্যায়নে। পূর্য্যন্ত ইতি পূরবঃ। ঔণাদিক উপ্রত্যয়ঃ॥' (সায়ণ) রূপক ধরিতে গেলেও পিতার প্রত্যুপকার ও অঙ্গীকারপূরণে তাহার পুরুনাম হইয়াছিল এবং যদু, তুর্ব্বশু, দ্রুহ্য ও অনুর চরিত্রগুণাবলির উপরও এই-রূপে সায়ণাচার্য্য টিপ্পনী করিয়া গিয়াছেন।

(১) 'অসিক্নীরসিতবর্ণাঃ' (সায়ণ)। এতদ্দ্বারা মনে হয় কৃষ্ণবর্ণ অনার্য্য কিরাত, দস্যু (দাস) বা রাক্ষসগণ তাঁহার নিকট পরাভব স্বীকার করিয়াছিল। অথবা অসিক্নীনদীতীরবর্ত্তী হিমালয়বাসী পার্ব্বতীয় অনার্য্যগণ তাঁহার পদানত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়।

অনুমিত হয় যে পূরুর বীরত্বপ্রভায় চমৎকৃত কৃষ্ণবর্ণ অনার্য্যগণ তাঁহার স্মরণাপন্ন হইয়াছিল। অন্যত্রও ইহার পরিপোষক বাক্য দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। "প্র পৌরকুৎসিং ত্রসদস্যুমাবঃ ক্ষেত্রসাতা বৃত্রহত্যেষু পূরুম্॥" (ঋক্ ৭।১৯।৩) অর্থাৎ হে বর্ষক ইন্দ্র! তুমি যুদ্ধে ভূমিলাভের জন্য পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদস্যুকে ও পূরুকে রক্ষা কর। ঋগ্বেদের অপর একস্থলে লিখিত আছেঃ—"ভিনৎপুরো নবতিমিন্দ্রো পূরবে দিবোদাসায় মহি দাশুষে নৃতো" (ঋক্ ১।১৩০।৭) অর্থাৎ 'হে (নৃত্যশীল) ইন্দ্র তুমি পূরু ও দিবোদাস রাজার জন্য নবতি সংখ্যক নগরী নষ্ট করিয়াছিলে'।[২]

মহারাজ যযাতি শুক্রাচার্য্যশাপে জরাগ্রস্ত হইলে ক্লিষ্ট-কলেবরে পঞ্চ পুত্রকেই একে একে সম্মুখে ডাকাইয়া জরা-গ্রহণের প্রস্তাব করিলেন। জ্যেষ্ঠাদিক্রমে প্রথম চারি পুত্রই তাঁহার প্রার্থনায় অস্বীকার করিল। কিন্তু সত্যবিক্রম পূরু অম্লানবদনে পিতার জরা গ্রহণপূর্ব্বক আপনার অভিনব যৌবন দানে কৃতার্থন্য হইলেন। মহাপ্রাজ্ঞ যযাতি অভিলষিত সম্ভোগান্তে স্বীয় কনিষ্ঠপুত্র পূরুকে যৌবন প্রত্যর্পণপূর্ব্বক রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তদনন্তর 'তুমিই আমার একমাত্র বংশধর ও তোমার নামেই এই বংশ ভবিষ্যতে পৌরব-বংশ বলিয়া খ্যাত হইবে' ইত্যাদি আশীর্ব্বাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক তিনি তপশ্চর্য্যা ও বনবাসে কৃতসংকল্প হইয়া ব্রাহ্মণ ও তাপসগণ সমভিব্যাহারে রাজপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। (মহাভারত ১।৮৪।২৮-৩৪।) মহাভারত আদিপর্ব্ব ৮৭ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, মহারাজ পূরু পিতা কর্ত্তৃক গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগের অধীশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।[৩] মহাভারত ও হরিবংশ পাঠে আমরা জানিতে পারি যে মহারাজ পূরুর দুই স্ত্রী ছিল, একের নাম পৌষ্টী ও অপরের নাম কৌশল্যা। মহাভারতে পূরুরাজের পৌষ্টী নাম্নী স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান-সন্ততিগণের এইরূপ একটী বংশতালিকা পাওয়া যায়।
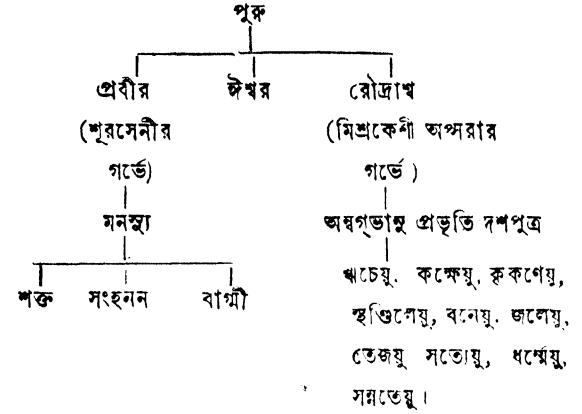
ঋচেয়ু সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া অনাধৃষ্টি নামে খ্যাত হন। তৎপত্নী তক্ষকনন্দিনী জলনার গর্ভে পরম ধার্ম্মিক রাজা মতিনার জন্মগ্রহণ করেন। মতিনারের তংসু, মহান্, অতিরথ ও দ্রুহ্য নামে চারি পুত্র হয়।[৪] তংসুর পুত্র ঐলিন। নৃপতি ঐলিনের রথন্তরীর গর্ভে দুষ্মন্ত, শূর, ভীম, প্রবসু ও বসুনামে পাঁচ পুত্র জন্মে।[৫] রাজা দুষ্মন্তের শকুন্তলা গর্ভে ভরত নামে এক প্রথিতযশা পুত্র জন্মে। ইহার নামানুসারে এই দেশ ভারতবর্ষ নামে খ্যাত হইয়াছে। ভরতের তিন পত্নীর গর্ভে নয়টী পুত্র জন্মে। কিন্তু পুত্রগুলি অনুরূপ না হওয়ায় রাজা তাহাদিগের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। অতঃপর জননীরা রোষপরতন্ত্রা হইয়া পুত্রগণকে বিনাশ করিলেন। রাজা বিতথ পুত্রোৎপত্তির জন্য মহামুনি ভরদ্বাজকে ডাকাইয়া ভূমন্যু নামে

---

(২) সায়ণাচার্য্য উক্ত শ্লোকের ভাষ্যে "হে ইন্দ্র নৃতো রণে নর্ত্তনশীল ত্বং দাশুষে হবির্দত্তবতে পূরবেঽভিমতপূরকায়। মনুষ্যনামৈতৎ। মহি-মহতে দিবোদাসায়ৈতন্নামকায় রাজ্ঞে॥" এইরূপ অর্থ লিখিয়াছেন। কোন অনুবাদক "অভিমতপূরকায়" এই অর্থ গ্রহণ করিয়া উহা দিবোদাসের বিশেষণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু টীকায় স্পষ্ট আভাস রহিয়াছে, 'মনুষ্যনামৈতৎ' ব্যক্তিবিশেষের নাম। সুতরাং পূরু ও দিবোদাস যে স্বতন্ত্র ব্যক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই।

(৩) স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্র যযাতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার জন্য জরা লইয়া ভ্রম্যমাণ পূরুকে তুমি কিরূপ রাজ্যভাগ করিয়া দিয়াছিলে সত্য বল। যযাতি কহিলেন—

"গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে কৃৎস্নোঽয়ং বিষয়স্তব।
মধ্যে পৃথিব্যাস্তং রাজা ভ্রাতরোঽন্ত্যাধিপাস্তব॥" (মহা° ১।৮৭।৫)

এতদ্দ্বারা বোধ হয়, যদুতুর্ব্বশাদি ম্লেচ্ছযবনত্বপ্রাপ্ত পুত্রগণ ভারতের বহির্ভাগে রাজ্যসম্পদ ভোগ করিয়াছিলেন।

(৪) হরিবংশ-মতে বংশাবলী 'চন্দ্রবংশ' শব্দে প্রদত্ত হইয়াছে। মহাভারত ও হরিবংশে যাহা প্রভেদ, তাহাই জ্ঞাতকারণ লিখিত হইল। হরিবংশে মতিনারের তংসু, প্রতিরথ ও সুবাহুনামে তিনপুত্র এবং মান্ধাতৃ-জননী গৌরী নামে এক কন্যা হয়।

(৫) হরিবংশ-মতে—প্রতিরথের পুত্র নৃপতি কণ্ব, কণ্বের পুত্র মেধাতিথি। এই মেধাতিথি হইতেই কণ্বরাজার ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়। ইহার ইলিনী নামে এক কন্যা ছিল, তংসু তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। তংসুর পুত্র রাজর্ষি সুরোধ। সুরোধভার্য্যা উপদানবীর গর্ভে দুষ্মন্ত, সুষন্ত প্রবীর ও অনঘনামে চারি পুত্র হয়। (হরিবংশ)

এক পুত্র লাভ করেন[৬]। ভরতপুত্র ভূমন্যুকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। ভূমন্যুর ঔরসে পুষ্করিণীর গর্ভে সুহোত্র, সুহোতা, সুহবি, সুযজু, ঋচীক ও দিবিরথ নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করে। জ্যেষ্ঠ সুহোত্র ঐক্ষ্বাকীগর্ভে অজমীঢ়, সুমীঢ় ও পুরুমীঢ় নামে তিন পুত্র লাভ করিলেন[৭]। অজমীঢ় তিন মহিষীতে ছয় পুত্র উৎপাদন করেন। তন্মধ্যে ধুমিনীর গর্ভে ঋক্ষ, নীলীর দুষ্মন্ত ও পরমেষ্ঠী ও কেশিনীর জহ্নু (ইনি গঙ্গা পানকরেন,) ব্রজন ও রূপিণ। এই দুষ্মন্ত ও পরমেষ্ঠীর বংশ হইতে পাঞ্চাল-গণ উদ্ভূত হন। জহ্নুর বংশে কুশিক রাজগণ এবং ঋক্ষ হইতে রাজবংশকর সম্বরণ জন্মগ্রহণ করিলেন। সম্বরণের অত্যা-চারে রাজ্য ছারখার হইয়া গেল। পঞ্চালভূপতিগণ চতুরঙ্গ-দলে আসিয়া তাঁহাকে পরাজিত করিলেন। রাজা সম্বরণ অমাত্য ও সুহৃদ্‌বর্গ সঙ্গে সিন্ধু নামক মহানদের তীর হইতে পর্ব্বত পর্যান্ত বিস্তৃত আরণ্যভূমে বাস করিতে লাগিলেন। একদা ভগবান্ বশিষ্ঠ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভারতগণ অভ্যাগত দেখিয়া বিশেষ সম্বর্দ্ধনা করিল। বশিষ্ঠদেব তাহা-দের আচরণে প্রীত হইয়া পৌরব সম্বরণকে নিজপ্রভাবে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। পৃথিবীপ্রাপ্ত হইয়া সম্বরণ ভূরিদক্ষিণাবিশিষ্ট বহুযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। তদনন্তর সৌরী তপতী সম্বরণ হইতে কুরু নামক পুত্রলাভ করেন। কুরু-জাঙ্গল ও কুরুক্ষেত্র তাঁহার নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার বাহিনী নাম্নী পত্নী হইতে অশ্ববৎ, অভিষ্যৎ চৈত্ররথ, মুনি ও জনমেজয় জন্মগ্রহণ করেন। অশ্ববৎ (অবিক্ষিৎ) হইতে পরি-ক্ষিৎ, শবলাশ্ব, আদিরাজ, বিরাজ, শাল্মলি, উচ্চৈঃশ্রবা, ভঙ্গ-কার ও জিতারি নামে অষ্টপুত্র উৎপন্ন হয়। পরীক্ষিৎ হইতে কক্ষসেন, উগ্রসেন, চিত্রসেন, ইন্দ্রসেন, সুষেণ ও ভীমসেন এবং জনমেজয় হইতে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, বাহ্লিক, নিষধ, জাম্বূনদ, কুণ্ডোদর, পদাতি ও বসাতিগণের উদ্ভব হয়। পরে ধৃতরাষ্ট্র হইতে কুণ্ডিক, হস্তী, বিতর্ক, ক্রাথ, কুণ্ডিন, বহিঃশ্রবা, ইন্দ্রাভ ও ভূমন্যু এবং প্রতীপ, ধর্ম্মনেত্র ও সুনেত্র নামে তাঁহার তিন পৌত্র জন্মে। প্রতীপ হইতে দেবাপি, শান্তনু ও বাহ্লীক নামে তিন পুত্র জন্মলাভ করে। মহারথ শান্তনু ভূমণ্ডলের অধিপতি হইয়াছিলেন।

পূরুর কৌশল্যা নাম্নী ভার্য্যাতে জনমেজয়, তৎপত্নী অনন্তার গর্ভে প্রাচিন্বান্, প্রাচিন্বানের, ঔরসে অশ্মকীর গর্ভে সংযাতি, তৎপুত্র অহংযাতি, তৎপুত্র সার্ব্বভৌম, তৎপুত্র জয়ৎসেন, তৎ-পুত্র অবাচীন, তৎসুত অরিহ, অরিহের পুত্র মহাভৌম, তৎ-পুত্র অযুতনায়ী, তৎসুত অক্রোধ, তৎপুত্র দেবাতিথি। দেবা-তিথির পুত্র অরিহ, তৎপুত্র ঋক্ষ, ঋক্ষের ঔরসে তক্ষকদুহিতা জ্বালার গর্ভে মতিনার, তৎসুত তংসু, তৎপুত্র ঐলিন, তৎপুত্র দুষ্মন্ত, তৎসুত বিশ্বামিত্রদুহিতা শকুন্তলাগর্ভজাত ভরত[৮]। ভরত হইতে কাশিরাজদুহিতা সুনন্দার গর্ভে ভূমন্যু, তৎপুত্র সুহোত্র। সুহোত্র ইক্ষ্বাকুকন্যা সুবর্ণাকে বিবাহ করেন। সুবর্ণাগর্ভে মহারাজ হস্তীর জন্ম হয়। ইনি স্বনামে হস্তিনাপুর নগর স্থাপন করিয়াছিলেন।[৯] হস্তীর পুত্র বিকুণ্ঠন, তৎসুত অজমীঢ়। অজমীঢ়ের কৈকেয়ী, গান্ধারী, বিশালা ও ঋক্ষা নাম্নী পত্নীতে চতুর্বিংশতি শত পুত্রলাভ হয়, তন্মধ্যে মহারাজ সম্বরণ বংশপ্রতিষ্ঠ ছিলেন। তপতীর গর্ভে সম্বরণের ঔরসে কুরুর জন্ম হয়। কুরুর পুত্র বিদূরথ, তৎপুত্র অনশ্বা, তৎসুত পরীক্ষিৎ, তৎপুত্র ভীমসেন, তৎপুত্র প্রতিশ্রবা;

(৬) হরিবংশে লিখিত আছে, রাজা ভরত পুত্রোৎপত্তিমানসে ভরদ্বাজ দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান ও ধর্ম্মসংক্রমণ করাইলেন। কিন্তু প্রথমে সমস্ত ক্রিয়া বিতথ অর্থাৎ নিষ্ফল হয় বলিয়া মহামুনি ভরতপুত্রের বিতথনাম রাখি-লেন। মহাভারতটীকায় নীলকণ্ঠ বিতথশব্দের অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন, যথা,—"বিতথং বিগতস্তথাভাবো জনকসাদৃশ্যং যত্র তত্তাদৃশং পুত্রজন্ম।"
(মহাভারত ১।৯৪।২১ শ্লোকের টীকায় নীলকণ্ঠ)

(৭) হরিবংশমতে বিতথের সুহোত্র, সুহোতা, গয, গর্গ ও কপিল নামে পাঁচ পুত্র উৎপন্ন হয়। সুহোত্রের দুই পুত্র কাশিক ও গৃৎসমতি। গৃৎ-সমতির পুত্রগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যশ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন। কাশিকের পুত্র কাশ্য ও দীর্ঘতপা। দীর্ঘতপার বংশে ধন্বন্তরী, তৎ-পুত্র কেতুমান, তৎপুত্র ভীমরথ (ইনি দিবোদাস নামে বিখ্যাত হইয়া রাক্ষসগণের বিনাশসাধন করেন।) [অপরাপর রাজগণের নাম চন্দ্রবংশ দেখ।] সুহোত্রের পৌত্র ও গৃৎসমতির পুত্র বৎস হইতে অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় ও পুরুমীঢ় নামে তিন পুত্র হয়। ভাগবতে লিখিত আছে, অজমীঢ়-পত্নী নলনীগর্ভে নীলের উৎপত্তি হয়। তৎপুত্র শান্তি, শান্তির সন্তান সুশান্তি, তৎসুত পুরজ, তাহা হইতে অর্ক, অর্কপুত্র ভর্ম্যাশ্ব, তৎপঞ্চপুত্র মুদ্গল, যবীনর, বৃহদশ্ব, কাম্পিল্ল ও সঞ্জয় জন্মগ্রহণ করে। উক্ত পঞ্চ-পুত্র পঞ্চবিষয়রক্ষণে সমর্থ বলিয়া পিতা কর্ত্তৃক পঞ্চাল সংজ্ঞায় অভিহিত হন। মুদ্গল হইতে মৌদ্গল্য নামক ব্রহ্মগোত্র নিবৃত্ত হয়। ভর্ম্যাশ্ব-পুত্র মুদ্গল, তিনি দিবোদাস ও অহল্যা নামে শুভ নরমিথুন উৎপাদন করেন। সেই অহল্যার গর্ভে গৌতম হইতে শতানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। শতানন্দের পুত্র সত্যধৃতি, তৎপুত্র শরদ্বান্। উর্ব্বশীদর্শনে তাঁহার শুক্র শরস্তম্বে পতিত হওয়ায় অপর এক নরমিথুন উৎপন্ন হয়। মহারাজ শান্তনু মৃগয়া করিতে গিয়া তাহাদিগকে দেখিতে পান এবং কৃপাপরবশ হইয়া উভয়কে সঙ্গে লইয়া আইসেন। বালকের নাম কৃপ এবং বালিকার নাম কৃপী। পাণ্ডবগুরু দ্রোণাচার্য্য কৃপীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।
(ভাগবত ৯ স্কন্ধ ২১ অঃ ও বিষ্ণুপুরাণ ৪।১৯।১৬-১৮)

(৮) হরিবংশ ও মহাভারতে প্রকটিত পূর্ব্ববংশাবলীর সহিত ইহার কতক মিল আছে, তৎপরে গোলযোগ।

(৯) এখানে আবার মিল দেখা যাইতেছে।

প্রতিশ্রবার পুত্র প্রতীপ, প্রতীপ হইতে দেবাপি, শান্তনু ও বাহ্লীক নামে তিন পুত্র জন্মে।১০ মহারাজ শান্তনু গঙ্গাকে বিবাহ করেন। গঙ্গাগর্ভে দেবব্রত (ভীম) জন্মগ্রহণ করেন। শান্তনু সত্যবতী (গন্ধকালী) নাম্নী অপর এক কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। পূর্ব্বে এই সত্যবতীর কন্যাকালে পরাশর হইতে গর্ভ হওয়ায় দ্বৈপায়ন জন্মিয়াছিলেন। পরে শান্তনুর ঔরসে তাঁহার বিচিত্রবীর্য্য ও চিত্রাঙ্গদ নামে দুই পুত্র হয়। বিচিত্রবীর্য্য রাজা হন। তিনি অম্বিকা ও অম্বালিকা নাম্নী দুই কাশিরাজদুহিতার পাণিগ্রহণ করেন, কিন্তু নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন। সত্যবতী দুষ্মন্তবংশের উচ্ছেদ দেখিয়া চিন্তান্বিত মনে দ্বৈপায়নকে স্মরণ করিলেন। ঋষি সম্মুখে উপস্থিত হইলে মাতা সত্যবতী কহিলেন, দেখ! তোমার ভ্রাতা।১১ অপুত্রক হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন, অতএব তুমি তাঁহার পুত্র উৎপাদন করিয়া বংশ রক্ষা কর। দ্বৈপায়ন অবনত মস্তকে মাতৃবাক্য পালন করিলেন। অনন্তর যথাকালে তিনি ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর নামে তিন পুত্র উৎপাদন করেন। দ্বৈপায়ন-বরে গান্ধারীগর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্র জন্মে, তন্মধ্যে দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, বিকর্ণ ও চিত্রসেন প্রধান। পাণ্ডুর ঔরসে কুন্তীদেবীর গর্ভে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন এবং মাদ্রীগর্ভে নকুল ও সহদেব জন্মগ্রহণ করেন। পাণ্ডুর পুত্রগণ পাণ্ডব নামে এবং ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ কৌরব নামে অভিহিত হন। দ্রৌপদীর গর্ভে যুধিষ্ঠিরের ঔরসে প্রতিবিন্ধ্য, ভীমের সুতসোম, অর্জ্জুনের শ্রুতকীর্ত্তি, নকুলের শতানীক ও সহদেবের শ্রুতকর্ম্মা নামে পুত্র জন্মিয়াছিল। যুধিষ্ঠির শৈব্যরাজকন্যা দেবিকার গর্ভে যৌধেয় নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। কাশিরাজদুহিতা বলন্ধরার গর্ভে ভীমের ঔরসে সর্ব্বগ নামে পুত্র এবং হিড়িম্বা রাক্ষসীর গর্ভে ঘটোৎকচ উৎপন্ন হয়। নকুল চেদিরাজকন্যা করেণুমতীর গর্ভে নিরমিত্র নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। মদ্রদুহিতা বিজয়ার গর্ভে সহদেবের সুহোত্র নামে এক পুত্র জন্মে। পাণ্ডব-কুলে এত পুত্র জন্মিলেও কুরুপাণ্ডবযুদ্ধে সকলেই নিহত হন। একমাত্র সুভদ্রাগর্ভজাত অর্জ্জুনসুত অভিমন্যু হইতে বংশরক্ষা হইয়াছে। বিরাট্ রাজদুহিতা উত্তরার গর্ভে তাঁহার একটী ষণ্মাসের পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। ভগবান্ বাসুদেব এই অকালজাত শিশুকে সঞ্জীবিত করেন। কুল পরিক্ষীণ হইলে জন্ম হয় বলিয়া ইহার নাম পরিক্ষিৎ রাখা হইল। পরিক্ষিৎ ঔরসে মাদ্রবতীর গর্ভে জনমেজয়ের উৎপত্তি। জনমেজয়ের শতানীক ও শঙ্কুকর্ণ নামে দুই পুত্র হয়। শতানীকের অশ্বমেধদত্ত নামে এক পুত্র জন্মে। (মহাভারত আদিপর্ব্বে ৯৪ ও ৯৫ অধ্যায়ে বংশের বর্ণনা কীর্ত্তিত হইয়াছে।)

মহাভারত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত হইতে পুরুবংশীয় রাজন্যবর্গের যে নাম পাওয়া যায়, তাহাতে পরস্পরের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। ভাগবতাদি অবলম্বনে চন্দ্রবংশ শব্দে যে তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধে যে মহাভারতীয় বংশাখ্যান উদ্ধৃত করা হইল, এ সমুদায় সামঞ্জস্য করিয়া সম্যক্ আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, এই চন্দ্রবংশীয় পুরুরাজবংশ হইতে একদিকে মহাতপা ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মর্ষিগণ ও অপরদিকে তেজবীর্য্যসম্পন্ন ক্ষত্রিয়জাতি উৎপন্ন হইয়াছিল।১২ পূর্ব্বে হরিবংশ (২৯ অঃ) হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি যে, সুহোত্রের পুত্র কাশিক ও গৃৎসমদ, কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র সুহোত্র হইতেই গৃৎসমদের উৎপত্তি। বংশপরম্পরায় যেরূপ গোলমাল থাকুকনা কেন, মূল ঘটনা সকলেরই প্রায় একরূপ।

গৃৎসমদ একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। ভাষ্যকারসায়ণ উক্ত মহাগ্রন্থের দ্বিতীয় মণ্ডলের অনুক্রমণিকায় তাহার এইরূপ

(১০) ভাগবতমতে বিতথের পুত্র মন্যু, তৎপুত্র বৃহৎক্ষেত্র, জয়, মহাবীর্য্য, নর ও গর্গ এই পাঁচজন। বৃহৎক্ষত্রের পুত্র হস্তীই হস্তিনাপুর নির্ম্মাণ করেন। তৎপুত্র অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় ও পুরুমীঢ়। (ভাগবত ৯।২১।১৫)

(১১) অর্জ্জুনের ঔরসে নাগকন্যা উলূপীর এক পুত্র ও চিত্রাঙ্গদার গর্ভে বভ্রুবাহনের জন্ম হইয়াছিল।

(১২) "ক্ষত্রবৃদ্ধাত্মজস্তত্র সুনহোত্রো মহাযশাঃ। সুনহোত্রস্য দায়াদাস্ত্রয়ঃ পরমধার্ম্মিকাঃ। কাশঃ শলশ্চ দ্বাবেতৌ তথা গৃৎসমদঃ প্রভুঃ। পুত্রো-গৃৎসমদস্যাপি শুনকো যস্য শৌনকাঃ। ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈব চ॥" (হরিবংশ ২৯ অঃ) আবার উক্ত গ্রন্থের ৩২ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে, "স চাপি বিতথঃ পুত্রান্ জনয়ামাস পঞ্চ বৈ। সুহোত্রঞ্চ সুহোতারং গয়ং গর্গং তথৈব চ। কপিলঞ্চ মহাত্মানং সুহোত্রস্য সুতদ্বয়ং। কাশকশ্চ মহাসত্বস্তথা গৃৎসমতির্নৃপঃ। তথা গৃৎসমতেঃ পুত্রা ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বিশঃ॥" উভয়ের ঘটনাসামঞ্জস্য না হইলেও ভাবসামঞ্জস্য একই হইতেছে। গর্গ হইতে গার্গ ও শিনি প্রভৃতি ঋষি ক্ষত্রিয় ঔরসে ব্রাহ্মণ হইয়া উৎপন্ন হইয়াছিলেন॥ (ভাগ° ৯।২১।১৩) বায়ুপুরাণ, ভাগবতপুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণেও ঐ এক কথা। "গৃৎসমদস্য শৌনকশ্চাতুর্ব্বর্ণ্য-প্রবর্ত্তয়িতাহভূৎ।" (বিষ্ণুপু° ৪।৮) "পুত্রোগৃৎসমদস্য চ শুনক যস্য শৌনকঃ। ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈবচ। তস্য বংশে সমুদ্ভূতা বিচিত্রৈঃ কর্ম্মভির্দ্বিজাঃ॥" (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

"ক্ষত্রবৃদ্ধসুতস্যাসন্ সুহোত্রমস্যাত্মজাস্ত্রয়ঃ। কাশ্যঃ কুশো গৃৎসমদ ইতি গৃৎসমদাদভূৎ। শুনকঃ শৌনকো যস্য বহ্বৃচপ্রবরো মুনিঃ।

(ভাগ° ৯।১৭।২-৩)

পরিচয় দিয়াছেন[১৩]। অতঃপর (হরিবংশ ৩২ অঃ) রাজা দিবোদাসের প্রসঙ্গ আলোচনায় দেখিতে পাই যে, কাশ হইতে ষষ্ঠ পুরুষে রাজা দিবোদাস জন্মগ্রহণ করেন। ঋগ্বেদে ইহার বলবীর্য্যের ও পুণ্যবত্তার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

[দিবোদাস দেখ।]

দিবোদাসের পুত্র রাজা মিত্রয়ু, ইনি ব্রহ্মর্ষি বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। ইহার পুত্র মৈত্রায়ণ, তদ্বংশধরগণ মৈত্রেয় নামে প্রসিদ্ধ[১৪]। মহাত্মা কাশ হইতে বিংশতিতম পুরুষে ভার্গভূমির উৎপত্তি[১৫]। মহাভারতোক্ত মহারাজ মতিনারপুত্র অতিরথ ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণে অপ্রতিরথ নামে খ্যাত। তদ্বংশে মহামুনি কণ্ব, তাঁহা হইতেই মেধাতিথি। মেধাতিথির মহিমাগুণেই তাহার বংশধর প্রস্কণ্ব প্রভৃতি ব্রাহ্মণ বর্ণে বিভক্ত এবং একটী বিশিষ্ট শ্রেণীর নামে পরিচিত[১৬]। অপর মহারাজ অজমীঢ়। মহাভারতমতে ইনি ঐক্ষ্বাকী-গর্ভজাত পুত্র, কিন্তু হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতপুরাণে উহা ভিন্নরূপে প্রকটিত হইয়াছে[১৭]। অজমীঢ় হইতে প্রিয়মেধাদি দ্বিজগণের উদ্ভব হইয়াছে। ভাগবতমতে অজমীঢ়ের পুত্র বৃহদিষুর বংশে পারের ঔরসে ব্রহ্মদত্তের উৎপত্তি হয়। ইহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত। ব্রহ্মদত্তের পুত্র বিষক্সেন যোগশাস্ত্র রচনা করেন। অজমীঢ় হইতে ৭ম পুরুষে মুদ্গল নামে যে মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহা হইতেই মৌদ্গল্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের আবির্ভাব হয়[১৮]। তংস্নু হইতে ৬ষ্ঠ পুরুষে গর্গের উৎপত্তি। ভাগবতপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশে কিঞ্চিৎ বংশবিপর্য্যয় লক্ষিত হইলেও, গর্গ হইতে ক্ষত্রিয়কুলে শিনির উদ্ভব এবং গার্গ ও শৈন্যব্রাহ্মণগণের উৎপত্তি স্থিরীকৃত হইয়াছে[১৯]। গর্গভ্রাতা মহাবীর্য্য হইতে দুরিতক্ষয়ের (উরুক্ষয়) উদ্ভব হয়।[২০] তাঁহার ত্রয্যারুণি, কবি ও পুষ্করারুণি নামে তিন পুত্র জন্মে। তাঁহারা ক্ষত্রিয়বংশে জন্মি-

---

(১৩) "মণ্ডলদ্রষ্টা গৃৎসমদঋষিঃ। স চ পূর্ব্বং আঙ্গিরসকুলে শুনহোত্রস্য পুত্রঃ সন্ যজ্ঞকালেঽসুরৈর্গৃহীত ইন্দ্রেন মোচিত। পশ্চাৎ তদ্বচনেনৈব ভৃগুকুলে শুনকপুত্রো গৃৎসমদ নামাঽভূৎ। তথা চানুক্রমণিকা। য আঙ্গিরসঃ শৌনহোত্রো ভূত্বা ভার্গবঃ শৌনকোঽভবৎ স গৃৎসমদো দ্বিতীয়ং মণ্ডলমপশ্যদিতি। তথা তস্যৈব শৌনকস্য বচনং ঋষ্যানুক্রমণে। ত্বমগ্নে ইতি গৃৎসমদঃ শৌনকো ভৃগুতাং গতঃ। শৌনহোত্রঃ প্রকৃত্যা তু য আঙ্গিরস উচ্যত ইতি। তস্মাৎ মণ্ডলদ্রষ্টা শৌনকো গৃৎসমদ ঋষিঃ।"

(১৪) "দিবোদাসস্য দায়াদো ব্রহ্মর্ষিমিত্রয়ুর্নৃপঃ। মৈত্রায়ণস্ততঃ সোমো মৈত্রেয়াস্তু ততঃ স্মৃতাঃ। এতে বৈ সংশ্রিতাঃ পক্ষং ক্ষত্রোপেতাস্তু ভার্গবাঃ।
(হরিবংশ ৩২ অঃ)

(১৫) "ভার্গস্য ভার্গভূমিরিতশ্চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রবৃত্তিঃ॥" (বিষ্ণুপু°)

এই ঘটনাটী হরিবংশের ২৯ও ৩২ অধ্যায়ের দুইটী বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন ভাবে লিখিত হইয়াছে; কিন্তু উভয়ের সারকথা প্রায়ই এক। যথা—

"বেণুহোত্রসুতশ্চাপি ভর্গোনাম প্রজেশ্বরঃ। বৎসস্য বৎসভূমিস্তু ভৃগুভূমিস্তু ভার্গবাৎ। এতে অঙ্গিরসঃ পুত্রা জাতা বংশেঽথ ভার্গবে। ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাস্ত্রয়ঃ পুত্রাঃ সহস্রশঃ।" (হরিবংশ ২৯)

(১৬) "অপ্রতিরথাৎ কণ্বস্তস্যাপি মেধাতিথির্যতঃ কাণ্বায়না বভূবুঃ।"
(বিষ্ণুপু° ৪।১৯ অঃ) * * * কণ্বোঽপ্রতিরথাত্মজস্তস্য মেধাতিথি তস্মাৎ প্রস্কণ্বাদ্যা দ্বিজাতয়ঃ।" (ভাগ° ৯।২০।৬-৭)

(১৭) "অজমীঢ়স্য বংশাঃ স্যুঃ প্রিয়মেধাদয়ো দ্বিজাঃ।" (ভাগ ৯।২১।২১)

(১৮) "মুদ্গলস্যাপি মৌদ্গল্যাঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ।
এতে হ্যঙ্গিরসঃ পক্ষে সংস্থিতাঃ কণ্বমুদ্গলাঃ॥" (মৎস্যপুরাণ)

হরিবংশেও এতদাখ্যান স্পষ্টীকৃত হইয়াছে—

"মুদ্গলস্য তু দায়াদো মৌদ্গল্যঃ সুমহাযশাঃ।
এতে সর্ব্বে মহাত্মানঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ॥
এতে হ্যঙ্গিরসঃ পক্ষং সংশ্রিতাঃ কাণ্বমুদ্গলাঃ।
মৌদ্গলস্য সুতো জ্যেষ্ঠো ব্রহ্মর্ষিঃ সুমহাযশাঃ॥" (হরিবংশ ৩২ অঃ)

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে:—"অজমীঢ়স্য নীলিনীনাম পত্নী। তস্যাং নীলসংজ্ঞঃ পুত্রোঽভবৎ। তস্মাদপি শান্তিঃ। শান্তেঃ সুশান্তিঃ, সুশান্তেঃ পুরুজানুঃ, ততঃ চক্ষুঃ, ততো হর্য্যশ্বঃ, তস্মাৎ মুদ্গলসৃঞ্জয়বৃহদিষুপ্রবীর-কাম্পিল্যাঃ। পঞ্চানাং এতেষাং বিষয়াণাং রক্ষণায়লমেত মৎপুত্রাঃ, ইতি পিত্রোভিহিতাঃ, অতস্তে পাঞ্চালাঃ।

মুদ্গলাচ্চ মৌদ্গল্যাঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ো বভূবুঃ। মুদ্গলাৎ বৃদ্ধশ্ব, বৃদ্ধশ্বাৎ দিবোদাসোঽহল্যা চ মিথুনমভূৎ। শরদ্বতোঽহল্যায়াং শতানন্দোঽভবৎ। শতানন্দাৎ সত্যধৃতিঃ ধনুর্বেদান্তগো জজ্ঞে। সত্য-ধৃতেস্তু বরাপ্সরসমূর্ব্বশীং দৃষ্ট্বা রেতঃ স্কন্নং শরস্তম্বে পপাত॥"
(বিষ্ণুপুরাণ ৪।১৯।১৪-১৬)

শ্রীধরস্বামী উপরোক্ত শ্লোকের 'ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ' পদের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন:—'ক্ষত্রিয়া এব সন্তঃ কেনচিৎ কারণেন ব্রাহ্মণা বভূবুরিত্যর্থঃ॥'

ভাগবতে এতৎপ্রসঙ্গসম্বন্ধে অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে।

(১৯) "গর্গাচ্ছিনিস্ততো গার্গ্যাঃ শৈন্যাঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ বভূবুঃ।" (বিষ্ণুপু° ৪।১৯ অঃ) কিরূপে ইহারা ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইলেন, তৎসম্বন্ধে টীকাকার কোন উত্তর দেন নাই, কেবলমাত্র "কেনচিৎ কারণাৎ ব্রাহ্মণাশ্চ বভূবুঃ" এই টিপ্পনী দিয়া কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। "গর্গাচ্ছিনিস্ততো গার্গ্যঃ ক্ষত্রাৎ ব্রহ্ম হ্যবর্ত্তত॥" (ভাগবতপু° ৯।২১।১৯)

(২০) "দুরিতক্ষয়ো মহাবীর্য্যাৎ তস্য ত্রয্যারুণিঃ কবিঃ।
পুষ্করারুণিরিত্যত্র যে ব্রাহ্মণগতিং গতাঃ॥" (ভাগ° ৯।২১।১৯)

উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন, 'কথং ভূতাঃ যে ক্ষত্র-বংশে ব্রাহ্মণগতিং ব্রাহ্মণরূপতাং গতাস্তে।' বিষ্ণুপুরাণে ইহার অনুরূপ শ্লোক এইরূপ,—

"মহাবীর্য্যাৎ উরুক্ষয়োনাম পুত্রোঽভূৎ। তস্য ত্রয্যারুণপুষ্করিণৌ কপিলশ্চ পুত্রত্রয়মভূৎ। তচ্চ ত্রিতয়মপি পশ্চাৎ বিপ্রতামুপজগাম।"
(বিষ্ণুপু° ৪।১৯ অঃ)

রাও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন[২১]। এইরূপে পুরুবংশোদ্ভব অনেক মহামান্য রাজকুমার নিজ নিজ তপঃপ্রভাবে ব্রহ্মত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রও এই বংশে উদ্ভূত। [বিশ্বামিত্র দেখ।]

বিষ্ণুপুরাণপাঠে জানা যায় যে মহারাজ অজমীঢ় হইতে ৩১ পুরুষে এবং রাজা জনমেজয় হইতে ২৬শ পুরুষে ক্ষেমক নামে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। এই মহাত্মা হইতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়বংশের প্রতিষ্ঠাতা পুরুবংশের গৌরব তিরোহিত হয়।

২ মনুষ্যমাত্র। "যং পুরবো বৃত্রহণং সচন্তে" (ঋক্ ১।৫৯।৬) 'পূরব ইতি মনুষ্যনাম। পূরবো মনুষ্যা বৃত্রহণং আবরকস্য মেঘস্য হন্তারং যং বৈশ্বানরং সচন্তে বর্ষার্থিনঃ সেবন্তে' (সায়ণ) (ঋক্ ১।৩১।৫, ৪।৩৮।১)

৩ অসুরভেদ। (ঋক্ ৭।৮।৪) 'পূরুং পূরুনামকমসুরং' (সায়ণ) ৪ নড়লার গর্ভজাত মনুপুত্রভেদ। (হরিবংশ ৭১ অ°) ৫ গঙ্গাপানকারী জহ্নুমুনির পুত্র। ইঁহার বংশে বিশ্বামিত্রাদি ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগবত ৯ম স্কন্ধ) ৬ ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি, অত্রির পুত্র, ইনি ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের ১৬।১৭ সূক্ত দেখিয়াছিলেন।

পুরূচী (স্ত্রী) গমনযুক্ত। "শতং জীবন্তু শরদঃ পুরূচীঃ" (ঋক্ ১০।১৮।৪) 'পুরূচীর্বহ্বঞ্চনাঃ বহুগমনাঃ' (সায়ণ)

পুরূদ্বহ (পুং) পুরূন্ পৌরবনৃপান্ উদ্বহতি উদ্-বহ-অচ্। ১ পৌরববংশীয় নৃপশ্রেষ্ঠ। ২ দ্বাদশ মন্বন্তরীয় রুদ্রসাবর্ণি মনুর পুত্রভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৯৪।২১)

পুরূরবস্ (পুং) পুরু প্রচুরং যথা স্যাৎ তথা রৌতি বা পুরৌ পর্ব্বতে রৌতীতি পুরু-রু (পুরূরবাঃ। উণ্ ৪।২৩১) ইতি অসিপ্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সাধুঃ। সোমবংশীয় বুধের পুত্র। পুরূরবা চন্দ্রবংশীয়দিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম রাজা। পর্য্যায়—বৌধ, ঐল, উর্ব্বশীরমণ। (হেম)

বেদসংহিতায় পুরূরবা সূর্য্য ও ঊষার সহিত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ঋগ্বেদের মতে, ইনি ইলার পুত্র ও ধার্ম্মিক রাজা বলিয়া গণ্য ছিলেন। আবার মহাভারতের মতে ইলা তাঁহার পিতা ও মাতা উভয়ই ছিলেন। ইনি মাতা ইলা হইতেই প্রতিষ্ঠালাভ করেন।

হরিবংশে লিখিত আছে, চন্দ্র বৃহস্পতির ভার্য্যা তারাকে অপহরণ করেন, তৎকালে চন্দ্র হইতে তারার গর্ভে এক পুত্র হয়, ঐ পুত্রের নাম বুধ। রাজপুত্রী ইলার সহিত বুধের বিবাহ হয়। এই ইলার গর্ভে বুধের এক পুত্র জন্মে। সেই পুত্রের নাম পুরূরবা। পুরূরবা অতি বিদ্বান্ ও নানাবিধ সদ্গুণবিভূষিত ছিলেন। উর্ব্বশী ব্রহ্মশাপে মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করে। তখন সেই অপ্সরা রাজা পুরূরবার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে কহিলেন, আপনি যদি কএকটী প্রতিজ্ঞা করেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে পতিত্বে বরণ করি। আমি উর্ব্বশী নামে অপ্সরা, ব্রাহ্মণের শাপে মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমি যতদিন না আপনাকে নগ্নাবস্থায় দেখিতে পাইব, যতদিন আপনি অকামাপত্নীতে সঙ্গত না হইবেন, আমার শয্যাসমীপে দুইটী মেষ যতদিন বদ্ধ থাকিবে ও আপনি এক সন্ধ্যা ঘৃতমাত্র আহার করিবেন, আপনি এই সকল নিয়ম যতদিন প্রতিপালন করিবেন, ততদিন আমি আপনার পত্নীরূপে থাকিব, ইহার ব্যতিক্রম হইলেই আমি আমার স্বস্থানে প্রস্থান করিব। রাজা উর্ব্বশীর কথায় 'তথাস্তু' বলিয়া স্বীকার করিলেন। পরে রাজা ও উর্ব্বশী ৬১ বৎসর কাল পরম সুখে অতিবাহিত করিলেন। একদা গন্ধর্ব্বগণ উর্ব্বশীর শাপমোচনের জন্য উর্ব্বশীর শয্যাসমীপস্থ দুইটী মেষ অপহরণ করিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলে রাজা নগ্নাবস্থায় তাহাদের অনুসরণ করিলেন। রাজাকে নগ্নাবস্থায় দেখিয়া উর্ব্বশীর শাপমোচন হইল, গন্ধর্ব্বগণও তখন মেষ পরিত্যাগ করিলেন। এদিকে কামচারী উর্ব্বশীও স্বস্থানে গমন করিলেন। রাজা উর্ব্বশীর শোকে নিতান্ত অধীর হইয়া সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিলেন। একদা কুরুক্ষেত্রে প্লক্ষতীর্থে হৈমবতী পুষ্করিণীতে উর্ব্বশীর সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইলে রাজা সাতিশয় শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন উর্ব্বশী কহিলেন, আমি আপনা হইতে গর্ভধারণ করিয়াছি, সংবৎসরের পর কতিপয় কুমার ভূমিষ্ঠ হইবে। সেই সন্তান হইলে আপনার ভবনে তাহাদিগকে দিয়া আসিব ও একরাত্রি আপনার গৃহে যাপন করিব। রাজা কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। পরে স্বর্গে উর্ব্বশীর গর্ভে আয়ু, অমাবসু, বিশ্বায়ু, শ্রুতায়ু, দৃঢ়ায়ু, বনায়ু ও শতায়ু এই সাত পুত্র হয়। উর্ব্বশী এই পুত্রগণকে লইয়া রাজার নিকট দিয়া তথায় একরাত্রি অবস্থান করিলেন। গন্ধর্ব্বগণ রাজাকে অগ্নিপূর্ণ একটী স্থালী প্রদান করেন, রাজা এই অগ্নিদ্বারা বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। এই সকল যজ্ঞফলে তিনি গন্ধর্ব্বদিগের সালোক্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রয়াগনগরী ইঁহার রাজধানী ছিল, এই নগরী জাহ্নবীতীরে প্রতিষ্ঠিত

(২১) "ব্রহ্মক্ষত্রস্য যো যোনির্বংশোরাজর্ষিসৎকৃতঃ। ক্ষেমকং প্রাপ্য রাজানং স সংস্থাং প্রাপ্স্যতে কলৌ॥" (বিষ্ণু পু° ৪।২১ অ°।) ব্রহ্মাণ্ড ও মৎস্যপুরাণে ইহার অনুরূপ শ্লোক আছে; কিন্তু "রাজর্ষিসৎকৃতঃ" স্থলে 'গীতিবিপ্রৈঃ পুরাতনৈঃ' বা 'দেবর্ষিসৎকৃতঃ' এরূপ পাঠান্তর দৃষ্টিগোচর হয়।

বলিয়া ইহার অপর নাম প্রতিষ্ঠান। (হরিবংশ ২৫-২৬ অ°)। অগ্নিপুরাণ ও মৎস্যপুরাণ প্রভৃতিতে পুরূরবার বিবরণ লিখিত আছে।*

ঋগ্বেদেও পুরূরবা রাজার স্তুতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। "পুরূরবসে সুকৃতে॥" (ঋক্ ১।৩১।৪) 'পুরূরবসে এতন্নামকস্য রাজ্ঞঃ' (সায়ণ)

২ বিশ্বদেব। (জটাধর)। ৩ পার্ব্বণশ্রাদ্ধে দেবতাভেদ। "পুরূরবা মাদ্রবাশ্চ পার্ব্বণে সমুদাহৃতৌ।"

(শ্রাদ্ধতত্ত্বে বৃহস্পতি)

পুরূবসু (ত্রি) পুরু প্রচুরং বসু ধনং যস্য বেদে দীর্ঘঃ। বহু ধন, প্রভূত ধন। "পুরূবসুরাগমৎ।" (ঋক্ ৫।৪২।৭)

'পুরূবসুঃ প্রভূতধনঃ'। (সায়ণ)

পুরোগ (ত্রি) পুরোঽগ্রে গচ্ছতীতি পুরস্ গম-ড। অগ্রগামী।

"জ্যাঘাতরেখে সুভুজো ভুজাভ্যাং
বিভর্ত্তি যশ্চাপভৃতাং পুরোগঃ।" (রঘু ৬।৫৫)

২ প্রধান। (হেম)

পুরোগত (ত্রি) পুরস্-গম-ক্ত। অগ্রেগত, অগ্রে যিনি গমন করিয়াছেন।

পুরোগতি (পুং) পুরোঽগ্রে গতির্গমনং যস্য। ১ কুক্কুর। (ধরণি) (ত্রি) ২ অগ্রগ, অগ্রগামী।

পুরোগন্তৃ (ত্রি) পুরস্-গম-তৃচ্। পুরোগামী, অগ্রগামী।

পুরোগম (ত্রি) পুরোঽগ্রে গচ্ছতীতি গম-অচ্। অগ্রগামী।

"যং দৃষ্ট্বা পার্থিবাঃ সর্ব্বে দুর্য্যোধনপুরোগমাঃ।
নিবর্ত্তিষ্যন্তি সংত্রস্তাঃ সিংহং ক্ষুদ্রমৃগা যথা॥"

(ভারত ৬।১৯।১০)

(পুং) ২ কুক্কুর। (হেমচন্দ্রটীকা)

পুরোগব (ত্রি) পুরোগন্তা, অগ্রগামী।

"বরাগ্নিরাসীৎ পুরোগবঃ।" (ঋক্ ১০।৮৫।৮)

'পুরোগবঃ পুরোগন্তা।' (সায়ণ) 'স্ত্রিয়াং ঙীষ্ পুরোগবী পুরোগন্ত্রী। (ঋক্ ১০।১৩৭।৭)

পুরোগা (পুং) পুরোগামী, অগ্রগামী।

"পুরোগা অগ্নির্দেবানাং।" (ঋক্ ১।১৮৮।১১) 'অগ্নির্দেবানাং পুরোগা অসুরযুদ্ধং প্রতি পুরোগামী' (সায়ণ) (শুক্ল যজু° ৮।৪৯)

পুরোগামিন্ (ত্রি) পুরোঽগ্রে গচ্ছতীতি গম-ণিনি। অগ্রগামী, পর্য্যায়—পুরোগ, অগ্রেসর, প্রষ্ঠ, অগ্রতঃসর, পুরঃসর, পুরোগম, নাসীর, প্রগ্রসর। (শব্দরত্না°)

পুরোগুরু (ত্রি) অগ্রভাগে গুরু, সামনে ভারী।

পুরোগ্নি (পুং) পুরোঽগ্রে অঙ্গতি অঙ্গ-নি নিপাতনাৎ সাধুঃ। অগ্রগম, অগ্রগামী, প্রধান।

"অগ্নে পুরোঽগ্নির্ভবেহ।" (শুক্লযজু ১৭।৬৬)

'পুরোঽগ্নিঃ পুরঃ অগ্রে অঙ্গতি গচ্ছতীতি পুরোঽগ্নিঃ পুরোগন্তা মুখ্যোভব।' (ভাষ্য)

পুরোচন (পুং) দুর্য্যোধনের এক মিত্র। দুর্য্যোধন জতুগৃহে পাণ্ডবদিগকে দাহ করিবার জন্য ইহাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। বারণাবত-নগরে জতুগৃহ নির্ম্মিত হইলে পাণ্ডবগণ কুন্তীর সহিত এই নগরে আগমন করেন, পুরোচন ইহাদিগকে ভস্ম করিবার জন্য সময় প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু পাণ্ডবেরা তাহা জানিতে পারেন। ভীমসেন পুরোচনের গৃহে অগ্নি দিয়া মাতা ও ভ্রাতৃগণের সহিত প্রস্থান করেন। পুরোচনও এদিকে জতুগৃহ মধ্যে অগ্নি-দগ্ধ হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। (ভারত আদিপর্ব্ব ১৪৫ অঃ) [জতুগৃহ দেখ।]

পুরোজন্মন্ (ত্রি) পুরোঽগ্রে জন্ম যস্য। ১ অগ্রজ ভ্রাতা। স্ত্রিয়াং বাহুলকাৎ টাপ্। অগ্রজভগিনী।

পুরোজব (ত্রি) পুরোঽগ্রতো জবো বেগো যস্য। অগ্রবেগযুক্ত।

"মনোবচোবেগপুরোজবায় সর্ব্বাক্ষমার্গৈরগতাধ্বনে নমঃ।"

(ভাগ° ৪।৩০।২২)

২ রক্ষী। (দিব্যাবদান)

পুরোজ্যোতিস্ (ত্রি) অগ্রগামী জ্যোতির্বিশিষ্ট।

পুরোটি (পুং) পুরোঽটতীতি অট-ইন্। পত্রঝঙ্কার, পাতার শব্দ। (ত্রিকাণ্ড) পুরসংস্কার। (হারাবলী)

পুরোডাশ (পুং) পুর-আদৌ দাশ্যতে দীয়তে ইতি পুরস্-দাশ্-দানে-ক্বিপ্, নিপাতনাৎ দস্য ড। হবিঃ। (মুগ্ধবোধ)

৩ পুরোঽগ্রে দাশ্যতে দীয়তে দাশ্ ঘঞ্ দস্য ড। হবির্ভেদ, যজ্ঞীয় দ্রব্য। ৪ যবচূর্ণনির্ম্মিত রোটিকাবিশেষ, যবের রুটী।

* "ইলোদরে চ ধর্ম্মিষ্ঠং বুধঃ পুত্রমজীজনৎ।
অশ্বমেধশতং সাগ্রমকরোৎস্যঃ স্বতেজসা॥
পুরূরবা ইতি খ্যাতঃ সর্ব্বলোকনমস্কৃতঃ।
হিমবচ্ছিখরে রম্যে আরাধ্য স জনার্দ্দনম্॥
লোকৈশ্বর্য্যমগাৎ রাজা সপ্তদ্বীপপতিস্তদা।
কেশিপ্রভৃতয়ো দৈত্যাস্তস্য ভৃত্যত্বমাগতাঃ॥
উর্ব্বশী যস্য পত্নীত্বমগাৎ সদ্রূপমোহিতা।
সপ্তদ্বীপা বসুমতী সশৈলবনকাননা॥
ধর্ম্মেণ পালিতা তেন সর্ব্বলোকহিতৈষিণা।
চামরগ্রাহিণী কীর্ত্তিঃ সম্পন্নৈকাঙ্গবাহিকা॥" (মৎস্যপুরাণ ২৪ অঃ)

"পুরোডাশাংশ্চরূংশ্চৈব বিধিবৎ নির্ব্বপেৎ পৃথক্।" (মনু ৬।১১) ৫ পিষ্টক চমসী। ৬ হুতশেষ। (মেদিনী) ৭ যজ্ঞে শরীরাবয়ব। ৮ পিষ্টকভেদ।

'বভূবুর্হি পুরোডাশা ভক্ষ্যাণাং মৃগপক্ষিণাম্।" (মনু ৫।২৩)

'মৃগপক্ষিণাং মাংসেন পুরোডাশা অভবন্।' (কুল্লূক)

৯ পুরোডাশসহ চরিতমন্ত্র। ১০ সোমরস। (হেম)

পুরোডাশিক (ত্রি) পুরোডাশঃ পিষ্টপিণ্ডঃ, তৎসহচরিতো গ্রন্থো লক্ষণয়া পুরোডাশঃ তস্য ব্যাখ্যানং তত্র ভবো বা ঠন্ (পৌরডাশাৎ ঠন্। পা ৪।৩।৭০) তৎব্যাখ্যানগ্রন্থ।

পুরোডাশিন্ (ত্রি) যজ্ঞীয় পুরোডাশ সম্বন্ধীয়।

পুরোডাশীয় (ত্রি) পুরোডাশায় হিতং ছ। পুরোডাশহিত, যবতণ্ডুলাদি।

পুরোডাশ্য (ত্রি) পুরোডাশায় হিতমিতি পুরোডাশ-যৎ। পুরোডাশহিত, হবির্যোগ্য।

"আমিক্ষীয়ং দধি ক্ষীরং পুরোডাশ্যং তথৌষধম্।

হবির্হৈয়ঙ্গবীনঞ্চ নাপ্যুপঘ্নন্তি রাক্ষসাঃ॥" (ভট্টি ৫।১২)

পুরোদ্ভব (ত্রি) পুরে উদ্ভবতি উদ্-ভূ-অচ্। নগরভব।

পুরোদ্ভবা (স্ত্রী) পুরে উদ্ভবো যস্যাঃ। মহামেদা। (রত্নমালা)

পুরোদ্যান (ক্লী) পুরে যদুদ্যানং। পুরোদ্যান।

"দেবযান্ত্যা পুরোদ্যানে পুষ্পিতদ্রুমসংকুলে।

ব্যচরৎ কলগীতালিনলিনীপুলিনেঽবলা॥" (ভাগ° ৯।১৮।৭)

পুরোধ (পুং) পুরোহিত। (ভারত বন ১০৬৩৫)

পুরোধস্ (পুং) পুরোঽগ্রে দধাতি মঙ্গলমিতি পুরস্-ধা অসি-(পুরসি চ। উণ্ ৪।২৩০) সচ ডিৎ। পুরোহিত।

"স জাতকর্ম্মণ্যখিলে তপস্বিনা

তপোবনাদেত্য পুরোধসা কৃতে।" (রঘু ৩।১৮)

[পুরোহিত দেখ।]

পুরোধা (স্ত্রী) পুরস্ ধা সম্পদাদিত্বাৎ ভাবে-ক্বিপ্। পৌরোহিত্য। (অথর্ব্ব ৫।২৪।১)

পুরোধাতৃ (পুং) পুরস্-ধা-তৃণ্। যে পৌরোহিত্য প্রদান করে, পুরোহিতনিয়োগকারী।

পুরোধানীয় (পুং) পুরোহিত।

পুরোধিকা (ত্রি) অগ্রপত্নী, প্রিয়তমা ভার্য্যা।

পুরোঽনুবাক্যা (স্ত্রী) পুরোঽগ্রেঽনুবাক্যা। ঋগ্‌ভেদ। (শুক্ল যজু° ২০।১২)

পুরোভক্তকা, প্রথমে যাহা আহার করা যায়, প্রাতরাশ।

পুরোভাগ (পুং) পুরস্-ভজ্-ঘঞ্। ১ অগ্রভাগ। (ত্রি) ২ অগ্রভাগযুক্ত।

পুরোভাগিন্ (ত্রি) পুরঃ পূর্ব্বমেব ভজতে ইতি পুরস্-ভজ-ণিনি। দোষমাত্রদর্শী, যে গুণ ত্যাগ করিয়া কেবল দোষ মাত্র দর্শন করে।

"কুপিতোঽপি স যত্নেনাং ব্যবধীদ্রাগমোহিতঃ।

তেনৈবাগাৎ পুরোভাগিবিতর্কাতঙ্কপাত্রতাম্॥" (রাজ° ৬।৮৩)

স্ত্রিয়াং ঙীষ্, পুরোভাগিনী।

"শার্ঙ্গরব। (সরোষং প্রতিনিবৃত্ত্য) আঃ পুরোভাগিনি!

কিমিদং স্বাতন্ত্র্যমবলম্বসে?" (শকুন্তলা ৫ অঙ্ক)

(ত্রি) ২ অগ্রাংশী, অগ্রভাগযুক্ত।

পুরোভূ (ত্রি) পুরস্-ভূ-ক্বিপ্। যিনি যুদ্ধে অগ্রে শত্রুকে প্রাপ্ত হন। "প্রতিমানং পুরোভূর্বিশ্বাঃ।" (ঋক্ ৩।৩২।৮)

'পুরোভূর্যুদ্ধে হরতঃ শত্রূনবাপ্নোতীতি' (সায়ণ)

পুরোমারুত (পুং) পূর্ব্বোমারুতঃ। পূর্ব্বশব্দাদসি, পুর, আদেশঃ। পূর্ব্বদিগ্‌ভব বায়ু। (রঘু ৭।৫১)

পুরোযাবন্ (ত্রি) পুরোগত। অগ্রে মিশ্রয়িতা।

"পুরোযাবানমাজিষু।" (ঋক্ ৫।৩৫।৭)

পুরোযাবানং পুরতো মিশ্রয়িতারং' (সায়ণ)

পুরোযুধ্ (ত্রি) পুরস্ যুধ্-ক্বিপ্। সংগ্রামে অগ্রযোদ্ধা, যিনি সংগ্রামস্থলে অগ্রভাগে থাকিয়া যুদ্ধ করেন। 'ইন্দ্রাপর্ব্বতা পুরোযুধা' (ঋক্ ১।১৩২।৬) 'পুরোযুধা সংগ্রামে পুরতো যোদ্ধারৌ' (সায়ণ)

পুরোরথ (ত্রি) পুরোঽগ্রে রথো যস্য। অগ্রতোরথ। 'পুরোরথং কৃণুথঃ পত্ন্যা সহ' ঋক্ ১০।৩৯।১১) 'পুরোরথমগ্রতোরথং' (সায়ণ)

পুরোরবস (পুং) পুরূরবস্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। পুরূরবস্।

পুরোরুচ্ (ত্রি) পুরোঽগ্রে রোচতে রুচ্-ক্বিপ্। অগ্রে রোচমান। 'তং সধাযঃ পুরোরুচং' (ঋক্ ৯।৯৮।১২) 'পুরোরুচং পুরতো রোচমানং' (সায়ণ) ২ ঋগ্‌ভেদ। "বায়ুরগ্রেগা যজ্ঞপ্রীরিতি সপ্তানাং পুরোরুচাং" (আশ্ব° শ্রৌ° ৫।১০।৪) 'এতাঃ সপ্ত পুরোরুচো নাম ঋচঃ' (নারায়ণ)

পুরোবর্ত্তিন্ (ত্রি) পুরোগ্রে বর্ত্ততে বৃত-ণিনি। সম্মুখবর্ত্তী, অগ্রেস্থিত।

পুরোবসু (পুং) পুরবসু।

পুরোবাত (পুং) পূর্ব্ববর্ত্তী বাতঃ। পূর্ব্ববর্ত্তী বায়ু।

"পুরোবাতসনিরস্তু" (শতপথব্রা° ১।৫।২।১৮)

পুরোবৃত্ত (ত্রি) অগ্রবর্ত্তী।

পুরোহন্ (ত্রি) পুরস্ হন্ ক্বিপ্। পুরহন্তা, পুরহননকারী। "পুরঃ পুরোহা সখিভিঃ" (ঋক্ ৬।৩২।৩) 'পুরোহা পুরাণাং হন্তা' (সায়ণ)।

পুরোহবিস্ (ত্রি) অগ্রেদেয় হবিঃ। (তৈ° স°)

পুরোহিত (পুং) পুরো দৃষ্টাদৃষ্টফলেষু কর্ম্মসু ধীয়তে আরোপ্যতে যঃ, বা পুর আদাবেব হিতং মঙ্গলং যস্মাৎ। শাস্ত্যাদি কর্ত্তা, ঋত্বিক্, শ্রাদ্ধযজ্ঞাদি কারয়িতা। পর্য্যায়,—পুরোধাঃ, ধর্ম্মকর্ম্মাদিকারক, (শব্দরত্ন°)। কবিকল্পলতায় ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—

"পুরোহিতো হিতো বেদস্মৃতিজ্ঞঃ সত্যবাক্ শুচিঃ।
ব্রহ্মণ্যো বিমলাচারঃ প্রতিকর্ত্তাপদামৃজুঃ॥"

হিতকারক, বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, সত্যবাদী, শুচি, ব্রাহ্মণের আচারসম্পন্ন, নির্ম্মল আচারযুক্ত, ঋজু ও আপদের প্রতিকারকারী, এই সকল গুণযুক্ত ব্রাহ্মণ পুরোহিতের উপযুক্ত। এই সকল গুণযুক্ত ব্রাহ্মণকে পুরোহিত করিবে।

চাণক্য পুরোহিতের লক্ষণ এইরূপ লিখিয়াছেন—

"বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞো জপহোমপরায়ণঃ।
আশীর্ব্বাদবচোযুক্ত এষ রাজপুরোহিতঃ॥" (চাণক্য)

যিনি বেদ ও বেদাঙ্গের তত্ত্বাভিজ্ঞ ও জপহোমাদি পরায়ণ, সর্ব্বদা আশীর্ব্বাদবচনযুক্ত, তিনি রাজপুরোহিত অর্থাৎ পুরোহিতশ্রেষ্ঠ।

পুরোহিতের নিম্নলিখিত দোষ সকল নিন্দনীয়।

"কাণং ব্যঙ্গমপুত্রং বানভিজ্ঞমজিতেন্দ্রিয়ম্।
ন হ্রস্বং ব্যাধিতং বাপি নৃপঃ কুর্য্যাৎ পুরোহিতম্॥"(কালিকাপু°)

কাণ, ব্যঙ্গ, অঙ্গহীন, অপুত্র, অনভিজ্ঞ, অজিতেন্দ্রিয়, হ্রস্ব ও পীড়িত এই সকল গুণযুক্ত ব্যক্তিকে রাজা পুরোহিত করিবেন না। শুক্লযজুর্ব্বেদে লিখিত আছে—যজ্ঞাদিকার্য্যে যিনি প্রধান, তাঁহাকে পুরোহিত কহে। পুরোহিত সুশৃঙ্খলে যজ্ঞাদি কার্য্য সমাধা করিবেন। "রাষ্ট্রে জাগৃয়াম পুরোহিতাঃ স্বাহা।" (শুক্ল যজু° ৯।২৩) 'পুরোহিতাঃ যাগানুষ্ঠানাদৌ পুরোগামিনঃ প্রধানাঃ' (বেদদীপ°) অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে, পুরোহিত ত্রয়ী সাম, ঋক্ ও যজুঃ এই তিন এবং দণ্ডনীতি ইহাতে কুশল হইবেন।

"ত্রয্যাঞ্চ দণ্ডনীত্যাঞ্চ কুশলঃ স্যাৎ পুরোহিতঃ।" (অগ্নিপু°)

পুরোহিত সর্ব্বদা বেদ-বিহিত শান্তি ও পৌষ্টিক কার্য্য করিবেন। মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে লিখিত আছে, রাজা ধর্ম্মার্থ পর্য্যালোচনা করিয়া অতি সত্বর একজন বহুদর্শী পুরোহিত নিযুক্ত করিবেন। রাজাদিগের পুরোহিত যদি ধর্ম্ম-পরায়ণ ও মন্ত্রনিপুণ এবং রাজা ধার্ম্মিক হন, তবে প্রজাগণের সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল হয়। রাজা ও পুরোহিত উভয়েই দেবতা ও পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত এবং প্রজা সকলকে পরিবর্দ্ধিত করিয়া থাকেন। রাজাদিগের যদি উপযুক্ত পুরোহিত না থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা প্রতিপদে বিপন্ন হইয়া থাকেন।

বৈদিককালে পুরোহিত রাজার বিশ্বাসী ও ধার্ম্মিক মন্ত্রী বলিয়াই গণ্য ছিলেন। কিন্তু মনুর সময়ে দেবপূজক ব্রাহ্মণ অপর উচ্চ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একটু হীনপদস্থ হইয়া পড়েন। তাহা হইলেও পুরোহিতের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। রাজারা জানিতেন, তাঁহাদের হাতে দেবতারা পূজা গ্রহণ করিবেন না, কাজেই বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে গৃহপুরোহিত নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। এই পৌরোহিত্য লইয়াই বিশ্বামিত্র ও বসিষ্ঠে বিবাদ। [বিশ্বামিত্র ও বসিষ্ঠ দেখ।]

পূর্ব্বকালে পুরোহিতকেই যাগযজ্ঞাদি সকল বৈদিক কার্য্য করিতে হইত, কিন্তু এখনকার পুরোহিতদিগকে আর সেরূপ কঠিন কর্ম্ম করিতে হয় না। নিত্য পূজা ও পার্ব্বণাদিতে শ্রাদ্ধ ও দেবপ্রতিমা পূজা করিবার ভার পুরোহিতের উপর। কিন্তু গ্রহযজ্ঞ করিবার জন্য আচার্য্য ও বৈদিক যাগাদি করিবার জন্য বিভিন্ন হোতা নিযুক্ত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এ দেশে নাপিত ও পুরোহিত বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিত, এ প্রথা এ দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে এ প্রথা এখনও দেখা যায়।

পূর্ব্বকালের সেই এক পুরোহিত এখন তিন প্রকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে—

১, পুরোহিত—ইহারা যজমানের হইয়া পূজা করেন, বিশেষ বিশেষ কর্ম্মে যজমানকে মন্ত্র আবৃত্তি করান, তাহার জন্য শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিয়া থাকেন।

২, পূজারি—ইহারা দেবল ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত। ইহারা কোন নির্দ্দিষ্ট দেবালয়ে প্রতিষ্ঠিত দেবতার বরাবর পূজা করিয়া থাকেন।

৩, গুরু—দেবতাস্থানীয়। ইনি কর্ণে মন্ত্র দিয়া থাকেন, সেই জন্য অপর সকল ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ইঁহার সমধিক সম্মান।

এই তিন শ্রেণীর পুরোধার মধ্যে যাঁহার কেবল ব্রাহ্মণ-শিষ্য, হিন্দুসমাজে তাঁহারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মান। যে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয় বর্ণের পৌরোহিত্য করেন, তিনি সম্মানিত, তবে যাজকতার কারণ পূর্ব্বব্রাহ্মণ অপেক্ষা একটু হীন। যে ব্রাহ্মণ সৎশূদ্রের পৌরোহিত্য করেন, তিনি শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য, উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ হইতে অনেক নিকৃষ্ট বলিয়াই গণ্য হন। কিন্তু যে ব্রাহ্মণ নীচ শূদ্রগণের যাজকতা করেন, তিনি বর্ণব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য, পূর্ব্বোক্ত তিন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এই বর্ণব্রাহ্মণের হাতে জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন না এবং ইহারা পতিত বলিয়া গণ্য।

জৈন দেবালয়েও ব্রাহ্মণ পুরোহিত দেখা যায়। বালিদ্বীপে হিন্দুদিগের মধ্যে পুরোহিতের মহাসম্মান। তথায়

রাজাধিরাজ হইতে দীনদরিদ্র সকলেই পুরোহিতকে দেবতুল্য মনে করেন। (ত্রি) ২ অগ্রধারিত, যাহা অগ্রে ধৃত হইয়াছে।

পুরোহিতাদি, পাণিনীয় গণপাঠোক্ত শব্দগণভেদ। যথা—পুরোহিত (রাজাসে), গ্রামিক, পিণ্ডিক, সুহিত, বাল, মন্দ, খণ্ডিক, বর্ম্মিক, কর্ম্মিক, ধর্ম্মিক, শিলিক, সূতিক, মূলিক, তিলক, অঞ্জলিক, ঋষিক, পুত্রিক, অবিক, ছত্রিক, পর্ষিক, পথিক, চর্ম্মিক, প্রতিক, সারথি, আস্তিক, সূচিক, সংরক্ষ, সূচক, নাস্তিক, অজানিক, শাকর, নাগর ও চূড়িক।

এই পুরোহিতাদিগণের উত্তর যক্ প্রত্যয় হয়। পুরোহিত-যক্=পৌরোহিত্য।

পুরোহিতি (স্ত্রী) পুরোধান, পৌরোহিত্য। (সায়ণ)

পুরোহিতিকা (স্ত্রী) পুরোহিতস্য পত্নী ঙীষ্ পুরোহিতী ততঃ স্বার্থে-ক অনুকম্পায়াং কন্ বা। অনুকম্পিত-পুরোহিতপত্নী। শিবাদিভ্যো অপত্যে অণ্ পৌরোহিতিক, পুরোহিতের অপত্য।

পুর্য্য (ত্রি) [বৈ] পুরমধ্যে বা দুর্গমধ্যে স্থিত।

পুর্য্যষ্ট (স্ত্রী) দেহের প্রধান অষ্টাংশ, অষ্টাঙ্গ।

পুর্য্যাদ্রি, বৃহন্নীলতন্ত্রোক্ত পীঠস্থানভেদ।

পুর্ব্ব, ১ নিবাস। ভ্বাদি° পর° সক° সেট্। পুর্ব্বতি, অপুর্ব্বীৎ। (ওষ্ঠ্যোপধ) ২ পূরণ। ভ্বাদি° পর° সক° সেট্। পুর্ব্বতি, অপুর্ব্বীৎ। (অন্তঃস্থোপধ)

পুল, ১ মহত্ব। ভ্বাদি° পর° সক° সেট্। পোলতি, পোলতে অপোলীৎ। ২ উচ্ছ্রিতি, উচ্চীভাব। চু° উভ° সক° সেট্। পোলয়তি, পোলয়তে, অপূপুলৎ অপূপুলত।

পুল (পুং) পোলতি উচ্ছ্রিতো ভবতীতি, পুল-ক। ১ পুলক। ২ শিবানুচর ভেদ। (ত্রি) ৩ বিপুল।

'পুলঃ স্যাৎ পুলকে পুংসি বিপুলেঽপ্যন্যলিঙ্গকঃ।' (মেদিনী)

পুলক (পুং) পুল-স্বার্থে কন্। ১ রোমাঞ্চ। পর্য্যায়—রোমোদ্ভব, ত্বক্‌কম্প, ত্বগঙ্কুর।

"প্রেমলঘূকৃতকেশববক্ষোভরবিপুলপুলককুচকলসা।" (আর্য্যা° স°)

২ তুচ্ছ ধান্য।

"পুলকা ইব ধান্যেষু পুত্তিকা ইব পক্ষিষু।" (পঞ্চতন্ত্র ৩।৯৯)

৩ প্রস্তরমণিভেদ। (Garnet) গরুড়পুরাণে লিখিত আছে—

"পুণ্যেষু পর্ব্বতবরেষু চ নিম্নগাসু
স্থানান্তরেষু চ তথোত্তরদেশগাসু।
সংস্থাপিতাশ্চ নখরা ভুজগঃ প্রকাশং
সম্পূজ্য দানবপতিং প্রথিতে প্রদেশে॥
দাশার্ণবাগদবমেকলকালগাদ্রৌ গুঞ্জাঞ্জনক্ষৌদ্রমৃণালবর্ণাঃ।
গন্ধর্ব্ববহ্নিকদলীসদৃশাবভাসা এতে প্রশস্তাঃ পুলকাঃ প্রসূতাঃ॥
শঙ্খাব্জভৃঙ্গার্কবিচিত্রভঙ্গাঃ সূত্রৈরুপেতাঃ পরমাঃ পবিত্রাঃ।
মঙ্গল্যযুক্তা বহুভক্তিচিত্রা বৃদ্ধিপ্রদাস্তে পুলকা ভবন্তি॥
কাক-শ্ব-রাসভ-শৃগাল-বৃকোগ্ররূপৈ-
র্গৃধ্রৈঃ সমাংসরুধিরার্দ্রমুখৈরুপেতাঃ।
মৃত্যুপ্রদাশ্চ বিদুষা পরিবর্জ্জনীয়া
মূল্যং পলস্য কথিতঞ্চ শতানি পঞ্চ॥" (৭৭।১-৪)

ভুজঙ্গগণ দানবপতিকে উপযুক্ত পূজা করিয়া তাঁহার নখগুলি পুণ্যজনক পর্ব্বতে, নদীতে ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থানে স্থাপন করিয়াছিল, সেই কারণে সেই সেই স্থানে পুলকমণি উৎপন্ন হইয়া থাকে। দশার্ণ, বোগ্দাদ, মেকল ও কালগাদ্রি প্রভৃতি স্থানে কুঁচফলের অগ্রভাগের ন্যায় কৃষ্ণ, মধুপিঙ্গল, মৃণালরূপ, গন্ধর্ব্বলতার বর্ণ, অগ্নিবর্ণ ও কদলী রঙের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। পুলকমণি জন্মে। যাহা শঙ্খ, পদ্ম, ভৃঙ্গ ও অর্কবর্ণাভ বিচিত্রাঙ্গ তাহাও পবিত্র, মঙ্গলজনক ও উত্তম। এইরূপ পুলকই বৃদ্ধিপ্রদ। কাক, কুক্কুর, গর্দ্দভ, শৃগাল, বৃক ও গৃধ্রের রক্তমাংসলিপ্ত মুখের মত বিকটরূপ পুলক সকল মৃত্যুকারক। এজন্য জ্ঞানী ব্যক্তি তাহা দূরে পরিত্যাগ করিবেন। এই মণির মূল্য প্রত্যেক পল ৫০০ (তৎকালপ্রচলিত মুদ্রা)।

এই পুলকমণির চলিত নাম সম্বন্ধে নানা মত দৃষ্ট হয়, ভিন্ন ভিন্ন লোকের কাছে গোরী, পিটোনিয়া, সোদগু ইত্যাদি নাম শুনা যায়। ইংরাজীতে Garnet বলে। এই মণি এক প্রকার দানাদার পাথর। নদী মধ্যে প্রস্তররাশি অথবা নুড়ীর মধ্যে অথবা বালিময় নদীগর্ভে এই মণি পাওয়া যায়। কাঠিন্যে ইহা ৬·২ হইতে ৭·৫ এবং ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৩·৫ হইতে ৪·৩। এই মণিদ্বারা স্ফটিক কাটা যাইতে পারে, ইন্দ্রনীল বা মাণিক দিয়া আবার পুলক কর্ত্তিত হইতে পারে। কাচের মত ইহাতে চাক্‌চিক্য আছে। ইহা ঘষিলে ঘন-তাড়িত উৎপন্ন হয়, আর অয়স্কান্তের নিকট রাখিলে গতি হয়। সাইলেক্স্ (Silex), আলুমিনা (Alumina) ও অল্প-পরিমাণে অক্সাইড অব্ আয়রন্ (Oxide of iron) এই মণির উপাদান। কি বর্ণে, কি আয়তনে এই মণির যত প্রকার ভেদ আছে, অপর কোনপ্রকার প্রস্তরের এত ভেদ পাওয়া যায় না। শ্বেত, পীত, হরিত, রক্ত, কৃষ্ণ ও পাংশু প্রভৃতি নানা বর্ণের পুলক পৃথিবীর সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। য়ুরোপীয় জহরীগণ পুলক মণিকে প্রধানতঃ এই কয়টী শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন ১ম Almandine বা মূল্যবান্ পুলক, ২ সিরীয় বা প্রাচ্যজগতের পুলক, ৩ Pyrope বা বোহিমীয় পুলক, ৪ Essonite বা বাদামী পুলক। নরওয়ে, সুইডেন, সুইজর্লণ্ড, স্পেন, গ্রীণলণ্ড, ইউনাইটেডষ্টেট্স, মেক্‌সিকো, ব্রাজিল,

অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থলে ১ম শ্রেণীর পুলক পাওয়া যায়। এই মণি দেখিতে রক্তমিশ্রিত নীলবর্ণ। ২য় শ্রেণী দেখিতে ঘোর গোলাপী হইতে বেগুনিয়া। ভারতে চেরদেশে এই মণি যথেষ্ট পাওয়া যাইত বলিয়া ইহা 'সিরীয়' নামে পাশ্চাত্য জগতে প্রসিদ্ধ, ব্রহ্ম ও সিংহলেও এই মণি পাওয়া যায়। ৩য় শ্রেণী উজ্জ্বল অথচ ঘোর সিন্দুর বর্ণ। এই জন্য য়ুরোপে এই মণি সিন্দুরিয়া পুলক (Vermilion Garnet) নামেও খ্যাত। বোহিমিয়া ও জর্ম্মণীর নানা স্থানে এই মণি পাওয়া যায়। ৪র্থ শ্রেণী রক্তপীতমিশ্রিত অর্থাৎ বাদামী রঙের মত, সিংহলে প্রধানতঃ এই মণি পাওয়া যায়।

উক্ত চারিশ্রেণী ব্যতীত সাইবেরিয়া হইতে আর এক শ্রেণী আমদানী হইতেছে, ইহা অতি উজ্জ্বল সবুজ বর্ণ। এতদ্ভিন্ন খনিজতত্ত্ববিদ্‌গণ আরও ৬।৭ প্রকার পুলক বাহির করিয়াছেন, এগুলি কিন্তু জুহরীদিগের নিকট তেমন আদৃত হয় নাই।

ভারতবাসী ও রোমকেরা অতি পূর্ব্বকাল হইতেই এই মণির বিষয় অবগত ছিলেন। থিওফ্রেষ্টাস্ ও প্লিনি Carbunculus নামে এই মণির উল্লেখ করিয়াছেন। প্লিনির মতে এই মণি স্ত্রী ও পুরুষ এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। তাঁহার লিখিত পুরুষ শ্রেণীকে পদ্মরাগ ও স্ত্রী শ্রেণীকে এই পুলক বলিয়া মনে হয়।

এক সময়ে মূল্যবান্ বলিয়া এই পুলকের যথেষ্ট আদর ছিল। এই পাথর নরম বলিয়া ইহাতে বেশ খোদাই কাজ হইত। য়ুরোপের প্রধান প্রধান রাজবংশের ঘরে ঐরূপ পুলকের উপর সক্রেটিস্ প্লেটো প্রভৃতির মূর্ত্তি খোদিত আছে। এখন এই পাথরের যথেষ্ট আমদানী হওয়ায় পূর্ব্বের মত আর আদর নাই। এখন ডিম্বাকার বৃহৎ পুলকমণি বড় জোর ২০০৲ টাকা মূল্যে বিক্রীত হয়। অনেক ব্যবসাদার এই পুলকের পিছনে কালরঙ্ লাগাইয়া ও পশ্চাদ্ভাগ বন্ধ করিয়া পদ্মরাগ বলিয়া অন্য লোককে ঠকাইয়া থাকে। মধ্যযুগেও য়ুরোপে পুলক মূল্যবান্ প্রস্তর বলিয়া আদৃত হইত। পদ্মরাগের মত ইহাও শরীরের পক্ষে উপকারী বলিয়া সকলে জানিত।

এক্ষণে সভাজগতে যত পুলক আছে, তন্মধ্যে মার্কুই-দি-ড্রির (Marquies de Dree) তোষাখানায় সর্ব্বাপেক্ষা দুইখানি বৃহৎ পুলক আছে, ইহার একখানি আটকোণী, দৈর্ঘ্যে ৭৷৷০ ইঞ্চ ও প্রস্থে ৬½ ইঞ্চ। ইহার মূল্য প্রায় ৩৫৫০ ফ্রাঙ্ক। অপর খানি দৈর্ঘ্যে ৭৹ ও প্রস্থে ৬½ ইঞ্চ। ইহার মূল্য ১০০০ ফ্রাঙ্ক।

৪ দেহবহির্ভব কীটভেদ। ৫ মণিদোষভেদ। ৬ গজান্নপিণ্ড। ৭ হরিতাল। ৮ গল্লর্ক, মদ্যপাত্রভেদ।

'পুলকঃ কৃমিভেদে স্যাদ্‌গল্লর্কমণিদোষয়োঃ।
গজান্নপিণ্ডে রোমাঞ্চে হরিতালে শিলান্তরে॥' (বিশ্ব)

৯ অসুররাজী, সর্ষপভেদ। ১০ গন্ধর্ব্বভেদ। ১১ সর্ষপ। (স্ত্রী) পুলতীতি পুল-ক ততঃ সংজ্ঞায়াং কন্। ১২ কঙ্কুষ্ঠ, গিরিমাটি। (ত্রি) ১৩ লোমহর্ষণ।

পুলকাঙ্গ (ত্রি) ১ রোমাঞ্চ অঙ্গবিশিষ্ট। ২ বরুণের পাশাস্ত্রভেদ।

পুলকালয় (পুং) কুবেরের নামান্তর।

পুলকিত (ত্রি) পুলক-ইতচ্। ১ রোমাঞ্চিত। ২ হর্ষযুক্ত।

পুলকিন্ (ত্রি) পুলকমস্ত্যর্থে ইনি। ১ রোমাঞ্চযুক্ত। ২ ধারাকদম্ব, কেলিকদম্।

পুলকীকৃত (ত্রি) পুলক-চ্বি। হর্ষে রোমাঞ্চিত।

পুলকোদ্গম (পুং) হর্ষ।

পুলগাঁও, মধ্যপ্রদেশের বর্দ্ধা জেলার অন্তর্গত একটী রেলওয়ে-ষ্টেসন। অক্ষা° ২০° ৪৪´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৯° ২১´ পূঃ, বর্দ্ধা নদীর নিকট একটী সুন্দর জলপ্রপাতের ধারে অবস্থিত। পূর্ব্বে এখানে লোকালয় ছিল না। এখানে ষ্টেসন হইলে সেই সঙ্গে লোকের বাসের সহিত গ্রামে পরিণত হইল। দেউলি ও হিঙ্গনঘাটের প্রসিদ্ধ তুলার হাটে যাইবার পথ এখানে মিলিয়াছে। হিন্দুর নিকট এই গ্রাম একটী তীর্থস্থান বলিয়া গণ্য। এখানে একটী দেবালয় আছে।

পুলমায়ি (পুড়ুমায়ি) অন্ধ্রভৃত্যবংশীয় দাক্ষিণাত্যের একজন প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতি। এই নৃপতির নাম সম্বন্ধে নানারূপ দৃষ্ট হয়, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে পুলমায়ী বা পুলমাবি, মাৎস্যে পুলোমাবি, বিষ্ণুপুরাণে পটুমান্, ভাগবতে অটমান, নাসিকের শিলালিপিতে পুড়ুমায়ি, পুলুমায়ি বা পটুমাবি ইত্যাদি।

প্রসিদ্ধ গ্রীক-ভৌগোলিক টলেমি লিখিয়াছেন, তাঁহার সময়ে দক্ষিণাপথ দুইটী প্রধান রাজ্যে বিভক্ত ছিল—ইহার উত্তরাংশে Sero Polemios (= প্রাকৃত 'সিরি পুলুমাবি') রাজত্ব করিতেন, পৈঠনে তাঁহার রাজধানী ছিল এবং দক্ষিণাংশে Baleocuros নামে এক রাজা Hippocura নামক স্থানে রাজত্ব করিতেন। টলেমি-বর্ণিত দুই নৃপতি শিলালিপি ও প্রাচীন মুদ্রায় 'পুলুমায়ি' ও 'বিলিবায়কুর' নামে বর্ণিত হইয়াছে।

টলেমি ১৬৩ খৃষ্টাব্দে কালগ্রাসে পতিত হন, এবং কাহারও মতে তিনি ১৫১ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থ রচনা করেন, এরূপ স্থলে টলেমির গ্রন্থ রচিত হইবার পূর্ব্বে টলেমি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

নাসিকগুহা হইতে আবিষ্কৃত পুলুমায়ির ১৯শ বর্ষে উৎকীর্ণ সুবিস্তৃত শিলালিপি হইতে জানা যায়—

পুড়ুমায়ির মাতার নাম বাসিষ্ঠী ও পিতার নাম গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি। গৌতমীপুত্র তাঁহার ১৩শ বর্ষে অসিক, অশ্মক, মধুক, সুরাষ্ট্র, কুকুর, অপরান্ত, অনুপ, বিদর্ভ, অকর ও অবন্তীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ইনি শক, যবন ও পহ্লবদিগকে ধ্বংস করিয়া ক্ষত্রিয়গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। ইনি 'দ্বিজবর-কুটুম্ব-বিবর্দ্ধন' ও খগারাতবংশের মূলোৎপাটনকারী, ইহা হইতেই সাতবাহনবংশের যশঃ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

ডাক্তার ভাণ্ডারকরের মতে—পুড়ুমায়ি পৈঠনে ১৩০ হইতে ১৫৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।[১] অপর প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে, ইনি ১৩৫ হইতে ১৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।[২] ইহার পর ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শিবশ্রী সিংহাসন লাভ করেন। শিবশ্রীর মুদ্রাতেও তিনি 'বাসিষ্ঠীপুত' নামেই আখ্যাত হইয়াছেন।

পুলস্তি (পুং) পুল মহত্বে কিপ্, পুলং মহত্বং অসতে গচ্ছতি অস্-তি। সপ্তর্ষির অন্যতম, পুলস্ত্য মুনি। (উজ্জ্বল ৪।১৭৭)

পুলস্ত্য (পুং) ১ সপ্তর্ষির মধ্যে একজন। ইনি ব্রহ্মার একজন মানসপুত্র (মনু ১।৩৫) ও প্রজাপতি মধ্যে গণ্য। বিষ্ণুপুরাণ মতে, ইহা হইতেই ব্রহ্মকথিত আদিপুরাণ নরলোকে প্রচারিত হয়। ইনি ব্রহ্মার নিকট বিষ্ণুপুরাণ লাভ করিয়া পরাশরকে প্রদান করেন। এই পুলস্ত্যই বিশ্রবার পিতা এবং কুবের ও রাবণের পিতামহ। এই পুলস্ত্য হইতেই রাক্ষসবংশ বিস্তৃত হইয়াছে।

পুলস্ত্যের রচিত একখানি ধর্ম্মশাস্ত্রও পাওয়া যায়। কমলাকরের শূদ্রধর্ম্মতত্ত্বে পুলস্ত্যস্মৃতির বচন উদ্ধৃত হইয়াছে।

২ শিবের নামান্তর।

পুলহ (পুং) ১ ব্রহ্মার মানসপুত্র প্রজাপতি ভেদ, সপ্তর্ষির মধ্যে একজন। (মনু ১।৩৫) ভাগবতের মতে, পুলহের পত্নীর নাম গতি, এবং কর্ম্মশ্রেষ্ঠ, বরীমান্ ও সহিষ্ণু এই তিন পুত্র (ভাগ° ৪।১।৩৫)। মতান্তরে অলহের পত্নীর নাম ক্ষমা; কর্দ্দম, অর্ব্বরীবৎ ও সহিষ্ণু এই তিন পুত্র।

২ গন্ধর্ব্বভেদ। ৩ শিবের নামান্তর।

পুলাক (পুং) পোলতি উচ্ছ্রিতো ভবতি পুল-আক নিপাতনাৎ (বলাকাদয়শ্চ)। ১ তুচ্ছ ধান্য, আগড়া।

"পুলাকাশ্চৈব ধান্যানাং জীর্ণাশ্চৈব পরিচ্ছদাঃ।"(মনু ১০।১২৫)

২ সংক্ষেপ। ৩ ভক্তসিক্থ, ভাতের মণ্ড। ৪ অল্পতা। ৫ ক্ষিপ্র, শীঘ্র। 'পুলাকো ভক্তসিক্থে স্যাৎ সংক্ষেপাসারধান্যয়োঃ।' (হেম) ৬ চাউলের জল, চেলুনি।

পুলাককারিন্ (ত্রি) ক্ষিপ্রকারী। (স্বামী)

পুলাকিন্ (পুং) পুলাক-ইনি। বৃক্ষ। (হেম)

পুলাণিকা (স্ত্রী) ত্বকের কঠিনতা।

পুলায়িত, শব্দকল্পদ্রুমে ও বাচস্পত্যে পলায়িত শব্দের স্থানে পুলায়িত শব্দ গৃহীত হইয়াছে, অর্থ—অশ্বগতি, বিক্রান্তি। (ত্রিকাণ্ড)

পুলালিকা, (স্ত্রী) নাসাগ্রদংশবিষোপদ্রবভেদ। (বাচং)

"শোকশ্চ কণ্ডুশ্চ পুলালিকা চ
ধূমায়নং চৈব নাসাগ্রদংশে।" (সুশ্রুত)

পুলিকাট্ (পলিকাট, প্রকৃত নাম পরবেৰ্কাড়ু) মান্দ্রাজের চেঙ্গলপৎ জেলার অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ নগর। অক্ষা° ১৩°২৫´ ৮´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮০° ২১´ ২৪´´ পূঃ, পুলিকাট হ্রদের ধারে সমুদ্রের নিকট মান্দ্রাজ সহর হইতে ২৩ মাইল উত্তরে অবস্থিত। ওলন্দাজেরা ভারতে আসিয়া সর্ব্ব প্রথম এই নগরে কুঠি স্থাপন করে। ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে তাহারা এখানে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। ১৬১৯ খৃষ্টাব্দে তাহারা ইংরাজদিগের সহিত এক হইয়া মরিচের ব্যবসা চালাইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে করমণ্ডল উপকূলে এই স্থানই ওলন্দাজদিগের প্রধান আড্ডা বলিয়া গণ্য হয়। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা এই স্থান অধিকার করেন, ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে আবার ওলন্দাজদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে সন্ধি অনুসারে ওলন্দাজেরা ইংরাজদিগকে চির দিনের জন্য এই স্থান পরিত্যাগ করিলেন। এখানে ৩০০ বর্ষের প্রাচীন সুন্দর শিল্পযুক্ত সমাধিগৃহ রহিয়াছে।

পুলিকেশি (১ম), চালক্যবংশীয় একজন পরাক্রান্ত রাজা। ইনিই খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে পল্লবরাজধানী বাতাপিপুরী (বাদামি) জয় করিয়া চালুক্যরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। [চালুক্যশব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

পুলিকেশি (২য়), চালুক্যবংশীয় একজন সর্ব্বপ্রধান নৃপতি। চালুক্যরাজ মঙ্গলীশের মৃত্যুর পর ২য় পুলিকেশি ও ১ম বিষ্ণুবর্দ্ধনের মধ্যে রাজ্য বিভক্ত হইল। ২য় পুলিকেশি পিতৃরাজধানী বাদামিতেই অধিষ্ঠিত হইলেন এবং বিষ্ণুবর্দ্ধন পূর্ব্বাংশে বেঙ্গিদেশে গিয়া আপনার রাজধানী স্থাপন করিলেন।

পূর্ব্বতন চালুক্য রাজগণের মধ্যে এই পুলিকেশিই বলবীর্য্যে ভারতবিখ্যাত হইয়াছিলেন। ৬১০ খৃষ্টাব্দের প্রাক্কালে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। অভিষেকের পরই তাঁহার বিজয়স্পৃহা বলবতী হইয়াছিল। অল্পদিন মধ্যেই সমস্ত

(১) Dr. Bhandarkar's Early History of the Dekkan.

(২) Indian Antiquary, Vol. II, p. 148, and Vol. XXI. 204-5.

মহারাষ্ট্র ও দক্ষিণাপথের অধিকাংশ তাঁহার করতলগত হইয়াছিল। ইঁহারই সময়ে উত্তরভারতে সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধন রাজত্ব করিতেছিলেন। হিমালয় হইতে গঙ্গাসাগর ও গুর্জ্জর পর্য্যন্ত তাঁহার আধিপত্য বিস্তৃত হইলেও পুলিকেশির প্রভাবে তিনি দক্ষিণাপথ জয় করিতে সমর্থ হন নাই। হর্ষদেব আপনার অধীনস্থ রাজন্যবর্গ ও প্রধান প্রধান সামন্তমণ্ডলীকে লইয়া ভীমবেগে পুলিকেশিকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পুলিকেশির অসামান্য বীরত্বে ও তদনুবর্ত্তী মহারাষ্ট্র বীরগণের রণকৌশলে হর্ষদেব ভগ্নমনোরথ হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

পুলিকেশি হর্ষদেবকে পরাস্ত করিয়া মহারাজাধিরাজ 'পরমেশ্বর' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। চীনপরিব্রাজকের বর্ণনায় জানা যায়, রাজা পুলিকেশি জাতিতে ক্ষত্রিয়, তাঁহার রাজ্যের পরিমাণ প্রায় ১২০০ মাইল ছিল। তাঁহার প্রজাগণ সকলে শিষ্ট, শান্ত, পরিশ্রমী, নম্রপ্রকৃতি ও বীর বলিয়া গণ্য ছিল।

পুলিকেশির পরাক্রমের কথা কেবল ভারতে সীমাবদ্ধ ছিল না, বহু দূর দেশান্তরে তাঁহার যশোরাশি বিস্তৃত হইয়াছিল। একজন আরব ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, পারস্যাধিপ ২য় খস্রু তাঁহার রাজত্বের ৩৬শ বর্ষে (৬২৫-৬ খৃষ্টাব্দে) পুলিকেশির সভায় দূত দ্বারা উপঢৌকন পাঠাইয়া পরস্পরে বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। পুলিকেশির সভায় পারস্যদৌত্যের চিত্র আজও অজণ্টার বিশ্ববিখ্যাত গুহামধ্যে সুচিত্রিত রহিয়াছে।

৬৩৪ খৃষ্টাব্দে ঐহোলের শিলাফলকে উৎকীর্ণ পুলিকেশির প্রশস্তিতে লিখিত আছে,—'রাষ্ট্রকূটরাজ আপ্পায়িক গোবিন্দ, বনবাসীর কদম্বরাজগণ, গঙ্গ ও অনুপগণ, কোশল ও কলিঙ্গগণ, কাঞ্চির পল্লবগণ, চোল, কেরল ও পাণ্ড্যগণ পুলকেশির নিকট পরাজিত হইয়াছিল এবং মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত ৩টী প্রদেশ ও ৯৯ হাজার গ্রাম তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল; হর্ষকে পরাজয় করিয়া তিনি পরমেশ্বর পদবী লাভ করিয়াছিলেন।

চীন ঐতিহাসিক ম-তুয়ান্-লিন্ বিস্তৃতভাবে হর্ষ ও পুলিকেশির যুদ্ধাখ্যান বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে ৬১৮ হইতে ৬২৭ খৃষ্টাব্দ মধ্যে এই মহাসমর চলিয়াছিল। পুলিকেশি নিজে ক্ষত্রিয় ও হিন্দু হইলেও তাঁহার আশ্রয়ে জৈনগণ প্রবল হইয়াছিল। পরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং পুলিকেশির রাজধানীতে শ্বেতাম্বর জৈনদিগের প্রভাব দর্শন করিয়া গিয়াছেন। ঐহোলের মেগুতিমন্দিরে যে পুলিকেশির সুবিস্তৃত শিলালিপি আছে, তাহাও রবিকীর্ত্তি নামক এক জৈনের বিরচিত। রবিকীর্ত্তি আপনাকে কালিদাস ও ভারবির তুল্য কবি বলিয়া বর্ণনা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। সে শ্লোকটী এই—

"যেনাযোজিতবেশ্মস্থিরমর্থবিধৌ বিবেকিনা জিনবেশ্ম।
স বিজয়তাং রবিকীর্ত্তিঃ কবিতাশ্রিতকালিদাসভারবিকীর্ত্তিঃ॥"

এই শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, পুলিকেশির সময়েও ভারতযুদ্ধ হইতে একটী অব্দ গণিত হইতেছিল। যথা—

"ত্রিংশৎসু ত্রিসহস্রেষু ভারতাদাহবাদিতঃ।
সপ্তাব্দশতযুক্তেষু গতেষব্দেষু পঞ্চসু চ॥
পঞ্চাশৎসু কলৌ কালে ষট্‌সু পঞ্চশতাসু চ।
সমাসু সমতীতাসু শকানামপি ভূভুজাম্॥"

অর্থাৎ কুরুক্ষেত্রের মহাসমর হইতে এই কলিকালে ৩৭৩৫ বর্ষ গত হইলে শকরাজের ৫৫৬ অব্দ গত হইয়াছিল। অর্থাৎ ভারতযুদ্ধগতাব্দ ৩৭৩৫ = শকগতাব্দ ৫৫৬।

এই রাজা সত্যাশ্রয়-পুলিকেশি-বল্লভ নামেই খ্যাত ছিলেন। ইঁহার তিন পুত্র আদিত্যবর্ম্মা, চন্দ্রাদিত্য ও ১ম বিক্রমাদিত্য এবং অম্বেরা নামে এক কন্যা জন্মে। [চালুক্য শব্দ দেখ।]

পুলিকেশি, খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর চাপবংশীয় একজন রাজা, অড্ডকের পুত্র।

পুলিন, (পুং ক্লী) পুল মহত্ত্বে ইনন্ স চ কিৎ (তলি পুলিভ্যাঞ্চ। উণ্ ৩।৫৩) চর, ভরতের মতে জল হইতে যে জমি অতি অল্পকাল হইল উত্থিত হইয়াছে।

"কচিন্মণিনিকাশোদাং কচিৎ পুলিনশালিনীম্।" (রামা° ২।৯৫।৯

২ ক্ষণতোয়যুক্ত দ্বীপ। (সুভূতি) ৩ তট।

৪ যক্ষবিশেষ। (ভারত ১।৩২।১৯)

পুলিনদ্বীপশোভিত (ত্রি) পুলিন ও দ্বীপাদি দ্বারা বিভূষিত।

পুলিনবতী (স্ত্রী) ১ তটশীলা। ২ নদী ভেদ।

পুলিন্দ, ভারতের এক আদিম অনার্য্যজাতি। ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে লিখিত আছে,—বিশ্বামিত্রের যে সকল পুত্র শুনঃসেফকে জ্যেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করে নাই, তাহারা বিশ্বামিত্রের শাপে পতিত হইয়াছিল, সেই পতিত বিশ্বামিত্র-পুত্রগণ হইতেই পুলিন্দ শবর প্রভৃতি অসভ্য জাতির উৎপত্তি।

বামনপুরাণে এই পুলিন্দদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটী অদ্ভুত উপাখ্যান আছে—

'দানবেরা ত্রৈলোক্য অধিকার করিল। ইন্দ্র হৃতরাজ্য হইয়া দেবগণসহ ব্রহ্মলোকে আসিলেন। এখানে ইন্দ্র কশ্যপাদি ঋষিগণের সহিত ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া নিবেদন করিলেন, 'পিতামহ! বলি আমার রাজ্যগ্রহণ করিয়াছে।' ব্রহ্মা উত্তর করিলেন, 'ইন্দ্র! তুমি নিজ কর্ম্মফল ভোগ করিতেছ।' কশ্যপও অমনি বলিলেন, 'দেবেন্দ্র! তুমি ভ্রূণহত্যা পাপে লিপ্ত হইয়াছ। তুমি বজ্রদ্বারা দিতির উদর ভেদ করিয়াছ।' কশ্যপের কথা শুনিয়া ইন্দ্র ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'পিতামহ! আমার কিরূপে প্রায়শ্চিত্ত হইবে?' তখন ব্রহ্মা,

কশ্যপ ও বশিষ্ঠ একবাক্যে বলিলেন, 'তুমি শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-ধারী মাধবের শরণ লও, তিনিই শ্রেয়োবিধান করিবেন।' অনন্তর ইন্দ্র বেগে মহীতলে কালঞ্জরের উত্তরে, হিমাদ্রির দক্ষিণে, কুশস্থলের পূর্ব্বে এবং বসুপুরের পশ্চিমে অমূর্ত্ত গদাধরের স্থানে পতিত হইলেন। এখানে মহানদী গঙ্গার তটে দেবরাজ একবৎসর গদাধরের তপস্যা করিলেন। মাধব তৎপ্রতি প্রীত হইয়া দেখা দিলেন ও কহিলেন, 'দেবেন্দ্র! তোমার পাপ নষ্ট হইয়াছে, তুমি অচিরেই রাজ্যলাভ করিবে। ইন্দ্র সুরনদীতে স্নান করিয়া পবিত্র হইলেন। তাঁহার ভীষণকর্ম্মা সহচরগণ বলিল, এখন আমাদের কি করিতে হইবে আদেশ করুন। ইন্দ্র উত্তর করিলেন, 'তোমরা আমার পাপ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ, এই কারণে তোমরা হিমাদ্রি ও কালঞ্জরের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে পুলিন্দ নামে বাস কর।'[১] এই বলিয়া পুরন্দর পাপ মুক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন।

রামায়ণ, মহাভারতাদি সকল প্রাচীন গ্রন্থেই এই পুলিন্দ জাতি ও তাহাদের নিবাসভূত জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায় (ভারত ২।৩১।১৫, ৬।৯।৩৯।৪০, রামায়ণ ৪।৪০।২১, ব্রহ্মাণ্ডপু° মৎস্যপু° ১১৩।৪৮,১২০।৪৪, মার্কণ্ডেয়পু° ৫৭।৪৭, বামনপু° ১৩।৪৮, লিঙ্গপু° ৫২।২৮, সূতসংহিতা ২৬।১১, শ্রীহর্ষচরিত ১।১৪ তাপীখণ্ড ৯।২৪, দিগ্বিজয়প্র°)।

পুলিন্দজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে বামনপুরাণে যে স্থান নির্ণীত হইয়াছে, তাহা অপরাপর প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে কুলিন্দ বা কুনিন্দজাতির স্থান বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে। [কুনিন্দ দেখ।] পুলিন্দকে গুজরাত ও মহারাষ্ট্রবাসী পুরাতন অসভ্য দস্যুজাতি বলিয়াই বোধ হয়। [দস্যু দেখ।] সভাপর্ব্বে সহদেবের দক্ষিণ-দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে লিখিত আছে, নাচীন ও অর্ব্বুকরাজগণকে পরাভূত করিয়া সহদেব বাতাধিপকে বশবর্ত্তী করিলেন, পরে পুলিন্দদিগকে জয় করিয়া দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

(সভাপ° ৩১ অঃ)

অর্ব্বুককে কেহ কেহ বর্ত্তমান আবুপাহাড় ও বাতাধিপকে বাতাপিপুরী (বর্ত্তমান বাদামির) অধিপতি বলিয়া মনে করেন। এরূপ স্থলে বোধ হয় গুজরাতের পূর্ব্বাংশ হইতে এখনকার বাদামির নিকটবর্ত্তী স্থানে অসভ্য পুলিন্দজাতির বাস ছিল। মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে "সিন্ধুপুলিন্দকাঃ" এইরূপ উল্লেখ আছে, ইহাতে ইহাদিগকে সিন্ধুপ্রদেশের দক্ষিণাংশস্থ রণবাসী বলিয়াও বোধ হয়।

অশোকের শাহবাজগড়ী-অনুশাসনে যে পুলিন্দজাতির উল্লেখ আছে ও কথাসরিৎসাগরেও স্থানে স্থানে যে পুলিন্দ-জাতির বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে ঐ জাতিকে এখনকার ভিলজাতিরই এক শাখা বলিয়া মনে হয়।

প্রত্নতত্ত্ববিৎ কনিংহাম্ সাহেব ভিল্লক ও শবর এই দুই জাতিকে পুলিন্দের এক পর্য্যায়বাচী বলিয়া মনে করেন। (Cunningham's, Arch. Survey Reports, Vol. XVII. p. 139)

গ্রীক ভৌগোলিক টলেমি এই জাতিকে Paulindai Agriophagoi, ও প্লিনি Molindai নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

এক সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষে এই জাতি বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। কেহ কেহ মনে করেন, 'গোন্দ' শব্দ এই পুলিন্দ শব্দের অপভ্রংশ।

পুলিন্দক, ১ পুলিন্দজাতি ও তাহাদের নিবাসভূত জনপদবিশেষ। ২ পুলিন্দদিগের একজন রাজা। কথাসরিৎসাগরে এই ব্যক্তি পুলিন্দ, ভিল্ল ও শবর এই জাতিত্রয়ের অধিপতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। (কথাসরিৎ ১২।৪৫,১৯।৫৯) ৩ আর্দ্রকের পুত্রভেদ।

পুলিন্দবন, স্কন্দপুরাণীয় তাপীখণ্ডবর্ণিত একটী পবিত্র স্থান, বর্ত্তমান তাপ্তী নদীতীরে এই বন ছিল, মহাদেব পুলিন্দ-বেষ্টিত হইয়া এই বনে বাস করিতেন। (তাপীখ° ৯।২৪)

পুলিন্দসেন, কলিঙ্গের একজন বিখ্যাত বীর। মাধববর্ম্মার পূর্ব্বপুরুষ। মাধববর্ম্মার তাম্রশাসনে ইনি 'কলিঙ্গদিগের মধ্যে প্রথিতযশা' এইরূপ বর্ণিত হইয়াছেন।

পুলিন্দা, একটী ক্ষুদ্র নদী, তাপীনদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। (তাপীখণ্ড ৯।৩৭, ভারত ৬।৯।৬১) এখানকার হিন্দুগণের বিশ্বাস পুলিন্দাসঙ্গমে স্নান করিলে পুণ্যলাভ হইয়া থাকে।

পুলিমৎ, নৃপভেদ। (বিষ্ণুপু°)

পুলিমন্দি, দাক্ষিণাত্যে কার্ণুলজেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন

(১) "তপস্তেপে সহস্রাক্ষঃ স্তুবন্ দেবং গদাধরম্।
তস্যৈবং তপ্যতঃ সম্যক্ জিতসর্ব্বেন্দ্রিয়স্য চ ॥
কামক্রোধবিহীনস্য সাগ্রঃ সংবৎসরো গতঃ।
ততো গদাধরঃ প্রীতো বাসবং প্রাহ নারদ।
গচ্ছ প্রীতোঽস্মি ভবতো মুক্তপাপোঽসি সাম্প্রতম্ ॥
নিজং রাজ্যঞ্চ দেবেশ! প্রাপ্স্যসি হ্যচিরাদ্দিবঃ।
যতিষ্যামি যথা শক্র! ভাবিশ্রেয়ো যথা তব ॥
ইত্যেবমুক্তোঽথ গদাধরেণ বিসর্জ্জিতঃ স্নাপ্য মনোহরায়াম্।
স্নাতস্য দেবস্য ততঃ পুরস্তাৎ সংপ্রোচুরস্মাননুশাসয়স্ব ॥
প্রোবাচ তান্ ভীষণকর্ম্মকারান্ নাম্না পুলিন্দা মম পাপসম্ভবাঃ।
বসধ্বমেবান্তরমদ্রিমুখ্যয়োর্হিমাদ্রিকালঞ্জরয়োঃ পুলিন্দাঃ! ॥
ইত্যেবমুক্ত্বা সুররাট্ পুলিন্দান্ বিমুক্তপাপঃ সুরসিদ্ধযক্ষৈঃ।
সংপূজ্যমানোঽনুজগাম চাশ্রমং মাতুস্তদা ধর্ম্মনিবাসমাদ্যম্ ॥"
(শব্দকল্পদ্রুমধৃত বামনপুরাণ ৭৩ অঃ)

গ্রাম, নন্দিয়ালের ২ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। এখানে বিজয়-নগরের অচ্যুতরায়ের রাজ্যকালে ১৪৫৫ শকে নাগলিঙ্গেশ্বর মন্দির নির্ম্মিত হয়।

পুলিয়ামগুড়ি, মান্দ্রাজের তিন্নেবেলি জেলার নারায়ণ-কোবিল তালুকের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ৯° ১০´ ৫০´´ উঃ দ্রাঘি° ৭৬°২৬´১৫´´ পূঃ। পুরাতন মদুরা রাস্তার ধারে শ্রীবৈকুণ্ঠের নিকট অবস্থিত। এখানে প্রায় আটহাজার লোকের বাস। এখানে অতি প্রাচীন বিষ্ণুমন্দির আছে, তন্মধ্যে তাম্রশাসন ও স্থলপুরাণ দৃষ্ট হয়।

পুলিয়ার, দক্ষিণাপথের পার্ব্বত্যজাতিভেদ। মদুরাজেলার পালনী নামক পাহাড়েই বহুসংখ্যক লোক দেখা যায়। ইহাদের অবস্থা অতি ঘৃণ্য ও শোচনীয়। এমন কি কোরবর নামক অসভ্যজাতির নিকটও ইহারা দাসত্ব করিয়া থাকে। এরূপ নিকৃষ্ট অবস্থা হইলেও আশ্চর্য্যের বিষয় যে ইহারা কোরবর প্রভৃতি নীচজাতির দেবপূজক ও চিকিৎসকের কার্য্য করিয়া থাকে। কারণ ইহারাই কেবল নানাবিধ গাছগাছড়া চিনে, ও বন্যদেবতার তৃপ্তির জন্য মন্ত্রোচ্চারণ করে। কোরবর-দিগের কেহ পীড়িত হইলে অবিলম্বে পলিয়ারকে সংবাদ দেয়। পলিয়ার আসিয়া শাক বা মূল ঔষধ স্বরূপ প্রয়োগ করে; কখন বা মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক রোগীকে ঝাড়াইয়া দেয়। ইহারা শান্ত, শিষ্ট, নম্রপ্রকৃতি ও অতিশয় মৃগয়াপ্রিয়, বিষপ্রয়োগে বা সুতীক্ষ্ণ তীরপ্রয়োগে অনেক সময়েই ব্যাঘ্র নিপাতিত করে। ইহারা ভূতপ্রেতের উপাসক ও সর্পভুক্। কেহ একটীর অধিক বিবাহ করিতে পারে না। রাগী নামক শস্য পচাইয়া যে মদ্য প্রস্তুত হয়, তাহাই এই সকল জাতির অতি প্রিয়তম পানীয়।

পুলিরিক (পুং) সর্প। (শব্দার্ণব)

পুলিবলম্, মান্দ্রাজের উত্তর আর্কট জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম, বালাজাপেট হইতে ১২ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানে চোলরাজপ্রতিষ্ঠিত একটী অতি প্রাচীন বিষ্ণুমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। উভয়মন্দিরেই অতি প্রাচীন শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে।

পুলিবেন্দলা, (আসল নাম পুলি-মণ্ডলম্ অর্থাৎ ব্যাঘ্রাবাস) মান্দ্রাজ প্রদেশের কড়প্পা জেলার অধীন একটী তালুক বা মহকুমা। ভূপরিমাণ ৭০১ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় এক লক্ষ হইবে। এইস্থান পর্ব্বতময়। এখানে সর্ব্বত্র জলের বন্দোবিস্ত নাই। ইহার পশ্চিমাংশ উর্ব্বরা, তথায় বেশ তুলার চাষ হয়। পূর্ব্বাংশে পাপঘ্নী নদী প্রবাহিত থাকায় জলের অভাব নাই। ইহার মধ্যবর্ত্তী স্থানে প্রধানতঃ ছোলা ও কার্পাসের চাষ হয়, এতদ্ভিন্ন ডাইল, নীল ও সরিষার চাষও দেখা যায়। ১৮শ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এই স্থান পোলিগারদিগের অধিকারে ছিল। এখনও তাহাদিগের যত্নে মৃত্তিকায় নির্ম্মিত ও পরিখাবিশিষ্ট প্রাচীন দুর্গাদির ভগ্নাবশেষ এবং এই সকল দুর্গমধ্যে গোলাগুলি নিক্ষেপের জন্য ছিদ্র দৃষ্ট হয়। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে এই তালুকে দুইটী ফৌজদারী আদালত ও ১০টী থানা স্থাপিত হয়। রাজস্ব ১৮২৫২০৲ টাকা।

২ উক্ত তালুকের প্রধান নগর। কড়প্পা হইতে ৩৯ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে কোম্পানীর বাগান ও ডাকঘর আছে। এই নগরের দেড় মাইল পশ্চিমে রঙ্গনাথস্বামীর প্রাচীন মন্দির অবস্থিত। প্রবাদ এইরূপ, রঙ্গনাথের স্বয়ম্ভু-মূর্ত্তি পূর্ব্বতন যুগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। এখানকার স্থল-পুরাণে রঙ্গনাথস্বামীর মাহাত্ম্য বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। মন্দিরের অদূরে একটী পোলিগার-দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়।

পুলিশ, একজন প্রাচীন জ্যোতির্গ্রন্থরচয়িতা। বরাহমিহির যে পঞ্চসিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে এই পুলিশ-রচিত 'পৌলিশসিদ্ধান্ত' একখানি।(১) অল্-বেরুণী ইহাকে 'পলস্-অল্-যুনানি' অর্থাৎ গ্রীক পলস্ নামে উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে—পুলিশ সৈন্ধ্র অর্থাৎ আলেকসন্দ্রিয়াবাসী ছিলেন। জর্ম্মণ অধ্যাপক বেবার (Weber) অল্বেরুণীর বর্ণনা দৃষ্টে স্থির করিয়াছেন, Paulus Alexandrinus গ্রীক ভাষায় রচিত Eisagoge নামক গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় পৌলিশ-সিদ্ধান্ত নামে বর্ণিত হইয়াছে।

এখন মূল পৌলিশ-সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না। অল্-বেরুণী ব্রহ্মসিদ্ধান্ত ও পৌলিশসিদ্ধান্ত দেখিয়া হিন্দুজ্যোতিষ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। ভট্টোৎপল ও বলভদ্র পৌলিশসিদ্ধান্ত হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মগুপ্ত পুলিশের নামোল্লেখ করিয়াছেন এবং বরাহমিহিরের পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় পৌলিশ-সিদ্ধান্তের বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

রাজা রাজেন্দ্রলাল প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ পুলিশকে ইজিপ্টবাসী বলিয়া স্থির করিয়াছেন, কিন্তু অল্-বেরুণীর আলোচনা ও পঞ্চসিদ্ধান্তিকা পাঠ করিলে পুলিশকে আমরা গ্রীক জ্যোতির্বিদ্ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। ব্রহ্মগুপ্ত, বরাহমিহির, ভট্টোৎপল ও বলভদ্র প্রভৃতি জ্যোতির্বিদ্গণ পৌলিশসিদ্ধান্তের কথা লিখিলেও কেহই পুলিশকে 'যবন'

(১) "তত্র গ্রহগণিতে পৌলিশরোমক বাসিষ্ঠ-সৌর-পৈতামহেষু পঞ্চস্বেতেষু সিদ্ধান্তেষু" (বরাহমিহির—বৃহৎসং)

বলিয়া স্বীকার করেন নাই। অল্‌বেরুণী কোন্ প্রমাণে পুলিশকে গ্রীক ও আলেক্‌সান্দ্রিয়াবাসী বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহাও বুঝা গেল না।১ ডাক্তার বেবার সাহেবেরও উক্তি সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। Paulus Alexandrinusএর গ্রন্থে পৌলিশ-সিদ্ধান্তের প্রতিপাদ্য মূলবিষয়গুলি নাই। Eisagoge হইতে বেবার যে সকল বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া পৌলিশসিদ্ধান্তের সহিত মিলাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাও সুযুক্তিপূর্ণ নহে। যে কোন জাতক গ্রন্থে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রাধিপতির পরিচয়প্রসঙ্গে ঐ সকল কথা আলোচিত হইয়াছে। Eisagoge একখানি জাতকগ্রন্থ, কিন্তু পুলিশের সিদ্ধান্ত একখানি খাঁটি জ্যোতিষ।

পূর্ব্বোক্ত জ্যোতির্বিদগণের উদ্ধৃত বা আলোচিত পুলিশ-সিদ্ধান্তের বিষয় পাঠ করিলে অনায়াসেই স্বীকার করা যায়, পুলিশ একজন প্রধান জ্যোতির্বিদ, গ্রীকজ্যোতিষের ভাব তাঁহার গ্রন্থে স্থান লাভ করেন নাই, তিনি যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভারতীয় অথবা পারসিক বলিয়া মনে হয়।

সচরাচর পুলিশসিদ্ধান্ত হইতে আর্য্যা ও অনুষ্টুভে লিখিত শ্লোক দৃষ্ট হয়, তদ্দৃষ্টে কেহ কেহ মনে করেন যে পুলিশ দুই খানি সিদ্ধান্ত লিখিয়া ছিলেন, কিন্তু ইহার মূলে কিছুমাত্র সত্য নাই। একখানি সিদ্ধান্তে দুইপ্রকার শ্লোক থাকিতে পারে, বরাহমিহিরের গ্রন্থ পাঠ করিলে এ সন্দেহ দূর হইবে। কোন কোন গ্রন্থে 'পৌলিশ' স্থানে 'পৌলস্ত্য' নাম উদ্ধৃত হইয়াছে, ইহা লিপিপ্রমাদ বলিয়াই বোধ হয়। তবে ইহাও জানা আবশ্যক যে, পৌলস্ত্যরচিত স্বতন্ত্র জ্যোতির্গ্রন্থও প্রচলিত আছে। যাহা হউক, প্রাচীন জ্যোতিঃশাস্ত্রসমূহ আলোচনা করিলে জানিতে পারি, ব্রহ্মগুপ্ত, বরাহমিহির প্রভৃতি জ্যোতির্বিদ্‌গণের পূর্ব্বতনকালে ভারতে একটী আর্য্যভটের ও অপর পুলিশের এই দুইটী জ্যোতির্মত প্রধানতঃ প্রচলিত ছিল।২

(১) অল্‌-বেরুণী একস্থানে পুলিশের বচন উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন, 'যবন-পুলিশ' বলিতেছেন, ইহাতে পুলিশকে যবন বলা যায়। কিন্তু তাঁহার নিবাস কোথায় ছিল, ঠিক জানা যায় না। পারস্যবাসিগণও পূর্ব্বকালে যবন বলিয়া অভিহিত হইতেন এবং তাঁহাদের সহিত ভারতের যথেষ্ট সম্বন্ধ ছিল। এরূপ স্থলে পুলিশকে ঐরূপ কোন স্থানের লোক বলিয়া গ্রহণ করিতে আপত্তি কি?

(২) পৌলিশ-সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বিস্তৃত [illegible] জানিতে হইলে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি দ্রষ্টব্য—বরাহমিহিরের পঞ্চসিদ্ধান্তিকা (Ed. by Dr. Thibaut), Dr. Mitra's Indo-Aryans, Vol. II., p. 208; Colebrooke's Miscellaneous Essays, Vol. II., p. 341, 365, 433; Indian Antiquary, Vol. XIX, p. 316f, and Alberuni's India, translated by Dr. E. C. Sachau, 2 Vols.

একাদশ ভাগ সমাপ্ত।